শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড-মূল

শ্রীমদ্‌ব্যাসাবতার আদি-মহাকবি পূজ্যপাদ

শ্রীশ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর-

বিরচিত

কলিযুগপাবন-স্বভজনবিভজনপ্রয়োজনাবতারি-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনবর-

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামিঠাকুর**-কৃত

শ্রীস্বরূপ-রূপ-বিরোধি-সকল-কুসিদ্ধান্ত-নিরাসপর

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য-সমেত

দ্বিতীয়-সংস্করণ

শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ-কর্ত্তৃক কলিকাতা ২৪৩।২ নং আপার সার্কিউলার রোড্‌স্থিত গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস্-যন্ত্রে মুদ্রিত ও কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্‌স্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পদ্মনাভ, ৪৪২ গৌরাব্দ

আদিখণ্ডের অধ্যায়-সূচী

ঠাকুরের জীবনী

মামগাছী বা মোদদ্রুম-দ্বীপ

বর্দ্ধমান-জেলার পূর্ব্বাংশে পূর্ব্বস্থলী-থানার অন্তর্গত মামগাছী-নামে একটী প্রাচীন পল্লী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই মামগাছী-গ্রামকে প্রাচীনগণ এবং ভক্তিরত্নাকরের লেখক নবদ্বীপের অন্তর্গত মোদদ্রুম-দ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মামগাছী-গ্রামের প্রান্তদেশেই ভাগীরথী প্রবহমানা। এই গ্রামে এখনও ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন-দাসের সেবা শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তির নিত্যপূজা সাধিত হইতেছে। কথিত হয় যে, ঠাকুর বৃন্দাবন এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আজও বৃন্দাবনদাসের বাল্যকালের বিচরণভূমি বলিয়া ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীটি নির্দ্দিষ্ট হয়।

শ্রীবাস-পত্নী মালিনী দেবীর পিত্রালয়ে শ্রীনারায়ণীর পতিগৃহ-লাভ

শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনী দেবীর মামগাছী-গ্রামে পিত্রালয় ছিল। শ্রীনবদ্বীপ-নগরের শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রিয়ভক্ত শ্রীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীনারায়ণী দেবীর মামগাছী-গ্রামে বিবাহ হয়। মালিনী শেষ-বয়সে স্বীয় পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করেন। ঐ বংশের কাহারও সহিত নারায়ণী দেবীর বিবাহ হয়। শ্রীনারায়ণীর গর্ভেই শ্রীবৃন্দাবনদাস জন্মগ্রহণ করেন।

ঠাকুর-কর্ত্তৃক পিতৃনাম অনুল্লেখের কারণ

শিশুকালেই ঠাকুরের পিতৃবিয়োগ হওয়ায় এবং পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীভগবান্ চৈতন্যচন্দ্রের সেবা-নিরত হইবার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করায় তাঁহার কথা বিশেষভাবে কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে হরিপাদপদ্ম আশ্রয় না করায় পিতৃবংশের পরিচয়ে শ্রীবৃন্দাবনদাসের পরিচয় হয় নাই।

শ্রীবৃন্দাবনের প্রতিষ্ঠিত সেবা

আজও শ্রীবাসপত্নী মালিনীর ভিটাস্থিত শ্রীবৃন্দাবনদাস প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-শ্রীবিগ্রহ স্থানান্তরিত হইয়া যথাবিধি সেবিত হইলেও সেবাটী তাদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও উজ্জ্বল নাই।

দেনুড়ে ঠাকুরের শিষ্য শ্রীরামহরি

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় অনেক সময় দেনুড়েই ছিলেন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের সংসার-পরিগ্রহের কোন কথা আমরা শুনিতে পাই নাই। তিনি চারিটী শিষ্যের মধ্যে শ্রীরামহরি-নামক একটী উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে স্বীয় দেনুড়াস্থিত সম্পত্তিসমূহের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। তাঁহার বংশধরগণই এখনও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের দেনুড়পাট-বাটীতে অবস্থান করিয়া সেবা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। রামহরি স্বয়ং সংস্কারসম্পন্ন হইয়া দীক্ষিত হইলেও কালপ্রভাবে অবৈষ্ণব স্মার্ত্তাচারের প্রাবল্যে তদীয় অধস্তনগণ কয়েক পুরুষ হইতে স্মার্ত্তশাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া সামাজিক সদাচার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মাতামহকুল একান্ত শ্রীচৈতন্য-পদাশ্রিত বলিয়া তৎকুলের পরিচয়েই ঠাকুরের আত্ম-পরিচয়-দান

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পিতৃকুলের অধিক পরিচয় না পাওয়া গেলেও তিনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত ছিলেন, জানা যায়। মাতৃকুল শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের একান্ত আশ্রিত এবং সর্ব্বপ্রধান গৃহস্থ-বৈষ্ণব বলিয়া সেই পরিচয়েই তিনি বৈষ্ণবজগতে ও গৌড়ীয় সাহিত্যিক-সমাজেও পরিচিত।

নারায়ণী—চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন।
তাঁ'র কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত-বর্ণন।
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্য-মঙ্গল।
সূত্র করি' সব লীলা করিল গ্রন্থন।
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ।
বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
চৈতন্য-লীলাতে ব্যাস'—বৃন্দাবনদাস।

বৃন্দাবনদাস—নারায়ণীর নন্দন।
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।

চৈতন্য-লীলার ব্যাস—দাস বৃন্দাবন।

চৈতন্যলীলার ব্যাস—দাস বৃন্দাবন।
ভক্তি করি' শিরে ধরি' তাঁহার চরণ।

সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার।
এ সকল লীলা শ্রীদাস বৃন্দাবন।
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি
চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন।
তাঁ'র সূত্রে আছে তিঁহ না কৈল বর্ণন।
অতএব তাঁ'র পায়ে করি নমস্কার।

বৃন্দাবন দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
তাঁ'র ত্যক্ত 'অবশেষ' সংক্ষেপে কহিল।
নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র—বৃন্দাবনদাস।
তাঁ'র আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
যে কিছু বর্ণিলুঁ, সেহ সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্যমঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সংক্ষেপে কহিলুঁ বিস্তার না যায় কথনে।
চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
চৈতন্যলীলামৃত সিন্ধু—দুগ্ধা[illegible]ন।
তাঁ'র ঝারী-শেষামৃত কিছু মোরে দিলা।

তাঁ'র গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন॥
তাহাতে চৈতন্য-লীলা বর্ণিল সকল॥
পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ॥
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন॥
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥
তাঁ'র আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
তাঁ'র কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৮ম

চৈতন্যমঙ্গল যিঁহো করিল রচন॥
চৈতন্য লীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবনদাস॥ (ঐ আদি ১১শ
মধুর করিলা লীলা করিয়া রচন॥ (ঐ আদি ১৩শ
তাঁ'র আজ্ঞায় করোঁ তাঁ'র উচ্ছিষ্ট চর্বণ॥
শেষলীলার সূত্র ইবে করিয়ে বর্ণন॥ (ঐ মধ্য ১ম
বৃন্দাবনদাস-মুখে অমৃতের ধার॥
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন উত্তম বর্ণন॥
দম্ভ করি' বর্ণি যদি নাহি তৈছে শক্তি॥
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন॥
যথা কথঞ্চিৎ করি সে লীলা কথন॥
তাঁ'র পায় অপরাধ না হউক্ আমার॥ (ঐ মধ্য ৪র্থ
সেইসব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল॥
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল॥
চৈতন্যলীলায় তেঁহো হয়ে আদিব্যাস॥
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আরে॥
লিখিতে না পারেন তবু রাখিয়াছেন লিখিয়া॥
সেই বচন শুন সেই পরম-প্রমাণে॥
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিলা বর্ণনে॥
সত্য কহেন আগে ব্যাস করিলা বর্ণনে॥
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি' তিঁহো কৈল পান॥
তু তেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা॥ (ঐ অন্ত্য ২০শ

অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়ভাষ্য-ভূমিকা

পরিদৃশ্যমান্ জগতে বহিরাবরণের অন্তর্ভুক্ত অন্তর্যামীর পরিচয়ে সেব্যসেবক-ভাবের বিচার মনীষিগণের আলোচ্য। যেখানে সেব্যসেবক-ভাবের অভাব, সেইখানেই অন্তর্যামীর শূন্যসংখ্যার পরিবর্ত্তে এক সংখ্যার উল্লেখ। একের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য বস্তুশক্তির বিভিন্ন অধিষ্ঠান জ্ঞাপন করে। যাঁহারা এই কথা বিলোপ করিবার বাসনায় বহিরাবরণের বিচারমুক্ত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাঁহাদের একত্বে স্বগত-সজাতীয়বিজাতীয়-ভেদ-রাহিত্য প্রবল। যাঁহারা বহিরাবরণের বিচার-প্রণালীর দৌর্ব্বল্য অন্তর্যামীতে আরোপ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা সেই বস্তুকে আধ্যক্ষিকের অনুগত জ্ঞানের পরিবর্ত্তে 'অধোক্ষজ'-সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করেন। বিচিত্র চিন্ময়-বিলাসকে অচিদ্বিলাসের সমশ্রেণীস্থ করিয়া যে কুবিচার উদ্ভাবিত হয়, সেই বিচারে ভক্তির নিত্যত্ব অস্বীকৃত। অধোক্ষজবস্তুতে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিলাস নিত্য-রসবিচিত্রতা উৎপাদন করে বলিয়াই বহিরাবরণে তাহার নশ্বর প্রতীতি বদ্ধজীবের আধ্যক্ষিক-জ্ঞানের বিষয়রূপে পরিণত হইয়াছে। জ্ঞানসংহারকারী আধ্যক্ষিক-জনগণ অন্তর্যামিত্ব-বিচারে যে ত্রিপুটী বিনষ্ট বহিরাবরণের হেয়তা আরোপ করেন, তাহা শ্রুতিশাস্ত্র ও শ্রৌতপথাবলম্বী মনীষিগণ অনুমোদন করেন না।

অন্তর্যামিত্বে ত্রিপুটীবিনষ্ট বহিরাবরণের হেয়তার আরোপ অশ্রৌত

অন্তর্যামি-নিরূপণে জড়া প্রকৃতি আধ্যক্ষিকের নিকট 'অব্যক্ত' নামক বিচার আবাহন করে। আবার, কেবল চিন্মাত্র-বিচারে আবৃতাবস্থায় বহির্জ্জগৎ অচিদিন্দ্রিয়-কল্পিত বলিয়া তাদৃশ চিন্তা-স্রোতের তাণ্ডবনৃত্য দেখা যায়। স্পিনোজা, সপেনহয়ার, হেগেল প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ বহিরাবরণের বিচার-প্রণালীকে যেরূপ বিচিত্রতাহীন অন্তর্যামিত্বে পরিণত করেন, আমাদের দেশেও আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ বহুপূর্ব্বে সেইরূপ চিন্তা-স্রোতের বহু স্তাবকসম্প্রদায় রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই পরিদৃশ্যমান জগতে বহিরাবরণের বিচিত্রতা ও অন্তঃস্থিত দেহীকে একত্বে নির্দ্দেশ করেন। পুরুষোত্তম-বিচার প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের জ্ঞাপক হওয়ায় অসম্পূর্ণ ধারণা অন্তর্যামিত্বেও অভেদবাদ আনয়ন করে। 'দ্বা সুপর্ণা' প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্র যে অন্তর্যামিত্বের কথা বলেন, তাহা বহিরাবরণ-মুগ্ধ জনগণের অশুদ্দৃষ্টি-বিধানকারী। কূটস্থ-চৈতন্যের বিচারে বিচিত্রতার পরিবর্ত্তে জড়বিরাগ আসিয়া উঁহাদের যে জাড্য উৎপাদন করায়, তাহাতে ক্ষরধর্ম্মের উন্নত অভিযানে অক্ষর প্রতীতি স্থাপিত মাত্র। পুরুষোত্তম-বিচারে যেখানে অমুক্ত অবস্থার কথা, সেখানেই অন্তর্যামিত্বে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আক্রান্ত হইয়াছে। পুরুষোত্তম-বিচারে ব্রহ্মের ক্লীবত্ব নিরূপণে আবদ্ধ না থাকিয়া যখন চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য-দর্শনে লক্ষিত হয়, তখনই চিদচিচ্ছক্তি বিচার নিঃশক্তিক ক্লীব-বিচারকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করে; তখনই জড়ের একদেশ-দৃষ্টিতে দোদুল্যমান ধর্ম্ম প্রতীয়মান হয়। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহাদের সেবক, সিংহাসনাদি বস্তুসমূহ অন্তর্যামীর ভূমিকায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাঁহার প্রতিভূ একদেশ-দৃষ্টি যখন বহিরাবরণ-ধর্ম্ম লইয়া অর্চ্চা-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই নৈমিত্তিক বিচার আসিয়া, পুরুষোত্তম-বিচারে বৈভবস্তরের প্রতীতি করায়। পরে নিমিত্ত-বৈভবের অন্তর্যামি-সূত্রে ব্যূহ-বিচার ও তদন্তর্যামি-সূত্রে পরতত্ত্ব-বিচার পুরুষোত্তম-বিচারের

অন্তর্যামিত্বে আধ্যক্ষিকের অব্যক্তবাদ

শঙ্করাচার্য্যের স্তাবকসম্প্রদায়ের মতবাদের অনুকরণকারী পাশ্চাত্য-দার্শনিকগণ

'দ্বা সুপর্ণা' শ্রুতি-মন্ত্রোক্ত অন্তর্যামিত্ব-বিচার

আধ্যক্ষিকের 'কূটস্থ-চৈতন্য'-বিচার

পুরুষোত্তম-বিচারে অমুক্ত অবস্থার কথা

পুরুষোত্তম-বিচারে চিদ-চিদীশ্বরাদি বৈশিষ্ট্য

অন্তর্যামিত্ব বিচার ও অর্থপঞ্চক

সুষ্ঠুতা উৎপাদন করায়। এই পরতত্ত্ব-প্রতীতি তত্ত্ববিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অতন্নিরস্ত আধ্যক্ষিক প্রতীতি-মাত্র নহে।

তদ্‌বস্তুর অনুসন্ধানে আমরা বহু আচার্য্য, ঋষি, মনীষিগণের বিবদমান বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া তত্ত্ববাদে স্থির থাকিতে পারি না। উপদেশক আচার্য্য উপদিষ্ট শ্রোতৃবর্গের দুর্ব্বলতা বিচার করিয়া অনেক কথা অভিব্যক্ত করিতে সুযোগ পান না। কেহ বা কিয়ৎপরিমাণ সেই সকল বিচারের ন্যূনাধিক স্বীকার মাত্র করিয়া মর্য্যাদা-পথেরই পুষ্টিবিধান করেন। মাধুর্য্যপুষ্টির দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য অল্প হইয়া পড়ে।

শ্রোতৃবর্গের দুর্ব্বলতা-দর্শনে আচার্য্যগণের অসম্পূর্ণ উপদেশ

পুরুষোত্তম বস্তু যেকালে কৃপা-পরবশ হইয়া স্বীয় সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের উন্নতাংশ প্রদর্শন করেন, সেকালে অনেকেই তাহা ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া আধ্যক্ষিকতায় বা জড়বিচারে পতিত হন। মাধুর্য্যের স্থান ঐশ্বর্য্যের স্থানাপেক্ষা মাধুর্য্যতর ভূমিকায় অবস্থিত—এ কথা যাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না, তাঁহারা 'ঐশ্বর্য্য' 'বৃহত্ত্ব' প্রভৃতি মর্য্যাদা-পথের বিচারেই অবস্থিত হন।

মাধুর্য্য-বিচারের অধিকারীর স্বল্পতা

ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের মূল-কারণ পুরুষোত্তম বস্তু যে কালে স্বীয় ঔদার্য্য-লীলা প্রকাশ করেন, সেই সময়েই তাঁহার মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য এবং তদাবৃত পর্য্যায়সমূহের তারতম্য নিষ্কপট জড়বিচারমুক্ত ত্যাগ-ভোগ-বিচার রহিত সেবাপর পুরুষগণের আত্মপ্রতীতিলাভের ও আত্মবৃত্তির বিচিত্রতা কেবলমাত্র উপলব্ধির বিষয় হয় না, পরন্তু তাঁহাদের স্বরূপোপলব্ধিতে সুনির্ম্মল-দৃষ্টিতে নিত্য-বিলাস-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়।

ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের মূলকারণ-বস্তুর ঔদার্য্য-লীলা

সাধারণ শাস্ত্র ও তদাশ্রিত উপদেশকগণ বদ্ধ-মুক্ত-বিচারের নিরুপাধিক বস্তু-বিজ্ঞানে যে সকল প্রসঙ্গ স্বরূপান্বেষী তত্ত্ববিচারপর জনগণের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে ঔদার্য্যের ন্যূনাধিক অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় আমরা "শ্রীচৈতন্যভাগবত" নামক একখানি প্রাচীন গৌড়ভাষায় লিখিত মহাকাব্য পাঠ করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করির। ভগবানের ঐশ্বর্য্যপর ও মাধুর্য্যপর বৈশিষ্ট্যের প্রচারক-সূত্রে যে ঔদার্য্যপরতা ব্রহ্মাণ্ডভ্রমণকারী জনগণের কল্যাণ উৎপাদন করিয়াছে, তাহার একটু নমুনা আস্বাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে জীবমাত্রকেই ধন্য করিবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীচৈতন্যভাগবত-প্রকটের অবসর

শ্রীচৈতন্যভাগবত বঙ্গীয় সাহিত্যের সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া লেখক 'আদিকবি' আখ্যায় কিছুদিন হইতে পরিগণিত হইয়াছেন। এই লেখকের পূর্ব্বে শ্রীলোচনদাসঠাকুর 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-নামক একটি পাঁচালি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার পূর্ব্বেও শ্রীগুণরাজ খাঁ বা মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' নামে বঙ্গীয় বিবিধছন্দে রচিত আর একখানি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং এই গ্রন্থখানি বঙ্গভাষায় লিখিত "তৃতীয় সাহিত্য" বা সুষ্ঠু সাহিত্যের আদিকাব্য বলিয়া গৃহীত হয়। এই গ্রন্থ জড়কাব্য-গ্রন্থ মাত্র নহে বা প্রাকৃত-সাহিত্যিকের মনোহভীষ্টপূরণকারী নহে।

'আদিকবি'—'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'

সুষ্ঠু সাহিত্যের আদিকাব্য

অদূরদর্শী সাহিত্যিক সমাজ অবিমৃষ্যকারিতা-বশে গ্রন্থোক্ত বর্ণন বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে অধিকার লাভ না করিলে তাঁহারা ইহার আদর করিতে পারি[illegible] অজ্ঞানান্ধকার যে কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের অক্ষিগোলোকে দৃশ্যরাজ্য প্রদর্শন করিবার সুষ্ঠুভার গ্রহণ না করিবে, তৎকালাবধি তাঁহাদের সৌভাগ্যোদয়ের বিষয় মনীষিগণের সংশয় থাকিবে। ভগবদ্‌ভক্তির স্বরূপোপলব্ধির অভাবে ব্যক্তিবিশেষে জ্ঞানসাহিত্যের নামে অহংগ্রহোপাসনার কুরুচি ভোগপরতার প্রবলবন্যা-তাড়িত চঞ্চলাবস্থা তাঁহাদের মঙ্গলের পথ রুদ্ধ করিবে। কার্ষ্ণপ্রতীতিতে শুদ্ধ নিত্য পূর্ণ মুক্ত অবস্থিত জীবের নিত্য চৈতন্যভক্তি বা গৌরভক্তি আনয়ন

শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রবেশ-লাভের অধিকারী

রিবে। শ্রীচৈতন্যদাসের এই স্বরূপোপলব্ধির অভাবে মায়াবদ্ধ জীবের অচিজ্জগজ্জঞ্জালের ধূলিরাশির ম্রক্ষণ মাত্র, উহা ভক্তিরাজ্যে বালচাপল্য বলিয়া পরম গাম্ভীর্য্যে মোহন-মাদনাদি-ভাবের বৈশিষ্ট্য লক্ষীভূত হয় না। সুতরাং পরম মুক্ত গৌরভক্তগণের পদাশ্রয় ব্যতীত শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রবেশ লাভ করিয়া আত্মার নিত্যাধিষ্ঠান বুঝিতে পারা যায় না। সেখানে জীবের বৈকুণ্ঠনাম-শ্রবণে, রূপ-শ্রবণে, গুণ-শ্রবণে, পরিকর-বৈশিষ্ট্যানুগত্যে ও গৌরলীলায় প্রবেশাধিকার লাভ হয় না।

ঠাকুর বৃন্দাবন গৌরভক্তির প্রথম পর্য্যায়ের আচার্য্য

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস তদীয় অনুগত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কর্তৃক শ্রীব্যাসরূপে গৌরভক্তির প্রথম পর্য্যায়ের আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। সুতরাং বিশ্ববাসিগণের চিদবিলাস রাজ্যে গমনৈষণা প্রথমে মহা ঔদার্য্য ভগবানের চরণাশ্রয়োদ্দেশে শ্রীবৃন্দাবনদাসের সুশীতলকর-বিনিঃসৃত বাণীসমূহে তাঁহাদের নিত্যপ্রার্থনীয় বিষয়ের অনুকূলতা সাধন করিবে।

ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনীর বৈশিষ্ট্য

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনী এরূপ সুসবল যে, অল্পভাষাভিজ্ঞ জনগণও ভগবদ্ভক্তির চরম সিদ্ধান্ত ও পরিভ্রাম্যমান জগতে শুদ্ধবৈষ্ণবের সালোক্যসার্ষ্ট্যাদিবিকারী পরিমুক্ত অবস্থার অত্যাশ্চর্য্য শোভা-দর্শনে জীবনকে ধন্য করিতে পারিবেন। বৈষ্ণবের পরমহংসাবরণ জগতে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর অধিষ্ঠান বলিয়া যাহাদের ভগবদ্বৈমুখ্য ও ভক্তবৈমুখ্যরূপ দুষ্কৃতিমাত্র সম্বল, তাহাদের সঙ্কীর্ণ চিন্তাস্রোত অনন্তের দিকে প্রধাবিত হইবে, এই বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীঠাকুর বৃন্দাবনের গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিতে যাঁহারা জাগতিক অভিজ্ঞতার সুদুর্ব্বল-যুক্তি পরিহার করিয়া শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইবেন, তাঁহারাই ভক্তিরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের ঔদার্য্য-লীলার নিত্যতা-সেবনমুখে তাৎকালিক মঙ্গল লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলা দ্বয়ে নিত্য প্রবিষ্ট থাকিবেন।

সমগ্র অচৈতন্যজগতের প্রতি শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের কৃপা ও দান

শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে যাহাদের ভাবোদয় হয় নাই, আসক্তি স্থান পায় নাই, রুচির উন্মেষ নাই, নৈরন্তর্য্যাভাবে ইতরপিপাসা বর্ত্তমান, তাহাদের নিত্য পূর্ণজ্ঞানানন্দময় বস্তুলাভাশায় বিমুখতা আছে। সুতরাং ভগবৎসেবা ব্যতীত ইতর বস্তুর ভোগাকর্ষণ তাহাদিগকে পন্থান্তরে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাবে অভিভূত করিয়া সাধু-বিনিনয়ে ব্যাঘাত করিয়াছে। যে-কাল পর্য্যন্ত জীবের অনিত্য অজ্ঞান দুঃখাধার বস্তুতে মৃগ্য পদার্থ বিচার থাকিবে, তৎকালাবধি সচ্চিদানন্দ বস্তুর প্রতি স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা-বশে তাহাদের অমঙ্গল ঘটিবে। ভোগপর চিত্তের অসৎ তাড়না-দ্বারা আলেয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া শ্রদ্ধা-বিমুখতার ফলে অসত্তৃষ্ণা তাহাদিগকে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম হইতে বিমুখ করাইয়া ইতর প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিবে। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন সেই সকলের চিত্তবৃত্তির ধারণারূপ দর্পণ-ক্রিয়া ভোগমোক্ষ-ধূলিতে আচ্ছন্ন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণনামের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক উপদেষ্টা প্রেমময়বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের কথা জগতে দান এবং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের বিজয়ভেরীরূপে ইতরকথাকর্ষি কর্ণের বাধির্য্য বিদূরীত করিয়াছেন।

জড়ভোগত্যাগবাসনাগ্নিনির্ব্বাপনকারী শ্রীগৌরবিহিত কৃষ্ণনাম

শ্রেয়োবিজ্ঞানরহিত চেতনধর্ম্মের অসদ্‌বৃত্তি কৃষ্ণেতর প্রাধান্য দিবার জন্যই সর্ব্বদা ব্যগ্র। তজ্জন্যই তাহার আত্মদহনোপযোগী শলভের চিত্তবৃত্তি পাংশুরাজি-বিজৃম্ভিত মলিন দর্পণের স্থান অধিকার করিয়াছে। তজ্জন্য সাংসারিক লোভনীয় বস্তুসমূহ আশা-বৈশ্বানরকে ক্রিয়াশীল করিবার জন্য উন্মত্ত। অজ্ঞান-বশতঃ তাহারা জানেনা যে, চৈতন্যোদয়ে সেই জড়ভোগ বাসনাগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে পারে। শ্রীগৌরবিহিত কৃষ্ণনামই সর্ব্বোত্তমতা-বিচারে গৃহীত হইলে অগ্নির ধ্বংসোন্মুখিনী ক্রিয়া ক্ষীণা হইয়া পড়ে। কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রভাবেই স্মৃতিপথে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ উদিত হইয়া ইতর আকর্ষণসমূহের ফল্গুতা প্রদর্শন করেন। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের কিরণসহনশীলতা অপ্রয়োজনীয়-বিষয়-জ্ঞানে শ্রৌত নামচন্দ্রিকার সর্ব্বোত্ত-

মন্তার উপলব্ধিতে স্নিগ্ধসুধাকরাংশু নিত্যমঙ্গল সাধন করিবে। অবিদ্যার দ্বারা চালিত হইলে জীব মরণোন্মুখ হয়। বিদ্যাপ্রভাবেই জীবের উত্তমা দিকে অভিযান ঘটে। সেই পরমোত্তমা বিদ্যা যাঁহার সহধর্ম্মিণী, সেই নামীর সহিত নামশক্তির অভেদবিচার কৃষ্ণকীর্ত্তনের চৈতন্যদাস্যে অবস্থিত। সকলপ্রকার বর্গাপবর্গ-সাধনে বিধ্বংসী ভগবৎপ্রেমা বিদ্যাবধূর পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণনামের শ্রবণ ও কীর্ত্তন-কারীর স্মারণীশক্তির উদয়, তাহাই হ্লাদিনীসার-সমবেতা শক্তির সাহায্য

সুতরাং জীবহৃদয়ে শ্রীচৈতন্যোদয়ে কৃষ্ণকীর্ত্তনের উৎস-সমূহ কীর্ত্তনকারীর শ্রবণকারীর স্মারণী শক্তি উন্মেষিত করাইবে। তাহা আর অন্য কিছু নহে ;—হ্লাদিনীসার-সমবেতা শক্তির সাহায্য। তৎপ্রভাবেই ভজনশীল চিত্ত জাগতিক ষড়ৈশ্বর্য্যের অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া উহার আকর-স্থান আনন্দ রত্নাকরের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতে থাকিবে। আর সেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বারি পানানন্দিত চিত্ত প্রতিপদেই অভীষ্ট আস্বাদ্য লাভে বিভোর হইবেন। কৃষ্ণেতর রসসমূহের আস্বাদকরূপে ভোগের ভবদাবাগ্নি আনন্দসমুদ্রে বিলীন হইয়া আত্মহারা হইবে। মোহন-মাদনাদি-

শ্রীনামাশ্রয়কারী মুক্তপুরুষের উত্তরোত্তর অবস্থা

অধিরূঢ়ভাবসমূহ নামভজন-প্রভাবে স্মৃতির বিষয় হইয়া আস্বাদক কৃষ্ণের আস্বাদ্য বস্তুরূপে নিজানুভূতি জানিতে পারিলে যাবতীয় ধূলিকঙ্করাদি বিবর্জ্জিত স্বরূপে কৃষ্ণপ্রীতির অমৃতসাগরে নিমগ্ন হইবেন। তখন আর "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ" শ্রুতি প্রতিপাদ্য বিষয়ে উদাসীন হইয়া "জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্" বিচারে ধাবমান হইবে না। শ্রীচৈতন্যদাস্যের বিজয়পতাকা কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইয়া জীবের হৃৎসিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক বিচিত্র বিলাসময় শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট দয়োদ্গ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা লাভ করিবে। ধন্য ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন—যিনি শ্রীচৈতন্যের অমৃতময়ী লীলাগাথার সুমধুর সামগানে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানীর বিবর্ত্ত-সমুদ্র প্রশান্ত-মহাসাগরের পার করাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীঠাকুর বৃন্দাবনের রচিত গাথা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যিনি সর্ব্বকারণকারণ, অনাদি, আদি, গোবিন্দ, সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কেবল অজত্বের সীমা পরিধি পরিত্যাগ করিয়া অনজভূমিতেও অবতীর্ণ

শ্রীচৈতন্যলীলার বিভিন্ন শিক্ষা

হইতে পারেন এবং শ্রীচৈতন্যরূপে উদিত হইয়া জীবহৃদয়ের অসম্পূর্ণ ভগবৎপ্রীতির অজত্বকে বহু মানন করিতে ঔদাসীন্য লাভ করিতে সমর্থ। যে শ্রীগৌরসুন্দর জড়ভোগতৎপর উচ্চাবচ-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়পরায়ণ জগতের সৌধ্য শিখরদেশের সুনিম্ন দেশে স্থাপিত অস্পৃশ্য, অশুচি, পরিত্যক্ত ভাণ্ডাদিকে শৈশবলীলায় সমজ্ঞান করিতে শিখাইয়াছেন, সেই বৈরাগ্যের আদর্শ শিক্ষক শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাকথা তদীয় জননীর চিৎসবিশেষ-বিচারের মহিমা প্রচার করিয়াছেন, সেই শ্রীঠাকুর বৃন্দাবন জগতের কিরূপ সুষ্ঠু শিক্ষক, তাহা লব্ধকল্যাণ পাঠকগণ বিচার করিবেন। উপযোগিতা-বিচার বিনষ্ট হইলেই সত্ত্বতমের ক্রিয়া প্রবলা

ঠাকুর বৃন্দাবন জগতের উত্তম শিক্ষক

হয়, তাহাতেই রজোগুণের সংযোগে বিবর্ত্তবাদাশ্রিত অহংগ্রহোপাসনারূপ মায়াবাদ। উহার জড়নির্ব্বিশেষময় বিচার ভোগিজগৎকে স্তম্ভিত করিতে সমর্থ—এ বিষয়ে সন্দেহ না থাকিলেও সর্ব্বশক্তিমত্তার লোকাতীত চমৎকারিতার বিশেষ ধর্ম্ম নির্বিশিষ্টকল্পনাকারী অনুপাদেয় ধারণা শ্লথ করাইতে সমর্থ। জাগতিক ত্রিতাপে ক্লিষ্ট মুমুক্ষু [illegible] জড়নির্বিশেষে সসীমতা পরিহার করিবার জন্য বৈকুণ্ঠকে আক্রমণ করিতে গিয়া নিজত্ব ধ্বংস-মানসে নির্ব্বিশে[illegible]মাত্র কল্পনা করেন, উহাই তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার উপযুক্ত মহৌষধ। বাৎসল্যরসের আশ্রয় বিগ্রহশচীনন্দন জননী-মুখে যে তত্ত্বের আবাহন করিয়াছেন, তাহাতে রজস্তমোবিধ্বংসী বিশুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবনন্দনের উপাসনায় উপাদান-সমূহের সহিত অনিবেদ্য বস্তুর সমতা কখনও সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না, ইহার নিদর্শন প্রদত্ত হইয়াছে।

জাগতিক বিদ্যা অকিঞ্চিৎকর ও জাগতিক অধিকার অকিঞ্চিৎকর প্রভৃতি বিচার দেখাইবার জন্য গয়া হইতে প্রত্যাগত শ্রীগৌরসুন্দরের বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে শব্দমাত্রই শ্রীকৃষ্ণদ্যোতক ও শ্রীকৃষ্ণ হইতে অবিচ্ছিন্ন—ইহা প্রতিপাদন কল্পে পুরুষোত্তমসঞ্জয়গৃহে শব্দজ্ঞান-লাভার্থিগণের শিক্ষকসূত্রে অধ্যাপনা শ্রীগৌরসুন্দরের স্বসংরূপ জ্ঞাপকতার পরিচয় মাত্র। বিদ্যোন্মত্ত-জিগীষা-পরায়ণ পাণ্ডিত্যপ্রতিভা যে বিচারে খণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারও খণ্ডন-মানসে তর্কেহার কুপরিণাম-প্রদর্শন মুখে শ্রীগৌরসুন্দরের কথা শ্রীবৃন্দাবনদাসের লেখনী যে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছেন, তাহা জাগতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সুমেরু শিখর-দেশাশ্রিত সম্পত্তিমন্ত জনগণের বেশধারীর অর্দ্ধমুদ্রা-তুল্য ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানাত্মক খণ্ডিত জ্ঞানকে স্তব্ধ করিবে।

শ্রীচৈতন্যলীলায় শ্রীভাগবতাবধি বিদ্যার ও কৃষ্ণনামসন্দর্শিনী-স্বরূপিণী বিদ্যার সুষ্ঠু-আদর্শ প্রদর্শিত

কর্ম্মনৈপুণ্যের আবাহন করিয়া তাহার অপ্রয়োজনীয়তামুখে যাবতীয় নৈতিক আদর্শের সর্ব্বোত্তমতা কৃষ্ণপ্রীতির পর্য্যায়ে তারতম্য নির্দ্দেশ করিতে গেলে অন্ধকপর্দ্দকতুল্য—এ কথায় কোন প্রকৃত মনীষি কখনও প্রতিবাদ করিতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যদেব সামাজিক নীতি-সমূহের কোনপ্রকার লঙ্ঘন বা কুতর্কের দ্বারা ধ্বংস করিয়া প্রতিপক্ষতাচরণের অনুকূল ব্যবস্থা করেন নাই। স্মৃতিবিহিত গৃহ্য ও শ্রৌতবিচার তাঁহার বিরোধপক্ষ কোন দিনই আশ্রয় করেন নাই। আবার সেইগুলি স্থানবিশেষে ভোগতাৎপর্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া তাহাদের গতি ভজনপরতার দিকে প্লাবিত করাইয়া জগতে কাহারও-অপ্রীতিভাজন হন নাই। তজ্জন্যই তিনি প্রেমময়।

শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমময় কেন ?

বিবদমান মনোবিচারসমূহ শ্রীচৈতন্যকরুণোদয়ে পরা শান্তি লাভ করিয়াছে—যে পথে সেই ভক্তির পথের ভজনীয়ের সহিত অভিন্ন প্রেমবস্তু শ্রীচৈতন্যদেব। জাগতিক ত্রিবিধ দুঃখ অপসারণ মানসে যে সঙ্কীর্ণচিত্ত আধ্যাত্মিক দার্শনিক নামে পরিচয় আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদের দুর্ব্বলা যুক্তি কৃষ্ণবিষয়ে অনভিজ্ঞতামাত্র প্রদর্শন করিয়া যাবতীয় ভোগীকুলের চিত্তবৃত্তির মলিনতা অপসারিত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। যথেচ্ছাচার ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে ভোগ বা ত্যাগ উভয়ে তাৎকালিক শান্তির জন্য যে সকল ব্যবস্থা, তাহা আপাতদর্শন লোভনীয়া হইলেও তাহাদের অকর্ম্মণ্যতা ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশসমূহে নিহিত আছে। শ্রীগৌরসুন্দর ভুক্তিমুক্তি বা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রভৃতিকে 'প্রয়োজন' বলিবার পরিবর্ত্তে পুরুষোত্তমাগ্রণী অখিলরসামৃতমূর্ত্তি রসময় ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা ব্যতীত আর সকলেই দুরাশা-প্রণোদিত বহিরঙ্গা শক্তির আকর্ষণমাত্র জানাইয়াছেন। এজন্যই শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের স্তব করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্যোপদেশের বৈশিষ্ট্য

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

সার্ব্বভৌমের গৌর-স্তব

তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমরা ভাষ্যভূমিকায় উদ্দেশ নিরূপণ করিলাম।

শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যলীলার প্রথমার্দ্ধ; শেষার্দ্ধ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। আমরা পাঠকগণকে শ্রীচৈতন্যভাগবত বিশেষ মনোযোগসহকারে নিরপেক্ষভাবে পাঠ করিতে অনুরোধ করি এবং সেরূপভাবে পাঠ সমাপনের পর তাঁহারা অবশ্যই শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর কীর্ত্তিত শ্রীচৈতন্যকথা-কীর্ত্তন-শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইবেন। ইহাতেই জীবাত্মার পরমার্থসিদ্ধি নিশ্চয়ই ঘটিবে—ইহাই এই দীনের নিবেদন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের উপসংহার

উটকামণ্ড শৈল, জ্যৈষ্ঠী শুক্লদ্বাদশী গৌরাব্দ ৪৪৬
হরিবাসর, ১লা আষাঢ়, ১৩৩৯, ৫ই জুন, ১৯৩২

অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

আদিখণ্ডের কথাসার

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে নবদ্বীপের তাৎকালিক সমৃদ্ধি ও ভগবদ্বিমুখাবস্থা এবং শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও বাল্যলীলাদি হইতে গয়াযাত্রা-লীলা পর্য্যন্ত আদিখণ্ডের বর্ণিত বিষয়।

এই খণ্ডে **প্রথম অধ্যায়ে** মঙ্গলাচরণে সপরিকর শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দের বন্দনাপূর্ব্বক শাস্ত্রপ্রমাণে ভগবৎ-পূজা অপেক্ষাও ভগবদ্ভক্তপূজার শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিয়া স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। **দ্বিতীয়ে**—নবদ্বীপের তাৎকালিক ভগবদ্বিমুখী ও পরম-সমৃদ্ধিময়ী অবস্থা, পরদুঃখদুঃখী ভক্তগণের কৃষ্ণবৈমুখ্যদর্শনে দুঃখ, শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের গঙ্গাজল তুলসীজলে কৃষ্ণারাধনা, স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মাঘী শুক্লাত্রয়োদশীতে স্বয়ং-প্রকাশ ভগবান্ শ্রীবলদেবের শ্রীনিত্যানন্দরূপে আবির্ভাব, পরে ফাল্গুনীপূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণচ্ছলে সঙ্কীর্ত্তনরোলের মধ্যে স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দররূপে আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে। **তৃতীয়ে**—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তি-কর্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর লগ্নবিচার ও মিশ্রভবনে বিপুল আনন্দোৎসবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ভগবানের ও তদীয় ভক্তের জন্মকর্ম্মাদি লীলার নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব বর্ণিত হইয়াছে। **চতুর্থে**—শিশু গৌরসুন্দর ক্রন্দনচ্ছলে সকলের দ্বারা হরিনাম-কীর্ত্তন করাইয়া মিশ্রভবনকে কৃষ্ণকোলাহল-মুখরিত করিতেন। ক্রমে নামকরণ-সংস্কারে তাঁহার "বিশ্বম্ভর" ও "নিমাই" নাম হইল। জানুচংক্রমণ-লীলায় নিমাই একদিন অঙ্গনে এক সর্প (শেষ নাগ) লইয়া খেলা করিতে করিতে তাঁহার উপর শয়ন করিয়া শেষশায়ি-লীলা প্রদর্শন করিলেন। **পঞ্চমে**—মিশ্রগৃহে অভ্যাগত বালগোপাল-উপাসক কোন তৈর্থিক ব্রাহ্মণকে শ্রীগৌরসুন্দর গভীর রাত্রে শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজরূপে এবং পুনঃ দুই হস্তে নবনীত ভক্ষণ ও দুই হস্তে মুরলীবাদন পূর্ব্বক স্বীয় অপূর্ব্বরূপে অশেষ কৃপা করেন। **ষষ্ঠে**—"বিদ্যারম্ভ" হইলে নিমাই তিনদিনে সমগ্র বর্ণমালা প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া কৃষ্ণনাম-মালা পড়িতে ও লিখিতে লাগিলেন। একদা একাদশী দিবসে নিমাই অত্যন্ত কাঁদিতে থাকিলে নবদ্বীপবাসী জগদীশ ও হিরণ্যপণ্ডিত নামক দুই বৈষ্ণবব্রাহ্মণের গৃহে প্রস্তুত বিষ্ণুনৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়া ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত হইলেন। **সপ্তমে**—বিশ্বম্ভরের অগ্রজ আজন্মবিরক্ত শ্রীবিশ্বরূপ কৃষ্ণভক্তিকেই সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্যরূপে ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি "শ্রীশঙ্করারণ্য" নাম গ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শন করিলে শচীজগন্নাথ অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও আশঙ্কিত হইয়া নিমাইর পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন। পাঠবন্ধের প্রতিবাদকল্পে নিমাই একদিন পরিত্যক্ত অস্পৃশ্য হাঁড়ী-সমূহের উপর বসিয়া শাসনোদ্যতা জননীকে দত্তাত্রেয়ভাবে উপদেশ প্রদান করিলেন। **অষ্টমে**—নিমাই উপনয়নসংস্কারের পর বিদ্যারসে নিমগ্ন হইলেন। কিছুকাল পরে জগন্নাথ মিশ্রের অন্তর্ধান হইলে মাতাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিয়া ব্রহ্মাদিরও সুদুর্লভ বস্তু দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। **নবমে**—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দ্বাদশ-বর্ষপর্য্যন্ত বাল্যক্রীড়ায় নানা-অবতারগণের বিবিধলীলাভিনয় করিলেন, এবং বিংশতিবর্ষপর্য্যন্ত নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গে মিলিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মপ্রকাশ করিবার পূর্ব্বে সেবকলীলাকারী শ্রীনিত্যানন্দও আত্মপ্রকাশ করেন নাই, এবং শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞা-লাভের পূর্ব্বে স্বতন্ত্রভাবে নাম-প্রেম-বিতরণলীলা করেন নাই। **দশমে**—ক্রমে বিদ্যাবিলাসী শ্রীগৌরসুন্দর মুকুন্দসঞ্জয়ের গৃহে চণ্ডীমণ্ডপে অধ্যাপনালীলা প্রকাশ করিলেন এবং কিছুদিন পরে স্বীয় লক্ষ্মী, বল্লভ-তনয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। **একাদশে**—শ্রীগৌরসুন্দর অদ্বৈতসভায় কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী সর্ব্ববৈষ্ণবপ্রিয় মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় ভাবি-লীলার আভাসপ্রদান করিলেন। শ্রীল

ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে আত্মগোপনে অবস্থান করিলেও তদীয় কৃষ্ণপ্রেম-বিকার-প্রকাশে শীঘ্রই তাঁহার আত্মপ্রকাশ হইল। পুরীর সহিত শ্রীমহাপ্রভুর একদা সাক্ষাৎকার হইলে তি বিশেষ ভক্তি ও সমাদরের সহিত পুরীকে নিজগৃহে ভিক্ষা করাইলেন। পুরীর রচিত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থের স চনা-প্রসঙ্গে মহাপ্রভু শুদ্ধ-বৈষ্ণব-রচিত ভগবল্লীলাত্মক গ্রন্থের নির্দ্দোষত্ব খ্যাপন করিলেন। **দ্বাদশে**—শ্রীগৌরসুন্দর ,ত অপরাহ্নে গঙ্গাতীরে পড়ুয়াগণের নিকট শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন। একদিন প্রভু বায়ুব্যাধিচ্ছলে নিজপ্রেমভক্তির বিকারসমূহ প্রকাশ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর নগর ভ্রমণ করিতে করিতে কোনদিন তন্তুবায়গৃহে, গোপগৃহে, গন্ধবণিকের গৃহে, তাম্বূলির গৃহে, শঙ্খবণিকের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে কৃপা করিতেন। একদিন সর্ব্বজ্ঞের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট তাঁহার অজ্ঞাত-ভাবে নিজতত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। একদা শ্রীধরের গৃহে গিয়া পরিহাসচ্ছলে শ্রীধরের ও নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন। একদিন পূর্ণচন্দ্রদর্শনে বৃন্দাবনভাবের উদ্দীপনায় মুরলীধ্বনি করিতে লাগিলেন। অন্য একদিন শ্রীবাসের সহিত পথে সাক্ষাৎ হইলে "ভক্তকৃপাতেই কৃষ্ণকৃপা লভ্য হয়" বলিয়া শ্রীবাসের আশীর্ব্বাদ-স্বীকারলীলা প্রদর্শন করিলেন। **ত্রয়োদশে**—শ্রীনিমাইপণ্ডিত সরস্বতী বরপুত্র দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের তৎক্ষণাৎ অনর্গল রচিত গঙ্গাস্তবে নানাবিধ দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক দিগ্বিজয়ীর সকল গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন। **চতুর্দ্দশে**—গৃহস্থলীলাভিনয়কারী গৌরনারায়ণ গৃহস্থধর্ম্মের আদর্শ স্থাপনকল্পে বিত্তশাঠ্যাদি দোষের প্রশ্রয় না দিয়া দীনদুঃখীকে দয়া করিতেন এবং দরিদ্র-গৃহস্থের লীলাভিনয় করিয়াও সর্ব্বদা বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণের সেবার জন্য অশেষ যত্ন প্রদর্শন করিতেন, অর্থাদি-সঞ্চয়-ব্যপদেশে নিমাই পণ্ডিত পদ্মাবতীর পূর্ব্বতীরে পূর্ব্ব বঙ্গদেশকে কৃপা করিবার উদ্দেশ্যে তথায় অবস্থান করিলে তথায় নবদ্বীপে শ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রভুর বিরহে গঙ্গাতীরে অন্তর্হিত হন। পূর্ব্ববঙ্গে ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ তপনমিশ্র স্বপ্নে মহাপ্রভুর তত্ত্ব অবগত হইয়া সাধ্য-সাধন তত্ত্ব জিজ্ঞাসার্থ প্রভুর সমীপে উপস্থিত হইলে শ্রীগৌরসুন্দর—'শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের, সর্ব্বপাত্রের পালনীয় সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ একমাত্র ধর্ম্ম'—বলিয়া উপদেশ করেন এবং মিশ্রকে কাশীধামে গিয়া মহাপ্রভুর পুনঃ সাক্ষাৎলাভের জন্য প্রতীক্ষা করিতে আদেশ করেন। **পঞ্চদশে**—সনাতনধর্ম্মরক্ষক মহাপ্রভু তদীয় পড়ুয়াগণকে তিলকধারণ, সন্ধ্যাবন্দনাদি সদাচার-পালন সম্বন্ধে বিশেষ শাসন করিতেন। তিনি কখনও পরস্ত্রী-দর্শন-সম্ভাষণ করিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যলীলায় তদীয় মাধুর্য্যলীলার ন্যায় কোন সম্ভোগলীলা প্রদর্শিত হয় নাই। এইজন্য প্রকৃত গৌরকৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ মহাজনবর্গ গৌরসুন্দরকে কখনও "নদীয়ানাগর" বলিয়া অভিহিত করেন না। মহাপ্রভু পুনরায় তদীয় লক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন, সুকৃতিশালী বুদ্ধিমন্তখান ইহা র ব্যয়ভার বহন করেন। **ষোড়শে**—নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস যশোহরে বূঢ়নগ্রামে যবনকুলে অবতীর্ণ হইয়া পরে তীরে ফুলিয়া এবং শান্তিপুরে কিছুকাল বাস করেন এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সঙ্গ করেন। মুলুকাধিপতি কাজী বিবিধ অত্যাচার-উৎপীড়নেও হরিদাসকে কৃষ্ণনামকীর্ত্তন হইতে বিরত ও প্রাণে বধ করিতে না পারিয়া শ্রীল হরিদাসের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিলেন এবং স্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে হরিকীর্ত্তনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে ঢঙ্গ বিপ্র ও হরিনদী গ্রামের ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত দ্বারা বৈষ্ণবের অনুকরণকারী ও বৈষ্ণবাপরাধীর ভীষণ পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে। **সপ্তদশে**—আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সময় হ [illegible] বিচার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর মন্দার ও পুন পুন হইয়া গয়া-গমন-লীলা প্রকাশ করিলেন। পথিমধ্যে জ্বরলীলা প্রকাশ দ্বারা কর্ম্মমার্গীয়গণের রুচি উৎপাদনার্থ বিপ্রপাদোদকের মহিমা প্রদর্শন করিলেন। গয়ায় গদাধর-পাদপদ্ম দর্শনে ও তন্মাহাত্ম্য-শ্রবণে গৌরসুন্দরের প্রেমলক্ষণপ্রকাশকালে তথায় দৈবাৎ শ্রীল ঈশ্বরপুরীর দর্শন লাভ হইলে মহাপ্রভু তাঁহার গয়াযাত্রা সার্থকই হইল বলিয়া প্রকাশ করিলেন। মহাভাগবতের দর্শন-লাভই তীর্থযাত্রার মুখ্যফল এবং তাদৃশ বৈষ্ণব-দর্শন পিণ্ডদানাদি অপর তীর্থকার্য্য হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। **বস্তুতঃ**

মহাভাগবত শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণই মহাপ্রভুর গয়াযাত্রার নিগূঢ় উদ্দেশ্য। সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ে কৃষ্ণনাম-মন্ত্রে দীক্ষালাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ... পণ্ডের প্রয়োজন ও অধিকার শিক্ষা-প্রদানোদ্দেশ্যে এবং বিমুখ-মোহনার্থ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল পুরীপাদের নিকট মন্ত্রদীক্ষা ...লীলার পূর্ব্বে লৌকিকরীতি-অনুসারে সমস্ত তীর্থকৃত্য সম্পাদন করিলেন। পরে কৃষ্ণপ্রেমলিপ্সু জনগণকে সদ্‌গুরুপ... দে শরণাগতি, দীক্ষাগ্রহণ, আত্মসমর্পণের রীতি শিক্ষাদানকল্পে এবং সদ্‌গুরু-চরণাশ্রিত দিব্যজ্ঞান-প্রাপ্ত ব্যক্তিরই গুরুসেবাফলে কৃষ্ণপ্রেম লভ্য হয়, ইহা শিক্ষাদানের নিমিত্ত শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা, মন্ত্রগ্রহণ, আত্মসমর্পণ লীলা এবং দীক্ষাগ্রহণান্তে কৃষ্ণের জন্য একান্ত ব্যাকুলতা প্রদর্শনের লীলা প্রকাশ করিলেন। গ্রন্থকার কৃষ্ণপ্রেম লাভের নিমিত্ত সকলকে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের চরণাশ্রয় করিবার জন্য কাতরে আহ্বান করিয়াছেন।

মধ্যখণ্ডের কথাসার

মধ্যখণ্ডে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'কীর্ত্তন-প্রকাশ'-প্রধান-লীলা বর্ণিত হইয়াছেন।

প্রথম অধ্যায়ে—গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণ-বিরহ প্রেম-বিকার ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল। এখন তাঁহার অধ্যাপনাকার্য্যে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি এবং সূত্র-বৃত্তি টীকাদিতে সর্ব্বত্র কৃষ্ণপর-ব্যাখ্যা। 'সকল শাস্ত্রের এবং সকল শব্দের কৃষ্ণই একমাত্র তাৎপর্য্য,' 'কৃষ্ণশক্তিরই ধাতুসংজ্ঞা'—এবম্বিধ কৃষ্ণময় উপদেশ ব্যতীত তিনি শিষ্যগণকে অন্য কোন উপদেশ করেন না। একদিন ভোজনে বসিয়া তিনি স্বীয় জননীর নিকট কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের গর্ভবাস-ক্লেশ বর্ণনপূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তি উপদেশ করিলেন। একদিবস শিষ্যগণকে কৃষ্ণকীর্ত্তন উপদেশে ও স্বয়ং হাততালি দিয়া 'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ' ইত্যাদি পদ উচ্চারণপূর্ব্বক কৃষ্ণকীর্ত্তন-শিক্ষায় শ্রীগৌরসুন্দরের অধ্যাপন-লীলার পরিসমাপ্তি হইল। **দ্বিতীয়ে**—গৌরসুন্দরের কৃষ্ণবিরহোৎকণ্ঠা ও বিবিধ কৃষ্ণপ্রেম-বিকারের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-দর্শনে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য এবং শ্রী... ভক্তগণের পরম আনন্দ হইল। একদা কৃষ্ণার্চ্চনরত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তদীয় গৃহে ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত শ্রীচৈতন্যে... স্বরূপ উপলব্ধি পূর্ব্বক তাঁহার চরণযুগল পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা যথারীতি পূজা করিয়া 'নমো ব্রহ্মণ্য দেবায়' শ্লোকে প্রেমভরে নমস্কার করিলেন। কিছুদিন পরে গৌরসুন্দর প্রতি সন্ধ্যায় নিজগৃহে ভক্তগণের সহিত কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। একদা তিনি শ্রীবাসগৃহে গমন-পূর্ব্বক পূজারত শ্রীবাসকে স্বীয় ঐশ্বর্য্যময় চতুর্ভুজ রূপ প্রদর্শন, শ্রীবাসকে অভয়-প্রদান এবং শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা শ্রীনারায়ণীকে কৃপা করিলেন। **তৃতীয়ে**—দিন দিন গৌরচন্দ্র কৃষ্ণভক্তিময় হইলেন এবং তাহার নানা ভাবাবেশ হইতে লাগিল। একদা তিনি মুরারিগুপ্তের গৃহে বরাহমূর্ত্তি প্রকট করিয়া মুরারিকে কৃপা করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া নন্দনাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া সগোষ্ঠী নন্দনাচার্য্যের গৃহে গমনপূর্ব্বক নিত্যানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। **চতুর্থে**—তথায় নিত্যানন্দকে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে মহাপ্রভুর আদেশ-ক্রমে শ্রীবাসের পঠিত শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক শুনিয়া নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে গৌরসুন্দর আবিষ্টভাবে নিত্যানন্দকে স্তুতি করিয়া নিত্যানন্দের স্বরূপ ও মহিমা কীর্ত্তন করিলে নিত্যানন্দও নবদ্বীপে অবতীর্ণ কৃষ্ণের সন্ধানে তথায় আসিয়াছেন বলিয়া

প্রকাশ করিলেন। **পঞ্চমে**—একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে ব্যাসপূজা করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলে নিত্যানন্দের ইচ্ছাক্রমে শ্রীবাসগৃহে ব্যাসপূজার আয়োজন হইল। ব্যাসপূজার অধিবাস-কীর্ত্তনে মহাপ্রভু বলদেবাবেশে নিত্যানন্দের বলদেবস্বরূপ প্রদর্শন করিলেন এবং 'নাড়া নাড়া' বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে আহ্বানছলে নিজ অবতারমর্ম্ম প্রকাশ করিলেন। পরদিবসে নিত্যানন্দ ব্যাসপূজা করিতে গিয়া অর্ঘ্যমালা মহাপ্রভুর মস্তকেই অর্পণ করিলে মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দকে ষড়্‌ভুজরূপ প্রদর্শন করিলেন। **ষষ্ঠে**—একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর আবেশে নিজ প্রকাশবার্ত্তা, নিত্যানন্দের আগমন-সংবাদ এবং পূজোপকরণসহ সস্ত্রীক অদ্বৈতের মহাপ্রভুর নিকট আসিবার আদেশ জ্ঞাপনার্থ শ্রীরামাই পণ্ডিতকে অদ্বৈত সমীপে প্রেরণ করেন। অদ্বৈতাচার্য্য আসিয়া মহাপ্রভুর পরীক্ষার্থ গুপ্তভাবে নন্দনাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিলে সর্ব্বান্তর্যামী মহাপ্রভু তাহা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে নিজ-সমীপে আনাইলেন। মহাপ্রভুর আদেশ-ক্রমে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যথাবিধি পঞ্চোপচারে মহাপ্রভুর অর্চ্চন করিয়া 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়' শ্লোকে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতের প্রার্থনানুসারে বিদ্যা-ধন-কুলাদি-মদমত্ত বৈষ্ণব-নিন্দুক ব্যতীত স্ত্রী-শূদ্র-মূর্খাদি সকলকেই ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম প্রদানের প্রতিশ্রুতি বর দান করিলেন। **সপ্তমে**—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবাস-গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পত্নী মালিনীদেবী নিত্যানন্দকে নিজ-পুত্র-ভাবে সেবা করিতেন। একদিন মহাপ্রভু তদীয় প্রিয় পার্ষদ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নাম লইয়া ক্রন্দন করিলেন। কিছুদিন পরে বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আগমন করিলে একদা মুকুন্দদত্ত গদাধর পণ্ডিতকে বিদ্যানিধির নিকট লইয়া গেলেন। বিদ্যানিধির ভোগ বিলাস-অভিনয় দর্শনে গদাধরের সংশয় জন্মিল। পরে বিদ্যানিধির অদ্ভুত প্রেম-প্রভাব দর্শনে নিজকে অপরাধী বিচার করিয়া মহাপ্রভুর অনুমতিক্রমে বিদ্যানিধির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গদাধর নিজ অপরাধ ক্ষালন করিলেন। **অষ্টমে**—নিত্যানন্দের প্রতি শ্রীবাসের আন্তরিক ভাব পরীক্ষার্থ মহাপ্রভু নিত্যানন্দের কিছু নিন্দা করিলে তদুত্তরে নিত্যানন্দের এবং সকৃৎ একদিন মাত্র গৌর-সেবকেরও প্রতি শ্রীবাসের নিষ্ঠার কথা শুনিয়া মহাপ্রভু শ্রীবাসকে তদীয় গৃহে অচলা লক্ষ্মীর ও তাহার গৃহের কুক্কুর-বিড়ালাদিরও অচলা ভক্তির বরদান করিলেন। একদা শচীদেবী স্বপ্নে গৌর-নিত্যানন্দের বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক অদ্ভুতলীলা দর্শন করিলেন। মহাপ্রভু এক শিবগায়নকে শিবমূর্ত্তিতে তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া কৃপা করিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে প্রতিরাত্রে শ্রীবাস-মন্দিরে শুধু পারিষদগণ লইয়া সংকীর্ত্তন বিলাস আরম্ভ হইল। একদিন শ্রীহরিবাসরে শ্রীবাস-অঙ্গনে গৃহদ্বার বন্ধ পূর্ব্বক প্রত্যুষে বিবিধ সম্প্রদায়ে অষ্টপ্রহরব্যাপি কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া মহাপ্রভুর শুভ নৃত্য আরম্ভ হইল। প্রহরেক রাত্রি থাকিতে মহাপ্রভু শালগ্রামসকল ক্রোড়ে করিয়া বিষ্ণুখট্টায় আরোহণপূর্ব্বক নিজ-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের প্রদত্ত যাবতীয় উপহার ভক্ষণ করিলেন। **নবমে**—একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস-ভবনে মহাপ্রকাশলীলা প্রকট করিলেন। এই দিবস তিনি ভক্তভাব ও আবেশভাব সংবরণপূর্ব্বক অমায়ায় স্বস্বরূপে বিষ্ণুখট্টায় সাতপ্রহরকাল উপবিষ্ট ছিলেন। তাহার ইঙ্গিতক্রমে ভক্তগণ শ্রীগৌরনারায়ণের 'রাজরাজেশ্বর অভিষেক' যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া পূজা করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর নিজ শ্রীচরণ অকপটে প্রসারিত করিয়া সকলের অভীষ্টপূজা গ্রহণ করিলেন। এই 'সাতপ্রহরিয়া' মহাপ্রকাশলীলায় গৌরসুন্দর বিষ্ণুর সকল অবতারের রূপসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দশমে—শ্রীধরকে বর প্রদানের পর মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তকে সপরিকর রামরূপ প্রদর্শন করিয়া মুরারির প্রার্থিত বর প্রদান করেন। অনন্তর হরিদাসের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া হরিদাসকে প্রার্থনানুরূপ শুদ্ধভক্তি বর দিলেন। অদ্বৈতকে তদীয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত ও গীতাপাঠ পরিবর্ত্তনের বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিয়া সমবেত ভক্তগণকে যথাপ্রার্থিত বরদানে কৃপা করিলেন। মহাপ্রভু প্রথমে মুকুন্দকে সমন্বয়বাদীর অভিনয়কারীর আদর্শ-প্রদর্শনকারী বলিয়া উপেক্ষা

করেন। পরে মুকুন্দের সুদৃঢ় বিশ্বাসরূপ শরণাগতি দর্শনে সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া এবং নিজ পরাজয় স্বীকার করিয়া, সকল অবতারে মুকুন্দ তাঁহার গায়ন হইবেন বলিয়া বর দিলেন। শ্রীনারায়ণীদেবী মহাপ্রভুর অবশেষ-প্রসাদ পাইয়া 'মহাপ্রভুর অবশেষ-পাত্রী' বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধা হইলেন। **একাদশে** -একদিন শ্রীবাসের কৃষ্ণসেবার ঘৃতপাত্র কাক দ্বারা অপহৃত হইলে মালিনী দেবীর ভয় ও দুঃখ-দর্শনে নিত্যানন্দপ্রভু কাককে ঘৃতপাত্র প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করেন। কাক তাহা তৎক্ষণাৎ পালন করিল। একদিন শচীগৃহে সন্দেশ-ভোজনে নিত্যানন্দ এক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। **দ্বাদশে**—একদা নিত্যানন্দ বাল্যভাবে দিগম্বর বেশে 'আমার প্রভু নিমাই পণ্ডিত' বলিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু স্বীয় মস্তকের বস্ত্র তাঁহাকে পরিধান করাইয়া এবং সম্মুখে বসাইয়া তাঁহার বিবিধ সেবা ও স্তুতি করিলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের নিকট একখণ্ড কৌপীন চাহিয়া লইয়া উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্তগণকে প্রদান করিলেন। **ত্রয়োদশে**—মহাপ্রভু নিত্যানন্দ এবং হরিদাসের দ্বারা ঘরে ঘরে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন, কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণশিক্ষা' প্রচারের প্রবর্ত্তন করেন। তৎফলে নিত্যানন্দ হরিদাসের অপার অহৈতুকী কৃপায় জগাই মাধাই উদ্ধার লাভ করিয়া মহাভাগবত হইলেন। **চতুর্দ্দশে**—জগাই মাধাইর উদ্ধার-দর্শনে ব্রহ্ম শিবাদি দেবগণের, পরম বিস্ময় এবং আশা হইল। চিত্রগুপ্তমুখে জগাই-মাধাইর উদ্ধার বৃত্তান্ত-শ্রবণে যমরাজ কৃষ্ণপ্রেমে রথোপরি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে দেববৃন্দ তাঁহার কর্ণমূলে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া মূর্চ্ছাপনোদন করিলেন, এবং সকলে মিলিয়া মহাপ্রভুর অপার মহিমা কীর্ত্তনমুখে আনন্দে নৃত্য-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। **পঞ্চদশে**—এখন জগাই-মাধাই প্রতিদিন উষায় গঙ্গাস্নান করিয়া দুইলক্ষ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতেন। বিশ্বম্ভর জগাই-মাধাইকে বহু কৃপা প্রদর্শন ও আশ্বাস প্রদান করিলেও, নিত্যানন্দের অঙ্গে আঘাত করার জন্য মাধাইর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। মাধাই নিত্যানন্দের উপদেশ-ক্রমে গঙ্গায় এক স্নানঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া স্নানার্থ সমাগত সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। কঠোর তপঃপ্রভাবে মাধাইর "ব্রহ্মচারী" খ্যাতি হইল। **ষোড়শে**—বহিরঙ্গ লোকের প্রবেশ-নিবারণার্থ মহাপ্রভু শ্রীবাস-গৃহে দ্বাররুদ্ধ করিয়া প্রতি-নিশায় কীর্ত্তন করিতেন। একদা শ্রীবাসের শ্বশ্রূ কীর্ত্তন-বিলাস দর্শনাশায় গৃহমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। সেই রাত্রিতে কীর্ত্তনে মহাপ্রভুর আনন্দ না হওয়ায় শ্রীবাস অনুসন্ধানক্রমে শ্বশ্রূকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। একদিন অদ্বৈতাচার্য্য নৃত্যাবেশে মূর্চ্ছিত মহাপ্রভুর চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে মহাপ্রভু স্বীয় চিত্তের অসন্তোষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অবশেষে অদ্বৈত স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিলেন। মহাপ্রভু তখন কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া অদ্বৈতের পদরেণু ও চরণ স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন। অপর একদিন মহাপ্রভু পরম ভক্ত ভিক্ষুক শুক্লাম্বরের ঝুলি হইতে তণ্ডুল লইয়া ভক্ষণ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন। **সপ্তদশে**—একদিন নগর ভ্রমণকালে মহাপ্রভুর পাষণ্ডিগণের সহিত সম্ভাষণ হইলে সেই দোষক্ষালনার্থ মহাপ্রভু গৃহে আসিয়া ভক্তগণসহ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে আনন্দ না পাইয়া এবং অদ্বৈত প্রভু তাঁহার সকল প্রেম শোষণ করিয়াছেন শুনিয়া তিনি প্রেমশূন্য দেহ বিসর্জ্জনার্থ গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। হরিদাস নিত্যানন্দ তাঁহাকে উঠাইলে তিনি আত্মগোপনার্থ নন্দনাচার্য্যের গৃহে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া নন্দনাচার্য্যকে কৃপা করিলেন। পরদিন শ্রীবাসকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার সহিত অদ্বৈতের নিকট গমনপূর্ব্বক দুঃখে উপবাসী অদ্বৈতকে কৃপা করিলেন। **অষ্টাদশে**—একদা মহাপ্রভু ব্রজলীলাভিনয়ের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তদনুসারে চন্দ্রশেখর-ভবনে সমস্ত আয়োজন করাইলেন। মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীঅদ্বৈত মহা-বিদূষকের, হরিদাস কোটালের, শ্রীবাস নারদের ভূমিকায় সজ্জিত হইলেন। মুকুন্দ কৃষ্ণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং রুক্মিণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া প্রথম প্রহরে স্বীয় লক্ষ্মীর অভিনয় করিলেন। দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর রমাবেশে নৃত্য আরম্ভ করিলে

মহাপ্রভু পুনঃ আদ্যাশক্তির এবং নিত্যানন্দ বড়াই বুড়ীর সজ্জা গ্রহণ করিলেন। পরে মহাপ্রভু মহালক্ষ্মীভাবে খট্টায় **আরোহণ করিলেন,** এবং জগজ্জননীভাবে সকল ভক্তকে স্তন্যপান করাইলেন। **ঊনবিংশে**—একদা শ্রীগৌরনিত্যানন্দ **অদ্বৈত-গৃহে গমনের** পথে এক দারী সন্ন্যাসীর গৃহে উপস্থিত **হইলেন** এবং সন্ন্যাসীর অনুরোধে গঙ্গাস্নান করিয়া ফলাহারে **বসিলেন।** পরে সন্ন্যাসীকে বামাচারী মদ্যপ জানিয়া তৎক্ষণাৎ আচমনপূর্ব্বক অদ্বৈত-গৃহে গমন করিলেন। অদ্বৈত **মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে** দণ্ডিত **হইবার** উদ্দেশ্যে তখন জ্ঞানযোগ-মহিমা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং পৃষ্ঠদেশে মহাপ্রভুর **শ্রীহস্তের মুষ্ট্যাঘাত** পাইয়া মহাপ্রভুর পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন। **বিংশে**—মুরারি গুপ্ত এক রাত্রিতে স্বপ্নযোগে **নিত্যানন্দকে** সাক্ষাৎ হলধরমূর্ত্তিতে এবং তাঁহারই পশ্চাতে ব্যজনরত বিশ্বম্ভরকে দর্শন করিলেন। পর দিবস রাত্রিতে **আহার-কালে** মুরারি অন্নপাত্র হইতে গ্রাস গ্রাস অন্ন লইয়া কৃষ্ণোদ্দেশ্যে অর্পণপূর্ব্বক ভূমিতে রাখিতে লাগিলেন। **পরদিন** প্রত্যূষে মহাপ্রভু আসিয়া মুরারির অন্নভক্ষণে অজীর্ণের কথা জানাইয়া মুরারির জলপাত্রের জলপানে শান্তি **লাভ করিলেন।** একদিন মুরারি গরুড়ভাবে মহাপ্রভুকে স্কন্ধে বহন করিয়া দ্বাপর যুগে নিজ গরুড়-স্বরূপের পরিচয় **দিলেন। একবিংশে**—একদা নগর-ভ্রমণকালে এক মদ্যপের গৃহ-সমীপে মদ্যগন্ধে মহাপ্রভুর বলদেব ভাব হইল। **কিন্তু** শ্রীবাসের অনিচ্ছাবশতঃ তিনি মদ্যপ-গৃহে যাইতে না পারিয়া রাজপথে হরিকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে মদ্যপগণ "হরিবোল" বলিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। কিছু দূরে পথিমধ্যে শ্রীবাসের অপমানকারী বৈষ্ণবাপরাধী দেবানন্দ-পণ্ডিতকে দেখিয়া তাহাকে বাক্যদণ্ডের দ্বারা কৃপা করিলেন। **দ্বাবিংশে**—একদা শ্রীবাস শচীদেবীকে প্রেমদানের **জন্য** মহাপ্রভুকে অনুরোধ করিলে মহাপ্রভু স্বীয় জননীর অদ্বৈতাচরণে অপরাধের কথা উল্লেখপূর্ব্বক জননীকে লক্ষ্য **করিয়া** জগতকে বৈষ্ণবাপরাধ-বিষয়ে সতর্ক থাকিবার শিক্ষা প্রদান করিলেন। **ত্রয়োবিংশে**—এক পয়ঃপানকারী **ব্রহ্মচারী** শ্রীবাসগৃহে কীর্ত্তন দর্শনার্থ অত্যন্ত আর্ত্তির সহিত গোপনে অবস্থান করিতেছিল। মহাপ্রভু প্রথমে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াইয়া পরে ফিরাইয়া আনিয়া কৃপা করিলেন। নগরবাসিগণ দিবাভাগে বিবিধ উপায়নহস্তে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে মহাপ্রভু সকলকে "কৃষ্ণভক্তি হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া মহামন্ত্র জপ ও কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। তৎফলে নগরে **প্রতি** ঘরে ঘরে কৃষ্ণকীর্ত্তন-রোল উঠিল। একদিন কাজী দৈবাৎ কীর্ত্তন শুনিতে পাইয়া মৃদঙ্গ-ভঙ্গ ও প্রহারপূর্ব্বক **কীর্ত্তন** নিষেধ করিলে মহাপ্রভু এক বিরাট সংকীর্ত্তনবাহিনী লইয়া এক সন্ধ্যায় কাজীদমনার্থ কাজীগৃহে গমন করিলেন। **কাজী** ভয়ে পলাইয়া গেল। মহাপ্রভু তথা হইতে শ্রীধরের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার শততালিযুক্ত লৌহপাত্র হইতে **জলপান করিলেন। চতুর্ব্বিংশে**—একদা মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে তাঁহার প্রার্থনায় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। নিত্যানন্দ **অন্তরে ইহা** জানিতে পারিয়া নগর ভ্রমণ হইতে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া স্বয়ংও সেইরূপ দর্শন করিলেন। **পঞ্চবিংশে**—শ্রীবাসের 'দুঃখী' নামে এক দাসী গঙ্গাজল আনিয়া দিয়া সপার্ষদ মহাপ্রভুর সেবা করিত। মহাপ্রভু তাহার **নাম পরিবর্ত্তন করিয়া** "সুখী" নাম রাখিলেন। এক রাত্রিতে সকলে কীর্ত্তনরসে মগ্ন হইলে শ্রীবাসের পুত্রের পরলোকপ্রাপ্তি **ঘটিল।** শ্রীবাসের উপদেশে ও শাসনে কেহই ক্রন্দন করিয়া কীর্ত্তনানন্দের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিল না। অন্তর্যামী **মহাপ্রভু** তাহা জানিতে পারিয়া মৃতশিশুকে সম্বোধনপূর্ব্বক তাহার মুখেই দেহ-ত্যাগের কারণ প্রকাশ করাইয়া সকলের শোকনিবৃত্তি করিলেন। মহাপ্রভু প্রেমরসে বিহ্বল হইয়া অর্চ্চনকার্য্যে অসমর্থ হইয়া পড়িয়া গদাধরকে সেই ভার **অর্পণ** করিলেন। **ষড়্‌বিংশে**—একদা মহাপ্রভু শুক্লাম্বরের গৃহে অন্ন-গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন, এবং তথায় আখরিয়া বিজয় দাসের গাত্রে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক নিজ বৈভব প্রদর্শন করিলেন। একদা মহাপ্রভু "গোপী গোপী" বলিতে থাকিলে এক পড়ুয়া তাহার তাৎপর্য্য না বুঝিতে পারিয়া নিন্দা করিলে মহাপ্রভু

পড়ুয়াকে তাড়না করিলেন। এই ঘটনাবলম্বনে মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং নিভৃতে নিত্যানন্দের সহিত পরামর্শ করিলেন। গৌরহরি এই কথা ক্রমে মুকুন্দ ও গদাধরের নিকটও প্রকাশ করিলে সকলেই অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন। **সপ্তবিংশে**—মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা শুনিয়া ভক্তগণ ভাবিবিরহদুঃখে অতীব কাতর হইয়া পড়িলে মহাপ্রভু সকলকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে—"নাম" ও "অর্চ্চা" রূপে তাঁহার আরও দুই অবতার আছে, এবং তাঁহারা সকলেই সকল অবতারেই মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী। ভাবিশোকে ম্রিয়মাণা জননীকেও তিনি এইরূপ প্রবোধ দিলেন। **অষ্টাবিংশে**—শ্রীগৌরহরি আগামী উত্তরায়ণ সংক্রান্তি-দিবসে কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণের অভিপ্রায় গোপনে নিত্যানন্দকে জানাইলেন, এবং জননীপ্রমুখ পাঁচজনকে মাত্র তাহা জানাইতে বলিলেন। গৃহত্যাগের পূর্ব্বদিন সকলের সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে দিন অতিবাহিত করিলেন। সন্ধ্যায় সকলে মালাচন্দন হস্তে মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ করিতে আসিলে, মহাপ্রভু সকলকে নিজ গলার মালা প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তনের উপদেশ করিলেন। সর্ব্বশেষে শ্রীধর এক লাউ হাতে করিয়া এবং আর এক ভাগ্যবান্ দুগ্ধভেট লইয়া উপস্থিত হইলেন। শচীদেবী দুগ্ধলাউ পাক করিলে মহাপ্রভু ভোজন করিলেন। চারিদণ্ড রাত্রি অবশেষ থাকিতে মহাপ্রভু উঠিয়া জননীকে নানা প্রবোধ দিলেন এবং নীরবে অঝোরে ক্রন্দনরতা জড়প্রায় জননীর চরণধূলি শিরে ধারণ করিয়া জগজ্জীবের উদ্ধারার্থ নিজ জনগণকে কাঁদাইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অন্ত্যখণ্ডের কথাসার

অন্ত্যখণ্ডে ভগবান্ শ্রীগৌরহরির সন্ন্যাসিরূপে দিব্যোন্মাদময় নাম-প্রচার-প্রধান-লীলা বর্ণিত হইয়াছেন।

প্রথম অধ্যায়ে—শ্রীগৌরহরি ভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ-লীলা প্রকাশপূর্ব্বক সেই রাত্রি কীর্ত্তন-নৃত্যকালে আলিঙ্গন-দানে প্রেমসঞ্চার করিয়া ভারতীকে কৃপা করিলেন। পরদিন গুরুদেবকে অগ্রণী করিয়া শ্রীগৌরহরি কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রকাশার্থ পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া রাঢ়দেশে প্রবিষ্ট হইলেন। তৃতীয় দিবসে তাঁহার নীলাচল-গমনের সঙ্কল্প এবং অদ্বৈতমন্দিরে সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপনার্থ শ্রীনিত্যানন্দকে নবদ্বীপে প্রেরণ করিয়া মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের ফুলিয়ায় যাত্রা করিলেন। ফুলিয়া হইতে অদ্বৈত-গৃহে যাইয়া নবদ্বীপ হইতে নিত্যানন্দ-সঙ্গে সমাগত শ্রীবাসাদি ভক্তগণ সহিত মিলিত হইয়া তথায় মহানৃত্য-কীর্ত্তিনোৎসব প্রকট করিলেন এবং বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া স্বমুখে নিজতত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। **দ্বিতীয়ে**—একদিন প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-গদাধরাদিসহ নীলাচল যাত্রা করিলেন এবং তাঁহার বিরহকাতর ভক্তগণকে কৃষ্ণভজনের উপদেশ দিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তিনি আঠিসারা ও ছত্রভোগ গ্রাম ধন্য এবং ছত্রভোগে রামচন্দ্রখাঁনকে কৃপা করিয়া ক্রমে সুবর্ণরেখা, জলেশ্বর, রেমুণা, যাজপুর, বৈতরণী, কটক, সাক্ষিগোপাল, ভুবনেশ্বর, কমলপুর হইয়া আঠারনালায় উপস্থিত হইলেন। এখানে উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু একাকী শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া নীলাচলে প্রবেশ করিলেন এবং জগন্নাথ-মন্দিরে শ্রীজগন্নাথকে প্রেমভরে আলিঙ্গনে উদ্যত হইলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তৎকালে বাসুদেব ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মূর্চ্ছিত নবীন সন্ন্যাসীকে 'মহাপুরুষ' জ্ঞানে প্রহারোদ্যত পড়িহারিগণের হস্ত হইতে রক্ষা

করিয়া পরমযত্নে নিজগৃহে লইয়া আসিলেন। **তৃতীয়ে**—ভগবান্ শ্রীগৌরহরির মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর প্রার্থনানুসারে মহাপ্রভুকে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন এবং 'আত্মারাম' শ্লোকের ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যা স্পর্শ না করিয়া উক্ত শ্লোকের বহুপ্রকার অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া বিস্মিত সার্ব্বভৌমকে নিজ ষড়্ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক কৃপা করিলেন। তদ্দর্শনে মূর্চ্ছিত সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর শ্রীহস্তস্পর্শে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। মহাপ্রভু পুনঃ সার্ব্বভৌমের বক্ষে পাদপদ্ম স্থাপন করিয়া কৃপা করিলে সার্ব্বভৌম তৎক্ষণাৎ 'সার্ব্বভৌমশতক' নামে প্রসিদ্ধ শতশ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুর স্তব করিলেন। কতদিনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীস্বরূপ দামোদর, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, রায় রামানন্দ প্রভৃতি আসিয়া মিলিত হইলে মহাপ্রভু কীর্ত্তন-বিলাস আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল পরে মহাপ্রভু গৌড়দেশে বিজয় করিয়া প্রথমে বিদ্যানগরে ৺বিদ্যাবাচস্পতি-গৃহে, এবং তথা হইতে কুলিয়ায় গিয়া সকলকে কৃষ্ণ-উপদেশে ও সংকীর্ত্তনরসে কৃতার্থ করিলেন। কুলিয়ার এক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবনিন্দারূপ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন—বৈষ্ণবগুণ-কীর্ত্তনই বৈষ্ণবনিন্দার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গপ্রভাবে দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীচৈতন্য পাদপদ্মে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এখন কুলিয়ায় দেবানন্দের সকল পূর্ব্বঅপরাধ ক্ষমা করিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিলেন এবং ভাগবত-ব্যাখ্যাপ্রণালী উপদেশ করিলেন। **চতুর্থে**—অপরাধভঞ্জনপাট কুলিয়ায় অপরাধিগণের অপরাধমোচন ও জীবোদ্ধার করিয়া মহাপ্রভু ভক্তগোষ্ঠীসহ গঙ্গাতীরে মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং গৌড়ের নিকটে রামকেলিগ্রামে কয়েকদিন অবস্থান করিলেন। বিধর্ম্মী বাদসা হোসেন সাহও মহাপ্রভুর মহিমাশ্রবণে তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলিয়া ধারণা করিলেন। তথাপি সজ্জনগণ বিধর্ম্মীর চিত্তবৃত্তিতে আস্থা স্থাপন না করিয়া মহাপ্রভুকে রামকেলি পরিত্যাগের জন্য জানাইলেন। মহাপ্রভু সকলকে অভয়দানপূর্ব্বক বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত সকলকেই দুর্ল্লভ হরিনাম-বিতরণে উদ্ধার করিবার প্রতিজ্ঞা জানাইলেন এবং পৃথিবীর যাবতীয় দেশগ্রামে তাঁহার নামপ্রচার হইবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন। অনন্তর মহাপ্রভু রামকেলি হইতে ফিরিয়া শান্তিপুর অদ্বৈতগৃহে আসিলেন। নবদ্বীপ হইতে শচীদেবী ভক্তগণসহ আসিয়া মিলিত হইলেন। এখানে মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তের মস্তকে স্বীয় পাদপদ্ম স্থাপনপূর্ব্বক মুরারিকে নিত্য রাম-দাসত্বের বর দিলেন এবং শ্রীবাসের চরণে অপরাধ-হেতু এক কুষ্ঠরোগীকে শ্রীবাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া মুক্ত করিলেন। শ্রীলঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লইয়া মাধব-তিথি-আরাধনা ও বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। **পঞ্চমে**—মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে কুমারহট্টে শ্রীবাস-ভবনে আসিলেন। তথায় শ্রীশিবানন্দ সেন শ্রীলবাসুদেব দত্ত ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ আসিয়া মহাপ্রভুর চরণে উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীবাসকে তাঁহার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হইবে বলিয়া বর দেন। শ্রীবাসভবন হইতে মহাপ্রভু পাণিহাটী রাঘবপণ্ডিতের গৃহে আসিলেন। রাঘবকে কৃপা উপদেশ করিয়া মহাপ্রভু বরাহনগরে পরম-ভাগবত এক ব্রাহ্মণের ভাগবত-পাঠ-শ্রবণে বিশেষ আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে 'ভাগবতাচার্য্য' পদবী প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাপ্রভু ক্রমে ক্রমে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য বিশেষ আর্ত্তি হইলে তিনি সার্ব্বভৌমাদির পরামর্শে মহাপ্রভুর নৃত্যদর্শন করিলেন। মহাপ্র[illegible]কালীন অবস্থা দর্শনে রাজা কিছু সন্দিগ্ধচিত্ত হইলে তাঁহার স্বপ্নযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীজগন্নাথের অভিন্নত্ব দর্শন হইল। পরে রাজা মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইয়া তাঁহার কৃপালাভ করিলেন। একদা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-প্রভুকে ডাকিয়া তাঁহার সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিলেন এবং নাম-প্রেম-প্রচাররূপ নিজাভীষ্ট পরিপূরণার্থ শ্রীনিত্যানন্দকে সগণে গৌড়দেশে প্রেরণ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তদনুসারে প্রথমে পাণিহাটীতে আসিয়া রাঘব পণ্ডিতের গৃহে তিন মাস অবস্থানপূর্ব্বক বিবিধ ভক্তিবিলাস প্রকাশ

করিলেন। অনন্তর তিনি গঙ্গার উভয়পার্শ্বে গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন করিতে করিতে শ্রীগদাধরদাসের গৃহ হইয়া খড়দহে, খড়দহ হইতে সপ্তগ্রামে আসিলেন। তিনি ঠাকুর উদ্ধারণের গৃহে অবস্থান করিয়া সপ্তগ্রামে বণিকের ঘরে ঘরে কীর্ত্তন প্রচারপূর্ব্বক সকলকে কৃষ্ণভজনে দীক্ষিত করেন। এখানে বিষ্ণুদ্রোহী যবনও পতিতপাবন নিত্যানন্দের চরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছিল। সপ্তগ্রাম হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবন হইয়া নিত্যানন্দপ্রভু নবদ্বীপে শচীমাতার নিকট আগমন করিলেন এবং এখানে কীর্ত্তনবিহার ও জীবোদ্ধারলীলায় এক ব্রাহ্মণ মহাদস্যুকে উদ্ধার করেন। **ষষ্ঠে**—নাম-প্রচার লীলায় নবদ্বীপে অবস্থানকালে শ্রীনিত্যানন্দের আচারে বিলাসিতা দর্শনে ভাগ্যহীন জনগণের সন্দেহ হইত। মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী এবং মহাপ্রভুতে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর আচরণে সন্দেহ-গ্রস্ত এক ব্রাহ্মণ কোন সময়ে নীলাচলে গমন করিয়া তথায় মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার সন্দেহের বিষয় নিভৃতে প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু ব্রাহ্মণের নিকট শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপতত্ত্ব এবং অচিন্ত্যচরিত্র, উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার সন্দেহ নিরাস করিলেন। ব্রাহ্মণ গৌরসুন্দরের বাক্যে সংশয়মুক্ত হইয়া শ্রীল নিত্যানন্দের ক্ষমা ও প্রসাদ লাভ করিলেন। **সপ্তমে**—নিত্যানন্দ শচীদেবীর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে আসিলেন এবং এক পুষ্পোদ্যানে ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিলেন। মহাপ্রভু উদ্যানে আসিয়া নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলে গৌরহরি নিত্যানন্দের স্তুতি কীর্ত্তনমুখে বলিলেন,—নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে স্বর্ণমুক্তাদি যাবতীয় অলঙ্কার নবধা ভক্তির স্বরূপ। তিনি মূর্ত্তিমন্ত কৃষ্ণ রস-অবতার তাঁহার বিগ্রহ কৃষ্ণবিলাস-সদন। কতক্ষণ পরে ঈশ্বর ও পরমেশ্বরের নিভৃতে কথাবার্ত্তা হইলে মহাপ্রভু নিজস্থানে চলিয়া আসিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু গদাধরপণ্ডিতের স্থানে গিয়া আতিথ্য স্বীকার করিলেন। গদাধর নিত্যানন্দের আনীত সূক্ষ্ম তণ্ডুল এবং উদ্যান হইতে সংগৃহীত শাক রন্ধন করিয়া গোপীনাথের ভোগ লাগাইলে মহাপ্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানাপ্রকার হাস্য পরিহাসে তিনি প্রভু-গোপীনাথের প্রসাদ সেবা করিলেন। **অষ্টমে**—শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা সমাগতপ্রায় হইলে গৌড়দেশ হইতে বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যকে অগ্রণী করিয়া মহাপ্রভুর প্রিয় বিবিধ সামগ্রী লইয়া শ্রীনীলাচলে আসিলেন। নিত্যানন্দ প্রমুখ সকল প্রিয় গোষ্ঠীর সহিত অগ্রসর হইয়া মহাপ্রভু আঠারনালাতে গৌড়দেশাগতগণের সহিত মিলিত হইলেন। মহারোলে হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে দশদণ্ডে নরেন্দ্রসরোবরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময় চন্দনযাত্রায় জলকেলি করিবার জন্য নরেন্দ্রসরোবরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলভদ্রের শুভবিজয় হইল। বহুক্ষণ জলক্রীড়া করিয়া তাঁহারা সকলে শ্রীজগন্নাথ দর্শনপূর্ব্বক মহাপ্রভুর সহিত বাসায় আসিলেন। **নবমে**—নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ এক একদিন এক একজন মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেই সকল দ্রব্য রন্ধন করিয়া খাওয়াইলেন। একদিন অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুকে একাকী স্বীয় ইচ্ছানুরূপ প্রচুর পরিমাণে ভিক্ষা করাইবার জন্য অভিলাষ করিলেন। সেই দিন মধ্যাহ্নে মহাপ্রভুর সঙ্গে ভিক্ষাকারী সন্ন্যাসী বৈষ্ণবগণ সকলে মধ্যাহ্নকৃত্য করিতে গেলে এক ভীষণ ঝটিকা উঠিয়া অদ্বৈতের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া দিল। অন্তর্যামী মহাপ্রভু এই সুযোগে একাকী আসিয়া অদ্বৈতের গৃহে ভিক্ষা সমাপন করিয়া গেলেন। দামোদরপণ্ডিত শচীদেবীকে দেখিবার জন্য নবদ্বীপে গিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগত পণ্ডিতের মুখে শচীদেবীর অপূর্ব্ব কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণভক্তিবিকারের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু পরম আনন্দ লাভ করিলেন। একদিন নিজ গুরু শ্রীকেশবভারতীকে ভক্তিজ্ঞানের তারতম্য জিজ্ঞাসা করিয়া মহাপ্রভু ভারতীর মুখে ভক্তিরই অসমোর্দ্ধ শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করাইলেন। একদা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু সকল ভক্তকে আহ্বান করিয়া সম্প্রদায় গঠনপূর্ব্বক কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে সর্ব্ব-অবতারময় সংকীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীচৈতন্যের কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুকে কিঞ্চিৎ ভয় করিলেও অদ্বৈতের আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। স্বয়ং অদ্বৈতপ্রভু উদ্দাম নৃত্য করিয়া সংকীর্ত্তন পরিচালনা করিলেন। উচ্চ কীর্ত্তন-জয়ধ্বনি শ্রবণে

মহাপ্রভু স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেও আনন্দে এবং অদ্বৈতের বলে সকলেই নির্ভয়ে থাকিলেন। মহাপ্রভু গিয়া নিজ ঘরে শুইয়া রহিলেন। কীর্ত্তনান্তে সকলে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে মহাপ্রভু এই অভিনব পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত জীবের নিজ অস্বতন্ত্রতা এবং সর্ব্বথা ভগবদিচ্ছার অধীনতা জানাইয়া হস্ত দ্বারা সূর্য্য ঢাকিবার চেষ্টা প্রদর্শনপূর্ব্বক ইহার উত্তর দিলেন। এমন সময় ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী সহস্র সহস্র লোক আসিয়া গৃহদ্বারে শ্রীচৈতন্য-অবতার বর্ণনপূর্ব্বক কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীবাসেরই শক্তির প্রভাবের নিকট হার মানিলেন। এই সময়ে সাকর মল্লিক ও শ্রীরূপ দুই ভাই মথুরা হইতে আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহারা নিজেদের দৈন্যজ্ঞাপন করিয়া মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণভক্তি যাচ্ঞা করিলে মহাপ্রভু প্রেম-ভাণ্ডারী অদ্বৈতের চরণাশ্রয় করিতে উপদেশ করিলেন। সাকরের তৃতীয় সংস্কাররূপ 'সনাতন' নাম হইল। কিছুকাল নীলাচলে থাকিয়া মথুরায় গিয়া পশ্চিমদেশে ভক্তিরস প্রচারের জন্য দুই ভাই আদিষ্ট হইলেন। একদিন মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীবাস অদ্বৈতপ্রভুকে শুক-প্রহ্লাদ-সম বলিয়া প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু শ্রীবাসকে ক্রোধে এক চড় মারিলেন, এবং শ্রীবাসকে শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। গ্রন্থকার এইস্থলে ভৃগুর উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণের পরাৎপরত্ব, বৈষ্ণবতত্ত্বের ও বিষ্ণুতত্ত্বের সমকক্ষতা এবং অচিন্ত্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। **দশমে**—একদিন অদ্বৈতপ্রভু জগন্নাথ মন্দির হইতে আসিয়া জগন্নাথের মুখ দর্শন এবং প্রদক্ষিণ করিবার কথা জানাইলে মহাপ্রভু অদ্বৈতকে বলিলেন—"তুমি হারিয়াছ। প্রদক্ষিণ সময়ে জগন্নাথের পশ্চাদ্‌ভাগে থাকা-কালে শ্রীমুখ দর্শন হয় না। সে কারণ আমি জগন্নাথের শ্রীমুখ ভিন্ন আর কিছুই দর্শন করি না।" অদ্বৈতাচার্য্য নিজ হার স্বীকার করিলেন। একদিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া এক কূপের মধ্যে পড়িয়া বালকের ন্যায় ভাসিতে লাগিলেন। সকলে তাঁহাকে উঠাইয়া দেখিলেন তাঁহার দেহ সম্পূর্ণ অক্ষত। মহাপ্রভু গদাধরের মুখে সর্ব্বদা শ্রীমদ্ভাগবত বিশেষতঃ ধ্রুব ও প্রহ্লাদ চরিত্র শতাবৃত্তি করিয়া শ্রবণ করিতেন। গদাধর দীক্ষামন্ত্রবিস্মৃতির অভিনয় করিয়া মহাপ্রভুর নিকট সেই মন্ত্র শুনিতে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভু গদাধরের দীক্ষাগুরু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আশু-আগমন-সম্ভাবনা জানাইয়া গদাধরকে আশ্বস্ত করিলেন। 'ওড়ন-ষষ্ঠী' যাত্রায় জগন্নাথ দর্শনান্তর স্বরূপ ও বিদ্যানিধি একসঙ্গে পথে আসিতে বিদ্যানিধি উক্ত যাত্রায় জগন্নাথের সমস্ত বস্ত্র পরিধানের অশাস্ত্রীয়ত্ব এবং জগন্নাথের সেবকগণেরও সমস্ত অপবিত্র বস্ত্রস্পর্শের অসমীচীনতা প্রকাশ করিলেন। সেই রাত্রে জগন্নাথ বলভদ্র বিদ্যানিধির নিকট স্বপ্নযোগে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের বিধান ও আচরণে এবং তদীয় সেবকগণেরও দোষ দর্শনের অপরাধের আদর্শ হেতু ভীষণ চপেটাঘাত করিয়া বিদ্যানিধির দুইগণ্ড অঙ্গুলি-চিহ্নিত করিয়া ফুলাইয়া দিলেন এই লীলার দ্বারা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ কর্ত্তৃক হরিসেবকগণের আচার-নিন্দার দুর্ব্বুদ্ধি নিরস্ত হইল।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে প্রথমে পাঁচটী শ্লোকে মঙ্গলাচরণ ; তন্মধ্যে প্রথম-শ্লোকে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের একত্র বন্দনা, দ্বিতীয়-শ্লোকে কেবলমাত্র স্বয়ংভগবান্ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বন্দনা, তৃতীয়-শ্লোকে যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও রোহিণী-নন্দন শ্রীবলরামই যে যথাক্রমে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ, তদ্বিষয়ে গূঢ়োক্তি ; চতুর্থ-শ্লোকে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের রূপ, গুণ ও লীলার জয়-গান, এবং পঞ্চম-শ্লোকে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও তাঁহার করুণা-লীলার ন্যায় তদীয় ভক্ত ও ভক্ত-লীলারও জয় গীত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে ভগবদ্ভক্তবন্দনা এবং ভগবৎপূজাপেক্ষা ভক্তপূজার শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে। অতঃপর মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবের বন্দনা করিতে গিয়া তিনি যে কেবলমাত্র গ্রন্থকারেরই গুরুদেব নহেন, পরন্তু তিনি যে স্বীয় সঙ্কর্ষণ বা অনন্ত-রূপে দশ-দেহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা এবং ভূ-ধারী 'শেষ'-রূপে, সহস্রমুখে অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, তিনি যে দেবদেব মহাদেবেরও উপাস্য, অতএব জগদ্-গুরু, এবং তাঁহারই কৃপা-বলেই যে জীব স্বীয় নিত্য-সেব্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা লাভ করিতে সমর্থ, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীবলরামের রাসলীলাও যে নিত্য, তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ, [illegible] দুর্ব্বলজীব শাস্ত্রবিরুদ্ধ [illegible] করিলেন, [illegible] সেই শ্রীবলদেব-প্রভুর [illegible] বর্ণন করিতে [illegible] তিনি যে অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও সখা, ভ্রাতা, ব্যজন, শয্যা, গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, ভূষণ ও আসন প্রভৃতি বিবিধরূপে ব্রজেন্দ্রনন্দনেরই সেবা করেন, তাহা বর্ণন করিলেন। সেই শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব-তত্ত্ব—শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-তত্ত্বের ন্যায় বিধি-মহেন্দ্রাদিরও দুর্জ্ঞেয়। তিনি 'শেষ'রূপে পৃথিবী ধারণ এবং সহস্রবদনে শ্রীকৃষ্ণের যশঃ নিরন্তর কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুই সেই শ্রীবলদেব, অথবা, সেই মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ। তাঁহার চরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের সংসার-মোচন ও গৌর-কৃষ্ণ-সেবা-প্রাপ্তির আর দ্বিতীয় উপায় নাই। গ্রন্থকার স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আজ্ঞায় ও তদীয় অনুকম্পায় এই শ্রীচৈতন্যমঙ্গল বা ভাগবত রচনা করিয়াছেন। তিনি এই রচনা-কার্য্যে স্বীয় অহঙ্কার প্রকাশ না করিয়া দৈন্যোক্তির দ্বারা জানাইয়াছেন যে, মায়াবশ জীব নিজ-নিজ-চেষ্টায় মায়াধীশ ভগবত্তত্ত্ব বর্ণন করিতে অসমর্থ। শ্রীভগবান্ নিজগুণে কৃপা-পরবশ হইয়া শ্রীগুরুকৃপা-প্রাপ্ত [illegible] স্বয়ং প্রকাশিত হন।

এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যলীলা [illegible] তিনভাগে বর্ণিত হইয়াছেন— (১) বিদ্যা-বিলাস-প্রধান 'আদিখণ্ড', (২) [illegible] প্রধান 'মধ্যখণ্ড' এবং (৩) সন্ন্যাসিরূপে [illegible] প্রধান 'অন্ত্যখণ্ড'। অতঃপর [illegible]

মঙ্গলাচরণ—(১) ইষ্টদেব শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বন্দনা

আজানুলম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥ ১ ॥

লীলা-পরিকরাদি-যুক্ত অনাদি আদি মিশ্রনন্দন শ্রীগৌর-সুন্দরের বন্দনা—

নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
স ভৃত্যায় স-পুত্রায় স-কলত্রায় তে নমঃ ॥ ২ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

আশ্রয়-বিষয়-দ্বয়, অন্যোঽন্য-সম্ভোগময়,
রাধাকৃষ্ণ মাধুর্য্য দেখায়।
বিপ্রলম্ভ-ভাবময়, শ্রীচৈতন্য দীনাশ্রয়,
দুয়ে মিলি' ঔদার্য্য বিলায় ॥
ভক্ত রায়-রামানন্দ, গৌরে ব্রজযুব-দ্বন্দ্ব,
দেখে নিজ-ভাবসিদ্ধ-চক্ষে।
সেইকালে রায় ভূপ, কৃষ্ণের সন্ন্যাসি-রূপ,
নাহি পায় সাধকের লক্ষ্যে ॥
রাধা-ভাবে নিজ-ভ্রান্তি, সুবলিত রাধাকান্তি,
ঔদার্য্যে মাধুর্য্য অপ্রকাশ।
ঔদার্য্যে মাধুর্য্য-ভ্রম, না করিবে তাহে শ্রম,
বলে প্রভু-বৃন্দাবনদাস ॥
গান্ধর্ব্বিকা-চিত্তহারী, কৃষ্ণ—যোগ্যে কৃপাকারী,
রাধা বিনা তিঁহো কারো নয়।
কাঙ্গাল দীনের সব, শ্রীচৈতন্য দয়ার্ণব,
তাঁরে সেবি' তাহা সিদ্ধ হয় ॥
চৈতন্য-নিতাই-কথা, শুনিলে হৃদয়-ব্যথা,
চিরতরে যায় সুনিশ্চিত।
কৃষ্ণে অনুরাগ হয়, বিষয়ে আসক্তি-ক্ষয়,
শ্রোতা লভে নিজ-নিত্য [illegible]
ভাগবতে কৃষ্ণকথা, ব্যাসের লেখনী যথা,
তার মর্ম্ম বৃন্দাবন জানি'।
শ্রীচৈতন্যভাগবতে, বর্ণে অনুরূপ-মতে,
গৌর-কৃষ্ণে এক করি' মানি' ॥
গৌরের গৌরব-লীলা, শুদ্ধতত্ত্ব প্রকাশিলা,
যে নিতাই-দাস বৃন্দাবন।
তাঁহার পদাব্জ ধরি', অনুক্ষণ শিরোপার,
'গৌড়ীয়-ভাষ্যের সঙ্কলন ॥
শ্রীচৈতন্যভাগবত, লীলা-মণিমরকত,
চৈতন্যনিতাই-কথাসার।
শুনে সর্ব্বক্ষণ কর্ণে, সহস্র-মুখেতে বর্ণে,
গ্রন্থরাজ-মহিমা অপার ॥
শ্রীভক্তিবিনোদ-পদ, যাতে নাশে ভোগি-গদ,
শুদ্ধভক্তি যাঁ-হ'তে প্রচার।
লিখিতে গৌড়ীয়-ভাষ্য, রহু চিত্তে তব দাস্য,
যাচি, প্রভো, করুণা তোমার ॥
হরিবিনোদের আশা, ভাগবত-ব্যাখ্যা-ভাষা,
কুঞ্জসেবা করিব যতনে।
ভকত-করুণা হ'লে, সর্ব্বসিদ্ধি তবে মিলে,
নাহি রাখি অন্য আশা মনে ॥
শুদ্ধভক্ত মূর্ত্তিমান্, শুনয়ে যাঁহার কান,
শ্রীচৈতন্যভাগবত-গান।
শ্রীগৌরকিশোর বর, এ দাসের গুরুবর,
সদা কৃপা কর মোরে দান ॥
শ্রীবার্ষভানবী-দেবি- আশ্লিষ্ট-দয়িতে সেবি',
যেন ছাড়ি অপরাধ ঘোর।
শ্রীব্রজপত্তনে বসি', গান্ধর্ব্বিকে, দিবানিশি,
গিরিধর সেবা পাই তোর ॥

পূর্ব্বাভাষ

শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিনাম—'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'। শ্রীন[illegible] হরি-সরকারঠাকুরের শিষ্য শ্রীলোচনদাস-ঠাকুর ও 'শ্রীচৈত[illegible]

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পুনর্ব্বার বন্দনা—
(শ্রীমুরারিগুপ্ত-কৃত শ্লোক)
অবতীর্ণৌ স-কারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥ ৩ ॥

মঙ্গল' নাম দিয়া একখানি পাঁচালি-গ্রন্থ রচনা করায়, পরবর্ত্তিকালে এই উভয় গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য-জ্ঞাপনার্থ ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন-কৃত গ্রন্থরাজের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-সংজ্ঞা দেওয়া হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামি-মহাশয় 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতকেই উদ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, শ্রীনারায়ণী-দেবীর ইচ্ছামতেই শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তৎকৃত গ্রন্থের পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' নাম দিয়াছেন। যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে, এই গ্রন্থেও তদ্রূপ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা, বিশেষতঃ শ্রীনবদ্বীপ-লীলাই, বিশদভাবে বিবৃত আছে। আবার দেখা যায়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সন্ন্যাসি-বেষি মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলাই মুখ্যভাবে বর্ণিত হইয়াছেন; তজ্জন্য, শ্রীল কবিরাজগোস্বামি-মহাশয়ের ঐ মহাগ্রন্থ শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের এই গ্রন্থেরই 'পরিশিষ্ট'রূপে গৃহীত হইতে পারে। এই মহাগ্রন্থ খণ্ডত্রয়ে বিভক্ত—আদি, মধ্য ও অন্ত্য। আদিখণ্ডে—দীক্ষাগ্রহণ-লীলা অবধি; মধ্যখণ্ডে—সন্ন্যাস-গ্রহণ অবধি, এবং অন্ত্যখণ্ডে—নীলাচলের কয়েক বৎসরের লীলাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। লীলার শেষাংশ অপ্রকাশিত আছে। শ্রীমুরারিগুপ্ত-কৃত শ্রীচৈতন্যচরিত-গ্রন্থেও এই অংশ বর্ণিত হয় নাই

অন্বয়। আজানুলম্বিতভুজৌ (আজানু জানু-পর্য্যন্তং লম্বিতৌ ভুজৌ যয়োঃ তৌ, মহাপুরুষলক্ষণাক্রান্তৌ) কনকাবদাতৌ (কনকম্ ইব অবদাতৌ পীতবর্ণৌ হেমোজ্জ্বলৌ) সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ (বহুভিঃ মিলিত্বা যৎ হরেঃ কীর্ত্তনং, তৎ সঙ্কীর্ত্তনং' তস্য মাতা চ পিতা চ পিতরৌ জনকৌ প্রবর্ত্তকৌ ইত্যর্থঃ, একমাত্র-সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তকৌ ইতি বা) কমলায়তাক্ষৌ (কমল ইব আয়তে প্রশস্তে অক্ষিণী যয়োঃ তৌ আকর্ণ-বিস্তৃত-নয়নৌ) বিশ্বম্ভরৌ (জগৎপালকৌ) দ্বিজবরৌ (ভগবদ্ভক্তিশিক্ষা-দাতারৌ জগদ্গুরু ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠৌ, পক্ষে, দ্বিজরাজৌ চন্দ্রৌ) যুগধর্ম্মপালৌ ("কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ" ইতি স্মৃতেঃ সঙ্কীর্ত্তনমেব কলিযুগধর্ম্মঃ, তমেব পালয়তঃ যৌ তৌ 'সঙ্কীর্ত্তনৈক-পিতরৌ' ইতি যাবৎ) জগৎপ্রিয়করৌ (সর্ব্বজগতাং জগন্নিবাসিনাং প্রিয়করৌ শুভসাধকৌ) করুণাবতারৌ (করুণয়া যয়োঃ অবতারঃ তৌ কারুণ্যনিধী শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ অহং) বন্দে (প্রণমামি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ। যাঁহাদের বাহুযুগল—আজানুলম্বিত, কান্তি—সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণ (বা কমনীয়), যাঁহারা—সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, যাঁহাদের নয়ন—পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তৃত, যাঁহারা—জগৎ-পালক, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যুগধর্ম্মসংরক্ষক, জগতের শুভসাধক এবং করুণার অবতার, আমি সেই শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দপ্রভুদ্বয়কে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

বিবৃতি। বন্দনার প্রথমশ্লোকে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের যুগলরূপ-বর্ণনায় তাঁহাদিগকে আজানুলম্বিত-ভুজ, কনকের ন্যায় কমনীয়-কান্তিযুক্ত ও কমলায়তাক্ষ বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। এই ভ্রাতৃযুগলের লীলা-বর্ণনায়, তাঁহারা উভয়েই সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক, যুগধর্ম্ম-রক্ষক, জীবপালক, জগতের প্রিয়কারী, দ্বিজশ্রেষ্ঠ ও করুণাবতার বলিয়া বর্ণিত এবং বন্দিত হইয়াছেন। শ্রীগৌরহরি ও শ্রীনিত্যানন্দ, উভয়েই মহামন্ত্রদাতা, জগদ্গুরু, এবং কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তির জনক; উভয়েই জগতের প্রিয়ঙ্কর বলিয়া তাঁহারা 'জীবে দয়া'-নামক ধর্ম্মের প্রচারক; 'বিশ্বম্ভর' ও 'করুণ' বলিয়া তাঁহারা উভয়েই কলিহত-জীবের একমাত্র উদ্ধারোপায় সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা-রূপ যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। উভয় ভ্রাতার এইরূপ বন্দনা হইতেই জীবগণ 'নামে রুচি', 'জীবে দয়া' ও 'বৈষ্ণব-সেবা'র অনুসরণ করিবেন। বহুবচনের পরিবর্ত্তে দ্বিবচন-প্রয়োগ-হেতু, তাঁহাদিগের প্রচার, করুণা ও যুগধর্ম্মরক্ষণ প্রভৃতির সহিত শৌক্রবংশপারম্পর্য্যে প্রচার-চেষ্টার পার্থক্য স্থাপিত হইয়াছে।

সঙ্কীর্ত্তনরসে মত্ত শ্রীগৌরসুন্দরের জয়—
স জয়তি বিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ।
বরজানুবিলম্বি-ষড়্ভুজো বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ ॥ ৪ ॥

গৌর, গৌরকীর্ত্তি, গৌরভক্ত ও গৌরভক্ত-নৃত্যের জয়—

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্যাস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে-
র্জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্ব্বপ্রিয়াণাম্ ॥ ৫ ॥

(১) প্রণাম-পাত্র—(ক) গৌরভক্তগণ—

আগে শ্রীচৈতন্যপ্রিয়-গোষ্ঠীর চরণে।
অশেষ-প্রকারে মোর দণ্ড-পরণামে ॥ ৬ ॥

(খ) পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—

তবে বন্দোঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর।
নবদ্বীপে অবতার, নাম—'বিশ্বম্ভর' ॥ ৭ ॥

'আজানুলম্বিতভুজৌ',—মহাপুরুষগণের বাহু জানুপর্য্যন্ত লম্বিত; সাধারণ-মনুষ্যগণের সেরূপ নহে। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ, উভয়েই বিষ্ণুপরতত্ত্ব, প্রপঞ্চে আগত বা অবতীর্ণ; তাঁহাদিগের অপ্রাকৃত শারীরিক-গঠনেও মহাপুরুষ-লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইত। চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৪২-৪৪ সংখ্যায়—"দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাত। চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাত॥ 'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তাঁর নাম। ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলতনু—চৈতন্য গুণধাম॥ আজানুলম্বিতভুজ কমল-লোচন। তিল-ফুল জিনি' নাসা, সুধাংশু-বদন॥"

'কনকাবদাতৌ'—তাঁহারা উভয়েই আশ্রয়-জাতীয় ভাবাবলম্বনে লীলা বিস্তার করায়, তাঁহাদের উভয়েরই গৌরবর্ণ কান্তি। নিখিল চিৎসৌন্দর্য্য-দর্শনকারী বিষয়-বিগ্রহ স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশের সর্ব্বাকর্ষক রূপই প্রসিদ্ধ। মহাভারতে দানধর্ম্মে ১৪৯ অঃ, সহস্রনামে ৯২ ও ৭৫ সংখ্যায়—"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী"।

'সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ',—শ্রীগৌর-নিত্যানন্দই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তকদ্বয়। শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৭৬ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন,—"সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য॥"

'বিশ্বম্ভরৌ'—'বিশ্বম্ভর'-শব্দের দ্বিবচনপ্রয়োগে 'বিশ্বরূপ' ও 'বিশ্বম্ভর' উভয়ই লক্ষিত। [illegible]রনিত্যানন্দ, উভয়েই বিষ্ণুপরতত্ত্ব এবং বিশ্ববাসীকে নাম[illegible]প্রেম বিতরণ করিয়াছেন বলিয়া 'বিশ্বম্ভর'-শব্দ-বাচ্য। শ্রীনিত্যানন্দের সহিত 'শ্রীবিশ্বরূপে'র একতমত্ব। এই গ্রন্থের আদি, ৪র্থ অঃ ৪৭-৪৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৩২ ও ৩৩ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন—"প্রথম-লীলায় তাঁর 'বিশ্বম্ভর'-নাম। ভক্তিরসে ভরিলা, ধরিলা ভূতগ্রাম॥ ডু-ভৃঞ্ ধাতুর অর্থ—'পোষণ,' 'ধারণ'। পুষিলা, ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥"

বেদেও 'বিশ্বম্ভর'-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়,- "বিশ্বম্ভর বিশ্বেন মা ভরসা পাহি স্বাহা"—(অথর্ব্ববে[দ] ২য় কাণ্ড, ৩য় প্রপাঠক, ৪র্থ অনুবাক্, ৫ম মন্ত্র)।

'দ্বিজবরৌ'—'দ্বিজ'-শব্দে সাধারণতঃ সংস্কারবিশি[ষ্ট] ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বুঝাইলেও 'দ্বিজবর'-শব্দে এস্থ[লে] আচার্য্যলীলাভিনয়কারী ব্রাহ্মণবেশী প্রভুদ্বয়কে বুঝাইতেছে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের চতুর্থাশ্রম না থাকায়, একমাত্র ব্রাহ্মণেরই 'তুর্য্যাশ্রম' বিহিত, তজ্জন্য ব্রাহ্মণই আশ্রমবিচারেও 'দ্বিজবর'-নামে যোগ্য। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ, উভয়েই জগদ্গুরু আচার্য্য-লীলাকারী ও লোকের নিকট ভগবদ্ভক্তি-শিক্ষা প্রদাতা, অতএব ব্রাহ্মণকুলচূড়ামণি। সুতরাং এই অবতারে গৌড় ও ক্ষেত্রমণ্ডলে ব্রজের ন্যায় গোপজাত্যভিমানে সম্ভোগ রসে তাঁহাদের কোন গোপবধূ-সহ রাসাদি-বিলাস ব[া] উচ্ছৃঙ্খলতা নাই; গোপলীলা ও দ্বিজলীলা, উভয় লীলা[র] আবির্ভাবদ্বয়ের মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য-বৈচিত্র্য ধ্বংস করিবা[র] কল্পনা করিলে রসাভাস ও সিদ্ধান্তবিরোধ-হেতু শ্রীরায় রামানন্দ ও গ্রন্থকারের চরণে অপরাধ উৎপন্ন হইয়া কল্পনাকারীকে নিরয়ে প্রেরণ করিবে।

পক্ষে, 'দ্বিজবরৌ'-শব্দে 'দ্বিজরাজৌ' অর্থাৎ এক কালে যুগপৎ সমুদিত দুইটী পূর্ণচন্দ্র।

যুগ,—৪৩২০০০০ সৌরবর্ষে 'মহাযুগ' হয়। সহস্র মহাযুগে এক 'কল্প' বা 'ব্রহ্মার দিন'। এই ব্রহ্মদিনে ৭[১] যুগব্যাপী চতুর্দ্দশ মন্বন্তর। এক মহাযুগের দশভাগের এক ভাগ—কলিযুগ, দশ-ভাগের দুইভাগ—দ্বাপর যুগ, দশভাগে[র] তিনভাগ—ত্রেতাযুগ এবং দশভাগের চারিভাগ—কৃতযুগ।

যুগধর্ম্ম,—সত্যযুগে 'ধ্যান', ত্রেতাযুগে 'যজ্ঞ', দ্বাপরযু[গে]

সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় ভক্তবন্দনার কারণ-নির্দ্দেশ ; সর্ব্বাপেক্ষা বিষ্ণুপূজাই পরম এবং বৈষ্ণবপূজাই পরমতর—

'আমার ভক্তের পূজা—আমা হৈতে বড়'।
সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈলা দঢ় ॥ ৮ ॥

শুদ্ধভক্ত-পূজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—
(ভাঃ ১১।১৯।২১)
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥ ৯ ॥

'অর্চ্চন' এবং কলিযুগে 'নাম-সঙ্কীর্ত্তন'ই যুগ-ধর্ম্ম। (ভা ১২।৩।৫২)—"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥" (ভা ১১।৩।৩৪)—"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥" (ভা ১১।৫।৩৬) —"কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে ॥" শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবম্ ॥"

'যুগধর্ম্মপালৌ',—কর্ম্মকাণ্ডপর-শাস্ত্রবিচারে কলিকালে 'দান'ই যুগধর্ম্ম। কিন্তু মহাবদান্য শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রভুদ্বয়—যুগধর্ম্মের পালকরূপে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক। (ভা ১১।৫।২৯)—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥" (ভা ১০।৮।১৩)—"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে শ্রীরূপ-গোস্বামী এই বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন—"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥" অর্থাৎ মহাবদান্যতাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর—'গুণ' এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদানই তাঁহার 'লীলা'। শ্রীকবিরাজ-গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি, ৮ম পঃ ১৫ সংখ্যায়) বলেন,—"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর তাঁহাদের এই দয়ার কথাই লিখিয়াছেন,—(দয়াল) নিতাই-চৈতন্য বলে' ডাক্‌রে আমার মন'। বাস্তবিকই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের দান—অনুপম, অসমোর্দ্ধ ও অভূতপূর্ব্ব ; তাঁহারা উভয়েই যুগধর্ম্মের পালক, সুতরাং কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনকারী ও অমন্দোদয়া-দয়াময়।

'জগৎপ্রিয়করৌ',—শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, উভয়েই জগতের প্রিয়কারী। শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ ৮৬, ১০২ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন—"সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়। গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিলা উদয় ॥ এই চন্দ্র-সূর্য্য দুই পরম সদয়। জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয় ॥" ঐ ১ম পঃ ২য় বা ৮৪ শ্লোক—"বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ। চিত্রৌ গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥"

'করুণাবতারৌ'—শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'করুণাবতার'-সম্বন্ধে শ্রীরূপ-গোস্বামী স্ব-কৃত 'বিদগ্ধমাধব'-নামক নাটক-প্রারম্ভে 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ' লিখিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ২০৭-২০৮ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন—"এমন নির্ঘৃণ্য মুই কেবা কৃপা করে। এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ ভিতরে ॥ প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ—কৃপাবতার। উত্তম, অধম,—কিছু না করেন বিচার ॥ নিত্যানন্দ-দয়া মোরে তাঁরে দেখাইল। শ্রীরাধামদন-মোহনে 'প্রভু' করি' দিল ॥ ১ ॥

অন্বয়। ত্রিকালসত্যায় (বিশ্বসৃষ্টেঃ অগ্রে, মধ্যে, অন্তে, ভূত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যদিতি সর্ব্বেষু কালেষু সত্যায় নিত্যায় সনাতনায়,—ইত্যনেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য অদ্বয়-ভগবত্তা সর্ব্বকারণকারণত্বং চ সূচ্যতে) জগন্নাথসুতায় (নিত্যঃ অজঃ অপি তেন জগন্নাথমিশ্রস্য পুত্রত্বেন বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্যলীলায়া অপি মথুরায়াং জন্মাদিলীলায়া উৎকর্ষঃ প্রদর্শিতঃ, তাদৃশ-ভক্তবৎসলায়) সভৃত্যায় (সপরিকরায় সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদায় ইত্যর্থঃ) সপুত্রায় (শিষ্য-পারম্পর্য্যক্রমেণ তদাশ্রিত-ত্যক্তগৃহ-ভক্তবৃন্দসহিতায়, শৌক্রপারম্পর্য্যেণ তস্য বংশাভাবাৎ ; যদ্বা, 'সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ' ইতি বচনাৎ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনমেব তস্য পুত্রঃ, তেন সহিতায়) সকলত্রায় (রাগমার্গে শ্রীগদাধর-স্বরূপ-রামানন্দাদি-স্বশক্তিভিঃ, বিধিমার্গে তু শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-বিষ্ণুপ্রিয়াভ্যাং সহ বর্ত্তমানায়) তে (তুভ্যং ভগবতে) নমঃ ॥

অনুবাদ। হে প্রভো, আপনি—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই তিন কালেই সত্য, আপনি—জগন্নাথমিশ্রের নন্দন ; আপনার পরিকর বা ভৃত্যরূপী ভক্তগণের, আপনার

ভক্ত-পূজাতেই বিঘ্ননাশ ও অভীষ্ট-সিদ্ধি—

এতেকে করিলুঁ আগে ভক্তের বন্দন।
অতএব আছে কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ ॥ ১০ ॥

(গ) শ্রীগুরু-নিত্যানন্দপ্রভুর বন্দনা ও মাহাত্ম্য—

ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায় ॥ ১১ ॥

পুত্রগণের ('পুত্র'-পর্য্যায়ে গৃহীত 'ত্যক্তগৃহ গোস্বামী' **প্রভৃতি** শিষ্যগণের, অথবা 'কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন'-নামক অভিধেয়-**বিশেষের**) এবং আপনার কলত্রগণের (বিধিবিচারে—'ভূ'-শক্তিস্বরূপা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, 'শ্রী'শক্তিস্বরূপা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া এবং 'লীলা, নীলা বা দুর্গা'-শক্তিস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম, এবং রুচি-বিচারে—শ্রীগদাধরদ্বয়-নরহরি-রামানন্দ-জগদানন্দ প্রভৃতি শক্তিবর্গের) সহিত আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি ॥ ২ ॥

বিবৃতি। বন্দনার দ্বিতীয়-শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই-রূপে বন্দিত হইয়াছেন। তিনি—ত্রিকাল-সত্য বাস্তব বস্তু, অর্থাৎ অনাদিনিধন নিত্য-তত্ত্ব। ভৃত্য, পুত্র ও কলত্রাদি অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদরূপ বিলাস-পরিকরগণের সহিত সেই জগন্নাথসুত শ্রীগৌরসুন্দরকে নমস্কার।

'জগন্নাথ সুত' বলিতে একবচনে শ্রীগৌরসুন্দরই লক্ষ্য-স্থল; জগন্নাথের অপর পুত্র শ্রীবিশ্বরূপ বা শঙ্করারণ্য-স্বামী লক্ষিত হন নাই; যেহেতু, তিনি বাল্যেই সন্ন্যাস গ্রহণ করায়, এবং কোন উদাসীন শিষ্যের দীক্ষাগুরু না হওয়ায়, তৎপ্রতি পরবর্ত্তি-বিশেষণদ্বয় 'সকলত্র' ও 'সপুত্র' প্রযুক্ত হইতে পারে না।

যদি বল, শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতিই বা কিরূপে 'সপুত্র'-পদটী প্রযুক্ত হইতে পারে? তদুত্তরে জানিতে হইবে যে, তদীয় উদাসীন 'গোস্বামী' শিষ্যগণই তাঁহার 'পুত্র'-পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়াছেন; আর 'গৃহস্থ' শিষ্যগণই তাঁহার 'ভৃত্য' পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছেন। পুত্র-পর্য্যায়ে অচ্যুত-গোত্রীয় ত্যক্তগৃহ ত্রিদণ্ডিগণের স্থান; শ্রীরূপপ্রভু স্ব-কৃত 'উপদেশামৃতে'র আরম্ভে শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়কে '[illegible]দণ্ডি'-সম্প্রদায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইঁহারাই প্রকৃতপক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজবংশ। শ্রীঅদ্বৈত-সন্তান শ্রীঅচ্যুতপ্রভুই অচ্যুত-গোত্রীয় গণের মূল-পিতৃপুরুষ-সূত্রে স্বীয় 'অচ্যুতানন্দ'-সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুদ্বয়ের অধস্তনগণ—তাঁহাদের প্রভুদ্বয়েরও প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'ভৃত্য'মাত্র।

বিধি-বিচারে,—'ভূ'শক্তিস্বরূপা বিষ্ণুপ্রিয়া ও 'শ্রী'শক্তি-স্বরূপা লক্ষ্মীপ্রিয়া-নাম্নী শ্রীগৌর-নারায়ণের পত্নীদ্বয় এবং লীলা, নীলা বা দুর্গা-শক্তিস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম; আর, রুচি-বিচারে,—শ্রীগদাধরদ্বয়, শ্রীনরহরি, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীরামানন্দ ও শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিগণ, সকলেই শ্রীগৌর-গোবিন্দের 'কলত্র'-পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়াছেন।

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ৭ম পঃ ১৪শ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন,—"এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুই জন। দুই প্রভু সেবেন মহাপ্রভুর চরণ ॥" ২ ॥

অন্বয়। স-কারুণ্যৌ (কারুণ্যেন সহ বর্ত্তমানৌ করুণা-বন্তৌ; 'স্ব-কারুণ্যৌ' ইতি পাঠে তু স্বং স্ব-স্বরূপভূতমেব কারুণ্যং যয়োঃ তে কারুণ্য-তনূ, করুণাবতারৌ ইতি যাবৎ) পরিচ্ছিন্নৌ (মধ্যমাকারৌ, চিদ্ঘন-মূর্ত্তী অপি প্রেমাঞ্জন-চ্ছুরিত-চিচ্চক্ষুষা এব দর্শনীয়ৌ ইতি যাবৎ, ন তু মায়া-বশ্যত্বাৎ জীববৎ অবচ্ছিন্নৌ) সদীশ্বরৌ (সন্তৌ নিত্যস্বরূপৌ চামূ) ঈশ্বরৌ (সর্ব্বেষাং প্রভূ চ নিয়ন্তারৌ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ (তন্নামকৌ) দ্বৌ ভ্রাতরৌ (একাত্মানৌ অপি বিগ্রহদ্বয়ে পরস্পর-সেব্য-সেবকভাবাভিন্ন-ভ্রাতৃভাবেন বিলাস-বন্তৌ) তৌ ভজে (ভজামি, সেবে) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। করুণাময় (ঔদার্য্যবিগ্রহ), (অচিন্ত্য-শক্তিবলে) মধ্যমাকার, নিত্যস্বরূপ, সর্ব্বনিয়ন্তা, প্রপঞ্চে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ-নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে আমি ভজনা করি ॥ ৩ ॥

বিবৃতি। 'পরিচ্ছিন্নৌ'—স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ-তত্ত্বের লীলা—চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্য-দ্যোতক। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ-রাম, উভয়ে অভিন্ন হইয়াও 'স্বয়ংরূপ' ও 'স্বয়ং-প্রকাশ'-মূর্ত্তিতে দুইরূপে বিগ্রহদ্বয়।

'ভ্রাতরৌ'—ভ্রাতৃদ্বয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু,—এই উভয়ের মধ্যে শৌক্র-ভ্রাতৃত্ব-লীলার অভিনয় নাই। পারমার্থিকগণ সেব্য পরমার্থ-বিচারে তাঁহাদিগের

নিত্যানন্দ বা বলরামপ্রভুকর্ত্তৃক স্বীয় কলা 'অনন্ত' বা 'শেষ'-স্বরূপে তৎপ্রভু গৌরকৃষ্ণের গুণ-কীর্ত্তনরূপ সেবা—

সহস্রবদন বন্দোঁ প্রভু-বলরাম।
যাঁহার সহস্র-মুখে কৃষ্ণ যশোধাম ॥ ১২ ॥
মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয়-স্থানে।
যশোরত্ন-ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত-বদনে ॥ ১৩ ॥

বলরাম বা নিত্যানন্দের গুণকীর্ত্তনফলেই কৃষ্ণের বা চৈতন্যের গুণ-কীর্ত্তনে যোগ্যতা—

অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য-কীর্ত্তন ॥ ১৪ ॥

নিত্যানন্দ বা বলরামের অলৌকিক গৌরকৃষ্ণ-দাস্য-চেষ্টা—

সহস্রেক-ফণাধর প্রভু-বলরাম।
যতেক করয়ে প্রভু, সকল—উদ্দাম ॥ ১৫ ॥

'স্বয়ংরূপ' ও 'স্বয়ংপ্রকাশ'-লীলাদ্বয়ের পরস্পর অভিন্ন বৈশিষ্ট্য বলিবার জন্যই তাঁহাদিগকে 'ভ্রাতৃদ্বয়' বলিয়াছেন ॥ ৩ ॥

অন্বয়। বিশুদ্ধবিক্রমঃ (বিশুদ্ধঃ শুদ্ধসত্ত্ব-চিন্ময়ঃ বিক্রমঃ যস্য সঃ, 'অতিশুদ্ধ-বিক্রমঃ' ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে) কনকাভঃ (হেমকান্তিঃ) কমলায়তেক্ষণঃ (কমলায়তাক্ষঃ) বর-জানু-বিলম্বি-ষড়্ভুজঃ (বরঞ্চ অদো জানু বেতি সুন্দর-জঙ্ঘা তৎপর্য্যন্তং বিলম্বীনি দীর্ঘাণি ষট্‌সংখ্যকানি ভুজানি যস্য সঃ, আজানুলম্বিতভুজঃ, 'সদ্ভুজঃ' ইতি পাঠে তু চিদ্‌বিগ্রহস্যনিত্যত্বং সূচ্যতে) বহুধা (বিবিধ-প্রকারেণ) ভক্তি-রসাভিনর্ত্তকঃ (ভক্তিরসাবিষ্টঃ সন্ অভিনর্ত্তকঃ সম্যক্‌নৃত্য-শীলঃ ভক্তানাং নর্ত্তন-বিলাস-প্রবর্ত্তকঃ ইতি যাবৎ) সঃ (গৌরচন্দ্রঃ) জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে, অনুজ্ঞার্থে বর্ত্তমান-প্রয়োগঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। বিশুদ্ধবিক্রম, হেমকান্তি, পদ্মপলাশ-লোচন, সুন্দর-জানু-পর্য্যন্ত বিলম্বিত-ষড়্ভুজযুক্ত, কীর্ত্তন-কালে ভক্তিরস পরিপ্লুত-চিত্তে বিবিধপ্রকারে নৃত্যবিলাস-শীল শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥ ৪ ॥

'বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ'—পঞ্চ মুখ্যরস ও সপ্ত গৌণ-রস মিলিত হইয়া ভক্তিরসের উদয় করায়। শ্রীগৌরসুন্দর পাঁচপ্রকার রতিবিশিষ্ট ভক্তের বিষয়-বিগ্রহ হইয়া সুষ্ঠুভাবে স্বয়ং নৃত্য করিয়াছিলেন এবং আশ্রিত-জনগণকে নৃত্য করাইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

অন্বয়। দেবঃ (লীলাময়ঃ স্বরাট্) কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ জয়তি জয়তি (অত্যুৎকর্ষেণ জয়তাৎ, ঔৎসুক্যে দ্বিরুক্তিঃ); তস্য নিত্যা (সনাতনী) পবিত্রা (অচিৎস্পর্শসম্ভাবনা-রহিতা শুদ্ধসত্ত্বময়ী লোকপাবনী) কীর্ত্তিঃ (যশোরশ্মিঃ) জয়তি জয়তি; তস্য বিশেশমূর্ত্তেঃ (বিশেশঃ সর্ব্ব-জগতাং প্রভুঃ, স এব মূর্ত্তিঃ সাক্ষাৎ চিদ্‌বিগ্রহঃ, অথবা, বিশেষাং সর্ব্বেষাম্ ঈশানাং প্রভূণাং মূর্ত্তয়ঃ যস্মিন্ যতো বা, তস্য) ভৃত্যাঃ (ভক্তাঃ) জয়তি জয়তি; তস্য (গৌরস্য স্বকীয়স্য) সর্ব্বপ্রিয়াণাং (সর্ব্বেষাং প্রিয়াণাং প্রিয়বর্গাণাং ভক্তানাম্ ইত্যর্থঃ; 'সর্ব্বপ্রিয়স্য' ইতি পাঠে তস্য 'তস্য' ইতি পদস্য বিশেষণত্বং) নৃত্যং (নাম-কীর্ত্তনমুখে উদ্দণ্ডনর্ত্তনং চ) জয়তি জয়তি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। লীলাময় স্বরাট্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন; তাঁহার সনাতনী পবিত্রা কীর্ত্তি জয়যুক্তা হউন, জয়যুক্তা হউন; সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বজগৎপ্রভু সাক্ষাৎ চিদ্‌বিগ্রহ (অথবা, সকল ঈশ্বরগণের প্রভু) শ্রীগৌর-সুন্দরের ভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন এবং তাঁহার নিখিল প্রিয়-পরিকরগণের নৃত্য জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন ॥

বিবৃতি। শ্রীনবদ্বীপধাম হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের শুভ বিজয়ের পর, তাঁহার অনুগগণগুলী তাঁহাকে সম্বন্ধাধিদেবতা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। শ্রীরূপ-গোস্বামী স্ব-কৃত-স্তবে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ"। (চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৩৪ সংখ্যায়)—"শেষলীলায় নাম ধরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। 'শ্রীকৃষ্ণ' জানাঞা সব বিশ্ব কৈলা ধন্য ॥"

কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, 'চৈতন্যমঙ্গলে'র পরিবর্ত্তে 'গৌরমঙ্গল', 'চৈতন্যভাগবতে'র পরিবর্ত্তে 'গৌর-ভাগবত', 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র পরিবর্ত্তে 'গৌরাঙ্গচরিতামৃত' কিংবা 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে'র পরিবর্ত্তে 'গৌরচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া অচেতনাশ্রয়ে তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা-প্রণালীকে কলঙ্কিত করিতে পারিবেন। শ্রীগৌর-লীলায়, তিনি জগতের হরিবিমুখ অচৈতন্য ব্যক্তিগণের কৃষ্ণান্বেষণ-প্রবৃত্তিরূপ চৈতন্য-ধর্ম্ম উদয় করাইবার জন্যই 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-

হলধর-মহাপ্রভু প্রকাণ্ড-শরীর।
চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত্ত মহাধীর ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণচৈতন্য-প্রেষ্ঠ অভিন্ন-বিষয়বিগ্রহ প্রভুবর—
ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার ॥ ১৭ ॥

নাম গ্রহণ করিয়া, নিঃশ্রেয়সার্থি-জনগণের কৃষ্ণভজন-চেষ্টার আদর্শ উদ্দীপন করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর যে মহাবদান্য ও কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা,—ইহাই তাঁহার পরমপবিত্রা নিত্যা কীর্ত্তি।

সেই বিশ্বেশ-মূর্ত্তি বিশ্বম্ভর গোলোকপতির ভৃত্যস্বরূপ যাবতীয় ভক্তগণই তাঁহার লাল্য এবং তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি ও মহৈশ্বর্য্যের অধিকারী।

শ্রীদামোদর-স্বরূপ, শ্রীরামানন্দ, শ্রীবক্রেশ্বর ও অন্যান্য প্রিয়জনবর্গের গোপীভাবোচিত কীর্ত্তনমুখে দাস্যই সর্ব্বোপরি জয় লাভ করুক ॥ ৫ ॥

শ্রীচৈতন্যের বন্দনার প্রাগ্‌ভাগে সাধারণভাবে শ্রীচৈতন্য-প্রিয়-গোষ্ঠীর চরণে দণ্ডবন্নতি দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। শ্রীগুরুদেবই সেই শ্রীচৈতন্যপ্রিয়-গোষ্ঠীর সর্ব্বপ্রধান নায়ক। সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুই গ্রন্থকারের সেই শ্রীগুরুদেব।

'গোষ্ঠী',—"নানাশাস্ত্রবিশারদৈ রসিকতা সৎকাব্য-সংমোদিতা নির্দ্দোষৈঃ কুলভূষণৈঃ পরিমিতা পূর্ণা কুলজ্ঞৈ-রপি। শ্রীমদ্ভাগবতাদি-কারণ-কথা শুশ্রূষয়ানন্দিতা গন্ত্বাভীষ্ট-মুপৈতি যদ্‌গুণিজনো 'গোষ্ঠী' হি সা চোচ্যতে॥"

দণ্ড,—দণ্ডবৎ; পরণাম,—প্রণাম। সেই 'প্রণাম'—চতুর্ব্বিধ; যথা –(১) অভিবাদন, (২) অষ্টাঙ্গ, (৩) পঞ্চাঙ্গ, (৪) করশিরঃসংযোগপূর্ব্বক প্রণাম ॥ ৬ ॥

গুরু-প্রণামের পর অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বন্দনার পর শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা করিলেন। ইহাই শিষ্টাচার ও সজ্জনপদ্ধতি; এইজন্য 'তবে'-শব্দের প্রয়োগ।

যদিও শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদা[illegible]মী ও অষ্টোত্তর-শতনামী ত্রিদণ্ডি-বৈদিকসন্ন্যাসিগণ শ্রীশঙ্করপাদের বহুপূর্ব্ব হইতে অবস্থান করিতেছিলেন, তথাপি নির্ব্বিশেষ-বিচার-প্রিয় বৈদান্তিক শঙ্করের অভ্যুদয়ে চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদমূলে—ভারতে পঞ্চোপাসক সমাজ পুনর্গঠিত হওয়ায় শ্রীমহাপ্রভু শ্রীশঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়ের দশনামী দণ্ডিন্যাসিগণের প্রথামত বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আর্য্যাবর্ত্তে বৈদিকাভাস অর্থাৎ 'বেদানুগক্রব' আর্য্যসমাজের অনেকেই শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী এবং শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের শাসনানুসারে পঞ্চোপাসক।

দশনামী সন্ন্যাসী—যথা "তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরিপর্ব্বত-সাগরাঃ। সরস্বতী ভারতী চ পুরী নামানি বৈ দশ॥" প্রত্যেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর উপাধি ও স্থানের নাম যথাক্রমে লিখিত হইতেছে—

তীর্থ ও আশ্রম—সন্ন্যাসোপাধি, স্থান—দ্বারকা, ব্রহ্মচারি-নাম—স্বরূপ। বন ও অরণ্য—সন্ন্যাসোপাধি, স্থান—পুরুষোত্তম, ব্রহ্মচারি-নাম—প্রকাশ। গিরি, পর্ব্বত ও সাগর—সন্ন্যাসোপাধি, স্থান—বদরিকাশ্রম, ব্রহ্মচারি-নাম—আনন্দ। সরস্বতী, ভারতী ও পুরী—সন্ন্যাসোপাধি, স্থান—শৃঙ্গেরী, ব্রহ্মচারি-নাম—চৈতন্য (মঞ্জুষা—২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য সমগ্র ভারতের পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ-প্রদেশে চারিটী মঠ স্থাপন করিয়া তাঁহার চারিটী শিষ্যকে মঠাধিপ করেন। এই চারিটী মূলমঠের অধীন অসংখ্য শাখা-মঠ ক্রমশঃ উদ্ভূত হইয়াছে। দেশভেদে মঠের বাহ্য সাদৃশ্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও অনেক-ক্ষেত্রে বিপর্য্যয় লক্ষিত হয়। এই চারিমঠে আনন্দবার, ভোগবার, কীটবার, ভূমিবার-ভেদে চতুর্ব্বিধ সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। কাল-বশে এই সম্প্রদায়ের ধারণারও বিপর্য্যয় দেখা যায়। মঠ-ভেদে চারিটী মহাবাক্যেরও বিভাগ আছে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইলে পূর্ব্বে মঠাধীশ সন্ন্যাসি-গুরুর নিকট গমন করিয়া 'ব্রহ্মচারী' হইতে হয়। তিনি যে-প্রকার সন্ন্যাসী, তদনুসারে 'ব্রহ্মচারী'-নাম দিয়া থাকেন। আজও এই সম্প্রদায়ে এই প্রথা বিশেষ-ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীমহাপ্রভু কেশব-ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার অভিনয় করায় তাঁহার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' হইয়াছিল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরও ভগবান্ স্বীয় 'ব্রহ্মচারি'-নামই প্রচার করেন। 'ভারতী'-সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া স্বীয় পরিচয় দিবার কথা তাঁহার লীলা-লেখকগণ কেহই বলেন না। সন্ন্যাস-নামের সহিত ঈশ্বরাভিমান সংশ্লিষ্ট থাকায়, বোধ

শ্রীনিত্যানন্দ-সঙ্কর্ষণের শুদ্ধশ্রবণ-কীর্ত্তনকারীর প্রতি শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সন্তোষ—

তাঁহার চরিত্র যেবা জনে শুনে, গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—তাঁরে পরম সহায়॥ ১৮॥

তৎপ্রতি সঙ্কর্ষণের সেবকদম্পতি শিবদুর্গার সন্তোষ; কৃষ্ণকীর্ত্তনে তাঁহার যোগ্যতা-লাভ—

মহাপ্রীত হয় তাঁরে মহেশ-পার্ব্বতী।
জিহ্বায় স্ফুরয়ে তাঁর শুদ্ধা সরস্বতী॥ ১৯॥

হয়, জীববান্ধব জগদ্‌গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও আপনাকে কৃষ্ণদাসাভিমানে বগু-জীবকুলের নিকট শুদ্ধকৃষ্ণ-ভক্তি প্রচারপূর্ব্বক তাহাদের নিত্যহিতসাধনেচ্ছায় তাদৃশ একদণ্ড-সন্ন্যাসোপাধিদ্বারা সদম্ভে পরিচয়-প্রদান আদর করেন নাই। 'ব্রহ্মচারি'-নামে গুরুদাস্যাভিমানই অনুস্যূত; উহা ভক্তির প্রতিকূল নহে। মহাপ্রভু দণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি সন্ন্যাসের চিহ্নসমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে।

'মহেশ্বর'—(শ্বেঃ উঃ ৪।১০ ও ৬।৭)—"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" ও "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্"। (ভা ০।১২৭।২৩ শ্লোকে শ্রীধরস্বামি-কৃত 'ভাবার্থদীপিকা'য় ধৃত পাদ্মোত্তরখণ্ডস্থ ৯১ অঃ-বাক্য)—"যো বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তস্য প্রকৃতিলীনস্য যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ॥ যোঽসাবকারো বৈ বিষ্ণুর্বিষ্ণুর্নারায়ণো হরিঃ। স এব পুরুষো নিত্যঃ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ॥" (ব্রঃ বৈঃ প্রকৃতিখণ্ডে ৫৩ অঃ)—"বিশ্বস্থানাঞ্চ সর্ব্বেষাং মহতামীশ্বরঃ স্বয়ম্। মহেশ্বরঞ্চ তেনেমং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

নবদ্বীপ,—ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে নবদ্বীপ-নগর। বহুপূর্ব্ব হইতেই তথায় সেনরাজগণের রাজধানী অবস্থিত ছিল। সেই স্থান সম্প্রতি নবদ্বীপ-নামে পরিচিত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পল্লী-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে-স্থলে শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাসের অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতের ভবন, শ্রীমুরারিগুপ্তের স্থান প্রভৃতি অবস্থিত ছিল, তাহা সম্প্রতি 'শ্রীমায়াপুর'-নামে খ্যাত। গঙ্গার বিভিন্ন গর্ভের পরিবর্ত্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালীয় নবদ্বীপ-নগরের অধিকাংশই জলমগ্ন হইয়াছিল, সুতরাং উহার অধিবাসিগণের অনেকেই নিকটবর্ত্তিস্থানে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। প্রভুর প্রকট-কালীন কুলিয়া-গ্রামে বা 'পাহাড়পুরে'ই আধুনিক নবদ্বীপ-সহর বসিয়াছে এবং সেইস্থলেই বর্ত্তমান নবদ্বীপ-মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ-শতাব্দীতে নবদ্বীপ-নগর 'কুলিয়াদহে' বা 'কালীর-দহে'র বর্ত্তমান চড়ায় অবস্থিত ছিল। আবার খৃষ্টীয় সপ্তদশ-শতাব্দীতে নদীয়া-নগর বর্ত্তমান 'নিদয়া', 'শঙ্করপুর', 'রুদ্রপাড়া' প্রভৃতি স্থানে লক্ষিত হয়। তৎপূর্ব্বে ষোড়শ-শতাব্দী পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমকালীন নবদ্বীপ-নগর শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘি, বামুনপুকুর, শ্রীনাথপুর, ভারুইডাঙ্গা, গঙ্গানগর, সিমুলিয়া, রুদ্রপাড়া, তারণবাস, করিয়াটী, রামজীবনপুর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। তখন বর্ত্তমান বামুনপুকুর-পল্লীর নাম 'বেলপুকুর' ছিল, পরে 'মেঘার চড়া'য় প্রাচীন বিল্বপুষ্করণী-গ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় উহা সপ্তদশ-শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান 'বামুনপুকুর'-নাম লাভ করিয়াছে। রামচন্দ্রপুর, কাকড়ের মাঠ, শ্রীরামপুর, বাব্‌লা-আড়ি প্রভৃতি স্থান গঙ্গার পশ্চিম-পারে অবস্থিত। উহার কিয়দংশ কোলদ্বীপ ও কতকটা মোদদ্রুম-দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। চিনাডাঙ্গা, পাহাড়পুর প্রভৃতি নাম সম্প্রতি বিলুপ্ত হইলেও 'তেঘড়ির কোল', 'কোল-আমাদ', 'কুলিয়ার গঞ্জ' প্রভৃতি বর্ত্তমান নবদ্বীপ-সহরের স্থানসমূহ আজও সেই প্রাচীন কোলদ্বীপের সংস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। গঙ্গার পশ্চিম-পারে বিদ্যানগর, জান্নগর, মামগাছি, কোব্‌লা প্রভৃতি স্থান নবদ্বীপের উপকণ্ঠ বা সহরতলীরূপে অবস্থিত ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তিকালে প্রাচীন-নবদ্বীপ-সম্বন্ধে বহুবিধ যুক্তিহীন কুতর্কমূলক-ধারণা এক্ষণে নানাকারণে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিবার অবসর পাইলেও ঐগুলি প্রকৃতস্থান-নির্ণয়বিষয়ে কোন প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই বা করিবে না। চাঁদকাজীর সমাধির কিছু দূরে শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠেই শ্রীজগন্নাথমিশ্রের গৃহ বা শচীর প্রাঙ্গণ ('প্রভুর জন্মভিটা') অবিসম্বাদিতভাবে দিব্যসূরি শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজীপ্রভৃতি সিদ্ধভক্তগণের নির্দ্দেশমতে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত নিরপেক্ষ যুক্তিপুষ্ট ঐতিহাসিক ও অলৌকিক প্রমাণাবলী অবিতর্কিত-ভাবে শ্রীমায়াপুরের সন্নিহিত স্থানগুলিকেই 'প্রাচীন-নবদ্বীপ' বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করে।

ইলাবৃতবর্ষে রুদ্রাণী ও স্ত্রীসেবিকাগণসহ রুদ্রের সঙ্কর্ষণ-পূজা—

পার্ব্বতীপ্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব, উপাসক হঞা ॥ ২৮ ॥

মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দ-বলরামের গুণাবলী—সমস্ত ঈশ্বর-পূজকেরই আরাধ্য

পঞ্চম-স্কন্ধের এই ভাগবত-কথা।
সর্ব্ববৈষ্ণবের বন্দ্য বলরাম-গাথা ॥ ২৯ ॥

ভক্তিরত্নাকরে, ১২শ তরঙ্গে—"ইথে যে বিশেষ বিষ্ণু-পুরাণে প্রচার। সর্ব্বধামময় এ মহিমা নদীয়ার ॥ যথা বিষ্ণু॰ পু॰ ২য় অং, ৩য় অঃ, ৬-৭ শ্লোক—"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্নিশাময়। ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমাংস্তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্ ॥ নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণঃ। অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ ॥ যোজনানাং সহস্রং তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ ॥"

ইহার শ্রীধরস্বামি-টীকা—"সাগরসংবৃত ইতি সমুদ্র-প্রান্তবর্ত্তী ; নবমস্যাস্য পৃথঙ্ নামাকথনাৎ নাম্নাপি নবদ্বীপোঽয়মিতি গম্যতে।"

তথা (গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ১৮শ সংখ্যা—) "রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্বহুবিদো যমেতং গোলোকং কতিপয়-জনাঃ প্রাহুরপরে। সিতদ্বীপং চান্যে পরমপি পরব্যোম জগদুর্নবদ্বীপঃ সোঽয়ং জগতি পরমাশ্চর্য্য-মহিমা ॥"

নবদ্বীপ নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে। শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি দীপ্ত যা'তে ॥ শ্রবণ কীর্ত্তন আদি নববিধা ভক্তি। দেখহ শ্রীভাগবতে প্রহ্লাদের উক্তি ॥ তথা হি (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)—"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥"

অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ-নাম। পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম ॥ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির আরম্ভেতে। নহিল সে নামের ব্যত্যয় কোন-মতে ॥ [illegible] কলি বৃদ্ধ, তৈছে নামের ব্যত্যয়। তথাপি সে-সব নাম অনুভব হয় ॥ ব্রজে বজ্রনাভ তৈছে কৃষ্ণের ইচ্ছাতে। বসাইলা গ্রাম কৃষ্ণলীলানুসারেতে ॥ কথো কাল পরে কথো গ্রাম লুপ্ত হৈল। কথো গ্রাম-নাম লোকে অস্ত-ব্যস্ত কৈল ॥ তৈছে নবদ্বীপে অন্তর্ভূত যত গ্রাম। প্রভু ভক্ত-লীলামতে ব্যক্ত হইল নাম ॥ কথো অস্ত-ব্যস্ত, কথো লুপ্ত সেইমতে। কিন্তু নবদ্বীপ-নাম জানাই ক্রমেতে ॥ 'দ্বীপ' নাম-শ্রবণে সকলদুঃখ-ক্ষয়। গঙ্গা-পূর্ব্ব-পশ্চিম-তীরেতে দ্বীপ নয় ॥ পূর্ব্বে, অন্তর্দ্বীপ, শ্রীসীমন্ত-দ্বীপ হয়। গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ, চতুষ্টয় ॥ কোলদ্বীপ, ঋতু-জহ্নু, মোদদ্রুম আর। রুদ্রদ্বীপ,—এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥ এই নবদ্বীপে নবদ্বীপাখ্যা এথায়। প্রভুপ্রিয় শিব-শক্ত্যাদি শোভে সদায় ॥"

(ত্রিদণ্ডিগোস্বামি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ-কৃত 'নবদ্বীপশতকে' ১-২ সংখ্যা)—"নবদ্বীপে কৃষ্ণং পুরটরুচিরং ভাববলিতং মৃদঙ্গাদ্যৈর্যন্ত্রৈঃ স্বজনসহিতং কীর্ত্তনপরম্। সদোপাস্যং সর্ব্বৈঃ কলিমলহরং ভক্তসুখদং ভজামস্তং নিত্যং শ্রবণমননাদ্যর্চ্চন-বিধৌ ॥ শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং স্মৃতির্বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণুসদনম্। সিতদ্বীপং চান্যে বিরলরসিকো যং ব্রজবনং নবদ্বীপং বন্দে পরমসুখদং তং চিদুদিতম্ ॥"

অবতার,—(শ্রীল জীবপ্রভু-কৃত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ২৮শ সংখ্যায়—)"অবতারশ্চ প্রাকৃতবৈভবেঽবতরণমিতি'। শ্রীরূপ প্রভু-কৃত শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পূঃ খঃ অবতারবর্ণনপ্রসঙ্গোক্ত-শ্লোকের টীকায় শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণোক্তি—"অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঽবতরণং খল্ববতারঃ" অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ-ধাম হইতে মায়াতীত তত্ত্বে প্রাকৃত-বৈভবরূপ এই প্রপঞ্চে অবতরণই 'অবতার'।

(চৈঃ চঃ আদি ২য় পঃ ৮৮-৯০ সংখ্যায়—) "যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। 'স্বয়ংভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥ দীপ হৈতে যৈছে বহুদীপের জ্বলন। মূল একদীপ তাঁহা করিয়ে গণন ॥ তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ ॥" (ঐ আদি ৩ পঃ ২৮-৩০ সংখ্যায়—) "তাতে আপন-ভক্তগণ করি' সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি' করিমু নানা রঙ্গে ॥ এত ভাবি' কলিযুগে প্রথম-সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনে নদীয়ায় ॥ চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য্য, সিংহের হুঙ্কার ॥" (ঐ

শ্রীবলদেবের-রাস-বর্ণন —

তান রাসক্রীড়া-কথা—পরম উদার।
বৃন্দাবনে গোপী-সনে করিলা বিহার॥ ২২॥

১০৯ সংখ্যা—) "চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু। ভক্তের ইচ্ছায় অবতার 'ধর্ম্মসেতু'॥" (ঐ আদি ৫পঃ ১৪-১৫ সংখ্যায়—) "প্রকৃতির পারে 'পরব্যোম'-নামে ধাম। কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূত্যাদি-গুণবান্॥ সর্ব্বগ, অনন্ত, ব্রহ্ম-বৈকুণ্ঠাদি ধাম। কৃষ্ণ, কৃষ্ণাবতারের তাঁহাঞি বিশ্রাম॥ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের ইচ্ছায়। একই স্বরূপ তাঁর, নাহি দুই কায়॥" (ঐ ৭৮-৮১ সংখ্যায়—) "যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে (কারণার্ণবশায়ীকে) কৃষ্ণের 'কলা' করি'। মৎস্য-কূর্ম্মাদ্যবতারের তেঁহো 'অবতারী'। সেই পুরুষ—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা। নানা অবতার করে, জগতের ভর্ত্তা॥ সৃষ্ট্যাদি-নিমিত্ত যেই অংশের অবধান। সেই ত' অংশেরে কহি 'অবতার' নাম॥ আদ্যাবতার, মহাপুরুষ, ভগবান্। সর্ব্বাবতার-বীজ, সর্ব্বাশ্রয়-ধাম॥" (ঐ ১৩১, ১৩২ ও ১২৭, ১২৮ এবং ১৩৩ সংখ্যায়—) "কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশাশ্রয়। সর্ব্বাংশ আসি' তবে কৃষ্ণেতে মিলয়॥ যেই যেই রূপে জানে, সেই তাহা কহে। সকল সম্ভব কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে॥ * * অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি'। সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে 'অবতারী'॥ 'অবতার', 'অবতারী'—অভেদ, যে জানে। পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি' মানে॥ * * অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গোসাঞি। সর্ব্বাবতার-লীলা করি' সবারে দেখাই॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পঃ ২৬৪ সংখ্যায়—) "সৃষ্টি-হেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে। সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি 'অবতার' নাম ধরে॥ মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান। বিশ্বে অবতরি' ধরে 'অবতার' নাম॥"

বিশ্বম্ভর,—পূর্ব্ববর্ত্তী ১ম শ্লোকের বিবৃতি দ্রষ্টব্য॥ ৭॥

ঐশ্বর্য্যপ্রধান ভক্তের হৃদয়ে, প্রথমতঃ কেবলমাত্র ভগবানের পূজাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ,—এইরূপ ধারণা হয়। তাদৃশী ধারণা কিন্তু ভক্তপূজার মহিমা খর্ব্ব করিয়া ভগবৎ-প্রীতির শিথিলতাই প্রকাশ করে। শাস্ত্র (পদ্মপুরাণ) বলেন,—"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥ অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥"

দঢ়,—দৃঢ়। মর্য্যাদা-পথে,—ভগবান্ই পূজ্য-বস্তু এবং ভগবদ্দাসগণই পূজক। রাগপথে,—তাদৃশ পূজ্য-পূজক-সম্বন্ধে ঐশ্বর্য্য প্রবল না থাকায়, সেবা-প্রবৃত্তির আধিক্য-হেতু সেবকের প্রগাঢ় সেবাভিমান বর্ত্তমান; তজ্জন্য মাধুর্য্য-রসে সেব্য-বস্তু কৃষ্ণ অপেক্ষাও আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমানে অথবা সেব্যবস্তুকে আপনার 'অধীন' বা 'আয়ত্ত' বলিয়া উপলব্ধিতে সেবার প্রগাঢ়তাই বিদ্যমান।

বেদে ভক্ত-পূজার শ্রেষ্ঠত্ব প্রসিদ্ধ; যথা—

"তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ"— (মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।১০),—(৩।৩।৫১ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্রের) শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত গোবিন্দ-ভাষ্যে এই মন্ত্রার্থ-ব্যাখ্যা—"আত্মজ্ঞং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞং তদ্ভক্তমিত্যর্থঃ; ভূতিকামো মোক্ষপর্য্যন্ত-সম্পত্তি-লিপ্সুরিত্যর্থঃ" অর্থাৎ আত্যন্তিক-মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি ভগবদ্-ভক্তকে সেবা করিবেন।

"তানুপাস্ব তানুপচরস্ব তেভ্যঃ শৃণু হি তে ত্বামবন্তু"—৩।৩।৪৭ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্রে শ্রীমধ্ব-ভাষ্য-ধৃত পৌষায়ণ-শ্রুতি-বাক্য; অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের উপাসনা কর, তাঁহাদিগের সেবা কর, তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রবণ কর, তাঁহারা তোমাকে রক্ষা করিবেন।

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"—(শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩, সুবাল—১৬) ইত্যাদি বহু শ্রুতিবাক্য বর্ত্তমান।

"তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ। প্রসাদ-সুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ॥"—(ইতিহাস-সমুচ্চয়ে) প্রভৃতি বহু সাত্বতশাস্ত্রবাক্য বর্ত্তমান॥ ৮॥

চৈত্র ও বৈশাখ-মাসে শ্রীবলরামের রাস—

দুইমাস বসন্ত, মাধব-মধু-নামে।
হলায়ুধ-রাসক্রীড়া কহয়ে পুরাণে॥ ২৩॥

শ্রীকৃষ্ণের নিকট মহাভাগবত উদ্ধব শ্রীবিদুরের নিকট ভগবজ্জ্ঞান ও শুদ্ধভক্তিযোগ জিজ্ঞাসা করায়, [illegible]

ভাগবতে বলরাম-রাসের বক্তা—শ্রীশুকদেব,
শ্রোতা—শ্রীপরীক্ষিৎ

সে সকল শ্লোক এই শুন ভাগবতে।
শ্রীশুক কহেন, শুনে রাজা-পরীক্ষিতে ॥ ২৪ ॥

তথা হি (ভাঃ ১০।৬৫।১৭-১৮ ; ২১-২২)
চৈত্র ও বৈশাখ দুইমাস গোপীগণসহ বলরামের রাস—
দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্ ॥ ২৫ ॥

শ্রীভগবান্ শুদ্ধভক্ত্যঙ্গসমূহের বর্ণন-প্রসঙ্গে স্ব-ভক্তমহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন—

অন্বয়। মদ্ভক্তপূজা (মম ভক্তানাং সেবা) অভ্যধিকা (মৎপূজায়া অপি শ্রেয়সী, উৎকর্ষেণ মম সন্তোষসাধিকা,—ইতি উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদুক্তিঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব,) আমার ভক্তের সেবা—আমার পূজা হইতেও অতিশয় শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

আদিপুরাণ-বাক্য—"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥" (ভাঃ ৩।১৭।২০)—"দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু। যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥" পাদ্মোত্তর-বচন—"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা। সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ ॥" ইত্যাদি শুদ্ধভক্তপূজা-মাহাত্ম্যময় বহু শাস্ত্রবাক্য দেখা যায়।

কার্য্যসিদ্ধি,—(৩।৩।৫১ সংখ্যক ব্রঃ সূঃ গোবিন্দভাষ্য-ধৃত শাণ্ডিল্য-স্মৃতিবাক্য)—"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্। ন সংশয়োঽত্র তদ্ভক্তপরিচর্য্যা-রতাত্মনাম্ ॥ কেবলং ভগবৎপাদ-সেবয়া বিমলং মনঃ। ন জায়তে যথা নিত্যং তদ্ভক্তচরণার্চ্চনাৎ ॥"

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী—(চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ ২০-২১ সংখ্যায়)—"গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ। গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্,—তিনের স্মরণ ॥ তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন। অনায়াসে হয় নিজ-বাঞ্ছিত-পূরণ ॥" ১০ ॥

সাধারণভাবে বৈষ্ণবগুরুগণকে বন্দনাপূর্ব্বক গ্রন্থকার নিজগুরু ইষ্টদেবের বন্দনা করিয়া শ্রীচৈতন্যলীলা-বর্ণন আরম্ভ করিলেন। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপাই তদ্বিষয়ে যোগ্যতার প্রধানতম কারণ।

এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, 'স্বয়ংরূপ শ্রীগৌর-কৃষ্ণের অভিন্ন-স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবপ্রভুই মূলসঙ্কর্ষণ, তিনিই(মহা)সঙ্কর্ষণ এবং কারণ-গর্ভ-ক্ষীর-সমুদ্রশায়ি-পুরুষাবতারত্রয়, ও সহস্রফণা(মুখ বা মস্তক)-যুক্ত 'অনন্তদেব' বা 'শেষ',—এই বিষ্ণুতত্ত্ববর্গের মূল আকর বা অংশী ॥ ১১ ॥

বলরাম,—(ভা ১০।২।১৩ শ্লোকে যোগমায়ার প্রতি ভগবানের উক্তি—) "রামেতি লোকরমণাদ্বলং বলবদুচ্ছ্রয়াৎ" অর্থাৎ আমার প্রতি লোকের রতি প্রকট করাইয়া থাকেন বলিয়া শ্রীবলদেবকে 'রাম' এবং বলের উৎকর্ষহেতু তাঁহাকে 'বল' বলিয়া সকলে সম্বোধন করিবে।

(চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ১১৬-১১৭ ও ১২০-১২২ সংখ্যায়—) "সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ। সেই প্রভু নিত্যানন্দ—সর্ব্ব-অবতংস ॥ সেই বিষ্ণু 'শেষ'রূপে ধরেন ধরণী। কাঁহা শিরে আছে মহী,—হেন নাহি জানি ॥" ** "সেই ত' 'অনন্ত' 'শেষ'—ভক্ত-অবতার। ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥ সহস্রবদনে করে কৃষ্ণগুণ গান। নিরবধি গুণ গাহেন, অন্ত নাহি পা'ন ॥ সনকাদি ভাগবত শুনেন যাঁর মুখে। ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেম-সুখে ॥

যশোধাম,—নিখিল অপ্রাকৃত সদ্গুণ-কীর্ত্তিরাশির নিলয় বা ভাণ্ডার।

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহ দ্বিভুজ হলধর নরবপু শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবপ্রভু ভক্তস্বরূপে অনুক্ষণ গৌরকৃষ্ণসেবা-রত থাকিয়া কৃষ্ণপ্রেমানন্দ বর্দ্ধন করিলেও এস্থলে তাঁহারই 'অংশকলা'স্বরূপ ভূধারী সহস্রবদন অনন্তদেব বা শ্রীশেষের সহস্রমুখে নিরন্তর স্বীয় আরাধ্য শ্রীগৌরগুণকীর্ত্তনরূপ অতুলনীয় সেবা-সামর্থ্য বর্ণিত হইতেছে। তিনি চতুঃসনাদি ব্রহ্মর্ষিগণের নিকট অনুক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন। গৌরকৃষ্ণলীলা-বর্ণনসূত্রে তিনি—ব্যাসাবতার শ্রীগ্রন্থকারের 'গুরু' বা প্রভু।

শ্রীঅনন্তদেবের সহস্রমুখে কৃষ্ণযশোময় ভাগবতকীর্ত্তন,

যামুনতটে রামঘাটায় পূর্ণিমা-রজনীতে বলরামের রাস—
পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ॥ ২৬ ॥

তৎকালে গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণের বলরাম-স্তুতিগান—
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্ববনিতা-শোভিমণ্ডলে।
রেমে করেণুযূথেশো মহেন্দ্র ইব বারণঃ ॥ ২৭ ॥

—(ভা ৬।১৬।৪০ ও ৪৩ শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি শ্রীচিত্রকেতুর স্তবোক্তি—) "জিতমজিত তদা ভবতা যদাহ ভাগবতং ধর্ম্মমনবদ্যম্। নিষ্কিঞ্চনা যে মুনয়ঃ আত্মারামা যমুপাসতেঽপবর্গায় ॥" * * "ন ব্যভিচরতি তবেক্ষা যয়া হ্যভিহিতো ভাগবতো ধর্ম্মঃ। স্থিরচরসত্ত্বকদম্বেষপৃথগ্ধিয়ো যমুপাসতে ত্বার্য্যাঃ ॥" অর্থাৎ, "হে অজিত, (সনৎকুমারাদি) নিষ্কিঞ্চন আত্মারাম মুনিগণ (ভগবৎপ্রেমরূপ) অপবর্গের নিমিত্ত যাঁহার উপাসনা করেন, সেই আপনি যখন অনিন্দ্য (বিশুদ্ধ) শ্রীভাগবতধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন আপনারই জয় (সর্ব্বোৎকর্ষ) লাভ হইয়াছে। * * আপনার যে দৃষ্টি কখনও পরমার্থকে পরিত্যাগ করে না, সেই দৃষ্টি-দ্বারাই আপনি শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, অতএব স্থাবর জঙ্গম-প্রাণিসমূহে সমবুদ্ধি পণ্ডিত ভাগবতগণ ঐ ধর্ম্মেরই উপাসনা করেন।"

পাঠান্তরে, 'কৃষ্ণযশোধাম' অর্থাৎ কৃষ্ণের (অলৌকিক) যশের আধার (শ্রীমদ্ভাগবত) ॥ ১২ ॥

থুই,—এ-স্থলে, 'থোয়' (স্থাপন করে), এই অর্থে ব্যবহৃত।

যেরূপ অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন অন্তরঙ্গ ব্যক্তির নিকটই লোকে বহুমূল্য রত্নাদি গচ্ছিত রাখে, তদ্রূপ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরও শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দপ্রভুর কলাস্বরূপ শ্রীঅনন্তদেবের সহস্রমুখে কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তিদ্বারা সংসেবিত হইবার জন্য তাঁহার গুণলীলার অনন্তভাণ্ডার (শ্রীভাগবত) গচ্ছিত রাখিয়াছেন।

শ্রীঅনন্ত,—(ভা ৫।২৫।১ম শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—) "তস্য মূলদেশে ত্রিংশদ্যোজনসহস্রান্তরং আস্তে যা বৈ কলা ভগবতস্তামসী সমাখ্যাতা অনন্ত ইতি" অর্থাৎ পাতালের তলদেশে ত্রিংশৎসহস্রযোজন অন্তরে ভগবানের এক তামসী কলা আছেন, তাঁহার নাম—'শ্রীঅনন্ত' (বস্তুতঃ, এই মূর্ত্তি—বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী ; তমোগুণাবতার রুদ্রের অন্তর্যামিরূপে বিশ্বের সংহারাদি করেন বলিয়া এই মূর্ত্তি—'তামসী'-নামে আখ্যাত)।

ভা ৫।১৭।১৭ শ্লোকের শ্রীমধ্বভাষ্যধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন —"অনন্তান্তঃস্থিতো বিষ্ণুরনন্তশ্চ সহামুনা"।

বিষ্ণু-পুঃ ২য় অং ৫ম অঃ ১৩ ২৭ শ্লোকে ভূধারী শ্রীশেষ বা অনন্তদেবের অপরিমেয় বীর্য্য, সর্ব্বভক্তনমস্ততা, সহস্রফণা বা শির, লাঙ্গল ও মুষলায়ুধ, অতিবিশাল আকার প্রভৃতি বৈভব বর্ণিত আছে ॥ ১৩ ॥

বলরামের স্তবন,—ভা ৫।১৭।১৭-২৪ শ্লোকে শ্রীমৎসঙ্কর্ষণের প্রতি ভবানীনাথের স্তব, ভা ৫।২৮।১-১৩ শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক শ্রীসঙ্কর্ষণ-স্তবোক্তি-বর্ণন এবং ভা ৬।১৬।১৭ ২৫ শ্লোকে চিত্রকেতুর নিকট শ্রীনারদের শ্রীসঙ্কর্ষণ-মহিমময়ী মহোপনিষদ্বিদ্যা-প্রদান, ঐ অধ্যায়ে ৩৪-৪৮ শ্লোকে চিত্রকেতুকর্ত্তৃক শ্রীসঙ্কর্ষণ-স্তব, বিষ্ণুপুরাণে ৫ম অং ৯ম অঃ ২২-৩১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীবলদেব-স্তব প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। এই সব শাস্ত্রবাক্য বিচার করিলে জানা যায় যে, 'সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহ' শ্রীমন্নিত্যানন্দ-রামের স্তব অর্থাৎ নামগুণানুকীর্ত্তনফলেই জীবের অবিদ্যা-জনিত অচেতন উপাধি বা বন্ধন নষ্ট হয়। তখন শুদ্ধ-জীব শ্রীনিত্যানন্দ-রামকে গুরুজ্ঞানে স্তুতি-পুরঃসর তাঁহারই আনুগত্যে অপ্রাকৃত-সেবোন্মুখী জিহ্বায় স্বীয় অভীষ্টদেব ও উপাস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কীর্ত্তন করিতে থাকেন ॥ ১৪ ॥

সহস্রেক-ফণাধর,—(ভা ৫।১৭।২১ শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি রুদ্রের স্তবোক্তি—) "যমাহুরস্য স্থিতি-জন্ম সংযমং ত্রিভির্বিহীনং যমনন্তমৃষয়ঃ। ন বেদ সিদ্ধার্থমিব কচিৎ স্থিতং ভূমণ্ডলং মূর্দ্ধসহস্রধামসু ॥"

অর্থাৎ (দিব্যদ্রষ্টা) ঋষিগণ যাঁহাকে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ অথচ গুণত্রয়রহিত বলিয়া 'অনন্ত'-নামে অভিহিত করেন, সেই অনন্তদেবের সহস্রফণারূপ স্বীয় ধামের একদেশে একটী সর্ষপের ন্যায় যে ভূমণ্ডল অবস্থিত, তাহা যাঁহার গণনার মধ্যেই আসে না, সেই ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবকে কেই বা পূজা না করিবে?

(ভা ৫।২৫।২য় শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকের

আত্মারামোপাস্য শ্রীবলদেব-রাস—

যে শ্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।
তাঁরাও রামের রাসে করেন স্তবন ॥ ২৯ ॥

দুন্দুভিনাদ ও কুসুম-বর্ষণ—

নেদুর্দ্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ববৃষুঃ কুসুমৈর্মুদা।
গন্ধর্ব্বা মুনয়ো রামং তদ্বীর্য্যৈরীড়িরে তদা ॥ ২৮ ॥

উক্তি—) "যস্যেদং ক্ষিতিমণ্ডলং ভগবতোঽনন্তমূর্ত্তেঃ সহস্র-শিরস একস্মিন্নেব শীর্ষণি ধ্রিয়মাণং সিদ্ধার্থ ইব লক্ষ্যতে।" অর্থাৎ সেই সহস্রশীর্ষা অনন্তমূর্ত্তি ভগবানের একটী ফণায় ধৃত হইয়া এই ক্ষিতিমণ্ডল একটী সর্ষপের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে।

ঐ অধ্যায়েরই ১২ ও ১৩শ শ্লোকদ্বয় (পরবর্ত্তী মূল ৫৬ ও ৫৭ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য। (ভা ৬।১৬।৪৮ শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি চিত্রকেতুর স্তবোক্তি—) "ভূমণ্ডলং সর্ষপায়তি তস্মৈ নমো ভাগবতেঽস্তু সহস্রমূর্দ্ধ্নে" অর্থাৎ যাঁহার শিরোদেশে এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডল সর্ষপতুল্য অবস্থিত, সেই সহস্রশীর্ষা ভগবান্ অনন্তদেবকে প্রণাম।

উদ্দাম,—স্বতন্ত্র বা স্বেচ্ছাচালিত ; অতিশয় প্রবল ; ভা (৫।১৭।১৭-২৪, ৫।২৮।১-১৩ এবং ৬।১৬।৩৪-৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)॥

হলধর,—(ভা ৫।২৫।৭ শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুক-দেবের পাতালতলাধীশ্বর পৃথ্বীধারী শ্রীঅনন্তদেবের রূপবর্ণন—) "* * নীলবাসা এককুণ্ডলো হলককুদি কৃত সুভগসুন্দর-ভুজঃ" অর্থাৎ পৃথ্বীধারী শ্রীশেষের পরিধানে নীলবসন, কর্ণে এক কুণ্ডল এবং (স্বীয় আয়ুধ) হলটী একরূপভাবে ধৃত যে, উহার পৃষ্ঠ-ভাগে তাঁহার সুন্দর রম্য বাহু সুবিন্যস্ত।"

লঘুভাগবতামৃতে (পূঃ খঃ প্রাভববৈভববর্ণন-প্রসঙ্গে ৬২ সংখ্যায়—) "এতস্যৈবাংশভূতোঽয়ং পাতালে বসতি স্বয়ম্। নিত্যং তালধ্বজো বাগ্মী বনমালা-বিভূষিতঃ॥ ধারয়ন্ শিরসা নিত্যং রত্নচিত্রাং ফণাবলীম্। লাঙ্গলী মুষলী খড়্গী নীলাম্বর-বিভূষিতঃ॥"

'মহাপ্রভু',—যদিও চৈঃ চঃ [illegible] ম পঃ ১৪ সংখ্যায়— "এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন। দুই প্রভু সেবে মহা-প্রভুর চরণ॥" লিখিত আছে, তথাপি স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীহলধর-বলদেবপ্রভুই সন্ধিনী-শক্তিমদ্বিগ্রহ মূলসঙ্কর্ষণ এবং জীববৃন্দের প্রভুস্বরূপ সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের মূল আকরস্থানীয় প্রভু ; এজন্যই তাঁহার একান্ত আশ্রিত বক শ্রীগ্রন্থকার এস্থলে তাঁহারই অংশ-কলাস্বরূপ শ্রীশেষকে তদভিন্নবিগ্রহ-জ্ঞানে 'মহাপ্রভু'-আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন ; সুতরাং তাহা সিদ্ধান্ত-সঙ্গতই হইয়াছে।

প্রকাণ্ড শরীর,—চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ১১৯ সংখ্যায় —"পঞ্চাশৎকোটিযোজন পৃথিবী বিস্তার। যাঁর একফণে রহে সর্ষপাকার॥"

(ভা ৬।১৬।৩৭ শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি চিত্রকেতুর স্তব—) "যত্র পতত্যণুকল্পঃ সহাণ্ডকোটি-কোটিভিস্তদনন্তঃ" অর্থাৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আপনাতে পরমাণুবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে, সেইজন্যই আপনি—'অনন্ত' ; ১৫শ সংখ্যায় উদ্ধৃত ভা ৫।১৭।২১, ৫।২৫।২ ও ৬।১৬।৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পাঠান্তরে—'চৈতন্যচন্দ্রের রসে মত্ত মহাধীর' ॥ ১৬ ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ৪-৬ ও ৮-১১ সংখ্যায়)—"সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার দ্বিতীয়-দেহ শ্রীবলরাম॥ একই 'স্বরূপ' দোঁহে, ভিন্নমাত্র কায়। আদ্য-কায়-ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায়॥ সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র। সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ॥" * * "শ্রীবলরাম গোসাঞি—মূল-সঙ্কর্ষণ। পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন॥ আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়। সৃষ্টিলীলা-কার্য্য করে ধরি' চারি কায়॥ সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন। 'শেষ'রূপে করেন কৃষ্ণের বিবিধ-সেবন॥ সর্ব্বরূপে আস্বাদয় কৃষ্ণসেবানন্দ। সেই বলরাম—গৌরসঙ্গে নিত্যানন্দ॥" (ঐ আদি ৫ম পঃ ১২০, ১২৪, ১৩৭ ও ১৫৬ সংখ্যায়)—"সেই ত' 'অনন্ত' 'শেষ'—ভক্ত-অবতার। ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর॥" * * "এত মূর্ত্তি ভেদ করি' কৃষ্ণ-সেবা করে। কৃষ্ণের 'শেষতা' পাঞা 'শেষ' নাম ধরে॥" ** "আপনাকে 'ভৃত্য' করি' কৃষ্ণে 'প্রভু' জানে। কৃষ্ণের 'কলার কলা' আপনাকে মানে॥" * * "শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, শ্রীনিত্যানন্দ—রাম। নিত্যানন্দ পূর্ণ করেন, চৈতন্যের কাম॥"

জ্ঞাতব্য এই যে, শ্রীনিত্যানন্দ-সঙ্কর্ষণপ্রভু—স্বয়ং বিষ্ণু-

রাম ও কৃষ্ণ—অভিন্ন বিগ্রহ

যাঁর রাসে দেবে আসি' পুষ্পবৃষ্টি করে।
দেবে জানে,—ভেদ নাহি কৃষ্ণ-হলধরে ॥ ৩০ ॥

রামচরিত্র বেদে গুপ্ত থাকিলেও পুরাণে ব্যক্ত—

চারি-বেদে গুপ্ত বলরামের চরিত।
আমি কি বলিব, সব—পুরাণে বিদিত ॥ ৩১ ॥

পরতত্ত্ববস্তু; সুতরাং সমান-ধর্ম্মবশতঃ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশবিশেষ; অর্থাৎ সমগ্রচিৎসত্তা-বিস্তারিণী বা শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাকট্যবিধায়িনী সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহই শ্রীনিত্যানন্দ-বলরাম॥

মধ্যখণ্ডে ১২শ অঃ ৫৩৫৯ সংখ্যায়—"প্রভু বলে, এই নিত্যানন্দস্বরূপেরে। যে করয়ে ভক্তিশদ্ধা, সে করে আমারে॥ ইহান চরণ—শিবব্রহ্মার বন্দিত। অতএব ইহানে করিহ সভে প্রীত॥ তিলার্দ্ধেক ইহানে যা'র দ্বেষ রহে। ভক্ত হইলেও সে মোর 'প্রিয়' নহে॥ ইহান বাতাস লাগিবেক যা'র গায়। তারেহ কৃষ্ণ না ছাড়িব সর্ব্বথায়॥"

শ্রীনিত্যানন্দ-রাম বা সঙ্কর্ষণের গুণাবলী শ্রবণ বা কীর্ত্তন-কারীর মাহাত্ম্য (ভা ৫।১৮।১৮, ১৯শ শ্লোকে)—"কস্তং ন মন্যেত জিগীষুরাত্মনঃ"; ৫।২৫।৮ শ্লোকে—"য এষ এবমনু-শ্রুতোঽভিধ্যায়মানো মুমুক্ষূণামনাদিকাল-কর্ম্মবাসনাগ্রথিতম-বিদ্যাময়ং হৃদয়গ্রন্থিং সত্ত্ব-রজস্তমোময়মন্তর্হৃদয়ং গত আশু-নির্ভিনত্তি" অর্থাৎ যে সকল মুমুক্ষু (স্বরূপসিদ্ধিলাভেচ্ছু) ব্যক্তি শ্রীগুরুমুখে শ্রীঅনন্তের উক্তপ্রকার গুণচরিত্র শ্রবণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার ধ্যান করেন, তিনি তাঁহাদের সত্ত্বরজস্তমোগুণময় হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অনাদি-কালসঞ্চিত কর্ম্মবাসনাজনিত অবিদ্যাময় হৃদয়গ্রন্থিরূপ সংসার শীঘ্রই ছেদন অর্থাৎ বিনাশ করিয়া ফেলেন। ভা ৫।২৫।১১ শ্লোক (পরবর্ত্তী মূলের ৫৫ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

(ভা ৬।১৬।৩৪ ও ৪৪ শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি শ্রীচিত্র-কেতুর স্তব—) "অজিত জিতঃ সমমতিভিঃ সাধুভির্ভবান্ জিতাত্মভির্ভবতা। বিজিতাস্তেঽপি চ ভজতামকামাত্মনাং য আত্মদোঽতিকরুণঃ॥" "নহি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনা-ন্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ। যন্নাম সকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বি-মুচ্যতে সংসারাৎ॥"

অর্থাৎ হে ভগবন্ অজিত, অন্য কাহারও কর্ত্তৃক আপনি জিত না হইলেও সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয় সাধুভক্তগণ আপনাকে জয় করিয়া স্বীয় অধীন করিয়া ফেলিয়াছেন, কেননা, আপনি—অতিশয় করুণ; আর তাঁহারা নিষ্কাম-হইয়াও আপনা-কর্ত্তৃকই বিজিত, কেননা, আপনি নিষ্কাম-চিত্ত ভক্তগণকেই আত্মদান করিয়া থাকেন। হে ভগবন্, আপনার দর্শনফলেই মানবগণের যে সর্ব্বপাপক্ষয় হইবে,—ইহা কিছু বিচিত্র নহে; কেননা, (আপনার দর্শন দূরে থাকুক,) আপনার নাম একবার-মাত্র শ্রবণ করিয়া পুক্কশও (চণ্ডালও) সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়॥ ১৮॥

রুদ্রের অন্তর্যামী—শ্রীসঙ্কর্ষণপ্রভু। পার্ব্বতী প্রভৃতির সহিত মহেশ শ্রীসঙ্কর্ষণপ্রভুকে নিজ অভীষ্টদেবতা-জ্ঞানে নিত্যকাল স্তবাদি দ্বারা আরাধনা করেন,—ভা ৫।১৭।১৬-২৪ দ্রষ্টব্য। অতএব যিনি মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর চরিত্র শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, মহেশ ও পার্ব্বতী স্বীয় আরাধ্য-দেবতার সেবক-জ্ঞানে তাঁহার প্রতি মহাসন্তুষ্ট হ'ন।

সেই বলদেবপ্রভু—একান্তভাবে অনুক্ষণ কৃষ্ণানন্দ-বর্দ্ধনকারী। তাঁহার আনুগত্যরত সেবোন্মুখজীবের শুদ্ধ-সত্ত্বময়ী সেবোন্মুখী জিহ্বায় উচ্চারিত কৃষ্ণসেবাতাৎপর্য্যময়ী বাণীই 'শুদ্ধা-সরস্বতী'; আর নিত্যানন্দ-বলদেবানুগত্য পরি-ত্যাগপূর্ব্বক জীবের যে কৃষ্ণতোষণতাৎপর্য্যশূন্যা জড়েন্দ্রিয়-তোষণপরা ইতর-বাণী, তাহাই 'অসতী' বা 'দুষ্টা সরস্বতী'-নামে প্রসিদ্ধা॥ ১৯॥

সঙ্কর্ষণ,—(ভা ৫।২৫।১ম শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি)—"সাত্বতীয়া দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সঙ্কর্ষণমহ-মিত্যভিমানলক্ষণং যং সঙ্কর্ষণ ইত্যাচক্ষতে।" ইহার শ্রীস্বামি-কৃত 'ভাবার্থদীপিকা'-টীকা দ্রষ্টব্য। (ভা ১০।২।১৩ শ্লোকে যোগমায়ার প্রতি ভগবানের উক্তি—) "গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি"-অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় যোগমায়া দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ-পূর্ব্বক রোহিণীর উদরে সন্নিবিষ্ট করায় ঐ গর্ভে আবির্ভূত পরমেশ্বরকে লোকে 'মূল-সঙ্কর্ষণ'-নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

(ভাঃ ৫।১৭।১৬)—"ভবানীনাথৈঃ স্ত্রীগণার্ব্বুদ-সহস্রৈরব-রুধ্যমানো ভগবতশ্চতুর্মূর্ত্তের্মহাপুরুষস্য তুরীয়াং তামসীং

অনভিজ্ঞতা-মূলে শ্রীবলরামের রাসে সন্দেহ—
মূর্খ-দোষে কেহ কেহ না দেখি' পুরাণ।
বলরাম-রাসক্রীড়া করে অপ্রমাণ ॥ ৩২ ॥

ব্রজে একইস্থানে বলরামাদি সখাসহ কৃষ্ণের হোলি-খেলা—
একঠাঁই দুইভাই গোপিকা-সমাজে।
করিলেন রাসক্রীড়া বৃন্দাবন-মাঝে ॥ ৩৩ ॥

মূর্তিং প্রকৃতিমাত্মনঃ 'সঙ্কর্ষণ'-সংজ্ঞামাত্মসমাধিরূপেণ সন্নিধাপ্যৈতেদভিগৃণন্ ভব উপধাবতি।"

পরব্যোমপতি ভগবান্ শ্রীনারায়ণের বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণ—এই চারিটী মূর্ত্তির মধ্যে সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তিটীও কারণ, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্,—এই উপাধিত্রয়ের অতীত শুদ্ধচিন্ময়ী হইলেও জগৎসংহার প্রভৃতি তামসিক কার্য্যের কারণ বলিয়া ঐ মূর্ত্তিকে ব্যবহারতঃ 'তামসী' বলা যায়। ভগবান্ ভব ভগবতী ভবানীর সহস্র অর্ব্বুদ পরিচারিকার সহিত সেই মূর্ত্তিকে আপনার অংশী বা মূলকারণ জানিয়া তাঁহাতে চিত্তসন্নিবেশ-পূর্ব্বক যে মন্ত্র জপ করিতে করিতে উপাসনা করেন, তাহা ভা ৫।১৭।১৭-২৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ভাঃ ৫।১৭।১৬ শ্লোকের শ্রীমধ্বকৃত 'ভাগবততাৎপর্য্য'—"পূজ্যতে গিরিশেনেশ ইলাবৃতগতেন তু। জীবব্যপেক্ষয়া চৈব তথান্তর্যাম্যপেক্ষয়া॥"

বৃহদ্ভাগবতামৃতে (১ম খঃ ২য় অঃ ৯৭-৯৮ ও ১ম খঃ ৩য় অঃ ১ম এবং ২য়খঃ ৩য় অঃ ৬৬ শ্লোকে)—"সমানমহিমশ্রীমৎপরিবারগণাবৃতঃ। মহাবিভূতিমান্ ভাতি সৎপরিচ্ছদমণ্ডিতঃ॥ শ্রীমৎসঙ্কর্ষণং স্বস্মাদভিন্নং তত্র সোঽর্চ্চয়ন্। নিজেষ্ট-দেবতাত্বেন কিংবা নাতনুতেঽদ্ভুতম্॥" * * "ভগবন্তং হরং তত্র ভাবাবিষ্টতয়া হরেঃ। নৃত্যন্তং কীর্ত্তয়ন্তঞ্চ কৃতসঙ্কর্ষণার্চ্চনম্॥" * * "ভগবন্তং সহস্রাস্যং শেষমূর্ত্তিং নিজপ্রিয়ম্। নিত্যমর্চ্চয়তি প্রেম্ণা দাসবজ্জগদীশ্বরঃ॥"

অর্থাৎ আত্মসম-মহিমান্বিত পরমশোভাশালী পরিষদ্‌বর্গে পরিবৃত ও মহাবিভূতিযুক্ত সুন্দর ছত্র-চামরাদি পরিচ্ছদদ্বারা মণ্ডিত, আপনা হইতে অভিন্ন অ[illegible]য় অন্তর্যামী শ্রীমৎসঙ্কর্ষণদেবের পূজায় রত হইয়া গিরীশ সেইস্থানে (স্বীয়লোকে) বিরাজ করিতেছেন। তিনি তথায় সঙ্কর্ষণদেবকে স্বীয় অভীষ্টদেবতারূপে বরণ করিয়া তাঁহার পূজা বিধান-পূর্ব্বক কি অত্যদ্ভুত মহিমাই না বিস্তার করিতেছেন! (দেবর্ষি নারদ) সেই স্থানে (শিবলোকে) শ্রীমৎসঙ্কর্ষণদেবের অর্চ্চনরত, তদীয়ভাবে আবিষ্ট হইয়া নৃত্যপরায়ণ ও কীর্ত্তনমত্ত মহৈশ্বর্য্যশালী মহাদেবকে (দর্শন করিলেন)। মহাদেব জগতের ঈশ্বর হইলেও দাসের ন্যায়ই নিত্যকাল প্রেমসহকারে সহস্রবদন শেষমূর্ত্তি শ্রীভগবানের পূজা করিয়া থাকেন।

লঘুভাগবতামৃতে (পূঃখঃ লীলাবতার-বর্ণনপ্রসঙ্গে ৮৭-৮৮ সংখ্যায়)—"সঙ্কর্ষণো দ্বিতীয়ো যো ব্যূহো রামঃ স এব হি। পৃথ্বীধরেণ শেষেণ সংভূয় ব্যক্তিমীয়িবান্॥ শেষো দ্বিধা মহিধারী শয্যারূপশ্চ শার্ঙ্গিণঃ। তত্র সঙ্কর্ষণাবেশাদ্ ভূভৃৎ সঙ্কর্ষণো মতঃ॥" পুনরায় (ঐ প্রাভববর্ণন-প্রসঙ্গে ৬২ সংখ্যায়—) "এতস্যৈবাংশভূতোঽয়ং পাতালে বসতি স্বয়ম্। নিত্যং তালধ্বজো বাগ্মী বনমালাবিভূষিতঃ। ধারয়ন্ শিরসা নিত্যং রত্নচিত্রাঃ ফণাবলীম্॥" পুনরায়, (ঐ মহাবস্থ-নামক চতুর্ব্যূহবর্ণন-প্রসঙ্গে ১৬৭ সংখ্যায়—) "নিজাংশো যস্য ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ ইষ্যতে। যস্য সঙ্কর্ষণো ব্যূহো দ্বিতীয় ইতি সম্মতঃ। জীবশ্চ স্যাৎ সর্ব্বজীবপ্রাদুর্ভাবাস্পদত্বতঃ॥"

অর্থাৎ "যিনি গোলোকে 'সঙ্কর্ষণ'-নামক দ্বিতীয় ব্যূহ, তিনিই ভূধারী শেষের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীবলরাম (লীলাবতার)-রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। 'ভূধারী' ও সমগ্র বিষ্ণু-তত্ত্বের 'শয্যা'রূপ-ভেদে 'শেষ'—দ্বিবিধ; তন্মধ্যে ভূধারী 'শেষ'—সঙ্কর্ষণের আবেশাবতার বলিয়া তিনিও 'সঙ্কর্ষণ'-নামে কথিত।" * * "এই মূলসঙ্কর্ষণ বলদেবেরই অংশভূত সঙ্কর্ষণ পাতালে বাস করিতেছেন; ইনি—তালধ্বজ, বাগ্মী অর্থাৎ চতুঃসনের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যাতা, বনমালী এবং রত্নোজ্জ্বলা-ফণাধারী।" ** "শ্রীসঙ্কর্ষণ—চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত প্রথম-ব্যূহ শ্রীবাসুদেবেরই বিলাস-বিগ্রহ; তিনি চতুর্ব্যূহের মধ্যে অন্তর্গত দ্বিতীয় ব্যূহ এবং সর্ব্ব জীবের প্রাকট্যের কারণ বলিয়া তিনি 'জীব'-নামেও কথিত হ'ন॥" ২০॥

পঞ্চমস্কন্ধের এই ভাগবত কথা,—ভা ৫।১৭।১৬-২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য। বিষ্ণুই যাঁহাদিগের দেবতা, তাঁহারাই 'বৈষ্ণব';

তথা হি (ভাঃ ১০।৩৪।২০-২৩)

বলরাম ও সখাগণ-সহ ব্রজগোপীগণের মধ্যে

কৃষ্ণের হোলি-খেলা—

কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
বিজহ্রতুর্ব্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্ ॥ ৩৪ ॥

উত্তম-বেশে স্বীয় অনুরক্তা গোপীগণকর্ত্তৃক

উভয়ের মনোহর গুণ-গান—

উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীরত্নৈর্ব্বদ্ধসৌহৃদৈঃ।
স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বিরজোঽম্বরৌ ॥ ৩৫ ॥

আবার সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের মূল-অংশী বা আকরই মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলরাম। সুতরাং শ্রীবলরামের বা তাঁহার অভিন্নাংশ-স্বরূপ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণের মাহাত্ম্যগীতি—বৈষ্ণবমাত্রেরই বন্দনীয় বিষয়; যথা (ভা ৫।২৫।৪, ৭-৮ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি—) " * * অহিপতয়ঃ সহ সাত্বতর্ষভৈরেকান্তভক্তিযোগেনাবনমন্তঃ * *; ধ্যায়মানঃ সুরাসুরোরগসিদ্ধগন্ধর্ব্ববিদ্যাধরমুনিগণৈঃ * * সুললিতমুখরিকামৃতেনাপ্যায়মানঃ স্বপার্ষদবিবুধযূথপতীন্; * * তস্যানুভবান্ ভগবান্ স্বায়ম্ভুবো নারদঃ সহ তুম্বুরুণা সভায়াং ব্রহ্মণঃ সংশ্লোকয়ামাস।"

অর্থাৎ, নাগপতিগণ সাত্বতশ্রেষ্ঠগণের সহিত ঐকান্তিকী ভক্তিসহকারে প্রণাম করিতে করিতে (স্ব-স্ব-বদন শোভা দর্শন করেন); সুর, অসুর, উরগ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও মুনিগণ নিরন্তর তাঁহার ধ্যান করিতেছেন; তিনি সুললিত-বচনামৃতদ্বারা স্বীয় পার্ষদ দেবযূথপতিগণকে সর্ব্বদা আপ্যায়িত করিতেছেন; ব্রহ্ম-তনয় ভগবান্ শ্রীনারদ 'তুম্বুরু'-নামক গন্ধর্ব্বের সহিত ব্রহ্মার মানসী সভায় তাঁহার মহিমা বর্ণন করিয়াছিলেন (পরবর্ত্তী মূলের ৫৩ ৫৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)॥

তথ্য। রাসক্রীড়া,—(ভা ১০।৩৩।১ম শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত 'ভাবার্থদীপিকা'-টীকা—) "রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষঃ"; শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভু-কৃত 'বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী'-ধৃত বাক্যে 'রাসলক্ষণ' যথা—"নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোঽন্যাত্তকরশ্রিয়াম্। নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্॥" সঙ্গীতসারবচন, যথা—"নর্ত্তকীভিরনেকাভির্মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ। যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তদ্বৈ হল্লীষকং বিদুঃ॥ তদেবেদং তালবন্ধগতিভেদেন ভূয়সা। রাসঃ স্যান্ন স নাকেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবি॥" শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত 'সারার্থদর্শিনী'-টীকা—"নৃত্যগী[illegible] [illegible]তিজনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী বা [illegible]

উদার,—মহতী, উৎকৃষ্টা।

শ্রীবলরামের রাসক্রীড়া-সম্বন্ধে ভা ১০।৬৫।১৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু-কৃত 'লঘুতোষণী' বা 'বৈষ্ণবতোষণী'-টীকার উক্তি—"যস্যাঃ স্বয়ং নাম্না সঙ্কর্ষণঃ সান্ত্বয়ামাস, স মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমপি মনসৈব সমাকৃষ্য রহসি কাঞ্চিৎ প্রতি কদাচিদনুভাবয়তীতি তথা স ইত্যর্থঃ। * * এবমেবাস্য বক্ষ্যমাণ-স্বপ্রিয়াভিঃ ক্রীড়াপি যুক্তা স্যাৎ। তত্র হেতুঃ—'ভগবান্' সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ তাসু তন্নিত্যপ্রেয়সীত্বস্য তত্ত্বজ্ঞস্তথা সর্ব্বশক্তিযুক্ত ইত্যর্থঃ। অন্যথা ব্যাখ্যানে তু, দ্বারকায়ামপি মর্য্যাদা-লোপঃ প্রসজ্জেতেত্যলমতিবিস্তরেণ। * * অগ্রজাংশস্য দশমীমিব দশাং গতানাং তাসাং রক্ষণার্থমস্ফুরন্নেবাসীৎ।" তৎকৃত 'ক্রমসন্দর্ভ'-টীকায়ও—"সঙ্কর্ষণঃ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমপি মনসি সমাকৃষ্য দর্শয়তীতি চ তথেত্যর্থঃ; তাঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীঃ।" আবার তৎকৃত বৃহৎক্রমসন্দর্ভেও—"তাঃ কৃষ্ণপরিগৃহীতাঃ"।

গোপীসনে বিহার,—পরবর্ত্তী ২৫ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য।

বিবৃতি। গোপীমণ্ডল-সহ শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া এবং নিজগোপীগণ-সঙ্গে শ্রীবলদেব-প্রভুর রাসবিহার, এই উভয় লীলার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। উভয়ের রাসস্থলী—শ্রীবৃন্দাবনের পৃথক্ প্রকোষ্ঠে অবস্থিতা। মর্য্যাদা ও মাধুর্য্য-ভেদে চিদ্বিলাস বৈচিত্র্যে নির্ব্বিশেষ-ভাব আক্রমণ করিয়া যেন আমাদের চিদ্দর্শন-বৈশিষ্ট্যের বিঘ্ন না ঘটায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলদেব অভিন্ন-বস্তু হইলেও তাঁহাদের লীলা-বৈচিত্র্যের অপলাপ করিতে হইবে না। শ্রীবলদেবের বিষয়-বিগ্রহত্বে অধিষ্ঠান থাকিলেও তিনি—আশ্রিত-লীলারই আদর্শ॥২২॥

মধু—চৈত্র, ও মাধব—বৈশাখ (শ্রীস্বামি-কৃত টীকা)।

[illegible]াম। পুরাণে,—শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীবি॰ পু॰ ৫ অং ২৪ অ: ২১শ [illegible] ২৫ অ: ১৮ শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য॥ ২৩॥

পূর্ণিমা-রজনীতে সায়ংকালেই উভয়ের ক্রীড়া—

নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপ-তারকম্।
মল্লিকাগন্ধ-মত্তালি জুষ্টং কুমুদবায়ুনা ॥ ৩৬ ॥

উভয়ের নিখিল-প্রাণীর হৃৎকর্ণ-রসায়ন সঙ্গীতালাপ—

জগতুঃ সর্ব্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্।
তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের নিকট, শ্রীবলদেবের ব্রজনিবাসী পূর্ব্ব-সুহৃদ্গণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গোকুলে গমন ও কৃষ্ণবিরহোৎকণ্ঠিত মাতা-পিত্রাদি বয়োবৃদ্ধ গুরু-জনবর্গ, **সমবয়স্ক** ও বয়ঃকনিষ্ঠগণকর্ত্তৃক সমাদরলাভ এবং কৃষ্ণ-**বিরহাতুরা** একান্ত-কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীগণকে সান্ত্বনা-**প্রদানানন্তর** এই চারিটী শ্লোকে স্ব-পরিগৃহীতা গোপীগণের **সহিত** পূর্ণিমা-রজনীতে রাসক্রীড়া বর্ণন করিতেছেন,—

অন্বয়। ভগবান্ রামঃ (বলদেবঃ) মধুং (চৈত্রং) মাধবং (বৈশাখং) দ্বৌ মাসৌ (মাসদ্বয়ং) ক্ষপাসু (জ্যোৎস্না-ময়রাত্রিষু) গোপীনাং রতিম্ আবহন্ (প্রাপয়ন্, সম্পা-দয়ন্) তত্র (শ্রীবৃন্দাবনে) অবাৎসীৎ (উবাস) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। শ্রীবৃন্দাবন-ধামে 'চৈত্র' ও 'বৈশাখ', এই দুই মাস, নিশাকালে গোপরামাগণের রতি বর্দ্ধনপূর্ব্বক **শ্রীবলদেব অবস্থান করিলেন ॥ ২৫ ॥**

তথ্য। শ্রীসনাতনপ্রভু-কৃত 'বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী'-টীকার উক্তি—"এবং প্রাক্ শ্রীকৃষ্ণৈকপ্রিয়াস্তাঃ সান্ত্বয়িত্বা নিজাগমনমুখ্যপ্রয়োজনং বিধায়াত্মনো ব্রজজনৈক-প্রিয়তা দিকং দর্শয়ন্নন্যাশ্চ বসন্তে রময়ামাসেত্যাহ,—দ্বাবিতি। * * 'রতিম্' আন্তরসম্ আ সম্যক্ 'বহন্' প্রাপয়ন্, যতো 'রামঃ' রতিকুশলঃ। তত্র হেতুঃ—'ভগবান্' কামশাস্ত্রাদ্যুক্ত-তত্তৎ-প্রকারাভিজ্ঞঃ; অথবা যতঃ (পূর্ব্বোক্ত-শ্লোকে) 'তাঃ' শ্রীকৃষ্ণবিরহাত্যন্তাতুরাস্তদ্দর্শনৈকলালসাকুলা ইত্যর্থঃ। অতঃ 'ক্ষপাসু' নিদ্রাকালেম্বপি 'গোপীনাং' তাসাং 'রতিং' সুখম্ 'আ' ঈষদপি 'বহন্' প্রাপয়ন্ দ্বৌ মাসৌ চাবাৎসীৎ। 'চ'-কারাৎ কিঞ্চিদধিকৌ তদানীং তাসাং বি[illegible]রোৎপত্তেঃ; যতো 'ভগবান্' পরমদয়ালুঃ; কিঞ্চ 'রামঃ' সর্ব্বসুখকরঃ।"

শ্রীজীবপ্রভু-কৃত 'লঘুতোষণী'-টীকার উক্তি—"তদেবং দ্বাবিত্যত্র (শ্লোকে) গোপীনামিতি গোপ্যন্তরাণামিত্যেবার্থঃ। ন হি সর্ব্বত্র 'গোপী'-শব্দেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়স্য এব গৃহীতা ইতি নিয়মঃ। * * ন চ প্রসঙ্গপ্রাপ্তত্বেনাত্র পূর্ব্বোক্তয়াণাং (গোপীনাম্) একত্বমাশক্ষ্যম্। * * পূর্ব্বাভ্যস্তা এতা অন্যা এবেতি তস্মাৎ প্রকরণমিদমেবমবতার্য্যম্। এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়াঃ সুষ্ঠু সান্ত্বয়িত্বৈব, যাঃ খলু কৌমারগতেন "গোপ্যন্তরেণ ভুজয়োঃ" ইত্যনেন শ্রীকৃষ্ণ-পরিহাসেন ভাবিতদসঙ্গমত্বেঽপি সিদ্ধতয়া সূচিতাঃ। যাশ্চ শঙ্খচূড়বধ-হোরিকা-ক্রীড়ায়াং শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীসম্বলিততয়া বর্ণিতাস্তাঃ প্রাগক্রত-তদঙ্গসঙ্গা-স্তদর্থরক্ষিত-কৌমারাঃ কৃষ্ণস্যানুমতে স্থিত ইত্যনুসারেণ তৎপ্রার্থনয়া সান্ত্বয়ামাসেত্যাহ—দ্বাবিত্যাদিনা। * * ক্ষপা-স্বিতি পরমগুপ্তত্বং ব্যঞ্জিতম্। 'রামঃ' ইতি রমণযোগ্যতা-ব্যঞ্জকম্।" তৎকৃত 'ক্রমসন্দর্ভ'-টীকাতেও—"গোপীনাং 'গোপ্যন্তরেণ ভুজয়োঃ' ইত্যনুসারেণ শঙ্খচূড়বধাদিম-হোরিকা-বিহারে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীভিঃ সম্বলিতানাং তৎপ্রেয়সী-চরীণাং গোপীবিশেষাণামিত্যর্থঃ। অত্র চ 'শ্রীকৃষ্ণস্যানু-মতে স্থিতং' ইতি কারণং যোজ্যম্। পূর্ব্বং হ্যনেন তাসা-মঙ্গ-সঙ্গো ন বর্ণিতঃ। কিন্ত্বনুরাগমাত্রং, ততশ্চ তদর্থং রক্ষিতকৌমারাসু তাসু চ কৃপয়াসৌ তথা প্রার্থিতবানিতি।" তৎকৃত 'বৃহৎক্রমসন্দর্ভ'-টীকাতেও—"গোপীনাং রতিমাবহন্ ইত্যাদিষু 'গোপীনাং' স্ব-পরিগৃহীতানাম্।"

শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠাকুর-কৃত 'সারার্থদর্শিনী' টীকার উক্তি—"গোপীনাং রতিমিতি শ্রীকৃষ্ণ-ক্রীড়া-সময়েঽনুৎপন্নানা-মতি-বালানাঞ্চান্যাসামিত্যভিযুক্তপ্রসিদ্ধিঃ' ইতি শ্রীস্বামি-চরণাঃ; শঙ্খচূড়বধসময়-হোরিকা-ক্রীড়ায়াং যাঃ কৃষ্ণপ্রেয়সী সম্বলিততয়া রামপ্রেয়স্যোঽপি নির্দ্দিষ্টাস্তাসামেব ইত্যস্মৎ-প্রভুচরণাঃ।" ২৫ ॥

অন্বয়। (রামঃ) পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে (পূর্ণচন্দ্রস্য কলাভিঃ মরীচিভিঃ আমৃষ্টে উজ্জ্বলে) কৌমুদীগন্ধবায়ুনা (কৌমুদী বিকসিত-কুমুদ-কদম্বগন্ধবহেন সমীরণেন) সেবিতে যমুনো পবনে ('শ্রীরামঘট্ট'তয়া প্রসিদ্ধে স্থলে) স্ত্রীগণৈঃ স্ব পরিগৃহীতৈঃ (গোপীসমূহৈঃ) বৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ সন্) রেমে (ক্রীড়িতবান্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। পূর্ণচন্দ্রের কিরণসম্পাতে যে-স্থান সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিত; জ্যোৎস্না-বিকসিত কুমুদকদম্বের গ

ভাগবতোক্ত বলরাম বা নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্যে প্রীতিহীন—অবৈষ্ণব বা অভক্ত

ভাগবত শুনি' যার রামে নাহি প্রীত।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পথে সে জন—বর্জ্জিত ॥ ৩৮ ॥

ভাগবত-বিরোধী—পাপপুণ্য-বিচারক যমের দণ্ডার্হ কুকর্ম্ম-ফলবাধ্য নারকী—

ভাগবত যে না মানে, সে—যবন-সম।
তার শাস্তা আছে জন্মে-জন্মে প্রভু যম ॥ ৩৯ ॥

লুণ্ঠন করিয়া সমীরণ যে-স্থানে স্বচ্ছন্দে বহিয়া যাইত, সেই যামুনপুলিনোপবনে গোপীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবান্ শ্রীবলরাম ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

তথ্য। শ্রীসনাতনপ্রভু-কৃত 'বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী'-টীকার উক্তি—"শ্রীরামস্য প্রীত্যর্থং শ্রীবৃন্দাবন-শোভার্থং বা তদানীং নিত্যপূর্ণচন্দ্রোদয়াৎ; স্ত্রীগণৈঃ শ্রীকৃষ্ণরমিতেতরৈঃ।"

শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠাকুর-কৃত 'সারার্থদর্শিনী'-টীকার উক্তি—"যমুনোপবনে শ্রীরামঘট্টতয়া প্রসিদ্ধে স্থলে, কিন্তু যত্র শ্রীকৃষ্ণেন রাসক্রীড়া কৃতা, তৎস্থলমপি রামেণ দূরতঃ পরিহৃতম্ ॥" ২৬ ॥

অন্বয়। করেণুযূথেশ্বঃ (করিণীদলপতিঃ) মাহেন্দ্রঃ (মহেন্দ্রস্য অয়ং তদ্বাহনঃ) বারণঃ (গজঃ ঐরাবত ইত্যর্থঃ) ইব (যথা,—ঐরাবতঃ ইভীনাং যূথেষু যথা সুখেন রমতে, তথা তদ্বৎ, স রামঃ) বনিতা-শোভিমণ্ডলে (বনিতাভিঃ স্ব-গোপীভিঃ শোভিনি বিরাজিতে মণ্ডলে যূথে) গন্ধর্বৈঃ উপগীয়মানঃ (সংস্তুতঃ সন্ স্বয়ং চ উদ্গায়ন্) রেমে (ক্রীড়িতবান্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। হস্তিনীযূথপতি ইন্দ্রহস্তী ঐরাবতের ন্যায় স্বীয় গোপীগণ-পরিশোভিত-মণ্ডলমধ্যে অবস্থিত হইয়া ভগবান্ শ্রীরাম স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে থাকিলেন; তৎকালে গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তব করিতেছিল ॥ ২৭ ॥

অন্বয়। ব্যোম্নি (অন্তরীক্ষে) দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ (দুন্দুভিধ্বনিরভবৎ, বিবক্ষয়া কর্ত্তরি,—দেবাঃ দুন্দুভীন্ বাদয়ামাস ইত্যর্থঃ; 'দেবাঃ' ইত্যধ্যাহারঃ) কুসুমৈঃ (পুষ্পৈঃ) মুদা (হর্ষেণ) ববৃষুঃ (বর্ষণং চক্রুঃ); গন্ধর্ব্বাঃ মুনয়ঃ (চ) তদ্বীর্য্যৈঃ (তস্য রামস্য বীর্য্যপ্রকাশকৈঃ বচোভিঃ) রামম্ ঈড়িরে (তুষ্টুবুঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। ঐ সময়ে অন্তরীক্ষে দুন্দুভিনিনাদ হইতে লাগিল, দেবগণ সহর্ষে কুসুমবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্ব ও মুনিবৃন্দ শ্রীবলভদ্রের বিক্রমসূচক স্তবদ্বারা তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৮ ॥

তথ্য। পাঠান্তরে,—'উপগীয়মান উদ্গায়ন্' এবং 'মাহেন্দ্রো বারণো যথা'। ২৭শ ও ২৮শ সংখ্যার শ্লোকদ্বয় শ্রীধরস্বামিপাদ, শ্রীসনাতন-গোস্বামী, শ্রীজীব-গোস্বামী বা শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠাকুর স্ব-স্ব-টীকায় ব্যাখ্যা না করায়, বোধ হয়, কোন মুদ্রিত শ্রীমদ্ভাগবতে উহাদের উল্লেখ নাই। তবে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ী শ্রীবীররাঘবাচার্য্য স্ব-কৃত 'ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা'-টীকায় ও শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ী শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থ স্ব-কৃত 'পদরত্নাবলী'-টীকায় উহাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ২৭-২৮ ॥

তথ্য। স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর নিন্দা,—(ভা ২।১।৩-৪ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি—) "হে রাজন্, গৃহমেধী স্ত্রীসঙ্গিগণের বয়স বা আয়ুষ্কালের মধ্যে রাত্রিভাগ নিদ্রাতে অথবা স্ত্রীসঙ্গে, এবং দিবাভাগ অর্থচেষ্টায় অথবা কুটুম্বভরণকার্য্যে বৃথা ব্যয়িত হয়। দেহ, পুত্র ও কলত্র প্রভৃতি বস্তু অসৎ বা অনিত্য হইলেও, তাহাতে প্রমত্ত ব্যক্তি উহাদের বিনাশ দেখিয়াও দেখে না।"

(ভা ৩।৩১।৩২-৪২ শ্লোকে মাতা-দেবহূতির প্রতি ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উক্তি—) "উপস্থ ও উদরের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে উদ্যত অসাধুগণের সহিত অবস্থান করিয়া জীব যদি তাহাদের পথেই বিচরণ করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই নরকে প্রবেশ করে। সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ভগ ইত্যাদি যাবতীয় সদ্গুণরাশি সমস্তই অসৎসঙ্গপ্রভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; ঐ সকল অশান্ত, মূঢ়, দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট, ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীকুলের বশীভূত, ঘৃণ্য, অসদ্ব্যক্তিগণের সঙ্গ জীবের কখনও কর্ত্তব্য নহে। যোষিৎ (স্ত্রী) ও যোষিৎসঙ্গী (স্ত্রীসঙ্গী) ব্যক্তির সংসর্গফলে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোন বস্তুর সংসর্গে সেইরূপ (সর্ব্বনাশ)

নিখিল চিদ্‌বল বা বীর্য্যাধার শ্রীবলরামপ্রভুর রাসে অবিশ্বাসী ব্যক্তিই ভক্তিহীন বা 'ক্লীব'—

এবে কেহ কেহ নপুংসক-বেশে নাচে।
বোলে,—'বলরাম-রাস কোন্ শাস্ত্রে আছে?' ৪০ ॥

যথার্থ শাস্ত্র-তাৎপর্য্যে অবিশ্বাসী হেতুবাদীই পাপী ও নাস্তিক—

কোন পাপী শাস্ত্র দেখিলেহ নাহি মানে।
এক অর্থে অন্য অর্থ করিয়া বাখানে ॥ ৪১ ॥

হয় না। দেখ, অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মাও স্বীয় দুহিতাকে দেখিয়া তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া নির্লজ্জের ন্যায় মৃগ-রূপ ধরিয়া মৃগরূপধারিণী সেই কন্যার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। এক শ্রীনারায়ণ-ঋষি ব্যতীত সেই ব্রহ্মাদি দেবতা, তৎসৃষ্ট মরীচ্যাদি প্রজাপতি, মরীচ্যাদি-সৃষ্ট কশ্যপাদি, কশ্যপাদি-সৃষ্ট দেব-মনুষ্যাদির মধ্যে এমন কোন্ ধৃতিমান্ পুরুষ আছেন,—যিনি এই প্রমদারূপিণী মায়ায় বিমুগ্ধ না হন? হে মাতঃ, আমার স্ত্রীরূপা মায়ার প্রভাব দেখ,—সে একটীমাত্র ভ্রূভঙ্গে দিগ্বিজয়ী বীরগণকে পর্য্যন্ত পদাবনত করিয়া থাকে। যিনি সাধনভক্তিযোগের পরপার (সাধ্য-কৃষ্ণপ্রেমা) লাভ করিতে ইচ্ছুক, তিনি কখনও কামিনীর সঙ্গ করিবেন না; কারণ, তত্ত্ববিদ্‌গণ এই যোষিৎকুলকে সাধকের পক্ষে নিরয়দ্বারস্বরূপ বলিয়া অভিহিত করেন। স্ত্রীরূপা দৈবী মায়া শুশ্রূষাদি-ছলে ধীরে ধীরে পুরুষের নিকট গমন করে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ সাধক তাহাকে তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় অবলোকন করিবেন। স্ত্রীসঙ্গ-ফলে স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া জীব গৃহস্বামিনীর ন্যায় আচরণকারিণী স্ত্রীরূপা আমার মায়াকেই মোহবশতঃ বিত্ত, পুত্র ও গৃহদাতা স্বামী বলিয়া মনে করে। স্ত্রীত্ব-প্রাপ্ত জীবের এই মায়াকে পতি, পুত্র ও গৃহরূপী মৃত্যু বলিয়া জানা কর্ত্তব্য।"

(ভা ৪।২৫।৬ শ্লোকে রাজা-প্রাচীনবর্হির প্রতি শ্রীনারদের উক্তি—) "হে রাজন্, স্ত্রী- [illegible] ব্যক্তি অনিত্য পুত্র-কলত্র-ধনাদিতেই 'পরমার্থ'-বুদ্ধিরূপ ভ্রান্তি-চালিত হইয়া স্বীয় ইন্দ্রিয়সুখসাধক গৃহ ও কাম্যকর্ম্মাদিতে এবং জন্মমরণ-ময় সংসার-মার্গে ভ্রমণ করিতে থাকে, বিষ্ণুর পরমপদ কখনও লাভ করিতে পারে না।"

ভা ৪।২৫।১০—৪।২৯।৫১ পর্য্যন্ত, বিশেষতঃ ৪।২৮।৫৯ শ্লোকে পুরঞ্জন ও পুরঞ্জনীর উপাখ্যান-দ্বারা রাজা-প্রাচীন-বর্হিকে শ্রীনারদের স্ত্রীসঙ্গের (ইন্দ্রিয়তর্পণের) কুফল ও শ্রীহরি-তোষণের সুফল-বর্ণন দ্রষ্টব্য।

পুনরায়, (ভা ৪।২৯।৫৪-৫৫ শ্লোকে রাজা-প্রাচীনবর্হির প্রতি শ্রীনারদের উক্তি—) "হে রাজন্, পুষ্পের ন্যায় প্রথমে সরস ও পরিণামে বিরস-ধর্ম্মযুক্তা স্ত্রীগণের আশ্রয়স্থল গৃহে থাকিয়া যে-ব্যক্তি জিহ্বা ও উপস্থাদি ইন্দ্রিয়লভ্য পুষ্প-মধুগন্ধসদৃশ অতি-তুচ্ছ কাম্যকর্ম্মফলস্বরূপ কামসুখলেশ অন্বেষণ করিতে করিতে স্ত্রীগণের সহিত সহবাস করিয়া তাহাদের প্রতি স্বীয় চিত্ত সন্নিবেশ করিয়া ফেলিয়াছে, ভ্রমর-গুঞ্জন-ধ্বনির ন্যায় পত্নী ও স্বজনাদির অতি-মনোহর আলাপে যাহার কর্ণ অতিশয় প্রলোভিত হইয়াছে, অহো-রাত্র পর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রতি ক্ষণ, প্রতি নিমেষার্দ্ধ, প্রতি পল ইত্যাদি কালের ক্ষুদ্রতম অংশসমূহ মৃগের সম্মুখস্থিত ব্যাঘ্রযূথের ন্যায় তাহার আয়ু হরণ করিতেছে দেখিয়াও উহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া যে ব্যক্তি স্বভোগ্য গৃহকলত্রা-দিতে বিহার করিতেছেন, ব্যাধতুল্য কৃতান্ত পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া দূর হইতে অলক্ষিতভাবে যাহার অন্তঃকরণে গুপ্ত শরদ্বারা আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই হরিতোষণবিমুখ স্ত্রীসঙ্গী সংসার-মরণাহত-হৃদয় জীবের অবস্থা বিচার করুন। অতএব হে রাজন্, * * আপনি নিতান্ত কামুকদলের অসদ্বার্ত্তা-মুখরিত, (ইন্দ্রিয়-তর্পণপর) যোষিৎসঙ্গমূলক আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, শুদ্ধমুক্তজীবগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল শ্রীহরির প্রীতি বিধান করুন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অসৎ-সঙ্গ হইতে বিরত হউন।"

(ভা ৫।১।২৯ শ্লোকে সার্ব্বভৌম-নৃপতি গৃহস্থ-বৈষ্ণব শ্রীপ্রিয়ব্রতের সম্বন্ধে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি) —"* * মহারাজ প্রিয়ব্রতের গার্হস্থ্যলীলাভিনয়ও যথেষ্ট ছিল; তৎপত্নী বিশ্বকর্ম্মা-তনয়া সম্রাজ্ঞী-বর্হিষ্মতীর পতি-দর্শনে হর্ষ ও অভ্যুত্থান, লজ্জাবরণ-চেষ্টা, ললিতগমনাদি চালচলন, স্ত্রীসুলভ কটাক্ষনিক্ষেপাদি শৃঙ্গারবিলাস-প্রকাশ,

গৌর-কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ তদভিন্ন-প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-বলরামের নিকট অপরাধীর নিষ্কৃতির অভাব—

চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়-বিগ্রহ বলাই।
তান-স্থানে অপরাধে মরে সর্ব্ব ঠাঁই ॥ ৪২ ॥

প্রভু-দাস-সম্বন্ধযুক্ত হইয়া একই বিষয়-বিগ্রহের অবতার-লীলার সহায়তা—

মূর্ত্তিভেদে আপনে হয়েন প্রভু-দাস।
সে-সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ ॥ ৪৩ ॥

লজ্জা-সঙ্কোচ-নিবন্ধন হাস্য, কটাক্ষ ও মনোহর পরিহাস-বাক্যাদি অনুদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, তদ্দ্বারা প্রিয়ব্রতের সদসদ্‌বিবেক-জ্ঞান যেন পরাভূত হইতেছিল; সুতরাং বিষয়াসক্তিবশতঃ তিনি যেন আত্মবিস্মৃত অর্থাৎ স্বরূপোপলব্ধিহীন ব্যক্তির ন্যায় রাজ্য ভোগ করিতেন।”

ঐ ৩৭ শ্লোকে ঐ প্রিয়ব্রতের বিষয়ভোগে ধিক্কারোক্তি—“অহো! আমি কতবার অসৎ কার্য্য করিয়াছি, ইন্দ্রিয়বর্গ এতদিন ধরিয়া আমাকে অবিদ্যা-বিরচিত বিষয়ান্ধকূপে অভিনিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল! বিষয়ভোগ ত’ যথেষ্টই হইল, আর নয়; হায়! আমি এই কামিনীর ক্রীড়ামৃগ (মর্কট) তুল্য হইয়া পড়িয়াছি; আমাকে ধিক্, শত ধিক্!”

(ভা ৫।৫।২ ও ৭-৯ শ্লোকে আত্মজগণের প্রতি ভগবান্ শ্রীঋষভদেবের উক্তি—) “তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ শুদ্ধভক্ত বা মহাজনের সেবাকেই স্বরূপবাস্থিতি-রূপা মুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গকেই তমোরূপ নরকের দ্বার বলিয়া অভিহিত করেন। জ্ঞানী, পণ্ডিত হইয়াও জীব যখন ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা বা ভোগময়ী প্রবৃত্তিকে ‘অনর্থ’ বলিয়া দর্শন না করে, তখন সে স্বরূপবিস্মৃত, প্রমত্ত ও মূঢ় হইয়া মৈথুনসুখপ্রধান গৃহ লাভ করিয়া তাপত্রয় ভোগ করে। তত্ত্ববিদ্‌গণ স্ত্রী-পুরুষের এই মিথুনীভাবকেই তাহাদের পরস্পরের হৃদয়গ্রন্থি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; যেহেতু উহা হইতে জীবের দেহ-গেহ-পুত্র-ধনাদিতে ‘আমি’ ও ‘আমার’-বুদ্ধিরূপ মোহ উৎপন্ন হয়। যখন তাহার কর্ম্মফলজনিত মনোরূপ হৃদয়গ্রন্থি শিথিল হয়, তখনই সেই পুরুষ স্ত্রীসঙ্গ হইতে বিরত হইয়া সংসারমূল অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া মুক্তি ও পরমপদ লাভ করেন।”

(ভা ৬।২।৩৬-৩৮ শ্লোকে বিষ্ণুদূতগণের কৃপায় যমদূতগণের পাশ-মুক্ত অজামিলের আত্মগ্লানিবাক্য—) “দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি হইতেই বিষয়ভোগ-কামনা; এই ভোগকামনা হইতেই জড়ীয়-শুভাশুভকর্ম্মে আসক্তি,—ইহাই জীবের বন্ধন; এই বন্ধন আমি মোচন করিব। রমণীরূপিণী যে বিষ্ণুমায়া ক্রীড়াপশুর ন্যায় অধম আমাকে লইয়া যথেচ্ছভাবে ক্রীড়া-রঙ্গ করিয়াছে, সেই মায়াগ্রস্ত স্বীয় মনকেও আমি মোচন করিব। পরমার্থ বাস্তব-বস্তুতে বুদ্ধি স্থির হওয়ায় ‘আমি’ ও ‘আমার’ বলিয়া জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনামকীর্ত্তনাদিপ্রভাবে শোধিতচিত্তকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিয়োগ করিব।”

(ভা ৬।৩।২৮ শ্লোকে স্বীয় দূতগণের প্রতি ধর্ম্মরাজ যমের উক্তি—)“নিষ্কিঞ্চন, স্ত্রীসঙ্গবর্জ্জনকারী ভাগবত পরমহংসকুল ভগবান্ মুকুন্দের যে পাদপদ্মমকরন্দ রস নিরন্তর সেবন করেন, তাহাতে পরাঙ্মুখ হইয়া যে-সকল অসাধু ব্যক্তি— নরকের দ্বারস্বরূপ স্ত্রীসঙ্গাগার গৃহেই একান্ত লোলুপ, হে দূতগণ, তোমরা তাহাদিগকেই আমার নিকট আনয়ন করিও।”

(ভা ৬।৪।৫২-৫৩ শ্লোকে প্রবৃত্তিমার্গপরায়ণ, স্ত্রীসঙ্গ-দক্ষ, মায়াবশ প্রজাপতি দক্ষ এবং তদনুগামী ভাবি-জীবগণকে ভগবান্ শ্রীহরি অনন্তকালের জন্য স্ত্রীসঙ্গরূপ অভক্তিমার্গ বা বিষয়-ভোগে নিক্ষেপ করিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে।

(ভা ৬।১৭।৮ শ্লোকে পরমহংস ও অবধূতাগ্রগণ্য ঈশ্বর শ্রীমদ্‌গিরিশকে পার্ব্বতীর সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ দেখিয়া বিদ্যাধরাধিপতি চিত্রকেতুর উক্তি—) “প্রাকৃত বদ্ধজীবই প্রায়শঃ নির্জ্জনে স্ত্রীলোকের সহিত বিহার করে।”

(ভা ৭।৬।১১, ১৩ ও ১৭ শ্লোকে অসুর-বালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উপদেশ—) “স্বীয় অনুকম্পিতা প্রিয়তমার সঙ্গ, রহস্য ও মনোহর আলাপাদি স্মরণ করিয়া গৃহব্রত গো-দাস কিরূপে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে? সে জিহ্বা ও উপস্থেন্দ্রিয়-জাত সুখকেই বহুমানন করায়, দুরন্ত-মোহগ্রস্ত হইয়া কিরূপে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তির অনুষ্ঠান করিবে?”

(ভা ৭।৯।৪৫ শ্লোকে শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের

মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দ-বলরামের দশবিধ
গৌর-কৃষ্ণসেবা—

সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন।
গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, যত ভূষণ, আসন ॥ ৪৪ ॥

চিদ্‌রাজ্যে স্বয়ং শুদ্ধসত্ত্বের মূলকারণ বিষয়বিগ্রহ হইয়াও
দাসাভিমানে শ্রীশেষ-সঙ্কর্ষণের স্বীয় প্রভুকে সেবন—

আপনে সকল-রূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করেন, পায় সেই জনে ॥ ৪৫ ॥

উক্তি—) "গৃহমেধিগণের স্ত্রীসঙ্গাদি যে সুখ, তাহা—নিতান্ত তুচ্ছ, হস্তদ্বয়ের কণ্ডুয়নের ন্যায় উহাতেও দুঃখের পর দুঃখই বৃদ্ধি পাইতে থাকে; কিন্তু কামুক দীন ব্যক্তিগণ তৎফলে বহুদুঃখ পাইয়াও তাহাতে তৃপ্ত বা বিরত হয় না; কেবল-মাত্র আপনার কৃপাপ্রাপ্ত ধৃতিমান্ ভক্তগণই এই কামের বেগ সহ্য (দমন) করিতে পারে, অন্যে নহে।"

(ভা ৭।১২।৬-৭, ৯ ১১ শ্লোকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের আশ্রম-ধর্ম্ম-বর্ণন—) "স্ত্রীলোক ও স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তিগণের সহিত যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুমাত্রই ব্যবহার কর্ত্তব্য। সকলেরই কামিনী-গাথা (গ্রাম্যকথা) বর্জ্জন কর্ত্তব্য; কেননা, প্রবল ইন্দ্রিয়বর্গ ত্যক্তগৃহ সন্ন্যাসীরও মন হরণ করে। নারী—সাক্ষাৎ অগ্নি, এবং পুরুষ—ঘৃত-কুম্ভতুল্য, অতএব নির্জ্জনে স্বীয় ঔরসজাত কন্যার সহিতও একত্র অবস্থান-চেষ্টা পরিত্যাগ করিবে। যে-কাল-পর্য্যন্ত জীব স্বরূপ-সাক্ষাৎকারদ্বারা দেহেন্দ্রিয়-সুখপ্রভৃতিকে (বিকৃত) সুখাভাস বিবেচনা করিয়া অনর্থমুক্ত হইতে না পারিয়াছেন, তৎকালাবধি (সাধনাবস্থায়) স্ত্রীপুরুষ-ভেদজ্ঞান হইতে বিরত হইয়া ভোক্তৃ-বুদ্ধিতে (পরস্পর সম্ভোগার্থ) ঐক্যবুদ্ধি করিবে না; যেহেতু সেই জড়ীয় ভোক্তৃবুদ্ধি হইতেই বুদ্ধি-বিপর্য্যয় অর্থাৎ ভোক্তৃ-অভিমানে ভোগ্য-বুদ্ধি জন্মে, (সুতরাং অদ্বয়জ্ঞানানুশীলন-দ্বারা ক্রমশঃ জড়ীয় দ্বৈত বা ভোগ্য-বুদ্ধি দূর করিবে)—কি গৃহস্থ, কি ত্যক্তগৃহ যতি সকলের পক্ষেই এইসকল ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে।"

(ভা ৭।১৪।১২-১৩ শ্লোকেও যুধিষ্ঠিরের প্রতি [illegible]দেবর্ষির উক্তি—) "যে ব্যক্তি প্রাণাধিক প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রতি ভোক্তৃ-বুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবান্ শ্রীঅজিতকে জয় করেন। অন্তিমে কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে পর্য্যবসান-যোগ্য এই তুচ্ছ দেহ কোথায়, এই দেহের নিমিত্ত যাহার সহিত সঙ্গ হয়, সেই স্ত্রীই বা কোথায়, আর পরম-মহান্, সত্য, সনাতন, আত্মাই বা কোথায়?"

(ভা ৭।১৫।১৮শ শ্লোকেও যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি—) "জিহ্বা ও উপস্থেন্দ্রিয়-বেগবশে কামুক ব্যক্তি কুক্কুরের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ায়।"

(ভা ৯।৬।৫১ শ্লোকে সৌভরি-মুনির প্রচুর স্ত্রীসঙ্গের পর মনে মনে অনুতাপোক্তি—) "মুমুক্ষু অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স লাভেচ্ছু সাধক মৈথুনধর্ম্মী জীবগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন; অ-সমর্থতা-নিবন্ধন তিনি বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে সর্ব্বান্তঃকরণে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না; সুতরাং সৎসঙ্গা-ভাবে নির্জ্জনে একাকী থাকিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে চিত্তনিয়োগ করিবেন, আর যদি প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ করিতেই হয়, তবে সেই ভগবদ্‌ধর্ম্মপরায়ণ বিষ্ণুব্রত সাধুগণেরই সঙ্গ কর্ত্তব্য।"

(ভা ৯।১১।১৭ শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট শ্রীরামসীতা-চরিত্রবর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবের উক্তি—) "স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর প্রসঙ্গ বা আসক্তি সর্ব্বত্রই এইরূপ ভয় আবাহন করে, জিতেন্দ্রিয় মুক্ত পুরুষগণের পক্ষেও যখন উহা—ভয়া-বহ, তখন গ্রাম্যধর্ম্মপরায়ণ গৃহাসক্ত ব্যক্তির ত' কথাই নাই।"

(ভা ৯।১৪।৩৬-৩৮ শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুক-দেব-কর্ত্তৃক উর্ব্বশী ও পুরূরবার বৃত্তান্তবর্ণন-প্রসঙ্গে স্ত্রীজিত পুরূরবার প্রতি উর্ব্বশীর উক্তি—) "হে রাজন্, তুমি মরিওনা, এই সকল ব্যাঘ্রী যেন তোমাকে ভক্ষণ না করে, অর্থাৎ তুমি কাম-বশ হইও না; ব্যাঘ্রীর হৃদয়তুল্য স্ত্রীলোকের সখ্য কোথাও স্থায়ী হয় না; রমণীগণ—প্রিয়তমের নিমিত্ত সর্ব্ব-কার্য্যে সাহসিনী; বিশেষতঃ, যাহারা—নব নব পরপুরুষে অভিলাষবতী, পুংশ্চলী ও স্বেচ্ছাচারিণী, তাহারা সম্পূর্ণ-রূপে সৌহার্দ্দ বিসর্জ্জন করিয়া স্বীয় বশীভূত মূঢ় লোকগণের নিকট অলীক বিশ্বাস উৎপাদন করে।"

শ্রীমদ্ভাগবতে নবম-স্কন্ধে সমগ্র ১৯শ অধ্যায়ে অর্থাৎ ১-২০ ও ২৪-২৮ শ্লোকে ছাগ-দম্পতির দৃষ্টান্ত-দ্বারা রাজা-যযাতিকর্ত্তৃক দেবযানীর নিকট স্ত্রীসঙ্গ-নিন্দা-বর্ণন দ্রষ্টব্য।

(ভা ১১।৩।১৯-২০ শ্লোকে বিদেহরাজ শ্রীনিমির প্রতি

শাস্ত্র-প্রমাণ—

(শ্রীঅনন্ত-সংহিতায় ধরণী-শেষ-সংবাদে ও শ্রীযামুনাচার্য্য বা আলবন্দারু-কৃত 'স্তোত্ররত্নে' ৪০ শ্লোক)

শয্যাদি বহুমূর্ত্তিভেদে সেবনার্থ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণের শেষত্বলাভ-হেতু অনন্তদেবের 'শেষ'-সংজ্ঞা—

নিবাসশয্যাসনপাদুকাংশুকো-
পধানবর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তব শেষতাং গতৈ-
র্যথোচিতং শেষ ইতীরিতে জনৈঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীসঙ্কর্ষণাংশ শ্রীগরুড়েরও বহুভাবে বিষ্ণুসেবা—

অনন্তের অংশ শ্রীগরুড় মহাবলী।
লীলায় বলয়ে কৃষ্ণে হঞা কুতূহলী ॥ ৪৭ ॥

শ্রীসঙ্কর্ষণ-ভক্ত প্রাচীন সাত্বত-বৈষ্ণবগণের নাম—

কি ব্রহ্মা, কি শিব, কি সনকাদি কুমার।
ব্যাস, শুক, নারদাদি,—'ভক্ত' নাম যাঁর ॥ ৪৮ ॥

সহস্র-মুখে শ্রীগৌর-কৃষ্ণ কীর্ত্তনকারী সর্ব্ববৈষ্ণবপূজ্য-বিগ্রহ শ্রীঅনন্তদেব—

সবার পূজিত শ্রীঅনন্ত-মহাশয়।
সহস্রবদন প্রভু ভক্তিরসময় ॥ ৪৯ ॥

নব-যোগেন্দ্রের অন্যতম অন্তরীক্ষের উক্তি—) "দুঃখনাশ ও সুখলাভের নিমিত্ত কর্ম্মপরায়ণ মৈথুনচারী স্ত্রীসঙ্গী মানবগণের কর্ম্মফলের বৈপরীত্য সর্ব্বদা দর্শন করিবে; নিত্য-দুঃখপ্রদ, মৃত্যুকারণ অতিকষ্টলভ্য বিত্তদ্বারা লব্ধ অনিত্য-গৃহ ও যোষিৎ প্রভৃতির সঙ্গের দ্বারা কতদূরই বা প্রীতি হয়?"

(ভা ১১।৫।১৩ ও ১৫ শ্লোকে ঐ নিমির প্রতি শ্রীচমসের উক্তি—) "ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ স্ত্রীসঙ্গ না করিয়া শাস্ত্র-বিহিত স্ত্রীসঙ্গদ্বারাই যে ব্রহ্মচর্য্য হয়,—এই বিশুদ্ধ বৈধধর্ম্ম অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গিগণ জানে না। যাহারা স্ত্রীপুত্রাদির ভোগ্য-দেহের সহিত স্নেহপাশে বদ্ধ হয়, তাহারা অধঃপতিত হয়।"

ভা ১১।৭।৫২-৭৪ শ্লোকে শ্রীউদ্ধবের নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক তত্ত্ববিৎ অবধূত ও রাজর্ষি-যদুর সংবাদ-বর্ণন-প্রসঙ্গে কপোত-দম্পতির বৃত্তান্ত আলোচ্য।

(ভা ১১।৮।১, ৭-৮, ১৩-১৪, ১৭-১৮শ শ্লোকে রাজর্ষি-যদুর প্রতি অবধূত-ব্রাহ্মণের উক্তি—) "স্বর্গ বা নরক, উভয়-স্থলেই জীবগণের ইন্দ্রিয়সুখ-লাভ অবশ্যম্ভাবি-দুঃখের ন্যায় ঘটিয়া থাকে, অতএব বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত ব্যক্তি ভোগে অভি-লাষ করিবেন না। * * পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে পুড়িয়া মরে, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিও তদ্রূপ বিষ্ণুমায়ারূপিণী স্ত্রীমূর্ত্তি-দর্শনে তদীয় হাবভাবে প্রলোভিত হইয়া অন্ধতামিস্রে পতিত হয়। * * নষ্টপ্রজ্ঞ মূর্খ ব্যক্তি মায়া-বিরচিত যোষিৎ, হিরণ্য ও অলঙ্কার-বস্ত্রাদিতে উপভোগ-বুদ্ধি দ্বারা প্রলোভিত-চিত্ত হইয়া অগ্নিতে পতিত পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হয়। * * সন্ন্যাসী কাষ্ঠনির্ম্মিত যুবতী-মূর্ত্তিকেও পদদ্বারাও স্পর্শ করিবেন না; কিন্তু স্পর্শ করিলে, করিণীর অঙ্গসঙ্গ-ফলে করীর ন্যায় বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইবেন। * * প্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্বীয় মৃত্যুরূপা স্ত্রীতে কখনই আসক্ত হইবেন না; কিন্তু আসক্ত হইলে নিজাপেক্ষা বলবত্তর অন্যান্য গজগণ-কর্ত্তৃক গজের দশা-লাভের ন্যায় নিধনপ্রাপ্ত হইবেন। * * বনচারী ব্যক্তি (স্ত্রীসঙ্গ-সম্বন্ধি গ্রাম্য) গীত কখনও শ্রবণ করিবেন না। মৃগীপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ-মুনিও স্ত্রীগণের গ্রাম্য (ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক) নৃত্যগীতবাদ্যাদি ভোগ করিয়া ক্রীড়নকের ন্যায় তাহাদিগের বশীভূত হইয়াছিলেন।"

(ভা ১১।৮।৩০-৩৩ শ্লোকে শ্রীউদ্ধবের নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পিঙ্গলা-বেশ্যার নির্ব্বেদোক্তি-বর্ণন—) "হায়, অতি মূর্খা আমি আত্মরমণ, চিদ্রতিপ্রদ, জীবহৃদয়ে অন্তর্যামি-রূপে বর্ত্তমান, সনাতন, ভগবান্ শ্রীঅধোক্ষজকে পরিত্যাগ করিয়া, যথেষ্ট ভোগসম্পাদনে অশক্ত, তুচ্ছ-শোক-মোহ-ভয়-প্রদ এই নশ্বর স্ত্রী-পুরুষ-দেহের সেবা করিতেছি! হায়, এই আমিই আবার স্ত্রীসঙ্গী অর্থগৃধ্নু ঘৃণ্য পুরুষের নিকট হইতে তাহার ইচ্ছামত এবং আমার ইচ্ছামত (সহজে) বিক্রয়যোগ্য এই দেহদ্বারা অর্থ ও রতি ইচ্ছা করিতেছি! হায়, ওত-প্রোতভাবে নিহিত বংশস্তম্ভাদির ন্যায়, পৃষ্ঠাস্থি, পঞ্জরাস্থি ও হস্তপদাস্থি প্রভৃতি অস্থিসমূহে নির্ম্মিত, চর্ম্ম, লোম ও নখাদিদ্বারা আবৃত, ক্লেদনিঃসরণশীল নবদ্বারযুক্ত বিষ্ঠামূত্রপূর্ণ এই স্ত্রী-পুরুষ-দেহরূপ গৃহকে আমি ব্যতীত আর অন্য কোন্ যোষিৎ সেবা করিয়া থাকে? হায়, এই বিদেহপুরে আমিই একমাত্র মূঢ়বুদ্ধি, যেহেতু আমি—অতি অসতী, এই

স্বয়ং যোগেশ্বর হইয়াও শ্রীশেষ—আদি-বিষ্ণুদাস

আদিদেব, মহাযোগী, ঈশ্বর, বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহাঁ না জানয়ে সব ॥ ৫০ ॥

পাতালস্থ ভূধারি-শেষের মাহাত্ম্য-বর্ণন—

সেবন শুনিলা, এবে শুন ঠাকুরাল।
আত্মতন্ত্রে যেন-মতে বৈসেন পাতাল ॥ ৫১ ॥

জন্যই আত্মপ্রদ ভগবান্ শ্রীঅচ্যুত ব্যতীত অন্য কাম-ভোগে ইচ্ছা করিতেছি!" ঐ অধ্যায়েরই ৩৪, ৩৫, ৩৯ ও ৪২ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

(ভা ১১।৯।২৭ শ্লোকে রাজর্ষি-যদুর প্রতি অবধূত ব্রাহ্মণের উক্তি—) "বহু সপত্নী মিলিয়া যেমন একজন গৃহ-স্বামী(পতি)কে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ জিহ্বা, শিশ্ন, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ বদ্ধজীবকে স্ব-স্ব-বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিয়া ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করে।"

(ভা ১১।১০।৭, ২৫ ও ২৭-২৮ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—) "আমার ভক্ত দেহ, গেহ ও স্ত্রী প্রভৃতির প্রতি উদাসীন হইবেন। * * ভক্তিবিমুখ পুণ্যবান্ ব্যক্তি পুণ্যপ্রভাবে দেবক্রীড়াস্থলে নন্দনকাননাদিতে স্ত্রী-গণের সহিত বিহার করিতে থাকিলেও স্বীয় অধঃপতন জানিতে পারে না। * * যদি বা অসতের সঙ্গবশতঃ কেহ অধর্ম্মরত, অজিতেন্দ্রিয়, কামাত্মা ও স্ত্রীলম্পট হইয়া প্রাণি-গণের হিংসা করে, তাহা হইলে সে-ব্যক্তি অন্তিমকালে ভীষণ তমোগতি লাভ করে।"

(ভা ১১।১৪।২৯ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—) "বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গে নিরন্তর আমার চিন্তা করিবেন।"

(ভা ১১।১৭।৩৩ ও ৫৬ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—) "ত্যক্তগৃহ ব্যক্তি স্ত্রীগণের দর্শন, স্পর্শন, আলাপ ও পরিহাসাদি এবং মিথুনীভূত প্রাণীর দর্শন অগ্রেই পরি-ত্যাগ করিবেন। * * যে-ব্যক্তি—গৃহে আসক্ত-বুদ্ধি, পুত্র-বিত্ত-কামনা-ক্লিষ্ট এবং স্ত্রী-লম্পট, সে [illegible] 'আমি' ও 'আমার', এই অহঙ্কারে বদ্ধ হয়।"

(ভা ১১।২১।১৮-২১ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—) "যে যে ভোগ্যবিষয় হইতে মানব নিবৃত্ত হইবে, সেই সেই বিষয়ের বন্ধন হইতে সে মুক্ত হইবে; এই নিবৃত্তি-লক্ষণ ভক্ত্যাত্মক ধর্ম্মই মানবগণের চরমকল্যাণপ্রদ ও শোক-মোহ-ভয়নাশক। যোষিৎ প্রভৃতি বিষয়ে ভোগবুদ্ধি-বশতঃই তাহাতে ভোক্তা পুরুষাভিমানীর 'আসক্তি'; তাহা হইতে 'কাম' এবং সেই কাম হইতেই মানবগণের 'কলি' অর্থাৎ বিবাদ জন্মে; কলি হইতে দুর্ব্বিসহ 'ক্রোধ' জন্মে; 'মোহ' উহার অনুগমন করে এবং ঐ মোহ হইতে পুরুষের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-স্মৃতি নষ্ট হয়। তদ্‌বিরহিত মানবই অসাধু-তুল্য এবং তজ্জন্য সেই মোহগ্রস্ত মৃত-তুল্য ব্যক্তি ভগবদ্ভজন-রূপ একমাত্র স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।"

(ভা ১১।২৬।৩ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—) "কখনও শিশ্নোদর-তর্পণরত, অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিবে না। ঐরূপ একজনের সঙ্গকারী ব্যক্তিও অন্ধের অনুসরণকারী অন্ধের ন্যায় অন্ধতামিস্রে পতিত হয়।"

ঐ অধ্যায়ের ৪র্থ-২৪শ শ্লোকে ইলা-তনয় পুরূরবার স্ত্রীসঙ্গ-পরিণামসূচক আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

(ভঃ রঃ সিঃ, দঃ বিঃ, ৫ম লঃ—) "যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে নব নব রসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ। তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ ॥"

অর্থাৎ, 'যে অবধি নিত্য নব-নব-চিদ্রসনিলয় শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে আমার চিত্ত অনুরাগোত্থিত হইয়াছে, অহো, সেই অবধি স্ত্রীসঙ্গের-স্মরণ হইলেই আমার অতিশয় মুখবিকৃতি ও নিষ্ঠীবন-ত্যাগ হইতে থাকে।'

ভঃ রঃ সিঃ, উঃ বিঃ, ৭ম লঃ—"ঘনরুধিরময়ে ত্বচা পিনদ্ধে পিশিত-বিমিশ্রিত-বিশ্র-গন্ধভাজি। কথমিহ রমতাং বুধঃ শরীরে ভগবতি হন্ত রতের্লবেঽপ্যুদীর্ণে ॥"

অর্থাৎ, 'অহো, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে লেশমাত্র রতি উদিতা হইলে পণ্ডিতব্যক্তি গাঢ়রুধিরময়, চর্ম্মাবৃত, মাংসময়, আম-গন্ধি (দুর্গন্ধযুক্ত) এই দেহে কেনই বা আর রমণ করিবেন?'

ঐ ৮ম লঃ—(১) "অহমিব কফ-শুক্র শোণিতানাং পৃথু-কুতুপে কুতুকী রতঃ শরীরে। শিব শিব পরমাত্মনো দুরাত্মা সুখবপুষঃ স্মরণেঽপি মন্থরোঽস্মি ॥"

অর্থাৎ, 'হায়, আমি কফশুক্রশোণিতাধার চর্ম্মময়-কোষ-রূপ এই স্থূলদেহে বিচিত্র জড়রসাস্বাদনার্থ পরম উৎসাহ-

ব্রহ্মার সভায় শ্রীনারদের শ্রীশেষ-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন—

শ্রীনারদ-গোসাঞি তুম্বুরু করি' সঙ্গে।
সে যশ গায়েন ব্রহ্মা-স্থানে শ্লোকবন্ধে ॥ ৫২ ॥

তথা হি (ভাঃ ৫।২৫।৯-১৩)

শ্রীসঙ্কর্ষণের কটাক্ষেই ত্রিগুণময় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস ;
তিনি—দুর্জ্ঞেয়-তত্ত্ব

উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতবোঽস্য কল্পাঃ
সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণা যদীক্ষয়াসন্।
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্ম-
ন্নানাধাৎ কথমু হ বেদ তস্য বর্ত্ম ॥ ৫৩ ॥

সন্ধিনী-শক্তিমদ্‌বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ-রাম হইতেই সকল সত্ত্বার প্রকাশ ; অনন্তবীর্য্য সঙ্কর্ষণের এককণা-লাভেই মহা-বলশালী বরাহ-নৃসিংহের স্বজনচিত্তরঞ্জন—

মূর্ত্তিং নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্ত্বং
সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র।
যল্লীলাং মৃগপতিরাদদেঽনবদ্যা-
মাদাতুং স্বজনমনাংস্যুদারবীর্য্যঃ ॥ ৫৪ ॥

সকল নিঃশ্রেয়সার্থী সাধকের একমাত্র আশ্রয়িতব্য শ্রীঅনন্তের
নামাভাস-শ্রবণকীর্ত্তনেই সর্ব্বানর্থনাশ—

যন্নাম শ্রুতমনুকীর্ত্তয়েদকস্মা-
দার্ত্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্বা।
হন্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যং
কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ ॥ ৫৫ ॥

সহস্রশিরার একটীমাত্র শিরোপরি বিন্যস্ত এই ভূমণ্ডলকে
সামান্য-সর্ষপতুল্য অনুভবকারী সহস্রবদনের
বীর্য্য—সহস্রবদনেও বর্ণনাতীত

মূর্দ্ধন্যর্পিতমণুবৎ সহস্রমূর্দ্ধ্নো
ভূগোলং সগিরিসরিৎসমুদ্রসত্ত্বম্।
আনন্ত্যাদনিমিত-বিক্রমস্য ভূম্নঃ
কো বীর্য্যাণ্যপি গণয়েৎ সহস্রজিহ্বঃ ॥ ৫৬ ॥

পাতালে অবস্থানপূর্ব্বক পালনেচ্ছায় অবলীলাক্রমে পৃথ্বীধারী
মহাবীর্য্যপ্রভাবশালী শ্রীঅনন্তদেব—

এবংপ্রভাবো ভগবাননন্তো দুরন্তবীর্য্যোরুগুণানুভাবঃ।
মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো যো লীলয়া ক্ষ্মাং স্থিতয়ে বিভর্ত্তি ॥

ভরে রত হইয়াছি! রাম!! রাম!!! দুরাত্মা আমি চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্মরণেও অলস হইলাম!'

(২) "হিত্বাস্মিন্ পিশিতোপনদ্ধরুধিরক্লিন্নে মুদং বিগ্রহে প্রীত্যুৎসিক্তমনাঃ কদাহমসকৃদ্দুস্তর্কচর্য্যাস্পদম্। আসীনং পুরটাসনোপরি পরং ব্রহ্মাম্বুদশ্যামলং সেবিষ্যে চলচারুচামর-মরুৎসঞ্চার-চাতুর্য্যতঃ ॥"

অর্থাৎ, 'কবে আমি এই মাংস-ব্যাপ্ত ও রক্তক্লেদময় দেহে প্রীতি পরিহার করিয়া প্রেমার্দ্রচিত্তে কুতর্কাগোচর স্বর্ণ-সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট নবঘনশ্যাম পরব্রহ্ম শ্রীহরিকে চঞ্চল-চারু-চামরের সমীরণসঞ্চালন-নৈপুণ্যদ্বারা পুনঃ পুনঃ সেবা করিব?'

(৩) "স্মরন্ প্রভুপদাম্ভোজং নটন্নটতি বৈষ্ণবঃ। যস্তু দৃষ্ট্যা পদ্মিনীনামপি সুষ্ঠু হৃণীয়তে ॥"

অর্থাৎ, 'যিনি সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা পদ্মিনী-নারীগণকেও দেখিবা-মাত্র অত্যন্ত ঘৃণা করেন অর্থাৎ দুঃসঙ্গ জ্ঞান করেন, সেই বিষ্ণুভক্ত (সর্ব্বদা) স্বীয় প্রভুর পাদপদ্ম স্মরণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন।'

(৪) "তনোতি মুখবিক্রিয়াং যুবতীসঙ্গ-রঙ্গোদয়ে ন তৃপ্যতি ন সর্ব্বতঃ সুখময়ে সমাধাবপি। ন সিদ্ধিষু চ লালসাং বহতি লভ্যমানাস্বপি প্রভো তব পদার্চ্চনে পরমুপৈতি তৃষ্ণাং মনঃ ॥"

অর্থাৎ, 'যুবতীসঙ্গ-রঙ্গের (স্মৃতির) উদয় হইবা-মাত্র আমার মন মুখবিকৃতি বিস্তার করে, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-সমাধির নিমিত্ত যে-সব শ্রবণ-মননাদির অনুষ্ঠান, তাহাতেও আমার অতৃপ্তি (পুনরাগ্রহ) হইতেছে না অর্থাৎ উহাকে যথেষ্ট জ্ঞানে ঘৃণা করিতেছে, এবং সিদ্ধিসমূহের প্রতিও আমার আর লালসা হইতেছে না ; হে প্রভো, (ভগবন্,) কেবলমাত্র তোমার পাদপদ্মার্চ্চনেই আমার মন পরম তৃষ্ণা লাভ করিতেছে।'

বিবৃতি। নিত্য-বিষয়বিগ্রহ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলদেব—মধুর-রসের আশ্রয়বিগ্রহ গোপীগণের ভোক্তৃ-স্বরূপে অবস্থিত হইবার যোগ্য ; বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁহাদিগের কোনও অচিৎ-সুলভ দোষের কথা নাই ; অর্থাৎ, প্রপঞ্চে নিত্য-বস্তুতত্ত্ব আশ্রয়জাতীয় জীবগণ আপনাদিগকে 'পুরুষ'

শ্লোকার্থ; ৫৩ সংখ্যক শ্লোকের পদ্যানুবাদ—

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সত্ত্বাদি যত গুণ।
যাঁর দৃষ্টিপাতে হয়, যায়, পুনঃপুনঃ ॥ ৫৮ ॥
অদ্বিতীয়-রূপ, সত্য, অনাদি মহত্ত্ব।
তথাপি 'অনন্ত' হয়, কে বুঝে সে তত্ত্ব ? ৫৯ ॥

৫৪ সংখ্যক শ্লোকের পদ্যানুবাদ—

শুদ্ধসত্ত্ব-মূর্ত্তি প্রভু ধরেন করুণায়।
যে-বিগ্রহে সবার প্রকাশ সুলীলায় ॥ ৬০ ॥
যাঁহার তরঙ্গ শিখি' সিংহ মহাবলী।
নিজ-জন-মনো রঙ্গে হঞা কুতূহলী ॥ ৬১ ॥

বা ভোক্তাভিমানে যে স্ত্রীলোকের বা প্রকৃতির সঙ্গ করে, তাহাই দূষণীয়; কিন্তু যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের মূল-পুরুষ ভগবান্ শ্রীবলরাম স্বীয় রাসস্থলীতে যে ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাহাতে প্রাপঞ্চিক হেয়ত্বের বা অবৈধ ব্যবহারের কোনই সম্ভাবনা নাই। তাই, শ্রীবলদেবতত্ত্ববিৎ পরম সৌভাগ্যবান্ মুনিগণও দিব্যদর্শনে নিখিলসত্তার অধীশ্বর পরমেশ্বর শ্রীবলরামের লীলা দর্শন করিয়া করযোড়ে স্তব করিতে করিতে আনন্দ প্রকাশ করেন ॥ ২৯ ॥

তথ্য। ভেদ নাই, কৃষ্ণ হলধরে,—(চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ৪-৫ সংখ্যা—) "সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ—স্বয়ংভগবান্। তাঁহার দ্বিতীয় দেহ—শ্রীবলরাম ॥ একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্নমাত্র কায়। আদ্য-কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায় ॥" ঐ মধ্য ২০শ পঃ ১৭৪ সংখ্যা—"বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম। বর্ণমাত্র ভেদ, সব—কৃষ্ণের সমান ॥" ভা ১০।১৫।৮ শ্লোকে অভিন্নবিগ্রহ শ্রীবলদেবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—"গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ" ॥ ৩০ ॥

বেদে যাহা—গুপ্ত, সাত্বতপুরাণে তাহাই ব্যক্ত; সেই পুরাণের মাহাত্ম্য ও সার্থকতা-সম্বন্ধে শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু-কৃত ষট্‌সন্দর্ভান্তর্গত 'তত্ত্বসন্দর্ভে' ১২-১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। মহা° ভা° আদি পঃ ১ম অঃ ২৬৭ শ্লোকে—"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ"; নারদীয়ে—"বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে। বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ ॥ পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ। সুদান্তোঽপি সু... পি ন গতিং ক্বচিদাপ্নুয়াৎ ॥" স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে—"বেদবন্নিশ্চলং মন্যে পুরাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ। বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্রসংশয়ঃ ॥ বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্‌বেদো মাময়ং চালয়িষ্যতি। ইতিহাস-পুরাণৈস্তু নিশ্চলোঽয়ং কৃতঃ পুরা। যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ। উভয়োর্যন্ন দৃষ্টং হি তৎপুরাণৈঃ প্রগীয়তে ॥ যো বেদ চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজাঃ। পুরাণং নৈব জানাতি ন স স্যাদবিচক্ষণঃ ॥"

শ্রীবলদেবের চরিত্র,—সকল-সাত্বতপুরাণে, বিশেষতঃ, শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে ১৬শ ও ২৫শ অধ্যায়ে, ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১৬শ অধ্যায়ে, ১০ম স্কন্ধে ৩৪শ ও ৬৫ অধ্যায়ে এবং বিষ্ণুপুরাণে ৫ম অং ৯ম অঃ ২২-৩১শ শ্লোকে উল্লিখিত আছে ॥

মূর্খ-দোষে,—মূর্খতা-দোষে; শাস্ত্রের সার বা তাৎপর্য্যোপলব্ধির অভাব হইলেই 'মূর্খ'-সংজ্ঞা হয়। এস্থলে অধোক্ষজ-বিষ্ণু-বৈমুখ্যক্রমে প্রাকৃত-দম্ভবশে কোন কোন উপাধিগ্রস্ত জীব শ্রীমদ্ভাগবতাদি মহাপুরাণ আলোচনা না করিয়াই, অথবা নিগম-কল্পতরুর প্রপক্বফল, নিরস্তকুহক, পরমসত্যবস্তু-প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তে অর্থবাদাদি কল্পনাদ্বারা অপরাধ অর্জ্জন করিবার নিমিত্ত শ্রীবলদেবের রাসক্রীড়া অস্বীকার করে। উহাদের সম্বন্ধে গ্রন্থকার ৩৮-৪১ সংখ্যায় যথার্থ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যাহারা শ্রীবলদেবকে বিষয়বিগ্রহ-তত্ত্ব শ্রীবিষ্ণু-তত্ত্ব বলিয়া না জানিয়া তাঁহার ভোক্তৃত্ব অপসরণ করিতে প্রয়াস পায়, তাহারা—অনভিজ্ঞতা-দোষে দুষ্ট ॥ ৩২ ॥

রাসক্রীড়া,—ভা ১০।৩৪।১৩ শ্লোকে শ্রীজীবপ্রভু তৎকৃত 'লঘুতোষণী'-টীকায় উহাকে 'হোরিকা-ক্রীড়া'(হোলিখেলা)-নামে অভিহিত করিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥

শিবচতুর্দ্দশী-দিবসে সর্পযোনিপ্রাপ্ত সুদর্শন-নামক বিদ্যাধরের গ্রাস হইতে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মহারাজ-নন্দের মোচন সাধন বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীশুকদেব এই চারিটী শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট হোলি-পূর্ণিমা-তিথিতে প্রদোষ-কালে শ্রীবলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণসহ হোলি-ক্রীড়া কীর্ত্তন করিতেছেন,—

অন্বয়। (শিবরাত্র্যনন্তরং) কদাচিৎ (হোরিকাপূর্ণিমায়াং) রাত্র্যাং (চন্দ্রিকা-বহুলায়াম্) অদ্ভুতবিক্রমঃ (অদ্ভুতঃ অলৌকিকঃ বিক্রমঃ প্রভাবঃ যস্য সঃ—দ্বয়োরপি

৫৫ সংখ্যক শ্লোকের পদ্যানুবাদ—

যে অনন্ত-নামের শ্রবণ-সঙ্কীর্ত্তনে।
যে-তে মতে কেনে নাহি বোলে যে-তে জনে ॥৬২
অশেষ-জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেইক্ষণে।
অতএব বৈষ্ণব না ছাড়েন কভু তানে ॥ ৬৩ ॥
'শেষ' বই সংসারের গতি নাহি আর।
অনন্তের নামে সর্ব্বজীবের উদ্ধার ॥ ৬৪ ॥

৫৬ সংখ্যক শ্লোকের পদ্যানুবাদ—

অনন্ত পৃথিবী গিরি-সমুদ্র-সহিতে।
যে-প্রভু ধরেন শিরে পালন করিতে ॥ ৬৫ ॥

বিশেষণং) গোবিন্দঃ (শ্রীগোকুলযুবরাজঃ) রামঃ (বলদেবঃ) চ (সখায়শ্চ) ব্রজযোষিতাং (গোপীনাং) মধ্যগৌ সন্তৌ বনে (ব্রজ-সন্নিহিতে ইত্যর্থঃ) বিজহ্রতুঃ (বিহারং কৃতবন্তৌ) ॥৩৪

অনুবাদ। অনন্তর (শিবরাত্রি-ব্রতান্তে) কোনও এক জ্যোৎস্নাময়ী হোলিপূর্ণিমা-রজনীতে অদ্ভুতবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম (সখাগণ-সহ) ব্রজবনিতাগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

তথ্য। 'অথ' অর্থাৎ শিবরাত্রির পর ; 'কদাচিৎ' অর্থাৎ হোরিকা-পূর্ণিমা-রাত্রিতে। 'রামঃ' অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণকে রমণ বা ক্রীড়া করাইয়া থাকেন ; এতদ্দ্বারা জন্মাবধি একসঙ্গে বিহারাদি-হেতু তৎকালে কৃষ্ণ-সহ বলরামের সখ্য-ভাবেরই উদয় বুঝাইতেছে ; বিশেষতঃ, ব্রজেই বলরামের সখ্যভাবের প্রাচুর্য্য ও রাজধানীতে অগ্রজত্ব লক্ষিত হইয়াছে। এস্থলে এই অগ্রজত্বের গৌণত্ব বলিতে ইচ্ছা করায়, পশ্চাৎ 'চ'কারের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; বলরামের সঙ্গে তদুপলক্ষিতরূপে সখাগণকেও বুঝিতে হইবে, যেহেতু ভবিষ্যোত্তরশাস্ত্রে, বিশেষতঃ মধ্যদেশাদিতে, হোলি-খেলায় ঐরূপ ব্যবহার প্রচলিত দেখা যায়। 'বনে' অর্থাৎ ব্রজসন্নিহিত উপবনে (—শ্রীজীবপ্রভু-কৃত 'লঘুতোষণী') ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়। স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ (সু সুষ্ঠু অলঙ্কৃতানি চন্দনেন অনুলিপ্তানি চ অঙ্গানি যয়োঃ তৌ) স্রগ্বিণৌ (বনমালা-ধরৌ) বিরজোঽম্বরৌ (বিরজসী নির্ম্মলে অম্বরে বাসসী যয়োঃ তৌ) বদ্ধসৌহৃদৈঃ (বদ্ধং সৌহৃদং প্রেম যৈঃ তৈঃ) স্ত্রীরত্নৈঃ (স্ত্রীললামভূতৈঃ) ললিতং (গান-নর্ম্মাদিপরিপাটীভিঃ মনোহরং যথা স্যাৎ তথা) উপগীয়মানৌ (হোরিকোচিতগীতিভিঃ বর্ণ্যমানৌ সন্তৌ 'বিজহ্রতুঃ' ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। তাঁহারা উভয়েই উত্তম অলঙ্কার, চন্দনানুলেপন, বনমালা ও সুনির্ম্মল-বস্ত্রে অলঙ্কৃত ছিলেন। সেই উত্তম-ললনাগণ তদ্গতহৃদয়ে মনোহরভাবে তাঁহাদের গুণ গান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

তথ্য। এস্থলে শ্রীবলরামেরও পৃথক্ প্রেয়সীবর্গ লক্ষিত হইতেছে (—শ্রীজীবপ্রভু-কৃত 'লঘুতোষণী') ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়। উদিতোডুপ-তারকং (উদিতঃ উডুপঃ চন্দ্রঃ তারকাশ্চ যস্মিন্ তৎ) মল্লিকাগন্ধমত্তালি (মল্লিকাগন্ধেন মত্তাঃ অলয়ঃ যস্মিন্ তৎ) কুমুদ-বায়ুনা (কুমুদগন্ধযুক্তেন বায়ুনা) জুষ্টং (সেবিতং) নিশামুখং (নিশাপ্রবেশসময়ং) মানয়ন্তৌ (সৎকুর্ব্বন্তৌ বিজহ্রতুঃ ইতি প্রথমেনান্বয়ঃ) ॥৩৬॥

অনুবাদ। তখন রজনীর প্রারম্ভ ; (আকাশে) শশধর ও তারকারাজি উদিত হইয়াছিল, ভ্রমরকুল মল্লিকার গন্ধে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, আর কুমুদ-কুসুমের গন্ধ বহন করিয়া সমীরণও (মন্দমন্দ) বহিতেছিল ; সেই সময়কেই সমাদর অর্থাৎ উপযুক্ত বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণ বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়। তৌ (রামকৃষ্ণৌ) স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতং (স্বরমণ্ডলস্য স্বরাণাং মণ্ডলং সমূহঃ তস্য মূর্চ্ছনাং) যুগপৎ (একদা) কল্পয়ন্তৌ (কুর্ব্বন্তৌ) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বপ্রাণিনাং শ্রোতৃণামিত্যর্থঃ) মনঃশ্রবণমঙ্গলং (মনসঃ শ্রবণস্য শ্রোত্রস্য চ মঙ্গলং সুখং যথা ভবতি, তথা) জগতুঃ (অগায়তাম্) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। শ্রীগোবিন্দ ও বলরাম, উভয়েই যুগপৎ অর্থাৎ একইকালে স্বরগ্রামের মূর্চ্ছনা আলাপ করিতে করিতে নিখিল-প্রাণীর সুখপ্রদ গান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

তথ্য। স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতং,—উহার লক্ষণ, যথা 'সঙ্গীতসারে'—"ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্। মূর্চ্ছনেত্যুচ্যতে গ্রাম-ত্রয়ে তা একবংশতিঃ ॥" (—শ্রীজীবপ্রভু-কৃত 'লঘুতোষণী') ॥ ৩৭ ॥

(ভা ৬।১৬।৩৮ শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি শ্রীচিত্রকেতুর স্তবোক্তি—) "যে-সকল বিষয়তৃষ্ণা(ফলভোগকামনা)-পর-

সহস্র-ফণার এক-ফণে 'বিন্দু' যেন।
অনন্ত বিক্রম, না জানেন,—'আছে' হেন ॥ ৬৬ ॥

সনকাদির নিকট কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখে ভাগবত-ব্যাখ্যা-রত মহাভাগবত শ্রীশেষ-বিষ্ণু—

সহস্র-বদনে কৃষ্ণযশ নিরন্তর।
গাইতে আছেন আদিদেব মহীধর ॥ ৬৭ ॥

কীর্ত্তনকারী শ্রীঅনন্তের কীর্ত্তন-প্রভাব ও কীর্ত্তনীয় শ্রীকৃষ্ণের গুণমাধুর্য্য, এতদুভয়ের স্ব-স্ব-উৎকর্ষ-প্রদর্শনার্থ প্রতি-যোগিতা-লীলা-বৈচিত্র্য ; উভয়েই 'অজিত'—

গায়েন অনন্ত, শ্রীযশের নাহি অন্ত।
জয়ভঙ্গ নাহি কারু, দোঁহে—বলবন্ত ॥ ৬৮ ॥

বশ নরপশু আপনার বিভূতি ইন্দ্রাদি দেবগণেরই উপাসনা করে, কিন্তু পরমেশ্বর আপনার উপাসনা করে না, হে ঈশ্বর, রাজকুলের বিনাশের সঙ্গে যেমন তৎসেবকগণেরও আশা-ভরসা-কামনাদি বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই ইন্দ্রাদিদেবতার লয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপাসকগণেরও আশা-ভরসা-কামনাদি বিনষ্ট হয়।"

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩৪শ ও ৬৫শ অধ্যায়ে এবং ৫ম স্কন্ধে ১৭ ও ২৫শ অধ্যায়ে, ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১৬শ অধ্যায়ে সকল-জীবের সেব্য-তত্ত্ব শ্রীবলরামের বা সঙ্কর্ষণের মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাতে যাহারা উদাসীন থাকে, তাহারা কখনও ভগবদ্ভক্তিমার্গে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। তাহারা স্বীয় মনোধর্ম্মোত্থ অক্ষজ-জ্ঞানবলে মায়িক-বিচার-ক্রমে অপ্রাকৃত-বিষ্ণুতত্ত্বের আকর-স্বরূপ শ্রীবলরাম বা সঙ্কর্ষণ-তত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিতে অসমর্থ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এবিষয়ে সুন্দর সিদ্ধান্ত আছে, যথা আদি ৫ম পঃ—"গোবিন্দের প্রতি-মূর্ত্তি—শ্রীবলরাম। তাঁহার এক-স্বরূপ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ। 'জীব'-নামক তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়। মহাসঙ্কর্ষণ—সর্ব্বজীবের আশ্রয় ॥ তাঁর অংশ 'পুরুষ' হয় 'কলা'তে গণন। দূর হৈতে পুরুষ করেন মায়াতে অবধান। জীবরূপ বীর্য্য তা'তে করেন আধান ॥ অংশের অংশ যেই, 'কলা' তাঁর নাম। যাঁহারে ত' 'কলা' কহি, তেঁহো—মহাবিষ্ণু ॥ মহাপুরুষাবতারী, তেঁহো সর্ব্বজিষ্ণু ॥ গর্ভোদ-ক্ষীরোদ শায়ী, দোঁহে—'পুরুষ'-নাম। সেই দুই—যাঁর অংশ-বিষ্ণু, বিশ্বধাম ॥ সেই পুরুষ—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা। নানা অবতার করেন, জগতের ভর্ত্তা ॥ সেইবিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ। সেই প্রভু নিত্যানন্দ—সর্ব্ব-অবতংস ॥ শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম। নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥ * * দুই ভাই—এক-তনু, সমান প্রকাশ। নিত্যানন্দ না মান', তোমার হ'বে সর্ব্বনাশ ॥ একেতে বিশ্বাস, অন্যেরে না কর সম্মান। 'অর্দ্ধ-কুক্কুটী-ন্যায়'—তোমার প্রমাণ ॥ কিংবা দোঁহে না মানিঞা হও ত' পাষণ্ড। একে মানি, আরে না মানি,—এইমত ভণ্ড ॥"

বিবৃতি। যতদূর জীব জড়বদ্ধ থাকেন, ততদূরই তিনি সচ্চিদানন্দ-বৈষ্ণবের উপাস্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা-পথের পথিক নহেন অর্থাৎ সচ্চিদানন্দত্ব অনুভব করিতে অসমর্থ। জীবাত্মার ঈশ্বর পুরুষাবতারত্রয়ের তত্ত্ব অবগত হইলেই জীব ঐ মায়া বা জড়গ্রস্তা বুদ্ধি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন অর্থাৎ জীব-হৃদয়ে অপ্রাকৃত-বুদ্ধির উদয় হইয়া জীবকে নিত্য-সত্য বৈষ্ণবের নিত্যোপাস্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বিষ্ণুর উপাসনা-পথে অগ্রসর করায়। যথা সাত্বততন্ত্র-বাক্যে—"আদ্যন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ড-সংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥" ৩৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য,—(পাদ্মোত্তরে ৬৩ অঃ—) "শ্রীমদ্-ভাগবতালাপাত্তৎ কথং বোধমেষ্যতি। তৎকথাসু চ বেদার্থঃ শ্লোকে শ্লোকে পদে পদে ॥" ইত্যাদি বহুতর সাত্বতপুরাণ-বাক্য বর্ত্তমান আছে।

ভাগবতাবমাননার ফল,—(যথা, হঃ ভঃ বিঃ—১০।২৭৭ সংখ্যায়—) "জীবিতাদধিকং যেষাং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ। ন তেষাং ভবতি ক্লেশো যাম্যঃ কল্পশতৈরপি ॥" (হঃ ভঃ বিঃ—১০।২৮১ সংখ্যায়—) "যো হি ভাগবতে শাস্ত্রে বিঘ্নমাচরতে পুমান্। নাভিনন্দতি দুষ্টাত্মা কুলানাং পাতয়েচ্ছতম্ ॥" (পাদ্মোত্তরে ৬৭ অঃ—) "তাবৎ সংসার-চক্রেঽস্মিন্ ভ্রমতে জ্ঞানতঃ পুমান্। যাবৎ কর্ণগতা নাস্তি শুকশাস্ত্রকথা ক্ষণম্ ॥" * * "আজন্মমাত্রমপি যেন শঠেন কিঞ্চিচ্চিত্তে বিধায় শুক-শাস্ত্রকথা ন পীতা। চণ্ডালবচ্চ খরবৎ খলু তেন নীতং মিথ্যা

সহস্রমুখে শ্রীশেষ প্রভুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনন্তগুণ কীর্ত্তন—

অদ্যাপিহ শেষ-দেব সহস্র-শ্রীমুখে।
গায়েন চৈতন্য-যশ, অন্ত নাহি দেখে॥ ৬৯॥

কীর্ত্তনকারী ও কীর্ত্তনীয়-বিগ্রহদ্বয়ের প্রতিযোগিতা, পরস্পরের মধ্যে সেবা-প্রদান-গ্রহণ-লীলা-বিলাস-বৈচিত্র্য—

শ্রীরাগঃ—

কি আরে, রাম-গোপালে বাদ লাগিয়াছে।
ব্রহ্মা, রুদ্র, সুর, সিদ্ধ মুনীশ্বর, আনন্দে দেখিছে॥ ধ্রু॥ ৭০॥

শ্রীঅনন্তের নিত্যবর্দ্ধনশীল অপার কৃষ্ণগুণসমুদ্রোত্তরণ-চেষ্টা—

লাগ বলি' চলি' যায় সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না দেয় কূল, অধিক অধিক বাড়ে॥

তথা হি (ভাঃ ২।৭।৪১)

ব্রহ্মাদি মুনিগণের দূরের কথা, ভগবান্ শ্রীঅনন্তেরও সহস্রবদনে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি-গুণ-বলের সীমা-লাভে অসমর্থ—

নান্তং বিদামাহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়া-বলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরে যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্॥ ৭১॥

স্বজন্মজননী-জন-দুঃখভাজা॥" ** "জীবঞ্চবো নিগদিতঃ স তু পাপকর্ম্মা যেন শ্রুতং শুককথা-বচনং ন কিঞ্চিৎ। ধিক তং নরং পশুসমং ভুবি ভার-রূপমেবং বদন্তি দিবি দেবগণাস্ত মুখ্যাঃ॥"

যবন,—বেদশাস্ত্রবিরোধী অনাচারী ম্লেচ্ছ; (মহা ভাং আদি-পঃ ৮৪ অঃ ১৩-১৫শ শ্লোকে তুর্ব্বসুর প্রতি যযাতির অভিশাপ—) "যত্ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি। তস্মাৎ প্রজাসমুচ্ছেদং তুর্ব্বসো তব যাস্যসি॥ সঙ্কীর্ণাচার-ধর্ম্মেষু প্রতিলোম-চরেষু চ। পিশিতাশিষু চান্ত্যেষু মূঢ় রাজা ভবিষ্যসি॥ গুরুদার-প্রসক্তেষু তির্য্যগ্‌যোনি-গতেষু চ। পশুধর্ম্মেষু পাপেষু ম্লেচ্ছেষু ত্বং ভবিষ্যসি॥" (ঐ ৮৫ অঃ ৮৪ শ্লোকে—) "যদোস্তু যাদবা জাতাস্তুর্ব্বসোর্যবনাঃ স্মৃতাঃ। দ্রুহ্যোঃ সুতাস্তু বৈ ভোজা অন্যোস্তু ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।" (ঐ ১৭৫ অঃ)—"অসৃজৎ পহ্লবান্ পুচ্ছাৎ প্রস্রবাদ্দ্রাবিড়ান্ শকান্। যোনিদেশাচ্চ যবনান্ সকৃতঃ শবরান্ বহূন॥" রামায়ণে বালকাণ্ডে ৫৫ সর্গে ৩য় শ্লোকে)—"যোনিদেশাচ্চ যবনাঃ সকৃদ্দেশাচ্ছকাঃ স্মৃতাঃ।" (হরিবংশে ১৪ অঃ—"সগরঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্বাক্যং নিশম্য চ। ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকার হ॥ অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ। যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈব চ॥" (মনু-সং ১০।৪৪-৪৫—) "পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কম্বোজা যবনাঃ শকাঃ। পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥ মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ঃ বহিঃ। ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্য-বাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব-ধৃত বোধায়ন-স্মৃতি-বাক্য—) "গোমাংসখাদকো যশ্চ বিরুদ্ধং বহু-ভাষতে। ধর্ম্মাচার-বিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে॥" স এব যবনদেশোদ্ভবো যাবনঃ।" (বৃদ্ধচাণক্য-বাক্য—) "চণ্ডালানাং সহস্রৈশ্চ সূরিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। একো হি যবনঃ প্রোক্তো ন নীচো যবনাৎ পরঃ॥"

বিবৃতি। কর্ম্মফলপ্রভাবে জীবের উচ্চাবচ-জাতিতে জন্ম হয়। জীবের সত্ত্বগুণপ্রভাবে ব্রাহ্মণ-কুলে এবং রজস্তমোগুণে পাপপ্রবণ যবনাদি অবর-জাতিতে জন্ম হয়। ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত জীব বেদশাস্ত্রানুশীলন-ক্রমে সারগ্রাহী 'ব্রহ্মজ্ঞ' হইবার যথেষ্ট সুযোগ পা'ন, কিন্তু যবনাদিকুলে জন্ম হইলে জীবের বেদাদি-শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকার হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতই বেদশাস্ত্রের প্রপক্বফল ও সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি যবনগণের আদৌ শ্রদ্ধা নাই। যবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠকুলে উদ্ভূত হইলেও যদি সেই ব্যক্তি দুর্ভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরুর নিকট সুশিক্ষার অভাবে সাক্ষাৎ কৃষ্ণতুল্য বিভু সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের মর্য্যাদা না জানে, তাহা হইলে তাদৃশ কুশিক্ষিত মানবই অনার্য্য-যবন-সদৃশ অনভিজ্ঞ বা ভারবাহী হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান-কালে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে তথ্য-কথিত অনার্য্যবিরোধি-সমাজভুক্ত জনগণ ভাগ্যদোষে আপনাদিগকে 'বেদানুগ' বলিয়া পরিচয় দিয়াও সত্যার্থ-নিরূপণে একান্ত-বৈমুখ্য-হেতু শ্রীমদ্ভাগবত-বিদ্বেষী হইয়া তাহারাও ভারবাহী অনভিজ্ঞ যবনসদৃশ। আর, যবনকুলে প্রকটিত হইয়াও শ্রীঠাকুর-হরিদাস শ্রীমদ্ভাগবতে পারদর্শী ও একান্ত শ্রদ্ধাবান্ হওয়ায়, তিনি—ব্রাহ্মণকুলশিরোমণি মহাভাগবত পরমহংস।

৫৭ সংখ্যক শ্লোকের পদ্যানুবাদ ; কৃষ্ণের পালন-শক্ত্যাবেশাবতারই ভূধারী শ্রীশেষ-দেব—

পালন-নিমিত্ত হেন-প্রভু রসাতলে।
আছেন মহাশক্তিধর নিজ-কুতূহলে ॥ ৭৩ ॥

ব্রহ্মার 'মানসী'-সভায় শ্রীনারদের বীণা-সংযোগে শ্রীসঙ্কর্ষণগুণ-গান—

ব্রহ্মার সভায় গিয়া নারদ আপনে।
এই গুণ গায়েন তুম্বুরু-বীণা-সনে ॥ ৭৪ ॥

প্রভু,—অনুগ্রহ-নিগ্রহ-সমর্থ ; (ভা ৬।৩।৭ শ্লোকে ধর্ম্ম-রাজ যমের প্রতি যমদূতগণের উক্তি –) "কর্ম্মি-জীবের পাপ ও পুণ্যফলের মুখ্য শাসনকর্ত্তা একজনই হ'ন, বহু হইতে পারেন না ; অতএব সেশ্বর মানবগণের আপনিই একমাত্র স্বামী, শাস্তা, দণ্ডধারী এবং শুভাশুভবিচারক।" নৃসিংহ-পুরাণেও—"অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা যম ইতি লোকহিতা-হিতে নিযুক্তঃ। হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্ হরিচরণ-প্রণতান্নমস্করোমি ॥" (বিষ্ণুপুরাণেও ৩অং ৭অঃ ১৫)।

ন্যায়-অন্যায়ের বিচারকর্ত্তা শ্রীযম ভগবদ্ভক্তকে প্রণাম করেন এবং বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষীকে তাহার কর্ম্মফলস্বরূপ নরকাদি যন্ত্রণা-ভোগে বাধ্য করিয়া দণ্ডবিধান করেন। ফলতঃ ভগবৎসেবা-বিমুখ ব্যক্তির নিত্যানন্দলাভের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণেতর-বিষয়ভোগজনিত ক্লেশ বা যাতনা-লাভ—অনিবার্য্য ॥ ৩৯ ॥

নির্ব্বিশেষবাদী সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবলরামের চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যময়ী শ্রীরাসক্রীড়াকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহারা প্রাপঞ্চিক-বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া জীবাত্মার শুদ্ধা ও নিত্যা-গতি চিন্ময়ী রাসস্থলীতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হন এবং নপুংসকের ন্যায় চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া আপাততঃ বিষয় ভোগে বিরত হইলেও অপ্রাকৃত ভগবৎসেবা-বৈচিত্র্যময় পঞ্চরসে বঞ্চিত থাকেন, এজন্যই তাঁহাদিগকে 'নপুংসকবেষী' বা 'নির্ব্বিশিষ্ট-বিচারপর সন্ন্যাসী' বলা হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

শাস্ত্রের এক অর্থকে অন্য অর্থরূপে ব্যাখ্যানের নামই অর্থান্তর-কল্পন বা 'ছল'; উহা—একটী [illegible]রাধ।

পাপপ্রবণ-চিত্তে সত্যবস্তু-দর্শন—অসম্ভব। শ্রদ্ধাহীন জনগণের সত্যোপলব্ধিতে সর্ব্বদাই বিবর্ত্ত বর্ত্তমান। উহারা বিপ্রলিপ্সা-ক্রমে স্বার্থান্ধ হইয়া সত্যার্থ-গ্রহণের পরিবর্ত্তে শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ-প্রভু শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীর আনুগত্যে হরিভজন করিয়াছিলেন। অদ্বৈতের অপর দুইপুত্র অনেক-সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্য করিতেন বটে, কিন্তু শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর পাদপদ্মে তাঁহাদের তত প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অপর এক পুত্র—বলরাম ; তৎপুত্র—মধুসূদন। বন্দ্যঘটীয় হরিহর-ভট্টাচার্য্যের পুত্র স্মার্ত্ত রঘুনন্দন-ভট্টাচার্য্যের প্রতি ইঁহারা প্রীতিবিশিষ্ট ছিলেন। এই মধুসূদনের পুত্র রাধারমণ-ভট্টাচার্য্যই স্মার্ত্তবিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ বলদেবের প্রতি শ্রদ্ধা-বিহীন ছিলেন। শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্য গ্রন্থকার সম্ভবতঃ ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই প্রথম অধ্যায়ে ৩৮শ সংখ্যক "ভাগবত শুনি' যার রামে নহে প্রীত"-পদ্য হইতে ৪২-সংখ্যক "তান-স্থানে অপরাধে মরে সর্ব্ব ঠাঁই"-পদ্যপর্য্যন্ত বাক্যগুলি বলিয়া থাকিবেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শিষ্যের অযোগ্যবংশের প্রতিও শ্রীবৃন্দাবন-দাসঠাকুরের এই উক্তি অপ্রযোজ্য নহে ॥ ৩৮-৪২ ॥

পাঠকের বোধ-সৌকর্য্যার্থ শ্রীকবিরাজ-গোস্বামি-বাক্যের পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—(চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ৪-৫, ৮-১১, ৪৫-৪৬, ৪৮, ৭৩-৭৪, ৭৬, ৮০-৮১, ১১৩, ১১৫-১১৭, ১২০-১২১, ১২৩-১২৫, ১৩৪-১৩৫, ১৩৭ ও ১৫৬ সংখ্যায়—) "সর্ব্বাবতারী কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার দ্বিতীয় দেহ—শ্রীবলরাম ॥ একই স্বরূপ দোঁহে,—ভিন্নমাত্র কায়। আদ্য-কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায় ॥ * * শ্রীবল-রাম-গোসাঞি—মূলসঙ্কর্ষণ। পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়। সৃষ্টিলীলা-কার্য্য করেন ধরি' চারি কায় ॥ সৃষ্ট্যাদিক সেবা, তাঁর আজ্ঞার পালন। 'শেষ'-রূপে করেন কৃষ্ণের বিবিধ সেবন। সর্ব্ব-রূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ। সেই বলরাম—গৌর-সঙ্গে নিত্যানন্দ ॥ * * জীব-নামক তটস্থাখ্য এক-শক্তি হয়। মহাসঙ্কর্ষণ—সর্ব্বজীবের আশ্রয় ॥ যাঁহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি, যাঁহাতে প্রলয়। সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ—সমাশ্রয় ॥ তুরীয়, বিশুদ্ধ-সত্ত্ব সঙ্কর্ষণ-নাম। তেঁহো—যাঁর অংশী, সেই নিত্যানন্দ-

তচ্ছ্রবণে ব্রহ্মার প্রেম ও তৎকীর্ত্তনে নারদের সর্ব্বলোক-পূজ্যতা—

ব্রহ্মাদি—বিহ্বল, এই যশের শ্রবণে।
ইহা গাই' নারদ—পূজিত সর্ব্বস্থানে ॥ ৭৫ ॥

আচার্য্য শ্রীগ্রন্থকারকর্ত্তৃক সকল-জীবকেই শ্রীনিত্যানন্দ-রামের চরণসেবনোপদেশ—

কহিলাঙ এই কিছু অনন্ত প্রভাব।
হেন-প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ ॥ ৭৬ ॥

রাম ॥ * * গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি—শ্রীবলরাম। তাঁর এক স্বরূপ—শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ। তাঁর অংশ 'পুরুষ' হয় কলাতে গণন ॥ গর্ভোদ-ক্ষীরোদ-শায়ী, দোঁহে—'পুরুষ'-নাম। সেই দুই—যাঁর অংশ বিষ্ণু, বিশ্বধাম ॥ * * সেই পুরুষ—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা। নানা অবতার করে, জগতের ভর্ত্তা ॥ সৃষ্ট্যাদি-নিমিত্ত যেই অংশের অবধান। সেই ত' অংশেরে কহি 'অবতার'-নাম ॥ ** যুগ-মন্বন্তরে ধরি' নানা অবতার। ধর্ম্ম স্থাপন করে, অধর্ম্ম সংহার ॥ তবে 'অবতরি' করেন জগৎ পালন। অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন ॥ সেই বিষ্ণু হন যাঁর অংশাংশের অংশ। সেই প্রভু-নিত্যানন্দ—সর্ব্বাবতংস ॥ সেই বিষ্ণু 'শেষ'রূপে ধরেন ধরণী। শিরে কাহাঁ আছে মহী,—হেন নাহি জানি ॥ সেই ত' 'অনন্ত' 'শেষ'—ভক্ত-অবতার। ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥ সহস্র-বদনে করেন কৃষ্ণগুণগান। নিরবধি গুণ গাহেন, অন্ত নাহি পা'ন ॥ ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন। আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ॥ এত মূর্ত্তি-ভেদ করি' কৃষ্ণসেবা করে। কৃষ্ণের 'শেষতা' পাঞা 'শেষ'-নাম ধরে ॥ সেই ত' অনন্তে যাঁর কহি এক 'কলা'। হেন প্রভু-নিত্যানন্দ, কে জানে তাঁর খেলা ? * * এইরূপে নিত্যানন্দ—অনন্ত প্রকাশ। সেইভাবে কহি মুঞি 'চৈতন্যের দাস' ॥ কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্য-লীলা। পূর্ব্বে যৈছে তিন-ভাবে ব্রজে কৈলা লীলা ॥ আপনারে 'ভৃত্য' করি' কৃষ্ণে 'প্রভু' জানে। কৃষ্ণের 'কলার কলা' আপনারে মানে ॥ শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম। নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥"

পাঠান্তরে,—'সে সব লক্ষ্মণ-অবতারেই প্রকাশ'; (যথা চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ১৪৯-১৫৪ সংখ্যা—) "নিত্যানন্দ-স্বরূপ পূর্ব্বে হঞা লক্ষ্মণ। লঘুভ্রাতা হঞা করে রামের সেবন। রামের চরিত্র সব—দুঃখের কারণ। স্বতন্ত্র লীলায় দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ ॥ নিষেধ করিতে নারে, যাতে 'ছোট' ভাই। মৌন ধরি' রহেন লক্ষ্মণ, মনে দুঃখ পাই' ॥ কৃষ্ণ-অবতারে 'জ্যেষ্ঠ' হৈলা সেবার কারণ। কৃষ্ণকে করাইলা নানা-সুখাস্বাদন ॥ রাম-লক্ষ্মণ—কৃষ্ণ-রামের অংশবিশেষ। অবতার-কালে দোঁহার দোঁহাতে প্রবেশ ॥ সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান। অংশরূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান ॥৪৩

৪৩ সংখ্যার ভাষ্যে উদ্ধৃত শ্রীচরিতামৃত-পদ্য দ্রষ্টব্য ॥৪৪॥

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বৈভবপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীবলদেব-রূপে স্বীয় আনন্দাস্বাদনের সহায় হইয়াছেন। ৪৩শ সংখ্যার ভাষ্যে উদ্ধৃত শ্রীচরিতামৃত-পদ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়। ('তয়া সহাসীনমনন্ত-ভোগিনি' ইত্যাদি-পূর্ব্বশ্লোকোক্তম্ অনন্তভোগিনং বিশেষয়তি,—নিবাসেতি। হে ভগবন্,) তব (ভবতঃ) শেষতাং (শুদ্ধসত্ত্বময়-বৈকুণ্ঠ-সেবোপকরণসম্ভাররূপাব্যভিচার্য্যংশতাং) গতৈঃ (প্রাপ্তৈঃ) নিবাসশয্যাসনপাদুকাংশুকোপধানবর্ষাতপবারণাদিভিঃ (নিবাসঃ বাসস্থানং চ, শয্যা শয়নাধারঃ চ, আসনম্ উপবেশন-স্থানং চ, পাদুকা পাদত্রাণং চ, অংশুকং সূক্ষ্মবস্ত্রম্ উত্তরীয়বসনং বা চ, উপাধানং শিরোধানং চ, বর্ষাতপবারণং ছত্রং চ—নিবাসশয্যাসনপাদুকাংশুকোপধানবর্ষাতপবারণানি, তানি আদীনি যেষাং তৈঃ) শরীরভেদৈঃ (শুদ্ধসত্ত্বময়-সঙ্কর্ষণবৈভবাত্মক-মূর্ত্তিভেদৈঃ) শেষঃ (অত্র তু শার্ঙ্গিণঃ শয্যারূপঃ ভগবান্ অনন্তঃ) ইতি জনৈঃ (লোকৈঃ) যথোচিতং (যথার্থম্) ঈরিতে (কথিতে 'অনন্তভোগিনি তয়া [লক্ষ্ম্যা] সহ আসীনম্' ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তি-শ্লোকাংশেন সহ 'ভবন্তম্ অহং কদা প্রহর্ষয়িষ্যামি' ইতি পরবর্ত্তি-ষষ্ঠ-শ্লোকে-নান্বয়ঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। হে ভগবন্, আপনার শুদ্ধসত্ত্বময়-বৈকুণ্ঠ-সেবোপকরণসম্ভাররূপে অভিন্নাংশত্ব-প্রাপ্ত নিবাস, শয্যা, আসন, পাদুকা, বস্ত্র, উপাধান ও ছত্র প্রভৃতি নানাবিধ মূর্ত্তিভেদে যিনি লোকসকলের নিকট 'শেষ'-নামে যথার্থই অভিহিত হইয়াছেন, (সেই অনন্তনাগের উপর শ্রীলক্ষ্মীদেবীর

অশোকাভয়ামৃতসেবনেচ্ছু নিঃশ্রেয়সার্থীর শ্রীগুরুনিত্যানন্দ-রামপদাশ্রয়-কর্ত্তব্যতা—

সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥ ৭৭॥

বাঞ্ছাকল্পতরু-বৈষ্ণব-চরণে অমানী গ্রন্থকারের দৈন্যভরে গুরু-নিত্যানন্দ-রামদাস্যরূপ স্বাভীষ্ট-প্রার্থনা—

বৈষ্ণব-চরণে মোর এই মনস্কাম।
ভজি যেন জন্মে-জন্মে প্রভু-বলরাম॥ ৭৮॥

সহিত সমাসীন আপনাকে কবে আমি সন্তুষ্ট করিব?)॥৪৬॥

তথ্য। (ভা ১০।৩।২৫ শ্লোকে শ্রীভগবানের প্রতি দেবকীর স্তব—) "ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষ-সংজ্ঞঃ"; ইহার শ্রীজীবপ্রভু-কৃত 'লঘুতোষণী'-টীকা—"এক ইতি বৈকুণ্ঠাদীনামপি তদভেদাভিপ্রায়েণ; যদ্বা, অশেষা যে তদানীং বৈকুণ্ঠাদয়স্তত্তৎপদার্থাভিধাস্তেঽপি সংজ্ঞা যস্য তত্তদ্রূপেণাপি যঃ স্বয়মেবেত্যর্থঃ; যদ্বা, শিষ্যন্তে মহাপ্রলয়েঽপি তিষ্ঠন্তীতি শ্রীবৈষ্ণবমতে যথেষ্ট-বিনিয়োগার্হং 'শেষ'-শব্দেন কথ্যত ইতি বা, 'শেষাঃ' শ্রীবৈকুণ্ঠলোক-পরিচ্ছদ-পরিবারাদয়ঃ, তেঽপি সংজ্ঞায়ন্তে—যেন যদ্‌গ্রহণেনৈব তে গৃহীতা ভবন্তীত্যর্থঃ। এবম্ভূতো ভবানেকঃ শিষ্যতে, ন ত্বন্তর্গতেতর-জীববৃন্দপ্রপঞ্চ ইত্যর্থঃ।"

(ভা ১০।২।৮ শ্লোকে যোগমায়ার প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি—) "দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্। তৎসন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়॥" ইহার শ্রীজীবপ্রভু-কৃত লঘুতোষণী-টীকা—"শেষাখ্যং' শিষ্যতে ইতি শেষোঽংশঃ, স আখ্যা খ্যাতির্যস্য তং সমাংশত্বেন খ্যাতমিত্যর্থঃ। মামকং সঙ্কর্ষণসংজ্ঞং ধাম রূপমাধারশক্তিময়ত্বেনাশ্রয়ং বা।"

(ভা ১০।৬৯।৪৬ শ্লোকে কৃষ্ণ শ্রীবলদেবের প্রতি তল্লাঙ্গলাকৃষ্ট-হস্তিনাপুরবাসি-কৌরবগণের স্তবোক্তি) "ত্বমেব মূর্দ্ধ্নীদমনন্তলীলয়া ভূমণ্ডলং বিভর্ষি সহস্রমূর্দ্ধন্। অন্তে চ যঃ স্বাত্মনিরুদ্ধবিশ্বঃ শেষেঽদ্বিতীয়ঃ পরিশিষ্যমাণঃ॥" অর্থাৎ 'হে অনন্ত, হে সহস্রমস্তক, আপনিই স্বীয় মস্তকে এই ভূমণ্ডল অনায়াসে ধারণ করিতেছেন; প্রলয়ে স্বীয় শ্রীবিগ্রহে বিশ্ব নিরোধ (সংরক্ষণ) করিয়া যিনি অদ্বিতীয়-বস্তু (বিষ্ণু)-রূপে শেষ-পর্য্যঙ্কে অবশিষ্ট থাকেন, তিনিও আপনি।'

ইহার শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভু-কৃত 'বৃহত্তোষণী'-টীকা—"নমু ধরণীধরঃ শেষোঽহং পরমেশ্বরাদ্‌ভিন্নঃ কথমভেদেন স্তুয়ে? তত্রাহ,—অন্তে চেতি; যদ্বা, ন চ প্রলয়েঽপি পালকত্বং ব্যভিচরতীত্যাহঃ—অন্তে চেতি। স্বস্য আত্মনি শ্রীবিগ্রহে নিরুদ্ধং স্থাপিতং সংরক্ষিতং বিশ্বং যেন সঃ; কিংবা অস্য দ্বিতীয়ঃ, অতঃ পরিতঃ শিষ্যমাণঃ ভগবচ্ছেষতাং প্রাপ্নুবন্ শেষে, অতএব 'শেষ'-নামাপি ত্বমিতি ভাবঃ।"

লঘুভাগবতামৃতে রুদ্রতত্ত্ববর্ণন-প্রসঙ্গে (১৯শ সংখ্যায়) শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ-টীকা—"শার্ঙ্গিণঃ শয্যারূপস্তদাধার-শক্তিঃ শেষ ঈশ্বর-কোটিঃ, ভূধারী তু তদাবিষ্টো জীবঃ" অর্থাৎ, শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী বিষ্ণুর শয্যা ও আধারশক্তি 'শেষ'—ঈশ্বরকোটি এবং ভূধারী 'শেষ'—শক্ত্যাবিষ্ট জীবকোটির অন্তর্গত। পুনরায় শ্রী(বল)রামতত্ত্ব-বর্ণনপ্রসঙ্গে (২৮সংখ্যায়, যথা)—"সঙ্কর্ষণো দ্বিতীয়ো যো ব্যূহো রামঃ স এব হি। পৃথ্বীধরেণ শেষেণ সন্ধয় ব্যক্তিমীয়িবান্। শেষো দ্বিধা—মহীধারী শয্যারূপশ্চ শার্ঙ্গিণঃ। তত্র সঙ্কর্ষণাবেশাদ্‌ভূভৃৎ সঙ্কর্ষণো মতঃ। শয্যারূপস্তথা তস্য সখ্য-দাস্যাভিমানবান্॥" অর্থাৎ, যিনি—দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত 'সঙ্কর্ষণ', তিনিই 'ভূধারী' শেষের সহিত মিলিত হইয়া রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পৃথ্বীধারী ও ভগবানের শয্যারূপি-ভেদে শ্রীশেষ—দ্বিবিধ। ভূধারী 'শেষ'—শ্রীসঙ্কর্ষণের আবেশাবতার বলিয়া 'সঙ্কর্ষণ'-নামেও কথিত; আর যিনি—শ্রীনারায়ণের শয্যারূপ, তিনি আপনাকে শ্রীনারায়ণের 'সখা' এবং 'দাস' বলিয়া অভিমান করেন॥৪৬॥

'অনন্তের অংশ শ্রীগরুড় মহাবলী',—শ্রীল গরুড়দেবও একাধারে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর দাস, সখা, আসন, ধ্বজ ও বাহনাদিরূপে সঙ্কর্ষণ বা অনন্তেরই অংশ; যথা আলবন্দারু বা শ্রীযামুনাচার্য্য-কৃত 'স্তোত্ররত্নে' ৪১ শ্লোকে—"দাসঃ সখা বাহনমাসনং ধ্বজো যস্তে বিতানং ব্যজনং ত্রয়ীময়ঃ। উপস্থিতং তেন পুরো গরুত্মতা ত্বদঙ্ঘ্রিসম্মর্দ্দকিণাঙ্কশোভিনা॥"

অর্থাৎ, যিনি—আপনার দাস, সখা, বাহন, আসন, ধ্বজ, চাঁদোয়া, ব্যজন এবং ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদময়, যিনি—আপনার পাদপদ্মসংমর্দ্দন-জনিত-চিহ্নদ্বারা শোভাযুক্ত, সেই শ্রীল গরুড়ের সহিত আমার সম্মুখে সমুপস্থিত আপনাকে কবে আমি সন্তুষ্ট করিব?

একই নিত্যানন্দ-বলদেব-বাচক বহু অভিন্ন শ্রীনাম—

'দ্বিজ', 'বিপ্র', 'ব্রাহ্মণ' যেহেন নাম-ভেদ।
এইমত 'নিত্যানন্দ', 'অনন্ত', 'বলদেব' ॥ ৭৯ ॥

গুরু-নিত্যানন্দ হইতে গ্রন্থ-রচনার্থ আদেশ-লাভ—

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥ ৮০ ॥

লীলায় বলয়ে,—পাঠান্তর, 'বুলয়ে' ও 'বহয়ে'। 'বলয়ে', -বেষ্টন করে বা সেবা-সমৃদ্ধি সাধন করে; 'বুলয়ে',—ভ্রমণ রে; আর 'বহয়ে',—বহন করে ॥ ৪৭ ॥

পূর্ব্ববর্ত্তী ২১ সংখ্যার ভাষ্যস্থিততথ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৪৮ ॥

শ্রীঅনন্ত,—(ভা ১০।২।৫ শ্লোকে রাজা-পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি—) "যিনি—শ্রীকৃষ্ণের ধাম বা কলা, দেবলোকে যাঁহাকে 'অনন্ত'-নামে অভিহিত করে, তিনিই দেবকীর হর্ষ ও শোকবর্দ্ধনকারী শুদ্ধসত্ত্বময় সপ্তম-গর্ভ হইলেন।

(ভা ১০।১।২৪ শ্লোকে দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি—) "ভগবান্ বাসুদেবের কলা, সহস্রবদন, স্বরাট্ শ্রীঅনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়কার্য্য-সম্পাদনেচ্ছু হইয়া তাঁহার অগ্রে অবতীর্ণ হইবেন।

ইহার শ্রীজীব-প্রভুকৃত কৃষ্ণসন্দর্ভের (৮৬ সংখ্যায়) ব্যাখ্যা—শ্রীবসুদেব-নন্দনস্য বাসুদেবস্য কলা প্রথমোঽংশঃ শ্রীসঙ্কর্ষণঃ। তৎসঙ্কর্ষণত্বং স্বয়মেব, * *—'স্বরাট্' স্বেনৈব রাজতে ইতি; অতএবানন্তঃ কালদেশপরিচ্ছেদরহিতঃ। *** য এব শেষাখ্যঃ সহস্রবদনোঽপি ভবতি; * * তদুক্তং শ্রীযমুনাদেব্যা (ভা ১০।৬৫।২৮)—"রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্। যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে॥" 'একাংশেন—শেষাখ্যেন' ইতি টীকা চ। *** অতঃ 'শেষাখ্যং ধাম মামকম্' (ভা ১০।২।৮) ইত্যত্রাপি 'শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ' ইতিবৎ অব্যভিচার্য্যংশ এবোচ্যতে। শেষস্যাখ্যা খ্যাতির্যস্মাদিতি বা।" ৪৯ ॥

আদিদেব,—(ভা ২।৭।৪১ শ্লোকে ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক শ্রীনারদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার-বর্ণন-প্রসঙ্গে উক্তি—) "গায়ন্ গুণান্ দশ-শতানন আদিদেবঃ শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্।" অর্থাৎ 'সহস্রানন আদিদেব শ্রীশেষ (সহস্রমুখে) কৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে আজ পর্য্যন্ত অন্ত পান নাই।'

ভা ৫।২৫।৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—"স এষ ভগবাননন্তোঽনন্তগুণার্ণব আদিদেব উপসংহৃতামর্ষরোষবেগো লোকানাং স্বস্তয় আস্তে।"

অর্থাৎ 'সেই অনন্ত-গুণনিধি আদিদেব ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেব অমর্ষ ও ক্রোধবেগ সংযত করিয়া সমস্ত লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিতেছেন।'

শ্রীসঙ্কর্ষণই আদিদেব অর্থাৎ আদি-পুরুষ,—ভা ৬।১৬।৩১ ও ১০।১৫।৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

মহাযোগী,—(১) যোগেশ্বর, যথা (ভা ১০।৭৮।৩১ শ্লোকে শ্রীবলদেব-কর্ত্তৃক ব্যাসশিষ্য ধর্ম্মধ্বজী রোমহর্ষণ হত হওয়ায় নৈমিষে দীর্ঘসত্রি মুনিগণের হাহাকার ও বলরাম-স্তুতি—) "যোগেশ্বরস্য ভবতো নাম্নায়োঽপি নিয়ামকঃ" অর্থাৎ, 'হে ভগবন্, আপনি—যোগেশ্বর (মহাযোগী), বেদ(বিধি)ও আপনার নিয়ামক নহে (অর্থাৎ, আপনি যাহাই করেন, তাহাই বেদবিধি)।'

(২) যোগমায়াধীশ, যথা (ভা ১০।৭৮।৩৪ শ্লোকে স্বয়ং শ্রীবলরাম-কর্ত্তৃক মুনিগণের প্রার্থনা-পূরণাঙ্গীকার—) "আশাসিতং যৎ তদ্ব্রূত সাধয়ে যোগমায়য়া" অর্থাৎ, আপনাদিগের যাহা যাহা প্রার্থিত, সেই সমুদয় বলুন; আমি স্বীয় যোগমায়া-দ্বারা তাহা সম্পাদন করিব। ভা ১১।৩০।২৬ শ্লোকে—"রামঃ সমুদ্রবেলায়াং যোগমাস্থায় পৌরুষম্" ইহার শ্রীধরস্বামিপাদ-টীকা—"পৌরুষং যোগং—পরমপুরুষ-ধ্যান-লক্ষণম্।"

ঈশ্বর,—(ভা ৬।১৬।৪৭ শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি চিত্রকেতুর স্তব—) "হে ভগবন্, আপনি—সমস্ত জগতের স্থিতি, লয় ও উদ্ভবের ঈশ্বর, ভক্তিহীন কুযোগিগণের প্রাকৃত ভেদদৃষ্টি-বশতঃ আপনার নিজ তত্ত্ব—তাহাদের নিকট অবিজ্ঞাত; আপনি—পরমহংস, আপনাকে প্রণাম।"

(ভা ১০।১৫।৩৫ শ্লোকে শ্রীবলদেবের ধেনুকাসুর-বধ-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক শ্রীপরীক্ষিতের নিকট বলরাম-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন—) "নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে। ওতপ্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ॥"

অর্থাৎ, 'হে রাজন্, ধেনুকাসুরকে তালবৃক্ষের উপর প্রক্ষেপ-পূর্ব্বক উহার বধ-সাধন ও বৃক্ষরাজীর মহাকম্পনোৎপাদন—জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণের পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র

নিত্যানন্দ-কৃপায় গৌরগুণ-স্ফূর্ত্তি, তদংশ-কলা শ্রীশেষের সহস্র-মুখে শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-কীর্ত্তন—

চৈতন্য-চরিত্র স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।
যশের ভাণ্ডার বৈসে শেষের জিহ্বায়॥ ৮১॥

তজ্জন্য গৌরগুণকীর্ত্তন-কার্য্যে গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক অনন্তদেবের বন্দন।—

অতএব যশোময়-বিগ্রহ অনন্ত।
গাইলুঁ তাহান কিছু পাদপদ্মদ্বন্দ্ব॥ ৮২॥

নহে; কেননা, তন্তুসমূহের মধ্যে বস্ত্রের অবস্থানের ন্যায় তাঁহাতেই এই বিশ্ব—ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত।'

(ভা ১০।৬৮।৪৫ শ্লোকে ক্রুদ্ধ শ্রীবলদেবের প্রতি তল্লাঙ্গলাকৃষ্ট-হস্তিনাপুরবাসী কৌরবগণের স্তবোক্তি—) "স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ানাং ত্বমেকো হেতুর্নিরাশ্রয়ঃ। লোকান্ ক্রীড়নকানীশ ক্রীড়তস্তে বদন্তি হি॥"

অর্থাৎ, 'হে ঈশ্বর, আপনিই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের একমাত্র কারণ; আপনার আশ্রয় কেহই নাই; তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন লোকসমূহকে লীলাপ্রবৃত্ত আপনার ক্রীড়া-সামগ্রীরূপে বর্ণন করেন।'

বৈষ্ণব,—(ভা ১০।২।৫ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শুকোক্তি—) "সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে। গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ॥"

অর্থাৎ, 'দেবকীর হর্ষ ও শোকবর্দ্ধক সপ্তম-গর্ভ হইল; তিনি—কৃষ্ণের কলা; লোকে তাঁহাকে 'অনন্ত'-নামে অভিহিত করেন।'

ইহা,—এই; ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের এই সব মহিমার অন্ত সকলে অবগত নহেন। ভা ৫।১৭।১৭, ৫।২৫।৬, ৯ ও ১২-১৩ শ্লোক (পরবর্ত্তী ৫৬-৫৭ সংখ্যা), ৬।১৬।২৩ ও ৪৬-৪৭ শ্লোক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য॥ ৫০॥

ঠাকুরাল,—প্রভাব, প্রাধান্য বা ঐশ্বর্য্য-লীলা।

আত্মতন্ত্রে,—আত্মাধাররূপে, যথা ভা ৫।২৫।১৩ শ্লোকে (পরবর্ত্তী ৫৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) শ্রীধরস্বামি-টীকা—ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেব রসাতলমূলে (অর্থাৎ ভূমির অধোদেশে) "নিজেই নিজের আধাররূপে" (অবস্থিত)॥ ৫১॥

'তুম্বুরু',—দেবর্ষি শ্রীনারদের নি[illegible] শ্রীহরি-গুণগান-যন্ত্র সুপ্রসিদ্ধ 'বীণা' (পরবর্ত্তী ৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য); অথবা স্বর্গায়ক গন্ধর্ব্বপতিবিশেষ (ভা ১।১৩।৬০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

'ব্রহ্মা-স্থানে',—ব্রহ্মার 'মানসী'-সভায়; তথায় তুম্বুরু-প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণের সঙ্গীতালাপ, (যথা—মহা-ভাঃ সভা-পঃ ১১শ অঃ শ্রীনারদ-কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্রহ্ম-সভা-বর্ণন-প্রসঙ্গে ২৮ শ্লোকের শ্রীনীলকণ্ঠ টীকা—) "অন্যে তু বিংশতি-গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ সপ্ত চান্যে গন্ধর্ব্বা মুখ্যাস্তে চ—'হংসো হাহা হুহুর্বিশ্বাবসুর্ব্বররুচিস্তথা। বৃষণস্তুম্বুরুশ্চৈব গন্ধর্ব্বাঃ সপ্ত-কীর্ত্তিতাঃ॥' ইতি।"

শ্লোকবন্ধে,—শ্লোক বাঁধিয়া অর্থাৎ রচনাপূর্ব্বক। এই পদ্যটী—(ভা ৫।২৫।৮) "তস্যানুভাবান্ ভগবান্ স্বায়ম্ভুবো নারদঃ সহ তুম্বুরুণা সভায়াং ব্রহ্মণঃ সংশ্লোকয়ামাস", এই শ্লোকের পদ্যানুবাদ-মাত্র॥ ৫২॥

পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেবের ব্রহ্মসভায় 'তুম্বুরু'-নামক গন্ধর্ব্বের অথবা স্বীয় বীণা-যন্ত্রের সহিত দেবর্ষি শ্রীনারদ-কর্ত্তৃক এই পাঁচটী শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণগুণগান-বর্ণন,—

অন্বয়। অস্য (জগতঃ) উৎপত্তিস্থিতিলয়-হেতবঃ (জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ-কারণানি) সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণাঃ যদীক্ষয়া (যস্য ঈক্ষয়া) কল্পাঃ (স্ব-স্ব-কার্য্যসমর্থাঃ) আসন্; যদ্রূপং (যস্য স্বরূপং) ধ্রুবম্ (অনন্তম্) অকৃতম্ (অনাদি, যতঃ) যৎ একম্ (অদ্বিতীয়মেব সৎ) আত্মন্ (আত্মনি) নানা (কার্য্যপ্রপঞ্চম্) অধাৎ; তস্য (ব্রহ্মরূপস্য) বর্ত্ম (তত্ত্বং) কথমুহ (জনঃ) বেদ? (ন বেদেত্যর্থঃ)॥ ৫৩॥

অনুবাদ। এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুভূত সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণত্রয় যাঁহার ঈক্ষণ-প্রভাবে স্ব-স্ব-কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে, যিনি 'এক' হইয়াও আপনাতেই (অর্থাৎ নিজ-দেহস্থ রোমকূপে) কার্য্যরূপী বিচিত্র-জড়-প্রপঞ্চ ধারণ করিয়াছেন, অতএব যাঁহার স্বরূপ—অনন্ত এবং অনাদি, মনুষ্য কি-প্রকারে সেই অপ্রাকৃত শ্রীঅনন্তদেবের তত্ত্ব জানিতে পারে? ৫৩॥

অন্বয়। যত্র (যস্মিন্ ভগবতি) সৎ অসৎ ইদং (স্থূল-সূক্ষ্মাত্মকং কার্য্যকারণাত্মকং বিশ্বং) বিভাতি, (সঃ সর্ব্ব-কারণকারণং ভগবান্) নঃ (অস্মাকং ভক্তানাং) পুরু-কৃপয়া (বহুকৃপয়া) সংশুদ্ধং সত্ত্বং মূর্ত্তিং (শুদ্ধাং শুদ্ধসত্ত্বময়ীং

মহাভাগবত বৈষ্ণবের বা ভক্তের কৃপা-প্রভাবেই শ্রীগৌর-চরিত-কীর্ত্তনে যোগ্যতা-লাভ—

চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্যশ্রবণ চরিত।
ভক্তপ্রসাদে সে স্ফুরে,—জানিহ নিশ্চিত॥ ৮৩॥

শ্রৌতপন্থায় গুহ্যাতিগুহ্য শ্রীগৌরচরিত্র শ্রবণান্তেই কীর্ত্তন-বিধি—

বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত্র কেবা জানে?
তাই লিখি, যাহা শুনিয়াছি ভক্ত-স্থানে॥ ৮৪॥

মূর্ত্তিং) বভার (স্বীকৃতবান্); উদার-বীর্য্যঃ (উদারাণি মহান্তি বীর্য্যাণি যস্য সঃ, অতঃ) মৃগপতিঃ (সিংহঃ) স্বজন-মনাংসি (স্বজনানাং মনাংসি) আদাতুং (বশীকর্ত্তুম্) আনবদ্যাম্ (অনিন্দ্যাং কৃতাং) যৎ (যস্য ভগবতঃ) লীলাম্ (অনন্তকোট্যংশাভাসমাত্রেণ) আদদে (অশিক্ষত, 'তস্মাদন্যং মুমুক্ষুঃ কমাশ্রয়েৎ' ইতি উত্তরেণান্বয়ঃ)। যদ্বা, যত্র...... (স্বীকৃতবান্), যৎ (যস্মাৎ হেতোঃ, যয়া মূর্ত্ত্যা বা) মৃগপতিঃ (সিংহঃ) ইব উদার-বীর্য্যঃ (মহাপরাক্রমবান্ ভগবান্) স্বজনমনাংসি (স্বজনানাং মনাংসি) আদাতুম্ (আকৃষ্য গ্রহীতুম্) অনবদ্যাং (স্বরূপগতালৌকিকবীর্য্যগাম্ভীর্য্যময়ীম্, অতঃ অনিন্দ্যাং) লীলাম্ আদদে (গৃহীতবান্, 'তস্মাৎ... আশ্রয়েৎ' ইতি উত্তরেণান্বয়ঃ)॥ ৫৪॥

অনুবাদ। যাঁহাতে (অধিষ্ঠিত থাকিয়া) কার্য্যকারণাত্মক এই বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, সেই (সর্ব্বকারণকারণ) ভগবান্ আমাদিগের (ন্যায় শুদ্ধভক্তের) প্রতি বহু কৃপা করিয়া তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তিনি—উদারবীর্য্য অর্থাৎ মহাপ্রভাবশালী; অতএব নিজজন ভক্ত-বর্গের চিত্ত বশীভূত করিবার জন্য যিনি স্বীয় অনিন্দ্য পবিত্র-লীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, মৃগপতি সিংহ যাঁহার সেই লীলা (অনন্তকোট্যংশাভাসমাত্র) শিক্ষা লাভ করিয়াছে, নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তি সেই ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ-ব্যতীত আর কাহাকে আশ্রয় করিবেন?

অথবা, যাঁহাতে......করিয়াছেন; যেহেতু, (বা যে শুদ্ধ-সত্ত্বময়ী মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক) সিংহের ন্যায় মহাবীর্য্যশালী যে-ভগবান্ নিজ-জন ভক্তবর্গের নিমিত্ত স্বীয় স্বরূপগত বীর্য্য-গাম্ভীর্য্যময়ী অনিন্দ্য......অনুষ্ঠান করিয়াছেন, নিঃশ্রেয়সার্থী ......করিবেন? ৫৪॥

তথ্য। স্ব-কৃত 'ক্রমসন্দর্ভ'-টীকায় শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর অর্থ—"মৃগপতি-শব্দে শ্রীবরাহদেব পৃথিবীধারণরূপ যাঁহার লীলা(-ভেদ) স্বীকার করিয়াছেন; এতদ্দ্বারা শ্রীঅনন্তদেবের পরম-মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইল।" স্ব-কৃত 'ভাবার্থ-দীপিকা'য় শ্রীধর-স্বামিপাদের অর্থ—"যাঁহাদিগকে অন্বেষণ করা যায়, তাঁহারাই 'মৃগ' অর্থাৎ কামপ্রদ (দেবতা); তাঁহাদের 'পতি' অর্থাৎ প্রধান যিনি, তিনি॥৫৪॥

অন্বয়। যন্নাম (যস্য ভগবতঃ নাম সাধু-গুর্ব্বাদিতঃ) শ্রুতং বা, অকস্মাৎ বা, আর্ত্তঃ (ক্লিষ্টঃ) বা (সন্) প্রলম্ভনাৎ উপহাসাৎ বা পতিতঃ (মহাপাতকী জনঃ অপি) যদি অনুকীর্ত্তয়েৎ, (তর্হি, শ্রবণকারী, উচ্চারণকারী বা সর্ব্বথা সংশুধ্যেৎ ইতি কিং বক্তব্যম্? যতঃ অসৌ শ্রীঅনন্তদেবঃ এব) নৃণাম্ (মানবানাং) অশেষম্ (অনন্তম্) অংহঃ (পাপং) সপদি (সদ্যঃ এব) হন্তি (নাশয়তি) তস্মাৎ মুমুক্ষুঃ, (নিঃ-শ্রেয়সার্থী জনঃ) ভগবতঃ শেষাৎ (শ্রীঅনন্তদেবাৎ অন্যং) কম্ আশ্রয়েৎ (শরণং ব্রজেৎ)? ৫৫॥

অনুবাদ। (সাধুগুরুর মুখ হইতে) শ্রবণ করিয়া, অথবা অকস্মাৎ, অথবা আর্ত্ত হইয়া, কিংবা পরিহাসচ্ছলে পতিত ব্যক্তিও যদি সেই শ্রীঅনন্তদেবের নাম কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে সেই শ্রবণ বা কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি যে শুদ্ধ হইবেনই, সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি? কেননা, এই শ্রীঅনন্তদেবই স্বীয় দর্শনপ্রদানাদি-দ্বারা মানবগণের অশেষ পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন; অতএব নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তি সেই ভগবান্ শ্রীশেষ ব্যতীত আর অপর কাহাকেই বা আশ্রয় করিবেন? ৫৫॥

অন্বয়। আনন্ত্যাৎ (অপরিমেয়ত্বাৎ হেতোঃ) অবিগণিত-বিক্রমস্য (অনন্তবীর্য্যস্য তস্য) ভূম্নঃ (বিভোঃ) সহস্রমূর্দ্ধ্নঃ (সহস্র-শিরসঃ ভূ-ধারিণঃ অনন্তদেবস্য) মূর্দ্ধনি (একস্মিন্ এব মস্তকে) সগিরিসরিৎসমুদ্রসত্ত্বং (গির্য্যাদিভিঃ সহিতং) ভূ-লোকং (ভূমণ্ডলম্) অর্পিতম্ (ন্যস্তং সৎ) অণুবৎ (ভাতি ইত্যর্থঃ); সহস্রজিহ্বঃ অপি (সহস্রবদনঃ ভূত্বাপি) কঃ (জনঃ তস্য ভগবতঃ শ্রীঅনন্তস্য) বীর্য্যাণি গণয়েৎ (তস্য ভগবতঃ লীলাদীনি বর্ণয়িতুং কোঽপি ন সমর্থঃ ইত্যর্থঃ)॥ ৫৬॥

অপার, অনন্ত, অসীম শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত—

চৈতন্যচরিত্র আদি-অন্ত নাহি দেখি।
যেন-মত দেন শক্তি, তেন-মত লিখি ॥ ৮৫ ॥

গৌরগতচিত্ত, গৌরার্পিতাত্মা গ্রন্থকারের মহাপ্রভুকে 'যন্ত্রী' ও আপনাকে 'যন্ত্র'-জ্ঞান—

কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায় ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ। অপরিমেয়ত্ব-হেতু যাঁহার বিক্রমের পরিমাণ করা যায় না, সেই বিভু সহস্রশীর্ষা ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের একটীমাত্র মস্তকে সমগ্র গিরি, নদী, সাগর ও জন্তুগণের সহিত এই ভূমণ্ডল ন্যস্ত থাকিয়া অণুর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, সহস্র জিহ্বা লাভ করিয়াও কে-ই বা তাঁহার বীর্য্যসমূহ গণনা করিতে পারেন? ৫৬ ॥

তথ্য। শ্রীজীবপ্রভু স্ব-কৃত 'ক্রমসন্দর্ভ'-টীকায় বলেন যে, শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের মধ্যমপরিমাণ সত্ত্বেও তাঁহার বিভুত্ব-হেতু ভূমণ্ডলের অণুত্ব কথিত হইল ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়। এবংপ্রভাবঃ (ঈদৃগ্‌বীর্য্যবান্) দুরন্তবীর্য্যোরুগুণানুভাবঃ (দুরন্তম্ অশেষং বীর্য্যং বলং যস্য, উরবঃ মহান্তঃ গুণাঃ অনুভাবাঃ প্রভাবাঃ চ যস্য সঃ, সঃ চ) আত্মতন্ত্রঃ (আত্মাধারঃ, সর্ব্বথা স্বরাট্ অপীত্যর্থঃ) যঃ ভগবান্ অনন্তঃ (শেষঃ) রসায়াঃ মূলে (রসাতলে) স্থিতঃ (সন্) স্থিতয়ে (পৃথিব্যাঃ পরিপালনায়) লীলয়া (অনায়াসেন) ক্ষ্মাং (পৃথিবীং) বিভর্ত্তি (বহতি, ধারয়তীত্যর্থঃ) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ। এতাদৃশ বীর্য্যসম্পন্ন অপরিমেয়-বলশালী মহাগুণপ্রভাববান্ সেই ভগবান্ অনন্তদেব নিজেই নিজের আধার হইয়াও রসাতলের মূলদেশে অবস্থিত থাকিয়া এই পৃথিবীর রক্ষণ বা পালনের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে উহাকে ধারণ করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥

তথ্য। 'আত্মতন্ত্র'-শব্দে আত্মাধার—(শ্রীধরস্বামিপাদ) ॥

৫৮-৫৯ সংখ্যাদ্বয়— পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৩ সংখ্যক শ্লোকের পদ্যানুবাদ। দৃষ্টিপাতে,—কটাক্ষে। হয়, যায়,—স্ব-স্ব-কার্য্যে সমর্থ ও অসমর্থ হয়, অথবা উৎপন্ন [illegible]নষ্ট হয়। (চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ৪৬ সংখ্যা—) "যাঁহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি, যাঁহাতে প্রলয়। সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ—সমাশ্রয় ॥" ৫৮ ॥

অদ্বিতীয়,—দ্বিতীয় বা মায়া-রহিত, অভয়, 'অদ্বয়জ্ঞান'; সত্য,—ধ্রুব; অনাদি,—আদি বা উৎপত্তি-বিহীন, অজ; তত্ত্ব,—বস্তু ॥ ৫৯ ॥

৬০-৬১ সংখ্যাদ্বয়—পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৪ সংখ্যক শ্লোকের পদ্যানুবাদ। শুদ্ধসত্ত্ব,—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বৃত্তিত্রয় বা প্রভাবত্রয়ের অন্যতম সন্ধিনীর অধীশ্বরই শ্রীবলদেব; তাঁহা হইতেই যাবতীয় গুণত্রয়াতীত উপকরণের অর্থাৎ অবিমিশ্র শুদ্ধ-সত্ত্বের প্রাকট্য, অর্থাৎ তিনিই যাবতীয় চিত্তসত্তার কারণ। যাবতীয় বিষ্ণুবিগ্রহ—তাঁহারই অংশ ও কলাস্বরূপ, এবং সকলেই শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ। (ভা ৪।৩।২৩ শ্লোকে সতীর প্রতি শ্রীমহাদেবের উক্তি—) "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে ॥" ইহার টীকায়, (১) শ্রীশ্রীজীবপাদ বলেন, 'বিশুদ্ধ'-শব্দে স্বরূপশক্তিত্বহেতু জাড্যাংশরহিত; (২) শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—'বিশুদ্ধ'-শব্দে চিচ্ছক্তিবৃত্তিময় অপ্রাকৃত, অপ্রাকৃত অন্তঃকরণই 'বিশুদ্ধসত্ত্ব'; (৩) শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—'সত্ত্ব'-শব্দে অন্তঃকরণ বা শুদ্ধসত্ত্বগুণ; (ভা ১।২।২৪ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—) "যৎ সত্ত্বং তৎ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্।" আবার, ভা ১।৩।৩ শ্লোকে "বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্"-পদের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—'বিশুদ্ধং' রজ-আদ্যসংভিন্নম্, অতএব উর্জ্জিতং নিরতিশয়ং সত্ত্বম্"; শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যে —"সত্ত্বং সাধুগুণত্বং জ্ঞানবলরূপঞ্চ,—'বলজ্ঞান-সমাহারঃ সত্ত্বমিত্যভিধীয়তে' ইতি মাৎস্যে।" শুদ্ধ-সত্ত্বেরই অপর নাম —'বসুদেব', তাহাতে যিনি প্রকটিত হন, তিনিই 'বাসুদেব' (বিষ্ণু)।

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ ৬৪-৬৫ সংখ্যা—) "সন্ধিনীর সার অংশ—'শুদ্ধ-সত্ত্ব'-নাম। ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ মাতা, পিতা, গৃহ, শয্যাসন আর। এই সব— কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥" (ঐ আদি ৫ম পঃ ৪৩-৪৪ ও ৪৮ সংখ্যা—) "চিচ্ছক্তিবিলাস এক—'শুদ্ধসত্ত্ব'-নাম। শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহা সকলই

সকল শুদ্ধবৈষ্ণব-চরণে অপরাধ-নিবারণ-ভিক্ষা—

সর্ব্ব বৈষ্ণবের পা'য়ে করি নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ৮৭ ॥

শ্রীচৈতন্যকথা-বর্ণনারম্ভ—

মন দিয়া শুন, ভাই, শ্রীচৈতন্য-কথা।
ভক্ত-সঙ্গে যে যে লীলা কৈলা যথা-যথা ॥ ৮৮ ॥

ত্রিবিধ শ্রীচৈতন্যলীলা—

ত্রিবিধ চৈতন্যলীলা—আনন্দের ধাম।
আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড-নাম ॥ ৮৯ ॥

আদি, মধ্য ও অন্ত্য-খণ্ডের লীলা-সূত্রের সংক্ষিপ্তসার—

'আদিখণ্ডে'—প্রধানতঃ বিদ্যার বিলাস।
'মধ্যখণ্ডে'—চৈতন্যের কীর্ত্তন-প্রকাশ ॥ ৯০ ॥
'শেষখণ্ডে'—সন্ন্যাসিরূপে নীলাচলে স্থিতি।
নিত্যানন্দ-স্থানে সমর্পিয়া গৌড়-ক্ষিতি ॥ ৯১ ॥

গৌর জনক শ্রীজগন্নাথমিশ্রের পরিচয়—

নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ-মিশ্রবর।
বসুদেবপ্রায় তেঁহো—স্বধর্ম্মতৎপর ॥ ৯২ ॥

চিন্ময়। সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব, জানিহ নিশ্চয় ॥ * * তুরীয়, বিশুদ্ধসত্ত্ব, 'সঙ্কর্ষণ'-নাম। তেঁহো—যাঁর অংশ, সেই নিত্যানন্দ-রাম ॥"

মূর্ত্তি,—বিগ্রহ; বিগ্রহ,—মূর্ত্তি। বিষ্ণুতত্ত্ব—স্বভাবতঃই চিদ্বিলাসময় সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি,—অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলাময়; বস্তুতঃ তিনি স্বয়ংই 'নির্ব্বিশেষ' বা 'চিদ্‌বিলাসবিহীন' নহেন; তদ্‌বিমুখ কোন বদ্ধজীবই স্বীয় প্রাকৃত-গুণদোষযুক্ত কোনপ্রকার মনোধর্ম্ম-সুলভ কল্পনা কখনও তাঁহাকে আরোপ করিতে পারিবে না। তিনি—অধোক্ষজ, এবং জীব ও মায়া-শক্তির অতীত ও অধীশ্বর-তত্ত্ব।

সবার,—মূল-শ্লোকানুসারে, 'সবার'-শব্দে 'সদসৎ-জগতের' অর্থাৎ অচিৎসর্গ কার্য্যকারণাত্মক এই বিশ্বের; অথবা, চিদচিৎ, উভয় সর্গ ও তাহাদের ঈশ্বর যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের।

সুলীলায়,—অবলীলাক্রমে, বিচিত্রলীলা-প্রভাবে ॥ ৬০ ॥

তরঙ্গ,—অপার-লীলা-সমুদ্রের তরঙ্গ অর্থাৎ অণুমাত্র; 'শিখি',—শিক্ষা করিয়া; সিংহ,—মৃগপতি; শ্রীনৃসিংহদেব, অথবা, শ্রীজীবগোস্বামিপাদের মতে, শ্রীবরাহদেব; মহাবলী, (মূল-শ্লোকে পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৪ সংখ্যায়) উদারবীর্য্য; নিজ-জন, —(সিংহপক্ষে) পশুগণ, (শ্রীনৃসিংহপক্ষে) স্বীয় ভক্ত শ্রীল প্রহ্লাদ, (শ্রীবরাহপক্ষে) পৃথিবী বা বিরিঞ্চি-প্রমুখ ব্রহ্মবাদি-মুনিগণ ॥ ৬১ ॥

৬২-৬৪ সংখ্যাত্রয়—পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫ সংখ্যক শ্লোকের পদ্যানুবাদ। যে-তে,—যে-সে, যে-কোন ॥ ৬২ ॥

পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮শ সংখ্যার তথ্যে ভা ৬।১৬।৪৪ শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য ॥ ৬২-৬৩ ॥

বন্ধ,—বন্ধন, মায়া-বদ্ধতা; ছিণ্ডে,—ছিন্ন হয়। বৈষ্ণব না ছাড়ে কভু তানে,—পূর্ব্ববর্ত্তী ২১শ সংখ্যার তথ্যে ভা ৫।২৫।৪ শ্লোকে "সহ সাত্বতর্ষভৈঃ" ও ৬।১৬।৩৪, ৪০ ও ৪৩ শ্লোক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

বিবৃতি। নামাপরাধ ত্যাগপূর্ব্বক যে-কোনও প্রকারে শ্রীঅনন্তদেবের নাম উচ্চারণ করিলেই মায়িক-বিচারের মূলীভূত কারণ অবিদ্যা-জাত মনোধর্ম্মগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয়। বৈষ্ণবগণ কখনই শ্রীঅনন্তদেবকে লঙ্ঘন করিয়া কোন-প্রকার চেষ্টা করেন না ॥ ৬৩ ॥

শেষ,—পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৬ সংখ্যক শ্লোকের তথ্য দ্রষ্টব্য; বই, —বিনা, ব্যতীত; গতি,—উদ্ধার বা নিস্তারের উপায়, আশ্রয়; সর্ব্বজীবের উদ্ধার,—পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪শ, ১৮শ ও ২১শ সংখ্যার তথ্যে ভা ৫।২৬।৮ শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ ও ভা ৬।১৬।৪৪ শ্লোক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ॥ ৬৪ ॥

৬৫-৬৬ সংখ্যাদ্বয়—পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৬ শ্লোকের পদ্যানুবাদ; পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫শ সংখ্যার তথ্যে ভা ৫।১৭।২১, ৫।২৫।২ ও ৬।১৬।৪৮ শ্লোকের শেষার্দ্ধ দ্রষ্টব্য। 'বিন্দু' যেন,—সর্ষপ বা 'সিদ্ধার্থ'-তুল্য; অনন্তবিক্রম,—পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৬ সংখ্যক মূল-শ্লোকে "আনন্ত্যাদবিমিতবিক্রমস্য"-পদ দ্রষ্টব্য।

বিবৃতি। ভগবান্ শ্রীশেষের সহস্রফণা; তন্মধ্যে একটীমাত্র ফণায় বিন্দু(সর্ষপ সদৃশ স-গিরিসাগরা অনন্ত পৃথিবী অবস্থিতা; উহার গুরুভার অনুভব করা দূরে থাকুক, স্বীয় শিরোদেশে উহা আদৌ বর্ত্তমান কি না,

গৌর-জননী শ্রীশচীদেবীর পরিচয়—

তান পত্নী শচী নাম—মহাপতিব্রতা।
দ্বিতীয়-দেবকী যেন সেই জগন্মাতা ॥ ৯৩ ॥

শচী-জগন্নাথ-নন্দন শ্রীগৌর নারায়ণ—

তান গর্ভে অবতীর্ণ হৈলা নারায়ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম সংসার-ভূষণ ॥ ৯৪ ॥

তাহাই অনন্ত-পরাক্রমশালী শ্রীঅনন্তদেবের অনুভবের বিষয় হয় না ॥ ৬৬ ॥

বিবৃতি। ভূধারী ভগবান্ শ্রীশেষ বা অনন্তদেব নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের যশঃ স্বীয় সহস্র-মুখে গান করিতেছেন; পূর্ব্ববর্ত্তী ১২ ও ১৩ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৬৭ ॥

শ্রীযশের,—শ্রীকৃষ্ণের যশ বা গুণের; জয়ভঙ্গ—পরাজয়; কারু,—কাহারও অর্থাৎ শ্রীশেষের কিংবা শ্রীকৃষ্ণের; দোঁহে —দুইজনেই অর্থাৎ বাগ্মিকুলশিরোমণি শ্রীঅনন্তদেব ও শ্রীকৃষ্ণ, উভয়েই ॥ ৬৮ ॥

রাম-গোপালে—অর্থাৎ স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বৈভবপ্রকাশ শ্রীবলরামের বা শ্রীঅনন্তদেবের মধ্যে; বাদ লাগিয়াছে,—অর্থাৎ সেব্য-শ্রীবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অনুক্ষণ নব-নব-ভাবে বর্দ্ধমান স্বীয় গুণমাধুর্য্য-দ্বারা এবং সেবকবিগ্রহ শ্রীঅনন্ত স্বীয় সহস্রমুখে সহস্রভাবে উপাস্য শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন-দ্বারা, স্ব-স্ব-উৎকর্ষপ্রদর্শনার্থ পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছেন।

সিদ্ধ,—দেবযোনিবিশেষ; মুনীশ্বর,—মুনীন্দ্র, মহর্ষি ॥৭০॥

লাগ,—'নাগাল', 'নজ্‌দিগ্', নিকটবর্ত্তী।

বিবৃতি। যদিও নব-নব ভাবে অনুক্ষণ বর্দ্ধমান কৃষ্ণ-যশঃসিন্ধু—সুদুস্তর অর্থাৎ অপার, তথাপি সেই সিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ কীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণগুণরাশির অন্ত পাইবার জন্য শ্রীবলরাম বা অনন্তদেব দ্রুতবেগে (প্রবলভাবে) গমন (কীর্ত্তনচেষ্টা প্রদর্শন) করেন। এস্থলে 'সিন্ধু'-শব্দে কৃষ্ণযশঃসমুদ্র; শ্রীঅনন্তদেব স্বীয় সহস্র-মুখে গান করিয়া অপার কৃষ্ণযশঃসমুদ্রের তীরে উপনীত হইবেন অর্থাৎ শেষ-সীমা প্রাপ্ত হইবেন, মনে করেন; কি[illegible] অসীম অপার কৃষ্ণ-গুণসিন্ধুর কূল বা তটভূমি অর্থাৎ সীমা-রেখা ক্রমশঃ সুদূরবর্ত্তী হইতে থাকে, সেইজন্য শ্রীঅনন্তদেবও পুনরায় বর্দ্ধিতোৎসাহ-ভরে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত যশোমাধুর্য্য স্বীয় সহস্রবদনে কীর্ত্তন করিতে থাকেন ॥ ৭১ ॥

স্বীয় শিষ্য শ্রীনারদের নিকট শ্রীব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতারসমূহ বর্ণন করিবার পর শ্রীবিষ্ণুর প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, উভয়বিধ বিভূতিসমূহের অপরিমেয়ত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন,—

অন্বয়। পুরুষস্য (পরম-পুরুষস্য স্বয়ং ভগবতঃ) মায়া-বলস্য (যৎ মায়াশক্তেঃ বলং তস্য অপি) অন্তং (পারম্) অহং ন বিদামি (ন বেদ্মি, কিমুত তস্য চিচ্ছক্তেঃ ইতি ভাবঃ, তথা) তে অগ্রজাঃ অমী মুনয়ঃ চ (সনকাদয়ঃ চ ন বিদন্তি), দশ-শতাননঃ (দশ-শতানি আননানি যস্য, সঃ সহস্রবদনঃ) আদিদেবঃ (আদিপুরুষঃ) শেষঃ (শ্রীঅনন্তঃ) অস্য (পুরুষোত্তমস্য) গুণান্ (অপ্রাকৃতানি মাহাত্ম্যানি) গায়ন্ (উচ্চৈঃ কীর্ত্তয়ন্) অধুনা (সাম্প্রতম্) অপি পারম্ (অন্তং) ন সমবস্যতি (ন প্রাপ্নোতি, পরং তু) যে (জনাঃ অবরে (প্রাকৃতাঃ মায়াবদ্ধাঃ, তে) কুতঃ (কথং তৎ বিদন্তি) ?৭২॥

অনুবাদ। (হে নারদ,) আমি স্বয়ং ব্রহ্মা এবং তোমার অগ্রজ এই সনকাদি-মুনিগণও সেই পরম-পুরুষ স্বয়ং ভগবানের চিচ্ছক্তিবলের দূরে থাকুক, মায়াশক্তিবলেরই অন্ত জানি না; এমন কি, আদিদেব সহস্রবদন শ্রীঅনন্ত-দেবও তাঁহার অপ্রাকৃত গুণাবলী গান করিয়া অদ্যাবধি সীমা প্রাপ্ত হ'ন নাই, সুতরাং প্রাকৃত-জীবগণ আর কিরূপে উহা জানিতে পারিবে? ৭২ ॥

তথ্য। এস্থলে ভগবানের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতরূপ উভয়বিধ বীর্য্যসমূহের অনন্তত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন (—শ্রীজীব-পাদকৃত 'ক্রমসন্দর্ভ'-টীকা) ॥ ৭২ ॥

এই সংখ্যা—পূর্ব্ববর্ত্তী মূল ৫৭ সংখ্যক শ্লোকের শেষার্দ্ধের পদ্যানুবাদ। পালন-নিমিত্ত,—(মূলে পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৭শ সংখ্যক শ্লোকে) 'স্থিতয়ে'; রসাতলে,—(ভা ৫।২৪।৭ শ্লোকে) অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল—এই সপ্ত ভূ-বিবর বা অধোদেশের অন্যতম।

এস্থলে (শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা-মতে—) 'ভূমির, (পৃথিবীর) মূলদেশে', অথবা (ভা ৫।২৫।১ শ্লোক-টীকা-মতে—) 'পাতালের মূলদেশে' শ্রীঅনন্তদেবের অধিষ্ঠান; মহাশক্তিধর,

আদিখণ্ডের লীলা-সূত্র-বিস্তার—

(১) প্রভুর জন্মলীলা,—জন্ম-মাস ও জন্ম-তিথি—

আদিখণ্ডে, ফাল্গুন-পূর্ণিমা শুভদিনে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু নিশায় গ্রহণে ॥ ৯৫ ॥

হরিনাম-পুরঃসর 'সঙ্কীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক' প্রভুর অবতরণ—

হরিনাম-মঙ্গল উঠিল চতুর্দ্দিগে।
জন্মিলা ঈশ্বর সঙ্কীর্ত্তন করি' আগে ॥ ৯৬ ॥

—(মূলে পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৭শ সংখ্যক শ্লোকে) 'দুরন্তবীর্য্যোরু-গুণানুভাবঃ'; নিজ-কুতূহলে,—(মূলে ৫৭শ সংখ্যক শ্লোকে) 'আত্মতন্ত্রঃ' ॥ ৭৩ ॥

'তুম্বুরু'—শ্রীদেবর্ষির নিত্যসঙ্গিনী বীণা; মতান্তরে, উহার নাম—'কচ্ছপী'; পূর্ব্ববর্ত্তী ৫২ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য ॥৭৪

অনন্তপ্রভাব,—শ্রীঅনন্তদেবের মহাপ্রভাব, এইজন্যই তৎসেবকপ্রবর গ্রন্থকার তাঁহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬শ সংখ্যায় 'মহাপ্রভু', এবং ৭৩ সংখ্যায় 'প্রভু'প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যমহিমা-দ্যোতক ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন। (বিষ্ণু-পুঃ ৪অং ১অঃ ২৬-৩৩ শ্লোকে রৈবতকের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি দ্রষ্টব্য)। অনুরাগ,—নিরন্তর সেবাযুক্ত আদর ॥ ৭৬ ॥

সংসার—সাগর-সদৃশ; তাহাতে ডুবিয়া গেলে জীবের সর্ব্বনাশ হয়। সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ভগবানের সেবাময় অতল-জলধিতে নিমজ্জিত হইলেই নিত্য পরমানন্দের উদয় হয়। যাঁহার সেবা-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবার অভিলাষ হয়, তাঁহার নিত্যানন্দ-পদ আশ্রয় করাই একান্ত প্রয়োজনীয় ॥৭৭॥

বিবৃতি। সংসারের অন্তর্গত জীবগণ—নশ্বর ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত। তাহারা স্ব-স্ব-অক্ষজজ্ঞানে ভোগ্যবস্তুগুলি মাপিয়া লইয়া থাকে। পরিদৃশ্যমান জগতে ভোগবুদ্ধিরহিত হইলে জীবগণ ভগবৎ-প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া বৈকুণ্ঠবস্তুর সন্ধান লাভ করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহ—তাঁহার সেব্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে অভিন্ন আশ্রয়-ভাবময় বিষয়বিগ্রহ অর্থাৎ স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণের প্রিয়তম সেবক। মুক্তপুরুষগণের নির্ম্মল আত্মার একমাত্র বৃত্তিই 'শুদ্ধভক্তি'। অহৈতুক ও অব্যবহিতভাবে শ্রীগৌরকৃষ্ণ-সেবায় উন্মুখ শ্রীগুরুদাসেরই ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে সন্তরণযোগ্যতা-লাভ হয়। (শ্বেঃ উঃ ৬।২৩ —) "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥"

পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয় তৎকৃত 'প্রার্থনা'-গ্রন্থে বলেন,—"নিতাই-পদকমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল, যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়। হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায় ॥" ৭৮ ॥

বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুদাসগণের প্রভু যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের মূল-অংশীই শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব। গ্রন্থকার সেই প্রভুকে সেবা করিবার অভিলাষে তাঁহার নিত্যদাস বৈষ্ণবগণের চরণে স্বীয় অভীষ্ট প্রার্থনা জানাইতেছেন। বৈষ্ণব—নিত্য, মুক্ত এবং জীবের নিত্য-পূজ্যবস্তু; তাঁহার নিকটই যে সাধকের স্বীয় উপাস্যের উপাসনার নিমিত্ত নিত্য অভীষ্ট প্রার্থনা-জ্ঞাপন বিধেয়,—ইহা বৈষ্ণবাচার্য্য-গ্রন্থকার স্বয়ং আচরণ করিয়া কপট-দৈন্যাশ্রিত, অহঙ্কার-বিমূঢ়, দীন, দাম্ভিক জীবকে শুদ্ধ-ভক্তির অবিচ্ছেদ্য-অঙ্গরূপে বৈষ্ণবসমীপে দৈন্যজ্ঞাপনাচরণ শিক্ষা দিতেছেন ॥ ৭৮ ॥

'দ্বিজ', 'বিপ্র' ও 'ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি শব্দ—যেমন সম-পর্য্যায়ভুক্ত, সেইরূপ 'অনন্ত', 'বলদেব' ও 'নিত্যানন্দ'ও একই বিগ্রহের অভিন্ন শ্রীনাম ॥ ৭৯ ॥

গ্রন্থকার আপনাকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর 'শেষভৃত্য' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার অনুগ্রহপ্রাপ্তির পরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আর কাহাকেও 'শিষ্য'-রূপে গ্রহণ করেন নাই। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিত্র বর্ণন করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বিশেষণে 'অন্তর্যামী'-শব্দের প্রয়োগ দ্বারা প্রভুর অপ্রকট-কালেই যে গ্রন্থকারের হৃদ্দেশে গ্রন্থরচনার আদেশ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা সূচিত হইতেছে ॥ ৮০ ॥

পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩-১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৮১ ॥

পুণ্যশ্রবণ চরিত,—(ভা ১।২।১৭ শ্লোকে 'পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তনঃ' অর্থাৎ যাঁহার নাম ও চরিতের শ্রবণ ও কীর্ত্তন—পরম-পাবন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালীয় ভক্তগণের শ্রীমুখেই তদীয় লীলাকথা গ্রন্থকার যে-যে-ভাবে শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাই

(২) পিতামাতাকে গুপ্তবাস-প্রদর্শন—
আদিখণ্ডে, শিশুরূপে অনেক প্রকাশ।
পিতা-মাতা-প্রতি দেখাইলা গুপ্তবাস ॥ ৯৭ ॥

(৩) পিতামাতাকে মহাপুরুষ চিহ্ন-প্রদর্শন—
আদিখণ্ডে, ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ-পতাকা।
গৃহ-মাঝে অপূর্ব্ব দেখিলা পিতা-মাতা ॥ ৯৮ ॥

চৈতন্যভাগবত-রচনার উপকরণ বা উপাদানরূপে স্বীকার করিয়াছেন ; এতদ্দ্বারা গ্রন্থকারকর্ত্তৃক বৈষ্ণবানুগত্যেই সুস্পষ্টভাবে শ্রৌতপন্থার আদর প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ৮৪ ॥

যেন-মত, তেন-মত,—যেমন, তেমন ॥ ৮৫ ॥

পুত্তলিকা যেমন স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে নৃত্য করিতে অসমর্থ এবং ঐন্দ্রজালিকগণ যেমন সেই পুত্তলিকাকে যথেচ্ছভাবে নৃত্য ও পরিচালন করায়, কিন্তু নৃত্যের কারণ অদৃশ্য থাকে, তদ্রূপ পরম-কৃপাময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্রও আমাকে তন্নামগুণ-কীর্ত্তনকারিরূপে নর্ত্তক করিয়া তুলিয়া যথেচ্ছভাবে স্বীয় সেবার নিমিত্ত পরিচালন করিতেছেন, আমি—স্বতন্ত্রভাবে তন্নামগুণকীর্ত্তনরূপ 'নৃত্যাদি-কার্য্যে' অসমর্থ। শ্রীমৎ কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভু বলেন,—(চৈঃ চঃ আদি ৮।৩৯ সংখ্যায়) "বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা—শ্রীচৈতন্য" ॥ ৮৬ ॥

এই পদ্যটী বৈষ্ণবাচার্য্য গ্রন্থকার অতি-দৈন্যভরে এই গ্রন্থের বহুস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন ॥ ৮৭ ॥

গ্রন্থের খণ্ডত্রয়ের আদিখণ্ডে—মহাপ্রভুর 'বিদ্যা-বিলাস', মধ্যখণ্ডে—'কীর্ত্তনবিলাস' এবং শেষখণ্ডে—পুরুষোত্তমে যতি-বেশে অবস্থান-লীলা বর্ণিত হইয়াছেন ; তন্মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের গৃহস্থলীলায় শ্রীগৌড়দেশবাসীকে কৃষ্ণকীর্ত্তনোপদেশ-প্রদান এবং সন্ন্যাসলীলায় উৎকলে শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান-পূর্ব্বক স্বীয় ভক্তগণের পালন শুনা যায়। যেকালে তিনি গৌড়দেশে ভক্তিধর্ম্ম-প্রচার করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার সাহায্যকারিরূপে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীহরিদাস-ঠাকুর এবং অন্যান্য শুদ্ধভক্তগণ প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। নীলাচলে অবস্থান-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌ[illegible] প্রচারকার্য্যের নিমিত্ত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকেই প্রধান প্র[illegible]রিকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নীলাচলে অবস্থিত গৌড়ীয়ভক্তগণ শ্রীদামোদর-স্বরূপ-গোস্বামি-প্রভুরই অনুগত ছিলেন, আর গৌড়দেশবাসী ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অধিকারে থাকিয়াই নিরন্তন হরিভজন করিতেন। শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং প্রচারকগণের অগ্রণী হইয়াছিলেন, আর শ্রীগৌড়মণ্ডলে তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রধান প্রচারকপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু দ্বাদশজন প্রধানভক্ত লইয়া গৌড়দেশের সর্ব্বত্র প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীব্রজ-মণ্ডলে প্রধান-সেনাপতি শ্রীরূপ-সনাতন-গোস্বামিপ্রভুদ্বয় পশ্চিমদেশের প্রচার-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৯০-৯১ ॥

তত্ত্ববর্ণনে গ্রন্থকার মহাপ্রভুর পিতা-মাতাকে 'বসুদেব' ও 'দেবকী' এবং প্রভুকে 'নারায়ণ' বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। ঐশ্বর্য্য বা তত্ত্ববর্ণনে এইরূপ নির্দ্দেশ দোষাবহ নহে ; মাধুর্য্যাবস্থানের কথা অ-তাত্ত্বিক জগতে বিচারিত হইলে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় না। গৃহে অবস্থানকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'নিমাই', 'বিশ্বম্ভর' প্রভৃতি নাম ছিল ; সন্ন্যাস-গ্রহণের পর তাঁহার নাম 'কৃষ্ণচৈতন্য' হইয়াছিল। বিশ্ববাসীকে সেই কৃষ্ণনামে অনুপ্রাণিত করিয়া প্রভু তাঁহার 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নামের সার্থকতা প্রদর্শন করেন। আশ্রম-বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চতুর্থ আশ্রমই 'সন্ন্যাস' ; তজ্জন্য যতি-নামই এই সংসারের অলঙ্কার-স্বরূপ ॥ ৯৪ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪০৭ শকাব্দার ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণকালে আবির্ভূত হন ॥ ৯৫ ॥

চন্দ্রের উপরাগকে 'শুভক্ষণ' বলিয়া বিবেচনা করিয়া জগতের লোকসকল উচ্চ-হরিসঙ্কীর্ত্তনে নিযুক্ত ছিলেন। ঐরূপ সঙ্কীর্ত্তনমুখেই স্বয়ংভগবানের আবির্ভাব হইয়াছিল ॥ ৯৬ ॥

প্রাকৃত-জগতে ভগবানের অবস্থিতি ও ধামাদি—অপ্রকাশিত। পিতামাতার দিব্যজ্ঞান উদয় করাইয়া ভগবান্ স্বীয় অপ্রকাশিত বাসভূমি প্রদর্শন করিলেন ॥ ৯৭ ॥

মহাপুরুষ-লক্ষণে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পতাকা প্রভৃতি চিহ্নসমূহ সামুদ্রিক শাস্ত্রে কথিত আছে। শ্রীভগবানের পাদ-পদ্মে ঐসকল চিহ্ন—নিত্য-প্রকাশিত। প্রভু গৃহের অভ্যন্তরে যে-সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, সেইসকল স্থানে ধ্বজবজ্রাদি চিহ্ন থাকায়, শ্রীশচীদেবী ঐগুলি দর্শন করিলেন ॥ ৯৮ ॥

ভগবজ্জন্মদিন, একাদশী এবং কতিপয় দ্বাদশীকে 'শ্রীহরিবাসর' বলে। ঐ হরিবাসর-দিবসে শ্রীহরির সেবকগণ

(৪) চৌরকে প্রতারণা ও ছলনা—

আদিখণ্ডে, প্রভুরে হরিয়াছিল চোরে।
চোরে ভাণ্ডাইয়া প্রভু আইলেন ঘরে ॥ ৯৯ ॥

(৫) একাদশীতিথিতে হিরণ্য-জগদীশ-গৃহে বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভোজন—

আদিখণ্ডে, জগদীশ-হিরণ্যের ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা প্রভু শ্রীহরি-বাসরে ॥ ১০০ ॥

(৬) ক্রন্দন-ছলে সকলকে হরিকীর্ত্তনে নিয়োগ—

আদিখণ্ডে, শিশু-ছলে করিয়া ক্রন্দন।
বোলাইলা সর্ব্বমুখে শ্রীহরিকীর্ত্তন ॥ ১০১ ॥

(৭) মাতাকে জড়ীয় ভদ্রাভদ্র-বিচার ও অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-বর্ণন—

আদিখণ্ডে, লোকবর্জ্জ্য হাণ্ডির আসনে।
বসিয়া মায়েরে তত্ত্ব কহিলা আপনে ॥ ১০২ ॥

(৮) সঙ্গী শিশুগণ-সহ চাঞ্চল্য-প্রদর্শন—

আদিখণ্ডে, গৌরাঙ্গের চাঞ্চল্য অপার।
শিশুগণ-সঙ্গে যেন গোকুল-বিহার ॥ ১০৩ ॥

(৯) অল্প অধ্যয়নেই অধ্যাপকোচিত-সম্মানলাভ—

আদিখণ্ডে, করিলেন আরম্ভ পড়িতে।
অল্পে অধ্যাপক হৈলা সকল-শাস্ত্রেতে ॥ ১০৪ ॥

(১০) পিতার অপ্রাকট্য ও অগ্রজের সন্ন্যাসগ্রহণ—

আদিখণ্ডে, জগন্নাথমিশ্র-পরলোক।
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস,—শচীর দুই শোক ॥ ১০৫ ॥

(১১) বিদ্যা বিলাস—

আদিখণ্ডে, বিদ্যা-বিলাসের মহারম্ভ।
পাষণ্ডী দেখয়ে যেন মূর্ত্তিমন্ত দম্ভ ॥ ১০৬ ॥

(১২) সতীর্থগণ-সহ গঙ্গায় জলক্রীড়া—

আদিখণ্ডে, সকল পড়ুয়াগণ মেলি'।
জাহ্নবীর তরঙ্গে নির্ভয় জলকেলি ॥ ১০৭ ॥

(১৩) সর্ব্বশাস্ত্রে অজেয়ত্ব—

আদিখণ্ডে, গৌরাঙ্গের সর্ব্বশাস্ত্রে জয়।
ত্রিভুবনে হেন নাহি যে সম্মুখ হয় ॥ ১০৮ ॥

...কল কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া উপবাসাদি মুখে হরিসেবা-...তে অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু সাক্ষাদ্ভগবান্ বলিয়া প্রভু এবার ...বকগণেরই পালনীয় শ্রীহরিবাসরে উপবাসাদি-লীলা প্রদর্শন না করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করিলেন ॥ ১০০ ॥

অভাব ও যন্ত্রণা-বশে ক্রন্দন করাই বালকের স্বভাব। ...রূপ ক্রন্দন স্তব্ধ করিবার জন্য বালককে নানাভাবে ...লাইবার প্রথা সচরাচর দেখা যায়। তদনুসরণে মাতৃ-...নীয়া স্ত্রীগণও শ্রীগৌরহরিকে ভুলাইবার জন্য হরিনাম-...র্ত্তন শ্রবণ করাইতেন। গৌরহরি তাঁহাদের মুখ হইতে ...জ-প্রচার্য্য যুগধর্ম্ম হরিনাম আদায় করিয়া স্বীয় ক্রন্দন ...ত্যাগ করিতেন ॥ ১০১ ॥

লোকাচার-মতে অশুচি-জ্ঞানে পাককার্য্যে ব্যবহৃত মৃৎ-...ত্রসমূহ ফেলিয়া দেওয়া হয়। ঐ ত্যক্ত মৃৎপাত্রের স্থান-...ল—জাগতিক শুদ্ধাশুদ্ধি-বিচারে অপবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ...ই সমদর্শন-লীলা প্রদর্শন করিবার জন্য শুদ্ধাশুদ্ধি-বিচার ...ড়িয়া দিয়া সেই অপবিত্র স্থানকেও 'পবিত্র' বলিয়া জানাই-...। শচী-মাতা এরূপ লীলার প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার ... প্রকাশ করায়, প্রভু তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করেন। জগতে জড়বিষয়-সম্বন্ধী উচ্চাবচ-ভাব ও লৌকিক-বিচার তত্ত্বজ্ঞান-পুষ্ট নহে। স্বরূপে সর্ব্বত্র যে সমদর্শনই বিধেয়,—এই তত্ত্ব প্রভু স্বীয় জননীকে জ্ঞাপন করিলেন ॥ ১০২ ॥

কৃষ্ণলীলায় গোপবালকগণের সহিত কৃষ্ণ যেরূপ নানাবিধ ক্রীড়া-চাঞ্চল্য দেখাইয়াছিলেন, নবদ্বীপ-লীলাতেও প্রভু বিপ্রবালকগণের সহিত তদ্রূপ শিশূচিত নানাবিধ দুর্ব্বৃত্ততা ও চঞ্চলতা দেখাইলেন ॥ ১০৩ ॥

পাঠ্যাবস্থায় শাস্ত্রপাঠ আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রের সামান্য-অধ্যয়ন-ফলেই প্রভু 'বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক' হইয়া পড়িলেন। প্রভুর ঐ অলৌকিক প্রতিভা বহু অধ্যয়নের ফল নহে; সামান্য-পাঠের লীলা দেখাইয়াই তিনি সকল-বিদ্যায় স্বীয় পারদর্শিতা দেখাইলেন ॥ ১০৪ ॥

শচীমাতার দুইটী শোকের কারণ উপস্থিত হইল; একটী—প্রভুর পিতৃবিয়োগে স্বীয় পতি-বিরহ, অপরটী—প্রভুর অগ্রজের সন্ন্যাস-হেতু প্রাণাধিক পুত্র-বিরহ ॥ ১০৫ ॥

পাণ্ডিত্য প্রদর্শন-পূর্ব্বক মূর্খলোককে নির্য্যাতন করায় প্রভুকে 'মূর্ত্তিমান্ দম্ভ' বলিয়া পাষণ্ডিগণ অবলোকন করিত। প্রভুর গুণগ্রাহি-জনগণ তাঁহার বিদ্যা-বিলাস-দর্শনে পরমানন্দ লাভ করিলেন, আর মৎসর প্রতীপ-সম্প্রদায় তাঁহাতে

(১৪) পূর্ব্ববঙ্গে শুভবিজয়—

আদিখণ্ডে, বঙ্গদেশে প্রভুর গমন।
প্রাচ্যভূমি তীর্থ হৈল পাই' শ্রীচরণ ॥ ১০৯ ॥

(১৫) শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার অন্তর্দ্ধান ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ—

আদিখণ্ডে, পূর্ব্ব-পরিগ্রহের বিজয়।
শেষে, রাজ-পণ্ডিতের কন্যা পরিণয় ॥ ১১০ ॥

(১৬) বায়ুরোগ-ছলে প্রেমবিকার-প্রদর্শন—

আদিখণ্ডে, বায়ু-দেহমান্দ্য করি' ছল।
প্রকাশিলা প্রেম-ভক্তি-বিকার-সকল ॥ ১১১ ॥

(১৭) ভক্তগণে শক্তিসঞ্চার ও বিহার—

আদিখণ্ডে, সকল ভক্তেরে শক্তি দিয়া।
আপনে ভ্রমেন মহা-পণ্ডিত হঞা ॥ ১১২ ॥

(১৮) প্রভুর সুখে শচীমাতার সুখ—

আদিখণ্ডে, দিব্য-পরিধান, দিব্য-সুখ।
আনন্দে ভাসেন শচী দেখি' চন্দ্রমুখ ॥ ১১৩ ॥

(১৯) দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মিরীর পরাজয় ও মুক্তি—

আদিখণ্ডে, গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ী-জয়।
শেষে করিলেন তাঁর সর্ব্ববন্ধক্ষয় ॥ ১১৪ ॥

(২০) ভক্তগণ-সমীপে প্রভুর লীলা—

আদিখণ্ডে, সকল-ভক্তেরে মোহ দিয়া।
সেইখানে বুলে প্রভু সবারে ভাণ্ডিয়া ॥ ১১৫ ॥

(২১) গয়ায় গমন ও গুরুত্বে বরণ-পূর্ব্বক ঈশ্বরপুরীপাদকে কৃপা—

আদিখণ্ডে, গয়া গেলা বিশ্বম্ভর-রায়।
ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করিলা যথায় ॥ ১১৬ ॥

দোষারোপণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে 'দাম্ভিক'-নামে অভিহিত করিয়া ভয়ে কম্পিত হইত ॥ ১০৬ ॥

জলকেলি-শব্দে জলে সন্তরণ ও জলনিক্ষেপাদি লীলা ॥ ১০৭ ॥

সকলশাস্ত্রের পণ্ডিতগণকে স্বীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় দমন করিয়া প্রভু স্বয়ং জয় লাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গের দেব-গুরু, মর্ত্তলোকের পণ্ডিত ও সর্ব্বলোকে অনাদৃত নিন্দ্য অধোলোকবাসী পণ্ডিতম্মন্যগণের মধ্যে কেহই তাঁহার সহিত শাস্ত্রবিষয়ক বিচার করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ১০৮ ॥

পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় স্থান অদ্যাপি 'পাণ্ডববর্জ্জিত' শোচ্য-স্থান বলিয়া কথিত; যেহেতু, তথায় পুণ্যসলিলা ভাগীরথী প্রবহমানা নাই। শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণোপলক্ষে সেই-সকল শোচ্যভূমিকে স্বীয় পূত-পদাঙ্কনে পবিত্রীভূত করিয়া তীর্থরূপে পরিণত করিলেন ॥ ১০৯ ॥

পূর্ব্ব-পরিগ্রহ অর্থাৎ প্রভুর প্রথম পরিণীতা লক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবী; তাঁহার বিজয় অর্থাৎ দেহ-সংরক্ষণ ও স্বধামযাত্রা; প্রভুর দ্বিতীয়বার রাজ-পণ্ডিত সন[illegible]শ্রের কন্যা শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-দেবীর পাণিগ্রহণ ॥ ১১০ ॥

বায়ুরোগগ্রস্ত-ছলনায় প্রেমভক্তির বৈচিত্র্য প্রদর্শনরূপ বিকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১১১ ॥

অনুগত-জনগণে শক্তিসঞ্চার করিয়া স্বয়ং বিদ্যানুশীলন-মুখে ভ্রমণ করেন ॥ ১১২ ॥

দিব্য পরিধান,—সুন্দর বসন; দিব্য সুখ,—অলৌকিক অপার আনন্দ; চন্দ্রমুখ,—উজ্জ্বল আলোকময় স্নিগ্ধ মুখমণ্ডল ॥

কাশ্মীর-দেশীয় দিগ্বিজয়ী 'কেশবাচার্য্য'-নামক পণ্ডিতের গর্ব্ব নাশ করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কেশবের জড়বিদ্যার মাহাত্ম্য অপসারিত করিয়া তাঁহাকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। কেশব বিবিধ-ছন্দে অবলীলাক্রমে অনর্গল শ্লোক রচনা ও আবৃত্তি করিতে পারিতেন। গঙ্গার বর্ণনে তিনি যে-সকল অভিনব শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, প্রভু তাহা স্মরণপথে রাখিয়া পরিশেষে পুনরাবৃত্তি করিয়া পণ্ডিতের বিস্ময় উৎপাদন এবং সেই শ্লোকের নানাবিধ আলঙ্কারিক দোষও প্রদর্শন করি[illegible]ন প্রভুর নিকট কেশব শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসন[illegible]মূলে দ্বৈত দ্বৈত-সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিবার সু[illegible] পাইলেন। এ কেশবই কিছুদিন পরে 'নি[illegible]নন্দ-সম্প্রদায়ে' শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্যের 'বেদান্তকৌস্তু[illegible]ভ'-ভাষ্যের অনুগমনে 'কৌস্তুভপ্রভা' নাম্নী বিস্তৃত-টী[illegible]কা রচনা করেন। এই কেশবের প্রণী 'ক্রমদীপিক[illegible]'-নামক স্মৃতিনিবন্ধ হইতেই 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' নামক প্র[illegible]সিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থে বিবিধ শ্লোক ও বিধি উদ্ধৃত হইয়াছে[illegible]। শ্রীগৌরসুন্দরের অযাচিত-কৃপাই কেশবকে বৈষ্ণ[illegible]রাজ্যে আচার্য্যের পদবী প্রদান করিয়াছেন। ইদানীন্তন [illegible] কেশবানুগত-ব্রুব অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায় কেশবকে মহ

আদিলীলা-সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ভবিষ্যদ্বাণী—

আদিখণ্ডে আছে কত অনন্ত বিলাস।
কিছু শেষে বর্ণিবেন মহামুনি ব্যাস ॥ ১১৭ ॥

গয়া-গমন পর্য্যন্ত 'আদিখণ্ড'—

বাল্যলীলা-আদি করি' যতেক প্রকাশ।
গয়ার অবধি 'আদিখণ্ডে'র বিলাস ॥ ১১৮ ॥

মধ্যখণ্ডের লীলা-সূত্র-বিস্তার,—

(১) প্রভুর প্রকাশ, ভক্তগণের অবগতি—

মধ্যখণ্ডে, বিদিত হইলা গৌর-সিংহ।
চিনিলেন যত সব চরণের ভৃঙ্গ ॥ ১১৯ ॥

(২) অদ্বৈত ও শ্রীবাস-গৃহে বিষ্ণুসিংহাসনে প্রকাশ—

মধ্যখণ্ডে, অদ্বৈতাদি শ্রীবাসের ঘরে।
ব্যক্ত হৈলা বসি' বিষ্ণু-খট্টার উপরে ॥ ১২০ ॥

প্রভুর হরিভজনের পথপ্রদর্শকরূপে স্থাপন করিবার যে বৃথা ভ্রমূলা চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ভাবি দুর্গতি ও অপরাধ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন-দাস এস্থানে লিখিলেন যে, "শেষে করিলেন তাঁর সর্ব্ববন্ধ ক্ষয়"।

'ভক্তিরত্নাকরে' কেশবের গুরুপরম্পরা প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-মঞ্জুষার ১ম সংখ্যায় 'কেশব-কাশ্মিরী'-শব্দ দ্রষ্টব্য॥১১৪॥

প্রভুর বাল্যলীলায় নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ তাঁহাকে 'স্বয়ংকৃষ্ণ' বলিয়া জানিতে পারেন নাই। তিনি সকল ভক্তের বিচারে মোহ উৎপাদন করিয়া স্বয়ং ভক্তিপথে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছিলেন। 'সেইখানে' অর্থাৎ শ্রীনবদ্বীপে; 'বুলে' অর্থাৎ তাদৃশ পরিচয়ে পরিচিত হইয়া ভ্রমণ বা বিহার করেন॥ ১১৫ ॥

প্রভু পিতৃপ্রয়াণে গয়ায় শ্রাদ্ধ করিবার জন্য তথায় গিয়াছিলেন। সেই হরিপাদপদ্মাঙ্কিত গয়াভূমিতে শ্রীমন্মধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-পাদের প্রিয়শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে গুরুরূপে বরণ করিয়া প্রভু অশেষ কৃপা করিয়াছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-তনয় শ্রীগদাধর-মুগ শ্রীঅচ্যুতানন্দপ্রভু পিতা-অদ্বৈতপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—"চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য-গোসাঞি। তাঁর গুরু—ঈশ্বরপুরী, কোন শাস্ত্রে নাই॥" অনেকে নির্ব্বুদ্ধিতা করিয়া মূঢ়তাবশতঃ অক্ষজ প্রতীতিজ্ঞানে শ্রীঈশ্বর-পুরীর শিষ্য বলিয়া গৌরসুন্দরকে অভিহিত করেন; কিন্তু বৈষ্ণবরাজ ঠাকুর-শ্রীবৃন্দাবন তাদৃশ মোহান্ধ জনগণের বিপদুদ্ধারণ হইয়া প্রভুর কৃপাপাত্ররূপেই ঈশ্বরপুরীকে এস্থলে নির্দ্দেশ করিলেন॥ ১১৬॥

ভগবানের অসংখ্য লীলাবিলাস মহামুনি শ্রীব্যাস বর্ণন করিয়া থাকেন; গৌরসুন্দরের যে-সকল লীলা এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আরও কতিপয় লীলা বেদবিভাগ-কর্ত্তা ব্যাসোপম জনগণ বর্ণন করিবেন। যাঁহারা ভগবান্ গৌরসুন্দরের লীলা বর্ণন করেন, তাঁহারাও ব্যাসপারম্পর্য্যে ব্যাসাসনে উপবিষ্ট ভগবল্লীলা-লেখক 'ব্যাস'। ইতর-মুনিগণ ভগবল্লীলা ব্যতীত অন্য কথা বর্ণন করেন; কিন্তু শ্রীব্যাস ভগবানের কথা ব্যতীত ইতর-কথা বর্ণন না করায় তিনিই মহামুনি; আর অপরাপর মুনিগণ নামে-মাত্র 'মুনি',—ব্যাসের ন্যায় 'মহামুনি' নহেন। "কৃষ্ণেতর কথা—'বাগ্‌বেগ' তার নাম"; সেই বাক্যকে যিনি কৃষ্ণসেবার্থ দণ্ডিত করেন, তিনিই যথার্থ 'মুনি'।

'বর্ণিবেন',—এই ভবিষ্যৎপদপ্রয়োগে মহামুনি ব্যাসের অনুগ ব্যাসগণের অধিষ্ঠানে অক্ষজ-জ্ঞানাবলম্বিগণের সন্দেহ উপস্থিত হয়॥ ১১৭॥

প্রভুর গয়াক্ষেত্রাভিযান ও তথা হইতে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন-পর্য্যন্ত লীলাকথাই 'আদিখণ্ডে' স্থান পাইয়াছে॥১১৮॥

গৌরসিংহ,—"স্যুরুত্তরপদে ব্যাঘ্রপুঙ্গবর্ষভকুঞ্জরাঃ। সিংহশার্দ্দূল-নাগাদ্যাঃ পুংসি শ্রেষ্ঠার্থবাচকাঃ॥" (—পাণিনি ২।১।৫৬-টীকা)। "চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য্য, সিংহের হুঙ্কার॥ (—চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৩০ সংখ্যা)।

ভগবানের চরণ সর্ব্বদাই কমলরূপে গৃহীত। পদকমল-মধু-পানার্থ ভক্ত-ভৃঙ্গকুল তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে॥১১৯॥

বিষ্ণু খট্টা,—বিষ্ণু যে খট্ট বা সিংহাসনে সংরক্ষিত ও সম্পূজিত হন। 'খট্ট'-শব্দে কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত চতুষ্পদী সিংহাসন; চলিত ভাষায় 'খাট'। ব্যক্ত হৈলা,—শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় নারায়ণ-লীলার অন্তর্গত নৈমিত্তিক অবতারাবলীর ঐশ্বর্য্য-লীলা প্রচার করিলেন॥ ১২০॥

(৩) নিত্যানন্দ-মিলন, উভয়ের একত্র কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন—

মধ্যখণ্ডে, নিত্যানন্দ-সঙ্গে দরশন।
একঠাঞি দুই ভাই করিলা কীর্ত্তন॥ ১২১॥

(৪) নিত্যানন্দের ষড়্ভুজ, (৫) অদ্বৈতের বিশ্বরূপ-দর্শন—

মধ্যখণ্ডে, 'ষড়্ভুজ' দেখিলা নিত্যানন্দ।
মধ্যখণ্ডে, অদ্বৈত দেখিলা 'বিশ্বরঙ্গ'॥ ১২২॥

(৬) নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা, (৭) পাষণ্ডীর প্রভু-নিন্দা—

নিত্যানন্দ-ব্যাসপূজা কহি মধ্যখণ্ডে।
যে প্রভুরে নিন্দা করে পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে॥১২৩

(৮) বলরামাবেশে মহাপ্রভুর প্রকাশ ও নিত্যানন্দ-রাম সহ তাঁহার অভেদ প্রদর্শন—

মধ্যখণ্ডে, হলধর হৈলা গৌরচন্দ্র।
হস্তে হল মুষল দিলা নিত্যানন্দ॥ ১২৪॥

(৯) জগাই ও মাধাইর উদ্ধার—

মধ্যখণ্ডে, দুই অতি-পাতকী-মোচন।
'জগাই'-'মাধাই'-নাম বিখ্যাত ভুবন॥ ১২৫

(১০ শচীমাতার ভ্রাতৃদ্বয়ের রূপ দর্শন—

মধ্যখণ্ডে, কৃষ্ণ-রাম—চৈতন্য নিতাই।
শ্যাম-শুক্ল-রূপ দেখিলেন শচী আই॥ ১২৬॥

(১১) 'সাতপ্রহরিয়া'-মহাপ্রকাশ ও ভক্তগণের পরিচয়-প্রদান—

মধ্যখণ্ডে, চৈতন্যের মহা-পরকাশ।
'সাতপ্রহরিয়া ভাব' ঐশ্বর্য্য-বিলাস॥ ১২৭॥
সেই দিন অ-মায়ায় কহিলেন কথা।
যে-যে-সেবকের জন্ম হৈল যথাযথা॥ ১২৮॥

দুই ভাই,—গৌর-নিত্যানন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম। এই দুই প্রভু এক পিতার ঔরস-প্রকটিত সহোদর ছিলেন না,—হাড়ু-ওঝার (উপাধ্যায়ের) পুত্রই নিত্যানন্দ, আর শ্রীজগন্নাথের তনয়ই গৌরসুন্দর। এখানে পরস্পর ভ্রাতৃসম্বন্ধ—পারমার্থিক, শৌক্র নহে। গয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রভুর নিত্যানন্দ-সহ শ্রীমায়াপুরেই সাক্ষাৎ হয়। হাড়ু-ওঝার পুত্ররূপে নিত্যানন্দপ্রভু কি-নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই। শ্রীনিত্যানন্দের 'স্বরূপ'-নামটী—'তীর্থ'-উপাধিবিশিষ্ট জনৈক সন্ন্যাসীর অনুগত ব্রহ্মচারীর উপাধি-মাত্র॥ ১২১॥

ষড়্ভুজ,—শ্রীরামচন্দ্রের হস্তদ্বয়, শ্রীকৃষ্ণের হস্তদ্বয় ও শ্রীগৌরহরির হস্তদ্বয়,—এই ছয়টী হস্তবিশিষ্ট শ্রীগৌরমূর্ত্তিই 'ষড়্ভুজ' নামে প্রসিদ্ধ। কাহারও মতে,—নৃসিংহের হস্তদ্বয়, রামের হস্তদ্বয় ও কৃষ্ণের হস্তদ্বয় মিলিত হইয়া ষড়্ভুজ। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের হস্তে দণ্ডকমণ্ডলু, শ্রীকৃষ্ণের হস্তে বংশী, শ্রীরামের হস্তে ধনুর্ব্বাণ (বা [illegible] শিঙ্গা?) শ্রীক্ষেত্রে মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত আছে।

বিশ্বরঙ্গ,—গীতার একাদশ অধ্যায়কথিত 'বিশ্বরূপ'॥ ১২২॥

শ্রীবিষ্ণুবিমুখজনগণ 'পাপিষ্ঠ'-সংজ্ঞায় কথিত, আর অন্য-দেবতার সহিত শ্রীবিষ্ণুতে সমবুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণই 'পাষণ্ডী'। পাপিষ্ঠ ও পাষণ্ডিগণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর তত্ত্ব অবগত না হইয়াই তাঁহার নিন্দা করে। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু স্বয়ং বিষ্ণু-তত্ত্বের আকর হইয়াও স্বীয় ভৃত্য ব্যাসদেবকে গুরুপদে বরণ করিয়া ব্যাসপূজার বিধান প্রদর্শন করেন। "যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ" মন্ত্রের তাৎপর্য্য, "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" মন্ত্রের গতি ও "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ" প্রভৃতি শ্লোকের সাফল্যবিধান-নিমিত্তই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর ব্যাসপূজার আয়োজন॥ ১২৩॥

গৌরহরি স্বয়ংরূপ-বস্তু হইলেও তাঁহারই অন্তর্ভুক্ত প্রকাশতত্ত্ব শ্রীবলদেব। সুতরাং বলদেবের লীলা প্রদর্শন করিতে গিয়া স্বয়ংরূপ-তত্ত্বের বৈভব-প্রকাশ-বিলাসাদি ও অস্ত্রাদি-ধারণ-ভেদ অসঙ্গত নহে। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুও হল-মুষলাদি স্বীয় অস্ত্রসমূহ তাৎকালিক লীলা-প্রদর্শনের জন্য মহাপ্রভুকে সমর্পণ করিয়াছিলেন॥ ১২৪॥

জগাই ও মাধাই,—জগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাধবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়-নামক ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীনবদ্বীপের মায়াপুর-পল্লীর নিকট গঙ্গার ধারে বাস করিতেন দুঃস্বভাবক্রমে তাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞা-প্রচারকারী প্রভু-নিত্যানন্দ ও ঠাকুর-হরিদাসের নামপ্রচারে বাধা দিয়াছিলেন। পরে শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাদের অপরাধ ক্ষমা করিলে শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের কৃপায় তাঁহারা উদ্ধার লাভ করিয়া হরিপরায়ণ হইলেন॥ ১২৫॥

কৃষ্ণের বর্ণ—শ্যাম, বলরামের বর্ণ—শুক্ল, শ্রীচৈতন্যদেব—

(১২) স্বয়ং গৌর-নারায়ণের নগর-সঙ্কীর্ত্তন—

মধ্যখণ্ডে, নাচে বৈকুণ্ঠের নারায়ণ।
নগরে নগরে কৈল আপনে কীর্ত্তন ॥ ১২৯ ॥

(১৩) হরিকীর্ত্তনবিরোধি-কাজির উদ্ধার ও সকলের স্বচ্ছন্দে নগরসঙ্কীর্ত্তন—

মধ্যখণ্ডে, কাজির ভাঙ্গিলা অহঙ্কার।
নিজ-শক্তি প্রকাশিয়া কীর্ত্তন অপার ॥ ১৩০ ॥
ভক্তি পাইল কাজি প্রভু-গৌরাঙ্গের বরে।
স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন করে নগরে নগরে ॥ ১৩১ ॥

(১৪) বরাহাবেশে মুরারিকে স্ব-তত্ত্ব-কথন—

মধ্যখণ্ডে, মহাপ্রভু বরাহ হইয়া।
নিজ-তত্ত্ব মুরারিরে কহিলা গর্জ্জিয়া ॥ ১৩২ ॥

(১৫) মুরারি-স্কন্ধে চতুর্ভুজরূপে অঙ্গন-ভ্রমণ—

মধ্যখণ্ডে, মুরারির স্কন্ধে আরোহণ।
চতুর্ভুজ হঞা কৈলা অঙ্গনে ভ্রমণ ॥ ১৩৩ ॥

(১৬) শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভোজন, (১৭) নানা লীলা-বিলাস—

মধ্যখণ্ডে, শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভোজন।
মধ্যখণ্ডে, নানা ছান্দ হৈলা নারায়ণ ॥ ১৩৪ ॥

(১৮) জগন্মাতা মহালক্ষ্মীর বেশে নৃত্য—

মধ্যখণ্ডে, রুক্মিণীর বেশে নারায়ণ।
নাচিলেন, স্তন পিল সর্ব্ব ভক্তগণ ॥ ১৩৫ ॥

(১৯) নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানিসঙ্গী মুকুন্দকে দণ্ডপ্রদান ও উদ্ধরণ—

মধ্যখণ্ডে, মুকুন্দের দণ্ড সঙ্গ-দোষে।
শেষে অনুগ্রহ কৈলা পরম সন্তোষে ॥ ১৩৬ ॥

কৃষ্ণ ও শ্রীনিত্যানন্দ—বলরাম। শচীদেবী গৌর-নিতাইকে কৃষ্ণ রামের বর্ণদ্বয়ে লক্ষিত দর্শন করিলেন ॥ ১২৬ ॥

মহাপ্রকাশ,—ঐশ্বর্য্যের বিলাস; প্রভু সাতপ্রহরকাল তাদৃশভাবে মহৈশ্বর্য্য প্রকটিত করিয়াছিলেন ॥ ১২৭ ॥

অ-মায়ায়,—'নিরস্তকুহক' সত্যস্বরূপ প্রকাশ-পূর্ব্বক, জীবের মায়া-বশ্যতা-জনিত প্রাপঞ্চিক দৃষ্টি অপসারিত করিয়া, অসুরমোহিনী ছলনা বা বঞ্চনারূপা আবরণী উন্মোচন করিয়া, বিষ্ণুবিমুখ অক্ষজজ্ঞানোত্থ-দর্শনের অতীত বাস্তব-বৈকুণ্ঠ-সত্য প্রকটন-পূর্ব্বক ॥ ১২৮ ॥

শ্রীনারায়ণ বৈকুণ্ঠে বাসুদেবাদি ব্যূহচতুষ্টয়ে নিত্য-ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিয়া বর্ত্তমান। সেই মায়াতীত ভগবদ্বস্তুই স্বয়ং প্রভুরূপে স্বীয় কথা কীর্ত্তন করিবার জন্য নগরের সর্ব্বত্র নৃত্য করিয়া জীবগণকে শ্রৌতবাণী শ্রবণ করাইয়াছিলেন ॥ ১২৯ ॥

প্রভুর প্রকট-কালে নবদ্বীপ-নগরে শান্তিস্থাপনের জন্য একজন ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। সেই পদের নাম—'কাজি' ছিল। মৌলানা সিরাজুদ্দিন—যাঁহার নামান্তর চাঁদকাজি—তৎকালে শান্তিস্থাপক বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই শাসনকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় তাঁহার নিত্য-পরিচয়ের বিস্মৃতিক্রমে শাসিতবর্গের শাসনকর্ত্তৃত্বাভিমান ছিল। শ্রীগৌরসুন্দর অধোক্ষজ-সেবার কথা কীর্ত্তন করিয়া বিষ্ণুবিমুখের ত্রিগুণান্তর্গত বিচার হইতে কাজিকে পরিত্রাণ করেন। মায়াশক্তির বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তিদ্বয়ে অবস্থিত জনগণের জগদ্ভোগ বা ত্যাগের রুচি পরিবর্ত্তন করাইয়া স্বীয় স্বরূপ-শক্তির প্রাকট্য বিধান করেন ॥ ১৩০ ॥

ভগবানের অনুগ্রহে কাজিমহাশয় ভজনীয় বস্তুর প্রতি সেবা-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইলেন। মহাপ্রভু কাজির শাসিত নগরে সর্ব্বত্র অপ্রতিহত কীর্ত্তনের বিধি সংস্থাপিত করিয়া সকলের মঙ্গল বিধান করিলেন ॥ ১৩১ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু—সকল অবতারের অবতারী ভগবৎ-পরতত্ত্ব; তিনি বরাহাবেশে গর্জ্জন করিতে করিতে মুরারি-গুপ্তকে স্ব-তত্ত্ব উপদেশ করিলেন ॥ ১৩২ ॥

শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারীর ভিক্ষা-লব্ধ 'আশু' ও 'হৈমন্তিক' ধান্য হইতে প্রস্তুত 'আতপ' ও 'সিদ্ধ' চাউল ভোজন-লীলা প্রদর্শন করিলেন। ছান্দ,—বিচিত্র-ভঙ্গ্যাত্মক লীলা-প্রদর্শন ॥ ১৩৪ ॥

রুক্মিণীদেবী,—মহালক্ষ্মী ও শ্রীকৃষ্ণের বৈধপত্নী মহিষী; তিনি—জগন্মাতা। ধারণ-পোষণ-লীলাময় পরমাত্মা—আততত্ত্ব ও মাতৃত্ব-বৃত্তি-প্রকাশকারী; তিনি বাৎসল্যবিচারে স্বাশ্রিতগণকে দুগ্ধ পান করাইয়াছিলেন। "কৃষ্ণ—মাতা, কৃষ্ণ—পিতা, কৃষ্ণ—ধন-প্রাণ"; এইজন্য কৃষ্ণই সকল-লীলার আকর। তাই বলিয়া সকলেই কৃষ্ণকে মাতৃসজ্জায় পরিগণিত ও ভূষিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যে নিজ-ভোগময়ী-সেবা গ্রহণ করিবেন, এরূপ নহে। কৃষ্ণ—অধোক্ষজ-বস্তু, সুতরাং নশ্বর জগতের সেবিকারূপিণী জননীর হেয়তা

(২০) শ্রীবাসাঙ্গনে বৎসর-ব্যাপি নিশা-সঙ্কীর্ত্তন—

মধ্যখণ্ডে, মহাপ্রভু নিশায় কীর্ত্তন।
বৎসরেক নবদ্বীপে কৈলা অনুক্ষণ॥ ১৩৭॥

(২১) নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পরস্পর কৌতুক-কলহ—

মধ্যখণ্ডে, নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে কৌতুক।
অজ্ঞ-জনে বুঝে যেন কলহ-স্বরূপ॥ ১৩৮॥

(২২) নিত্যসিদ্ধা শচীমাতাকে উপলক্ষ করিয়া সর্ব্বজীবকে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সতর্ককরণ—

মধ্যখণ্ডে, জননীর লক্ষ্যে ভগবান্।
বৈষ্ণবাপরাধ করাইলা সাবধান॥ ১৩৯॥

(২৩) সকলভক্তের প্রভু-স্তুতি ও বর-লাভ—

মধ্যখণ্ডে, সকল-বৈষ্ণব জনে-জনে।
সবে বর পাইলেন করিয়া স্তবনে॥ ১৪০॥

(২৪) ঠাকুর হরিদাসকে অনুগ্রহ, (২৫) শ্রীধরগৃহে জলপান—

মধ্যখণ্ডে, প্রসাদ পাইলা হরিদাস।
শ্রীধরের জলপান—কারুণ্য-বিলাস॥ ১৪১॥

(২৬) ভক্তগণ-সহ গঙ্গায় জলক্রীড়া—

মধ্যখণ্ডে, সকল-বৈষ্ণব করি' সঙ্গে।
প্রতিদিন জাহ্নবীতে জলকেলি রঙ্গে॥ ১৪২॥

(২৭) অদ্বৈত-ভবনে গৌর-নিতাইর গমন—

মধ্যখণ্ডে, গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
অদ্বৈতের গৃহে গিয়াছিলা কোন রঙ্গে॥ ১৪৩॥

(২৮) অদ্বৈতাচার্য্যকে দণ্ডপ্রদানাভিনয় ও অনুগ্রহ—

মধ্যখণ্ডে, অদ্বৈতেরে করি' বহু দণ্ড।
শেষে অনুগ্রহ কৈলা পরম-প্রচণ্ড॥ ১৪৪॥

(২৯) মুরারির গৌরনিতাই বা কৃষ্ণরাম-তত্ত্বাবগতি—

মধ্যখণ্ডে, চৈতন্য-নিতাই—কৃষ্ণ-রাম।
জানিলা মুরারি-গুপ্ত মহা-ভাগ্যবান্॥ ১৪৫॥

(৩০) শ্রীবাসাঙ্গনে ভ্রাতৃদ্বয়ের একত্র নৃত্য—

মধ্যখণ্ডে, দুইপ্রভু চৈতন্য-নিতাই।
নাচিলেন শ্রীবাস-অঙ্গনে এক-ঠাঞি॥ ১৪৬॥

তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। অক্ষজ-জ্ঞান-বিমূঢ় ভোগিশাক্তেয়-সম্প্রদায় কামনার বশবর্ত্তী হইয়া আপনাকে পুত্র কল্পনা-পূর্ব্বক নিত্যসেব্য বিষয়বিগ্রহ ভগবদ্বস্তু হইতে যে সেবা গ্রহণের কু-ধারণা প্রদর্শন করেন, তাহা জীবের নিত্য-ভজনীয় বস্তুতে সংলগ্ন হইতে পারে না॥ ১৩৫॥

ত্রিতাপদগ্ধ জীবের ভোগবাসনা ও ত্যাগবাসনা সঙ্গ-দোষেই আসিয়া উপস্থিত হয়। মুকুন্দ তাৎকালিক মায়াবাদীর বিচার অবলম্বন করিয়া মুমুক্ষুর অভিনয় করেন। দণ্ডবিধানপূর্ব্বক তাঁহার মায়াবাদীর সঙ্গ মোচন করিয়া পরিশেষে প্রভু তাঁহাকে কৃপা বিতরণ করিলেন॥ ১৩৬॥

দিবসে লোকসকল ইন্দ্রিয়তর্পণের উদ্দেশে নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে; নিশাকালে বিশ্রাম [illegible] করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ করে। শ্রীগৌরসুন্দর বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত জীবগণের ন্যায় ইন্দ্রিয়সেবা হইতে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপবাসিগণকে বিরত করিয়া একবৎসরকাল রজনীযোগে অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন-দ্বারা মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন॥ ১৩৭॥

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু উভয়েই বিষ্ণু ও গৌর-ভক্ততত্ত্ব। তাঁহারা পরস্পর রহস্য করিয়া যে বাদপ্রতিবাদ প্রচার করেন, তাহা অনভিজ্ঞ দুর্ভাগ্য সম্প্রদায় বুঝিতে না পারায় তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর মতবৈষম্য লক্ষ্য করেন॥ ১৩৮॥

সর্ব্বজ্ঞ গৌরহরি স্বীয় জননীকে শ্রীঅদ্বৈতের নিকট অপ-রাধ ক্ষমা ভিক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা জগতে বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব এবং তাদৃশ অপরাধ হইতে সকল সাধকেরই মুক্ত হইবার প্রয়োজনীয়তা দেখাইলেন॥ ১৩৯॥

জনে জনে,—প্রত্যেককেই স্বতন্ত্রভাবে॥ ১৪০॥

শ্রীধর—নবদ্বীপবাসী কদলীকানন-জীবী জনৈক নিঃস্ব ব্রাহ্মণ। সেই দরিদ্রের কুটীরে ছিদ্রযুক্ত লৌহপাত্রে ভগবান্ জল-পান করায় তাঁহার ভক্তবাৎসল্যলীলাই প্রদর্শিত হইয়াছিল॥

অদ্বৈতপ্রভুর ব্যবহারে অনেকে তাঁহাকে মায়াবাদী মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইতে পারে; এজন্য তৎপ্রতিষেধার্থ প্রভু তাঁহাকে শারীর-দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন; পরে তাঁহার ভক্তির উৎকর্ষ-ব্যাখ্যার অভিনয়ে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন॥ ১৪৪॥

মহাভাগ্যবান্ শ্রীমুরারিগুপ্ত নিতাই-গৌরকে 'রাম-কৃষ্ণ' বলিয়া জানিয়াছিলেন॥ ১৪৫॥

শ্রীবাসের গৃহই 'শ্রীবাসাঙ্গন' বলিয়া প্রসিদ্ধ॥ ১৪৬॥

(৩১) শ্রীবাসের পুত্রমুখে জীবের জন্মমৃত্যু-রহস্য-বর্ণন—

মধ্যখণ্ডে, শ্রীবাসের মৃতপুত্র-মুখে।
জীবতত্ত্ব কহাইয়া ঘুচাইলা দুঃখে ॥ ১৪৭ ॥

শ্রীবাসগৃহের "শোক-শাতন"—

চৈতন্যের অনুগ্রহে শ্রীবাস-পণ্ডিত।
পাসরিলা পুত্রশোক,—জগতে বিদিত ॥ ১৪৮ ॥

(৩২) গঙ্গায় নিমজ্জন ও নিত্যানন্দ-হরিদাসের উত্তোলন—

মধ্যখণ্ডে, গঙ্গায় পড়িলা দুঃখ পাইয়া।
নিত্যানন্দ-হরিদাস আনিল তুলিয়া ॥ ১৪৯ ॥

(৩৩) শ্রীবাসভ্রাতৃকন্যা নারায়ণীর দেবদুর্লভ প্রভুচ্ছিষ্ট-লাভ—

মধ্যখণ্ডে, চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র।
ব্রহ্মার দুর্লভ নারায়ণী পাইলা মাত্র ॥ ১৫০ ॥

(৩৪) জীবোদ্ধার-নিমিত্ত প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ—

মধ্যখণ্ডে, সর্ব্বজীব উদ্ধার-কারণে।
সন্ন্যাস করিতে প্রভু করিলা গমনে ॥ ১৫১ ॥

সন্ন্যাসগ্রহণ-পর্য্যন্ত 'মধ্যখণ্ড'—

কীর্ত্তন করিয়া 'আদি', অবধি 'সন্ন্যাস'।
এই হৈতে কহি 'মধ্যখণ্ডে'র বিলাস ॥ ১৫২ ॥

মধ্যলীলাসম্বন্ধে গ্রন্থকারের ভবিষ্যদ্বাণী—

মধ্যখণ্ডে আছে আর কত-কোটি লীলা।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে-সকল খেলা ॥ ১৫৩ ॥

অন্ত্যখণ্ডের লীলাসূত্র-বিস্তার,—

(১) প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ ও 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নাম-প্রকটন—

শেষখণ্ডে, বিশ্বম্ভর করিলা সন্ন্যাস।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নাম তবে পরকাশ ॥ ১৫৪ ॥

(২) কেশ-শিখা-মুণ্ডনাভিনয়, (৩) শ্রীঅদ্বৈতের ক্রন্দন—

শেষখণ্ডে, শুনি' প্রভুর শিখার মুণ্ডন।
বিস্তর করিলা প্রভু অদ্বৈত-ক্রন্দন ॥ ১৫৫ ॥

(৪) শচীমাতার দুঃসহ দুঃখ—

শেষখণ্ডে, শচী-দুঃখ—অকথ্য-কথন।
চৈতন্য-প্রভাবে সবার রহিল জীবন ॥ ১৫৬ ॥

শ্রীবাসের পরলোকগত পুত্রের মুখে জীবের গতি প্রভৃতি বর্ণন করাইয়া তৎপরিজনবর্গের বিরহদুঃখ নিবারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪৭ ॥

পাশরিলা,—ভুলিয়া গেলেন ॥ ১৪৮ ॥

মহাপ্রভু—মূল পরতত্ত্ব-বস্তু; তাঁহার উচ্ছিষ্ট জগতের মূল-পুরুষ বিধাতারও দুষ্প্রাপ্য বস্তু। ভক্ত শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবী সেই উচ্ছিষ্টের অধিকারিণী হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। এই নারায়ণী-দেবীর পুত্র ঠাকুর-বৃন্দাবনই এই গ্রন্থের লেখক ॥ ১৫০ ॥

জীবের জীবনের চারিটী অবস্থা; তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠাবস্থাই 'সন্ন্যাস'। সকল অবস্থার জীবগণই সন্ন্যাসীর উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা নিজ-নিজ সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই তুর্য্যাশ্রম স্বীকার করায় সকল জীবের স্ব-স্ব বিষয় হইতে মুক্তিলাভ ঘটিয়াছিল; যথা, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ১৩৩ শ্লোকে—"স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ। জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরামাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ ॥" ১৫১ ॥

মধ্যখণ্ডে, ঈশ্বরপুরী হইতে শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর হরি-কীর্ত্তনপ্রচারলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া নবদ্বীপ পরিহার-পূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণলীলা পর্য্যন্ত বর্ণিত। এই গ্রন্থে বর্ণিত প্রভুর লীলাসমূহ ব্যতীতও তাঁহার অনন্ত-কোটি লীলা আছে। শ্রীব্যাসদেব ভবিষ্যৎকালে সেই সকল লীলা-কথা বর্ণন করিবেন। বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত ও রসাভাসযুক্ত কোন কাল্পনিক-লীলা ভগবানে আরোপ করিতে গেলে অপরাধ হয় এবং তাহা ব্যাসানুগত-সম্প্রদায়ে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য ॥ ১৫৩ ॥

জড়বিষয়াভিনিবেশ-পরিত্যাগের নামই 'সন্ন্যাস'; ভোগ-প্রয়াস বা কৃত্রিম-ত্যাগ-চেষ্টাই কর্ম্মসন্ন্যাস বা জ্ঞানসন্ন্যাস-নামে প্রসিদ্ধ। মহাপ্রভু যদিও জ্ঞানীর ন্যায় সন্ন্যাসলীলা দেখাইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২৩ অঃ বর্ণিত ত্রিদণ্ডি-যতির আনুষ্ঠানিক অভিনয়ই উদ্দিষ্ট ছিল,—তন্মুখে "এতাং সমাস্থায়"-শ্লোকের ভিক্ষুগীতিই তাঁহার মুকুন্দসেবাপর যতিবেষ-ধারণের প্রমাণ। অহংগ্রহোপাসকের ন্যায় সারূপ্যলাভের বিচার জীবশিক্ষক প্রভু আদৌ গ্রহণ করেন নাই।

ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর বেষে বাহ্যদর্শনে শিখাসূত্রাদি পরিদৃষ্ট হয়

(৫) নিত্যানন্দকর্ত্তৃক প্রভুদণ্ড-ভঙ্গ—

শেষখণ্ডে, নিত্যানন্দ চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিলেন, বলরাম পরম-প্রচণ্ড ॥ ১৫৭ ॥

(৬) নীলাচলে আত্মগোপন—

শেষখণ্ডে, গৌরচন্দ্র গিয়া নীলাচলে।
আপনারে লুকাই' রহিলা কুতুহলে ॥ ১৫৮ ॥

(৭) সার্ব্বভৌমোদ্ধার ও (৮) সার্ব্বভৌমকে ষড়্ভুজ প্রদর্শন—

সার্ব্বভৌম প্রতি আগে করি' পরিহাস।
শেষে সার্ব্বভৌমেরে ষড়্ভুজ-পরকাশ ॥ ১৫৯ ॥

(৯) প্রতাপরুদ্রোদ্ধার, (১০) কাশীমিশ্র-গৃহে অবস্থান—

শেষখণ্ডে, প্রতাপরুদ্রেরে পরিত্রাণ।
কাশীমিশ্র-গৃহেতে করিলা অধিষ্ঠান ॥ ১৬০ ॥

(১১) প্রভু-সঙ্গে শ্রীদামোদর-স্বরূপ ও শ্রীপরমানন্দ-পুরী—

দামোদর স্বরূপ, পরমানন্দ-পুরী।
শেষখণ্ডে, এইদুই সঙ্গে অধিকারী ॥ ১৬১ ॥

(১২) বৃন্দাবন-দর্শনার্থ গৌড়ে আগমন—

শেষখণ্ডে, প্রভু পুনঃ আইলা গৌড়দেশে।
মথুরা দেখিব বলি' আনন্দ বিশেষে ॥ ১৬২ ॥

আজও শিক্ষাকে 'চৈতন্যশিক্ষা'-নামে অভিহিত করা হয়। মুণ্ডি-সন্ন্যাসীর পরিবর্ত্তে শিখি-সন্ন্যাসিগণই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়ভক্ত। ভক্ত সন্ন্যাসিগণ ভক্তির প্রতিকূল অনুষ্ঠানসমূহ পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা ফল্গুবৈরাগ্যের আদর না করিয়া যুক্তবৈরাগ্যেরই অনুমোদন করেন; যথা— "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥ প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥" ১৫৪ ॥

মহাপ্রভুর অনুগ্রহেই শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী ও ভক্তগণ প্রভুর বিরহ-জনিত অবর্ণনীয় দুঃখ সহ্য করিয়া কৃষ্ণসেবা-দ্বারা জীবন-ধারণে সমর্থ হইলেন ॥ ১৫৬ ॥

দণ্ড,—যাঁহারা চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করেন, বৈদিক-অনুষ্ঠানে তাঁহাদের করে দণ্ডধারণ বিহিত আছে। পুরাকালে ত্রিদণ্ড-ধারণই বৈদিক-অনুষ্ঠানের একমাত্র কৃত্য ছিল; পরে দণ্ডত্রয় একত্রিত করিয়া একদণ্ড-ধারণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। অদ্বৈত-বাদের আনুষ্ঠানিক কার্য্যরূপেই একদণ্ড শ্রৌতানুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডের সহিত জীবদণ্ড-সংযোগে দণ্ডচতুষ্টয়ের সম্মেলন শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও [illegible]দ্বৈতবাদ, বিচারত্রয় সমর্থন করিয়াছেন। যে-কালে শুদ্ধা[illegible]মত বিদ্ধাদ্বৈত মতে পর্য্যবসিত হয়, তৎকালেই ত্রিদণ্ডগ্রহণ-পন্থা একদণ্ডে পরিণত হয়। বৈদিক ত্রিদণ্ডিগণের যতিনামসমূহের প্রধান দশটী নামই কেবলাদ্বৈত বা বিদ্ধাদ্বৈতসম্প্রদায়ে সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু বৈদিক দশনামীর অন্যতম ভারতী-নামক শঙ্কর-সম্প্রদায়কে পবিত্র করিলেন। পরে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শঙ্কর-সম্প্রদায়ের আনুগত্যাভিনয়-চিহ্ন একদণ্ডকে ত্রিখণ্ডিত করিয়া অর্ণবত্রয়ে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; তদ্দ্বারা জগৎকে একদণ্ড-গ্রহণ-পন্থা হইতে ত্রিদণ্ডগ্রহণ পন্থাই যে ভক্তির অনুকূল, তাহা দেখাইয়াছিলেন ॥ ১৫৭ ॥

নীলাচল,—শ্রীক্ষেত্র বা পুরুষোত্তম; নীলাচলের সন্নিহিত স্থানেই 'সুন্দরাচল' অবস্থিত। 'অচল'-শব্দে 'গিরি' ॥১৫৮॥

মনোধর্ম্মী মুমুক্ষুর বিচারালম্বনে যে শারীরক-সূত্র-ব্যাখ্যা, তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বিষয় হইলেও মহাপ্রভু স্বীয় মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সতীর্থ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট উহার ব্যাখ্যা শ্রবণপূর্ব্বক বালচাপল্যের সহিত পরিহাস করিয়াছিলেন; পরে তাঁহাকে কৃপা করিয়া স্বীয় রামলীলার ভুজদ্বয়, কৃষ্ণলীলার ভুজদ্বয় ও গৌরলীলার ভুজদ্বয় তত্তচ্চিত অস্ত্রাদির সহিত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বাসুদেব-সার্ব্বভৌম—নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক ছিলেন; শেষজীবনে তিনি ক্ষেত্রসন্ন্যাস করিয়া পত্নীসহ শ্রীপুরুষোত্তমে বাস করেন। তিনি মহেশ্বর-বিশারদের পুত্র ও গোপীনাথ-ভট্টাচার্য্যের শ্যালক ছিলেন ॥ ১৫৯ ॥

রাজা প্রতাপরুদ্র,—গঙ্গাবংশীয় গজপতি উৎকল-নরেন্দ্র; তাঁহাকে বিষয়-বিচার হইতে বিমুক্ত করিয়া প্রভু কৃষ্ণভজন-রাজ্যে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন। এই সম্রাটের পুরোহিতই কাশীমিশ্র; তাঁহার গৃহেই প্রভু বাস করিতেন। সম্প্রতি উহা শ্রীজগন্নাথমন্দিরের ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তি-স্থানে অবস্থিত ॥ ১৬০ ॥

শ্রীদামোদরস্বরূপ,—শ্রীনবদ্বীপবাসী শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্যের 'ব্রহ্মচারি'-নাম। প্রভুর সন্ন্যাসের কিছু পূর্ব্বেই তিনি বারাণসীতে গিয়া চৈতন্যানন্দের নিকট স্বীয় অভিপ্রায়

(১৩) বিদ্যানগরে বাচস্পতিগৃহে অবস্থান,

(১৪) কুলিয়ায় আগমন—

আসিয়া রহিলা বিদ্যাবাচস্পতি-ঘরে।
তবে ত' আইলা প্রভু কুলিয়া-নগরে ॥ ১৬৩ ॥

(১৫) প্রভুদর্শনে সর্ব্বজীবোদ্ধার—

অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গেলা দেখিবারে।
শেষখণ্ডে সর্ব্বজীব পাইলা নিস্তারে ॥ ১৬৪ ॥

(১৬) গৌড়পর্য্যন্ত গিয়া 'কানাইর নাটশালা' হইতে প্রত্যাবর্ত্তন—

শেষখণ্ডে, মধুপুরী দেখিতে চলিলা।
কথো দূর গিয়া প্রভু নিবৃত্ত হইলা ॥ ১৬৫ ॥

(১৭) গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে পুনরাগমন,

(১৮) ভক্তগণ-সহ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তন—

শেষখণ্ডে, পুনঃ আইলেন নীলাচলে।
নিরবধি ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ-কোলাহলে ॥ ১৬৬ ॥

(১৯) নিত্যানন্দকে গৌড়ে প্রেম-প্রচারার্থ প্রেরণ,

(২০) স্বয়ং কতিপয় ভক্তসহ নীলাচলে অবস্থান—

গৌড়দেশে নিত্যানন্দ স্বরূপে পাঠাঞা।
রহিলেন নীলাচলে কথো জন লঞা ॥ ১৬৭ ॥

(২১) রথাগ্রে নৃত্য—

শেষখণ্ডে, রথের সম্মুখে ভক্তসঙ্গে।
আপনে করিলা নৃত্য আপনার রঙ্গে ॥ ১৬৮ ॥

(২২) সমগ্র দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ ও উদ্ধার-সাধন, (২৩) নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবনে পুনর্গমন—

শেষখণ্ডে, সেতুবন্ধে গেলা গৌর-রায়।
ঝারিখণ্ড দিয়া পুনঃ গেলা মথুরায় ॥ ১৬৯ ॥

(২৪) রায়-রামানন্দ-মিলন, (২৫) মাথুরমণ্ডলে কৃষ্ণান্বেষণ—

শেষখণ্ডে, রামানন্দ-রায়ের উদ্ধার।
শেষখণ্ডে, মথুরায় অনেক বিহার ॥ ১৭০ ॥

স্থাপন করিলে যোগপট্টগ্রহণের পূর্ব্বে 'দামোদরস্বরূপ'-নামে খ্যাত হন। যোগপট্টের অপেক্ষা না করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের চরণতলে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। তদবধি তিনি প্রভুর শেষ অষ্টাদশবৎসর নীলাচলবাসের পরম-অন্তরঙ্গ সহযোগী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একমাত্র মালিক।

পরমানন্দপুরী—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর জনৈক প্রধান শিষ্য। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম গৌরবের ও কৃপার পাত্র ছিলেন। পুরী ও স্বরূপ-গোস্বামী,—ইঁহারা উভয়েই প্রভুর সেবাধিকার লাভ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য উভয়েই 'অধিকারী' ॥ ১৬২ ॥

গৌড়দেশ,—শ্রীনবদ্বীপ ও তদুত্তর-দিকে বর্ত্তমান মালদহের অন্তর্গত (দবিরখাস ও সাকরমল্লিকের রাজ-কার্য্যস্থল ও গৌড়-নবাবের রাজধানী) রামকেলি প্রভৃতি স্থান।

বিদ্যাবাচস্পতি—মহেশ্বর-বিশারদের পুত্র ও বাসুদেব-সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা; তাঁহার নাম হইতেই বোধ হয়, 'বিদ্যানগর'-গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কুলিয়া-নগর—বর্ত্তমান নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল সহর; তাহারই নামান্তর—'কোলদ্বীপ'; ইহা নবদ্বীপ বা নয়টী দ্বীপের অন্তর্গত পঞ্চম-দ্বীপ ও গঙ্গার পশ্চিম-তটে অবস্থিত ॥ ১৬৩ ॥

মথুরা-দর্শনে অভিলাষী হইয়া প্রভু রাজমহলের নিকট 'কানাইর নাটশালা' পর্য্যন্ত আসিয়া তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় নীলাচলে গমন করেন ॥ ১৬৫ ॥

কৃষ্ণ-কোলাহল,—প্রাকৃত-ভোগপর নির্জ্জনতার বিরোধী; শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণেতর-বিষয়ের কোলাহল পরিহার করিয়া শুদ্ধ-ভক্ত-সঙ্গে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-কোলাহলেই প্রমত্ত হ'ন ॥ ১৬৬ ॥

নিত্যানন্দ-স্বরূপকে গৌড়দেশে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং নীলাচলে কতিপয় ভক্তসহ নামপ্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

একদণ্ডি-শঙ্করসম্প্রদায়ে 'তীর্থ' ও 'আশ্রম'-নামক সন্ন্যাসিদ্বয়ের অনুগত ব্রহ্মচারি-নামই 'স্বরূপ'; কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মীপতি তীর্থই শ্রীনিত্যানন্দের 'স্বরূপ'-নাম প্রদান করেন॥

সেতুবন্ধ রামেশ্বর,—এস্, আই, আর, লাইনে প্রথমে 'রামনাদ'-ষ্টেশন, তৎপর 'মণ্ডপম্'-ষ্টেশন, তথা হইতে বৃহৎ-সেতু-যোগে 'পম্বন্-চ্যানেল' অতিক্রম করিয়া 'পম্বন্'-ষ্টেশন; উহার পরবর্ত্তী দুই-একটি ষ্টেশনের পরেই রামেশ্বরম্-ষ্টেশন; উহা—ভারতোপদ্বীপখণ্ডের সর্ব্বদক্ষিণ-প্রান্তে, সিলোন বা সিংহল-দ্বীপের ঠিক অপর-পারে, এস্, আই, আর লাইনে সর্ব্বশেষ ষ্টেশন 'ধনুষ্কোটি' যাইবার পথে দুই-চারিটী ষ্টেশন পূর্ব্বে এবং 'পম্বন্' বা 'রামেশ্বরম্'-দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে প্রায় এক-মাইল দূরে 'রামতীর্থ', 'লক্ষ্মণতীর্থ',

(২৬) দবিরখাস ও সাকরমল্লিকের উদ্ধারলীলাভিনয়—

শেষখণ্ডে, শ্রীগৌরসুন্দর মহাশয়।
দবিরখাসেরে প্রভু দিলা পরিচয়॥ ১৭১॥

(২৭) প্রভুকর্ত্তৃক উভয়কে 'রূপসনাতন'-নাম-প্রদান—

প্রভু চিনি' দুইভাইর বন্ধ-বিমোচন।
শেষে নাম থুইলেন 'রূপ'-'সনাতন'॥ ১৭২॥

(২৮) প্রভুর বারাণসীতে আগমন, (২৯) মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণের উদ্ধার-সাধন—

শেষখণ্ডে, গৌরচন্দ্র গেলা বারাণসী।
না পাইল দেখা যত নিন্দক সন্ন্যাসী॥ ১৭৩॥

(৩০) নীলাচলে পুনঃপ্রত্যাবর্ত্তন, (৩১) নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন—

শেষখণ্ডে পুনঃ নীলাচলে আগমন।
অহর্নিশ করিলেন হরিসঙ্কীর্ত্তন॥ ১৭৪॥

(৩২) নিত্যানন্দের ভারত-ভ্রমণ ও উদ্ধার-লীলা—

শেষখণ্ডে, নিত্যানন্দ কথেক দিবস।
করিলেন পৃথিবীতে পর্য্যটন-রস॥ ১৭৫॥

(৩৩) নিত্যানন্দের পূর্ব্ব-লীলা—

অনন্ত চরিত্র কেহ বুঝিতে না পারে।
চরণে নূপুর, সর্ব্ব-মথুরা বিহরে॥ ১৭৬॥

(৩৪) নিত্যানন্দের পানিহাটিতে শুভবিজয় ও প্রেম-বিতরণ—

শেষখণ্ডে, নিত্যানন্দ পানিহাটি-গ্রামে।
চৈতন্য-আজ্ঞায় ভক্তি করিলেন দানে॥ ১৭৭॥

(৩৫) নিত্যানন্দের বণিগুদ্ধার-লীলা—

শেষখণ্ডে, নিত্যানন্দ মহা-মল্ল-রায়।
বণিকাদি উদ্ধারিলা পরম-কৃপায়॥ ১৭৮॥

প্রভৃতি ২৪টী তীর্থ (সরোবর) আছে এবং আরও এক মাইল দূরে 'শ্রীরামেশ্বর'-শিবলিঙ্গের ('রামই ঈশ্বর যাহার, এবম্বিধ ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীশিবের) প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃহৎ মন্দির বিদ্যমান; উহার চতুর্দ্দিকে চারিটী গোপুরম্ (সিংহদ্বার); তৎপর শ্রেণীবদ্ধ বহু প্রস্তর-স্তম্ভের উপর নাটশালা, তৎপর মন্দির,—এই সমস্তই গ্রেণাইট্-প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার পরেই পক্-প্রণালীর উপর 'এডাম্‌স্ ব্রিজ' বা পৌরাণিক 'সেতুবন্ধ'।

ঝারিখণ্ড,—বর্ত্তমান উড়িষ্যার গড়জাত রাজ্য, বঙ্গের সর্ব্বপশ্চিম প্রান্ত, বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকস্থ জেলাসমূহ, মধ্যভারতের ও মধ্যপ্রদেশের পূর্ব্বসীমান্তস্থিত জেলাগুলি লইয়া সুবৃহৎ বন্যপ্রদেশ; 'আকবরনামা'য় ঐ নামে বীরভূম ও পঞ্চকোটপ্রদেশ হইতে মধ্যপ্রদেশের রতনপুর, এবং দক্ষিণ-বিহারের অন্তর্গত রোটাসগড় হইতে উড়িষ্যার সীমান্ত-পর্য্যন্ত ভূভাগকে অভিহিত করা হইয়াছে (ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব্ ইণ্ডিয়া, বেঙ্গল, ২য় খণ্ড)। [illegible]ন আটগড়, ঢেঙ্কানল, আঙ্গুল, সম্বলপুর, লাহারা, কিয়ো[illegible]র, বামড়া, বোনাই, গাঙ্গপুর, ময়ূরভঞ্জ, সিংভূম, রাঁচি, মানভূম, বাঁকুড়া (বিষ্ণুপুর), সাঁওতালপরগণা, হাজারিবাগ, পালামৌ, যশপুর, রায়গড়, উদয়পুরগড় ও সরগুজা প্রভৃতি গিরিসঙ্কট-বহুল পর্ব্বত-জঙ্গলময় প্রদেশ॥ ১৬৯॥

রামানন্দ-রায়,—উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অধীনে কলিঙ্গ-রাজ্যের প্রাদেশিক অধিপতি ছিলেন। তিনি ভবানন্দ-পট্টনায়কের পঞ্চপুত্রের মধ্যে সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ। তিনি—'শ্রীজগন্নাথবল্লভ'-নাটকের রচয়িতা এবং প্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ-ভক্ত। তাঁহার সদৃশ ঐকান্তিক রাগমার্গীয় কৃষ্ণভক্ত সমগ্র-দাক্ষিণাত্যে দুর্লভ ছিল॥ ১৭০॥

'দবিরখাস',—যাবনিক ভাষায় শ্রীরূপ-গোস্বামীর নামান্তর। ইনি কর্ণাট-ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হন। ইঁহার পিতার নাম—কুমারদেব, অগ্রজের নাম—সাকরমল্লিক বা শ্রীসনাতন-গোস্বামী এবং অনুজের নাম—শ্রীবল্লভ বা অনুপম। প্রভু-প্রদত্ত 'শ্রীরূপ'-নামেই ইনি ভক্ত-সমাজে প্রসিদ্ধ॥ ১৭২॥

বারাণসী—ভাগীরথীতীরে বিদ্বজ্জনবেষ্টিত প্রাচীন নগরী; এস্থানে কেবলাদ্বৈতসম্প্রদায়ভুক্ত ভক্ত ও ভক্তির নিন্দাকারী বহু মায়াবাদি-সন্ন্যাসীর বাস। ভক্ত ও ভক্তির নিন্দা করেন বলিয়া সেই ভগবদ্বিষ্ণু-বিরোধী মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণকে 'নিন্দক-সন্ন্যাসী' বলা হয়॥ ১৭৩॥

হরি-সঙ্কীর্ত্তন—বহুভক্ত সম্মিলিত হইয়া শ্রীভগবৎকথার কীর্ত্তন, অথবা ভগবানের সম্যক্ কীর্ত্তনই 'সঙ্কীর্ত্তন'॥ ১৭৪॥

পর্য্যটন-রস—পরিব্রাজকের ধর্ম্ম॥ ১৭৫॥

পানিহাটি—ই, বি, আর, লাইনে 'সোদপুর'-ষ্টেসনের সন্নিহিত ও ভাগীরথী-তটবর্ত্তি গ্রামবিশেষ; এস্থানে শ্রীরাঘব-পণ্ডিতের ও শ্রীমকরধ্বজ-করের ভবন ছিল॥ ১৭৭॥

(৬৩) শেষ ১৮ বৎসর প্রভুর নীলাচল-লীলা—

শেষখণ্ডে, গৌরচন্দ্র মহা-মহেশ্বর।
নীলাচলে বাস অষ্টাদশ-সম্বৎসর ॥ ১৭৯ ॥

অন্ত্যলীলা-সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ভবিষ্যদ্বাণী—

শেষখণ্ডে, চৈতন্যের অনন্ত বিলাস।
বিস্তারিয়া বর্ণিতে আছেন বেদব্যাস ॥ ১৮০ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগুণগানেই শ্রীনিত্যানন্দের অসীম প্রীতি—

যে-তে মতে চৈতন্যের গাইতে মহিমা।
নিত্যানন্দ-প্রীতি বড়, তার নাহি সীমা ॥ ১৮১ ॥

গ্রন্থকারের ইষ্টদেব নিত্যানন্দচরণ-সেবারূপ অভীষ্ট-প্রার্থনা—

ধরণী-ধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ' প্রভু-গৌরচন্দ্র, আমারে সেবন ॥ ১৮২ ॥

লীলা-সূত্র-বর্ণন-মুখে তিনখণ্ডের রচনারম্ভ—

এই ত' কহিলুঁ সূত্র সংক্ষেপ করিয়া।
তিন খণ্ড আরম্ভিব ইহাই গাইয়া ॥ ১৮৩ ॥

শ্রোতৃবর্গকে একাগ্রচিত্তে শ্রীচৈতন্যজন্মলীলা-শ্রবণার্থ অনুরোধ—

আদিখণ্ড-কথা, ভাই, শুন এক-চিতে।
শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হৈল যেন-মতে ॥ ১৮৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৮৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে লীলা-সূত্র-বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

মহা-মল্ল-রায়,—সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তন-সেনাপতি ॥ ১৭৮ ॥

মহা-মহেশ্বর—বশ্যগণের সেব্যবস্তুই ঈশ্বর; ঈশ্বরগণের মধ্যে আবার বৃহদ্বস্তুই মহেশ্বর। তাদৃশ মহেশ্বরগণের মধ্যে আবার সর্ব্বপ্রধান বস্তুই মহা-মহেশ্বর, তাঁহা হইতেই যাবতীয় ঈশ্বর-তত্ত্ব ও মহেশ্বর-তত্ত্ব উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ স্বয়ংরূপ পরমেশ্বর বা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর পরতত্ত্ব (শ্রীগৌর-কৃষ্ণ) ॥ ১৭৯ ॥

ধরণী ধরেন্দ্র,—ভূধারি-শেষের ঈশ্বর অর্থাৎ সকল গুরুঅবতারের আকর প্রভু শ্রীবলরাম-নিত্যানন্দ ॥ ১৮২ ॥

চান্দ,—(প্রাকৃত) চন্দ্র; জান,—(ফার্সী) 'জীবন' বা প্রাণ (বিশেষ্য-পদ); অথবা, অবগত হও (ক্রিয়া-পদ); তছু,—তাঁহাদিগের ॥ ১৮৫ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে প্রথম অধ্যায়।

—:০:—

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভগবদাবির্ভাবের পূর্ব্বে ভগবদিচ্ছায় গুরুবর্গ ও নিত্যপার্ষদবৃন্দের আবির্ভাব, তদানীন্তন নবদ্বীপের ভগবদ্বহির্ম্মুখী অবস্থা, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর জলতুলসী-দ্বারা কৃষ্ণের আরাধন, মাঘী শুক্ল-ত্রয়োদশীতে শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব, দেবগণের গর্ভস্তুতি, ফাল্গুন-পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের সহিত শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয় ও আনন্দোৎসবাদি বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবান্ ও তদবতার-তত্ত্ব—দুর্জ্ঞের, অজ্ঞজীবের কথা কি, তাবৎকৃপা-ব্যতীত ব্রহ্মাদিরও অগম্য; শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত ব্রহ্মবাক্যই তাহার প্রমাণ। ভগবদবতার-কারণ অত্যন্ত নিগূঢ় হইলেও শ্রীগীতার বাক্যানুসারে সাধুজন-পরিত্রাণ, দুষ্টজনোদ্ধরণ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্তই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। অতএব গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্র হইতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনই যে কলিযুগধর্ম্ম এবং তৎপ্রবর্ত্তনার্থই যে শ্রীগৌরহরির শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-সহ অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা উল্লেখ করিয়া ভগবদাবির্ভাবের পূর্ব্বে ভগবদিচ্ছায় অনন্ত-শিব-বিরিঞ্চিপ্রমুখনিত্যপার্ষদগণ মহাভাগবতরূপে গঙ্গা-হরিনাম-বর্জ্জিত বিভিন্ন শোচ্য-দেশে ও শোচ্য-কুলে

প্রকটিত হইয়া তত্তদ্দেশ ও কুলকে পবিত্রীভূত করিয়াছেন এবং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি শ্রীধাম-নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইবার পর পার্ষদবর্গ যে তথায় আসিয়া সঙ্কীর্ত্তন-সহায়রূপে নিজ-প্রভুর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিলেন। নবদ্বীপের তাৎকালিক অবস্থা পরম-সমৃদ্ধিময়ী ছিল। গঙ্গার এক-এক-ঘাটে লক্ষ-লক্ষ লোক স্নান করিত। সরস্বতী ও লক্ষ্মীর বর-প্রভাবে নবদ্বীপবাসী প্রাকৃত-বিদ্যারস ও সুখ-সম্পদে মগ্ন ছিল, কিন্তু সর্ব্বত্র তাহাদের কৃষ্ণবৈমুখ্যেরই পরিচয় পাওয়া যাইত। কলির প্রারম্ভেই ভবিষ্যৎ-কলিযোচিত আচারসমূহ দৃষ্ট হইত। মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, বাশুলীপ্রভৃতি ইতর দেবতার পূজাকেই লোকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া মনে করিত। পুত্তলি-বিবাহ বা পুত্র-কন্যার বিবাহের আমোদ-প্রমোদে সময় ও অর্থাদি-ব্যয়-কার্য্যেই অর্থের সার্থকতা আছে বলিয়া জ্ঞান করিত। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-ব্রুবগণ 'গ্রন্থ-অনুভব'-রাহিত্য-হেতু ভারবাহী ও বাহ্যর্থমানী হওয়ায় শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবার চেষ্টা দেখাইলেও শ্রোতৃবর্গের সহিত যমপাশে বদ্ধ হইয়া কেবলমাত্র নরক-রাজ্যই সমুজ্জ্বল করিত। তথা-কথিত বিরক্তাভিমানী তপস্বিগণের মুখেও হরিনাম শুনা যাইত না। সকলেই 'জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী'র অভিমানে প্রমত্ত ছিল। সেই সময়ে নবদ্বীপে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণের সহিত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু ভগবদ্-বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ এরূপ নিয়ৎসর শুদ্ধভক্তগণকেও উপহাস ও নানাভাবে নির্য্যাতন করিতে ত্রুটী করিত না। তাহাদের সেই কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতার পরা-কাষ্ঠা-দর্শনে ব্যথিত-হৃদয় ভক্ত-গণের মনো-বেদনা দূরীকরণার্থ জীবদুঃখদুঃখী অদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জগতে অবতীর্ণ করাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেন এবং জলতুলসীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন করিতে লাগিলেন। স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌরহরির আবি-র্ভাবের পূর্ব্বে মাঘী শুক্ল-ত্রয়োদশীতে রাঢ়দেশের অন্তর্গত একচাকা-গ্রামে শ্রীহাড়াইপণ্ডিতের ঔরসে তৎপত্নী শ্রীপদ্মা-বতীর গর্ভসিন্ধুতে শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ স্বয়ংপ্রকাশ ভগবান্ শ্রীবল-দেবাভিন্ন শ্রীমন্নিত্যানন্দ-চন্দ্র আবির্ভূত হইলেন। এদিকে শ্রীনবদ্বীপেও শ্রীশচী-জগন্নাথের একে একে বহুতর কন্যার তিরোভাবের পর শ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীবিশ্বরূপ-প্রভু আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার অল্প কয়েকবর্ষ পরেই স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরহরি দেবকী-বসুদেবাভিন্ন শ্রীশচী-জগন্নাথের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলেন। দেবগণ ইহা জানিতে পারিয়া স্বাংশ-অবতারগণের সহিত তাঁহাদের 'অবতারী' স্বয়ংভগবান্ পরতত্ত্ব শ্রীগৌর-কৃষ্ণের গর্ভস্তুতি করেন। ফাল্গুন-পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের সহিত কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরচন্দ্র জগতে উদিত হইলেন। অতঃপর, চতুর্দ্দিকে উৎসবানন্দ, মঙ্গল-জয়ধ্বনি এবং দেবতাগণের নররূপে শচী-গৃহে আগমন-পূর্ব্বক ভগবদ্দর্শনপ্রভৃতি বিষয়-বর্ণন-প্রসঙ্গে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে (গৌঃ ভাঃ)।

জয় জয় মহাপ্রভু গৌরসুন্দর।
জয় জগন্নাথপুত্র মহা মহেশ্বর ॥ ১ ॥
জয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈতাদি-ভক্তের শরণ ॥ ২ ॥

কৃষ্ণতত্ত্বাত্মক শ্রীচৈতন্যকথা-শ্রবণেই শুদ্ধভক্তির উদয়—

ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৩ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

'গদাধরের জীবন',—শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীমন্-মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। শক্তিতত্ত্বের 'আকর' বলিয়া তিনি শ্রীনবদ্বীপ লীলা ও শ্রীনীলাচল-লীলা, উভয়ত্রই কথিত। শ্রীনবদ্বীপ-নগরে তাঁহার বাসস্থান ছিল, পরে নীলাচলে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস করিয়া সমুদ্রোপকূলে টোটায় বা উপবনাভ্যন্তরে বাস করেন। শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় শ্রীরাধা-গোবিন্দের মধুররস-ভজনে শ্রীগদাধরকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীগৌরের 'অন্তরঙ্গ ভক্ত'-নামে কথিত হ'ন। যাঁহারা মধুর-

সভক্ত প্রভু-পদে প্রণামপূর্ব্বক গ্রন্থকারের গৌর-চরিত-কীর্ত্তনার্থ প্রার্থনা—

পুনঃ ভক্ত সঙ্গে প্রভু-পদে নমস্কার।
স্ফুরুক জিহ্বায় গৌরচন্দ্র অবতার ॥ ৪ ॥

পুনরায় স্বাভীষ্টদেব শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের জয়-গান—

জয় জয় শ্রীকরুণা-সিন্ধু গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেবা-বিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥ ৫ ॥

সেব্য-তত্ত্বের কৃপা-ফলেই সেবক-হৃদয়ে তত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি—

অবিজ্ঞাত তত্ত্ব দুই ভাই আর ভক্ত।
তথাপি কৃপায় তত্ত্ব করেন সুব্যক্ত ॥ ৬ ॥

শ্রুতি ও ভাগবতের প্রমাণ ;—পূর্ব্বে কৃষ্ণকৃপা-ফলেই ব্রহ্মার হৃদয়ে কৃষ্ণতত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি—

ব্রহ্মাদির স্ফূর্ত্তি হয় কৃষ্ণের কৃপায়।
সর্ব্বশাস্ত্রে, বেদে, ভাগবতে এই গায় ॥ ৭ ॥

সে ভগবদ্ভজনে উৎসাহবিশিষ্ট নহেন, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আনুগত্যেই শুদ্ধভক্তিতে অবস্থিত হ'ন। শ্রীনরহরি-প্রমুখ শ্রীগৌরের কতিপয় ভক্ত শ্রীগদাধর-পণ্ডিতের অনুগত ছিলেন; তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীগদাধরের প্রিয়সেব্য-স্থানে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'নিত্যানন্দের জীবন' এবং অপর কেহ কেহ তাঁহাকে 'গদাধরের জীবন' বলিয়া থাকেন।

মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর এবং নারদের অবতার শ্রীবাসপণ্ডিতাদি ভক্তগণের শরণ্যবিগ্রহ ও শ্রীগৌরসুন্দর।

এতদ্দ্বারা পঞ্চতত্ত্বই বর্ণিত হইয়াছেন। ভক্তরূপে শ্রীগৌর-সুন্দর, ভক্তস্বরূপে শ্রীনিত্যানন্দ, ভক্তাবতারস্বরূপে শ্রীঅদ্বৈত, ভক্তশক্তিরূপে শ্রীগদাধরাদি ও ভক্তাখ্য শ্রীবাসাদি,—এই পঞ্চবিধ লীলা-বিচারে শ্রীগৌরতত্ত্ব—পঞ্চবিধ ॥ ২ ॥

ভক্তগোষ্ঠী,—ভজনীয়-বস্তু শ্রীগৌরসুন্দর এবং তাঁহার আশ্রিত শ্রীনিত্যানন্দপ্রমুখ চারিটি ভক্ততত্ত্ব মিলিত হইয়াই 'ভক্তগোষ্ঠী'। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা ব্যতীত এই গোষ্ঠীর অন্য কোন কৃত্য নাই।

শ্রীমহাপ্রভুর লীলা-কথা শ্রবণ করিলেই জীবের স্বরূপ-বিচার উদিত হয়। সেই স্বরূপের বৃত্তিই 'কৃষ্ণভক্তি' বলিয়া কথিত। জীবের কর্ণদ্বয় সম্বন্ধ-জ্ঞানের নিত্য আচার্য্য-বস্তু শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ-তত্ত্ব এবং প্রকাশাদি-তত্ত্ববিষয়ক কৃষ্ণজ্ঞান লাভ করিলে জীবাত্মার শুদ্ধবৃত্তির উন্মেষ-ফলে তিনি অখিল-চেষ্টা-দ্বারা ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সেবা করিতে থাকেন অর্থাৎ সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়ে শুদ্ধভক্তিতে প্রবৃত্ত হ'ন ॥ ৩ ॥

সাবরণ শ্রীল প্রভুকে পুনরায় নমস্কার করিয়া গ্রন্থকার স্বপ্রয়োজন ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় জিহ্বায় শ্রীগৌর-সুন্দরের অপ্রাকৃত অধোক্ষজ-লীলা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউক,—এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ৪ ॥

শ্রীগৌরহরি—কৃপা সমুদ্র। শ্রীকবিরাজ-গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ৮ম পঃ ১৫শ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন,—"চৈতন্য-চন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥" শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভুও তাঁহাকে 'মহাবদান্য' ও 'কৃষ্ণপ্রেমপ্রদ'-নামে প্রণাম করিয়াছেন। মাধুর্য্যলীলা-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় গৌর-লীলায় ঔদার্য্য-লীলারই অনুষ্ঠান প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীনিত্যানন্দ—সেবা-বিগ্রহ। বিষয়বিগ্রহ শ্রীগৌর-সুন্দরের দাস্যসূত্রে তিনি—আশ্রয়-বৃত্তিবিশিষ্ট শুদ্ধভক্তগণের পূজ্য বিষয় বিগ্রহ। যদিও সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীমন্নিত্যানন্দ-রাম—স্বয়ং বিষ্ণুবস্তু, তথাপি তিনি স্বয়ংরূপের ঔদার্য্য-লীলার পরম-সহায় ও ভৃত্য; তিনি দশদেহ ধারণ করিয়া স্বীয় প্রভুর নিত্য সেবা সম্পাদন করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়-মণ্ডলে ও শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহ বা শ্রীমূর্ত্তি আজও বিদ্যমান ॥ ৫ ॥

শ্রীগৌর-নিতাই-প্রভুদ্বয় ও তদীয় শুদ্ধভক্তগণ, সকলেই অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দ-বস্তু, সুতরাং ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পরায়ণ দাম্ভিক অচিদ্দ্রষ্টা অক্ষজ-জ্ঞানী মনোধর্ম্মীর নিকট তাঁহারা 'বিদূরকাষ্ঠ'-রূপে বর্ত্তমান অর্থাৎ উহার নিকট স্ব-স্বরূপ অপ্রকাশিত রাখেন; কেবল শরণাগত, সমর্পিতাত্মা সেবকের নিকটই অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বীয় দুর্ব্বিজ্ঞেয়-স্বরূপ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করেন। শ্রীকবিরাজ-গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ ২য় শ্লোকে) বলেন,—"বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ। গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥"

তথা হি (ভাগবতে ২।৪।২২)

শ্রীশুককর্ত্তৃক পূর্ব্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে স্বীয় কীর্ত্তনলক্ষণা বাণীর প্রাকট্য-বিধানকারী ভগবানের প্রসাদ-যাঞ্চা—

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্ ॥ ৮ ॥

পদ্মযোনিরও স্ব-চেষ্টায় অধোক্ষজ ভগবদ্দর্শনে অসামর্থ্য—

পূর্ব্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাভিপদ্ম হৈতে।
তথাপিহ শক্তি নাই কিছুই দেখিতে ॥ ৯ ॥

শরণাগতি-প্রভাবেই ব্রহ্মার অধোক্ষজ ভগবদ্দর্শন-লাভ—

তবে যবে সর্ব্বভাবে লইলা শরণ।
তবে প্রভু কৃপায় দিলেন দরশন ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণকৃপা-ফলেই ব্রহ্মার শুদ্ধকীর্ত্তন ও ভগবজ্জ্ঞান-লাভ—

তবে কৃষ্ণকৃপায় স্ফুরিল সরস্বতী।
তবে সে জানিলা সর্ব্ব-অবতার-স্থিতি ॥ ১১ ॥

সেই অধোক্ষজ কৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত তদবতার-তত্ত্ব—দুজ্ঞেয়

হেন কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্জ্জ্ঞেয় অবতার।
তান কৃপা বিনে কা'র শক্তি জানিবার ? ১২ ॥

পুনরায় (ঐ আদি ১ম পঃ ৯৮—) "সেই দুইভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার। দুইভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥"

অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব,—অর্থাৎ যাঁহাদের তত্ত্ব—প্রাকৃত বা অচিদ্ ভোগপর-বুদ্ধিতে অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ অক্ষজ-জ্ঞানাতীত অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয়-তত্ত্ব ॥ ৬ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে ভগবান্ শ্রীহরির সৃষ্ট্যাদি-লীলা-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়, শ্রীশুকদেব সর্ব্বপ্রথমে ভগবৎ-স্মরণপূর্ব্বক স্বীয় অভীষ্ট-দেবকে বন্দনা করিতেছেন,—

অন্বয়। পুরা (কল্পাদৌ) অজস্য (ব্রহ্মণঃ) হৃদি সতীং (সৃষ্টিবিষয়াং) স্মৃতিং বিতন্বতা (প্রকাশয়তা) যেন (ঈশ্বরেণ) প্রচোদিতা (প্রেরিতা সতী) স্বলক্ষণা (স্বং শ্রীকৃষ্ণং লক্ষয়তি উপাস্যত্বেন দর্শয়তি ইতি, সা) সরস্বতী (বেদরূপা বাণী) আস্যতঃ (তস্য ব্রহ্মণঃ মুখাৎ) প্রাদুরভূৎ (আবির্বভূব), স ঋষীণাং (জ্ঞানপ্রদানাম্) ঋষভঃ (শ্রেষ্ঠঃ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ ইত্যর্থঃ) মে (ময়ি) প্রসীদতাম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। পূর্ব্বে কল্পের প্রারম্ভে যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টি-বিষয়িণী স্মৃতিশক্তি প্রকাশিত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার প্রেরণা-ক্রমে শ্রীকৃষ্ণভজন-প্রদর্শিনী বেদাত্মিকা বাণী সেই ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রাদুর্ভূতা হ[illegible]লেন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানপ্রদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৮ ॥

তথ্য। (ভা ১।১।১—)'তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে'; (ভা ১১।১৪।৩—) 'ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ'; (ভা ১২।১৩।১০, ১৯, ২০—) 'ইদং ভগবতা পূর্ব্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে……সম্প্রকাশিতম্'; * * 'কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলজ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা'; * * 'য ইদং কৃপয়া কস্মৈ ব্যাচচক্ষে মুমুক্ষবে' ইত্যাদি ভাগবতের বহুস্থানে শ্রীনারায়ণের নিকট হইতে শ্রীভাগবত-সম্প্রদায়ের অন্যতম ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের আদিগুরু আদি-কবি ব্রহ্মার বেদ বা বেদের প্রপক্বফল পরা-বিদ্যাত্মক শ্রীভাগবত-শ্রবণের আখ্যান দৃষ্ট হয়।

(শ্বেঃ উঃ ৬।১৮, ২২—) 'যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি-প্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥' * * 'বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরা কল্পে প্রচোদিতম্।' (বৃঃ উঃ ২।৪।১০ বা ৪।৫।১১—) 'অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি ॥' ৮ ॥

ব্রহ্মার সাতটী জন্মের কথা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ৩৪৭ অঃ ৪০-৪৩ শ্লোকে উল্লিখিত আছে। পাদ্মজন্ম ব্যতীত ব্রহ্মার মানসজন্ম, চাক্ষুষজন্ম, বাচিকজন্ম, শ্রবণজন্ম, নাসিক-জন্ম ও অণ্ডজজন্ম,—এই ছয়টী জন্ম হইয়াছিল। পাদ্মজন্মে ব্রহ্মা স্বীয় চক্ষু উন্মীলন-পূর্ব্বক তদীয় আরাধ্য-বস্তুকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর ভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়াই তিনি ভগবদ্দর্শন লাভ করিলেন। এজন্যই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে,—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥" (—কঠে, ২।২৩ এবং মু॰উ॰ ৩।২।৩)।

সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ স্বীয় ঔদার্য্য-লীলা প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মাতে স্ব-স্বরূপ দর্শন ও [illegible] প্রকাশ করিবার শক্তি

অধোক্ষজ কৃষ্ণের অবরোহ-লীলা-বিলাস—ভোগপর বাক্য-মনের অগোচর

অচিন্ত্য, অগম্য কৃষ্ণ-অবতার লীলা।
সেই ব্রহ্মা ভাগবতে আপনে কহিলা ॥ ১৩ ॥

তথা হি (ভাঃ ১০।১৪।২১)

ব্রহ্মার ভগবৎস্তুতি-বাক্য, ভগবানের অচিন্ত্য যোগমায়া-বৈভব—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্বাহং কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণের অবতারণ-কারণ—জীব-বুদ্ধিতে দুর্জ্ঞেয় ও দুর্নির্দ্দেশ্য

কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কা'র শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাহার ? ১৫॥

ভাগবত ও গীতার বচনই প্রমাণ-রূপে গ্রাহ্য—

তথাপি শ্রীভাগবতে, গীতায় যে কয়।
তাহা লিখি, যে-নিমিত্তে 'অবতার' হয় ॥ ১৬ ॥

তথা হি (গীঃ ৪।৭-৮)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের (শ্রীনারায়ণের) প্রপঞ্চে অবতার-কাল ও কার্য্য-নির্দ্দেশ—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ১৭ ।

সঙ্কার করিবার পর ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ হইতে 'ওঁ' ও 'অথ'-শব্দদ্বয় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি 'আরোহ'-বাদের পরিবর্ত্তে 'অবরোহ' ('অবতার')-বাদ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবানের বিভিন্ন নিত্যচিদ্বৈচিত্র্যময় বিলাস এবং অসীম-কৃপা-প্রকাশ-পূর্ব্বক প্রপঞ্চে অবতরণ-লীলা অবগত হইয়াছিলেন। (ভা ১।১।১) "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে"-বাক্যেও এই কথা উল্লিখিত আছে।

কৃষ্ণকৃপা-রূপিণী সমুখরিত বীণাবতী কৃষ্ণকীর্ত্তন-সরস্বতী ব্যতীত জীবের ভোগধারণোত্থ প্রাণহীন শব্দের দ্বারা তাহার কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ জড়-বশ্যতা দূরীভূত হয় না ॥ ৯-১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের লীলা—অক্ষজজ্ঞানমত্ত জনগণের সর্ব্বতোভাবে দুর্জ্ঞেয়। অক্ষজজ্ঞানবাদী সর্ব্ব-বিষ্ণু ও শক্তি-কোটির প্রভু স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বশক্তিমান্ চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণেরও অংশী না জানিয়া, সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত যদুবংশের অধস্তন একজন ঐতিহাসিক রাজনৈতিক কর্ম্মবীরমাত্র বলিয়া থাকেন অর্থাৎ দ্বিতীয়াভিনিবেশ-ক্রমে সর্ব্ব-মূলকারণ পরতত্ত্বরূপে না জানিয়া তাঁহাকে জীবের ন্যায় মায়িক-বিগ্রহ-জ্ঞানে বহুবিধ পার্থিব জড়ীয় ভোগ্যবস্তুর অন্যতম বলিয়া মনে করেন। জগতে পরতত্ত্ব স্বয়ংরূপ-ভগবানের অবতারি-রূপে অবতরণ-কালে নৈমিত্তিক-লীলাবতারগণও আসিয়া তাঁহাতে মিলিত হ'ন; তাহাও নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত মানব নিজ চেষ্টা দ্বারা কখনই কৃষ্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। কৃষ্ণচন্দ্র যাঁহাকে কৃপা করিয়া স্ব স্বরূপের লীলা প্রদর্শন করেন, তিনিই তাঁহাকে ভজন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। এতৎপ্রসঙ্গে (ভা ১০।১৪।৩) "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য"-শ্লোক আলোচ্য ॥ ১২ ॥

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে। সমস্ত জগদাধার-মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ॥" শ্রীযশোদা স্বীয় তনয়ের মুখ-দর্শনে এই বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। ব্রহ্মার উক্তিতেও (ভা ১০ম স্ক, ১৪শ অঃ) কৃষ্ণলীলার অচিন্ত্যত্ব ও সুদুর্গমত্ব কথিত হইয়াছে ॥ ১৩॥

ব্রজের গো-বৎস-হরণকারী ব্রহ্মার দর্প শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক চূর্ণ হইলে ব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব জ্ঞাত হইয়া স্তব করিতেছেন,—

অন্বয়। (হে) ভূমন্, (হে বিরাট্,) ভগবন্, (হে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ,) পরাত্মন্, (হে অন্তর্যামিন্,) যোগেশ্বর, (হে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমন্,) অতো (বিস্ময়ে) ক্ব (কুত্র) বা, কথং (কেন হেতুনা) বা, কতি (কতিবিধ-প্রকারেণ) বা, কদা (কস্মিন্-কালে) বা, (ত্বং) যোগমায়াং (অচিন্ত্য-স্বরূপ-শক্তিং) বিস্তারয়ন্ (প্রকটয়ন্) ক্রীড়সি (বিলসসি),—ইতি ভবতঃ (তব) উতীঃ (লীলাঃ) ত্রিলোক্যাং (ভুবনত্রয়ে) কঃ বেত্তি (ন কোঽপ্যতোঽচিন্ত্যাং হি তব যোগমায়া-বৈভবমিতি ভাবঃ) ॥

অনুবাদ। হে ভূমন্, হে ভগবন্, হে পরমাত্মন্, হে যোগেশ্বর, কি আশ্চর্য্য ! আপনি কখন বা কোথায়, কেন বা কতপ্রকারে স্বীয় স্বরূপশক্তি যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া যে-সকল ক্রীড়া-বিলাস করিয়া থাকেন, ত্রিজগতের মধ্যে কে

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ১ ॥

শ্লোকার্থ—

ধর্ম্ম-পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্ম্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে-দিনে ॥ ১৯ ॥

সেইসকল লীলা জানিতে পারে? (অর্থাৎ, কেহই জানিতে পারে না) ॥ ১৪ ॥

তথ্য। 'যদি বল, স্বতন্ত্র-স্বরূপ আপনার কেনই বা কুৎসিত মৎস্যাদি-কুলে জন্ম-পরিগ্রহ, কেনই বা বামনাদি অবতারে যাচ্ঞাদি দৈন্যব্যবহার-প্রদর্শন, আর কেনই বা এই অবতারে কদাচিৎ পলায়নাদি লীলা শুনা যায়?'—তদুত্তরে এই শ্লোকের অবতারণা। 'ভূমন্' ইত্যাদি যথার্থ সম্বোধন-গুলিদ্বারা ভগবানের দুজ্ঞেয়ত্বই বলিতেছেন (—শ্রীধর)।

'ভূমন্'-শব্দে—অপরিচ্ছিন্ন; 'ভগবান্'-শব্দে—সর্ব্বৈশ্বর্য্য-যুক্ত; 'পরাত্মন্'-শব্দে—সর্ব্বান্তর্যামিন্ বা সর্ব্বকারণস্বরূপ; 'যোগেশ্বর'-শব্দে—স্বাভাবিক যোগশক্তিপ্রভাবে সর্ব্বকাল-ব্যাপক। (আপনার লীলা অন্য কেহ জানে না বটে,) কিন্তু আপনি 'অপরিচ্ছিন্ন' বলিয়া স্বয়ংই সেই অপরিচ্ছিন্ন লীলা-সমূহের আধার, আপনি 'সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত' বলিয়া স্বয়ংই সেই লীলাসমূহের প্রকাশ, আপনি 'পরমাত্মা' বলিয়া স্বয়ংই সেই লীলাসমূহের ইয়ত্তা এবং আপনি সর্ব্বকালব্যাপী বলিয়া স্বয়ংই সেই লীলাসমূহের প্রকট-কাল অবগত আছেন। 'যোগমায়া'-শব্দে 'মহাস্বরূপশক্তি' (—শ্রীজীবপ্রভু)।

'যদি বলা যায়, ভূভার-হরণার্থই আপনার (শ্রীকৃষ্ণের) অবতরণ, রাবণ-বধার্থই শ্রীরামের অবতরণ, তত্তদ্যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন-নিমিত্তই শুক্লাদি অবতারগণের আবির্ভাব প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু জ্ঞানী অভিমানী অসুরগণের দুর্ম্মদ-বিনাশের নিমিত্ত আপনার অবতার হইয়াছে,—ইহা ত' জানা যায় নাই?' সত্য, কিন্তু আপনার প্রাদুর্ভাবাদি লীলাসমূহ কোন্-কোন্-বিষয়ে কি-কি-প্রয়োজনময়, কখন, বা কতটুকুই বা হয়, তাহা সমগ্রভাবে জানিতে [illegible] যে সমর্থ নহে, তাহাই বলিবার উদ্দেশে এই শ্লোকের অবতারণা।

'ভূমন্'-শব্দে বিশ্বব্যাপক অনন্তমূর্ত্তিবিশিষ্ট, 'ভগবান্'শব্দে বিরাট্ত্ব-সত্ত্বেও ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, 'পরাত্মন্'শব্দে ভগবত্তা-সত্ত্বেও পরমাত্মস্বরূপ, 'যোগেশ্বর'শব্দে স্বীয় যোগমায়া-কৃপাপ্রভাবেই অনুভবনীয় বিরাট্ত্বাদি মহা-মহৈশ্বর্য্যযুক্ত। 'উতি'-শব্দে জন্মাদি-লীলা। যদি বলা যায়, 'আপনার অনন্তমূর্ত্তিসমূহ যখন বিশ্বব্যাপিকা ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী পরমাত্মস্বরূপা, কিন্তু পাঞ্চভৌতিকী জড়া নহে, ত্রৈলোক্যের মধ্যবর্ত্তিনী থাকিয়াই ভক্তজন-বিনোদিনী লীলাসমূহ অনুষ্ঠান করিতে করিতে সেইসকল শ্রীমূর্ত্তি যে সর্ব্বদা যুগপৎই বিহার করিতেছেন,—ইহা কিরূপে সম্ভব?' তদুত্তরে বলিতেছেন যে, তত্তদুপাসক-ভক্ত-বর্গের প্রতি সেইসকল শ্রীমূর্ত্তির অচিন্ত্য যোগমায়াপ্রভাবেই যথাকালে প্রকাশ ও আবরণ প্রদর্শন-পূর্ব্বক লীলা-নির্ব্বাহ হইতেছে।' (—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর) ॥ ১৪ ॥

বিবৃতি। কৃষ্ণতত্ত্বের অধিক আর কোন তত্ত্ব না থাকায় শক্তিমান্ কৃষ্ণের বিক্রম উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই; তিনি কোন্ কোন্ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত স্বয়ং পরতন্ত্র হইয়া প্রপঞ্চে স্বীয় নিত্যলীলার অবতারণ করান,—তাহা সম্যক্ বুঝিবার শক্তি কাহাকেও তিনি দেন নাই ॥ ১৪ ॥

আরোহবাদী জড়-জগতে 'কার্য্য'-দর্শনে কারণের অনু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হ'ন। সেখানে জগৎ—'কার্য্য' এবং সেই জগতের সম্বন্ধে কোন ক্রিয়ার কর্ত্তৃতত্ত্বের উদ্দেশ নির্দ্ধারিত হইবার চেষ্টা দেখা যায়, তাহা দুরধিগম্য হইলেও, নিগম-কল্পতরুর প্রপক্ব-ফল শ্রীমদ্ভাগবতে এবং শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক অর্জ্জুন-সমীপে কীর্ত্তিত শ্রীগীতায় শ্রীগ্রন্থকার যে যথার্থ হেতু-বর্ণন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই এখানে লিখিতেছেন। গ্রন্থ-কার স্বীয় চেষ্টার বলে শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হইবার কারণ অনু-সন্ধান না করিয়া শ্রৌতবাক্যের অনুবর্ত্তী হইয়াই ঐ কারণের উল্লেখ করিতেছেন। শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপ্রভু এতাদৃশ কারণকে বৈধভক্তিপরায়ণ লোকের প্রয়োজন-মাত্র 'গৌণ কারণ' বলিয়া শ্রীবিষ্ণুর ঐ অবতারকে 'নৈমিত্তিক অবতার'-নামে অভিহিত করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

অন্বয়। (হে ভারত, (ভারতবংশাবতংস অর্জ্জুন), যদা যদা হি ধর্ম্মস্য (শ্রীহরিতোষণপরস্য, শ্রীহরৌ কর্ম্মার্পণরূপস্য দৈব-বর্ণাশ্রমলক্ষণস্য) গ্লানিঃ (হানিঃ), অধর্ম্মস্য (হরিবৈমুখ্য-বর্দ্ধনপরস্য) চ অভ্যুত্থানম্ (আধিক্যং ভবতি), তদা অহম্

সাধুজন-রক্ষা, দুষ্ট-বিনাশ-কারণে।
ব্রহ্মাদি প্রভুর পা'য় করে বিজ্ঞাপনে ॥ ২০ ॥

আত্মানং (স্বং) সৃজামি (প্রকটয়ামি, ন তু জড়দ্রব্যমিব নির্ম্মমে, তস্য নিত্যসিদ্ধ-সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বাৎ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। হে ভরতবংশ্য অর্জ্জুন, যে-যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সেই সময়েই আপনাকে প্রকটিত করিয়া থাকি অর্থাৎ জগতে অবতীর্ণ বা আবির্ভূত হই ॥ ১৭ ॥

তথ্য। (ভা ৯।২৪।৫৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি —) "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ। তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ ॥" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

'আমি আত্মাকে (শ্রীবিগ্রহকে) সৃষ্টি করি, অর্থাৎ অসুর-মোহিনী মায়াদ্বারা আপনাকে সৃষ্ট-পদার্থবৎ দেখাইয়া থাকি।' (—শ্রীল বিশ্বনাথ-কৃত 'সারার্থবর্ষিণী')।

'ধর্ম্ম'-শব্দে বেদোক্ত ধর্ম্ম; 'গ্লানি'-শব্দে বিনাশ; 'অধর্ম্ম' —ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ; 'অভ্যুত্থান'-শব্দে অভ্যুদয়; 'সৃষ্টি করি' অর্থাৎ প্রকটিত করি, কিন্তু (জড়দ্রব্যবৎ) নির্ম্মাণ করি না, যেহেতু আমি সৃষ্টির পূর্ব্বেই স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া আমা হইতেই সম্ভূত কালের প্রভুত্ব আমার উপর থাকিতে পারে না।' (—শ্রীবলদেব-কৃত 'গীতাভূষণ')।

'অধর্ম্ম'—(ভা ৭।১৫।১২-১৪ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি—) "বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ। অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবত্ত্যজেৎ ॥ ধর্ম্ম-বাধো বিধর্ম্মঃ স্যাৎ পরধর্ম্মোঽন্য-চোদিতঃ। উপধর্ম্মস্তু পাষণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ ॥ যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুংভিরাভাসো হ্যাশ্রমাৎ পৃথক্। স্বভাবো বিহিতো ধর্ম্মঃ কস্য নেষ্টঃ প্রশান্তয়ে ॥"

অর্থাৎ,(১) বিধর্ম্ম, (২) পরধর্ম্ম, (৩) ধর্ম্মাভাস, (৪) উপধর্ম্ম, (৫) ছলধর্ম্ম,—এই পাঁচটী অধর্ম্ম-শাখাকে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মের ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন। তন্মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলেও যাহা—স্ব-ধর্ম্মের বিঘ্নস্বরূপ, তাহাই 'বিধর্ম্ম'; অন্যের প্রেরণাক্রমে যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, উহাই 'পরধর্ম্ম'; পাষণ্ডাচার বা দম্ভমূলক ('অতিবাড়ী') ধর্ম্মই 'উপধর্ম্ম'; প্রলিপ্সা-মূলে 'ধর্ম্ম'-শব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যা-দ্বারা যাহা স্থাপিত হয়, অথবা, যাহা 'ধর্ম্ম'শব্দ-মাত্র (কৃত্রিমভাবে) ধারণ

তবে প্রভু যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে ॥ ২১ ॥

করে, তাহাই 'ছলধর্ম্ম'; মানবগণ স্বেচ্ছা-ক্রমে যাহা করে, তাহাই 'ধর্ম্মাভাস'; উহা—আশ্রম-ধর্ম্ম হইতে পৃথক্। স্বভাব-বিহিত ধর্ম্ম কাহারই বা প্রশান্তিজনক হয় না ? ১৭ ॥

বিবৃতি। "আমার আবির্ভাবের এইমাত্র নিয়ম যে, আমি—ইচ্ছাময়; আমার ইচ্ছা হইলেই আমি অবতীর্ণ হই। যখন-যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন-তখনই আমি স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক আবির্ভূত হই। আমার জগদ্ব্যাপার-নির্ব্বাহক বিধিসকল—অনাদি, কিন্তু কালক্রমে যখন ঐ-সকল বিধি কোন অনির্দ্দেশ্য কারণ-বশতঃ বিগুণ হইয়া পড়ে, তখনই কালদোষ-ক্রমে অধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে। সেই দোষ নিবারণ করিতে আমা ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হয় না। অতএব আমি স্বীয়-চিচ্ছক্তি-সহকারে প্রপঞ্চে উদিত হইয়া ঐ ধর্ম্ম-গ্লানি নিবৃত্ত করি। এই ভারত-ভূমিতে আমার যে উদয় দেখিতে পাও, তাহা নহে, আমি দেব-তির্য্যগাদি সমস্ত রাজ্যেই প্রয়োজন-মত ইচ্ছা-পূর্ব্বক উদিত হই; অতএব ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজদিগের রাজ্যে যে উদিত হই না, তাহা মনে করিও না। সেইসকল শোচ্য পুরুষগণ যতটুকু ধর্ম্মকে 'স্বধর্ম্ম' বলিয়া স্বীকার করে, উহারও গ্লানি হইলে তাহাদের মধ্যে শক্ত্যাবেশাবতাররূপে আমি তাহাদের ধর্ম্ম রক্ষা করি। কিন্তু এই ভারত-ভূমিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপী সাম্বন্ধিক স্বধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে আচরিত হয় বলিয়াই এতদ্দেশবাসী আমার প্রজা-সকলের ধর্ম্ম-সংস্থাপনকরণার্থ আমি অধিকতর যত্ন করি। অতএব যুগাবতার ও অংশাবতার প্রভৃতি যত যত রমণীয় অবতার, তাহা এই ভারত-ভূমিতেই লক্ষ্য করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নাই, সেখানে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ, তৎসাধ্য জ্ঞান-যোগ ও চরমফলরূপ ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় না। তবে যে অন্ত্যজগণের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি উদিত হয়, দেখা যায়,তাহা ভক্তকৃপা-জনিত 'আকস্মিকী' বলিয়া জানিবে।' (—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' ভাষ্য) ॥ ১৭ ॥

অন্বয়। সাধূনাং (স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং) পরিত্রাণায় (রক্ষণায়) দুষ্কৃতাং (দুষ্টং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি দুষ্কৃতাঃ, তেষাং) বিনাশায় (বধায়) চ (এবং) ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় (ধর্ম্মস্য সংস্থাপনং

কলিযুগের ধর্ম্ম এবং অবতার বা উপাস্য-নির্দ্দেশ—

কলিযুগে 'ধর্ম্ম' হয় 'হরি-সঙ্কীর্ত্তন'।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥ ২২ ॥

শ্রীভাগবতের বচন-প্রমাণ—

এই কহে ভাগবতে সর্ব্বতত্ত্ব-সার।
'কীর্ত্তন'-নিমিত্ত 'গৌরচন্দ্র-অবতার' ॥ ২৩ ॥

তস্মৈ ইদং নিত্য-ধর্ম্মং প্রকটিতুং স্থিরীকর্ত্তুমিত্যর্থঃ) যুগে যুগে (তত্তদবসরে) সম্ভবামি (অবতীর্ণঃ অস্মি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে প্রকটিত, অবতীর্ণ বা আবির্ভূত হই ॥ ১৮ ॥

তথ্য। 'দুষ্টের নিগ্রহ করায় ভগবানের নির্দ্দয়ত্বের আশঙ্কা করিতে হইবে না ; যথা,—"লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে। তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণ দোষয়োঃ ॥" অর্থাৎ স্বীয় শিশু-সন্তানের প্রতি মাতার লালন ও তাড়ন-ব্যবহারে যেমন অকারুণ্য (নিষ্ঠুরতা) প্রকাশ পায় না, প্রত্যুত স্নেহেরই পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্রূপ গুণ ও দোষের নিয়ন্তা পরমেশ্বর বিষ্ণুর সুর-পালন ও অসুর-বিনাশেও দয়াই প্রদর্শিত হয়, বুঝিতে হইবে।' (—শ্রীধরস্বামি-কৃতা 'সুবোধিনী')।

'যদি বলা যায়,—আপনার ভক্ত রাজর্ষি বা ব্রহ্মর্ষিবৃন্দই ত' ধর্ম্মহানি ও অধর্ম্মবৃদ্ধি দূরীভূত করিতে সমর্থ, ইহার জন্য আপনার অবতীর্ণ হইবার আবশ্যকতা কি? সত্য, কিন্তু সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের বিনাশ ও ধর্ম্মের সংস্থাপন, এই কার্য্যত্রয়—অন্যের পক্ষে 'দুষ্কর' বলিয়াই আমি আবির্ভূত হই। 'সাধুগণের পরিত্রাণ'-শব্দে আমার দর্শনোৎকণ্ঠাক্রান্ত-চিত্ত ঐকান্তিক-ভক্তগণের যে ব্যগ্রতা-রূপ দুঃখ, তাহা হইতে পরিত্রাণ ; 'দুষ্কৃতাং'-শব্দে আমার ভক্তগণের ক্লেশোৎপাদক (দ্রোহকারী) এবং আমা ব্যতীত অন্যের অবধ্য রাবণ, কংস ও কেশী প্রভৃতি অসুরগণের ; 'ধর্ম্ম-সংস্থাপন'-শব্দে মদীয় ধ্যান-যজন-পরিচর্য্যা-সঙ্কীর্ত্তন-লক্ষণযুক্ত পরমধর্ম্মের,—যাহা আমা ব্যতীত অন্য কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইবার অযোগ্য,—তাহার সম্যক্ স্থাপন ; 'যুগে যুগে' অর্থাৎ প্রতি যুগ বা প্রতিকল্পে ; দুষ্ট-নিগ্রহকারী ভগবানের বৈষম্য আশঙ্কা করিতে হইবে না, যেহেতু ভগবানের হস্তে নিধন-ফলে দুষ্ট অসুরগণেরও স্ব-স্ব-দুষ্কৃত-লব্ধ নরক ও সংসার হইতে পরিত্রাণ-লাভ হওয়ায় উহাদের প্রতি ভগবানের নিগ্রহও 'অনুগ্রহ' বলিয়াই নির্ণীত হইয়াছে।' (—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)।

'সাধুগণের-পরিত্রাণ'-শব্দে আমার রূপগুণ-নিরত, আমার সাক্ষাৎকারাকাঙ্ক্ষী, সুতরাং আমার সাক্ষাৎকারাভাবে অতি-ব্যগ্রতা-রূপ যে দুঃখ, তাহা হইতে স্বীয় ভক্তজন-মনোহর স্বরূপ-সাক্ষাৎকার-দ্বারা পরিত্রাণ ; 'দুষ্কৃতাং'-শব্দে দুষ্টকর্ম্মকারী ও আমা ব্যতীত অন্যের অবধ্য রাবণ, কংসাদি ভক্ত-দ্রোহিগণের ; 'ধর্ম্ম'-শব্দে একমাত্র আমারই অর্চ্চন-ধ্যানাদি-লক্ষণযুক্ত শুদ্ধভক্তিযোগ, উহা বৈধ হইলেও অন্য-কর্ত্তৃক প্রচারিত হইবার অযোগ্য ; 'সংস্থাপন'-শব্দে সম্যক্ প্রচার। এই তিনটী কার্য্যই আমার অবতারের 'কারণ'। দুষ্ট-বধের দ্বারা ভগবানের বৈষম্য বুঝিতে হইবে না, যেহেতু ভগবানের হস্তে দুষ্টগণের নিধন-ফলে উহাদের মোক্ষানন্দ-লাভ হওয়ায় ভগবানের নিগ্রহই অনুগ্রহরূপে পরিণত হয়।' (—শ্রীবলদেব)।

বিবৃতি। 'রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি আমার যে-সকল ভক্ত আছেন, তাঁহাদের সত্তায় আমি 'শক্ত্যাবেশ' করতঃ 'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম' সংস্থাপন করি। কিন্তু বস্তুতঃ পরম-ভক্ত সাধুগণের মদ্দর্শনলালসোত্থ দুঃখ হইতে তাঁহাদের পরিত্রাণের জন্যই আমার স্বীয় অবতারের আবশ্যকতা। অতএব 'যুগাবতার' হইয়া আমি সাধুদিগকে ঐ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করি, দুষ্কৃত রাবণ-কংসাদিকে বধ করতঃ উদ্ধার করি এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি প্রচার করিয়া জীবের 'নিত্য স্বধর্ম্ম' সংস্থাপন করি। 'আমি যুগে-যুগে অবতীর্ণ হই',—এই কথা-দ্বারা কলিকালেও যে আমার অবতার হয়, ইহা স্বীকার করিবে। সেই কলিকালের অবতার কেবল 'কীর্ত্তনাদিদ্বারা পরম-দুর্লভ 'প্রেম' সংস্থাপন করিবেন, তাহাতে অন্য তাৎপর্য্য না থাকায়, সেই অবতার সর্ব্বাবতার-শ্রেষ্ঠ হইলেও, সাধারণের নিকট 'গোপনীয়'। আমার পরম-ভক্তগণ স্বভাবতঃই সেই অবতার-কর্ত্তৃক বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইবেন, তাহা তুমি (অর্জ্জুন) ও তৎসাহচর্য্যে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে পাইবে। সেই কলিজন নিস্তারক অবতার-কর্ত্তৃক দুষ্কৃত-জনের দুষ্কৃতি-বিনাশ ব্যতীত যে অসুর-বিনাশ-কার্য্য নাই,—ইহাই সেই 'গুহ্য' অবতারের পরম রহস্য।' (—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর) ॥ ১৮ ॥

তথা হি (ভাঃ ১১।৫।৩১-৩২)

কলিযুগে পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষান্তে কৃষ্ণকীর্ত্তন-রত সাবরণ

শ্রীগৌরকৃষ্ণই সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে উপাস্য—

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তবন্তি জগদীশ্বরম্।

নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥ ২৪॥

নশ্বর ভোগ-প্রবৃত্তির ভূমিকায় ভগবদ্বিমুখ জীবের বিচরণ-কালে তাঁহার দ্বিতীয়াভিনিবেশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে ধর্ম্ম ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া জড়-ভোগ-চেষ্টা বৃদ্ধি করে, তৎকালে ধর্ম্মের অভাবে অধর্ম্মের বিক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আরোহ-বাদ—অধর্ম্মে অবস্থিত; তাহাতে শ্রীঅধোক্ষজ-সেবা প্রবৃত্তি নাই। শ্রীঅধোক্ষজ-সেবা-পরায়ণ ভক্তগণ সর্ব্বদা মায়াবদ্ধ জীবের অক্ষজজ্ঞান-প্রণোদিত অধর্ম্ম-মূলক-চেষ্টা-দ্বারা উপদ্রুত হ'ন। আরোহবাদী দ্যূত, পান, স্ত্রী ও সূনা এবং জাতরূপ,—এই পঞ্চ সম্পত্তিতে আপনাকে সম্পন্ন ও বলীয়ান্ মনে করিয়া তাহার নিত্যকল্যাণ সাধনের নিমিত্ত অবতীর্ণ অধোক্ষজ সত্যবস্তুকে সর্ব্বদাই আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। তাদৃশ আরোহ-বাদী বা অক্ষজজ্ঞানীর চেষ্টাকে স্তব্ধ করাইবার জন্য এবং অধিরোহবাদীর উৎক্রমণ-পথের সহায়তা করিবার উদ্দেশেই অসুরমোহিনী অবিদ্যা-বিনাশকারী অনন্তবীর্য্যশালী বাস্তব-সত্যস্বরূপ শ্রীবিষ্ণু অবতীর্ণ হউন,—ব্রহ্মার একপ আবেদন যুগে-যুগে ভগবৎ-পাদপদ্মে উপস্থিত হয়॥ ১৯-২০॥

সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিধাতা ব্রহ্মা জগতের মঙ্গলের জন্য যখন ভগবানের অবতরণ প্রার্থনা করেন, তৎকালেই নিত্য-প্রকটিত বাস্তব-সত্যবস্তু স্বীয় অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠধাম হইতে প্রপঞ্চে স-পরিকরে অবতীর্ণ হ'ন। সাময়িক মঙ্গল-বিধানরূপ যুগ-ধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপন-কার্য্যও তদীয় উদ্দেশ্যের অন্তর্গত বলিয়া শুদ্ধদৃষ্টিসম্পন্ন ভক্তগণ জানিতে পারেন। নৈমিত্তিক-লীলাবতরণ-কার্য্যটী—ধর্ম্মসংস্থাপন-মূলক যুগধর্ম্ম॥ ২১॥

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্য্যা ও কলিযুগে হরিসঙ্কীর্ত্তনই জীবের ধর্ম্ম-রক্ষার সোপান। ভগবান্ শ্রীশচীনন্দন সেই হরিসঙ্কীর্ত্তনের অবতারণ-মুখে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন॥ ২২॥

কলিকালে জীবগণ তর্কহত হইয়া নানাপ্রকার বিবাদে প্রমত্ত হ'ন। তাহাদের চরমকল্যাণ-বিধানের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য-নিরস্তকুহক পরম-সত্য সচ্চিদানন্দ-ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণনামের কীর্ত্তন প্রচার করেন। শ্রীগৌরসুন্দরই যে সর্ব্বতত্ত্বসার অর্থাৎ পরতত্ত্ব-বস্তু এবং তিনিই যে সঙ্কীর্ত্তন-বিগ্রহ,—এই কথাই শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে॥ ২৩॥

'ভগবান্ শ্রীহরি কোন্-সময়ে কোন্-বর্ণবিশিষ্ট ও কিরূপ-আকারযুক্ত হইয়া, এবং কি-নামে ও কোন্‌প্রকার বিধি-দ্বারা পূজিত হয়েন?'—বিদেহরাজ নিমির এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাগবত নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকরভাজন-মুনি তাঁহার নিকট কলিকালের অবতার ও তদ্ভজন-প্রণালী এই শ্লোক-দ্বয়ে বর্ণন করিতেছেন,—

অন্বয়। হে উর্ব্বীশ, (পৃথ্বীপতে নিমিরাজ,) ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) দ্বাপরে (যুগে ভক্তাঃ) জগদীশ্বরং (নিগমাগম-শাস্ত্রকথিতেন অর্চ্চন-বিধিনা বাসুদেবাদি-চতুর্ব্যূহাত্মকং শ্রীহরিং) স্তবন্তি (পূজয়ন্তি); কলৌ (যুগে) অপি (চ) নানা-তন্ত্র-বিধানেন তথা (যেন যেন সাত্বত-তন্ত্রাদ্যুক্ত-বিধিনা ভগবন্তং শ্রীহরিং স্তবন্তি,—অনেন কলৌ পঞ্চরাত্র-তন্ত্র-মার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি, তথা মৎসকাশাৎ) শৃণু॥ ২৪॥

অনুবাদ। হে নিমিরাজ, দ্বাপরে ভক্তগণ এই বলিয়া (পূর্ব্বোক্তরূপে) চতুর্ব্যূহাত্মক জগদীশ্বরের স্তব করিয়া থাকেন। কলিতেও ভক্তগণ যেরূপে নানা-সাত্বততন্ত্র-বিধি-দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির স্তব করেন, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর॥২৪॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।

যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ২৫॥

যুগধর্ম্ম-পালক শ্রীগৌর-নারায়ণ—

কলিযুগে সর্ব্ব-ধর্ম্ম—'হরি-সঙ্কীর্ত্তন'।

সব প্রকাশিলেন চৈতন্য-নারায়ণ॥ ২৬॥

অন্বয়। সুমেধসঃ (বিবেকিনঃ) ত্বিষা (কান্ত্যা) অকৃষ্ণং (বিদ্যুদ্গৌরং, পূর্ব্বোক্ত-শুক্ল-রক্ত-শ্যাম-বর্ণত্রয়াবশেষং তুর্য্যং পীতবর্ণং) সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং (অঙ্গে—শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতৌ, উপাঙ্গানি—শ্রীবাসাদিভক্তাঃ, অস্ত্রাণি—হরিনামাদীনি, পার্ষদাঃ—শ্রীগদাধর-স্বরূপ-রামানন্দাদয়ঃ তৈঃ সহিতং) কৃষ্ণবর্ণং (কৃষ্ণং বর্ণয়তি গায়তি যঃ তং, যদ্বা, কৃষ্ণেতি এতৌ-বর্ণৌ চ যস্মিন্ তং শ্রীগৌরহরিং) সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ (বহুভি-

স-পরিকর শ্রীভগবানের যুগধর্ম্ম শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-পালন—

কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্ব-পরিকরে ॥ ২৭ ॥

মিলিত্বা হরিকথা-নাম-গান-রূপৈঃ) যজ্ঞৈঃ হি (এব) যজন্তি (উপাসন্তে) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কলিকালে শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন-বহুল যজ্ঞ-দ্বারাই অকৃষ্ণ (গৌরবর্ণতনু), অঙ্গ (শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুদ্বয়), উপাঙ্গ (অঙ্গের অঙ্গ শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ), অস্ত্র (অবিদ্যা-নাশক শ্রীহরিনাম) ও পার্ষদগণের (শ্রীগদাধর, শ্রীস্বরূপ, শ্রীরামানন্দপ্রভৃতির) সহিত বিদ্যমান, কৃষ্ণনামোচ্চারণ-রত শ্রীগৌরহরির উপাসনা করেন ॥ ২৫ ॥

তথ্য। "ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌরস্তং সুমেধসো যজন্তি। গৌরত্বঞ্চাস্য—"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥" —ইত্যত্র পারিশেষ্য-প্রমাণ-লব্ধম্। 'ইদানীম্' এতদবতারাস্পদত্বেনাভিখ্যাতে দ্বাপরে "কৃষ্ণতাং গতঃ" ইত্যুক্তেঃ শুক্ল-রক্তয়োশ্চ সত্যত্রেতা-গতত্বেন দর্শিতত্বং পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া ; অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিপূর্ণরূপত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাদ-যুগাবতারত্বং—তস্মিন্ সর্ব্বেঽপ্যবতারা অন্তর্ভূতা ইতি তত্তৎ-প্রয়োজনং তস্মিন্নেকস্মিন্নেব সিদ্ধ্যতীত্যপেক্ষয়া। তদেবং যদ্-দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি তদৈব কলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্য-লব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি, তদব্যভিচারাৎ। তদেতদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণ-দ্বারা ব্যনক্তি,—'কৃষ্ণবর্ণং'—কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ চ যত্র,—যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-নাম্নি কৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি-বর্ণ-যুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ ;—তৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধববাক্যে 'সমাহূতা' ইত্যাদি-পদ্যে 'শ্রিয়ঃ সবর্ণেন' ইত্যত্র টীকায়াং—"শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানবর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য সঃ, "শ্রীসবর্ণো রুক্মী" ইত্যপি দৃশ্যতে ; যদ্বা, কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশ-স্ব-পরমানন্দ-বিলাস-স্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি, পরমকারুণিকতয়া চ সর্ব্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তম্ ; অথবা, স্বয়মকৃষ্ণং গৌরং ত্বিষা স্বশোভা-বিশেষেণৈব কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ,—যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ ; কিম্বা, সর্ব্ব-লোকদ্রষ্টারং কৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষ-দৃষ্টৌ 'ত্বিষা' প্রকাশ-

ভগবদাবির্ভাবের অগ্রে নিত্যপার্ষদবৃন্দের নর-কুলে আবির্ভাব—

প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্ব্ব-পরিকর।
জন্ম লভিলেন সবে মানুষ-ভিতর ॥ ২৮ ॥

বিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং, তাদৃশ-শ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈবাবির্ভাববিশেষঃ স ইতি ভাবঃ। তস্য ভগবত্ত্বমেব স্পষ্টয়তি—"সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্"—অঙ্গান্যেব পরম-মনোহরত্বাদুপাঙ্গানি ভূষণাদীনি, মহাপ্রভাবত্বাত্তান্যেবাস্ত্রাণি,সর্ব্বদৈবৈকান্তবাসিত্বাত্তান্যেব পার্ষদাঃ; বহুভির্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথা দৃষ্টোঽসাবিতি গৌড়-বরেন্দ্র-বঙ্গোৎকলাদি-দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ ; যদ্বা,অত্যন্তপ্রেমাস্পদত্বাৎ-তত্তুল্যা এব পার্ষদাঃ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য-মহানুভাবচরণপ্রভৃতয়-স্তৈঃ সহবর্ত্তমানমিতি চার্থান্তরেণ ব্যক্তম্। তদেবম্ভূতং কৈর্যজন্তি ? 'যজ্ঞৈঃ' পূজাসম্ভারৈঃ,—"ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ" ইত্যুক্তেঃ। তত্র বিশেষেণ তমেবাভিধেয়ং ব্যনক্তি,—'সঙ্কীর্ত্তনং' বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং,তৎপ্রধানৈঃ, তথা সঙ্কীর্ত্তন-প্রাধান্যস্য তদাশ্রিতেষ্বেব দর্শনাৎ,স এবাত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টম্। অতএব সহস্রনাম্নি তদবতারসূচকানি নামানি কথিতানি—"সুবর্ণ-বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তঃ" ইত্যেতানি। দর্শিতশ্চৈতৎ পরমবিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যেণ—"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥" (—শ্রীজীবপ্রভুর 'ক্রমসন্দর্ভ' ও 'সর্ব্বসম্বাদিনী') ॥ ২৫ ॥

'ত্বিষ্' অর্থাৎ কান্তিতে যিনি—'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ গৌরবর্ণ, বুধগণ তাঁহার উপাসনা করেন। "প্রতিযুগে তনু (বিগ্রহ)-ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ শ্রীহরিস্বরূপ তোমার এই পুত্রের পূর্ব্বে শুক্ল, রক্ত এবং পীত, এই তিনটী বর্ণ ছিল ; ইদানীং তিনি কৃষ্ণত্ব (কৃষ্ণবর্ণ) প্রাপ্ত হইয়াছেন।"—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।১৩) শ্রীনন্দ-মহারাজের প্রতি কথিত গর্গমুনির এই বাক্যে পূর্ব্বোক্ত শুক্ল, রক্ত ও শ্যামবর্ণ ব্যতীত অবশিষ্ট পীতবর্ণ-প্রমাণ হইতে ইঁহার গৌর-বর্ণের কথা পাওয়া যায়। 'ইদানীং' অর্থাৎ বর্ত্তমান-অবতার-কালরূপে বর্ণিত দ্বাপরযুগে 'কৃষ্ণত্ব (কৃষ্ণবর্ণ) প্রাপ্ত হইয়াছেন'—এই উক্তি-নিবন্ধন এবং সত্য ও ত্রেতা-যুগে শুক্ল ও রক্তবর্ণের প্রাপ্তি-হেতু ভগবানের পূর্ব্ব পূর্ব্ব (কলিযুগে

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাবতার-সেবক সকল পার্ষদেরই শ্রীগৌর-লীলায় ভক্তরূপে প্রপঞ্চে অবতরণ—

কি অনন্ত, কি শিব, বিরিঞ্চি, ঋষিগণ।
যত অবতারের পার্ষদ আপ্তগণ ॥ ২৯ ॥

শ্রীগৌর-কৃষ্ণেরই নিজ-জন-তত্ত্বাবগতি-সামর্থ্য—

'ভাগবত'রূপে জন্ম হইল সবার।
কৃষ্ণ সে জানেন,—যাঁর অংশে জন্ম যাঁর ॥ ৩০ ॥

পীতবর্ণ ধারণপূর্ব্বক) অবতারকে উদ্দেশ করিয়াই এই (কলিযুগাবতারে গৃহীত) পীতবর্ণের অতীতকালস্থ প্রদর্শিত হইয়াছে।

'এইগ্রন্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণস্বরূপে পরে কীর্ত্তিত হইবেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণেই সমস্ত অবতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া একমাত্র তাঁহাতেই যে সেইসমস্ত অবতারের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়,—ইহা দেখাইবার উদ্দেশেই তাঁহার যুগাবতারত্ব ঘটিল। অতএব যে-দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হ'ন, তাহার অব্যবহিত-পরবর্ত্তী অর্থাৎ সেই চতুর্যুগান্তর্বর্ত্তী কলিযুগেই শ্রীগৌর-সুন্দরও যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন,—এরূপ তাৎপর্য্য বা অভিপ্রায় পাওয়া যায় বলিয়া, শ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, ইহা সিদ্ধান্তিত হইতেছে; যেহেতু আর কখনও ইহার ব্যতিক্রমও ঘটে নাই। শ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাববিশেষ, এ বিষয় গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকে নিম্নলিখিত বিশেষণ-দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন, যথা—

'কৃষ্ণবর্ণ'—'কৃ' এবং 'ষ্ণ', এই দুইটী বর্ণ (অক্ষর) আছে যাঁহাতে, অর্থাৎ যাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব'-নামের মধ্যে কৃষ্ণত্ব (স্বয়ং ভগবত্তা)-সূচক 'কৃ' এবং 'ষ্ণ', এই দুইটী বর্ণ (অক্ষর) প্রযুক্ত হইয়া বিদ্যমান;—যেমন, (ভা ৩।৩।৩) শ্রীউদ্ধব-কথিত "সমাহূতা" ইত্যাদি পদ্যস্থিত "শ্রিয়ঃ সবর্ণেন", এই অংশের শ্রীধরস্বামি-কৃত-টীকায়—'শ্রী'র বা 'রুক্মিণী'র 'সবর্ণ' বা 'সমান-বর্ণদ্বয়' (অর্থাৎ 'রুক্মী' এই বর্ণদ্বয়) হইয়াছে বাচক যাহার, সেই ব্যক্তিই 'শ্রিয়ঃ সবর্ণ' (অর্থাৎ 'রুক্মী'),—ইত্যাদি (বহুস্থলে সমাসাশ্রয়ে এরূপ) অর্থ করিতেও দেখা যায়;

অথবা, 'কৃষ্ণবর্ণ'-পদে 'যিনি কৃষ্ণ-নাম 'বর্ণন করেন', অর্থাৎ তাদৃশ স্বকীয় পরমানন্দ-বিলাস-স্মরণজনিত উল্লাস-বশতঃ স্বয়ং ঐ নাম গান করেন এবং পরম-করুণা-বশতঃ সমস্ত-লোককেও ঐ নাম যিনি উপদেশ করেন, তিনি;

অথবা, যিনি স্বয়ং 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ 'গৌর' হইয়াও 'ত্বিষ্' বা স্ব-শোভা-বিশেষদ্বারাই সমস্ত-লোককে 'কৃষ্ণনাম উপদেশ প্রদান করেন' অর্থাৎ যাঁহার দর্শনেই সমস্ত লোকের কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে,

অথবা, সর্ব্বলোকদ্রষ্টা-কৃষ্ণ 'গৌর'-রূপে অবতীর্ণ হইলেও ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে যিনি—'ত্বিষ্' বা কান্তিবিশেষের দ্বারা 'কৃষ্ণবর্ণ' অর্থাৎ তাদৃশ শ্যামসুন্দর-রূপেই বর্ত্তমান, তিনি; অতএব শ্রীগৌরসুন্দরে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেরই প্রাকট্য-হেতু অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দররূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই প্রকটিত হওয়ায়, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, ইহাই ভাবার্থ।

'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ', এই পদদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের ভগবত্তা স্পষ্ট করিতেছেন,—'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ' অর্থাৎ যিনি —অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ-সহ বর্ত্তমান; ('অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ' -পদটী কর্ম্মধারয়-সমাসাশ্রয়ে সাধিত হইয়াছে; ইহার ব্যাস-বাক্য এইরূপ,—যাহা 'অঙ্গ', তাহাই 'উপাঙ্গ', তাহাই 'অস্ত্র', তাহাই 'পার্ষদ'); ভগবানের 'অঙ্গ'সমূহই পরম-মনোহর এবং বলিয়া 'উপাঙ্গ' বা ভূষণাদিরূপে, মহাপ্রভাব বলিয়া 'অস্ত্র'রূপে এবং সর্ব্বদাই একান্তভাবে ভগবৎসান্নিধ্যে বাস করেন বলিয়া 'পার্ষদ'রূপে প্রকটিত; বহু বহু মহাজন যে তাঁহার এবম্বিধ শ্রীরূপ অনেকবার দর্শন করিয়াছেন,—তাহা গৌড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও উৎকলপ্রভৃতি দেশবাসি-লোকগণের মধ্যেও বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে; অথবা, উক্তপদে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও অস্ত্রের তুল্য অতিশয় প্রেমভাজন শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যপ্রভৃতি মহাপ্রভাব-শালী পার্ষদগণের সহিত বর্ত্তমান,—এরূপ অর্থান্তরেও তিনিই ব্যক্ত হইতেছেন।

এমন যে শ্রীগৌরসুন্দর, তাঁহাকে ভক্তগণ কি-কি-উপায়ে আরাধনা করেন? তদুত্তরে বলিতেছেন,—তাঁহাকে 'যজ্ঞ' অর্থাৎ পূজাসম্ভার-দ্বারাই আরাধনা করেন; যেহেতু "ন যত্র যজ্ঞেশমখা" ইত্যাদি (ভা ৫।১৯।২৩ শ্লোকে) দেবগণের গীত-বাক্যই তাহার প্রমাণ। তাহাতে 'সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ' এই বিশেষণ-দ্বারা সেই যজ্ঞকেই অভিধেয়-রূপে ব্যক্ত করিতেছেন; তন্মধ্যে 'সঙ্কীর্ত্তন' অর্থাৎ একত্র সম্মিলিত হইয়া বহু-লোকের যে

পঞ্চগৌড়ে ভক্তগণের আবির্ভাব—

কারো জন্ম নবদ্বীপে, কারো চাটিগ্রামে।
কেহ রাঢ়ে, ওড্র-দেশে, শ্রীহট্টে, পশ্চিমে ॥ ৩১ ॥

শ্রীনবদ্বীপ-ধামেই সকলের সম্মিলন—

নানা-স্থানে 'অবতীর্ণ' হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি' হৈল সবার মিলন ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণনাম-গান, সেই সঙ্কীর্ত্তনই প্রায়শঃ অর্থাৎ প্রধানভাবে বর্ত্তমান যাহাতে, এবম্বিধ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-বহুল যজ্ঞাদি-দ্বারা, এবং তদীয় আশ্রিতগণের মধ্যেই সঙ্কীর্ত্তনের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় বলিয়া, সেই সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞই যে এইস্থলে অভিধেয়,—ইহা স্পষ্টভাবেই সিদ্ধান্তিত হইল।

অতএব মহাভারতেও দানধর্ম্মে ১৪৯ অঃ শ্রীবিষ্ণুসহস্র-নামে' ৯২ ও ৭৫ সংখ্যায় তাঁহার (শ্রীগৌরের) অবতার-সূচক "সুবর্ণবর্ণ, হেমতনু, সুঠাম ও চন্দনবলয়যুক্ত, এবং সন্ন্যাসলীলাভিনয়কারী, শমগুণযুক্ত ও শান্ত" ইত্যাদি নাম-সমূহ কথিত হইয়াছে। পরমপণ্ডিত-শিরোমণি শ্রীসার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ও এবিষয় (শ্রীগৌরাবির্ভাব) এই শ্লোকে প্রদর্শন করিয়াছেন,—"কালক্রমে অন্তর্হিত স্বীয় ভক্তিযোগ যিনি পুনর্ব্বার প্রকটিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে আমার মনোমধুপ গাঢ়ভাবে লীন হউক।" (—শ্রীজীবপ্রভু-কৃত 'ক্রমসন্দর্ভ' ও 'সর্ব্বসম্বাদিনী') ॥ ২৫ ॥

বৃদ্ধবৈষ্ণব শ্রীমধ্বমুনি মুণ্ডক-শ্রুতি-টীকায় এই শ্রীনারায়ণ-সংহিতা-বচনটী উদ্ধার করিয়াছেন,—"দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ। কলৌ তু নাম-মাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥"

ধর্ম্মের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক সাধন-প্রণালী লইয়া বিবাদ উপস্থাপিত হইলে সকল সাধনই তর্কাক্রান্ত হয়। একমাত্র শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনই সর্ব্ববিধ সাধ্য ও সাধনের উপরে স্বীয় অ-বিসম্বাদিত প্রাধান্য সংস্থাপন করেন। শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ স্ব-কৃত শ্রীশিক্ষাষ্টকের প্রারম্ভে ১ম [illegible] বলিয়াছেন,—"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যা-বধূজীবনম্। আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতি-পদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্॥" শ্রীশিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় ও তৃতীয়-শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন-বিধান; চতুর্থ-শ্লোকে নিবৃত্তানর্থের কীর্ত্তন, পঞ্চম-শ্লোকে স্বরূপাভিজ্ঞান-সহ কীর্ত্তন, ষষ্ঠ-শ্লোকে নাম-গ্রহণকারীর আস্থা, সপ্তম-শ্লোকে ঐ অবস্থার পরিণাম এবং অষ্টম-শ্লোকে স্বরূপ-সিদ্ধির লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু স্ব-কৃত শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২৭৩ সংখ্যায়) ও শ্রীক্রমসন্দর্ভে (ভা ১১।৫।২৩-২৪ শ্লোকের টীকায়) শ্রীগৌর-সুন্দরের উপদিষ্ট শ্রীহরিকীর্ত্তন-সম্বন্ধে এই বিধি লিখিয়াছেন,—"অতএব যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা তৎ (কীর্ত্তনাখ্যভক্তি)-সংযোগেনৈব॥" ২৬ ॥

'সঙ্কীর্ত্তন'-শব্দে বহুজনের সহিত একত্র মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তারকব্রহ্ম-নাম-কীর্ত্তনকেই বুঝায়। তারকব্রহ্ম নামের অভ্যন্তরে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন অবস্থিত। শ্রীনাম—পুষ্পকলিকা-সদৃশ, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা—নামেরই ক্রমবিকাশ; নামাচার্য্য শ্রীঠাকুর-হরিদাস এজন্য মহামন্ত্র তারকব্রহ্মনাম সর্ব্বদা লোকহিতের জন্য কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দরকে পাছে কেহ কেবলমাত্র মহামন্ত্রের দীক্ষা-দাতা 'গুরু' বলিয়া কীর্ত্তন করেন, এজন্য তাঁহার শুদ্ধচরিত-লেখকগণ স্পষ্টভাবে তাঁহার আনুষ্ঠানিক দীক্ষা-প্রদান-লীলা প্রচার করেন নাই। শ্রীচৈতন্যের নিজ-ভক্তগণ সর্ব্বদাই সেই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে এবং জপ্য-বিচারে নির্জ্জনেও উহাই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

সর্ব্বপরিকরে,—পঞ্চরসাশ্রিত শ্রীকৃষ্ণভক্তসমূহ ঔদার্য্যময় শ্রীগৌরলীলায় বিপ্রলম্ভাবতার শ্রীগৌরসুন্দরকে কেহই মধুর রসের বিষয়-বিগ্রহ-জ্ঞানে সম্ভোগের সাহায্য করেন নাই; পরন্তু বিপ্রলম্ভরসপুষ্টি-পর্য্যায়ে কৃষ্ণবিরহ-রস পুষ্ট করিয়াছেন মাত্র। আশ্রয়-ভাব-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌর-লীলার বিপর্য্যয় করিয়া যাহারা শ্রীগৌরসুন্দরের হস্তে বংশী, গো-তাড়ন-যষ্টি, গোপীর পারকীয় ভাব, অর্জ্জুনের রথ-সারথ্য-প্রভৃতি লীলার অবতারণা করায়, তাহারা কখনই গৌর-পরিকর বা তাঁহাদের অনুগত হইতে পারে না।

কৃষ্ণলীলায় মধুর-রসাশ্রিত আশ্রয়-বিগ্রহ ও তদনুগগণ অনেকেই গৌর-লীলায় পুরুষ-দেহ-বিশিষ্ট হইয়া গৌর-সেবা-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন; সুতরাং মধুর লীলায় তাঁহাদের

বস্তুতঃ জীবোদ্ধার নিমিত্তই শ্রীধাম-সহ সকলের অবতরণ,
কিন্তু বহির্দৃষ্টিতে জাতি ও স্থান-সামান্যবুদ্ধিতে
চিদ্ধাম ব্যতীত অন্যত্র প্রাকট্য-দর্শন—

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ ধামে।
কোন মহাপ্রিয় দাসের জন্ম অন্য-স্থানে ॥ ৩৩ ॥

শ্রীহট্টে প্রকটিত ভক্তগণ—

শ্রীবাস-পণ্ডিত, আর শ্রীরাম-পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর-দেব—ত্রৈলোক্য-পূজিত ॥ ৩৪ ॥
ভবরোগ-বৈদ্য শ্রীমুরারি-নাম যাঁর।
'শ্রীহট্টে' এ-সব বৈষ্ণবের 'অবতার' ॥ ৩৫ ॥

ভাবগত কৈঙ্কর্য্য ব্যতীত বহির্জ্জগতের বেষ-ভূষণ ও স্থূল অনুষ্ঠান ভগবৎসেবার উপযোগি নহে ॥ ২৭ ॥

ভগবৎপরিকরগণ ভগবদাজ্ঞায় শ্রীগৌর-লীলার সহায় হইয়া সেবা করিবার জন্য এই প্রপঞ্চে মনুষ্যকুলের মধ্যে অবতরণ করিলেন। তাঁহারা কর্ম্মফল-বাধ্য ভোগী যমদণ্ড্য মর্ত্ত্য মানবমাত্র নহেন ॥ ২৮ ॥

ভগবানের বিবিধ অবতার-কালে নানাপ্রকার দেবতা ও স্তাবক ঋষি-সম্প্রদায়, সকলেই নিত্য-গৌরলীলার পার্ষদ-রূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ২৯ ॥

লীলা-পরিকরগণ সকলেই কৃষ্ণভজন-লীলা-প্রদর্শনকারী শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাসূত্রে ভাগবত-বৈষ্ণবরূপে প্রপঞ্চে স্ব-স্ব-সেবার অনুষ্ঠানসমূহ প্রদর্শন করিলেন। স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণ স্বীয় ভক্তগণের মধ্যে কাহারা কি-ভাবে অবতীর্ণ, তাহা অবগত ছিলেন ॥ ৩০ ॥

নবদ্বীপে,—শ্রীল গদাধরপণ্ডিত-গোস্বামী, শ্রীজগদানন্দ-পণ্ডিত-গোস্বামী এবং পণ্ডিত সদাশিব, গঙ্গাদাস, শুক্লাম্বর, শ্রীধর, পুরুষোত্তম, সঞ্জয়, হিরণ্য ও জগদীশ প্রভৃতি বহু ভক্ত নবদ্বীপে অর্থাৎ নয়টি দ্বীপে প্রকটিত হইয়াছিলেন।

চাটিগ্রাম—বর্ত্তমান চট্টগ্রাম; শ্রীল পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি (আচার্য্যনিধি বা প্রেমনিধি), শ্রীবাসুদেব-দত্তঠাকুর ও তৎসহোদর শ্রীমুকুন্দ-দত্ত প্রভৃতি ভক্তগণ চট্টগ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

রাঢ়ে,—রাঢ়প্রদেশে, গঙ্গার পশ্চিম-দিকে অবস্থিত স্থান-সমূহ; এই প্রদেশের অন্তর্গত (১) বর্ত্তমান বীরভূম-জেলার মধ্যে 'একচাকা' বা 'বীরচন্দ্রপুর'-গ্রামে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন; (২) বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত কুলিনগ্রামে শ্রীসত্যরাজ-খান ও শ্রীরামানন্দ-বসু, (৩) শ্রীখণ্ডে শ্রীমুকুন্দ, শ্রীনরহরি, শ্রীরঘুনন্দন, চিরঞ্জীব ও সুলোচন, (৪) অগ্রদ্বীপে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমাধব ও শ্রীবাসুদেব-ঘোষ, দ্বিজ-হরিদাস ও দ্বিজ-বাণীনাথ-ব্রহ্মচারিপ্রভৃতি বহু ভক্ত রাঢ়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ওঢ্র—ওড্র কিংবা ওঢ্র অর্থাৎ উৎকল বা উড়িষ্যা-দেশ,—'ওড্রক্ষেত্রং সুপ্রসিদ্ধং পুরুষোত্তম-সংজ্ঞকম্' ও "চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" প্রভৃতি বচন দ্রষ্টব্য। শ্রীভবানন্দ-রায় এবং শ্রীল রামানন্দ-রায়, শ্রীবাণীনাথ ও গোপীনাথ প্রভৃতি তৎপুত্রগণ, শ্রীশিখি-মাহিতি, শ্রীমাধবী-দেবী, মুরারি-মাহিতি, পরমানন্দ-মহাপাত্র, ওঢ্র-শিবানন্দ, প্রতাপরুদ্র, কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভৃতি বহু ভক্তের তথায় আবির্ভাব হইয়াছিল (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম অঃ)।

শ্রীহট্টে,—বর্ত্তমান আসাম-দেশের অন্তর্গত ও বঙ্গদেশের সংলগ্ন একটী জেলা-বিশেষ। শ্রীবাসপণ্ডিত ও শ্রীরামপণ্ডিত, শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি বহু ভক্তের এই জেলায় আবির্ভাব হইয়াছিল।

পশ্চিমে,—ত্রিহুতে, সংস্কৃত-নাম 'তীরভুক্তি'। শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী ও শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্তগণ এদেশে আবির্ভূত হ'ন। ইঁহারা শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন ॥ ৩১ ॥

সবার মিলন,—ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের পরিকরগণ বিভিন্ন শোচ্যস্থানে অবতীর্ণ হইয়া সেইসকল স্থানের মহিমা চিরকাল সম্বর্দ্ধন ও সমুজ্জ্বল করিয়া সকলেই শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া গৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন ॥৩২॥

অধিকাংশ বৈষ্ণবই নবদ্বীপের বিভিন্ন গ্রামসমূহে প্রকটিত হইয়াছিলেন; তবে শ্রীগৌরানুগ-জনগণের মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখ গৌরপ্রেষ্ঠবর্গের মধ্যে কেহ কেহ নবদ্বীপ ব্যতীত অন্যস্থানেও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবাস ও শ্রীরাম,—(শ্রীকবিকর্ণপুর-কৃত শ্রীগৌরগণো-দ্দেশ-দীপিকায় ৯০ সংখ্যায়—) "শ্রীবাস-পণ্ডিতো ধীমান্ যঃ পুরা নারদো মুনিঃ। পর্ব্বতাখ্যো মুনিবরো য আসীন্নারদপ্রিয়ঃ।

চট্টগ্রামে প্রকটিত ভক্তগণ ও যশোহরে প্রকটিত ঠাকুর-হরিদাস—

পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি—বৈষ্ণবপ্রধান।
চৈতন্য-বল্লভ দত্ত-বাসুদেব নাম ॥ ৩৬ ॥

'চাটিগ্রামে' হৈল ইঁহা-সবার 'পরকাশ'।
'বুঢ়নে' হইলা অবতীর্ণ হরিদাস ॥ ৩৭ ॥

রাঢ়ে ভগবান্ শ্রীনিত্যানন্দের অবতরণ—

রাঢ়-মাঝে 'একচাকা'-নামে আছে গ্রাম।
যঁহি অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীরাম-পণ্ডিতঃ শ্রীমান্ তৎকনিষ্ঠ-সহোদরঃ॥" শ্রীবাস ও শ্রীরাম শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর নবদ্বীপের বাসস্থান ছাড়িয়া কুমারহট্টে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন (অন্ত্য ৫ম অঃ দ্রষ্টব্য)।

(শ্রীমান্) চন্দ্রশেখর-দেব,—প্রভুর ভক্ত মেসো মহাশয়; শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-মতে, তিনি—নবনিধির অন্যতম বা চন্দ্র। ইঁহারই গৃহে বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেবী-ভাবে গীতাভিনয় ও নৃত্য-কাচ হইয়াছিল। এই চন্দ্রশেখরের গৃহই অধুনা 'ব্রজপত্তন'-নামে প্রসিদ্ধ এবং এই স্থানেই বিশ্ববিখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ 'বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা'র পরিপোষক আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠের সুবৃহৎ অভিনব অষ্টকোণ-মন্দির বিরাজমান,—উহাতে চারি সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের অর্চ্চা-বিগ্রহ এবং মধ্যস্থলে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের অর্চ্চা-বিগ্রহ পূজিত হইতেছেন। শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য প্রভুর ভাবি-সন্ন্যাসাভিনয়ের কথা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মুখে পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন (মধ্য, ২৬অঃ) এবং সন্ন্যাস-কালে শ্রীনিত্যানন্দ ও মুকুন্দ-দত্তের সঙ্গে কাটোয়ায় উপস্থিত থাকিয়া প্রভুর সন্ন্যাসলীলাভিনয়োচিত কার্য্যাদি যথাশাস্ত্র সম্পাদনপূর্ব্বক নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া সকলকেই প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ইঁহার গৃহে স্বয়ং প্রভুর কীর্ত্তনের কথা—মধ্য, ৮ম পঃ, এবং কাজীদমন-কালে বিরাট্ কীর্ত্তনের মধ্যে ও শ্রীধরের প্রতি প্রভুর কৃপা-প্রদর্শনকালে ইঁহার উপস্থিতি—চৈঃ চৈঃ মধ্য, ২৩পঃ দ্রষ্টব্য। গৌড়ীয়-ভক্তগণের সঙ্গে ইনি নীলাচলে প্রভুকে দেখিতে যাইতেন ॥ ৩৪ ॥

ভবরোগ,—ভবরূপ রোগ; ভব অর্থাৎ প্রাকৃত গৃহাত্মা-সক্তিলক্ষণযুক্ত সংসারদুঃখ' (ভা ১০।[illegible] শ্লোকের শ্রীজীব-প্রভুকৃত 'লঘুতোষণী'-টীকা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর শ্রীমুরারি-গুপ্তকে 'বৈদ্য' অর্থাৎ ভিষক্তম-সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া মুরারি যে 'অনাদিবহির্মুখ' জীবের বিষ্ণুবৈমুখ্য-রোগের অবিদ্যারূপ মূল বীজ বিনাশ করিয়া মহাকারুণ্যের পরিচয় দিতেন,—ইহাই উদ্দেশ করিলেন; এতদ্দ্বারা অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবের চরিত-লেখকগণের আদর্শরূপে শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর-বৃন্দাবন প্রাকৃত লৌকিক বহির্দর্শনে দৃষ্ট শ্রীমুরারির দৈহিক-রোগাদির চিকিৎসাদি বৃত্তির উল্লেখ না করিয়া গুণাতীত অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবস্তু ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবের প্রতি গুণজাত জাতিসামান্য-বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ অর্থাৎ নিরয় বা অশুভজনক, তৎপ্রতিপাদনোদ্দেশেই এইরূপ বর্ণনাদর্শ প্রদর্শন করিলেন।

বৈদ্য শ্রীমুরারি,—'শ্রীচৈতন্যচরিত'-নামক মহাকাব্যের লেখক শ্রীমুরারিগুপ্ত। ইনি শ্রীহট্টে বৈদ্যবংশে প্রকটিত ও পরে নবদ্বীপপ্রবাসী হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু অপেক্ষা ইনি—বয়োজ্যেষ্ঠ। 'ইঁহারই গৃহে প্রভু শ্রীবরাহ-রূপ (মধ্য, ৩য় অঃ) এবং মহাপ্রকাশাবস্থায় ইঁহাকে শ্রীরামরূপ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন (মধ্য, ১০ম অঃ)। শ্রীবাস-গৃহে নিত্যানন্দ-সহ গৌরসুন্দরকে দেখিয়া ইনি প্রথমে মহাপ্রভুকে, পরে নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রণাম করেন, তদ্দর্শনে মহাপ্রভু ইঁহাকে 'তুমি ব্যবহার অতিক্রম করিয়া আমাকে প্রণাম করিয়াছ' এইরূপ উপদেশ দিবার পর রাত্রিতে স্বপ্নযোগে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলেন; পরদিবস প্রাতঃকালে ইনি প্রথমে নিত্যানন্দের, পরে মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করায়, মহাপ্রভু ইঁহাকে চর্ব্বিত তাম্বূল-প্রসাদ প্রদান করিলেন। একদিন মহাপ্রভুর উদ্দেশে মুরারি ঘৃতান্ন-নৈবেদ্য-ভোগ প্রদান করিলে পরদিবস প্রাতে মহাপ্রভু বহু দুষ্পাচ্যান্ন-গ্রহণে অগ্নিমান্দ্য-লীলা অভিনয় করিয়া মুরারির নিকট চিকিৎসার্থ আগমনপূর্ব্বক 'মুরারির এই জলপাত্রস্থিত বারিই উহার ঔষধ' এই বলিয়া জল পান করিলেন। আর এক দিবস শ্রীবাস-ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভু চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ধারণ করিলে মুরারির গরুড়-ভাব উদিত হওয়ায় প্রভু তৎস্কন্ধে আরোহণ-পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যলীলা দেখাইলেন।

প্রভু অপ্রকট হইলে তদ্বিরহ অসহ্য হইবে ভাবিয়া মুরারি

পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীহাড়াই-পণ্ডিতকে কৃপা—

হাড়াইপণ্ডিত-নাম শুদ্ধবিপ্র-রাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা তানে করে পিতা-ব্যাজ ॥ ৩৯ ॥

প্রভুর প্রকট-কালের মধ্যেই স্বয়ং দেহ-ত্যাগে সঙ্কল্প করিলে অন্তর্যামী প্রভু তাঁহাকে উহা হইতে নিবারিত করিলেন (মধ্য, ২০ অঃ)। আর একদিন মুরারি-গৃহে প্রভুর বরাহ-ভাবাবেশ হওয়ায় তদ্দর্শনে মুরারি স্তুতি করিয়াছিলেন (অন্ত্য, ৪র্থ অঃ)। ইঁহার দৈন্যোক্তি—চৈঃ চঃ, মধ্য, ১১শ পঃ ১৫২-১৫৮ সংখ্যা এবং শ্রীরাঘবনিষ্ঠা—চৈঃ চঃ মধ্য, ১৫শ পঃ ১৩৭-১৫৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবের 'অবতার'—বৈষ্ণব গোলোকের বস্তু, তাঁহাতে স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় নাই। সেই গোলোকের বস্তু জীবের কল্যাণের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। তখন কর্ম্মপথের এবং অসুরকুলের মোহনের জন্য যে স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি বৈষ্ণব-বিগ্রহে দৃষ্ট হয়, তাহা বৈষ্ণবের স্বরূপগত মূর্ত্তি নহে। বাহ্য আবরণ দেখিয়া বৈষ্ণবকে 'হীন' বলিয়া জ্ঞান করিলে, ঐরূপ কুদর্শন সেই কর্ম্মিগণকে 'অপরাধী' করায়। প্রপঞ্চে যে-দেশে বৈষ্ণবের অবতার বা আবির্ভাব, সেইস্থান হইতে লক্ষ যোজন পর্য্যন্ত জীবকুল প্রাপঞ্চিক বিচার হইতে অবসর লাভ করে। তাঁহারা তখন বৈষ্ণবকে বর্ণ বা জাতি-সামান্য, আশ্রম-সামান্য, পণ্ডিত-সামান্য, পার্থিব-ভোগ্যদ্রব্য-সামান্য প্রভৃতি জড়েন্দ্রিয়-তোষণ-পর কুদর্শন হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। যথার্থ শ্রীহরিপরায়ণ দেব-দ্বিজ-সেবক সাধুগণ কখনই অসুর-স্বভাব উৎকট কর্ম্মীর চক্রে পতিত হইয়া বৈষ্ণবকে অসম্মান করিয়া স্বীয় নিরয়-পথ পরিষ্কৃত বা প্রশস্ত করেন না ॥ ৩৫ ॥

পুণ্ডরীক 'বিদ্যানিধি', 'প্রেমনিধি' বা 'আচার্য্যনিধি'—(শ্রীকবিকর্ণপূর-কৃত শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় ৫৪ সংখ্যা) "বৃষভানুতয়া খ্যাতঃ পুরা যো ব্রজমণ্ডলে। অধুনা পুণ্ডরীকাক্ষো 'বিদ্যানিধি'-মহাশয়ঃ। স্বকীয়-ভাবমাস্বাদ্য রাধা-বিরহ-কাতরঃ। চৈতন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষময়ে তাতাবদৎ স্বয়ম্ ॥ 'প্রেমনিধি'তয়া খ্যাতিং গৌরো যস্মৈ দদৌ সুধীঃ। মাধবেন্দ্রস্য শিষ্যত্বাৎ গৌরবঞ্চ সদাকরোৎ। রত্নাবতী তু তৎপত্নী কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিতা বুধৈঃ ॥" ইনি শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের শিষ্যত্বে এবং

প্রেমদাতা পরমদয়ালু শ্রীগৌরহরি-সেবকবর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—

কৃপাসিন্ধু, ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-রাম ॥ ৪০ ॥

শ্রীগদাধরপণ্ডিত-গোস্বামীর গুরুত্বে বৃত হ'ন। ইঁহার পত্নীর নাম—রত্নাবতী; পিতার নাম—'বাণেশ্বর' (মতান্তরে, 'শুক্লাম্বর') ব্রহ্মচারী ও মাতার নাম—গঙ্গা-দেবী। চট্টগ্রাম-সহরের ছয়-ক্রোশ উত্তরে 'হাটাজারি'-নামক থানার এক-ক্রোশ পূর্ব্বে 'মেখলা'-গ্রামে ইঁহার শ্রীপাটবাটী অবস্থিত। চট্টগ্রাম সহর হইতে স্থলপথে অশ্বযানে বা গো যানে যাওয়া যায়, অথবা জলপথে নৌকায় বা ষ্টীমার-যোগে 'অন্নপূর্ণার ঘাট' ষ্টেশন, তথা হইতে শ্রীপাট-বাটী—ছইমাইল দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে অবস্থিত। বিদ্যানিধির পিতা স্বয়ং বারেন্দ্র-শ্রেণীর বিপ্র হইয়াও ঢাকা-জিলার অন্তর্গত বাঘিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করায়, তথাকার রাঢ়ীয়-বিপ্র-সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করেন নাই; এইকারণে পরে তাঁহার শাক্তেয়-ধর্ম্মা-বলম্বী অধস্তনগণ সমাজে 'একঘরে' হইয়া সমাজের 'এক-ঘরে'-লোকগণেরই যাজন করিয়া আসিতেছেন। ইদানীন্তন তাঁহাদের একজন 'সরোজানন্দ-গোস্বামী' নাম ধারণ-পূর্ব্বক বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন। অদ্যাপি ইঁহাদের বংশের একটী বিশেষত্ব এই যে, সমগ্র ভ্রাতৃ-বর্গের মধ্যে একজনেরই পুত্র-সন্তান হয়, অন্যান্য ভ্রাতৃগণের, হয় কন্যা-সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, নতুবা আদৌ কোন সন্তান হয় না; এজন্য এই বংশটী তত বিস্তৃতি লাভ করে নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুণ্ডরীককে 'বাপ' বলিয়া আহ্বান করিতেন ও 'প্রেমনিধি'-নামক ভগবদ্দাস্য-সূচক সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীগদাধরপণ্ডিত-গোস্বামিপ্রভু-কর্ত্তৃক গুরুপদে বৃত হইয়াছিলেন (মধ্য, ৭ম অঃ)। শ্রীজগন্নাথদেব-কর্ত্তৃক ইঁহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত-বৃত্তান্ত ও স্বীয় সুহৃৎ শ্রীদামোদর-স্বরূপের নিকট তদ্‌বৃত্তান্ত-বর্ণন—অন্ত্য, ১১ অঃ দ্রষ্টব্য।

বিদ্যানিধির ভজন-মন্দিরটী—অধুনা নিতান্ত জীর্ণ ও অপরিষ্কৃত; পুনঃ সংস্কৃত না হইলে শীঘ্রই ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা। মন্দিরগাত্রে ইষ্টক-ফলকে দুইটী শ্লোক খোদিত দেখা যায়, কিন্তু অক্ষরগুলি বিকৃত হওয়ায় পাঠোদ্ধার বা

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রাকট্যে দেবগণের পুষ্পবর্ষণ—

মহা-জয়-জয়-ধ্বনি পুষ্পবরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণে কৈলেন তখন ॥ ৪১ ॥

সর্ব্বত্র শুভোদয়—

সেই দিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল ॥ ৪২ ॥

অর্থোপলব্ধি ঘটে না। এই মন্দিরটীর ৪০০।৫০০ হস্ত দূরে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে আর একটী মন্দির দেখা যায়, উহার গাত্র-স্থিত ইষ্টকফলক-লিপিরও পাঠোদ্ধার হয় না। আবার, ইহারই ১৫।২০ হস্ত দূরে উত্তরদিকে আর একটী মন্দিরের অবস্থিতির কথা তথায় বহু পতিত ইষ্টকখণ্ড-দর্শনে জানা যায়। অধস্তনগণের নিকট প্রকাশ যে, মধ্যে মধ্যে আসিয়া মুকুন্দ-দত্ত তথায় ভজন করিতেন। শ্রীল বিদ্যানিধির বংশে অধুনা শ্রীহরকুমার স্মৃতিতীর্থ ও শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর বিদ্যালঙ্কার বর্ত্তমান (—বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতির ১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

চৈতন্য-বল্লভ,—শ্রীগদাধরপণ্ডিত-শাখায় একজন চৈতন্য-বল্লভ ছিলেন (চৈঃ চঃ আদি ১২পঃ ৮৬) ; এস্থলে তাঁহাকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে কিনা, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে ; অথবা, শ্রীচৈতন্যের বল্লভ অর্থাৎ প্রিয় (শ্রীবাসুদেবদত্ত-ঠাকুরের 'বিশেষণ')।

বাসুদেব-দত্ত,—চট্টগ্রাম-জেলায় পটিয়া-থানার অন্তর্গত 'ছনহরা'-নামক গ্রামে এবং শ্রীপুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির শ্রীপাট 'মেখলা'-গ্রাম হইতে দশ-ক্রোশ দূরে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। (শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় ১৪০ শ্লোকে—) "ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ-মধুব্রতৌ। মুকুন্দ-বাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গগায়কৌ ॥" ইনি শ্রীবাস-পণ্ডিত ও শ্রীশিবানন্দ-সেনপ্রভুর অতিপ্রিয়তম সুহৃৎ ছিলেন। ই, আই, আর, হাওড়া-কাটোয়া-লাইনে 'পূর্ব্বস্থলী'-ষ্টেশন হইতে একমাইল দূরে শ্রীবাসভ্রাতৃসুতা শ্রীনারায়ণী-সুত ঠাকুর-বৃন্দাবনের জন্ম-ভূমি 'মামগাছি'-গ্রামে ইঁহারই সংস্থাপিত শ্রীমদনগোপালের অর্চ্চাবিগ্রহ একটী জীর্ণ-মন্দিরে অদ্যাপি বর্ত্তমান। কুমার-হট্টে বা কাঞ্চনপল্লীতে আসিয়া শ্রীবাস ও শিবানন্দের সহিত বাস করিতেন। ইঁহার ব্যয়বাহুল্য-প্রবৃত্তি দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শিবানন্দকে ইঁহার 'সরখেল' অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক হইয়া ব্যয়ভার সমাধান বা লাঘব করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য, ১৫ পঃ ৯৩-৯৬)। শ্রীহরির বিমুখ জীবের দুর্গতি ও দুর্দ্দশা-দর্শনে ইঁহার শ্রীমন্মহাপ্রভু-সমীপে কাতর প্রার্থনা—চৈঃ চঃ মধ্য ১৫ পঃ ১৫৯-১৮০ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য। "বাসুদেব-দত্ত—প্রভুর ভৃত্য মহাশয়। সহস্র-মুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয় ॥ জগতে যতেক জীব, তা'র পাপ লঞা। নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীবে ছাড়াঞা ॥" (—চৈঃ চঃ আদি ১০পঃ ৪১-৪২)। ইঁহার অনুগৃহীত শ্রীযদু-নন্দনাচার্য্যই শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামীর দীক্ষা-গুরু (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পঃ ১৬১)। শ্রীমুকুন্দ দত্ত—ইঁহারই ভ্রাতা ॥ ৩৬ ॥

বূঢ়ন, – ২৪পরগণার অন্তর্গত কিন্তু বর্ত্তমান খুল্‌না-জেলার মধ্যে সাতক্ষীরা-মহাকুমায় এই বূঢ়ন-পরগণার ৬৫টী মৌজা আছে ; কিন্তু এই নামযুক্ত গ্রামটী কোথায় ছিল, তাহা নির্ণীত না হওয়ায় তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে ॥ ৩৭ ॥

একচাকা,—ই, আই, আর, লুপ-লাইনে 'মল্লারপুর' ষ্টেশন হইতে চারি-ক্রোশ দূরে বর্ত্তমান 'বীরচন্দ্রপুর' ও 'গর্ভবাস' প্রভৃতি গ্রামই পূর্ব্বে 'একচাকা' বা 'একচক্র'-নামে পরিচিত ছিল ॥ ৩৮ ॥

তথ্য। (গী ২।৭২ শ্লোকের শ্রীমাধ্বভাষ্যধৃত পদ্মপুরাণ-বচন—) "তদেব লীলয়া চাসৌ পরিচ্ছিন্নাদিরূপেণ দর্শয়তি মায়য়া,—ন চ গর্ভে বসদ্দেব্যা ন চাপি বসুদেবতঃ। ন চাপি রাঘবাজ্জাতো ন চাপি জমদগ্নিতঃ। নিত্যানন্দোঽজয়োঽপ্যেবং ক্রীড়তেঽমোঘদর্শনঃ' ॥"

হাড়াই-পণ্ডিত বা হাড়ো-ওঝা,—মৈথিল-ব্রাহ্মণ-কুলে জাত, পত্নীর নাম—পদ্মাবতী। ভগবান্ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সকল-ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠের এবং সমস্ত জীব ও বিষ্ণুতত্ত্বের জনক হইয়াও হাড়াই-পণ্ডিতের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে ব্রাহ্মণেতর-কুলোদ্ভূত বলিয়া যে অমূলক কথার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা—নিতান্ত ভিত্তি-শূন্য এবং কপট স্মার্ত্ত ও তদ্দাসগণের ঈর্ষা-বিজৃম্ভিত বিষ্ণুবিদ্বেষমাত্র ॥ ৩৯ ॥

দেবগণ শ্রীনিত্যানন্দের অবতরণ-হেতু আনন্দ প্রকাশ করিয়া জয়ধ্বনি ও পুষ্প বর্ষণ করিয়াছিলেন। উহা সাধারণ প্রত্যক্ষবাদিগণের বুঝিবার অগোচর ছিল ॥ ৪১ ॥

মিথিলায় প্রকটিত ভক্তবর—

ত্রিহুতে পরমানন্দপুরীর প্রকাশ।
নীলাচলে যাঁর সঙ্গে একত্র বিলাস ॥ ৪৩ ॥

অক্ষজজ্ঞানী কলিহত জীবের মঙ্গলোদ্দেশ্যে প্রশ্নোত্থাপন—

গঙ্গাতীর পুণ্যস্থানসকল থাকিতে।
'বৈষ্ণব' জন্ময়ে কেনে শোচ্য-দেশেতে ? ৪৪ ॥
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদে কেনে জন্মায়েন দূরে ? ৪৫ ॥

গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক উহার সদুত্তর-প্রদান—

যে-যে-দেশ—গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জ্জিত।
যে-দেশে পাণ্ডব নাহি গেল কদাচিৎ ॥ ৪৬ ॥

কৃষ্ণবিমুখ জীবের প্রতি কৃষ্ণের পরম-কারুণ্যের নিদর্শন—

সে-সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া ॥ ৪৭ ॥

সংসার-তারণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—

সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য-অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন অঙ্গীকার ॥ ৪৮ ॥

স্বীয় সদৃশ নিত্যপার্ষদ বৈষ্ণবগণকে অবতারণ-পূর্ব্বক প্রভুকর্ত্তৃক তত্তদ্দেশ ও কুলোদ্ধার—

শোচ্য-দেশে, শোচ্য-কুলে আপন-সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণবে, সবারে করে ত্রাণ ॥ ৪৯ ॥

অধোক্ষজ বৈষ্ণবের অবতরণ-প্রভাবে দেশের সর্ব্বত্র এবং সকলেরই উদ্ধার—

যেই দেশে যেই কুলে বৈষ্ণব 'অবতরে'।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ-যোজন নিস্তরে ॥ ৫০ ॥

অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্ব বৈষ্ণবের আগমনে তীর্থসমূহ তীর্থীভূত—

যে-স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেইস্থান হয় অতি-পুণ্যতীর্থময় ॥ ৫১ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মে গৌড়ের অনুর্ব্বর রাষ্ট্র-প্রদেশ শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে লাগিল। ক্রমশঃ রাঢ়দেশে বিদ্যার অনুশীলন ও শুদ্ধ-সামাজিকতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল ॥ ৪২ ॥

ত্রিহুত,—বর্ত্তমান মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা ও চাপ্রা প্রভৃতি জেলাগুলিই ত্রিহুতের অন্তর্গত। শ্রীপরমানন্দপুরী পূর্ব্বাশ্রমে ত্রিহুত-প্রদেশের অধিবাসী এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের জনৈক বিশিষ্ট প্রিয়তম শিষ্য। এই গ্রন্থের শেষভাগে নীলাচলে "পুরীগোস্বামীর কূপ"-বর্ণন প্রভৃতি প্রসঙ্গে তাঁহার বিবিধ কথা বর্ণিত আছে ॥ ৪৩ ॥

শোচ্যদেশ,—(ভা ১১।২১।৮—) "অকৃষ্ণসারো দেশানাম-ব্রহ্মণ্যোঽশুচির্ভবেৎ। কৃষ্ণসারোঽপ্যসৌবীর-কীকটাসংস্কৃতেরিণম্ ॥" (মনু-সং ২য় অঃ ২৩—) 'কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ। স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ ॥'

পুরাণে সপ্তপুণ্যতোয়া স্রোতস্বতীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীবিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গারই পাবনী শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণিত হওয়ায়, ভক্তগণ-সমাজে তিনি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। গৌড়দেশে নবদ্বীপে ভাগীরথী প্রবহমানা। গৌড়দেশ ব্যতীত অন্যত্র শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণের আবির্ভাব হওয়ায় প্রাকৃত-জীব-হৃদয়ে নানা প্রশ্নের আবাহন হয়। যে-সকল দেশে গমন করিলে জীবের পবিত্রতার হানি হয়, তাদৃশ প্রায়শ্চিত্তার্হ শোচ্যদেশে বৈষ্ণবের আবির্ভাব-হেতু অপ্রাকৃত-বৈষ্ণবকেও সাধারণ প্রাকৃত, লৌকিকবিচারে পুণ্য-পাপ-কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের ন্যায় পরিদর্শন করায়; তজ্জন্য এই প্রশ্ন হইতে পারে,—'পুণ্যবান্ বৈষ্ণবগণ গঙ্গাতীরে আবির্ভূত না হইয়া পাণ্ডব-বর্জ্জিত নির্গঙ্গ-প্রদেশে কেন জন্ম গ্রহণ করিলেন ?' আবার, শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণকুলে এবং পরম-পবিত্র গাঙ্গসলিল-সেবিত গৌড়-নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াই বা কেন গঙ্গা হইতে সুদূরে এবং ব্রাহ্মণেতর-কুলে স্বীয় প্রিয়জনগণকে আবির্ভূত করাইলেন,—এবিষয়েও প্রশ্ন হয়। ইহার উত্তরে, তত্তদ্দেশকে স্বাভাবিক জগৎপাবন-গুণে পবিত্রীভূত ও পুণ্যতীর্থ-রূপে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যেই যে তথায় শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থকার পরবর্ত্তী ৪৬-৫২ সংখ্যায় বলিতেছেন ॥ ৪৪-৪৫ ॥

তথ্য। (ভাঃ ৭।১০।১৮-১৯—) "ত্রিঃসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ। যৎ সাধোঽস্য কুলে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ ॥ যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ। সাধবঃ সমুদাচারাস্তে পূয়ন্তেঽপি কীকটাঃ ॥" (ভাঃ ১।১।১৫—) "যৎ-পাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ। সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া ॥" ৪৬-৫১ ॥

কৃষ্ণসখা পাণ্ডবগণ যে-দেশে গমন করেন নাই, কৃষ্ণ-

শুচি ও অশুচি-ভেদে সকল দেশ ও কুলে ভগবানের নিজ নিত্যমুক্ত পার্ষদগণকে অবতারণ—

অতএব সর্ব্বদেশে নিজভক্তগণ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ ॥ ৫২ ॥

স্বীয় প্রভুর ধাম নবদ্বীপে আসিয়া প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-লীলা-সহায়রূপে সকল ভক্তের একত্র সম্মিলন—

নানা-স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি' সবার হইল মিলন ॥ ৫৩ ॥
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সবার ॥ ৫৪ ॥

তৎকালীন নবদ্বীপের অবস্থা-বর্ণন; ত্রিজগতে অতুলনীয় শ্রীগৌরজন্মভূমি—

'নবদ্বীপ'-হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ৫৫ ॥

(ক) স্থূলদৃষ্টিগত অবস্থা-বর্ণন; প্রভুর ভাবি আবির্ভাবাশায় নবদ্বীপের অখিলসম্পদ্—

'অবতরিবেন প্রভু' জানিয়া বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি' থুইলেন তথা ॥ ৫৬ ॥

(১) জন-সম্পদ্,—বহুজনাকীর্ণা—

নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে?
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥ ৫৭ ॥

ভক্তের অভাব-হেতু সেই দেশ—প্রায়শ্চিত্তার্হ। পাণ্ডবগণ—কৃষ্ণের স্বরূপ, তাঁহারা যেস্থানে রাজ্য বিস্তার করেন নাই, সেই হীন দেশ হরিভক্তি-বিবর্জ্জিত হইয়া জড়-বিষয়-সেবায় মগ্ন ছিল। দ্বাপরে কৃষ্ণলীলায় পাণ্ডবদিগকে বিভিন্ন-প্রদেশে পাঠাইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভক্তবাৎসল্য দেখাইয়াছিলেন, কলিযুগে উদার-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর এই লীলায় অসামান্য বদান্যতা দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণের অননুগৃহীত প্রদেশগুলিকেও অনুগৃহীত করিবার জন্য উহাদিগকে নিজ-প্রিয়-লীলা-পরিকর বা পার্ষদগণের আবির্ভাব-ভূমিরূপে পরিণত করিলেন ॥ ৪৬-৪৭ ॥

শোচ্যকুলে,—দুর্জ্জাতিত্ব-প্রশমিত পুণ্যবান্ জনগণই অশোচ্য-ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজাদির উত্তরোত্তর ক্রমশঃ শোচ্যকুল। পাপের ফলেই কর্ম্মকাণ্ডরত জনগণ শোচ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করে; কিন্তু বিষ্ণুসেবাপর বৈষ্ণবগণ—বিষ্ণুসদৃশ; তাঁহারা যাবতীয় শোচ্যদেশ ও শোচ্যকুলকেই পবিত্র করিতে সমর্থ। শাস্ত্রেও দেখা যায়,—"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা বা বসতিশ্চ ধন্যা। নৃত্যন্তি স্বর্গে পি[illegible]পি তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণব-নামধেয়ম্ ॥"

'আপন-সমান',—বৈষ্ণবগণ—জগদ্গুরু, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ এবং সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ ওঁকারমূর্ত্তি চিদ্বিলাস বিষ্ণুপাদ; তাঁহাদের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ জড়ীয় বর্ণাশ্রম ও জাতিবুদ্ধি-সম্বন্ধি হরিবৈমুখ্য হইতে মায়ামুগ্ধ জীবকুলকে উদ্ধার করেন; এজন্যই সাত্বত-শাস্ত্র তারস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন,—"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্-গুরোঃ ॥" শুদ্ধবৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেহই আচার্য্যের কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিতে পারে না। শুদ্ধবৈষ্ণব ব্যতীত সকলেই কর্ম্মফলভোগী মায়াবদ্ধ জীব, আর বিষ্ণুসেবা-পরায়ণ বৈষ্ণবই কেবলমাত্র বৈকুণ্ঠবস্তু—মায়া-জয়ী, সুতরাং বিষ্ণু-সদৃশ; তিনিই গুণত্রয়াতীত, শুদ্ধসত্ত্ব বা মুক্ত, তিনিই বিষ্ণুর নিত্যপার্ষদ, একমাত্র তিনিই সাধনভক্তির উপদেশ-দ্বারা মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী-শক্তিদ্বয়ের পরাক্রম হইতে মায়াবদ্ধজীবকে রক্ষা করিতে সম্যক্ সমর্থ। বৈষ্ণব ব্যতীত ইতর ব্যক্তি বিষ্ণুসেবা-রহিত হইয়া মায়ার দাস্য করিতে করিতে বিষ্ণু ব্যতীত অন্য অসৎ বস্তুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া জ্ঞান করেন। পরিশেষে নির্ব্বিশিষ্ট-বিচারাবলম্বনে অভক্তিমার্গে বা নাস্তিক-তায় পতিত হইয়া নিত্য কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলে ॥

বৈষ্ণব 'অবতরে'—পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৫সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥৫০

মহাভাগবত বা পরমহংস বৈষ্ণব স্বীয় দৈন্যবশে আপনাকে 'অশুচি' জ্ঞান করিয়া নিজের পবিত্রতা-বিধানের জন্য তীর্থে গমন করেন, জড়লোককে ঐরূপ বঞ্চন-লীলাভিনয় প্রদর্শন করেন বটে, কিন্তু বাস্তব-বিচারে তিনি যাবতীয় পুণ্যতীর্থকেও পবিত্র করিয়া থাকেন। অতীর্থ-স্থানে বৈষ্ণব উপস্থিত হইলে উহা তাঁহার অধিষ্ঠান-হেতু তীর্থীভূত হয়। (ভা ১।১৩।১০ শ্লোকে শ্রীবিদুরের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি—) "ভবদ্বিধা

(২) বিদ্যা-সম্পদ,—বিদ্যা বা শাস্ত্র-চর্চ্চায় নৈপুণ্য—

ত্রিবিধ-বয়সে একজাতি লক্ষ-লক্ষ।
সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ ॥ ৫৮ ॥

সকলেরই জড়বিদ্যা ও কুপাণ্ডিত্যাভিমান—

সবে মহা-অধ্যাপক করি' গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য-সনে কক্ষা করে ॥ ৫৯ ॥

ভারতের বহুস্থান হইতে বহুপাঠার্থীর সম্মিলন—

নানা-দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে 'বিদ্যারস' পায় ॥ ৬০ ॥

পাঠার্থীর সংখ্যা—অগণিত

অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ-কোটি অধ্যাপক,—নাহিক নিশ্চয় ॥ ৬১ ॥

(৩) ধন-সম্পদ,—ইন্দ্রিয়তর্পণে রুচিবশতঃ সকলের অর্থাদি-ব্যয়ে বৃথা কালক্ষেপণ—

রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্ব-লোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে ॥ ৬২ ॥

ভগবদ্ভক্তিহীনতা-প্রযুক্ত কলির প্রথম সন্ধ্যাতেই ভাবি-কালোচিত ভীষণ অনাচার-প্রাবল্য—

কৃষ্ণ রাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম-কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ॥ ৬৩ ॥

কাম্য-কর্ম্মকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া জ্ঞান-হেতু লোকের কামফলদাত্রী প্রাকৃত-দেবতা-পূজা—

ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥ ৬৪ ॥

ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো। তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা॥" মায়াবদ্ধ জীবের প্রাপঞ্চিক ভোগ-বুদ্ধি লোপগত হইলে তিনিও তখন সাধু হইয়া পড়েন। সাধারণ তীর্থ অপেক্ষা বৈষ্ণবাধ্যুষিত স্থানই অধিকতর শ্রেষ্ঠ তীর্থ॥৫২॥

পূর্ব্ববর্ত্তী ৩২ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৫৩॥

শ্রীনবদ্বীপ—একদিকে যেমন প্রেমময়-বিগ্রহ শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাব-ভূমি, আবার, সেখানে অসংখ্য ভুবনপাবন ভগবল্লীলা-পরিকর বৈষ্ণবগণ উপস্থিত হওয়ায় সেই নবদ্বীপধাম সকল-জগতের মধ্যে মহামহিমাময়রূপে বিরাজ করিয়াছিলেন। যেমন, শ্রীবৃন্দাবনের অপূর্ব্ব প্রেমমাধুরী অপ্রকাশিত থাকায় শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে গোস্বামিষট্ক ও তাঁহাদের অনুগত জনগণ শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া নিত্যলীলা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রভুর প্রাকট্যে শ্রীনবদ্বীপেও বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তন-সেবায় লীলা-সাহচর্য্য করেন ॥ ৫৪ ॥

প্রপঞ্চে চতুর্দ্দশভুবন বর্ত্তমান; তন্মধ্যে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ, এই ভুবনত্রয়—প্রাপঞ্চিক জীবগণের সাধারণ বিচরণ-ক্ষেত্র; সেই ত্রিভুবনের মধ্যে, এই পৃথিবীতে জম্বুদ্বীপই শ্রেষ্ঠ; জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ; ভারতবর্ষের আবার শ্রীব্রজমণ্ডলাভিন্ন শ্রীগৌরমণ্ডলই শ্রেষ্ঠ; তন্মধ্যে নবখণ্ড পুণ্যময় নববর্ষাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীনবদ্বীপের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান ত্রিজগতের মধ্যে আর নাই, যেহেতু অমন্দোদয়-দয়ানিধি শ্রীগৌরহরি এইস্থানে দেবদুর্লভ ভগবৎপ্রেম যোগ্যাযোগ্য পাত্রাপাত্র-বিচার-রহিত হইয়া আ-পামরে দান করিয়াছিলেন; সুতরাং শ্রীনবদ্বীপের মহিমা—জগতে বস্তুতঃই অতুলনীয় বা অদ্বিতীয় ॥ ৫৫ ॥

নবদ্বীপ-নগরের তাৎকালিক সমৃদ্ধি বা ঐশ্বর্য্য কেহই ভাষাদ্বারা বর্ণন করিতে সমর্থ নহে। ভারতের সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীর সকল-সৌভাগ্যে অলঙ্কৃত হইয়া শ্রীনবদ্বীপধাম শ্রীচৈতন্যদেবের লোকপাবন অপ্রাকৃত পদাঙ্ক-ধারণে যোগ্যতা লাভ করিয়া এবং অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারকার সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি লইয়া প্রকাশিত হইয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীমায়াপুর-ধাম এত জনাকীর্ণ ছিলেন যে, গঙ্গার এক-এক-ঘাটে অধিবাসী ও প্রবাসী অগণিত-লোক স্নানাদি করিতেন ॥ ৫৭ ॥

ত্রিবিধ বয়সে,—বালক, যুবা ও বৃদ্ধ, সকলেই বাগ্‌দেবীর কৃপায় দক্ষ অর্থাৎ শাস্ত্র-পারদর্শী ছিল ॥ ৫৮ ॥

বিদ্যার অনুশীলন এতদূর পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, সকলেই আপনাকে 'শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত' বলিয়া মনে করিতেন। অধ্যয়নরত শিশু-ছাত্রগণও স্ব-স্ব-বিদ্যা-প্রতিভাবলে প্রবীণ প্রাজ্ঞ অধ্যাপকগণের সহিত শাস্ত্রবিচার-প্রতিযোগিতায় জয়-লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেন। কক্ষা,—প্রতিদ্বন্দ্বিতা অর্থাৎ শাস্ত্রবিচার ॥ ৫৯ ॥

মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র-পঠনেচ্ছুগণ নবদ্বীপে আগমন

'দম্ভ-করি' বিষহরি পুজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু-ধন ॥ ৬৫ ॥

পুত্তলি-পূজা ও গৃহমেধীয় ধর্ম্মে বহুধন-ব্যয়াদিতে লোকের অনর্থক কালক্ষেপণ—

ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায় ॥ ৬৬ ॥

(খ) সূক্ষ্মদৃষ্টিগত অবস্থা-বর্ণন ; তথা-কথিত ব্রাহ্মণব্রুবগণের সকলেরই শাস্ত্রের যথার্থ হরিভজন-তাৎপর্য্য বা সার-গ্রাহিত্ব ছাড়িয়া বিষয়ভোগপর ভারবাহিত্ব—

যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারাহ না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব ॥ ৬৭ ॥

করিয়া নব্যন্যায়ে শিক্ষা লাভ করিতেন। উত্তর-ভারতান্তর্গত বারাণসী হইতে সন্ন্যাসী ও কৃতবিদ্য অধ্যাপকগণও নবদ্বীপ-নগরে 'বেদান্ত-শাস্ত্র' অধ্যয়ন করিবার জন্য আগমন করিতেন। দক্ষিণ-ভারতান্তর্গত কাঞ্চী হইতেও বিদ্যার্থিগণ নবদ্বীপ-নগরে পাঠার্থিরূপে আসিতেন; সুতরাং বিভিন্ন-দেশবাসী বিদ্যার্থি-সমাজ নবদ্বীপে আগমন-ফলে নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইবার অবকাশ পাইয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥

নানাশাস্ত্রের চর্চ্চা এবং অসংখ্য অধ্যাপকগণের অবস্থিতি থাকায়, নবদ্বীপে বিদ্যার্থীর সংখ্যা ও অগণনীয় ছিল। সমুচ্চয়,—একত্র সংখ্যা বা সংগ্রহ ॥ ৬১ ॥

লক্ষ্মীদেবীর অনুগ্রহে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ নবদ্বীপ সকল লোকের সুখের আগার হইলেও প্রাপঞ্চিক-সুখে উন্মত্ত জনগণ অক্ষজ-জ্ঞান-সম্বর্দ্ধনার্থ ইন্দ্রিয়তর্পণপর-বিচারমূলে গ্রাম্যব্যবহার-রসে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বৃথা কালাতিপাত করিতেছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তৎকৃত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতে ১১৩ শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় ও প্রচার-কালে কৃষ্ণবিমুখিনী জড়বিদ্যা ও জড়তপস্যাভিমান-মত্ত বিষয়ি-লোকের চিত্ত-বৃত্তি এরূপ-ভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—"স্ত্রী-পুত্রাদি-কথায় বিষয়িসকল প্রবৃত্ত ছিলেন; সাংখ্য, ন্যায় ও বৈশেষিক প্রভৃতি হেতুবাদ মূলক দর্শনাকৃষ্ট পণ্ডিতগণ শাস্ত্র-প্রবাদ অর্থাৎ বিতণ্ডা-প্র[illegible]ত ছিলেন; পাতঞ্জল-দর্শনাকৃষ্ট যোগিগণ বায়ুনি[illegible]ধমূলক রেচক, পূরক ও কুম্ভকাদিতে প্রমত্ত ছিলেন; তপস্বিসকল নানা কৃচ্ছ্র ও বৈরাগ্য-সাধনে ব্যস্ত এবং জীবন্মুক্তাভিমানী জ্ঞানিগণ নির্ব্বিশেষ-বেদান্তমতের বিচারে উন্মত্ত ছিলেন ॥ ৬২ ॥

কলির শেষ-ভাগে যাবতীয় কদাচাররূপ ভগবদ্‌বিমুখতা সমগ্র-জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়া সর্ব্বজীবমাত্রের একমাত্র ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য ভগবান্ বলরাম ও কৃষ্ণের সেবায় বঞ্চিত ছিলেন ॥ ৬৩ ॥

তৎকালে জড়বিদ্যা এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, হরিসেবা বিহীন বিচারকেই 'পাণ্ডিত্য' বলিয়া লোকের ভ্রম হইতে ছিল। সাধারণ-লোক মঙ্গলচণ্ডীর গান গাহিয়া ও শুনিয় সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বর্দ্ধনকেই ধর্ম্মানুশীলনের 'চর আদর্শ' বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিল। প্রকৃতপ্রস্তাবে অনাত্ম ব অভক্তিমূলক চেষ্টাকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া ভ্রান্তি হওয়ায় সাংসারিক জনগণের অন্যাভিলাষ,কর্ম্ম ও জ্ঞানের আবরণ-প্রাবল্য নিবন্ধন আত্মবিদ্ ভগবদ্ভক্তের চরণার্চ্চনই যে জীবের (জীবনের একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়, তাহা মনে হইত না ॥ ৬৪ ॥

সাধারণ-লোক, বিশেষতঃ ধনবান্ বণিক্‌সম্প্রদায়, মহ সমারোহে মনসা-দেবীর পূজা করিয়া অর্থাদি-দ্বারা ব্রাহ্মণা পণ্ডিত-সমাজকে ক্রয়পূর্ব্বক বণিক্‌সমাজের অধীন করি চেষ্টা করিত। নানাপ্রকার দেবদেবী ও সঙের পুত্তলি নির্ম্ম করাইয়া তাহারা বহুধন দান করিত। অদ্যাপি রাসাদি-যাত্র সময়ে নানাপ্রকার পুত্তলি নির্ম্মাণ করিবার প্রথা প্রচলি আছে। পরমার্থ-বুদ্ধিতে অপ্রাকৃত ভগবদ্‌বিগ্রহের সে পরিবর্ত্তে পৌত্তলিক-বিচারাবলম্বনে তাহারা উৎসবোপল বহুধন ব্যয় করিত, আবার সেই পুত্তলিগুলিকে জলে বিসর্জ দেওয়ায়, পূজ্যবস্তুর ও পূজার অনিত্যতা প্রমাণ করি সেইসকল বৃথা-কার্য্যে বহুধন ব্যয়িত হওয়ায় শ্রীজগন্নাথদে পূজার ন্যায় নিত্য শ্রীবিগ্রহ-পূজা বঙ্গদেশে বিরল হ পড়িয়াছিল।

পাঠান্তরে,—'পুত্তলি বিভা দিতে দেয় বহুধন' অর্থাৎ রসে মত্ত জনগণ দম্ভপূর্ব্বক বানর-বানরী, বিড়াল-বিড় পুতুল-পুতুলীর বিবাহাদি তুচ্ছ ও বৃথা উৎসব-কার্য্যে অন অর্থ ব্যয় করিয়া ভগবদ্‌বৈমুখ্য সঞ্চয় করিত মাত্র ॥ ৬৫ ॥

শ্রৌতপন্থায় সারগ্রাহিরূপে বেদশাস্ত্রের অনুশীলন বা হরি-
ভজন ছাড়িয়া ভারবাহিরূপে অনুকরণ-ফলে অনিত্য-
ফলভোগমূলক কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠান-হেতু শিক্ষক ও
ছাত্র, সকলেরই নরক-লাভ—

শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে ডুবি' মরে ॥ ৬৮ ॥

কতিপয় লোক আবার সংসার-ধর্ম্মকেই 'পরমার্থ' জানিয়া ীয় পুত্রকন্যার বিবাহোৎসবাদিতে বহু অর্থ-ব্যয়-দ্বারা হরি-বিমুখ জগতের আনন্দ বর্দ্ধন করিত। তাহারা মনে করিত, বিষয়িদিগের পুত্রকন্যার বিবাহ—ভগবদুপাসনাপেক্ষা অনেক-গুণে প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এইসকল অনাত্মচেষ্টা-রা তাহাদের বৃথা সময়ই অতিবাহিত হইত ॥ ৬৬ ॥

তথ্য। গ্রন্থ-অনুভব,—স্বারস্য, তাৎপর্য্য, (ভাঃ ১।৩।২৮-২৯) "বাসুদেব-পরা বেদা বাসুদেব-পরা মখাঃ। বাসুদেব-পরা যাগা বাসুদেব-পরাঃ ক্রিয়াঃ ॥ বাসুদেব-পরং জ্ঞানং বাসুদেব-পরং তপঃ। বাসুদেব-পরো ধর্ম্মো বাসুদেব-পরা গতিঃ॥" (গীতা ।১৪৫ শ্লোকের মাধ্বভাষ্য—) "বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥" সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি',"বেদোঽখিলধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্। আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনো রুচিরেব চ॥'' 'বেদ-বিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ' ইতি বেদানাং সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণুপরত্বোক্তেঃ।''(মহাভাঃ-তাৎপর্য্যে ৩২-৩৪—)"বৈষ্ণবানি পুরাণানি পঞ্চরাত্রাত্মকত্বতঃ। প্রমাণান্যেব মন্বাদ্যাঃ স্মৃতয়োঽনুকূলতঃ॥ এতেষু বিষ্ণোরাধিক্যমুচ্যতেঽন্যস্য ন কচিৎ। তত্তদেব মন্তব্যং নান্যথা তু কথঞ্চন॥ মোহার্থান্যন্যশাস্ত্রাণি তান্যেবাজ্ঞয়া হরেঃ। অতস্তেষূক্তমগ্রাহ্যমসুরাণাং তমো-ঽতঃ॥'' (১।২।২৬ ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বভাষ্য-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন) যথা হি পৌরুষং সূক্তং নিত্যং বিষ্ণুপরায়ণম্। তথৈব মে মনো নিত্যং ভূয়াদ্বিষ্ণুপরায়ণম্॥'' (গীতার মাধ্বভাষ্য-ধৃত নারদীয়পুরাণ-বচন—) "পঞ্চরাত্রং ভারতঞ্চ মূলরামায়ণং তথা। পুরাণঞ্চ ভাগবতং বিষ্ণুর্বেদ ইতীরিতঃ। অতঃ শৈব-পুরাণানি যোজ্যান্যন্যাবিরোধতঃ। অক্ষপাদকণাদানাং সাংখ্য-যোগ-জটাত্মতাম্। মতমালম্ব্য যে বেদং দুষয়ন্ত্যল্পচেতসঃ॥''

লোকসমাজে যুগধর্ম্ম-হরিকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ; গুণজগতে
হেয়তা-মিশ্র দর্শন ও বর্ণন-প্রাবল্য—

না বাখানে 'যুগধর্ম্ম' কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কারো না করে কথন ॥ ৬৯ ॥

তথা-কথিত ত্যাগি-সন্ন্যাসি-সমাজেও হরিকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ—

যেবা সব—বিরক্ত-তপস্বী-অভিমানী।
তাঁ-সবার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি ॥ ৭০ ॥

অধ্যাপন-কুশল 'ভট্টাচার্য্য', কর্ম্মকাণ্ড-নিপুণ 'চক্রবর্ত্তী' ও 'মিশ্র' উপাধিযুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী নিজ-নিজ-শাস্ত্র-প্রবাদে উন্মত্ত থাকায়, সর্ব্ববেদের সার ও শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া অনর্থক কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের পথে ভ্রমণ করিতে নিযুক্ত থাকিতেন। সর্ব্বজীবের সকল-চেষ্টার একমাত্র তাৎ-পর্য্য ও শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় যে হরি-তোষণ-মূলা ভক্তি, তাহাতে তাঁহারা প্রবেশ লাভ করেন নাই॥

শাস্ত্রের অধ্যাপনা করাইয়া এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, অধ্যাপক ও পাঠার্থী, উভয়েই কর্ম্মালানে আবদ্ধ হইয়া, পরিশেষে স্ব-স্ব-অনিত্য-চেষ্টায় যমের নিকট দণ্ডার্হ হইতেন। (ভা ৬।৩।২৮-২৯ শ্লোকে) অজামিলোপাখ্যানে স্বীয় দূতগণের প্রতি শ্রীযমরাজ বলিতেছেন,—"তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দপাদারবিন্দ মকরন্দ-রসাদজস্রম্। নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংস-কুলৈরসঙ্গৈর্জুষ্টাদ্গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥" "জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্। কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি তানানয়ধ্বমসতোঽকৃত-বিষ্ণুকৃত্যান্॥" ৬৮ ॥

শুদ্ধকৃষ্ণকীর্ত্তনকারী ব্যক্তি ব্যতীত মায়াবদ্ধ কৃষ্ণবিমুখ স্বার্থপর জীবগণ কর্ম্মের প্রচণ্ড-শাসনে নিষ্পেষিত হইয়া স্বরূপ-দর্শন পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অক্ষজ বিরূপ দর্শনে সর্ব্বদাই জগতের নিন্দা করে; এইজন্যই শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতীপাদ (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ৫ম শ্লোকে) বলিয়াছেন,—"বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধি-মহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে যৎকারুণ্যকটাক্ষ-বৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥"

যুগধর্ম্ম-বর্ণনে শ্রীমদ্ভাগবত (১২।৩।৫২) বলেন,—"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

লৌকিকাচারানুসরণে কাহারও কোনও ভাগ্যে দৈবাৎ হরিনামোচ্চারণ-চেষ্টা—

অতিবড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ' 'পুণ্ডরীকাক্ষ'-নাম উচ্চারয় ॥ ৭১ ॥

বিশুদ্ধভক্তিশাস্ত্র গীতা-ভাগবত-ব্যাখ্যা-কালেও ভক্তিমূলা ব্যাখ্যাভাব—

গীতা ভাগবত যে-যে-জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥ ৭২ ॥

শ্রীমধ্বাচার্য্য মুণ্ডকোপনিষদের ভাষ্যে এই শ্রীনারায়ণ-সংহিতা-বচনটী উল্লেখ করিয়াছেন,—"দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলম্। কলৌ তু নাম-মাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥" তাৎকালিক সমাজে তর্কহত বিবদমান ব্যক্তিগণ যুগ-ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা না করিয়া পরস্পর অনিত্য দোষকীর্ত্তনেই ব্যস্ত ছিলেন। ভগবদ্গুণানুবর্ণন পরিহার করিয়া শাস্ত্র লঙ্ঘনপূর্ব্বক চেষ্টা করিতে গেলেই আত্মম্ভরিতা-নামক নিজগুণ ও পরছিদ্রান্বেষণ-নামক ঈর্ষা আসিয়া জীবকে গ্রাস করে; শ্রীভগবান্ (ভা ১১।২৮।১ শ্লোকে) উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—"পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ। বিশ্বমেকাত্মন্ পশ্য প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥" পরস্বভাবকর্ম্মাণি যং প্রশংসতি নিন্দতি। স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যাভিনিবেশতঃ॥ যাঁহারা অদ্বয়-জ্ঞানের অভাবে বিশ্বে পরস্পর প্রকৃতি-পুরুষ-ভেদ দর্শন ও স্বীয় বৃত্তিতে অদ্বয়-জ্ঞানাভাব লক্ষ্য করেন, তাঁহারা অপরের স্বভাব ও ক্রিয়াগুলির আদর ও গর্হণপ্রভৃতি-তেই মত্ত থাকেন। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের কীর্ত্তন শ্রবণ করিলেই কলিযুগোচিত তর্কপন্থা নিরস্ত হইবার পর জীবগণ শ্রৌতপন্থায় অবস্থিত হইতে পারেন; তখন আর তাঁহাদিগের কৃষ্ণেতর বিষয়ের আলোচনায় উন্মত্ত হইতে হয় না ॥ ৬৯ ॥

বিরক্ত,—জড়ের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এবং এই পঞ্চানুভূতির মিশ্রভাব জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণে সময়ে-সময়ে বাধা দেয় বলিয়া, যিনি উহা হইতে পৃথক্ বা মুক্ত হইবার চেষ্টা ও ইচ্ছা করেন, তিনিই 'বিরক্ত'।

তপস্বী,—ত্রিতাপ-দ্বারা সময়ে সময়ে ক্লেশ পাওয়া যায়, সুতরাং তাদৃশ বিপদ্ হইতে উদ্ধার-প্রাপ্তি [illegible]-লাভো-দ্দেশে যিনি চেষ্টা করেন, তিনিই ব্রতী বা 'তপস্বী'।

যদিও বিরাগ ও তপস্যা জগতের ক্লেশ-নিবারণের উপায়-স্বরূপে প্রতিভাত হয়, তথাপি বিরাগ ও তপস্যা প্রকার-ভেদে অর্থাৎ অধোক্ষজসেবারূপ স্ব-স্ব-তাৎপর্য্য-ভ্রষ্ট হইলে তাদৃশ ফল উৎপাদন করিতে পারে না। সকলপ্রকার বিরাগ ও তপস্যা—ভগবানের নামোচ্চারণকারী সকলভক্তেরই গৌণ-ভাবে নিত্য-সম্পত্তি। যাঁহারা শ্রীনামভজন পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র বিরাগ ও তপস্যার কল্পনা করেন, তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই নিরর্থক। বিরক্ত ও তপস্বি-সম্প্রদায় ভোগপর হইয়া শ্রীহরির পাদপদ্মভক্তি-ধনে বঞ্চিত হইলে, তাঁহাদের তাদৃশ কৃচ্ছ্র সাধনে কোনই সুফল আশা করা যায় না। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বৈরাগী ও তাপসগণ হরিভজন-রহিত ছিলেন। নারদপঞ্চরাত্র বলেন,—"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥ অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥" শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৮ ও ৩১ শ্লোকে) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—"ন নির্ব্বিণ্ণো নাতি-সক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ" এবং "ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ" ॥ ৭০ ॥

প্রভুর কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রচারের পূর্ব্বে গতানুগতিক সামা-জিক প্রথা বা আচারসমূহের অন্যতম-জ্ঞানে তথা-কথিত সদ্ধর্ম্মপরায়ণ সুকৃতিসম্পন্ন জীবগণের মুখে কেবলমাত্র স্নান-কালে অর্থাৎ জলের দ্বারা বাহ্যপাপসমূহ বিধৌত করিবার ইচ্ছায় 'গোবিন্দ', 'পুণ্ডরীকাক্ষ' প্রভৃতি নামোচ্চারণ শুনা যাইত। অন্য সময়ে লোকগুলি একবার ভ্রমক্রমেও কোনও মুহূর্ত্তে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করিত না, প্রত্যুত 'গোবিন্দ', 'পুণ্ডরীকাক্ষ' প্রভৃতি শ্রীনামোচ্চারণ সকলের পক্ষে সকল-সময়ে নিষিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিত; কেননা, তাহারা মনে করিত যে অশুচি-সময়ে বা অনধিকারি-ব্যক্তির 'গোবিন্দ' 'পুণ্ডরীকাক্ষ' প্রভৃতি নামোচ্চারণ কর্ত্তব্য নহে। তাৎকালিক তথা-কথিত বেদানুগত সমাজ এইরূপ দুর্দ্দৈবগ্রস্ত হরিবিমুখ ছিল; অবশেষে জীবৈকবান্ধব মহাবদান্য শ্রীচৈতন্য-দেবের শিক্ষাষ্টকের 'নাম্নামকারি'-শ্লোকে এইপ্রকার বিচার নিরস্ত হইয়াছে ॥ ৭১ ॥

তথ্য। (গীতার মাধ্বভাষ্য-ধৃত মহাকূর্ম্মপুরাণ-বচন—)

দৈবমায়া-মুগ্ধ বিষ্ণুভক্তিবর্জ্জিত আসুর-সংসার-দর্শনে "পরদুঃখদুঃখী" শুদ্ধভক্তের দুঃখ ও চিন্তা—

এইমত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি' ভক্ত-সব দুঃখ ভাবেন অপার ॥ ৭৩ ॥

কলিহত জীবের দুর্দ্দশা-দর্শনে তাহাদের উদ্ধারোপায়-চিন্তা—

'কেমনে এই জীব-সব পাইবে উদ্ধার!
বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার! ৭৪ ॥

নামামৃত বিতরিত হইলেও সকলেরই তাহাতে বিতৃষ্ণা ও অবিদ্যা-বৈভব জড়বিদ্যার প্রতিই আসক্তি—

বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম!
নিরবধি বিদ্যা-কুল করেন ব্যাখ্যান!' ৭৫ ॥

দুঃসঙ্গ-বিমুক্ত শুদ্ধভক্তগণের স্বীয় স্বারসিক-কৃষ্ণসেবানুষ্ঠান—

স্বকার্য্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান, কৃষ্ণের কথন ॥ ৭৬ ॥

"ভারতং সর্ব্বশাস্ত্রেষু ভারতে গীতিকা বরা। বিষ্ণোঃ সহস্র-নামাপি গেয়ং পাঠ্যঞ্চ তদ্দ্বয়ম্ ॥ ৭২ ॥

গীতা,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কীর্ত্তনকারী ও অর্জ্জুনই শ্রোতা ; উহা—মহাভারতাভ্যন্তরে ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত অষ্টাদশাধ্যায় ও সপ্তশত-শ্লোকাত্মক ভক্তিশাস্ত্র এবং পরমার্থপথের পথিকগণের আদি পাঠ্য-গ্রন্থ।

ভাগবত,—শ্রীব্যাস-রচিত অষ্টাদশ-পুরাণের অন্তর্গত অষ্টাদশ-সহস্র-শ্লোকাত্মক সাত্বত-পুরাণ-শিরোমণি। এই অমল পুরাণের নামান্তর—'পারমহংসী' বা 'সাত্বত-সংহিতা' ; "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রী-ভাষ্য-রূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ ॥" এই গারুড়-বচন হইতে জানা যায় যে, এই শাস্ত্রসম্রাট্ বা অমল-প্রমাণস্বরূপ মহাপুরাণ একাধারে উপনিষদের ন্যায় 'শ্রুতিপ্রস্থান' ("যত্রৈষা সাত্বতী শ্রুতিঃ"—ভাঃ ১।৪।৭ শ্লোকে স্বীয় গুরুদেব মহাভাগবত শ্রীসূত-গোস্বামীর প্রতি শ্রীশৌনকাদি ঋষির উক্তি), ব্রহ্মসূত্রের ন্যায় 'ন্যায়প্রস্থান' ("সর্ব্ববেদান্ত-সারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে"—ভাঃ ১২।১৩।১৫) এবং ভারত ও পুরাণাদির ন্যায় 'স্মৃতিপ্রস্থান'। শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য-বিষয়ে—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১ অঃ, অন্ত্য ৩য় অঃ, চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ, মধ্য ২০, ২৪ ও ২৫ পঃ, অন্ত্য ৫, ৭ ও ১৩ পঃ, এবং ষট্সন্দর্ভান্তর্গত তত্ত্বসন্দর্ভে ১৮-২৮শ সংখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর বিচার দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থ মুক্ত-পুরুষ পরমহংস-বৈষ্ণবগণের সর্ব্বদা আলোচ্য।

তৎকালে যাঁহাদিগকে গীতা ও ভাগবতাদি শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ কীর্ত্তন করিতে দেখা যাইত, সেইসকল পাঠকের জিহ্বায় ভগবদ্ভজনই যে জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য, সেইরূপ কোন ব্যাখ্যা শুনা যাইত না। 'সপ্তশতী চণ্ডী' প্রভৃতি কাম্যকর্ম্মপর গ্রন্থের ন্যায় ভক্তির বিকৃতি বা অভ্যুৎকর্ষ-সাধনাভিপ্রায়ে ও গীতা ও ভাগবতের পঠন-পাঠনাদি ইহামুত্র ইন্দ্রিয়-তোষণো-দ্দেশেই অনুষ্ঠিত হইত। বর্ত্তমানকালে বিদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ও এইরূপভাবে গীতা-ভাগবত পাঠ করিতেছেন। ইন্দ্রিয়সুখ-লম্পট মায়াবদ্ধ জীবের এতাদৃশ গীতা-ভাগবত-পাঠ—নিজ-মঙ্গলপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক ও নিরয়জনক মাত্র, যেহেতু উহা কখনই গীতা বা ভাগবত-পাঠ নহে, তদ্বিপরীত জড়শব্দসমষ্টি ও ইন্দ্রিয়তোষণপরা আবৃত্তিবিশেষ। শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত—সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি, 'কৃষ্ণতুল্য বিভু ও সর্ব্বাশ্রয়' এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনময় মূর্ত্ত অধোক্ষজ-বিগ্রহ, প্রাকৃত কুযোগীর কুমেধা-চালিত জিহ্বা ও কর্ণের গ্রাহ্য কুকাব্য বা প্রাকৃত দর্শন-গ্রন্থ নহে। এই শ্রেণীর ইন্দ্রিয়সুখকামী পাঠক ও শ্রোতা—মহাবদান্য মহাপ্রভুর কৃপা-কটাক্ষ-লাভে চিরবঞ্চিত ॥৭২॥

ভগবদ্ভক্তগণ তথা-কথিত পণ্ডিতকুলের ও সংসারমত্ত জনগণের চেষ্টা সন্দর্শন করিয়া মনে মনে বিশেষ দুঃখিত ছিলেন এবং ভগবদ্বিমুখ-জগতে শ্রেষ্ঠাভিমানি-জনগণকে বিষ্ণুমায়ায় মোহিত দেখিয়া, তাঁহাদের মঙ্গলচিন্তা-সূত্রে দুঃখ প্রকাশ করিতেন। দাম্ভিক পণ্ডিতাভিমানিগণকে প্রকাশ্যে তাঁহাদিগের অসচ্চেষ্টা হইতে নিবারণ করিবার আয়োজন করিলে, তাঁহারা বুদ্ধিবিপর্য্যয়-দোষে দয়া-প্রদর্শনকারি-ভক্ত-গণকে আক্রমণ করিতে পারেন এবং তাদৃশ আক্রমণ-ফলে তাঁহাদের স্বীয় ভজনচেষ্টা বাধা প্রাপ্ত হইতে পারে,—এই আশঙ্কায় হরিবিমুখ জীবের কৈতব-কল্মষ-কলুষ-দর্শনে দুঃখ করা ব্যতীত সেই 'পরদুঃখদুঃখী' শুদ্ধভক্তগণের অন্য কোনও পন্থান্তর ছিল না। তাঁহারা জানিতেন যে, ঐসকল অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা জীবগুলি অসুর-মোহিনী দৈবী বিষ্ণুমায়ার বিক্ষেপা-ত্মিকা ও আবরণী-বৃত্তি-দ্বারা মৃত্যুপথের পথিক ও মহাবিপদ্‌গ্রস্ত ॥

জীবহিতৈষী শুদ্ধভক্তগণের কৃষ্ণসমীপে কৃষ্ণবিমুখ জগতের প্রতি শুভপ্রসাদ-যাচ্ঞা—

সবে মেলি' জগতেরে করে আশীর্ব্বাদ।
'শীঘ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, কর সবারে প্রসাদ' ॥ ৭৭ ॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের মাহাত্ম্য-বর্ণন—

সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
'অদ্বৈত আচার্য্য' নাম, সর্ব্ব-লোকে ধন্য ॥ ৭৮ ॥

বৈষ্ণবাগ্রণী শম্ভুর ন্যায় শুদ্ধজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ কৃষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যাতা—

জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর ॥ ৭৯ ॥

শ্রীঅদ্বৈতকর্ত্তৃক সর্ব্বশাস্ত্রের কৃষ্ণভক্তিমূলক ব্যাখ্যান—

ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্ব্বত্র বাখানে,—'কৃষ্ণপদভক্তি সার' ॥ ৮০ ॥

শ্রীঅদ্বৈতের নিরন্তর কৃষ্ণার্চ্চন—

তুলসীমঞ্জরী-সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণে মহা-কুতূহলে ॥ ৮১ ॥

উপাদানাধীশ মহাবিষ্ণু হইয়াও কৃষ্ণের অবতারণার্থ হুঙ্কার—

হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' বৈকুণ্ঠেতে বাজে ॥৮২॥

অদ্বৈতের হুঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত ও সাক্ষাৎকৃত—

যে-প্রেমের হুঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণ নাথ।
ভক্তিবশে আপনে যে হইলা সাক্ষাৎ ॥৮৩॥

অদ্বিতীয়-ভক্তিযোগী ভক্তাগ্রণী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু—

অতএব অদ্বৈত—বৈষ্ণব-অগ্রগণ্য।
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর ভক্তিযোগ ধন্য ॥ ৮৪ ॥

কৃষ্ণভক্তি-বর্জ্জিত লোকের দুরবস্থা-দর্শনে তাঁহার দুঃখ—

এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
ভক্তিযোগশূন্য লোক দেখি' দুঃখ পায় ॥৮৫॥

ঐ বিপন্ন জীবসমূহ কিপ্রকারে নিত্য-মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের আন্তরিক দয়া উদিত হইল। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সেই ভগবদ্‌বিমুখ জীবগণ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে ইন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণেতর-বিষয়ে সুখ পাইয়া উন্মত্ত অর্থাৎ এই ভোগায়তন বিষয়-সংসারকেই অত্যন্ত 'প্রেয়' বলিয়া বোধ করায়, তাহারা শুদ্ধভগবৎসেবা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়াছে ॥ ৭৪ ॥

যদি শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে কেহ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেন, তাহা হইলে প্রতীপদল স্ব-স্ব-প্রাকৃত-বিদ্যার মাহাত্ম্য ও আভিজাত্য প্রদর্শন করিয়া সেই পরমহংস-বৈষ্ণবকুলের বা শুদ্ধভক্তগণের ভক্তি-বিদ্যার অবমাননা করিত। তাহাদের সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীনরোত্তম এইরূপ গাহিয়াছেন,—"নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে, বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার। সে-সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল সেই পশু—বড় দুরাচার ॥" ৭৫ ॥

ভাগবতগণ স্বগোষ্ঠী-মধ্যে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জনের সঙ্গ অনুসরণ না করিয়া কৃষ্ণেতর-সেবা-প্রবৃত্তি-মার্জ্জনরূপ গঙ্গাস্নান, কৃষ্ণ-সেবা, কৃষ্ণচরণামৃতপান ও কৃষ্ণকীর্ত্তন বা কৃষ্ণকথা আলোচনা করিতে থাকিলেন ॥ ৭৬ ॥

যে-সময়ে তাঁহারা নিজ-নিজ কৃষ্ণানুশীলন-চেষ্টা-দ্বারা অতিবহির্ম্মুখ পাষণ্ডগণের চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তন করিতে অসমর্থ হইতেন, তখনই তাঁহারা জগতের প্রতি কৃষ্ণের অনুগ্রহ বা প্রসাদাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেন ॥ ৭৭ ॥

তাদৃশ কৃষ্ণবিমুখ সমাজের মধ্যেও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সর্ব্ব-লোকধন্য, সর্ব্বজন-বন্দ্য ও সকল-বৈষ্ণবের মুখপাত্র হইয়া বিরাজিত ছিলেন ॥ ৭৮ ॥

কৃষ্ণজ্ঞান, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বৈরাগ্যের সর্ব্বা-পেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষকরূপে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শুদ্ধভগবদ্ভক্তির মহিমা প্রচার করিতেন। তিনি মধ্যযুগীয় বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের মূলপ্রবর্ত্তক শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল-আচার্য্য শ্রীরুদ্রসদৃশ লীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন। অসুর-মোহনের জন্য শঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য যেরূপ বিচার, যুক্তি ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভগবদ্ভক্তিকে বিক্ষিপ্ত ও আবৃত করিয়া-ছিলেন, তদ্রূপ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুও অলৌকিক চেষ্টা ও অনুষ্ঠান-দ্বারা কৃষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যা-মূলে শুদ্ধজ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের প্রকৃত স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরুদ্র-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ শুদ্ধভক্তি-প্রচার-দ্বারা 'বিষ্ণুস্বামী' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিদ্ধভক্তির ছলনায় রুদ্রসম্প্রদায়ের কতিপয়

তাৎকালিক ব্যবহার-রসমত্ত সংসারের অবস্থা-বর্ণন—

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে ॥৮৬॥

বাশুলী ও যক্ষাদি তামসিক অপদেবতা-পূজাড়ম্বর—

বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে ॥ ৮৭ ॥

শিষ্য শ্রৌতপন্থা বা গুর্ব্বানুগত্য ত্যাগ করিয়া শিবস্বামি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন ; তাদৃশ শিবস্বামি-সম্প্রদায় হইতেই শঙ্করাচার্য্যের জন্ম। শ্রীশঙ্কর হইতেই বিদ্ধভক্তি এই জগতে প্রবলভাবে প্রচারিত হইয়াছে। শুদ্ধভক্তি ও বিদ্ধভক্তি, উভয় বৃত্তিকেই 'ভক্তি' বলিয়া 'এক' জ্ঞান করায় অর্ব্বাচীন জনগণ 'নিঃশ্রেয়স' বা নিত্য-মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হন ॥ ৭৯ ॥

তথ্য। (মহাভাঃ-তাৎপর্য্য ১।৫৩)—"পরমো বিষ্ণুরেবৈকস্তজ্জ্ঞানং মুক্তিসাধনম্। শাস্ত্রাণাং নির্ণয়স্ত্বেষ তদন্যন্মোহনায় হি ॥" ৮০ ॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ত্রিভুবনের যাবতীয় শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারস্বরূপ কৃষ্ণচরণ-সেবাকেই নিত্যকাল আশ্রয়িতব্য বলিয়া সর্ব্বদা ব্যাখ্যা করিতেন। শ্রৌতপন্থায় 'ব্রহ্মসূত্র'-নামক আকর-গ্রন্থের শ্রীব্যাসদেবের নিজেরই রচিত অকৃত্রিম-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র প্রতিপাদ্য ও সকলশাস্ত্রের সারস্বরূপ কৃষ্ণভক্তিকেই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রচার করিতেন। সেই ভাগবত-ব্যাখ্যা-দ্বারা তিনি যাবতীয় শুদ্ধভক্তিবিরোধী কুসিদ্ধান্ত ও কুমতসমূহ নিরসন করিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে একমাত্র বাস্তব সার-সত্য শ্রীভগবানের সেবা-প্রবৃত্তি প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতেন ॥ ৮০ ॥

তথ্য। (হঃ ভঃ বিঃ ১১।১১০ শ্লোক-ধৃত 'গৌতমীয়-তন্ত্র'-বাক্য—)"তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥" ৮১ ॥

তুলসীমঞ্জরী—তদীয় বস্তু এবং মহাভাগবত ; গঙ্গার জল—কৃষ্ণচরণামৃত ও কৃষ্ণসেবোপযোগি উপকরণ-বিশেষ। কৃষ্ণপূজার্থ নৈবেদ্যসমূহ কৃষ্ণপ্রিয়া তুলসী-মঞ্জরী-যোগে লোক-পাবনী গঙ্গাতোয়-সহ সমর্পিত হয়। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাৎকালিক দ্বাপরীয় অর্চ্চনের বিকৃত-চেষ্টাকে শুদ্ধহরিসেবায় পরিবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্যে তাদৃশ উপকরণ-যোগে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণপূজা আরম্ভ করিলেন। উদ্দেশ্য,—শুদ্ধমহাজনের আচরণ দর্শন করিয়া জীবগণ স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়পরায়ণতা পরিহারপূর্ব্বক ভগবৎসেবা-পরায়ণ হইবেন ॥ ৮১ ॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু—স্বয়ং বিষ্ণুর অংশাবতার, সুতরাং এতাদৃশ প্রভাব-চেষ্টাশালী তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণনাম সমগ্র জড়-জগতের ভোগবুদ্ধি ও অক্ষজজ্ঞান-দর্শন অতিক্রম ও দূর করিয়া বিষ্ণুর পরমপদ শুদ্ধসত্ত্বময় তুরীয় অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দ্দশ ভুবন, তন্মধ্যে ত্রিভুবনের ঊর্দ্ধদেশ 'মহঃ', 'জন', 'তপঃ' ও 'সত্য' প্রভৃতি গুণজাত লোকসমূহ ভেদ করিয়া কুণ্ঠা-ধর্ম্ম-রহিত অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে সেই কৃষ্ণনামকীর্ত্তন-দ্বারা তিনি হরিসেবা করিতে লাগিলেন ॥ ৮২ ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু-পতি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅদ্বৈতের প্রীতিচেষ্টার হুঙ্কার শ্রবণ করিয়া তাঁহার শুদ্ধসেবা গ্রহণ করিবার মানসে তদীয় প্রার্থনা পূরণ করিয়া স্বয়ং তাঁহার ও তদাশ্রিতজনগণের নিকট আবির্ভূত হইলেন ॥ ৮৩ ॥

এইসকল কারণে অদ্বৈতপ্রভু—বিষ্ণুজনসমূহের মূল-পুরুষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি—সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে 'সর্ব্বপ্রধান ভক্ত' বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার তুল্য শ্রীহরিসেবা-পরায়ণ 'বৈষ্ণব' জগতে আর নাই। তিনি—উপাদানাংশে স্বয়ং বিষ্ণুতত্ত্ব এবং আচার্য্য-গুরুসূত্রে হরি-সদৃশ 'ভক্তাবতার' ॥ ৮৪ ॥

বহির্ম্মুখ-জগতের হিতাকাঙ্ক্ষায় কৃষ্ণপূজা-প্রচার-লীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীমায়াপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হরিবিমুখ লোকগণের দুরবস্থা তাঁহার হৃদয়ে বিশেষ ক্লেশ দিতে লাগিল ॥ ৮৫ ॥

নবদ্বীপের পণ্ডিত-মূর্খ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, সকলেই তৎকালে জগতের পাঁচ-প্রকার ইন্দ্রিয়-তর্পণ-রসে মুগ্ধ ছিল। কেহই সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা সর্ব্বক্ষণ সেব্যবস্তু কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হইতে রুচিবিশিষ্ট ছিল না। লোকের রুচির এইরূপ বিকার দেখা গিয়াছিল যে, শুদ্ধহরিভজন ছাড়িয়া অন্য চেষ্টাই তাহাদের ভাল লাগিত ॥ ৮৬ ॥

জগতের সকল-দ্রব্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবোপকরণ। কৃষ্ণসেবা-বিমুখ জনগণ শ্রীকৃষ্ণকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে জগতের দ্রব্যসম্ভারগুলিকে শ্রীকৃষ্ণের ভোগের বা তুষ্টির

সর্ব্বত্র অশোক, অভয় ও অমৃতাধার সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণ-নাম-কোলাহলের পরিবর্ত্তে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণপর অশিব-শব্দ-কোলাহল—

নিরবধি নৃত্য, গীত, বাদ্য, কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম-মঙ্গল ॥ ৮৮ ॥

ভগবদ্ভক্তি-তাৎপর্য্যহীন তথা-কথিত মঙ্গলকেই অমঙ্গলময় জানিয়া অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবগণের দুঃখ—

কৃষ্ণ-শূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ ॥ ৮৯॥

মহাকরুণ জীবদুঃখকাতর শ্রীঅদ্বৈতের চিন্তা—

স্বভাবে অদ্বৈত—বড় কারুণ্য-হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয় ॥ ৯০ ॥

কৃষ্ণের অবতরণেই সর্ব্বজীবোদ্ধারের আশা—

'মোর প্রভু আসি' যদি করে অবতার।
তবে হয় এ-সকল জীবের উদ্ধার ॥ ৯১ ॥

কৃষ্ণের অবতারণ-সামর্থ্যবান্ অদ্বিতীয় মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈত—

তবে ত' 'অদ্বৈত সিংহ' আমার বড়াই।
বৈকুণ্ঠবল্লভ যদি দেখাও হেথাই ॥ ৯২ ॥

উপকরণ-বস্তু না জানিয়া আপনাদিগেরই ইন্দ্রিয়-ভোগের আয়ত্ত বা অধীন বলিয়া উহাদিগকে বিবেচনা করিত। সুতরাং, তাহারা সেইসকল বস্তুকে স্ব-স্ব-কামনা বা বাসনোপযোগি-ফলদাত্রী বাশুলী-দেবীপ্রভৃতি ভোগপূর্ত্তির যন্ত্ররূপা বহু কাল্পনিক দেবতার পূজায় নিযুক্ত করিত, এমন কি, মদ্য-মাংসপ্রভৃতি অমেধ্য-বস্তুকেও তাহারা পূজার উপহার বলিয়া মনে করিত। কেহ বা ইন্দ্রিয়সুখ-সাধনেচ্ছায় ধনের উপার্জ্জনকেই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করিত।

যক্ষপূজা,—কৃপণগণ অক্ষর বা অচ্যুত-বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞান-রহিত হইয়া প্রাকৃত অর্থদ ও ধনরক্ষক যক্ষগণের পূজা করিয়া থাকে। "অগ্নে নয় সুপথা রায়ে" (ঈশ, ১৮) প্রভৃতি শ্রৌত-মন্ত্রগুলি যাঁহাদের জড় বাসনা-তৃপ্তির 'যন্ত্র' হইয়া পড়ে, তাদৃশ কর্ম্মিগণই যক্ষপূজায় রত; উপনিষৎ বলেন,—"এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" (বৃহদাঃ ৩।৮।১০)। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য, ২০ পঃ শ্রীসর্ব্বজ্ঞ এবং যক্ষের বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

বাশুলী,—বিশালাক্ষী (চণ্ডীর) অপভ্রংশ।

মদ্য,—যে বস্তুর সেবনে জীবের মত্ততা উৎপন্ন হইয়া হিতাহিত-বিবেক-রাহিত্য ঘটে। পানদোষের মূল উপকরণ-রূপে মদ্য এবং মাদক-দ্রব্য-পর্য্যায়ে [illegible]কর উপাদানাংশরূপে গঞ্জিকা, অহিফেন ও তাম্রকূটাদি নানাপ্রকার মত্ততা উপস্থিত করায়।

মাংস,—আসুর-স্বভাব জনগণের ভোজনোপযোগী ও শুক্রশোণিত হইতে জাত নশ্বর বাহ্য স্থূল-দেহের উপাদান-স্বরূপ সপ্তধাতুর অন্যতম ও রক্তের পরিণত দ্রব্যবিশেষ। দেহীর জীবদ্দশায় দেহস্থ মাংস অপবিত্রতা প্রদর্শন করে না বটে, কিন্তু ভোজনকালের পূর্ব্বে উহা জীবস্বরহিত শবাধারে অবস্থান করে, সুতরাং তাদৃশ অমেধ্য বস্তু সদসদ্বিবেকী কোন জীবেরই গ্রহণের বস্তু নহে, পরন্তু মলমূত্রের ন্যায় ত্যাজ্য ও গর্হণীয় বস্তুমাত্র। মল-মূত্র-শুক্র-শোণিত-ভোজী জীবগণই ইন্দ্রিয়-সুখ-সাধনেচ্ছায় স্থূলভাবে মাংসাদি ত্যাজ্য বস্তুসমূহ গ্রহণ করেন। উহা কখনই ইন্দ্রিয়াতীতসুখপ্রদ দেবতার গ্রহণের বস্তু হইতে পারে না; বিশেষতঃ, এই মাংসভোজন-ক্রিয়ার সহিত হিংসা-নাম্নী একটী সর্ব্বাপেক্ষা নীতিগর্হিত বৃত্তি সংশ্লিষ্ট আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, (১১।৫।১১)—"লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা। ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ-যজ্ঞ-সুরাগ্রহৈরাশু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥" (ভা ১১।৫।১৪)—"যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ। পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্ ॥" ভার্গবীয় মনু (৫।৫৬) বলেন,—"ন মাংসভক্ষণে দোষঃ ন মদ্যে ন চ মৈথুনে। প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥"

যক্ষ,—কুবেরানুচর অপদেবযোনিবিশেষ ॥ ৮৭ ॥

নৃত্য, গীত ও বাদ্য,—মত্ততাজনক ব্যসন-ত্রয়কে 'তৌর্য্যত্রিক' বলে। কল্যাণপ্রার্থি-জনগণ কখনই এই তৌর্য্যত্রিকের বশীভূত হইবেন না। ইহা দ্বারা কৃষ্ণবিস্মৃতি হয়; তবে কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে নৃত্য, গীত ও বাদ্য—কৃষ্ণানুশীলনেরই প্রকার-ভেদমাত্র, তাহাতেই জীবের পরমমঙ্গল-লাভ ঘটে। যাঁহারা কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সুখলালসায় নৃত্য-গীত-বাদ্যাদিতে নিযুক্ত থাকেন,

কৃষ্ণপ্রাকট্যহেতু আনন্দভরে সর্ব্বজীবোদ্ধারণেচ্ছা—

আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব, গাইব সর্ব্বজীব উদ্ধারিয়া॥' ৯৩॥

একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন—

নিরবধি এইমত সঙ্কল্প করিয়া।
সেবেন শ্রীকৃষ্ণ-পদ একচিত্ত হৈয়া॥ ৯৪॥

শ্রীঅদ্বৈতবাঞ্ছা-পূরণার্থই শ্রীচৈতন্যাবতার—

'অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য-অবতার'।
সেই প্রভু কহিয়াছেন বারবার॥ ৯৫॥

শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের কৃষ্ণার্চ্চন—

সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য-বিলাস॥ ৯৬॥
সর্ব্বকাল চারি ভাই গায় কৃষ্ণনাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান॥ ৯৭॥

প্রভুর পূর্ব্বে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের নবদ্বীপে আবির্ভাব—

নিগূঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায়।
পূর্ব্বে সবে জন্মিলেন ঈশ্বর-আজ্ঞায়॥ ৯৮॥
শ্রীচন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ।
শ্রীমান্‌, মুরারি, শ্রীগরুড়, গঙ্গাদাস॥ ৯৯॥

তাঁহারা পরমমঙ্গলপ্রদ কৃষ্ণনামের ভজন করিতে অসমর্থ। প্রাকৃত কোলাহল কখনও কৃষ্ণবস্তুর অনুশীলনে অবসর দেয় না, সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিয়া জীবকে ইন্দ্রিয়তর্পণে উন্মত্ত রাখিয়া সর্ব্বনাশ করে॥ ৮৮॥

যেসকল তথা-কথিত মঙ্গলের কল্পনায় কৃষ্ণসম্বন্ধ নাই, তাহাতে দেবতার সুখোদয় হয় না। বিষ্ণুভক্তগণই 'দেবতা', আর ঐকান্তিক বিষ্ণু-সেবা-বঞ্চিত-জনগণই 'অসুর'। কৃষ্ণ ব্যতীত অপর নশ্বর অনিত্য মঙ্গলের আদর্শ অসুরগণের স্ব-স্ব-রুচিরই উপযোগী, উহা প্রেয় হইলেও শ্রেয় নহে। নবদ্বীপ-বাসী শুদ্ধভক্তগণ, বিশেষতঃ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, অভক্তগণকে স্বকপোলকল্পিত অনিত্য-মঙ্গলানুষ্ঠানে ব্যাপৃত দেখিয়া সুখ লাভ করিবার পরিবর্ত্তে প্রকৃতপক্ষে দুঃখিত ছিলেন॥ ৮৯॥

অদ্বৈতপ্রভুর স্বভাব বাস্তবিকই করুণাপূর্ণ ছিল। নশ্বর জগতে করুণার যে-সকল আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই-রূপ কারুণ্য অদ্বৈতপ্রভুতে ছিল না। নশ্বর শরীরের প্রতি দয়া অথবা ভোগাগ্নির ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া যে স্বল্পকালস্থায়ি-দয়ার চিত্র প্রদর্শিত হয়, তাদৃশ ক্ষুদ্র ফল্গু দয়া বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে অবস্থান করিবার প্রয়োজন হয় না। প্রকৃত-প্রস্তাবে দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবঠাকুর জীবের প্রকৃত নিত্যমঙ্গলো-দ্দেশেই জীবকে মায়া-মুক্ত করেন। এই ভোগায়তন জগতে যে-সকল কৈতবপূর্ণ দয়ার চিত্র দেখা যায়, তদ্দ্বারা জীবের ভোগপরতা হইতে উদ্ধার সম্ভব হয় না। বিষ্ণুবিমুখ বদ্ধ-জীবের কাল্পনিক সুখ-সুবিধার প্রবৃত্তি হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে হইলে অর্থাৎ তাহার স্বরূপোদ্বোধন-কার্য্যে, তাহাকে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ নিজ-করুণা-লাভের যোগ্যতা-অর্জ্জনে সুযোগ প্রদান করিতে হয়॥ ৯০॥

ভগবদ্‌বস্তু—পূর্ণচেতনময়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বেচ্ছাময়, সুতরাং সেই সত্যবিগ্রহ করুণা করিয়া অজ্ঞ জীবগণের নিকট অবতরণ করিলে জীবের স্বরূপ পুনরুদ্‌বুদ্ধ হয় এবং মায়িক ভোগ হইতে যে সে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে,—শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর এরূপ চিন্তা হইয়াছিল॥ ৯১॥

করুণা-বারিধি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বলিতে লাগিলেন,—যদি বৈকুণ্ঠনাথকে প্রপঞ্চে অবতারণ করাইয়া জগতের প্রতি করুণা বিতরণ করাইতে পারি, তাহা হইলেই অভিন্ন-বিষ্ণু-বিগ্রহ হইয়াও আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্য-নাম সার্থক হয় এবং আমার উল্লাস-বৃদ্ধি হয়॥ ৯২॥

বৈকুণ্ঠনাথকে প্রপঞ্চে অবতরণ করাইয়া সকল জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত কৃষ্ণনামাশ্রয়ে নৃত্যগীতাদিদ্বারা তাহাদের ভোগ-বুদ্ধি অপসারিত করাইলে আমার আনন্দ-বৃদ্ধি হয়॥৯৩॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আন্তরিক চেষ্টা-ক্রমেই যে শ্রীচৈতন্যদেব জগতের ভোগপরায়ণ জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণসেবার সদ্‌বুদ্ধি উদয় করাইয়া মঙ্গল বিধান করিতেছেন,—একথা স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু বারংবার জানাইয়াছেন॥ ৯৫॥

শ্রীবাসপণ্ডিতের শ্রীবৃন্দাবনাভিন্ন অঙ্গনে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-বিলাস সংঘটিত হইত॥ ৯৬॥

চারিভাই,—শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি; কৃষ্ণ-নাম গায় অর্থাৎ 'হরেকৃষ্ণ'নাম মহামন্ত্র গান করিতেন; ত্রিকাল,—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে; গঙ্গাস্নান,—

প্রসঙ্গক্রমে ভক্তগণের নামোল্লেখ, নতুবা গ্রন্থবিস্তার-ভয়—

একে-একে বলিতে হয় পুস্তক-বিস্তার।
কথার প্রস্তাবে নাম লইব, জানি যাঁর ॥১০০॥

সমস্ত ভক্তই একান্ত-কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ—

সবেই স্বধর্ম্ম-পর, সবেই উদার।
কৃষ্ণভক্তি বই কেহ না জানয়ে আর ॥ ১০১ ॥

পরস্পরের প্রতি পরস্পরের চির-সৌহার্দ্দ ও চিরবান্ধব-ব্যবহার—

সবে করে সবারে বান্ধব-ব্যবহার।
কেহ কারো না জানেন নিজ-অবতার ॥১০২॥

কৃষ্ণভক্তিহীন লোকের দুর্দ্দশা-দর্শনে ভক্তগণের মনোবেদনা—

বিষ্ণুভক্তিশূন্য দেখি' সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সবাকার ॥ ১০৩ ॥

লোকের কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনে বৈমুখ্য-দর্শনে ভক্তগণের দুঃসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ ভক্তসঙ্ঘে একত্র কৃষ্ণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন—

কৃষ্ণকথা শুনিবেক হেন নাহি জন।
আপনা-আপনি সবে করেন কীর্ত্তন ॥ ১০৪ ॥

শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে সকলের সম্মিলন ও কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে মনোদুঃখ-লাঘব—

দুই-চারি দণ্ড থাকি' অদ্বৈতসভায়।
কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে সকল দুঃখ যায় ॥ ১০৫ ॥

সমস্ত জগৎকে কৃষ্ণভক্তিবিমুখ ভব-মহাদাবদগ্ধ-দর্শনে সকল-ভক্তের দুঃসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক মৌনভাবে অবস্থান—

দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি, করেন ক্রন্দন ॥ ১০৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণামৃত দ্বারা জীবের বদ্ধাবস্থার চিত্তমল ধৌত করিবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পাপপুণ্যসংগ্রহ-প্রবৃত্তি পরিহার করিবার জন্যই অবগাহন ॥ ৯৭ ॥

নিগূঢ়ে,—বিশেষ গুপ্তভাবে, অপরকে না জানাইয়া ॥৯৮

জগদীশ,—(গৌঃ গঃ ১৯২ শ্লোক—) "অপরে যজ্ঞপত্ন্যৌ শ্রীজগদীশহিরণ্যকৌ। একাদশ্যাং যয়োরন্নং প্রার্থয়িত্বাংঘসৎ প্রভুঃ ॥" (ঐ ১৪৩ শ্লোক—) "আসীদ্‌ব্রজে চন্দ্রহাসো নর্ত্তকো রসকোবিদঃ। সোঽয়ং নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশাখ্য-পণ্ডিতঃ ॥" এই গ্রন্থের আদি ৪র্থ অধ্যায়ে এবং চৈঃ চঃ আদি ১১শ পঃ ৩০ ও ১৪ পঃ ৩৯ সংখ্যায় একাদশী-তিথিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর হিরণ্যজগদীশের গৃহস্থিত বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভোজন-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ—"জগদীশপণ্ডিত—পরম জ্যোতির্ধাম। সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধন-প্রাণ ॥"

গোপীনাথ,—শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য, নবদ্বীপবাসী প্রভুর সঙ্গী বিপ্র এবং সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি। (গৌঃ গঃ ১৭৮ শ্লোক—) "পুরা প্রাণসখী যাসীন্নাম্না [illegible] ব্রজে। গোপীনাথাখ্যকাচার্য্যো নির্ম্মলত্বেন বিশ্রুতঃ ॥" কাহারও মতে, ইনি—ব্রহ্মা; (গৌঃ গঃ ৭৫ শ্লোক—) "গোপীনাথাচার্য্য-নাম্না ব্রহ্মা জ্ঞেয়ো জগৎপতিঃ। নবব্যূহে তু গণিতো যস্তন্ত্রে তন্ত্রবেদিভিঃ ॥" (চৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ ১৩০—) "বড়শাখা এক, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্য ॥"

শ্রীমান্—শ্রীমান্‌পণ্ডিত, শ্রীনবদ্বীপবাসী ও প্রভুর প্রথম কীর্ত্তনের সঙ্গী। দেবীভাবে প্রভুর নৃত্য-কাচের দিন ও নৃত্যকালে সর্ব্বত্র মশাল জ্বালিয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮ অঃ—"আদ্যাশক্তি-বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ। সুখে দেখে তাঁর যত চরণের ভৃঙ্গ ॥ সম্মুখে দেউটী ধরে পণ্ডিত শ্রীমান্ ॥" (চৈঃ চঃ আদি ১০।৩৭—) "শ্রীমান্ পণ্ডিত-শাখা—প্রভুর নিজ-ভৃত্য। দেউটী ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য ॥"

শ্রীগরুড়,—শ্রীগরুড়পণ্ডিত, নবদ্বীপবাসী ও প্রভুর সঙ্গী। (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ম অঃ—) "চলিলেন শ্রীগরুড়পণ্ডিত হরিষে। নামবলে যাঁরে না লঙ্ঘিল সর্পবিষে ॥" (গৌঃ গঃ ১৭ শ্লোক—) "গরুড়পণ্ডিতঃ সোঽয়ং গরুড়ো যঃ পুরা শ্রুতঃ ॥" (চৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ ৭৫—) "গরুড়পণ্ডিত লয় শ্রীনাম-মঙ্গল। নাম-বলে বিষ যাঁরে না করিল বল ॥"

গঙ্গাদাস,—নিমাই ইঁহার নিকটই 'কলাপ' ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন। প্রভুর গৃহের অতি সন্নিকটে গঙ্গানগরে ইঁহার বাসস্থান ছিল। (গৌঃ গঃ ৫৩ শ্লোক—) "পুরাসীৎ রঘুনাথস্য যো বশিষ্ঠমুনির্গুরুঃ। স প্রকাশবিশেষেণ গঙ্গাদাস সুদর্শনৌ ॥" (ঐ ১১১ শ্লোক—) * * "গঙ্গাদাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ। আসীন্নিধুবনে প্রাগ্‌যো দুর্ব্বাসা গোপিকাপ্রিয়ঃ ॥" (চৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ—) "প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়—পণ্ডিত গঙ্গাদাস। যাঁহার স্মরণে হয় সর্ব্ববন্ধ-নাশ ॥" ৯৯ ॥

জীবের দুর্দ্দশা-দর্শনে সকল বৈষ্ণবেরই দুঃখাতিশয্য ও সান্ত্বনাভাব—

সকল বৈষ্ণব মেলি' আপনি অদ্বৈতে।
প্রাণিমাত্র কারে কেহ নারে বুঝাইতে ॥১০৭॥

জীবদুঃখদুঃখী শ্রীঅদ্বৈতের উপবাস, বৈষ্ণবগণের দীর্ঘনিশ্বাস-ত্যাগ—

দুঃখ ভাবি' অদ্বৈত করেন উপবাস।
সকল বৈষ্ণবগণে ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস ॥ ১০৮ ॥

তাৎকালিক জগদ্বাসীর কৃষ্ণসেবা-মূলক কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-নর্ত্তন-বাদন বা কার্ষ্ণ-তত্ত্ব-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা—

'কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেন বা কীর্ত্তন?
কারে বা বৈষ্ণব বলি, কিবা সঙ্কীর্ত্তন?'১০৯॥

জনৈষণা, ধনৈষণা ও পুত্রৈষণাদি ভোগ-প্রমত্ত দেহ-গেহারামী ইন্দ্রিয়দাস পাষণ্ডিগণের জীব-বান্ধব বৈষ্ণবগণের প্রতি উপহাস—

কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র-আশে।
সকল পাষণ্ডী মেলি' বৈষ্ণবেরে হাসে ॥১১০॥

শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সন্ধ্যায় কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন—

চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ-ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে ॥ ১১১ ॥

শুদ্ধভক্তমুখে নামকীর্ত্তন-শ্রবণে ভোগের ব্যাঘাত-হেতু নামবিরোধী পাষণ্ডীর ভয় ও দুশ্চিন্তা—

শুনিয়া পাষণ্ডী বোলে,—'হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ ॥ ১১২ ॥

প্রত্যেক ব্যক্তির আনুপূর্ব্বিক ঘটনা এস্থলে বলিতে গেলে গ্রন্থ বিস্তৃত হইয়া পড়ে বলিয়া কেবলমাত্র যাঁহাদের কথা আমি জানি, তাঁহাদের কথাই প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে উদ্ধার করিব ॥ ১০০ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদগণ সকলেই প্রভুর ন্যায় মহাবদান্য এবং ভগবদ্ধর্ম্ম-পরায়ণ; তাঁহারা কৃষ্ণসেবা ব্যতীত জীবের অন্য কোনপ্রকার গতি অবগত ছিলেন না ॥ ১০১ ॥

ভক্তগণের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরস্পরের ভগবৎ-সেবার আনুকূল্য অনুমোদন করিতেন। তাঁহারা নিজ-স্বরূপের বিষয় অবগত না হইয়াই স্ব-স্ব-রুচিক্রমে বৈষ্ণবের প্রতি মিত্রতা করিয়াছিলেন ॥ ১০২ ॥

কর্ম্মফলবাধ্য জীবগণের চিত্তে ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি না দেখিয়া ভগবদ্ভক্তগণের হৃদয় দগ্ধপ্রায় হইতেছিল ॥ ১০৩ ॥

কোন জীবেরই হরিকথা শ্রবণেচ্ছা দেখিতে না পাওয়ায় গৌরভক্তগণ নিজে নিজেই হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন ॥ ১০৪ ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সমক্ষে ভক্তগণ দুইচারি দণ্ডকাল থাকিয়া কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে তাঁহাদের সকল দুঃখ অপনোদন করিতেন ॥

ভক্তগণ সর্ব্বত্রই কৃষ্ণেতর বিষয়-কথার প্রাবল্য দেখিয়া প্রাকৃত-জগতের কৃষ্ণবহির্ম্মুখ লোকগুলিকে অসন্তাপ্য জানিয়া, তাহাদের পরিণাম যে শুভজনক নহে, তজ্জন্য দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতেন ॥ ১০৬ ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া জগতের সকল মানবকে তাহাদের স্বরূপতত্ত্ব বুঝাইবার যত্ন করিতেন, কিন্তু কেহই তাঁহাদের কথা বুঝিতে পারিত না ॥ ১০৭ ॥

জগতের লোকসকল হরিকথা বুঝিতে না পারায় শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু জীবের দুঃখে খিন্ন হইয়া উপবাস করিতেন এবং অপরাপর বৈষ্ণবগণও তাহাতে অকৃত-কার্য্য হওয়ায় দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন ॥ ১০৮ ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যে কি-জন্য কৃষ্ণের উদ্দেশে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেন, বৈষ্ণব কে এবং সঙ্কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য কি,—সাধারণ জনগণ এইসকল তত্ত্বজিজ্ঞাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। অধুনা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সেবকগণ যে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাও সাধারণ লোক ও কর্ম্ম-জ্ঞান-জড় জনগণ বুঝিতে পারিতেছেন না ॥ ১০৯ ॥

বিষয়িগণ ধনপুত্র প্রভৃতিকেই জীবনের একমাত্র প্রয়োজনীয় বলিয়া জ্ঞান করায় শুদ্ধবৈষ্ণবকে চিনিতে পারে না বা কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যও বুঝিতে পারে না; তাহারা বৈষ্ণবের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া বিস্মিত হয়, কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বিদ্রূপ বা হাস্য-পরিহাস করে ॥ ১১০ ॥

শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় শ্রীবাসাঙ্গনে সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রিকালে হরিনাম-মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন ॥ ১১১

বৈষ্ণববিদ্বেষী প্রতীপগণ শ্রীবাসের চেষ্টা দেখিয়া প্রমাদ গণনা করিতে লাগিলেন। তারকব্রহ্ম হরিনাম গান করিলে

সনাতন-ধর্ম্ম-বিরোধী যবন-নৃপতির বিরোধাশঙ্কা—

মহা-তীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার॥' ১১৩॥

কোন কোন ভক্তদ্বেষী পাষণ্ডীর নির্দ্দোষ ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসের প্রতি হিংসা—

কেহ বোলে,—'এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি' ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে॥১১৪॥

পরমসত্যবস্তু নামকীর্ত্তনকারীর অভাবে শ্রীনাম-বিরোধী পাষণ্ডীর উল্লাস ও তথা-কথিত মঙ্গল-কল্পনা—

এ বামুনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল!
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল॥' ১১৫॥

পাষণ্ডিগণের উন্মত্ত প্রলাপ-শ্রবণে জীবহিতৈষী ভক্তগণের কৃষ্ণসমীপে দুঃখ-নিবেদন—

এইমত বোলে যত পাষণ্ডীর গণ।
শুনি' কৃষ্ণ বলি' কান্দে ভাগবতগণ॥ ১১৬॥

মহাবিষ্ণুর অবতার লোকশাসক অদ্বৈতপ্রভুর ক্রোধাবেশে প্রতিজ্ঞা ও ভবিষ্যদ্বাণী—

শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে।
দিগম্বর হই' সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে বোলে॥ ১১৭॥

শ্রীকৃষ্ণকে অবতরণ করাইতে প্রতিজ্ঞা—

'শুন, শ্রীনিবাস, গঙ্গাদাস, শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণে সর্ব্বনয়ন-গোচর॥ ১১৮॥

অচিরে কৃষ্ণকর্তৃক সর্ব্বজীবোদ্ধার ও ভক্তগণসহ লীলানুষ্ঠান হইবে বলিয়া আশ্বাস-দান—

সবা উদ্ধারিবে কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইবে কৃষ্ণভক্তি তোমা-সবা লৈয়া॥ ১১৯॥

স্বপ্রতিজ্ঞা-ভঙ্গে চতুর্ভুজ প্রকটিত করিয়া পাষণ্ড বিনাশ-পূর্ব্বক স্বীয় দাস্যের সার্থকতা-সম্পাদন-প্রতিজ্ঞা—

যবে নাহি পারোঁ, তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারি-ভুজ, চক্র লইমু হাতে॥ ১২০॥
পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ—প্রভু মোর, মুঞি—তাঁর দাস॥'১২১

কৃষ্ণকে অবতারণার্থ নিরন্তর কৃষ্ণার্চ্চন—

এইমত অদ্বৈত বলেন অনুক্ষণ।
সঙ্কল্প করিয়া পূজে কৃষ্ণের চরণ॥ ১২২॥

সকল ভক্তের একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণার্চ্চন—

ভক্তসব নিরবধি একচিত্ত হৈয়া।
পূজে কৃষ্ণপাদ-পদ্ম ক্রন্দন করিয়া॥ ১২৩॥

সকলজীবের নিস্তার বা উদ্ধার হয়, সুতরাং গ্রামের সকল সম্পত্তি ও সৌন্দর্য্য হরিনাম-গানদ্বারা ধ্বংস হইবে,—এরূপ আশঙ্কা করিতেন। 'এ ব্রাহ্মণ' অর্থাৎ শ্রীবাস পণ্ডিত॥১১২॥

মহাতীব্র,—অতিপ্রচণ্ড, প্রবলপ্রতাপান্বিত।

যবন নরপতি,—সৈয়দ ও লোদীবংশীয় রাজন্যবর্গ এবং তাঁহাদের অনুগত বঙ্গের শাসকসম্প্রদায়। বঙ্গদেশের রাজধানী নবদ্বীপনগরে অহর্নিশ হরিনামকীর্ত্তনের প্রবল উৎস ও প্রচারের কথা শ্রবণ করিলে সেই ভগবদ্ভক্তিবিদ্বেষী শাসক-সম্প্রদায়বিশেষ বিরুদ্ধ আচরণ [illegible] ও নগরবাসীকে অতিশয় নির্য্যাতন করিবেন॥ ১১৩॥

কেহ কেহ বিচার করিলেন,—'এই কীর্ত্তনকারী শ্রীবাস-পণ্ডিতকে গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য ইঁহার ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া জলে ভাসাইয়া দিব॥' ১১৪॥

যদি শ্রীবাসকে এই রাজধানী হইতে কোনপ্রকারে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই গ্রামের উন্নতি হইবে; শ্রীবাস এগ্রামে থাকিলে বিধর্ম্মী নরপতি গ্রামবাসীর সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি ধ্বংস করিবে॥' ১১৫॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এই সকল বৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া স্বীয় পরিধেয় বসনের প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া বৈষ্ণবগণকে বলিতে লাগিলেন॥ ১১৭॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কহিলেন,—হে শুক্লাম্বর, হে গঙ্গাদাস, হে শ্রীবাস, শ্রবণ কর; কৃষ্ণ-প্রতীতির অভাবেই জগদ্বাসী এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছে; আমি সকলের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া দেখাইব, এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই অবতীর্ণ হইয়া সকলকেই উদ্ধার করিবেন। তোমাদের ন্যায় ভক্তগণের সহিত তিনি কৃষ্ণ-সেবার প্রয়োজনীয়তা সমগ্র জগদ্বাসীকে বুঝাইয়া সকলকে উদ্ধার করিবেন॥ ১১৮-১১৯॥

যদি আমি ভগবান্‌কে এখানে আনিয়া কৃষ্ণ-ভজন-প্রচার না করাইতে পারি, তাহা হইলে আমার শরীর হইতেই চারি হস্ত প্রকাশ করিয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী

সমগ্র নবদ্বীপের সর্ব্বত্র সকলকেই ভক্তগণের কৃষ্ণভজন বা কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিহীনরূপে দর্শন—

সর্ব্ব-নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ।
কোথাও না শুনে ভক্তিযোগের কথন ॥১২৪॥

জীবের দুর্দ্দশা ও দুর্ম্মতি-দর্শনে ভক্তগণের দুঃখ-বর্ণন—

কেহ দুঃখে চাহে নিজ-শরীর এড়িতে।
কেহ 'কৃষ্ণ' বলি' শ্বাস ছাড়য়ে কান্দিতে ॥১২৫॥

জগতের কৃষ্ণভক্তি-বিহীন কুব্যবহার-দর্শনে ভক্তগণের মনঃকষ্ট—

অন্ন ভালমতে কারো না রুচয়ে মুখে।
জগতের ব্যবহার দেখি' পায় দুঃখে ॥ ১২৬ ॥

সকল ভক্তেরই স্ফূর্ত্তি-রাহিত্য—

ছাড়িলেন ভক্তগণ সর্ব্ব উপভোগ।
অবতরিবারে প্রভু করিলা উদ্যোগ ॥ ১২৭ ॥

শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব—

ঈশ্বর-আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-রাম ॥ ১২৮ ॥

মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে রাঢ়ে একচক্রা-গ্রামে অবতরণ—

মাঘ-মাসে শুক্লা-ত্রয়োদশী শুভ-দিনে।
পদ্মাবতী-গর্ভে একচাকা-নাম গ্রামে ॥ ১২৯ ॥

সর্ব্বচিৎসত্তা-জনকেরও জনকত্ব—

হাড়াইপণ্ডিত নামে শুদ্ধবিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা তানে করে পিতা-ব্যাজ ॥১৩০॥

প্রেমদাতা পরমকরুণ শ্রীনিত্যানন্দ-রামের শুভাবির্ভাবের ফল—

কৃপাসিন্ধু, ভক্তিদাতা, প্রভু বলরাম।
অবতীর্ণ হৈলা ধরি' নিত্যানন্দ-নাম ॥ ১৩১ ॥
মহা জয়-জয়-ধ্বনি, পুষ্প-বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণ করিলা তখন ॥ ১৩২ ॥
সেইদিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
বাড়িতে লাগিল পুনঃপুনঃ সুমঙ্গল ॥ ১৩৩ ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনপূর্ব্বক দৈব-বর্ণাশ্রমি-জীবগুরু অবধূত বা পরমহংসের বেষে নিত্যানন্দের সর্ব্বভারতে কারুণ্য-বিতরণার্থ ভ্রমণ—

যে-প্রভু পতিত-জনে নিস্তার করিতে।
অবধূত-বেশ ধরি' ভ্রমিলা জগতে ॥ ১৩৪ ॥

গৌরাবতারপ্রসঙ্গ-বর্ণন—

অনন্তের প্রকার হইলা হেন-মতে।
এবে শুন,—কৃষ্ণ অবতরিলা যেন-মতে ॥১৩৫॥

শুদ্ধসত্ত্ব-তনু জগন্নাথ-মিশ্র—

নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব-প্রায় তেঁহো স্বধর্ম্মে তৎপর ॥ ১৩৬ ॥

মহাভাগবত মিশ্র—

উদারচরিত্র তেঁহো ব্রহ্মণ্যের সীমা।
হেন নাহি, যাহা দিয়া করিব উপমা ॥ ১৩৭ ॥

পাষণ্ডিগণের শিরশ্ছেদন করিব। এইরূপ করিতে পারিলেই আমি জানিব যে, শ্রীকৃষ্ণ—আমার প্রভু এবং আমি—তাঁহার যোগ্য ভৃত্য ॥ ১২১ ॥

সঙ্কল্প করিয়া,—দৃঢ় ও অবিচলিতচিত্তে ॥ ১২২ ॥

তাৎকালিক জীবগণের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি না দেখিয়া ভক্তগণ দুঃখভরে প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেন; কেহ বা ক্রন্দন, কেহ বা দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ, কেহ বা উপবাস প্রভৃতি দ্বারা জীবদুঃখকাতরতা প্রদর্শন করিতেন। কৃষ্ণবিমুখ জগতের ব্যবহারদর্শনে সকলভক্তের চিত্তই দুঃখে অবসন্ন হইয়াছিল ॥

ভক্তগণ ভগবদাবাহন-কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সাংসারিক ভোগ-ব্যাপার হইতে বিরত হইলেন এবং ভক্তগণের দুঃখে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া স্বয়ং ভগবান্‌ও প্রপঞ্চে অবতরণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন ॥১২৭॥

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আদেশক্রমে অনন্তদেবের আকর-বস্তু শ্রীবলদেব শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপে রাঢ়দেশে 'একচক্রা'-গ্রামে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ১২৮ ॥

মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী-দিবসে শুদ্ধসত্ত্বময়ী পদ্মাবতীদেবীর গর্ভে শুদ্ধসত্ত্বময় হাড়াই-পণ্ডিতের ঔরসে তাঁহার অবতরণ হইয়াছিল ॥ ১২৯-১৩০ ॥

শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাবে সকল রাঢ়দেশ ক্রমশঃ মঙ্গল-পূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ১৩৩ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মায়াবদ্ধ পতিত-জীবকে উদ্ধার করি-

জগন্নাথ-মিশ্রে সর্ব্ব বাসুদেব-তত্ত্বের জনকবর্গের অর্থাৎ সর্ব্ব শুদ্ধসত্ত্বের সম্মিলন—

কি কশ্যপ, দশরথ, বসুদেব, নন্দ।
সর্ব্বময়-তত্ত্ব জগন্নাথ-মিশ্রচন্দ্র ॥ ১৩৮ ॥

অপ্রাকৃত-বাৎসল্য-সেবা-রসের সর্ব্বাশ্রয়াকর মূল আশ্রয়-বিগ্রহ শচীদেবী—

তাঁর পত্নী শচী-নাম মহাপতিব্রতা।
মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা ॥ ১৩৯ ॥

অষ্ট কন্যার তিরোধানের পর পুত্ররূপে শ্রীবিশ্বরূপের আবির্ভাব—

বহুতর কন্যার হইল তিরোভাব।
সবে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ ॥ ১৪০ ॥

অলৌকিক-সৌন্দর্য্যৈশ্বর্য্য-ভূষিত শ্রীবিশ্বরূপপ্রভু—

বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি—যেন অভিন্ন-মদন।
দেখি' হরষিত দুই ব্রাহ্মণী-ব্রাহ্মণ ॥ ১৪১ ॥

অদ্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণেতর-সেবায় বিরক্তি ও সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহত্ব—

জন্ম হৈতে বিশ্বরূপের হইল বিরক্তি।
শৈশবেই সকল-শাস্ত্রেতে হইল স্ফূর্ত্তি ॥ ১৪২ ॥

তৎকালীন সমাজের বিষ্ণুভক্তিহীনতা ও ভাবি কালোচিত অসদাচারপরতা—

বিষ্ণুভক্তিশূন্য হৈল সকল সংসার।
প্রথম-কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ॥ ১৪৩ ॥

ধর্ম্মের গ্লানি ও ভক্তগণের দুঃখ-মোচনার্থ ভগবান্ গৌরসুন্দরের শুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয় বিপ্রদম্পতি হৃদয়ে আবির্ভাব—

ধর্ম্ম-তিরোভাব হৈলে প্রভু অবতরে।
'ভক্তসব দুঃখ পায়' জানিয়া অন্তরে ॥ ১৪৪ ॥

তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্।
শচী-জগন্নাথ-দেহে হৈলা অধিষ্ঠান ॥ ১৪৫ ॥

প্রভুর আবির্ভাব জানিয়া কৃষ্ণসেবকবর শ্রীঅনন্ত-দেবের মুখে মঙ্গলজয়ধ্বনি—

জয়-জয়-ধ্বনি হৈল অনন্ত-বদনে।
স্বপ্নপ্রায় জগন্নাথ-মিশ্র শচী শুনে ॥ ১৪৬ ॥

সাক্ষাদ্ভগবত্তেজোপ্রভাবে বিপ্রদম্পতির অলৌকিক ঔজ্জ্বল্য—

মহাতেজো-মূর্ত্তিমন্ত হইল দুইজনে।
তথাপিহ লখিতে না পারে অন্য-জনে ॥ ১৪৭ ॥

ব্রহ্মা ও শিবাদি দেবগণের গর্ভস্তবে উদ্যোগ—

অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া।
ব্রহ্মা-শিব-আদি স্তুতি করেন আসিয়া ॥ ১৪৮ ॥

ভগবদৈশ্বর্য্যবর্ণনপর বেদেরও অগোচর মাধুর্য্যময় ভগবজ্জন্মাদি-প্রসঙ্গ—

অতি-মহা-বেদ-গোপ্য এ-সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্ব্বথা ॥ ১৪৯ ॥

দেববৃন্দের গর্ভস্তুতি-শ্রবণে কৃষ্ণভক্তি-লাভ—

ভক্তি করি' ব্রহ্মাদি-দেবের শুন স্তুতি।
যে গোপ্য-শ্রবণে হয় কৃষ্ণে রতি-মতি ॥ ১৫০ ॥

বার জন্য পরমহংস অবধূতের বেষ ধারণ করিয়া পরিব্রাজকরূপে বিচরণ করিতেন।

অবধূতবেষ,—সন্ন্যাসীর চিহ্নাদি-ধারণ ব্যতীত ভোগীর সজ্জায় অপরের অক্ষজজ্ঞানের বিচারাধীন না হইয়া বেষ-প্রদর্শন ॥ ১৩৪ ॥

শ্রীজগন্নাথমিশ্রের উদারচরিত্র বর্ণনা করিবার উপমা—জগতে বিরল ॥ ১৩৭ ॥

উপেন্দ্রের পিতা কশ্যপমুনি, রামচন্দ্রের পিতা রাজা দশরথ, বাসুদেবের পিতা বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেব এবং ব্রজেন্দ্রনন্দনের পিতা গোপরাজ নন্দ প্রভৃতি সকল শুদ্ধসত্ত্বতত্ত্বই জগন্নাথ-মিশ্রে দেদীপ্যমান ছিল ॥ ১৩৮ ॥

প্রভুর জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে শচীদেবীর আটটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়া তিরোহিত হইয়াছিলেন, আর একমাত্র পুত্র শ্রীবিশ্বরূপই প্রভুর জন্মকালে প্রকট ছিলেন ॥ ১৪০ ॥

শ্রীবিশ্বরূপ মদনসদৃশ রূপবান্ ছিলেন, তাহাতে পিতা-মাতার আনন্দবৃদ্ধি হইত ॥ ১৪১ ॥

বিশ্বরূপ আ-জন্ম প্রাকৃত-ভোগায়তন কৃষ্ণেতর-বিষয়-সেবায় বিরক্ত ছিলেন; শিশুকালেই তাঁহার সকল-শাস্ত্রে পারদর্শিতা হইয়াছিল ॥ ১৪২ ॥

কলির প্রারম্ভেই কলির পরিণাম যাবতীয় কদাচার প্রবল হওয়ায় সকল সংসার বিষ্ণুপূজা-রহিত হইল ॥ ১৪৩ ॥

ধর্ম্মের গ্লানি ঘটিলে ও ধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপনের জন্য

গর্ভস্তোত্রারম্ভ,—প্রভুর (১) সর্ব্বকারণ-কারণত্ব, (২) কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তকত্ব—

জয় জয় মহাপ্রভু জনক সবার।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-হেতু অবতার ॥ ১৫১ ॥

(৩) বেদগোপ্তৃত্ব, ধর্ম্মসেতুত্ব, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-পালকত্ব (৪) দুষ্টদমনত্ব—

জয় জয় বেদ-ধর্ম্ম-সাধু-বিপ্র-পাল।
জয় জয় অভক্ত-দমন-মহাকাল ॥ ১৫২ ॥

(৫) শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহত্ব, (৬) নিরঙ্কুশেচ্ছাময়ত্ব (৭) পরমেশ্বরত্ব—

জয় জয় সর্ব্ব-সত্যময়-কলেবর।
জয় জয় ইচ্ছাময় মহা-মহেশ্বর ॥ ১৫৩ ॥

(৮) জগন্নিবাসত্ব, (৯) অধোক্ষজ বাসুদেবস্বরূপে গৌরচন্দ্রের শুদ্ধসত্ত্বময় শচীগর্ভ-সিন্ধুতে উদয়—

যে তুমি—অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডের বাস।
সে তুমি শ্রীশচী-গর্ভে করিলা প্রকাশ ॥ ১৫৪ ॥

(১০) দুরবগাহ-লীলাময়ত্ব, (১১) সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-হেতুত্ব—

তোমার যে ইচ্ছা, কে বুঝিতে তার পাত্র?
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—তোমার লীলা-মাত্র ॥১৫৫॥

(১২) ইচ্ছা ও বাক্যমাত্রেই অসুর-বিনাশে সামর্থ্য-সত্ত্বেও ভক্ত-বৎসল ভগবানের দশরথ-বসুদেবাদির গৃহে অবতরণ—

সকল সংসার যাঁর ইচ্ছায় সংহারে'।
সে কি কংস-রাবণ বধিতে বাক্যে নারে? ১৫৬ ॥
তথাপিহ দশরথ-বসুদেব-ঘরে।
অবতীর্ণ হইয়া বধিলা তা-সবারে ॥ ১৫৭ ॥

(১৩) স্ব-লীলাভিজ্ঞতা—

এতেকে কে বুঝে, প্রভু, তোমার কারণ?
আপনি সে জান তুমি আপনার মন ॥ ১৫৮ ॥

(১৪) প্রত্যেক প্রভু-সেবকের ব্রহ্মাণ্ডোদ্ধার-সামর্থ্য—

তোমার আজ্ঞায় এক এক সেবকে তোমার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার ॥ ১৫৯ ॥

ভগবান্ ও ভক্তগণের 'অবতার' হয়। ভক্তের দুঃখ দেখিয়া ভগবান শ্রীগৌরচন্দ্র শচী-জগন্নাথের দেহে অধিষ্ঠিত হইলেন ॥ ভগবৎসেবক শ্রীঅনন্তদেব অসংখ্যমুখে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ ও শচী স্বপ্নের ন্যায় সেইসকল শুনিতে লাগিলেন ॥ ১৪৬ ॥

(ভা ১১।৫।৩৩-৩৪ শ্লোকে বিদেহরাজ নিমির নিকট নব-যোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকরভাজন-মুনিকর্তৃক কলিযুগপাবনা-বতার শ্রীগৌরসুন্দরের স্তুতি-বাক্য—) "ধ্যেয়ং সদা পরি-ভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্। ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল-ভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্। মায়ামৃগং দয়িতেপ্সিতমন্বধাবদ্-বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥" ১৪৮ ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবান্ গৌরসুন্দরের যে স্তব করিয়া-ছিলেন, সেই অতি-গোপনীয় কথা শ্রবণ করিলে কৃষ্ণে রতি-মতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ॥ ১৫০ ॥

মহাপ্রভু—সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র, সুতরাং সকল কারণের কারণ। বদ্ধজীবের উদ্ধারের নিমিত্ত তাহাদিগের সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিবার উদ্দেশে সপরিকর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ১৫১ ॥

তথ্য। (ভা ১।৩।১৬ শ্লোকের শ্রীমধ্ব-কৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য-ধৃত শ্রুতিবচন—) "স হি সর্ব্বাধিপতিঃ সর্ব্বপালঃ স ঈশঃ স বিষ্ণুঃ পতিঃ বিশ্বস্যাত্মেশ্বরঃ ॥" ১৫২ ॥

কৃষ্ণলীলার অবসানে প্রপঞ্চে বেদধর্ম্ম, সাধু ও ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি আশ্রয়-চ্যুত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর অবৈদিক বৌদ্ধ, জৈন ও হেতুবাদিগণের তর্কপন্থা বিনষ্ট করিয়া বাস্তব-সত্য বেদধর্ম্মের অনুগতসাধু-বিপ্রের মর্য্যাদা সংরক্ষণ করেন। অন্যাভিলাষী,কর্ম্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্তসম্প্রদায়ের নিকট তিনি—সাক্ষাৎ মহাকাল যমসদৃশ ॥ ১৫২ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের কলেবর—নিত্যসিদ্ধ-অপ্রাকৃত সচ্চিদা-নন্দবিগ্রহ, সেই নিরঙ্কুশ ও স্বতন্ত্রেচ্ছাময় মহামহেশ্বর পুরুষ সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন ॥ ১৫৩ ॥

দেবগণ আরও গর্ভস্তুতিমুখে বলিলেন,—হে শচীগর্ভ-সমুদ্রে উদিত চন্দ্র, তুমিই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়-স্থল ॥

যিনি ইচ্ছাময়, সমগ্র জগৎ সংহার করিতে সমর্থ,তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই কংস-রাবণের ন্যায় বিষ্ণুবিদ্বেষিগণ বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হইতে পারেন। তাহা হইলেও তিনি লীলাময় বলিয়া দশরথগৃহে অবতীর্ণ হইয়া রাবণকে এবং বাসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইয়া কংসকে বধ করিয়াছিলেন ॥১৫৭

(১৫) যুগধর্ম্ম-শিক্ষকত্ব—

তথাপিহ তুমি সে আপনে অবতরি'।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি'॥ ১৬০॥

(ক) সত্যযুগে শুক্লবর্ণ-পরিগ্রহ ও ব্রহ্মচারিরূপে তপোধ্যান-শিক্ষা-প্রদান—

সত্য-যুগে তুমি, প্রভু, শুভ্র বর্ণ ধরি'।
তপো-ধর্ম্ম বুঝাও আপনে তপ করি'॥ ১৬১॥
কৃষ্ণাজিন, দণ্ড, কমণ্ডলু, জটা ধরি'।
ধর্ম্ম স্থাপ' ব্রহ্মচারীরূপে অবতরি'॥ ১৬২॥

(খ) ত্রেতা-যুগে রক্তবর্ণ-পরিগ্রহ এবং যজ্ঞেশ্বর হইয়াও যাজ্ঞিকরূপে যজন-শিক্ষা-প্রদান—

ত্রেতা-যুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ।
হই' যজ্ঞপুরুষ বুঝাও যজ্ঞ-ধর্ম্ম॥ ১৬৩॥
স্রুক্-স্রুব-হস্তে যজ্ঞ, আপনে করিয়া।
সবারে লওয়াও যজ্ঞ, যাজ্ঞিক হইয়া॥ ১৬৪॥

(গ) দ্বাপরে শ্যামবর্ণ-পরিগ্রহ ও পীতবাস মহারাজরূপে অর্চ্চন-শিক্ষা-প্রদান—

দিব্য-মেঘ-শ্যামবর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা-ধর্ম্ম বুঝাও আপনে ঘরে-ঘরে॥ ১৬৫॥
পীতবাস, শ্রীবৎসাদি নিজ-চিহ্ন ধরি'।
পূজা কর, মহারাজরূপে অবতরি'॥ ১৬৬॥

(ঘ) কলিযুগে পীতবর্ণ-পরিগ্রহ ও সুগুহ্য কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-শিক্ষা-প্রদান—

কলি-যুগে বিপ্ররূপে ধরি' পীতবর্ণ।
বুঝাবারে বেদগোপ্য সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম॥ ১৬৭॥

(১৬) অসংখ্য অবতারাবলী-বীজত্ব—

কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার।
কার শক্তি আছে ইহা সংখ্যা করিবার?১৬৮

তদেকাত্ম অর্থাৎ লীলাবতারগণ এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের লীলা-বর্ণন; (১) মৎস্য ও (২) কূর্ম্মাবতার—

মৎস্যরূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহার।
কূর্ম্মরূপে তুমি সর্ব্ব-জীবের আধার॥ ১৬৯॥

(৩) হয়গ্রীবাবতার—

হয়গ্রীবরূপে কর বেদের উদ্ধার।
আদি-দৈত্য দুই মধু-কৈটভে সংহার'॥ ১৭০।

(৪) বরাহ ও (৫) নৃসিংহাবতার—

শ্রীবরাহরূপে কর পৃথিবী উদ্ধার।
নরসিংহরূপে কর হিরণ্য-বিদার॥ ১৭১॥

"স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা" (শ্বেঃ উঃ ৬।২৩) এই শ্রুতিমন্ত্র বুঝিতে না পারিয়া যে সকল তর্কনিষ্ঠ-হৃদয় ভগবানের স্বেচ্ছাবতারের বিচার বুঝিতে পারে না, তাদৃশ ব্যক্তিগণকে স্বীয় মায়ায় মোহিত করিবার উদ্দেশেই তাহাদের বিচারাধীন না হইয়া তুমি স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রকাশ কর॥ ১৫৮॥

"ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে"॥ ১৫৯॥

শুভ্র,—যুগধর্ম্মোচিত সত্যযুগাবতারগৃহীত শুক্লবর্ণ॥ ১৬১॥

কৃষ্ণাজিন,—কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম; ইহা যজ্ঞের উপাদান-রূপে ব্রহ্মচারীর পরিধেয় বসন; দণ্ড—একদণ্ড বা ত্রিদণ্ড; পলাশ, খদির ও বেণুনির্ম্মিত যষ্টি, [illegible], বাগ্দণ্ড, ইন্দ্রদণ্ড, ব্রহ্মদণ্ড ও জীবদণ্ড, এই দণ্ডচতুষ্টয়ের সংযোগে 'ত্রিদণ্ড' নির্ম্মিত হয়; কমণ্ডলু,—অলাবু, কাষ্ঠ প্রভৃতি নির্ম্মিত জলপাত্র; জটা,—ক্ষৌরাভাবে জটিলতাক্রমে পরস্পরসম্বদ্ধ কেশগুচ্ছ।

ব্রহ্মচারিগণ বিলাসপ্রিয় গৃহস্থের ন্যায় সর্ব্বদা ক্ষৌর-বিধানের সুযোগ প্রাপ্ত হন না; তজ্জন্য তাঁহাদিগের নখ-রোমাদি ধারণ করিতে হয়। বিলাসিতার মধ্যে যাহারা গৃহে বাস করেন, তাঁহাদের নখকেশাদি-ধারণ অভদ্রতার চিহ্ন হইলেও ব্রহ্মচারীর তাহাতে উপযোগিতা আছে। অন্যাশ্রমস্থিত ব্যক্তির উহাতে অধিকার নাই॥ ১৬২॥

স্রুক্,—(স্রু+অপাদানে ক্বিপ্), যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপ করিবার নিমিত্ত বিকঙ্কত-বৃক্ষের (বৈচ-গাছের) কাষ্ঠনির্ম্মিত বাহুপ্রমাণ, মূলদেশে একটি দণ্ডযুক্ত, ঈষৎ গর্ত্তবিশিষ্ট হংসের মুখসদৃশ একটি প্রণালীযুক্ত এবং হস্তপ্রমাণ মুখভাগে খাত-বিশিষ্ট পাত্রবিশেষ।

স্রুব—(স্রু+অপাদানে ক), যজ্ঞাগ্নিতে হোম করিবার নিমিত্ত খদিরকাষ্ঠনির্ম্মিত অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বের ন্যায় গোলাকৃতি মুখ-ভাগবিশিষ্ট এবং নাসার ন্যায় অর্দ্ধপর্ব্বখাত পাত্রবিশেষ॥ ১৬৪॥

মহারাজরূপে,—'ছত্রচামরাদিযুক্ত' হইয়া (ভা ১১।৫।২৮ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত 'ভাবার্থদীপিকা')॥ ১৬৬॥

(৬) বামন ও (৭) পরশুরামাবতার—

বলিরে ছল' অপূর্ব্ব বামনরূপ হই'।
পরশুরামরূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী ॥ ১৭২ ॥

(৮) রাঘব ও (৯) বলভদ্রাবতার—

রামচন্দ্ররূপে কর রাবণ সংহার।
হলধররূপে কর অনন্ত বিহার ॥ ১৭৩ ॥

(১০) বুদ্ধ ও (১১) কল্ক্যবতার—

বুদ্ধরূপে দয়া-ধর্ম্ম করহ প্রকাশ।
কল্কীরূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ ॥ ১৭৪ ॥

(১২) ধন্বন্তরি ও (১৩) হংসাবতার—

ধন্বন্তরিরূপে কর অমৃত প্রদান।
হংসরূপে ব্রহ্মাদিরে কহ তত্ত্বজ্ঞান ॥ ১৭৫ ॥

বেদগোপ্য সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম,—প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদির সাহায্যে অক্ষজজ্ঞানে যে বেদশাস্ত্রের ধারণা, তাহা—জড়-ভোগপরমাত্র। ভগবানের কথা-কীর্ত্তনরূপ আত্মধর্ম্ম—বেদের বাহ্যবিচারে সুষ্ঠুভাবে দৃষ্ট না হইলেও বেদগোপ্য ও ভাগবত-ধর্ম্মজ্ঞ সদ্ধর্ম্মপ্রণেতা শ্রীঅধোক্ষজের সেবারূপে বহির্জগতে প্রকটিতা; অর্থাৎ উহা—বৈকুণ্ঠ-বস্তু শ্রীবিষ্ণুর অবতার শ্রীনামপ্রভুর সেবা। কলিযুগাবতার—গৌরবর্ণ এবং জগদ্গুরু আচার্য্য ব্রাহ্মণরূপে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মের শিক্ষক। দ্বাপরযুগে নাম ও রূপের সেবা-প্রকার—অর্চ্চনময়; ত্রেতাযুগে উহা—যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানময়; সত্যযুগে উহা—ধ্যানাত্মক। এই চারিপ্রকার যুগধর্ম্মেরপ্রবর্ত্তক শিক্ষকরূপে ভগবান্ যুগোচিত-ধর্ম্মের গুরুর (আচার্য্যের) কার্য্য করিলেন। সত্যে ব্রহ্মচারী, ত্রেতায় গৃহস্থ, দ্বাপরে বানপ্রস্থ, কলিতে ভিক্ষুক-আশ্রমোচিত সাধনের প্রকার-ভেদ অবতারণা করেন ॥ ১৬৭ ॥

তথ্য। (ভাঃ ১১।৫।২০-২৭,৩২—) "কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ। নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে॥ কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ। কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলূ॥ মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্ব্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ। যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ॥ হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্ম্মো যোগেশ্বরোঽমলঃ। ঈশ্বরঃ পুরুষোঽব্যক্তঃ পরমাত্মেতি গীয়তে॥ ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ। হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্ স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ॥ তং তদা মনুজা দেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিম্। যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ॥ বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্ব্বদেব উরুক্রমঃ। বৃষকপির্জয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্য্যতে॥ দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ। শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" (ভাঃ ১৷৩৷২৬—) "অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ। যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥" ১৬৮ ॥

তথ্য। (ভাঃ ১৷৩৷১৫-১৬—) "রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে। নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুম্॥ সুরাসুরাণামুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলম্। দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ॥" ১৬৯ ॥

তথ্য। (লঘু-ভাঃ পূঃ খঃ ১৪—) "প্রাদুর্ভূ য়ৈষ যজ্ঞারৈর্দ্দানবৌ মধু-কৈটভৌ। হত্বা প্রত্যানয়দ্বেদান্ পুনর্বাগীশ্বরীপতিঃ॥" ১৭০ ॥

তথ্য। (ভাঃ ১৷৩৷৭—) "দ্বিতীয়ন্তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীম্। উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ॥ (ভাঃ ১৷৩৷১৮—) "চতুর্দ্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্দৈত্যেন্দ্রমূর্জ্জিতম্। দদার করজৈরূরাবেরকাং কটকৃদ্‌যথা॥"

কর হিরণ্য বিদার,—হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ কর অর্থাৎ চিরিয়া ফেল ॥ ১৭১ ॥

তথ্য। (ভা ১৷৩৷১৯-২০—) "পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ। পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপম্॥ অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্। ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্॥" ১৭২ ॥

তথ্য। (ভাঃ ১৷৩৷২২—) "নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্যচিকীর্ষয়া। সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্য্যাণ্যতঃপরম্॥"১৭৩॥

তথ্য। (ভাঃ ১৷৩৷২৪-২৫—) "ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্। বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥ অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু। জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জ্জগৎপতিঃ॥" ১৭৪ ॥

তথ্য। (ভাঃ ২৷৭৷১৯—) "তুভ্যঞ্চ নারদ ভৃশং ভগবান্ বিবৃদ্ধভাবেন সাধু পরিতুষ্ট উবাচ যোগম্। জ্ঞানঞ্চ ভাগবতমাত্মসতত্ত্বদীপং যদ্বাসুদেবশরণা বিদুরঞ্জসৈব॥"(ভাঃ ১৷৩৷১৭—)

(১৪) নারদ ও (১৫) ব্যাসাবতার—

শ্রীনারদরূপে বীণা ধরি' কর গান।
ব্যাসরূপে কর নিজ-তত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥১৭৬॥

সর্ব্বাবতারী অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি স্বয়ংরূপ কৃষ্ণলীলা—

সর্ব্বলীলা-লাবণ্য-বৈদগ্ধী করি' সঙ্গে।
কৃষ্ণরূপে বিহর' গোকুলে বহু-রঙ্গে ॥১৭৭॥

ভক্তরূপে স্বয়ংরূপ অবতারী শ্রীগৌরের অবতরণ—

এই অবতারে ভাগবত-রূপ ধরি'।
কীর্ত্তন করিবে সর্ব্বশক্তি পরচারি' ॥ ১৭৮ ॥

নামসঙ্কীর্ত্তন ও প্রেমভক্তির বন্যায় জগৎপ্লাবন—

সঙ্কীর্ত্তনে পূর্ণ হৈবে সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈবে প্রেম-ভক্তি-পরচার ॥ ১৭৯ ॥

নিজ-ভক্তগণসহ নর্ত্তনানন্দ—

কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ-প্রকাশ।
তুমি নৃত্য করিবে মিলিয়া সর্ব্ব-দাস ॥ ১৮০ ॥

গৌরভক্তগণের মাহাত্ম্য-বর্ণন ; তাঁহাদের ইচ্ছা মাত্রেই অমঙ্গল-নাশ—

যে তোমার পাদপদ্ম নিত্য ধ্যান করে।
তাঁ-সবার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে ॥ ১৮১ ॥

তাঁহাদের পদস্পর্শে ও দৃষ্টিপাতেই ভূতলের ও সর্ব্বদিকের অশুভ-নাশ ও শুভোদয়—

পদতালে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টিমাত্র দশদিক্ হয় সুনির্ম্মল ॥ ১৮২ ॥

তাঁহাদের নৃত্যমাত্রে স্বর্গেরও বিঘ্ন-নাশ—

বাহু তুলি' নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন-নাশ।
হেন যশ, হেন নৃত্য, হেন তোর দাস ॥১৮৩॥

বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়স্পর্শে ভূমি, দিক্ ও স্বর্গের অমঙ্গল-নাশ—

(তথা হি পদ্মপুরাণে ও হরিভক্তিসুধোদয়ে ২০।৬৮)

পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশো দৃগ্ভ্যাং দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ।
বহুধোৎসাদ্যতে রাজন্ কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ ॥ ১৮৪ ॥

প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া নিজ-জনসহ নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও প্রেম-দান লীলা—

সে প্রভু আপনে তুমি সাক্ষাৎ হইয়া।
করিবা কীর্ত্তন-প্রেম ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া ॥১৮৫॥

গৌরমহিমা—অবর্ণনীয়, গৌরের বেদগুহ্য কৃষ্ণভক্তি-বিতরণ—

এ মহিমা, প্রভু, বর্ণিবার কার শক্তি ?
তুমি বিলাইবা বেদ-গোপ্য বিষ্ণুভক্তি ? ॥১৮৬॥

"ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ। অপায়য়ৎ সুরানন্যান্ মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া ॥" ১৭৫ ॥

তথ্য। (ভাঃ ১।৩।৮—) "তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ। তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ ॥ (ভাঃ ১।৩।২১—)"ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ। চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ ॥" ১৭৬ ॥

তথ্য। 'সর্ব্বলীলা-লাবণ্য-বৈদগ্ধী',—(ভা ১০।৪৪।১৪) —"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্। দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥"

কৃষ্ণরূপে বিহর' গোকুলে,—(লঘু-ভাঃ পূঃ খঃ ৩৩৪,৫২০ ও ৫৩৮—) "বিবিধাশ্চর্য্য-মাধুর্য্য-বীর্য্যৈশ্বর্য্যাদিসম্ভবাৎ। স্বস্য দেবাদি-লীলাভ্যো মর্ত্ত্যলীলা মনোহরাঃ ॥" "ইতি ধামত্রয়ে কৃষ্ণো বিহরত্যেব সর্ব্বদা। তত্রাপি গোকুলে তস্য মাধুরী সর্ব্বতোঽধিকা ॥" "অসমানোর্দ্ধমাধুর্য্যতরঙ্গামৃতবারিধিঃ। জঙ্গমস্থাবরোল্লাসিরূপো গোপেন্দ্রনন্দনঃ ॥" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বাক্য—) "সন্তি ভূরীণি রূপাণি মম পূর্ণানি ষড়্ গুণৈঃ। ভবেয়ুস্তানি তুল্যানি ন ময়া গোপরূপিণা ॥" (পাদ্ম-বাক্য—) "চরিতং কৃষ্ণদেবস্য সর্ব্বমেবাদ্ভুতং ভবেৎ। গোপাল-লীলা তত্রাপি সর্ব্বতোঽতিমনোহরা ॥" (তন্ত্র-বাক্য—) "কন্দর্পকোট্যর্ব্বুদ-রূপশোভা-নীরাজ্য-পাদাব্জনখাঞ্চলস্য। কুত্রাপ্যদৃষ্টশ্রুতরম্যকান্তের্ধ্যানং পরং নন্দসুতস্য বক্ষ্যে ॥" প্রভৃতি আলোচ্য।

যাবতীয় অবতারের লীলাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া অখিল সৌন্দর্য্য ও বৈদগ্ধ-রসময় কৃষ্ণের গোকুলবিহারই পূর্ণতমতা-বিজ্ঞাপক ॥ ১৭৭ ॥

গৌরাবতারে তুমি ভক্তরূপে পাঁচপ্রকার নিত্যসেবা-প্রচার-মুখে কীর্ত্তন করিবে ॥ ১৭৮ ॥

দেবগণের স্তবে শ্রীগৌরাবতারের লীলা সূক্ষ্মভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সমগ্র জগৎ কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনে পূর্ণ সুখ লাভ করিবে। তৎকালে প্রতিগৃহেই ভগবানের প্রেমসেবার

দেবগণের মুক্তি অপেক্ষাও গূঢ়তর ভক্তি-কামনা—

মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি'।
আমি-সব যে-নিমিত্তে অভিলাষ করি ॥১৮৭॥

মহাবদান্যতাই জগদ্গুরুর নাম-প্রেম-বিতরণের কারণ—

জগতের প্রভু তুমি দিবা হেন ধন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ ॥১৮৮॥

শ্রীনামপ্রভুর আশ্রয়েই সর্ব্বযজ্ঞের পূর্ণতা—

যে তোমার নামে প্রভু সর্ব্বযজ্ঞ পূর্ণ।
সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ ॥ ১৮৯॥

স্বগণসহ প্রভুর লীলা-দর্শনার্থ দেবগণের প্রভু-সমীপে প্রার্থনা—

এই কৃপা কর, প্রভু, হইয়া সদয়।
যেন আমা-সবার দেখিতে ভাগ্য হয় ॥১৯০॥

কথা প্রচারিত হইবে। এতদ্দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারক ও প্রচারকসূত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার লীলার ইঙ্গিত দেখা যায়। যিনি হরিভজন করেন, তিনিই প্রেম-ভক্তির আচার্য্য ও প্রচারক। হরিভজনের কৃত্রিম অনু-করণের দ্বারা যথার্থ 'প্রচার' হয় না, যেহেতু উহা 'আচার' নহে। কৃষ্ণসেবার অনুসরণকারী দুঃসঙ্গ-বিমুক্ত সদাচারবিশিষ্ট ভক্তই প্রতিগৃহে প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রচার করিতে সমর্থ ॥১৭৯॥

জগতে অবতীর্ণ তোমার যাবতীয় অবতারগণের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবেই প্রচার ও মঙ্গলানুষ্ঠান প্রদর্শিত হয়; কিন্তু তোমার এই গৌরাবতারে সমগ্র পৃথিবী আজ কীর্ত্তনানন্দ-প্রকাশ পূর্ব্বক আনন্দিত। তোমার অনন্তকোটি দাসের সহিত তুমি সমগ্র পৃথিবীকে আনন্দময় করিয়া নৃত্য করিবে॥

শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদ বলেন, (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ১৫)—"কৈবল্যং * * বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে * * যৎকারুণ্য-কটাক্ষ-বৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥" ১৮১॥

অনিত্য পৃথিবীতে ত' ত্রিতাপ আছেই, এমন কি, অনিত্য স্বর্গসুখের অভ্যন্তরেও নিত্যানন্দ বা নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। স্বর্গের বিঘ্ন দ্বিবিধ,—একপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণজনিত ভগবদ্-বিমুখতা; অপরপ্রকার অসুরাদিদ্বারা পুণ্যার্জ্জিত স্বর্গ-ভোগচ্যুতি। যেকালে স্বর্গবাসি-দেবগণ বিষ্ণুসেবার আনন্দে বাহু তুলিয়া নৃত্য করেন, তখন পতনশীল নশ্বর স্বর্গের হেয়ত্ব থাকে না। দেবোপম-চরিত্র অথচ নিষ্কাম,—এতাদৃশ কৃষ্ণ-ভক্তই ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করেন। ভগবানের কীর্ত্তি—নিষ্কলঙ্ক এবং অমন্দোদয়া-দয়া-প্রদা এবং ভগবদ্দাসও অলৌকিক-অশেষগুণসম্পন্ন। হেন,—এ হেন, এই প্রকার; উৎকর্ষার্থে ব্যবহৃত। ১৮৩॥

অন্বয়। (হে) রাজন্, কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ (নর্ত্তনাৎ, যদ্বা, নৃত্যতঃ নর্ত্তনপরস্য কৃষ্ণভক্তস্য) পদ্ভ্যাং (চরণাভ্যাং) ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ), দৃগ্‌ভ্যাং (চক্ষুর্ভ্যাং) দিশঃ, দোর্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) দিবঃ (স্বর্গস্য) চ অমঙ্গলম্ (অশুভম্) উৎসাদ্যতে (বিনশ্যতি)॥ ১৮৪॥

অনুবাদ। হে রাজন্, (ভগবন্নামে) নৃত্যপরায়ণ কৃষ্ণভক্তের অথবা কৃষ্ণভক্তের নৃত্যফলে তাঁহার চরণযুগল পৃথিবীর, নেত্রদ্বয় দিক্‌সমূহের এবং বাহুদ্বয় স্বর্গের অমঙ্গল-রাশি দূরীভূত করেন॥ ১৮৪॥

হে প্রভো গৌরসুন্দর, তুমি স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভিন্ন গৌররূপ; তোমার নিত্যপরিকরগণের সহিত তুমি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া কীর্ত্তনমুখে প্রেম-ভক্তি-প্রচার-লীলা দেখাইবে। তোমার মহিমা বর্ণন করিবার শক্তি দেব-মানবাদি কাহারও নাই। দেব-মানবাদির জ্ঞান—ভোগ-পর, আর বেদে গূঢ়ভাবে সংরক্ষিত, অথচ অপ্রকাশিত শুদ্ধ কৃষ্ণসেবারূপ চরমকল্যাণ-বিতরণ-কার্য্যটী তোমার এই গৌরাবতারেই সম্ভব। শ্রীদামোদরস্বরূপ-গোস্বামিপ্রভু স্ব-কৃত কড়চায় বলিয়াছেন,—"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥" ১৮৫-১৮৬॥

(ভা ২।১০।৬—)"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" এবং (ভা ৫।৬।১৮—) "অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎস্ম ন ভক্তিযোগম্"—এই শ্লোকদ্বয় আলোচ্য॥ ১৮৭॥

আমরা—দেবতা, সকলপ্রকার সদ্গুণে বিভূষিত এবং সকলপ্রকার অভাবের অতীত, সুতরাং আমাদের আর কোন ইতরাভিলাষ নাই। ভগবান্ বিষ্ণুর সেবাই আমাদের একমাত্র অভিলাষ; যেহেতু আমরা—ভগবৎসেবা-বঞ্চিত, তজ্জন্য সেই সেবাতেই যেন পুনরায় অধিকার পাই,—ইহাই

প্রভুর জলকেলিতে গঙ্গার মনোবাঞ্ছা-পূরণ—

এতদিনে গঙ্গার পুরিল মনোরথ।
তুমি ক্রীড়া করিবা যে চির-অভিমত ॥১৯১॥

যোগীর ধ্যেয়বিগ্রহ মহাযোগেশ্বর মহাপ্রভু—

যে তোমারে যোগেশ্বর-সবে দেখে ধ্যানে।
সে তুমি বিদিত হৈবে নবদ্বীপ-গ্রামে ॥১৯২॥

প্রভুর লীলাধাম শ্রীনবদ্বীপ-বন্দনা—

নবদ্বীপ-প্রতিও থাকুক নমস্কার।
শচী-জগন্নাথ-গৃহে যথা অবতার ॥ ১৯৩ ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রত্যহ পরমেশ্বর গৌরসুন্দরের স্তুতি—

এইমত ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে।
গুপ্তে রহি' ঈশ্বরের করেন স্তবনে ॥ ১৯৪ ॥

জগন্নিবাস প্রভুর শুদ্ধসত্ত্ব শচীগর্ভে বাস—

শচী-গর্ভে বৈসে সর্ব্ব-ভুবনের বাস।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি' হইল প্রকাশ ॥ ১৯৫ ॥

সর্ব্বমঙ্গলনিলয়া ফাল্গুনী পূর্ণিমা—

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি' মিলিলা সকল ॥ ১৯৬ ॥

গ্রহণচ্ছলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-প্রচার—

সঙ্কীর্ত্তন-সহিত প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার ॥ ১৯৭ ॥

পরমেশ্বর মহাপ্রভুর ইচ্ছায় চন্দ্রগ্রহণ—

ঈশ্বরের কর্ম্ম বুঝিবার শক্তি কায়?
চন্দ্রে আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥ ১৯৮ ॥

চন্দ্রগ্রহণ-দর্শনে নবদ্বীপবাসীর হরিসঙ্কীর্ত্তন—

সর্ব্ব-নবদ্বীপে,—দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরি-কীর্ত্তন ॥ ১৯৯ ॥

অসংখ্য নবদ্বীপবাসীর হরিকীর্ত্তনপূর্ব্বক গঙ্গাস্নান—

অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়।
'হরি বোল' 'হরি বোল' বলি' সবে ধায় ॥২০০॥

প্রার্থনা। সেই সেবাধিকাররূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তিতে জগতের আ-পামর সকলকেই তুমি অধিকার প্রদান করিবে। এই অধিকার লাভ করিবার যোগ্যতা কাহারও নাই বটে, কিন্তু অযোগ্যগণের প্রতি অহৈতুকী কৃপা করিবার শক্তি কেবলমাত্র তোমারই আছে; সুতরাং তোমার করুণাই তোমার দয়া লাভ করিবার একমাত্র কারণ ॥ ১৮৭-১৮৮ ॥

সর্ব্বযজ্ঞ,—ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন ও কীর্ত্তন, এই চতুর্ব্বিধ যজ্ঞের পূর্ণতা একমাত্র শ্রীহরিনাম হইতেই সিদ্ধ। তোমার প্রদত্ত তোমারই নামকীর্ত্তনে সকল যজ্ঞ পূর্ণ হয়; সেই নাম-প্রচারক তুমি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইতেছ ॥ ১৮৯॥

দেবগণ স্তবে বলিতেছেন,—আমাদের এইরূপ সৌভাগ্য হউক,—যদ্দ্বারা আমরা প্রপঞ্চে তোমার নিত্য শ্রীগৌরলীলার প্রাকট্য সন্দর্শন করিতে পারি ॥ ১৯০ ॥

অনাদিকাল হইতে গঙ্গাদেবী 'কৃষ্ণ-পাদামৃত'-নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শিবের শিরে ধৃত হইয়াছিলেন। জগতের মঙ্গলার্থ তিনি হরিদ্বার হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া তীরবাসি-জনগণের কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিতেছিলেন। তিনি যে তোমার পাদসংস্পৃষ্ট উদক,—এই কথা অর্ব্বাচীন লোকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না, তজ্জন্য গঙ্গা-দেবী জগতে ভগবৎপাদধৌত সলিলরূপে পরিচিতা হইয়া যাহাতে তোমারই সেবা করিতে পারেন, এইরূপ অভিলাষ করিয়াছিলেন। অতঃপর তোমার পাদপ্রক্ষালন ও অবগাহনাদি দ্বারা গঙ্গার সেই মনোরথ সিদ্ধি লাভ করিবে ॥ ১৯১ ॥

যোগেশ্বরগণ তোমার ধ্যেয় শ্রীরূপ তাঁহাদের অনুশীলনীয় বৃত্তিদ্বারা দর্শন করেন। সেই অপ্রাকৃত নিত্য রূপ তুমি নবদ্বীপগ্রামে তথাকার অধিবাসিগণকে প্রদর্শন করিবে ॥ ১৯২ ॥

যে-ধাম তোমার পদাঙ্কলাভের অধিকারী হইবেন, সেই ধামকে আমি নমস্কার করি। তিনি শ্রীনারায়ণের শক্তি-প্রভাব 'দুর্গা' বা 'নীলা' (লীলা)-শক্তিরূপিণী ও সকলভক্তের সেব্যা। এই শ্রীমায়াপুর-ধামস্থিত যোগপীঠ শচী-জগন্নাথ-গৃহই ভগবানের আবির্ভাব-ক্ষেত্র অর্থাৎ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম—বিশুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ ভক্তচিত্তাভিন্ন বৃন্দাবনের অভিন্নস্বরূপ এবং শ্রীগুরুপদাশ্রিত ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে নবধা-ভক্তিময়-সেবাধার ॥

অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠ ও চতুর্দ্দশ-ভুবনরূপ ব্রহ্মাণ্ড যাঁহাতে অবস্থিত, সেই সর্ব্বাধার ভগবান্ শচীর গর্ভে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা-পর্য্যন্ত শচীগর্ভে ভগবানের অবস্থিতি। শচীগর্ভসিন্ধু—বিশুদ্ধসত্ত্বময় ॥ ১৯৫ ॥

ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ-ভেদী হরিধ্বনি—

হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব্ব-নদীয়ায়।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায় ॥ ২০১ ॥

গ্রহণকালে হরিকীর্ত্তন-হেতু ভক্তবৃন্দের নিত্য গ্রহণ-কামনা—

অপূর্ব্ব শুনিয়া সব ভাগবতগণ।
সবে বলে,—'নিরন্তর হউক গ্রহণ' ॥ ২০২ ॥

সর্ব্বভক্তহৃদয়ে প্রভুর আবির্ভাব-লক্ষণ-দর্শনে সমুল্লাস—

সবে বলে,—'আজি বড় বাসিয়ে উল্লাস।
হেন বুঝি, কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ ॥'২০৩॥

চতুর্দ্দিকে নিরন্তর হরিধ্বনি—

গঙ্গাস্নানে চলিলা সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দ্দিকে হরি-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২০৪ ॥

নবদ্বীপবাসী সকলের মুখেই হরিধ্বনি—

কিবা শিশু, বৃদ্ধ, নারী, সজ্জন, দুর্জ্জন।
সবে 'হরি' 'হরি' বোলে দেখিয়া 'গ্রহণ' ॥২০৫॥

সর্ব্ববিশ্ব-ব্যাপী হরিধ্বনি—

'হরি বোল' 'হরি বোল' সবে এই শুনি।
সকল-ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি ॥ ২০৬ ॥

স্বর্গে দেবগণের পুষ্পবর্ষণ ও দুন্দুভি-বাদন—

চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
জয়-শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ ॥ ২০৭ ॥

এতদবসরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতরণ—

হেনই সময়ে সর্ব্বজগৎ-জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন ॥ ২০৮ ॥

ধানশী

গৌরাবির্ভাব-কাল-বর্ণন ;-সকলঙ্ক ইন্দু—রাহুগ্রস্ত, হরিনাম-সিন্ধু—উদ্বেলিত, কলি—পরাজিত ও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে জয়ধ্বনি—

রাহু-কবলে ইন্দু, পরকাশ নাম-সিন্ধু,
কলি-মর্দ্দন বাজে বাণা।
পহুঁ ভেল পরকাশ, ভুবন চতুর্দ্দশ,
জয় জয় পড়িল ঘোষণা ॥ ২০৯ ॥

প্রভু-দর্শনে লোকের শোক-নাশ—

দেখিতে গৌরাঙ্গচন্দ্র।
নদীয়ার লোক- শোক সব নাশল,
দিনে দিনে বাড়ল আনন্দ ॥ ধ্রু ॥ ২১০ ॥

প্রভুর আবির্ভাবে বাদ্য-নিনাদ—

দুন্দুভি বাজে, শত শঙ্খ গাজে,
বাজে বেণু-বিষাণ।
শ্রীচৈতন্য-ঠাকুর, নিত্যানন্দ-প্রভু,
বৃন্দাবনদাস গান ॥ ২১১ ॥

ধানশী

শ্রীগৌরপ্রভুর রূপ-বর্ণন—

জিনিঞা রবি-কর, শ্রীঅঙ্গ সুন্দর,
নয়নে হেরই না পারি।
আয়ত লোচন, ঈষৎ বঙ্কিম,
উপমা নাহিক বিচারি ॥ ধ্রু ॥ ২১২ ॥

ঐ পূর্ণিমা-তিথি অনন্তব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সুমঙ্গল পুঞ্জীভূত করিয়া সেই সব সম্পত্তিবিশিষ্ট হইল ॥ ১৯৬ ॥

সূর্য্যচন্দ্রগ্রহণকালে পুণ্যকর্ম্মের সহিত হরিনাম করিবার প্রথা স্মরণাতীত কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তাদৃশ নামোচ্চারণ তুচ্ছফলপ্রদ হইলেও জগতের সকলের মুখে শ্রীনামোচ্চারণাভিনয়সহ শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইলেন ॥

সেই রাত্রিতেই প্রদোষকালে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। লোকসকল অজ্ঞাতসারে ভগবজ্জন্মদিনে হরিনামকীর্ত্তনে ও গঙ্গাস্নানাদিতে ব্যস্ত ছিল ॥ ২০০ ॥

রাহু,—সূর্য্যের ভ্রমণপথ ও চন্দ্রের ভ্রমণপথ যেখানে সম্পাত হইয়াছে, তাহার একস্থানকে 'রাহু' ও অপরস্থানকে 'কেতু' বলে। রবি-পথ ও চন্দ্রের ভ্রমণবর্ত্ম ছয়রাশি বা ১৮০° অংশ পৃথ্বীস্থ দ্রষ্টার নিকট ব্যবহিত হইলে পৃথ্বীচ্ছায়া চন্দ্রোপরি পতিত হয়। এই পৃথ্বীচ্ছায়াকেই 'রাহু' বলে। সূর্য্যোপরাগে পৃথ্বীস্থ দ্রষ্টার নিকট চন্দ্রদ্বারা রবি ব্যবহিত হইলে উহাকে 'রাহু' বা 'কেতু'-গ্রাস বলে। চন্দ্রগ্রহণেও পৃথ্বীচ্ছায়াই 'রাহু'-নামে কথিত। 'কবল'-শব্দে কবলিত।

রাহু-গ্রাস বা চন্দ্রগ্রহণ-কালে জীবগণের মুখে প্রকাশিত শ্রীনামরূপসমুদ্র, এবং তৎসঙ্গে কলিবিনাশ-নিদর্শন জয়-পতাকার পৎ-পৎ-শব্দে উড্ডয়ন ; পহু—প্রভু ; ভেল—হইল।

প্রভুর আবির্ভাবে আ-ব্রহ্ম-স্তম্ব সোল্লাস হরিধ্বনি—

(আজু) বিজয়ে গৌরাঙ্গ, অবনী-মণ্ডলে,
চৌদিকে শুনিয়া উল্লাস।
এক হরিধ্বনি, আ-ব্রহ্ম ভরি' শুনি,
গৌরাঙ্গচাঁদের পরকাশ ॥ ২১৩ ॥

শ্রীগৌরপ্রভুর রূপ-বর্ণন—

চন্দনে উজ্জ্বল, বক্ষ পরিসর,
দোলয়ে তথি বনমাল।
চাঁদ-সুশীতল, শ্রীমুখ-মণ্ডল,
আ জানু বাহু বিশাল ॥ ২১৪ ॥

শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবে ব্রহ্মাণ্ডে হর্ষোল্লাস ও জয়ধ্বনি,
কিন্তু কলির বিমর্ষ ও বিষাদ—

দেখিয়া চৈতন্য, ভুবনে ধন্য-ধন্য,
উঠয়ে জয়জয়-নাদ।
কোই নাচত, কোই গায়ত,
কলি হৈল হরিষে বিষাদ ॥ ২১৫ ॥

"নিখিলশ্রুতিমৌলির ত্নদ্যুতি-নিরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত",
কুযোগিগণের "বিদবকাষ্ঠ" শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু—

চারি-বেদ-শির- মুকুট চৈতন্য,
পামর মূঢ় নাহি জানে।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, নিতাই-ঠাকুর,
বৃন্দাবনদাস গানে ॥ ২১৬ ॥

পঠমঞ্জরী

(একপদী)

গৌরেন্দূদয়ে সর্ব্বদিকে আনন্দ—

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশ-দিকে উঠিল আনন্দ ॥ ধ্রু ॥ ২১৭ ॥

শ্রীগৌর প্রভুর রূপ-বর্ণন—

রূপ কোটিমদন জিনিঞা।
হাসে নিজ-কীর্ত্তন শুনিঞা ॥ ২১৮ ॥
অতি সুমধুর মুখ-আঁখি।
মহারাজ-চিহ্ন সব দেখি ॥ ২১৯ ॥
শ্রীচরণে ধ্বজ-বজ্র শোভে।
সব-অঙ্গে জগ-মন লোভে ॥ ২২০ ॥

গৌরসূর্য্যোদয়ে সর্ব্ব অভদ্র-তমো-নাশ—

দূরে গেল সকল আপদ।
ব্যক্ত হইল সকল সম্পদ ॥ ২২১ ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবনদাস গুণ গান ॥ ২২২ ॥

নটমঙ্গল

গৌরাবির্ভাবে দেবগণের মঙ্গল-জয়ধ্বনি—

চৈতন্য-অবতার, শুনিয়া দেবগণ,
উঠিল পরম মঙ্গল রে।
সকল-তাপ-হর, শ্রীমুখচন্দ্র দেখি',
আনন্দে হইলা বিহ্বল রে ॥ ধ্রু ॥ ২২৩ ॥

শেষ-ভব-বিরিঞ্চাদি দেবগণের নররূপ ধরিয়া হরিকীর্ত্তন—

অনন্ত, ব্রহ্মা, শিব, আদি করি' যত দেব,
সবেই নররূপ ধরি' রে।
গায়েন 'হরি' 'হরি', গ্রহণ-ছল করি',
লখিতে কেহ নাহি পারি রে ॥ ২২৪ ॥

নররূপি-দেবগণের নবদ্বীপবাসি-সহ একত্র হরিকীর্ত্তন—

দশ-দিকে ধায়, লোক নদীয়ায়,
বলিয়া উচ্চ 'হরি' 'হরি' রে।
মানুষে দেবে মেলি', একত্র হঞা কেলি,
আনন্দে নবদ্বীপ পুরি রে ॥ ২২৫ ॥

চতুর্দ্দশ ভুবন,—মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য ও ভূর্ভুবঃস্বরাদি সপ্ত বরলোক, এবং অতল, বিতলাদি সপ্ত অবরলোক ॥ ২০৯ ॥

গাজে,—গর্জ্জন করে অর্থাৎ ধ্বনি করে; বিষাণ,—রামশিঙ্গা ॥ ২১১ ॥

জিনিঞা রবিকর,—সূর্য্যের কিরণকেও জয় বা পরাভূত করিয়া; 'শ্রীঅঙ্গসুন্দর'—পাঠান্তরে, 'শ্রীঅঙ্গ উজোর' অর্থাৎ উজ্জ্বল শ্রীঅঙ্গ। সূর্য্যের কিরণ যেরূপ তীব্র-তেজোবিশিষ্ট, তাহাতে উহা দর্শন করা দুঃসাধ্য; সুতরাং তদপেক্ষাও প্রভাময় শ্রীগৌরদেহকেও দর্শন করা আদৌ সম্ভবপর ছিল না। শ্রীগৌরের অপাঙ্গ-ঈক্ষণ ও বিশাল নয়ন—অনুপম, বিশেষতঃ, গৌর-কলেবর—কৃষ্ণ-কলেবর সহ অভিন্ন ॥ ২১২ ॥

বিজয়,—বিজয়ে, প্রপঞ্চে শুভাগমনে ॥ ২১৩ ॥

শচীদেবীর প্রাঙ্গণে মানবের অলক্ষ্যে দেবগণের ভূমিষ্ঠপ্রণাম—

শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে,
প্রণাম হইয়া পড়িলা রে।
গ্রহণ-অন্ধকারে, লখিতে কেহ নারে,
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যের খেলা রে ॥ ২২৬ ॥

দেবগণের বিবিধ হর্ষোল্লাস-চেষ্টা—

কেহ পড়ে স্তুতি, কাহারো হাতে ছাতি,
কেহ চামর ঢুলায় রে।
পরম-হরিষে, কেহ পুষ্প বরিষে,
কেহ নাচে, গায়, বা'য় রে ॥ ২২৭ ॥

সাবরণ অধোক্ষজ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তত্ত্ব—অক্ষজজ্ঞানী কুযোগীর অজ্ঞেয়—

সব-ভক্ত সঙ্গে করি', আইলা গৌরহরি,
পাষণ্ডী কিছুই না জান রে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু-নিত্যানন্দ,
বৃন্দাবনদাস রস গান রে ॥ ২২৮ ॥

মঙ্গল (পঞ্চম রাগ)

বেদগুহ্য শ্রীগৌর-দর্শনার্থ দেবগণের বাদ্যধ্বনি ও উৎকণ্ঠা—

দুন্দুভি ডিণ্ডিম- মঙ্গল-জয়ধ্বনি,
গায় মধুর রসাল রে।
বেদের অগোচর, আজি ভেটব,
বিলম্বে নাহি আর কাল রে ॥ ধ্রু ॥ ২২৯ ॥

স্বর্গে দেবগণের মঙ্গলধ্বনি, শুভসজ্জা ও স্বসৌভাগ্য-প্রশংসা—

আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল-কোলাহল,
সাজ' সাজ' বলি' সাজ' রে।
বহুত পুণ্য-ভাগ্যে, চৈতন্য-পরকাশ,
পাওল নবদ্বীপ-মাঝে রে ॥ ২৩০ ॥

দেবগণের পরস্পরের প্রতি হর্ষোল্লাস-প্রকাশ—

অন্যোঽন্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘন-ঘন,
লাজ কেহ নাহি মানে রে।
নদীয়া-পুরন্দর- জনম-উল্লাসে,
আপন-পর নাহি জানে রে ॥ ২৩১ ॥

দেবগণের নবদ্বীপে আসিয়া গৌরদর্শনে হর্ষ ও জয়ধ্বনি—

ঐছন কৌতুকে, আইলা নবদ্বীপে,
চৌদিকে শুনি হরিনাম রে।
পাইয়া গৌর-রস, বিহ্বল পরবশ,
চৈতন্য-জয়জয় গান রে ॥ ২৩২ ॥

গ্রহণচ্ছলে উচ্চ হরিধ্বনি-মধ্যে অবতীর্ণ কোটিচন্দ্র-জিনি-নর-বপু গৌরের রূপ-দর্শন—

দেখিল শচী-গৃহে, গৌরাঙ্গ-সুন্দরে,
একত্র যৈছে কোটিচান্দ রে।
মানুষ রূপ ধরি', গ্রহণ-ছল করি',
বোলয়ে উচ্চ হরিনাম রে ॥ ২৩৩ ॥

সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ শ্রীগৌরপ্রভুর শুভ আবির্ভাব—

সকল-শক্তি-সঙ্গে, আইলা গৌরচন্দ্র,
পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ- চাঁদ-প্রভু জান,
বৃন্দাবনদাস রস গান রে ॥ ২৩৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরচন্দ্রজন্মবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীচৈতন্যদেব—চারিবেদের শিরোভাগ উপনিষদের মুকুট-সদৃশ অর্থাৎ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার প্রণম্য ও "নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নদ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত" ॥ ২১৬ ॥

দশদিকে,—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ—এই চতুর্দ্দিক্; ঈশান, বায়ু, অগ্নি ও নৈঋৎ,—এই চারি বিদিক্ এবং ঊর্দ্ধ ও অধোদিক্ ॥ ২১৭ ॥

পাষণ্ডী,—ভক্তের বিদ্বেষী ও নিন্দক, ভগবদ্দাস দেবগণকে তদধীশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত সমজ্ঞানী।

চৈতন্য-নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য-রস বৃন্দাবন গান করেন ॥ ২২৮ ॥

শ্রীচৈতন্যাবির্ভাব—বেদের ও অগোচর; অদ্য (ভগবজ্জন্ম-দিনে) সেই বেদেরও অপ্রকাশিত বস্তু স্বয়ংভগবান্ গৌরচন্দ্র লোকের দৃষ্টি-গোচর হইতেছেন; অতএব সত্বর চল, তাদৃশ বস্তুর দর্শনে আর অধিক বিলম্বের প্রয়োজন নাই ॥ ২২৯ ॥

ইন্দ্রপুর,—অমরাবতী ॥ ২৩০ ॥

অন্যোঽন্যে—পরস্পর-পরস্পরে ॥ ২৩১ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়।

—:•:—

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গ্রহণচ্ছলে পূর্ব্বেই হরিসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব, শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তি-কর্ত্তৃক বালকরূপী বিশ্বম্ভরের লগ্ন-বিচার, মিশ্র-ভবনে আনন্দোৎসব ও বিষ্ণু-বৈষ্ণবের জন্মতিথি-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বেই গ্রহণের ছলে হরিসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া পরে জগতে অবতীর্ণ হইলেন। এমন কি, যাঁহারা জন্মেও কোন দিন ভুলক্রমে মুখে হরিনাম উচ্চারণ করেন নাই, তাঁহারাও সেইদিন উচ্চ-হরিধ্বনি করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে ধাবিত হইলেন। দশদিক্ কৃষ্ণ-কোলাহলে মুখরিত হইল। শ্রীশচী-জগন্নাথ পুত্রের শ্রীমুখ দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইলেন। পরম-জ্যোতির্ব্বিৎ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী প্রভুর লগ্নবিচারে মহারাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণসমূহ দেখিতে পাইয়া অতীব বিস্ময়ের সহিত সর্ব্বসমক্ষে লগ্নানুরূপ কথা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলে কোনও বিপ্র-মহাজন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ নারায়ণত্ব, জগদুদ্ধারকত্ব, সর্ব্বধর্ম্ম-সংস্থাপকত্ব, অপূর্ব্ব প্রচারকত্ব, শিব-শুকাদির বাঞ্ছিত-ধর্ম্মের প্রদাতৃত্ব, সর্ব্বজীবকরুণত্ব, সর্ব্বজগৎ-প্রীণনত্ব, সর্ব্বজীব-নমস্যত্ব প্রভৃতি অলৌকিক গুণের কথা ব্যক্ত করিলেন। বিপ্র আরও কহিলেন যে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এই বালরূপী নারায়ণের কীর্ত্তি গান করিবে। এই শিশুর বপুঃ—সাক্ষাৎ ভাগবতধর্ম্মময়। এই বালক যুগাবতার বিষ্ণুর ন্যায় কলিযুগধর্ম্ম প্রচার করিয়া বিষ্ণুদ্রোহী যবনেরও চিত্ত আকর্ষণ-পূর্ব্বক তাঁহাদেরও নমস্য হইবেন। এই বালক 'শ্রীবিশ্বম্ভর' ও 'শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র'-নামে খ্যাত হইবেন। এইরূপ শুদ্ধ আনন্দরসে পাছে কোনপ্রকার রসাভাস বা নিরানন্দের উদয় করায়,—এই ভয়ে বিপ্র প্রভুর সন্ন্যাসলীলার কথা আর ব্যক্ত করিলেন না। অতঃপর মিশ্রভবনে আনন্দোৎসব-উপলক্ষে বাদ্য-কোলাহল, দেবাঙ্গনা ও বরাঙ্গণাগণের একত্র সম্মিলন এবং শিশুরূপী ভগবানকে ধান্যদূর্ব্বাদিদ্বারা তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ-প্রদানচ্ছলে-জগন্মঙ্গল-বিধানার্থ দীর্ঘকাল পৃথিবীতে প্রকট থাকিয়া লীলা প্রদর্শন করিবার প্রার্থনা, সর্ব্ব-নবদ্বীপে জন্মযাত্রা-মহোৎসব, এবং এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের জন্মতিথি-মাহাত্ম্য, তৎপালনে জীবের অবিদ্যা-মোচন ও কৃষ্ণভক্তি-লাভ, বিষ্ণুর জন্মতিথির ন্যায় বৈষ্ণবাবির্ভাবতিথির তুল্যমাহাত্ম্য, এবং সর্ব্বশেষে ভক্ত ও ভগবানের জন্মকর্ম্মাদি লীলার নিত্যত্ব-বর্ণনমুখে এই অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে (গৌঃ ভাঃ)।

(একপদী)

(প্রেমধন-রতন পসার।
দেখ গোরাচাঁদের বাজার॥) ধ্রু॥ ১॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনপ্রচার-মুখে শ্রীগৌরাবতার—

হেন মতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রচার॥ ২॥
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া।
গঙ্গাস্নানে 'হরি' বলি' যায়েন ধাইয়া॥ ৩॥

সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক প্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন-বর্জ্জিত ব্যক্তির মুখেও কৃষ্ণনামোচ্চারণ—

যার মুখ জন্মেহ না বলে হরিনাম।
সেহ 'হরি' বলি' ধায়, করি' গঙ্গাস্নান॥ ৪॥

হরিনাম-ধ্বনির মধ্যে সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতা দ্বিজরাজের উদয়—

দশ দিক্ পূর্ণ হৈল, উঠে হরিধ্বনি।
অবতীর্ণ হইয়া হাসেন দ্বিজমণি॥ ৫॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের অলৌকিকভাবে অবতরণ-কালে হরিধ্বনি-কোলাহলপূর্ণ বিপুল কলরবাদি ভাবি-কালে কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখে তাঁহার যুগধর্ম্ম-পালনরূপ কৃষ্ণ-নামপ্রেম-প্রচার-লীলাই সূচনা করিতেছে॥ ২-৫॥

অপ্রাকৃত বাৎসল্য-রসের মূল আশ্রয়বিগ্রহ শুদ্ধসত্ত্বময় বিপ্র-দম্পতির পুত্রজ্ঞানে গৌরমুখ-দর্শনে হর্ষবিহ্বলতা—

শচী-জগন্নাথ দেখি' পুত্রের শ্রীমুখ।
দুইজন হইলেন আনন্দস্বরূপ ॥ ৬ ॥

সমবেত নারীগণের জয় ও হুলুধ্বনি—

কি বিধি করিব ইহা, কিছুই না স্ফুরে।
আস্তে-ব্যস্তে নারীগণ 'জয়-জয়' ফুকারে ॥৭॥

মিশ্রভবনে আত্মীয়-স্বজনগণের সমাগম—

ধাইয়া আইলা সবে, যত আপ্তগণ।
আনন্দ হইল জগন্নাথের ভবন ॥ ৮ ॥

নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তীর লগ্ন-বিচার—

শচীর জনক—চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
প্রতি লগ্নে অদ্ভুত দেখেন বিপ্রবর ॥ ৯ ॥

প্রভুর দেহে মহারাজ-লক্ষণ ও প্রভুর অপ্রাকৃত-রূপ-দর্শন—

মহারাজ-লক্ষণ সকল লগ্নে কহে।
রূপ দেখি' চক্রবর্ত্তী হইলা বিস্ময়ে ॥ ১০ ॥

প্রভুকে গৌড়েশ্বর বিপ্র-নৃপতি বলিয়া সংশয়—

'বিপ্র রাজা গৌড়ে হইবেক' হেন আছে।
বিপ্র বলে,—সেই বা, জানিব তাহা পাছে' ॥১১॥

অদ্বিতীয় জ্যোতিষী নীলাম্বর-কর্ত্তৃক প্রভুর লগ্নবিচার-বর্ণন—

মহাজ্যোতির্ব্বিৎ বিপ্র-সবার অগ্রেতে।
লগ্নে অনুরূপ কথা লাগিল কহিতে ॥ ১২ ॥
লগ্নে যত দেখি এই বালক-মহিমা।
রাজা হেন, বাক্যে তাঁরে দিতে নারি সীমা ॥১৩॥
বৃহস্পতি জিনিয়া হইবে বিদ্যাবান্।
অল্পেই হইবে সর্ব্বগুণের নিধান ॥" ১৪ ॥

অনুষ্ঠান-বিষয়ে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইল ॥ ৭ ॥

আপ্তগণ,—আত্মীয়-স্বজনগণ ॥ ৮ ॥

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—শচীদেবীর পিতা; পূর্ব্ব-নিবাস ফরিদপুর-জেলান্তর্গত মগ্‌ডোবা-গ্রামে ছিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গণের মধ্যে সকলেরই ন্যূনাধিক ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞান ছিল। জাতচক্র অঙ্কন করিয়া নীলাম্বর স্বীয় নপ্তা প্রভুর ভবিষ্যৎ দর্শন করিতে লাগিলেন।

দেশবিশেষের ক্ষিতিজবৃত্ত রাশিচক্রের সহিত পূর্ব্বদিগ্‌-ভাগে যেখানে সম্পাত হয়, রাশিচক্রের সেই স্থানকে 'উদয়-লগ্ন' বা 'জন্মলগ্ন' বলে। রাশিচক্রে রবি প্রভৃতি গ্রহগণ ভ্রমণ করে। উহার উত্তর-দক্ষিণ চক্র—ন্যূনাধিক ৯° অংশ এবং পূর্ব্ব-পশ্চিম চক্র—৩৬০° অংশে বিভক্ত। এই রাশি-চক্রের দ্বাদশ সমভাগে প্রত্যেক ৩০° অংশ লইয়া যে চক্রচাপ কল্পিত হয়, উহার নাম—'রাশি'। উদয়লগ্ন বা জন্মলগ্নের দ্বিতীয়প্রভৃতি রাশিক্রমে ধন, সহোদর, বন্ধু, পুত্র বিদ্যা, রিপু, জায়া, নিধন, ভাগ্য, কর্ম্ম, আয় ও ব্যয়,—এই দ্বাদশটী 'লগ্ন'; প্রতি লগ্নে,—অর্থাৎ তনু প্রভৃতি দ্বাদশভাব-বিচারক লগ্নসমূহে; অদ্ভুত দেখেন,—অলৌকিক ফলসমূহ দর্শন করিলেন ॥ ৯ ॥

জন্মকালে মেষে শুক্র অশ্বিনী-নক্ষত্রে, সিংহে কেতু উত্তর-ফল্গুনীতে, চন্দ্র পূর্ব্বফল্গুনীতে, বৃশ্চিকে শনি জ্যেষ্ঠায়, ধনুতে বৃহস্পতি পূর্ব্বাষাঢ়ায়, মকরে মঙ্গল শ্রবণায়, কুম্ভে রবি পূর্ব্ব-ভাদ্রপদে, রাহু পূর্ব্বভাদ্রপদে নক্ষত্রে ও মীনে বুধ উত্তরভাদ্র-পদে; মেষ লগ্ন। নবমাধিপতি মঙ্গল উচ্চ, শুক্র ও শনি উচ্চ-প্রায়, বৃহস্পতি স্বগৃহে ধর্ম্মস্থানগত শুক্রকে দৃষ্টি করিতেছেন; দশমাধিপতি গুরুদৃষ্ট শুক্র নবমে। জন্মকোষ্ঠী যথা,—

শক ১৪০৭।১০।২২।২৮।৪৫

দিনং

৭	১১	৮
১৫	৫৪	৩৮
৪০	৩৭	৪০
১৩	৬	২৩

প্রভুর প্রত্যেক লগ্নভাব-দর্শনে চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ফল বিবেচনা করিলেন এবং প্রভুর রূপ-দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; কেননা, প্রভু—স্বয়ংই স্বয়ংরূপ ভগবান্ ॥ ১০ ॥

লোকমধ্যে একটী ভবিষ্যদ্বাণী প্রচলিত ছিল যে, গৌড়-দেশে ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব কোন মহাজনই 'রাজা' হইবেন। চক্রবর্ত্তী মনে করিলেন,—এই বালকই, বোধ হয়, ভবিষ্যতে গৌড়দেশে রাজা হইবেন, এবং পরে তাহা জানা যাইবে ॥ ১১ ॥

নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তি জ্যোতিষশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন, তিনি সকলের সমক্ষে প্রভুর বিভিন্ন ভাব-লগ্নের কথা যথাযথ বলিতে লাগিলেন। মহাজ্যোতির্ব্বিৎ,—"লগ্নে

উপস্থিত জনৈক বিপ্রের প্রভুর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী—

সেইখানে বিপ্ররূপে এক মহাজন।
প্রভুর ভবিষ্য-কর্ম্ম করয়ে কথন ॥ ১৫ ॥

(১) প্রভুই সাক্ষাৎ নারায়ণ, (২) শুদ্ধসনাতন শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম-সংস্থাপক—

বিপ্র বলে,—"এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইঁহা হৈতে সর্ব্বধর্ম্ম হইবে স্থাপন ॥ ১৬ ॥

(৩) অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেম প্রচারদ্বারা সর্ব্বজগদুদ্ধারক—

ইঁহা হইতে হইবেক অপূর্ব্ব প্রচার।
এই শিশু করিবে সর্ব্ব-জগৎ উদ্ধার ॥ ১৭ ॥

(৪) সকলের দেবদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম-লাভ—

ব্রহ্মা, শিব, শুক যাহা বাঞ্ছে অনুক্ষণ।
ইঁহা হৈতে তাহা পাইবেক সর্ব্বজন ॥ ১৮ ॥

(৫) দর্শনমাত্রে সর্ব্বজীবের কৃষ্ণকীর্ত্তন-চেষ্টা বা ভূতদয়া ও জড়ভোগাসক্তি-রাহিত্য এবং চৈতন্য-প্রেমোদয়—

সর্ব্বভূত-দয়ালু, নির্ব্বেদ দরশনে।
সর্ব্বজগতের প্রীত হইব ইহানে ॥ ১৯ ॥

(৬) অনাদি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবেরও গৌর-কৃপায় তচ্চরণ-সেবায় অধিকার লাভ—

অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ ॥ ২০ ॥

(৭) বিপুলশ্রবা, (৮) সর্ব্ববর্ণাশ্রমি-প্রণম্য—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কীর্ত্তি গাইব ইহান।
আ-বিপ্র এ শিশুরে করিবে প্রণাম ॥ ২১ ॥

(৯) সদ্ধর্ম্মের মূর্ত্তবিগ্রহ, (১০) ব্রহ্মণ্যদেব, গো-বিপ্র-হিত ও (১১) ভক্তবৎসল—

ভাগবত-ধর্ম্মময় ইহান শরীর।
দেব-দ্বিজ-গুরু-পিতৃ-মাতৃ ভক্ত ধীর ॥ ২২ ॥

(১২) সাক্ষাদ্ধর্ম্মবর্ম্মা বিষ্ণু-বিগ্রহ—

বিষ্ণু যেন অবতরি' লওয়ায়েন ধর্ম্ম।
সেইমত এ শিশু করিবে সর্ব্ব-কর্ম্ম ॥ ২৩ ॥

(১৩) অলৌকিক ও অপরিমেয় সর্ব্বসুলক্ষণময়—

লগ্নে যত কহে শুভ লক্ষণ ইহান।
কার শক্তি আছে তাহা করিতে ব্যাখ্যান? ২৪॥

তৈলে তপ্তা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে। যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে ॥"; কিন্তু এস্থলে 'জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পারদর্শী বা পরম অভিজ্ঞ' এই সহজ অর্থেই ব্যবহৃত; অথবা, 'মহাজ্যোতির্ব্বিৎ'-শব্দে পরমার্থ-বিষয়ে অভিজ্ঞ, কুশল বা নিপুণ ॥ ১২ ॥

লগ্ন-গণনায় তিনি বালকের মহিমা দেখিতে লাগিলেন। 'রাজা-হেন' (রাজতুল্য) অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম; প্রকৃত প্রস্তাবে বালকের মাহাত্ম্য সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা যায় না ॥ ১৩ ॥

বৃহস্পতিই স্বর্গের দিব্য-বিদ্যার অধিকারী; মহাপ্রভু সামান্য স্বর্গাদির প্রাপঞ্চিক বিদ্যার অধিকার লাভ করা অপেক্ষা পরমার্থ বিদ্যায় বৃহস্পতিকে [illegible]করিতে পারিবেন অর্থাৎ বৃহস্পতির অবতার সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের অক্ষজ-জ্ঞানোত্থ ব্রহ্মবিদ্যাধিকার সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় বিনাশ করিয়া শ্রীঅধোক্ষজ কৃষ্ণ-সেবা-রূপ পরা-বিদ্যায় আলোকিত করিবেন। অভিজ্ঞানবাদী যে-প্রকার বহুশ্রমদ্বারা ক্রমশঃ বিদ্যাধিকার লাভ করেন, তদ্রূপ ক্রমচেষ্টাদ্বারা মহাপ্রভুর বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে না, তিনি সকলকল্যাণগুণৈক-বারিধি; সুতরাং বিদ্যার সামান্য ছলনাতেই সর্ব্ববিদ্যা-পারঙ্গত হইবেন ॥ ১৪ ॥

লগ্ন-বিচারকালে একজন পরমার্থবিৎ মহাজন ব্রাহ্মণ-রূপে উপস্থিত থাকিয়া মহাপ্রভুর ভবিষ্যৎলীলার দিব্যকর্ম্মানুষ্ঠান বা প্রেমভক্তি প্রচারের কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—এই বালক স্বয়ংই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সাক্ষাৎ নারায়ণ; ইঁহা-দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন দেবগণের স্ব-স্ব-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত বিবদমান সর্ব্বধর্ম্মের সুষ্ঠু সমন্বয় ও সংস্থাপন হইবে ॥ ১৬ ॥

যাহা জগতে কোনও দিন প্রচারিত হয় নাই, সেই অনর্পিতচরী উজ্জ্বলরস-সম্বন্ধিনী কৃষ্ণ ভক্তিশোভা এই শিশুর দ্বারাই সমগ্র জগজ্জীবের নিকট সমর্পিত হইবে। সমগ্র-জগৎকে ইনি অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানবাদের সঙ্কীর্ণতা হইতে উদ্ধার করিয়া জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন ॥ ১৭ ॥

তথ্য। (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ১৮, ৫৫—) "ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমামণ্ডলে কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ। যন্ন ক্বাপি কৃপাময়েন চ নিজে-

প্রভুপিতা সুকৃতিশালী মিশ্রকে প্রণাম—

ধন্য তুমি, মিশ্র-পুরন্দর ভাগ্যবান্।
যাঁর এ নন্দন, তাঁরে রহুক প্রণাম ॥ ২৫ ॥

প্রভুর নামকরণ—(১) শ্রীবিশ্বম্ভর-নাম—

হেন কোষ্ঠী গণিলাঙ আমি ভাগ্যবান্।
'শ্রীবিশ্বম্ভর'-নাম হইবে ইহান ॥ ২৬ ॥

(২) শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র-নাম ; প্রভুর পরানন্দ-বিগ্রহত্ব—

ইহানে বলিবে লোক 'নবদ্বীপচন্দ্র'।
এ বালকে জানিহ কেবল পরানন্দ ॥" ২৭ ॥

বৎসল-রসে সন্ন্যাস বিরুদ্ধভাবময় বলিয়া শচী ও মিশ্রসমীপে প্রভুর ভাবি-সন্ন্যাসবার্ত্তা-গোপন—

হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ।
অতএব না কহিলা প্রভুর সন্ন্যাস ॥ ২৮ ॥

মিশ্রের আনন্দ ও বিপ্রকে উপায়ন-প্রদানেচ্ছা—

শুনি' জগন্নাথ-মিশ্র পুত্রের আখ্যান।
আনন্দে বিহ্বল, বিপ্রে দিতে চাহে দান ॥২৯॥

বিপ্র-পদে দরিদ্র মিশ্রের আনন্দ-ক্রন্দন—

কিছু নাহি—সুদরিদ্র, তথাপি আনন্দে।
বিপ্রের চরণে ধরি' মিশ্রচন্দ্র কান্দে ॥ ৩০ ॥

মিশ্রচরণে ও বিপ্রের আনন্দ-ক্রন্দন—

সেহ বিপ্র কান্দে জগন্নাথ-পা'য়ে ধরি'।
আনন্দে সকল-লোক বলে 'হরি' 'হরি' ॥৩১॥

প্রভুর লগ্ন ও কোষ্ঠী-বিচার-শ্রবণে আত্মীয়-স্বজনগণের হর্ষধ্বনি—

দিব্য কোষ্ঠী শুনি' যত বান্ধব সকল।
জয়-জয় দিয়া সবে করেন মঙ্গল ॥ ৩২ ॥

নানাযন্ত্রে বাদনারম্ভ—

ততক্ষণে আইল সকল বাদ্যকার।
মৃদঙ্গ, সানাই, বংশী বাজয়ে অপার ॥ ৩৩ ॥

দেবীগণের মানবীরূপ ধারণপূর্ব্বক একত্র সমাগম—

দেবস্ত্রীয়ে নরস্ত্রীয়ে না পারি চিনিতে।
দেবে নরে একত্র হইল ভালমতে ॥ ৩৪ ॥

প্রভুর মস্তকে অদিতির আশীর্ব্বাদ-জ্ঞাপন—

দেব-মাতা সব্য-হাতে ধান্য-দূর্ব্বা লৈয়া।
হাসি' দেন প্রভু-শিরে 'চিরায়ু' বলিয়া ॥ ৩৫

নিত্যকাল জগতে প্রভুর প্রাকট্য-প্রার্থনা—

চিরকাল পৃথিবীতে করহ প্রকাশ।
অতএব 'চিরায়ু' বলিয়া হৈল হাস ॥ ৩৬ ॥

মানবীরূপধারিণী দেবীগণকে দেখিয়া পরিচয়-গ্রহণে শচী আদির সঙ্কোচ-বোধ—

অপূর্ব্ব সুন্দরী সব শচী দেবী দেখে।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসিতে কারো না আইসে মুখে ॥ ৩৭ ॥

দেবীগণের শচীর পদধূলি-গ্রহণ—

শচীর চরণধূলি লয় দেবীগণ।
আনন্দে শচীর মুখে না আইসে বচন ॥ ৩৮ ॥

হপ্যুদ্ঘাটিতং শৌরিণা তস্মিন্নুজ্জ্বলভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ ॥" "মৃগ্যাপি সা শিবশুকোদ্ধবনারদাদ্যৈরাশ্চর্য্য-ভক্তিপদবী ন দবীয়সী নঃ। দুর্ব্বোধ-বৈভবপতে ময়ি পামরে-ঽপি চৈতন্যচন্দ্র যদি তে করুণাকটাক্ষঃ ॥"

ব্রহ্মা, রুদ্র, শুকদেব প্রভৃতি মহাপুরুষগণও যাহা লাভ করিতে সর্ব্বক্ষণ ইচ্ছা করেন, ইনি তাহা সকল-লোকের সহজ-লভ্য করিবেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনে জগতে সকল লোক সর্ব্বপ্রাণীতে দয়ার্দ্রচিত্ত এবং সুখ-দুঃখে নিরপেক্ষ ও চৈতন্যরসবিগ্রহ গৌর-কৃষ্ণে প্রীতি লাভ করিবেন ॥ ১৯ ॥

তথ্য। (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ২—) "ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ সতত পরমাবিষ্ট এবাত্যধর্ম্মে দৃষ্টিং প্রাপ্তো ন হি খলু সতাং সৃষ্টিষু ক্বাপি নো সন্। যদ্দত্ত-শ্রীহরিরসসুধাস্বাদমত্তঃ প্রনৃত্যত্যুচ্চৈ-র্গায়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশম্ ॥"

যবন-স্বভাবে বিষ্ণুবিদ্বেষ,—স্বাভাবিক, কিন্তু তাদৃশ যবনও নিজ-নিজ-যাবনিকবৃত্তি 'অভক্তি' ছাড়িয়া দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগমন করিবে ॥ ২০ ॥

ইহান—ইঁহার। ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছাদি সকল-বর্ণের গুরু; তাদৃশ ব্রাহ্মণও এই বালককে প্রণাম করিবেন এবং সমগ্র জগৎ ইঁহার যশঃ-সৌরভে আমোদিত হইবে ॥ ২১ ॥

তথ্য। (ভা ৭।১১।৬—) "ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদ-ময়ো হরিঃ। স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি ॥" ২২

স্থূলদেহ ও মনঃসম্বন্ধি-ধর্ম্মসমূহ—ঔপাধিক-মাত্র ; নিত্য-

বেদগুহ্য ও ঐশ্বর্য্যময় বৈকুণ্ঠধামাধিক মাধুর্য্যময়
অভিন্ন-মধুবন শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে প্রভুর
জন্মমহোৎসবানন্দের অবর্ণনীয়ত্ব—

কিবা আনন্দ হইল সে জগন্নাথ-ঘরে।
বেদেতে অনন্তে তাহা বর্ণিতে না পারে ॥৩৯॥
লোক দেখে,—শচীগৃহে সর্ব্ব-নদীয়ায়।
যে আনন্দ হইল, তাহা কহন না যায় ॥ ৪০ ॥

সর্ব্বত্র শ্রীহরিনামধ্বনি—

কি নগরে, কিবা ঘরে, কিবা গঙ্গাতীরে
নিরবধি সর্ব্ব-লোক হরি-ধ্বনি করে ॥ ৪১ ॥

প্রভুর জন্মমহোৎসবানন্দাদির তাৎপর্য্য সকলেরই অজ্ঞাত—

জন্মযাত্রা-মহোৎসব, নিশায় গ্রহণে।
আনন্দে করেন, কেহ মর্ম্ম নাহি জানে ॥ ৪২ ॥

গৌরচন্দ্রোদয়-তিথি-মাহাত্ম্য (১) ব্রহ্মাদিরও বন্দ্যা—

চৈতন্যের জন্মযাত্রা—ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা ॥ ৪৩ ॥

(২) সাক্ষাদ্ভক্তিস্বরূপিণী—

পরম-পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী।
যঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি ॥ ৪৪ ॥

গৌর-নিত্যানন্দপ্রভুদ্বয়ের আবির্ভাব-তিথিদ্বয়—

নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘীশুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী ॥ ৪৫ ॥

সর্ব্বমঙ্গলময়ী তিথিদ্বয়—

সর্ব্ব-যাত্রা মঙ্গল এ দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব্ব-শুভ-লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি ॥ ৪৬ ॥

মাধব-তিথি—ভক্তিজননী ও সযত্নে সেবনীয়া

এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন ॥ ৪৭ ॥

বিষ্ণু-বৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিথি—সর্ব্বসাধকেরই
অবশ্য পালনীয়া

ঈশ্বরের জন্ম-তিথি যে-হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবের সেইমত তিথির চরিত্র ॥ ৪৮ ॥

আত্মধর্ম্মকেই 'ভাগবত-ধর্ম্ম' বলে। এই শিশুর অপ্রাকৃত শরীর—সাক্ষাদ্ ভগবৎসেবা-ধর্ম্মময় অর্থাৎ মূর্ত্ত কৃষ্ণসেবা-বিগ্রহ, সুতরাং একান্ত বিষ্ণুভক্তিপর দেবতা, দ্বিজ, গুরু, পিতা, মাতা, প্রভৃতি গুরুবর্গের প্রতি আনুগত্যাদি সকল শ্রেষ্ঠগুণই ইঁহাতে বিদ্যমান ॥ ২২ ॥

জগতে বিপদ্ উপস্থিত হইলে দেবগণের প্রার্থনা-ফলে ভগবান্ বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়া সকল বিপত্তি হইতে দেব-মানবাদিকে রক্ষা করেন ; এই বালকও শ্রীবিষ্ণুর ন্যায় তাদৃশ বিক্রমবিশিষ্ট হইয়া সকল কর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠা করিবেন ॥ ২৩ ॥

মিশ্রের পুত্রদর্শনে সকলে পুত্রের মহিমা বিচার করিয়া পিতা 'পুরন্দর' অর্থাৎ জগন্নাথ-মিশ্রকে, বহু ভাগ্যবান্ মনে করিয়া ও ধন্যবাদ দিতে দিতে প্রণাম করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিপ্র স্থির করিলেন যে, 'প্রভু[illegible]কোষ্ঠী গণনা-দ্বারাই আমি ভাগ্যবান্ হইয়াছি, এবং এই শিশুর নাম—'বিশ্বম্ভর' হইবে' ॥ ২৬ ॥

এই শিশুকে লোকে 'নবদ্বীপচন্দ্র' বলিয়া ডাকিবে ও অবিমিশ্র পরমানন্দময় বলিয়া জানিবে ॥ ২৭ ॥

সকল শুভলক্ষণের সহিত প্রভুর সন্ন্যাসের কথা জানিতে পারিয়া তাদৃশ দুঃখবার্ত্তা-দ্বারা পাছে রসভঙ্গ বা রস-বিপর্য্যয় হয়, এজন্য সে-সকল কথা প্রকাশ করিলেন না ॥ ২৮ ॥

দিব্যকোষ্ঠী,—দেবোচিত জাতচক্র ॥ ৩২ ॥

মৃদঙ্গ,—মাটির তৈয়ারী খোলের উপরে চামড়ার সাজ বা দোয়ালদ্বার, টান দেওয়া ও দক্ষিণ-বামপার্শ্বের চামড়ার উপরে 'গাব' দেওয়া এবং সঙ্কীর্ত্তন-গানে ব্যবহৃত প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। প্রভুর জন্মকালেও মৃদঙ্গের প্রচলন ছিল।

সানাই,—ছিদ্রযুক্ত পিত্তলনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ ॥ ৩৩ ॥

ভগবজ্জন্ম হইয়াছে জানিয়া দেবস্ত্রীগণ মর্ত্ত্যের নারীগণের সহিত একত্র তদ্দর্শনাভিলাষিণী হইয়া সমবেত হইলেন। সেই লোকসংঘট্টে কোন্‌টী দেবী, আর কোন্‌টীই বা মানবী, তাহা ভাল করিয়া চিনিতে পারা গেল না ॥ ৩৪ ॥

সব্য-হাতে,—এস্থলে, দক্ষিণ-হস্তে ; দেব-মাতা—কশ্যপ-মুনি-পত্নী অদিতি ॥ ৩৫ ॥

রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হওয়ায় তদুপলক্ষে অজ্ঞাতসারে বহু-লোক মহাপ্রভুর জন্মমহোৎসব সম্পাদন করিলেন। গ্রহণো-পলক্ষে উৎসব হইলেও উহা যে প্রভুর জন্মোৎসব,—এ কথা তখন সাধারণ লোক বুঝিতে পারে নাই ॥ ৪২ ॥

গৌরাবির্ভাব-শ্রবণে দুঃখ-রাহিত্য ও নিত্যানন্দাপ্তি—

গৌরচন্দ্র-আবির্ভাব শুনে যেই জনে।
কভু দুঃখ নাহি তার জন্মে বা মরণে ॥ ৪৯ ॥

গৌর-কথা-শ্রবণে গৌর-সেবকত্ব-লাভ—

শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি-ফল ধরে।
জন্মে-জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে ॥ ৫০ ॥

গৌরের জন্ম ও শৈশবলীলান্বিত আদিখণ্ডের শ্রোতব্যতা—

আদিখণ্ড-কথা বড় শুনিতে সুন্দর।
যঁহি অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র মহেশ্বর ॥ ৫১ ॥

শ্রীগৌরলীলাসমূহের নিত্যসত্যত্ব ও সনাতনত্ব—

এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ ॥৫২॥

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও শ্রীচৈতন্যজন্মতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমার আরাধনা করিয়া থাকেন; ফাল্গুনী পূর্ণিমা—শুদ্ধসত্ত্বময়ী অপ্রাকৃত তিথি ও সাক্ষাদ্ভক্তিস্বরূপিণী ॥ ৪৪ ॥

তথ্য। (ব্রহ্মপুরাণে—) "তস্যাং বিষ্ণুতিথৌ কেচিদ্ধন্যাঃ কলিযুগে জনাঃ। যেঽভ্যর্চ্চয়ন্তি দেবেশং জাগ্রতঃ সমুপোষিতাঃ॥ ন তেষাং বিদ্যতে ক্বাপি সংসারভয়মুল্বণম্। যত্র তিষ্ঠন্তি তে দেশে কলিস্তত্র ন তিষ্ঠতি॥ যস্যাং সনাতনঃ সাক্ষাৎ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ। অবতীর্ণঃ ক্ষিতৌ সৈষা মুক্তিদেতি কিমদ্ভুতম্॥ ইদমেব পরং শ্রেয়ঃ ইদমেব পরং তপঃ। ইদমেব পরো ধর্ম্মো যদ্বিষ্ণুব্রতধারণম্॥"

এই দুই পুণ্যতিথি—অর্থাৎ মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী ও ফাল্গুনী পূর্ণিমা, এই তিথিদ্বয়ের সেবা করিলে বদ্ধজীবের অবিদ্যা-বন্ধন ছিন্ন হয় এবং কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষিত হয়। এই তিথিদ্বয়—জয়ন্তীব্রত বা ভগবদাবির্ভাব-দিবস; উপোষণ প্রভৃতি-দ্বারা এবং মহোৎসবাদি-দ্বারা এই তিথিদ্বয়ের সেবা হয়।

ঈশ্বরের আবির্ভাব-তিথির ন্যায় ভগবদ্ভক্তের জন্মতিথিও তদ্রূপ পবিত্র ও তত্তদ্দিবসে উৎসবাদি অবশ্য অনুষ্ঠেয় ॥ ৪৮ ॥

তথ্য। (ভাঃ ১১।১১।২৩-২৪—) "শ্রদ্ধালুর্মৎকথাঃ শৃণ্বন্ সুভদ্রা লোকপাবনীঃ। গায়ন্ননুস্মরন্ জন্মকর্ম্মচাভিনয়ন্ মুহুঃ॥ মদর্থে ধর্ম্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ। লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে॥"

শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করিলে জীবের সেবোন্মুখী চেষ্টার উদয় হয় এবং পৃথিবীতে প্রত্যেক অবতারে শ্রীচৈতন্যের সহিত পার্ষদরূপে শুভাগমন করিতে পারা যায় ॥ ৫০ ॥

তথ্য। 'লীলার নাহি পরিচ্ছেদ',—(চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ ৩৮০-৩৯৩ সংখ্যায়—) "অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন। কোন্ লীলা কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন ॥ এইমত সব লীলা—যেন গঙ্গাধার। সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার॥ ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরতা-প্রাপ্তি। রাসাদি লীলা করে, কৈশোরে নিত্য-স্থিতি॥ 'নিত্যলীলা' কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। বুঝিতে না পারে কেমনে 'নিত্য' হয়॥ দৃষ্টান্ত দিয়া কহি, তবে লোক সব জানে। কৃষ্ণলীলা—নিত্য, জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে॥ জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্রি-দিনে। সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি' ফিরে ক্রমে ক্রমে॥ রাত্রিদিনে হয় ষষ্টিদণ্ড-পরিমাণ। তিন-সহস্র ছয়-শত 'পল' তার মান॥ সূর্য্যোদয় হৈতে ষষ্টিপল ক্রমোদয়। সেই এক 'দণ্ড', অষ্টদণ্ডে 'প্রহর' হয়॥ এক-দুই-তিন-চারি-প্রহরে অস্ত হয়। চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয়॥ ঐছে কৃষ্ণের লীলা চৌদ্দ মন্বন্তরে। ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল ব্যাপি' ক্রমে ক্রমে ফিরে॥ * * অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলা-চক্র ফিরে। সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥ * * কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান। তাতে লীলা 'নিত্য' কহে নিগম-পুরাণ॥"

(লঘুভাগবতামৃতে পূঃ খঃ ৩৬৩, ৩৮৫-৩৯২ ও ৪২১, ৪২৪ সংখ্যায়—) "* * অস্যাদি-শূন্যস্য জন্মলীলাপ্যনাদিকা। স্বচ্ছন্দতো মুকুন্দেন প্রাকট্যং নীয়তে মুহুঃ॥" "অজো জন্ম-বিহীনোঽপি জাতো জন্মাবিরাচরৎ।" "নন্বেকস্য কিলাজত্বং জন্মিত্বঞ্চ বিরুধ্যতে। ইত্যশঙ্ক্যাহ,—ভগবান্ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য-বৈভবঃ। তত্র তত্র যথা বহ্নিস্তেজোরূপেণ সন্নপি। জায়তে মণি-কাষ্ঠাদের্হেতুং কঞ্চিদবাপ্য সঃ॥ অনাদিমেব জন্মাদি-লীলামেব তথাদ্ভুতাম্। হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাদুষ্কুর্য্যাৎ কদাচন॥ স্ব-লীলা-কীর্ত্তিবিস্তারাৎ লোকেষ্বনুজিঘৃক্ষুতা। অস্য জন্মাদি-লীলানাং প্রাকট্যে হেতুরুত্তমঃ॥ তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ পীড্যমানেষু দানবৈঃ। প্রিয়েষু করুণাপাত্র হেতুরিত্যুক্তমেব হি॥ ভূমিভারাপহারায় ব্রহ্মাদ্যৈস্ত্রিদশেশ্বরৈঃ। অভ্যর্থনন্তু যত্তস্য তদ্ভবেদানুষঙ্গিকম্। চেদস্যাপি দিদৃক্ষেরন্ উৎকণ্ঠার্ত্তা নিজ-প্রিয়াঃ। তাং তাং লীলাং ততঃ কৃষ্ণো দর্শয়েৎ তান্ কৃপানিধিঃ॥

গৌরকৃপা-প্রভাবেই অনাদ্যন্ত গৌরলীলা-বর্ণনে যোগ্যতা—

চৈতন্যকথার আদি, অন্ত নাহি দেখি।
তাঁহান কৃপায় যে বোলান, তাহা লিখি ॥ ৫৩ ॥

গ্রন্থকারের স্বাভাবিক দৈন্যোক্তি-জ্ঞাপন—

ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্র-পদে নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ৫৪ ॥

কৈরপি প্রেমবৈবশ্যভাগ্ভির্ভাগবতোত্তমৈঃ। অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে॥ ততঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছা-প্রকাশয়া। সোঽভিব্যক্তো ভবেন্নেত্রে ন নেত্রবিষয়স্ততঃ॥"

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ যেমন আদি বা জন্মবিহীন (পূর্ব্বকোটি-রহিত), তাঁহার জন্মাদি-লীলাও তদ্রূপ অনাদি; কেবল নিরঙ্কুশ-স্বেচ্ছা-ক্রমেই ভগবান্ মুকুন্দ প্রপঞ্চে পুনঃ পুনঃ ঐ জন্মাদি-লীলা প্রকটিত করাইয়া থাকেন। তিনি 'অজ' অর্থাৎ জন্মবিহীন হইয়াও জাত হইয়াছিলেন অর্থাৎ জন্ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। যদি বলা যায়, 'একই জনের অজত্ব ও জন্মিত্ব ত' পরস্পর বিরুদ্ধ?' এই আশঙ্কা পরিহার করিয়া বলিতেছেন,—শ্রীভগবান্ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য-বৈভবশালী অর্থাৎ স্বরূপগুণবিভূতিশীল বৈকুণ্ঠবস্তু ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে লেশমাত্রও বিকার না থাকায় তাঁহাদের অজত্ব, এবং প্রাকৃত ধাতুযোগ অর্থাৎ শুক্রশোণিত-সঙ্গম ব্যতিরেকে পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় শুদ্ধসত্ত্বহৃদয়ে আবির্ভাব-হেতু তাঁহাদের জন্মিত্ব—যুগপৎ সিদ্ধ। অনল যেমন সেই সেই স্থলে তেজোরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও কোনও কারণ অবলম্বন করিয়াই মণি ও কাষ্ঠাদি হইতে উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও কোন কালবিশেষে কোন কারণবশতঃ অনাদি ও অদ্ভুত জন্মাদি-লীলা প্রাদুর্ভূত করিয়া থাকেন। স্বীয় লীলা-কীর্ত্তি-বিস্তার-নিবন্ধন সাধক-ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছাই তাঁহার জন্মাদিলীলা-প্রাকট্যের মুখ্য-কারণ; বিশেষতঃ, ভীষণতর দানবগণকর্ত্তৃক নিপীড্যমান বসুদেবাদি প্রিয়তম ভক্তগণের প্রতি করুণাও তাঁহার আবির্ভাবের মুখ্য হেতু। অদ্যাপি পৃথিবীর ভার-হরণার্থ ব্রহ্মাদি [illegible]ধিপতি দেবগণের যে স্তুতি, উহা তাঁহার আবির্ভাবের আনুষঙ্গিক অর্থাৎ গৌণ-কারণ। যদি তাঁহার কোন কোন নিজ প্রিয়জন উৎকণ্ঠার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও কৃপানিধি কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেই সেই লীলা তাঁহাদিগকে দেখাইয়া থাকেন। অদ্যাপি কোন কোন প্রেমভক্তিবিবশ ভাগ্যবান্ ভাগবতোত্তম বৃন্দাবনে ক্রীড়াশীল শ্রীকৃষ্ণের দর্শনসুখ লাভ করেন। অতএব সেই ভগবান্ই স্বেচ্ছায় প্রকাশমানা স্বয়ংপ্রকাশ-শক্তিদ্বারা নয়নের গোচরীভূত হন, কিন্তু জড়নেত্রের 'বিষয়' বলিয়া জড়নেত্রে অভিব্যক্ত হন না।" (ঐ ৪২৭ সংখ্যায়—) "তথৈব চ পুরাণেষু শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু। শ্রূয়তে কৃষ্ণলীলানাং নিত্যতা স্ফুটমেব হি॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—

"অত্র প্রত্যবতিষ্ঠন্তে,—লীলায়াঃ ক্রিয়াত্বাৎ প্রত্যংশ-মপ্যারম্ভপূর্ত্তিভ্যাং তস্যাঃ সিদ্ধিবাচ্যা, তে বিনা তৎস্বরূপং ন সিধ্যেৎ, তথা চ তদুভয়বত্ত্বেন বিনাশধ্রৌব্যাৎ কথং সা নিত্যেতি? অত্রোচ্যতে,—পরেশে হরৌ "একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি" (গোঃ তাঃ পূঃ ২০), "একানেক-স্বরূপায়" (বিঃপুঃ১।২।৩) ইত্যাদি প্রামাণ্যেন আকারানন্ত্যাৎ, "স একধা ভবতি ত্রিধা" (ছাঃ উঃ ৭।২৬।২) ইত্যাদি প্রামাণ্যেন পার্ষদানন্ত্যাৎ, "পরমং পদমবভাতি ভূরি" (ঋক্ ১।৫৪।৬) ইত্যাদিপ্রামাণ্যেন স্থানানন্ত্যাচ্চ নানিত্যত্বং তস্যাঃ। তত্তদাকারাদিগতয়োস্তত্তদারম্ভপূর্ত্ত্যোঃ সত্ত্বেঽপ্যেকত্রৈকত্র তত্ত-ল্লীলাংশা যাবৎ সমাপ্যন্তে ন বা, তাবদেবান্যত্রান্যত্রারভ্যন্তে ভবেয়ুরিত্যেবমবিচ্ছেদাৎ সিদ্ধং নিত্যত্বম্। নন্বস্তু অবি-চ্ছেদঃ, পৃথগারম্ভাৎ অন্যত্বং দুর্নিবারমিতি চেৎ? উচ্যতে,—কালভেদেনোদিতানামপ্যেকরূপাণাং লীলানামৈক্যং, যথা—'দ্বিঃ পাকোঽনেন কৃতো, ন তু দ্বৌ পাকাবিতি, দ্বির্গো-শব্দোঽয়মুচ্চারিতো, ন তু দ্বৌ গো-শব্দাবিতি' (ব্রঃ সূঃ ১।৩। ২৮—শঃ ভাঃ, ও ৩।৩।১১—গোঃ ভাঃ) পাকৈক্যং শব্দৈক্যঞ্চ মন্যন্তে, তদ্বৎ তত্তদাকারাদীনাং চতুর্ণামৈক্যাচ্চ ন কাচিচ্ছঙ্কা। ইত্থঞ্চ 'একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যন্ত-রাত্মা' ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ।"

অর্থাৎ, এইস্থলে প্রতিপক্ষ হইতেছে যে, লীলাটী ক্রিয়া-বিশেষ বলিয়া, আরম্ভ ও পূরণ-দ্বারাই লীলার সিদ্ধি বলা যাইতে পারে, তদ্ব্যতীত লীলার স্বরূপ সিদ্ধ হইতে পারে না; বিশেষতঃ,আরম্ভ ও সমাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া বিনাশেরই নিশ্চয়তা-নিবন্ধন লীলা কি-প্রকারে নিত্যা হইতে পারে?' তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, "ভগবান্ বিষ্ণু—এক হইয়াও বহুরূপে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরচন্দ্রস্য কোষ্ঠীগণন-বর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রকাশিত", "ভগবান্ বিষ্ণু—এক ও অনেক" ইত্যাদি গোপালতাপনী ও বিষ্ণুপুরাণাদির প্রমাণবাক্য-দ্বারা ভগবদাকারের আনন্ত্য, আবার, "তিনি—একপ্রকার, তিনপ্রকার" ইত্যাদি ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌বাক্যদ্বারা ভগবৎপার্ষদগণেরও আনন্ত্য, আবার, "কৃষ্ণের সেই পরমপদ প্রচুররূপে প্রকাশ পাইতেছে" এই ঋঙ্‌মন্ত্রদ্বারা ভগবল্লীলাস্থানেরও আনন্ত্য,—এই সব আনন্ত্য-নিবন্ধন লীলার অনিত্যতা ঘটিতেছে না। সেই সেই আকারগত ও প্রকাশগত সেই সেই লীলার আরম্ভ ও পূরণ-সত্ত্বেও এক-এক-স্থলে সেই সেই লীলাংশ যাবৎকাল-পর্য্যন্ত সমাপ্ত বা অসমাপ্ত হয়, তাবৎকাল-পর্য্যন্ত অন্যত্র সেইসকল লীলা আরব্ধ হইতে থাকে; এইরূপ বিচ্ছেদ না ঘটাতেই 'লীলার নিত্যত্ব' সিদ্ধ হইতেছে। যদি বল, লীলার অবিচ্ছেদ ঘটুক, আপত্তি নাই, কিন্তু পৃথক্ আরম্ভ-হেতু লীলার সমাপ্তিও ত' অবশ্যম্ভাবী? তাহার উত্তর এই যে, কালভেদে কথিত হইলেও একই-রূপবিশিষ্ট লীলাসমূহের ঐক্যই স্বীকৃত; (শাঙ্কর ও গোবিন্দ-ভাষ্যে—) যেমন, 'কোন ব্যক্তি পাক করিয়াছে, পাক করিয়াছে' দুইবার বলা হইলেও একই পাকক্রিয়ার দুইবার অনুষ্ঠান ব্যতীত পাকদ্বয় বুঝা যায় না, অথবা, যেমন 'গৌঃ', 'গৌঃ' বলিয়া দুইবার উচ্চারণ করিলেও একই গো-শব্দের দুইবার উচ্চারণ ব্যতীত দুইটী গরু বুঝা যায় না, তদ্রূপ তাঁহার চতুর্ব্বিধ আকারাদিরও ঐক্যনিবন্ধন, কোন আশঙ্কা নাই। "একমাত্র সেই ভগবান্ বিষ্ণুই নিত্যলীলানুরক্ত ভক্তব্যাপক, এবং ভক্তগণের হৃদয়ে আত্মরূপে বিরাজ করেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও এইরূপই উদাহৃত আছে।

ভা ৩।২।১৫, ১০।৯।১৩, ১০।১৪।২২ ও ১১।০।২৬ এবং (বৃহদ্বৈষ্ণবে—)"নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্যমূর্ত্তির্জগৎপতিঃ। নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যৈশ্বর্য্যসুখানুভূঃ॥" (পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৭৩।১৭,২৫—) "পশ্য ত্বাং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্", "ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণকারণম্। সত্যং ব্যাপি পরানন্দং চিদ্ঘনং শাশ্বতং শিবম্॥" "অনামরূপ এবায়ং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। অকর্ত্তেতি চ যো বেদৈঃ স্মৃতিশ্চাভিধীয়তে॥" "সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোঽধোক্ষজোঽপ্যসৌ। নিজশক্তেঃ প্রভাবেণ স্বং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ॥" (মহাভাঃ শাঃ পঃ ৩৪১ অঃ ৪৩-৪৪—)"এতৎ ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে। ইচ্ছন্ মুহূর্ত্তাৎ নশ্যেয়ম্ ঈশোঽহং জগতাং গুরুঃ॥ মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈব ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি॥" (বাসুদেবোপনিষৎ ৬।৫—) "মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিবর্জ্জিতম্। স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্॥" (বাসুদেবাধ্যাত্মে—) "অপ্রসিদ্ধেস্তদ্‌গুণানাম্ অনামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ। অপ্রাকৃতত্বাদ্রূপস্যাপ্যরূপোঽসাবুদীর্য্যতে॥ সম্বন্ধেন প্রধানস্য হরের্নাস্ত্যেব কর্ত্তৃতা। অকর্ত্তারমতঃ প্রাহুঃ পুরাণং তং পুরাবিদঃ।" (নারায়ণাধ্যাত্মে—) "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্ ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥"

আবির্ভাব-তিরোভাব,—(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—) "অনাদেয়মহেয়ঞ্চ রূপং ভগবতো হরেঃ। আবির্ভাবতিরোভাবাবস্যোক্তে গ্রহ-মোচনে॥ (ভা ৪।২৩।১১ শ্লোকের শ্রীমধ্বকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্যে—) "আবির্ভাব-তিরোভাবৌ জ্ঞানস্য জ্ঞানিনোঽপি তু। অপেক্ষ্যাজ্ঞস্তথা জ্ঞানমুৎপন্নমিতি চোচ্যতে॥"

কহে 'বেদ',—"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি," "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" (গোঃ তাঃ পূঃ ২০-২১); "স একধা ভবতি ত্রিধা" (ছাঃ উঃ ৭।২৬।১),"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা" (গী ৪।৬) ইত্যাদি উপনিষদ্‌বচন দ্রষ্টব্য।

ভগবানের লীলা—অলাতচক্রের ন্যায় অপরিচ্ছিন্না ও অপ্রতিহতা, কর্ম্মফলভোগীর বিকৃত-ধারণোত্থ নশ্বর-কালক্ষোভ্য ক্রিয়া নহে। শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ নিত্যবস্তুর প্রপঞ্চে শুভাগমন ও প্রপঞ্চ হইতে অপ্রকাশ প্রভৃতি শব্দদ্বারা বেদশাস্ত্র অনিত্যজগতে নিত্যলীলারই 'অভ্যুদয়' হয় বলিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেব—অসীম পূর্ণবস্তু, তদভিন্ন কথারও প্রারম্ভ বা শেষ নাই। তিনি—স্বতন্ত্রেচ্ছ ও জীবের নিয়ামক, সুতরাং তিনি যাহা স্ফূর্ত্তি করাইতেছেন, তাহাই আমি শ্রৌতপন্থায় লিখিতেছি॥ ৫২-৫৩॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গৌরহরির বাল্যচরিত্র, শিশুরূপী গৌরের নিষ্ক্রমণ, নামকরণ এবং চৌরদ্বয়-কর্ত্তৃক বালক নিমাইর অপহরণ ও বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া স্বগৃহভ্রমে মিশ্রভবনে আগমনপূর্ব্বক চৌরদ্বয়ের বালককে প্রত্যর্পণ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শচী ও জগন্নাথের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া গৌরচন্দ্র দিন দিন অদ্ভুত বাল্যলীলা-সমূহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীবিশ্বরূপ ও গৌরহরিকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। বাৎসল্যরসাপ্লুত আপ্তবর্গ গৌর-গোপালকে 'বিষ্ণুরক্ষা', 'দেবীরক্ষা', 'অপরাজিতা-স্তোত্র' ও 'নৃসিংহ-মন্ত্রাদি'দ্বারা রক্ষা করিবার ব্যগ্রতা দেখাইয়া স্ব-স্ব ভগবৎপ্রীতি-পরাকাষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিলেন। নিষ্ক্রমণ-সংস্কারোপলক্ষে বাদ্যগীতাদি-সহকারে শচীদেবী স্বজন-পরিবেষ্টিত হইয়া গঙ্গা ও ষষ্ঠীপূজা-সম্পাদনের অভিনয়দ্বারা স্বীয় শুদ্ধবাৎসল্য-রস-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। বালকরূপী গৌর ক্রন্দনচ্ছলে সকলের মুখ হইতে 'হরিনাম' আদায় করিয়া শচীভবনকে সর্ব্বদা কৃষ্ণকোলাহলে মুখরিত করিতেন। কোন দিন বা 'চারি মাসের বালক' গৌর-গোপাল জনক-জননীর অনুপস্থিতি-কালে গৃহের যাবতীয় সামগ্রী ভূতলে বিক্ষিপ্ত করিবার পর জননীর আগমন বুঝিবা-মাত্র শয্যোপরি শয়ান থাকিয়া রোদন করিতে থাকিতেন। শচীমাতা হরিধ্বনি-দ্বারা বালকের ক্রন্দন নিবৃত্ত করিবার পর গৃহের ঐরূপ অবস্থা দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। জগন্নাথমিশ্র প্রভৃতি অন্যান্য বৎসল-রসিকগণও প্রেমের স্বভাব-বশতঃ চারি মাসের বালকের পক্ষে এইরূপ কার্য্য সম্ভব নহে জানিয়া, [illegible] কোন দানব 'রক্ষা-মন্ত্রে' সংরক্ষিত শিশুর বিঘ্ন করিতে অসমর্থ হইয়া গৃহসামগ্রীর অপচয়-সাধন-দ্বারা স্বীয় ক্রোধ-পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে, স্থির করিতেন। ক্রমে নিমাইর নামকরণ-সংস্কার-কাল উপস্থিত হইলে, বিজ্ঞবর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও গৌরপ্রীতি-পরায়ণা পতিব্রতাগণ নামকরণোৎসব-দিবসে শচীভবনে সমুপস্থিত হইলেন। বালকের আবির্ভাবে সর্ব্বদেশ প্রফুল্লিত, সর্ব্বদুঃখ বিদূরিত, জগৎশস্যক্ষেত্রোপরি ভক্তিকাদম্বিনী-ধারা বর্ষিত ও কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হইয়াছে বলিয়া বিজ্ঞগণ বিচারপূর্ব্বক গৌরহরির 'বিশ্বম্ভর'-নাম রাখিলেন। অন্যান্য অবতারেও বিশ্বপালনকর্ত্তা শ্রীভগবানের 'বিশ্বম্ভর'-নাম দৃষ্ট হয়। কোষ্ঠীর গণনানুসারেও গৌরহরি বিষ্ণুর অবতার-সমূহের মূল-দীপস্বরূপ স্বয়ংরূপ তত্ত্ব বলিয়া নিরূপিত হইলেন। বাৎসল্যরসাপ্লুতা পতিব্রতাগণ বালকের 'চিরায়ু' কামনা করিয়া যমের মুখে তিক্তবোধক 'নিম্ব' হইতে 'নিমাই'-নাম রাখিলেন। অতএব বিবুধগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত 'বিশ্বম্ভর'-নামটী—'আদি' এবং পতিব্রতাগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত 'নিমাই' নামটী—দ্বিতীয়। নামকরণ-সময়ে বালকের রুচি পরীক্ষা করিবার প্রণালী-অনুসারে যখন জগন্নাথমিশ্র নিমাইর সম্মুখে ধান্য, খই, স্বর্ণ, রজত ও শ্রীমদ্ভাগবত উপস্থাপিত করিলেন, নিমাই তখন বৈশ্যোচিত স্বভাবের অনুকূল ধান্য, খই, স্বর্ণ, রজত প্রভৃতি বাণিজ্য-দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া 'শ্রীমদ্ভাগবত' ধারণ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তের পরিচয় প্রদান করিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নিমাই জানু-চংক্রমণ-লীলা-দ্বারা সকলকেই মোহিত করিতে লাগিলেন। একদিন অঙ্গনে শেষ-সর্পকে দেখিয়া গৌর-নারায়ণ তাঁহাকে লইয়া কিছুক্ষণ খেলা করিয়া ও কুণ্ডলীকৃত সর্পের উপর শয়ন করিয়া স্বীয় শেষ-শায়ি-লীলা প্রদর্শন করিলেন। সর্প হইতে নিমাইর বিপদাশঙ্কায় ভীত হইয়া সকলে ক্রন্দন করিতে থাকায় সর্প আপনিই চলিয়া গেল। নিমাইর অপরূপ-রূপ-দর্শনে নিমাইকে 'মহাপুরুষ' বলিয়া শচী ও জগন্নাথের ধারণা হইল। বালক নিমাই 'হরিধ্বনি' শ্রবণ করিবা-মাত্র সহাস্যবদনে নৃত্য করিতে থাকিতেন। যেকাল পর্য্যন্ত উক্ত হরিধ্বনি শ্রবণ করিতে না পাইতেন, সেকাল পর্য্যন্ত বালক কিছুতেই ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত হইতেন না। সুতরাং উষঃকাল হইতেই নারীগণ বালককে বেষ্টন করিয়া করতালির সহিত উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকিতেন এবং নিমাইও নৃত্য ও ধূলায় গড়াগড়ি দিতেন। পরিচিত বা অপরিচিত, সকল লোকই প্রচুর রূপে

আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'সন্দেশ', 'কলা' প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিলে, প্রভুও সেইসকল সামগ্রী লইয়া আসিয়া যে-সকল নারী হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেন, তাঁহাদিগকে প্রসাদস্বরূপ ঐ-সকল প্রদান করিতেন। কখনও বা, নিমাই প্রতিবেশি-দিগের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাদিগের গৃহস্থিত দুগ্ধ বা অন্ন প্রভৃতি পান বা ভোজন করিয়া গৃহদ্রব্যাদি নষ্ট করিবার লীলা প্রদর্শন করিতেন। একদিন নিমাই বাটীর বাহিরে ক্রীড়া করিতেছিলেন; বালকরূপী গৌরের শ্রীঅঙ্গস্থিত অলঙ্কারের লোভে দুইটী চোর তাঁহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়, পরে বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া তাহারা নিজেরাই তাঁহাকে শ্রীজগন্নাথের গৃহে পুনরায় রাখিয়া গেল, কিন্তু প্রভুর নিকট চৌরাপহরণ-বৃত্তান্ত শুনিয়াও মিশ্রপ্রমুখ উপস্থিত কোন ব্যক্তিই প্রভুর মায়ায় প্রভুর লীলা বুঝিতে পারিলেন না (গৌঃ ভাঃ)।

জয় জয় কমল-নয়ন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় তোমার প্রেমের ভক্তবৃন্দ ॥ ১ ॥

নিরন্তর সেবনার্থ গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক প্রভুর নিষ্কপট-কৃপা-দৃষ্টি-প্রার্থনা—

হেন শুভ-দৃষ্টি প্রভু করহ অ-মায়ায়।
অহর্নিশ চিত্ত যেন ভজয়ে তোমায় ॥ ২ ॥

সূতিকা-গৃহে প্রভুর লীলা; প্রভুমুখ-দর্শনে বিপ্রদম্পতির মহানন্দ—

হেনমতে প্রকাশ হইল গৌরচন্দ্র।
শচী-গৃহে দিনে-দিনে বাড়য়ে আনন্দ ॥ ৩ ॥
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি' ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
আনন্দ-সাগরে দোঁহে ভাসে অনুক্ষণ ॥ ৪ ॥

অপ্রাকৃত-স্নেহময় শ্রীবিশ্বরূপকর্ত্তৃক প্রভুকে অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক সেবন—

ভাইরে দেখিয়া বিশ্বরূপ ভগবান্।
হাসিয়া করেন কোলে আনন্দের ধাম ॥ ৫ ॥

স্নেহাতিশয্যবশে আত্মীয়-স্বজনগণের প্রভুকে সর্ব্বক্ষণ আবেষ্টন—

যত আপ্তবর্গ আছে সর্ব্ব পরিকরে।
অহর্নিশ সবে থাকি' বালকে আবরে ॥ ৬ ॥

শিশু-প্রভুর বিপন্নাশার্থ ও রক্ষণার্থ 'রক্ষা'-মন্ত্রাবৃত্তি—

'বিষ্ণু-রক্ষা' পড়ে কেহ 'দেবী-রক্ষা' পড়ে।
মন্ত্র পড়ি' ঘর কেহ চারিদিগে বেড়ে ॥ ৭ ॥

হরিনামকীর্ত্তন-শ্রবণে শিশুপ্রভুর ক্রন্দন নিবৃত্তি—

তাবৎ কান্দেন প্রভু কমললোচন।
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ ॥ ৮ ॥

উক্ত রহস্য-মর্ম্ম বুঝিয়া সকলেরই তদনুসরণ—

পরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন ॥ ৯ ॥

প্রভুকে সকলের দ্বারাই অনুক্ষণ আবেষ্টিত-দর্শনে দেবগণের কৌতুক-ভয়-প্রদর্শন—

সর্ব্ব-লোকে আবরিয়া থাকে সর্ব্বক্ষণ।
কৌতুক করয়ে যে রসিক দেবগণ ॥ ১০ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

কমল-নয়ন,—অরবিন্দাক্ষ, পদ্মপলাশ-লোচন।

শ্রীগৌরাঙ্গের জয় ও তাঁহার প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন ভক্ত-গণের জয়। কতিপয় কনিষ্ঠ ভক্ত তাহা বুঝিতে না পারিয়া কেবলমাত্র মহাপ্রভুরই জয় দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার প্রেম-ময় ভক্তগণের জয় উচ্চারণ না করিয়া মাৎসর্য্যবশে স্ব-স্ব-নারকী চিত্তবৃত্তির পরিচয় দেন। ঐ সকল অভক্তের সঙ্কীর্ণতা নষ্ট করিবার জন্যই বৈষ্ণবাচার্য্য গ্রন্থকার ভগবৎপরিকর-জ্ঞানে ভক্তের জয় গান করেন ॥ ১ ॥

অমায়া,—নিরস্তকুহক, নির্ব্যলীক, অকৈতব বা নিষ্কপট; ভা ১।৩।৩৮ শ্লোকস্থিত 'অমায়য়া'-পদের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামি-পাদ 'অকুটিলভাবেন' লিখিয়াছেন। মায়া-প্রতারিত আবৃত ও বিক্ষিপ্ত অক্ষজ-দর্শনে জীবের ভোগ, কিন্তু ভগবৎপ্রপত্তিতে

কোন দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সাম্ভায়।
ছায়া দেখি' সবে বোলে,—'এই চোর যায়'॥১১॥

দেবগণের ছায়া বা সূক্ষ্মদেহ-দর্শনে ভীত আত্মীয়গণের শ্রীনৃসিংহ ও চণ্ডীস্তব-পাঠ—

'নরসিংহ' 'নরসিংহ' কেহ করে ধ্বনি।
'অপরাজিতার স্তোত্র' কারো মুখে শুনি॥ ১২॥

মন্ত্রদ্বারা শচীগৃহ-বেষ্টন—

নানা-মন্ত্রে কেহ দশ দিক্ বন্ধ করে।
উঠিল পরম কলরব শচী-ঘরে॥ ১৩॥

দেবগণের প্রভুদর্শনার্থ আগমন ও দর্শনান্তে নির্গমন-দর্শনে সকলের চৌর-ভ্রম—

প্রভু দেখি' গৃহের বাহিরে দেব যায়।
সবে বোলে,—'এইমত আসে ও পালায়'॥ ১৪॥

কেহ বোলে,—'ধর, ধর, এই চোর যায়'।
'নৃসিংহ' 'নৃসিংহ' কেহ ডাকয়ে সদায়॥ ১৫॥

নৃসিংহ-মন্ত্রবিৎ বৈদ্যকর্ত্তৃক ছায়ারূপী দেবতাকে শাসন, দেবতার গোপনে কৌতুক-হাস্য—

কোন ওঝা বোলে,—'আজি এড়াইলি ভাল।
না জানিস্ নৃসিংহের প্রতাপ বিশাল॥' ১৬॥
সেইখানে থাকি' দেব হাসে অলক্ষিতে।
পরিপূর্ণ হইল মাসেক এইমতে॥ ১৭॥

মাসান্তে **নিষ্ক্রমণ-সংস্কার;** বাদ্যগীতাদির মধ্যে শচীর গঙ্গাস্নান—

বালক-উত্থান-পর্ব্বে যত নারীগণ।
শচী-সঙ্গে গঙ্গা-স্নানে করিলা গমন॥ ১৮॥

অনাবৃত, অবিক্ষিপ্ত, শুদ্ধ-বৈকুণ্ঠ-দর্শনে ভোগরাহিত্য সূচিত হয়; উহাই কৃষ্ণের 'অমায়ায়' শুভদৃষ্টি বা কৃপা-প্রসাদ। তৎফলে জীব সর্ব্বক্ষণ নির্ম্মল শুদ্ধসত্ত্ব-চিত্তে ভগবানের নির্ম্মল সেবা করিতে সমর্থ হয়। এই পদ্যে গ্রন্থকারের আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা সূচিত হইতেছে॥ ২॥

ব্রাহ্মণী,—শচীদেবী, এবং ব্রাহ্মণ,—পুরন্দর বা জগন্নাথ-মিশ্র॥ ৪॥

আবরে,—আবরণ বা বেষ্টন করিয়া রক্ষা করে॥ ৬॥

বিষ্ণুরক্ষা,—বিষ্ণুকর্ত্তৃক সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশপূর্ব্বক রক্ষণীয়-বস্তুকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর স্তবমন্ত্র-পাঠ। দেবীরক্ষা,—দেবীকর্ত্তৃক রক্ষণীয় বস্তুর রক্ষা-কল্পে দুর্গার স্তবমন্ত্র-পাঠ। বেড়ে,—অর্থাৎ বেষ্টন করে॥ ৭॥

রহেন,—থামেন, বিরত হন; (অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গে এই অর্থেই ক্রিয়া-পদটী ব্যবহৃত হয়)॥ ৮॥

হরিনাম উচ্চারণ না করিলেই প্রভুর ক্রন্দন-বৃদ্ধি এবং হরিনাম উচ্চারণ করিলেই প্রভুর ক্রন্দন-নিবৃত্তি হয়,—সকলেই এইরূপ ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট হরিনাম গ্রহণ করিতেন। "যাঁহারে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥" এই মহাভাগবত-লক্ষণ মহাপ্রভু রামানন্দ-বসুকে পরে স্পষ্টভাবে জানাইয়াছিলেন॥ ৯॥

ভগবান্ গৌরহরি সর্ব্বদা বহুলোক-বেষ্টিত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি শিশুকাল হইতেই বহুলোকের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণনাম-যজ্ঞানুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করেন। অশোকাভয়ামৃতাধার সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন সাক্ষাদ্ভগবানের অতি-নিকটে অবস্থান-সত্ত্বেও প্রভুর আপ্তবর্গকে বিঘ্ন-ভীত দেখিয়া কৌতুক-রস-রসিক দেবগণ একটু কৌতুক করিবার উদ্দেশে তাহাদিগকে আরও ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন॥ ১০॥

সাম্ভায়,—'সামায়' বা 'সান্ধায়' অর্থাৎ প্রবেশ করে॥ ১১॥

বিপদুদ্ধারের জন্য তৎকালে শ্রীনৃসিংহ-নামোচ্চারণ-প্রথা প্রচলিত ছিল; আবার শক্তি-উপাসনা-প্রিয় কেহ কেহ অপরাজিতা-দেবী-স্তোত্রও পাঠ করিতেন॥ ১২॥

বিঘ্নপ্রবেশ-রহিত করিবার উদ্দেশে তৎকালে আভিচারিক মন্ত্রের দ্বারা দশদিক্ আবদ্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল॥১৩॥

পাঠান্তরে, "সবে বোলে, এই জাতহারিণী পলায়"॥১৪॥

ওঝা,—উপাধ্যায়-শব্দের অপভ্রংশ, ভূতপ্রেত বা সর্পের চিকিৎসক মন্ত্রবিৎ পণ্ডিত। নৃসিংহমন্ত্রের বিশাল প্রতাপ—ভূত-প্রেতাদি অপদেবযোনির পক্ষে অত্যন্ত প্রচণ্ড ও অসহ্য॥

বালকোত্থান পর্ব্ব,—নিষ্ক্রমণ-সংস্কার। পুরাকালে শিশুর জন্মাবধি প্রসূতিকে চারিমাসকাল প্রসব(সূতিকা)-গৃহে বাস করিতে হইত। এই পর্ব্ব 'সূর্য্যদর্শন-সংস্কার'-নামেও কথিত হইত। বর্ত্তমান-কালে, দ্বিজাতির একবিংশতি-দিবসে এবং শূদ্রের একমাস-কাল জননাশৌচ স্থিরীকৃত হইয়াছে। শ্রীম-

বাদ্য-গীত-কোলাহলে করি' গঙ্গা-স্নান।
আগে গঙ্গা পুজি' তবে গেলা 'ষষ্ঠীস্থান' ॥ ১৯ ॥

পুত্রৈককল্যাণকামিনী শচীমাতার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন—

যথাবিধি পুজি' সব দেবের চরণ।
আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ ॥ ২০ ॥

সকল-নারীকে স্ত্রী-আচার দ্বারা যথাযোগ্য সম্মান—

'খই, কলা, তৈল, সিন্দুর, গুয়া, পান।
সবারে দিলেন আই করিয়া সম্মান ॥ ২১ ॥

নারীগণের শিশুপ্রভুকে আশীর্ব্বাদান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন—

বালকেরে আশিষিয়া সর্ব্ব-নারীগণ।
চলিলেন গৃহে, বন্দি' আইর চরণ ॥ ২২ ॥

প্রভু-কৃপা ব্যতীত প্রভুর শৈশবলীলার দুর্জ্ঞেয়ত্ব—

হেনমতে বৈসে প্রভু আপন-লীলায়।
কে তানে জানিতে পারে, যদি না জানায় ॥২৩॥

ক্রন্দনচ্ছলে সকলকে হরিনামোচ্চারণে প্রবর্ত্তন—

করাইতে চাহে প্রভু আপন-কীর্ত্তন।
এতদর্থে করে প্রভু সঘনে রোদন ॥ ২৪ ॥

নারীগণের সান্ত্বনা-সত্ত্বেও প্রভুর ক্রন্দন-বৃদ্ধি—

যত যত প্রবোধ করয়ে নারীগণ।
প্রভু পুনঃ পুনঃ করি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৫ ॥

হরিনামোচ্চারণ-মাত্রেই প্রভুর ক্রন্দন-নিবৃত্তি ও সহাস্য অবলোকন—

'হরি হরি' বলি' যদি ডাকে সর্ব্বজনে।
তবে প্রভু হাসি' চা'ন শ্রীচন্দ্রবদনে ॥ ২৬ ॥

প্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে তৎসন্তোষণার্থ সকলের হরিনাম-কীর্ত্তন—

জানিয়া প্রভুর চিত্ত সর্ব্বজন মেলি'।
সদাই বলেন 'হরি' দিয়া করতালি ॥ ২৭ ॥

শচীগৃহে নিরন্তর হরিধ্বনি—

আনন্দে করয়ে সবে হরিসঙ্কীর্ত্তন।
হরিনামে পূর্ণ হৈল শচীর ভবন ॥ ২৮ ॥

গৌর-গোপালের গুপ্ত-লীলা—

এইমতে বৈসে প্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
গুপ্তভাবে গোপালের প্রায় কেলি করে ॥২৯॥

সকলের অনুপস্থিতি-কালে গোপনে ইতস্ততঃ গৃহদ্রব্যাদি-বিক্ষেপণ—

যে-সময়, যখন না থাকে কেহ ঘরে।
যে-কিছু থাকয়ে ঘরে, সকল বিথারে ॥ ৩০ ॥
বিথারিয়া সকল ফেলায় চারি-ভিতে।
সর্ব্বঘর ভরে তৈল, দুগ্ধ, ঘোল, ঘৃতে ॥ ৩১ ॥

শচীর আগমন বুঝিয়া প্রভুর ক্রন্দন-ভাণ—

'জননী আইসে',—হেন জানিয়া আপনে।
শয়নে আছেন প্রভু করেন রোদনে ॥ ৩২ ॥

গৃহে আসিয়া শচীর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দ্রব্যাদি-দর্শন—

'হরি হরি' বলিয়া সান্ত্বনা করে মা'য়।
ঘরে দেখে, সব দ্রব্য গড়াগড়ি যায় ॥ ৩৩ ॥
'কে ফেলিল সর্ব্বগৃহে ধান্য, চালু, মুদ্গ ?'
ভাণ্ডের সহিত দেখে ভাঙ্গা দধি দুগ্ধ ॥ ৩৪ ॥

গৃহে একমাত্র শিশু-প্রভুর অবস্থান-হেতু সকলের তৎকারণ-নির্দ্দেশাসামর্থ্য—

সবে চারি-মাসের বালক আছে ঘরে।
'কে ফেলিল ?'—হেন কেহ বুঝিতে না পারে ॥

গৃহে ক্রমশঃ সকলের সমাগম ; ক্ষতিকারক পুরুষান্তরের আগমন-প্রমাণাভাব—

সব পরিজন আসি' মিলিল তথায়।
মনুষ্যের চিহ্নমাত্র কেহ নাহি পায় ॥ ৩৬ ॥

মহাপ্রভুর সমকালে একমাস-কাল জননাশৌচ-পালন-প্রথা প্রচলিত ছিল ('পরিপূর্ণ হইল মাসেক এইমতে'—১৭শ সংখ্যা)। পরবর্ত্তিকালে কোন-কোন-স্থলে (আউলিয়া-দলে) রামশরণ-পালের স্ত্রী 'সতী-মা'র দোহাই দিয়া 'হরিলুটের ছলে' বলিয়া সদ্য সদ্য আতুর-ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার প্রথাও দেখা যায় ॥ ১৮ ॥

ষষ্ঠী,—কল্পিত গ্রাম্য-দেবতা-বিশেষ। সন্তানের অল্পায়ু-নিবারণোদ্দেশে উহার ষষ্টিবর্ষ-ব্যাপি আয়ু বা জীবন-প্রাপ্তির ইচ্ছা-মূলে একটী গ্রাম্য-দেবতা কল্পনা করিয়া উহার পূজা করিবার রীতি আছে। কেহ কেহ বলেন,—শিশুর জন্মাবধি ষষ্ঠ-দিবসে ষষ্ঠীদেবীর পূজান্তে নিষ্ক্রমণ-সংস্কার সম্পন্ন হয়। অশ্বত্থ বা বট-বৃক্ষাদির নিম্নে মার্জ্জারোপরি আসীনা

ভূতপ্রেতাদি অপদেবযোনির দৌরাত্ম্যাশঙ্কা—

কেহ বোলে,—'দানব আসিয়াছিল ঘরে।
'রক্ষা' লাগি' শিশুরে নারিল লঙ্ঘিবারে ॥ ৩৭ ॥
শিশু লঙ্ঘিবারে না পাইয়া ক্রোধ-মনে।
অপচয় করি' পলাইল নিজ-স্থানে ॥' ৩৮ ॥

আধিদৈবিক দুর্ব্বিপাক-জ্ঞানে মিশ্রের মৌনাবলম্বন—

মিশ্র-জগন্নাথ দেখি' চিত্তে বড় ধন্দ।
'দৈব' হেন জানি' কিছু না বলিল মন্দ ॥ ৩৯ ॥

বহুক্ষতি সত্ত্বেও মিশ্র ও শচীর প্রভু-দর্শনে শোকত্যাগ—

দৈবে অপচয় দেখি' দুইজনে চাহে।
বালকে দেখিয়া কোন দুঃখ নাহি রহে ॥ ৪০ ॥

নামকরণ-সংস্কার—

এইমত প্রতিদিন করেন কৌতুক।
নাম করণের কাল হইল সম্মুখ ॥ ৪১ ॥

চক্রবর্ত্তিপ্রমুখ আত্মীয়-স্বজনগণের উপস্থিতি—

নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তী-আদি বিদ্যাবান্।
সর্ব্ব-বন্ধুগণের হইল উপস্থান ॥ ৪২ ॥

সতী-সাধ্বী নারীগণের সম্মিলন—

মিলিলা বিস্তর আসি' পতিব্রতাগণ।
লক্ষ্মীপ্রায় দীপ্তা সবে সিন্দুরভূষণ ॥ ৪৩ ॥

প্রভুর নামকরণ-বিষয়ে পরস্পরের তর্ক—

নাম থুইবারে সবে করেন বিচার।
স্ত্রীগণ বোলয়ে এক, অন্যে বোলে আর ॥ ৪৪ ॥

নারীগণ-কর্ত্তৃক (১) "**নিমাই**"-নামকরণের কারণ—

'ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা-পুত্র নাই।
শেষ যে জন্ময়ে, তার নাম সে 'নিমাই' ॥' ৪৫ ॥

বিদ্বান্ পুরুষগণের নামকরণ-বিচার—

বলেন বিদ্বান্ সব করিয়া বিচার।
'এক নাম যোগ্য হয় থুইতে ইহার ॥ ৪৬ ॥

(২) "**বিশ্বম্ভর**"-নামকরণের কারণ—

এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব্ব-দেশে-দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল, বৃষ্টি পাইল কৃষকে ॥ ৪৭ ॥
জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে।
পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে ॥ ৪৮ ॥

সন্তান-ক্রোড়ীকৃতা ষষ্ঠীদেবীর নিকট গমনই 'ষষ্ঠী-স্থানে গমন' বলিয়া খ্যাত ॥ ১৯ ॥

আধিকারিক প্রাকৃত দেবগণের চরণ-পূজা—গ্রাম্যাচার-সম্মত ও প্রকৃতি-পূজার নামান্তর। নির্ব্বিশেষ-বিচারে এই গুলির পূজাই 'সগুণ বহ্বীশ্বরবাদ'। ঐকান্তিক-বিষ্ণুভক্তের বিচারে দেব-দেবীগণ, সকলেই—স্বরূপতঃ বিষ্ণুদাস ও বিষ্ণুর বিভিন্নাংশ জীব; বিষ্ণু-দাস্যই তাঁহাদের সকলের নিত্যব্রত ॥২০

'আই'—'আর্য্যা'-শব্দের প্রাকৃত অপভ্রংশ; গ্রন্থে সর্ব্বত্র শচী-মাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রযুক্ত ॥ ২১ ॥

গোপালের প্রায়,—গোপরাজ শ্রীনন্দের নন্দনের ন্যায় ॥২৯

বিথারে,—বিস্তার-শব্দের অপভ্রংশ; [illegible]তস্ততঃ ছড়ায় ॥৩০॥

ভিতে,—ভিত্তি শব্দের অপভ্রংশ; দিকে ॥ ৩১ ॥

চালু,—চাউল ॥ ৩৪ ॥

দানব,—কশ্যপ-পত্নী দনুর সন্তান। রক্ষা লাগি',—'রক্ষা-মন্ত্র' বা কবচের নিমিত্ত (প্রভাবে), রক্ষামন্ত্র বা কবচ আছে বলিয়া; নারিল,—পারিল না; লঙ্ঘিবারে,—আক্রমণ বা হিংসা করিতে ॥ ৩৭ ॥

অপচয়,—ক্ষতি, নাশ ॥ ৩৮ ॥

ধন্দ,—(হিন্দী 'ধুন্দ' বা 'ধান্দা') সন্দেহ, ধাঁধা, বুদ্ধি বিপর্য্যয়, প্রমাদ, সংশয়, সমস্যা, বিস্ময়, 'গোল'। দৈব হেন,—দৈব দুর্ব্বিপাক (দুর্ঘটনা) বলিয়া ॥ ৩৯ ॥

নামকরণ,—দশ সংস্কারের অন্যতম সংস্কার ॥ ৪১ ॥

উপস্থান,—উপস্থিতি, সম্মিলন ॥ ৪২ ॥

লক্ষ্মীপ্রায়,—সতী সাধ্বী; সিন্দুর-ভূষণ,—সধবা ॥ ৪৩ ॥

থুইবার,—রাখিবার (পূর্ব্ববঙ্গে 'থোয়া'-ধাতুটী ব্যবহৃত)॥

নিমাই,—প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে তদীয় অনেক অগ্রজাত ভগিনী জন্মগ্রহণ করিয়া অল্প-বয়সে দেহত্যাগ করায় শেষ-পুত্রের অকাল-মৃত্যু না হয়, এজন্য যমের মুখে তিক্ত-বোধক 'নিম্ব'-শব্দ হইতেই প্রভুর 'নিমাই'- নামকরণ হইল ॥ ৪৫ ॥

বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ জনগণ সকল কথা বিচার করিয়া বালকের 'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম রাখিলেন। এই বালক জন্ম গ্রহণ করিবার পরেই ইঁহার কৃপাদৃষ্টি-ফলে নির্ম্মল ভক্তিমেঘ-বারি-সম্পাতে প্রচণ্ড ত্রিতাপার্কদগ্ধ জীবরূপ কৃষককুলের হৃদয়-ক্ষেত্রে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

অতএব ইহান 'শ্রীবিশ্বম্ভর'-নাম।
কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান ॥ ৪৯ ॥

প্রভুর আদি নাম—'বিশ্বম্ভর', দ্বিতীয় নাম—'নিমাই'

'নিমাই' যে বলিলেন পতিব্রতাগণ।
সেই নাম 'দ্বিতীয়' ডাকিবে সর্ব্বজন ॥ ৫০ ॥

সর্ব্বশুভক্ষণ-সম্মিলন ও আপ্তগণের সাত্বতশাস্ত্রাধ্যয়ন—

সর্ব্ব-শুভক্ষণ নামকরণ-সময়ে।
গীতা, ভাগবত, বেদ ব্রাহ্মণ পড়য়ে ॥ ৫১ ॥

দেব ও নরগণের মঙ্গল-হরিধ্বনি ও বাদ্য-কোলাহল—

দেব-নরগণে করয়ে একত্র মঙ্গল।
হরিধ্বনি, শঙ্খ, ঘণ্টা বাজয়ে সকল ॥ ৫২ ॥

নিমাইর অন্নপ্রাশন-সংস্কার, ত্রৈবর্ণিক-প্রিয় দ্রব্য-গ্রহণে নিমাইর রুচিপরীক্ষা—

ধান্য, পুঁথি, খৈ, কড়ি, স্বর্ণ, রজতাদি যত।
ধরিবার নিমিত্ত সব কৈলা উপনীত ॥ ৫৩ ॥

সমানীত দ্রব্য-নির্ব্বাচনার্থ নিমাইকে মিশ্রের আদেশ—

জগন্নাথ বোলে,—"শুন, বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয়, তাহা ধরহ সত্বর ॥" ৫৪ ॥

ভাগবতালিঙ্গনদ্বারা জীবকুলকে ভাগবত-সেবা-রূপ ব্রাহ্মণ-বৃত্ত ও ভাবিকালে ভাগবতধর্ম্ম কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক-রূপে কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ বৈষ্ণবাচার শিক্ষাদান—

সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
'ভাগবত' ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥ ৫৫ ॥

নিমাইর শাস্ত্রস্পর্শ-হেতু তাঁহার ভাবি পাণ্ডিত্য-খ্যাতির অনুমান—

পতিব্রতাগণে 'জয়' দেয় চারিভিত।
সবেই বোলেন,—'বড় হইবে পণ্ডিত' ॥ ৫৬ ॥

বিষ্ণুতুল্য ভাগবত স্পর্শহেতু নিমাইর ভাবি-বৈষ্ণব-খ্যাতি অনুমান—

কেহ বোলে,—'শিশু বড় হইবে বৈষ্ণব।
অল্পে সর্ব্বশাস্ত্রের জানিবে অনুভব' ॥ ৫৭ ॥

হওয়ায় কৃষ্ণ-কথা-কীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ সমগ্র দেশ হইতে বিদূরিত হইয়াছে ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-প্রভাবে স্বরূপভ্রান্ত অনর্থ-রোগগ্রস্ত জীবজগৎ সুস্থ বা স্বস্থ অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থান বা নিঃশ্রেয়স লাভ করিল ॥ ৪৮ ॥

এই বিশ্বম্ভরের কোষ্ঠী-গণনা-বিচারেও জানা যায় যে, ইনি—স্বীয় কুল (কোটি) বিষ্ণুর সমগ্র অবতারসমূহের মূলদীপ-স্বরূপ যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের মূল আকর স্বয়ংরূপবিগ্রহ ॥ ৪৯ ॥

পূর্ব্বে পৃথিবী জলমগ্ন হওয়ায় ভগবান্ নারায়ণ বরাহাবতারে উহা উদ্ধার করিয়া বিশ্বের পালন করায় তাঁহার নাম 'বিশ্বম্ভর' হইয়াছিল। আবার, হয়গ্রীবাবতারের পূর্ব্বে জলমগ্ন অধোক্ষজ-বস্তুর বিজ্ঞান পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হওয়ায়, বেদ-শাস্ত্র অক্ষজ-জ্ঞান-জলধিতে নিমজ্জিত হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীহয়গ্রীব মধু ও কৈটভ-দৈত্যের অক্ষজ-জ্ঞানোত্থ অভিজ্ঞান ও নিসর্গবাদ সংহার করিয়া বেদতাৎপর্য্যরূপে অবতার-বিচার-মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াও তাঁহার নাম 'বিশ্বম্ভর' হইয়াছিল। অসুরগণের দ্বারা দেবমানবাদি বহুবার বিমর্দ্দিত হইলে শ্রীনারায়ণের বিভিন্ন প্রকাশসমূহ প্রপঞ্চে নিমিত্তমূলে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বকে রক্ষা (ধারণ ও পোষণ) করেন, সেইজন্য তত্তদবতারেও তাঁহাদের নাম 'বিশ্বম্ভর' হইয়াছিল। অতএব বিষ্ণুর অবতারগণের ন্যায় এই বালকটী ও এই বিশ্বকে ধারণ ও পোষণ করিবেন বলিয়া ইঁহার 'বিশ্বম্ভর'-নামটীই সঙ্গত,—এরূপ বিচার করিয়া বিদ্বজ্জনগণ প্রভুর 'বিশ্বম্ভর' নামটী রাখিলেন। ইঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে

বিদ্বদ্গণ-প্রদত্ত প্রভুর 'বিশ্বম্ভর-নামটীই 'আদি'; পতিব্রতা নারীগণ-প্রদত্ত 'নিমাই'-নামটীই 'দ্বিতীয়'। অদ্যাবধি লোকে সর্ব্বাগ্রে 'বিশ্বম্ভর' ও পরে 'নিমাই'-নামে তাঁহাকে অভিহিত করিবে ॥ ৫০ ॥

ব্রাহ্মণের বা বৈষ্ণবের গৃহে নামকরণ-সংস্কারকালে ব্রাহ্মণগণ গীতা, ভাগবত ও বেদশাস্ত্র পাঠ করেন। সেই মাহেন্দ্র-ক্ষণে অনুকূল সমীরণ, ঋতুপ্রকোপের আতিশয্য-রাহিত্য প্রভৃতি সময়োচিত সমস্ত শুভ লক্ষণই দেখা দিয়াছিল ॥ ৫১ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর বৈশ্যোচিত ধান্য, স্বর্ণ, রজতাদি গ্রহণ করিলেন না এবং উদরপরায়ণ সকাম বিপ্রের ন্যায় খই প্রভৃতি ভোজন করিবারও ব্যগ্রতা-লীলা দেখাইলেন না;

নিমাইর সস্মিত-হাস্যে সকলের অলৌকিকানন্দানুভূতি—

যে দিকে হাসিয়া প্রভু চা'ন বিশ্বম্ভর।
আনন্দে সিঞ্চিত হয় তার কলেবর॥ ৫৮॥

দেব-বাঞ্ছিত প্রভুকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া অতৃপ্তিহেতু অবতরণ করাইতে অনিচ্ছা—

যে করয়ে কোলে, সে-ই এড়িতে না জানে।
দেবের দুর্ল্লভে কোলে করে নারীগণে॥ ৫৯॥

নিমাইর ক্রন্দনমাত্রেই নারীগণের হরিকীর্ত্তন—

প্রভু যেই কান্দে, সেইক্ষণে নারীগণ।
হাতে তালি দিয়া করে হরিসঙ্কীর্ত্তন॥ ৬০॥

হরিনাম-শ্রবণে নিমাইর হর্ষভরে নৃত্য-হেতু নারীগণের হরিধ্বনি—

শুনিয়া নাচেন প্রভু কোলের উপরে।
বিশেষে সকল-নারী হরিধ্বনি করে॥ ৬১॥

ক্রন্দনাদি-ছলে সকলকে হরিনামে প্রবর্ত্তন—

নিরবধি সবার বদনে হরিনাম।
ছলে বোলায়েন প্রভু,—হেন ইচ্ছা তান॥ ৬২॥

স্বতন্ত্রেচ্ছাময় গৌর-নারায়ণের ইচ্ছাতেই সর্ব্বকর্ম্ম-সিদ্ধি—

'তান ইচ্ছা বিনা কোন কর্ম্ম সিদ্ধ নহে'।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কহে॥ ৬৩॥

কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক নিমাইর বয়োবৃদ্ধি-লীলা—

এইমতে করাইয়া নিজ-সঙ্কীর্ত্তন।
দিনে-দিনে বাড়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥ ৬৪॥

নিমাইর জানুচংক্রমণ-লীলা—

জানু-গতি চলে প্রভু পরম-সুন্দর।
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর॥ ৬৫॥

অকুতোভয় নিমাইর সর্ব্বপ্রাঙ্গণে রিঙ্গণ-লীলা—

পরম-নির্ভয়ে সর্ব্ব-অঙ্গনে বিহরে।
কিবা অগ্নি, সর্প, যাহা দেখে, তাই ধরে॥ ৬৬॥

নিমাইর সর্প-ধারণ-লীলা—

একদিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়।
ধরিলেন সর্পে প্রভু বালক-লীলায়॥ ৬৭॥

নিমাইর শেষ-শয্যায় শয়ন-লীলা—

কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া।
ঠাকুর থাকিলা তার উপরে শুইয়া॥ ৬৮॥

তদ্দর্শনে সকলের বিলাপ—

আথে-ব্যথে সবে দেখি' 'হায় হায়' করে।
শুইয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে॥ ৬৯॥

সকলের গরুড়-দেবকে আহ্বান, নিমাইর বিপদাশঙ্কায় শচী-মিশ্রের সভয় ক্রন্দন—

'গরুড়' 'গরুড়' বলি' ডাকে সর্ব্বজন।
পিতামাতা-আদি ভয়ে করয়ে ক্রন্দন॥ ৭০॥

অনন্তদেবের প্রস্থান, নিমাইর পুনঃ সর্পধারণ-চেষ্টা—

চলিলা 'অনন্ত' শুনি' সবার ক্রন্দন।
পুনঃ ধরিবারে যা'ন শ্রীশচীনন্দন॥ ৭১॥

পরন্তু, বিবিধ বেদানুগ-শাস্ত্রের মধ্য হইতে একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থখানিকেই গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় বক্ষে স্থাপন করিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রাধান্য-স্থাপনই প্রভুর ভাবি-কৃষ্ণভজনপ্রচার-লীলার নিদর্শনরূপে স্থাপিত হইয়াছিল॥৫৫॥

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানহীনা নারীগণ প্রভুর শ্রীমদ্ভাগবতের আদর করিতে দেখিয়া, পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় নিমাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করিবেন,—ইহাই স্থির করিলেন॥ ৫৬॥

আবার কোন কোন তত্ত্বকোবিদ, কালে বিশ্বম্ভর একজন 'প্রধান বৈষ্ণব' হইবেন এবং বিষ্ণুভক্তি-প্রভাবে সামান্য-চেষ্টাতেই সকল-শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিবেন,—ইহাই বিচার করিলেন॥ ৫৭॥

বেদশাস্ত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবতে এই সার-কথাই নির্ণীত আছে যে, ভগবদিচ্ছা ব্যতীত জগতে কোন কর্ম্মীর কোন কার্য্যই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। 'কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক' প্রভুর ইচ্ছাতেই চন্দ্রগ্রহণচ্ছলে জগতের সকলেরই মুখে হরি-নাম উচ্চারিত, আবার, নিজ-ক্রন্দনচ্ছলেও সকল নরনারীর মুখে হরিনাম উচ্চারিত হইয়াছিলেন॥ ৬৩॥

কিঙ্কিণী,—কটিভূষণ 'ঘুঙুর' বা ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা॥ ৬৫॥

কুণ্ডলী,—সর্প; কিন্তু এস্থলে, সর্পের কুণ্ডল বা বলয়াকৃতি বেষ্টন॥ ৬৮॥

আথে-ব্যথে,—(সংস্কৃত 'অস্ত-ব্যস্ত'), 'আস্তে-ব্যস্তে'-শব্দের অপভ্রংশ, ব্যস্তসমস্তভাবে, তাড়া-তাড়ি॥ ৬৯॥

নিমাইকে নারীগণের অঙ্কে ধারণ ও আশীর্ব্বাদ—

ধরিয়া আনিয়া সবে করিলেন কোলে।
'চিরজীবী হও' করি' নারীগণ বোলে ॥ ৭২ ॥

নিমাইর বিঘ্ননাশার্থ সকলের বিবিধ চেষ্টা ও সর্পকবল-মুক্তি-প্রাপ্তির কারণ-নির্দ্দেশ—

কেহ 'রক্ষা' বান্ধে, কেহ পড়ে স্বস্তিবাণী।
অঙ্গে কেহ দেয় বিষ্ণুপাদোদক আনি' ॥ ৭৩ ॥
কেহ বোলে,—'বালকের পুনর্জ্জন্ম হৈল'।
কেহ বোলে,—'জাতি-সর্প, তেঞি না লঙ্ঘিল' ॥

নিমাইর হাস্য ও বারম্বার সর্পধারণ-চেষ্টা—

হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র সবারে চাহিয়া।
পুনঃ পুনঃ যায়, সবে আনেন ধরিয়া ॥ ৭৫ ॥

গৌর-নারায়ণের শেষ-সর্পশয্যায় শয়ন-লীলা-শ্রবণে জীবের বিষয়-সর্পদংশন হইতে অব্যাহতি অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে গৌরবিষ্ণু-দাস্যোপলব্ধি—

ভক্তি করি' যে এ-সব বেদগোপ্য শুনে।
সংসার-ভুজঙ্গ তারে না করে লঙ্ঘনে ॥ ৭৬ ॥

নিমাইর পাদচারণ-লীলা—

এইমত দিনে-দিনে শ্রীশচীনন্দন।
হাঁটিয়া করয়ে প্রভু অঙ্গনে ভ্রমণ ॥ ৭৭ ॥

নিমাইর শ্রীরূপ-বর্ণন—

জিনিয়া কন্দর্প-কোটি সর্ব্বাঙ্গের রূপ।
চান্দের লাগয়ে সাধ দেখিতে সে-মুখ ॥ ৭৮ ॥
সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল-কেশ।
কমল-নয়ন,—যেন গোপালের বেশ ॥ ৭৯ ॥
আজানুলম্বিত ভুজ, অরুণ অধর।
সকল-লক্ষণযুক্ত বক্ষ-পরিসর ॥ ৮০ ॥
সহজে অরুণ গৌর-দেহ মনোহর।
বিশেষে অঙ্গুলি, কর, চরণ সুন্দর ॥ ৮১ ॥

রঞ্জিত-চরণ-চারণে উহাতে রক্তমোক্ষণ-ভ্রমহেতু শচী-মাতার ভীতি—

বালক-স্বভাবে প্রভু যবে চলি' যায়।
রক্ত পড়ে হেন,—দেখি' মায়ে ত্রাস পায় ॥ ৮২ ॥

নিমাইর অলৌকিক-রূপ-দর্শনে দরিদ্র বিপ্রদম্পতির বিস্ময়—

দেখি' শচী-জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত।
নির্ধন, তথাপি দোঁহে মহা-আনন্দিত ॥ ৮৩ ॥

উভয়ের নিমাইকে মহাপুরুষ-ভ্রম ও দারিদ্র্য-দুঃখের অবসানাশা—

কাণাকাণি করে দোঁহে নির্জ্জনে বসিয়া।
"কোন মহাপুরুষ বা জন্মিলা আসিয়া ॥ ৮৪ ॥

পক্ষিরাজ গরুড়—সর্পকুলের দণ্ড-বিধাতা। সর্পভীতি-নাশার্থ শ্রীগরুড়-দেবের শরণ-গ্রহণ বা নামোচ্চারণ অদ্যাপি প্রচলিত ॥ ৭০ ॥

অনন্ত,—ভগবান্ শ্রীশেষ সর্পমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গৌর-সুন্দরের বাল্য-ক্রীড়ায় সেবা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। এক্ষণে লৌকিক-প্রথানুসারে উপস্থিত দ্রষ্টৃবর্গ তাঁহাকে সাধারণ সর্প-জ্ঞানে তাঁহার কবল হইতে বালক নিমাইর পরিত্রাণ-কামনায় গরুড়ের শরণাপন্ন হওয়ায়, সর্পরূপী শ্রীল অনন্তদেব প্রস্থান করিলেন, কিন্তু প্রভু পুনরায় সেই সর্পকে ধরিয়া আনিবার জন্য উদ্যত হইলেন ॥ ৭১ ॥

করি'—করিয়া অর্থাৎ বলিয়া ॥ ৭২ ॥

স্বস্তি-বাণী,—'সু+অস্তি' অর্থাৎ 'মঙ্গল হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ। বিষ্ণুপাদোদক,—ভগবান্ শালগ্রামের স্নান-জল অর্থাৎ গঙ্গাজল ॥ ৭৩ ॥

জাতিসর্প,—'জাতসাপ'; অহিশয়ন ভগবানের সেবক সর্পরাজ। তেঞি—'তাই', তজ্জন্য, সেই-হেতু। লঙ্ঘিল,—দংশন করিল ॥ ৭৪ ॥

সংসার-ভুজঙ্গ,—সংসাররূপ সর্প যে জীবকে দংশন করে, বিষয়ভোগ-বিষ-জর্জ্জরিত হওয়ায় তাহার সংসারাসক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ভোগ-বিষ-ক্লিষ্ট হইয়া ভোক্তৃ-অভিমানে সেই মায়াবদ্ধ জীব সাংসারিক-সুখান্বেষণে অনুক্ষণ ব্যস্ত হয়; গৌর-নারায়ণ-বিস্মৃতিই উহার কারণ। পরন্তু শ্রীগৌর-নারায়ণের শেষ-শয্যায় অবস্থান-লীলা যিনি উত্তমরূপে আলোচনা করেন, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবদ্বস্তুকে মায়াধীন 'বদ্ধ-জীব' বলিয়া তাঁহার জ্ঞান হয় না এবং তিনি আপনাকে প্রভুর নিত্য-সেবক জানিয়া বিবর্ত্তবুদ্ধিতে সংসারভোগ-পিপাসায় আকুল হন না। ভা ১০।১৬।৬১-৬২—"ন যুষ্মদ্-ভয়মাপ্নুয়াৎ" "সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য ॥ ৭৬ ॥

হেন বুঝি,—সংসার-দুঃখের হৈল অন্ত।
জন্মিল আমার ঘরে হেন গুণবন্ত ॥ ৮৫ ॥

হরিনাম-শ্রবণে নিমাইর নৃত্য ও হাস্য—

এমন শিশুর রীতি কভু নাহি শুনি।
নিরবধি নাচে, হাসে, শুনি' হরিধ্বনি ॥ ৮৬ ॥

একমাত্র হরিকীর্ত্তনেই নিমাইর সান্ত্বনা-লাভ ও ক্রন্দন-নিবৃত্তি—

তাবৎ ক্রন্দন করে, প্রবোধ না মানে।
বড় করি' হরিধ্বনি যাবৎ না শুনে ॥" ৮৭ ॥

প্রভাত হইতে নারীগণের হরিকীর্ত্তন ও নিমাইর নৃত্য—

উষঃকাল হইলে যতেক নারীগণ।
বালকে বেড়িয়া সবে করে সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮৮ ॥
'হরি' বলি' নারীগণে দেয় করতালি।
নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতুহলী ॥ ৮৯ ॥

বাল্যভাবে নিমাইর ধূলিতে অবলুণ্ঠন ও হর্ষভরে মাতৃক্রোড়ে উত্থান—

গড়াগড়ি যায় প্রভু ধুলায় ধুসর।
উঠি' হাসে জননীর কোলের উপর ॥ ৯০ ॥

অঙ্গ সঞ্চালনপূর্ব্বক নিমাইর নৃত্য-দর্শনে সকলের হর্ষ—

হেন অঙ্গ-ভঙ্গী করি' নাচে গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া সবার হয় অতুল আনন্দ ॥ ৯১ ॥

শিশুকাল হইতে সকলকে হরিকীর্ত্তনে প্রবর্ত্তন—

হেনমতে শিশুভাবে হরিসঙ্কীর্ত্তন।
করায়েন প্রভু, নাহি বুঝে কোন জন ॥ ৯২ ॥

নিমাইর অতি-চাঞ্চল্য ও অতি-চাপল্য—

নিরবধি ধায় প্রভু কি ঘরে, বাহিরে।
পরম-চঞ্চল, কেহ ধরিতে না পারে ॥ ৯৩ ॥

একাকী বাহিরে গমন ও অন্যের খাদ্য-দ্রব্যাদিতে অভিলাষ—

একেশ্বর বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।
খই, কলা, সন্দেশ, যা' দেখে, তা' চায় ॥ ৯৪ ॥

নিমাইর রূপাকৃষ্ট অপরিচিত জনেরও প্রভুকে খাদ্যদ্রব্য-প্রদান—

দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম-মোহন।
যে-জন না চিনে, সেহ দেয় ততক্ষণ ॥ ৯৫ ॥

প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্যাদি লইয়া হরিনামকীর্ত্তনকারিণী নারীগণকে প্রদান—

সবেই সন্দেশ-কলা দেয়েন প্রভুরে।
পাইয়া সন্তোষে প্রভু আইসেন ঘরে ॥ ৯৬ ॥
যে-সকল স্ত্রীগণে গায়েন হরিনাম।
তা'সবারে আনি' সব করেন প্রদান ॥ ৯৭ ॥

নিমাইর বুদ্ধিমত্তা-দর্শনে সকলের নিরন্তর হরিনামোচ্চারণ—

বালকের বুদ্ধি দেখি' হাসে সর্ব্বজন।
হাতে তালি দিয়া 'হরি' বোলে অনুক্ষণ ॥ ৯৮ ॥

অহর্নিশ সর্ব্বক্ষণই নিমাইর গৃহে অনুপস্থিতি—

কি বিহানে, কি মধ্যাহ্নে, কি রাত্রি, সন্ধ্যায়।
নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায় ॥ ৯৯ ॥

বন্ধুগণ-গৃহে নিমাইর **চৌর্য্য** ও **দুর্দ্দান্ত লীলা**—

নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে।
প্রতিদিন কৌতুকে আপনে চুরি করে ॥ ১০০ ॥
কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে, কারো ভাত খায়।
হাণ্ডী ভাঙ্গে, যার ঘরে কিছু নাহি পায় ॥ ১০১ ॥

ক্ষুদ্র শিশুগণের উপর অত্যাচার, লোকসন্দর্শনমাত্রই পলায়ন—

যার ঘরে শিশু থাকে, তাহারে কান্দায়।
কেহ দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায় ॥ ১০২ ॥

গৌরসুন্দরের অশেষ-সৌন্দর্য্য-মা[illegible] বদনমণ্ডল কোটিং চন্দ্রের শোভাকেও ধিক্কার দেয় ব[illegible] চন্দ্র স্বয়ংই শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীমুখসৌন্দর্য্য দেখিতে অভিলাষ করেন ॥ ৭৮ ॥

সুবলিত,—সুমণ্ডিত; চাঁচর,—কুঞ্চিত, কোঁকড়ান; ভাল-কেশ—ললাট-বিলম্বি কুন্তল; গোপালের বেশ,—কৃষ্ণের ন্যায় বেশ। শ্রীমহাপ্রভুর শরীর—কৃষ্ণশরীর, তবে তাঁহার বহির্বর্ণ—শ্রীরাধিকার কান্তি-মণ্ডিত এবং তাঁহার হৃদগত-ভাব—গোপীজনোচিত, সুতরাং গোপবালকের বেশযুক্ত হইয়া তিনি যেন দৃষ্ট হইতেন ॥ ৭৯ ॥

অরুণ,—রক্তবর্ণ, লাল ॥ ৮০ ॥

প্রভুর চরণ ও অঙ্গুলি দাড়িম্বর পুষ্পের ন্যায় রাতুলবর্ণ হওয়ায় পদযুগল হইতে যেন রক্ত নির্গত হইতেছে,—শচী-দেবী এরূপ আশঙ্কা করিতেন ॥ ৮২ ॥

বংশে কোন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার আত্মীয়-

ধৃত হইবা-মাত্র চাটুবাক্যে আত্মমোচন-সাধন—

দৈবযোগে যদি কেহ পারে ধরিবারে।
তবে তার পা'য়ে ধরি' করে পরিহারে ॥ ১০৩ ॥
"এবার ছাড়হ মোরে, না আসিব আর।
আর যদি চুরি করোঁ, দোহাই তোমার ॥" ১০৪ ॥

নিমাইর বুদ্ধিচাতুর্য্যে সকলের বিস্ময়—

দেখিয়া শিশুর বুদ্ধি, সবেই বিস্মিত।
রুষ্ট নহে কেহ, সবে করেন পিরীত ॥ ১০৫ ॥

সকল জীবাত্মার আত্মা বলিয়া প্রেমের বিষয়-হেতু স্বীয় দর্শনদ্বারা নিখিল শুদ্ধসত্ত্বকে আকর্ষণ—

নিজ-পুত্র হইতেও সবে স্নেহ করে।
দরশন-মাত্রে সর্ব্ব-চিত্তবৃত্তি হরে ॥ ১০৬ ॥

গৌর-নারায়ণের চঞ্চল-বাল্যলীলা—

এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
স্থির নহে এক-ঠাঞি, বুলয়ে সদায় ॥ ১০৭ ॥

চৌরদ্বয়ের আখ্যান ; নিমাইর অঙ্গালঙ্কার-হরণ-কল্পনা—

একদিন প্রভুরে দেখিয়া দুই চোরে।
যুক্তি করে,—'কা'র শিশু বেড়ায় নগরে' ॥ ১০৮ ॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি' দিব্য অলঙ্কার।
হরিবারে দুই চোরে চিন্তে পরকার ॥ ১০৯ ॥

চৌরদ্বয়ের নিমাইকে ক্রোড়ে লইয়া স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান—

'বাপ' 'বাপ' বলি' এক চোরে নৈল কোলে।
'এতক্ষণ কোথা ছিলে ?'—আর চোর বোলে ॥
'ঝাট্ ঘরে আইস, বাপ' বোলে দুই চোরে।
হাসিয়া বোলেন প্রভু,—'চল যাই ঘরে' ॥ ১১১ ॥

স্বকার্য্যে প্রমত্ত পথিস্থিত লোকের অনবধান—

আথে-ব্যথে কোলে করি' দুই চোরে ধায়।
লোকে বোলে,—'যার শিশু সে-ই লই' যায়' ॥

তাৎকালিক নবদ্বীপের জনাকীর্ণতা ; চৌরদ্বয়ের হর্ষ—

অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লোক, কেবা কারে চিনে ?
মহা-তুষ্ট চোর অলঙ্কার-দরশনে ॥ ১১৩ ॥

চৌরদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে অপহৃতালঙ্কার-বিভাগ ও গ্রহণ-কল্পনা—

কেহ মনে ভাবে,—'মুঞি নিমু তাড়-বালা'।
এইমতে দুই চোরে খায় মনঃকলা ॥ ১১৪ ॥

মায়াধীশ ভগবানকে বঞ্চনরূপ বাতুল-চেষ্টায় তন্মূঢ়তা-দর্শনে ভগবানের হাস্য—

দুই চোর চলি' যায় নিজ-মর্ম্ম-স্থানে।
স্কন্ধের উপরে হাসি' যা'ন ভগবানে ॥ ১১৫ ॥

উভয়ের ভগবদ্বঞ্চনার্থ বিবিধ চেষ্টা—

একজন প্রভুরে সন্দেশ দেয় করে।
আর জনে বোলে,—'এই আইলাঙ ঘরে' ॥১১৬॥

ইতোমধ্যে আত্মীয়স্বজনবর্গের নিমাইকে অন্বেষণ—

এইমত ভাণ্ডিয়া অনেক দূরে যায়।
হেথা যত আপ্তগণ চাহিয়া বেড়ায় ॥ ১১৭ ॥

সকলের নিমাইকে উচ্চরবে আহ্বান—

কেহ কেহ বোলে,—'আইস, আইস, বিশ্বম্ভর।
কেহ ডাকে 'নিমাই' করিয়া উচ্চস্বর ॥ ১১৮ ॥

ভক্তৈকপ্রাণ সর্ব্বাশ্রয় গৌর-বিরহে সেবকগণের শোক-মূর্চ্ছা—

পরম ব্যাকুল হইলেন সর্ব্বজন।
জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবন ॥ ১১৯ ॥

স্বজনের মধ্যে তদীয় সঙ্গগুণে অনেকের সংসার হইতে মুক্তি-লাভ ঘটে,—আস্তিক-সম্প্রদায়ের এরূপ বিশ্বাস। মিশ্র ও শচীর মনে-মনে পুত্রকে 'মহাপুরুষ' বলিয়া জ্ঞান হওয়ায় আপনাদের ভাবি মঙ্গল অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ-লাভের আশা হইতেছিল ॥ ৮৩ ॥

গড়াগড়ি যায়,—অবলুণ্ঠিত হয় ; ধূসর,—পাংশুবর্ণ ॥৯০॥

অঙ্গভঙ্গী,—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সঞ্চালন ॥ ৯১ ॥

বালক-লীলায় নিমাই কৌশলে জীবগণের দ্বারা হরি-সঙ্কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন। সাধারণ লোক তাঁহার এই ভঙ্গী বুঝিতে পারে নাই ॥ ৯২ ॥

একেশ্বর,—দ্বিতীয় (অপর) ব্যক্তি বা সঙ্গি-রহিত, একাকী (অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গে নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম-বিভাগে 'একেশ্বর'-শব্দের অপভ্রংশ 'অশ্বর'-শব্দটী প্রচলিত) ॥ ৯৪ ॥

বিহানে,—(হিন্দী-শব্দ), 'বিভাত'-শব্দের অপভ্রংশ ; প্রভাতে, প্রাতঃকালে (পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত) ॥ ৯৯ ॥

হাণ্ডী,—(হিন্দী-'শব্দ) 'হাঁড়ী', মৃদ্‌ভাণ্ড ॥ ১৯১ ॥

সকলের কৃষ্ণচরণে শরণ-গ্রহণ—

সবে সর্ব্বভাবে লৈলা গোবিন্দ-শরণ।
প্রভু লঞা যায় চোর আপন-ভবন ॥ ১২০ ॥

দৈব-মায়া-মুগ্ধ চৌরদ্বয়ের নিমাইকে লইয়া মিশ্রগৃহেই পুনরাগমন—

বৈষ্ণবী-মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে।
জগন্নাথ-ঘরে আইল নিজ-ঘর-জ্ঞানে ॥ ১২১ ॥

নিজগৃহ-ভ্রমে চৌরদ্বয়ের অলঙ্কারাপহরণে ব্যস্ততা—

চোর দেখে আইলাঙ নিজ-মর্ম্ম-স্থানে।
অলঙ্কার হরিতে হইল সাবধানে ॥ ১২২ ॥

নিমাইকে অবতরণার্থ অনুরোধ ; অন্তর্যামী প্রভুরও সম্মতি—

চোর বোলে,—'নাম' বাপ, আইলাঙ ঘর'।
প্রভু বোলে,—'হয় হয়, নামাও সত্বর ॥ ১২৩ ॥

নিমাইর অদর্শনে মিশ্রের বিষাদভরে দুশ্চিন্তা—

যেখানে সকল-গণে মিশ্র জগন্নাথ।
বিষাদ ভাবেন সবে মাথে দিয়া হাত ॥ ১২৪ ॥

মিশ্রের সম্মুখেই চৌরদ্বয়ের নিমাইকে অবতারণ—

মায়া-মুগ্ধ চোর ঠাকুরেরে সেইস্থানে।
স্কন্ধ হৈতে নামাইল নিজ-ঘর-জ্ঞানে ॥ ১২৫ ॥

অবতরণ করিবা-মাত্র পিতৃক্রোড়ে গমন, সকলের হর্ষভরে হরিধ্বনি—

নামিলেই মাত্র প্রভু গেলা পিতৃকোলে।
মহানন্দ করি' সবে 'হরি' 'হরি' বোলে ॥ ১২৬ ॥

অচৈতন্যীভূত সকলের চৈতন্য-লাভ—

সবার হইল অনির্ব্বচনীয় রঙ্গ।
প্রাণ আসি' দেহের হইল যেন সঙ্গ ॥ ১২৭ ॥

নিজভ্রান্তি-দর্শনে চৌরদ্বয়ের বিস্ময়-বিহ্বলতা—

আপনার ঘর নহে,—দেখে দুই চোরে।
কোথা আসিয়াছি, কিছু চিনিতে না পারে ॥১২৮

অন্যের অলক্ষিতে চৌরদ্বয়ের পলায়ন—

গণ্ডগোলে কেবা কারে অবধান করে ?
চারিদিগে চাহি' চোর পলাইল ডরে ॥ ১২৯ ॥

স্বস্থানে আসিয়া চৌরদ্বয়ের বিস্ময়জ্ঞাপন ও হর্ষভরে স্বভাগ্য-প্রশংসা—

'পরম অদ্ভুত !' দুই চোর মনে গণে'।
চোর বোলে,—'ভেলকি বা দিল কোন জনে ?'
'চণ্ডী রাখিলেন আজি'—বোলে দুই চোরে।
সুস্থ হৈয়া দুই চোর কোলাকুলি করে ॥ ১৩১ ॥

পিরীত,—প্রীতি ॥ ১০৫ ॥

সচ্চিচ্ছক্তিমদ্বিগ্রহ গৌর-কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ-মাধুরীর এতই অসমোর্দ্ধ গুণ যে, তাহা সকল শুদ্ধসত্ত্ব-বস্তুকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করে ; ভা ৩।২।১২, ১০।১৯।৪০ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ॥১০৬

বৈকুণ্ঠের রায়,—বৈকুণ্ঠের রাজা ; (শ্রীনারায়ণ) ॥১০৭॥

দিব্য,—উৎকৃষ্ট, উত্তম, সুন্দর ; হরিবারে,—হরণ করিবার নিমিত্ত ; পরকার—প্রকার, উপায় ॥ ১০৯ ॥

ঝাট,—'ঝটিতি'-শব্দের অপভ্রংশ, শীঘ্র ॥ ১১১ ॥

তাড় ও বালা,—হস্তের অলঙ্কারবিশেষ। খায় মনকলা,—মনে মনে কল্পিত ও ঈপ্সিত কদলী ভক্ষণ করে অর্থাৎ আশাতীত বস্তুর প্রলোভনে ধাবিত হইয়া বঞ্চিত হইতেছিল ॥১১৪

মর্ম্মস্থানে,—স্বাভিপ্রেত নির্জ্জন বা গুপ্তস্থানে ॥ ১১৫ ॥

ভাণ্ডিয়া —('ভণ্ড্'-ধাতু হইতে) ভাঁড়াইয়া, প্রতারণা, বঞ্চনা বা গোপন করিয়া, ভুলাইয়া, ফাঁকি দিয়া ; চাহিয়া,—খুঁজিয়া, অন্বেষণ বা অনুসন্ধান করিয়া ॥ ১১৭ ॥

বৈষ্ণবী-মায়া,—জীবের আবরণ ও বিক্ষেপকারিণী 'দুরত্যয়া' বিষ্ণুশক্তি ॥ ১২১ ॥

অলঙ্কার হরণ করিবার নিমিত্ত চৌরদ্বয় অতিশয় ব্যগ্র, ব্যস্ত বা সতর্ক হইল ॥ ১২২ ॥

হয় হয়,—হাঁ হাঁ ॥ ১২৩ ॥

বিষাদ ভাবেন,—বিষণ্ণ হইয়া ভাবিতেছেন ॥ ১২৪ ॥

রঙ্গ,—আনন্দ, হর্ষ ॥ ১২৭ ॥

অবধান,—লক্ষ্য, দৃষ্টি, খোঁজ ॥ ১২৯ ॥

প্রভুর অলঙ্কার হরণ করা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবী-মায়া-প্রভাবে আপনারাই প্রভুর পিতৃগৃহে প্রভুকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া চৌরদ্বয় দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে করিতে স্বস্থানে উপস্থিত হইয়া এবং সমস্ত ঘটনা ও আপনাদের মূঢ়তা-বিষয়ে পর্য্যালোচন-পূর্ব্বক উক্ত ঘটনাকে মহাশ্চর্য্য-জনক বলিয়া স্থির করিয়া নিদারুণ বিস্ময়ে অভিভূত হইল।

ভেলকি—(ভুল (ভ্রম) + কৃতি?) ইন্দ্রজাল, যাদু, ধোঁকা ॥

গৌর-নারায়ণকে বহন করায় চৌরদ্বয়ের মহা সৌভাগ্য—

পরমার্থে দুই চোর—মহা-ভাগ্যবান্।
নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উত্থান ॥ ১৩২ ॥

নিমাইর আনয়নকারীকে পুরস্কার দিতে ইচ্ছা—

এথা সর্ব্বগণে মনে করেন বিচার।
'কে আনিল, দেহ' বস্ত্র শিরে বান্ধি' তার' ॥১৩৩

কাহারও কাহারও চৌরদ্বয়-দর্শন—

কেহ বোলে,—'দেখিলাঙ লোক দুইজন।
শিশু থুই কোন্ দিকে করিল গমন ॥' ১৩৪ ॥

চৌরদ্বয়ের পলায়ন-হেতু নিমাইর আনয়ন-কার্য্য বিষয়ে সকলের মৌনাবলম্বন—

'আমি আনিঞাছি'—কোন জন নাহি বোলে।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে পড়িলেন ভোলে ॥ ১৩৫ ॥

নিমাইকে সকলের প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা—

সবে জিজ্ঞাসেন,—'বাপ, কহত নিমাই ?
কে তোমারে আনিল পাইয়া কোন্ ঠাঞি ?'১৩৬

নিমাইর বালোচিত উত্তর-প্রদান—

প্রভু বোলে,—'আমি গিয়াছিনু গঙ্গাতীরে।
পথ হারাইয়া আমি বেড়াই নগরে ॥ ১৩৭ ॥
তবে দুই জন আমা' কোলেতে করিয়া।
কোন্ পথে এইখানে থুইল আনিয়া ॥' ১৩৮ ॥

সকলের দৈব বা অদৃষ্ট প্রতি গভীর আস্থা—

সবে বোলে,—'মিথ্যা কভু নহে শাস্ত্রবাণী।
দৈবে রাখে শিশু, বৃদ্ধ, অনাথ আপনি ॥' ১৩৯ ॥

প্রভুর বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সকলেরই প্রকৃত ঘটনা জানিতে অসামর্থ্য—

এইমত বিচার করেন সর্ব্বজনে।
বিষ্ণু-মায়া-মোহে কেহ তত্ত্ব নাহি জানে ॥১৪০॥

গৌর-নারায়ণ-প্রসাদেই গৌর-লীলা-তত্ত্ব-জ্ঞান—

এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তাঁরে জানিতে পারে, যদি না জানায় ॥১৪১॥

'চণ্ডী' রাখিলেন,—অদ্য আমাদের অভীষ্ট দেবতা চণ্ডীমাতা কৃপা করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিলেন ॥ ১৩১ ॥

পরমার্থে,—যাথার্থ্যতঃ, প্রকৃতপক্ষে, বস্তুতঃ।

চৌরদ্বয়ের সৌভাগ্য —অবর্ণনীয়, কেন না, সহস্র-সহস্র-সাধক, সহস্র-সহস্র-সাধনপ্রভাবেও ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ যে ভগবানের সেবা পায় না, অজ্ঞাত প্রাক্তন-সুকৃতি-নিবন্ধন ঐ চৌরদ্বয় চৌর্য্যরূপ পাপ-পথে অগ্রসর হইয়াও সাক্ষাদ্‌ভগবান্ সেই শ্রীগৌর-নারায়ণকে নিজস্কন্ধে বহন করিয়াছিল।

করিলা উত্থান,—উত্থিত বা আরূঢ় হইলেন, উঠিলেন ॥

'হারানিধি' পুনরায় পাইয়া লব্ধনিধি ব্যক্তির যেরূপ নিধিদাতাকে অযাচিত-ভাবে পুরস্কার দিবার স্পৃহা উদিত হয়, তদ্রূপ বিশ্বম্ভরের অনুপস্থিতিতে তদীয় গুরুজনবর্গের যে সুমহৎ কষ্ট হইয়াছিল, যে-ব্যক্তি নিমাইকে প্রত্যর্পণ-পূর্ব্বক এক্ষণে তাহার উপশম বিধান করিল, তাহাকে তাঁহারা পুরস্কারস্বরূপ 'শিরোপা' বা শিরস্ত্রাণ প্রদানপূর্ব্বক সম্মানিত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন ॥ ১৩৩ ॥

ভোল,—'ভুল'-শব্দের অপভ্রংশ, ভ্রম, ভ্রান্তি, মোহ বা হতবুদ্ধিতা ॥ ১৩৫ ॥

দৈবে,—অদৃশ্যশক্তিমান্ বিধাতা অর্থাৎ বিষ্ণু ॥ ১৩৯ ॥

ভগবান্ বিষ্ণু—সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব ; তিনি কৃপা করিয়া কাহাকেও বা দিব্যজ্ঞান-দানে দর্শন দেন, অসুরমোহিনী মায়াশক্তি-প্রভাবে কাহারও বা বুদ্ধি মোহিত করেন। মায়াশক্তিরই অপর নাম—'বৈষ্ণবী' বা 'দৈবী' মায়া,—যথা (গী ৭।১৪—) "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া" ; (ভাঃ ১।৭।৪-৫—) "ভক্তিযোগেন ** মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্। যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥" "মীয়তে অনয়া ইতি মায়া" অর্থাৎ যাহা-দ্বারা চালিত হইয়া জীব স্বীয় মনোবৃত্তি-সাহায্যে বস্তুকে মাপিতে বা বুঝিয়া উঠিতে বা তদ্দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিতে চেষ্টা করে, তাহাই 'মায়া'। "মায়াবদ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ-স্মৃতি-জ্ঞান", সুতরাং সেই শুদ্ধসত্ত্ব বৈকুণ্ঠ-বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব, কিছুই বুঝিতে বা জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৪০ ॥

রঙ্গ,—লীলাভিনয়। 'কে তাঁরে······না জানায়'—ভাঃ ১০।১৪।২৯ শ্লোক (ব্রহ্মার স্তব) দ্রষ্টব্য ॥ ১৪১ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায়।

বেদগূঢ় অপ্রাকৃত বৎসল-রসৈকবিষয় শিশুরূপী অধোক্ষজ-গৌরলীলা-শ্রবণে গৌরপদে ভক্তিলাভ—

বেদ-গোপ্য এ-সব আখ্যান যেই শুনে।
তাঁর দৃঢ়-ভক্তি হয় চৈতন্য-চরণে ॥ ১৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৪৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে নামকরণ-বালচরিত-চৌরাপহরণবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চম অধ্যায়

কথাসার—এই অধ্যায়ে শ্রীশচী-মিশ্রের গৃহমধ্যে নূপুর-ধ্বনি-শ্রবণ ও অপূর্ব্ব পদচিহ্ন-দর্শন এবং গৌরগোপালের তৈর্থিক-বিপ্রান্ন-ভোজন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন শ্রীজগন্নাথমিশ্র পুত্রকে গৃহমধ্য হইতে পুস্তক আনিতে আদেশ করেন। পুস্তকানয়নার্থ নিমাইর পদ-সঞ্চরণকালে শচী ও জগন্নাথ অপূর্ব্ব নূপুর-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। গ্রন্থ প্রদান করিয়া বিশ্বম্ভর ক্রীড়ার্থ গমন করিলে ব্রাহ্মণদম্পতি গৃহমধ্যে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপতাকা-লাঞ্ছিত অপরূপ চরণচিহ্ন দর্শন করেন; কিন্তু বাৎসল্যপ্রেমের স্বভাব-বশতঃ ঐ পদচিহ্ন যে তাঁহাদেরই পুত্ররত্নের, ইহা জানিতে না পারিয়া গৃহদেবতা শ্রীদামোদর-শালগ্রামই তাঁহাদের অলক্ষিতে গৃহমধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, ইহা মনে করিয়া তাঁহারা শ্রীদামোদরের অভিষেক-ভোগ-পূজাদির অনুষ্ঠান করেন। অন্য একদিন বালগোপাল-উপাসক কোন তৈর্থিক ব্রাহ্মণ মিশ্রগৃহে অতিথি হন। সেই ব্রাহ্মণ রন্ধনাদি সমাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণে ভোগ-নিবেদনার্থ ধ্যানস্থ হইলে, প্রেমিক বিপ্রকে কৃপা করিবার জন্য গৌরগোপাল তথায় উপস্থিত হইয়া একগ্রাস অন্ন ভক্ষণ করেন। তৈর্থিক-বিপ্র বালককে কৃষ্ণনৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে দেখিয়া 'চঞ্চল বালক কৃষ্ণভোগের অন্ন নষ্ট করিল' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। পুরন্দর মিশ্র ইহা জানিতে পারিয়া ক্রোধে বালককে প্রহার করিতে [illegible] হইয়া পরে বিপ্রের অনুরোধে তাহা হইতে ক্ষান্ত হন, এবং ব্রাহ্মণকে পুনরায় কৃষ্ণের ভোগ রন্ধন করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। সকলের পরামর্শ-মত শচীদেবী বিপ্রের ভোজন সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বালককে লইয়া কোন প্রতিবেশীর গৃহে অপেক্ষা করিতে থাকেন। এদিকে মিশ্রগৃহে তৈর্থিক-বিপ্র দ্বিতীয়-বার ভোগ রন্ধন করিয়া তাহা বালগোপালকে নিবেদন করিবার জন্য ধ্যানস্থ হইলে চিত্তাধিষ্ঠাতা গৌরসুন্দর সকলকে যোগমায়া-দ্বারা মোহিত করিয়া বিপ্রের নিকট আগমন-পূর্ব্বক তাঁহার অন্ন ভোজন করিতে আরম্ভ করেন। 'ভোগ নষ্ট হইল' বলিয়া পুনরায় বিপ্র উচ্চরব করিয়া উঠিলে, মিশ্র জানিতে পারিয়া নিমাইর প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধ প্রদর্শন করেন। এবার বিশ্বম্ভরাগ্রজ বিশ্বরূপের বিশেষ অনুরোধে বিপ্র পুনরায় রন্ধন করিতে স্বীকৃত হন। যাহাতে চঞ্চল বালক পুনরায় নৈবেদ্য নষ্ট করিতে না পারে, এইজন্য আপ্তবর্গ বালককে বেষ্টন করিয়া এবং মিশ্র গৃহের দ্বারে প্রহরিরূপে বসিয়া থাকিলেন। মিশ্রপ্রমুখ সকলেই বালককে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিবার পরামর্শ প্রদান করেন। এদিকে বালকরূপী গৌরহরি গৃহমধ্যে যোগনিদ্রা-লীলা প্রদর্শন করিলে সকলেই নিশ্চিন্ত হন, এবং রাত্রি অধিক হওয়ায় বৈষ্ণবীমায়ায় মুগ্ধ হইয়া সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়েন। তৃতীয়বার ব্রাহ্মণ ধ্যানে বসিয়া বালগোপালকে ভোগ নিবেদন করিলে এবারও গৌরগোপাল আসিয়া পুনরায় বিপ্রের অন্ন ভোজন করেন। সকলেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্মধৃক্ চতুর্ভুজরূপে এবং একহস্তে নবনীত-ধারণ-পূর্ব্বক, অপর হস্তে তাহা ভক্ষণ এবং অন্য দুই হস্তে মুরলী বাদন করিতেছেন,—এইরূপ অপূর্ব্ব রূপে স্বীয়-ধামের সহিত আবির্ভূত হইয়া সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণকে প্রচুর কৃপা করেন এবং তাঁহার নিকট নিজতত্ত্ব, বিপ্রের নিত্য-কিঙ্করত্ব এবং স্বীয় অবতারের কারণ প্রভৃতি বর্ণন করিয়া সেই গুহ্যকথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। তদবধি বিপ্রবর দিবসে অন্যত্র ভিক্ষাদি করিয়া প্রতিদিন একবার নবদ্বীপে মিশ্রগৃহে আসিয়া নিজ-অভীষ্টদেবকে দর্শন করিয়া যাইতেন (গৌঃ ভাঃ)।

জয় জয় ভক্তপ্রিয় প্রভু বিশ্বম্ভর।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপদ মহা-মহেশ্বর ॥ ১ ॥

অধোক্ষজ মহাপ্রভুর অপরোক্ষ-লীলা—

হেনমতে আছে প্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
অলক্ষিতে বহুবিধ স্বপ্রকাশ করে ॥ ২ ॥

গ্রন্থানয়নার্থ মিশ্রের বিশ্বম্ভরকে আদেশ—

একদিন ডাকি' বোলে মিশ্র-পুরন্দর।
'আমার পুস্তক আন' বাপ বিশ্বম্ভর! ৩ ॥

নিমাইয়ের গৃহে প্রবেশমাত্র মিশ্রের নূপুরধ্বনি-শ্রবণ—

বাপের বচন শুনি' ঘরে ধাঞা যায়।
রুণুঝুনু করিয়ে নূপুর বাজে পা'য় ॥ ৪ ॥

মিশ্র ও শচীর নূপুরধ্বনির কারণনির্ণয়-চেষ্টা—

মিশ্র বোলে,—'কোথা শুনি নূপুরের ধ্বনি?'
চতুর্দ্দিকে চায় দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ॥ ৫ ॥

নিমাইর পদ নূপুর-শূন্য বলিয়া উভয়ের তৎকারণানুমান—

'আমার পুত্রের পা'য়ে নাহিক নূপুর।
কোথায় বাজিল বাদ্য নূপুর মধুর? ৬ ॥

উভয়ের বিস্ময় ও নির্ব্বাক্ত্ব—

কি অদ্ভুত! 'দুইজনে মনে মনে গণে'।
বচন না স্ফুরে দুইজনের বদনে ॥ ৭ ॥

গ্রন্থ প্রদানপূর্ব্বক প্রভুর প্রস্থানানন্তর উভয়ের গৃহপ্রবেশ—

পুঁথি দিয়া প্রভু চলিলেন খেলাইতে।
আর অদ্ভুত দেখে গিয়া গৃহের মাঝেতে ॥৮॥

গৃহে সর্ব্বত্র শ্রীবিষ্ণুর চরণচিহ্ন-দর্শন—

সব গৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন।
ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন ॥ ৯ ॥

তৎফলে উভয়ের স্ব-সৌভাগ্য-স্মরণে আনন্দাশ্রুপুলক—

আনন্দিত দোঁহে দেখি' অপূর্ব্ব চরণ।
দোঁহে হৈলা পুলকিত সজল-নয়ন ॥ ১০ ॥

উভয়ের দণ্ডবৎ প্রণাম ও মোক্ষলাভাশা—

পাদপদ্ম দেখি' দোঁহে করে নমস্কার।
দোঁহে বোলে,—'নিস্তারিনু, জন্ম নাহি আর' ॥১১॥

অর্চ্চা-মূর্ত্তি শালগ্রামকে নৈবেদ্যভোগার্পণেচ্ছায় পত্নীকে রন্ধনার্থ আদেশ—

মিশ্র বোলে,—'শুন, বিশ্বরূপের জননী!
ঘৃত-পরমান্ন রান্ধহ আপনি ॥ ১২ ॥

স্বয়ং অর্চ্চনাঙ্গীকার—

ঘরে যে আছেন দামোদর-শালগ্রাম।
পঞ্চগব্যে সকালে করামু তানে স্নান ॥ ১৩ ॥

গৃহদেবতার পদ-সঞ্চারণানুমান—

বুঝিলাঙ,—তেঁহো ঘরে বুলেন আপনি।
অতএব শুনিলাঙ নূপুরের ধ্বনি ॥' ১৪ ॥

উভয়ের উৎসাহভরে শালগ্রামার্চ্চন; অন্তর্যামী প্রভুর হাস্য—

এইমতে দুইজনে পরম-হরিষে।
শালগ্রাম পূজা করে, প্রভু মনে হাসে ॥ ১৫ ॥

প্রভু ও তৈর্থিক ব্রাহ্মণাখ্যান—

আর এক কথা শুন পরম-অদ্ভুত।
যে রঙ্গ করিলা প্রভু জগন্নাথ-সুত ॥ ১৬ ॥

তৈর্থিক-ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব পরিচয়—

পরম-সুকৃতি এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণের উদ্দেশে করে তীর্থ পর্য্যটন ॥ ১৭ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

সর্ব্বেশ্বরেশ শ্রীবিষ্ণু-পদতলে ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশ এবং পতাকা-চিহ্ন অবস্থিত ॥ ১ ॥

লোকের অক্ষজ দৃষ্টিপথ ও বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া অধোক্ষজ শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় অনন্ত-বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ বৈকুণ্ঠলীলা প্রকটিত বা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

রুণুঝুনু,—নূপুরাদির মৃদু মধুর গুঞ্জন-ধ্বনি, নিক্কণ ॥ ৫ ॥

যিনি একবার-মাত্রও বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করেন; তিনি সংসার হইতে নিস্তার লাভ করেন অর্থাৎ তাঁহার অপৌনর্ভব-রূপ পরম-পদ মুক্তি-লাভ ঘটে; (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—) "তাবদ্-ভ্রমন্তি সংসারে মনুষ্যা মন্দবুদ্ধয়ঃ। যাবদ্রূপং ন পশ্যন্তি

বালগোপাল-মন্ত্রোপাসক বৈষ্ণব-বিপ্র—

ষড়ক্ষর গোপালমন্ত্রের করে উপাসন।
গোপাল-নৈবেদ্য বিনা না করে ভোজন ॥ ১৮ ॥

তীর্থভ্রমণমুখে বিপ্রের মিশ্রগৃহে আগমন—

দৈবে ভাগ্যবান্ তীর্থ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আসিয়া মিলিলা বিপ্র প্রভুর বাড়ীতে ॥ ১৯ ॥

কণ্ঠে-বক্ষে বালগোপাল ও শালগ্রামধারী বিপ্র—

কণ্ঠে বালগোপাল ভূষণ শালগ্রাম।
পরমব্রহ্মণ্য-তেজ, অতি অনুপম ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনপর প্রেমিক বিপ্র—

নিরবধি মুখে বিপ্র 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বোলে।
অন্তরে গোবিন্দ-রসে দুইচক্ষু ঢুলে ॥ ২১ ॥

স্বগৃহে অতিথিরূপে বৈষ্ণববিপ্র-দর্শনে মিশ্রের দণ্ডবৎপ্রণাম—

দেখি' জগন্নাথ-মিশ্র তেজ সে তাঁহার।
সম্ভ্রমে উঠিয়া করিলেন নমস্কার ॥ ২২ ॥

মিশ্রের যথাশাস্ত্র বৈষ্ণব-গৃহস্থোচিত অতিথি-সৎকার—

অতিথি-ব্যভার-ধর্ম্ম যেন-মতে হয়।
সব করিলেন জগন্নাথ মহাশয় ॥ ২৩ ॥

মিশ্রের স্বয়ং জল ও আসন-দ্বারা অতিথি-পূজন—

আপনে করিয়া তান পাদ প্রক্ষালন।
বসিতে দিলেন আনি' উত্তম আসন ॥ ২৪ ॥

মধুরবাক্যে বিপ্রের পরিচয়-জিজ্ঞাসা—

সুস্থ হই' বসিলেন যদি বিপ্রবর।
তবে তানে মিশ্র জিজ্ঞাসেন,—'কোথা ঘর?'২৫

অমানী বৈষ্ণব-বিপ্রের সদৈন্যে আত্মপরিচয়-প্রদান—

বিপ্র বোলে,—'আমি উদাসীন দেশান্তরী।
চিত্তের বিক্ষেপে মাত্র পর্য্যটন করি ॥' ২৬ ॥

মহৎ বা বৈষ্ণব-জ্ঞানে মিশ্রের বিপ্র-স্তুতি ও তৎপাদরজোঽভিষিক্ত জগতের সৌভাগ্য-বর্ণন—

প্রণতি করিয়া মিশ্র বোলেন বচন।
'জগতের ভাগ্যে সে তোমার পর্য্যটন ॥ ২৭ ॥

বৈষ্ণবাগমনে মিশ্রের স্বসৌভাগ্য-প্রখ্যাপন ও বৈষ্ণব-ভোজনোদ্যোগার্থ তদাজ্ঞা-যাচ্ঞা—

বিশেষত আজি আমার পরম সৌভাগ্য।
আজ্ঞা দেহ',—রন্ধনের করি গিয়া কার্য্য ॥"২৮॥

বিপ্রের অনুমতি-দান—

বিপ্র বোলে,—'কর, মিশ্র, যে ইচ্ছা তোমার।'
হরিষে করিলা মিশ্র দিব্য উপহার ॥ ২৯ ॥

মিশ্র ও শচীকর্ত্তৃক বিপ্রের কৃষ্ণনৈবেদ্য-রন্ধনার্থ সর্ব্ববিধ আয়োজন-সম্পাদন—

রন্ধনের স্থান উপস্করি' ভাল-মতে।
দিলেন সকল সজ্জ রন্ধন করিতে ॥ ৩০ ॥

কেশবস্য মহাত্মনঃ॥" ইহা জানিয়াই মর্ত্ত্যাভিমানী বিপ্র-দম্পতির ঐরূপ উক্তি ॥ ১১ ॥

দামোদর-শালগ্রাম,—চতুর্ব্বিংশতি শালগ্রাম-শিলার অন্যতম (হঃ ভঃ বিঃ—৫ম বিঃ দ্রষ্টব্য), জগন্নাথ-মিশ্রের গৃহদেবতা শ্রীশালগ্রাম-অর্চ্চা-বিগ্রহ।

পঞ্চগব্য,—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র; স্নান,—অভিষেক ॥ ১৩ ॥

ষড়ক্ষর গোপাল মন্ত্র,—চতুর্থ্যন্ত ও প্রণব-কামবীজ-পুটিত নমঃ-শব্দ-সংযুক্ত গোপাল-মন্ত্র ॥ ১৮ ॥

কণ্ঠে বালগোপাল,—কণ্ঠদেশে অলঙ্কারস্বরূপ বাল-গোপাল ও শালগ্রাম, অর্চ্চা-বিগ্রহদ্বয় ॥ ২০ ॥

গোবিন্দ-রসে,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ অপ্রাকৃত-রসে। বালগোপাল-সেবা-রত জনের বাৎসল্যরসই জানিতে হইবে। তাঁহার স্বাভীষ্ট-দেব বাল-গোপালের দর্শন-লালসায় সতৃষ্ণ নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত হইতেছিল।

সম্ভ্রমে,—সম্মানপূর্ব্বক ॥ ২২ ॥

অতিথি-ব্যবহার-ধর্ম্ম,—যে আগন্তুক ব্যক্তি একটী তিথি-মাত্র গৃহস্থের গৃহে অবস্থান করিয়া পরবর্ত্তী দ্বিতীয়-তিথিতে তথায় আর বাস করে না, তাঁহাকে 'অতিথি' বলে। গৃহস্থগণ একদিন-মাত্র অতিথি-সেবার অবসর প্রাপ্ত হন। ব্যবহার-ধর্ম্মে গৃহস্থ অবশ্যই অতিথির সৎকার করিবেন। অতিথি-সৎকার—গুরুসেবার তুল্য, অথবা অতিথি—নারায়ণের ন্যায় পূজ্য ॥ ২৩ ॥

উদাসীন,—বিরক্ত ও নিস্পৃহ; দেশান্তরী,—জন্মভূমি ব্যতীত অন্যদেশই 'দেশান্তর', তাহাতে বিচরণকারী; বিক্ষেপে মাত্র,—চাঞ্চল্য, ক্ষিপ্ততা বা বিক্ষোভ-বশতঃ ॥২৬॥

বিপ্রের প্রথমবার রন্ধন ও ধ্যানে অভীষ্টদেবকে নৈবেদ্যার্পণ—

সন্তোষে ব্রাহ্মণবর করিয়া রন্ধন।
বসিলেন কৃষ্ণেরে করিতে নিবেদন॥ ৩১॥

সর্ব্বান্তর্যামী প্রভুর বিপ্রকর্তৃক স্বীয় আহ্বানোপলব্ধি—

সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
মনে আছে,—বিপ্রেরে দিবেন দরশন॥ ৩২॥

বিপ্রের ইষ্টদেব-ধ্যানমাত্র নিমাইর আগমন—

ধ্যানমাত্র করিতে লাগিলা বিপ্রবর।
সম্মুখে আইলা প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥ ৩৩॥

শিশু-নিমাইর রূপ-বর্ণন—

ধূলাময় সর্ব্ব-অঙ্গ, মূর্ত্তি দিগম্বর।
অরুণ নয়ন, কর-চরণ সুন্দর॥ ৩৪॥

অভিন্ন ধ্যেয় অভীষ্টবিগ্রহস্বরূপে নিমাইর বিপ্রার্পিত নৈবেদ্য-ভোজন—

হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইয়া শ্রীকরে।
এক গ্রাস খাইলেন, দেখে বিপ্রবরে॥ ৩৫॥

স্বাভীষ্টবিগ্রহের নৈবেদ্যগ্রহণ-হেতু মহাভাগ্যবান্ হইয়া ও বিষ্ণুমায়া-বশে প্রভুকে সামান্যশিশু-ভ্রম-হেতু বিপ্রের প্রভু-কর্তৃক নৈবেদ্যগ্রহণ-দর্শনে চীৎকার—

'হায় হায়' করি' ভাগ্যবন্ত বিপ্র ডাকে।
'অন্ন চুরি করিলেক চঞ্চল বালকে॥' ৩৬॥

বিপ্রের চীৎকার-শ্রবণে মিশ্রের নিমাইকে বিষ্ণু-নৈবেদ্য-ভোজনরত-দর্শন—

আসিয়া দেখেন জগন্নাথ-মিশ্রবর।
ভাত খায়, হাসে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥ ৩৭॥

ক্ষুধার্ত্ত অতিথি বিপ্রের প্রতি নিমাইর আচরণ-দর্শনে ক্রোধ-ভরে মিশ্রের নিমাইকে প্রহারোদ্যম, বিপ্রের নিবারণ—

ক্রোধে মিশ্র ধাইয়া যায়েন মারিবারে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া বিপ্র ধরিলেন করে॥ ৩৮॥

নিমাইকে বিবেকহীন শিশু-জ্ঞানে তৎপ্রহারোদ্যত মিশ্রকে বিপ্রের ভর্ৎসনা ও শপথপ্রদান—

বিপ্র বোলে,—'মিশ্র, তুমি বড় দেখি আর্য্য!
কোন্ জ্ঞান বালকের মারিয়া কি কার্য্য? ৩৯॥
ভাল-মন্দ-জ্ঞান যার থাকে, মারি তারে।
আমার শপথ, যদি মারহ উহারে॥'' ৪০॥

নিমাইকর্তৃক ক্ষুধার্ত্ত অতিথি বিপ্রের অবমাননা চিন্তা করিয়া মিশ্রের চিন্তা-মগ্নতা—

দুঃখে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিয়া শিরে।
মাথা নাহি তোলে মিশ্র, বচন না স্ফুরে॥ ৪১॥

মিশ্রকে বিপ্রের সান্ত্বনা প্রদান ও ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও কৃপা-শক্তিতে বিশ্বাস—

বিপ্র বোলে,—'মিশ্র, দুঃখ না ভাবিহ মনে।
যে দিনে যে হবে, তাহা ঈশ্বর সে জানে॥ ৪২॥

পক্বান্ন-ভোজনে প্রথমেই বিঘ্ন-সন্দর্শনে বিপ্রের পুনঃ রন্ধন-স্পৃহা-ত্যাগ ও ফলমূল-ভোজনেচ্ছা—

ফল-মূল-আদি গৃহে যে থাকে তোমার।
আনি' দেহ' আজি তাহা করিব আহার॥' ৪৩॥

বিপ্রকে পুনঃ রন্ধনার্থ সদৈন্যে মিশ্রের অনুরোধ—

মিশ্র বোলে,—'মোরে যদি থাকে ভৃত্য-জ্ঞান।
আর-বার পাক কর, করি' দেও স্নান॥ ৪৪॥

অতিথিরূপী বিপ্রের পুনঃ রন্ধন ও ভোজনেই মিশ্রকর্তৃক স্বীয় সন্তোষ-জ্ঞাপন—

গৃহে আছে রন্ধনের সকল সম্ভার।
পুনঃ পাক কর, তবে সন্তোষ আমার॥' ৪৫॥

উপস্থিত মিশ্রের সমস্ত আত্মীয়স্বজনগণেরও বিপ্রকে পুনঃ রন্ধনার্থ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—

বলিতে লাগিলা যত ইষ্ট-বন্ধুগণ।
'আমা-সবা' চাহি' তবে করহ রন্ধন॥' ৪৬॥

জগতের ভাগ্যে তোমার পর্য্যটন,—(ভাঃ ১০।৮।৪—) 'মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্। নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥'' দ্রষ্টব্য॥ ২৭॥

উপহার,—আয়োজন। উপস্করি'—সংস্কার-লেপনাদি করিয়া; সজ্জ,—সজ্জা, আয়োজন বা উপকরণ॥ ২৯-৩০॥

সম্ভ্রমে,—সভয়ে; করে,—হস্ত॥ ৩৮॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে মিশ্র, আপনি—বয়স্ক ও মাননীয়, আর এই শিশু—নিতান্ত অজ্ঞ বালক; ইহার অজ্ঞতার জন্য প্রহার-পূর্ব্বক শাসন করা কর্ত্তব্য নহে॥ ৩৯॥

হিতাহিত-বিবেকহীন বালকের প্রতি প্রহার কর্ত্তব

সকলের ইচ্ছানুসারে তৈর্থিক বিপ্রের পুনঃ রন্ধনে সম্মতি-প্রদান—

বিপ্র বোলে,—'যেই ইচ্ছা তোমা-সবাকার।
করিব রন্ধন সর্ব্বথায় পুনর্ব্বার।' ৪৭ ॥

সকলের হর্ষ ও পুনঃ পাকস্থান-সংস্কার-সাধন—

হরিষ হইলা সবে বিপ্রের বচনে।
স্থান উপস্করিলেন সবে ততক্ষণে ॥ ৪৮ ॥

রন্ধনোপযোগি-দ্রব্যোপকরণাদি-প্রদান, বিপ্রের দ্বিতীয়বার রন্ধনোদযোগ—

রন্ধনের সজ্জ আনি' দিলেন ত্বরিতে।
চলিলেন বিপ্রবর রন্ধন করিতে ॥ ৪৯ ॥

বিপ্রের রন্ধন-ভোজন-সমাপ্তি পর্য্যন্ত তদবিঘ্নকারক চঞ্চল শিশু নিমাইকে স্থানান্তরে রক্ষণার্থ সকলের পরামর্শ—

সবেই বোলেন,—'শিশু পরম চঞ্চল।
আর বার পাছে নষ্ট করয়ে সকল ॥ ৫০ ॥
রন্ধন, ভোজন বিপ্র করেন যাবৎ।
আর-বাড়ী লয়ে শিশু রাখহ তাবৎ ॥' ৫১ ॥

নিমাইসহ শচীমাতার প্রতিবেশী ভবনে গমন—

তবে শচী-দেবী পুত্রে কোলে ত' করিয়া।
চলিলেন আর-বাড়ী প্রভুরে লইয়া ॥ ৫২ ॥

নারীগণের নিমাইকে মৃদু ভর্ৎসনা—

সব নারীগণ বোলে,—'শুন রে নিমাই।
এমত করিয়া কি বিপ্রের অন্ন খাই!' ৫৩ ॥

সহাস্যে প্রভুর স্বীয় নির্দ্দোষতা-প্রতিপাদন—

হাসিয়া বোলেন প্রভু শ্রীচন্দ্রবদনে।
'আমার কি দোষ, বিপ্র ডাকিলা আপনে?' ৫৪

নারীগণের নিমাইকে পরিহাসোক্তি—

সবেই বোলেন,—'অয়ে নিমাই ঢাঙ্গাতি!
কি করিবা, এবে যে তোমার গেল জাতি?'৫৫॥
কোথাকার ব্রাহ্মণ, কোন্ কুল, কেবা চিনে?
তার ভাত খাই' জাতি রাখিবা কেমনে?' ৫৬ ॥

নারীগণের প্রশ্নোত্তরে নিমাইর নিজ গোপরাজ তনয়ত্ব-কথন; সম্বন্ধজ্ঞানী মুক্তেরই কৃষ্ণভজন-যোগ্যতা—

হাসিয়া কহেন প্রভু,—'আমি যে গোয়াল!
ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই সর্ব্বকাল ॥ ৫৭ ॥
ব্রাহ্মণের অন্নে কি গোপের জাতি যায়?'
এত বলি' হাসিয়া সবারে প্রভু চায় ॥ ৫৮ ॥

উত্তরপ্রদানচ্ছলে নিজ-তত্ত্ব কহিলেও বৈষ্ণবীমায়া-বশে সকলের তদনুপলব্ধি—

ছলে নিজ-তত্ত্ব প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
তথাপি না বুঝে কেহ,—হেন মায়া তান ॥ ৫৯ ॥

নিমাইর পরমার্থ-বাক্য শ্রবণ করিয়াও বালভাষণ-ভ্রমে সকলের হাস্য—

সবেই হাসেন শুনি' প্রভুর বচন।
বক্ষ হৈতে এড়িতে কাহারো নাহি মন ॥ ৬০ ॥

নহে, অতএব আমি শপথ প্রদান করিতেছি অর্থাৎ আপনার প্রহার-কার্য্যে আমি বাধা দিতেছি ॥ ৪০ ॥

ঈশ্বরের ইচ্ছামত যে দিন যাহার খাদ্য তিনি প্রদান করেন, তিনি তাহাই প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরই যে ফলদাতা, তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। জীব—ভবিষ্যদ্দৃষ্টি-বঞ্চিত। জীবের যাহা 'অদৃষ্ট', ঈশ্বরের তাহা—পরিজ্ঞাত বিষয়। ৪২ ॥

এস্থলে বৈষ্ণব-অতিথির প্রতি মিশ্রের বৈষ্ণবোচিত দৈন্যোক্তি-জ্ঞাপন বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য ॥ ৪৪ ॥

সম্ভার,—সামগ্রী, উপযোগি দ্রব্য ॥ ৪৫ ॥

আমা সবা' চাহি,—আমাদের প্রতি কৃপা-দৃষ্টিপাত করিয়া॥

সর্ব্বথায়,—নিশ্চয়, সর্ব্বতোভাবে ॥ ৪৭ ॥

ঢাঙ্গাতি,—যে-ব্যক্তি ঢঙ্গত্ব বা কপটবৃত্তি, ছল ও চাতুর্য আচরণ করে।

নারীগণ বলিতেছেন,—"ওহে নিমাই, কাপট্য, ছল ও চাতুর্য্য প্রদর্শন করিতে গিয়া তুমি অজ্ঞাত-কুলশীল ও আপনাকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচয়-দানকারী এই ব্যক্তির স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করায় তোমার বংশগত পবিত্রতা, সবই নষ্ট হইল?" ৫৫-৫৬

প্রভু বলিলেন,—আমি গোপজাতি, তজ্জন্য আমি ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত অন্ন সর্ব্ব-সময়ে খাইয়া থাকি;—ইহাতে একদিকে প্রভুর ত্রিকালসত্যতা ও সর্ব্বজ্ঞতা এবং অপরদিকে তাঁহার অপ্রাকৃত শুদ্ধভগবজ্‌জ্ঞানী বা ব্রাহ্মণ-বশ্যতা প্রকাশিত হইল; পক্ষান্তরে, গোপবালোচিত চাঞ্চল্যও প্রকাশিত হইল ॥৫৭॥

সকলেরই সর্ব্বক্ষণ নিমাইকে স্ব স্ব-ক্রোড়ে রক্ষণেচ্ছা ও হর্ষাতিশয়—

হাসিয়া যায়েন প্রভু যে-জনার কোলে।
সেই জন আনন্দ-সাগর-মাঝে বুলে ॥ ৬১ ॥

পুনঃ রন্ধনান্তে বিপ্রের ইষ্টমন্ত্র-যোগে ধ্যানে অভীষ্টদেব বালগোপালকে নৈবেদ্যার্পণ—

সেই বিপ্র পুনর্ব্বার করিয়া রন্ধন।
লাগিলেন বসিয়া করিতে নিবেদন ॥ ৬২ ॥

সর্ব্বান্তর্যামী বিশ্বম্ভরের তদবগতি—

ধ্যানে বালগোপাল ভাবেন বিপ্রবর।
জানিলেন গৌরচন্দ্র চিত্তের ঈশ্বর ॥ ৬৩ ॥

সকলকে স্বীয় মায়ায় মুগ্ধ করিয়া অতর্কিতাবস্থায় প্রভুর নৈবেদ্য স্থানে আগমন—

মোহিয়া সকল-লোক অতি অলক্ষিতে।
আইলেন বিপ্রস্থানে হাসিতে হাসিতে ॥ ৬৪ ॥

নৈবেদ্যান্ন গ্রহণপূর্ব্বক নিমাইর পলায়ন—

অলক্ষিতে এক-মুষ্টি অন্ন লঞা করে।
খাইয়া চলিলা প্রভু,—দেখে বিপ্রবরে ॥ ৬৫ ॥

তদ্দর্শনে তৈর্থিক-বিপ্রের সভয়ে চীৎকার—

'হায় হায়' করিয়া উঠিল বিপ্রবর।
ঠাকুর খাইয়া ভাত দিল এক রড় ॥ ৬৬ ॥

ক্রোধভরে মিশ্রের নিমাইর পশ্চাদ্ধাবন—

সম্ভ্রমে উঠিয়া মিশ্র হাতে বাড়ি লৈয়া।
ক্রোধে ঠাকুরেরে লৈয়া যায় ধাওয়াইয়া ॥৬৭॥

সভয়ে নিমাই—পলায়িত ও গৃহে লুক্কায়িত, মিশ্রের তর্জ্জন-গর্জ্জন—

মহাভয়ে প্রভু পলাইলা এক-ঘরে।
ক্রোধে মিশ্র পাছে থাকি' তর্জ্জগর্জ্জ করে ॥৬৮॥

রোষভরে মিশ্রের শাসনোক্তি—

মিশ্র বোলে,—'আজি দেখ' করোঁ তোর কার্য্য।
তোর মতে পরম-অবোধ আমি আর্য্য! ৬৯ ॥

ভর্ৎসন-পূর্ব্বক নিমাইকে প্রহারোদ্যম—

হেন মহাচোর শিশু কার ঘরে আছে?'
এত বলি' ক্রোধে মিশ্র ধায় প্রভু-পাছে ॥ ৭০ ॥

সকলের নিবারণ-সত্ত্বেও মিশ্রের নিমাইকে প্রহারে নির্বন্ধ—

সবে ধরিলেন যত্ন করিয়া মিশ্রেরে।
মিশ্র বোলে,—'এড়, আজি মারিমু উহারে ॥'৭১॥

মিশ্রকে সকলের অনুযোগ—

সবেই বোলেন,—'মিশ্র, তুমি ত' উদার।
উহারে মারিয়া কোন্ সাধুত্ব তোমার? ৭২ ॥

স্নেহবৎসল সকলেরই অবোধ চঞ্চল শিশু-জ্ঞানে নিমাইর পক্ষ-সমর্থন—

ভাল-মন্দ জ্ঞান নাহি উহার শরীরে।
পরম অবোধ, যে এমন শিশু মারে ॥ ৭৩ ॥
মারিলেই কোন্ বা শিখিবে, হেন নয়।
স্বভাবেই শিশুর চঞ্চল মতি হয় ॥' ৭৪ ॥

দ্রুতবেগে বিপ্রের আগমন ও মিশ্রকে নিবারণ—

আথে-ব্যথে আসি' সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মিশ্রের ধরিয়া হাতে বোলেন বচন ॥ ৭৫ ॥

দৈব বা অদৃষ্টরূপী বিধাতার উপর বিপ্রের নির্ভরোক্তি—

'বালকের নাহি দোষ, শুন, মিশ্র-রায়।
যে দিনে যে হবে, তাহা হইবারে চায় ॥ ৭৬ ॥

স্বীয় অন্নভোজন-রাহিত্যরূপ বিধিনির্ব্বন্ধ কথন—

আজি কৃষ্ণ অন্ন নাহি লিখেন আমারে।
সবে এই মর্ম্মকথা কহিলুঁ তোমারে ॥' ৭৭ ॥

ক্ষুধার্ত্ত অতিথি বৈষ্ণব-বিপ্রের ভোজন-বিঘ্নহেতু অভুক্ত অবস্থা দর্শনে মিশ্রের দুঃখ ও ক্ষোভ—

দুঃখে জগন্নাথ-মিশ্র নাহি তোলে মুখ।
মাথা হেট করিয়া ভাবেন মনে দুঃখ ॥ ৭৮ ॥

বিশ্বম্ভরাগ্রজ বিশ্বরূপের তথায় আগমন—

হেনই সময়ে বিশ্বরূপ ভগবান্।
সেইস্থানে আইলেন মহাজ্যোতির্ধাম ॥ ৭৯ ॥

নিজতত্ত্ব,—স্বীয় স্বয়ংরূপ কৃষ্ণস্বরূপত্ব ॥ ৫৯ ॥

এড়িতে,—নামাইতে, ছাড়িতে ॥ ৬০ ॥

চিত্তের ঈশ্বর,—অন্তর্যামী, পরমাত্মা ॥ ৬৩ ॥

মোহিয়া,—মোহিত করিয়া ॥ ৬৪ ॥

রড়,—দৌড়, ছুট (পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত 'লড়'-শব্দ) ॥৬৬॥

সম্ভ্রমে,—সরোষে; বাড়ি—যষ্টি, লাঠি, ঠেঙ্গা (পূর্ব্ববঙ্গে

মূলসঙ্কর্ষণ নিত্যানন্দ-রামের অভিন্নপ্রকাশ মহাসঙ্কর্ষণ বিশ্বরূপের অসমোর্দ্ধ রূপ-মহিমা—

সর্ব্ব-অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
চতুর্দ্দশ-ভুবনেও নাহিক উপমা॥ ৮০॥
স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র, ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত।
মূর্ত্তিভেদে জন্মিলা আপনি নিত্যানন্দ॥ ৮১॥

সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহ বিশ্বরূপের বিষ্ণুভক্তিপর ব্যাখ্যা—

সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থ সদা স্ফুরয়ে জিহ্বায়।
কৃষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যা মাত্র করয়ে সদায়॥ ৮২॥

বিশ্বরূপের অপূর্ব্ব রূপ-দর্শনে বিপ্রের-বিস্ময়—

দেখিয়া অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মুগ্ধ হৈয়া একদৃষ্টে চাহে ঘনে-ঘন॥ ৮৩॥

বিপ্রকর্ত্তৃক বিশ্বরূপের পরিচয়-জিজ্ঞাসা—

বিপ্র বোলে,—'কার পুত্র এই মহাশয়?
সবেই বোলেন,—'এই মিশ্রের তনয়।' ৮৪॥

বিপ্রের বিশ্বরূপকে আলিঙ্গন ও মিশ্র-শচীকে ধন্যবাদ—

শুনিয়া সন্তোষে বিপ্র কৈলা আলিঙ্গন।
'ধন্য পিতা মাতা, যার এ-হেন নন্দন॥' ৮৫॥

স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া জগতে মর্য্যাদা ও মানদ-ধর্ম্ম-শিক্ষা-দানার্থ অতিথি বৈষ্ণব-বিপ্রকে প্রণাম ও স্তুতি-ধন্য-বাদ—

বিপ্রেরে করিয়া বিশ্বরূপ নমস্কার।
বসিয়া কহেন কথা অমৃতের ধার॥ ৮৬॥

বৈষ্ণব অতিথি-লাভে সকল গৃহস্থেরই সুকৃতি-সঞ্চয়—

'শুভ দিন তার মহাভাগ্যের উদয়।
তুমি-হেন অতিথি যাহার গৃহে হয়॥ ৮৭॥

বৈষ্ণব স্বয়ং আত্মারাম বা নিষ্কিঞ্চন পরমহংস হইয়াও 'পরদুঃখদুঃখী' স্বভাব-হেতু বিষ্ণুবিমুখ দীন-গৃহব্রত-জগৎকে বিষ্ণুসেবায় উন্মুখীকরণার্থ সর্ব্বত্র ভ্রমণ—

জগৎ শোধিতে সে তোমার পর্য্যটন।
আত্মানন্দে পূর্ণ হই' করহ ভ্রমণ॥ ৮৮॥

যথার্থ মর্য্যাদা-দানাভিজ্ঞ বাগ্মিপ্রবর বিশ্বরূপের বৈষ্ণব-সেবক জীবাভিমানে স্বীয় যুগপৎ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য-কারণ-বর্ণন—

ভাগ্য বড়,—তুমি-হেন অতিথি আমার।
অভাগ্য বা কি কহিব,—উপাস তোমার॥ ৮৯॥

বৈষ্ণব অতিথির অভুক্তাবস্থায় প্রস্থান-ফলে গৃহস্থাশ্রমীর অশুভোদয়—

তুমি উপবাস করি' থাক' যার ঘরে।
সর্ব্বথা তাহার অমঙ্গল-ফল ধরে॥ ৯০॥

বৈষ্ণবের দর্শনে হর্ষ, কিন্তু অভুক্তাবস্থা-শ্রবণে বিষাদ—

হরিষ পাইনু বড় তোমার দর্শনে।
বিষাদ পাইনু বড় এ সব শ্রবণে॥' ৯১॥

'তরোরপি সহিষ্ণু' ও অবিক্লবমতি বিপ্রের বিশ্বরূপকে সান্ত্বনা-প্রদান—

বিপ্র বোলে,—'কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।
ফল মূল কিছু আমি করিব ভোজনে॥ ৯২॥

নির্গুণ ভগবন্নিকেতনাশ্রিত আত্মারাম হইয়াও সদৈন্যে স্বীয় সাত্ত্বিক বনবাসিত্ব-জ্ঞাপন—

বনবাসী আমি, অন্ন কোথায় বা পাই।
প্রায় আমি বনে ফল-মূল মাত্র খাই॥ ৯৩॥

ব্যবহৃত); ঠাকুরেরে,—প্রভুকে; ধাওয়াইয়া,—পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, অর্থাৎ দ্রুত ছুটাইয়া বা তাড়া করিয়া॥ ৬৭॥

তর্জ্জগর্জ্জ,—তর্জ্জন গর্জ্জন, [illegible]শনার্থ ক্রোধভরে তাড়ন, ভর্ৎসন বা শাসন॥ ৬৮॥

মিশ্র বলিলেন,—অরে দুষ্ট বালক, আমি অদ্য তোর দুষ্কার্য্য দেখিয়া লইব! আমি—এত বিজ্ঞ ও মান্য, আর তুই আমাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ জ্ঞান করিতেছিস্! তাহা—তোর পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়॥ ৬৯॥

এড়'—ছাড়, থাম; মারিমু,—মারিব (পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত)॥

সাধুত্ব,—উত্তমতা, বুদ্ধিমত্তা॥ ৭২॥

স্বভাবক্রমেই শিশুগণ—চঞ্চলমতি, এখন উহাকে শাসন করিয়া শিখাইলেও সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে না॥৭৪॥

রায়,—ঠাকুর, মহাশয়; "যদভাবি ন তদ্ভাবি ভাবিচেন্ন তদন্যথা" (হিতোপদেশ)॥ ৭৬॥

কৃষ্ণ,—ফলপ্রদাতা বিধাতা; লিখেন,—মিলাবেন অর্থাৎ অদ্য আমার কপালে বা অদৃষ্টে অন্নপ্রাপ্তি ঘটিয়া উঠিবে না; মর্ম্মকথা—রহস্য, মনের গূঢ় কথা॥ ৭৭॥

মহাজ্যোতির্ধাম—অচিৎ-প্রকাশক আলোকই সাধারণ

অজগর-বৃত্তি—

কদাচিৎ কোন দিবসে বা খাই অন্ন।
সেহ যদি নির্ব্বিরোধে হয় উপসন্ন ॥ ৯৪ ॥

বিশ্বরূপ-দর্শনেই আত্মপ্রসাদ-লাভ—

যে সন্তোষ পাইলাঙ তোমা' দরশনে।
তাহাতেই কোটি-কোটি করিলুঁ ভোজনে ॥৯৫॥

অন্ন ব্যতিরিক্ত ফল-মূল-ভোজনেচ্ছা—

ফল, মূল, নৈবেদ্য যে-কিছু থাকে ঘরে।
তাহা আন' গিয়া, আজি করিব আহারে ॥'৯৬॥

অতিথি বৈষ্ণব-বিপ্রের অন্নভোজনে নিমাইর বিঘ্ন-সম্পাদন-হেতু অভুক্তাবস্থা-দর্শনে মিশ্রের গভীর দুশ্চিন্তা—

উত্তর না করে কিছু মিশ্র-জগন্নাথ।
দুঃখ ভাবে মিশ্র শিরে দিয়া দুই হাত ॥ ৯৭ ॥

পুনঃ রন্ধনার্থ বিপ্রকে বাগ্মিপ্রবর মানদধর্ম্ম-বিগ্রহ বিশ্বরূপের স্তুতিবাদদ্বারা প্রবর্ত্তন—

বিশ্বরূপ বোলেন,—'বলিতে বাসি ভয়।
সহজে করুণাসিন্ধু তুমি মহাশয় ॥ ৯৮ ॥

সজ্জন-স্বভাব-বর্ণন—

পরদুঃখে কাতর-স্বভাব সাধুজন।
পরের আনন্দ সে বাড়ায় অনুক্ষণ ॥ ৯৯ ॥

সামান্য শ্রম স্বীকারপূর্ব্বক পুনঃ রন্ধনার্থ প্রার্থনা-জ্ঞাপন—

এতেকে আপনে যদি নিরালস্য হৈয়া।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর রন্ধন করিয়া ॥ ১০০ ॥

বিপ্রের পুনর্নৈবেদ্য-রন্ধন-ভোজনেই সকলের দুঃখ-লাঘব ও হর্ষাপ্তির সম্ভাবনা—

তবে আজি আমার গোষ্ঠীর যত দুঃখ।
সকল ঘুচয়ে, পাই পরানন্দ-সুখ ॥' ১০১ ॥

স্বীয় অভীষ্টদেব কৃষ্ণের অনিচ্ছা জানাইয়া বিপ্রের পুনঃ রন্ধনে অনিচ্ছা-জ্ঞাপন—

বিপ্র বোলে,—'রন্ধন করিলুঁ দুইবার।
তথাপিহ কৃষ্ণ না দিলেন খাইবার ॥ ১০২ ॥

স্বীয় অদৃষ্টে কৃষ্ণের অনভিপ্রেত অন্নভোজনাভাব-জ্ঞাপন—

তেঞি বুঝিলাঙ,- আজি নাহিক লিখন।
কৃষ্ণ-ইচ্ছা নাহি,—কেনে করহ যতন ? ১০৩ ॥

কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই সর্ব্বকর্ম্ম সম্ভব, নতুবা সম্পূর্ণ অসম্ভব—

কোটি ভক্ষ্য-দ্রব্য যদি থাকে নিজ-ঘরে।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে ॥ ১০৪ ॥

বিভুচৈতন্য কৃষ্ণেচ্ছার বিরুদ্ধে অণুচিৎ জীবের সমস্ত কৃত্রিম চেষ্টাই বিফল—

যে-দিনে কৃষ্ণের যারে লিখন না হয়।
কোটি যত্ন করুক, তথাপি সিদ্ধ নয় ॥ ১০৫ ॥

গভীর-রাত্রিতে পুনঃ রন্ধনে বিপ্রের অনিচ্ছা-জ্ঞাপন—

নিশা দেড় প্রহর, দুইও বা যায়।
ইহাতে কি আর পাক করিতে যুয়ায় ? ১০৬ ॥

পুনঃ রন্ধন-চেষ্টা ছাড়িয়া বিপ্রের ফলমূল-ভোজনেচ্ছা—

অতএব আজি যত্ন না করিহ আর।
ফল মূল কিছু মাত্র করিমু আহার ॥' ১০৭ ॥

পুনঃ রন্ধনার্থ বিপ্রকে বিশ্বরূপের পুনঃ পুনঃ প্ররোচন—

বিশ্বরূপ বোলেন,—'নাহিক কোন দোষ।
তুমি পাক করিলে সে সবার সন্তোষ ॥' ১০৮ ॥

বিশ্বরূপের বিপ্রচরণ-ধারণ এবং সকলেরই বিপ্রকে পুনঃ রন্ধনার্থ অনুরোধ—

এত বলি' বিশ্বরূপ ধরিলা চরণ।
সাধিতে লাগিলা সবে করিতে রন্ধন ॥ ১০৯ ॥

জ্যোতিঃ'-নামে প্রসিদ্ধ; কিন্তু অপ্রাকৃত চিৎপ্রকাশক আলোকই শুদ্ধসত্ত্ব বা মহাজ্যোতিঃ। সেই জ্যোতির আকর-স্থানই 'শ্রীবলদেব', এবং তাঁহারই মূর্ত্তিভেদ—শ্রীবিশ্বরূপ ॥

শ্রীনিত্যানন্দই মূর্ত্তিভেদে বিভিন্ন-মূর্ত্তিতে বিশ্বরূপ হইয়া প্রকটিত হন। বিশ্বরূপ সর্ব্বদা সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তিই ব্যাখ্যা করেন অর্থাৎ প্রাকৃত-ভোগপর বিচার-দ্বারা শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া জীবকে জড়ভোগে নিযুক্ত করেন না। ॥ ৮২ ॥

শ্রীবিশ্বরূপপ্রভু তৈর্থিক বিপ্রকে লক্ষ্য করিয়া পরিব্রাজকোচিত ভুবনপাবন ধর্ম্মের কথা বলিলেন। ভগবদ্ভক্ত—সর্ব্বদা আত্মারাম অর্থাৎ কৃষ্ণসেবানন্দে পরিপূর্ণ, সুতরাং ভোগপর পর্য্যটকের ন্যায় ভ্রমণ করিবার পরিবর্ত্তে তিনি জগতের বিষয়াভিনিবেশ হইতে গৃহমেধী জীবকুলকে কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ করাইয়া শোধন করেন ॥ ৮৮ ॥

উপাস,—উপবাস ॥ ৮৯ ॥

বিশ্বরূপ-রূপ-মুগ্ধ বিপ্রের অবশেষে পুনঃ রন্ধনে সম্মতি-প্রদান—

বিশ্বরূপে দেখিয়া মোহিত বিপ্রবর।
'করিব রন্ধন'—বিপ্র বলিলা উত্তর॥ ১১০॥

হর্ষভরে সকলের হরিধ্বনি ও বিপ্রের রন্ধনস্থান-সংস্কার-সাধন—

সন্তোষে সবেই 'হরি' বলিতে লাগিল।
স্থান উপস্কার সবে করিতে লাগিল॥ ১১১॥

রন্ধনোপযোগি-দ্রব্যাদি-পুনঃপ্রদান—

আথে-ব্যথে স্থান উপস্করি' সর্ব্বজনে।
রন্ধনের সামগ্রী আনিলা ততক্ষণে॥ ১১২॥

বিপ্রের তৃতীয়বার রন্ধনোদ্যোগ; নিমাইকে সকলের বেষ্টন ও আবরণ—

চলিলেন বিপ্রবর করিতে রন্ধন।
শিশু আবরিয়া রহিলেন সর্ব্বজন॥ ১১৩॥

লুক্কায়িত নিমাইর গৃহদ্বারে মিশ্রের সতর্ক প্রহরি-কার্য্য—

পলাইয়া ঠাকুর আছেন যেই ঘরে।
মিশ্র বসিলেন সেই ঘরের দুয়ারে॥ ১১৪॥

দ্বাররুদ্ধপূর্ব্বক গৃহমধ্যে নিমাইকে আবদ্ধ করিবার পরামর্শ—

সবেই বোলেন,—'বান্ধ' বাহির দুয়ার।
বাহির হইতে যেন নাহি পারে আর॥' ১১৫॥

মিশ্রের উহাতে সম্মতি প্রদান—

মিশ্র বোলে,—'ভাল, ভাল, এই যুক্তি হয়।'
বান্ধিয়া দুয়ার সবে বাহিরে আছয়॥ ১১৬॥

অলৌকিক-স্নেহবৎসল স্ত্রীগণের নিমাইর নিদ্রা দেখাইয়া সকলকে সান্ত্বনা-দান—

ঘরে থাকি' স্ত্রীগণ বোলেন,—'চিন্তা নাই।
নিদ্রা গেল, আর কিছু না জানে নিমাই॥' ১১৭॥

সকলের নিমাইকে অবরোধ, বিপ্রেরও রন্ধন-সমাপন—

এইমতে শিশু রাখিলেন সর্ব্বজন।
বিপ্রের হইল কতক্ষণেতে রন্ধন॥ ১১৮॥

তৈর্থিক বিপ্রের স্বাভীষ্টদেব কৃষ্ণকে ধ্যান-যোগে স্বংস্তপক্ক-নৈবেদ্যার্পণ—

অন্ন উপস্করি' সেই সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
ধ্যানে বসি' কৃষ্ণেরে করিলা নিবেদন॥ ১১৯॥

সর্ব্বভূতান্তর্যামী প্রভুর বিপ্রকে দর্শন-প্রদানেচ্ছা—

জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
চিত্তে আছে,—বিপ্রেরে দিবেন দরশন॥ ১২০॥

প্রভুর ইচ্ছায় সকলেরই নিদ্রায় অচৈতন্যাবস্থা—

নিদ্রা দেবী সবারেই ঈশ্বর ইচ্ছায়।
মোহিলেন, সবেই অচেষ্ট নিদ্রা যায়॥ ১২১॥

বিপ্রের অন্ন নিবেদন-স্থলে নিমাইর আগমন—

যে-স্থানে করেন বিপ্র অন্ন নিবেদন।
আইলেন সেই স্থানে শ্রীশচীনন্দন॥ ১২২॥

নিমাইকে দেখিবা মাত্র বিপ্রের সভয়ে চিৎকার, গভীর নিদ্রা-বশে সকলের তচ্ছ্রবণাভাব—

বালক দেখিয়া বিপ্র করে 'হায় হায়'।
সবে নিদ্রা যায়, কেহ শুনিতে না পায়॥ ১২৩॥

অর্থাৎ, তোমার দর্শন-ফলে আমার হর্ষ, কিন্তু তোমার উপবাস-ফলে আমার বিষাদ, অর্থাৎ এই উভয় কারণেই আমার হর্ষবিষাদ উপস্থিত হইয়া[illegible]১॥

(ভা ১১।২৫।২৫—) "বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে"॥ ৯৩॥

নির্ব্বিরোধে,—নির্ব্বিঘ্নে; উপসন্ন,—উপস্থিত, আগত॥

বাসি,—বোধ বা অনুভব করি, ভাবি, পাই॥ ৯৮॥

নিরালম্ব হৈয়া,—একটু শ্রম স্বীকার করিয়া॥ ১০০॥

কৃষ্ণের ভোগ্য যাবতীয় ভক্ষ্যদ্রব্য গৃহে থাকিলেও কৃষ্ণ যদি তদীয় প্রসাদ-প্রদানের নির্ব্বন্ধ করেন, তাহা হইলেই জীব সেই কৃষ্ণপ্রসাদ পাইতে পারেন; আর কৃষ্ণ যদি কাহারও প্রতি নিগ্রহ করেন, তাহা হইলে তাহার অসংখ্য প্রাকৃত আরোহ চেষ্টা বিফল হয় মাত্র। অধোক্ষজসেবা—কৃপা বা প্রসাদ মুখে অবরোহ বা অবতার-বিচারেই সিদ্ধ; প্রাকৃত চেষ্টাবলম্বন-বিচারে আরোহ-বাদ সুফল প্রসব করিতে পারে না॥ ১০৪-১০৫॥

যুয়ায়,—যোগ্য বা যুক্তিসঙ্গত হয়॥ ১০৫॥

কিছু,—সামান্য॥ ১০৭॥

স্বভক্ত বিপ্রের প্রতি ভক্তবৎসল প্রভুর কৃপা-বচন—

প্রভু বোলে,—'অয়ে বিপ্র, তুমি ত' উদার।
তুমি আমা' ডাকি' আন', কি দোষ আমার ?১২৪॥

বিপ্র-সমীপে স্বীয় আগমন-কারণ-বর্ণন—

মোর মন্ত্র জপি' মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি, আসি তোমা'-স্থান ॥১২৫॥

বিপ্রসমীপে স্বীয় দর্শনপ্রদান-কারণ-বর্ণন—

আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব' তুমি।
অতএব তোমারে দিলাঙ দেখা আমি ॥' ১২৬ ॥

বিপ্রকে প্রভুর স্বীয় অষ্টভুজ রূপ-প্রদর্শন—

সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম,—অষ্টভুজ রূপ ॥ ১২৭ ॥
একহস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায় ॥ ১২৮ ॥

সেই অপ্রাকৃত রূপ-বর্ণন—

শ্রীবৎস, কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার।
সর্ব্ব-অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার ॥ ১২৯ ॥
নবগুঞ্জা-বেড়া শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে।
চন্দ্রমুখে অরুণ-অধর শোভা করে ॥ ১৩০ ॥
হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন-কমল।
বৈজয়ন্তী-মালা দোলে মকর-কুণ্ডল ॥ ১৩১ ॥
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ন-নূপুর।
নখমণি-কিরণে তিমির গেল দূর ॥ ১৩২ ॥

অপ্রাকৃত ধাম-দর্শন ও ধাম-বর্ণন—

অপূর্ব্ব কদম্ববৃক্ষ দেখে সেইখানে।
বৃন্দাবনে দেখে,—নাদ করে পক্ষিগণে ॥ ১৩৩ ॥
গোপ-গোপী-গাভীগণ চতুর্দ্দিকে দেখে।
যাহা ধ্যান করে, তা'ই দেখে পরতেকে ॥ ১৩৪

সকলে বলিলেন,—ঘরের বাহিরের ঝাঁপ বা দরজা দড়ি দিয়া বন্ধ কর, তাহা হইলেই নিমাই আর উহা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিবে না ॥ ১১৬ ॥

চিত্তে,—ইচ্ছা বা অভিলাষ ॥ ১২০ ॥

সকলে মনে করিলেন,—যখন অধিক রাত্রি হইয়াছে, তখন শিশু নিমাই শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িবে, সুতরাং তাহাকে আর আট্‌কাইয়া রাখিতে হইবে না। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় তাহার বৈপরীত্য ঘটিল; মোহিনী নিদ্রা-দেবীর মৃদু মোহন অঞ্চল-স্পর্শে গৃহাভ্যন্তরস্থ সকলেই নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল ॥ ১২১ ॥

আমার মন্ত্র জপ করিয়া তুমি আমাকেই আহ্বান কর, তজ্জন্যই আমি তোমার মন্ত্রে আহূত হইয়া তোমারই প্রদত্ত নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করি; কেহ কেহ বিচার করেন যে, গোপাল-মন্ত্র দ্বারাই শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা ও নৈবেদ্য সমর্পিত হয় এবং তাদৃশ মন্ত্রেই তিনি নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। যদবধি শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহের পূজার বিধি প্রকাশ্যে প্রচলিত ছিল না, তৎকালাবধি কৃষ্ণমন্ত্রেই প্রভুর পূজার্চ্চনাদি-নির্ব্বাহ হইত, কিন্তু যৎকালে প্রচ্ছন্ন-অবতারী কৃষ্ণ কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ নিজজনগণের নিকট স্বীয় স্বরূপ, বিগ্রহ বা নাম প্রকটিত করিলেন, তদবধি তাঁহারা প্রভুর নিত্য-নাম-মন্ত্রাদি প্রকটিত করিয়া শ্রীগৌর-মন্ত্রেই শ্রীগৌরবিগ্রহের পূজার্চ্চনাদি করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রচ্ছন্ন-অবতারীর কৃপা-লাভে বঞ্চিত হন, তাঁহারাই শ্রীগৌর-সুন্দরের অর্চ্চা-বিগ্রহকে কৃষ্ণমন্ত্রের দ্বারা উপাসনা করিবার ছলনা করেন, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদের শ্রীগৌরপূজা বিহিত হয় না এবং গৌরলীলার নিত্যত্বোপলব্ধির অভাবে তাঁহারা কৃষ্ণকৃপা হইতে বঞ্চিত হন মাত্র।

কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিলে কৃষ্ণ বা গৌরসুন্দর তাহা স্বীকার করিয়া জপকারীর নিকট প্রকাশিত হন। কিন্তু গৌর-কৃষ্ণে ভেদবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি অশ্রৌতপন্থায় কৃষ্ণমন্ত্র-জপচেষ্টা দেখাইয়াও শ্রীগৌরসুন্দরে কৃষ্ণস্বরূপ দর্শন না করায়, তাহার সংসার-মোচনে বাধা হইয়া পড়ে, সুতরাং কৃষ্ণমন্ত্রজপদ্বারা অনেক সময় শ্রীগৌরসুন্দরের পূজায় পূজকের রুচির অভাব দেখা যায়। যাহাদের গৌরসুন্দরের পূজায় কৃষ্ণপ্রতীতি নাই, শ্রীরায়-রামানন্দ তাহাদিগকে গৌরকৃপা হইতে বঞ্চিত করেন এবং তাহাদের নয়নে গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের শ্রীরূপ দর্শন প্রদান করেন না, তাহারা ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব বিপ্রলিপ্সাদি দোষচতুষ্টয়ে আবৃত হওয়ায় শ্রীগৌরসুন্দরে শ্রীরাধা-গোবিন্দের দর্শন প্রাপ্ত হন না, সুতরাং শ্রীরাধা-কৃষ্ণের দর্শনাভাবে চতুঃশ্লোকীর দ্বিতীয় শ্লোকের মর্ম্মানুসারে

স্বাভীষ্টদেবকে সাক্ষাদ্দর্শন ফলে বিপ্রের আনন্দ-মূর্চ্ছা—

অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখি' সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা তখন ॥ ১৩৫ ॥

ভক্তাঙ্গে ভক্তবৎসল প্রভুর শ্রীহস্তার্পণ—

করুণা-সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
শ্রীহস্ত দিলেন তান অঙ্গের উপর ॥ ১৩৬ ॥

শ্রীহস্তস্পর্শ ও দর্শন-ফলে বিপ্রের প্রেমানন্দ-মোহ-বর্ণন—

শ্রীহস্ত-পরশে বিপ্র পাইলা চেতন।
আনন্দে হইল জড়, না স্ফুরে বচন ॥ ১৩৭ ॥
পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা বিপ্র যায় ভূমিতলে।
পুনঃ উঠে, পুনঃ পড়ে মহা-কুতূহলে ॥ ১৩৮ ॥
কম্প-স্বেদ-পুলকে শরীর স্থির নহে।
নয়নের জলে যেন গঙ্গা-নদী বহে ॥ ১৩৯ ॥

বিপ্রের স্বাভীষ্টদেব-সম্মুখে নির্ব্বেদ-ক্রন্দন—

ক্ষণেকে ধরিয়া বিপ্র প্রভুর চরণ।
করিতে লাগিলা উচ্চ-রবেতে ক্রন্দন ॥ ১৪০ ॥

ভক্তবৎসল প্রভুর স্বভক্ত-প্রতি কৃপা-বাক্য—

দেখিয়া বিপ্রের আর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রেরে কিছু করিলা উত্তর ॥ ১৪১ ॥

বিপ্রের নিত্যগৌরকৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্য—

প্রভু বোলে,—'শুন শুন, অয়ে বিপ্রবর।
অনেক জন্মের তুমি আমার কিঙ্কর ॥ ১৪২ ॥

বিপ্রসমীপে স্বীয় দর্শনপ্রদান-কারণ-বর্ণন—

নরবধি ভাব' তুমি দেখিতে আমারে।
অতএব আমি দেখা দিলাঙ তোমারে ॥ ১৪৩ ॥

পূর্ব্বযুগে নন্দগৃহে অভ্যাগত ঐ বিপ্রকে এইরূপে দর্শন-প্রদান

আর-জন্মে এইরূপে নন্দ-গৃহে আমি।
দেখা দিলুঁ তোমারে, না স্মর' তাহা তুমি ॥ ১৪৪

পূর্ব্বযুগীয় দর্শন প্রদানের ইতিহাস-বর্ণন—

যবে আমি অবতীর্ণ হৈলাঙ গোকুলে।
সেহ জন্মে তুমি তীর্থ কর' কুতূহলে ॥ ১৪৫ ॥
দৈবে তুমি অতিথি হইলা নন্দ-ঘরে।
এইমতে তুমি অন্ন নিবেদ' আমারে ॥ ১৪৬ ॥
তাহাতেও এইমত করিয়া কৌতুক।
খাই' তোর অন্ন দেখাইলুঁ এই রূপ ॥ ১৪৭ ॥

বিপ্রকে নিত্য-কৈঙ্কর্য্যে স্বীকার, দাসেরই প্রভুদর্শন-সামর্থ্য—

এতেকে আমার তুমি জন্মে-জন্মে দাস।
দাস বিনু অন্য মোর না দেখে প্রকাশ ॥ ১৪৮ ॥

গৌরসুন্দরের প্রতি মায়িক দৃষ্টি বা চেষ্টা-বশতঃ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদের নয়নে পরিদৃষ্ট হন না; পরন্তু, স্ব স্ব জড়ীয় ধর্ম্ম প্রাকৃত-চক্ষুর্দ্বারা গৌরসুন্দরকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ বস্তু-জ্ঞানে একজন 'সন্ন্যাসী','ধর্ম্মসংস্কারক' বা 'কৃত্রিম ভাবুক সাধু' প্রভৃতি অবাস্তর রূপে দর্শন তাঁহাদিগের নয়ন আচ্ছন্ন করে॥ ১২৫ ॥

তৈর্থিক-বিপ্র শ্রীগৌরসুন্দরের মুখে তাঁহার নিজ উপাস্য-বস্তুর অধিষ্ঠান শ্রবণ করিয়া তাঁহাতে শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম-শোভিত চতুর্ভুজ নারায়ণ-রূপ দর্শন করিলেন; দেখিলেন,—প্রভু দুইহস্তের মধ্যে একহস্তে নবনীত রাখিয়া [illegible] হস্তদ্বারা তাহা গ্রহণ করিতেছেন এবং অপর দুইটী হস্তদ্বারা বংশী ধারণ ও বাদন করিতেছেন। এই মূর্ত্তিতে অপূর্ব্ব সমাহার লক্ষিত হয়। প্রভু প্রথমে চারিহস্তে শঙ্খচক্রাদি অস্ত্র ধারণ করিয়া আছেন, পরে ব্রজেন্দ্রনন্দনের দ্বিবিধ-রসে দ্বিবিধ লীলা দুই-দুই-হস্তে সম্পাদন করিতেছেন, দর্শন করিলেন। নবনীত-ভক্ষণ ও মুরলীবাদনাদি মাথুর-দ্বারকা-লীলায় প্রকটিত হয় নাই এবং শ্রীগোকুল-লীলায়ও দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণ চতুর্ভুজ হন নাই। নবনীত-গ্রহণকালে যুগপৎ মুরলীবাদন প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য-লীলায় ব্রজবাসিগণের প্রীতি দেখা যায় না। আবার, অর্চ্চক-সম্প্রদায়ে পূজ্যবুদ্ধিমূলা সেবায় চতুর্ভুজ নারায়ণ-দর্শন — অপরিহার্য্য। কৃষ্ণের অর্চ্চনে গৌরব-মিশ্র পূজ্যভাবই বর্ত্তমান; কিন্তু ভাবময় বৃন্দাবনে অব্যক্ত-চতুর্ভুজ কৃষ্ণ কেবল-মাত্র দ্বিভুজ-দ্বারাই মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্যে ব্রজবাসীর সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এস্থলে চতুর্ভুজ-রূপী শ্রীবিগ্রহের বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভ-অলঙ্কার, গলদেশে মণিহার এবং সর্ব্বাঙ্গে রত্নখচিত ভূষণসমূহ বিরাজমান; তৎসঙ্গে বন্য ময়ূর-পুচ্ছে নবগুঞ্জা-বেষ্টিত শিরোদেশ শোভিত এবং চন্দ্রবদনে রাতুল অধর শোভাও লক্ষিত হইল; তৎকালে সস্মিত বদনমণ্ডলে তাঁহার পদ্মপলাশ-তুল্য আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন ঘূর্ণায়মাণ দেখাইতেছিল। ইহাতে ঐশ্বর্য্য হইতে মাধুর্য্যের স্ফূর্ত্তি প্রবলভাবে পরিদৃষ্ট হইল। আবার, উভয়রূপেই

অপ্রাকৃতে অশ্রদ্দধান বহিরঙ্গ লোকের নিকট রহস্য প্রকাশ করিতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা—

কহিলাঙ তোমারে এ সব গোপ্য কথা।
কারো স্থানে ইহা নাহি কহিবা সর্ব্বথা ॥ ১৪৯ ॥
যাবৎ থাকয়ে মোর এই অবতার।
তাবৎ কহিলে কারে করিমু সংহার ॥ ১৫০ ॥

স্বীয় অবতারোদ্দেশ্য ও লীলা-চেষ্টা-বর্ণন—

সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে আমার অবতার।
করাইমু সর্ব্বদেশে কীর্ত্তন প্রচার ॥ ১৫১ ॥

ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি-বিতরণ—

ব্রহ্মাদি যে প্রেমভক্তিযোগ বাঞ্ছা করে।
তাহা বিলাইমু সর্ব্ব প্রতি ঘরে-ঘরে ॥ ১৫২ ॥

শীঘ্রই বিপ্রের তল্লীলা-দর্শন-সম্ভাবনা—

কত দিন থাকি' তুমি অনেক দেখিবা।
এ সব আখ্যান এবে কারে না কহিবা ॥' ১৫৩ ॥

স্বভক্তকে কৃপা-পূর্ব্বক স্বগৃহে নিমাইর গমন—

হেনমতে ব্রাহ্মণেরে শ্রীগৌরসুন্দর।
কৃপা করি' আশ্বাসিয়া গেলা নিজ-ঘর ॥ ১৫৪ ॥

মকরাঙ্কিত কুণ্ডল এবং বৈজয়ন্তী-মালিকা একত্র সমাবিষ্ট দেখিলেন। কৃষ্ণপাদপদ্মে রত্ননির্ম্মিত নূপুর শোভা পাইতেছে এবং কৃষ্ণের নখমণির উচ্ছুরিত ছটা-প্রভাবে অজ্ঞান-তমোহন্ধকার বিদূরিত হইয়া চিদ্বিলাসালোক উদ্ভাসিত হইয়াছে, দৃষ্ট হইল। আবার চতুর্দ্দিকে বৃন্দাবনস্থিত অপূর্ব্ব কদম্ব-বৃক্ষ, ব্রজবিপিনের বিহগকুলের কাকলী এবং সুরভী ও গোপবালকবৃন্দের সহিত গো-সেবন-রত আভীরাদি পরিকর-বৈশিষ্ট্যেরও দর্শন লাভ করিলেন। পূজক-সূত্রে তৈর্থিক-বিপ্র যতপ্রকার ধ্যেয়বিগ্রহের বিভিন্ন ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন, ধ্যেয়বিগ্রহের ততপ্রকার রূপই প্রত্যক্ষ করিলেন॥১২৭-১৩৪॥

পরতেকে,—প্রত্যক্ষে, অথবা প্রত্যেককে ॥ ১৩৪ ॥

চিদ্দর্শনজনিত আনন্দোৎফুল্ল ও বাহ্যে জড়বৎ প্রবৃত্তি-রহিত হইয়া তাঁহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না ॥ ১৩৭ ॥

মহা-কুতূহলে—মহানন্দ-ভাববৈচিত্র্য-বশতঃ ॥ ১৩৮ ॥

আর্ত্তি,—ব্যাকুলতা ; নির্ব্বেদ,—দৈন্য ॥ ১৪১ ॥

নিরবধি ভাব',—নিরন্তর চিন্তা কর, ইচ্ছা কর ॥ ১৪৩ ॥

তীর্থ কর,—তীর্থ—পর্য্যটন বা ভ্রমণ কর ॥ ১৪৫ ॥

কৃষ্ণদাস শুদ্ধজীব—নিত্য; তিনি প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-বিলোচন'-দ্বারা সেবা-তৎপর হইয়া কৃষ্ণের দর্শন করিতে সমর্থ হন। ভোগময় ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে স্থূল-সূক্ষ্ম-বৃত্তিদ্বয়-সাহায্যে বদ্ধজীব অধোক্ষজ কৃষ্ণকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। আত্ম-বৃত্তি কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হইলেই বৈষ্ণবের বিষ্ণুদর্শন সম্ভবপর হয়। নিত্যদাস্য প্রবৃত্তির অভাবে জীব কখনও স্থূল ও সূক্ষ্ম বৃত্তিদ্বয় পরিহার করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং তৎকালে ভোগবুদ্ধিহেতু বদ্ধজীবের সেব্য কৃষ্ণবস্তুর দর্শনাভাব ঘটে॥১৪৮

ছন্ন-অবতারী শ্রীগৌর-নারায়ণ সেই বিপ্রকে শাসন-মুখে বলিতেছেন যে,—আমার এই অবতারি-লীলা-বিষয়ক সত্য-কথা যদি অবতারের প্রকটকালে কাহাকেও তুমি প্রকাশ কর, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমাকে পৃথিবী-বাস হইতে অবসর প্রদান করিব ॥ ১৫০ ॥

গৌরসুন্দর কহিলেন যে,—বহুজন মিলিত হইয়া কৃষ্ণের সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেই আমি তথায় অবতীর্ণ হইব। আমি কীর্ত্তন-মুখেই সর্ব্বদেশে নামকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য প্রচার করিব। কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর শৈশবে কীর্ত্তন আরম্ভ করেন নাই ; পরে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণ-লীলান্তে সঙ্কীর্ত্তন-মুখে নৈমিত্তিক অবতারা-বলীর সকল লীলাই অভিনয়-মুখে প্রচার করেন। পরে পরিব্রাজক হইয়া স্বয়ং ভারতের বিভিন্ন-স্থানে এবং নিজ-নিজ-দাসগণের দ্বারা জগতের সর্ব্বত্র হরিকথা প্রচার করিয়াছেন, করিতেছেন ও করাইবেন ॥ ১৫১ ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ যে অপরোক্ষ, অপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজের প্রেম-সেবা লাভ করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা পাত্রা-পাত্র বিচার না করিয়া সকলের হৃদয়ে প্রকটিত করিব। প্রাগ্‌বদ্ধ-যুগে নিরস্তকুহক বাস্তব-সত্যস্বরূপ অধোক্ষজ শ্রীগৌর-কৃষ্ণ আদি-কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে যে স্বীয় নামরূপগুণলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই অনর্পিতচরী উজ্জ্বল-রসময়ী স্বীয় সেবা-শোভা যে স্বয়ংই ঘরে ঘরে অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু-নির্ব্বিশেষে সকলের হৃদয়ে প্রকাশ ও বিতরণ করিবেন, তাহা বর্ণন করিলেন ॥ ১৫২ ॥

পূর্ব্ববৎ শয্যায় শয়ন ; প্রভুর ইচ্ছায় সকলের গভীর নিদ্রা—

পূর্ব্ববৎ শুইয়া থাকিলা শিশু-ভাবে।
যোগনিদ্রা-প্রভাবে কেহ নাহি জাগে ॥ ১৫৫ ॥

অপূর্ব্ব শ্রীরূপ-দর্শনে বিপ্রের দশা বা প্রেমানন্দ-বর্ণন—

অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখি' সেই বিপ্রবর।
আনন্দে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব-কলেবর ॥ ১৫৬ ॥

স্বীয় অঙ্গে মহাপ্রসাদান্ন-মৃক্ষণ ও ভোজন—

সর্ব্ব-অঙ্গে সেই অন্ন করিয়া লেপন।
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র করেন ভোজন ॥১৫৭॥

প্রেমানন্দ-ভরে বিপ্রের নৃত্য, গীত ও হাস্য—

নাচে, গায়, হাসে, বিপ্র করয়ে হুঙ্কার।
'জয় বালগোপাল' বোলয়ে বারবার ॥ ১৫৮ ॥

বিপ্রের শব্দে নিদ্রা হইতে সকলের উত্থান, বিপ্রের আত্মসংযম ও আচমন—

বিপ্রের হুঙ্কারে সবে পাইলা চেতন।
আপনা সম্বরি' বিপ্র কৈলা আচমন ॥ ১৫৯ ॥

বিপ্রের নির্বিঘ্ন-ভোজন-দর্শনে সকলের হর্ষাতিশয়—

নির্ব্বিঘ্নে ভোজন করেন বিপ্রবর।
দেখি' সবে সন্তোষ হইলা বহুতর ॥ ১৬০ ॥

পরদুঃখদুঃখী বিপ্রের সকলকে প্রভুর ছন্নাবতারত্ব প্রকাশ-পূর্ব্বক পরিচয়-প্রদানার্থ স্বগতোক্তি—

সবারে কহিতে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ।
'ঈশ্বর চিনিয়া সবে পাউক মোচন ॥ ১৬১ ॥

ভব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদ ভগবানের মিশ্রগৃহে অবতার—

ব্রহ্মা শিব যাঁহার নিমিত্ত কাম্য করে।
হেন-প্রভু অবতরি' আছে বিপ্র-ঘরে ॥ ১৬২ ॥

ভগবানকে সামান্য-শিশু-জ্ঞান-জনিত ভ্রান্তি-নাশার্থ যথার্থ দয়ালু বিপ্রের প্রভুর গূঢ়াবতারত্ব-কীর্ত্তনে উৎকট ইচ্ছা—

সে প্রভুরে লোক-সব করে শিশু-জ্ঞান।
কথা কহি,—সবেই পাউক পরিত্রাণ ॥' ১৬৩ ॥

প্রভুর নিষেধাজ্ঞা-ভয়ে বিপ্রের ইচ্ছা-সম্বরণ ও মৌনাবলম্বন—

'প্রভু করিয়াছে নিবারণ'— এই ভয়ে।
আজ্ঞা-ভঙ্গ-ভয়ে বিপ্র কারে নাহি কহে ॥ ১৬৪ ॥

লোকের অজ্ঞাতভাবে বিপ্রের নবদ্বীপে অবস্থান—

চিনিয়া ঈশ্বরে বিপ্র সেই নবদ্বীপে।
রহিলেন গুপ্তভাবে ঈশ্বর-সমীপে ॥ ১৬৫ ॥

দৈনিক ভিক্ষা-সমাপনান্তর বিপ্রের প্রত্যহ প্রভু-দর্শন—

ভিক্ষা করি' বিপ্রবর প্রতি স্থানে-স্থানে।
ঈশ্বরে আসিয়া দেখে প্রতি দিনে-দিনে ॥ ১৬৬ ॥

ঐশ্বর্য্যভাব-বাচক বেদেরও গুহ্য প্রভুর চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য-শ্রবণ-ফলে সাধ্য প্রভুপদ-প্রাপ্তি—

বেদ-গোপ্য এ-সকল মহাচিত্র কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলয়ে সর্ব্বথা ॥ ১৬৭ ॥

আদিখণ্ডের মহিমা—

আদিখণ্ড কথা—যেন অমৃত-শ্রবণ।
যঁহি শিশুরূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ ॥ ১৬৮ ॥

ঐশ্বর্য্যভাবাশ্রিত গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক পরমেশ্বর গৌর-নারায়ণের নানাবতারে নানাবিধ পরমৈশ্বর্য্য-বাচক নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বর্ণন—

সর্ব্বলোকচূড়ামণি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
লক্ষ্মীকান্ত, সীতাকান্ত শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ১৬৯ ॥

অর্থাৎ তৎকালে গৃহস্থিত ও পল্লীস্থিত অপরাপর লোক-সমূহের যোগমায়ার সুশীতল ক্রোড়ে নিদ্রাভিভূত ছিল ; ভগবদিচ্ছাক্রমে তাহারা তৎকালে নিদ্রোত্থিত হইয়া ভগবল্লীলার ব্যাঘাত করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ১৫৫ ॥

অপূর্ব্ব প্রকাশ,—অলৌকিক অপ্রাকৃত লীলা-প্রাকট্য ॥

অন্ন,—অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদান্ন ॥ ১৫৭ ॥

আপনা সম্বরি'—আপনার হৃদয়স্থিত উদ্দাম ভাবলহরী গোপন করিয়া ॥ ১৫৯ ॥

ঐশ্বর্য্যলীলা-সেবক বিপ্রবর স্বভাবতঃ ঐশ্বর্য্যলীলানুগত স্বীয় চিত্তে চিন্তা করিলেন যে, শ্রীগৌর-নারায়ণকে ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণরূপে জ্ঞান করিয়া মিশ্রপ্রমুখ সকলেই মুক্তি লাভ করুক ॥

নিমিত্ত,—উদ্দেশে ; কাম্য,— কামনা বা প্রার্থনা ॥১৬২॥

কথা কহি,—সেই অতি-গুপ্ত কথা ব্যক্ত করি ॥ ১৬৩ ॥

মহাচিত্র কথা,—আশ্চর্য্য বৈচিত্র্যপূর্ণ আখ্যান ॥ ১৬৭ ॥

অমৃত-শ্রবণ,—অমৃত-নিঃস্যন্দিনী ॥ ১৬৮ ॥

সর্ব্বলোক-চূড়ামণি,—চতুর্দ্দশ-ভুবনের যাবতীয় প্রকাশ-

গৌর-নিত্যানন্দোপাসক গ্রন্থকারের ত্রেতাযুগীয় স্বোপাস্য-দেবাবতার-লীলা-বর্ণন—

ত্রেতা-যুগে হইয়া যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
নানা-মত লীলা করি' বধিলা রাবণ ॥ ১৭০ ॥

দ্বাপরযুগীয় স্বোপাস্য-দেবাবতার-লীলা বর্ণন—

হইলা দ্বাপর-যুগে কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ।
নানা-মতে করিলেন ভূভার খণ্ডন ॥ ১৭১ ॥

সেই শ্রীমুকুন্দ-অনন্তই কলিযুগে শ্রীগৌর-নিতাই—

'মুকুন্দ' 'অনন্ত' যাঁরে সর্ব্ববেদে কয়।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সেই সুনিশ্চয় ॥ ১৭২ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৭৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে তৈর্থিক-বিপ্রান্নভোজনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

বিগ্রহ এবং দেবতা ও জীবাধিষ্ঠানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেব্য স্বয়ংরূপ-বিগ্রহ। বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর—চতুর্দ্দশ-ভুবনাতীত বিরজা ও ব্রহ্ম-লোকের অতীত সকল-গুণবর্জ্জিত ও মায়িক-প্রপঞ্চাতীত অব্যাহত দেশ-কাল-পাত্রের নিত্য ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ প্রভু।

লক্ষ্মীকান্ত,—মূলবৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী শ্রীলক্ষ্মীর সেব্য ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরব্যোমনাথ পরতত্ত্ব শ্রীনারায়ণ। সীতাকান্ত,—বিষ্ণুর নৈমিত্তিকাবতার ভগবান্ দাশরথি শ্রীরামচন্দ্র॥১৬৯

শ্রীগৌরসুন্দরই অভিন্ন-মাধুর্য্যবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহারই অংশরূপে সকল প্রকাশ-তত্ত্ব ও নৈমিত্তিকাবতারাবলী, বৈকুণ্ঠপতি এবং পার্থিবাধিষ্ঠানের বিভূতিসমূহ বর্ত্তমান। সেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দর; তদভিন্ন স্বয়ংপ্রকাশ-তত্ত্ব শ্রীবলদেবই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগে তাঁহারা উভয়েই অংশলীলাবতার-স্বরূপে শ্রীরামলক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়রূপে রাবণাদির বধলীলা প্রদর্শন করেন। দ্বাপরে কৃষ্ণ-বলরাম(সঙ্কর্ষণ) ভ্রাতৃদ্বয়রূপে শিশুপালাদি অসুর নিধন এবং কৌরবকুল ধ্বংস করিয়া ভূ-ভার হরণ করেন। সেই সর্ব্ববেদ-কীর্ত্তিত শ্রীঅনন্তদেব ও মুকুন্দ-নামক মহাপুরুষদ্বয়ই যে কলি-যুগে শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য-রূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ বা উদিত হইয়াছেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১৭০-১৭২ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে পঞ্চম অধ্যায়।

—:*:—

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নিমাইর 'বিদ্যারম্ভ', একাদশী-দিবসে জগদীশ ও হিরণ্য-পণ্ডিতের গৃহে বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভক্ষণ ও নানাবিধ বাল্যচাপল্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীজগন্নাথমিশ্র গৌর-গোপালের 'হাতে-খড়ি' এবং 'কর্ণবেধ' ও 'চূড়াকরণ-সংস্কার' সমাপন করিলেন। নিমাই দৃষ্টিমাত্রই সমস্ত অক্ষর লিখিতে আরম্ভ করিলেন; দুই-তিন দিনের মধ্যেই সমস্ত ফলা, বানান প্রভৃতি পড়িয়া ফেলিলেন, এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম-মালা লিখিতে ও পড়িতে থাকিলেন। গৌর-গোপাল কখনও বা আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষী, কখনও বা আকাশের চন্দ্রনক্ষত্র-সমূহকে আনিয়া দিবার জন্য পিতা-মাতার নিকট অতিশয় আব্দার করিতেন, এবং ঐসকল বস্তু না পাইলে অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে থাকিতেন। একমাত্র 'হরিনাম' ব্যতীত বালককে সান্ত্বনা করিবার আর কোনও উপায় ছিল না। একদিন সকলে পুনঃ পুনঃ 'হরিনাম' করিতে থাকিলেও নিমাইর ক্রন্দন-নিবৃত্তি না হওয়ায় ক্রন্দনের কারণ অনুসন্ধানোদ্দেশে নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, নিমাই নবদ্বীপস্থ শ্রীজগদীশ ও হিরণ্যপণ্ডিত-নামক দুইজন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে, একাদশী-দিবসে যে-সকল বিষ্ণুনৈবেদ্য প্রস্তুত হইয়াছে,

তাহা ভোজন করিবার জন্য ঐরূপ ক্রন্দনলীলার অভিনয় করিয়াছেন। বিষ্ণুনৈবেদ্য-প্রদান-বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান-পূর্ব্বক নিমাইকে সান্ত্বনা করিয়া আপ্তবর্গ উক্ত ভাগবতদ্বয়ের গৃহে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সকল কথা বলিলে, তাঁহারা নিমাইকে অলৌকিক-পুরুষ-জ্ঞানে বিষ্ণ্বর্থে প্রস্তুত যাবতীয় নৈবেদ্য প্রদান করিলেন; ফলে, নিমাইর ক্রন্দনও নিবৃত্ত হইল। নিমাই বয়স্যগণের সহিত পরিহাস, কলহ এবং মধ্যাহ্নে গঙ্গা-স্নানকালে তাঁহাদের সহিত জলক্রীড়া প্রভৃতি-দ্বারা নানা-প্রকার চাঞ্চল্যলীলা প্রদর্শন করিতে থাকিলেন। একদিকে পুরুষগণ যেমন শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের নিকট প্রত্যহ নিমাইর দুর্ব্যবহার-বিষয়ে নানাপ্রকার অভিযোগ আনয়ন করিল, অপরদিকে বালিকাগণও নিমাইর নানাপ্রকার চাপল্যের কথা শচীমাতার শ্রুতিগোচর করাইল। শচীদেবী সকলকে মিষ্ট-বাক্যদ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ-মিশ্র নিমাইর ঐরূপ উপদ্রব শুনিয়া পুত্রকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবার অভিলাষে মধ্যাহ্ন-কালে গঙ্গাঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নিমাই ক্রুদ্ধ পিতার আগমন জানিতে পারিয়া অন্য-পথে গৃহে পলাইয়া গেলেন এবং বয়স্যগণকে বলিয়া রাখিলেন যে, যদি মিশ্র আসিয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে যেন তাঁহারা মিশ্রকে 'অদ্য নিমাই গঙ্গা-স্নানে আসে নাই'—এইরূপ বলিয়া ফিরাইয়া দেয়। গঙ্গা-ঘাটে নিমাইকে না দেখিয়া মিশ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে, নিমাই অস্নাত-অবস্থায় পূর্ব্বাহ্ণের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে মসিবিন্দু-লিপ্ত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। মিশ্র প্রেমের স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া বালকের চাতুর্য্য বুঝিতে পারিলেন না। বালককে অভিযোগকারিগণের কথা জানাইলে বালকরূপী নিমাই বলিলেন যে, 'আমি গঙ্গাস্নানে না গেলেও যখন তাঁহারা আমার বিরুদ্ধে গঙ্গাঘাটে গমন ও তথায় তাঁহাদের প্রতি নানাবিধ উপদ্রবের কথা মিথ্যা করিয়া বলেন, তখন আমি সত্য সত্যই তাঁহাদের প্রতি উপদ্রব করিব।' নিমাই এইরূপ চাতুর্য্যলীলা বিস্তার করিয়া পুনরায় গঙ্গাস্নানে চলিলেন। এদিকে শচী-জগন্নাথ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'এ বালক কে? অথবা স্বয়ং কৃষ্ণই কি গুপ্ত-ভাবে আমাদের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন?' (গৌঃ ভাঃ)।

নিমাইয়ের বিদ্যারম্ভ-কাল—

হেনমতে ক্রীড়া করে গৌরাঙ্গ-গোপাল।
হাতে খড়ি দিবার হইল আসি' কাল॥ ১॥

শুভদিনে বিদ্যারম্ভ-সংস্কার-সম্পাদন—

শুভ-দিনে শুভ-ক্ষণে মিশ্র-পুরন্দর।
হাতে-খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর॥ ২॥

কিয়দ্দিবসান্তে নিমাইর কর্ণবেধ বা চৌড়-সংস্কার-বিধান—

কিছু শেষে মিলিয়া সকল বন্ধুগণ।
কর্ণবেধ করিলেন শ্রীচূড়াকরণ॥ ৩॥

লিখন-পঠন-বিষয়ে নিমাইর অদ্ভুত মেধার পরিচয়—

দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি' যায়।
পরম বিস্মিত হইয়া সর্ব্বজনে চায়॥ ৪॥

সর্ব্বক্ষণ অক্ষরসমূহে কৃষ্ণনাম-স্ফূর্ত্তি, কৃষ্ণনাম-লিখন-পঠন—

দিন দুই-তিনেতে পড়িলা সর্ব্ব 'ফলা'।
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নামমালা॥ ৫॥
রাম, কৃষ্ণ, মুরারি, মুকুন্দ, বনমালী।
অহর্নিশি লিখেন, পড়েন কুতূহলী॥ ৬॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

হাতে-খড়ি,—বিদ্যারম্ভ-সংস্কার॥ ১॥

কর্ণবেধ,—চূড়াকরণ-সংস্কারেরই অন্তর্গত; ইহারই নাম—বেদবাণী-শ্রবণারম্ভ অথবা ভগবদিতর-কথা-শ্রবণ ত্যাগ করিয়া পরমার্থ-কথা-শ্রবণে অধিকার-লাভ।

চূড়াকরণ,—দশসংস্কারের অন্যতম সংস্কারবিশেষ, চৌড়-সংস্কার বা শিখা-সংরক্ষণ-সংস্কার। চূড়া—পূর্ব্বে বেদাগ্নি-শিখা-নামে, পরে 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষা'-নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। নৈষ্কর্ম্ম-বাদী মায়াবাদিগণ কর্ম্মকাণ্ডেই শিখার তাৎপর্য্য ন্যস্ত করেন

সুকৃতি জনগণেরইসহপাঠি-শিশুগণ-সহ ভগবানের অধ্যয়ন-লীলা-দর্শন—

শিশুগণ-সঙ্গে পড়ে বৈকুণ্ঠের রায়।
পরম-সুকৃতি দেখে সর্ব্ব-নদীয়ায় ॥ ৭ ॥

মধুর-স্বরে প্রভুর পাঠে সকলের মোহ—

কি মাধুরী করি' প্রভু 'ক, খ, গ, ঘ' বোলে।
তাহা শুনিতেই মাত্র সর্ব্বজীব ভোলে ॥ ৮ ॥

নিমাইর অদ্ভুত আব্দার—

অদ্ভুত করেন ক্রীড়া শ্রীগৌরসুন্দর।
যখন যে চাহে, সেই পরম দুষ্কর ॥ ৯ ॥

শূন্যে উড্ডীয়মান পক্ষি-প্রাপ্তি-বাঞ্ছা—

আকাশে উড়িয়া যায় পক্ষী, তাহা চাহে।
না পাইলে কান্দিয়া ধূলায় গড়ি যায়ে ॥ ১০ ॥

ব্যোমস্থিত চন্দ্র-তারকার অভিলাষ—

ক্ষণে চাহে আকাশের চন্দ্র-তারাগণ।
হাত-পাও আছাড়িয়া করয়ে ক্রন্দন ॥ ১১ ॥

সকলের সান্ত্বনা-সত্ত্বেও নিমাইর অস্থিরতা—

সান্ত্বনা করেন সভে করি' নিজ-কোলে।
স্থির নহে বিশ্বম্ভর, 'দেও' দেও বোলে ॥ ১২ ॥

হরিনাম-শ্রবণে নিমাইর ক্রন্দন-নিবৃত্তি—

সবে একমাত্র আছে মহা-প্রতিকার।
হরিনাম শুনিলে না কান্দে প্রভু আর ॥ ১৩ ॥

হরিবোল-ধ্বনিতে নিমাইর চাঞ্চল্য-ত্যাগ—

হাতে তালি দিয়া সবে বোলে 'হরি হরি'।
তখন সুস্থির হয় চাঞ্চল্য পাসরি' ॥ ১৪ ॥

মিশ্রভবন—নিত্য শুদ্ধসত্ত্বময় বৈকুণ্ঠাভিন্ন ধাম—

বালকের প্রীত্যে সবে বোলে হরিনাম।
জগন্নাথগৃহ হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম ॥ ১৫ ॥

একদিন সকলের হরিনামকীর্ত্তন-সত্ত্বেও প্রভুর অবিরত ক্রন্দন-বাহুল্য—

একদিন সবে 'হরি' বোলে অনুক্ষণ।
তথাপিহ প্রভু পুনঃ করেন ক্রন্দন ॥ ১৬ ॥

সকলের নিমাইকে ভুলাইবার চেষ্টা—

সবেই বোলেন,—'শুন, বাপ রে নিমাই!
ভাল করি' নাচ',—এই হরিনাম গাই ॥'১৭ ॥

তথাপি নিমাইর ক্রন্দন-হেতু সকলের তৎকারণ-জিজ্ঞাসা—

না শুনে বচন কারো,-করয়ে ক্রন্দন।
সবে বলে',—'বোল, বাপ, কান্দ' কি কারণ?' ১৮॥

সকলের নিমাইর ক্রন্দনকারণ-দূরীকরণেচ্ছা—

সবেই বোলেন,—'বাপ, কি ইচ্ছা তোমার?
সেই দ্রব্য আনি' দিব, না কান্দহ আর ॥' ১৯ ॥

প্রভুর উত্তর—

প্রভু বোলে,—'যদি মোর প্রাণ-রক্ষা চাহ'।
তবে ঝাট তুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ' ॥ ২০ ॥

বলিয়া শিখা ধ্বংস করিয়া কর্ম্মকাণ্ড হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন, কিন্তু বৈদিক ত্রিদণ্ডিগণ তুর্য্যাশ্রমেও কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইবার চিহ্নস্বরূপ চৌড়-সংস্কার পরিহার করেন না ॥ ৩ ॥

ফলা,—এক অক্ষরের সহিত অপর অক্ষরের সংযোগ-কালে সংযোজ্য অক্ষরকে 'ফলা' বলে; যথা ণ, ন, ম, য, র, ল ও ব-ফলা ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

কুতূহলী,—উৎসুক, ব্যগ্র ॥ ৬ ॥

পরম সুকৃতি—মহাসৌভাগ্যবান্ জনগণ ॥ ৭ ॥

মাধুরী,—মাধুর্য্য, মনোহারিতা; ভোলে,—মুগ্ধ হয় ॥৮॥

দুষ্কর,—দুর্লভ ॥ ৯ ॥

প্রতিকার,—প্রতিষেধক উপায়, ঔষধ ॥ ১৩ ॥

পাসরি',—ভুলিয়া, বিস্মৃত হইয়া ॥ ১৪ ॥

এতদ্দ্বারা তিনি প্রাপঞ্চিকজগতে কৃষ্ণকীর্ত্তন-বর্জ্জিত বদ্ধ-জীবকুলের অতৃপ্ত জড়বাসনার হেয়তা এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণেই যে-সকল অসুবিধা বা বাসনা বিদূরিত হইয়া চিত্ত স্থির বা অচঞ্চল হয় ও কৃষ্ণপ্রীতি বর্দ্ধিত হয়,—এরূপ আদর্শ দেখাইলেন ॥ ১৩ ১৪ ॥

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র—শ্রীবসুদেব বা অপ্রাকৃত শুদ্ধ সত্ত্বতত্ত্ব; বৈকুণ্ঠধামে অচিন্ত্যশক্তিবৈভব কুণ্ঠাধর্ম্ম বা গুণত্রয়ের অনবস্থান-হেতু উহা অপ্রাকৃত নিত্যশুদ্ধসত্ত্ব 'তদ্রূপবৈভব'। এই শুদ্ধসত্ত্বে বা বৈকুণ্ঠেই শ্রীহরির নাম, স্বরূপ বা বিগ্রহ নিত্য বিরাজমান বা প্রকটিত, সুতরাং জগন্নাথমিশ্রভবনে পূর্ব্বে শ্রীহরিনামের বা শ্রীহরির অভাব-হেতু উহা বৈকুণ্ঠধাম

হিরণ্য-জগদীশ-পণ্ডিতদ্বয়-সমীপে গমনার্থ আদেশ—

জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত।
এই দুইস্থানে আমার আছে অভিমত ॥ ২১ ॥

হরিবাসরে তৎকৃত সংগৃহীত হরিনৈবেদ্য-ভোজনেচ্ছা—

একাদশী-উপবাস আজি সে দোঁহার।
বিষ্ণু লাগি' করিয়াছে যত উপহার ॥ ২২ ॥

হরিনৈবেদ্য-ভোজনেই ক্রন্দন-শান্তি-সম্ভাবনা—

সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।
তবে মুঞি সুস্থ হই' হাঁটিয়া বেড়াঙ ॥' ২৩ ॥

নিমাইর অদ্ভুত প্রার্থনা-পূরণ অসম্ভব-জ্ঞানে শচীর খেদ—

অসম্ভব শুনিয়া জননী করে খেদ।
'হেন কথা কহে, যেই নহে লোক বেদ ॥' ২৪ ॥

নিমাইকে সান্ত্বনার্থ সকলেরই তদভিলাষ-পূরণে অঙ্গীকার—

সবেই হাসেন শুনি' শিশুর বচন।
সবে বোলে,—'দিব, বাপ, সম্বর' ক্রন্দন ॥' ২৫ ॥

মিশ্রের অভিন্নসুহৃদ্দ্বয়—

পরম-বৈষ্ণব সেই বিপ্র দুইজন।
জগন্নাথমিশ্র-সহ অভেদ-জীবন ॥ ২৬ ॥

নিমাইর আকাঙ্ক্ষা-শ্রবণে হিরণ্য-জগদীশের সন্তোষ—

শুনিঞা শিশুর বাক্য দুই বিপ্রবর।
সন্তোষে পুর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর ॥ ২৭ ॥

নিমাইর অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা ও সর্ব্বজ্ঞতায় উভয়ের বিস্ময়—

দুই বিপ্র বোলে,—'মহা-অদ্ভুত কাহিনী!
শিশুর এমত বুদ্ধি কভু নাহি শুনি ॥ ২৮ ॥
কেমতে জানিল আজি শ্রীহরিবাসর।
কেমতে বা জানিল নৈবেদ্য বহুতর ॥ ২৯ ॥

গৌরের অলৌকিক রূপ-দর্শনে তাঁহাকে কৃষ্ণ-জ্ঞান—

বুঝিলাঙ,—এ শিশু পরম-রূপবান্।
অতএব এ দেহে গোপাল-অধিষ্ঠান ॥ ৩০ ॥

গৌরকে নারায়ণ-জ্ঞান—

এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন ॥' ৩১ ॥

নিমাইকে সমস্ত বিষ্ণুনৈবেদ্যার্পণ—

মনে ভাবি' দুই বিপ্র সর্ব্ব উপহার।
আনিয়া দিলেন করি' হরিষ অপার ॥ ৩২ ॥

নিমাইকে উভয়ের নৈবেদ্য-ভোজনার্থ অনুরোধ,
তদ্ভোজনেই স্বাভীষ্ট-পূর্ত্তি-জ্ঞাপন—

দুই বিপ্র বোলে,—'বাপ, খাও উপহার।
সকল কৃষ্ণের স্বার্থ হইল আমার ॥' ৩৩ ॥

বিপ্রদ্বয়ের বিষ্ণুদাস্য-প্রভাব—

কৃষ্ণকৃপা হইলে এমন বুদ্ধি হয়।
দাস বিনু অন্যের এ বুদ্ধি কভু নয় ॥ ৩৪ ॥

ছিল না, কিন্তু পরে উহা বৈকুণ্ঠধামরূপে পরিণত হইল, এরূপ কল্পনা—প্রাকৃত-গুণাচ্ছন্ন মনোধর্ম্ম, সুতরাং বাস্তব-সত্য নহে। চিচ্ছক্তিবিলাস নিত্যকালই চিচ্ছক্তিবিলাস, উহা অচিচ্ছক্তিবিলাস নহে; আর অচিচ্ছক্তিবিলাস নিত্যকালই অচিচ্ছক্তিবিলাস এবং হরিবিমুখ-জীবের অক্ষজজ্ঞান বা ভোগ-ভূমিকা; উহা চিচ্ছক্তিবিলাস নহে ॥ ১৫ ॥

ভাগবত—ভগবদ্ভক্ত, বৈষ্ণব, হরিজন অভিমত,—বাসনা, অভিলাষ ॥ ২১ ॥

উপহার,—নৈবেদ্য ॥ ২২ ॥

সুস্থ,—শান্ত, স্থির ॥ ২৩ ॥

'জগদীশপণ্ডিত' ও 'হিরণ্যপণ্ডিত'-নামে দুইজন ব্রাহ্মণ গোদ্রুমদ্বীপে বাস করিতেন। প্রভুর গৃহ হইতে হিরণ্য-জগদীশ-পণ্ডিতদ্বয়ের গৃহ একটু দূরে অবস্থিত ছিল। তাঁহারা হরিবাসরে (একাদশী-দিবসে) প্রচুর-পরিমাণে ভগবন্নৈবেদ্যের আয়োজন করিয়াছিলেন। একাদশী-দিবসে উপবাস-বিধি—কেবলমাত্র জীবের পক্ষেই বিহিত, পরন্তু স্ব-সৃষ্ট-বিধি-নিষেধাতীত নিখিল-সেবোপকরণের একমাত্র উপভোক্তা অদ্বিতীয় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পক্ষে উপবাস-বিধি নাই বলিয়া ভগবানকেই সেই দিবস নৈবেদ্য অর্পণ করিতে হয়। বৈষ্ণবগণ হরিবাসরে সর্ব্বপ্রকার ভোগ পরিহার-পূর্ব্বক, অপর দিবসের ন্যায় গ্রহণ বা সেবন-দ্বারা প্রসাদ-সম্মানের বিধি স্বীকার করেন না, কিন্তু ভক্তপতি ভগবান্ শ্রীহরি তদীয়বাসরে ভক্তগণের প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীগৌর-নারায়ণও সেইসকল নৈবেদ্য ভোজন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ॥ ২১-২৩ ॥

যেই নহে লোক-বেদ,—যাহা লোকে ও বেদে প্রচারিত

জগদীশ্বর শ্রীচৈতন্যের ভক্ত্যেকবশ্যতা—

ভক্তি বিনা চৈতন্য-গোসাঞি নাহি জানি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে গণি ॥ ৩৫ ॥

নিত্যদাসগণেরই প্রভুর শৈশব-লীলা-দর্শন-সামর্থ্য—

হেন প্রভু বিপ্রশিশুরূপে ক্রীড়া করে।
চক্ষু ভরি' দেখে জন্ম-জন্মের কিঙ্করে ॥ ৩৬ ॥

প্রভুর বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভোজন—

সন্তোষ হইলা সব পাই' উপহার।
অল্প-অল্প কিছু প্রভু খাইল সবার ॥ ৩৭ ॥

স্বভক্ত-প্রদত্তান্ন-ভোজনে নিমাইর ক্রন্দনোপশম—

হরিষে ভক্তের প্রভু উপহার খায়।
ঘুচিল সকল বায়ু প্রভুর ইচ্ছায় ॥ ৩৮ ॥

হর্ষভরে সকলের হরিধ্বনি, নিমাইর ভোজন ও নৃত্য—

'হরি হরি' হরিষে বোলয়ে সর্ব্বজনে।
খায় আর নাচে প্রভু আপন-কীর্ত্তনে ॥ ৩৯ ॥

নিমাইর বাল্যোচিত ভক্ষণ-রীতি—

কভো ফেলে ভূমিতে, কভো কারো গা'য়।
এইমত লীলা করে ত্রিদশের রায় ॥ ৪০ ॥

সর্ব্বশাস্ত্রোদ্গীত প্রভুর শচীপ্রাঙ্গণে ক্রীড়া—

যে প্রভুরে সর্ব্ব বেদে-পুরাণে বাখানে।
হেন প্রভু খেলে শচীদেবীর অঙ্গনে ॥ ৪১ ॥

চঞ্চল বালকসঙ্গিগণ-সহ নিমাইর চাঞ্চল্য—

ডুবিলা চাঞ্চল্য-রসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সংহতি চপল যত দ্বিজের কোঙর ॥ ৪২ ॥

সঙ্গিগণ-সহ নানাস্থানে চাপল্য-প্রদর্শন-লীলা—

সবার সহিত গিয়া পড়ে নানা-স্থানে।
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারে কোন জনে ॥ ৪৩ ॥

অন্যান্য শিশুগণ-সহ কৌতুক ও কলহ—

অন্য শিশু দেখিলে করয়ে কুতূহল।
সেহ পরিহাস করে, বাজয়ে কোন্দল ॥ ৪৪ ॥

নাই, যাহা লোক-বেদ-বহির্ভূত, যাহা লৌকিক ও বৈদিক রীতির অতীত, অর্থাৎ 'সৃষ্টিছাড়া' ॥ ২৪ ॥

সন্তোষে পূর্ণিত,—হর্ষপূর্ণ ॥ ২৬ ॥

হিরণ্য ও জগদীশ জগন্নাথমিশ্রের 'অভিন্ন-হৃদয়' সুহৃৎ অর্থাৎ মিশ্রের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন ॥ ২৭ ॥

করি' হরিষ অপার,—অশেষ হর্ষভরে ॥ ৩২ ॥

পাঠান্তরে,—'সাৎ' অর্থাৎ ভুক্ত, স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত। আমরা যে কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে এইসকল নৈবেদ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম, সেই কৃষ্ণবস্তুই যখন সাক্ষাদ্ভাবে উহা গ্রহণ করিলেন, তখন আমাদের সমস্ত অভীষ্টই পূর্ণমাত্রায় সিদ্ধ হইল ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণ অন্তর্যামী চৈত্ত্যগুরুরূপে জীবের হৃদয়ে উদিত হইয়া ভগবানের সেবা করিবার সুবুদ্ধি প্রদান করেন এবং জীবও সেই কৃপা-গ্রহণে সুবুদ্ধি-বিশিষ্ট হয়। ভগবানের নিত্যদাস ব্যতীত হরিবিমুখ ব্যক্তির কখনও এইপ্রকার সেবা-প্রবৃত্তি হইতে পারে না। পাঠান্তরে,—'যারে কৃপা হয় তান, সেই সে জানয়' ॥ ৩৪ ॥

নাহি জানি,—জ্ঞেয় নহেন ; গণি—গণ্য।

জীবের ঔপাধিকী চেষ্টা হইতে কখনই চৈতন্যদেবে ভক্তির উদয় হয় না। যাঁহার হৃদয়ে আত্মবৃত্তি ভক্তি উদিত হইয়াছে, তিনিই চৈতন্যদেবকে বুঝিতে পারেন। শ্রীচৈতন্য-নারায়ণের লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥

যাঁহারা পরমসুকৃতিশালী ও প্রতিজন্মে শ্রীভগবানের নিত্যকিঙ্কর, তাঁহারাই নয়ন সার্থক করিয়া এই ব্রাহ্মণবটুর শৈশব-লীলা দর্শন করেন ॥ ৩৬ ॥

ঘুচিল,—উপশান্ত, নিবৃত্ত হইল ; বায়ু,—প্রবল ঝোঁক, উৎকট সখ ॥ ৩৮ ॥

আপন-কীর্ত্তন—শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাদ্ভগবান্ শ্রীহরিস্বরূপ বলিয়া তাঁহার একটী নাম—'গৌরহরি'; সুতরাং শ্রীহরিকীর্ত্তন—তাঁহার নিজেরই কীর্ত্তন ॥ ৩৯ ॥

ত্রিদশের রায়,—যাঁহারা জীবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিতাপ নাশ করেন, অথবা যাঁহারা যুগপৎ জন্ম, স্থিতি, নাশ বা বাল্য, যৌবন ও জরা, এই অবস্থা-ত্রয়বিশিষ্ট, অথবা যাঁহারা—৩৩ সংখ্যা-বিশিষ্ট, যথা আদিত্য ১২, রুদ্র ১১, বসু ৮ ও বিশ্বদেব ২, তাঁহারাই ত্রিদশ বা দেবতা; তাঁহাদের ঈশ্বর যিনি, তিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর গৌর বিষ্ণু ॥

বেদে-পুরাণে,—শাস্ত্রে ॥ ৪১ ॥

সংহতি—সমূহ, সঙ্ঘ, গণ ; এস্থলে, সঙ্গে। কোঙর—'কুমার'-শব্দের অপভ্রংশ, পুত্র-সন্তান ॥ ৪২ ॥

প্রভু-পক্ষীয় বালকগণের জয়, তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী বালকগণের পরাজয়—

প্রভুর বালক সব জিনে প্রভু-বলে।
অন্য শিশুগণ যত সব হারি' চলে ॥ ৪৫ ॥

ধুলি-ধূসরিত ও মসীলিপ্তাঙ্গ গৌর-গোপাল—

ধূলায় ধূসর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লিখন-কালির বিন্দু শোভে মনোহর ॥ ৪৬ ॥

অধ্যয়নান্তে সঙ্গিগণ-সহ গঙ্গাস্নানার্থ গমন—

পড়িয়া শুনিয়া সর্ব্বশিশুগণ-সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে মধ্যাহ্নে চলেন বহু-রঙ্গে ॥ ৪৭ ॥

বালকগণ-সহ গঙ্গামধ্যে নিমাইর জলক্রীড়া—

মজ্জিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতূহলী।
শিশুগণ-সঙ্গে করে জল-ফেলাফেলি ॥ ৪৮ ॥

তৎকালীন নবদ্বীপের জনসমৃদ্ধি ও গঙ্গাঘাটেলোকসংঘট্ট-বর্ণন—

নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে?
অসংখ্যাত লোক একো ঘাটে স্নান করে ॥৪৯॥

চতুর্বর্ণাশ্রমী ও আবালবৃদ্ধবনিতার গঙ্গাঘাটে স্নানার্থ সমাগম—

কতেক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী।
না জানি কতেক শিশু মিলে তঁহি আসি' ॥ ৫০ ॥

প্রভুর অপূর্ব্ব জলক্রীড়া—

সবারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে।
ক্ষণে ডুবে, ক্ষণে ভাসে, নানা ক্রীড়া করে ॥৫১॥

জলক্রীড়া-কালে অন্য-গাত্রে স্বপদস্পৃষ্ট জলবিন্দু-নিক্ষেপ—

জলক্রীড়া করে গৌর সুন্দরশরীর।
সবাকার গা'য়ে লাগে চরণের নীর ॥ ৫২ ॥

সকলের নিবারণ-সত্ত্বেও তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি; শীঘ্রগতি-হেতু সকলের স্পর্শাতীত—

সবে মানা করে, তবু নিষেধ না মানে।
ধরিতেও কেহ নাহি পারে এক-স্থানে ॥৫৩ ॥

বারংবার সকলকে স্নান-শ্রম-স্বীকারে প্রবর্ত্তন—

পুনঃ পুনঃ সবারে করায় প্রভু স্নান।
কারে ছোঁয়, কারো অঙ্গে কুল্লোল প্রদান ॥৫৪॥

শান্তি-প্রদানে অসামর্থ্য-হেতু সকলের মিশ্র-সমীপে গমন—

না পাইয়া প্রভুর নাগালী বিপ্রগণে।
সবে চলিলেন তাঁর জনকের স্থানে ॥ ৫৫ ॥

মিশ্র-সমীপে পুরুষগণের নিমাইর আচরণের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ-বর্ণন—

"শুন, শুন, ওহে মিশ্র পরম-বান্ধব!
তোমার পুত্রের অপন্যায় কহি সব ॥ ৫৬ ॥
ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গা-স্নান।"
কেহ বোলে,—'জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান' ॥৫৭॥

আপনাকে 'নারায়ণ' বলিয়া নির্দ্দেশ—

আরো বোলে,—'কারে ধ্যান কর, এই দেখ।
কলিযুগে 'নারায়ণ' মুঞি পরতেখ ॥' ৫৮ ॥

অন্যান্য বহু অভিযোগ—

কেহ বোলে,—'মোর শিব-লিঙ্গ করে চুরি'।
কেহ বোলে,—'মোর লই' পলায় উত্তরী' ॥৫৯॥
কেহ বোলে,—'পুষ্প, দূর্ব্বা, নৈবেদ্য, চন্দন।
বিষ্ণু পূজিবার সজ্জ, বিষ্ণুর আসন ॥ ৬০ ॥
আমি করি স্নান, হেথা বৈসে সে আসনে।
সব খাই' পরি' তবে করে পলায়নে ॥' ৬১ ॥

পূজক-সমীপে আপনাকে তদভীষ্ট-দেবস্বরূপে নির্দ্দেশ—

আরো বোলে,—'তুমি কেনে দুঃখ ভাব' মনে?
যার লাগি' কৈলা, সেই খাইলা আপনে ॥' ৬২ ॥

অন্যান্য নানা অভিযোগ—

কেহ বোলে,—'সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া
ডুব দিয়া লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া ॥' ৬৩ ॥

কুতূহল,—কৌতুক; বাজয়,—বাধে, লাগে বা আরম্ভ হয়; কোন্দল,—সংস্কৃত 'কন্দল'-শব্দের অপভ্রংশ, কলহ, বিবাদ, 'ঝগড়া' ॥ ৪৪ ॥

প্রভুর,—প্রভুর স্ব-পক্ষীয়; জিনে,—জয় করে; হারি' চলে,—হারিয়া যায়, পরাজিত হয় ॥ ৪৫ ॥

লিখন,—লিখিবার ॥ ৪৬ ॥

মজ্জিয়া,—মজ্জিত বা মগ্ন হইয়া, ডুবিয়া ॥ ৪৮ ॥

সম্পত্তি,—সম্পদ্‌, গৌরব, শোভা; অসংখ্যাত,—অগণিত ॥

কুল্লোল,—(হিন্দী 'কুল্লা'-শব্দ), কুলকুচা, মুখোৎক্ষিপ্ত জল ॥

নাগালি,—সাক্ষাৎ, সান্নিধ্য ॥ ৫৫ ॥

কেহ বোলে,—'আমার মা রহে সাজি ধুতি'।
কেহ বোলে,—'আমার চোরায় গীতা-পুঁথি'॥৬৪॥
কেহ বোলে,—'পুত্র অতি-বালক আমার।
কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার॥' ৬৫॥
কেহ বোলে,—"মোর পৃষ্ঠ দিয়া কান্ধে চড়ে।
'মুঞি রে মহেশ' বলি' ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥" ৬৬॥
কেহ বোলে,—"বৈসে মোর পূজার আসনে।
নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু পূজয়ে আপনে॥ ৬৭॥
স্নান করি' উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু, সেই তার সঙ্গে॥ ৬৮॥
স্ত্রী-বাসে পুরুষ-বাসে করয়ে বদল।
পরিবার বেলা সবে লজ্জায় বিকল! ৬৯॥

মিশ্রকে স্তুতিবাক্যে নিমাইর শাসনার্থ উত্তেজনা—

পরম-বান্ধব তুমি মিশ্র-জগন্নাথ!
নিত্য এইমত করে, কহিলুঁ তোমাত॥ ৭০॥
দুই-প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে।
দেহ বা তাহার ভাল থাকিবে কেমতে॥" ৭১॥

বালিকাগণের শচী-সমীপে আগমন—

হেন-কালে পার্শ্ববর্ত্তী যতেক বালিকা।
কোপ-মনে আইলেন শচীদেবী যথা॥ ৭২॥

নিমাইর আচরণের বিরুদ্ধে তাহাদের নানা অভিযোগ—

শচীরে সম্বোধিয়া সবে বোলেন বচন।
"শুন, ঠাকুরাণী, নিজ-পুত্রের করম॥ ৭৩॥
বসন করয়ে চুরি, বোলে অতি-মন্দ।
উত্তর করিলে জল দেয়, করে দ্বন্দ্ব॥ ৭৪॥
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল-ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল॥ ৭৫॥
স্নান করি' উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু, সেই তার সঙ্গে॥ ৭৬॥
অলক্ষিতে আসি' কর্ণে বোলে বড় বোল।"
কেহ বোলে,—'মোর মুখে দিলেক কুল্লোল॥৭৭॥
ওকড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে।'
কেহ বোলে,—'মোরে চাহে বিভা করিবারে॥৭৮॥

স্বাধীন রাজপুত্রের ন্যায় নিমাইর আচরণ-জিজ্ঞাসা—

প্রতিদিন এইমত করে ব্যবহার।
তোমার নিমাই কিবা রাজার কুমার? ৭৯॥

দ্বাপরযুগীয় নন্দনন্দন কৃষ্ণের ন্যায় নিমাইর চাপল্যাচরণ—

পূর্ব্বে শুনিলাঙ যেন নন্দের কুমার।
সেইমত সব করে নিমাই তোমার॥ ৮০॥

স্ব-স্ব-পিতামাতার সহিত মিশ্র-শচীর কলহোৎপাদন-ভয়-প্রদর্শন—

দুঃখে বাপ-মায়েরে বলিব যেই দিনে।
ততক্ষণে কোন্দল হইবে তোমা' সনে॥ ৮১॥

শিষ্টাধ্যুষিত নবদ্বীপে নিমাইর অশিষ্টাচরণ অশোভন—

নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল।
নদীয়ায় হেন কর্ম্ম কভু নহে ভাল॥" ৮২॥

অপন্যায়,—ন্যায়-বিরুদ্ধ, অন্যায়, অন্যায্য, অনুচিত কার্য্য॥

উত্তরী,—'উত্তরীয়'-শব্দের-সংক্ষেপ; নাভির ঊর্দ্ধবসন, উড়ানি, চাদর॥ ৫৯॥

যাঁর লাগি'......আপনে,—'যাহার উদ্দেশে তুমি এই-সকল পূজা-সম্ভার ও নৈবেদ্যাদি প্রদান করিয়াছ, তিনি স্বয়ংই ঐগুলি গ্রহণ করিলেন।' ইহাতে নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈতবাদিগণ বিচার করেন যে, প্রভু বাল্যকালে অহংগ্রহোপাসক ছিলেন। কিন্তু মায়াবাদিগণের এইরূপ বিচার প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের বস্তু-জ্ঞানাভাবই প্রদর্শন করে। শ্রীচৈতন্যদেব—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ মূল-নারায়ণ-বস্তু; জীবের ন্যায় তাঁহাতে নাম নামী, দেহ-দেহি-বিভেদ নাই, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম—তাঁহার তনু-জ্যোতি মাত্র; সুতরাং নির্ব্বিশেষবাদীর কল্পনা তাঁহাকে স্পর্শ করে না,—তিনি তদতীত অধোক্ষজ বস্তু॥৬২॥

সাজি,—ফুলের ডালা; ধুতি,—পরিধেয় বস্ত্র; চোরায়,—চুরি করে॥ ৬৪॥

স্ত্রীবাসে, পুরুষবাসে,—স্ত্রীলোকের ও পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র; বিকল,—ব্যাকুল, বিহ্বল, অবসন্ন, অভিভূত॥ ৬৯॥

কোপ-মনে,—কুপিত-চিত্তে॥ ৭২॥

দ্বন্দ্ব,—বিবাদ, কলহ॥ ৭৪॥

বল করিয়া,—বল-পূর্ব্বক, জোর করিয়া॥ ৭৫॥

চপল,—দুষ্ট, চঞ্চল, দুষ্ট, অলক্ষিতে...বোল,—হঠাৎ কানের নিকট আসিয়া উচ্চরবে চীৎকার করে॥ ৭৭॥

শচীর মধুর আশ্বাসপ্রদান-বাক্য—

শুনিয়া হাসেন মহাপ্রভুর জননী।
সবে কোলে করিয়া বলেন প্রিয়বাণী ॥ ৮৩ ॥

নিমাইকে শচীমাতার বন্ধন-প্রতিজ্ঞা—

'নিমাই আইলে আজি বাড়্যামু বান্ধিয়া।
আর যেন উপদ্রব নাহি করে গিয়া ॥' ৮৪ ॥

শচীকে প্রণামান্তে বালিকাগণের পুনর্গঙ্গা-স্নানে যাত্রা—

শচীর চরণধূলি লঞা সবে শিরে।
তবে চলিলেন পুনঃ স্নান করিবারে ॥ ৮৫ ॥

প্রভুর অত্যাচারে সকলের বাহ্য রোষাভাস-সত্ত্বেও বস্তুতঃ অন্তরে সন্তোষ—

যতেক চাপল্য প্রভু করে যার সনে।
পরমার্থে সবার সন্তোষ বড় মনে ॥ ৮৬ ॥

কৌতুকচ্ছলে মিশ্রের নিকট অভিযোগমাত্রেই মিশ্রের ক্রোধভরে নিমাইর উদ্দেশ্যে তর্জ্জন—

কৌতুকে কহিতে আইসেন মিশ্র-স্থানে।
শুনি' মিশ্র তর্জ্জে গর্জ্জে সদম্ভ-বচনে ॥ ৮৭ ॥
'নিরবধি এ ব্যভার করয়ে সবারে।
ভালমতে গঙ্গা-স্নান না দেয় করিবারে ॥ ৮৮ ॥
এই ঝাঁট যাঙ তার শাস্তি করিবারে।'
সবে রাখিলেহ কেহ রাখিতে না পারে ॥ ৮৯ ॥

নিমাইকে প্রহারার্থ মিশ্রের অভিগমন, সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর তদবগতি—

ক্রোধ করি' যখন চলিলা মিশ্রবর।
জানিলা গৌরাঙ্গ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর ॥ ৯০ ॥

বালকগণ-মধ্যে নিমাইর গঙ্গাজলে ক্রীড়া—

গঙ্গাজলে কেলি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্ব-বালকের মধ্যে অতি মনোহর ॥ ৯১ ॥

নিমাইকে মিশ্রহস্ত হইতে রক্ষণাশায় তাঁহাকে বালিকাগণের পলায়নার্থ উপদেশ—

কুমারিকা সবে বোলে,—'শুন বিশ্বম্ভর!
মিশ্র আইলেন এই, পলাহ সত্বর ॥' ৯২ ॥

ক্রুদ্ধ মিশ্রের আগমনে বালিকাগণের পলায়ন—

শিশুগণ-সঙ্গে প্রভু যায় ধরিবারে।
পলাইল ব্রাহ্মণ-কুমারী সব ডরে ॥ ৯৩ ॥

স্বীয় নির্দ্দোষতা-প্রতিপাদনার্থ সঙ্গিগণকে নিমাইর পিতৃ-সমীপে স্বীয় অনুপস্থিতি-কথনে আদেশ—

সবারে শিখায় মিশ্র-স্থানে কহিবার।
'স্নানে নাহি আইসেন তোমার কুমার ॥ ৯৪ ॥
সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া।
আমরাও আছি এই তাহার লাগিয়া ॥' ৯৫ ॥

প্রভুর অন্যপথে গৃহে পলায়ন, মিশ্রের গঙ্গাঘাটে আগমন—

শিখাইয়া আর পথে প্রভু গেলা ঘর।
গঙ্গাঘাটে আসিয়া মিলিলা মিশ্রবর ॥ ৯৬ ॥

নিমাইর নিমিত্ত মিশ্রের ব্যর্থ অনুসন্ধান—

আসিয়া গঙ্গার ঘাটে চারিদিকে চাহে।
শিশুগণ-মধ্যে পুত্রে দেখিতে না পায়ে ॥ ৯৭ ॥

নিমাইর অবস্থিতি-জিজ্ঞাসা, শিশুগণের নিমাইর শিক্ষানুসারে মিথ্যা-কথন—

মিশ্র জিজ্ঞাসেন,—'বিশ্বম্ভর কতি গেলা?'
শিশুগণ বোলে,—'আজি স্নানে না আইলা ॥৯৮
সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া।
সভে আছি এই তার অপেক্ষা করিয়া ॥' ৯৯ ॥

নিমাইর অদর্শনে মিশ্রের গর্জ্জন—

চারিদিকে চাহে মিশ্র হাতে বাড়ি লৈয়া।
তর্জ্জগর্জ্জ করে বড় লাগ্ না পাইয়া ॥ ১০০ ॥

বিভা,—'বিয়া', সংস্কৃত বিবাহ-শব্দের অপভ্রংশ ॥ ৭৮ ॥

রাজার কুমার,—রাজপুত্রের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী, স্বতন্ত্র ॥ ৭৯

বালিকাগণ বলিতে লাগিল,—আমরা যে-দিন অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমাদের পিতামাতার নিকট এইসকল কথা বলিয়া দিব, সেই দিন তোমাদের সহিত আমাদের পিতা-মাতার নিশ্চয়ই কলহ উপস্থিত হইবে ॥ ৮১ ॥

নিবারণ,—নিবৃত্তি, নিষেধ; ছাওয়াল,—'শাবক'-শব্দের অপভ্রংশ; শিশুপুত্র, ছোট-ছেলে। নদীয়া-নগরীতে বহু ভদ্র সম্ভ্রান্ত-লোকের বাস; তাহাদিগের মধ্যে নিমাইর এরূপ অন্যায় কার্য্য শোভনীয় নহে ॥ ৮২ ॥

বাড়্যামু,—বাড়ি, লাঠি বা ঠেঙ্গা (যষ্টি)-দ্বারা প্রহার করিব। পাঠান্তরে, 'এড়িমু',—ছাড়িব ॥ ৮৪ ॥

কৌতুকচ্ছলে অভিযোগকারী বিপ্রগণের প্রকৃত বৃত্তান্ত বর্ণন—

কৌতুকে যাহারা নিবেদন কৈলা গিয়া।
সেই সব বিপ্র পুনঃ বোলয়ে আসিয়া॥ ১০১॥
"ভয় পাই' বিশ্বম্ভর পলাইলা ঘরে।
ঘরে চল তুমি, কিছু বোল পাছে তারে॥ ১০২॥

সকলের মিশ্রকে স্বগৃহে প্রেরণ, নিমাইর পুনঃ অত্যাচারে নিমাইকে মিশ্রকরে অর্পণাঙ্গীকার—

আরবার আসি' যদি চঞ্চলতা করে।
আমরাই ধরি' দিব তোমার গোচরে॥ ১০৩॥

আপনাদিগের কৌতুক-ব্যবহার-বর্ণন, মিশ্রের ভাগ্য প্রশংসা—

কৌতুকে সে কথা কহিলাঙ তোমা'স্থানে।
তোমা' বই ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে॥ ১০৪॥

বিশ্বম্ভরের অবস্থানে ক্ষুত্তৃটশোক-বিক্রমাভাব—

সে-হেন নন্দন যার গৃহ-মাঝে থাকে।
কি করিতে পারে তারে ক্ষুধা-তৃষা-শোকে? ১০৫॥

পিতৃরূপে প্রভুসেবনকারী মিশ্রের পরমসৌভাগ্য-প্রশংসা—

তুমি সে সেবিলা সত্য প্রভুর চরণ।
তার মহাভাগ্য,—যার এ-হেন নন্দন॥ ১০৬॥

বিশ্বম্ভরের প্রতি সকলের অকৃত্রিম বিশ্রম্ভ-স্নেহ—

কোটি অপরাধ যদি বিশ্বম্ভর করে।
তবু তারে থুইবাঙ হৃদয়-উপরে॥" ১০৭॥

নিত্য কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য-হেতু বিপ্রগণের কৃষ্ণৈকপরায়ণা সুবুদ্ধি—

জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্ত এইসব জন।
এ সব উত্তমবুদ্ধি ইহার কারণ॥ ১০৮॥

পরিকরগণ-সহ প্রভুর অধোক্ষজ-লীলা—প্রভুর মায়া-মুগ্ধ লোকের বোধাতীত—

অতএব প্রভু নিজ-সেবক সহিতে।
নানা ক্রীড়া করে, কেহ না পারে বুঝিতে॥ ১০৯॥

দৈন্যোক্তিদ্বারা মিশ্রের নিজের ও পুত্রের দোষ-ক্ষমাপণ—

মিশ্র বোলে,—'সেহ পুত্র তোমা'সবাকার।
যদি অপরাধ লহ,—শপথ আমার॥' ১১০॥

মৈত্রীকরণান্তে মিশ্রের স্বগৃহে আগমন—

তা'সবার সঙ্গে মিশ্র করি' কোলাকুলি।
গৃহে আইলেন মিশ্র হই' কুতুহলী॥ ১১১॥

গ্রন্থহস্তে নিমাইর অন্যপথে গৃহে আগমন—

আর-পথে ঘরে গেলা প্রভু-বিশ্বম্ভর।
হাথেতে মোহন পুঁথি, যেন শশধর॥ ১১২॥

মসীবিন্দু-লিপ্তাঙ্গ গৌরের উপমা—

লিখন-কালির বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গে।
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গে॥ ১১৩॥

স্নানার্থ মাতৃসমীপে তৈল-প্রার্থনা—

'জননী!' বলিয়া প্রভু লাগিলা ডাকিতে।
'তৈল দেহ' মোরে, যাই সিনান করিতে॥' ১১৪॥

পরমার্থে,—যথার্থতঃ, প্রকৃত-প্রস্তাবে, বস্তুতঃ॥ ৮৬॥

সদম্ভ,—সগর্ব্ব, সাহঙ্কার॥ ৮৭॥

ব্যভার,—'ব্যবহার'-শব্দের অপভ্রংশ, আচরণ॥ ৮৮॥

রাখিলেই কেহ রাখিতে না পারে,—রক্ষা করিতে অর্থাৎ বাধা দিতে আসিলেও আমাকে কেহ বাধা দিতে পারিবে না॥

সর্ব্বভূতের ঈশ্বর,—সকল প্রাণীর অন্তর্যামী॥ ৯০॥

কুমারিকা,—কুমারী + ক (স্বার্থে)—আপ্ (স্ত্রী), অর্থাৎ অবিবাহিতা বালিকা॥ ৯২॥

সেই পথে,—যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে॥ ৯৫॥

কতি,—'কুত্র'-শব্দের অপভ্রংশ, কোথায়॥ ৯৮॥

কৌতুকে,—বিদ্রূপ বা রহস্য-পূর্ব্বক; নিবেদন কৈলা,—অভিযোগ করিল॥ ১০১॥

তৃষা,—তৃষ্ণা॥ ১০৫॥

জনকরূপে প্রভুর নিত্য সেবক শ্রীজগন্নাথমিশ্রের সৌভাগ্য-স্তুতিমুখে প্রভুতত্ত্বজ্ঞ বিপ্রগণের উক্তি॥ ১০৬॥

থুইবাঙ,—রাখিব; স্থাপন করিব (মৈমনসিংহ-জেলায় ব্যবহৃত)॥ ১০৭॥

উত্তম বুদ্ধি,—ভগবানে সেবা বা প্রীতি-বুদ্ধি॥ ১০৮॥

মোহন,—সুন্দর; যেন শশধর,—চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ, শুভ্র ও উজ্জ্বল॥ ১১২॥

নিমাইর অঙ্গকান্তি—চম্পকপুষ্প-সদৃশ, ভৃঙ্গকুল—কৃষ্ণ-বর্ণ; লিখনকালে মসীবিন্দু নিমাইর অঙ্গের স্থানে-স্থানে লাগিয়া থাকায়, বোধ হইতেছিল যেন, চম্পকপুষ্পের চতুর্দ্দিকে ভৃঙ্গকুল বসিয়া রহিয়াছে॥ ১১৩॥

শচীর স্নানলক্ষণশূন্য পুত্রমুখ-দর্শন—

পুত্রের বচন শুনি' শচী হরষিত।
কিছুই না দেখে অঙ্গে স্নানের চরিত ॥ ১১৫ ॥

পুত্রকে আদৌ অস্নাত-দর্শনে সংশয়-হেতু বালিকা ও বিপ্রগণের অভিযোগের মিথ্যাত্বানুমান—

তল দিয়া শচীদেবী মনে-মনে গণে'।
'বালিকারা কি বলিল, কিবা দ্বিজগণে ॥ ১১৬ ॥

পূর্ব্বাহ্নবৎ মসীবিন্দু ও বস্ত্র-পরিহিত নিমাই—

লিখন-কালির বিন্দু আছে সব অঙ্গে।
সেই বস্ত্র পরিধান, সেই পুঁথি সঙ্গে ॥' ১১৭ ॥

মিশ্র আসিবা মাত্র তৎক্রোড়ে নিমাইর উত্থান—

ক্ষণেকে আইলা জগন্নাথ মিশ্রবর।
মিশ্রে দেখি' কোলেতে উঠিলা বিশ্বম্ভর ॥১১৮॥

বিশ্বম্ভরালিঙ্গনে মিশ্রের বাহ্যজ্ঞান লোপ ও প্রেমানন্দ—

সেই আলিঙ্গনে মিশ্র বাহ্য নাহি জানে।
আনন্দে পূর্ণিত হৈলা পুত্র-দরশনে ॥ ১১৯ ॥

নিমাইকে ধূলি-ধূসরিত ও অস্নাত-দর্শনে মিশ্রের বিস্ময়—

মিশ্র দেখে সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ব্যাপিত।
স্নানচিহ্ন না দেখিয়া হইলা বিস্মিত ॥ ১২০ ॥

তথাপি বিশ্বম্ভরকে তৎ-কৃত দুর্ব্যবহার-জন্য মৃদু ভৎ'সনা—

মিশ্র বোলে,—'বিশ্বম্ভর, কি বুদ্ধি তোমার ?
লোকেরে না দেহ' কেনে স্নান করিবার ? ১২১॥
বিষ্ণুপূজা-সজ্জ কেনে কর অপহার ?
'বিষ্ণু' করিয়াও ভয় নাহিক তোমার ?' ১২২ ॥

প্রভুর সর্ব্ববৃত্তান্ত-অস্বীকার, স্বীয় নির্দ্দোষতার কারণ-নির্দ্দেশ—

প্রভু বোলে,—"আজি আমি নাহি যাই স্নানে।
আমার সংহতিগণ গেল আগুয়ানে ॥ ১২৩ ॥

অভিযোগকারিগণের অন্যায় ও মিথ্যা অভিযোগ-বর্ণন—

সকল লোকেরে তারা করে অব্যভার।
না গেলেও সবে দোষ কহেন আমার ॥ ১২৪ ॥

অভিযোগ-কারণের মিথ্যাত্ব-সত্ত্বেও অন্যায় অভিযোগ-হেতু যথার্থ দুর্ব্ব্যবহারে কৃতসঙ্কল্পতা—

না গেলেও যদি দোষ কহেন আমার।
সত্য তবে করিব সবারে অব্যভার ॥" ১২৫ ॥

গঙ্গাস্নানে যাত্রা ও বালকসঙ্গিগণ-সহ মিলন—

এত বলি' হাসি' প্রভু যা'ন গঙ্গাস্নানে।
পুনঃ সেই মিলিলেন শিশুগণ-সনে ॥ ১২৬ ॥

নিমাইর চাতুর্য্য-শ্রবণে সকল বালকের আনন্দ, হাস্য ও প্রশংসা—

বিশ্বম্ভরে দেখি' সবে আলিঙ্গন করি'।
হাসয়ে সকল শিশু শুনিঞা চাতুরী ॥ ১২৭ ॥
সবেই প্রশংসে,—'ভাল নিমাই চতুর।
ভাল এড়াইলা আজি মারণ প্রচুর !' ১২৮ ॥

বালকগণ-সহ পুনর্জলক্রীড়া—

জলকেলি করে প্রভু সব-শিশু-সনে।
হেথা শচী-জগন্নাথ মনে-মনে গণে' ॥ ১২৯ ॥

শচী-মিশ্রের অভিযোগকারিগণের বাক্যে সংশয় ও তর্ক—

'যে যে কহিলেন কথা, সেহ মিথ্যা নহে।
তবে কেনে স্নানচিহ্ন কিছু নাহি দেহে ? ১৩০ ॥

স্নানের পূর্ব্বের ন্যায় স্বীয় পুত্রের সাদৃশ্য-দর্শন—

সেইমত অঙ্গে ধূলা, সেইমত বেশ !
সেই পুঁথি, সেই বস্ত্র, সেইমত কেশ ! ১৩১ ॥

পুত্রের মনুষ্যত্বে উভয়ের সংশয়, নিমাইকে কৃষ্ণ-জ্ঞান—

এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বম্ভর !
মায়ারূপে কৃষ্ণ বা জন্মিলা মোর ঘর ! ১৩২ ॥

স্নানের চরিত,—স্নানোচিত লক্ষণ বা চিহ্ন ॥ ১১৫ ॥

বাহ্য নাহি জানি,—বাহ্যজ্ঞান-রহিত ॥ ১১৯ ॥

করিয়াও,—সাক্ষাদ্ভাবে উপলব্ধি বা জ্ঞান করিয়াও, বলিয়াও ॥

সংহতিগণ,—'সাঙ্গাতেরা', সঙ্গী বা সহচরগণ ; আগুয়ানে,—'অগ্রবান্'-শব্দের অপভ্রংশ, অগ্র-সর(বর্ত্তী বা গামী) হইয়া ॥ ১২৩ ॥

অব্যভার,—মন্দ বা অন্যায় আচরণ, দুর্ব্ব্যবহার ॥ ১২৪ ॥

মারণ,—প্রহার ॥ ১২৮ ॥

গণে',—ভাবে, চিন্তে, করে ॥ ১২৯ ॥

মায়ারূপে—এস্থলে 'মায়া'-শব্দে স্বরূপশক্তি আশ্রয়পূর্ব্বক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিত্য নর-স্বরূপে। লঘু-ভাগবতামৃতে (পূঃ খঃ ৪১৩-৪১৪ সংখ্যায়—) "মায়া-শব্দেন

নিমাইকে মহাপুরুষানুমান—

কোন মহাপুরুষ বা,—কিছুই না জানি।'
হেনমতে চিন্তিতে আইলা দ্বিজমণি ॥ ১৩৩ ॥

প্রভুর ইচ্ছায় তদ্দর্শনে উভয়ের পুনর্বাৎসল্য-বুদ্ধির উদয়—

পুত্র-দরশনানন্দে ঘুচিল বিচার।
স্নেহে পূর্ণ হৈলা দোঁহে, কিছু নাহি আর ॥১৩৪॥

প্রভুর অদর্শনে প্রহরদ্বয়কে যুগদ্বয়ানুভব—

যেই দুইপ্রহর প্রভু যায় পড়িবারে।
সেই দুই যুগ হই' থাকে সে দোঁহারে ॥ ১৩৫ ॥

মিশ্র-শচীর পরমসৌভাগ্য-বর্ণন—

কোটি-রূপে কোটি-মুখে বেদে যদি কয়।
তবু এ-দোঁহার ভাগ্যের নাহি সমুচ্চয় ॥ ১৩৬ ॥

গ্রন্থকারের মিশ্র-শচী-পদে প্রণাম—

শচী-জগন্নাথ-পা'য়ে বহু নমস্কার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডনাথ পুত্র রূপে যাঁর ॥ ১৩৭ ॥

প্রভুর ইচ্ছা-শক্তি যোগমায়া-বশে সকলেরই প্রভুর ঐশ্বর্য্যলীলানুপলব্ধি—

এইমত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়।
বুঝিতে না পারে কেহ তাঁহান মায়ায় ॥ ১৩৮ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৩৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে বিদ্যারম্ভ-বালচাপল্য-বর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

কুত্রাপি চিচ্ছক্তিরভিধীয়তে" এবং "স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ। অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনম্ ॥ ইত্যেষা দর্শিতা মধ্বাচার্য্যৈর্ভাষ্যে নিজে শ্রুতিঃ।" (চতুর্ব্বেদ-শিখা-শ্রুতিঃ) ॥ ১৩২ ॥

বিচার,—চিন্তা, তত্ত্বনির্ণয়, বিবেচনা, আলোচনা, কিছু নাহি আর,—যেন পূর্ব্বে কোথাও কোন ব্যাপার ঘটে নাই, বা যেন উহার সহিত আদৌ কোন সম্বন্ধ নাই ॥ ১৩৪ ॥

নিমাইর বিরহে দুইপ্রহর মাত্র কালই তাঁহার পিতামাতা মিশ্র-শচীর নিকট যুগদ্বয়-পরিমিত কাল বলিয়া বোধ হইত ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে ষষ্ঠ অধ্যায়।

—:*:—

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীবিশ্বরূপের সন্ন্যাস, গৌরহরির বর্জ্যহাণ্ডিতে উপবেশনপূর্ব্বক দত্তাত্রেয় ভাবে মাতাকে তত্ত্বোপদেশ-প্রদান প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরগোপাল বাল-চাপল্য-ছলে বিবিধ লীলা বিস্তার করিতে লাগিলেন। একমাত্র অগ্রজ বিশ্বরূপ ব্যতীত নিমাই আর কাহাকেও দেখিয়া চঞ্চলতা পরিহার করিতেন না। বিশ্বরূপ আজন্ম বিরক্ত ও সর্ব্বগুণাকর ছিলেন,—একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই যে সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য,তাহা তিনি শাস্ত্রব্যাখ্যা-মুখে নিরন্তর প্রদর্শন করিতেন। সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণসেবন ব্যতীত তাঁহার আর কোন কৃত্য ছিল না। তিনি অনুজকে 'বালগোপাল-কৃষ্ণ' বলিয়া জানিলেও কাহারও নিকট সেই গূঢ়কথা প্রকাশ করিতেন না। বিশ্বরূপ বৈষ্ণব-সঙ্গে নিরন্তর কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণসেবাদিতেই মত্ত থাকিতেন। সমস্ত সংসার জড়-বিষয়ে প্রমত্ত এবং সকলের অন্তরে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষের বীজ, এমন কি, যাহারা গীতা-ভাগবতাদির অধ্যাপক বলিয়া পরিচয় ছিলেন, তাহাদের অন্তরেও কৃষ্ণভক্তি-শূন্যতা লক্ষ্য করিয়া অদ্বৈতাচার্য্যাদি শুদ্ধভাগবতগণ জীবের দুঃখে ক্রন্দন করিতেন। বিশ্বরূপও 'আর এরূপ লোকমুখ দর্শন করিব না' বিচার করিয়া সংসার-ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রতিদিন

উষঃকালে বিশ্বরূপ গঙ্গাস্নান করিয়াই অদ্বৈত-সভায় আগমন করিতেন এবং তথায় সর্ব্বশাস্ত্র হইতে কৃষ্ণভক্তির সারাৎসারত্ব ব্যাখ্যা করিতেন। শচীদেবীকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বালক নিমাইও প্রত্যহ অগ্রজকে অদ্বৈত-সভা হইতে ভোজনার্থ গৃহে লইয়া যাইবার জন্য অদ্বৈত-সভায় আসিতেন; ভক্তগণ সেই সময় গৌরহরির ভক্ত-মোহন রূপ দর্শন করিয়া সমাধিস্থের ন্যায় অবস্থান করিতেন; কেননা, প্রভুদর্শনে ভক্তানুরাগ—স্বাভাবিক। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার ভাগবতীয় শুকপরীক্ষিৎ-সংবাদদ্বারা ভগবানের প্রতি ভক্তগণের অসমোর্দ্ধ-প্রীতির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আত্মাই জীবের জীবন; শ্রীনন্দ-নন্দনই জীবাত্মার আত্মা (জীবন) অর্থাৎ পরমাত্মা। এইজন্যই গোপীগণ কৃষ্ণকে নিজ-'প্রাণধন' বলিয়া জানিতেন। কৃষ্ণ কংসাদির আত্মা হইলেও অপরাধ-নিবন্ধন উঁহারা তাহা বুঝিতে পারে না। শর্করার মাধুর্য্য—সর্ব্বজন-বিদিত; জিহ্বার দোষে কাহারও কাহারও নিকট উহা তিক্ত বোধ হইলেও তাহাতে বস্তুসত্তা-গত মিষ্টত্বের হানি হয় না। শ্রীগৌরসুন্দরের বস্তু-সত্তা-গত মাধুর্য্যে যিনি আকৃষ্ট, তিনিই সৌভাগ্যবান্, যিনি তাহা নহেন, তিনি স্বয়ংই হতভাগ্য; অধোক্ষজ শ্রীগৌর-সুন্দরের তাহাতে হানি নাই। বিশ্বরূপ শচীমাতার আহ্বানে নামেমাত্র গৃহে গমন করিলেও অতিশীঘ্রই অদ্বৈত-মন্দিরে ফিরিয়া আসিতেন। গৃহে গমন করিলেও তিনি কোনপ্রকার গৃহব্যবহার করিতেন না; যতক্ষণ বাড়ী থাকিতেন, সর্ব্বদা বিষ্ণু-গৃহাভ্যন্তরেই অবস্থান করিতেন। পিতামাতা স্বীয় বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন শুনিয়া বিশ্বরূপ মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই সন্ন্যাস-গ্রহণলীলা প্রদর্শন করিয়া জগতে 'শ্রীশঙ্করারণ্য'-নামে খ্যাত হইলেন। (অপ্রাকৃত বৎসল-রসাশ্রয়াবলম্বন) শচী-জগন্নাথ বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন, গৌরসুন্দর ভ্রাতৃ-বিরহে (শুদ্ধসেবক-বিরহে) মূর্চ্ছা-লীলা প্রদর্শন করিলেন। অদ্বৈতাদি ভক্তগণও বিশ্বরূপের বিরহ-দুঃখে (ভক্ত-বিরহে) ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বন্ধু-বান্ধব সকলে আসিয়া শচী-জগন্নাথকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিলেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া ভক্তগণ মনের দুঃখে বনবাসী হইতে চাহিলেন। অদ্বৈতপ্রভু সকলকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,—শীঘ্রই কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ের যাবতীয় দুঃখ দূর করিবেন এবং তাঁহাদিগের সহিত শুক-প্রহ্লাদাদিরও দুর্লভ নানাপ্রকার বিলাসাদি করিবেন। এদিকে নিমাই সুস্থির হইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন এবং সর্ব্বদা পিতামাতার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। পুত্রের অত্যদ্ভুত বুদ্ধি ও মেধার কথা শ্রবণ করিয়া শচীমাতা আনন্দিত হইলেও মিশ্র 'এই পুত্রও পাছে পড়াশুনার ফলে সংসারের অনিত্যতা ও কৃষ্ণভক্তির সারাৎসারতা উপলব্ধি করিয়া অগ্রজের অনুগমন করেন'—এরূপ আশঙ্কা করিলেন এবং শ্রীশচীদেবীর সহিত অনেক বাদানুবাদ করিবার পর নিমাইর পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে নিমাই পুনরায় চাপল্য-লীলা প্রদর্শন করিতে থাকিলেন। একদিন অস্পৃশ্য-মৃদ্‌ভাণ্ড-স্তূপের উপর বসিয়া রহিলেন; শচীমাতা নিমাইকে অপবিত্রস্থানে বসিতে দেখিয়া ঐরূপ কার্য্য করিতে নিবারণ করিলে, তদুত্তরে নিমাই মাতাকে বলিলেন,—লেখাপড়া-বিহীন মূর্খের কি প্রকারে শুদ্ধাশুদ্ধিজ্ঞান থাকিবে? অতএব আমার সর্ব্বত্রই 'অদ্বিতীয়-জ্ঞান'। দত্তাত্রেয়-ভাবে মহাপ্রভু মাতাকে উপদেশ-মুখে বলিলেন যে, "শুচি-অশুচি-বিচার—প্রাকৃত লোকের প্রাকৃত কল্পনা বা মনোধর্ম্মমাত্র। সর্ব্বত্রই অদ্বয়-জ্ঞান বিষ্ণুর অধিষ্ঠান বিদ্যমান। যে-স্থানে ভগবান্ বিরাজ করেন, সেই স্থান—অতি-পবিত্র। যাহাদের সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন নাই, তাহারাই ঐরূপ মনোধর্ম্মের বিচারে ধাবিত হয়। বিষ্ণুর রন্ধনস্থালী কখনও অপবিত্র হয় না, উহা—নিত্য-পবিত্র; উহার স্পর্শে সমস্ত বস্তুই শুদ্ধ হয়; অশুদ্ধ অর্থাৎ সেবা-বিহীন স্থানে ভগবান্ কখনও বিরাজ করেন না।" নিমাই বাল্যভাবে এইরূপ সর্ব্বতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলেও যোগ-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বৎসল-রস-রসিক শচীপ্রমুখ আপ্তবর্গ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। বালক কিছুতেই অশুচি স্থান পরি-ত্যাগ করিতেছে না দেখিয়া শচীদেবী স্বহস্তে বালকরূপী নিমাইকে ধরিয়া আনিয়া বালককে লইয়া স্নান করিলেন। পাঠ করিতে না পাইয়া নিমাই মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছে,—মিশ্রের নিকট শচীদেবী ও অন্যান্য সকলেই ইহা জ্ঞাপন করায় পুরন্দরমিশ্র সকলের অনুরোধে বালককে পুন-রায় পাঠ করিতে আদেশ দিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

জয় জয় মহা-মহেশ্বর গৌরচন্দ্র।
জয় জয় বিশ্বম্ভর-প্রিয় ভক্তবৃন্দ ॥ ১ ॥

সর্ব্বজীবের প্রতি প্রভুর শুভ কৃপা-দৃষ্টি-প্রার্থনা—

জয় জগন্নাথ-শচী-পুত্র সর্ব্বপ্রাণ।
কৃপা-দৃষ্ট্যে কর প্রভু সর্ব্ব-জীবে ত্রাণ ॥ ২ ॥

লীলা-কল্লোল-বারিধি বালকরূপী গৌরগোপালের অনন্ত লীলা-কল্লোল—

হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
বাল্যলীলা-ছলে করে প্রকাশ বিস্তর ॥ ৩ ॥

মাতৃনিষেধ-সত্ত্বেও নিমাইর সর্ব্বক্ষণ চাঞ্চল্য-প্রদর্শন—

নিরন্তর চপলতা করে সবা-সনে।
মা'য়ে শিখালেও প্রবোধ নাহি মানে ॥ ৪ ॥

নিষেধ ও শাসন-ফলে নিমাইর চাঞ্চল্য ও উপদ্রব-বৃদ্ধি—

শিখাইলে আরো হয় দ্বিগুণ চঞ্চল।
গৃহে যাহা পায়, তাহা ভাঙ্গয়ে সকল ॥ ৫ ॥

পিতা-মাতার শাসনাভাবে লীলাময়ের স্বাতন্ত্র্য-লীলা—

ভয়ে আর কিছু না বোলয়ে বাপ-মা'য়।
স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে খেলায় লীলায় ॥ ৬ ॥

আদিখণ্ডে শিশুলীলা-প্রদর্শনকারী গৌর-নারায়ণের অমৃতনিঃস্যন্দিনী-কথা—

আদিখণ্ড-কথা—যেন অমৃত-স্রবণ।
যহিঁ শিশুরূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ ॥ ৭ ॥

অগ্রজ বিশ্বরূপ ব্যতীত অপর সকলেরই প্রতি নিমাইর মর্য্যাদা বা গৌরব-ভাব-রাহিত্য—

পিতা, মাতা, কাহারে না করে প্রভু ভয়।
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয় ॥ ৮ ॥

গ্রন্থকারের অভীষ্টদেব নিত্যানন্দ-রামাভিন্ন বিশ্বরূপের পরিচয় ও গুণগ্রাম—

প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান্।
আ-জন্ম বিরক্ত, সর্ব্বগুণের নিধান ॥ ৯ ॥

সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার কৃষ্ণভক্তিপরা ব্যাখ্যা—

সর্ব্বশাস্ত্রে সবে বাখানেন বিষ্ণু-ভক্তি।
খণ্ডিতে তাঁহার ব্যাখ্যা নাহি কারো শক্তি ॥১০॥

হৃষীকদ্বারা হৃষীকেশ-সেবন, সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা অনুক্ষণ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণরূপ কৃষ্ণানুশীলন—

শ্রবণে, বদনে, মনে, সর্ব্বেন্দ্রিয়গণে।
কৃষ্ণভক্তি বিনে আর না বোলে, না শুনে ॥১১॥

নিমাইর অলৌকিক আচরণ-দর্শনে বিশ্বরূপের বিস্ময়—

অনুজের দেখি' অতি-বিলক্ষণ রীত।
বিশ্বরূপ মনে গণে' হইয়া বিস্মিত ॥ ১২ ॥

নিমাইকে স্বীয় অপ্রাকৃত ইষ্টদেব কৃষ্ণ-জ্ঞান—

"এ বালক কভু নহে প্রাকৃত ছাওয়াল।
রূপে, আচরণে,—যেন শ্রীবালগোপাল ॥ ১৩ ॥

নিমাইর অলৌকিক লীলাকে কৃষ্ণলীলা-জ্ঞান—

যত অমানুষি কর্ম্ম নিরবধি করে।
এ বুঝি,—খেলেন কৃষ্ণ এ-শিশুশরীরে ॥" ১৪ ॥

সকলের নিকট গৌর-কৃষ্ণের তত্ত্ব ও লীলা-রহস্য-গোপন—

এইমত চিন্তে বিশ্বরূপ-মহাশয়।
কাহারে না ভাঙ্গে তত্ত্ব, স্বকর্ম্ম করয় ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বক্ষণ বৈষ্ণব-সঙ্গে বিশ্বরূপের কৃষ্ণসেবন—

নিরবধি থাকে সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপূজা-রঙ্গে ॥ ১৬ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

সর্ব্বপ্রাণ,—সকল সেবকের জীবন। শ্রীশচীনন্দনই সকল চেতনময় বস্তুর মূল আকর।

করে প্রকাশ বিস্তর,—গৌরসুন্দর বাল্যলীলায় আপাত-দৃষ্টিতে যে-সকল চাপল্য-লীলার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার অন্বয়ভাবে উদ্দেশ্য,—স্বভক্তগণের আকর্ষণ ও অনুক্ষণ তাঁহাদের প্রেমানন্দবর্দ্ধন; এবং ব্যতিরেকভাবেও তাঁহার চাপল্যসহকারে নানা দ্রব্যাদির বিনাশ-সাধন অথবা জগতের ইন্দ্রিয়তর্পণোপযোগি-ভোগ্যদ্রব্যসমূহের ধ্বংসকার্য্যে প্রাকৃতদ্রব্যের নশ্বরতার উপদেশই নিহিত। যদিও তাদৃশ নশ্বর-দ্রব্যের ব্যবহারে ও পুনঃক্ষয়ে নানাপ্রকার অসুবিধা,

তৎকালীন জড়বিষয়রস-ভোগপ্রমত্ত-সংসার-বর্ণন—

জগৎ প্রমত্ত—ধনপুত্রবিদ্যারসে।
বৈষ্ণব দেখিলে মাত্র সবে উপহাসে' ॥ ১৭ ॥

শুদ্ধভক্তের বিরুদ্ধে নাস্তিক সংসারিক লোকের বিদ্রূপ-কবিতা-রচনা—

আর্য্যা তরজা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।
"যতি, সতী, তপস্বীও যাইবে মরিয়া ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্রিয়তর্পণ-লালসা-মূলে জড়ীয় অভ্যুদয় ও ঐহিক সুখৈক-কাম-প্রমত্ততা—

তারে বলি 'সুকৃতি', —যে দোলা, ঘোড়া চড়ে।
দশ-বিশ জন যার আগে-পাছে রড়ে ॥ ১৯ ॥

নামাপরাধিগণের তুচ্ছ দারিদ্র্যনাশাদিকেই নামকীর্ত্তনের ফল-জ্ঞানে শুদ্ধভক্তের ব্যবহারদুঃখ-দর্শনে বিদ্রূপ—

এত যে, গোসাঞি, ভাবে করহ ক্রন্দন।
তবু ত' দারিদ্র্যদুঃখ না হয় খণ্ডন! ২০ ॥

উচ্চকীর্ত্তনে পাষণ্ডিগণের ভগবৎক্রোধোদ্রেকানুমান—

ঘনঘন 'হরি হরি' বলি' ছাড়' ডাক।
ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক ॥" ২১ ॥

অভক্ত নাস্তিকগণের বাক্যে ভক্তগণের দুঃখ—

এইমত বোলে কৃষ্ণভক্তিশূন্য জনে।
শুনি' মহা-দুঃখ পায় ভাগবতগণে ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভবদাবদগ্ধ সংসার—

কোথাও না শুনে কেহ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দগ্ধ দেখে সকল সংসার অনুক্ষণ ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনাভাব-দর্শনে বিশ্বরূপের দুঃখ—

দুঃখ বড় পায় বিশ্বরূপ ভগবান্।
না শুনে অভীষ্ট কৃষ্ণচন্দ্রের আখ্যান ॥ ২৪ ॥

তথা-কথিত গীতা-ভাগবতাধ্যাপকগণের কৃষ্ণভক্তিপর-ব্যাখ্যা-ত্যাগ—

গীতা, ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
কৃষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যা কারো না আইসে জিহ্বায় ॥

হেতুবাদীর কুতর্ক-কুনাট্য; কৃষ্ণভক্তিবিহীন সংসার—

কুতর্ক ঘুষিয়া সব অধ্যাপক মরে।
'ভক্তি' হেন নাম নাহি জানয়ে সংসারে ॥ ২৬ ॥

ভক্তিহীন জীবের দুর্দ্দশা-দর্শনে জীবদুঃখ-দুঃখী অদ্বৈতাদি শুদ্ধভক্তগণের ক্রন্দন—

অদ্বৈত-আচার্য্য আদি যত ভক্তগণ।
জীবের কুমতি দেখি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৭ ॥

সংসারে কৃষ্ণভক্তিহীন দুঃসঙ্গ-দর্শনে বিশ্বরূপের দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনরূপ প্রব্রজ্যা-গ্রহণেচ্ছা—

দুঃখে বিশ্বরূপ-প্রভু মনে মনে গণে'।
"না দেখিব লোকমুখ, চলি' যাঙ বনে ॥" ২৮ ॥

তথাপি প্রাকৃতদ্রব্য-ভোগ-চেষ্টায় বদ্ধজীবের যে বাধা, সঙ্কোচ বা সঙ্কীর্ণতা, উহা—তাঁহার নিত্য-মঙ্গলেরই উদ্দেশক-মাত্র। বাহ্যজগৎ-প্রতীতিই বদ্ধজীব-হৃদয়ে আত্মধর্ম্মের বিকার মনোধর্ম্ম উৎপাদন ও পোষণ করে। তাহাতে ভগবৎসেবার পরিবর্ত্তে জগদ্ভোগপ্রবৃত্তিই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; তদভাবে ভোগ নিরপেক্ষতারূপা মুমুক্ষা ও কৃষ্ণানুসন্ধান-চেষ্টা-রূপা নিত্য-চিন্ময়ী আত্ম-বৃত্তি ভক্তি দেখা যায় ॥

বিলক্ষণ রীত,—অসামান্য বা বিপরীত আচার-ব্যবহার ॥

প্রাকৃত ছাওয়াল,—সাধারণ কর্ম্মফলবাধ্য জাগতিক শিশু ॥

অমানুষি,—যাহা মনুষ্যোচিত নহে, অমর্ত্ত্য, অলৌকিক বা লোকাতীত ॥ ১৪ ॥

তত্ত্ব না ভাঙ্গে,—শ্রীবিশ্বম্ভরই যে শ্রীকৃষ্ণ, এই তত্ত্বকথা কিছুতেই প্রকাশ করিতেন না ॥ ১৫ ॥

বিশ্বরূপ সর্ব্বদা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে বাস করিতেন, ভক্ত-সঙ্গে কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণসেবা ও মর্য্যাদা-জ্ঞানের সহিত কৃষ্ণপূজায় আনন্দ লাভ করিতেন ॥ ১৬ ॥

জগতের বিষয়ি-লোকসকল ধন, পুত্র ও বিদ্যা প্রভৃতি লাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে; তাহারা বৈষ্ণবে ঐ সকল প্রবৃত্তি দেখিতে না পাইয়া উপহাস করে ॥ ১৭ ॥

আর্য্যা-তরজা,—আর্য্যা অর্থাৎ বঙ্গভাষায় 'ছড়া'-জাতীয় সঙ্কেতময় পদ্য; যথা, 'শুভঙ্করের আর্য্যা'। তরজা (আরবী-শব্দ) অর্থাৎ 'কবিগান' ও 'ঝুমুর'-গানের সমজাতীয় বিপক্ষের নিন্দা-কুৎসাপূর্ণ গানবিশেষ।

শুদ্ধবৈষ্ণবকে দেখিয়া তৎকালীন চার্ব্বাকমতাবলম্বী নবদ্বীপবাসী পাষণ্ডিগণ দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ ঐহিক-কামভোগে প্রমত্ত হইয়া নানাপ্রকার ছড়া ও হেঁয়ালি প্রভৃতি রচনা

অদ্বৈত-সভায় প্রত্যহ বিশ্বরূপের প্রত্যূষে গমন—

উষঃকালে বিশ্বরূপ করি' গঙ্গাস্নান।
অদ্বৈত-সভায় আসি' হয় উপস্থান॥ ২৯॥

বিশ্বরূপের কৃষ্ণভক্তিপরা ব্যাখ্যায় শ্রীঅদ্বৈতের হর্ষ—

সর্ব্বশাস্ত্রে বাখানেন কৃষ্ণভক্তি সার।
শুনিয়া অদ্বৈত সুখে করেন হুঙ্কার॥ ৩০॥

বৈষ্ণব-পূজাকে বিষ্ণুপূজাপেক্ষা পরতর-জ্ঞানে জগদ্গুরু অদ্বৈতের স্বাভীষ্টার্চ্চন ছাড়িয়া বিশ্বরূপকে আলিঙ্গনরূপ বৈষ্ণবাচার-শিক্ষা-দান—

পূজা ছাড়ি' বিশ্বরূপে ধরি' করে কোলে।
আনন্দে বৈষ্ণব সব 'হরি হরি' বোলে॥ ৩১॥

তদ্দর্শনে ভক্তগণের হর্ষোল্লাস ও দুঃখ-লাঘব—

কৃষ্ণানন্দে ভক্তগণ করে সিংহনাদ।
কারো চিত্তে আর নাহি স্ফুরয়ে বিষাদ॥ ৩২॥

বিশ্বরূপের ও ভক্তগণের পরস্পর সঙ্গ-ত্যাগে অনিচ্ছা—

বিশ্বরূপ ছাড়ি' কেহ নাহি যায় ঘরে।
বিশ্বরূপ না আইসেন আপন-মন্দিরে॥ ৩৩॥

ভোজনার্থ বিশ্বরূপকে আনয়ন-নিমিত্ত বিশ্বম্ভরকে শচীর প্রেরণ—

রন্ধন করিয়া শচী বোলে বিশ্বম্ভরে।
"তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে॥" ৩৪॥

অদ্বৈত-সভায় নিমাইর আগমন—

মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত-সভায়।
আইসেন অগ্রজেরে ল'বার ছলায়॥ ৩৫॥

অদ্বৈত-সভায় নিমাইর ভক্তগণের কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনরূপ ইষ্টগোষ্ঠী-দর্শন—

আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যোহন্যে করেন কৃষ্ণকথন মঙ্গল॥ ৩৬॥

রিয়া পরিহাস করিত। উহারা আরও বলিত যে, সন্ন্যাসী, তিব্রতা সাধ্বী ও তাপস প্রভৃতি ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির আচরণাদি সমস্তই বৃথা, যেহেতু প্রচুর পুণ্যাচরণ-সত্ত্বেও াহারা কেহই মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবেন না, সুতরাং াহাদের বৃথা ধর্ম্ম আচরণ না করাই উচিত, অথবা তাদৃশ অনুষ্ঠান-হেতু তাঁহারা—নিতান্ত দুষ্কৃত ও ভাগ্যহীন॥১৮॥

পক্ষান্তরে, যে-ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদভরে শিবিকায় বা অশ্বাদিতে আরোহণপূর্ব্বক ভ্রমণ করে এবং যাহার সঙ্গে বহু অনুচর-কিকর তাহার অবাধগতির নিমিত্ত অগ্রে-পশ্চাতে ধাবিত য়, সে ব্যক্তিই ভাগ্যবান্॥ ১৯॥

ভাবে,—প্রেমার্ত্তিভরে; গোসাঞি,—ঠাকুর (গৌরবার্থে)। প্রেমিকভক্তের কৃষ্ণনামকীর্ত্তনকালে নয়নে গলদশ্রুধারা দেখিয়া ঐহিক-ইন্দ্রিয়-সুখৈকলিপ্সু নামাপরাধী কর্ম্মজড় পাষণ্ডগণ উহাকে কৃষ্ণপ্রীতিলক্ষণ মনে না করিয়া, 'ভক্তের নামগ্রহণফলে যখন তাহার দারিদ্র্য-দুঃখ-নাশরূপ তুচ্ছ অবান্তর ফললাভ হইতেছে না, অর্থাৎ নিত্যসেব্য অভিন্ন-কৃষ্ণ শ্রীনামপ্রভু-দ্বারা ভক্ত যখন স্বীয় দারিদ্র্যদুঃখ ঘুচাইয়া ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করাইয়া লইতে পারিতেছেন না, তখন তাঁহার কৃষ্ণনামগ্রহণ ও প্রেমাশ্রুবিসর্জ্জনাদি, এই নিরর্থক ও নিষ্ফল',— এই বলিয়া বিদ্রূপ করিত। ঐ পাষণ্ডগণ শ্রীনাম ও নামাভাসে অবিশ্বাসী বলিয়া ভীষণ নামাপরাধে অপরাধী ছিল অর্থাৎ শুদ্ধনামোচ্চারণ-ফলে যে কৃষ্ণপ্রেমোদয়, নামাভাসোচ্চারণেই যে সর্ব্বানর্থ নাশ বা আত্যন্তিক-দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ-লাভ এবং নামাপরাধফলেই যে ধর্ম্মার্থকামরূপ তুচ্ছ অনিত্য ত্রিবর্গ-লাভ ঘটে, তাহাতে অনভিজ্ঞ ও অবিশ্বাসী ছিল, আবার ভগবদ্বিশ্বাসরাহিত্য-হেতু শুদ্ধভক্তগণ যে ভগবৎসেবার্থ যাবতীয় দারিদ্র্যদুঃখ-ক্লেশাদিকে ভগবানেরই অনুকম্পা-জ্ঞানে অবনতমস্তকে বরণ করিয়া ল'ন, তাহাতেও অনভিজ্ঞ ও অবিশ্বাসী ছিল, সুতরাং ভক্তগণও তাহাদের ন্যায় ঐহিকভোগসুখলিপ্সু ও ইন্দ্রিয়-তর্পণপরায়ণ হউক,—ইহাই তাহারা অভিলাষ করিত॥২০॥

সেই পাষণ্ডিগণ বলিত যে, সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন করিলে 'গোসাঞি' অর্থাৎ ভগবান্ বিশেষ অসন্তুষ্ট হন॥২১॥

যে-সকল বিষ্ণুভক্তিহীন পণ্ডিতম্মন্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের অধ্যাপন করিত, তাহাদের জিহ্বায় কৃষ্ণসেবা-পরা ব্যাখ্যা কখনই স্থান পাইত না বা নির্গত হইত না। তাহারা জড়পাণ্ডিত্য-মদে মত্ত থাকিয়া ইন্দ্রিয়াসক্ত জনগণের জন্য ধর্ম্মার্থকামভোগপরা ব্যাখ্যা অথবা ত্যাগী মায়াবাদীর জন্য নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ মোক্ষ-পরা ব্যাখ্যা করিত॥ ২৫॥

নিজ-গুণ-মাহাত্ম্য-বর্ণন-শ্রবণে নিমাইর প্রসাদ দৃষ্টি নিক্ষেপ—

আপন-প্রস্তাব শুনি' শ্রীগৌরসুন্দর।
সবারে করেন শুভ-দৃষ্টি মনোহর ॥ ৩৭ ॥

গৌরগোপালের রূপ-বর্ণন—

প্রতি-অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বরূপকে আহ্বানপূর্ব্বক মাতৃনিদেশ-জ্ঞাপন—

দিগম্বর, সর্ব্ব-অঙ্গ—ধূলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ-প্রতি করেন উত্তর ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বরূপের বস্ত্র ধারণপূর্ব্বক বিশ্বম্ভরের গৃহাভিমুখে গমন—

"ভোজনে আইস, ভাই, ডাকয়ে জননী।"
অগ্রজ-বসন ধরি' চলয়ে আপনি ॥ ৪০ ॥

বিশ্বম্ভরের রূপ-দর্শনে ভক্তগণের বিস্ময় ও স্তম্ভ—

দেখি' সে মোহন রূপ সর্ব্বভক্তগণ।
স্থগিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ ॥ ৪১ ॥

ভগবদ্দর্শনে ভক্তগণের অপ্রাকৃত আনন্দ-মোহ বা প্রেম-সমাধি—

সমাধির প্রায় হইয়াছে ভক্তগণে।
কৃষ্ণের কথন কারু না আইসে বদনে ॥ ৪২ ॥

ভগবান্ কৃষ্ণ ও ভক্ত কার্ষ্ণের পরস্পরের প্রীতি আকর্ষক ও আকৃষ্ট-স্বভাব-বর্ণন—

প্রভু দেখি' ভক্ত-মোহ স্বভাবেই হয়।
বিনা অনুভবেও দাসের চিত্ত লয় ॥ ৪৩ ॥

শুদ্ধসত্ত্বময় অধোক্ষজ-তত্ত্বের মধ্যে আকর্ষকত্ব ও আকৃষ্টত্ব-লীলা বা চিচ্ছক্তিবিলাস-রহস্য অক্ষজ-জ্ঞানাগম্য—

প্রভুও সে আপন-ভক্তের চিত্ত হরে'।
এ কথা বুঝিতে অন্য-জনে নাহি পারে ॥ ৪৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণ—

এ রহস্য বিদিত কৈলেন ভাগবতে।
পরীক্ষিৎ শুনিলেন শুকদেব হৈতে ॥ ৪৫ ॥

শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ—

প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান।
শুক-পরীক্ষিতের সংবাদ অনুপম ॥ ৪৬ ॥

মায়াবাদীর গৌর-কৃষ্ণে ভেদজ্ঞান-নিরসন, গৌরেরই দ্বাপরে কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণেরই কলিতে গৌরলীলা—

এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে।
শিশু-সঙ্গে গৃহে গৃহে ক্রীড়া করি' বুলে ॥ ৪৭ ॥

পরপুত্র কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের পুত্রাধিক স্বাভাবিক বাৎসল্য-স্নেহ—

জন্ম হৈতে প্রভুরে সকল গোপীগণে।
নিজ-পুত্র হইতেও স্নেহ করে মনে ॥ ৪৮ ॥

গোপীগণের ঐশ্বর্য্যভাববিহীন পুত্রাধিক স্বাভাবিক কেবলা রতি—

যদ্যপি ঈশ্বর-বুদ্ধ্যে না জানে কৃষ্ণেরে।
স্বভাবেই পুত্র হৈতে বড় স্নেহ করে ॥ ৪৯ ॥

ঘুষিয়া,—ঘোষণা, ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করিয়া ॥ ২৬ ॥

ভক্তগণ যেরূপ বিশ্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিতেন না, বিশ্বরূপও তদ্রূপ শুদ্ধভক্তসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিজগৃহে যাইতেন না ॥ ৩৩ ॥

বৈষ্ণব-মণ্ডল,—বৈষ্ণব-সভ্য; কৃষ্ণকথন-মঙ্গল,—মঙ্গলময়ী কৃষ্ণকথা ॥ ৩৬ ॥

আপন প্রস্তাব,—স্বীয় স্তুতি-প্রসঙ্গ ॥ ৩৭ ॥

শুদ্ধজীব ও বদ্ধজীব, উভয়েই স্বরূপতঃ ভগবদ্ভক্ত হইলেও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি অনাবৃত-চেতন বলিয়া স্বীয় নিত্য-ভজনীয় বিভু-সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু-বস্তুর প্রীতি অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু শেষোক্ত মায়া-বশ ব্যক্তি তাহা পারেন না। বদ্ধানুভূতি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ অনর্থসমূহ অপগত হইলে প্রপঞ্চে অবস্থান-কালেও জীব বিষ্ণুসেবাশয়ে শুদ্ধ থাকিতে পারেন। তৎকালে তাঁহাকে 'মহাভাগবত' বলা হয়। মধ্যমভাগবত—মহাভাগবতের শুদ্ধসেবক। মধ্যমাধিকার না হওয়া পর্য্যন্ত কনিষ্ঠ-ভাগবত মহাভাগবতের সেবক হইলেও, তিনি—প্রকৃত-প্রস্তাবে মধ্যমভাগবতেরই সেবক। কনিষ্ঠভাগবত নিঃশ্রেয়সার্থী হইয়া নিত্যসত্য-বৈকুণ্ঠপথের পথিক হওয়ায়, বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু বদ্ধজীব অপেক্ষা উন্নত, তথাপি কেবল বিষ্ণু-তত্ত্বে শ্রদ্ধাবান্ জীবের যে আদি-বিদ্বৎপ্রতীতি অর্থাৎ অপ্রাকৃতানুভূতি, তাহা—কনিষ্ঠাধিকারগত। কনিষ্ঠাধিকার লাভ করিবার পর তিনি গুরুতত্ত্বকে মধ্যমাধিকারে অবস্থিত বলিয়া জানিতে পারেন। আবার, মধ্যমাধিকারে অবস্থিত হইয়া মহাভাগবতকে গুরু বলিয়া জানিলে, তিনি শুদ্ধভক্ত হইবার

তচ্ছ্রবণে পরীক্ষিতের বিস্ময় ও পুলক—

শুনিয়া বিস্মিত বড় রাজা পরীক্ষিৎ।
শুক স্থানে জিজ্ঞাসেন হই' পুলকিত ॥ ৫০ ॥

গোপীগণের অভূতপূর্ব্বা কৃষ্ণপ্রীতির প্রশংসা—

"পরম অদ্ভুত কথা কহিলা, গোসাঞি!
ত্রিভুবনে এমত কোথাও শুনি নাই ॥ ৫১ ॥

পরপুত্র কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের গাঢ়-স্নেহের কারণ-জিজ্ঞাসা—

নিজ-পুত্র হৈতে পর-তনয় কৃষ্ণেরে।
কহ দেখি,—স্নেহ কৈল কেমন-প্রকারে?" ৫২ ॥

শ্রীশুকের উত্তর, পরমাত্মার সর্ব্বজীব-প্রেষ্ঠত্ব—

শ্রীশুক কহেন,—"শুন, রাজা পরীক্ষিৎ!
পরমাত্মা—সর্ব্ব-দেহে বল্লভ, বিদিত ॥ ৫৩ ॥

আত্মার সত্তায়ই প্রীতির সত্তা, তদভাবে প্রীতিরাহিত্য—

আত্মা বিনে পুত্র বা কলত্র, বন্ধুগণ।
গৃহ হৈতে বাহির করায় ততক্ষণ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে আত্মারই প্রীতিপাত্রত্ব-বর্ণন; কৃষ্ণই সর্ব্বজীবজীবন পরমাত্মা—

অতএব, পরমাত্মা—সবার জীবন।
সেই পরমাত্মা—এই শ্রীনন্দনন্দন ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণের পরমাত্মত্ব-হেতু গোপীগণের পরপুত্র কৃষ্ণে পুত্রাধিক স্নেহ—

অতএব পরমাত্মা-স্বভাব-কারণে।
কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে ॥ ৫৬ ॥

সহজ প্রীতি-নিবন্ধন ভক্তেরই পরমাত্মা কৃষ্ণের স্বাভাবিক প্রেষ্ঠত্বোপলব্ধি; কৃষ্ণের পরমাত্মত্ব-জ্ঞানাভাব-ফলেই অভক্তের কৃষ্ণপ্রীতি-রাহিত্য—

এহো কথা ভক্ত-প্রতি, অন্য প্রতি নহে।
অন্যথা জগতে কেনে স্নেহ না করয়ে ॥ ৫৭ ॥

পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপনপূর্ব্বক তন্মীমাংসা, আসুর-স্বভাব জীবের অনাদি অপ্রাকৃত অপরাধই পরমাত্ম-কৃষ্ণ-বিদ্বেষের কারণ—

'কংসাদিহ আত্মা কৃষ্ণে তবে হিংসে কেনে?'
পূর্ব্ব অপরাধ আছে তাহার কারণে ॥ ৫৮ ॥

অধিকার লাভ করিতে পারেন। মহাভাগবতের 'শ্রীহরি ও হরিজন-সেবা-ব্যতীত অন্য কোন চেষ্টা নাই। সাধারণ বদ্ধজীব কৃষ্ণেতর-বিষয়ে আসক্ত হইয়া বিবর্ত্ত-বুদ্ধিক্রমে বাহ্য-জগতের সেবায় প্রমত্ত হন। তিনিই আবার উন্নতাধিকারে কনিষ্ঠাধিকারগত-ভক্তি লাভ করিবার পর কর্ম্মার্পণাদি-দ্বারা ভগবানের মিশ্র অনুশীলন করেন। জীবের নিত্য-স্বভাবে 'হরিভক্তি'-নামে একটী নিত্যা বৃত্তি বিদ্যমান। বদ্ধজীব যেরূপ প্রাপঞ্চিক বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মূঢ়তা লাভ করে, শুদ্ধজীবও তদ্রূপ আত্মবৃত্তি ভক্তিতে অবস্থিত হইয়া ভগবানে তাদৃশ আকৃষ্ট হন। কোন কোন হতভাগ্য জীবের বিচারে,—জীবের নিত্যবৃত্তি ভক্তিও মোহাদির ন্যায় একটী প্রাকৃত, হেয়, নিকৃষ্ট বৃত্তিবিশেষ। হেতুবাদী প্রভৃতি জড়বিচার-নিপুণ মূর্খ জনগণই জীবন্মুক্ত আত্মারাম পরমহংসগণের সাধ্য ভক্তির সচ্চিদানন্দময় শুদ্ধস্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিখিল জীবাত্মার নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃতবৃত্তি ভক্তিকে প্রাকৃত মানসিক বৃত্তি-বিশেষ-নামে অভিহিত করেন। এরূপ ভ্রান্তধারণা-বশেই সাধারণ লোকে পরমবিদ্বচ্ছিরোমণি শুকাদিরও নিত্য-কৃষ্ণাকৃষ্টিকে প্রাকৃত 'মোহ'-রিপু বলিয়া ভ্রম করেন। এস্থলে, গ্রন্থকার ভক্তের অপ্রাকৃত ভগবৎসেবা-নন্দকেই লক্ষ্য করিয়া, সাধারণের বোধগম্য-ভাষাতে মোহ-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেমসেবানন্দই নিত্য-কৃষ্ণ-দাসের স্বভাব-ধর্ম্ম অর্থাৎ জীব স্বস্বরূপে স্বাবাসিকী বৃত্তিদ্বারা তাঁহার নিত্যসেব্য কৃষ্ণের উপাসনা করেন। প্রপঞ্চে ভোগময় দর্শনকালে বদ্ধজীব কৃষ্ণপ্রীতি অনুভব না করিলেও আত্মারামাকর্ষী কৃষ্ণ অনাবৃত-চেতন ভোগবিরক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী কৃষ্ণদাসের চিত্ত অজ্ঞাতভাবে আকর্ষণ করেন,—ইহাই রসময় শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শান্তরসাশ্রিত কৃষ্ণদাসগণের আকর্ষণ-নামে অভিহিত। ব্রজে গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু প্রভৃতি শান্তরসাশ্রিত সেবকগণ, দাস্যরসের কর্ত্তৃসদ্ভাগত অধিষ্ঠানে অবস্থিত না হইয়াও, বাহ্য অজ্ঞতা-জ্ঞাপক কৃষ্ণের অজ্ঞাত সেবনই করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

(ভা ১০।১৪।৪৯ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিদ্বাক্য—) "ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণে ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ। যো ভূতপূর্ব্ব-স্তোকেষু স্বোদ্ভবেষ্বপি কথ্যতাম্॥" এবং পরবর্ত্তী ৫০-৫৭

স্বভাব-মধুর শর্করার দৃষ্টান্ত ; সর্ব্বমাধুর্য্যনিলয় সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণের দর্শন বা প্রতীতি-ভেদেই জীবের তৎপ্রতি প্রীতি বা দ্বেষ—

সহজে শর্করা মিষ্ট,—সর্ব্বজনে জানে।
কেহ তিক্ত বাসে, জিহ্বা-দোষের কারণে ॥৫৭॥

শ্লোকে শ্রীশুকবাক্য—"সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ। ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি ॥ তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্ব-স্বকাত্মনি দেহিনাম্। ন তথা মমতালম্বি-পুত্রবিত্তগৃহাদিষু ॥ দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম। যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যনু যে চ তম্ ॥ দেহোঽপি মমতা-ভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ। যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী ॥ তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্। তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ। ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন ॥ সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ। তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্ ॥"—এই শ্লোকসমূহ ও গ্রন্থকার-কৃত তৎপদ্যানুবাদগুলি এ-স্থলে দ্রষ্টব্য ॥ ৪৫-৫৬ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রই গোকুলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নাস্তিকসম্প্রদায় বলেন যে, শ্রীগৌরের আবির্ভাবের ৪৭১২ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, কৃষ্ণ—গৌরের পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং গৌর—কৃষ্ণের পরবর্ত্তিব্যক্তি, সুতরাং উভয়ের মধ্যে ভেদ বর্ত্তমান। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর-মহাশয় এই পদ্যে শুদ্ধভক্তগণকে অধোক্ষজবস্তু-বিষয়ে প্রাকৃত-কাল-বিচার পোষণ করিতে নিষেধ করিতেছেন ॥৪৭

স্নেহ—সর্ব্বদা নিম্নগামী। আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ-সেবকগণ বিশ্রম্ভ-সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসে শ্রীকৃষ্ণের অনুক্ষণ সেবা করিলেও এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অধীন হইলেও তাঁহা-কৃষ্ণ-সেবার সমগ্রতা ও সুষ্ঠুতা অর্থাৎ গাঢ়ত্ব-সাধনোদ্দেশে কৃষ্ণাপেক্ষা নিজ-শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান করেন। এই সেবা-জনিত কেবল-প্রীতি—কৃষ্ণাপেক্ষা তাঁহাতেই অধিক বর্ত্তমান। সেব্যের সেব্যভাব—সেবকাপেক্ষা অধিক। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীমতী রাধিকার প্রেমসেবা-ঋণ বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরিশোধ করিবার সুবিধা না থাকায়, বিষয়-বিগ্রহ

কৃষ্ণচৈতন্য—স্বভাবতঃ নির্দ্দোষ অধোক্ষজ, তৎপ্রতি উন্মুখ ও বিমুখ দর্শন বা প্রতীতি-ভেদেই জীবের প্রীতি বা দ্বেষ—

জিহ্বার সে দোষ, শর্করার দোষ নাই।
অতএব সর্ব্বমিষ্ট চৈতন্য গোসাঞি ॥ ৬০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধিকার ভাব অঙ্গীকার করিয়া তদীয় চিত্তবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সম্ভোগবাদী 'গৌর-নাগরী' প্রভৃতি অপসম্প্রদায়সমূহ শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধভক্তি-প্রচার বা সেবকের শুদ্ধপ্রেমমাহাত্ম্য-প্রচারের বিরুদ্ধে যে-ভাব পোষণ করেন, গৌরকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তগণ তাহা স্বীকার করেন না ॥ ৪৮ ॥

শুদ্ধ দ্বৈতবাদীর বিচারে সাযুজ্য-মুক্তি-বর্ণনায় এক-বস্তুতেই আত্মদ্বয়ের অবস্থান লক্ষিত হয়। 'দ্বা সুপর্ণা'-শ্রুতি-মন্ত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাধারেই অবস্থান জানা যায়। পরমাত্মার সেবা-বঞ্চিত হইলেই জীবের জড়ভেদ-প্রতীতি জন্মে। চিচ্ছক্তি-প্রকটিত জগতে পরমাত্মা ও জীবাত্মা একাধারে অবস্থিত হইলেও তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ভেদ বর্ত্তমান। তাদৃশ ভেদে হেয়তা ও অবরতা নাই। বস্তুবিষয়ক বিচারে একত্ব-প্রতিপাদনোদ্দেশে শুদ্ধদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্তে অদ্বয়জ্ঞান-শব্দই বিভিন্ন ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরিকর-বৈশিষ্ট্য-যুক্ত ভগবল্লীলায় অদ্বয়তত্ত্বেরই চিদ্বৈচিত্র্য বর্ণিত। অচিদ্-ভেদের অবরতাই কেবলাদ্বৈতবাদীর বিচার স্রোতকে অন্যায় ও অবৈধভাবে আক্রমণ করিয়াছে। শুদ্ধদ্বৈত সিদ্ধান্তপারঙ্গত অদ্বয়জ্ঞান সেবকের অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে ব্রহ্মসূত্রের বা বেদান্তের পূর্ব্বোক্ত যাবতীয় শুদ্ধ-সিদ্ধান্তেরই একটী পরম-আশ্চর্য্যময় সুষ্ঠুতম সমন্বয় সংস্থাপিত আছে, দেখা যায়।

পরিকরগণের বাস্তব-অধিষ্ঠানে পরমাত্মা শ্রীনন্দনন্দনের সেবা ব্যতীত অন্য কোনও দ্বৈতজ্ঞান নাই। আবার, বহির্জগতের প্রাপঞ্চিক হেয়তা-বিচারে দ্বৈতবুদ্ধিক্রমে বিষয়াশ্রয়ের ভেদ ও তাহার অসম্পূর্ণতা অদ্বয়জ্ঞানময় বৈকুণ্ঠরাজ্যে সমত্ব স্থাপন করিতে পারে না। পরমাত্মা ও জীবাত্মা—পরস্পর সৌহার্দ্দধর্ম্মে অবস্থিত, তাঁহাদের মধ্যে সেই ভাব বিগত হইলেই মায়া জড়জগতে কলত্র-পুত্রাদিরূপে অনিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করেন। বিক্ষেপণ ও আবরণ,—পরমাত্মারই

অধোক্ষজ গৌর-কৃষ্ণ—শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তেরই ভক্তিদৃষ্টিগম্য, অভক্তের অক্ষজদৃষ্টিগম্য নহেন—

এই নবদ্বীপেতে দেখিল সর্ব্বজনে।
তথাপি কেহ না জানিল ভক্ত বিনে॥ ৬১॥

শুদ্ধসত্ত্ব-চিত্তচোর-নদীয়া-বিহারী গৌর-ভগবান্—

ভক্তের সে চিত্ত প্রভু হরে সর্ব্বথায়।
বিহরয়ে নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়॥ ৬২॥

সর্ব্বভক্তচিত্তহর বিশ্বম্ভরের বিশ্বরূপ-সহ গৃহে গমন—

মোহিয়া সবার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর।
অগ্রজে লইয়া চলিলেন নিজ-ঘর॥ ৬৩॥

বিশ্বম্ভরের স্বয়ং ভগবত্তা-সম্বন্ধে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মনে মনে বিতর্ক—

মনে মনে চিন্তয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
"প্রাকৃত মানুষ কভু এ বালক নয়॥" ৬৪॥

বৈষ্ণবগণের নিকট অদ্বৈতের অধোক্ষজ বিশ্বম্ভর-তত্ত্ব-সম্বন্ধে স্বীয় অজ্ঞতা-জ্ঞাপন—

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রতি বলিলা অদ্বৈত।
"কোন্ বস্তু এ বালক,—না জানি নিশ্চিত॥" ৬৫॥

সর্ব্ববৈষ্ণবের বিশ্বম্ভর-রূপ-প্রশংসা—

প্রশংসিতে লাগিলেন সর্ব্বভক্তগণ।
অপূর্ব্ব শিশুর রূপ-লাবণ্য-কথন॥ ৬৬॥

বিশ্বরূপের পুনঃ অদ্বৈত-ভবনে আগমন—

নাম-মাত্র বিশ্বরূপ চলিলেন ঘরে।
পুনঃ আইলেন শীঘ্র অদ্বৈত-মন্দিরে॥ ৬৭॥

বিশ্বরূপের গৃহসুখে বিরাগ হইলেও নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন-সেবা-সম্পাদনে অত্যনুরাগ—

না ভায় সংসার-সুখ বিশ্বরূপ-মনে।
নিরবধি থাকে কৃষ্ণ-আনন্দ-কীর্ত্তনে॥ ৬৮॥

জীব-মোহিনী বহিরঙ্গা-শক্তির বিক্রমদ্বয়। যে-সময়ে প্রাপঞ্চিক জগতে জীবাত্মা আবদ্ধ থাকেন, তৎকালেই গুণ-মায়া-বশে পুত্র-কলত্র ও বিবিধবস্তু-বিষয়ক ধারণা তাঁহার অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন-সেবা হইতে পৃথক্ বুদ্ধি উৎপাদন করায়। এইপ্রকার বিবর্ত্তবুদ্ধি হইতেই কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমে পুত্র কলত্রাদির প্রতি জীবের ভোগবুদ্ধি ও জড়রূপরসাদির প্রতি ভোক্তৃত্বাভিমান জন্মে। উহা জীবাত্মার ধর্ম্ম নহে, কিন্তু মনোধর্ম্মমাত্র, অর্থাৎ জীবাত্মা মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ে উপাধি-মণ্ডিত হইয়া উপাধিরূপ আধারেই তত্তৎফল-লাভের অধিকারী হন, কিন্তু প্রাপঞ্চিক অবরতা শুদ্ধজীবাত্মাকে কখনও স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। কৃষ্ণানুশীলনই জীবাত্মার নিত্যা বৃত্তি। উপাধিকে আত্মজ্ঞানরূপ বিবর্ত্তই জীবের অভক্তিমূলক ধারণা। তাদৃশী ধারণাবশেই বদ্ধজীব আপনাকে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মোপাসক কেবলাদ্বৈতী বলিয়া মনে করে, কখনও বা প্রাকৃত-ভোগপরবশ হইয়া স্বর্গ-নরকাদির বুভুক্ষা সম্বর্দ্ধন করে। উপাধিগতা বিকৃতবুদ্ধি শুদ্ধজীবকে মায়াবাদী সাজাইতে গিয়া চিজ্জড় সমন্বয়-বাদের আবরণে মায়া-ব্রহ্মৈক্য বাদ অর্থাৎ জীবমায়া-ব্রহ্মৈক্যবাদ ও গুণমায়া ব্রহ্মৈক্যবাদ প্রভৃতি কাল্পনিক বিচারঘূর্ণি-বায়ুতে ঘূর্ণায়মান করায়। যে-কালে দেহ হইতে দেহী উৎক্রান্ত হন, তৎকালেই তিনি বুঝিতে পারেন যে,—'আমি দেহ নহি; আমি যদি 'দেহ' হইতাম, তাহা হইলে আমার আত্মজ আমাকে ঔর্দ্ধ-দেহিক ক্রিয়াকালে পঞ্চভূতকে সেই সেই ভূত পুনঃ প্রদান করিবার যত্ন করিবে কেন? আমি জড় দেহ-ভাণ্ড হইতে স্বতন্ত্রতত্ত্ব বলিয়াই আমার দেহ-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত আত্মীয়গণ আমার দেহকে দেহত্যাগের পর অপ্রিয়-জ্ঞানে গৃহনিবাস হইতে বাহির করিয়া দেয়।'

পরমাত্মার বহিরঙ্গাশক্তি-প্রকটিত জড়জগতের মিথ্যাত্ব না হইলেও উহার নিত্যাস্তিত্ব নাই অর্থাৎ উহা—পরিবর্ত্তন-যোগ্য। নিত্য-প্রতীতিবিশিষ্ট আত্মা ও অনিত্যপ্রতীতি-বিশিষ্ট মন, উভয়েই স্বতঃকর্ত্তৃত্বরূপ চেতনধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে ভেদ আছে॥ ৫৩-৫৬॥

যেরূপ মধুর চিনি পিত্তাদি-দুষ্ট জিহ্বায় 'তিক্ত' বলিয়া আস্বাদিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে মধুরদ্রব্যের মাধুর্য্যের তিক্তপ্রতীতি নাই, তদ্রূপ সর্ব্বকল্যাণনিধান শ্রীচৈতন্যদেবে কোনপ্রকার প্রেমাভাব বা প্রীতির অনধিষ্ঠান অবস্থিত হইতে পারে না। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বীয় অভীষ্ট-বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদের তাদৃশ অনুভূতি—অপরাধ-জনিত। কর্ত্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠানে শ্রীচৈতন্যদেব—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-

কৃষ্ণেতর-গৃহধর্ম্মে ঔদাসীন্য ; সর্ব্বক্ষণ স্বভবনে নারায়ণ-গৃহে অবস্থান—

গৃহে আইলেও গৃহ-ব্যাভার না করে।
নিরবধি থাকে বিষ্ণু-গৃহের ভিতরে ॥ ৬৯ ॥

স্বয়ং ভগবদ্বিগ্রহ বিষ্ণু হইয়াও শুদ্ধকৃষ্ণসেবাদর্শ ও জীবোদ্ধার-লীলা-প্রদর্শনার্থ সেবকজীবাভিমানী বিশ্বরূপের কৃষ্ণেতর প্রাকৃত গৃহ-ধর্ম্মে বিরক্তি—

বিবাহের উদ্যোগ করয়ে পিতামাতা।
শুনি' বিশ্বরূপ বড় মনে পায় ব্যথা ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণান্বেষণার্থ প্রাকৃত সংসার-ভোগরূপ দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনে সঙ্কল্প —

'ছাড়িব সংসার',—বিশ্বরূপ মনে ভাবে'।
"চলি' যাঙ বনে',—মাত্র এই মনে জাগে ॥ ৭১ ॥

নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রেচ্ছ মায়াধীশের লীলা-তাৎপর্য্য— মায়া-বশ্যের অচিন্ত্য ; কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ-ভজনার্থ বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-লীলাভিনয়—

ঈশ্বরের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কত দিনে ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণান্বেষণরূপ কৃষ্ণভজন-পথে শ্রীশঙ্করারণ্যের যাত্রা লীলা—

জগতে বিদিত নাম 'শ্রীশঙ্করারণ্য'।
চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ॥ ৭৩ ॥

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক গৃহত্যাগ-ফলে সগোষ্ঠী মিশ্র ও শচীর ভক্তপুত্র-বিরহে ক্রন্দন—

চলিলেন যদি বিশ্বরূপ-মহাশয়।
শচী-জগন্নাথ দগ্ধ হইলা হৃদয় ॥ ৭৪ ॥

অগ্রজরূপী সেবকবরের বিরহে তৎপ্রেম-সেবা-বশ গৌর-কৃষ্ণের মূর্চ্ছা-লীলাভিনয়—

গোষ্ঠী-সহ ক্রন্দন করয়ে উভরায়।
ভাইর বিরহে মূর্চ্ছা গেলা গৌর-রায় ॥ ৭৫ ॥

কৃষ্ণভক্ত-বিচ্ছেদদুঃখ-সমুদ্রমগ্ন মিশ্রভবন—

সে বিরহ বর্ণিতে বদনে নাহি পারি।
হইল ক্রন্দনময় জগন্নাথপুরী ॥ ৭৬ ॥

অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দের ভক্ত-বিশ্বরূপের বিচ্ছেদ ও অদর্শনে ক্রন্দন—

বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস দেখিয়া ভক্তগণ।
অদ্বৈতাদি সবে বহু করিলা ক্রন্দন ॥ ৭৭ ॥

বস্তু ; কিন্তু বদ্ধজীবের মায়িকদৃষ্টি অসম্পূর্ণতা ও অজ্ঞান-দোষে দুষ্ট বলিয়া তাঁহাকে অণুচেতনধর্ম্মী জীব বলিয়া ভ্রম উৎপন্ন হয় ; প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যদেব—বিভু-চেতনবস্তু ।৫৯-৬০

আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি যদিও সকল জীবহৃদয়ে অবস্থিত, তথাপি বহু পাংশুরাজি-দ্বারা আচ্ছাদিত দর্পণে স্বমুখ-দর্শনের ন্যায় বদ্ধজীবের আত্মধর্ম্মানুভূতিতে অসামর্থ্য দেখা যায়, তৎকালে সেব্যবস্তুর উপলব্ধির অভাবে জীবের আত্মবৃত্তি সেবা-প্রবৃত্তি রুদ্ধ থাকে ; সুতরাং ভক্তীতর কর্ম্ম ও জ্ঞান-পথে তাহাদের রুচি দেখা যায়। এইজন্য ভগবদ্‌বস্তুর সেবা সেবা-পর চিত্ত ব্যতীত সেবা-বিহীনের লভ্য নহে ॥ ৬১ ॥

বিষ্ণু-গৃহ,—প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহা[illegible] নিজ-ব্যবহারোপযোগি-গৃহব্যতীত একটী স্বতন্ত্রগৃহে শ্রীনারায়ণের অর্চ্চা-বিগ্রহ (শালগ্রাম) রক্ষিত হইত। সেই গৃহই 'বিষ্ণু গৃহ'-নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের ভবনে যে নারায়ণ-গৃহ ভগবৎপূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই গৃহে শ্রীবিশ্বরূপ অর্চ্চন-ধ্যানাদির নিমিত্ত অনেক-সময় অবস্থান করিতেন ॥৬৯॥

বিশ্বরূপ শ্রীশঙ্করসম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীশঙ্করারণ্য-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তৎকালে শঙ্কর-সম্প্রদায়ে দশনামি-সন্ন্যাসীর প্রচলন ছিল। 'অরণ্য'— সেই দশনামের অন্যতম। ঐ দশনামি-সন্ন্যাসিগণ পূর্ব্বকালে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। একদণ্ডি-শিবস্বামিগণের সহিত বিবাদ-ফলে পরিশেষে তাঁহারা শঙ্করসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। আদিবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে অষ্টোত্তরশত বৈদিক সন্ন্যাসী বর্ত্তমান ছিলেন। শিবস্বামি-সম্প্রদায়ের পরিণামফলে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তিকালে বৈদিক সন্ন্যাসীর সংখ্যা দশ-নামে পরিণত হয়।

শ্রীশঙ্করারণ্য নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে বোম্বাই-প্রদেশের শোলাপুর-জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুরঙ্গপুর বা পাণ্ঢর-পুর-নামকস্থানে ভীমা-নদীর তীরে সমাধিস্থ হন। কথিত আছে,—শ্রীবিঠ্ঠলনাথ বা বিঠোবা-দেবে যতিরাজ শ্রীশঙ্করা-রণ্য প্রবেশ করেন। ইহার বহুবর্ষ পরে (১৪৩৩ শকাব্দে) শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু দাক্ষিণত্যে ভ্রমণ করিতে করিতে পাণ্ঢর-পুরে আসিয়া অবস্থানকালে শ্রীরঙ্গপুরীর নিকট শ্রীবিশ্ব-রূপের তথায় নির্য্যাণ-লাভের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপবাসী শুদ্ধকৃষ্ণভক্তমাত্রেরই বিশ্বরূপ-বিরহে দুঃখ—

উত্তম, মধ্যম, যে শুনিল নদীয়ায়।
হেন নাহি,—যে শুনিয়া দুঃখ নাহি পায়॥ ৭৮॥

কৃষ্ণভক্তপুত্র সঙ্গলাভার্থ তদ্বিরহার্ত্ত মিশ্র-শচীর উচ্চৈ স্বরে বিশ্বরূপকে আহ্বান—

জগন্নাথ-শচীর বিদীর্ণ হয় বুক।
নিরন্তর ডাকে 'বিশ্বরূপ! বিশ্বরূপ!' ৭৯॥

পরমার্থবিৎ আত্মীয়স্বজনবর্গের মিশ্রকে সান্ত্বনা-প্রদান—

পুত্রশোকে মিশ্রচন্দ্র হইলা বিহ্বল।
প্রবোধ করয়ে বন্ধু-বান্ধব সকল॥ ৮০॥

কৃষ্ণভজনার্থ গৃহরূপ দুঃসঙ্গত্যাগ-ফলেই কৃষ্ণভজনেচ্ছুর তৎকুলোদ্ধার সাধন—

"স্থির হও, মিশ্র, দুঃখ না ভাবিহ মনে।
সর্ব্বগোষ্ঠী উদ্ধারিলা সেই মহাজনে॥ ৮১॥

তৎপুণ্যবলে তদ্বংশীয়গণের নিত্যমঙ্গল-লাভ—

গোষ্ঠীতে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটি-কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস॥ ৮২॥

বিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণের ভজনার্থ ভোগায়তন গৃহব্রতধর্ম্ম ত্যাগেই বিদ্যাভ্যাসের সার্থকতা—

হেন কর্ম্ম করিলেন নন্দন তোমার।
সফল হইল বিদ্যা সম্পূর্ণ তাহার॥ ৮৩॥

দুঃসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক পুত্ররূপি-বৈষ্ণবের কৃষ্ণভজন-চেষ্টা-দর্শনে প্রত্যেক পিতৃমাতৃরূপি-বৈষ্ণবের হর্ষলাভৌচিত্য—

আনন্দ বিশেষ আরো করিতে যুয়ায়।"
এত বলি' সকলে ধরয়ে হাতে-পা'য়॥ ৮৪॥

বিশ্বম্ভরকে কুলচন্দ্রমারূপে প্রদর্শনপূর্ব্বক সান্ত্বনা-প্রদান—

"এই কুলভূষণ তোমার বিশ্বম্ভর।
এই পুত্র হইবে তোমার বংশধর॥ ৮৫॥

তৎকালে পাণ্ঢরপুর একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ ও বহু সাধু-বৈষ্ণবের অধ্যুষিত ভূমি ছিল॥ ৭৩॥

উদ্ধরায় বা উভরায়,—উচ্চৈঃস্বরে॥ ৭৫॥

জগন্নাথপুরী,—মিশ্রভবন অর্থাৎ শ্রীমায়াপুরের অন্তর্গত বর্ত্তমান যোগপীঠ॥ ৭৬॥

সন্ন্যাস,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে মহর্ষি-পাণিনি-প্রোক্ত গৌড়পুর বা নবদ্বীপনগরে বেদাদি-শাস্ত্রের প্রভূত অনুশীলন হইত। স্বাধ্যায় ব্যতীত জীবের যে সংসারাসক্তি দূর হয় না,—ইহা দেখাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ-প্রমুখ অনেকেই সন্ন্যাস-গ্রহণপূর্ব্বক তাৎকালিক বিদ্যাপীঠ গৌড়পুরের মহিমা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীপুরুষোত্তম-ভট্টাচার্য্যের সন্ন্যাসগ্রহণের উদ্যোগ-প্রস্তাবাদি বিবিধ গৌড়ীয়-ভক্তিশাস্ত্রে উল্লিখিত দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য যতিরাজ শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতি বিদ্বচ্ছিরোমণিগণ বিদ্যাপীঠ গৌড়পুরে গমনাগমন করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও স্বীয় যতিগুরুর সহিত নানাতীর্থ-ভ্রমণোপলক্ষে এই গৌড়পুরেই শ্রীগৌরসুন্দরের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। কেশবভারতী ও শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের অনুগত নবনিধি সন্ন্যাসিগণ তাৎকালিক বর্ণাশ্রমি-সমাজের তুর্য্যাশ্রমগ্রহণ-পন্থা উজ্জ্বলীকৃত করিয়াছিলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীতে বহু মায়াবাদি-সন্ন্যাসি-পরিবেষ্টিত হইয়া অদ্বৈত-বিচার বিতণ্ডায় কালক্ষেপ করিতেন। শ্রীরামানুজীয় ত্রিদণ্ডি-যতিরাজ শ্রীমৎপ্রবোধানন্দ সরস্বতী এবং শ্রীমাধবাচার্য্য প্রভৃতি ত্রিদণ্ডিপাদগণ সর্ব্বজ্ঞ আদি-বিষ্ণুস্বামীর ধারায় ত্রিদণ্ডগ্রহণ-পন্থা স্বীকার করিয়া হরিসেবা-নিরত ছিলেন। তাৎকালিক বর্ণাশ্রমি-সমাজে সন্ন্যাসের আদর ও গৌরব সর্ব্ববাদিসম্মত ছিল। পরবর্ত্তি-সময়ে বিলাস-নিরত দারি-সন্ন্যাসিগণের আসব-পানাদি ও মৎস্য-মাংসাদি 'পঞ্চ ম-কার'-সাধন যতিধর্ম্মকে যেরূপ কদর্য্য ও বিকৃত করিয়াছে, তাহা—প্রকৃতপ্রস্তাবে শোচনীয়। এই গ্লানি-নিরসন-কল্পে শুদ্ধগৌড়ীয়ভক্ত-সমাজে উক্ত শব্দ-মাত্রে পর্য্যবসিত ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বিধির পুনঃ প্রচলন অধুনা বৈষ্ণব-সমাজের পরম-হিতকর ও সুখপ্রদ বলিয়া বিবেচিত ও কথিত হইতেছে।

শ্রীঅদ্বৈতাদি যে ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তাহা লোকচক্ষে বিরহ-সূচক হইলেও মিশ্রের বন্ধুবান্ধবগণের আশ্বাসোক্তি দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, উহাতে তত্ত্ববিদ্গণের সমুল্লাস উপস্থিত হইয়াছিল। নৈষ্কর্ম্যরূপ সন্ন্যাস-বিরোধী গৃহাসক্ত-জনগণের শোকাশ্রু এবং মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবণমূলক সন্ন্যাসপ্রিয় ভক্তগণের আনন্দাশ্রু সমজাতীয় নহে॥ ৭৭॥

বিশ্বম্ভরের ন্যায় অনুপম পুত্রলাভে মিশ্রের দুঃখ-
নিবৃত্তি-সম্ভাবনা—

ইঁহা হৈতে সর্ব্ব দুঃখ ঘুচিবে তোমার।
কোটি-পুত্রে কি করিবে, এ পুত্র যাহার ?" ৮৬॥

আত্মীয়স্বজনগণের প্রবোধ-সত্ত্বেও মিশ্রের দুঃখলাঘবাভাব—

এইমত সবে বুঝায়েন বন্ধুগণ।
তথাপি মিশ্রের দুঃখ না হয় খণ্ডন। ৮৭॥

কোনরূপে স্থির হইয়া বিশ্বরূপ-স্মরণে মিশ্রের পুনর্ধৈর্য্যচ্যুতি—

যে-তে-মতে ধৈর্য্য ধরে মিশ্র-মহাশয়।
বিশ্বরূপ-গুণ স্মরি' ধৈর্য্য পাসরয়॥ ৮৮॥

ভাবি-কালে বিশ্বম্ভরের গৃহস্থধর্ম্ম স্বীকারে
মিশ্রের সংশয়—

মিশ্র বোলে,—"এই পুত্র রহিবেক ঘরে।
ইহাতে প্রমাণ মোর না লয় অন্তরে॥ ৮৯॥

তত্ত্ববিৎ মিশ্রের স্বমনঃপ্রবোধন; স্বেচ্ছানুসারে সৃষ্টি-নাশ-
কর্ত্তা কৃষ্ণের নিকটে একান্ত শরণাগতি—

দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র, নিলেন কৃষ্ণ সে।
যে কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা, হইব সেই সে॥ ৯০॥

জন্মস্থিতিনাশ-বিষয়ে জীবের স্বতঃকর্ত্তৃত্বাভাব; সর্ব্বশক্তিমান্
স্বতন্ত্র কৃষ্ণে মিশ্রের সর্ব্বস্ব-নিবেদন—

স্বতন্ত্র জীবের তিলার্দ্ধেক শক্তি নাই।
দেহেন্দ্রিয়, কৃষ্ণ, সমর্পিলুঁ তোমা'ঠাঞি॥" ৯১॥

কৃষ্ণে একান্ত শরণাগতি-প্রভাবে পরমজ্ঞানী মিশ্রের
স্বচিত্তস্থৈর্য্য-সম্পাদন—

এইরূপে জ্ঞানযোগে মিশ্র মহাধীর।
অল্পে-অল্পে চিত্তবৃত্তি করিলেন স্থির॥ ৯২॥

মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দ-রামাভিন্ন বিগ্রহ মহাসঙ্কর্ষণ
বিশ্বরূপপ্রভুর গৃহত্যাগ লীলা—

হেনমতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
নিত্যানন্দস্বরূপের অভেদ-শরীর॥ ৯৩॥

কৃষ্ণসেবাদর্শপ্রদর্শক শ্রীবিশ্বরূপের জীবহিতার্থ সন্ন্যাসলীলা-
শ্রবণে বিমুখ-জীবের গৃহব্রতধর্ম্মরূপ সংসারানর্থ-
নিবৃত্তি ও কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি—

যে শুনয়ে বিশ্বরূপ-প্রভুর সন্ন্যাস।
কৃষ্ণভক্তি হয় তার ছিণ্ডে কর্ম্মফাঁস॥ ৯৪॥

কৃষ্ণভজনার্থ বিশ্বরূপের সন্ন্যাস ও তদ্বিচ্ছেদ-স্মরণে
ভক্তগণের যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ—

বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস শুনিয়া ভক্তগণ।
হরিষে বিষাদ সবে ভাবে অনুক্ষণ॥ ৯৫॥

স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছায় বৈষ্ণব বিশ্বরূপের সঙ্গ-বঞ্চিত ভক্তগণের
কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণাভাব-স্মরণে তদ্বিরহে
খেদ ও বিলাপ—

"যে বা ছিল স্থান কৃষ্ণকথা কহিবার।
তাহা কৃষ্ণ হরিলেন আমা'সবাকার॥ ৯৬॥

বিশ্বরূপের অনুসরণে তাৎকালিক কৃষ্ণবিমুখ-জনসঙ্গ-
বর্জ্জনে ভক্তগণের সঙ্কল্প—

আমরাও না রহিব, চলি' যাঙ বনে।
এ পাপিষ্ঠ লোক মুখ না দেখি যেখানে॥ ৯৭॥

তাৎকালিক বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষী অসৎ লোকসমাজের
দুরাচার-বর্ণন—

পাষণ্ডীর বাক্যজ্বালা সহিব বা কত।
নিরন্তর অসৎপথে সর্ব্ব লোক রত॥ ৯৮॥

কৃষ্ণনামোচ্চারণ-ত্যাগী ইন্দ্রিয়তর্পণ-সুখলালসা-মগ্ন
পাষণ্ডি-সমাজ—

'কৃষ্ণ' হেন নাম নাহি শুনি কারো মুখে।
সকল সংসার ডুবি' মরে মিথ্যা সুখে॥ ৯৯॥

পরদুঃখদুঃখী ভক্তগণের অমৃতের সন্ধানপ্রদান সত্ত্বেও বিষয়-
বিষভক্ষণরত পাষণ্ডিগণের তদ্বিনিময়ে উপহাস—

বুঝাইলে কেহ কৃষ্ণ-পথ নাহি লয়।
উলটিয়া আরো সে উপহাস করয়॥ ১০০॥

প্রাকৃত পুত্রের প্রাকৃত পিতার ন্যায় জগন্নাথ মিশ্র পুত্র-শোকে কাতর হইবার যে অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, উহা পুত্রাদি প্রাকৃতবস্তুর মোহে আচ্ছন্ন ব্যক্তিকে বঞ্চনা এবং বিশ্বরূপের কৃষ্ণভজনপর সন্ন্যাসের মহিমা-সূচক বাক্যদ্বারা দৈব-বর্ণাশ্রমি-সমাজের নিকট ভোগোত্থ শোকনাশক সন্ন্যাসের গৌরব প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই, জানিতে হইবে।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-গ্রহণে পিতা জগন্নাথ-মিশ্রের প্রাসঙ্গিক বিচারোত্থ বাৎসল্য-রসের বিকার অপনোদিত হইয়া নিত্য-

বহির্দ্দর্শনে কৃষ্ণের নিষ্কাম-ভজনকারীর ঐহিক সুখসম্পদ্-রাহিত্য ও দারিদ্র্য-দুঃখ-বৃদ্ধি-হেতু ইহ-সর্ব্বস্ব অক্ষজজ্ঞানী ভোগিকুলের বিদ্রূপ —

'কৃষ্ণ 'ভজি' তোমার হইল কোন্ সুখ ?
মাগিয়া সে খাও, আরো বাড়ে যত দুঃখ ॥'১০১॥

ভক্তগণের বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষী দুঃসঙ্গবর্জ্জনপূর্ব্বক নির্জ্জন বনবাসে সঙ্কল্প —

যোগ্য নহে এ-সব লোকের সনে বাস।
বনে চলি' যাও'' বলি' সবে ছাড়ে শ্বাস ॥ ১০২ ॥

ভক্তগণকে অদ্বৈতপ্রভুর আশ্বাস-প্রদান—

প্রবোধেন সবারে অদ্বৈত-মহাশয়।
"পাইবা পরমানন্দ সবেই নিশ্চয় ॥ ১০৩ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণের অবতরণ-সম্ভাবনায় অদ্বৈতের হর্ষভরে তদ্বার্ত্তা জ্ঞাপন—

এবে বড় বাসোঁ মুঞি হৃদয়ে উল্লাস।
হেন বুঝি, —'কৃষ্ণচন্দ্র করিলা প্রকাশ' ॥ ১০৪ ॥

সকলকেই কৃষ্ণকীর্ত্তনে আদেশ, অবিলম্বে কৃষ্ণপ্রাকট্য-দর্শন সম্ভাবনা—

সবে 'কৃষ্ণ' গাও গিয়া পরম-হরিষে।
এথাই দেখিবা কৃষ্ণে কথেক দিবসে ॥ ১০৫ ॥

স্বভক্তগণসহ অদ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দনের চিদ্বিলাস-দর্শনেই কৃষ্ণেতর দ্বিতীয়াভিনিবেশ-রহিত স্বীয় শুদ্ধভক্তি-সূচক অদ্বৈত-নামের সার্থকতা বর্ণন—

তোমা'সবা লঞা হইবে কৃষ্ণের বিলাস।
তবে সে 'অদ্বৈত' হও শুদ্ধকৃষ্ণদাস ॥ ১০৬ ॥

গৌরদাসানুদাসের শুক প্রহ্লাদাদিরও দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম-প্রসাদ-লাভ —

কদাচিৎ যাহা না পায় শুক বা প্রহ্লাদ।
তোমা'সবার ভৃত্যেও পাইবে সে প্রসাদ ॥'' ১০৭॥

শ্রীঅদ্বৈত মুখামৃতবাণী-পানে ভক্তগণের আশ্বাস-লাভ ও হরিধ্বনি—

শুনি' অদ্বৈতের অতি-অমৃত-বচন।
পরম-আনন্দে 'হরি' বোলে ভক্তগণ ॥ ১০৮ ॥

সকল-ভক্তের হৃদয়ে সুখোদয়—

'হরি' বলি' ভক্তগণ করয়ে হুঙ্কার।
সুখময় চিত্তবৃত্তি হইল সবার ॥ ১০৯ ॥

ভক্তগণের হরিধ্বনি-শ্রবণে বিশ্বম্ভরের প্রবেশ -

শিশুসঙ্গে ক্রীড়া করে শ্রীগৌরসুন্দর।
হরিধ্বনি শুনি' যায় বাড়ীর ভিতর ॥ ১১০ ॥

ভক্তগণের প্রশ্নোত্তরে হরিনামরূপ নিজনামাহ্বান ফলেই স্বীয় আগমন-জ্ঞাপন—

"কি কার্য্যে আইলা, বাপ ?'' বোলে ভক্তগণে।
প্রভু বোলে, —"তোমরা ডাকিলা মোরে কেনে ?"

প্রকারান্তরে আপনাকে 'কৃষ্ণ' বলিলেও প্রভু-মায়া-মুগ্ধ ভক্তগণের তদনুপলব্ধি—

এত বলি' প্রভু শিশু-সঙ্গে ধাঞা যায়।
তথাপি না জানে কেহ প্রভুর মায়ায় ॥ ১১২ ॥

বিশ্বরূপের গৃহত্যাগাবধি প্রভুর চাঞ্চল্য-ত্যাগ —

যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
তদবধি প্রভু কিছু হইলা সুস্থির ॥ ১১৩ ॥

সত্য-বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুবস্তুতে যে পুত্রোপলব্ধি ঘটিল, তাহাই প্রাকৃত বাৎসল্য-রস-বন্ধন-নিবারক প্রকৃত সন্ন্যাস ॥ ৯২ ॥

বিশ্বরূপপ্রভু—সঙ্কর্ষণ-তত্ত্ব, তজ্জন্য শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপের সহিত অভিন্ন। মূল-সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দপ্রভুর মহা-বৈকুণ্ঠে যে 'প্রকাশ' অবস্থিত, তিনিই গৌরলীলায় বিশ্বরূপ ॥

বিশ্বরূপের সন্ন্যাসলীলা শ্রবণ করিলে জীবের কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্তি-লাভ ঘটে। শ্রীবিশ্বরূপের অংশত্রয়—যথাক্রমে প্রথম পুরুষাবতার কারণোদশায়ি বিষ্ণু, দ্বিতীয়-পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ি-বিষ্ণু এবং তৃতীয়-পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ি-বিষ্ণু; এই বিষ্ণুত্রয়ের সন্ধান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেই জীব প্রপঞ্চ-দর্শন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন ॥৯৪ ॥

পাপিষ্ঠ-লোক-মুখ, —কৃষ্ণবিমুখ ভোগপর সংসার-নিপুণ জনগণের মুখ ॥ ৯৭ ॥

মিথ্যা-সুখ,—অনিত্য ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক সুখ। আত্মা-রামদিগেরই প্রকৃত নিত্যসত্য সুখ বা ভগবদ্বিষ্ণুদাস্যানন্দ, আর বদ্ধ বিষ্ণুবিমুখ জীবের নশ্বর সুখলাভে ইন্দ্রিয়ের অভি-ঘাত উপস্থিত হইলে, অথবা ভোগ-সুখের বিষয় বিনষ্ট হইলে ঐ অনিত্য-সুখই দুঃখে পরিণত হয় ॥ ৯৯ ॥

বিশ্বরূপের বিয়োগ-দুঃখলাঘবার্থ ভক্তবৎসল ভগবানের নিরন্তর পিতৃমাতৃ-সমীপে অবস্থান —

নিরবধি থাকে পিতা-মাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরয়ে যেন জননী-জনকে ॥ ১১৪ ॥

নিমাইর ক্রীড়া-চাপল্যাদি-ত্যাগ ও অনুক্ষণ পাঠে মনোনিবেশ—

খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি' পড়ে।
তিলার্দ্ধেক পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে ॥ ১১৫ ॥

বিশ্বম্ভরের অমানুষিক স্মৃতি বা মেধা-শক্তি —

একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়।
আরবার উলটিয়া সবারে ঠেকায় ॥ ১১৬ ॥

তদ্দর্শনে সকলের বিশ্বম্ভরকে ও মিশ্র-শচীকে প্রশংসা,—

দেখিয়া অপূর্ব্ব বুদ্ধি সবেই প্রশংসে।
সবে বোলে,—"ধন্য পিতা-মাতা হেন বংশে ॥"

সকলের মিশ্র-ভাগ্য-প্রশংসা—

সন্তোষে কহেন সবে জগন্নাথ-স্থানে।
তুমি ত' কৃতার্থ, মিশ্র, এ-হেন নন্দনে ॥ ১১৮ ॥

বিশ্বম্ভরের পাণ্ডিত্য-সম্বন্ধে সকলের ভবিষ্যদ্বাণী—

এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি ত্রিভুবনে।
বৃহস্পতি জিনিঞা হইবে অধ্যয়নে ॥ ১১৯ ॥

শুনিবা-মাত্রই নিমাইর সর্ব্ববিধ অর্থ-ব্যাখ্যান-সামর্থ্য—

শুনিলেই সর্ব্ব অর্থ আপনে বাখানে।
তান ফাঁকি বাখানিতে নারে কোন জনে ॥"১২০॥

তচ্ছ্রবণে পুত্রস্নেহবৎসলা শচীর হর্ষ ও গৌরবানুভব, কিন্তু মিশ্রের আশঙ্কা —

শুনিঞা পুত্রের গুণ জননী হরিষ।
মিশ্র পুনঃ চিত্তে বড় হয় বিমরিষ ॥ ১২১ ॥

বিশ্বম্ভরের ভাবি-সন্ন্যাস সম্বন্ধে শচীর নিকট মিশ্রের আশঙ্কাজ্ঞাপন—

শচী-প্রতি বোলে জগন্নাথ মিশ্রবর।
"এহো পুত্র না রহিবে সংসার-ভিতর ॥ ১২২ ॥

পূর্ব্বে বিশ্বরূপের অনিত্য-গৃহ-ত্যাগাভিনয়ের দৃষ্টান্তোল্লেখ—

এইমত বিশ্বরূপ পড়ি' সর্ব্বশাস্ত্র।
জানিলা,—'সংসার সত্য নহে তিলমাত্র ॥' ১২৩॥

সর্ব্বশাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎ বিশ্বরূপের কৃষ্ণসেবা-হীন গৃহব্রতধর্ম্মকে দুঃসঙ্গজ্ঞানে বর্জ্জনপূর্ব্বক কৃষ্ণান্বেষণার্থ প্রব্রজ্যা লীলা—

সর্ব্বশাস্ত্র-মর্ম্ম জানি' বিশ্বরূপ ধীর।
অনিত্য সংসার হৈতে হইলা বাহির ॥ ১২৪ ॥

প্রত্যক্ষবাদিগণ নশ্বর জড়-সুখে মত্ত থাকায়, পারমার্থিক-সত্য বুঝিতে না পারিয়া উহাতে অনাদরবশতঃ হাস্য করে; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারা প্রাকৃত-ইন্দ্রিয় জ্ঞান-বলে অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবা বুঝিয়া উঠিতে পারেনা। কৃষ্ণভক্তি যে জীবের একমাত্র নিত্য-প্রয়োজনীয় ব্যাপার, তাহা না বুঝিয়া, বিপরীত বিশ্বাস-ক্রমে জড়জগতে আসক্ত ও ফল-ভোগবাদী হইয়া পড়ে ॥ ১০০ ॥

অনভিজ্ঞ হরিবিমুখ-জনগণ বিষয়ভোগী ও কৃষ্ণভক্তের মধ্যে তুলনা করিতে গিয়া বলিয়া থাকে যে, কৃষ্ণভক্তের কোন ঐহিক সুখ নাই, পরন্তু নিরন্তর দু[illegible]র মধ্যে থাকায়, তাঁহার ঐহিক দুঃখরাশি বৃদ্ধি পায় মাত্র ॥ ১০১ ॥

শুদ্ধকৃষ্ণদাস্যে কোনও মিশ্র বা ভেদ-ভাব নাই। স্বীয় বিলাসের উপকরণসমূহের সহিত বৃত্তিগত একতাৎপর্য্যপর হইয়াও অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের শক্তিভেদে লীলা-ভেদ-বৈচিত্র্য। শুদ্ধদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত,—এই বিচারচতুষ্টয়ে কৃষ্ণপূজার তাৎপর্য্য উদ্দিষ্ট ও প্রকাশিত। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুতেও তাদৃশ অদ্বয়জ্ঞান-বিচার অবস্থিত ছিল ॥

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ-কৃত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে' ১৮ শ্লোকে—) "দান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমা-মণ্ডলে কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ। যন্ন কাপি কৃপাময়েন চ নিজেঽপ্যুদ্ঘাটিতং শৌরিণা তস্মিন্-নুজ্জ্বল-ভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ ॥" শ্রীরূপপ্রভু-কৃত 'উপদেশামৃতে' ১১শ শ্লোকে—"যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাম্ ॥" ১০৭ ॥

উলটিয়া,—(হিন্দী 'উল্টা'-শব্দ), ফিরিয়া, পক্ষান্তরে; ঠেকায়,—বিপদে ফেলে, পরাজয় করে ॥ ১১৬॥

ফাঁকি,—সংস্কৃত 'ফক্কিকা'-শব্দের অপভ্রংশ; সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতির মধ্যে দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সংশয় ও পূর্ব্ব-পক্ষ-স্থাপন; কূট তর্ক, চাতুরী ॥ ১২০ ॥

বিমরিষ,—বিমর্ষ, বিষণ্ণ ॥ ১২১ ॥

বিশ্বরূপের অনুসরণে বিশ্বম্ভরেরও সর্ব্বশাস্ত্রতাৎপর্য্য-জ্ঞান-লাভানন্তর কৃষ্ণান্বেষণে প্রব্রজ্যা সম্ভাবনা—

এহো যদি সর্ব্বশাস্ত্রে হইবে জ্ঞানবান্।
ছাড়িয়া সংসার-সুখ করিবে পয়ান ॥ ১২৫ ॥

সর্ব্বশেষ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-ফলে তদ্দর্শনাশা-ত্যাগ, পুনরায় বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাসে উভয়ের প্রাণত্যাগের নিশ্চয়তা—

এই পুত্র—সবে দুইজনের জীবন।
ইহারে না দেখিলে দুইজনের মরণ ॥ ১২৬ ॥

বিশ্বম্ভরের ভাবি-সন্ন্যাসাশঙ্কায় ভীত মিশ্রকর্ত্তৃক পুত্রের অধ্যয়ন ত্যাগপূর্ব্বক গৃহে অবস্থিতি-কামনা—

অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাই।
মূর্খ হঞা ঘরে মোর রহুক নিমাঞি ॥" ১২৭ ॥

পণ্ডিত-পুত্রের মাতৃত্বে গৌরবানুভবকারিণী শচীকর্ত্তৃক নিমাইর অধ্যয়ন-ত্যাগের ভাবি কুফল-বর্ণন—

শচী বোলে,—"মূর্খ হইলে জীবেক কেমনে?
মূর্খেরে ত' কন্যাও না দিবে কোন জনে ॥" ১২৮ ॥

শচীকে মিশ্রের তিরস্কার; মিশ্রের একান্ত শরণাগতি বা কৃষ্ণ-পরতন্ত্রতা ও নির্ভরতা—

মিশ্র বোলে,—"তুমি ত' অবোধ বিপ্রসুতা!
হর্ত্তা কর্ত্তা ভর্ত্তা কৃষ্ণ—সবার রক্ষিতা ॥ ১২৯ ॥

জগন্নাথ কৃষ্ণই জগৎ-পোষক, জড়বিদ্যাদি জীব-পৌরুষ নহে—

জগৎ পোষণ করে জগতের নাথ।
'পাণ্ডিত্যে পোষয়ে,—কেবা কহিলা তোমাত?

কর্ম্মফলদাতা কৃষ্ণেচ্ছারূপ অদৃষ্টই বিবাহাদির নিৰ্ব্বন্ধকারক—

কিবা মূর্খ, কি পণ্ডিত, যাহার যেখানে।
কন্যা লিখিয়াছে কৃষ্ণ, সে হইবে আপনে ॥১৩১॥

সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণই বিশ্বের পোষক ও পালক—

কুল-বিদ্যা-আদি উপলক্ষণ সকল।
সবারে পোষয়ে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ—সর্ব্ব-বল ॥ ১৩২ ॥

পাণ্ডিত্যাদি পৌরুষ-সত্ত্বেও দারিদ্র্য-সম্ভাবনা; স্বীয় উক্তি পোষক স্ব দৃষ্টান্ত-কথন—

সাক্ষাতেই এই কেনে না দেখ আমাত।
পড়িয়াও আমার ঘরে কেনে নাহি ভাত? ॥১৩৩॥

পক্ষান্তরে, নিতান্ত মূর্খেরও আঢ্যত্ব-হেতু দরিদ্র পণ্ডিত সঙ্ঘের তদধীনত্ব-স্বীকার—

ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে।
সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে ॥ ১৩৪ ॥

জড়পাণ্ডিত্যাদি জীব-পৌরুষ বিশ্বপোষণ-কারণ নহে, বিশ্বম্ভর কৃষ্ণই একমাত্র বিশ্বের পোষক ও পালক—

অতএব বিদ্যা-আদি না করে পোষণ।
কৃষ্ণ সে সবার করে পোষণ পালন ॥" ১৩৫ ॥

তথা হি—

বিষ্ণুপূজকেরই অক্লেশে দেহত্যাগ ও দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ-যোগ্যতা—

"অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
অনারাধিত-গোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ ॥" ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ—

"অনায়াসে মরণ, জীবন দৈন্য বিনে।
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয়, নহে বিদ্যা ধনে ॥ ১৩৭ ॥

কৃষ্ণকৃপাই ঐশ্বর্য্য, প্রচুর জড়সম্পদ্ নহে—

কৃষ্ণকৃপা বিনে নহে দুঃখের মোচন।
থাকিল বা বিদ্যা, কুল, কোটি কোটি ধন ॥১৩৮॥

কৃষ্ণকৃপা-হীনের উৎকৃষ্ট সম্পদ্‌সত্ত্বেও আধ্যাত্মিকাদি দুঃখ বা তাপত্রয়—

যার গৃহে আছয়ে উত্তম উপভোগ।
তারে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোন মহারোগ ॥ ১৩৯ ॥

কৃষ্ণকৃপা-হীন ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট ধনীর দুর্দ্দশা-বর্ণন—

কিছু বিলসিতে নারে, দুঃখে পুড়ি' মরে।
যার নাহি, তাহা হৈতে দুঃখী বলি তারে ॥১৪০॥

পয়ান,—প্রয়াণ-শব্দের অপভ্রংশ, প্রস্থান, গমন, যাত্রা ॥

দুইজনের,—পিতামাতার ॥ ১২৬ ॥

জীবেক,—জীবিত থাকিবে (রাঢ়-দেশে ব্যবহৃত) ॥১২৭॥

পোষয়ে,—পোষণ করে ॥ ১৩০ ॥

উপলক্ষণ,—যাহা আশ্রয় করিয়া বস্তুবৃত্তি পরিচিত হয়; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে যাহা বস্তুর বৃত্তি নহে; গৌণ বিশেষণ ॥

অন্বয়। অনারাধিত-গোবিন্দচরণস্য (গোবিন্দস্য চরণং গোবিন্দচরণম্; ন আরাধিতম্ অনারাধিতম্; অনারাধিতং

জীবের সর্ব্বসম্পদ-সত্ত্বেও কৃষ্ণেচ্ছা ব্যতীত সবই অসম্ভব ও কৃষ্ণেচ্ছানুসারেই সকলে যথার্থ পরিচালিত—

এতেকে জানিহ,—থাকিলেও কিছু নয়।
যারে যেন কৃষ্ণ-আজ্ঞা, সেই সত্য হয় ॥ ১৪১ ॥

পাঠত্যাগ-জন্য বিশ্বম্ভরের ভাবি-দুর্দ্দশা-চিন্তনে শচীকে নিষেধ ; কৃষ্ণের পোষকত্ব-বিষয়ে মিশ্রের দৃঢ় বিশ্বাস—

এতেকে না কর চিন্তা পুত্র-প্রতি তুমি।
'কৃষ্ণ পুষিবেন পুত্র',—কহিলাঙ আমি ॥ ১৪২ ॥

যাবজ্জীবন মিশ্রের পুত্র-পোষণ-প্রতিজ্ঞা—

যাবৎ শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার।
তাবৎ তিলেক দুঃখ নাহিক উহার ॥ ১৪৩ ॥

কৃষ্ণকেই রক্ষক বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, পুত্রের ভাবি-দুর্দ্দশা-স্মরণে দুশ্চিন্তা-গ্রস্তা শচীকে মিশ্রের উৎসাহ প্রদান—

আমা-সবার কৃষ্ণ আছেন রক্ষয়িতা।
কিবা চিন্তা, তুমি যার মাতা পতিব্রতা ॥ ১৪৪ ॥

বিশ্বম্ভরের ভাবি সন্ন্যাস-ভয়ে ভীত মিশ্রের পুত্রকে অধ্যয়ন ত্যাগ করাইয়া গৃহে অবস্থাপনেচ্ছা—

'পড়িয়া নাহিক কার্য্য' বলিলুঁ তোমারে।
মূর্খ হই' পুত্র মোর রহু মাত্র ঘরে ॥" ১৪৫ ॥

বিশ্বম্ভরকে আহ্বানপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে আদেশ-প্রদান—

এত বলি' পুত্রেরে ডাকিলা মিশ্রবর।
মিশ্র বোলে,—"শুন, বাপ, আমার উত্তর ॥১৪৬॥

শপথ প্রদানপূর্ব্বক বিশ্বম্ভরকে পাঠত্যজনার্থ আদেশ—

আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক তোমার।
ইহাতে অন্যথা কর,—শপথ আমার ॥ ১৪৭ ॥

পাঠহীন অবস্থায় বিশ্বম্ভরের গৃহে অবস্থান-বাঞ্ছা—

যে তোমার ইচ্ছা, বাপ, তাই দিব আমি।
গৃহে বসি' পরম-মঙ্গলে থাক তুমি ॥" ১৪৮ ॥

মিশ্রের প্রস্থান, বিশ্বম্ভরের [illegible]ত্যাগ—

এত বলি' মিশ্র চলিলেন কার্য্যান্তর।
পড়িতে না পায় আর প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ১৪৯ ॥

সনাতনধর্ম্ম-বিগ্রহ ভক্ত-পিতৃ-বৎসল বিশ্বম্ভরের পিত্রাদেশে পাঠ-ত্যাগ—

নিত্য ধর্ম্ম সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
না লঙ্ঘে জনক-বাক্য, পড়িতে না যায় ॥ ১৫০ ॥

পাঠত্যাগ-হেতু ক্ষোভ ও দুঃখভরে নিমাইর পুনরায় ঔদ্ধত্য ও চাপল্য-লীলা—

অন্তরে দুঃখিত প্রভু বিদ্যারস-ভঙ্গে।
'পুনঃ প্রভু উদ্ধত হইলা শিশু-সঙ্গে ॥ ১৫১ ॥

নিমাইর অত্যাচার—

কিবা নিজ-ঘরে প্রভু, কিবা পর-ঘরে।
যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে, অপচয় করে ॥ ১৫২ ॥

ক্রীড়াসঙ্গিগণ সহ রাত্রিতেও ক্রীড়া—

নিশা হইলেও প্রভু না আইসে ঘরে।
সর্ব্বরাত্রি শিশু-সঙ্গে নানা ক্রীড়া করে ॥ ১৫৩ ॥

বৃষবৎ রূপ ধরিয়া সঙ্গিগণসহ নিমাইর ক্রীড়া

কম্বলে ঢাকিয়া অঙ্গ, দুই শিশু মেলি'।
বৃষ-প্রায় হইয়া চলেন কুতুহলী ॥ ১৫৪ ॥

রাত্রিতে বৃষবৎ রূপ ধরিয়া গৃহস্থের কদলীবন-নাশ—

যার বাড়ী কলাবন দেখি' থাকে দিনে।
রাত্রি হৈলে বৃষ রূপে ভাঙ্গয়ে আপনে ॥ ১৫৫ ॥

নিদ্রোত্থিত গৃহস্থের শব্দ-শ্রবণে সঙ্গিগণ-সহ নিমাইর পলায়ন—

গরু-জ্ঞানে গৃহস্থ করয়ে 'হায় হায়'।
জাগিলে গৃহস্থ, শিশু-সংহতি পলায় ॥ ১৫৬ ॥

গৃহস্থের গৃহদ্বারে বাহির হইতে অর্গল-বন্ধন ;—তৎফলে গৃহস্থের মহা-বিপদ্—

কারো ঘরে দ্বার দিয়া বান্ধয়ে বাহিরে।
লঘ্বী গুর্ব্বী গৃহস্থ করিতে নাহি পারে ॥ ১৫৭ ॥

গৃহস্থের চীৎকার, নিমাইর পলায়ন—

'কে বান্ধিল দুয়ার ?'—করয়ে 'হায় হায়'।
জাগিলে গৃহস্থ, প্রভু উঠিয়া পলায় ॥ ১৫৮ ॥

গোবিন্দচরণং যেন তস্য, কৃষ্ণপূজা-বিহীনস্য জনস্য ইত্যর্থঃ) অনায়াসেন (সুখেন) মরণং (মৃত্যুঃ), দৈন্যেন (দারিদ্র্যং) বিনা জীবনং (প্রাণধারণং) কথং ভবেৎ (সম্ভবেৎ) ? ১৩৬ ॥

অনুবাদ। যে-ব্যক্তি গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম কখনও আরাধনা করে নাই, তাহার পক্ষে অনায়াসে মৃত্যুলাভ ও দারিদ্র্যবিহীন জীবন-ধারণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?১৩৬॥

শিশুসঙ্গিগণ-সহ বৈকুণ্ঠনাথ গৌরহরির অহর্নিশ ক্রীড়া—

এইমত দিন-রাত্রি ত্রিদশের রায়।
শিশুগণ-সঙ্গে ক্রীড়া করেন সর্ব্বদায় ॥ ১৫৯ ॥

গৌরগোপালের চাঞ্চল্য ও অত্যাচার দেখিয়াও বিশ্বম্ভরের ভাবি-সন্ন্যাস-স্মরণে মিশ্রের শাসন-বর্জ্জন—

যতেক চাপল্য করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তথাপিও মিশ্র কিছু না করে উত্তর ॥ ১৬০ ॥

মিশ্রের কার্য্য-ব্যপদেশে স্থানান্তরে গমন—

একদিন মিশ্র চলিলেন কার্য্যান্তর।
পড়িতে না পায় প্রভু,—ক্রোধিত অন্তর ॥ ১৬১ ॥

পাঠত্যাগ-ফলে ক্রোধভরে বহিরিন্দ্রিয় দৃশ্য অশুচি হাণ্ডীতে বিশ্বম্ভরের উপবেশন—

বিষ্ণুনৈবেদ্যের যত বর্জ্জ্য-হাঁড়ীগণ।
বসিলেন প্রভু হাঁড়ী করিয়া আসন ॥ ১৬২ ॥

প্রাকৃত গুণময় স্থানে অবস্থিত দৃষ্ট হইলেও তুরীয় ও শুদ্ধসত্ত্ব তদ্রূপবৈভব-ধামাশ্রয় বিষ্ণুর গুণসংস্পর্শ-রাহিত্য ও বিষ্ণু-সম্বন্ধি শুদ্ধসত্ত্ব চিদ্বস্তুর সংস্পর্শমাত্রেই বস্তুর গুণদোষ শুদ্ধি প্রভৃতি কর্ম্মমিশ্র-কনিষ্ঠাধিকারাতীত শুদ্ধ বৈষ্ণব দর্শন-শ্রবণেই জীবের ভজন-সিদ্ধি—

এ বড় নিগূঢ় কথা,—শুন এক মনে।
কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধি হয় ইহার শ্রবণে ॥ ১৬৩ ॥

অধোক্ষজ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের বিধিনিষেধাতীতত্ব; শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ শ্রীশেষকর্ত্তৃক সিংহাসনাদি দশদেহে অদ্বয়জ্ঞান গৌর-কৃষ্ণ-সেবন—

বর্জ্জ্য-হাঁড়ীগণ সব করি' সিংহাসন।
তথি বসি' হাসে গৌর সুন্দর-বদন ॥ ১৬৪ ॥

পরিত্যক্ত পাকপাত্রের কালিমা-লিপ্তাঙ্গ গৌরের উপমা—

লাগিল হাঁড়ীর কালী সর্ব্ব-গৌর-অঙ্গে।
কনক-পুতলি যেন লেপিয়াছে গন্ধে ॥ ১৬৫ ॥

শিশুগণের তদবস্থ নিমাইর বিরুদ্ধে শচীসমীপে অভিযোগ—

শিশুগণ জানাইল গিয়া শচী-স্থানে।
"নিমাঞি বসিয়া আছে হাঁড়ীর আসনে ॥" ১৬৬ ॥

তত্ত্বজ্ঞানহীনা ভেদবুদ্ধিযুক্তা স্ত্রী-অভিমানে শচীর নিমাইকে তদবস্থ-দর্শনে ঘৃণাভরে খেদোক্তি—

মা'য়ে আসি' দেখিয়া করেন 'হায় হায়'।
"এ স্থানেতে, বাপ, বসিবারে না যুয়ায় ॥ ১৬৭ ॥

প্রাকৃত শুচি-অশুচি-বোধহীন জ্ঞানে নিমাইকে শচীর তিরস্কার ও ভর্ৎসনা—

বর্জ্জ্য-হাঁড়ী, ইহা-সব পরশিলে স্নান।
এতদিনে তোমার এ না জন্মিল জ্ঞান ?" ১৬৮ ॥

মাতার প্রতি নিমাইর স্বীয় পাঠত্যাগ-সম্বন্ধে প্রত্যভিযোগ—

প্রভু বোলে,—"তোরা মোরে না দিস্ পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ-বিপ্রে জানিবে কেমতে ? ১৬৯ ॥

প্রকারান্তরে স্বীয় অদ্বয়জ্ঞানত্ব-কথন—

মূর্খ আমি, না জানিয়ে ভাল-মন্দ-স্থান।
সর্ব্বত্র আমার 'এক' অদ্বিতীয়-জ্ঞান ॥" ১৭০ ॥

প্রভুর তত্ত্বজ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ দত্তাবতারাবেশ—

এত বলি' হাসে বর্জ্জ্য-হাঁড়ীর আসনে।
দত্তাত্রেয়-ভাব প্রভু হইলা তখনে ॥ ১৭১ ॥

বাহ্য-দর্শনে অশুদ্ধিস্থান-সংস্পৃষ্ট বিশ্বম্ভরকে শচীর শুদ্ধি-লাভের উপায়-জিজ্ঞাসা—

মা'য়ে বোলে,—"তুমি যে বসিলা মন্দ-স্থানে।
এবে তুমি পবিত্র বা হইবা কেমনে ?" ১৭২ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শচীমাতাকে স্বীয় অপ্রাকৃত গুণদোষাতীতত্ব ও নিখিলপাবন-পাবন বাসুদেবত্ব-জ্ঞাপন—

প্রভু বোলে,—"মাতা, তুমি বড় শিশুমতি !
অপবিত্র স্থানে কভু মোর নহে স্থিতি ॥ ১৭৩ ॥

নহে,—সম্ভব হয় না ॥ ১৩৭ ॥

উপভোগ,—বিলাস-সম্ভোগ ॥ ১৩৯ ॥

বিলসিতে,—ভোগবাসনা মূলে বিহার করিতে ॥ ১৪০ ॥

দ্বার দিয়া বান্ধয়ে বাহিরে,—বাহির হইতে দ্বার বন্ধ অর্থাৎ রুদ্ধ করে। লঘ্বী,—মূত্রত্যাগ ; গুর্ব্বী,—মলত্যাগ ॥

বর্জ্জ্য,—বর্জ্জিত, পরিত্যক্ত ; হাণ্ডী, হাঁড়ী,—সংস্কৃত 'হাণ্ডী'-শব্দের অপভ্রংশ, অন্নাদির পাক-পাত্রবিশেষ ॥ ১৬২ ॥

নিমাইর গৌরবর্ণ অঙ্গে দগ্ধ-মৃদ্ভাণ্ডের কালী সংলগ্ন থাকায় তাঁহাকে এরূপ দেখাইতেছিল যে, কেহ যেন সেই সোণার পুতুলের অঙ্গে গন্ধ অর্থাৎ কৃষ্ণ অগুরুচন্দন মাখাইয়া দিয়াছে ॥

নিখিল-পুণ্যধাম বিষ্ণুর পাদপদ্মেই সর্ব্ব-পুণ্যতীর্থের অবস্থান—

যথা মোর স্থিতি, সেই-সর্ব্ব পুণ্যস্থান।
গঙ্গা-আদি সর্ব্ব তীর্থ তহিঁ অধিষ্ঠান ॥ ১৭৪ ॥

অদ্বয়জ্ঞান-বিমুখ ভেদবুদ্ধি-বশে ভোগনেত্রের আবৃত দর্শনেই অক্ষজজ্ঞান বা মনোধর্ম্মোত্থ ভদ্রাভদ্রজ্ঞানরূপ ভ্রম—

আমার সে কাল্পনিক 'শুচি' বা 'অশুচি'।
স্রষ্টার কি দোষ আছে, মনে ভাব বুঝি' ॥ ১৭৫ ॥

ভগবদধোক্ষজ-পদস্পর্শে ভোগনেত্রের অশুদ্ধ প্রাকৃত-ভেদ-দর্শন-ধ্বংস ও বাস্তবশুদ্ধি-প্রাকট্য—

লোক-বেদ-মতে যদি অশুদ্ধ বা হয়।
আমি পরশিলেও কি অশুদ্ধতা রয় ? ১৭৬ ॥

বিষ্ণুসম্বন্ধি শুদ্ধসত্ত্ব দ্রব্য ও ক্রিয়ার বাস্তব-নির্দ্দোষত্ব—

এ-সব হাঁড়ীতে মূলে নাহিক দূষণ।
তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি' করিলা রন্ধন ॥ ১৭৭ ॥

বিষ্ণুসম্বন্ধি শুদ্ধসত্ত্বদ্রব্য-সংস্পর্শে জীবের গুণদোষাশুদ্ধি-মল-নাশ-ফলে দ্রব্যের বাস্তবশুদ্ধি-প্রাকট্য—

বিষ্ণুর রন্ধন-স্থালী কভু দুষ্ট নয়।
সে হাঁড়ী-পরশে আর-স্থান শুদ্ধ হয় ॥ ১৭৮ ॥

ভগবান্ বিষ্ণুর প্রাকৃত জড়সংস্পর্শ-শূন্যতা ও বিষ্ণুসংস্পর্শে শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাকট্য—

এতেকে আমার বাস নহে মন্দ-স্থানে।
সবার শুদ্ধতা মোর পরশ-কারণে ॥" ১৭৯ ॥

পরশিলে,—স্পর্শ করিলে ; জ্ঞান,—শুচি-অশুচি (পবিত্রা পবিত্র) বা মেধ্যামেধ্য-বোধ ॥ ১৬৮ ॥

ভদ্রাভদ্র,—শুচি-অশুচি, পবিত্রাপবিত্র-জ্ঞান ॥ ১৬৯ ॥

অদ্বিতীয় জ্ঞান,—সর্ব্বত্র অদ্বয়জ্ঞান-বুদ্ধি ॥ ১৭০ ॥

দত্তাত্রেয়,—(লঘু-ভাগবতামৃতে পূঃ খঃ ৪৫-৪৮ সংখ্যায়—) ভাঃ ২।৭।৪—"অত্রেরপত্যমভিকাঙ্ক্ষত আহ তুষ্টো দত্তো ময়াহমিতি যদ্ভগবান্ স দত্তঃ। যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রদেহা যোগর্দ্ধিমাপুরুভয়ীং যদুহৈহয়াদ্যাঃ ॥" ভাঃ ১।৩।১১—"ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া। আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য উচিবান্ ॥" "শ্রীব্রহ্মাণ্ডে তু কথিতমত্রিপত্ন্যানসূয়য়া। প্রার্থিতো ভগবানত্রেরপত্যত্বমুপেয়িবান্ ॥" তথা হি—"বরং দত্ত্বানসূয়ায়ৈ বিষ্ণুঃ সর্ব্বজগন্ময়ঃ। অত্রেঃ পুত্রোঽভবৎ তস্যাং স্বেচ্ছামানুষ-বিগ্রহঃ। দত্তাত্রেয় ইতি খ্যাতো যতিবেশবিভূষিতঃ ॥ ১৭১ ॥

অর্থাৎ, দ্বিতীয়-স্কন্ধে কথিত আছে যে, "অপত্যকামী মহর্ষি অত্রির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যেহেতু ভগবান্ বলিয়াছিলেন,—'আমা-কর্ত্তৃক আমি দত্ত হইলাম' 'আমি আমাকে তোমায় দিলাম', সেইজন্যই তিনি 'দত্ত'-নামে প্রকটিত হইলেন ; তাঁহার পাদপদ্ম-রেণুদ্বারা শুদ্ধদেহ হইয়া যদু ও হৈহয় (কার্ত্তবীর্য্য) প্রভৃতি রাজগণ ঐহিক ও পারলৌকিক অথবা ভুক্তিমুক্তিরূপ যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন।" প্রথম স্কন্ধে কথিত আছে যে, "অনসূয়া-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু তদীয় ষষ্ঠ-অবতারে মহর্ষি-অত্রির ঔরসে শ্রীদত্ত-নামক পুত্ররূপে প্রকটিত হইয়া, অলর্ক-বিপ্রকে এবং প্রহ্লাদ, যদু ও কার্ত্তবীর্য্য প্রভৃতি রাজাকে আত্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন।" ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, অত্রি-পত্নী অনসূয়া কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু অত্রির পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তথাহি—"স্বেচ্ছাক্রমে নরবপুর্ধারী সর্ব্বজগন্ময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু অনসূয়াকে বর দান করিয়া তাঁহার গর্ভে অত্রির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তিনি—শ্রীদত্তাত্রেয়-নামে বিখ্যাত ও যতিবেশে বিভূষিত।"

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের টীকা-মতে,—অত্রিকর্ত্তৃক ভগবৎ সদৃশ পুত্রোৎপত্তি-প্রার্থনাই চতুর্থ-স্কন্ধের এবং অনসূয়া-কর্ত্তৃক ভগবানকে সাক্ষাৎপুত্রত্বে প্রার্থনাই প্রথম-স্কন্ধের অভিপ্রায় এবং এই শেষোক্ত মতেরই পোষক-সূত্রে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ-বাক্য বুঝিতে হইবে ॥ ১৭১ ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ ১৭৬ সংখ্যায়—) "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম্ম'। 'এই ভাল, এই মন্দ',—এই সব 'ভ্রম' ॥" (ভাঃ ১১।২৮।৪—)"কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥"

অভক্ত প্রকৃতিবাদী স্মার্ত্তের বিচারানুগমনে গৃহব্রতগণ অক্ষজজ্ঞানে যেরূপ শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার করেন, বৈষ্ণব-স্মৃতির তাৎপর্য্য তাহা নহে। বৈষ্ণবস্মৃতি-মতে ভগবৎপ্রীত্যুদ্দেশে অনুষ্ঠিত সেবার কার্য্য ও উপকরণগুলি কোনপ্রকারে অনুপাদেয়, বিকৃত বা অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

প্রক।রান্তরে নিজ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-বর্ণনসত্ত্বেও প্রভু-মায়া-মুগ্ধ সকলেরই তদনুপলব্ধি—

বাল্যভাবে সর্ব্বতত্ত্ব কহি' প্রভু হাসে।
তথাপি না বুঝে কেহ তান মায়া-বশে ॥ ১৮০ ॥

নিমাইর বাক্যকে প্রলাপ-জ্ঞানে সকলের হাস্য, স্নানার্থ তাঁহাকে শচীর আদেশ—

সবেই হাসেন শুনি' শিশুর বচন।
'স্নান আসি' কর'—শচী বোলেন তখন ॥১৮১॥

নিমাইর স্নান-ত্যাগে অনিচ্ছা, মিশ্রকে তদ্‌জ্ঞাপনপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক প্রহার-ভয়-প্রদর্শন—

না আইসেন প্রভু সেইখানে বসি' আছে।
শচী বোলে,—'ঝাট আয়, বাপ আনে পাছে ॥'

অধ্যয়নে পিতামাতার অনুমতি-প্রদান বিনা অশুচিস্থান-ত্যাগে নিমাইর অসম্মতি-জ্ঞাপন—

প্রভু বোলে,—"যদি মোরে না দেহ' পড়িতে।
তবে মুঞি নাহি যাঙ,—কহিলুঁ তোমাতে॥"১৮৩

নিমাইর অধ্যয়ন-বর্জ্জন-হেতু সকলের শচীকে ভৎর্সনা—

সবেই ভৎর্সেন ঠাকুরের জননীরে।
সবে বোলে,—"কেনে নাহি দেহ' পড়িবারে ?

জড়বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যার্জ্জনে তাৎকালিক লোকসমাজের উৎসাহ-পরিচয়—

যত্ন করি' কেহ নিজ-বালক পড়ায়।
কত ভাগ্যে আপনে পড়িতে শিশু চায় ॥ ১৮৫ ॥

কোন্ শত্রু হেন-বুদ্ধি দিল বা তোমারে ?
ঘরে মূর্খ করি' পুত্র রাখিবার তরে ? ১৮৬ ॥

সকলের নিমাইর পক্ষ ও আচরণ-সমর্থন—

ইহাতে শিশুর দোষ তিলার্দ্ধেক নাই।"
সবেই বোলেন,—"বাপ, আইস, নিমাঞি !১৮৭॥
আজি হৈতে তুমি যদি না পাও পড়িতে।
তবে অপচয় তুমি কর ভালমতে ॥" ১৮৮ ॥

প্রভু-তত্ত্বজ্ঞগণের প্রভুর লীলা-দর্শনে সুখ—

না আইসে প্রভু, সেইখানে বসি' হাসে।
সুকৃতি-সকল সুখসিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥ ১৮৯ ॥

স্বয়ং শচীর নিমাইকে ধারণ, নিমাইর হাস্যোপমা—

আপনে ধরিয়া শিশু আনিলা জননী।
হাসে গৌরচন্দ্র,—যেন ইন্দ্রনীলমণি ॥ ১৯০ ॥

প্রভু-মায়া-মুগ্ধ সকলের প্রভু-কথিত অদ্বয়জ্ঞান-মাহাত্ম্যানুপলব্ধি—

'তত্ত্ব' কহিলেন প্রভু দত্তাত্রেয়-ভাবে।
না বুঝিল কেহ বিষ্ণুমায়ার প্রভাবে ॥ ১৯১ ॥

নিমাইকে লইয়া শচীর গঙ্গাস্নান, মিশ্রের আগমন—

স্নান করাইলা লঞা শচী পুণ্যবতী।
হেন-কালে আইলেন মিশ্র মহামতি ॥ ১৯২ ॥

মিশ্র-সমীপে শচী-কর্ত্তৃক পুত্রের দুঃখ-নিবেদন—

মিশ্র-স্থানে শচী সব কহিলেন কথা।
'পড়িতে না পায় পুত্র মনে ভাবে' ব্যথা ॥'১৯৩॥

শ্রীগৌরসুন্দরের অদ্বয়জ্ঞানসুদর্শনমূলক এই শুদ্ধবৈষ্ণবস্মৃতি-বিচার সাধারণ অক্ষজজ্ঞান-প্রমত্ত স্মার্ত্তগণের প্রাকৃত বিধির বিপর্য্যয় সাধন করিয়াছে।

(পদ্মপুরাণে—) "নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ। * * ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ ॥"

নিবেদন-যোগ্য উপকরণই 'নৈবেদ্য'। বিসর্জ্জনীয় অমেধ্য দ্রব্যসমূহ কখনই বিষ্ণু-নৈবেদ্য হইতে পারে না। বৈষ্ণব-স্মৃতিতে বৈষ্ণবের প্রাকৃত-শুদ্ধ্যশুদ্ধি-বিচারের পরিবর্ত্তে বিষ্ণু-সম্বন্ধ-দর্শনই বিহিত। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃই অপ্রাকৃত জীবন্মুক্তের বিচারপ্রিয় ও সাধারণ প্রাকৃতদৃষ্টি-বিশিষ্ট নহেন। "সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া। সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥" "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়েত মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥" এবং "ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য এতৎপ্রসঙ্গে বিচার্য্য।

বৈষ্ণবদর্শনে শুদ্ধ্যশুদ্ধির বিচার—স্মার্ত্ত-বিচার হইতে পৃথক্, অর্থাৎ প্রাকৃত বিচার পরিত্যাগ করিয়া অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুতে সেবোন্মুখতা-বিচারেই দর্শকের পবিত্রতা ও উৎকর্ষাবস্থা নির্ভর করে ॥ ১৭৩-১৭৯ ॥

আমার, —অদ্বয়জ্ঞান-বিচারহীন বদ্ধজীবের ; স্রষ্টার,—জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের ॥ ১৭৫ ॥

সকলেরই মিশ্রকে পুত্রের অধ্যয়নত্যাগবিষয়ে অনুযোগ—

সবেই বোলেন,—"মিশ্র, তুমি ত' উদার।
কা'র কথায় পুত্রে নাহি দেহ' পড়িবার? ১৯৪॥

নিমাইর ভাবি সন্ন্যাস-বিষয়ে মিশ্রকে দুশ্চিন্তা পরিহার-পূর্ব্বক ভগবদিচ্ছানুগত্যোপদেশ—

যে করিবে কৃষ্ণচন্দ্র, সেই সত্য হয়ে।
চিন্তা পরিহরি' দেহ' পড়িতে নির্ভয়ে॥ ১৯৫॥

নিমাইর ন্যায় চপল বালকের স্বতঃপঠনেচ্ছাই আশাপ্রদ, নিমাইকে উপনয়ন-সংস্কার-প্রদানার্থ অনুরোধ—

ভাগ্য সে বালক চাহে আপনে পড়িতে।
ভাল-দিনে যজ্ঞসূত্র দেহ' ভাল-মতে॥" ১৯৬॥

আত্মীয়-স্বজনগণের কথায় মিশ্রের সম্মতি ও অনুমতি-প্রদান—

মিশ্র বোলে,—"তোমরা পরম-বন্ধুগণ।
তোমরা যে বোল, সেই আমার বচন॥" ১৯৭॥

নিমাইর অসাধারণ লীলা-চেষ্টায় সকলের বিস্ময় ও অজ্ঞতা—

অলৌকিক দেখিয়া শিশুর সর্ব্বকর্ম্ম।
বিস্ময় ভাবেন, কেহ নাহি জানে মর্ম্ম॥ ১৯৮॥

কোন কোন সুকৃতিসম্পন্ন ভক্তের মিশ্রকে পূর্ব্বেই তৎপুত্রের তত্ত্ব-জ্ঞাপন—

মধ্যে মধ্যে কোন জন অতিভাগ্যবানে।
পূর্ব্বে কহি' রাখিয়াছে জগন্নাথ-স্থানে॥ ১৯৯॥

বালক নিমাইর অসাধারণত্ব ও সযত্নে লাল্যত্ব—

"প্রাকৃত বালক কভু এ বালক নহে।
যত্ন করি' এ বালকে রাখিহ হৃদয়ে॥" ২০০॥

গৌর-নারায়ণের নিজগৃহ-প্রাঙ্গণে নিরন্তর গুপ্ত ক্রীড়া—

নিরবধি গুপ্তভাবে প্রভু কেলি করে।
বৈকুণ্ঠনায়ক নিজ-অঙ্গনে বিহরে॥ ২০১॥

পিতার অনুমোদনফলে নিমাইর হর্ষ—

পড়িতে আইলা প্রভু বাপের আদেশে।
হইলেন মহাপ্রভু আনন্দবিশেষে॥ ২০২॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ২০৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীবিশ্বরূপসন্ন্যাসাদি-বর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

লোক-বেদ-মতে,—লৌকিক ব্যবহার ও বৈদিক কর্ম্ম-কাণ্ডানুসারে; আমি,—সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ-গুণাকর ভগবান্॥

মূলে,—স্বরূপতঃ, বস্তুতঃ; দূষণ,—দোষ, হেয়তা অর্থাৎ অশুদ্ধি, অপবিত্রতা, অশুচিতা; যাতে,—যেহেতু॥ ১৭৭॥

স্থালী,—রন্ধনের বা পাকের পাত্র। স্মার্ত্তগণ খাদ্য-বিষয়ে সকড়ি ও নি-সকড়ি বিচার করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবস্মৃতি-অনুসারে ভগবান্, ভক্ত ও গ্রন্থ-ভাগবত এবং ভগবৎ-প্রসাদ পাদোদকাদি শুদ্ধসত্ত্ব চিন্ময় বস্তুর স্পর্শপ্রভাবে সকল দ্রব্যই অতীব স্পৃশ্য ও পবিত্রীভূত হয়,—ইহা স্মার্ত্তের প্রাকৃত দর্শনোত্থ শুদ্ধ্যশুদ্ধি-বিচারের অতীত॥ ১৭৮॥

মন্দ,—প্রাকৃত, জড়ীয়, হেয়॥ ১৭৯॥

সর্ব্বতত্ত্ব,—অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব॥ ১৮০॥

তিলার্দ্ধেক,—বিন্দুমাত্রও, কিঞ্চিন্মাত্রও॥ ১৮৭॥

সুকৃতিসকল,—সৌভাগ্যবান্ বিষ্ণুপ্রীতিকামি জনগণ॥

যেন ইন্দ্রনীলমণি,—অর্থাৎ নিমাইর গৌর-অঙ্গে সর্ব্বত্রই অশুচি ও বর্জ্জিত রন্ধনপাত্রাদির কালিমা লিপ্ত থাকায়, বোধ হইতেছিল, যেন নীলকান্তমণি স্বীয় আভা বিকীর্ণ করিতেছে; অথবা তাঁহাকে যেন সাক্ষাৎ শ্রীনন্দ-গোপালের ন্যায় বা (ভা ১১।৫।৩২—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং" শ্লোকস্থিত 'অকৃষ্ণম্' পদের শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা-মতে) কলিযুগাবতারের "ইন্দ্র-নীলমণিবৎ উজ্জ্বল" বর্ণের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ দেখিতেছিল॥১৯০॥

বোলে,—কথায়, উক্তিবশতঃ॥ ১৯৪॥

যজ্ঞসূত্র,—উপনয়নকালীন ত্রিবৃৎসূত্র। স্বাধ্যায়-প্রারম্ভে এই যজ্ঞসূত্র-চিহ্ন—অবশ্য ধারণীয়। একজন্মা শূদ্রগণের-শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকার নাই। দ্বিজাতিমাত্রেরই যজ্ঞসূত্র ও যাজন, দান ও অধ্যয়নে অধিকার লাভ ঘটে। এতদ্ব্যতীত যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ,—এই ছয়টী কার্য্যে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার। সূত্রচিহ্ন ব্যতীত ব্রাহ্মণের যজ্ঞাধিকার হয় না। "উপ—বেদসমীপে ত্বাং নেষ্যে" অর্থাৎ 'আমি তোমাকে বেদ-সমীপে উপনীত করাইব, অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করাইব', এ উদ্দেশ্যেই আচার্য্যকর্ত্তৃক মানবককে উপনয়ন-সংস্কার বা মৌঞ্জি-বন্ধনদ্বারা বেদপাঠে অধিকার প্রদত্ত হয়॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়

কথাসার—এই অধ্যায়ে নিমাইর উপনয়ন ও গঙ্গাদাসপণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন, জগন্নাথ-মিশ্রের স্বপ্নযোগে বিশ্বম্ভরের ভবিষ্যৎ সন্ন্যাস-গ্রহণাদি লীলা-দর্শন, মিশ্রের অন্তর্ধান প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শুভমাসে শুভদিনে শুভক্ষণে মহামহোৎসবমুখে শ্রীগৌরসুন্দর উপনয়ন-সংস্কার-গ্রহণলীলা এবং জীবোদ্ধারার্থ বামন-লীলা আবিষ্কারপূর্ব্বক সকলের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। নবদ্বীপের 'অধ্যাপক-শিরোমণি' অভিন্ন-সান্দীপনি-মুনি গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের নিকট শ্রীগৌরসুন্দর অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাদাস তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে নিমাইকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ দেখিতে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। গঙ্গাদাসের শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীমুরারি-গুপ্ত, কমলাকান্ত ও কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি যে-সকল প্রধান ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাদিগকেও নিমাই নানাবিধ ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে গিয়া নিমাই পড়ুয়াগণের সহিত কলহ করিতেন। নিমাই সূত্রব্যাখ্যা-কালে যাহা নিজে স্থাপন করিতেন, তাহাই আবার স্বয়ং খণ্ডন ও পুনরায় অতিসুন্দরভাবে স্থাপন করিয়া পড়ুয়াগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। নিমাইর এই বিদ্যারস-লীলা দর্শন করিবার জন্য সর্ব্বজ্ঞ-বৃহস্পতি ও শিষ্যের সহিত নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভাগীরথী অনেকদিন যাবৎ "উর্ম্মিদোর্বিলাস-পদ্মনাভপাদ-বন্দিনী" যমুনার ভাগ্য-বাঞ্ছা করিতেছিলেন; বাঞ্ছা-কল্পতরু গৌরসুন্দর গঙ্গা-দেবীর সেই বাঞ্ছা নিরন্তর পূর্ণ করিতে থাকিলেন। নিমাই গঙ্গা-স্নান, যথা-বিধি শ্রীবিষ্ণুপূজন, তুলসীকে জলপ্রদান ও প্রসাদ-ভোজনাদি-লীলা প্রদর্শন করিয়া গৃহে নির্জ্জনে অধ্যয়ন-লীলা এবং সূত্রের টিপ্পনী প্রভৃতি প্রণয়ন করিতেন। জগন্নাথ-মিশ্র এই সকল দেখিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে থাকিলেন এবং বাৎসল্য-প্রেমের স্বভাব-নিবন্ধন নিজ-পুত্রের কোনপ্রকার বিঘ্ন না হয়, তদ্বিষয়ে কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইতেন। একদিন মিশ্র স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন,—'নিমাই অত্যদ্ভুত সন্ন্যাসি-বেশ ধারণপূর্ব্বক অদ্বৈতাচার্য্যাদি ভক্তগণে বেষ্টিত হইয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণনামে হাস্য, নৃত্য ও ক্রন্দন করিতেছেন; কখনও বা নিমাই বিষ্ণু-খট্টার উপর আরোহণ-পূর্ব্বক সকলের মস্তকে শ্রীচরণ প্রদান করিতেছেন; চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ, সহস্রবদনাদি দেবগণ, সকলেই "জয় শ্রীশচীনন্দন" বলিয়া চতুর্দ্দিকে তাঁহার স্তুতি গান করিতেছেন; কখনও বা নিমাই কোটি-কোটি অনুগামী লোকের সহিত প্রতি-নগরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন; কখনও বা ভক্তগণের সহিত নীলাচলে গমন করিতেছেন।' এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া 'নিমাই নিশ্চয়ই গৃহ ত্যাগ করিবেন' এই আশঙ্কায় মিশ্র অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন; শচীদেবী মিশ্রকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—'নিমাই যেরূপ বিদ্যা-রসে নিমগ্ন হইয়াছে, তাহাতে সে গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না।' কিছুকাল পর মিশ্রের অন্তর্ধান হইল। শ্রীদশরথ-বিজয়ে (ভক্তবিরহে) শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ ক্রন্দন করিয়াছিলেন, মিশ্রের বিজয়েও শ্রীগৌরসুন্দর তদ্রূপ বিস্তর ক্রন্দন করিলেন। অনন্তর নিমাই শচী-মাতাকে বহু সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—'আমি তোমাকে ব্রহ্ম-মহেশ্বরেও সুদুর্ল্লভ বস্তু প্রদান করিব' একদিন নিমাই গঙ্গাস্নানার্থ গমন-কালে শচীদেবীর নিকট গঙ্গা-পূজার জন্য তৈল, আমলকী, মালা, চন্দন প্রভৃতি চাহিলেন। শচীদেবী নিমাইকে একটু অপেক্ষা করিতে বলায়, নিমাই ক্রোধে রুদ্র হইয়া গৃহস্থিত যাবতীয় দ্রব্য, এমন কি, ঘর-দ্বার চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। সনাতনধর্ম্ম-সংরক্ষক ভগবান্ কেবলমাত্র জননীর গাত্রে হস্ত উত্তোলন করিলেন না। সমস্ত বস্তু ভগ্ন হইবার পর অবশেষে নিমাই ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শচীদেবী গন্ধ-মাল্যাদি আনয়নপূর্ব্বক নিমাইর গঙ্গা-পূজার আয়োজন করিয়া দিলেন। যশোদা যেরূপ গোকুলে কৃষ্ণের সমস্ত চাপল্য সহ্য করিতেন, তদ্রূপ শচীদেবীও নবদ্বীপে নিমাইর সর্ব্ববিধ চাঞ্চল্য সহ্য করিতেন। নিমাই

গঙ্গা-স্নানাদি করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ভোজনাদি সমাপ্ত করিলে, শচীদেবী পুত্রকে বুঝাইয়া বলিলেন,—'এইরূপে গৃহ-সামগ্রীর অপচয় করিয়া তোমার কি লাভ হইল? কাল কি খাইবে,—এমন কোন সম্বল গৃহে নাই।' তদুত্তরে নিমাই জননীকে বলিলেন,—'বিশ্বম্ভর-কৃষ্ণই সকলের একমাত্র পোষ্টা; তাঁহার দাসগণের পক্ষে নিজ-নিজ-আহারের জন্য চিন্তা নিষ্প্রয়োজন।' ইহা বলিয়া সরস্বতী-পতি গৌরসুন্দর অধ্যয়ন-লীলা-প্রকাশার্থ বাহিরে গমন করিলেন এবং গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জননীর হস্তে দুই তোলা স্বর্ণ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন,—'কৃষ্ণ এই সম্বল প্রদান করিয়াছেন, ইহা ভাঙ্গাইয়া যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ কর।' শচীদেবী দেখিলেন,—যখনই গৃহে কোনপ্রকার সম্বলের সঙ্কোচ হয়, তখনই নিমাই কোথা হইতে যেন সুবর্ণ লইয়া আসেন!' শচীদেবী ভীত হইলেন!—'কি জানি, পাছে কোন প্রমাদ আসিয়া পড়ে!' দশ-পাঁচজনের নিকট দেখাইয়া শচীদেবী সেই সুবর্ণ-খণ্ডসমূহকে ভাঙ্গাইয়া ঘরের আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্রাদি সংগ্রহ করিতেন। স্নান, ভোজন, পর্য্যটন, সকল-সময়েই নিমাই শাস্ত্র-চর্চ্চা লইয়া থাকিতেন। জগতের ভাগ্য-দোষে তখনও তিনি আত্ম-প্রকাশ করেন নাই। অতঃপর হরিভক্তিশূন্য সংসারের চিত্র ও তজ্জন্য পর-দুঃখ-দুঃখী বৈষ্ণবগণের হৃদয়-বেদনা-বর্ণন-মুখে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। (গৌঃ ভাঃ)

জয় জয় কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় শচী-জগন্নাথ-গৃহ-শশধর ॥ ১ ॥

নিত্যানন্দ-প্রাণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক গৌরের জয়—

জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মের নিধান ॥ ২ ॥

সাবরণ গৌরকথা-শ্রবণেই শুদ্ধভক্তি-লাভ—

ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৩ ॥

অধোক্ষজ বিশ্বম্ভরের মিশ্রগৃহে অজ্ঞাতভাবে অবস্থান—

হেনমতে মহাপ্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
নিগূঢ়ে আছেন, কেহ চিনিতে না পারে ॥ ৪ ॥

শিশুচিত সর্ব্ববিধ ক্রীড়ানুষ্ঠান—

বাল্যক্রীড়া-নাম যত আছে পৃথিবীতে।
সকল খেলায় প্রভু, কে পারে কহিতে? ৫ ॥

আম্নায়-পারম্পর্য্যে সুকৃতিশালি-জনগণের গৌরলীলা-শ্রবণে সৌভাগ্য-লাভ—

বেদ-দ্বারে ব্যক্ত হৈবে সকল পুরাণে।
কিছু শেষে শুনিবে সকল ভাগ্যবানে ॥ ৬ ॥

নিমাইর শুভ উপনয়ন-কালোদয়—

এইমত গৌরচন্দ্র বাল্যরসে ভোলা।
যজ্ঞোপবীতের কাল আসিয়া মিলিলা ॥ ৭ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীগৌরসুন্দরই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির প্রবর্ত্তক। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।৩২) "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" শ্লোকে তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের (৭।৫।২৩ ২৪) "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" শ্লোকের টীকা-মধ্যে কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-প্রচারের কথাই 'মুখ্য-প্রচার'-জ্ঞানে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—"অতএব যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আদি ৩য় পঃ ৭৬ সংখ্যায় এরূপ উক্ত হইয়াছে,—"সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণে জানাঞা তেঁহো বিশ্ব কৈলা ধন্য ॥" ২ ॥

'বেদ'-শব্দে—(১) বিষ্ণু, (২) শ্রুতি, (৩) আম্নায়, (৪) ছন্দ, (৫) ব্রহ্মা, (৬) নিগম।

'পুরাণ'-শব্দে অষ্টাদশপুরাণ, বিংশ উপপুরাণ এবং ঐতিহ্য-সমূহ। ছন্নাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের কথা প্রায় সমস্ত পুরাণেই ন্যূনাধিক স্থান লাভ করিলেও তাহা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই। বৈষ্ণবের হৃদয়েই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান। বৈষ্ণবের

নিমাইর উপনয়ন-দিবসে আত্মীয়-স্বজনগণের যথাযোগ্য শুভকার্য্য-সম্পাদন—

যজ্ঞসূত্র পুত্রের দিবারে মিশ্রবর।
বন্ধুবর্গ ডাকিয়া আনিলা নিজ-ঘর ॥ ৮ ॥
পরম-হরিষে সভে আসিয়া মিলিলা।
যার যেন যোগ্য-কার্য্য করিতে লাগিলা ॥ ৯ ॥

স্ত্রীগণের হুলুধ্বনি-মুখে কৃষ্ণগীতি—

স্ত্রীগণে 'জয়' দিয়া কৃষ্ণগুণ গায়।
নটগণে মৃদঙ্গ, সানাই, বংশী বা'য় ॥ ১০ ॥

বিপ্রবর্গের বেদমন্ত্রোচ্চারণ; মিশ্রভবনে আনন্দাবির্ভাব—

বিপ্রগণে বেদ পড়ে, ভাটে রায়বার।
শচীগৃহে হইল আনন্দ-অবতার ॥ ১১ ॥

মুখেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর বাণী নির্গত হয়। পুরাণাদির ব্যাখ্যায় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মুখে শ্রীগৌরসুন্দরের অদ্ভুত চরিত্রের কথা প্রকাশিত হইবে। বেদাদিশাস্ত্র মহাভূত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুরই নিঃশ্বসিত বলিয়া শুনা যায়। সেই বেদবিভাগকর্ত্তা শ্রীব্যাসদেবই কলিযুগে শ্রীমদ্ভাগবতাভিন্ন শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর। এইজন্য শ্রীচৈতন্যভাগবত-সম্বন্ধে শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—"মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥"

বেদদ্বারে ব্যক্ত হইবে,—এই ভবিষ্যৎ-পদ-প্রয়োগ বেদশাস্ত্রের নিত্যত্বের বাধক নহে। বিভিন্ন মন্বন্তরে ও বিভিন্ন যুগ-প্রারম্ভে ভগবান্ শ্রীনারায়ণ তৎসেবকবর ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ ব্যক্ত করিয়া শ্রীব্যাসগণের দ্বারা স্বীয় বৈকুণ্ঠ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রচার করেন ॥ ৬ ॥

ভোলা,—কাহারও মতে, 'বিহ্বল'-শব্দের অপভ্রংশ; ভোল+আ (সাদৃশ্যে), মত্ত, আত্মবিস্মৃত।

যজ্ঞোপবীতের কাল—"অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত," এই শ্রুতিবাক্যে 'ব্রাহ্মণগৃহে উদ্ভূত বটুকে অষ্টমবর্ষে মৌঞ্জি-বন্ধন-সংস্কার প্রদান করিবে'—এই বিধি জানা যায়। এস্থলে 'ব্রাহ্মণ'-শব্দে ভাবি-কালে যাঁহারা 'ব্রাহ্মণ' হইবেন, তাহাদিগকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। "গৃহার্থী সদৃশীং ভার্য্যামুদ্বহেৎ" (ভা ১১।১৭।৩৯),—এই বাক্যে যেরূপ ভাবি-কালীয়া ভার্য্যাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ অব্রাহ্মণ থাকা-কালেও অনুপনীত ব্যক্তির ভাবিকালীয় ব্রাহ্মণতাকে লক্ষ্য করিয়াই তাহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (৭।১১।১৩),—"সংস্কারা যত্রাবিচ্ছিন্নাঃ স দ্বিজোঽজো জগাদ যম্" অর্থাৎ (ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া মানবকের জন্মদাতা পর্য্যন্ত পুরুষগণের) দশসংস্কার অবিচ্ছিন্ন থাকিলে, ব্রহ্মা যাহাকে এবম্ভূত-সংস্কারযুক্ত বলিয়াছেন, তিনিই 'দ্বিজ'। কলিতে অর্থাৎ বিবাদযুগে "অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষামাগম-মার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা ॥" এই বিষ্ণুযামলবাক্যে শৌক্রবিচারের শুদ্ধির অভাব থাকায়, আগম বা পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষাতেই 'শুদ্ধি' জানা যায়। অতএব, (ভা ৭।১১।৩৫—) "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥" এই বাক্যে এবং (ইহার শ্রীধরস্বামিপাদ-লিখিত) "যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতি-নিমিত্তেনেত্যর্থঃ" এই টীকায়, (মহা-ভাঃ অনু-শাঃ-পঃ ১৪৩ অঃ ৪৬ ও ৫০ —) "শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ" এবং "ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্ ॥", (নারদ-পঞ্চরাত্রান্তর্গত ভারদ্বাজসংহিতায় ২য় অঃ ৩৪—) "স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ। বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ", (হঃ ভঃ বিঃ—২য় বিঃ ধৃত তত্ত্ব-সাগরবাক্য—) "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥" এবং (ইহার শ্রীসনাতন-গোস্বামিপ্রভু-কৃত) "নৃণাং সর্ব্বেষামেব, দ্বিজত্বং বিপ্রতা", এই দিগ্‌দর্শিনী-টীকা-বাক্যে, (তৎকৃত শ্রীবৃহদ্ভাগ-বতামৃতে ২য় পঃ ৪র্থ অঃ ৩৭—) "দীক্ষালক্ষণধারিণঃ" পদের তল্লিখিত "দীক্ষায়াঃ সাবিত্র্যাদি-বিষয়কায়া ভগবন্মন্ত্রবিষয়কাশ্চ যানি লক্ষণানি ক্রমেণ যজ্ঞোপবীত-কমণ্ডলু-ধারণাদীনি ধর্ত্তুং শীলমেষামিতি তথা তে" এই টীকায়, (ব্রঃ সং ৫।২৭ শ্লোকের শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভুকৃত) "এবং দীক্ষাতঃ পরস্তাদেব তস্য (ব্রহ্মণঃ) শ্রবণেন দ্বিজত্বসংস্কারস্তদাবাধিতত্বাৎ তন্মাত্রা-ধিদেবাজ্জাতঃ" এই ভাষ্যে এবং এইরূপ অসংখ্য শাস্ত্র ও

উপনয়ন-কালে সর্ব্বশুভযোগ-সম্মিলন—

যজ্ঞসূত্র ধরিবেন শ্রীগৌরসুন্দর।
শুভযোগসকল আইল শচী-ঘর॥ ১২॥

শুভদিনে শুভক্ষণে বিশ্বম্ভরের উপনয়ন-গ্রহণ-লীলা—

শুভমাসে, শুভদিনে শুভক্ষণ ধরি'।
ধরিলেন যজ্ঞসূত্র গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ ১৩॥

যজ্ঞসূত্ররূপে শ্রীঅনন্তের তৎপ্রভু বিশ্বম্ভর-সেবা—

শোভিল শ্রীঅঙ্গে যজ্ঞসূত্র মনোহর।
সূক্ষ্মরূপে 'শেষ' বা বেড়িলা কলেবর॥ ১৪॥

বামনাবতারের ন্যায় বিশ্বম্ভরের ব্রাহ্মণ বটুলীলা-দর্শনে সকলের আনন্দ—

হইলা বামনরূপ প্রভু গৌরচন্দ্র।
দেখিতে সবার বাড়ে পরম আনন্দ॥ ১৫॥

সাক্ষাদ্ব্রহ্মণ্যদেব বিশ্বম্ভর-দর্শনে সকলের অমর্ত্ত্য-বুদ্ধি—

অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্য-তেজ দেখি' সর্ব্বগণে।
নর-জ্ঞান আর কেহ নাহি করে মনে॥ ১৬

স্বভক্তগণের গৃহে ব্রহ্মচারি-বেশে নিমাইর ভিক্ষা—

হাতে দণ্ড, কান্ধে ঝুলি, শ্রীগৌরসুন্দর।
ভিক্ষা করে প্রভু সর্ব্ব-সেবকের ঘর॥ ১৭॥

হর্ষভরে সকলের যথাসাধ্য ভিক্ষা-প্রদান—

যার যথাশক্তি ভিক্ষা সবেই সন্তোষে।
প্রভুর ঝুলিতে দিয়া নারীগণ হাসে॥ ১৮॥

ব্রহ্মা, রুদ্রাদি দেব ও মুনিগৃহিণীগণের ব্রাহ্মণীরূপ-ধারণ—

দ্বিজপত্নীরূপ ধরি' ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী।
যত পতিব্রতা মুনিবর্গের গৃহিণী॥ ১৯॥

বিশ্বম্ভরের বামনরূপ-দর্শনে সকলের ভিক্ষা-প্রদানরূপ সেবা—

শ্রীবামন-রূপ প্রভুর দেখিয়া সন্তোষে।
সবেই ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া দিয়া হাসে॥ ২০॥

জীবোদ্ধার-নিমিত্ত বিশ্বম্ভরের বামনরূপ-ধারণ-লীলা—

প্রভুও করেন শ্রীবামন-রূপ-লীলা।
জীবের উদ্ধার লাগি' এ-সকল খেলা॥ ২১॥

গৌরভক্ত গ্রন্থকারের বামনরূপধারী গৌর-পাদপদ্মাশ্রয়-প্রার্থনা—

জয় জয় শ্রীবামনরূপ গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥ ২২॥

গৌরের উপনয়ন-লীলা-শ্রবণে চৈতন্য-চরণাশ্রয়-প্রাপ্তি-

যে শুনে প্রভুর যজ্ঞসূত্রের গ্রহণ।
সে পায় চৈতন্যচন্দ্র-চরণে শরণ॥ ২৩॥

মহাজনবাক্যে পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষাবিধি অনুসারে লব্ধদীক্ষ সকল মানবেরই উপনয়নসংস্কার আবহমানকাল নিত্য বিহিত হইয়াছে। অতএব বৃশ্চিক-তাণ্ডুলিক-ন্যায়ানুসারে (ব্রঃ সূঃ ১৩।২৯ সূত্রের শ্রীজয়তীর্থপাদকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকায়) শৌক্র ও বৃত্তব্রাহ্মণতা, উভয়ই সিদ্ধ। উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করিবার তাৎপর্য্য এই যে, সংস্কার-গ্রহণের পরই তাঁহার স্বাধ্যায়ে অধিকার জন্মে; যেহেতু অনুপনীত ব্যক্তি ব্রহ্মসূত্রের অপশূদ্রাধিকরণ-বিচারানুসারে বেদান্ত-শ্রবণে অযোগ্য। পাঞ্চরাত্রিক-মন্ত্রগ্রহণের পর নারদপঞ্চরাত্র-মতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তি দশসংস্কার অবশ্যই গ্রহণ এবং তদনন্তর মন্ত্রের অর্থ শ্রবণ করিবেন॥ ৭॥

বা'য়,—(বাদ্য-শব্দজাত), বাজায়॥ ১০॥

রায়বার,—স্তুতি বা সুখ্যাতি-গান; অপর অর্থ—স্তুতি-পাঠক; দৌত্য।

হইল আনন্দ অবতার,—আনন্দ মূর্ত্তবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ, আবির্ভূত বা প্রকটিত হইলেন, অর্থাৎ, আনন্দের হাট প্রকাশিত হইল॥ ১১॥

শেষের যজ্ঞসূত্রত্ব,—(চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ১২৩-১২৪ সংখ্যায়—"ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন। আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন॥ এত মূর্ত্তিভেদ করি' কৃষ্ণসেবা করে। কৃষ্ণের 'শেষতা' পাঞা 'শেষ'-নাম ধরে॥" ১৪॥

বামনরূপ,—খর্ব্বাকৃতি ব্রাহ্মণবটুরূপী বিষ্ণু-অবতার (ভা ৮ম স্কঃ ১৮-২৩ অঃ দ্রষ্টব্য)। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে শ্রীবামনদেব বা শ্রীউপেন্দ্র আবির্ভূত হন। দৈত্যরাজ বলি-অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন শুনিয়া তৎসমীপে গমন করিয়া 'মায়া-মানবক'-বটু শ্রীউপেন্দ্র স্বীয় পদের পাদত্রয়-পরিমিত ভূমি প্রতিগ্রহ করিবার অভিলাষ করেন। মায়িক ত্রিগুণময়-সর্গে ভগবান্ বিষ্ণুর একপাদ বিভূতি এবং মায়াতীত শুদ্ধসত্ত্ব বৈকুণ্ঠে ত্রিপাদ-বিভূতি অবস্থিত। 'কায়'-শব্দে স্থূলজগৎ, 'মনঃ'-শব্দে সূক্ষ্মজগৎ এবং 'বাক্'-শব্দে 'বৈকুণ্ঠ'

শুদ্ধসত্ত্বময়ী শচী-গৃহে গৌর-নারায়ণের বেদগোপ্য লীলা—

হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক শচী-ঘরে।
বেদের নিগূঢ় নানামত ক্রীড়া করে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বম্ভরের অধ্যয়নেচ্ছা—

ঘরে সর্ব্বশাস্ত্রের বুঝিয়া সমীহিত।
গোষ্ঠী-মাঝে প্রভুর পড়িতে হৈল চিত ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণাধ্যাপক সান্দীপনিই গৌরাধ্যাপক গঙ্গাদাস-পণ্ডিতরূপে অবতীর্ণ—

নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক-শিরোমণি।
গঙ্গাদাস-পণ্ডিত যে-হেন সান্দীপনি ॥ ২৬ ॥

মহাবৈয়াকরণ পণ্ডিতপ্রবর গঙ্গাদাস—

ব্যাকরণশাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিৎ।
তাঁর ঠাঞি পড়িতে প্রভুর সমীহিত ॥ ২৭ ॥

বিশ্বম্ভরকে লইয়া মিশ্রের গঙ্গাদাস-গৃহে গমন—

বুঝিলেন পুত্রের ইঙ্গিত মিশ্রবর।
পুত্র-সঙ্গে গেলা গঙ্গাদাসদ্বিজ-ঘর ॥ ২৮ ॥

সপুত্রক মিশ্র-দর্শনে গঙ্গাদাসের অভ্যর্থনা—

মিশ্র দেখি' গঙ্গাদাস সম্ভ্রমে উঠিলা।
আলিঙ্গন করি' এক আসনে বসিলা ॥ ২৯ ॥

গঙ্গাদাস-করে পুত্রকে অধ্যয়নার্থ অর্পণ—

মিশ্র বোলে,—'পুত্র আমি দিলুঁ তোমা'স্থানে।
পড়াইবা শুনাইবা সকল আপনে ॥' ৩০ ॥

গঙ্গাদাসের যথাশক্তি অধ্যাপনার্থ সম্মতি-প্রদান—

গঙ্গাদাস বোলে,—'বড় ভাগ্য সে আমার।
পড়াইমু যত শক্তি আছয়ে আমার ॥' ৩১ ॥

শিষ্যরূপী বিশ্বম্ভরকে গঙ্গাদাসের পুত্র-নির্ব্বিশেষে নিজ-সান্নিধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ—

শিষ্য দেখি, পরম-আনন্দে গঙ্গাদাস।
পুত্রপ্রায় করিয়া রাখিলা নিজ-পাশ ॥ ৩২ ॥

গঙ্গাদাস-কৃত অর্থ একবার শ্রবণ-মাত্রেই বিশ্বম্ভরের অলৌকিক মেধা-বলে অনুধাবন—

যত ব্যাখ্যা গঙ্গাদাস পণ্ডিত করেন।
সকৃৎ শুনিলে মাত্র ঠাকুর ধরেন ॥ ৩৩ ॥

সরস্বতী-পতির "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা"-শক্তি; "হয় ব্যাখ্যা নয় ও নয় ব্যাখ্যা হয়"-করণ—

গুরুর যতেক ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।
পুনর্ব্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন ॥ ৩৪ ॥

নিমাইর ব্যাখ্যা-খণ্ডনে সমগ্র সহাধ্যায়ীর অসামর্থ্য—

সহস্র সহস্র শিষ্য পড়ে যত জন।
হেন কারো শক্তি নাহি দিবারে দূষণ ॥ ৩৫ ॥

নিমাইর অলৌকিক মেধা-দর্শনে হর্ষভরে গঙ্গাদাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠশিষ্য-জ্ঞান—

দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্ব্বশিষ্যশ্রেষ্ঠ করি' করিলা পূজিত ॥ ৩৬ ॥

উদ্দিষ্ট। অতএব যাহা স্থূল এবং সূক্ষ্ম জগতের অতীতরাজ্যে অবস্থিত হইয়া অক্ষজ-জ্ঞানাতীতা, সেই ত্রিপাদ-ভূমিই ভগবান্ শ্রীবামনদেব বলির নিকট যাচ্ঞা করেন। স্থূলজগৎ 'ভূর্লোক', সূক্ষ্মজগৎ 'ভুবর্লোক' এবং প্রকৃতির অতীত শব্দ-বাচ্য বৈকুণ্ঠ-জগৎ 'স্বর্লোক',—এই ব্যাহৃতিত্রয়ে নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ শরণাগত হইয়াই ভগবান্ বিষ্ণুর অনুশীলন কর্ত্তব্য। বহির্জ্জগতে বিষ্ণুর উপলব্ধি নাই। বিশুদ্ধসত্ত্বেই 'বাসুদেব' অবস্থিত। ভগবান্ শ্রীবামনদেব নিবেদিত বলি বা উপহার অর্থাৎ নৈবেদ্যই স্বীকার করেন, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু স্বীকার করেন না,—ইহাই শ্রীবামনাবতারের শিক্ষা। এজন্য শুদ্ধিকামীর আচমন-ক্রিয়ায় "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"—এই ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণ বিহিত হইয়াছে। জড়বিচারপর সৌরসম্প্রদায় উদয়াচল ও অস্তাচলকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু-বস্তুকে সূর্য্যরূপে দর্শন করেন। ইহা প্রাকৃতবিচারপর জড়কালীয় ত্রিসন্ধ্যা-শব্দ-বাচ্য। চতুর্দ্দশ ভুবনপতি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ত্রিসর্গের আকরবস্তু হইয়াও প্রাকৃত-জগতে কখনও বা বামনরূপ, কখনও বা সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত স্বরূপ প্রদর্শন করেন। স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণ শিশুরূপী ব্রাহ্মণ-বটুর সজ্জায় ভিক্ষা-গ্রহণরূপ ত্রিবিক্রমাবতারলীলা প্রদর্শন করেন ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মণ্য-তেজ,—ব্রহ্মবর্চ্চস (ভা ৮।১৮।১৮) দ্রষ্টব্য।

নরজ্ঞান···মনে,—ভা ৮।১৮।২২ দ্রষ্টব্য ॥ ১৬ ॥

হাতে দণ্ড, কান্ধে ঝুলি,—উপনয়ন-কালে ব্রহ্মচারীর

গঙ্গাদাসের অন্যান্য অন্তেবাসী সকলকেই নিমাইর পরাজয়—

যত পড়ে গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের স্থানে।
সবারেই ঠাকুর চালেন অনুক্ষণে ॥ ৩৭ ॥

নিমাইর কতিপয় মুখ্য সহাধ্যায়ী—

শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত-নাম।
কৃষ্ণানন্দ-আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান ॥ ৩৮ ॥

আচার্য্য-সমীপে সাবিত্রী-পঠন, ব্রহ্মসূত্র, মেখলা, কৃষ্ণাজিন ও কৌপীনবস্ত্র-পরিধান এবং দণ্ড, ছত্র, কমণ্ডলু, কুশ, অক্ষমালা এবং ভিক্ষাপাত্র ('ঝুলি')-ধারণ এবং মাতৃগণ-সমীপে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। (ভা ৮।১৮।১৪-১৭ শ্লোকে শ্রীবামনদেবের ন্যায়) শ্রীগৌরসুন্দরের উপনয়ন-সংস্কারও যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

ব্রহ্মাণী,— সরস্বতী; রুদ্রাণী,—পার্ব্বতী; মুনি-গৃহিণী,—অদিতি, অনসূয়া, অরুন্ধতী, দেবহূতিপ্রভৃতি ঋষিপত্নীগণ ॥

দান দেহ'……পদদ্বন্দ্ব,—হে গৌরসুন্দর, হৃদয়ে বামন (ব্রাহ্মণবটু)রূপী তোমার পাদপদ্ম প্রার্থনা করি; ভা ৮ম স্কঃ ২২ অঃ বলির আত্মনিবেদন-দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য ॥ ২২ ॥

নায়ক,—অধিপতি; নিগূঢ়,—গুপ্ত অথবা সারমর্ম্ম।

শ্রীগৌর-নারায়ণ—বৈকুণ্ঠপতি ভগবান্, সুতরাং তিনিই সকলশাস্ত্র-প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যৈশ্বর্য্যের একমাত্র আধার, তথাপি লৌকিক-লীলার অভিনয়-কল্পে জড়-পণ্ডিত অনূচানমানিগণের অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি-দ্বারা বিচার-চেষ্টাকে গর্হণ ও নিষেধ করিয়া, যথার্থ পণ্ডিত বিদ্বান্ বা ভক্তের বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তি-মূলক বিচারের মহিমা প্রদর্শন করিবার জন্য, সান্দীপনি-মুনির নিকট কৃষ্ণের অধ্যয়নের ন্যায়, ব্যাকরণাদি শব্দ-শাস্ত্র পড়িবার বাসনা করিলেন ॥ ২৪ ॥

সমীহিত,—সম্যক্ চেষ্টা, ইচ্ছা, মন্তব্য, অভীষ্ট, মর্ম্ম, তাৎপর্য্য।

'চিত,—'চিত্ত'-শব্দের কোমল রূপ ॥ ২৫ ॥

গঙ্গাদাস,—আদি ২য় অঃ ৯৯ [illegible] ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

সান্দীপনি,—ভা ১০।৪৫।৩১-৪৮ এবং বিঃ পুঃ ৫ম অং ২১শ অঃ ১৯-৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। কশ্যপ-গোত্রীয় অবন্তীপুর-বাসী মুনি। ইঁহারই নিকট শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সাঙ্গোপনিষদ অখিল বেদ, স-রহস্য ধনুর্ব্বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, মীমাংসাদি, তর্কবিদ্যা, ষড়্বিধা রাজনীতি এবং চতুঃষষ্টি দিবসে চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সমস্ত বিদ্যা লাভ করিবার পর তাঁহারা গুরুদক্ষিণা-গ্রহণার্থ সান্দীপনি-মুনিকে স্বীকার করাইলেন। পত্নীর পরামর্শে মুনিবর স্বীয় দক্ষিণা-স্বরূপ প্রভাস-ক্ষেত্রে লবণ-সমুদ্রে মৃত-পুত্রের পুনর্জ্জীবন প্রার্থনা করায় শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রণত সমুদ্রের মুখে শঙ্খরূপী পঞ্চজন-নামক দৈত্যকর্ত্তৃক গুরুপুত্রাপহরণ-বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া উহার বধসাধনপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় অস্থিজাত 'পাঞ্চজন্য' শঙ্খ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু গুরু-পুত্রকে তথায় না পাইয়া বলরামের সহিত সংযমনী-নাম্নী যমপুরীতে গমনপূর্ব্বক শঙ্খ বাদন করিলেন। শঙ্খনিনাদ-শ্রবণে যম আসিয়া তাঁহাদিগের যথাবিধি পূজা করিবার পর গুরুপুত্রকে প্রত্যর্পণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তাহাকে গ্রহণ-পূর্ব্বক পিতৃহস্তে প্রদান করিলেন ॥ ২৬ ॥

ইঙ্গিত,—গূঢ় অভিপ্রায়; সঙ্কেত, 'ঠার', ইসারা' ॥ ২৮ ॥

প্রায়,—তুল্য। পাশ,—'পার্শ্ব'-শব্দজাত, নিকট ॥ ৩২ ॥

সকৃৎ,—একবার। ধরেন,—উপলব্ধি বা অনুধাবনদ্বারা আয়ত্তীভূত করেন ॥ ৩৩ ॥

দিবারে দূষণ,—দোষারোপ বা খণ্ডন করিতে ॥ ৩৫ ॥

পূজিত,—পূজা, সম্মান ॥ ৩৬ ॥

চালেন, চালয়ে,—(চল্-ধাতুর ণিজন্ত-প্রয়োগ), 'নাচায়', সঞ্চালিত, আন্দোলিত, মোহিত, অপ্রতিভ, পরাজয় বা খণ্ডন করেন ॥ ৩৭ ॥

মুরারি-গুপ্ত—'চৈতন্যচরিত'-নামক সংস্কৃত মহাকাব্যের রচয়িতা; শ্রীহট্টে বৈদ্যকুলে প্রকটিত, পরে নবদ্বীপ-প্রবাসী, গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের ছাত্র (আদি ৮ম অঃ), বয়োজ্যেষ্ঠ মুরারির সহিত নিমাইর কক্ষা-দান (আদি ১০ম অঃ), গয়া হইতে ফিরিয়া প্রভুর কৃষ্ণবিরহোত্থ ভক্তিমুদ্রা-দর্শনে মুরারির হর্ষ (মধ্য ১ম অঃ), মুরারি-গৃহে প্রভুর বরাহরূপ-প্রদর্শন (মধ্য ৩য় অঃ, চৈঃ চঃ আদি ১৭ পঃ), নিত্যানন্দ-গৌরের পরস্পর স্তুতি-শ্রবণে মুরারির সহাস্যে রহস্যোক্তি (মধ্য ৪র্থ অঃ), প্রতিরাত্রিতে শ্রীবাসাঙ্গনে প্রভুর কীর্ত্তন-সঙ্গী (মধ্য ৮ম অঃ), প্রভুর মহাপ্রকাশ-কালে মুরারির মূর্চ্ছা ও তৎপর প্রেমক্রন্দন ও প্রভুস্তুতি এবং প্রভুরও স্বকৃত্য মুরারি-স্তুতি

বয়োজ্যেষ্ঠ সকল সহাধ্যায়ীর পরাজয়-সাধন—

সবারে চালয়ে প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসিয়া।
শিশুজ্ঞানে কেহ কিছু না বোলে হাসিয়া ॥ ৩৯ ॥

প্রত্যহ পাঠান্তে বয়স্যগণ-সহ নিমাইর গঙ্গাস্নান—

এইমত প্রতিদিন পড়িয়া শুনিয়া।
গঙ্গাস্নানে চলে নিজ-বয়স্য লইয়া ॥ ৪০ ॥

নবদ্বীপস্থ অসংখ্য ছাত্রের পাঠান্তে গঙ্গাস্নান-রীতি—

পড়ুয়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপ-পুরে।
পড়িয়া মধ্যাহ্নে সবে গঙ্গাস্নান করে ॥ ৪১ ॥

বিভিন্ন অধ্যাপকের বিভিন্ন শিষ্যগণের মধ্যে বিবাদ—

একো অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ।
অন্যোহন্যে কলহ করেন অনুক্ষণ ॥ ৪২ ॥

বাল্য-বয়সে চপল নিমাইর ছাত্রগণসহ শাস্ত্র-বিবাদ—

প্রথম বয়স প্রভু স্বভাব-চঞ্চল।
পড়ুয়াগণের সহ করেন কোন্দল ॥ ৪৩ ॥

ছাত্রগণের মধ্যে পরস্পরের গুরুর মহিমায় দোষারোপ—

কেহ বোলে,—'তোর গুরু কোন্ বুদ্ধি তা'র।'
কেহ বোলে,—'এই দেখ, আমি শিষ্য যা'র ॥' ৪৪ ॥

মুখামুখি হইতে হাতাহাতি—

এইমত অন্যে-অন্যে হয় গালাগালি।
তবে জল-ফেলাফেলি, তবে দেয় বালি ॥ ৪৫ ॥

অতঃপর পরস্পর প্রহারারম্ভ—

তবে হয় মারামারি, যে যাহারে পারে।
কর্দ্দম ফেলিয়া কারো গা'য়ে কেহ মারে ॥ ৪৬ ॥

ফলে কেহ বা ধৃত, কেহ বা অপর-তটে পলায়িত—

রাজার দোহাই দিয়া কেহ কারে ধরে।
মারিয়া পলায় কেহ গঙ্গার ও'পারে ॥ ৪৭ ॥

ছাত্রগণের কলহফলে গঙ্গাজলে পঙ্কিলতা-প্রকাশ—

এত হুড়াহুড়ি করে পড়ুয়া-সকল।
বালি-কাদাময় সব হয় গঙ্গাজল ॥ ৪৮ ॥

(মধ্য ১০ম অঃ), মুরারিপ্রভৃতি ভক্তগণের পরস্পর জল-ক্রীড়া (মধ্য ১৩ অঃ), মহালক্ষ্মীবেশে প্রভুর নৃত্য রাত্রিতে হরিদাস-সহ মুরারির 'কোটাল'-বেশে প্রভুর অভিনয়-ঘোষণা (মধ্য ১৮ অঃ), একদিন মুরারি শ্রীবাস-গৃহে উপবিষ্ট গৌর-নিত্যানন্দ-দর্শনে প্রথমে গৌরকে, পরে নিত্যানন্দকে প্রণাম করিলে 'তুমি ব্যবহার অতিক্রমপূর্ব্বক প্রণাম করিয়াছ' বলিয়া মুরারির প্রতি প্রভুর অসন্তোষোক্তি এবং রাত্রিতে স্বপ্নযোগে নিত্যানন্দতত্ত্ব-কীর্ত্তন, পরদিবস প্রাতে মুরারির প্রথমে নিত্যানন্দকে, পরে গৌরকে প্রণাম, তদ্দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া প্রভুর মুরারিকে স্বীয় চর্ব্বিত তাম্বূল-প্রসাদ-প্রদান, প্রভূচ্ছিষ্ট তাম্বূল-প্রসাদে মুরারির প্রেম ও অপ্রাকৃত বুদ্ধি, প্রভুর ঈশ্বরাবেশে মুরারির নিকট কাশীবাসী নির্ব্বিশেষবাদী একদণ্ডী প্রকাশানন্দের প্রতি ক্রোধোক্তি ও তৎপ্রসঙ্গে স্বীয় বাস্তব নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির নিত্যসত্যত্ব-কীর্ত্তন, মুরারিকে বর-দান, প্রভুর উদ্দেশ্যে মুরারির ঘৃত-সিক্ত অন্ন-নিবেদন, পরদিন প্রাতে গুরুভোজন-ফলে প্রভুর অজীর্ণ-লীলাভিনয় দেখাইয়া মুরারি-সমীপে চিকিৎসার্থ আগমন ও মুরারির জলপাত্রস্থিত জল-পান ও আরোগ্যলাভ-লীলাভিনয়; অন্য একদিন শ্রীবাসগৃহে প্রভুর চতুর্ভুজরূপ-ধারণ, মুরারির গরুড়-ভাব ও প্রভুর তৎস্কন্ধে আরোহণ, প্রভুর অপ্রকটে তদীয় বিরহ অসহ্য হইবে, ভাবিয়া প্রভুর প্রকটকালেই মুরারির দেহত্যাগ-সঙ্কল্প এবং অন্তর্যামি-প্রভুরও তাঁহার সঙ্কল্প-নিবারণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ (মধ্য ২০শ অঃ), মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণ-সহ প্রভুর নিশায় নগরকীর্ত্তন, শ্রীধরগৃহে জলপান-দর্শনে মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণের আনন্দ-ক্রন্দন (মধ্য ২৩শ অঃ), প্রভুর সন্ন্যাসান্তে অদ্বৈতগৃহে আগমন-শ্রবণে শচীসহ মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণের তথায় গমন (চৈঃ চঃ মধ্য ৩য় পঃ ১৫৩), প্রতিবর্ষে প্রভুদর্শনার্থ মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণের পুরী-গমন (চৈঃ চঃ মধ্য ১১শ পঃ ৮৬, মধ্য ১৬পঃ ১৬, অন্ত্য ১০ম পঃ ৯, ১২১, ১৪০, ১২শ পঃ ১৩), একদিন প্রভুর আদেশে মুরারির রাঘবস্তুতি-সূচক অষ্টশ্লোক-পাঠ, প্রভুর বর-দান (অন্ত্য ৪র্থ অঃ), নরেন্দ্র-সরোবরে জলকেলি (অন্ত্য ৯ম অঃ), মুরারির দৈন্যোক্তি ও প্রভুকৃপা-লাভ (চৈঃ চঃ আদি ১৭ পঃ ৭৭-৭৮, মধ্য ১১ পঃ ১৫২-১৫৮), মুরারির শ্রীরামনিষ্ঠা দর্শনে তাঁহার যথার্থ 'রামদাস'-আখ্যা-প্রাপ্তি (চৈঃ চঃ আদি ১৭ পঃ ৬৯, মধ্য ১৫ পঃ ২১৯), প্রভুর দাক্ষিণাত্যসঙ্গী কালাকৃষ্ণদাসের নবদ্বীপে আগমন-শ্রবণে তৎসহ সাক্ষাৎকার (চৈঃ চঃ মধ্য ১০ম পঃ ৮১), রথাগ্রে কীর্ত্তন (চৈঃ চঃ ১৩ পঃ ৪০),

পল্লীনারীগণের জলানয়নে ও ব্রাহ্মণাদির স্নানে অসুবিধা—

জল ভরিবারে নাহি পারে নারীগণ।
না পারে করিতে স্নান ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥ ৪৯ ॥

চপল নিমাইর প্রতিঘাটে গিয়া প্রত্যেক ছাত্রের সহ বিবাদ—

পরম-চঞ্চল প্রভু বিশ্বম্ভর-রায়।
এইমত প্রভু প্রতি-ঘাটে ঘাটে যায় ॥ ৫০ ॥
প্রতিঘাটে পড়ুয়ার অন্ত নাহি পাই।
ঠাকুর কলহ করে প্রতি-ঠাঞিঠাঞি ॥ ৫১ ॥
প্রতিঘাটে যায় প্রভু গঙ্গায় সাঁতারি'।
একো ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি' ॥ ৫২ ॥

বয়োজ্যেষ্ঠ বিজ্ঞছাত্রগণ-কর্তৃক কলহ-কারণ জিজ্ঞাসা—

যত যত প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ।
তারা বোলে,—"কলহ করহ কি কারণ ? ৫৩ ॥

পঞ্জীবৃত্তির তাৎপর্য্য-জিজ্ঞাসা দ্বারা বিবাদকারিগণের মেধা-পরীক্ষা—

জিজ্ঞাসা করহ,—'বুঝি, কার কোন্ বুদ্ধি।
বৃত্তি-পঞ্জি-টীকার, কে জানে, দেখি, শুদ্ধি ॥'৫৪॥

নিমাইর উত্তর-প্রদানে উৎসাহ ও ঔৎসুক্য—

প্রভু বোলে,—'ভাল ভাল, এই কথা হয়।
জিজ্ঞাসুক আমারে যাহার চিত্তে লয় ॥ ৫৫ ॥

নিমাইর গর্ব্বে অন্য ছাত্রগণের অসহিষ্ণুতা ; নিমাইর স্ব-ক্ষমতায় অচলবিশ্বাস-হেতু নির্ভীক উক্তি—

কেহ বোলে,—'এত কেনে কর অহঙ্কার ?'
প্রভু বোলে,—'জিজ্ঞাসহ যে চিত্তে তোমার ॥'৫৬॥

ধাতুসূত্র-ব্যাখ্যানার্থ অনুরুদ্ধ নিমাইর ব্যাখ্যানারম্ভ—

'ধাতুসূত্র বাখানহ'—বোলে সে পড়ুয়া।
প্রভু বোলে,—'বাখানি যে, শুন মন দিয়া ॥'৫৭॥

সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বম্ভরের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান—

সর্ব্বশক্তিসমন্বিত প্রভু ভগবান্।
করিলেন সূত্র-ব্যাখ্যা যে হয় প্রমাণ ॥ ৫৮ ॥

ব্যাখ্যা-শ্রবণে সকলের স্তুতি, পুনর্ব্বার নিমাইর তৎখণ্ডন—

ব্যাখ্যা শুনি' সবে বোলে প্রশংসা-বচন।
প্রভু বোলে,—'এবে শুন, করি যে খণ্ডন ॥'৫৯॥

সর্ব্ববিধ ব্যাখ্যা-খণ্ডন সকলকে তৎপুনঃ স্থাপনে আহ্বান—

যত ব্যাখ্যা কৈলা, তাহা দূষিলা সকল।
প্রভু বোলে,—'স্থাপ' এবে কার আছে বল ?'৬০॥

তৎশ্রবণে সকলের বিস্ময়, নিমাইকর্তৃক খণ্ডিত ব্যাখ্যার পুনঃস্থাপন ও নির্দ্দোষ-ব্যাখ্যা—

চমৎকার সবেই ভাবেন মনে-মনে।
প্রভু বোলে,—'শুন, এবে করিয়ে স্থাপনে ॥'৬১॥

সনাতন-সহ মিলন (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ ১০৮, ৭ম পঃ ৪৭), নবদ্বীপে জগদানন্দ-সহ মিলন (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২শ পঃ ৯৮ সংখ্যা) প্রভৃতি বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য ॥ ৩৮ ॥

প্রথম বয়স,—বাল্যে, শৈশবে ॥ ৪৩ ॥

বৃত্তি, পঞ্জী, টীকা,—'বৃত্তি'-শব্দে কারিকা বা সংক্ষেপে শ্লোক-বিবৃতি,—"কারিকা যাতনা-বৃত্ত্যোঃ" ইত্যমরঃ, এবং "সংক্ষেপেণ শ্লোকৈর্বিবরণং বৃত্তিঃ" ইত্যমরটীকায়াম্। "টীকা নিরন্তর-ব্যাখ্যা, পঞ্জিকা পদভঞ্জিকা" [illegible]চন্দ্রঃ, অর্থাৎ যাহাতে নিরন্তর ব্যাখ্যা আছে, তাহার নাম 'টীকা' এবং যাহাতে নিরন্তর পদবিভাগ আছে, তাহার নাম 'পঞ্জী' ('পঞ্জি'—বাহুলকাৎ ঙীপ্) বা পঞ্জিকা। "টীকা বিবরণ-গ্রন্থঃ" ইত্যমরঃ। পূর্ব্বে কায়স্থগণই পঞ্জিকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন,—'অথ কায়স্থঃ করণঃ পঞ্জিকারকঃ" (—জটাধরঃ)। সর্ব্ববর্ম্মা-কৃত কলাপ-ব্যাকরণের দুর্গাসিংহ-কৃত বৃত্তি ও টীকা, ত্রিলোচন দাস-কৃত পঞ্জী, সুষেণ বিদ্যাভূষণ আচার্য্য-কৃত টীকা প্রভৃতি প্রসিদ্ধা। গঙ্গাদাস পণ্ডিত নিমাইপ্রমুখ ছাত্রগণকে কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাইতেন।

শুদ্ধি,—শুদ্ধস্বরূপ, প্রকৃত তথ্য, তাৎপর্য্য, মর্ম্ম, তত্ত্ব ॥৫৪

নবদ্বীপ-নগরে তৎকালে বহু বিদ্যালয় ছিল, অসংখ্য ছাত্র নানাদেশ হইতে আসিয়া তথায় বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। তৎকালে নবদ্বীপ-নগরের সীমা উত্তর-পূর্ব্বাংশে 'দ্বীপচন্দ্রপুর' পর্য্যন্ত ছিল ॥ ৪১ ॥

গঙ্গার ওপারে,—বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপ কুলিয়া ও রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামে ॥ ৪৭ ॥

প্রতিঘাটে,—আপনার ঘাট, বারকোণা ঘাট, মাধাইর ঘাট, নগরিয়া ঘাট প্রভৃতি ঘাটে ॥ ৫০ ॥

প্রামাণিক,—বিজ্ঞ, প্রবীণ, প্রধান, কুশল ॥ ৫৩ ॥

প্রমাণ,—(বিণ) প্রমাণ-সিদ্ধ, বিশ্বাস্ত ॥ ৫৮ ॥

পুনঃ হেন ব্যাখ্যা করিলেন গৌরচন্দ্র।
সর্ব্ব-মতে সুন্দর, কোথাও নাহি মন্দ ॥ ৬২ ॥

প্রধান ছাত্রগণের হর্ষভরে নিমাইকে আলিঙ্গন—

যত সব প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ।
সন্তোষে সবেই করিলেন আলিঙ্গন ॥ ৬৩ ॥

ছাত্রগণের পরদিবস পুনর্ব্বার প্রশ্নান্তে তদুত্তর-প্রার্থনা—

পড়ুয়াসকল বোলে,—'আজি ঘরে যাহ।
কালি যে জিজ্ঞাসি, তাহা বলিবারে চাহ ॥'৬৪॥

প্রত্যহ নিমাইর গঙ্গায় বিদ্যা-বিলাস-লীলা—

এইমত প্রতিদিন জাহ্নবীর জলে।
বৈকুণ্ঠনায়ক বিদ্যা-রসে খেলা খেলে ॥ ৬৫ ॥

নিমাইর বিদ্যা-বিলাসের সাহায্যার্থ সশিষ্য বৃহস্পতির নবদ্বীপে আবির্ভাব—

এই ক্রীড়া লাগিয়া সর্ব্বজ্ঞ বৃহস্পতি।
শিষ্য-সহ নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি ॥ ৬৬ ॥

বালকগণসহ জলক্রীড়োপলক্ষে গঙ্গার পরপারে গমন—

জলক্রীড়া করে প্রভু শিশুগণ-সঙ্গে।
ক্ষণে-ক্ষণে গঙ্গার ও'পারে যায় রঙ্গে ॥ ৬৭ ॥

দ্বাপরে কৃষ্ণপ্রিয়া যমুনার সৌভাগ্য-দর্শনে গঙ্গারও তদ্রূপ স্ব-সৌভাগ্য-কামনা—

বহু মনোরথ পূর্ব্বে আছিল গঙ্গার।
যমুনায় দেখি' কৃষ্ণচন্দ্রের বিহার ॥ ৬৮ ॥
'কবে হইবেক মোর যমুনার ভাগ্য।'
নিরবধি গঙ্গা এই বলিলেন বাক্য ॥ ৬৯ ॥

ব্রহ্মরুদ্র-স্তুতা হইয়াও গঙ্গার যমুনা-সৌভাগ্য-বাঞ্ছা—

যদ্যপিহ গঙ্গা অজ-ভবাদি-বন্দিতা।
তথাপিহ যমুনার পদ সে বাঞ্ছিতা ॥ ৭০ ॥

কলিতে ভক্তবাঞ্ছা-পূরক বিশ্বম্ভরের প্রত্যহ ক্রীড়া-দ্বারা গঙ্গার বাঞ্ছা-পূরণ—

বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জাহ্নবীর বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরন্তর ॥ ৭১ ॥

গঙ্গাজলে ক্রীড়ান্তে গৃহে প্রত্যাগমন—

করি' বহুবিধ ক্রীড়া জাহ্নবীর জলে।
গৃহে আইলেন গৌরচন্দ্র কুতুহলে ॥ ৭২ ॥

জগদ্গুরু গৌর-বিষ্ণুর লোকশিক্ষার্থ যথাবিধি বিষ্ণু ও তদীয়-পূজন—

যথাবিধি করি' প্রভু শ্রীবিষ্ণুপূজন।
তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন ॥ ৭৩ ॥

ভোজনান্তে নিমাইর নির্জ্জনে পাঠাভ্যাস—

ভোজন করিয়া মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।
পুস্তক লইয়া গিয়া বসেন নির্জ্জনে ॥ ৭৪ ॥

একাগ্রতা দেখাইয়া স্বয়ং কলাপব্যাকরণ-সূত্রের টিপ্পনী-রচন—

আপনে করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী।
ভুলিলা পুস্তক রসে সর্ব্বদেব-মণি ॥ ৭৫ ॥

পুত্রের পাঠাভ্যাসে মনোযোগ-দর্শনে মিশ্রের হর্ষ বিহ্বলতা—

দেখিয়া আনন্দে ভাসে মিশ্র-মহাশয়।
রাত্রি দিনে হরিষে কিছুই না জানয় ॥ ৭৬ ॥

পুত্রমুখ-দর্শনে মিশ্রের অলৌকিক হর্ষ—

দেখিতে দেখিতে জগন্নাথ পুত্র-মুখ।
নিতি-নিতি পায় অনির্ব্বচনীয় সুখ ॥ ৭৭ ॥

সেব্য-পুত্রের রূপ-দর্শনে সেবক-পিতার সান্দ্রসেবানন্দ-সুখ-তন্ময়তা—

যেমতে পুত্রের রূপ করে মিশ্র পান।
'সশরীরে সাযুজ্য হইল কিবা তান!' ৭৮ ॥

মন্দ,—'খুঁৎ', ছিদ্র, দোষ ॥ ৬২ ॥

সর্ব্বজ্ঞ,—আদি-বিষ্ণুস্বামীর নামান্তর। তিনি পাণ্ড্য-দেশে চন্দনবন কল্যাণপুরে আবির্ভূত হন। বর্ত্তমান কলি-যুগে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবধর্ম্মে সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই প্রথম স্থান। তিনি বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া শ্রীজগন্নাথ-দেবকে সুন্দরাচলে লইয়া যান। •খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে বিজয়পাণ্ড্য আবির্ভূত হন। শ্রীপুরুষোত্তম বিজয় করিবারপর পাণ্ড্যরাজ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে বৌদ্ধগণ পুনরায় শ্রীজগন্নাথ-দেবকে নীলাচলে লইয়া যায়। কয়েক শতাব্দী পরে সুন্দর-পাণ্ড্যের রাজ্যাধিকার-কালে পুনরায় উত্তরদেশ-বিজয়ে আগমন সময়ে পূর্ব্বস্মৃতিক্রমে যে-স্থলে শ্রীজগন্নাথ দেবকে আনয়ন করা হয়, সেই সুন্দরাচল-নামে বৃক্ষবাটিকাই পরবর্ত্তিকালে গুণ্ডিচা-নামে খ্যাতি লাভ করে। এই ঘটনার কয়েক দিন পূর্ব্বে শ্রীশঙ্কর-শিষ্য পদ্মপাদাচার্য্য ছত্রভোগ-নামক স্থানে মঠ

বস্তুতঃ মিশ্রের সাযুজ্য-মুক্তির প্রতি বিতৃষ্ণা ও ফল্গু-বুদ্ধি—

সাযুজ্য বা কোন্ ঔপাধিক সুখ তানে।
সাযুজ্যাদি-সুখ মিশ্র অল্প করি' মানে॥ ৭৯॥

গ্রন্থকারের ভগবদ্বিশ্বম্ভরপিতা মিশ্রকে বন্দনা—

জগন্নাথমিশ্র-পা'য় বহু নমস্কার।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ পুত্ররূপে যাঁর॥ ৮০॥

নির্ম্মাণ করেন। পরে উহা শ্রীরামানুজাচার্য্যদ্বারা সমুদ্রতীরে স্থানান্তরিত হয়। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে 'সংক্ষেপ শারীরক'-নামে একখানি গ্রন্থ আছে; উহা 'সর্ব্বজ্ঞাত্ম-মুনি'-কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত। এই সর্ব্বজ্ঞাত্ম-মুনি কখনও বৈষ্ণবাচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ-মুনি নহেন। সর্ব্বজ্ঞ-মুনি—শুদ্ধাদ্বৈত-বাদের আদি-প্রবর্ত্তক। জৈন-সম্প্রদায়েও অপর একটী সর্ব্বজ্ঞের কথা প্রচারিত আছে। সর্ব্বজ্ঞ-সম্প্রদায়ে বৃহস্পতি-প্রভৃতি অনেকগুলি অধস্তন শিষ্য হইয়াছিলেন॥ ৬৬॥

গঙ্গার ওপার,—কুলিয়া অর্থাৎ বর্ত্তমান নবদ্বীপ-সহর॥

সূত্রের টিপ্পনী,—সর্ব্ববর্ম্মা-কৃত কাতন্ত্র-সূত্রের টীকার টীকা। সর্ব্বদেবমণি,—সর্ব্বেশ্বরেশ্বর॥ ৭৫॥

নিতিনিতি,—নিত্যই, প্রত্যহই॥ ৭৭॥

সশরীরে সাযুজ্য,—মায়াবদ্ধ জীবের স্থূল ও লিঙ্গ-দেহ অর্থাৎ উপাধিদ্বয় রহিত হইলেই ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তি বা সুষুপ্তি-দশা-লাভ ঘটে,—ইহাই কেবলাদ্বৈতবাদী জ্ঞানিগণের সিদ্ধান্ত। কিন্তু মায়াতীত অপ্রাকৃত ধাম গোলোকে বৎসল-রসের আশ্রয়বিগ্রহ বসুদেবাভিন্ন জগন্নাথ-মিশ্র পুত্রজ্ঞানে স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌরের রূপ-দর্শনে একান্ত তন্ময়তা বা তদ্গতচিত্ততা লাভ করিয়া সেবানন্দ-সাগরে এতই নিমগ্ন থাকিলেন যে, বহির্দর্শনে ভেদবাদী সাধারণ লোকে তাঁহাকে শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেব না জানিয়া তাহাদেরই ন্যায় একজন বদ্ধ-জীবজ্ঞানে ব্রহ্মসাযুজ্য বা সুষুপ্তি-দশাকেই বহুমাননপূর্ব্বক মনে করিত,—তিনি যেন স্থূল ও লিঙ্গ-দেহের সহিতই সাযুজ্যমুক্তি অর্থাৎ সুষুপ্তি-দশা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ (চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ ২৬৮—) "সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়। নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥" (ঐ মধ্য ৯ম পঃ ২৬৭—) "পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ। 'ফল্গু' করি' মুক্তি দেখে নরকের সম॥" ভা ৫।১৪।৪৩ শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেবকর্ত্তৃক ঋষভ-তনয় ভরতের শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তি-বর্ণন-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের শুদ্ধদ্বৈত-বিচারে সাযুজ্য-মুক্তির কথা উল্লিখিত আছে।

সেব্য শ্রীভগবানের সহিত সেবকবস্তু যুক্ত না হইলে সেব্য-সেবক-ভাবের সম্ভাবনা নাই,—এই অর্থেই বিষ্ণুভক্তি-লাভের 'সাযুজ্য' কথিত হইয়াছে। সেস্থলে 'সাযুজ্য'-শব্দে 'কৈবল্য' বা নির্ব্বাণ-মুক্তি উদ্দিষ্ট হয় নাই॥ ৭৮॥

কোন্,—কিসের (তুচ্ছার্থে)। তানে,—তাঁহার নিকট বা তাঁহার পক্ষে।

ঔপাধিক সুখ,—স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বারা স্থূলজগতে ও মনোময় রাজ্যে নিজেন্দ্রিয়তর্পণমূলক যে অনিত্য বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা-জনিত সুখোদয় হয়, তাহা আত্মারামদিগের নিরুপাধি গৌরকৃষ্ণ-সেবা-সুখ নহে।

অল্প,—ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, ফল্গু; চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ পঃ ৪৩ ও ৭ম পঃ ৮৫, ৯৭-৯৮—"কৃষ্ণদাসাভিমানে যে আনন্দসিন্ধু। কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥ * * পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু। ব্রহ্মাদি আনন্দ যাঁর নহে এক বিন্দু॥ কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তাঁর আগে খাতোদক-সম॥" শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে ১৪ অঃ ৩৬ শ্লোক—"ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে। সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥" ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-লঃ শুদ্ধ-ভক্তিমাহাত্ম্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে—"মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ। পুরুষার্থাস্তু চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ॥" ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥" শ্রীধরকৃত ভাবার্থদীপিকা-টীকায়—"ত্বৎকথামৃত-পাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্॥" "তত্রাপি চ বিশেষেণ গতিমণ্বী-মনিচ্ছতঃ। ভক্তির্হৃতমনঃপ্রাণান্ প্রেম্ণা তান্ কুরুতে জনান্॥" "শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ-সেবা-নির্বৃতচেতসাম্। এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ॥" এবং ভা ৩।৪।১৫; ৩।২৫।৩৪, ৩৬; ৪।৯।১০; ৪।২০।২৫; ৫।১৪।৪৩; ৬।১১।২৫; ৬।১৭।২৮; ৭।৬।২৫; ৭।৮।৪২; ৭৮।৩।২০; ৯।২১।১২; ১০।১৬।৩৭; ১১।১৪।১৪; ১১।২০।৩৪ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য॥ ৭৯॥

সেব্য-পুত্রদর্শনে সেবক-পিতার আনন্দ-সমুদ্রে মজ্জন—

এইমত মিশ্রচন্দ্র দেখিতে পুত্রেরে।
নিরবধি ভাসে বিপ্র আনন্দ-সাগরে ॥ ৮১ ॥

সৌন্দর্য্যে কামকোটি গৌর-রূপ-বর্ণন—

কামদেব জিনিয়া প্রভু সে রূপবান্।
প্রতি-অঙ্গে-অঙ্গে সে লাবণ্য অনুপম ॥ ৮২ ॥

অপ্রাকৃত-স্নেহবৎসল মিশ্রের মর্ত্ত্যাভিমানে পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কা—

ইহা দেখি' মিশ্রচন্দ্র চিন্তেন অন্তরে।
'ডাকিনী দানবে পাছে পুত্রে বল করে ॥' ৮৩ ॥

বিঘ্ননাশার্থ মিশ্রকর্ত্তৃক পুত্রকে কৃষ্ণের নিকট সমর্পণ-ফলে নিমাইর হাস্য—

ভয়ে মিশ্র পুত্রে সমর্পয়ে কৃষ্ণ-স্থানে।
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র আড়ে থাকি' শুনে ॥ ৮৪ ॥

পুত্র-রক্ষণার্থ কৃষ্ণসমীপে মিশ্রের প্রার্থনা—

মিশ্র বোলে,—'কৃষ্ণ, তুমি রক্ষিতা সবার।
পুত্রপ্রতি শুভদৃষ্টি করিবা আমার ॥ ৮৫ ॥

কৃষ্ণপদ-স্মরণকারীর আধিভৌতিকাদি বিঘ্ন-নাশ—

যে তোমার চরণ কমল স্মৃতি করে।
কভু বিঘ্ন না আইসে তাহান মন্দিরে ॥ ৮৬ ॥

কৃষ্ণস্মৃতিশূন্য স্থানেই বিঘ্নাধিষ্ঠান—

তোমার স্মরণ-হীন যে যে পাপ-স্থান।
তথায় ডাকিনী-ভূত-প্রেত-অধিষ্ঠান ॥ ৮৭ ॥

তথা হি (ভাঃ ১০।৬।৩)

ভগবচ্ছ্রবণকীর্ত্তনাদি-বর্জ্জিত স্থানেই বিঘ্নকারক অপদেবতাধিষ্ঠান—

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি ॥ ৮৮ ॥

কৃষ্ণের একান্ত শরণাপত্তি—

'আমি তোর দাস, প্রভু, যতেক আমার।
রাখিবা আপনে তুমি, সকল তোমার ॥ ৮৯ ॥

পুত্রের বিঘ্ন-রাহিত্য-প্রার্থনা—

অতএব যত আছে বিঘ্ন বা সঙ্কট।
না আসুক কভু মোর পুত্রের নিকট ॥' ৯০ ॥

সেব্যপুত্রের হিতার্থ বাৎসল্য রসাশ্রয়-বিগ্রহ মিশ্রের নিষ্কাম প্রার্থনা—

এইমত নিরবধি মিশ্র জগন্নাথ।
একচিত্তে বর মাগে তুলি' দুই হাত ॥ ৯১ ॥

একদিন স্বপ্নদর্শনে মিশ্রের হর্ষে বিষাদ—

দৈবে একদিন স্বপ্ন দেখি' মিশ্রবর।
হরিষে বিষাদ বড় হইল অন্তর ॥ ৯২ ॥

গোবিন্দ-সমীপে নিমাইর গৃহস্থ-লীলায় অবস্থান-প্রার্থনা—

স্বপ্ন দেখি' স্তব পড়ি' দণ্ডবৎ করে।
"হে গোবিন্দ, নিমাঞি রহুক মোর ঘরে ॥৯৩॥
সবে এই বর, কৃষ্ণ, মাগি তোর ঠাঞি।
'গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি' ॥" ৯৪ ॥

মিশ্রচন্দ্র,—কুলোপাধি বা নামের পশ্চাৎ সাধারণতঃ আদরার্থে চন্দ্র-শব্দটী ব্যবহৃত হয়।

ডাকিনী,—[ডাক অর্থাৎ রুদ্রানুচর পিশাচ—ইন্+ (স্ত্রীলিঙ্গে) ঈপ্], 'ডাইন', ভদ্রকালীর গণ, পিশাচী, মায়াবিনী, কুহকিনী।

দানব,—মহর্ষি কশ্যপের পত্নী প্রজাপতি-দক্ষের কন্যা দনুর গর্ভজাত সন্তান, দনুজ।

বল করে,—বল বা প্রভাব বিস্তার করে ॥ ৮৩ ॥

আড়ে,—আড়ালে, 'অন্তরালে'-শব্দের অপভ্রংশ ॥ ৮৪ ॥

রক্ষিতা,—রক্ষিতৃ-শব্দ, রক্ষাকর্ত্তা, ত্রাতা ॥ ৮৫ ॥

বিষ্ণুস্মৃতিবিহীন স্থানগুলিই পাপস্থান-নামে অভিহিত। সেই স্থানই অবর-যোনিপ্রাপ্ত ভূত-প্রেত-ডাকিনী প্রভৃতির বসতি-স্থল। ভগবদ্ভক্তগণই দেবতা। তাঁহাদের ভগবৎ-স্মৃতিপূর্ণ অবস্থিতি-ক্ষেত্রই পুণ্যময় স্থান বলিয়া পরিজ্ঞাত। (ভা ১০।২।২৭—) "তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ। ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপ-মূর্দ্ধসু প্রভো ॥" (ভা ১১।৪।১০—) "ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ সৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে। নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্ ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্ন মূর্দ্ধ্নি ॥" (ভা ৩।২২।৩৪—) "শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ। ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্ ॥" (গারুড়ে—) "ন চ

মিশ্রের বরযাচ্ঞায় সবিস্ময়ে শচীর তৎকারণ-জিজ্ঞাসা—

শচী জিজ্ঞাসয়ে বড় হইয়া বিস্মিত।
'এ সকল বর কেনে মাগ' আচম্বিত ?' ৯৫ ॥

পত্নী-সমীপে মিশ্রকর্তৃক নিমাইর ভাবিসন্ন্যাস-বর্ণন—

মিশ্র বোলে,—"আজি মুই দেখিলুঁ স্বপন।
নিমাঞি করয়াছে যেন শিখার মুণ্ডন ॥ ৯৬ ॥

দুর্ব্বাসসঃ শাপো বজ্রঞ্চাপি শচীপতেঃ। হন্তং সমর্থং পুরুষং হৃদিস্থে মধুসূদনে॥" (বৃহন্নারদীয়ে—) "যত্র পূজা-পরো বিষ্ণোস্তত্র বিঘ্নো ন বাধতে। রাজা চ তস্করশ্চাপি ব্যাধয়শ্চ ন সন্তি হি ॥ প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুষ্মাণ্ডা গ্রহা বালগ্রহাস্তথা। ডাকিন্যো রাক্ষসাশ্চৈব ন বাধন্তেঽচ্যুতার্চ্চকম্ ॥" (—ভক্তি-সন্দর্ভে ১২২ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য ॥ ৮৬-৮৭ ॥

ভয়ঙ্করী বালঘাতিনী পূতনা কংসকর্তৃক প্রেরিতা হইয়া গ্রামে গ্রামে শিশুহত্যা করিয়া বেড়াইতেছে, শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত শঙ্কাকুলচিত্ত রাজা পরীক্ষিৎকে শ্রীশুকদেব অভয় প্রদান করিয়া বলিতেছেন,—

অন্বয়। স্বকর্ম্মসু (যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানেষু প্রবর্ত্তমানাঃ) যত্র (পুরাদিষু) সাত্বতাং (ভক্তানাং বৈষ্ণবানাং) ভর্ত্তুঃ (পালকস্য রক্ষকস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যেত্যর্থঃ) রক্ষোঘ্নানি (রক্ষাংসি বিঘ্নান্ ইত্যর্থঃ ঘ্নন্তি বিনাশয়ন্তি যানি তানি) শ্রবণাদীনি (শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি মুখ্যভক্ত্যঙ্গানি) ন কুর্ব্বন্তি, তত্র (তস্মিন্ কৃষ্ণ-শ্রবণ-বর্জ্জিত-স্থানে) হি (এব) যাতুধান্যঃ চ (রাক্ষস্যঃ প্রভবন্তি চ ইতি শেষঃ) ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ। যজ্ঞাদি স্ব-স্ব-কর্ম্মানুষ্ঠানাদিতে প্রবৃত্ত জনগণ যে-স্থানে ভক্তপালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রক্ষঃ প্রভৃতি বিঘ্নবিনাশক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠান করে না, সে-স্থানেই রাক্ষসীগণ প্রভাব বিস্তার করে ॥ ৮৮ ॥

তথ্য। 'শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শঙ্কমান রাজা-পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেব 'পূতনা অবিষয়ে প্রবৃত্তা হইয়াছে, সে নিশ্চয়ই মরিবে' ইহা বলিতে গিয়া এই শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। যে-স্থানে শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি (ভক্তির অনুষ্ঠান) নাই, সেই স্থানেই উহাদের শক্তি (লাগে বা বিদ্যমান); পরন্তু সাক্ষাদ্ভগবান্ বর্ত্তমান থাকিলে আর ভয় কি ?—ইহাই ভাবার্থ।" (শ্রীধর)

'পূতনা শিশুহত্যা করিয়া বেড়াইতেছে,—ইহা শুনিয়া যদি আশঙ্কা হয়,—আহা, শ্রীনন্দ-ব্রজবালকগণের তৎকালে কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল ? তদুত্তরে শ্রীশুকদেব এই শ্লোক বলিতেছেন। যজ্ঞাদি স্বকর্ম্মসমূহে মিশ্রভাবেও যদি শ্রীকৃষ্ণের-শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করা যায়, তাহা হইলেও রাক্ষসী প্রভৃতি প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে না; আর প্রধানভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিলে ত' আদৌ পারে না; 'সাত্বত অর্থাৎ ভক্তগণের পতির' এই বাক্যে ভগবানের নিজনাম-শ্রবণকীর্ত্তনাদি প্রভাবে ত' কথাই নাই, ভক্তগণেরও নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-প্রভাবে রাক্ষসাদি বিনষ্ট হয়। ভগবন্নাম-শ্রবণকীর্ত্তন-বর্জ্জিত স্থানেই উহারা প্রভুত্ব লাভ করে।' অথবা, শ্লোকটীর এইরূপ অর্থও হইতে পারে,—

এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে,—'তাহা হইলে তৎকালে সকল শিশুই কি পূতনা-কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল ?' তদুত্তরে শ্রীশুকদেব এই শ্লোক বলিতেছেন। এস্থলে পূর্ব্ববৎ অর্থ করিতে হইবে। তৎকালে কৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী শিশুগণ-ব্যতীত অন্য যে-সকল ভগবদ্বিমুখ কংসপক্ষীয় বালক ছিল, শ্রীভগবান্ তাহাদিগকে সেই পূতনা-দ্বারাই হত্যা করাইয়াছিলেন,—ইহাই ভাবার্থ। এতদ্দ্বারা কংসের মূঢ়তাই প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে যে সেই সাক্ষাদ্ভগবানের অধিষ্ঠান-সত্ত্বেও ব্রজে তাদৃশী দুষ্টা পূতনার আগমন এবং তাদৃশ উৎপাত করিয়াছিল, তাহা নিখিল-লোকানন্দক শ্রীভগবৎ-লীলা-সম্পদের নিমিত্ত এবং স্বীয় জননীপ্রভৃতি ব্রজবাসিগণের নিজবিষয়ক প্রেমবিশেষের বর্দ্ধন নিমিত্ত ভগবানের স্বরসবর্দ্ধিনী লীলা-শক্তি-দ্বারাই সম্পাদিত হয়,—ইহাই ভাবার্থ। এস্থলে লীলা-শব্দে বৈকুণ্ঠে মুখ্যা-শক্তিত্রয়ের অন্যতমা এবং বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় বৃন্দারূপেই তাঁহাকে জানিতে হইবে।' (শ্রীজীবপ্রভু-কৃত 'লঘুতোষণী')।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শঙ্কমান পরীক্ষিৎ-রাজাকে শ্রীশুকদেব 'পূতনা অবিষয়ে প্রবৃত্তা হইয়াছে, সে নিশ্চয়ই মরিবে' ইহা বলিতে গিয়া এই শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। দৃষ্ট ও অদৃষ্টফল স্ব-স্ব কর্ম্মসমূহে প্রবৃত্ত জনগণ যে-সকল পুর-গ্রামাদিতে সাত্বত-পতি শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করে না, সেই সকল স্থানেই রাক্ষসীগণ প্রভুত্ব বিস্তার করে। যে-

সন্ন্যাসি-বেশী নিমাইর পরমৈশ্বর্য্য-বর্ণন—

অদ্ভুত সন্ন্যাসি-বেশ কহনে না যায়।
হাসে নাচে কান্দে 'কৃষ্ণ' বলি' সর্ব্বদায়॥ ৯৭॥

তদবস্থ নিমাইর চতুর্দ্দিকে অদ্বৈতাদি ভক্তগণের কীর্ত্তন-দর্শন—

অদ্বৈত-আচার্য্য-আদি যত ভক্তগণ।
নিমাঞি বেড়িয়া সবে করেন কীর্ত্তন॥ ৯৮॥

বিষ্ণু-সিংহাসনে নিমাইর উপবেশন ও মহৈশ্বর্য্য-দর্শন—

কখনো নিমাঞি বৈসে বিষ্ণুর খট্টায়।
চরণ তুলিয়া দেয় সবার মাথায়॥ ৯৯॥

ব্রহ্মরুদ্রাদিকর্ত্তৃক বিশ্বম্ভর-স্তব-দর্শন—

চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ, সহস্রবদন।
সবেই গায়েন,—"জয় শ্রীশচীনন্দন'॥ ১০০॥

অপ্রাকৃত শুদ্ধবাৎসল্য-বিগ্রহ মিশ্রের পুত্রের পরমৈশ্বর্য্য-দর্শনে ভয় ও বিস্ময়—

মহানন্দে চতুর্দ্দিকে সবে স্তুতি করে।
দেখিয়া আমার ভয়ে বাক্য নাহি স্ফুরে॥১০১॥

অসংখ্যভক্তসহ নর্ত্তনরত নিমাইর নগর-সঙ্কীর্ত্তন-দর্শন—

কতক্ষণে দেখি,—কোটি কোটি লোক লৈয়া।
নিমাই বুলেন প্রতিনগরে নাচিয়া॥ ১০২॥

অসংখ্য ভক্তের ব্রহ্মাণ্ডভেদী হরিধ্বনি—

লক্ষ কোটি লোক নিমাঞির পাছে ধায়।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া সবে হরিধ্বনি গায়॥ ১০৩॥

সর্ব্বত্র বিশ্বম্ভর-স্তুতি-ধ্বনি-শ্রবণ; ভক্তগণ-সহ নীলাচলে গমন-দর্শন—

চতুর্দ্দিকে শুনি মাত্র নিমাঞির স্তুতি।
নীলাচলে যায় সর্ব্ব-ভক্তের সংহতি॥ ১০৪॥

স্বপ্নদর্শনে পুত্রের ভাবি-সন্ন্যাস-স্মরণে মিশ্রের দুশ্চিন্তা—

এই স্বপ্ন দেখি' চিন্তা পাও সর্ব্বথায়।
'বিরক্ত হইয়া পাছে পুত্র বাহিরায়'॥" ১০৫॥

পতিকে শচীর আশ্বাস-প্রদান—

শচী বোলে,—"স্বপ্ন তুমি দেখিলা গোসাঞি।
চিন্তা না করিহ' ঘরে রহিবে নিমাঞি॥ ১০৬॥

পতি-সমীপে পুত্রের বিদ্যা-বিলাসাসক্তি-বর্ণন—

পুঁথি ছাড়ি' নিমাঞি না জানে কোন কর্ম্ম।
বিদ্যা রস তাঁর হইয়াছে সর্ব্বধর্ম্ম॥" ১০৭॥

পুত্রস্নেহমুগ্ধ বিপ্রদম্পতির পুত্র-সম্বন্ধে পরস্পর বিবিধ আলাপ—

এইমত পরম উদার দুই জন।
নানা কথা কহে, পুত্র-স্নেহের কারণ॥ ১০৮॥

স্থানে প্রধানভাবেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণকীর্ত্তনাদি করা যায়, সেইস্থলে ত' উহারা অত্যাচার করিবেই না; আর যে-স্থানে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণকীর্ত্তনাদিই করা যায়, অন্য কোন কর্ম্ম করা হয় না, সেই স্থানে উহাদের অত্যাচার নিতান্ত অসম্ভব, আর যে-স্থানে সাক্ষাদ্ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হইয়া বিরাজমান, সেস্থান সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? (শ্রীচক্রবর্ত্তিকৃত সারার্থদর্শিনী)॥ ৮৮॥

সঙ্কট,—[সম্+কট্ (আবরণে)+অ], দুঃখ, কষ্ট॥ ৯০॥

আচম্বিত,—সংস্কৃত 'অসম্ভাবিত' হইতে হিন্দী 'আচম্ভা-শব্দ', তাহা হইতে 'আচম্বিৎ', অকস্মাৎ, হঠাৎ॥ ৯৫॥

শিখার মুণ্ডন,—একদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ অগ্নিতে যজ্ঞসূত্র প্রক্ষেপণ ও স্বীয় শিখা-মুণ্ডন করিয়া থাকেন। ইহা পূর্ব্বাচরিত বৌদ্ধ শ্রমণগণের অনুগমনে তাৎকালিক সন্ন্যাসরীতি-মাত্র। বৈদিক-সন্ন্যাসিগণ চিরকালই ত্রিদণ্ড গ্রহণ ও শিখা-সূত্র সংরক্ষণ করেন। বৌদ্ধ-বিচারক্রমে শিখা-সূত্র পরিহার করিয়াও একদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ প্রায়ই 'বৈদিক সন্ন্যাসী' বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করেন। অবশ্য পরমহংসা-বস্থায় কাষায় বসন ও শিখা সূত্রাদি-সংরক্ষণের আবশ্যকতা না থাকিলেও কুটীচকাদি-সন্ন্যাসাবস্থায় পারমহংস্য-বেশ-গ্রহণ নিষিদ্ধ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে উত্তর-ভারতে শঙ্করা-চার্য্যের অনুগত একদণ্ডিগণের প্রবল আধিপত্য ছিল। সাধারণ্যে তাৎকালিক প্রচলিত বিধানানুযায়ী শিখা-মুণ্ডনই সন্ন্যাসাশ্রমের লক্ষণরূপে গৃহীত ও নির্দ্দিষ্ট হইত॥ ৯৬॥

চতুর্ম্মুখ,—ব্রহ্মা; পঞ্চমুখ,—শিব; সহস্রবদন,—শ্রীশেষ, বা অনন্ত॥ ১০০॥

বিরক্ত,—বিরাগী, সন্ন্যাসী, ত্যাগী; বাহিরায়,—গৃহ হইতে বহির্গত বা বাহির হইয়া যায় অর্থাৎ গৃহত্যাগ করে বা সন্ন্যাস গ্রহণ করে॥ ১০৫॥

গোসাঞি,—এস্থলে, বৈষ্ণব-পণ্ডিতকে সম্বোধন করিয়া ব্যবহৃত, আর্য্যপুত্র॥ ১০৬॥

শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবাভিন্ন মিশ্রের অন্তর্দ্ধান—

হেনমতে কত দিন থাকি' মিশ্রবর।
অন্তর্দ্ধান হৈলা নিত্যশুদ্ধ-কলেবর॥ ১০৯॥

দশরথান্তর্দ্ধানে শ্রীরামের ন্যায় পিতৃরূপী ভক্তবরের বিরহে ভগবানের ক্রন্দন-লীলা—

মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিলা বিস্তর।
দশরথ-বিজয়ে যেহেন রঘুবর॥ ১১০॥

ভগবদ্‌গৌরেচ্ছায় শচীর জীবন-ধারণ—

দুর্নিবার শ্রীগৌরচন্দ্রের আকর্ষণ।
অতএব রক্ষা হৈল আইর জীবন॥ ১১১॥

মিশ্রনির্য্যাণে শ্রোতা ও কথক উভয়ের দুঃখভার-লাঘবার্থ সংক্ষেপে মিশ্র-প্রয়াণ-বর্ণন—

দুঃখ বড়,—এ সকল বিস্তার করিতে।
দুঃখ হয়,—অতএব কহিলুঁ সংক্ষেপে॥ ১১২॥

সমাতৃক নিমাইর পিতৃশোক-সম্বরণ—

হেনমতে জননীর সঙ্গে গৌরহরি।
আছেন নিগূঢ়রূপে আপনা' সম্বরি'॥ ১১৩॥

পিতৃহীন-পুত্র-বৎসলা শচী-মাতা—

পিতৃহীন বালক দেখিয়া শচী আই।
সেই পুত্র-সেবা বই আর কার্য্য নাই॥ ১১৪॥

একান্ত পুত্রগতপ্রাণা শচী-ঠাকুরাণী—

দণ্ডেক না দেখে যদি আই গৌরচন্দ্র।
মূর্চ্ছা পায়ে আই দুই চক্ষে হঞা অন্ধ॥ ১১৫॥

শচী-মাতাকে নিমাইর প্রবোধ-দান—

প্রভুও মায়েরে প্রীতি করে নিরন্তর।
প্রবোধেন তানে বলি' আশ্বাস-উত্তর॥ ১১৬॥

স্ব-সম্বন্ধে অন্বয়ভাবে মাতাকে সর্ব্ববৈভবযুক্তা বলিয়া আশ্বাস-দান—

"শুন, মাতা, মনে কিছু না চিন্তিহ তুমি।
সকল তোমার আছে, যদি আছি আমি॥১১৭॥

মাতাকে ব্রহ্মা-রুদ্রেরও দুষ্প্রাপ্য সম্পৎ প্রদানে স্বীকার—

ব্রহ্মা-মহেশ্বরের দুর্ল্লভ লোকে বোলে।
তাহা আমি তোমারে আনিয়া দিমু হেলে॥"১১৮

পুত্রমুখ-দর্শনে শচীর আত্ম-বিস্মৃতি—

শচীও দেখিতে গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ।
দেহস্মৃতিমাত্র নাহি, থাকে কিসে দুঃখ? ১১৯॥

বাঞ্ছাকল্পতরু-ভগবজ্জননীর দুঃখ-রাহিত্য ও সচ্চিদানন্দত্ব—

যাঁর স্মৃতিমাত্রে পূর্ণ হয় সর্ব্ব কাম।
সে-প্রভু যাঁহার পুত্ররূপে বিদ্যমান॥ ১২০॥

জগন্নাথ-মিশ্রের কলেবর সাত্ত্বিক-গুণত্রয়-জাত অশুদ্ধ বা অনিত্য নহে। তিনি ত্রিগুণাতীত সাক্ষাৎ শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেব-তত্ত্ব; তাঁহাতেই শ্রীগৌরচন্দ্রের নিত্য আবির্ভাব। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, (ভা ৪।৩।২৩)—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥"

শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র ও শ্রীশচী-দেবীর কলেবরকে প্রাকৃত অনভিজ্ঞ লোকগণ আপনাদের ন্যায় প্রা[illegible]-গুণজাত সত্তা-মাত্র মনে করিয়া তদ্রসুত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের কলেবরকেও বদ্ধজীব-দেহসদৃশ প্রাকৃত ভোগ্য দ্রব্য বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ বিষ্ণুর ও বৈষ্ণবের দেহ কখনও প্রাকৃত নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত। বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁহাদের প্রাকৃতগুণজাত জন্ম বা মৃত্যু নাই, তাঁহারা বিশ্ব-সৃষ্টির পূর্ব্বে, মধ্য ও অন্তে নিত্যস্থিতিশীল। পাদ্মোত্তর-খণ্ডে ২৫৭ অঃ ২৫৭-২৫৮—"যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ। তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া॥ পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তদ্‌বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্। ন কর্ম্ম-বন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥" ১০৯॥

বিজয়ে,—প্রয়াণে বা নির্য্যাণে; পাঠান্তরে,—বিরহে, বিয়োগে। দশরথ-বিজয়ে,—রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ১০৩ সর্গে ১-৩, ৬, ৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য॥ ১১০॥

দুর্নিবার,—অপ্রতিহত, অনিবার্য্য; গৌরচন্দ্রের আকর্ষণ,—গৌরকৃষ্ণের প্রেমাকর্ষণ॥ ১১১॥

দণ্ডেক,—এক দণ্ড; মূর্চ্ছা পায়,—মূর্চ্ছিত বা অচেতন হয়। দুই চক্ষে হঞা অন্ধ,—যেহেতু নিমাই শচীমাতার নয়নতারা ছিলেন॥ ১১৫॥

প্রবোধেন,—প্রবোধ বা সান্ত্বনা দান করেন। আশ্বাস-উত্তর,—আশ্বাস, প্রবোধ বা উৎসাহ-জনক উত্তর॥ ১১৬॥

তাহার কেমতে দুঃখ রহিবে শরীরে ?
আনন্দস্বরূপ করিলেন জননীরে ॥ ১২১ ॥

স্বীয় অচিন্ত্য প্রভাবে বিপ্রতনয়রূপে গৌর নারায়ণের লীলা—

হেনমতে নবদ্বীপে বিপ্রশিশুরূপে।
আছেন বৈকুণ্ঠনাথ স্বানুভব-সুখে ॥ ১২২ ॥

বহির্দৃষ্টিতে দারিদ্র্য-প্রদর্শন-সত্ত্বেও নিমাইর মহৈশ্বর্য্যশালীর ন্যায় ইচ্ছা ও আদেশ—

ঘরে মাত্র হয় দরিদ্রতার প্রকাশ।
আজ্ঞা,—যেন মহামহেশ্বরের বিলাস ॥ ১২৩ ॥

স্বাভীষ্ট-পূরণে সেবকের বিলম্ব প্রকাশে নিমাইর ক্রোধাভিনয়—

কি থাকুক, না থাকুক,—নাহিক বিচার।
চাহিলেই না পাইলে রক্ষা নাহি আর ॥ ১২৪ ॥

ক্রোধভরে নিমাইর অত্যাচার-লীলা—

ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলেন সেইক্ষণে।
আপনার অপচয়, তাহা নাহি জানে ॥ ১২৫ ॥

পুত্রস্নেহ বৎসলা শচীর পুত্রকে তদভীষ্টদ্রব্য দ্বারা সান্ত্বন—

তথাপিহ শচী যে চাহেন, সেইক্ষণে।
নানা-যত্নে দেন পুত্রস্নেহের কারণে। ১২৬ ॥

একদা গঙ্গাস্নানে গমনকালে নিমাইর মাতৃসমীপে স্বীয় স্নান ও গঙ্গাপূজার দ্রব্য প্রার্থনা—

একদিন প্রভু চলিলেন গঙ্গাস্নানে।
তৈল, আমলকী চাহে জননীর স্থানে ॥ ১২৭ ॥

"দিব্য-মালা সুগন্ধি-চন্দন দেহ' মোরে।
গঙ্গাস্নান করি' চাঙ গঙ্গা পূজিবারে ॥" ১২৮ ॥

কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষার্থ পুত্রকে মাতার অনুরোধ—

জননী কহেন,—"বাপ, শুন মন দিয়া।
ক্ষণেক অপেক্ষা কর, মালা আনি গিয়া ॥"১২৯॥

অপেক্ষার্থ বলিবামাত্র নিমাইর ক্রোধাভিনয়—

'আনি গিয়া' যেই-মাত্র শুনিলা বচন।
ক্রোধে রুদ্র হইলেন শচীর নন্দন ॥ ১৩০ ॥

বিলম্বে অসহিষ্ণুতা দেখাইয়া ক্রোধভরে নিমাইর গৃহ প্রবেশ—

"এখন যাইবা তুমি মালা আনিবারে!"
এত বলি' ক্রুদ্ধ হঞা প্রবেশিলা ঘরে ॥ ১৩১ ॥

নিরঙ্কুশেচ্ছাময় শ্রীচৈতন্য-নারায়ণের স্বীয় চিৎ সংস্পর্শ-দ্বারা জীবভোগ্য জড়দ্রব্যের ভঙ্গুরতা ও নশ্বরতা-শিক্ষা-দান—

যতেক আছিল গঙ্গাজলের কলস।
আগে সব ভাঙ্গিলেন হই' ক্রোধবশ ॥ ১৩২ ॥
তৈল, ঘৃত, লবণ আছিল যাতে যাতে।
সর্ব্ব চূর্ণ করিলেন ঠেঙ্গা লই' হাতে ॥ ১৩৩ ॥
ছোট বড় ঘরে যত ছিল 'ঘট' নাম।
সব ভাঙ্গিলেন ইচ্ছাময় ভগবান্ ॥ ১৩৪ ॥
গড়াগড়ি যায় ঘরে তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ।
তণ্ডুল, কার্পাস ধান্য, লোণ, বড়ী, মুদগ ॥ ১৩৫ ॥

দেহস্মৃতি···দুঃখ,—অর্থাৎ আনন্দলীলাময়বিগ্রহ নিমাইর বদন-কমল-দর্শনে বৈকুণ্ঠবাসী তদীয় আশ্রয়জাতীয় মুক্ত সেবকবর্গের দেহস্মৃতি বা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা আদৌ থাকে না। নশ্বর ভোগভূমিকা দেবীধামেই অবিদ্যা-গ্রস্ত গৌর কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধজীবগণের মধ্যে জড়দেহস্মৃতি অর্থাৎ দেহাত্ম-বুদ্ধিমূলক গৌণত্ব বর্ত্তমান বলিয়া তাহারা প্রপঞ্চে ত্রিবিধ দুঃখ অনুভব করে। শচীদেবী—শুদ্ধসত্ত্বচিদানন্দময়ী, তিনি—নিত্যমুক্ত ও অপ্রাকৃত-বাৎসল্যরসের আশ্রয়বিগ্রহ, সুতরাং নিরন্তর গৌরসেবা-পরায়ণা শচীদেবীর হৃদয়ে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার অবকাশ না থাকায় কিরূপে তিনি অবিদ্যা-জনিত ত্রিবিধ দুঃখে ক্লিষ্ট হইতে পারেন? ১২১ ॥

স্বানুভব-সুখে,—নিমাই অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর-বস্তু। তাঁহার বদ্ধজীবের ন্যায় অবিদ্যা-জনিত ঔপাধিক স্থূলসূক্ষ্ম নশ্বর দেহদ্বয়ের সুখানুভূতি নাই। তিনি আত্মারাম ও চিন্ময় অনুভববিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা নিত্যানন্দময়। পাঠান্তরে,—'স্বানুভাব সুখে' অর্থাৎ স্বীয় অনুভাব বা ঐশ্বর্য্য জনিত আনন্দভরে ॥ ১২২ ॥

দরিদ্রতার প্রকাশ,—(জড়ীয় স্থূল বহির্দর্শনে) জীবসদৃশ দৈন্যের মূর্তি বা চেহারা-মাত্র; কেননা, যে-স্থানে ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ শ্রীগৌর-নারায়ণের অধিষ্ঠান, সে-স্থানে প্রাকৃত হেয় ঐশ্বর্য্যরাহিত্য বা দারিদ্র্যের অভাব। যেন মহামহেশ্বরের বিলাস,—যেন ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা, ক্রীড়া বা লীলা ॥ ১২৩ ॥

চাঙ,—চাই, ইচ্ছা করি ॥ ১২৮ ॥

যতেক আছিল সিকা টানিয়া-টানিয়া।
ক্রোধাবেশে ফেলে প্রভু ছিণ্ডিয়া-ছিণ্ডিয়া ॥১৩৬
বস্ত্র আদি যত কিছু পাইলেন ঘরে।
খান্-খান্ করি' চিরি' ফেলে দুই-করে ॥ ১৩৭ ॥
সব ভাঙ্গি' আর যদি নাহি অবশেষ।
তবে শেষে গৃহপ্রতি হৈল ক্রোধাবেশ ॥ ১৩৮ ॥

সকলেরই ক্রুদ্ধ নিমাইকে নিবারণের সাহসাভাব—

দোহাতিয়া ঠেঙ্গা পাড়ে গৃহের উপরে।
হেন প্রাণ নাহি কারো যে নিষেধ করে ॥১৩৯॥

অতঃপর বৃক্ষনাশ-চেষ্টা—

ঘর দ্বার ভাঙ্গি' শেষে বৃক্ষেরে দেখিয়া।
তাহার উপরে ঠেঙ্গা পাড়ে দোহাতিয়া ॥ ১৪০ ॥

অবশেষে ক্রোধভরে ভূপৃষ্ঠে আঘাত—

তথাপিহ ক্রোধাবেশে ক্ষমা নাহি হয়।
শেষে পৃথিবীতে ঠেঙ্গা নাহি সমুচ্চয় ॥ ১৪১ ॥

নিমাইর ক্রোধাবেশ-দর্শনে শচীর ত্রাস—

গৃহের উপান্তে শচী সশঙ্কিত হৈয়া।
মহাভয়ে আছেন যেহেন লুকাইয়া ॥ ১৪২ ॥

ধর্ম্মবর্ম্মা গৌর-নারায়ণের মাতৃরূপি ভক্ত-মর্য্যাদা-রক্ষণ—

ধর্ম্মসংস্থাপক প্রভু ধর্ম্ম-সনাতন।
জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন ॥ ১৪৩ ॥
এতাদৃশ ক্রোধ আরো আছেন ব্যঞ্জিয়া।
তথাপিহ জননীরে না মারিলা গিয়া ॥ ১৪৪ ॥

সর্ব্বশেষে তীব্র অভিমান-ভরে নিমাইর ভূমিতে বিলুণ্ঠন—

সকল ভাঙ্গিয়া শেষে আসিয়া অঙ্গনে।
গড়াগড়ি যাইতে লাগিলা ক্রোধ-মনে ॥ ১৪৫ ॥

গৌরের ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ-শোভা—

শ্রীকনক-অঙ্গ হৈলা বালুকা-বেষ্টিত।
সেই হৈল মহাশোভা অকথ্য-চরিত ॥ ১৪৬ ॥

কিয়ৎক্ষণান্তে গৌরের স্থিরভাবে শয়ন—

কতক্ষণে মহাপ্রভু গড়াগড়ি দিয়া।
স্থির হই' রহিলেন শয়ন করিয়া ॥ ১৪৭ ॥

গৌর-নারায়ণের যোগনিদ্রায় শয়ন—

সেইমতে দৃষ্টি কৈলা যোগ-নিদ্রা প্রতি।
পৃথিবীতে শুই' আছে বৈকুণ্ঠের পতি ॥ ১৪৮ ॥

শেষশায়ী লক্ষ্মীপতি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী গৌর-নারায়ণ—

অনন্তের শ্রীবিগ্রহে যাঁহার শয়ন।
লক্ষ্মী যাঁর পাদ-পদ্ম সেবে অনুক্ষণ ॥ ১৪৯ ॥

শ্রুতিবিমৃগ্য সৃষ্টিস্থিতিলয়েশ, শিববিরিঞ্চিধ্যাত গৌর-নারায়ণের বৈকুণ্ঠাভিন্ন শচী-প্রাঙ্গণে যোগনিদ্রা—

চারিবেদে যে-প্রভুরে করে অন্বেষণে।
সে প্রভু যায়েন নিদ্রা শচীর অঙ্গনে ॥ ১৫০ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে ভাসে।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করয়ে যাঁর দাসে ॥ ১৫১ ॥
ব্রহ্মা-শিব-আদি মত্ত যাঁর গুণধ্যানে।
হেন প্রভু নিদ্রা যা'ন শচীর অঙ্গনে ॥ ১৫২ ॥

স্বেচ্ছায় গৌর-নারায়ণের যোগনিদ্রা-দর্শনে দেবগণের বিস্ময়—

এইমত মহাপ্রভু স্বানুভব-রসে।
নিদ্রা যায় দেখি' সর্ব্বদেবে কান্দে হাসে ॥১৫৩॥

পুত্রসম্মুখে শচীর মালা ও গঙ্গাপূজোপকরণ-প্রদর্শন—

কতক্ষণে শচীদেবী মালা আনাইয়া।
গঙ্গা পূজিবার সজ্জ প্রত্যক্ষ করিয়া ॥ ১৫৪ ॥

রুদ্র,—শিবের সংহার-মূর্ত্তি; ভীষণ, উগ্র, প্রচণ্ড, উদ্দীপ্ত ॥

লোণ,—লবণ-শব্দের প্রাকৃত রূপ ॥ ১৩৫ ॥

সিকা,—পাত্র-মধ্যে বিবিধদ্রব্য-রক্ষণার্থ ঊর্দ্ধ হইতে লম্বমান সূত্র বা রজ্জুনির্ম্মিত আধার ॥ ১৩৬ ॥

খান্-খান্,—'খণ্ড খণ্ড'-শব্দ জাত; টুক্‌রা টুক্‌রা।

চিরি'—সংস্কৃত ছিদ্-ধাতু হইতে 'ছিঁড়া', 'ছিণ্ডা' 'ছেঁড়া', তাহা হইতে চিরা, চেরা, বিদারণ, ছেদন (করা) ॥ ১৩৭ ॥

দোহাতিয়া ঠেঙ্গা পাড়ে,—দুই হাত দিয়া লাঠি মারিতে লাগিলেন। দোহাতিয়া,—দুই হস্তে, দুই হস্তের সাহায্যে বা দুই হাত চালাইয়া; ঠেঙ্গা,—'দণ্ড'-শব্দ হইতে 'ডাণ্ডা', তাহা হইতে 'ড্যাঙ্গা', তাহা হইতে 'ঠেঙ্গা', লাঠি, যষ্টি। পাড়ে,—(ণিজন্ত) 'পড়া'-ধাতু হইতে 'পাড়ন'-ধাতু (আঘাতেচ্ছায় পাতিত করা) নিষ্পন্ন ॥ ১৩৯ ॥

উপান্তে,—উপকণ্ঠে, প্রান্তে, একপার্শ্বে ॥ ১৪২ ॥

ব্যঞ্জিয়া,—ব্যঞ্জনা করিয়া, ব্যক্ত বা প্রকাশ করিয়া ॥১৪৪॥

অকথ্য-চরিত—অবর্ণনীয়-মহিমাযুক্ত ॥ ১৪৬ ॥

পুত্রের গাত্রস্থ ধূলি-পরিষ্করণ—

ধীরে-ধীরে পুত্রের শ্রীঅঙ্গে হস্ত দিয়া।
ধূলা ঝাড়ি' তুলিতে লাগিলা দেবী গিয়া॥১৫৫॥

পুত্রকে মালা ও পূজোপকরণ-প্রদান—

"উঠ উঠ, বাপ, মোর, হের, মালা ধর।
আপন ইচ্ছায় গিয়া গঙ্গা পূজা কর॥ ১৫৬॥

পুত্রের দ্রব্য-নাশ-সত্ত্বেও শচীর সহিষ্ণুতা—

ভাল হৈল, বাপ, যত ফেলিলা ভাঙ্গিয়া।
যাউক তোমার সব বালাই লইয়া॥" ১৫৭॥

গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নিমাইর স্নানার্থ গমন—

জননীর বাক্য শুনি' শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলা করিতে স্নান লজ্জিত-অন্তর॥ ১৫৮॥

গৃহ মার্জ্জনপূর্ব্বক শচীর রন্ধনোদ্যোগ—

এথা শচী সর্ব্বগৃহ করি' উপস্কার।
রন্ধনের উদ্যোগ লাগিলা করিবার॥ ১৫৯॥

পুত্র-কৃত সহস্র ক্ষতি-সত্ত্বেও পুত্রগতপ্রাণা শচীর ক্ষোভরাহিত্য—

যদ্যপিহ প্রভু এত করে অপচয়।
তথাপি শচীর চিত্তে দুঃখ নাহি হয়॥ ১৬০॥

কৃষ্ণ যশোদার সহিত নিমাই শচীর উপমা—

কৃষ্ণের চাপল্য যেন অশেষ-প্রকারে।
যশোদা সহিলেন গোকুল-নগরে॥ ১৬১॥

পুত্রবৎসলা শচীর গৌর-নির্যাতন-সহিষ্ণুতা—

এইমত গৌরাঙ্গের যত চঞ্চলতা।
সহিলেন অনুক্ষণ শচী জগন্মাতা॥ ১৬২॥

পরমেশ্বররূপি-পুত্রে ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিহীনা শুদ্ধবাৎসল্যময়ী শচীর তৎকৃত সমস্ত চাপল্য স্বচ্ছন্দে সহন—

ঈশ্বরের ক্রীড়া জানি কহিতে কতেক।
এইমত চঞ্চলতা করেন যতেক॥ ১৬৩॥

সহিষ্ণুতায় পৃথ্বীসমা শচীমাতা—

সকল সহেন আই কায়-বাক্য মনে।
হইলেন শচী যেন পৃথিবী আপনে॥ ১৬৪॥

গঙ্গাস্নানান্তে নিমাইর গৃহাগমন—

কতক্ষণে মহাপ্রভু করি' গঙ্গাস্নান।
আইলেন গৃহে ক্রীড়াময় ভগবান্॥ ১৬৫॥

বিষ্ণু ও তদীয় পূজান্তে নিমাইর ভোজনারম্ভ—

বিষ্ণুপূজা করি' তুলসীরে জল দিয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥ ১৬৬॥

ভোজন ও আচমনান্তে প্রভুর তাম্বূল চর্ব্বণ—

ভোজন করিয়া প্রভু হৈলা হর্ষ-মন।
আচমন করি' করেন তাম্বূল চর্ব্বণ॥ ১৬৭॥

পুত্রকে চাপল্য-কারণ-জিজ্ঞাসা—

ধীরে-ধীরে আই তবে বলিতে লাগিলা।
"এত অপচয়, বাপ, কি-কার্য্যে করিলা? ১৬৮॥

মাতৃরূপি-ভক্ত কর্ত্তৃক তদীয় সর্ব্বস্বে সেব্য-পুত্রের স্বত্বাধিকার জ্ঞাপন—

ঘর দ্বার দ্রব্য যত, সকলি তোমার।
অপচয় তোমার সে, কি দায় আমার? ১৬৯॥

নিত্যশুদ্ধভাবময় ভগবদ্গৃহে অর্থাভাব-জ্ঞাপন—

পড়িবারে তুমি বোল এখনি যাইবা।
ঘরেতে সম্বল নাহি,—কালি কি খাইবা?" ১৭০॥

নিমাইর হাস্য, একমাত্র ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণেরই গোপ্তৃত্ব বা ভর্ত্তৃত্ব-জ্ঞাপন—

হাসে প্রভু জননীর শুনিয়া বচন।
প্রভু বোলে,—"কৃষ্ণ পোষ্টা, করিবে পোষণ॥"১৭১॥

বাগীশ্বর গৌর নারায়ণের গ্রন্থসহ পাঠার্থ প্রস্থান—

এত বলি' পুস্তক লইয়া প্রভু করে।
সরস্বতীপতি চলিলেন পড়িবারে॥ ১৭২॥

পাঠান্তে সন্ধ্যায় গঙ্গা-তটে গমন—

কতক্ষণ বিদ্যা-রস করি' কুতূহলে।
জাহ্নবীর কূলে আইলেন সন্ধ্যাকালে॥ ১৭৩॥

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন—

কতক্ষণ থাকি' প্রভু জাহ্নবীর তীরে।
তবে পুনঃ আইলেন আপন-মন্দিরে॥ ১৭৪॥

যোগনিদ্রা,—স্বীয় অপ্রাকৃত লীলা-পুষ্টিকারিণী চিন্ময়ী নিরঙ্কুশেচ্ছাত্মিকা যোগমায়া-সাহায্যে নিদ্রা॥ ১৪৮॥

বালাই,—আরবী 'বালাহ' শব্দ (বিপদ্, আপদ্) হইতে নিষ্পন্ন; বিপদ্, আপদ্, অশুভ, অমঙ্গল, পাপ॥ ১৫৭॥

নির্জ্জনে মাতাকে দুই তোলা স্বর্ণ-প্রদান—

জননীরে ডাক দিয়া আনিঞা নিভৃতে।
দিব্য স্বর্ণ তোলা দুই দিলা তান হাতে ॥ ১৭৫ ॥

কৃষ্ণপ্রদত্ত-জ্ঞানে সেই স্বর্ণদ্বারা গৃহ-ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মাতাকে অনুরোধ—

"দেখ, মাতা, কৃষ্ণ এই দিলেন সম্বল।
ইহা ভাঙ্গাইয়া ব্যয় করহ সকল ॥" ১৭৬ ॥

নিমাইর প্রস্থানানন্তর স্বর্ণ-দর্শনে শচীর বিস্ময় ও চিন্তা—

এত বলি' মহাপ্রভু চলিলা শয়নে।
পরম-বিস্মিত হই' আই মনে গণে' ॥ ১৭৭ ॥

স্বর্ণপ্রাপ্তিতে ভাবি-বিপদাশঙ্কা—

"কোথা হইতে সুবর্ণ আনয়ে বারেবার।
পাছে কোন প্রমাদ জন্মায় আসি' আর ॥১৭৮॥

দ্রবিণাভাব ঘটিবা মাত্র নিমাইর পুনঃপুনঃ স্বর্ণানয়ন—

যই-মাত্র সম্বল সঙ্কোচ হয় ঘরে।
সেই এইমত সোণা আনে বারেবারে ॥ ১৭৯ ॥

নিমাইর স্বর্ণসংগ্রহ বিষয়ে শচীর নানা চিন্তা—

কিবা ধার করে, কিবা কোন সিদ্ধি জানে?
কোন্‌রূপে কার সোণা আনে বা কেমনে?' ১৮০

অতি-সরলচিত্তা শচীর স্বর্ণবিনিময়ে অর্থসংগ্রহেও আশঙ্কা—

মহা-অকৈতব আই পরম-উদার।
ভাঙ্গাইতে দিতেও ডরায় বারেবার ॥ ১৮১ ॥

সকলের দ্বারা পরীক্ষণপূর্ব্বক নিজ-নির্দ্দোষত্ব স্থাপন—

"দশঠাঞি পাঁচঠাঞি দেখাইয়া আগে।"
লোকেরে শিখায় আই "ভাঙ্গাইবি তবে ॥"১৮২॥

মহাযোগেশ্বর গৌর-নারায়ণের গুপ্তভাবে নবদ্বীপে অবস্থিতি—

হেনমতে মহাপ্রভু সর্ব্ব-সিদ্ধীশ্বর।
গুপ্তভাবে আছে নবদ্বীপের ভিতর ॥ ১৮৩ ॥

একাগ্রমনে স্বাধ্যায়-রত বটুব্রহ্মচারি-বেষী নিমাইর রূপ-বর্ণন—

না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক একক্ষণ।
পড়েন গোষ্ঠীতে যেন প্রত্যক্ষ মদন ॥ ১৮৪ ॥
ললাটে শোভয়ে ঊর্দ্ধ তিলক সুন্দর।
শিরে শ্রীচাঁচর-কেশ সর্ব্ব-মনোহর ॥ ১৮৫ ॥
স্কন্ধে উপবীত, ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত।
হাস্যময় শ্রীমুখ প্রসন্ন, দিব্য দন্ত ॥ ১৮৬ ॥
কিবা সে অদ্ভুত দুই কমল-নয়ন।
কিবা সে অদ্ভুত শোভে ত্রিকচ্ছ-বসন ॥ ১৮৭ ॥

যেন পৃথিবী আননে,—সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার সদৃশ ॥ ১৬৪॥

দায়,—[দা + (কর্ম্মে) ঘঞ্], লাভ ক্ষতি, সংস্রব, সম্বন্ধ, প্রয়োজন, দায়িত্ব ॥ ১৬৯ ॥

সম্বল,—[সম্ব্ (গমন করা, চলা) + (করণে) অল্], 'পুঁজি', পাথেয়, জীবিকা বা অর্থ ॥ ১৬৯ ॥

পোষ্টা,—পোষণকর্ত্তা ॥ ১৭১ ॥

সরস্বতী-পতি,—সরস্বতী বা পরা বিদ্যার পতি অর্থাৎ "বিদ্যাবধূজীবন" শ্রীকৃষ্ণ ॥ ১৭২ ॥

নিভৃতে,—[নি—ভৃ (পোষণ [illegible] (কর্ম্মে) ক্ত] নির্জ্জনে, গোপনে ; ভাঙ্গাইয়া,—কোন মুদ্রার বিনিময়ে সম-পরিমাণ মূল্যের ক্ষুদ্র মুদ্রা বা দ্রব্য গ্রহণ করিয়া। করহ,—নির্ব্বাহ বা সমাধান কর ॥ ১৭৬ ॥

প্রমাদ,—বিপদ্, অনিষ্ট ॥ ১৭৮ ॥

সম্বল-সঙ্কোচ,—অর্থাভাব ॥ ১৭৯ ॥

ধার,—[ধৃ + (কর্ম্মে) ঘঞ্] ঋণ গ্রহণ।

সিদ্ধি,—(ভা ১১।১৫।৪-৫—) "অণিমা মহিমা মূর্ত্তের্লঘিমা-প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ। প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা ॥ গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎ কামস্তদবস্যতি। এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ ॥" অর্থাৎ অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা ও কামাব-সায়িতা, এই অষ্টসিদ্ধি—ভগবানের স্বাভাবিকী। ঐ ৬-৮ম শ্লোকও দ্রষ্টব্য ॥ ১৮০ ॥

মহা-অকৈতব,—কৈতব, কাপট্য বা ছলনা-বিহীন, অতীব সুসরলা।

ডরায়,—(হিন্দী 'ডর্‌না' হইতে) ভয় পাওয়া, শঙ্কিত হওয়া ॥ ১৮১ ॥

সর্ব্বসিদ্ধীশ্বর,—অষ্টসিদ্ধির অধীশ্বর ; ভা ১১।১৫।১০-১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১৮৩ ॥

ত্রিকচ্ছ,—তিনটী 'কাছা' ; প্রৌঢ়বয়স্ক বঙ্গবাসিগণের বস্ত্রপরিধান-রীতিবিশেষ। পরিহিত-বস্ত্রের যে উত্তরাংশ

সকলেই বিশ্বম্ভরের শ্রীরূপাকৃষ্ট—

যেই দেখে, সেই একদৃষ্ট্যে রূপ চা'য়।
হেন নাহি 'ধন্য ধন্য' বলি' যে না যায়॥ ১৮৮॥

নিমাইর অপূর্ব্বব্যাখ্যা-শ্রবণে গঙ্গাদাসের হর্ষ—

হেন সে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেন ঠাকুর।
শুনিয়া গুরুর হয় সন্তোষ প্রচুর॥ ১৮৯॥

স্বীয় ছাত্রগণ মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থানে নিমাইকে গঙ্গাদাসের সম্মান-প্রদান—

সকল পড়ুয়া-মধ্যে আপনে ধরিয়া।
বসায়েন গুরু সর্ব্ব-প্রধান করিয়া॥ ১৯০॥

ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা অধ্যাপকের নিমাইকে উৎসাহ-প্রদান—

গুরু বোলে,—"বাপ, তুমি মন দিয়া পড়।
ভট্টাচার্য্য হৈবা তুমি,—বলিলাঙ দঢ়॥" ১৯১॥

বিনয়ের মূর্ত্তবিগ্রহ ও ব্রহ্মচারীর আদর্শরূপে গুরুর আশীর্ব্বাদ বহুমানপূর্ব্বক যথা-যোগ্য মর্য্যাদা প্রদান—

প্রভু বোলে,—"তুমি আশীর্ব্বাদ কর যারে।
ভট্টাচার্য্য-পদ কোন্ দুর্ল্লভ তাহারে?" ১৯২॥

নিমাইর প্রশ্নোত্তর দানে সকলেরই অসামর্থ্য—

যাহারে যে জিজ্ঞাসেন শ্রীগৌরসুন্দর।
হেন নাহি পড়ুয়া যে দিবেক উত্তর॥ ১৯৩॥

'হয় ব্যাখ্যা 'নয়' ও 'নয়'-ব্যাখ্যা 'হয়'-করণ—

আপনি করেন তবে সূত্রের স্থাপন।
শেষে আপনার ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন॥ ১৯৪॥

স্বয়ং অনায়াসে অন্যের দুঃসাধ্য সূত্রের ব্যাখ্যান—

কেহ যদি কোনমতে না পারে স্থাপিতে।
তবে সেই ব্যাখ্যা প্রভু করেন সু-রীতে॥ ১৯৫॥

সর্ব্বক্ষণ নিমাইর শাস্ত্রানুশীলন—

কিবা স্নানে, কি ভোজনে, কিবা পর্য্যটনে।
নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে॥ ১৯৬॥

জগতের সৌভাগ্য-সুযোগাভাব-হেতু গৌর-নারায়ণের আত্মপ্রকাশত্ব-গোপন—

এইমতে আছেন ঠাকুর বিদ্যা রসে।
প্রকাশ না করে জগতের দীন-দোষে॥ ১৯৭॥

তাৎকালিক অনিত্যবিষয়-ভোগরত হরিভক্তিহীন সংসার-বর্ণন—

হরিভক্তিশূন্য হৈল সকল সংসার।
অসৎসঙ্গ অসৎপথ বই নাহি আর॥ ১৯৮॥

দেহাত্মবুদ্ধি আত্মসর্ব্বস্ব সাংসারিক লোকের দশা-বর্ণন—

নানারূপে পুত্রাদির মহোৎসব করে।
দেহ-গেহ ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্ফুরে॥ ১৯৯॥

অনিত্যসুখাসক্তি ও কৃষ্ণবৈমুখ্য-দর্শনে পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবের দুঃখ ও করুণার্দ্র কৃষ্ণসমীপে আবেদন—

মিথ্যা সুখে দেখি সর্ব্বলোকের আদর।
বৈষ্ণবের গণ দুঃখ ভাবেন অন্তর॥ ২০০॥
'কৃষ্ণ' বলি' সর্ব্বগণে করেন ক্রন্দন।
"এ সব জীবেরে কৃপা কর, নারায়ণ॥ ২০১॥

কুঞ্চিত করিয়া পদদ্বয়ের মধ্য দিয়া টানিয়া বিপরীত দিকে কটিদেশের পশ্চাদ্ভাগে নিবদ্ধ করা হয়, তাহাকে 'কাছা', আর যে পুরোংশ কুঞ্চিত করিয়া নাভিদেশের সম্মুখভাগে নিবদ্ধ করা হয়, তাহাকে 'কোঁচা' বলে; এবং কোঁচার অপর-প্রান্তস্থিত কুঞ্চিত অগ্রভাগ উঠাইয়া পুনরায় নাভিদেশে নিবদ্ধ করিলেই উহা 'ত্রিকচ্ছ বসন' নামে অভিহিত হয়॥ ১৮৭॥

একদৃষ্ট্যে,—অনন্যদৃষ্টিতে, নিষ্পলক, নির্নিমেষ বা অনিমীলিত-নেত্রে।

ভট্টাচার্য্য,—যে বিপ্র মীমাংসা ও ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন, অথবা যিনি আস্ত কোন একটী বেদ কণ্ঠস্থ করিয়াছেন, তিনিই এই উপাধি-লাভের যোগ্য; অথবা, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক॥ ১৯১॥

জ্ঞাতব্য এই যে, মায়াধীশ বিষ্ণুতে "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা"-সামর্থ্য—নিত্য বর্ত্তমান॥ ১৯৪॥

সু-রীতে,—সুষ্ঠুভাবে, সুচারুরূপে॥ ১৯৫॥

দীন-দোষে—জগতের অধিকাংশ লোকই অক্ষজ-জ্ঞান-পরায়ণ অর্থাৎ অধোক্ষজ-বিষ্ণু-বিমুখ। অপরা বিদ্যা অপেক্ষা পরা-বিদ্যার—যাহাদ্বারা বিষ্ণুতত্ত্বে জীবের শুদ্ধা মতি উদিত হয়, তাহার—শ্রেষ্ঠত্ব-স্বীকারে তাঁহাদের যোগ্যতা হয় না বলিয়াই তাঁহারা যথার্থ দীন'-শব্দ-বাচ্য। ত্রিদণ্ডিগোস্বামী

কৃষ্ণরতি বিনা মানবের দুর্গতি-ভোগ—

হেন দেহ পাইয়া কৃষ্ণে নাহি হৈল রতি।
কতকাল গিয়া আর ভুঞ্জিবে দুর্গতি! ২০২ ॥

দেব-বাঞ্ছিত নরজন্ম লাভ-সত্ত্বেও কৃষ্ণেতর জড়সুখভোগ-ফলে বৃথা জন্ম—

যে নর-শরীর লাগি' দেবে কাম্য করে।
তাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা সুখের বিহারে ॥ ২০৩ ॥

কৃষ্ণেতর-কর্ম্মকাণ্ডে লোকের উল্লাস—

কৃষ্ণ-যাত্রা-মহোৎসব-পর্ব্ব নাহি করে।
বিবাহাদি-কর্ম্মে সে আনন্দ করি' মরে ॥ ২০৪ ॥

বৈষ্ণবগণের নারায়ণ স্তুতি ও তৎকৃপা-প্রার্থনা—

তোমার সে জীব, প্রভো, তুমি সে রক্ষিতা।
কি বলিব আমরা, তুমি সে সর্ব্বপিতা ॥" ২০৫ ॥

ভক্তগণের সর্ব্বজীব-মঙ্গল-চিন্তন ও মঙ্গলগীতি-গান—

এইমত ভক্তগণ সবার কুশল।
চিন্তেন-গায়েন কৃষ্ণচন্দ্রের মঙ্গল ॥ ২০৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২০৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে মিশ্র-পরলোকগমনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেন, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ৩৬ শ্লোক—"প্রসারিত মহাপ্রেম-পীযূষ রসসাগরে। চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ ॥" ১৯৭ ॥

একমাত্র বাস্তব নিত্যসত্যবস্তু মায়াধীশ বিষ্ণুর প্রতীতি-ব্যতীত তদিতর প্রাকৃত দর্শনমূলক যাবতীয় সঙ্গ ও পথই অসৎসঙ্গ ও অসৎপথ ॥ ১৯৮ ॥

তৎকালে ঔপাধিক-জ্ঞান-প্রমত্ত কর্ম্ম-জড় মূঢ়গণ স্ত্রী-পুত্রাদির সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধান-চেষ্টাতেই ব্যস্ত ও প্রবৃত্ত ছিল। আবার, কর্ম্মজড় অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-নিপুণ ভীমভট্টাদির পদাব-লেহনকারী জনগণ ইষ্টাপূর্ত্ত, চিকিৎসাগার, অপরা বিদ্যার পাঠশালা প্রভৃতি কার্য্যে দয়ার ছলনায় দেহ ও মনকে নিযুক্ত করিয়া পরকালে ইন্দ্রিয়সুখপর ফল কামনা করিত; তাহারা ঔপাধিক স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া নৈষ্কর্ম্যরূপ নিষ্কাম কৃষ্ণসেবা চেষ্টায় নিতান্ত বিমুখ ছিল। তাহাদের বুদ্ধিভেদ অর্থাৎ চৈতন্য সম্পাদন করা স্মৃতি শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। তাহারা—অজ্ঞ ও মূঢ়। শ্রীহরির সেবাই যে সর্ব্বজীবের সর্ব্ব-সময়ে একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃত্য,—এই পরম-সত্যের বিস্মৃতি-ফলেই তাহাদের নানাপ্রকার জ[illegible]-প্রবৃত্তিমূলা বিষয়-ভোগ-স্পৃহা জন্মিয়াছিল ॥ ১৯৯ ॥

যে নরশরীর...কাম্য করে,—একমাত্র নরদেহই হরি-ভজনের সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল, সুতরাং দেবগণেরও যে তাহা প্রার্থনীয়, তদ্বিষয়ে দেবগণের গীতি (ভা ৫।১৯।২০-২৪),—

'অহো, এই ভারতবর্ষে উদ্ভূত মানবগণ কি উত্তম তপস্যাই না করিয়াছেন! অথবা, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি কোন-প্রকার সাধন-ব্যতীতই ইঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন! ভারতে যে মনুষ্যজন্ম লাভের নিমিত্ত আমরাও স্পৃহা করি, ইঁহারা ভারতাঙ্গনে মুকুন্দসেবোপযোগী সেই মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন!

আমাদের দুষ্কর যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও দানাদির ফলে তুচ্ছ স্বর্গপ্রাপ্তিদ্বারাই বা কি ফল লাভ হইল? বিশেষতঃ, এইস্থানে শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মস্মৃতি ত' নাই-ই, বরং অতি-শয় ইন্দ্রিয় তর্পণাতিশয্য-নিবন্ধন তাহাও বিলুপ্তা হইয়া যায়।

আয়ুষ্মান্ হইয়া পুনরাবর্ত্তনময় ব্রহ্মলোক-লাভ অপেক্ষা অল্পায়ুঃ হইয়া ভারতভূমিতে নরজন্ম-লাভও শ্রেয়ঃ; যেহেতু এই নরজন্মে মনস্বি-মানবগণ মর্ত্ত্যদেহ দ্বারাই অল্পকাল মধ্যে তাঁহাদের কৃতকর্ম্মসমূহ শ্রীহরিতে সমর্পণ করিয়া তদীয় অভয়পদ শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকেন।

যে-স্থানে হরিকথা-সুধাসরিৎ প্রবাহিতা নাই, যে-স্থানে তদাশ্রিত বৈষ্ণবসাধুগণের অধিষ্ঠান নাই, যে-স্থানে শ্রীহরির কীর্ত্তনবহুল যজ্ঞ ও গীতনৃত্যবাদ্যাদি মহোৎসব নাই, ব্রহ্ম-লোক হইলেও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা আশ্রয় করিবেন না।

এই ভারতবর্ষে চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও ক্ষিত্যাদি দ্রব্যনিচয়পূর্ণ নরজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যে-সকল প্রাণী স্বরূপাবস্থিতি বা বিষ্ণুপাদপদ্মলাভরূপ মোক্ষের নিমিত্ত যত্ন করে না, তাহারা বনচর পক্ষীর ন্যায় (কোনক্রমে মুক্তি-লাভানন্তরও পুনরায় ভোগবশে) বন্ধনদশাই প্রাপ্ত হয় ॥' ২০৩ ॥

যাত্রা,—ভা ১১।২৭।৫০ শ্লোকে **"পূজা-যাত্রোৎসবা-শ্রিতান্"-পদের শ্রীস্বামিকৃত-টীকায় "যাত্রা—বিশিষ্টে পর্ব্বণি**

বহুজনসমাগমঃ" ও "উৎসবো—বসন্তাদি-মহোৎসবঃ" ; ভাঃ ১১।১১।৩৬-৩৭ শ্লোকে "মম পর্ব্বানুমোদনম্" ও "সর্ব্ববার্ষিক পর্ব্বসু" পদ-দ্বয়ের শ্রীস্বামিকৃত-টীকায় "পর্ব্বাণি জন্মাষ্টম্যাদীনি" ও "সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বসু চাতুর্ম্মাস্যৈকাদশ্যাদিষু" এবং ভাঃ ৫।১৯।২৩ শ্লোকে "মহোৎসবাঃ"-পদের টীকায় "মহান্তো নৃত্যাদ্যুৎসবা যেষু তাদৃশাঃ" ইত্যাদি ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়।

মরে,—দেহাত্মবুদ্ধি ইহ-সর্ব্বস্ব মূঢ়জনগণ স্ব-স্বরূপ ও উপাস্যসেবা-বিস্মৃতিফলে অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞানাভাববশতঃ শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবার্থে অখিলচেষ্ট-পরায়ণ না হইয়া দেহ ও মনের নিজেন্দ্রিয়ের তর্পণাভিলাষেই যাবতীয় কর্ম্ম করে; সুতরাং শ্রেয়ঃপন্থা বা অধোক্ষজ-সেবা ত্যাগ করিয়া প্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ করে। তাহারা অমৃত বা বৈকুণ্ঠ-পথের পথিক না হইয়া মৃত্যু অর্থাৎ সংসাররূপ নরকপথের পথিক হয় ও নানাযোনি ভ্রমণ করিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবার্থে যে সকল ভগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা সকল জীবেরই একমাত্র কর্ত্তব্য। ভাঃ ১১।২৯।৮—"যান্ শ্রদ্ধয়াচরন্ মর্ত্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জ্জয়ম্" অর্থাৎ 'পূর্ব্বোক্ত নিত্য সনাতন-ধর্ম্মের আচরণ করিলেই মরণ-ধর্ম্মশীল মানব অতিদুর্জ্জয় মৃত্যুকেও জয় করিতে সমর্থ হয়, নতুবা মৃত্যু পথে ধাবিত হয়।'

(ভা ২।১।৪ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—) 'ভগবদ্বিমুখ মানবগণ অনিত্য দেহ, পুত্র ও কলত্রাদি পরিকরগণের প্রতি আসক্ত হইয়া আপনাদের বিনাশ দেখিয়াও দেখিতে পায় না।'

(ভা ৩।৩০।৩-১৪ ও ১৮ শ্লোকে দেবহূতির প্রতি ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উক্তি—) 'দুর্ম্মতি জীব মোহবশতঃ অনিত্য কলত্রাদি সমন্বিত অনিত্য দেহ, গেহ, ক্ষেত্র ও বিত্তকে 'নিত্য' বলিয়া মনে করে, সুতরাং ঐ সকল বস্তু নষ্ট হইলে উহারা শোকে নিমগ্ন হয়। প্রাণিগণ এই সংসারে যে-যে-যোনি পরিভ্রমণ করে, সেই সেই যোনিতেই আনন্দ লাভ করিয়া থাকে; সুতরাং কিছুতেই আর বিরাগ লাভ করে না। দৈব-মায়া বিমোহিত জীব নরকযোনি লাভ করিয়াও নরকযোগ্য আহার-বিহারাদিতে আনন্দ লাভ করিয়া নারকি শরীর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। সে দেহ জায়া, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন ও বন্ধুপ্রভৃতিতে বদ্ধহৃদয় হইয়া আপনাকে কৃত-কৃতার্থ বলিয়া মনে করে। কুটুম্বদিগের পোষণ চিন্তায় তাহার আপাদ-মস্তক দগ্ধীভূত হইতে থাকে; তজ্জন্য সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি কূটধর্ম্ম ও দুঃখময় গৃহে নিরলস হইয়া কলভাষী শিশুগণের আধ আধ আলাপে ও অসতী স্ত্রীগণের নির্জ্জনেপ্রদত্ত প্রলোভনে অবশচিত্ত হইয়া 'দুঃখকেই সুখ' বলিয়া মনে করিয়া থাকে। সেই গৃহব্রত ব্যক্তি যাহাদের পোষণফলে অধোগতি লাভ করিবে, অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সেই পরিবারবর্গকেই তাহাদের ভোজনাবশেষ গ্রহণপূর্ব্বক পোষণ করিয়া থাকে। যখন তাহার নিজের জীবিকা-রাহিত্য ঘটে, তখন সে অন্য-কোন জীবিকা অবলম্বন করিবার জন্য বারংবার চেষ্টা-সত্ত্বেও ব্যর্থমনোরথ ও লোভাভিভূত হইয়া পর-ধনে স্পৃহা করে, সেই মূঢ়বুদ্ধি হতভাগ্য পুরুষ বারংবার যত্ন করিয়াও যখন কুটুম্বভরণে অসমর্থ হয়, তখন মৃতদার ও দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। * * সেই কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতচিত্ত অজিতেন্দ্রিয় গৃহব্রত ব্যক্তি এইরূপ অবস্থাতেও রোরুদ্যমান আত্মীয়-স্বজনের তীব্র ক্লেশ দর্শন করিয়া অধীর হয় ও অবশেষে নষ্টবুদ্ধি হইয়া প্রাণত্যাগ করে॥ ২৪৪॥

তোমার সে জীব,—বিষ্ণুতত্ত্বই বিভু-চৈতন্য, ঈশ্বর-তত্ত্ব অর্থাৎ পরমাত্মা; আর যাবতীয় জীবাত্মাই বশ্যতত্ত্ব, অণু-চৈতন্য, সুতরাং প্রত্যেকেই স্বরূপতঃ 'তদীয়' বা বৈষ্ণব;— (গী ১৫।৭) "মমৈবাংশো জীব-লোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইত্যাদি॥ ২০৫॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়

নবম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর দ্বাদশবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ, রাম, বামন প্রভৃতি অবতারবর্গের লীলা অভিনয়-পূর্ব্বক ক্রীড়া, এবং তদনন্তর বিংশবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত তীর্থ-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীগৌর-কৃষ্ণের আজ্ঞায় শ্রীঅনন্তদেব অগ্রেই রাঢ়দেশের

অন্তর্গত একচাকা গ্রামে হাড়ো-ওঝার গৃহে তৎপত্নী পদ্মাবতীর গর্ভ-সিন্ধু হইতে নিত্যানন্দচন্দ্ররূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হন। তাঁহার আবির্ভাবের আনুষঙ্গিক ফলেই তদ্দেশস্থ যাবতীয় অমঙ্গল সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল।

বাল্য-লীলায় শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু স্বীয় সহচর শিশুগণ-সঙ্গে কৃষ্ণলীলার অনুকরণপূর্ব্বক নানা-ক্রীড়ায় প্রমত্ত থাকিতেন। কখনও বা শিশুগণ মিলিয়া দেব-সভা রচনা করিতেন, কেহ বা দৈত্যগণের অত্যাচার ভারাক্রান্তা পৃথিবীর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সেই দেবসভায় স্বীয় ভারাপনোদনার্থ নিবেদন করিলে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু দেবসভার সভ্য-রূপী শিশুগণের সহিত তাহা লইয়া নদীতীরে গমনপূর্ব্বক ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের স্তুতি করিতেন। তৎকালে কোন বালক ক্ষীরোদশায়িরূপে অন্যের অলক্ষিতভাবে লুক্কায়িত থাকিয়া "পৃথিবীর ভার-হরণার্থ আমি শীঘ্রই মথুরা-গোকুলে আবির্ভূত হইব"—এইরূপ বলিতেন। তদনন্তর বসুদেব-দেবকীর বিবাহ, বন্দিগৃহে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বসুদেবের কৃষ্ণকে লইয়া নন্দ-ব্রজে গমন, তথা হইতে যশোদার কন্যা-রূপে আবির্ভূতা মহামায়াকে লইয়া বসুদেবের প্রত্যাগমন, পুতনা-বধ, শকট ভঞ্জন, কৃষ্ণের গোপ গৃহে দুগ্ধ-নবনীত চৌর্য্য, ধেনুক, অঘ ও বকাসুরগণের বিনাশ, গো-চারণ, গোবর্দ্ধন-ধারণ, বস্ত্র-হরণ, যজ্ঞপত্নীগণের প্রতি কৃষ্ণের কৃপা, নারদরূপে কংসকে নিভৃতে পরামর্শ প্রদান এবং কুবলয়-নামক হস্তী ও চাণুর, মুষ্টিক-নামক মল্ল ও কংসের বধসাধনাদি দ্বাপরীয় লীলার অনুকরণ করিতেন। আবার কখনও বা বামন-রূপে মহারাজ বলিকে বঞ্চনা, কখনও বা রাম-লীলার অভিনয়ে শিশুগণের দ্বারা বানর-সৈন্য রচনা করিয়া সেতু-বন্ধন, স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মণরূপে ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক সুগ্রীবের নিকটে গমন এবং শ্রীরাঘবরূপে পরশুরামের দর্প-হরণ, ইন্দ্রজিৎ-বধ, ইন্দ্রজিতের শক্তিশেলে লক্ষ্মণাবেশে স্বয়ং মূর্চ্ছাভিনয়, হনুমানের দ্বারা ঔষধ-আনয়ন, হনুমানের ঔষধে মূর্চ্ছা-ভঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ অবতার লীলা প্রদর্শন করেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত এইপ্রকার বাল্য-লীলায় রত থাকিয়া বিংশতিবর্ষ যাবৎ আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে তীর্থ-ভ্রমণ-ছলে শোধন করেন, পরে নবদ্বীপে স্বীয় প্রভু গৌরসুন্দর-সমীপে আগমন করেন। তীর্থ-ভ্রমণ কালে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ও শ্রীল ব্রহ্মানন্দপুরীর সঙ্গে নিত্যানন্দপ্রভুর মিলন হয়। এইরূপে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু সশিষ্য শ্রীমন্মাধবেন্দ্র-পুরীর সহিত কিছুদিন কৃষ্ণকথানন্দে যাপন করিয়া সেতুবন্ধ, পদ্মতীর্থ, মায়াপুরী, অবন্তী, গোদাবরী, জিওড় নৃসিংহ, দেবপুরী, ত্রিমল্ল, কূর্ম্মক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ-সকলকে তীর্থীভূত করিয়া নীলাচলে আগমন করেন এবং তথায় চতুর্ব্যূহ শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া পরমানন্দে বিহ্বল হন। পরে শ্রীক্ষেত্র হইতে পুনরায় শ্রীমথুরায় প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর সর্ব্বশক্তিমান্ বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নাম-প্রেম-বিতরণ-লীলা প্রকাশ না করিবার কারণ এবং তদীয় মহিমাবর্ণনানন্তর এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। (গৌঃ ভাঃ)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু ॥ ১॥

গৌরচন্দ্রের জয়—

জয়াদ্বৈতচন্দ্রের জীবন-ধন-প্রাণ।
জয় শ্রীনিবাস-গদাধরের [illegible]ন ॥ ২ ॥
জয় জগন্নাথ-শচী-পুত্র বিশ্বম্ভর।
জয় জয় ভক্তবৃন্দ প্রিয় অনুচর ॥ ৩ ॥

নিত্যানন্দাখ্যান-বর্ণন ; মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে নিত্যানন্দপ্রভুর রাঢ়ে আবির্ভাব—

পূর্ব্বে প্রভু শ্রীঅনন্ত চৈতন্য-আজ্ঞায়।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হই' আছেন লীলায় ॥ ৪ ॥

রোহিণী-বসুদেবাভিন্ন পদ্মাবতী-হাড়াই উপাধ্যায়—

হাড়ো-ওঝা নামে পিতা, মাতা পদ্মাবতী।
একচাকা-নামে গ্রাম গৌড়েশ্বর যথি ॥ ৫ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

আদি ২য় অঃ ৩১, ৩৮-৪০ ও ১২৮-১৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥

লীলায়,—প্রপঞ্চে স্বীয় নিত্য অপ্রাকৃত লীলা অবতরণ করাইয়া অর্থাৎ নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাক্রমে ॥ ৪ ॥

হাড়ো ওঝা,—মৈথিল-ব্রাহ্মণের 'উপাধ্যায়'—এই কৌলিক উপাধির অপভ্রংশই 'ওঝা' বা 'ঝাঁ'। হাড়াই-পণ্ডিত ও পদ্মাবতী,—আদি ২য় অঃ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শিশুরূপি-নিত্যানন্দের রূপ-গুণ—

শিশু হইতে সুস্থির সুবুদ্ধি গুণবান্।
জিনিঞা কন্দর্পকোটি লাবণ্যের ধাম ॥ ৬ ॥

নিত্যানন্দাবির্ভাবে জগতে সর্ব্বশুভোদয়—

সেই হৈতে রাঢ়ে হৈল সর্ব্ব-সুমঙ্গল।
দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য-দোষ খণ্ডিল সকল ॥ ৭ ॥

গৌরাবির্ভাব-দিনে তদভিন্ন-দ্বিতীয়তনু তৎসেবকপ্রবর নিত্যানন্দের আনন্দধ্বনি—

যে-দিনে জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে থাকি' হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ ॥ ৮ ॥

নিত্যানন্দের হুঙ্কারে সমগ্রবিশ্বের মূর্চ্ছা—

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল হুঙ্কারে।
মূর্চ্ছাগত হৈল যেন সকল-সংসারে ॥ ৯ ॥

তৎসম্বন্ধে নানালোকের নানামত—

কথো লোক বলিলেক,—"হৈল বজ্রপাত।
কথো লোক মানিলেক পরম উৎপাত ॥ ১০ ॥
কথো লোক বলিলেক,—জানিল কারণ।
গৌড়েশ্বর-গোসাঞির হইল গর্জ্জন ॥" ১১ ॥

বিষ্ণুমায়া-প্রভাবে তাহাদের মূলবিষ্ণুস্বরূপ নিত্যানন্দতত্ত্বে অনভিজ্ঞতা—

এইমত সর্ব্বলোক নানা-কথা গায়।
নিত্যানন্দে কেহ নাহি চিনিল মায়ায় ॥ ১২ ॥

স্বীয় যোগমায়া-প্রভাবে গুপ্তভাবে নিত্যানন্দের ক্রীড়া—

হেনমতে আপনা' লুকাই' নিত্যানন্দ।
শিশুগণ-সঙ্গে খেলা করেন আনন্দ ॥ ১৩ ॥

নিত্যানন্দের শিশুসঙ্গিগণ-সহ (ক) দ্বাপর-যুগীয় কৃষ্ণলীলাভিনয়—

শিশুগণ-সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বিনা আর নাহি স্ফুরে ॥ ১৪ ॥

(১) দেবসভায় পৃথিবীর অত্যাচার-বর্ণন—

দেব-সভা করেন মিলিয়া শিশুগণে।
পৃথিবীর রূপে কেহ করে নিবেদনে ॥ ১৫ ॥

(২) ক্ষীরসমুদ্র-তটে দেবগণের বিষ্ণুস্তুতি—

তবে পৃথ্বী লৈয়া সবে নদী-তীরে যায়।
শিশুগণ মেলি' স্তুতি করে উর্দ্ধরা'য় ॥ ১৭ ॥

(৩) মথুরায় অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া ভগবানের আশ্বাস-দান—

কোন শিশু লুকাইয়া উর্দ্ধ করি' বোলে।
"জন্মিবাঙ গিয়া আমি মথুরা-গোকুলে ॥" ১৭ ॥

(৪) বসুদেব ও দেবকীর বিবাহ—

কোনদিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া।
বসুদেব-দেবকীর করায়েন বিয়া ॥ ১৮ ॥

(৫) কারাগৃহে গভীর রাত্রিতে কৃষ্ণ-জন্ম—

বন্দিঘর করিয়া অত্যন্ত নিশাভাগে।
কৃষ্ণ-জন্ম করায়েন, কেহ নাহি জাগে ॥ ১৯ ॥

(৬) গোকুলে যশোদা-গৃহে কৃষ্ণকে রক্ষণ ও তথা হইতে মহামায়াকে আনয়ন—

গোকুল সৃজিয়া তথি আনেন কৃষ্ণেরে।
মহামায়া দিলা লৈয়া ভাঙ্গিলা কংসেরে ॥ ২০ ॥

(৭) পূতনার স্তন-পান ও বধ-সাধন—

কোন শিশু সাজায়েন পূতনার রূপে।
কেহ স্তন পান করে উঠি' তার বুকে ॥ ২১ ॥

(৮) শকট-ভঞ্জন—

কোনদিন শিশু-সঙ্গে নলখড়ি দিয়া।
শকট গড়িয়া তাহা ফেলেন ভাঙ্গিয়া ॥ ২২ ॥

(৯) গোপগৃহে নবনীত-চৌর্য্য—

নিকটে বসয়ে যত গোয়ালার ঘরে।
অলক্ষিতে শিশু-সঙ্গে গিয়া চুরি করে ॥ ২৩ ॥

একচাকা,—আদি ২য় পঃ ৩৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

গৌড়েশ্বর,—গৌড়ীয়গণের অধীশ্বর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জীবগণের অনর্থ নিবৃত্ত করাইয়া অপ্রাকৃত শুদ্ধ বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্যরস-সেবাধিকার-দানে গৌড়ীয়গণের পরম গতি বিধান করেন।

তথি,—'তথা' বা 'তথায়'-শব্দ জাত, প্রাচীন বাঙ্গালা-পদ্যে ব্যবহৃত। পাঠান্তরে,—'মৌরেশ্বর যথি'।

মৌরেশ্বর বা ময়ূরেশ্বর-নামক গ্রাম পূর্ব্বে রেশমের গুটী ও সূত্র-নির্ম্মাণের বৃহৎ বাণিজ্য-স্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। কাহারও মতে,—তত্রস্থ প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ ॥ ৫ ॥

অহর্নিশ নিত্যানন্দ-সঙ্গে শিশুগণের ক্রীড়া—

তাঁরে ছাড়ি' শিশুগণ নাহি যায় ঘরে।
রাত্রিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥ ২৪ ॥

সঙ্গি-শিশুগণের গুরুজনবর্গের নিত্যানন্দ-প্রতি স্নেহ—

যাহার বালক, তারা কিছু নাহি বোলে।
সবে স্নেহ করিয়া রাখেন লৈয়া কোলে ॥ ২৫ ॥

নিত্যানন্দকর্ত্তৃক কৃষ্ণলীলাভিনয়-দর্শনে সকলের বিস্ময়—

সবে বোলে,—"নাহি দেখি হেন দিব্য খেলা।
কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণলীলা ?" ২৬ ॥

(১০) কালিয়-দমন—

কোনদিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ।
জলে যায় লইয়া সকল শিশুগণ ॥ ২৭ ॥
ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহ অচেষ্ট হইয়া।
চৈতন্য করায় পাছে আপনি আসিয়া ॥ ২৮ ॥

(১১) ধেনুকাসুর-বধ—

কোনদিন তালবনে শিশুগণ লৈয়া।
শিশু-সঙ্গে তাল খায় ধেনুক মারিয়া ॥ ২৯ ॥

(১২-১৪) অঘ-বক-বৎসাসুর-বধ—

শিশু-সঙ্গে গোষ্ঠে গিয়া নানা ক্রীড়া করে।
বক-অঘ-বৎসাসুর করি' তাহা মারে ॥ ৩০ ॥

(১৫) অপরাহ্ণে গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগমন—

বিকালে আইসে ঘর গোষ্ঠীর সহিতে।
শিশুগণ-সঙ্গে শৃঙ্গ বাইতে বাইতে ॥ ৩১ ॥

(১৬) গোবর্দ্ধন-ধারণ—

কোনদিন করে গোবর্দ্ধন-ধর-লীলা।
বৃন্দাবন রচি' কোনদিন করে খেলা ॥ ৩২ ॥

(১৭) গোপীবস্ত্র-হরণ, (১৮) যজ্ঞপত্নীগণ-প্রতি কৃপা—

কোনদিন করে গোপীর বসন হরণ।
কোনদিন করে যজ্ঞপত্নী-দরশন [illegible] ॥

(১৯) দেবর্ষিকর্ত্তৃক কংসকে মন্ত্রণা-দান—

কোন শিশু নারদ কাচয়ে দাড়ি দিয়া।
কংস-স্থানে মন্ত্র কহে নিভৃতে বসিয়া ॥ ৩৪ ॥

(২০) অক্রূরকর্ত্তৃক মথুরায় রামকৃষ্ণানয়ন—

কোনদিন কোন শিশু অক্রূরের বেশে।
লৈয়া যায় রাম-কৃষ্ণে কংসের নিদেশে ॥ ৩৫ ॥

(২১) শ্রীরাধানুগ-গোপীভাবে কৃষ্ণবিরহে নিত্যানন্দের ক্রন্দন—

আপনি যে গোপীভাবে করেন ক্রন্দন।
নদী বহে হেন, সব দেখে শিশুগণ ॥ ৩৬ ॥

বিষ্ণুমায়া-প্রভাবে সকলের নিত্যানন্দতত্ত্বানুপলব্ধি—

বিষ্ণু-মায়া-মোহে কেহ লখিতে না পারে।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে সব বালক বিহরে ॥ ৩৭ ॥

(২২) মথুরায় সজ্জিত-বেষে গমন—

মধুপুরী রচিয়া ভ্রমেন শিশু-সঙ্গে।
কেহ হয় মালী, কেহ মালা পরে' রঙ্গে ॥ ৩৮ ॥

(২৩) কুব্জার নিকট গন্ধমাল্য-গ্রহণ, (২৪) ধনুর্ভঙ্গ—

কুব্জা-বেশ করি' গন্ধ পরে তার স্থানে।
ধনুক গড়িয়া ভাঙ্গে করিয়া গর্জ্জনে ॥ ৩৯ ॥

(২৫-২৭) কুবলয়-নামক হস্তী, চাণূর ও মুষ্টিক-নামক মল্ল দ্বয়ের বধ ও (২৮) কংস-নিধন—

কুবলয়, চাণূর, মুষ্টিক-মল্ল মারি'।
কংস করি' কাহারে পাড়েন চুলে ধরি' ॥ ৪০ ॥

(২৯) কংসের বধাভিনয়ান্তে শিশুগণ-সহিত নিত্যানন্দ-নৃত্যদর্শনে সকলের হর্ষ—

কংসবধ করিয়া নাচয়ে শিশু-সঙ্গে।
সর্ব্বলোক দেখি' হাসে বালকের রঙ্গে ॥ ৪১ ॥

নিত্যানন্দকর্ত্তৃক সর্ব্বাবতার-লীলাভিনয়-ক্রীড়া—

এইমত যতযত অবতার-লীলা।
সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা ॥ ৪২ ॥

আদি ২য় অঃ ১১১ ও আদি ৪র্থ অঃ ৪৭-৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ ও জড়াভিমানরূপ দারিদ্র্য বিদূরিত হইয়া লোকহৃদয়ে কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণদাস্যাভিমান উদিত হইল ॥

গৌড়েশ্বর-গোসাঞি,— মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ দামোদর-স্বরূপ তাঁহার মিত্রদ্বয় রূপ-সনাতনের সহিত কৃষ্ণের উজ্জ্বল মধুর-রস-সেবার মালিক। তাঁহারাও গৌড়েশ্বর বা গৌড়ীয়েশ্বর, এজন্য নিত্যানন্দপ্রভুই 'গৌড়েশ্বর-গোস্বামী'-আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

মায়ায়,—নিখিল-বিষ্ণুতত্ত্বের আকরস্বরূপ শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দের তটস্থ-জীবমোহিনী বহিরঙ্গা-মায়া-শক্তিবশতঃ।

(খ) বামন-লীলাভিনয়—(১) বলিরাজার নিকট ত্রিপাদভূমি-যাচ্ঞা—

কোনদিন নিত্যানন্দ হইয়া বামন।
বলি-রাজা করি' ছলে তাহান ভুবন ॥ ৪৩ ॥

(২) গুরুব্রুব-শুক্রাচার্য্যের বামনদেব-বিরোধ ও বলিকে আত্মনিবেদনে নিবারণ, (৩) বলিকর্ত্তৃক গুরুব্রুবের আদেশলঙ্ঘন, বামনদেবকে সর্ব্বস্বভিক্ষা-প্রদান-রূপ আত্মনিবেদন, (৪) বামনদেবের বলিকে স্বীয় নিত্যসেবকত্বে বরণ—

বৃদ্ধ-কাচে শুক্ররূপে কেহ মানা করে।
ভিক্ষা লই' চড়ে প্রভু শেষে তান শিরে ॥ ৪৪ ॥

(গ) রাঘবলীলাভিনয়—(১) বানরগণের সাহায্যে সেতুবন্ধ—

কোনদিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে।
বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে ॥ ৪৫ ॥
ভেরেণ্ডার গাছ কাটি' ফেলায়েন জলে।
শিশুগণ মেলি' 'জয় রঘুনাথ' বোলে ॥ ৪৬ ॥

(২) স্ত্রীসঙ্গবশে সুগ্রীবের স্বপ্রতিজ্ঞা-বিস্মৃতি-দর্শনে লক্ষ্মণের ক্রোধভরে সুগ্রীব-সমীপে গমন ও শাসনোক্তি—

শ্রীলক্ষ্মণ-রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে।
ধনু ধরি' কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে ॥ ৪৭ ॥
"আরেরে বানরা, মোর প্রভু দুঃখ পায়।
প্রাণ না লইমু যদি, তবে ঝাট আয় ॥ ৪৮ ॥
মাল্যবান পর্ব্বতে মোর প্রভু পায় দুঃখ।
নারীগণ লৈয়া, বেটা, তুমি কর সুখ?" ৪৯ ॥

(৩) ভার্গব-দর্প-বিনাশ—

কোনদিন ক্রুদ্ধ হৈয়া পরশুরামেরে।
"মোর দোষ নাহি, বিপ্র, পলাহ সত্বরে ॥" ৫০ ॥

(৪) ঋষ্যমূক-পর্ব্বতে লক্ষ্মণকর্ত্তৃক সুগ্রীবাদি বানরগণের পরিচয়-জিজ্ঞাসা—

লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ।
বুঝিতে না পারে শিশু মানয়ে কৌতুক ॥ ৫১ ॥
পঞ্চ-বানরের রূপে বুলে শিশুগণ।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসয়ে প্রভু হইয়া লক্ষ্মণ ॥ ৫২ ॥
"কে তোরা বানরা সব, বুল' বনে-বনে।
আমি—রঘুনাথ-ভৃত্য, বোল' মোর স্থানে ॥" ৫৩ ॥

(৫) বানরগণের পরিচয়-প্রদান ও রাঘবদর্শনাকাঙ্ক্ষা—

তারা বোলে,—"আমরা বালির ভয়ে বুলি।
দেখাহ শ্রীরামচন্দ্র, লই পদধূলি ॥" ৫৪ ॥

(৬) তাহাদের রাঘবচরণ দর্শন—

তা'সবারে কোলে করি' আইসে লইয়া।
শ্রীরাম-চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥ ৫৫ ॥

(৭) মেঘনাদ বধ, (৮) লক্ষ্মণের পরাজয়াভিনয়—

ইন্দ্রজিৎ-বধ-লীলা কোনদিন করে।
কোনদিন আপনে লক্ষ্মণ-ভাবে হারে ॥ ৫৬ ॥

যাঁহারা বিষ্ণুমায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের বশবর্ত্তী, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না। মায়ামুগ্ধ জীবগণের মধ্যে কেহ বলেন,—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মৈথিল বিপ্র, কেহ বলেন,—তিনি বঙ্গীয় রাঢ়ীয় শ্রেণীর শ্রোত্রিয়-বিপ্র-গৃহে বিবাহ করিয়াছিলেন; কেহ বলেন,—অবর-কুলোদ্ভূত। এই সকল মায়া-প্রতারিত বা মায়া-প্রত্যায়িত দর্শনে শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপ নির্ণীত হয় না। আবার প্রাকৃতবুদ্ধিবশে কেহ কেহ এরূপও বলেন,—শ্রীনিত্যানন্দান্বয় শ্রীবীরভদ্রপ্রভুর অধস্তন শৌক্রসন্তানগণ—নিত্যানন্দবীর্য্য-বিশিষ্ট, সুতরাং শৌক্র-জন্মবলে ঈশ্বরস্থানীয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ইহামুত্রফলভোগকামপর কর্ম্মজড় মায়াবদ্ধ স্মার্ত্তের বশীভূত কেন? কেহ বলেন,—বীর-ভদ্রের গৃহস্থ পুত্রত্রয় তাঁহার শিষ্যমাত্র; কেননা, বারুড়িগাই ও বটব্যালীগাই—এই উভয় গ্রামীর মধ্যেই তাঁহার পুত্র কল্পিত হওয়ায় তাঁহারা কেহই লৌকিক-বিচারে ঔরসজাত পুত্র নহেন, জানা যায়। প্রাকৃত-বিচার-নিপুণ ব্যক্তিগণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বহিরঙ্গা মায়াশক্তি-প্রভাবে বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হইয়া তাঁহার সহিত প্রাকৃত-সম্বন্ধ-স্থাপনে প্রয়াসী হইয়া তাঁহাকে তাঁহাদের ন্যায় মায়ামুগ্ধ-জীবকোটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ও গণিত করিবার চেষ্টা করায় ভীষণ অপরাধ আবাহন করে,—ইহাই শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবের অসুর-বঞ্চনময়ী প্রচ্ছন্ন-লীলা ॥ ১২ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ রামপ্রভু সহচর শিশুদিগের সহিত যে ক্রীড়া করিতেন, তন্মধ্যে কখনও বা গোকুল-লীলা, কখনও বা

(৯) রাঘবের বিভীষণ-দর্শন ও লঙ্কা-রাজ্যে অভিষেক—

বিভীষণ করিয়া আনেন রাম-স্থানে।
লঙ্কেশ্বর-অভিষেক করেন তাহানে ॥ ৫৭ ॥

(১০) রাবণকর্ত্তৃক লক্ষ্মণ-প্রতি শক্তিশেল-নিক্ষেপ ও লক্ষ্মণের গভীর মূর্চ্ছাভিনয়—

কোন শিশু বোলে,—"মুঞি আইলুঁ রাবণ।
শক্তিশেল হানি এই, সম্বর' লক্ষ্মণ!" ৫৮ ॥
এত বলি' পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িলা ঢলিয়া ॥ ৫৯ ॥
মূর্চ্ছিত হইলা প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে।
জাগায় ছাওয়াল সব, তবু নাহি জাগে ॥ ৬০ ॥

বহির্দৃষ্টিতে লক্ষ্মণাবেশে নিত্যানন্দের মূর্চ্ছা-দর্শনে শিশুগণের ক্রন্দন ও পিতামাতার মূর্চ্ছা—

পরমার্থে ধাতু নাহি সকল-শরীরে।
কান্দয়ে সকল শিশু হাত দিয়া শিরে ॥ ৬১ ॥
শুনি' পিতা-মাতা ধাই' আইল সত্বরে।
দেখয়ে,—পুত্রের ধাতু নাহিক শরীরে ॥ ৬২ ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া দোঁহে পড়িলা ভূমিতে।
দেখি' সর্ব্বলোক আসি' হইলা বিস্মিতে ॥ ৬৩

সঙ্গি-শিশুগণকর্ত্তৃক মূর্চ্ছার পূর্ব্বঘটনা-বর্ণন—

সকল বৃত্তান্ত তবে কহিল শিশুগণ।
কেহ বোলে,—"বুঝিলাঙ ভাবের কারণ ॥ ৬৪ ॥

মাথুর লীলা, কখনও বা দ্বারকা-লীলা প্রভৃতি অভিনয় করিয়া স্বীয় প্রভু গৌরকৃষ্ণের ইচ্ছাপূরণ ও লীলার সহায়তা করিতেন, দেখা যাইত ॥ ১৪ ॥

দেবসভা,—'সুধর্ম্মা'-নাম্নী দেবসভা ॥ ১৫ ॥

নদীতীরে,—অর্থাৎ 'ক্ষীর-পয়োনিধি-তীরে' ॥ ১৬ ॥

(ভাঃ ১০।১।১৭-২৩ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকের উক্তি—) 'রাজবেষী দৃপ্ত দৈত্যগণের অসংখ্য সৈন্যের ভূরি-ভারে আক্রান্ত হইয়া পৃথিবী ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করিল। অত্যাচার-খিন্না ভূমি গাভীর রূপ ধারণপূর্ব্বক অশ্রুমুখী হইয়া করুণ-স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বিভুর (ব্রহ্মার) সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বীয় বিপদ্-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। তচ্ছ্রবণে রুদ্র ও দেবগণের সহিত ব্রহ্মা ক্ষীর-বারিধির তীরে গমন করিলেন। সেই স্থানে গমন করিয়া সমাধিগত-চিত্তে পুরুষসূক্ত-দ্বারা দেবদেব সনাতনধর্ম্মধর্ম্মা পুরুষোত্তমকে স্তব করিতে লাগিলেন। তৎকালে আকাশমার্গে উচ্চারিত বাণী সমাধিযোগে শ্রবণ করিয়া বিধাতা দে[illegible]কে কহিলেন,—হে অমরগণ, তোমরা আমার নিকট ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া অচিরেই তদনুরূপ বিধান কর। আমাদের বিজ্ঞাপনের পূর্ব্বেই ভগবান্ পৃথিবীর তাপ-বৃত্তান্ত অবধারণ করিতে পারিয়াছেন। তোমরা নিজ-নিজ অংশে যদুকুলে জন্ম গ্রহণ কর। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ স্বীয় কালশক্তিদ্বারা পৃথিবীর ভার ক্ষয় করাইয়া ভূতলে বিচরণ করিবেন। সেই সাক্ষাৎ

কৃষ্ণজন্ম করায়েন,—(ভাঃ ১০।৩।৮—) 'পূর্ব্বদিকে পূর্ণ চন্দ্রোদয়ের ন্যায় দেব(শুদ্ধসত্ত্ব)-রূপিণী দেবকীর গর্ভে সর্ব্ব হৃদয়ান্তর্যামী ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন।

কেহ নাহি জাগে,—(ভাঃ ১০।৩।৪৮—) 'জাগ্রদবস্থ থাকিলেও বিষ্ণু-মায়ার প্রভাবে দ্বারপাল ও পৌরজনবর্গে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি অপহৃত হওয়ায় তাহারা অতি-ঘোরনিদ্রা অভিভূত হইল ॥' ১৯ ॥

গোকুল...কংসেরে,—(ভাঃ ১০।৩।৫১-৫২—) 'শূরসেন তনয় বসুদেব নন্দ-ব্রজে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ গোপগণকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া পুত্রকে যশোদার শয্যায় স্থাপন ও তাঁহার কন্যাকে গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে পুনরাগমন করিলেন এব দেবকীর শয্যায় কন্যাটীকে স্থাপনপূর্ব্বক পদদ্বয়ে পুনর্ব্বা লৌহ-শৃঙ্খল বন্ধন করিয়া পূর্ব্ববৎ বন্ধনাবস্থায় রহিলেন ॥

দিয়া লৈয়া,—ব্রজবাসিনী যশোদার পক্ষ হইতে বলিতে গেলে, এ-স্থলে যশোদারূপী শিশু বসুদেবরূপী শিশুর নিক মহামায়ারূপী শিশুটীকে প্রদান এবং কৃষ্ণরূপী শিশুটী গ্রহণ করিলেন।

পাঠান্তরে 'লৈয়া দিয়া',—মথুরাকারাবাসী বসুদেবের প হইতে বলিতে গেলে সে-স্থলে বসুদেবরূপী শিশু যশোদারূ শিশুর নিকট মহামায়ারূপী শিশুটীকে গ্রহণ এবং কৃষ্ণরূ শিশুটীকে প্রদান করিলেন ॥ ২০ ॥

পূতনার বুকে কৃষ্ণের স্তন-পান,—(ভাঃ ১০।৬।১০—

নিত্যানন্দের মূর্চ্ছাকে লীলা-সঙ্গোপন-জ্ঞানে কাহারও বা পূর্ব্বদৃষ্টান্ত-কথন—

পূর্ব্বে দশরথ-ভাবে এক নটবর।
'রাম—বনবাসী' শুনি' এড়েন কলেবর॥'' ৬৫॥

অভিনয়মুখে শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের চৈতন্য-সম্পাদনার্থ হনুমানকে ঔষধানয়নার্থ আদেশ—

কেহ বোলে,—"কাচ কাচি' আছয়ে ছাওয়াল।
হনুমান্ ঔষধ দিলে হইবেক ভাল॥'' ৬৬॥

মূর্চ্ছা-লীলার পূর্ব্বে তদ্‌বিষয়ে স্বয়ং প্রভুরই সঙ্গিগণকে তদ্রূপ উপদেশ-দান—

পূর্ব্বে প্রভু শিখাইয়াছিলেন সবারে।
"পড়িলে, তোমরা বেড়ি' কান্দিহ আমারে॥৬৭॥
ক্ষণেক বিলম্বে পাঠাইহ হনুমান্।
নাকে দিলে ঔষধ, আসিবে মোর প্রাণ॥''৬৮॥

সঙ্কর্ষণাবতার-লক্ষ্মণ-ভাবে নিত্যানন্দের মূর্চ্ছা-দর্শনে সঙ্গি-শিশুগণের মোহ—

নিজভাবে প্রভু মাত্র হৈলা অচেতন।
দেখি' বড় বিকল হৈলা শিশুগণ॥ ৬৯॥

সহচরগণের প্রভূক্ত উপদেশ-বিস্মৃতি ও ক্রন্দন—

ছন্ন হইলেন সবে, শিক্ষা নাহি স্ফুরে।
"উঠ ভাই'' বলি' মাত্র কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥ ৭০॥

এক্ষণে ঔষধ শব্দ-শ্রবণেই পূর্ব্বোপদেশ-স্মরণ, তৎক্ষণাৎ (১১) হনুমানাবেশে ঔষধানয়নে যাত্রা—

লোকমুখে শুনি' কথা হইল স্মরণ।
হনুমান্-কাচে শিশু চলিল তখন॥ ৭১॥

(১২) হনুমান্ ও তপস্বিবেশী কালনেমি-সংবাদ,—হনুমানকে নিধনেচ্ছায় কালনেমির অতিথি সৎকার-ছলনায় কপট আদর—

আর এক শিশু পথে তপস্বীর বেশে।
ফল মূল দিয়া হনুমানেরে আশংসে॥ ৭২॥
"রহ, বাপ, ধন্য কর' আমার আশ্রম।
বড় ভাগ্যে আসি' মিলে তোমা'-হেন জন॥''৭৩॥
হনুমান্ বোলে,—"কার্য্যগৌরবে চলিব।
আসিবারে চাহি, রহিবারে না পারিব॥ ৭৪॥
শুনিঞাছ,—রামচন্দ্র-অনুজ লক্ষ্মণ।
শক্তিশেলে তাঁরে মূর্চ্ছা করিল রাবণ॥ ৭৫॥
অতএব যাই আমি গন্ধমাদন।
ঔষধ আনিলে রহে তাঁহান জীবন॥'' ৭৬॥
তপস্বী বোলয়ে,—"যদি যাইবা নিশ্চয়।
স্নান করি' কিছু খাই' করহ বিজয়॥'' ৭৭॥

নিত্যানন্দসঙ্গি-শিশুদ্বয়ের অভিনয়ে সকলের বিস্ময়—

নিত্যানন্দ-শিক্ষায় বালকে কথা কহে।
বিস্মিত হইয়া সর্ব্বলোকে চাহি রহে॥ ৭৮॥

গ্রহণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ-হলাহলপূর্ণ স্তন প্রদান করিলে ভগবান্‌ও রোষভরে হস্তদ্বয়-দ্বারা দৃঢ়ভাবে পীড়ন করিয়া উহা তাহার প্রাণের সহিত পান করিয়া ফেলিলেন॥' ২১॥

নলখড়ি,—ঘাস-জাতীয় বৃহদাকার শূন্যগর্ভ দৃঢ়গাত্র তৃণ-বিশেষ, 'খাক্‌ড়া', শরগাছ।

শকট-ভঞ্জন,—(ভাঃ ১০।৭।৭-৮) 'শকটের অধোদেশে শয়ান শিশুরূপী কৃষ্ণ স্তনার্থী হইয়া রোদন করিতে করিতে কোমল পদদ্বয় উৎক্ষেপণ করিলে পদাহত শকট বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল॥' ২২॥

গোয়ালা,—(সংস্কৃত 'গোপাল'-শব্দের প্রাকৃত অপভ্রংশ 'গোঅল'-শব্দ, তাহা হইতে নিষ্পন্ন)।

গোয়ালার ঘরে শিশুসঙ্গে চুরি,—(ভাঃ ১০।৮।২৯—) **"স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ'' অর্থাৎ** গোপীগণ যশোদার নিকট কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে-ছেন,—'তোমার এই বালক কখনও বা চৌর্য্যবৃত্তির উপায় কল্পনাপূর্ব্বক আমাদের গৃহস্থিত স্বাদু দধি-দুগ্ধ হরণ করিয়া ভক্ষণ করে॥' ২৩॥

নাগগণ,—এস্থলে, কালিয়-সর্পাদির অভিনয়; জলে,—এস্থলে, কালিন্দী-মধ্যবর্ত্তি-হ্রদের জলে॥ ২৭॥

(ভাঃ ১০।১৫।৪৮-৫২—)'একদিন বলরামকে না লইয়াই কৃষ্ণ সখাগণের সহিত কালিন্দী-তীরে গমন করিলেন। তথায় গো ও গোপালকগণ নিদাঘ-তাপ-পীড়িত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সর্পবিষ-দূষিত কালিন্দীর জল পান করায়, সকলে গতপ্রাণ হইয়া জলসমীপে পতিত হইল। যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া স্বীয় অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিদ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিলেন॥' ২৮॥

(১৩) কুম্ভীররূপি-অসুরের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ও জয়লাভ—

তপস্বীর বোলে সরোবরে গেলা স্নানে।
জলে থাকি' আর শিশু ধরিল চরণে ॥ ৭৯ ॥
কুম্ভীরের রূপ ধরি' যায় জলে লঞা।
হনুমান্ শিশু আনে কূলেতে টানিয়া ॥ ৮০ ॥
কথোক্ষণে রণ করি' জিনিয়া কুম্ভীর।
আসি' দেখে হনুমান্ আর মহাবীর ॥ ৮১ ॥

(১৪) অন্য এক রাক্ষসের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ও জয়লাভ—

আর এক শিশু ধরি' রাক্ষসের কাছে।
হনুমানে খাইবারে যায় তার পাছে ॥ ৮২ ॥

তালবন,—(ভাঃ ১০।১৫।২১—) "সুমহদ্বনং তালালি-সঙ্কুলম্।'

ধেনুক মারিয়া,—ধেনুকাসুরের বধ সাধন করিয়া; (ভাঃ ১০।১৫।৩২—) 'ভগবান্ শ্রীবলরাম একহস্তে সেই ধেনুকাসুরের পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক পরিভ্রমণ করাইয়া তালবৃক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু পরিভ্রমণ ফলে পূর্ব্বেই সে জীবন ত্যাগ করিয়াছিল ॥' ২৯ ॥

গোষ্ঠে নানা ক্রীড়া,—(ভাঃ ১০।১১।৩৯-৪০—) 'রাম ও কৃষ্ণ নানা-ক্রীড়ায় মত্ত ও নানা-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সখাগণের সহিত কখনও বেণু বাদন, কখনও ফলাদি উৎক্ষেপণ, কখনও পদদ্বারা পৃথিবী-তাড়ন, কখনও বৎসপালগণের গাত্রে কম্বলাদি জড়িত করিয়া কৃত্রিম গো-বৃষ করিয়া আপনারাও বৃষবৎ শব্দ করিতে করিতে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ, কখনও বা বিবিধ-জন্তুর অনুকরণপূর্ব্বক শব্দ করিতেন।'

বক-বধ,—বকাসুরের বধ; —(ভাঃ ১০।১১।৫১—) 'সাধুদিগের পতি শ্রীকৃষ্ণ কংস-সখা সেই বকাসুর আসিতেছে দেখিয়া দুইহস্তে তাহার চঞ্চুদ্বয় ধারণপূর্ব্বক দেবগণের হর্ষ উৎপাদন করিয়া বালকগণের দৃষ্টির সম্মুখে উহাকে গ্রন্থিহীন তৃণের ন্যায় অনায়াসে বিদারণ করিয়া ফেলিলেন।'

অঘ-বধ,—অঘাসুরের বধ ;—(ভাঃ ১০।১২।৩০-৩১—) 'অব্যয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই অঘাসুরকে চূর্ণ করিবার ইচ্ছায় তাহার গলদেশস্থিত শিশু ও বৎসগণের সহিত আপনাকে অতিবেগে বর্দ্ধিত করিলেন। তাহাতে সেই অতিকায় অসুরের মুখ-কণ্ঠ-পথ নিরুদ্ধ ও চক্ষুর্দ্বয় বহির্গত হইল এবং তাহার দেহমধ্যে বায়ু নিরুদ্ধ হওয়ায় ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া গেল।'

বৎস-বধ,—বৎসাসুরের বধ ;—(ভাঃ ১০।১১।৪৩—) 'সেই অসুরের পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয়ের সহিত লাঙ্গুল ধারণপূর্ব্বক শূন্যে পরিভ্রমণ করাইয়া কপিথবৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিয়া সংহার করিলে ভগ্ন-কপিথবৃক্ষসমূহের সহিত সেও ভূতলে পতিত হইল ॥' ৩০ ॥

শৃঙ্গ,—'শিঙ্গা', শৃঙ্গদ্বারা প্রস্তুত বাদ্যযন্ত্র, বিষাণ।

বাইতে বাইতে,—সংস্কৃত 'বাদি'-ধাতু হইতে 'বাদন', তাহা হইতে প্রাকৃত অপভ্রংশ (প্রথম পুরুষে) 'বায়', তাহা হইতে অসমাপিকা-ক্রিয়ায় 'বাইতে' অর্থাৎ বাজাইতে ॥৩১॥

গোবর্দ্ধনধর-লীলা,—(ভাঃ ১০।২৫।১৯—) 'বালক যেমন ছত্র ধারণ করে, শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ একহস্তেই গোবর্দ্ধন গিরি তুলিয়া ধারণ করিলেন।'

রচি', —রচনা করিয়া ॥ ৩২ ॥

গোপীর বসন-হরণ,—ভাঃ ১০।২২।১-২৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

যজ্ঞপত্নী-দর্শন,—ভাঃ ১০।২৩।১৮-৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥৩৩॥

কাচয়ে,—হিন্দী 'কাছ'(কচ্ছ)-শব্দ হইতে, অথবা সংস্কৃত কচ্-ধাতু (বন্ধনার্থক) হইতে 'কাচা' শব্দ ; অভিনয়ার্থ ছদ্ম বা কাল্পনিক বেশ গ্রহণ করা, অথবা লীলা-খেলা, ক্রীড়া-কৌতুক বা নাচ-তামাসা করা।

দাড়ি,—(সংস্কৃত 'দাঢ়ি(কা)' হইতে), শ্মশ্রু। শ্রীনারদ-ঋষির পাঠ-অভিনয়কালে পক্বশ্মশ্রু-শোভিত-বদনে অভিনয় করিবার রীতি পূর্ব্ব প্রসিদ্ধ ছিল এবং অদ্যাপি আছে ; তদনুকরণে চিত্রাদিতেও তিনি তদ্রূপই অঙ্কিত।

কংস স্থানে নারদের মন্ত্র,—(ভাঃ ১০।৩৬।১৭—) 'কংসমিত্র অসুরগণের বিনাশান্তে একদা দেবর্ষি-নারদ কংসের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—দেবকীর অষ্টম-গর্ভরূপে প্রসিদ্ধা কন্যাই বস্তুতঃ যশোদার কন্যা, যশোদার সুতরূপে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ—দেবকীরই পুত্র, রোহিণী-পুত্র রাম—দেবকীরই সপ্তম পুত্র, অথবা নন্দসুতরূপে প্রসিদ্ধ রাম—বসুদেবভার্য্যা রোহিণীরই পুত্র ; বসুদেব ভয় পাইয়া নিজমিত্র শ্রীনন্দের নিকট সেই পুত্রদ্বয়কে ন্যস্ত করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই তোমার লোকদিগকে বিনাশ করিয়াছেন।'

"কুম্ভীর জিনিলা, মোরে জিনিবা কেমনে ?
তোমা' খাও, তবে কেবা জীয়াবে লক্ষ্মণে ?"৮৩॥
হনুমান্ বোলে,—"তোর রাবণা কুক্কুর।
তারে নাহি বস্তু বুদ্ধি, তুই পালা দূর ॥" ৮৪ ॥

এইমত দুইজনে হয় গালাগালী।
শেষে হয় চুলাচুলী, তবে কিলাকিলী ॥ ৮৫ ॥
কথোক্ষণ সে কৌতুকে জিনিঞা রাক্ষসে।
গন্ধমাদনে আসি' হইলা প্রবেশে ॥ ৮৬ ॥

মন্ত্র,—সন্ধি-বিগ্রহাদি-বিষয়ক গুপ্তনীতি, রাজনৈতিক মন্ত্রণা, যুক্তি, গোপনে পরামর্শ ॥ ৩৪ ॥

কংস-নিদেশে অক্রূরের মথুরায় রামকৃষ্ণানয়ন,—(ভাঃ ১০।৩৬।৩০, ৩৭—) "হে অক্রূর, তুমি নন্দ ব্রজে গমন কর, তথায় বসুদেবের পুত্রদ্বয় বিদ্যমান ; এই রথে করিয়া তাঁহাদিগকে অবিলম্বে এস্থানে আনয়ন কর।' * * ধনুর্যজ্ঞ-নিরীক্ষণ ও যদুপুরীর শোভা-দর্শনার্থ সেই রাম-কৃষ্ণ নামক বালকদ্বয়কে শীঘ্র আনয়ন কর।" (ভাঃ ১০।৩৮।১ —) 'মহামতি অক্রূর সেই রাত্রি মধুপুরীতে বাস করিয়া পর-দিবস রথারোহণে নন্দগোকুলে যাত্রা করিলেন॥'

গোপীভাবে ক্রন্দন,—ভাঃ ১০ম স্কঃ ৩০ ৩১ অঃ দ্রষ্টব্য।

নদী বহে,—নয়নে অশ্রু-নদী বহিতেছে ॥ ৩৬ ॥

লখিতে,—সংস্কৃত লক্ষ্-ধাতু হইতে 'লখা' অর্থাৎ ('দেখা' (প্রাচীন বাঙ্গালা-পদ্যে ব্যবহৃত), লক্ষ্য করিতে, দেখিতে॥৩৭॥

মধুপুরী (মথুরা),—পূর্ব্বে মধু-নামক অসুর তথায় বাস করিত। তৎপুত্র লবণাসুর ত্রেতা-যুগে শত্রুঘ্ন হস্তে নিহত হয়॥

কুব্জার স্থানে গন্ধ পরে'—(ভাঃ ১০।৪২।৩-৪) "কুব্জা কহিল,—তোমরা দুই জন ভিন্ন আর কে-ই বা এই গন্ধানু-লেপন পাইতে পারে ? এই বলিয়া কুব্জা শ্রীরাম-কৃষ্ণকে ঘন অনুলেপন প্রদান করিল।"

ধনুক…গর্জ্জনে,—(ভাঃ ১০।৪২।১৭-১৮—) 'কংসের ধনুর্যজ্ঞশালায় গমন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ দর্শক-জনগণের সমক্ষে অবলীলাক্রমে বাম-করে ধনুর্গ্রহণ ও নিমিষ-মধ্যে উহাতে জ্যা-যোজনপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া, মদমত্ত হস্তী যেরূপ ইক্ষুদণ্ড ভগ্ন করে তদ্রূপ, মধ্যভাগে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই ধনু যখন ভগ্ন হইতে লাগিল, তখন উহার শব্দ আকাশ, অন্তরীক্ষ ও দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিল এবং কংস তচ্ছ্রবণে অতিশয় ভয় প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৯ ॥

কুবলয়,—কংসাদেশে কৃষ্ণবিনাশার্থ মল্লরঙ্গদ্বারে স্থিত 'কুবলয়াপীড়'-নামক গজরাজ। (ভাঃ ১০।৪৩।১৩-১৪—) 'সেই গজরাজ শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে দ্রুতবেগে আসিতেছে দেখিয়া ভগবান্ মধুসূদন হস্তদ্বারা উহার শুণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। অতঃপর ভগবান্ শ্রীহরি পশুরাজ সিংহের ন্যায়, অবলীলাক্রমে পদদ্বারা আক্রমণ করিয়া সেই পতিত গজরাজের দন্ত উৎপাটনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা উহাকে ও উহার চালককে (হস্তিপককে) বধ করিলেন।'

চাণূর,—রামকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত কংস-নিযুক্ত মল্লবীরদ্বয়ের অন্যতম। (ভাঃ ১০।৪৪।২২-২৩) 'অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ চাণূরকে দুইবাহুর মধ্যে গ্রহণ করিয়া বহুবার ঘুরাইতে ঘুরাইতে ক্ষীণপ্রাণ চাণূরকে ভূপৃষ্ঠে আছড়াইতে লাগিলেন। তাহাতে মস্তকের স্রস্তকেশ ও স্রস্তমাল্য হইয়া বজ্রের ন্যায় সে পতিত হইল।'

মুষ্টিক,—রামকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত কংসনিযুক্ত মল্লবীরদ্বয়ের অন্যতম। (ভাঃ ১০।৪৪।২৪-২৫—) 'বলভদ্রের করতলাঘাতে কম্পিত ও ব্যথিত হইয়া মুখদ্বারা রক্ত বমন করিতে করিতে বাতাহত পাদপের ন্যায় গতাসু হইয়া মুষ্টিক ভূতলে পতিত হইল।'

মল্ল,—মল্ল্ (ধারণ করা) + অ, বাহুযোদ্ধা, 'কুস্তিগীর', 'পালোয়ান'।

কংসবধ,—(ভাঃ ১০।৪৪।৩৪, ৩৬-৩৭—) 'অব্যয় ভগবান্ কংসবাক্যে অতিশয় কুপিত হইয়া লাঘব-সহকারে বেগে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক উত্তুঙ্গ মঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন। * * তদ্বিগ্রহ উগ্রতেজাঃ শ্রীকৃষ্ণ, গরুড় যেমন সর্পকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ তাহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। কেশে ধৃত হইবামাত্র কংসের কিরীট ভ্রষ্ট হইলে, তাহাকে উত্তুঙ্গমঞ্চ হইতে রঙ্গোপরি নিক্ষেপ করিয়া ভগবান্ তদুপরি পতিত হইলেন। তাহাতেই কংস প্রাণত্যাগ করিল॥' ৪০ ॥

ছলে,—ছলনা বা বঞ্চনা করেন। ভুবন,—ত্রিভুবন।

বামনরূপে বলি-রাজার ভুবন-ছলন, ভাঃ ৮ম স্কঃ ১৮শ —২৩শ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৪৩ ॥

(১৫) গন্ধমাদন-পর্ব্বতে গন্ধর্ব্বগণের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ও জয়-লাভ—

তঁহি গন্ধর্ব্বের বেশ ধরি' শিশুগণ।
তা'সবার সঙ্গে যুদ্ধ হয় কতক্ষণ ॥ ৮৭ ॥

(১৬) লঙ্কায় হনুমানের গন্ধমাদনানয়ন—

যুদ্ধে পরাজয় করি' গন্ধর্ব্বের গণ।
শিরে করি' আনিলেন গন্ধমাদন ॥ ৮৮ ॥

(১৭) বানর-বৈদ্য সুষেণের লক্ষ্মণনাসিকায় বিশল্যকরণী-প্রদান—

আর এক শিশু তঁহি বৈদ্যরূপ ধরি'।
ঔষধ দিলেন নাকে 'শ্রীরাম' স্মঙরি' ॥ ৮৯ ॥

নিত্যানন্দের সংজ্ঞা-লাভ-দর্শনে পিতামাতার হর্ষ—

নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু উঠিলা তখনে।
দেখি' পিতা-মাতা আদি হাসে সর্ব্বজনে ॥ ৯০ ॥

বৃদ্ধকাচে,—বৃদ্ধসজ্জায় বা বৃদ্ধবেশে।

মানা,—'মা' (মানে অর্থাৎ সম্মান করে) না,—এই বাক্য হইতে ক্রমশঃ 'মানা', নিষেধ বা বারণ করা।

শুক্রকর্ত্তৃক বলিকে নিবারণ,—ভাঃ ৮।১৯।৩০।৪৩, এবং ঐ ২০অঃ ১—১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

চড়ে তার শিরে,—তাহার মস্তকে আরোহণ করেন অর্থাৎ নিগ্রহানন্তর বলির বন্ধন মোচনপূর্ব্বক তাঁহার দ্বারপালত্ব স্বীকার করিলেন (ভাঃ ৮।২২।৩৫, ৮।২৩।৬, ১০ দ্রষ্টব্য) ॥৪৪॥

বানরগণের দ্বারা সেতুবন্ধ,—(ভাঃ ৯।১০।১২শ ও ১৬শ শ্লোকদ্বয়ার্দ্ধ—) 'ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বানর-সৈন্যসহ সমুদ্রতীরে গমন করিলেন এবং শরণাগত ভীত সমুদ্রের স্তব-বাক্য শ্রবণ করিয়া অসংখ্যকপীন্দ্রকর-কম্পিত বহুবৃক্ষ-শোভিত নানাবিধ গিরিশৃঙ্গদ্বারা সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন করিলেন।' এবং রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ২২শ সর্গে ৫১-৬৯, এবং মহাভাঃ বনপর্ব্বে ২৮২ অঃ ৪১-৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৪৫ ॥

ভেরেণ্ডার গাছ,—অর্থাৎ সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধনের নিমিত্ত বানরগণকর্ত্তৃক উৎপাটিত ও সমুদ্রবক্ষে নিক্ষিপ্ত অসংখ্য পর্ব্বতশৃঙ্গ, প্রস্তরখণ্ড ও বৃক্ষাদির অনুকরণে। জলে,—অর্থাৎ সমুদ্র-জলে ॥ ৪৬ ॥

ধনু ধরি'...স্থানে,—রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ৩১শ সঃ, ১০-৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৪৭ ॥

আরে রে বানরা⋯ ⋯কর সুখ,—রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে ৩৪শ সঃ ৭—১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

মাল্যবান্-পর্ব্বতে,—রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ২৮শ সর্গে ১ম শ্লোকে মাল্যবান্-পর্ব্বতের উল্লেখ থাকিলেও ২৭শ সর্গে ১ম ও ২৯শ শ্লোকে 'প্রস্রবণ'-পর্ব্বতের কথা উল্লিখিত আছে কিন্তু মহাভারতে বনপর্ব্বে রামোপাখ্যানে ২৭৯ অধ্যায়ে ২৬ ও ৪০ শ্লোকে এবং ২৮১ অধ্যায়ে ১ম শ্লোকে মাল্যবান্-পর্ব্বতেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয় ॥ ৪৮-৪৯ ॥

পরশুরামের প্রতি শ্রীরাঘবের ক্রোধোক্তি,—ভাঃ ৯।১০।৭ম-শ্লোকার্দ্ধ—'শ্রীরাঘব হরধনুর্ভঙ্গনান্তে সীতাদেবীকে লাভ করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন-সময়ে একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়কারী ভার্গব পরশুরাম ধনুর্ভঙ্গজনিত মহানাদ-শ্রবণে ক্ষুভিত হইয়া পথিমধ্যে উপস্থিত হইলে ভগবান্ তাঁহার বদ্ধমূল গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন।' রামায়ণে আদিকাণ্ডে ৭৬ সর্গ এবং মহাভাঃ বনপর্ব্বে ৯৯ অঃ ৪২-৫৫ ও ৬১-৬৮ দ্রষ্টব্য।

মোর দোষ নাহি,—অর্থাৎ ভার্গবের পরুষবাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান্ শ্রীরাঘব তাঁহার হস্ত হইতে বৈষ্ণবধনু ও শর গ্রহণপূর্ব্বক বলিতেছেন,—'আপনার তপোবলার্জ্জিত গতি কিংবা স্বকর্ম্মার্জ্জিত অপ্রতিম লোকসমূহ বিনাশ করি,—আমার এরূপ ইচ্ছা হইতেছে, তজ্জন্য আমার প্রতি দোষা-রোপ করিতে পারিবেন না' ॥ ৫০ ॥

ভাবে,—এস্থলে, আবেশে, সংস্কারে ॥ ৫১ ॥

পঞ্চ বানরের,—কপিপতি সুগ্রীব ও তাঁহার মন্ত্রিচতুষ্টয় হনুমান, নল, নীল ও তার (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ১৩শ সঃ ৪), অথবা হনুমান্, জাম্ববান্, মৈন্দ ও দ্বিবিদ (মহাভাঃ বনপর্ব্বে ২৭৯ অঃ ২৩ শ্লোক) ॥ ৫২ ॥

রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ২য়—৪র্থ সর্গ এবং মহাভাঃ বনপর্ব্বে ২৭৯ অধ্যায়ে ৯—১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৫২-৫৫ ॥

ইন্দ্রজিৎবধ-লীলা,—রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ৮৮-৯১ সর্গের ৬৪, ৬৮ ৭২ শ্লোক এবং মহাভাঃ বনপর্ব্বে ২৮৮ অঃ ১৫-২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মণ-ভাবে হারে,—রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ৪৫, ৪৯, ৫০

পুত্রকে পিতার অঙ্কে ধারণ—

কোলে করিলেন গিয়া হাড়াই-পণ্ডিত।
সকল বালক হইলেন হরষিত ॥ ৯১ ॥

সকলের জিজ্ঞাসায় শিশু-নিত্যানন্দের উত্তর-প্রদান—

সবে বোলে,—"বাপ, ইহা কোথায় শিখিলা ?"
হাসি' বোলে প্রভু,—"মোর এ-সকল লীলা ॥"৯২॥

সুকোমল-তনু প্রভুকে সর্ব্বক্ষণ সকলের অঙ্কে ধারণেচ্ছা—

প্রথম-বয়স প্রভু অতি-সুকুমার।
কোল হৈতে কারো চিত্ত নাহি এড়িবার ॥ ৯৩ ॥

প্রেমের একমাত্র বিষয় পরমাত্মরূপি-প্রভুর প্রতি সকলের স্নেহ ও তন্মায়া-বশে তত্ত্বজ্ঞানাভাব—

সর্ব্বলোকে পুত্র হৈতে বড় স্নেহ বাসে।
চিনিতে না পারে কেহ বিষ্ণুমায়া-বশে ॥ ৯৪ ॥

কৃষ্ণলীলার অভিনয়েই নিত্যানন্দের আনন্দ—

হেনমতে শিশুকাল হৈতে নিত্যানন্দ।
কৃষ্ণলীলা বিনা আর না করে আনন্দ ॥ ৯৫ ॥

শিশুগণের সর্ব্বক্ষণ নিত্যানন্দ-সহ বিহার—

পিতা মাতা গৃহ ছাড়ি' সর্ব্বশিশুগণ।
নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে সর্ব্বক্ষণ ॥ ৯৬ ॥

নিত্যানন্দ-সঙ্গি-শিশুগণকে নিত্যানন্দৈকনিষ্ঠ সেবকবর গ্রন্থকারের প্রণাম—

সে সব শিশুর পা'য়ে বহু নমস্কার।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যাঁর এমত বিহার ॥ ৯৭ ॥

কৃষ্ণলীলা ব্যতীত অন্যত্র নিত্যানন্দের অপ্রীতি—

এইমত ক্রীড়া করি' নিত্যানন্দ-রায়।
শিশু হৈতে কৃষ্ণলীলা বিনা নাহি ভায় ॥ ৯৮ ॥

ও ৭৩ সর্গ এবং মহাভাঃ বনপর্ব্বে ২৮৭ অধ্যায়ে ২০-২৬ এবং ২৮৮ অঃ ১-৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৫৬ ॥

রামস্থানে বিভীষণের আগমন ও লঙ্কেশ্বররূপে তাঁহাকে অভিষেক,—রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ১৮ সঃ ৩৯ শ্লোক ও ১৯ সঃ ২৫-২৬ শ্লোক এবং মহাভাঃ বনপর্ব্বে ২৮২ অঃ ৪৬ ও ৪৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৫৭ ॥

হানি,—(হা-ধাতু হইতে), ত্যাগ করি, নিক্ষেপ করি, মারি, আঘাত বা প্রহার করি। সম্বর'—সম্বরণ কর, 'সাম্লাও', 'আট্‌কাও', 'বাঁচাও', 'থামাও', 'ঠেকাও', দমন, নিবারণ, বাধা প্রদান বা গতি রোধ কর ॥ ৫৮ ॥

পদ্মপুষ্প,—শক্তিশেলের অনুকরণ ॥ ৫৯ ॥

শক্তিশেলাঘাতে লক্ষ্মণের মূর্চ্ছাভিনয়,—রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ১০১ সর্গে ২৮-৩৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

জাগায়েন ছাওয়াল,—বানরশ্রেষ্ঠগণের অভিনয়ে নিত্যানন্দসঙ্গী শিশুগণ ॥ ৬০ ॥

পরমার্থ…শরীরে,—অর্থাৎ দেহে চৈতন্য নাই, নিস্পন্দ ও মর্ম্মাহত হইয়াছেন। পরমার্থ-ধাতু,—চৈতন্য, প্রাণ ॥৬১॥

ভাবের,—অচেতন ও মূর্চ্ছিত দশার বা অবস্থার ॥ ৬৪ ॥

নটবর,—অভিনয়-কুশল, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।

রামের বনবাস-চিন্তায় দশরথের দেহত্যাগ,—রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ৬৪ সর্গে ৭৫-৭৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৬৫ ॥

হনুমান্…ভাল,—ইহা বানররাজ সুষেণের উক্তি (লঙ্কাকাণ্ডে ১০২ সর্গে ২৯—৩১ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥ ৬৬ ও ৬৮ ॥

নিজ-ভাবে,—নিজাংশ মহাসঙ্কর্ষণাবতার লক্ষ্মণের ভাবে বা আবেশে।

বিকল,—বিগত হইয়াছে কলা অর্থাৎ বুদ্ধি যাহার, ব্যাকুল, অস্থির, অবশ, বিহ্বল, অশক্ত ॥ ৬৯ ॥

ছন্ন,—'মতিচ্ছন্ন', নষ্টমতি, ভ্রষ্টবুদ্ধি, হতজ্ঞান।

শিক্ষা,—অর্থাৎ 'হনুমানকে প্রেরণপূর্ব্বক ঔষধ আনাইয়া প্রভুর নাসিকায় প্রদান',—নিত্যানন্দপ্রভুর এইরূপ উপদেশ (পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ॥ ৭০ ॥

তপস্বি-বেষী কালনেমি-নামক রাবণের মাতুল-রাক্ষসের সহিত হনুমানের আলাপ এবং যুদ্ধে কুম্ভীর, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণের পরাজয়-সাধন প্রভৃতি আখ্যান বাল্মীকি-কৃত মূল-রামায়ণে দৃষ্ট হয় না ॥ ৭২—৮৬ ॥

আশংসে,—অভ্যর্থনা করে (প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যবহৃত)॥

কার্য্যগৌরবে,—স্বীয় কর্ত্তব্য-কর্ম্মের গুরুত্ব-নিবন্ধন ॥৭৪॥

তারে নাহি বস্তু-বুদ্ধি,—তাহাকেই (তোর প্রভু কুক্কুর-তুল্য রাবণকেই) 'অবস্তু' অর্থাৎ নিতান্ত অসার বা অপদার্থ বলিয়া জ্ঞান করি ॥ ৮৪ ॥

গালাগালি,—পরস্পর কটুবাক্য-প্রয়োগ। চুলাচুলি,—পরস্পর কেশাকর্ষণ। কিলাকিলি,—পরস্পর মুষ্ট্যাঘাত ॥৮৫॥

মূল-সঙ্কর্ষণ নিত্যানন্দ-কৃপা-বলেই নিত্যানন্দলীলা-স্ফূর্ত্তি—

অনন্তের লীলা কেবা পারে কহিবারে?
তাহান কৃপায় যেনমত স্ফুরে যারে॥ ৯৯॥

দ্বাদশবর্ষান্তে তীর্থসমূহ তীর্থীকরণার্থ নিত্যানন্দের যাত্রা—

হেনমতে দ্বাদশ বৎসর থাকি' ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে॥ ১০০॥

বিংশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রভুর তীর্থোদ্ধার-লীলা, তৎপর মহাপ্রভু-সহ মিলন—

তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্য-গোচর॥ ১০১॥

গ্রন্থকারকর্ত্তৃক নিত্যানন্দ কৃপা-মাহাত্ম্য-বর্ণন—

নিত্যানন্দ-তীর্থযাত্রা শুন আদিখণ্ডে।
যে-প্রভুরে নিন্দে দুষ্ট পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে॥ ১০২॥
যে-প্রভু করিলা সর্ব্বজগৎ উদ্ধার।
করুণা-সমুদ্র যাঁহা বই নাহি আর॥ ১০৩॥
যাঁহার কৃপায় জানি চৈতন্যের তত্ত্ব।
যে প্রভুর দ্বারে ব্যক্ত চৈতন্য-মহত্ত্ব॥ ১০৪॥

গৌরপ্রেষ্ঠ নিত্যানন্দের তীর্থোদ্ধার-লীলা-বর্ণনারম্ভ—

শুন শ্রীচৈতন্য-প্রিয়তমের কথন।
যেমতে করিলা তীর্থমণ্ডলী ভ্রমণ॥ ১০৫॥

(ক) আর্য্যাবর্ত্তে—(১) বক্রেশ্বরে, (২) বৈদ্যনাথে—

প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথ-বনে গেলা একেশ্বর॥ ১০৬॥

(৩) গয়ায়, (৪) কাশীতে, (৫) গঙ্গায়—

গয়া গিয়া কাশী গেলা শিব-রাজধানী।
যঁহি ধারা বহে গঙ্গা উত্তরবাহিনী॥ ১০৭॥
গঙ্গা দেখি' বড় সুখী নিত্যানন্দ-রায়।
স্নান করে, পান করে, আর্ত্তি নাহি যায়॥ ১০৮॥

(৬) প্রয়াগে, (৭) মথুরায়—

প্রয়াগে করিলা মাঘমাসে প্রাতঃস্নান।
তবে মথুরায় গেলা পূর্ব্বজন্ম-স্থান॥ ১০৯॥

(৮) যামুনবিশ্রাম-ঘাটে, (৯) গোবর্দ্ধনে—

যমুনা-বিশ্রামঘাটে করি' জলকেলি।
গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতে বুলেন কুতুহলী॥ ১১০॥

(১০) দ্বাদশ বনে—

শ্রীবৃন্দাবন-আদি যত দ্বাদশ বন।
একে-একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ॥ ১১১॥

(১১) গোকুলে—

গোকুলে নন্দের ঘর বসতি দেখিয়া।
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া॥ ১১২॥

(১২) হস্তিনাপুরে—

তবে প্রভু মদনগোপাল নমস্করি'।
চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী॥ ১১৩॥

প্রভুর চিত্তবৃত্তি বুঝিতে অভক্ত তীর্থবাসিগণের অসামর্থ্য—

ভক্তস্থান দেখি' প্রভু করেন ক্রন্দন।
না বুঝে তৈর্থিক ভক্তিশূন্যের কারণ॥ ১১৪॥

হস্তিনাপুরে সেবকাভিমানে নিজকেই নিজের প্রণাম—

বলরাম কীর্ত্তি দেখি' হস্তিনানগরে।
'ত্রাহি হলধর!' বলি' নমস্কার করে॥ ১১৫॥

(১৩) দ্বারকায়—

তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ।
সমুদ্রে করিলা স্নান, হইলা আনন্দ॥ ১১৬॥

বানরবৈদ্য সুষেণের অনুকরণে বৈদ্য লীলাভিনয়কারী শিশুর লক্ষ্মণ-ভাবিত নিত্যানন্দের [illegible]কায় গন্ধমাদন-জাত বিশল্যকরণি, সাবর্ণ্যকরণি, সঞ্জীবকরণি ও সন্ধান-করণি, এই ঔষধচতুষ্টয়-প্রদান-লীলাভিনয়,—রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ১০২ সর্গে ৩১ ও ৪১-৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য॥ ৮৯॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিমুখ পতিত জীবে দয়া করিয়া সমগ্র জীব-জগৎ উদ্ধার করিয়াছিলেন। দুষ্ট, পাপাত্মা ও পাষণ্ডি-গণই কৃপা লাভে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার নিন্দা করিয়াছিল।

এ জগতে শ্রীনিত্যানন্দই শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব জানাইয়াছেন। তাঁহার কৃপা-ব্যতীত কাহারও নিজ চেষ্টা-দ্বারা শ্রীচৈতন্য-মহত্ত্বে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য নাই॥ ১০২-১০৪॥

শ্রীনিত্যানন্দের পদাঙ্ক-পূত তীর্থসমূহ,—শ্রীবলদেবের তীর্থ-পর্য্যটন-বর্ণন-প্রসঙ্গে ভাঃ ১০ম স্কঃ ৭৮অঃ ১৭-২০ শ্লোক ঐ ৭৯ অঃ ৯-২১ শ্লোকের টীকাকারগণের নির্দ্দিষ্ট স্থানসকল দ্রষ্টব্য॥ ১০৫-১৫১, ১৯৪-২০২॥

একেশ্বর,—একাকী, অন্য-সঙ্গ-রহিত হইয়া॥ ১০৬॥

(১৪) সিদ্ধপুরে, (১৫) মৎস্য-তীর্থে—

সিদ্ধপুর গেলা যথা কপিলের স্থান।
মৎস্য-তীর্থে মহোৎসবে করিলা অন্ন দান ॥১১৭॥

(১৬) শিবকাঞ্চীতে, (১৭) বিষ্ণুকাঞ্চীতে—

শিব-কাঞ্চী, বিষ্ণু-কাঞ্চী গেলা নিত্যানন্দ।
দেখি' হাসে দুই গণে মহা-মহা-দ্বন্দ্ব ॥ ১১৮ ॥

(১৮) কুরুক্ষেত্রে, (১৯) পৃথূদকে, (২০) বিন্দুসরোবরে, (২১) প্রভাসে, (২২) সুদর্শন-তীর্থে—

কুরুক্ষেত্রে পৃথূদকে বিন্দু-সরোবরে।
প্রভাসে গেলেন সুদর্শন-তীর্থবরে ॥ ১১৯ ॥

(২৩) ত্রিতকূপে, (২৪) বিশালাতে, (২৫) ব্রহ্মতীর্থে, (২৬) চক্রতীর্থে—

ত্রিতকূপ মহাতীর্থ গেলেন বিশালা।
তবে ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থেরে চলিলা ॥ ১২০ ॥

(২৭) প্রতিস্রোতায়, (২৮) প্রাচী-সরস্বতীতে, (২৯) নৈমিষারণ্যে—

প্রতিস্রোতা গেলা যথা প্রাচী-সরস্বতী।
নৈমিষারণ্যে তবে গেলা মহামতি ॥ ১২১ ॥

(৩০) অযোধ্যায়—

তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধ্যা-নগর।
রাম-জন্মভূমি দেখি' কান্দিলা বিস্তর ॥ ১২২ ॥

(৩১) শৃঙ্গবেরপুরে—

তবে গেলা গুহক-চণ্ডাল-রাজ্য যথা।
মহামূর্চ্ছা নিত্যানন্দ পাইলেন তথা ॥ ১২৩ ॥

ত্রেতা-যুগীয় পরমভক্ত গুহকের সৌখ্য-স্মরণে নিত্যানন্দের আনন্দ-মূর্চ্ছা—

গুহক-চণ্ডাল মাত্র হইল স্মরণ।
তিনদিন আছিলা আনন্দে অচেতন ॥ ১২৪ ॥

শ্রীরাম বিরহে লক্ষ্মণাবেশে প্রভুর ক্রন্দন-লুণ্ঠন—

যে-যে-বনে আছিলা ঠাকুর রামচন্দ্র।
দেখিয়া বিরহে গড়ি যায় নিত্যানন্দ ॥ ১২৫ ॥

(৩২) সরযূতে, (৩৩) কৌশিকীতে, (৩৪) পুলস্ত্যাশ্রমে—

তবে গেলা সরযূ কৌশিকী করি' স্নান।
তবে গেলা পৌলস্ত্য-আশ্রম পুণ্যস্থান ॥১২৬॥

(৩৫) গোমতীতে, (৩৬) গণ্ডকীতে, (৩৭) শোণে, (৩৮) মহেন্দ্রগিরিতে, (৩৯) হরিদ্বারে—

গোমতী, গণ্ডকী, শোণ-তীর্থে স্নান করি'।
তবে গেলা মহেন্দ্রপর্ব্বত-চূড়োপরি ॥ ১২৭ ॥
পরশুরামেরে তথা করি' নমস্কার।
তবে গেলা গঙ্গা-জন্মভূমি হরিদ্বার ॥ ১২৮ ॥

(৪০) পম্পা, (৪১) ভীমা, (৪২) গোদাবরী, (৪৩) বেণ্বা ও (৪৪) বিপাশা-নদীতে—

পম্পা, ভীমরথী গেলা সপ্তগোদাবরী।
বেণ্বা-তীর্থে, বিপাশায় মজ্জন আচরি' ॥ ১২৯ ॥

(৪৫) মাদুরায়, (৪৬) শ্রীশৈলে সেবকদম্পতি হর-গৌরীকে দর্শন ও তৎসমীপে ভিক্ষা-গ্রহণ—

কার্ত্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি।
শ্রীপর্ব্বত গেলা যথা মহেশ-পার্ব্বতী ॥ ১৩০ ॥

পূর্ব্বজন্মস্থান,—দ্বাপর-যুগীয় লীলার আবির্ভাব-ভূমি ॥১০৯

তৈর্থিক,—তীর্থবাসিক্রব, স্থানীয় অধিবাসী; ভক্তিশূন্যের কারণ,—ভক্তিরাহিত্য-হেতু ॥ ১১৪ ॥

দেখি' হাসে…দ্বন্দ্ব,—বিষ্ণুকাঞ্চীস্থিত বিষ্ণুর গণ (বৈষ্ণব) এবং শিবকাঞ্চীস্থিত সঙ্কর্ষণভক্ত-শিবের গণ (শৈব),—এই উভয় গণের পরস্পরের মধ্যে বিষ্ণু ও শিবের স্বরূপ বা তত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-মূলে মহা-দ্বন্দ্ব অর্থাৎ তীব্র-বিরোধ-দর্শনে মূলসঙ্কর্ষণ-বিষ্ণু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু হাস্য করিতে লাগিলেন ॥১১৮

প্রতিস্রোতা (সরস্বতী),—ভাঃ ১০।৭৮।১৮ শ্লোকের শ্রীধর-স্বামিপ্রভৃতি টীকাকারগণের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। চলিত-ভাষায় 'উজানবাহিনী'; অর্থাৎ প্রভাস-ক্ষেত্রেই সরস্বতী-নদী পশ্চিমবাহিনী হইয়া সাগর-সঙ্গম লাভ করিয়াছে। উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে বহুতীর্থ-ভ্রমণকারী শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য ভাঃ ১০।৭৮।১৮ শ্লোকের স্ব কৃত 'সুবোধিনী'-টীকায় শ্রীবল-দেবের ভ্রমণ-বিষয়ে লিখিয়াছেন,—'প্রভাসে গত্বা সঙ্কল্পং কৃত্বা ততো নির্গত ইত্যাহ,—স্নাত্বা প্রভাসমিতি * * * প্রভাসে-ঽগ্নিকুণ্ডে সঙ্গমে বা স্নাত্বা ততো * * সরস্বতীতীরে এব প্রতিস্রোতং যথা ভবতি তথা যযৌ * * ।" বিশেষতঃ ভাঃ ১১স্ক ৩০অঃ ৬ শ্লোকে স্পষ্টভাবেই লিখিত আছে,—'বয়ং প্রভাসং যাস্যামো যত্র প্রত্যক্ সরস্বতী'। ইহার শ্রীধরস্বামি-

শ্রীশৈল-ব্রাহ্মণী-রূপে মহেশ-পার্ব্বতী।
সেই শ্রীপর্ব্বতে দোঁহে করেন বসতি ॥ ১৩১ ॥

হর-গৌরীর পরমহংসবেষী স্বীয় আরাধ্য মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দের দর্শন-সুখ-লাভ—

নিজ-ইষ্টদেব চিনিলেন দুইজন।
অবধূতরূপে করে তীর্থ পর্য্যটন ॥ ১৩২ ॥

পরমবৈষ্ণবী সেবিকা-বরা পার্ব্বতীর ইষ্টদেব-সেবনার্থ নৈবেদ্য-রন্ধন—

পরম-সন্তোষ দোঁহে অতিথি দেখিয়া।
পাক করিলেন দেবী হরষিত হৈয়া ॥ ১৩৩ ॥
পরম-আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে।
হাসি' নিত্যানন্দ দোঁহে করে নমস্কারে ॥ ১৩৪ ॥

(খ) দাক্ষিণাত্যে বা দ্রাবিড়ে—

কি অন্তর-কথা হৈল, কৃষ্ণ সে জানেন।
তবে নিত্যানন্দপ্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন ॥ ১৩৫ ॥

কুহপুস্তরে (?)—(৪৭) বেঙ্কটনাথ-স্থানে ও (৪৮) কাম-কোটীপুরীতে, (৪৯) কাঞ্চীতে, (৫০) কাবেরীতে—

দেখিয়া বেঙ্কটনাথ কামকোষ্ঠীপুরী।
কাঞ্চী গিয়া সরিদ্বরা গেলেন কাবেরী ॥ ১৩৬ ॥

(৫১) শ্রীরঙ্গমে, (৫২) হরিক্ষেত্রে—

তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্যস্থান।
তবে করিলেন হরিক্ষেত্রেরে পয়ান ॥ ১৩৭ ॥

(৫৩) ঋষভ-পর্ব্বতে, (৫৪) মাদুরায়, (৫৫) কৃতমালায়, (৫৬) তাম্রপর্ণীতে, (৫৭) উত্তরা-যমুনায় (?)—

ঋষভ-পর্ব্বতে গেলা দক্ষিণ-মথুরা।
কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, যমুনা উত্তরা ॥ ১৩৮ ॥

(৫৮) মলয়-পর্ব্বতে অগস্ত্যাশ্রমে—

মলয়-পর্ব্বত গেলা অগস্ত্য-আলয়ে।
তাহারাও হৃষ্ট হৈলা দেখি' মহাশয়ে ॥ ১৩৯ ॥

(৫৯) বদরীকাশ্রমে—

তা'সবার অতিথি হইলা নিত্যানন্দ।
বদরিকাশ্রমে গেলা পরম-আনন্দ ॥ ১৪০ ॥

কতদিন নর-নারায়ণের আশ্রমে।
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম-নির্জ্জনে ॥ ১৪১ ॥

(৬০) ব্যাসাশ্রম শম্যাপ্রাসে ভিক্ষা-গ্রহণ—

তবে নিত্যানন্দ গেলা ব্যাসের আলয়ে।
ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয়ে ॥ ১৪২ ॥
সাক্ষাৎ হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিলা।
প্রভুও ব্যাসেরে দণ্ড-প্রণত হইলা ॥ ১৪৩ ॥

(৬১) বৌদ্ধালয়ে বৌদ্ধ-দলন—

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু,—বসি' আছে বৌদ্ধগণ ॥ ১৪৪ ॥
জিজ্ঞাসেন প্রভু, কেহ উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে ॥ ১৪৫ ॥
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
বনে ভ্রমে' নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া ॥ ১৪৬ ॥

(৬২) কন্যাকুমারীতে, (৬৩) সমুদ্র-দর্শন—

তবে প্রভু আইলেন কন্যকা-নগর।
দুর্গাদেবী দেখি' গেলা দক্ষিণ-সাগর ॥ ১৪৭ ॥

(৬৪) অনন্তপুরে, (অনন্তশয়ন-মন্দিরে (?) (৬৫) পঞ্চাপ্সরা-সরোবরে—

তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনন্তপুরে।
তবে গেলা পঞ্চ-অপ্সরার সরোবরে ॥ ১৪৮ ॥

(৬৬) গোকর্ণে, (৬৭) কেরলে ও (৬৮) ত্রিগর্ত্ত-দেশে—

গোকর্ণাখ্য গেলা প্রভু শিবের মন্দিরে।
কেরলে, ত্রিগর্ত্তকে বুলে ঘরে-ঘরে ॥ ১৪৯ ॥

(৬৯) নির্ব্বিন্ধ্যায়, (৭০) পয়োষ্ণীতে, (৭১) তাপ্তীতে—

দ্বৈপায়নী-আর্য্যা দেখি' নিত্যানন্দ-রায়।
নির্ব্বিন্ধ্যা, পায়োষ্ণী, তাপ্তী ভ্রমেণ লীলায় ॥১৫০

(৭২) রেবায়, (৭৩) মাহিষ্মতীতে, (৭৪) মল্লতীর্থে, (৭৫) সূর্পারকে ; অতঃপর পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা—

রেবা, মাহিষ্মতী-পুরী, মল্ল-তীর্থে গেলা।
সূর্পারক দিয়া প্রভু প্রতীচী চলিলা ॥ ১৫১ ॥

কৃত টীকা—'প্রত্যক্ পশ্চিমবাহিনী' এবং শ্রীবীররাঘবাচার্য্য-কৃত 'ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা'টীকা—'বয়ং তু প্রভাসং নাম ক্ষেত্রং যাস্তামঃ ; তদ্বিশিনষ্টি,—যত্র প্রত্যক্‌বাহিনী সরস্বতী নদী সমুদ্রং প্রবিশতীতি শেষঃ ॥' ১২১ ॥

শোকাভয়ামৃতাধার কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট নিত্যানন্দপ্রভু—

এইমত অভয় পরমানন্দ রায়।
ভ্রমে' নিত্যানন্দ, ভয় নাহিক কাহায় ॥ ১৫২ ॥
নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ।
ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে হাসে, কে বুঝে সে রস ॥১৫৩॥

পশ্চিম-ভারতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী সহ নিত্যানন্দের মিলন—

এইমত নিত্যানন্দপ্রভুর ভ্রমণ।
দৈবে মাধবেন্দ্র-সহ হৈল দরশন ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাময় কৃষ্ণরস-রসিক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর মাহাত্ম্য-বর্ণন—

মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময়-কলেবর।
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর ॥ ১৫৫ ॥
কৃষ্ণরস বিনু আর নাহিক আহার।
মাধবেন্দ্রপুরী-দেহে কৃষ্ণের বিহার ॥ ১৫৬ ॥

অদ্বৈতাচার্য্য-গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী—

যাঁর শিষ্য প্রভু আচার্য্যবর গোসাঞি।
কি কহিব আর তাঁর প্রেমের বড়াই ॥ ১৫৭ ॥

পরস্পরের দর্শনে পরস্পরের প্রেম-মূর্চ্ছা—

মাধবপুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিস্পন্দ ॥ ১৫৮ ॥
নিত্যানন্দে দেখি' মাত্র শ্রীমাধবপুরী।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই' আপনা' পাসরি' ॥ ১৫৯ ॥

ভক্তিরসকল্পতরুর মূলস্কন্ধ—

'ভক্তিরসে মাধবেন্দ্র আদি-সূত্রধার'।
গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারেবার ॥ ১৬০ ॥

উভয়ের প্রেমবিহ্বলতা-দর্শনে শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতির প্রেম-ক্রন্দন—

দোঁহে মূর্চ্ছা হইলেন দোঁহা-দরশনে।
কান্দয়ে ঈশ্বরপুরী-আদি শিষ্যগণে ॥ ১৬১ ॥

পরস্পরের স্পর্শে পরস্পরের প্রেম-বিকার—

ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি দুইজন।
অন্যোঽন্যে গলা ধরি' করেন ক্রন্দন ॥ ১৬২ ॥
বালু গড়ি যায় দুইপ্রভু প্রেমরসে।
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে ॥ ১৬৩ ॥

সরিদ্বরা,—কাবেরী-নদীর বিশেষণ ॥ ১৩৬ ॥

প্রতীচি,—(প্রত্যচ্ + ঈপ্, স্ত্রী) যে-দিকে সূর্য্য অস্ত যায়, পশ্চিমদিক্ ॥ ১৫১ ॥

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী,—সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী এবং শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের জনৈক গুরু। ইনিই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সেবিত ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর (চৈঃ চঃ আদি ৯ম পঃ ১০, অন্ত্য ৮ম পঃ ৩৪)। ইঁহার পূর্ব্বে শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ে শৃঙ্গার-রসাত্মিকা ভক্তির কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইত না। ইঁহার শিষ্য—শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু, শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় প্রভৃতি। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায় বা আম্নায়-পরম্পরায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাখা 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশে', 'শ্রীপ্রমেয়-রত্নাবলী'তে ও শ্রীগোপালগুরু-গোস্বামীর গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীভক্তিরত্নাকরেও তাহা দেখা যায়। শ্রীগৌর-গণোদ্দেশে শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়াম্নায় এরূপ বর্ণিত আছে,—"পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ। তস্য শিষ্যো নারদোঽভূৎ ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাম্ ॥ শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ। ব্যাসাল্লব্ধ-কৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ ॥ তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য্য-মহাশয়ঃ। তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবদ্বিজঃ ॥ অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ। তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ ॥ বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ। জয়ধর্ম্ম মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ ॥ শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্তু ভক্তিরত্নাবলীকৃতিঃ। জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূদ্ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্। শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ ॥ তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ। তস্য শিষ্যোঽভবচ্ছ্রীমানীশ্বরাখ্যপুরী যতিঃ ॥ কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গারফলাত্মকঃ। অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্য-সখ্যে ফলে উভে ॥ ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে। জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্ ॥" শ্রীল-কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভু-কৃত শ্রীমন্মাধবেন্দ্র-প্রণাম-শ্লোক, যথা—"যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং গোপীনাথঃ ক্ষীর-চোরাভিধোঽভূৎ। শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্ যৎপ্রেম্না তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি ॥" শ্রীগোপাল ও ক্ষীরচোরা গোপী-

প্রেমনদী বহে দুইপ্রভুর নয়নে।
পৃথিবী হইল সিক্ত ধন্য হেন মানে॥ ১৬৪॥
কম্প, অশ্রু, পুলক, ভাবের অন্ত নাই।
দুই-দেহে বিহরয়ে চৈতন্য-গোসাঞি॥ ১৬৫॥

নিত্যানন্দের মাধবেন্দ্র-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ; মহাভাগবতের দর্শন-স্পর্শন-সেবনাদি সঙ্গই সমগ্রতীর্থস্নানের ফল—

নিত্যানন্দ বোলে,—"যত তীর্থ করিলাঙ।
সম্যক্ তাহার ফল আজি পাইলাঙ॥ ১৬৬॥
নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন॥" ১৬৭॥

শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি শ্রীমাধবেন্দ্রের গাঢ় প্রেম—

মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দে করি' কোলে।
উত্তর না স্ফুরে,—কণ্ঠরুদ্ধ প্রেমজলে॥ ১৬৮॥
হেন প্রীত হইলেন মাধবেন্দ্রপুরী।
বক্ষ হৈতে নিত্যানন্দে বাহির না করি॥ ১৬৯॥

গুরুপ্রিয়-জ্ঞানে শ্রীঈশ্বরপুরীপ্রভৃতি আদর্শ গুরুদাস শিষ্যবর্গেরও শ্রীনিত্যানন্দে রতি—

ঈশ্বরপুরী-ব্রহ্মানন্দপুরী-আদি যত।
সর্ব্বশিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত॥ ১৭০॥

পূর্ব্বে তাঁহাদের অন্যান্য তীর্থযাত্রী তথা-কথিত সাধুগণকে কৃষ্ণপ্রেমবিহীন-দর্শন—

সঙে যত মহাজন সম্ভাষা করেন।
কৃষ্ণপ্রেমা কাহারো শরীরে না দেখেন॥ ১৭১॥

কৃষ্ণবিমুখজন-সম্ভাষণ-ফলে দুঃখভরে কৃষ্ণপ্রেমিকের কৃষ্ণ-কাঙ্ক্ষান্বেষণ—

সভেই পায়েন দুঃখ দুর্জন সম্ভাষিয়া।
অতএব বন সভে ভ্রমেন দেখিয়া॥ ১৭২॥

কৃষ্ণপ্রেমিক-সঙ্গ-লাভে কৃষ্ণপ্রেমিকের বিরহ-দুঃখ-লাঘব—

অন্যোহন্যে সে-সব দুঃখের হৈল নাশ।
অন্যোহন্যে দেখি' কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ॥ ১৭৩॥

নাথের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য (চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ পঃ ২১-১৯৭)। শ্রীমাধবেন্দ্রের একাকী শ্রীবৃন্দাবন-গমন, গোবিন্দকুণ্ডতটে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট পুরীপাদকে দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণের দর্শন-দান (চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ পঃ ২৩-৩১ ও ১৬শ পঃ ২৭১)। সানোড়িয়া-কুলোদ্ভূত জনৈক ব্রাহ্মণকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার-পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে ভিক্ষা-গ্রহণরূপ সদাচার-প্রদর্শনদ্বারা দৈব-বর্ণাশ্রম-মর্য্যাদা-সংস্থাপন ও শুদ্ধভক্তিবিরোধী বৈষ্ণবে-জাতিবুদ্ধিকারী অদৈব-বর্ণাশ্রমী এবং মহাপ্রসাদে কুতর্ক-কারী প্রাকৃত-স্মার্ত্তসমাজের পদাবলেহন-চেষ্টা-গর্হণ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ পঃ ১৬৬-১৮৫ ও ১৮শ পঃ ১২৯)। গুর্ব্ববজ্ঞা-কারী রামচন্দ্রপুরীকে ক্রোধভরে উপেক্ষা ও ভৎর্সনা এবং ঈশ্বরপুরীর ঐকান্তিকী গুরুভক্তি-দর্শনে তাঁহাকে প্রেমা-লিঙ্গন-প্রদান ও 'কৃষ্ণে তোমার প্রেমধন হউক' বলিয়া কৃপাশীর্ব্বাদ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮ম পঃ ১৬-৩০)। অন্তিম-বিপ্রলম্ভদশায় শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর "অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। হৃদয়ং ত্বদলোক-কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥" এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে অন্তর্দ্ধান (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮ম পঃ ৩১-৩৫)॥ ১৫৪॥

মহাপ্রভু,—পাঠান্তরে 'প্রভুবর'। বড়াই,—(সংস্কৃত 'বৃদ্ধি'-শব্দজ এবং প্রাকৃত 'বড়'-শব্দ হতে নিষ্পন্ন), প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রশংসা, মহিমা, গৌরব॥ ১৫৭॥

ভক্তিরসে,—শ্রীলক্ষ্মীপতিতীর্থ পর্য্যন্তই তত্ত্ববাদ-শাখার ভক্তিসূত্র। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীই শুদ্ধভক্তিরস-সূত্রের আদি-সূত্রধার (চৈঃ চঃ আদি ৯ম পঃ ১০ ও অন্ত্য ৮ম পঃ ৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)॥ ১৬০॥

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সহিত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সাক্ষাৎকার-কালে গুরুদেবের নিত্যসঙ্গী সেবকবর শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী উপস্থিত ছিলেন। 'ঈশ্বরপুরী আদি'-শব্দে নবনিধি অর্থাৎ পরমানন্দ-পুরী প্রভৃতি নয়জন সন্ন্যাসীকেও বুঝাইতেছে॥

বাহ্যদৃষ্টি,—মূর্চ্ছা-ভঙ্গান্তে বহির্দ্দশায় উপনীত॥ ১৬২॥

দুইপ্রভু,—শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী॥

শ্রীঈশ্বর পুরী,—কুমারহট্টে (ই, বি, আর, লাইনে 'হালি-সহর' ষ্টেশনের নিকটে) বিপ্রকুলে উদ্ভূত ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রিয়তম শিষ্য। শ্রীমন্মাধবেন্দ্র ইঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া 'কৃষ্ণে তোমার প্রেমভক্তি হউক' বলিয়া বর প্রদান করেন (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮ম পঃ ২৬-৩০)। গয়ায় শ্রীমহাপ্রভুর দশাক্ষর-মন্ত্রে দীক্ষা-লাভাভিনয়ের পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ-নগরে আসিয়া গোপীনাথাচার্য্যের গৃহে একমাস-কাল বাস

মাধবেন্দ্র-সঙ্গে নিত্যানন্দের কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গানন্দে কৃষ্ণান্বেষণ—

কতদিন নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র-সঙ্গে।
ভ্রমেন শ্রীকৃষ্ণকথা-পরানন্দ-রঙ্গে ॥ ১৭৪ ॥

মহাভাগবত শ্রীমাধবেন্দ্রের অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেম—

মাধবেন্দ্র-কথা অতি অদ্ভুত-কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন ॥ ১৭৫ ॥

নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেম-মদিরা মত্ত শ্রীমাধবেন্দ্র—

অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রেমে মত্তপের প্রায়।
হাসে, কান্দে, হৈ হৈ করে হায় হায় ॥ ১৭৬ ॥

হরিরস-মদিরা-মদাতিমত্ত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—

নিত্যানন্দ মহা-মত্ত গোবিন্দের রসে।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে অট্টঅট্ট হাসে ॥ ১৭৭ ॥

উভয়ের শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাববিকার-দর্শনে শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতির নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন—

দোঁহার অদ্ভুত ভাব দেখি' শিষ্যগণ।
নিরবধি 'হরি' বলি' করয়ে কীর্ত্তন ॥ ১৭৮ ॥

কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জন-হেতু তাঁহাদের বাহ্যপ্রতীতি-রাহিত্য বা বহির্দশা-লোপ—

রাত্রিদিন কেহ নাহি জানে প্রেমরসে।
কত কাল যায়, কেহ ক্ষণ নাহি বাসে ॥ ১৭৯ ॥

মাধবেন্দ্র-সহ নিত্যানন্দের অতিগূঢ় দুর্জ্ঞেয় কৃষ্ণকথালাপ—

মাধবেন্দ্র-সঙ্গে যত হইল আখ্যান।
কে জানয়ে তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ ॥ ১৮০ ॥

পরস্পরের বিরহ-সহনে অসামর্থ্য—

মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥ ১৮১ ॥

মাধবেন্দ্রের নিত্যানন্দ-স্তুতি-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন—

মাধবেন্দ্র বোলে,—"প্রেম না দেখিলুঁ কোথা।
সেই মোর সর্ব্বতীর্থ, হেন প্রেম যথা ॥ ১৮২ ॥
জানিলুঁ কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ-হেন বন্ধু পাইনু সংহতি ॥ ১৮৩ ॥
যে-সে-স্থানে যদি নিত্যানন্দ-সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ-বৈকুণ্ঠাদি-ময় ॥ ১৮৪ ॥
নিত্যানন্দ-হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে ॥ ১৮৫ ॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে ॥" ১৮৬ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রতি শ্রীমাধবেন্দ্রের নিরন্তরা প্রীতি—

এইমত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ-প্রতি।
অহর্নিশ বোলেন, করেন রতি-মতি ॥ ১৮৭ ॥

করেন। তৎকালে তিনি অদ্বৈতপ্রভু ও মহাপ্রভুর সহিত আলাপ করেন ও নিজ-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থ শ্রবণ করান (আদি ১১শ অঃ)। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন কুমারহট্টে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান দর্শন করিতে আগমন করেন, তখন তিনি জীবকুলকে শ্রীগুরুভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য সেইস্থানের মৃত্তিকা নিজ-বহির্ব্বাসে সংগ্রহরূপ লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন (আদি ১৭শ অঃ ১০১ দ্রষ্টব্য)। শ্রীঈশ্বর-পুরীর স্থান দর্শন করিতে আসিয়া প্রত্যেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবই সেইস্থানের মৃত্তিকা লইয়া যান। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী—ভক্তি-কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর এবং 'শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে সেই অঙ্কুরের পুষ্টি'—(চৈঃ চঃ আদি ৯ম পঃ ১১)। গোবিন্দ ও কাশীশ্বর-ব্রহ্মচারিদ্বয়—শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের শিষ্য; তদীয় অপ্রকট-কালে তাঁহার আদেশে ইঁহাদের নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট আগমন (চৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ ১৩৮, ১৩৯; মধ্য ১০ম পঃ ১৩১-১৩৪)। গয়ায় মন্ত্রদীক্ষাদানচ্ছলে মহাপ্রভুর কৃপা-লাভ (চৈঃ চঃ আদি ১৭শ পঃ ৮)।

শ্রীব্রহ্মানন্দপুরী,—শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর অনেক শিষ্য অর্থাৎ ভক্তিকল্পতরুর নয়টী মূলস্বরূপ নবনিধির অন্যতম (চৈঃ চঃ আদি ৯ম পঃ ১৩)। ইনি মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলার সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্গী ছিলেন। নীলাচলেও তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গী হইয়া আসিয়াছিলেন ॥ ১৭০ ॥

মেঘ,—নবনীরদকান্তি কৃষ্ণের উদ্দীপন ॥ ১৭৫ ॥

ক্ষণ নাহি বাসে,—দেশ ও কালাদি-বিষয়ে সম্পূর্ণ বাহ্য-প্রতীতিশূন্য উভয়েই নিরন্তর কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে সমস্তকাল ব্যয় করিয়াও তাহা একনিমিষের দ্বাদশ-ভাগের একভাগ বলিয়াও বোধ করিলেন না ॥ ১৭৯ ॥

কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ,—বিষ্ণু ও বৈষ্ণব, উভয়েরই সেব্য সর্ব্বান্তর্যামী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই জানেন ॥ ১৮০ ॥

মাধবেন্দ্র-প্রতি নিত্যানন্দের সর্ব্বদা গুরুবুদ্ধি—

মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরু-বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয় ॥ ১৮৮ ॥

পরস্পর কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে বহিঃপ্রতীতি-শূন্যতা—

এইমত অন্যোহন্যে দুই মহামতি।
কৃষ্ণপ্রেমে না জানেন কোথা দিবা-রাতি ॥১৮৯॥

অতঃপর নিত্যানন্দের সেতুবন্ধ, মাধবেন্দ্রের সরযূ-যাত্রা, কৃষ্ণপ্রেমাবেশে উভয়ের বহিঃস্মৃতি-রাহিত্য—

কতদিন মাধবেন্দ্র-সঙ্গে নিত্যানন্দ।
থাকিয়া চলিলা শেষে যথা সেতুবন্ধ ॥ ১৯০ ॥
মাধবেন্দ্র চলিলা সরযূ দেখিবারে।
কৃষ্ণাবেশে কেহ নিজ-দেহ নাহি স্মরে ॥ ১৯১ ॥

কৃষ্ণপ্রীত্যর্থই মহাভাগবতের স্ব-প্রাণ-রক্ষণ, নচেৎ বহিঃসংজ্ঞায় কৃষ্ণবিরহের তীব্রতানুভবমাত্র প্রাণত্যাগেচ্ছা—

অতএব জীবনের রক্ষা সে-বিরহে।
বাহ্য থাকিলে কি সে-বিরহে প্রাণ রহে ? ১৯২ ॥

নিত্যানন্দ-মাধবেন্দ্র-সংবাদ-শ্রবণে শুশ্রূষুর কৃষ্ণপ্রেমোদয়—

নিত্যানন্দ-মাধবেন্দ্র, দুই-দরশন।
যে শুনয়ে, তারে মিলে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥ ১৯৩ ॥

(৭৬) সেতুবন্ধে—

হেনমতে নিত্যানন্দ ভ্রমে' প্রেমরসে।
সেতুবন্ধে আইলেন কতেক দিবসে ॥ ১৯৪ ॥

(৭৭) ধনুস্তীর্থে, (৭৮) রামেশ্বরে, (৭৯) বিজয়নগরে (হাম্পী?)—

ধনুতীর্থে স্নান করি' গেলা রামেশ্বর।
তবে প্রভু আইলেন বিজয়নগর ॥ ১৯৫ ॥

(৮০) মায়াপুরীতে, (৮১) অবন্তীতে, (৮২) গোদাবরীতে, (৮৩) সিংহাচলমে—

মায়াপুরী, অবন্তী দেখিয়া গোদাবরী।
আইলেন জিওড় নৃসিংহদেবপুরী ॥ ১৯৬ ॥

(৮৪) তিরুমলয়ে, (৮৫) কূর্ম্মক্ষেত্রে—

ত্রিমল্ল দেখিয়া কূর্ম্মনাথ পুণ্যস্থান।
শেষে নীলাচলচন্দ্র দেখিতে পয়ান ॥ ১৯৭ ॥

যাঁহারা 'আমার গুরু' এবং 'তাঁহার গুরু' প্রভৃতি মর্ত্ত্য-বুদ্ধিদ্বারা ভগবদভিন্ন গুরুতত্ত্বকে অসম্মান করেন, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রিয়তম-জনকে গুরুত্বে বরণ করেন নাই। ব্যবহারিক-জগতে মায়িক-বিচার-বুদ্ধিতে সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ 'গুরু'কে ভোগের বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে। শুদ্ধভক্ত-গণের সহিত এইসকল উপসম্প্রদায়ের একত্র সম্মিলন বা সমন্বয় অসম্ভব। বৈষ্ণববিদ্বেষিগণের গুরুতে ভোগ-বুদ্ধি করাই স্বভাব; যেহেতু, "আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥" এই বিচার হইতে পৃথক্ বিচারই আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, প্রাকৃত-সহজিয়া, সখীভেকী, জাতি গোসাঞি, গৌবনাগরী প্রভৃতি ত্রয়োদশ-প্রকার অপসম্প্রদায় সৃষ্টি করে। প্রকৃত প্র[illegible]ক স্বরূপ-লক্ষণবিশিষ্ট বিষয়বিগ্রহ সত্য পরমেশ্বর-বস্তুর সন্ধ[illegible]ষ্ঠ আশ্রয়-বিগ্রহতত্ত্বে মর্য্যাদা বা গুরুবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক জড় ভেদ-জ্ঞানমূলে অবর, লঘু ও জড়-বুদ্ধি স্থাপন করিলে "অন্ধ-কুক্কুটী"-ন্যায়ানুসারে পাষণ্ডতাই প্রকাশ পাইবে। যে স্থলে অপসম্প্রদায়ের তথা-কথিত গুরুকুল শুদ্ধবৈষ্ণবের বিদ্বেষ করেন, সে-স্থলে অপসম্প্রদায়ের তাদৃশ গুরুব্রুব যথার্থ লঘু-বস্তুগুলিকে বৈষ্ণববিদ্বেষি-জ্ঞানে পরিহারপূর্ব্বক প্রকৃত কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ জগদ্গুরু শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারই শ্রীচরণ আশ্রয় কর্ত্তব্য।

শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর ত্রয়োদশপ্রকার উপ-সম্প্রদায়, সকলেই শ্রীরূপানুগভক্তের বিদ্বেষী, সুতরাং কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কোনপ্রকারেই প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করেন না। তজ্জন্য তাঁহারা রূপানুগ শুদ্ধভক্তের বিদ্বেষ পোষণ করিতে গিয়া প্রকৃত-প্রস্তাবে 'লঘু' হইয়া পড়েন। কৃষ্ণের প্রিয় শ্রীগুরুবর্গ সর্ব্বদাই শ্রীরূপানুগ-বৈষ্ণবগুরুতে অনুরক্ত। উপ-সাম্প্রদায়িকগণ ভক্তির ছলনায় ভগবদ্বিদ্বেষীকেই 'গুরু' সাজাইয়া আপনাদিগের দম্ভ পোষণ করেন। শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাদের সঙ্গ দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিবর্জ্জন করিয়া শ্রীরূপানুগত্বে ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। 'গুরুত্বে বৃত কোন্ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধবৈষ্ণব ও কৃষ্ণের প্রিয়তম?' এই কথা জানিতে গিয়া যদি দেখা যায় যে, তিনি শ্রীরূপানুগ-গণকে হৃদয়ের বন্ধু না জানিয়া তাঁহাদের বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাদৃশ গুরুত্বে কল্পিত ব্যক্তিকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগই কর্ত্তব্য ॥ ১৮৬ ॥

(৮৬) নীলাচলে সাবরণ জগন্নাথদেব বা পুরুষোত্তম-দর্শন—

আইলেন নীলাচলচন্দ্রের নগরে।
ধ্বজ দেখি' মাত্র মূর্চ্ছা হইল শরীরে ॥ ১৯৮ ॥
দেখিলেন চতুর্ব্যূহ-রূপ জগন্নাথ।
প্রকট পরমানন্দ ভক্তবর্গ-সাথ ॥ ১৯৯ ॥

দর্শনমাত্র বারংবার মূর্চ্ছা ও ভূ-পতন এবং অষ্টসাত্ত্বিকভাব—

দেখি' মাত্র হইলেন পুলকে মূর্চ্ছিতে।
পুনঃ বাহ্য হয়, পুনঃ পড়ে পৃথিবীতে ॥ ২০০ ॥
কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আছাড়, হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার ? ২০১ ॥

(৮৭) গঙ্গাসাগরে—

এইমত নিত্যানন্দ থাকি' নীলাচলে।
দেখি' গঙ্গাসাগর আইলা কুতূহলে ॥ ২০২ ॥

নিত্যানন্দকৃপা-বলেই গ্রন্থকারের তদীয় ভ্রমণ-বর্ণন-সামর্থ্য—

তাঁর তীর্থযাত্রা সব কে পারে কহিতে ?
কিছু লিখিলাঙ মাত্র তাঁর কৃপা হৈতে ॥ ২০৩ ॥

(৮৮) পুনরায় মথুরায়—

এইমত তীর্থ ভ্রমি' নিত্যানন্দ-রায়।
পুনর্ব্বার আসিয়া মিলিলা মথুরায় ॥ ২০৪ ॥

(৮৯) বৃন্দাবনে, নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমাবেশে বহিঃস্মৃতি-রাহিত্য—

নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।
কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবা-রাতি ॥ ২০৫ ॥

নিত্যানন্দের অযাচক-বৃত্তি—

আহার নাহিক, কদাচিৎ দুগ্ধ পান।
সেহ যদি অযাচিত কেহ করে দান ॥ ২০৬ ॥

স্বীয় প্রভু গৌরের গুপ্তনবদ্বীপলীলাবগতি—

নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্তভাবে।
ইহা নিত্যানন্দস্বরূপের মনে জাগে ॥ ২০৭ ॥

ভবিষ্যতে গৌরের সঙ্কীর্ত্তনৈশ্বর্য্যপ্রকাশ কালে নামপ্রেম-প্রচারদ্বারা তল্লীলা-সহায়তা-রূপ তৎসেবন-সঙ্কল্প—

"আপন-ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিবে যবে।
আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে ॥" ২০৮ ॥

সম্পূর্ণ গৌরেচ্ছা-পরতন্ত্র তদভিন্নবিগ্রহ নিত্যানন্দের মথুরায় অবস্থান ; গোপাল-ভাবে যামুন-তটে বিহার—

এই মানসিক করি' নিত্যানন্দ-রায়।
মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায় ॥ ২০৯ ॥
নিরবধি বিহরয়ে কালিন্দীর জলে।
শিশু-সঙ্গে বৃন্দাবনে ধূলা-খেলা খেলে ॥ ২১০ ॥

আকর-বিষ্ণু সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভুর তৎকালে প্রেমদানলীলা-সঙ্গোপন—

যদ্যপিহ নিত্যানন্দ ধরে সর্ব্ব শক্তি।
তথাপিহ কারেহ না দিলেন বিষ্ণুভক্তি ॥ ২১১ ॥

স্বীয় প্রভু গৌরের সঙ্কীর্ত্তনৈশ্বর্য্য-প্রকাশকালে নিজ-প্রেম-ভক্তি-প্রদানলীলা-প্রকাশার্থ তদাদেশাপেক্ষা—

যবে গৌরচন্দ্র প্রভু করিবে প্রকাশ।
তান সে আজ্ঞায় ভক্তিদানের বিলাস ॥ ২১২ ॥

স্বয়ংরূপ ভগবান্ গৌর-কৃষ্ণের স্বারস্যানুযায়ী আদেশ-পালন-রূপ দাস্যেই যাবতীয় সেবকবর্গের মহত্ত্ব বা মাহাত্ম্য-প্রসিদ্ধি—

কেহ কিছু না করে চৈতন্য-আজ্ঞা বিনে।
ইহাতে 'অল্পতা' নাহি পায় প্রভু-গণে ॥ ২১৩ ॥

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে যে গুরুপরম্পরা প্রচলিত ও লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে কেহ কেহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীরই শিষ্যরূপে, কেহ কেহ বা শ্রীলক্ষ্মীপতি-তীর্থেরই শিষ্য অর্থাৎ শ্রীমাধবেন্দ্রের সতীর্থরূপে নির্দ্দেশ করেন ; (ভক্তিরত্নাকরে পঞ্চমতরঙ্গ-ধৃত প্রাচীনোক্ত শ্লোক, যথা—"নিত্যানন্দপ্রভুং বন্দে শ্রীমল্লক্ষ্মীপতি-প্রিয়ম্। মাধ্ব-সম্প্রদায়ানন্দ-বর্দ্ধনং ভক্তবৎসলম্ ॥") সতীর্থত্বাদি-বিচারও গুরুবিচার হইতে পৃথক্ নহে ; এজন্য ইতিহাস ও বর্ণনায় ভাষার ভেদ থাকিলেও উভয়ই সমত্বোদ্দেশক। স্মার্ত্তানু-গত গুরুব্রুব-সম্প্রদায় শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সহিত মর্য্যাদাময় সম্বন্ধ না রাখিয়া অবৈধভাবে আত্মগৌরব রক্ষা করিতে শিখিয়াছেন ॥

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু, উভয়েই কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণবিমুখ প্রাকৃত-বহির্জ্জগতের দিবা-রাত্রির কোনই সংবাদ রাখেন নাই ॥ ১৮৯ ॥

কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত জীবনে ভগবদ্বিরহ-দুঃখের তীব্রতানুভূতি থাকিলে ভগবদ্বিরহে প্রাণ সংরক্ষিত হইতে পারে না। তজ্জন্য বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া অপ্রাকৃত অন্তর্দ্দশায় নিরন্তর অপ্রতিহত প্রেমানন্দে অবস্থান-কালে সুদুঃসহ ভগবদ্বিরহ-

শেষ-শিব-ব্রহ্মাদি সকলেরই স্ব-স্ব-অধিকারে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর গৌর-কৃষ্ণের আজ্ঞা-পালনরূপ দাস্য—

কি অনন্ত, কিবা শিব-অজাদি দেবতা।
চৈতন্য-আজ্ঞায় হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা ॥ ২১৪ ॥

অদ্বিতীয় পরমেশ্বর গৌর-কৃষ্ণের আজ্ঞা ও নিখিল সেবক-বর্গের আজ্ঞা-পালন মাহাত্ম্য-শ্রবণে জড়-ভোগবুদ্ধিবশে গৌর-কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধসেব্যত্ব বিরোধী, ঈর্ষা-দ্বেষকারী ভেদবাদী পাষণ্ডিগণের অস্পৃশ্যত্ব—

ইহাতে যে পাপীগণ মনে দুঃখ পায়।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্ব্বথায় ॥ ২১৫ ॥

নিত্যানন্দকৃপা বলেই সকলের কৃষ্ণপ্রেমলাভ-খ্যাতি—

সাক্ষাতেই দেখ সবে এই ত্রিভুবনে।
নিত্যানন্দ-দ্বারে পাইলেন প্রেমধনে ॥ ২১৬ ॥

নিত্যানন্দৈকনিষ্ঠ ভক্তরাজ গ্রন্থকারের নিত্যানন্দ-স্তুতি-মহিমা-কীর্ত্তন ; গৌর-কৃষ্ণের নিরন্তর কীর্ত্তনরত আদি-অভিন্ন-সেবকবর নিত্যানন্দ-রাম—

চৈতন্যের আদি-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যের যশ বৈসে যাঁহার জিহ্বায় ॥ ২১৭ ॥

নিরন্তর গৌরকীর্ত্তনরত গুরু-নিত্যানন্দ-সেবনেই অচিদ্দাস্য(অনর্থ)-নিবৃত্তি ও গৌরভক্তি-লাভ—

অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কয়।
তাঁরে ভজিলে সে চৈতন্যভক্তি হয় ॥ ২১৮ ॥

আদি-প্রকাশবিগ্রহ নিত্যানন্দ-কৃপা-বলেই গৌরতত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি—

আদিদেব জয়জয় নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্য-মহিমা স্ফুরে যাঁহার কৃপায় ॥ ২১৯ ॥

সত্ত্বেও প্রেমানন্দ-সেবার পুষ্টি ও বৃদ্ধি-হেতু প্রাণ-ধারণ সম্ভব হয়। (চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পঃ ৪৩-৪৭—) "অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম, সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়। যদি হয় তার যোগ, তবে না হয় বিয়োগ, বিরহ হইলে কেহ না জীয়য় ॥ এত কহি' শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত, শুনে দুঁহে একমন হঞা। আপন-হৃদয়-কাম, কহিতে বাসিয়ে লাজ, তবু কহি লাজবীজ খাঞা ॥" "ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্। বংশীবিলাসানন-লোকনং বিনা বিভর্ম্মি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥"—"দূরে শুদ্ধপ্রেম-বন্ধ, কপট-প্রেমের গন্ধ, সেহ মোর কৃষ্ণে নাহি হয়। তবে যে করি ক্রন্দন, স্ব-সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন করি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ যাতে বংশীধ্বনি-সুখ, না দেখি' সে চাঁদ-মুখ, যদ্যপি নাহিক 'আলম্বন'। নিজ-দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি, প্রাণকীটেরে করিয়ে ধারণ ॥" ১৯২ ॥

নীলাচলচন্দ্রের নগরে,—জগদীশ-ক্ষেত্রে [illegible]ধামে ॥১৯৮

চতুর্ব্ব্যূহ,—আদি-চতুর্ব্ব্যূহ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানি-রুদ্ধাত্মক শ্রীজগন্নাথ অর্থাৎ দ্বারকাধীশ।

প্রকট…সাথ,—আনন্দলীলাময়বিগ্রহ নন্দনন্দন তদীয় লীলা-সহায় সেবকগণ-সহ নীলাচলে (পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে) প্রকট বা অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ১৯৯ ॥

আছাড়,—(চলিত ভাষায় ব্যবহৃত), ভূতলে পতন ॥২০১॥

মানসিক,—মানস, মনন, ইচ্ছা, অভিলাষ, অভিপ্রায় ॥

স্বয়ং শ্রীগৌরকৃষ্ণাভিন্ন দ্বিতীয়তনু শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ বলদেব-স্বরূপ ও একমাত্র গৌর-কৃষ্ণ-প্রেমের সন্ধানপ্রদাতা হইয়াও স্বীয় নিত্যসেব্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা বা তাঁহার নামপ্রেমপ্রচার-লীলা-কাল বা ইচ্ছা অতিক্রমপূর্ব্বক তীর্থো-দ্ধার-কালে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কাহাকেও কৃপা অথবা শ্রীনাম-প্রেম বিতরণ বা প্রচার করেন নাই (পূর্ব্বোক্ত ২০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। স্বতন্ত্র ঈশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-কালে স্বেচ্ছাক্রমে অহৈতুকী-কৃপা-বশে দীন-জীবের নিকট স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ করিবেন, তৎকালে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও তাঁহার সহিত আ-পামর জীবের দ্বারে দ্বারে হরিনাম-প্রেম-প্রদান-প্রচার-লীলা প্রকাশ করিবেন ॥ ২১১-২১২ ॥

অতএব শ্রীনিত্যানন্দের পদানুসরণপূর্ব্বক মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া কোন নিঃশ্রেয়সার্থীই শ্রীভগবান্ বা তদীয় স্বশক্তি-স্বরূপ বৈষ্ণব-গুরুদেবের বর্ত্তমানতায় স্বয়ং গুর্ব্বভিমানী হইয়া কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন-ছলে উচ্চভাষা বা নিজের জড়াহঙ্কার প্রকাশ করিয়া আস্ফালন করেন না। এজন্য শ্রীভক্তিবিনোদ-ঠাকুর স্ব-কৃত 'কল্যাণকল্পতরু'-নামক শুদ্ধভক্তিময়ী গীতিগ্রন্থে এরূপ লিখিয়াছেন,—"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে, অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়-গামী ॥" জীবের নিত্যসেব্য-প্রভু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ-

গৌর-কৃপায়ই নিত্যানন্দে শ্রদ্ধোদয়, নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-স্ফূর্ত্তিতে সর্ব্বানর্থ-নাশ—

চৈতন্য-কৃপায় হয় নিত্যানন্দে রতি।
নিত্যানন্দে জানিলে আপদ্ নাহি কতি ॥ ২২০ ॥

গুরু-নিত্যানন্দের কৃপা ও সেবা-প্রভাবেই ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর বিন্দুলাভে জীবের যোগ্যতা—

সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচান্দেরে ॥ ২২১ ॥
কেহ বোলে,—"নিত্যানন্দ যেন বলরাম"।
কেহ বোলে,—"চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম" ॥২২২॥

গুরু-নিত্যানন্দের বাহ্যপরিচয়দর্শন-রহিত তদেকনিষ্ঠ গ্রন্থকারের আদর্শ সেবা-নিষ্ঠা—

কিবা যতি নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেনমত ইচ্ছা, না বোলয়ে কেনি ॥ ২২৩ ॥
যে-সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তবু সেই পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে ॥ ২২৪ ॥

গুরুনিত্যানন্দৈকনিষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্য গ্রন্থকারের গুরু-নিত্যানন্দ বিদ্বেষী পতিত-বিমুখ-জীবে দণ্ডপ্রদানচ্ছলে অহৈতুকী অমন্দোদয়া দয়া—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে ॥ ২২৫ ॥

অদ্বৈতাদি গৌরভক্তের নিত্যানন্দ-প্রতি শ্লেষোক্তির বা ব্যাজ-স্তুতির গূঢ়-তাৎপর্য্যানভিজ্ঞ মূঢ়-জীবকে নিত্যানন্দ-প্রতি অসম্মান-নিষেধার্থ সতর্কীকরণ—

কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দ-প্রতি।
'মন্দ' বোলে, হেন দেখ,—সে কেবল 'স্তুতি'॥২২৬॥

সিদ্ধ মুক্ত অদ্বয়জ্ঞান-সেবকগণের পরস্পর বহিঃপ্রতীত সাপত্ন্য-প্রতিম ভাবনিচয়—তৎপ্রেমেরই পোষক

নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণবসকল।
তবে যে কলহ দেখ, সব কুতুহল ॥ ২২৭ ॥

জড়ভোগেচ্ছা বা ভেদ-মূলে অদ্বয়জ্ঞান সেবকগণের ক্রিয়া মুদ্রানভিজ্ঞ মূঢ় পরচর্চ্চাকারীর প্রাকৃত জীব-বুদ্ধিতে বিদ্বেষ-বশে পক্ষান্তর-গ্রহণ—সর্ব্বনাশজনক

ইথে একজনের হইয়া পক্ষ যেই।
অন্য-জনে নিন্দা করে, ক্ষয় যায় সেই ॥ ২২৮ ॥

গুর্ব্ববজ্ঞা-হীন শ্রৌতপন্থি নিত্যানন্দদাসানুগত্যেই গৌর-প্রাপ্তি—

নিত্যানন্দস্বরূপে সে নিন্দা না লওয়ায়।
তান পথে থাকিলে সে গৌরচন্দ্র পায় ॥ ২২৯ ॥

গ্রন্থকারের স্বাভীষ্টদেব ভক্তযূথবেষ্টিত গৌরনিত্যানন্দ-পদ-দর্শন-লালসা বা সৌভাগ্য-বাঞ্ছা—

হেন দিন হৈব কি চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ ॥ ২৩০ ॥

চৈতন্য ও তদীয় দাসগণের কায়মনোবাক্যে আজ্ঞা-পালনই বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা; উহাই অপ্রাকৃত শুদ্ধ চিৎস্বরূপাভিমান, তাহা নশ্বর জড়ের অল্পত্ব, খণ্ডত্ব বা ক্ষুদ্রত্বের অতীত পরম উপাদেয়। আর ইন্দ্রিয়-ভোগ্য জড়ের আধিক্য বা প্রভুত্ব—প্রকৃতপক্ষে জড়েরই হেয়তা ও কুণ্ঠতাময় দাস্য এবং ক্ষুদ্রত্বেরই সূচক নামান্তর-মাত্র ॥ ২১২-২১৩ ॥

অর্থাৎ অনন্ত (বিষ্ণু)—পালক, অজ (ব্রহ্মা)—সৃষ্টি-কর্ত্তা এবং শিব (হর)—হর্ত্তা (সংহরণকারী) ॥ ২১৪ ॥

নিরন্তর শ্রীগৌরকৃষ্ণকীর্ত্তনকারী শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুদেবের ও তদনুগ-বৈষ্ণবের ভজন করিলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রতি জীবাত্মার শুদ্ধসেবা-বৃত্তি বৃদ্ধি পায় ॥ ২১৮ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-রামের নিষ্কপট চরণাশ্রয়-প্রভাবেই জীব বদ্ধদশা হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দের দশপ্রকার গৌর-কৃষ্ণ-সেবাধিকারের আনুগত্য করিতে সমর্থ হয়। শ্রীঠাকুর নরোত্তম বলেন,—"হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।" মুক্ত-পুরুষ-গণেরই শ্রীনিত্যানন্দানুগত্যে শ্রীগৌরসেবা-সাগরে নিমগ্ন হইবার যোগ্যতা বর্ত্তমান ॥ ২২০ ॥

কেহ কেহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীলক্ষ্মীপতি-তীর্থের শিষ্য-জ্ঞানে 'সন্ন্যাসী' বলিয়া মনে করেন, কেহ কেহ বা নিত্যানন্দপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেম দর্শন করিয়া তাঁহাকে 'ভক্ত' বলিয়া জ্ঞান করেন; কেহ কেহ বা তাঁহাকে বেদান্ত-শাস্ত্রে অধীত-বিদ্য 'বৈরাগ্যবান্ পুরুষ' বলিয়া জানেন। আমার প্রভুর সম্বন্ধে যিনি যেরূপ উক্তি করুন না কেন, অথবা আমার ইষ্ট-দেব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর সহিত অতিসামান্য সেবকসূত্রেই সম্বন্ধযুক্ত হউন না কেন,

নিত্যানন্দকে একমাত্র প্রভু-জ্ঞানে তদ্দাস্য-সম্বন্ধ-সূত্রে গৌর-ভজনে গ্রন্থকারের লালসা—

সর্ব্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ।
তাঁর হইয়া ভজি যেন প্রভু-গৌরচন্দ্র ॥ ২৩১ ॥

ইষ্টদেব নিত্যানন্দ-স্থানে ভাগবতাধ্যয়নার্থ সাক্ষাদ্ব্যাসাবতার গ্রন্থকারের আশা—

নিত্যানন্দস্বরূপের স্থানে ভাগবত।
জন্মে-জন্মে পড়িবাঙ,—এই অভিমত ॥ ২৩২ ॥

স্বতন্ত্র-গৌরেচ্ছা-ক্রমেই তদিচ্ছা-পরতন্ত্র গ্রন্থকারের ইষ্টদেব-পদ-প্রাপ্তি ও তদ্বিচ্ছেদ—

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র।
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু-নিত্যানন্দ ॥ ২৩৩ ॥

গৌর-সমীপে অভীষ্টদেবযুগল-পদে গ্রন্থকারের নিত্যাভিনিবেশ-প্রার্থনা—

তথাপিহ এই কৃপা কর, মহাশয়।
তোমাতে তাঁহাতে যেন চিত্তবৃত্তি রয় ॥ ২৩৪ ॥

আমি সেই সকল অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া সেই নিত্যানন্দের পাদপদ্মকে আমার নিত্যারাধ্য প্রভু-জ্ঞানে হৃদয়ে সংস্থাপন করিব ॥ ২২৩ ২২৪ ॥

পরিহার,—দোষাপনয়ন, দোষস্খালন; প্রার্থনা; সমর্পণ; বর্জ্জন, উপেক্ষা ॥

শ্রীনিত্যানন্দের মহিমায় ঈর্ষাপর হইয়া যে-সকল নারকী তাঁহার নিন্দা করে, তাহাদিগের ভগবন্মর্য্যাদা-লঙ্ঘনের পুনঃ-চেষ্টা চিরতরে অপনোদন করিয়া নিত্যকল্যাণ-সাধন ও সুমতি-আনয়নের নিমিত্ত মস্তকে পদাঘাত করিতেও প্রস্তুত আছি। মহা-পাষণ্ডীর প্রতিও অমন্দোদয়া-দয়াময় শ্রীঠাকুর-মহাশয়ের উক্তিদ্বারা শুদ্ধা সরস্বতী-দেবী জগতে অত্যুজ্জ্বল-অক্ষরে তাদৃশ শ্রীনিত্যানন্দ-গুরু-সেবকের দৃঢ়নিষ্ঠা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক এই তাৎপর্য্য শিক্ষা দিলেন যে, স্ব-হিত-সাধনে নিতান্ত পরাঙ্মুখ ও নিরয়-পথে ধাবিত হইবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর, শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বানভিজ্ঞ মূঢ়-লোকের নিকট বিরাগভাজন হইয়াও শ্রীঠাকুর-মহাশয় এবং তদনুগত যথার্থ আচার ও প্রচারকারী শুদ্ধভক্তগণ দীন-জীবের প্রতি নিঃস্বার্থ অহৈতুক-কৃপাময়। শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুদাস সাক্ষাদ্ব্যাসাবতার বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর-বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত-পদাঘাতাভিনয়-কালে একটী ধূলিকণাও যে-সকল সৌভাগ্য [illegible]নিন্দকের শিরে পতিত হইবে, তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে সুমঙ্গল অর্থাৎ অনর্থ-নিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের এতাদৃশী মহা-করুণা—স্ব-হিতাহিতানভিজ্ঞ নির্ব্বোধ অভক্তের বুদ্ধির বা কল্পনার অতীত। সাক্ষাৎ শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর-শ্রীবৃন্দাবনের অনুগত শুদ্ধ-গৌরকৃষ্ণভক্তির আচার ও প্রচারকারিগণের নিত্য-মঙ্গলময় প্রযত্ন ও ব্যবহারে একদিকে যেমন বিমুখ পতিত-জীবের প্রতি স্থূলভাবে দণ্ডের অভিনয়, অপরদিকে তেমনই সূক্ষ্মভাবে তৎপ্রতি অসীম কৃপা নিহিত ॥ ২২৫ ॥

কোন শুদ্ধ গৌরভক্তই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিন্দা করিতে বা সহ্য করিতে পারেন না। যদি কেহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর উক্তিসমূহকে 'নিন্দা' বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে উহা তাঁহার বুঝিবার ভ্রম ও অপরাধ-মাত্র। বস্তুতঃ নিত্যানন্দের স্তব করিবার উদ্দেশেই কথিত নিন্দার ছলনাকে (ব্যাজস্তুতিকে) 'নিত্যানন্দ-নিন্দা' মনে করিয়া সকল জীবের একমাত্র গতি ও আশ্রয়স্থল শ্রীনিত্যানন্দ চরণের প্রতি অশ্রদ্দধান হইতে হইবে না ॥ ২২৬ ॥

নিত্যানন্দের আপাত প্রতীয়মান নিন্দাচ্ছলে অদ্বৈত-প্রমুখ শুদ্ধ-গৌরভক্তগণের যে তৎসহ কলহাভিনয়, তাহা শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি জীবের সেবা-কৌতূহল উৎপাদন বা বর্দ্ধন করিবার জন্যই, জানিতে হইবে; যেহেতু শ্রীগৌরভক্তগণ সকলেই নিত্যশুদ্ধ ও শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানবান্। তাঁহাদের মধ্যে কোনও 'অজ্ঞান' অর্থাৎ 'বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রতি দ্বন্দ্ব, বৈমুখ্য বা বিরোধ-ভাব' থাকিতেই পারে না ॥ ২২৭ ॥

যদি কেহ স্বীয় দুর্ভাগ্যক্রমে জড়ভেদ-বুদ্ধি-বশে কৃষ্ণসুখ-তৎপর সিদ্ধমুক্ত ভক্তগণের প্রণয়কলহকে স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়তর্পণ-ব্যাঘাত-ক্ষুব্ধ বদ্ধজীবগণের পরস্পর দ্বন্দ্ব সদৃশ-জ্ঞানে একপক্ষ গ্রহণ করিয়া অপর-পক্ষের নিন্দাবাদ করে, তবে তাহার অদূর-দর্শিতার ফলে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। অদ্বয়জ্ঞান শ্রীগৌরকৃষ্ণের লীলা-পুষ্টির জন্য যে-সকল অপ্রাকৃত পরমোপাদেয় অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষ অতিচমৎকাররূপে তৎপ্রতি স্ব-স্ব-অনুরাগ-মহিমা বর্দ্ধন করে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া যদি কেহ ভোগবুদ্ধি-মূলে কর্ম্মবিচারে একের প্রশংসা এবং অন্যের

গৌরকৃপা-বলেই নিত্যানন্দ-প্রাপ্তি—

তোমার পরম-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায়।
বিনা তুমি দিলে তাঁরে কেহ নাহি পায় ॥২৩৫॥

গৌরের সঙ্কীর্ত্তনৈশ্বর্য্য-প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত নিত্যানন্দের বৃন্দাবনে কৃষ্ণান্বেষণ—

বৃন্দাবন-আদি করি' ভ্রমে' নিত্যানন্দ।
যাবৎ না আপনা' প্রকাশে' গৌরচন্দ্র ॥ ২৩৬ ॥

নিত্যানন্দের তীর্থোদ্ধার-শ্রবণে জীবের কৃষ্ণপ্রেম-লাভ—

নিত্যানন্দস্বরূপের তীর্থ-পর্য্যটন।
যেই ইহা শুনে, তারে মিলে প্রেমধন ॥ ২৩৭ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২৩৮ ॥

ইতি আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দস্য বাল্যলীলা-তীর্থযাত্রা-কথনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

গর্হণ করে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সে নিজের অমঙ্গল অর্থাৎ সর্ব্বনাশই সাধন করিবে ॥ ২২৮ ॥

স্বয়ং বা অপর-কর্ত্তৃক শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিন্দাবাদ-কার্য্যে কোনপ্রকার সহায়তা না করিয়া নিঃশ্রেয়সার্থী জীব নিজে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাকিলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-লাভে যোগ্য হইতে পারেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অনুগমন করিলেই শ্রীগৌর-কৃপা-কটাক্ষ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের সেবন-ছলনায় স্বতঃপরতঃ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর গর্হণ বা মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিবার প্রয়াস নিশ্চয়ই নিরয়জনক ॥

স্বামী,—এই 'স্বামি'-শব্দ দেখিবা-মাত্র কেহ যেন গৌর-নাগরীর ন্যায় 'নিত্যানন্দ-ভর্ত্তৃকা' হইবার প্রয়াস না করেন। শ্রীগুরুদেব-শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আনুগত্যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর সেবা-ব্রতই গৌরভক্ত গ্রন্থকারের নিত্য অভিলাষ। শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্যে তাঁহাকেই প্রভু-রূপে বরণপূর্ব্বক তাঁহারই সম্প্রাপ্য ও স্বাধিকারায়ত্ত শ্রীগৌর-সেবার অনুকূলভাবে সহায়তা-প্রচেষ্টায় শ্রীগ্রন্থকারের গৌর-ভজনানুরাগ নিহিত ॥ ২৩১ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আমাকে শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ হৃদয়ে ধারণ করিবার শক্তি সঞ্চার করিলে, তাঁহার ভৃত্য-সূত্রে আমি অনুক্ষণ তৎসমীপে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া তাঁহারই নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত ও তদনুমোদিত সেবা-প্রণালী হৃদয়ে নিরন্তর ধারণ করিব। নিজস্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুদেবের পাদপদ্ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক যেন অভিন্ন-নিত্যানন্দ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থকে ইন্দ্রিয়তোষণপর পণ্য-দ্রব্য বলিয়া জ্ঞান না করি ॥ ২৩৩ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু আমার ন্যায় দীনজনের প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রকাশ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে আমার শ্রীগুরুরূপে প্রদানপূর্ব্বক অনুগ্রহ বিতরণ করিয়াছেন এবং শ্রীনিত্যা-নন্দপ্রভুর লীলা-সঙ্গোপনে তিনিই আবার তাঁহাকে আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। হে প্রভো, তাঁহার এবং তোমার লীলা-সঙ্গোপন-হেতু অদর্শনে আমার চিত্তবৃত্তি যেন অন্যত্র ধাবিত না হয়,—এরূপ কৃপা করিও। আমি যেন চিরদিনই তোমাদের উভয়ের পাদপদ্ম-সেবায় আমার অবশ বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংলগ্ন রাখিতে পারি;—এই উক্তিদ্বারা গ্রন্থকার প্রত্যেক শ্রীগুরুদাসকে দৈন্য ও স্বরূপধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিলেন ॥ ২৩৪ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে কোন জীবের নিকট প্রকটিত না করাইলে কাহারও তদীয় শ্রীচরণ লাভ করিবার সামর্থ্য হয় না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্ন-তনু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মর্য্যাদাশীল সেবকপ্রবর ॥ ২৩৫ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-নামপ্রেমবিতরণ লীলা-বিস্তারের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীধাম-বৃন্দাবনাদি বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করিতেছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর বিদ্যাবিলাসাদি গূঢ় আত্মগোপন-লীলান্তে যেকাল পর্য্যন্ত না অন্তরঙ্গ-ভক্তগণের নিকট স্বীয় মহাবদান্য-লীলা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তৎ-কালাবধি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহারই অদর্শন-বিরহে কাতর হইয়া সমগ্র-ভারতবর্ষে বিভিন্ন কৃষ্ণবসতিস্থলে তদন্বেষণলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ২৩৬ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়

দশম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের সভায় বিশ্বম্ভরের বিদ্যা-বিলাস, মুরারি-গুপ্তের সহিত কৌতুকবাদ, বল্লভাচার্য্য-তনয়া লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ এবং পুত্র ও পুত্রবধূর আবির্ভাব-হেতু গৃহমধ্যে শচীদেবীর নানা-বৈভব-দর্শন বর্ণিত হইয়াছে।

নিমাই-পণ্ডিত প্রত্যহ উষঃকালে সন্ধ্যাহ্নিক-কৃত্যাদি সমাপন করিয়া সমস্তশিষ্যগণের সহিত গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের সভায় আসিয়া বসিতেন এবং তাহাদের সহিত পক্ষ-প্রতিপক্ষ করিতেন। যাহারা নিমাইর নিকট গ্রন্থবিচারে ইচ্ছা করিত না, তাহাদিগের পক্ষ তিনি সমর্থন করিতেন না এবং তাঁহার অনুগত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে পাঠাভ্যাসের কুফল প্রদর্শন করিতেন। মুরারিগুপ্ত তাঁহার নিকট পাঠ অভ্যাস করেন না দেখিয়া, একদা মুরারির সহিত নিমাই কিছু রঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে 'ব্যাকরণ-চিন্তা অপেক্ষা রোগীর চিন্তাই গুপ্তের পক্ষে শোভনীয়' প্রভৃতি রহস্যোক্তিদ্বারা তাঁহার ক্রোধোৎপাদনের চেষ্টা করিলেন। রুদ্র-অংশ মুরারি তথাপি ক্রুদ্ধ না হইয়া নিমাইকে তদীয় বিদ্যাবত্তা পরীক্ষা করিতে বলিলেন। প্রভু-ভৃত্যে পূর্ব্বপক্ষ-উত্তরপক্ষ চলিল। স্বীয় কৃপা-প্রভাবেই পরম-পণ্ডিত মুরারির ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া প্রভু পরম সন্তোষের সহিত তদীয় অঙ্গে শ্রীপদ্মহস্ত অর্পণ করিলে মুরারির দেহ পরানন্দময় হইল। মুরারি ভাবিলেন,—'এমন অলৌকিক পাণ্ডিত্য প্রাকৃত-মনুষ্যে অসম্ভব; সর্ব্ব-নবদ্বীপে ইঁহার ন্যায় সুবুদ্ধিমান্ আর কেহ নাই, দেখিতেছি।' প্রকাশ্যে কহিলেন, —'ঠাকুর, তোমার নিকটই আমি পুঁথি চিন্তা করিব।' এইরূপ রঙ্গ করিয়া নিমাই সগণে গঙ্গাস্নানান্তে গৃহে আগমন করিলেন। নবদ্বীপবাসী ভাগ্যবান্ [illegible]ঞ্জয়ের বহির্গৃহ-চণ্ডীমণ্ডপে নিমাই-পণ্ডিত ছাত্রগোষ্ঠীর সহিত স্বীয় পাঠশালা সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং তথায় স্ব-ব্যাখ্যা-স্থাপন, পরব্যাখ্যা-খণ্ডন প্রভৃতি নানা-লীলা প্রদর্শন করিতেন। অধ্যাপনা করিতে করিতে নিমাই এই বলিয়া স্বীয় বিদ্যা-পতিত্বের অহঙ্কার করিতেন—'কলিযুগে দেখিতেছি, সন্ধি-প্রকরণ-জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিরই 'ভট্টাচার্য্য'-উপাধি! নবদ্বীপে অধুনা এরূপ পণ্ডিত কেহ নাই,—যিনি আমার ফাঁকির উত্তর প্রদান বা সমাধান করিতে সমর্থ।' এদিকে শচীমাতা নিমাইর বিবাহ-যোগ্য বয়স দেখিয়া তাঁহার বিবাহের নিমিত্ত সর্ব্বদা চিন্তা করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে নবদ্বীপবাসী বল্লভাচার্য্য-নামক জনৈক সৎকুল সুশীল বিপ্রের মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী কন্যা লক্ষ্মীদেবী একদিন স্নানোপলক্ষে গঙ্গাঘাটে স্বীয় প্রভু গৌর-নারায়ণের দর্শন পাইয়া মনে মনে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দন করিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় সেই দিনই বনমালী-নামক নবদ্বীপ-বাসী জনৈক ঘটক-বিপ্র শচীমাতার নিকট বল্লভ-কন্যা লক্ষ্মী-দেবীর সহিত নিমাইর বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কিন্তু শচীদেবীর নিকট বিশেষ কোন আশা বা মনোযোগ দেখিতে না পাইয়া বিপ্র ক্ষুণ্ণ-মনে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে নিমাইর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। বিপ্রের নিকট সমস্ত কথা জানিয়া জননীর নিকট নিমাই স্বীয় বিবাহের সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করিলেন। পরদিন বিপ্রকে ডাকাইয়া শচীমাতা যাহাতে প্রস্তাবিত উদ্বাহ-কার্য্য শীঘ্রই সম্পন্ন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। বিপ্র সানন্দে তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া কন্যাপক্ষকে এই সম্বন্ধ-বিষয়ে বরপক্ষের সম্মতি জ্ঞাপন করিলে বল্লভাচার্য্যও অতিহৃষ্টচিত্তে তাহাতে সম্মত হইলেন, কিন্তু দারিদ্র্য-নিবন্ধন জামাতাকে পঞ্চ হরিতকী ভিন্ন আর কিছু যৌতুক প্রদান করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই, জানাইলেন। বর ও কন্যা, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে শুভদিন স্থির হইল। বিবাহের পূর্ব্বদিন বল্লভাচার্য্য আসিয়া শুভলগ্নে জামাতা নিমাইর অধিবাস করাইলেন। মাঙ্গলিক বৈদিক ও লৌকিক অনুষ্ঠানাদি যথাবিধি সম্পাদিত হইল। পরদিবস শুভ-গোধূলি-সময়ে যাত্রা করিয়া সগোষ্ঠী নিমাই পণ্ডিত বল্লভালয়ে শুভবিজয় করিলেন এবং যথাবিধি লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। পরদিবস সন্ধ্যা-কালে নিমাই লক্ষ্মী-দেবীর সহিত নিজ-গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, শ্বশ্রূদেবী শচী-মাতা বিপ্রপত্নীগণকে লইয়া মহালক্ষ্মী পুত্রবধূকে গৃহে বরণ করিয়া আনিলেন। তদবধি স্বীয় গৃহে অলৌকিক জ্যোতি ও সৌরভ প্রভৃতি নানাবিধ সম্পদ্ ও বৈভবের আবির্ভাব-

দর্শনে শচীমাতা নিজ-পুত্রবধূতে সাক্ষাৎ কমলার অধিষ্ঠান জানিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। পরব্যোমপতি শ্রীগৌর-নারায়ণ ও তদীয় স্বরূপশক্তি শ্রীরমা-স্বরূপিণী লক্ষ্মীদেবীর অবস্থান-হেতু শচীগৃহ সাক্ষাৎ শুদ্ধসত্ত্বময় অভিন্ন-বৈকুণ্ঠরূপে প্রকটিত হইলেন, কিন্তু নিরঙ্কুশ-ভগবদিচ্ছাক্রমে তদীয় প্রচ্ছন্ন-লীলা তখনও কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। (গৌঃ ভাঃ)।

জয় জয় গৌরচন্দ্র মহা-মহেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় নিত্য-কলেবর ॥ ১ ॥

তপ্তজীব-প্রতি কৃপা-কটাক্ষ-নিমিত্ত প্রভু-সমীপে পরদুঃখদুঃখী গ্রন্থকারের প্রার্থনা—

জয় শ্রীগোবিন্দ-দ্বারপালকের নাথ।
জীব প্রতি কর', প্রভু, শুভদৃষ্টিপাত ॥ ২ ॥

গৌর ও গৌরভক্তগণের জয়গান—

জয় জয় জগন্নাথপুত্র বিপ্ররাজ।
জয় হউ তোর যত শ্রীভক্তসমাজ ॥ ৩ ॥

গ্রন্থকারের প্রভু-সমীপে তন্মহিমা-কীর্ত্তনার্থ কৃপা-যাচ্ঞা—

জয় জয় কৃপাসিন্ধু কমললোচন।
হেন কৃপা কর'—তোর যশে রহু মন ॥ ৪ ॥

নিমাইর বিদ্যাবিলাস-বর্ণনারম্ভ—

আদিখণ্ডে শুন, ভাই, চৈতন্যের কথা।
বিদ্যার বিলাস প্রভু করিলেন যথা ॥ ৫ ॥

অহর্নিশ বিদ্যা-চর্চ্চা মগ্ন নিমাইপণ্ডিত—

হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
রাত্রিদিন বিদ্যারসে নাহি অবসর ॥ ৬ ॥

প্রাতঃসন্ধ্যান্তে সশিষ্য নিমাইর অধ্যয়ন—

উষঃকালে সন্ধ্যা করি' ত্রিদশের নাথ।
পড়িতে চলেন সর্ব্বশিষ্যগণ-সাথ ॥ ৭ ॥

গঙ্গাদাসপণ্ডিতের সভায় বাদ-বিচার—

আসিয়া বৈসেন গঙ্গাদাসের সভায়।
পক্ষ-প্রতিপক্ষ প্রভু করেন সদায় ॥ ৮ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

নিত্যকলেবর,—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তাঁহার স্বরূপ-বিগ্রহ নিত্য হইলেও আধ্যক্ষিক-দর্শনে যাহাতে নশ্বরপ্রতিম বলিয়া উপলব্ধ না হয়, তজ্জন্য পাঠকের পরমমুখ্যা বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে নাম-নামীর অভিন্নতা-দর্শনে তাঁহার স্বরূপ-বিগ্রহের নিত্যত্ব লিখিত হইয়াছে। বদ্ধজীবের অন্তরে তাহার সূক্ষ্ম-শরীর এবং স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরের অন্তরে মুক্ত-জীবাত্মার আকর-বস্তুরূপে শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীনিত্যানন্দের দশবিধভাবে সেবিত-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ-মোহিনী ও তাঁহার সেব্য শ্রীগোবিন্দ শুদ্ধভক্তির পঞ্চবিধ বিভিন্ন-স্তরে দৃষ্ট হন। অতএব মায়াবশ-জীবের ন্যায় মায়াধীশ-ভগবানের দেহ-দেহি-দর্শনে আংশিক অপূর্ণতা-দর্শন—নিতান্ত নিষিদ্ধ। সূক্ষ্ম-জগতে স্বর্গাদিতে যে স্থূল-জ্ঞান-পরিচিত দেব-শরীর দৃষ্ট হয়, তদভ্যন্তরে বিষ্ণু-সত্তাই ঐ বশ্য-দেবতার ঈশ্বর-সূত্রে অধিষ্ঠিত। তাদৃশ ঈশ্বরের পরতত্ত্ব-সেব্যবিগ্রহই শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ১ ॥

শ্রীগোবিন্দ-দ্বারপালকের নাথ,—শ্রীবিশ্বম্ভর; দ্বারপালক গোবিন্দ,—বিশ্বম্ভরের গৃহের দ্বার-রক্ষক ভৃত্য (আদি—১১শ অঃ ৩৯ ও ৪০, ১৩শ অঃ ২, মধ্য—৬ষ্ঠ অঃ ৬, ৮ম অঃ ১১৩, ১৩শ অঃ ৩৩৭, ২৩শ অঃ ১৫২, ৪৪৭; অন্ত্য—১ম অঃ ৫২, ২য় অঃ ৩৫, ৭ম অঃ ৫, ৮ম অঃ ৫৮, ৯ম অঃ ১৯৫ ও ১৯৬ সংখ্যা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) ॥ ২ ॥

শ্রীভক্ত-সমাজ,—ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই ভজনীয় বস্তু। সেই ভগবান্—বিষয় ও আশ্রয়, দ্বিবিধ-রূপেই তদাশ্রিত-জনের ভজনীয় বস্তু। বিষয়-বিগ্রহ 'শ্রীশ' ও আশ্রয়-বিগ্রহ 'শ্রী', উভয়েই তদাশ্রিত ভক্তগণের সেব্য বিষয়। ভজনীয়-বস্তুর উদ্দেশে ভক্তের অনুকূল অনুশীলন-মাত্রই 'ভক্তি'-শব্দে কথিত হয়। বিষয় ও আশ্রয়ের সেবক-তত্ত্বই 'ভক্ত'-নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা অনেক; সুতরাং তাঁহাদের সংহতিকে 'ভক্তসমাজ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। সেই ভক্তসমাজে ষড়ৈশ্বর্য্যানুগত্যে নানাবিধ চিন্ময় সৌন্দর্য্যের অবধি অবস্থিত।

প্রভুকর্ত্তৃক তন্নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অধ্যয়নকারিগণের অর্থ-দূষণ—

প্রভু-স্থানে পুঁথি চিন্তে নাহি যে-যে-জন।
তাহারে সে প্রভু কদর্থেন অনুক্ষণ ॥ ৯ ॥

স্বয়ং অধ্যাপনান্তে প্রভুর অধ্যাপনারম্ভ, চতুর্দ্দিকে সতীর্থ ছাত্রগণের উপবেশন—

পড়িয়া বৈসেন প্রভু পুঁথি চিন্তাইতে।
যার যত গণ লৈয়া বৈসে নানা-ভিতে ॥ ১০ ॥

নিমাইকর্ত্তৃক মুরারিগুপ্তের অর্থ-খণ্ডন ও তিরস্কার—

না চিন্তে মুরারিগুপ্ত পুঁথি প্রভু-স্থানে।
অতএব প্রভু কিছু চালেন তাহানে ॥ ১১ ॥

শাস্ত্রবিচার-রত নিমাইর বেশ ও রূপ-বর্ণন—

যোগপট্ট-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বৈসেন সভার মধ্যে করি' বীরাসন ॥ ১২ ॥
চন্দনের শোভে ঊর্দ্ধ-তিলক সু-ভাতি।
মুকুতা গঞ্জয়ে দিব্যদশনের জ্যোতিঃ ॥ ১৩ ॥

এজন্য তাঁহারা 'শ্রীভক্তসমাজ'-নামে বর্ণিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ শক্তিমানের শক্তির আশ্রিত যাবতীয় ভক্তই নানা-প্রকারে ভজনীয় বস্তুর প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের সেবায় জীবের চেতনময়ী বৃত্তি সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে নিযুক্ত হইলে আর কোনও অসুবিধা হয় না। ভগবদিতর-বিষয়ে লোভ উপস্থিত হইলে জীবাত্মা শ্রীভ্রষ্ট হন এবং চঞ্চল-মনের নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলতা আসিয়া জীবের বদ্ধ-দুর্দ্দশা বর্দ্ধন করে। এজন্য ভগবদাকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার বাসনায় গ্রন্থকার ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন ॥৪॥

বিদ্যার বিলাস,—বদ্ধজীব প্রপঞ্চে অবিদ্যা-গ্রস্ত অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ ও পর-স্বরূপ-বিচারে অজ্ঞ হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। তাহার মধ্যে যে জ্ঞাতৃরূপ চিৎ-তত্ত্বের অংশবিশেষ বর্ত্তমান থাকে, তাহার অব্যক্তভাবই 'অবিদ্বৎ-অবস্থা' বা 'অজ্ঞতা'। বাস্তবসত্যবস্তু-বিষয়ক জ্ঞানাভাব অপসারিত করিয়া চেতনের বিকাশিনী বা উন্মেষিণী বৃত্তিই 'বিদ্যা'-নামে প্রসিদ্ধা অর্থাৎ বিদ্বান্ বা বিজ্ঞ-ব্যক্তির নিকট স্বীয় চেতনের বৃত্তির উন্মেষণই পরা-বিদ্যা-লাভ। অপরের চেতন-বৃত্তির উন্মেষণে লব্ধবিদ্য ব্যক্তির নানাপ্রকার সাহায্য ও 'বিদ্যার বিলাস'-নামে কথিত। অবিদ্যা বা অজ্ঞানের আশ্রয়ে জীবের ভ্রান্তি বা বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়; উহা পরা-বিদ্যার বিপরীত বৃত্তি। [illegible] বৃত্তি-বলে বদ্ধজীবগণ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সাহায্যে অভিজ্ঞজনের নিকট স্বীয় অজ্ঞতা প্রস্ফুটিত করাইয়া অধিরোহ-চেষ্টায় অগ্রসর হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুও জগতের কল্যাণের জন্য তাদৃশী বিদ্যা-বিলাস-লীলা প্রকট করাইয়া জীবগণকে অচিৎ অনুভূতি হইতে পরি-ত্রাণ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

ত্রিদশের নাথ—'ত্রিদশ'-শব্দের অন্তর্গত ত্রি-শব্দে দেশ-বিচারে—ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্, কাল-বিচারে—ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ; পাত্র-বিচারে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র; এবং দশ-শব্দে দিগ্‌বিচারে—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, অগ্নি, বায়ু, ঈশান, নৈঋর্ত, ঊর্দ্ধ ও অধঃ। ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃ—এই ত্রিবিধ স্থানের দশদিকের বিচারে 'ত্রিদশ'-শব্দ; আবার 'ত্রি ত্রিবিধ' অর্থে, পাত্র-বিচারে ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতাই গৃহীত হয়। অজ্ঞ-রূঢ়ি-বৃত্তিতে 'ত্রিদশ-পুর্'-শব্দে স্বর্গরাজ্য এবং 'ত্রিদশনাথ'-শব্দে শচীপতি ইন্দ্রকে বুঝায়; আর পরম-মুখ্যা-বৃত্তিতে ভগ-বান্ শ্রীউপেন্দ্রকে বুঝায়। কেহ কেহ বলেন, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়—সর্ব্ব-সাকল্যে ত্রয়-স্ত্রিংশৎ। ত্রিদশনাথ-শব্দে ইহাদিগকেই বুঝায়। আবার কেহ কেহ বলেন,—এই তেত্রিশ দেবতা, প্রত্যেকেই কোটি-সংখ্যকগণে অবস্থিত। বিদ্বদ্রূঢ়ি-নাম্নী শব্দবৃত্তিতে সমস্ত শব্দ—একমাত্র বিষ্ণুতেই পর্য্যবসিত।

শিষ্যগণ-সাথ,—অধ্যাপক গঙ্গাদাসের শিষ্যগণ ন্যূনাধিক প্রভুর অনুগত থাকায় তাঁহারা প্রধান-ছাত্র-জ্ঞানে নিমাই-পণ্ডিতকেও গুরুবুদ্ধি করিতেন ॥ ৭ ॥

পক্ষ,—একই বিষয়ের দুইটী পৃথগ্‌ভাবাশ্রিত ব্যাপারকে 'পক্ষ' বলে। যেরূপ পক্ষদ্বয়-সাহায্যে পক্ষীর গগন-মণ্ডলে উড্ড-য়ন-সামর্থ্য হয়, তদ্রূপ কোনও একটী বিচার বা বিষয়ের সংশয় উপস্থিত হইলে পূর্ব্বপক্ষ বা প্রশ্ন, পরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত —এই উভয় পক্ষই বিচারিত হয়। পরপক্ষের সহিত সঙ্গতি অনিবার্য্যভাবে সংশ্লিষ্ট। এক পক্ষ অপরকে 'পরপক্ষ' বলেন অর্থাৎ অন্বয়-বিচারে 'স্বপক্ষ' বা ব্যতিরেক-বিচারে 'পরপক্ষ' কথিত হয়। পক্ষ-প্রতিপক্ষ,—বাদ-প্রতিবাদ, অনুকূল-প্রতি-কূল প্রশ্নোত্তর, স্বপক্ষ-বিপক্ষ বা পূর্ব্বপক্ষ-উত্তরপক্ষ ॥ ৮ ॥

গৌরাঙ্গসুন্দর বেশ মদনমোহন।
ষোড়শ-বৎসর প্রভু প্রথম-যৌবন ॥ ১৪ ॥

স্বতন্ত্র শাস্ত্রাধ্যয়নকারীকে প্রভুর উপহাস—

বৃহস্পতি জিনিঞা পাণ্ডিত্য পরকাশ।
স্বতন্ত্র যে পুঁথি চিন্তে, তারে করে হাস ॥ ১৫ ॥

নিমাইর গর্ব্ব ও স্পর্দ্ধোক্তি—

প্রভু বোলে,—"ইথে আছে কোন্ বড় জন?
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন? ১৬ ॥
সন্ধি-কার্য্য না জানিয়া কোন কোন জনা।
আপনে চিন্তয়ে পুঁথি প্রবোধে আপনা' ॥ ১৭ ॥
অহঙ্কার করি' লোক ভালে মূর্খ হয়।
যেবা জানে, তার ঠাঞি পুঁথি না চিন্তয় ॥"১৮॥

তচ্ছ্রবণ-সত্ত্বেও নিরীহ মুরারির নীরবে স্বকার্য্য-সম্পাদন—

শুনয়ে মুরারিগুপ্ত আটোপ-টঙ্কার।
না বোলয়ে কিছু, কার্য্য করে আপনার ॥ ১৯ ॥

নিরীহ সেবকের মৌনভাব-দর্শনে প্রভুর অন্তরে সন্তোষ, বাহিরে তিরস্কার—

তথাপিহ প্রভু তাঁরে চালেন সদায়।
সেবক দেখিয়া বড় সুখী দ্বিজরায় ॥ ২০ ॥

বৈদ্যশাস্ত্রবিৎ মুরারিগুপ্তকে ব্যাকরণ-শাস্ত্রে অজ্ঞ-জ্ঞানে প্রভুর বিদ্রূপোক্তি—

প্রভু বোলে,—"বৈদ্য, তুমি ইহা কেনে পড়?
লতা-পাতা নিয়া গিয়া রোগী কর' দড় ॥ ২১ ॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্র এই—বিষমের অবধি।
কফ-পিত্ত অজীর্ণ-ব্যবস্থা নাহি ইথি ॥ ২২ ॥
মনে-মনে চিন্তি' তুমি কি বুঝিবে ইহা?
ঘরে যাহ তুমি রোগী দৃঢ় কর' গিয়া ॥" ২৩ ॥

স্বরূপতঃ রুদ্রাংশ হইয়াও মুরারির শান্তভাব—

রুদ্র-অংশ মুরারি পরম-খরতর।
তথাপি নহিল ক্রোধ দেখি' বিশ্বম্ভর ॥ ২৪ ॥

মুরারি-কর্ত্তৃক নিমাইর গর্ব্বোক্তির প্রতিবাদ—

প্রত্যুত্তর দিলা,—"কেনে বড় ত' ঠাকুর?
সবারেই চাল' দেখি, গর্ব্বহ প্রচুর? ২৫ ॥
সূত্র, বৃত্তি, পাঁজী, টীকা, যত হেন কর'।
আমা' জিজ্ঞাসিয়া কি না পাইলা উত্তর? ২৬ ॥
বিনা জিজ্ঞাসিয়া বোল,—'কি জানিস্ তুই'।
ঠাকুর ব্রাহ্মণ তুমি, কি বলিব মুঞি!" ২৭ ॥

নিমাইর আগ্রহে মুরারির ব্যাখ্যান ও নিমাইর তৎখণ্ডন—

প্রভু বোলে,—"ব্যাখ্যা কর আজি যে পড়িলা।'
ব্যাখ্যা করে গুপ্ত, প্রভু খণ্ডিতে লাগিলা ॥ ২৮ ॥

প্রভু-ভৃত্যে পরস্পর কক্ষা-দান—

গুপ্ত বোলে এক অর্থ, প্রভু বোলে আর।
প্রভু-ভৃত্যে কেহ কারে নারে জিনিবার ॥ ২৯ ॥

শুদ্ধভক্ত মুরারির যথার্থ পাণ্ডিত্যে প্রভুর সন্তোষ—

প্রভুর প্রভাবে গুপ্ত পরম-পণ্ডিত।
মুরারির ব্যাখ্যা শুনি' হন হরষিত ॥ ৩০ ॥

হর্ষভরে প্রভুর স্পর্শমাত্র মুরারি—অপ্রাকৃত চিদানন্দ-প্লাবিত—

সন্তোষে দিলেন তাঁর অঙ্গে পদ্মহস্ত।
মুরারির দেহ হৈল আনন্দ সমস্ত ॥ ৩১ ॥

কদর্থন,—[কু (কুৎসিত) + অর্থ করা], অসঙ্গতি বা অযৌক্তিকতা-প্রতিপাদন, দূষণ, নিন্দন, সমর্থন না করিয়া গর্হণ ॥ ৯ ॥

চিন্তাইতে,—(ণিজন্ত), বিচার, আলোচনা বা অনুশীলন করাইতে। নানা-ভিতে,—নানা-দিকে; নানা-পক্ষে বা দলে॥

চালেন,—(চল্-ণিচ্), চালা, বিচার-দ্বারা 'নাড়ান', 'সরান', স্থানান্তরিত বা স্থানভ্রষ্ট, কম্পিত, ঘূর্ণিতকরণ, তিরস্করণ বা ভর্ৎসন, দূষণ বা নিন্দন ॥ ১১ ॥

যোগপট্ট,—এ-স্থলে বৈদিক-সন্ন্যাসিগণের বস্ত্রধারণের প্রকার-ভেদ, 'যোগকক্ষা' (—ভাঃ ৪।৬।৩৯ শ্লোকের শ্রীধর-টীকা)। পৃষ্ঠ ও জানুর সমাযোগে বলয়ের ন্যায় দৃঢ়ভাবে যে বস্ত্রখণ্ড পরিবেষ্টিত করিয়া ঊর্দ্ধজানু যতি অবস্থান করেন, উহাকে 'যোগপট্ট' বলে (—"পৃষ্ঠজান্বোঃ সমাযোগে বস্ত্রং বলয়বদ্দৃঢ়ম্। পরিবেষ্ট্য যদূর্দ্ধজ্ঞুস্তিষ্ঠেত্তদ্‌যোগপট্টকম্ ॥"—পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে ২য়ঃ অঃ)।

বীরাসন,—দক্ষিণ-পদ বাম-উরুর উপর এবং বাম-পদ দক্ষিণ-উরুর উপর স্থাপনপূর্ব্বক (বীরের ন্যায়) উপবেশন। "একং পাদমথৈকস্মিন্ বিন্যসেদূরুসংস্থিতম্। ইতরস্মিন্ তথা

প্রভুর অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য্য-দর্শনে মুরারির মনে মনে বিচার ও পরাজয়-স্বীকার—

চিন্তয়ে মুরারিগুপ্ত আপন-হৃদয়ে।
"প্রাকৃত-মনুষ্য কভু এ পুরুষ নহে ॥ ৩২ ॥
এমন পাণ্ডিত্য কিবা মনুষ্যের হয়?
হস্তস্পর্শে দেহ হৈল পরানন্দময় ॥ ৩৩ ॥
চিন্তিলে ইহান স্থানে কিছু লাজ নাই।
এমত সুবুদ্ধি সর্ব্ব-নবদ্বীপে নাই ॥" ৩৪ ॥

বিশ্বম্ভর-সমীপে মুরারির পাঠাভ্যাস-স্বীকার—

সন্তোষিত হইয়া বোলেন বৈদ্যবর।
"চিন্তিব তোমার স্থানে, শুন, বিশ্বম্ভর ॥" ৩৫ ॥

অতঃপর সগণ নিমাইর গঙ্গাস্নান—

ঠাকুরে-সেবকে হেন-মতে করি' রঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে চলিলেন লৈয়া সব সঙ্গ ॥ ৩৬ ॥

গঙ্গাস্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগমন—

গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা প্রভু ঘরে।
এইমত বিদ্যা-রসে ঈশ্বর বিহরে ॥ ৩৭ ॥

মুকুন্দসঞ্জয়-গৃহে নিমাইর বিদ্যা-চতুষ্পাঠী—

মুকুন্দসঞ্জয় বড় মহা-ভাগ্যবান্।
যাঁহার আলয়ে বিদ্যা-বিলাসের স্থান ॥ ৩৮ ॥

তৎপুত্র পুরুষোত্তমকে স্বয়ং প্রভুর অধ্যাপন, প্রভুপ্রতি মুকুন্দের অকৃত্রিম ভক্তি—

তাহান পুত্রেরে প্রভু আপনে পড়ায়।
তাঁহারও তাঁর প্রতি ভক্তি সর্ব্বথায় ॥ ৩৯ ॥

মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে বহুশিষ্য-বেষ্টিত নিমাইর বিদ্যা-চতুষ্পাঠী—

বড় চণ্ডীমণ্ডপ আছয়ে তান ঘরে।
চতুর্দ্দিকে বিস্তর পড়ুয়া তঁহি ধরে ॥ ৪০ ॥
গোষ্ঠী করি' তাহাঁই পড়ান দ্বিজরাজ।
সেইস্থানে গৌরাঙ্গের বিদ্যার সমাজ ॥ ৪১ ॥

নানাভাবে সিদ্ধান্ত-স্থাপন ও দূষণ এবং অধ্যাপকগণের প্রতি নিমাইর তিরস্কার ও স্বীয় গর্ব্ব-স্পর্দ্ধোক্তি—

কতরূপে ব্যাখ্যা করে, কত বা খণ্ডন।
অধ্যাপক-প্রতি সে আক্ষেপ সর্ব্বক্ষণ ॥ ৪২ ॥
প্রভু কহে,—"সন্ধিকার্য্য-জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে 'ভট্টাচার্য্য'-পদবী তাহার ॥ ৪৩ ॥
হেন জন দেখি ফাঁকি বলুক আমার।
তবে জানি 'ভট্ট'-'মিশ্র'-পদবী সবার ॥ ৪৫ ॥

ভগবদিচ্ছায় ভক্তগণেরও তদীয় প্রচ্ছন্ন বিদ্যা-বিলাস-লীলার অনুপলব্ধি—

এইমত বৈকুণ্ঠনায়ক বিদ্যারসে।
ক্রীড়া করে, চিনিতে না পারে কোন দাসে ॥৪৬॥

শচীমাতার সদ্যো-যৌবনপ্রাপ্ত পুত্র-বিবাহে উদ্যোগ—

কিছুমাত্র দেখি' আই পুত্রের যৌবন।
বিবাহের কার্য্য মনে চিন্তে অনুক্ষণ ॥ ৪৭ ॥

সীতা-পিতা জনকের অবতার বল্লভাচার্য্য—

সেই নবদ্বীপে বৈসে এক সুব্রাহ্মণ।
বল্লভ-আচার্য্য নাম—জনকের সম ॥ ৪৮ ॥

বাহুং বীরাসনমিদং স্মৃতম্ ॥" (—ভাঃ ৪।৬।৩৮ শ্লোকের শ্রীধর-টীকা-ধৃত যোগশাস্ত্র-বাক্য)। পাঠান্তরে,—"একপাদমথৈকস্মিন্ বিন্যস্যোরুণি সংস্থিতম্। ইতরস্মিংস্তথা চান্যং বীরাসনমুদাহৃতম্ ॥" ১২ ॥

সু-ভাতি,—সু-দীপ্ত, সু-শোভন, নয়নাভিরাম।

গঞ্জয়ে,—(সংস্কৃত গন্জ্-ধাতু হইতে), তিরস্কার, তুচ্ছ, নিন্দা বা লাঞ্ছনা করে ॥ ১৩ ॥

স্থাপন,—সিদ্ধান্ত ॥ ১৬ ॥

ভালে,—দুরদৃষ্ট-দোষে ॥ ১৮ ॥

নিমাইপণ্ডিত এই বলিয়া সগর্ব্বে আস্ফালন করিতেছেন, —'এই নবদ্বীপে আমা' অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ বা পণ্ডিত এমন কেহই নাই—যিনি আমার সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে সমর্থ! কি আশ্চর্য্য, কেহ কেহ ব্যাকরণের প্রথম-পাঠ 'সন্ধি' পর্য্যন্ত জানে না, অথচ তাহারা অহঙ্কার-বশে নিজে-নিজেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিদ্যা লাভ করিবে বলিয়া মনে-মনে তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু এরূপ অহঙ্কার-সত্ত্বেও উত্তরকালে উহারা দুরদৃষ্টক্রমে অবশেষে মূর্খতা-ফলই লাভ করে, দেখিতে পাই; যেহেতু বিদ্বদ্গণশিরোমণি-সংসেবিত-চরণ 'সরস্বতীপতি' আমার নিকট অভিগমনপূর্ব্বক উহারা গ্রন্থের অনুশীলন বা পাঠ অভ্যাস করে না।' ১৬-১৮ ॥

অভিন্ন-রমা শ্রীলক্ষ্মীদেবী—

তান কন্যা আছে,—যেন লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
নিরবধি বিপ্র তাঁর চিন্তে যোগ্য পতি ॥ ৪৯ ॥

দৈবাৎ গঙ্গাস্নানোপলক্ষে গৌরনারায়ণ ও শ্রীলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ-কার ও পরস্পরকে অঙ্গীকারান্তে গৃহে গমন—

দৈবে লক্ষ্মী একদিন গেলা গঙ্গাস্নানে।
গৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেইখানে ॥ ৫০ ॥
নিজ-লক্ষ্মী চিনিয়া হাসিলা গৌরচন্দ্র।
লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভুপদদ্বন্দ্ব ॥ ৫১ ॥
হেনমতে দোঁহে চিনি' দোঁহে ঘরে গেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের খেলা? ৫২ ॥

ভগবদিচ্ছায় ঘটকবর বনমালী-আচার্য্যের তৎকালে শচী-গৃহে আগমন—

ঈশ্বর-ইচ্ছায় বিপ্র—বনমালী নাম।
সেই দিন গেলা তেঁহো শচীদেবী-স্থান ॥ ৫৩ ॥

শচীকে ঘটকের প্রণাম ও ঘটককে শচীর সমাদর—

নমস্করি' আইরে বসিলা দ্বিজবর।
আসন দিলেন আই করিয়া আদর ॥ ৫৪ ॥

শচীর নিকট বনমালীর নিমাইবিবাহ-প্রসঙ্গোত্থাপন—

আইরে বোলেন তবে বনমালী আচার্য্য।
"পুত্র-বিবাহের কেনে না চিন্তহ কার্য্য ॥ ৫৫ ॥

বল্লভাচার্য্যের সাদ্গুণ্য-পরিচয়-প্রদান

বল্লভ-আচার্য্য কুলে-শীলে-সদাচারে।
নির্দ্দোষে বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে ॥ ৫৬ ॥

তৎকন্যা লক্ষ্মীর সহিত নিমাইর বিবাহ-প্রস্তাবে শচীর অনুমতি-জিজ্ঞাসা—

তান কন্যা—লক্ষ্মীপ্রায় রূপে-শীলে-মানে।
সে সম্বন্ধ কর' যদি ইচ্ছা হয় মনে ॥" ৫৭ ॥

নিমাইর শাস্ত্রানুশীলনে শচীর স্বাভিপ্রায়-জ্ঞাপন—

আই বোলে,—"পিতৃহীন বালক আমার।
জীউক, পড়ুক আগে, তবে কার্য্য আর ॥" ৫৮ ॥

শচীর কথা অভিপ্রেত না হওয়ায় অপ্রসন্ন-মনে বনমালীর প্রস্থান—

আইর কথায় বিপ্র 'রস' না পাইয়া।
চলিলেন বিপ্র কিছু দুঃখিত হইয়া ॥ ৫৯ ॥

দৈবাৎ নিমাইর সহিত পথে সাক্ষাৎকার—

দৈবে পথে দেখা হৈল গৌরচন্দ্র-সঙ্গে।
তারে দেখি আলিঙ্গন কৈলা প্রভু রঙ্গে ॥ ৬০ ॥

নিমাইকর্ত্তৃক বনমালী-আচার্য্যের গন্তব্য-স্থান-জিজ্ঞাসা, আচার্য্যের উত্তর-দান—

প্রভু বোলে,—"কহ, গিয়াছিলে কোন্ ভিতে?"
দ্বিজ বোলে,—"তোমার জননী সম্ভাষিতে ॥৬১॥
তোমার বিবাহ লাগি বলিলাঙ তানে।
না জানি, শুনিয়া শ্রদ্ধা না কৈলেন কেনে ॥৬২॥

নিমাইর মৌনভাব ও গৃহে আগমন—

শুনি' তান বচন ঈশ্বর মৌন হৈলা।
হাসি' তারে সম্ভাষিয়া মন্দিরে আইলা ॥ ৬৩ ॥

ঘটককে সাদর সম্ভাষণ না করিবার কারণ-জিজ্ঞাসা—

জননীরে হাসিয়া বোলেন সেইক্ষণে।
"আচার্য্যেরে সম্ভাষা না কৈলে ভাল কেনে?"৬৪

পুত্রের জিজ্ঞাসায় তদীয় বিবাহের ইঙ্গিত পাইয়া শচীমাতার ঘটককে পুনরানয়ন—

পুত্রের ইঙ্গিত পাই' শচী হরষিতা।
আরদিনে বিপ্রে আনি' কহিলেন কথা ॥ ৬৫ ॥
শচী বোলে,—"বিপ্র, কালি যে কহিলা তুমি।
শীঘ্র তাহা করাহ,—কহিনু এই আমি ॥" ৬৬ ॥

আটোপ-টঙ্কার,—আটোপ+টঙ্কার; আটোপ,—[আ—তুপ্ (অহঙ্কার-মূলে হিংসা করা বা ক্লেশ দেওয়া)+ভাবে ঘঞ্], স্ফীতি, গর্ব্ব, সংরম্ভ, অবষ্টম্ভ, অহঙ্কার। টঙ্কার,—ধনুর্জ্জ্যা-শব্দ, ঝঙ্কার, বিস্ময়। অতএব, আটোপ-টঙ্কার,—অপরকে বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে তর্জ্জন-গর্জ্জন, আস্ফালন, গর্ব্ব বা দম্ভের সহিত আত্মশ্লাঘাময়ী উক্তি ॥ ১৯ ॥

বিষমের অবধি,—চূড়ান্ত (অত্যন্ত) কঠিন ॥ ২২ ॥

প্রাকৃত মনুষ্য,—প্রকৃতি বা মায়ার বশীভূত বদ্ধজীব ॥৩২॥

চিন্তিলে, চিন্তিব,—পাঠ অভ্যাস করিলে, করিব ॥৩৪,৩৫

মুকুন্দসঞ্জয়,—নবদ্বীপবাসী, পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের পিতা; ইঁহারই বিস্তৃত চণ্ডীমণ্ডপ-গৃহে সপুত্রক ইঁহাকে ও অন্যান্য ছাত্রগণকে নিমাইপণ্ডিত ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যাপনকরাই-

শচীকে প্রণামপূর্ব্বক প্রসন্নমনে বনমালীর বল্লভাচার্য্য-গৃহে প্রস্থান—

আইর চরণ-ধূলি লইয়া ব্রাহ্মণ।
সেইক্ষণে চলিলেন বল্লভ-ভবন ॥ ৬৭ ॥

বনমালীকে বল্লভের সাদর অভ্যর্থনা—

বল্লভ-আচার্য্য দেখি' সম্ভ্রমে তাহানে।
বহুমান করি' বসাইলেন আসনে ॥ ৬৮ ॥

বনমালীকর্তৃক নিমাইপণ্ডিতের সহিত বল্লভ-কন্যা লক্ষ্মীদেবীর উদ্বাহ-প্রস্তাব—

আচার্য্য বোলেন,—"শুন, আমার বচন।
কন্যা-বিবাহের এবে কর' সু-লগন ॥ ৬৯ ॥
মিশ্রপুরন্দর-পুত্র—নাম বিশ্বম্ভর।
পরম-পণ্ডিত, সর্ব্বগুণের সাগর ॥ ৭০ ॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই মহাশয়।
কহিলাঙ এই, কর' যদি চিত্তে লয় ॥" ৭১ ॥

নিমাইপণ্ডিতের সহিত স্বীয় কন্যার সম্বন্ধপ্রস্তাব শুনিবা-মাত্র বল্লভকর্তৃক নিজের ও দুহিতার সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন—

শুনিয়া বল্লভাচার্য্য বোলেন হরিষে।
"সেহেন কন্যার পতি মিলে ভাগ্যবশে ॥ ৭২ ॥
কৃষ্ণ যদি সুপ্রসন্ন হয়েন আমারে।
অথবা কমলা-গৌরী সন্তুষ্টা কন্যারে ॥ ৭৩ ॥
তবে সে সেহেন আসি' মিলিবে জামাতা।
অবিলম্বে তুমি ইহা করহ সর্ব্বথা ॥ ৭৪ ॥

দারিদ্র্যনিবন্ধন বিনা-পণে বিনা-যৌতুকে নিমাইকে কন্যা-সম্প্রদানার্থ অনুমতি-প্রার্থনা—

সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পাই।
আমি সে নির্ধন, কিছু দিতে শক্তি নাই ॥ ৭৫ ॥
কন্যা-মাত্র দিব পঞ্চ-হরিতকী দিয়া।
সবে এই আজ্ঞা তুমি আনিবে মাগিয়া ॥" ৭৬ ॥

বনমালীর হর্ষভরে শচী-গৃহে আগমন—

বল্লভ-মিশ্রের বাক্য শুনিয়া আচার্য্য।
সন্তোষে আইলা সিদ্ধি করি' সর্ব্ব কার্য্য ॥ ৭৭ ॥

শচীমাতাকে বল্লভ-দুহিতার সহিত পুত্রের বিবাহ-প্রদানার্থ উদ্যোগ করিতে অনুরোধ—

সিদ্ধি-কথা আসিয়া কহিলা আই-স্থানে।
"সফল হইল কার্য্য কর' শুভক্ষণে ॥" ৭৮ ॥

বিবাহসম্বন্ধ-শ্রবণে আত্মীয়স্বজনগণের হর্ষভরে উদ্যোগ—

আপ্ত লোক শুনি' সবে হরষিত হৈলা।
সবেই উদ্যোগ আসি' করিতে লাগিলা ॥ ৭৯ ॥

তেন। আদি—১২শ অঃ ৭২, ৯১; ১৫শ অঃ ৫-৭, ৩২-৩৩, ৭০-৭১, মধ্য—১ম অঃ ১২৭-১৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৮ ॥

চণ্ডীমণ্ডপ,—হিন্দু-গৃহস্থের বাড়ীর বহির্দ্দেশে দোলদুর্গোৎ-সবের ও চণ্ডীপাঠ-পূজাদির উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানই 'চণ্ডী-মণ্ডপ'-নামে কথিত; দেবী-গৃহ বা ঠাকুরদালান-নামেও ইহা প্রসিদ্ধ। সাধারণতঃ, তথায় অভ্যাগত-ব্যক্তিগণের উপবেশন-স্থান প্রদত্ত হয় ॥ ৪০ ॥

আক্ষেপ,—(অলঙ্কার-শাস্ত্রে), [illegible]ন, নিন্দন, দূষণ, দোষোদ্ঘাটন ॥ ৪২ ॥

শিশু-শাস্ত্র ব্যাকরণের প্রাথমিক-পাঠ সন্ধিপ্রকরণে আদৌ প্রবেশ না করিয়াই অর্থাৎ নিতান্ত অনভিজ্ঞ হইয়াও 'ভট্টাচার্য্য' (ন্যায়-মীমাংসাদি বা শ্রুতিশাস্ত্রে মহা-পণ্ডিত)-উপাধি—অন্যায় ও অধর্ম্মের আধার এই কলিযুগেই সম্ভব।)ভাঃ ১২।৩।৩৮—)"ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্"॥

বল্লভ-আচার্য্য,—গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় ৪৪ শ্লোক—"পুরাসীজ্জনকো রাজা মিথিলাধিপতির্ম্মহান্। অধুনা বল্লভা-চার্য্যো ভীষ্মকোঽপি সম্মতঃ॥ শ্রীজানকী রুক্মিণী বা লক্ষ্মী-নাম্নী বৈ তৎসুতা ॥" ৪৮ ॥

বনমালী ঘটক,—গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় ৪৯ শ্লোক—"বিশ্বামিত্রোঽপি ঘটকঃ শ্রীরামোদ্বাহকর্ম্মণি। রুক্মিণ্যা প্রেষিতো বিপ্রো যশ্চ শ্রীকেশবং প্রতি। সোঽপ্যয়ং বনমালী যৎকর্ম্মণাচার্য্যতাং গতঃ ॥" ৫৫ ॥

রস,—'রসঃ স্বাদে জলে বীর্য্যে শৃঙ্গারাদৌ বিষে দ্রবে। বোলে রাগে দেহধাতৌ তিক্তাদৌ পারদেঽপি চ ॥"—হেম-চন্দ্রে। (প্রাকৃতকাব্যালঙ্কারে—) মনঃপ্রীতিবিশেষ, স্থায়িভাব রতি, বিভাবাদি-দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-বিকার-জনক হইলে, রস-নামে কথিত হয়। উহা নয় প্রকার, যথা—শৃঙ্গার বা আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য,

শুভদিনে অধিবাস-বাসরে গীতবাদ্য—

অধিবাস-লগ্ন করিলেন শুভদিনে।
নৃত্য, গীত, নানা বাদ্য বা'য় নটগণে ॥ ৮০ ॥

বেদ-মুখরিত বিপ্রমণ্ডলী-মধ্যে নিমাইপণ্ডিত—

চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ করে বেদধ্বনি।
মধ্যে চন্দ্র সম বসিলেন দ্বিজমণি ॥ ৮১ ॥

যথারীতি প্রভুপূজনানন্তর আত্মীয়স্বজনগণের অধিবাস-সমাপন—

ঈশ্বরেরে গন্ধমাল্য দিয়া শুভক্ষণে।
অধিবাস করিলেন আপ্ত-বিপ্রগণে ॥ ৮২ ॥

যথারীতি বিপ্রগণের সন্তোষ-বিধান—

দিব্য গন্ধ, চন্দন, তাম্বূল, মালা দিয়া।
ব্রাহ্মণগণেরে তুষিলেন হর্ষ হৈয়া ॥ ৮৩ ॥

বল্লভাচার্য্যকর্ত্তৃক ভাবী জামাতার মাঙ্গল্য-সম্পাদন—

বল্লভ-আচার্য্য আসি' যথাবিধিরূপে।
অধিবাস করাইয়া গেলেন কৌতুকে ॥ ৮৪ ॥

পরদিন প্রাতে নিমাইর যথারীতি স্নান-তর্পণ—

প্রভাতে উঠিয়া প্রভু করি' স্নান-দান।
পিতৃগণে পূজিলেন করিয়া সম্মান ॥ ৮৫ ॥

শুভ পরিণয়-বাসরে আনন্দ-কোলাহল—

নৃত্য-গীত-বাদ্যে মহা উঠিল মঙ্গল।
চতুর্দ্দিকে 'লেহ দেহ' শুনি কোলাহল ॥ ৮৬ ॥

শুভকার্য্যে সাধ্বী সধবাগণের ও বান্ধব-বিপ্রগণের আগমন—

কত বা মিলিল আসি' পতিব্রতাগণ।
কতেক বা ইষ্ট মিত্র ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥ ৮৭ ॥

শচীকর্ত্তৃক সধবাগণের যথারীতি পূজন—

খই, কলা, সিন্দুর, তাম্বূল, তৈল দিয়া।
স্ত্রীগণেরে আই তুষিলেন হর্ষ হঞা ॥ ৮৮ ॥

সস্ত্রীক দেবগণের নরবেশে প্রভু-পরিণয়-দর্শন—

দেবগণ, দেববধূগণ—নররূপে।
প্রভুর বিবাহে আসি' আছেন কৌতুকে ॥ ৮৯ ॥

বল্লভাচার্য্যকর্ত্তৃক যথাবিধি বিবাহের পূর্ব্বকৃত্য-সমূহ-সম্পাদন—

বল্লভ-আচার্য্য এইমত বিধিক্রমে।
করিলেন দেব-পিতৃ-কার্য্য হর্ষ-মনে ॥ ৯০ ॥

শুভক্ষণে নিমাইর বল্লভ-গৃহে যাত্রা ও আগমন—

তবে প্রভু শুভক্ষণে গোধূলি-সময়ে।
যাত্রা করি' আইলেন মিশ্রের আলয়ে ॥ ৯১ ॥

প্রভুর আগমনমাত্র সমগ্র বল্লভ-পরিবারের হর্ষ—

প্রভু আসিলেহ মাত্র, মিশ্র গোষ্ঠী-সনে।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হৈলা সবে মনে ॥ ৯২ ॥

বল্লভের যথাবিধি জামাতৃ-বরণ—

সম্ভ্রমে আসন দিয়া যথাবিধিরূপে।
জামাতারে বসাইলা পরম কৌতুকে ॥ ৯৩ ॥

ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত; মতান্তরে দশ প্রকার, তন্মধ্যে, বাৎসল্য—অন্যতম। হৃদয়ের অভিপ্রায়, নিগূঢ় মর্ম্ম বা তাৎপর্য্য, সুখ, আনন্দ, মাধুর্য্য। 'স্বরস' বা স্বারস্য-শব্দের রস-শব্দে 'অভিপ্রায়' বা 'অভিলাষ' অর্থও দ্রষ্টব্য। (অপ্রাকৃত কাব্যালঙ্কারে—ভঃ রঃ সিঃ, দঃ বিঃ ৫ম লঃ—) "ব্যতীত্য ভাবনা-বর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ। হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥" "স্থায়িভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়া রতিঃ।"

এ-স্থলে ঘটকবর বনমালী-আচার্য্যের উত্থাপিত নিমাইর বিবাহ-প্রস্তাবে শচী-মাতা অনবধান বা উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া অন্যকথার অবতারণা করিলেন, সুতরাং শচীর বাক্যে বনমালী 'রস' পাইলেন না, পরন্তু 'নীরসতা' বা শুষ্ক 'শান্ত রস' অর্থাৎ নিরপেক্ষ বা নির্ব্বিকার ভাব দেখিতে পাইলেন। এজন্য সাধারণ কাব্যালঙ্কারে, শুষ্ক শান্তরস প্রকৃতপক্ষে পরস্পর ভাবের আদান প্রদানমূলক রস-শব্দ-বাচ্য নয়; যথা—"শমস্য নির্ব্বিকারত্বান্নাট্যজ্ঞৈর্নৈষ মন্যতে" অর্থাৎ শম-ভাবের নির্ব্বিকারত্ব-প্রযুক্ত নাট্যজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাকে 'রস' বলিয়া মনে করেন না ॥ ৫৯ ॥

সুলগন,—শুভলগ্ন; রাশিচক্রের যে অংশের পূর্ব্বগগনে ক্ষিতিজ-মণ্ডলের সহিত সম্পাত হয়, তাহাই 'উদয়লগ্ন'। রাশিচক্র দ্বাদশভাবে বিভক্ত হওয়ায় প্রত্যেক ভাগই 'লগ্ন'-নামে কথিত ॥ ৬৯ ॥

অধিবাস-লগ্ন,—কোন শুভকার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্কল্প-দিবসে গন্ধমাল্যাদি-দ্বারা সংস্কারকে 'অধিবাস' বলে ॥ ৮০ ॥

ভূষণভূষিতা কন্যাকে আনয়ন—

শেষে সর্ব্ব-অলঙ্কারে করিয়া ভূষিত।
লক্ষ্মী-কন্যা আনিলেন প্রভুর সমীপ॥ ৯৪॥

হরিধ্বনির মধ্যে লক্ষ্মীকে উত্তোলন—

হরিধ্বনি সর্ব্বলোকে লাগিল করিতে।
তুলিলেন সভে লক্ষ্মীরে পৃথ্বী হইতে॥ ৯৫॥

নিমাইকে লক্ষ্মীর সপ্তবার প্রদক্ষিণ—

তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি' সপ্তবার।
যোড়-হস্তে রহিলেন করি' নমস্কার॥ ৯৬॥

পরস্পর-সন্দর্শনে, সেব্য ও সেবিকা, উভয়েরই হর্ষ—

তবে শেষে হৈল পুষ্পমালা-ফেলাফেলি।
লক্ষ্মী-নারায়ণ দোঁহে মহা-কুতূহলী॥ ৯৭॥

নিজ প্রভু-চরণে লক্ষ্মীদেবীর মাল্যপ্রদান-সহ আত্ম-নিবেদন—

দিব্য-মালা দিয়া লক্ষ্মী প্রভুর চরণে।
নমস্করি' করিলেন আত্মসমর্পণে॥ ৯৮॥

চতুর্দ্দিকে কেবলই হরিধ্বনি, অন্য ধ্বনির অভাব—

সর্ব্বদিকে মহা জয়-জয় হরি-ধ্বনি।
উঠিল পরমানন্দ, আর নাহি শুনি॥ ৯৯॥

শুভদৃষ্টানন্তর, নবযৌবনে উপনীত ঈশ্বরের বামে ঈশ্বরীর উপবেশন—

হেনমতে শ্রীমুখচন্দ্রিকা করি' রসে।
বসিলেন প্রভু, লক্ষ্মী করি' বাম-পাশে॥ ১০০॥
প্রথম-বয়স প্রভু জিনিঞা মদন।
বাম-পাশে লক্ষ্মী বসিলেন সেইক্ষণ॥ ১০১॥

বল্লভ-গৃহে ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর মিলনে অনির্ব্বচনীয় শোভা ও আনন্দ—

কি শোভা, কি সুখ সে হইল বল্লভ-ঘরে।
কোন্ জন তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে? ১০২॥

বিদর্ভ-রাজ ভীষ্মকাবতার বল্লভাচার্য্যের গৌরকৃষ্ণ-করে অভিন্ন-রুক্মিণী মহালক্ষ্মীকে সম্প্রদান—

তবে শেষে বল্লভ করিতে কন্যা দান।
বসিলেন যেহেন ভীষ্মক বিদ্যমান॥ ১০৩॥

শিববিরিঞ্চি-স্তুত গৌর-নারায়ণের চরণে বল্লভাচার্য্যের পাদ্য-দান—

যে-চরণে পাদ্য দিয়া শঙ্কর ব্রহ্মার।
জগৎ সৃজিতে শক্তি হইল সবার॥ ১০৪॥
হেন পাদপদ্মে পাদ্য দিলা বিপ্রবর।
বস্ত্র-মাল্য-চন্দনে ভূষিয়া কলেবর॥ ১০৫॥

যথাবিধি কন্যা-সম্প্রদানানন্তর বল্লভের হর্ষ—

যথাবিধিরূপে কন্যা করি' সমর্পণ।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলা ব্রাহ্মণ॥ ১০৬॥

অতঃপর লৌকিক স্ত্রী-আচার—

তবে যত কিছু কুল-ব্যবহার আছে।
পতিব্রতাগণ তাহা করিলেন পাছে॥ ১০৭॥

বিবাহানন্তর লক্ষ্মীদেবী-সহ নিমাইর স্বগৃহে যাত্রা—

সে রাত্রি তথায় থাকি' তবে আরদিনে।
নিজ-গৃহে চলিলেন প্রভু লক্ষ্মী-সনে॥ ১০৮॥

নবপরিণীত দম্পতিযুগল-দর্শনার্থ পার্শ্ববর্ত্তি-জনগণের আগমন—

লক্ষ্মীর সহিত প্রভু চড়িয়া দোলায়।
আইসেন, দেখিতে সকল লোক ধায়॥ ১০৯॥

বিবিধ-ভূষণে ভূষিত ঈশ্বর ও ঈশ্বরী—

গন্ধ, মাল্য, অলঙ্কার, মুকুট, চন্দন।
কজ্জলে উজ্জ্বল দুই লক্ষ্মী-নারায়ণ॥ ১১০॥

ঈশ্বর-দম্পতি-দর্শনে পুরুষগণের ধন্যবাদ ও স্ত্রীগণের বিস্ময়-বিহ্বলতা—

সর্ব্ব-লোক দেখি' মাত্র 'ধন্য ধন্য' বোলে।
বিশেষে স্ত্রীগণ অতি পড়িলেন ভোলে॥ ১১১॥

গৃহ্য-সূত্রোক্ত ক্রিয়া ও সংস্কারসমূহে বেদমন্ত্র গীত হয়। **উদ্বাহ**—অষ্টচত্বারিংশৎ, ষোড়শ বা দশ সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম সংস্কার॥ ৮১॥

গোধূলি-সময়,—সূর্য্যাস্তগমন-বেলা,—যখন গরুর পাল গো-শালাভিমুখে প্রত্যাগমন করে এবং তাহাদের ক্ষুরোত্থিত-ধূলি আকাশ আচ্ছন্ন করে। সাধারণতঃ বিবাহাদি শুভ-কর্ম্মে ঐ কালই প্রশস্ত। উহার ত্রিবিধ লক্ষণ, যথা—(১) হেমন্ত ও শিশিরে,—যখন সূর্য্য মৃদুকিরণ হইয়া লোহিত-পিণ্ডাকার ধারণ করে; (২) গ্রীষ্মে ও বসন্তে,—যখন সূর্য্য অস্তগমনকালে অর্দ্ধেক-মাত্র দৃষ্ট হয়; (৩) বর্ষা

কাহারও বা নিমাই-লক্ষ্মীকে হরগৌরীরূপে ধারণা—

"কতকাল এ বা ভাগ্যবতী হর-গৌরী।
নিষ্কপটে সেবিলেন কতভক্তি করি'॥ ১১২॥
অল্প-ভাগ্যে কন্যার কি হেন স্বামী মিলে?
এই হর-গৌরী হেন বুঝি"—কেহ বোলে॥১১৩॥

নানা নারীর নানা-ধারণা-বশে নানা উক্তি—

কেহ বোলে,—"ইন্দ্র-শচী, রতি বা মদন।"
কোন নারী বোলে—"এই লক্ষ্মী-নারায়ণ॥"১১৪
কোন নারীগণ বোলে—"যেন সীতা রাম।
দোলোপরি শোভিয়াছে অতি-অনুপম॥" ১১৫॥

সকলের হর্ষভরে গৌর-নারায়ণ ও লক্ষ্মী-নারায়ণীকে দর্শন—

এইমত নানারূপে বোলে নারীগণে।
শুভদৃষ্ট্যে সবে দেখে লক্ষ্মী-নারায়ণে॥ ১১৬॥

বাদ্যধ্বনির মধ্যে স্বগৃহে নিমাইর আগমন—

হেনমতে নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহলে।
নিজগৃহে প্রভু আইলেন সন্ধ্যাকালে॥ ১১৭॥

অন্যান্য নারী-সহ শচীর স্বীয় বধূ লক্ষ্মীকে গৃহে বরণ—

তবে শচীদেবী বিপ্রপত্নীগণ লৈয়া।
পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন হর্ষ হৈয়া॥ ১১৮॥

পুত্র-বিবাহে উপস্থিত সকলকেই শচীর সন্তোষণ—

দ্বিজ-আদি যত জাতি নট বাজনিয়া।
সবারে তুষিলা ধন, বস্ত্র, বাক্য দিয়া॥ ১১৯॥

নিত্যসেব্য ঈশ্বরদম্পতির অপ্রাকৃত চিদ্বিবাহ-বিলাস-শ্রবণে তদাশ্রিত বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা-নাশ ও স্ব-স্বভাবে গৌরদাস্যোপলব্ধি—

যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ-পুণ্য-কথা।
তাহার সংসার-বন্ধ না হয় সর্ব্বথা॥ ১২০॥

নারায়ণ ও মহালক্ষ্মীর ধাম মহাবৈকুণ্ঠাভিন্ন শচীগৃহ—

প্রভুপার্শ্বে লক্ষ্মীর হইল অবস্থান।
শচীগৃহ হইল পরম-জ্যোতির্ধাম॥ ১২১॥

প্রত্যহ স্বীয়গৃহে শচীর অলৌকিক দুর্লক্ষ্য জ্যোতির্দর্শন—

নিরবধি দেখে শচী কি ঘরে বাহিরে।
পরম অদ্ভুত জ্যোতি লখিতে না পারে॥১২২॥

শচীর নানাবিধ রূপ-দর্শন ও গন্ধাঘ্রাণ—

কখন পুত্রের পাশে দেখে অগ্নিশিখা।
উলটিয়া চাহিতে, না পায় আর দেখা॥ ১২৩॥
কমলপুষ্পের গন্ধ ক্ষণে-ক্ষণে পায়।
পরম-বিস্মিত আই চিন্তেন সদায়॥ ১২৪॥

ও শরতে,—যখন সূর্য্য অস্তগমন করিবার পর অদৃশ্য হইয়া পড়ে॥ ৯১॥

কুল-ব্যবহার—স্ত্রী-আচার প্রভৃতি॥ ১০৭॥

ব্যবহারিক-জগতে বর-কন্যার সম্মিলন-নামক বিবাহ-কথা-শ্রবণে বিশেষ উল্লাস দৃষ্ট হয়। তাহাতে উৎসাহিত হইয়া বদ্ধজীবগণ সংসার-বন্ধনে ক্লেশ পাইতে যত্ন করে। কিন্তু মায়াধীশ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদ্বাহাভিযানের কথা সেরূপ নহে। সংসারের নিরর্থকতা-প্রদর্শনের জন্যই প্রভুর এই লীলা। জড়সম্ভোগবাদী জীব প্রাকৃত-বরকন্যার মিলনকে যেরূপ স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়-তর্পণের আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করেন, শ্রীভগবানের বিবাহোৎসবরূপ চিল্লীলা-বিলাসকেও তাদৃশ আপাতমধুর অথচ পরিণামে বিষময় জীবভোগ্য-কর্ম্মের সহিত সম বা সদৃশ মনে করিলে, সে নিশ্চয়ই ঘোর সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু সকল-সম্ভোগের একমাত্র বিষয় শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার আশ্রয় যাবতীয় সেবক-সেবিকা ও সেবোপকরণ-নিচয়রূপ বিচিত্র অধিষ্ঠানসমূহ তাদৃশ অমঙ্গল প্রসব করিতে পারে না। যেস্থানে ভগবৎসুখাপ্তি বর্ত্তমান, তথায় জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ নাই। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ" এবং "ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥" ইত্যাদি শুভ অমৃতপ্রদ বাক্যসমূহ আলোচ্য। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু—মায়াধীশ অপ্রাকৃত বস্তু; সুতরাং তাঁহাকে প্রাকৃত বা জীব বুদ্ধি—মহাপরাধের কারণ। ভগবদ্বিষ্ণু-বস্তুতে অপ্রাকৃত সেবা-বুদ্ধি উদিত হইলেই সেবোন্মুখ জীব-মুক্ত ভক্ত সংসারবন্ধনে আর আবদ্ধ হন না অর্থাৎ ভগবৎসুখ-তাৎপর্য্যময় হইলেই জীব ভগবদিতর সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশে আর কখনও জড়ভোগী হন না॥

ভগবানের স্বরূপ-শক্তির অন্যতমা সাক্ষাৎ 'শ্রীশক্তি-স্বরূপিণী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবীর সমাগমে শ্রীশচী-গৃহ যথার্থই চিজ্জ্যোতির্ম্ময় ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠরূপে লক্ষিত হইল॥ ১২২॥

শচীমাতার বিচার ও পুত্রবধূ লক্ষ্মীদেবীকে কমলাংশ-জ্ঞান—

আই চিন্তে,—'বুঝিলাঙ কারণ ইহার।
এ কন্যায় অধিষ্ঠান আছে কমলার ॥ ১২৫ ॥
অতএব জ্যোতি দেখি, পদ্মগন্ধ পাই।
পূর্ব্বপ্রায় দরিদ্রতা-দুঃখ এবে নাই ॥ ১২৬ ॥
এই লক্ষ্মী-বধূ গৃহে প্রবেশিলে।
কোথা হইতে না জানি আসিয়া সব মিলে?''

অপ্রাকৃতলীলাময় নিরঙ্কুশ ইচ্ছাতেই স্বরূপের গোপন—

এইরূপ নানা-মত কথা আই কয়।
ব্যক্ত হইয়াও প্রভু ব্যক্ত নাহি হয় ॥ ১২৮ ॥

প্রাকৃত-চেষ্টায় ঈশ্বরের লীলা-বৈচিত্র্য—অবোধ্য

ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কার?
কিরূপে করেন কোন্ কালের বিহার? ১২৯ ॥

স্বতন্ত্র ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ মায়াধীশের কৃপা বা ইচ্ছা ব্যতীত মায়া-বশ্য জীব দূরে থাকুক, স্বয়ং লক্ষ্মীরও ত্র্যধীশ্বর প্রভুর ছন্নলীলা-বোধে অক্ষমতা—

ঈশ্বরে সে আপনারে না জানায়ে যবে।
লক্ষ্মীও জানিতে শক্তি না ধরেন তবে ॥ ১৩০ ॥

একমাত্র ঈশ্বরের কৃপা-বলেই ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে বশ্যের সামর্থ্য; ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্য—

এই সব শাস্ত্রে-বেদে-পুরাণে বাখানে।
'যারে তান কৃপা হয়, সেই জানে তানে' ॥ ১৩১ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৩২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-পরিণয়-বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

ভগবান্ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও স্বীয় প্রচ্ছন্নলীলা স্বেচ্ছাবশতঃই সকলের নিকট প্রকাশ করেন নাই ॥ ১২৮ ॥

কালের বিহার—কালোচিত লীলা-বিলাস ॥ ১২৯ ॥

নিরঙ্কুশ-ভগবদিচ্ছা-ক্রমে ভগবানের প্রচ্ছন্ন-লীলা তদীয় স্বরূপ-শক্তিরও বোধাতীত ॥ ১৩০ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নিমাই-পণ্ডিতের বিদ্যা-বিলাস, অদ্বৈত-সভায় মুকুন্দের কৃষ্ণকীর্ত্তন, মুকুন্দের সহিত নিমাইর রঙ্গ, নদীয়ার বহির্ম্মুখ অবস্থা, ঈশ্বরপুরীর নবদ্বীপে আগমন, অদ্বৈতপ্রভুর সহিত পুরীর মিলন, গৌরগৃহে তাঁহার ভিক্ষা ও কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ, গদাধর-পণ্ডিতকে স্ব-কৃত 'কৃষ্ণলীলামৃত'গ্রন্থ অধ্যাপন এবং নিমাইর সেই গ্রন্থ-সমালোচনা-প্রসঙ্গ, পুরীর সহিত কৃষ্ণকথা-রঙ্গ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

সরস্বতী-পতি শ্রীগৌরচন্দ্র অধ্যয়ন-রসে প্রমত্ত থাকিয়া সহস্র ছাত্রের সহিত নবদ্বীপে ভ্রমণ করিতেন। একমাত্র গঙ্গাদাস-পণ্ডিত ব্যতীত নবদ্বীপে এমন কোন পণ্ডিত ছিলেন না,—যিনি নিমাইপণ্ডিতের ব্যাখ্যা সম্যক্ বুঝিতে পারিতেন। প্রাকৃত-লোকগণ স্ব-স্ব-প্রাকৃতচিত্তবৃত্তি অনুসারে নিমাই-পণ্ডিতকে নানারূপে দর্শন করিতেন। পাষণ্ডিগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ যমস্বরূপ, প্রকৃতিগণ মদনস্বরূপ, পণ্ডিতগণ বৃহস্পতি-স্বরূপে অনুভব করিতেন। এদিকে বৈষ্ণবগণ কবে প্রভু বিষ্ণুভক্তিহীন জগতে বিষ্ণুভক্তি প্রকটিত করিবেন—সেই আশাপথ সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতেন। অনেকেই বিদ্যা-চর্চ্চার প্রধানকেন্দ্র নবদ্বীপে বিদ্যার্জ্জনের জন্য গমন করিতেন। চট্টগ্রামনিবাসী অনেক বৈষ্ণব তৎকালে গঙ্গাবাস ও অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে আসিয়া থাকিতেন। অপরাহ্ণে ভাগবতগণ সকলেই শ্রীঅদ্বৈত-সভায় আসিয়া মিলিতেন। শ্রীঅদ্বৈত-সভায় সর্ব্ব-বৈষ্ণব-প্রিয় মুকুন্দের হরি-কীর্ত্তনে বৈষ্ণবগণ হৃদয়ে অতি আনন্দ অনুভব করিতেন। প্রভুও তজ্জন্য মুকুন্দের প্রতি অন্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। মুকুন্দকে দেখিলেই নিমাই ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন এবং উভয়ের মধ্যে উহা লইয়া

প্রেমের দ্বন্দ্ব চলিত। শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে দেখিলেই নিমাই ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন, নিমাইর ফাঁকি-জিজ্ঞাসার ভয়ে সকলেই তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিতেন। কৃষ্ণেতর-কথায় বিরক্ত ভক্তগণ কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য কিছুই শুনিতে ভালবাসিতেন না, আর নিমাইও ন্যায়ের ফাঁকি ব্যতীত তাঁহাদিগকে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেন না।

একদিন নিমাই-পণ্ডিত ছাত্রগণের সহিত রাজপথ দিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় মুকুন্দ নিমাইকে দেখিবা-মাত্রই তাঁহার দৃষ্টিপথের অন্তরালবর্ত্তী হইবার চেষ্টা করিলেন। অনুগামী দ্বাররক্ষক ভৃত্য গোবিন্দকে মুকুন্দের তাদৃশ আচরণের কারণ-বর্ণন-ছলে প্রভু নিজের ও ভক্তের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে গিয়া বলিলেন,—"আমি কৃষ্ণভক্তির কথা অদ্যাপি প্রকাশ করিতেছি না বলিয়া মুকুন্দ আমার নিকট হইতে পলায়ন করিল বটে, কিন্তু অধিক দিন পারিবে না;—আমি জগতে এমন শুদ্ধভক্তি বা বৈষ্ণবতা প্রকট করিব যে, অজ-ভব পর্য্যন্ত আমার দ্বারে আসিয়া ভূ-লুণ্ঠিত হইবে।"

অতঃপর গ্রন্থকার তাৎকালিক নবদ্বীপ-নগরের ভগবদ্-বৈমুখ্যরূপ দুরবস্থা বর্ণন করিতেছেন। ভক্তগণ সর্ব্বদা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-রসেই প্রমত্ত থাকিলেও, নদীয়ার লোকগুলি এত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ও ধন-পুত্রাদি ভোগ্যবিষয়রসে এতদূর প্রমত্ত ছিল যে, ভক্তগণের কৃষ্ণকীর্ত্তন শুনিলেই উহারা তাঁহাদিগকে, বিশেষতঃ শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে, বিদ্রূপ ও পরিহাস করিত। পাপী পাষণ্ডিগণের এইসকল নিন্দোক্তি শুনিয়া বৈষ্ণবগণ অন্তরে মহাদুঃখ অনুভব করিতেন এবং কতদিনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জগতে উদিত হইয়া তাঁহাদের এই কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ দূর করিবেন,—ইহাই সকল সময় ভাবিতেন। বৈষ্ণবগণ সম্মিলিত হইয়া শ্রীঅদ্বৈতের নিকট পাষণ্ডিগণের নিন্দা ও দ্বেষোক্তি বর্ণন করিলে, আচার্য্য-প্রভু তচ্ছ্রবণে 'অচিরেই নবদ্বীপে ভক্তচিত্তনন্দন কৃষ্ণকে প্রকট করাইব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেন। শ্রীঅদ্বৈতের বাক্যে বৈষ্ণবগণের দুঃখ দূর হইত।

এ-দিকে নিমাই অধ্যয়নসুখে মগ্ন থাকিয়া শচীমাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছিলেন, এমন সময়, একদিন অতি-অলক্ষিতবেশে শ্রীঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অদ্বৈত-মন্দিরে গিয়া উঠিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বর-পুরীর অপূর্ব্ব তেজ দেখিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী বলিয়া জানিতে পারিলেন। মুকুন্দ অদ্বৈত-সভায় একটী কৃষ্ণসঙ্গীত কীর্ত্তন করিলে ঈশ্বরপুরীর শুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয়ে স্বাভাবিক গভীর কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। পরে সকলেই এই প্রেমিক সন্ন্যাসীকে ঈশ্বরপুরী বলিয়া জানিতে পারিলেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দর অধ্যাপনা করাইয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন এমন সময়, দৈবাৎ পথিমধ্যে ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল; জগদ্গুরু প্রভুও ভৃত্যকে দর্শন করিয়া নমস্কারলীলা-দ্বারা ভক্ত-মর্য্যাদা প্রদর্শন করিলেন। ঈশ্বরপুরী নিমাইর অপূর্ব্ব কান্তি-দর্শনে তাঁহার পরিচয় এবং অধ্যাপিত শাস্ত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। নিমাই ঈশ্বরপুরীর সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া তাঁহাকে স্ব-গৃহে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ-পূর্ব্বক মহাসমাদরে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। শচীদেবী কৃষ্ণের নৈবেদ্য রন্ধন করিয়া ঈশ্বরপুরীকে ভিক্ষা করাইলে ঈশ্বরপুরী নিমাইর সহিত কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন এবং কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে প্রেমে বিহ্বল হইলেন। ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ-আচার্য্যের গৃহে কয়েকমাস অবস্থান করিয়াছিলেন; নিমাইও প্রত্যহ তথায় ঈশ্বরপুরীকে দেখিতে যাইতেন। শিশুকাল হইতে পরম-বিরক্ত গদাধর-পণ্ডিতের প্রেম-দর্শনে ঈশ্বরপুরী তৎপ্রতি প্রীতিবশে স্ব-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত-গ্রন্থ তাঁহাকে পড়াইতে লাগিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যা-কালে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনান্তে নিমাই ঈশ্বরপুরীকে নমস্কার করিবার জন্য গমন করিতেন। একদিন ঈশ্বরপুরী নিমাই-পণ্ডিতকে স্ব-কৃত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত-গ্রন্থের দোষ প্রদর্শনার্থ অনুরোধ এবং তৎকৃত নির্দ্দেশানুসারে নিজ-গ্রন্থের দোষ-সংশোধনার্থ অঙ্গীকার করিলে, প্রভু তচ্ছ্রবণে জড়পাণ্ডিত্যকে ধিক্কার দিয়া এই অমূল্য অমৃতপ্রদ-বাক্য কহিলেন,—'এই গ্রন্থখানি একে পুরীপাদের ন্যায় শুদ্ধভক্তের রচিত, তাহাতে আবার কৃষ্ণকথাময়; সুতরাং ইহাতে যে ব্যক্তি দোষ দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই অপরাধী। ভক্তের কবিত্ব যে-কোনরূপ হউক না কেন, তাহাতেই কৃষ্ণ সর্ব্বথা পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, ইহাতে কোন সংশয়ই নাই। ভক্তের বাক্যে ব্যাকরণাদি-ঘটিত কোনপ্রকার ভ্রম-দোষ ভাবগ্রাহী ভক্তিবশ ভগবান্ গ্রহণ করেন না। ভক্তের বাক্যে যে ব্যক্তি দোষ দর্শন করে, তাহারই মহা-দোষ জানিতে হইবে। এমন কোন দুঃসাহসী

নাই যে, পুরীপাদের ন্যায় শুদ্ধভক্তের ভগবৎকথা-বর্ণনে দোষ ধরিতে সমর্থ।' কিন্তু ঈশ্বরপুরী নিমাইকে স্বীয় গ্রন্থের দোষ প্রদর্শনার্থ প্রত্যহই পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেন। এই-ভাবে ঈশ্বরপুরী নিমাইর সহিত প্রত্যহ দুই-চারি-দণ্ডকাল নানাবিধ বিচার করিতেন। একদিন ঈশ্বরপুরীর কোন শ্লোক শুনিয়া নিমাই-পণ্ডিত রঙ্গচ্ছলে কহিলেন যে, সেই শ্লোক-স্থিত ধাতুটি 'পরস্মৈপদী' হইবে, 'আত্মনেপদী' হইবে না। পরে অন্য একদিন নিমাই আসিয়া উপস্থিত হইলে ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে কহিলেন,—'তুমি যে ধাতুটি আত্মনে-পদী বলিয়া স্বীকার কর নাই, আমি কিন্তু উহাকে আত্মনে-পদীরূপেই সাধিয়াছি।' প্রভুও ভৃত্যের জয়-প্রদর্শন ও মহিমা-বর্দ্ধনের নিমিত্ত তাহাতে আর কোন দোষারোপ করিলেন না। এইরূপে কিছুকাল নিমাইর সঙ্গে ঈশ্বর-পুরী বিদ্যারস-রঙ্গে কাল যাপন করিয়া পুনরায় ভারতের তীর্থসমূহ তীর্থীভূত করিবার জন্য নবদ্বীপ হইতে অন্যত্র বিজয় করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

জয় জয় মহামহেশ্বর গৌরচন্দ্র।
বাল্যলীলায় শ্রীবিদ্যাবিলাসের কেন্দ্র ॥ ১ ॥

গৌরের গূঢ় বিদ্যা-বিলাস—

এইমতে গুপ্তভাবে আছে দ্বিজরাজ।
অধ্যয়ন বিনা আর নাহি কোন কায ॥ ২ ॥

গৌর-রূপ-বর্ণন—

জিনিয়া কন্দর্পকোটি রূপ মনোহর।
প্রতি-অঙ্গে নিরুপম লাবণ্য সুন্দর ॥ ৩ ॥
আজানুলম্বিত ভুজ, কমল-নয়ন।
অধরে তাম্বূল, দিব্য বাস পরিধান ॥ ৪ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

বিদ্যাবিলাসের কেন্দ্র,— যথার্থ দর্শনের বা জ্ঞানের অভাবই 'অবিদ্যা'। অপূর্ণবস্তুবিষয়ক জ্ঞান-লাভ-বৃত্তির ভূমিকাকে কেহ কেহ 'বিদ্যা' বলিয়া অভিহিত করিলেও পূর্ণবস্তু ভগবজ্-জ্ঞানেই বিদ্যার অবস্থান। ভগবজ্জ্ঞানের পরমাত্মত্ব ও ব্রহ্মত্ব বিদ্যাবিলাসের অন্তর্গত হইলেও ভগবজ্জ্ঞান-তারতম্য-পর্য্যায়ে এতদুভয়ের স্থান আংশিক ও অসম্পূর্ণ। সাধারণ-মানবের বিভিন্ন অবস্থায় প্রারম্ভিক শিক্ষা-কাল 'বাল্য'-নামে অভিহিত। এইকালে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় আমরা যে বিদ্যাবিলাসের অভিনয় দেখিতে পাই, তাহা পরমার্থজগতে বালজনোচিত। অক্ষজজ্ঞানের দাতৃ-গ্রহীতৃ-সূত্রেই শব্দশাস্ত্রের মুখস্বরূপ ব্যাকরণাদি বালশাস্ত্রের প[illegible]নের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এই বালশাস্ত্রের সাহায্যে শব্দব্রহ্মবিষয়ক বিদ্যায় প্রবেশ ও তদুপলব্ধি ঘটে। মানবীয়-গবেষণোত্থ ভাষাসমূহ ভগবজ্-জ্ঞানের উদ্দেশক হইলেও ঐগুলি প্রকৃত ভগবজ্জ্ঞানের নির্দ্দেশক নহে। শ্রীগৌরসুন্দরের বাল্যলীলায় যে বিদ্যাবিলাস সাধারণ লোকে লক্ষ্য করিয়াছিল তাহাতে তাঁহারা পরবিদ্যার কোন আভাসই লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। শ্রীগৌরসুন্দর সেইকালে আপনাকে গোপন করায় অনেকেরই সকল-পর-বিদ্যার অধিনায়করূপে তাঁহাকে দর্শন করিবার সুযোগ হয় নাই। বাহ্যজগতের বস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সেবকসূত্রে অবস্থিত হওয়ায় শ্রীগৌরসুন্দরের ব্যাকরণ-অধ্যয়ন বা শব্দ-শাস্ত্রের অধ্যাপনা জীবের মঙ্গল উৎপত্তি না করিলেও বিদ্বদ্-রূঢ়িবৃত্তি-শব্দাভ্যন্তরে তিনিই অন্তর্য্যামি-বাচ্যরূপে অবস্থিত ছিলেন ॥ ১ ॥

অধরে তাম্বূল,—শ্রীগৌরসুন্দরের কোটিকন্দর্প-বিজয়ি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এবং অদ্বিতীয় আঙ্গিক জ্যোতিঃ, আজানু-লম্বিত বাহু, পদ্মনেত্র, উৎকৃষ্ট বসন এবং ওষ্ঠে বিলাস-সহচর তাম্বূল দর্শন করিয়া, কদর্য্য জড়-দেহবিশিষ্ট, ক্ষুদ্র-হস্ত, কর্কশ-নেত্র, বিলাস-ব্যসনাকাঙ্ক্ষী ইন্দ্রিয়তর্পণপরত মায়াবদ্ধ জীবসমূহ শ্রীগৌরসুন্দরকে তাহাদিগেরই ন্যায় জড়শরীরধারী ও জড়-বিলাস-ব্যসন-ক্রীড়া পরায়ণ জ্ঞান করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার অসামান্য সর্ব্বোৎকর্ষ মৎসর-স্বভাব জীবগণের হৃদয়ে শ্বশৃগালভক্ষ্য দেহের ও কুবিচার-নিষ্ঠ মনের হেয়ত্ব বুঝিবার সৌভাগ্য উদয় করাইলেই তাহাদের মাৎসর্য্য ও ভোক্তৃবুদ্ধি দূরীভূত হইয়া বিষ্ণুতত্ত্বকেই সর্ব্ববস্তুর একমাত্র কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া উপলব্ধি ঘটিবে। শ্রীগৌরসুন্দর

বহুছাত্র-বেষ্টিত কৌতুকপ্রিয় নিমাইপণ্ডিত—

সর্ব্বদায় পরিহাস-মূর্ত্তি বিদ্যাবলে।
সহস্র পড়ুয়া সঙ্গে, যবে প্রভু চলে ॥ ৫ ॥

গ্রন্থরূপিণী-বাণী নাথ ভগবান্ বিশ্বম্ভর—

সর্ব্ব-নবদ্বীপে ভ্রমে' ত্রিভুবনপতি।
পুস্তকের রূপে করে প্রিয়া সরস্বতী ॥ ৬ ॥

নিমাইপণ্ডিতের কঠিন ব্যাখ্যা বুঝিতে সকলেরই অসামর্থ্য—

নবদ্বীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নাম।
যে আসিয়া বুঝিবেক প্রভুর ব্যাখ্যান ॥ ৭ ॥

একমাত্র স্বীয় অধ্যাপক গঙ্গাদাসপণ্ডিত-সহ গ্রন্থালোচন—

সবে এক গঙ্গাদাস মহা-ভাগ্যবান্।
যার ঠাঞি প্রভু করে' বিদ্যার আদান ॥ ৮ ॥

বিভিন্ন অবৈষ্ণব দ্রষ্টার অস্মিতায় আত্মার চিদ্বৃত্তি শুদ্ধ-সেবার উন্মেষ রাহিত্য বা জাড্য নিবন্ধন একই অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুতে স্ব-স্ব-গৌণরসে (রসাভাসে) জড় দর্শন-বৈচিত্র্য—

সকল 'সংসারী' দেখি' বোলে,—"ধন্য ধন্য।
এ নন্দন যাহার, তাহার কোন্ দৈন্য ?" ৯ ॥
যতেক 'প্রকৃতি' দেখে মদনসমান।
'পাষণ্ডী' দেখয়ে যেন যম বিদ্যমান ॥ ১০ ॥
'পণ্ডিত'সকল দেখে যেন বৃহস্পতি।
এইমত দেখে সবে, যার যেন মতি ॥ ১১ ॥

বিশ্বম্ভরের বিদ্যাবিলাসে বৈষ্ণবগণের দুঃখ ও ক্ষোভ—

দেখি' বিশ্বম্ভর-রূপ সকল বৈষ্ণব।
হরিষ-বিষাদ হই' মনে ভাবে' সব ॥ ১২ ॥

অসংখ্য তাম্বূলাদি বিলাস-সহচর গ্রহণ করিয়াও সমগ্র-জীবকুলের নিত্য-মঙ্গলের জন্য নিখিল-সম্ভোগের একমাত্র 'বিষয়' শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যাবতীয় বিলাস-পোষক দ্রব্যাদি নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছিলেন অর্থাৎ মায়া-বশযোগ্য জীবগণ পরস্পরের প্রতি সেব্যবুদ্ধিতে তুচ্ছ জড়-বিলাসাদির ভোক্তৃত্বে তদনুবর্ত্তী হইলে, তাহাদের যে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী এবং ভগবানের সেবা বা ভোগার্থই যে ঐসকল বিলাস-সেবার উপকরণনিচয় নিত্যকাল নির্দ্দিষ্ট, তাহা জানাইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ লীলা-প্রদর্শন সংযত সাধককুলের দ্রষ্টব্য ও লক্ষীতব্য বিষয় হইলেও নিত্যকাল মৎসর ও অনভিজ্ঞ-দর্শকগণের মূর্খতার পারিতোষিকস্বরূপ বঞ্চনা-মাত্র। সংযমাকাঙ্ক্ষী মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ প্রাপঞ্চিক বস্তু হইতে পৃথক্ বা বিবিক্ত থাকিবার মানসে আপনাদিগের যেরূপ নিবৃত্ত-জীবন প্রদর্শন করেন, শ্রীগৌরসুন্দর ভগবত্তত্ত্বের পরমোচ্চ-শিখরে অবস্থিত থাকায় তাঁহার বৈরাগ্যলীলা-প্রদর্শন—মুমুক্ষু বদ্ধজীবের ন্যায় কৃষ্ণ-ভক্তীতর চেষ্টা-বশে প্রাপঞ্চিক বিষয়-সঙ্কট হইতে আত্ম-রক্ষার উপায় নহে; পরন্তু ভগবচ্চরিত্রে ও ভগবদ্বিগ্রহে তাদৃশী লীলার অনুষ্ঠান যে আদৌ হেয় বা দোষাবহ নহে, বরং অতিশয় উপাদেয়,—এই মহা-সত্য পরম-সৌভাগ্যবান্ জনগণকেই বুঝিবার শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩-৪ ॥

নিজ-প্রভু গৌর-নারায়ণের করে অর্থাৎ শ্রীহস্তে গ্রন্থরূপে মহা-লক্ষ্মী নারায়ণী বাগ্‌দেবী সর্ব্বক্ষণ বিরাজমানা থাকিয়া প্রভুর 'বাচস্পতি'-নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন ॥ ৬ ॥

জগতে পুরুষবর্গ—ভোক্তা; ভোগায়তন স্ত্রীবর্গ—প্রকৃতি, অর্থাৎ, স্ত্রীগণ—পুরুষ ভোগ্যা এবং পুরুষগণ—স্ত্রী ভোগ্য। ভোক্তা ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা ভোগ্যসমূহকে ভোগ করেন। পুরুষ ও প্রকৃতি, উভয়েই স্ব-স্ব-জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগ করে। গৌরসুন্দর—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, সুতরাং সকল-সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠান কোটি-মদনাধিক। গৌরসুন্দর কখনও প্রাকৃত স্ত্রীগণের ভোগ্যবস্তু নহেন, *এই জন্য* গৌরনাগরীবাদের উপাস্যবস্তু হইতে পারেন না। জীবের স্বরূপানুভূতিতেই গৌরসুন্দরের মদনমোহন-মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি লাভ করে। বদ্ধজীবের স্ত্রী-বুদ্ধিতে গৌরসুন্দরের প্রতি ভোগ্য-বিচার উপস্থিত হইলেও গৌরহরি তাহাদের প্রার্থনা পূরণ করেন না। জগতে সেব্য-সেবক-ভাব অবস্থিত। জীবের ভগবৎসেবকা-ভিমানের পরিবর্ত্তে জড়-সেব্যাভিমান—তাহার স্বরূপ-ধর্ম্ম ভক্তির অন্তরায়। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং জীবকুলকে স্বীয় সেবকাভিমানের উজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জীবের বদ্ধ-বুদ্ধি হইতে সেব্যভাব অপসারিত করিয়াছেন। তজ্জন্য গৌরহরির অনুগত জনগণ তাঁহাকে 'নাগর' বলিয়া কল্পনা করিতে সমর্থ হন না। ভগবান্ গৌরসুন্দর স্বীয় লীলায় কোন প্রাকৃত-বিকারের বশবর্ত্তিতা প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু কেহ যদি মহা-দুর্ভাগ্য-বশতঃ নিজের সিদ্ধ 'আশ্রয়'-

নিমাইর অলৌকিক রূপের সহিত কৃষ্ণভজন-সৌন্দর্য্যের অস্ফুট প্রকাশ-দর্শনে ভক্তগণের নৈরাশ্য—

"হেন দিব্য-শরীরে না হয় কৃষ্ণ-রস।
কি করিবে বিদ্যায়, হইলে কালবশ ?" ১৩ ॥

নিরঙ্কুশ-লীলেচ্ছাময় প্রভুর যোগমায়া-বশ ভক্তগণের তদৈশ্বর্য্যানুপলব্ধি—

মোহিত বৈষ্ণব সব প্রভুর মায়ায়।
দেখিয়াও তবু কেহ দেখিতে না পায় ॥ ১৪ ॥

সাক্ষাদ্দর্শন-সত্ত্বেও প্রভুকে ব্যর্থ-বিদ্যা-মোহিত-জ্ঞানে ভক্তগণের তিরস্কার—

সাক্ষাতেও প্রভু দেখি' কেহ কেহ বোলে।
"কি-কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা-ভোলে ?

ভক্তবাক্যে ভগবানের সস্মিত দৈন্যোক্তি—

শুনিয়া হাসেন প্রভু সেবকের বাক্যে।
প্রভু বোলে,—"তোমরা শিখাও মোর ভাগ্যে ॥"

প্রভুর গূঢ়বিদ্যা-বিলাস—অভক্তের সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য

হেনমতে প্রভু গোঙায়েন বিদ্যারসে।
সেবক চিনিতে নারে, অন্য জন কিসে ? ১৭ ॥

ভারতের নানা প্রদেশ হইতে পাঠার্থিগণের নবদ্বীপে আগমন—

চতুর্দ্দিক্ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যা-রস পায় ॥ ১৮ ॥

চট্টগ্রামনিবাসী বৈষ্ণবগণের শাস্ত্রপাঠার্থ গঙ্গাতটে নবদ্বীপে অবস্থান—

চাটিগ্রাম-নিবাসীও অনেকে তথায়।
পড়েন বৈষ্ণব সব রহেন গঙ্গায় ॥ ১৯ ॥

সকলেই প্রভুর লীলা-সহায় পার্ষদ—

সবেই জন্মিয়াছেন প্রভুর আজ্ঞায়।
সবেই বিরক্ত কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বথায় ॥ ২০ ॥

দৈনিক অধ্যয়নানন্তর সকলের একত্র কৃষ্ণানুশীলন—

অন্যোঽন্যে মিলি' সবে পড়িয়া শুনিয়া।
করেন গোবিন্দ-চর্চ্চা নিভৃতে বসিয়া ॥ ২১ ॥

ভক্তপ্রিয় গায়কবর চট্টগ্রামবাসী মুকুন্দ—

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত।
মুকুন্দের গানে দ্রবে' সকল মহান্ত ॥ ২২ ॥

অপরাহ্ণে নবদ্বীপস্থিত বৈষ্ণবগণের অদ্বৈত-ভবনে সম্মিলন—

বিকাল হইলে আসি' ভাগবতগণ।
অদ্বৈত-সভায় সবে হয়েন মিলন ॥ ২৩ ॥

মুকুন্দের কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণমাত্র ভক্তগণের সাত্ত্বিকবিকার চেষ্টা—

যেইমাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণগীত।
হেন নাহি জানি, কেবা পড়ে কোন্ ভিত ॥ ২৪ ॥

মহাভাগবতগণের বিবিধ লোকবাহ্য আঙ্গিক চেষ্টা—

কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেহ নৃত্য করে।
গড়াগড়ি যায় কেহ বস্ত্র না সম্বরে ॥ ২৫ ॥
হুঙ্কার করয়ে কেহ মালসাট্ মারে।
কেহ গিয়া মুকুন্দের দুই পা'য়ে ধরে ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনানন্দে ভক্তগণের দুঃখান্তর-বিস্মৃতি—

এইমত উঠয়ে পরমানন্দ-সুখ।
না জানে বৈষ্ণব সব আর কোন দুঃখ ॥ ২৭ ॥

মুকুন্দকে দর্শনমাত্র নিমাইর তৎপরাজয়-সাধনোদ্দেশে অবরোধন—

প্রভুও মুকুন্দ-প্রতি বড় সুখী মনে।
দেখিলেই মুকুন্দেরে ধরেন আপনে ॥ ২৮ ॥

নিমাই ও মুকুন্দের শাস্ত্র-বিবাদ—

প্রভু জিজ্ঞাসেন ফাঁকি, বাখানে মুকুন্দ।
প্রভু বোলে,—"কিছু নহে", আর লাগে দ্বন্দ্ব ॥২৯॥

সেবকাভিমান-বিচার-বিস্মৃত হইয়া আপনাকে সেব্য 'বিষয়'-বিগ্রহরূপে মনে করেন, তাহা হইলেও পরমকরুণ শ্রীগৌরসুন্দর বদ্ধজীবের তাদৃশী দুষ্প্রবৃত্তি দূর করিয়া তাহার গৌর-কৃষ্ণ-সেবকাভিমান উদয় করাইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

আরোহবাদীর বিদ্যা-লাভ—মৃত্যুকালের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত। জীবদ্দশায় অধিকৃত বিদ্যা জীবিতোত্তরকালে ফলপ্রদ হয় না। গৌরসুন্দরকে বৃহস্পতিসদৃশ পণ্ডিত-দর্শনে, মদনসদৃশ রূপবান্-দর্শনে সাধারণ লোকের মনে এই বিচার উপস্থিত হইয়াছিল যে,তাদৃশ অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও অসামান্য পাণ্ডিত্য—জীবদ্দশা-পর্য্যন্তই স্থায়ী অর্থাৎ অনিত্য ; কিন্তু বস্তুতঃ নিত্য-বিচারেই কৃষ্ণরস অবস্থিত। গৌরসুন্দরে নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্র স্বেচ্ছা-লীলাময় কৃষ্ণস্বরূপের পরিবর্ত্তে কার্ষ্ণ-বৈভব পরিদৃষ্ট হইলেই

নিমাইর সহিত মুকুন্দের কক্ষা-দান—

মুকুন্দ পণ্ডিত বড়, প্রভুর প্রভাবে।
পক্ষ-প্রতিপক্ষ করি' প্রভু-সনে লাগে ॥ ৩০ ॥

কূট ছল-তর্ক উত্থাপনপূর্ব্বক নিজভক্তগণের পরাজয়-সাধন—

এইমত প্রভু নিজ-সেবক চিনিঞা।
জিজ্ঞাসেন ফাঁকি, সবে যায়েন হারিয়া ॥ ৩১ ॥

শ্রীবাসাদি ভক্তগণের নিমাই-পৃষ্ট কূট ছল-তর্ককে প্রজল্প-জ্ঞানে স্থানত্যাগ—

শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাঁকি জিজ্ঞাসেন।
মিথ্যা-বাক্য-ব্যয়-ভয়ে সবে পলায়েন ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণরসমগ্ন ভক্তগণের ভক্তি-ব্যাখ্যাতেই অনুরাগ, কৃষ্ণেতর-রসে বিরাগ—

সহজে বিরক্ত সবে শ্রীকৃষ্ণের রসে।
কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা বিনু আর কিছু নাহি বাসে' ॥৩৩॥

ভক্তগণকে দর্শনমাত্র নিমাইর কূট-তর্কোত্থাপন, তাঁহাদের উত্তরদানে অশক্তি-দর্শনে বিদ্রূপোক্তি—

দেখিলেই প্রভু মাত্র ফাঁকি সে জিজ্ঞাসে।
প্রবোধিতে নারে কেহ, শেষে উপহাসে' ॥৩৪॥

নিমাইর কূটতর্কের উত্তরপ্রদান-ভয়ে ভক্তগণের দূরে দূরে অবস্থান—

যদি কেহ দেখে,—প্রভু আইসেন দূরে।
সবে পলায়েন ফাঁকি-জিজ্ঞাসার ডরে ॥ ৩৫ ॥

ভক্তগণের কৃষ্ণকথায় উল্লাস, কিন্তু নিমাইর কূটতর্কে উল্লাস প্রকাশ—

কৃষ্ণ-কথা শুনিতেই সবে ভালবাসে।
ফাঁকি বিনু প্রভু কৃষ্ণ-কথা না জিজ্ঞাসে ॥ ৩৬ ॥

নিমাই-মুকুন্দ-সংবাদ-বর্ণন ; পাণ্ডিত্য-গর্ব্বভরে বহু-ছাত্র-বেষ্টিত নিমাইর রাজপথে ভ্রমণ—

রাজপথ দিয়া প্রভু আইসেন একদিন।
পড়ুয়ার সঙ্গে মহা-ঔদ্ধত্যের চিন ॥ ৩৭ ॥

গঙ্গাস্নানার্থী মুকুন্দের নিমাই-সন্দর্শনে দূরে প্রস্থান—

মুকুন্দ যায়েন গঙ্গা-স্নান করিবারে।
প্রভু দেখি' আড়ে পলাইলা কথো-দূরে ॥ ৩৮ ॥

স্বীয় দ্বাররক্ষক ভৃত্য গোবিন্দ-সমীপে মুকুন্দের পলায়ন-কারণ-জিজ্ঞাসা—

দেখি' প্রভু জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের স্থানে।
"এ বেটা আমারে দেখি' পলাইল কেনে?" ৩৯॥

তদ্বিষয়ে গোবিন্দের স্বীয়-অজ্ঞতা-জ্ঞাপন—

গোবিন্দ বোলেন,—"আমি না জানি, পণ্ডিত!
আর কোন-কার্য্যে বা চলিল কোন্-ভিত ॥"৪০॥

নিমাইর তৎকারণ-বর্ণন—

প্রভু বোলে,—"জানিলাঙ, যে লাগি পলায়।
বহির্ম্মুখ-সম্ভাষা করিতে না যুয়ায় ॥ ৪১ ॥
এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র।
পাঁজী, বৃত্তি, টীকা আমি বাখানিয়ে মাত্র ॥৪২॥
আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন।
অতএব আমা' দেখি করে পলায়ন ॥" ৪৩ ॥

মুকুন্দের নিন্দাচ্ছলে স্বীয় কৃষ্ণস্বরূপ-ব্যাখ্যান—

সন্তোষে পাড়েন গালি প্রভু মুকুন্দেরে।
ব্যপদেশে প্রকাশ করেন আপনারে ॥ ৪৪ ॥

মুকুন্দের উদ্দেশে নিমাইর ভর্ৎসনা—

প্রভু বোলে,—"আরে বেটা কতদিন থাক?
পলাইলে কোথা মোর এড়াইবে পাক?" ৪৫ ॥

স্বীয় ভাবীলীলা-বিষয়ে প্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী ; বিদ্যানুশীলনানন্তর উত্তরকালে নিজভজন-মুদ্রা-প্রদর্শনাঙ্গীকার—

হাসি' বোলে প্রভু—"আগে পড়োঁ কতদিন।
তবে সে দেখিবা মোর বৈষ্ণবের চিন ॥ ৪৬ ॥

শিব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত কৃষ্ণভজনাভিজ্ঞতা প্রদর্শনাঙ্গীকার—

এমত বৈষ্ণব মুই হইমু সংসারে।
অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে ॥ ৪৭ ॥

ভক্তগণের বিশেষ আনন্দের বিষয় হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। ভগবান্ গৌরহরি যে সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণস্বরূপ, তাহা তৎকালে বৈষ্ণবগণও লীলাময়ের ইচ্ছা-বশে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। লীলাকল্লোলবারিধি শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ইচ্ছাশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে বৈষ্ণবদিগকে গৌর-স্বরূপের স্বয়ংভগবত্তা-প্রদর্শনদ্বারা স্বীয় প্রচ্ছন্নলীলা-প্রকাশের সুযোগ অথবা হৃদয়ে কোন অনুভূতি প্রদান না করায়, তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াও তাঁহার নিজ-স্বরূপ (স্বয়ং ভগ-

ভবিষ্যতে অভূতপূর্ব্ব কৃষ্ণভজন-খ্যাতি লাভ—

শুন, ভাই সব, এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইমু মুই সর্ব্ব-বিলক্ষণ ॥ ৪৮ ॥

নিমাইর কুটতর্ক-ভীত ভক্তগণেরও ভবিষ্যতে তদ্‌যশোগুণ-কীর্ত্তন-সম্ভাবনা—

আমারে দেখিয়া এবে যে-সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ কীর্ত্তি গায় ॥" ৪৯ ॥

ছাত্রগণ-বেষ্টিত হইয়া স্ব গৃহে আগমন—

এতেক বলিয়া প্রভু চলিলা হাসিতে।
ঘরে গেলা নিজ-শিষ্যগণের সহিতে ॥ ৫০ ॥

বিশ্বম্ভরের কৃপা-বলেই তন্মাহাত্ম্যাবগতি-সামর্থ্য—

এইমত রঙ্গ করে বিশ্বম্ভর-রায়।
কে তানে জানিতে পারে, যদি না জানায় ?৫১॥

তৎকালীন নদীয়ার কৃষ্ণেতর-বিষয়রস-মত্তাবস্থা—

হেনমতে ভক্তগণ নদীয়ায় বৈসে।
সকল নদীয়া মত্ত ধন-পুত্র-রসে ॥ ৫২ ॥

ভগবদ্ভক্তগণের হরিকীর্ত্তন-শ্রবণে বহির্ম্মুখ বিষয়ী পাষণ্ডিগণের বিদ্রূপোক্তি—

শুনিলেই কীর্ত্তন, করয়ে পরিহাস।
কেহ বোলে,—"সব পেট পুষিবার আশ ॥" ৫৩॥

বস্তু) দর্শন করেন নাই বা অবগত হন নাই। সাধারণ মায়াবদ্ধজীবের ত' প্রচ্ছন্নলীলাময় ভগবানের দর্শনযোগ্যতাই ছিল না ১৩-১৪ ॥

ভগবানের প্রচ্ছন্নলীলার সহায়তা-নিমিত্ত ভগবদিচ্ছা বশে বৈষ্ণবগণ বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত অনভিজ্ঞ জনগণের অভিনয় করিয়া প্রভুকে ভগবৎসেবা-পরায়ণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। পরোক্ষ-ব্যতীত সাক্ষাদ্ভাবেও তাঁহারা প্রভুকে বলিতেন যে, বৃথা পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মত্ত না থাকিয়া নিমাইর হরিভজন করাই শ্রেয়ঃ ॥ ১৫ ॥

প্রভু তদুত্তরে তাঁহাদিগকে বলিতেন, 'আমার বিশেষ সৌভাগ্য যে, তোমরা আমাকে হরিপরায়ণ হইবার জন্য উপদেশ দিতেছ ॥' ১৬ ॥

প্রভুর নিত্য-পার্ষদগণও তদীয় প্রচ্ছন্নলীলার সহায়তার নিমিত্ত প্রভুর ইচ্ছায় তাঁহার মহিমা না জানিয়া অনভিজ্ঞের ন্যায় অভিনয় করিয়াছিলেন। যখন প্রভুর নিত্য-পার্ষদ-গণই তাঁহাকে দেখিয়া চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই, তখন কর্ম্মবুদ্ধিনিপুণ সাধারণ প্রাকৃত জনগণ তাঁহাকে কি-প্রকারে জানিতে পারিবে ? ১৭ ॥

সুদূর চট্টগ্রামের অধিবাসিগণও বিদ্যার্থী হইয়া গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে বাস করিতেছিলেন ॥ ১৯ ॥

গৌরসুন্দরের ইচ্ছাক্রমে তৎকালে সকল ভক্তই প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া জাগতিক বস্তু হইতে সর্ব্বতোভাবে উদাসীন হইয়া কৃষ্ণ-ভজনে নিরন্তর ব্যস্ত ছিলেন ॥ ২০ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট বৈষ্ণবগণ তৎকালে কৃষ্ণভজনে উৎসাহ না পাইয়া নির্জ্জনে কৃষ্ণের অনুশীলন করিতেছিলেন। যেখানে ভগবান্ বা ভগবৎপ্রিয় পার্ষদের সাক্ষাৎ আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি নাই, সেখানে 'নির্জ্জন-ভজন'ই প্রশস্ত, নতুবা শ্রীভগবান্ ও ভক্তের আনুগত্যেই হরিকীর্ত্তন বিধেয় ॥ ২১ ॥

বিষয়-রস হইতে পৃথক্ হইয়া যাঁহারা ভগবদ্ভজন করেন তাঁহাদিগকে 'মহান্ত' বলা যায়। মুকুন্দের হরিলীলা-কীর্ত্তন-শ্রবণে এতাদৃশ মহজ্জনগণের হৃদয় আর্দ্র হইত ॥ ২২ ॥

দিবসের কার্য্য সমাপন করিয়া অপরাহ্নকালে ভক্তগণ শ্রীমায়াপুরে অদ্বৈত-ভবনে আচার্য্যপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইতেন। শ্রীগৌরসুন্দর তৎকালে ভক্তগণের আশ্রয়স্বরূপে বিরাজমান থাকিবার লীলা প্রকাশ না করায়, অদ্বৈতপ্রভুই সকল-বৈষ্ণবের আশ্রয়স্থল ছিলেন ॥ ২৩ ॥

মুকুন্দের কৃষ্ণগীত-শ্রবণে শ্রোতৃবর্গ প্রেমোন্মত্ত হইয়া নানা-দিকে নানা-স্থানে ভূতলে পতিত হইতেন ॥ ২৪ ॥

বস্ত্র না সম্বরে,—নিজ-নিজ-দেহের যথাস্থানে আবরণ-বস্ত্র রক্ষা করিতে অসমর্থ হইতেন ॥ ২৫ ॥

প্রভু মুকুন্দকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিলে, মুকুন্দ তাহার যে উত্তর প্রদান করিতেন, প্রভু তৎক্ষণাৎ উহা উড়াইয়া দিতেন ; ফলে, উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইত ॥ ২৯ ॥

প্রভুর কৃপায় মুকুন্দের পাণ্ডিত্যের অবধি নাই। বাদ-প্রতিবাদ-দ্বারা মুকুন্দ প্রভুর সহিত তর্ক-সমরে প্রবৃত্ত হইতেন ॥

শ্রীবাসাদি ভক্তগণ নিমাইর ফাঁকি-জিজ্ঞাসারূপ মিথ্যা-বাক্যব্যয়ের আশঙ্কায় তাঁহাকে তাদৃশ অবসর না দিবার জন্য তাঁহার সম্মুখীন না হইয়া পলায়ন করিতেন। বিচার-শাস্ত্রে

শুষ্ক জ্ঞানচর্চা ছাড়িয়া শুদ্ধভক্তগণের কৃষ্ণনাম-নর্ত্তন-কীর্ত্তনে পাষণ্ডিগণের আপত্তি—

কেহ বোলে,—"জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার।
উদ্ধতের প্রায় নৃত্য,—এ কোন্ ব্যভার?" ৫৪ ॥

ভারবাহী ভাগবতপাঠকাভিমানী পাষণ্ডীর শুদ্ধভক্ত-কৃত কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-নর্ত্তনাদির অভিধেয়ত্বে অনভিজ্ঞতা—

কেহ বোলে,—"কত বা পড়িলুঁ ভাগবত।
নাচিব কাঁদিব,—হেন না দেখিলুঁ পথ ॥ ৫৫ ॥

মহাভাগবত শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের উচ্চ হরিকীর্ত্তনে পাষণ্ডিগণের নিদ্রা ব্যাঘাত—

শ্রীবাসপণ্ডিত-চারিভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাহি যাই, ভাই, ভোজন করিয়া ॥ ৫৬ ॥

পাষণ্ডিগণের উচ্চহরিকীর্ত্তন-নর্ত্তন-বিরোধ—

ধীরে-ধীরে 'কৃষ্ণ' বলিলে কি পুণ্য নহে?
নাচিলে, গাইলে, ডাক ছাড়িলে, কি হয়ে?" ৫৭ ॥

বৈষ্ণব-দর্শনমাত্র পাষণ্ডিগণের কুবাক্য-প্রয়োগ—

এইমত যত পাপ-পাষণ্ডীর গণ।
দেখিলেই বৈষ্ণবেরে, করে কু-কথন ॥ ৫৮ ॥

পাষণ্ডিগণের কটূক্তিতে ভক্তগণের কৃষ্ণসমীপে-দুঃখ-নিবেদন ও তদীয় অবতরণ-প্রার্থনা—

শুনিয়া বৈষ্ণব সব মহাদুঃখ পায়।
'কৃষ্ণ' বলি' সবেই কাঁদেন ঊর্দ্ধ রা'য় ॥ ৫৯ ॥
"কতদিনে এ-সব দুঃখের হবে নাশ।
জগতেরে, কৃষ্ণচন্দ্র, করহ প্রকাশ ॥" ৬০ ॥

ভক্তগণের যথেষ্ট অধিকার থাকিলেও শুষ্ক তর্কের অপ্রতিষ্ঠানহেতু তাঁহারা অচিন্ত্য-বিষয়ে তর্ক যোজনা করিতে অগ্রসর হইতেন না ॥ ৩২ ॥

অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের রসিক ভক্তগণ কৃষ্ণেতর সকল-বস্তুতেই স্বাভাবিক বৈরাগ্যবিশিষ্ট। সকল-বস্তুতে কৃষ্ণসম্বন্ধ-দর্শনই তাঁহাদের একমাত্র প্রীতিকর ব্রত। কৃষ্ণরসের প্রয়োজনীয়তা প্রতীত হওয়ায় তদিতর রসসমূহ তাঁহাদের দৃষ্টিতে 'বৃথা' বলিয়া নিরূপিত হইত ॥ ৩৩ ॥

নিমাইর সহিত যখনই কোনও ভক্তের সাক্ষাৎকার হইত, তখনই নিমাই তাঁহাকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। ভক্তগণ সেই সকল ফাঁকি-জিজ্ঞাসার উত্তর-প্রদান-দ্বারা নিমাইকে নিরস্ত করিতে পারিতেন না, সুতরাং তাঁহাদের সমস্ত যুক্তি অবশেষে নিমাইর উপহাসেই পর্য্যবসিত হইত ॥ ৩৪ ॥

ভগবদ্ভক্তগণ তুচ্ছ পার্থিব-যুক্তিতর্কের ফক্কিকায় বৃথা সময়-ক্ষেপাশঙ্কায় নিমাইর সম্মুখীন হইতেন না। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার না করিয়া পলায়িত থাকিয়া দূরে দূরে অবস্থান করিতেন ॥ ৩৫ ॥

ভক্তগণ কৃষ্ণকথা শুনিতেই ভালবাসিতেন, কিন্তু প্রভু ভক্তগণের গুপ্ত বা লুক্কায়িত থাকিবার উদ্দেশেই কৃষ্ণকথা ব্যতীত ইতরকথা-দ্বারা তাঁহাদিগকে মোহিত করিয়া স্বীয় প্রচ্ছন্ন অবতারিত্ব সংরক্ষণ করিতেন ॥ ৩৬ ॥

বিদ্যার্থীর সহিত বাক্যযুদ্ধে নিমাই স্বীয় প্রগল্‌ভতার বা ঔদ্ধত্যের নিদর্শন প্রকাশ করিতেন ॥ ৩৭ ॥

গোবিন্দ,—ইনি তথা-কথিত 'গোবিন্দ কর্ম্মকার' নহেন। প্রভুর তৎকালীন সঙ্গী দ্বারপাল ভৃত্য ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণেতর বিষয়ে বাক্যালাপই বহির্ম্মুখ আলাপ। বদ্ধজীব স্ব স্ব-মানসিক-চেষ্টাদ্বারা বাহ্যবস্তুসমূহকে স্বীয় ভোগপরতায় নিযুক্ত করে। তৎকালে বদ্ধজীব বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া কৃষ্ণকথা ভুলিয়া ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি-বিষয়ক বাক্যে কাল যাপন করে। যাঁহাদিগের আত্মবৃত্তির উন্মেষ হয়, তাঁহারা হরিসেবা-পর বাক্যাদিতেই নিযুক্ত থাকেন। ফলতঃ জীবের কখনই হরিকথা ব্যতীত অন্য কথায় কালক্ষেপ কর্ত্তব্য নহে ॥

বৈষ্ণবের শাস্ত্র,—বাদরায়ণ-সূত্রের মুখ্যভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত,—"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ম্"; বিষ্ণুপুরাণ ও পদ্মপুরাণাদি সাত্বত পুরাণ-ষট্‌ক, বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে হারীতাদি সাত্বতস্মৃতিসমূহ, গোপাল-তাপনী ও নৃসিংহতাপনী প্রভৃতি শ্রুতিশাস্ত্র, মহাভারত ও মূল-রামায়ণ প্রভৃতি ঐতিহ্য-গ্রন্থ, নারদ-হয়শীর্ষ-প্রহ্লাদ প্রভৃতি সাত্বত পঞ্চরাত্র-সমূহ এবং ভাগবত মহাজন-লিখিত প্রকরণ-গ্রন্থাদি ॥ ৪২ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের কথায় তৎকালে কোন কৃষ্ণগুণ-কীর্ত্তন প্রকাশিত না থাকায় ভক্তগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া যাইতেন ॥ ৪৩ ॥

বৈষ্ণবপতি অদ্বৈতাচার্য্য-সমীপে বৈষ্ণবগণের দুঃখ-নিবেদন—

সকল বৈষ্ণব মিলি' অদ্বৈতের স্থানে।
পাষণ্ডীর বচন করেন নিবেদনে॥ ৬১॥

পাষণ্ডিগণের বৈষ্ণববিদ্বেষ-শ্রবণে অদ্বৈত প্রভুর ক্রোধভরে আশ্বাস-দান ও ভবিষ্যদ্বাণী—

শুনিয়া অদ্বৈত হয় রুদ্র-অবতার।
"সংহারিমু সব" বলি' করয়ে হুঙ্কার॥ ৬২॥

গৌর-নারায়ণের অবতরণ বর্ণনপূর্ব্বক আশ্বাস-বাণী—

"আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর।
দেখিবা কি হয় এই নদীয়া-ভিতর॥ ৬৩॥

কৃষ্ণপ্রকটন ও ভক্তিশংসন-হেতু স্বীয় 'অদ্বৈত'-নামের সার্থকতা-সম্পাদনাঙ্গীকার—

করাইমু কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়নগোচর।
তবে সে 'অদ্বৈত'-নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর! ৬৪॥

ভক্তগণকে প্রবোধ ও উৎসাহ প্রদান—

আর দিন-কত গিয়া থাক, ভাই সব!
এথাই দেখিবা সব কৃষ্ণ-অনুভব॥" ৬৫॥

অদ্বৈতপ্রভুর আশ্বাস-বাক্যে ভক্তগণের উৎসাহভরে কৃষ্ণকীর্ত্তন—

অদ্বৈতের বাক্য শুনি' ভাগবতগণ।
দুঃখ পাসরিয়া সবে করেন কীর্ত্তন॥ ৬৬॥

অন্তরে সন্তুষ্ট হইয়া বাহিরে মুকুন্দকে ভর্ৎসনা করিবার ছলনায় স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ হরিকথার অনুমোদনকারী হইলেন। রামভক্তগণ যেরূপ রাধাকৃষ্ণের নামোল্লেখের পরিবর্ত্তে সীতারাম-নামেরই উল্লেখ করেন, কিন্তু তাঁহাদের তাদৃশ বাহ্য মতভেদ-প্রকাশ—রাধাকৃষ্ণ-নাম-শ্রবণেরই অন্যতম চেষ্টা, কৃষ্ণভক্তগণও তদ্রূপ বৈধ-ঐশ্বর্য্য-প্রধান 'সীতারাম'-নামোচ্চারণের যোগ্যতা-পরীক্ষার নিমিত্ত রামভক্তগণের নিকট 'রাধাগোবিন্দ' নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এরূপ কলহমুখে হরিসেবা-প্রবৃত্তি—বাহ্যাভ্যন্তর-চেষ্টা-বৈপরীত্য॥ ৪৪॥

পাক,—(পচ্+ঘঞ, বা পরিক্রম-শব্দের অপভ্রংশ?), ঘটনা-ক্রম বা চক্র, কৌশল, 'পেঁচ'॥ ৪৫॥

ব্রহ্মা-শিবাদি আধিকারিক দেবগণ—বৈষ্ণবের পরমবন্ধু। যেখানে ভগবৎসেবা-পর বৈষ্ণবের অধিষ্ঠান, সেখানে বিরিঞ্চি, হর, নারদাদির শুভাগমন। লৌকিক-বিচারে দেবগণের স্থান অতি উচ্চে। কিন্তু বৈষ্ণবের প্র[illegible]নে দেবগণের বৈষ্ণবের দ্বারে আগমন—তাঁহাদের দৈন্য-জ্ঞাপক॥ ৪৭॥

সর্ব্ববিলক্ষণ,—অপরাপর সমস্ত বৈষ্ণব অপেক্ষা অধিক ভগবৎসেবা-তৎপর। অভিধেয়-তারতম্য-ক্রম বিচারে ভগবদাশ্রিতগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভু-কৃত শ্রীউপদেশামৃতে ৯ম শ্লোকে এরূপ লিখিত আছে,—'কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনস্তেভ্যো জ্ঞান-বিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ। তেভ্যস্তাঃ পশুপাল-পঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥' ৪৮॥

নদীয়াবাসী সকলেই বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া প্রাকৃত বিদ্যা-ধন-সংগ্রহ ও দারাপুত্রাদির স্নেহে অতি প্রমত্ত থাকায় হরিসেবা-বিমুখ ছিল। তাঁহাদের ভগবৎকীর্ত্তন-শ্রবণে কোনও অনুরাগ ছিল না বা কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অবশ্য প্রয়োজনীয়তারও উপলব্ধি ঘটে নাই। তজ্জন্য তাঁহারা ভগবৎসেবায় তুচ্ছ-তাচ্ছল্য ও পরিহাসাদি করিত। ভগবৎসেবার উদ্দেশে হরিকীর্ত্তনকে কর্ম্মকাণ্ডরত জনগণের উদরভরণের অন্যতম চেষ্টা বলিয়া মনে করিত॥ ৫০॥

নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানকে 'জ্ঞান' বলে। নির্ব্বিশেষবাদী উহাই 'প্রয়োজন' বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়সমূহের তর্পণ-যোগ্য বস্তু বা ব্যাপারই 'বিষয়'-নামে কথিত। তাদৃশ বিষয় হইতে নিবৃত্তি বা চিত্তবৃত্তিনিরোধের নামই 'যোগ'। নির্ব্বিশেষ-মতাবলম্বী ব্যক্তি ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্যকেই জীবের 'শেষ-প্রয়োজন' বলিয়া বিচার করেন। তাঁহাদের সাধন প্রক্রিয়াও নির্ব্বিশেষ-বেদান্ত এবং অষ্টাঙ্গ-যোগ-শাস্ত্র প্রভৃতিতেই আবদ্ধ। ভগবদ্ভক্তি কখনও তাদৃশ হেয় ও অনুপাদেয় অনিত্য কৈতব প্রসব করে না। সেবোন্মুখ-জনগণে যে চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হয়, উহা কোনও ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক নহে। কিন্তু নির্ব্বিশেষজ্ঞানী বা যোগি-সম্প্রদায় তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ অধিকারদ্বয়ে অবস্থিত থাকায় ভগবদ্ভক্তের চেষ্টা বুঝিতে অসমর্থ। (ভাঃ ১১।২।৪০—)

কৃষ্ণনাম-মঙ্গল-রসে ভক্তগণের মজ্জন—

উঠিল কৃষ্ণের নাম পরম-মঙ্গল।
অদ্বৈত-সহিত সবে হইলা বিহ্বল ॥ ৬৭ ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তন-সুখানুভব-হেতু ভক্তগণের দুঃখ-বিস্মৃতি—

পাষণ্ডীর বাক্য-জ্বালা সব গেল দূর।
এইমত পুলকিত নবদ্বীপপুর ॥ ৬৮ ॥

বিদ্যা-বিলাস-রত শচীনন্দন নিমাই—

অধ্যয়ন-সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর-রায়।
নিরবধি জননীর আনন্দ বাড়ায় ॥ ৬৯ ॥

'অলক্ষ্যলিঙ্গ' ঈশ্বরপুরীর নবদ্বীপে আগমন—

হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী।
আইলেন অতি অলক্ষিত-বেশ ধরি' ॥ ৭০ ॥

'হরিরসমদিরা-মদাতিমত্ত' হরিজন ঈশ্বরপুরী—

কৃষ্ণ-রসে পরম-বিহ্বল মহাশয়।
একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি-দয়াময় ॥ ৭১ ॥

অব্যক্ত-গূঢ়-লিঙ্গ পুরীপাদের অদ্বৈত-ভবনে আগমন—

তান বেশে তানে কেহ চিনিতে না পারে।
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত-মন্দিরে ॥ ৭২ ॥

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥"

অভিধেয়-বিচারে জ্ঞানযোগের অনিত্যসাধনাদি ভক্তগণ আদর করেন না। তাঁহারা নিত্যমুক্তগণের সেবা-প্রবৃত্তির অনুকূল ক্রিয়াগুলিকেই অভিধেয়-সাধনভক্তি বলিয়া জানেন। তাই বলিয়া, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, অতিবাড়ীগণের কপট ও কৃত্রিম শ্রবণ, কীর্ত্তন, নর্ত্তন-বাদন-ছলনায় স্ব-স্ব-জড়েন্দ্রিয় তর্পণকে সাধন বা শুদ্ধভক্তি-যজন বলিয়া অনুমোদন করেন না ॥ ৫৪ ॥

অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি-সাহায্যে ভারবাহী অশ্মসার-হৃদয় তথা-কথিত শাস্ত্র-পাঠকাভিমানিগণ দম্ভভরে বলিত যে, শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্ভক্তের কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনে ক্রন্দন এবং নৃত্য করিবার কোন উপদেশ দেখা যায় না। ভাগবতের তাদৃশ পাঠকাভিমানী ও শ্রোতৃগণ জড়স্বার্থসাধনোদ্দেশে যে কৃত্রিম নৃত্য-ক্রন্দনাদির ছল-চেষ্টা দেখায়, তাদৃশ অশুভ শিক্ষা ভাগবতে না থাকিলেও হরিসেবা-প্রবৃত্ত প্রবুদ্ধ নির্ম্মল জীবাত্মায় কৃষ্ণের প্রেম-সেবা-জনিত সাত্ত্বিকভাবসমূহ যে কখনও কখনও প্রকাশিত হইয়া পড়ে, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রচুররূপে কথিত হইয়াছে ॥ ৫৫ ॥

শুদ্ধভক্তগণের উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণসুখপর কীর্ত্তন-ফলে ইন্দ্রিয়-তর্পণপ্রিয় জনগণ, আহার ও নিদ্রাদি সুখভোগের ব্যাঘাত অনুভব করায়, অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। শ্রীবাসপণ্ডিত ভ্রাতৃত্রয়ের সহযোগে প্রত্যহ নিশাভাগে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করায়, বিষয়ভোগ-প্রবণ-চিত্ত কর্ম্মকাণ্ডিগণ তাদৃশ নির্ম্মল অভিধেয়-বিচারের আদর করিতে পারে নাই ॥ ৫৬ ॥

সাধারণ কর্ম্মকাণ্ডরত জনগণ তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার জন্য পুণ্যফলানুসন্ধানার্থই স্বীয় জড়-ধারণাকে নিয়োগ করিত। "কামুকাঃ কামিনীময়ং পশ্যন্তি জগৎ" এই ন্যায়ানুসারে তাহারা মনে করিত যে, প্রবুদ্ধাত্মা শুদ্ধ-ভক্তও, বোধ হয়, তাহাদেরই ন্যায় হরিসেবার ছলনায় পুণ্য সংগ্রহ করিয়া, নিজের নশ্বর ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি করিতেছে। এই অপকৃষ্ট ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা, বৈষ্ণবের ক্রিয়া-কার্য্যকলাপে তাহাদের ন্যায় সর্ব্বদা পুণ্যার্জ্জন-পিপাসা বর্ত্তমান আছে, মনে করিত। তজ্জন্য বহির্ম্মুখ অভক্ত-সম্প্রদায় ভগবদ্ভক্তের অভিধেয় সাধনে মতভেদ প্রকাশ করিত। তাহারা কৃত্রিম নির্জ্জন-ভজনের পক্ষপাতী হইয়া সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের বিরোধী এবং স্বকপোল-কল্পিত ধারণা-বশে বিপথগামী হইয়াছিল। তাহারা মূঢ়তা-বশে বলিত যে, কৃষ্ণসুখপর নৃত্য-গীত বা উচ্চৈঃস্বরে প্রেমার্ত্তিভরে ভগবৎ-সম্বোধনাত্মক পদপ্রয়োগ প্রভৃতি বৈষ্ণবের অভিধেয়-সমূহও কৃত্রিম নির্জ্জন-ভজনাদির সহিত তুল্য এবং কোনও কোনও স্থলে তদপেক্ষাও ন্যূন !! ৫৭ ॥

সংকথন,—বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে প্রচুর সমালোচনা-মুখে স্ব-স্ব-বিরুদ্ধভাবের অভিব্যক্তি ॥ ৫৮ ॥

বৈষ্ণবগণ কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষীর কুবুদ্ধিদুষ্ট বাক্যাদি-শ্রবণে হৃদয়ে ক্লেশ বোধ এবং তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখ অনুভব করিতেন এবং হৃদয়ের আর্ত্তির সহিত ভগবানের নিকট তাহাদের নিত্য-মঙ্গলকামনা-মূলে এই সকল দুঃখের কথা বিজ্ঞাপন করিতেন ॥ ৫৯ ॥

কতদিনে প্রপঞ্চে পরম-সত্যবস্তু কৃষ্ণের প্রকাশ দেখিতে

দৈন্যভরে তাঁহার অদ্বৈত-মন্দিরে উপবেশন—

যেখানে অদ্বৈত সেবা করেন বসিয়া।
সম্মুখে বসিলা বড় সঙ্কুচিত হৈয়া ॥ ৭৩ ॥

গূঢ়বর্চ্চাঃ হইয়াও পরস্পরের নিকট হরিজনগণ চিরপরিচিত—

বৈষ্ণবের তেজ বৈষ্ণবেতে না লুকায়।
পুনঃ পুনঃ অদ্বৈত তাহান পানে চায় ॥ ৭৪ ॥

পুরীপাদকে বৈষ্ণবসন্ন্যাসি-বুদ্ধিতে অদ্বৈতাচার্য্যের প্রভু-সম্বোধন ও আগমন-কারণ-জিজ্ঞাসা—

অদ্বৈত বোলেন,—"বাপ, তুমি কোন্ জন ?
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী তুমি,—হেন লয় মন ॥" ৭৫ ॥

স্বাভাবিক অতুল-দৈন্যভরে পুরীপাদের উত্তর-প্রদান—

বোলেন ঈশ্বরপুরী,—"আমি শূদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাঙ তোমার চরণ ॥" ৭৬ ॥

বৈষ্ণব-সম্মিলন-দর্শনে মুকুন্দের কৃষ্ণলীলা-গান—

বুঝিয়া মুকুন্দ এক কৃষ্ণের চরিত।
গাইতে লাগিলা অতি-প্রেমের সহিত ॥ ৭৭ ॥

কৃষ্ণলীলা-শ্রবণমাত্র পুরীপাদের প্রেমাশ্রু-বর্ষণ ও ভূ-লুণ্ঠন—

যেইমাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গীতে।
পড়িলা ঈশ্বরপুরী ঢলি' পৃথিবীতে ॥ ৭৮ ॥
নয়নের জলে অন্ত নাহিক তাহান।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে প্রেম-ধারার পয়ান ॥ ৭৯ ॥

পুরীপাদকে অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক অদ্বৈতের প্রেমাশ্রুবর্ষণ—

আস্তে-ব্যস্তে অদ্বৈত তুলিলা নিজ-কোলে।
সিঞ্চিত হইল অঙ্গ নয়নের জলে ॥ ৮০ ॥

উভয়ের প্রেমবিকার-বৃদ্ধি, মুকুন্দের কালোচিত শ্লোকাবৃত্তি—

সম্বরণ নহে প্রেম পুনঃ পুনঃ বাড়ে।
সন্তোষে মুকুন্দ উচ্চ করি' শ্লোক পড়ে ॥ ৮১ ॥

পাইবেন,—এই ভাবিয়া তাঁহারা আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকিতেন। কৃষ্ণের আবির্ভাব হইলেই জগতের তমোরূপ সকল কল্মষ বিনষ্ট হইবে,—ইহাই তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিত ॥ ৬০ ॥

ভগবৎসেবা-বিমুখ ভগবল্লীলা-বিলাস-বিরোধী জনগণই—পাষণ্ডী। তাদৃশ পাষণ্ডিগণের ব্যবহার ও উক্তি—বৈষ্ণব-বিদ্বেষপূর্ণ। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে তৎকালে নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জানিয়া বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিকট বৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণের পাষণ্ডিতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন ॥ ৬১ ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজসূত্রে বিদ্বেষী পাষণ্ডগণের পরুষ বাক্যে অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া 'সকলকেই সংহার করিব' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্য-সূত্রে ত[illegible] এই ক্রোধকে যে-সকল স্বল্পবুদ্ধি অনভিজ্ঞ বৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণ আপনাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-ব্যাঘাতজনিত ক্রোধের সহিত সম বা তুল্য জ্ঞান করে, তাহাদের নরকবাস—ধ্রুব ও অবশ্যম্ভাবী ॥ ৬২ ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু হারস্বরে প্রতীকার-প্রার্থী বৈষ্ণবগণকে জানাইতে লাগিলেন যে, তাঁহার সেব্য সুদর্শনচক্রধারী বিষ্ণু নবদ্বীপে শুভাগমন করিতেছেন। তাঁহার দ্বারাই মূর্খজনগণের অনভিজ্ঞতা অপসারিত হইবে ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণভক্ত অভিন্ন। বস্তুর অদ্বয়তা-নিবন্ধন অভেদাংশে বিষ্ণুর বিলাস-বিগ্রহ ও অংশসমূহ তাঁহার সহিত অভিন্ন। ভেদাংশে জীবসমূহ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বে অবস্থিত। তজ্জন্য আচার্য্যপ্রভুকে অদ্বৈত-সংজ্ঞা ধারণ করিতে হইয়াছিল। নিত্যশুদ্ধসনাতন অচিন্ত্যভেদাভেদবিচার পূর্ব্বকালে সাধারণ ভাষায় 'শুদ্ধাদ্বৈত'-নামে পরিচিত ছিল। উহাই বৌধায়নাদি-ঋষিকুল-সম্মত শ্রীরামানুজীয় ব্যাখ্যায় 'বিশিষ্টাদ্বৈত'-নাম ধারণ করে, বস্তুতঃ তাহাও বিশেষবিচারে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারেরই আংশিক প্রকাশ। কেবলাদ্বৈতবাদ হইতে ভিন্ন-সিদ্ধান্তে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-বর্ণিত বিচারসমূহের সহিত একতাৎপর্য্যপর হইয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদও অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারেরই এক প্রকার সামান্য দর্শন। কেবলাদ্বৈতীর সহিত স্পষ্ট বা প্রকাশ্য ভেদ-স্থাপনমূলে শুদ্ধাদ্বৈত-বিচারও অচিন্ত্য-ভেদাভেদেরই প্রারম্ভিক বিচার বলিয়া কথিত। সুতরাং গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও শুদ্ধদ্বৈত-সিদ্ধান্তসমূচ্চয়ের সুষ্ঠুতা-প্রকটন-মানসেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবীয় বেদান্তবিচার-প্রণালীর প্রারম্ভিক সূত্রপাত করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় অনুগ গোস্বামিষট্‌ক সেই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের শাখা-প্রশাখা পল্লবিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ-

উভয়ের প্রেম-দর্শনে ভক্তগণেরও অনুপম আনন্দ—

দেখিয়া বৈষ্ণব সব প্রেমের বিকার।
অতুল আনন্দ মনে জন্মিল সবার ॥ ৮২ ॥

পশ্চাৎ পুরীপাদের পরিচয়-লাভান্তে ভক্তগণের হর্ষভরে হরিস্মরণ—

পাছে সবে চিনিলেন শ্রীঈশ্বরপুরী।
প্রেম দেখি' সবেই সঙরে 'হরি-হরি' ॥ ৮৩ ॥

দুর্জ্ঞেয়ভাবে অলক্ষ্যলিঙ্গ পুরীপাদের নবদ্বীপে পর্য্যটন—

এইমত ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপপুরে।
অলক্ষিতে বুলেন, চিনিতে কেহ নারে ॥ ৮৪ ॥

নিমাইপণ্ডিত ও পুরীর সংবাদ-বর্ণন ; অধ্যাপনান্তে একদা স্বগৃহাভিমুখে নিমাইর আগমন—

দৈবে একদিন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
পড়াইয়া আইসেন আপনার ঘর ॥ ৮৫ ॥

কৈঙ্কর্য্যে নিত্যাবস্থিত 'অদ্বৈত'-নামের সার্থকতা-মূলে 'সর্ব্ব'-শব্দে বৌদ্ধ, কর্ম্মী, ও কেবলাদ্বৈতবাদী নির্ব্বিশেষবাদিগণকেও কৃষ্ণস্বরূপ প্রদর্শন করাইবেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য স্বীয় সেবা-প্রবৃত্তি প্রপঞ্চে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'সর্ব্ব'-শব্দে পূর্ব্বতন বৈষ্ণব ঋষিগণকে ও মধ্যযুগীয় বুদ্ধবৈষ্ণবের মতানুযায়ী জনগণকেও বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত কৃষ্ণ-কিঙ্করের অন্য কোনও বিচার নাই। তাঁহাদের যাবতীয় ক্রিয়াই কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্যময়। 'জগতের সকলেই ভগবদ্ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হউন',—এতদ্ব্যতীত আচার্য্যের অন্য কোন চিন্তা বা ক্রিয়া নাই। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি কর্ম্মগন্ধশূন্যা-রূপে পরিণতিতে কেবলা-ভক্তিরূপে পর্য্যবসিত হয় ; সেইকালে প্রাপঞ্চিক-বিচারোত্থ ভেদ-প্রতীতি দূরীভূত হইয়া ভগবৎসেবকের চিন্ময় ভেদ-প্রতীতি উদিত হয় ॥ ৬৪ ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বলিলেন,—হে ভক্তপ্রার্থিবর্গ, তোমরা আর কিছুদিন অপেক্ষা কর। অন্তরে ও বাহিরে তোমরা এখানেই কৃষ্ণকে অনুভব করিবে। তোমাদের ভজন-প্রভাবে গোপীরমণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তোমাদের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দর-মূর্ত্তি প্রকটিত করাইবেন। তাঁহার সেবার দ্বারাই কৃষ্ণসেবার সুষ্ঠুতা-লাভ হইবে। তাই বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর উক্তিতে "গোপী ছাড়ি' গৌরাঙ্গনাগরী-বাদ" প্রচারিত হয় নাই। শ্রীকীর্ত্তন-কার্য্যে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-মধ্যেই শ্রীগৌরপূজায় শ্রীকৃষ্ণ-পূজা এবং শ্রীকৃষ্ণ-পূজায় শ্রীগৌর-পূজা হইয়া থাকে। মূঢ় অনভিজ্ঞ জনগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে 'কৃষ্ণ' না জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ গুরুমাত্র জ্ঞান করায় ভগবদ্ভক্তি হইতে অধোগত হয় ; আবার, কৃষ্ণলীলা হইতে গৌরলীলাকে সাধকলীলামাত্র মনে করাতেও তাহাদের তাদৃশী অপগতি ঘটে। শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রীগৌরসুন্দরেরই সম্ভোগ-প্রধান লীলা ; উহা প্রাপঞ্চিক প্রাকৃত-সহজিয়াবাদে আবদ্ধ নহে। শ্রীগৌর-লীলাকে শ্রীকৃষ্ণলীলা হইতে জড়বিলাসবৈচিত্র্যবৎ পৃথগ্ বুদ্ধি করিলে সাধক স্বস্থান-চ্যুত হইয়া মায়াবদ্ধ জীব হইয়া পড়ে। তখন তাহার কৃষ্ণভজন দূরীভূত হইয়া মায়া-প্রসূত কাল্পনিক গৌর-ভোগে কুপ্রবৃত্তি দেখা যায়। শুদ্ধগৌরভক্তগণ এই প্রকার শাক্তেয়মতবাদী মায়া-সেবক গৌরভক্তব্রুবগণের সঙ্গ করেন না। শুদ্ধভক্তের বিচারে,—বাউল, সহজিয়া, গৌর-নাগরী প্রভৃতি ত্রয়োদশপ্রকার বৈষ্ণবব্রুব উপসম্প্রদায়েই বিদ্ধভক্তি প্রবলা ; তাহাদের দুঃসঙ্গবর্জ্জনই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি নিষ্কপট ভক্তি। জীবের হৃদয়ে যে-কালপর্য্যন্ত কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদিত না হয়, তৎপূর্ব্বে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকৃত দর্শন জীবের প্রাপঞ্চিক ভোগ-প্রবৃত্তি-দ্বারা আবৃত থাকে। সেই আবরণ উন্মুক্ত হইলে কিয়দ্দিনের মধ্যেই শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর আনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন-সৌভাগ্য-লাভ ঘটে ॥

উচ্চৈঃস্বরে ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষরাত্মক কৃষ্ণনামে অর্থাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের নামকীর্ত্তনে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রেম-বিহ্বল হইলেন। শ্রীদাস-গোস্বামিপ্রভুর 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি' স্তবের শেষাংশে 'আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ'-প্রমুখ শ্লোকদ্বয়ের বর্ণিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ-নামই সারস্বতী-বৃত্তিতে ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষরে অনুস্যূত। শ্রীরূপানুগ-বিরোধী বিদ্ধসম্প্রদায় ভক্তব্রুব বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিতে গিয়া কৃষ্ণনামের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হন এবং ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরকে 'কৃষ্ণ'-নাম বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিয়া 'মহামন্ত্র'কে সামান্য 'মন্ত্র'মাত্র মনে করেন। ইহা অপরাধী নরকযাত্রিগণের গুরুদ্রোহিতা-মাত্র। "তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং" শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। শ্রীকৃষ্ণ-নামাভ্যন্তরে অর্থাৎ 'হরেকৃষ্ণ'-নামে শ্রীরাধাগোবিন্দই উদ্দিষ্ট এবং 'হরেরাম'-নামেও শ্রীরাধাগোবিন্দই লক্ষিত। যাঁহারা]

পথিমধ্যে পুরীপাদকে দর্শন ও প্রণাম—

পথে দেখা হইল ঈশ্বরপুরী-সনে।
ভৃত্য দেখি' প্রভু নমস্করিলা আপনে॥ ৮৬॥

অসমোর্দ্ধ-রূপ-গুণশালী বিশ্বম্ভর—

অতি অনির্ব্বচনীয় ঠাকুর সুন্দর।
সর্ব্বমতে সর্ব্ব-বিলক্ষণ-গুণধর॥ ৮৭॥

নিমাইপণ্ডিতের হৃদ্গত মর্ম্ম না বুঝিয়াই তদীয় অলৌকিক গাম্ভীর্য্য-হেতু লোকের সম্ভ্রম-ভয়—

যদ্যপি তাহান মর্ম্ম কেহ নাহি জানে।
তথাপি সাধ্বস করে দেখি' সর্ব্বজনে॥ ৮৮॥

নিত্য মুক্ত মহাপুরুষের ন্যায় নিমাইর গাম্ভীর্য্য-দর্শন—

চাহেন ঈশ্বরপুরী প্রভুর শরীর।
সিদ্ধপুরুষের প্রায় পরম-গম্ভীর॥ ৮৯॥

পুরীকর্ত্তৃক নিমাইর পরিচয়াদি-জিজ্ঞাসা—

জিজ্ঞাসেন,—"তোমার কি নাম, বিপ্রবর?
কি পুঁথি পড়াও, পড়, কোন্ স্থানে ঘর?" ৯০॥

নিমাইর পরিচয়-প্রাপ্তিতে পুরীর হর্ষ—

শেষে সভে বলিলেন,—"নিমাই-পণ্ডিত।"
'তুমি সে!" বলিয়া বড় হৈলা হরষিত॥ ৯১॥

শ্রীরাধাষ্টক ও শ্রীহরিনামাষ্টক-কীর্ত্তনকারী শ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রভুবরের আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত শ্রীদাস-গোস্বামিবরের আনুগত্য করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভুপাদের চরণে কখনই অপরাধ হইতে পারে না। শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীনামে এবং শ্রীনামীতে অভিন্নতা বুঝাইবার প্রাকট্য-বিগ্রহই শ্রীগৌরসুন্দর। তিনি বিচারক-সম্প্রদায়কে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' সিদ্ধান্ত উপদেশ করিয়াছেন॥ ৬৭॥

বৈষ্ণব-বিদ্বেষপূর্ণ পাষণ্ডিত্বের মধ্যে অন্যতম পঞ্চদেবোপাসনার সহিত কৃষ্ণভক্তের সাম্যপ্রয়াসরূপ পাষণ্ডময়ী বাক্য-জ্বালা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আশ্বাস-বাণীতে বিদূরিত হইয়াছিল। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদের সমন্বয়-সূত্র ও বিস্তৃতিতে পাষণ্ডিতার অর্থাৎ বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ও ভক্তিবিরোধের ভাব প্রকাশিত; তাহা দূরীভূত হওয়ায় অর্থাৎ শ্রীনবদ্বীপ-নগরে বৈষ্ণব-বিদ্বেষময় নির্ব্বিশেষবাদ ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হওয়ায় নবদ্বীপনগরের মায়িক দর্শন-বিচার স্তব্ধ হইয়াছিল। তাহাতেই শুদ্ধবৈষ্ণবগণ পরমানন্দিত হইয়াছিলেন॥ ৬৮॥

শ্রীগৌরসুন্দরের অধ্যয়ন-সুখ—জগজ্জীবের কৃষ্ণ-সন্ধান-তাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত। সুতরাং শ্রীশচীনন্দনের [illegible]ন-পাঠন-লীলা শচীদেবীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। যশোদাভিন্ন-বিগ্রহ শচীদেবীকে কেহ যেন বহিরঙ্গা মায়াশক্তির সহিত অভিন্না জ্ঞান করিয়া শাক্তেয়-মতবাদে প্রতিষ্ঠিত না হন। ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী জগজ্জননী ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি মায়া-দেবী কখনই গৌরসুন্দরের জননী নহেন। পরন্তু তিনি চিদানন্দের পুষ্টিকারিণী বাৎসল্যরসের মূর্ত্তিমতী বিগ্রহ-স্বরূপা।

অন্যাভিলাষী কর্ম্মী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায় শব্দের অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিরই বহু মানন করায় তাহাদের হৃদয়ে বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তির প্রাকট্য নাই। ভগবৎসেবা-নিরত ভক্তজনেরই বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে একমাত্র অধিকার। তাদৃশী বৃত্তির যোগ্যতা কৃষ্ণকৃপা-ক্রমেই জীবের হৃদয়ে উদিত হয়॥ ৬৯॥

অলক্ষিত বেশ,—যে-বেষ দর্শনে তাঁহাকে 'ভক্ত' বলিয়া লক্ষিত হয় না অর্থাৎ একদণ্ডী সন্ন্যাসি-বেশ॥ ৭০॥

উপাস্য-বিচারে 'কৃষ্ণ'-বস্তুই সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণে পঞ্চ-প্রকার রসের বিষয় অবস্থিত; শ্রীনারায়ণে সার্দ্ধ-দ্বিপ্রকার রস এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে শান্ত-রসমাত্র অবস্থিত। কিন্তু শেষোক্ত রস অনেক-সময়ে রস-পর্য্যায়েই গণিত হয় না। নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মধাম বিরজার পারে অবস্থিত থাকিলেও উহা সেব্য-সেবক-ভাবহীন। অপরপারে দেবীধাম,—যেস্থানে জড় ভূতাকাশ বা 'অপর' ব্যোম অবস্থিত। এই ভূতাকাশে প্রাপঞ্চিক নশ্বর বস্তুসমূহ বিরাজিত। চিদ্বৈচিত্র্য বা চিদ্-বৈশিষ্ট্যময় ধামে সেব্য-সেবক-বিচার বর্ত্তমান, কিন্তু অচিৎ নশ্বর জগতে সেব্য-সেবক-ভাবের বিপর্য্যয়ই লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ প্রপঞ্চে কৃষ্ণরস নিতান্ত দুর্লভ। এখানে 'রস' বলিয়া চমৎকারিতা-বিষয়ে রসের সহিত বৈকুণ্ঠ ও জড়-রসের যে সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান দেখা যায়, তাদৃশ জড়ীয় রসবিলাস—চিদ্ধর্ম্মের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলনমাত্র। এজন্য প্রপঞ্চাবস্থিত রস—'বিরস'-শব্দ-বাচ্য। পরব্যোমে রসের আলম্বন-বিচারে অদ্বয়-জ্ঞান 'বিষয়ে'র একত্ব এবং 'আশ্রয়ে'র বহুত্ব পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রপঞ্চে ইহার ব্যত্যয় অর্থাৎ বিষয়ের বহুত্ব ও

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী পুরীকে স্বগৃহে ভিক্ষা-গ্রহণার্থ আনয়ন-পূর্ব্বক লোকশিক্ষক জগদ্‌গুরু প্রভুকর্ত্তৃক গৃহীর আদর্শ আচার-প্রদর্শন—

ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ প্রভু করিলেন তানে।
মহাদরে গৃহে লই' চলিলা আপনে ॥ ৯২ ॥

শচী-পাচিত-নৈবেদ্য-দ্বারা ভিক্ষা-সম্পাদনানন্তর পুরীপাদের বিষ্ণুমন্দিরে উপবেশন—

কৃষ্ণের নৈবেদ্য শচী করিলেন গিয়া।
ভিক্ষা করি' বিষ্ণু-গৃহে বসিলা আসিয়া ॥ ৯৩ ॥

পুরীকর্ত্তৃক কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ-কীর্ত্তন ও প্রেমাবেশ—

কৃষ্ণের প্রস্তাব সব কহিতে লাগিলা।
কহিতে কৃষ্ণের কথা অবশ হইলা ॥ ৯৪ ॥

পুরীর প্রেমাবেশ-দর্শনে প্রভুর আনন্দ ও জীবের দুর্ভাগ্য-ফলে নিজভাব-গোপন—

অপূর্ব্ব প্রেমের ধারা দেখিয়া সন্তোষ।
না প্রকাশে' আপনা' লোকের দীন-দোষ ॥৯৫॥

সার্ব্বভৌম-স্বসৃপতি গোপীনাথভট্টাচার্য্য-গৃহে পুরীর কিয়ন্মাস অবস্থান—

মাস-কত গোপীনাথ-আচার্য্যের ঘরে।
রহিলা ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপপুরে ॥ ৯৬ ॥

তথায় প্রত্যহ পুরীপাদকে দর্শনার্থ নিমাইর গমন—

সবে বড় উল্লসিত দেখিতে তাহানে।
প্রভুও দেখিতে নিত্য চলেন আপনে ॥ ৯৭ ॥

আশ্রয়ের বহুত্ব দৃষ্ট হয়। পরব্যোমে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনই 'বিষয়' ও বলদেবই বিষয়-প্রকাশ। তাঁহারই প্রকাশ-বিগ্রহ-চতুষ্টয় 'চতুর্ব্যূহ'-নামে মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত। প্রপঞ্চে বিষয় বিগ্রহে ত্রিগুণের সমাবেশ-হেতু কাল-ক্ষোভ্য-ধর্ম্ম—বিরাজমান। কৈলাসাদি ধামনিচয়ে যে বিষয়-বিগ্রহে ঈশ্বরত্ব লক্ষিত হয়, তাহাতে আশ্রয়-বিচারে প্রাপঞ্চিক অভিমান বর্ত্তমান অর্থাৎ গুণত্রয়ের সংসর্গ পরিলক্ষিত হয়। পরব্যোমে অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুতত্ত্বে তাদৃশ মলিনতার সম্ভাবনা নাই। প্রপঞ্চে রস-সমূহের অনিত্যত্ব ও বিষয়াশ্রয়ের অনিত্যত্ব প্রভৃতি অবরতা—বৈকুণ্ঠরসের বিপরীতধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের আনুগত্যক্রমে শ্রীঈশ্বরপুরী কৃষ্ণরসের রসিক ছিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্রের তপস্যা ও কৃষ্ণপ্রাপ্তির আর্ত্তি ঈশ্বরপুরীতে সেবক-তত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ লাভ করায় তাঁহার ভাগ্যে ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্নবিগ্রহ গৌরসুন্দরের সাক্ষাৎ-কৃপা-লাভ ঘটিয়াছিল। শ্রীঈশ্বরপুরী কৃষ্ণ-রসে পরম-বিহ্বল ছিলেন অর্থাৎ বাহ্য জগতের জড় অনুভূতি তাঁহার প্রেমসেবার ব্যাঘাত করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি গুরুতত্ত্বে আশ্রিত বলিয়া কৃষ্ণের প্রিয়—অতি প্রিয়, সুতরাং সকল জীবে সমদয়া-বিশিষ্ট। দয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয়—জীবের আত্মার নিত্যবৃত্তি কৃষ্ণভক্তির উন্মেষণ॥

ব্রাহ্মণ-নিবাস-প্রধান শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে বহু ব্রাহ্মণ ও সদাচারনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের আবাসসত্ত্বেও শ্রীপুরীপাদ বৈষ্ণব-রাজ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহেই সজাতীয়াশয়নিষ্ঠা-বিচারক্রমে উপস্থিত হইলেন। বিশেষতঃ শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের বিঘশাসী। সতীর্থজ্ঞানে শ্রীঅদ্বৈতমন্দিরে শ্রীঈশ্বরপুরীর অভিযান—স্বাভাবিকী গুরুনিষ্ঠারই পরিচায়ক ॥৭২॥

বৈষ্ণবসন্ন্যাসী,—কর্ম্মি-সন্ন্যাসিগণ ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া স্মৃত্যুক্ত যতিবিধান পালন করেন, অর্থাৎ একল হইয়া বিচরণ করেন। জ্ঞানি সন্ন্যাসিগণ একদণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক বেদান্তাদি শাস্ত্রের অনুশীলনে শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতি সাধন-ষট্‌কের ফল লাভ করেন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণ প্রাপঞ্চিক বিষয়-ভোগ বা বিষয়-ত্যাগের স্পৃহাদ্বয় পরিহারপূর্ব্বক একান্তভাবে হরি-সেবায় নিযুক্ত হন। ভোগ-পরিহার বা ত্যাগ-পরিহার, এই উভয় ধর্ম্ম তাঁহাতেই অবস্থিত থাকিতে পারে। তিনি "এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যুষিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ। অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব ॥"—এই শ্রীভাগবত-বিচারে অবস্থিত। শ্রীমাধবেন্দ্রের কৃপায় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাঁহার স্বগণ চিনিতে সমর্থ ছিলেন। মাধবেন্দ্রের শিষ্যরূপে আচার্য্যপ্রভু গৃহস্থ ভক্ত এবং ঈশ্বরপুরীপাদ ত্যক্তগৃহ বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে সতীর্থ বলিয়া জানিতে আচার্য্যের অধিক বিলম্ব হয় নাই ॥ ৭৫ ॥

শূদ্রাধম,—এই স্থানে কেহ কেহ ভ্রান্তিবশে 'ক্ষুদ্রাধম' পাঠ স্বীকার করেন। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের আপনাকে 'শূদ্রাধম' উক্তি দৈন্যাত্মিকা বলিয়াই বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ,

কৃষ্ণপ্রেমময় গদাধর-পণ্ডিতের ভক্তপ্রিয়ত্ব—

গদাধর-পণ্ডিতের দেখি' প্রেমজল।
বড় প্রীত বাসে' তানে বৈষ্ণবসকল ॥ ৯৮ ॥

আ-শৈশব কৃষ্ণেতর-বিষয়-বিরক্ত গদাধরের প্রতি পুরীর স্নেহ—

শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত বড় মনে।
ঈশ্বরপুরীও স্নেহ করেন তাহানে ॥ ৯৯ ॥

গদাধরকে স্ব-কৃত-গ্রন্থাধ্যাপন—

গদাধর-পণ্ডিতেরে আপনার কৃত।
পুঁথি পড়ায়েন নাম 'কৃষ্ণলীলামৃত' ॥ ১০০ ॥

অধ্যয়নাধ্যাপনান্তে নিমাইর পুরী-বন্দনার্থ গমন—

পড়াইয়া পড়িয়া ঠাকুর সন্ধ্যাকালে।
ঈশ্বরপুরীরে নমস্করিবারে চলে ॥ ১০১ ॥

আত্মবিৎ বৈষ্ণব কখনও প্রাপঞ্চিক-বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া আপনাকে স্বীকার করেন না। শ্রীগৌরসুন্দর "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ"-শ্লোক এবং "তৃণাদপি সুনীচেন"-শ্লোকে এই কথাই বর্ণাশ্রমাবস্থিত বদ্ধজীবকুলকে উপদেশ দিয়াছেন। শৌক্র, সাবিত্র্য, দৈক্ষ্য,—এই জন্মত্রয়ে যে প্রাপঞ্চিক জাতি-পরিচয়, উহা কর্ম্মপথের যাত্রিগণের পরিচয় মাত্র। আত্মবিদ্‌ভগবদ্ভক্তের ঐপ্রকার পরিচয়ে কোন অভিনিবেশ নাই, যেহেতু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের হরিকথায় শ্রদ্ধার উদয় দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ দশ নামাপরাধের অন্যতম 'অহং-মম-ভাব' কোন ভক্তি-পথের পথিকের সম্ভাবনা নাই। মানব বদ্ধভাবাপন্ন হইয়া আপনাকে গুণত্রয়ের অন্তর্গত বিবেচনা করেন। রজস্তমোভাবত্যক্ত সত্ত্বগুণ-স্বভাব মানবের পরিচয়ে এবং ক্রিয়ায় 'ব্রাহ্মণত্ব' লক্ষিত হয়, রজঃসত্ত্ব-স্বভাবে—ক্ষত্রিয়ত্ব, সত্ত্বস্তমঃ-স্বভাবে—বৈশ্যত্ব, রজস্তমঃ-স্বভাবে—শূদ্রত্ব এবং তমো-বিচারে অপশূদ্র বা ম্লেচ্ছতার অভিমান ঘটে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—'গুণকর্ম্মের বিভাগ-ক্রমেই আমি চারিটী বর্ণধর্ম্মসম্বন্ধি বিচার প্রবর্ত্তন করিয়াছি।' এই বিচারানুসারে বর্ণবিভাগে শূদ্রের আচরণে সর্ব্বসংস্কার-বর্জ্জিতত্ব-ধর্ম্ম অবস্থিত। দ্বিজাতিত্রয় সংস্কারলাভের অধিকারী, কিন্তু শূদ্র—সর্ব্বসংস্কারাভাববিশিষ্ট,—উদ্বাহ-সংস্কারে তাহার যোগ্যতা প্রদত্ত হইয়াছে মাত্র। যেরূপ 'তৃণাদপি সুনীচ'-শব্দের প্রয়োগে প্রাপঞ্চিক [illegible]মান-রাহিত্য উদ্দিষ্ট হয়, সেই প্রকার বর্ণাভিমান-পরিত্যাগকারী বৈষ্ণবগণও আপনাদিগকে 'নীচজাতি' বা 'শূদ্রাধম' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অভিহিত করেন। কর্ম্মী ও জ্ঞানী সন্ন্যাসিগণ আপনাদিগের প্রাপঞ্চিক-শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান করেন, কিন্তু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর মনোগত অভিমান ও বাহ্য-আচার তাদৃশ নহে। কর্ম্মি-সন্ন্যাসী—'নিরাশীর্নির্ণমক্রিয়', জ্ঞানি-সন্ন্যাসী আপনাকে 'নারায়ণ' বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু ত্রিদণ্ডী বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে অপরে নারায়ণাভিন্ন বলিয়া অভিবাদন করিলেও তিনি তদুত্তরে 'দাসোঽস্মি'-শব্দের উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তিনি—প্রাপঞ্চিক-অভিমান-শূন্য। সুতরাং তিনি ইতর-সন্ন্যাসীর ন্যায় জগতের নিকট মর্য্যাদা-ভিক্ষু নহেন। তাই বলিয়া অর্ব্বাচীনকুল বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর বিদ্বেষমুখে তাঁহাকে অসম্মান করিলে সাধারণ-স্মৃতিশাস্ত্রেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা আছে। বৈষ্ণবেতর সন্ন্যাসী সমল পারমহংস্য-ধর্ম্মে উন্নীত হইবার প্রযত্ন করেন, কিন্তু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী সহজ-পারমহংস্য-ধর্ম্মে অবস্থিত। শ্রীপুরীপাদ নিতান্ত-দৈন্যভরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট তদীয় চরণপ্রার্থী হইয়াই আগমন করিয়াছেন, বলিলেন। পাঠান্তরে,—'বিপ্রাধম' ॥ ৭৬ ॥

মুকুন্দের প্রেমময়ী গীতিতে পুরীপাদের হৃদয় আর্দ্র হইল। তাঁহাতে সাত্ত্বিকভাব-বিকারসমূহ লক্ষিত হইল। আনুকরণিক ঢঙ্গ-সম্প্রদায় সহজ-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত অবস্থার কৃত্রিম অনুকরণ করিতে গিয়া যে সকল নৈসর্গিক পিচ্ছিল অশ্রুধারা বর্ষণ করেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা ভক্তজনের সঙ্গ বর্জ্জন করিয়াই থাকেন। লোকসংগ্রহের জন্য যাহাদের হৃদয় কঠিন অশ্মসারময়, তাহারা স্বীয় অযোগ্যতা অনুভব করিয়া কৃত্রিম কপট-ভাবাদি প্রদর্শন করেন,—উহা ভাবাভাসের পর্য্যায়-ভুক্ত ॥ ৭৮ ॥

চতুর্থাশ্রমি-দর্শনে গৃহস্থগণের অভিবাদন-বিধি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিহিত। শ্রীগৌরসুন্দর গৃহস্থ-ব্রাহ্মণাভিমানে যথা-বিধি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে নমস্কার করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর চতুর্দ্দশ-ভুবনপতি হইলেও এবং শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে পরবর্ত্তি-সময়ে দীক্ষাগ্রহণ-লীলার অভিনয় করিলেও, স্বরূপ-বিচারে ঈশ্বরপুরী—শ্রীগৌরসুন্দরেরই একজন ভৃত্যমাত্র ॥ ৮৬ ॥

সিদ্ধপুরুষের প্রায়,—মহাভাগবততুল্য। 'প্রায়'-শব্দে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া

প্রভুতে নিজাভীষ্টদেব সাক্ষাৎ কৃষ্ণবুদ্ধি না করিলেও পুরীপাদের নিমাই প্রতি শুদ্ধ অকৃত্রিম প্রীতি—

প্রভু দেখি' শ্রীঈশ্বরপুরী হরষিত।
'প্রভু' হেন না জানেন, তবু বড় প্রীত ॥ ১০২ ॥

পণ্ডিত-বুদ্ধিতে নিমাইকে স্বকৃত-গ্রন্থস্থিত দোষাদি-সংশোধনার্থ অনুরোধ—

হাসিয়া বোলেন,—"তুমি পরম-পণ্ডিত।
আমি পুঁথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত ॥ ১০৩ ॥
সকল বলিবা,—কোথা থাকে কোন্ দোষ।
ইহাতে আমার বড় পরম-সন্তোষ ॥ ১০৪ ॥

কৃষ্ণৈকপ্রীতিবাঞ্ছাময় শুদ্ধভক্তের সুসিদ্ধান্তযুক্ত কৃষ্ণকীর্ত্তন-বর্ণনে অসূয়া-দৃষ্টিমূলে দোষানুসন্ধান—নিরয়জনক

প্রভু বোলে,—"ভক্ত-বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে, সে-ই 'পাপী' জন ॥১০৫॥

কৃষ্ণৈকপ্রীতিবাঞ্ছাময় শুদ্ধভক্তের অপ্রাকৃত দর্শনে বা বুদ্ধিতে সম্বন্ধতত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ সুসিদ্ধান্তযুক্ত কীর্ত্তনেই কৃষ্ণ-প্রীতি—

ভক্তের কবিত্ব যে-তে-মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীতি তাহাতে নিশ্চয় ॥ ১০৬ ॥

ব্যাকরণ-সিদ্ধ ভাষা-গত শুদ্ধাশুদ্ধি-নিরপেক্ষ শুদ্ধ সেবোন্মুখ-ভাবই ভগবদঙ্গীকৃত—

মূর্খ বোলে 'বিষ্ণায়', 'বিষ্ণবে' বোলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর ॥ ১০৭ ॥

তথা হি—

"মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ ॥" ১০৮ ॥

অপ্রাকৃতরসবিৎ শুদ্ধভক্তের কীর্ত্তন-বর্ণনে জড়ভাষা-গত দোষ-দর্শনকারীর অপরাধ, সেবোন্মুখ শুদ্ধভক্তের যৎকিঞ্চিৎ কীর্ত্তন-বর্ণনেই কৃষ্ণপ্রীতি—

ইহাতে যে দোষ দেখে, তাহার সে দোষ।
ভক্তের বর্ণনমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ ॥ ১০৯ ॥

পুরীর অপ্রাকৃত প্রেমমূলক বর্ণনে দোষ-দর্শন—প্রাকৃত অনূচানমানিগণের সাধ্যাতীত—

অতএব তোমার সে প্রেমের বর্ণন।
ইহাতে দুর্ব্বিবেক কোন্ সাহসিক জন ?" ১১০ ॥

নিমাইপণ্ডিতের উক্তি-শ্রবণে পুরীর হর্ষাতিশয্য—

শুনিয়া ঈশ্বরপুরী প্রভুর উত্তর।
অমৃত-সিঞ্চিত হইল সর্ব্ব-কলেবর ॥ ১১১ ॥

তথাপি স্বকৃত গ্রন্থকে নির্দ্দোষকরণার্থ নিমাইকে উহার ভাষা-গত দোষ-প্রদর্শনে অনুরোধ—

পুনঃ হাসি' বোলেন,—"তোমার দোষ নাই।
অবশ্য বলিবা, দোষ থাকে যেই-ঠাঞি ॥" ১১২ ॥

প্রত্যহ পুরীসহ নিমাইর তৎকৃত গ্রন্থালোচন—

এইমত প্রতিদিন প্রভু তান সঙ্গে।
বিচার করেন দুই-চারি-দণ্ড রঙ্গে ॥ ১১৩ ॥

পুরীপাদের তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ পর্য্যন্ত বলিয়াও ধারণা হয় নাই। প্রভুকে সিদ্ধপুরুষবেষী উপাস্য বস্তু বলিয়াই জানিয়াছিলেন, এবং ভক্তভাব-অঙ্গীকারকারী বলিয়া প্রভুও সিদ্ধ-পুরুষ-সদৃশ দৃষ্ট হইতেন ॥ ৮৯ ॥

বৈষ্ণব-যতিগণকে আহ্বান করিয়া নিজগৃহে ভোজন বা ভিক্ষা-প্রদানই গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। সুতরাং শ্রীপুরী-পাদকে গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের আদর্শরূপে গৌরসুন্দর স্বগৃহে ভিক্ষা-প্রদান-রূপ ভোজন করাইবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ বা আহ্বান করিলেন ॥

ঈশ্বরপুরীপাদ শচী-পাচিত কৃষ্ণপ্রসাদ ভিক্ষা-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া শচীভবনস্থ বিষ্ণু-মন্দিরে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৯৩ ॥

কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে তাঁহার চিদিন্দ্রিয়সমূহ জড়প্রায় পরিদৃষ্ট হইল। তিনি যেন সাক্ষাৎ প্রপঞ্চাতীত-রাজ্যে অবস্থিত হইয়া ভগবৎসেবায় প্রমত্ত হইলেন। বিমুখ বদ্ধজীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়—বৈকুণ্ঠ-রাজ্যের উপলব্ধির বাধক। হরিকথায় তাদৃশ বাধা অতিক্রান্ত হয় ॥ ৯৪ ॥

দীন-দোষ,—বদ্ধজীবগণ হরিবিমুখতা-ক্রমে স্বীয় সম্পত্তি-রূপা সেবা-প্রবৃত্তি হইতে বঞ্চিত। তজ্জন্য তাহারা—'দীন' বা 'কৃপণ,' 'ব্রাহ্মণ' নহে। মায়াবদ্ধ জীবকে বৈষ্ণবগণ স্বীয় সৌভাগ্য জ্ঞাপন করেন না। যাহারা লোক-দেখান-বৈষ্ণবতার ছলনা করে, তাহাদিগের অভ্যন্তর—কপটতা-পূর্ণ। সাধারণ-লোকের যোগ্যতার অভাব দেখিয়াই বৈষ্ণবগণ নিজের ভজনমুদ্রা ও সেবা-প্রবৃত্তি তাহাদিগকে জানিতে দেন না। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া প্রচার করায় 'শুদ্ধভক্ত' চিনিতে পারে না। প্রদ্যুম্ন-

একদিন সকৌতুকে পুরীর ক্রিয়া-পদ-প্রয়োগে দোষ-প্রদর্শন—

একদিন প্রভু তান কবিত্ব শুনিয়া।
হাসি' দূষিলেন, "ধাতু না লাগে" বলিয়া ॥১১৪॥

পুরী-ব্যবহৃত ক্রিয়ার আত্মনেপদ-প্রয়োগে আপত্তি উত্থাপনপূর্ব্বক নিমাইর স্ব-গৃহে আগমন—

প্রভু বোলে,—"এ ধাতু 'আত্মনেপদী' নয়।"
বলিয়া চলিলা প্রভু আপন-আলয় ॥ ১১৫ ॥

ব্যাকরণাদি সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পুরীপাদের বিচার-নৈপুণ্য—

ঈশ্বরপুরীও সর্ব্ব-শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
বিদ্যারস-বিচারেও বড় হরষিত ॥ ১১৬ ॥

নিমাইর প্রস্থানানন্তর পুরীর বহু ব্যাকরণ-সূত্র-বিচার—

প্রভু গেলে সেই 'ধাতু' করেন বিচার।
সিদ্ধান্ত করেন তঁহি অশেষপ্রকার ॥ ১১৭ ॥

অন্যদিন নিমাই-সমীপে নিজ-ব্যবহৃত ক্রিয়ার আত্মনেপদ-প্রয়োগ-বিচারণ ও সমর্থন—

সেই 'ধাতু' করেন 'আত্মনেপদী' নাম।
আর-দিনে প্রভু গেলে, করেন ব্যাখ্যান ॥১১৮॥
"যে ধাতু 'পরস্মৈপদী' বলি' গেলা তুমি।
তাহা এই সাধিলুঁ 'আত্মনেপদী' আমি ॥" ১১৯ ॥

ভক্ত-সমীপে ভগবানের পরাজয় ও তদ্‌বাক্যাঙ্গীকার—

ব্যাখ্যান শুনিয়া প্রভু পরম-সন্তোষ।
ভৃত্য-জয়-নিমিত্ত না দেন আর দোষ ॥ ১২০ ॥

মিশ্র প্রভৃতি শ্রীরায়-রামানন্দকে এবং নবদ্বীপ-নগরবাসিগণ শ্রীপুণ্ডরীক-বিদ্যানিধিকে প্রথমতঃ জড়-বিলাসপরায়ণ-জ্ঞানে অর্ব্বাচীন দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ষোড়শ অধ্যায় আমরা দেখিতে পাইব যে, ঢঙ্গবিপ্র শ্রীঠাকুর-হরিদাসের অনুকরণ করিতে গিয়াই সর্পদষ্ট ডঙ্ককর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াছিল। প্রেমিক ভক্তগণ আপনাদিগের প্রেমোচ্ছ্বাস 'হাটে-বাজারে' বহির্ম্মুখ সহজিয়াদিগের নিকট প্রদর্শন না করায় প্রাকৃত-সহজিয়াগণ শুদ্ধভগবৎপ্রেমিক ভক্তকে 'বিষয়ী' প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া অপরাধ-পঙ্কে ডুবিয়া মরে। জগতে এইরূপ কুপ্রথা প্রচলিত আছে বলিয়াই শ্রীপুরীপাদ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী হইয়াও সন্ন্যাসি-বেষে স্বীয় প্রেমবিকার-চেষ্টাসমূহ প্রদর্শন করেন নাই ॥ ৯৫ ॥

গোপীনাথ আচার্য্য,—নবদ্বীপবাসী এবং বিদ্যানগর-নিবাসী মহেশ্বর বিশারদের জামাতা,—সার্ব্বভৌমের ও বাচস্পতির ভগিনীপতি। কাহারও মতে, ইনি—ব্রহ্মার অবতার, যথা গৌঃ গঃ ৭৫ শ্লোক—"গোপীনাথাচার্য্য-নামা [illegible]য়ো জগৎপতিঃ। নবব্যূহে তু গণিতো যস্তন্ত্রে তন্ত্রবোদভিঃ॥" কাহারও মতে, ইনি—ব্রজের রত্নাবলী সখী, যথা গৌঃ গঃ ১৭৮ শ্লোক—"পুরী প্রাণসখী যাসীন্নাম্না রত্নাবলী ব্রজে। গোপীনাথাখ্যকাচার্য্যো নির্ম্মলত্বেন বিশ্রুতঃ॥" পুরীপাদ বৃদ্ধ-বৈষ্ণব শ্রীমধ্বমুনির অধস্তন বলিয়া চতুঃসম্প্রদায়ের অন্তর্গত ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তজ্জন্য গুরু-গৃহে বাসরূপ অধস্তন বৈষ্ণবের ন্যায় নবদ্বীপে ব্রহ্মার অবতার গোপীনাথ ভট্টাচার্য্যের গৃহে কয়েকমাস বাস করিয়াছিলেন। ৯৬ ॥

শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ নিজের রচিত অথবা সঙ্কলিত "শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত" নামক গ্রন্থখানি শ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বামীকে স্নেহের পাত্র বালক-জ্ঞানে অধ্যয়ন করাইতেন ॥ ১০০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভাষানিপুণ পণ্ডিত ও ভাষাজ্ঞান-রহিত, উভয়ই সমান। এতদুভয়ের মধ্যে যাহার কৃষ্ণ-সেবায় অধিক আগ্রহ আছে, তাহাকেই কৃষ্ণ অধিক দয়া করেন। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী কৃষ্ণের বৈষম্য-দোষ নাই। ভক্তিহীন পণ্ডিত-ব্রুবব্যক্তিগণ আপনাদিগকে 'পণ্ডিত'-অভিমানে শুদ্ধভক্তের অপ্রাকৃত ভাষায় দোষ দেখাইতে গিয়া স্বীয় মূঢ়তাই প্রচার করে। সরস্বতীপতি শ্রীভগবান্ তাদৃশ ভক্তদ্বেষী অপরাধী পণ্ডিতব্রুবগণের মূর্খতা পদেপদে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। তাহাতেই উহাদের 'পাণ্ডিত্য-গৌরব' খর্ব্বতা লাভ করে। অদ্বয়জ্ঞান-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বোধের অভাব হইতেই ভোগময় জড় পাণ্ডিত্যের উদ্গার উত্থিত হয়; উহাই তাহাদের অস্বাস্থ্য ও পতনের কারণ ॥ ১০৭ ॥

অন্বয়। মূর্খঃ (ব্যাকরণ-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞঃ জনঃ শ্রীবিষ্ণোঃ প্রণাম-ক্রিয়ায়াং) বিষ্ণায় (নমঃ ইতি) বদতি, ধীরঃ (তত্র পণ্ডিতঃ জনঃ) বিষ্ণবে (নমঃ ইতি) বদতি। তু (কিন্তু) উভয়োঃ (মূর্খ-ধীরয়োঃ) পুণ্যং (প্রণামজন্য-সুকৃতবিশেষঃ) তু সমং (তুল্যম্ এব ভবতি, যতঃ) জনার্দ্দনঃ (শ্রীবিষ্ণুঃ)

স্বভক্তের নিত্যগৌরব-বর্দ্ধনই ভক্তবশ ভগবানের স্বভাব—

'সর্ব্বকাল প্রভু বাড়ায়েন ভৃত্য-জয়।'
এই তান স্বভাব সকল-বেদে কয় ॥ ১২১ ॥

কিয়ন্মাস যাবৎ নিমাইপণ্ডিত-সহ পুরীর বিদ্যা-চর্চ্চা—

এইমত কতদিন বিদ্যারস-রঙ্গে।
আছিলা ঈশ্বরপুরী গৌরচন্দ্র-সঙ্গে ॥ ১২২ ॥

ভারতের সর্ব্বত্র অতীর্থকে তীর্থীভূতকরণার্থ পর্য্যটনোদ্দেশে পুরীপাদের প্রস্থান—

ভক্তি-রসে চঞ্চল,—একত্র নহে স্থিতি।
পর্য্যটনে চলিলা পবিত্র কার' ক্ষিতি ॥ ১২৩ ॥

শ্রীঈশ্বরপুরীর মিলন-সংবাদ-শ্রবণে কৃষ্ণপদ-প্রাপ্তি—

যে শুনয়ে ঈশ্বরপুরীর পুণ্যকথা।
তার বাস হয় কৃষ্ণপাদপদ্ম যথা ॥ ১২৪ ॥

ঐকান্তিক-গুরুসেবন-ফলে ঈশ্বর-পুরীপাদ—নিজগুরু মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের সমস্ত কৃষ্ণপ্রেম-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী—

যত প্রেম মাধবেন্দ্রপুরীর শরীরে।
সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বরপুরীরে ॥ ১২৫ ॥

কৃষ্ণপ্রসাদে গুরুপ্রসাদ, গুরুপ্রসাদে কৃষ্ণপ্রসাদ-প্রাপ্তির অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—

পাইয়া গুরুর প্রেম কৃষ্ণের প্রসাদে।
ভ্রমেন ঈশ্বরপুরী অতি-নির্ব্বিরোধে ॥ ১২৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১২৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীমদীশ্বর-পুরী-মিলনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ভাবগ্রাহী (জীবানাং ভাবং হৃদয়গতং নিষ্কপট-ভজন-প্রযত্ন-তারতম্যম্ এব গৃহ্ণাতি পশ্যতি, ন হি মূর্খত্বং ধীরত্বং বা অপেক্ষ্য পুণ্যফলদাতা ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ১০৮ ॥

অনুবাদ। মূর্খব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর প্রণামকালে 'বিষ্ণায়' (নমঃ, এইরূপ ব্যাকরণ-দোষযুক্ত অশুদ্ধ পদ) উচ্চারণ করিয়া থাকেন এবং পণ্ডিত ব্যক্তি 'বিষ্ণবে' (নমঃ, এইরূপ শুদ্ধ-পদ) উচ্চারণ করিয়া থাকেন। পরন্তু উভয়েরই প্রণাম-জনিত পুণ্য অর্থাৎ সুকৃতি-লাভ সমানই হইয়া থাকে, যেহেতু ভগবান্ শ্রীজনার্দ্দন জীবের হৃদয়গত ভাব অর্থাৎ ভজন-পরিমাণ-তারতম্যমাত্র গ্রহণ অর্থাৎ দর্শন করিয়া তদনুসারে ফল প্রদান করেন, (তাহার মূর্খত্ব বা পাণ্ডিত্যের প্রতি লক্ষ্য করেন না) ॥ ১০৮ ॥

ধাতু—শব্দমূল, ক্রিয়া বাচক প্রকৃতি; লটাদি দশটি বিভক্তি দ্বারা কালাদি ভাবসমূহ অভিব্যক্ত করে। প্রত্যেক ধাতুর পুরুষত্রয়-বিচারে এবং বচনত্রয়-বিচারে কালাদিগত নবধাত্ব বর্ত্তমান। কতকগুলি—আত্মনেপদী এবং কতক-গুলি—পরস্মৈপদী; এতদ্ব্যতীত উভয়পদী ধাতুও আছে। পরস্মৈপদী-ধাতু—নবতি-বিভাগবিশিষ্ট এবং আত্মনেপদী-ধাতুও তৎসংখ্যক বিভক্তিযুক্ত; উভয়প্রকার ধাতুর ১৮০ প্রকার বিভক্তি।

শ্রীপুরীপাদোক্ত শ্লোকস্থিত ধাতুবিশেষকে নিমাইপণ্ডিত 'আত্মনেপদী নহে' বলায়, ব্যাকরণের বিচার-ক্রমে পুরী-পাদ উহাকে 'উভয়পদী' বলিয়াই নির্ণয় করিয়াছিলেন। সুতরাং তৎকর্ত্তৃক আত্মনেপদ-প্রয়োগে বিশেষ কোন দোষ ছিল না ॥ ১১৪-১১৯ ॥

ঈশ্বরপুরীপাদ নবদ্বীপ-নগরকে পবিত্র করিয়া অন্যত্র কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। মহাভাগবতের এইরূপ স্থানান্তরগমনকে সাধারণ প্রাকৃত মূঢ়ব্যক্তিগণ 'চাঞ্চল্য' বলিয়া মনে করেন। পরন্তু, যাঁহাদিগের কৃষ্ণসেবোৎকণ্ঠা প্রবল, তাঁহারা সাধারণ প্রাকৃত মূঢ়জীবের ন্যায় ইন্দ্রিয়-তর্পণকর বিষয়ের প্রার্থী নহেন ॥ ১২৩ ॥

শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ কর্ত্তৃক বিশ্রম্ভের সহিত নিজ গুরুদেব শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপাদের ঐকান্তিক সেবন ও তৎকৃপা-লাভ,—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮ম পঃ ২৬-৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১২৫-১২৬ ॥

ইতি গৌড়ীয়ভাষ্যে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের নগর-ভ্রমণ ও গঙ্গাতীরে শাস্ত্রব্যাখ্যা এবং নানাবিধ ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ বর্ণিত হইয়াছে।

নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক, পণ্ডিত, ভট্টাচার্য্যাদি, কেহই নিমাইর সহিত তর্কে জয় লাভ করিতে বা স্থির থাকিতে পারিতেন না। সশিষ্য নিমাই স্বরাট্ পুরুষের ন্যায় নগর ভ্রমণ করিতেন। একদিন পথে মুকুন্দের সহিত দৈবাৎ সাক্ষাৎকার হওয়ায় নিমাই মুকুন্দকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলে তিনি যে মুকুন্দকে ছাড়িয়া দিবেন না,—এই কথাও জানান। নিমাইর কেবলমাত্র ব্যাকরণ-শাস্ত্রেই অধিকার আছে বিবেচনা করিয়া মুকুন্দ নিমাইকে অলঙ্কারশাস্ত্র-বিষয়ক প্রশ্নের দ্বারা নিরুত্তর করিবার মনস্থ করিলে নিমাই মুকুন্দের সমস্ত কবিত্ব সম্পূর্ণরূপে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া তাহাতে নানাবিধ আলঙ্কারিক দোষ প্রদর্শন করেন। মুকুন্দ নিমাইর অসীম-পাণ্ডিত্য-দর্শনে বিস্মিত হন এবং এরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী পুরুষ যদি কৃষ্ণভক্ত হন, তাহা হইলে তিনি কখনও তাঁহার সঙ্গ ছাড়িবেন না,—এরূপ বিচার করেন। আর একদিন গদাধর-পণ্ডিতের সহিত নিমাইর সাক্ষাৎকার হইলে, নিমাই গদাধরকে মুক্তির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করেন। গদাধর ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে প্রভুকে মুক্তির লক্ষণ বর্ণন করিলে, প্রভু তাহাতে দোষ প্রদর্শন করেন। 'আত্যন্তিক-দুঃখনাশই মুক্তি [illegible]',—গদাধর এইরূপ উক্তি করিলে, নবদ্বীপপতি মহাপ্রভু তাহা খণ্ডন করেন। প্রত্যহ অপরাহ্নে গঙ্গাতীরে পড়ুয়াগণের নিকট নিমাই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেন।

বৈষ্ণবগণ প্রভুর অপূর্ব্ব শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিয়া আনন্দিত হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মনে মনে ভাবিতেন যে, এরূপ বিদ্বান্-পুরুষের কৃষ্ণভক্তি হইলে আজ সমস্তই সফল হইত। ভাগবতগণ 'নিমাইর কৃষ্ণে রতি হউক'—এইরূপ প্রার্থনা করিতেন। কেহ বা শুদ্ধ-প্রেমস্বভাবনিবন্ধন নিমাইর 'কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ হউক' বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদাদি করিতেন। শ্রীবাসাদি ভাগবতগণকে দেখিলেই নিমাই নমস্কার-লীলা প্রকাশ করিতেন এবং ভক্তাশীর্ব্বাদ-ফলেই যে কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়, তাহা স্বীয় আচরণ-দ্বারা প্রচার করিতেন। স্ব-স্ব-চিত্তবৃত্তি ও যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন লোক প্রভুকে বিভিন্নরূপে দর্শন করিতেন। যবনেও প্রভুকে দর্শন করিলে প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। নবদ্বীপে ভাগ্যবান্ মুকুন্দসঞ্জয়ের গৃহে চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে বসিয়া নিমাই পড়ুয়াগণকে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাইতেন।

একদিন প্রভু বায়ু-ব্যাধিচ্ছলে নিজ-প্রেমভক্তির বিকার-সমূহ প্রকাশ করিলেন। শুদ্ধ-প্রেমস্বভাব বন্ধু-বান্ধবগণ যোগমায়ায় মোহিত হইয়া প্রভুর শিরে নানাবিধ পাক-তৈল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। লীলাময় প্রভু কোন কোন দিন আস্ফালন ও হুঙ্কারের সহিত নিজ-তত্ত্ব প্রকাশ করিতেন। ইচ্ছাময় প্রভু নিজ-ইচ্ছায় আবার স্বাভাবিক ভাব প্রকাশ করিলে চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনির সহিত আনন্দ-কোলাহল উঠিত। গৌরগতপ্রাণ নদীয়াবাসিগণ তখন আনন্দে দীনদুঃখীকে বস্ত্রাদি দান করিতেন।

দ্বিপ্রহরকালে শিষ্যগণের সহিত গঙ্গায় জল-বিহারান্তে গৃহে আসিয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণের পূজা, তুলসীকে জল প্রদান, তুলসীকে পরিক্রমা এবং তৎপরে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী-প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিতেন। কিছুকাল যোগনিদ্রার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া পুনরায় অধ্যাপনার্থ গমন করিতেন এবং নগরে আসিয়া নাগরিকগণের সহিত সহাস্য-সম্ভাষ ও বিবিধ কৌতুক-বিলাসাদি করিতেন।

কোনদিন নিমাই তন্তুবায়গণের গৃহে উপস্থিত হইয়া বস্ত্র যাচ্ঞা করিয়া বিনা-মূল্যে তৎসমুদয় গ্রহণ করিতেন। কোন দিন বা নিমাই গোপ-গৃহে উপস্থিত হইয়া গোপগণকে দধি-দুগ্ধ আনিতে বলিতেন, গোপগণও প্রভুকে 'মামা' 'মামা' বলিয়া সম্ভাষণ ও নানাবিধ রহস্যাদি করিয়া বিনা-মূল্যে

প্রচুর দধি-দুগ্ধাদি প্রদান করিতেন। প্রভুও উপহাসচ্ছলে তাঁহাদের নিকট নিজ-তত্ত্ব প্রকাশ করিতেন। কোনদিন বা গন্ধবণিকের গৃহ হইতে নানাবিধ দিব্য-গন্ধ, কোনদিন বা মালাকার-গৃহ হইতে নানাপ্রকার পুষ্প-মাল্য এবং কোনদিন বা তাম্বূলির গৃহ হইতে তাম্বূলাদি বিনা-মূল্যে গ্রহণ করিয়া, প্রভু তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। সকলেই প্রভুর অনুপম-রূপদর্শনে মুগ্ধ হইয়া বিনা মূল্যেই প্রভুকে যাবতীয় বস্তু প্রদান করিতেন। কোনদিন শঙ্খ-বণিকের গৃহে উপস্থিত হইলে বণিক্ গৌরনারায়ণের হস্তে শঙ্খ প্রদান করিয়া প্রণাম করিতেন; তৎপরিবর্ত্তে কোনরূপ মূল্যাদি চাহিতেন না।

একদিন প্রভু সর্ব্বজ্ঞের গৃহে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, সর্ব্বজ্ঞ গণনা করিবার জন্য গোপাল-মন্ত্র জপ করিবা-মাত্র বিবিধ ঈশ্বর-তত্ত্ব ও অদ্ভুত রূপরাশি দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ অদ্ভুত রূপ-রাশি দর্শন করিতে করিতে সর্ব্বজ্ঞ কখনও বা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সমীপবর্ত্তী গৌরহরিকে পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভগবন্মায়া-প্রভাবে তাঁহাকে কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না; পরম-বিস্মিত হইয়া মনে করিলেন, —বোধ হয়, কোন মহামন্ত্রবিৎ অথবা কোন দেবতা তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বিপ্ররূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।

একদিন প্রভু শ্রীধরের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, লক্ষ্মীকান্তের সেবা করিয়াও কেনই বা তাঁহার অন্ন-বস্ত্রের অভাব এবং জীর্ণশীর্ণ গৃহের দুরবস্থা, আর চণ্ডী-বিষহরির পূজা করিয়া কেনই বা সাধারণ লোকের সাংসারিক উন্নতি? তদুত্তরে শ্রীধর বলিলেন যে, রাজা রাজ-প্রাসাদে বাস করিয়া এবং উৎকৃষ্ট-দ্রব্য ভোজন করিয়াও যেরূপভাবে কাল কাটাইতেছেন, পক্ষিগণ বৃক্ষোপরি নীড়ে বাস করিয়া এবং নানা-স্থান হইতে সযত্নে আহৃত যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য ভোজন করিয়াও সমভাবেই কাল অতিবাহিত করিতেছেন,—উভয়ের সুখভোগে কোন তারতম্য নাই,—সকলেই নিজ-নিজ-কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন। প্রভু শ্রীধরের সহিত রহস্যচ্ছলে ভক্তের মাহাত্ম্য উদ্ঘাটন করিলেন এবং শ্রীধরের নিকট হইতে প্রত্যহ বিনা-শুল্কে থোড়, কলা, মূলা প্রভৃতি আদায় করিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রভু পরিহাসচ্ছলে শ্রীধরের মাহাত্ম্য-প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে নিজ-তত্ত্বও প্রকাশ করিলেন। আপনাকে গোপ-বংশজ এবং গঙ্গাদি-শক্তিরও ঈশ্বর বলিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন। অতঃপর প্রভু শ্রীধরের স্থান হইতে নিজ-গৃহে প্রত্যাগমন করিলে পড়ুয়াগণও অধ্যয়নান্তে স্ব-স্ব-গৃহে গমন করিলেন।

একদিন আকাশে পূর্ণচন্দ্র-দর্শনে প্রভুর বৃন্দাবনচন্দ্র ভাবের উদ্দীপনা হইল এবং সেইভাবে অপূর্ব্ব মুরলীধ্বনি করিতে লাগিলেন। একমাত্র আর্য্যা শচীদেবী ব্যতীত আর কেহই এই অপূর্ব্ব মুরলীধ্বনি শুনিতে পাইলেন না। শচীদেবী ঐ মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন,—নিমাই বিষ্ণুমন্দিরের দ্বারে বসিয়া আছেন। শচী-দেবী সেখানে আসিয়া আর সেই বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু দেখিতে পাইলেন যে, পুত্রের বক্ষে সাক্ষাৎ চন্দ্র মণ্ডল শোভা পাইতেছে। এইরূপে শচীদেবী প্রতিদিন গৌর-ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য্যসমূহ দর্শন করিতেন।

একদিন শ্রীবাস-পণ্ডিত পথি-মধ্যে প্রভুকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন,—'নিমাই, তুমি এখনও কৃষ্ণভজনে মনোনিবেশ না করিয়া কি-কার্য্যে বৃথা কাল কাটাইতেছ? রাত্রিদিন পড়িয়া বা পড়াইয়া তোমার কি-লাভ হইবে? লোকে কৃষ্ণভক্তি জানিবার জন্যই পড়া-শুনা করে, যদি সেই কৃষ্ণ-ভক্তিই না হইল, তাহা হইলে সেইরূপ নিষ্ফলা বিদ্যায় কি-লাভ? অতএব আর বৃথা কাল নষ্ট করিও না; এতদিন ত' পড়া-শুনা করিলে, এখন ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া কৃষ্ণভজন আরম্ভ কর।' প্রভু স্বভক্তমুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—'পণ্ডিত, তুমি ভক্ত,—তোমার কৃপায় আমার নিশ্চয়ই কৃষ্ণভজন হইবে।'

উপসংহারে প্রভুর বিদ্যা-বিলাস-লীলা-কালে জন্মগ্রহণ না করায় ভক্তরাজ গ্রন্থকার দৈন্যোক্তিমুখে এই বলিয়া বিলাপ করিতেছেন যে, তিনি সেই আনন্দ-দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন বটে, তথাপি তিনি গৌরসুন্দরের কৃপা ভিক্ষা করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, প্রতি-জন্মে যেন তাঁহার হৃদয়ে অপ্রাকৃত গৌর-লীলা-স্মৃতি উদ্দীপ্ত থাকে; সপার্ষদ গৌরসুন্দর নিত্যানন্দের সহিত যেখানে-যেখানে লীলা করেন, সেখানেই যেন গ্রন্থকার তাঁহাদের ভৃত্য হইয়া অবস্থান করেন,—ইহাই তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা। (গৌঃ ভাঃ)

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় হউক প্রভুর যতেক অনুচর ॥ ১ ॥

নিমাইর নিত্য গ্রন্থানুশীলন-লীলা—

হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
পুস্তক লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর ॥ ২ ॥

কূটতর্কোত্থাপন-পূর্ব্বক তৎকালীন অধ্যাপকবর্গকে তিরস্কার, সকলেরই তৎখণ্ডনে অসামর্থ্য—

যত অধ্যাপক, প্রভু চালেন সবারে।
প্রবোধিতে শক্তি কোন জন নাহি ধরে ॥ ৩ ॥

একমাত্র ব্যাকরণ-শাস্ত্রে পারঙ্গত হইয়াই বেদাদি-শাস্ত্রবিদ্‌গণকেও তুচ্ছবুদ্ধি—

ব্যাকরণশাস্ত্রে সবে বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্যপ্রতিও নাহিক তৃণ-জ্ঞান ॥ ৪ ॥

শিষ্যগণ সঙ্গে নগর-ভ্রমণ -

স্বানুভবানন্দে করে নগর ভ্রমণ।
সংহতি পরম-ভাগ্যবন্ত শিষ্যগণ ॥ ৫ ॥

দৈবাৎ একদিন পথিমধ্যে মুকুন্দ-সহ সাক্ষাৎকার —

দৈবে পথে মুকুন্দের সঙ্গে দরশন।
হস্তে ধরি' প্রভু তানে বোলেন বচন ॥ ৬ ॥

নিজ-দর্শনে মুকুন্দকে তদীয় স্থানত্যাগ-কারণ ও স্বকৃত প্রশ্নের সদুত্তর-জিজ্ঞাসা—

"আমারে দেখিয়া তুমি কি-কার্য্যে পলাও?
আজি আমা' প্রবোধিয়া বিনা দেখি যাও?" ৭ ॥

চতুর মুকুন্দের বৈয়াকরণ নিমাইকে অলঙ্কার-শাস্ত্রদ্বারা জিগীষা—

মনে ভাবে' মুকুন্দ,—"আজি জিনিমু কেমনে?
ইহান অভ্যাস সবে মাত্র ব্যাকরণে ॥ ৮ ॥
ঠেকাইমু আজি জিজ্ঞাসিয়া 'অলঙ্কার'!
মোর সনে যেন গর্ব্ব না করেন আর!" ৯ ॥

নিমাই ও মুকুন্দের শাস্ত্র-বিচার; প্রভুকর্ত্তৃক মুকুন্দ-কৃত ব্যাখ্যা-খণ্ডন—

লাগিল জিজ্ঞাসা মুকুন্দের প্রভু-সনে।
প্রভু খণ্ডে' যত অর্থ মুকুন্দ বাখানে ॥ ১০ ॥

মুকুন্দকর্ত্তৃক ব্যাকরণশাস্ত্র-গর্হণ—

মুকুন্দ বোলেন,—"ব্যাকরণ শিশুশাস্ত্র।
বালকে সে ইহার বিচার করে মাত্র ॥ ১১ ॥
অলঙ্কার বিচার করিব তোমা'সনে।"
প্রভু কহে,—"বুঝ তোর যেবা লয় মনে ॥" ১২ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপস্থ সকল অধ্যাপককেই শ্রীগৌরসুন্দর শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। কোনও অধ্যাপকই তাঁহার সহিত সমকক্ষ হইতে বা তাঁহার প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া সন্তোষ বিধান করিতে পারেন নাই ॥ ৩ ॥

দর্শনশাস্ত্রকুশল মহাপণ্ডিত অধ্যাপকগণকে 'ভট্টাচার্য্য' বলে। কেবলমাত্র ব্যাকরণ-শাস্ত্রেই [illegible] অধ্যয়ন ও অধ্যাপন-চর্চ্চা থাকিলেও তিনি তাঁহাদিগের ন্যায় মহা-পণ্ডিতকেও তৃণতুল্যও জ্ঞান করিতেন না ॥ ৪ ॥

প্রভুর বিষয়-জ্ঞানের অনুভব কেহই বিপর্য্যস্ত করিতে সমর্থ হন নাই। প্রভু নিজ-স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া প্রতি নগরে-নগরে ভ্রমণ করিতেন। তৎকালে অনুগত মহা-ভাগ্যবান্ ছাত্রগণ প্রভুর সঙ্গে থাকিতেন ॥ ৫ ॥

প্রভু-কর্ত্তৃক পথিমধ্যে ধৃত হইবা-মাত্র মুকুন্দ মনে-মনে চিন্তা করিলেন যে, নিমাই তাঁহাকে ব্যাকরণে অনভিজ্ঞ-জ্ঞানেই সর্ব্বদা অপদস্থ করেন; সুতরাং অলঙ্কারশাস্ত্রে যে নিমাইর অধিক ব্যুৎপত্তি নাই,—এই চিন্তা করিয়া মুকুন্দ অলঙ্কারের প্রশ্ন বা সমস্যা উত্থাপনপূর্ব্বক নিমাইকে সম্পূর্ণরূপে পরাভব করিবেন, মনে করিলেন। তাহা হইলেই অর্থাৎ অলঙ্কার-শাস্ত্রে নিমাইর জ্ঞানাভাব প্রদর্শিত হইলেই তিনি মুকুন্দের নিকট স্বীয় পাণ্ডিত্যের আর আস্ফালন বা অহঙ্কার করিতে কখনও সমর্থ হইবেন না।

ঠেকাইমু (ঠকাইমু?),—(দিজন্ত), বিপদে বা ভ্রমে পাতিত, অপ্রতিভ, অপ্রস্তুত, বাধা প্রদান বা গতি রোধ, পরাভব অথবা 'জব্দ' করিব ॥ ৯ ॥

নিমাইকে মুকুন্দের দুরূহ শ্লোকের অলঙ্কার-জিজ্ঞাসা—

বিষম-বিষম যত কবিত্ব-প্রচার।
পড়িয়া মুকুন্দ জিজ্ঞাসয়ে 'অলঙ্কার'॥ ১৩॥

বিদ্যাবধূজীবন শাস্ত্রবিগ্রহ নিমাইর মুকুন্দ-পৃষ্ট শ্লোকের আলঙ্কারিক দোষ-প্রদর্শন—

সর্ব্বশক্তিময় গৌরচন্দ্র অবতার।
খণ্ড খণ্ড করি' দোষে' সব 'অলঙ্কার'॥ ১৪॥

নিমাই-প্রদর্শিত আক্ষেপ-সমর্থনে মুকুন্দের অসামর্থ্য—

মুকুন্দ স্থাপিতে নারে প্রভুর খণ্ডন।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু বোলেন বচন॥ ১৫॥

মুকুন্দকে স্বগৃহে গ্রন্থানুশীলন-বিচারণান্তে পরদিবস বিচারার্থ শীঘ্র উপস্থিতিজন্য অনুরোধ—

"আজি ঘরে গিয়া ভালমতে পুঁথি চাহ।
কালি বুঝিবাঙ, ঝাট আসিবারে চাহ॥" ১৬॥

মুকুন্দের স্বগৃহ-গমন-পথে মনে মনে বিচার—

চলিলা মুকুন্দ লই' চরণের ধূলি।
মনে মনে চিন্তয়ে মুকুন্দ কুতুহলী॥ ১৭॥

নিমাইর অলৌকিক পাণ্ডিত্যানুমান ও কৃষ্ণভক্তি-মিশ্রণে মুকুন্দের নিরন্তর তৎসঙ্গসুখ-প্রার্থনা—

"মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা!
হেন শাস্ত্র নাহিক, অভ্যাস নাহি যথা! ১৮॥
এমত সুবুদ্ধি কৃষ্ণভক্ত হয় যবে।
তিলেকো ইহান সঙ্গ না ছাড়িয়ে তবে॥" ১৯॥

একদিন নিমাইর গদাধর-সহ সাক্ষাৎকার—

এইমতে বিদ্যা-রসে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
ভ্রমিতে দেখেন আর দিনে গদাধর॥ ২০॥

ন্যায়-পাঠী গদাধরকে ন্যায়বিষয়ক প্রশ্নের সদুত্তর-প্রদানার্থ অনুরোধ—

হাসি' দুই হাতে প্রভু রাখিলা ধরিয়া।
"ন্যায় পড় তুমি, আমা' যাও প্রবোধিয়া॥" ২১॥

গদাধরের সম্মতি ও নিমাইর প্রশ্নজিজ্ঞাসা—

"জিজ্ঞাসহ",—গদাধর বোলয়ে বচন।
প্রভু বোলে,—"কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ॥" ২২॥

গদাধর-কৃত ব্যাখ্যায় নিমাইর আক্ষেপ—

শাস্ত্র-অর্থ যেন গদাধর বাখানিলা।
প্রভু বোলেন,—"ব্যাখ্যা করিতে না জানিলা॥" ২৩

আত্যন্তিকদুঃখনাশকেই 'মুক্তি' বলিয়া গদাধরের ব্যাখ্যান—

গদাধর বোলে,—"আত্যন্তিক দুঃখ নাশ।
ইহারেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ॥" ২৪॥

বাচস্পতি নিমাইর পূর্ব্বপক্ষীয় সমস্তসিদ্ধান্ত-খণ্ডন—

নানারূপে দোষে' প্রভু সরস্বতী-পতি।
হেন নাহি তার্কিক, যে করিবেক স্থিতি॥ ২৫॥

নিমাইর সহিত বিচারে সকলেরই অক্ষমতা; গদাধরের ভীতি—

হেন জন নাহিক যে প্রভুসনে বোলে।
গদাধর ভাবে,—"আজি বর্ত্তি পলাইলে!" ২৬॥

শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বশক্তিমান্ অবতারী পরমেশ্বর বলিয়া সকলশাস্ত্রেই তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা অতুলনীয় ছিল। সুতরাং প্রভু মুকুন্দের জিজ্ঞাসিত সমস্তকথাগুলিরই আলঙ্কারিক দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন॥ ১৪॥

বুঝিবাঙ,—বিচারদ্বারা তোমাকে পরীক্ষা করিব॥ ১৬॥

প্রভু সকলশাস্ত্রেই পণ্ডিত; এমন কোন শাস্ত্র নাই, যাহা পূর্ব্বে প্রভুর অভ্যস্ত নাই,—অশেষ-শাস্ত্র-পারদর্শিতা তাঁহাতেই বর্ত্তমান ছিল॥ ১৮॥

মুকুন্দ প্রভুর সম্বন্ধে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এইরূপ অসামান্য পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-বিশিষ্ট বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি কৃষ্ণভজনে মনোযোগ প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গ অল্পক্ষণের জন্যও পরিত্যাগ করিয়া আমি আর অন্যত্র যাইব না। জগতে পাণ্ডিত্য-প্রতিভা মনুষ্যকে উচ্চপদবীতে অতিশয় উন্নীত করায় বা অসাধারণ সম্মানে সম্মানিত করায় বটে, কিন্তু তাদৃশ পাণ্ডিত্যের সহিত যদি ভগবদ্ভক্তি কোন মহাত্মায় প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে উহা 'সোনায় সোহাগা' জানিতে হইবে। 'মূর্খ'-ভজনকারিগণ 'পণ্ডিত'-ভক্তের নিকট সর্ব্বদা শাস্ত্র শ্রবণ করিবেন। শাস্ত্র-শ্রবণে তাঁহাদের ভজনের সুষ্ঠুতা-লাভ ঘটিবে। সাত্বত-ভক্তিশাস্ত্র বা পরবিদ্যাকে সাধারণ ভোগ-পরা অপরা-বিদ্যার সহিত সমজ্ঞান করিলে জীবের ভক্তি-বৃদ্ধি হয় না। 'সন্মুখরিতা ভাগবতী বার্ত্তা'র শ্রবণই মূর্খভক্তগণের ভগবদ্-

গদাধরকে পরদিবস বিচারে আগমনার্থ অনুরোধ—

প্রভু বোলে,—"গদাধর, আজি যাহ ঘর।
কালি বুঝিবাঙ, তুমি আসিহ সত্বর॥" ২৭॥

গদাধরের স্বগৃহাগমন; জিগীষু নিমাইর নগর-ভ্রমণ—

নমস্করি' গদাধর চলিলেন ঘরে।
ঠাকুর ভ্রমেন সর্ব্ব-নগরে-নগরে॥ ২৮॥

নিমাইকে সকলেরই মহাপণ্ডিত-জ্ঞান ও সম্মান—

পরম-পণ্ডিত-জ্ঞান হইল সবার।
সবেই করেন দেখি' সম্ভ্রম অপার॥ ২৯॥

অপরাহ্ণে শিষ্যগণ-সঙ্গে গঙ্গাতটে উপবেশন—

বিকালে ঠাকুর সর্ব্ব-পড়ুয়ার সঙ্গে।
গঙ্গাতীরে আসিয়া বৈসেন মহারঙ্গে॥ ৩০॥

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীবন্দিত-চরণ গৌর-নারায়ণের অপ্রাকৃত রূপ-বর্ণন—

সিন্ধুসুতা-সেবিত প্রভুর কলেবর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন সুন্দর॥ ৩১॥

শিষ্যগণ-বেষ্টিত নিমাইপণ্ডিতের শাস্ত্র-ব্যাখ্যান—

চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া বৈসেন শিষ্যগণ।
মধ্যে শাস্ত্র বাখানেন শ্রীশচীনন্দন॥ ৩২॥

সায়ংকালে বৈষ্ণবগণের গঙ্গাতটে ইষ্টগোষ্ঠী—

বৈষ্ণবসকলো তবে সন্ধ্যাকাল হৈলে।
আসিয়া বৈসেন গঙ্গাতীরে কুতূহলে॥ ৩৩॥

নিমাইর অতুল পাণ্ডিত্য-দর্শনে ভক্তগণের হর্ষ, কিন্তু স্বভজন-বিভজনের সঙ্গোপন-নিবন্ধন-বিষাদ ও পরস্পর-বিচার—

দূরে থাকি' প্রভুর ব্যাখ্যান সভে শুনে।
হরিষে বিষাদ সভে ভাবে' মনে-মনে॥ ৩৪॥

কোন কোন ভক্তের কৃষ্ণভজনেই রূপ ও বিদ্যা-লাভের সার্থকতা-বর্ণন—

কেহ বোলে,—"হেন রূপ, হেন বিদ্যা যার।
না ভজিলে কৃষ্ণ, নহে কিছু উপকার॥" ৩৫॥

নিমাইর ভয়ানক কূটপ্রশ্ন-জিজ্ঞাসায় সকলেরই ভীতি ও অভিযোগ—

সবেই বোলেন,—"ভাই, উহানে দেখিয়া।
ফাঁকি-জিজ্ঞাসার ভয়ে যাই পলাইয়া॥" ৩৬॥

শুল্ক বা কর-আদায়কারীর ন্যায় নিমাইর সকল-ছাত্রকেই প্রশ্নমীমাংসার্থ অবরোধ—

কেহ বোলে,—"দেখা হৈলে না দেন এড়িয়া।
মহাদানী-প্রায় যেন রাখেন ধরিয়া॥" ৩৭॥

নিমাইকে অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ-জ্ঞান—

কেহ বোলে,—"ব্রাহ্মণের শক্তি অমানুষী।
কোন মহাপুরুষ বা হয়,—হেন বাসি॥ ৩৮॥

কূটপ্রশ্নকারী হইলেও নিমাইর দর্শনে সকলের সুখ—

যদ্যপিহ নিরন্তর বাখানেন ফাঁকি।
তথাপি সন্তোষ বড় পাঙ ইঁহা দেখি॥ ৩৯॥

ভজনের একমাত্র সাহায্যকারী, নতুবা ভজনের প্রবৃত্তি দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম্ম আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের ভজনচ্যুতি ঘটায়। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ সাধারণতঃ অত্যন্ত মূর্খ এবং আপনাদিগকে 'ভজনবিজ্ঞ' অভিমান করিয়া শাস্ত্রের সহিত বিরোধ করিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়েন এবং "সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, হৃদয়ে করি ঐক্য" প্রভৃতি মহাজনের মঙ্গলময়ী উক্তি হইতে দূরে অপসারিত হন॥১৯॥

শ্রীগদাধর-পণ্ডিত নিমাইর নিকট তাঁহার পঠিত বিদ্যা ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া প্রভু বলিলেন,—'তোমার এই ব্যাখ্যা ভাল হইল না॥' ২৩॥

শ্রীগদাধর বলিলেন,—'আত্যন্তিক-দুঃখ-নিবৃত্তিই 'মুক্তির লক্ষণ' বলিয়া সাংখ্যাদি-শাস্ত্রে প্রকটিত আছে'। সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র ১ম অঃ ১ম সূত্র—"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ" ॥ ২৪॥

প্রভু—সাক্ষাৎ সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহ এবং ভারতীপতি, সুতরাং কেহই তাঁহার সহিত তর্কে তুল্য হইতে পারেন না। ন্যায়শাস্ত্রের লক্ষিত মুক্তিলক্ষণ যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য এবং দোষযুক্ত-বিচারপূর্ণ, তাহা শ্রীগৌরসুন্দর সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদের লিখিত "মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি-লাভং" বিচার প্রবর্ত্তন করিয়া অনিত্য-সুখ-দুঃখ-ভোগকারী স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ের অবস্থানের অনিত্যত্ব এবং জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি বা স্বরূপধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তিকেই মুক্তির লক্ষণে সংস্থাপিত করিলেন॥ ২৫॥

ব্রহ্মাণ্ডে এমন কেহ নাই, যিনি প্রভুর সঙ্গে সম্মুখে

অলৌকিক-পাণ্ডিত্য-সত্ত্বেও স্বভজন-বিজ্ঞজনের সঙ্গোপন-হেতু ভক্তগণের দুঃখ—

মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাই।
কৃষ্ণ না ভজেন,—সবে এই দুঃখ পাই ॥" ৪০ ॥

নিমাইর কৃষ্ণভক্তি-প্রকটনের নিমিত্ত ভক্তগণের পরস্পর-সমীপে তৎপ্রতি আশিস্-প্রার্থনা—

অন্যোহন্যে সবেই সাধেন সবা'প্রতি।
"সভে বল,—'ইহান হউক কৃষ্ণে রতি' ॥" ৪১ ॥

নিমাইর কৃষ্ণভক্তি-প্রকটনের নিমিত্ত গঙ্গাতটে সকল বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ—

দণ্ডবৎ হই' সভে পড়িলা গঙ্গারে।
সর্ব্ব-ভাগবত মেলি' আশীর্ব্বাদ করে ॥ ৪২ ॥

নিমাইর কৃষ্ণভক্তি-প্রকটনের নিমিত্ত ভক্তগণের কৃষ্ণসমীপে প্রার্থনা—

"হেন কর' কৃষ্ণ,—জগন্নাথের নন্দন।
তোর রসে মত্ত হউ, ছাড়ি' অন্য-মন ॥ ৪৩ ॥
নিরবধি প্রেমভাবে ভজুক তোমারে।
হেন সঙ্গ, কৃষ্ণ, দেহ' আমা'সবাকারে ॥" ৪৪ ॥

শ্রীবাসাদিভক্ত-দর্শনে ভক্তপতি ভগবানের অভিবাদন-দ্বারা মর্য্যাদা-প্রদর্শন—

অন্তর্যামী প্রভু,—চিত্ত জানেন সবার।
শ্রীবাসাদি দেখিলেই করে নমস্কার ॥ ৪৫ ॥

ভগবানের ভক্তকৃত আশীর্ব্বাদ-স্বীকার, ভক্তকৃত আশীর্ব্বাদেই কৃষ্ণভক্তির উদয়—

ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি' লয়।
ভক্ত-আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয় ॥ ৪৬ ॥

কোন কোন ভক্তের নিমাইকে বিদ্যা-বিলাসে কালযাপনে নিবারণ—

কেহ কেহ সাক্ষাতেও প্রভু দেখি' বোলে।
"কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা-ভোলে?"

বিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণে প্রপত্তিপূর্ব্বক ভজনেই বা কৃষ্ণমতির উদয়েই শাস্ত্রাধ্যয়ন বা বিদ্যার সফলত্ব, নচেৎ উহার বিফলত্ব-বর্ণন—

কেহ বোলে,—"হের দেখ, নিমাঞি-পণ্ডিত!
বিদ্যায় কি-লাভ?—কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত ॥ ৪৮ ॥
পড়ে কেনে লোক?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে?" ৪৯ ॥

মানদ-ধর্ম্মের আদর্শ নিমাইর স্বভক্তগণ-সমীপে কৃষ্ণভক্ত্যুপদেশ প্রার্থনা—

হাসি' বোলে প্রভু,—"বড় ভাগ্য সে আমার।
তোমরা শিখাও মোরে কৃষ্ণভক্তি সার ॥ ৫০ ॥

জীবপ্রতি বৈষ্ণবের শুভ কামনাতেই তৎ-সৌভাগ্যোদয়—

তুমি সব যার কর শুভানুসন্ধান।
মোর চিত্তে হেন লয়, সেই ভাগ্যবান্ ॥ ৫১ ॥

তর্ক-বিচার করিতে বা কথাবার্ত্তা বলিতে যোগ্য। গদাধর-পণ্ডিত চিন্তা করিলেন যে, 'প্রভুর নিকট হইতে পলাইতে পারিলেই আমি রক্ষা পাই।'

বর্ত্তি,—(সংস্কৃত বৃৎ-ধাতু হইতে), বর্ত্তমান থাকি; এ-স্থলে, বাঁচি, প্রাণে রক্ষা পাই ॥ ২৬ ॥

নবদ্বীপ-নগরের সকল অধ্যাপককেই প্রভু স্বীয় অতুল-পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-দ্বারা পরাজিত করিয়া সকলের নিকটই পর-পাণ্ডিত্যপ্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন এবং সকলেই তাঁহাকে 'পণ্ডিতাগ্রণী' বলিয়া সম্মান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

সিন্ধুসুতা,—সমুদ্র-মন্থন-কালে তদুদ্ভূতা শ্রীলক্ষ্মী-দেবী। ব্রহ্মসংহিতায় ২৯শ শ্লোকে—"লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি" ॥ ৩২ ॥

জগতে, সুন্দর রূপ বড়ই শ্লাঘার বিষয় এবং পাণ্ডিত্যও তাহাই। কিন্তু কি রূপবান্, কি পণ্ডিতগণ, কেহই যদি কৃষ্ণভজন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের তাদৃশ রূপ বা পাণ্ডিত্য-দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারা বা জগৎ কেহই যথার্থভাবে উপকৃত হন না ॥ ৩৫ ॥

মহদানী প্রায়,—উচ্চপদে অধিষ্ঠিত রাজকর, রাজস্ব, শুল্ক বা 'খাজনা'-সংগ্রহকারী ব্যক্তির ন্যায় ॥ ৩৭ ॥

নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ, সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, জগন্নাথমিশ্র-তনয় নিমাই-পণ্ডিত যেন অন্য সমস্ত চেষ্টা ছাড়িয়া কৃষ্ণভজনেই রত হয়েন। জগতে পাণ্ডিত্যাদি-বিষয়ে নিমাইপণ্ডিত যে-প্রকার সর্ব্বোত্তম উন্নত-পদবীতে সমারূঢ় হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-

কিয়দ্দিবস আরও অধ্যাপনান্তর শুদ্ধবৈষ্ণব-সমীপে নিমাইর গমনেচ্ছা-জ্ঞাপন—

কতদিন পড়াইয়া, মোর চিত্তে আছে।
চলিমু বুঝিয়া ভাল-বৈষ্ণবের কাছে॥" ৫২॥

ঘনিষ্ঠতা-সত্ত্বেও নিমাইকে ভক্তগণের ভগবদিচ্ছা-বশতঃ ভগবান্ বলিয়া অনুপলব্ধি—

এত বলি' হাসে প্রভু সেবকের সনে।
প্রভুর মায়ায় কেহ প্রভুরে না চিনে॥ ৫৩॥

সকলেরই সর্ব্বচিত্তহর নিমাইর প্রতীক্ষা—

এইমত ঠাকুর সবার চিত্ত হরে'।
হেন নাহি, যে জনে অপেক্ষা নাহি করে॥ ৫৪॥

নিমাইর কখনও গঙ্গা-তটে, কখনও নগরে ভ্রমণ—

এইমত ক্ষণে প্রভু বৈসে গঙ্গাতীরে।
কখন ভ্রমেন প্রতি নগরে-নগরে॥ ৫৫॥

পৌরজনগণের নিমাইকে দর্শন-মাত্র অভ্যর্থনা—

প্রভু দেখিলেই মাত্র নগরীয়াগণ।
পরম আদর করি' বন্দেন চরণ॥ ৫৬॥

অন্তরূঢ়ি-বৃত্তিতে গৌণরস বা রসাভাস-মূলক অক্ষজ-দর্শনে স্ব-স্ব-চিত্তবৃত্ত্যনুসারে দ্রষ্টার দৃগ্ ভেদে একই অদ্বয়জ্ঞান গৌর-কৃষ্ণের নানা প্রতীতি বা প্রাকৃত দর্শন—

নারীগণ দেখি' বোলে,—"এই ত মদন।
স্ত্রীলোকে পাউক জন্মে-জন্মে হেন ধন॥" ৫৭॥

পণ্ডিত ও বৃদ্ধের দর্শন—

পণ্ডিতে দেখয়ে বৃহস্পতির সমান।
বৃদ্ধ-আদি পাদপদ্মে করয়ে প্রণাম॥ ৫৮॥

যোগী ও অসুরের দর্শন—

যোগিগণে দেখে,—যেন সিদ্ধ-কলেবর।
দুষ্টগণে দেখে,—যেন মহা-ভয়ঙ্কর॥ ৫৯॥

গৌর-কৃষ্ণের আকর্ষণ-সম্ভাষণ-ফলে আকৃষ্টের বশ্যতা-স্বীকার—

দিবসেকো যারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
বন্দিপ্রায় হয় যেন, পরে' প্রেম-ফাঁস॥ ৬০॥

বিদ্যাবিলাস-গর্ব্বভরে নিমাইর উক্তিতেও সকলের সন্তোষ—

বিদ্যারসে যত প্রভু করে অহঙ্কার।
শুনেন, তথাপি প্রীতি প্রভুরে সবার॥ ৬১॥

বিষয়েও তিনি তাদৃশী অলৌকিকী চেষ্টা সুষ্ঠুরূপে বিধান বা প্রকাশ করেন॥ ৪৩॥

সমগ্র চতুর্দ্দশ ভুবনের একমাত্র একচ্ছত্র পতি হইয়াও প্রভু স্বীয় ভক্তের আশীর্ব্বাদ নিজ-শিরে ধারণ করিতেন। ভগবদ্ভক্তের আশীর্ব্বাদ-শক্তি এতাদৃশী প্রবলা যে, তদ্দ্বারা বহির্ম্মুখ-জীবেরও সেবোন্মুখতা ক্রমে কৃষ্ণপাদপদ্মে অনুরাগ প্রকটিত হয়॥ ৩৬॥

কৃষ্ণভক্তি বা ভক্তিলাভই সকল বিদ্যার বা পাণ্ডিত্যের চরম সীমা। কৃষ্ণভক্তিলাভই যদি না হয়, তাহা হইলে পাণ্ডিত্যাদির অর্জ্জন-চেষ্টা বৃথা হইয়া প[illegible]যে বিদ্যা কৃষ্ণ-মতির উদয় না করায়, তদ্দ্বারা কেবলমাত্র জড়-মোহই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাই, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর তৎকৃত 'কল্যাণ-কল্পতরু'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা॥" (চৈঃ চঃ ৮ম পঃ ২৪শ সংখ্যায়—) "প্রভু কহে,—'কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার?' রায় কহে,—'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর'॥" ৪৯॥

প্রভু বলিলেন,—কিছুকাল এইরূপভাবে বিদ্যার অনুশীলন করিয়া পরে কোন মহাভাগবত বৈষ্ণবের নিকট হইতে পরজগতের কথা বুঝিয়া লইয়া তদনুবর্ত্তী হইব অর্থাৎ প্রথমে বিদ্যায় পারঙ্গত হইয়া পরে আমার শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন করিবার ইচ্ছা আছে॥ ৫২॥

শ্রীগৌরসুন্দর এরূপ অসামান্য সুন্দররূপশালী ছিলেন যে, সৌন্দর্য্য-দর্শনকারিণী নারীগণ তাঁহার অদ্বিতীয়-রূপ-দর্শনে মুগ্ধা হইতেন; তাঁহার এতাদৃশ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ছিল যে, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বিবুধগুরু 'বৃহস্পতি' বলিয়া দেখিতেন, বাতাশন যোগিগণ বা ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ তাঁহাকে 'সিদ্ধ-মহাপুরুষ' বলিয়া দেখিতেন, দুর্দ্দান্তপ্রকৃতি অসৎ লোক-গুলি তাঁহাকে পাপের দণ্ডবিধানকারী মহাভয়ঙ্কর মহাকাল-যমের ন্যায় দর্শন করিতেন॥ ৫৭-৫৯॥

একদিনের জন্যও যাঁহাদের প্রভুর সহিত আলাপ-পরিচয় হইত, তাঁহারা তাঁহার অচ্ছেদ্য প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেন॥ ৬০॥

বিদ্যামদমত্ত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ অপর বিদ্বান্ ব্যক্তির

সাক্ষাৎ পরমাত্মস্বরূপ সর্ব্বজীব-দয়ালু গৌর-কৃষ্ণে আকৃষ্ট-জনের জাতি-নির্ব্বিশেষে প্রীতি—

যবনেও প্রভু দেখি' করে বড় প্রীত।
সর্ব্বভূত-কৃপালুতা প্রভুর চরিত ॥ ৬২ ॥

মুকুন্দ-সঞ্জয়-গৃহে নিমাইপণ্ডিতের চতুষ্পাঠী—

পড়ায় বৈকুণ্ঠনাথ নবদ্বীপপুরে।
মুকুন্দ-সঞ্জয় ভাগ্যবন্তের দুয়ারে ॥ ৬৩ ॥

বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি,—এই পঞ্চাবয়ব-ন্যায়-ক্রমে নিমাইর অধ্যাপন—

পক্ষ-প্রতিপক্ষ সূত্র-খণ্ডন-স্থাপন।
বাখানে অশেষরূপে শ্রীশচীনন্দন ॥ ৬৪ ॥

নিমাইর অধ্যাপনায় সরলবিপ্র মুকুন্দ-সঞ্জয়ের সুখ—

গোষ্ঠী-সহ মুকুন্দ-সঞ্জয় ভাগ্যবান্।
ভাসয়ে আনন্দে, মর্ম্ম না জানয়ে তান ॥ ৬৫ ॥

বিদ্যা-বিলাস-লীলাময় গৌর-নারায়ণ—

বিদ্যা জয় করিয়া ঠাকুর যায় ঘরে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে ॥ ৬৬ ॥

বায়ুরোগচ্ছলে প্রভুর অন্তর্দশায় প্রেম-বিকার-প্রকাশ—

একদিন বায়ু-দেহ-মান্দ্য করি' ছল।
প্রকাশেন প্রেমভক্তি-বিকার সকল ॥ ৬৭ ॥

ক্রোশন, লুণ্ঠন, হসনাদি উদ্দাম সাত্ত্বিক চেষ্টা—

আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে।
গড়াগড়ি যায়, হাসে, ঘর ভাঙ্গি' ফেলে ॥ ৬৮ ॥

বাহ্বাস্ফোটন ও লোককে দর্শনমাত্র প্রহার—

হুঙ্কার গর্জ্জন করে, মালসাট্ পূরে।
সম্মুখে দেখয়ে যারে, তাহারেই মারে ॥ ৬৯ ॥

স্তম্ভ ও মূর্চ্ছা-দর্শনে সকলের শঙ্কা—

ক্ষণে-ক্ষণে সর্ব্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি হয়।
হেন মূর্চ্ছা হয়, লোকে দেখি' পায় ভয় ॥ ৭০ ॥

নিমাইর ব্যাধি-নিবারণার্থ আত্মীয়-স্বজনগণের সমাগম—

শুনিলেন বন্ধুগণ বায়ুর বিকার।
ধাইয়া আসিয়া সভে করে প্রতিকার ॥ ৭১ ॥

বুদ্ধিমন্ত-খাঁ ও মুকুন্দ-সঞ্জয়ের আগমন—

বুদ্ধিমন্ত-খান আর মুকুন্দ-সঞ্জয়।
গোষ্ঠী-সহ আইলেন প্রভুর আলয় ॥ ৭২ ॥

প্রতি ঈর্ষা বা হিংসা-পরবশ হয়। মৎসর-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ অপরের বিদ্যা-গর্ব্ব শ্রবণ করিতে অভিলাষ করেন না। কিন্তু প্রভুর বিদ্যা মদ-দর্শনে তৎকালে সকলেই প্রীত হইতেন ॥৬১॥

হিন্দুবিদ্বেষী যবনেরও স্বাভাবিকী হিংসা-প্রবৃত্তি প্রভুতে প্রযুক্ত না হইয়া নির্ম্মল-প্রীতিতেই পর্য্যবসিত হইত। সকলের প্রতিই গৌরহরি বিশেষ বদান্যতার পরিচয় দিতেন ॥ ৬২ ॥

নিমাই-পণ্ডিত বাদ-প্রতিবাদ, বিষয়-নির্দ্দেশ, দোষযুক্ত প্রতিষ্ঠার নিরাকরণ এবং দোষনির্ম্মুক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহুরূপে শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করিতেন ॥ ৬৪ ॥

মায়িকবিদ্যা-গর্ব্বিত জনগণের দর্পহরণের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠনাথ সরস্বতীপতি বিশ্বম্ভর বিদ্যারসের প্রবাহ-দ্বারা সর্ব্ববিধ জড়তা ও কুণ্ঠতা ভাসাইয়া দিয়া সেইসকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন ॥ ৬৬ ॥

বদ্ধজীবের স্থূল-শরীরে বাত, পিত্ত ও কফ, এই ত্রিবিধ ধাতু বর্ত্তমান। ধাতুত্রয়ের কোন একটী দুইটী বা তিনটীর স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইলেই স্থূল-শরীরে বিকার বা রোগ উৎপন্ন হয়। শারীরিক-বিকারের সহিত মানসিক পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবি। মানস-শরীর যদিও সূক্ষ্ম, তথাপি অধুনা স্থূলশরীরের সহিত একীভূত থাকায় পরস্পর সাপেক্ষধর্ম্মবিশিষ্ট। 'শীঘ্র'-শব্দ গতির স্বাভাবিকত্ব অতিক্রম করিয়া আধিক্য সূচনা করে। যে-স্থলে গতির ন্যূনতার পরিচয়, সেস্থলে উহার মন্দতা লক্ষ্য করিয়া 'মান্দ্য'-শব্দের প্রয়োগ হয়। দেহে বায়ু অবস্থিত এবং উহার গতি-বিপর্য্যয়ে বাতব্যাধিসমূহের সমাবেশ। শ্রীগৌরসুন্দর ভগবৎসেবনের বৃত্তি লইয়া যে-সকল শুদ্ধসাত্ত্বিকবিকার-মুখে আশ্রয়জাতীয়-কৃষ্ণবিষয়িণী সেবা প্রদর্শন করিতেছিলেন, তাহা সাধারণ-লোকবোধ্য নহে জানিয়া বায়ুমান্দ্যভাবজনিত চিত্তবিকারের ছলনা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ের প্রেমভক্তিবিকারসমূহ মূঢ় ভগবদ্‌বিমুখ জনগণের প্রাকৃত বায়ুরোগ-ধারণার সহিত এক নহে। যে-সকল ব্যক্তি ভগবৎসেবায় সম্পূর্ণ বিমুখ, তাহারাই প্রাকৃত ঊনপঞ্চাশ-বায়ুবিকারের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মারাম অমল পরমহংসগণেরও

বিবিধ বায়ুপ্রকোপ-নিবারক তৈল-প্রয়োগ—

বিষ্ণুতৈল, নারায়ণতৈল দেন শিরে।
সভে করে প্রতিকার, যার যেন স্ফুরে ॥ ৭৩ ॥

স্বতন্ত্র ভগবানের স্বেচ্ছাময়ী লীলার বিরুদ্ধে বহিশ্চেষ্টায় তদভিনীত বায়ুব্যাধির উপশমাভাব—

আপন-ইচ্ছায় প্রভু নানা কর্ম্ম করে।
সে কেমনে সুস্থ হইবেক প্রতিকারে ॥ ৭৪ ॥

প্রভুর কম্প ও শব্দে সকলের শঙ্কা -

সর্ব্ব-অঙ্গে কম্প, প্রভু করে আস্ফালন।
হুঙ্কার শুনিয়া ভয় পায় সর্ব্বজন ॥ ৭৫ ॥

ঈশ্বর-ভাবে প্রভুর নিজ-ঈশ্বরত্ব বা বিশ্বম্ভরত্ব-কীর্ত্তন—

প্রভু বোলে,—"মুই সর্ব্ব-লোকের ঈশ্বর।
মুই বিশ্ব ধরোঁ, মোর নাম 'বিশ্বম্ভর' ॥ ৭৬ ॥
মুই সেই, মোরে ত' না চিনে কোন জনে।"
এত বলি' লড় দেই ধরে সর্ব্বজনে ॥ ৭৭ ॥

নিজ-ঈশ্বরত্ব-কীর্ত্তন সত্ত্বেও প্রভুর ইচ্ছায় সকলের তদীশ্বরত্বানুপলব্ধি—

আপনা' প্রকাশ প্রভু করে বায়ু-ছলে।
তথাপি না বুঝে কেহ তান মায়া-বলে ॥ ৭৮ ॥

নিমাইর বায়ুরোগ-দর্শনে নানা-লোকের নানা-মত—

কেহ বোলে,—"হইল দানব অধিষ্ঠান।"
কেহ বোলে,—"হেন বুঝি ডাকিনীর কাম ॥" ৭৯

নিমাইর নিরন্তর প্রলাপ-দর্শনে তদীয় বায়ুরোগাবধারণ—

কেহ বোলে,—"সদাই করেন বাক্য ব্যয়।
অতএব হৈল 'বায়ু',—জানিহ নিশ্চয় ॥" ৮০ ॥

তদীয় তত্ত্বানভিজ্ঞ মায়া-মুগ্ধ জনগণের নিদান ও চিকিৎসা-বিষয়ক নানা-বিচার—

এইমত সর্ব্বজনে করেন বিচার।
বিষ্ণু-মায়া-মোহে তত্ত্ব না জানিয়া তাঁর ॥ ৮১ ॥

নিমাইর দেহে ও শিরে বায়ুতৈল-ম্রক্ষণ ও অভ্যঞ্জন—

বহুবিধ পাক-তৈল সভে দেন শিরে।
তৈলদ্রোণে থুই তৈল দেন কলেবরে ॥ ৮২ ॥

আপনাকে বায়ুবিকার-গ্রস্তরূপে অভিনয়-প্রদর্শন—

তৈলদ্রোণে ভাসে প্রভু হাসে খলখল।
সত্য যেন মহাবায়ু করিয়াছে বল ॥ ৮৩ ॥

অতঃপর নিমাইর বহির্দ্দশা-প্রকটন—

এইমত আপন-ইচ্ছায় লীলা করি'।
স্বাভাবিক হৈলা প্রভু বায়ু পরিহরি' ॥ ৮৪ ॥

কাম্য পরম-চমৎকারময় কৃষ্ণপ্রেমবিকারকে নিজেদের ন্যায় বায়ুরোগ-বিকার বলিয়া মনে করেন ; উহাই ভগবদ্বিমুখের দণ্ড জানিতে হইবে ॥ ৬৭ ॥

অলৌকিক,—প্রাকৃত শব্দসমূহ সাধারণতঃ শ্রবণেন্দ্রিয় ও অন্য চারিপ্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। অন্য চারিপ্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয় যে-শব্দের ধারণা করিতে অসমর্থ, তাহাই 'অ-লৌকিক' শব্দ। অলৌকিক শব্দের প্রকাশে যে-প্রকার আঙ্গিক বিকারসমূহ উদিত হয়, তাহা সাধারণ-লোকবোধ্য নহে। 'বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়' -এই বাক্যটী এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচ্য। বৈষ্ণবের ভাষা, বৈষ্ণবের হৃদ্‌গত ভাব সাধারণ লৌকিক বিচারের গম্য নহে। "হরি-রসমদিরা-মদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশাম"—বৈষ্ণবের এই বাণী সাধারণ প্রাকৃত লোক বুঝিতে পারে না ॥

তৎকালে নবদ্বীপ-নগরে বুদ্ধিমন্ত-খান এবং মুকুন্দ-সঞ্জয় নামক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদ্বয় সকল বিষয়ে আঢ্য ও সমৃদ্ধ ছিলেন। ধনিলোকের গৃহে নানাবিধ ঔষধি ও চিকিৎসকগণ অবস্থান করিত। নিঃস্ব বা নিঃসম্বল জনগণ তাঁহাদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া ঔষধ পথ্যাদি লাভ করিতেন ॥ ৭২ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসপ্রদর্শন-মানসে যে-সকল প্রেমবিকার উদয় করিয়াছিলেন, তাহা বাহ্য ঔষধ-প্রয়োগে উপশম হইবার নহে। শারীর ও মানস রোগ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের উপর ক্রিয়া করে। সাত্ত্বিকবিকারাদি অনিত্য ও অচিৎ উপাধিদ্বয়ে ক্রিয়া-বিশিষ্ট হয় না। পরন্তু জীবাত্মার সেবোন্মুখী প্রবৃত্তিসমূহ—ভগবৎসমর্পিত অপ্রাকৃত দেহাদি-সাহায্যে প্রদর্শিত হয়। কৃত্রিম জড়শরীরগত বিকারের সহিত আত্মবিদ্‌গণের ভক্তিবিকার সম্পূর্ণ পৃথক্। মূঢ় জনগণ 'দেহে আত্মবুদ্ধি' করিয়া সাত্ত্বিক-বিকারাদি-প্রদর্শনের ছলনায় কৃত্রিমভাবে দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহের সঞ্চালনাদি-দ্বারা জড়প্রতিষ্ঠালাভের দুর্ব্বাসনা করে ॥ ৭৪ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়-

তদ্দর্শনে চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি ও পরস্পর উপহার-দান—

সর্ব্বগণে উঠিল আনন্দ-হরি-ধ্বনি।
কেবা কারে বস্ত্র দেয়,—হেন নাহি জানি ॥ ৮৫ ॥

বায়ুরোগোপশম-দর্শনে নিমাইর দীর্ঘজীবন-প্রার্থনা—

সর্ব্বলোকে শুনি' হইলা হরষিত।
সবে বোলে,—"জীউ, জীউ এ-হেন পণ্ডিত ॥"৮৬॥

তৎকৃপা ব্যতীত তত্ত্ব-বিনির্ণয়ে সকলের অসামর্থ্য—

এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তানে জানিতে পারে, যদি না জানায় ? ৮৭ ॥

বৈষ্ণবগণের নিমাইকে সংসারের অনিত্যত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক কৃষ্ণভজনে উপদেশ-দান—

প্রভুরে দেখিয়া সর্ব্ব-বৈষ্ণবের গণ।
সভে বোলে,—"ভজ, বাপ, কৃষ্ণের চরণ ॥ ৮৮ ॥
ক্ষণেকে নাহিক, বাপ, অনিত্য শরীর।
তোমারে কি শিখাইমু, তুমি মহাধীর ॥" ৮৯ ॥

বৈষ্ণবগণের বাক্যানুমোদনাভিবাদনান্তে নিমাইর অধ্যাপনারম্ভ—

হাসিয়া প্রভু সবারে করিয়া নমস্কার।
পড়াইতে চলে শিষ্য-সংহতি অপার ॥ ৯০ ॥

মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে নিমাই-পণ্ডিতের অধ্যাপনা—

মুকুন্দ-সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে।
পড়ায়েন প্রভু চণ্ডীমণ্ডপ-ভিতরে ॥ ৯১ ॥

বায়ুতৈলাক্ত-শিরে নিমাইর অধ্যাপনা—

পরম-সুগন্ধি পাক-তৈল প্রভু-শিরে।
কোন পুণ্যবন্ত দেয়, প্রভু ব্যাখ্যা করে ॥ ৯২ ॥

শিষ্যগণ-বেষ্টিত নিমাইপণ্ডিতের অধ্যাপনা—

চতুর্দ্দিকে শোভে পুণ্যবন্ত শিষ্যগণ।
মাঝে প্রভু ব্যাখ্যা করে জগৎজীবন ॥ ৯৩ ॥

তদবস্থ নিমাইর অতুলনীয়া শোভা ও উপমা—

সে-শোভার মহিমা ত' কহিতে না পারি।
উপমা দিবাও কিবা, না দেখি বিচারি' ॥ ৯৪ ॥

বদরিকাশ্রমে চতুঃসন-বেষ্টিত আদিকবি নারায়ণের বেদোদ্গান-লীলার পুনঃপ্রাকট্য—

হেন বুঝি যেন সনকাদি-শিষ্যগণে।
নারায়ণে বেড়ি' বৈসে বদরিকাশ্রমে ॥ ৯৫ ॥
তাঁ'সবারে লৈয়া যেন প্রভু সে পড়ায়।
হেন বুঝি সেই লীলা করে গৌর-রায় ॥ ৯৬ ॥
সেই বদরিকাশ্রমবাসী নারায়ণ।
নিশ্চয় জানিহ এই শচীর নন্দন ॥ ৯৭ ॥

শিষ্য-সহ গৌর-নারায়ণের বিদ্যা-বিলাস—

অতএব শিষ্য-সঙ্গে সেই লীলা করে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে ॥ ৯৮ ॥

মধ্যাহ্নে শিষ্যগণ-সহ গঙ্গাস্নান—

পড়াইয়া প্রভু দুই-প্রহর হইলে।
তবে শিষ্যগণ লৈয়া গঙ্গাস্নানে চলে ॥ ৯৯ ॥

গঙ্গাস্নানান্তে স্বগৃহে বিষ্ণুর পূজন—

গঙ্গাজলে বিহার করিয়া কতক্ষণ।
গৃহে আসি' করে প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজন ॥ ১০০ ॥

তুলসী-প্রদক্ষিণান্তে ভোজন—

তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি'।
ভোজনে বসিলা গিয়া বলি' 'হরিহরি' ॥ ১০১ ॥

জাতীয় ভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক যে-সকল বাক্য উচ্চারণ করিতেন, তাহাতে সাধারণ মূঢ় জনগণ তাঁহাকে বিষয়-জাতীয়-বিগ্রহাভিমানী বলিয়া ভ্রান্ত হন। আশ্রয়জাতীয় চিদভিমানে বিষয়ের সহিত এতাদৃশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান যে, বিষয়কে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় না। মোহন-মাদনাদি অবস্থায় অধিরূঢ়-মহাভাবে গোপীগণের এতাদৃশী চিত্তবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিতা আছে। 'সর্ব্বলোক'-শব্দে আশ্রয়-জাতীয়-বিচারে গৌরসুন্দরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এস্থলে, 'বিশ্ব'-শব্দে 'পরব্যোম গোলোক' বুঝিতে হইবে। গোলোক-বৈকুণ্ঠের পরিচ্ছিন্ন বিকৃত ভাব চতুর্দ্দশ-ভুবনে অল্পবিস্তর অনুভূত হইলেও প্রাপঞ্চিক বিশ্ব 'বৈকুণ্ঠ' নহে। গৌরসুন্দরই সকল-বিশ্বের একমাত্র পালক। আশ্রয়-জাতীয়-ভাবালম্বনে যে বিষয়বিগ্রহোচিত উক্তি দৃষ্ট হয়, তাহা বিষয়াশ্রয়ের জড়-ভেদ-পরিহারের উদ্দেশেই জানিতে হইবে। মায়া-মূঢ় কুযোগিগণ আপনাদিগকে 'অহংগ্রহোপাসক'রূপে প্রদর্শন করিয়া যে বিষম ভয়াবহ মায়াবাদ-হলাহল উদ্গীরণ

শচীমাতার নিজ-পুত্রবধূ সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী লক্ষ্মীপ্রিয়ার পরিবেশন ও পুত্র গৌর-বাসুদেবের ভোজন দর্শন—

লক্ষ্মী দেন অন্ন, খা'ন বৈকুণ্ঠের পতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণ্যবতী॥ ১০২॥

ভোজনান্তে গৌর-নারায়ণের শয়ন ও রমা-দেবী লক্ষ্মীপ্রিয়ার তৎপাদ-সম্বাহন—

ভোজন-অন্তরে করি' তাম্বূল চর্ব্বণ।
শয়ন করেন, লক্ষ্মী সেবেন চরণ॥ ১০৩॥

যোগনিদ্রান্তে গ্রন্থ-সহ অধ্যাপনার্থ গমন—

কতক্ষণ যোগনিদ্রা-প্রতি দৃষ্টি দিয়া।
পুনঃ প্রভু চলিলেন পুস্তক লইয়া॥ ১০৪॥

নিমাইর নগর-ভ্রমণ ও সকলকে সাদর সম্ভাষণ—

নগরে আসিয়া করে বিবিধ বিলাস।
সবার সহিত করে হাসিয়া সম্ভাষ॥ ১০৫॥

প্রভুর ভগবত্তায় অনভিজ্ঞ হইয়াও সকলের তৎপ্রতি সম্ভ্রম-বুদ্ধি—

যদ্যপি প্রভুর কেহ তত্ত্ব নাহি জানে।
তথাপি সাধ্বস করে দেখি' সর্ব্বজনে॥ ১০৬॥

নগরবাসীর দেবদুর্লভ গৌর-কৃষ্ণের দর্শন-সৌভাগ্য-লাভ—

নগরে ভ্রমণ করে শ্রীশচীনন্দন।
দেবের দুর্লভ বস্তু দেখে সর্ব্বজন॥ ১০৭॥

(১) তন্তুবায়-গৃহে নিমাইর গমন ও তন্তুবায়ের প্রণাম—

উঠিলেন প্রভু তন্তুবায়ের দুয়ারে।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তন্তুবায় নমস্করে॥ ১০৮॥

নিমাই-তন্তুবায়-সংবাদ—

"ভাল বস্ত্র আন",—প্রভু বোলয়ে বচন।
তন্তুবায় বস্ত্র আনিলেন সেইক্ষণ॥ ১০৯॥
প্রভু বোলে,—"এ বস্ত্রের কি মূল্য লইবা?"
তন্তুবায় বোলে,—"তুমি আপনে যে দিবা॥"১১
মূল্য করি' বোলে প্রভু,—"এবে কড়ি নাই।"
তাঁতি বোলে,—"দশে-পক্ষে দিও যে গোসাঞি
বস্ত্র লৈয়া পর' তুমি পরম-সন্তোষে।
পাছে তুমি কড়ি মোরে দিও সমাবেশে॥"১১২।

তন্তুবায়-প্রতি কৃপা-দৃষ্টি—

তন্তুবায়-প্রতি প্রভু শুভ-দৃষ্টি করি'।
উঠিলেন গিয়া প্রভু গোয়ালার পুরী॥ ১১৩॥

করেন, তাহা নিতান্ত হেয় ও ঘৃণ্য এবং গৌরসুন্দরের সম্পূর্ণ অননুমোদিত॥ ৭৬॥

শ্রীগৌরসুন্দর অতিরিক্ত অলৌকিক বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক জনগণের চিত্ত অধিকার করিবার প্রয়াস করিতেন; তজ্জন্য কোন কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রভুর অত্যধিকমাত্রায় বাক্য-ব্যয় লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রেমবিকারকে বায়ুবৃদ্ধিজনিত বিকার বলিয়া স্থির করিলেন॥ ৮০॥

পাকতৈল,—বায়ু-রোগহর বিবিধ ভেষজের সহিত পক্ব তৈল, 'কবিরাজী তৈল'।

তৈল-দ্রোণ,—আকণ্ঠমজ্জন-যো[illegible]পূর্ণ কাষ্ঠনির্ম্মিত বৃহৎ পাত্র, 'তেলের পিপা'॥ ৮২॥

জীউ জীউ,—(প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যবহৃত), সংস্কৃত 'জীবতু' 'জীবতু'-পদের অপভ্রংশ, 'জীবিত থাকুক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ॥ ৮৬॥

জগৎজীবন,—গৌরসুন্দর—চিৎ ও অচিৎ, সমগ্র-জগতের প্রাণস্বরূপ। গৌরবিমুখ জনগণ প্রাণহীন জগতের অন্তর্গত। গৌরভক্তগণই সমগ্র-জগতে তাঁহাদের প্রভুর কৃপা লক্ষ্য করেন। গৌরকৃপা-হীন জনগণ—জীবচ্ছব বা শ্বসচ্ছব মৃতকের সদৃশ,—চেতনময় জীব হইয়াও অচেতনের পূজক॥ ৯৩॥

বদরিকাশ্রম,—হরিদ্বার ও হৃষীকেশ অতিক্রম করিয়া হিমালয়-প্রদেশের সুদূর উত্তরাংশে অলকানন্দা-নদীর পশ্চিম-তীরে এবং কুমায়ুন ও গড়ওআল-জেলার সম্মিলিত পর্ব্বত-ময় প্রান্তদেশে অবস্থিত। তথায় বদরীনারায়ণের (নর-নারায়ণের) আশ্রম বর্ত্তমান। শ্রীনারায়ণের ব্যাস-সনকাদি-শিষ্য-সম্প্রদায় তথায় ভগবদ্ভজনে রত। তাঁহারা ইহ-জগতে পার্ষদরূপে নারায়ণের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত॥ ৯৫॥

প্রভুর গৃহে একটী বিষ্ণুমন্দির ছিল। তথায় তিনি বিষ্ণু-শিলা-বিগ্রহের শ্রীকৃষ্ণ-বিচারে পূজা করিতেন॥ ১০০॥

যোগনিদ্রা,—আত্মানুভূতি-লক্ষণই 'যোগ'; আত্মা-নুভূতি-কালে (ভক্তপক্ষে) বাহ্য অনুভূতি বিলুপ্ত হয় (অথবা ভগবৎপক্ষে, প্রপঞ্চে প্রকটিত লীলা অপ্রকাশিত থাকে) বলিয়া উহাকে নিদ্রার সহিত তুলনা করা হইয়াছে (—বিষ্ণু-

(২) গোপ-গৃহে গিয়া দ্বিজরাজ নিমাইর কৌতুক-বাক্য—

বসিলেন মহাপ্রভু গোপের দুয়ারে।
ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে প্রভু পরিহাস করে ॥ ১১৪ ॥

নিমাই-গোপগণ-সংবাদ—

প্রভু বোলে,—"আরে বেটা! দধি দুগ্ধ আন'।
আজি তোর ঘরের লইমু মহাদান॥" ১১৫ ॥
গোপবৃন্দ দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন।
সম্ভ্রমে দিলেন আনি' উত্তম আসন ॥ ১১৬ ॥
প্রভু-সঙ্গে গোপগণ করে পরিহাস।
'মামা মামা' বলি' সবে করয়ে সম্ভাষ ॥ ১১৭ ॥
কেহ বোলে,—"চল, মামা, ভাত খাই গিয়া।"
কোন গোপ কান্ধে করি' যায় ঘরে লৈয়া ॥১১৮॥
কেহ বোলে,—"যত ভাত ঘরের আমার।
পূর্ব্বে যে খাইলা, মনে নাহিক তোমার?" ১১৯॥

শুদ্ধসরস্বতী-কর্তৃক গৌর-তত্ত্বৈশ্বর্য্যানভিজ্ঞ গোপের পরিহাস-বাক্যের যাথার্থ্য-জ্ঞাপন, নিমাইর হাস্য—

সরস্বতী সত্য কহে, গোপ নাহি জানে।
হাসে মহাপ্রভু গোপগণের বচনে ॥ ১২০ ॥

নিমাইকে গোপগণের নানাবিধ দুগ্ধজাত নৈবেদ্য-সমর্পণ—

দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, সর, সুন্দর নবনী।
সন্তোষে প্রভুরে সব গোপ দেয় আনি' ॥১২১॥

(৩) গন্ধবণিক্-গৃহে নিমাইর গমন—

গোয়ালা-কুলেরে প্রভু প্রসন্ন হইয়া।
গন্ধবণিকের ঘরে উঠিলেন গিয়া ॥ ১২২ ॥

গন্ধবণিকের প্রণাম; নিমাই-গন্ধবণিক্-সংবাদ—

সম্ভ্রমে বণিক্ করে চরণে প্রণাম।
প্রভু বোলে,—"আরে ভাই, ভাল গন্ধ আন'॥"

পুরাণের শ্রীধরস্বামি-কৃত 'স্বপ্রকাশ'নাম্নী টীকা); 'যোগমায়াই 'যোগনিদ্রা', যেহেতু তিনি নিদ্রার ন্যায় সকলের চেতনবৃত্তি হরণ করিয়া থাকেন' (—তোষণী); 'ভগবানের যোগনিদ্রাধিষ্ঠাত্রী শক্তি' (—বীররাঘব) ॥ ১০৪ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর দেব-দর্শনের অন্তর্গত বস্তুও নহেন। স্বর্গবাসী দেবগণ—প্রপঞ্চান্তর্গত ব্যাহৃতিত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত উন্নত জীবমাত্র। এই উন্নতি নশ্বর-কালাভ্যন্তরে নশ্বর-প্রতীতিমূলে অবস্থিতা অর্থাৎ 'নিত্যা' নহে। বিষ্ণুপরতত্ত্ব গৌর-কৃষ্ণ দেবগণেরও দৃশ্যবস্তু নহেন বলিয়া সুদুর্লভ,—তিনি অসীম-কৃপা-পরবশ হইয়া অতি-সৌভাগ্যবান জনগণের গোচরেই প্রকটিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাকে জড়ের অন্যতম বস্তুজ্ঞানে তাঁহার সহিত বিরোধ করেন না। আবার, ভাগ্যহীন জনগণ তাঁহাকে সেরূপভাবে দেখিতে পায় না। প্রাকৃত-বুদ্ধিই ঐসকল ব্যক্তির দৃষ্টিকে ভগবদ্দর্শন-কার্য্যে বাধা প্রদান করে, সুতরাং তাহারা ভগবদ্দর্শন করিয়াও পুণ্য লাভ করে মাত্র ॥ ১০৭ ॥

তন্তুবায়,—তন্তু (সূত্র, অথবা তাঁত অর্থাৎ বয়ন-যন্ত্র)—বে-ধাতু (বয়ন করা) + অন্, সূত্রদ্বারা বয়নকারী, চলিত-কথায় 'তাঁতি'।

তন্তুবায়ের দুয়ারে,—'দুয়ার'-শব্দ—সংস্কৃত 'দ্বার'-শব্দের প্রাকৃত অপভ্রংশ। বর্ত্তমান বামনপুকুর-গ্রামের যে অংশ আজও তাঁতিপাড়া-নামে বিখ্যাত, তৎকালে তথায় তন্তুবায়-গণের গৃহ ছিল। মৃত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ি বা তাঁহার দৌহিত্র ফণীভূষণ আপনাদিগকে মহাপ্রভুর সমকালীন তন্তুবায়-বংশ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং রামচন্দ্রপুর ও বারগোরার ঘাটে আপনাদিগের পূর্ব্বনিবাস স্থাপন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের সহিত মহাপ্রভুর সমকালীন নবদ্বীপবাসী তন্তুবায়গণের কোনও সম্পর্ক নাই। প্রাচীন-নবদ্বীপের কাংস্যবণিগ্‌বংশীয় অধস্তনগণ আজও কুলিয়ায় বাস করিয়া ষষ্ঠী-পূজার্থ বামনপুকুরের নিকটবর্ত্তী অধুনা খাল্‌সে-পাড়ায় সুপ্রাচীনা সীমন্তিনী-দেবীর নিকট পূজা করিতে আসেন। সুতরাং প্রাচীন-নবদ্বীপের সংস্থান বারগোরার ঘাট রামচন্দ্রপুর বা সাতকুলিয়া প্রভৃতি স্থানে হইতে পারে না। বারগোড়ার ঘাট ও কুলিয়ার তন্তুবায়-সমাজের সহিত প্রভুর সমকালীন প্রাচীন তন্তুবায়-সমাজ কখনও এক নহে। প্রভুর সমকালীন তন্তুবায়-বংশ আজও প্রভুর বিরোধী নহেন, কিন্তু কুলিয়া-নিবাসী কোন কোন তন্তুবায়-বংশ্য প্রভুর দোহাই দিয়া শাক্তেয়মতবাদ-স্থাপন-কল্পে বৃথা বিতর্ক উপস্থাপন করে ॥১০৮

দশে-পক্ষে,—দশদিন বা পনরদিন পরে ॥ ১১১ ॥

সমাবেশে,—সংস্থান, সংগ্রহ বা যোগাড় করিয়া ॥১১২॥

দিব্য-গন্ধ বণিক্ আনিল ততক্ষণ।
"কি মূল্য লইবা?" বোলে শ্রীশচীনন্দন ॥১২৪॥
বণিক্ বোলয়ে,—"তুমি জান', মহাশয়!
তোমা'স্থানে মূল্য কি নিতে যুক্ত হয়? ১২৫ ॥
আজি গন্ধ পরি' ঘরে যাহ ত' ঠাকুর!
কালি যদি গা'য়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর ॥ ১২৬ ॥
ধুইলেও যদি গা'য়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে।
তবে কড়ি দিও মোরে, যেই চিত্তে পড়ে ॥" ১২৭

নিমাইর অঙ্গে গন্ধ-বিলেপন—

এত বলি' আপনে প্রভুর সর্ব্ব-অঙ্গে।
গন্ধ দেয় বণিক্ না জানি কোন্ রঙ্গে ॥ ১২৮ ॥

সকলেই সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মস্বরূপ প্রভুরূপাকৃষ্ট—

সর্ব্বভূত-হৃদয়ে আকর্ষে সর্ব্ব মন।
সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ নহে কোন্ জন? ১২৯ ॥

(৪) মালাকার-গৃহে নিমাইর গমন—

বণিকেরে অনুগ্রহ করি' বিশ্বম্ভর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু মালাকার-ঘর ॥ ১৩০ ॥

নিমাইকে মালাকারের অভ্যর্থনা ও প্রণাম—

পরম-অদ্ভুত রূপ দেখি' মালাকার।
আদরে আসন দিয়া করে নমস্কার ॥ ১৩১ ॥

নিমাই-মালাকার-সংবাদ—

প্রভু বোলে,—"ভাল মালা দেহ', মালাকার!
কড়ি-পাতি লগে কিছু নাহিক আমার ॥" ১৩২ ॥
সিদ্ধপুরুষের-প্রায় দেখি' মালাকার।
মালী বোলে,—"কিছু দায় নাহিক তোমার ॥"

নিমাইর অঙ্গে মালাকারের মাল্য-প্রদান—

এত বলি' মালা দিল প্রভুর শ্রীঅঙ্গে।
হাসে মহাপ্রভু সর্ব্ব-পড়ুয়ার সঙ্গে ॥ ১৩৪ ॥

পুরী,—পুর+ঈপ্ (স্ত্রী), ভবন, পল্লী, নগরী।

গোয়ালার পুরী,—বর্ত্তমান স্বরূপগঞ্জ বা গাদিগাছা ও মহেশগঞ্জের একাংশ ॥ ১১৪ ॥

'মামা মামা' বলি',—গোপগণ নিমাইকে মাতুল বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। বঙ্গদেশে হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা ব্রাহ্মণেতর জাতিমাত্রেই স্বীকার করেন। তজ্জন্য অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব জনগণকে ব্রাহ্মণেতর অপর জাতি অদ্যাপি 'দাদাঠাকুর' বলিয়া সম্বোধন করেন। গোপমাতৃগণ নিমাইকে দাদাঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিতে অভ্যস্ত থাকায় তাঁহাদের তনয় গোপগণ মাতৃবর্গের সম্ভাষণ-বিচারানুসারে নিমাইকে 'মামা' বলিয়া মধুর সম্বোধন করিলেন। নিমাই গোপদিগকে 'বেটা' অর্থাৎ 'পুত্র বা বৎস' বলিয়া সম্বোধন করায় তাঁহারা তাঁহার পুত্রস্থানীয় ছিলেন। প্রভু যেরূপ ভৃত্য-সন্নিধানে আব্দার করিয়া খাদ্যাদি [illegible] করে, মহাপ্রভুও তদ্রূপ গোপদিগের নিকট মহা-দান বা বৃহৎ দান প্রার্থনা বা বাঞ্ছা করায় তাহারা অত্যন্ত আত্মীয়তা-সূত্রে সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ দান নিজেদের পাচিত অন্ন প্রদান করিবার জন্য রহস্য করিয়াছিল। দুগ্ধ হইতে খাদ্য-নির্ম্মাণই গোপগণের ব্যবসায় বা বৃত্তি। গোপবালকগণের মাতৃবর্গ তাহাদিগকে অতি-শৈশবকালে স্বীয় স্তন্য-দুগ্ধাদি পান করাইয়া পরে পক্বান্নাদি কঠিন-বস্তু ভোজন করাইয়াছিল বলিয়া তাহারাও দুগ্ধ, দধি, ছানা, ঘৃত, ননী প্রভৃতি শিশুচিত কোমল খাদ্য অপেক্ষা পক্বান্নাদি চর্ব্ব্য খাদ্য ভোজন করাইবার রহস্যজনক প্রস্তাব করিয়াছিল ॥ ১১৭-১১৮ ॥

গোপগণ অনুমান করিলেন যে, নিমাই পূর্ব্বে তদীয় কৃষ্ণলীলায় গোপগৃহে অন্নাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিমাইর প্রতি তাঁহাদের এই অনুমান যথার্থ বাস্তব-সত্যই হইয়াছিল। তচ্ছ্রবণে নিজ-হৃদয়ের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া প্রভু ঈষৎ হাস্য করিলেন। সরলমতি গোপগণের অজ্ঞান-সত্ত্বেও শুদ্ধা সরস্বতী-দেবী স্বয়ংই তাঁহাদের মুখোচ্চারিত বাণীরূপে তাঁহাদের জিহ্বায় তাদৃশী সত্যোক্তির অবতারণা করাইয়াছিলেন ॥ ১২০ ॥

মালাকার,—পুষ্পমাল্য নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা ব্যবসায়-কারী পুষ্পাজীব বা পুষ্পজীবী, চলিত-কথায় 'মালী' ॥১৩০॥

কড়ি-পাতি,—সংস্কৃত কপর্দ্দক-শব্দ হইতে 'কড়ি' এবং সংস্কৃত 'পাত্রী'-শব্দ হইতে 'পাতি'-শব্দ নিষ্পন্ন; পয়সা-কড়ি, খরচ-পত্র অর্থাৎ অর্থাদি ॥ ১৩২ ॥

তাম্বূলী,—চলিত-কথায় 'তামুলি', তাম্বূলের (পাণের) খিলি-ব্যবসায়ী ॥ ১৩৫ ॥

ছারের,—তুচ্ছ, হেয়, অধম-জনের ॥ ১৩৭ ॥

(৫) তাম্বূলী-গৃহে নিমাইর গমন—

মালাকার-প্রতি প্রভু শুভ-দৃষ্টি করি'।
উঠিলা তাম্বূলী-ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ১৩৫ ॥

নিমাইকে কৃষ্ণ-জ্ঞানে তাম্বূলীর অভিনন্দন ও প্রণাম—

তাম্বূলী দেখয়ে রূপ মদনমোহন।
চরণের ধূলি লই' দিলেন আসন ॥ ১৩৬ ॥

নিমাই-তাম্বূলী-সংবাদ—

তাম্বূলী বোলয়ে,—"বড় ভাগ্য সে আমার।
কোন্ ভাগ্যে আইলা আমা'-ছারের দুয়ার ॥"১৩৭
এত বলি' আপনেই পরম-সন্তোষে।
দিলেন তাম্বূল আনি', প্রভু দেখি' হাসে ॥১৩৮॥
প্রভু বোলে,—"কড়ি বিনা কেনে গুয়া দিলা ?"
তাম্বূলী বোলয়ে,—"চিত্তে হেনই লইলা ॥"১৩৯
হাসে প্রভু তাম্বূলীর শুনিয়া বচন।
পরম-সন্তোষে করে তাম্বূল চর্ব্বণ ॥ ১৪০ ॥

নিমাইকে বিনা-মূল্যে তাম্বূলোপকরণ-প্রদান—

দিব্য পর্ণ, কর্পূরাদি যত অনুকূল।
শ্রদ্ধা করি' দিল, তার নাহি নিল মূল ॥ ১৪১ ॥

নিমাইর নগর-ভ্রমণ—

তাম্বূলীরে অনুগ্রহ করি' গৌর-রায়।
হাসিয়া হাসিয়া সর্ব্ব-নগরে বেড়ায় ॥ ১৪২ ॥

দ্বিতীয়-মথুরা-স্বরূপ বহুজনাকীর্ণ নবদ্বীপ—

মধুপুরী-প্রায় যেন নবদ্বীপ-পুরী।
একো জাতি লক্ষ-লক্ষ কহিতে না পারি ॥ ১৪৩ ॥

ভগবদিচ্ছা-পূরণার্থ নবদ্বীপ পূর্ব্বেই সর্ব্বসম্পৎপূর্ণ—

প্রভুর বিহার লাগি' পূর্ব্বেই বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি' থুইলেন তথা ॥ ১৪৪ ॥

কৃষ্ণের মথুরা-ভ্রমণ-লীলার ন্যায় নিমাইর নবদ্বীপ-ভ্রমণ—

পূর্ব্বে যেন মধুপুরী করিলা ভ্রমণ।
সেই লীলা করে এবে শচীর নন্দন ॥ ১৪৫ ॥

গুয়া,—সংস্কৃত গুবাক্-শব্দের সংক্ষিপ্ত অপভ্রংশ, সুপারি।

পর্ণ,—চলিত-কথায় 'পাণ', তাম্বূল-পত্র।

অনুকূল,—তাম্বূল-পত্রকে সুখাদ্য করিবার উপযোগি উপকরণ বা মসালা। মূল,—মূল্য ॥ ১৪১ ॥

শঙ্খবণিক,—চলিত-কথায় 'শাঁখারি' ॥ ১৪৬ ॥

দায়,—(দা+ঘঞ্), ক্ষতি, ক্ষোভ, 'গরজ' ॥ ১৪৯ ॥

সর্ব্বজান,—চলিত-কথায় সব্জান্তা, বিষ্ণুমন্ত্রসিদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, ত্রিকালবিৎ ॥ ১৫৪ ॥

শঙ্খ,—পাঞ্চজন্য শঙ্খ; চক্র,—সুদর্শন-চক্র; গদা,—কৌমুদকী-গদা; পদ্ম,—শ্রীবাস। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—প্রকৃতি-খণ্ডে ১৪ অঃ—"দদর্শ হরিং ** । শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারিণঞ্চ চতুর্ভুজম্। নবীন-নীরদ-শ্যামসুন্দরং সুমনোহরম্ ॥"

শ্রীবৎস,—শ্রীবিষ্ণুর উপাঙ্গ,—বিষ্ণু-বক্ষঃস্থ শুক্লবর্ণ দক্ষিণাবর্ত্ত-রোমাবলী। মতান্তরে,—"শ্রীবৎসো হৃৎসঙ্গত-মণিবিশেষঃ কৌস্তুভবদিতি কৃষ্ণদাসঃ" ইতি অমরকোষ-টীকায় ভরত-বাক্য।

কৌস্তুভ,—শ্রীবিষ্ণুর উপাঙ্গ,—বিষ্ণুবক্ষঃস্থ মণিশ্রেষ্ঠ; ভাগবতামৃতে,—'কৌস্তুভস্ত মহাতেজাঃ কোটি-সূর্য্য-সমপ্রভঃ ইদং কিমুত বক্তব্যং প্রদীপাদপি-দীপ্তিমান্ ॥" কোষকার হেমচন্দ্র বলেন,—"শঙ্খোঽস্য পাঞ্চজন্যোঽঙ্কঃ শ্রীবৎসোঽসিস্ত নন্দকঃ। গদা কৌমুদকী চাপং শার্ঙ্গং চক্রং সুদর্শনঃ ॥ মণিঃ স্যমন্তকো হস্তে ভুজমধ্যে তু কৌস্তুভঃ ॥" ১৫৭ ॥

যন্ত্রগীত,—বাদ্যযন্ত্রসংযোগে গান।

শ্রীধরের মন্দির,—শরডাঙ্গা-গ্রামের নিকট মায়াপুরের একপ্রান্তে এবং চাঁদকাজীর সমাধির একমাইল পূর্ব্বদিকে ডেঙ্গামাঠের উপর অবস্থিত; উহার নিকটে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে ॥ ১৭৮ ॥

বাকোবাক্য,—কথাবার্ত্তা, কথোপকথন ॥ ১৮০ ॥

ব্যবসায়,—ব্যবহার, আচরণ, স্বভাব।

উদ্ধতের-প্রায়,—বাহিরে চাঞ্চল্যাত্মক ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিয়া, প্রকৃত-প্রস্তাবে জীবমঙ্গলোদ্দেশে সেবা-গ্রহণ ॥১৮২॥

শ্রীনারায়ণ—সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এবং অনন্ত ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারী। শ্রীনারায়ণের সেবক নিজ-প্রভুর সম্পত্তিতেই অধিকারী হইয়া প্রপঞ্চে কিপ্রকারে অভাব-ক্লিষ্ট থাকেন, প্রভু নিজভৃত্য শ্রীধরকে পরীক্ষা করিবার জন্য ঐরূপ প্রশ্ন করিলেন। স্বীয় বিরূপের অভাব-মোচনকল্পে বা স্বেন্দ্রিয়-তোষণ ও স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে শাক্তেয়-মতবাদিগণ শ্রীনারায়ণের চরণে জল-তুলসী প্রভৃতি প্রদান করিয়া প্রাকৃত ভোগৈশ্বর্য্য বা

(৬) শঙ্খবণিক্-গৃহে নিমাইর গমন ও বণিকের প্রণাম—

তবে গৌর গেলা শঙ্খবণিকের ঘরে।
দেখি' শঙ্খবণিক্ সম্ভ্রমে নমস্করে ॥ ১৪৬ ॥

শঙ্খবণিকের প্রতি নিমাইর উক্তি—

প্রভু বোলে,—"দিব্য শঙ্খ আন' দেখি ভাই!
কেমনে বা লৈমু শঙ্খ, কড়ি-পাতি নাই ॥" ১৪৭ ॥

নিমাইকে শঙ্খবণিকের উত্তমশঙ্খ-প্রদান—

দিব্য শঙ্খ শাঁখারি আনিয়া সেইক্ষণে।
প্রভুর শ্রীহস্তে দিয়া করিল প্রণামে ॥ ১৪৮ ॥

নিমাইর প্রতি শঙ্খবণিকের উক্তি—

"শঙ্খ লই' ঘরে তুমি চলহ, গোসাঞি!
পাছে কড়ি দিও, না দিলেও দায় নাই ॥" ১৪৯

শঙ্খবণিকের প্রতি প্রভুর কৃপা-দৃষ্টি—

তুষ্ট হৈয়া প্রভু শঙ্খবণিকের বচনে।
চলিলেন হাসি' শুভ-দৃষ্টি করি' তানে ॥ ১৫০ ॥

(৭) সর্ব্ব-নগরবাসি-গৃহে নিমাইর ভ্রমণ —

এইমত নবদ্বীপে যত নগরিয়া।
সবার মন্দিরে প্রভু বুলেন ভ্রমিয়া ॥ ১৫১ ॥
সেই ভাগ্যে অদ্যাপি নাগরিকগণ।
পায় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের চরণ ॥ ১৫২ ॥

(৮) সর্ব্বজ্ঞের গৃহে নিমাইর গমন—

তবে ইচ্ছাময় গৌরচন্দ্র ভগবান্।
সর্ব্বজ্ঞের ঘরে প্রভু করিলা পয়ান ॥ ১৫৩ ॥

সর্ব্বজ্ঞের প্রণাম—

দেখিয়া প্রভুর তেজ সেই সর্ব্বজান।
বিনয়-সম্ভ্রম করি' করিলা প্রণাম ॥ ১৫৪ ॥

নিমাইর পূর্ব্ব-যুগীয় স্ব-পরিচয়-জিজ্ঞাসা—

প্রভু বোলে,—"তুমি সর্ব্বজান ভাল শুনি।
বোল দেখি, অন্য-জন্মে কি ছিলাঙ আমি?"১৫৫॥

তদুত্তরে সর্ব্বজ্ঞের স্বীয় ইষ্টমন্ত্র-জপ ও ধ্যানস্থ হইয়া দর্শন—

"ভাল" বলি' সর্ব্বজ্ঞ সুকৃতি চিন্তে মনে।
জপিতে গোপাল-মন্ত্র দেখে সেইক্ষণে ॥ ১৫৬ ॥

সর্ব্বজ্ঞের (১) দ্বাপর-যুগে শ্রীকৃষ্ণজন্ম দর্শন—

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুর্ভুজ শ্যাম।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বক্ষে মহাজ্যোতির্ধাম ॥ ১৫৭ ॥

কারাগৃহে বসুদেব-দেবকী-কর্ত্তৃক ভগবৎস্তুতি-দর্শন —

নিশাভাগে প্রভুরে দেখেন বন্দি-ঘরে।
পিতা-মাতা দেখয়ে সম্মুখে স্তুতি করে ॥ ১৫৮ ॥

বসুদেবের গোকুলে আসিয়া যশোদা-গৃহে কৃষ্ণকে সংস্থাপন-দর্শন—

সেইক্ষণে দেখে,—পিতা পুত্রে লই' কোলে।
সেই রাত্রে থুইলেন আনিয়া গোকুলে ॥ ১৫৯ ॥

পুনরায় প্রভুকে যশোদাস্তনন্ধয়-রূপে দর্শন—

পুনঃ দেখে,—মোহন দ্বিভুজ দিগম্বরে।
কটিতে কিঙ্কিণী, নবনীত দুই-করে ॥ ১৬০ ॥

প্রভুতে স্বীয় অনুধ্যাত অভীষ্টদেবের লক্ষণ-দর্শন—

নিজ-ইষ্টমূর্ত্তি যাহা চিন্তে অনুক্ষণ।
সর্ব্বজ্ঞ দেখয়ে সেইসকল লক্ষণ ॥ ১৬১ ॥

পুনরায় প্রভুকে গোপীজনবল্লভ-রূপে দর্শন—

পুনঃ দেখে ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন।
চতুর্দ্দিকে যন্ত্র-গীত গায় গোপীগণ ॥ ১৬২ ॥

ধ্যানান্তে চক্ষুরুন্মীলন ও গৌর-রূপ-দর্শনে পুনর্ধ্যান—

দেখিয়া অদ্ভুত, চক্ষু মেলে সর্ব্বজান।
গৌরাঙ্গে চাহিয়া পুনঃপুনঃ করে ধ্যান ॥ ১৬৩ ॥

নিমাইর স্বরূপ-পরিচয়-প্রদর্শনার্থ স্বীয় ইষ্টদেব গোপালের প্রতি সর্ব্বজ্ঞের প্রার্থনা—

সর্ব্বজ্ঞ কহয়ে,—"শুন, শ্রীবালগোপাল!
কে আছিলা দ্বিজ এই, দেখাও সকাল ॥" ১৬৪ ॥

অভ্যুদয়রূপ প্রেয় লাভ করেন বটে, কিন্তু শ্রেয়োলাভ করেন না। পরন্তু সর্ব্বাত্মারা নারায়ণাশ্রিতপদ দাসগণ ঐকান্তিক-সেবা-বুদ্ধিতে ঐহিক বা পারত্রিক কোনপ্রকার সেবার বিনিময় গ্রহণ করেন না। তাদৃশ বৈষ্ণবত্বের আদর্শ-প্রদর্শন-কল্পে বৈকুণ্ঠাগত ভগবৎপার্ষদসমূহ নানাবিধ অভাবের লীলা প্রদর্শন করেন। তাহাতে তাঁহাদের কোনও ক্লেশের অনুভূতি হয় না। "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ"—এই বিচারই তাঁহাদের চিত্তে প্রবল। ভগবানের নিকট তাঁহারা নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। কিন্তু মূঢ়গণ বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত প্রাপঞ্চিক-দৃষ্টিতে বৈষ্ণব-

(২) ত্রেতা-যুগে যোদ্ধবেশী শ্রীরাঘব-রূপ-দর্শন—

তবে দেখে,—ধনুর্দ্ধর দুর্ব্বাদল-শ্যাম।
বীরাসনে প্রভুরে দেখয়ে সর্ব্বজান॥ ১৬৫॥

(৩) সত্যযুগে দন্তদ্বারা জলমগ্ন-ভূ-ধারণকারি-শ্রীবরাহ রূপ-দর্শন—

পুনঃ দেখে প্রভুরে প্রলয়জল-মাঝে।
অদ্ভুত বরাহ-মূর্ত্তি, দন্তে পৃথ্বী সাজে॥ ১৬৬॥

(৪) হিরণ্যকশিপু-বিদারক অথচ প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়ী শ্রীনৃসিংহ-রূপ-দর্শন—

পুনঃ দেখে প্রভুরে নৃসিংহ-অবতার।
মহা-উগ্র-রূপ ভক্তবৎসল অপার॥ ১৬৭॥

(৫) বলিরাজ-বঞ্চক শ্রীবামন-রূপ-দর্শন—

পুনঃ দেখে তাঁহারে বামন-রূপ ধরি'।
বলি-যজ্ঞ ছলিতে আছেন মায়া করি'॥ ১৬৮॥

(৬) বেদোদ্ধারণ শ্রীমৎস্য-রূপ-দর্শন—

পুনঃ দেখে,—মৎস্য রূপে প্রলয়ের জলে।
করিতে আছেন জলক্রীড়া কুতুহলে॥ ১৬৯॥

(৭) লাঙ্গলী শ্রীবলরাম রূপ-দর্শন—

সুকৃতি সর্ব্বজ্ঞ পুনঃ দেখয়ে প্রভুরে।
মত্ত হলধর-রূপ শ্রীমুষল করে॥ ১৭০॥

(৮) বলরাম-সুভদ্রা-বেষ্টিত শ্রীপুরুষোত্তম-রূপ-দর্শন—

পুনঃ দেখে জগন্নাথ-মূর্ত্তি সর্ব্বজান।
মধ্যে শোভে সুভদ্রা, দক্ষিণে বলরাম॥ ১৭১॥

বিবিধাবতার-লীলা-দর্শন ও বিষ্ণুমায়া-মুগ্ধ গণকের প্রভু-তত্ত্বাবধারণে অসামর্থ্য—

এইমত ঈশ্বর তত্ত্ব দেখে সর্ব্বজান।
তথাপি না বুঝে কিছু,—হেন মায়া তান॥১৭২॥

নিমাই-সম্বন্ধে গণকের মনে-মনে নানা-বিচার—

চিন্তয়ে সর্ব্বজ্ঞ মনে হইয়া বিস্মিত।
"হেন বুঝি,—'এ ব্রাহ্মণ মহা-মন্ত্রবিৎ॥ ১৭৩॥
অথবা দেবতা কোন আসিয়া কৌতুকে।
পরীক্ষিতে' আমারে বা ছলে' বিপ্ররূপে॥১৭৪॥
অমানুষি তেজ দেখি' বিপ্রের শরীরে।
'সর্ব্বজ্ঞ' করিয়া কিবা কদর্থে আমারে?" ১৭৫॥

সহাস্যে নিমাইর সর্ব্বজ্ঞকে আত্মপরিচয়-জিজ্ঞাসা—

এতেক চিন্তিতে প্রভু বলিলা হাসিয়া।
"কে আমি, কি দেখ, কেনে না কহ ভাঙ্গিয়া?"

সর্ব্বজ্ঞের অপরাহ্ণে তদুত্তর-প্রদানে সম্মতি-দান—

সর্ব্বজ্ঞ বোলয়ে,—"তুমি চলহ এখনে।
বিকালে কহিমু মন্ত্র জপি' ভাল-মনে॥" ১৭৭॥

অতঃপর (৯) শ্রীধর-গৃহে নিমাইর গমন—

"ভাল ভাল" বলি' প্রভু হাসিয়া চলিলা।
তবে প্রিয়-শ্রীধরের মন্দিরে আইলা॥ ১৭৮॥

স্বীয় প্রিয়ভক্ত শ্রীধরপ্রতি নিমাইর প্রীতি—

শ্রীধরেরে প্রভু বড় প্রসন্ন অন্তরে।
নানা ছলে আইসেন প্রভু তান ঘরে॥ ১৭৯॥

গণকে নানা প্রকার অভাবগ্রস্ত বলিয়া জ্ঞান করেন। শ্রীধর-বিপ্র বা শুদ্ধভক্তগণ অর্থের অভাবে সাধারণজনগণের ন্যায় ভোজন ও আচ্ছাদনের উৎকৃষ্ট ভোগ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে অসমর্থ বলিয়া পরিদৃষ্ট হওয়ায় আধ্যক্ষিক-দৃষ্টিতে স্বভাবতঃ এইরূপ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। শ্রীধর ও শ্রীগৌরসুন্দরের সংবাদে এই কথাই সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে॥ ১৮৪॥

নিমাইর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীধর বলিলেন,—অন্ন-বস্ত্রা ভাবে আমার কোনও ক্লেশই নাই। আমি একেবারে উপবাস করিয়া থাকি না, কিছু না কিছু আহার করি। উৎকৃষ্ট ও নূতন পরিধেয় বসন না পাইলেও আমি জীর্ণবসনাদি-দ্বারা কোনক্রমে লজ্জা নিবারণ করি॥ ১৮৫॥

গাঁঠি,—(সংস্কৃত গ্রন্থি-শব্দের অপভ্রংশ), গাঁট, 'গিঠা', 'গিরা', 'গেরো'।

প্রভু পুনরায় বলিলেন,—তোমার ছিন্ন বস্ত্রের বহু-স্থানে অর্থাৎ নানা-অংশে গ্রন্থিবন্ধন এবং জীর্ণকুটিরস্থিত চালের বা ছাদের স্থানে-স্থানে পর্ণাভাব দেখা যাইতেছে॥ ১৮৬॥

প্রভু আরও বলিলেন,—'নিত্যসেব্য শ্রীভগবানের পূজা না করিয়া ধনজনলাভ ও শত্রুবিজয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সুখকর কার্য্যের সম্পাদিকা বরদাত্রী চণ্ডিকা-দেবীর পূজা এবং সর্পাদি হইতে লোকের ভীতি-দূরকারিণী বিষহরির পূজা-দ্বারা সেব্যাভিমানী শাক্তের-মতবাদিগণ কেমন সুখ-স্বচ্ছন্দে ভোজ্যাদি লাভ করিয়া সুখে বাস করে, আর তুমি ভগবৎসেবা-রত হইয়া

প্রত্যহই কিয়ৎক্ষণ পরস্পর কথোপকথন—

বাকোবাক্য পরিহাস শ্রীধরের সঙ্গে।
দুই চারি দণ্ড করি' চলে প্রভু রঙ্গে ॥ ১৮০ ॥

নিমাইকে শ্রীধরের অভ্যর্থনা—

প্রভু দেখি' শ্রীধর করিয়া নমস্কার।
শ্রদ্ধা করি' আসন দিলেন বসিবার ॥ ১৮১ ॥

নিমাই ও শ্রীধরের পরস্পর ব্যবহার বৈচিত্র্য—

পরম-সুশান্ত শ্রীধরের ব্যবসায়।
প্রভু বিহরেন যেন উদ্ধতের প্রায় ॥ ১৮২ ॥

হরিভক্তি-সত্ত্বেও শ্রীধরের দারিদ্র্য-দুঃখের কারণ-জিজ্ঞাসা—

প্রভু বোলে,—'শ্রীধর, তুমি যে অনুক্ষণ।
'হরি হরি' বোল, তবে দুঃখ কি কারণ? ১৮৩ ॥
লক্ষ্মীকান্তে সেবন করিয়া কেনে তুমি।
অন্ন-বস্ত্রে দুঃখ পাও, কহ দেখি, শুনি?" ১৮৪ ॥

শ্রীধরের সবিনয় উত্তর—

শ্রীধর বোলেন,—"উপবাস ত' না করি।
ছোট হউক, বড় হউক, বস্ত্র দেখ পরি ॥" ১৮৫ ॥

শ্রীধরের বসনে ও ভবনে দৈন্য-নিদর্শন প্রদর্শন—

প্রভু বোলে,—"দেখিলাঙ গাঁঠি দশ-ঠাঞি।
ঘরে বোল, দেখিতেছি খড়গাছি নাই ॥ ১৮৬ ॥

প্রাকৃত-দেবেগণের সকাম-যজন-ফলে নাগরিকগণের
জড়-সুখ-সম্পদ্-ভোগের দৃষ্টান্তোল্লেখ-দ্বারা
শ্রীধরের নিষ্কাম কৃষ্ণভক্তি ও সন্তুষ্টিরূপ
চিত্তবৃত্তি-পরীক্ষণ—

দেখ, এই চণ্ডী-বিষহরিরে পুজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে' সব নগরিয়া ॥" ১৮৭ ॥

শ্রীধরের কৃষ্ণে শরণাগতি ও বৈরাগ্যমূলক সদুত্তর—

শ্রীধর বোলেন,—"বিপ্র, বলিক [illegible]ম।
তথাপি সবার কাল যায় এক-সম ॥ ১৮৮ ॥
রত্ন ঘরে থাকে, রাজা দিব্য খায় পরে'।
পক্ষিগণ থাকে, দেখ, বৃক্ষের উপরে ॥ ১৮৯ ॥
কাল পুনঃ সবার সমান হই' যায়।
সবে নিজ-কর্ম্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥" ১৯০ ॥

অকারণে কলহোৎপাদনার্থ নিমাইর অলীক গুপ্তধন-
প্রকাশ-দ্বারা শ্রীধরকে ভীতি-প্রদর্শন—

প্রভু বোলে,—"তোমার বিস্তর আছে ধন।
তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন ॥ ১৯১ ॥
তাহা মুই বিদিত করিমু কত-দিনে।
তবে দেখি, তুমি লোক ভাণ্ডিবা কেমনে?"১৯২

নিমাইর সহিত কলহে শ্রীধরের অনিচ্ছা—

শ্রীধর বোলেন,—"ঘরে চলহ, পণ্ডিত।
তোমায় আমায় দ্বন্দ্ব না হয় উচিত ॥" ১৯৩ ॥

শ্রীধরকে মিথ্যা ভীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক নিমাইর তৎসকাশে
কিছু আদায়ের চেষ্টা—

প্রভু বোলে,—"আমি তোমা' না ছাড়ি এমনে
কি আমারে দিবা', তাহা বোল এইক্ষণে ॥"১৯৪॥

শ্রীধরের স্বীয় দীন-জীবিকা-বর্ণন—

শ্রীধর বোলেন,—"আমি খোলা বেচি' খাই।
ইহাতে কি দিমু, তাহা বলহ, গোসাঞি!"১৯৫॥

শ্রীধরের গুপ্তধন ত্যাগপূর্ব্বক আপাততঃ বিনা-মূল্যে
তৎসমীপে নিমাইর কন্দ-মূলাদি-যাচ্ঞা—

প্রভু বোলে,—"যে তোমার পোতা ধন আছে।
সে থাকুক এখনে, পাইব তাহা পাছে ॥ ১৯৬ ॥
এবে কলা, মূলা, থোড় দেহ' কড়ি-বিনে।
দিলে, আমি কন্দল না করি তোমা' সনে ॥"১৯৭॥

শ্রীধরের নিমাই-কর্ত্তৃক প্রহার ভয়—

মনে ভাবে শ্রীধর,—"উদ্ধত বিপ্র বড়।
কোন্ দিন আমারে কিলায় পাছে দড় ॥ ১৯৮ ॥

ভগবানের নিকট কোন ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-লাভের প্রত্যাশা না করিয়া নিজের উপর এইরূপ দুর্দ্দশা আনয়ন করিয়াছ!' শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তরাজ শ্রীধরের প্রতি এই প্রশ্ন-দ্বারা জগতে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তি ও সুদর্শনের চিত্র প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর স্বকৃত 'জৈবধর্ম্ম'নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে প্রাপঞ্চিক উন্নতিলিপ্সু শাক্তেয়-মতবাদিগণের যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, বৈষ্ণবগণের বাহ্য-দরিদ্রতা-দর্শনে শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইয়া জড়জগতের অভ্যুদয়কামি-সম্প্রদায় নিজের নশ্বর বাহ্য ধন-জন-পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় ও কাপট্য-সূচক সভ্যতায় অহঙ্কার-স্ফীত হইয়া

বিনা-মূল্যে কন্দ-মূলাদি-বিক্রয়ে অসামর্থ্য-সত্ত্বেও সহজপ্রেম-বশে নিমাইকে তৎসমুদয় দান করিতে সঙ্কল্প—

মারিলেও, ব্রাহ্মণেরে কি করিতে পারি ?
কড়ি-বিনা প্রতিদিন দিবারেও নারি ॥ ১৯৯ ॥
তথাপিহ বলে-ছলে যে লয় ব্রাহ্মণে।
সে আমার ভাগ্য বটে, দিমু প্রতিদিনে ॥" ২০০ ॥

নিমাইকে তৎকৃত কলহ ভয়ে বিনা-মূল্যে কন্দ-মূলাদি-প্রদানে শ্রীধরের সম্মতি—

চিন্তিয়া শ্রীধর বোলে,—"শুনহ, গোসাঞি !
কড়ি-পাতি তোমার কিছুই দায় নাই ॥ ২০১ ॥
থোড়, কলা, মূলা, খোলা দিমু ভাল-মনে।
তবে আর কন্দল না কর' আমা'সনে ॥" ২০২ ॥

নিমাইর কলহ-পরিত্যাগে সম্মতি ও কন্দ-মূলাদি-প্রদানার্থ শ্রীধরকে অনুরোধ—

প্রভু বোলে,—"ভাল ভাল, আর দ্বন্দ্ব নাই।
তবে থোড়, কলা, মূলা ভাল যেন পাই ॥"২০৩॥

প্রভুর প্রত্যহ ভক্তের শ্রদ্ধা-প্রদত্ত কন্দ-মূল নৈবেদ্য-ভোজন—

শ্রীধরের খোলায় নিত্য করেন ভোজন।
শ্রীধরের থোড়-কলা-মূলা শ্রীব্যঞ্জন ॥ ২০৪ ॥
শ্রীধরের গাছে যেই লাউ ধরে চালে।
তাহা খায় প্রভু দুগ্ধ-মরিচের ঝালে ॥ ২০৫ ॥

শ্রীধরকে নিমাইর স্বীয় প্রতীতি বা পরিচয়-জিজ্ঞাসা—

প্রভু বোলে, —"আমারে কি বাসহ, শ্রীধর !
তাহা কহিলেই আমি চলি' যাই ঘর ॥ ২০৬ ॥

নানাপ্রকার অভাব ও হীনতার বিচার করেন, বস্তুতঃ বৈষ্ণবগণই যে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীনারায়ণের যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র স্বত্বাধিকারী, তাহা বিচার করেন না ॥ ১৮৭ ॥

প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীধরবিপ্র বলিলেন,—বিষ্ণুপাসক ব্যতীত অন্য দেবের উপাসক-সম্প্রদায় প্রাপঞ্চিক তারতম্য-বিচারে শ্রেষ্ঠ হইলেও বৈষ্ণব এবং অবৈষ্ণব, উভয়ে একই ভাবে কাল যাপন করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে অবৈষ্ণব হরিসেবায় উদাসীন থাকিয়া জাগতিক উন্নতির দ্বারা নিজের ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে ব্যস্ত, আর বৈষ্ণব প্রাপঞ্চিক-জড় উন্নতির প্রতি উদাসীন হইয়া সর্ব্বদা ভগবৎসেবা-তৎপর হওয়ায় সুষ্ঠুভাবে ভোগীর অভিনয় করিবার সময় পান না। লোকপতি রাজা যে-ভাবে অসংখ্য মণি-মাণিক্য-ধন-রত্নৈশ্বর্য্য-পূর্ণ প্রাসাদে অপরিমিত যত্ন, স্নেহ ও আদরের মধ্যে বাস করিয়া, স্বীয় আজ্ঞাবহ বহু ভৃত্য-পরিকরাদির প্রভুত্বহস্তে অনায়াসে আশানুরূপ প্রচুর মূল্যবান্ ভোজ্য ও পরিধেয় দ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্ব্বক যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া কাল যাপন করেন, জগন্মাতা প্রকৃতির অযত্নপুষ্ট পক্ষিগণও তদ্রূপ একইভাবে উচ্চ বৃক্ষচূড়ায় তুচ্ছ-তৃণাদি-দ্বারা নীড় নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক অপরের সাহায্য ব্যতীত একাকী পরিশ্রমসহকারে যে-কোন স্থান হইতে নিজ-নিজ-আহার্য্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিন কাটায়। সকলেরই একইভাবে কাল অতিবাহিত হইতেছে এবং সকলেই নিজ-নিজ-কর্ম্মফলে সুখ-দুঃখাদি লাভ করিয়া প্রপঞ্চে বাস করিতেছে। আমিও স্বকর্ম্মফলে নিজবুদ্ধি ও রুচি অনুসারে বাহ্য জাগতিক উন্নতিকামী না হইয়া ভগবৎসেবায় কালাতিপাত করিতেছি, সুতরাং প্রাপঞ্চিক অবস্থার তারতম্য-বিচারে আমার কোন প্রয়োজন দেখি না। সমদৃষ্টির নিকট উপাদান-বিচারে ভোগের কোনও তারতম্য নাই, পরন্তু ভোগ্যের তারতম্য-বিচারে গৃহীত উচ্চাবচ ভাব-জনিত উপাদেয়তা ও অনুপাদেয়তাই লক্ষিত হয়। পূর্ব্বকালে লোকের অশন-বসন ক্রয়ের বিলাস-বৈচিত্র্যের অভাবে দীনতা ও সঙ্কীর্ণতা প্রবল ছিল ; কালবশে মানব ক্রমশঃ ঐহিক জড়-ভোগ-সুখে অধিকতর ব্যস্ত হইয়া জড়-পদার্থবিজ্ঞানাদির সাহায্যে ব্যবহারিক কার্য্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতেছে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে এতদুভয়কালীন জনগণের সুখদুঃখাদির তারতম্য বা প্রভেদ বড় বেশী নাই। যদিও অবলম্বনীয় বস্তুর বিস্তার ও সঙ্কীর্ণতা আছে, সত্য, তথাপি বদ্ধজীব স্ব-স্ব-বাসনাফলে কর্ম্মফল-ভোগের আবাহন করে বলিয়া সকল জীবেরই দিন বা কাল সমভাবেই অতিবাহিত হইয়া যায়। তবে যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, তাঁহারা সেবা-সুখ লাভ করিয়া বহিঃপ্রতীত দুঃখকেও সুখ-জ্ঞানে অবিমিশ্র-সুখে কাল যাপন করেন, আর যাহারা ভগবৎ-সেবেতর জড়ভোগে নিরত, তাহারা নশ্বর মিশ্র সুখদুঃখে দিন কাটায় ॥ ১৯০ ॥

শ্রীধরের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন,—'তুমি প্রচুর ধনে

শ্রীধর নিমাইকে বিষ্ণুর অবতার বলায়, নিমাইর কৌশলে নিজ-স্বরূপ গোপনমন্দনত্ব-কথন—

শ্রীধর বোলেন, "তুমি বিপ্র—বিষ্ণু-অংশ।"
প্রভু বোলে,—"না জানিলা, আমি—গোপ-বংশ॥

শ্রীধরের নিমাইকে মিশ্র-নন্দন-রূপে দর্শন, নিমাইর আপনাকে গোপ-নন্দন-রূপে বর্ণন—

তুমি আমা' দেখ,—যেন ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল।
আমি আপনারে বাসি যেহেন গোয়াল॥"২০৮॥

নিমাইর মুখে তদীয় গূঢ় স্বরূপ-পরিচয়-রহস্য-শ্রবণেও ভগবদিচ্ছায় শ্রীধরের তৎস্বরূপানুপলব্ধি—

হাসেন শ্রীধর শুনি' প্রভুর বচন।
না চিনিল নিজ-প্রভু মায়ার কারণ॥ ২০৯॥

নিমাই-কর্ত্তৃক নিজ-গঙ্গেশত্ব-বর্ণন—

প্রভু বোলে,—"শ্রীধর, তোমারে কহি তত্ত্ব!
আমা' হৈতে তোর সব গঙ্গার মহত্ত্ব॥" ২১০॥

গঙ্গার মাহাত্ম্য-বর্ণন-দ্বারা নিমাইকে শ্রীধরের তিরস্কার—

শ্রীধর বলেন,—"ওহে পণ্ডিত-নিমাঞি!
গঙ্গা করিয়াও কি তোমার ভয় নাই? ২১১॥

চাপল্য-নিবন্ধন নিমাইকে ভর্ৎসন—

বয়স বাড়িলে লোক কোথা স্থির হয়ে।
তোমার চাপল্য আরো দ্বিগুণ বাড়য়ে॥" ২১২॥

অতঃপর নিমাইর স্ব-গৃহে গমন—

এইমত শ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করি'।
আইলেন নিজ-গৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ ২১৩॥

ধনী; তোমার বাহ্য জাগতিক-ধনসংগ্রহের প্রয়োজন নাই, সুতরাং বাহ্যজগতের কোন অভাবকেই তোমার 'অভাব' বলিয়া বোধ হয় না। যিনি—পরিপূর্ণ শক্তিমান্ ভগবানের সেবায় নিরত, তাঁহার কোনপ্রকার দুর্ব্বলতা বা অভাব থাকিতে পারে না। আমি আর কিছুদিন পরে বৈষ্ণবের সর্ব্বধনে স্বত্বাধিকারের কথা বৈষ্ণবের তত্ত্বে ও মহত্ত্বে অনভিজ্ঞ মানবকুলকে জ্ঞাপন করিব। বৈষ্ণব যে সর্ব্বোত্তম এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধিকারী ও সকল বস্তুর মালিক, তাহা আর গুপ্ত থাকিবে না, তাহা আমি অচিরেই সমগ্র মূর্খ অনভিজ্ঞ জগতের নিকট ব্যক্ত করিব।' ইন্দ্রিয়পরায়ণ, লুব্ধ প্রপঞ্চানুশীলনকারী অক্ষজ-জ্ঞানিগণ স্বীয় খণ্ডিত পরিমিত মাপকাঠিতে বৈষ্ণবের চতুরতা এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা মাপিয়া লইতে পারে না, তজ্জন্য তাহারা বৈষ্ণবের নিকট কৃপা লাভে এবং সত্যদর্শনে বঞ্চিত হয় মাত্র। তাহাদের যোগ্যতার মূল্য কম বলিয়া বৈষ্ণবগণ নিজস্বরূপ তাঁহাদিগের নিকট আবৃত করিয়া রাখেন॥ ১৯১-১৯২॥

প্রভু বাহিরে শাক্তেয়-মতবাদীর বিচার-প্রণালী গ্রহণ করিয়া শ্রীধরের ভক্তিপথের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। জগতে সাধারণলোকের মধ্যে যেরূপ মতভেদ আছে, তদ্রূপ মতভেদের অভিনয় করিয়া প্রশ্নোত্তরচ্ছলে স্বীয় ভক্তের অর্থাৎ বৈষ্ণবের বিচার-প্রণালী ও স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতেছেন॥

শ্রীধর এবং প্রভু স্বয়ং, পরস্পর দাতা-গৃহীতার অভিনয় প্রদর্শনান্তে শ্রীধরের নিকট হইতে প্রভু তাঁহার গূঢ় আন্তর ও বাহ্য ব্যবহারিক সম্পত্তির অংশ-গ্রহণে যত্ন করিতেছেন॥

প্রভু স্বয়ং দারিদ্র্য ও অভাবের লীলা প্রদর্শন করিয়া অভাবগ্রস্ত দরিদ্র জনগণের মঙ্গল-সাধনোদ্দেশ্যে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম লব্ধ-দ্রব্যের সেবা গ্রহণ করিতেছেন। শ্রীধর বলিলেন,—আমার সম্পত্তির মধ্যে যাহা আছে, তদ্দ্বারা আপনার বিচারেই আমার সঙ্কুলান হয় না, সুতরাং আমি প্রচুর-ধনশালী ব্যক্তির ন্যায় অধিক-পরিমাণে দান করিতে পারিব না। আপনাকে আমি কি দিতে পারি? জড়-জগতে প্রমত্ত কর্ম্মবীরগণ স্ব স্ব ক্রিয়া-সাধিত-ফলভোগেই ব্যস্ত। তাঁহারা উহার কিছু অংশ প্রদান করিয়া দাতৃ-প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু আমার ন্যায় সম্পত্তিহীন দরিদ্র ব্যক্তির তাদৃশ প্রতিষ্ঠা-লাভের সম্ভাবনা নাই॥ ১৯৫॥

তদুত্তরে প্রভু বলিলেন,—তুমি যে পারমার্থিক ধনে ধনী, সম্প্রতি তাহা আমি চাই না, কিন্তু তোমার বাহিরের দিকে যে ধন আছে, তাহারই অংশলাভে যত্ন করিতেছি। আমি তোমার নিকট হইতে পারমার্থিক সেবা কিছুকাল পরে গ্রহণ করিব, সম্প্রতি সাধকোচিত সেবা-দ্বারা আমার অভাব পূরণ কর। আমি গুরুরূপে সাধন-ভক্তির ভজনীয়-তত্ত্বান্তর্গত। সুতরাং এক্ষণে তোমার নিকট হইতে ব্যবহারিক ধনসমূহের অংশ সমর্পণ-মুখে গ্রহণ করিব। শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে,—"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য

গৃহে আসিয়া নিমাইর বিষ্ণু-মন্দির-দ্বারে উপবেশন ; ছাত্রগণেরও গৃহাভিমুখে প্রস্থান—

বিষ্ণুদ্বারে বসিলেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
চলিলা পড়ুয়াবর্গ যার যথা ঘর ॥ ২১৪ ॥

পূর্ণচন্দ্র-দর্শনে নিমাইর কৃষ্ণভাবোদয়—

দেখি' প্রভু পৌর্ণমাসী-চন্দ্রের উদয়।
বৃন্দাবনচন্দ্র-ভাব হইল হৃদয় ॥ ২১৫ ॥

নিমাইর মুরলীধ্বনি ও একমাত্র শচীরই তচ্ছ্রবণ—

অপূর্ব্ব মুরলী-ধ্বনি লাগিলা করিতে।
আই বই আর কেহ না পায় শুনিতে ॥ ২১৬ ॥

মুরলীধ্বনি-শ্রবণে শচীর মূর্চ্ছা—

ত্রিভুবন-মোহন মুরলী শুনি' আই।
আনন্দ-মগনে মূর্চ্ছা গেলা সেই ঠাঞি ॥ ২১৭ ॥

মূর্চ্ছান্তে পুনরায় মুরলীধ্বনি-শ্রবণ—

ক্ষণেকে চৈতন্য পাই' স্থির করি' মন।
অপূর্ব্ব মুরলী-ধ্বনি করেন শ্রবণ ॥ ২১৮ ॥

নিমাইর অবস্থান-দিকে শচীর বংশীধ্বনি-শ্রবণ—

যেখানে বসিয়া আছে গৌরাঙ্গসুন্দর।
সেইদিকে শুনিলেন বংশী মনোহর ॥ ২১৯ ॥

বাহিরে আসিয়া নিমাইকে বিষ্ণুগৃহদ্বারে উপবিষ্ট-দর্শন—

অদ্ভুত শুনিয়া আই আইলা বাহিরে।
দেখে,—পুত্র বসিয়াছে বিষ্ণুর দুয়ারে ॥ ২২০ ॥

অতঃপর নিঃশব্দ ও পুত্রবক্ষে চন্দ্র-দর্শন—

আর নাহি পায়েন শুনিতে বংশীনাদ।
পুত্রের হৃদয়ে দেখে আকাশের চাঁদ ॥ ২২১ ॥

নির্ব্বাক্‌ হইয়া শচীর চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত—

পুত্র-বক্ষে দেখে চন্দ্রমণ্ডল সাক্ষাতে।
বিস্মিত হইয়া আই চা'হে চারিভিতে ॥ ২২২ ॥

গৃহে আসিয়া তৎকারণ-নির্ণয়ে বিফল চেষ্টা—

গৃহে আসি' বসি' আই লাগিলা চিন্তিতে।
কি হেতু,—নিশ্চয় কিছু না পারে করিতে ॥২২৩

শচীর বিবিধ ঐশ্বর্য্য-দর্শন—

এইমত কত ভাগ্যবতী শচী আই।
যত দেখে প্রকাশ, তাহার অন্ত নাই ॥ ২২৪ ॥

কখনও রাত্রিতে রাসক্রীড়া-বৎ বহুলোকের একত্র নৃত্য-গীত-শ্রবণ—

কোনদিন নিশাভাগে শচী আই শুনে।
গীত, বাদ্য-যন্ত্র বা'য় কতশত জনে ॥ ২২৫ ॥

যা ক্রিয়া। সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥" কোন কোন সংসার-প্রমত্ত ব্যক্তি মনে করেন যে, 'সম্প্রতি যে-সকল কার্য্য আমাদের অবশ্য-করণীয়রূপে উপস্থিত আছে অর্থাৎ ইহজগতে নীতিশাস্ত্রানুমোদিত যে-সকল কর্ত্তব্যকর্ম্ম বর্ত্তমান, তাহাই মনুষ্যশরীর থাকা-কাল-পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে পালন করা কর্ত্তব্য, তদতিরিক্ত ঈশ্বর-সম্বন্ধিনী ভক্তির কোনই আবশ্যকতা নাই ; যেহেতু ঈশ্বরতত্ত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রপঞ্চান্তর্ভুক্ত বস্তু নহেন বা তদ্বিরুদ্ধ-জাতীয় বস্তুবিশেষ। সুতরাং আমরা জীবিতাবস্থায় ভোগপর কর্ম্মী থাকিব এবং ফলভোগপরতাই আমাদের একমাত্র নিত্যবৃত্তি হইবে। ভগবৎসেবা আমাদিগের বৃত্তি নহে ; পরলোকে বা জীবিতোত্তরকালে তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, ইহকালে দৃশ্যবস্তুসমূহ পরস্পর-বিরুদ্ধ-ভাবদ্বয়ে লক্ষিত হয়। সেবা ও ভোগ, উভয় বৃত্তিই প্রত্যেক-বস্তুতে ব্যক্তাব্যক্ত-ভাবদ্বয়ে অবস্থিত। পূজ্য-বিচারে যে ভোগের অস্তিত্ব প্রতীত হয়, তন্মধ্যে ভোগের আংশিক প্রতীতির অবস্থিতি-নিবন্ধন কেহ যেন পূজ্য-ভাবকেই অপর সেবকভাবের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা না করেন। পূজ্য-বিচারে ভোগের আদর্শ সর্ব্বতোভাবে কুণ্ঠিত। পূজকের স্বরূপোদ্বোধনেই পূজার সুষ্ঠুতা, পূজ্যের দর্শনে সুষ্ঠুতা এবং পূজোপকরণের নির্ম্মলতা অবস্থিত। আপাত-বহির্দর্শনে অর্চ্চনাদিতে বহু বহির্ভাবযুক্ত ব্যাপারের অধিষ্ঠান লক্ষিত হয়, কিন্তু শ্রুতির উদ্দিষ্ট যথার্থ তাৎপর্য্য বা সার গ্রহণ করিবার বুদ্ধি উদিত হইলে ভোগ বা ত্যাগের অতীত পারে অবস্থিত কেবলা-ভক্তির স্বরূপ দৃষ্ট হয়। কোন কোন ঐহিক জড়সর্ব্বস্ব ভোগী ব্যক্তি মনে করেন যে, পরিদৃশ্যমান জগতের বস্তুসকল—কেবলমাত্র জীব-ভোগ্য ও ভগবৎসেবার অযোগ্য অর্থাৎ ভগবৎসেবোপকরণ নহে, পরন্তু যাবতীয় বস্তুর ভগবৎসেবা-ব্যতীত কেবলমাত্র জীবের ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগ-পিপাসা-বর্দ্ধনেই অধিকতর সুষ্ঠুভাবে উপযোগিতা

বহুবিধ মুখবাদ্য, নৃত্য, পদতাল।
যেন মহা-রাসক্রীড়া শুনেন বিশাল ॥ ২২৬ ॥

কখনও সর্ব্বভবনকে আলোকিত-দর্শন—

কোনদিন দেখে সর্ব্ব-বাড়ী ঘর-দ্বার।
জ্যোতির্ম্ময় বই কিছু না দেখেন আর ॥ ২২৭ ॥

কখনও পদ্মপাণি অলৌকিক-স্ত্রীগণের দর্শন—

কোনদিন দেখে অতি-দিব্য নারীগণ।
লক্ষ্মী-প্রায় সবে, হস্তে পদ্ম-বিভূষণ ॥ ২২৮ ॥

কখনও উজ্জ্বলমূর্ত্তি দেবগণের দর্শন—

কোনদিন দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ।
দেখি' পুনঃ আর নাহি পায় দরশন ॥ ২২৯ ॥

শুদ্ধসত্ত্বময়ী অভিন্ন-দেবকী বাৎসল্যরসবিগ্রহ শচীদেবীরই গৌর-কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-দর্শন-যোগ্যতা—

আইর এ-সব দৃষ্টি কিছু চিত্র নহে।
বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী বেদে যাঁরে কহে ॥ ২৩০ ॥

তাদৃশ শচীদেবীর দৃষ্টিমাত্রেই জীবের চিত্তশুদ্ধিফলে ভগবদৈশ্বর্য্য-দর্শন-যোগ্যতা—

আই যারে সকৃৎ করেন দৃষ্টিপাতে।
সেই হয় অধিকারী এ সব দেখিতে ॥ ২৩১ ॥

স্বানুভবানন্দে গৌর-কৃষ্ণের নবদ্বীপে লীলা—

হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর বনমালী।
আছে গূঢ়রূপে নিজানন্দে কুতূহলী ॥ ২৩২ ॥

নিমাইর নানা-ভাবে স্বীয় ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ-সত্বেও তদিচ্ছা-বশে সকলের তত্ত্বানুপলব্ধি—

যদ্যপি এতেক প্রভু আপনা' প্রকাশে।
তথাপিহ চিনিতে না পারে কোন দাসে ॥ ২৩৩ ॥

নিমাইর অতুলনীয় পাণ্ডিত্যগর্ব্ব-দর্প দম্ভ—

হেন সে ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে।
তেমত উদ্ধত আর নাহি নবদ্বীপে ॥ ২৩৪ ॥

ঈশ্বরের প্রত্যেক লীলারই অদ্বিতীয়ত্ব—

যখন যেরূপে লীলা করেন ঈশ্বর।
সেই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, তার নাহিক সোসর ॥ ২৩৫ ॥

পূর্ব্বে (১) যুযুৎসার উদয়ে স্বীয় অদ্বিতীয় যোদ্ধৃত্ব-প্রকাশ—

যুদ্ধ-লীলা প্রতি ইচ্ছা উপজে যখন।
অস্ত্র-শিক্ষা-বীর আর না থাকে তেমন ॥ ২৩৬ ॥

(২) সম্ভোগোদয়ে স্বীয় অপ্রাকৃত কামদেবত্ব-প্রকাশ—

কাম-লীলা করিতে যখন ইচ্ছা হয়।
লক্ষার্ব্বুদ বনিতা সে করেন বিজয় ॥ ২৩৭ ॥

আছে। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—সকল-বস্তুকেই কৃষ্ণ-সম্বন্ধিরূপে দর্শন করা যায়, কেবল জীবগণের নিজেন্দ্রিয়-তর্পণাসক্তি পরিত্যাগ করিলেই তাদৃশ দর্শন সম্ভব। কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত বস্তুনিচয়কে প্রাপঞ্চিক-বস্তু-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিলে বৈরাগ্যের অপব্যবহার করা হয়। বস্তুতঃ জড়াভিনিবেশ-ত্যাগ ও ভগবানে মনোনিবেশই বৈরাগ্যের উদ্দেশ্য ॥

শ্রীধর-বিপ্র মনে করিলেন,—প্রভু অত্যন্ত উদ্ধত-স্বভাব। যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে আমি কার্য্য না করি, তাহা হইলে তিনি আমাকে প্রহার করিতেও পারেন। আবার, আমি স্বয়ং দরিদ্র,—নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়-নির্ব্বাহে পর্য্যন্ত অসমর্থ, সুতরাং বিনা-মূল্যে কিছু দান করাও আমার পক্ষে সম্ভব নহে, তথাপি 'ব্রাহ্মণ'—ভাগবতবিগ্রহ, তাঁহাকে কোন না কোন-প্রকারে নিষ্কপট সাহায্য করিতে পারিলে আমারই সৌভাগ্যোদয়ের সম্ভাবনা; তজ্জন্য তিনি বল বা কৌশল-পূর্ব্বক আমার যে-কোন দ্রব্যটিকেই গ্রহণ করুন না কেন, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই, প্রত্যহই আমি উহা দিতে প্রস্তুত থাকিব। বল অথবা ছলনা বিস্তার করিয়াও যদি এই ব্রাহ্মণ আমা-কর্ত্তৃক কোনওপ্রকারে উপকৃত হন, তাহা হইলে উহা আমার সৌভাগ্যের ফল বলিয়াই আমি জ্ঞান করিব।' এই লীলা-দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর ও ভক্ত শ্রীধর নিজ-কল্যাণকামী জীবকুলকে অজ্ঞাত সুকৃতি অর্জ্জন করিবার আদর্শ দেখাইতেছেন। যদিও স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় অথবা নীতি-প্রবণ ব্যক্তিগণ উভয়ের এতাদৃশ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ও উহাকে আপাত-বৈষম্যপূর্ণ বলিয়া বিচার করেন, তথাপি জীবের শুদ্ধস্বরূপ-জ্ঞানোদয় হইলে উহাকে পরিণামে অশেষ মঙ্গলপ্রদ বলিয়াই তিনি জানিতে পারেন। যে-সকল লোক-কল্যাণ-কামী মহাপুরুষ দীন-জীবগণকে এইরূপ অজ্ঞাত-সুকৃতির-সুযোগ প্রদান করেন, তাঁহাদের উহাদের প্রতি আপাত-দুষ্ট বল-প্রয়োগ ও ছলনা—কেবলমাত্র পরের (অর্থাৎ সেইসকল-দীন-জীবের) উপকারের জন্যই জানিতে হইবে ॥ ২০০ ॥

(৩) ঐশ্বর্য্য-বুভুক্ষার উদয়ে স্বীয় অনন্ত বৈভব-প্রাকট্য—

ধন বিলসিতে সে যখন ইচ্ছা হয়।
প্রজার ঘরেতে হয় নিধি কোটিময়॥ ২৩৮॥

তদ্রূপ অধুনা অদ্বিতীয় পণ্ডিতাভিমানী হইয়াও পরে যতি-রাজরূপে অদ্বিতীয় বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস-প্রকাশ—

এমন উদ্ধত গৌরসুন্দর এখনে।
এই প্রভু বিরক্ত-ধর্ম্ম লইবে যখনে॥ ২৩৯॥
সে বিরক্তি-ভক্তি-কণা কোথা ত্রিভুবনে?
অন্যে কি সম্ভবে তাহা?—ব্যক্ত সর্ব্বজনে॥২৪০॥

সর্ব্বযুগে অদ্বিতীয়-লীলাময় হইয়াও স্বভক্ত-সমীপে স্বভাবতঃ পরাজিত—

এইমত ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
সবে সেবকেরে হারে, সে তাহান ধর্ম্ম॥ ২৪১॥

একদিন ছাত্রবেষ্টিত নিমাইর রাজপথে আগমন—

একদিন প্রভু আইসেন রাজ-পথে।
পাঁচ সাত পড়ুয়া প্রভুর চারিভিতে॥ ২৪২॥

তৎকালীন নিমাইর ভুবনমোহন বেশ ও রূপ-বর্ণন—

ব্যবহারে রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান।
অঙ্গে পীতবস্ত্র শোভে কৃষ্ণের সমান॥ ২৪৩॥
অধরে তাম্বূল, কোটি-চন্দ্র শ্রীবদন।
লোকে বোলে,—"মূর্ত্তিমন্ত এই কি মদন?"২৪৪॥
ললাটে তিলক-ঊর্দ্ধ, পুস্তক শ্রীকরে।
দৃষ্টিমাত্রে পদ্মনেত্রে সর্ব্ব-পাপ হরে'॥ ২৪৫॥

ছাত্রগণ-বেষ্টিত হইয়া চঞ্চলভাবে গমন—

স্বভাবে চঞ্চল পড়ুয়ার বর্গ সঙ্গে।
বাহু দোলাইয়া প্রভু আইসেন রঙ্গে॥ ২৪৬॥

পথিমধ্যে শ্রীবাসপণ্ডিত-সহ সাক্ষাৎকার—

দৈবে পথে আইসেন পণ্ডিত শ্রীবাস।
প্রভু দেখি' মাত্র তান হৈল মহা-হাস॥ ২৪৭॥

নিমাইর প্রণাম, শ্রীবাসের আশীর্ব্বাদ—

তানে দেখি' প্রভু করিলেন নমস্কার।
"চিরজীবী হও" বোলে শ্রীবাস উদার॥ ২৪৮॥

শ্রীবাসপণ্ডিতের নিমাইকে গন্তব্য-পথ-জিজ্ঞাসা—

হাসিয়া শ্রীবাস বোলে,—"কহ দেখি, শুনি?
কতি চলিয়াছ উদ্ধতের চূড়ামণি?২৪৯॥

কৃষ্ণভজন প্রদর্শন না করায় নিমাইকে ভর্ৎসনা—

কৃষ্ণ না ভজিয়া কাল কি-কার্য্যে গোঙাও?
রাত্রিদিন নিরবধি কেনে বা পড়াও?২৫০॥

প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীধর তাঁহাকে বলিলেন,—'পণ্ডিত, তুমি বিষ্ণুর অংশ।' প্রভু উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—'আমি বিষ্ণুর অংশ না হইলেও অর্থাৎ অংশী স্বয়ংরূপ বলিয়াই গোয়ালার বংশোদ্ভূত অর্থাৎ নন্দনন্দন কৃষ্ণস্বরূপ॥২০৭

যদিও তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ-তনয়রূপে দেখিতেছ, তাহা হইলেও আমি নিজকে গোপনন্দন বলিয়াই জানি॥ ২০৮॥

শ্রীগৌরসুন্দর সম্প্রতি নিজের ছন্ন বা গূঢ় বিদ্যা-বিলাস-লীলা গুপ্ত রাখিবার ইচ্ছা করায়, নিরঙ্কুশ ভগবদিচ্ছা-বশে ভক্তরাজ শ্রীধর নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ হইয়াও স্বীয় নিত্য-সেব্য শ্রীগৌরকৃষ্ণের আত্মগোপন-লীলা সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই॥ ২০৯॥

প্রভু শ্রীধরকে নিজতত্ত্ব বলিতে গিয়া কহিলেন,—"তুমি যে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গার বিশেষ মাহাত্ম্য অবগত আছ, সেই গঙ্গা ও গঙ্গার যাবতীয় লোকপূজ্য মাহাত্ম্য আমা-হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে অর্থাৎ আমিই তাহার মূল কারণ॥"

তদুত্তরে শ্রীধর বলিলেন,—'তুমি এতাদৃশ ধৃষ্ট যে, লোক-পাবনী গঙ্গাকে পর্য্যন্ত 'পাপনাশিনী' বলিয়া তোমার বিশ্বাস নাই! এমন কি, নিজকে গঙ্গা হইতে শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে তুমি গঙ্গার পর্য্যন্ত জনকাভিমান করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছ!২১১॥

মানুষের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে বাল-চাপল্য ক্রমশঃ খর্ব্ব হয়, কিন্তু একি!—তোমার, দেখিতেছি, বয়োবৃদ্ধির সহিত চাঞ্চল্যই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে! ২১২॥

পৃষ্ণিগর্ভা দেবকী বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী। শুদ্ধ বাৎসল্য-রসে যশোদা-দেবকী-শচী প্রভৃতি মাতৃগণ ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। সুতরাং মাতৃগণ ভগবানের পূজ্যা হইলেও ভগবানের চিন্ময় শুদ্ধদাস্য হইতে বঞ্চিতা নহেন॥ ২২৯॥

গৌরসুন্দর বনমালী,—অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর॥

নিরঙ্কুশ-লীলেচ্ছাময় "লীলাকল্লোলবারিধি" অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরই যুযুৎসু হইয়া শ্রীহয়শীর্ষাবতারে মধু ও কৈটভ, শ্রীবরাহ ও শ্রীনৃসিংহাবতারে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু

বিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণে মতি এবং ভক্তিই উত্তম শাস্ত্রাধ্যয়ন-ফল, নচেৎ জড়-বিদ্যানুশীলন-ফলে অবিদ্যা-জনিত হেয় ও অবিদ্বৎ প্রতীতিরই বৃদ্ধি-লাভ—

পড়ে কেনে লোক ?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে ? ২৫১ ॥

নিমাইকে অতঃপর অবিলম্বে কেবলমাত্র কৃষ্ণভজনেই কালযাপনার্থ শ্রীবাসের আদেশ—

এতেকে সর্ব্বদা ব্যর্থ না গোঙাও কাল।
পড়িলা ত', এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল ॥" ২৫২ ॥

সহাস্যে নিমাইর তৎপালনাঙ্গীকার—

হাসি' বোলে মহাপ্রভু,—"শুনহ, পণ্ডিত !
তোমার কৃপায় সেহ হইবে নিশ্চিত ॥" ২৫৩ ॥

অনন্তর সশিষ্য নিমাইর গঙ্গাতটে গিয়া উপবেশন—

এত বলি' মহাপ্রভু হাসিয়া চলিলা।
গঙ্গাতীরে আসি' শিষ্য-সহিতে মিলিলা ॥ ২৫৪ ॥
গঙ্গাতীরে বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া বসিলা শিষ্যগণ ॥ ২৫৫ ॥

শিষ্য-বেষ্টিত নিমাইর অনুপম শোভা-সম্বন্ধে আদি-মহাকবি গ্রন্থকারের অদ্বিতীয় বর্ণন-চাতুর্য্য—

কোটি-মুখে সেই শোভা না পারি কহিতে।
উপমাও তার নাহি দেখি ত্রিজগতে ॥ ২৫৬ ॥

(১) সকলঙ্ক নক্ষত্রপতি চন্দ্র-সহ নিষ্কলঙ্ক নিমাইর উপমার অযোগ্যতা—

চন্দ্র-তারাগণ বা বলিব, সেহো নয়।
সকলঙ্ক,—তারকলা-ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় ॥ ২৫৭ ॥
সর্ব্ব-কাল-পরিপূর্ণ এ প্রভুর কলা।
নিষ্কলঙ্ক, তেঞি সে উপমা দূর গেলা ॥ ২৫৮ ॥

(২) একপক্ষাশ্রিত দেবগুরু-সহ সর্ব্বত্র সমদর্শন নিমাইর উপমার অযোগ্যতা—

বৃহস্পতি-উপমাও দিতে না যুয়ায়।
তেঁহো একপক্ষ,—দেবগণের সহায় ॥ ২৫৯ ॥
এ প্রভু—সবার পক্ষ, সহায় সবার।
অতএব সে দৃষ্টান্ত না হয় ইঁহার ॥ ২৬০ ॥

(৩) জীবচিত্তের মোহ বা বিকার-জনক কন্দর্প-সহ কন্দর্পদর্পহা চেতোদর্পণমার্জ্জন ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপক বিশ্বম্ভরের উপমার অযোগ্যতা—

কামদেব-উপমা বা দিব, সেহো নয়।
তেঁহো চিত্তে জাগিলে, চিত্তের ক্ষোভ হয় ॥২৬১॥
এ প্রভু জাগিলে চিত্তে, সর্ব্ববন্ধ-ক্ষয়।
পরম-নির্ম্মল সুপ্রসন্ন চিত্ত হয় ॥ ২৬২ ॥

গঙ্গাতটে শিষ্য-বেষ্টিত নিমাইর অনুপম শোভার একমাত্র উপমা-বর্ণন—

এইমত সকল দৃষ্টান্ত যোগ্য নয়।
সবে এক উপমা দেখিয়ে চিত্তে লয় ॥ ২৬৩ ॥

একমাত্র যামুন-তটবর্ত্তী গোপশিশু বেষ্টিত নন্দনন্দন-সহ নিমাইর উপমা ; উভয় স্বরূপই পরস্পরের উপমা—

কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দকুমার।
গোপবৃন্দ-মধ্যে বসি' করিলা বিহার ॥ ২৬৪ ॥

সেই যামুন-বিলাসী গোপতনয় কৃষ্ণই অধুনা দ্বিজরাজ বিশ্বম্ভর—

সেই গোপবৃন্দ লই' সেই কৃষ্ণচন্দ্র।
বুঝি,—দ্বিজরূপে গঙ্গাতীরে করে রঙ্গ ॥ ২৬৫ ॥

নিমাইর অলৌকিকরূপে সকলেই আকৃষ্ট—

গঙ্গাতীরে যে-যে-জনে দেখে প্রভু-মুখ।
সেই পায় অতি-অনির্ব্বচনীয় সুখ ॥ ২৬৬ ॥

নিমাইর অলৌকিক-রূপ-দর্শনে সকলের তৎসম্বন্ধে স্ব-স্ব-বুদ্ধিবৃত্ত্যনুযায়ী বিবিধ বিচার-প্রতীতি—

দেখিয়া প্রভুর তেজ অতি-বিলক্ষণ।
গঙ্গাতীরে কাণাকাণি করে সর্ব্বজন ॥ ২৬৭ ॥
কেহ বোলে,—"এত তেজ মানুষের নয়।"
কেহ বোলে,—"এ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু-অংশ হয় ॥"২৬৮
কেহ বোলে,—"বিপ্র রাজা হইবেক গৌড়ে।
সেই এই, বুঝি,—এই কথন না নড়ে ॥ ২৬৯ ॥

এবং শ্রীরাঘবাবতারে রাবণাদি অসুরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; অবতারী কৃষ্ণের সম্ভোগলীলায় অসংখ্য গোপ-ললনার সহিত রাসক্রিয়ায় প্রমত্ত হন, আবার প্রজাবর্গের গৃহে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নিধিপতি ঈশ্বররূপে [illegible]বিলাস প্রদর্শন করেন। এতাদৃশ নানাবিচিত্র-লীলাময় ভগবান্ গৌরসুন্দরই বহুবিধ ঔদ্ধত্য ও চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতে সর্ব্বাপেক্ষা পটু ও

রাজ-চক্রবর্ত্তী-চিহ্ন দেখিয়ে সকল।"
এইমত বোলে যার যত বুদ্ধি-বল ॥ ২৭০ ॥

তাৎকালিক অধ্যাপকগণের অধ্যাপনায় নিমাইর দোষারোপণ—

অধ্যাপক-প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া।
ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গাসমীপে বসিয়া ॥ ২৭১ ॥

'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা'-করণে সমর্থ নিমাই-পণ্ডিত—

'হয়' ব্যাখ্যা 'নয়' করে, 'নয়' করে 'হয়'।
সকল খণ্ডিয়া, শেষে সকল স্থাপয় ॥ ২৭২ ॥

নিমাইকর্ত্তৃক 'পণ্ডিত'-সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ ও তদীয় সগর্ব্ব স্পর্দ্ধোক্তি—

প্রভু বোলে,—"তারে আমি বলি যে 'পণ্ডিত'।
একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত ॥ ২৭৩ ॥
সেই ব্যাখ্যা ব্যাখ্যান করিয়া আর-বার।
আমা' প্রবোধিবে,—হেন শক্তি আছে কার?" ২৭৪

সর্ব্বগর্ব্বহর সর্ব্বেশ্বর প্রভুর অদ্বিতীয়ত্ব বা অসমোর্দ্ধত্ব—

এইমত ঈশ্বর ব্যঞ্জেন অহঙ্কার।
সর্ব্ব-গর্ব্ব চূর্ণ হয় শুনিঞা সবার ॥ ২৭৫ ॥

অদ্বিতীয় পণ্ডিত নিমাইর অনন্তশিষ্যৈশ্বর্য্য-বর্ণন—

কত বা প্রভুর শিষ্য, তার অন্ত নাই।
কত বা মণ্ডলী হই' পড়ে ঠাঞিঠাঞি ॥ ২৭৬ ॥

বিপ্র-তনয়গণের আচার্য্য-নিমাইকে প্রণাম ও তদন্তেবাসি-রূপে অধ্যয়নার্থ কাকুক্তি—

প্রতিদিন দশ বিশ ব্রাহ্মণকুমার।
আসিয়া প্রভুর পা'য় করে নমস্কার ॥ ২৭৭ ॥
"পণ্ডিত, আমরা পড়িবাঙ তোমা' স্থানে।
কিছু জানি,—হেন কৃপা করিবা আপনে ॥" ২৭৮

সহাস্যে নিমাইর তদ্বিষয়ে সম্মতি-প্রদান—

"ভাল ভাল",—হাসি' প্রভু বোলেন বচন।
এইমত প্রতিদিন বাড়ে শিষ্যগণ ॥ ২৭৯ ॥

পারদর্শী। আবার, যে-কালে গৌরসুন্দর সন্ন্যাস-ধর্ম্ম-গ্রহণের লীলা প্রদর্শন করিবেন, তখন ভগবদিতর-কথায় বিরক্তি, পরেশানুভূতি ও সেবাপরায়ণতার সর্ব্বোত্তম আদর্শ তিনি ভগবৎসেবাভিলাষী জীবগণের নিকট প্রদর্শনকরিবেন। তাঁহার প্রদর্শিত বৈরাগ্য ও ভক্তির অণু-অংশের তুলনাও সমগ্র-ত্রিভুবনে সর্ব্বত্র দুর্লভ। ত্রিজগতে কুত্রাপি ঐপ্রকার কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তির আদর্শ দৃষ্ট হইবে না,—একথা সকলেই জানেন।

অবতারী গৌরসুন্দর যুদ্ধার্থ অস্ত্রশিক্ষা, লক্ষার্ব্বুদ-বনিতা-বিজয় বা ধন-বিলাসাদি-লীলা এই গৌরলীলায় প্রদর্শন করেন নাই; পরন্তু অন্যান্য অবতারেই সেইসকল লীলা দেখাইয়াছেন। এ-বারে তিনি অবতারী হইয়া ঔদার্য্যলীলাই প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু সম্ভোগ-লীলাদি ঔদার্য্যপ্রধান গৌরলীলার অভ্যন্তরে প্রদর্শন করেন নাই। গৌরনাগরী প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ তাঁহাকে লোকচক্ষে কলঙ্কিত করিবার মানসে তাঁহার লোকাদর্শ পূতচরিত্রে ব্যভিচারাদির আরোপ করেন, উহা তাঁহাদের অপরাধ-জনক চিত্তবৃত্তি বলিয়া জানিতে হইবে। ২৩৫-২৪১ ॥

ঈশ্বরে কর্ম্ম—বদ্ধের কর্ম্ম অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ,—প্রথমটী 'অপ্রাকৃত' ও অসমোর্দ্ধ, সুতরাং অতুলনীয়, নিত্য ও উপাদেয়; আর শেষোক্তটী 'প্রাকৃত' বা 'লৌকিক' 'খণ্ড', 'হেয়' ও 'নশ্বর'। আবার ঈশ্বরের ধর্ম্ম অপেক্ষা ঈশ্বরপ্রেম বশ্যগণের ধর্ম্ম আরও অধিকতর উপাদেয় বলিয়া তাহা ঈশ্বরের ধর্ম্মকেও পরাজয় করিতে সমর্থ। পদ্মপুরাণ বলেন,—"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

সান্দীপনি-মুনি কৃষ্ণের শিক্ষক-সূত্রে, গর্গমুনি পুরোহিত-সূত্রে, ভৃগুমুনি পরীক্ষক-সূত্রে এবং গৌরলীলায় ব্রহ্মানন্দপুরী ঈশ্বরপুরীর গুরুভ্রাতা-সূত্রে, বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রীবাসপণ্ডিত তাৎকালিক মর্য্যাদা-বিচারে ভগবানকেও আপনা-অপেক্ষা নিম্ন(লঘু)-স্তরে অবস্থিত বাৎসল্য বা স্নেহের পাত্র-জ্ঞানে তাঁহার প্রতি গুরুজনোচিত ব্যবহার করিতেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যরস-বিচারে তাদৃশ ব্যবহার দাস্যের হানিজনক বলিয়া জানিতে হইবে॥ ২৪৮ ॥

একদিন পথে চলিতে চলিতে প্রভুর সহিত শ্রীবাস-পণ্ডিতের সাক্ষাৎকার হইল। প্রভু প্রণাম করিলে, শ্রীবাস তাঁহাকে 'দীর্ঘজীবন-লাভ হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—'নিমাই কৃষ্ণভজন পরিত্যাগ করিয়া অন্য ইতরকর্ম্ম করিয়া দিন যাপন করিলে কোন নিত্যমঙ্গল-লাভের সম্ভাবনা

গঙ্গাতটে শিষ্যগণ-বেষ্টিত নিমাইপণ্ডিত—

গঙ্গাতীরে শিষ্য-সঙ্গে মণ্ডলী করিয়া।
বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি আছেন বসিয়া ॥ ২৮০ ॥

নিমাইপণ্ডিতের ঐশ্বর্য্য-বলে নবদ্বীপে শোক-ভয়াভাব—

চতুর্দ্দিকে দেখে সব ভাগ্যবন্ত লোক।
সর্ব্ব-নবদ্বীপ প্রভু-প্রভাবে অশোক ॥ ২৮১ ॥

নবদ্বীপে নিমাইর বিদ্যা-বিলাস-দর্শকেরও অতুল সৌভাগ্য—

সে আনন্দ যে-যে-ভাগ্যবন্ত দেখিলেক।
কোন্ জন আছে,—তার ভাগ্য বলিবেক ?২৮২॥

তাদৃশ সুকৃতিশালি-জনের দর্শনেও জীবের ভববন্ধ-ক্ষয়—

সে আনন্দ দেখিলেক যে সুকৃতি জন।
তানে দেখিলেও, খণ্ডে' সংসার-বন্ধন ॥ ২৮৩ ॥

একনিষ্ঠ গৌরভক্তবর গ্রন্থকারের স্বনিন্দা ও বিলাপোক্তি-দ্বারা দৈন্যাদর্শ-প্রদর্শন—

হইল পাপিষ্ঠ-জন্ম, না হইল তখনে !
হইলাও বঞ্চিত সে-সুখ-দরশনে ! ২৮৪ ॥

স্বাভীষ্টদেব গৌর-নারায়ণ-সমীপে তদীয় অনুরক্ত ভক্তবর গ্রন্থকারের তল্লীলা-সুখানুস্মৃতি-প্রার্থনা—

তথাপিহ এই কৃপা কর' গৌরচন্দ্র !
সে লীলা-স্মৃতি মোর হউক জন্ম জন্ম ॥ ২৮৫ ॥

গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র স্বাভীষ্টদেবযুগলের কৈঙ্কর্য্য-লালসা—

স-পার্ষদে তুমি নিত্যানন্দ যথা-যথা।
লীলা কর',—মুই যেন ভৃত্য হঙ তথা ॥ ২৮৬ ॥

থাকে না। পৃথিবীতে যে অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি কর্ম্ম বর্ত্তমান, ঐগুলির একমাত্র তাৎপর্য্য—কৃষ্ণভক্তিতেই পর্য্যবসিত। যদি বিদ্যানুশীলনের ফলে ভগবদ্ভক্তি সঞ্জাত না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বিদ্যানুশীলন নিতান্ত ব্যর্থ ও নিষ্ফল মাত্র। তুমি বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছ, সুতরাং আর কাল-বিলম্ব না করিয়া এখনই সর্ব্বোত্তম অধ্যয়নের ফলস্বরূপ হরিভজন আরম্ভ কর।' তদুত্তরে প্রভু সহাস্যে বলিলেন,—'পণ্ডিত, তুমি ভক্ত, তোমার আশীর্ব্বাদ-ক্রমে আমার অচিরেই ভগবৎপদে মতি হইবে॥'

প্রভু শিষ্যগণ-বেষ্টিত হইয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন করিলেন, —ইহাতে তিনপ্রকার উপমা প্রদত্ত হইয়াছে; যথা—(১) তারাগণ-বেষ্টিত চন্দ্র, (২) দেবগণ-বেষ্টিত বৃহস্পতি ও (৩) কামদেব। কিন্তু এই তিনপ্রকার উপমাই প্রভুর অসমোর্দ্ধ শ্রীরূপ ও উপবেশন-ব্যাপারটী সুষ্ঠুরূপে সম্যক্ বর্ণন করিতে অসমর্থ,—(ক) চন্দ্রের শশলাঞ্ছনরূপ কলঙ্ক ও কলার ক্ষয়-বৃদ্ধি আছে, আলোকে দর্শনাভাব, কিন্তু [illegible]—নিষ্কলঙ্ক ও ক্ষয়াদি-বর্জ্জিত; (খ) বৃহস্পতি একপক্ষেরই (একমাত্র দেবগণেরই) গুরু,—অপরপক্ষ অসুরগণের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি নাই, কিন্তু গৌরসুন্দর সকলেরই গুরু; (গ) মনসিজ মানবের চিত্তে উদিত হইয়া চিত্তের প্রাকৃত ক্ষোভ জন্মায়, কিন্তু গৌরসুন্দরের উদয়ে সর্ব্ববন্ধ ক্ষয়প্রাপ্ত এবং আত্মা সুপ্রসন্ন হয়। এই সকল উপমা অসম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে প্রভুর শ্রীরূপের সাদৃশ্য সূচনা করিলেও সম্পূর্ণভাবে তাহা বর্ণন করিতে অসমর্থ। অতএব যামুনতটে গোপীগণ-বেষ্টিত অসমোর্দ্ধোপম গোবিন্দের বিহারই তদভিন্নবিগ্রহ গৌরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুষ্ঠু উপমা ॥ ২৬৫ ॥

প্রভুর তেজো-দর্শনে তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য-তুল্য বলিয়া কেহই বিচার করেন নাই। কেহ কেহ মনে করিতেন,—তিনি বিষ্ণুর অংশ, আবার কেহ কেহ বা মনে করিতেন,—ইঁহা-দ্বারা 'জনৈক ব্রাহ্মণ গৌড়ের রাজা হইবেন'—এই ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্যের উদয়কাল উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ ইঁহাকে দেখিয়া মনে হয়, ইনিই যে ভবিষ্যতে এককালে 'গৌড়ের রাজা' অর্থাৎ 'গৌড়ীয়েশ্বর' হইবেন,—এই কথার কখনও অন্যথা হইতে পারে না ॥ ॥ ২৭১ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর এতাদৃশী বিদ্যা-প্রতিভা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, তিনি সাধারণের বিচার সমস্তই খণ্ডন করিয়া অপর-পক্ষ-স্থাপনে সমর্থ হইতেন। সকলের বিচার খণ্ডন করিয়া তিনি পুনরায় পূর্ব্ব-খণ্ডিত বিচারকেই স্বীয় প্রতিভা-দ্বারা পুনঃসংস্থাপন করিতেন ॥ ২৭২ ॥

ব্যঞ্জেন অহঙ্কার,—গর্ব্ব প্রকাশ করেন ॥ ২৭৪ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলীলা এরূপ আনন্দময়ী যে, তাদৃশ-লীলা-দর্শনকারীকে দর্শন করিলেও জীবের সংসারাসক্তি হইতে মুক্তি-লাভ ঘটে ॥ ২৮২ ॥

জগদ্গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীব্যাসাবতার-গ্রন্থকার সকল-জীবকে আদর্শ দৈন্য শিক্ষা দিয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে-

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২৮৭ ॥

ছেন,—'হায়! শ্রীগৌরসুন্দরের এরূপ অপ্রাকৃত-লীলার প্রকটকালে আমার ন্যায় ভাগ্যহীনের জন্ম না হওয়ায় আমার তাদৃশী আনন্দময়ী লীলার দর্শন-সৌভাগ্য ঘটে নাই!' সাংসারিক জনগণ স্ব-স্ব-প্রাক্তন দুষ্কৃত বা পাপের ফল ভোগ করিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু ভগবৎপ্রকট-সময়ে জন্ম ঘটিলে, এতাদৃশ হেয়-জন্মেও তাহারা ভগবল্লীলা দর্শন করিয়া ধন্য হইয়া যায়।' ২৮৪ ॥

আমি যখন গৌরলীলার প্রকটকালে জন্ম লাভ করিতে পারি নাই, তখন প্রভুচরণে ইহাই প্রার্থনা যে, আমার পরবর্ত্তী সকল-জন্মেই যেন ভগবল্লীলাসমূহ আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া সৌভাগ্যের উদয় করায়। ২৮৫ ॥

যেস্থানে গৌর-নিত্যানন্দের প্রকটলীলার সহিত অনুচর ভক্তগণের উদয়, আমার জন্ম-জন্মান্তরেও যেন সেস্থানেই তাঁহাদের সেবা করিবার সুযোগ-লাভ ঘটে,—ইহাই শ্রীগৌর-সুন্দরের চরণে আমার প্রার্থনা। ২৮৬ ॥

ইতি গৌড়ীয়ভাষ্যে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গস্য নগর-ভ্রমণাদি-বর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কথাসার—এই অধ্যায়ে নিমাইপণ্ডিত-কর্ত্তৃক সরস্বতীর বরপ্রাপ্ত বিদ্যা-গর্ব্বদৃপ্ত দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতের বিজয় ও তাঁহার উদ্ধার বর্ণিত হইয়াছে।

যখন নিমাই-পণ্ডিত নবদ্বীপে অধ্যাপক শিরোরত্নরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, তখন সরস্বতীদেবীর বরপ্রাপ্ত এক দিগ্বিজয়ী মহা-পণ্ডিত সর্ব্ব-দেশ-রাজ্যের পণ্ডিত-মণ্ডলীকে তর্কযুদ্ধে জয় করিবার পর তাৎকালিক নবদ্বীপস্থিত পণ্ডিত-বর্গের ভারত-প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্য-মাহাত্ম্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকেও জয় করিবার জন্য মহা-দম্ভভরে তথায় আগমন করিলেন। নবদ্বীপের সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী এইরূপ দিগ্বিজয়ী মহা-পণ্ডিতের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয় চঞ্চল ও চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। নিমাই-পণ্ডিতের ছাত্রগণ এই সংবাদ তাঁহার নিকট নিবেদন করিলে তিনি ছাত্রগণকে বলিলেন,—'ভগবান্ অহঙ্কারীর দর্প নিত্যকালই হরণ করেন। ফলবান্ বৃক্ষ ও গুণবান্ জন চিরকালই নম্র। হৈহয়, নহুষ, বেণ, বাণ, নরক, রাবণ প্রভৃতি রাজগণ "মহা-দিগ্বিজয়ী" বলিয়া অত্যধিক অহঙ্কারে প্রমত্ত হওয়ায়, অবশেষে ভগবান্ তাঁহাদের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছেন। অত-এব নবদ্বীপে সমাগত ঐ দিগ্বিজয়ীর অহঙ্কারও ভগবান অচিরেই চূর্ণ করিবেন।' এই বলিয়া প্রভু সেইদিন সন্ধ্যাকালে শিষ্যগণের সহিত গঙ্গাতীরে উপবেশনপূর্ব্বক দিগ্বিজয়ীর উদ্ধারের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় পূর্ণচন্দ্রবতী সেই নিশার প্রাক্কালে দিগ্বিজয়ী প্রভুর স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পড়ুয়াগণের নিকট হইতে অত্যদ্ভুত-তেজঃকান্তিবিশিষ্ট নিমাইপণ্ডিতের পরিচয় জ্ঞাত হইলেন। প্রভু প্রথমতঃ দিগ্বিজয়ীর সহিত কয়েকটী কথা বলিয়া, পরে যথোচিত শিষ্টাচার ও সুকৌশলের সহিত তাঁহাকে গঙ্গার মহিমা বর্ণন করিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতিতে অনর্গল গঙ্গা-দেবীর মাহাত্ম্য-বিষয়ক-শ্লোক রচনা করিয়া শতমেঘ-গর্জ্জন-ধ্বনির ন্যায় আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। সকলেই মহা-দিগ্বিজয়ীর ঐরূপ অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইলেন। দিগ্বিজয়ী প্রহর-কাল এইরূপ অনর্গল শ্লোক উচ্চারণ করিয়া নিরস্ত হইলে, প্রভু তাঁহাকে সেইসকল শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যা আরম্ভ করিবা-মাত্রই প্রভু সেই বর্ণনার আদিতে, মধ্যে ও অন্ত্যে শব্দ, অলঙ্কার ও নানাবিধ বিচার

অসংখ্য দোষ প্রদর্শন করিলেন। দিগ্বিজয়ী প্রভুর প্রশ্নের কোন উত্তরই দিতে পারিলেন না; তাঁহার সমস্ত প্রতিভা পরিম্লান হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া প্রভুর শিষ্যগণ হাস্য করিতে উদ্যত হইলে প্রভু তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং দিগ্বিজয়ীকে নানাভাবে আশ্বস্ত করিয়া সেই রাত্রির জন্য বিশ্রাম করিতে ও রাত্রিতে গ্রন্থাদি দেখিয়া পরদিন পুনরায় আসিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী অন্তরে অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'ষড়্‌দর্শনে অসামান্য পণ্ডিতগণকেও তিনি পরাজিত করিয়াছেন, কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাক-বশতঃ শেষকালে, শিশু-শাস্ত্র সামান্য ব্যাকরণের একজন তরুণ অধ্যাপকের নিকট তাঁহাকে আজ পরাভূত হইতে হইল!!—ইহার কারণ কি? হয় ত' বা সরস্বতীদেবীর নিকটই তাঁহার কোনপ্রকার দোষ ঘটিয়া থাকিবে।' এই ভাবিয়া সরস্বতী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে পণ্ডিত নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, সেই রাত্রিতেই স্বপ্নযোগে সরস্বতীদেবী দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া 'নিমাই-পণ্ডিতের স্বরূপ জানাইলেন, এবং বলিলেন,—নিমাইপণ্ডিত সামান্য মর্ত্ত্য পণ্ডিত নহেন,—সাক্ষাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্; সরস্বতীদেবী তাঁহারই স্বরূপ-শক্তি পরবিদ্যার ছায়াশক্তিমাত্র, সেই ছায়াশক্তিরূপা সরস্বতী নারায়ণের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ করেন,—তিনি শ্রীনারায়ণেরই অপাশ্রিতভাবে অবস্থান করেন মাত্র।' দেবী দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতকে আরও বলিলেন যে, পণ্ডিত এতদিনে প্রকৃতপ্রস্তাবে মন্ত্রজপের ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, যেহেতু তিনি অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডনাথের-দর্শন সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন। অতঃপর দিগ্বিজয়ীকে শীঘ্রই প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন। দিগ্বিজয়ী জাগরিত হইয়াই প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নানাবিধ কাকুক্তি করিয়া স্বীয় স্বপ্নবৃত্তান্ত ও সরস্বতীদেবীর উপদেশ জানাইলেন। সরস্বতীপতি প্রভুও দিগ্বিজয়ীকে ভগবদ্ভজনের অনুকূল পরবিদ্যারই উপাদেয়তা, এবং দিগ্বিজয়ি বা জড়প্রতিষ্ঠাদি-মূলা অপরা বিদ্যার হেয়তা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। প্রভু বলিলেন,—কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্তবিত্ত সংলগ্ন রাখাই বিদ্যার্জ্জনের ফল এবং বিষ্ণুভক্তি বা পরা বিদ্যাই একমাত্র সত্য ও কাম্যবস্তু। এই সকল কথা উপদেশ করিয়া প্রভু, সরস্বতীদেবী দিগ্বিজয়ীর নিকট যে বেদগুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ঘাটন করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিলেন। প্রভুর কৃপায় দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতের দেহে যুগপৎ ভক্তি, বিরক্তি ও বিজ্ঞানের অধিষ্ঠান হইল,—তিনি পরভক্তি লাভে কৃত-কৃতার্থ হইয়া প্রকৃত "তৃণাদপি সুনীচ" হইলেন। এতৎপ্রসঙ্গে গৌরভক্ত গ্রন্থকার গৌর-কৃপার স্বভাব বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন যে, 'গৌর-কৃপায় অত্যন্ত অহঙ্কারী ব্যক্তিও অতীব নম্র হন; প্রাকৃত-ধন-মদ-প্রমত্ত ব্যক্তিও রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া হরিভজনার্থ বনবাসী হন। জগতের লোকসকল যে-সকল বস্তুকে পরম-লোভনীয় বলিয়া কামনা করে, প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত পুরুষগণের নিকট তাহা বহুপরিমাণে সমাগত হইলেও তাঁহারা তাহা অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারেন। রাজ্যাদিসুখের কথা দূরে থাকুক, কৃষ্ণভক্তগণ মোক্ষ-সুখকেও তুচ্ছজ্ঞান করেন॥' নিমাইপণ্ডিত এইরূপ দিগ্বিজয়ীকে জয় করিলে, নবদ্বীপবাসি-পণ্ডিতগণ তাঁহার অদ্ভুতশক্তি দেখিয়া, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে 'বাদিসিংহ'-পদবীতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং সর্ব্বত্র তাঁহার অসামান্য সৎকীর্ত্তি বিঘোষিত হইল। (গৌঃ ভাঃ)

জয় জয় দ্বিজকুল-দীপ গৌরচন্দ্র।
জয় জয় ভক্ত-গোষ্ঠি-হৃদয়-আনন্দ॥ ১॥

প্রভু-সমীপে বিমুখ দীন জীবের প্রতি করুণা-কটাক্ষ-নিক্ষেপ নিমিত্ত গ্রন্থকারের প্রার্থনা—

জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর', প্রভু, শুভদৃষ্টি-পাত॥ ২॥

নিমাইপণ্ডিত ও ভক্তগণের জয়—

জয় অধ্যাপক-শিরোরত্ন বিপ্ররাজ।
জয় জয় চৈতন্যের ভকতসমাজ॥ ৩॥

সর্ব্ব-পাণ্ডিত্য-দর্প-হারী নিমাইপণ্ডিত—

হেনমতে বিদ্যা-রসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
বৈসেন সবার করি' বিদ্যা-গর্ব্ব-পাত॥ ৪॥

তৎকালীন-নবদ্বীপস্থ তথা-কথিত বিদ্বৎসমাজে বিদ্যা-চর্চ্চা-বর্ণন—

যদ্যপিহ নবদ্বীপে পণ্ডিত সমাজ।
কোট্যর্ব্বুদ অধ্যাপক নানাশাস্ত্ররাজ ॥ ৫ ॥

পণ্ডিতগণের কেবলমাত্র অধ্যাপনাতেই কাল-যাপন—

ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র বা আচার্য্য।
অধ্যাপনা বিনা কারো আর নাহি কার্য্য ॥ ৬ ॥

সকলেরই শাস্ত্রতর্কে জিগীষা, মর্য্যাদা-জ্ঞান-শূন্যতা ও অসহিষ্ণুত্ব—

যদ্যপিহ সবেই স্বতন্ত্র, সবার জয়।
শাস্ত্রচর্চ্চা হৈলে ব্রহ্মারেহ নাহি সয় ॥ ৭ ॥

সকলেরই স্বতঃপরতঃ নিমাইকর্ত্তৃক নিজ-তিরস্কার শ্রবণ—

প্রভু যত নিরবধি আক্ষেপ করেন।
পরম্পরা, সাক্ষাতেহ সবেই শুনেন ॥ ৮ ॥

তৎসত্ত্বেও নিমাইর অহঙ্কারোক্তির প্রতিবাদে সকলেরই অসামর্থ্য—

তথাপিহ হেন জন নাহি প্রভু-প্রতি।
দ্বিরুক্তি করিতে কারো নাহি শক্তি কতি ॥ ৯ ॥

মহাগম্ভীর নিমাইপণ্ডিত দর্শনে সকলের সভয়ে স্থানত্যাগ—

হেন সে সাধ্বস জন্মে প্রভুরে দেখিয়া।
সবেই যায়েন একদিকে নম্র হৈয়া ॥ ১০ ॥

নিমাইকর্ত্তৃক সম্ভাষিত ব্যক্তির তদীয় আনুগত্য-স্বীকার—

যদি বা কাহারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
সেই জন হয় যেন অতি-বড় দাস ॥ ১১ ॥

আ-শৈশব নিমাইর সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্য-মেধা—

প্রভুর পাণ্ডিত্য-বুদ্ধি শিশুকাল হৈতে।
সবেই জানেন গঙ্গাতীরে ভাল-মতে ॥ ১২ ॥

নিমাইর কূটতর্কের সদুত্তর-প্রদানে সকলেরই অসামর্থ্য—

কোনরূপে কেহ প্রবোধিতে নাহি পারে।
ইহাও সবার চিত্তে জাগয়ে অন্তরে ॥ ১৩ ॥

নিমাইপণ্ডিতের গভীরপাণ্ডিত্য-প্রভাবে সকলের স-সম্ভ্রমে তদ্বশ্যতা-স্বীকার—

প্রভু দেখি' স্বভাবেই জন্ময়ে সাধ্বস।
অতএব প্রভু দেখি' সবে হয় বশ ॥ ১৪ ॥

বিষ্ণুমায়া-বশে সকলের প্রভুর স্বরূপানুপলব্ধি—

তথাপিহ হেন তান মায়ার বড়াই।
বুঝিবারে পারে তানে,—হেন জন নাই ॥ ১৫ ॥

ঈশ্বরের কৃপা-লেশ ব্যতীত অনন্তকালব্যাপী প্রাকৃত জীব-চেষ্টায় ঈশ্বররূপোপলব্ধি-সামর্থ্যাভাব—

তেঁহো যদি না করেন আপনা' বিদিত।
তবে তানে কেহ নাহি জানে কদাচিত ॥ ১৬ ॥

ঈশ্বর সর্ব্বতোভাবে পরমদয়ালু হইলেও তদিচ্ছা-বশেই সকলের তদীয় গূঢ়-লীলা-তত্ত্বোপলব্ধি-সামর্থ্যাভাব—

তেঁহো পুনঃ নিত্য সুপ্রসন্ন সর্ব্ব-রীতে।
তাহান মায়ায় পুনঃ সবে বিমোহিতে ॥ ১৭ ॥

ত্রিভুবন-মোহন নিমাইর নবদ্বীপে বিদ্যা-বিলাস-লীলা—

হেনমতে সবারে মোহিয়া গৌরচন্দ্র।
বিদ্যা-রসে নবদ্বীপে করে প্রভু রঙ্গ ॥ ১৮ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

নানা-শাস্ত্ররাজ,—অধ্যাপক-পদের বিশেষণরূপে গৃহীত হইলে 'বিবিধ-শাস্ত্রের বিচারানুশীলন দ্বারা বিরাজিত' অর্থাৎ যাঁহারা বিবিধ শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন; আর, স্বতন্ত্র বিশেষ্যরূপে গৃহীত হইলে 'বহুবিধ প্রধান প্রধান শাস্ত্র' —এইরূপ অর্থ হইবে ॥ ৫ ॥

প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিতেন এবং অপরকে পরাজয় করিতে সচেষ্ট হইতেন। শাস্ত্রের বিচার-বিষয়ে পর-মত-শ্রবণ-সহিষ্ণুতা বিসর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মার তুল্য বিদ্বান্ পণ্ডিতগণের মতও গ্রাহ্য করিতেন না,—তর্কাদিদ্বারা শ্রদ্ধেয় মানী পণ্ডিতগণকেও পরাজয় করিবার যত্ন করিতেন ॥ ৭ ॥

সাধ্বস,—[সাধু—অস্ (ক্ষেপণ করা) + অল্], সম্ভ্রম, ত্রাস, ভয়, শঙ্কা ॥ ১০ ॥

অনৈক মহা-গর্ব্বিত দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতের নবদ্বীপে আগমন—

হেনকালে তথা এক মহা-দিগ্বিজয়ী।
আইল পরম-অহঙ্কার-যুক্ত হই'॥ ১৯॥

জীবমোহিনী বাণীর বরদৃপ্ত বরপুত্র দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিত—

সরস্বতী-মন্ত্রের একান্ত উপাসক।
মন্ত্র জপি' সরস্বতী করিলেক বশ॥ ২০॥

ভোগ-দর্শনে জীবমোহিনী হইলেও বাগ্‌দেবী স্বরূপতঃ নৃসিংহাদি বিষ্ণুবিগ্রহের বদনে ও বক্ষে মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুসেবা বিগ্রহা শব্দময়ী অভিন্নলক্ষ্মী শুদ্ধসরস্বতী—

বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী, বিষ্ণু-বক্ষঃ-স্থিতা।
মূর্ত্তিভেদে রমা,—সরস্বতী জগন্মাতা॥ ২১॥

বাণীর বরপ্রাপ্ত নন্দন দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিত—

ভাগ্যবশে ব্রাহ্মণেরে প্রত্যক্ষ হইলা।
'ত্রিভুবন-দিগ্বিজয়ী' করি' বর দিলা॥ ২২॥

শব্দস্বরূপিণী শুদ্ধসরস্বতীর নিষ্কপট-কৃপা-লভ্য দুর্লভ 'পরবিদ্যা'-বিষ্ণু-ভক্তির নিকট প্রাকৃত 'অপরবিদ্যা'র তুচ্ছত্ব—

যাঁর দৃষ্টিপাত-মাত্রে হয় বিষ্ণুভক্তি।
'দিগ্বিজয়ী'-বর বা তাহান কোন্ শক্তি?২৩॥

জীবমোহিনী বাণীর বরদৃপ্ত দিগ্বিজয়ীর সর্ব্বদেশ-বিজয়—

পাই সরস্বতীর সাক্ষাতে বর-দান।
সংসার জিনিয়া বিপ্র বুলে স্থানে-স্থান॥ ২৪॥

সর্ব্বশাস্ত্র পারঙ্গত দিগ্বিজয়ি সহ বিচার-প্রতিযোগিতায় কক্ষা-দানে সকলের অসামর্থ্য—

সর্ব্বশাস্ত্র জিহ্বায় আইসে নিরন্তর।
হেন নাহি জগতে, যে দিবেক উত্তর॥ ২৫॥

তৎকৃত পূর্ব্বপক্ষ-বোধেই সকলের অসামর্থ্য-হেতু অপ্রতিদ্বন্দ্বিরূপেই দিগ্বিজয়ীর সর্ব্বত্র বিজয়—

যার কক্ষা-মাত্র নাহি বুঝে কোন-জনে।
দিগ্বিজয়ী হই' বুলে সর্ব্ব স্থানে-স্থানে॥ ২৬॥

তৎকালীন নবদ্বীপস্থ বিদ্বৎসমাজের সুখ্যাতি-শ্রবণ—

শুনিলেন বড় নবদ্বীপের মহিমা।
পণ্ডিত-সমাজ যত, তার নাহি সীমা॥ ২৭॥

মহা-সমারোহে দিগ্বিজয়ীর নবদ্বীপ-গমন—

পরম-সমৃদ্ধ অশ্ব-গজ-যুক্ত হই'।
সবা' জিনি' নবদ্বীপে গেলা দিগ্বিজয়ী॥ ২৮॥

প্রভু অপরের সহিত সম্ভাষণ করিলে সম্ভাষিত ব্যক্তি আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিয়া প্রভুর সেবা করিবার ইচ্ছা করিতেন॥ ১১॥

'মহা-দিগ্বিজয়ী'-শব্দে কেহ কেহ বলেন যে, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গাঙ্গল্য-ভট্টের শিষ্য কেশব-ভট্ট বা কেশব-কাশ্মিরীই এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। এ বিষয়ে কালগত-বিচারে মত ভেদ দৃষ্ট হয়। 'ক্রমদীপিকা'-লেখক কেশব-ভট্টের গ্রন্থ হইতে অনেকগুলি প্রমাণ শ্রীমদ্‌গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু-সঙ্কলিত শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও তাহার 'দিগ্‌দর্শিনী'-টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তি-কালে এই কেশব-ভট্টকে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালীতে আচার্য্যরূপে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। ক্রমদীপিকা-গ্রন্থের লেখক কেশব-ভট্ট নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ধারার মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকিলে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের লেখক মহোদয় সে কথা উল্লেখ করিতে পারিতেন॥ ১৯॥

রমা,—বিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী বা শ্রী-শক্তি। সরস্বতী,—ভক্তিস্বরূপিণী ভূ-শক্তি—ভগবন্নাম-প্রভুর বধূস্বরূপিণী। জগন্মাতা,—বিষ্ণুর 'নীলা', 'লীলা' বা 'দুর্গা'-শক্তি। পরস্পর মূর্ত্তিভেদ থাকিলেও রমা, সরস্বতী বা দুর্গা, প্রত্যেকেই বস্তুতঃ ভগবান্ শ্রীনারায়ণেরই অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি শ্রীনারায়ণী বা লক্ষ্মী,—প্রত্যেকেই মূর্ত্তিমতী ভগবদ্-বিষ্ণু-দাস্যস্বরূপিণী,—প্রত্যেকেই মূল-আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়া নিখিল আশ্রয়কোটি-জগতের আকররূপিণী প্রভৃতি॥ ২১॥

পরা বিদ্যা বা সরস্বতী অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ-যুক্ত ভোগবাঞ্ছা-প্রবণ জীবগণের নিকট স্বীয় স্বরূপ গুপ্ত বা লুক্কায়িত রাখিয়া ছায়ামূর্ত্তি দুষ্টা-সরস্বতীরূপে তাহাদিগকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত বরাদি প্রদান করেন। তাদৃশ লব্ধবর অনূচানমানী ব্যক্তিগণ ত্রিভুবনবিজয়ে সমর্থ হইলেও বরদাপতি ভগবানের নিকট সর্ব্বতোভাবে পরাভূত হইবার যোগ্য। সরস্বতীদেবী নিজ-অধীশ্বরের পরাজয় আকাঙ্ক্ষা করেন না বলিয়া তিনি মায়া-বিমোহিত বদ্ধজীবকে ভগবন্নাম-মহিমার কীর্ত্তন হইতে বঞ্চিত করেন। শুদ্ধা সরস্বতীদেবী স্বীয় সাধক-ভক্তকে ভগবৎসেবোন্মুখ না

দিগ্বিজয়ীর আগমনে নবদ্বীপে সর্ব্বত্র কোলাহল—

প্রতি ঘরে-ঘরে প্রতি পণ্ডিত-সভায়।
মহাধ্বনি উপজিল সর্ব্ব-নদীয়ায় ॥ ২৯ ॥

দিগ্বিজয়ীর পাণ্ডিত্য-সম্বন্ধে নবদ্বীপবাসিগণের উক্তি—

"সর্ব্ব-রাজ্য-দেশ জিনি' জয়-পত্র লই'।
নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দিগ্বিজয়ী ॥ ৩০ ॥

দিগ্বিজয়ীর বাণী-কৃপা-লাভ-শ্রবণে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতগণের পরাজয়-ভীতি, চিন্তা ও দিগ্বিজয়ীর মহিমা-বর্ণন—

সরস্বতীর বর-পুত্র" শুনি' সর্ব্বজনে।
পণ্ডিত সবার বড় চিন্তা হৈল মনে ॥ ৩১ ॥
"জম্বুদ্বীপে যত আছে পণ্ডিতের স্থান।
সবা জিনি' নবদ্বীপ জগতে বাখান ॥ ৩২ ॥
হেনস্থান দিগ্বিজয়ী যাইবে জিনিঞা।
সংসারে এই অপ্রতিষ্ঠা ঘুষিবে শুনিঞা ॥ ৩৩ ॥
যুঝিতে বা কা'র শক্তি আছে তান সনে?
সরস্বতী বর যাঁরে দিলেন আপনে? ৩৪ ॥
সরস্বতী বক্তা যাঁর জিহ্বায় আপনে।
মনুষ্যে কি বাদে কভু পারে তান সনে? ৩৫ ॥"

নবদ্বীপস্থ সকলপণ্ডিতেরই দুশ্চিন্তা—

সহস্র সহস্র মহা-মহা-ভট্টাচার্য্য।
সবেই চিন্তেন মনে, ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য ॥ ৩৬ ॥

নবদ্বীপে সর্ব্বত্রই এবার দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত-বর্গের পাণ্ডিত্য-বল-পরীক্ষা বা বিচারমল্লযুদ্ধে পাণ্ডিত্য-নির্ণয়-সম্ভাবনা সম্বন্ধে-আলোচনা—

চতুর্দ্দিকে সবেই করেন কোলাহল।
"বুঝিবাঙ এইবার যত বিদ্যাবল ॥" ৩৭ ॥

নিমাইপণ্ডিতের সমীপে ছাত্রগণকর্ত্তৃক দিগ্বিজয়ীর উপস্থিতি ও তদীয় যুযুৎসা ও জিগীষা-বৃত্তান্ত-বর্ণন—

এসব বৃত্তান্ত যত পড়ুয়ার গণে।
কহিলেন নিজ-গুরু গৌরাঙ্গের স্থানে ॥ ৩৮ ॥
"এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতী বশ করি'।
সর্ব্বত্র জিনিয়া বুলে জয়-পত্র ধরি' ॥ ৩৯ ॥
হস্তী, ঘোড়া, দোলা, লোক, অনেক সংহতি।
সম্প্রতি আসিয়া হৈলা নবদ্বীপে স্থিতি ॥ ৪০ ॥
নবদ্বীপে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী চায়।
নহে জয়পত্র মাগে সকল-সভায় ॥" ৪১ ॥

ছাত্রগণের নিকট বিবৃতি-শ্রবণে নিমাইকর্ত্তৃক সমদর্শন ঈশ্বরের বিমুখ-জীবের দম্ভহর ঐশ্বর্য্য-বর্ণন—

শুনি' শিষ্যগণের বচন গৌরমণি।
হাসিয়া কহিতে লাগিলেন তত্ত্ববাণী ॥ ৪২ ॥
"শুন, ভাই সব, এই কহি তত্ত্বকথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা ॥ ৪৩ ॥

দেখিলে তাহাকে স্বীয় ছায়ারূপিণী অপরা বিদ্যা-দ্বারা বিমোহিত করেন ॥ ২২ ॥

যে শুদ্ধা সরস্বতী-দেবীর নিষ্কপট করুণা-কটাক্ষে বিষ্ণু-ভক্তিরূপ পরম-শ্রেয়ো-লাভ ঘটে, তাঁহার পক্ষে মানুষকে জড়রাজ্যে দিগ্বিজয়াদি বর-প্রদান—অতীব অনায়াসসাধ্য—অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার ॥ ২৩ ॥

জয়পত্র,—তর্কবিচার-মল্ল-যুদ্ধে বা পাণ্ডিত্য-প্রতিভার পরীক্ষা-প্রদর্শন-সময়ে বিজয়ি-পক্ষ বিজিত-পক্ষের নিকট যে স্বীয় জয়লাভ-সূচক পত্র লাভ করেন, তাহাই বিজয়ীর 'জয়পত্র'। উহাই বিজয়ি-পক্ষের পাণ্ডিত্য-প্রতিভার নিদর্শন-পত্র ॥ ৩০ ॥

সপ্তদ্বীপের মধ্যে জম্বুদ্বীপ—অন্যতম, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ অবস্থিত। এই ভারতবর্ষের বিদ্বজ্জনাধ্যুষিত সমস্ত ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া তৎকালে নবদ্বীপ স্ব-মহিমায় জগতের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও প্রশংসিত ছিল ॥ ৩২ ॥

দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিত নবদ্বীপে আগমন করিয়া বিরুদ্ধদলভুক্ত স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতের অনুসন্ধান করিলেন। যদি সমগ্র-নবদ্বীপের মধ্যে তাদৃশ বিচার-সমর্থ কোন পণ্ডিতের অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে ঐ দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতের নিকট নবদ্বীপবাসী সকল-পণ্ডিতই পরাজিত হইলেন বলিয়া তিনি পণ্ডিতবর্গকে নিজ-নিজ-পরাজয়-সূচক পত্র লিখিয়া দিবার দাবী করিলেন ॥ ৪১ ॥

নবদ্বীপবাসী পরাজয়াশঙ্কাকারী পণ্ডিত-শিষ্যগণের নিকট দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতের আস্ফালন শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর তত্ত্ব অর্থাৎ সত্য বা স্বরূপ-বিচার-মুখে তাঁহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন যে, মায়াধীশ ঈশ্বর মায়া-

যে-যে-গুণে মত্ত হই' করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার ॥ ৪৪ ॥

প্রকৃত বিনয়ের মহিমা-বর্ণন—

ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
'নম্রতা' সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ ॥ ৪৫ ॥

ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রাচীন গর্ব্বিত রাজগণের গর্ব্বনাশ—

হৈহয়, নহুষ, বেণ, বাণ, নরক, রাবণ।
মহা-দিগ্বিজয়ী শুনিয়াছ যে যে-জন ॥ ৪৬ ॥
বুঝ দেখি, কার গর্ব্ব চূর্ণ নাহি হয়?
সর্ব্বথা ঈশ্বর অহঙ্কার নাহি সয় ॥ ৪৭ ॥

নবদ্বীপেই দিগ্বিজয়ীর দর্প চূর্ণ হইবে বলিয়া সকলকে নিমাইর আশ্বাসোক্তি—

এতেকে তাহার যত বিদ্যা-অহঙ্কার।
দেখিবে এথাই সব হইবে সংহার ॥" ৪৮ ॥

সায়ংকালে সশিষ্য নিমাইর গঙ্গাতটে আগমন—

এত বলি' হাসি' প্রভু শিষ্যগণ-সঙ্গে।
সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে ॥ ৪৯ ॥

গঙ্গার অভিবন্দন—

গঙ্গাজল স্পর্শ করি', গঙ্গা নমস্করি'।
বসিলেন শিষ্য-সঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ৫০ ॥

বিভিন্ন পংক্তিতে ছাত্রগণের উপবেশন—

অনেক মণ্ডলী হই' সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
বসিলেন চতুর্দ্দিকে পরম-শোভন ॥ ৫১ ॥

গঙ্গাতটে বিবিধ-শাস্ত্রালাপে ব্যাপৃত প্রভু—

ধর্ম্মকথা, শাস্ত্রকথা অশেষ কৌতুকে।
গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন প্রভু সুখে ॥ ৫২ ॥

মানদ-ধর্ম্মের আদর্শ প্রভুকর্ত্তৃক দিগ্বিজয়ি-জয়-প্রণালী-চিন্তন—

কাহারে না কহি' মনে ভাবেন ঈশ্বরে।
"দিগ্বিজয়ী জিনিবাঙ কেমন প্রকারে? ৫৩ ॥

আপনাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বি-জ্ঞানই দিগ্বিজয়ীর অহঙ্কার-হেতু—

এ বিপ্রের হইয়াছে মহা-অহঙ্কার।
'জগতে মোহর প্রতিদ্বন্দ্বী নাহি আর' ॥ ৫৪ ॥

"মানীর অপমান—বজ্রপাত-তুল্য"

সভা-মধ্যে জয় যদি করিয়ে ইহারে।
মৃত-তুল্য হইবেক সংসার-ভিতরে ॥ ৫৫ ॥
বিপ্রেরে লাঘব করিবেক সর্ব্ব-লোকে।
লুটিবে সর্ব্বস্ব, বিপ্র মরিবেক শোকে ॥ ৫৬ ॥

অতএব নির্জ্জনে দিগ্বিজয়ীর পরাজয়-সাধনদ্বারা তদীয় দর্পহরণার্থ প্রভুর সঙ্কল্প—

দুঃখ না পাইবে বিপ্র, গর্ব্ব হৈবে ক্ষয়।
বিরলে সে করিবাঙ দিগ্বিজয়ী-জয় ॥ ৫৭ ॥

ইত্যবসরে দিগ্বিজয়ীর তথায় আগমন—

এইমত ঈশ্বর চিন্তিতে সেইক্ষণে।
দিগ্বিজয়ী নিশায় আইলা সেই-স্থানে ॥ ৫৮ ॥

সায়াহ্নে পূর্ণিমা নিশা ও গঙ্গার শোভা-বর্ণন—

পরম নির্ম্মল নিশা পূর্ণ-চন্দ্রবতী।
কিবা শোভা হইয়া আছেন ভাগীরথী ॥ ৫৯ ॥

গঙ্গাতটে শিষ্য-বেষ্টিত নিমাইপণ্ডিতের শ্রীরূপ-বর্ণন—

শিষ্য-সঙ্গে গঙ্গা-তীরে আছেন ঈশ্বর।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে রূপ সর্ব্ব-মনোহর ॥ ৬০ ॥

বশ কর্ত্তৃত্বাভিমানযুক্ত অহঙ্কারিগণের সমস্ত অহঙ্কার—গর্ব্বিতগণের সমস্ত গর্ব্ব—সর্ব্বতোভাবে বিনাশ করেন এবং কখনও তাহাদের গর্ব্ব-পোষণের কোনপ্রকার সহায়তা করেন না। (ভাঃ ১০।১৪।২০—) 'জন্মাসতাং দুর্ম্মদনিগ্রহায় প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ ॥' ৪৩ ॥

প্রাকৃত-রাজ্যে ত্রিগুণ বর্ত্তমান। গুণত্রয়, প্রত্যেকেই নিজত্ব-সংরক্ষণ-বিষয়ে পরস্পর মিশ্রিত হইয়াও ভেদ-ধর্ম্মযুক্ত। সত্ত্বগুণের দ্বারা রজস্তমোগুণ নিরস্ত হইলে জীব সত্ত্বগুণে অবস্থিত হন। কিন্তু তাদৃশ সত্ত্বগুণেও রজস্তমোগুণের আপেক্ষিক সম্বন্ধ-গন্ধ বর্ত্তমান থাকে। রজস্তমোগুণ-দ্বয়ের আপেক্ষিক সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া যে সত্ত্বগুণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা 'বিশুদ্ধ-সত্ত্ব' বা 'নির্গুণ'-শব্দ-বাচ্য। প্রাকৃত-জগতে যে গুণত্রয়ের বশীভূত হইয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান-মত্ত জনগণ অহঙ্কার প্রদর্শন করেন, সেই বিবদমান গুণসমূহের সমতা সাধন-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-বিলাস প্রকট করিবার উদ্দেশে ঈশ্বর উহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিভাব অপসারিত করিয়া উহাদিগকে

হাস্যযুক্ত শ্রীচন্দ্র-বদন অনুক্ষণ।
নিরন্তর দিব্য-দৃষ্টি দুই শ্রীনয়ন ॥ ৬১ ॥
মুক্তা জিনি' শ্রীদশন, অরুণ অধর।
দয়াময় সুকোমল সর্ব্ব-কলেবর ॥ ৬২ ॥
শ্রীমস্তকে সুবলিত চাঁচর শ্রীকেশ।
সিংহ-গ্রীব, গজ-স্কন্ধ, বিলক্ষণ বেশ ॥ ৬৩ ॥
সুপ্রকাণ্ড শ্রীবিগ্রহ, সুন্দর হৃদয়।
যজ্ঞসূত্ররূপে তঁহি অনন্ত-বিজয় ॥ ৬৪ ॥
শ্রীললাটে ঊর্দ্ধ-সুতিলক মনোহর।
আজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ সুন্দর ॥ ৬৫ ॥

যতিগণের অনুরূপ রীতিতে উপবিষ্ট নিমাইপণ্ডিত—

যোগপট্ট-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বাম-উরু-মাঝে থুই' দক্ষিণ চরণ ॥ ৬৬ ॥

স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া স্বেচ্ছানুরূপ শাস্ত্র-ব্যাখ্যান-স্থাপন খণ্ডন—

করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
'হয়' 'নয়' করে, 'নয়' করেন প্রমাণ ॥ ৬৭ ॥

নানা-পঙ্ক্তিবদ্ধভাবে উপবিষ্ট শিষ্যগণ—

অনেক মণ্ডলী হই' সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
চতুর্দ্দিকে বসিয়া আছেন সুশোভন ॥ ৬৮ ॥

তদ্দর্শনে বিস্মিত দিগ্বিজয়ীর প্রভুর বৈশিষ্ট্যাবধারণ—

অপূর্ব্ব দেখিয়া দিগ্বিজয়ী সুবিস্মিত।
মনে ভাবে,—"এই বুঝি নিমাইপণ্ডিত ?" ৬৯ ॥

অলক্ষ্যে দিগ্বিজয়ী প্রভুর রূপে আকৃষ্ট—

অলক্ষিতে সেই স্থানে থাকি' দিগ্বিজয়ী।
প্রভুর সৌন্দর্য্য চা'হে একদৃষ্টি হই' ॥ ৭০ ॥

শিষ্য-সমীপে নিমাইপণ্ডিতের পরিচয়-জিজ্ঞাসা ;
শিষ্যের তৎকথন—

শিষ্যস্থানে জিজ্ঞাসিলা,—"কি নাম ইহান ?"
শিষ্য বোলে,—"নিমাইপণ্ডিত-খ্যাতি যা'ন ॥" ৭১ ॥

গঙ্গা-প্রণামান্তে দিগ্বিজয়ীর নিমাই-সমীপে আগমন—

তবে গঙ্গা নমস্করি' সেই বিপ্রবর।
আইলেন ঈশ্বরের সভার ভিতর ॥ ৭২ ॥

নৈর্গুণ্যে স্থাপন করেন। গুণজাত অহঙ্কার—কালক্ষোভ্য, অর্থাৎ কালের অভ্যন্তরেই গুণজাত 'অহংতা' ও 'মমতা'র ক্রিয়া লক্ষিত হয় এবং কালেই উহা বিনষ্ট হয় ; অতএব জীবের গুণজাত-সম্বন্ধ 'নিত্য' নহে,—তাৎকালিক-মাত্র। জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ,—এই গুণজাত-ভাবত্রয় নিত্যস্থায়িভাব নহে ; সুতরাং বিনাশ-যোগ্য। ঈশ বৈমুখ্য হইতে যে ক্রিয়া জীব-কর্তৃক কর্তৃত্ব-সূত্রে সাধিত হয়, উহাই 'গৌণী', আর ঈশ-সেবোন্মুখ-দাস্যে যে সেবাময়ী ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহাই 'মুখ্যা' বা 'নিত্যা' ॥ ৪৪ ॥

বৃক্ষ যেরূপ ফল-ভারে অবনত হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট জনগণ সদ্‌গুণবিশিষ্ট হইয়া নম্র-স্বভাবের পরিচয় প্রদান করেন। 'অল্প-বিদ্যা ভয়ঙ্করী' 'সফরী ফর্ফরায়তে' 'এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে' প্রভৃতি বাক্যের প্রকৃত-তাৎপর্য্য-বিচার-বিমুখ ব্যক্তিগণ স্বীয় প্রাকৃত অভাবজনিত স্বল্প-প্রাপ্তিকেই বহু মানন করিয়া অপরের নিকট বিনয়-প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হয়। তজ্জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর লোক-মঙ্গলের জন্য "তৃণাদপি সুনীচ"-স্বভাবসম্পন্ন জনগণেরই হরিনাম-গ্রহণরূপ ভগবৎ-সেবায় নিত্য-যোগ্যতা আছে বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ভগবৎস্বভাবের অণুঅংশরূপেই জীবের অধিষ্ঠান। গীতায় জীব 'পরা-প্রকৃতি' শব্দে কথিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর জগদ্‌গুরু আচার্য্যের লীলা-প্রদর্শন-কল্পে প্রকৃত সদ্‌গুণবান্ জীবের স্বভাব বর্ণন করিতে গিয়া যথার্থ বিনয়ের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

হৈহয়,—মাহিষ্মতীপুর-পতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ; ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের বর-প্রভাবে সহস্রবাহুলাভ-রূপ বর-প্রাপ্তি এবং ভগবান্ পরশুরামের হস্তে নিধন,—ভাঃ ৯।১৫।১৭-৩৪ শ্লোক, মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রা-পর্ব্বে ১১৫ অঃ ১০-১৮ এবং ১১৬ অঃ ১৯-২৪ ; হরিবংশে ১।৩৩, বায়ুপুরাণে ৯৪ অঃ মৎস্যপুরাণে ৪৩ অঃ, মার্কণ্ডেয়-পুরাণে ১৬ অঃ দ্রষ্টব্য।

নহুষ,—সোমবংশীয় রাজর্ষি পুরূরবার পুত্র আয়ুর ঔরসে স্বর্ভাণবীর গর্ভে জাত এবং রাজর্ষি যযাতির পিতা। নহুষের ঐশ্বর্য্য-মত্ততা, মোহ ও পতন,—মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত আজগর-পর্ব্বে ১৮০ অঃ ১১-১৪, ১৮১ অঃ ৩০-৩৭ এবং উদ্যোগ-পর্ব্বে ১১ অঃ ১০-২৪ শ্লোক, ১২ অঃ—১৭ অঃ, এবং হরিবংশে ১।২৮, বায়ুপুরাণে ৯২ অঃ, ব্রহ্মপুরাণে ১১ অঃ দ্রষ্টব্য।

মানদ-ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তম আদর্শ প্রভুর দিগ্বিজয়ীকে সাদর অভ্যর্থনা—

তানে দেখি' প্রভু কিছু ঈষৎ হাসিয়া।
বসিতে বলিলা অতি-আদর করিয়া॥ ৭৩॥

স্বভাবতঃ নির্ভীক বিশেষতঃ স্বয়ং দিগ্বিজয়ী হইয়াও প্রভু-দর্শনে পণ্ডিতের মনে ভীতির সঞ্চার—

পরম-নিঃশঙ্ক সেই, দিগ্বিজয়ী আর।
তবু প্রভু দেখিয়া সাধ্বস হৈল তাঁর॥ ৭৪॥

ঈশ্বর-দর্শনমাত্র তৎপ্রতিদ্বন্দ্বেচ্ছু বিমুখ-জীবের নিজ-ক্ষুদ্রত্বোপলব্ধি ও ভীতি—

ঈশ্বর-স্বভাব-শক্তি এইমত হয়।
দেখিতেই মাত্র তানে, সাধ্বস জন্ময়॥ ৭৫॥

বিবিধ বিষয়ে পরস্পর আলাপ—

সাত পাঁচ কথা প্রভু কহি' বিপ্রসঙ্গে।
জিজ্ঞাসিতে তাঁরে কিছু আরম্ভিলা রঙ্গে॥ ৭৬॥

মানদধর্ম্মের পূর্ণাদর্শ প্রভুর দিগ্বিজয়ীকে পাপনাশিনী গঙ্গার মাহাত্ম্য-বর্ণনার্থ অনুরোধ—

প্রভু কহে,—"তোমার কবিত্বের নাহি সীমা।
হেন নাহি, যাহা তুমি না কর' বর্ণনা॥ ৭৭॥

গঙ্গার মহিমা কিছু করহ পঠন।
শুনিয়া সবার হউক পাপ-বিমোচন॥" ৭৮॥

দিগ্বিজয়ীর গঙ্গা-মহিমা-বর্ণন—

শুনি' সেই দিগ্বিজয়ী প্রভুর বচন।
সেইক্ষণে করিবারে লাগিলা বর্ণন॥ ৭৯॥

দিগ্বিজয়ীর দ্রুত শ্লোক-বর্ণন—

দ্রুত যে লাগিলা বিপ্র করিতে বর্ণনা।
কতরূপে বোলে, তার কে করিবে সীমা? ৮০॥

মেঘমন্দ্রবৎ দিগ্বিজয়ীর কবিত্ব-নাদ-গাম্ভীর্য্য—

কত মেঘ, শুনি, যেন করয়ে গর্জ্জন।
এইমত কবিত্বের গাম্ভীর্য্য-পঠন॥ ৮১॥

স্বয়ং বাগ্‌দেবীর পরিচালন-প্রভাবে দিগ্বিজয়ীর কবিত্বের নির্দ্দোষত্ব—

জিহ্বায় আপনি সরস্বতী অধিষ্ঠান।
যে বোলয়ে, সে-ই হয় অত্যন্ত-প্রমাণ॥ ৮২॥

সামান্য শক্তি বা মেধা-বলে, দূষণ দূরে থাকুক, তদীয় কবিত্ব-বোধও অসম্ভব—

মনুষ্যের শক্ত্যে তাহা দূষিবেক কে?
হেন বিদ্যাবন্ত নাহি,—বুঝিবেক যে॥ ৮৩॥

বেণ,—রাজর্ষি অঙ্গের নাস্তিক, ভূত-পীড়ক পুত্র; ইহার অহংগ্রহোপাসনা-মূলা নাস্তিকতা বা পাষণ্ডতা এবং ভূত-হিংসা-দর্শনে ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক ইহার সদ্যো-বিনাশ ও মথ্যমান বাহু হইতে মহারাজ পৃথুর আবির্ভাব,—ভাঃ ৪র্থ স্কঃ ১৩ অঃ ৩৯-৪৯, ১৪ অঃ ১৪৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ভগবানের প্রতি কাম, ভয়, দ্বেষ, সম্বন্ধ, স্নেহ ও ভক্তি,—এই কয়প্রকার অনুশীলনের মধ্যে কোনপ্রকার অনুশীলনেই বিমুখ হওয়ায় ভগবানের তীব্রানুশীলনাভাবে বেণ সর্ব্বাপকৃষ্ট-পাপের ফলে ভীষণতম নরকে চিরপাতিত হইয়াছিল, এ-জন্য কখনও তাহার উদ্ধার-লাভের আশা নাই। ভাঃ ৭।১।৩১ শ্লোকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি দেবর্ষি শ্রীনারদের উক্তি—"কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি। তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ॥"

বাণ,—দৈত্যপতি বলির সহস্রবাহু পুত্র, রুদ্রের প্রিয় সেবক; অন্য নাম—মহাকাল। বাণের বৃত্তান্ত ও কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক তাহার দর্প নাশ,—ভাঃ ১০ম স্কঃ ৬২ ও ৬৩ অঃ এবং হরিবংশে ২।১১৮ অঃ দ্রষ্টব্য।

নরক,—ভগবান্ বরাহদেবের স্পর্শে, ভূমির গর্ভে জাত মহাসুর; কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক উহার বিনাশ,—ভাঃ ১০ম স্কঃ ৫৯ অঃ ১-২২ শ্লোক, হরিবংশে ২।৬৩ অঃ এবং বিষ্ণুপুঃ ৫ম অং ২৯ অঃ দ্রষ্টব্য।

রাবণ,—রাবণের জন্ম, তপস্যা, বর-প্রভাবে যুদ্ধাদিতে জয়লাভ-ফলে দর্প,—রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে ৯ম সঃ—৩৯ সঃ এবং শ্রীরাম হস্তে খর-দূষণের মৃত্যু-সংবাদ-শ্রবণে ক্রোধ, মায়া-সীতা-হরণ হইতে আরম্ভ করিয়া নিধন-বৃত্তান্ত,—ঐ অরণ্যকাণ্ডে ৩১শ সঃ—৫৬ সঃ, সুন্দরকাণ্ডে ৪র্থ সঃ—২২শ সঃ, লঙ্কাকাণ্ডে ৬ষ্ঠ সঃ—১৬শ সঃ, ২৬শ—৩১শ সঃ, ৪০, ৫৯, ৬২-৬৩, ৯৩, ৯৬-১০১, ১০৩-১১১শ সঃ এবং মহাভাঃ বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণ-পর্ব্বে ২৭৪, ২৭৭, ২৮০, ২৮৪ ও ২৮৯ অঃ, এবং ভাঃ ৯ম স্কঃ ১০ম অঃ দ্রষ্টব্য।

নিমাইর শিষ্যগণ তৎকবিত্ব-শ্রবণে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্—

সহস্র-সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ।
অবাক্ হইলা সবে শুনিঞা বর্ণন ॥ ৮৪ ॥

দিগ্বিজয়ীর কবিত্বকে তাঁহাদের অলৌকিক-জ্ঞান—

'রাম রাম অদ্ভুত!' স্মরেন শিষ্যগণ।
'মনুষ্যের এমত কি স্ফুরয়ে কথন?' ৮৫ ॥

যাবতীয় উত্তম উত্তম শব্দালঙ্কার-নিচয়-সাহায্যে দিগ্বিজয়ীর কবিত্ব-বর্ণন—

জগতে অদ্ভুত যত শব্দ-অলঙ্কার।
সেই বই কবিত্বের বর্ণন নাহি আর ॥ ৮৬ ॥

শব্দার্থবিদ্‌গণেরও দিগ্বিজয়ি-প্রযুক্ত শব্দার্থাবধারণে অসামর্থ্য—

সর্ব্বশাস্ত্রে মহা-বিশারদ যে-যে-জন।
হেন শব্দ তাঁ-সবারও বুঝিতে বিষম ॥ ৮৭ ॥

দিগ্বিজয়ীর প্রহর-ব্যাপী অনর্গল শ্লোক-পঠন—

এইমত প্রহর খানেক দিগ্বিজয়ী।
অদ্ভুত সে পড়য়ে, তথাপি অন্ত নাই ॥ ৮৮ ॥

দিগ্বিজয়ীর শ্লোকপাঠান্তে প্রভুর উক্তি—

পড়ি' যদি দিগ্বিজয়ী হৈলা অবসর।
তবে হাসি' বলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ৮৯ ॥

মানদ-ধর্ম্মের পূর্ণাদর্শ প্রভু-কর্ত্তৃক দিগ্বিজয়ীর শব্দার্থ-স্মরণ-প্রশংসান্তে তাঁহাকেই শ্লোক-ব্যাখ্যানার্থ অনুরোধ—

"তোমার যে-শব্দের গ্রন্থন অভিপ্রায়।
তুমি বিনে বুঝাইলে, বুঝা নাহি যায় ॥ ৯০ ॥

এতেকে আপনে কিছু করহ ব্যাখ্যান।
যে শব্দে যে বোল তুমি, সেই সুপ্রমাণ ॥" ৯১ ॥

প্রভুর মধুর বাক্যে দিগ্বিজয়ীর স্বকৃত-শ্লোক-ব্যাখ্যানারম্ভ—

শুনিঞা প্রভুর বাক্য সর্ব্ব-মনোহর।
ব্যাখ্যা করিবারে লাগিলেন বিপ্রবর ॥ ৯২ ॥

দিগ্বিজয়ীর শ্লোক-ব্যাখ্যারম্ভেই প্রভু-কর্ত্তৃক তদ্দূষণ—

ব্যাখ্যা করিলেই মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।
দূষিলেন আদি-মধ্য-অন্তে তিন স্থানে ॥ ৯৩ ॥

প্রভুর দিগ্বিজয়ি-প্রযুক্ত শব্দালঙ্কারের তাৎপর্য্য-জিজ্ঞাসা—

প্রভু বোলে,—"এ সকল শব্দ-অলঙ্কার।
শাস্ত্র-মতে শুদ্ধ হৈতে বিষম অপার ॥ ৯৪ ॥
তুমি বা দিয়াছ কোন্ অভিপ্রায় করি'।
বোল দেখি?" কহিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ৯৫ ॥

সাক্ষাৎ বাণীর বরপুত্র হইলেও নিমাইর প্রশ্নফলে দিগ্বিজয়ীর হতবুদ্ধিতা—

এত বড় সরস্বতীপুত্র দিগ্বিজয়ী।
সিদ্ধান্ত না স্ফুরে কিছু, বুদ্ধি গেল কহিঁ ॥ ৯৬ ॥

দিগ্বিজয়ীর অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক উত্তর-প্রদান—

সাত পাঁচ বোলে বিপ্র, প্রবোধিতে নারে।
যেই বোলে, তাই দোষে গৌরাঙ্গসুন্দরে ॥ ৯৭ ॥

দিগ্বিজয়ী অপ্রতিভ ও নিজ-বাক্য-বোধেই অশক্ত—

সকল প্রতিভা পলাইল কোন্ স্থানে।
আপনে না বুঝে বিপ্র, কি বোলে আপনে ॥৯৮॥

মহাদিগ্বিজয়ী,—ব্রাহ্মণগণ জ্ঞান-পাণ্ডিত্যের বলে অষ্টদিক্ বিজয় করেন, ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে বাহুবলে এবং বৈশ্যগণ কৃষি-বাণিজ্যদ্বারা ধন-বলে দেশ জয় করেন ॥ ৪৬ ॥

ধর্ম্মকথা,—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যবহারিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-কথা।

শাস্ত্র-কথা,—প্রপঞ্চে পারলৌকিক-জ্ঞানের একপ্রকার দুর্ভিক্ষই বর্ত্তমান, সুতরাং লোকাতীত শ্রৌতকথার কীর্ত্তন-দ্বারা শাসনমুখে জীবগণের অজ্ঞানান্ধকার-দূরীকরণার্থ যে উপদেশ, তাহাই শাস্ত্র-কথা ॥ ৫২ ॥

বিদ্বজ্জনমান্য দিগ্বিজয়ী পরাজয় লাভ করিলে তাঁহার কিরূপ ক্লেশ হইবে, তাহাই জগতে শিষ্টাচার ও মানদধর্ম্মের সর্ব্বোত্তম আদর্শ-প্রদর্শক প্রভু চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন,—যদি তিনি বহু লোকের সমক্ষে এই আত্ম-সম্ভাবিত দিগ্বিজয়ীকে পরাজয় করেন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত কষ্ট হইবে; আবার পরাজিত হইলেও রক্ষা নাই,—সে ত' লাঞ্ছিত হইবেই, অধিকন্তু সকলে মিলিয়া তাহার অর্থ, হস্তী, অশ্বাদি সমস্তই বলপূর্ব্বক অধিকার করিবে,—তাহাতে ব্রাহ্মণের বড়ই শোক উপস্থিত হইবে। এইসকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি ও লক্ষ্য রাখিয়াই আমাকে নির্জ্জনে দিগ্বিজয়ীর পরাজয় সাধন করিতে হইবে ॥ ৫৬ ॥

লাঘব,—(প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যবহৃত, অধুনা অপ্রচলিত; বিশেষণ), অবজ্ঞাত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, লঘু, হীন; গুরুত্ব বা সত্ত্ব-শূন্য, অসার, তরল, 'হাল্কা' বলিয়া অনুভূত ॥

দিগ্বিজয়ীকে অন্যবিধ শাস্ত্রের আবৃত্তি-করণার্থ অনুরোধ, কিন্তু দিগ্বিজয়ীর মোহ—

প্রভু বোলে,—"এ থাকুক, পড় কিছু আর।"
পড়িতেও পূর্ব্বমত শক্তি নাহি আর ॥ ৯৯ ॥

প্রভু-সমীপে দিগ্বিজয়ীর মোহ-সমর্থনে গ্রন্থকারের কৈমুত্য-ন্যায়ের দৃষ্টান্ত—(১) সাক্ষাৎ শ্রুতিরও গোপনীয় ও স্তবনীয় বস্তু গৌর-নারায়ণ—

কোন্ চিত্র তাহান সম্মোহ প্রভু-স্থানে?
বেদেও পায়েন মোহ যাঁর বিদ্যমানে ॥ ১০০ ॥

(২) বিশ্ব-স্থিত্যুদ্ভবলয়-কর্ত্তা শেষ, ব্রহ্মা ও রুদ্রেরও গৌর-নারায়ণ-সমীপে মোহ—

আপনে অনন্ত, চতুর্ম্মুখ, পঞ্চানন।
যাঁ'সবার দৃষ্ট্যে হয় অনন্ত ভুবন ॥ ১০১ ॥
তাঁরাও পায়েন মোহ যাঁর বিদ্যমানে।
কোন্ চিত্র,—সে বিপ্রের মোহ প্রভু-স্থানে?১০২

(৩) বিমুখজীবগণের ভোগ-দৃষ্টি-হেতু অন্তরঙ্গা পরা চিৎ(স্বরূপ)-শক্তির ছায়া-রূপিণী জড়া মায়াশক্তিই নিখিল কৃষ্ণবিমুখ-ভুবন-মোহিনী—

লক্ষ্মী-সরস্বতী-আদি যত যোগমায়া।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড মোহে' যাঁ'সবার ছায়া ॥ ১০৩ ॥

বহিরঙ্গা মায়াশক্তির ভগবদীক্ষা-পথে না থাকিয়া লজ্জাভরে অপাশ্রিত-ভাবে অবস্থান—

তাহারা পায়েন মোহ, যাঁর বিদ্যমানে।
অতএব পাছে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে ॥ ১০৪ ॥

(৪) বেদমন্ত্রোদ্গাতা অনন্তদেবেরও ভগবদ্রূপ-দর্শনে মোহ—

বেদকর্ত্তা শেষও মোহ পায় যাঁর স্থানে।
কোন্ চিত্র,—দিগ্বিজয়ী-মোহ বা তাহানে?১০৫॥

ঈশ্বরের সম্মুখে মর্ত্ত্যজীবাধিক-সূরিগণেরও মোহন-হেতু তদীয় অলৌকিক-লীলৈশ্বর্য্য-মহিমানুমান—

মনুষ্যে এ সব কার্য্য অসম্ভব বড়।
তেঞি বলি,—তাঁর সকল কার্য্য দড় ॥ ১০৬ ॥

বিমুখ-দীন-জীবের তারণই ভক্তের ও ভগবদবতার-লীলার অন্যতম তাৎপর্য্য—

মূলে যত কিছু কর্ম্ম করেন ঈশ্বরে।
সকলি—নিস্তার-হেতু দুঃখিত-জীবেরে ॥ ১০৭ ॥

দিগ্বিজয়ীর পরাভবারম্ভে নিমাইর ছাত্রগণের হাস্যোদ্গম—

দিগ্বিজয়ী যদি পরাজয়ে প্রবেশিলা।
শিষ্যগণ হাসিবারে উদ্যত হইলা ॥ ১০৮ ॥

মানদ-ধর্ম্মের পূর্ণাদর্শ প্রভু-কর্ত্তৃক স্বশিষ্যগণকে পরাজিত মানীর অবমানন-নিবারণ—

সবারেই প্রভু করিলেন নিবারণ।
বিপ্র-প্রতি বলিলেন মধুর বচন ॥ ১০৯ ॥

পরদিন বিচারাঙ্গীকার-পূর্ব্বক নিশাধিক্য-হেতু দিগ্বিজয়ীকে মধুর-বাক্যে প্রভুর বিদায়-দান—

"আজি চল তুমি শুভ কর' বাসা-প্রতি।
কালি বিচারিব সব তোমার সংহতি ॥ ১১০ ॥
তুমিও হইলা শ্রান্ত অনেক পড়িয়া।
নিশাও অনেক যায়, শুই থাক গিয়া ॥" ১১১ ॥

বিজিতের প্রতি প্রভুর মধুর ব্যবহার—

এইমত প্রভুর কোমল ব্যবসায়।
যাহারে জিনেন, সেহ দুঃখ নাহি পায় ॥ ১১২ ॥

পণ্ডিতগণের পরাজয়-সাধনান্তে প্রভুর মধুর-বাক্যে তাঁহাদিগকে আপ্যায়ন—

সেই নবদ্বীপে যত অধ্যাপক আছে।
জিনিয়াও সবারে তোষেন প্রভু পাছে ॥ ১১৩ ॥

পাঠান্তরে,—"হরি বলি' গোরা পহু [illegible] বাহু তুলি'। জগমন বান্ধল করুণ বোল বলি'॥" এই [illegible]টী কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু এ-স্থলে উহার সঙ্গতি হয় না, যেহেতু পূর্ব্ববর্ত্তী ৫২ ও পরবর্ত্তী ৬৮ সংখ্যা-স্থিত বাক্যের সহিত ইহার অর্থ-সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য নাই ॥ ৫৯-৬০ ॥

বিলক্ষণ,—অলৌকিক, অপ্রাকৃত ॥ ৬৪ ॥

ভগবান্ শ্রীনারায়ণের দশবিধ সেবোপকরণের অন্যতম যজ্ঞসূত্র বা উপবীতরূপে শ্রীঅনন্ত-দেবের অবস্থান ॥ ৬৫ ॥

পাঠান্তরে,—"দণ্ড দেখিতে কি বাহু কখন উঠয়?"—অর্থাৎ প্রতিপক্ষের হস্তে শাসন-দণ্ড থাকিলে যেমন কেহই স্বীয় বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না, তদ্রূপ মূর্ত্তিমান্ সর্ব্বলোক-শাস্তা

পরাজিত মানী দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতের প্রতি প্রভুর মধুর বচন—

"চল আজি ঘরে গিয়া বসি' পুঁথি চাহ।
কালি যে জিজ্ঞাসি, তাহা বলিবারে চাহ॥" ১১৪॥

অন্য-পণ্ডিতের পরাজয়-সাধনসত্ত্বেও প্রভুর বিজিতের মানহানি প্রবৃত্তি-শূন্যতা ও সর্ব্বজন-প্রিয়তা—

জিনিয়াও কারে না করেন তেজভঙ্গ।
সবেই হয়েন প্রীত,—হেন তান রঙ্গ॥ ১১৫॥

নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতবর্গের প্রতি প্রভুর আচরণ-ফলে তাঁহাদের তৎপ্রতি প্রীতি-বোধ—

অতএব নবদ্বীপে যতেক পণ্ডিত।
সবার প্রভুর প্রতি মনে বড় প্রীত॥ ১১৬॥

প্রভুর স্বগৃহে আগমন; দিগ্বিজয়ীর ও স্বগৃহে আগমনান্তে পরাভব-প্রাপ্তি হেতু লজ্জা—

শিষ্যগণ-সংহতি চলিলা প্রভু ঘর।
দিগ্বিজয়ী হৈলা বড় লজ্জিত-অন্তর॥ ১১৭॥

দিগ্বিজয়ীর দুঃখ ও চিন্তা; বাণীর অবার্থ-বরসম্বন্ধে বিচার—

দুঃখিত হইলা বিপ্র চিন্তে' মনে-মনে।
"সরস্বতী মোরে বর দিলেন আপনে॥ ১১৮॥

বাণীর বরপ্রভাবে নিজেকে ষড়্‌-দর্শনে অপ্রতিদ্বন্দ্বি-জ্ঞান—

ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা-দর্শন।
বৈশেষিক, বেদান্তে নিপুণ যত জন॥ ১১৯॥
হেন জন না দেখিলুঁ সংসার-ভিতরে।
জিনিতে কি দায়, মোর সনে কক্ষা করে! ১২০॥

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর গৌর-নারায়ণের এরূপ স্বরূপ-শক্তি বৈভব অর্থাৎ স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য-মহিমা যে, কোন বস্তু বস্তুই তাঁহাকে অতিক্রম বা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, স্বল্পপাণ্ডিত্য-কূপ দিগ্বিজয়ী অসীমপাণ্ডিত্য-সমুদ্র গৌর-সুন্দরের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে অগ্রসর না হইয়া সম্পূর্ণ ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িল॥ ৭৬॥

চৈঃ চঃ আদি ১৬শ পঃ ৩৪-৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ৭৭-৮০॥

অত্যন্ত প্রমাণ,—অতিশয় প্রামাণিক, যুক্তিযুক্ত, বিশ্বাস্য বা নিশ্চিত॥ ৮২॥

দিগ্বিজয়ীর রচিত ও পঠিত গঙ্গা-স্তবে সর্ব্বত্র বিস্ময়কর ও উৎকৃষ্ট শব্দবিন্যাস ও আলঙ্কারিক সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান ছিল; সুতরাং সকলশাস্ত্রে পারদর্শী কৃতবিদ্য পরম-পণ্ডিতগণও সেইসকল শ্লোক বিচার ও আস্বাদন করিতে অত্যন্ত দুরূহ বোধ করিতেন॥ ৮৮॥

অবসর,—(বিশেষণ), লব্ধাবকাশ, বিরত॥ ৮৯॥

গ্রন্থন-অভিপ্রায়,—রচন-তাৎপর্য্য॥ ৯০॥

নিজ-কৃত যে শ্লোকটী দিগ্বিজয়ী পরমোৎসাহ-ভরে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তাহা এই,—"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি-সুভগা। দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥" চৈঃ চঃ আদি ১৬শ পঃ ৪১ ও ৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ৯৩॥

দিগ্বিজয়ী নিজ-কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলে প্রভু সেই রচিত শ্লোকের আদি, মধ্য ও অন্ত্য, সর্ব্বত্রই আলঙ্কারিক দোষ প্রদর্শন করিলেন। রচনায় যে শব্দবিন্যাস-কৌশল ও আলঙ্কারিক শুদ্ধি আবশ্যক, তাহা দিগ্বিজয়ীর শ্লোকে দৃষ্ট হয় নাই। চৈঃ চঃ আদি ১৬শ পঃ ৫৪-৮৮ সংখ্যায় দিগ্বিজয়ি-কৃত শ্লোকে প্রভু-কর্ত্তৃক পঞ্চ দোষ ও পঞ্চ গুণ-প্রদর্শন দ্রষ্টব্য॥

শাস্ত্রমতে...অপার,—দিগ্বিজয়ীর শ্লোকস্থিত শব্দালঙ্কার-সমূহ তত্তৎশাস্ত্রানুসারে শুদ্ধ বলিয়া নির্ণয় করিতে গেলেও অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল॥ ৯৫॥

বুদ্ধি গেল কহিঁ,—বুদ্ধি কোথায় যেন চলিয়া গেল, অর্থাৎ দিগ্বিজয়ীর বিচার-শক্তি লুপ্ত বা নষ্ট হইল॥ ৯৬॥

ভগবান্ শ্রীগৌর-নারায়ণের নিকটে শ্রীঅনন্তদেবেরও মোহ,—১। (ভাঃ ২।৭।৪১ শ্লোকে নারদের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি—) 'আমি ব্রহ্মা ও তোমার এই অগ্রজ সনকাদি মুনিগণ, কেহই সেই পরম-পুরুষ পুরুষোত্তমের যে মায়া-বল (স্বরূপশক্তি-বৈভব), তাহা জানি না; আর যাহারা—সামান্য জীবমাত্র, তাহারা কিরূপে তাহা জানিবে? এমন যে সহস্রানন আদিদেব শ্রীঅনন্তদেব, তিনিও তাঁহার গুণ গান করিতে করিতে অদ্যাপি তাহার পার পাইলেন না'।

২। জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা ব্রজের গো-বৎস ও বৎসপাল হরণ করায় ব্রহ্মার মোহ উৎপাদন ও গোপবালকগণের মাতৃবর্গের বিষাদ দূরীভূত করিবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই গো-

শিশু-শাস্ত্র সামান্য ব্যাকরণের বালক অধ্যাপক-কর্ত্তৃক স্বীয় পরাজয়-দর্শনে নিজ-দুর্ভাগ্যানুমান—

শিশু-শাস্ত্র ব্যাকরণ পড়ায়ে ব্রাহ্মণ।
সে মোরে জিনিল,—হেন বিধির ঘটন! ১২১॥

ইষ্টদেবতা বাণীর বর-বিপর্য্যয়-দর্শনে পণ্ডিতের মহা-সংশয়—

সরস্বতীর বরে অন্যথা দেখি হয়।
এহো মোর চিত্তে বড় লাগিল সংশয় ॥ ১২২ ॥

ইষ্টদেবতা-পদে কোন ত্রুটিকেই পূর্ব্বোক্ত হতবুদ্ধিতার কারণানুমান—

দেবীস্থানে মোর বা জন্মিল কোন দোষ?
অতএব হৈল মোর প্রতিভা-সঙ্কোচ? ১২৩ ॥

স্বীয় পরাজয়-কারণানুসন্ধানার্থ দিগ্বিজয়ীর ইষ্ট-মন্ত্র জপ—

অবশ্য ইহার আজি বুঝিব কারণ।"
এত বলি' মন্ত্র-জপে বসিলা ব্রাহ্মণ ॥ ১২৪ ॥

মন্ত্রজপান্তে রাত্রিতে শয়ন ও স্বপ্নে ইষ্টদেবী বাগ্‌দেবীর দর্শন-লাভ—

মন্ত্র জপি' দুঃখে বিপ্র শয়ন করিলা।
স্বপ্নে সরস্বতী বিপ্র-সম্মুখে আইলা ॥ ১২৫ ॥

বাগ্‌দেবীর স্বীয় ভক্ত দিগ্বিজয়ীকে গুপ্তকথা-বর্ণন—

কৃপা-দৃষ্ট্যে ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণের প্রতি।
কহিতে লাগিলা অতি-গোপ্য সরস্বতী ॥ ১২৬ ॥

প্রভুর বেদনিগূঢ় তত্ত্ব ও স্বরূপ-কীর্ত্তন—

সরস্বতী বোলেন,—"শুনহ, বিপ্রবর!
বেদ-গোপ্য কহি এই তোমার গোচর ॥ ১২৭ ॥

স্বীয় সেবককে মৃত্যুভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক গুপ্তকথা ব্যক্ত করিতে দেবীর নিষেধাজ্ঞা—

কারো স্থানে কহ যদি এ-সকল কথা।
তবে তুমি শীঘ্র হৈবা অল্পায়ু সর্ব্বথা ॥ ১২৮ ॥

বৎস ও বৎসপালগণের রূপ ধারণপূর্ব্বক এক বৎসর গোষ্ঠে ক্রীড়া করিতে থাকিলে, স্বীয় সন্তানগণের প্রতি গো ও গোপীগণের প্রেম-সমৃদ্ধির আতিশয্য-দর্শনে উহার কারণ জানিতে না পারিয়া ভগবান্ শ্রীবলরাম চিন্তা করিতে লাগিলেন,—(ভাঃ ১০।১৩।৩৭—) 'এ কোন্ মায়া?—দেবগণের অথবা মানবগণের, কিংবা অসুরগণের? কি-কারণেই বা এ মায়া প্রযুক্ত হইয়াছে? ইহা অন্য-মায়া বলিয়া সম্ভব হয় না; কেন না, ইহাতে অন্য বস্তুগণের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ আমারও মোহ উপস্থিত হইল, অতএব খুব সম্ভব, আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই এই মায়া!'

চতুর্ম্মুখের মোহ,—(ভাঃ ১০।১৩।৪০-৪৫—) 'ব্রহ্মা আত্ম-পরিমাণানুসারে ত্রুটি-পরিমিতকালের পর ব্রজে আসিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্ববৎ গো-বৎস ও বৎসপালগণের সহিত প্রাপঞ্চিক গণনার একবৎসর-কাল-পর্য্যন্ত ক্রীড়া করিতে দেখিলেন। দেখিয়া ব্রহ্মা মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন,—গোকুলে যত গোপ-বালক ও গো-বৎস ছিল, সকলেই আমার মায়া-শয্যায় শয়ান আছে, অদ্যাপি তাহাদের পুনরুত্থান হয় নাই। আমার মায়া-মোহিত সেইসকল গোপ-শিশু ও গো-বৎস হইতে পৃথক্ এইসকল গোপ-শিশু ও গো-বৎস এ-স্থানে কোথা হইতে কিরূপে আসিল? অনেক-ক্ষণ এইরূপ বিতর্ক ও ধ্যান করিয়াও ব্রহ্মা পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ গোপ-শিশু ও গো-বৎসগণের মধ্যে কোন্‌গুলি সত্য, কোন্‌গুলিই বা অসত্য, তাহা কোনপ্রকারেই জানিতে পারিলেন না। এইরূপে মায়া-মোহাতীত ও বিশ্ব-মোহন সাক্ষাদ্‌ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে নিজ-মায়া-দ্বারা মুগ্ধ করিতে গিয়া ব্রহ্মা স্বয়ংই বিমোহিত হইলেন। তমিস্র-রজনীতে হিম-কণোদ্ভূত অন্ধকার যেমন উহাকে পৃথগ্‌ভাবে আচ্ছাদন করিতে পারে না, পরন্তু উহাতেই লীন হয়, খদ্যোতালোক যেমন সূর্য্যালোকিত দিবসকে পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশ করিতে পারে না, তদ্রূপ মায়াতীত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-ভক্তের নিকট ইতরা মায়া কিছুই করিতে পারে না,—নিজের মধ্যেই নিজ-বিক্রম বিনাশ করিয়া ফেলে।' আদি—১ম অঃ ৭২ সংখ্যা-ধৃত ভাঃ ২।৭।৪১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পঞ্চাননের মোহ,—ভগবান্ হরি দানবগণকে মোহিনী-রূপে বিমোহিত করিয়া সুরগণকে সোম পান করাইলেন দেখিয়া ভবানীপতি বৃষধ্বজ স্বীয় পত্নী উমা ও অনুচরগণের সহিত শ্রীহরির সেই মোহিনীরূপের দর্শনাভিলাষী হইয়া তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক পূজা করত কহিলেন, (ভাঃ ৮।১২।১০—)"হে পরমেশ, আপনার মায়ায় অপহৃত-মতি আমি, ব্রহ্মা ও মরীচিপ্রমুখ মহর্ষিগণ, শিবদ-সত্ত্বগুণের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াও

দিগ্বিজয়ি-বিজেতা নিমাইপণ্ডিতই মহাপ্রভু জগন্নাথ—

যাঁর ঠাঞি তোমার হইল পরাজয়।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সেই সুনিশ্চয় ॥ ১২৯ ॥

বাগ্-বৃহতী স্বরূপতঃ গৌর-কৃষ্ণ-তোষণী হইলেও গৌণী অজ্ঞ বা অবিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে জীবভোগ্যা ও জীবমোহিনী বলিয়া বিষ্ণুতত্ত্ব-সমীপে কুণ্ঠিতা—

আমি যাঁর পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি ॥ ১৩০ ॥

তথা হি (ভা ২।৫।১৩) নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্—

বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়া-শক্তির অবস্থান ও প্রভাব-বর্ণন—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা-পথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥ ১৩১ ॥

দিগ্বিজয়ীর জিহ্বাধিষ্ঠাত্রী হইয়াও স্বীয় ঈশ্বর গৌর-নারায়ণের সম্মুখে জীবমোহিনী বাগ্‌বৈখরীর স্ববিক্রম-প্রকাশে অসামর্থ্য—

আমি সে বলিয়ে, বিপ্র, তোমার জিহ্বায়।
তাহান সম্মুখে শক্তি না বসে আমায় ॥ ১৩২ ॥

এমন কি, বেদবক্তা হর-বিরিঞ্চি-বন্দিত শ্রীশেষও শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-রূপ-দর্শনে মুগ্ধ—

আমার কি দায়, শেষ-দেব ভগবান্।
সহস্র-বদনে বেদ যে করে ব্যাখ্যান ॥ ১৩৩ ॥

অজ-ভব-আদি যাঁর উপাসনা করে।
হেন 'শেষ' মোহ মানে যাঁহার গোচরে ॥ ১৩৪ ॥

শ্রীগৌর-নারায়ণের অপ্রাকৃত গুণাবলী—

পরব্রহ্ম, নিত্য, শুদ্ধ, অখণ্ড, অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই' বৈসে সবার হৃদয় ॥ ১৩৫ ॥

দিগ্বিজয়ি-বিজেতা এই প্রভুই সমস্ত ব্যক্ত-পদার্থের সৃষ্টি-নাশ-কারণ বিষ্ণু—

কর্ম্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, শুভ-অশুভাদি যত।
দৃশ্যাদৃশ্য,—তোমারে বা কহিবাও কত ॥ ১৩৬ ॥
সকল প্রলয় (প্রবর্ত্ত) হয়, শুন, যাঁহা হৈতে।
সেই প্রভু বিপ্ররূপে দেখিলা সাক্ষাতে ॥ ১৩৭ ॥

এই প্রভুই ব্রহ্মাদি সমস্ত জীবের কর্ম্মফলপ্রদাতা—

আব্রহ্মাদি যত, দেখ, সুখ-দুঃখ পায়।
সকল, জানিহ, বিপ্র, ইহান আজ্ঞায় ॥ ১৩৮ ॥

স্বয়ংরূপ অবতারী বিষ্ণুপরতত্ত্ব এই প্রভুরই অভিন্ন নানা অবতার-বর্ণন —(১) মৎস্য, (২) কূর্ম্ম—

মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি যত, শুন, অবতার।
এই প্রভু বিনা, বিপ্র, কিছু নহে আর ॥ ১৩৯ ॥

(৩) বরাহ, (৪) নৃসিংহ—

এই সে বরাহ-রূপে ক্ষিতি-স্থাপয়িতা।
এই সে নৃসিংহ-রূপে প্রহ্লাদ-রক্ষিতা ॥ ১৪০ ॥

আপনার দূরে যাউক, আপনার বিরচিত এই বিশ্বের তত্ত্বই জ্ঞাত নহি, আর চির-দুঃখদ রজস্তমো গুণে যে-সকল দৈত্য ও মর্ত্ত্যজীবের উৎপত্তি, তাহারা যে আপনার তত্ত্ব অবগত নহে, তৎসম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?' (ভাঃ ৮।১২।২২শ ও ২৫শ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি—) 'ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ঐ মোহিনী-রূপ দেখিবা-মাত্র মহাদেব তাঁহার কটাক্ষে মুগ্ধ ও (পরস্পর সন্দর্শন-ফলে) বিহ্বলচিত্ত হওয়ায়, আপনাকে এবং সমীপবর্ত্তিনী উমা ও নিজের পার্ষদগণকেও জানিতে পারিলেন না। * * মোহিনীকর্ত্তৃক ভগবান্ ভবের বিজ্ঞান অপহৃত হওয়ায় তিনি মোহিনীর মায়া-বিলাসে কাম-বিহ্বল হইলেন; পার্শ্ববর্ত্তিনী ভবানী সমস্ত ঘটনা দেখিতে থাকিলেও তাঁহাকে অনাদর করিয়াই তিনি মোহিনীর সমীপে গমন করিলেন।'

অন্যান্য দেবগণের মোহ-বৃত্তান্ত,—('কেন' বা 'তলবকার' উপনিষদে ৩য় খঃ ও ৪র্থ খঃ ১ম মঃ—) 'দেবাসুর-সংগ্রামে ব্রহ্ম (বিষ্ণুই) দেবগণকে বিজয়ফল প্রদান করিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মেরই (বিষ্ণুরই) বিজয়ে দেবগণ মহিমান্বিত হইলেন; কিন্তু অজ্ঞতা-বশতঃ তাঁহারা মনে করিলেন,—'আমাদিগেরই এই বিজয়, আমাদিগেরই এই মহিমা।'

ব্রহ্ম (শ্রীবিষ্ণু) দেবগণের ঐ অজ্ঞতা বেশ বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাদিগের সম্মুখে [যক্ষ বা গন্ধর্ব্ব-রূপে] প্রাদুর্ভূত হইলেন। কিন্তু সেই দেবগণ সেই আবির্ভূত ব্রহ্মকে দেখিয়াও, এই যক্ষরূপী মহাভূতটী কে?—তাহা বিশেষভাবে জানিতে পারিলেন না।

তাঁহারা অগ্নিকে কহিলেন,—'হে জাতবেদ, এই মহা-

(৫) বামন—

এই সে বামন-রূপে বলির জীবন।
যাঁর পাদ-পদ্ম হইতে গঙ্গার জনম ॥ ১৪১ ॥

(৬) রাঘব—

এই সে হইলা অবতীর্ণ অযোধ্যায়।
বধিলা রাবণ দুষ্ট অশেষ-লীলায় ॥ ১৪২ ॥

বসুদেব-নন্দ-নন্দন কৃষ্ণই অধুনা মিশ্র-নন্দন—

উহানে সে বসুদেব-নন্দ-পুত্র বলি।
এবে বিপ্র-পুত্র বিদ্যা-রসে কুতুহলী ॥ ১৪৩ ॥

বেদনিগূঢ় গৌর-কৃষ্ণ-কৃপা-লেশ-প্রভাবেই সকলের তন্মহিমাবগতি—

বেদেও কি জানেন উহান অবতার ?
জানাইলে জানয়ে, অন্যথা শক্তি কার ? ১৪৪ ॥

মন্ত্রজপের ফলস্বরূপ ধন-জন-বিষয়াদি তুচ্ছ জড়সম্পৎলাভে উহার ব্যর্থতা, ভগবদ্দর্শন-লাভেই উহার সার্থকতা—

যত কিছু মন্ত্র তুমি জপিলে আমার।
দিগ্বিজয়ী-পদ-ফল না হয় তাহার ॥ ১৪৫ ॥

মন্ত্রে যে ফল, তাহা এবে সে পাইলা।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সাক্ষাতে দেখিলা ॥ ১৪৬ ॥

প্রভুর পদে আত্মসমর্পণার্থ সেবক দিগ্বিজয়ীকে দেবীর আদেশ—

যাহ শীঘ্র, বিপ্র, তুমি ইহান চরণে।
দেহ গিয়া সমর্পণ করহ উহানে ॥ ১৪৭ ॥

স্ব-ভক্তের মন্ত্র-বশীভূতা ইষ্টদেবী বাগ্দেবীকর্তৃক দিগ্বিজয়ীকে স্বপ্নকালীন স্বীয় উপদেশ-বাক্যে অলীক-বুদ্ধি ত্যাগ-পূর্ব্বক যথার্থ জ্ঞান করিতে আদেশ—

স্বপ্ন-হেন না মানিহ এ-সব বচন।
মন্ত্র-বশে কহিলাও বেদ-সঙ্গোপন ॥" ১৪৮ ॥

ইষ্টদেবী বাগ্দেবীর অন্তর্দ্ধান, দিগ্বিজয়ীর গাত্রোত্থান—

এত বলি' সরস্বতী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
জাগিলেন বিপ্রবর মহা-ভাগ্যবান্ ॥ ১৪৯ ॥

সেই ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তেই প্রভু-সমীপে দিগ্বিজয়ীর আগমন—

জাগিয়াই মাত্র বিপ্রবর সেইক্ষণে।
চলিলেন অতি উষঃকালে প্রভুস্থানে ॥ ১৫০ ॥

ভূতটি কে, তুমি তাহা বিশেষভাবে জ্ঞাত হও।' অগ্নি কহিলেন,—'তাহাই হউক।'

সেই ব্রহ্মের সমীপে অগ্নি গমন করিলে ব্রহ্ম অগ্নিকে কহিলেন,—'তুমি কে?' অগ্নি কহিলেন,—'আমি অগ্নি, আমিই প্রসিদ্ধ জাতবেদ।'

ব্রহ্ম কহিলেন,—'এতাদৃশ তুমি, তোমাতে কোন শক্তি আছে?' অগ্নি কহিলেন,—'পৃথিবীতে এই যাহা কিছু, তাহা সমস্তই আমি দগ্ধ করিতে পারি।'

ব্রহ্ম তাঁহার সম্মুখে একটি তৃণ রাখিলেন এবং কহিলেন, —'ইহা দহন কর।' অগ্নি সেই তৃণের সমীপে গমন করিলেন এবং সমস্তশক্তিদ্বারাও উহা দহন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অগ্নি ব্রহ্মের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবগণকে গিয়া কহিলেন,—'এই যক্ষরূপী মহাভূতটি কে, তাহা আমি বিশেষভাবে জানিতে পারিলাম না।'

অনন্তর দেবগণ (নাসিক্য-)বায়ুকে কহিলেন,—'হে বায়ো, এই যক্ষরূপী মহাভূতটি কে, তুমি তাহা বিশেষভাবে জ্ঞাত হও।' বায়ু কহিলেন,—'তাহাই হউক।'

সেই ব্রহ্মের সমীপে বায়ু গমন করিলে ব্রহ্ম বায়ুকে কহিলেন,—'তুমি কে?' বায়ু কহিলেন,—'আমি বায়ু, আমিই প্রসিদ্ধ মাতরিশ্বা।'

ব্রহ্ম কহিলেন,—'এতাদৃশ তুমি, তোমাতে কোন্ শক্তি আছে?' বায়ু কহিলেন, —'পৃথিবীতে এই যাহা কিছু, তাহা সমস্তই আমি গ্রহণ করিতে পারি।'

ব্রহ্ম তাঁহার সম্মুখে একটি তৃণ রাখিলেন এবং কহিলেন, —'ইহা গ্রহণ কর।' বায়ু সেই তৃণের সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং সমস্তবলের দ্বারাও উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন বায়ু ব্রহ্মের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবগণকে গিয়া কহিলেন,—'এই যক্ষরূপী মহাভূতটি কে, তাহা আমি বিশেষভাবে জানিতে পারিলাম না।'

অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রকে কহিলেন,—'হে মঘবন্, এই যক্ষরূপী মহাভূতটি কে, তাহা বিশেষভাবে জ্ঞাত হও।' 'তথাস্তু' বলিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মের নিকট গমন করিলে ব্রহ্ম তাঁহার নিকট হইতে তিরোহিত হইলেন।

ইন্দ্র সেই আকাশেই স্ত্রীরূপিণী অতি-শোভাময়ী হৈম-

প্রণত দিগ্বিজয়ীকে প্রভুর স্বীয় অঙ্কে ধারণ—

প্রভুরে আসিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ হৈলা।
প্রভুও বিপ্রেরে কোলে করিয়া তুলিলা ॥ ১৫১ ॥

প্রভুর বিস্মিতাভিনয়ে দিগ্বিজয়ি-কৃত আচরণ-কারণ জিজ্ঞাসায় দিগ্বিজয়ীর প্রভু-কৃপা-প্রার্থনা—

প্রভু বোলে,—"কেনে ভাই, একি ব্যবহার ?"
বিপ্র বোলে,—"কৃপা-দৃষ্টি যেহেন তোমার ॥ ১৫২

বিনয়ের মূর্ত্তাদর্শ প্রভু স-সঙ্কোচে দিগ্বিজয়ীকে তদীয় দৈন্যপূর্ণ আচরণের কারণ-জিজ্ঞাসা—

প্রভু বোলে,—"দিগ্বিজয়ী হইয়া আপনে।
তবে তুমি আমারে এমত কর' কেনে ?"১৫৩ ॥

শ্রদ্ধাবান দিগ্বিজয়ীর প্রভু-স্তুতি ; গৌর-কৃষ্ণ-ভক্তি-ফলেই সর্ব্বসিদ্ধি—

দিগ্বিজয়ী বোলেন,—"শুনহ, বিপ্ররাজ !
তোমা' ভজিলেই সিদ্ধ হয় সর্ব্বকাজ ॥ ১৫৪ ॥

কলিতে দ্বিজরাজরূপে অধোক্ষজ গৌর-নারায়ণাবতার—

কলিযুগে বিপ্ররূপে তুমি নারায়ণ।
তোমারে চিনিতে শক্তি ধরে কোন্ জন ? ১৫৫ ॥

প্রভুর প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা-মাত্র নিজ-স্তব্ধতা-দর্শনে প্রভুকে অতি মর্ত্ত্য অলৌকিকশক্তি ভগবদনুমান—

তখনি মোর চিত্তে জন্মিল সংশয়।
তুমি জিজ্ঞাসিলে, মোর বাক্য না স্ফুরয় ॥ ১৫৬ ॥

বতী উমা-দেবীকে দেখিয়া, তাঁহার সম্মুখে আসিয়া স্পষ্ট-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এই যক্ষরূপী মহাভূতটি কে ?'

তিনি (উমা-দেবী) স্পষ্টভাবে কহিলেন,—'ইনিই ব্রহ্ম (বিষ্ণু),—এই ব্রহ্মেরই (শ্রীবিষ্ণুরই) বিজয়ে তোমরা এইরূপ মহিমান্বিত হইয়াছ।' উমা-দেবীর সেই বাক্য-শ্রবণেই ইন্দ্র নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলেন যে, তিনি—ব্রহ্ম অর্থাৎ বিষ্ণু ॥ ১০২, ১০৩, ১০৬, ১০৭ ॥

যোগমায়া,—যোগমায়া বদ্ধ-জীবের ভোক্তৃবুদ্ধি-প্রসূত আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক উপাধিদ্বয় অপসারণ করিয়া নিরুপাধি কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির সহায়তা করেন। আবার, সেই যোগমায়াই ঈশ-বিমুখ জীবগণের ভোগ্যারূপে উদ্দিষ্ট হইবামাত্রই তাহাদের মোহ উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে প্রপঞ্চে এই ভবদুর্গে ভ্রমণ করাইয়া শাস্তি প্রদান করেন। প্রাপঞ্চিক ভোগ্য জড়ব্যোমে বদ্ধজীবের তাৎকালিক ভোক্তৃবুদ্ধিজনিত মূঢ়তায় আবদ্ধ হইবার যোগ্যতা বর্ত্তমান। নিত্য-ভূমিকা পরব্যোমে অজ্ঞান, অনুপাদেয়তা, পরিচ্ছেদ প্রভৃতি ধর্ম্মের অনবস্থান-হেতু তথায় যোগমায়া ভগবৎসেবানুকূলবৃত্তি-যুক্তা হইলেও ঈশবিমুখ বদ্ধ-জীবের প্রাপঞ্চিক ভোক্তৃবিচারফলে তাহার ভগবৎসেবন-প্রতিকূলা বিবর্ত্ত-বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া বিমোহিত করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতি ভগবচ্ছক্তিসমূহের ছায়া-রূপিণী মায়া ও তদীয় বৈভবসমূহ ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণকারী ভগবদ্বিমুখ বদ্ধ-জীবগণকে জড় আধ্যক্ষিক-জ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক বিজ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞান-জাল বিস্তার করে। পরব্যোমস্থা স্বরূপশক্তি স্বরূপিণী যে-সকল অন্তরঙ্গা মহালক্ষ্মী-গণের ছায়া রূপিণী বহিরঙ্গা মায়ার বৈভবসমূহে বহির্ম্মুখ-জীবগণ বিমুগ্ধ, তাঁহারাও ভগবানের পরমৈশ্বর্য্য-দর্শনে বিমুগ্ধা হইয়া আপনাদিগকে ভগবৎকিঙ্করীজ্ঞানে নিত্য ভগবদিচ্ছা-পরতন্ত্রা ও নিরন্তর ভগবদ্দাস্যে নিরতা থাকেন। ভগবানের পরম-সন্তোষের নিমিত্ত দাস্য-রসেই তাঁহারা তাঁহার সেবা করেন ; আবার ভগবদ্বিমুখ জীবের অধিক-পরিমাণে মোহ উৎপাদন করিবার জন্য প্রাপঞ্চিক-বিচারে তাহাদের কর্ম্ম-ফল-প্রদাত্রী মায়ারূপেও দৃষ্ট হন। (ভাঃ ১।৭।৪৫—) "অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রিতাম্। যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃত-ঞ্চাভিপদ্যতে। অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে ॥"

বেদকর্ত্তা,—ব্রহ্মা, অথবা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাস। গো-বৎস-হরণ-কালে এবং দ্বারকায় বহুতর-মুখযুক্ত বিরিঞ্চিগণের দর্শনে ব্রহ্মার মোহ উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাভারত ও পুরাণাদি-রচনান্তে শ্রীব্যাসেরও সরস্বতী-নদীতটে চিত্তের মহাবসাদ লক্ষিত হইয়াছিল। শেষ বা অনন্তদেবও গোপীজনবল্লভের লীলা-চমৎকারিতায় মুগ্ধ হইয়া গোপীর আনুগত্য-স্বীকারার্থ প্রলুব্ধ হন।

যখন এতাদৃশ মহাবলৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেব-মুনিগণও ভগবান্ শ্রীনারায়ণের পরমৈশ্বর্য্যময়ী শক্তির মহা-প্রভাবে নানাভাবে মোহিত হন, তখন তাঁহাদের কিঙ্কর সাধারণ নগণ্য জীবগণ, অথবা বঞ্চিত দিগ্বিজয়ীও যে মোহ প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে

প্রভুকে বিনয়ের মূর্ত্তাদর্শ ও মানদ-বিগ্রহরূপে দর্শন—

তুমি যে অগর্ব্ব প্রভু,—সর্ব্ববেদে কহে।
তাহা সত্য দেখিলুঁ, অন্যথা কভু নহে ॥ ১৫৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক দিগ্বিজয়ীর পরাজয়-সাধন-সত্ত্বেও তৎসম্মান-রক্ষণ—

তিনবার আমারে করিলা পরাভব।
তথাপি আমার তুমি রাখিলা গৌরব ॥ ১৫৮ ॥

আর বিচিত্রতা কি? (গীঃ ৭।১৪—) 'আমার ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া—'দুস্তরা' বলিয়া প্রসিদ্ধা; যাঁহারা আমাতেই প্রপন্ন বা শরণাগত অর্থাৎ অব্যভিচারিণী-ভক্তিদ্বারা আমাকেই ভজন করেন, তাঁহারাই এই সুদুস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হন।' (ভাঃ ৮।১২।৩৮ শ্লোকে ভবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি—) 'হে সুরোত্তম, আপনি ব্যতীত কোন্ পুরুষ আসক্ত হইয়া পুনরায় আমার এই সুদুস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে? আমার এই মায়া অকৃতবুদ্ধি-জনগণের পক্ষে অতি দুস্তর অনির্ব্বচনীয় ভাবসমূহ বিস্তার করিয়া থাকে।'

(ভাঃ ১০।১৪।২১ শ্লোকে ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি—) 'হে ভূমন্, হে ভগবন্, হে পরমাত্মন্, হে যোগেশ্বর, আপনি কোথায়, কিরূপ, কতভাবে এবং কখন যোগমায়া বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করেন, আপনার সেই লীলা এই ত্রিলোক-মধ্যে কে জানে?'' ১০২, ১০৫ ॥

কৃপা-বশে অবতীর্ণ ভগবান্ সকল-সময়ে তদ্বহির্ম্মুখ প্রপঞ্চস্থিত জীবগণকে নিত্য পরম-মঙ্গল-প্রদানের উদ্দেশেই নিজের যাবতীয় লীলা প্রকটিত করিয়া থাকেন। সমস্ত লীলাই তাঁহার জীবোদ্ধারেচ্ছা-মূলেই অনুষ্ঠিত প্রচেষ্টা। এতৎপ্রসঙ্গে (ভাঃ ১০।১৪।৮—) 'তত্তেঽনুকম্পাং'-শ্লোক বিশেষরূপে আলোচ্য। ভগবদ্বিমুখ বদ্ধ-জীবসমূহ আপাত-মধুর কিন্তু পরিণামে অমঙ্গলকর বিচারে প্রমত্ত হইয়া ভগবানের নিত্যমঙ্গলময়ী ইচ্ছাতেও দোষ দর্শন ও প্রদর্শন করে; তজ্জন্যই তাহাদের বদ্ধাবস্থা বা অজ্ঞান। সৌভাগ্য-ক্রমে যখন জীব জানিতে পারেন যে, তিনি —নিত্য-কৃষ্ণদাস, তখন তাঁহার আর কোনপ্রকার ভয় ও দুঃখ থাকে না ॥ ১০৭

পরাজয়ে প্রবেশিলা,—পরাজয় [illegible]রিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১০৮ ॥

শুভ কর'—যাত্রা বা গমন কর ॥ ১১০ ॥

নিশাও অনেক যায়,—রাত্রিও অধিক হইল ॥ ১১১ ॥

তেজভঙ্গ,—মানহানি ॥ ১১৫ ॥

ষড়্দর্শনের যাবতীয় পণ্ডিতের সহিত আমার সাক্ষাৎকার-লাভ হইয়াছে। আমাকে পরাজয় করা দূরে থাকুক, তাহারা কেহই আমার সহিত বিচারে পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইতে সাহস করে নাই ॥ ১২০ ॥

এই ব্রাহ্মণ-বালক প্রাথমিক-শাস্ত্র সামান্য ব্যাকরণের অধ্যাপকমাত্র; কিন্তু হায়, আমার কর্ম্মদোষে ইহার নিকটও আমাকে পরাজিত হইতে হইল! বেদাঙ্গ-ষট্কের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে বেদ-পুরুষের মুখসদৃশ ব্যাকরণ-শাস্ত্রই শাস্ত্রপাঠার্থি-গণের আদি-পাঠ্যগ্রন্থ বটে, কিন্তু কেবলমাত্র ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা বা দক্ষতা থাকিলেই সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও দর্শনাদি-শাস্ত্রে পারদর্শিতা হয় না,—ইহাও অবি-সম্বাদিত সত্য; তথাপি এই ক্ষুদ্র বালক বৈয়াকরণের নিকট আমার ন্যায় প্রবীণ শাস্ত্র-মল্লও পরাজিত হইল! ১২১ ॥

এখন দেখিতেছি যে, এই বৈয়াকরণ ব্রাহ্মণ-বটুর নিকট পরাজিত হওয়ায় আমার ইষ্ট সরস্বতী-দেবীর নিকট হইতে প্রাপ্ত বর সম্পূর্ণ বিফল হইয়া গেল! সুতরাং আমার মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। যে-দেবীকে প্রসন্ন করিয়া আমি তাঁহার নিকট হইতে দিগ্বিজয়-বর পর্য্যন্ত লাভ করিলাম, নিশ্চয়ই আমার কোন অপরাধ-ফলেই তাঁহার অপ্রসন্নতা লাভ করিয়াছি, তাহা না হইলে আমার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা কেনই বা একটী ক্ষুদ্র শিশু-বৈয়াকরণের নিকট পরাহত হইল? ১২২-১২৩ ॥

স্বপ্নে সরস্বতী-দেবী মন্ত্ররূপকারী দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—'আমি তোমার নিকট ছন্ন-অবতারীর সম্বন্ধে যে-সকল পরম-গুহ্য কথা বলিতেছি, তাহা যদি তুমি কোথাও প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য।'

প্রবাদ এই যে, গাঙ্গল-ভট্টের গুরু কেশবভট্ট শ্রীমন্মহা-প্রভুর কথা ও সরস্বতী-কর্ত্তৃক স্বপ্নোক্তি-বিবরণ প্রকাশ করায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন বলিয়া গাঙ্গল-ভট্ট পুনরায় কাশ্মীর-দেশীয় জনৈক ব্রাহ্মণকে কেশব-নামে অভিহিত করেন।' এই কিম্বদন্তী হইতে স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয়

ঈশ্বরই বিনয় ও মানদ-ধর্ম্মের পূর্ণাদর্শ বলিয়া প্রভুকে নারায়ণাবধারণ—

এহো কি ঈশ্বর-শক্তি বিনে অন্যে হয় ?
অতএব, তুমি—নারায়ণ সুনিশ্চয় ॥ ১৫৯ ॥

তৎকালীন ভারতের বিভিন্ন-প্রদেশস্থ বিদ্বৎসমাজ-সমীপে স্বীয় বাক্যের অকাট্যত্ব-বর্ণন—

গৌড়, ত্রিহুত, দিল্লী, কাশী-আদি করি'।
গুজরাত, বিজয়-নগর, কাঞ্চীপুরী ॥ ১৬০ ॥
অঙ্গ, বঙ্গ, তৈলঙ্গ, ওড্র, দেশ আর কত।
পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত ॥ ১৬১ ॥
দুষিবে আমার বাক্য,—সে থাকুক দূরে।
বুঝিতেই কোন জন শক্তি নাহি ধরে ॥ ১৬২ ॥

তাদৃশ অপ্রতিদ্বন্দ্বিত্ব-সত্ত্বেও প্রভু-সমীপে স্বীয় প্রতিভা-শূন্যতা-কথন—

হেন আমি তোমা'স্থানে সিদ্ধান্ত করিতে।
না পারিনু, সব বুদ্ধি গেল কোন্ ভিতে ? ১৬৩ ॥

যে, বক্ষ্যমাণ দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিত 'কেশব-কাশ্মিরী' নহেন, পরন্তু 'কেশব-ভট্ট'-নামক জনৈক পণ্ডিত ॥ ১২৮-১২৯ ॥

দেবর্ষি শ্রীনারদ স্বীয়গুরু ব্রহ্মার নিকট ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ও মায়ার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করায়, ব্রহ্মা শ্রীভগবানকে প্রণাম করিয়া তদ্বিষয়ে বলিতেছেন,—

অন্বয়। যস্য (ভগবতঃ বাসুদেবস্য) ঈক্ষা-পথে (দৃষ্টি-পথে) স্থাতুং বিলজ্জমানয়া (মৎকপটম্ অসৌ মায়াধীশঃ বাসুদেবঃ জানাতীতি বিলজ্জমানয়া ইব তস্মিন্ ভগবতি স্ব-কার্য্যম্ অকুর্ব্বত্যা) অমুয়া (মায়য়া) বিমোহিতাঃ (অভি-ভূতাঃ অস্মদাদয়ঃ) দুর্ধিয়ঃ (অবিদ্যাবৃত-জ্ঞানাঃ) 'মম' ('ইদং মম অস্তু') 'অহম্' ('ইদম্ অহং অমি') ইতি (এবংরূপং কেবলং) বিকত্থন্তে (শ্লাঘন্তে তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ)।

অনুবাদ। 'তিনি আমার কপটভাব অবগত আছেন', এইরূপ মনে করিয়া মায়া যাঁহার দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে লজ্জিতা হন এবং যাঁহার ঐ মায়াশক্তি-কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া আমাদের ন্যায় অবিদ্যা-গ্রস্ত ব্যক্তিগণ 'আমি','আমার', এইরূপ অহঙ্কার করিয়া থাকে, (সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি) ॥ ১৩২ ॥

তথ্য। 'পূর্ব্ব-শ্লোকে মায়ার সহিত ভগবানের সম্বন্ধ এবং সেই মায়ার দুর্জ্জয়ত্ব কথিত হওয়ায়, সাক্ষাদ্ভগবানেরও তাহা হইলে মায়া-বশ্যত্বরূপ সংসার আছে ? —ইত্যাকার সন্দেহ এই শ্লোকে নিষেধ করিতেছেন। 'আমার কপটতা বা ছলনা ভগবান্ বেশ জানেন',—এই ভাবিয়া মায়া-শক্তি যাঁহার দৃষ্টি-পথে অবস্থান করিতে যেন লজ্জা বোধ করিয়াই তাঁহার প্রতি স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিতে অসমর্থা হয়, অথচ সেই মায়া-কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি অর্থাৎ অবিদ্যাকৃত জ্ঞান-বিশিষ্ট আমরা কেবল ('আমি' 'আমার' বলিয়া) শ্লাঘা (অহঙ্কার) করিয়া থাকি। এই শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত 'এই বিশ্ব যৎকর্ত্তৃক প্রকাশমান' এই প্রশ্নের উত্তর কথিত হইয়াছে' (—শ্রীধর)।

'সচ্চিদানন্দঘনত্ব-হেতু নির্দ্দোষ-গুণপূর্ণ ভগবানের নেত্র-গোচরে অবস্থান করিতে যে-মায়া লজ্জা বোধ করে, সেই মায়া-কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি আমরা ('আমি'ও 'আমার' বলিয়া)নিজেদের শ্লাঘা করিয়া থাকি'(—ক্রমসন্দর্ভ)।

এস্থলে 'বিলজ্জমানয়া'-শব্দে এই অর্থ হয়, যথা,—মায়ার জীব-সম্মোহন-কর্ম্ম যে শ্রীভগবানের রুচিকর নহে, মায়া যদিও তাহা জানে, তথাপি 'কৃষ্ণ-বিমুখ জীবের কৃষ্ণেতর-দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে ভয় জন্মে'—এই নিয়মানুসারে জীব-গণের অনাদিকাল হইতে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানাভাবময় বৈমুখ্য সহ্য করিতে না পারিয়া মায়া-দেবী জীব-স্বরূপের আবরণ ও বিরূপের আবেশ করিয়া থাকে' (—ভাগবত সন্দর্ভান্তর্গত তত্ত্বসন্দর্ভে ৩২ সংখ্যা)।

'* * ভগবৎসম্বন্ধ বিনা যাঁহারা আদর প্রদান করেন, এবং যাঁহারা আদর গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই যে বহির্দর্শী ভগবানের পৃষ্ঠদেশস্থিতা মায়া কর্ত্তৃক মোহিত হন, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। 'বিলজ্জমানা' অর্থাৎ 'আমার কপটতা ভগবান্ নিশ্চয়ই অবগত আছেন' এই ভাবিয়া কপটী স্ত্রীর ন্যায় মায়া যাঁহার দৃষ্টি-পথে অবস্থান করিতে লজ্জা বোধ করে অর্থাৎ সেই ভগবানের পশ্চাদ্-দেশে অবস্থিতা থাকে, সেই মায়া-কর্ত্তৃক অত্যন্ত বিমোহিত হইয়াই দুর্ব্বুদ্ধি জীবগণ 'আমি' 'আমার' বলিয়া অহঙ্কার করেন। এস্থলে ভগবদ্বৈমুখ্যকেই ভগবৎপশ্চাদ্দেশ বলিয়া

স্বীয় ইষ্টদেবী-মুখে প্রভুর ঈশ্বরত্ব ও বাচস্পতিত্ব-শ্রবণ—

এই কর্ম্ম তোমার আশ্চর্য্য কিছু নহে।
'সরস্বতী পতি তুমি',—দেবী মোরে কহে ॥ ১৬৪ ॥

ভগবদ্দর্শন-লাভে সদৈন্যে স্বীয় সৌভাগ্য ও পূর্ব্বসুকৃতি-বর্ণন—

বড়-শুভ-লগ্নে আইলাঙ নবদ্বীপে।
তোমা' দেখিলাঙ ডুবিয়া যে ভব কূপে ॥ ১৬৫ ॥

দৈন্যোক্তি ও স্ব-নিন্দা-মুখে নিজ-মায়াবদ্ধতা ও আত্ম-বঞ্চনা-বর্ণন—

অবিদ্যা-বাসনা-বন্ধে মোহিত হইয়া।
বেড়াঙ পাসরি' তত্ত্ব আপনা' বঞ্চিয়া ॥ ১৬৬ ॥

সুকৃতি-বলে ভগবদ্দর্শন-লাভ ও উদ্ধার-লাভার্থ কৃপা-কটাক্ষ-বাঞ্ছা—

দৈব-ভাগ্যে পাইলাঙ তোমা' দরশনে।
এবে কৃপা-দৃষ্ট্যে মোরে করহ মোচনে ॥ ১৬৭ ॥

দিগ্বিজয়ীর ভগবৎস্তুতি—

পর-উপকার-ধর্ম্ম—স্বভাব তোমার।
তোমা' বিনে শরণ্য দয়ালু নাহি আর ॥ ১৬৮ ॥

স্বীয় অবিদ্যা-নাশ-প্রার্থনা—

হেন উপদেশ মোরে কহ, মহাশয়!
আর যেন দুর্ব্বাসনা চিত্তে নাহি হয় ॥" ১৬৯ ॥

জানিতে হইবে; ভগবদ্বৈমুখ্য হইলেই মায়ার প্রভাব লক্ষিত হয়, ভগবৎসাম্মুখ্যে লক্ষিত হয় না' (—সারার্থদর্শিনী) ॥১৩২॥

শ্রীগৌরসুন্দরই প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী ব্যষ্টিবিষ্ণু অনিরুদ্ধরূপে ক্ষীরোদসমুদ্রে এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী সমষ্টি-বিষ্ণু প্রদ্যুম্নরূপে গর্ভ-সমুদ্রে বিরাজমান। তিনি—পরিপূর্ণ, অখণ্ড, অব্যয় ও নিত্যশুদ্ধ তত্ত্ব। তৃতীয়-অধিষ্ঠান ক্ষীরোদশায়ী বলিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয়-অধিষ্ঠান গর্ভোদশায়ী হইতে পৃথক্ খণ্ড-জ্ঞান তাঁহার পরিপূর্ণ স্বরূপ জ্ঞানের বাধক; আবার, তাঁহাকে দ্বিতীয়-অধিষ্ঠান বলিয়া প্রথম-অধিষ্ঠান কারণার্ণবশায়ী হইতে পৃথক্ খণ্ড-জ্ঞানও তাঁহার পরিপূর্ণ স্বরূপোপলব্ধির প্রতিষেধক। পুনরায়, কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু বলিয়া তাঁহাকে সঙ্কর্ষণ হইতে পৃথক্ খণ্ডানুভূতিও তাঁহার পরিপূর্ণ স্বরূপোপলব্ধির প্রতিবন্ধক। বস্তুতঃ অদ্বয়-জ্ঞান স্বয়ং ভগবান্ এক গৌর-কৃষ্ণই বলদেব এবং আদি-চতুর্ব্যূহ, দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ ও কারণ-গর্ভ-ক্ষীর-সমুদ্রে অবস্থিত বিষ্ণুত্রয়। ব্যষ্টি-সমষ্টি-কারণ-গর্ভ-বিরাট্ প্রভৃতি বিচার যেরূপ বদ্ধ-জীবে জড়বুদ্ধির উদয় করাইয়া বিষ্ণুবিগ্রহসমূহে অদ্বয়জ্ঞানের পৃথক্তত্ত্ব-জ্ঞানরূপ ভ্রান্তির উৎপাদন করায়, তন্নিরসন-কল্পেই শ্রীসরস্বতীদেবী শ্রীগৌরসুন্দরকে সকল [illegible]অবতারের অবতারী অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দনস্বরূপ বলিয়া জানাইবার জন্য এই সকল উক্তি করিয়াছেন।

কর্ম্ম,—ইহামুত্র ফলভোগকাম-তাৎপর্য্যময় যাগযজ্ঞাদি বৈদিক পুণ্যকৃত্য; কর্ম্মের উদ্দিষ্ট সাধ্য বা প্রাপ্য চরমফল—ভুক্তি; জ্ঞান,—নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান; জ্ঞানের উদ্দিষ্ট সাধ্য বা প্রাপ্য চরমফল—মুক্তি; আর ভগবদ্ভক্তি ও তাহার উদ্দিষ্ট সাধ্য বা প্রাপ্যফল—একই, পরস্পর পৃথক্ বা বিভিন্ন নহে অর্থাৎ ভগবৎপ্রেমা। বিদ্যা,—এ স্থলে নিজেন্দ্রিয়-প্রীতি-সাধিকা—অপরা জড়-বিদ্যা। (মুণ্ডকে ১।৫—) "তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।"

শুভাশুভ,—ভদ্রাভদ্র, ভাল-মন্দ; (ভাঃ ১১।২৮।৪—) "কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ ১৭৬—) "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—মনোধর্ম্ম। 'এই ভাল, এই মন্দ',—এই সব 'ভ্রম' ॥"

দৃশ্যাদৃশ্য,—প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে অবস্থিত সমস্ত পদার্থ; পাঠান্তরে,—'দৃষ্যাদৃষ্য' অর্থাৎ জড়ভোগ্য-জ্ঞানে মেধ্যামেধ্য বা শুচি-অশুচি পদার্থনিচয়।

ভগবচ্ছক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নাই; আর অন্য সর্ব্ববিধ-ব্যাপারেরই সৃষ্টি ও 'প্রলয়' আছে। এই সৃষ্টি ও প্রলয় যে-বস্তু হইতে সম্পাদিত হয়, সেইবস্তুই ঈশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর,—যাঁহাকে তুমি গৌড়দেশীয় বৈয়াকরণ ব্রাহ্মণ-বটুরূপে দেখিয়াছ। তিনিই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ভঙ্গের একমাত্র কারণ হইলেও স্বয়ং মায়াধীশ ও নির্গুণ বলিয়া তাঁহাকে যাবতীয় প্রাপঞ্চিক-বস্তুর রজোগুণাশ্রয়ে সৃষ্টিকারী 'ব্রহ্মা' বা তমোগুণাশ্রয়ে ধ্বংসকারী 'রুদ্র' বলিয়া জ্ঞান করিও না।

পাঠান্তরে,—'কর্ম্ম'-শব্দের স্থানে 'ভুক্তি'-শব্দ এবং দৃশ্যাদৃশ্য'-শব্দের স্থানে 'দৃষ্যাদৃষ্য'-শব্দ। প্রাকৃত-দর্শনের যোগ্য

দৈন্যভরে দিগ্বিজয়ীর স্তুতিমুখে কাকুক্তি—

এইমত কাকুবাদ অনেক করিয়া।
স্তুতি করে দিগ্বিজয়ী অতি-নম্র হৈয়া ॥ ১৭০ ॥

সহাস্যে প্রভুর উত্তর-দান—

শুনিয়া বিপ্রের কাকু শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া তাহানে কিছু করিলা উত্তর ॥ ১৭১ ॥

দিগ্বিজয়ীর সৌভাগ্য-কথন—

"শুন, দ্বিজবর, তুমি—মহা-ভাগ্যবান্।
সরস্বতী যাহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান ॥ ১৭২ ॥

জড়-সম্পৎলাভ—বিদ্যার ফল নহে, ভগবদ্ভক্তিই বিদ্যার ফল—

'দিগ্বিজয় করিব',—বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে ॥ ১৭৩ ॥

প্রাকৃত অনিত্য সম্পদাদি, সব-ই প্রাকৃত অনিত্য-দেহ-সম্বন্ধি—

মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে ॥ ১৭৪ ॥

প্রাকৃত সম্বন্ধ ত্যাগপূর্ব্বক অপ্রাকৃত ভগবৎসম্বন্ধেই অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তির কর্ত্তব্যতা—

এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি'।
করেন ঈশ্বর-সেবা দৃঢ়-চিত্ত করি' ॥ ১৭৫ ॥

দুঃসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক অবিলম্বে কৃষ্ণ-ভজনার্থ উপদেশ-দান—

এতেকে ছাড়িয়া, বিপ্র, সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল ॥ ১৭৬ ॥

আমরণ নিরন্তর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃষ্ণভজনে উপদেশ—

যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয় ॥ ১৭৭ ॥

বস্তুগণই দৃশ্য, প্রাকৃত-দর্শনের পরোক্ষস্থিত অতীত, ভোগ্য-পরিচয়ে পরিচিত দুর্জ্ঞেয় অদৃশ্য বস্তুও 'প্রাকৃত' বা 'জড়'। ভগবৎসেবোন্মুখবিচারে অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তি যোগমায়ার এবং ভোগোন্মুখ-বিচারে অচিচ্ছক্তি মহামায়ার দর্শন 'এক' নহে।

ব্রহ্মা-প্রমুখ দেবগণ, সকলেই মায়ার বশে সুখ দুঃখ ভোগ করেন; কিন্তু ভগবান্ বিষ্ণু নশ্বর সুখ-দুঃখ-ফলভোগকারী জীব নহেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ—বশ্য অর্থাৎ মায়াধীন ও ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননীর পুত্রবিশেষ। কিন্তু ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু—মায়াধীশ, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগেই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননী মহামায়া—কুণ্ঠিতভাবে অবস্থিতা ॥ ১৩৮ ॥

মৎস্য-কূর্ম্ম প্রভৃতি নৈমিত্তিক বিষ্ণু-অবতারসমূহ বৈকুণ্ঠে নিত্যলীলা-পরায়ণ হইয়াও প্রপঞ্চে নিমিত্তবিচারে অবতীর্ণ হন। গৌরসুন্দরই নিজাংশকলায় বিভিন্ন নৈমিত্তিক অবতার-রূপে বৈকুণ্ঠে ও তথা হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। মৎস্য-কূর্ম্মাদির সহিত গৌরসুন্দরের বস্তুতঃ ভেদ নাই, পরন্তু পরস্পরের লীলা-গত বৈচিত্র্য বর্ত্তমান ॥ ১৪১ ॥

গৌর-কৃষ্ণের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন ও রাঘবাবতার,—আদি ২য় অঃ ১৬৯, ১৭১-১৭৩ সংখ্যার 'তথ্য' দ্রষ্টব্য ॥ ১৩৯-১৪২ ॥

ঋকসংহিতায় বামন-দেবাবতারের বিষয় স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত আছে। প্রারম্ভিক-ভক্তগণের বেদপাঠে প্রবেশা-ধিকার-প্রদানের নিমিত্তই ঋকসংহিতায় বামন-লীলা বৃত্তান্ত অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আধ্যক্ষিক-জ্ঞানপ্রবণ বদ্ধ-জীবগণ লৌকিক-বিচারে যে ত্রিভুবনের সীমা পরিমাণ করেন, সেই ভুবনত্রয়ের ভোগোপাদানত্ব যিনি অলৌকিক বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় অধীনতায় আনয়ন করেন, সেই মহাবলী বামন-দেবের চরিত্র অস্ফুটভাবে ঋগ্মন্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদ-তাৎপর্য্য মহাভারত সেই ত্রিবিক্রম-বিষ্ণুরই বিক্রমসমূহ বর্ণন করিতে গিয়া তাঁহার অন্যান্য অব-তারাবলীর কথা বর্ণন করিয়াছেন। আবার, শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে ভারতার্থ বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে। নাস্তিকগণের বিচার-প্রণালীতে ত্রিবিক্রম-বিষ্ণুর শক্তি আবৃত বলিয়া লক্ষিত হওয়ায় তাহাদের মায়াধীশ বিষ্ণুর অবতার-বাদে প্রবেশাধি-কার-লাভ ঘটে না। ভগবান্ যাঁহাকে যতটুকু প্রসাদ-লেশ প্রদান করেন, সেই চিদ্বল-স্বরূপ প্রসাদ-বলেই তাঁহার ভগবদ্দর্শনে সামর্থ্য-লাভ ঘটে। বামনের চন্দ্রধারণবৎ প্রাকৃত-জ্ঞান-সম্বল মানবের চেষ্টা সর্ব্বদাই অপ্রাকৃতবস্তুর বিচার-বিষয়ে বিফল হয়। আধ্য-ক্ষিক-জ্ঞানী সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুকে ক্ষুদ্ররূপে দর্শন করিতে গিয়া নিজ-নিজ-স্বরূপের অনুপলব্ধি-ক্রমে বিষ্ণু-সেবা-প্রবৃত্তি রহিত হন। তখন তিনি আপনাকে ত্রিগুণাত্মক জানিয়া মায়াবশে মূঢ়তা লাভ করিয়া জড়াহঙ্কার প্রকাশ করেন। তাদৃশ দ্বিতীয়াভিনিষ্ট ব্যক্তি—ভগবানের

বিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণে প্রপত্তিপূর্ব্বক মতি ও ভক্তিই বিদ্যানুশীলনের ফল—

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
'কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়' ॥ ১৭৮ ॥

প্রভুর মহোপদেশ-বাণী—বিষ্ণু, বিষ্ণুভক্তি ও বৈষ্ণবের বাস্তব নিত্যসত্যতা—

মহা-উপদেশ এই কহিলুঁ তোমারে।
'সবে বিষ্ণুভক্তি সত্য অনন্ত-সংসারে' ॥" ১৭৯ ॥

দিগ্বিজয়ীকে আলিঙ্গন—

এত বলি' মহাপ্রভু সন্তোষিত হৈয়া।
আলিঙ্গন করিলেন দ্বিজেরে ধরিয়া ॥ ১৮০ ॥

মায়াধীশের আলিঙ্গনস্পর্শ-ফলে দিগ্বিজয়ীর অনর্থ-নিবৃত্তি—

পাইয়া বৈকুণ্ঠ নায়কের আলিঙ্গন।
বিপ্রের হইল সর্ব্ববন্ধ-বিমোচন ॥ ১৮১ ॥

দিগ্বিজয়ি-প্রতি প্রভুর উপদেশ-সার-বাণী—

প্রভু বোলে,—"বিপ্র, সব দম্ভ পরিহরি'।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্ব্বভূতে দয়া করি' ॥ ১৮২ ॥

বাগ্দেবীর গুপ্তকথা ব্যক্ত করিতে দিগ্বিজয়ীকে প্রভুর নিষেধাজ্ঞা—

যে কিছু তোমারে কহিলেন সরস্বতী।
সে-সকল কিছু না কহিবা কাঁহা'প্রতি ॥ ১৮৩ ॥

অশ্রদ্দধানে ও অনধিকারীকে বেদ-নিগূঢ় গৌর-কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলোপদেশের কুফল-বর্ণন—

বেদ-গুহ্য কহিলে হয় পরমায়ু-ক্ষয়।
পরলোকে তার মন্দ জানিহ নিশ্চয় ॥" ১৮৪ ॥

প্রভুকে বহুপ্রণামানন্তর দিগ্বিজয়ীর প্রস্থান—

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সেই বিপ্রবর।
প্রভুরে করিয়া দণ্ড প্রণাম বিস্তর ॥ ১৮৫ ॥

কৃপা-শক্তি-বঞ্চিত। (কঠে ১।২ ও মুণ্ডকে ৩।২—) "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" প্রভৃতি বেদমন্ত্র এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। ১৪১ ॥

আমি শুভ-মুহূর্ত্তে নবদ্বীপে প্রবেশ করিয়া তোমার দর্শন লাভ করিলাম। ভবকূপে মগ্ন জনগণ সংসারে মগ্ন থাকা-কালে তোমার দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করে না। আমি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে প্রমত্ত ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মের পুঞ্জীভূত মহা-সৌভাগ্যবলে তোমাকে দেখিতে পাইলাম ॥ ১৬৫ ॥

জীবের স্বরূপ-জ্ঞানে বিবর্ত্ত উপস্থিত হইলে জীব ভগবৎ-সেবা-বিমুখ হইয়া ভোগ-বাসনায় আবদ্ধ হয়। আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে মায়া-বশ্যতা বা মূঢ়তা লাভ করিলে বদ্ধজীব স্বরূপো-পলব্ধিতে বঞ্চিত হয় ॥ ১৬৬ ॥

তোমা বিনে···নাহি আর,—(ভাঃ ৩।২।২৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীউদ্ধবের উক্তি—) 'অহো বকাসুর ভগ্নী পূতনা যাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় অসাধুবৃত্তিবিশিষ্টা হইয়া স্বীয় বিষাক্ত স্তন পান করাইয়াও মাতৃযোগ্যা গতি লাভ করিয়াছে, সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কোন্ দয়ালু পুরুষেরই বা শরণাগত হইতে পারি ?'

(ভাঃ ১০।৪৮।২২ শ্লোকে নিজগৃহে শ্রীবলরামের সহিত সমুপস্থিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীঅক্রুরের স্তব—) 'হে ভগবন্, আপনি—ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞ; এবম্বিধ আপনাকে ছাড়িয়া কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি অপরের শরণাপন্ন হইতে পারে? আপনি ভজন-পরায়ণ সুহৃদ্গণকে সমস্ত কাম, এমন কি, আপনাকে পর্য্যন্ত প্রদান করেন, অথচ আপনার লাভ-ক্ষতি কিছুই নাই।' ১৬৮ ॥

সাধারণতঃ মূঢ় লোকগণ 'অবিদ্যা' ও 'পরা বিদ্যা'কে এক বা তুল্যরূপে বিচার করে বলিয়া অবিদ্যা-বন্ধনকেই 'বিদ্যাবত্তা' মনে করে। মানবের পরপক্ষ-জিগীষা-রূপা দিগ্বি-জয়-স্পৃহা অবিদ্যা-জনিত অহঙ্কার-বশে উৎপত্তি লাভ করে। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর উত্তমা সেবাই যথার্থ বিদ্যা-শব্দ-বাচ্য; যেহেতু ধন ও দৈহিক বল বা স্বাস্থ্য প্রভৃতি বাহ্য সম্পৎসমূহ মৃত্যুকালে জীবের অনুগমন করে না। ভোগসর্ব্বস্ব ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের ভোগবর্দ্ধনার্থই ধন, বিদ্যা ও বলাদি সম্পদ্ নিয়োগ করে, কিন্তু মানবের জীবিতোত্তর-কালে ঐসমস্ত জড়-সম্পদের অকিঞ্চিৎকরতা স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয় ॥ ১৭৩-১৭৪ ॥

এইসকল তত্ত্ব বিচার করিয়াই উদার-চিত্ত সাধুগণ প্রাপঞ্চিক সমস্ত সম্পত্তির আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া জীবদ্দশায় তীব্র-ভক্তিযোগে ভগবানের যজন করিয়া থাকেন ॥

এজন্যই বাহ্য জড়-জগতে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ

পুনঃ পুনঃ পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
মহা-কৃতকৃত্য হই' চলিলা ব্রাহ্মণ ॥ ১৮৬ ॥

তদবধি দিগ্বিজয়ীর হৃদয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভগবদ্ভক্তির আবির্ভাব—

প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি, বিরক্তি, বিজ্ঞান।
সেইক্ষণে বিপ্রদেহে হৈলা অধিষ্ঠান ॥ ১৮৭ ॥

দিগ্বিজয়ীর পাণ্ডিত্যাভিমান-নাশ ও তৃণাদপি সুনীচতা—

কোথা গেল ব্রাহ্মণের দিগ্বিজয়ী-দম্ভ।
তৃণ হৈতে অধিক হইলা বিপ্র নম্র ॥ ১৮৮ ॥

অসৎসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক দিগ্বিজয়ীর হরিভজনার্থ প্রস্থান—

হস্তী, ঘোড়া, দোলা, ধন, যতেক সম্ভার।
পাত্রসাৎ করিয়া সর্ব্বস্ব আপনার ॥ ১৮৯ ॥

করিয়া কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের চরণ অর্চ্চন কর। শ্রীগৌরসুন্দরের এই সকল উপদেশ লাভ করিবার পূর্ব্বে ষড়্দর্শনের যে তাৎপর্য্য-জ্ঞানে কেশব-ভট্ট দীক্ষিত ছিলেন, এক্ষণে সেইসকল দুষ্ট অর্থ পরিত্যাগ করায় প্রভুর কৃপা-প্রভাবে শ্রীল নিম্বার্কাচার্য্যপাদ-কৃত 'দশ শ্লোকী'র কবিতা-সমূহ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। গৌরসুন্দর-কর্ত্তৃক রাধাগোবিন্দ-সেবনোপদেশের স্ফূর্ত্তিক্রমে পূর্ব্বগুরুবর্গের অস্ফুট ভাবসমূহ তাঁহার হৃদয়ে শ্লোকরূপে প্রকাশিত হইল। প্রভুর কৃপালাভের পূর্ব্বে কেশব-ভট্ট পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-গুরুগণের বিরচিত ঐসকল শ্লোকের প্রতি উদাসীন ছিলেন বলিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণ-সেবায় শিথিলতা এবং দিগ্বিজয়রূপ জড়প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ১৭৬ ॥

কৃষ্ণভজন পরিত্যাগ করিয়া ষড়্দর্শনের অন্তর্গত বেদান্ত-দর্শনের যথার্থ শুদ্ধ ব্যাখ্যা সুষ্ঠুভাবে করা যায় না। 'ক্রম-দীপিকা'-রচয়িতা এইসকল উপদেশে দীক্ষিত হইয়াই রাধা-গোবিন্দের ভজন-প্রণালী গাঙ্গলভট্ট প্রভৃতি স্বীয় শিষ্যদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন। পরিবর্ত্তিকালে কাশ্মীর-দেশীয় কেশব-প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া অন্য-পথে চলিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া কেশব-কাশ্মীরী প্রভৃতি শ্রীনিম্বার্কাধস্তনাভিমানী এবং শ্রীবল্লভাধস্তনাভিমানী পণ্ডিতগণ 'ক্রমদীপিকা'-কারের প্রিয় আরাধ্য-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্ম্মল কল্যাণপ্রদ শ্রীপাদপদ্ম হইতে অন্য পথে গমন করিয়াছেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীগোপাল-ভট্ট-গোস্বামি-প্রভুগণ এই 'ক্রমদীপিকা'-রচয়িতা কেশবা-চার্য্যকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুকম্পিত জানিয়া উক্তগ্রন্থ হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-স্মৃতির উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। পরবর্ত্তি-কালে কেশব-কাশ্মীরীর অনুগ-সম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদ-পদ্ম ছাড়িয়া স্বতন্ত্র-সম্প্রদায়-স্থাপনে প্রয়াস করিয়াছেন ॥১৭৭॥

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—যাবতীয় পাণ্ডিত্য, ধারণা এবং সম্পৎসমূহ হরিসেবায় নিযুক্ত করিলেই জীবের পরম-মঙ্গল হয়। এই মহোপদেশ প্রপঞ্চে নিত্যকাল শ্রীবিষ্ণুসেবার যাথার্থ্য স্থাপন করিবে। জগতে সকল কথাই কালে-কালে পরিবর্ত্তিত ও বিনষ্ট হইবে, কিন্তু ভগবানে নিত্যা সেবা-প্রবৃত্তি চিরকাল অচলা থাকিবে ॥ ১৭৮-১৭৯ ॥

মন্ত্রের গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া দিলে ইহলোকে কেহ বাস্তবিক লাভবান্ হয় না, পরন্তু বক্তার রহস্যোদ্ঘাটন-চেষ্টা-মুখে আয়ুঃক্ষয়মাত্রই লব্ধ হয়। অশ্রদ্দধান জনগণকে পরম-গুহ্য বেদমন্ত্রার্থ প্রদান করিলে সেইসকল দুর্ভগ ব্যক্তি মন্ত্রার্থের অপব্যবহার করিয়া প্রাকৃত বাউল-সহজিয়া-স্মার্ত্তাদির মতকে 'ভক্তিপথ' বলিয়া প্রচার করিবে। সুতরাং তাহাতে অনধিকারীকে শিক্ষা করিবার দোষেও কুফল ফলিবে ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করিয়া দিগ্বিজয়ী কেশব-ভট্টের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সকল-মঙ্গলের আকর জানিয়া তিনি প্রভুর পাদপদ্ম বন্দন করিলেন। প্রভুর শক্তি সঞ্চারিত হইবার পর কেশব-ভট্ট ঈশ-সেবা, পরেশানুভূতি ও ভগবদিতর-ব্যাপারে বিরক্তি প্রভৃতি উত্তম গুণরাশি যুগপৎ লাভ করিলেন। তিনি বৈষ্ণব-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অধস্তনগণ পরবর্ত্তিকালে শ্রীগৌর-কৃপা-বিহীন হইয়া পড়িলেন। অভক্ত কেশব-ভট্টকে 'ভক্ত' করিবার এই লীলাটি—অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন। তৎকালে গৌর-সুন্দর জগতে অন্য কাহাকেও ভজন-রাজ্যে অগ্রসর করিবার নিমিত্ত কৃপা করেন নাই। কেশব-ভট্ট শ্রীগৌর-পাদপদ্ম হইতে যে কৃপা-লাভান্তে ভজন-প্রণালী লাভ করিলেন, তাহা তদীয় অধস্তনগণের আজও আদরের বিষয় হইতেছে ॥ ১৮৭ ॥

কেশব-ভট্ট তাঁহার দিগ্বিজয়-দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর নিকট 'তৃণাদপি সুনীচ'-শ্লোকে দীক্ষিত হইলেন ॥ ১৮৮ ॥

চলিলেন দিগ্বিজয়ী হইয়া অসঙ্গ।
হেনমত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রঙ্গ ॥ ১৯০ ॥

অমন্দোদয়া-দয়ানিধি গৌর-কৃপার ফল—

তাহান কৃপার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।
রাজ্যপদ ছাড়ি' করে ভিক্ষুকের কর্ম্ম ॥ ১৯১ ॥

লব্ধ-গৌরকৃপ দবিরখাস বা শ্রীরূপপ্রভুর বৃন্দারণ্যে ভজন-দৃষ্টান্ত—

কলিযুগে তার সাক্ষী শ্রীদবিরখাস।
রাজ্যপদ ছাড়ি যাঁর অরণ্যে বিলাস ॥ ১৯২ ॥

ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষ-লাভ-সত্ত্বেও একান্ত গৌরকৃষ্ণ-ভক্তের তত্তৎ দুঃসঙ্গ-কৈতব-ত্যাগ—

যে-বিভব নিমিত্ত জগতে কাম্য করে।
পাইয়াও কৃষ্ণদাস তাহা পরিহরে ॥ ১৯৩ ॥

নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণপাদপদ্মভক্তিসুখপ্রাপ্তিতে অনিত্য ধনজন-বিদ্যা-সম্পদে তুচ্ছ-বুদ্ধি—

তাবৎ রাজ্যাদি-পদ 'সুখ' করি' মানে।
ভক্তি-সুখ-মহিমা যাবৎ নাহি জানে ॥ ১৯৪ ॥

মোক্ষরূপ চতুর্থবর্গেও গৌরকৃষ্ণ-ভক্তের ফল্গু বুদ্ধি—

রাজ্যাদি সুখের কথা, সে থাকুক দূরে।
মোক্ষ-সুখো 'অল্প' মানে কৃষ্ণ-অনুচরে ॥ ১৯৫ ॥

একমাত্র ভগবৎকারুণ্য-কটাক্ষেই নিঃশ্রেয়সোদয়, তজ্জন্য বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে ভগবদ্ভক্তিরই বিধান—

ঈশ্বরের শুভ দৃষ্টি বিনা কিছু নহে।
অতএব ঈশ্বর-ভজন বেদে কহে ॥ ১৯৬ ॥

ভবকূপমগ্ন দিগ্বিজয়ীর উদ্ধারে অমন্দোদয়া গৌর-কৃপার অতুল-মহিমা-নিদর্শন—

হেনমতে দিগ্বিজয়ী পাইলা মোচন।
হেন গৌরসুন্দরের অদ্ভুত কথন ॥ ১৯৭ ॥

নবদ্বীপে নিমাই-কর্ত্তৃক দিগ্বিজয়ি-পরাজয়-বৃত্তান্তের প্রচার—

দিগ্বিজয়ী জিনিলেন শ্রীগৌরসুন্দরে।
শুনিলেন ইহা সব নদীয়া নগরে ॥ ১৯৮ ॥

সকল লোকের সবিস্ময়ে নিমাইর পাণ্ডিত্যৈশ্বর্য্য-দর্শনে তদীয় পাণ্ডিত্য-গর্ব্বোক্তির সাফল্য-স্বীকার—

সকল লোকের হৈল মহাশ্চর্য্য-জ্ঞান।
"নিমাই-পণ্ডিত হয় মহা-বিদ্যাবান্ ॥ ১৯৯ ॥
দিগ্বিজয়ী হারিয়া চলিলা যার ঠাঞি।
এত বড় পণ্ডিত আর কোথা শুনি নাই ২০০ ॥ ॥
সার্থক করেন গর্ব্ব নিমাই-পণ্ডিত।
এবে সে তাহান বিদ্যা হইল বিদিত ॥ ২০১ ॥

পাত্রসাৎ করিয়া,—অর্থাৎ অন্য সৎপাত্রে প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং নিঃসঙ্গ অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন হইলেন ॥ ১৮৯-১৯০ ॥

শ্রীগৌরভক্তগণ প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীগৌরসুন্দরের অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের যাবতীয় সম্মান ও কৃতিত্ব পরিহারপূর্ব্বক ভিক্ষুকের (ত্রিদণ্ডি-যতির) ধর্ম্ম গ্রহণ করেন অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-বৃত্তিতে অবস্থিত হন। গৌরাঙ্গ-নাগরী-দল ও অপরাপর অনেক গৃহি-বাউল-সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরের সেবন যোগ্য উপায়নসমূহকে নিজ-ভোগ-তাৎপর্য্যে পরিণত করেন; তাদৃশী চেষ্টা—গৌর-ভক্তির নিতান্ত বিরুদ্ধ ॥ ১৯১ ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পঃ ২২০—) "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি' তুষ্ট হন গৌর ভগবান্ ॥" এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

শ্রীদবির-খাস তাঁহার পূর্ব্ব প্রাপঞ্চিক নামটি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত 'শ্রীরূপ'(গোস্বামী)-নামটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা—দীক্ষিত-বৈষ্ণবমাত্রেরই তাপাদি পঞ্চবিধ সংস্কারের অন্তর্গত তৃতীয়সংস্কার-গ্রহণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অরণ্যে বিলাস,—বৃন্দারণ্যে অবস্থান। তাদৃশ বৃন্দাবন-বাসে প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ন্যায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তর্পণ-সুখাভিলাষ নাই ॥ ১৯২ ॥

সাধারণ ভোগি-সম্প্রদায় স্মার্ত্তগণের অনুগমন করিয়া যে বৈভব লাভ করেন, পারমার্থিক ভক্তগণ উহার আদৌ আদর করেন না ॥ ১৯৩ ॥

ঈশসেবোন্মুখতা-রূপা আত্ম-বৃত্তির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বদ্ধজীব-হৃদয়ে প্রপঞ্চের লোভনীয়-বস্তুসমূহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় বটে, কিন্তু নিজ-স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইলে মুক্ত-পুরুষগণ ইন্দ্রিয়সুখদ জড়বস্তুসমূহকে অকিঞ্চিৎকর জানিয়া জগতের উন্নতি বা অভ্যুদয় প্রভৃতিতে উদাসীন হন। দেহ ও মন ভগবদ্বৈমুখ্যকেই একান্ত উপাদেয়-জ্ঞানে ভোগের

কাহারও বা নিমাইর ন্যায়শাস্ত্রাধ্যয়নার্থ অনুমোদন—

কেহ বোলে,—"এ ব্রাহ্মণ যদি ন্যায় পড়ে।
ভট্টাচার্য্য হয় তবে, কথন না নড়ে॥" ২০২॥

কাহারও বা নিমাইকে 'বাদিরাজ'উপাধি-প্রদানার্থ অনুমোদন—

কেহ কেহ বোলে,—"ভাই, মিলি' সর্ব্বজনে।
'বাদিসিংহ' বলি' পদবী দিব তানে॥ ২০৩॥

ভগবন্মায়া-প্রভাব-নিদর্শনের দর্শন সত্ত্বেও ভগবানের স্বরূপ ও মায়া-তত্ত্বাবধারণে সকলের অসামর্থ্য—

হেন সে তাহান অতি মায়ার বড়াই।
এত দেখিয়াও জানিবারে শক্তি নাই॥ ২০৪॥

নবদ্বীপে সর্ব্বত্র সকলের নিমাইর মাহাত্ম্য-প্রচার—

এইমত সর্ব্ব-নবদ্বীপে সর্ব্বজনে।
প্রভুর সৎকীর্ত্তি সবে ঘোষে সর্ব্বগণে॥ ২০৫॥

ভগবদ্গৌর-লীলা-দর্শন-সৌভাগ্যবান্ নবদ্বীপবাসি-চরণে একান্ত গৌরভক্ত গ্রন্থকারের প্রণতি—

নবদ্বীপবাসীর চরণে নমস্কার।
এ-সকল লীলা দেখিবারে শক্তি যার॥ ২০৬॥

নিমাইর দিগ্বিজয়ি-পরাজয়-লীলা-শ্রবণ অজেয়ত্ব-লাভ—

যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ি-জয়।
কোথাও তাহান পরাভব নাহি হয়॥ ২০৭॥

অন্বেষণ করে। স্বরূপ-বিস্মৃতি-ফলে ভগবৎসেবন-রূপ নিত্য-ধর্ম্ম আচ্ছাদিত হইলে জড়-ভোগই বদ্ধ-জীবের একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় হইয়া পড়ে, কিন্তু জীবের নিত্যধর্ম্ম ভগবৎ-সেবা উন্মেষিত হইলে ভোগের ব্যাপারগুলিকে নশ্বর ও অনুপাদেয় বলিয়া বোধ হয়। (ভাঃ ৩।৯।৬ শ্লোকে বিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদে ব্রহ্মার ভগবৎস্তুতি—) 'যে-কাল-পর্য্যন্ত লোক আপনার অভয়পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, তৎ-কালাবধি তাহার অর্থ, দেহ, গেহ, আত্মীয়-স্বজন ও সুহৃদ্বর্গ বিদ্যমান থাকা-কালেও উহাদিগের নিমিত্ত ভয় ও উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগের প্রাপ্তি-স্পৃহা, তদনন্তর পরাজয় বা তিরস্কার-লাভ, তৎসত্ত্বেও পুনরায় তজ্জন্য তীব্র তৃষ্ণা, আবার কোনপ্রকারে উহাদিগের পুনঃপ্রাপ্তি ঘটিলেও সমস্ত ভয়-শোক-ক্লেশাদির কারণ-ভূত 'আমি' ও 'আমার'-রূপ জড়াগ্রহ বর্ত্তমান থাকে॥' ১৯৪॥

সেবোন্মুখী বৃত্তির উদয়ে শুদ্ধভক্তগণ চতুর্ব্বর্গকে ফল্গু কৈতব, ছলনা বা কাপট্য-মাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন। আদি, ৮ম অঃ ৭৯ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য॥ ১৯৫॥

অনর্থযুক্ত জীবের অজ্ঞান-নিবন্ধন ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য-চেষ্টা প্রবলা থাকে। ভগবানের অনুগ্রহেই জীবের স্বরূপোপলব্ধি ঘটে, তৎফলে তিনি ঈশ্বর-সেবাকে তাঁহার একমাত্র কৃত্য বলিয়া বুঝিতে পারেন,—এ কথা বেদশাস্ত্রে শ্রৌতপন্থিগণের নিকট অভিব্যক্ত হইয়াছে। (শ্বেতাশ্বতরে ৬।২৩—) "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।৫৩ সূত্রের শ্রীমাধ্ব-ভাষ্য-ধৃত 'মাঠর'-শ্রুতি-বচন—) "ভক্তিরেবৈনং নয়তি। ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি॥" ১৯৬॥

বাদিসিংহ,—জনৈক শ্রীরামানুজীয় অধস্তন-বৈষ্ণবের সংজ্ঞা-বিশেষ। তিনি কেবলাদ্বৈতবাদ-রূপ দ্বিরদ-বিনাশে সিংহসদৃশ যোদ্ধা ছিলেন। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, পূর্ব্ব-কালে কোন বিচার-মল্ল পণ্ডিত প্রবল পরপক্ষকে বিচারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেই 'বাদিসিংহ'-সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন॥ ২০৩॥

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে বিহার করিয়াছিলেন। প্রকটকালে যে-সকল ভাগ্যবান্ সেই লীলা সন্দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং ভবিষ্যৎকালে যাঁহাদের হৃদয়ে সেই লীলা প্রকটিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের সকলেরই নিকট প্রণত হইয়া গ্রন্থকার আদর্শ বৈষ্ণবানুগত্যরূপ দৈন্য ও নিরভিমান শিক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপে বাস করিয়া যাঁহারা বিষয়-রসে মগ্ন হইয়া শ্রীগৌর-লীলার সন্ধান পান না, কেবল নিজেন্দ্রিয়-তর্পণেই ব্যস্ত থাকেন, তাঁহা-দিগকে দূরে পরিহার করিয়া সেবোন্মুখ জনগণের চরণে নমস্কার বিহিত হইয়াছে॥ ২০৭॥

অপ্রাকৃত-স্বরূপ-বিচারনিপুণ ভগবদ্ভক্তগণ অনন্তশক্তি-সম্পন্ন শ্রীগৌরসুন্দরের দিগ্বিজয়ি-পরাজয়-লীলা আলোচনা করিয়া শ্রীগৌর-ভজনে নিযুক্ত থাকেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে ইতর তার্কিক-সম্প্রদায় কোনপ্রকারেই পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানের দৈন্য সম্বল করিয়া যে-

বিদ্যা-বধূ-জীবন প্রভুর বিদ্যা-বিলাসলীলা-শ্রবণে অবিদ্যা-নাশ ও পরাবিদ্যা-লাভ বা গৌর-কৈঙ্কর্য্য লাভ—

বিদ্যা-রস গৌরাঙ্গের অতি-মনোহর।
ইহা যেই শুনে, হয় তাঁর অনুচর ॥ ২০৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২০৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে দিগ্বিজয়ি-পরাজয়ো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

সকল ব্যক্তি জড়ীয় তর্ক ও তজ্জনিত প্রতিষ্ঠার বহুমানন করেন, তাঁহাদের ভূমিকা নিতান্ত নিম্নস্তরে অবস্থিত হওয়ায় সেবোন্মুখ ভক্ত-সম্প্রদায় সেইসকল ভগবদ্বিমুখের অবিদ্যা-রূপিণী জড়বিদ্যা-প্রতিভার কদর্য্যতা সহজেই জানিতে পারেন এবং বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তি-সাহায্যে বিদ্যা-বধূ-জীবন গৌরসুন্দরের নিগূঢ় বিদ্যা-বিলাস-লীলা শ্রবণ করিয়া গৌরভজনে অধিক-তর উৎসাহবিশিষ্ট হন ॥ ২০৮ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

কথাসার।—এই অধ্যায়ে গৃহস্থ-লীলাভিনয়কারী গৌর-নারায়ণের অতিথি-সেবা, পূর্ব্ববঙ্গ-বিজয়, গ্রন্থরচনার সমসাময়িক কতিপয় আনুকরণিক পাষণ্ড ও রাঢ়দেশবাসী অনৈক ব্রহ্মদৈত্যের অপরাধময় ব্যবহার, লক্ষ্মীদেবীর তিরোভাব, তপন-মিশ্রের প্রভু-সমীপে সাধ্য ও সাধন-বিষয়ে পরিপ্রশ্ন, প্রভুর উত্তর ও শিক্ষা-প্রদান, বঙ্গদেশ হইতে প্রভুর প্রত্যাগমন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

নিমাইপণ্ডিতকে বড় বড় বিষয়ী ও নবদ্বীপের ধর্ম্ম-কর্ম্মাচরণকারিব্যক্তিগণ সকলেই বিশেষ সম্মান করিতেন। প্রভু গৃহস্থ-ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন-কল্পে বিত্তশাঠ্যাদি দোষের প্রশ্রয় না দিয়া দীন-দুঃখীকে দয়া করিতেন। শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ-স্থিত প্রভু-গৃহে অতিথিগণ অনুক্ষণ সৎকৃত হইতেন। লোক-শিক্ষক প্রভু স্বয়ং দরিদ্র গৃহস্থের লীলাভিনয় করিয়াও অনুক্ষণ ত্যাগী বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের সেবার জন্য অশেষ যত্ন করিতেন। শচীমাতা সন্ন্যাসিগণের ভি[illegible] প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সমূহের অভাব বোধ করিবা-মাত্র গৌরসুন্দর কোথা হইতে বৈষ্ণব-সেবার যাবতীয় সম্ভার আনিয়া দিতেন। লক্ষ্মীদেবী বৈষ্ণব-সেবার্থ রন্ধন-কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন এবং প্রভু স্বয়ং বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের নিকট বসিয়া তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া উত্তমরূপে ভিক্ষা করাইতেন। অতিথি-সেবাই গৃহস্থের মূল-ধর্ম্ম; গৃহস্থ হইয়া যাহারা অতিথির সেবা না করে, তাহারা পশু-পক্ষী হইতেও অধম। পূর্ব্বাদৃষ্ট দোষে অর্থাদি-সম্পদ্-হীন হইলেও গৃহস্থ অন্ততঃ তৃণ, জল ও ভূমি-দ্বারা নিষ্কপট-চিত্তে অতিথির সেবা করিবেন। লক্ষ্মীনারায়ণ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন জানিয়া ব্রহ্মা-শিব-শুক ব্যাস-নারদাদি ভিক্ষুকের বেশে শ্রীমায়াপুরে প্রভু-গৃহে আগমন করিতেন।

শ্রীলক্ষ্মীদেবী উষঃকাল হইতে নিরন্তর বিষ্ণুগৃহের যাবতীয় কার্য্য, ঈশ্বর-পূজার সজ্জা প্রস্তুত ও তুলসীর সেবা করিতেন। তুলসী-সেবাপেক্ষা স্বীয় প্রভুর জননী শ্বশ্রূমাতা শচীদেবীর সেবায় তাঁহার অধিক মনোযোগ ছিল। শচীদেবী পুত্রের পদতলে কোনদিন বা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা দর্শন, কোনদিন বা ঘরের সর্ব্বত্র পদ্মগন্ধের আঘ্রাণ পাইতেন।

কিছুকাল পরে নিমাইপণ্ডিত অর্থাদি-সঞ্চয়-ব্যপদেশে ছাত্রগণের সহিত পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়া পদ্মাবতী-নদীর তীরে আসিয়া অবস্থান করিলেন। প্রভুর পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া সেইস্থানে অসংখ্য ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিলেন এবং অল্পকাল মধ্যে সকলে নিমাইপণ্ডিতের নিকট হইতে বহু বিদ্যা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এস্থলে গ্রন্থকার বলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গে প্রভুর শুভ-বিজয় হইয়াছিল বলিয়াই আজও বঙ্গদেশে আবাল বৃদ্ধ-বনিতাকে শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মধ্যে মধ্যে তথায় কতকগুলি পাষণ্ডি প্রকৃতি ব্যক্তি উদর-ভরণের

সুবিধার জন্য আপনাদিগকে 'নারায়ণ' বা 'ভগবান্' বলিয়া প্রচার-পূর্ব্বক দেশবাসীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। রাঢ়দেশেও এক মহা-ব্রহ্মদৈত্য বাহিরে ব্রাহ্মণের বেশ, কিন্তু অন্তরে রাক্ষস-প্রকৃতি লইয়া আপনাকে 'গোপাল' বলিয়া ঘোষণা করে। লোকে তাহার কাপুরুষতার জন্য তাহাকে ঘৃণ্য 'শৃগাল' বলিয়াই অভিহিত করে। অনন্তব্রহ্মাণ্ড-নাথ শ্রীচৈতন্য ব্যতীত যে পাপিষ্ঠ জীব আপনাকে বা অপর জীবকে 'ভগবান্' বলিতে চায়, তাহার ন্যায় মহা-অপরাধী আর নাই। অধিক কি, অদ্যাপি দেখা যায়,—চৈতন্যচন্দ্রের দাসগণের স্মরণেও জীবের সর্ব্বত্র শুভোদয় হয়।

এদিকে প্রভুর পূর্ব্ববঙ্গে বাস-কালে শ্রীলক্ষ্মী-দেবী প্রভুর বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রভুর পাদ-পদ্ম ধ্যান করিতে করিতে গঙ্গাতীরে অন্তর্হিত হন। প্রভু বঙ্গদেশ হইতে শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন শুনিয়া বঙ্গদেশের বহুলোক প্রভুর নিকট নানাবিধ উপায়ন লইয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময়, সেই পূর্ব্ববঙ্গে তপনমিশ্র-নামে এক সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণ সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া এক-দিন রাত্রিশেষে স্বপ্নমধ্যে কলিযুগে জীবোদ্ধারার্থ অবতীর্ণ নিমাইপণ্ডিতরূপী নর-নারায়ণের নিকট অভিগমন করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। তপনমিশ্র প্রভুসমীপে উপনীত হইলে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনই যে সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের ও সর্ব্বপাত্রের পালনীয় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ একমাত্র যুগধর্ম্ম, তাহা উপদেশ করিয়া তপনমিশ্রকে কুটিনাটী পরিহার-পূর্ব্বক একান্ত হইয়া অনুক্ষণ ষোল-নাম বত্রিশ-অক্ষর মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের উপদেশ প্রদান করিলেন। মিশ্র প্রভুর অনুগমন করিবার অনুমতি চাহিলে প্রভু তপনমিশ্রকে সত্বর বারাণসী যাইতে আদেশ করিলেন এবং কাশীতে প্রভুর সহিত তাঁহার মিলন ও সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-বিষয়ে বিশেষভাবে শ্রবণের অবসর ঘটিবে বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর তপনমিশ্র প্রভুর নিকট স্বীয় পূর্ব্ব স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলে, প্রভু মিশ্রকে তাহা লোকসমক্ষে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন।

তদনন্তর প্রভু অর্থাদি লইয়া পূর্ব্ব-বঙ্গ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক জননীর নিকট সমস্তঅর্থাদি প্রদান করিলেন। অনেক পড়ুয়া পাঠার্থী হইয়া প্রভুর সহিত পূর্ব্ব-বঙ্গ হইতে নবদ্বীপে আগমন করিলেন। প্রভু লক্ষ্মীদেবীর বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া লোকানুকরণে কিঞ্চিৎকাল দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক মাতাকে সংসারের অনিত্যতা-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দপ্রিয় নিত্য-কলেবর ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীপ্রদ্যুম্ন-মিশ্রের জীবন।
জয় শ্রীপরমানন্দপুরী-প্রাণ-ধন ॥ ২ ॥

পতিত জীব-দুঃখ-দুঃখী গ্রন্থকারের ইষ্টদেব গৌর-চরণে জীবোদ্ধারার্থ প্রার্থনা—

জয় জয় সর্ব্ববৈষ্ণবের ধন-প্রাণ।
কৃপা-দৃষ্ট্যে কর', প্রভু, সর্ব্বজীবে ত্রাণ ॥ ৩ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

প্রদ্যুম্ন-মিশ্র,—উৎকলদেশে বিপ্রকুলে ইঁহার জন্ম, ইঁহার আদর্শ-গৃহস্থোচিত পুণ্যময় জীবন ও আভিজাত্যাদি-পূর্ণ সামাজিক উচ্চতমমর্য্যাদা হরির ও হরিজনের সেবায় নিয়োগ করিয়া সফল ও সার্থক করিয়া তুলিবার নিমিত্ত প্রভু নীলাচলে ইঁহাকে অশৌক্র-বিপ্রকুলে অবতীর্ণ কৃষ্ণভক্তি-রস-শিক্ষকচূড়ামণি মহাভাগবতবর বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রায়-রামানন্দের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ইনিও শিষ্য-রূপে বৈষ্ণবাচার্য্যের সমীপে কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া প্রভুর অহৈতুকী কৃপা লাভ করিলেন। ইঁহার প্রসঙ্গ—অন্ত্য, ৩য় অঃ ১৮৪, ৫ম অঃ ২১১, ৮ম অঃ ৫৭, এবং চৈঃ চঃ আদি

আদি-লীলায় দ্বিজরাজ গৌরলীলা-শ্রবণার্থ শ্রদ্ধাবান শ্রোতৃবর্গকে অনুরোধ—

আদিখণ্ডকথা, ভাই, শুন একমনে।
বিপ্ররূপে কৃষ্ণ বিহরিলেন যেমনে ॥ ৪ ॥

বিদ্যা-লীলা-বিলাসময় গৌর-নারায়ণ—

হেনমতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক সর্ব্বক্ষণ।
বিদ্যা-রসে বিহরেন লই' শিষ্যগণ ॥ ৫ ॥

শিষ্য বেষ্টিত নিমাইর নবদ্বীপে বিদ্যা-বিলাস—

সর্ব্ব-নবদ্বীপে প্রতি নগরে-নগরে।
শিষ্যগণ-সঙ্গে বিদ্যারসে ক্রীড়া করে ॥ ৬ ॥

নবদ্বীপে নিমাইর পাণ্ডিত্য-খ্যাতি—

সর্ব্ব-নবদ্বীপে সর্ব্বলোকে হৈল ধ্বনি।
'নিমাইপণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোমণি' ॥ ৭ ॥

নিমাইপণ্ডিতের প্রতি বিত্তশালিগণের সম্মান-প্রদর্শন—

বড়বড় বিষয়ীসকল দোলা হৈতে।
নামিয়া করেন নমস্কার বহুমতে ॥ ৮ ॥

নিমাইপণ্ডিতের দর্শনমাত্র সকলের সসম্ভ্রমে বশ্যতা-স্বীকার—

প্রভু দেখি' মাত্র জন্মে সবার সাধ্বস।
নবদ্বীপে হেন নাহি,—যে না হয় বশ ॥ ৯ ॥

পুণ্যকর্ম্মিগণের ব্যবহারিক শুভ পুণ্যকর্ম্মোপলক্ষে নিমাইকে পণ্ডিত-জ্ঞানে বিবিধ উপায়ন-প্রেরণ—

নবদ্বীপে যারা যত ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে।
ভোজ্য-বস্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভু-ঘরে ॥ ১০ ॥

মূর্ত্ত-আদর্শ গৃহস্থ-রূপে প্রভুকর্ত্তৃক (১) অভাবগ্রস্ত দুঃখীর প্রতি মুক্তহস্তে দান—

প্রভু সে পরম-ব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার ॥ ১১ ॥
দুঃখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি'।
অন্ন, বস্ত্র, কড়ি-পাতি দেন গৌরহরি ॥ ১২ ॥

(২) অতিথি-সম্মান—

নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যার যেন যোগ্য, প্রভু দেন সবাকারে ॥ ১৩ ॥

(৩) চতুর্থাশ্রমি-সম্মান—

কোনদিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সবা' নিমন্ত্রেন প্রভু হইয়া হরিষ ॥ ১৪ ॥

শচীমাতাকেও সন্ন্যাসী ভোজন করাইতে উপদেশ-দান—

সেইক্ষণে কহি' পাঠায়েন জননীরে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে ॥ ১৫ ॥

—১০ম পঃ, মধ্য—১ম পঃ, ১০ম পঃ, ১৬শ পঃ, ২৫শঃ পঃ ও অন্ত্য—৫ম পঃ দ্রষ্টব্য।

এস্থলে প্রভুকে 'প্রদ্যুম্নমিশ্রের জীবন' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আদর্শপুণ্যাত্মা গৃহস্থ প্রদ্যুম্ন-মিশ্রের আরাধ্য-বিগ্রহ প্রভুর অতিথিবর্গের ও ত্যক্তগৃহ চতুর্থাশ্রমিগণের সৎকারাদি আদর্শ গার্হস্থ্য-লীলা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

পরমানন্দপুরী (পুরী-গোস্বামী বা গোসাঞি),—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরণরূপ ভক্তিকল্পবৃক্ষের মধ্যমূল,—শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী-পাদের নয়জন শিষ্যের মধ্যে অন্যতম প্রিয়শিষ্য। ত্রিহুতে ইঁহার আবির্ভাব। (গৌঃ গঃ ১১৮- [illegible] শ্রীপরমানন্দো য আসীদুদ্ধবঃ পুরা")। প্রভুর 'পরমানন্দপুরীর প্রাণধনত্ব'-প্রসঙ্গ,—অন্ত্য, ৩য় অঃ ১৬৭-১৮১, ২৩১-২৬০; ৮ম অঃ ৫৫, ১২২ ও ১০ম অঃ ৪২, ৪৭ ৪৯; এবং চৈঃ চঃ আদি ৯ম পঃ, ১০ম পঃ; মধ্য—১ম পঃ, ২য় পঃ, ৯ম পঃ, ১০ম পঃ, ১১শ পঃ, ১২শ পঃ, ১৩শ পঃ, ১৪শ পঃ, ১৫শ পঃ, ১৬শ পঃ, ২৫শ পঃ ও অন্ত্য—২য় পঃ, ৪র্থ পঃ, ৭ম পঃ, ৮ম পঃ, ১১শ পঃ, ১৪শ পঃ ও ১৬শ পঃ দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ৮ম অং,—৯ম অং এর শেষাংশ, শিবানন্দসেন-পুত্র কবিকর্ণপূরের 'পরমানন্দপুরীদাস'-নাম—১০ম অং, সংস্কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মহাকাব্যে) ১৩শ সঃ ১৪, ১১২-১১৯, ১২২; ১৬শ সঃ ৩০, ১৯শ সঃ ও ২০শ সঃ দ্রষ্টব্য ॥ ২ ॥

নগরে-নগরে,—তৎকালিক নবদ্বীপের বিভিন্ন পল্লী ও দ্বীপগুলি 'নগর'-নামে খ্যাত ছিল, যথা—গঙ্গানগর, কাজীর নগর, কুলিয়া-নগর, বিদ্যানগর, জাহ্নগর প্রভৃতি ॥ ৬ ॥

তৎকালে হিন্দু-সমাজে শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের প্রতি সম্মান বা মর্য্যাদা-প্রদান-রীতি প্রবলথাকায় সকল-লোকই রাজ-ধানীতে আসিয়া পণ্ডিতকুলশিরোমণি নিমাইপণ্ডিতের জন্য তণ্ডুল-বস্ত্রাদি উপহাররূপে প্রেরণ করিত ॥ ১০ ॥

ব্রাহ্মণের স্বভাবে ঔদার্য্য ও অব্রাহ্মণের স্বভাবে কার্পণ্য

নৈবেদ্যাভাব-হেতু শচীমাতার উদ্বিগ্নতা—

ঘরে কিছু নাই, আই চিন্তে মনে-মনে।
'কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইবে কেমনে?' ১৬ ॥

শচীর চিন্তামাত্রেই অলক্ষিতে নৈবেদ্যাগমন—

চিন্তিতেই হেন, নাহি জানি কোন্ জনে।
সকল সম্ভার আনি' দেয় সেইক্ষণে ॥ ১৭ ॥

শ্রীলক্ষ্মীদেবীর নৈবেদ্য-রন্ধন, প্রভুর আগমন—

তবে লক্ষ্মী-দেবী গিয়া পরম-সন্তোষে।
রান্ধেন বিশেষ, তবে প্রভু আসি' বৈসে ॥ ১৮ ॥

প্রভুর স্বয়ং চতুর্থাশ্রমিগণের ভোজন-পর্য্যবেক্ষণ-সম্পাদন—

সন্ন্যাসীগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া।
তুষ্ট করি' পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া ॥ ১৯ ॥

অতিথিগণের আগমনমাত্র প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহাদের ভোজনাদি-বিষয়ে সাদরে-জিজ্ঞাসা—

এইমত যতেক অতিথি আসি' হয়।
সবারেই জিজ্ঞাসা করেন কৃপাময় ॥ ২০ ॥

মূর্ত্ত-আদর্শ গৃহস্থ-লীলায় প্রভুর গৃহস্থাশ্রমিগণকে অতিথিরূপী মহতের প্রতি সম্মানার্থ উপদেশ—

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
"অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূলকর্ম্ম ॥ ২১ ॥

অতিথিসেবা-হীন গৃহস্থের নিন্দা—

গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে।
পশু-পক্ষী হইতে 'অধম' বলি তারে ॥ ২২ ॥

অতিথি পূজনার্থ ধনি-নিধ'ন-নির্ব্বিশেষে সকল-গৃহস্থেরই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি—

যার বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট-দোষে।
সেই তৃণ, জল, ভূমি দিবেক সন্তোষে ॥ ২৩ ॥

তথা হি (মনুসংহিতায়াং ৩।১০, হিতোপদেশে চ)—

অতিথি-সেবনার্থ-পুণ্যবান্ সকল-গৃহস্থেরই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি—

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥ ২৪ ॥

বর্ত্তমান। আদর্শ উত্তম-গৃহস্থের লীলা-প্রদর্শন-কল্পে নিমাই দুঃখী ও অভাবগ্রস্ত জনগণকে অন্ন, বস্ত্র ও ধনাদি প্রদান করিতেন ॥ ১২ ॥

নবদ্বীপে উচ্চকুলোদ্ভূত গৃহস্থঅধিবাসিগণ সাধারণ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করিতেন বলিয়া নানা-স্থান হইতে ত্যক্তগৃহ-সন্ন্যাসিগণ আসিয়া তাঁহাদের গৃহে অভ্যাগত হইতেন। প্রভু একদিকে যেমন দীন-দুঃখী ও অতিথিগণের অভাব-মোচন করিতেন, অপরদিকে তেমনই চতুর্থাশ্রমী ত্যক্তগৃহ সন্ন্যাসিগণের পরিচর্য্যার আদর্শ ও পুণ্যাত্মা ধার্ম্মিকগৃহস্থগণের পূর্ণাদর্শভূত স্বীয় গার্হস্থ্য-লীলায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ধার্ম্মিক সদ্‌গৃহস্থই যে আশ্রমধর্ম্মের আদর করিতে বাধ্য, তাহা জানাইবার জন্যই প্রভু পুণ্যময় গৃহস্থোচিত-ধর্ম্মের পূর্ণ ও সর্ব্বোত্তম আদর্শ দেখাইয়া সন্ন্যাসিগণের ভোজন, আশ্রয় প্রভৃতি প্রদান করিতেন। যাঁহারা—ত্যক্তগৃহ চতুর্থাশ্রমী যতি, গৃহস্থের মঙ্গলোদ্দেশ্যে তাঁহাদের দেশ-পর্য্যটনকালে তাঁহাদিগকে যথা-সাধ্য ভোজ্য ও আশ্রয়-প্রদান—প্রত্যেক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-পালক গৃহস্থেরই একান্ত কর্ত্তব্য। কালক্রমে হিংসা-বশে গৃহব্রতগণ চতুর্থাশ্রমিগণকে তাঁহাদের ন্যায্য-প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করায়, প্রকৃত আশ্রম-ধর্ম্ম ক্রমশঃ শ্লথ ও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে; এমন কি, কোন কোন গৃহস্থ এরূপও মনে করেন যে, গৃহস্থ-হিতৈষী সন্ন্যাসীকে গৃহস্থাশ্রম হইতে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য ভিক্ষা হইতে বঞ্চনই তাঁহাদের পরমধর্ম্ম। সম্পত্তিসম্পন্ন ও ধনাঢ্য-গৃহস্থের লীলা না দেখাইলেও প্রভু গৃহস্থগণকে সন্ন্যাসিগণের সৎকারশিক্ষা প্রদান করিবার জন্য নিজ-গৃহে দশ-বিশ জন সন্ন্যাসীকে মধ্যে-মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইতেন ॥ ১৪ ॥

প্রভুর গৃহে অধিক সঞ্চিতবিত্ত ও প্রচুর ভোজ্য সম্ভারাদির অভাব-নিবন্ধন শচীদেবী সেই দিবস সন্ন্যাসিগণের ভোজ্য-সংগ্রহে অভাব বোধ করিবা-মাত্র তৎক্ষণাৎ ভগবদিচ্ছা-ক্রমে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়া গেল ॥

যতিগণের সাধারণতঃ অগ্নি-ব্যবহার না থাকায় তাঁহাদের পাকাদি-কার্য্য সাগ্নিক-ব্রাহ্মণগণের দ্বারাই নির্ব্বাহিত বা সম্পাদিত হইত। নিরগ্নিক যতিসম্প্রদায় সাগ্নিক-বিপ্রের গৃহ-পাচিত-অন্নাদি গ্রহণ করিতে পারেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-গৃহে একটী বিষ্ণু-মন্দির থাকিত এবং সন্ন্যাসিগণও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে পাচিত অন্নসমূহই সেবন করিতেন। বিপ্রেতর

গৃহ হইতে অতিথির নির্গমণ-নিবারণার্থ গৃহস্থগণকে দোষ-ক্ষমা-যাচ্ঞা-পূর্ব্বক সদৈন্যে সত্যকথন-কর্ত্তব্য-শিক্ষা-দান—

সত্য বাক্য কহিবেক করি' পরিহার।
তথাপি আতিথ্য-শূন্য না হয় তাহার ॥ ২৫ ॥

নিষ্কপটভাবে অতিথিরূপী মহতের যথা-সাধ্য সন্তোষ-বিধান-কর্ত্তব্যতা—

অকৈতবে চিত্ত সুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি 'অতিথিরে ভক্তি'।" ২৬ ॥

স্বয়ং আদর্শ গৃহস্থরূপে প্রভুর আচার ও প্রচার—

অতএব অতিথিরে আপনে ঈশ্বরে।
জিজ্ঞাসা করেন অতি পরম-আদরে ॥ ২৭ ॥

গৌর-নারায়ণ-গৃহে মহালক্ষ্মী-পাচিত অন্নগ্রহণকারী ভিক্ষু অতিথিগণের মহাসৌভাগ্য-বর্ণন—

সেই সব অতিথি—পরম-ভাগ্যবান্।
লক্ষ্মী-নারায়ণ যারে করে অন্ন দান ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মাদি-দেব প্রার্থিত ভগবদ্গৃহ-প্রদত্ত প্রসাদ-সম্মানে সর্ব্বসাধারণের অধিকার-লাভ—

যার অন্নে ব্রহ্মাদির আশা অনুক্ষণ।
হেন সে অদ্ভুত, তাহা খায় যে-তে-জন ॥ ২৯ ॥

উক্ত ভিক্ষু অতিথিবর্গের মহত্ত্ব-বর্ণন; তাঁহাদিগকে 'শিব-ব্রহ্মাদি'-রূপ মহাভাগবতানুমান—

কেহ কেহ ইতোমধ্যে কহে অন্য কথা।
"সে অন্নের যোগ্য অন্যে না হয় সর্ব্বথা ॥ ৩০ ॥

অপরের গৃহে বিষ্ণু-নৈবেদ্য ব্যতীত ইতরদেব নৈবেদ্যে অমেধ্যাদি থাকিবার সম্ভাবনা-হেতু পরিব্রাজক যতিগণের বিপ্রেতর কাহারও গৃহে ভিক্ষা অর্থাৎ ভোজন করিবার রীতি ছিল না। পুণ্যময় গার্হস্থ্যাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের আদর্শ-প্রদর্শনোদ্দেশ্যে স্বয়ং সন্ন্যাসিগণের নিকট বসিয়া থাকিয়া তাঁহাদিগকে প্রসাদ সেবন করাইতেন ॥ ১৯ ॥

জিজ্ঞাসা করেন,—পানীয়, আহার্য্যবিষয়ে কোন অভাব বা প্রয়োজন আছে কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন ॥ ২১ ॥

বিষ্ণুতোষণকামী অভ্যাগত, পরিব্রাজক ও একতিথিকাল-অবস্থানকারী অতিথির সেবা পরিত্যাগ করিয়া যে সকল গৃহমেধী কেবলমাত্র নিজের জন্য পাকাদি গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা পশু-পক্ষী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। পশু-পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্ জীব স্বীয় অভাবনিবৃত্তি ও আহার্য্য-সংগ্রহের জন্য পৃথিবীতে ও আকাশে বিচরণ করে; উহাদের সঞ্চয় করিয়া রাখিবার সুযোগ অল্পই আছে, কিন্তু মানবগণ 'সামাজিক শ্রেষ্ঠ জীব' বলিয়া বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে বাধ্য। যদি ঐবিষয়েই তাঁহা[illegible] হ'ন, তাহা হইলে তাঁহারাও আশ্রয়-বিহীন নগ্ন পশু-পক্ষীর ন্যায় কেবলমাত্র স্ব-স্ব-উদরভরণকারী জীব বলিয়াই পরিগণিত হইবেন। মনুষ্যের স্ব-স্ব উদর-ভরণ ব্যতীত বিষ্ণু-সেবার জন্যই দ্রব্যাদি সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করিবার উচ্চ-অধিকার বর্ত্তমান, তজ্জন্য নারায়ণ-তোষণকামজীব-হিতাকাঙ্ক্ষী পরিব্রাজক ও অতিথিগণের আশ্রয় ও ভোজ্য-প্রদান ও তাঁহাদের সামাজিক বিধির অন্তর্গত। এই বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে তাহাদিগকে পশু-পক্ষী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলা যাইবে ॥ ২২ ॥

তৃণ,—বসিবার অথবা শয্যার নিমিত্ত খড়।

ভূমি,—বিশ্রাম-স্থান।

উদক,—কর-মুখপাদ-প্রক্ষালনার্থ বা আচমন-পানার্থ জল।

সুনৃতা বাক্,—সত্য, মধুর বচন। চতুর্থী,—চতুর্থতঃ।

অন্বয়। সতাং গেহে (অতিথিপরায়ণানাং ধার্ম্মিকাণাং গৃহে), তৃণানি (আসনার্থং শয়নার্থং বা তৃণানি), ভূমিঃ (বিশ্রামার্থং ভূমিঃ), উদকং (পাদপ্রক্ষালনাদ্যর্থং জলং), চতুর্থী (পূর্ব্বাণি ত্রীণি অপেক্ষ্য চতুর্থ-স্থানীয়া ইত্যর্থঃ) সুনৃতা বাক্ চ (শ্রবণসুখকরং সুমধুরং বাক্যঞ্চ),—এতানি অপি (যদ্যপি দারিদ্র্যবশাৎ অন্নাদ্যভাবঃ স্যাৎ, তথাপি এতানি পূর্ব্বোক্তানি দ্রব্যাণি) কদাচন (কদাচিদপি) ন উচ্ছিদ্যন্তে (ন অলভ্যানি ভবন্তি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। (অতিথি-পরায়ণ) ধার্ম্মিক-ব্যক্তিগণের গৃহে (দারিদ্র্যাদি-নিবন্ধন অন্নাদির অভাব হইতে পারে, কিন্তু আতিথ্য বিধানার্থ) আসনের জন্য তৃণ, বিশ্রামের জন্য ভূমি, পাদপ্রক্ষালনাদির জন্য জল এবং শ্রুতি-মধুর সুমধুর বাক্য,—এসকল বস্তুর কখনও অভাব হয় না ॥ ২৪ ॥

নিষ্ঠুরপ্রকৃতি স্ব-স্ব-জিহ্বা-উদর-লম্পট লোভী প্রাকৃত-সহজিয়াগণ অধুনা চৈতন্যচন্দ্রের ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া আত্ম-

ব্রহ্মা-শিব-শুক-ব্যাস-নারদাদি করি।
সুর-সিদ্ধ-আদি যত স্বচ্ছন্দ-বিহারী ॥ ৩১ ॥
লক্ষ্মী-নারায়ণ অবতীর্ণ নবদ্বীপে।
জানি' সবে আইসেন ভিক্ষুকের রূপে ॥ ৩২ ॥
অন্যথা সে-স্থানে যাইবার শক্তি কার ?
ব্রহ্মা আদি বিনা কি সে অন্ন পায় আর ?" ৩৩ ॥

কাহারও বা গৌর-নারায়ণের দীনজীব-তারণ-লীলা-মহিমা-বর্ণন—

কেহ বলে,—"দুঃখিতে তারিতে অবতার।
সর্ব্বমতে দুঃখিতেরে করেন নিস্তার ॥ ৩৪ ॥

অঙ্গি-মহাবিষ্ণুর অঙ্গরূপে ব্রহ্মাদি দেবগণের তদীয়ত্ব বা নিজ-জনত্ব—

ব্রহ্মা-আদি দেব যার অঙ্গ প্রতি-অঙ্গ।
সর্ব্বথা তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্যসঙ্গ ॥ ৩৫ ॥

পরমদয়াল গৌরাবতারে সর্ব্বজীবকে নিজজন-দুর্ল্লভ কৃপা প্রসাদ-বিতরণরূপ ভগবৎপ্রতিজ্ঞা—

তথাপি প্রতিজ্ঞা তান এই অবতারে।
'ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ দিমু সকল জীবেরে' ॥ ৩৬ ॥

প্রসাদ-বঞ্চিত দীন-জীবকে স্বয়ং গৌর-নারায়ণের প্রসাদান্ন-বিতরণ—

অতএব দুঃখিতেরে ঈশ্বর আপনে।
নিজ-গৃহে অন্ন দেন উদ্ধার-কারণে ॥" ৩৭ ॥

ভগবৎসেবা-বিগ্রহ লক্ষ্মীদেবীর আদর্শপতি-সেবা-বর্ণন ; একাকিনী লক্ষ্মীদেবীর মহানন্দে যাবতীয় ভগবদ্-গৃহকর্ম্ম-সম্পাদন—

একেশ্বর লক্ষ্মী-দেবী করেন রন্ধন।
তথাপিও পরম-আনন্দ-যুক্ত মন ॥ ৩৮ ॥

পুত্রবধূ লক্ষ্মীদেবীর সুশীলতা-দর্শনে শ্বশ্রূমাতা শচীদেবীর পরম সন্তোষ—

লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি' শচী ভাগ্যবতী।
দণ্ডে-দণ্ডে আনন্দ-বিশেষ বাড়ে অতি ॥ ৩৯ ॥

লক্ষ্মীদেবীর দৈনিক আচরণ ও পূজা-বর্ণন—

ঊষঃ-কাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহ-কর্ম্ম।
আপনে করেন সব,—এই তাঁর ধর্ম্ম ॥ ৪০ ॥

ভগবৎপ্রীত্যর্থ নরতনুধারিণী মহালক্ষ্মীর আদর্শ গৃহিণ্যুচিত-কৃত্যাদি—

দেব-গৃহে করেন যে স্বস্তিকমণ্ডলী।
শঙ্খ-চক্র লিখেন হইয়া কুতূহলী ॥ ৪১ ॥

বিষ্ণুপূজোপকরণ সজ্জা—

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, সুবাসিত জল।
ঈশ্বর-পূজার সজ্জা করেন সকল ॥ ৪২ ॥

নিরন্তর শ্রীতুলসী ও ভগবজ্জননীদেবীর সেবন—

নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।
ততোঽধিক শচীর সেবায় তাঁর মন ॥ ৪৩ ॥

পরিচয় দিয়া বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে তৃণাদি হইতে বঞ্চিত করেন। তাহাদিগের চৈতন্য-বিরোধ-প্রদর্শন-কল্পেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের এই আদর্শ গৃহস্থ-লীলা-প্রদর্শন। অতিথি ও যতিগণের প্রতি গৃহস্থ-জনোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রভু লোক-শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অনুগত বলিয়া পরিচয় দিয়াও কেহ কেহ উহার ব্যতিক্রম করেন। কএক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা নগরীতে অতিথিরূপে অভ্যাগত কতিপয় ত্রিদণ্ডী ও ব্রহ্মচারীকে দিবা-দ্বিপ্রহরকালে বিষ্ণু-নৈবেদ্য হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য জনৈক দ্রবিণ-লোভী নাম-মন্ত্র-ভাগবত-জীবী, শিষ্যানুবন্ধী জাতিগোস্বামিব্রুব অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। এতাদৃশ ব্যবহার হইতে রক্ষা করিবার জন্যই প্রভু স্বয়ং অতিথি ও যতিগণকে আশ্রয় ও ভোজ্য-প্রদানের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হায়, কোথায় পরম আদর ও যত্নের সহিত অতিথি-সন্ন্যাসীর প্রতি প্রভুর অবাধে কৃপা-বিতরণ-লীলা! আর কোথায় চৈতন্যের ধর্ম্ম-প্রচারের দোহাই দিয়া চৈতন্য-বিমুখ জনগণের চৈতন্যা-শ্রিত যতি ও অতিথিগণের প্রতি বিরোধ ও নির্য্যাতন-চেষ্টা !! কেবল ঢাকা-নগরীতে নহে, কিছুদিন পূর্ব্বে কুলিয়া-নগরীতেও ধাম-সেবা উপলক্ষে সমাগত ধাম-পরিক্রমার নিরীহযাত্রিগণের প্রতি ঐ-শ্রেণীর কোন কোন ব্যক্তি কতিপয় দুর্দ্দান্ত দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তির সাহায্যে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-যতিগণকে ও ভক্ত-নারীবর্গকে সমাদর করিবার পরিবর্ত্তে অবৈধ-ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এইসমস্তই শ্রীচৈতন্য দেবের শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিকূল-চেষ্টা-মাত্র ॥ ২৩, ২৫-২৭ ॥

স্বীয় সাধ্বী প্রিয়তমা লক্ষ্মীদেবীর সেবা-দর্শনে গৌর-নারায়ণের সন্তোষ—

লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
মুখে কিছু না বলেন, সন্তোষ অন্তর ॥ ৪৪ ॥

মহেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীকর্তৃক গৌর-নারায়ণের পাদসম্বাহন—

কোনদিন লক্ষ্মী লই' প্রভুর চরণ।
বসিয়া থাকেন পদ-তলে অনুক্ষণ ॥ ৪৫ ॥

প্রভুর পদতলে শচীমাতার কখনও দিব্য-জ্যোতির্দর্শন—

অদ্ভুত দেখেন শচী পুত্র-পদতলে।
মহা জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিপুঞ্জশিখা জ্বলে ॥ ৪৬ ॥

কখনও শচীমাতার স্ব-গৃহে পদ্মসৌরভাঘ্রাণ—

কোনদিন মহা পদ্মগন্ধ শচী আই।
ঘরে-দ্বারে সর্ব্বত্র পায়েন, অন্ত নাই ॥ ৪৭ ॥

নবদ্বীপে ছন্ন নরলীলাকারী শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ—

হেনমতে লক্ষ্মী নারায়ণ নবদ্বীপে।
কেহ নাহি চিনেন আছেন গূঢ়রূপে ॥ ৪৮ ॥

স্বতন্ত্র গৌর-নারায়ণের পূর্ব্ববঙ্গোদ্ধারেচ্ছা—

তবে কতদিনে ইচ্ছাময় ভগবান্।
বঙ্গদেশ দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥ ৪৯ ॥

শচীমাতাকে স্বাভিপ্রায় জ্ঞাপন—

তবে প্রভু জননীরে বলিলেন বাণী।
"কতদিন প্রবাস করিব, মাতা, আমি ॥" ৫০ ॥

শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে যথোচিত আদেশ-দান—

লক্ষ্মী প্রতি কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
"মায়ের সেবন তুমি কর নিরন্তর ॥" ৫১ ॥

পূর্ব্ববঙ্গোদ্ধারার্থ সশিষ্য প্রভুর গমন—

তবে প্রভু কত আপ্ত শিষ্যবর্গ লৈয়া।
চলিলেন বঙ্গদেশে হরষিত হৈয়া ॥ ৫২ ॥

যে-সকল প্রাকৃত অতিথি প্রাকৃত-গৃহস্থের নিকট গ্রাহক-সূত্রে অন্নাদি লাভ করেন, তদপেক্ষা যাঁহারা অতিথিরূপে শ্রীনবদ্বীপধাম-যোগপীঠে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের নিকট অন্ন-প্রসাদ লাভ করিলেন, তাঁহারাই অনন্তকোটিগুণে অধিকতর ভাগ্যবন্ত ॥ ২৮ ॥

কেহ কেহ বলেন,—যোগৈশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মাদি-দেবগণ ও নারদাদি ঋষিগণই অতিথির রূপ ও বেশ ধারণ করিয়া ভগবান্ গৌর-নারায়ণের গৃহে অন্ন-প্রসাদ লাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন; কেননা, তাঁহারা ব্যতীত আর কোন সাধারণ মর্ত্ত্য-জীবেরই অতিথিরূপে সাক্ষাদ্ভগবানের ভবনে তদীয় অনুগ্রহ পাইবার সামর্থ্য নাই। আবার কেহ কেহ বলেন,—যাবতীয় দুঃখার্ত্ত-জনগণকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্যই লক্ষ্মীনারায়ণের যুগে লক্ষ্মী-গৌররূপে অবতরণ। তিনি পরম-দয়াময় বলিয়া পাত্রাপাত্রের যোগ্যতা বিচার না করিয়াই অতিথিরূপী সকলকেই অন্নাদি-প্রদান-দ্বারা অনুগ্রহ বিতরণ করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥

যদিও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ ভগবানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুল্য এবং অতিপ্রিয় সেবক, তথাপি পরমকরুণ গৌরাবতারে তাঁহার অহৈতুকী-করুণার বিশেষত্ব এই যে, তিনি বিরিঞ্চি-প্রভৃতি মহাধিকারী দেবশ্রেষ্ঠগণেরও দুষ্প্রাপ্য ভগবৎ-প্রসাদ এই কলিযুগে সকল-জীবকেই তাঁহাদের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার বিচার না করিয়া অর্থাৎ অধিকার-নির্ব্বিশেষে তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত বিতরণ করিয়া থাকেন ॥৩৫-৩৭॥

লক্ষ্মীদেবী শ্বশ্রূ-মাতার সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং একাকিনীই পরমানন্দিত-মনে সকলের নিমিত্ত রন্ধন করিতেন। তাহাতে পুত্র বধূর চরিত্র-দর্শনে প্রতি-মুহূর্ত্তে শচীদেবীর আনন্দ বর্দ্ধিত হইত ॥ ৩৮-৩৯ ॥

পতিব্রতা লক্ষ্মীদেবী পতিগৃহে পতির সৌখ্য-সম্বর্দ্ধন ও পূজনীয়া শ্বশ্রূ-মাতার সন্তোষণের নিমিত্ত আপনাকে প্রভু-সেবিকা-জ্ঞানে সমস্তকার্য্যই সম্পাদন করিতেন। প্রভুর সহধর্ম্মিণীসূত্রে আদর্শ-গৃহিণীরূপে শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী অতি-প্রত্যূষকাল হইতে নিশীথ-কাল পর্য্যন্ত প্রভু-গৃহ-সম্পর্কিত যাবতীয় কর্ম্ম, সমস্তই স্বহস্তে একাকিনী সম্পাদন করিতেন ॥

স্বস্তিকমণ্ডলী,—বিষ্ণু-পূজার উদ্দেশে বিষ্ণু-মন্দিরে মণ্ডল-রচনা অর্থাৎ উপলেপন ও চিত্র-রচন। উহার লক্ষণ,—(হঃ ভঃ বিঃ ৪র্থ বিঃ-ধৃত আগমবাক্য—"বিষ্ণুপূজক বিষ্ণু-মন্দিরের অভ্যন্তরে ঈশান, বায়ু, নৈর্ঋত ও অগ্নি,—এই চারি কোণের চারিটী চতুষ্কোণকে ষোলভাগ করিয়া শ্বেত,

প্রভুকে দর্শনমাত্র সকলেরই চক্ষু নিষ্পলক—

যে-যে জন দেখে প্রভু চলিয়া আসিতে।
সেই আর দৃষ্টি নাহি পারে সম্বরিতে॥ ৫৩॥

নারীগণের প্রভুজননীকে ধন্যবাদান্তে তদুদ্দেশে প্রণাম—

স্ত্রীলোকে দেখিয়া বলে,—"হেনপুত্র যার।
ধন্য তার জন্ম, তার পা'য়ে নমস্কার॥ ৫৪॥

প্রভুপত্নীকে সৌভাগ্যবতী সতী-জ্ঞানে নারীগণের তদুদ্দেশে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন—

যেবা ভাগ্যবতী হেন পাইলেন পতি।
স্ত্রী-জন্ম সার্থক করিলেন সেই সতী॥" ৫৫॥

পথিমধ্যে যাবতীয় নর-নারীর প্রভুর রূপগুণ-প্রশংসা—

এইমত পথে দেখে যত স্ত্রী-পুরুষে।
পুনঃ পুনঃ সবে ব্যাখ্যা করেন সন্তোষে॥ ৫৬॥

সর্ব্বসাধারণের দেব-দুর্ল্লভ প্রভু-দর্শন-সৌভাগ্য-লাভ—

দেবেও করেন কাম্য যে-প্রভু দেখিতে।
যে-তে-জনে হেন প্রভু দেখে কৃপা হৈতে॥ ৫৭॥

পদ্মা-তীরে প্রভুর আগমন—

হেনমতে গৌরসুন্দর ধীরে-ধীরে।
কতদিনে আইলেন পদ্মাবতী-তীরে॥ ৫৮॥

পদ্মা ও পদ্মা-তট-বর্ণন—

পদ্মাবতী-নদীর তরঙ্গ-শোভা অতি।
উত্তম পুলিন,—যেন উপবন তথি॥ ৫৯॥

পদ্মায় সশিষ্য প্রভুর স্নান—

দেখি' পদ্মাবতী প্রভু মহা-কুতুহলে।
গণ-সহ স্নান করিলেন তার জলে॥ ৬০॥

প্রভুর পাদপদ্ম-স্পর্শে পদ্মার সর্ব্বলোক-পাবন তীর্থখ্যাতি-লাভ—

ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে।
যোগ্য হৈল সর্ব্বলোক পবিত্র করিতে॥ ৬১॥

পদ্মার সৌন্দর্য্য-বর্ণন—

পদ্মাবতী-নদী অতি দেখিতে সুন্দর।
তরঙ্গ পুলিন স্রোত অতি-মনোহর॥ ৬২॥

পীত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ দ্বারা লেপন করিবেন,—ইহারই নাম 'স্বস্তিক'।" স্বস্তিক, মণ্ডল-বিধি ও তন্মাহাত্ম্য,—যথা (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—) 'যিনি অভিজ্ঞ, তিনি 'সর্ব্বতোভদ্র' ও 'পদ্ম' প্রভৃতি মণ্ডল ও বিচিত্র স্বস্তিকসমূহ রচনা করিয়া হরি-মন্দিরে মণ্ডল রচনা করিবেন। (নৃসিংহপুরাণে) 'বিচিত্র-বর্ণে চিত্রিত বা বিচিত্র-বর্ণের চূর্ণে বিরচিত পদ্মাদি মণ্ডল ও স্বস্তিকাদি-দ্বারা শোভিত ভিত্তি ও প্রাকারাদির সহিত বিষ্ণু-মন্দিরাদিকে সম্মার্জ্জন ও উপলেপন-দ্বারা হর্ষভরে বিভূষিত করিবে।" (স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে—) "যিনি ভগবান্ কেশবের সম্মুখে মৃত্তিকা অথবা বিবিধ ধাতু-বিকার দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র 'সর্ব্বতোভদ্র' প্রভৃতি মণ্ডল রচনা করেন, তিনি একশত কল্পকাল যাবৎ স্বর্গে বাস করেন। যিনি শালগ্রাম-বিগ্রহের সম্মুখে বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে শুভ স্বস্তিক রচনা করেন, তিনি সপ্তম-পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া থাকেন। যে নারী প্রত্যহ ভগবান্ কেশবের সম্মুখে মণ্ডল রচনা করেন, তিনি সপ্তজন্মমধ্যে কখনও বৈধব্য লাভ করেন না। যে নারী গোময় গ্রহণ করিয়া ভগবান্ কেশবের অগ্রে মণ্ডল রচনা করেন, তিনি কখনও পতি, সন্তান ও ধনের বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হন না। যিনি বিষ্ণুর প্রাঙ্গণ বিচিত্র-বর্ণে বিচিত্রিত ও স্বস্তিকাদি-দ্বারা ভূষিত করেন, তিনি ত্রিভুবনে পরমানন্দে বিহার করেন"। (নারদীয়পুরাণে—) 'যে মানব মৃত্তিকা, বিবিধ ধাতু-বিকার, নানা বর্ণ অথবা গোময়-দ্বারা বিষ্ণু-মন্দিরে মণ্ডলাদি রচনা করেন, তিনি বিমানচারি-দেব রূপ লাভ করেন।' (হরিভক্তিসুধোদয়ে—) 'যে ব্যক্তি বিষ্ণুর আলয় উপলেপনপূর্ব্বক বিবিধ-বর্ণে চিত্রিত করেন, তিনি বিষ্ণুলোকে সুখে বাস করেন এবং বিষ্ণুলোক-বাসিগণ সস্পৃহ-নেত্রে তাঁহাকে দর্শন করেন।'

প্রভুর গৃহে একটী বিষ্ণু-গৃহ ছিল। তাহাতে গণ্ডকী-শিলা ও গোমতী-চক্রশিলা-রূপিণী শ্রীনারায়ণের অর্চ্চা গৃহ-দেবতারূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই দেব-গৃহে মাঙ্গল্য বিধানের চিহ্ন অঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মীদেবী গৃহ-ভিত্তি ও প্রাচীরাদিতে শঙ্খ-চক্রাদি-চিহ্ন অঙ্কিত করিতেন॥ ৪১॥

তাৎকালিক বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ-গৃহে নারায়ণার্চ্চনের জন্য অর্চ্চকের সহধর্ম্মিণী-সূত্রে প্রত্যেক বিবাহিতা নারীর গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও সুবাসিত জল প্রভৃতি পূজোপচার বা পূজোপকরণসমূহের সংগ্রহ-বিষয়ে শাস্ত্রীয় ও সামাজিক

সৌভাগ্যবতী পদ্মার তীরে প্রভুর কিয়দ্দিবস অবস্থান—

পদ্মাবতী দেখি' প্রভু পরম-হরিষে।
সেইস্থানে রহিলেন তার ভাগ্য-বশে ॥ ৬৩ ॥

নবদ্বীপে গঙ্গাজলে স্নান-লীলার ন্যায় সশিষ্য প্রভুর প্রত্যহ পদ্মায় স্নান-লীলা—

যেন ক্রীড়া করিলেন জাহ্নবীর জলে।
শিষ্যগণ-সহিত পরম-কুতূহলে ॥ ৬৪ ॥
সেই ভাগ্য এবে পাইলেন পদ্মাবতী।
প্রতিদিন প্রভু জল-ক্রীড়া করে তথি ॥ ৬৫ ॥

প্রভুর অপ্রাকৃত পদস্পর্শে পূর্ব্ববঙ্গের সৌভাগ্য-বর্ণন—

বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ ॥ ৬৬ ॥

প্রভুর পদ্মা-তটে অবস্থান-শ্রবণে সকলের হর্ষ—

পদ্মাবতী-তীরে রহিলেন গৌরচন্দ্র।
শুনি' সর্ব্বলোক বড় হইল আনন্দ ॥ ৬৭ ॥

সর্ব্বত্র পণ্ডিতসম্রাট্ নিমাইর শুভাগমন-খ্যাতি—

"নিমাইপণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি।
আসিয়া আছেন",—সর্ব্বদিকে হৈল ধ্বনি ॥ ৬৮ ॥

সম্মতি এবং অনুমোদন ছিল, কিন্তু আজকাল যুক্তপ্রদেশাদির কোন কোন প্রদেশে গৌড়-ব্রাহ্মণসমাজভুক্ত বিপ্রগণ নিজ-সহধর্ম্মিণীর স্পৃষ্ট বা সমানীত জল-পর্য্যন্ত ভগবন্-নৈবেদ্যাদির নিমিত্ত গ্রহণ করেন না ॥ ৪২ ॥

বিষ্ণুর অর্চ্চকবর্গের মধ্যে ভগবৎসেবার উপায়নসমূহের অন্যতম 'তদীয়'-জ্ঞানে তুলসী-দেবীর সমধিক আদর বিহিত। লক্ষ্মী-প্রিয়া-দেবী তুলসী-সেবা অপেক্ষাও গৌর-জননী স্বীয় শ্বশ্রূমাতার সেবায় অধিকক্ষণ নিযুক্ত থাকিতেন। যাঁহারা এক-হস্তে তুলসী-বৃক্ষ ও অপর-হস্তে মাদক-দ্রব্য ধূম্রকূট-পানের আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি লইয়া আচার্য্যের ঢঙ্ প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে গৌর-রমা লক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবীর আদর্শ তুলসী-সেবন-লীলার সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ কর্ত্তব্য। আবার প্রভুকে মাতৃভক্ত-শিরোমণি জানিয়া তাঁহারই সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবী নিজ-প্রভুরই অভিন্ন সেবা-জ্ঞানে গৌর দাসী তুলসীর স্নেহ-সেবা অপেক্ষা শ্বশ্রূমাতার গৌরব-সেবারই অধিকতর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

তুলসী-সেবা অপেক্ষা নিজের জননী-সেবায় লক্ষ্মীদেবীর অধিকতর নিষ্ঠা ও ব্যগ্রতা-দর্শনে প্রভু মনে-মনে তাহা অনুমোদন করিয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে বাহিরে সামাজিক-বিধি বা লজ্জায় [illegible]ধে পত্নীর কার্য্যের সমর্থন না করিলেও লক্ষ্মীদেবীর বিষ্ণুপূজোপকরণ-সংগ্রহ, তুলসী-সেবন, শুদ্ধসত্ত্বময়ী নিজ-জননীর সেবন প্রভৃতি ভগবদ্দাস্যকার্য্যে প্রভুর অকৃত্রিম হার্দ্দিকৃপা লক্ষিত হইয়াছিল ॥৪৪॥

গৌরবদাস্য-সেবাপরায়ণা লক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবী জগতে গৌর-নারায়ণের চরণ-সেবার ঐশ্বর্য্য ও মহিমা জানাইবার জন্যই অনেকসময় গৌর-সেবিকার লীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রভুর পাদপদ্ম ধারণ করিয়া তাঁহার পদতলে অবস্থান করিতেন ॥৪৫

গৌর-নারায়ণের ঐশ্বর্য্যশক্তিপ্রভাবে মহা-জ্যোতির্ম্ময় পঞ্চশিখ অগ্নি শচীদেবীর অক্ষিগোচর হইয়াছিল। যেরূপ জ্ঞানি-সম্প্রদায় ভগবানের নিজরূপ-দর্শনাভাবে ভগবদ্রূপ হইতে নির্গত প্রভা বা জ্যোতিঃকেই ভগবত্তার স্বরূপ বলিয়া বিস্ময়ান্বিত হন, তদ্রূপ মহা-জ্যোতির্ম্ময় পঞ্চশিখ অগ্নি-পুঞ্জকেও প্রভুর পাদ-পদ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়া শচীদেবী পুত্রকে সাক্ষাৎ 'বিষ্ণু' বলিয়া জ্ঞাত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গদেশ,—শ্রীগৌরসুন্দর গৌড়পুর নবদ্বীপ-মায়াপুরে স্বীয়-প্রাকট্য বিধান করিয়াছিলেন। গৌড়দেশের পূর্ব্বাংশকে (বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গকে) গৌড়দেশবাসিগণ বঙ্গদেশ বলিয়া পৃথগ্‌ভাবে অভিহিত করেন। গৌড়দেশের সুরদীর্ঘিকা ভাগীরথী প্রবহমাণা। গৌড়-নবদ্বীপের উত্তর ও পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্র-নদের পূর্ব ও দক্ষিণ-তট যেস্থানে গঙ্গার পূর্ব্বশাখা-রূপী মূলপ্রবাহ পদ্মাবতী-নদীর ধারা বঙ্গোপসাগরে সঙ্গতা হইয়াছে সেইস্থান পর্য্যন্ত সমুদয় ভূভাগই তৎকালে 'বঙ্গদেশ' বলিয়া কথিত হইত।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বঙ্গদেশের সীমা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট বলিয়া লিখিত আছে,—"রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে। বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রবর্ত্তকঃ ॥"

প্রাচীন পালবংশের রাজত্বের পর রাজধানী নবদ্বীপে ও বিক্রমপুরে স্থানান্তরিত হইলেও তৎকালে উত্তরবঙ্গ 'বরেন্দ্র' ও তদুত্তর-পশ্চিমবর্ত্তী প্রদেশ 'কর্ণসুবর্ণ', পশ্চিম-বঙ্গ 'গৌড়'

উপহার-প্রদানার্থ বিপ্রগণের নিমাই-সমীপে আগমন—

ভাগ্যবন্ত যত আছে, সকল-ব্রাহ্মণ।
উপায়ন-হস্তে আইলেন সেইক্ষণ ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর লোকপাবন পদার্পণ-হেতু দেশবাসিগণের প্রভুর নিকট স্ব-সৌভাগ্য-জ্ঞাপন—

সবে আসি' প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
বলিতে লাগিলা অতি করি' পরিহার ॥ ৭০ ॥
"আমা'সবাকার অতি-ভাগ্যোদয় হৈতে।
তোমার বিজয় আসি' হৈল এ-দেশেতে ॥ ৭১ ॥

অনায়াসে অসাধনে বিধি-কৃপায় গৃহে বসিয়া দুর্ল্লভ চিন্তামণি-ধনের প্রত্যক্ষ-লাভ—

অর্থ-বৃত্তি লই' সর্ব্বগোষ্ঠীর সহিতে।
যার স্থানে নবদ্বীপে যাইব পড়িতে ॥ ৭২ ॥
হেন নিধি অনায়াসে আপনে ঈশ্বরে।
আনিয়া দিলেন আমা'সবার দুয়ারে ॥ ৭৩ ॥

অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তিতে দেবগুরু বৃহস্পতি-সহ প্রভুকে তুলনা ও প্রভুর অদ্বিতীয়-পাণ্ডিত্য-প্রশংসা—

মূর্ত্তিমন্ত তুমি বৃহস্পতি-অবতার।
তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর ॥ ৭৪ ॥

আদৌ অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তিতে প্রভুকে বৃহস্পতি-নামক জীব-সম জ্ঞান করিয়া পরে বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে তাঁহাকে বাক্-বৃহতীর পতি বা ঈশ্বর-জ্ঞান—

বৃহস্পতি-দৃষ্টান্ত তোমার যোগ্য নয়।
ঈশ্বরের অংশ তুমি,—হেন মনে লয় ॥ ৭৫ ॥

অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্যৈশ্বর্য্য একমাত্র ঈশ্বরেই সম্ভব বলিয়া প্রভুর ভগবত্তানুমান—

অন্যথা ঈশ্বর বিনে এমত পাণ্ডিত্য।
অন্যের না হয় কভু,—লয় চিত্ত-বিত্ত ॥ ৭৬ ॥

অধ্যাপন-মুখে প্রভুর নিকট বিদ্যা-দানার্থ সকলের প্রার্থনা—

এবে এক নিবেদন করিয়ে তোমারে।
বিদ্যা দান কর' কিছু আমা'সবাকারে ॥ ৭৭ ॥

অধ্যাপক-সম্প্রদায়ে সর্ব্বত্র প্রভু-কৃত কলাপ-ব্যাকরণের টিপ্পনীর আদর—

উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিপ্পনী।
লই' পড়ি পড়াই শুনহ, দ্বিজমণি! ৭৮ ॥

সকল কই ছাত্রস্থানে অধ্যাপনার্থ প্রভুর নিকট প্রার্থনা—

সাক্ষাতেও শিষ্য কর' আমা'সবাকারে।
থাকুক তোমার কীর্ত্তি সকল-সংসারে ॥" ৭৯ ॥

ও 'রাঢ়', বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গ 'বঙ্গদেশ' এবং উৎকল-প্রান্ত দক্ষিণবঙ্গ 'সমতট' ও 'তাম্রলিপ্ত'-নামে অভিহিত হইত। সংস্কৃতভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহেও পূর্ব্ব ও মধ্যবঙ্গই বঙ্গ(দেশ)-নামে উল্লিখিত আছে। দিল্লীর মুঘল-সম্রাট্ আকবরের প্রধান অমাত্য আবুল্‌ফজল্ তৎকৃত 'আইন্-ই-আকবরী'-নামক ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, বঙ্গের পূর্ব্বতন হিন্দুরাজগণ তথাকার নিম্নভূমিতে মৃত্তিকার বাঁধ বা 'আল' দিয়া ঘিরিয়া রাখিতেন বলিয়া 'বঙ্গাল' (আল-যুক্ত বঙ্গ)-নামের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

পূর্ব্বগৌড় বঙ্গদেশে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে যাইবার কালে প্রভু শচীমাতাকে বলিলেন,—'মাতঃ, আমি তোমার ও তোমার গৃহের সেবোপকরণ-সংগ্রহের জন্য গৃহ ছাড়িয়া কিছুদিন অন্যত্র গমন করিব।' আর, পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীকে বলিলেন,—'তুমি আমার অনুপস্থিতকালে আমার মাতার সেবা শুশ্রূষা করিয়া স্ব-ধর্ম্ম পালন করিবে।' বিদেশে অভিযান কালে পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবীকে মাতৃসেবার অধিকার দিয়া মাতার উল্লাস-বর্দ্ধনের জন্যই প্রভু পূর্ব্বদেশে যাত্রা করিলেন ॥

গৌড়পুর হইতে পূর্ব্ব-গৌড়-বঙ্গদেশে প্রভু একাকী গমন করেন নাই। অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাইপণ্ডিতের সহিত গৌড়পুর-নবদ্বীপ-মায়াপুর-বাসী অনেকগুলি প্রিয়-ছাত্রও পূর্ব্ববঙ্গে অনুগমন করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

গমন-পথে প্রভুর জগদাকর্ষক রূপ দেখিয়া লোকে আর অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। প্রভুর অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য ও গুণ-গ্রাম সকল দর্শককেই মোহিত করিত ॥ ৫৩ ॥

পূর্ব্ববঙ্গবাসিনী প্রৌঢ়বয়স্কা মাতৃগণ গৌর-জননী শচী-দেবীর সৌভাগ্যের অজস্র প্রশংসা করিবার উপযুক্ত ভাষা পাইতেন না। তাঁহারা বলিতেন যে, শচীদেবীর প্রভুকে গর্ভে ধারণ সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। সেই শচীদেবীর অনুগত বিভিন্নাংশরূপে বৎসল-রসের উপাসিকাগণ প্রভুকে বাৎসল্য-

আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক প্রভুর তৎপ্রদেশে কিয়দ্দিবস অবস্থান—

হাসি' প্রভু সবা'প্রতি করিয়া আশ্বাস।
কতদিন বঙ্গদেশে করিলা বিলাস ॥ ৮০ ॥

সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক প্রভুর অপ্রাকৃতপাদস্পর্শ-জনিত সৌভাগ্য-বলে পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীগৌর-কীর্ত্তন-রীতি—

সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব্ব-বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে ॥ ৮১ ॥

প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থরচনার সমকালে পূর্ব্ববঙ্গে ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের বিরুদ্ধে কতিপয় পাপিষ্ঠ অনুকরণকারীর অহংগ্রহোপাসনাময় অপকৃষ্ট বাউল-মত প্রচারের দৃষ্টান্তোল্লেখ—

মধ্যে-মধ্যে মাত্র কত পাপীগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া ॥ ৮২ ॥

তুচ্ছ জড়েন্দ্রিয়-তর্পণার্থ ও শ্বশৃগাল-ভক্ষ্য কৃমিবিড়্ভস্মান্ত দেহভার-পোষণার্থ শুদ্ধ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-সেবা ত্যাগপূর্ব্বক অপ্রাকৃত মায়াতীত-তত্ত্বে প্রাকৃত মায়িক-সাম্য-বুদ্ধিরূপ পাষণ্ডিতা—

উদর-ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠসকলে।
'রঘুনাথ' করি' আপনারে কেহ বলে ॥ ৮৩ ॥

কোন পাপীগণ ছাড়ি' কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া 'নারায়ণ' ॥ ৮৪ ॥

পরিবর্ত্তনশীল ত্রিগুণাত্মক অনিত্য-দেহ-ভার-ধৃক্ পাষণ্ডিগণের আপনাদিগকে নির্লজ্জভাবে নিত্যমায়াধীশ বিষ্ণুরূপে প্রচার—

দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার ॥৮৫॥

গ্রন্থরচনার সমকালে রাঢ়দেশেও ভক্ত, ভক্তি ও ভগবদ্-বিদ্বেষী এক বিপ্রাধম বাউল ব্রহ্ম-দৈত্যের স্থিতি—

রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস, বিপ্র-কাচ মাত্র কাচে ॥ ৮৬ ॥

শৃগাল-বাসুদেবের পুনরভিনয়—

সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় 'গোপাল'।
অতএব তারে সবে বলেন 'শিয়াল' ॥ ৮৭ ॥

পরমেশ্বর গৌরকৃষ্ণ ব্যতীত প্রাকৃত-জীব বা জড়ে ঈশ্বর-বুদ্ধিকারীর নারকিত্ব—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধম বলে, সেই ছার শোচ্যতর ॥ ৮৮ ॥

ভরে দর্শন করিয়া সেবা করিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্টা হইয়াছিলেন ॥

পূর্ব্ববঙ্গবাসিনী সধবা নারীগণ গৌরপত্নী লক্ষ্মীদেবীর নারীজন্মের সাফল্যে ও সৌভাগ্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহিত প্রভুর গৌরব-দাস্যে অভিষিক্তা হইয়াছিলেন। তাঁহারা কাল্পনিক গৌর-নাগরীগণের ন্যায় "গৌর-ভোগী" হইবার জন্য নিজ-নিজ স্বরূপগত নিত্যবিভিন্নাংশত্ব ভুলিয়া গিয়া জড়ের হেয় লাম্পট্যকে 'গৌর-ভজন' বলিয়া স্থাপন করিতে যান নাই ॥ ৫৫ ॥

ব্যাখ্যা করেন,—প্রভুর অতুলরূপের স্তুতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥

প্রভু কৃপা-পূর্ব্বক স্বীয় দেব-দুর্ল্লভ রূপ পূর্ব্ববঙ্গে সকলের নিকট গোচরীভূত করিয়াছিলেন। মায়া-দাস্য জনিত কাপট্য পরিহার করিয়া প্রভুর অপ্রাকৃত বাস্তবরূপ-দর্শন যাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তাঁহারা আধ্যক্ষিক-দর্শন-প্রিয় প্রেয়ঃপন্থিগণের ন্যায় অমঙ্গল লাভ করেন নাই। প্রভুর অহৈতুকী কৃপাই বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান-দৃপ্ত নর-নারীগণকে ভোগময়ী দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছিল ॥ ৫৭ ॥

রাজর্ষি ভগীরথের স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া মায়া-তীর্থ হরিদ্বার হইতে অবতীর্ণা হইয়া জাহ্নবীদেবী সাগরে সঙ্গতা হইবার জন্য পূর্ব্বাভিমুখিনী হইলেন। পথিমধ্যে আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-দৃপ্ত জনৈক অসুর গৌরচরণ-প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য ভাগীরথী-ধারাকে পদ্মাবতী-নদীর সহিত প্রবাহিত করাইলেন,—এরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। ভাগীরথী তজ্জন্য দুঃখিতা হইয়া গৌর-নারায়ণের চরণ-সেবা করিবার নিমিত্ত শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরের নিকট আসিয়া প্রবাহিতা হইলেন। এই মায়াপুরই উক্ত মায়া-তীর্থ হরিদ্বার। স্বয়ং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়াও ভগবান্ গৌরসুন্দর বিবাহলীলান্তে গৃহস্থ নর-লীলার অনুকরণে অর্থ-সংগ্রহ-লীলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া বহুগ্রাম অতিক্রমপূর্ব্বক ক্রমশঃ পদ্মাবতী-তটবর্ত্তী প্রদেশে আসিয়া সমাগত হইলেন ॥ ৫৮ ॥

গৌরকৃষ্ণের সর্ব্বসেব্য পরমেশ্বরত্ব-বিষয়ে গ্রন্থকারের সনির্ব্বন্ধ প্রতিজ্ঞা—

দুই বাহু তুলি' এই বলি 'সত্য' করি'।
"অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ—গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ৮৯ ॥

গৌর-নামাভাস ও গৌরভক্তের মহিমা—

যাঁর নাম-স্মরণেই সমস্ত বন্ধ-ক্ষয়।
যাঁর দাস-স্মরণেও সর্ব্বত্র বিজয় ॥ ৯০ ॥

সকল জীবকে দুঃসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক গৌর-ভজনার্থ পতিতপাবন গ্রন্থকারের উপদেশ-দান—

সকল-ভুবনে, দেখ, যাঁর যশ গায়।
বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভুর পা'য় ॥ ৯১ ॥

পূর্ব্ববঙ্গে প্রভুর বিদ্যা-বিলাস-লীলা—

হেনমতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র।
বিদ্যা-রসে করে প্রভু বঙ্গদেশে রঙ্গ ॥ ৯২ ॥

গৌরসুন্দর স্নান করিবা-মাত্র সেই মুহূর্ত্ত হইতে পদ্মাবতী-নদী সৌভাগ্যবতী ও লোক-পাবনী হইলেন। বিষ্ণুপাদ হইতে গঙ্গার উদ্ভব তাঁহার লোক-পাবন ও পাপ-নাশনত্বের জ্ঞাপক হইলেও পদ্মাবতী-নদীতে সেরূপ পতিতপাবনত্ব-গুণ আরোপিত হইত না। কিন্তু যে-কালে পদ্মায় স্বয়ং প্রভু সাক্ষাৎ অবগাহন ও স্নান করিলেন, প্রভুপাদস্পর্শে তদবধি উহাতেও কলি-কলুষহারিণী গঙ্গার ন্যায় নিখিল-লোক-পাবনত্ব আরোপিত হইল ॥ ৬১ ॥

গাঙ্গতটভূমি গৌড়দেশ ও পদ্মাবতীর উভয়তটবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহই পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ মিলিয়া একত্র সাধারণতঃ বঙ্গদেশ-নামে প্রসিদ্ধ। সাধারণতঃ পদ্মাবতীর অপর পারকেই 'পূর্ব্বদেশ' (পূর্ব্ববঙ্গ) বলা হয়। কোন্ গ্রাম প্রভুর পদ-ধূলি-কণা-লাভে ধন্যাতিধন্য ও তীর্থীভূত হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থে উল্লিখিত নাই। কেহ কেহ বলেন,—উহা ফরিদপুর-জেলার অন্তর্গত 'মগ্‌ডোবা' গ্রাম ॥ ৬৬-৬৭ ॥

উপায়ন-হস্তে,—হাতে উপহার বা উপঢৌকন লইয়া ॥৬৯॥

পরিহার,—দৈন্যোক্তি, কাকুতি-মিনতি, অনুনয়-বিনয়, 'সাধা-সাধি' ॥ ৭০ ॥

প্রভুর প্রকটকালে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অনেকেই পুত্রাদি পোষ্য-বর্গের সহিত অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া তাৎকালিক সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বিদ্যানুশীলন-কেন্দ্র নবদ্বীপে পড়িতে যাইতেন। নিমাই-পণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোমণি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিদ্যার্থি-গণ তাঁহার নিকটেই অধ্যয়নার্থ অভিলাষ করিত, কিন্তু অভিলাষ করিলেও যে-কোন কারণেই হউক, সকলের পক্ষে সকল-সময়ে নবদ্বীপে গিয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়ন ঘটিয়া উঠিত না। সেই অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাইপণ্ডিত আজ বিদ্যার্থিগণের সৌভাগ্যক্রমে স্বয়ং পদ্মাবতী-নদীর তীরবর্ত্তি-প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা নিজ-নিজ মহা-সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহাদের আর নবদ্বীপে যাইতে হইল না বলিয়া বিবেচনা করিল ॥ ৭২-৭৩॥

প্রভু নিজ-পাণ্ডিত্যৈশ্বর্য্য-প্রভাবে অপর সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিতেন বলিয়া তাঁহারা প্রভুর অতুলনীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভাকে ঐশ্বরিক বলিয়া জ্ঞান ও বিচার করিয়াছিলেন ॥

উদ্দেশে,—অসাক্ষাতে (তোমার অনুমোদন বা প্রীতি) লক্ষ্য করিয়া।

প্রভু কলাপ ব্যাকরণের যে একটী টিপ্পনী রচনা করিয়া-ছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই পদ্মাবতী-তীরবাসী পাণ্ডিত-গণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, পদ্মাবতী-তীরস্থ কতিপয় বিদ্যার্থী অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাইপণ্ডিতের নিকট অধ্যয়নকালে তাঁহার মুখাব্জবিগলিত-টিপ্পনী প্রভৃতি সংগ্রহপূর্ব্বক স্ব-গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া তত্রস্থ অপর অধ্যাপকদিগকেও সেই টিপ্পনী প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অন্যত্র কোথাও গ্রন্থাকারে প্রভু-রচিত টিপ্পনীর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না ॥ ৭৮ ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিবার কালে গ্রন্থকার অবগত ছিলেন যে, প্রভুর অপ্রকটের বহুবৎসর-পরেও পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইত। তাহাতে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলেই যোগদান করিতেন ॥ ৮১ ॥

লোক নষ্ট করে,—লোকের সর্ব্বনাশ করে অর্থাৎ তাহা-দিগকে পরমার্থ হইতে বঞ্চিত করিয়া নরকে প্রেরণ করে।

লওয়াইয়া,—'লওয়া' (সংস্কৃত লা-ধাতু হইতে জাত)-ধাতুর ণিজন্ত-রূপই 'লওয়ান', পরামর্শ বা উৎসাহ দিয়া লোককে নিজের মতব-বিষয়ে প্রচারকরণার্থ প্রবর্ত্তিত বা প্ররোচিত করাইয়া।

পদ্মা-তটে প্রভুর অধ্যাপন ও ভ্রমণ—

মহা-বিদ্যাগোষ্ঠি প্রভু করিলেন বঙ্গে।
পদ্মাবতী দেখি' প্রভু বুলিলেন রঙ্গে ॥ ৯৩ ॥

প্রভুর অধ্যাপিত অগণিত ছাত্রসংখ্যা—

সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথাই।
হেন নাহি জানি,—কে পড়য়ে কোন্ ঠাঞি ॥৯৪॥

অধ্যয়ন-নিমিত্ত বহু পূর্ব্ববঙ্গবাসীর প্রভু-সমীপে আগমন—

শুনি' সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া।
'নিমাইপণ্ডিত-স্থানে পড়িবাঙ গিয়া' ॥ ৯৫ ॥

প্রভুর কৃপা-প্রসাদে অবিলম্বেই সকলের বিদ্যায় বা শাস্ত্রে অধিকার-লাভ—

হেন কৃপা দৃষ্ট্যে প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
দুই মাসে সবেই হইল বিদ্যাবান্ ॥ ৯৬ ॥

অধীতশাস্ত্রে উপাধিলাভে কৃতার্থ হইয়া অসংখ্য ছাত্রের গৃহে গমন ও অসংখ্য ছাত্রের আগমন—

কত শতশত জন পদবী লভিয়া।
ঘরে যায়, আর কত আইসে শুনিয়া ॥ ৯৭ ॥

পূর্ব্ববঙ্গে গৌর-নারায়ণের বিদ্যা-বিলাস-লীলা—

এইমতে বিদ্যা রসে বৈকুণ্ঠের পতি।
বিদ্যা-রসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি ॥ ৯৮ ॥

ঈশ্বর-বিরহ-বিধুরা সতী-সাধ্বী ঈশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর মনোদুঃখে মৌনাবস্থা—

এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে।
অন্তরে দুঃখিতা দেবী কারে নাহি কহে ॥ ৯৯ ॥

নিরন্তর ভগবজ্জননী শ্বশ্রূদেবীর শুশ্রূষা ও পতি-বিরহে আহার-হ্রাস—

নিরবধি করে দেবী আইর সেবন।
প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন ॥ ১০০ ॥

ঈশ্বর-বিরহিণী সাধ্বী মহেশ্বরীর মনঃকষ্ট—

নামে সে অন্নমাত্র পরিগ্রহ করে।
ঈশ্বর-বিচ্ছেদে বড় দুঃখিতা অন্তরে ॥ ১০১ ॥

ঈশ্বর-বিরহে ঈশ্বরীর ক্রন্দন ও সর্ব্বক্ষণ অধৈর্য্য—

একেশ্বর সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায়েন কোন-ক্ষণ ॥১০২॥

ভক্তগণের কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোন কোন পাপ-চিত্ত ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তনের ব্যাঘাত জন্মায়, সরল-প্রকৃতি জনগণ ঐরূপ কীর্ত্তন-কালে অবান্তর-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট পাপিগণের সঙ্গে যোগ দান করিয়া প্রয়োজনলাভে বঞ্চিত হয়। নির্ম্মৎসর ভাগবতগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গের ছলনায় প্রতারিত না হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের ফল লাভ করেন, কিন্তু ভোগ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কৃষ্ণকীর্ত্তন-কারীর সজ্জায় কীর্ত্তনকারিসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ত্রৈবর্গিক ফল-কামনা বা মোক্ষবাঞ্ছারূপ বিষ প্রবেশ করাইয়া দিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ফল কৃষ্ণ-প্রেমার পরিবর্ত্তে ভুক্তি বা মুক্তিকেই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ফল-স্বরূপ উপলব্ধি করাই-বার সহায়তা করে। কথনও [illegible]উল, কর্ত্তাভজা ও অতিবাড়ীদিগের মতাবলম্বনে পাপিষ্ঠগণ আপনাদিগকে ঈশ্বর অর্থাৎ বিষ্ণু বলিয়া প্রচার করাইয়া লোকের মতি-গতি বিপথগামী করায় ॥ ৮২ ॥

উদর ভরণ লাগি,—(হিন্দীভাষায়) 'পেটকা বাস্তে'।

ভোগ-পরায়ণ পাপিষ্ঠগণ নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশে আপনাকে সেব্য-ভগবান্ বলিয়া কল্পনা বা প্রচার করে এবং স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়-তর্পণাগ্নির ইন্ধনরূপে অপরকেও চালিত করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শুদ্ধ উপাসকগণ ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রভু-জ্ঞানে সেবা করেন। পাপিষ্ঠগণ ঈশ্বরসজ্জায় আপনাদিগকে রাঘবরূপে প্রচারিত করিয়া স্ব-স্ব-কল্পিত সেবকাদির নিকট তদুচিত সেবা গ্রহণ পূর্ব্বক জিহ্বা, উদর ও উপস্থাদি ইন্দ্রিয়ের তর্পণ করিয়া বেড়ায় ॥ ৮৩ ॥

পাপিষ্ঠগণের অপরাধ অত্যন্ত প্রবল হইলেই তাহারা অহং গ্রহোপাসনা-মূলে গুরু-সজ্জায় সকল কল্যাণ-গুণৈকাকর, কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন বর্জ্জন করিয়া তত্ত্ব-বিচারানভিজ্ঞ মূঢ়সম্প্রদায়কে নিজের কামনা-পূরণার্থ লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে শিক্ষা দেয় এবং আপনাকে 'নারায়ণ' অর্থাৎ 'ঈশ্বর' ভগবান্ বা অবতার প্রভৃতি বলিয়া প্রচার করায় এবং সাবরণ মহা-প্রভু এবং তন্মুখ-পদ্ম-কীর্ত্তিত অভিন্ন-কৃষ্ণ সমগ্র চিৎ ও অচিৎ জগৎসমূহের সর্ব্বোত্তম আরাধ্য, পরমাক্ষরাকৃতি শব্দ-ব্রহ্ম শ্রীমহামন্ত্র,—এই উভয় স্বরূপকেই নিজের ন্যায় জড়-

অনুক্ষণ ভগবৎপাদ-সেবনপরায়ণা মহেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর পতি-বিরহ-সহনে অসামর্থ্য-হেতু তচ্চরণান্তিকে গমনেচ্ছা—

ঈশ্বর-বিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারে সহিতে।
ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে॥ ১০৩॥

মহেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর তিরোভাব বা অন্তর্দ্ধান—

নিজ-প্রতিকৃতি-দেহ থুই' পৃথিবীতে।
চলিলেন প্রভু-পাশে অতি অলক্ষিতে॥ ১০৪॥

ভগবদ্গৌর-পাদসেবনেচ্ছায় গৌরচরণধ্যানরতা মহেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর স্বধাম-বিজয়—

প্রভু-পাদপদ্ম লক্ষ্মী ধরিয়া হৃদয়।
ধ্যানে গঙ্গাতীরে দেবী করিলা বিজয়॥ ১০৫॥

একাকিনী শচীমাতার পাষাণ-বিদ্রাবি ক্রন্দন—

এখানে শচীর দুঃখ না পারি কহিতে।
কাষ্ঠ দ্রবে আইর সে ক্রন্দন শুনিতে॥ ১০৬॥

শচীমাতার পুত্র ও পুত্রবধূ-বিরহ-দুঃখ-বর্ণনে অশক্ত গ্রন্থকারের দিগ্দর্শন—

সে-সকল দুঃখ-রস না পারি বর্ণিতে।
অতএব কিছু কহিলাও সূত্রমতে॥ ১০৭॥

প্রতিবেশী সজ্জনগণের শচীমাতাকে যথাসাধ্য সহায়তা—

সাধুগণ শুনি' বড় হইলা দুঃখিত।
সবে আসি' কার্য্য করিলেন যথোচিত॥ ১০৮॥

পূর্ব্ববঙ্গোদ্ধারানন্তর প্রভুর নবদ্বীপে স্বভবনে আগমনেচ্ছা—

ঈশ্বর থাকিয়া কতদিন বঙ্গদেশে।
আসিতে হইল ইচ্ছা নিজ-গৃহবাসে॥ ১০৯॥

প্রভুর নবদ্বীপ-গমনেচ্ছা-শ্রবণে, পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণের প্রভুকে যথাসাধ্য উপায়ন-প্রদান—

'তবে গৃহে প্রভু আসিবেন',—হেন শুনি'।
যার যেন শক্তি, সবে দিলা ধন আনি'॥ ১১০॥

প্রতিষ্ঠাকামী সামান্য মর্ত্ত্যজ্ঞানে, তদনুকরণে নিজ-নিজ কৃমিবিড়্ভস্মান্ত দেহ-গেহ দার-সম্পর্কিত জড় নাম বা শব্দের গান করাইয়া থাকে। যদিও গুরুতত্ত্ব বস্তুতঃ কৃষ্ণেরই প্রকাশ-বিশেষ, তথাপি তাঁহাকে আশ্রয়-জাতীয় প্রকাশ বিবেচনা না করিয়া বিষয়-জাতীয় রাধিকা-নাথ বা গুরুলব্ধ মহামন্ত্রবিরোধী কৃত্রিম ছড়া-গায়ক বলিলে এবং 'ঈশ্বর' বলিয়া নিজের জড় দেহকে জড়প্রতিষ্ঠা-কামনা-মূলে কীর্ত্তন বা প্রচার করাইলে, সেই গুরু-ব্রুব বঞ্চক ও বঞ্চিত ব্যক্তিগণ, উভয়েই মহা-পাপ-ভারে নরকে প্রবেশ করে॥ ৮৪॥

তিন অবস্থা,—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ; জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অথবা ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ,—এই প্রকৃতি ও কালের ক্ষোভ্য দশাত্রয়।

মুক্তিবাদী অহংগ্রহোপাসক গুরুসজ্জায় আপনাকে সেব্য-বস্তু বলিয়া কিরূপে স্থাপন করে, তাহা বুঝা যায় না; যেহেতু দেখা যায় যে, একই দিবসের মধ্যে সুস্থ জীব অসুস্থ হয়, আবার অসুস্থতা হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় স্বাস্থ্য লাভ করে, আবার সুস্থাবস্থা লাভ করিবার পর পুনরায় অস্বাস্থ্য লাভ করে। (অথবা মতান্তরে, একই দিবসের মধ্যে ত্রিগুণ-বদ্ধ প্রকৃতিবশ্য জীব স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, অথবা জাগর, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনটী ভিন্ন দশা বা উপাধিরূপ প্রকৃতির ত্রিবিধ বিক্রমে অভিভূত হইয়া থাকে।) তাদৃশ অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত মায়া-বশ্য জীব নিতান্ত লজ্জাহীন হইয়া কিপ্রকারে আপনাকে মায়াধীশ সেব্য-তত্ত্বরূপে প্রচার করিয়া বেড়ায়? দিবসের মধ্যে তিনবার বিভিন্ন পরিণামে যাহার বাধ্য হইবার যোগ্যতা বর্ত্তমান, সেই জীবতত্ত্বের পক্ষে ত্রিগুণাতীত তুরীয় মায়াধীশ ঈশ্বর-অভিমান—নিতান্ত হাস্যাস্পদ॥ ৮৫॥

গঙ্গার পশ্চিম উপকূলকে 'রাষ্ট্রদেশ' বা 'রাঢ়দেশ' বলে। রাঢ়দেশে বিভিন্ন গ্রাম আছে, কিন্তু এস্থলে কোন গ্রামের নামের উল্লেখ নাই।

মরণের পর ব্রাহ্মণ প্রেত-যোনি লাভ করিলে, তাহাকে 'ব্রহ্মদৈত্য' বলে। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ স্ব-ধর্ম্ম পালন করিয়া উন্নত-লোক লাভ করেন; কিন্তু যাহারা ব্রাহ্মণাচার-বর্জ্জিত হইয়া দুষ্কর্ম্মে রত হয়, তাহাদের অপঘাত-মৃত্যু-ফলে ব্রহ্ম-দৈত্যরূপে পরিণতি-লাভ ঘটে। আবার, ব্রাহ্মণ-ব্রুব (ব্রাহ্মণা-ভিমানী) বৈষ্ণব-নিন্দক বিদ্বেষী অপরাধীকে জীবন্মৃত জ্ঞানে পাপ-যোনিতে অবস্থিত জানিয়া 'ব্রহ্মদৈত্য'-সংজ্ঞা দেওয়া হয়। প্রকৃত শুদ্ধব্রাহ্মণ—সর্ব্বতোভাবেই বৈষ্ণবতার পক্ষপাতী ও অনুগত। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ-ব্রুব জীব-দ্দশাতেই প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হয় বলিয়া এস্থলে তাহাকে

নানাবিধ উপায়ন—

সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র, দিব্যাসন।
সুরঙ্গ-কম্বল, বহুপ্রকার বসন ॥ ১১১ ॥

সকলের হর্ষভরে উত্তম-দ্রব্যাদি-দ্বারা প্রভুকে সম্মান—

উত্তম পদার্থ যত ছিল যার ঘরে।
সবেই সন্তোষে আনি' দিলেন প্রভুরে ॥ ১১২ ॥

শ্রদ্ধাদান উপায়নদাতৃগণের প্রতি কৃপা-পূর্ব্বক প্রভুর তৎসমুদয়-প্রতিগ্রহ—

প্রভুও সবার প্রতি কৃপা-দৃষ্টি করি'।
পরিগ্রহ করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ১১৩ ॥

সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রভুর স্বভবনে যাত্রা—

সন্তোষে সবার স্থানে হইয়া বিদায়।
নিজগৃহে চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥ ১১৪ ॥

প্রভু-সঙ্গে বহুছাত্রের নবদ্বীপ-যাত্রা—

অনেক পড়ুয়া সব প্রভুর সহিতে।
চলিলেন প্রভু-স্থানে তথাই পড়িতে ॥ ১১৫ ॥

সারগ্রাহী তপনমিশ্রের বৃত্তান্ত—

হেনই সময়ে এক সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
অতি-সারগ্রাহী, নাম—মিশ্র তপন ॥ ১১৬ ॥

'ব্রহ্মদৈত্য' বলা হইয়াছে। এরূপ চরিত্রের রাঢ়দেশবাসী কোন ব্রহ্মদৈত্য বাহিরে ব্রাহ্মণাচার প্রদর্শন করিয়া অন্তঃকরণে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-ফলে দেব দ্বেষী রাক্ষসরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব-বিদ্বেষরূপ রাক্ষসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রাহ্মণকে 'ব্রহ্ম-রাক্ষস' বলা হয়। রাক্ষসগণ গো-দেব-বৈষ্ণবের হিংসা-কার্য্যে নিপুণ হইয়াও স্বীয় শৌক্র-বিপ্রত্বের অহঙ্কারে স্ফীত হয়। তাদৃশ অস্থবে ব্রহ্ম-রাক্ষস-বৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির বাহিরে-ব্রাহ্মণ-সজ্জা-গ্রহণ ও ব্রাহ্মণানুষ্ঠান—লোক-নাশকর কৃত্রিম কাপট্যমাত্র ॥ ৮৬ ॥

'শিয়াল' বা 'শেয়াল',—(সংস্কৃত 'শৃগাল-শব্দজ'), বঙ্গদেশে সাধারণতঃ ভীত, সুযোগমত পলায়ন-প্রবণ, চোর, দুষ্ট ও কটুভাষী ব্যক্তিই 'শৃগাল' বা 'শিয়াল'-সংজ্ঞায় অভিহিত হয়।

রাঢ়দেশবাসী সেই পাপিষ্ঠ নারকী মায়াবাদী ব্রহ্মরাক্ষস, আপনাকে 'গোপাল' বলিয়া সকল-জগতের নিকট প্রচারিত করাইলেও সজ্জনগণ তাহাকে 'গোপাল' বলিবার পরিবর্ত্তে 'কুতার্কিক শৃগাল মায়াবাদী' ('আন্বীক্ষিকীমধীয়ানঃ শার্গালীং যোনিমাপ্নুয়াৎ') বলিয়াই অভিহিত করিত।

মহাপ্রভুর অপ্রকটের শতবর্ষ-ম[illegible] কতকগুলি 'গুরু-ত্যাগী' মূর্খ পাষণ্ডী ব্যক্তি যে আপনাদিগকে 'ঈশ্বরাবতার' বলিয়া প্রচার করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের রচিত বলিয়া কথিত 'গৌরগণ-চন্দ্রিকা' নাম্নী পুস্তিকায় এরূপ লিখিত আছে,—"চৈতন্যদেবে জগদীশবুদ্ধীন্ কেচিজ্জনান্ বীক্ষ্য চ রাঢ়বঙ্গে। স্বমেশ্বরত্বং পরিবোধয়ন্তো ধূর্ত্তেশবেশং ব্যচরন্ বিমূঢ়াঃ ॥ তেষান্ত কশ্চিদ্‌-দ্বিজবাসুদেবো গোপালদেবঃ পশুপাঙ্গজোঽহম্। এবং হি বিখ্যাপয়িতুং প্রলাপী শৃগাল-সংজ্ঞাং সমবাপ রাঢ়ে ॥ শ্রীবিষ্ণু-দাসো রঘুনন্দনোঽহং বৈকুণ্ঠধাম্নঃ সমিতঃ কপীন্দ্রাঃ। ভক্তা মমেতিচ্ছলনাপরাধাত্তাক্তঃ কবীন্দ্রেতি (কপীন্দ্রেতি?) সমাখ্যয়ার্য্যৈঃ ॥ উদ্ধারার্থং ক্ষিতিনিবসতাং শ্রীমনারায়ণোঽহং সংপ্রাপ্তোঽস্মি বজবনভুবো মূর্দ্ধ্নি চূড়াং নিধায়। মদ্ধং হ্যস্মিতি চ কথয়ন্ ব্রাহ্মণো মাধবাখ্যশ্চূড়াধারী ক্ষিতিজনগণৈঃ কীর্ত্ত্যতে বঙ্গদেশে ॥ কৃষ্ণলীলাং প্রকুর্ব্বাণঃ কামুকঃ শূদ্রযাজকঃ। দেবলোঽসৌ পরিত্যক্তশ্চৈতন্যেনেতি বিশ্রুতঃ ॥ অতিতত্ত্বব্যাদয়োঽপ্যন্যে পরিত্যক্তাস্তু বৈষ্ণবৈঃ। তেষাং সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ সঙ্গাচ্ছর্ম্মো বিনশ্যতি ॥ আলাপাদ্‌গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ। সঞ্চরন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি ॥" (ভক্তিরত্নাকরে ১৪শ তরঙ্গে—) "কেহ কহে,—ওহে ভাই, বহির্ম্মুখগণ। হইয়া স্বতন্ত্র, ধর্ম্ম করয়ে লঙ্ঘন ॥ বহির্ম্মুখগণ-মধ্যে যে প্রধান, তারে। 'রঘুনাথ' সাজাইয়া ভাঁড়ায় লোকেরে ॥ স্ব-মত রচিয়া সে পাপিষ্ঠ দুরাচার। কহয়ে 'কবীন্দ্র' বঙ্গদেশেতে প্রচার ॥ কেহ কহে,—দেখিলাম মহা-পাপিগণ। আপনাকে গাওয়ায় ছাড়ি' শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন ॥ কেহ কহে,—রাঢ়দেশে এক বিপ্রাধম। 'মল্লিক'-খেয়াতি, দুষ্ট নাহি তার সম ॥ সে পাপিষ্ঠ আপনারে 'গোপাল' কহায়। প্রকাশি' রাক্ষস-মায়া লোকেরে ভাঁড়ায় ॥ * * "রাঢ়দেশে কাঁদ্‌ড়া-নামেতে গ্রাম হয়। তথায় শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয় ॥ তথায় কায়স্থ জয়গোপালের স্থিতি। বিদ্যা-

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ববিৎ আচার্য্যের সাক্ষাৎকারাভাব-নিবন্ধন মিশ্রের সংশয়—

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নিরূপিতে নারে।
হেন জন নাহি তথা, জিজ্ঞাসিবে যাঁরে ॥ ১১৭ ॥

নিত্য কৃষ্ণমন্ত্র জপ-সত্ত্বেও কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ব্যতীত মনে অপ্রসন্নতা—

নিজ-ইষ্ট-মন্ত্র সদা জপে রাত্রি-দিনে।
সোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে ॥ ১১৮ ॥

অহঙ্কারে তার জন্মিল দুর্ম্মতি ॥ 'গুরু—বিষ্ণুহীন, ইথে হয় অতিশয়'। জিজ্ঞাসিলে 'পরমগুরু'রে 'গুরু' কয় ॥ প্রভু-বীরচন্দ্র প্রকারেতে ব্যক্ত কৈলা। লভিবল প্রসাদ, ভক্তি তারে ত্যাগ দিলা ॥" এতৎপ্রসঙ্গে দ্বাপরযুগে কৃষ্ণ-কর্তৃক তদনুকরণকারী অহংগ্রহোপাসক করূষদেশাধিপতি পৌণ্ড্রক-বাসুদেবের বধ-বৃত্তান্ত,—ভাঃ ১০ম স্কঃ ৬৬ অঃ ও বিষ্ণুপুঃ ৫ম অং ৩৪ অঃ দ্রষ্টব্য; এবং করবীরপুরাধিপতি শৃগাল-বাসুদেবের বৃত্তান্ত,—হরিবংশে ৯৯-১০০ অঃ (অর্থাৎ ২।৪৪-৪৫ অঃ) দ্রষ্টব্য।

মায়া-বশ অজ্ঞ পাষণ্ডি-জীবের আপনাকে 'ঈশ্বর', 'বিষ্ণু' বা 'অবতার' প্রভৃতি সংজ্ঞায় প্রচার-চেষ্টারূপ অহংগ্রহো-পাসনার বিগর্হণ-সম্বন্ধে শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু (ভক্তিসন্দর্ভে ২৭৬ সংখ্যায়),—"তথাহন্ত্রাহংগ্রহোপাসনা চ শুদ্ধভক্তৈ-পৌণ্ড্রকবাসুদেবাদৌ যদ্ভবিবি শুদ্ধভক্তৈরুপহাস্যত্বাৎ, 'সা-লোক্যসার্ষ্টিসারূপ্য' ইত্যাদিষু তৎফলস্য হেয়তয়া নির্দ্দেশাৎ। তদুক্তং শ্রীহনুমতা—'কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদমিচ্ছতি ?' ইতি। তদেতৎ সর্ব্বমভিপ্রেত্য নিষ্কিঞ্চনাং ভক্তিমেব তাদৃশভক্ত-প্রশংসা-দ্বারেণ সর্ব্বোর্দ্ধমুপদিশতি (ভাঃ ১১।২০।৩৪),—"ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম। বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্।" অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য-স্থানেও অহংগ্রহোপাসনা (মায়া বশ কর্ম্মফল-বাধ্য যমদণ্ড্য বদ্ধ-জীবের 'আমিই মায়াধীশ ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান্ বিষ্ণু বা তাঁহার অবতার' এই বলিয়া অভিমান বা প্রচার) নিরতিশয় ঘৃণা-ভরে নিন্দিত হইয়াছে, দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে 'আমিই ভগবান্ বাসুদেব'—এইরূপ অভিমানী হইয়া পৌণ্ড্রক-বাসুদেব ভগবান্ কৃষ্ণের সমীপে স্বীয় দূত প্রেরণ করিলে তাহার দূতমুখে উহার ঢঙ্গ-চেষ্টা-বিষয়ক প্রলাপ-শ্রবণে উগ্রসেনাদি শুদ্ধভক্ত যাদবগণ উচ্চৈঃ-স্বরে উপহাস করিয়া উঠিয়াছিলেন। কেন না, শাস্ত্রে ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে,—'শুদ্ধভক্তগণকে ভগবান্ বিষ্ণু 'সার্ষ্টি', 'সালোক্য', 'সামীপ্য', 'সারূপ্য' ও 'সাযুজ্য'—এই পঞ্চবিধ মুক্তির সমস্তই বা যে-কোন একটী মুক্তি দিতে গেলেও তাঁহারা ভগবৎসেবা ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করেন না। মহাভাগবত শ্রীহনুমান-জীও ইহাই বলিয়াছেন,—'এমন কোন্ মূঢ় আছে যে, সাক্ষাদ্ভগবদ্দাস্য লাভ করিয়াও সে নিজ প্রভু ভগবানের পদবীলাভের ইচ্ছা করে ?' অতএব এইসকল অভিপ্রায় করিয়াই ভগবান্ নিষ্কিঞ্চন-ভক্তগণের প্রশংসাপূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চনা অর্থাৎ নিষ্কামা-ভক্তিকেই সর্ব্বোচ্চ অভিধেয় বা সাধনরূপে এই শ্লোকে উপদেশ করিতেছেন,— 'হে উদ্ধব, আমার ঐকান্তিক ভক্ত বুদ্ধিমান্ সাধুজনগণ, আমি আত্যন্তিক 'কৈবল্য'রূপ 'সাযুজ্য'-মুক্তি দিলেও, উহা গ্রহণ দূরে থাকুক, উহাতে অভিলাষ পর্য্যন্ত করেন না।'

যাহারা মায়া-বশ্য ক্ষুদ্রজীবাধমকে মায়াধীশ 'ঈশ্বর' জ্ঞান করে, তাহারা নিতান্ত অধম; তাহাদিগের শোচনীয় অধম-চরিত্রের আর তুলনা নাই। চতুর্দ্দশ-ভুবন ও তদতীত পরব্যোম-বৈকুণ্ঠ-গোলোক-ব্রজ-নবদ্বীপপতি অভিন্ন-ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে স্বয়ংরূপ অবতারী সাক্ষাদ্ভগবান্ বা পরমেশ্বর বলিয়া সঙ্কীর্ত্তিত ও সংস্তুত হইতে দেখিয়া যে পাষণ্ডী জীবাধম তদনুকরণে ঐরূপ মিথ্যা প্রতিযোগিতা করিতে যায়, তাহার দুর্ভাগ্যের আর পরিসীমা নাই। (শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতে ৩২ শ্লোকে—) 'ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ ধিগ্ বিকট-তপসো ধিক্ চ যমিনঃ ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদনপরিফুল্লান্ জড়-মতীন্। কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমত্তান্নরপশূন্ কেষাঞ্চি-ল্লেশোঽপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ ॥' অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক বা কাম্যকর্ম্মাদিতে আসক্ত কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণকে ধিক্, উৎকট তপস্বিগণকে ধিক্, অষ্টাঙ্গ-যোগিগণকে ধিক্, আর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অর্থাৎ আমিই 'ব্রহ্ম' 'ঈশ্বর' বা 'অবতার' এইরূপ বাক্যের উচ্চারক বা প্রচারক জড়াসক্তবুদ্ধি প্রফুল্লবদন অহংগ্রহোপাসকগণকেও ধিক্ !! এইসকল ভগবদ্বিষ্ণু-সেবা-সম্বন্ধ-হীন বিষয়রসভোগ-প্রমত্ত নরপশুগণের নিমিত্ত

একদিন নিশান্তে স্বপ্ন-দর্শন—

ভাবিতে চিন্তিতে একদিন রাত্রি-শেষে।
সুস্বপ্ন দেখিলা দ্বিজ নিজ-ভাগ্যবশে ॥ ১১৯ ॥

জনৈক দেবতার আগমন ও মিশ্রকে গূঢ় উক্তি—

সম্মুখে আসিয়া এক দেব মূর্ত্তিমান্।
ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত চরিত্র-আখ্যান ॥ ১২০ ॥

আর কি-ই বা শোক করিব? হায়, হায়, ইহাদিগের মধ্যে কাহারও ভাগ্যে গৌরপাদপদ্মমধুর লেশ(বিন্দু)মাত্রও লাভ হয় নাই !! ৮৮ ॥

অধুনা মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি মায়া-বশ রিপুদাস সামান্য ইতর-মনুষ্যকে কৃষ্ণাবতার, রামাবতার, গৌরাঙ্গাবতার, গোপালাবতার, কল্কি-অবতার, নিতাই-গৌর-মিলিত-অবতার, জগদ্‌গুরু, বিশ্বগুরু, যুগাবতার, মহা-মহা-প্রভু, সাজাইবার দুর্ব্বুদ্ধি-বশে যে অপরাধের আবাহন করিয়াছেন, তৎফলে শ্রৌতপথ অর্থাৎ অবরোহ বা বিষ্ণুর অবতার-বাদের বিরোধী কুতর্কপথাশ্রিত হেতুবাদী তথা-কথিত অবতার-পুঙ্গবগণ জীবিতোত্তরকালে ঈশ্বরত্বলাভের পরিবর্ত্তে শৃগাল-যোনি লাভ করিবেন (আন্বীক্ষিকীমধীয়ানঃ শার্গালীং যোনিমাপ্নুয়াৎ॥ (—মহাভাঃ শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষ-ধর্ম্মপর্ব্বে ১৮০ অঃ ৪৮-৫০ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥ ৮৭-৮৮ ॥

ভগবদ্ভক্তগণ বিভুচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরমেশ্বরত্ব সন্দর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার মহিমা প্রচার করেন। সত্যনিষ্ঠ গ্রন্থকার অতি-উচ্চৈঃস্বরে শ্রীগৌরসুন্দরের অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-পতিত্ব গান করিতেছেন। ইহা সর্ব্বদেশকালপাত্র-প্রসিদ্ধ এবং প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট ও অনুভূত যে নিরপরাধে শ্রীচৈতন্যনামের স্মরণ-প্রভাবে বদ্ধজীবের সমস্ত দুর্ব্বাসনা ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানে আবদ্ধ হইবার বুদ্ধি হইতে বদ্ধজীবের মুক্তিলাভ ঘটে, এমন কি, শ্রীচৈতন্য-দাসগণের অপ্রাকৃত, চিন্ময় পবিত্র চরিত্রও জীবের স্মৃতিপথে উদিত হইলে সে বন্ধমুক্ত হইয়া জগৎ উদ্ধার করিতে পারে। (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ৬ষ্ঠ শ্লোকে—) 'দেবগণবন্দিত সমস্ত ভক্ত যাঁহার পাদপদ্মনিঃসৃত প্রেমমধুপানে মত্ত হইয়া ব্রহ্মাদি-দেবগণকে উপহাস করেন, ঐশ্বর্য্যরসাশ্রিত বৈধ-ভক্তগণকেও বহু মানন করেন না এবং অহংগ্রহোপাসক ব্রহ্মজ্ঞানী ও অষ্টাঙ্গ-যোগিগণকে তাহাদের দুর্ব্বুদ্ধির জন্য ধিক্কার দিয়া থাকেন, সেই গৌরচন্দ্রকে প্রণাম করি।' ৮৯-৯০ ॥

এতৎপ্রসঙ্গে (চৈতন্যচন্দ্রামৃতে ৯০ শ্লোকে—) 'হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্‌গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ অর্থাৎ হে সাধুগণ, আপনারা (গৌরকৃষ্ণভক্তিবিরুদ্ধ আপনাদের মনঃকল্পিত সাধুত্ব বা ধর্ম্মাদি) সমস্তই দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যচরণে অনুরক্ত হউন' এবং (৮৫ শ্লোকে—) 'কর্ম্মকাণ্ডে বৃথা অভিনিবেশ দূরে পরিহার কর; অহংগ্রহো-পাসনাদি অধ্যাত্ম-মার্গের কিঞ্চিন্মাত্রও তোমার কর্ণগোচরে কদাচ আসিতে দিও না, এবং অনিত্য জড় দেহ-গেহ-দেশ-স্বজনাদিতে কখনও মোহপ্রাপ্ত হইও না, তাহা হইলেই তোমার পুরুষার্থশিরোমণি-লাভ হইবে' ইত্যাদি শ্লোক আলোচ্য ॥ ৯১ ॥

নিমাইপণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মাবতী-নদীর তীরে দুইমাস কাল অবস্থান করিয়া তথায় অসংখ্যছাত্রকে বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিয়াছিলেন ॥ ৯৪-৯৬ ॥

প্রভুর সময়ে অধ্যাপকগণ স্ব-স্ব-ছাত্রদিগকে পদবী বা উপাধি প্রদান করিতেন। সেইসকল উপাধিদ্বারা শাস্ত্র-বিশেষে উপাধিধারিগণের পাণ্ডিত্যের অধিকার নির্ণীত হইত, অর্থাৎ বিদ্যাধ্যয়ন-সমাপনান্তে শাস্ত্রবিশেষের উপাধি-দ্বারাই ব্যক্তিবিশেষের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইত ॥ ৯৭ ॥

যে-কালে নিমাই পূর্ব্ববঙ্গে বিদ্যাবিলাস-রঙ্গ করিতে-ছিলেন, সেইসময়ে নবদ্বীপে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী স্বীয় আরাধ্য-দেবের বিরহে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্তা হইয়া দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন,—কাহাকেও হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ অতি গোপ-নীয় দুঃখের কথা জানাইতেন না। তাঁহার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপে দেখা যাইত যে, তিনি কেবলমাত্র স্বীয় প্রভুর জননীদেবীর অর্থাৎ শ্বশ্রূমাতার সেবা-কৃত্য ব্যতীত নিজ-দেহ-রক্ষার নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ বিষ্ণুপ্রসাদাদি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন না। একাকিনী নির্জ্জনে বসিয়া কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন,—হৃদয়ে কোনরূপ সুখ লাভ করিতেন না। অবশেষে প্রাণাধিক প্রিয়পতি গৌরনারায়ণের বিরহে সতী-কুলশিরোমণি মহালক্ষ্মী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী এত অধীরা হইয়া উঠিলেন যে; অত্যন্ত উৎকণ্ঠা-বশে তিনি পতিসেবার উদ্দেশে

চিন্তাগ্রস্ত মিশ্রকে ধৈর্য্যধারণার্থ উপদেশ—

"শুন, শুন, ওহে দ্বিজ পরম-সুধীর !
চিন্তা না করিহ আর, মন কর' স্থির ॥ ১২১ ॥

প্রস্থান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। নিজের প্রতিকৃতি দেহ অর্থাৎ ছায়া-শরীর এই পৃথিবীতে গাঙ্গতটোপকণ্ঠে সংরক্ষণ করিয়া মহালক্ষ্মী স্ব-স্বরূপে লোক-নয়ন হইতে অন্তর্হিত হইলেন। নিজারাধ্যপতি শ্রীগৌরনারায়ণের পাদপদ্ম-ধ্যানে সমাধি লাভ করিয়া সতীকুলশিরোমণি মহালক্ষ্মী লক্ষ্মী-প্রিয়াদেবী নিত্যকালের জন্য মহাপ্রয়াণ করিলেন ॥ ৯৯ ॥

(চৈ: চ: আদি ১৬শ প: ২০-২১—) 'এইমতে বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা। এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা ॥ প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল। বিরহ-সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল ॥'

লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধান ও প্রতিকৃতি-দেহ,—'শ্রীলক্ষ্মী-প্রিয়াদেবী সাক্ষাদ্‌ভগবান্ গৌর-নারায়ণের অন্তরঙ্গ পরা-স্বরূপ-শক্তি, মহালক্ষ্মী (গৌ: গ: ৪৫ শ্লোকে—) শ্রীজানকী-রুক্মিণী চ লক্ষ্মী নাম্নী চ তৎসুতা। চৈতন্যচরিতে ব্যক্তা লক্ষ্মী-নাম্নী চ সা যথা ॥ সংস্কৃত চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যে (৩য় স: ৭ ও ১৩ শ্লোকে) "লক্ষ্মীরনেনৈব কৃতাবতারা" ও "মূর্ত্তেব লক্ষ্মীঃ ক্ষিতিতোঽবতীর্ণা।" শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে মহালক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণমহিষী ও ব্রজগোপীগণের তত্ত্ববর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীজীবপ্রভুপাদ—"দ্বিতীয়ে ভগবৎ-সন্দর্ভে খলু পরমত্বেন শ্রীভগবন্তং নিরূপ্য তস্য শক্তি-দ্বয়ী নিরূপিতা। তত্র প্রথমা শ্রীবৈষ্ণবানাং শ্রীভগবদুপাস্যা তদীয়স্বরূপভূতা,—যন্ময্যেব খলু তস্য সা ভগবত্তা; দ্বিতীয়া চাথ তেষাং জগদ্বদুপেক্ষণীয়া মায়া-লক্ষণা,—যন্ময্যেব খলু তস্য সা জগত্তা। তত্র পূর্ব্বস্যাং শক্তৌ শক্তিমতি ভগবচ্ছব্দ-বল্লক্ষ্মীশব্দঃ প্রযুজ্যত ইত্যপি দ্বিতীয়ে এব দর্শিতম্। * * তত্র দ্বয়োরপি পুর্য্যোঃ শ্রীমহিষ্যাখ্যা জ্ঞেয়া। মথুরায়ামপ্যপ্রকট-লীলায়াং শ্রুতৌ রুক্মিণ্যাঃ প্রসিদ্ধেরন্যাসামুপলক্ষণাৎ। শ্রী-মহিষীণাং তদীয়-স্বরূপশক্তিত্বং * * স্বরূপভূতত্বং স্ফুটমেব দর্শিতম্। তদেবং তাসাং স্বরূপশক্তিত্বে লক্ষ্মীত্বং সিদ্ধ্যত্যেব। * * ইত্থং শ্রীপট্টমহিষীণান্তু তৎস্বরূপশক্তিত্বং কৈমুত্যেনৈব সিদ্ধ্যতি। * * তথা (ভা: ১০।৬০।৯—) 'তাং রূপিণীং শ্রিয়ম্' ইত্যাদৌ "যা লীলয়া ধৃততনোরনুরূপরূপা" ইতি,—

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-লাভার্থ প্রভু-সমীপে গমনার্থ আদেশ—

নিমাইপণ্ডিত-পাশ করহ গমন।
তেঁহো কহিবেন তোমা' সাধ্য-সাধন ॥ ১২২ ॥

স্পষ্টম্। অতঃ স্বয়ং ভগবতোঽনুরূপত্বেন স্বয়ং লক্ষ্মীত্বং সিদ্ধ-মেব। * * ততশ্চ বৈকুণ্ঠ-প্রসিদ্ধায়া লক্ষ্ম্যা অন্তর্ভাবাস্পদত্বা-দেষৈব লক্ষ্মীঃ সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণেত্যর্থঃ। * * তস্মাচ্ছক্তি-শক্তি-মতোরত্যন্তভেদাভাবাদেবোপমানোপমেয়ত্বাভাবেন সাদৃশ্যা-ভাব ইতি ভাবঃ। (ভা: ১০।৬০।৪৪—'আত্মন্ রতস্য ময়ি চানতিরিক্ত-দৃষ্টেঃ' ইতি রুক্মিণী-বাক্যে)—নন্বাত্মরতস্য মম কথং ত্বয়ি রতস্তত্রাহ,—অনতি-রিক্তদৃষ্টেঃ—শক্তিমত্যাত্মনি শক্তৌ চ ময্যনতিরিক্তা পৃথগ্‌ভাবশূন্যা দৃষ্টির্যস্য শক্তি-শক্তি-মতোরপৃথগ্বস্তুত্বাদ্ দ্বয়োরপি মিথো বিশিষ্টতয়ৈবাবগমাদ্ বা যুজ্যতে এব ময্যপি রতিরিতি ভাবঃ।" অর্থাৎ

দ্বিতীয় (ভগবৎ) সন্দর্ভে শ্রীভগবানকে পরম-তত্ত্বরূপে নিরূপণ করিয়া তাঁহার দুইটী শক্তি নিরূপিতা হইয়াছে। তন্মধ্যে, প্রথমটী—শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ-তুল্য উপাসনার যোগ্যা তদীয় (অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধিনী) স্বরূপভূতা শক্তি; ভগবানের সাক্ষাদ্‌ভগবত্তাও এই স্বরূপ-শক্তিময়ী। দ্বিতীয়টী—শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট জগতের ন্যায় উপেক্ষার যোগ্যা মায়া-লক্ষণা; ভগবানের শক্তি-পরিণত জগদ্রূপতাও এই বহিরঙ্গা-মায়া-শক্তিময়ী। এই শক্তি-দ্বয়ের মধ্যে শক্তিমদ্‌বস্তুতে যেমন 'ভগবৎ'-শব্দ প্রযুক্ত হয়, তদ্রূপ প্রথমা স্বরূপশক্তিতেও 'লক্ষ্মী'-শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে,—ইহাও দ্বিতীয় (ভগবৎ) সন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরী-দ্বয়ে (মথুরায় ও দ্বারকায়) সেই স্বরূপশক্তিরই 'শ্রীমহিষী'-সংজ্ঞা। তাপনীপ্রভৃতি শ্রুতিতে অপ্রকট-লীলায় মথুরায় শ্রীরুক্মিণীর নিত্যাধিষ্ঠান প্রসিদ্ধ বলিয়া তদুপলক্ষণে অন্যান্য মহিষীগণেরও অধিষ্ঠান জানা যায়। শ্রীমহিষীগণের তদীয় ভগবৎস্বরূপশক্তিত্ব অর্থাৎ স্বরূপভূতত্ব স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাদের স্বরূপশক্তিত্বে লক্ষ্মীত্ব নিশ্চিত-রূপে সিদ্ধ হইতেছে। * * এইরূপে শ্রীপট্টমহিষীগণের তদীয় স্বরূপশক্তিত্ব স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে। * * ভাগবতে অন্যত্রও (১০।৬০।৯ শ্লোকেও) শ্রীশুকদেবের এরূপ বাক্য বর্ত্তমান; যথা—"লীলাক্রমে বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ-

সাক্ষাৎ নারায়ণ গৌরাবতার-তত্ত্ব-বর্ণন ; জগদুদ্ধারার্থ তাঁহার নরলীলা—

মনুষ্য নহেন তেঁহো—নর-নারায়ণ।
নর-রূপে লীলা তাঁর জগৎ-কারণ ॥ ১২৩ ॥

বেদ-নিগূঢ় গুহ্যকথা-প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা—

বেদ-গোপ্য এ-সকল না কহিবে কারে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম-জন্মান্তরে ॥" ১২৪ ॥

দেবতার তিরোভাব, মিশ্রের জাগরণ ও স্বপ্নদর্শন-ফলে সহর্ষে ক্রন্দন—

অন্তর্দ্ধান হৈলা দেব, ব্রাহ্মণ জাগিলা।
সুস্বপ্ন দেখিয়া বিপ্র কান্দিতে লাগিলা ॥ ১২৫ ॥

স্বসৌভাগ্যানন্দে প্রভুকে স্মরণপূর্ব্বক প্রভুসহ মিলনার্থ প্রস্থান—

'অহো ভাগ্য' মানি' পুনঃ চেতন পাইয়া।
সেইক্ষণে চলিলেন প্রভু ধেয়াইয়া ॥ ১২৬ ॥

রূপ-ধারিণী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণীদেবীকে" ইত্যাদি। এই শ্লোকের অর্থ স্পষ্টই। অতএব স্বয়ং ভগবানের অনুরূপ-রূপা বলিয়া রুক্মিণীদেবীর স্বয়ংলক্ষ্মীত্ব নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং বৈকুণ্ঠেশ্বরীরূপে প্রসিদ্ধা লক্ষ্মীরও অন্ত-র্ভাবাধার (অর্থাৎ ঐ লক্ষ্মীও ইঁহাতে অন্তর্ভুক্ত) বলিয়া এই মহালক্ষ্মী রুক্মিণী—সর্ব্বভাবেই পরিপূর্ণা। * * সেই-কারণে পরা বা স্বরূপশক্তি ও শক্তিমানের অত্যন্ত ভেদাভাব (অর্থাৎ অভেদ)-নিবন্ধন উভয়ের পরস্পরের মধ্যে উপমান ও উপমেয়-সম্বন্ধ থাকিতে পারে না ; সুতরাং পরস্পরের মধ্যে (বাস্তব-বস্তু ও ছায়া অথবা বিম্ব ও প্রতিবিম্ববৎ বস্তুগত পার্থক্য-জনিত) সাদৃশ্যের অভাব অর্থাৎ অভেদ বা ঐক্যই বর্ত্তমান। * * এইরূপ ভাগবতে অন্যত্রও (১০।৬০।৪৪ শ্লোকেও) স্বয়ং রুক্মিণীদেবীর উক্তি দেখা যায় ; যথা—"আপনি—আত্মারাম, আমাতে অনতিরিক্ত(অভিন্ন)-দৃষ্টি-সম্পন্ন এতাদৃশ আপনার চরণে আমার অনুরাগ হউক।" (এই বাক্যে রুক্মিণী কৃষ্ণের আশঙ্কা বা আপত্তি নিরাস করিতেছেন,—) 'যদি আপনি বলেন,—আমি স্বয়ংই আত্মা-রাম, তোমার প্রতি আমার রতি কিরূপে সম্ভবে ?' তদুত্তরে বলিতেছি, আপনি—'অনতিরিক্ত-দৃষ্টি' অর্থাৎ শক্তিমান্ আপনি স্বয়ংই আপনার প্রতি এবং স্বরূপশক্তিরূপা আমার প্রতি পৃথগ্ভাব-রহিত-দৃষ্টি-সম্পন্ন ; ভাবার্থ এই যে, স্বরূপ-শক্তি ও শক্তিমদ্বস্তু, উভয়েই অপৃথক্ (অভিন্ন) বস্তু বলিয়া অর্থাৎ বস্তুত্বে অভিন্ন বলিয়া, অথবা, উভয়কে পরস্পর বিষয় ও আশ্রয়-ভেদে বিশিষ্টরূপেই জানা যায় বলিয়া আমাতে আত্মারাম আপনার রতি সঙ্গতই বটে।'

(বিষ্ণুপুঃ ১ম অং ৮ম অঃ ১৫—) "নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী। যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজো-ত্তম ॥" অর্থাৎ 'হে দ্বিজোত্তম, ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপশক্তি 'শ্রী'—অবিনশ্বরা, নিত্যা এবং জগন্মাতা (নিখিল আশ্রয়-কোটি-জগতের প্রসূতি বা মূল আকর-স্বরূপা)। ভগবান্ বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগত, তাঁহার এই স্বরূপশক্তি মহালক্ষ্মীও তদ্রূপা। (ঐ ১ম অং ৯ম অঃ ১৪৩—) "দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বে চ মানুষী। বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষা-ত্মনস্তনুম্ ॥" অর্থাৎ 'ভগবান্ বিষ্ণুর এই স্বরূপশক্তি শ্রীও ভগবল্লীলার সহায়কারিণীরূপে ভগবত্তনুর অনুরূপ নিজ-তনু প্রকট করিয়া থাকেন,—কখনও বিষ্ণুর দেবরূপ-ধারণের সঙ্গে দেব-দেহা দেবী, কখনও বা বিষ্ণুর মানবরূপ-ধারণের সঙ্গে মানব-দেহা মানবীরূপে লীলা প্রকট করেন।'

ব্রঃ সূঃ ২।৩।১০এর শ্রীমধ্ব-ভাষ্য-ধৃত 'ভাগবত-তন্ত্র'-বচন,—"শক্তি-শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন। অবি-ভিন্নাপি স্বেচ্ছাদি-ভেদৈরপি বিভাব্যতে ॥" বিষ্ণুসংহিতা-বাক্যও—"শক্তি-শক্তিমতোশ্চাপি ন ভেদঃ কশ্চিদিষ্যতে" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে শক্তিমান্ বিষ্ণু ও তদীয় স্বরূপশক্তির অভেদত্ব জানা যায়।

বহিরঙ্গা-মায়া বা প্রকৃতি—এই স্বরূপশক্তি লক্ষ্মীরই অপাশ্রিতা ছায়া-রূপিণী। (ভাঃ ১।৭।২৩ শ্লোকে কৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের উক্তি—) "মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি" অর্থাৎ ভগবান্ এই চিন্ময়ী স্বরূপশক্তি-দ্বারা মায়াকে অভিভূত করিয়া নিত্যশুদ্ধ স্ব-স্বরূপে অবস্থিত। সুতরাং প্রাকৃত বা মায়িক রজঃ, সত্ত্ব ও তমো-গুণত্রয়ের ত্রিবিধ-বিকার সৃষ্টি (জন্ম), স্থিতি ও নাশ (ধ্বংস) প্রভৃতি ব্যাপার ভগবান্ বিষ্ণু, তদীয় স্বরূপ-শক্তি ও তদ্রূপবৈভব-ধাম-পরিকরদিগকে কখনও আক্রমণ করিতে পারে না,—ইঁহাদের মায়া-বশীভূত কর্ম্মফলবাধ্য-জীবের ন্যায় দেহ-দেহি-

পদ্মা-তটে শিষ্য-বেষ্টিত প্রভু-সমীপে আগমন, প্রণাম ও করযোড়ে দণ্ডায়মান—

বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।
শিষ্যগণ-সহিত পরম-মনোহর ॥ ১২৭ ॥
আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে।
যোড়-হস্তে দাণ্ডাইলা সবার সদনে ॥ ১২৮ ॥

স্বীয় উদ্ধারসাধনার্থ প্রভুসমীপে সদৈন্যে কাকুক্তি ও কৃপা-ভিক্ষা—

বিপ্র ব'লে,—"আমি অতি দীন-হীন জন।
কৃপা-দৃষ্ট্যে কর' মোর সংসার মোচন ॥ ১২৯ ॥

সর্ব্বজীবের নিত্যপালনীয় একমাত্র সাধ্য-সাধন-তত্ত্বে নিজ-অনভিজ্ঞতা-জ্ঞাপন ও তদ্বর্ণনার্থ প্রভুসমীপে প্রার্থনা—

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি' আমা'প্রতি কহিবা আপনি ॥ ১৩০ ॥

বিষয়-সুখে অনিচ্ছা ও চিত্তের অপ্রসাদ-হেতু চিত্তপ্রসাদ-লাভার্থ প্রার্থনা—

বিষয়াদি-সুখ মোর চিত্তে নাহি ভায়।
কিসে জুড়াইবে প্রাণ, কহ দয়াময়!" ১৩১ ॥

প্রভুকর্তৃক মিশ্রের কৃষ্ণভজনেচ্ছা-মূলক সৌভাগ্য-প্রশংসা—

প্রভু ব'লে,—"বিপ্র, তোমার ভাগ্যের কি কথা।
কৃষ্ণভজিবারে চাহ, সেই সে সর্ব্বথা ॥ ১৩২ ॥

প্রতিযুগে অবতীর্ণ হইয়া ভগবানের স্ব-ভজনরূপ যুগধর্ম্ম-প্রচার—

ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি' পরচার ॥ ১৩৩ ॥

ভগবানের চতুর্যুগে চতুর্ব্বিধ ভগবদ্ভজনরূপ যুগধর্ম্ম-সংস্থাপন—

চারি-যুগে চারি-ধর্ম্ম রাখি' ক্ষিতিতলে।
স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজ-স্থানে চলে ॥ ১৩৪ ॥

ভেদ নাই; ইঁহারা সকলেই অপ্রাকৃত, মায়াতীত, নির্গুণ, তুরীয় ও নিত্যশুদ্ধ চিন্ময়।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৯৩ সংখ্যায় উদ্ধৃত "জগৃহে পৌরুষং রূপং" (ভাঃ ১।৩।১) শ্লোকের শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদকৃত ভাগবততাৎপর্য্য-বাক্য, "তথা হি তন্ত্রভাগবতে,—অগৃহ্ণাদ্ব্যসৃজচ্চেতি কৃষ্ণ-রামাদিকাং তনুম্। পঠ্যতে ভগবানীশো মূঢ়বুদ্ধিব্যপেক্ষয়া ॥ * * ন তস্য প্রাকৃতা মূর্ত্তির্মাংসমেদোঽস্থিসম্ভবা। ন যোগিত্বাদীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোঽচ্যুতো বিভুঃ ॥—ইতি বারাহে। সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদান-রহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ ॥ পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞান-মাত্রাশ্চ সর্ব্বশঃ। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বে ভেদবিবর্জ্জিতাঃ। অন্যূনানধিকাশ্চৈব গুণৈঃ সর্ব্বৈশ্চ সর্ব্বতঃ ॥ দেহিদেহভিদা চৈব নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ। তৎস্বীকারাদিশব্দস্তু হস্তস্বীকার-বৎ স্মৃতঃ ॥ কেবলৈশ্বর্য্যসংযোগাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। জাতো গতস্ত্বিদং রূপং তদিত্যাদি বিবক্ষতে ॥—ইতি মহাবারাহে। * * তথা চ কৌর্ম্মে,—অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্ব্বতঃ। ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে। তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন। গুণা বিরুদ্ধা অপি তু সমাহার্য্যাশ্চ সর্ব্বতঃ ॥ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ,—গুণাঃ সর্ব্বেঽপি যুজ্যন্তে হ্যৈশ্বর্য্যাৎ পুরুষোত্তমে। দোষাঃ কথঞ্চিন্নৈবাত্র যুজ্যন্তে পরমো হি সঃ ॥ গুণ-দোষৌ মায়য়ৈব কেচিদাহুর-পণ্ডিতাঃ। ন তত্র মায়া মায়াবী তদীয়ৌ তৌ কুতো হ্যতঃ ॥ তস্মান্ন মায়য়া সর্ব্বং সর্ব্বমৈশ্বর্য্যসম্ভবম্। অমায়ো হীশ্বরো যস্মাৎ তস্মাৎ তং পরমং বিদুঃ ॥". অর্থাৎ

"তন্ত্রভাগবত বলেন,—কৃষ্ণ ও রামাদি-অবতারে পরমেশ্বর ভগবান্ দেহপরিগ্রহও ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রে যে উক্তি পঠিত হয়, তাহা মূঢ়লোকের বুদ্ধি অনুসারেই পঠিত হয়। বরাহপুরাণ বলেন,—তাঁহার (ভগবানের) বা তাঁহার স্বরূপশক্তির মাংস-মেদ-অস্থিজাত কোন প্রাকৃত-মূর্ত্তি নাই। যোগিত্বনিবন্ধন অর্থাৎ যোগৈশ্বর্য্যলাভ-প্রভাবে যে তাঁহার তাদৃশ অপ্রাকৃত রূপ, তাহা নহে; পরন্তু স্বয়ংই সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া তিনি—সত্যরূপ, অচ্যুত ও বিভু।

সেই পরমাত্মরূপী ভগবদ্বিষ্ণুবিগ্রহগণের দেহাদি, সমস্তই নিত্য ও শাশ্বত, জড়ীয় হেয়তা ও উপাদেয়তা—উভয় ভাব-শূন্য এবং কখনও প্রকৃতিজাত অর্থাৎ প্রাকৃত নহে। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে অখণ্ড পরমানন্দরাশি(সমষ্টি), কেবল চিন্ময় এবং সকলেই অপ্রাকৃত সর্ব্বসদ্গুণ-পূর্ণ ও পরস্পর ভেদরহিত অর্থাৎ অভিন্ন। তাঁহারা সকলেই সকলগুণের দ্বারা পরস্পরের নিকট সর্ব্বতোভাবে ন্যূনতাধিক্যশূন্য। ঈশ্বর-বিষ্ণুবস্তুতে কখনও দেহ ও দেহীর ভেদ নাই, তবে যে

তথা হি (গীতায়াং ৪।৮)—

শিষ্ট-পালন, দুষ্ট-নাশ ও যুগধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ বিষ্ণুর যুগাবতার—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ১৩৫ ॥

তথা হি (ভাঃ ১০।৮।৯)—

সত্যে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে কৃষ্ণ ও কলিতে পীতবর্ণ যুগাবতার—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ১৩৬ ॥

কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগ-ধর্ম্ম—

কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
চারি-যুগে চারি-ধর্ম্ম জীবের কারণ ॥ ১৩৭ ॥

তথা হি (ভাঃ ১২।৩।৫২)—

চতুর্যুগে চতুর্ব্বিধ অভিধেয় ভজন,—সত্যে বিষ্ণুধ্যান, ত্রেতায় বিষ্ণুযজন, দ্বাপরে বিষ্ণ্বর্চ্চন, কলিতে বিষ্ণুনাম-কীর্ত্তন—

কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ ১৩৮ ॥

কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের যুগধর্ম্মত্ব-হেতু কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিহীন-ধর্ম্ম-যাজনে জীবের উদ্ধার-সম্ভাবনাভাব—

অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥ ১৩৯ ॥

নিরন্তর নামকীর্ত্তনকারীর মহিমা—অতীব বেদগুহ্য

রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥ ১৪০ ॥

ঈশ্বর বিষ্ণুর একটী 'দেহ-স্বীকার' প্রভৃতি শব্দ শ্রুত হয়, তাহা নট-কর্ত্তৃক অভিনয়ার্থ পরিহিত অঙ্গরক্ষণীর ত্বক্তের ন্যায় উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কেবল অর্থাৎ অবিমিশ্র-চিন্ময় ঐশ্বর্য্য-সংযোগ-হেতু প্রকৃতির অতীত-বস্তু ঈশ্বর বিষ্ণু অবতীর্ণ ও অন্তর্হিত হইয়াও 'তাঁহার এই রামরূপ', 'তাঁহার এই কৃষ্ণ-রূপ' ইত্যাদি উক্তি তাঁহার সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়। কূর্ম্মপুরাণ বলেন,—'ভগবান্ স্থূলও নহেন, অণুও নহেন, অথচ সর্ব্বতো-ভাবে স্থূল ও অণু। চিন্ময় ঐশ্বর্য্য-সংযোগ-হেতু ভগবান্ যদিও বিরুদ্ধার্থ বলিয়া অভিহিত হন, তথাপি পরমেশ্বর-বস্তুতে কোনও প্রকারেই জড়ীয় দোষের আরোপ কর্ত্তব্য নহে, পরন্তু বহির্দৃষ্টিতে আপাত-বিরুদ্ধগুণসমূহ থাকিলেও তাহারা পরস্পর অচিন্ত্যরূপে অবিরুদ্ধ (সমন্বিত)-ভাবেই অব-স্থিত বলিয়া মনে করিতে হইবে।' বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলেন,—"ভগবান্ পুরুষোত্তমের ঐশ্বর্য্য-নিবন্ধন তাঁহাতেই অপ্রাকৃত সমস্তগুণরাশি প্রযুক্ত হয়। পরন্তু কোনপ্রকারেই দোষাদি প্রযুক্ত হয় না; কেননা, তিনি "[illegible]। কোন কোন নির্ব্বোধব্যক্তি বলিয়া উঠেন যে, গুণ ও দোষ, উভয়ই মায়া-দ্বারাই প্রাপ্ত বা আরোপিত। তদুত্তরে বলা যায় যে, ভগ-বদ্বস্তুতে যখন আদৌ মায়া বা মায়া-সংযুক্ত মায়াবিত্বই নাই, তখন মায়া-সম্বন্ধী গুণই বা তাঁহাতে কিরূপে থাকিতে পারে? সুতরাং ভগবদ্গুণরাশি—মায়া-দ্বারা প্রাপ্ত বা আরোপিত নহে, পরন্তু সমস্তই তাঁহার ঐশ্বর্য্য-সম্ভূত। তিনি অমায়িক (অর্থাৎ নিরস্তকুহক অপ্রাকৃত) ঈশ্বর বলিয়াই তত্ত্ববিদ্গণ তাঁহাকে পরম-বস্তু বলিয়া জানেন।"

তবে মায়ামুগ্ধ অজ্ঞজ্ঞানী অনভিজ্ঞগণ গৌর-নারায়ণের স্বরূপশক্তি মহালক্ষ্মী শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে বদ্ধজীবের ন্যায় সর্প-দংশনে দেহত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া যে সংশয় উপস্থিত করে, তাহার সুমীমাংসা সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ আচার্য্যগণ কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানতত্ত্ব-বিচার-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে সুসিদ্ধান্ত- রহস্যের বিচারমুখে সুষ্ঠুভাবে নির্ণয় করিয়াছেন।

(ভাঃ ১।১৫।৪৮ শ্লোকে ভীমসেনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি—) 'যদাত্মনোঽঙ্গমাক্রীড়ং ভগবানুৎসিসৃক্ষতি।' এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা—

'অঙ্গং—পৃথিবীম্। যদা ত্যাগাদিরুচ্যেত পৃথিব্যাদ্যঙ্গ-কল্পনা। তদা জ্ঞেয়া ন হি স্বাঙ্গং কদাচিদ্বিষ্ণুরুৎসৃজেৎ ॥— ইতি ব্রহ্মতর্কে।' অর্থাৎ

'অঙ্গ'-শব্দে পৃথিবী। ব্রহ্মতর্ক বলেন,—'শাস্ত্রাদিতে ভগবদন্তর্দ্ধানবর্ণন-প্রসঙ্গে যখন 'ত্যাগাদি'-শব্দ কথিত হয়, তখন পৃথিব্যাদি অঙ্গেরই কল্পনা কর্ত্তব্য, যেহেতু ভগবান্ বিষ্ণু কখনও স্বীয় অঙ্গ বিসর্জ্জন করেন না।' (—শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য)।

"আক্রীড়-শব্দে—ক্রীড়া(লীলা)-স্থান অর্থাৎ বিশ্ব-প্রপঞ্চ

কলিতে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-ভজন ব্যতীত অন্যবিধ অভিধেয়ের অকর্ম্মণ্যতা, তাদৃশ কৃষ্ণভজনকারীর সৌভাগ্য—

শুন, মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য ॥ ১৪১ ॥

কাপট্য-নাট্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভজনার্থ উপদেশ—

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি' একান্ত হইয়া ॥ ১৪২ ॥

কৃষ্ণনামই যুগপৎ সাধন ও সাধ্য অর্থাৎ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥ ১৪৩ ॥

তথা হি বৃহন্নারদীয়ে—

হরিনামব্যতীত গত্যন্তরাভাব—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥১৪৪

অথ মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ১৪৫ ॥
এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র।
ষোল-নাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র ॥ ১৪৬ ॥

হরিনাম-মহামন্ত্র-কীর্ত্তনরূপ অভিধেয় বা সাধনাঙ্গের অনুশীলন-দ্বারাই রতি বা ভাব ও প্রেমরূপ প্রয়োজন-সিদ্ধির উদয়—

সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্যসাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে ॥" ১৪৭ ॥

প্রভুর শ্রীমুখে উপদেশামৃত-পানে মিশ্রের বারংবার প্রণাম—

প্রভুর শ্রীমুখে শিক্ষা শুনি' বিপ্রবর।
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করয়ে বহুতর ॥ ১৪৮ ॥

প্রভুর সঙ্গে অবস্থান-প্রার্থনা-ফলে মিশ্রকে প্রভুর কাশীতে প্রেরণ

মিশ্র কহে,—"আজ্ঞা হয়, আমি সঙ্গে আসি।"
প্রভু কহে,—"তুমি শীঘ্র যাও বারাণসী ॥ ১৪৯ ॥

'অঙ্গ' শব্দে—নিজভূমি; যেহেতু 'পৃথিবী যাঁহার শরীর' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যই তদ্বিষয়ে প্রমাণ।' (—শ্রীবিজয়ধ্বজ)।

অথবা, ভগবান্ যখন নিজের ক্রীড়া-সাধন অর্থাৎ লীলা-সম্পাদক 'অঙ্গ' অর্থাৎ মনুষ্য নাট্য (মনুষ্যের ন্যায় প্রপঞ্চে পরিলক্ষিত লীলানুকরণ) পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন, সেই কালেই কি আসিয়া উপস্থিত হইল?" (—শ্রীধর-স্বামিপাদ)।

'অঙ্গ' অর্থাৎ স্বধামগমন-হেতু প্রাকৃত বিরাট্ রূপ।' (—ক্রমসন্দর্ভ)।

(ভাঃ ১।১৫।৩৪-৩৬ শ্লোকে শৌনকাদি-মুনির প্রতি শ্রীসূতগোস্বামীর উক্তি—) "যয়াহহরদ্ভুবো ভারং তাং তনুং বিজহাবজঃ। কণ্টকং কণ্টকেনেব দ্বয়ঞ্চাপীশিতুঃ সমম্॥ যথা মৎস্যাদিরূপাণি ধত্তে জহ্যাদ্যথা নটঃ। ভূভারঃ ক্ষপিতো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরম্॥ যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং জহৌ স্বতন্বা শ্রবণীয়সৎকথঃ।" অর্থাৎ

(যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ নহেন, এবম্বিধ সাধারণ মর্ত্ত্য-জীব) যাদবগণ হইতে ভগবানের বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ বিশেষ বিভিন্নতা না বুঝিয়া যে-সকল মন্দমতি অজ্ঞ বহির্ম্মুখব্যক্তি উভয়কেই 'সমান' বলিয়া অভিহিত করেন, শ্রীসূত-গোস্বামী এই দুইটী শ্লোকে তাঁহাদিগের নিকট উভয়ের বৈলক্ষণ্য স্পষ্ট-ভাবে নির্দ্দেশ করিতেছেন। 'যয়া'-শব্দে (মায়ামুগ্ধ সামান্য মর্ত্ত্যজীব-সম) যাদবরূপা তনুর দ্বারা পৃথিবীর ভার (কণ্টক যেমন কণ্টকের দ্বারাই বিমোচিত হয়, তদ্রূপ) হরণ করিয়া-ছিলেন। 'যাদবতনু' ও 'ভূভারতনু'—এই দুইটী শরীর হইলেও ঈশ্বরকর্ত্তৃক সংহার-যোগ্য বলিয়া উভয়েই 'সমান' অর্থাৎ প্রাকৃত।

তিনি মৎস্যাদিরূপ (দেহ) যেভাবে ধারণ ও ত্যাগ করেন, তাহা দৃষ্টান্ত-দ্বারা বলিতেছেন,—নট যেমন নিজরূপে অবস্থিত থাকিয়া অন্য একটী রূপ ধারণ ও পরিহার করে, তদ্রূপ ভগবান্‌ও সেই (প্রাকৃত-লোক-দৃশ্য) কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপেই অর্থাৎ অপ্রাকৃত নিজশ্রীমূর্ত্তিতেই প্রকটিত হইয়াছিলেন।

ভগবানের সশরীরেই বৈকুণ্ঠে আরোহণ ঘটিয়াছে বলিয়া ভগবান্ সশরীরেই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।" (—শ্রীধরস্বামিপাদ)।

"এস্থলে 'তনু' 'রূপ' ও 'কলেবর'—এই তিনটি শব্দে শ্রীভগবানের ভূভারহরণেচ্ছারূপ লক্ষণবিশিষ্ট এবং দেবাদি-পালনেচ্ছা-রূপ লক্ষণবিশিষ্ট ভাবদ্বয়কেই বলা হইতেছে ('দেহ'

পরে কাশীতে সাক্ষাৎকার ও তত্ত্বোপদেশপ্রদানাঙ্গীকার—

তথাই আমার সঙ্গে হইবে মিলন।
কহিমু সকলতত্ত্ব সাধ্য-সাধন॥" ১৫০॥

প্রভুর আলিঙ্গন ও মিশ্রের পুলক—

এত বলি' প্রভু তাঁরে দিলা আলিঙ্গন।
প্রেমে পুলকিত-অঙ্গ হইল ব্রাহ্মণ॥ ১৫১॥

বলা হইতেছে না)। যথা ভাঃ ৩।২০।২৮, ৩৯, ৪১, ৪৬, ৪৭ প্রভৃতি শ্লোকে তত্তৎ শব্দে ব্রহ্মার ভাবই উদ্দিষ্ট হইয়াছে ('দেহ' নহে)। যদি সে-স্থলে ব্রহ্মার সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে এ-স্থলে শ্রীভগবৎসম্বন্ধেও তাহাই করা সুসঙ্গত। তজ্জন্য ভগবানে ঐ ভাবটী (স্বরূপ-গত 'বাস্তব' নহে, পরন্তু) আভাসরূপ বলিয়া কণ্টক-দৃষ্টান্তটী সুসঙ্গতই হইয়াছে (অর্থাৎ কণ্টকোন্মোচনেচ্ছু ব্যক্তির নিকট বিদ্ধ-কণ্টক ও উন্মোচক-কণ্টক, দুইটী যেমন সমান, তদ্রূপ ঈশ্বরের নিকট ভূভারতনু অর্থাৎ ভূভারভূত অসুর বা বিরাট্-রূপ বিশ্বপ্রপঞ্চ এবং প্রাকৃতমর্ত্ত্যজীব-সদৃশ যাদব-তনু,—এই উভয়ই সমান)। এ-সম্বন্ধে বিশেষ বিচার তৃতীয়(পরমাত্ম)-সন্দর্ভে বিবৃত হইয়াছে।

মৎস্যাদি-অবতারে 'মৎস্যাদি রূপ'শব্দে দৈত্যবধেচ্ছাময় ভাব। ** শ্রাব্যরূপকাভিনেতা নট যেমন নটস্বরূপে এবং নিজবেশে অবস্থিত থাকিয়াই পূর্ব্বস্বভাব-বশে অভিনয়ের সহিত গানকবিতে করিতে নায়ক-নায়িকাদের ভাব ধারণ ও ত্যাগ করে, ঈশ্বর-সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। অথবা, 'আমি যোগমায়া দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সকল-লোকের সমক্ষে প্রকটিত হই না"—এই গীতা-বাক্যে (৭।২৫), ভক্তি-বলেই যোগি-গণের নিকট ভগবান্ জনার্দ্দন পরিদৃষ্ট হন, কখনও কোথাও অভক্তি-মার্গে দৃষ্ট হন না।" 'রোষ বা মাৎসর্য্য-বশে কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না'—এই পাদ্মোত্তরখণ্ডের নির্ণয়-বাক্যে এবং 'মল্লগণের নিকট কৃষ্ণ—বজ্রস্বরূপ" এই ভাগবতের সিদ্ধান্ত-বাক্যে অসুরগণের সমক্ষে ভগবানের যে রূপ স্ফূর্ত্ত অর্থাৎ প্রতিভাত হয়, ত[illegible] তাঁহার 'স্বরূপ' নহে পরন্তু মায়া-কল্পিত'। ভগবানের স্বরূ[illegible]র্শন করিলে প্রাকৃত দ্বেষ-ভাব দূরে চলিয়া যায়। সুতরাং অসুরগণের নিকট স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত বা প্রতিভাত যে-তনু-দ্বারা ভগবান্ ভূভাররূপ অসুর-বৃন্দকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই তনুকেই তিনি ত্যাগ করিলেন, পুনরায় আর উহার প্রতিবোধন করেন নাই। ভক্তি-দ্বারা দৃশ্য যে ভগবত্তনু, তাহা নিত্যসিদ্ধই; এজন্য 'অজ'-শব্দের প্রয়োগ। ** সুতরাং কোন মৎস্য-বেশ-ধারী নট বা ঐন্দ্রজালিক যেমন স্বীয়-ভক্ষক বক-পক্ষীর নিগ্রহের নিমিত্ত মৎস্যের আকার ধারণ করিয়া নিজের প্রতি লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করায়, এবং সেই বক-পক্ষীর নিগ্রহ হইলে যেমন সে তাৎকালিক মৎস্য-রূপটী ত্যাগ করে, তদ্রূপ সেই ভগবান্ কৃষ্ণ 'অজ' (প্রাকৃত-জীব-দেহবৎ জন্ম-রহিত) হইয়াও বহির্ম্মুখ প্রাকৃত-লোকের অক্ষজ-দৃষ্টির গোচরীকৃত তাঁহার যে মায়িকরূপের দ্বারা ভূভাররূপ অসুরবর্গ ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই অসুরবর্গকেই ক্ষয় করিয়া আজ ভগবান্ ঐ প্রাকৃত রূপ বা কলেবরটীকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গীতাবাক্যস্থিত (৭।২৫) 'যোগমায়া-সমাবৃতঃ'-পদের অর্থ—'সর্প-কঞ্চুকের ন্যায় মায়া-রচিত দেহাভাসের দ্বারা সমাবৃত।'

এস্থলে, (পৃথিবী) ত্যাগ-লীলাটী ভগবানের নিজ-তনু-দ্বারা ঘটিয়াছিল (অর্থাৎ 'স্বতন্বা'—এই তৃতীয়া বিভক্তি করণকারকে নিষ্পন্ন হইয়াছে), তাঁহার 'নিজতনু'র সহিত পৃথিবী-ত্যাগ ঘটে নাই (অর্থাৎ 'স্বতন্বা'—এই তৃতীয়া-বিভক্তি 'সহার্থে' নহে), —এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, কেননা, 'সহ'-শব্দ মূলশ্লোকে না থাকায়, অকারণে (অর্থ-সঙ্গতি নাশ করিয়া) অধ্যাহার করিতে গেলে, অধ্যাহার্য্য-শব্দেরই গৌরব প্রদর্শিত হয়; বিশেষতঃ, 'সহ'প্রভৃতি-শব্দ নিষ্পন্ন উপপদ-বিভক্তি হইতে কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-করণ-প্রভৃতি কারক-নিষ্পন্ন বিভক্তি অধিকতর বলবতী,—এই ব্যাকরণ-ন্যায়ও তদ্বিষয়ে প্রমাণ (—ক্রমসন্দর্ভ ও কৃষ্ণসন্দর্ভে ১০৬ সংখ্যা)।

'যাদবাদি ক্ষত্রিয়গণের অন্তিম-দশা-শ্রবণে বিষণ্ণতা-প্রাপ্ত শৌনকাদি মুনিগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে গিয়া শ্রীসূত-গোস্বামী এই শ্লোকদ্বয়ে সিদ্ধান্ত-রহস্য কীর্ত্তন করিতেছেন। কণ্টকাগ্র দ্বারা কণ্টক যেমন উন্মোচিত হয়, তদ্রূপ যে যাদবাদি তনু-দ্বারা ভগবান্ স্বীয় একপাদভূতা পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন, সেই তনুকেই তিনি পরিত্যাগ করিলেন। দেবদত্ত যেমন নিজবসন পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ ভগবান্

গৌর-নারায়ণের আলিঙ্গনস্পর্শে মিশ্রের পরমানন্দ-লাভ—

পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
পরানন্দ-সুখ পাইলা ব্রাহ্মণ তখন ॥ ১৫২ ॥

স্বীয় সঙ্গ হইতে যাদবরূপা তনুকে বিচ্যুত করিয়াছিলেন; পরন্তু যে শ্রীঅঙ্গ-দ্বারা ভগবান্ নিত্যক্রীড়া করেন, তাহা পরিত্যাগ করেন নাই; অতএব ভগবানের অংশাবতরণ-সময়ে যে-সকল দেবগণ নিত্যাবস্থিত যাদবগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ভগবান্ তাহাদিগকেই যাদবগণ হইতে নিষ্কাশনপূর্ব্বক প্রভাসে পাঠাইয়াছিলেন, পরে স্বীয় লোক-সমক্ষে মায়া-বলে তাহাদিগের দেহত্যাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে মধুপানান্তে দেবরূপে পরিণত করিয়া স্বর্গলাভ করাইয়াছিলেন,—ইহা একাদশস্কন্ধের শেষাংশের ব্যাখ্যানুসারে জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা-পরিকর যাদবগণ প্রাপঞ্চিক-লোকের নিকট অলক্ষিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত দ্বারকা-পুরীতেই পূর্ব্বের অপ্রকটলীলার ন্যায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন,—ইহা শ্রীভাগবতামৃত-কথিত সিদ্ধান্ত হইতে অবগত হওয়া আবশ্যক। 'ভূভারতনু' ও যাদব-তনু'—এই দুইটী তনুর অর্থ এই যে, ভূভারস্বরূপ অসুরগণ এবং যাদবাদিরূপ দেবগণ, উভয়েই পরমেশ্বরের নিকট সমান। কিন্তু বর্ত্তমান দৃষ্টান্তে কণ্টকত্বে উভয়েরই তুল্যত্ব থাকিলেও কারণভূত কণ্টকাগ্র (অর্থাৎ যাহা-দ্বারা বিদ্ধ-কণ্টকটীকে উন্মোচন করিতে হইবে, তাহা) উপকারক বলিয়া উহাকে 'অন্তরঙ্গ' (অপেক্ষাকৃত উপাদেয়) এবং কর্ম্মভূত কণ্টকটী (অর্থাৎ বিদ্ধ হইয়া আছে বলিয়া যাহাকে উন্মোচন করিতে হইবে, তাহা) অপকারক বলিয়া উহাকে 'বহিরঙ্গ' (অপেক্ষাকৃত হেয়) বলিয়া জানান হইয়াছে।

ঐন্দ্রজালিক নটের ন্যায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে মিথ্যা-ভূত দেহত্যাগের ভাণ করিয়া প্রত্যয় উৎপাদন করাইয়া থাইয়াছিলেন, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। ভাবার্থ এই যে, ভগবান্ রূপ বা তনু ধারণও (প্রকটও) করেন, এবং পরিত্যাগও (অপ্রকটও) করেন (অর্থাৎ দেহত্যাগের ভাণ করেন মাত্র), কিন্তু রূপ বা তনু ধারণ করিয়া আর তাহা পরিত্যাগ করেন না;—এতদ্দ্বারা ভগবানের তনুত্যাগ (অপ্রকট)-কালেও তাঁহার সেই সেই অপ্রাকৃত-তনু-ধারণ বর্ত্তমানই থাকে, জানিতে হইবে। যদি বলা যায় যে, উহা কিরূপে বুঝিতে পারা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, নট অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক যেমন ছেদ-দাহ-মূর্চ্ছাদি-দ্বারা নিজদেহ পরিত্যাগ করে এবং সকলের সমক্ষে নিজদেহত্যাগ প্রদর্শন করিয়া সকলের প্রত্যয় উৎপাদন করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে নিজদেহ ধারণ করিয়াই অবস্থান করে, মৃত্যু লাভ করে না, তদ্রূপ ভগবান্ মৎস্যাদি স্বীয় শরীর ধারণও করেন, পরিত্যাগও করেন অর্থাৎ ধারণ করিয়া ত্যাগের ভাণ করেন মাত্র, অতএব নটের নিজদেহধারণই যেমন প্রকৃতপক্ষে সত্য, তাহার নিজদেহত্যাগই মিথ্যা, তদ্রূপ ভগবানেরও মৎস্যাদি স্বীয় শরীরধারণই বস্তুতঃ সত্য এবং প্রকৃত-শরীরত্যাগই প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা,—ইহাই ভাবার্থ। ভগবান্ যেমন অপর মৎস্যাদি স্বীয় আগন্তুক শরীর পরিত্যাগ করেন, তদ্রূপ যে প্রাকৃত-কলেবর-দ্বারা তিনি ভূভার ক্ষয় করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কলেবরপরিত্যাগ-রূপ সমস্ত ব্যাপারটাই মোহজনক ও মিথ্যা বলিয়া নরাকৃতি পরব্রহ্ম হইয়াও তিনি নটরূপ নরের দেহত্যাগাদি-ধর্ম্মের অনুকরণ করেন মাত্র, তত্ত্বতঃ করেন না; যেহেতু তাঁহার শ্রীবিগ্রহ অভৌতিক (ভূতাতীত অপ্রাকৃত) বলিয়া তাঁহার বিনাশ হইবার সম্ভাবনা নাই; যথা মহাভারতে,—'এই পরমাত্মা কৃষ্ণের দেহে প্রাকৃত পঞ্চভূতরাশির সমষ্টি বা অবস্থিতি নাই।' বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণেও,—'যে ব্যক্তি পরমাত্মা কৃষ্ণের দেহকে 'ভৌতিক' বলিয়া জানে, তাহাকে সমস্ত শ্রৌত-স্মার্ত্তবিধান হইতে বহিষ্করণ কর্ত্তব্য, তাহার মুখ দর্শন করিবা-মাত্র সবস্ত্রে স্নান কর্ত্তব্য।' বৈশম্পায়ন-কথিত বিষ্ণুসহস্রনামেও—'অমৃত তাঁহারই অংশ, তিনি স্বয়ংই অমৃত-তনু'। এই বাক্যাংশের 'অমৃত (মরণহীন) বপু যাঁহার',—শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত এই দেহ দেহি-ভেদ-সূচিকা ব্যাখ্যা প্রসিদ্ধা নহে। এই শ্লোকের শ্লেষার্থ, এই যে, জহাৎ-পদে 'হা'-ধাতুটী—ত্যাগার্থে প্রযুক্ত এবং ত্যাগ-কার্য্যটীও দানার্থে

বিদায়-কালে প্রভুকে একান্তে পূর্ব্বদৃষ্ট স্বপ্ন-কথা-বর্ণন—

বিদায়-সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
সুস্বপ্ন-বৃত্তান্ত কহে গোপনে বসিয়া ॥১৫৩ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক মিশ্রকে গুপ্তকথা ব্যক্ত করিতে নিষেধাজ্ঞা—

শুনি' প্রভু কহে,—"সত্য যে হয় উচিত।
আর কারে না কহিবা এ-সব চরিত ॥" ১৫৪ ॥

ছন্নাবতারী প্রভুর মিশ্রকে পুনঃ নিষেধাদেশ—

পুনঃ নিষেধিলা প্রভু সযত্ন করিয়া।
হাসিয়া উঠিলা শুভক্ষণ-লগ্ন পাঞা ॥ ১৫৫ ॥

প্রযুক্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠাদি-ধামস্থিত ভক্তগণকে তাঁহাদের পালন-নিমিত্ত নিজবিগ্রহ-মধ্যে পূর্ব্বপ্রবিষ্ট নারায়ণাদি-রূপকে দান করিলেন। এইরূপভাবে পরবর্ত্তী একাদশ-স্কন্ধের শেষে ব্যাখ্যা করা হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের তনুত্যাগ-কার্য্যটীর অবাস্তবত্ব অর্থাৎ মিথ্যা-ভূতত্ব স্পষ্টভাবে বর্ণন করিতে গিয়া এই শ্লোকটী বলিতে-ছেন। এস্থলে, শ্রীধরস্বামি-পাদের টীকা ও শ্রীজীবপাদের সন্দর্ভ-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।' (—শ্রীবিশ্বনাথ)।

(ভাঃ ৩।২।১১ শ্লোকে বিদুরের প্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তি—) 'আদায়ান্তরধাদ্‌যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্' শ্লোকের ব্যাখ্যা—

'স্ববিম্ব অর্থাৎ স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি এতাবৎকাল (প্রকৃষ্টরূপে দেখাইয়া) ভগবান্ লোকের লোচন আচ্ছাদন করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, যেহেতু তাদৃশ অন্য কোন দর্শন-যোগ্য পদার্থ ছিল না।' (—শ্রীধরস্বামী)।

'তিনি চক্ষুর চক্ষু' ইত্যাদি শ্রুতি-কথিত রীত্যনুসারে লোকলোচনরূপ স্ববিম্ব অর্থাৎ স্বমূর্ত্তিকে গ্রহণ করিয়া ভগবান্ (অন্তর্হিত হইয়াছিলেন)। যথা মহাভাঃ মৌষল-পর্ব্বেও,— "কৃত্বা ভারাবতরণং পৃথিব্যাঃ পৃথুলোচনঃ। মোচয়িত্বা তনুং কৃষ্ণঃ প্রাপ্তঃ স্বস্থানমুত্তমম্ ॥" এস্থলে, 'মোচয়িত্বা' (মোচন করাইয়া)-শব্দটী 'ভূভারাবতরণ-কার্য্য হইতে ত্যাগ করাইয়া অর্থাৎ অবসর প্রদান করিয়া'—এই অর্থে প্রযুক্ত ; ভূভারাব-তরণ-কার্য্য হইতে মুক্ত হইয়া—এই অর্থে নহে।'—(ক্রমসন্দর্ভ)

'স্ববিম্ব-শব্দে সচ্চিদানন্দলক্ষণ-স্বরূপ ও তৎপ্রতিমা, উভয়ই গৃহীত হয়। 'যস্তু'-পদের অন্তর্গত 'তু'-শব্দ 'স্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে' ইত্যাদি শ্রুতিকে সূচনা করিতেছে।' (—শ্রীবিজয়-ধ্বজতীর্থ)।

'এস্থলে ভগবান্ লোকসমক্ষে নিজের মূর্ত্তি প্রদর্শিত বা প্রকটিত করিয়া এবং পুনরায় তাহা লইয়াই অন্তর্হিত হইলেন। এই বাক্যের দ্বারা (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় দেহ) পরিত্যাগ করিয়া (অন্তর্হিত হইলেন),—এইরূপ বিরুদ্ধ আপত্তি-উত্থাপনকারী ভগবত্তনু-পরিত্যাগবাদিগণ পরাহত হইল। পরবর্ত্তি-শ্লোকসমূহে নিজ-মূর্ত্তির বিশেষণ-প্রয়োগ-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের নরবপু পরিত্যাগ করিয়া দিব্য দেববপু গ্রহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া যাহারা কৃষ্ণের নরবপুত্বের বিরুদ্ধবাদী, তাহারাও পরাহত হইল। আবার, 'নিজের শ্রীমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া তাহা লইয়াই অন্তর্হিত হইলেন'—এই বাক্যে প্রদর্শন ও অন্তর্দ্ধান-লীলায় তাঁহার ইচ্ছাই কারণ ; সুতরাং ভগবানের কর্ম্মাধীনত্ব-বিবাদিগণও (ভগবান্‌ও জীবের ন্যায় জন্ম ও মৃত্যুরূপ কর্ম্ম বা অদৃষ্টের অধীন,—যাহারা এইরূপ বিচার করে, তাহারাও) পরাহত হইল।' (—শ্রীবিশ্বনাথ)।

(ভাঃ ৩।২।১৩ শ্লোকের শ্রীমধ্বাচার্য্য কৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য —) 'আনন্দরূপং দৃষ্ট্বাপি লোকো ভৌতিকমেব তু। মন্যতে বিষ্ণুরূপং চ অহো ভ্রান্তির্বহুস্থিতা ॥—ইতি স্কান্দে' অর্থাৎ স্কন্দপুরাণ বলেন,—'মায়া-মূঢ় লোক শ্রীবিষ্ণুর (সৎ, চিৎ ও) আনন্দময়রূপকে দেখিয়াও 'ভৌতিক' বলিয়া মনে করে,—অহো বহু-লোকের কিরূপ ভ্রান্তি!'

(ভাঃ ৩।৪।২৮-২৯ শ্লোকে পরীক্ষিৎ ও শ্রীশুকদেবের উক্তি-প্রত্যুক্তি—) 'হরিরপি তত্যাজ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ' এবং 'ত্যক্ষন্ দেহমচিন্তয়ৎ' শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা—

'আকৃতি-শব্দে পৃথিবী ; যেহেতু 'শরীর', 'আকৃতি' 'দেহ', 'কু', 'পৃথ্বী' ও 'মহী',—এই শব্দগুলি অভিধানে একার্থবাচক পর্য্যায়-শব্দ বলিয়া কথিত হইয়াছে। স্কন্দ পুরাণ বলেন,—শ্রীহরির 'দেহত্যাগ'-শব্দে তাঁহার পৃথিবী ত্যাগই কথিত হয়। তিনি নিত্যানন্দস্বরূপ বলিয়া উহা অন্যবিধ অর্থের উপলব্ধি হয় না। ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং পরম জ্ঞানরূপ হইয়াও অসজ্জনগণের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত নটের ন্যায় নিজ-সদৃশ একটী মৃত-রূপ বা শব-দেহ প্রদর্শন করেন।' (—শ্রীমধ্বাচার্য্য-কৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য)।

'আকৃতি-শব্দে পৃথিবী এবং দেহ-শব্দেও পৃথিবী যেহেতু 'যস্য পৃথিবী শরীরম্' এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ (—শ্রীবিজয়ধ্বজ)।

প্রভুর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে স্বগৃহে প্রত্যাগমন—

হেনমতে প্রভু বঙ্গদেশ ধন্য করি'।
নিজ-গৃহে আইলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ১৫৬ ॥

প্রচুর অর্থানুকূল্য-সহ প্রভুর সন্ধ্যায় স্বগৃহে আগমন—

ব্যবহারে অর্থ-বৃত্তি অনেক লইয়া।
সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রভু উত্তরিলা গিয়া ॥ ১৫৭ ॥

'আকৃতি-শব্দে মনুষ্যাকার' (—শ্রীধরস্বামিপাদ)।

'নিধন-শব্দে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ধনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-লীলা-ধাম। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬শ শ্লোকে 'মর্ত্ত্যলোকং জিহাসতা' (মর্ত্ত্যলোক-পরিত্যাগাভিলাষি-ভগবৎকর্ত্তৃক) এবং পরবর্ত্তী ৩০শ শ্লোকে 'অস্মাল্লোকাদুপরতে' (ভগবান্ এই মর্ত্ত্যলোক হইতে উপরত হইলে),—এই বাক্যদ্বয়ানুসারে 'আকৃতি'-শব্দে বিরাট্ আকার। এই বিষয়ে বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৯৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।' (—ক্রমসন্দর্ভ)।

'এই শ্লোকের ব্যক্ত অর্থ এই যে, শ্রীহরি আ (সম্যক্-প্রকারে) + কৃতি (প্রপঞ্চোদিত চেষ্টা বা লীলা) ত্যাগ অর্থাৎ সমাপ্ত করিলেন। 'ত্যক্ষ্যন্'-শব্দে (ত্যজ্-ধাতুর দানার্থে ব্যবহার-হেতু) শ্রীকৃষ্ণ স্বাংশ-নারায়ণকে পুনরায় বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়া ব্রহ্মাদি-ভক্তগণের পালনের নিমিত্ত দান করিতে ইচ্ছা করিয়া। সন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ বলেন,—'দেহ'-শব্দে ভগবানের বিরাট্ আকার পৃথ্বী' (—শ্রীবিশ্বনাথ)।

(ভাঃ ১১।৩০।১২ শ্লোকে শুকদেবের প্রতি পরীক্ষিতের উক্তি—) 'তনুং স কথমত্যজৎ' শ্লোকাংশের শ্রীমধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা,—"তনুমত্যজৎ—অতিশয়েন অহরৎ—('অজ্ হরণে' ইতি ধাতোঃ)—ভূলোকাৎ স্বর্গলোকং প্রত্যহরদিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ ভগবান্ নিজতনুকে (অতি+অজৎ) অতিশয়রূপে অন্তর্দ্ধান করাইয়াছিলেন, যেহেতু অজ্-ধাতু এস্থলে হরণার্থেই ব্যবহৃত; অর্থাৎ ভগবান্ নিজ-তনুকে ভূলোক হইতে স্বর্গলোকের (গোলোকধামের) দিকে অপহৃত বা অন্তর্হিত করিলেন।'

(ভাঃ ১১।৩০।৪০ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুক-দেবের উক্তি—) 'ইত্যাদিষ্টো ভগবতা কৃষ্ণেনেচ্ছা-শরীরিণা' এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা—

'শুদ্ধসত্ত্বময়ী নিজের শ্রীমূর্ত্তিকে অন্তর্হিত করিয়া **তৎ-প্রতিকৃতি-মূর্ত্তি রাখিয়া মর্ত্ত্যমানবের অনুকরণ-মাত্র করিলেন**',—ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ। পরবর্ত্তী (ভাঃ ১১।৩১।৮ শ্লোক) "দেবাদয়ো ব্রহ্মমুখ্যা ন বিশন্তং স্বধামনি। অবিজ্ঞাতগতিং কৃষ্ণং দদৃশুশ্চাতিবিস্মিতাঃ ॥"—পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের এই উক্তিতে উক্ত অনু-করণাভিনয় স্ফুটীকৃত হইবে।' (—শ্রীধরস্বামিপাদ)।

'ইচ্ছা-শরীরিণা' শব্দে ইচ্ছাধীন শরীর যাঁহার, তৎ-কর্ত্তৃক; অর্থাৎ তাঁহার অচিন্ত্য নিরঙ্কুশ ইচ্ছা-শক্তিমাত্রেই তাঁহার আবির্ভাব (ও তিরোভাব); তদ্বিষয়ে অন্য কোন কারণ ভাবিতে হইবে না।' (—ক্রমসন্দর্ভ)।

'ইচ্ছা-শরীরিণা' শব্দে ইচ্ছা-মাত্রেই যিনি সর্ব্বজন-স্তুত উত্তম শরীরধারী হইয়াছেন তৎকর্ত্তৃক।' (—শ্রীবিশ্বনাথ)।

(ভাঃ ১১।৩০।৪৯ শ্লোকে সারথি-দারুকের প্রতি শ্রীভগবদুক্তি—) 'মন্মায়া-রচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ' এই শ্লোকের ব্যাখ্যা—

'দারুককে সান্ত্বনা-প্রদানের নিমিত্ত মৌষল ও দেহ-ত্যাগাদি-লীলা যে ইন্দ্রজালবৎ ভগবন্মায়া-বলে রচিত, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। অধুনা প্রাকৃত-লোকচক্ষে প্রকাশিত 'মৌষল' ও 'দেহত্যাগাদি', এই সমস্তলীলাই যে ইন্দ্র-জালবৎ আমার মায়া-রচিতা, তাহা বিশেষভাবে জানিয়া তুমি উপেক্ষা-শীল হও। 'তু'-শব্দে বলিতেছেন যে, মদ্বিরোধী অন্য প্রাকৃত লোক উহাতে মুগ্ধ হয় হউক, কিন্তু তোমার মোহ যুক্তিসঙ্গত নহে।' (—ক্রমসন্দর্ভ)।

(ভাঃ ১১।৩১।৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুক-দেবের উক্তি—) "লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণা-ধ্যানমঙ্গলম্। যোগধারণয়াগ্নেয্যাদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্" এই শ্লোকের ব্যাখ্যা—

"ভগবান্ আগ্নেয়-ধারণা-দ্বারা স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই স্বীয় ধামে প্রবেশ করিলেন। তন্ত্র-ভাগবত বলেন,—'অন্যান্য সমস্ত-দেবগণই আগ্নেয়-ধারণা-দ্বারা স্ব-স্ব-দেহকে দগ্ধ করিয়া পরমপদ লাভ করেন, কিন্তু কৃষ্ণাদি সর্ব্বরূপধান্ নৃসিংহ-রূপী দেব ভগবান্ হরি তাঁহাদের সকলের লিঙ্গদেহকেই নাশ করিয়া সেইসকল দেবতা-দ্বারা শোভিত হইয়া বিশ্ব-প্রলয়কালে নৃত্য করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বয়ং নিত্যানন্দ-

মাতৃ-চরণে প্রভুর প্রণাম ও অর্ঘাদি-প্রদান—

দণ্ডবৎ কৈলা প্রভু জননী-চরণে।
অর্ঘ-বৃত্তি সকল দিলেন তান স্থানে ॥ ১৫৮ ॥

তৎক্ষণাৎ গঙ্গাস্নানার্থ সশিষ্য প্রভুর গমন—

সেইক্ষণে প্রভু শিষ্যগণের সহিতে।
চলিলেন শীঘ্র গঙ্গা-মজ্জন করিতে ॥ ১৫৯ ॥

স্বরূপ বলিয়া তিনি স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই স্বীয় ধামে প্রবেশ করেন" (—শ্রীমধ্বাচার্য্য-কৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য)।

"যোগিগণ 'স্বচ্ছন্দ মৃত্যু' (এই গুণবিশিষ্ট) হওয়ায় তাঁহারা নিজদেহকে আগ্নেয়ী যোগ-ধারণার দ্বারা দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করেন, পরন্তু ভগবান্ কৃষ্ণ তদ্রূপ নহেন; স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই তাহার সহিতই নিজধাম বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লোকসমূহের সর্ব্বতোভাবে রমণ অর্থাৎ অবস্থিতি; সুতরাং জগতের আশ্রয়স্বরূপ তাঁহার শরীরটী দগ্ধ হইলে জগতেরও দাহ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। * * অদ্যাপি দেখা যায় যে, ভগবদুপাসকগণের ধ্যান-ধারণা-দ্বারাই ভগবদ্রূপের সাক্ষাৎকারলাভ ও ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। * * ভগবত্তনুর 'লোকাভিরামাং' ইত্যাদি বিশেষণগুলি অনর্থক হইয়া পড়ে বলিয়া ভগবান্ স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই তিরোহিত হইয়া প্রস্থান করিলেন,—ইহাই যুক্তিযুক্ত অর্থ।' (—শ্রীধরস্বামী)।

বাক্যের মধ্যে কোন পদের অন্যার্থ প্রতীতি হইলে "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২২), এই ন্যায়ানুসারে উপদেশ-পদসমূহের দ্বারাই অর্থ নির্ণীত হয়। অতএব 'দগ্ধ্বা' প্রভৃতি পদে যে অর্থ প্রতীত, 'লোকাভিরামাং' প্রভৃতি পদসমূহ তাহাকে উপমর্দ্দনপূর্ব্বক 'অদগ্ধ্বা' পদেরই অর্থ প্রকাশ করিতেছে। 'লোকাভিরামাং' পদের দ্বারা ভগবত্তনুর জগদাশ্রয়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। উক্ত লোক-শব্দে মহাবৈকুণ্ঠস্থ নিত্যপার্ষদাদি ভক্তগণ এবং আত্মারাম জ্ঞানিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবরাদিপর্য্যন্ত সকলকেই উদ্দেশ করিতেছেন; আবার 'ধ্যান-ধারণা-মঙ্গলং'শব্দে তাঁহার সাধকজীবের আশ্রয়ত্বও উদ্দেশ করিতেছেন। ধারণা ও ধ্যান-প্রভাবে ধারণা-ধ্যানকারি-ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা (যে ভগবত্তনু) মঙ্গলরূপা, তাহারই আবার অন্যথাত্ব (দাহ-নিবন্ধন নশ্বরতা-হেতু হেয়তা) কিরূপে সম্ভব হয়? 'স্বতনুং'-পদের কর্ম্মধারয়-সমাসোক্তির দ্বারা (নীলোৎপলে নীলত্ববৎ) ভগবত্তনুতে সত্তার অব্যভিচার অতিশয়রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

অতঃপর যোগিপ্রভৃতিজনগণের ভ্রম উল্লেখ করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতেছেন যে, ভগবান্ আগ্নেয়ী ধারণা করিয়াছিলেন, সত্য; কিন্তু তিনি তদ্দ্বারা স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই স্বীয়ধামে প্রবেশ করিলেন। সুতরাং যোগিগণের দেহত্যাগ-শিক্ষার জন্যই আগ্নেয়-ধারণার পশ্চাৎ স্বীয় তনু অন্তর্হিত করিলেন,—এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে; অন্যরূপ অর্থ উদ্দিষ্ট হয় নাই। * * অতএব 'স্বতনু দগ্ধ না করিয়া' এই বাক্যে 'স্বেচ্ছাময়ী মায়া-দ্বারা কল্পিত-তনুকেই দগ্ধ করিয়া' এইরূপ অর্থ পাওয়া যাইতেছে। এই জন্যই পূর্ব্বে (ভাঃ ১১।৩০।৪০ শ্লোকে) ভগবানকে 'ইচ্ছা শরীর' বলিয়াছেন। যে বস্তু স্বেচ্ছা-ক্রমে প্রকটিত হন, স্বেচ্ছাক্রমেই তাঁহার তিরোধান ঘটে। সুতরাং তাঁহার আগ্নেয়-ধারণাও তদ্রূপই কল্পনাময়ী। কৃষ্ণসন্দর্ভেও 'ইচ্ছা-শরীরী'-পদ 'স্বেচ্ছা-প্রকাশ' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অথবা, ইচ্ছা-রূপ শরীর; তাহার ন্যায় উহা যাঁহার ক্রিয়া-সাধক, তৎকর্ত্তৃক'—এইরূপ ব্যাখ্যাও হয়। সেস্থলে ইচ্ছা-শক্তি-প্রভাবেই তিনি যে মায়ার প্রেরক, তাহা জানিতে হইবে—এইরূপ ব্যাখ্যাও সুষ্ঠুই হইয়াছে।' (—ক্রমসন্দর্ভ)।

যোগিগণের ন্যায় স্বচ্ছন্দ মৃত্যুভ্রম নিষেধ করিয়া ভগবান্ যে আগ্নেয়ী ধারণার দ্বারা স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই নিজ-ধাম বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা এবং 'অদগ্ধ্বা' এই পদে তাঁহার তনু যে লোকাভিরামা এবং ধারণা ও ধ্যানের মঙ্গল অর্থাৎ শোভন-বিষয়,—এই কারণদ্বয়ও কথিত হইয়াছে।' (—শ্রীধরস্বামিপাদ)।

কোন কোন পণ্ডিত—'ধারণা-ধ্যান-মঙ্গল' অর্থাৎ ভগবান্ স্বতনুকে দগ্ধ করিয়া দাহোত্তীর্ণ হওয়ায় অধিকতররূপে উজ্জ্বলীকৃত শুদ্ধজাম্বুনদের ন্যায় স্বতনুকে গ্রহণ করিয়াই স্বীয় ধামে প্রবেশ করিলেন,—এরূপও বলিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা ভগবত্তনুর অপ্রাকৃতত্ব-বিষয়ে

পুত্রবধূ-বিরহ-কাতরতা-সত্ত্বেও শচীর রন্ধনোদ্যোগ—

সেইক্ষণে গেলা আই করিতে রন্ধন।
অন্তরে দুঃখিতা, লঞা সর্ব্ব-পরিজন ॥ ১৬০ ॥

সশিষ্য প্রভুর গঙ্গা-প্রণাম—

শিক্ষাগুরু প্রভু সর্ব্বগণের সহিতে।
গঙ্গারে হইলা দণ্ডবৎ বহুমতে ॥ ১৬১ ॥

সন্দিহান ও প্রতিবাদী, তাহাদিগকে তিনি স্বতন্ত্র বহি-কর্ত্তৃক অদাহত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।' (—শ্রীবিশ্বনাথ)।

ভাঃ ১১।৩১।১১-১৩ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তির ব্যাখ্যা—

'সর্ব্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণের দেহধারী মর্ত্ত্যগণের মধ্যে যে আবির্ভাব-তিরোভাব-চেষ্টা, তাহা নটের ন্যায় তাঁহার স্বয়ং অবিকৃত অবস্থায় মায়াশক্তি বলে অনুকরণাভিনয়মাত্র বলিয়া জানিবে। তিনি স্বয়ংই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া অন্তর্যামিরূপে তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া প্রপঞ্চোদিত-লীলা হইতে উপরত হইয়া স্বমহিমাবলে নিত্য অপ্রকটরাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকেন। এতদ্ব্যতীত অন্যরূপ অর্থ মনে করিতে হইবে না; কেন না, এই অবতারেই তাঁহার অত্যন্ত প্রভাব বহুভাবে দেখা গিয়াছে। * * যদি বলা যায়,—ভগবান্ যদি আত্মরক্ষণে সমর্থই ছিলেন, তবে কেন তিনি কিঞ্চিন্মাত্রকালও স্বীয় তনুর সহিত অবস্থান করিলেন না? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যদিও উক্তপ্রকারে তিনি অশেষ-শক্তিমান্ বলিয়া অনন্ত-জগতের স্থিতি-সৃষ্টি-নাশের একমাত্র কারণ, তথাপি তিনি প্রাকৃত মর্ত্ত্যদেহের দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না ভাবিয়া কেবলমাত্র আত্মনিষ্ঠগণের দিব্যগতি প্রদর্শনপূর্ব্বক মর্ত্ত্য-যাদবাদিকে সংহারানন্তর স্বীয় তনুকে অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না, পরন্তু নিজ-লোকেই লইয়া আসিলেন। অন্যথা, পূর্ব্বোক্ত আত্মনিষ্ঠগণও পাছে দিব্যগতি-লাভকে অনাদর পূর্ব্বক যোগবিভূতি-বলে স্ব-স্ব-দেহ-সিদ্ধি বিধান করিয়া এই প্রাপঞ্চিক-সংসারে নিরত থাকিবার জন্য যত্ন করিতে থাকে, —এই আশঙ্কায় তাহা যাহাতে না হয়, তদুদ্দেশেই অর্থাৎ তাহা নিষেধ করিবার জন্যই তাঁহার অন্তর্দ্ধান লীলা।' (—শ্রীধরস্বামিপাদ)।

"তনুভৃজ্জননবদপ্যয়বচ্চ ঈহা—'তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা'। 'প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তঃ অজায়মানো বহুধা বিজায়তে' ইতি। 'অজাত-জাতবদ্বিষ্ণুরমৃত-মৃতবৎ তথা। মায়য়া দর্শয়েন্নিত্যমজ্ঞানাং মোহনায় চ ॥'—ইতি ব্রাহ্মে। 'জগতো মোহনার্থায় ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। দর্শয়েন্মানুষীং চেষ্টাং তথা মৃতকবদ্বিভুঃ ॥ প্রকাশয়েদ্দেহোঽপি মোহায় চ দুরাত্মনাম্। মায়য়া মৃতকং দেহং তদা সৃষ্ট্বা প্রদর্শয়েৎ। কুতো হি মৃতকং তস্য মৃত্যভাবাৎ পরাত্মনঃ॥'—ইতি চ। 'জীব-বিষ্ণোর-ভেদশ্চ দেহ-যোগ-বিযোজনে। বিষ্ণোর্দুঃখং ব্রণিত্বাদি পরা-ভবস্তথৈব চ॥ অস্বাতন্ত্র্যঞ্চ বেদাদাবুক্তবদ্ভাসতে বিভোঃ। ক্বচিদ্বিমোহায় দৈত্যানাং সুদুরাত্মনাম্ ॥'—ইতি ব্রহ্মাণ্ডে। 'অগ্রাবসর্দধে ভৈষ্মী সত্যভামা বনে তথা। ন তু দেহ-বিয়োগোঽস্তি তয়োঃ শুদ্ধচিদাত্মনোঃ॥'—ইতি চ।" অর্থাৎ

"তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা-শব্দে দেহধারিগণের জন্মগ্রহণের ন্যায় এবং মৃত্যু-লাভের ন্যায় চেষ্টা। শ্রুতি বলেন,—'সর্ব্ব-জীবেশ্বর বিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে বিচরণ করেন। তিনি বদ্ধ-জীববৎ জন্মরহিত হইয়াও বহুরূপে অবতীর্ণ হন।' ব্রহ্মপুরাণ বলেন,—'ভগবান্ বিষ্ণু মায়াবলে অজ্ঞানব্যক্তিগণের মোহনের নিমিত্ত জাত না হইয়াও জাতজীবের ন্যায় এবং মৃত না হইয়াও মৃতজীবের ন্যায় আপনাকে প্রদর্শন করেন।' অন্যত্রও—ভগবান্ পুরুষোত্তম জগতের মোহনের নিমিত্ত মানুষী চেষ্টা প্রদর্শন করেন। আবার, বিভু বিষ্ণু স্বয়ং জড়-দেহধারী না হইয়াও দুরাত্মগণের মোহের নিমিত্ত মর্ত্ত্য-জীবের ন্যায় প্রকাশিত হন, তৎকালে তিনি মায়া-বলে মৃত-দেহ সৃষ্টি করিয়া প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃ পরমাত্মা শ্রীহরির অমৃতত্বনিবন্ধন মৃতদেহ কিরূপে হইতে পারে? ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ বলেন,—'বেদাদিতে কোথাও কোথাও সুদুরাত্মা দৈত্যগণের মোহের নিমিত্ত জীব ও ঈশ্বর-বিষ্ণুর অভেদ, জীবের ন্যায় বিষ্ণুর দেহযোগ ও দেহত্যাগ, তাঁহার দুঃখ, বিপক্ষের শরাদি-নিক্ষেপজনিত তাঁহার দেহের ছেদ-ভেদাদি, তাঁহার পরাজয় এবং অস্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ অন্যের বশ্যতাদি প্রভৃতি চেষ্টা যেন আপাত-দৃষ্টিতেই কথিত হইয়াছে।' অগ্রে ভীষ্মক-দুহিতা রুক্মিণী, পরে সত্যভামা বনমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। শুদ্ধচিদাত্মা তাঁহাদের উভয়েরই প্রাকৃত-জীববৎ দেহ-বিয়োগ নাই।" (—শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য)।

গঙ্গা-স্নানান্তে প্রভুর গৃহে প্রত্যাগমন—

কতক্ষণ জাহ্নবীতে করি' জলখেলা।
স্নান করি' গঙ্গা দেখি' গৃহেতে আইলা॥ ১৬২॥

সায়ংকৃত্য-সমাপনান্তে প্রভুর ভোজন—

তবে প্রভু যথোচিত নিত্যকর্ম্ম করি'।
ভোজনে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ ১৬৩॥

'যাদবগণেরই যখন প্রাকৃতত্ব ছিল না, তখন রাম ও কৃষ্ণের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?—এইরূপ সিদ্ধান্তস্থাপন-মুখে বলিতেছেন। যে-যাদবগণ তদীয়-দেহ অর্থাৎ শুদ্ধ-ভাগবত-তনুধারী পার্ষদ, তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব-রূপা চেষ্টা কেবল কৃষ্ণের ন্যায় মায়ানুকরণ বলিয়াই জানিবে। যেমন কোন ইন্দ্রজাল-বেত্তা নিজের বা পরের জীবিত-দেহকে নিহত ও দগ্ধ করিয়া পুনরায় উহার জন্ম প্রদর্শন করে, ঠিক তদ্রূপ। বিশ্বসৃষ্ট্যাদির কারণ অচিন্ত্য-শক্তিমান্ তাঁহার পক্ষে তাদৃশ শক্তিমত্তা বিচিত্রা নহে। এইরূপ 'সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়া-সীতামজীজনৎ। তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নি-পুরং গতা॥ পরীক্ষা-সময়ে বহ্নিং ছায়া-সীতা বিবেশ সা। বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ॥'—এই বৃহদগ্নি-পুরাণ-বাক্যানুসারে প্রাকৃতজীব রাবণ-কর্তৃক অপ্রাকৃত ভগব-ল্লক্ষ্মী সীতা-হরণের মায়িকী বা মিথ্যা-লীলার দৃষ্টান্তাভাস এবং শ্রীসঙ্কর্ষণাদির প্রতিও মুগ্ধজনগণের অন্যথা-প্রতীতির দৃষ্টান্তা-ভাস মায়িকলীলা বর্ণন করিতে গিয়া প্রবেশ করাইয়াছেন।

অপ্রাকৃতসিদ্ধদেহ যাদবগণের কথা দূরে থাকুক, কৃষ্ণের পাল্য বলিয়া অন্যান্য ব্যক্তির মৃত্যুলাভও সম্ভব হয় নাই। সেই কৃষ্ণ কি নিজ-জন যাদবগণকে রক্ষণে সমর্থ ছিলেন না? অতএব যাদবগণের যে অন্যরূপ (দেহত্যাগ-লীলা)-দর্শন, তাহা তাত্ত্বিকলীলানুগত নহে; পরন্তু তাঁহাদের সশরী-রেই গোলোক-গমন—অতীব যুক্তিসঙ্গত।

যদি বলা যায় যে,—যাদবগণ না হয় সশরীরেই স্বধামে গমন করেন, কিন্তু ভগবান্ যখন বিরাজিত হইয়াই আছেন, তখন তাঁহাদের ত' ভগবদ্বিরহদুঃখ ছিল না; পরন্তু ভগবান্ যদি নিজ-জনরক্ষণে সমর্থই ছিলেন, ত' [illegible] তিনি মর্ত্ত্য-লোকের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত যাদবগণের সদৃশ অন্যান্য পার্ষদগণকে আবির্ভূত করাইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া কিয়ৎকাল যাবৎ কেন মর্ত্ত্যলোকে প্রকট থাকিলেন না?' তদুত্তরে সিদ্ধান্ত-স্থাপনমুখে ভগবান্ ও যাদবগণ, উভয়েরই যে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ অব্যভিচারি, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। যদিও ভগবান্ অশেষ-শক্তিমান্, তথাপি যাদবগণকে অন্তর্হিত করিয়া 'যাদবগণ ব্যতীত এই মর্ত্ত্যলোকে আমার কি প্রয়োজন?' এই অভিপ্রায়েই ভগবদ্ধামগত যাদবগণের গতিই নিজের অভিপ্রেত বলিয়া প্রদর্শনপূর্ব্বক ভগবান্ এই প্রপঞ্চে আর কিঞ্চিৎকালও নিজ-তনু অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না, পরন্তু স্বয়ংই স্বলোকে লইয়া গেলেন।'—(ক্রমসন্দর্ভ)।

'ভগবান্ ও তদীয় পরিকরগণের সর্ব্বলোকদৃষ্ট অন্তর্দ্ধান-শ্রবণে দুঃখিত পরীক্ষিৎ-মহারাজকে শ্রীশুকদেব লীলাতত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-বর্ণন দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। দেহধারি-জীবগণের ন্যায় পরমেশ্বরের জন্ম-চেষ্টা ও মরণ-চেষ্টা মায়ানু-করণ বলিয়াই জানিবে, পরন্তু বস্তুতঃ বা তত্ত্বতঃ নহে। শুক্র-শোণিত-বিকৃত-দেহধারি-জীবগণের জন্ম ও মৃত্যু, উভয়ই জড়সুখ-দুঃখময়; কিন্তু চিন্ময়-বিগ্রহ পরমেশ্বরের আবির্ভাব ও তিরোভাব, উভয়ই সম্পূর্ণ কেবলচিৎসুখময়। 'অনাদেয়মহেয়ঞ্চ রূপং ভগবতো হরেঃ। আবির্ভাব-তিরো-ভাবাবস্তোক্তে গ্রহমোচনে॥'—ইতি ব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ বলেন,—'ভগবান্ হরির রূপ জড়ীয় হেয়তা ও উপাদেয়তা-রহিত। তবে যে উহার সম্বন্ধে 'গ্রহণ' ও 'মোচন' (অর্থাৎ ত্যাগ), এই শব্দদ্বয় কথিত হয়, তাহা তাঁহার 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাব' বলিয়াই জানিতে হইবে। ঐন্দ্রজালিক নট যেমন (জীবদ্দশায় অবস্থান করিয়াই) নিজের ও পরের মিথ্যাভূত জন্ম ও মৃত্যু প্রদর্শন করে, তদ্রূপ। ভগবান্ স্বয়ংই বিকল্পে পূর্ব্বোক্ত মুনিশাপনিবন্ধন মহান্ উৎপাত, পরস্পরের প্রতি কলহ, শস্ত্রাস্ত্রাঘাত-প্রহারাদি সৃষ্টি করিবার পর তন্মধ্যে যোগদানানন্তর সেই মর্ত্ত্যযাদবগণের সহিত স্বয়ং একাত্ম্য গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষণকাল ক্রীড়া ও পশ্চাৎ সংহার করিয়া স্বীয় মায়াবলে তাহা হইতে বিরত হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।

যদিও ভগবান্ নিরঙ্কুশ-ঐশ্বর্য্যময় এবং অশেষ-শক্তিমান্, তথাপি যাদবাদিতে প্রবিষ্ট-দেবগণকে স্বর্গে প্রেরণ করিয়া

ভোজনান্তে বিষ্ণুমন্দিরে প্রভুর উপবেশন—

সন্তোষে বৈকুণ্ঠনাথ ভোজন করিয়া।
বিষ্ণুগৃহদ্বারে প্রভু বসিলা আসিয়া ॥ ১৬৪ ॥

বহুদিন পরে আত্মীয়-স্বজনগণের নিমাইকে পরি-বেষ্টন—

তবে আপ্তবর্গ আইলেন সম্ভাষিতে।
সবেই বেড়িয়া বসিলেন চারিভিতে ॥ ১৬৫ ॥

নিজের ও পার্ষদযাদবগণের শরীর এই মর্ত্ত্যলোকে অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না, পরন্তু অন্তর্হিত করিতেই ইচ্ছা করিলেন; যেহেতু মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার আর কি প্রয়োজন? অর্থাৎ ভগবান্ মর্ত্ত্যলোকের অপেক্ষা করেন নাই, পরন্তু স্বীয়-ধাম গোলোকেরই অপেক্ষা করিয়াছেন। স্বর্গস্থিত ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় মর্ত্ত্যলোকে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় তাঁহাদেরই প্রার্থনায় স্বর্গস্থিত ব্রহ্মাদি দেব-গণের প্রতি স্বীয় বৈকুণ্ঠগমন প্রদর্শন অর্থাৎ জ্ঞাপন-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন,—ইহাই বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন। অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা পূর্ব্বোক্ত ভাঃ ৩।২।১১ শ্লোকস্থিত শ্রীউদ্ধব-বাক্যের বিরুদ্ধ বলিয়া শুদ্ধভক্তগণের নিকট অগ্রাহ্য এবং উহা যে অসুরসম্মত ও ভক্তগণের অগ্রাহ্য, তাহা স্বয়ং শ্রীউদ্ধবই (ভাঃ ৩।২।১০ শ্লোকে) বলিয়াছেন,—'ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যে-সকল মর্ত্ত্য যাদব এবং শিশু-পালাদি যে-সকল ভগবানের বৈরভাবাশ্রিত বিরোধিগণ প্রাকৃত-বিরোধমূলে ভগবানের নিন্দা করে, তাহাদের তাদৃশ-বাক্যে কৃষ্ণার্পিত-চিত্ত আমার বুদ্ধি কখনও মোহভ্রান্ত হয় না, অর্থাৎ যাহাদের বুদ্ধি উহাতে মোহপ্রাপ্ত হয়, তাঁহারাও নিশ্চয়ই মায়া-মূঢ়।'—(শ্রীবিশ্বনাথ)।

(শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত মহাভারত-তাৎপর্য্যে ২য় অঃ ৭৯ ৮৩) 'ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর কোথাও জীববৎ জন্মগ্রহণই নাই, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুই বা কোথায়? তিনি কাহারও দ্বারা বধ্য নহেন বা মোহপ্রাপ্ত হন না। নিত্যানন্দৈকস্বরূপ স্বতন্ত্র ভগবানের দুঃখই বা কোথায়? সর্ব্বজগতের উপর প্রভুত্ব করিয়াও ভগবান্ শ্রীহরি সামান্যকৃষকের ন্যায় আপনাকে দুর্ব্বল দেখাইয়া নিত্যলীলাসমূহ অনুষ্ঠান করেন। তবে যে তিনি কখনও কখনও নিজের স্বরূপ জানেন না বা স্ত্রৈণবৎ পত্নী-বিরহে দুঃখী হইয়া সীতার অন্বেষণ করেন, ইন্দ্রজিতের দ্বারা নাগপাশে বদ্ধ হন,—ইত্যাদি লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা তাঁহার অসুরমোহিনী লীলা বলিয়াই বুঝিতে হইবে। তিনি যে অসুরের শস্ত্রাঘাতে মোহ প্রাপ্ত হন, ভিন্নবৎ হইয়া রুধির মোক্ষণ করেন, অজ্ঞের ন্যায় অন্যের নিকট জানিবার ইচ্ছা করেন এবং দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন,—ইত্যাদি লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা অসুরগণের মোহের নিমিত্ত নটের নাট্যাভিনয়ের ন্যায় প্রদর্শন করিয়াছেন; সুরগণ উহাকে 'অসত্যকুহক' অর্থাৎ মিথ্যা বঞ্চনা-মাত্র বলিয়াই জানেন। ভগবান্ শ্রীহরির যে প্রাদুর্ভাব ও তিরো-ভাবাদি-লীলা, তাহা প্রাকৃত-দেহধারী জীবের ন্যায় নহে, পরন্তু তৎসমুদয়—নির্দ্দোষগুণ-সম্পূর্ণ। তদ্ব্যতীত যে অন্যথা-দর্শন, তাহাতে দুষ্টগণই, এমন কি, তত্ত্বানভিজ্ঞ সরল সজ্জন ব্যক্তিগণও মুগ্ধ হন। পরমাত্মা শ্রীহরির এই লীলা—জীব-গণের স্ব স্ব-চিত্তবৃত্তির যোগ্যতানুযায়ি-ফল-প্রাপ্তির নিমিত্তই জানিতে হইবে।

(ঐ মহাভারত-তাৎপর্য্যে ৩২ অঃ ৩৩-৩৪—) 'ভগবান্ হরি যে-যে-আবির্ভাব-কালে ভ্রান্তি বা মায়া প্রদর্শন করেন না, সর্ব্বজীবপ্রভু ঈশ্বর অচ্যুত স্বয়ং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হইয়াও সেই সেই তিরোভাবেই আবার জীবদেহের ত্যাগানুকরণে অসুরগণকে অন্ধতমো-লোক লাভ করাইবার নিমিত্ত মোহিত করিয়া পরিত্যক্ত মৃতদেহবৎ অপর একটী ভৌতিক দেহ সৃষ্টি করিয়া উহাকেই পৃথিবীতে শয়ান রাখিয়া স্বয়ং বৈকুণ্ঠে গমন করেন।'

শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ে 'দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য' বলিয়া প্রসিদ্ধ তার্কিক-করি-কেশরী শ্রীবাদরাজস্বামি-কৃত 'যুক্তিমল্লিকা'-গ্রন্থের অন্তর্গত 'শুদ্ধিসৌরভ' নামক অংশে ১৮-৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য, এবং ৩৭-৩৯ সংখ্যায়—"চক্ষুর্দ্বারা চন্দনকাষ্ঠ দর্শন করিলে, 'ইহা সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠ'—চন্দনকাষ্ঠের সম্বন্ধে এই যে সুগন্ধবিষয়ক জ্ঞান, তদ্বিষয়ে চক্ষু নাসিকারই সাহায্য গ্রহণ করে; অন্যথা, পূর্ব্বে নাসিকা-দ্বারা চন্দনকাষ্ঠের সৌরভ অনুভূত না থাকিলে, চক্ষুর্দ্বারা দর্শন-মাত্রেই যেমন উহার সৌরভ-জ্ঞান হইতে পারে না, তদ্রূপ অন্যান্য প্রমাণগুলিও শ্রৌতার্থ-জ্ঞাপনে শ্রুতিরই সাহায্য গ্রহণ করে; সুতরাং অপ্রাকৃত-বস্তুর উপলব্ধিতে শ্রুতিরই প্রাবল্য বলিয়া

পূর্ব্ববঙ্গে স্ফূর্ত্তিলীলার ন্যায় প্রভুর সহর্ষে আলাপ—

সবার সহিত প্রভু হাস্য-কথা-রঙ্গে।
কহিলেন যেমত আছিলা বঙ্গে রঙ্গে ॥ ১৬৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক পূর্ব্ববঙ্গবাসীর কথা ও সুরের রহস্যপূর্ব্বক অনুকরণ—

বঙ্গদেশী-বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া-হাসিয়া ॥ ১৬৭ ॥

আনন্দমধ্যে নিরানন্দোদয়-সম্ভাবনা-ভয়ে প্রভুসকাশে সকলের লক্ষ্মীদেবীর তিরোভাব-কথা গোপন—

দুঃখরস হইবেক জানি' আপ্তগণ।
লক্ষ্মীর বিজয় কেহ না করে কথন ॥ ১৬৮ ॥

আত্মীয়স্বজনগণের স্ব-স্ব-গৃহে গমন—

কতক্ষণ থাকিয়া সকল আপ্তগণ।
বিদায় হইয়া গেল, যার যে ভবন ॥ ১৬৯ ॥

অপ্রাকৃত-বস্তুবিচার-বিষয়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসমূহ উপজীব্য-শ্রুতির বিরোধ-নিবন্ধন স্বার্থ-সাধনে সমর্থ নহে; অতএব ঈশ্বর-তত্ত্ব-বিচার-বিষয়ে অজ্ঞগণের দোষ-দৃষ্টি কখনই প্রমাণ হইতে পারে না।'

এতদ্ব্যতীত গীতায় ৪।৬, ৯, ১৪; ৭।৬, ৭, ২৪, ২৫; ৯।৮, ৯, ১১, ১২, ১৩; ১০।৩, ৮; ১৬।১৯, ২০ প্রভৃতি শ্লোক বিশেষভাবে আলোচ্য।

অতি-অলক্ষিতে,—(ভাঃ ১১।৩১।৮-৯ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের উক্তি—) 'দেবাদয়ো ব্রহ্মমুখ্যা ন বিশন্তং স্বধামনি। অবিজ্ঞাতগতিং কৃষ্ণং দদৃশুশ্চাতিবিস্মিতাঃ॥ সৌদামন্যা যথাকাশে যান্ত্যা হিত্বাভ্রমণ্ডলম্। গতির্ন লক্ষ্যতে মর্ত্ত্যৈস্তথা কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ ॥' অর্থাৎ—

অচিন্ত্যগতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধামে প্রবেশকালে ব্রহ্মপ্রমুখ-দেবগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, কেহ কেহ বা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। মেঘমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুতের আকাশ-গমন-কালে মানবগণ যেমন উহার গতি লক্ষ্য করিতে পারেনা, পরন্তু দেবগণই উহা লক্ষ্য করিতে পারেন, তদ্রূপ ব্রহ্মাদি-দেবগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চপরিত্যাগ-রূপ অন্তর্দ্ধান-গতি লক্ষ্য করিতে পারিলেন না, পরন্তু কেবল তদীয় পার্ষদগণই তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন॥ ১০৪ ॥

প্রাণাধিক পুত্ররত্ন শ্রীগৌরসুন্দরে. [illegible]শূন্য অবস্থা-স্মরণে শচীদেবী অবর্ণনীয় দুঃখ-সাগরে পতিতা হইয়া পাষাণ-দ্রাবক করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রতিবেশী সজ্জনগণও অত্যন্ত দুঃখভারার্দ্র-হৃদয়ে শ্রদ্ধা-ভরে লক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবীর অপ্রকট-মহোৎসব-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন ॥ ১০৬-১০৮ ॥

সুরঙ্গ-কম্বল,—অত্যুজ্জ্বল সুন্দর মনোরম রঙ্-এর কম্বল; এস্থলে, রঙ্গীন শাল (?) ॥ ১১১ ॥

প্রভু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে অনেকগুলি বিদ্যার্থী তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত অনুগমনে একত্র নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন ॥ ১১৫ ॥

সুকৃতি ব্রাহ্মণ,—ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্মণত্বই বা ব্রহ্মণ্যদেবের জ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সমস্ত সৎকর্ম্ম-ফলের একমাত্র চরম অবস্থা সেই ব্রহ্মজ্ঞ যদি ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সেবায় মনো-নিবেশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সৌভাগ্যসীমা অতুলনীয়া। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, সহস্রব্রাহ্মণ অপেক্ষা এক-জন যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সহস্রযাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা এক-জন সর্ব্ববেদান্ত-পারদর্শী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, কোটিসর্ব্ববেদান্তবিৎ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, সহস্রবিষ্ণুভক্ত অপেক্ষা একজন ঐকান্তিক-বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। তাদৃশ ব্যক্তিকেই 'সারগ্রাহী' বলা হয়। সারগ্রাহীর বিপরীত ভারবাহী অর্থাৎ যিনি শ্রুতি ও তদনুগ-শাস্ত্রের সার আশয় মর্ম্ম বা তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া নির্ব্বুদ্ধিতা-বশতঃ বাহ্য-বিচার লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, তিনি সারগ্রাহী না হইয়া 'ভারবাহী'। অন্যা-ভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণকেই ভারবাহী বলা হয়। শুদ্ধভক্ত বা বৈষ্ণবই একমাত্র চতুর ও বুদ্ধিমান্; তিনি বৃথা ভারবাহিত্ব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রের যথার্থ গুহ্যতম তাৎ-পর্য্যে সম্যক্ অভিজ্ঞ ॥ ১১৬ ॥

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া অভীষ্ট-বস্তুর লাভ হয়, তাহাকে 'সাধন' বলে। ভক্তি-শাস্ত্রে উহাই অভিধেয় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। অভক্তগণের মধ্যে সম্বন্ধজ্ঞানাভাব-বশতঃ নানাপ্রকার অভিনব কল্পনা-মূলে অভীষ্ট-সিদ্ধি-প্রাপ্তির উপায় বর্ণিত ও প্রবর্ত্তিত আছে। তপঃ, ইজ্যা, পুরশ্চরণ, ব্রত,

গৌর-নারায়ণের তাম্বুল-ভোজনমুখে কৌতুক-রহস্যালাপ—

বসিয়া করেন প্রভু তাম্বূল চর্ব্বণ।
নানা-হাস্য-পরিহাস করেন কথন ॥ ১৭০ ॥

বধূ-বিরহ-কাতরা শচীর পুত্রবধূ-বিয়োগ-দুঃসংবাদে পুত্রের মনঃকষ্ট-ভয়ে দূরে অবস্থান—

শচী-দেবী অন্তরে দুঃখিতা হই' ঘরে।
কাছে না-আইসেন পুত্রের গোচরে ॥ ১৭১ ॥

স্বাধ্যায়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদি-বায়ু-সংযম-দ্বারা কুম্ভক, পূরক ও রেচকাভ্যাস, নির্ব্বপণ, ত্যাগ, আসন, ত্রিসবন-স্নানাদি, তীর্থ-পর্য্যটন, চিত্তনিরোধ-চেষ্টা-মূলে ধ্যান-ধারণা এবং কর্ম্মপর অর্চ্চন প্রভৃতি নানা পন্থা সাধারণতঃ দৈব-মায়া-মোহিত ভারবাহি-জনগণ-কর্ত্তৃক সাধনরূপে নির্ণীত হয়। তাদৃশ সাধনগুলি—জীবছলনারই প্রকারান্তর-মাত্র। বস্তুতঃ একমাত্র বৈষ্ণবই প্রকৃত শুদ্ধসাধন ও সাধ্য-তত্ত্বনিরূপণ ও বিচার করিতে সমর্থ। আর বিষ্ণুভক্তি-রহিত ব্যক্তি সাধন-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গেলে তাহার পথ ভ্রষ্ট হইবারই অধিক সম্ভাবনা। বিশেষতঃ, তারতম্য-বিচারে দেখা যায় যে, মনোধর্ম্মের সাহায্যে সাধনতত্ত্ব-নিরূপণ-চেষ্টা বদ্ধ-জীবের ভ্রম, প্রমাদ ও বিঘ্ন আনয়ন করে এবং নিত্যসত্য বাস্তব সাধ্য-তত্ত্বে উপনীত হইতে দেয় না।

সাধ্য-বিচারে মুমুক্ষু-সম্প্রদায় ত্রিবিধ আত্যন্তিক দুঃখ হইতে পরিত্রাণ-লাভকেই সাধ্য বলিয়া নির্ণয় করিতে গিয়া ভ্রান্ত হন। বুভুক্ষুসম্প্রদায় ইহামুত্র ইন্দ্রিয়তর্পণকেই 'সাধ্য' এবং মুমুক্ষুগণ নির্ভেদব্রহ্মসাযুজ্যকেই 'সাধ্য' বলিয়া নির্ণয় করেন। তাঁহাদের বিচার-ধারণার মূলে কেবলমাত্র ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। শাস্ত্রের সারগ্রাহী ভগবদ্ভক্তগণ বুভুক্ষু বা মুমুক্ষুগণের বিচার অবলম্বন না করিয়া সাধ্যবিচারে 'ভগবৎপ্রেমা'কেই লক্ষ্য করেন। তাঁহারা স্বর্গসুখ বা নির্ভেদ ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ ভাবদ্বয়কে 'কৈতব' বলিয়াই জানেন। তাৎকালিক বঙ্গদেশে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি নানা-সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতাভিমানিগণ প্রকৃত শুদ্ধসাধ্যসাধনতত্ত্বে অনভিজ্ঞ থাকায় শ্রুতি ও তদনুগশাস্ত্রের সারগ্রহণে পরম-যোগ্যতা-বিশিষ্ট তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শুশ্রূষু সুকৃতব্রাহ্মণ তপনমিশ্র তাঁহাদের নিকট সাধ্যসাধনতত্ত্ববিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াও কাহারও নিকট কোনও সদুত্তর লাভ করেন নাই ॥ ১১৭ ॥

সোয়াস্তি,—(সংস্কৃত 'স্বস্তি'-শব্দের অপভ্রংশ), চিত্তের স্থিরতা, শান্তি।

অহর্নিশ অভীষ্ট দেবতার মন্ত্র জপ করিয়াও তাঁহার চিত্তে শান্তিলাভ ঘটে নাই। ভক্তিশাস্ত্রে চতুঃষষ্টিপ্রকার সাধন-অঙ্গের বিষয় বর্ণিত আছে। আবার, সকলসাধনাঙ্গের মধ্যে পাঁচপ্রকার সাধনাঙ্গেরই শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ। ভক্তির কোন অঙ্গই সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতে পারেনা,—যে কাল-পর্য্যন্ত না এবং যদি না, শ্রীনামকীর্ত্তনের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। সাধন-ব্যতীত চিত্তে কখনও শান্তিলাভ ঘটে না,—একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণ-প্রীতিমূলক শ্রীনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র সাধন এবং তদ্দ্বারা একমাত্র সাধ্য কৃষ্ণ-প্রেমার লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধনে সিদ্ধি-লাভ দুরূহ ও তাহা অসম্পূর্ণ মাত্র ॥ ১১৮ ॥

বেদ-গোপ্য,—সর্ব্বসাধারণ-লোকের নিকট বেদ-শাস্ত্রের গুপ্তরহস্য কখনও প্রকাশিত হয় না, কিন্তু যিনি—প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রৌত-পন্থী অর্থাৎ আচার্য্যবান্ পুরুষ, তাঁহার হৃদয়েই বেদের নিগূঢ় সত্যার্থ প্রকাশমান হয়। অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তির সাহায্যে সাধারণ-ভাবে যে-সকল কথা ভোগী ও ত্যাগিসম্প্রদায় বুঝিয়া থাকেন, উহা বেদের বাহ্যার্থ মাত্র; বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তির আশ্রিত প্রকৃত শ্রৌতপন্থী বেদ-পাঠীর উহা জ্ঞেয় বিষয় নহে ॥ ১২৪ ॥

অহো ভাগ্য মানি',—স্বীয় অসামান্য সৌভাগ্য বুঝিয়া ॥১২৬॥

অখণ্ড সুকৃতি-সম্পন্নব্যক্তিরই জন্ম-জন্মান্তরীণ পুঞ্জ-পুঞ্জ-সুকৃতি-ফলে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদিত হয়। সর্ব্বভাবে জীবের তাহাই একমাত্র প্রয়োজন। সর্ব্বথা-শব্দে—সর্ব্বপ্রকারে; পাঠান্তরে,'সর্ব্বদা'-শব্দে—সর্ব্ব-সিদ্ধি অভীষ্ট পরমার্থপ্রদ ॥১৩২॥

প্রভুর সেবন—অত্যন্ত দুরধিগম্য ব্যাপার। আদৌ 'কে প্রভু? কাহারা তাঁহার দাস?'—এই সমস্ত বিচারে অনেক সময় সংসারি-জীবের ভ্রম হয়। মায়াবদ্ধ জীব সর্ব্বদা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আপনাকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অন্যের নিকট হইতে লাভ, পূজা বা প্রতিষ্ঠার আশা করে। তদ্বিপরীত

মাতার অদর্শন-লাভে প্রভুর স্বয়ং মাতৃসমীপে গমন—

আপনি চলিলা প্রভু জননী-সম্মুখে।
দুঃখিত-বদনা প্রভু জননীরে দেখে ॥ ১৭২ ॥

মধুরবাক্যে প্রভুর মাতৃ-দুঃখের কারণ-জিজ্ঞাসা—

জননীরে বলে প্রভু মধুর বচন।
"দুঃখিতা তোমারে, মাতা, দেখি কি-কারণ ?১৭৩

ভাব অর্থাৎ নিষ্কপট দৈন্য ও প্রপত্তির ভাব যাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়, তিনিই ধন্য। তাদৃশ সুকৃতি-সম্পন্ন-ব্যক্তিই ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। তিনি নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণে বা অপরের নিকট হইতে পূজা-গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে না। ইহ-জগতে শুদ্ধভক্তিহীন অনর্থযুক্ত জীব সর্ব্বদা অন্যের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করে। কালে-কালে মায়া-বদ্ধ দীনজীব-গণকে অনর্থাধিক্য হইতে মোচন করিবার জন্য এইসকল ভাগবত-কথা আলোচনা-মুখে ভগবান্ ও ভক্তগণ প্রচার করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা যুগোচিত ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়। সাধারণতঃ কাল চারিভাগে বিভক্ত—কৃত বা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। আদিমকালে যখন জীবের চিত্তে সরলতার অভাব ছিল না, সেইকালে জীব-হৃদয়ে ভগবদ্ধ্যানের সম্ভাবনা ছিল এবং তাহাই কৃতযুগ বলিয়া কথিত হইত। পরে যজ্ঞ-বিধির দ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনাই যুগ-ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত ছিল। এই কালে ত্রিপাদ-ধর্ম্মের অধিষ্ঠান থাকায় উহা ত্রেতাযুগ বলিয়া সংজ্ঞিত হইত। ধর্ম্মের অর্দ্ধাবসানে যুগ-ধর্ম্ম অর্চ্চ্যবিষ্ণুর অর্চ্চন-মূলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন দ্বিপাদ-ধর্ম্মের অধিষ্ঠান-হেতু উহা দ্বাপরযুগ-নামে অভিহিত হইত। তৎপর ক্রমশঃ দ্বিপাদ-ধর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া কলির প্রারম্ভে একপাদমাত্র অবশিষ্ট হইল। কলিযুগে যখন একপাদ ধর্ম্মও ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত অন্যপ্রকার সাধন-প্রণালীর অধিষ্ঠান থাকিতে পারে না। নাম-সঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগের ধর্ম্ম। যেস্থানে কৃষ্ণ-নাম-কথা-প্রচারের অভাব, সেইস্থানেই প্রচার-রহিত নির্জ্জন-ভজন-মুখে অর্চ্চনাদি, বাহ্যানুষ্ঠানমুখে ৲ [illegible] এবং পুনরায় নির্জ্জন-ভজন-চেষ্টা-মূলে ধ্যান-স্মরণাদির প্রক্রিয়া। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাগ্‌যুগত্রয়ের সাধন-প্রণালী-ত্রয় অপেক্ষা নাম-সঙ্কীর্ত্তনেরই প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছেন। যাঁহারা কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা অস্বীকার করেন, তাঁহাদের নিকট শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচারিত নাই জানিতে হইবে ॥ ১৩৩ ॥

আদি, ২য় অঃ ১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৩৫ ॥

যদুগণের পুরোহিত মহর্ষি গর্গ বসুদেবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ব্রজে নন্দালয়ে আগমনপূর্ব্বক নন্দের নিকট সৎকার-লাভানন্তর তদীয় প্রার্থনা ও স্বীয় ইচ্ছার পূরণার্থ গোপনে রাম ও কৃষ্ণ, উভয়ের নামকরণাদি দ্বিজাতিসংস্কার প্রদান করিয়া, উভয়ের তত্ত্ব-কীর্ত্তন-মুখে প্রথমতঃ বলরামের নাম-করণের কারণ ব্যাখ্যা করিবার পর কৃষ্ণের নামকরণের হেতু বর্ণন করিতেছেন,—

অন্বয়। অনুযুগং (যুগে যুগে) তনূঃ (শ্রীমূর্ত্ত্যবতারান্) গৃহ্নতঃ (স্বীকুর্ব্বতঃ প্রকটয়তঃ বা) অস্য (তব নন্দনস্য) হি (নিশ্চয়ে) শুক্লঃ রক্তঃ তথা পীতঃ (ইতি) ত্রয়ঃ বর্ণাঃ (রূপত্রয়-বিশিষ্টাঃ অবতারাঃ) আসন্ (অভবন্), ইদানীং (দ্বাপর-শেষাংশে) কৃষ্ণতাং (কৃষ্ণবর্ণত্বং) গতঃ (প্রাপ্তঃ, অতঃ অস্য কৃষ্ণঃ ইতি অস্য নাম স্যাৎ)। অথবা,

অনুযুগং (প্রতিযুগং) তনূঃ গৃহ্নতঃ (প্রাদুর্ভবতঃ) অস্য (তব পুত্রস্য) হি (যদ্যপি) ত্রয়ঃ (কৃষ্ণাৎ অন্যে শুক্লাদয়ঃ ত্রয়ঃ) বর্ণাঃ (রূপাণি) আসন্ (বভূব, তথাপি) ইদানীং (এতৎ-প্রাদুর্ভাববতি দ্বাপরান্তে) শুক্লঃ রক্তঃ তথা পীতঃ (এতদ্রূপাঃ-সর্ব্বযুগাবতারাঃ, তদুপলক্ষণে তু, অন্যে সর্ব্বে প্রাভব-বৈভব প্রকাশ-বিলাস-স্বাংশ-তদেকাত্ম-পুরুষ-যুগ-মন্বন্তরাবতারাদি-বিষ্ণুরূপাঃ অপি) কৃষ্ণতাং গতঃ (এতস্মিন্ কৃষ্ণে অন্তর্ভূতঃ, অতঃ সর্ব্বাবতারী কৃষ্ণোঽয়ং স্বয়ংরূপঃ পূর্ণতমঃ পরমেশ্বরঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ ইতি নিষ্কর্ষঃ) ॥ ১৩৬ ॥

অনুবাদ। হে নন্দ, তোমার এই পুত্র যুগে-যুগে শ্রীমূর্ত্তি প্রকটনপূর্ব্বক শুক্ল, রক্ত ও পীত, এই বর্ণত্রয় ধারণ করিয়াছেন ; অধুনা এই দ্বাপর-যুগের শেষাংশে ইনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন (অতএব ইঁহার কৃষ্ণনামকরণ সম্পাদিত হউক); অথবা, প্রতিযুগে অবতরণকারী তোমার এই পুত্রের পূর্ব্বে যদিও শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ এবং অন্যান্য দ্বাপরযুগে শুকপক্ষীর ন্যায় বর্ণ প্রকটিত হইয়াছিল, তথাপি সেই শুক্ল, রক্ত, পীত এবং তদুপলক্ষণে অন্য যাবতীয় প্রাভব-বৈভব-

দূরভ্রমণ-জনিত স্বীয় শ্রমাপনোদন-বিষয়ে উদাসীনা মাতাকে স্নেহভরে অনুযোগ—

কুশলে আইনু আমি দূর-দেশ হৈতে।
কোথা তুমি মঙ্গল করিবা ভাল-মতে ॥ ১৭৪ ॥

শচীমাতার ক্ষুব্ধানন-দর্শনে নিমাইর তৎকারণ-জিজ্ঞাসা—

আর তোমা' দেখি অতি-দুঃখিত-বদন।
সত্য কহ দেখি, মাতা, ইহার কারণ ?" ১৭৫ ॥

প্রকাশ-বিলাস-স্বাংশ-তদেকাত্ম-যুগ-মন্বন্তরাদি সমস্ত অবতারই সম্প্রতি কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাবতারী স্বয়ংরূপ বিষ্ণুপরতত্ত্ব ভগবান্ ॥ ১৩৬ ॥

'এইভাবে ক্রমশঃ ভগবজ্জন্ম-বৃত্তান্ত-বর্ণনাকাঙ্ক্ষায় কিংবা শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যাদি বর্ত্তমান বক্তব্য-বিষয়ের বিস্তারাভিপ্রায়ে সূচী-কটাহ-ন্যায়ানুসারে (অর্থাৎ পূর্ব্বে অল্পতর আয়াস-সাধ্য বিষয়-সম্পাদনের পর অধিকতর আয়াস-সাধ্য বিষয়-সম্পাদন কর্ত্তব্য,—এই রীত্যনুসারে) বলরামের নামকরণাদি বর্ণন করিবার পর এক্ষণে "কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দঃ"—কৃষ্ণনামের এই নিরুক্তি সঙ্গোপনপূর্ব্বক কৃষ্ণের সুচারু শ্যাম-বর্ণ-নিবন্ধন পরমসৌন্দর্য্য বর্ণন করিবার আকাঙ্ক্ষায় 'কৃষ্ণ' এই নামটী প্রকাশ করিতে গিয়া বর্ত্তমানশ্লোকের অবতারণ করিতেছেন। সত্য-ত্রেতাদি তিন-যুগে শ্রীমূর্ত্তি-প্রকটকারী (তোমার) এই তনয়ের ক্রমশঃ শুক্লাদি তিনটী বর্ণ (প্রকটিত) হইয়াছিল। হি-শব্দে নিশ্চয় অথবা প্রসিদ্ধি। পূর্ব্বের ন্যায় এই কলির প্রারম্ভে ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া প্রকট হইলেন। তত্ত্ব-দৃষ্টিতে সচ্চিদানন্দঘন বলিয়া রূপ ও রূপীর সম্পূর্ণ অভেদ-নিবন্ধন নিত্যত্বসত্ত্বেও কৃষ্ণবর্ণের সংগোপন করিবার নিমিত্ত ঐরূপ কথিত হইল; অন্যথা, নিত্য শ্যামসুন্দর বলিয়া 'ইনি—সুপ্রসিদ্ধ সাক্ষাদ্ভগবান্ শ্রীনারায়ণ' এইরূপ জ্ঞানের সম্ভাবনা ঘটে।'

অথবা, এই শ্লোকের এইরূপ অর্থও হইতে পারে—

'বারংবার মূর্ত্তিগ্রহণকারী (তোমার) এই তনয়ের শুক্লাদি তিনটী বর্ণই (প্রকটিত) ছিল; ইদানীং তোমার পুত্রস্বরূপে ইনি জগন্মনোহর শ্যামবর্ণ হইলেন' ইত্যাদি বাক্য শ্রীনন্দমহারাজের সন্তোষের নিমিত্তই কথিত হইয়াছে। এই-ভাবে বিভিন্ন অবতারাবলীর নাম ও রূপের বৈচিত্র্য-নিবন্ধন ইনি 'কৃষ্ণ'নামে প্রকট হইয়াছেন,—এইরূপ অর্থও দ্রষ্টব্য।' (—শ্রীসনাতনপ্রভুকৃত 'বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী')।

প্রতিযুগে এই বালকরূপী ভগবানের তিনটী বর্ণ প্রকটিত ছিল; যথা—শুক্ল, রক্ত ইত্যাদি। কিন্তু ইদানীং তনুগ্রহণ-সূত্রে (অর্থাৎ অবতারপ্রকটনসূত্রে) তোমার পুত্রত্ববিষয়ে তিনিই কৃষ্ণত্ব বা সাক্ষান্নারায়ণত্ব অর্থাৎ রূপগুণাদির দ্বারা তাঁহার তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী ১৯শ শ্লোকেও "ইনি গুণে নারায়ণের সমান" এইরূপ ভাবে উপসংহার করা হইবে। এইরূপে সেই সেই উপাসনা-প্রভাবরূপ পূর্ব্বাচার কথিত হইল। অতএব (এই মাধুর্য্যবিগ্রহের) পরমোৎকর্ষরূপ নিত্যাধিষ্ঠান-নিবন্ধন 'কৃষ্ণ' এই মুখ্যনামই জানিতে হইবে,—ইহাই ভাবার্থ।' (—'ক্রমসন্দর্ভ')।

'এইভাবে ক্রমশঃ ভগবানের জন্মবৃত্তান্ত-বর্ণনাকাঙ্ক্ষায় শ্রীবলদেবের নামসমূহ ব্যক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নামসমূহ প্রকাশ করিতে গিয়া বর্ত্তমান-শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। যুগে-যুগে বারংবার তনুগ্রহণকারী এই বালকরূপী ভগবানের শুক্লাদি তিনটী বর্ণ (প্রকটিত) ছিল। ইদানীং তোমার পুত্র-স্বরূপে ইনি জগন্মোহন শ্যাম-বর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন। বক্তব্য এই যে, 'তনুগ্রহণ' এই স্বতন্ত্র-ভাবের উক্তি-নিবন্ধন উহা যোগ-প্রভাবের ন্যায় কথিত হইয়াছে। সেস্থলে শুক্লাদি রূপ-গ্রহণ-দ্বারা শ্রীনারায়ণ-স্বভাবের অভিব্যক্তি-নিবন্ধন তাঁহারই উপাসনা-যোগ পর্য্যবসিত হইয়াছে। সেই নারায়ণের অংশভূত পূর্ব্ব পূর্ব্ব শুক্লাদি-অবতারের উপাসনা-দ্বারা সেই সেই অবতারের সাম্যাদি-প্রাপ্তি-নিবন্ধন শুক্লতাদি-প্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু সম্প্রতি কৃষ্ণবর্ণ-রূপে প্রসিদ্ধ সাক্ষাৎ-নারায়ণের উপাসনা-দ্বারা তাঁহার সাম্য-প্রাপ্তি-নিবন্ধন কৃষ্ণবর্ণেরই প্রাপ্তি ঘটে; পরবর্ত্তী ১৯শ শ্লোকেও বলা হইবে যে, "ইনি গুণে নারায়ণের সমান।' এইরূপে পূর্ব্বাচার কথিত হইল এবং পরম-ভাগবত শ্রীনন্দকেও সন্তুষ্ট করা হইল।

এইরূপ পরমোৎকর্ষপ্রাপ্তিদ্বারা স্বরূপনিষ্ঠত্ব-নিবন্ধন তাঁহার 'কৃষ্ণ' এই নামটীকেই 'মুখ্য' জানিতে হইবে।

নিমাইর কথা-শ্রবণে মৌনভাবে শচীর আনতমুখে ক্রন্দন—

শুনিয়া পুত্রের বাক্য আই অধোমুখে।
কান্দে মাত্র, উত্তর না করে কিছু দুঃখে ॥ ১৭৬ ॥

মাতৃ-সমীপে বধূ লক্ষ্মীদেবীর তিরোভাববার্ত্তা-শ্রবণোল্লেখ—

প্রভু বলে,—"মাতা, আমি জানিলু সকল।
তোমার বধূর কিছু বুঝি অমঙ্গল ?" ১৭৭ ॥

অতএব (কেবল 'রূপে' নহে,) নামেও যে ইনি কৃষ্ণতা লাভ করিলেন, এইরূপ অর্থও জ্ঞাতব্য,—ইহাই অভিপ্রায়। যুগে-যুগে তনুগ্রহণকারী ভগবানের তিনটীবর্ণ প্রকট হইয়াছিল। তন্মধ্যে শুক্লবর্ণ অবতার, রক্তবর্ণ অবতার, পীতবর্ণ অবতার, এবং এই উপলক্ষণে বর্ণান্তরবিশিষ্ট অবতারগণ (অর্থাৎ অন্যান্য দ্বাপরযুগীয় শুকপক্ষ-বর্ণ অবতারও), সকলেই সম্প্রতি এই বালকরূপী ভগবানের আবির্ভাব-সময়ে এই কৃষ্ণ-বর্ণের অভ্যন্তরে অন্তর্ভুক্ত হইলেন। সমস্ত অংশ গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং অবতীর্ণ হওয়ায়, স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ অর্থাৎ নিজের সমস্ত অংশকে কৃষ্ণবর্ণীকরণ-নিবন্ধন এবং সকলকে আকর্ষণ করায়, তাঁহার 'কৃষ্ণ' এই নামটীই মুখ্য। অতএব 'কৃষির্ভূবাচকঃ' —কৃষ্ণ-শব্দের এই নিরুক্তিটীও বৃহত্ত্বমানন্দে সকল-বস্তুই অন্তর্ভূত বলিয়া সমস্তই পূর্ব্বোক্ত অর্থের অন্তর্গত হইতেছে। অতএব তাঁহার এই মহানামটী স্বাভাবিক। প্রণবের অভ্যন্তরে বেদসমূহের ন্যায় কৃষ্ণনামের অভ্যন্তরেও অন্য-সমস্ত বিষ্ণুনাম এবং কৃষ্ণরূপের অভ্যন্তরেও সমস্ত বিষ্ণুরূপই অন্তর্ভুক্ত। ইহা যুক্তিযুক্তও বটে, যেহেতু বিষ্ণুতত্ত্বের অন্য নাম-সমূহ—এই বিশেষ্যরূপ কৃষ্ণ-নামেরই বিশেষণ-স্বরূপ। প্রভাসখণ্ডেও—'মধুর হইতে মধুর নিখিল মঙ্গলসমূহের মধ্যে একমাত্র মঙ্গল' ইত্যাদি যে শ্লোকটী আছে, তাহার সর্ব্বশেষে 'কৃষ্ণনাম' এই শব্দটী বর্ত্তমান। অন্যত্রও—'হে পরন্তপ, সমস্তবিষ্ণুনামের মধ্যে আমার 'কৃষ্ণ' এই নামটীই মুখ্য। অতএব এই কৃষ্ণনামের প্রথম অক্ষরটীও 'মহামন্ত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ।' (—শ্রীজীব-প্রভুকৃত 'লঘুতোষণী') ॥ ১৩৬ ॥

'কলির মহা-দোষগুলি কি-উপায়ে ভগবান্ বিনাশ করিয়া থাকেন ?'—পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব কলির মহা-দোষ-সত্ত্বেও এই একটীমাত্র মহাগুণের কথা বর্ণন করিতেছেন,—

অন্বয়। কৃতে (সত্যযুগে) বিষ্ণুং (সর্ব্বেশ্বরেশ্বরং পরংব্রহ্ম) ধ্যায়তঃ (ধ্যানকারিণঃ জনস্য) ত্রেতায়াং (ত্রেতা-যুগে তমেব বিষ্ণুং) মখৈঃ (যজ্ঞৈঃ) যজতঃ (যজনকারিণঃ জনস্য) দ্বাপরে (দ্বাপরযুগে চ তস্যৈব বিষ্ণোঃ) পরিচর্য্যায়াং (অর্চ্চনে) যৎ (ফলং লভ্যতে ইতি শেষঃ), কলৌ (কলিযুগে) হরি-কীর্ত্তনাৎ (তস্যৈব হরেঃ নামরূপগুণলীলা-কীর্ত্তনাৎ এব) তৎ (সর্ব্বং লব্ধং ভবতি ইতি শেষঃ, নান্যস্মিন্ যুগে ; উক্তঞ্চ —"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥" ইতি) ॥ ১৩৮ ॥

অনুবাদ। সত্যযুগে ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্যানকারি-ব্যক্তির ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদির দ্বারা বিষ্ণুর যজনকারীর এবং দ্বাপর-যুগে বিষ্ণুর অর্চ্চনে যে হরিতোষণরূপ ফললাভ হয়, কলিযুগে ভগবান্ শ্রীহরির কীর্ত্তনপ্রভাবে সেই সমস্ত ফল-লাভ হয় ॥১৩৮॥

যুগ-চতুষ্টয়ে ভিন্ন ভিন্ন অভিধেয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। কলিযুগের সাধনবর্ণনায় কৃষ্ণনাম-যজ্ঞেরই উৎকর্ষ প্রদর্শিত হওয়ায় অর্চ্চন, যজ্ঞ ও ধ্যানপ্রভৃতির দ্বারা জীবের চরম সাধ্য-বস্তু বা প্রয়োজন-লাভ ঘটে না। নির্ব্বোধ লোক-সকল কৃষ্ণ-কীর্ত্তন পরিহার করিয়া বৈতানিক মহা-কর্ম্মকাণ্ড বা নির্ব্বেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান-কাণ্ডাদি ইতর-পন্থা গ্রহণ করে। তদ্দ্বারা তাহাদিগের কখনই স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অথবা ভববন্ধ হইতে মুক্তি-লাভের সম্ভাবনা নাই ॥১৩৯॥

যাহারা প্রপঞ্চে ভগবত্তোষণ-মূলে সকলকার্য্য করিবার কালে ভগবানের নাম অনুক্ষণ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে নিত্য ভগবৎস্মৃতি-পরায়ণ মুক্তপুরুষ বলিয়া বেদশাস্ত্র গান করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ প্রাকৃত মূঢ়লোক সেই-সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া বলেন যে, বেদ কখনও তাঁহাদের সম্বন্ধে গান করেন না, অতএব তাঁহাদের ঐরূপ অনুক্ষণ শ্রীনাম-কীর্ত্তন-বিচার গ্রহণীয় নহে! তাঁহাদিগের অজ্ঞানতিমিরান্ধচক্ষুর উন্মীলনের জন্য পরমকরুণ গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, ভগবন্নামকীর্ত্তনকারীর অপ্রাকৃত প্রকৃত-মাহাত্ম্য বেদও গান করিতে সম্যক্ অসমর্থ। তাৎপর্য্য এই যে, সাধারণ প্রাকৃত-লোকের অক্ষজ-জ্ঞানের অতীত বলিয়া বেদ ভগবন্নামকীর্ত্তনকারীর মাহাত্ম্য প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করেন নাই। সুতরাং সাধারণ নির্ব্বোধ লোক-

প্রভুর কারণ-জিজ্ঞাসায় তৎসমীপে আপ্ত প্রতিবেশিগণের লক্ষ্মীদেবীর তিরোভাব-কথা প্রকাশ—

তবে সবে কহিলেন,—"শুনহ, পণ্ডিত!
তোমার ব্রাহ্মণী গঙ্গা পাইলা নিশ্চিত॥" ১৭৮॥

মহালক্ষ্মী-বিরহে গৌর-নারায়ণের মৌনভাব—

পত্নীর বিজয় শুনি' গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
ক্ষণেক রহিলা প্রভু হেঁট মাথা করি'॥ ১৭৯॥
প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়া স্বীকার।
তুষ্ণী হই' রহিলেন সর্ব্ব-বেদ-সার॥ ১৮০॥

গণের অক্ষজধারণার উপযোগিবিষয়ই বেদে গীত হইয়াছে বলিতে গেলে তাঁহারা ঐ নামকীর্ত্তনকারীর গুণরাশিকে বেদাতীত অসামান্য ব্যাপার বা তদূর্দ্ধে অবস্থিত বলিয়া জানিতে পারেন। সাধারণতঃ বিধি-নিষেধের দ্বারা কর্ম্মফল-বাধ্য জীবকে সৎপথে আনয়নই বেদের বাহ্য তাৎপর্য্য। যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎশ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদিতে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের নিকট বেদের প্রতিপাদিত ও নিষিদ্ধ ব্যাপার কিছুই নাই। স্বাভাবিকভাবেই তাঁহাদের হৃদয়ে ঐ প্রকার বৃত্তি অবস্থিত। শ্রীভগবন্নাম সাক্ষাদ্ বৈকুণ্ঠ বস্তু। উহা জড়জগতের কোন জীবভোগ্যদ্রব্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংজ্ঞা বা শব্দ নহে। অতএব যিনি চিৎ ও অচিৎ এই উভয় জগতের একমাত্র আরাধ্য শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই পরম-মুক্ত পুরুষ; লৌকিক-পরিমাণ-দ্বারা তাঁহার পরিমিতি চেষ্টা নিতান্ত অসম্ভব॥ ১৪০॥

জ্ঞান-কর্ম্মাদি প্রাকৃত অভিধেয় ব্যতীত ও সত্য-যুগের ধ্যান, ত্রেতাযুগের যজ্ঞ ও দ্বাপরযুগের অর্চ্চনাদি অভিধেয়-সমূহের অনুশীলনে সুফল প্রসব করিবার পক্ষে কলিযুগে বহু অন্তরায় বর্ত্তমান। অতএব অভিন্ন কৃষ্ণ শ্রীনামাশ্রয়ে যিনি নিরন্তর হরিভজন করেন, তাঁহার ন্যায় মহাভাগ্যবান্ আর কেহই নাই॥ ১৪১॥

হে তপনমিশ্র, তুমি গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়া কৃষ্ণের সেবা কর। কু-শব্দে নিষিদ্ধাচার, না-শব্দেও তাহাই। কাপট্য-নাট্যও কুটিনাটি-নামে অভিহিত অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—এই চতুর্ব্বর্গরূপ কৈতবচতুষ্টয়কে অর্থ বা প্রয়োজন-জ্ঞানে যে-সমুদয় সাধন কল্পিত হয়, উহাদিগের অনুশীলন করিবার দুর্ব্বাসনা পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে কৃষ্ণনাম আশ্রয় করিলেই কৃষ্ণের প্রীতি উৎপন্ন হয়। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, যোগী ও জ্ঞানী প্রভৃতি কেহই কৃষ্ণপ্রীতির জন্য যত্ন করে না; তাহারা নিজ-নিজ-তাৎকালিক ইন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য ব্যস্ত থাকে, তদ্দ্বারা তাহাদের কোন নিত্য বাস্তব মঙ্গল-লাভ হয় না। ঐসকল ফল্গু-বাসনা প্রবল থাকিলে কৃষ্ণ-নামে রুচির উদয় হয় না॥ ১৪২॥

কৃষ্ণপ্রেমাই সাধ্য এবং কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনই সাধন। এতৎসম্পর্কে যতপ্রকার প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, তাহার সমস্ত মীমাংসা একমাত্র কৃষ্ণ-নামেই পাওয়া যাইবে। অন্যা-ভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানিপ্রভৃতির যাবতীয় তুচ্ছ-বাসনার অপ্রয়োজনীয়তা একমাত্র কৃষ্ণনামাশ্রিতব্যক্তিরই কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনপ্রভাবে উপলব্ধি হয়॥ ১৪৩॥

অন্বয়। হরেঃ নাম, হরেঃ নাম, হরেঃ নাম (ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য নাম-কীর্ত্তনম্) এব কেবলম্ (অন্যসর্ব্ববিধসাধনা-পেক্ষা শূন্যং স্বরাড্রূপতয়া স্বয়মেব সাধ্যং সাধনঞ্চ, অতঃ উভয়বিধস্বরূপম্ ইতি বেদ-বেদানুগ-সর্ব্বশাস্ত্রৈঃ বিনির্ণীতম্)। কলৌ (বিশেষতঃ কলিযুগে তু) অন্যথা (অন্যবিধা) গতিঃ (প্রয়োজনরূপস্য ভগবৎপ্রেম্ণঃ সাধনপ্রণালী) নাস্তি এব, নাস্তি এব, নাস্তি এব (কুত্র কাপি ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ)॥১৪৪॥

অনুবাদ। কেবলমাত্র হরিনাম, হরিনাম, হরিনামই সার। কলিযুগে আর অন্য কোন গতি নাই-ই, নাই-ই নাই-ই॥ ১৪৪॥

এই শ্লোকের বিষয় যে বত্রিশ-অক্ষরাত্মক ষোলটী নাম, তাহা সমস্তই সম্বোধনের পদ;—ইহাই মহামন্ত্র। পাঞ্চ-রাত্রিক-বিধানমতে এই মহামন্ত্রের উচ্চ কীর্ত্তন এবং জপ, উভয়বিধ অনুশীলনই বিহিত। যিনি এই মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন, তাঁহারই হৃদয়ে উচ্চকীর্ত্তনপ্রভাবে কৃষ্ণপ্রীতি-বাসনাঙ্কুর উদ্গত হয় এবং ক্রমশঃ শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় তিনি অচিরেই সাধ্য-সাধন-তত্ত্বে পারদর্শী হন। 'ছড়ানাম' বা কল্পিত রসাভাস-দুষ্ট নামাপরাধের চীৎকার, অথবা মহা-মন্ত্রকে কেবল জপ্য-জ্ঞানে উচ্চকীর্ত্তন-বিরোধী হইলে, তাহা কৃষ্ণ-প্রেমের পরিবর্ত্তে অপরাধই উৎপাদন করে। যাহারা

নরলীলাভিনয়ে প্রথমতঃ পত্নীবিরহ-দুঃখ-প্রকাশ
ও পরে তত্ত্বকথা-বর্ণন—

লোকানুকরণ-দুঃখ ক্ষণেক করিয়া।
কহিতে লাগিলা নিজে ধীর-চিত্ত হৈয়া ॥ ১৮১ ॥

তথা হি (ভাঃ ৮।১৬।১৯)
অবিদ্যা-মায়া-মোহ-বশতঃই বিষ্ণুবিমুখ-জীবের কলত্রাদিতে
স্বধীঃ বা অহংমমবুদ্ধি—

কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্ ॥ ১৮২ ॥

এরূপ অপরাধ করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাহাদের হৃদয়ে কোনদিন সাধ্য-সাধন-তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। এইসকল গুরুদ্রোহী অপরাধিগণ মায়া-শৃঙ্খলে ওত-প্রোতভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহারা শুদ্ধ-বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিতে করিতে মঙ্গললাভের পরিবর্ত্তে চিরতরে নিরয়গামী হয় ॥ ১৪৬ ॥

তপনমিশ্র প্রভুর সঙ্গে শ্রীমায়াপুরে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে প্রভু তত্ত্ব-বিরোধপূর্ণ বারাণসীধামে যাইতে আদেশ করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বারাণসীতে জ্ঞান-কাণ্ডাশ্রিত ভগবন্নাম-কীর্ত্তন-বিরোধী বহুসংখ্যক মায়াবাদীর বাস ছিল। তপনমিশ্র তথায় গিয়া পরবর্ত্তিকালে প্রভুর নিকট নিত্যসাধ্য-সাধন-তত্ত্বশ্রবণার্থ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার সেই প্রশ্নজিজ্ঞাসার ফলে প্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-বিষয়ক সুসিদ্ধান্তপূর্ণ মীমাংসা-বাণীর শ্রবণ-প্রভাবে মুমুক্ষুগণের মুমুক্ষা হইতে পরিত্রাণ ও নিষ্কপট ভগবদ্ভজনে সুযোগলাভ ঘটিবে জানিয়াই নিজভক্ত তপনমিশ্রকে কাশী-বাসের নিমিত্ত প্রভুর এইরূপ আজ্ঞা-প্রদান ॥ ১৪৯ ॥

তপনমিশ্রের সহিত কথোপকথনান্তে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রভুর নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রার শুভলগ্ন উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে প্রভু হর্ষভরে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া স্বগৃহে পুনর্যাত্রা করিলেন ॥ ১৫৫ ॥

ব্যবহারে,—লৌকিক রীতি বা আচারের অনুকরণে।

সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিনিময়স্বরূপ অসামান্য অর্থ ও পূজা-প্রতিষ্ঠা-সম্মানাদি সংগ্রহ করিয়া প্রভু যখন নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সন্ধ্যার প্রারম্ভ। এতদ্দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, [illegible] তিনি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে শুভক্ষণে বাহির হইয়াছিলেন, সেইদিনই সন্ধ্যাকালে তিনি শ্রীমায়াপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে কয়েকদিবস প্রভুর পথে অতিবাহিত হইয়াছিল বুঝিতে হইবে।

'বৃত্তি' (বিত্ত ?)-শব্দে অর্থ-দ্রবিণাদি বুঝিতে হইবে। (পূর্ব্ববর্ত্তী ১১১-১১২ সংখ্যা—) "সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র, দিব্যাসন। সুরঙ্গ কম্বল, বহুপ্রকার বসন ॥ উত্তমপদার্থ যার যত ছিল ঘরে। সবেই সন্তোষে আনি' দিলেন প্রভুরে ॥" এই সমস্তদ্রব্যই প্রভু সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়া শচীমাতাকে অর্পণ করিলেন ॥ ১৫৭ ॥

যথোচিত নিত্যকর্ম্ম,—সাধারণতঃ কর্ম্মকাণ্ডিগণ যাহাকে 'নিত্যকর্ম্ম' বলেন, তদ্দ্বারা ঐহিক ও আমুত্রিক ফললাভ ঘটে। কিন্তু জীবের চিত্তে কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি অনিত্য-বোধ উদয় করাইবার নিমিত্ত প্রভু প্রচারলীলায় যে ঔচিত্য বিধান করিয়াছেন, তাহাই 'যথোচিত নিত্য কর্ম্ম' ॥ ১৬৩ ॥

বঙ্গদেশীর বাক্যানুকরণ,—পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীগ্রামসমূহে চলিত ও কথিত শব্দের ও ভাষার অনুকৃতি; তাদৃশ অনুকরণ-দ্বারা গৌড়দেশবাসিগণের হাস্যোৎপাদন এবং ঐসকল শব্দ ও ভাষা রাজধানীর বা নাগরিকের নহে বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গে কথিত ও চলিত শব্দে ও ভাষায় দোষারোপণই উদ্দেশ্য। প্রাদেশিকশব্দের উচ্চারণে পার্থক্য ও প্রাদেশিক-ভাষার কথন-লিখনে ভেদ থাকায়, বিভিন্নপ্রদেশের অধিবাসিগণের পরস্পরের মধ্যে অন্যদেশ-প্রচলিত শব্দের ও ভাষার উল্লেখে হাস্য-পরিহাস অদ্যাপি দৃষ্ট হয় ॥ ১৬৭ ॥

যেরূপ সাধারণ প্রাকৃত-লোক পত্নীর বিয়োগে দুঃখিত হয়, কতকটা সেইরূপ দুঃখের 'বিড়ম্বন' অর্থাৎ অনুকরণ অভিনয় করিয়া ধৈর্য্যধারণ-লীলা প্রদর্শন করিলেন ॥ ১৮১ ॥

ভৃগুর সহায়তায় দৈত্যরাজ বলি দৈত্যগণের যোগে দেবরাজ ইন্দ্রকে পদচ্যুত করিয়া দেবগণের ঐশ্বর্য্য, যশঃ, শ্রী ও রাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকার করায়, দেবমাতা অদিতি শোকাতুরা হইয়া পরিতাপ করিতে করিতে প্রিয়পতি মহর্ষি কশ্যপের নিকট স্বীয় পুত্রগণের তৎ-পুনঃপ্রাপ্তির প্রার্থনা ও তদুপায় জিজ্ঞাসা করিলে, কশ্যপ সবিস্ময়ে বলিতেছেন,—

অন্বয়। কে (জনাঃ) কস্য (জনস্য) পতিপুত্রাদ্যাঃ (পতি-পুত্রাদি-সম্বন্ধিনঃ ভবন্তি, অপি তু কোঽপি কস্যাপি পতিঃ পুত্রঃ বান্ধবাদির্বা ন ভবতি, পরন্তু তত্র) মোহঃ এব

মাতার প্রতি প্রভুর শিক্ষা-উপদেশ ; অদৃষ্ট বা কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরের ইচ্ছা অখণ্ডনীয়া—

প্রভু বলে,—"মাতা, দুঃখ ভাব' কি-কারণে ?
ভবিতব্য যে আছে, সে খণ্ডিবে কেমনে ? ১৮৩॥

কালের অপ্রতিহত বেগ, সংসারের অনিত্যতা—

এইমত কাল-গতি, কেহ কারো নহে।
অতএব, 'সংসার অনিত্য' বেদে কহে ॥ ১৮৪ ॥

জীবের মিলন ও বিরহ বা জন্ম ও মৃত্যু, সমস্তই ঈশ্বরেচ্ছাধীন—

ঈশ্বরের অধীন সে সকল-সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর ? ১৮৫॥

ঈশ্বরেচ্ছার আনুগত্য ও পূরণেই সমস্ত সেবকের সন্তোষচিত্ত—

অতএব যে হইল ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
হইল সে কার্য্য, আর দুঃখ কেনে তায় ? ১৮৬ ॥

পতির জীবদ্দশায় সধবাবস্থায় গঙ্গা-লাভেই সাধ্বী নারীর সৌভাগ্য-পরিচয়—

স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি।
তার বড় আর কে বা আছে ভাগ্যবতী ?" ১৮৭

শচীমাতাকে আশ্বাসদানান্তে স্বগণসহ স্বকার্য্যে আত্মনিয়োগ—

এইমত প্রভু জননীরে প্রবোধিয়া।
রহিলেন নিজ-কৃত্যে আপ্তগণ লৈয়া ॥ ১৮৮ ॥

প্রভুমুখে তত্ত্বকথামৃত-পানে সকলের চিত্তে শোকভার-লাঘব—

শুনিয়া প্রভুর অতি অমৃত-বচন।
সবার হইল সর্ব্বদুঃখ-বিমোচন ॥ ১৮৯ ॥

গৌর-নারায়ণের নবদ্বীপে বিদ্যাবিলাস-লীলা—

হেনমতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৌরহরি।
কৌতুকে আছেন বিদ্যা-রসে ক্রীড়া করি' ॥১৯০॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৯১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে বঙ্গদেশ-বিজয়ো লক্ষ্মীদেবী-তিরোধানং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

(স্বরূপবিস্মৃতিজন্যম্ অজ্ঞানমেব) কারণং হি (পতিপুত্রাদি-রূপ-প্রতীতেঃ কারণম্ এব ভবতি) ॥ ১৮২ ॥

অনুবাদ। এই সংসারে কেই বা কাহার পতি, পুত্র, বান্ধব ? অর্থাৎ কেহই কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধযুক্ত নহে, পরন্তু স্বরূপ-বিস্মৃতিজনিত মোহ অর্থাৎ অজ্ঞানই ঐরূপ প্রতীতির কারণ ॥ ১৮২ ॥

ভবিতব্য—[ভূ + (শক্যার্থে) তব্য], অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য্য, বিধি, ভাগ্য, নিয়তি বা অদৃষ্টের লিপি বা বিধান, কপাল বা ললাটের লিখন, দৈবের নির্ব্বন্ধ। জীব স্বীয় বাসনা-দ্বারা শুভাশুভ ফল সঞ্চয় করে। "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্"—ভোগদ্বারাই উহা নষ্ট হয় ॥১৮৩॥

ভগবদিচ্ছা-ক্রমেই জীবের সংসারে সংযোগ ও বিয়োগ অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু ঘটে ; ইহাতে অন্য কাহারও 'হস্ত' অর্থাৎ কর্তৃত্ব নাই। প্রযোজ্য ও প্রয়োজককর্তৃত্ব জীবে ও ঈশ্বরে বর্ত্তমান। জীবের স্বতন্ত্রতা থাকিলেও তাহার ইন্দ্রিয়-প্রীতিকামনা অসমঞ্জস হওয়ায়, সে অপ্রিয়-ফল ভোগ করিতে বাধ্য। এই অনুপাদেয়ফল বদ্ধজীবের ভোগ-ভূমিতেই আবদ্ধ। কেবল ভজন-বলেই জীব এই কর্তৃত্বাভিমান অর্থাৎ প্রাকৃতঅহঙ্কার হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হন। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া জীবকে তাহার স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপ-ব্যবহার করিবার শাস্তিস্বরূপ ত্রিগুণ-দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত করে। সুতরাং সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, সর্ব্বত্রই ভগবানের মঙ্গলময় হস্ত বিদ্যমান, এই ভাবিয়া সকলের মোহ পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-সেবোন্মুখ হওয়াই কর্তব্য। তদ্দ্বারা কোন শুভ-মুহূর্ত্তে ভগবৎকৃপা-প্রার্থনার আবশ্যকতা জীবের স্মৃতিপথে উদিত হইতে পারে ॥১৮৪-১৮৫॥

প্রভু—বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ ; তাঁহার অবিদ্যা-গ্রস্ত হইবার কোন যোগ্যতাই নাই ; তিনি সাক্ষাৎ বিদ্যাবধূজীবন। বিদ্যারসক্রীড়া-দ্বারাই তিনি সর্ব্বক্ষণ লীলাময় ॥ ১৮৯ ॥

ইতি গৌড়ীয়ভাষ্যে চতুর্দ্দশ অধ্যায়-সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কথাসার।—এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

নিমাইপণ্ডিত মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া অধ্যাপনা করিতেন। সনাতন-ধর্ম্ম-বর্ম্মা প্রভু কোন ছাত্রের কপালে তিলক না দেখিলে তাহাকে এরূপ লজ্জা দিতেন যে, দ্বিতীয়বার আর তিনি তিলক ধারণ না করিয়া পড়িতে আসিতেন না। প্রভু বলিতেন,—যে বিপ্রের কপালে তিলক নাই, তাঁহার কপাল শ্মশান-সদৃশ;—ইহাই শাস্ত্রের মত। প্রভু ছাত্রগণকে কোনদিন তিলকহীন দেখিলে বলিতেন যে, তাঁহারা নিশ্চয়ই সেইদিন সন্ধ্যা করেন নাই। এই বলিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য ছাত্রগণকে পুনরায় গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। ছাত্রগণ তিলকচিহ্ন ধারণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে তবে প্রভুর নিকট অধ্যয়নে অধিকার পাইতেন।

নিমাইপণ্ডিত সকলের সহিতই নানারূপ হাস্য-পরিহাস করিতেন, বিশেষতঃ শ্রীহট্টবাসিগণের শব্দের উচ্চারণ লইয়া বেশ একটু রঙ্গ-রস করিতেন। কেবলমাত্র পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রভু কোন প্রকার হাস্য-পরিহাস করিতেন না,—স্ত্রীলোক দেখিলেই তিনি পথের অন্যপার্শ্বে অবস্থান বা গমন করিতেন। কারণ, কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় এই গৌরাবতারে সম্ভোগময়ী লীলা প্রদর্শিত হয় নাই। এই জন্য গৌরকৃষ্ণতত্ত্ববিৎ মহাজনবর্গ ও তাঁহাদের প্রকৃত অনুগগণ কোনদিনই গৌরসুন্দরকে সম্ভোগ-রস-বিগ্রহ কৃষ্ণের ন্যায় 'নদীয়া-নাগর' বলিয়া অভিহিত করেন না। প্রভুর নিকট বর্ষকাল-মাত্র অধ্যয়ন করিয়াই ছাত্রগণ সিদ্ধান্তনিপুণ হইতে

এদিকে শচীমাতা পুত্রের দ্বিতীয় বার বিবাহের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া কাশীনাথপণ্ডিতের দ্বারা নবদ্বীপবাসী রাজ-পণ্ডিত সনাতনমিশ্রের পরম-বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণা কন্যার সহিত নিমাইর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করাইলেন। বুদ্ধিমন্তখান-নামে এক সুবুদ্ধিমান্ ধনাঢ্য প্রভুর বিবাহের যাবতীয় ব্যয়-ভার বহন করিতে স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হইলেন। শুভলগ্নে, শুভ-দিনে মহা-সমারোহের সহিত অধিবাস-উৎসব সম্পন্ন হইল। দোলায় চড়িয়া প্রভু গো-ধূলি-লগ্নে রাজ-পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইলেন। যাবতীয় বেদাচার ও লোকাচার এবং পরম-সমারোহের সহিত দম্পতি যুগল লক্ষ্মী-নারায়ণ-স্বরূপ বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরের বিবাহ-লীলা সম্পাদিত হইল। বিষ্ণু-প্রীতি কামনা করিয়া সনাতন-মিশ্র প্রভুর হস্তে স্বীয় প্রাণাধিকা দুহিতাকে সমর্পণ করিলেন এবং জামাতাকে বহুবিধ যৌতুক প্রদান করিলেন। পরদিবস অপরাহ্ণে বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সহিত দোলায় আরোহণ করিয়া প্রভু পুষ্পবৃষ্টি ও গীত-বাদ্য-নৃত্যাদির মধ্যে স্বগৃহে শুভ-বিজয় করিলেন। গৃহে আসিয়া লক্ষ্মী-নারায়ণ অধিষ্ঠিত হইলে ভুবন ব্যাপিয়া জয়ধ্বনি উঠিল। লক্ষ্মীনারায়ণের নিত্যবিবাহ-লীলার কথা শ্রবণ করিলে জীবের প্রাকৃত-জগতে ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধযুক্ত পুরুষ-প্রকৃতির দাম্পত্যস্পৃহা বিদূরিত হয় এবং নারায়ণকেই সর্ব্ব-জগতের একমাত্র ভোক্তা বলিয়া সুবুদ্ধির উদয় হয়। প্রভু বুদ্ধিমন্তখানকে আলিঙ্গন-দ্বারা কৃপা করিলে বুদ্ধিমন্তের হৃদয়ে আনন্দের সীমা রহিল না। (গৌঃ ভাঃ)

স্বীয়হৃদয়ে অভীষ্টদেব যুগলের পাদপদ্মোদয়-প্রার্থনা—

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমায় পদদ্বন্দ্ব ॥ ১ ॥

গৌরকথা-শ্রবণে ভক্তির উদয়—

গোষ্ঠীর সহিতে গৌরাঙ্গ জয়-জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ২ ॥

প্রভুর গূঢ় বিদ্যাবিলাস-লীলা—

হেনমতে মহাপ্রভু বিদ্যার আবেশে।
আছে গূঢ়রূপে, কারে না করে প্রকাশে ॥ ৩ ॥

শচীমাতাকে প্রণামান্তে প্রভুর অধ্যাপন-লীলা—

সন্ধ্যা-বন্দনাদি প্রভু করি' উষঃকালে।
নমস্করি' জননীরে পড়াইতে চলে ॥ ৪ ॥

নিত্যদাস মুকুন্দসঞ্জয়ের পরিচয়—

অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ-সঞ্জয়।
পুরুষোত্তমদাস হয় যাঁহার তনয় ॥ ৫ ॥

প্রত্যহ প্রভুর মুকুন্দসঞ্জয়গৃহে অধ্যাপনার্থ গমন—

প্রতিদিন সেই ভাগ্যবন্তের আলয়।
পড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয় ॥ ৬ ॥

মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে প্রভুর অধ্যাপনা ও শিষ্যগণের অধ্যয়ন—

চণ্ডীগৃহে গিয়া প্রভু বসেন প্রথমে।
তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে ॥ ৭ ॥

উর্দ্ধপুণ্ড্র শূন্য ব্যক্তির ললাটদর্শনে প্রভুর ভর্ৎসনা—

ইতোমধ্যে কদাচিৎ কেহ কোন দিনে।
কপালে তিলক না করিয়া থাকে ভ্রমে ॥ ৮ ॥

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালক প্রভু—

ধর্ম্ম সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব্ব-ধর্ম্ম।
লোক-রক্ষা লাগি' প্রভু না লঙ্ঘেন কর্ম্ম ॥ ৯ ॥

প্রভুর তিরস্কারফলে প্রত্যহ সন্ধ্যাহ্নিকাদিকৃত্য ও উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণপূর্ব্বক শিষ্যের আগমন—

হেন লজ্জা তাহারে দেহেন সেইক্ষণে।
সে আর না আইসে কভু সন্ধ্যা করি' বিনে ॥১০

শিষ্যের উর্দ্ধপুণ্ড্রহীন ললাটদর্শনে প্রভুর তিরস্কার—

প্রভু বলে,—"কেনে ভাই, কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেনে, কি যুক্তি ইহার? ১১ ॥

বেদানুগ স্মৃতিশাস্ত্রে উর্দ্ধপুণ্ড্রহীন ললাটের নিন্দা—

'তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শ্মশান-সদৃশ'—বেদে বলে ॥ ১২ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দান দেহ',—কৃপা-প্রসাদ বা অনুগ্রহ বিতরণ কর ॥ ১ ॥

সন্ধ্যা-বন্দন,—হঃ ভঃ বিঃ ৩য় বিঃ ১৪০-১৫৫সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সন্ধ্যা দ্বিবিধা—বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। তন্মধ্যে বৈদিকী সন্ধ্যার বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে,—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" ইত্যাচমনম্। ততঃ বিধিবৎ তিলকং কৃত্বা পুনশ্চাচম্য বৈষ্ণবঃ। বিধিনা বৈদিকীং সন্ধ্যামপোপাসীত তান্ত্রিকীম্ ॥' (কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াম্—) 'প্রাক্‌কূলেষু ততঃ স্থিত্বা দর্ভেষু সুসমাহিতঃ। প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা ধ্যায়েৎ সন্ধ্যামিতি শ্রুতিঃ ॥' (ভার্গবীয়ে মনৌ—) 'ধ্যাত্বার্কমণ্ডলগতাং সাবিত্রীং তাং জপেদ্‌বুধঃ। প্রাঙ্মুখঃ সততং বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ ॥' কিঞ্চ, 'সাবিত্রীং বৈ জপেদ্‌বিদ্বান্ প্রাঙ্মুখঃ প্রযতঃ স্থিতঃ।' সন্ধ্যা-মন্ত্র যথা—"ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ। ওঁ দ্রুপাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ। ওঁ আপো হিষ্ঠাময়ো ভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহেরণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ-তপসোহধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত। ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।"

অকরণে প্রত্যবায়—'সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নং ধর্ম্মকার্য্যে দ্বিজোত্তমঃ। বিহায় সন্ধ্যাপ্রণতিং স যাতি নরকাযুতম্ ॥'

তান্ত্রিকী সন্ধ্যার বিষয় লিখিত হইতেছে,—'ততঃ সংপূজ্য

উর্দ্ধপুণ্ড্রহীন ললাটদর্শনে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাদি নিত্যকৃত্যের ব্যর্থতা-বর্ণন—

বুঝিলাঙ,—আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা।
আজি, ভাই, তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা॥ ১৩॥

শিষ্যকে সন্ধ্যাহ্নিকাদি-সমাপনান্তে অধ্যয়নার্থ আসতে উপদেশ—

চল, সন্ধ্যা কর' গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার।
সন্ধ্যা করি' তবে সে আসিহ পড়িবার॥ ১৪॥

সলিলে নিক্ষাং শ্রীমন্ত্রদেবতাম্। তর্পয়েদ্বিধিনা তস্য তথৈবাবরণানি চ॥' (বৌধায়ন-স্মৃতৌ—) 'হবিষাগ্নৌ জলে পুষ্পৈর্ধ্যানেন হৃদয়ে হরিম্। অর্চ্চন্তি সূরয়ো নিত্যং জপেন রবিমণ্ডলে॥ (পাদ্মে ব্যাসাম্বরীষ-সংবাদে—) 'সূর্য্যো চাভ্যর্চ্চণং শ্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ।'

তান্ত্রিক সন্ধ্যা-বিধি—'মূলমন্ত্রমথোচ্চার্য্য ধ্যায়ন্ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজে। শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামীতি ত্রিঃ সম্যক্ তর্পয়েৎ কৃতী॥ ধ্যানোদ্দিষ্টস্বরূপায় সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনে। কৃষ্ণায় কামগায়ত্র্যা দদ্যাদর্ঘ্যমনন্তরম্॥ অথার্কমণ্ডলে কৃষ্ণং ধ্যাত্বৈতাং দশধা জপেৎ। ক্ষমস্বেতি তমুদ্বাস্য দদ্যাদর্ঘ্যং বিবস্বতে॥' ৪॥

চণ্ডী গৃহ,—মুকুন্দসঞ্জয়ের ভবনে চণ্ডীমণ্ডপ ছিল বলিয়া তাঁহাকে চণ্ডী-পূজক বলিয়া মনে করিতে হইবে না॥ ৭॥

তিলক,—বিষ্ণুদীক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তির নাভির উর্দ্ধদেশে ললাট, উদর, বক্ষ, কণ্ঠকূপ, দক্ষিণ-পার্শ্ব (কুক্ষি), দক্ষিণ-বাহু, দক্ষিণ-কন্ধর, বাম পার্শ্ব (কুক্ষি), বামবাহু, বাম-কন্ধর, পৃষ্ঠ ও কটি,—শরীরের এই দ্বাদশস্থানে 'হরিমন্দির' অঙ্কন বা উর্দ্ধপুণ্ড্র-রচনাকেই 'তিলক-ধারণ' বলা হয়। এই দ্বাদশ-স্থানের অন্যতম 'কপাল'। নারদপুরাণ বলেন—"যে বা ললাট-ফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাস্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশুপবিত্রয়ন্তি॥ বিষ্ণুভক্তগণ সকলেই উর্দ্ধপুণ্ড্র বা তিলক ধারণ করেন, আর বিষ্ণুভক্তি-বিরোধী শৈবগণ ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করেন। যে লব্ধ-দীক্ষ দ্বিজ তিলক ধারণ করেন না, তাঁহাকে রাজা গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে বিপরীতদিকে চড়াইয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন,—ইহাই শাস্ত্রবিধি। অতএব বিষ্ণুদীক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তি-মাত্রেরই সর্ব্বদা তিলক ধারণ অবশ্য [illegible]। এইজন্যই জগদ্গুরু লোকশিক্ষক প্রভুর বাল্য-লীলাবধি লোকশাসন-মূলে এইপ্রকার উপদেশ। ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিতে হইলে বিষ্ণু-দীক্ষার আনুষঙ্গিক পাঁচটী সংস্কার নিশ্চয়ই গ্রহণ কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ দ্বিজাতি দশপ্রকার সংস্কার গ্রহণ করিয়া থাকেন। অধ্বর্য্যগণ পঞ্চদশ-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া 'বৈষ্ণব' হন। ব্রাহ্মণ যেরূপ পবিত্র যজ্ঞসূত্র সংরক্ষণ করিতে বাধ্য, বিষ্ণুদীক্ষা-প্রাপ্ত বৈষ্ণবও তদ্রূপ নিশ্চয়ই শিখা, সূত্র, তিলক ও মালিকা ধারণ করিতে বাধ্য॥ ৮॥

তিলকধারণ—হঃ ভঃ বিঃ ৪র্থ বিঃ ৬৬-৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। 'ততো দ্বাদশভিঃ কুর্য্যান্নামভিঃ কেশবাদিভিঃ। দ্বাদশাঙ্গেষু বিধিবদূর্দ্ধপুণ্ড্রাণি বৈষ্ণবঃ॥' 'দ্বাদশাঙ্গে দ্বাদশ তিলকধারণ-বিধি—(পাদ্মোত্তরখণ্ডে) 'ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে। বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে॥ বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্। ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে॥ শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে। পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥ তৎপ্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবায় মূর্দ্ধনি॥ উর্দ্ধপুণ্ড্রং ললাটে তু সর্ব্বেষাং প্রথমং স্মৃতম্। ললাটাদিক্রমেণৈব ধারণন্তু বিধীয়তে॥' (পাদ্মে ভগবদুক্তৌ—) 'মস্তক্তো ধারয়েন্নিত্য মূর্দ্ধপুণ্ড্রং ভয়াপহম্।'

অকরণে প্রত্যবায়,—(তত্রৈব নারদোক্তৌ—) 'যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্। ব্যর্থং ভবতি তৎ-সর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্॥ যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্। দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ॥" (আদিত্যপুরাণে—) 'শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিরহিতং ব্রাহ্মণাধমম্। গর্দ্দভন্ত সমারোপ্য রাজা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ॥' (পাদ্মোত্তরখণ্ডে—) 'উর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্ত কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোতি যঃ। ইষ্টাপূর্ত্তাদিকং সর্ব্বং নিষ্ফলং স্যান্ন সংশয়ঃ॥ উর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্ত সন্ধ্যাকর্ম্মাদিকং চরেৎ। তৎ সর্ব্বং রাক্ষসং নিত্যং নরকঞ্চাধিগচ্ছতি॥'

ত্রিপুণ্ড্র বা তির্য্যক্‌পুণ্ড্রধারণের নিষিদ্ধতা—(পাদ্মোত্তর-খণ্ডে) উর্দ্ধপুণ্ড্রং ত্রিপুণ্ড্রং যঃ কুরুতে স নরাধমঃ। ভঙক্ত্বা বিষ্ণুগ্রহং পুণ্ড্রং স যাতি নরকং ধ্রুবম্।' (স্কান্দে—) তির্য্যক্ পুণ্ড্রং ন কুর্ব্বীত সংপ্রাপ্তে মরণেঽপি চ। নৈবান্যং নাম চ ব্রূয়াৎ পুমান্নারায়ণাদৃতে॥ বৈষ্ণবং কারয়েৎ পুণ্ড্রং

প্রভুর ব্রাহ্মণ-ছাত্রগণের স্বধর্ম্মপরায়ণতা—

এইমত প্রভুর যতেক আছে শিষ্যগণ।
সবেই অত্যন্ত নিজ-ধর্ম্ম-পরায়ণ ॥ ১৫ ॥

গোপীচন্দনসম্ভবম্ ॥' (অন্যত্র—) 'বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণানামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে। অন্যেষান্তু ত্রিপুণ্ড্রং স্যাদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥ ত্রিপুণ্ড্রং যস্য বিপ্রস্য উর্দ্ধপুণ্ড্রং ন দৃশ্যতে। তং স্পৃষ্ট্বাপ্যথবা দৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ ॥ উর্দ্ধপুণ্ড্রে ন কুর্ব্বীত বৈষ্ণবানাং ত্রিপুণ্ড্রকম্। কৃতত্রিপুণ্ড্রমর্ত্ত্যস্য ক্রিয়া ন প্রীতয়ে হরেঃ ॥' (স্কান্দে কার্ত্তিক প্রসঙ্গে—) 'যস্যোর্দ্ধপুণ্ড্রং দৃশ্যেত ললাটে নো নরস্য হি। তদ্দর্শনং ন কর্ত্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥ উর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতা লক্ষ্মীরূর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতো হরিঃ ॥' (পাদ্মোত্তরে—) 'অশ্বত্থপত্রসঙ্কাশো বেণুপত্রাকৃতিস্তথা। পদ্মকুট্মলসঙ্কাশো মোহনং ত্রিতয়ং স্মৃতম্ ॥'

তিলকধারণমাহাত্ম্য—উর্দ্ধপুণ্ড্রস্য মধ্যে তু বিশালে সুমনোহরে। লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং সমাসীনো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥ তস্মাদ্যস্য শরীরে তু উর্দ্ধপুণ্ড্রং ধৃতং ভবেৎ। তস্য দেহং ভগবতো বিমলং মন্দিরং স্মৃতম্ ॥' (ব্রহ্মাণ্ডে—) 'অশুচির্ব্বাপ্যনাচারো মনসা পাপমাচরন্। শুচিরেব ভবেন্নিত্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রাঙ্কিতো নরঃ ॥ বীক্ষ্যাদর্শে জলে বাপি বিদধ্যাতুং প্রযত্নতঃ। এতৈরঙ্গুলিভেদৈস্তু কারয়েন্ন নখৈঃ স্পৃশেৎ ॥'

তিলকরচনে বিধি ও অবিধি—(পাদ্মোত্তর খণ্ডে—) 'একান্তিনো মহাভাগাঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। সান্তরালং প্রকুর্ব্বন্তি পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতি ॥ আরভ্য নাসিকা-মূলং ললাটান্তং লিখেন্মৃদম্। নাসিকায়াস্ত্রয়ো ভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে ॥ সমারভ্য ভ্রুবোর্মূলমন্তরালং প্রকল্পয়েৎ ॥' তিলকের মধ্যে ছিদ্রবিধি—'নিরন্তরালং যঃ কুর্য্যাদূর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজাধমঃ। স হি তত্র স্থিতং বিষ্ণুং লক্ষ্মীঞ্চৈব ব্যপোহতি ॥ অচ্ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রন্তু যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাধমাঃ। তেষাং ললাটে সততং শুনঃ পাদো ন সংশয়ঃ ॥ তস্মাচ্ছিদ্রান্বিতং পুণ্ড্রং দণ্ডকারং সুশোভনম্। বিপ্রাণাং সততং ধার্য্যং স্ত্রীণাঞ্চ শুভদর্শনে ॥'

হরিমন্দির-লক্ষণ,—'নাসাদিকেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনম্। মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরম্ ॥ বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ। মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ ॥' উর্দ্ধপুণ্ড্র-মৃত্তিকা,—(পাদ্মে) 'বিষ্ণোঃ স্নানোদকং যত্র প্রবাহয়তি নিত্যশঃ। পুণ্ড্রাণাং ধারণার্থায় গৃহ্নীয়াত্তত্র মৃত্তিকাম্ ॥ যত্তু দিব্যং হরিক্ষেত্রং তস্যৈব মৃদমাহরেৎ ॥ শ্রীরঙ্গে বেঙ্কটাদ্রৌ চ শ্রীকূর্ম্মে দ্বারকে শুভে। প্রয়াগে নারসিংহাদৌ বরাহে তুলসীবনে। গৃহীত্বা মৃত্তিকাং ভক্ত্যা বিষ্ণুপাদগতৈঃ সহ। ধৃত্বা পুণ্ড্রাণি চাঙ্গেষু বিষ্ণুসামীপ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ অম্বরীষ মহাধন্য ক্ষয়ার্থে কুরু বীক্ষণম্। ললাটে যৈঃ কৃতং নিত্যং গোপীচন্দনপুণ্ড্রকম্ ॥ (স্কান্দে ব্রহ্মোক্তৌ—) 'শঙ্খচক্রাঙ্কিততনুঃ শিরসা মঞ্জরীধরঃ। গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো দৃষ্টশ্চেত্তদঘং কুতঃ ॥' 'অথ তস্যোপরি শ্রীতুলসীমূলমৃৎস্নয়া। তথৈব বৈষ্ণবৈঃ কার্য্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রং মনোহরম্ ॥' 'তস্যোপরিষ্টাদ্ভগবন্নির্ম্মাল্যগন্ধলেপনম্। তথৈব ধার্য্যমেবং হি ত্রিবিধং তিলকং স্মৃতম্ ॥ ততো নারায়ণীং মুদ্রাং ধারয়েৎ প্রীতয়ে হরেঃ। মৎস্যকূর্ম্মাদিচিহ্নানি চক্রাদীন্যায়ুধানি চ ॥'

শ্রুতিমন্ত্রে তিলক-মুদ্রা-ধারণ-বিধি—(যজুর্ব্বেদে হিরণ্য-কেশীয়-শাখায়াম্—) 'হরেঃ পদাক্রান্তিমাত্মানি ধারয়তি যঃ স পরস্য প্রিয়ো ভবতি স পুণ্যবান্। মধ্যে ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রং যো ধারয়তি স মুক্তিভাগ্ভবতীতি ॥' (তত্রৈব কঠ শাখায়াম্—) 'ধৃতোর্দ্ধপুণ্ড্রঃ কৃতচক্রধারী বিষ্ণুং পরং ধ্যায়তি যো মহাত্মা। স্বরেণ মন্ত্রেণ সদা হৃদিস্থিতং পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তম্ ॥' (অথর্ব্বণি) "এভিবয়মুরুক্রমস্য চিহ্নৈরঙ্কিতা লোকে সুভগা ভবেম। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে গচ্ছন্তি লাঞ্ছিতাঃ ইতি ॥"

শ্রীগৌর-নারায়ণ ধর্ম্মবর্ম্মরূপে সনাতন ধর্ম্মের সংস্থাপক কর্ত্তা, সুতরাং কর্ম্মকাণ্ড-রহিত শূদ্র-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন না। লোক-রক্ষার জন্য বৈদিক-কর্ম্মকাণ্ড উল্লঙ্ঘন করিতেন না, পরন্তু কেবলমাত্র ভক্তির অনুকূল-বিচার-মূলে কর্ম্মকাণ্ডের ফল্গুত্বই জ্ঞাপন করিতেন ॥ ৯ ॥

প্রভু কোনদিনই সমাজ-বিগর্হিত অবৈধ লাম্পট্যের প্রশ্রয়-দাতা ছিলেন না। তাঁহার নৈতিক-চরিত্র—অতুলনীয়, কিন্তু কপটতা আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমানকালে অনেক প্রাকৃত-সহজিয়া জগদ্গুরু লোক-শিক্ষক গৌরসুন্দরকে নীতিরহিত

নিমাইপণ্ডিতকর্ত্তৃক সকলের দোষোদ্ঘাটন—

এতেক ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে।
হেন নাহি,—যারে না চালেন নানারূপে ॥ ১৬ ॥

(গৌরনদীয়া) নাগরীবাদ-নিরসন ; জগদ্গুরুরূপে গৌর-নারায়ণের লোকশিক্ষা—

সবে পর-স্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস।
স্ত্রী দেখি' দূরে প্রভু হয়েন একপাশ ॥ ১৭ ॥

শ্রীহট্টবাসীর বাক্যোচ্চারণ-রীতির অনুকরণ—

বিশেষ চালেন প্রভু দেখি' শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া ॥ ১৮ ॥

শ্রীহট্টবাসিগণের প্রত্যুক্তি—

ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বলে,—"অয় অয়।
তুমি কোন্-দেশী, তাহা কহ ত' নিশ্চয় ? ১৯ ॥

প্রভুকে শ্রীহট্টবাসীর অধস্তন-জ্ঞান—

পিতা-মাতা-আদি করি' যতেক তোমার।
কহ দেখি,—শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার ? ২০ ॥
আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে গোল কর,—কোন্ যুক্তি ইথে হয় ?"২১ ॥

শ্রীহট্টবাসিগণের আত্মসমর্থনসত্ত্বেও প্রভুর বিদ্রূপোক্তি—

যত-যত বলে, প্রভু প্রবোধ না মানে।
নানামতে কদর্থেন সে-দেশী-বচনে ॥ ২২ ॥

বিদ্রূপোক্তিদ্বারা প্রভুর শ্রীহট্টবাসিগণের ক্রোধোৎপাদন—

তাবৎ চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর।
যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর ॥ ২৩ ॥

কোন কোন শ্রীহট্টবাসিগণের ক্রোধবশে পশ্চাদ্ধাবন—

মহা-ক্রোধে কেহ লই' যায় খেদাড়িয়া।
লাগালি না পায়, যায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ॥২৪॥

রাজপুরুষস্থানে নিমাইকে উপস্থাপন—

কেহ বা ধরিয়া কোঁচা শিক্দার-স্থানে।
লৈয়া যায় মহা ক্রোধে ধরিয়া দেওয়ানে ॥ ২৫ ॥

অবশেষে নিমাইর বান্ধবগণকর্ত্তৃক মীমাংসা-স্থাপন—

তবে শেষে আসিয়া প্রভুর সখাগণে।
সমঞ্জস করাইয়া চলে সেইক্ষণে ॥ ২৬ ॥

পরদারাপহারী সাজাইবার যত্ন করেন। ইহা অপেক্ষা আর অধিক অপরাধের বিষয় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে নৈতিক-জীবনে বৈধ-পত্নীর সহিত হাস্য-পরিহাস ও ঘনিষ্ঠ ব্যবহারাদি দোষাবহ নহে কিন্তু পরস্ত্রীর প্রতি ঐপ্রকার ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয় ও পরিত্যজ্য। প্রভু যে পর-স্ত্রী দর্শনে দূরে একপার্শ্বে অবস্থান করিতেন, নব-রসিক বা গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি অপসম্প্রদায় তাহার আদর করেন না, কিন্তু গৌর-কিশোর তাদৃশ আদর্শই প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

গৌড়দেশের রাজধানী শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ, আর বঙ্গের পূর্ব্ব-উত্তর-প্রান্তবর্ত্তী সুদূর শ্রীহট্টদেশ,—এই দুই-স্থানের প্রাদেশিক শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণ সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া এবং প্রভুর পূর্ব্ব-পুরুষগণ শ্রীহট্টবাসী ছিলেন বলিয়া, শ্রীহট্ট-বাসিগণের সহিত প্রভুর হাস্য পরিহাস-রহস্যাদি স্বাভাবিক। তাঁহাদিগের প্রতি 'শ্রীহট্টিয়া' 'বাঙ্গা' প্রভৃতি সম্বোধন-শব্দের ব্যবহার-দ্বারা প্রভু আপাতদৃষ্টিতে তাচ্ছল্য-মিশ্রিত ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রকাশ করিলেও প্রকৃতপক্ষে আন্তরিক-প্রীতিরই নিদর্শন দেখাইতেন ॥ ১৮ ॥

প্রভুর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বাক্যে শ্রীহট্টবাসিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তদীয় পূর্ব্ব-পুরুষগণের স্বদেশের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বথা শ্রীহট্টবাসীরই নব্য-বংশধর বলিয়া প্রতি-সম্বোধন-দ্বারা নিজেদের ক্রোধ সম্বরণ করিতেন গৌড়দেশের 'হয় হয়' শব্দ শ্রীহট্টবাসিগণের উচ্চারণের দোষে 'অয় অয়' বলিয়া উচ্চারিত হইত; তজ্জন্য প্রভু তাঁহাদের কথার উচ্চারণ লইয়া হাস্য-পরিহাস করিবা-মাত্র তাঁহাদের ক্রোধের সঞ্চার হইত ॥ ১৯ ॥

এতদ্দ্বারা জগন্নাথমিশ্র ও শচীদেবী, উভয়েই শ্রীহট্টে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় ॥ ২০ ॥

খেদাড়িয়া,—(প্রাচীন-বাঙ্গালায় ব্যবহৃত), সংস্কৃত খিদ্-ধাতু (?) হইতে 'খেদান'-ধাতুর অসমাপিকা-পদ, তাড়াইয়া, তাড়া করিয়া।

লাগালি,—লাগাল, লাগাইল, নাগালি, নাগাল, নাগাইল, সান্নিধ্য, স্পর্শ ॥ ২৪ ॥

শিক্দার—(ফারসি-শব্দ), মুসলমান-রাজত্বকালে শান্তি-রক্ষক রাজকর্ম্মচারিবিশেষ, অথবা, পদস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ, অথবা, সিক্কা(বাদশাহী মুদ্রা)-দার(ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী)।

দেওয়ানে,—(ফারসি শব্দ 'দীবান বা দাবান' হইতে) ধর্ম্মাধিকরণে, দেওয়ানীতে, আদালতে বা বাদশাহের বিচার-দরবারে ॥ ২৫ ॥

কোন কোন পূর্ব্ববঙ্গবাসীর প্রতি প্রভুর অত্যাচার—

কোন দিন থাকি' কোন বাঙ্গালের আড়ে।
বাওয়াস ভাঙ্গিয়া তান পলায়ন ডরে ॥ ২৭ ॥

গৌর(নদীয়া)নাগরীবাদ-নিরসন—

এইমত চাপল্য করেন সবা' সনে।
সবে স্ত্রী-মাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে ॥ ২৮ ॥
'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণো না করিলা,—বিদিত সংসারে ॥ ২৯ ॥

গৌরতত্ত্ববিৎ মহাজনগণের গৌরকীর্ত্তনরীতি –

অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গ নাগর' হেন স্তব নাহি বলে ॥ ৩০ ॥

অভক্তিমূলক গৌরতত্ত্ববিরোধী স্তবকীর্ত্তনে নিষেধাজ্ঞা—

যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপিহ স্বভাব সে গায় বুধজনে ॥ ৩১ ॥

মুকুন্দসঞ্জয়গৃহে গৌরনারায়ণের বিদ্যাবিলাস—

হেনমতে শ্রীমুকুন্দসঞ্জয়-মন্দিরে।
বিদ্যা-রসে শ্রীবৈকুণ্ঠ-নায়ক বিহরে ॥ ৩২ ॥

শিষ্যগণ-বেষ্টিত প্রভুর অধ্যাপনা—

চতুর্দ্দিকে শোভে শিষ্যগণের মণ্ডলী।
মধ্যে পড়ায়েন প্রভু মহা-কুতুহলী ॥ ৩৩ ॥

শিরোরোগ ও তচ্চিকিৎসাভিনয়—

বিষ্ণু-তৈল শিরে দিতে আছে কোন দাসে।
অশেষপ্রকারে ব্যাখ্যা করে নিজ-রসে ॥ ৩৪ ॥

দ্বিপ্রহরপর্য্যন্ত অধ্যাপনানন্তর গঙ্গাস্নানে গমন —

উষঃকাল হৈতে দুইপ্রহর-অবধি।
পড়াইয়া গঙ্গাস্নানে চলে গুণনিধি ॥ ৩৫ ॥

অর্দ্ধরাত্রিপর্য্যন্ত পাঠালোচনা—

নিশারো অর্দ্ধেক এইমত প্রতিদিনে।
পড়ায়েন চিন্তয়েন সবারে আপনে ॥ ৩৬ ॥

সমঞ্জস,—[সংস্কৃত-শব্দ, সম্ (সম্পূর্ণ) + অঞ্জস্ (ঔচিত্য) যাহার—বহুব্রীহি-সং], সমীচীন, (প্রাচীন-বাঙ্গালায়) মীমাংসা, মিট্‌মাট্, আপোস্ ॥ ২৬ ॥

'আড়ে'—(সংস্কৃত অন্তরাল-শব্দের অপভ্রংশ 'আড়াল'-শব্দের সংক্ষিপ্ত আড়-শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইলে), আড়ালে, একপার্শ্বে, অন্তরালে অর্থাৎ অন্তরালে থাকিয়া, অজ্ঞাতসারে, অতর্কিতভাবে, সুতরাং, 'বিলক্ষণ সুযোগ-সুবিধামত' অথবা অতিশয় উদ্যমের সহিত, লম্বা-হাতে বা সজোরে। আর [সংস্কৃত আ-অড়্ (গমন করা) + ই (সংজ্ঞার্থে)—আড়ি-শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইলে], 'আড়িতে' অর্থাৎ (মনের অন্তরালে গমন-হেতু) আক্রোশ, বিবাদ, কলহ, ঝগড়া বা ক্রোধ-বশতঃ, অথবা প্রতিজ্ঞা, পণ বা গোঁ-বশতঃ।

'বাওয়াস',—(প্রাদেশিক-শব্দ), বীজ-শস্য-বিহীন শুষ্ক কঠিন-ত্বক্ অলাবু। ২৭ ॥

যদিও প্রভু নানাস্থানে বালকোচিত চাপল্য দেখাইতেন, তথাপি কখনও স্ত্রী-সম্বন্ধি পাপকার্য্যের প্রশ্রয় দিতেন না। ভোক্তৃবুদ্ধিতে ব্যবহার দূরে থাকুক, ভোগ্যা যোষিদ্জ্ঞানে স্ত্রীলোক-দর্শনে জীবের মহা-মোহ-বশে নৈতিক ও পারমার্থিক সর্ব্বনাশ ঘটে বলিয়া সর্ব্বপ্রকার যোষিৎসঙ্গ হইতে যে তাহার দূরে অবস্থান কর্ত্তব্য, তাহা জগদ্গুরু লোকশিক্ষক প্রভু আপনি 'আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখাইয়াছেন' ॥ ২৮ ॥

গৌরসুন্দর তাঁহার হরিজনোচিত হরিভক্তিময়ী লীলায় প্রাকৃত স্ত্রীলোক-ঘটিত কোনপ্রসঙ্গই কোনপ্রকারে আলোচনা করিতেন না। নিগমকল্পতরুর প্রপক্ক ফল সর্ব্বশাস্ত্রসম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবত যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গীকে সর্ব্বতোভাবে নিন্দা করিয়া উহাকে নিষ্কপট ভগবৎসেবার প্রতিকূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (আদি ১ম অঃ ২৯ সংখ্যার বিস্তৃত তথ্য দ্রষ্টব্য)। যেস্থানে জীবের ভোগময়ী চিত্ত-বৃত্তি যোষিদ্-ভোগে নিযুক্ত, সে-স্থলে সর্ব্বযোষিৎপতি কৃষ্ণের নিত্য-নির্ব্যলিক সেবার বুদ্ধির অভাব জানিতে হইবে। কেহ যদি গৌরসুন্দরের নিকট স্ত্রী-ঘটিত গ্রাম্য-প্রসঙ্গ উত্থাপন বা আলোচনা করিতে আসিত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি উহা বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিতেন। কৃষ্ণসেবা-বিরোধি-সাহিত্যচর্চ্চার ছলনায় এবং কৃষ্ণভক্তি-রস-বর্জ্জিত নৈরস্য-ময় কাব্য-রস-পানাশায় মানবের গ্রাম্য-রস-পান-প্রবণ চিত্ত যেরূপ বিষয়ভোগবাঞ্ছা মূলক ব্যভিচারে প্রধাবিত ও প্রমত্ত হয়, কৃষ্ণভক্তিপ্রেমরস-প্রদাতা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার শুদ্ধভক্ত মহাজন-সম্প্রদায় কখনই তাদৃশ ব্যভিচারের

বর্ষমধ্যেই প্রভু-সমীপে পাঠ-ফলে পাণ্ডিত্য-খ্যাতি লাভ—

অতএব প্রভুস্থানে বর্ষেক পড়িয়া।
পণ্ডিত হয়েন সবে সিদ্ধান্ত জানিয়া॥ ৩৭ ॥

বিদ্যাবিলাস-মগ্ন পুত্রের বিবাহার্থ শচীমাতার চিন্তা—

হেনমতে বিদ্যা-রসে আছেন ঈশ্বর।
বিবাহের কার্য্য শচী চিন্তে নিরন্তর॥ ৩৮ ॥

অনুরূপ যোগ্যা কন্যার অন্বেষণ—

সর্ব্ব-নবদ্বীপে শচী নিরবধি মনে।
পুত্রের সদৃশ কন্যা চাহে অনুক্ষণে॥ ৩৯ ॥

নবদ্বীপবাসী রাজপণ্ডিত সনাতনমিশ্রের গুণাবলী—

সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা-ভাগ্যবান্।
দয়াশীল-স্বভাব—শ্রীসনাতন নাম॥ ৪০ ॥
অকৈতব, উদার, পরম-বিষ্ণুভক্ত।
অতিথি-সেবনে, পর-উপকারে রত॥ ৪১ ॥
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মহা-বংশ-জাত।
পদবী 'রাজ-পণ্ডিত', সর্ব্বত্র বিখ্যাত॥ ৪২ ॥
ব্যবহারেও পরম-সম্পন্ন এক জন।
অনায়াসে অনেকেরে করেন পোষণ॥ ৪৩ ॥

পক্ষপাতী ছিলেন না বা নহেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, তিনি কখনই যোষিৎসংক্রান্ত কোনপ্রকার গ্রাম্য-কথারই প্রশ্রয় দেন নাই॥ ২৯॥

এজন্য প্রভুর নিত্যসিদ্ধ স্তাবক মহাজন-সম্প্রদায় ও তাঁহাদের নিষ্কপট অনুগগণ—যাঁহারা তাঁহার স্তুতি-কীর্ত্তন গান বা পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা—কখনও কোন-প্রকারেই গৌরাঙ্গমহাপ্রভুকে অবৈধভাবে 'নাগর'-আখ্যায় আখ্যাত করিয়া তাঁহার গুণ-মহিমা গান করেন নাই, করেন না বা করিবেন না। গৌরসুন্দরই প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয়রাজ্যের যাবতীয় নারীর একমাত্র বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাহা হইলেও কৃষ্ণের এই গৌরলীলায় 'নাগর' বলিয়া মহিমা-প্রচার বা স্তব করিবার কোনও ভিত্তি নাই এবং তাহা গৌর-কৃষ্ণ-সেবার অর্থাৎ সু-সিদ্ধান্তের নিতান্ত বিরুদ্ধ। গোপীজন-বল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণচন্দ্রই সম্ভোগরস-বিগ্রহ। কৃষ্ণের গৌরলীলা স্বভাবতঃ বিপ্রলম্ভময়ী, সুতরাং কোন বুদ্ধিমান্ নিষ্কপট গৌরভক্তই প্রভুর বিদ্যা-বিলাসাত্মিকা আদি-লীলায় নিখিল বৈধভক্ত্যাশ্রিতগণের সেব্যবিগ্রহত্ব অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণত্ব, অথবা দীক্ষা-গ্রহণ-লীলাভি-নয়ানন্তর প্রভুর বিপ্রলম্ভরসাত্মিকা [illegible] অন্ত্যলীলায় মূল-আশ্রয়বিগ্রহের কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিময় মহাভাবটীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তাঁহাকে অন্যপ্রকার অর্থাৎ সম্ভোগ-রসের কুমনঃ-কল্পিত নায়করূপে গড়িয়া তুলিয়া গৌরভোগী হইবার জন্য ব্যস্ত হন না। নির্ব্বোধ অবৈধ পরদার-বুভুক্ষা-লম্পট ভাগ্য-হীন সম্প্রদায় তাহাদের গ্রাম্য-প্রবৃত্তি-বশতঃ গৌরসুন্দরকে ও তাঁহার সেবক-সেবকা ভক্তগণকে 'কামুক' ও 'কামুকী' সাজাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া স্ব-স্ব-দুর্ব্বুদ্ধি ও নির্ব্বুদ্ধিতা স্থাপন করেন মাত্র। প্রভুর আচার্য্য-লীলায় গ্রাম্য-বার্ত্তার শ্রবণ-কীর্ত্তন—তাঁহার প্রচার ও স্বভাবের নিতান্ত বিরুদ্ধ; পরন্তু কৃষ্ণ-লীলায় যেরূপ অপ্রাকৃত সম্ভোগ-রসের অভিনয় নিত্যকাল বর্ত্তমান, গৌরলীলায়ও তদ্রূপ সম্ভোগের পরিবর্ত্তে চিন্ময় বিপ্রলম্ভরসের নিত্যাবস্থিতি। যোষিৎসঙ্গ বা প্রাকৃত যোষিতের দর্শনফলে বৈরস্যেরই উদয় হয়, তাহাতে ভাবনা-বর্ত্মের অতীত শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে আস্বাদন-যোগ্য চিন্ময়রসের অধিষ্ঠান নাই, পরন্তু বদ্ধজীবের তমোগুণ-হৃদয়ে তদ্বিপরীত জড় ভোগেরই ব্যাপার নিহিত আছে। এইসকল কথা গৌরকৃষ্ণতত্ত্ববিৎ 'মহা-মহিম' 'বুধ' অর্থাৎ ধীর বুদ্ধিমান্ দেশিকগণ গান করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য-সম্মত সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বিস্তৃত বিচার ও আলোচনা জানিতে হইলে পারমার্থিক সাপ্তাহিক-পত্র 'গৌড়ীয়'—৫ম বর্ষের ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩ ও ২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ৩০-৩২॥

নিজ রসে,—বিদগ্ধমাধব-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভু মহাপ্রভুর 'নিজরস'-শব্দের উল্লেখ করিয়া-ছেন,—'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতু-মুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।' অথবা, 'স্বানুভবানন্দে', স্বীয় নিগূঢ় ভাবানুসারে; নিজের রঙ্গে বা কৌতুকে। পাঠান্তরে,—'নিজাবেশে'॥ ৩৪॥

মহাপ্রভু গৌরসুন্দরই সৎসিদ্ধান্তের একমাত্র উপদেশক-শিরোমণি। তিনি যাবতীয় ভগবদ্ভক্তিমূলাকর সুসিদ্ধান্ত-

তদীয় সুশীলা দুহিতৃরূপে মহালক্ষ্মী অবতীর্ণ—

তাঁর কন্যা আছেন পরম-সুচরিতা।
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-প্রায় সেই জগন্মাতা ॥ ৪৪ ॥

মহালক্ষ্মীর দর্শনমাত্র তাঁহাকে পুত্ররূপী নারায়ণের যোগ্যা সঙ্গিনী-জ্ঞান—

শচীদেবী তাঁরে দেখিলেন যেইক্ষণে।
এই কন্যা পুত্রযোগ্যা,—বুঝিলেন মনে ॥ ৪৫ ॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আশৈশব আচরণ—

শিশু হইতে দুই-তিন-বার গঙ্গাস্নান।
পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণু-ভক্তি বিনে নাহি আন ॥ ৪৬ ॥

গঙ্গাঘাটে আর্য্যা শচীমাতাকে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রত্যহ প্রণাম—

আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি-দিনে দিনে।
নম্র হই' নমস্কার করেন চরণে ॥ ৪৭ ॥

বিষ্ণুপ্রিয়াকে শচীমাতার আশীর্ব্বাদ—

আইও করেন মহাপ্রীতে আশীর্ব্বাদ।
"যোগ্য-পতি কৃষ্ণ তোমার করুন প্রসাদ ॥" ৪৮ ॥

গঙ্গাস্নানার্থ আগত শচীর বিষ্ণুপ্রিয়াকে স্বপুত্রবধূরূপে বাঞ্ছা—

গঙ্গাস্নানে আই মনে করেন কামনা।
"এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা ॥" ৪৯ ॥

সনাতনমিশ্রেরও প্রভুকে জামাতৃরূপে বরণেচ্ছা—

রাজপণ্ডিতের ইচ্ছা সর্ব্ব-গোষ্ঠীসনে।
প্রভুরে করিতে কন্যা-দান নিজ-মনে ॥ ৫০ ॥

সনাতনমিশ্রের নিকট তদীয় কন্যা সহ নিজপুত্রের বিবাহ-সংঘটনার্থ কাশীনাথপণ্ডিতকে শচীর আদেশ ও প্রেরণ—

দৈবে শচী কাশীনাথ-পণ্ডিতেরে আনি'।
বলিলেন তাঁরে,—"বাপ, শুন এক বাণী ॥ ৫১ ॥

সমূহের অনুমোদন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, জগৎ যে সিদ্ধান্ত-শিরোমণি জানিত না, তাহাও তিনি আপামর সকলের সহজ-প্রাপ্য করিয়াছেন। তাঁহার সুসিদ্ধান্ত-ভূমিকাত্রয়েই শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্যত্ব, তদনুগ শ্রীরূপ-গোস্বামীর অভিধেয়াচার্য্যত্ব এবং শ্রীজীব-গোস্বামি-কর্ত্তৃক তৎপরিপুষ্টি সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের উপাস্য-বস্তু হইয়াছে। শ্রীরূপানুগবর শ্রীদাস-গোস্বামীর সেই সুসিদ্ধান্তভিত্তিমূলা নিগূঢ়ভজন-প্রণালীই বৃন্দা-বিপিনের সুরসম্পত্তিকা। প্রভুর নিকট যাঁহারা একবর্ষ কালও সুসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিবার সুযোগ-সৌভাগ্য লাভ করিতেন, আধ্যক্ষিক-জ্ঞান তাঁহাদিগকে কখনও অধোক্ষজ-সেবা হইতে বঞ্চিত করিত না ॥ ৩৭

অকৈতব,—কৈতব (কপটতা, কুটিলতা বা খলতা)-শূন্য, নিষ্কপট, সরল, অক্রূর।

উদার,—দানশীল, মহান্, উন্নত, প্রশাস্ত, করুণ, ঋজু-স্বভাব, স্থির বা গম্ভীর ॥ ৪১ ॥

দয়ার্দ্র-স্বভাব সনাতন-মিশ্র নানা-সদ্‌গুণরাশিতে বিভূষিত ছিলেন; তিনি কোনপ্রকার ছলনা জানিতেন না, পরন্তু পরম-বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি অতিথি-সেবা, পরোপকার-ব্রত, সত্যানুরক্তি ও ইন্দ্রিয়-সংযমে ব্রতী এবং উচ্চ-কুলোদ্ভূত মহাভিজাত্যসম্পন্ন ছিলেন। সমগ্র-নবদ্বীপে তিনি 'রাজ-পণ্ডিত'-নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ব্যবহারিক, লৌকিক বা সামাজিক-রাজ্যেও তিনি একজন মহা-সম্পত্তিশালী, ধনাঢ্য, সমৃদ্ধিমান্ ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া অনায়াসে বহু-লোকের লালনপালন ও ভরণ পোষণ করিতেন। অধুনা কপট দুরাচার সমাজ বলিয়া থাকেন যে, যাঁহারা সনাতন-মিশ্রের ন্যায় সত্যবাদী, সরল, উদার ও ন্যায়-পরায়ণ অর্থাৎ মিথ্যা, ছল, হীনতা বা অন্যায়ের বিরোধী বা ধার ধারেন না, তাঁহারা কখনই জগতে ব্যবহারিক-রাজ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু সনাতন-মিশ্র, একদিকে যেমন সামাজিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদমর্য্যাদায়, অপরদিকে তেমনই নানা-সদ্‌গুণাবলীতে বিমণ্ডিত ছিলেন ॥ ৪১-৪৩ ॥

ঘটনা,—বিবাহের যোজনা, অর্থাৎ সঙ্ঘটন, সম্মেলন, সংযোগ ॥ ৪৯ ॥

সর্ব্বগোষ্ঠী-সনে,—সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সহিত একসঙ্গে মিলিয়া ॥ ৫০ ॥

কাশীনাথপণ্ডিত—নবদ্বীপ-নিবাসী ঘটকচূড়ামণি বিপ্র; সত্যভামা-দেবীর বিবাহার্থ কৃষ্ণসমীপে উভয়ের উদ্বাহ-সম্বন্ধ-প্রস্তাবক প্রেরিত বিপ্র। (গৌঃ গঃ ৫০ শ্লোক—) "যশ্চ সত্রাজিতা বিপ্রঃ প্রহিতো মাধবং প্রতি। সত্যোদ্বাহায় কুলকঃ শ্রীকাশীনাথ এব সঃ ॥" ৫১ ॥

পরম-গৌরবে...যথোচিত,—মহাযত্ন ও আদরের সহিত যথা-বিধি সম্মানানুষ্ঠান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

রাজ-পণ্ডিতেরে কহ,—ইচ্ছা থাকে তান।
আমার পুত্রেরে করুন কন্যা দান॥" ৫২॥

কাশীনাথের প্রস্থান—

কাশীনাথপণ্ডিত চলিলা সেইক্ষণে।
'দুর্গা' 'কৃষ্ণ' বলি' রাজপণ্ডিত-ভবনে॥ ৫৩॥

কাশীনাথকে সনাতনমিশ্রের যথোচিত অভ্যর্থনা—

কাশীনাথে দেখি' রাজপণ্ডিত আপনে।
বসিতে আসন আনি' দিলেন সম্ভ্রমে॥ ৫৪॥

কাশীনাথের আগমনকারণ-জিজ্ঞাসা—

পরম-গৌরবে বিধি করে যথোচিত।
"কি কার্য্যে আইলা, ভাই?" জিজ্ঞাসে পণ্ডিত॥

কাশীনাথের প্রস্তাবনা—

কাশীনাথ বলেন,—"আছয়ে এক কথা।
চিত্তে লয় যদি, তবে করহ সর্ব্বথা॥ ৫৬॥

শচীনন্দনকে কন্যা-সম্প্রদানার্থ অনুরোধ—

বিশ্বম্ভর-পণ্ডিতেরে তোমার দুহিতা।
দান কর'—এ সম্বন্ধ উচিত সর্ব্বথা॥ ৫৭॥

উভয়েই উভয়ের যোগ্য—

তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্যপতি।
তাঁহার উচিত এই কন্যা মহা-সতী॥ ৫৮॥

দ্বারকেশ-দম্পতিই এই যুগে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া—

যেন কৃষ্ণে-রুক্মিণীতে অন্যোহন্য-উচিত।
সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া-নিমাঞিপণ্ডিত॥" ৫৯॥

তদ্বিষয়ে সনাতনের ভার্য্যাদি স্বজনসহ পরামর্শ—

শুনি' বিপ্রপত্নী-আদি আপ্তবর্গ-সহে।
লাগিলা করিতে যুক্তি, দেখি,—কে কি কহে॥৬০

সকলেরই শচীনন্দন-সহ কন্যার বিবাহপ্রস্তাব ও অনুমোদন—

সবে বলিলেন,—"আর কি কার্য্য বিচারে?
সর্ব্বথা এ কর্ম্ম গিয়া করহ সত্বরে॥" ৬১॥

হর্ষভরে সনাতনমিশ্রের কাশীনাথকে উক্তি—

তবে রাজপণ্ডিত হইয়া হর্ষমতি।
বলিলেন কাশীনাথ পণ্ডিতের প্রতি॥ ৬২॥

শচীনন্দনকে বিষ্ণুপ্রিয়া-সম্প্রদানে সনাতনের অঙ্গীকার—

"বিশ্বম্ভর-পণ্ডিতের করে কন্যা দান।
করিব সর্ব্বথা,—বিপ্র, ইথে নাহি আন॥ ৬৩॥

বিশ্বম্ভর-সহ দুহিতার উদ্বাহ-সম্বন্ধে মিশ্রের স্ববংশ-সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন—

ভাগ্য থাকে যদি সর্ব্ব বংশের আমার॥
তবে হেন সু-সম্বন্ধ হইবে কন্যার॥ ৬৪॥

কন্যার বিবাহপ্রস্তাবে বরপক্ষকে স্বীয় দৃঢ়াঙ্গীকার ও সমর্থনজ্ঞাপনার্থ অনুরোধ—

চল তুমি, তথা যাই' কহ সর্ব্ব-কথা।
আমি পুনঃ দঢ়াইলুঁ, করিব সর্ব্বথা॥" ৬৫॥

শচীদেবী-সমীপে কাশীনাথের কন্যাপক্ষীয় অনুমোদনজ্ঞাপন—

শুনিয়া সন্তোষে কাশীনাথ মিশ্রবর।
সকল কহিল আসি' শচীর গোচর॥ ৬৬॥

অভীষ্টপূরণসম্ভাবনায় হর্ষভরে শচীমাতার পুত্রবিবাহে উদ্যোগ—

কার্য্যসিদ্ধি শুনি' আই সন্তোষ হইলা।
সকল উদ্যোগ তবে করিতে লাগিলা॥ ৬৭॥

সম্বন্ধ,—বিবাহ-সম্বন্ধ, বিবাহ-সংযোগ (সম্মেলন বা সংঘটন), আত্মীয়তা বা কুটুম্বিতা॥ ৫৭॥

বুদ্ধিমন্ত-খান,—প্রভুর প্রতিবেশী ও একান্ত অনুগত ধনাঢ্য ভক্ত বিপ্র। (চৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ ৭৪ সংখ্যায়—) "চৈতন্যের অতিপ্রিয় বুদ্ধিমন্ত-খান। আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবকপ্রধান॥" আদি ১২শ অঃ ৭২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয়বারে প্রভুর বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সহিত বিবাহোপলক্ষে বররূপী প্রভুর পক্ষে থাকিয়া তৎসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার-বহন-কারী,—আদি ১৪শ অঃ ৬৯, ৭১, ১৩৭, ১৪৫, ২২০; শ্রীবাস-মন্দিরে বা চন্দ্রশেখর-ভবনে প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্গী,—মধ্য ৮ম অঃ ১১২; জগাই-মাধাই'র উদ্ধারান্তে সগণ প্রভুর জলকেলির সঙ্গী,—মধ্য ১৩শ অঃ ৩৩৫; চন্দ্রশেখর-গৃহে মহালক্ষ্মী-কাচে স্বয়ং প্রভুর অভিনয়-কালে বেশ ভূষা-সজ্জাদির ভারপ্রাপ্ত,—মধ্য ১৮শ অঃ ৭, ১৩ ১৪, ১৬; শান্তিপুরে প্রভু-সহ মিলন,—চৈঃ চঃ মধ্য ৩য় পঃ ১৫৪; প্রভুদর্শনার্থ ভক্তগণ-সহ গৌড় হইতে পুরী-যাত্রা,—অন্ত্য, ৮ম অঃ ৩০

অধ্যাপক প্রভুর উদ্বাহ-শ্রবণে শিষ্যগণের হর্ষ—

প্রভুর বিবাহ শুনি' সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
সবেই হইলা অতি-পরানন্দ-মন ॥ ৬৮ ॥

বিশ্বম্ভরের যাবতীয় উদ্বাহব্যয়-নির্ব্বাহার্থ বুদ্ধিমন্তখানের অঙ্গীকার—

প্রথমে বলিলা বুদ্ধিমন্ত-মহাশয়।
"মোর ভার এ-বিবাহে যত লাগে ব্যয় ॥"৬৯॥

প্রভুর বিবাহ-ব্যয় আংশিকভাবে বহনার্থ মুকুন্দসঞ্জয়েরও আগ্রহপ্রকাশ—

মুকুন্দ সঞ্জয় বলে,—"শুন, সখা ভাই!
তোমার সকল ভার, মোর কিছু নাই?"৭০॥

ধনাঢ্য বুদ্ধিমন্তখানের মহা-সমারোহের সহিত প্রভুবিবাহসম্পাদনাঙ্গীকার—

বুদ্ধিমন্ত-খান বলে,—"শুন, সখা ভাই!
বামনিঞা সজ্জ এ-বিবাহে কিছু নাই ॥ ৭১ ॥
এ-বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন।
রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন"॥৭২॥

অধিবাস-দিন-নির্দ্ধারণ—

তবে সবে মিলি' শুভ-দিন শুভ-ক্ষণে।
অধিবাস-লগ্ন করিলেন হর্ষ-মনে ॥ ৭৩ ॥

বিবাহ-স্থানে মঙ্গলসজ্জা ও আলিম্পন—

বড়-বড় চন্দ্রাতপ সব টাঙ্গাইয়া।
চতুর্দ্দিকে রুইলেন কদলী আনিয়া ॥ ৭৪ ॥
পূর্ণ-ঘট, দীপ, ধান্য, দধি, আম্রসার।
যতেক মঙ্গল দ্রব্য আছয়ে প্রচার ॥ ৭৫ ॥
সকল একত্রে আনি' করি' সমুচ্চয়।
সর্ব্বভূমি করিলেন আলিপনা-ময় ॥ ৭৬ ॥

অচ্যুতগোত্র বৈষ্ণব ও দ্বিজাদি সকল সজ্জনেরই বিশ্বম্ভর-বিবাহে যোগদানার্থ নিমন্ত্রণপ্রাপ্তি—

যতেক বৈষ্ণব, আর যতেক ব্রাহ্মণ।
নবদ্বীপে আছয়ে যতেক সুসজ্জন ॥ ৭৭ ॥

তৎকালীন নিমন্ত্রণ-রীতি—

সবারেই নিমন্ত্রণ করিলা সকলে।
"অধিবাসে গুয়া আসি' খাইবা বিকালে ॥"৭৮॥

অধিবাস-দিনে অপরাহ্নে বাদকের মঙ্গলবাদন—

অপরাহ্নকাল মাত্র হইল আসিয়া।
বাদ্য আসি' করিতে লাগিল বাজনিয়া ॥ ৭৯ ॥

বিবিধযন্ত্রে মঙ্গলবাদন—

মৃদঙ্গ, সানাঞি, জয়ঢাক, করতাল।
নানাবিধ বাদ্যধ্বনি উঠিল বিশাল ॥ ৮০ ॥

ভট্টগণের স্তুতিপাঠ, সাধ্বী সধবাগণের হুলুধ্বনি—

ভাটগণে পড়িতে লাগিল রায়বার।
পতিব্রতাগণে করে জয়জয়কার ॥ ৮১ ॥

বেদধ্বনির মধ্যে বিশ্বম্ভরের সভায় উপবেশন—

বিপ্রগণে লাগিল করিতে বেদধ্বনি।
মধ্যে আসি' বসিলা দ্বিজেন্দ্রকুল-মণি ॥ ৮২ ॥

("আজন্ম চৈতন্য আজ্ঞা—যাঁহার বিষয়"), এবং চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০ম পঃ ১০ ও ১২১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভার,—[ভৃ + অ (ঘঞ্) ভাবে], দায়িত্ব, গুরুত্ব।

লাগে,—আবশ্যক বা প্রয়োজন হইবে ॥ ৬৯ ॥

বামনিঞা সজ্জ—দরিদ্র-ব্রাহ্মণোচিত-রীত্যনুযায়ী আড়ম্বর জাঁক-জমক বা সমারোহ-বিহীন, স্বল্প, সামান্য আয়োজন, 'গরিবানা চাল'।

কিছু নাই,—কিঞ্চিন্মাত্রও (লেশ পর্য্যন্তও অর্থাৎ নাম-গন্ধও) থাকিবে না ॥ ৭১ ॥

অধিবাস-লগ্ন,—আদি ১০ম অঃ ৮০সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥

রুইলেন,—[সংস্কৃত 'রুহ্'-ধাতু + ণিচ্—রোপি + অনট্—'রোপণ', তাহা হইতে প্রাদেশিক অপভ্রংশ 'রোয়া'-ধাতু], 'রোয়া'-ধাতুর অতীতকালে প্রথম-পুরুষে ব্যবহৃত, রোপণ করিলেন।

চন্দ্রাতপ,—[চন্দ্র + আত (গমন)—পা (রক্ষা করা) + অ (ড) কর্ত্তৃ], যাহা চন্দ্রকিরণের (সুতরাং অর্থ-সম্প্রসারণে, সূর্য্যকিরণেরও) গমন (অর্থাৎ আগমন বা আক্রমণ) হইতে নিমন্ত্রিত জনগণকে রক্ষা করে; 'চাঁদোয়া', 'সামিয়ানা', মণ্ডপ।

টাঙ্গাইয়া,—[প্রাদেশিক শব্দ, সংস্কৃত ণিজন্ত তন্-ধাতু (বিস্তার করা) হইতে 'তানান', 'টানান', টাঙ্গান (?)-ধাতুর অসমাপিকা-পদ], 'খাটাইয়া', উঁচুতে বাঁধিয়া ॥ ৭৪ ॥

বিপ্রগণের সভায় হর্ষভরে উপবেশন—

চতুর্দ্দিকে বসিলেন ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
সবেই হইলা চিত্তে মহা-কুতূহলী ॥ ৮৩ ॥

আমন্ত্রিত উপস্থিত বিপ্রকুলের প্রতি যথোচিত-অভ্যর্থনা-রীতি-বর্ণন —

তবে গন্ধ, চন্দন, তাম্বূল, দিব্য মালা।
ব্রাহ্মণগণের সবে দিবারে আনিলা ॥ ৮৪ ॥
শিরে মালা, সর্ব্ব-অঙ্গে লেপিয়া চন্দনে।
একবাটা তাম্বূল সে দেন একো জনে ॥ ৮৫ ॥

তৎকালীন বিপ্রবহুল নবদ্বীপবাসি-বিপ্রগণের অধিবাস-সভায় গমনাগমন—

বিপ্রকুল নদীয়া,—বিপ্রের অন্ত নাই।
কত যায়, কত আইসে, অবধি না পাই ॥ ৮৬ ॥

কোন কোন লুব্ধবিপ্রের ঢঙ্গ চরিত ও শাঠ্য-কাপট্য-নাট্যবর্ণন—

তথি-মধ্যে লোভিষ্ঠ অনেক জন আছে।
একবার লৈয়া পুনঃ আর কাচ কাচে ॥ ৮৭ ॥

জনসংঘট্টে মিশিয়া অপরিচিতভাবে অভ্যর্থনার দ্রব্যাদিসংগ্রহে তাহাদের প্রচেষ্টা—

আরবার আসি' মহা-লোকের গহলে।
চন্দন, গুবাক, মালা নিয়া নিয়া চলে ॥ ৮৮ ॥

শুভকার্য্যে হর্ষমত্ততা-হেতু তাদৃশ ধূর্ত্তগণের শাঠ্যাচরণে সকলের অনবধান—

সবেই আনন্দে মত্ত, কে কাহারে চিনে?
প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা করিলা আপনে ॥ ৮৯ ॥

মাল্যাদি-সংগ্রহে অতিব্যগ্র-লোকসংঘট্টদর্শনে প্রভুর সানন্দে তদ্বিতরণার্থ আদেশ—

"সবারে চন্দন-মালা দেহ' তিন-বার।
চিন্তা নাহি, ব্যয় কর' যে ইচ্ছা যাহার ॥" ৯০ ॥

প্রভুর আজ্ঞা-ফলে একই ব্যক্তির পুনঃ পুনঃ মাল্যাদি সংগ্রহরূপ বৃথা অপচয়-নিবারণ—

একবার নিয়া যে যে লয় আরবার।
এ আজ্ঞায় তাহার কৈলেন প্রতিকার ॥ ৯১ ॥

ধূর্ত্তবিপ্রগণের অন্যায়ভাবে দ্রব্যসংগ্রহচেষ্টা-দর্শনে তাহাদের অখ্যাতি-নিবারণার্থ প্রভুর তাদৃশ উদার আদেশ—

"পাছে কেহ চিনিয়া বিপ্রেরে মন্দ বলে।
পরমার্থে দোষ হয় শাঠ্য করি' নিলে ॥ ৯২ ॥
বিপ্র-প্রিয় প্রভুর চিত্তের এই কথা।
'তিনবার দিলে পূর্ণ হইবে সর্ব্বথা ॥' ৯৩ ॥

প্রভুর আজ্ঞা-ফলে আশাতীত দ্রব্যলাভে লুব্ধবিপ্রগণের অন্যায়ভাবে দ্রব্যাদিসংগ্রহার্থ প্রযত্নপরিত্যাগ—

তিনবার পাই' সবে হরষিত-মন।
শাঠ্য করি' আর নাহি লয় কোন জন ॥ ৯৪ ॥

শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ শ্রীশেষ-সঙ্কর্ষণের দুর্বিজ্ঞেয়ভাবে মাল্যাদি-উপকরণরূপে স্বীয় আরাধ্য-সেবা—

এইমত মালায়, চন্দনে, গুয়া-পানে।
হইলা অনন্ত, মর্ম্ম কেহ নাহি জানে ॥ ৯৫ ॥

বিতরিত মাঙ্গলিকদ্রব্যাদিব্যতীতও বিতরণকালে কেবলমাত্র ভূপতিত পরিত্যক্ত দ্রব্যাদিদ্বারাই সাধারণ-লোকের অনায়াসে বহুবিবাহনির্ব্বাহ-যোগ্যতা—

মনুষ্যে পাইল যত, সে থাকুক দূরে।
পৃথ্বীতে পড়িল যত, দিতে মনুষ্যেরে ॥ ৯৬ ॥
সেই যদি প্রাকৃত-লোকের ঘরে হয়।
তাহাতেই তার পাঁচ বিভা নির্ব্বাহয় ॥ ৯৭ ॥

আশাতীত দ্রব্যাদিলাভে উপস্থিত সকলেরই হর্ষভরে অধিবাস-বাসর-স্তুতি—

সকল-লোকের চিত্তে হইল উল্লাস।
সবে বলে,—"ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাস ॥ ৯৮ ॥

আম্রসার,—আম্রপত্র-পল্লব ॥ ৭৫ ॥

আলিপনা,—(সংস্কৃত 'আলিম্পন'-শব্দজ), স্ব-গৃহের বা দেব-গৃহের ভূমিতে, ভিত্তিতে, চাউলের পিটুলি-দ্বারা নানা-প্রকার মঙ্গলালেপন বা চিত্রাঙ্কন, (চলিতভাষায়) 'আল্পনা' বা 'আলিপনা'।

সমুচ্চয় করি',—সংগ্রহ, সমাহার, গণনা বা স্তূপীকৃত করিয়া ॥ ৭৬ ॥

বৈষ্ণব,—এস্থলে, শৌক্র বা অশৌক্র-বিপ্রকুলোদ্ভূত-নির্ব্বিশেষে বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ সদাচারনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণ।

ব্রাহ্মণ,—এস্থলে শৌক্রবিপ্রকুলোদ্ভূত পুরুষগণ ॥ ৭৭ ॥

অভূতপূর্ব্ব অধিবাস-বাসর—

লক্ষেশ্বরো দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে।
হেন অধিবাস নাহি করে কারো বাপে ॥ ৯৯ ॥

মুক্তহস্তে মাল্যাদি-বিতরণ—

এমত চন্দন, মালা, দিব্য গুয়া-পান।
অকাতরে কেহ কভু নাহি করে' দান ॥" ১০০ ॥

গীতবাদ্য ও মাঙ্গলিকদ্রব্যাদি এবং আত্মীয়-স্বজনসহ কন্যা-পিতার স্বগৃহে আগমন—

তবে রাজপণ্ডিত আনন্দ-চিত্ত হৈয়া।
আইলেন অধিবাস-সামগ্রী লইয়া ॥ ১০১ ॥
বিপ্রবর্গ আপ্তবর্গ করি' নিজ-সঙ্গে।
বহুবিধ বাদ্য নৃত্য-গীত-মহারঙ্গে ॥ ১০২ ॥

যথাবিধি যথাশাস্ত্র শুভ-লগ্নে জামাতৃরূপি-ভগবান্ শচীনন্দনকে রাজপণ্ডিতের তিলকদান—

বেদবিধিপূর্ব্বক পরম-হর্ষ-মনে।
ঈশ্বরের গন্ধ-স্পর্শ কৈলা শুভক্ষণে ॥ ১০৩ ॥

তৎক্ষণাৎ মঙ্গল-হরিধ্বনি ও জয়রব —

ততক্ষণে মহা-জয়জয়-হরি ধ্বনি।
করিতে লাগিলা সবে মহা-স্তুতি-বাণী ॥ ১০৪ ॥

সাধ্বী সধবাগণের হুলুধ্বনি ; স্থানকালপাত্রে সর্ব্বত্রই আনন্দ-দর্শনে বিরাজিত আনন্দলীলাময়-বিগ্রহের যথার্থ অবতারানুমান--

পতিব্রতাগণে দেয় জয়জয়কার।
বাদ্য-গীতে হৈল মহানন্দ-অবতার ॥ ১০৫ ॥

গুয়া,—(সংস্কৃত 'গুবাক'-শব্দের সংক্ষিপ্ত অপভ্রংশ), সুপারি ; এ-স্থলে, তাম্বূল-পর্ণ ও গুবাক (অর্থাৎ পান-গুয়া), উভয়ই ॥ ৭৮ ॥

বাজনিয়া,—সংস্কৃত বাদন-শব্দের অপভ্রংশ 'বাজন', 'বাজান' ; যে ব্যক্তি 'বাজনা' (বাদ্য) বাজায়, নট্ট, বাজন-দার, বাদ্যকর ॥ ৭৯ ॥

রায়বার,—আদি ৮ম অঃ ১১শ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

জয়জয়কার,—অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গে হুলু (উলু)-ধ্বনিই প্রাদেশিক চলিত-ভাষায় 'জোকার' অর্থাৎ 'জয়কার'-নামে কথিত ॥ ৮১ ॥

বাটা,—তাম্বূলাধার, পানের ডিবা ॥ ৮৫ ॥

বিপ্রকুল,—বিপ্রজাতি-পরিপূর্ণ ॥ ৮৬ ॥

তথি-মধ্যে,—(প্রাচীন বাঙ্গলায় ব্যবহৃত), তন্মধ্যে।

লোভিষ্ঠ,—[লোভ + ('অতিশয়'-অর্থে) ইষ্ঠ]; মহা-লোভী, অত্যন্ত লুব্ধ ॥ ৮৭ ॥

গহনে,—[সংস্কৃত গহ্-ধাতু (নিবিড় হওয়া) + অনট্ —গহন-শব্দ], 'ভিড়', জনতা, সংঘট্ট, ইহা হইতেই 'গোল'-শব্দ (?) ॥ ৮৮ ॥

যে-সকল বিপ্র পান, সুপারি, মালা, চন্দন প্রভৃতি একবার গ্রহণ করিয়া বা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় উহা লাভ করিবার আশায় বিভিন্ন-সজ্জায় আগমন করিয়াছিল, তাহা-দিগকে পাছে কেহ 'অবৈধ লুব্ধ শঠ বা বঞ্চক' বলিয়া গর্হণ করে, তজ্জন্য তৎপ্রতিকারার্থ অর্থাৎ যাহাতে সকল-বিপ্রেরই পরিপূর্ণ-প্রাপ্তির ফলে সন্তোষ-লাভ হয় বা আশা মিটিয়া যায়, তন্নিমিত্ত পরমোদার গৌরসুন্দর 'সকলকেই তিনতিন-বার পান, সুপারি ও চন্দন-মালা দাও',—এইরূপ আদেশ করিলেন ॥ ৯০-৯২ ॥

পরমার্থে...নিলে,—পরকে প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা করিয়া অর্থাৎ ঠকাইয়া বা ফাঁকি দিয়া কিছু আত্মসাৎ করিলে পরমার্থে দোষ অর্থাৎ পাপ হয়, সুতরাং তাহা সুনীতি-রহিত। কিন্তু যে-সকল স্ত্রৈণ-পুরুষ বাহিরে সর্ব্ব-সর্ব্বসময়েই মিথ্যা-কথা, ছলনা বা প্রতারণাকে দুর্নীতি-পুষ্ট বলিয়া নিন্দা করিতে ছাড়েন না, অথচ প্রাণাধিক প্রিয়তমা স্ত্রীর সুখের নিমিত্ত মিথ্যা-কথা, ছলনা বা প্রতারণা করিতে আদৌ দ্বিধা বোধ করেন না, উপরন্তু তাহা তারস্বরে সমর্থন পর্য্যন্ত করেন, তাঁহারাই আবার "যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ" ('যে-কোন উপায়েই বাস্তব-সত্যবস্তু কৃষ্ণে মানব চিত্ত-বিত্ত নিয়োগ করিবেন বা করাইবেন'),—এই কথাটী উচ্চারিত হইবা-মাত্র বা তদনুসারে বাস্তব-সত্যোপাসকের আচারানুষ্ঠান-দর্শন-মাত্র 'সুনীতি লঙ্ঘিত হইল' বলিয়া উচ্চ-চীৎকারের সহিত লাফাইয়া উঠিয়া নিজের দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥

চিত্তের কথা,—মনের উদ্দেশ্য ॥ ৯৩ ॥

অনন্ত,—এস্থলে, শ্রীশেষ-সঙ্কর্ষণ ; অথবা 'অসংখ্যাত' (পরবর্ত্তী ১১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ॥ ৯৫ ॥

জামাতৃবরণান্তে রাজপণ্ডিতের স্বগৃহে গমন—

হেনমতে করি' অধিবাস শুভ-কায।
গৃহে চলিলেন সনাতন-বিপ্ররাজ ॥ ১০৬ ॥

বরপক্ষীয় আত্মীয়স্বজনগণেরও কন্যাগৃহে গিয়া মহালক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে নিরীক্ষণ—

এইমতে গিয়া ঈশ্বরের আপ্তগণে।
লক্ষ্মীরে করিলা অধিবাস শুভ-ক্ষণে ॥ ১০৭ ॥

হরিসেবার অনুকূলেই উভয়পক্ষীয়গণের বৈদিকাচারান্তে লৌকিকাচার-সম্পাদন—

আর যত কিছু লোকে 'লোকাচার' বলে।
দোঁহারাই সব করিলেন কুতূহলে ॥ ১০৮ ॥

শুভবিবাহ-বাসরে বৈধগৃহস্থগণের আদর্শরূপে প্রভুর ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে গঙ্গাস্নানান্তে বিষ্ণুপূজা—

তবে সুপ্রভাতে প্রভু করি' গঙ্গা-স্নান।
আগে বিষ্ণু পূজি' গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥ ১০৯ ॥

আত্মীয়স্বজন-বেষ্টিত আত্মারাম ভগবদ্‌বিশ্বম্ভরের আত্ম-প্রীত্যর্থ লৌকিক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ-লীলাভিনয়—

তবে শেষে সর্ব্ব-আপ্তগণের সহিতে।
বসিলেন নান্দীমুখ-কর্ম্মাদি করিতে ॥ ১১০ ॥

তৎকালে মাঙ্গলিক বাদ্য-গীত ও জয়ধ্বনি—

বাদ্য-নৃত্য-গীতে হৈল মহা-কোলাহল।
চতুর্দ্দিকে জয়জয় উঠিল মঙ্গল ॥ ১১১ ॥

গৃহের ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র মাঙ্গলিকদ্রব্যসংরক্ষণ—

পূর্ণ-ঘট, ধান্য, দধি, দীপ, আম্র-সার।
স্থাপিলেন ঘরে দ্বারে অঙ্গনে অপার ॥ ১১২ ॥

বিচিত্র ধ্বজা-উড্ডয়ন, কদলীবৃক্ষরোপণ ও আম্রপল্লববন্ধন—

চতুর্দ্দিকে নানা-বর্ণে উড়য়ে পতাকা।
কদলী রোপিয়া বান্ধিলেন আম্র-শাখা ॥ ১১৩ ॥

গৌরপ্রীত্যর্থে সাধ্বীগণের সহিত শচীমাতার লৌকিকাচার-সম্পাদন—

তবে আই পতিব্রতাগণ লই' সঙ্গে।
লোকাচার করিতে লাগিলা মহা-রঙ্গে ॥ ১১৪ ॥

গঙ্গাপূজান্তে হৃষ্টচিত্তে শচীমাতার স্বীয়পুত্র বিশ্বম্ভর-হিতার্থ লোকাচার-সম্পাদন—

আগে গঙ্গা পূজিয়া পরম-হর্ষ-মনে।
তবে বাদ্য বাজনে গেলেন ষষ্ঠী-স্থানে ॥ ১১৫ ॥
ষষ্ঠী পূজি' তবে বন্ধু-মন্দিরে-মন্দিরে।
লোকাচার করিয়া আইলা নিজ-ঘরে ॥ ১১৬ ॥

প্রাকৃত-লোকের,—সাধারণ-গৃহস্থের।

প্রভুর বিবাহে যে-পরিমাণ মালা-চন্দন, পান-সুপারি প্রভৃতি মাটিতে পড়িয়া নষ্ট হইয়া গেল, তাহা দ্বারাও সাধারণতঃ পাঁচটী বিবাহের উপযুক্ত মাল্য-চন্দন, তাম্বূল-গুবাকাদির প্রয়োজন নির্ব্বাহিত বা সম্পাদিত হইতে পারিত ॥

লক্ষেশ্বর,—লক্ষমুদ্রার অধিকারী ॥ ৯৯ ॥

অধিবাস ও গন্ধস্পর্শ,—(শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্টগোস্বামি-কৃত 'সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা'য়—) 'অনন্তর অধিবাসের কৃত্য লিখিত হইতেছে। গোধূলি-সময়ে, তদভাবে প্রাতঃকালে, অধিবাস-দ্রব্য আনয়ন করিয়া যথাক্রমে অধিবাস করাইবে। অধিবাস-দ্রব্য, যথা—গঙ্গা-মৃত্তিকা, গন্ধ, শিলা, ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক, সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, গোরোচনা, সরিষা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দীপ ও দর্পণ। তৎপর সুগন্ধি গন্ধ-চূর্ণাদি হরিদ্রাক্ত-বসন, সূত্র, চামর, অভিবন্দনের চাদর যোজনা করিবে। অতঃপর গঙ্গা-মৃত্তিকা-দ্বারা মন্ত্র পঠনপূর্ব্বক 'শুভগন্ধাধিবাস হউক' বলিয়া প্রথমে শ্রীবিষ্ণুর পরে বর ও কন্যার অধিবাস করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই এইরূপ। তদনন্তর গঙ্গাদি-দ্বারা মন্ত্র পাঠ করিয়া বন্দন করাইবে। পরে মন্ত্র-দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া চারিটী, পাঁচটী বা সাতটী প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া নির্ম্মঞ্ছন করিবে। এই বিধি-অনুসারে বর ও কন্যার অধিবাস করাইবে।' ১০১ ॥

ঈশ্বরেরে,—মহাপ্রভু গৌরসুন্দরকে ॥ ১০৩ ॥

লোকাচার,—লৌকিক বা কুল-ক্রমাগত ব্যবহারিক প্রথা বা অনুষ্ঠান,—যাহা বৈদিকমন্ত্র-পূত নহে ॥ ১০৮ ॥

নান্দীমুখ-কর্ম্ম,—নান্দী (স্তুতি, সৌভাগ্য) + মুখ(প্রধান), অথবা, নান্দী (শুভ) + মুখ (প্রারম্ভ); 'নান্দীমুখ'-শব্দে বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধভুক্ (১) ছয়জন পিতৃগণ, যথা—পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ; এবং (২) ছয়জন মাতৃগণ, যথা—মাতা, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী এবং পিতামহী, প্রপিতামহী। ইঁহাদের

সাধ্বীগণের সন্তোষবিধান—

তবে খই, কলা, তৈল, তাম্বুল, সিন্দূরে।
দিয়া দিয়া পূর্ণ করিলেন স্ত্রীগণেরে॥ ১১৭॥

ঈশ্বরের বিবাহে বিবিধ সেবোপকরণনিচয়ের অনন্তস্বরূপত্ব এবং মুক্তহস্তে শচীর তদ্‌বিতরণ—

ঈশ্বর-প্রভাবে দ্রব্য হৈল অসংখ্যাত।
শচীও সবারে দেন বার পাঁচ-সাত॥ ১১৮॥

শচীগৃহে শুভবিবাহকার্য্যে সমাগত সমস্ত সধবাগণের অভীষ্টপূরণ—

তৈলে স্নান করিলেন সর্ব্ব-নারীগণে।
হেন নাহি পরিপূর্ণ নহিল যে মনে॥ ১১৯॥

গৌরনারায়ণের গৃহের ন্যায় বিষ্ণুপ্রিয়া-মহালক্ষ্মীর জননীরও স্বগৃহে তদ্রূপ গৌরপ্রীত্যর্থ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি-সম্পাদন—

এইমত মহানন্দ লক্ষ্মীর ভবনে।
লক্ষ্মীর জননী করিলেন হর্ষ মনে॥ ১২০॥

সনাতনমিশ্রের হর্ষভরে স্বীয় জীবন-সর্ব্বস্ব কন্যা-সম্প্রদানে আনন্দাতিশয্য—

শ্রীরাজপণ্ডিত অতি চিত্তের উল্লাসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করি' মহানন্দে ভাসে॥ ১২১॥

বিবাহের পূর্ব্বে যথাশাস্ত্র প্রাথমিককৃত্যাদি-সমাপনান্তে প্রভুর কিছু অবকাশ-লাভ—

সর্ব্ব-বিধিকর্ম্ম করি' শ্রীগৌরসুন্দর।
বসিলেন খানিক হইয়া অবসর॥ ১২২॥

বিপ্রগণকে অশনবসন-দ্বারা সন্তোষণ—

তবে সুব-ব্রাহ্মণেরে ভোজ্য-বস্ত্র দিয়া।
করিলেন সন্তোষ পরম-নম্র হৈয়া॥ ১২৩॥

সকলকেই যথোচিত সম্মান—

যে যেমত পাত্র, যার যোগ্য যেন দান।
সেইমত করিলেন সবারে সম্মান॥ ১২৪॥

বিপ্রগণের বিশ্বম্ভরকে আশীর্ব্বাদান্তে মধ্যাহ্ন-ভোজনার্থ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ—

মহা-প্রীতে আশীর্ব্বাদ করি' বিপ্রগণ।
গৃহে চলিলেন সবে করিতে ভোজন॥ ১২৫॥

অপরাহ্ণে বরোচিত-বেশে প্রভুর ভূষণসম্পাদন—

অপরাহ্ণ-বেলা আসি' লাগিল হইতে।
সবাই প্রভুর বেশ লাগিলা করিতে॥ ১২৬॥

প্রভুর বেশভূষা-বর্ণন—

চন্দনে লেপিত করি' সকল শ্রীঅঙ্গ।
মধ্যেমধ্যে সর্ব্বত্র দিলেন তথি গন্ধ॥ ১২৭॥
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করি' ললাটে চন্দন।
তথি-মধ্যে গন্ধের তিলক সুশোভন॥ ১২৮॥
অদ্ভুত মুকুট শোভে শ্রীশির-উপর।
সুগন্ধিমালায় পূর্ণ হৈল কলেবর॥ ১২৯॥
দিব্য সূক্ষ্মপীতবস্ত্র, ত্রিকচ্ছ বিধানে।
পরাইয়া কজ্জল দিলেন শ্রীনয়নে॥ ১৩০॥
ধান্য, দূর্ব্বা, সূত্র করে করিয়া বন্ধন।
ধরিতে দিলেন রম্ভা মঞ্জরী দর্পণ॥ ১৩১॥

তৃপ্তির উদ্দেশ্যে যে বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ, তাহাই 'নান্দীমুখ-কর্ম্ম'। শুভকর্ম্মাদির প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান, আভ্যুদয়িক বৃদ্ধি বা পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ। (স্মৃতিকার—) 'পিতৄন্ নান্দীমুখান্নাম তর্পয়েদ্‌বিধিপূর্ব্বকম্' এবং 'কন্যা-পুত্র-বিবাহে চ প্রবেশে নববেশ্মনঃ। নামকর্ম্মাণি বালানাং চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা॥ সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদিমুখ-দর্শনে। নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী ইত্যাদি॥'

কিন্তু বৈষ্ণব-স্মৃতিকার শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্ট গোস্বামিপ্রভু 'সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা'য় লিখিয়াছেন,—'নামাপরাধ-ভয়ে নান্দীমুখ(বৃদ্ধি)-শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত বিষ্ণুস্মরণ-পূর্ব্বক গুরুপূজনানন্তর বৈষ্ণব ও বিপ্রগণকে যথাশক্তি সহজভাবে অন্ন-বস্ত্রাদি প্রদান করিবে, তাহা হইলেই পিতৃগণের সংতৃপ্তি হইবে।' ১১০॥

মঙ্গল,—মঙ্গল-রব॥ ১১১॥

ষষ্ঠী,—আদি ৪র্থ অঃ ১৯শ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য॥ ১১৫॥

বন্ধু-মন্দিরে-মন্দিরে,—আত্মীয়-স্বজনগণের গৃহে-গৃহে॥ ১১৬

সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করি',—সকল সম্পত্তি ব্যয় করিয়া, অথবা স্বীয় হৃদয়-সর্ব্বস্ব প্রাণাধিকা প্রিয়তমা দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে মনে-মনে গৌরসুন্দরের হস্তে সমর্পণ করিয়া॥ ১২১॥

সর্ব্ব-বিধি-কর্ম্ম,—স্মৃতি-বিহিত সমস্ত কর্ম্ম॥ ১২২॥

সুবর্ণকুণ্ডল দুই শ্রুতিমূলে দোলে।
নানা-রত্ন-হার বান্ধিলেন বাহু-মূলে ॥ ১৩২ ॥

প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তদুচিতভূষণদ্বারা শোভা-সম্পাদন—

এইমত যে-যে-শোভা করে যে-যে-অঙ্গে।
সকল ঘটনা সবে করিলেন রঙ্গে ॥ ১৩৩ ॥

ভগবানের ভুবন-মোহন রূপদর্শনে সকলের মোহ ও আত্মবিস্মৃতি—

ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখি' যত নর-নারী।
মুগ্ধ হইলেন সবে আপনা' পাশরি' ॥ ১৩৪ ॥

গোধূলিলগ্নেই কন্যা-গৃহে বরের বিবাহার্থ শুভবিজয় উদ্যোগ—

প্রহরেক বেলা আছে, হেনই সময়।
সবেই বলেন,—"শুভ করাহ বিজয় ॥ ১৩৫ ॥

গোধূলিকালের পূর্ব্বপর্য্যন্ত নবদ্বীপভ্রমণান্তে গোধূলির প্রাক্কালে ভাবিশ্বশুরগৃহে প্রভুর উপস্থিতি-প্রস্তাব—

প্রহরেক সর্ব্ব-নবদ্বীপে বেড়াইয়া।
কন্যা-গৃহে যাইবেন গোধূলি করিয়া ॥" ১৩৬ ॥

বুদ্ধিমন্তখানের বর-দোলানয়ন—

তবে দিব্য দোলা করি' বুদ্ধিমন্ত-খান।
হরিষে আনিয়া করিলেন উপস্থান ॥ ১৩৭ ॥

তৎকালে মহতী বাদ্যগীতধ্বনি ও বেদধ্বনি—

বাদ্য-গীতে উঠিল পরম কোলাহল।
বিপ্রগণে করে বেদধ্বনি সুমঙ্গল ॥ ১৩৮ ॥

ভট্টগণের স্তুতিপাঠ, সর্ব্বত্র পরমানন্দের মূর্ত্তি-পরিগ্রহ—

ভাটগণে পড়িতে লাগিলা রায়বার।
সর্ব্বদিকে হইল আনন্দ-অবতার ॥ ১৩৯ ॥

মাতৃ-প্রদক্ষিণ ও বিপ্রগণ-প্রণামান্তে প্রভুর বর-দোলারোহণ, চতুর্দ্দিকে মঙ্গলধ্বনি—

তবে প্রভু জননীরে প্রদক্ষিণ করি'।
বিপ্রগণে নমস্করি' বহু মান্য করি' ॥ ১৪০ ॥
দোলায় বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়।
সর্ব্বদিকে উঠিল মঙ্গল জয়-জয় ॥ ১৪১ ॥

স্ত্রীগণের হুলুধ্বনি, সর্ব্বত্র মঙ্গলরব—

নারীগণে দিতে লাগিলেন জয়কার।
শুভধ্বনি বিনা কোনদিকে নাহি আর ॥ ১৪২ ॥

গঙ্গাতীর দিয়া বর-যাত্রা—

প্রথমে বিজয় করিলেন গঙ্গা-তীরে।
অর্দ্ধচন্দ্র দেখিলেন শিরের উপরে ॥ ১৪৩ ॥

বর-যাত্রা শোভা-বর্ণন ; অসংখ্যপ্রদীপ-প্রজ্বালন ও অগ্নিক্রীড়া—

সহস্র-সহস্র দীপ লাগিল জ্বলিতে।
নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে ॥ ১৪৪ ॥

অগ্রে অগ্রে পাইক ও গোমস্তাগণের গমন—

আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্ত-খাঁর।
চলিলা দুইসারি হই' যত পাটোয়ার ॥ ১৪৫ ॥

তৎপশ্চাৎ বিচিত্র নিশানধারী ও ভাঁড়গণের গমন—

নানা-বর্ণে পতাকা চলিল তার পাছে।
বিদূষক-সকল চলিলা নানা-কাচে ॥ ১৪৬ ॥

বহু নর্ত্তকদলের গমন—

নর্ত্তক বা না জানি কতেক সম্প্রদায়।
পরম-উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি' যায় ॥ ১৪৭ ॥

রম্ভা-মঞ্জরী,—নবোদ্গত কদলী-পত্র, 'কলার মাজ' ॥ ১৩১

শ্রুতিমূলে,—কাণের গোড়ায় ॥ ১৩২ ॥

ঘটনা করিলেন,—সংযুক্ত, রচিত, শোভিত, সম্মিলিত, বা বিন্যস্ত করিলেন ॥ ১৩৩ ॥

গোধূলি,—আদি ১০ম অঃ ৯১ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥১৩৬

উপস্থান করিলেন,—(দিব্য দোলা) উপস্থাপিত করিলেন অর্থাৎ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৩৭ ॥

অর্দ্ধ চন্দ্র,—পাঠান্তরে, পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণিমা-রজনীর সন্ধ্যা-কালে চন্দ্র পূর্ব্বদিকে থাকে, শিরের উপর থাকে না। শুক্লা অষ্টমী হইতে দশমী ও একাদশী পর্য্যন্ত সন্ধ্যাকালে অর্দ্ধচন্দ্র মস্তকোপরি দৃষ্ট হয়। সুতরাং এস্থলে 'পূর্ণচন্দ্র'-পাঠটী সঙ্গত নহে ॥ ১৪৩ ॥

সারি,—[সংস্কৃত সৃ-ধাতু+ণিচ্—সারি (গমন করান) +(সংজ্ঞার্থে) ই], পংক্তি, শ্রেণী।

পাটোয়ার,—(পটু+বার), নিজ-প্রভুর সাংসারিক কার্য্যাদি-নির্ব্বাহে যাহার পটুতা আছে, (প্রাচীন-বাঙ্গালায়) হিসাব-রক্ষক, কর-সংগ্রাহক নিম্ন কর্ম্মচারী, চলিত-ভাষায় 'গোমস্তা' ॥ ১৪৫ ॥

বিবিধ বাদ্যযন্ত্র-বাদন—

জয়ঢাক, বীরঢাক, মৃদঙ্গ, কাহাল।
পটহ, দগড়, শঙ্খ, বংশী, করতাল ॥ ১৪৮ ॥
বরঙ্গ শিঙ্গা, পঞ্চশব্দী-বাদ্য বাজে যত।
কে লিখিবে,—বাদ্যভাণ্ড বাজি' যায় কত ?১৪৯॥

শিশুগণের বাদ্যের তালে-তালে নৃত্য-দর্শনে প্রভুর হাস্য—

লক্ষ-লক্ষ শিশু বাদ্যভাণ্ডের ভিতরে।
রঙ্গে নাচি' যায়, দেখি' হাসেন ঈশ্বরে ॥ ১৫০ ॥

কেবল শিশুগণ নহে, প্রবীণগণেরও নৃত্য—

সে মহা-কৌতুক দেখি' শিশুর কি দায়।
জ্ঞানবান্ সবে লজ্জা ছাড়ি' নাচি' যায় ॥ ১৫১ ॥

গঙ্গাতীরে আসিয়া বরানুগামী গায়ক, নর্ত্তক, বাদ্যকরগণের গান ও নৃত্যাদি—

প্রথমে আসিয়া গঙ্গা-তীরে কতক্ষণ।
করিলেন নৃত্য, গীত, আনন্দ-বাজন ॥ ১৫২ ॥

গঙ্গা-প্রণামান্তে বরযাত্রিগণের নবদ্বীপ-ভ্রমণ—

তবে পুষ্পবৃষ্টি করি' গঙ্গা নমস্করি'।
ভ্রমেন কৌতুকে সর্ব্ব-নবদ্বীপপুরী ॥ ১৫৩ ॥

অলৌকিক বিরাট্ বরযাত্রা-দর্শনে সকলের মহা-বিস্ময়—

দেখি' অতি-অমানুষী বিবাহ-সম্ভার।
সর্ব্বলোক-চিত্তে মহা পায় চমৎকার ॥ ১৫৪ ॥

অভূতপূর্ব্ব বরযাত্রা-শোভা—

"বড় বড় বিভা দেখিয়াছি"—লোকে বলে।
"এমত সমৃদ্ধি নাহি দেখি কোন-কালে ॥"১৫৫॥

বর-বেষী প্রভুর দর্শন-লাভে নরনারীগণের মহানন্দ—

এইমত স্ত্রী-পুরুষে প্রভুরে দেখিয়া।
আনন্দে ভাসয়ে দেখি' সুকৃতি নদীয়া ॥ ১৫৬ ॥

ভুবনমোহন গৌরকে জামাতৃরূপে অপ্রাপ্তিতে কেবলমাত্র সুন্দরদুহিতৃক পিতৃগণেরই ক্ষোভ—

সবে যার রূপবতী কন্যা আছে ঘরে।
সেইসব বিপ্র সবে বিমরিষ করে ॥ ১৫৭ ॥

অদ্বিতীয়-রূপগুণশালী প্রভুকে স্ব-স্ব-কন্যার বররূপে প্রাপ্তির অভাবে তাঁহাদের স্বীয় অদৃষ্ট-ধিক্কার—

"হেন বরে কন্যা নাহি পারিলাঙ দিতে।
আপনার ভাগ্য নাহি, হইবে কেমতে ?"১৫৮॥

স্বাভীষ্টদেব গৌরনারায়ণের বরবেষ-দর্শন-সৌভাগ্যবন্ত নবদ্বীপবাসিগণের চরণে মহাভাগবত গ্রন্থকারের প্রণাম—

নবদ্বীপবাসীর চরণে নমস্কার।
এ সব আনন্দ দেখিবারে শক্তি যার ॥ ১৫৯ ॥

প্রভুর সমগ্র-নবদ্বীপে প্রতি-পল্লীতে ভ্রমণ—

এইমত রঙ্গে প্রভু নগরে-নগরে।
ভ্রমেন কৌতুকে সর্ব্ব-নবদ্বীপপুরে ॥ ১৬০ ॥

গোধূলিকালে বরযাত্রির কন্যা-গৃহে আগমন—

গোধূলী-সময় আসি' প্রবেশ হইতে।
আইলেন রাজপণ্ডিতের মন্দিরেতে ॥ ১৬১ ॥

মহাহুলুধ্বনি এবং পরস্পর জিগীষু হইয়া বর ও কন্যা-পক্ষীয় বাদ্যকরগণের বাদন—

মহা-জয়জয়কার লাগিল হইতে।
দুই বাদ্যভাণ্ড বাদে লাগিল বাজিতে ॥ ১৬২ ॥

বরকে সনাতনমিশ্রের অভ্যর্থনা—

পরম-সম্ভ্রমে রাজপণ্ডিত আসিয়া।
দোলা হৈতে কোলে করি' বসাইলা লৈয়া ॥১৬৩

বররূপ-দর্শনে তাঁহার বহিঃস্মৃতি-লোপ—

পুষ্পবৃষ্টি করিলেন সন্তোষে আপনে।
জামাতা দেখিয়া হর্ষে দেহ নাহি জানে ॥১৬৪॥

বরণ-দ্রব্যদ্বারা তাঁহার জামাতৃ-বরণ—

তবে বরণের সব সামগ্রী আনিয়া।
জামাতা বরিতে বিপ্র বসিলা আসিয়া ॥ ১৬৫ ॥
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার।
যথা-বিধি দিয়া কৈলা বরণ-ব্যভার ॥ ১৬৬ ॥

শ্বশ্রূদেবীর ও তৎকালে জামাতৃ-বরণ—

তবে তান পত্নী নারীগণের সহিতে।
মঙ্গল-বিধান আসি' লাগিলা করিতে ॥ ১৬৭ ॥

বিদূষক,—[বি—দূষ্ (বিকৃতি জন্মান) + ণিচ্—দূষি + অক], রঙ্গব্যঙ্গকারী, কৌতুকী, 'মস্করা' ॥ ১৪৬ ॥

বাদে,—বিবাদ, অতএব পরস্পর প্রতিযোগিতা-মূলে ॥১৬২

দোলা,—(প্রাদেশিক), দোল, চতুর্দ্দোল, শিবিকাবিশেষ ॥

তৎকালে জামাতাকে আশীর্ব্বাদ ও অভিনন্দন-রীতি—

ধান্য-দূর্ব্বা দিলেন প্রভুর শ্রীমস্তকে।
আরতি করিলা সপ্ত-ঘৃতের প্রদীপে ॥ ১৬৮ ॥

হুলুধ্বনি ও লৌকিকাচার-সম্পাদন—

খই কড়ি ফেলি' করিলেন জয়কার।
এইমত যত কিছু করি' লোকাচার ॥ ১৬৯ ॥

নানা-ভূষণে ভূষিত করিয়া আসনারূঢ়া মহলক্ষ্মীকে উত্তোলন-পূর্ব্বক বিবাহস্থলে আনয়ন—

তবে সর্ব্ব-অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া।
লক্ষ্মী-দেবী আনিলেন আসনে ধরিয়া ॥ ১৭০ ॥

আসনারূঢ় গৌরনারায়ণকেও উত্তোলন—

তবে হর্ষে প্রভুর সকল-আপ্তগণে।
প্রভুরেহ তুলিলেন ধরিয়া আসনে ॥ ১৭১ ॥

পর্দ্দার বাহিরে মহালক্ষ্মীর স্বীয় কান্ত গৌর-নারায়ণকে সপ্তবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম—

তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি' লোকাচারে।
সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে ॥ ১৭২ ॥
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি' সাত বার।
রহিলেন সম্মুখে করিয়া নমস্কার ॥ ১৭৩ ॥

স্ত্রী-আচার ও বাদন—

তবে পুষ্প-ফেলাফেলি লাগিল হইতে।
দুই বাদ্যভাণ্ড মহা লাগিল বাজিতে ॥ ১৭৪ ॥

নরনারীর মঙ্গলধ্বনি, সর্ব্বত্র আনন্দ সমাবেশ-হেতু আনন্দের মূর্ত্তি-পরিগ্রহানুমান—

চতুর্দ্দিকে স্ত্রী-পুরুষে করে জয়ধ্বনি।
আনন্দ আসিয়া অবতরিলা আপনি ॥ ১৭৫ ॥

গৌর-নারায়ণ-পদে মহালক্ষ্মীর আত্মনিবেদন ও বন্দন—

আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে।
মালা দিয়া করিলেন আত্ম-সমর্পণে ॥ ১৭৬ ॥

স্বীয়কান্তা মহালক্ষ্মীর গলদেশে গৌর-নারায়ণের মাল্য-প্রত্যর্পণ—

তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া ॥ ১৭৭ ॥

ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর পরস্পরপ্রতি পুষ্পনিক্ষেপ—

তবে লক্ষ্মী নারায়ণে পুষ্প ফেলাফেলি।
করিতে লাগিলা দুই মহা-কুতুহলী ॥ ১৭৮ ॥

ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর সেবা-গ্রহণ-প্রদান-লীলা-বৈচিত্র্য-দর্শনে দেবগণেরও সেবানন্দ—

ব্রহ্মাদি দেবতা সব অলক্ষিতরূপে।
পুষ্পবৃষ্টি লাগিলেন করিতে কৌতুকে ॥ ১৭৯ ॥

ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর উভয়পক্ষীয়গণের পরস্পর প্রণয়-জিগীষা—

আনন্দ-বিবাদ লক্ষ্মী-গণে প্রভু-গণে।
উচ্চ করি' বর-কন্যা তোলে হর্ষ-মনে ॥ ১৮০ ॥

উভয়পক্ষীয়গণের জয়-পরাজয়রূপ প্রণয়-বৈচিত্র্য—

ক্ষণে জিনে' প্রভু-গণে, ক্ষণে লক্ষ্মী-গণে।
হাসি' হাসি' প্রভুরে বোলয় সর্ব্বজনে ॥ ১৮১ ॥

তদ্দর্শনে প্রভুর ভুবনমোহন হাস্য; সকলের অলৌকিক সুখ—

ঈষৎ হাসিলা প্রভু সুন্দর শ্রীমুখে।
দেখি' সর্ব্বলোক ভাসে পরানন্দ-সুখে ॥ ১৮২ ॥

মশালাদি প্রজ্বালন ও বাদ্য-বাদন—

সহস্র সহস্র মহাতাপ-দীপ জলে।
কর্ণে কিছু নাহি শুনি বাদ্য কোলাহলে ॥ ১৮৩ ॥

মুখচন্দ্রিকা বা শুভদৃষ্টি-কালে উচ্চতম বাদ্য-ধ্বনি—

মুখচন্দ্রিকার মহা-বাদ্য-জয় ধ্বনি।
সকল-ব্রহ্মাণ্ডে পশিলেক,—হেন শুনি ॥ ১৮৪ ॥

ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর উপবেশন—

হেনমতে শ্রীমুখচন্দ্রিকা করি' রঙ্গে।
বসিলেন শ্রীগৌরসুন্দর লক্ষ্মী-সঙ্গে ॥ ১৮৫ ॥

হর্ষে দেহ নাহি জানে,—হর্ষভরে স্মৃতি-বিস্মৃত হইলেন ॥

বরণ,—[বৃ (আবরণ করা) + অনট্ করণে], দেবপূজা ও বিবাহাদি-কালে অভ্যর্থনার্থ বস্ত্র ॥ ১৬৫ ॥

পাদ্য,—পাদপ্রক্ষালনার্থ জল।

অর্ঘ্য,—হস্তে দেয় পূজা-সামগ্রী-বিশেষ; (কাশীখণ্ডে—) 'আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রঞ্চ দধি সর্পিঃ সতণ্ডুলম্। যবঃ সিদ্ধার্থকশ্চৈব অষ্টাঙ্গোঽর্ঘ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥'

আচমনীয়,—মুখ-প্রক্ষালনার্থ আচমনের জল; 'উদকং দীয়তে যত্তু প্রসন্নং ফেনবর্জ্জিতম্। আচমনীয়-দেবেভ্যস্তদাচমনমুচ্যতে ॥' ১৬৬ ॥

সনাতনমিশ্রের কন্যা-সম্প্রদানারম্ভ—

তবে রাজপণ্ডিত পরম-হর্ষ-মনে।
বসিলেন করিবারে কন্যা-সম্প্রদানে॥ ১৮৬॥

গৌরনারায়ণকে মহালক্ষ্মী-সম্প্রদানার্থ সঙ্কল্প-মন্ত্রপাঠ—

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় যথা-বিধিমতে।
ক্রিয়া করি' লাগিলেন সংকল্প করিতে॥ ১৮৭॥

বিষ্ণু-পরতত্ত্ব শ্রীগৌর-প্রীত্যর্থ তাঁহাকে স্বকন্যা মহালক্ষ্মী-সম্প্রদান—

বিষ্ণুপ্রীতি কাম্য করি' শ্রীলক্ষ্মীর পিতা।
প্রভুর শ্রীহস্তে সমর্পিলেন দুহিতা॥ ১৮৮॥

কন্যা ও জামাতাকে বহু যৌতুক-দান—

তবে দিব্য ধেনু, ভূমি, শয্যা, দাসী, দাস।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস॥ ১৮৯॥

কুশণ্ডিকা ও লাজ-হোমাদি-সম্পাদন—

লক্ষ্মী বসাইলেন প্রভুর বাম-পাশে।
হোম-কর্ম্ম করিতে লাগিলা তবে শেষে॥ ১৯০॥

গৌরপ্রীত্যর্থ বৈদিক-লৌকিক-আচারান্তে বাসর-গৃহে নবদম্পতিকে আনয়ন—

বেদাচার লোকাচার যত কিছু আছে।
সব করি' বর-কন্যা ঘরে নিলা পাছে॥ ১৯১॥

গৌর-নারায়ণ ও বিষ্ণুপ্রিয়া-মহালক্ষ্মীর অবস্থান-হেতু সাক্ষাৎ শুদ্ধসত্ত্ব বৈকুণ্ঠধাম সনাতন-ভবনে ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর ভোজন—

বৈকুণ্ঠ হইল রাজপণ্ডিত-আবাসে।
ভোজন করিতে যাই' বসিলেন শেষে॥ ১৯২॥

শুভরাত্রিতে বাসর-গৃহে ঈশ্বরদম্পতির পুষ্প-শয্যা—

ভোজন করিয়া সুখে রাত্রি সুমঙ্গলে।
লক্ষ্মী-কৃষ্ণ একত্র রহিলা কুতূহলে॥ ১৯৩॥

সগোষ্ঠী রাজপণ্ডিতের অপ্রাকৃত আনন্দ—

সনাতন-পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে।
যে সুখ হইল, তাহা কে পারে কহিতে? ১৯৪॥

গৌরকান্তা বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা রাজপণ্ডিত—কৃষ্ণের দ্বাপরীয় শ্বশুরগণেরই অভিন্ন-কলেবর

নগ্নজিৎ, জনক, ভীষ্মক, জাম্বুবন্ত।
পূর্ব্বে তাঁরা যেহেন হইলা ভাগ্যবন্ত॥ ১৯৫॥

প্রাক্তন বিষ্ণুপূজা-জনিত সুকৃতিপুঞ্জফলে সনাতনমিশ্রের গৌরনারায়ণকে জামাতৃরূপে লাভ—

সেই ভাগ্যে এবে গোষ্ঠী-সহ সনাতন।
পাইলেন পূর্ব্ব-বিষ্ণুসেবার কারণ॥ ১৯৬॥

গৌরপ্রীত্যর্থ লৌকিকাচার-সম্পাদন—

তবে রাত্রি-প্রভাতে যে ছিল লোকাচার।
সকল করিলা সর্ব্বভুবনের সার॥ ১৯৭॥

অপরাহ্ণে ঈশ্বরদম্পতির শচীগৃহে যাত্রা, বাদ্য-গীতধ্বনি—

অপরাহ্ণে গৃহে আসিবার হৈল কাল।
বাদ্য, গীত, নৃত্য হৈতে লাগিল বিশাল॥ ১৯৮॥

স্ত্রীগণের হুলুধ্বনি—

চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি লাগিল হইতে।
নারীগণ জয়কার লাগিলেন দিতে॥ ১৯৯॥

বিপ্রগণের নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ—

বিপ্রগণ আশীর্ব্বাদ লাগিলা করিতে।
যাত্রা-যোগ্য শ্লোক সবে লাগিলা পড়িতে॥২০০॥

পরস্পর-জিগীষু হইয়া বাদ্যকরগণের বিবিধ বাদ্য-বাদন—

ঢাক, পটহ, সানাঞি, বড়ুজ, করতাল।
অন্যোহন্যে বাদ করি' বাজায় বিশাল॥ ২০১॥

যথোচিত অভিবাদনান্তে গৌরের বিষ্ণুপ্রিয়াজী-সহ স্বগৃহগমনার্থ শিবিকারোহণ—

তবে প্রভু নমস্করি' সর্ব্ব-মান্যগণ।
লক্ষ্মী-সঙ্গে দোলায় করিলা আরোহণ॥ ২০২॥

মঙ্গল-হরিধ্বনি-পূর্ব্বক দ্বিজরাজ গৌর-সঙ্গে বরপক্ষীয়গণের যাত্রা—

'হরি হরি' বলি' সবে করি' জয়ধ্বনি।
চলিলেন লৈয়া তবে দ্বিজ-কুলমণি॥ ২০৩॥

আদি ১০ম অঃ ৯৪-৯৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ১৭০-১৭৮॥

অন্তঃপট,—বিবাহ-কালে বরকে যে বস্ত্রখণ্ড-দ্বারা আবৃত রাখা হয়, পর্দা॥ ১৭২॥

শ্রীগৌর-নারায়ণ ও মহালক্ষ্মী-স্বরূপিণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর, পরস্পরের প্রতি পুষ্প-মাল্য-নিক্ষেপ-মুখে অলৌকিক ভাবে সেবা-গ্রহণ ও সেবা-প্রদান-লীলা দর্শন করিতে করিতে

পথিমধ্যে দর্শকগণের ধন্যবাদ-জ্ঞাপন—

পথে যত লোক দেখে, চলিয়া আসিতে।
'ধন্যধন্য' সবেই প্রশংসে বহুমতে ॥ ২০৪ ॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার গৌরকে পতিরূপে লাভ-দর্শনে স্ত্রীগণের তদীয় ভাগ্য-প্রশংসা—

স্ত্রীগণ দেখিয়া বলে,—"এই ভাগ্যবতী।
কত জন্ম সেবিলেন কমলা-পার্ব্বতী ॥" ২০৫ ॥

অপ্রাকৃত ঈশ্বর-দম্পতি-দর্শনে সুভগা নারীগণের তদুপমা-বর্ণন—

কেহ বলে,—"এই হেন বুঝি হর-গৌরী।"
কেহ বলে,—"হেন বুঝি কমলা শ্রীহরি ॥" ২০৬॥
কেহ বলে,—"এই দুই কামদেব-রতি।"
কেহ বলে,—"ইন্দ্র-শচী লয় মোর মতি ॥"২০৭॥
কেহ বলে,—"হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা।"
এইমত বলে যত সুকৃতি-বনিতা ॥ ২০৮ ॥

অপ্রাকৃত ঈশ্বরদম্পতির বৈভব-দর্শক নবদ্বীপবাসিগণের সৌভাগ্য-প্রশংসা—

হেন ভাগ্যবন্ত স্ত্রী-পুরুষ নদীয়ার।
এ সব সম্পত্তি দেখিবার শক্তি যার ॥ ২০৯ ॥

ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর কৃপা-কটাক্ষে নবদ্বীপে সর্ব্ব শুভোদয়—

লক্ষ্মী-নারায়ণের মঙ্গল-দৃষ্টিপাতে।
সুখময় সর্ব্ব লোক হৈল নদীয়াতে ॥ ২১০ ॥

ব্রহ্মাদি বিষ্ণুভক্ত দেবগণ লোক-লোচনের অদৃশ্য থাকিয়া পরমানন্দভরে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭৯ ॥

আনন্দ-বিবাদে,—পরস্পর আনন্দমূলক প্রতিযোগিতায়।

লক্ষ্মীগণ,—বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পক্ষীয় জনগণ।

প্রভুগণ,—বিশ্বম্ভরের পক্ষীয় জনগণ ॥ ১৮১ ॥

মহাতাপ-দীপ,—(ফার্‌সি-শব্দ 'মহ্‌তাব্‌' হইতে), রঙ্‌ মশাল, মশাল, রোশ্‌নাই ॥ ১৮৩ ॥

শ্রীমুখচন্দ্রিকা,—বর-কন্যার পরস্পর শুভদৃষ্টি; আদি, ১০ম অঃ ১০০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৮৪ ॥

নগ্নজিৎ,—অযোধ্যাধিপতি পরম-ধার্ম্মিক জনৈক ক্ষত্রিয়-নৃপতি। শ্রীকৃষ্ণমহিষী 'সত্যা' ইঁহারই প্রিয়তমা কন্যা-রূপে আবির্ভূতা হইয়া পিতৃনামানুসারে 'নাগ্নজিতী'-নামেও প্রসিদ্ধা ছিলেন। নগ্নজিতের প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহার তীক্ষ্ণশৃঙ্গ, সুদুর্দ্ধর্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বিপুরুষের গন্ধপর্য্যন্ত সহ্য করিতে অসমর্থ দুর্ব্বৃত্ত সাতটী অমিত-বল বৃষকে অনায়াসে দমন করিয়া ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী সত্যা বা নীলা-দেবীকে যথা-বিধি পরিগ্রহ করিলেন।

ভাঃ ১০।৫৮।৩২-৫৫ শ্লোক এবং মভাঃ বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রা-পর্ব্বে কর্ণদিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে ২৫৩ অঃ ২১ শ্লোকে নগ্নজিতের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

জনক,—বিদেহ বা মিথিলার অধিপতি হ্রস্বরোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, অপর নাম—'সীরধ্বজ'। পুত্রলাভার্থ যজ্ঞ-ভূমির কর্ষণকালে লাঙ্গলপদ্ধতির অগ্রভাগে একটী অযোনি-সম্ভবা কন্যা লাভ করেন বলিয়া ইনি 'সীরধ্বজ' এবং কন্যাটী 'সীতা' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইঁহার ঔরসজাত কন্যাটীর নাম—ঊর্ম্মিলা, এবং অনুজের নাম—'কুশধ্বজ'।

পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসান্তে ভগবান্‌ হর ইঁহারই পূর্ব্ব-পুরুষ দেবরাতের হস্তে স্বীয় ধনু ন্যাসরূপে প্রদান করিয়া-ছিলেন। স্বীয় অযোনিসম্ভবা পালিতা কন্যা ভগবতী সীতাদেবীকে তদীয় যোগ্য কোন বীরশ্রেষ্ঠ বরের হস্তে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে বীর্য্যশুল্কা (অর্থাৎ যিনি অমিতবীর্য্যবলে পূর্ব্বোক্ত হরধনুতে জ্যা রোপণ করিতে পারিবেন, তিনিই এই কন্যারত্নকে পত্নীরূপে লাভ করিবেন,—এরূপ পণে আবদ্ধা) করিয়া রাখিলেন। কিন্তু সীতাদেবীর পাণিগ্রহণার্থ নানা-দেশের ক্ষত্রিয়-রাজগণ মিথিলায় আগমন করিয়া সেই হরধনুতে জ্যা রোপণ দূরে থাকুক, তাহা উত্তোলন করিতেই সমর্থ হন নাই। একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র অযোধ্যাপতি-দশরথের পুত্রদ্বয় ভগবান্‌ রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া রাজর্ষি-জনকের যজ্ঞভূমিতে সমাগত হইয়া পরদিবস বিদেহরাজ জনকের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিলেন, এবং ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্র ও জনক-রাজের নিদেশানু-সারে অসংখ্য দর্শকের সমক্ষে অবলীলাক্রমে সেই সুমহৎ হরধনুতে জ্যা-রোপণপূর্ব্বক ভীষণ-শব্দে মধ্যভাগে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়া পরে যথা-বিধি স্বীয় মহালক্ষ্মী শ্রীমতী সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

ভাঃ ৯।১৩।১৮, বিষ্ণুপুঃ ৪র্থ অং ৫ম অঃ ১২, মহাভাঃ

গীত-বাদ্যাদি-সহ সকলের পথাতিক্রম—

নৃত্য, গীত, বাদ্য, পুষ্প বর্ষিতে বর্ষিতে।
পরম-আনন্দে আইলেন সর্ব্ব-পথে ॥ ২১১ ॥

শুভলগ্নে ঈশ্বর-দম্পতির গৃহ-প্রবেশ—

তবে শুভক্ষণে প্রভু সকল-মঙ্গলে।
আইলেন গৃহে লক্ষ্মী-কৃষ্ণ কুতূহলে ॥ ২১২ ॥

বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণ-পর্ব্বে ২৭৩ অঃ ৯, সভাপর্ব্বে ৮ম অঃ ১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ইঁহার অষ্টাবক্র মুনির সহিত সংলাপ,—বনপর্ব্বে ১৩২-১৩৪ অঃ; পঞ্চশিখ-মুনির সহিত অধ্যাত্মবিষয়ে সংলাপ,—শান্তিপর্ব্বে ২২১ ও ৩২৪ অঃ; ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন-সম্বন্ধে অবশ্যকর্ত্তব্যতা-বিষয়ে নিজপত্নীর সহিত সংলাপ,—শান্তিপর্ব্বে ১৮ অঃ; অশ্ম-নামক ব্রাহ্মণের সহিত সংলাপ,—শান্তিপর্ব্বে ২৭ অঃ; নিজযোদ্ধৃবর্গকে স্বর্গ-নরক-প্রদর্শন,—শান্তিপর্ব্বে ৯৯ অঃ; মিথিলার দাহসত্ত্বেও ইঁহার অবিকৃত-চিত্তত্ব,—শান্তিপর্ব্বে ২২৩ অঃ; তৎসমীপে শ্রীশুকদেবের আগমন ও পরস্পর সংলাপ,—শান্তিপর্ব্বে ৩৩৩ অঃ; মাণ্ডব্য-মুনির সহিত সংলাপ,—শান্তিপর্ব্বে ২৯৬ অঃ; যাজ্ঞবল্ক্য-মুনির সহিত ভূতসৃষ্টিবিষয়ে সংলাপ,—শান্তিপর্ব্বে ৩১৫—৩২৩ অঃ প্রভৃতি আখ্যান ও তথ্য দ্রষ্টব্য।

ইঁহার বংশ-বিবরণ,—ভাঃ ৯।১৩ অঃ, বিষ্ণুপুঃ ৪র্থ অং ৫ম অঃ এবং বায়ু-পুঃ ৮৯ অঃ দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত বাল্মীকি-কৃত রামায়ণে আদিকাণ্ডে ৩১ সঃ ৬-১৩, ৪৭ সঃ ১৯, ৪৮ সঃ ১০, ৫০ সঃ, ৬৫ সঃ ৩১-৪৯, ৬৬ সঃ—৭০ সঃ ১৯ ও ৪৫, ৭১ সঃ—৭২ সঃ ১৮, ৭৩ সঃ ১০-৩৬, ৭৪ সঃ ১-৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ভীষ্মক,—বিদর্ভ-নগর বা কুণ্ডিন-দেশাধিপতি; তাঁহার রুক্মী, রুক্মরথ, রুক্মবাহু, রুক্মকেশ ও রুক্মমালী,—এই পঞ্চ পুত্র এবং সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী-স্বরূপিণী রুক্মিণী-নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। লোক-মুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলার প্রশংসা-শ্রবণে রুক্মিণীদেবী মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও রুক্মিণীদেবীকে নিজসদৃশী ভার্য্যা জ্ঞান করিয়া বিবাহ করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু দুর্ম্মতি রুক্মী শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় বিদ্বেষী ছিল বলিয়া সে চেদিরাজ দমঘোষ-তনয় শিশুপালকেই ভগিনীর বর বলিয়া স্থির করিল। ইহা অবগত হইয়া রুক্মিণী নিতান্ত বিষণ্ণা হইয়া বিবাহের পূর্ব্বদিবস শ্রীকৃষ্ণের সমীপে পত্রী-সহ এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে শীঘ্র প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণকে রুক্মিণীর পত্রী প্রদান ও নিবেদন জ্ঞাপন করিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই রাত্রিতেই দ্রুতগামি-অশ্ব-যোজিত-রথে বিদর্ভে উপস্থিত হইলেন এবং রুক্মিণীকে স্বীয় অঙ্গীকার ও আশ্বাস-বাণী-জ্ঞাপনার্থ ব্রাহ্মণকে তৎসমীপে শীঘ্র প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণের একাকী বিদর্ভ-গমন-শ্রবণে তৎপশ্চাৎ বলরামও বহু যাদবসৈন্য-সমভিব্যাহারে বিদর্ভনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পক্ষান্তরে কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপালও রামকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধাশঙ্কায় শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, পৌণ্ড্রক ও বিদূরথাদি স্বপক্ষীয় রাজগণের সহিত বিদর্ভনগরে আগমন করিলেন। এদিকে কুণ্ডিনপতি ভীষ্মক পুত্র-রুক্মীর প্রতি স্নেহ-বশতঃ শিশুপালকেই স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত বিরাট্ আয়োজন করিলেন। বিবাহ-দিবসে অম্বিকা-মন্দিরে দেবীর পূজনান্তে বিদর্ভনন্দিনী রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের নিকট ধীরে-ধীরে আগমন করিয়া রথে আরোহণ করিবার উপক্রম করিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শত্রুরাজগণের সমক্ষে শ্রীরুক্মিণীকে, শৃগাল-গণের মধ্য হইতে স্বীয় ভাগহারী সিংহের ন্যায়, হরণ করিয়া বলদেবের সহযোগে সম্মুখ-যুদ্ধে যুযুৎসু শিশুপাল-জরাসন্ধাদি সমস্ত রাজগণের সম্পূর্ণ পরাজয় সাধনপূর্ব্বক দ্বারকায় আসিয়া যথা-বিধি মহালক্ষ্মীকে বিবাহ করিলেন।

ভাঃ ১০ম স্কঃ—৫২ অঃ ১৬-২৬; ৫৩ অঃ ৭-২১, ৩২-৩৮, ৫৫-৫৭; ৫৪ অঃ ১-৫৩; ৬১ অঃ ২০-৪০ শ্লোক; মহাভাঃ সভাপর্ব্বে—৪র্থ অঃ ৩১ ও ৩২ অঃ ১৩ শ্লোক; বিষ্ণুপুঃ ৫ম অং—২৬ অঃ ও ২৮ অঃ ৬-২৮ শ্লোক; হরি-বংশে ২।১০৩ অঃ—১১৮ অঃ দ্রষ্টব্য।

জাম্ববান্,—কিষ্কিন্ধা-পতি বানর-সম্রাট্ সুগ্রীবের মন্ত্রি-চতুষ্টয়ের অন্যতম বহুদর্শী শ্রীরামভক্ত ঋক্ষরাজ; পিতামহ ব্রহ্মার জৃম্ভণ-কালে জাত বলিয়া কথিত এবং শ্রীকৃষ্ণমহিষী মহালক্ষ্মী জাম্ববতী-দেবীর পিতা। সাত্বতবংশীয় রাজা সত্রাজিৎ সূর্য্যের আরাধনা-ফলে তাঁহার নিকট হইতে স্যমন্তক-নামক দিব্যমণিরত্ন লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যদুরাজ-উগ্রসেনের

শচীমাতার নববধূ-বরণ—

তবে আই পতিব্রতাগণ সঙ্গে লৈয়া।
পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন হর্ষ হৈয়া॥ ২১৩॥

গৌর-নারায়ণ ও বিষ্ণুপ্রিয়া-মহালক্ষ্মীর আগমনে জয়ধ্বনি—

গৃহে আসি' বসিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।
জয়ধ্বনিময় হৈল সকল ভুবন॥ ২১৪॥

তৎকালে অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক আনন্দ—

কি আনন্দ হৈল, সে অকথ্য-কথন।
সে মহিমা কোন্ জনে করিবে বর্ণন? ২১৫॥

পরব্রহ্ম ভগবদ্দর্শনমাত্র জীবের অঘনাশ ও পরমপদ-লাভ—

যাঁহার মূর্ত্তির বিভা দেখিলে নয়নে।
পাপমুক্ত হই' যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবনে॥ ২১৬॥

দীনজীবে অপার কৃপা-পূর্ব্বক স্বীয় উদ্বাহ-দর্শন-সুখ-প্রদান—

সে প্রভুর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাৎ।
তেঞি তান নাম—'দয়াময়' 'দীননাথ'॥ ২১৭॥

দীনজনকে দ্রব্যার্থবাক্য-দ্বারা প্রভুর দয়া-বিতরণ—

তবে যত নট, ভাট, ভিক্ষুকগণেরে।
তুষিলেন বস্ত্র-ধন-বচনে সবারে॥ ২১৮॥

নিমিত্ত তাহা প্রার্থনা করিলে, তিনি কৃষ্ণকে উহা প্রদান করেন নাই। একদা সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন স্বীয় কণ্ঠে ঐ মণিরত্নটী ধারণপূর্ব্বক মৃগয়ায় বহির্গত হইলে এক সিংহ আসিয়া তাঁহাকে বধ করিয়া গিরিগুহায় প্রবেশ করিল। পরে ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ সেই সিংহকে নিহত করিয়া ঐ মণিটীকে স্বীয় কুমারের ক্রীড়নক করিয়া দিলেন।

এদিকে আপনাকে প্রসেনের নিহন্তৃরূপে লোকের নিকট প্রচারিত-শ্রবণে, স্বীয় অপবাদ-ক্ষালনার্থ শ্রীকৃষ্ণ নাগরিক-গণের সহিত প্রসেনের অন্বেষণ করিতে করিতে প্রথমতঃ সিংহ-কর্ত্তৃক নিহত প্রসেনকে, পরে পর্ব্বত-গাত্রে জাম্ববান্-কর্ত্তৃক নিহত সিংহকে দর্শন করিলেন। অনন্তর নাগরিক-গণকে পর্ব্বতগুহার বহির্দ্দেশে অবস্থানার্থ আদেশ করিয়া স্বয়ং ঋক্ষরাজের ভয়ানক গুহা-মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বালকের হস্তে ক্রীড়নকী-কৃত সেই মণিরত্ন দর্শন করিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে বালকের ধাত্রী গুহা-মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব নরবিগ্রহ-দর্শনে সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। তচ্ছ্রবণে মহাবল ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ ক্রোধভরে তথায় আগমন করিলেন এবং বিষ্ণু-মায়া-মোহিত হইয়াই স্বীয় অভীষ্টদেব শ্রীরাঘবাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অনুভব করিতে না পারিয়া তাঁহার সহিত অষ্টাবিংশতিদিবসপর্য্যন্ত অহর্নিশ দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিলেন। অবশেষে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া কম্পিত-কলেবরে শ্রীকৃষ্ণকে আপনার অভীষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্র-জ্ঞানে স্তব করিতে করিতে ভগবৎকৃপা-প্রসাদ-লাভ-ফলে বিগতক্লম হইলে, ভগবান্ তাঁহাকে স্বীয় উদ্দেশ্য সমস্তই জ্ঞাপন করিলেন। তচ্ছ্রবণে ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ স্যমন্তকমণি-রত্নের সহিত স্বীয় কন্যা জাম্ববতীকে আনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উপহার প্রদান করিলেন। ভগবান্ও দ্বারকায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক জাম্ববতীর পাণি গ্রহণ করিলেন। ভাঃ ১০ম স্কঃ ৫৬ অঃ ১৪-৩২, বিষ্ণুপুঃ ৪র্থ অং ১৩ অঃ ১৮-৩৩, মহাভাঃ সভা-পর্ব্বে ৫৭ অঃ ২৩, বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণ-পর্ব্বে ২৭৯ অঃ ২৩, ২৮২ অঃ ৮ম, ২৮৮ অঃ ১৩, ২৮৯ অঃ ৩য় শ্লোক দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত বাল্মীকি-রামায়ণে—কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে ৩৯ সঃ ২৬, ৪১ সঃ ২—"পিতামহ-সুতশ্চৈব জাম্ববন্তং মহৌজসম্", ৬৫ সঃ ১০-৩৫, ৬৬ সঃ, ৬৭ সঃ ৩১-৩৫; সুন্দর-কাণ্ডে ৫৮ সঃ ২-৭, ৬০ সঃ ১৪-২০; লঙ্কা-কাণ্ডে ২৭ সঃ ১১-১৪, ৫০ সঃ ৮-১২, ৭৪ সঃ ১৩-৩৫ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য॥ ১৯৫॥

আদি ১০ম অঃ ১১১—১১৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ২০৪-২০৯॥

প্রাকৃত স্ত্রী ও পুরুষ-জীবের যে ভোগমূলক 'বিবাহ', তাহা 'বন্ধন'-নামে কথিত; কিন্তু বৈকুণ্ঠ-পতি ভগবান্ শ্রীগৌর-নারায়ণের ভগবতী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-লক্ষ্মীর সহিত সম্মেলনরূপ বিবাহ-লীলা দর্শন করিলে সংসার-পরায়ণ জীবের সংসার-ভোগ-বাসনা বিদূরিত হইয়া অপ্রাকৃতভজ্জ্ঞানোদয়-ফলে সংসারমুক্তিলাভ ও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ঘটে॥ ২১৬॥

প্রপঞ্চে সংসারভোগ-স্পৃহা-যুক্ত দীন কৃপণ লোকগণকে দিব্যজ্ঞান-প্রদান-দ্বারা তাহাদের সংসারভোগ-বাঞ্ছা বিদূরিত করিয়া স্ব-স্বরূপে বৈকুণ্ঠে উপনীত করাইয়া দেব-দুর্লভ সেবাধিকার প্রদান করিবার নিমিত্তই লোক-সমক্ষে পরম-করুণ প্রভু স্বীয় অপ্রাকৃত উদ্বাহ-লীলা উদয় করাইলেন। এইজন্য ঈশ্বর-বিশ্বাসী সজ্জন ভক্তবর্গ দৈন্যভক্তিভরে প্রভুকে 'অহৈতুক-কৃপাময়', 'অমন্দোদয়া-দয়া-সিন্ধু', 'দীনবন্ধু'

আত্মীয়স্বজন বিপ্রগণকে বস্ত্রদান—

বিপ্রগণে, আপ্তগণে, সবারে প্রত্যেকে।
আপনে ঈশ্বর বস্ত্র দিলেন কৌতুকে॥ ২১৯॥

বুদ্ধিমন্তখাঁকে প্রভুর কৃপালিঙ্গন ও তাঁহার আনন্দ—

বুদ্ধিমন্ত-খানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন।
তাহার আনন্দ অতি অকথ্য-কথন॥ ২২০॥

বিষ্ণুতত্ত্বের যাবতীয় লীলারই শ্রুতিকীর্ত্তিত নিত্যত্ব—

এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই কহে বেদ॥ ২২১॥

মর্ত্ত্যদৃষ্টিতে স্বল্পকালব্যাপী হইয়াও বিষ্ণুলীলামাত্রেরই অনন্তকালেও অবর্ণনীয়ত্ব, সুতরাং অনন্তত্ব—

দণ্ডেকে এ সব লীলা যত হইয়াছে।
শত-বর্ষে তাহা কে বর্ণিবে,—হেন আছে?২২২॥

শ্রীগুরুনিত্যানন্দের আজ্ঞা-কৃপা-ফলেই গ্রন্থকারের অপ্রাকৃত ভগবল্লীলার দিক্‌প্রদর্শন—

নিত্যানন্দস্বরূপের আজ্ঞা ধরি' শিরে।
সূত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা-অনুসারে॥ ২২৩॥

গৌরকৃষ্ণলীলা ও তৎকথাময় সাত্বত ভাগবত-শাস্ত্রাদির শ্রবণ-পঠনে গৌরকৃষ্ণ দাস্য-লাভ—

এ সব ঈশ্বর-লীলা যে পড়ে, যে শুনে।
সে অবশ্য বিহরয়ে গৌরচন্দ্র-সনে॥ ২২৪॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ২২৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পরিণয়-বর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

প্রভৃতি অসীম-কারুণ্য-সূচক বহুবিধ নামাবলীদ্বারা অভিহিত করিয়া থাকেন॥ ২১৭॥

লোক-শিক্ষক প্রভুর সর্ব্বোত্তম আদর্শ গৃহস্থরূপে যোগ্য-ব্যক্তিগণকে যথাসাধ্য-পুরস্কার ও মান-দান-লীলা দ্রষ্টব্য॥২১৮

জীবের বিভিন্ন কর্ম্ম-প্রবৃত্তি কালের অভ্যন্তরে শুরু হয় বলিয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ মায়াধীশ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত-লীলাও মায়াবশ প্রাকৃত-জীবের কর্ম্ম-চেষ্টার সহিত সমান,—এরূপ জ্ঞান নিতান্ত অবৈধ ও অপরাধজনক বলিয়াই বেদশাস্ত্র তারস্বরে মায়াধীশ-ভগবান্ ও মায়াবশ-জীবের ক্রিয়ার মধ্যে নিত্য ভেদ-কীর্ত্তন পূর্ব্বক ভীষণ মায়াবাদ হইতে সতর্ক করিয়াছেন; এবং প্রপঞ্চাতীত গোলোক-ধাম হইতে প্রপঞ্চে নিত্যধাম-পরিকর-সহ ভগবানের (লোক-লোচন-গোচরে) 'অবতার' বা 'আবির্ভাব' এবং প্রপঞ্চাতীত নিত্য অপ্রকট-রাজ্য গোলোক-ধামে নিজ-ধাম-পরিকর-সহ (লোক-লোচনের অগোচরে) 'অন্তর্দ্ধান' বা 'তিরোভাব'প্রভৃতি শব্দ-দ্বারা সাধারণ প্রাকৃত-জীবের জন্ম ও মৃত্যু হইতে ভগবল্লীলার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের লীলা—বস্তুতঃ অখণ্ড ও অপরিচ্ছিন্ন॥ ২২১॥

ইতি গৌড়ীয় ভাষ্যে-পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ঠাকুর শ্রীহরিদাসের মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গে নবদ্বীপের তাৎকালিক পরমার্থশূন্য অবস্থা, অদ্বৈতাচার্য্যসহ হরিদাসের মিলন, হরিদাসের বিরুদ্ধে কাজীর অভিযোগ, বাইশবাজারে বেত্রাঘাত প্রভৃতি নির্য্যাতন,হরিদাসের ঐশ্বর্য্য-দর্শনে যবনাধিপতির বিস্ময় ও অবাধে তাঁহার কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে আজ্ঞা-প্রদান, ফুলিয়ায় গুহা-মধ্যে হরিদাসের তিনলক্ষ নাম-গ্রহণ-চেষ্টা, গুহা-স্থিত মহানাগের বৃত্তান্ত, ঢঙ্গবিপ্রের অনুকরণচেষ্টা, হরিনদী-গ্রামবাসী উচ্চকীর্ত্তন-বিরোধী বৈষ্ণবাপরাধী ব্রাহ্মণব্রুবের দুর্গতি প্রভৃতি বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহস্থ ও অধ্যাপক-লীলাভিনয়কালে সমস্ত-দেশ পরমার্থশূন্য ছিল। তুচ্ছ ব্যবহার-রসেই সকলের রুচি

পরিলক্ষিত হইত। যাঁহারা গীতা-ভাগবতাদি-গ্রন্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহাদেরও সর্ব্বশাস্ত্র-তাৎপর্য্য বিষ্ণুবধূ-জীবন কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের প্রতি আদর ছিল না। অতি অল্প-সংখ্যক শুদ্ধভক্ত নিজেরা মিলিত হইয়া নির্জ্জনে পরস্পর কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতেন বলিয়া তাঁহারা সকলের উপহাস, গঞ্জনা ও নির্য্যাতনের পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভক্তগণ তাঁহাদের মনোদুঃখ ব্যক্ত করিবার মত কোন মানুষ দেখিতে পাইতেন না। এমন সময়ে, নদীয়ায় ঠাকুর হরিদাসের আগমন হইল।

হরিদাস বূঢ়ন-গ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাঁহার কৃপায় সেইসকল স্থানে কীর্ত্তন-প্রচার হইয়াছিল। তিনি গঙ্গাতীরে বাস করিবার ছলে প্রথমে ফুলিয়ায়, তৎপর শান্তিপুরে আগমন করিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইলেন। হরিদাস কৃষ্ণনাম-প্রেমে উন্মত্ত ও কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তের অগ্রগণ্য ছিলেন। ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ-সমাজ হরিদাসের শুদ্ধসাত্ত্বিক বিকারসমূহ দর্শন করিয়া তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। এমন সময়, হরিদাসের বিরুদ্ধে যবন মুলুকপতির নিকট মহাপাপী কাজী অভিযোগ আনয়ন করিয়া বলিলেন যে, হরিদাস যবনকুলে আবির্ভূত হইয়াও হিন্দুর দেবতার নামের আচার প্রচার করিতেছেন।

হরিদাসকে মুলুকপতির নিকট লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিলে হরিদাস-ঠাকুর নির্ভয়ে যবনাধিপতির নিকট গমন করিলেন। তথায় হরিদাসের দর্শন-ফলে আপনাদের কারা-ক্লেশযন্ত্রণার দূরীভূত হইবে—ইহা বিচার করিয়া কারাগার-স্থিত বন্দিগণ কারারক্ষকগণকে অতিশয় অনুনয়-বিনয়পূর্ব্বক ঠাকুরের দর্শনাভিলাষ জানাইলেন। শ্রীহরিদাস বন্দিগণের সেইরূপ বিষয়-নির্ম্মুক্ত অবস্থাই যে হরিভজনের অনুকূল, তাহা জানাইয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বস্থানে সর্ব্বাবস্থায় আত্মার স্বাধীনতারূপ কৃষ্ণদাস্যের কর্ত্তব্যতা-বিষয়ে উপদেশ করিলেন।

মুসলমান অধিপতি হরিদাসের হিন্দুধর্ম্ম-গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিলেন যে, সকলেরই ঈশ্বর—এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব; তিনি জীব-হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া প্রযোজক-কর্ত্তৃরূপে যাহাকে যেরূপ-কার্য্যে প্রবর্ত্তন করেন, প্রযোজ্য-কর্ত্তৃরূপে জীব তাহাই করিয়া থাকে। মহা-পাপিষ্ঠ কাজীর অনুরোধানুসারে যবনাধিপতি কঠিন শাস্তির ভয়-প্রদর্শন-দ্বারা হরিদাসকে স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলায়, হরিদাস বলিলেন যে, তাঁহার দেহ খণ্ডবিখণ্ডিত হইলেও—প্রাণ গত হইলেও, তিনি হরিনামকীর্ত্তনরূপ স্বধর্ম্ম অর্থাৎ জীবমাত্রের আত্মার ধর্ম্ম কখনই কোন অবস্থায়ই পরিত্যাগ করিবেন না। কাজীর আদেশানুসারে হরিদাসকে বাইশবাজারে দুষ্টগণ অতি নিষ্ঠুর-ভাবে বেত্রাঘাত করিলেও হরিদাসের শ্রীঅঙ্গে কোনপ্রকার দুঃখের চিহ্ন প্রকাশিত বা প্রাণবিয়োগ না হওয়ায় পাপী যবনানুচরগণ বিস্মিত হইল। নামানন্দে অনুক্ষণ মগ্ন হরিদাসের প্রহ্লাদের ন্যায় এতাদৃশ প্রহারেও কোন দুঃখ হইল না, বরং হরিদাস প্রহারকারিগণের দুর্দ্দৈবফলে বৈষ্ণবদ্রোহজনিত ভীষণ-অপরাধের আশঙ্কায় দুঃখিত হইয়া উঁহাদের অপরাধ ক্ষমার নিমিত্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন।

হরিদাসকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হওয়ায় সেই পাপী অনুচরগণ যবনাধিপতির নিকট হইতে কঠোর শাস্তি পাইবে,—ইহা শুনিয়া হরিদাস ধ্যানানন্দাবেশে নিজকে মৃতবৎ প্রদর্শন করিলেন। হরিদাসকে কবর দিলে পাছে তাঁহার সদ্গতি হয়, এই বিবেচনা করিয়া হরিদাসের অসদ্গতির জন্য কাজী হরিদাসকে গঙ্গামধ্যে নিক্ষেপ করিবার আদেশ দিলেন। তখন হরিদাসের দেহে বিশ্বম্ভরের অধিষ্ঠান হওয়ায় সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে একচুলও নড়াইতে পারিল না। হরিদাস গঙ্গামধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে তীর-সমীপে আসিলেন এবং বাহ্য-দশা লাভ করিয়া ফুলিয়া-গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে থাকিলেন। যবনগণ হরিদাসের এইরূপ ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া হরিদাসকে মহা-পীরজ্ঞানে নমস্কারাদি করিতে লাগিল, এমন কি, মুলুকপতি জোড়হস্তে হরিদাসের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া স্বীকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং স্বীয় অধিকৃত রাজ্যের মধ্যে যথেচ্ছভাবে ভগবন্নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক বিচরণ করিতে অনুমতি দিলেন।

ফুলিয়ার ব্রাহ্মণগণ হরিদাসকে পুনরায় দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। হরিদাস দৈন্যভরে বলিলেন যে, বিষ্ণুনিন্দা-শ্রবণরূপ মহাপরাধসত্ত্বেও সৌভাগ্যবশতঃই তাঁহার এইরূপ অল্পশাস্তি হইয়াছে। হরিদাস গঙ্গাতীরে গুহামধ্যে

প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সেই গুহা-মধ্যে এক ভীষণ বিষধর মহানাগ অবস্থান করিত, তাহার তীব্রবিষের জ্বালায় কেহই তথায় বেশীক্ষণ থাকিতে পারিত না; সকলেই ঐ তীব্র বিষের জ্বালা অনুভব করিত। সর্প-বৈদ্যগণ গুহামধ্যে নাগের অবস্থান জানিতে পারিয়া হরি-দাসকে সেইস্থান পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। সকলের অনুরোধ শুনিয়া হরিদাস পরদিবস ঐ গুহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলে সর্প সন্ধ্যার প্রারম্ভে গর্ত হইতে নির্গত হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

আর একদিন কোন এক বড়লোকের বাড়ীতে এক ডঙ্ক কালিয়দহে কৃষ্ণের লীলা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন। হরিদাস কৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার অপ্রাকৃত-শরীরে শুদ্ধসাত্ত্বিক বিকারসমূহ প্রকাশিত হইল; সকলে হরিদাসের চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া এক কপট বিপ্রাধম হরিদাস হইতেও অধিকতর প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় হরি-দাসের অনুকরণে কৃত্রিম ভাবসমূহ দেখাইতে লাগিলেন। ডঙ্ক সেই ঢঙ্গবিপ্রের কৃত্রিমতা জানিতে পারিয়া তাহাকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিলে বিপ্র বাধ্য হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। ডঙ্ক সকলকে হরিদাসের অকৃত্রিমতা ও ঢঙ্গবিপ্রের কৃত্রিমতা বুঝাইয়া দিলেন।

তৎকালে পাষণ্ডিগণ সকলেই উচ্চকীর্ত্তনের বিরোধী ছিল এবং ঐরূপ উচ্চহরিকীর্ত্তনফলে তাহাদের শান্তিভঙ্গ ও দুর্ভিক্ষের আগমন প্রভৃতির কথা পরস্পর বিচার করিত। হরিনদীগ্রামের এক ব্রাহ্মণব্রুব হরিদাসকে উচ্চহরিকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে তাহার মনঃকল্পিত বিচার বলিলে হরিদাস শাস্ত্র-যুক্তিদ্বারা উচ্চকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব ও জগদনর্থনাশকত্ব স্থাপন করিলেন। ঐ পাষণ্ডী ব্রাহ্মণব্রুব হরিদাসের শাস্ত্রসঙ্গত বাক্যে অবিশ্বাস এবং হরিদাসের প্রতি জাতিবুদ্ধি করিয়া হরিদাসকে নাক-কাণ কাটিয়া এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার প্রস্তাব করিলে কিছু-দিনের মধ্যেই সেই বিপ্রাধমের বসন্ত-রোগে নাক-কাণ খসিয়া পড়িল। হরিদাস শ্রীঅদ্বৈতাদি শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গ-লালসায় নবদ্বীপে গমন করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

গৌড়ীয় ভাষ্য

গৌর-নারায়ণের জয়—

জয় জয় দীনবন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয়জয় লক্ষ্মীকান্ত সবার ঈশ্বর ॥ ১ ॥

ভক্তপালক ত্রিকালসত্য কীর্ত্তনবিগ্রহ গৌরের জয়—

জয় জয় ভক্তরক্ষা হেতু অবতার।
জয় সর্ব্বকাল-সত্য কীর্ত্তন-বিহার ॥ ২ ॥

সপরিকর গৌরলীলা-শ্রবণে কৃষ্ণভক্তির উদয়—

ভক্ত-গোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৩ ॥

আদিখণ্ডে গৌরের প্রচ্ছন্ন বিহার—

আদিখণ্ড-কথা অতি অমৃতের ধার।
যহিঁ গৌরাঙ্গের সর্ব্বমোহন বিহার ॥ ৪ ॥

বৈধ গৃহস্থগণের আদর্শরূপে গৌর-নারায়ণের নবদ্বীপে বিদ্যা বিলাসাধ্যাপন-লীলা—

হেনমতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক নবদ্বীপে।
গৃহস্থ হইয়া পড়ায়েন দ্বিজরূপে ॥ ৫ ॥

স্বেচ্ছাময় ভগবানের তখনও নিজগুপ্তবিত্ত হরিনাম-প্রেম-বিতরণরূপ স্বীয় অবতার-হেতু সঙ্গোপন—

প্রেমভক্তিপ্রকাশ-নিমিত্ত অবতার।
তাহা কিছু না করেন, ইচ্ছা সে তাঁহার ॥ ৬ ॥

তৎকালীন জগতের দুর্দ্দশা-বর্ণন—

অতি পরমার্থশূন্য সকল সংসার।
তুচ্ছরস-বিষয়ে সে আদর সবার ॥ ৭ ॥

সর্ব্বমোহন বিহার,—দর্শক ও শ্রোতা,—সকল জীবকেই গৌরসুন্দরের বাল্য ও কৈশোর-লীলা মোহিত করে। গৌর-নাগরীদলে গৌরসুন্দরের প্রতি যে-প্রকার পারকীয়-বিচার কল্পিত হয়, তাহা 'সর্ব্বমোহন'-শব্দে উদ্দিষ্ট হয় নাই। ৪ ॥

অজ্ঞরূঢ়ি গৌণী বৃত্তির আশ্রয়ে গীতা-ভাগবতের ভারবাহী পাঠক-গণের গ্রন্থস্বারস্য কৃষ্ণকীর্ত্তনের আচারপ্রচার-ত্যাগ—

গীতা ভাগবত বা পড়ায় যে-যে-জন।
তারাও না বলে, না বলয় কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮ ॥

চতুর্দ্দিকে দুঃসঙ্গ-দর্শনে ভক্তগণের একাকী নির্জ্জনে নিঃসঙ্গে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—

হাতে তালি দিয়া সে সকল ভক্তগণ।
আপনা-আপনি মেলি' করেন কীর্ত্তন ॥ ৯ ॥

নিরীহ ভক্তগণের নির্জ্জনে নামকীর্ত্তনেও পাষণ্ডিগণের শব্দসামান্য-বুদ্ধিতে নামের প্রতি উচ্চ বিদ্রূপোক্তি ও উচ্চকীর্ত্তন-কারণ জিজ্ঞাসা—

তাহাতেও উপহাস করয়ে সবারে।
"ইহারা কি কার্য্যে ডাক্ ছাড়ে উচ্চস্বরে ॥ ১০ ॥

নিজেদের মায়াবাদ-মূলক ধারণার আস্ফালন—

আমি—ব্রহ্ম, আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন।
দাস-প্রভু-ভেদ বা করয়ে কি-কারণ?" ১১ ॥

যদিও গৌরসুন্দর কৃষ্ণপ্রেমভক্তি প্রকাশ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তথাপি প্রথম-লীলায় প্রেমভক্তি প্রকাশ করেন নাই, উহা তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছারই পরিচায়ক। তিনি স্বতন্ত্র নিরঙ্কুশ-ইচ্ছাময়, সুতরাং তাঁহার যাহা ইচ্ছা, নিষ্কপট আনুগত্যধর্ম্মের উদয়ে জীব তাহা বুঝিতে পারিলেই নিত্যবশ্য জীবের তাঁহার উপর অবৈধভাবে প্রভুত্ব করিবার আর দুর্ম্মতি হয় না ॥ ৬ ॥

গৌরসুন্দরের প্রকটকালে সংসারের যাবতীয় জীবগণ তুচ্ছ জড়বিষয় রসে অতীব উন্মত্ত ছিল। পরমার্থই যে জীবের একমাত্র প্রয়োজন, তাহা বুঝিবার প্রতিকূলে নিজ নিজ-ভোগ্যবিষয়ের সমাদর করিতে গিয়া তাহারা কৃষ্ণসেবা-বিমুখ ছিল। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে বহুমানন করিয়া ভোগি-সম্প্রদায় এবং সংসার হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছা করিয়া ত্যাগি-সম্প্রদায় প্রকৃতপ্রস্তাবে সম্পূর্ণ কৃষ্ণসেবা-রহিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের হৃদয়ে কোন-সময়েই কিছুমাত্র কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি লক্ষিত হইত না। পরবর্ত্তী ৩০৮ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৭ ॥

যদিও কেহ কেহ ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যাপনা করিবার একটা চেষ্টা দেখাইতেন, তথাপি তাঁহারা ঐ-সকল ভক্তিগ্রন্থের পঠন-সত্ত্বেও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই যে ভক্তি-শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য, নিজেরাও তাহা জানিতেন না বা তাহা উচ্চারণ করিতেন না এবং অ[illegible]কেও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনো-চ্চারণে প্রবর্ত্তিত করিতেন না ॥ ৮ ॥

ডাক,—প্রাদেশিক ভাষা, মুখের উচ্চরব, ধ্বনি, 'হাঁক', চীৎকার, আহ্বান, উচ্চারণ বা সম্বোধন।

ছাড়ে,—[সংস্কৃত সৃ-ধাতু + ণিচ্—সারি + ঘঞ্—'সার'-শব্দের প্রাদেশিক অপভ্রংশ এবং হিন্দী 'ছোড়্না' হইতে 'ছাড়া'-ধাতু], নিঃসারণ বা বাহির করে অর্থাৎ মুখবিবর হইতে নির্গত করায়।

ডাক ছাড়ে,—চীৎকার, 'চেঁচামেচি' বা গণ্ডগোল করে। যে-সকল ভক্ত করতালি-দ্বারা কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতেন, তাঁহা-দিগকে কৃষ্ণকীর্ত্তনহীন মায়া-মূঢ় অজ্ঞজনগণ বিদ্রূপ করিতেন, উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণকীর্ত্তনের উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য্য তাঁহারা আদৌ অবগত ছিলেন না ॥ ১০ ॥

নিরঞ্জন,—অঞ্জন (মায়া বা অবিদ্যা-কৃত উপাধি-মালিন্য) যাহার নাই, নিরুপাধি, নির্দ্দোষ, নির্ম্মল, শুদ্ধ। (মু° ৩।৩—) 'তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।'

দাস-প্রভু-ভেদ—ব্রহ্মের (মায়াধীশ বিভু সম্বিৎ বিষ্ণুর) সহিত মায়া-বশ্যতা-যোগ্য অণুসম্বিৎ জীবের নিত্য-প্রভু-দাস-রূপ অপ্রাকৃত সম্বন্ধই সমগ্র শ্রুতিশাস্ত্রের শিরোভাগ উপনিষৎ বা বেদান্তের সারভূত ব্রহ্মসূত্রের ও তাহার অকৃত্রিমভাষ্য নিগমকল্পতরুর গলিত ফল শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য।

দাস-প্রভু-ভেদ-সম্বন্ধে কএকটী শ্রুতিপ্রমাণ,—(কঠে ১।২।২৩ ও মুণ্ডকে ৩।২।৩—) 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্'; (কঠে ২।১।১ ও ৪—) 'কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্' ও 'মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি'; (ঐ ২।২।৩ ও ১২।১৩—)'মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে' 'তমা-ত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং (শান্তিঃ শাশ্বতী) নেতরেষাম্'; (ঐ ২।৩।৮ ও ১৭—) 'যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি', ও 'তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতম্।'

(মুণ্ডকে ১।১।৪—) 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ'; (ঐ ১।২।১২ ও

কৃষ্ণব্রতগণের প্রতি 'আত্মবন্মন্যতে জগৎ'-নীতির অনুসরণে জিহ্বোদরোপস্থ-লম্পট গৃহব্রতগণের বিদ্রূপোক্তি—

সংসারী-সকল বলে,—"মাগিয়া খাইতে।
ডাকিয়া বলয়ে 'হরি' লোক জানাইতে॥" ১২॥

নিরীহ কৃষ্ণব্রত বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে দ্রোহার্থ গৃহব্রত পাষণ্ডিগণের ষড়যন্ত্র—

"এ-গুলার ঘর-দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।"
এই যুক্তি করে সব-নদীয়া মিলিয়া॥ ১৩॥

১৩—) 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ' ও 'তস্মৈ স বিদ্বান্ উপসন্নায়…যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্'; (ঐ ২।১।১০—) 'এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যা-গ্রন্থিং বিকিরতীহ সৌম্য'; (ঐ ২।২।৭ ও ৯—) 'তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দ-রূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি' ও 'হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ'; (ঐ ৩।১।১—৩, শ্বেঃ উঃ ৪র্থ অঃ ও ঋক্-সং—২য় অং ৩য় অঃ ১৭ বঃ—) 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরি-ষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥ যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥' (ঐ ৩।১।৪, ৫, ৮, ৯—) 'আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্ম-বিদাং বরিষ্ঠঃ' 'যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ' 'জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ত তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ' এবং 'এষো-ঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ'। (ঐ ৩।২।১, ৪ ও ৮—) 'উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ' 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ…এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম' এবং 'তথা বিদ্বান্ নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।'

(তৈত্তিরীয়ে ২য় বঃ ৪র্থ, ৫ম, ৭ম ও ৮ম অঃ—) 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন। আত্মা-নন্দময়ঃ। আনন্দ আত্মা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। যদ্বৈ তৎ-সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। এষ হ্যেবানন্দয়তি। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি'; (ঐ ৩য় বঃ ৬ষ্ঠ অঃ—) 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দা-দ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্ ব্রহ্মেত্যুপাসীত।'

(ছান্দোগ্যে ১ম প্রঃ ১ম খঃ—) 'ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথ-মুপাসীত'; (ঐ ৩য় প্রঃ ১৪ খঃ—) 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত'; (ঐ ৪র্থ প্রঃ ৯ম খঃ—) 'আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি'; (ঐ ৬ষ্ঠ প্রঃ—৮ম-১৬ খঃ—) 'স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি'; (ঐ ৬ষ্ঠ প্রঃ ১৪ খঃ—) 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ'; (ঐ ৭ম প্রঃ ২৫ খঃ—) 'আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি'; (ঐ ৮ম প্রঃ ৩য় খঃ ও ১২ খঃ—) 'অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি। তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি'; (ঐ ৮ম প্রঃ ১২ খঃ—) স উত্তমঃ পুরুষঃ স তত্র পর্য্যেতি যক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ' ইতি; 'তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে'; (ঐ ৮ম প্রঃ ১৩ অঃ—) 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে…বিধূয় পাপং ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীতি'।

(বৃঃ আঃ ১ম অঃ ৪র্থ ব্রাঃ—) 'আত্মানমেব প্রিয়-মুপাসীত', (ঐ ২য় অঃ ১ম ব্রাঃ—) 'মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠোঽপরাজিতা সেনেতি বা অহমেতমুপাস ইতি'; 'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি', (ঐ ৩য় অঃ ৮ম ব্রাঃ—) 'য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ', (ঐ ৪র্থ অঃ ৪র্থ ব্রাঃ—) 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি', 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি', (ঐ ৪র্থ অঃ ৫ম ব্রাঃ—) 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ', (ঐ ৫ম অঃ ৫ম ব্রাঃ—) 'তে দেবা সত্যমেবোপাসতে তদেতৎ ত্র্যক্ষরং সত্যমিতি'।

(শ্বেঃ উঃ ১ম অঃ—) 'ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা লীনা ব্রহ্মণি

পাষণ্ডিগণের দৌরাত্ম্য-সকল-শ্রবণে ভক্তগণের স্বীয় দুঃখভার-লাঘবার্থ সম্ভাষণীয় বা সহানুভূতিপূর্ণ যোগ্য-লোকাভাব—

শুনিয়া পায়েন দুঃখ সর্ব্ব-ভক্তগণে।
সম্ভাষা করেন, হেন না পায়েন জনে॥ ১৪॥

তাৎকালীন হরিভক্তিশূন্য মৎসর জগদ্দর্শনে ভক্তগণের কৃষ্ণসমীপে দুঃখ-নিবেদন—

শূন্য দেখি' ভক্তগণ সকল-সংসার।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া দুঃখ ভাবেন অপার॥ ১৫॥

তৎপরা যোনিমুক্তাঃ', 'তজ্জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ', জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ', 'ক্ষরং ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একং', 'জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশহানিঃ', 'নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ', 'এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি', (ঐ ২য় অঃ—) 'তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ', 'যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ। অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥' (ঐ ৩য় অঃ—) 'য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ সর্ব্বাল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ', 'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু', 'বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং তং জ্ঞাত্বামৃতা ভবন্তি', 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়', 'য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি', 'সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্', (ঐ ৪র্থ অঃ—) 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' 'তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি', (ঐ ৬ষ্ঠ অঃ—) 'বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্', 'জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ', 'তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে', 'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥'

ব্রহ্মসূত্রেও—'ভেদব্যপদেশাচ্চ' (১।১।১৭), 'ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ' (১।১।২১), 'ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্' (১।১।২৯), 'সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ' (১।২।৮), 'গুহাং প্রবিষ্টৌ আত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ' (১।২।১১), 'অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ' (১।২।১৭), 'শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে' (১।২।২২), 'অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ' (১।২।২১), 'ভেদব্যপদেশাৎ' (১।৩।৫), 'স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ' (১।৩।৭), 'অন্য ভাব-ব্যাবৃত্তেশ্চ' (১।৩।১২), 'ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ' (১।৩।১৮), 'অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ' (১।৩।২০), 'সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন' (১।৩।৪২), 'অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ' (২।১।২৩), 'উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্' (২।৩।২০), 'পৃথগুপদেশাৎ' (২।৩।২৮), 'তদ্‌গুণসারত্বাৎ তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ' (২।৩।২৯), 'অংশো নানাব্যপদেশাৎ' (২।৩।৪৩), 'আভাস এব চ' (২।৩।৫০) প্রভৃতি অসংখ্য শ্রুতি ও সূত্রে জীব ও বিষ্ণুর মধ্যে দাস-প্রভু-সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে।

তৎকালীন কৃষ্ণকীর্ত্তনের উপহাসকারী বৈষ্ণববিদ্বেষী পণ্ডিতাভিমানিগণ বলিতেন,—জীবই ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত জীবের কোন ভেদ নাই; অতএব ভগবান্ বিষ্ণুই যে প্রভু এবং জীবমাত্রেই যে তাঁহার নিত্যদাস বৈষ্ণব,—এইরূপ বিচার বৈষ্ণবগণ কেন যে করেন, তাহার কোন কারণ নাই; যেহেতু আধ্যক্ষিক বিচার বা দর্শন-নিবন্ধন তাহারা মনে করিত যে, বিষ্ণুর সহিত জীবের তাদৃশ প্রভু-দাস-সম্বন্ধ হেয়, সগুণ ও অনিত্য॥ ১১॥

সংসারীসকল,—জিহ্বোদরোপস্থ-লম্পট তুচ্ছ জড়প্রতিষ্ঠা-লোলুপ আর্থিক-সুখভোগৈক-কাম-তৎপর কৃষ্ণভজন-বিমুখ দেহসর্ব্বস্ব বিষয়াসক্ত লোকগুলি, নিজেদের ইন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা-ময় আধ্যক্ষিক অক্ষজদর্শনরূপ রঙিন চশ্‌মার মধ্য দিয়া, দেখিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনকারিগণের সম্বন্ধে বলিত যে, ভক্তগণ তাহাদেরই ন্যায় সংসারে উদরভরণ ও জড়প্রতিষ্ঠা লাভ-কামনায় বা করিয়া বাহিরে লোকের নিকট চীৎকার করিয়া হরিনাম করে॥' ১২॥

ফেলাই,—[কাহারও মতে, সংস্কৃত ক্ষেপ্-ধাতু হইতে হিন্দী ফেক্‌না-ধাতু, তাহা হইতে বাঙ্গালা-ভাষায় ফেলা-ধাতু; কাহারও মতে, (গতি-বোধক, ত্যাগার্থক) সংস্কৃত ফেল্-ধাতু হইতে ফেলা-ধাতু; এবং কাহারও মতে, সংস্কৃত প্রেরণ-শব্দ হইতেই অপভ্রংশ পেরণ, পেলন বা পেল্‌হন্ এবং তাহা হইতে বাঙ্গালা-ভাষায় ফেলান-শব্দ], এস্থলে কার্য্যসমাপ্তি-বোধক অর্থেই প্রযুক্ত; 'দেই', শেষ সমাপ্ত বা 'সাবাড়' করি।

শুদ্ধভক্তির মূর্ত্তবিগ্রহরূপে ঠাকুর-হরিদাসের নবদ্বীপে আগমন—

হেন কালে তথায় আইলা হরিদাস।
শুদ্ধবিষ্ণুভক্তি যাঁর বিগ্রহে প্রকাশ ॥ ১৬ ॥

ঠাকুর-হরিদাসের বৃত্তান্ত-বর্ণন ; নামাচার্য্যের মাহাত্ম্য-কথা-শ্রবণে কৃষ্ণপ্রাপ্তি বা নামপ্রীতির উদয়—

এবে শুন হরিদাসঠাকুরের কথা।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইবে সর্ব্বথা ॥ ১৭ ॥

বূঢ়ন-পরগণায় নামাচার্য্য হরিদাসের আবির্ভাব-ফলে কীর্ত্তনদুর্ভিক্ষ-নাশ—

বূঢ়ন-গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।
সে-ভাগ্যে সে-সব দেশে কীর্ত্তন-প্রকাশ ॥ ১৮ ॥

কতিপয় বর্ষ পরে গঙ্গাবাসার্থ শান্তিপুরের সমীপবর্ত্তী ফুলিয়া-গ্রামে হরিদাসের আগমন—

কতদিন থাকিয়া আইলা গঙ্গাতীরে।
আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায়-শান্তিপুরে ॥ ১৯ ॥

স্বগাতীয়াশয়স্নিগ্ধ শুদ্ধভক্ত হরিদাসের সঙ্গলাভে অদ্বৈতপ্রভুর অপার আনন্দ—

পাইয়া তাহান সঙ্গ আচার্য্য-গোসাঞি।
হুঙ্কার করেন, আনন্দের অন্ত নাই ॥ ২০ ॥

ইষ্টদেব অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গলাভে হরিদাসেরও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নিমজ্জন—

হরিদাস-ঠাকুরো অদ্বৈতদেব-সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দরস-সমুদ্র-তরঙ্গে ॥ ২১ ॥

'যাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহাদের গৃহদ্বার চূরমার (চূর্ণবিচূর্ণ) করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উৎপাটন করিবার পর তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত',—হরিগুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী মাৎসর্য্য-রোগগ্রস্ত পাষণ্ডি-হিন্দুগণ অকৃতদ্রোহী নিরীহ শান্ত বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে এইরূপ ঈর্ষাপূর্ণ বিচার পোষণ করিত ॥ ১৩ ॥

ভগবদ্ভক্তগণ অভক্ত বিদ্বেষিগণের পূর্ব্বোক্ত দুরাচার ও পাষণ্ডিতা দেখিয়া উহাদের সহিত যে সৌহার্দ্দ ও সহানুভূতিপূর্ণ বাক্যালাপাদি করিবেন,—এরূপ যোগ্য লোক কাহাকেও দেখিতে পাইতেন না বা মনে করিতেন না ॥ ১৪ ॥

শূন্য,—কৃষ্ণভক্তিশূন্য। তৎকালে সমগ্র নবদ্বীপে শুদ্ধভক্তির অভাব দেখিয়া শুদ্ধভক্তগণ সংসারগ্রস্ত জীবগণের দুঃখে অতিশয় দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে অশেষ দুর্দ্দশা হইতে মোচন করিবার জন্য গভীরভাবে চিন্তা করিতেন এবং কৃষ্ণের নিকট সেই দুঃখের কথা নিবেদন করিতেন ॥ ১৫ ॥

সমগ্রদেশে শুদ্ধভক্তির অভাব-দর্শনে শুদ্ধভক্তগণ দুঃখভরে বিলাপ করিতেছিলেন, এমন সময়, হরিদাস-ঠাকুর কৃষ্ণেচ্ছায় শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীহরিদাস-ঠাকুর বিদ্ধভক্তির প্রচারক ছিলেন না, তিনি অন্যাভিলাষিতা-শূন্য নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-রহিত ও জড়ফলভোগ কাম-হীন নির্ম্মলা ভক্তির ঐকান্তিক যাজক ছিলেন ॥ ১৬ ॥

হরিদাস-ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। তিনি যশোহর-জেলার বূঢ়নগ্রামে মানবকুলে যবন-গৃহে আবির্ভূত হন। তাঁহার অনুগ্রহে যশোহর-জেলায় অনেকে সুকৃতি লাভ করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

ফুলিয়া,—শান্তিপুরের নিকট একটী গণ্ডগ্রাম। ঠাকুর-হরিদাস গঙ্গাতীরে ফুলিয়া ও শান্তিপুর,—এই উভয় স্থানেই কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

অদ্বৈতপ্রভু ঠাকুর-হরিদাসের সঙ্গ লাভ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় আনন্দোচ্ছ্বাস প্রবলভাবে ব্যক্ত করিতেন ॥ ২০ ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গপ্রভাবে হরিদাস-ঠাকুরও কৃষ্ণভক্তি-রসসিন্ধুর প্রবল প্রবাহে ভাসিতেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, হরিদাস-ঠাকুর কেবল নাম-গ্রহণ-পন্থায় ব্যস্ত থাকায় গোবিন্দ-রসাস্বাদনে প্রবিষ্ট ছিলেন না। প্রাকৃত-সহজিয়াদিগের এইরূপ বিশ্বাস—নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ; যেহেতু শ্রীনামই চিন্তামণি এবং রসবিগ্রহ কৃষ্ণ। শ্রীনামের উচ্চারণ-প্রভাবেই কৃষ্ণরস আস্বাদিত হয়, অন্য-কোন সাধন-দ্বারাই কৃষ্ণরস আস্বাদনের সম্ভাবনা হয় না। কৃষ্ণনাম-রসজ্ঞ ঠাকুর-হরিদাসই রসশাস্ত্রে প্রবেশের প্রধান শিক্ষকবর। প্রাকৃত-সহজিয়া ভাবুক-সম্প্রদায় নামাপরাধ-বশতঃ জড়রসে প্রমত্ত হইয়া অপ্রাকৃত নাম-রসের কোন সন্ধানই পান না ॥ ২১ ॥

হরিদাস-ঠাকুরের অবস্থা,—(ভঃরঃসিঃ পূঃবিঃ ৩।১১—)

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা

হরিদাসের ক্রিয়া-মুদ্রা বা লীলা-বর্ণন ; সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেচ্ছা-পরতন্ত্রতা ও গাঙ্গপ্রান্তে হরিধ্বনিপূর্ব্বক বিচরণ—

নিরবধি হরিদাস গঙ্গা-তীরে-তীরে।
ভ্রমেন কৌতুকে 'কৃষ্ণ' বলি' উচ্চস্বরে ॥ ২২ ॥

হরিদাসের গুণ-বর্ণন ; জড় ভোগাসক্তিতে চির ঔদাসীন্য ও নিরন্তর কৃষ্ণনামে প্রীতি—

বিষয়-সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য ॥ ২৩ ॥

হরিদাসের লীলা-বর্ণন , অনুক্ষণ পরমোৎসাহভরে নামরস-পান ও অপ্রাকৃত ক্রিয়া-মুদ্রা বা প্রেম-বিকার—

ক্ষণেক গোবিন্দ নামে নাহিক বিরক্তি।
ভক্তিরসে অনুক্ষণ হয় নানা-মুর্ত্তি ॥ ২৪ ॥
কখনো করেন নৃত্য আপনা-আপনি।
কখনো করেন মত্তসিংহ-প্রায় ধ্বনি ॥ ২৫ ॥
কখনো বা উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন।
অট্ট-অট্ট মহা-হাস্য হাসেন কখন ॥ ২৬ ॥
কখনো গর্জ্জেন অতি হুঙ্কার করিয়া।
কখনো মূর্চ্ছিত হই' থাকেন পড়িয়া ॥ ২৭ ॥
ক্ষণে অলৌকিক শব্দ বলেন ডাকিয়া।
ক্ষণে তাই বাখানেন উত্তম করিয়া ॥ ২৮ ॥
অশ্রুপাত, রোমহর্ষ, হাস্য, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম।
কৃষ্ণভক্তি-বিকারের যত আছে মর্ম্ম ॥ ২৯ ॥

হরিনামকীর্ত্তন-নর্ত্তনারম্ভ-কালে হরিদাসের দেহে প্রেম-বিকার-প্রস্থনসমূহের প্রাকট্য—

প্রভু হরিদাস মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকল আসিয়া তান শ্রীবিগ্রহে মিলে ॥ ৩০ ॥

অদ্ভুত প্রেমাশ্রুধারা-দর্শনে মহাপাষণ্ডীরও সম্ভ্রম—

হেন সে আনন্দ-ধারা, তিতে সর্ব্ব-অঙ্গ।
অতি-পাষণ্ডীও দেখি' পায় মহারঙ্গ ॥ ৩১ ॥

অপূর্ব্ব প্রেমপুলক দর্শনে অজভবাদিরও আনন্দ—

কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গে শ্রীপুলকাবলি।
ব্রহ্মা-শিবও দেখিয়া হয়েন কুতুহলী ॥ ৩২ ॥

ফুলিয়া-গ্রামবাসী সজ্জনগণের তদ্দর্শন-লাভে হর্ষাতিশয্য—

ফুলিয়া-গ্রামের যত ব্রাহ্মণসকল।
সবেই তাহানে দেখি' হইলা বিহ্বল ॥ ৩৩ ॥

তাঁহাতে সকলের শ্রদ্ধোদয়, কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান—

সবার তাহানে বড় জন্মিল বিশ্বাস।
ফুলিয়ায় রহিলেন প্রভু-হরিদাস ॥ ৩৪ ॥

হরিদাসের নিত্যকৃত্য ; গঙ্গাস্নানান্তে নিরন্তর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক সর্ব্বত্র বিচরণ—

গঙ্গা-স্নান করি' নিরবধি হরিনাম।
উচ্চ করি' লইয়া বুলেন সর্ব্বস্থান ॥ ৩৫ ॥

হরিদাসের বিরুদ্ধে নবাবের নিকট কাজীর অভিযোগ—

কাজী গিয়া মুলুকের অধিপতি-স্থানে।
কহিলেক তাহান সকল বিবরণে ॥ ৩৬ ॥

জড়-দেশকাল পাত্রাতীত বিশ্বদনুভবযুক্ত নির্গ্রন্থ ভাগবত-পরমহংস বৈষ্ণবঠাকুরকে জড়-দেশকালপাত্রাধীন-জ্ঞানে জাতি-বুদ্ধি-হেতু তৎকৃত পরমার্থ বৈকুণ্ঠ আত্মধর্ম্মের চিদনুশীলনকে জড়-দেশকাল-পাত্রদুষিত শাসনাধীনে আনয়ন-চেষ্টা—

"যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি' করহ বিচার ॥" ৩৭ ॥

নামগানে সদা রুচিঃ॥ আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতে ভাবাঙ্কুরে জনে॥" (ভাঃ ১১।২।৪০ শ্লোকে বিদেহরাজ [illegible] প্রতি নবযোগেন্দ্রের অন্যতম কবির উক্তি—) 'এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়-নাম-কীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥" অর্থাৎ প্রেমলক্ষণ-ভক্তিযোগে ভগবৎসেবা-ব্রতধারী ভক্ত তাঁহার একান্ত-প্রিয় ভগবানের নামসঙ্কীর্ত্তনে জাতরুচি ও বিগলিত-হৃদয় হইয়া বাহ্য লোকাপেক্ষা না রাখিয়াই কখনও উচ্চস্বরে হাস্য, কখনও রোদন, কখনও কাতর-স্বরে আহ্বান, কখনও গান এবং কখনও বা উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিয়া থাকেন॥' ২২-৩২ ॥

শ্রীহরিদাসঠাকুরের জিহ্বা সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম-গ্রহণে সর্ব্বত্র ব্যস্ত থাকিত। তাঁহার নামোচ্চারণকারিণী জিহ্বার অসামান্য সৌন্দর্য্য। তিনি জড়ভোগে সম্পূর্ণ-উদাসীন থাকায় তাঁহাতে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। যাহারা—ভোগী, তাহাদিগের জিহ্বায় কোনকালে কৃষ্ণনাম নৃত্য করেন না। ষড়্‌রস-

পাপীর বচন শুনি' সেহ পাপমতি।
ধরি' আনাইল তানে অতি শীঘ্রগতি ॥ ৩৮ ॥

নিখিল-চিদ্বলাকর বলদেবাংশ অকুতোভয় নৃসিংহদেবাভি-গুপ্ত হরিদাসের মহাকাল হইতেও ভয়লেশশূন্যতা—

কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়।
যবনের কি দায়, কালেরো নাহি ভয় ॥ ৩৯ ॥

অকুতোভয় হরিদাসের নির্ভয়ে নবাব-সমীপে উপস্থিতি—

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া চলিলা সেইক্ষণে।
মুলুকপতির আগে দিলা দরশনে ॥ ৪০ ॥

ঠাকুরের শুভাগমন-শ্রবণে স্থানীয় সাধুগণের হর্ষ ও বিষাদ—

হরিদাস-ঠাকুরের শুনিঞা গমন।
হরিষে-বিষাদ হৈলা যত সুসজ্জন ॥ ৪১ ॥

হরিদাসের শুভাগমন-শ্রবণে উদারহৃদয়-বন্দিগণের হর্ষ—

বড় বড় লোক যত আছে বন্দীঘরে।
তারা সব হৃষ্ট হৈল শুনিঞা অন্তরে ॥ ৪২ ॥

হরিদাসকে দিব্যসূরি-জ্ঞানে বন্দিগণের দুঃখ-নাশ ও সুখোদয়-সম্ভাবনা-চিন্তন—

"পরম-বৈষ্ণব হরিদাস-মহাশয়।
তানে দেখি' বন্দী-দুঃখ হইবেক ক্ষয় ॥" ৪৩ ॥

কারা-রক্ষীকে কাকুক্তি-দ্বারা সন্তোষণ-ফলে তৎকৃপায় বন্দিগণের অনিমেষ-নেত্রে হরিদাসকে দর্শন—

রক্ষক-লোকেরে সবে সাধন করিয়া।
রহিলেন বন্দীগণ একদৃষ্টি হৈয়া ॥ ৪৪ ॥

কারা-সমীপে আসিয়া বন্দিগণের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ—

হরিদাস-ঠাকুর আইলা সেইস্থানে।
বন্দী সবে দেখি' কৃপা-দৃষ্টি হৈল মনে ॥ ৪৫ ॥

হরিদাস-দর্শনে বন্দিগণের দণ্ডবৎ প্রণতি—

হরিদাস-ঠাকুরের চরণ দেখিয়া।
রহিলেন বন্দীগণ প্রণতি করিয়া ॥ ৪৬ ॥

হরিদাসঠাকুরের রূপ-বর্ণন—

আজানুলম্বিত-ভুজ কমল-নয়ন।
সর্ব্ব-মনোহর মুখ চন্দ্র অনুপম ॥ ৪৭ ॥

হরিদাসকে প্রণাম-ফলে বন্দিগণের সাত্ত্বিক বিকার—

ভক্তি করি' সবে করিলেন নমস্কার।
সবার হইল কৃষ্ণভক্তির বিকার ॥ ৪৮ ॥

বন্দিগণের শ্রদ্ধা-দর্শনে হরিদাসের সদয়-হাস্য—

তা'সবার ভক্তি দেখে প্রভু হরিদাস।
বন্দী-সব দেখি' তান হৈল কৃপা হাস ॥ ৪৯ ॥

ভোজনে যাহারা ব্যস্ত—বিষয়সুখের লোভে বা আশায় যাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তচিত্ত, ভগবন্নামগ্রহণে তাহাদিগের কখনও রুচি দেখা যায় না। কৃষ্ণনামগ্রহণে বিরত ফল্গুত্যাগীর দলও ভোগীর দলের ন্যায় হরিনাম-ভজনে উদাসীন। ঠাকুরহরিদাস জড়বিষয়-সুখে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন থাকিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

ঠাকুর-হরিদাসের গোবিন্দ-নাম-গ্রহণে কোন দিন কোন-প্রকারই ঔদাসিন্য ছিল না; তিনি নানাভাবে সর্বক্ষণ কৃষ্ণ-ভক্তিরসে নিমগ্ন ছিলেন ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণভক্তিবিকার,—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু অর্থাৎ কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয় অর্থাৎ মূর্চ্ছা,—এই অষ্ট-প্রকার সাত্ত্বিক-বিকার ॥ ২৯ ॥

শ্রীবিগ্রহ,—হরিদাস-ঠাকুরের কলেবর সাধারণ কর্ম্মি-গণের রক্তমাংসচর্ম্মপিণ্ডের ন্যায় জড়দেহ নহে। তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিতে শ্রীনাম-সেবা-ফলে নানাপ্রকার শুদ্ধ-সাত্ত্বিকভাব লক্ষিত হইত। সাধারণ কর্ম্মী যে-প্রকার নিজের জড়-শরীরের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিতে গিয়া কৃষ্ণানুশীলনে বিমুখ হয়, সেবোন্মুখ পার্ষদ-বৈষ্ণবের শ্রীঅঙ্গে উহার বিপরীত শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাবসমূহের প্রচণ্ড নৃত্য দেখা যায় ॥ ৩০ ॥

হরিদাস ঠাকুর প্রেমভরে কীর্ত্তন করিবার সময় অশ্রু-ধারা বিগলিত হওয়ায় তাঁহার সকল অঙ্গ সিক্ত হইত। নিতান্ত নাস্তিক ভক্তিহীন পাষণ্ডীও তাদৃশ অলৌকিক প্রেম-বিকার দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইত ॥ ৩১ ॥

ফুলিয়া-গ্রামে কর্ম্মকাণ্ডনিরত ব্রাহ্মণগণ ঠাকুর-হরিদাসের আঙ্গিক বিকারসমূহ দর্শন করিয়া বৈতানিক কর্ম্মকাণ্ডের অকর্ম্মণ্যতা বুঝিয়া প্রেমের উচ্ছ্বাস-দর্শনে বিস্ময়-বিহ্বল হইত। সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিল ॥ ৩৩ ॥

ফুলিয়া-গ্রামের যবন-বিচারক কাজী তাহার মাননীয় উপরিতন প্রদেশাধিপতির নিকট গিয়া হরিদাসের আচরণ-সমূহ বিজ্ঞাপিত করিল ॥ ৩৬ ॥

বন্দিগণকে তাদৃশ শ্রদ্ধধানাবস্থায় নিত্যকাল-যাপনার্থ কৌশলে গূঢ়-আশীর্ব্বাদ—

"থাক থাক, এখন আছহ যেনরূপে।"
গুপ্ত-আশীর্ব্বাদ করি' হাসেন কৌতুকে ॥ ৫০ ॥

অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তিতে ভ্রম-বশে অজ্ঞজ্ঞানে হরিদাসের গূঢ় মঙ্গলাশীর্ব্বাদকে 'নির্দ্দয়' জ্ঞান-হেতু তাঁহাদের দুঃখ—

না বুঝিয়া তাহান সে দুর্জ্ঞেয় বচন।
বন্দী সব হৈল কিছু বিষাদিত-মন ॥ ৫১ ॥

বন্দিগণকে দুঃখিত-দর্শনে কৃপা-বশে ঠাকুরের স্বীয়-গূঢ় মঙ্গলাশীর্ব্বাদ-ব্যাখ্যান—

তবে পাছে কৃপাযুক্ত হই' হরিদাস।
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ কহে করিয়া প্রকাশ ॥ ৫২ ॥

কৃপা-পাত্র বন্দিগণকে স্বীয় গূঢ় মঙ্গলাশীর্ব্বাদ-মর্ম্মানভিজ্ঞ ও দুঃখিত-দর্শনে মৃদু ভর্ৎসন ও অনুযোগ—

"আমি তোমা'সবারে যে কৈলুঁ আশীর্ব্বাদ।
তার অর্থ না বুঝিয়া ভাবহ বিষাদ ॥ ৫৩ ॥

অমন্দোদয়া-দয়া-সিন্ধু বৈষ্ণবঠাকুরের আশীর্ব্বাদ দীনজীবের অশুভজনক নহে, পরন্তু চরমকল্যাণপ্রদ—

মন্দ আশীর্ব্বাদ আমি কখনো না করি।
মন দিয়া সবে ইহা বুঝহ বিচারি' ॥ ৫৪ ॥

তাহাদের তৎকালীন কৃষ্ণস্মরণাভিনিবিষ্টতা-সংরক্ষণার্থ ই পূর্ব্বোক্ত তৎকালীন গূঢ় আশীর্ব্বাদ—

এবে কৃষ্ণপ্রতি তোমা'সবাকার মন।
যেন আছে, এইমত থাকু সর্ব্বক্ষণ ॥ ৫৫ ॥

তদবধি সকলকে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-স্মরণার্থ হরিদাস-প্রভুর আদেশ প্রদান—

এবে নিত্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের চিন্তন।
সবে মেলি' করিতে থাকহ অনুক্ষণ ॥ ৫৬ ॥

দেশে শান্তিদর্শনে তদবধি সকলকেই কাকুভরে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-স্মরণার্থ আদেশ—

এবে হিংসা নাহি, নাহি প্রজার পীড়ন।
'কৃষ্ণ' বলি' কাকুবাদে করহ চিন্তন ॥ ৫৭ ॥

ঠাকুর-হরিদাস যবনকুলে আবির্ভূত হইয়া যবনাচারের প্রতিকূল আচার ও বিচার গ্রহণ করায়, তাহাদের বিচারে বড়ই অপরাধ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার প্রতি দণ্ডবিধান নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য,—এই বলিয়া কাজী মুলুকপতির নিকট অভিযোগ করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥

ভক্তিবিদ্বেষী পাপিষ্ঠ প্রদেশাধিপতি হরিদাসকে বিলম্ব না করিয়া ধরিয়া লইয়া আসিল ॥ ৩৮ ॥

ভগবৎকৃপায় মহিমান্বিত ঠাকুর-মহাশয় যবন-বিচারকের ভয়ে ভীত না হইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি কোন মনুষ্যকে ভয় করা দূরে থাকুক, সর্ব্বসংহারক যমের ভয়েও ভীত ছিলেন না। ৩৯ ॥

ঠাকুর-হরিদাসকে যবন-বিচারক উৎপীড়ন করিবার জন্য ধরিয়া লইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া তৎপ্রদেশস্থিত-অধিবাসিগণ নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা পূর্ব্বেই হরিদাস-ঠাকুরের উচ্চৈঃস্বরে নামগ্রহণ ও প্রেমবিকারের কথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার প্রতি দৌরাত্ম্যের কথা শ্রবণ ও উহার আশঙ্কা করিয়া তদ্দর্শনলাভ-সম্ভাবনা-জনিত অতি-হর্ষের মধ্যেও তাঁহাদের বিষাদ উপস্থিত হইল ॥৪১

ঠাকুর-হরিদাস ধৃত হইয়া অন্যান্য সাধারণ অপরাধীর ন্যায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। পূর্ব্ব-হইতেই সেই কারাগৃহে অনেক মর্য্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি বদ্ধ বা রুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। তাঁহারা এই লোকাতীত সাধুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥ ৪২ ॥

হরিদাসের-ন্যায় মহাভাগবত মহাত্মার দর্শন-ফলে কারা-রুদ্ধ জনগণ তাঁহাদের দুঃখ-লাঘব হইবে বলিয়া মনে-মনে বিচার করিলেন ॥ ৪৩ ॥

সাধন,—সাধ্য-সাধন, 'সাধাসাধি', 'কাকুতি-মিনতি', অনুনয়-বিনয়, আরাধন ॥ ৪৪ ॥

হরিদাস কারা-বদ্ধ বন্দিগণকে দেখিয়া অহৈতুকী কৃপা-পরবশ হইয়া প্রকাশ্যে স্বীয় স্মিত-বদন প্রদর্শন করিলেন ॥৪৯॥

ঠাকুর-হরিদাসের সর্ব্বক্লেশহর হাস্য-সন্দর্শনে কারা-রুদ্ধ অপরাধিগণ তাঁহার তাদৃশ হাস্য-ব্যবহারে গূঢ় আশীর্ব্বাদ বা কৃপা বুঝিতে না পারিয়া বিষণ্ণ হইয়াছিল। তদ্দর্শনে ঠাকুর-মহাশয় তাহাদিগকে বলিলেন,—'আমি মঙ্গলময় হাস্যসহকারে তোমাদিগকে শুভ-আশীর্ব্বাদই করিয়াছি; তাহাতে অন্যথা-জ্ঞানে তোমরা দুঃখিত হইও না।' ৫৩ ॥

কিন্তু অসৎ দুঃসঙ্গ-সঙ্গফলে কৃষ্ণনামবিস্মৃত-সম্ভাবনা-হেতু দুঃসঙ্গ নিষেধপূর্ব্বক সকলকে সতর্কীকরণ—

আরবার গিয়া বিষয়েতে প্রবর্ত্তিলে।
সবে ইহা পাসরিবে, গেলে দুষ্ট-মেলে ॥ ৫৮ ॥

ইন্দ্রিয়তর্পণ-নিরত বিষয়-ভোগী যোষিৎসঙ্গীর মনে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-জনিত প্রেম-রাহিত্য—

বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূরে কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয় ॥ ৫৯ ॥

দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট মনই মলিন ও অশুভজনক এবং ইন্দ্রিয়-সুখকর ভোগ্য যোষিদ্‌বস্তুর মায়াপাশই পরমার্থ-বাধক ও সর্ব্বনাশসাধক—

বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল।
স্ত্রী-পুত্র—মায়াজাল, এই সব 'কাল' ॥ ৬০ ॥

সুকৃতিশালী ব্যক্তির সজ্জন-বৈষ্ণবসঙ্গ-ফলে দ্বিতীয়াভি-নিবেশ-ত্যাগ ও কৃষ্ণভজন-লাভ—

দৈবে কোন ভাগ্যবান্ সাধুসঙ্গ পায়।
বিষয়ে আবেশ ছাড়ি' কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৬১ ॥

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-সঙ্গই কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ অপরাধ-বর্দ্ধক—

সেই সব অপরাধ হবে পুনর্ব্বার।
বিষয়ের ধর্ম্ম এই,—শুন কথা-সার ॥ ৬২ ॥

স্থূলদেহের বহিঃস্বাধীনতা-সুখ বা পরাধীনতা-দুঃখরূপ ভোগ-চিন্তা ছাড়িয়া বন্দিগণকে নিরন্তর কৃষ্ণনামগ্রহণ-সূচক শুভাশীর্ব্বাদের গূঢ়তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যান—

'বন্দী থাক',—হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি।
"বিষয় পাসর', অহর্নিশ বল হরি ॥" ৬৩ ॥

বক্রত গূঢ় শুভাশীর্ব্বাদ-মর্ম্ম-জ্ঞান-ফলে বন্দিগণকে বহিঃ পরা-ধীনতা-জন্য ক্ষোভ-পরিত্যাগার্থ কৌশলে-আদেশ—

ছলে করিলাঙ আমি এই আশীর্ব্বাদ।
তিলার্দ্ধেক না ভাবিহ তোমরা বিষাদ ॥ ৬৪ ॥

হরিদাসের অমন্দোদয়া জীবে দয়া; বন্দিগণকে কৃষ্ণভক্তি-লাভার্থ শুভাশীর্ব্বাদ—

সর্ব্বজীব-প্রতি দয়া-দর্শন আমার।
কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হউক তোমা'-সবাকার ॥ ৬৫ ॥

স্বল্পকাল-মধ্যেই তাহাদের বন্ধন-মুক্তি-লাভের ভবিষ্যদ্বাণী-শ্রবণ—

চিন্তা নাহি,—দিন দুই-তিনের ভিতরে।
বন্ধন ঘুচিবে,—এই কহিলুঁ তোমারে ॥ ৬৬ ॥

স্থূলবহির্দৃষ্টিতে গৃহ বা বনবাস, সর্ব্বাবস্থায়ই সকলকে কৃষ্ণ-প্রপত্তিমূলা সেবা-বুদ্ধির অবিস্মরণার্থ উপদেশ—

বিষয়েতে থাক, কিবা, থাক যথা-তথা।
এই বুদ্ধি কভু না পাসরিহ সর্ব্বথা ॥" ৬৭ ॥

বন্দিগণের নিত্যকল্যাণ-কামনান্তে নবাব-সমীপে হরিদাসের আগমন—

বন্দীসকলের করি' শুভানুসন্ধান।
আইলেন মুলুকের অধিপতি-স্থান ॥ ৬৮ ॥

হরিদাসের অপ্রাকৃতোজ্জ্বল তনু-দর্শনে সসম্ভ্রমে নবাবের আসন-প্রদান—

অতি-মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান।
পরম-গৌরবে বসিবারে দিলা স্থান ॥ ৬৯ ॥

হরিদাসের কৃষ্ণমতি-দর্শনে অক্ষজ জ্ঞানজন্য মোহ ও বিবর্ত্ত-বুদ্ধিবশে নবাবের অদৈবোচিত প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা—

আপনে জিজ্ঞাসে তাঁরে মুলুকের পতি।
"কেনে, ভাই, তোমার কিরূপ দেখি মতি ?৭০॥

বেদ-বিরোধি কুলে জন্মলাভকে জড়ভেদবাদার সৌভাগ্য-ফলজ্ঞান ও হরিদাসের শ্রৌতপথে নিত্যঅখণ্ড অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-শব্দানুশীলনে সঙ্কীর্ণ জাতি-বুদ্ধি—

কত ভাগ্যে, দেখ, তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ' মন ? ৭১ ॥

ঠাকুর-হরিদাস বন্দিগণকে কহিলেন,—'তোমাদের মধ্যে সম্প্রতি যে যেরূপভাবে আছ, তাহাই তোমাদের পক্ষে মঙ্গলের বিষয়; যেহেতু, এই সময় তোমরা ইতর বিষয়-চেষ্টা ছাড়িয়া ভগবদনুশীলনের সুযোগ পাইয়াছ। এসময় তোমরা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ-চিন্তায় নিযুক্ত থাকিও। কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় বিষয়-ভোগে প্রবৃত্ত হইলে অজ্ঞ ভগবদ্‌বহির্মুখ দুষ্টজনের সঙ্গক্রমে ভগবানের কথা ভুলিয়া যাইবে। যে-কাল পর্য্যন্ত জীবের বিষয়-ভোগ-চেষ্টা প্রবল থাকে, তৎকালাবধি তাহার কৃষ্ণ ভজনের অধিক সম্ভাবনা থাকে না। কৃষ্ণ যেদিকে বর্ত্তমান, ভোগীর বিষয় তাঁহার

তৎকালীন অহিন্দু শাসকগণের হিন্দুবিদ্বেষরূপ জড়ভেদ-মূলক অদৈব চিত্তবৃত্তির পরিচয়—

আমরা হিন্দুরে দেখি' নাহি খাই ভাত।
তাহা ছাড়' হই' তুমি মহা-বংশ-জাত ॥ ৭২ ॥

হরিদাসের শ্রৌতপথে নিত্য অখণ্ড অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ শব্দানুশীলনকে অক্ষজজ্ঞানজন্য মোহ ও বিবর্ত্তবুদ্ধিবশে স্বীয় খণ্ডজাতি-বিরোধি-জ্ঞানে তাঁহাকে অমুত্র অমূলক দণ্ডলাভের ভয়-প্রদর্শন—

জাতি-ধর্ম্ম লঙ্ঘি' কর অন্য-ব্যবহার।
পরলোকে কেমনে বা পাইবা নিস্তার? ৭৩ ॥

নিত্যচিদনুশীলনরত নিত্যশুদ্ধ বৈষ্ণবকে নবাবের সঙ্কীর্ণ অনিত্য সাম্প্রদায়িক আচার-লঙ্ঘন-দোষে দোষি-জ্ঞানে দণ্ডগ্রহণ-পূর্ব্বক শোধনার্থ আদেশ—

না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি' কল্‌মা উচ্চার॥" ৭৪ ॥

মায়া-মূঢ়ের বাক্য-শ্রবণে তাহার অজ্ঞতা ও বিমুখজীব-বঞ্চনে দুরত্যয়া বিষ্ণুমায়ার অতুল সামর্থ্য-দর্শনে হাস্য ও কৃপোক্তি—

শুনি' মায়া-মোহিতের বাক্য হরিদাস।
"অহো বিষ্ণুমায়া" বলি' হৈল মহা-হাস ॥ ৭৫ ॥

হরিদাসের ঈশতত্ত্ব-বর্ণন; এক অদ্বয়জ্ঞান ঈশ্বরই সকল-জীবের নিত্যসেব্য প্রভু—

বলিতে লাগিলা তারে মধুর উত্তর।
"শুন, বাপ, সবারই একই ঈশ্বর ॥ ৭৬ ॥

জড় ভোগ ও ভেদ-বুদ্ধি-বশে সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য পূর্ণ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বে জড়-জীববৎ নামে বা সংজ্ঞায়-ভেদারোপ—

নাম-মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে 'এক' কহে কোরাণে পুরাণে ॥ ৭৭ ॥

সকল বস্তুতত্ত্বের হৃদয়েশ পরমাত্মা বা অন্তর্যামীর পূর্ণত্ব—

এক শুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয় ॥ ৭৮ ॥

ঈশ্বর স্বীয় অচিন্ত্য মায়া-বলে পরিচালক বা প্রযোজক কর্ত্তৃরূপে সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত—

সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেইমত কর্ম্ম করে সকল ভুবন ॥ ৭৯ ॥

ভাব ও ভাষা-ভেদে সকলেরই অধিকারভেদে স্ব-স্ব শাস্ত্রে সেই একই পরমাত্মা অন্তর্যামী ঈশ্বরেরই নামরূপগুণ-ব্যাখান—

সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
বলেন সকলে মাত্র নিজ-শাস্ত্র-মতে ॥ ৮০ ॥

বিপরীতদিকে অবস্থিত। কৃষ্ণ-ভজনহীন মায়া-বদ্ধ জীব সর্ব্বদা জড়-ভোগ্য স্ত্রী-পুত্রের কথা লইয়াই বিষয়ে অভিভূত থাকে। এই বিপৎকালে যদি ভগবৎকৃপা-ক্রমে কোন সাধুর সহিত সাক্ষাৎকার হয়, তাহা হইলে বিষয়-ভোগের রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া ভগবৎসেবায় রুচি জন্মে। কৃষ্ণানুশীলন ছাড়িয়া দিলে বিষয়ের স্বাভাবিক-ধর্ম্ম জীবকে অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত করে। আমি তোমাদিগকে কারারুদ্ধ থাকিয়া ক্লেশ পাইতে অনুরোধ করিনা। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় থাকিয়াও তোমরা যে সর্ব্বক্ষণ ভগবন্নামগ্রহণের সুযোগ পাইয়াছ,—এই কথাই বলিতেছি; এই জন্য তোমরা বিষয় [illegible]। সকল জীবের প্রতিই বৈষ্ণবগণ "ভগবানে দৃঢ়ভক্তি হউক" এইরূপ আশীর্ব্বাদ করেন,—ইহাকেই জীবের প্রতি উৎকৃষ্ট দয়ার পরিচয় বলিয়া আমি জানি। শীঘ্রই তোমাদের কারা-বন্ধন মোচিত হইবে। তোমরা যে-কোন অবস্থায়ই থাক না কেন, কখনও ভগবৎসেবা-বুদ্ধি-রহিত হইও না ॥ ৫৫-৬৭ ॥

প্রদেশাধিপতি যবনরাজ হরিদাস-ঠাকুরকে আত্মীয়জ্ঞানে ভ্রাতৃ-সম্বন্ধে বলিলেন,—'কি কারণে তোমার এই অধঃপতন হইয়াছে, জানিতে চাই। যবনকুলের ন্যায় সর্ব্বোত্তমকুল আর নাই। বহুভাগ্যক্রমেই তোমার যবনকুলে আবির্ভাব হইয়াছে; সুতরাং কি-জন্য তুমি নিকৃষ্ট হিন্দুদিগের আচরণ গ্রহণ করিয়াছ? হিন্দুরা অপকৃষ্ট বলিয়া আমরা তাহাদিগের স্পৃষ্ট অন্ন পর্য্যন্ত খাই না। তুমি মহা-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, উত্তম-জাতি হইতে নিম্ন জাতিতে অধঃপতিত হওয়া সঙ্গত নহে। তুমি উৎকৃষ্ট যবন-ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিয়া অন্যপ্রকার ব্যবহার করিলে মরণের পর কিরূপে নিস্তার পাইবে? যাহা হউক, এইরূপ দুরাচার ছাড়িয়া দিয়া 'চাহার কল্‌মা' উচ্চারণ পূর্ব্বক তুমি এই হিন্দুত্ব-গ্রহণরূপ পাপ হইতে মুক্ত হও।

কল্‌মা,—(আরবী-শব্দ), শব্দ, বাক্য; মহম্মদীয় ধর্ম্ম-গ্রহণে স্বীকারোক্তিজ্ঞাপক কোরাণোক্ত বাক্যবিশেষ ॥ ৭৪ ॥

তদুত্তরে ঠাকুর-হরিদাস মায়াবদ্ধ মুলুকপতি যবনের

ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ; ভূতদ্রোহফলে ভগবদ্দ্রোহোৎপত্তি—

যে ঈশ্বর, সে পুনঃ সবার ভাব লয়।
হিংসা করিলেই সে তাহান হিংসা হয় ॥ ৮১ ॥

ভগবদিচ্ছা-প্রেরণা-বশেই হরিদাসের যাবতীয়-ক্রিয়া-মুদ্রা-সম্পাদন ও বিচরণ—

এতেকে আমারে সে ঈশ্বর যেহেন।
লওয়াইছেন চিত্তে, করি আমি তেন ॥ ৮২ ॥

অন্য দৃষ্টান্ত ; বিপ্রকুলোদ্ভূত হইয়াও কাহারও বা কর্ম্ম, স্বভাব বা সংস্কারবশে তামস অন্ত্যজ-প্রবৃত্তি—

হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন ॥ ৮৩ ॥

জাতিনির্ব্বিশেষে সকলকেই প্রয়োজক-কর্ত্তা ঈশ্বরের কর্ম্মফল-প্রদান, অমৃতস্বরূপ ঈশভজন ত্যাগপূর্ব্বক তামসিক ব্যক্তি স্বয়ংই জীবন্মৃত, সুতরাং অন্যের নিধনাযোগ্য—

হিন্দু বা কি করে তারে, যার যেই কর্ম্ম।
আপনে যে মৈল, তারে মারিয়া কি ধর্ম্ম ॥ ৮৪ ॥

শাস্ত্রযুক্তি-বর্ণনান্তে নবাব-সমীপে হরিদাসের স্ব-কৃত কর্ম্মানুরূপ দণ্ড-প্রার্থনা—

মহাশয়, তুমি এবে করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে, শাস্তি করহ আমার ॥" ৮৫ ॥

হরিদাসের শাস্ত্রযুক্তি-সঙ্গত সত্যকথা-শ্রবণে সমবেত সকলেরই হর্ষ—

হরিদাস-ঠাকুরের সুসত্য-বচন।
শুনিয়া সন্তোষ হৈল সকল যবন ॥ ৮৬ ॥

পাষণ্ডী কাজীর নবাবের প্রতি হরিদাসকে দণ্ডপ্রদানার্থ উত্তেজনা ও শাসনোক্তি—

সবে এক পাপী কাজী মুলুকপতিরে।
বলিতে লাগিলা,—"শাস্তি করহ ইহারে ॥ ৮৭ ॥
এই দুষ্ট, আরো দুষ্ট করিবে অনেক।
যবন-কুলেতে অমহিমা আনিবেক ॥ ৮৮ ॥
এতেকে ইহার শাস্তি কর' ভালমতে।
নহে বা আপন-শাস্ত্র বলুক মুখেতে ॥" ৮৯ ॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন,—'এইরূপ উক্তি বিষ্ণুমায়া-মুগ্ধ জনগণেরই যোগ্য।' মায়াবদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে জাগতিক বস্তুসমূহকে ভোগ্যরূপে লক্ষ্য করায় ভগবদুপলব্ধিতে বঞ্চিত হয়। ভগবান্—বৈকুণ্ঠ বস্তু, আর জগতের বস্তুসমূহ—বদ্ধ-জীবের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ভোগ্য। সুতরাং হরিদাস-ঠাকুর মুলুক-পতির বাক্যের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিলেন ॥৭৫॥

তথাপি মুলুকপতির প্রতি অহৈতুকী দয়া প্রকাশপূর্ব্বক ঠাকুর-হরিদাস তাহাকে মধুর-বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—পরমেশ্বর—এক, নিত্য অদ্বিতীয় এবং সকল-জীবেরই প্রভু! হিন্দু-মুসলমান, বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী, সকলেরই ঈশ্বর—একজন। ঈশতত্ত্বানভিজ্ঞ হিন্দু ও অহিন্দু যবন, উভয়েই কেবল ঈশ্বরের নামে পৃথগ্বুদ্ধি করিয়া দুইজন ঈশ্বরের কল্পনা-মূলে পরস্পরের প্রতি অজ্ঞতা-মূলক বিরোধ প্রদর্শন করেন ; কিন্তু যখন সেই বৈষম্য ও মতভেদ পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষভাবে যবনের শাস্ত্র কোরাণ ও হিন্দুর শাস্ত্র পুরাণ, উভয় শাস্ত্রকেই বিচার করা যায়, তখন ঈশ্বরতত্ত্বে ঐপ্রকার কোন ভেদ-দৃষ্টি থাকে না ॥ ৭৬-৭৭ ॥

ঈশ্বর—অপাপবিদ্ধ নির্ম্মল শুদ্ধবস্তু। ঈশ্বর—অবিনাশী ও নিত্যকালই স্থিতিশীল বস্তু। ঈশ্বর সাম্প্রদায়িকভাবে খণ্ডিত হইতে পারেন না। ঈশ্বরের কোন কাল-ক্ষোভ্য ক্ষয় বা হ্রাস নাই। সুতরাং তিনি যবন বা হিন্দু, সর্ব্বজীবের হৃদয়েই অন্তর্যামি-পরমাত্মরূপে সম্পূর্ণ অখণ্ডভাবে প্রকটিত হইয়া অবস্থান করেন। যবনের হৃদয়ে যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান, হিন্দু-হৃদয়ে সেই ঈশ্বরই অধিষ্ঠিত। জীব অনাদি ঈশবৈমুখ্য-বশতঃ অশুদ্ধমতি হইয়া জড়-দেশ-কাল-পাত্রাবচ্ছিন্ন অনিত্য-প্রতীতিবশে আপনাকে ভোক্তৃ জ্ঞানে ঈশ্বরসেবা-বিমুখ হইয়া হৃদয়স্থিত পরিপূর্ণ অন্তর্যামী ঈশ্বর পরমাত্ম বস্তুকে সর্ব্বতো-ভাবে পরিপূর্ণ অখণ্ড না জানিয়া নিজের ন্যায় খণ্ডবস্তু বলিয়া মনে করিয়া ভ্রান্ত হইলেও প্রাকৃত কল্পিত ভোগ ও ত্যাগমূলক জ্ঞান পরিত্যাগ করিলেই তিনি ভক্তিপ্রভাবে তাঁহাকে একমাত্র সেব্য-বস্তু বলিয়া জানিতে পারেন ॥ ৭৮ ॥

সেই অখণ্ড অব্যয় নিত্যশুদ্ধ ঈশ্বর বদ্ধজীবের প্রযোজক-কর্ত্তা বিধাতা হইয়া যাহার যেরূপ যোগ্যতা বিধান করেন, তাদৃশ যোগ্যতা লাভ করিয়া বদ্ধজীব মনোধর্ম্মের অনুকরণে বিভিন্ন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। (গীতায় ১৮।৬১—) 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি

বৈদিক সত্য-বিরোধি অসৎ শাস্ত্রাকীর্ত্তনার্থ হরিদাসপ্রতি স্বয়ং নবাবের প্রথমে প্রলোভন ও অভয়-প্রদর্শন—

পুনঃ বলে মুলুকের পতি,—"আরে ভাই!
আপনার শাস্ত্র বল, তবে চিন্তা নাই ॥ ৯০ ॥

নচেৎ অন্যথাচরণে, হরিদাসের প্রতি দণ্ড-ভয়-প্রদর্শন ও অপমানলাভ-সম্ভাবনা কথন—

অন্যথা করিবে শাস্তি সব কাজীগণে।
বলিবাও পাছে, আর লঘু হৈবা কেনে॥" ৯১ ॥

যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥' অর্থাৎ, 'হে অর্জ্জুন! যেমন সূত্রধার দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম পুত্তলিসমূহকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর ভূতসকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন॥' ৭৯ ॥

সেই ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রচারকগণ নিজ-নিজ-আদর্শ-শাস্ত্রের মতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন॥ ৮০ ॥

ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন সকলের বিভিন্ন ভাবের তাৎপর্য্য গ্রহণ-পূর্ব্বক সেবিত হন। যদি একব্যক্তি অপর ব্যক্তির ভাবকে গর্হণ করিয়া হিংসা করে, তাহা হইলে তাদৃশ হিংসা-দ্বারা সেই পরমেশ্বর বস্তুই হিংসিত হন; অতএব জীবের ভূত-হিংসা কখনই কর্ত্তব্য নহে। একের হৃদ্গত-ভাবকে অপর-ব্যক্তি পরিবর্ত্তন ও উৎপাটন করিয়া তাহার নিজের ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণভাবে তাহাকে প্রবর্ত্তিত করিবার যত্ন করিলে কেবলমাত্র পরধর্ম্মের নিন্দা করা হয় না, পরন্তু সকল-ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য ঈশ্বরেরই হিংসা করা হয়। ঈশ্বরের সেবা ও হিংসা,—এই দুইটী পৃথগ্‌ব্যাপার। যদি কেহ ঈশ্বর-সেবাকেই 'হিংসা' বলিয়া ভ্রান্তবুদ্ধি হন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর-সেবা-বিমুখ হইয়া ভক্তেরই হিংসা করিয়া ফেলিবেন। ভগবানে প্রীতিরহিত হইলে জীব কখনও বা অন্যাভিলাষী, কখনও বা কর্ম্মী, কখনও বা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর, কখনও বা হঠযোগী এবং কখনও বা রাজযোগী প্রভৃতি হইয়া পড়ে। তাদৃশ জীবের নিত্যমঙ্গল-লাভের জন্য তাহাদিগকে মুকুন্দসেবায় প্রবৃত্তি-প্রদান-কার্য্যটী হিংসারই অন্যতম ক্রিয়া বা প্রকার-ভেদ নহে। কিন্তু তাহাদিগকে ঈশ্বর-সেবার বিরুদ্ধে ও পরিবর্ত্তে অন্যান্য ইন্দ্রিয়সুখকর-কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিলে তাহাদের প্রতি হিংসা-কার্য্যেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়; সুতরাং তাহা অবশ্যই বর্জ্জনীয়॥ ৮১ ॥

এইজন্য ঈশ্বর আমার চিত্তে যে-প্রকার স্ফূর্ত্তি দিয়াছেন, আমি সেইপ্রকার চিত্তবিশিষ্ট হইয়াই ভগবৎসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত আছি। ভগবান্ যাঁহাকে যেরূপ অনুগ্রহ করেন, তিনি সেইরূপভাবেই ভগবানের সেবা-কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন। (গীতায় ১০।১০—) 'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥' ৮২

আমি যেরূপ যবনকুলে উদ্ভূত হইয়া ভগবদিচ্ছা-ক্রমেই ব্রাহ্মণোচিত-ধর্ম্ম বিষ্ণুসেবায় রত হইয়াছি, সেইরূপ কোন ব্রাহ্মণকুলজাত ব্যক্তিও ভগবদিচ্ছা-ক্রমে সামাজিক ব্রাহ্মণতা পরিহার করিয়া তাঁহার মনোধর্ম্মের রুচিবিকারক্রমে বেদ-বিরুদ্ধ সমাজের শাস্ত্রসমূহের আজ্ঞা পালন করিতে পারেন॥৮৩॥

জীব নিজ-নিজ-রুচি-প্রণোদিত কর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া যাহা যাহা করে, তদ্দ্বারাই তাহার সমুচিত শাস্তি বা পুরস্কার-লাভ ঘটে; সুতরাং তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে দণ্ড-বিধানের প্রয়োজন নাই—"স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্" ॥ ৮৪ ॥

ধর্ম্মান্ধ কাজী ঠাকুর-হরিদাসের বিরুদ্ধে মুলুকপতিকে এই বলিয়া উত্তেজিত করিতেছিল,—'হরিদাস যবনকুলে গ্লানি আনয়ন করিয়া হিন্দুত্বের যে আদর্শ পথ দেখাইতেছেন, সেই পথ অনুসরণ করিতে গিয়া অনেক যবনই ভবিষ্যৎকালে যবন-ধর্ম্মে নানাপ্রকার অন্যায় কলঙ্ক বা গ্লানি আনয়ন করিবে। অতএব তাহা যাহাতে না ঘটে, এইজন্য হরিদাসকে আদর্শ কঠিন শাস্তি প্রদান করিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দেওয়া হউক, অথবা হরিদাস নিজেই কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিয়া অপরাধ স্বীকার করুক; তাহা হইলেই ইহাকে শাস্তি হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে॥' ৮৯ ॥

মুলুকপতি হরিদাসকে বলিলেন,—'আমাদের ধর্ম্ম-বিরোধী লোকের আচরণ পরিত্যাগ করিয়া তুমি যাবনিক-শাস্ত্রের অনুগমনপূর্ব্বক যদি পূর্ব্বাচার স্বীকার কর, তাহা হইলেই তোমার কোন চিন্তা বা ভয় নাই; নতুবা তোমার প্রতি কাজীগণ অতি-কঠিন দণ্ড বিধান করিবে। এখনও আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। পরে কেন অনর্থক দণ্ডিত হইয়া তুমি স্বীয় মর্য্যাদার লাঘব করিবে?' ৯০-৯১ ॥

হরিদাসের সুসিদ্ধান্ত-বাণী ; সর্ব্বহৃদয়ান্তর্যামী ঈশ্বরই স্বীয় মায়া-দ্বারা সর্ব্বজীবের পরিচালক—

হরিদাস বলেন,—"যে করান ঈশ্বরে।
তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে ॥ ৯২ ॥

ঈশ্বরই প্রযোজক-কর্ত্তা ও কর্ম্মফলদাতা—

অপরাধ-অনুরূপ যার যেই ফল।
ঈশ্বরে সে করে,—ইহা জানিহ কেবল ॥ ৯৩ ॥

তরোরপি সহিষ্ণুতার জ্বলন্ত আদর্শ ও হরিনাম-কীর্ত্তন-নিষ্ঠার মূর্ত্তবিগ্রহ সত্যসন্ধ হরিদাসের স্বাভীষ্ট শ্রীনামপ্রভুর-প্রতি অচলা শ্রদ্ধা ও প্রপত্তি—

খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥" ৯৪ ॥

ঠাকুরের অমোঘবাক্য-শ্রবণে নবাবের কাজী-সমীপে তৎপ্রতি অনুষ্ঠেয় আচরণ-জিজ্ঞাসা—

শুনিঞা তাহান বাক্য মুলুকের পতি।
জিজ্ঞাসিল,—"এবে কি করিবা ইহা-প্রতি ?" ৯৫

শ্রৌতপন্থী বৈকুণ্ঠ-শব্দনিষ্ঠ জগদ্গুরুর ও তৎপ্রচারিত সত্যের বিলোপ-সাধনার্থ তদ্বিরুদ্ধে শ্রুতিবিরোধী অসুরের হিংসাভিযান—

কাজী বলে,—"বাইশ বাজারে বেড়ি' মারি'।
প্রাণ লহ, আর কিছু বিচার না করি' ॥ ৯৬ ॥

আসুরিক প্রযত্নের ব্যর্থতা সাধনপূর্ব্বক তদতিক্রমকারী বৈষ্ণবের যোগৈশ্বর্য্য-দর্শনে অসুরগণের তৎপ্রচারিত সত্যের মাহাত্ম্য-স্বীকার—

বাইশ-বাজারে মারিলেহ যদি জীয়ে।
তবে জানি,—জ্ঞানী-সব সাচ্চা কথা কহে ॥" ৯৭

বৈকুণ্ঠ শ্রৌত-সত্যোপাসককে হিংসনার্থ অসুরের প্ররোচন ও জনবল-প্রয়োগ—

পাইকসকলে ডাকি' তর্জ্জ করি' কহে।
"এমত মারিবি,—যেন প্রাণ নাহি রহে ॥ ৯৮ ॥

বৈকুণ্ঠ শ্রৌত-সত্যোপাসকে অসুরেরজ্ঞাতিবুদ্ধি ও তদীয় দেহ-হনন-দ্বারা তদুদ্ধার-কামনা—

যবন হইয়া যেই হিন্দুয়ানি করে।
প্রাণান্ত হৈলে শেষে এ পাপ হৈতে তরে' ॥" ৯৯

সত্য-বিরোধী কাজীর কথায় সত্যবিরোধী নবাবের আজ্ঞায় অসুরগণের বাস্তব-সত্য-দ্রোহ—

পাপীর বচনে সেই পাপী আজ্ঞা দিল।
দুষ্টগণে আসি' হরিদাসেরে ধরিল ॥ ১০০ ॥

সত্যপ্রচার-নিষ্ঠ জগদ্গুরুকে অসুরগণের বাইশ-বাজারে অতি নির্ম্মমভাবে প্রহার—

বাজারে-বাজারে সব বেড়ি' দুষ্টগণে।
মারে সে নির্জ্জীব করি' মহা-ক্রোধ-মনে ॥১০১॥

মুলুকপতির বাক্যে হরিদাস কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন,—'ভগবান্ যাহা করেন, তাহাই হইবে, তদ্ব্যতীত অন্যে কেহ কিছু করিতে পারে না ॥' ৯২ ॥

একমাত্র ঈশ্বরই জীবের কৃতকর্ম্মের ফলদাতা। অহঙ্কার-বিমূঢ় জীব আপনাতে যে কর্তৃত্ব আরোপিত করিয়া কর্ম্ম করে, তাহা তাহার মিথ্যা-অভিমান-মাত্র। ভগবদিচ্ছাই ফলবতী হয়। জীব উপলক্ষ্যস্বরূপ হইলেও ঈশ্বরেচ্ছাই বলবতী ॥৯৩॥

জনক-জননী হইতে প্রাপ্ত এই জড়-দেহ কিছু চিরস্থায়ী নহে। কৃষ্ণসেবা-বিমুখ প্রাণ—যাহা বর্ত্তমান-সময়ে বিষয়-সুখে মগ্ন আছে, উহাও বিনাশী বা পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু শ্রীভগবানের নাম ও ভগবান্ কখনই পরস্পর পৃথগ্বস্তু নহেন। মায়িক-বস্তুর নাম যেরূপ কালাভ্যন্তরে মনুষ্য-কর্তৃক কল্পিত, বৈকুণ্ঠনাম সেরূপ নহেন। বৈকুণ্ঠ নাম ও নামী, একই বস্তু ; সুতরাং নাম সেবা পরিত্যাগ করিয়া আমি কখনই আমার স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীর-দ্বয়ে আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস' অর্থাৎ জীবমাত্রেই 'বৈষ্ণব'। বৈষ্ণবের শ্রীহরিনাম-গ্রহণ ব্যতীত অন্যকৃত্য নাই। সাধন ও সিদ্ধ, উভয় অবস্থাতেই নাম-সেবাই জীবের একমাত্র কৃত্য ; তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমি কখনই মানব-কল্পিত সামাজিক আচার গ্রহণ করিব না। ইহাতে সমাজ বা শাসক-সম্প্রদায় আমাকে যতই কেন না নির্য্যাতন করুক, তাহা আমি অম্লান-বদনে সচ্ছন্দে সহ্য করিব। নিত্য হরিসেবন পরিত্যাগ করিয়া আমি কখনই অনিত্য বিষয়-সুখে ধাবমান হইব না। শ্রৌতপথ অবলম্বন করিয়া আমি যে বৈকুণ্ঠ-নাম লাভ করিয়াছি, সেই কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত আমার আর অন্য কোন কৃত্যই নাই। দেহ ও মন, এই

কৃষ্ণৈকগতচিত্ত প্রসন্নাত্মা অকুতোভয় ঠাকুরের বাহ্য-ব্যবহারিক সুখদুঃখ স্মৃতি-রাহিত্য—

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরণ করেন হরিদাস।
নামানন্দে দেহ-দুঃখ না হয় প্রকাশ ॥ ১০২ ॥

সজ্জনশিরোমণির প্রতি দ্রোহ-দর্শনে সজ্জনগণের অশেষ মনঃক্লেশ—

দেখি' হরিদাস-দেহে অত্যন্ত প্রহার।
সুজনসকল দুঃখ ভাবেন অপার ॥ ১০৩ ॥

ভক্তদ্রোহ-ফলে সত্যবিশ্বাসী কাহারও কাহারও মনে ভবিষ্যতে সমগ্রদেশ-নাশ-বিষয়ে আশঙ্কা—

কেহ বলে,—"উচ্ছন্ন হইবে সর্ব্বরাজ্য।
সে-নিমিত্তে সুজনেরে করে হেন কার্য্য॥" ১০৪ ॥

সত্যবিশ্বাসী কাহারও বা ভক্তদ্রোহীর বিনাশ-কামনা—

রাজা-উজীরেরে কেহ শাপে' ক্রোধ-মনে।
মারামারি করিতেও উঠে কোন জনে ॥ ১০৫ ॥

সত্যবিশ্বাসী কাহারও বা পাপি-পাইকগণের চরণ-ধারণ—

কেহ গিয়া যবনগণের পা'য়ে ধরে।
"কিছু দিব, অল্প করি' মারহ উহারে॥" ১০৬ ॥

ভক্তদ্রোহী পাষণ্ডিগণের নির্ঘৃণ্য কুলীশ-কঠোর নির্ম্মম হৃদয়—

তথাপিহ দয়া নাহি জন্মে পাপীগণে।
বাজারে-বাজারে মারে মহা-ক্রোধ-মনে ॥ ১০৭ ॥

কৃষ্ণকৃপায় বহিঃপ্রতীত ব্যবহারিক-ক্লেশ-প্রাপ্তিচ্ছলে অন্তরে পরপ্রেমানন্দ-সুখ—

কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে।
অল্প দুঃখো নাহি জন্মে এতেক প্রহারে ॥ ১০৮ ॥

সত্যযুগীয় ভক্তরাজ-প্রহ্লাদের দৃষ্টান্ত ও উপমা—

অসুর-প্রহারে যেন প্রহ্লাদ-বিগ্রহে।
কোন দুঃখ না জানিল,—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥১০৯॥

অসুরগণের অত্যধিক প্রহার-সত্ত্বেও হরিদাসের বাহ্য-ব্যবহারিক ক্লেশানুভূতি-রাহিত্য—

এইমত যবনের অশেষ প্রহারে।
দুঃখ না জন্ময়ে হরিদাস-ঠাকুরেরে ॥ ১১০ ॥

সত্যস্বরূপ শ্রীনামাচার্য্যের স্বয়ং ত্রিতাপদুঃখানুভব দূরে থাকুক, তদীয় নামস্মরণেই তন্নিবৃত্তি—

হরিদাস-স্মরণেও এ দুঃখ সর্ব্বথা।
ছিণ্ডে সেইক্ষণে, হরিদাসের কি কথা ॥ ১১১ ॥

শরীর-দ্বয়—'শরীরী আমি' হইতে পৃথক্, যেহেতু 'আমি'—নিত্যবস্তু, কিন্তু দেহ ও মন—অনিত্যবস্তু ॥ ৯৪ ॥

পাষণ্ডী কাজী অবশেষে মুলুকপতির স্থানে প্রস্তাব করিল যে, 'অম্বুয়া-মুলুকের অন্তর্গত বাইশ-বাজারের প্রত্যেক-স্থানে গিয়া হরিদাসকে প্রহার করা হউক, তাহা হইলেই তিনি যাইবেন,—ইহাই তাঁহার হিন্দুত্ব গ্রহণপূর্ব্বক অর্থাৎ হিন্দুর মরিয়া আচার স্বীকারপূর্ব্বক হিন্দুর দেবতার নামগ্রহণরূপ পাপের বিহিত দণ্ড ॥' ৯৬ ॥

'বাইশ-বাজারে' প্রহার-সত্ত্বেও যদি হরিদাস জীবিত থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে নিষ্কপট ও সত্যবাদী বলিয়া জানা যাইবে, আর যদি তিনি মরিয়া যা', তাহা হইলেও তাঁহার উপযুক্ত দণ্ডই হইল ॥ ৯৭ ॥

পাইক,—(পদাতিক-শব্দজ), 'পেয়াদা', প্রহরী।

ভৃত্য পাইকগুলির প্রতি এই আদেশ হইল যে, হরিদাসের প্রাণবায়ু নির্গত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিরতিশয় প্রহার করা হয় ॥ ৯৮ ॥

যে-সকল যবন-স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কাফের হিন্দুর ধর্ম্ম ও আচার গ্রহণ করে, মৃত্যু বা প্রাণদণ্ডই তাহাদিগের বিহিত শাস্তি। অহিন্দু হইতে হিন্দুত্ব গ্রহণ করিবার ন্যায় আর অধিকতর পাপ নাই, মৃত্যুদণ্ডই সেই পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত ॥ ৯৯ ॥

যাহারা বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করে, তাহাদের পাপ পরিপূর্ণতা লাভ করে। পাষণ্ডী কাজী হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি দ্রোহিতা-চরণ করায়, সে এবং মুলুকপতি, উভয়েই অত্যন্ত মহা-পাপী। যে-সকল ভৃত্য প্রহরী অধীনতা-সূত্রে পাপীদিগের আদেশ শ্রবণ করিয়া হরিদাস-ঠাকুরকে আসিয়া ধৃত করিল, তাহারাও পাপ-সঙ্গ-দোষে দুষ্ট হইল ॥ ১০০ ॥

ঠাকুর হরিদাসের প্রতি অত্যন্ত অবিচার-মূলে দৌরাত্ম্য ও প্রহার-নির্য্যাতন দর্শন ও শ্রবণ করিয়া সজ্জনগণ যারপর-নাই দুঃখিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'এইরূপ বৈষ্ণববিরোধের ফলে দেশে শীঘ্রই মহা-অমঙ্গল ঘটিবে' বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন। বৈষ্ণবের নির্য্যাতনফলেই ধরণী

নিজদ্রোহী সত্য-বিরোধি-অসুরগণের কল্যাণ-কামনা—

সবে যে-সকল পাপীগণ তাঁরে মারে।
তার লাগি' দুঃখ-মাত্র ভাবেন অন্তরে ॥ ১১২ ॥

নিজপ্রভু কৃষ্ণসমীপে সত্যবিরোধি-অসুরগণের সত্য-দ্রোহাপরাধের-ক্ষমাপন-প্রার্থনা—

"এ-সব জীবেরে, কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ-সবার অপরাধ ॥" ১১৩ ॥

বৈকুণ্ঠনামাচার্য্য শ্রৌতসত্যকীর্ত্তনকারী জগদ্গুরুর প্রতি পাষণ্ডিগণের নির্য্যাতন—

এইমত পাপীগণ নগরে-নগরে।
প্রহার করয়ে হরিদাস-ঠাকুরেরে ॥ ১১৪ ॥

পাষণ্ডিগণের নির্দ্দয়প্রহার-সত্ত্বেও ঠাকুরের অনুক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতি-হেতু বাহ্য ব্যবহারিক-ক্লেশানুভূতি-রাহিত্য—

দৃঢ় করি' মারে তারা প্রাণ লইবারে।
মনঃস্মৃতি নাহি হরিদাসের প্রহারে ॥ ১১৫ ॥

স্ব-স্ব আসুরিক প্রযত্নের পরাজয় ও বৈফল্য-দর্শনে সবিস্ময়ে অসুরগণের চিন্তা ও সত্যস্বরূপ নামাচার্য্যের মহা-যোগৈশ্বর্য্যদর্শনে তাঁহাকে অতিমর্ত্ত্যবুদ্ধি—

বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে।
"মনুষ্যের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে? ১১৬ ॥
দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে।
বাইশ-বাজারে মারিলাঙ যে ইহারে ॥ ১১৭ ॥

দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, মহামারী, বিপ্লব প্রভৃতি নানা-ক্লেশ-তাপে পরিপূর্ণা হইয়া থাকে ॥ ১০৩ ॥

হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি যবন-কর্ত্তৃক এই দুর্ব্যবহার-প্রদর্শনের ফলে সাধুগণ মনে-মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইলেন। কেহ কেহ বা মনে-মনে মুলুকপতি ও তাহার মন্ত্রীকে অভিশাপ দিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা রাষ্ট্রবিপ্লবানয়নের নিমিত্ত অসন্তোষের বীজ বপন করিতে লাগিলেন ॥ ১০৫ ॥

কেহ কেহ বা নির্দ্দয় প্রহরকারি-যবনগণের পদে অবলুণ্ঠিত হইয়া ঠাকুরের প্রাণরক্ষার্থ কৃপা-ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ বা উৎকোচ-প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া তাহাদিগকে তাদৃশ প্রহার হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ১০৬ ॥

হিরণ্যকশিপু যেরূপ মহাভাগবত পুত্র প্রহ্লাদকে নানা-প্রকারে নিগৃহীত করিয়া নির্য্যাতিত করিয়াছিলেন (ভাঃ ৭।৫।৩৩-৫৩, ৭।৮।১-১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য), মহাপাপী যবনগণও হরিদাসঠাকুরকে সেই প্রকার নির্য্যাতন করিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি তিনি ভক্তরাজ-প্রহ্লাদের ন্যায় তাহাতে লেশ-মাত্র দুঃখ-ক্লেশও অনুভব করেন নাই। মহাভাগবতগণের এতাদৃশী সহিষ্ণুতা স্বাভাবিকী। তাঁহারা ভগবৎসেবায় সর্ব্বক্ষণ এইরূপ ব্যস্ত ও নিরত থাকেন যে, ভগবদ্বহির্ম্মুখ-জগতের নির্য্যাতনাদি তাঁহাদিগকে কোনরূপ উদ্বেগ দিতে সমর্থ হয় না। শ্রীগৌরসুন্দর এই জন্যই শ্রীশিক্ষাষ্টকে বলিয়াছেন যে, যিনি তরু হইতেও সহ্যগুণসম্পন্ন, তিনিই কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবেন, অন্যে নহে। যদি সাধক অসহিষ্ণু হন, তাহা হইলে তিনি হরি-কীর্ত্তনে সমর্থ হইবেন না; যেহেতু জগতের অসংখ্যস্থলে দেখা গিয়াছে যে, সর্ব্বশুভপ্রদ সত্য কথা-প্রচারক হরিকীর্ত্তনকারীকে ঈশবিমুখ জনগণ অযথা অন্যায়-ভাবে আক্রমণ করে এবং তাঁহার হরিকীর্ত্তন-রত মুখটী বন্ধ করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টাযুক্ত হয়। কুল বা জাতিমদ, ধনমদ ও অপরা-বিদ্যা-মদে প্রমত্ত দুষ্প্রবৃত্ত সমাজ একমাত্র বাস্তব-সত্যবস্তু হরির সঙ্কীর্ত্তনকে সর্ব্বতোভাবে বাধা দিবার জন্য সর্ব্বদা যত্ন করে, এমন কি, কপটতা করিয়া তাহারা নামে মাত্র হরিসঙ্কীর্ত্তনদলে যোগদান করিবার অসৎ ছলনায়ও সত্যবস্তু হরিনামের অব্যক্ত বিরোধ প্রদর্শন করে ॥ ১০৯ ॥

তাদৃশ ভীষণ হইতেও অতিশয় ভীষণ নির্য্যাতনে হরিদাসের দুঃখ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার এই অতুল সহিষ্ণুতার বৃত্তান্ত যিনি স্মরণ করিবেন, তাঁহারও যাবতীয় দুঃখ সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইবে ॥ ১১১ ॥

যাহারা ভাগবত-বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধ আচরণ করে, সেই-সকল অপরাধীর দুরাচারের জন্য সাধুগণ তাহাদের মঙ্গল-বিধান ও উদ্ধার-সাধনার্থ তাহাদিগকে অত্যন্ত দয়ার পাত্র-জ্ঞানে অন্তরে অতিশয় দুঃখ অনুভব করেন। খৃষ্টের ও হজরতের চরিত্রেও এইরূপ চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ১১২ ॥

ভগবদ্ভক্তের প্রতি বিরুদ্ধ আচরণ করিলে ভগবান্ ভয়ানক অসন্তুষ্ট হন। মহা-পাপী যবনগণের নিজের প্রতি অত্যাচার-নিবন্ধন ভগবানের অপ্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর-হরিদাস

মরেও না, আরো দেখি,—হাসে ক্ষণে-ক্ষণে।"
"এ পুরুষ পীর বা ?"—সবেই ভাবে' মনে ॥১১৮॥

স্বতন্ত্রেচ্ছাময় হরিদাসের প্রাকট্য-দর্শনে অসুরানুচরগণের নিজপ্রভুর কোপোৎপাদন-ভয়ে উক্তি—

যবনসকল বলে,—"ওহে হরিদাস !
তোমা' হৈতে আমা'সবার হইবেক নাশ ॥১১৯॥
এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার।
কাজী প্রাণ লইবেক আমা' সবাকার ॥" ১২০ ॥

ক্রুদ্ধ-প্রভুর ভাবী কোপ হইতে রক্ষণার্থ অসুরানুচর নিজের আততায়িগণকে পরদুঃখদুঃখী নির্ম্মৎসর হরিদাসের অভয়-দান ও কৃষ্ণধ্যান-সমাধিযোগ—

হাসিয়া বলেন হরিদাস মহাশয়।
"আমি জীলে তোমা'সবার মন্দ যদি হয় ॥১২১॥
তবে আমি মরি,—এই দেখ বিদ্যমান।"
এত বলি' আবিষ্ট হইলা করি' ধ্যান ॥ ১২২ ॥

কৃষ্ণধ্যান-সমাধি-যোগে হরিদাসের বহিরনুভূতি-লোপ ও স্পন্দনহীন নিশ্চল ভাব—

সর্ব্ব শক্তি সমন্বিত প্রভু-হরিদাস।
হইলেন অচেষ্ট, কোথাও নাহি শ্বাস ॥ ১২৩ ॥

সবিস্ময়ে অসুরানুচরগণের নিশ্চলদেহ হরিদাসকে নবাবসমীপে আনয়ন—

দেখিয়া যবনগণ বিস্মিত হইল।
মুলুকপতির দ্বারে লৈয়া ফেলাইল ॥ ১২৪ ॥

সত্যবিরোধী নবাবের ও কাজীর সমাধিযোগাশ্রিত জগদ্‌গুরুকে শব-জ্ঞানে স্ব-স্ব-চিত্তবৃত্ত্যনুযায়ী বিধি-ব্যবস্থা—

"মাটি দেহ' নিঞা।" বলে মুলুকের পতি।
কাজী কহে,—"তবে ত পাইবে ভাল-গতি ॥১২৫॥

সত্য-বিদ্বেষী অতীব মহা-পাপিষ্ঠ কাজীর পাষণ্ডতার পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শন—

বড় হই' যেন করিলেক নীচ-কর্ম্ম।
অতএব ইহারে যুয়ায় হেন ধর্ম্ম ॥ ১২৬ ॥
মাটি দিলে পরলোকে হইবেক ভাল।
গাঙ্গে ফেল,—যেন দুঃখ পায় চিরকাল ॥" ১২৭ ॥

হরিদাসকে অসুরানুচরগণের নদীতে নিক্ষেপ-চেষ্টা—

কাজীর বচনে সব ধরিয়া যবনে।
গাঙ্গে ফেলাইতে সবে তোলে গিয়া তানে ॥১২৮॥

নদীতে নিক্ষেপ-প্রারম্ভে কৃষ্ণসেবা-সুখ-সমাধি-নিমগ্ন হরিদাস—

গাঙ্গে নিতে তোলে যদি যবনসকল।
বসিলেন হরিদাস হইয়া নিশ্চল ॥ ১২৯ ॥

বিশ্বম্ভরাবিষ্ট হরিদাস-দেহের মহা-গুরুত্ব—

ধ্যানানন্দে বসিলা ঠাকুর হরিদাস।
বিশ্বম্ভর দেহে আসি' হৈলা পরকাশ ॥ ১৩০ ॥

বিশ্বম্ভরাবিষ্ট হরিদাসের গুরুত্ব ও অচলত্ব—

বিশ্বম্ভর-অধিষ্ঠান হইল শরীরে।
কার শক্তি আছে হরিদাসে নাড়িবারে ? ১৩১ ॥

পাশবিক জড়বল দ্বারা চিদৈশ্বর্য্যশালীর অপরাজেয়ত্ব—

মহা-বলবন্ত সব চতুর্দ্দিকে ঠেলে।
মহা-স্তম্ভপ্রায় প্রভু আছেন নিশ্চলে ॥ ১৩২ ॥

কৃষ্ণসেবা-রসনিমগ্ন হরিদাসের বহিরনুভূতি-রাহিত্য—

কৃষ্ণানন্দ-সুধাসিন্ধু মধ্যে হরিদাস।
মগ্ন হই' আছেন, বাহ্য নাহি পরকাশ ॥ ১৩৩ ॥

হরিদাসের পরব্যোমানুভূতিরূপ সেবা-সুখ-সমাধি ও জড়ব্যোমানুভূতি-রাহিত্য—

কিবা অন্তরীক্ষে, কিবা পৃথ্বীতে, গঙ্গায়।
না জানেন হরিদাস আছেন কোথায় ॥ ১৩৪ ॥

ভক্তরাজ প্রহ্লাদের দৃষ্টান্ত ও উপমা—

প্রহ্লাদের যেহেন স্মরণ কৃষ্ণভক্তি।
সেইমত হরিদাস-ঠাকুরের শক্তি ॥ ১৩৫ ॥

চেটীর ন্যায় সিদ্ধি ও বিভূতি—গৌরকৃষ্ণগত-প্রাণ নামরস-রসিকের অনুগামিনী

হরিদাসে-এই সব কিছু চিত্র নহে।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাঁহার হৃদয়ে ॥ ১৩৬ ॥

ভগবচ্চরণে তাহাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। 'জীবের মতি কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা হইতে কখনও বিচ্যুত হউক'—ভগবদ্ভক্ত কোন-কালেই এইরূপ সর্ব্বনাশসাধিনী প্রার্থনা করেন না। সর্ব্বজীবে করুণ-হৃদয় বৈষ্ণব-ঠাকুর কোন প্রাণীর অমঙ্গলের কারণ হন না ॥ ১১৩ ॥

সাধারণ বদ্ধজীবগণ বাহ্যজগতের চিন্তা-স্রোতে একেবারেই

ভগবান্ শ্রীরাঘবের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ হনুমানের দৃষ্টান্ত ও উপমা—

রাক্ষসের বন্ধনে যেহেন হনুমান্।
আপনে লইলা করি' ব্রহ্মার সম্মান ॥ ১৩৭ ॥

শ্রীনামের কীর্ত্তন-কার্য্যে ব্যবহারিক দুঃখক্লেশকে ঈশানুকম্পা-জ্ঞানে অচলা নামনিষ্ঠার জনন্ত আদর্শ-শিক্ষা-প্রদর্শন—

এইমত হরিদাস যবন-প্রহার।
জগতের শিক্ষা লাগি' করিলা স্বীকার ॥ ১৩৮ ॥

শ্রীনামপ্রভুর কীর্ত্তন-সেবন-কার্য্যের সর্ব্বোত্তম উপদেশ শিক্ষা—

"অশেষ দুর্গতি হয়, যদি যায় প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম ॥" ১৩৯ ॥

শ্রীনৃসিংহাভিগুপ্ত ভক্তের বিঘ্ন ক্লেশাতীতত্ব—

অন্যথা গোবিন্দ-হেন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে হরিদাসেরে লঙ্ঘিতে ?১৪০॥

স্বয়ং নামাচার্য্যের ক্লেশপ্রাপ্তি দূরে থাকুক, তদীয় নাম-স্মরণেই তন্নিবৃত্তি—

হরিদাস-স্মরণেও এ দুঃখ সর্ব্বথা।
খণ্ডে' সেইক্ষণে, হরিদাসের কি কথা ॥ ১৪১ ॥

গৌরভক্তশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলগুরু গোস্বামী হরিদাস—

সত্যসত্য হরিদাস—জগৎ-ঈশ্বর।
চৈতন্যচন্দ্রের মহা-মুখ্য অনুচর ॥ ১৪২ ॥

ভগবদিচ্ছায় গঙ্গা-জলে ভাসমান হরিদাসের বাহ্যদশা-অবতরণ—

হেনমতে হরিদাস ভাসেন গঙ্গায়।
ক্ষণেকে হইল বাহ্য ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥ ১৪৩ ॥

হরিদাসের তটে আগমন—

চৈতন্য পাইয়া হরিদাস-মহাশয়।
তীরে আসি' উঠিলেন পরানন্দময় ॥ ১৪৪ ॥

বিমূঢ় হইয়া স্ব-স্ব চঞ্চল মনকেই ব্যবহারিক-কার্য্যে পরিচালক বলিয়া জ্ঞান করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ হরিসেবায় সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকায় তাঁহারা বাহ্য বিষয়ের ভোক্তৃত্বে মনকে কখনও নিযুক্ত করেন না, পরন্তু জাগতিক জড় বস্তুর বা ঘটনার সম্বন্ধ-বিষয়ে তাঁহাদের বহির্দ্দেহের ও অন্তর্মনের আদৌ কোন স্মৃতি থাকে না—সম্পূর্ণ দেহাত্মবোধে বিস্মৃতি ঘটে,—"কৃষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাসীন, নির্দ্দোষ আনন্দময়।" ১১৫॥

পীর,—(ফারসি বা পারসীক-শব্দ), ঈশ্বর জানিত সাধু অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বজনমান্য মহাপুরুষ ॥ ১১৮ ॥

উগ্র-প্রহারকারী সেই যবনভৃত্যগণ হরিদাসকে বলিল,—'আমরা তোমাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিয়া একেবারে মারিয়া ফেলিতে না পারিলে আমাদের প্রতি মনিবগণের বিষম ক্রোধের সঞ্চার হইবে। তাঁহারা ক্রোধ-পরবশ হইয়া আমাদিগকে প্রাণে বিনাশ করিবেন ॥' ১১৯ ॥

হরিদাস কহিলেন,—'আমি তোমাদিগের দ্বারা অত্যন্ত প্রহৃত হইয়াও, যদি আমার প্রকটাবস্থায় তোমাদের কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটে, তাহা হইলে তোমাদের সেই অমঙ্গল-নিবারণ ও মঙ্গলের জন্য আমি এই মুহূর্ত্তে দেহ ত্যাগ করিতে পারি'—এই বলিয়া তিনি শুদ্ধসত্ত্বহৃদয়ে চিন্ময় ভগবদ্ধ্যান-মগ্ন শুদ্ধসমাধি-অবস্থায় মৃতপ্রায়ের ন্যায় লীলার অভিনয় করি-লেন। ভগবদ্ভাব সমাধি-হেতু তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস আর প্রত্যক্ষভাবে প্রবাহিত হইতে দেখা গেল না ॥ ১২১-১২২ ॥

মাটি দেহ',—মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত বা সমাধিস্থ কর, 'গোর' বা 'কবর' দেও।

পাষণ্ডী কাজী বলিল,—'হরিদাস পরমোৎকৃষ্ট যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন মৃত্তিকার নীচে সমাধিলাভফলে যাহাতে তাঁহার পারলৌকিক সুগতিটুকুও লাভ না হয়, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। যবনদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস এই যে, মৃতশরীরকে মৃত্তিকার নিম্নদেশে প্রোথিত করিয়া রাখিলে শরীরীর সদ্গতি-লাভ হয়। অতএব হরিদাস-ঠাকুরের মৃতপ্রায় দেহ মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত না করিয়া গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিলে তিনি হিন্দুত্ব-গ্রহণ এবং হিন্দুধর্ম্মের দেবতার নামগ্রহণ-রূপ পাপের শাস্তিস্বরূপ অনন্তকাল ক্লেশ পাইবেন ॥' ১২৬ ॥

কৃষ্ণানন্দ-সুধা সিন্ধু,—কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-সমাধি।

বাহ্য,—বাহ্যজ্ঞান ॥ ১৩৩ ॥

প্রহ্লাদের…কৃষ্ণভক্তি,—(ভাঃ ৭।৪, ৩৬, ৩৮ এবং ৪২ শ্লোকে প্রহ্লাদচরিত্রবর্ণন-প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি—) 'ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি সেই প্রহ্লাদের স্বাভা-বিকী রতি ছিল। বাল্যাবস্থায় অনিত্যক্রীড়াদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর ঐকান্তিক-স্মরণ-প্রভাবে তিনি

নামোৎকীর্ত্তনানন্দে ফুলিয়া-গ্রামে আগমন—

সেইমতে আইলেন ফুলিয়া-নগরে।
কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ১৪৫ ॥

স্ব স্ব-আসুরিক হিংসা-চেষ্টা বিফল ও বিজিত হইয়াছে দেখিয়া অসুরগণের ভক্তপদে বশ্যতা-স্বীকার—

দেখিয়া অদ্ভুত-শক্তি সকল যবন।
সবার খণ্ডিল হিংসা, ভাল হৈল মন ॥ ১৪৬ ॥

যোগৈশ্বর্য্যশালী অতি-মর্ত্ত্য পুরুষ-জ্ঞানে হরিদাসকে বন্দনা-ফলে অসুরগণের উদ্ধার-লাভ—

পীর' জ্ঞান করি' সবে কৈল নমস্কার।
সকল যবনগণ পাইল নিস্তার ॥ ১৪৭ ॥

বহির্দশায় আসিয়া সম্মুখে নিজদ্রোহী নবাবকে দেখিয়া তৎপ্রতি ক্ষমা ও করুণা-প্লাবিত হাস্য—

কতক্ষণে বাহ্য পাইলেন হরিদাস।
মুলুকপতিরে চা'হি হৈল কৃপা-হাস ॥ ১৪৮ ॥

হরিদাসের ঐশ্বর্য্য-মহিমা-দর্শনে নবাবের করযোড়ে সবিনয়ে উক্তি—

সম্ভ্রমে মুলুকপতি যুড়ি' দুই কর।
বলিতে লাগিল কিছু বিনয়-উত্তর ॥ ১৪৯ ॥

হরিদাসকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ববিৎ সিদ্ধ মহাপুরুষ-জ্ঞান—

"সত্যসত্য জানিলাঙ,—তুমি মহা-পীর।
'এক'-জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির ॥ ১৫০ ॥

কৃষ্ণৈকসেবনপর-চিত্ত ও কৃষ্ণাক্রান্ত-হৃদয় হওয়ায় সম্পূর্ণভাবে জগতের বহিঃপ্রতীতি-রহিত ছিলেন। গোবিন্দ-পরিরম্ভিত হওয়ায় তিনি উপবেশন, পর্য্যটন, ভোজন, শয়ন, পান ও বাক্য উচ্চারণ করিয়াও ঐসকল চেষ্টার অনুসন্ধান করিতেন না—কেবলমাত্র অভ্যাসবশেই সম্পাদন করিতেন।' (ভাঃ ৭।৯৬-৭ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি—) 'ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের করস্পৃষ্ট হইবা-মাত্র প্রহ্লাদের যাবতীয় অশুভ নিরস্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে অপরোক্ষীভূত ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হওয়ায় তিনি নির্বৃত হইয়া হৃদয়-মধ্যে ভগবৎপাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন। * * প্রহ্লাদের হৃদয় উত্তম সমাধি-লাভ করিলেন, কেন না, তাঁহার হৃদয় ও দৃষ্টি একান্তভাবে ভগবানের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছিল॥' ১৩৫ ॥

লঙ্কা-বিজয়কালে হনুমান্ যেরূপ রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিতের নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র বন্ধনে পতিত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন (রামায়ণে সুন্দরকাণ্ডে ৪৮ সঃ ৩৬-৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য), সেইরূপ হরিদাসও জগৎকে সর্ব্বোত্তম সহিষ্ণুতার আদর্শ শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত যবনের ভীষণ নিষ্ঠুর প্রহার স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ১৩৮ ॥

অশেষ…হরিনাম—ইহাই পূর্ব্বসংখ্যা-কথিত জগতের শিক্ষা। ভক্তিবিরোধী অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও মায়াবাদি-সম্প্রদায় ভক্তের প্রতি যতই কেন না প্রতিকূল আচরণ করুক, তথাপি ভক্ত ভগবানের নাম-ভজন পরিত্যাগ করেন না ॥ ১৩৯ ॥

অন্যথা,—অর্থাৎ, পূর্ব্বকথিত 'অশেষ দুর্গতি হয়, যদি যায় প্রাণ। তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥'—এইরূপ উক্তি-দ্বারা যদি ঠাকুর-হরিদাস অতুলনীয় সহিষ্ণুতার সর্ব্বোত্তম-আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক 'জগতের শিক্ষা'র নিমিত্ত উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট না হইতেন, তাহা হইলে।

ভগবান্ গোবিন্দই সমগ্র-জগতের পালনকর্ত্তা। তাঁহার ঐকান্তিক-ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের উপর কাহারও দ্রোহিতা, দৌরাত্ম্য, বিরোধ, অত্যাচার বা নির্য্যাতন বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। কোন পাষণ্ডীরই হরিদাসকে অতিক্রম করিবার অধিকার নাই ॥ ১৪০ ॥

পাঠান্তরে 'জগৎ-ঈশ্বরের' স্থানে 'পূর্ব্ব বিপ্রবর ; প্রকৃত-প্রস্তাবে ঠাকুর-হরিদাস পূর্ব্ব-হইতেই সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণ-চূড়ামণি। জড়-প্রত্যক্ষবাদী তাঁহাকে যবনকুলে উদ্ভূত দেখিলেও তিনি অনাদিকাল হইতে অচ্যুতাত্ম ব্রহ্ম-স্বভাব-সম্পন্ন মহা-বীর ভগবৎসেবক বৈষ্ণববর। যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই অনাদিকাল হইতে নিত্য ব্রাহ্মণতা-গুণে বিভূষিত। কেহ কেহ জাল-পুঁথি রচনা করিয়া হরিদাস-ঠাকুরকে শৌক্র-বিপ্রকুলোদ্ভূত বলিয়া নিজ-নিজ তত্ত্বানভিজ্ঞতা-প্রসূত ক্ষুদ্র জড়ীয় সামাজিক-বিচার তাঁহার প্রতি আরোপ করিতে যা'ন, কিন্তু সেইসকল অলীক তত্ত্ব-বিবরণ—সর্ব্বথা ইতিহাস-বিরুদ্ধ।

'জগৎ-ঈশ্বর'-শব্দটী চৈতন্যচন্দ্রের 'বিশেষণও' হইতে পারে ; অথবা, প্রাক্তন-জন্মে হরিদাসের বিরিঞ্চিত্ব লক্ষ্য করিয়াও 'জগদীশ্বর'-শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। শ্রীরূপ-

হরিদাস ব্যতীত বিদ্ধ যোগী ও জ্ঞানী প্রভৃতি সকলেই মুখে-মাত্র মুক্তাভিমানী হইয়াও বস্তুতঃ অমুক্ত—

যোগী জ্ঞানী যত সব মুখে-মাত্র বলে।
তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহা-কুতূহলে॥ ১৫১॥

নবাবের স্বকৃত দ্রোহজনিত পাপের ক্ষমা-প্রার্থনা—

তোমারে দেখিতে মুই আইলুঁ এথারে।
সব দোষ, মহাশয়, ক্ষমিবা আমারে॥ ১৫২॥

হরিদাসের সর্ব্বত্র সমদর্শিত্ব ও অক্ষজ-জ্ঞানে দুর্জ্ঞেয়ত্ব—

সকল তোমার সম,—শত্রু-মিত্র নাই।
তোমা' চিনে,—হেন জন ত্রিভুবনে নাই॥১৫৩॥

হরিদাসকে সর্ব্বত্র যথেচ্ছ বিচরণার্থ অনুমতি-প্রদান—

চল তুমি, শুভ কর' আপন-ইচ্ছায়।
গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জ্জন-গোফায়॥ ১৫৪॥
আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা তথা।
যে তোমার ইচ্ছা, তাই করহ সর্ব্বথা॥" ১৫৫॥

হরিদাস-দর্শনে উত্তমাধম-নির্ব্বিশেষে সকলের নিজ-স্বাতন্ত্র্য-বিস্মৃতি ও তদানুগত্য-স্বীকার—

হরিদাস-ঠাকুরের চরণ দেখিলে।
উত্তমের কি দায়, যবন দেখি' ভুলে'॥ ১৫৬॥

অমানুষিক দ্রোহ-দৌরাত্ম্যাচরণশীল বিধর্ম্মীরও হরিদাসকে সিদ্ধ-মহাপুরুষ-জ্ঞানে পাদপদ্ম-বন্দন—

এত ক্রোধে আনিলেক মারিবার তরে।
'পীর'-জ্ঞান করি' আরো পা'য়ে পাছে ধরে॥১৫৭

নিজদ্রোহী বিধর্ম্মীকে ক্ষমা-প্রদর্শনান্তে হরিদাসের ফুলিয়া-গ্রামে আগমন—

যবনেরে কৃপা-দৃষ্টি করিয়া প্রকাশ।
ফুলিয়ায় আইলা ঠাকুর-হরিদাস॥ ১৫৮॥

উচ্চ নামকীর্ত্তনমুখে বিপ্রসভায় উপস্থিতি—

উচ্চ করি' হরিনাম লইতে লইতে।
আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণ-সভাতে॥ ১৫৯॥

হরিদাস-দর্শনে বিপ্রগণের হর্ষ—

হরিদাসে দেখি' ফুলিয়ার বিপ্রগণ।
সবেই হইলা অতি পরানন্দ-মন॥ ১৬০॥

বিপ্রগণের হরিধ্বনির মধ্যে হরিদাসের সহর্ষে নৃত্য—

হরিধ্বনি বিপ্রগণ লাগিলা করিতে।
হরিদাস লাগিলেন আনন্দে নাচিতে॥ ১৬১॥

হরিনামপ্রভাবে হরিদাসের অষ্টসাত্ত্বিকভাববিকার—

অদ্ভুত অনন্ত হরিদাসের বিকার।
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার॥ ১৬২॥

হরিদাসের প্রেমাবেশে ভূপতন, বিপ্রগণের বিস্ময়—

আছাড় খায়েন হরিদাস প্রেমরসে।
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ মহানন্দে ভাসে॥ ১৬৩॥

হরিদাসের স্থৈর্য্য ও বিপ্রগণ বেষ্টিত হইয়া উপবেশন—

স্থির হই' ক্ষণেকে বসিলা হরিদাস।
বিপ্রগণ বসিলেন বেড়ি' চারিপাশ॥ ১৬৪॥

নিজদ্রোহ-শ্রবণে দুঃখিত বিপ্রগণকে আশ্বাসন ও বহির্দৃষ্ট ব্যবহার-দুঃখকে ভগবৎকৃপা-সম্পদ্‌জ্ঞান—

হরিদাস বলেন,—"শুনহ বিপ্রগণ!
দুঃখ না ভাবিহ কিছু আমার কারণ॥ ১৬৫॥

স্বয়ং সম্পূর্ণ দোষাতীত হইয়াও দৈন্য ও প্রপত্তি-বশে অনুকৃত বিষ্ণুনিন্দা-শ্রবণাভিনয়কালে আপনাকে দোষী ও দণ্ড্য জ্ঞানদ্বারা জগতে দৈন্য ও প্রপত্তি-শিক্ষা-দান—

প্রভু-নিন্দা আমি যে শুনিলুঁ অপার।
তার শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার॥ ১৬৬॥

গোস্বামি-কথিত ষড়্‌বেগ-দমনকারী মহাভাগবত 'গোস্বামী'ই 'জগদীশ্বর' বা 'বৈষ্ণব' প্রভৃতি মহান্‌ শব্দে অভিহিত হন॥

মহাভাগবতবর ঠাকুর-হরিদাসকে পূজ্যবুদ্ধিতে বিনীত-ভাবে নমস্কারকারী যবনগণের ভববন্ধন-মোচন হইল॥ ১৪৭॥

এক-জ্ঞান,—সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব এবং ভগবানে ভূত (বৈচিত্র্য)-দর্শন অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানানুভূতি।

সাধারণ কপট-যোগী বা কপট-জ্ঞানী কেবলমাত্র মুখে উদারতা দেখাইবার জন্য অদ্বয়-জ্ঞানের কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু তুমি হরিদাস প্রকৃতপক্ষে সত্য সত্যই সিদ্ধ মহাপুরুষ॥১৫১॥

জগতের লোক অক্ষজ-জ্ঞানের বিচার-বলে মহাভাগবত পরমহংস-বৈষ্ণবকে বুঝিতে পারে না। বস্তুতঃ কেহই বৈষ্ণবের শত্রু বা মিত্র নহে; সমগ্র বিশ্ববাসীকেই বৈষ্ণব জ্ঞান-হেতু তিনি সকলেরই বন্ধু, এবং প্রাকৃত ভোগ্য-দর্শন রহিত হইয়া শত্রু ও মিত্রে অর্থাৎ সর্ব্বজীবে তিনি সমদর্শন॥ ১৫৩॥

দৈন্য ও প্রপত্তি-বশে বিষ্ণুনিন্দা-শ্রবণাভিনয়ফলস্বরূপ নিজ-প্রতি বিধর্ম্মিকৃত মহা-দ্রোহ ও হিংসাকেও ভগবানের অল্পদণ্ড বা কৃপা-প্রসাদ-ক্ষমা-জ্ঞান—

ভাল হৈল, ইথে বড় পাইলুঁ সন্তোষ।
অল্প শাস্তি করি' ক্ষমিলেন বড় দোষ॥ ১৬৭॥

স্বয়ং পুণ্যপাপাতীত মুক্ত মহাভাগবত হইয়াও আপনাকে যমদণ্ড্য মর্ত্ত্যজীব-জ্ঞানে দুর্ভাগ্যজীবের বিষ্ণুনিন্দা-শ্রবণ জনিত মহা-পাপ-ফলে কুম্ভীপাক-নরকলাভ বর্ণন—

কুম্ভীপাক হয় বিষ্ণুনিন্দন-শ্রবণে।
তাহা আমি বিস্তর শুনিলুঁ পাপ-কাণে॥ ১৬৮॥

বিষ্ণুনিন্দা-শ্রবণাভিনয়ফলস্বরূপ নিজপ্রতি ভীষণ-দ্রোহ ও হিংসাকে যথা-যোগ্য ভগবৎকৃপা-দণ্ড-জ্ঞান এবং দুঃসঙ্গজনিত নামাপরাধ হইতে নির্মুক্তি-প্রার্থনা-দ্বারা শিক্ষা-দান—

যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বর তাহার।
হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্ব্বার॥" ১৬৯॥

সজ্জন ভূসুরগণ সহ হরিদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন—

হেনমতে হরিদাস বিপ্রগণ-সঙ্গে।
নির্ভয়ে করেন সঙ্কীর্ত্তন মহারঙ্গে॥ ১৭০॥

বৈকুণ্ঠশ্রৌতসত্য-প্রচারক নির্দ্দোষ জগদ্‌গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য-প্রতি দ্রোহজনিত মহাপরাধের ফল—

তাহানেও দুঃখ দিল যে-সব যবনে।
সবংশে উচ্ছন্ন তারা হৈল কতদিনে॥ ১৭১॥

গঙ্গা-তীরে নির্জ্জনে হরিদাসের নিরন্তর কৃষ্ণস্মরণ—

তবে হরিদাস গঙ্গা-তীরে গোফা করি'।
থাকেন বিরলে অহর্নিশ কৃষ্ণ স্মরি'॥ ১৭২॥

প্রত্যহ তিনলক্ষ শুদ্ধ-নাম-গ্রহণ-হেতু হরিদাসের ভজন-কুটীরটি শুদ্ধসত্ত্বময় অভিন্ন-বৈকুণ্ঠ—

তিন-লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।
গোফা হৈল তাঁর যেন বৈকুণ্ঠ-ভবন॥ ১৭৩॥

গুহা-স্থিত মহাসর্পের আখ্যান—

মহা-নাগ বৈসে সেই গোফার ভিতরে।
তার জ্বালা প্রাণী-মাত্রে সহিতে না পারে॥১৭৪॥

হরিদাস-দর্শনার্থ সমাগত জনগণের সর্পবিষ-জ্বালা-প্রভাবে শীঘ্র স্থান-ত্যাগ—

হরিদাস-ঠাকুরেরে সম্ভাষা করিতে।
যতেক আইসে, কেহ না পারে রহিতে॥ ১৭৫॥

গোফায়,—(সংস্কৃত 'গুহা' এবং হিন্দী 'গুফা'-শব্দজ), জনহীন গহ্বরে।

মুলুকপতি বলিলেন,—'হরিদাস! তুমি এক্ষণে অবরোধ-মুক্ত হইয়াছ; সুতরাং স্বেচ্ছাক্রমে ফুলিয়া-গ্রামে গঙ্গাতটে কোন নির্জ্জন-গুহায় তোমার অভীষ্টদেবের সুষ্ঠু ভজনের নিমিত্ত শুভ বিজয় করিতে পার। অতিঘৃণিত মহাপরাধী আমাদের অমার্জ্জনীয় অপরাধ তুমি ক্ষমা করিয়া শুভ কৃপা-দৃষ্টি নিক্ষেপ কর॥' ১৫৪॥

যবনগণ সাধারণতঃ ভগবদ্ভক্তিরহিত। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উচ্চ অভক্ত সম্প্রদায়গণ মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ ঠাকুর-হরিদাসের শ্রী[illegible]মলের ঔদার্য্য ও মাহাত্ম্য দর্শন করিলে তাহাদের নিজ-নিজ-বিষয়ের মহত্ত্বোপলব্ধি হইতে চিরতরে অবসরলাভ ঘটে। নিতান্ত ঈশ-বিমুখ পাপিষ্ঠ যবনগণও তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাহাদিগের ইন্দ্রিয়চালন-স্পৃহাময়ী ভক্তিবিরোধ-চেষ্টা বিস্মৃত হইয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল॥ ১৫৬॥

অহো মহাভাগবত পরমহংস বৈষ্ণবঠাকুরের কি আশ্চর্য্য অলৌকিক মহিমা! ঠাকুর-হরিদাসের বিদ্বেষী যে মুলুকপতি পূর্ব্বে ভীষণ-ক্রোধবশে ঠাকুরকে অতিকঠিন শাস্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত নিজসমীপে ধরিয়া আনাইয়াছিল সেই বিষ্ণু-বৈষ্ণব বিরোধী মহা-পাপী ব্যক্তিই কিনা অবশেষে ঠাকুরের অলৌকিক ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার জ্বলন্ত আদর্শ-দর্শনে নিরতিশয় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষজ্ঞানে পূজ্যবুদ্ধি করিল, শুধু তাহাই নহে, সেইপাষণ্ডী মহাপরাধী অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া স্বীয় অপরাধ-ক্ষমা যাচ্ঞা-পূর্ব্বক ঠাকুরের পাদপদ্ম বন্দনপর্য্যন্ত করিতে বাধ্য হইল॥১৫৭॥

ফুলিয়ায় কাজীর অত্যাচার ও আমুয়া-মুলুকপতির নিগ্রহ হইতে অবসর লাভ করিয়া ঠাকুর-হরিদাস ফুলিয়া-গ্রাম-নিবাসী ব্রাহ্মণসমাজের নিত্যপরম-কল্যাণ-সাধনের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা ও সামাজিক ভক্তিবিদ্বেষ-বশতঃ কোন কোন ব্রাহ্মণব্রুব হরিদাসকে পূর্ব্বে নামদাতা

নিরন্তর নামৈকনিষ্ঠ হরিদাস ব্যতীত অন্য সকলেরই সর্পবিষ-জ্বালানুভূতি—

পরম-বিষের জ্বালা সবেই পায়েন।
হরিদাস পুনঃ ইহা কিছু না জানেন ॥ ১৭৬ ॥

হরিদাসের ভজনস্থলে বিপ্রগণের লোকপীড়ক জ্বালার কারণ-নির্দ্দেশ-বিচার—

বসিয়া করেন যুক্তি সর্ব্ববিপ্রগণে।
"হরিদাস-আশ্রমে এতেক জ্বালা কেনে ॥"১৭৭॥

গ্রামবাসী বিষবৈদ্যগণের তথায় বিষধর-সর্পের অবস্থান-নির্দ্দেশ—

সেই ফুলিয়ায় বৈসে মহা-বৈদ্যগণ।
তারা আসি' জানিলেক সর্পের কারণ ॥ ১৭৮ ॥
বৈদ্য বলিলেক,—"এই গোফার তলায়।
এক মহা নাগ আছে, তাহার জ্বালায় ॥ ১৭৯ ॥
রহিতে না পারে কেহ,—কহিলুঁ নিশ্চয়।
হরিদাস সত্বরে চলুন অন্যাশ্রয় ॥ ১৮০ ॥

শ্রীগুরুদেব-পদে বরণ করিতে রুচিবিশিষ্ট হন নাই। এক্ষণে তাঁহার অলৌকিক অমিত-শক্তির কথা শুনিয়া সকল মর্য্যাদা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণই তাঁহাকে ভগবদভিন্ননামদাতা বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাঁহারা সকলেই মহানন্দে হরিদাসকে সমাদর করিতে লাগিলেন ॥ ১৫৯-১৬১ ॥

হরিদাস আপনাকে কর্ম্মফলবাধ্য সামান্য বদ্ধজীব-জ্ঞানে দৈন্যভরে বলিলেন,—'আমার প্রাক্তন-কর্ম্ম-দোষেই ভগবদ্-বৈমুখ্যের শাস্তিস্বরূপ ভগবদ্‌বিরোধময়ী কথা শুনিতে হইয়াছিল। যেহেতু আমি সহিষ্ণুতা-ধর্ম্মক্রমে ভগবদ্‌বিদ্বেষি-জনগণের কর্কশ-বাণী শ্রবণ করিয়া তাহার যথোচিত প্রতিকার প্রার্থনা করি নাই, সেইজন্যই ভগবান্ আমার প্রতি এইরূপ দণ্ড বিধান করিলেন। যাহারা ভক্ত ও ভগবানের প্রতি বিদ্বেষোক্তি শ্রবণ করিয়াও আপনাদিগকে সহিষ্ণু জানাইবার জন্য উহার প্রতিকারে যত্নবিশিষ্ট হয় না, তাহাদের জন্য ভগবান্ কঠোর শাস্তি বিধান করেন। প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় হরি-গুরুবৈষ্ণবের নিন্দোক্তি শ্রবণ করিয়াও নিজের ঘৃণিত জঘন্য কাপট্যকে 'বৈষ্ণবাচার' বলিয়া প্রতিপাদন করিতে যায় বলিয়া তাহাদের ভীষণ দুর্দ্দশা অবশ্যম্ভাবী। ঠাকুর-হরিদাস সত্যসত্যই সহিষ্ণুতাধর্ম্মের সর্ব্বোত্তম আদর্শ ছিলেন; আর কপট প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় ঠাকুর-হরিদাসের সহিষ্ণুতা-ধর্ম্মের কৃত্রিম অনুকরণ করিতে যাওয়ায় তাহাদের ভাগ্যে নানাবিধ ক্লেশভোগ-লাভই সার হয়। মহাভাগবত পরমহংস-বৈষ্ণব স্বয়ং নিন্দাদি-শূন্যহৃদয় বলিয়া কৃষ্ণেতর প্রতীতিজনিত পরের নিন্দা-প্রশংসা-প্রজল্প-চর্চ্চা প্রভৃতি জড় বাহির্দর্শন তাঁহার থাকে না, কিন্তু প্রাকৃত-সহজিয়ার তাদৃশ উচ্চ অবস্থা-লাভ না হওয়ায় তদনুকরণ-চেষ্টা তাহার পক্ষে ঘৃণিত কপটা-চরণেই পর্য্যবসিত হয়; সুতরাং তাহার দুঃখভোগ অনিবার্য্য। এই কথা কপট প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়কে জানাইবার জন্যই হরিদাস-ঠাকুরের সাধারণ-জনোচিত কর্ম্মফলবাদের আবাহন। প্রাকৃত-সহজিয়া কর্ম্মফলের অধীন, কিন্তু হরিনামোচ্চারণ-কারী মুক্তকুলশিরোমণি হরিদাস-ঠাকুর কর্ম্মফলাধীন নহেন; —একথা শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীনামাষ্টকেও (৪র্থ শ্লোকে) লিখিয়াছেন,—"যদ্‌ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ। অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে প্রারব্ধ-কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥" অর্থাৎ 'ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার-নিষ্ঠা-দ্বারাও ভোগব্যতীত প্রারব্ধকর্ম্ম কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু হে নাথ, জিহ্বাগ্রে তোমার শ্রীনামের স্ফূর্ত্তিমাত্রেই (নামাভাসেই) সেই প্রারব্ধ-কর্ম্ম সমূলে বিনষ্ট হয়,—ইহা বেদ তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন।' ১৬৬ ॥

বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে-সকল মূঢ়মতি 'তরোরপি সহিষ্ণু', শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য-শিক্ষার বিরুদ্ধে কপট কৃত্রিম মৃদুতা বা সহিষ্ণুতার ভাণে আপনাদিগকে উন্নত ও উদার-চরিত্র (?) বলিয়া 'বাহাদুরী' প্রদর্শন করে, প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহা তাহাদের মহাপরাধের ফল বলিয়া জানিতে হইবে। তাদৃশ মহাপরাধকে অম্লানে নিজের জড়প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ-চেষ্টারূপ ইন্দ্রিয় তর্পণকে হরিভজনের অভিনয় বলিয়া জানাইতে হইবে না। তজ্জন্যই জগদ্‌গুরু ঠাকুর-হরিদাস কপট-দৈন্যাভিনয়ের স্তাবক মূর্খ প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মহা-দোষকে লক্ষ্য করিয়া জগতে লোকশিক্ষার নিমিত্ত দৈন্যভরে বলিতেছেন,—হরিগুরুবৈষ্ণবের নিন্দা-শ্রবণকারী মহাপরাধী আমি ঐপ্রকার অপরাধ অম্লানবদনে শ্রবণ করিয়াও যখন প্রতীকার করি নাই, তখন আমার প্রতি হরিগুরুবৈষ্ণবগণ

সর্প বা ক্রূর-কপটের সঙ্গত্যাগার্থ হরিদাসকে অনুরোধ করিতে সকলের গমন—

সর্পের সহিত বাস কভু যুক্ত নয়।
চল সবে কহি' গিয়া তাহান আশ্রয়॥' ১৮১॥

সর্প বা ক্রূর কপটপূর্ণ তদীয় হরিভজনস্থান-ত্যাগার্থ সকলের হরিদাসকে সর্পবৃত্তান্ত-বর্ণন—

তবে সবে আসি' হরিদাস-ঠাকুরেরে।
কহিল বৃত্তান্ত সেই গোফা ছাড়িবারে॥ ১৮২॥

মহাসর্পের অবস্থান ও বিষজ্বালা-বর্ণন—

"মহা নাগ বৈসে এই গোফার ভিতরে।
তাহার জ্বালায় কেহ রহিতে না পারে॥ ১৮৩॥

সর্প বা কপটাধ্যুষিত তদীয় ভজনস্থল ত্যাগপূর্ব্বক হরিদাসকে অন্যত্র গমন ও অবস্থানার্থ অনুরোধ—

অতএব এ স্থানে রহিতে যোগ্য নয়।
অন্য স্থানে আসি' তুমি করহ আশ্রয়॥" ১৮৪॥

নামৈকনিষ্ঠ মহাভাগবত হরিদাসের উত্তর; তাঁহার দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জনিত ভয়-রাহিত্য—

হরিদাস বলেন,—"অনেক দিন আছি।
কোন জ্বালা-বিষ এ গোফায় নাহি বাসি॥১৮৫॥

অকৃতদ্রোহিত্ব ও পরদুঃখ-দুঃখিত্ব বশে ঠাকুরের সর্পাবাস-ত্যাগের সঙ্কল্প—

সবে দুঃখ,—তোমরা যে না পার' সহিতে।
এতেকে চলিমু কালি আমি যে-সে-ভিতে।১৮৬

সর্পের অবস্থান-সম্বন্ধে স্বীয় স্থান-ত্যাগ-বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প এবং সকলকে কৃষ্ণেতর প্রজল্পত্যাগপূর্ব্বক অনুক্ষণ কেবল কৃষ্ণকীর্ত্তনে অনুরোধ—

সত্য যদি ইহাতে থাকেন মহাশয়।
তেঁহো যদি কালি না ছাড়েন এ আলয়॥ ১৮৭॥
তবে আমি কালি ছাড়ি' যাইমু সর্ব্বথা।
চিন্তা নাহি, তোমরা বলহ কৃষ্ণ-গাথা॥" ১৮৮॥

অধিকতর শাস্তি বিধান করিলেই যথোচিত দণ্ডবিধি প্রদর্শিত হইত; কিন্তু ভগবান্—পরম দয়াময়, আমার প্রতি পাইকগণের অমানুষিক অত্যাচাররূপ অতিলঘু শাস্তি বিধান-পূর্ব্বক সেই বিষ্ণুবৈষ্ণবনিন্দা-জনিত অপরাধ হইতে বিমুক্ত করিয়া অত্যন্ত অমন্দোদয়া দয়ারই পরিচয় দিয়াছেন এবং তাহাতেই আমার মহা-সুখ ও মহা-সন্তোষ। ভাঃ ১০।১৪।৮ শ্লোকে, ভগবানের প্রতি ব্রহ্মার স্তুতি,—"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বি-দধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"—এই শ্লোকের অর্থ ও তাৎপর্য্য বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত করিতে গিয়া আমি যে প্রতীকারার্থী হই নাই, উহাই আমার মহাদোষের বিষয় হইয়াছিল॥' ১৬৭॥

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ভগবন্নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে পাষণ্ডী তাহার প্রতীকারেচ্ছু না হয়, জীবিতোত্তরকালে তাহার মহা-যন্ত্রণাময় কুম্ভীপাক-নরক-[illegible]ঘটে।

(ভাঃ ৪।৪।১৭ শ্লোকে প্রজাপতি দক্ষের প্রতি সতী-দাক্ষায়ণীর উক্তি—) 'অসংযত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম-সংরক্ষক প্রভুর প্রতি নিন্দোক্তি ক্ষেপণ করিতে আরম্ভ করিলে, যদি স্বয়ং মরিতে বা উহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে নিজ কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রভুভক্তের সেই স্থান হইতে নির্গমন বা প্রস্থানই কর্ত্তব্য। আর যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে ঐসকল অসাধুগণের অকল্যাণবাদিনী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক ছেদনই কর্ত্তব্য,—ইহাই প্রভুভক্তের একমাত্র ধর্ম্ম।'

(ভক্তিসন্দর্ভে ২৬৫ সংখ্যায়—) "বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা-শ্রবণে মহান্ দোষ এবোক্তঃ—'নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥' ইতি বচনাৎ। ততোঽপগমশ্চাসমর্থস্য এব; সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা বশ্যমেব ছেত্তব্যা; তত্রাপ্যসমর্থেন স্বপ্রাণপরিত্যাগোঽপি কর্ত্তব্যঃ।" অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দা-শ্রবণে মহাদোষ কথিত হইয়াছে; যথা—'ভগবানের বা ভগবৎসেবনপর ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে না, নিশ্চয়ই তাহার সুকৃতি হইতে বিচ্যুতি ও অধোগতি ঘটে।' অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষেই সেই স্থান হইতে প্রস্থান বিহিত; পরন্তু, সমর্থ ব্যক্তি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দকের জিহ্বা অবশ্যই ছেদন করিবেন; তাহাতে অসমর্থ হইলে নিজের প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন॥১৬৮॥

আনুকরণিক প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া

সকলের কৃষ্ণকীর্ত্তনকালে তথায় এক আশ্চর্য্য সংঘটন—

এইমত কৃষ্ণকথা-মঙ্গল-কীর্ত্তনে।
থাকিতে, অদ্ভুত অতি হৈল সেইক্ষণে॥ ১৮৯॥

মহাভাগবত হরিদাসের স্থানত্যাগ-সঙ্কল্প-শ্রবণে মহাসর্পের সায়ংকালে ভজনকুটীর-ত্যাগ ও স্থানান্তরে প্রস্থান—

'হরিদাস ছাড়িবেন' শুনিঞা বচন।
মহানাগ ছাড়িলেন স্থান সেইক্ষণ॥ ১৯০॥
গর্ত্ত হৈতে উঠি' সর্প সন্ধ্যার প্রবেশে।
সবেই দেখেন,—চলিলেন অন্য-দেশে॥ ১৯১॥

মহাসর্পের ভীষণ সৌন্দর্য্য-বর্ণন—

পরম-অদ্ভুত সর্প—মহা-ভয়ঙ্কর।
পীত-নীল-শুক্ল বর্ণ—পরম সুন্দর॥ ১৯২॥
মহামণি জ্বলিতেছে মস্তক-উপরে।
দেখি' ভয়ে বিপ্রগণ 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' স্মরে॥ ১৯৩॥

সর্পের প্রস্থানে বিষজ্বালার অভাব ও বিপ্রগণের হর্ষ—

সর্প সে চলিয়া গেল, জ্বালা নাহি আর।
বিপ্রগণ হইলেন সন্তোষ অপার॥ ১৯৪॥

হরিদাসের যোগৈশ্বর্য্য-প্রভাব-দর্শনে বিপ্রগণের তৎপ্রতি শ্রদ্ধাতিশয্য—

দেখি' হরিদাস ঠাকুরের মহা শক্তি।
বিপ্রগণের জন্মিল বিশেষ তাঁরে ভক্তি॥ ১৯৫॥

মহাভাগবত হরিদাসের মাহাত্ম্য-বর্ণন—

হরিদাস-ঠাকুরের এ কোন্ প্রভাব।
যাঁর বাক্যমাত্রে স্থান ছাড়িলেক নাগ॥ ১৯৬॥

তাহাদের শিক্ষার নিমিত্ত হরিদাস-ঠাকুর বলিতেছেন,—'আমি আর কখনও ভবিষ্যতে 'তৃণাদপি সুনীচতা'র আবরণে ও 'তরোরপি সহিষ্ণুতা'র ছলনায় স্বয়ং বৈষ্ণবাভিমানে বিষ্ণু-বৈষ্ণব নিন্দা শ্রবণ করিব না। এইবার আমার যথেষ্ট শিক্ষা-লাভ হইল। ভগবান্—পরম দয়াময়, আমাকে গুরু-অপরাধে লঘুশাস্তিই বিধান করিয়া শিক্ষা দিলেন।' নামাপরাধী প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় দুর্দ্দৈব-বশতঃ ঠাকুর-হরিদাসের এই সকল কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য বা সারমর্ম্ম বুঝিতে পারে না॥১৬৯॥

বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিলে অত্যাচারকারিগণের যে দুর্দ্দশা-লাভ ঘটে, পাপী পাষণ্ডি-যবনগণ অচিরেই তাহা লাভ করিল। স্কন্দপুরাণে—'হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥"—এই অব্যর্থ শাস্ত্রশাসনানুসারে যবনগণ বসন্ত ও বিসূচিকাদি মহাব্যাধি-গ্রস্ত হইয়া অচিরেই সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইল॥ ১৭১॥

গঙ্গা-তীরে ফুলিয়ায় নির্জ্জন-গুহায় থাকিয়া শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সার্ব্বকালীন লীলা-স্মরণে অহর্নিশ যাপন করিতে লাগিলেন। ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র অনেকসময়ে উচ্চৈঃস্বরে, কখনও বা মৃদুস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ পূর্ণসংখ্যা তিনলক্ষ নাম অর্থাৎ বৎসরে দশকোটি হরিনাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অনেকে নির্জ্জনে কৃষ্ণনাম-গ্রহণকে 'উপাংশুজপ'-মধ্যে গণনা করেন; তাঁহারা বলেন,—এই মহামন্ত্র বা শ্রীনামোচ্চারণ অপর কাহারও শ্রবণ কর্ত্তব্য নয়; যিনি গ্রহণ করিতেছেন, কেবলমাত্র তিনিই শ্রবণ করিবেন। ওষ্ঠ স্পন্দিত অর্থাৎ উচ্চারিত হইলেই কৃষ্ণনাম অপর-ব্যক্তিগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু নামকীর্ত্তনকারি বৈষ্ণবে শ্রদ্ধার অভাব থাকিলে তাহারা কলি চালিত হইয়া নামোচ্চারণকারীর সহিত বিবাদে প্রমত্ত হয়। অন্যের শ্রবণ-রন্ধ্রে যখন বৈকুণ্ঠশব্দাশ্রিত সাধুর মুখরিত ও কীর্ত্তিত শুদ্ধনাম প্রবেশ করে না, তখনই তাহাকে 'নির্জ্জন-ভজন' বলে। কিন্তু এইরূপ নির্জ্জনে হরিনাম-গ্রহণ কেবল-মাত্র নিজ মঙ্গলের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়, সুতরাং তদ্দ্বারা নিজ-ব্যতীত অপরের কোন কল্যাণ সাধিত হয় না। নিঃশব্দের সহিত শ্রীনামের উচ্চারণকারী সেবোন্মুখ ব্যক্তি যে নামের ভজন করিয়া থাকেন, তাহা নির্জ্জনে সাধিত হইলেও শ্রদ্ধাবন্ত জনগণ দূর হইতে অজ্ঞাতসারে সেই নাম-কীর্ত্তন-শ্রবণরূপ প্রসাদ গ্রহণ করেন। মধ্যমাধিকারে শ্রীনাম-কীর্ত্তনে 'জীবে দয়া'-নামক জনসঙ্গ ঘটিতে পারে, কিন্তু অবধানযুক্ত-কীর্ত্তনকারী শ্রোতৃগণের কল্মষ-সংশ্রবে স্বয়ং কলুষিত না হইয়া তাহাদিগের কল্মষ দূরীভূত করিয়া দয়াই বিতরণ করেন। যদি বহুশিষ্যাদির সঙ্গে নামকীর্ত্তন করিতে গিয়া তাঁহাদের কর্ম্মাগ্রহ-প্রবৃত্তির অনুবন্ধ ন্যূনাধিকভাবে মধ্যমাধিকারীতে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। মধ্যমাধিকারী নাম-গ্রহণকারী ব্যক্তিও "জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাং" শ্লোকানুসারে অধঃপতিত হইয়া সংসার লাভ করিতে পারেন

যাঁর দৃষ্টিমাত্রে ছাড়ে অবিদ্যা-বন্ধন।
কৃষ্ণ না লঙ্ঘেন হরিদাসের বচন ॥ ১৯৭ ॥

জনৈক ভক্তের (সর্প-ক্রীড়কের) আখ্যান—

আর এক, শুন, তান অদ্ভুত আখ্যান।
নাগরাজ যে কহিলা মহিমা তাহান ॥ ১৯৮ ॥

জনৈক আঢ্যের গৃহে উক্ত সর্পদষ্ট ডঙ্কের নৃত্য—

একদিন বড় এক লোকের মন্দিরে।
সর্পক্ষত ডঙ্ক নাচে বিবিধ প্রকারে ॥ ১৯৯ ॥

ডঙ্কের চারিদিকে তদুচ্চারিতমন্ত্রপ্রভাবে তদীয় সঙ্গিগণের বাদ্যসহ গীত-গান—

মৃদঙ্গ-মন্দিরা-গীত—তার মন্ত্র ঘোরে।
ডঙ্ক বেড়ি' সবেই গায়েন উচ্চৈঃস্বরে ॥ ২০০ ॥

দৈবাৎ হরিদাসের আগমন ও ডঙ্কের নৃত্যদর্শন—

দৈবগতি তথায় আইলা হরিদাস।
ডঙ্ক-নৃত্য দেখেন হইয়া এক-পাশ ॥ ২০১ ॥

মন্ত্রপ্রভাবে মানবশরীরে বাসুকির নৃত্য—

মনুষ্য-শরীরে নাগ-রাজ মন্ত্র-বলে।
অধিষ্ঠান হইয়া নাচয়ে কুতূহলে ॥ ২০২ ॥

ডঙ্কসঙ্গিগণের করুণ-রাগে কালিয়হ্রদে কৃষ্ণের কালিয়নাগ-দমন লীলা-গান—

কালিয়দহে করিলেন যে নাট্য ঈশ্বরে।
সেই গীত গায়েন কারুণ্য-উচ্চ-স্বরে ॥ ২০৩ ॥

কৃষ্ণকৃপা-মহিমা-শ্রবণে হরিদাসের ভূপতন ও মূর্চ্ছা—

শুনি' নিজ-প্রভুর মহিমা হরিদাস।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই' কোথা নাহি শ্বাস ॥ ২০৪ ॥

সংজ্ঞা-লাভান্তে হরিদাসের আনন্দ-হুঙ্কার ও নৃত্য—

ক্ষণেকে চৈতন্য পাই' করিয়া হুঙ্কার।
আনন্দে লাগিলা নৃত্য করিতে অপার ॥ ২০৫ ॥

হরিদাসের অপ্রাকৃত ভাব-মুদ্রাবেশ-দর্শনে ডঙ্কের একপাশে সসম্ভ্রমে অবস্থান—

হরিদাস-ঠাকুরের আবেশ দেখিয়া।
একভিত হই' ডঙ্ক রহিলেন গিয়া ॥ ২০৬ ॥

কৃষ্ণপ্রেমাবেশে হরিদাসের ভূ-লুণ্ঠন ও সাত্ত্বিক-ভাববিকার—

গড়াগড়ি যায়েন ঠাকুর-হরিদাস।
অদ্ভুত পুলক-অশ্রু-কম্পের প্রকাশ ॥ ২০৭ ॥

তজ্জন্য দুর্জ্জন-সঙ্গ ও বহুশিষ্য গ্রহণরূপ জড়াভিমান কুফলই উৎপাদন করে। যাহারা অপক্ক-যোগীর ন্যায় শিষ্যসংগ্রহাদি ইন্দ্রিয়-ভোগ-কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তোষণকেই 'হরি-তোষণ' বলিয়া ভ্রম করে, তাহাদিগকে ভীষণ অমঙ্গল হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই হরিদাস-ঠাকুরের ভজন বর্ণন-প্রসঙ্গে প্রত্যেক আত্ম-কল্যাণেচ্ছু সাধকের উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্ত্তন ও স্বয়ং শ্রবণানুশীলন বিহিত হইয়াছে।

"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্। নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥"—এই ভাঃ ২।৮।৪ শ্লোকের তাৎপর্য্যানুসারে জগদ্গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য-মুকুটমণি শ্রেষ্ঠ ঠাকুর মহাশয় নামি-কৃষ্ণের সহিত নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার অভেদ-বুদ্ধিতে কৃষ্ণনামের কীর্ত্তন-শ্রবণমুখে কৃষ্ণের লীলা-স্মরণদ্বারা লোকশিক্ষা দিয়াছেন। যাঁহারা নামাপরাধশূন্য সমুখরিত শ্রীনামের শ্রবণ ও উচ্চ কীর্ত্তন পরিহার করিয়া জড়েন্দ্রিয়-তর্পণার্থ নিজেদের সংসার-বাসনা-গ্রস্ত অশুদ্ধ ভোগচিত্তে লীলা-স্মরণের কৃত্রিম অনুকরণ প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের ঐরূপ লীলা-স্মরণের অনুকরণ-চেষ্টা—ভগবৎসেবা-বৈমুখ্যমূলে বিষয়ভোগ-পিপাসা মাত্র ॥ ১৭২ ॥

হরিনামাচার্য্য প্রচারকবর শুদ্ধসত্ত্বহৃদয় ঠাকুর-মহাশয় যে-গুহায় অবস্থান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দব্রহ্ম শ্রীহরিনামের কীর্ত্তন-দ্বারা আরাধনা করিতে লাগিলেন, তাহা 'যে-দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়'—এই মহাজন-লিখিত বাক্যের অপ্রাকৃত তাৎপর্য্য-বিচারানুসারে 'অপ্রাকৃত নামস্বরূপ নামি-কৃষ্ণের লীলা-স্থল শুদ্ধসত্ত্ব-বৈকুণ্ঠধাম বলিয়া প্রতীত হইল ॥ ১৭৩ ॥

যাহারা ঠাকুর হরিদাসের দর্শনের নিমিত্ত তাঁহার-ভজন-কুটীরে আসিত, তাহারা মহা-সর্পের বিষজ্বালায় ক্লেশ বোধ করিত। কোথা হইতে এই তাপ-জ্বালা আসিতেছে,—পূর্ব্বে তাহারা তাহা জানিতে পারে নাই। পরে বিষ-বৈদ্যগণকে আনাইয়া হরিদাস-ঠাকুরের কুটীরের ভিত্তি-তলে সর্পের অনুসন্ধান করিল। অপর কেহই সেই কুটীরে বিষ-জ্বালার তাপাধিক্য-নিবন্ধন বেশীক্ষণ থাকিতে পারিত না; কিন্তু

হরিদাসের প্রেমক্রন্দন, কৃষ্ণে তদ্গতচিত্ততা ও প্রেমাবেশ—

রোদন করেন হরিদাস-মহাশয়।
শুনিঞা প্রভুর গুণ হইলা তন্ময়॥ ২০৮॥

প্রেমাবিষ্ট হরিদাসের চতুর্দ্দিকে সকলের সগর্বে কৃষ্ণ-গীত; সসম্ভ্রমে ডঙ্কের একপাশে অবস্থান—

হরিদাসে বেড়ি' সবে গায়েন হরিষে।
যোড়-হস্তে রহি' ডঙ্ক দেখে একপাশে॥ ২০৯॥

বহির্দ্দশায় হরিদাসের অবতরণ, ডঙ্কের পুনঃ নৃত্যারম্ভ—

ক্ষণেকে রহিল হরিদাসের আবেশ।
পুনঃ আসি' ডঙ্ক নৃত্যে করিলা প্রবেশ॥ ২১০॥

হরিদাসের অকৈতব নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেম-দর্শনে সকলেরই হর্ষ—

হরিদাস-ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
সবেই হইলা অতি আনন্দ-বিশেষ॥ ২১১॥

সকলেরই স্ব-স্ব-দেহে তদীয় পবিত্র পদধূলি-লেপন—

যেখানে পড়য়ে তাঁর চরণের ধূলি।
সবেই লেপেন অঙ্গে হই' কুতুহলী॥ ২১২॥

জনৈক ভণ্ড ধূর্ত্ত কপট বঞ্চক আনুকরণিক প্রাকৃতসহজিয়া বিপ্রাধমের আখ্যান; তাহার বৈষ্ণবগুরু হরিদাসের কৃষ্ণপ্রীতি-মূলক অপ্রাকৃত ভাবমুদ্রাকে জড়ভোগ্য প্রাকৃত-জ্ঞানে অনুকরণ-সংকল্প—

আর এক ঢঙ্গ-বিপ্র থাকি' সেইখানে।
"মুঞিও নাচিমু আজি" গণে' মনে-মনে॥ ২১৩॥

ভণ্ড, ধূর্ত্ত, কপট, বঞ্চক আনুকরণিক প্রাকৃতসহজিয়াগণের চিত্তবৃত্তি—

"বুঝিলাও,—নাচিলেই অবোধ বর্ব্বরে।
অল্প মনুষ্যেরেও পরম-ভক্তি করে॥" ২১৪॥

নামৈকপরায়ণ অব্যর্থকাল হরিদাস-ঠাকুরের উহাতে কোন-প্রকার অসুবিধাই হয় নাই। ভয়ঙ্কর বিষধর সর্পের ন্যায় ক্রূর খলের সহিত একত্রবাস কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে বিচার করিয়া আগন্তুক ব্যক্তিগণ হরিদাসকে অন্য কোন একস্থানে গমন করিবার জন্য অনুরোধ করিল। ১৮০॥

হরিদাস তদুত্তরে বলিলেন,—'সর্পের বিষ জ্বালার জন্য আমার কোনই অসুবিধা নাই। তবে তোমরা যখন আমার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ, তখন তোমাদের হিত ও সন্তোষ-সাধনের নিমিত্ত আমি অন্যত্র চলিয়া যাইতেছি। হয় সর্প, না হয় আমি আগামী কল্যই এ স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। তোমরা কৃষ্ণেতর প্রজল্প-কথা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ গান কর।'

চিন্তা নাহি...কৃষ্ণগাথা,—এতৎপ্রসঙ্গে (ভাঃ ১।১৯।১৫ শ্লোকে) মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনকালে অসংখ্য রাজর্ষি, মহর্ষি, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণের প্রতি তাঁহার এই উক্তি আলোচ্য—'দ্বিজমুনি-তনয় শৃঙ্গি-প্রেরিত কুহক তক্ষক আসিয়া আমাকে দংশন করুক, ক্ষতি নাই, আপনারা কৃষ্ণেতর অন্য সমস্ত প্রজল্পময় কথালাপ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথা গান করিতে থাকুন॥' ১৮৬-১৮৮॥

সন্ধ্যার প্রবেশে,—সন্ধ্যারম্ভ-সময়ে, সায়ংপ্রাক্কালে॥১৯১॥

হরিদাস-ঠাকুরের ঐশ্বর্য্য ও ঔদার্য্য-প্রভাবে মহাসর্পের নির্গমন-দর্শনে যোগ-বিভূতিপ্রিয় কৃষ্ণভক্তি-বিমুখ নাস্তিক ব্রাহ্মণগণেরও তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল। কর্ম্ম-ফলবাধ্য যমদণ্ড্য শৌক্র-ব্রাহ্মণগণ মনে করিয়াছিলেন যে, সামান্য জীব যেরূপ প্রারব্ধ-পাপের ফলে ব্রাহ্মণেতর-কুলে জন্মগ্রহণ করে, হরিদাস-ঠাকুরও যখন সেইরূপ দুষ্কৃতি(?)ফলে যবনগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি পুণ্যবান্ প্রাকৃত ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। এক্ষণে তাঁহার কৃপাদেশা-পেক্ষায় করযোড়ে দণ্ডায়মান অনায়াস-লব্ধ যোগৈশ্বর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিলেন॥ ১৯৫॥

ভূতোদ্বেগকারী হরি-বিমুখ ভোগাসক্ত পরহিংসক ব্যক্তি-গণই সর্প-দংশন-দ্বারা হিংসিত হয়, পরন্তু ঠাকুর-হরিদাসের ন্যায় মহাভাগবত বৈষ্ণবের এতদূর অমিত-প্রভাব যে, তাদৃশ হিংস্র ভয়ানক বিষধর সর্পও তাঁহাকে কোনও প্রকার ভীতি বা হিংসাপ্রদর্শনমুখে উদ্বেগ-প্রদান দূরে থাকুক, তাঁহার সর্ব্বজনহিতকর আদেশ সর্ব্বদা নতশিরেই পালন করে॥১৯৬॥

যাঁহার প্রতি হরিদাস-ঠাকুরের অনুগ্রহ হয়, তিনিই শুদ্ধ-নামাশ্রয়ে নামাপরাধ-রহিত হইয়া অনুক্ষণ হরিসেবা-পরায়ণ হন; সুতরাং তাঁহার ভোগ-বুদ্ধির মূলবীজরূপিণী অবিদ্যা-গদ সমূলে বিনষ্ট হয়। হরিদাস ঠাকুরের কৃপা ও সেবন-প্রভাবে ভগবান্ তাঁহার বাধ্য হইয়া পড়েন॥ ১৯৭॥

সর্প-ক্ষত,—সর্প-দষ্ট; উৎখাত-বিষদন্ত সর্পের দংশনের সঙ্গে-সঙ্গে মন্ত্র-প্রভাবে সমানীত সর্পাধিষ্ঠাতৃদেব বাসুকি-কর্ত্তৃক

আনুকরণিক প্রাকৃতসহজিয়ার কৃত্রিম ভূ-পতন ও মূর্চ্ছা-ছল—

এত ভাবি' সেইক্ষণে আছাড় খাইয়া।
পড়িল যেহেন মহা-অচেষ্ট হইয়া ॥ ২১৫ ॥

আনুকরণিক প্রাকৃতসহজিয়ার ভূ-পতনমাত্র ক্রোধবশে ডঙ্কের ভীষণ বেত্রাঘাত-রূপ আদর্শশিক্ষা-প্রদর্শন—

যেই-মাত্র পড়িল ডঙ্কের নৃত্য-স্থানে।
মারিতে লাগিলা ডঙ্ক মহা ক্রোধ-মনে ॥ ২১৬ ॥
আশে-পাশে ঘাড়ে-মুড়ে বেত্রের প্রহার।
নির্ঘাত মারয়ে ডঙ্ক, রক্ষা নাহি আর ॥ ২১৭ ॥

তীব্র-বেত্রাঘাতফলে আনুকরণিক প্রাকৃতসহজিয়ার নিজমূর্ত্তি-প্রকাশ ও পলায়ন—

বেত্রের প্রহারে বিপ্র জর্জ্জর হইয়া।
'বাপ বাপ' বলি' শেষে গেল পলাইয়া ॥ ২১৮ ॥

ডঙ্কের নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্তমনে নৃত্য, সকলের বিস্ময়—

তবে ডঙ্ক নিজ সুখে নাচিলা বিস্তর।
সবার জন্মিল বড় বিস্ময় অন্তর ॥ ২১৯ ॥

ডঙ্কের নিকট সকলের অপ্রাকৃত ও প্রাকৃতের প্রতি তদীয় আচরণবৈশিষ্টের কারণ-জিজ্ঞাসা—

যোড়-হস্তে সবে জিজ্ঞাসেন ডঙ্ক-স্থানে।
"কহ দেখি,—এ-বিপ্রেরে মারিলা বা কেনে? ২২০
হরিদাস নাচিতে বা যোড়-হস্তে কেনে।
রহিলা,—এ সব কথা কহ ত' আপনে?" ২২১ ॥

বৈষ্ণব-নাগরাজাবিষ্ট ডঙ্ক-কর্ত্তৃক হরিদাসের অপ্রাকৃত প্রেম-মুদ্রা মহিমা-কীর্ত্তন—

তবে সেই ডঙ্ক-মুখে বিষ্ণুভক্ত নাগ।
কহিতে লাগিলা হরিদাসের প্রভাব ॥ ২২২ ॥

আবিষ্ট সর্প-ক্রীড়ক। ডঙ্ক,—[হিন্দী 'ডংক্' (ফণা, হুল্)-শব্দজ], যে ব্যক্তি সাপ খেলায়, 'সাপুড়ে', আহিতুণ্ডিক ॥

মৃদঙ্গ...ঘোরে,—মৃদঙ্গ ও মন্দিরার বাদ্যের সহিত গীত এবং ডঙ্কের জপিত মন্ত্র-শক্তির প্রভাবে মত্ত, মুগ্ধ, আবিষ্ট বা আচ্ছন্ন অবস্থায় ॥ ২০০ ॥

দৈবগতি,—উদ্দেশ্য রহিত হইয়া, যদৃচ্ছাক্রমে ॥ ২০১ ॥

নাগরাজ,—বিষ্ণুভক্ত শেষ, অনন্ত, বাসুকী।

অধিষ্ঠান,—অধিষ্ঠিত, আবিষ্ট ॥ ২০২ ॥

কালিদহে,—কালিন্দী-নদীর মধ্যে 'কালিয়-দহ' নামক হ্রদ-বিশেষ; তথায় কশ্যপ-পত্নী কদ্রুর তনয় অত্যুগ্রাবিষ-বীর্য্য-প্রমত্ত 'কালিয়'-নামক মহা-নাগ গরুড়ের ভয়ে ভীত হইয়া সপরিবারে বাস করিত। কালিয়-মহাসর্পের এবং কালিয়-দহে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নাট্য (তাণ্ডব নৃত্য)-লীলা-ক্রমে উহার দমন-বৃত্তান্ত,—ভাঃ ১০ম স্কঃ ২৫শ অঃ ৪৭-৫২, ১৬শ অঃ সম্পূর্ণ এবং ১৭শ অঃ ১-১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কালিয়-দহে কালিয়-সর্পের উপরি চড়িয়া অখিলকলা-গুরু কৃষ্ণ যেমন তাণ্ডব-নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই প্রকার ভঙ্গী অবলম্বন করিয়া ডঙ্ক উচ্চৈঃস্বরে কালিয়-নাগের প্রতি কৃষ্ণের দণ্ডদানছলে মহা-দয়া-সূচক গীত গান করিতেছিল ॥২০৩॥

হরিদাস-ঠাকুর একপার্শ্বে থাকিয়া ডঙ্কের কৃষ্ণের করুণা-সূচক গীতি-গানে মুগ্ধ হইয়া উদ্দীপন-হেতু অন্তর্দ্দশায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এমন কি, তাঁহার দেহে বাহ্য-জ্ঞান-লক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস পর্য্যন্ত লক্ষিত হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বহির্দ্দশায় চৈতন্য লাভ করিয়া হুঙ্কার পূর্ব্বক ভগবৎপ্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাভাগবত বৈষ্ণব-ঠাকুর হরিদাস কৃষ্ণপ্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন দেখিয়া অনন্তদেবাবিষ্ট ডঙ্ক স-সম্ভ্রমে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাবেশে ঠাকুর-হরিদাস অপ্রাকৃত অশ্রু-কম্প-পুলকান্বিত অপ্রাকৃত-দেহে তন্ময় হইয়া খল-সর্পকুলে জাত মহা-ক্রূর কালিয়-নাগের প্রতি কৃষ্ণের অতুলনীয় মহা-কারুণ্যগুণ শ্রবণ ও স্মরণ করিতে করিতে ভূমিতে লুণ্ঠন ও রোদন করিতে লাগিলেন ॥২০৪-২০৮

ভণ্ড, ধূর্ত্ত, শঠ, বঞ্চক, কিতব, কপট, ঢঙ্গ-বিপ্র,—আনুকরণিক, প্রকৃত-সহজিয়া বিপ্রাধম। বিপ্রাভিমানে স্ফীত ও দুর্ব্বুদ্ধি-চালিত হইয়া সে মহা-ভাগবত বৈষ্ণব-ঠাকুরের অলৌকিক ভাব-ক্রিয়া-মুদ্রা স্বীয় অক্ষজ আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে কৃত্রিমভাবে অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করিল। সে মনে-মনে এইরূপ বিচার করিল,—'সাধারণ মূর্খ লোকগুলি অন্ধ-বিশ্বাসবশে কাহারও সামান্য ধর্ম্মানুষ্ঠানেও কোনরূপ নৃত্য-গীত দর্শন ও শ্রবণ করিলেই নানাভাবে ভক্তি-প্রদর্শনমুখে তাহাকে প্রচুর সম্মান করে। এইকারণে অহিন্দুকুল-জাত সামান্য মানব (?) হরিদাস-ঠাকুরকেই যখন এত অধিক পূজা সম্মান ও প্রতিষ্ঠা প্রদান করিল, তখন আমি একে হিন্দু-

কৈতব ও অকৈতবের গূঢ় ভেদ-রহস্য-বর্ণনে ডঙ্কের প্রতিজ্ঞা—

"তোমরা যে জিজ্ঞাসিলা,—এ বড় রহস্য।
যদ্যপি অকথ্য, তবু কহিমু অবশ্য ॥ ২২৩ ॥

হরিদাসের অপ্রাকৃত ভাব-মুদ্রা ও অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ-জন্য বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠা-লাভ-দর্শনে উহাকে স্বভোগ্য জড়-প্রতিষ্ঠা-জ্ঞানে তদনুচিকীর্ষু ভণ্ড, ধূর্ত্ত, কপট, বঞ্চক প্রাকৃতসহজিয়ার ভূপতন—

হরিদাস-ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
তোমরা যে ভক্তি বড় করিলা বিশেষ ॥ ২২৪ ॥
তাহা দেখি' ও-ব্রাহ্মণ ঢাঙ্গাতি করিয়া।
পড়িলা মাৎসর্য্য-বুদ্ধ্যে আছাড় খাইয়া ॥ ২২৫ ॥

ঈর্ষা-বশে ডঙ্কাধিষ্ঠিত মহানাগের অলৌকিকনৃত্য ভঙ্গ করিতে ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য প্রাকৃতসহজিয়ার অসামর্থ্য—

আমার নৃত্য-সুখ ভঙ্গ করিবারে।
মাৎসর্য্য-বুদ্ধ্যে কোন্‌জনে শক্তি ধরে? ২২৬ ॥

অপ্রাকৃত হরিজন সহ প্রকৃতিজনের সাম্যবুদ্ধি-মূলে ব্যর্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ফলে প্রাকৃতসহজিয়ার ভাগ্যে প্রহার-লাভ—

হরিদাস সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করি' করে।
অতএব শাস্তি বহু করিলুঁ উহারে ॥ ২২৭ ॥

জড়প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহার্থ কৃত্রিম অনুকরণ-চেষ্টা—

'বড় লোক করি' লোক জানুক আমারে।'
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে ॥ ২২৮ ॥

জাতির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ-বর্ণে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে আবার যদি রঙ্গাভিনয়-মঞ্চের অভিনেতার ন্যায় কপটতা-সহকারে বৈষ্ণব-ঠাকুরের অলৌকিক অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাব ও ক্রিয়া-মুদ্রাবলীর কৃত্রিমভাবে অনুকরণ-রঙ্গ প্রদর্শন করিয়া নৃত্য করি, তাহা হইলে আমার লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা ও সম্মান যে কতদূর বৃদ্ধি পাইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই! সামান্য-মানুষ (?) অশৌক্র-ব্রাহ্মণ ঠাকুর-হরিদাসের সামান্য একটু ভাব দেখিয়াই লোকে যখন তাঁহাকে এতদূর শ্রদ্ধা করিল, তখন আমি দেবশর্ম্মা স্বয়ং শৌক্র-ব্রাহ্মণ-তনয় হইয়া তাঁহার অপ্রাকৃত ভাব-মুদ্রাকে ভ্যাংচাইলে না জানি কত প্রচুর পূজা-প্রতিষ্ঠা-সম্মানাদি লাভ করিব! আমি কৃত্রিম ভাব-কেলি দেখাইলে আমার ক্ষুদ্র জড়প্রতিষ্ঠা অপ্রাকৃত-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা হইতে নিশ্চয়ই বহুগুণে অধিক হইবে!' এইরূপ মনে করিয়া, সেই পাষণ্ডী ধর্ম্মধ্বজী প্রাকৃতসহজিয়া রং, সং বা ঢং দেখাইবার জন্য সহসা ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল এবং পড়িয়া গিয়াই কৃত্রিমভাবে সংজ্ঞা-হীনের ন্যায় ভাব দেখাইল। সেই ঢঙ্গ-বিপ্র কপটতা প্রদর্শন করিয়া নিসর্গপিচ্ছিল কৃত্রিম ভাবাভাস দেখাইবা-মাত্র ডঙ্ক স্বীয় নর্ত্তন-কার্য্যে বাধা ও অবরোধ-প্রযুক্ত নৃত্যের ব্যাঘাত-দর্শনে তাহার কাপট্য-কুনাট্য বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত-ক্রোধ-বশে তাহাকে অতি-ভীষণভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই পাষণ্ডীর দেহে, স্কন্ধে, মস্তকে, সর্ব্বাঙ্গে তিনি নির্দ্দয়ভাবে বেত্র-দ্বারা অবিশ্রান্ত কঠোর প্রহার করিতে লাগিলেন। অবশেষে অতিরিক্ত বেত্রাঘাত-ফলে জর্জ্জরিত হইয়া সেই কপট বিপ্রাধম 'বাবা রে, মা রে, গেলাম রে' বলিতে বলিতে পলাইয়া গেল ॥ ২১৩-২১৮ ॥

দর্শকবৃন্দ ডঙ্ককে জিজ্ঞাসা করিল,—'হে ডঙ্ক, হরিদাস-ঠাকুর যখন অলৌকিক-নৃত্যের পর অকৈতব-ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইলেন, তখন তুমি কেন জোড়হস্তে একপার্শে দাঁড়াইলে, আর এই প্রাকৃত-সহজিয়া যখন কপট কৃত্রিম-ভাবাবেশ দেখাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, তখনই বা তুমি কেন তাহাকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিলে?" তদুত্তরে ডঙ্কের দেহে অধিষ্ঠিত অনন্তদেব ডঙ্কের মুখ দিয়া সকলকে বলিলেন,—'তোমরা যে-বিষয়টী জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক ও অনির্ব্বচনীয়। নিতান্ত নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ হইলেও আমি অবশ্যই সমস্ত-ঘটনাটী তোমাদিগের সকলকেই জানাইয়া দিতেছি ॥' ২২৩ ॥

'হরিদাস-ঠাকুর—নিষ্কপট অপ্রাকৃত সহজ-প্রেমিক শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্ত, আর এই বিপ্রাধম ঘৃণিত প্রাকৃত-সহজিয়া। নিষ্কপট শুদ্ধভক্তের সহিত মিথ্যা প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলে তাঁহার অনুকরণ-চেষ্টাই প্রাকৃত-সহজিয়া ভণ্ড কপটীর কুটি-কুনাট্য। তত্ত্ববিচারানভিজ্ঞ মূর্খ-লোকের নিকট এই প্রাকৃতসহজিয়া সহজে সুলভে জড়প্রতিষ্ঠা-লাভেচ্ছায় কাপট্য-কুনাট্য চেষ্টা দেখাইয়া মহাভাগবত বৈষ্ণবঠাকুরের প্রতি হিংসা, দ্বেষ ও ঈর্ষা-মূলে কৃত্রিমভাবে অনুকরণ করিতে যাওয়াতেই আমি ইহার প্রচুর দণ্ড বিধান করিয়াছি ॥' ২২৭ ॥

জড়াহঙ্কার ও প্রতিষ্ঠাশা-রূপ কৈতব কৃষ্ণপ্রীতির অভাব—

এ-সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই ॥ ২২৯ ॥

ভক্তরাজ হরিদাসের অকৈতব নৃত্য-দর্শনে অনর্থ-নিবৃত্তি—

এই যে দেখিলা,—নাচিলেন হরিদাস।
ও-নৃত্য দেখিলে সর্ব্ববন্ধ হয় নাশ ॥ ২৩০ ॥

ভক্তের অকৈতব-প্রেমাবেশে নৃত্য-দর্শনে ব্রহ্মাণ্ডোদ্ধার—

হরিদাস-নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় ও-নৃত্য-দর্শনে ॥ ২৩১ ॥

হরিদাস যথার্থই সার্থকনামা অর্থাৎ একান্ত কৃষ্ণগত-চিত্ত—

উহান সে যোগ্য পদ 'হরিদাস'-নাম।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র হৃদয়ে উহান ॥ ২৩২ ॥

ঠাকুরের জীবে অমন্দোদয়া-দয়া ও প্রভুর প্রত্যেক অবতারে ভগবল্লীলা-সহায়ত্ব ও পরিকরত্ব—

সর্ব্বভূতবৎসল, সবার উপকারী।
ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতি-জন্মে অবতারী ॥ ২৩৩ ॥

নিরন্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণবে প্রীতি ও কৃষ্ণেতর-পথ-বৈমুখ্য—

উঁহি সে নিরপরাধ বিষ্ণু-বৈষ্ণবেতে।
স্বপ্নেও উহান দৃষ্টি না যায় বিপথে ॥ ২৩৪ ॥

লবমাত্র হরিদাস-সঙ্গফলেই জীবের কৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি—

তিলার্দ্ধ উহান সঙ্গ যে-জীবের হয়।
সে অবশ্য পায় কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয় ॥ ২৩৫ ॥

শ্রীনামাচার্য্য হরিদাসের সুদুর্ল্লভ সঙ্গ-লাভে ভব-বিধিরও কৌতূহল ও আকাঙ্ক্ষা—

ব্রহ্মা-শিবো হরিদাস-হেন-ভক্ত-সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ ॥ ২৩৬ ॥

অপ্রাকৃত-বস্তু ভগবান্, ভক্তি, ভক্ত ও ধাম প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও প্রাকৃত প্রাপঞ্চিক গুণ-সংস্পর্শহীন—

'জাতি, কুল, সব—নিরর্থক' বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে ॥ ২৩৭ ॥

নীচকুলোদ্ভূত বিষ্ণুতত্ত্ববিৎ ভক্ত নীচ-সম নহেন, পরন্তু সর্ব্বজীব-গুরু—

'অধম-কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সে-ই সে পূজ্য'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ২৩৮ ॥

মহা-কুলপ্রসূত হইয়াও কৃষ্ণভক্তিহীন ব্যক্তির নিজ-নিজ প্রাকৃত কুলকর্ম্ম-দ্বারাই নিরয়লাভ—

'উত্তম-কুলেতে জন্মি' শ্রীকৃষ্ণে না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে ॥' ২৩৯ ॥

এই ব্রাহ্মণব্রুবের ন্যায় পাষণ্ডি-ভণ্ডগণ 'লোকে তাহাদিগকে 'মহৎ' বা 'ভক্ত' বলিয়া জানুক',—এই দুরভিসন্ধিবশে লোক-প্রতারণা-কল্পে 'ভণ্ডামি' দেখাইয়া কৃত্রিম প্রতিবিম্ব ভাবাভাস-সমূহ প্রদর্শন করে। এতৎপ্রসঙ্গে 'বকব্রতী'র সংজ্ঞা —'অধোদৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ। শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরো দ্বিজঃ ॥' এবং 'বৈড়ালব্রতীকে'র সংজ্ঞা —'ধর্ম্মধ্বজী সদা লুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকবঞ্চকঃ। বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্ব্বাভিনিন্দকঃ ॥'—আলোচ্য ॥২২৮॥

যাহারা মহাভাগবত-বৈষ্ণবের অলৌকিক ক্রিয়া-মুদ্রার কৃত্রিমভাবে অনুকরণ করিয়া 'ভ[illegible]লিয়া জড়-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইচ্ছা করে, ভগবচ্চরণে তাহাদিগের কোনরূপ সেবা-প্রবৃত্তি নাই। নিজেদের জড়-ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে তাহারা দম্ভবশে কৃষ্ণভক্তের সজ্জা গ্রহণ করিলেও বাহিরে তাহাদিগের তাদৃশ কৃত্রিম ভক্তিমুদ্রা-প্রদর্শন-চেষ্টা—লোক-বঞ্চন-মূলেই জাত। যে-স্থলে সেইপ্রকার ধর্ম্মধ্বজিত্ব, বিড়ালব্রতিত্ব বা বকধর্ম্মিত্ব নাই, সেইস্থলেই অকৈতব কৃষ্ণভক্তি; আর যে-স্থলে সেইসকল দোষ বর্ত্তমান, সেইস্থানেই দম্ভ, কৈতব বা কৃষ্ণসেবা-ব্যতীত অন্য দুরভিসন্ধি বা অবান্তর উদ্দেশ্য ॥২২৯॥

সেবোন্মুখ বৈষ্ণবের কৃষ্ণপ্রীতি-বাঞ্ছাময় নৃত্য-দর্শনে দর্শকগণের ভববন্ধন বিনষ্ট হয়, আর প্রাকৃত-সহজিয়ার কৃত্রিম ক্রিয়া-মুদ্রা তাহার ভববন্ধন-ক্লেশেরই বর্দ্ধক। বৈষ্ণবের কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাময় নৃত্য-দর্শনে বৈষ্ণবোচিত নিষ্কপট ভাবেরই উদয় হয়, আর আনুকরণিক ভণ্ডের তাদৃশী তৌর্য্যত্রিক চেষ্টা জগতে কুফলই উৎপাদন করে। ঠাকুর-হরিদাস যখন অপ্রাকৃত নৃত্যলীলা প্রদর্শন করেন, তখন তাঁহার নিষ্কপট-প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহার সহিত সপরিকর কৃষ্ণচন্দ্র নৃত্য করেন। জগতের সৌভাগ্যবশে জনগণ সেই অপ্রাকৃত নৃত্য-দর্শনে বহুজন্মের সঞ্চিত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি লাভ করিয়া শুদ্ধ হয় ॥ ২৩০-২৩১॥

নিরবধি…উহান,—ভাঃ ৯।৪।৬৩-৬৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥২২

জড়-জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রী-নিরপেক্ষ কৃষ্ণভজনমহিমা-সূচক শাস্ত্রবাক্যের যাথার্থ্য-প্রদর্শনার্থই হরিদাসের প্রপঞ্চে অবতার—

এই সব বেদবাক্যের সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম-কুলেতে ॥ ২৪০ ॥

হেয়কুলোদ্ভূত দেবদ্বিজ-বন্দ্য প্রহ্লাদ ও হনুমানের দৃষ্টান্ত—

প্রহ্লাদ যেহেন দৈত্য, কপি হনুমান্।
এইমত হরিদাস নীচ-জাতি নাম ॥ ২৪১ ॥

শ্রীনামাচার্য্য হরিদাসের দেবাদি-বাঞ্ছিত সুদুর্লভ সঙ্গমহিমা-বর্ণন—

হরিদাস-স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন ॥ ২৪২ ॥

ভক্তচূড়ামণি হরিদাস-দর্শনমাত্র জীবের অবিদ্যা-নাশ—

স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে' সর্ব্বজীবের অনাদি কর্ম্মপাশ ॥ ২৪৩ ॥

হরিদাস-পদাশ্রিত ব্যক্তির দর্শনেও ভব-বন্ধ-নাশ—

হরিদাস আশ্রয় করিবে যেই জন।
তানে দেখিলেও খণ্ডে' সংসার-বন্ধন ॥ ২৪৪ ॥

হরিদাস-মহিমা—অসীম, অনন্ত ও অপার—

শত-বর্ষে শত মুখে উহান মহিমা।
কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীমা ॥ ২৪৫ ॥

হরিদাসের প্রতি শ্রদ্ধালু দর্শকগণের সৌভাগ্য বর্ণনপূর্ব্বক ভক্তের দৈন্যোক্তি—

ভাগ্যবন্ত তোমরা সে, তোমা'সবা হৈতে।
উহান মহিমা কিছু আইল মুখেতে ॥ ২৪৬ ॥

হরিদাসের নামোচ্চারণমাত্র জীবের পরমপদ-লাভ—

সকৃৎ যে বলিবেক হরিদাস-নাম।
সত্য সত্য সেহ যাইবেক কৃষ্ণধাম ॥" ২৪৭ ॥

ভগবদ্ভক্ত-সর্পাবিষ্ট ভক্তের মুখে হরিদাসের-কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য-শ্রবণে সজ্জনগণের হর্ষ—

এত বলি' মৌন হইলেন নাগরাজ।
তুষ্ট হইলেন শুনি' সজ্জন-সমাজ ॥ ২৪৮ ॥
হেন হরিদাস ঠাকুরের অনুভাব।
কহিয়া আছেন পূর্ব্বে শ্রীবৈষ্ণব-নাগ ॥ ২৪৯ ॥
সবার পরম-প্রীতি হরিদাস-প্রতি।
নাগ-মুখে শুনি' হরষিত হৈল অতি ॥ ২৫০ ॥

হরিদাস-ঠাকুর সর্ব্বপ্রাণীতে স্নেহদৃষ্টিসম্পন্ন এবং স্থাবর ও জঙ্গম, সকলেরই উপকারী। ভগবানের প্রপঞ্চে প্রত্যেক অবতার-কালে তিনিও অবতরণ করেন অর্থাৎ সাক্ষাৎ লীলা-সচিব পার্ষদ ॥ ২৩৩ ॥

হরিদাস-ঠাকুর সাক্ষাদ্ভগবৎপার্ষদ বলিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিকট কোনপ্রকার অপরাধে অপরাধী নহেন। সাধারণ প্রাকৃত-মানবের ন্যায় তাঁহার কৃষ্ণসেবনময়ী চেষ্টা কখনই, এমন কি, স্বপ্নকালেও বিপথে ধাবিত হয় না ॥ ২৩৪ ॥

অত্যল্প-সময়ের জন্যও যদি কোন জীব জন্ম-জন্মান্তরীণ পুঞ্জপুঞ্জ মহা-সৌভাগ্য-ফলে হরিদাসের সঙ্গ লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি ভগবানের পাদপদ্ম অবশ্যই লাভ করিবেন ॥২৩৫

হরিদাসের ন্যায় মহাভাগবত ভক্তের সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বদা কৌতূহলবিশিষ্ট ॥২৩৬॥

প্রাকৃত সদসৎকর্ম্ম-ফলে বদ্ধজীব উচ্চাবচ-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, উহা কেবল জীবের কর্ম্মফল-ভোগের নিদর্শন-মাত্র। পরমার্থ-বিচারে জাতি বা প্রাকৃত বংশমর্য্যাদার যে কোন মূল্যই নাই,—এই পরমসত্য জগতের সকলকেই জানাইবার জন্য মঙ্গলময় ভগবানের মঙ্গলেচ্ছা'-ক্রমে হরিদাস-ঠাকুর যবন-বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ২৩৭ ॥

কর্ম্মফলের উত্তমতার বা অধমতার নির্দ্দেশ উত্তম বা অধমবংশে উদ্ভবের দ্বারা নিরূপিত হয়, কিন্তু জীব স্বরূপতঃ বিষ্ণুভক্ত বলিয়া তাৎকালিক বংশ-পরিচয়ে ছোট বা বড় থাকিলেও ভগবদ্ভক্তির পরিমাণ-অনুসারেই 'উত্তম' বা 'অধম' শব্দ-বাচ্য হইবেন,—ইহাই সকল সাত্বত-শাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে গান করেন। নিম্নকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই যে জীবের বিষ্ণুভক্তিতে অধিকার হইবে না, এরূপ নহে। অবরকুলজাত ব্যক্তি বৈষ্ণব হইলে উচ্চকুলোদ্ভূত অভক্তেরও পূজ্য গুরুদেব ব্রাহ্মণ ॥২৩৮॥

সৎকর্ম্মফলে অতি উত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভগবদ্ভজনে পরাঙ্মুখ হইলে তাহার নরকলাভ অবশ্যম্ভাবী। ভাঃ ১১।৫।৩ শ্লোকে বিদেহরাজ-নিমির প্রতি শ্রীনবযোগেন্দ্রের অন্যতম চমসের উক্তি—"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥"২৩৯॥

প্রভু-কর্ত্তৃক নাম-প্রেমবিতরণ-লীলা-প্রকাশ না হওয়া - পর্য্যন্ত হরিদাসের শ্রীনাম-সেবনাচার—

হেনমতে বৈসেন ঠাকুর-হরিদাস।
গৌরচন্দ্র না করেন ভক্তির প্রকাশ ॥ ২৫১ ॥

সর্ব্বত্রই কৃষ্ণভক্তি-রাহিত্য ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের দিগ্‌জ্ঞানলেশাভাব—

সর্ব্বদিকে বিষ্ণুভক্তি শূন্য সর্ব্বজন।
উদ্দেশো না জানে কেহ কেমন কীর্ত্তন ॥ ২৫২ ॥

সর্ব্বত্রই বিষ্ণুভক্তির অভাব এবং বৈষ্ণবের প্রতি অবজ্ঞা, বিরোধ বা বিদ্বেষ—

কোথাও নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস ॥ ২৫৩ ॥

দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তগণের একত্র একসঙ্গে নির্জ্জনে পরস্পর কৃষ্ণকীর্ত্তন—

আপনা-আপনি সব সাধুগণ মেলি'।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম দিয়া করতালি ॥ ২৫৪ ॥

ভক্তগণের নিঃসঙ্গ কীর্ত্তনে পাষণ্ডিগণের বিরুদ্ধাস্ফালনোক্তি—

তাহাতেও দুষ্টগণ মহা-ক্রোধ করে'।
পাষণ্ডী পাষণ্ডী মেলি' বল্‌গিয়াই মরে ॥ ২৫৫ ॥

ঈশ্বরবিরোধী নাস্তিক পাষণ্ডিগণের মায়া-বশে মোহ-হেতু বিপরীত উক্তি; বিশ্ববন্ধু উচ্চ হরিকীর্ত্তনকারীকে বিশ্ববৈরি-জ্ঞান—

"এ বামুনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সবা' হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ ॥ ২৫৬ ॥

'আত্মবন্মন্যতে জগৎ' নীতির অনুসরণে বিশ্ববন্ধু বৈষ্ণবকেও নিজেদের ন্যায় উদর-ভরণ-লম্পট বঞ্চক ভিক্ষুকরূপে দর্শন—

এ বামনগুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবুক-কীর্ত্তন করি' নানা ছল পাতে' ॥ ২৫৭ ॥

অজ্ঞতা-বশে উচ্চ-হরিনামকীর্ত্তন একমাত্র হরিশয়নকালকে চাতুর্ম্মাস্যোচিত কৃত্য বলিয়া জ্ঞান—

গোসাঞির শয়ন বরিষা চারিমাস।
ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক? ২৫৮ ॥

উচ্চ হরিনামকীর্ত্তন-ফলে বিপরীতবুদ্ধি মূঢ়গণের ভগবদ্রোষ ও অনর্থপাতাশঙ্কা—

নিদ্রা-ভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিবে দেশে,—ইথে দ্বিধা নাই ॥" ২৫৯

যেরূপ বিষ্ণুবিদ্বেষি-দৈত্যকুলে শ্রীপ্রহ্লাদ এবং পশুকুলে শ্রীহনুমান্‌জী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইপ্রকার অবর যবন-কুলে ঠাকুর-হরিদাস প্রভুর ইচ্ছা-মতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। সাধারণতঃ নরগণ দেবগণকে স্পর্শ করিয়া এবং গঙ্গায় নিমজ্জিত হইয়া পবিত্রতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু ব্রহ্মাদি দেবগণ, এমন কি, বিষ্ণুপদোদ্ভবা পরম-পবিত্রা গঙ্গাও মহাভাগবত পরমহংস বৈষ্ণবাচার্য্য সর্ব্বদেবময় হরিদাস-ঠাকুরকে স্পর্শ করিয়া ধন্য হইতে ইচ্ছা করেন ॥ ২৪১-২৪২ ॥

হরিদাসকে স্পর্শন দূরে থাকুক, তাঁহাকে দর্শন করিলেই জীবের অনাদি অবিদ্যা-বন্ধন-সূত্র তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন হয় ॥ ২৪৩

নামাচার্য্য-হরিদাসকে যাঁহারা অপ্রাকৃত গুরু-বুদ্ধি করেন, সেই হরিদাস-ভক্তগণকে দেখিলেও বদ্ধজীবের সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয় ॥ ২৪৪ ॥

নাগরাজ-মন্ত্রসিদ্ধ ডঙ্ক বলিলেন,—'তোমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবন্ত; তোমাদের প্রশ্নজিজ্ঞাসা-ফলেই আজ আমার মুখে ভগবদ্ভক্তের কিঞ্চিৎ গুণ-মহিমা কীর্ত্তিত ও প্রকাশিত হইল।

আমি যদি শতবর্ষকাল শতমুখে ঠাকুর হরিদাসের অপ্রাকৃত গুণমহিমা-রাশি গান করি, তাহা হইলেও তাঁহার অন্ত বা শেষ পাইব না ॥ ২৪৫-২৪৬ ॥

একবারও যিনি 'হরিদাস'—এই অপ্রাকৃত চিন্ময় বৈষ্ণব-ঠাকুরের নামটী উচ্চারণ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবদ্ধাম লাভ করিবেন ॥ ২৪৭ ॥

বিষয়ি-জনগণের সর্ব্বদাই হরি-বিস্মৃতি বর্ত্তমান, তাহারা কোন-না-কোন-উপায়ে হরিস্মরণময়ী ভক্তি হইতে বহুদূরে থাকিয়া নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপর ভোগে প্রমত্ত থাকে। তৎকালে জগতে মায়া-মূঢ় লোকসকল নিজেদের ইন্দ্রিয়-তর্পণে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া সম্পূর্ণভাবে বিষ্ণুভক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। হরিদাসঠাকুর কি-নিমিত্ত হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহার কি মহান্ অভিপ্রায়,—তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই; যেহেতু শ্রীগৌরসুন্দর তখনও জগতে কৃষ্ণনাম-প্রেম-ভক্তি প্রচার করিতে আরম্ভ করেন নাই ॥ ২৫২ ॥

তৎকালে হরিকথা-কীর্ত্তনের অভাবে লোকগুলি বিষ্ণু-

উচ্চ হরিনামকীর্ত্তনান্তে অন্নকষ্ট-সম্ভাবনা-মাত্র ভক্তগণপ্রতি পাষণ্ডিগণের দ্রোহসঙ্কল্প—

কেহ বলে,—"যদি ধান্য কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এ-গুলারে ধরি' কিলাইমু ঘাড়ে॥" ২৬০॥

ভারবাহী নাস্তিকগণের দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ হরিনাম-কীর্ত্তনকে কাল-সাপেক্ষ জ্ঞান—

কেহ বলে,—"একাদশী নিশি-জাগরণে।
করিবে গোবিন্দ-নাম করি' উচ্চারণে॥ ২৬১॥
প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কায?"
এইরূপে বলে যত মধ্যস্থ-সমাজ॥ ২৬২॥

তাদৃশ মর্ম্মন্তুদ-উক্তি-শ্রবণে দুঃখসত্ত্বেও ভক্তগণের হরিনাম-কীর্ত্তনে অচলা নিষ্ঠা—

দুঃখ পায় শুনিয়া সকল ভক্তগণ।
তথাপি না ছাড়ে কেহ হরিসঙ্কীর্ত্তন॥ ২৬৩॥

সর্ব্বত্র বিষ্ণুভক্তিবিমুখগণের দুর্দ্দশা-দর্শনে হরিদাসের দুঃখ—

ভক্তিযোগে লোকের দেখিয়া অনাদর।
হরিদাসও দুঃখ বড় পায়েন অন্তর॥ ২৬৪॥

হরিদাসের নিরন্তর উচ্চৈঃস্বরে হরিনামকীর্ত্তন—

তথাপিহ হরিদাস উচ্চৈ-স্বর করি'।
বলেন প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন মুখ ভরি'॥ ২৬৫॥

ভক্তিশূন্য হইয়াছিল, সুতরাং বৈষ্ণবের সর্ব্বোচ্চ-পদবী বুঝিতে না পারিয়া তাহারা বৈষ্ণবকে বিদ্রূপ ও পরিহাস করিত॥২৫৩

দুঃসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক সজ্জন-ভক্তগণ সকলেই একত্র মিলিত হইয়া হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিলেও ভগবদ্ভক্তি-লেশ-রহিত নাস্তিক পাষণ্ডি-সমাজ তাহাতেও অত্যন্ত-ক্রোধবশে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এইভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিত—'উদরভরণ ও জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত নানা-বিধ ছল বিস্তার করিয়া এই সকল উচ্চ-কীর্ত্তনকারী ব্রাহ্মণ হরিনাম-কীর্ত্তনমুখে ভাবুকের সজ্জা গ্রহণ করিয়াছে। ধর্ম্মানুষ্ঠানের আবরণে নিজ-নিজ-উদরভরণ ব্যতীত ইহাদের আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। ইহাদের এইপ্রকার অনুষ্ঠানের ফলে দেশে মহা-দুর্ভিক্ষ হইবে, সুতরাং ভিক্ষা-বৃত্তি প্রচলন করিয়া ইহারা জগতের মহাপকার সাধন করিবে।'

প্রকৃত-প্রস্তাবে ভগবদ্ভক্তের প্রতি তাদৃশ মিথ্যা দোষারোপ কখনই জীবের মঙ্গলপ্রদ নহে, পরন্তু নিরয়জনক। ভক্তগণ কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখে ভগবানের সর্ব্বোত্তম সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা তমোধর্ম্ম আলস্যের প্রশ্রয় দিবার নিমিত্ত সাধারণের উপার্জ্জিত বিত্তের প্রতি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া উহার কোন অংশই গ্রহণ বা ভোগ করেন না, পরন্তু জনসাধারণকে নিজেন্দ্রিয়তর্পণের দুর্ব্বুদ্ধি-সঞ্চিত দ্রব্যাদি হরিসেবার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের নিত্য-উপকারই সাধন করেন॥২৫৭

এই কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত পাষণ্ডগুলি বলিত যে, চাতুর্ম্মাস্য-কালে ভগবান্ বিষ্ণু শয়ন করেন, সুতরাং শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক—এই চারিমাস-কাল যাবৎ কাহারও কৃষ্ণনামোচ্চারণ বিধেয় নহে। ঐকালে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ভগবানকে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়া বিরক্তই করা হয়। এইজন্য শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যদি বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু-শয়ন-কালেও উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে ভগবান্ নিশ্চয়ই অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া দেশে ভীষণ-দুর্ভিক্ষাদি প্রেরণ করিবেন॥ ২৫৮॥

কতকগুলি কর্ম্মজড় লোক নিরপেক্ষতার ভাণে এইরূপ বলিত যে, প্রত্যহ ভগবানকে উচ্চৈঃস্বরে বারবার ডাকিয়া কোনই ফল নাই। জীব যখন স্বকৃত-কর্ম্মের ফলে আবদ্ধ এবং ঈশ্বরও যখন কর্ম্মের অধীন, তখন কর্ম্মফলবাধ্য জীব ঈশ্বরকে ডাকিয়া কেবল নিজেরই পিত্ত বৃদ্ধি করে মাত্র—অভক্ত ও ভক্তের মধ্যবর্ত্তী মীমাংসক-সমাজ এইরূপ নানা প্রকার প্রজল্প ও বিচার করিত॥ ২৬২॥

অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান প্রভৃতি চেষ্টার আবরণে আবৃত ভগবৎসেবার ছলনা বা ভগবৎপ্রতিকূলাচরণ কখনই ভক্তি-শব্দবাচ্য নহে। কিন্তু তাদৃশী অভক্তির বিচারেই তৎকালে জগতের লোকের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইত। দেহ ও মনের ধর্ম্ম বদ্ধজীবগণকে ভক্তিপথ হইতে বিমুখ করিয়া তাহাদিগের নিকট বিমল-ভক্তির অশেষ মহিমা অজ্ঞাত রাখিয়াছিল। ঠাকুর-হরিদাস সাংসারিক-লোকদিগের এইরূপ নিজ-নিজ-অমঙ্গলানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেখিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ বোধ করিতেন॥ ২৬৪॥

হরিদাস-ঠাকুরের শ্রীমুখোচ্চারিত অব্যবহিত ও অপ্রতিহত হরিকীর্ত্তন-ধ্বনি তাহারা স্ব-স্ব-পাপ-প্রবৃত্তিবশে শুনিতে

অতি-শোচ্য হতভাগ্য পাষণ্ডিগণেরই হরিদাস-মুখে উচ্চনাম-কীর্ত্তন-শ্রবণে অমর্ষ ও অসহিষ্ণুতা—

ইহাতেও অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপীগণ।
না পারে শুনিতে উচ্চ-হরিসঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৬৬ ॥

জনৈক দুর্জ্জন নামাপরাধী নাস্তিকবিপ্রের আখ্যান; হরিদাসের প্রতি তদীয় উক্তি—

হরিনদী-গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন।
হরিদাসে দেখি' ক্রোধে বলয়ে বচন ॥ ২৬৭ ॥

বিপ্রের উচ্চহরিকীর্ত্তন-বিরোধ—

"অয়ে হরিদাস, একি ব্যভার তোমার?
ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার? ২৬৮ ॥

দম্ভভরে উচ্চ হরিকীর্ত্তনের শাস্ত্রপ্রমাণ-জিজ্ঞাসা—

মনে মনে জপিবা,—এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লৈতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়? ২৬৯ ॥

হরিদাসকে জড়বিদ্যা-সভায় নাম-সাধন-বিচারে আহ্বান—

কার শিক্ষা,—হরিনাম ডাকিয়া লইতে?
এই ত' পণ্ডিত-সভা, বলহ ইহাতে ॥" ২৭০ ॥

হরিদাসের আদর্শ মানদ-ধর্ম্ম ও দৈন্যোক্তি—

হরিদাস বলেন,—"ইহার যত তত্ত্ব।
তোমরা সে জান' হরিনামের মহত্ত্ব ॥ ২৭১ ॥
তোমরা-সবার মুখে শুনিঞা সে আমি।
বলিতেছি, বলিবাও যেবা কিছু জানি ॥ ২৭২ ॥

উচ্চহরিকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব—

উচ্চ করি' লৈলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ ত' না কহে শাস্ত্রে, গুণ সে বর্ণয় ॥" ২৭৩ ॥

উচ্চহরিকীর্ত্তনেই হরিপ্রীত্যাধিক্য—

তথা হি

"উচ্চৈঃ শতগুণং ভবেৎ" ইতি ॥ ২৭৪ ॥

অভিলাষ করিত না। ফলতঃ ভাগ্যহীন ব্যক্তিরই এইরূপ দুষ্প্রবৃত্তি ও অমঙ্গল-লাভেচ্ছা জন্মে। কিন্তু হরিদাসঠাকুর—অদ্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণের নিষ্কপট-সেবক ও দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত-ভয়-লেশ-রহিত; তিনি পাপিষ্ঠগণের নিকট হইতে নানা-প্রকার বিঘ্ন ও বাধা পাইয়াও হরিসঙ্কীর্ত্তনে বিরত হন নাই ॥

বর্ণবিচারে দ্বিবিধ প্রথা লক্ষিত হয়,—(১) একটী শৌক্র-বিচার, তাহাতে পিতৃপুরুষ হইতে পুত্রাদি অধস্তনগণ সাধারণ বিধি-অনুসারে পিতৃবীর্য্য বা বংশানুসারে সেই সেই প্রস্তাবিত পিতৃবর্ণের পরিচয় লাভ করেন; (২) দ্বিতীয়টী ব্যক্তিগত গুণ-কর্ম্মের বিচারেই বৃত্তানুসারে বর্ণের নির্ণয়। সজ্জন ও দুর্জ্জন-ভেদে মানবের স্বভাব দ্বিবিধ। ভগবৎসেবা-পর বৈষ্ণবগণই সজ্জন, আর ভগবৎসেবা-বিমুখ দাম্ভিকগণই পূর্ব্বপুরুষগণের বংশ-পরিচয়ে পরিচিত হইয়াও তাহাদের সদ্‌গুণ-রহিত হওয়ায় 'দুর্জ্জন' সংজ্ঞা-লাভ করেন। শৌক্র-বিচারে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচিত হইলেও কাহারও কাহারও দুষ্কৃতিবশে সজ্জনের হিংসাফলে 'দুর্জ্জন' সংজ্ঞা-লাভ হয়। যেস্থলে বিষ্ণু, বিষ্ণুভক্তি বা বিষ্ণুভক্তের প্রতি বিদ্বেষ, সে স্থলে আসুর-প্রবৃত্তিবশে মূর্খ দুর্জ্জনসমাজে ব্রাহ্মণব্রুব-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত মাননীয় ব্যক্তিরও সজ্জন-সমাজে 'দুর্জ্জন' সংজ্ঞা-লাভ দেখা যায়।

তৎকালে যশোহর-জেলায় হরিনদী-নামে এক প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। তথায় শৌক্রবিপ্রকুলোদ্ভূত হরিভক্তি-বিদ্বেষী এক ব্যক্তি শ্রীনামের নিরন্তর উচ্চকীর্ত্তনকারী শ্রীহরিদাসকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কুতর্ক উপস্থিত করিয়াছিল ॥ ২৬৭ ॥

সেই মূর্খ অনভিজ্ঞ পাষণ্ডী ব্রাহ্মণাধম বলিল,—'কোন শাস্ত্রেই উচ্চৈঃস্বরে হরি-সঙ্কীর্ত্তনের বিধান নাই, পরন্তু মনে-মনে জপই প্রশস্ত!' সুতরাং হরিদাসের পক্ষেও উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-গ্রহণ—শাস্ত্রবিধি-নিষিদ্ধ; অতএব তাঁহার তদ্রূপ অনুষ্ঠান—অত্যন্ত অবৈধ।—এই ভ্রান্ত অন্ধ-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সে অতিশয় পরুষ-বাক্যে হরিদাসকে তৎকর্ত্তৃক উচ্চৈঃ-স্বরে নাম-গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহার বিচার এই যে, হরিদাস যখন শৌক্র-ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হন নাই, তখন তিনি হরিনাম-দাতা গুরুদেবের কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ অযোগ্য। ঠাকুর-হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিলে পাছে তাহার কর্ণে সমুখরিত শুদ্ধনাম প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে শিষ্যত্বে পরিগণিত করায়, এই আশঙ্কায় জগদ্‌গুরুর কৃত্য হরিনাম-কীর্ত্তন যেন ঠাকুর-হরিদাস উচ্চারণ না করেন,—ইহাই ছিল তাহার শাস্ত্রমর্ম্মানভিজ্ঞতা বা মূর্খতা ও ভ্রান্তি-মূলক উদ্দেশ্য ॥ ২৬৮ ॥

ষড়্‌বিধ বেদাঙ্গ-শাস্ত্রের অন্যতম 'শিক্ষা'-শাস্ত্র, তদ্দ্বারা স্বরের নিয়মন হয় ॥ ২৭০ ॥

বিপ্র-কর্তৃক উচ্চকীর্ত্তন-ফলাধিক্যের কারণ-জিজ্ঞাসা—

বিপ্র বলে—"উচ্চ নাম করিলে উচ্চার।
শতগুণ পুণ্যফল হয়, কি হেতু ইহার?" ২৭৫ ॥

হরিদাসের শাস্ত্রসম্মত উচ্চকীর্ত্তন-মহিমা-ব্যাখ্যারম্ভ—

হরিদাস বলেন,—"শুনহ, মহাশয়!
যে তত্ত্ব ইহার, বেদে ভাগবতে কয় ॥ ২৭৬ ॥

সর্ব্বশাস্ত্র-নিষ্ণাত হরিদাসের শ্রীনাম-মাহাত্ম্য-ব্যাখ্যা—

সর্ব্বশাস্ত্র স্ফুরে হরিদাসের শ্রীমুখে।
লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা কৃষ্ণানন্দ-সুখে ॥২৭৭॥

শুদ্ধ-ভক্ত-সাধু বৈষ্ণব-মুখে শুদ্ধনামশ্রবণমাত্রেই সর্ব্ববিধ বদ্ধজীবের ভব-বন্ধন-মোচন—

"শুন, বিপ্র, সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু, পক্ষী, কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম ॥ ২৭৮ ॥

তথা হি শ্রীভাগবতে (১০।৩৪।১৭) সুদর্শনবাক্যং—

যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৄনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে ॥ ২৭৯ ॥

শুদ্ধ-ভক্ত-সাধু-বৈষ্ণবমুখে নাম-শ্রবণমাত্রেই মূকজীব-গণেরও উদ্ধার-লাভ—

পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে' ॥ ২৮০ ॥

কৃষ্ণ-নাম-মন্ত্র-জপ-ফলে কেবলমাত্র নিজস্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ স্বীয় সংসারমোচন, কিন্তু উচ্চহরিনাম-কীর্ত্তন-ফলে, স্ব ও পর, সকলেরই নিঃশ্রেয়স বা কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি—

জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে ॥ ২৮১ ॥

সুতরাং উচ্চহরিকীর্ত্তনের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা প্রাধান্য—

অতএব উচ্চ করি' কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে ॥ ২৮২ ॥

নামজপকারী কেবলমাত্র নিজেরই, কিন্তু নামকীর্ত্তনকারী নিজের ও শ্রোতার, উভয়েরই নিত্য অখণ্ড উপকার-সাধক—

তথা হি শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্যং—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতি চ ॥ ২৮৩ ॥

নামজপকারী অপেক্ষা নামকীর্ত্তনকারীর শ্রেষ্ঠত্ব—

জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চসঙ্কীর্ত্তনকারী।
শতগুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি ॥ ২৮৪ ॥

তৎকারণ-বর্ণন; নামজপকারীর স্বীয় উদ্ধারসাধনই উদ্দেশ্য—

শুন, বিপ্র, মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি' আপনারে সবে করয়ে পোষণ ॥ ২৮৫ ॥

ঠাকুর-হরিদাস তদুত্তরে দৈন্যভরে স্বয়ং অমানী ও মানদ হইয়া বলিলেন,—আমি হরিনাম-কীর্ত্তনের অতুল মাহাত্ম্য স্বয়ং শাস্ত্র হইতে তর্কপথে শিক্ষা করি নাই। নামতত্ত্ববিৎ শুদ্ধনামোচ্চারণকারিগণের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই তোমাদের নিকট বলিতেছি ও বলিব ॥ ২৭২ ॥

মনে-মনে শ্রীনাম গ্রহণ বা উচ্চারণ করিলে যে ফল-লাভ হয়, উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন করিলে তাহার শতগুণ ফল-লাভ হইয়া থাকে—ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের বিধি-ব্যবস্থা। উচ্চৈঃ-স্বরে নামগ্রহণে শতগুণ অধিকই ফললাভ হয়; তাহাতে কোন-প্রকার দোষ হয় না। যে-সকল লোক মহামন্ত্র হরিনামকে কেবলমাত্র 'জপ্য' বলেন, তাঁহারা শাস্ত্রমর্ম্মাবধারণে বিমুখ। 'হরে' 'কৃষ্ণ' ও 'রাম'—এই সম্বোধনের পদত্রয় 'জপ্য'ও বটে এবং 'কীর্ত্তনীয়'ও বটে। ভগবানকে মনেমনেও ডাকা যায় এবং উচ্চৈঃস্বরেও ডাকা যায়। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে বহু ব্যক্তি ভগবন্নাম শ্রবণ করিতে পারেন, তদ্দ্বারা শ্রবণ-জন্য সকলের মঙ্গল-লাভ হয়। নাম-শ্রবণ-কার্য্য নবধা-ভক্তির অন্যতম প্রধান অঙ্গ। সাধুগণ উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তন না করিলে কাহারও শ্রবণাখ্য-ভক্তিতে অধিকার হয় না। সুতরাং উচ্চকীর্ত্তন-বিরোধিগণের অসৎ কুতর্ক—কলিপ্রণোদিত-মাত্র। ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চন-বিধিতে শ্রীনামের কীর্ত্তন অনেকটা অব্যক্ত; তজ্জন্যই কলিকালে ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চন-বিধিতে নানা-প্রকার বিবাদ উপস্থিত হয়। কলিহত জনগণ যখন পারমার্থিগণের হরিভজনে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হয়, তখন সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের অভিধেয় ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চন-অনুষ্ঠানকারী সেই সজ্জনগণ তাহাদিগের সহিত কুতর্কে প্রবৃত্ত হন না; কিন্তু হরিনামোচ্চারণকারী সজ্জনগণ কলিহত জনগণের কুপ্রবৃত্তি দূর করিয়া তাহাদের নিত্যমঙ্গল-সাধনোদ্দেশে শ্রীনামের অনন্তমহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন,

শুদ্ধ-ভক্ত-সাধু-বৈষ্ণব-মুখে উচ্চনাম কীর্ত্তন-শ্রবণ-ফলে প্রত্যেক শ্রোতৃজীবেরই উদ্ধার-লাভ—

উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিঞাই পায় বিমোচন ॥ ২৮৬ ॥

মানব ও মানবেতর জীবের তারতম্য-কারণ-নির্দ্দেশ ; একমাত্র মানবজন্মেই কৃষ্ণনামকীর্ত্তনে সামর্থ্য, তদিতর জন্মে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে অসামর্থ্য—

জিহ্বা পাইঞাও নর-বিনা সর্ব্ব-প্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম-হেন ধ্বনি ॥ ২৮৭ ॥

মানবেতর প্রাণিমাত্রেরও উচ্চকীর্ত্তনশ্রবণে উদ্ধার-লাভ-হেতু উচ্চকীর্ত্তনের গুণমহিমা ও একান্ত প্রয়োজনীয়তা—

ব্যর্থজন্মা ইহারা নিস্তরে যাহা হৈতে।
বল দেখি,—কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে ?২৮৮

সাধারণ লোকবোধ্য দৃষ্টান্ত-দ্বারা নামজপ ও নামকীর্ত্তন, উভয়-সাধনের তারতম্য-কীর্ত্তন—

কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন ॥ ২৮৯ ॥

নামজপ ও নামকীর্ত্তনের ফল-তারতম্য-বিচারে অনুরোধ—

দুইতে কে বড়, ভাবি' বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ' উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে ॥" ২৯০ ॥

সাধুশিরোমণি হরিদাসের শাস্ত্র-যুক্ত-সঙ্গত বাক্য শ্রবণেও নামাপরাধী পাষণ্ডিবিপ্রব্রুবের সাধু-নিন্দা—

সেই বিপ্র শুনি' হরিদাসের কথন।
বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা-দুর্ব্বচন ॥ ২৯১ ॥

জাতিমদ-মত্ততা-হেতু দম্ভভরে হরিদাস-প্রতি বিপ্রব্রুবের কঠোর বিদ্রূপোক্তি—

"দরশনকর্ত্তা এবে হৈল হরিদাস!
কালে-কালে বেদপথ হয় দেখি' নাশ ॥ ২৯২ ॥
'যুগশেষে শূদ্র বেদ করিবে বাখানে'।
এখনই তাহা দেখি, শেষে আর কেনে ? ২৯৩ ॥

জগদ্গুরু গোস্বামি হরিদাসকে নিজ-সম উদরলম্পট-মিথ্যা অপবাদারোপ—

এইরূপে আপনারে প্রকট করিয়া।
ঘরে-ঘরে ভাল ভোগ খাইস্ বুলিয়া ॥ ২৯৪ ॥

তাহাতেই কুতার্কিকগণের কুতর্করোগগ্রস্ত চিত্তবৃত্তির উপযুক্ত ঔষধ প্রদত্ত হয় ॥ ২৭৩ ॥

অন্বয়। উচ্চৈঃ (উচ্চস্বরেণ গৃহীতং নাম) শতগুণং (জপ-স্মরণাদ্যপেক্ষ্য শতগুণ-ফলযুক্তং) ভবেৎ ॥ ২৭৪ ॥

অনুবাদ। উচ্চৈঃস্বরে নাম গ্রহণ করিলে জপ এবং স্মরণাদি অপেক্ষা শতগুণ-ফল-লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৭৪ ॥

হে বিপ্র, সাধু, ভক্ত বা বৈষ্ণবের শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিলে শুশ্রূষু জীবমাত্রেরই কর্ণরন্ধ্রে সেই উচ্চারিত বৈকুণ্ঠ-শব্দ প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে মায়া-বন্ধন হইতে মোচন করে, কারণ, বৈকুণ্ঠ-নাম জীবকে ভোগ-বুদ্ধি হইতে বিমুক্ত করিয়া বৈকুণ্ঠবস্তুর সেবা-বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করায়। ভক্তজিহ্বারূপ বৈকুণ্ঠ-ধামে জড়াকাশের ন্যায় বদ্ধজীবের [illegible] ভোগ্য অজ্ঞান না থাকায় এবং বৈকুণ্ঠ-নাম পূর্ণ অদ্বয়-জ্ঞান-বাচক হওয়ায়, জীবকে ভোগময়ী বদ্ধদশায় আবদ্ধ করে না। সুতরাং, বৈকুণ্ঠ ভগবন্নাম গ্রহণ করিলে জীব জীবন্মুক্ত হয়। বদ্ধ-জীব নিজে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য মুক্তপুরুষের নিকট মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহ গ্রহণ করিবেন। মন্ত্রে সিদ্ধ হইলে তাঁহার উচ্চৈঃস্বরে নাম-গ্রহণে অধিকার হয়। তখন তিনি জগদ্গুরুর কার্য্য করিয়া বদ্ধজীবগণের জড়াকাশে কৃষ্ণেতর বহুবিধ ভোগ্য চিত্তমনোহর অসৎ শব্দ ও প্রজল্পাদি-শ্রবণজন্য অনর্থ-দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে ভোগময়ী জড়ানুভূতি হইতে বিমুক্ত করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে প্রেরণ করেন। সাধারণ মূঢ়-মানব মনে করেন,—একবার-মাত্র উচ্চারিত বৈকুণ্ঠ-নামের শ্রবণ এবং বৈকুণ্ঠ-নামের কীর্ত্তন-ফলে শাস্ত্রে যে বৈকুণ্ঠ-গমন বর্ণিত আছে, তাহা—অর্থবাদমাত্র। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে বৈকুণ্ঠ-নামের অতীন্দ্রিয় প্রভাব তাদৃশ ভ্রান্ত জড়বিচার-পরায়ণ পরিমাপকের ক্ষুদ্রতম মস্তিষ্কের অন্তর্ভুক্ত নহে। বৈকুণ্ঠ-নামকে মায়িকবস্তু-পর্য্যায়ে মনে করিলে জীবের ভোগময়ী কুপ্রবৃত্তি অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত, অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠ বস্তুকে বুঝিতে দেয় না। তজ্জন্যই জীবের বেদ ও বেদানুগ সাত্বত-শাস্ত্রে বিশ্বাস-রাহিত্য—তাহার ভাগ্যহীনতারই পরিচায়ক ॥ ২৭৮ ॥

একদা শ্রীনন্দাদি গোপগণ সরস্বতী-নদীতীরে অম্বিকা-বনে উপস্থিত হইয়া দেব-ব্রাহ্মণ-পূজনান্তে ব্রতধারণ-পূর্ব্বক রাত্রিবাস করিতেছিলেন, এমন-সময় এক ভীষণাকৃতি মহা-

জগদ্‌গুরুর প্রতি শপথ-শাসনোক্তি—

যে ব্যাখ্যা করিলি তুই, এ যদি না লাগে।
তবে তোর নাক কাণ কাটি' তোর আগে॥"২৯৫

পাষণ্ডি-বিপ্রাধমের বাক্যে হরিদাসের দুঃখ-হাস—

শুনি' বিপ্রাধমের বচন হরিদাস।
'হরি' বলি' ঈষৎ হইল কিছু হাস॥ ২৯৬॥

সর্প নন্দকে গ্রাস করিল; নন্দের করুণ রোদনে পিতৃ-স্নেহবৎসল প্রপন্ন-পালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মত্ত-সর্পকে বাম-পদদ্বারা স্পর্শ করিবা-মাত্র সে সর্পরূপ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল বিদ্যাধর-রূপ ধারণ করিল এবং ভগবানের আদেশে স্বীয় পূর্ব্বজন্মের পাপকর্ম্মের ইতিহাস বর্ণন-পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থানোদ্যত হইয়া স্তব করিতে করিতে দেবদুর্ল্লভ ভগবৎ-পাদস্পর্শলাভ-মহিমা এই শ্লোকে বর্ণন করিতেছে—

অন্বয়। যন্নাম (যস্য তব নাম একমপি) গৃহ্ণন্ উচ্চারয়ন্ পুমান্) আত্মানং (স্বম্) এব (অপি) অখিলান্ (সর্ব্বান্) শ্রোতৃন্ (শ্রবণকারিণঃ) চ (তৎসম্বন্ধিনঃ জনান্ অপি) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) পুনাতি (পবিত্রীকরোতি, শোধয়তি মোচয়তীত্যর্থঃ) তস্য (তাদৃশ-মাহাত্ম্যযুক্তস্য) তে (তব) পদা (চরণেন) স্পৃষ্টঃ (স্পর্শমাত্রেণৈব সুতরাং পূতঃ সন্) কিং ভূয়ঃ (অধিকং যথা স্যাৎ তথা, সর্ব্বতোভাবে-নেত্যর্থঃ, সর্ব্বান্ এব তান্) হি (নিশ্চিতং পুনাতি ইতি কিং পুনরপি বক্তব্যম্)॥ ২৭৯॥

অনুবাদ। যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া পুরুষ সমস্ত শ্রোতা এবং নিজেকে সদ্যই পবিত্র করিয়া থাকেন, সেই আপনার সাক্ষাৎ পাদস্পর্শে পবিত্র হইয়া সে ব্যক্তি যে সর্ব্বতোভাবে সকলকে শোধন করিবে,—এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি? ২৭৯॥

তথ্য। 'অধিকন্তু, হে ভগবন্ আমি তোমার পাদপদ্ম-দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে স্পৃষ্ট হইয়াছি। অধুনা স্বস্থানে গমন করিয়া স্বলোকবর্ত্তী অন্যান্য সকলকেও (তোমার পাদপদ্ম-স্পর্শপূত) আমি নিজ-স্পর্শদ্বারা কৃতার্থ করিব',—এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,—একটী(একবার)মাত্র যাঁহার নাম উচ্চারণ করিতেই (মানব নিজেকে ও পরকে পবিত্র করে),—এতদ্দ্বারা নাম-গ্রহণ-বিষয়ে শ্রদ্ধাদির উদয়ের অপেক্ষা (অর্থাৎ শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ়-নিশ্চয়-বিশ্বাসাত্মক সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত নাম-গ্রহণের আবশ্যকতা নাই—এরূপ বিচার-মূলা চিত্তবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা) নিরস্ত হইল (অর্থাৎ দশটী নামাপরাধ-বর্জ্জিত হইয়া সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ বা হেলা,—এই চতুর্ব্বিধ শ্রদ্ধাহীন-অবস্থাতেও ভগবানের নাম উচ্চারণ করা যায় এবং কর্ত্তব্য)। 'গৃহ্ণন্' (উচ্চারণ করিতে করিতে),—এই ক্রিয়াটীর বর্ত্তমানকালীয় প্রয়োগ-দ্বারা সম্পূর্ণতার অপেক্ষা (অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে নামোচ্চারণ না হওয়া পর্য্যন্ত আংশিকভাবে নামোচ্চারণ অকর্ত্তব্য ও বিফল,—এরূপ বিচারের আবশ্যকতা) নিরস্ত হইল অর্থাৎ ভগবন্নামের অস্ফুট, অসম্যক্, অসম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবেও উচ্চারণ করা যায় এবং কর্ত্তব্য)। 'অখিলান্' (সকল-শ্রোতাকেই)—এই শব্দ-দ্বারা 'অধিকার' প্রভৃতির অপেক্ষা (অর্থাৎ স্নান, তপ, ইজ্যা, শৌচ, স্বাধ্যায়, সন্ন্যাস, যোগ, যাগ, পুণ্যজন্ম প্রভৃতি জড়ীয় নশ্বর বাহ্য অধিকার-লাভের আবশ্যকতা) নিরস্ত হইল (অর্থাৎ যে-কোন মানবের যে-কোন অবস্থায় ভগবন্নাম উচ্চারণ করা যায় এবং কর্ত্তব্য)। 'সদ্যঃ' (তৎক্ষণাৎ),—এই শব্দে কালের অপেক্ষা (অর্থাৎ কেবলমাত্র কোন বিশিষ্ট-কালেই পবিত্র করিতে পারে, যে-কোন মুহূর্ত্তে করিতে পারে না,—এইরূপ বিচারের প্রয়োজনীয়তা) নিরস্ত হইল (অর্থাৎ যে কোন মুহূর্ত্তে শ্রীনাম শুদ্ধভাবে উচ্চারণকারী যে কোন ব্যক্তিকে সম্যক্‌ভাবে পবিত্র করিতে সমর্থ)। 'শ্রোতৃন্' (শ্রোতৃগণকে),—এই শব্দে কেবলমাত্র ভগবন্নাম-শ্রবণ-লাভই অভিপ্রেত হইয়াছে। এ-স্থলে 'এব' শব্দ 'ইব' বা 'অপি'-অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া, 'নামো-চ্চারণকারী নিজের ন্যায় শ্রোতৃগণকেও' এই দৃষ্টান্ত-সাম্যে 'শ্রবণ' ও 'কীর্ত্তন', উভয়বিধ সাধনেরই পরস্পর অভেদ-নিবন্ধন বিশেষ মাহাত্ম্য সূচিত হইল। 'চ'-কার দ্বারা সেই সেই শ্রবণোচ্চারণকারীর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট জনগণকেও যে এতাদৃশ আপনার পদ-স্পৃষ্ট হইয়া আমি সমধিক (সর্ব্বতো)-ভাবে নিশ্চয়ই পবিত্র করিব—ইহাতে আর বক্তব্য কি? (শ্রীসনাতনপ্রভু ও শ্রীজীবপ্রভুর কৃত 'বৈষ্ণবতোষণী')॥২৭৯॥

যিনি বৈকুণ্ঠ-নাম জপ করেন, তিনি কেবলমাত্র নিজেরই মঙ্গল বিধান করেন; আর, যিনি বৈকুণ্ঠ-নাম উচ্চৈঃস্বরে

হরিদাস-কর্তৃক সেই পাষণ্ডির দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ—

প্রত্যুত্তর আর কিছু তারে না করিয়া।
চলিলেন উচ্চ করি' কীর্ত্তন গাইয়া ॥ ২৯৭ ॥

নাম ও নামাশ্রিত-গুরুনিন্দা-শ্রবণকারিগণের পাপভাক্‌ত্ব—

যেবা পাপী সভাসদ, সেহ পাপমতি।
উচিত উত্তর কিছু না করিল ইথি ॥ ২৯৮ ॥

সঙ্কীর্ত্তন করেন, তিনি নিজের মঙ্গলের সহিত শ্রোতৃবর্গেরও মঙ্গল বিধান করেন। একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী গুরুদেবই জীবে দয়া বা পরোপকার করিতে সমর্থ, অন্যে নহে ॥ ২৮১ ॥

অন্বয়। হরিনামানি জপতঃ (সুলঘুতয়া উচ্চারয়তঃ জনাৎ) উচ্চৈঃ জপন্ (কীর্ত্তয়ন্ জনঃ) শতগুণাধিকঃ (শত-গুণৈঃ অধিকঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি) স্থানে(যুক্তমেব, যতঃ জপন্ জনঃ কেবলম্ আত্মানমেব পুনাতি, পরন্তু উচ্চস্বরেণ কীর্ত্তনকারী জনঃ) আত্মানং (স্বং) চ পুনাতি (পবিত্রীকরোতি) শ্রোতৄন্ (নাম-কীর্ত্তন-শ্রবণকারিণঃ অন্যানপি) পুনাতি (পবিত্রীকরোতি চ) ॥ ২৮৩ ॥

অনুবাদ। যিনি হরিনাম জপ করেন, তাঁহা হইতে উচ্চস্বরে কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা সঙ্গতই বটে; যেহেতু জপকর্ত্তা কেবলমাত্র নিজেকেই পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তনকারী ব্যক্তি নিজেকে এবং শ্রোতৃ-গণকে অর্থাৎ সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ২৮৩ ॥

হরিনাম-জপকারী অপেক্ষা উচ্চ নাম-সঙ্কীর্ত্তনকারী শত-গুণ অধিক ফল লাভ করেন। মূর্খ গুরুব্রুবের নিকট গোপনে হরিনামের ছলনায় যদি অন্য কিছু শব্দ-শ্রবণ করিয়া জপকারী ব্যক্তি ভোগময়-বুদ্ধিবশে সকাম উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার কখনই নিত্য মঙ্গল-লাভ হয় না। আর মহাভাগবত মুক্ত গুরুদেবের মুখ হইতে শ্রুত শুদ্ধ-হরিনাম কীর্ত্তন করিলে অপরাপর শ্রোতৃ-বৈষ্ণবগণ সেই হরিনামের মহিমা পরস্পরকে বুঝাইয়া দেন। তাহাতে জপ-কারী অপেক্ষা উচ্চ-নাম-কীর্ত্তনকারীর মঙ্গল-লাভই হয়। নামাপরাধ, নামাভাস ও শুদ্ধশ্রীনাম-গ্রহণ—এই ত্রিবিধ বিচার-বৈশিষ্ট্য যাহাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না, তাহারা অনেক-সময়েই দশাপরাধের মধ্যে [illegible] নামৈকনিষ্ঠ নামাশ্রিত সাধু বা বৈষ্ণবের নিন্দা করে এবং গুরুদেবের অবজ্ঞারূপ ভীষণতম অপরাধ করিয়া বসে,—গুরুকে মর্ত্ত্য জীব-বুদ্ধি করিয়া অসূয়া বা অবজ্ঞা করে। প্রাকৃত-বস্তুকে দেবজ্ঞান করিয়া তাদৃশ দেবগণের সহিত সর্ব্বেশ্বর-বিষ্ণুর সমতা-দর্শনে তাহাদের অপরাধ ঘটে, তৎফলে তাহারা ঐকান্তিক-বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া পড়ে। তাহাদের শ্রীনামপ্রভুর সেবায় অনবধান এবং নাম-মহিমায় অর্থবাদ-কল্পনরূপ অপরাধ আসিয়া উপস্থিত হয়, অন্য শুভ-ক্রিয়ার সহিত নাম-গ্রহণকে তুল্য বলিয়া জ্ঞান করে এবং নামবলে পাপ-প্রবৃত্তিক্রমে পাপাসক্ত হয়। দ্রবিণ-লোভের বশবর্ত্তী হইয়া গুরুর সজ্জা গ্রহণপূর্ব্বক অশ্রদ্দধানে পণ্যদ্রব্য-বিক্রয়ের ন্যায় নামোপদেশাদি-প্রদানের ছলনা করিয়া জগতের অমঙ্গল সাধন করে। 'অহং-মম'-ভাবপ্রমত্ত হইয়া ক্রমশঃ বেদশাস্ত্রে ও বেদানুগ ব্রাহ্মণগণের প্রতি বিরোধী হইয়া পড়ে। এই প্রকার দশবিধ অপরাধ জপ-কর্ত্তাকে অধঃপাতিত করে; কিন্তু শ্রীনাম-কীর্ত্তনকারী সৎসঙ্গ-প্রভাবে এইসকল অপরাধ বুঝিতে পারিয়া নির্জ্জন-ভজনের অসুবিধা হইতে অবসর লাভ করেন ॥ ২৮৪ ॥

মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীরও জিহ্বা আছে এবং তাহারা নানা-প্রকার ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু মানব ব্যতীত আর কোন প্রাণীই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে না। তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন,—'পক্ষি-গণও ত' কৃষ্ণ নামোচ্চারণের ন্যায় শব্দের অনুকরণ করে, তাহাতে তাহাদেরও ত' উত্তমগতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ ঘটিতে পারে?' তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, 'অনুকরণ' ও 'অনুসরণ'—সম্পূর্ণ পৃথক্ কার্য্য। অনুকরণকারী কৃষ্ণনামের ন্যায় জড়াকাশের ইন্দ্রিয়-ভোগ্য শব্দগুলি উচ্চারণ করিলেও তাহার সেবোন্মুখ জিহ্বায় চিদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিদাকাশ-বিরাজিত কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় না। কৃষ্ণেতর বিষয়-ভোগের উদ্দেশ্যে সকামভাবে যে উচ্চারিত নাম-প্রতিম শব্দ, তাহা 'বৈকুণ্ঠ-নাম' নহে। উহা তুচ্ছফল প্রদান করিতে সমর্থ বলিয়া নামাপরাধ-শব্দেই কথিত, পরন্তু উহা শুদ্ধনামের ফল কৃষ্ণ-প্রেমা উদয় করাইতে পারে না ॥ ২৮৭ ॥

প্রাণিমাত্রেই বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ করিতে না পারিলেও ভগবদ্ভক্তের নিকট হইতে তাহারা কর্ণদ্বারা বৈকুণ্ঠ-নাম

নাম ও নামাশ্রিত-গুরু-নিন্দক ও তৎসমর্থকগণ বাহ্যে ব্রাহ্মণ-ব্রুব হইলেও অন্তরে রাক্ষস-স্বভাব বলিয়া যমদণ্ড্য—

এ সকল রাক্ষস, ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।
এইসব লোক যম-যাতনার পাত্র ॥ ২৯৯ ॥

বিবাদ-তমোযুগে বিপ্রকুলে-গুরু-বৈষ্ণব বেদ-নিন্দক রাক্ষসগণের জন্মগ্রহণ—

কলিযুগে রাক্ষস-সকল বিপ্র-ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে ॥ ৩০০ ॥

শ্রবণ করিতে পারে। বৈকুণ্ঠ-নাম-শ্রবণে যাহার যোগ্যতা হইল না, তাহার জীবন—সত্যসত্যই বৃথা। যে বৈকুণ্ঠ-নাম-কীর্ত্তনের শ্রবণে অধিকার পাইয়া তৎপ্রভাবে যে-কোন প্রাণী জীবন্মুক্ত হইতে পারেন, সেই উচ্চ হরিনাম-কীর্ত্তন কখনও দোষের বা তর্কদ্বারা সমালোচনার বিষয় হইতে পারে না ॥ ২৮৮ ॥

একব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া নিজকে পোষণ করে, আর অপর একব্যক্তি নিজকে পোষণ করিবার সঙ্গে-সঙ্গে নিজ-ব্যতিরিক্ত অপর সহস্র-ব্যক্তিকেও পোষণ করে,—এই দুই-জনের মধ্যে কাহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে হইবে? ইহা বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উচ্চনাম-কীর্ত্তনকারী কেবলমাত্র স্বার্থপর নহে, পরন্তু নিঃস্বার্থ ও পরার্থপর; সুতরাং কেবলমাত্র জপকারী অপেক্ষা উচ্চ-নামকীর্ত্তনকারী শ্রেষ্ঠ। অতএব কেবলমাত্র নাম-জপ অপেক্ষা উচ্চনাম-সঙ্কীর্ত্তন শতসহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ ॥ ২৯০ ॥

সেই পাষণ্ডী বিপ্রাধম ক্রোধবশে এই বলিয়া দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল,—'ভারতে ছয়টী প্রধান দর্শনের কথা প্রসিদ্ধ। সেইসকল দর্শনের সমস্তই ন্যূনাধিক বেদানুগত। এক্ষণে হরিদাসের মুক্তপুরুষসংক্রান্ত বিচার ষড়দর্শনের স্থানে 'সপ্তম দর্শন' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিল। কাল—কলি, সুতরাং বৈদিক পথ(?) কাল-প্রভাবে হরিদাসের ন্যায় শ্রৌত-পথিগুরুবৈষ্ণবগণের দ্বারা ধ্বংস (?) পাইতে চলিল! কপিল ও পতঞ্জলি, কণাদ ও অক্ষপাদ, জৈমিনী ও ব্যাস—ইঁহারাই এতাবৎকাল ষড়দর্শনের মালিক ছিলেন। এক্ষণে কোথা হইতে হরিদাস আসিয়া সপ্তম-দর্শনের মালিক হইয়া পড়িলেন! কালে-কালে কতই না বিচার উদিত হইবে! ২৯২ ॥

যুগশেষে,—কলিযুগের শেষভাগে। মহাযুগের অভ্যন্তরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি,—এই যুগ-চতুষ্টয় ক্রমান্বয়ে চতুর্গুণিত, ত্রিগুণিত, দ্বিগুণিত ও একগুণিত বর্ষ-সংখ্যায় পরিমিত হয়। কলিযুগের সংখ্যা—৪৩২০০০ সৌরবর্ষ। একাত্তর মহাযুগে এক 'মন্বন্তর', চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ও পঞ্চদশটী সত্যযুগ-পরিমিত সন্ধিযুক্ত সহস্র-মহাযুগে এক 'কল্প' বা ব্রহ্ম-দিন। শ্বেতবরাহ-কল্পের সপ্তম বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের অন্তর্গত কলি ক্রমের প্রবৃত্ত হইয়াছে। কলিযুগের কেবলমাত্র আদি-সন্ধি বিগত হইয়া কএক বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে। শাস্ত্রে (ভাঃ ১২।১।৩৬-৪১, ১২।২।১-১৬, ১২।৩।৩১-৪৬) উল্লিখিত আছে যে, কলিযুগের শেষভাগে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ ব্যভিচার ঘটিবে। কিন্তু কেবলমাত্র কলিপ্রবেশের অনতিবিলম্ব-মধ্যেই এখন কলিযুগের ভবিষ্যৎ-কালীন ব্যবহার লক্ষিত হইতেছে। বর্ণ-বিচারে দ্বিজবর্ণ-ত্রয়ই বেদপাঠে অধিকারী এবং দ্বিজাগ্র ব্রাহ্মণগণই বেদের অধ্যাপনা-কার্য্যে অধিকার লাভ করিবেন। দ্বিজাতিত্রয় সাধারণতঃ দশটী সংস্কার গ্রহণ করেন, কিন্তু পাপকর্ম্মপ্রবণ শূদ্রের কোনপ্রকার দ্বিজ-সংস্কারে অধিকার নাই। শূদ্রের বেদের অধ্যয়নে বা বেদের অধ্যাপনায় অধিকার থাকিতে পারে না; কিন্তু কলিকাল প্রভাবে বর্ণ-ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ও ব্যভিচার লক্ষিত হইতেছে। ব্যভিচার ঘটিলেও বাহ্য-চিহ্ন বা পরিচয়ে পরিচিত জনগণই দ্বিজাতি বলিয়া আপনাদিগের গৌরব-বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করেন। বর্ণবিচারে শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ—এই ত্রিবিধ জাতির বিচার হয়। শৌক্র-জন্ম-দ্বারা যাঁহারা দ্বিজত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় মৌঞ্জীবন্ধন বা সাবিত্র-সংস্কার গ্রহণ করিতে হয়; দ্বিজ হইবার পর বিষ্ণু-দীক্ষা-প্রভাবে তৃতীয় দৈক্ষ-জন্ম-লাভ হয়। শূদ্রের দ্বিতীয়-জন্ম বা তৃতীয় জন্ম নাই। গর্ভাধান সংস্কারে অনেকস্থলে প্রামাণিকতার অভাব থাকায়, শৌক্রপথ অপেক্ষা 'লক্ষণ' বা 'স্বভাব' দ্বারা বস্তু-নির্দ্দেশ-কার্য্যে আগম-দীক্ষা-প্রভাবে সাবিত্র-সংস্কার-বিচার অধিকতর সমীচিন ও নির্দ্দোষ। এই কারণে সাত্বত-বিচার কেবলমাত্র শৌক্র-বিচারের অনুগমন করে না। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডরত জনগণ সাত্বত-শাস্ত্র-বিচারকে উচ্চাসন প্রদান না করিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে

সুবিরল শ্রৌতপন্থি-বৈষ্ণবগণকে রাক্ষসগণের বাধা প্রদান—
তথা হি (বরাহপুরাণে মহেশ-বাক্যং)—
রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্॥ ৩০১ ॥

এ সব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥ ৩০২ ॥

অবৈষ্ণব বা বৈষ্ণববিদ্বেষি-ব্রাহ্মণব্রুবগণের দুঃসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাগ-বিধি—
এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ—
তথা হি (পদ্মপুরাণে মহেশ-বাক্যং)—
কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ॥ ৩০৩ ॥

সাত্বত-শাস্ত্র-বিচারই দৈব-বর্ণধর্ম্ম-নিরূপণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদরণীয়। আধ্যক্ষিক-জ্ঞানী অনভিজ্ঞ সমাজ বর্ণনিরূপণে অশাস্ত্রীয় প্রথা অবলম্বন করায়, শাশ্বতী বা সাত্বতীপ্রথা সম্প্রতি বিপন্ন হইয়াছে; তজ্জন্য বৈষ্ণব বিদ্বেষী কর্ম্মকাণ্ডরত পাপিষ্ঠগণ 'ব্রাহ্মণ কে?' 'শূদ্র কে?' এই বিষয়ে বিচার করিতে গিয়া মায়া-মোহ-বশতঃ ভ্রান্ত হন।

এক্ষেত্রেও অভক্ত শৌক্র-অভিমানী সেই মাংসদৃক্ পাষণ্ডী বিপ্রব্রুব বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বাহ্য জড় স্থূল দৈহিক-বিচারের আবাহন করিয়াছে। ঠাকুর-হরিদাস যখন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত নহেন, তখন তিনি যে ধর্ম্মোপদেশকের কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম—ইহাই তাহার ভ্রান্ত ও কু-বিচারের মাপকাঠীতে নির্ণীত হইয়াছিল। সুতরাং সে-ব্যক্তি ক্রোধভরে বিবর্ত্ত আশ্রয় করিয়া বেদ-ব্যাখ্যাতা বৈষ্ণবগণকে 'শূদ্র' প্রভৃতি আখ্যা দিতেছিল! প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই পাষণ্ডীই অপকৃষ্ট শূদ্রাধম। অনার্জ্জব, কৌটিল্য ও মিথ্যা-ভাষণাদি তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে তাহাকে শুদ্ধবৈষ্ণবের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। শূদ্রাধম হইয়াও সে-ব্যক্তি আপনাকে বিপ্রাভিমান-পূর্ব্বক বিপ্রগুরু বৈষ্ণবের চরণে জাতি-সামান্য-বুদ্ধি আরোপ করিয়া মহাপরাধ-বশতঃ নিরয়গামী হইয়াছিল। সেই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, বিপ্রাভিমানী পাপিষ্ঠ শূদ্রাধম কলি-বর্ণন-প্রসঙ্গে শুনিয়াছিল যে, বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য সাংসারিক-বিষয়ে অধ্যবসায়শীল শূদ্রগণ কলিকালে ব্রাহ্মণ-ব্রুব হইয়া বেদের পঠন পাঠনাদি করিবে। তবে যে শুনা যায়, শৈব-দীক্ষাপ্রভাবে ব্রাহ্মণতা-লাভ হয়, তাহা বেদশাস্ত্র-সিদ্ধ নহে। পরন্তু সাত্বতগণ পাঞ্চরাত্রিক-মতে বিষ্ণুদীক্ষা-প্রভাবে বৈদিক দ্বিজত্ব লাভ করেন। শৈব-দীক্ষায় বেদাধিকার কখনই লব্ধ হয় না—ইহাই ব্রহ্মসূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আগম-প্রামাণ্যে শ্রীযামুনাচার্য্য সাত্বত-গণের বিরুদ্ধে পাষণ্ডীদিগের 'বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ নহে'—এই উক্তির সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করিয়াছেন,—"যে পুনঃ সাবিত্র্যনুবচন-প্রভৃতি-ত্রয়ী-ধর্ম্ম-ত্যাগেন একায়ন-শ্রুতি-বিহিতানেব চত্বারিংশৎ সংস্কারান্ কুর্ব্বতে, তেঽপি স্বশাখা-গৃহ্যোক্তমর্থং যথাবদনুতিষ্ঠমানাঃ ন শাখান্তরীয়কর্ম্মানমুষ্ঠানাদ্ব্রাহ্মণ্যাৎ প্রচ্যবন্তে, অন্যেষামপি পরশাখাবিহিত-কর্ম্মানমুষ্ঠান-নিমিত্তা-ব্রাহ্মণ্য-প্রসঙ্গাৎ।' অর্থাৎ 'যাঁহারা সাবিত্র্যনুবচনপ্রভৃতি বেদ (যজ্ঞোপবীত-ধারণ-নির্ণায়িকা শ্রুতি)-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া 'একায়ন শ্রুতি'-বিহিত চত্বারিংশৎ সংস্কারের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও স্বশাখা-গৃহ্যোক্ত বিষয় যথা-নিয়মে অবলম্বন করিয়া শাখান্তরীয়-কর্ম্মের অননুষ্ঠান-হেতু কখনও ব্রাহ্মণ্য হইতে প্রচ্যুত হন না। কারণ, তাহা হইলে অন্য-শাখিগণেরও পরশাখোক্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করায় অব্রাহ্মণ্য-প্রসঙ্গ হইতে পারে। দাক্ষিণাত্যে সাত্বতগণের মধ্যে 'আয়েঙ্গার' নামক উপাধি অদ্যাপি বর্ত্তমান। এই তামিল শব্দটী পঞ্চাধিক-সংস্কারসম্পন্ন ব্রাহ্মণকেই নির্দ্দেশ করে। অসাত্বত-ব্রাহ্মণগণ দশসংস্কারবিশিষ্ট হইয়া 'আয়ার' নামক উপাধিতে বর্ত্তমান। আয়েঙ্গারগণ—পঞ্চদশসংস্কারসম্পন্ন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মধ্যে আবার আরও পাঁচটী সংস্কার অতিরিক্ত আছে। সুতরাং তাঁহারা বিংশসংস্কারসম্পন্ন। গোপালভট্ট-গোস্বামী 'সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা'র পরিশিষ্ট 'সংস্কারদীপিকা'য় সংস্কার-সমূহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সাত্বতগণ বলেন,—"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ। বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥" কিন্তু অপ্যয়-দীক্ষিতাদি হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধী তার্কিকগণ আয়ার ও পঞ্চরার প্রভৃতি স্বীকার না করায়, তাহাদিগের বিচার-প্রণালীতে ভীষণ বিষমভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে। এইসকল বিরোধিজনের কুমত অনুসরণ করিয়া সেই দুর্জ্জন-বিপ্রাধম প্রথম-কলির

অবৈষ্ণব বা বৈষ্ণববিদ্বেষি-ব্রাহ্মণব্রুবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত-নিষিদ্ধতা এবং জাতিকুল-নির্ব্বিশেষে অবতীর্ণ শুদ্ধ-বৈষ্ণবমাত্রেরই জগদ্গুরুত্ব—

তথা হি (পদ্মপুরাণে)—

শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ ৩০৪॥

ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেহ পুণ্য যায় ক্ষয়॥ ৩০৫॥

জগদ্গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য হরিদাসের নিন্দক নামাপরাধী পাষণ্ডি-বিপ্রাধমের দুষ্কর্ম্ম-ফল বা শাস্তি—

সে বিপ্রাধমের কত-দিবস থাকিয়া।
বসন্তে নাসিকা তার পড়িল খসিয়া॥ ৩০৬॥

প্রারম্ভেই ভবিষ্যৎকালের বিচার আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল। "ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥"—এই সাত্বতশাস্ত্র-প্রমাণ যাহারা অনাদর করে, বৈষ্ণবের প্রতি বা শুদ্ধবিষ্ণুভক্তিপথে তাহাদিগের কোন শ্রদ্ধা নাই; তাহারা—গুরুদ্রোহী॥২৯৩॥

সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণাধম হরিদাস-ঠাকুরকে বলিল,—'তুমি অপ্রাকৃত-দর্শন-কর্ত্তা হইয়া ভক্তিবিদ্বেষী কর্ম্মকাণ্ডিগণের বিরুদ্ধে যে ব্যাখ্যা করিতেছ, তদ্দ্বারা তুমি নিজের মহিমা উত্তমরূপে প্রচারিত করিয়া তোমার বশীভূত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কৌশলে উৎকৃষ্ট খাদ্য-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিবে॥' ২৯৩॥

হরিদাস-ঠাকুরের শ্রীনাম-সম্বন্ধে অত্যুত্তম শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সেই পাষণ্ডি-বিপ্রাধমের পাশবিক প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। সে বিষম ক্রোধবশে এই বলিয়া শপথ ও শাপ প্রদান করিল যে, হরিদাস-কথিত নামের এইপ্রকার মহিমা-ব্যাখ্যা যদি শাস্ত্রের সহিত প্রকৃতপক্ষে অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে প্রকাশ্যভাবে তোমার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইব॥' ২৯৫॥

তখন ঠাকুর-হরিদাস সেই পাষণ্ডি-দ্বিজাধমের ঐপ্রকার নিরয়-প্রাপক কটু-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার কোন কথারই প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া স্বয়ং উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে নামের অর্থবাদ-দ্বারা কলুষিত সেই স্থান তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলেন॥ ২৯৭॥

যাহারা পাপিষ্ঠ দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণের সমর্থনকারী ও প্রশ্রয়দাতা সামাজিক বলিয়া খ্যাত, তাহারাও পাপচিত্ত। ঠাকুর-হরিদাসের সম্পূর্ণ শাস্ত্র-সঙ্গত কথার সমর্থন দূরে থাকুক, উক্তসভার মহা-পাপিষ্ঠ সভ্যগুলিও ঠাকুরের শাস্ত্র-যুক্তি-সঙ্গত বাক্যের সমর্থন বা সেই পাষণ্ডি-বিপ্রাধমের কটূক্তির প্রতিবাদ-মুখে কোন কথা বলিল না। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কোন ব্যক্তি প্রকৃত ব্রাহ্মণাচার হরিভজনাঙ্গ-পালনে বিমুখ হয়, তাহা হইলে তাহাকে রাক্ষস বলে। ব্রাহ্মণ-সদাচারে বিমুখ দুরাচারবিশিষ্ট জনগণ প্রকৃত ব্রাহ্মণের একমাত্র কৃত্য হরি-সেবন-পরিত্যাগ-ফলে অধঃ-পতিত হইয়া 'রাক্ষস'-নামে খ্যাত হয়। কেহ কেহ তাহাদিগকে 'ব্রাহ্মণব্রুব' বা 'ব্রাহ্মণাধম' বলেন। জীবিতোত্তর-কালে তাহারা যমের নিকট প্রচুর শাস্তি লাভ করে এবং ইহলোকেও ব্রাহ্মণতা হইতে বিচ্যুত হয়॥ ২৯৮॥

বিষ্ণু-বৈষ্ণবের হিংসাকারী রাক্ষস-স্বভাব জনগণ ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও বৈষ্ণবের হিংসা করিয়া থাকে। ইহাই কলিযুগের বিশেষত্ব॥ ৩০০॥

অন্বয়। রাক্ষসাঃ কলিম্ আশ্রিত্য (কলিযুগে) ব্রহ্মযোনিষু (ব্রাহ্মণকুলে) জায়ন্তে, (তে) ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্নাঃ (সন্তঃ) কৃশান্ (বিরলান্ স্বল্পসংখ্যকান্ ইত্যর্থঃ) শ্রোত্রিয়ান্ ("শ্রূয়েতে ধর্ম্মাধর্ম্মৌ অনেন ইতি শ্রোত্রঃ বেদঃ, তং বেত্তি অধীতে বা শ্রোত্রিয়ঃ" ইতি ভরতঃ—শব্দ-ব্রহ্ম-নিষ্ণাতঃ, শ্রৌতপথজ্ঞঃ, এবম্ভূতান্), বাধন্তে (পীড়য়ন্তি)॥ ৩০১॥

অনুবাদ। রাক্ষসগণ কলিযুগ আশ্রয়পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-কুলে উৎপন্ন হইয়া সুবিরল শ্রৌতপথজ্ঞ ব্যক্তিগণকে উৎপীড়ন (হরিভজনের প্রতিকূল আচরণ) করিয়া থাকে॥ ৩০১॥

তাদৃশ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষী বিপ্রাভিমানীকে স্পর্শ করিতে নাই। ঘটনাক্রমে তাহাদের স্পর্শ হইলে সবস্ত্রে গঙ্গা-স্নানই কর্ত্তব্য। তাদৃশ বিপ্রের সহিত আলাপ করিলে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবি। তাহাদিগকে নমস্কারাদি-দ্বারা সম্মান করিলেও বিষ্ণুভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিচ্যুতি ঘটে। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি বেদ-প্রতিপাদ্য বৈষ্ণব-সদাচার-পালনে বিমুখ-ব্যক্তিকে সবংশে পতিত বলিয়া

যেমন উক্ত পাষণ্ডীর বৈষ্ণব-নিন্দা, তেমন তাহার উপযুক্ত শাস্তিলাভ বা উপযুক্ত ফল প্রাপ্তি—

হরিদাস-ঠাকুরেরে বলিলেক যেন।
কৃষ্ণও তাহার শাস্তি করিলেন তেন ॥ ৩০৭ ॥

সর্ব্বত্র বিষ্ণুভক্তিহীনতা ও বিষয়ভোগপ্রমত্ত-দর্শনে হরিদাসের দুঃখ ও কারুণ্যোদ্রেক—

বিষয়েতে মগ্ন জগৎ দেখি' হরিদাস।
দুঃখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি' ছাড়েন নিঃশ্বাস ॥ ৩০৮॥

অভিহিত করিয়াছেন,—"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥" "য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥" ৩০২ ॥

অন্বয়। অত্র (অস্মিন্ বিষয়ে) বহুনা উক্তেন কিং (বহুভাষণেন অলং, পরন্তু) যে ব্রাহ্মণাঃ হি অবৈষ্ণবাঃ (বিষ্ণুভক্তিরহিতাঃ ভবন্তি), তেষাং (তাদৃশ-ব্রাহ্মণৈঃ সহ) সম্ভাষণম্ (আলাপনং) স্পর্শং (বা) প্রমাদেন (ভ্রমেণ) অপি বর্জ্জয়েৎ (ন কুর্য্যাৎ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩০৩ ॥

অনুবাদ। এ-বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; পরন্তু যে-সকল ব্রাহ্মণ—অবৈষ্ণব, ভ্রমেও তাহাদিগকে সম্ভাষণ বা স্পর্শ করিবে না ॥ ৩০৩ ॥

অন্বয়। লোকে (ইহ জগতি) অবৈষ্ণবং (বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পূজা-বিহীনং) বিপ্রং (বিপ্রকুলোদ্ভূতং, বেদপাঠিনম্ অপি) শ্বপাকম্ ইব (চণ্ডালং যথা ন পশ্যেৎ, দুরাচারত্বাৎ তথা) ন ঈক্ষেত (ন পশ্যেৎ,—"ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ" ইতি স্মৃতেঃ, তাদৃশ-বিপ্রব্রুবস্য সঙ্গঃ দুঃসঙ্গত্বাৎ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য এব, ন চেৎ তদকরণে প্রত্যবায়ঃ অবশ্যমেব ভবেদিত্যর্থঃ, পরন্তু) বৈষ্ণবঃ (গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকঃ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-প্রীতিবিশিষ্টঃ জনঃ) বর্ণবাহ্যঃ অপি (যত্র কুত্রাপি কুলে অবতীর্ণঃ সন্) ভুবনত্রয়ং (ত্রিলোকং উপলক্ষণে তু, চতুর্দ্দশভুবনাত্মকং ব্রহ্মাণ্ডম্ অপি) পুনাতি (পবিত্রীকরোতি, বন্ধনাৎ মোচয়িতুম্ সম্যক্ শক্তঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩০৪ ॥

অনুবাদ। জগতে কুক্কুরভোজি-চণ্ডালের ন্যায় (অর্থাৎ চণ্ডালের দর্শন যেমন অবৈধ বা নিষিদ্ধ, তদ্রূপ) অবৈষ্ণব-বিপ্রকে দর্শন করা কখনও উচিত নহে। বৈষ্ণব (ব্রাহ্মণ-গুরু) বর্ণনিরপেক্ষ হইয়াই অর্থাৎ যে-কোন বর্ণে আবির্ভূত হউন না কেন, ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ৩০৪ ॥

শৌক্র-বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সাবিত্র-জন্ম-লাভান্তে যদি কেহ বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ না করেন, এবং বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া আপনাকে 'অবৈষ্ণব' জানেন, তাহা হইলে তাদৃশ ব্যক্তির সহিত আলাপ করিলেও আলাপকারীর সঞ্চিত পুঞ্জপুঞ্জ পুণ্যরাশি সমস্তই ধ্বংস হয় ॥ ৩০৫ ॥

কিছুদিনের মধ্যেই সেই বিপ্রকুলজাত বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ঘৃণিত বিপ্রের দারুণ বসন্তরোগ হওয়ায় মুখমণ্ডল হইতে নাসিকা নষ্ট ও বিচ্যুত হইল ॥ ৩০৬ ॥

যদিও হরিদাস-ঠাকুর সেই দুর্জ্জন পাষণ্ডীর প্রতি অভিসম্পাত বা তাহার কোন অশুভ ধ্যান করেন নাই, তথাপি বৈষ্ণবাপরাধী সেই পাষণ্ডী হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি নিন্দা ও বিদ্বেষপূর্ণ কটূক্তি করায় তৎপ্রতি ভীষণদণ্ড-বিধানের নিমিত্তই ভগবান্ উঁহার ঐরূপ কঠোর শাস্তি বিধান করিলেন ॥ ৩০৭ ॥

তৎকালে আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-প্রমত্ত জগৎ সর্ব্বদাই বিষয়-ভোগ-লোলুপ হইয়া কৃষ্ণানুশীলনে বিরত ছিল। তজ্জন্য দয়ার্দ্রচিত্ত বৈষ্ণব-ঠাকুরের হৃদয়ে হরিবিমুখ পতিত-জীবের দুর্দ্দৈব-মলিন দুর্দ্দশা-দর্শনে দুঃখ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িত।

বিষয়েতে মগ্ন জগৎ,—এই সম্বন্ধে চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ২য় অঙ্কে 'বিরাগে'র স্বগত উক্তি—"অহো বহির্মুখবহুলং জগৎ!—'ন শৌচং নো সত্যং ন চ শমদমৌ নাপি নিয়মো ন শাস্ত্রির্ন ক্ষান্তিঃ শিব শিব ন মৈত্রী ন চ দয়া। অহো মে নির্ব্যাজ-প্রণয়ি-সুহৃদোঽমী কলিজনৈঃ কিমুন্মূলীভূতা বিদধতি কিমজ্ঞাত-বসতিম্!' হন্ত। কথমজ্ঞাতবাসস্তেষাং সম্ভাবনীয়স্তথাবিধস্থলবিরহাৎ? 'যজ্ঞে কর্ম্মণি কেবলং কৃতধিয়ঃ সূত্রৈকচিহ্নাঃ দ্বিজাঃ সংজ্ঞা-মাত্র-বিশেষতা ভুজভুবো বৈশ্যাস্তু বৌদ্ধা ইব। শূদ্রাঃ পণ্ডিতমানিনো গুরুতয়া ধর্ম্মোপদেশোৎসুকা বর্ণানাং গতিরীদৃগেব কলিনা হা হন্ত সংপাদিতা!' * * বিবাহাদ্যযোগ্যত্বাদিহ কতিচিদাশ্রমযুজো গৃহস্থাঃ স্ত্রীপুত্রোদরভরণমাত্রব্যসনিনঃ। অহো বানপ্রস্থাঃ শ্রবণপথমাত্র-প্রণয়িনঃ পরিব্রাজা বেশৈঃ পরমুপহরন্তে পরি-

বৈষ্ণব-দর্শন-সঙ্কল্পার্থ ভক্তরাজ হরিদাসের নবদ্বীপে আগমন—

কতদিনে 'বৈষ্ণব' দেখিতে ইচ্ছা করি'।
আইলেন হরিদাস নবদ্বীপ-পুরী ॥ ৩০৯ ॥

চয়ম্!' ** অভ্যাসাদ্যে উপাধিজাত্যনুমিতিব্যাপ্ত্যাদি-শব্দাবলের্জন্মারভ্য সুদূর-দূরভগবদ্বার্ত্তা-প্রসঙ্গা অমী। যে যত্রাধিক-কল্পনা-কুশলিনস্তে তত্র বিদ্বত্তমাঃ স্বীয়ং কল্পনমেব শাস্ত্রমিতি যে জানন্ত্যহো তার্কিকাঃ!' * * অহো অমী মায়াবাদিনঃ—চিন্মাত্রা নির্ব্বিশেষাশ্চিদুপধিরহিতা নির্ব্বিকল্পা নিরীহা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাচা শিব শিব ভগবদ্বিগ্রহে বদ্ধবৈরাঃ। যেহমী শ্রৌতপ্রসিদ্ধানহহ ভগবতোঽচিন্ত্যশক্ত্যাদ্যশেষান্ প্রত্যাখ্যান্তো বিশেষানিহ জহতি রতিং হন্ত তেভ্যো নমো বঃ!' * * অহো কপিল-কণাদ-পতঞ্জলি-জৈমিনি-মত-কোবিদাঃ,এতেঽন্যোঽন্যং বিবদন্তে, ভগবন্তং ন কেঽপি জানন্তি। * * অহো দক্ষিণস্যাং দিশি পতিতোঽস্মি,—যদমী আর্হত-সৌগত-কাপালিকাঃ প্রচণ্ডা হি পাষণ্ডাঃ, এতে পাশুপতা হতায়ুষা অপি মাং হনিষ্যন্তি। অহোঽয়ং সাধুর্ভবিষ্যতি, যতঃ খলু নদীতটনিকট-প্রকটশিলা-পট্টঘটিত-সুখোপবেশঃ ক্লেশাতীতো গুণাতীতং কিমপি ধ্যায়ন্নিব সময়ং গময়তি; অহো! 'জিহ্বাগ্রেণ ললাট-চন্দ্রজসুধা-স্যন্দাধ্বরোধে মহদ্দাক্ষ্যং ব্যঞ্জয়তো নিমীল্য নয়নে বদ্ধাসনং ধ্যায়তঃ। অস্যোপান্ত-নদীতটস্য কিময়ং ভঙ্গঃ সমাধেরভূৎ? (অহো) পানীয়াহরণপ্রবৃত্ততরুণীশঙ্খস্বনা-কর্ণনৈঃ॥' তদিদমুদরভরণায় কেবলং নাট্যমেতস্য। * * অহোঽয়ং নিষ্পরিগ্রহ ইব লক্ষ্যতে; তৈর্থিক এব ভবিষ্যতি। (স্বয়মস্তুবদতি—) 'গঙ্গা-দ্বার-গয়া-প্রয়াগ-মথুরা-বারাণসী-পুষ্কর-শ্রীরঙ্গোত্তর-কোশলা-বদরিকা-সেতু-প্রভাসাদিকাম্। অব্দৈনৈব পরিক্রমৈস্ত্রিচতুরৈস্তীর্থাবলীং পর্য্যটন্নব্দানাং কতি বা শতানি গমিতান্যস্মাদৃশানেতু কঃ॥' * * অহোঽয়ং তপস্বী সমীচীনো ভবিষ্যতি। হন্ত হন্ত ততোঽপ্যয়ং দুষ্কৃতী—'হুং হুং হুমিতি তীব্রনিষ্ঠুরগিরা দৃষ্ট্যাপ্যতিক্রূরয়া দূরোৎসারিত-লোক এষ চরণাবুৎক্ষিপ্য দূরং ক্ষিপন্। মৃৎস্না-লিপ্ত-ললাট-দোস্তট-গল-গ্রীবোদরোরাঃ কুশৈর্দীব্যৎপাণিতলঃ সমেতি তনুমান্ দম্ভঃ কিমাহো স্বয়ঃ!' * * 'বিষ্ণোর্ভক্তিং নিরুপধি-যুক্তে ধারণা-ধ্যান-নিষ্ঠা-শাস্ত্রাভ্যাস-শ্রব-জপ-তপঃকর্ম্মণাং কৌশলানি। শৈলূষাণামিব নিপুণতাধিক্যশিক্ষা-বিশেষা নানাকারা জঠরপিঠরাবর্ত্তপূর্ত্তিপ্রকারাঃ॥' তদহো কলে! সাধু;—'একাতপত্রীকৃতং ভুবনতলং ভবতা উৎসারিতং শমদমাদি নিগৃহ্য গাঢ়ং ভৃত্যীকৃতং কচন হন্ত ধনার্জ্জনায়। কামং সমূলমুন্মূল্যত ধর্ম্মশাখী মৈত্র্যাদয়শ্চ কিমতঃ পর-মীহিতব্যম্!' * * 'দৃষ্টং সর্ব্বমিদং মনোবচনয়োরুদ্দেশ্যতঃচেষ্টয়োর্বৈজাত্যৈকসংস্থুলং কলিমলশ্রেণী-কৃতগ্লানিতঃ। কৃষ্ণং কীর্ত্তয়তস্তথানুভজতঃ সাশ্রূন্ সবোমোদ্গমান্ বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ সমান্ বত কদা বীক্ষ্যামহে বৈষ্ণবান্॥" অর্থাৎ

(বৈরাগ্য মনে-মনে বলিতেছেন,—)"অহো, জগৎ অসংখ্য ভগবদ্বহির্ম্মুখ জনে পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কি আশ্চর্য্য! 'এ স্থানে শৌচ, সত্য, শম, দম, নিয়ম, শান্তি, ক্ষান্তি, মৈত্রী ও দয়া প্রভৃতি কিছুই নাই! আমার সেই নিষ্কপট-প্রেমময় সুহৃদ্গণ কি কলিহত মানবগণের দ্বারা দূরীকৃত হইয়া কোন অজ্ঞাত-স্থানে বাস করিতেছেন?' হায়, তাঁহাদের অজ্ঞাত-বাসই বা কিরূপে সম্ভব? তদ্রূপ উপযুক্ত স্থানও ত' কোথাও দেখিতেছি না! যেহেতু, 'দ্বিজগণ একমাত্র সূত্র-চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া কেবল প্রতিগ্রহ-কর্ম্মেই নিবিষ্টচিত্ত, ক্ষত্রিয়গণ কেবল নামে-মাত্র লক্ষিত, বৈশ্যগণ নিরীশ্বর-বৌদ্ধের ন্যায় দৃষ্ট এবং শূদ্রগণ পণ্ডিতাভিমানী হইয়া গুরু-রূপে ধর্ম্মোপদেশ দিতে উৎসুক! হায়, কলিকর্তৃকই বর্ণ-সমূহের ঈদৃশী দুর্গতি সাধিত হইয়াছে!' * * আবার দেখিতেছি,—'বিবাহে অযোগ্যতা-নিবন্ধন কেহ কেহ ব্রহ্ম-চারী, গৃহস্থগণ কেবলমাত্র স্ত্রী-পুত্রাদির উদর-ভরণেই লম্পট, বানপ্রস্থগণের সংজ্ঞাটী কেবলমাত্র শ্রুতিমধুর-রূপে পরিণত, এবং সন্ন্যাসিগণ কেবলমাত্র কাষায়-বেষ-ধারণ-দ্বারাই পরের নিকট পরিচয় সংগ্রহ করিতেছেন!' * * আর এই যে তার্কিকগণ, 'ইহারা জন্মাবধি কদভ্যাসবশে উপাধি, জাতি, অনুমিত ও ব্যাপ্তি ইত্যাদি শব্দসমূহেরই কেবলমাত্র অনু-শীলন করায় ইঁহাদের নিকট ভগবদ্বার্ত্তা-প্রসঙ্গ অতীব সুদূরগত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, যাহারা যে-বিষয়ে অধিক কল্পনা-কুশল এবং স্বীয় কল্পনাকেই 'শাস্ত্র' বলিয়া

ভক্তপ্রবর হরিদাস দর্শনে ভক্তগণের হর্ষাতিশয্য—

হরিদাসে দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
হইলেন অতিশয় পরানন্দ-মন ॥ ৩১০ ॥

হরিদাসের দর্শন-সঙ্গ-লাভে অদ্বৈতপ্রভুর তাঁহাকে প্রাণাধিকপ্রিয়-জ্ঞানে লালন—

আচার্য্য-গোসাঞি হরিদাসেরে পাইয়া।
রাখিলেন প্রাণ হৈতে অধিক করিয়া॥ ৩১১॥

বৈষ্ণবগণের ও হরিদাসের, পরস্পরের প্রতি সপ্রণয় ব্যবহার—

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রীতি হরিদাস-প্রতি।
হরিদাসো করেন সবারে ভক্তি অতি॥ ৩১২॥

জানেন, তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ!' * * আবার, এই যে মায়াবাদিগণ, 'ইঁহারা—কেবল চিন্মাত্র, নির্ব্বিশিষ্ট, উপাধিরহিত, নির্ব্বিকল্প, নিষ্কর্ম্ম হইয়া 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ বাক্যবেগবশ, এমন কি, সচ্চিদানন্দ ভগবদ্-বিগ্রহে পর্য্যন্ত বদ্ধবৈর! ভগবানের অচিন্ত্য-শক্ত্যাদি-পরিণত যে-সকল প্রসিদ্ধ অনন্ত চিদ্‌বিলাস-সমূহ নিত্য বর্ত্তমান, ইঁহারা তাহা প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক ভগবৎসেবায় সম্পূর্ণ অরুচি-বিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহাদিগকে দূর হইতে প্রণাম।' * * আর 'এই যে কপিল-কণাদি-জৈমিনি-পতঞ্জলি প্রভৃতি আধ্যক্ষিকবাদিগণের মত-নিপুণ ব্যক্তিগণ, ইঁহারা পরস্পর ভয়ানক বিবাদরত, অথচ কেহই ভগবত্তত্ত্ব জানেন না।' * * এই যে দক্ষিণ-ভারতে আসিয়া পড়িলাম; এ-স্থানেও দেখিতেছি,—জৈন, বৌদ্ধ, কাপালিকাদি প্রচণ্ড পাষণ্ডগণ বর্ত্তমান। আর এই যে পাশুপতগণ, ইঁহারা নির্ম্মূলিতপ্রায় (স্বল্পাবশিষ্ট) হইলেও, মনে হয়, আমাকে বধ করিবেন।' * * (কিয়দ্দূরে গমন করিয়া) 'অহে' ইনি বোধ হয় সাধু হইবেন, যেহেতু ইনি নদীতীর-সমীপে একখণ্ড বিপুল-সুন্দর-প্রস্তর-নির্ম্মিত আসনে সুখে আসীন ও ক্লেশাতীত হইয়া গুণাতীত কোন অব্যক্ত-বস্তুর ধ্যানে কাল যাপন করিতেছেন। এই ব্যক্তি নদীতীরে আসিয়া নয়নদ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক বদ্ধাসনে ধ্যান করিতে করিতে জিহ্বাগ্রভাগ-দ্বারা ললাটস্থ চন্দ্র-নিঃসৃত অমৃতক্ষরণের পথটী রুদ্ধ করিয়া স্বীয় ধ্যানযোগ-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু এ কি! হঠাৎ ইঁহার সমাধিভঙ্গ হইল কেন? ওঃ বুঝিলাম,—জলাচরণে প্রবৃত্তা এক তরুণী রমণীর হস্তস্থিত-[illegible]-বলয়-ধ্বনি-শ্রবণেই ইঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত!' অতএব ইঁহার এই ধ্যান-চেষ্টা—কেবলমাত্র শিশ্নোদর-পূরণার্থ নাট্যাভিনয়-মাত্র। * * (আবার কিয়দ্দূরে গমন করিয়া) 'অহো. ইনি নিষ্পরিগ্রহের (বিরক্তের) ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন; বোধ হয়, কোন তৈর্থিক-সন্ন্যাসী হইবেন। (ওঃ, ইনি, দেখিতেছি, নিজেই নিজের বিষয় বলিতেছেন—) 'আমি গঙ্গা, হরিদ্বার, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বারাণসী, পুষ্কর, শ্রীরঙ্গ, অযোধ্যা, বদরিকা, সেতুবন্ধ ও প্রভাসাদি সমস্ত তীর্থ প্রতিবৎসর তিন-চারি-বার করিয়া পর্য্যটন করিতে করিতে এ-পর্য্যন্ত কত-শত বৎসর কাটাইলাম! আমাদিগের ন্যায় মহাজনকে কে জানিতে পারে?' * * (পুনরায় কিয়দ্দূর গমন করিয়া) 'অহো, ইনি, বোধ হয়, উত্তম তপস্বী হইবেন। কিন্তু এ ব্যক্তি, দেখিতেছি, পূর্ব্বোক্ত ভণ্ড বৈরাগী হইতেও অধিকতর শোচ্য ও দুর্ভগ,—'এ ব্যক্তি বারংবার হুঙ্কারধ্বনিরূপ তীব্র নিষ্ঠুর-বচনে ও ক্রূর দৃষ্টিপাতে সম্মুখস্থিত লোকসকলকে দূরীভূত এবং নিজ-পদদ্বয়কে উৎক্ষেপণ করিতেছে; ললাট, বাহুতট, গলদেশ, গ্রীবা, উদর ও বক্ষঃস্থলে মৃত্তিকা-লিপ্ত ও করতলে কুশ-শোভিত হইয়া এ ব্যক্তি মূর্ত্তিমান্ দম্ভের ন্যায় আসিতেছে!' * * অতএব বুঝিলাম,—'নিরুপাধি (নির্ম্মলা) বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত ধারণা, ধ্যান, নিষ্ঠা, শাস্ত্রাভ্যাস-শ্রম, জপ, তপ প্রভৃতি যাবতীয় সৎকর্ম্মের কৌশল-নিচয় সমস্তই নটগণের নাট্যাভিনয়ার্থ অধিকতর-নৈপুণ্যশিক্ষা-বিশেষের ন্যায় কেবল নিজ-নিজ দগ্ধ-উদরভাণ্ড-পূরণেরই নানারূপ প্রকার-ভেদ-মাত্র!' সুতরাং হে কলি, তুমিই ধন্য; যেহেতু রাজ-চক্রবর্ত্তী সম্রাটের ন্যায় তোমার দ্বারা এই জগৎ একচ্ছত্রী-ভূত হইয়াছে। হায়, হায়! তুমি শমদমাদিকে দূরীভূত করিয়াছ, কোথাও বা তাহাদিগকে গাঢ়ভাবে নিগৃহীত করিয়া ধনোপার্জ্জনার্থ ভৃত্যের ন্যায় বশীভূত করিয়াছ! আর, ধর্ম্ম-বৃক্ষের মৈত্র্যাদি যে-সকল স্কন্ধ ও শাখা-প্রশাখা, তৎসমুদায়ই, দেখিতেছি, তোমা কর্ত্তৃক সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে! অতঃপর আমার আর কি কৃত্য আছে?' অহো, 'জগতে সর্ব্বত্র কলিকলুষজনিত গ্লানিনিবন্ধন মন ও বাক্যের ব্যভিচার-সম্পাদনোদ্দেশে প্রযুক্ত তত্ত্ববিষয়ক-চেষ্টা-দ্বয়ের

পরস্পর পাষণ্ডিগণের কটূক্তি সমালোচন—

পাষণ্ডীসকলে যত দেয় বাক্য-জ্বালা।
অন্যোঽন্যে সবে তাহা কহিতে লাগিলা ॥ ৩১৩ ॥

ভক্তগণের নিরন্তর গীতা-ভাগবতানুশীলন-বিচার—

গীতা ভাগবত লই' সর্ব্বভক্তগণ।
অন্যোঽন্যে বিচারে থাকেন সর্ব্বক্ষণ ॥ ৩১৪ ॥

ভক্তরাজ হরিদাসের কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে গৌরধাম-প্রাপ্তি—

যে-জনে পড়য়ে শুনয়ে এ-সব আখ্যান।
তাহারে মিলিবে গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥ ৩১৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৩১৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীহরিদাস-মহিমবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

বিজাতীয় বিশৃঙ্খলতা সমস্তই অন্ধ দেখিতে পাইলাম! কিন্তু হায়, কৃষ্ণকীর্ত্তন-মুখে কৃষ্ণপ্রীতি-সেবানন্দভরে অশ্রু-রোমাঞ্চ-পরিশোভিত, অন্তরে-বাহিরে সমান-আশয়-বিশিষ্ট শুদ্ধভক্ত-বৈষ্ণবগণকে কবে আমি দর্শন করিতে পাইব?" ৩০৮ ॥

গৌড়দেশের বিদ্যা কেন্দ্র নবদ্বীপস্থিত শ্রীমায়াপুর-ধামে হরিদাস-ঠাকুর প্রভুর লীলা-পরিকর শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিলেন ॥ ৩০৯ ॥

নবদ্বীপের সাত্বত-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণ শ্রীহরিদাস-ঠাকুরকে দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত-আত্মীয়জ্ঞানে নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। ইহাতে জানা যায়, যে, হরিদাস-ঠাকুরের আগমনে তাৎকালিক নবদ্বীপবাসী অভক্ত-সম্প্রদায়ের চিত্তে কোন-প্রকার উল্লাস হয় নাই ॥ ৩১০ ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীহরিদাসকে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে প্রাপ্ত হইয়া নিজ-প্রাণাপেক্ষাও অধিকতর প্রিয়-জ্ঞানে তাঁহাকে অত্যন্ত যত্নাদর-সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১১

হরিদাসের প্রতি সাত্বত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর প্রীতি-দর্শনে হিংসা-পরায়ণ পাষণ্ডি-ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বদা নানাপ্রকার বিদ্বেষোক্তি-বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তচ্ছ্রবণে ভক্তগণ তাহাদের শোচনীয় দশা-দর্শনে দুঃখভরে পরস্পর সেইসকল কথার আলোচনা বা বলাবলি করিতে লাগিলেন ॥ ৩১৩ ॥

তৎকালে বিষয়-রস-মত্ত জনগণ গীতা-ভাগবত প্রভৃতি সাত্বত-শাস্ত্রের অনুশীলন না করিয়া সর্ব্বক্ষণ ইন্দ্রিয়তর্পণেই ব্যস্ত ছিল; কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ সকলেই গীতা-ভাগবতের আলোচনায় পরস্পরের প্রেমানন্দ বর্দ্ধন করিতেন। প্রাকৃত-সহজিয়া-গণের ন্যায় কৃত্রিম গ্রাম্য জড়-রসে 'ডগমগ' না হইয়া গীতা-ভাগবতাদি সাত্বত শাস্ত্রের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বিচার-প্রণালীর কীর্ত্তন-মুখে পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া তাঁহারা জগতের নিত্য-চরম মঙ্গল-কামী হইয়াছিলেন ॥ ৩১৪ ॥

ইতি গৌড়ীয় ভাষ্যে ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীগৌরসুন্দরের মন্দার ও পুন্‌পুন্ হইয়া গয়া-গমন, তথায় শ্রীঈশ্বর-পুরীর সহিত মিলন, মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণচ্ছলে তাঁহাকে কৃপা, আত্মপ্রকাশ, কৃষ্ণবিরহোন্মাদে মত্ত হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধানার্থ মথুরায় গমনোদ্যোগ এবং পথে আকাশবাণী-শ্রবণে কিয়দ্দূর হইতে নবদ্বীপে মায়াপুরে

নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন প্রভৃতি বিষয়-বর্ণনান্তে আদি-খণ্ডের উপসংহার হইয়াছে।

গৌরসুন্দর যেকালে অধ্যাপক-শিরোমণিরূপে নবদ্বীপে বিহার করিতেছিলেন, সেইকালে চতুর্দ্দিকে পাষণ্ড-স্মার্ত্তবাদাদি গুরুতরভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। ভক্তিযোগের নাম-শ্রবণও দুষ্কর হইয়া পড়িল। দুষ্টগণ বৈষ্ণবগণের অযথা নিন্দা করিতে থাকিল। শ্রীগৌরসুন্দর আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে বিচার করিয়া স্মার্ত্ত পাষণ্ডমত নিরাস ও বিমুখ-মোহনকল্পে শিষ্যবর্গের সহিত আধ্যক্ষিক-দর্শনে কর্ম্ম-মার্গীয় লৌকিক-বিচার-পালনার্থ গয়া-তীর্থ-যাত্রার অভিনয় করিলেন। পথে আসিতে আসিতে বিমুখ-মোহন-কল্পে জ্বর-লীলা প্রকাশ এবং সেবক-বাৎসল্য ও পারমার্থিক বিপ্রগণের পাদোদকের বল-প্রদর্শন-কল্পে বিপ্রপাদোদকপানে জ্বরলীলার অবসান করাইলেন। পুনপুন্-তীর্থে আসিয়া পিতৃদেবার্চ্চন-লীলা-সমাপনপূর্ব্বক গয়াধামে প্রবিষ্ট হইলেন। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও তথায় যথোচিত পিতৃদেবের সম্মানলীলা প্রদর্শন করিয়া চক্রবেড়-তীর্থে আগমনপূর্ব্বক গদাধরের পাদপদ্ম-দর্শন-লীলা প্রকাশ করিলেন। তথায় বিপ্রগণের মুখে পাদপদ্ম-মাহাত্ম্য শ্রবণপূর্ব্বক শুদ্ধসাত্ত্বিক বিকারে বিভূষিত হইয়া প্রেম-ভক্তিপ্রকাশের প্রারম্ভ-লীলা আবিষ্কার করিলেন। দৈবযোগে সেইসময় তথায় ঈশ্বরপুরীপাদের সহিত প্রভুর মিলন হইল। ঈশ্বরপুরীর ন্যায় মহাভাগবত-দর্শনেই যে গয়া-যাত্রার সফলতা ও গয়াতীর্থে পিণ্ডাদি-দান বা পিতৃদেবার্চ্চন হইতেও বৈষ্ণব-দর্শন যে অনর্দ্ধোর্দ্ধ গুণে শ্রেষ্ঠ এবং মহাভাগবত শ্রীগুরুপাদপদ্মে চিরতরে আত্মসমর্পণই যে গৌরসুন্দরের গয়াযাত্রা-লীলার উদ্দেশ্য, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট প্রকাশ করিলেন। প্রকৃতিগুণ-সংমূঢ়, অকৃৎস্নবিৎ, মন্দমতি অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণকে বিচলিত না করিয়া কর্ম্মকাণ্ডিগণের-সাধুগুরু-সমীপে কৃষ্ণনাম-মন্ত্র দীক্ষা-লাভের পূর্ব্বে কর্ত্তা[illegible]-প্রদর্শন-মুখে লোকশিক্ষা-কল্পে এবং আনুষঙ্গিকভাবে বিমুখ-মোহন-কল্পে গৌরসুন্দর লৌকিক-রীতি-অনুসারে গয়ায় যাবতীয় তীর্থ-শ্রাদ্ধাদি করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিলেন। পরে নিজা-বাসে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বহস্তে রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, এমন সময় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রভু নিজোদ্দেশে পাচিত অন্নাদি সমস্তই শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে ভিক্ষা করাইবার জন্য স্বহস্তে পরিবেশন এবং শ্রীহস্ত-দ্বারা গুরুরূপে বৃত পুরীপাদের সাক্ষাৎসেবনাদি লীলা প্রদর্শন করিয়া গুরুসেবার সর্ব্বোত্তম আদর্শ প্রচার করিলেন। অন্য একদিন নিভৃতে শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট মহাপ্রভু প্রণিপাত-সহকারে মন্ত্রদীক্ষার প্রার্থনা-লীলা এবং তাঁহার নিকট হইতে দশাক্ষর-মন্ত্র গ্রহণ ও সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিবার লীলা প্রকাশ করিয়া জগদ্গুরু গৌর-নারায়ণপ্রভু প্রেমাকুরুক্ষু লোকগণকে শিক্ষা প্রদান করিলেন। গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণকারী দিব্যজ্ঞানলব্ধ ব্যক্তিরই গুরুসেবা-ফলে প্রেমভক্তি-লাভ হইয়া থাকে, ইহা জানাই-বার জন্য মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণ-লীলার পর কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হইয়া 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ এবং পরম অস্থিরতা-ময়ী লীলা প্রকাশ করিলেন। 'আমি আর সংসারে প্রবিষ্ট হইব না, চিত্তচোর কৃষ্ণের অনুসন্ধানে মথুরায় যাইব,—ইহা বলিয়া প্রভু তীর্থ-সঙ্গি-ছাত্রগণকে নবদ্বীপে গৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। কাহাকেও না বলিয়া রাত্রিশেষে কৃষ্ণবিরহে পরম-ব্যাকুল হইয়া কখনও 'কৃষ্ণ রে', 'বাপ রে', কখনও 'কাহাঁ যাও, কাহাঁ পাও মুরলীবদন' ইত্যাদিভাবে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিতে করিতে প্রেমাবেশে মথুরার দিক্ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর যাইতেই আকাশবাণীতে শুনিতে পাইলেন যে, তখনও প্রভুর মথুরায় শুভবিজয় করিবার কাল উপস্থিত হয় নাই। এখন প্রভুর নবদ্বীপে কিছুকাল প্রেমভক্তি-বিতরণকার্য্য আবশ্যক।' আকাশবাণী শুনিয়া গৌরসুন্দর নিবৃত্ত হইলেন এবং নিজাবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক শিষ্যগণের সহিত শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন। এইস্থানে আদি-খণ্ডের কথা পরিপূর্ণ হইয়াছে। গ্রন্থকার নিত্যানন্দ-ভৃত্য-সূত্রে দৈন্যমুখে শ্রীনিত্যানন্দের আদেশেই চৈতন্যচরিত্র লিখিবার নিজ-প্রয়াস জ্ঞাপন এবং গুরু-নিত্যানন্দের সেবা-নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া সকল-জীবকে প্রভু-নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভু-শ্রীচৈতন্যের আনুগত্য-লাভের নিমিত্ত সদৈন্যে ও সাগ্রহে আহ্বান করিয়াছেন। (গৌঃ ভাঃ)।

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর মহেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দপ্রিয় নিত্য-কলেবর ॥ ১ ॥
জয় জয় সর্ব্ব-বৈষ্ণবের ধন প্রাণ।
কৃপা-দৃষ্ট্যে কর', প্রভু, সর্ব্বজীবে ত্রাণ ॥ ২ ॥

প্রভুর গয়া-যাত্রা-প্রসঙ্গ-বর্ণন—

আদিখণ্ড-কথা, ভাই, শুন সাবধানে।
শ্রীগৌরসুন্দর গয়া চলিলা যেমনে ॥ ৩ ॥

অধ্যাপকচূড়ামণিরূপে গৌর-নারায়ণের বিদ্যা-বিলাস—

হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
অধ্যাপক-শিরোমণি-রূপে করে বাস ॥ ৪ ॥

তাৎকালিক নবদ্বীপের অবস্থা-বর্ণন ; গৌরকীর্ত্তনবিরোধী অন্ধজ্ঞান-মত্ত পাষণ্ডিগণের বৃদ্ধি—

চতুর্দ্দিকে পাষণ্ড বাড়য়ে গুরুতর।
'ভক্তিযোগ' নাম হৈল শুনিতে দুষ্কর ॥ ৫ ॥

লোকের জড়রস মত্ততা-দর্শনে ভক্তগণের মনোদুঃখ—

মিথ্যা-রসে দেখি' অতি লোকের আদর।
ভক্ত-সব দুঃখ বড় ভাবেন অন্তর ॥ ৬ ॥

বিদ্যা বিলাসাভিনিবেশ-লীলা দেখাইয়া প্রভুর স্বভক্ত-দুঃখ-দর্শন—

প্রভু রসে আবিষ্ট হই' আছেন অধ্যয়নে।
ভক্ত-সব দুঃখ পায়,—দেখেন আপনে ॥ ৭ ॥

স্বীয় ভক্তগণের প্রতি পাষণ্ডিগণের অযথা নির্য্যাতন-শ্রবণ—

নিরবধি বৈষ্ণব-সবেরে দুষ্টগণে।
নিন্দা করি' বুলে, তাহা শুনেন আপনে ॥ ৮ ॥

ভক্ততোষণ ও পাষণ্ডি-নিস্তারার্থ প্রভুর স্বপ্রকাশেচ্ছা ; তৎপূর্ব্বে গয়া-তীর্থ-পাবনার্থ প্রভুর গয়া-গমন-দর্শনেচ্ছা—

চিত্তে ইচ্ছা হৈল আত্মপ্রকাশ করিতে।
ভাবিলেন আগে আসি' গিয়া গয়া হৈতে ॥ ৯ ॥
ইচ্ছাময় শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্।
গয়া-ভূমি দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥ ১০ ॥

কর্ম্মকাণ্ডীকে বঞ্চনার্থ পিতৃশ্রাদ্ধাদি লৌকিক-লীলাভিনয়ান্তে বহুছাত্রসহ প্রভুর গয়া-যাত্রা—

শাস্ত্র-বিধিমত শ্রাদ্ধ-কর্ম্মাদি করিয়া।
যাত্রা করি' চলিলা অনেক শিষ্য লৈয়া ॥ ১১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

তৎকালে জগতে শুদ্ধসত্ত্বস্বভাব কৃষ্ণভক্ত নিতান্ত বিরল ছিল। অনেকেই কৃষ্ণবৈমুখ্য-নিবন্ধন দুষ্ট, খল, মৎসর এবং কুকর্ম্ম বা অপকর্ম্ম-জীবী হওয়ায় শুদ্ধভক্তিযোগের সমুৎকর্ষ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া নিজ-নিজ-রুচি ও কল্পনাগত সাধনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিত ; সুতরাং অভক্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া তাহারা ভক্তির বিরোধী হইয়া পড়িয়াছিল। সাধারণ অজ্ঞ-জনগণ অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও তপস্যাদিতেই আচ্ছন্ন থাকায় তাহাদের মলিনচিত্তে শুদ্ধভক্তির কথা আদৌ ভাল লাগিত না। সুতরাং তাহারা সকলেই ভগবদ্ভক্তি-প্রচারের বিরোধী হইয়াছিল।

সাধারণ প্রাকৃত-লোকসকল বিষয়-বিষ্ঠা-রস-পানে অতীব প্রমত্ত ছিল। সচ্চিদানন্দ-কৃষ্ণরস-পানে বিমুখ হইয়া ছলনাময় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের তুচ্ছ, অনিত্য অনর্থময় বৈরস্য-লাভে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছে দেখিয়া ভগবদ্ভক্তগণ তাহাদিগের নিত্য-মঙ্গলকামী হইয়া নিতান্ত দুঃখিত থাকিতেন। ভক্ত ব্যতীত অপর অভক্তগণ সকলেই পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষে বৃথা কালাতিপাত করিত। কেবলমাত্র ভক্তগণই ঈশ-বিমুখ জীবের দুর্দ্দশা-দর্শনে তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া জীবের নিত্যমঙ্গল প্রার্থনা করিতেন। তৎকালীন জগতের অবস্থা-বর্ণন—পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬শ অঃ ৩০৮ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৫-৬ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্। সকল-জীবই তাঁহার ভক্ত বা আশ্রিত দাস ; সুতরাং এক দাস অপর-দাসের প্রতি হিংসা করায় স্বীয় দাসগণের শোচনীয় পাপ-প্রবৃত্তি, মৈত্রাভাব ও দুঃখ-দুর্দ্দশা-দর্শনে তাঁহার দয়া আবির্ভূত হইল। ভক্তগণ কোন-জীবেরই হিংসা করেন না, পরন্তু অভক্তগণই ভক্তের হিংসা করিয়া

সর্ব্বাদৌ শচীমাতার আজ্ঞা-গ্রহণ—

জননীর আজ্ঞা লই' মহা-হর্ষ-মনে।
চলিলেন মহাপ্রভু গয়া-দরশনে ॥ ১২ ॥

বহু অতীর্থকে তীর্থীকরণমুখে প্রভুর গয়া-যাত্রা—

সর্ব্ব-দেশ-গ্রাম করি' পুণ্যতীর্থময়।
শ্রীচরণ হৈল গয়া দেখিতে বিজয় ॥ ১৩ ॥

ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও নানা-কথাবার্ত্তানন্দে মন্দারে আগমন—

ধর্ম্ম-কথা, বাকো-বাক্য, পরিহাস-রসে।
মন্দারে আইলা প্রভু কতেক দিবসে ॥ ১৪ ॥

মন্দারপর্ব্বতোপরি প্রভুর ভ্রমণ—

দেখিয়া মন্দারে মধুসূদন তথায়।
ভ্রমিলেন সকল পর্ব্বত স্বলীলায় ॥ ১৫ ॥

একদিন জ্বররোগ-ছল-প্রদর্শন—

এইমত কত পথ আসিতে আসিতে।
আরদিন জ্বর প্রকাশিলেন দেহেতে ॥ ১৬ ॥

লোকশিক্ষার্থ লৌকিকী লীলা ও চেষ্টা-প্রদর্শন—

প্রাকৃত-লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
লোক-শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর ॥ ১৭ ॥

নিমাইপণ্ডিতের জ্বররোগ-প্রকাশ-দর্শনে তদীয় ছাত্রগণের দুশ্চিন্তা—

মধ্য-পথে জ্বর প্রকাশিলেন ঈশ্বরে।
শিষ্যগণ হইলেন চিন্তিত অন্তরে ॥ ১৮ ॥

রোগ-নিরাময়ার্থ বিবিধ ঔষধাদি-দ্বারা চিকিৎসা-সত্ত্বেও জ্বরত্যাগাভাব লীলা-প্রদর্শন—

পথে রহি' করিলেন বহু প্রতিকার।
তথাপি না ছাড়ে জ্বর,—হেন ইচ্ছা তাঁর ॥ ১৯ ॥

অক্ষরবৎ অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণের পাদোদক-রূপ ঔষধ-পানার্থ নিজেই নিজের ব্যবস্থা দান—

তবে প্রভু ব্যবস্থিলা ঔষধ আপনে।
'সর্ব্বদুঃখ খণ্ডে বিপ্রপাদোদক-পানে ॥' ২০ ॥

থাকে; তজ্জন্য ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর স্বরূপ-বিস্মৃত ঈশ্বর-বিমুখ নাস্তিক অভক্তগণের দ্বারা নানাভাবে শুদ্ধভক্তের প্রতি নিন্দাপবাদ-নির্য্যাতন-কথা শ্রবণ করিতে থাকিলেন। তিনি স্বীয় ভক্তের প্রতি নিগ্রহ শ্রবণ করিয়া তখনও আপনাকে ভক্তগণের একমাত্র রক্ষক ও পালক বলিয়া জগৎসমক্ষে প্রকটিত করেন নাই ॥ ৮ ॥

প্রভুর গয়ায় গমনের তাৎপর্য্য,—ভগবান্ গৌরসুন্দর স্বয়ংই যে তাঁহার ভক্তগণের একমাত্র আশ্রয়, এইরূপ ঐশ্বর্য্য-লীলা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে স্বয়ং ভক্তের বেষ-গ্রহণ-লীলাভিনয়ের জন্য গয়ায় শুভবিজয় করিতে ইচ্ছা করিলেন। গয়া এককালে বৌদ্ধগণের দ্বারা উপদ্রুত হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ কর্ম্মকাণ্ড বিনাশ করিবার জন্য এস্থানে প্রবল অভিযান করে। গদাধর বিষ্ণু বৌদ্ধ-বিপ্লবের আক্রমণ হইতে বেদানুগ জনগণের উদ্ধার-সাধনোদ্দেশ্যে গয়াসুরের উর্দ্ধভাগে স্বীয় পাদ-পদ্ম স্থাপন করেন। কর্ম্মকাণ্ডিগণ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর প্রতি নানা-প্রকার নির্য্যাতন করিতেছিল; এই জন্য বুদ্ধাবতার প্রকাশ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের অপব্যবহার লোক-সমক্ষে প্রদর্শন পূর্ব্বক উহার অসৎ ফল্গু বিচারসমূহ নিরাস করেন। আবার পরবর্ত্তিকালে তদাশ্রিত বৌদ্ধব্রুবগণ স্বীয় স্বরূপধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তি ভুলিয়া গিয়া বিষ্ণু হইতে বুদ্ধদেবকে পৃথক্ বুদ্ধি করায় শ্রুতি-বিরুদ্ধ নাস্তিক্যতমো-বাদ বর্দ্ধন করিয়াছিল। যদিও কুবিচার ভ্রান্ত বৌদ্ধাচার্য্যের শিরোদেশে বিষ্ণুপাদপদ্ম পতিত হইয়াছিল, তথাপি কর্ম্মাগ্রহিগণের বিচার-প্রণালীতে শুদ্ধভক্তির বিরোধ লক্ষিত হইতেছিল। বিবিধ স্মৃতিনিবন্ধে ঐকান্তিক বিষ্ণুসেবনের পরিবর্ত্তে নানা-প্রকার মনঃকল্পিত ফলভোগ-কাম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। শ্রুতির তাৎপর্য্যানভিজ্ঞ প্রাকৃত কর্ম্মজড় জনসাধারণের বিশ্বাসানুকূলে তাহাদিগকে বঞ্চিত ও মোহিত করিয়া পিতার তর্পণোদ্দেশে শেষ-কৃত্য পিণ্ডদানের নিমিত্তই গৌরসুন্দর গয়া-গমন-লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। তৎকালে চার্ব্বাক-মত অতিশয় প্রবল হওয়ায় জন্মান্তরবাদ বিপন্ন হইয়াছিল। বৌদ্ধগণের বিচার-যুক্তিতে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইলেও ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের চিদ্-বিলাসরূপ সবিশেষত্ববিচার স্থান পায় নাই। তাদৃশ শ্রুতি-বিরুদ্ধ বৌদ্ধ-বিচারকে স্তব্ধ করিয়া ভগবান্ গদাধর বিষ্ণু স্বীয় একেশ্বর সবিশেষ পরম-পদ স্থাপন করেন। গয়াধামে "ত্রেধা নিদধে পদম্" এই ঋঙ্মন্ত্রের উদ্দিষ্ট শ্রীবামনদেব অর্চ্চ্যবিগ্রহ-রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। সেই চিদ্বিলাসময় পাদপীঠের পূজায় ভগবানের নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বিচার পরাভূত হয় ॥৯-১০

'মামকী তনু'-অক্ষরবিৎ অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য প্রদর্শন—

বিপ্রপাদোদকের মহিমা বুঝাইতে।
পান করিলেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে ॥ ২১ ॥

ব্রাহ্মণপাদতীর্থে জীবের ত্রিতাপ-জ্বালা-নাশ-শিক্ষা-দান—

বিপ্রপাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর।
সেইক্ষণে সুস্থ হৈলা, আর নাহি জ্বর ॥ ২২ ॥

শ্রীচরণ···বিজয়,—গয়া দেখিতে শ্রীচরণের বিজয় হইল অর্থাৎ গয়াতীর্থ পবিত্র করিবার জন্য তীর্থপাদ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যাত্রা করিলেন। প্রভুর গয়াতীর্থে শুভবিজয়কালে পথিমধ্যে যে-সকল দেশগ্রামে স্বীয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-পাবন পদরেণু অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গেলেন, সেই সমস্তই মহাপুণ্যতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল ॥ ১৩ ॥

মন্দারে মধুসূদন,—কলিকাতা হইতে ই, বি, আর অথবা ই, আই, আর-যোগে ভাগলপুর-ষ্টেশন, তথা হইতে একটী ব্র্যাঞ্চ্ লাইনের সীমান্তে প্রায় বিশমাইল-দূরে 'মন্দারহিল্'-ষ্টেশন, তথা হইতে প্রায় দেড়মাইল দূরে মন্দার-পর্ব্বত। পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ—পাদদেশ হইতে প্রায় দেড়-মাইল ব্যবহিত। ঐ শৃঙ্গোপরি দুইটী মন্দির, তন্মধ্যে বৃহত্তরটীর অভ্যন্তরে বহুপূর্ব্বে শ্রীমধুসূদন-অর্চ্চা-বিগ্রহ পূজিত হইতেন। শুনা যায়, উভয় মন্দিরই অধুনা জৈনগণের হস্তগত। কালাপাহাড়ের দৌরাত্ম্যভয়ে শ্রীমধুসূদনবিগ্রহ মন্দার-পর্ব্বত হইতে প্রায় দেড়-মাইল দূরবর্ত্তী এবং মন্দারহিল-ষ্টেশন হইতে ৪০০ হাত দূরবর্ত্তী বঁওসিগ্রামে আনীত হইয়া এক্ষণে তথায়ই পূজিত হইতেছেন। শ্রীগৌর-জন্মভূমি প্রাচীন-নবদ্বীপস্থিত শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের উদ্যোগে শীঘ্রই মন্দার-পর্ব্বতে শ্রীচৈতন্য-চরণচিহ্নের প্রকাশ-অর্চ্চাবিগ্রহ বা শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপিত হইবেন ॥ ১৫ ॥

স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদানন্দ-কলেবর হইয়াও মায়ামূঢ় আধ্যক্ষিক অক্ষজ-দর্শনকারিগণের বুদ্ধি ও দর্শন মোহিত ও বঞ্চিত করিবার জন্য কর্ম্মফলবাধ্য প্রাকৃত-জীবের জড়শরীর যেরূপ জ্বরাদিতে বিকল হয়, তদ্রূপ জ্বরগ্রস্ত হইবার নাট্যাভিনয় প্রদর্শন করিলেন ॥১৬

মায়াধীশ সচ্চিদানন্দ বিষ্ণুকলেবর কখনই প্রাকৃত মর্ত্ত্য-জীবের দেহের ন্যায় প্রাকৃত সুখ-দুঃখাদি ত্রিগুণ-জাত বিকার-যোগ্য নহেন। যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে প্রাকৃত জীবসম জ্ঞান করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই মহা-অপরাধপঙ্কে নিমগ্ন হইবেন। পাছে প্রাকৃত-কর্ম্ম ফলবাধ্য, যমদণ্ড্য, মর্ত্ত্য, ভ্রান্ত জীবগণ নিজ-নিজ-প্রাকৃত-জড়শরীরকে অপ্রাকৃত বলিয়া মনে করে এবং প্রাকৃত-সহজিয়াগণ আপনাদিগকে অপ্রাকৃত মুক্ত-বৈষ্ণবাভিমান করেন, তজ্জন্য তাহার প্রতিষেধকল্পে লোকশিক্ষার নিমিত্ত তিনি নিজবিগ্রহে বিমুখ-জীবসুলভ জ্বর-ভোগ-লীলার অভিনয় প্রদর্শন করিলেন। বস্তুতঃ অনভিজ্ঞ মায়া-মূঢ় জনগণ পরমেশ্বর গৌরসুন্দরের এই লীলাভিনয় দর্শন করিয়া যাহাতে আরও মোহিত হয়, তজ্জন্যই তাহাদের স্ব-স্ব মায়া-মোহিত বুদ্ধির তুচ্ছ যোগ্যতা প্রদর্শন করিবার ইচ্ছায় নিজের অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে গৌরসুন্দর প্রাকৃত-জ্বরের আরোপমাত্র করিলেন জানিতে হইবে ॥ ১৭ ॥

যখন নানাবিধ ঔষধ-ব্যবহারেও প্রভুর জ্বরত্যাগ দেখা গেল না, তখন জগদ্গুরু প্রভু লোক-শিক্ষার জন্য বিষ্ণুতত্ত্ববেত্তা অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা জগতে জ্ঞাপন করিবার ইচ্ছায় ঔষধরূপে নিজপ্রিয় বিপ্রপাদোদক গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিলেন। এতদ্দ্বারা একদিকে যেমন কর্ম্মালান-বদ্ধ প্রাকৃত যমদণ্ড্য মর্ত্ত্য-জীবের মূঢ়তা উৎপাদন করিবার লীলা প্রদর্শন করিলেন, অপরদিকে জগতে যাহাতে বিষ্ণুতত্ত্ববিৎ অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। নারায়ণলীলায় যেমন স্বীয় বক্ষোদেশে ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ করিয়া নিজের ভক্তের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এই গৌর-লীলায়ও তিনি মামকীতনুর মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। প্রভুর এই অচিন্ত্য গূঢ়-লীলার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া প্রাকৃত মূর্খ সহজিয়া-সম্প্রদায় প্রায়শঃ জাতিসামান্য-বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হইয়া রাক্ষস-বিপ্রের জড় পাদোদক পান করিয়া বসেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১১।৩৫) কথিত—"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥"—এই বিচার-বিধি লঙ্ঘন করিয়া যাহারা সর্ব্বব্রাহ্মণ-গুরু বৈষ্ণবকে শূদ্র বলিয়া জ্ঞান করে, অবৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞান করে এবং শূদ্রতাকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া ভ্রান্ত হয়, তাহাদিগের নিত্যমঙ্গল-সাধনের নিমিত্ত প্রভুর ভক্তবিপ্রপাদোদক-পান-লীলা সুমতি উদয়

ভগবৎকর্তৃক অচ্যুতাত্ম-বিপ্রমাহাত্ম্য-মর্য্যাদা-প্রদর্শন
সর্ব্বশাস্ত্রে উল্লিখিত—

ঈশ্বরে যে করে বিপ্রপাদোদক পান।
এ তান স্বভাব,—বেদ-পুরাণ প্রমাণ॥ ২৩॥

'যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে'
তথা হি শ্রীগীতায়াং (৪।১১)—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ২৪॥

করাইবে। অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণগণই ভগবান্ শ্রীঅচ্যুতের সেবা করিতে সমর্থ, তমোগুণাবৃত পাপিষ্ঠ শূদ্র তমোগুণের প্রাবল্যনিবন্ধন সর্ব্বদাই ব্রহ্মসূত্রহীন, সুতরাং ঈশসেবা-বিমুখ। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ অনাত্মদেহে আত্মবুদ্ধিযুক্ত মনোধর্ম্মী নহেন। তিনি সঙ্কীর্ণ, খণ্ডিত ভোগ্য জড়দ্রব্যে বিমূঢ়মতি হন না। তাঁহার কেবল-চেতন-বিচার প্রবল বলিয়া অচিদ্যাত্রবাদের পরিবর্ত্তে তাঁহার সম্বন্ধজ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে অভিধেয়ানুশীলনই কর্ত্তব্য। 'ব্রাহ্মণ'-শব্দে 'কৃপণ' উদ্দিষ্ট হয় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রকার অত্রি বলেন,—"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ। স চৈব তেন পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥" সুতরাং এইরূপ পশুবিপ্রের পাদোদক পান করিলে সাধারণ বিচার-বিমূঢ় অজ্ঞ জীব সঙ্গে-সঙ্গে পশুত্ব লাভ করে॥ ২৩॥

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অবমান না ব্যভিচার সাধন করিয়া কখনই পরমার্থের অনুশীলন হইতে পারে না। সাধারণ প্রাকৃত কর্ম্মজড়গণ বর্ণাশ্রমের উন্নতভাব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। তাহাদিগের সন্তোষ-বিধানার্থও তত্তৎ অধিকার বিচার-পূর্ব্বক আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত ব্রাহ্মণকে সর্ব্বতোভাবে সম্মান-প্রদান অবশ্য কর্ত্তব্য। তাৎকালিক প্রচলিত সামাজিক লৌকিক-বিচার লঙ্ঘন না করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর পিতৃপিণ্ড-প্রদানের ছলনায় কর্ম্মকাণ্ডেরও একেবারে অনাদর করেন নাই। ইহাতে মনে করিতে হইবে না যে, কর্ম্মকাণ্ড-বিহিত পন্থাকেই পরমার্থ বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের বিশ্বাস ছিল। পাছে কেহ শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-জ্ঞানহীন বিচারবিমূঢ় হইয়া পরমার্থ-পথে কর্ম্মকাণ্ড-প্রথাকে প্রবেশ করায়, এইজন্যই জগদ্গুরু প্রভুর বিপ্রপাদোদক-পানা[illegible] গয়ায় পিতৃ-পিণ্ড-প্রদানাভিনয় প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক তদনন্তর তাঁহার পারমার্থিকী বৈষ্ণবী-দীক্ষা-গ্রহণ-লীলা। শ্রীগৌরসুন্দরের সমগ্র সেশ্বর-নৈতিক আদর্শচরিত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।২০।৯ শ্লোকে) কথিত বিধি-পালনাভিনয় দেখা যায়,—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" অর্থাৎ যেকাল-পর্য্যন্ত জীবের বর্ণাশ্রমধর্ম্মে আস্থা থাকে, সেকাল-পর্য্যন্ত তিনি মর্য্যাদা-পথ অবলম্বনপূর্ব্বক দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আদর এবং পালন করিবেন, পরে শ্রৌতপথে সমুখরিত ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া সেই কথায় সুদৃঢ় বিশ্বাস ও নিশ্চয়-যুক্ত হইলে আর তাঁহার কর্ম্মস্পৃহা থাকে না।

তখন "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"—এই নারদ-পঞ্চরাত্র-কথিত শুদ্ধ পারমার্থিক নির্গুণ-বিচার-দ্বারা তিনি সর্ব্বক্ষণ পরিচালিত হন। জীবের শারীরিক ও মানসিক সুখলাভই প্রয়োজন বলিয়া মনে হইলে নশ্বর জাগতিক চিন্তা-স্রোত জীবকে কখনই পরিত্যাগ করে না, সুতরাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিহিত সদসৎকর্ম্ম-প্রবৃত্তি কালক্রমে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া বেদ-নিষিদ্ধ পাপকর্ম্মপ্রবৃত্তিতে পরিণত হয়, ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধান্বিত হইলেই জীবের ভগবৎসেবোন্মুখ-চিত্তে ঐকান্তিকভাবে শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয়ই একমাত্র নিত্য চরম-কল্যাণের কারণরূপে প্রতিভাত হয়।

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥"—এইরূপ পরমহংস-বৈষ্ণবাধিকারে উন্নত হইলে জীবন্মুক্ত ভাগবতের আর গয়ায় গিয়া পিণ্ড-প্রদান বা ব্রাহ্মণ-পাদোদক-পান প্রভৃতি অনুষ্ঠান প্রদর্শন করিতে হয় না। অমলপ্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১১।৩২ শ্লোকে) কথিত "আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ॥" এবং গীতায় (১৮।৬৬ শ্লোকে) কথিত "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" প্রভৃতি মহাবাক্যের তাৎপর্য্য বিচার ও আলোচনা করিলে জীবের ক্রমশঃ প্রাপঞ্চিক নৈষ্কর্ম্ম ও নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের প্রতি ঔদাসিন্য উপস্থিত হয়। ভগবান্ সর্ব্বলোক-পালক ও সনাতন-ধর্ম্মবর্ম্মা ধর্ম্মগোপ্তা হইয়াও সর্ব্বপ্রকার

ভক্ত ও ভগবান্, উভয়েই পরস্পরের বশীভূত—

যে তাহান দাস্য-পদ ভাবে নিরন্তর।
তাহান অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর ॥ ২৫ ॥

ভগবানের ভক্তবৎসল-সংজ্ঞা, স্বয়ং বিজিত হইয়া ভক্তের জয়-বর্দ্ধন—

অতএব নাম তান 'সেবক-বৎসল'।
আপনে হারিয়া বাড়ায়েন ভৃত্য-বল ॥ ২৬ ॥

ভগবৎপদে একান্ত শরণাগতি ও নির্ভরতা-হেতু তৎপরিত্যাগে ভক্তের অসামর্থ্য—

সর্ব্বত্র রক্ষক—হেন প্রভুর চরণ।
বল দেখি,—কেমতে ছাড়িবে ভক্তগণ? ২৭ ॥

জ্বরত্যাগান্তে পুনঃপুনা-তীর্থে আগমন—

হেনমতে করি' প্রভু জ্বরের বিনাশ।
পুনঃপুনা-তীর্থে আসি' হইলা প্রকাশ ॥ ২৮ ॥

লোকের অধিকারনিষ্ঠা বিচার করিয়া তত্তৎ-অধিকারনিষ্ঠ লোকের নিত্য চরম-কল্যাণ-বিধানার্থ ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণাধিকারোচিত লীলাভিনয় প্রদর্শন করিলেন। তাহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ঐ সঙ্কীর্ণ অধিকার বা নিয়মাগ্রহেই জীবের পরমার্থ আবদ্ধ। পারমার্থিক-বিচারে অপবর্গ-বর্ত্মের ক্রমোন্নতি ও ক্রমিক উচ্চস্তর বা সোপান-সমূহ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রশ্নাবলীর উত্তরে মহাভাগবত পরমহংসকুলগুরু শ্রীরামানন্দের দ্বারা সুষ্ঠুরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণলীলায় অর্জ্জুনকে উপদেশ-কীর্ত্তনমুখে যে গীতা-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি অপরা-প্রকৃতির অন্তর্গত বদ্ধজীবের অনুভূতি বিচারপূর্ব্বক কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের উপদেশ-প্রদানান্তে উহাদের আচরণ ও মিশ্রণ সর্ব্বতোভাবে গর্হণপূর্ব্বক জীবাত্মার পরমনির্ম্মল ধর্ম্ম কেবলা শুদ্ধভক্তিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। এই সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ শ্রবণ করিয়া সঙ্কীর্ণাধিকারবদ্ধ জনগণ পারমার্থিক ভক্তিচেষ্টার সহিত সঙ্কীর্ণাধিকারগত কু-চেষ্টার তুলনা-মূলে উভয়বিধ ক্রিয়াকে যে সমান বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞানময় কুযোগোচিত হইলেও "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্"—এই গীতোক্ত (৩।২৬ শ্লোকের) বিধি-বাক্য অনুসরণপূর্ব্বক যাঁহাদিগের প্রাপঞ্চিক বিচার প্রবল, অথবা যাঁহারা প্রাপঞ্চিক-বিচারাবলম্বনে অপ্রাকৃত-বস্তুর বা ব্যাপারের বা কথার বিচার-বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়া তাহাকেও প্রাপঞ্চিক বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহাদের ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ অধিকার বিচার করিয়া তাঁহাদের ভক্তগণের প্রতি ক্ষমা-প্রদর্শনই বিধেয় ॥ ২৩ ॥

অন্বয়। হে পার্থ, (অর্জ্জুন,) যে (মানবাঃ) যথা (যেন প্রকারেণ) মাম্ (অদ্বয়জ্ঞানং ভগবন্তং) প্রপদ্যন্তে (স্ব-স্ব-প্রতীতিভিঃ ভজন্তি), তান্ (মানবান্) অহং (অদ্বয়ঃ ভগবান্) তথা এব (তেষাং ময়ি স্ব-স্ব-প্রতীত্যনুসারেণৈব) ভজামি (ফলদানেন অনুগৃহ্ণামি, যতঃ) মনুষ্যাঃ (মানবাঃ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) মম (অদ্বয়জ্ঞানস্য ভগবতঃ এবং) বর্ত্ম (ভজনমার্গম্) অনুবর্ত্তন্তে (অনুগচ্ছন্তি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। হে পার্থ, যাহারা যে-ভাবে অর্থাৎ সকাম বা নিষ্কামভাবে আমার ভজন করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই (তাহাদের স্ব স্ব-প্রতীতির অনুরূপ) ভজন করিয়া থাকি ॥ ২৪

তথ্য। 'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের উপলক্ষণে পূর্ব্বপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া তাহা নিরাস করিতেছেন। যদি বল,—'তাহা হইলে তোমাতেও কি বৈষম্য বর্ত্তমান?—কেন না, একমাত্র তোমারই শরণাগত জনগণকে তুমি নিজভক্তি প্রদান করিয়া থাক, অন্য সকাম কাহাকেও ত' প্রদান কর না?' তদুত্তরে তোমাকে এই শ্লোক বলিতেছি। 'যথা' অর্থাৎ সকাম বা নিষ্কামভাবে যে-প্রকারে যাঁহারা আমার ভজন করেন, আমি সেইভাবেই (তাঁহাদের ভজনানুরূপ ফল প্রদান-দ্বারাই) তাঁহাদিগকে ভজন করি অর্থাৎ অনুগ্রহ প্রদান করি, পরন্তু যে-সকল সকাম ব্যক্তি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া (ফলভোগ-কামনা-মূলে সকামভাবে) ইন্দ্রাদি নানা-দেবতার ভজন করে, তাহাদিগকেও আমি উপেক্ষা করি না,—ইহাই বিবেচ্য; যেহেতু 'সর্ব্বশঃ' অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে ইন্দ্রাদি-নানা দেব-সেবক-গণও আমারই বর্ত্মের অর্থাৎ ভজনপথের গৌণভাবে অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে; কেননা, ইন্দ্রাদিরূপেও আমিই সেব্য।' (শ্রীধর-কৃত 'সুবোধিনী') ॥ ২৪ ॥

কর্ম্মাধিকার বা জ্ঞানাধিকারে শুদ্ধভগবদ্ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। যাহারা ভগবানের চরণে প্রপন্ন হইতে

কর্ম্মকাণ্ডীকে বঞ্চনার্থ পিতৃতর্পণলীলাভিনয়ান্তে প্রভুর গয়ায় প্রবেশ—

স্নান করি' পিতৃ-দেব করিয়া অর্চ্চন।
গয়াতে প্রবিষ্ট হৈলা শ্রীশচীনন্দন॥ ২৯॥

গয়ায় প্রবেশানন্তর প্রভুর ধাম-নমস্কার-লীলা—

গয়া-তীর্থরাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া।
নমস্করিলেন প্রভু শ্রীকর যুড়িয়া॥ ৩০॥

ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানানন্তর পিতৃগণের তর্পণলীলা-প্রকাশ—

ব্রহ্মকুণ্ডে আসি' প্রভু করিলেন স্নান।
যথোচিত কৈলা পিতৃ-দেবের সম্মান॥ ৩১॥

গদাধরের পাদপদ্ম-দর্শনার্থ চক্রবেড়ের অভ্যন্তরে প্রভুর আগমন ও দ্রুতবেগে প্রস্থান—

তবে আইলেন চক্রবেড়ের ভিতরে।
পাদপদ্ম দেখিবারে চলিলা সত্বরে॥ ৩২॥

পারে না বা ইচ্ছা করে না, তাহাদের অধিকার বিচার করিয়াই ভগবান্ জগতে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বদ্ধজীবগণ ঐ কর্ম্ম ও জ্ঞান অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে। তাহাদের ভগবদ্ভক্তিতে অধিকার-লাভ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। তবে কর্ম্মমিশ্রাধিকারী বা জ্ঞান-মিশ্রাধিকারীর কর্ম্ম ও জ্ঞান-বাঞ্ছা অর্থাৎ বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা ক্রমশঃ সমূলে বিনষ্ট হইলেই কেবলা-ভক্তির প্রভাবে তাহাদের নিত্য পরম-মঙ্গল-লাভ হইতে পারে। প্রপত্তি ব্যতীত কর্ম্মী বা জ্ঞানী, কাহারও ভগবৎসেবায় অধিকার নাই। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বদাই ভগবানের নিত্য উপাদেয় কৈঙ্কর্য্য লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত। তিনি ভগবদিতর কোনও খণ্ড ভোগ্য নশ্বর বস্তুর দাস্য করিবার জন্য কখনও প্রস্তুত নহেন। যিনি যেরূপভাবে ভগবৎসেবায় প্রবৃত্তিবিশিষ্ট,ভগবান্ তাঁহাকে সেইপ্রকার সেবাতেই অনুরূপ যোগ্যতা প্রদান করেন। ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ভগবান্‌কে স্বীয় ভৃত্য-পর্য্যায়ে পরিগণিত করিয়া বদ্ধজীব যে-কোন-প্রকারে তাঁহার অবৈধকামনা পূরণ করিবার অধীন যন্ত্রবিশেষ-জ্ঞানে স্বেচ্ছা-ক্রমে তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিবেন এবং সেইরূপ তথা-কথিত পাষণ্ডীর দাস হইয়া তথা-কথিত ভগবান্ তাহারই সেবা করিবেন। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, অনাদি-বিমুখ অক্ষজ জ্ঞানী জীবের এই আসুরিক-প্রবৃত্তিমূলক স্বতন্ত্রকর্ম্মকাণ্ড-বশ্যতা-রূপ নির্ব্বুদ্ধিতার প্রশ্রয় দিবার উদ্দেশে অর্থাৎ নাস্তিক-জীবকে মোহিত ও বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত বহিরঙ্গা মায়া-শক্তিকেই তাদৃশ-জীবের পরিচর্য্যা করিবার ছলনায় নিযুক্ত করিয়াছেন। মায়াবদ্ধ জীব ভ্রান্তিবশতঃ নিজের ভোগ্য মোহিনী ভগবন্মায়াকেই প্রিয়, আত্মীয়, আরাধ্য সেব্যবস্তু-জ্ঞানে ভগবৎস্বরূপের ভ্রান্তিময়ী উপলব্ধি করিয়া বসে এবং ভগবদ্ভজনের পরিবর্ত্তে কর্ম্মফলভোগ-স্পৃহায় উন্মত্ত হয়। নিত্যসেব্য, মায়াধীশ, অধোক্ষজ ভগবানকে অহৈতুকী অপ্রতিহতা বা অব্যবহিতা সেবা করিলেই সৌভাগ্যবান্ জীবের ভগবান্ ব্যতীত অন্য খণ্ড জড়বস্তুর সেবায় আর বাঞ্ছা বা প্রবৃত্তি থাকে না। সেইকালে ভগবান্ ঐকান্তিক-ভক্তের সেবা-গ্রহণ-ব্যপদেশে তিনিও নিজ-ভক্তের সেবা করিয়া থাকেন। যে-কালে ব্রাহ্মণ বাহ্য জড়জগতের নশ্বর হেয় অভিমান পরিত্যাগ করিয়া 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরোরপি সহিষ্ণু' হন এবং নিজকে জড়াভিমানশূন্য জানিয়া নিত্যপ্রভু বিভু-চৈতন্যচন্দ্রের চিন্ময় চরণোদককেই আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই একমাত্র পানীয় বলিয়া জ্ঞান করেন, তখনই তাদৃশ ভগবদ্ভজন-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণতার সাফল্য জগতে প্রদর্শন পূর্ব্বক শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রপাদোদকগ্রহণ-লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবদ্-বিমুখ মায়ামূঢ় প্রাকৃত-সহজিয়া বা স্মার্ত্ত ভগবন্মায়ার বিমূঢ় হইয়া শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত শুদ্ধবিপ্রের সহিত শ্রীচৈতন্যবিমুখ হরিগুরুবৈষ্ণব-বিরোধী রাক্ষস-বিপ্রের সমজ্ঞান করেন অর্থাৎ অক্ষর-অচ্যুত-ভগবদ্‌বিষয়ক চিদ্‌জ্ঞানহীন, ব্রহ্মেতর মায়ায় অভিনিবিষ্ট নরক পথের যাত্রী কৃপণ-সংজ্ঞক বিপ্রব্রুবকে অদ্বয়-জ্ঞান-ভগবদুপাসক ব্রাহ্মণের সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত করেন; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর "শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রম-বৈষ্ণবম্" শ্লোকের সুসিদ্ধান্ত-বিচার প্রদর্শনপূর্ব্বক সদ্‌গুরু-রূপে ঐসকল প্রাকৃত-সহজিয়া, স্মার্ত্তজীবের অজ্ঞান-তিমিরান্ধ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া নিত্য-মঙ্গল সাধন করেন। শ্রীভোক্ত "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" শ্লোকের বিকৃতার্থ করিতে গিয়া, ভ্রান্ত প্রমত্ত বিপ্রলিপ্সু খর্ব্বদৃষ্টি আধ্যক্ষিক-জ্ঞানী কপট অশ্রৌতপন্থি-জনগণ যে-প্রকার নির্ব্বুদ্ধিতা

পাণ্ডাগণ বেষ্টিত পাদপদ্মের উপর স্তূপীকৃত পুষ্পাদি পূজোপকরণ নির্ম্মাল্যোপচার-রাশি—

বিপ্রগণ বেড়িয়াছে শ্রীচরণস্থান।
শ্রীচরণে মালা,—যেন দেউল-প্রমাণ॥ ৩৩॥
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অলঙ্কার।
কত পড়িয়াছে,—লেখা-জোখা নাহি তার॥৩৪॥

বিপ্রগণ-কর্ত্তৃক গয়া-শিরস্থ গদাধর-বিষ্ণুর পাদপদ্মের স্তুতি-কীর্ত্তন—

চতুর্দ্দিকে দিব্য রূপ ধরি' বিপ্রগণ।
করিতেছে পাদপদ্ম প্রভাব বর্ণন॥ ৩৫॥
"কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে-চরণ।
যে-চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন॥ ৩৬॥

প্রকাশ করেন, তদ্দ্বারা শ্লোকের যথার্থ তাৎপর্য্য বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত হয় মাত্র। তাহারা 'প্রপন্ন'-শব্দের প্রকৃত অর্থের জ্ঞানলাভে উদাসীন হইয়া শরণাগতি-রহিত অবৈষ্ণব দাম্ভিক জীবগণকে শরণাগত 'বৈষ্ণব'-পর্য্যায়ে পরিগণিত করিয়া জগতের তত্ত্ববিচারানভিজ্ঞ কোমলমতি লোকের অহিত অর্থাৎ সর্ব্বনাশ-সাধনে সচেষ্ট। নিষ্কপট প্রপন্ন ভগবদুপাসক ভক্ত-সম্প্রদায়েরই ভগবদ্ভজনে অধিকার এবং ভগবান্‌ও তাঁহাদিগকে মুক্তকুলের সুদুর্লভ নিজ-প্রেমভক্তিযোগ প্রদানপূর্ব্বক সেবা করেন, আর কপট অভক্ত মুমুক্ষুগণকে কখনই তাদৃশী সেবা করেন না। (ভাঃ ৫।৬।১৮—) "অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।" তাঁহার বিমুখজীব-মোহিনী মায়াই বদ্ধজীবের মূঢ়তা-বর্দ্ধনের নিমিত্ত সেবিকা-সূত্রে খণ্ড-মায়িক-প্রতীতিতে ভগবত্তাকে কল্পিত করায়, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা মায়া-কর্ত্তৃক বিমুখ-জীবের গুণ-বন্ধন মাত্র।

পঞ্চবিধ ভক্তিরস ভক্তগণ-কর্ত্তৃক বাস্তবসত্য বিষয়জাতীয় ভজনীয় অধোক্ষজ-বস্তুতে সাধিত হয়। ভগবান্ উক্ত পঞ্চবিধ ভক্তিরসের বিষয়রূপে যে-কোন-প্রকার সেবা অনুকূলভাবে গ্রহণ করিতে পারেন। বৈধ-ভক্তগণের নিকট শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্দ্ধ গৌরব-সখ্যের অর্থাৎ সার্দ্ধ-দ্বিপ্রকার রসের বিষয় নারায়ণ-স্বরূপে সেবা গ্রহণ করেন, আবার অনুরাগ-পথের ভক্তগণের নিকট উক্ত সার্দ্ধ দ্বিপ্রকার ভক্তিরসের উন্নত বিশ্রম্ভ-সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ-স্বরূপে সেবা গ্রহণ করিয়া অনুরাগ-পথের সেবককে উক্ত পঞ্চরসের কোন একটী গ্রহণ করাইয়া স্বীয় ভক্তবাৎসল্য বা ভক্ত-প্রেমাধীনত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন॥ ২৫॥

বৈধমর্য্যাদা-পথে যে-প্রকার সেবায় চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহাতে ভজনীয় বিষ্ণুবস্তুর প্রতি মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তে ঐশ্বর্য্য, অথবা বিশ্রম্ভময় অনুরাগের পরিবর্ত্তে বৈধ-সম্ভ্রমময় ঈশ্বর-ভাবই প্রবল; কিন্তু মাধুর্য্যপর কৃষ্ণসেবায় ভগবানের ঐশ্বর্য্য-পরতার মধুরিমা আচ্ছন্ন হয় না, সেখানে সেবক-বাৎসল্য অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় বিশ্রম্ভ-সেবকগণেরই সেবক-সূত্রে মর্য্যাদা ও শ্রেষ্ঠতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে এইরূপ মনে করিতে হইবে না যে, ভগবানের ঐশ্বর্য্যের ন্যূনতা-ক্রমে মাধুর্য্যের দুর্ব্বলতা বা অনাদৃত-বশ্যতা অবস্থান করিতেছে।

ভগবানের ভক্তজিতত্ব—(ভাঃ ১।৯।৩৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শর-শয্যায় শায়িত স্বেচ্ছায় লোকজিহাসু ভক্তরাজ ভীষ্মদেবের স্তুতি—) 'আমি শস্ত্রহীন থাকিয়া সাহায্যমাত্র করিব'—এইরূপ নিজ-প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণকে শস্ত্র ধারণ করাইব'—আমার এইরূপ প্রতিজ্ঞা যাহাতে অধিক-ভাবে সত্য হয়, তদ্রূপ বিধান করিবার নিমিত্ত যিনি স্বীয় ভক্ত অর্জ্জুনের রথ হইতে সহসা অবতীর্ণ হইয়া রথচক্র ধারণ পূর্ব্বক পদভরে পৃথিবীকে বিচলিত করিতে করিতে পথিমধ্যে স্বীয় উত্তরীয় বসন পরিত্যাগ করিয়াই গজনিধনোদ্যত সিংহের ন্যায় আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন, সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার গতি হউন।'

ভগবানের প্রেমবশ্যতা—(ভাঃ ১০।৯।১৮-১৯ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকের উক্তি—) 'স্বীয় বন্ধন-কার্য্যে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থপ্রয়াস জনিত শ্রম-নিবন্ধন স্বীয় মাতা-যশোদার ঘর্ম্মাক্ত কলেবর ও কেশ-কবরীর মাল্য বিস্রস্ত এবং অতিশয় পরিশ্রম দর্শন করিয়া ভগবান্ কৃপা-পূর্ব্বক স্বয়ংই বন্ধনপ্রাপ্ত হইলেন॥' ২৬॥

ঐকান্তিক ভক্তগণ কখনই ভক্তবৎসল প্রভু বিষ্ণুর পাদ-পদ্ম-সেবা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, তিনিও কখনও তাঁহার ঐকান্তিক-ভক্তগণকে পরিত্যাগ করেন না অর্থাৎ ভগবান্ ও ভক্ত পরস্পরের সঙ্গ ক্ষণকালও কেহই পরিত্যাগ

বলি-শিরে আবির্ভাব হৈল যে-চরণ।
সেই এই দেখ, যত ভাগ্যবন্ত জন! ৩৭ ॥
'তিলার্দ্ধেকো যে-চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র।
যম তার না হয়েন অধিকার-পাত্র ॥ ৩৮ ॥

যোগেশ্বর-সবার দুর্ল্লভ যে-চরণ।
সেই এই দেখ, যত ভাগ্যবন্ত জন! ৩৯ ॥
'যে-চরণে ভাগীরথী হইলা প্রকাশ।
নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস ॥ ৪০ ॥

করিতে পারেন না; পরন্তু তাঁহাদিগকে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা রক্ষা করেন। ভক্তগণও নির্ব্বিশেষ-মায়াবাদীর আক্রমণ হইতে ভগবান্‌কে রক্ষা করেন,—এতদ্দ্বারা ভগবদ্‌বিরোধিগণের নিষ্ঠুর পাপ-হস্ত হইতে মোচনরূপ ভগবদ্ভক্তগণেরও দয়ার কার্য্যই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ভগবান্‌ও সর্ব্বদাই ভক্তগণের দ্বারা স্বীয় মহিমা প্রচার করিয়া অভক্তগণকে আশু সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করেন। নিজপ্রিয় শুদ্ধব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য-বর্দ্ধনের নিমিত্ত নিজের অবলীলা অপসারিত করিয়া জগতে কৃষ্ণসেবা-পর ব্রাহ্মণেরই মহিমা জানাইয়াছেন ॥ ২৭॥

পুনঃপুনা তীর্থ—পুনপুনূনাম্নী-নদী, তাহা—দুইটী স্থানে প্রসিদ্ধা। একটী—ই, আই, আর, মেন্‌-লাইন-স্থিত পাটনা-জংসন হইতে পাটনা-গয়া ব্র্যাঞ্চ-লাইনের মধ্যে পাটনার ঠিক পরবর্ত্তী পুনপুন্‌-ষ্টেসনের নিকট এবং অপরটী—ই, আই, আর, গ্র্যাণ্ডকর্ড-লাইনে 'পামারগঞ্জ'-ষ্টেসনের নিকট প্রবহমানা। পূর্ব্বপ্রদেশ হইতে সমাগত যাত্রিগণ প্রথমোক্ত পুনপুন্‌-ষ্টেশনে এবং পশ্চিমপ্রদেশ হইতে সমাগত যাত্রিগণ পামারগঞ্জ-ষ্টেসনে অবতরণ করেন। মহাপ্রভু প্রথমোক্ত পুনপুন্‌-ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তি-স্থানেই স্বীয় দেবদুর্লভ পূতপদাঙ্ক অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মন্দারের ন্যায় এই স্থানেও শ্রীমায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন বা পাদপীঠ-সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর কর্ম্মকাণ্ডপর স্মার্ত্তগণকে বঞ্চিত ও মোহিত করিবার জন্য স্নান করিয়া অশুচি ও পিতৃঋণাদি দূরীভূত করিবার জন্য স্নান ও পিতৃতর্পণাদি কর্ম্মকাণ্ডবিধিপালন-লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় লৌকিক-কর্ম্মবিধির বিধানানুসারে অবগাহন-স্নানান্তেই তীর্থে-প্রবেশ বিধেয়—এই বিধিপালন-লীলা প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রভু গয়াতীর্থে প্রবেশ করিলেন। ঐকান্তিকভাবে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অচ্যুতের ভজনেই যে সর্ব্বঋণ-মোচন হয়,—এই পারমার্থিক-বিশ্বাস-রহিত হইয়া গৃহব্রতগণ প্রেতযোনি-প্রাপ্ত বলিয়া পিতৃপুরুষগণকে কল্পনা করিয়া তদুদ্দেশে পিণ্ড-প্রদান-দ্বারা পুনরায় তাহাদিগকে প্রপঞ্চে স্থূলশরীর-প্রাপ্তির সাহায্য করে।

গয়া-তীর্থের বৃত্তান্ত ও মাহাত্ম্য—গরুড়পুঃ ৮২-৮৬ অঃ, বায়ুপুঃ (শ্বেঃ বঃ কঃ) ১-৮ অঃ, অগ্নিপুঃ ১১৪-১১৬ অঃ দ্রষ্টব্য ॥

প্রভু গয়াতীর্থরাজকে নমস্কার-লীলা-দ্বারা তাঁহার ভক্ত-বাৎসল্যের প্রকারভেদ প্রদর্শন করিলেন ॥ ৩০ ॥

পুনপুন্‌-তীর্থে প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রভুর গয়া-ধামে যাবতীয় কৃত্যের এই তাৎপর্য্য লক্ষ্য করিতে হইবে যে, তাঁহার এই সকল লীলার সমস্তই লোক-সংগ্রহের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎসঙ্গে পারমার্থিক বিচারও একেবারে অসংশ্লিষ্ট ছিল না ॥ ৩১ ॥

চক্রবেড়,—গয়াতীর্থে; এই স্থানেই বিষ্ণুপাদপদ্ম অবস্থিত ॥

দেউল,—(সংস্কৃত 'দেবকুল'-শব্দজ), দেবালয়, মন্দির, 'দেউল' ॥

লেখা-জোখা,—লেখা + জোখা; লেখা—সংস্কৃত লিখ্‌-ধাতু (লিখনে) + অ (ভাবে) + আপ্‌ (স্ত্রী); জোখা,—হিন্দী জোখ্‌না-ধাতু (তৌল বা ওজন করা) হইতে প্রচলিত। অতএব লেখা-জোখা—সংখ্যা ও পরিমাণ, ওজন ও বিবরণ, লিখন ও গণন, হিসাব বা নিদর্শন-পত্র ॥ ৩৪ ॥

কাশীনাথ,—বিশ্বেশ্বর শিব ॥ ৩৬ ॥

যোগেশ্বর,—যোগফল কৈবল্য-প্রাপ্ত হঠ-রাজ-যোগসিদ্ধি-বিভূত্যাদি-সম্পন্ন ব্যক্তি।

যাঁহারা যোগশাস্ত্রে পারঙ্গত হইয়া ধর্ম্মমেঘের সঞ্চারে কৈবল্য লাভ করেন, সেই ঈশ্বর-সাযুজ্যবাদী যোগীর কোন-দিনই ভগবচ্চরণ-দর্শনে যোগ্যতা-লাভ হয় না। কেননা, কৈবল্যবাদীর বিচারে সেব্য, সেবক ও সেবন—এই অবস্থাত্রয় কেবলীভূত অর্থাৎ একীভূত থাকায় তথায় চিদ্বিলাস-বিচারের অবকাশ নাই। সুতরাং যোগিগণ সর্ব্বতোভাবে ভাগ্যহীন, তাঁহারা পরম-পুরুষার্থ ভগবৎপ্রেম-বঞ্চিত বলিয়া ভাগ্যবন্ত ভক্তগণ তাঁহাদিগের চরম-কাম্যফল বা অবস্থায় আদর না করিয়া গর্হণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

অনন্ত-শয্যায় অতি-প্রিয় যে-চরণ।
সেই এই দেখ, যত ভাগ্যবন্ত জন!" ৪১ ॥

বিপ্রগণ-মুখে গদাধরের পাদপদ্ম-মাহাত্ম্য-শ্রবণে প্রভুর প্রেমাবেশে অশ্রু, কম্প, পুলক—

চরণ-প্রভাব শুনি' বিপ্রগণ-মুখে।
আবিষ্ট হইলা প্রভু প্রেমানন্দ-সুখে ॥ ৪২ ॥
অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম-নয়নে।
লোমহর্ষ-কম্প হৈল চরণ-দর্শনে ॥ ৪৩ ॥

সমগ্রজগতের সর্ব্বোত্তম সৌভাগ্য-ফলেই প্রভুকর্তৃক আশ্রয়বিগ্রহের ভাব-প্রকাশ-লীলারম্ভ—

সর্ব্বজগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র।
প্রেমভক্তি-প্রকাশের করিলা আরম্ভ ॥ ৪৪ ॥

প্রভুনেত্রে মহাবেগবতী গঙ্গোত্রীধারার ন্যায় অশ্রুনির্গম—

অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে।
পরম-অদ্ভুত সব দেখে বিপ্রগণে ॥ ৪৫ ॥

প্রভুর ইচ্ছায় ঈশ্বরপুরীর তথায় শুভাগমন—

দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষণে।
আইলেন ঈশ্বর-ইচ্ছায় সেইস্থানে ॥ ৪৬ ॥

ঈশ্বরপুরী-দর্শনে প্রভুর নমস্কার ও মর্য্যাদা-প্রদর্শন-লীলা—

ঈশ্বরপুরীরে দেখি' শ্রীগৌরসুন্দর।
নমস্করিলেন অতি করিয়া আদর ॥ ৪৭ ॥

পুরীপাদেরও গৌর-দর্শনে প্রেমালিঙ্গন-দান—

ঈশ্বরপুরীও গৌরচন্দ্রেরে দেখিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন মহা-হর্ষ হৈয়া ॥ ৪৮ ॥

চরণ-প্রভাব—নির্ব্বিশেষবাদিগণ ভগবৎস্বরূপের নিরাকারত্ব কল্পনা করিয়া ভগবানের আত্মারামাকর্ষক নিত্যরূপের পরম-চমৎকারিতা বুঝিতে পারেন না। নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার-প্রণালী প্রাপঞ্চিক জড়-বিচার হইতে উৎপন্ন। গয়া-তীর্থে ভগবানের যে শ্রীচরণ নির্ব্বিশেষ-বাদকে বিদলিত করিয়া গয়াসুরের শীর্ষোপরি স্থাপিত আছে, উহাই চিদ্বিলাস ভগবচ্চরণ। বৌদ্ধগণের নিরাকারবাদ বা পঞ্চোপাসকগণের নির্ব্বিশেষবাদ শ্রীগদাধরের পাদপদ্মের নিম্নে প্রোথিত আছে। পঞ্চোপাসকগণ অন্তিমে নির্ব্বিশিষ্ট অভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হন বলিয়া তাঁহারা—প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ। বেদ-বিরুদ্ধ কর্ম্মকাণ্ডিগণের বিচার—অজ্ঞরূঢ়িবৃত্ত্যাশ্রিত কর্ম্মকাণ্ডপর, বৌদ্ধবিচার—বেদ-বিরুদ্ধ অচিন্মাত্রপর এবং নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবিচার—প্রকাশ্য বৌদ্ধমত না হইলেও শ্রৌতব্রুব চিন্মাত্রপর এবং প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত। প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ নির্ব্বিশেষবাদী ও তদনুগ পঞ্চোপাসকগণ গদাধরের নিত্যরূপ ও নিত্যপাদপদ্মকে নিজ-নিজ-আধ্যক্ষিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মায়িক সগুণবস্তু মনে করিয়া তদ্দর্শন-সৌভাগ্যলাভে চিরতরে বঞ্চিত। চিদ্বিলাসবাদী সবিশেষ-ভক্তসম্প্রদায় এই শ্রৌতব্রুব প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ-মতের কখনই আদর করেন না। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম শ্রীশিব-ব্রহ্ম-শুকাদি আত্মারামগণেরও আকর্ষক, নিত্যবাস্তবসত্য বা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; সুতরাং নির্ব্বিশেষবাদীর লোক-প্রতারণা-কল্পে যে পঞ্চোপাসনাবিচার, উহা নির্ব্বোধগণকে প্রতারণ-মূলে বিপ্রলিপ্সা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুচতুর ভক্ত-সম্প্রদায় এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত আদৌ স্বীকার করেন না ॥ ৪২ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর জগতের নিত্য পরম মঙ্গল বিধান করিবার নিমিত্ত প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এতাবৎকাল তিনি জগতের প্রতি প্রেম ভক্তিপ্রদানের কোন লক্ষণই প্রকাশ করেন নাই। অতঃপর গয়া-তীর্থে শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-দর্শনাবধি তাঁহার জগজ্জীবের প্রতি প্রেমভক্তিপ্রদানলীলা-প্রকাশ আরম্ভ হইল। নির্ব্বিশেষ মায়াবাদ-কবল-মুক্ত সুকৃতি-সম্পন্ন জীবগণকে ভগবচ্চরণ-সেবনে মহা-সুযোগ-প্রদানোদ্দেশ্যে এই ভগবচ্চরণ প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছেন জানিয়া প্রভু অষ্টসাত্ত্বিক-ভাব-বিকারে ব্যাকুল হইলেন। প্রপঞ্চে কৃষ্ণ-বিমুখ জীবগণ কৃষ্ণসেবা-বঞ্চিত হইয়া বিষয়ের ভোক্তা বা প্রভু হইবার দুর্ব্বাসনা পোষণ করেন। ভগবৎপাদপদ্ম জগতের বদ্ধ-জীবগণের বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা ধ্বংস করিয়া শুদ্ধজীবহৃদয়ে আবির্ভূত হইলেই তাহার সুপ্ত ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি উদিত হয়। এই মহা-সত্য প্রচার ও প্রদর্শন করিবার জন্য ভগবান্ ভক্তবেষ ধারণ-পূর্ব্বক নিজ-সেবোন্মুখ-ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত শ্রীচরণ দর্শন করিলেন। স্থূল ও সূক্ষ্ম—এই দ্বিবিধ নিগড়াবদ্ধ জীব ভূতাকাশে বিচরণ করিবার কালে ভগবৎসেবায় বিমুখ থাকেন। যখন হরি-গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদবলে তাঁহাদের সেবন-বৃত্তি উন্মেষিত হয়, তখনই সেব্যবস্তু ভগবান্ বিষ্ণুর শ্রীপাদ-পদ্ম তদীয় সেবকের উন্মেষিত চেতন-বৃত্তির বিষয়রূপে

উভয়েই উভয়ের প্রেমাশ্রুবারিতে স্নাত—

দোঁহাকার বিগ্রহ দোঁহাকার প্রেম-জলে।
সিঞ্চিত হইলা প্রেমানন্দ-কুতূহলে ॥ ৪৯ ॥

স্বয়ংপ্রভুকর্তৃক স্বীয় সেবকবর ঈশ্বরপুরীর স্তবোপলক্ষ্যে ভক্ত, সাধু বা বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন—

প্রভু বলে,—"গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার ॥ ৫০ ॥

যাহার উদ্দেশে তীর্থে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, কেবলমাত্র তাহারই উদ্ধার-লাভ—

তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহ,—যারে পিণ্ড দেয়, তরে' সেই জন ॥৫১॥

কিন্তু ভক্ত-সাধু-বৈষ্ণবগণ সর্ব্বতীর্থাধিক বলিয়া তাদৃশ ভগবৎসেবা-বিগ্রহ দর্শন-মাত্রেই দর্শক-জীবের পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধার লাভ—

তোমা' দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন ॥ ৫২ ॥

তাদৃশ ভক্ত-সাধু-বৈষ্ণবই তীর্থসমূহেরও তীর্থস্বরূপ—

অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল প্রধান ॥ ৫৩ ॥

প্রেমাকুরুক্ষু-লোকগণের শিক্ষার্থ স্বয়ং শিষ্যাভিমানে নিজজন ভক্তবর পুরীপাদের নিকট প্রভুর বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষা-প্রার্থনা-লীলাভিনয়—

সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণপাদপদ্মমধু পান করাইয়া শিষ্যের অবিদ্যান্ধীভূত চক্ষুরুন্মীলন-কার্য্যই বিষ্ণুদীক্ষা—

'কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি'—এই চাহি দান ॥" ৫৫ ॥

প্রভুকে ঈশ্বর জ্ঞানে পুরীপাদের স্তুতি—

বলেন ঈশ্বরপুরী,—"শুনহ, পণ্ডিত!
তুমি যে ঈশ্বর-অংশ,—জানিনু নিশ্চিত ॥ ৫৬ ॥

বিদ্যাবধূজীবন প্রভুর পাণ্ডিত্যৈশ্বর্য্য চরিতৈশ্বর্য্য লোকাতীত—

যে তোমার পাণ্ডিত্য, যে চরিত্র তোমার।
সেহ কি ঈশ্বর-অংশ বই হয় আর? ৫৭ ॥

পুরীপাদের পূর্ব্বরজনীতে স্বপ্নে প্রভুদর্শনান্তে পরদিন প্রভুর প্রত্যক্ষদর্শনে স্বপ্ন-ফল-লাভ-কথন—

যেন আজি আমি শুভ স্বপ্ন দেখিলাঙ।
সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাঙ ॥ ৫৮ ॥

আবির্ভূত হন। সেবোন্মুখী চিত্ত-বৃত্তি ব্যতীত ভগবদ্রূপের দর্শন-সৌভাগ্য-লাভ হয় না। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি ব্যতীত শ্রদ্ধার উদয় হয় না। ভক্ত-প্রসাদজ সুকৃতিবলে জীবের হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ উপস্থিত হয়। কখনও কখনও কৃষ্ণ-প্রসাদজ সুকৃতি-ফলে জীব জড়েন্দ্রিয়-ভোগ্য জড়বস্তুর বন্ধন বা বঞ্চনা হইতে উন্মুক্ত হইয়া সেব্যবস্তু কৃষ্ণের সন্ধান লাভ করেন,—ইহাই অপ্রাকৃত-দর্শন। আত্মসমর্পণানন্তর কৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখেই জীবের চেতন-বৃত্তি কৃষ্ণসেবায় নিরন্তর নিযুক্ত হয়,—ইহাই ভক্তপ্রসাদজ সুকৃতি-ফল। গৌরসুন্দর নিখিল আশ্রিতবর্গের একমাত্র আ[illegible]য় হইয়াও স্বয়ং বিষয়ের আশ্রিতাভিমানে ভজনীয়-বস্তু কৃষ্ণের চিন্ময় প্রেমান্বেষণোদ্দেশে কীর্ত্তন-মুখে প্রচার আরম্ভ করিলেন। ভগচ্চরণ-দর্শন জন্য প্রভুর অষ্টসাত্ত্বিকবিকারসমূহ জগতে তাঁহার প্রেমভক্তি-প্রচারারম্ভ সূচনা করিল ॥৪৪॥

যেকালে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজ-পাদপদ্ম দর্শন করিয়া প্রেমে পুলকিত হইতেছিলেন, তৎকালে মহান্ত-গুরুরূপে ভগবল্লীলার সহায়তা-সাধন-দ্বারা নিজপ্রভুর সেবা করিবার জন্য শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ ভগবদিচ্ছায় দৈবাৎ তথায় শুভাগমন করিলেন। যাবতীয় আচার্য্যগণের পরমেশ্বর গৌরসুন্দর শ্রৌতপথে আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞ-মধ্বাচার্য্য আনন্দ-তীর্থের পর্য্যায়ে আপনাকে অধস্তন জানাইবার জন্য ঈশ্বরপুরীপাদকে তথায় আনয়ন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

ঈশ্বরপুরীপাদ প্রেমামরকল্পতরুর আদি-অঙ্কুর মাধবেন্দ্র-পুরী-পাদের একান্ত স্নিগ্ধ অনুগত শিষ্যসূত্রে প্রেমভক্তি-পরায়ণ। গৌরসুন্দরের ভক্ত-স্বভাব-প্রদর্শনে ভক্তের নিত্য-সিদ্ধ ভাব পূর্ব্বে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ও প্রকাশিত হইয়াছিল; এক্ষণে লোক-মঙ্গলের নিমিত্ত মহান্তগুরুরূপে ভক্তরাজ ও ভগবান্ উভয়ের পরস্পর সাক্ষাৎকার-লাভে উভয়ের প্রেমভক্তি-বিকারকুসুমরাশি কৃষ্ণবিমুখ জীবের ত্রিগুণদোষ-দুষ্ট মলিন চিত্তের কলুষরাশি বিদূরিত করিল। প্রেমানন্দ-চমৎকারিতায়

প্রভুর দর্শনে পুরীপাদের অপ্রাকৃত প্রেমানন্দ-বৃদ্ধি—
সত্য কহি, পণ্ডিত ! তোমার দরশনে।
পরানন্দ-সুখ যেন পাই অনুক্ষণে॥ ৫৯ ॥

পূর্ব্বে নবদ্বীপে প্রভু-দর্শনাবধি ইতর-বিষয়ে সর্ব্বদা বিতৃষ্ণা—
যদবধি তোমা' দেখিয়াছি নদীয়ায়।
তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভায়॥ ৬০ ॥

পূর্ণ হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর গয়াতীর্থ অপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক-রূপে দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন॥ ৪৯॥

জীব কর্ম্ম-জ্ঞান-কাণ্ডাশ্রয়ে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবলে বহুসৌভাগ্যক্রমে ভগবদ্-ভক্তি-বীজ-লাভের আকর শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন লাভ করে। শ্রীগুরুদেবের দর্শনে প্রাপঞ্চিক অক্ষজ আধ্যক্ষিক তর্কমূলক অশ্রৌত-বিচার স্তব্ধ হয় এবং শুদ্ধভক্তির অত্যুজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ মহিমা জীব-হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। উহাই তীর্থ-যাত্রার ফল। মহাজন-শিরোমণি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর স্বকৃত 'কল্যাণ-কল্পতরু'-নাম্নী গীতি-পুস্তিকায় লিখিয়াছেন,—

"মন তুমি তীর্থে সদা রত। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবান্তিকা, দ্বারাবতী আদি আছে যত॥ তুমি চাহ ভ্রমিবারে, এসকল বারে-বারে, মুক্তি লাভ করিবার তরে। সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম, চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে॥ তীর্থফল—সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর। যথা সাধু তথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ-চিত্ত, সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥ যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূর-দেশ। যথায় বৈষ্ণবগণ, সেইস্থান বৃন্দাবন, সেইস্থানে আনন্দ অশেষ॥ কৃষ্ণভক্তি যেইস্থানে, মুক্তিদাসী সেইখানে, সলিল তথায় মন্দাকিনী। গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন, আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী॥ বিনোদ কহিছে, ভাই, ভ্রমিয়া কি ফল পাই, বৈষ্ণব-সেবন মোর ব্রত॥" ৫০॥

গয়াতীর্থে যে-যে-পিতৃপুরুষের পিণ্ড প্রদত্ত হয়, কেবল-মাত্র সেই সেই পিতৃপুরুষই পিণ্ডপ্রাপ্তি-ফলে উদ্ধার লাভ করেন, কিন্তু যে-সকল ঊর্দ্ধতন পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-পিতৃপুরুষের নামাদি পর্য্যন্ত অজ্ঞাত, তাদৃশ কোটি-কোটি-সংখ্যক পিতৃপুরুষগণ তোমার ন্যায় কৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকর-দর্শকের দর্শন-জন্য সুকৃতিপুঞ্জসঞ্চয়-ফলে ভব-সংসার হইতে মুক্ত হন। তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত স্বতন্ত্রভাবে পিণ্ড-প্রদানের আবশ্যকতা থাকে না। যে মহাসুকৃতিশালী জীব ভগবানের নিজ-জনের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার নিকট অনুগ্রহ লাভ করেন, তাঁহার কোটি কোটি পূর্ব্বপুরুষ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-মালার বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত অর্থাৎ ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করেন॥ ৫১-৫২॥

গয়াতীর্থে যাহার পিণ্ড প্রদত্ত হয়, কেবলমাত্র তাহারই নিস্তার-লাভ ঘটে, কিন্তু বৈষ্ণব-দর্শনফলে দ্রষ্টার পূর্ব্ববর্ত্তী কোটি পিতৃপুরুষ পর্য্যন্ত মুক্ত হয়; সুতরাং তীর্থ অপেক্ষা বৈষ্ণবের প্রাধান্য অত্যন্ত অধিক। তুমি নিখিল-তীর্থরাজীরও পাবিত্র্য-বিধানকারী ও অধিকতর কল্যাণকারী বৈষ্ণব-গুরু। ভাঃ ১।১৩।১০ শ্লোকে ভক্তরাজ-বিদুরের প্রতি ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্ঠিরের উক্তি—) 'আপনার ন্যায় ভাগবতগণ স্বয়ংই তীর্থস্বরূপ; আপনারা গদাধরকে হৃদয়ে সতত ধারণ করেন বলিয়া পাপ-মলিন তীর্থ-সমূহকেও তীর্থীভূত অর্থাৎ পবিত্রীভূত করিতে সমর্থ॥' ৫৩॥

গুরুপাদাশ্রয়ই ভগবদ্ভক্তি-সাধনের আদি-দ্বার। এইজন্যই নিখিল আশ্রিত সেবককুলের গুরুদেব-স্বরূপ অভিধেয়াচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুপাদ স্বকৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে প্রতিপাদ্য ভক্ত্যঙ্গলক্ষণসমূহের বর্ণন-প্রারম্ভে লিখিয়াছেন— সর্ব্বপ্রথমে "গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্। বি-শ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥" নিজের নিত্য চরম-কল্যাণকামী জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বাগ্রে ভগবৎপ্রকাশ সদ্গুরুর শরণাগত হইবেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কোনপ্রকারে কাহারও অনর্থ-সাগর হইতে উদ্ধার-লাভ ঘটে না। শ্রৌত-পথ অবলম্বন করিয়া শ্রৌতবিধিমতে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত জীবের তর্কপন্থায় কোন শুভ গতি নাই। গুরুপাদ-পদ্ম-বিস্মৃত হইয়া শ্রৌতপথবিমুখ নাস্তিকগণ যে তর্কহত-হৃদয়ে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাতে গুরুদ্রোহ, ভগবদ্দ্রোহ ব্যতীত গুরু-পাদপদ্মাশ্রয়ের কোন চেষ্টা নাই। যাহারা সংসার-সমুদ্রে

পুরীপাদের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-নেত্রে গৌরদর্শনে কৃষ্ণদর্শনানন্দ—

সত্য এই কহি,—ইথে অন্য কিছু নাই।
কৃষ্ণ-দরশন-সুখ তোমা' দেখি পাই॥" ৬১॥

দৈন্য-বিনয়ের আদর্শ মূর্ত্তিবিগ্রহ প্রভুর পুরীবাক্য-শ্রবণে স্বসৌভাগ্য-ফল-জ্ঞাপন—

শুনি' প্রিয় ঈশ্বরপুরীর সত্য বাক্য।
হাসিয়া বলেন প্রভু,—'মোর বড় ভাগ্য॥' ৬২॥

গৌর-গুণলীলার ব্যাসরূপী লেখকের ভবিষ্যতে প্রভু-পুরী-সংবাদ-বর্ণন-সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ভবিষ্যদ্বাণী—

এইমত কত আর কৌতুক-সম্ভাষ।
যত হৈল, তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস॥ ৬৩॥

পুরীপাদের আজ্ঞা-গ্রহণান্তে প্রভুকর্ত্তৃক নানা-স্থানে তীর্থ-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান- লীলাভিনয়-প্রদর্শন—

তবে প্রভু তান স্থানে অনুমতি লৈয়া।
তীর্থ-শ্রাদ্ধ করিবারে বসিলা আসিয়া॥ ৬৪॥

নিমজ্জিত হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাহাদের অশ্রৌত তর্কপথই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। তাহারা শ্রৌত-পথের বা সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে অসমর্থ। তর্কপন্থী ভগবৎসেবা বিমুখ ব্যক্তি দম্ভবশে অশ্রৌত শৌক্রবিচারাচ্ছন্ন গৃহব্রত গুরুব্রুবকে 'গুরু' বলিয়া গ্রহণ-পূর্ব্বক কোটিকল্পকাল অন্ধবিশ্বাস-দ্বারা চালিত হইলেও তদ্দ্বারা তাহার কোনদিনই কোন নিত্যমঙ্গল-লাভ ঘটিতে পারে না। এই মহা-সত্যের প্রচার ও প্রদর্শন-দ্বারা লোকশিক্ষার নিমিত্ত জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর আপনাকে প্রপন্নজ্ঞানে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিক্ষেপ ও কার্পণ্যরূপ শরণাগতি শিক্ষা দিয়াছেন। যথার্থ কৃষ্ণৈকশরণ কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাযুক্ত গুরুদেবের লঘুতা ও অভাব পরিপূরণ করিবার জন্য যাঁহারা আধ্যক্ষিক তর্কপথ অবলম্বন করে, তাহাদের ভব-নরক-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার কোনদিন সম্ভাবনা নাই॥ ৫৪॥

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে"—এই নিত্য-কল্যাণকর বিচার যাঁহাদের হৃদয়ে প্রবল, তাঁহাদিগেরই আত্মসমর্পণ বা গুরুপাদপদ্মগ্রহণ সম্ভবপর। শ্রীভগবৎপাদ-পদ্মকেই একমাত্র সেবনীয় বিচার করিয়া স্বয়ংভগবান্ প্রভু প্রেমারুরুক্ষু সাধকগণের আদর্শবিধি শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে মাধবেন্দ্রপুরীপাদের পরম-কৃপাপাত্র ঈশ্বরপুরীপাদকে গুরু-দেবরূপে বরণ করিবার লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। যে কৃষ্ণপাদপদ্মসুধা-পানের নিমিত্ত শিষ্যাভিনয়কারী প্রভুর গুরুপদে ভিক্ষা-প্রার্থনা এবং গুরু-লীলাভিনয়কারী দাতা ঈশ্বরপুরীপাদের সেই ভিক্ষা-প্রদান—এতদুভয়ের মধ্যে কোনপ্রকার বৈষম্যভেদ লক্ষিত হয় নাই। "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি"—এই শ্লোকে প্রভু শ্রীগদাধরের চরণতলে যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর নিষ্কপট পরিপূর্ণ করুণা-প্রসাদবলে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ হৃদ্গতভাবরূপে নিহিত ছিল॥ ৫৫॥

ঈশ্বরপুরীপাদ—ভগবৎপার্ষদ এবং প্রাপঞ্চিক-বিচারে মহা-ভাগবত গুরুদাস; তিনি সর্ব্বক্ষণ নাম-ভজনে ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং অমানী-মানদধর্ম্ম তাঁহাতে অত্যুজ্জ্বলরূপে প্রদীপ্ত ছিল বলিয়া তিনি স্বীয় শিষ্যলীলাভিনয়কারী গৌরসুন্দরকে বলিতেছেন,—তুমি সর্ব্বজীবের বন্ধ-মোক্ষবিৎ পণ্ডিত, তুমি ঈশ্বর-অংশ অর্থাৎ তুমি স্বয়ং সাক্ষাৎ পরমেশ্বর এবং যাবতীয় ঈশ্বরবর্গ তোমারই অংশ—ইহা আমি নিশ্চিত জানিয়াছি। তত্ত্ববিচারে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ঈশ্বরের অণু-অংশই 'জীব', কিন্তু এক্ষেত্রে গৌরসুন্দর শিষ্যের লীলাভিনয় করিয়াছেন বলিয়া জীবস্বরূপকে ঈশ্বর-বিষ্ণুর অংশ অর্থাৎ বিভিন্নাংশরূপে, অপর-ভাষায় "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥"—এই বিচার-সিদ্ধান্ত শ্রৌতপথে শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে শ্রবণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিলেন। ঈশ্বরাংশে কোন মায়ার পরিচয় থাকে না অর্থাৎ জীবাত্মা ঈশ্বরসেবা ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তিতে অবস্থান করেন না। আত্মবিস্মৃত ঈশ্বর-সেবা-বিমুখ জীবই সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উহাতে দেহ ও মনের বিক্রম ও আচরণই লক্ষিত হয়। ঈশ্বর—পরমাত্মা, জীব—অণুআত্মা, সুতরাং তাঁহার অণু-অংশ। ঈশ্বর—বিভু, পূর্ণচেতনময়-বিগ্রহ, আর জীবাত্ম-স্বরূপ—অণুচিৎকণ, মুক্ত॥ ৫৬॥

জড়মায়া-বদ্ধাংশে মায়াভিনিবেশ-জন্য বদ্ধধর্ম্ম অবস্থিত,

ফল্গু-তীর্থে করি' বালুকার পিণ্ড দান।
তবে গেলা গিরিশৃঙ্গে প্রেতগয়া-স্থান ॥ ৬৫ ॥
প্রেতগয়া-শ্রাদ্ধ করি' শ্রীশচীনন্দন।
দক্ষিণায়ে বাক্যে তুষিলেন বিপ্রগণ ॥ ৬৬ ॥
তবে উদ্ধারিয়া পিতৃগণ সন্তর্পিয়া।
দক্ষিণমানসে চলিলেন হর্ষ হৈয়া ॥ ৬৭ ॥
তবে চলিলেন প্রভু শ্রীরামগয়ায়।
রাম-অবতারে শ্রাদ্ধ করিলা যথায় ॥ ৬৮ ॥
এহো অবতারে সেইস্থানে শ্রাদ্ধ করি'।
তবে যুধিষ্ঠিরগয়া গেলা গৌরহরি ॥ ৬৯ ॥
পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির পিণ্ড দিলেন তথায়।
সেই প্রীত্যে তথা শ্রাদ্ধ কৈলা গৌররায় ॥ ৭০ ॥
চতুর্দ্দিকে প্রভুরে বেড়িয়া বিপ্রগণ।
শ্রাদ্ধ করায়েন সবে পড়ান বচন ॥ ৭১ ॥
শ্রাদ্ধ করি' প্রভু পিণ্ড ফেলে যেই জলে।
গয়ালি-ব্রাহ্মণ সব ধরি' ধরি' গিলে ॥ ৭২ ॥
দেখিয়া হাসেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
সে-সব বিপ্রের যত খণ্ডিল বন্ধন ॥ ৭৩ ॥
উত্তরমানসে প্রভু পিণ্ড দান করি'।
ভীম-গয়া করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ৭৪ ॥
শিবগয়া-ব্রহ্মগয়া-আদি যত আছে।
সব করি' ষোড়শগয়ায় গেলা পাছে ॥ ৭৫ ॥
ষোড়শগয়ায় প্রভু ষোড়শী করিয়া।
সবারে দিলেন পিণ্ড শ্রদ্ধা-যুক্ত হৈয়া ॥ ৭৬ ॥

কিন্তু ঈশ্বরাংশে মায়াভিনিবেশ নাই। জড়বদ্ধজীবগণের চরিত্র ও মুক্তপুরুষগণের চরিত্র 'এক' নহে; সুতরাং ঈশ্বরাংশ ব্যতীত তোমাকে অন্য কিছু বলিয়া বোধ হইতেছে না। তোমার পাণ্ডিত্য ও চরিত্র হইতে ইহাই জানা যায় যে, তুমি ঈশ্বরাংশ ব্যতীত অন্য কিছু নহ ॥ ৫৭ ॥

'যেকালে তোমাকে নবদ্বীপে দেখিয়াছি, তৎকালাবধি অন্য কোন বিষয়ই আমার চিত্তকে অধিকার করে নাই—ইহা একমাত্র সত্যকথা, ইহার মধ্যে অন্য কোন বিচার নাই। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচনে তোমাকে দেখিলেই আমার কৃষ্ণদর্শনজন্য অনির্ব্বচনীয় সুখের উদয় হয় ॥' ৬১ ॥

তীর্থে আগমন করিলে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করিতে হয়—ইহাই কর্ম্মবিধি। গৌরহরি ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট অনুমতি-গ্রহণ-লীলা দেখাইয়া কর্ম্মিগণের বিধি-অনুসারে গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু পরমার্থ ভক্তি-মার্গ ও স্মার্ত্তপর কর্ম্মমার্গ সমজাতীয় নহে। কর্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়া-সমূহ পরিহার করিয়াই পরমার্থে প্রবেশ করিতে হয়। ভগবৎকথা শ্রবণের পূর্ব্বে প্রাকৃতসংসার-ভ্রান্ত জীবগণের স্ব-স্বরূপ ও পরস্বরূপের জ্ঞানরূপ দিব্যজ্ঞান না থাকায় তাহারা বাহ্য-বিচার অবলম্বন করিয়াই দেবপিতৃশ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

গয়া-ক্ষেত্রে বালুকার নিম্নভাগে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদী প্রবাহিতা। তথায় বালুকা-দ্বারা পিণ্ড দিবার বিধি আছে। গৌরহরি কর্ম্মকাণ্ডিগণকে মোহিত ও বঞ্চিত করিবার জন্য বালুকার পিণ্ড-দ্বারা শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান-লীলার অভিনয় করিলেন। তদনন্তর তিনি পর্ব্বতের উপরে প্রেত-গয়ায় গমন করিলেন। এই প্রেত-গয়ায় ১৬৯৬ শকাব্দায় অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ১১৮২ সালে ৩৯৫টী সোপান নির্ম্মিত হইয়াছে। কলিকাতা-হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশোৎপন্ন তৎকালে স্বনামপ্রসিদ্ধ 'ব্ল্যাক-মার্চেন্ট' নামে সর্ব্বজন-পরিচিত পর-লোকগত ধন-কুবের মদনমোহন দত্ত মহাশয় গয়ায় প্রেত-শিলায় যে সোপানাবলী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে এরূপ ক্ষোদিত আছে,—'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রায় নমঃ। শ্রীশিবদুর্গা শরণং। জয় রামঃ। এই বর মাগি প্রভু তোমার চরণে। সবংশে কুশলে রাখ মদনমোহনে ॥' 'দৃষ্ট্বা কষ্টং নরাণামতিবিষমপথারোহণার্থোদ্ধরাণাং প্রেতাদ্রে-র্দিব্যসোপানকমতিবিততং সৌখ্যমারোহণায়। কৃত্বা তাপো-পশান্ত্যা ঋতুনবরসভূসংখ্যশাকেঽত্র সোঽপি শ্রীনাথ-প্রীতয়ে শ্রীমদনপদভৃদ্বমোহনাখ্যোঽকার্ষীৎ ॥' এই ৩৯৫টী সোপানের নির্ম্মাণারম্ভ ও সমাপ্তি—১৬৯৬ শকাব্দায় (বঙ্গাব্দ সন ১১৮২ সালে) ॥" ৬৫ ॥

প্রেত-গয়ার শ্রাদ্ধলীলার অভিনয় করিয়া প্রভু বিপ্রগণকে নানাবিধ মধুরবাক্যে সন্তোষ বিধান করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিলেন। গয়া-তীর্থে পুরোহিতগণের প্রতি তীর্থযাত্রিগণের পূজাতিশয্য দেখা যায়। এমন কি, গয়াদি-তীর্থস্থানে মূর্খ

স্বীয় পদস্পর্শদ্বারা ব্রহ্মকুণ্ডকে তীর্থীকরণান্তে গয়া-শিরে গদাধর-পাদপদ্মে পিণ্ডদান-লীলাভিনয়-প্রদর্শন—

তবে মহাপ্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে করি' স্নান।
গয়া-শিরে আসি' করিলেন পিণ্ড দান ॥ ৭৭ ॥

মাল্যচন্দন-দ্বারা প্রভুর স্বহস্তে বিষ্ণুপদচিহ্ন-পূজন—

দিব্য মালা-চন্দন শ্রীহস্তে প্রভু লৈয়া।
বিষ্ণুপদচিহ্ন পুজিলেন হর্ষ হৈয়া ॥ ৭৮ ॥

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান-লীলাভিনয়ান্তে প্রভুর স্বগৃহে আগমন—

এইমত সর্ব্বস্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া।
বাসায় চলিলা বিপ্রগণে সন্তোষিয়া ॥ ৭৯ ॥

কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামান্তে প্রভুর রন্ধনে উদ্যোগ—

তবে মহাপ্রভু কতক্ষণে সুস্থ হৈয়া।
রন্ধন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া ॥ ৮০ ॥

রন্ধন-সম্পাদন-কালে পুরীপাদের আগমন—

রন্ধন সম্পূর্ণ হৈল, হেনই সময়।
আইলেন শ্রীঈশ্বরপুরী মহাশয় ॥ ৮১ ॥

কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-প্রমোন্মত্ত পুরীপাদ—

প্রেমযোগে কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে।
আইলেন প্রভু-স্থানে ঢুলিতে ঢুলিতে ॥ ৮২ ॥

তৎক্ষণাৎ রন্ধনগৃহ ত্যাগপূর্ব্বক পুরীপাদকে গুরুজ্ঞানে প্রভুর অভ্যর্থন, বন্দন ও মর্য্যাদা-লীলা-প্রদর্শন—

রন্ধন এড়িয়া প্রভু পরম-সম্ভ্রমে।
নমস্করি' তানে বসাইলেন আসনে ॥ ৮৩ ॥

প্রভুদর্শনে প্রেমভরে পুরীপাদের নিজ-আগমন-প্রশংসা—

হাসিয়া বলেন পুরী,—"শুনহ, পণ্ডিত!
ভালই সময়ে হইলাঙ উপনীত ॥" ৮৪ ॥

পরম-দৈন্যবিনয়ভরে প্রভুকর্ত্তৃক পুরীপাদকে নিজাবাসে ভিক্ষা-গ্রহণার্থ প্রার্থনা-জ্ঞাপন—

প্রভু বলে,—"যবে হৈল ভাগ্যের উদয়।
এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর' মহাশয় ॥" ৮৫ ॥

ভগবান্ ও ভক্তের পরস্পর প্রেম-সংলাপ—

হাসিয়া বলেন পুরী,—"তুমি কি খাইবে?"
প্রভু বলে,—"আমি অন্ন রান্ধিবাঙ এবে ॥" ৮৬
পুরী বলে,—"কি-কার্য্যে করিবে আর পাক?
যে অন্ন আছয়ে, তাহা কর' দুইভাগ ॥" ৮৭ ॥
হাসিয়া বলেন প্রভু,—"যদি আমা' চাও।
যে অন্ন হৈয়াছে, তাহা তুমি সব খাও ॥ ৮৮ ॥
তিলার্দ্ধেকে আর অন্ন রান্ধিবাঙ আমি।
না কর' সঙ্কোচ কিছু, ভিক্ষা কর' তুমি ॥" ৮৯ ॥
তবে প্রভু আপনার অন্ন তাঁরে দিয়া।
আর অন্ন রান্ধিতে সে গেলা হর্ষ হৈয়া ॥ ৯০ ॥

যেরূপ প্রভুর পুরীপ্রীতি, তদ্রূপ পুরীরও প্রভু-প্রীতি—

হেন কৃপা প্রভুর ঈশ্বরপুরী-প্রতি।
পুরীরো নাহিক কৃষ্ণ-ছাড়া অন্য-মতি ॥ ৯১ ॥

ভগবানের স্বহস্তে ভক্ত-সেবা সম্পাদন, প্রভুর পরিবেশন, পুরীর মহাপ্রসাদ-সম্মান—

শ্রীহস্তে আপনে প্রভু করে পরিবেশন।
পরানন্দ-সুখে পুরী করেন ভোজন ॥ ৯২ ॥

লোকলোচনের অগোচরে মহালক্ষ্মী-কর্ত্তৃক গৌরনারায়ণের নৈবেদ্য-ভোগ-রন্ধন—

সেইক্ষণে রমা-দেবী অতি-অলক্ষিতে।
প্রভুর নিমিত্ত অন্ন রান্ধিলা ত্বরিতে ॥ ৯৩ ॥

অতি-লোভী পাণ্ডাগণ পুষ্পচন্দনাদি-দ্বারা স্বীয় পাদ-পূজা করাইয়া লইয়া মহাপরাধ সঞ্চয় করে। তজ্জন্য প্রভু সেই অপরাধজনক অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে মধুর-বাক্যের দ্বারাই পাণ্ডাগণের সন্তোষ বিধান করিলেন ॥ ৭৬ ॥

গয়ালি,—(হিন্দী 'গয়াওয়াল'-শব্দজ), গয়া-ক্ষেত্রের পাণ্ডা (ব্রাহ্মণ-পুরোহিত) অথবা অধিবাসী। এইপদ্যে গয়ালি তীর্থ-পুরোহিতগণের অত্যন্ত লোভের পরিচয় পাওয়া যায় ॥

ষোড়শী,—শ্রাদ্ধকৃত্যবিশেষ; ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, প্রদীপ, অন্ন, তাম্বুল, ছত্র, গন্ধ, মাল্য, ফল, শয্যা, পাদুকা, গো, কাঞ্চন ও রজত,—এই ষোড়শপ্রকার দ্রব্য-দান-উৎসর্গ; অথবা যজ্ঞপাত্রবিশেষ, সলোমক পাত্র, যথা—'অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি, নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি' ॥

গয়ায় কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদি-সম্বন্ধে—(বিষ্ণুপুঃ ৩য় অং ১৬শ অঃ ৪—) 'গয়ামুপেত্য যঃ শ্রাদ্ধং করোতি পৃথিবীপতে। সফলং তস্য তজ্জন্ম জায়তে পিতৃতুষ্টিদম্ ॥' অর্থাৎ (সগর-মহারাজের প্রতি ঔর্ব্বের উক্তি)—"হে পৃথ্বীপতে, যে ব্যক্তি

স্বয়ং আচরণ প্রদর্শন দ্বারা প্রভুকর্ত্তৃক বিদ্যাশাসি-শিষ্যের কর্ত্তব্য-বিধি-শিক্ষা-দান—

তবে প্রভু আগে তানে ভিক্ষা করাইয়া।
আপনেও ভোজন করিলা হর্ষ হৈয়া॥ ৯৪॥

ভক্ত-সহ ভগবানের ভোজনাখ্যান-শ্রবণে জীবের কৃষ্ণপ্রেম-লাভ—

ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে প্রভুর ভোজন।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন॥ ৯৫॥

ভগবানে স্বহস্তে ভক্ত-সেবন; প্রভুকর্ত্তৃক শিষ্যের গুরুপদসেবন-বিধি-শিক্ষা-দান—

তবে প্রভু ঈশ্বরপুরীর সর্ব্ব-অঙ্গে।
আপনে শ্রীহস্তে লেপিলেন দিব্যগন্ধে॥ ৯৬॥

নিজজন ভক্তরাজ পুরীপাদের প্রতি প্রভুপ্রীতি অবর্ণনীয়া—

যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বরপুরীরে।
তাহা বর্ণিবারে কোন্ জন শক্তি ধরে? ৯৭॥

প্রভুকর্ত্তৃক শিষ্যের গুরু-বৈষ্ণবাবির্ভাব-ভূমি-দর্শন-কর্ত্তব্য-বিধি-শিক্ষা-দান—

আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান্।
দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান॥ ৯৮॥

প্রভুকর্ত্তৃক হরি-জন ভক্তের বা গুরু বৈষ্ণবের চিন্ময় অবতরণ-ভূমির স্তুতি-শিক্ষা-দান—

প্রভু বলে,—"কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরপুরীর যে-গ্রামে অবতার॥" ৯৯॥

পুরীপাদের চিন্ময় জন্মভূমি-দর্শনে শিষ্যাভিমানি-প্রভুর আচার্য্য-বিরহে প্রেম-ক্রন্দন ও নিরন্তর তন্নামকীর্ত্তনমুখে চিন্ময়-ধূলি-গ্রহণ-দ্বারা গুরুভক্তির প্রকৃষ্ট আদর্শ-প্রদর্শন—

কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেইস্থানে।
আর শব্দ কিছু নাহি 'ঈশ্বরপুরী' বিনে॥ ১০০॥
সে-স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি'।
লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি' এক ঝুলি॥ ১০১॥

গুরুদেবের চিন্ময় আবির্ভাব-ভূমিকে শিষ্যাভিমানি-প্রভুকর্ত্তৃক সর্ব্বস্ব-জ্ঞানে স্তুতি—

প্রভু বলে,—"ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা—আমার জীবন ধন প্রাণ॥" ১০২॥

পুরী-প্রতি প্রভুর প্রীতি-নিদর্শন; নিজ-প্রেষ্ঠ ভক্ত-মাহাত্ম্য-বর্দ্ধনে একমাত্র ভগবান্ই সমর্থ—

হেন ঈশ্বরের প্রীত ঈশ্বরপুরীরে।
ভক্তেরে বাড়াতে প্রভু সব শক্তি ধরে॥ ১০৩॥

গয়ায় গমন করিয়া শ্রাদ্ধ করে, পিতৃগণের তুষ্টিপ্রদ তাহার জন্ম সফল হয়॥" ৭৯॥

ঈশ্বরপুরীপাদ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নিজ-তনুকে সরলভাবে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া প্রেম-বিহ্বল হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট আগমন করিলেন। প্রভু তৎকালে রন্ধনে নিযুক্ত ছিলেন॥ ৮২॥

গৌর-নারায়ণের প্রিয়তমা সেবিকা-সূত্রে শ্রীমহালক্ষ্মীদেবী বদ্ধজীবের প্রাকৃত লৌকিক জড়-নয়নের অগোচরে তৎক্ষণাৎ স্বীয় প্রিয়-পতির ভোগের নিমিত্ত অমৃতময় অন্ন রন্ধন করিলেন॥ ৯৩॥

জগদ্গুরু প্রভু শিষ্যাভিমানে স্বহস্তে দিব্যগন্ধ-দ্বারা ঈশ্বর-পুরীপাদের সকল অঙ্গ লেপন করিয়া আদর্শ গুরুসেবা শিক্ষা দিলেন। ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ গুরুদেবের সেবা করিতে গিয়া একমাত্র হরি-গুরু-বৈষ্ণবেরই সেবার যোগ্য উপকরণ-স্বরূপ জগতের যাবতীয় উত্তম উত্তম পদার্থনিচয় কখনই ইন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা-মূলে স্বয়ং ভোগ করিবে না,—এই বিধি শিক্ষা দিলেন॥ ৯৬॥

ঈশ্বরের,—পরমেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের॥ ৯৭॥

ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান,—ই, বি, আর, লাইনে কুমারহট্ট-গ্রাম, বর্ত্তমান হালিসহর-ষ্টেশন হইতে এক-ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত। সম্প্রতি এই জন্মস্থানের নিকটে তত্ত্ববিরোধী সখী-ভেকীদলের অর্চ্চন-বিচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভগবজ্জন্মস্থানের দর্শন, নমন ও পরিক্রমণাদি—শুদ্ধ-ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম অনুষ্ঠান॥ ৯৮॥

ভগবান্ ভক্তের পূজা করেন বলিয়া ভগবান্ গৌর-সুন্দর মহাভাগবতবর ঈশ্বরপুরীপাদকে গুরুরূপে বরণ-লীলা-দ্বারা নিজ-প্রিয় ভক্তের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন॥ ১০৩॥

গয়া-তীর্থে শুভাগমনোপলক্ষে এস্থানে যে সাক্ষাৎ তীর্থ-ভূত শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম দর্শন করিতে পাইলাম, ইহাতেই আমার সমগ্রতীর্থদর্শনের ফল-লাভ ঘটিয়াছে,—একথা জগদ্-

ভগবানের ভক্তমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ; গুরু-বৈষ্ণব-দর্শনলাভেই শিষ্যের তীর্থভ্রমণ সার্থক—

প্রভু বলে,—"গয়া করিতে যে আইলাঙ।
সত্য হৈল,—ঈশ্বরপুরীরে দেখিলাঙ॥" ১০৪॥

প্রভুর বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণলীলাভিনয় দ্বারা নিত্যমঙ্গল পরমার্থ-লিপ্সু প্রত্যেককে সদ্গুরু-সমীপে মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণ-বিধি-শিক্ষা-দান—

আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরী-স্থানে।
মন্ত্র-দীক্ষা চাহিলেন মধুর-বচনে॥ ১০৫॥

প্রভুপ্রতি পুরীর সুগভীর প্রেম-নিদর্শনোক্তি, সেব্যের নিমিত্ত সেবকের দেহ-প্রাণাদি সর্ব্বস্ব-দানে তৎপরতা—

পুরী বলে,—"মন্ত্র বা বলিয়া কোন্ কথা?
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা॥" ১০৬॥

লোক-শিক্ষা-প্রদানার্থ হরিজনের নিকট প্রভুর মন্ত্রগ্রহণ-লীলাভিনয়দ্বারা তৎপ্রতি স্বীয় অকৃত্রিম কৃপা-প্রদর্শন—

তবে তান স্থানে শিক্ষা-গুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর-মন্ত্রের গ্রহণ॥ ১০৭॥

গুরু লোকশিক্ষক প্রভু সাধকশিষ্যগণের শিক্ষার নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীমুখে কীর্ত্তন করিলেন॥ ১০৪॥

মন্ত্রদীক্ষা,—(ভক্তিসন্দর্ভে ২০৭ সংখ্যায়—) "মন্ত্রদীক্ষা-রূপ অনুগ্রহঃ।" "মননাত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ" ; 'মনন' অর্থাৎ বাহ্য ভোগ্য অনিত্য জগতের খণ্ডিত অনিত্য-বস্তুর চিন্তা বা কর্ম্মফলভোগীর ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসক্তিরূপ সংসার-ভোক্তৃধর্ম্ম হইতে যাহা জীবকে পরিত্রাণ করে, উহাকে 'মন্ত্র' বলে। বিষ্ণুযামলবাক্য—"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥" অর্থাৎ যে অনুষ্ঠান হইতে মানবের ঐহিক পাপ-পুণ্যানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি ক্ষীণ হয় এবং পাপপুণ্য ক্ষীণ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় অর্থাৎ যে ভগবজ্জ্ঞানোদয়ে জড়জগতে নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তির উদয় করায়, তাহারই নাম 'দীক্ষা'। বৈধ বিচারে সেই দীক্ষানুষ্ঠানের অন্তর্গত পাঁচটী ব্যাপার আছে, যথা—তাপ-সংস্কার, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-সংস্কার, নাম-সংস্কার —এই ত্রিবিধ সংস্কার স্থূলজগতে ভূতাকাশে বিহিত। এতদ্ব্যতীত মন্ত্র-সংস্কার ও যাগ-সংস্কার নামক সংস্কারদ্বয় মধ্যমাধিকারে প্রদত্ত হইলে পঞ্চসংস্কারাত্মিকা দীক্ষা সম্পন্ন হয়। তৎপর নবেজ্যা-কর্ম্ম ও অর্থপঞ্চক-জ্ঞা[illegible]াধিকার বলিয়া কথিত হয়। পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা-লব্ধ জনগণ অর্চ্চনপথে অধিকার লাভ করিবার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করেন। মন্ত্রদীক্ষা-প্রভাবে জীবের সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। তখন মন্ত্র-সিদ্ধি-প্রভাবে ভগবন্নামের ও নামি-ভগবানের বিজ্ঞানোদয়ে তাঁহার কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবায় অধিকারলাভ ঘটে। ভাগবত-সম্প্রদায়ে প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকারগত অর্চ্চনকারীর ভগবদ্ভক্ত-তত্ত্ববিচারাভাব বর্ত্তমান ; যেহেতু তৎকালে তাহার প্রাকৃত-হৃদয়ে একমাত্র ভগবদ্বিগ্রহের অর্চ্চন ব্যতীত ভগবল্লীলা-পরিকরগণের সেবা-সৌন্দর্য্য-মহিমার বিবেক উদিত হয় না। ক্রমশঃ সৌভাগ্যবৃদ্ধিক্রমে ভগবৎকৃপা-বশতঃ যখন জীব কনিষ্ঠাধিকার অতিক্রম করিয়া ভগবদ্ভক্ত-বিবেকে নৈপুণ্য লাভ করেন, তৎকালেই তাঁহার দিব্যজ্ঞান-লাভফলে ঈশ্বরে প্রেম, তদীয় অধীন সেবা-পরায়ণ-জনের প্রতি মিত্রতা, তত্ত্বানভিজ্ঞ বালিশজনে কৃপা-উপদেশ-প্রবৃত্তি এবং ঈশ্বর-বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা—এই চারিপ্রকার আভ্যন্তর-বিচার পরিলক্ষিত হয়। উন্নত উত্তমাধিকারে বিদ্বেষি-জনের প্রতি উপেক্ষা শ্লথ এবং তদ্দ্বারা ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণানুশীলন উপলব্ধ হওয়ায় সমগ্রজগৎকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ-বুদ্ধির উদয়ে তাঁহার সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ভগবৎস্মরণ হইতে থাকে॥ ১০৫॥

শ্রীগৌরসুন্দর—সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপ ("শিক্ষাগুরুস্তু ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ"—লীলাশুক বিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণকর্ণামৃতে ১ম শ্লোকে) ; সুতরাং অন্তর্যামি-চৈত্ত্যগুরুরূপে ঈশ্বর-পুরীপাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও মহাপ্রভু নিঃশ্রেয়সার্থী বা পরমার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই যে সর্ব্বপ্রথমে গুরুপাদাশ্রয় একান্ত আবশ্যক—এই বিধি শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং শিষ্যাভিমানে পুরীপাদকে গুরুজ্ঞানে তাঁহার নিকট হইতে দশাক্ষর-মন্ত্র-গ্রহণ-লীলার অভিনয় করিলেন॥ ১০৭॥

কেহ কেহ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গকেই এবং কেহ কেহ বা আপবর্গিক মুক্তিকেই চরমপ্রাপ্যরূপে স্থির করেন ; কিন্তু পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমাকে অনেকেই প্রয়ো-

প্রভুকর্ত্তৃক শিষ্যের গুরুপ্রদক্ষিণ, আত্ম-নিবেদন ও কৃষ্ণ-প্রেমরূপ গুরু-প্রসাদ-যাচ্ঞা-বিধি-শিক্ষা-দান—

তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে।
প্রভু বলে,—"দেহ আমি দিলাঙ তোমারে॥
হেন শুভদৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে॥" ১০৯॥

প্রভুর দৈন্যবিনয়োক্তি-শ্রবণে প্রভুকে পুরীর প্রেমালিঙ্গন-দান—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বরপুরী।
প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি'॥ ১১০॥

উভয়েই উভয়ের প্রেমাশ্রু-সিক্ত ও প্রেম-বিহ্বল—

দোঁহার নয়নজলে দোঁহার শরীর।
সিঞ্চিত হইলা প্রেমে, কেহ নহে স্থির॥ ১১১॥

নিজপ্রেষ্ঠ ভক্ত পুরীপাদের প্রতি প্রেম-কৃপা-প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রভুর গয়ায় কিয়দ্দিবসাবস্থিতি—

হেনমতে ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করি'।
কত দিন গয়ায় রহিলা গৌরহরি॥ ১১২॥

ক্রমশঃ স্বীয় অবতরণের গূঢ়রহস্য-প্রকাশ-সম্ভাবনা ;আশ্রয়জাতি-মূর্ত্তি প্রভুর হৃদয়ে কৃষ্ণবিরহ-প্রেমের উদয় ও বৃদ্ধি—

আত্মপ্রকাশের আসি' হইল সময়।
দিনে-দিনে বাড়ে প্রেমভক্তির বিজয়॥ ১১৩॥

মন্ত্রদৈবত-বিগ্রহ প্রভুর সেবকাভিমানে একদা নিজ-ইষ্ট-দশাক্ষর-মন্ত্র-ধ্যান—

একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভৃতে।
নিজ-ইষ্টমন্ত্র ধ্যান লাগিলা করিতে॥ ১১৪॥

কৃষ্ণবিরহ-সমাধিতে আশ্রয়-ভাবান্বিত প্রভুর হরিকে চিত্তহর-জ্ঞানে সম্বোধন ও আকুল ক্রন্দন—

ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া॥ ১১৫॥
"কৃষ্ণ রে! বাপ রে! মোর জীবন শ্রীহরি!
কোন্ দিকে গেলা মোর প্রাণ করি' চুরি? ১১৬॥
পাইনু ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা?"
শ্লোক পড়ি' প্রভু কান্দিতে লাগিলা॥ ১১৭॥

জন বলিয়া নির্ণয় করিতে অসমর্থ। জগদ্গুরু গৌরসুন্দর লোকশিক্ষার্থ কৃষ্ণপ্রেমলিপ্সু শিষ্যেরলীলাভিনয়পূর্ব্বক ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বিধ কৈতবকে সম্পূর্ণরূপে গর্হণ করিয়া, কৃষ্ণপ্রেমাই যে নিঃশ্রেয়সার্থী বা পরমার্থি-মাত্রেরই একমাত্র মুখ্যতম প্রয়োজন এবং তাহাই যে ভক্তরূপ তাঁহার নিজেরও প্রয়োজন—গুরুরূপী ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। কৃষ্ণপ্রেম-লাভই যে একমাত্র প্রয়োজনতত্ত্ব, ইহা স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলেন॥ ১০৯॥

অনভিজ্ঞ অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, ব্রতী, যোগী, জ্ঞানী ও তপস্বী প্রভৃতি কৃষ্ণেতর-কাম-তৎপর সম্প্রদায় মনে করে যে, 'গৌরসুন্দর তাহাদেরই ন্যায় কর্ম্মফলাধীন মর্ত্তজীববিশেষ; সুতরাং ভবসংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্যই এক-জনকে গুরু বলিয়া বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।' এই অপরাধময়ী বুদ্ধির বশে তাহারা প্রাকৃত অভক্ত গুরুব্রুবকে বাহ্যসম্মান প্রদর্শন করিয়া গুরু-তত্ত্বের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংই উপাস্য-বস্তু হইয়া তাঁহার নিজজন প্রিয়ভক্তকে মর্য্যাদা-গৌরব প্রদান করিবার জন্য গুরুরূপে স্থাপন করিয়া নিজের অমায়া-কৃপাই প্রকাশ করিলেন॥ ১১২॥

স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর অতঃপর আদর্শ ভক্তচরিত্রের অভিনয় করিতে গিয়া উন্মেষিতস্বরূপ ভগবদাশ্রিত-জীবের হৃদ্গত মনোবৃত্তি-প্রদর্শন-লীলার অভিনয় করিলেন। ক্রমশঃ প্রভুর হৃদয়ে 'দাস্য-প্রেমভক্তি', 'সখ্যপ্রেমভক্তি', 'বাৎসল্য-প্রেমভক্তি' ও 'মধুর কান্তরসাশ্রিত প্রেমভক্তি' নিত্য-নব-নবায়মানভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মধুর-রসাশ্রিত প্রেম-ভক্তির অন্তর্গত হইয়া বৎসল প্রেমভক্তি, তদন্তর্গত হইয়া সখ্য-প্রেমভক্তি, তদন্তর্গত হইয়া দাস্য-প্রেমভক্তি এবং তদন্ত-র্ভুক্ত হইয়া নিরপেক্ষ শান্তভক্তিরস অবস্থিত। বিরূপ বদ্ধ-জীবের নিত্য-স্বরূপের প্রথম আবরণ সূক্ষ্ম-শরীর মনোময়-রাজ্যে এবং দ্বিতীয়াবরণ স্থূল-দেহ বাহ্য-জগতে ভ্রমণশীল। এই অনিত্য অনাত্ম-দেহদ্বয়ের অভ্যন্তরে নিত্য-চিন্ময়জীব-স্বরূপ আত্মা বিরাজমান। সুপ্ত আত্মা উদ্বুদ্ধ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে সম্প্রতি বদ্ধদশায় সংশ্লিষ্ট অনাত্ম দেহ ও মন বশীভূত হয়, নতুবা এই উপাধিদ্বয় প্রবল থাকিলে নিত্যবস্তু-জীবের বদ্ধদশায় আত্মা প্রকাশিত না হওয়ায় তাহার নিত্যসিদ্ধ

কৃষ্ণবিরহ-প্রেমামৃত-সাগরে আশ্রয়ভাবময় প্রভুর নিমজ্জন ; প্রভুর সর্ব্বাঙ্গ রজো-ব্যাপ্ত—

প্রেমভক্তিরসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলায় ধূসর॥ ১১৮॥

কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রেমার্ত্তিভরে উচ্চরবে সম্বোধন ও ক্রন্দন—

আর্ত্তনাদ করি' প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
"কোথা গেলা, বাপ কৃষ্ণ, ছাড়িয়া মোহরে?" ১১৯

"গাম্ভীর্য্যে অম্ভোধিকোটি" প্রভু নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল-চঞ্চল—

যে প্রভু আছিলা, অতি-পরম-গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম-অস্থির॥ ১২০॥

কৃষ্ণবিরহ-প্রেমাবেশে প্রভুর ভূলুণ্ঠন ও ক্রন্দন—

গড়াগড়ি' যায়েন কান্দেন উচ্চস্বরে।
ভাসিলেন নিজ-ভক্তি-বিরহ-সাগরে॥ ১২১॥

স্বরূপ-ধর্ম্ম ঈশ্বর-সেবা-প্রবৃত্তির কোনই লক্ষণ তাঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না॥ ১১৩॥

ধ্যান-শব্দে "বিশেষতো রূপাদিচিন্তনং ধ্যানং" (ভক্তি-সন্দর্ভে ২৭৮ সংখ্যায়)—অর্থাৎ, বিশেষভাবে ভগবদ্রূপাদি-চিন্তনরূপ অপ্রাকৃত চিদনুশীলনকেই লক্ষ্য করে। কেহ যেন মনে না করেন যে, জড়জগতের কোন ভোগ্য-বস্তুর চিন্তন-চেষ্টাই ধ্যান-শব্দে উদ্দিষ্ট। বিষ্ণুমন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা ভগবদ্বস্তুতে বদ্ধজীবের জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন ভোগ্য-বস্তু নাই। আধ্যক্ষিক-জ্ঞানমূলে জড়বস্তুর মননশীল অনিত্য মনের দ্বারা কৃত্রিম-ধ্যান-প্রয়াসি-জনগণ যে নিজ-নিজ-কল্পিত ইষ্টদেবের ধ্যান করেন, তাহাতে অপ্রাকৃতের কোন সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহারা প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়েরই শাখা-বিশেষ। এই প্রকৃতির অতীত-রাজ্যে শুদ্ধসত্ত্ব-মনের ধ্যেয় অধোক্ষজবস্তু অবস্থিত থাকায় সেই শুদ্ধসত্ত্ব-মনে ধ্যানযোগে অধোক্ষজবস্তুর রূপচিন্তন-দ্বারা তাঁহার সুখ-বিধানও ভক্ত্যঙ্গ ধ্যান বলিয়া কথিত হয়। গৌরসুন্দর ইষ্টমন্ত্রধ্যানরূপ কৃষ্ণানু-শীলনে ব্যস্ত থাকিবার পর বাহ্য-জগতে যে অপ্রাকৃত-চেষ্টা প্রদর্শন করিলেন, তাহা বিপ্রলম্ভ বা কৃষ্ণবিরহ-রস-সূচক। তৎকালে কৃষ্ণসান্নিধ্যসত্ত্বেও তদপ্রাপ্তি-বোধ-হেতু প্রেমাশ্রু-বিসর্জ্জনই তাঁহার প্রধান লক্ষণ। বিপ্রলম্ভই সম্ভোগের সাধন ও পোষণ। যাঁহারা বিপ্রলম্ভকে সাধন-পর্য্যায়রূপে স্বীকার না করিয়া সম্ভোগ-সিদ্ধিকেই সাধ্য বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহাদের কুবিচার-সিদ্ধান্ত-লব্ধ বিবর্ত্তভ্রম অপনোদন করিবার জন্যই বিষয় জাতীয়-কৃষ্ণের বিরহদগ্ধ আশ্রয়-সেবকাভিমানী প্রভু বিপ্রলম্ভরসের অভিধেয়ত্ব প্রচার করিয়াছেন। ফলতঃ ভগবদ্বিপ্রলম্ভরসের উন্নত উজ্জ্বল মহিমা এই জগতে প্রচার করিবার জন্যই প্রভুর প্রপঞ্চাতীত গোলোক হইতে প্রপঞ্চে অবতরণলীলা। প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় এসকল তত্ত্ব-রহস্য না বুঝিয়া ভক্তি-বিরোধী সর্ব্বনাশকর শাক্তেয় সম্ভোগ-মত-বাদ অবলম্বন করিয়া ভোগি-সম্প্রদায়ের অন্যতররূপে আপনা-দিগকে স্থাপন ও প্রচার করেন। গৌরসুন্দর কৃষ্ণবিরহ-বিধুর আশ্রিত-সেবকাভিমানে উচ্চরবে করুণপ্লুতস্বরে কৃষ্ণকে কীর্ত্তনমুখে সম্বোধনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন॥ ১১৫॥

শুদ্ধকৃষ্ণদাস্যরসে অবস্থিত হইয়া প্রভু কৃষ্ণকে পিতা এবং আপনাকে পুত্রজ্ঞান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'হে পিতঃ কৃষ্ণ! তুমিই আমার জীবন, তুমি আমার চিত্ত হরণ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলে? আমি তোমার অপহৃত-বস্তুর সন্ধান না পাইয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি। তবে সেই চিত্তাপ-হারককে এইমাত্র বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনিই আমার পালক ও রক্ষক॥' ১১৬॥

কৃষ্ণবিরহগীত-শ্লোক—ভাঃ ১০ম স্কঃ ৩০ অঃ ৫-১২, ৩১ অঃ, ৩৯ অঃ ১০-৩১ এবং ৪৭ অঃ ১২-২১ শ্লোক-সমূহ অধিকারি-ভেদে আলোচ্য॥ ১১৭॥

ব্রজ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের মথুরায় গমনকালে বৎসল-রসাশ্রিত নন্দ-যশোদা প্রভৃতি পিতৃমাতৃবর্গ বিপ্রলম্ভরসের অনুসরণে কৃষ্ণকে 'বাপ' বলিয়া সম্বোধন করায়, আশ্রয়াভি-মানি-প্রভুর সম্বোধন অতীব সঙ্গত। শ্রীগৌরসুন্দর পঞ্চবিধ-রসের 'বিষয়' হইয়াও পঞ্চবিধরসের পঞ্চবিধ আশ্রয়-বিগ্রহের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণই একমাত্র পঞ্চরসের 'বিষয়-বিগ্রহ' বলিয়া পঞ্চরসাশ্রিত আশ্রয়-বিগ্রহের বিভিন্নাংশ জীবসমূহ সিদ্ধ-দশায় কৃষ্ণকে নিজ-নিজ-রসের 'বিষয়' বলিয়াই জানেন। মধুর-রসে তিনি কান্ত, বৎসলরসে তিনি পুত্র, সখ্যরসে তিনি সখা, দাস্য-রসে তিনি ব্রজরাজ-তনয় ব্রজযুবরাজ এবং শান্তরসে গো-বেত্র-বেণু-প্রভৃতি চিন্ময়-আশ্রিতগণের অজ্ঞাত

সঙ্গি-ছাত্রবর্গের কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত নিমাইপণ্ডিতকে সান্ত্বনা-প্রদান—

তবে কতক্ষণে আসি' সর্ব্ব-শিষ্যগণে।
সুস্থ করিলেন আসি' অশেষ যতনে॥ ১২২॥

সঙ্গি-ছাত্রগণকে নবদ্বীপে গমনার্থ অনুরোধ—

প্রভু বলে,—"তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুই আর না যাইমু সংসার-ভিতরে॥ ১২৩॥

মথুরাগত কৃষ্ণবিরহিণী গোপীভাবময় প্রভুর ব্রজ ত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণ-দর্শনান্বেষণার্থ মথুরা-যাত্রার সঙ্কল্প—

মথুরা দেখিতে মুই চলিমু সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥" ১২৪॥

কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত নিমাইপণ্ডিতকে ছাত্রগণের নানা-ভাবে সান্ত্বনা-দান—

নানা-রূপে সর্ব্বশিষ্যগণ প্রবোধিয়া।
স্থির করি' রাখিলেন সবাই মিলিয়া॥ ১২৫॥

কৃষ্ণ-বিরহিণী গোপীভাবময় প্রভুর অসহ্য কৃষ্ণবিরহ-প্রেম-বেদনা-চাঞ্চল্য—

ভক্তিরসে মগ্ন হই' বৈকুণ্ঠের পতি।
চিত্তে স্বাস্থ্য না পায়েন, রহিবেন কতি॥ ১২৬॥

একদিন রাত্রিশেষে গভীর কৃষ্ণবিরহ-প্রেমাবেশে প্রভুর মথুরা-যাত্রা—

কাহারে না বলি' প্রভু কত-রাত্রি-শেষে।
মথুরাকে চলিলেন প্রেমের আবেশে॥ ১২৭॥

কৃষ্ণবিরহে প্রেমার্ত্তিভরে ও কাতরস্বরে কৃষ্ণবিরহতপ্ত আশ্রয়-ভাবময় প্রভুর কৃষ্ণকে আহ্বান—

"কৃষ্ণ রে! বাপ রে মোর! পাইমু কোথায়?"
এইমত বলিয়া যায়েন গৌররায়॥ ১২৮॥

পথি-মধ্যে নিজতত্ত্ব ও ভাবী-লীলা-জ্ঞাপক আকাশ-বাক্যে মথুরা-গমনে নিষেধ-শ্রবণ—

কত দূর যাইতে শুনেন দিব্য-বাণী।
"এখনে মথুরা না যাইবা, দ্বিজমণি! ১২৯॥

নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তনার্থ আকাশবাণীর প্রার্থনা—

যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে।
নবদ্বীপে নিজ গৃহে চলহ এখনে॥ ১৩০॥

প্রভু-তত্ত্ব ও অবতরণ-কারণ-নির্দ্দেশিকা বাণী—

তুমি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লোক নিস্তারিতে।
অবতীর্ণ হইয়াছ সবার সহিতে॥ ১৩১॥

প্রভুর ভবিষ্যৎলীলা-প্রকার-বর্ণন—

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় করিয়া কীর্ত্তন।
জগতেরে বিলাইবা প্রেমভক্তি-ধন॥ ১৩২॥

প্রভুর অবতরণ-কারণ-নির্দ্দেশ; শিব-বিরিঞ্চি-সেবিত কৃষ্ণপ্রেমধন-বিতরণই গৌরলীলা—

ব্রহ্মা শিব-সনকাদি যে-রসে বিহ্বল।
মহাপ্রভু 'অনন্ত' গায়েন যে মঙ্গল॥ ১৩৩॥
তাহা তুমি জগতেরে দিবার কারণে।
অবতীর্ণ হইয়াছ,—জানহ আপনে॥ ১৩৪॥

জগতের হিতার্থ গৌরসেবনেচ্ছা-মূলে দেবগণের ঐরূপ আকাশ-বাণী-জ্ঞাপন—

সেবক আমরা, তবু চাহি কহিবার।
অতএব কহিলাঙ চরণে তোমার॥ ১৩৫॥

স্বতন্ত্র প্রভুর নিরঙ্কুশ অভিলাষই লোকমঙ্গলকর অথচ দুর্ল্লঙ্ঘ্য বিধান—

আপনার বিধাতা আপনে তুমি প্রভু!
তোমার যে ইচ্ছা, সে লঙ্ঘন নহে কভু॥ ১৩৬॥

সেবা-বস্তু। এইরূপে একই সর্ব্বোত্তম পরতত্ত্ব 'বিষয়' কৃষ্ণকে পঞ্চবিধ আশ্রয়বর্গ গোলোক-বৃন্দাবনে পঞ্চবিধ-ভাবের সহিত সেবা করিয়া থাকেন॥ ১১৯॥

যে নিমাইপণ্ডিত পূর্ব্বে নবদ্বীপে অধ্যাপক-সূত্রে পরম-গম্ভীর ছিলেন, তিনি আজ কৃষ্ণপ্রেমে পরম-অধীর হইয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেমের এইরূপ অতুলনীয় স্বভাব যে, তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইলে কোটিসমুদ্র-গম্ভীর পুরুষও পরম-চমৎকারময়ী চঞ্চলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার বশীভূত হইয়া পড়েন। (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ ১৪৭ সংখ্যায়—) "কৃষ্ণমাধুর্য্যের এই স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল॥" (ঐ অন্ত্য ৩য় পঃ ২৬৬ সংখ্যা—) "কৃষ্ণ-আদি যত স্থাবরজঙ্গমে। কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে॥" প্রভৃতি পদ্য আলোচ্য॥ ১২০॥

ভক্তিবিরহ-সাগরে,—বিপ্রলম্ভরসের পরাকাষ্ঠায়॥১২১॥

প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্র,—মধুর কান্তরসের 'আশ্রয়' গোপী-

দেবগণের আকাশ-বাণীদ্বারা প্রভুকে নবদ্বীপে গমনপূর্ব্বক পরে মথুরায় আগমনার্থ নিবেদন—

অতএব, মহাপ্রভু! চল তুমি ঘর।
বিলম্বে দেখিবা আসি' মথুরানগর ॥" ১৩৭ ॥

আকাশবাণী-শ্রবণে মথুরা-যাত্রা হইতে প্রভুর বিরতি ও প্রত্যাবর্ত্তন—

শুনিঞা আকাশবাণী শ্রীগৌরসুন্দর।
নিবর্ত্ত হইলা প্রভু হরিষ-অন্তর ॥ ১৩৮ ॥

গৃহে প্রত্যাগমনান্তে সঙ্গি-শিষ্যগণ-সহ প্রভুর গয়া-ত্যাগ ও নবদ্বীপ-যাত্রা—

বাসায় আসিয়া সর্ব্বশিষ্যের সহিতে।
নিজ-গৃহে চলিলেন ভক্তি প্রকাশিতে ॥ ১৩৯ ॥

নবদ্বীপে আগমনান্তে প্রভুর হৃদয়ে কৃষ্ণবিরহ-প্রেমের উদয় ও নবনবভাবে বৃদ্ধি—

নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়।
দিনে-দিনে বাঢ়ে প্রেমভক্তির উদয় ॥ ১৪০ ॥

শ্রীমায়াপুরে আবির্ভাব হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন-পর্য্যন্ত সমস্ত-লীলাত্মক 'আদিখণ্ড'—

আদিখণ্ড-কথা পরিপূর্ণ এই হৈতে।
মধ্যখণ্ড-কথা এবে শুন ভালমতে ॥ ১৪১ ॥

বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা-লাভের পূর্ব্বে অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণকে বঞ্চনার্থ প্রভুর কর্ম্মকাণ্ড-লীলাভিনয়-শ্রবণে গৌর-কৃপা-লাভ—

যে বা শুনে ঈশ্বরের গয়ায় বিজয়।
গৌরচন্দ্র প্রভু তারে মিলিব হৃদয় ॥ ১৪২ ॥

কৃষ্ণযশঃকথা বা কৃষ্ণনামের সহিত কৃষ্ণের অচ্ছেদ্য অভিন্নতা-হেতু কৃষ্ণকথা-শ্রবণেই কৃষ্ণসান্নিধ্য-লাভ—

কৃষ্ণযশ শুনিতে সে কৃষ্ণসঙ্গ পাই।
ঈশ্বরের সঙ্গে তার কভু ত্যাগ নাই ॥ ১৪৩ ॥

চৈত্ত্যগুরু-রূপে নিত্যানন্দের গ্রন্থকার-হৃদয়ে গৌরলীলা-বর্ণনার্থ প্রেরণা—

অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥ ১৪৪ ॥

নিত্যানন্দের কৃপাপরিচালনাতেই কর্ত্তৃত্বাভিমান-শূন্য গ্রন্থকারের গৌর-চরিত-বর্ণন-প্রচেষ্টা—

তাহান কৃপায় লিখি চৈতন্যের কথা।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক সর্ব্বথা ॥ ১৪৫ ॥

একান্ত ঈশ্বর-প্রপন্ন গ্রন্থকারের বিভুসম্বিদ্‌বিগ্রহ কৃষ্ণচৈতন্যকে যন্ত্রী ও আপনাকে যন্ত্র-জ্ঞান—

কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায় ॥ ১৪৬ ॥

ভাবে বিভাবিত হইয়া সেই রসের বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি সম্বোধনোক্তি ॥ ১২৪ ॥

মথুরা-গত কৃষ্ণের বিরহে বিধুরা গোপীর ভাবে ভাবিত হইয়া গৌরসুন্দর এরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন যে, একদিন নিশান্তে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কৃষ্ণপ্রেমাবেশে কৃষ্ণের অনুসন্ধানার্থ মথুরার পথে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১২৭ ॥

আবার ব্রজের বৎসলরসের ভাবে বিভাবিত হইয়া করুণ-সুরে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিতে করিতে কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১২৮ ॥

আকাশ-বাণীতে দেবগণ বলিলেন,—'হে পরমেশ্বর গৌর-সুন্দর! তুমি যে এই অবতারে জগতে নাম-প্রেম বিতরণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ, এই কথা আমরা তোমার নিত্য-সেবকসূত্রে তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। এক্ষণে তোমার মথুরায় যাইবার প্রয়োজন নাই। তুমি স্বয়ং সকলের বিধাতা, তোমার নিরঙ্কুশ অভিলাষ কেহ উল্লঙ্ঘন বা অতিক্রম করিতে পারে না; এইজন্য তুমি সম্প্রতি মথুরায় না যাইয়া শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে শুভবিজয় কর ॥' ১৩৫-১৩৭ ॥

গৌরসুন্দরের গয়াতীর্থোদ্ধরণ-লীলার কথা যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহার হৃদয়ে গৌরসুন্দর আবির্ভূত হন। গৌরসুন্দর গয়া-তীর্থে প্রথমতঃ গুরুপাদাশ্রয় ও তৎকৃপা-লাভ-লীলার অভিনয় দ্বারা নিঃশ্রেয়স পরমার্থ-শিক্ষার্থিগণকে আদর্শ-বিধি শিক্ষা দিয়া জগতে প্রেমভক্তি-প্রচার-লীলা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং গৌরসুন্দরের গয়া-বিজয়-লীলা শ্রবণ করিলে নাস্তিক্য ও আস্তিক্য উভয়বিধ কর্ম্মবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া জীবের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও উজ্জ্বলতা দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয় ॥ ১৪২ ॥

গৌরকৃষ্ণের যশঃকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে গৌরকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সঙ্গ-লাভ হয়। কেন না, কৃষ্ণকথা বা কৃষ্ণনাম স্বয়ং

গৌরগুণ-লীলা-চরিত অনাদ্যন্ত বলিয়া আদর্শ দৈন্যভরে গ্রন্থকারের কথঞ্চিৎ তদ্‌বর্ণন-প্রচেষ্টা-কথন—

চৈতন্যকথার আদি-অন্ত নাহি জানি।
যে-তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥ ১৪৭॥

অনন্ত আকাশে বিহঙ্গমের উড্ডয়ন-চেষ্টার দৃষ্টান্ত বা উপমা—

পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি' যায়॥ ১৪৮॥

কৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা-চালিত চিদ্‌বৃত্তি ভক্তির পরিমাণানুসারে গৌরগুণ-লীলা-কীর্ত্তনোন্মুখের তৎকীর্ত্তন-সামর্থ্য—

এইমত চৈতন্যযশের অন্ত নাই।
যারে যত শক্তি-কৃপা, সভে তত গাই॥ ১৪৯॥

তথা হি (ভাঃ ১।১৮।২৩)—

অনন্ত আকাশে পক্ষীর উড্ডয়নের ন্যায় বুধগণের অপার বিষ্ণু-গুণ-লীলাবধারণ-চেষ্টা—

নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণস্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ॥

কৃষ্ণবিগ্রহ অর্থাৎ কৃষ্ণস্বরূপ—এক, অভিন্ন; তাঁহাতে মায়ার ভোগজনিত কোনরূপ ভেদ-লেশ নাই। গৌরের অপ্রাকৃত কথা-প্রসঙ্গে কৃষ্ণযশোরহিত কোন কথাই নাই; অতএব গৌর-লীলাকে কৃষ্ণলীলা হইতে পৃথগ্‌বুদ্ধি করিবার কারণ নাই॥১৪৩॥

নিত্যানন্দপ্রভু আমাকে হৃদয়ে প্রেরণা প্রদান করিয়া মহাপ্রভুর চরিত-কথা লিপিবদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। আমি অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হইয়া অপ্রাকৃত চৈতন্যচরিত-কথা লিখিতে বসি নাই; পরন্ত শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাশক্তি-প্রভাবেই তাহা লিখিতেছি॥ ১৪৫॥

শ্রীচৈতন্য—অনাদ্যনন্ত অসীমতত্ত্ব, সুতরাং তাঁহার আদি ও অন্ত-বর্ণন জীবের অধিকারাধীন নহে। যে-কোন ভাষার সাহায্যে আমি যে-কোন-প্রকারে শ্রীচৈতন্যদেবের যশ ব্যাখ্যা করিতেছি। যেরূপ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পুতুলের নিজ-স্বাতন্ত্র্য নাই, চালকের চেষ্টাতেই উহা চালিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বর শ্রীচৈতন্য আমার শুদ্ধচৈতন্যে অধিষ্ঠিত হইয়া যেরূপ বল সঞ্চার করিতেছেন, আমি তদ্রূপভাবেই চলিতেছি॥১৪৭॥

(চৈঃ চঃ আদি ৮ম পঃ ৭৮-৭৯—) "এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন। আমার লিখন—যেন শুকের পঠন॥ সেই লিখি মদনগোপাল মোরে যে লেখায়। কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায়॥" (ঐ ৯ম পঃ ৯৩-৯৪—) "গৌর-লীলামৃতসিন্ধু—অপার অগাধ। কে করিতে পারে তাহাঁ অবগাহ-সাধ? তাহার মাধুরীগন্ধে লুব্ধ হয় মন। অতএব তটে রহি' চাকি এক কণ॥"

আকাশ অনাদি অনন্ত ও নিরালম্ব বলিয়া পক্ষী যেরূপ নিজ-শক্ত্যনুসারেই সেই আকাশে ঊর্দ্ধে উড়িতে পারে, আমিও তদ্রূপ অনন্ত চৈতন্য-লীলার সীমা না পাইয়া আমার যৎকিঞ্চিৎ সামর্থ্যানুসারেই তাহার কিঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি। (চৈঃ চঃমধ্য ১৭শ পঃ ২৩৩—) "জগৎ ভাসিল চৈতন্য-লীলার পাথারে। যাঁর যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে॥" (ঐ অন্ত্য ২০শ পঃ ৭১, ৭৭, ৭৯-৮১, ৯০-৯২, ৯৮-৯৯—) "জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি কোন্ তাহা পারে বর্ণিতে? তার এক কণ স্পর্শি আপনা' শোধিতে॥ * * প্রভুর গম্ভীর লীলা, না পারি বুঝিতে। বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বর্ণিতে॥ * * আকাশ—অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষীগণ। যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ॥ ঐছে মহাপ্রভুর লীলার নাহি ওর-পার। জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার? যাবৎ বুদ্ধির গতি ততেক বর্ণিলুঁ। সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইলুঁ॥ * * আমি অতিক্ষুদ্র জীব—পক্ষী রাঙ্গা-টুনি। সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি॥ তৈছে আমি এক কণ ছুঁইলুঁ লীলার। এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥ আমি লিখি,—ইহা মিথ্যা করি অনুমান। আমার শরীর—কাষ্ঠপুতলি-সমান॥ * * ইঁহো-সবার চরণ-কৃপায় লেখায় আমারে। আর এক হয় তেঁহো অতি-কৃপা করে॥ শ্রীমদন-গোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি'। কহিতে না যুয়ায়, তবু রহিতে না পারি॥" ১৪৮॥

নৈমিষারণ্যে মহাভাগবত সূত-গোস্বামীর নিকট ভাগবত-কথা-শুশ্রূষু শ্রীশৌনকাদি-মুনিগণের প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার উত্তরে ভাগবতকথার কীর্ত্তন-প্রারম্ভে শ্রীসূত ভগবান্ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের কথা, নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার অনন্তত্ব-বিষয়ে বলিতেছেন,—

অন্বয়। (যথা) পতত্রিণঃ (পক্ষিণঃ বাণাঃ বা) নভঃ (আকাশম্) আত্মসমং (স্ববলানুরূপমেব) পতন্তি (উৎপতন্তি

গ্রন্থকারের আদিখণ্ডবর্ণনান্তে সর্ব্ববৈষ্ণব-পদে প্রণামদ্বারা আদর্শ-দৈন্যবিনয়-শিক্ষা-দান—

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ১৫১ ॥

অবিদ্যা বা অনর্থের বিনাশ ও গৌর-কৃষ্ণপ্রীতিলাভার্থ নিত্যানন্দপদাশ্রয়ের আবশ্যকতা-কীর্ত্তন—

সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচান্দেরে ॥ ১৫২ ॥

ন তু কৃৎস্নং) তথা (তদ্বৎ) বিপশ্চিতঃ (বিদ্বাংসঃ জ্ঞানিনঃ অপি) বিষ্ণুগতিং (বিষ্ণোঃ গতিং নাম-রূপ-গুণ-লীলা-মহিম-জ্ঞানং প্রতি) যযুঃ (স্ববুদ্ধিবলানুরূপমেব যতন্তে) ॥ ১৫০ ॥

অনুবাদ। পক্ষিগণ যেরূপ নিজশক্তি-অনুসারে আকাশে যতদূর উড্ডীন হইতে পারে, ততদূরই উড্ডীন হয়, সেইরূপ পণ্ডিতগণও নিজবুদ্ধি-অনুসারে ভগবানের লীলা যতদূর অবগত হইয়া থাকেন, সেই পর্য্যন্তই বর্ণন করিয়া থাকেন ॥

তথ্য। 'যেমন পক্ষিগণ আকাশে নিজশক্ত্যনুসারে উড়িয়া গিয়া শক্ত্যভাবনিবন্ধনই তাহাতে উপরত হয়, পরন্তু অনন্ত আকাশের অবসান আছে,—এই ভাবিয়া উপরত হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মাদি-জ্ঞানিগণও বিষ্ণুজ্ঞান-লাভে নিজ-শক্ত্যনুসারে যত্ন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু শক্ত্যভাব-হেতুই তাহাতে বিরত হন; পরন্তু ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের গুণরাশির অন্ত, শেষ, সীমা বা পরিমাণ আছে বলিয়া তাহাতে উপরত হন না,—ইহাই ভাবার্থ।' (শ্রীবিজয়ধ্বজ)।

'যেমন পক্ষী বা শর নিজ-নিজ-বলানুসারে আকাশে উড়িয়া বা ছুটিয়া যায়, তদ্রূপ পণ্ডিতগণও স্ব-স্ব-বুদ্ধি-বলানুসারেই ভগবন্মহিমাকে ধারণ করিতে যা'ন। তাৎপর্য্য এই যে, পক্ষী বা শর আকাশে ছুটিয়া আকাশের অভাব-নিবন্ধন ফিরিয়া চলিয়া আসে না, পরন্তু নিজ-সামর্থ্যের অভাব-নিবন্ধনই ফিরিয়া চলিয়া আসে, তদ্রূপ জ্ঞানিগণও নিজ-নিজ-বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষয়-নিবন্ধনই বিষ্ণুবিষয়ক ধারণা করিতে গিয়া অসমর্থ হইয়া নিবৃত্ত হন, পরন্তু ভগবন্মহিমার ক্ষয়, অন্ত বা সীমার অভাব আছে বলিয়াই নিবৃত্ত হন না।' (—শ্রীবীররাঘব) ॥ ১৫০ ॥

'আমি সকল-বৈষ্ণবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদের চরণে দৈন্যভরে এই প্রার্থনা জ্ঞাপন-পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহারা যেন আমার কোনপ্রকার অপরাধ গ্রহণ না করেন।' প্রাকৃত-সহজিয়া ভক্তব্রুবগণ শুদ্ধভক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া আপনাদিগকে 'ভক্ত' বা 'বৈষ্ণব' বলিয়া মনে করে, কিন্তু তাঁহারা কৈতবগ্রস্ত ভোগী বা ত্যাগী হওয়ায় অকৈতব-ভক্তি হইতে সুদূরে অবস্থিত, সুতরাং বিষ্ণু-সেবা-লাভের পরিবর্ত্তে বিষ্ণুমায়াকে ভোগ করিতে করিতে উহাকেই বিষ্ণুসেবা মনে করিয়া ভ্রান্ত হন। বৈষ্ণবাচার্য্য ঠাকুর-বৃন্দাবন 'সর্ব্ববৈষ্ণব'-শব্দে মিছাভক্ত পাষণ্ডী প্রাকৃত-সহজিয়াগণকে লক্ষ্য করেন নাই। তিনি বৈষ্ণবগণেরই আনুগত্য স্বীকার করিবার জন্য শিক্ষা দিয়াছেন।

"আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই। সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত্‌গোসাই॥ অতিবাড়ী চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী। তোতা কহে,—এই তেরর সঙ্গ নাহি করি॥"—এই প্রাচীন-মহাজনোক্ত তেরপ্রকার গৌর-বিরোধী অপসম্প্রদায়িককে শুদ্ধবৈষ্ণব বলা যায় না, কেননা, তাহারা বিশুদ্ধ অবৈষ্ণব। তাহাদিগের দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবের আনুগত্যই এস্থলে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। অপরাধ-বশে যদি কেহ মনে করেন যে, দৈন্যবশে মনুষ্যমাত্রকেই লক্ষ্য করিয়া 'সর্ব্ববৈষ্ণব'-শব্দ এস্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, এইরূপ মননকারী মূঢ়ব্যক্তি বিষ্ণুমায়া-গ্রস্ত হইয়া 'অসুর'-সংজ্ঞা-লাভের যোগ্য হইয়াছে। জীব-মাত্রেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব, কিন্তু অনাত্ম-প্রতীতি-মূলে দুষ্ট-মনের চাঞ্চল্য ও স্থূল-শরীরের পাপাচরণ শুদ্ধ নিষ্কপট-বৈষ্ণবতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নহে। নির্ম্মল বৈষ্ণব-স্বরূপের আনুগত্য-গ্রহণ আর বাহ্য ভোগ-প্রবৃত্তি-মূলক বৈষ্ণবা-পরাধের প্রশ্রয়-প্রদান কখনই সম-জাতীয় নহে॥ ১৫১ ॥

নিত্যানন্দপ্রভু—অপ্রাকৃত-রাজ্যের একমাত্র সর্ব্বাধিকারী প্রভু। সংসারে আবদ্ধ হইয়া স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীর-দ্বয়-দ্বারা তাঁহার সেবা করা যায় না; পরন্তু তাঁহারই অমায়া-কৃপা-প্রভাবে সংসার-বিষয়-বাসনা-নির্ম্মুক্ত অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম-উপাধি-দ্বয়ে 'অহং'-'মম'-ভাব-রহিত হইয়া অধোক্ষজ-বস্তুর সেবা-রস-সমুদ্রে মগ্ন হইবার যদি আর্ত্তি উপস্থিত হয়, তবে কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দপ্রভুর সেবাই কর্ত্তব্য। বিষয়সংসার-পাশে বদ্ধ

আপনাকে গুরু-নিত্যানন্দপ্রভুর আশ্রিত নিত্যদাসাভিমানে মহাপ্রভুর কৃপা-লাভ-বিষয়ে দৃঢ় আশাবন্ধ—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥ ১৫৩॥

বিভিন্ন-লোকের বিভিন্ন দর্শন, প্রতীতি বা চিত্তবৃত্তি-ভেদে নিত্যানন্দকে নানা-সংজ্ঞায় অভিধান—

কেহ বলে,—"প্রভু-নিত্যানন্দ—বলরাম।"
কেহ বলে,—"চৈতন্যের মহা-প্রিয়-ধাম॥" ১৫৪॥
কেহ বলে,—"মহা-তেজীয়ান্ অধিকারী।"
কেহ বলে,—"কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥"১৫৫॥

গুরু-নিত্যানন্দের ঐকান্তিক আশ্রিত দাস গ্রন্থকারের ইষ্টদেব-প্রতি আদর্শ ভক্তিসূচক বাক্য—

কিবা যতি নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত, জ্ঞানী।
যার যেন-মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥ ১৫৬॥
যে-সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
সে চরণ ধন মোর রহুক হৃদয়ে॥ ১৫৭॥

গুরু-নিত্যানন্দ-বিদ্বেষীকে চৈতন্যাশ্রিত গ্রন্থকারের পদস্পর্শ দ্বারা চৈতন্যোন্মুখী করণ-রূপ অহৈতুকী কৃপা-প্রদর্শন—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥ ১৫৮॥

হইয়া ভোগ বা ত্যাগরূপ অভক্তি পঙ্কিল পয়ঃ-প্রণালীকে ভক্তি-সাগর বলিয়া ভ্রম হইলে নিত্যানন্দের সেবা হয় না; কেন না, নিত্যানন্দস্বরূপ—চৈতন্যপ্রকাশ-বিগ্রহ। অপ্রাকৃত গুরুতত্ত্বের-বিচার করিতে গিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া, মিছা-ভক্ত বা অভক্ত-সম্প্রদায়ের যে কল্পিত লঘুবস্তুকে 'গুরু' বলিয়া ভ্রান্তি ঘটে, তাহা নিত্যানন্দস্বরূপ নহে॥ ১৫২॥

নিত্যানন্দপ্রভু চৈতন্যপ্রকাশ হইয়াও মহাপ্রভুর দাস। নিত্যানন্দ-স্বরূপ—আমার প্রভু, এবং গৌরসুন্দর—আমার প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু। আমার গুরুদেবের ভজনীয়-বস্তু স্বয়ং গৌরসুন্দর বলিয়া সর্বক্ষণ আমার চিত্তে এই দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, আমার শুদ্ধ নির্মল অস্মিতায় আমার প্রভু গুরুদেবের কৃপা-বলে কোন না কোন দিন মহাপ্রভুর শুদ্ধ-সেবায় নিত্য অধিকার লাভ করিব অর্থাৎ মহাপ্রভু আমাকে স্বীয় দাস-দাসানুদাস বলিয়া মনে করিবেন॥ ১৫৩॥

কাহারও মতে, নিত্যানন্দপ্রভু—স্বয়ংরূপ-কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ বলরাম; কাহারও মতে, তিনি—চৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়াভিমানী বিষয়-বিগ্রহ; কেহ বা তাঁহাকে মহাভাগবত অবধূত পরমহংস বলিয়া বিচার করেন। আবার কেহ বা, তিনি—কিরূপ বস্তু, বুঝিতেই পারেন না। নিত্যানন্দস্বরূপ সন্ন্যাসি-গুরু পরমহংস অবধূতই হউন, অথবা ভগবজ্জ্ঞানে জ্ঞানিভক্তই হউন অর্থাৎ যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই তাঁহাকে বলুন না কেন, অথবা চৈতন্যদেবের সহিত নিত্যানন্দের যে-কোন সম্বন্ধ থাকুক না কেন, সেই নিত্যানন্দের অমূল্য পাদপদ্ম আমি হৃদয়ে সর্বদাই ধারণ করিব।' যদি কোন

পাষণ্ডী নারকী অন্ধ-তামিস্র বা মহা-রৌরব নামক নরকে মহা-ক্লেশ-যন্ত্রণা-ভোগকে অতি-উপাদেয়-জ্ঞানে তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত আমার শ্রীগুরুদেবের নিন্দা করে, তাহা হইলে সে যত বড়ই উচ্চস্থান অধিকার করুক না কেন, তাদৃশ স্থান, কাল ও পাত্রের প্রাকৃত মর্য্যাদা-সংরক্ষণ-বিষয়েও উদাসীন থাকিয়া আমি তাহার দুর্ব্বুদ্ধির আধার মস্তকে পদাঘাত করিব।' (ভাঃ ১০।৬৮।৩১ শ্লোকে কৌরব-গণের দুঃশীলতা-দর্শনে ও অবাচ্যবাক্য-শ্রবণে শ্রীবলদেবের উক্তি—) "নূনং নানা-মদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ। তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা॥" অর্থাৎ যে-সকল অসাধু রূপ-ধন-জন-কুল-বিদ্যা-তপো-মদে স্ফীত হইয়া শান্তি ইচ্ছা না করে, দুর্দ্দমনীয় পশুগণের প্রতি লগুড়-প্রয়োগের ন্যায় শিষ্টনীতির পরিবর্তে পশুনীতি অবলম্বনে দণ্ডবিধানদ্বারাই তাহাদের অসংযত প্রকৃতিরূপে শান্ত হয়।"

প্রকৃত শিষ্যের সদ্গুরু-পাদপদ্মে এই-প্রকার প্রকৃত নির্মল সর্বোত্তম-ভক্তির কোনপ্রকার ন্যূনতা উপলব্ধ হইলে কাহা-কেও বিঘশালী 'শিষ্য'-শব্দে অভিহিত করা যাইবে না। পাপ-পরায়ণ নারকিগণ এই কথা বুঝিতে না পারিয়া গুরুভক্তির পরিবর্তে গুরুদ্রোহাচরণ-পূর্ব্বক নিজের অমঙ্গল সাধন করে। যথার্থ-শিষ্যের শাস্ত্র-বিহিত শিষ্টাচার ঠাকুর-বৃন্দাবন উজ্জ্বলতম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য যে মহা-কল্যাণময়ী কথা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য সমগ্র শুদ্ধবৈষ্ণব-জগৎ ঠাকুর-বৃন্দাবনকে গুরুপাদপদ্মাশ্রিত বৈষ্ণব-সমাজের 'গুরু-দেব' বলিয়া জানেন। ঘৃণিত কপটতা বা পাপাচার-মূলে

সন্দেশে গ্রন্থকারের গুরু-নিত্যানন্দ-স্তুতি, প্রার্থনা ও লালসা—

জয়জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যজীবন।
তোমার চরণ মোর হউক শরণ ॥ ১৫৯ ॥
তোমার হইয়া যেন গৌরচন্দ্র গাও।
জন্মেজন্মে যেন তোমা' সংহতি বেড়াও ॥ ১৬০ ॥

আদিখণ্ডে চৈতন্য-কথা-শ্রবণে জীবের চিদ্বৃত্তির উন্মেষণ-ফলে কৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা-লাভ—

যে শুনয়ে আদিখণ্ডে চৈতন্যের কথা।
তাহারে শ্রীগৌরচন্দ্র মিলিবে সর্ব্বথা ॥ ১৬১ ॥

পুরীপাদ-সমীপে বিদায়গ্রহণান্তে প্রভুর নবদ্বীপে আগমন—

ঈশ্বরপুরীর স্থানে হইয়া বিদায়।
গৃহে আইলেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥ ১৬২ ॥
শুনি' সর্ব্বনবদ্বীপ হৈল আনন্দিত।
প্রাণ আসি' দেহে যেন হৈল উপনীত ॥ ১৬৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৬৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে গয়া-গমন-বর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

যাহাদের এরূপ বিচারের প্রতি কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহাদের জন্ম-জন্মান্তরেও গৌর-কৃষ্ণ-ভক্তি-লাভের সম্ভাবনা নাই। নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা-লাভ-পূর্ব্বক ঠাকুর-বৃন্দাবন তাঁহারই স্বপ্নাভিষিক্ত হইয়া জগতে আচার্য্য-গুরুর কার্য্য করিয়াছেন। ভারবাহী অনভিজ্ঞ বিদ্ধভক্তগণ কপট-দৈন্যের মূর্ত্ত-অবতার নারকা প্রাকৃত-সহজিয়াকে আদর্শ-গুরুজ্ঞানে ঠাকুর-বৃন্দাবনের শ্রীচরণে অপরাধী হইয়া পড়ে। চৈতন্য-নিত্যানন্দাশ্রিত কোন শুদ্ধভক্তই ঠাকুর-বৃন্দাবনের বিরোধী অসৎ অপসম্প্রদায়ের কোন-প্রকার সঙ্গ করেন না। অতীত দুষ্কৃতি বা দুর্ভাগ্যবশে কোন-প্রকারে যাহার তাদৃশ অসৎসঙ্গ-লাভ ঘটে, তাহার কুরুচি-গ্রস্ত মন বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের শ্রীচরণ হইতে বিচ্যুত হওয়ায় তাদৃশ অসতের দুঃসঙ্গে গোড়ীয়-বৈষ্ণবের কোন যোগ্যতা নাই। প্রভু-বৃন্দাবনদাসের অমন্দোদয়া দয়া বুঝিতে দাম্ভিক-সমাজের এখনও কোটি-কোটি-জন্ম অবশিষ্ট আছে; সুতরাং তাহাদের অপরাধের ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা নিজেদের শিরোদেশে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের অমন্দোদয় নির্ম্মল পদাঘাত গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য-সুযোগ কখনও লাভ করিতে পারিবে না। শুদ্ধবৈষ্ণবের নিষ্কপট দয়া-লাভের সদিচ্ছাও অনভিজ্ঞ প্রাকৃত পাপী, পুণ্যকর্ম্মী বা জ্ঞানীর নিকট সুদুর্লভ বস্তু। শুদ্ধ-বৈষ্ণব-বিরোধী জীবগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব-জন্ম-জন্মান্তরে এমন কোন সুকৃতি লাভ করে নাই, অথবা তাহাদের সহস্র পূর্ব্বপুরুষ এমন কোন সুকৃতিপুঞ্জ সঞ্চয় করেন নাই যে, ঠাকুর-বৃন্দাবনের নির্ম্মল নিঃশ্রেয়স-পরমার্থ-শিবদ পদাঘাত লাভ করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। যে-মুহূর্ত্তে পাপিগণের স্বরূপের শিরোদেশে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পদধূলি পতিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহাদের যাবতীয় সাংসারিক কৈতব-কল্মষ-কিল্বিষ-কলুষ-রাশি অপগত হইয়া ভক্তি-সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। ১৫৪-১৫৮ ॥

'হে প্রভো, আমি যে-কোন-যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, তোমার অনুগত অনুচররূপে যেন অনুগমন করিতে পারি। আর হে প্রভো! তুমি যখন মহাপ্রভুর গুণ-গান ব্যতীত আর কিছুই কর না, তখন তোমার সর্ব্বকনিষ্ঠ দাস আমিও যেন তোমার সেই সেবারই কিঞ্চিৎ সহায়তা-সম্পাদনার্থ নিরন্তর নিযুক্ত থাকিতে পারি।' বর্ত্তমানকালে বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সংশ্লিষ্ট মঠবাসী অপ্রাকৃত-বৈষ্ণবগণ সমস্ত সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৌরচন্দ্রের গুণ গান করিবার জন্য নিত্যানন্দস্বরূপের অনুগমন করিতেছেন। তাঁহারাই ঠাকুর-বৃন্দাবনের প্রকৃত নির্ম্মল অন্তেবাসী। এইকারণে তাঁহাদের বিরোধী কলিহত দুর্বুদ্ধি জনগণ অবশ্যই পাপ-পরায়ণ ও নরকপথের যাত্রী ॥ ১৬০ ॥

যেমন জীবের প্রাণ-বায়ু স্তব্ধ হইলে তাহাকে মৃতপ্রায় বলা যায় এবং নিশ্চল-দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইলে তাহাকে হৃষ্ট ও চেতন বলা যায়, তদ্রূপ গৌরসুন্দর শ্রীমায়াপুর হইতে কিছুকালের জন্য গয়াতীর্থাভিমুখে যাত্রা এবং তথায় কিছু-কাল অবস্থান করায় সমগ্র-নবদ্বীপবাসী প্রাণহীন হইয়াছিল। এক্ষণে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন-হেতু সকলেই সঞ্জীবিত হইলেন ॥ ১৬৩ ॥

ইতি গৌড়ীয়ভাষ্যে সপ্তদশ অধ্যায়।

ইতি আদিখণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যখণ্ড—মূল

শ্রীমদ্ব্যাসাবতার আদি-মহাকবি পূজ্যপাদ

শ্রীশ্রীমদ্বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর-

বিরচিত

—:*:—

কলিযুগপাবন-স্বভজনবিভজনপ্রয়োজনাবতারি-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনাশ্বয়বর পরমহংস-
পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামিঠাকুর-** কৃত
শ্রীস্বরূপ-রূপ বিরোধি-সকল-কুসিদ্ধান্ত-নিরাসপর

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য-সমেত

—:*:—

দ্বিতীয়-সংস্করণ

—:*:—

শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ-কর্ত্তৃক কলিকাতা ২৪৩।২ নং আপার সার্কিউলার রোড্‌স্থিত
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌-যন্ত্রে মুদ্রিত ও কলিকাতা ১৬নং কালীপ্রসাদ
চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্‌, বাগ্‌বাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত
শ্রীধর, ৪৪৮ গৌরাব্দ

মধ্যখণ্ডের অধ্যায়-সূচী

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গয়াধাম হইতে প্রত্যাগত মহাপ্রভুর প্রেম-বিকার, পড়ুয়াগণের নিকট যাবতীয় শব্দের কৃষ্ণতাৎপর্য্য-পরতা-বাখ্যা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-শিক্ষা বর্ণিত হইয়াছে।

গয়াধাম হইতে প্রত্যাগত হইয়া গয়া-রহস্য-বর্ণনমুখে প্রভু সর্ব্বপ্রথম কৃষ্ণবিরহ-প্রেম-বিকার-প্রকাশ করিলেন। ভক্তগণের সমীপে প্রভু তীর্থকথা বর্ণন করিলেন। শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারীর গৃহে শ্রীবাস-শ্রীমান্-গদাধর-সদাশিবাদি ভক্তবৃন্দের সম্মেলন ও প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ-প্রেম-দর্শনে ক্রন্দন ও বিস্ময়, প্রভুর গঙ্গাদাস-পণ্ডিত ও মুকুন্দসঞ্জয়ের গৃহে গমন, শচীমাতার পুত্রের জন্য আশঙ্কা ও পুত্রার্থে কৃষ্ণ-সমীপে প্রার্থনা, শিষ্যগণের সমীপে প্রভুর "কৃষ্ণই সর্ব্ব শব্দ ও শাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য্য"—এইরূপ ব্যাখ্যান, প্রভুর গঙ্গাস্নান, ভোজনকালে মাতৃসন্নিধানে প্রভুর সর্ব্বশাস্ত্রের কৃষ্ণতাৎপর্য্যপরতা-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধ-জীবের ভীষণ গর্ভবাস-দুঃখ-বর্ণন, অধ্যাপনকালে শিষ্যগণ-সমীপে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি ও কৃষ্ণপর ব্যাখ্যান, গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের সহিত প্রভুর কথোপকথনকালে শব্দ-শাস্ত্রের স্বকৃত কৃষ্ণতাৎপর্য্যপর ব্যাখ্যানকে তর্কবিবাদের অতীত বলিয়া গর্ব্বোক্তি, অন্য একদিন রত্নগর্ভ-আচার্য্যের ভক্তি-সহকারে কৃষ্ণবিষয়ক শ্লোক-পঠন ও তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভুর ভাবাবেশ, আবার অন্য একদিন শিষ্যগণ-সমীপে ধাতু-সংজ্ঞাকে 'শ্রীকৃষ্ণের শক্তি' বলিয়া ব্যাখ্যান এবং কথোপকথনান্তে তাঁহাদিগকে চিরবিদায়-দান-হেতু তাঁহাদের ক্রন্দন ও প্রভুর আশীর্ব্বাদ; এই সকল গৌরলীলা-স্মরণে গ্রন্থকারের খেদোক্তি এবং সর্ব্বশেষে শিষ্যগণকে প্রভুর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-রীতি-শিক্ষা-প্রদান প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। (গৌঃ ভাঃ)।

মঙ্গলাচরণ—

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥ ১॥

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥ ২॥

গৌরসুন্দরের জয়গান—

জয় জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
জয় বিশ্বম্ভর-প্রিয় বৈষ্ণব-সমাজ॥ ৩॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

আদি ১ম অঃ ১ম ও ২য় সংখ্যার অন্বয়, অনুবাদ ও বিবৃতি দ্রষ্টব্য॥ ১—২॥

বিশ্বম্ভর 'দ্বিজরাজ' এবং বিশ্বম্ভরপ্রিয় 'বৈষ্ণব-সমাজ',—শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং পরিপূর্ণতম ব্রহ্মণ্যদেব হইয়াও ব্রাহ্মণ-

গৌরচন্দ্র জয় ধর্ম্মসেতু মহা-ধীর।
জয় সঙ্কীর্ত্তনময় সুন্দরশরীর ॥ ৪ ॥

জয় নিত্যানন্দের বান্ধব ধন প্রাণ।
জয় গদাধর-অদ্বৈতের প্রেমধাম ॥ ৫ ॥

কুলোত্তম এবং তাঁহার প্রিয়বর্গই নিখিল-বর্ণাশ্রমি-গুরু পরমহংস বা 'বৈষ্ণব-সমাজ'। সংস্কার-বর্জ্জিত মানবের 'একজন্মা শূদ্র' এবং সংস্কার-সম্পন্ন মানবেরই 'দ্বিজ'-সংজ্ঞা। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদিও 'দ্বিজ'-শব্দবাচ্য, তথাপি 'দ্বিজরাজ'-শব্দ একমাত্র 'ব্রাহ্মণ'কেই নির্দ্দেশ করে। ইহজগতে বন্ধনাবস্থায় জীব বীজগর্ভ-সমুদ্ভব-পাপে সংস্পৃষ্ট হইবার যোগ্য, সুতরাং শরীরধারী জীবের নৈসর্গিক-পাপ-প্রশমনার্থ সংস্কার আবশ্যক। ভগবান্ বিশ্বম্ভর সংস্কারের প্রতি ঔদাসীন্য, উহার অপ্রয়োজনীয়তা ও রাহিত্য বা বিরোধ কোনদিনই অনুমোদন করেন নাই। তিনি ভক্ত্যনুকূল দৈব-বর্ণাশ্রমাচারেরই পক্ষপাতী ছিলেন; অবৈষ্ণবপর বা অদৈব-বর্ণাশ্রমবিচার কোন দিনই তাঁহার প্রিয় ছিল না। বিষ্ণুভক্ত্যনুকূল বৃত্তবর্ণ বা প্রকৃত আশ্রম-বিচারকেই তিনি দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; তজ্জন্যই বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহার প্রিয়। অবৈষ্ণব-সমাজে কর্ম্ম-কাণ্ডের বিশেষ আদর এবং কেবলাদ্বৈতপরতা লক্ষিত হইত, কিন্তু তাঁহার প্রকটকালের বহুপূর্ব্বে শ্রীবৈষ্ণব-সমাজ ও তত্ত্ববাদি-বৈষ্ণবসমাজ দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি সদ্-বৈষ্ণব সমাজ বা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সমাজকে অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞান করিতেন। সদ্বৈষ্ণব-সমাজের অন্তর্গত কর্ণাটদেশীয় বিপ্রকুলোদ্ভূত শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপপ্রভু প্রভৃতি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-ব্রাহ্মণগণকে তিনি নিজ প্রিয়তম বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আবার শ্রীবৈষ্ণব-সমাজ হইতে শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ ও শ্রীপাদ গোপালভট্ট প্রভুদ্বয়কেও তিনি নিজ প্রিয়বরত্বে গ্রহণ করিয়াছেন। দক্ষিণ-দেশীয় শ্রী-সম্প্রদায় ও ব্রহ্ম-সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় হইলেও নিজ-প্রিয় শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজই তাঁহার অত্যন্ত আদরের। কালক্রমে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের ধারা ও পদ্ধতি স্মার্ত্ত-বিচারানুসারে পঞ্চোপাসকগণের উপদ্রব-ফলে বিশেষরূপে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, তজ্জন্য তিনি শ্রীমাধ্ববিপ্র-সমাজোদ্ভূত শ্রীমৎসনাতন গোস্বামিপাদকে শ্রীহরিভক্তিবিলাস-নামক বৈষ্ণব-স্মৃতি-সঙ্কলনের আদেশ প্রদান করেন। শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণব-সমাজে আবির্ভূত শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী শ্রীমৎসনাতন-রূপপ্রভুদ্বয়ের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া শ্রীমৎসনাতন গোস্বামী প্রভু নিজ-সঙ্কলিত হরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থ স্বীয় অনুগত দাস শ্রীগোপাল ভট্ট-গোস্বামীর দ্বারা সম্বর্দ্ধন করেন। সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-স্মৃতি ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সামাজিক বিধি-শাস্ত্র 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস' ও তদনুকূল 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' ও 'সংস্কার-দীপিকা'রূপেই গৃহীত হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত বৈষ্ণব-সমাজে আমরা কএকটী বিষয়ের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। স্মার্ত্তগণের পদ্ধতি বৈষ্ণব-স্মৃতিকে নানাপ্রকারে বাধা দেওয়ায় শ্রীধ্যানচন্দ্র, শ্রীরসিকানন্দ এবং অধুনাতন শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌরানুগত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের প্রকৃত শাশ্বত মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের স্থাপিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ শ্রীচৈতন্যাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতা মহা-নগরীতে স্থাপিত হয়। তখনও গৌড়দেশে গৌড়ীয়-ক্রুবগণ নিজ-সম্প্রদায়ের কোন কথাই আলোচনা করিতে আরম্ভ করে নাই। ইহার কিছু পরেই কলিকাতায় গৌরাঙ্গ-সমাজ নামক একটী নব্য সম্প্রদায় সনাতন বৈদিকাচারের আনুগত্য পরিহারপূর্ব্বক মনঃকল্পিত নবীন-স্মৃতির সহায়তায় স্থাপিত হইয়াছিল। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার শাখাবিশেষ। আধুনিক তার্কিক-সম্প্রদায় অদূর-দর্শিতাক্রমে বলিয়া থাকেন যে, 'প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে 'বৈষ্ণব-সমাজ'-শব্দটীর ব্যবহার নাই'; বক্ষ্যমাণ মহা-গ্রন্থস্থিত এই অংশটী পাঠ করিলে তাঁহাদের নিজ অনভিজ্ঞতা উপলব্ধ ও অপসারিত হইবে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য-চতুষ্টয়ের 'ঐকান্তিকতা', 'কার্ষ্ণাচার', সশক্তিক শক্তিমদ্বিগ্রহানুগত্য ও তদীয়তা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া অহৈতুক ভজন-সৌন্দর্য্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। কেবলাদ্বৈত মায়াবাদ-মূলক নিত্য-ঈশ-সেবন-বর্জ্জিত নীরস শুষ্ক নির্ব্বিশেষজ্ঞান-বিরুদ্ধতা শৌক্রবিচারের পরিবর্ত্তে বৃত্তবিচারমুখে বৈষ্ণবত্বের উপ-যোগিতা, ভক্তিশাস্ত্রের সর্ব্বোত্তমতা কর্ম্মজ্ঞানাবৃত বিদ্ধ-

জয় শ্রীজগদানন্দ-প্রিয়-অতিশয়।
জয় বক্রেশ্বর-কাশীশ্বরের হৃদয় ॥ ৬ ॥
জয়জয় শ্রীবাসাদি-প্রিয়বর্গ-নাথ।
জীব-প্রতি কর' প্রভু, শুভ-দৃষ্টিপাত ॥ ৭ ॥

গৌরের কৃষ্ণকীর্ত্তন-লীলাত্মক মধ্যখণ্ড-কথা-শ্রবণে জীবের অজ্ঞানতমো-নাশ—

মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-লীলাত্মক মধ্যখণ্ড-কথা-শ্রবণার্থ পাঠককে অনুরোধ—

মধ্যখণ্ড-কথা ভাই, শুন একচিত্তে।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল যেনমতে ॥ ৯ ॥

গয়া হইতে প্রভুর প্রত্যাগমন, সকলের হর্ষ ও কুশল-সম্ভাষণ—

গয়া করি' আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
পরিপূর্ণ ধ্বনি হৈল নদীয়া-নগর ॥ ১০ ॥

গৌর-দর্শনে সর্ব্বনবদ্বীপের উল্লাস ও সকলের প্রতি হর্ষ-সম্ভাষণ ও স্বীয় তীর্থযাত্রা-বর্ণন—

ধাইলেন যত সব আপ্তবর্গ আছে।
কেহ আগে, কেহ মাঝে, কেহ অতি পাছে ॥ ১১ ॥
যথাযোগ্য কৈলা প্রভু সবারে সম্ভাষ।
বিশ্বম্ভরে দেখি' সবে হইলা উল্লাস ॥ ১২ ॥
আগুবাড়ি' সবে আনিলেন নিজ-ঘরে।
তীর্থ-কথা সবারে কহেন বিশ্বম্ভরে ॥ ১৩ ॥

পঞ্চোপাসনা-পরিবর্জ্জন প্রভৃতি অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য—যাহা মধ্যযুগীয় আচার্য্যগণের প্রচার্য্যবিষয়ের মধ্যে বিস্তারিত হয় নাই, সেইগুলি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের বিচার-প্রণালীর মধ্যে লক্ষিত হয়। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, শুদ্ধভক্তি-বিরোধিগণের দম্ভ ও মাৎসর্য্য শুদ্ধবৈষ্ণবাচারকে ন্যূনাধিক বাধা দিয়াছে।

বৈষ্ণব-সম্রাট্ শ্রীল জগন্নাথ দাস ও তদনুগ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদঠাকুর মহাশয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে প্রবিষ্ট বহু কষায়রাশি সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত করিয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমানযুগে এই শুদ্ধ-বৈষ্ণবরাজগণ ও তাঁহাদের নিষ্কপট, প্রিয় অনুগগণকেই বিশ্বম্ভরপ্রিয় বৈষ্ণব-সমাজ বলা যাইতে পারে। ইঁহাদের প্রতিকূল-চেষ্টাপরায়ণ প্রতীপগণ—গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের অশেষ অমঙ্গল-সাধনকারী অর্থাৎ তাহারাই—শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়-বিরোধী অপ্রিয় ॥ ৩ ॥

ধর্ম্মসেতু—লৌকিক বা আর্থিক-ধর্ম্ম ও অলৌকিক বা পারমার্থিক-ধর্ম্ম,এই উভয়ের মধ্যে বৃহৎ অবকাশ বিদ্যমান। তজ্জন্য ভগবান্ গৌরসুন্দর জগদ্গুরুর শীর্ষস্থানের আসন গ্রহণ করিয়া লৌকিক-ধার্ম্মিকগণকে লোকোত্তর বৈকুণ্ঠ-ধর্ম্মে লইয়া যাইবার সেতুস্বরূপ হইয়াছেন। কেবলাদ্বৈতবাদীর সহিত ভক্ত-সম্প্রদায়ের যে মতভেদ, তাহার মীমাংসকরূপে আমরা গৌরসুন্দরকে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-বিচারের মূল-মহাপুরুষ বলিয়া লক্ষ্য করি। গৌরহরি আত্মধর্ম্ম-বিরোধী, মনঃকল্পিত নীতি-রহিত কোন কথা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম-রাজ্যে প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা করেন নাই। অধর্ম্ম-সেতুর অবলম্বন দ্বারা যে প্রাকৃত-সহজিয়া-মতবাদ ও জড়েন্দ্রিয়-তর্পণাভিলাষ 'ধর্ম্মের' নামে সমাজে অবাধে চলিতেছে, তাহা 'মাটিয়া', মৃণ্ময় বা ভৌম অর্থাৎ পার্থিব বাহ্যজ্ঞানে সম্পুষ্ট। সনাতন ধর্ম্মসেতু ভগবান্ গৌরহরি লৌকিক-বিচার পার হইয়া কি-প্রকারে অধোক্ষজ সেবায় পৌঁছিতে হয়, তাহার সেতুস্বরূপ হরিসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন।

মহাধীর,—গৌরসুন্দর তর্কপথ আবাহন করেন নাই, পরন্তু তিনি শ্রৌতপথের পুনঃপ্রবর্ত্তক। তিনি কর্ম্মিগণের ন্যায় জড়েন্দ্রিয়তর্পণপর চঞ্চল মনোধর্ম্ম প্রদর্শন বা প্রচার করেন নাই অর্থাৎ স্বর্গ-সুখাদি নশ্বর জড়ীয় অনিত্য জাগতিক অভ্যুদয়-লাভাদির সম্বন্ধে কখনও কাহাকেও কোন প্রকার উপদেশ দেন নাই। জিহ্বা, উদর ও উপস্থ-জয়ের নামই 'ধৃতি' বা ত্রিদণ্ড-ধারণ। তাদৃশ কায়মনোবাক্যবেগ-ধারণরূপ ধৃতি-বর্জ্জিত চঞ্চল-ধর্ম্মা মানব অপ্রাকৃত হরিভক্তির কথা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত বিচার বা বুদ্ধির সাহায্যে যেরূপ নানাবিধ কুতর্কের আবাহন করেন, সেইরূপ কুতর্কের প্রশ্রয় না দেওয়ায় গৌরসুন্দর—ধীর ত্রিদণ্ডিগণের আরাধ্য মহাধীর। আবার গৃহব্রত বা গৃহমেধি-সম্প্রদায় ও সুনীতি-বিগর্হিত গৌরনাগরী-সম্প্রদায় দৌরাত্ম্য-বশে গৌর-সুন্দরকে অসংযত, গৃহাসক্ত ও নাগর-রূপে বিচার করিলেও

সকলকে প্রভুর সবিনয়ে নিজ প্রত্যাগমন-কথন—

প্রভু বলে,- "তোমা সবাকার আশীর্ব্বাদে।
গয়া-ভূমি দেখিয়া আইনু নির্ব্বিরোধে" ॥ ১৪ ॥

সকলের সন্তোষ ও আশীর্ব্বাদ-জ্ঞাপন—

পরম-সুনম্র হই প্রভু কথা কয়।
সবে তুষ্ট হৈলা দেখি' প্রভুর বিনয় ॥ ১৫ ॥
শিরে হস্ত দিয়া কেহ 'চিরজীবী' করে।
সর্ব্ব-অঙ্গে হস্ত দিয়া কেহ মন্ত্র পড়ে ॥ ১৬ ॥
কেহ বক্ষে হস্ত দিয়া করে আশীর্ব্বাদ।
"গোবিন্দ শীতলানন্দ করুন প্রসাদ ॥" ১৭ ॥

প্রভু-দর্শনে মাতার ও শ্বশুরকুলের মহানন্দ—

হইলা আনন্দময়ী শচী ভাগ্যবতী।
পুত্র দেখি' হরিষে না জানে আছে কতি ॥ ১৮ ॥
লক্ষ্মীর জনক-কুলে আনন্দ উঠিল।
পতিমুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ গেল ॥ ১৯ ॥
সকল-বৈষ্ণবগণ হরিষ হইলা।
দেখিতেও সেইক্ষণে কেহ কেহ গেলা ॥ ২০ ॥

যথাযোগ্য সম্ভাষণান্তে সকলকে বিদায়-দান—

সবাকারে করি' প্রভু বিনয়-সম্ভাষ।
বিদায় দিলেন সবে, গেলা নিজবাস ॥ ২১ ॥

নির্জ্জনে কতিপয় অন্তরঙ্গ ভক্তসমীপে গয়াধাম-রহস্য বর্ণন—

বিষ্ণুভক্ত গুটি-দুই-চারি-জন লইয়া।
রহঃকথা কহিবারে বসিলেন গিয়া ॥ ২২ ॥
প্রভু বলে,—"বন্ধু-সব শুন, কহি কথা।
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব যে দেখিলুঁ যথা যথা ॥ ২৩ ॥
গয়ার ভিতর মাত্র হইলাও প্রবেশ।
প্রথমেই শুনিলাও মঙ্গল বিশেষ ॥ ২৪ ॥
সহস্র-সহস্র বিপ্র পড়ে বেদধ্বনি।
'দেখ দেখ বিষ্ণুপাদোদক-তীর্থ-খানি ॥' ২৫ ॥

গৌর-কৃষ্ণের দেবদুর্ল্লভ পাদতীর্থ-পূত তীর্থস্থান—

পূর্ব্বে কৃষ্ণ যবে কৈলা গয়া-আগমন।
সেইস্থানে রহি' প্রভু ধুইলা চরণ ॥ ২৬ ॥
যাঁর পাদোদক লাগি' গঙ্গার মহত্ত্ব।
শিরে ধরি' শিব জানে পাদোদক-তত্ত্ব ॥ ২৭ ॥
সে চরণ-উদক-প্রভাবে সেই স্থান।
জগতে হইল 'পাদোদক-তীর্থ' নাম ॥" ২৮ ॥

কৃষ্ণপাদতীর্থ-স্মরণে প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেমবিকার-প্রকাশ-বর্ণন—

পাদপদ্ম তীর্থের লইতে প্রভু নাম।
অঝরে ঝরয়ে দুই কমল-নয়ান ॥ ২৯ ॥
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
'কৃষ্ণ' বলি' কান্দিতে লাগিলা বহুতর ॥ ৩০ ॥
ভরিল পুষ্পের বন মহা-প্রেম-জলে।
মহা-শ্বাস ছাড়ি' প্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে ॥ ৩১ ॥
পুলকে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব-কলেবর।
স্থির নহে প্রভু কম্পভরে থরথর ॥ ৩২ ॥

তিনি তাহাদের অভীষ্ট মনঃকল্পিত বিষয় হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন বলিয়াও 'মহাধীর'।

সঙ্কীর্ত্তনময়,—গৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণস্বরূপ হইয়াও বিপ্রলম্ভরসে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনামকীর্ত্তনবিগ্রহরূপে মহাভাগবত-লীলায় গৌরলীলা প্রকট করিয়াছেন এবং একমাত্র নাম-কীর্ত্তন-যজ্ঞেই তিনি আরাধ্য মূর্ত্ত শব্দ ও পরব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

আগুবাড়ি',—অগ্রবর্ত্তী বা [illegible] হইয়া, সম্মুখে গমন করিয়া ॥ ১৩ ॥

গুটি,—অল্প-সংখ্যক। জগতে দুই প্রকার লোক আছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মায়ার প্রভুর সজ্জায় বিষয় ভোগ করিতে গিয়া বিষ্ণু-সেবায় উদাসীন হন; আর অত্যল্প-সংখ্যক লোকই ভগবৎসেবা-তৎপর। শেষোক্ত-শ্রেণীর ব্যক্তিই 'বৈষ্ণব' বা 'বিষ্ণুভক্ত' বলিয়া প্রথিত। তাদৃশ দুই চারিজন বৈষ্ণবের নিকটই শ্রীগৌরসুন্দর নির্জ্জনে হরি-কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২২ ॥

তথ্য। (ভাঃ ১।১৮।২১) "অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ। সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥"

অর্থাৎ যাঁহার শ্রীপদনখ হইতে নিঃসৃত হইয়াও শ্রীগঙ্গা ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক অর্ঘ্যোদকরূপে সমর্পিত হইয়া মহাদেবের সহিত সমস্ত জগৎ পবিত্র করিতেছেন, ইহ জগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন অন্য কে আছেন,—যিনি ভগবৎ-শব্দবাচ্য হইতে পারেন?

শ্রীমান্‌পণ্ডিতাদি ভক্তগণের প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেম-বিকার-দর্শন—

শ্রীমান্‌পণ্ডিত-আদি যত ভক্তগণ।
দেখেন অপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন ॥ ৩৩ ॥

প্রভুর প্রেমাশ্রুধারার সহিত গঙ্গার উপমা—

চতুর্দ্দিকে নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
গঙ্গা যেন আসিয়া করিলা অবতার ॥ ৩৪ ॥

তদ্দর্শনে ভক্তগণের বিস্ময়, প্রভুর প্রতি কৃষ্ণপ্রসাদানুমান—

মনে মনে সবেই চিন্তেন চমৎকার।
"এমত ইহানে কভু নাহি দেখি আর ॥ ৩৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে।
কি বৈভব পথে বা হইল দরশনে।" ৩৬ ॥

প্রভুর বাহ্যদশা-লাভ ও আলাপ—

বাহ্য-দৃষ্টি প্রভুর হইল কতক্ষণে।
শেষে প্রভু সম্ভাষা করিলা সবা' সনে ॥ ৩৭ ॥
প্রভু কহে,—"বন্ধু সব, আজি ঘরে যাহ।
কালি যথা বলি' তথা আসিবারে চাহ ॥ ৩৮ ॥
তোমা' সবা' সহিত নিভৃত এক স্থানে।
মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদনে ॥ ৩৯ ॥

পরদিন দুই জনকে শুক্লাম্বর-গৃহে আগমনার্থ অনুরোধ—

কালি সবে শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারি-ঘরে।
তুমি আর সদাশিব আসিহ সত্বরে।" ৪০ ॥

সকলকে বিদায়-দান—

সম্ভাষ করিয়া সবে করিলা বিদায়।
যথা-কার্য্যে রহিলেন বিশ্বম্ভর-রায় ॥ ৪১ ॥

প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমাবেশ ও কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য—

নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে।
মহা-বিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে ॥ ৪২ ॥

পুত্রবৎসলা শচীর পুত্রের প্রেমবিকার-দর্শন—

বুঝিতে না পারে আই পুত্রের চরিত।
তথাপিহ পুত্র দেখি' মহা-আনন্দিত ॥ ৪৩ ॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি' প্রভু করয়ে ক্রন্দন।
আই দেখে, অশ্রুজলে ভরিল অঙ্গন ॥ ৪৪ ॥
"কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ,"—বলয়ে ঠাকুর।
বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে প্রচুর ॥ ৪৫ ॥

পুত্রের দশা-দর্শনে শচীর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থা—

কিছু নাহি বুঝে আই কোন্ বা কারণ।
করযোড়ে গেলা আই গোবিন্দ-শরণ ॥ ৪৬ ॥

হরিনামপ্রেম-প্রকাশরূপ নিজ-অবতার-কারণ-রহস্য-প্রকটনারম্ভ—

আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় হইল উল্লাস ॥ ৪৭ ॥

প্রভু-দর্শনার্থ ভক্তগণের আগমন—

'প্রেম-বৃষ্টি করিতে প্রভুর শুভারম্ভ।'
ধ্বনি শুনি' যায় যথা ভাগবতবৃন্দ ॥ ৪৮ ॥
যে-সব বৈষ্ণব গেলা প্রভু-দরশনে।
সম্ভাষা করিলা প্রভু তাঁ' সবার সনে ॥ ৪৯ ॥

শুক্লাম্বর-গৃহে সকলকে আগমনার্থ অনুরোধ—

"কালি শুক্লাম্বর-ঘরে মিলিবা আসিয়া।
মোর দুঃখ নিবেদিমু নিভৃতে বসিয়া।" ৫০ ॥

প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেম দর্শনে শ্রীমান্‌পণ্ডিতের হর্ষ—

হরিষে পূর্ণিত হৈলা শ্রীমান্‌পণ্ডিত।
দেখিয়া অদ্ভুত প্রেম মহা-হরষিত ॥ ৫১ ॥

পরদিন প্রত্যূষে ভক্তগণের শ্রীবাস-গৃহে পুষ্প-চয়নার্থ সম্মেলন—

যথা-কৃত্য করি' উষঃ-কালে সাজি লইয়া।
চলিলা তুলিতে পুষ্প হরষিত হৈয়া ॥ ৫২ ॥
এক কুন্দ-গাছ আছে শ্রীবাস-মন্দিরে।
কুন্দরূপে কিবা কল্পতরু অবতরে! ৫৩ ॥
যতেক বৈষ্ণব তোলে, তুলিতে না পারে।
অক্ষয় অব্যয় পুষ্প সর্ব্বক্ষণ ধরে ॥ ৫৪ ॥

(ভাঃ ৩।২৮।২২—) "যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ। ধ্যাতুর্মনঃশমলশৈলনিসৃষ্টবজ্রং ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্॥"

অর্থাৎ 'যাঁহার শ্রীপাদ-প্রক্ষালন-নিঃসৃতা সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার সংসারতারণ-জল নিজ-শিরে ধারণ করিয়া শ্রীশিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় বা অত্যধিক শুভ প্রাপ্ত হইয়াছেন, বজ্রনিক্ষেপকলে পর্ব্বত-বিদারণের ন্যায় সেই শ্রীচরণ-ধ্যানকারীর মনের যাবতীয় কলুষ-কল্মষ-কষায়-কিল্বিষরাশি

উষঃকালে উঠিয়া সকল ভক্তগণ।
পুষ্প তুলিবারে আসি' হইলা মিলন ॥ ৫৫ ॥
সবেই তোলেন পুষ্প কৃষ্ণকথা-রসে।
গদাধর, গোপীনাথ, রামাঞি, শ্রীবাসে ॥ ৫৬ ॥

শ্রীমান্‌পণ্ডিতের তথায় সহাস্যে আগমন—

হেনই সময়ে আসি' শ্রীমান্‌পণ্ডিত।
হাসিতে হাসিতে আসি' হইলা বিদিত ॥ ৫৭ ॥

শ্রীমান্‌পণ্ডিতের প্রতি ভক্তগণের হাসির কারণ-জিজ্ঞাসা—

সবেই বলেন,—"আজি বড় দেখি হাস্য ?"
শ্রীমান্ কহেন,—"আছে কারণ অবশ্য ॥" ৫৮ ॥
"কহ দেখি"— বলিলেন ভাগবতগণ।
শ্রীমান্‌পণ্ডিত বলে,—"শুনহ কারণ ॥ ৫৯ ॥

ভক্তগণকে শ্রীমান্‌পণ্ডিতের পূর্ব্বদিবসীয় প্রভু-প্রেম-বিকার-চেষ্টা-বর্ণন—

পরম-অদ্ভুত কথা, মহা-অসম্ভব।
'নিমাইপণ্ডিত হৈলা পরমবৈষ্ণব ॥' ৬০ ॥
গয়া হৈতে আইলেন সকল কুশলে।
শুনি' আমি সম্ভাষিতে গেলাঙ বিকালে ॥ ৬১ ॥
পরম-বিরক্ত-রূপ সকল সম্ভাষ।
তিলার্দ্ধেক ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ ॥ ৬২ ॥
নিভৃতে কহিতে লাগিলেন কৃষ্ণকথা।
যে যে স্থানে দেখিলেন যে অপূর্ব্ব যথা ॥ ৬৩ ॥
পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে মাত্র নাম।
নয়নের জলে সব পূর্ণ হৈল স্থান ॥ ৬৪ ॥
সর্ব্ব-অঙ্গ মহা-কম্প-পুলকে পূর্ণিত।
'হা কৃষ্ণ !' বলিয়া মাত্র পড়িলা ভূমিত ॥ ৬৫ ॥
সর্ব্ব-অঙ্গে ধাতু নাহি, হইলা মূর্চ্ছিত।
কতক্ষণে বাহ্য-দৃষ্টি হৈলা চমকিত ॥ ৬৬ ॥
শেষে যে বলিয়া 'কৃষ্ণ' কান্দিতে লাগিলা।
হেন বুঝি,—গঙ্গা-দেবী আসিয়া মিলিলা ॥ ৬৭ ॥

প্রভুর প্রেমবিকার-দর্শনে তাঁহাকে অলৌকিক ও অতিমর্ত্ত্য-জ্ঞান—

যে ভক্তি দেখিলুঁ আমি তাহান নয়নে।
তাহানে মনুষ্য-বুদ্ধি নাহি আর মনে ॥ ৬৮ ॥

সকলকে প্রভুর অনুরোধ-জ্ঞাপন -

সবে এই কথা কহিলেন বাহ্য হৈলে।
'শুক্লাম্বর-ঘরে কালি মিলিবা সকালে ॥ ৬৯ ॥
তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত-মুরারি।
তোমা' সবা' স্থানে দুঃখ করিব গোহারি ॥' ৭০ ॥
পরম মঙ্গল এই কহিলাঙ কথা।
অবশ্য কারণ ইথে আছয়ে সর্ব্বথা ॥" ৭১ ॥

প্রভুর অপূর্ব্বভাব-শ্রবণে ভক্তগণের সহর্ষে হরিধ্বনি—

শ্রীমানের বচন শুনিয়া ভক্তগণে।
'হরি' বলি' মহাধ্বনি করিলা তখনে ॥ ৭২ ॥

বিধ্বংসিত হয় ; অতএব সেই ভগবানের পাদপদ্ম সর্ব্বদাই ধ্যান করিবে ॥' ২৭-২৮ ॥

অসম্বর,—সম্বরণে অর্থাৎ ধৈর্য্য-ধারণে, আত্ম-সংযমনে আত্ম-সঙ্গোপনে অসমর্থ ; 'অসামাল' ॥ ৩০ ॥

তোমাদের সকলকে লইয়া এক বহিরঙ্গজন-হীন স্থানে আমার কৃষ্ণ-বিরহ-দুঃখের কথা বলিব। বহিরঙ্গ-লোক-গোষ্ঠীর মধ্যে কেহই আমার কৃষ্ণ-বিরহ-দুঃখের কথা বুঝিবেন না, এই জন্যই আমি তোমাদের ন্যায় অন্তরঙ্গ-ভক্তের নিকট আমার কৃষ্ণ-বিরহার্ত্ত হৃদয়ের গুপ্তদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনা জানাইব ॥ ৩৯ ॥

এস্থলে 'তুমি'-শব্দ একবচনান্তরূপে গৃহীত হইলে শ্রীমান্-পণ্ডিতকেই বুঝাইবে (পরবর্ত্তী ৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ॥ ৪০ ॥

প্রভুর শ্রীবিগ্রহে সর্ব্বক্ষণ অধিরূঢ়মহাভাবময়-কৃষ্ণ-প্রেমার অধিষ্ঠান লক্ষিত হইতে লাগিল। সুতরাং সর্ব্বোত্তম ত্যাগী বিরক্ত সন্ন্যাসীর বিচার অবলম্বন করিয়া তিনি আশ্রয়-বিগ্রহের ভাবে বিভাবিত হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-সুখভোগ-বাঞ্ছা বর্জ্জনপূর্ব্বক মূর্ত্ত শুদ্ধ-বৈরাগ্য-বিগ্রহরূপে এক তমাল-শ্যামকান্তি সর্ব্বাকর্ষক বস্তুর প্রেমাকর্ষণে অতিমাত্রায় ব্যস্ততা দেখাইতেছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির যুগপৎ অধিষ্ঠান সম্বন্ধে—(ভাঃ ১১।২।৪২) 'ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥" আলোচ্য ॥৪২॥

জীবের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া প্রভু পরম শুভ-মুহূর্ত্তে প্রেমবারি-বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। এইকথা প্রচারিত

প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
"গোত্র বাড়াউন কৃষ্ণ আমা' সবাকার॥" ৭৩॥

সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ কৃষ্ণভজনশীল গোষ্ঠীবৃদ্ধি-বাঞ্ছা-
তথা হি—
"গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্" ইতি॥ ৭৪॥

আনন্দে করেন সবে কৃষ্ণ-সংকথন।
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি পরমমোহন॥ ৭৫॥
'তথাস্তু' 'তথাস্তু' বলে ভাগবতগণ।
'সবেই ভজুক কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ॥' ৭৬॥

পুষ্পচয়নান্তে ভক্তগণের নিজগৃহে গমন—

হেনমতে পুষ্প তুলি' ভাগবতগণ।
পূজা করিবারে সবে করিলা গমন॥ ৭৭॥

শুক্লাম্বর-গৃহে শ্রীমান্ পণ্ডিতের ও গদাধরাদির গমন—

শ্রীমান্‌পণ্ডিত চলিলেন গঙ্গাতীরে।
শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী—তাহান মন্দিরে॥ ৭৮॥
শুনিঞা এ-সব কথা প্রভু-গদাধর।
শুক্লাম্বর-গৃহ-প্রতি চলিলা সত্বর॥ ৭৯॥
"কি আখ্যান কৃষ্ণের কহেন শুনি গিয়া।"
থাকিলেন শুক্লাম্বর-গৃহে লুকাইয়া॥ ৮০॥
সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান্, শুক্লাম্বর।
মিলিলা সকল যত প্রেম-অনুচর॥ ৮১॥

প্রভুরও তথায় আগমন, কৃষ্ণভক্তিসূচক-শ্লোকাবৃত্তি—

হেনই সময়ে বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
আসিয়া মিলিলা হেথা বৈষ্ণবসমাজ॥ ৮২॥
পরম-আনন্দে সবে করেন সম্ভাষ।
প্রভুর নাহিক বাহ্যদৃষ্টি-পরকাশ॥ ৮৩॥
দেখিলেন মাত্র প্রভু ভাগবতগণ।
পড়িতে লাগিলা শ্লোক—ভক্তির লক্ষণ॥ ৮৪॥

কৃষ্ণবিরহে প্রভুর তদন্বেষণ, মূর্চ্ছা ও অশ্রুপাত এবং
প্রেমাশ্রুপ্লুত ভক্তগণকে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা—

"পাইনু, ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা?"
এত বলি' স্তম্ভ কোলে করিয়া পড়িলা॥ ৮৫॥
ভাঙ্গিল গৃহের স্তম্ভ প্রভুর আবেশে।
"কোথা কৃষ্ণ," বলিয়া পড়িলা মুক্ত-কেশে॥ ৮৬॥
প্রভু পড়িলেন মাত্র 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া।
ভক্তসব পড়িলেন ঢলিয়াঢলিয়া॥ ৮৭॥
গৃহের ভিতরে মূর্চ্ছা গেলা গদাধর।
কে বা কোন্ দিকে পড়ে, নাহি পরাপর॥ ৮৮॥

হইবা-মাত্র ভক্তগণ তাহা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রভুর নিকট আসিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৪৮॥

যে নিমাইপণ্ডিত কিছুদিন পূর্ব্বে মহা-তার্কিকচূড়ামণি ছিলেন এবং বৈষ্ণবদিগকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাদি-দ্বারা উড়াইয়া দিতেন, সেই নিমাইপণ্ডিতই এখন পরম-বৈষ্ণব হইয়াছেন॥৬০

গোহারি,—(সংস্কৃত 'গোচর'-শব্দ হইতে), বিহার ও উড়িষ্যা দেশে 'গোহারি'-শব্দে 'কান্নাকাটী' বুঝায়; জ্ঞাপন, নিবেদন, সহানুভূতিলাভোদ্দেশ্যে প্রতীকার বা সুবিচার-প্রার্থনা॥৭০॥

গোত্র,—অন্বয়, বংশ, গোষ্ঠী॥ ৭৩॥

অনুবাদ। আমাদের বংশ বা গোষ্ঠী বৃদ্ধি লাভ করুক॥

তথ্য। স্মার্ত্ত-শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান-কালে আশীর্ব্বাদ।

'আ-ব্রহ্মস্তম্ভ সকলেই কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা করিয়া আমাদের গোত্র বৃদ্ধি করুক'—শ্রীবাসের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র সমবেত ভাগবতগণ সকলেই "তাহাই হউক, তাহাই হউক" বলিয়া তাহা অনুমোদন করিলেন॥ ৭৬॥

কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বল প্রভু শুক্লাম্বর-গৃহে বৈষ্ণবগণকে উন্মনা-ভাবে দেখিতে পাইয়াও "সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্তমা॥" এবং "অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" প্রভৃতি শুদ্ধভক্তির লক্ষণ-সূচক শ্লোক অথবা পরবর্ত্তী ৮৬ সংখ্যার "পাইনু, ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা?" এই বাক্যোদ্দিষ্ট শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদোচ্চারিত "অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।।" ইত্যাদি বিপ্রলম্ভপ্রেমসূচক শ্লোকসমূহ পাঠ করিতে লাগিলেন॥ ৮৪॥

"হায়, আমি কৃষ্ণকে পাইয়াছিলাম, কিন্তু এখন তিনি আমাকে ফেলিয়া কোথায় পলাইয়া গেলেন?"—এরূপ বলিতে বলিতে প্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে বলপূর্ব্বক গৃহস্তম্ভকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন॥ ৮৫॥

সবে হৈলা কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দে মূর্চ্ছিত।
হাসেন জাহ্নবী-দেবী হইয়া বিস্মিত ॥ ৮৯ ॥
কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
'কৃষ্ণ' বলি' কান্দিতে লাগিলা বহুতর ॥ ৯০ ॥
"কৃষ্ণ রে, প্রভু রে, মোর কোন্ দিকে গেলা?"
এত বলি' প্রভু পুনঃ ভূমিতে পড়িলা ॥ ৯১ ॥
কৃষ্ণপ্রেমে কান্দে প্রভু শচীর নন্দন।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি' কান্দে ভাগবতগণ ॥ ৯২ ॥
আছাড়ের সমুচ্চয় নাহিক শ্রীঅঙ্গে।
না জানে ঠাকুর কিছু নিজ-প্রেম-রঙ্গে ॥ ৯৩ ॥
উঠিল কীর্ত্তন-রোল প্রেমের ক্রন্দন।
প্রেমময় হৈল শুক্লাম্বরের ভবন ॥ ৯৪ ॥
স্থির হই' ক্ষণেকে বসিলা বিশ্বম্ভর।
তথাপি আনন্দধারা বহে নিরন্তর ॥ ৯৫ ॥
প্রভু বলে,—"কোন্ জন গৃহের ভিতর?"
ব্রহ্মচারী বলেন, —"তোমার গদাধর॥" ৯৬ ॥
হেট-মাথা করিয়া কান্দেন গদাধর।
দেখিয়া সন্তোষ বড় প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ৯৭ ॥
প্রভু বলে,—"গদাধর, তুমি সে সুকৃতি।
শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ়-মতি ॥ ৯৮ ॥
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা-রসে।
পাইলুঁ অমূল্য নিধি, গেল দৈব-দোষে ॥ ৯৯ ॥
এত বলি' ভূমিতে পড়িলা বিশ্বম্ভর।
ধূলায় লোটায় সর্ব্ব-সেব্য-কলেবর ॥ ১০০ ॥

প্রভুর কৃষ্ণবিরহার্ত্তিক্রন্দন, কদাচিৎ অর্দ্ধবাহ্যদশা—

পুনঃ পুনঃ হয় বাহ্য, পুনঃ পুনঃ পড়ে।
দৈবে রক্ষা পায় নাক-মুখ সে-আছাড়ে ॥ ১০১ ॥
মেলিতে না পারে দুই চক্ষু প্রেমজলে।
সবে এক 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' শ্রীবদনে বলে ॥ ১০২ ॥
ধরিয়া সবার গলা কান্দে বিশ্বম্ভর।
"কৃষ্ণ কোথা?—ভাই সব, বলহ সত্বর॥" ১০৩ ॥
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে ভক্তগণ।
কারো মুখে আর কিছু না স্ফুরে বচন ॥ ১০৪ ॥
প্রভু বলে,—"মোর দুঃখ করহ খণ্ডন।
আনি' দেহ' মোরে নন্দগোপেন্দ্র-নন্দন ॥ ১০৫ ॥
এত বলি' শ্বাস ছাড়ি' পুনঃ পুনঃ কান্দে।
লোটায় ভূমিতে কেশ, তাহা নাহি বান্ধে ॥ ১০৬ ॥

অর্দ্ধবাহ্যদশা-লাভান্তে অতিকষ্টে ভক্তগণকে বিদায়-দান—

এই সুখে সর্ব্বদিন গেল ক্ষণপ্রায়।
কথঞ্চিৎ সবা'-প্রতি হইলা বিদায় ॥ ১০৭ ॥

প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেমবিকার-দর্শনে ও শ্রবণে ভক্তগণের বিস্ময় ও পরস্পর বিবিধ মতোক্তি—

গদাধর, সদাশিব, শ্রীমান্-পণ্ডিত।
শুক্লাম্বর-আদি সবে হইলা বিস্মিত ॥ ১০৮ ॥
যে যে দেখিলেন প্রেম, সবেই অবাক্য।
অপূর্ব্ব দেখিয়া কারো দেহে নাহি বাহ্য ॥ ১০৯ ॥
বৈষ্ণবসমাজে সবে, আইলা হরিষে।
আনুপূর্ব্বিক কহিলেন অশেষ-বিশেষে ॥ ১১০ ॥

পরাপর,—পর (অন্য) + অপর (নিজ), স্ব-ইতর-বুদ্ধি-ভেদ ॥ ৮৮ ॥

প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পুনঃ পুনঃ ভূপতিত হইতেছিলেন! তাহাতে শ্রীঅঙ্গে কোন ক্ষতচিহ্ন হয় নাই এবং প্রভুও অন্তর্দ্দশায় বাহ্য-সুখদুঃখাদি আদৌ কিছুই অনুভব করেন নাই ॥ ৯৩ ॥

প্রভু শ্রীগদাধরকে বলিলেন,—হে গদাধর, বাল্যাবধি কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ বলিয়া তুমিই মহা-সৌভাগ্যবান্; তোমার ন্যায় দৃঢ় কৃষ্ণসেবা-বুদ্ধি আমার ছিল না। আমি তর্কশাস্ত্র অধ্যয়নে এতদিন বৃথাই কাটাইয়াছি! আমার ভাগ্য-দোষে অতিদুর্ল্লভ হারাধন কৃষ্ণকে পাইয়াও তাহাতে আমি বঞ্চিত হইলাম! ৯৯ ॥

সর্ব্বসেব্য-কলেবর,—শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রাকৃত চতুর্দ্দশভুবন এবং অপ্রাকৃত পরব্যোম-বৈকুণ্ঠ-গোলক-বৃন্দাবনের নিখিল আশ্রিতবর্গের সেবা বা উপাস্যবস্তু ॥ ১০০ ॥

কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত অত্যধিক ক্লেশ-সত্ত্বেও আশ্রয়-ভাব-বিভাবিত গৌরসুন্দরের কৃষ্ণপ্রেম-সুখে দীর্ঘ চারিপ্রহরব্যাপী সমগ্র দিবাভাগ অতিবাহিত হওয়ায় উহা যেন অত্যন্ত অল্প সময় বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। কৃষ্ণপ্রেম-মদিরাচ্ছন্ন প্রভু অর্দ্ধবাহ্যদশায় কোন প্রকারে অতিকষ্টে সকল

শুনিঞা সকল মহাভাগবতগণ।
'হরি হরি' বলি' সবে করেন ক্রন্দন ॥ ১১১ ॥
শুনিঞা অপূর্ব্ব প্রেম সবেই বিস্মিত।
কেহ বলে,—"ঈশ্বর বা হইলা বিদিত ॥" ১১২ ॥
কেহ বলে,—"নিমাইপণ্ডিত ভাল হৈলে।
পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিণ্ডিবারে পারি হেলে ॥" ১১৩ ॥
কেহ বলে,—"হইবেক কৃষ্ণের রহস্য।
সর্ব্বথা সন্দেহ নাঞি, জানিহ অবশ্য ॥" ১১৪ ॥
কেহ বলে,—"ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ হৈতে।
কিবা দেখিলেন কৃষ্ণপ্রকাশ গয়াতে ॥" ১১৫ ॥
এইমত আনন্দে সকল ভক্তগণ।
নানা-জনে নানা-কথা করেন কথন ॥ ১১৬ ॥

প্রভুর উদ্দেশে বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ—

সবে মেলি' করিতে লাগিলা আশীর্ব্বাদ।
"হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ ॥" ১১৭ ॥

বৈষ্ণবগণের হর্ষোৎসাহ-ভরে কৃষ্ণকীর্ত্তন—

আনন্দে লাগিলা সবে করিতে কীর্ত্তন।
কেহ গায়, কেহ নাচে, করয়ে ক্রন্দন ॥ ১১৮ ॥
হেনমতে ভক্তগণ আছেন হরিষে।
ঠাকুর-আবিষ্ট হই' আছেন নিজ-রসে ॥ ১১৯ ॥

গঙ্গাদাসপণ্ডিত-গৃহে প্রভুর গমন, যথারীতি পরস্পর ব্যবহার—

কথঞ্চিৎ বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
চলিলেন গঙ্গাদাসপণ্ডিতের ঘর ॥ ১২০ ॥
গুরুর করিলা প্রভু চরণ বন্দন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া গুরু কৈলা আলিঙ্গন ॥ ১২১ ॥
গুরু বলে,—"ধন্য বাপ, তোমার জীবন।
পিতৃকুল মাতৃকুল করিলা মোচন ॥ ১২২ ॥

শিষ্যগণের প্রভু-নিষ্ঠা-বর্ণন—

তোমার পড়ুয়া সব—তোমার অবধি।
পুঁথি কেহ নাহি মেলে, ব্রহ্মা বলে যদি ॥ ১২৩ ॥

প্রভুকে মধুরবাক্যে বিদায়-দান—

এখনে আইলা তুমি সবার প্রকাশ।
কালি হৈতে পড়াইবা আজি যাহ বাস ॥" ১২৪ ॥

শিষ্য-বেষ্টিত হইয়া প্রভুর মুকুন্দসঞ্জয়-গৃহে আগমন—

গুরু নমস্করিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে পড়ুয়া-বেষ্টিত শশধর ॥ ১২৫ ॥
আইলেন শ্রীমুকুন্দসঞ্জয়ের ঘরে।
আসিয়া বসিলা চণ্ডীমণ্ডপ-ভিতরে ॥ ১২৬ ॥

সগোষ্ঠী মুকুন্দের আনন্দ ও মুকুন্দ-পুত্র পুরুষোত্তমকে প্রভুর স্নেহ-কৃপা-দান, স্ত্রীগণের হুলুধ্বনি—

গোষ্ঠী-সঙ্গে মুকুন্দসঞ্জয় পুণ্যবন্ত।
যে হইল আনন্দ, তাহার নাহি অন্ত ॥ ১২৭ ॥
পুরুষোত্তমসঞ্জয়েরে প্রভু কৈলা কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের জলে ॥ ১২৮ ॥
জয়কার দিতে লাগিলেন নারীগণ।
পরম-আনন্দ হৈল মুকুন্দ-ভবন ॥ ১২৯ ॥

প্রভুর স্ব-গৃহে আগমন—

শুভ দৃষ্টিপাত প্রভু করি' সবাকারে।
আইলেন মহাপ্রভু আপন-মন্দিরে ॥ ১৩০ ॥
আসিয়া বসিলা বিষ্ণুগৃহের দুয়ারে।
প্রীতি করি' বিদায় দিলেন সবাকারে ॥ ১৩১ ॥

প্রভুর অভিনব ক্রিয়ামুদ্রা-বোধে সকলেরই অসামর্থ্য—

যে-যে-জন আইসে প্রভুরে সম্ভাষিতে।
প্রভুর চরিত্র কেহ না পারে বুঝিতে ॥ ১৩২ ॥

প্রভুর পূর্ব্ব বিদ্যাবিলাস-অহঙ্কার-গোপন ও মহা-বৈরাগ্য-প্রকটন—

পূর্ব্ব-বিদ্যা-ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন।
পরম বিরক্তপ্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥ ১৩৩ ॥

পুত্রভাবানভিজ্ঞা শচীর পুত্রার্থে বিষ্ণু-পূজন—

পুত্রের চরিত্র শচী কিছুই না বুঝে।
পুত্রের মঙ্গল লাগি' গঙ্গা-বিষ্ণু পূজে ॥ ১৩৪ ॥

ভক্তের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ অর্থাৎ অবসর যাচ্ঞা করিলেন ॥ ১০৭ ॥

প্রভুর সেই মহাভাবময় অদ্ভুতপূর্ব্ব প্রেমবিকাররূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া দর্শক-ভক্তগণ সকলেই নির্ব্বাক্ হইয়াছিলেন ॥ ১০৯ ॥

কোন কোন ভক্ত বলিলেন,—এই নিমাই পণ্ডিত

"স্বামী নিলা কৃষ্ণচন্দ্র! নিলা পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সবে-মাত্র আছে একজন ॥ ১৩৫ ॥
অনাথিনী মোরে, কৃষ্ণ! এই দেহ' বর।
সুস্থচিত্তে গৃহে মোর রহু বিশ্বম্ভর ॥" ১৩৬ ॥

পুত্রবধূ-দ্বারা উদাসীন-পুত্রের গৃহাসক্তি-বর্দ্ধন-চেষ্টা, কৃষ্ণবিরহাক্রান্ত প্রভুর বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্য—

লক্ষ্মীরে আনিঞা পুত্র-সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চা'য় ॥ ১৩৭ ॥

অহর্নিশ কৃষ্ণবিরহ-বেদনায় প্রভুর শ্লোকাবৃত্তি, অধৈর্য্য ও ক্রন্দন—

নিরবধি শ্লোক পড়ি' করয়ে রোদন।
"কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!" বলে অনুক্ষণ ॥১৩৮॥
কখনো কখনো যেবা হুঙ্কার করয়।
ডরে পলায়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয় ॥ ১৩৯ ॥
রাত্র্যে নিদ্রা নাহি যা'ন প্রভু কৃষ্ণরসে।
বিরহে না পায় স্বাস্থ্য, উঠে, পড়ে, বৈসে ॥ ১৪০ ॥

বহিরঙ্গ-লোক-দর্শনে প্রভুর নিজ নিগূঢ় অন্তর্ভাব-গোপন—

ভিন্ন লোক দেখিলে করেন সম্বরণ।
উষঃকালে গঙ্গাস্নানে করয়ে গমন ॥ ১৪১ ॥

প্রত্যহ প্রভু গঙ্গাস্নানান্তে আসিবা-মাত্র শিষ্যগণের পাঠার্থ আগমন—

আইলেন মাত্র প্রভু করি' গঙ্গাস্নান।
পড়ুয়ার বর্গ আসি' হৈল উপস্থান ॥ ১৪২ ॥

প্রভু-মুখে নিরন্তর একমাত্র 'কৃষ্ণ'-শব্দোচ্চারণ—

'কৃষ্ণ' বিনা ঠাকুরের না আইসে বদনে।
পড়ুয়া-সকল ইহা কিছুই না জানে ॥ ১৪৩ ॥

সকলের প্রার্থনায় পরমমুখ্যা-বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে প্রভুর অধ্যাপন-মুখে কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্যপ্রকাশারম্ভ—

অনুরোধে প্রভু বসিলেন পড়াইতে।
পড়ুয়া-সবার স্থানে প্রকাশ করিতে ॥ ১৪৪ ॥
'হরি' বলি' পুঁথি মেলিলেন শিষ্যগণ।
শুনিঞা আনন্দ হৈলা শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৪৫ ॥

হরিধ্বনি-শ্রবণে প্রভুর অধোক্ষজ-দর্শন-প্রকাশ—

বাহ্য নাহি প্রভুর শুনিঞা হরিধ্বনি।
শুভদৃষ্টি সবারে করিলা দ্বিজমণি ॥ ১৪৬ ॥

নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত চিন্ময়ী পরম-মুখ্যা বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে প্রভুর ব্যাখ্যানারম্ভ—

আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
সূত্র-বৃত্তি-টীকায়, সকল হরিনাম ॥ ১৪৭ ॥

প্রভু-কর্তৃক সর্ব্বশাস্ত্র-বর্ণিত কৃষ্ণের নাম ও তত্ত্ব-মহিমা-ব্যাখ্যান—

প্রভু বলে,—"সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্ব-শাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বই না বলয়ে আন ॥ ১৪৮ ॥
হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ-ভব-আদি, সব—কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥ ১৪৯ ॥

কৃষ্ণেতর-ব্যাখ্যাকারী কৃষ্ণনাম-ভজনহীন ব্যক্তিকে গর্হণ—

কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' যে আর বাখানে।
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য-বচনে ॥ ১৫০ ॥
আগম-বেদান্ত-আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণপদে ভক্তিধন' ॥ ১৫১ ॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায় ॥ ১৫২ ॥

হইতেই সকলে শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাত-লীলা-রহস্য সমস্ত নিশ্চয়ই জানিতে পারিবেন,—ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১১৪ ॥

অবধি,—(প্রান্ত, শেষ, সীমা [illegible] প্রশ্রয় লাভ করি[illegible] বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা সম্বর্দ্ধিত, অধিক, 'বাড়' ॥ ১২৩ ॥

সবার প্রকাশ,—সকলের হৃদয়ে আনন্দশোভা-ব্যক্তকারী, গৌরবৌজ্জ্বল্য-বিকাশক অথবা প্রকৃত তত্ত্বোদ্ঘাটনকারী ॥১২৪॥

লক্ষ্মীরে অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে। নিমাইর কৃষ্ণেতর-বিষয়ে ঔদাসীন্য দেখিয়া জননী শচীদেবী পুত্রের সংসারবন্ধন-বর্দ্ধক সংসার-প্রিয়া সাধারণ মাতৃগণের লৌকিক-বিচারের অভিনয় করিয়া মনে করিলেন,—'বধূ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত আলাপাদির সুযোগ করিয়া দিলে পুত্রের সংসার-বিরুদ্ধ তীব্র কৃষ্ণভজনানুরাগ-চেষ্টা বোধ হয় কিঞ্চিৎ শ্লথ হইয়া পড়িবে।' সাধারণ লৌকিক-বিচারে যৌবনকালে বদ্ধ-জীবগণ যোষিৎ ও ভোগ্য-বুদ্ধিতে স্বীয় জায়াকে ভোক্তৃ-অভিমানে ভোগ করিতে করিতে সংসারাসক্ত ও গৃহমেধী হইয়া পড়ে, কিন্তু প্রভুর পক্ষে সেই বিচার আদৌ উপস্থিত

করুণাসাগর কৃষ্ণ জগতজীবন।
সেবক-বৎসল নন্দগোপের নন্দন ॥ ১৫৩ ॥
হেন কৃষ্ণনামে যার নাহি রতি-মতি।
পড়িয়াও সর্ব্ব শাস্ত্র, তাহার দুর্গতি ॥ ১৫৪ ॥

দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম।
সর্ব্ব দোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম ॥ ১৫৫ ॥
এইমত সকল-শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার, সে-ই দুঃখ পায় ॥ ১৫৬ ॥

হয় নাই। তিনি স্বীয় লক্ষ্মীর প্রতি অত্যন্ত উদাসীনভাবে সামান্য কটাক্ষপাত করিয়াও, কৃষ্ণবিরহ-ক্লিষ্ট আশ্রয়ভাব-বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বলতা-নিবন্ধন মূর্ত্তিমতী দাস্য-বিগ্রহা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পর্য্যন্ত বিষয়-বিগ্রহস্বরূপে দর্শন করিবার জন্য উৎসাহান্বিত হইলেন না ॥ ১৩৭ ॥

বিপ্রলম্ভ-রসে নিমগ্ন হইয়া প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহানুভূতি এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে, তিনি প্রত্যহ বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেন। তীব্রবিরহ-বেদনায় অস্থির হইয়া প্রভু কখনও শয্যা হইতে উত্থান, কখনও শয্যায় পতন এবং কখনও বা উপবেশন করিতেন ॥ ১৩৯ ॥

কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি-রহিত, অনভিজ্ঞ, বহির্ম্মুখ, অভক্ত লোক দেখিলে তাহাদিগকে বহিরঙ্গ-জ্ঞানে প্রভু স্বীয় তীব্র কৃষ্ণ-বিরহ-প্রেমবিকার দমন বা সংযমন করিতেন ॥ ১৪০ ॥

কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভপ্রেমসেবা-সংরত প্রভুর শ্রীমুখে একমাত্র 'কৃষ্ণ'-শব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দ বা কথাই শুনা যাইত না। কিন্তু বিদ্যার্থি-ছাত্রগণ তাহাদের অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের তাৎকালিক অবস্থা আদৌ বুঝিতে পারে নাই॥১৪২॥

অধ্যাপক-সূত্রে নিমাই কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট হইয়া শব্দ-শাস্ত্রের অধ্যাপনা-মুখে হরিনামই সমগ্র সূত্র-বৃত্তি ও টীকার একমাত্র তাৎপর্য্য—এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন। শব্দের ত্রিবিধ রূঢ়ি-বৃত্তির মধ্যে প্রধানতঃ বিদ্বদ্রূঢ়ি, সাধারণ রূঢ়ি ও অজ্ঞরূঢ়ি এই বৃত্তিত্রয় দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরায়ণ আধ্যক্ষিক শব্দশাস্ত্রাধ্যাপকগণ অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তি-চালিত হইয়া প্রতি শব্দকে ইন্দ্রিয়-সুখসাধনোপযোগী ভোগ-বাচক বলিয়া জানিতেন, কেহই বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি-চালিত হইয়া প্রত্যেক বর্ণ ও শব্দ যে ভগবদুদ্দীপক ও ভগবদ্বস্তু হইতে অভিন্ন, তাহা ভোগপর-বুদ্ধি-হেতু বুঝিতে পারেন নাই। গৌরসুন্দর শব্দশাস্ত্র-পাঠার্থিগণকে গ্রন্থের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অধ্যাপন করিতে গিয়া বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি-দ্বারাই যে প্রকৃত অর্থ আলোচ্য ও বোদ্ধব্য, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বস্তুতঃ প্রত্যেক শব্দেরই ভগবদ্বাচকত্ব এবং বাচ্য-স্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণু এবং বাচকস্বরূপ শব্দের পরব্যোম-বৈকুণ্ঠাধারত্ব-নিবন্ধন পরস্পরের ভেদ-নিষিদ্ধতা অর্থাৎ সম্পূর্ণ অভেদত্ব জানাইলেন। যে স্থলে বাচ্য ও বাচকের মধ্যে প্রতীতিগত বৈষম্য লক্ষিত হয়, সে স্থলে মোহিনী-মায়া-কর্তৃক বঞ্চিত জীবগণের ভোগবুদ্ধিমূলে অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিই প্রকাশিতা। পরব্যোমে বিরাজমান শব্দ-ব্রহ্ম শ্রীনামের উদ্দেশক বিচার-ব্যতীত তৎকালে অধ্যাপক-বিশ্বম্ভরের যাবতীয় শব্দার্থের অন্য কোনপ্রকার উপলব্ধি ছিল না। কৃষ্ণসেবাময় পরাকাশে প্রস্ফুটিত প্রত্যেক শব্দই শুদ্ধ-চিন্ময়ী বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে বাচ্য-ভগবান্ নামি-হরির সহিত সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন-বাচক শ্রীহরিনাম-স্বরূপ ॥ ১৪৭ ॥

কৃষ্ণনাম কালের অভ্যন্তরে উদ্ভব ও লয়-যোগ্য অসত্য বস্তু নহেন। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণের মধ্যে কোনরূপ মায়িক বৈষম্য না থাকায় কালের জনক-বিগ্রহ নামি-কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণনামও সার্ব্বকালিক অখণ্ড সত্য। সকল সাত্বত-শাস্ত্রই কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও উদ্দেশ্য করেন নাই; যথা হরিবংশে—"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥" ১৪৮ ॥

কৃষ্ণই পরমেশ্বর ও সর্ব্বকারণকারণ। তিনিই জগতের মূল সৃষ্টিকর্ত্তা, মূল-পালক ও মূল সংহারকারী। তবে যে-স্থলে ব্রহ্মা ও রুদ্র সৃষ্টিকর্ত্তা ও লয়কর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হন, সে-স্থলে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণশক্তি-প্রভাবেই ঈশ্বরতা লাভ করিয়া, কৃষ্ণাজ্ঞা-পালন দ্বারা আধিকারিক গৌণ-সেবা নির্ব্বাহকারী রজস্তমোগুণাধিষ্ঠাতৃ-দেবরূপে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥ ১৪৯ ॥

কৃষ্ণই সর্ব্বকারণকারণ মূল আকর-বস্তু। তাঁহার পাদ-পদ্মসেবা-তাৎপর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তির আশ্রয়ে যে সকল অনূচানমানী শাস্ত্রতাৎপর্য্যানভিজ্ঞ ভারবাহী শাস্ত্রের কদর্থ করেন, সেই সকল অসতী ব্যাখ্যার দ্বারা

কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি' যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র-মর্ম্ম নাহি জানে ॥ ১৫৭ ॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে ॥ ১৫৮ ॥
পড়িঞা-শুনিঞা লোক গেল ছারে-খারে।
কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে ॥ ১৫৯ ॥

কৃষ্ণের নাম ও গুণ-বর্ণন—

পূতনারে যেই প্রভু কৈলা মুক্তিদান।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' লোকে করে অন্য ধ্যান ॥ ১৬০ ॥
অঘাসুর-হেন পাপী যে কৈলা মোচন।
কোন্ সুখে ছাড়ে লোক তাঁহার কীর্ত্তন ? ১৬১ ॥
যে-কৃষ্ণের নামে হয় জগত পবিত্র।
না বলে দুঃখিত জীব তাঁহার চরিত্র ॥ ১৬২ ॥
যে-কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল।
তাহা ছাড়ি নৃত্য-গীতে করে অমঙ্গল ॥ ১৬৩ ॥
অজামিলে নিস্তারিলা যে-কৃষ্ণের নামে।
ধন-কুল-বিদ্যা-মদে তাহা নাহি জানে ॥ ১৬৪ ॥

কৃষ্ণ-পাদপদ্ম মাহাত্ম্য বর্ণন—

শুন ভাই-সব, সত্য আমার বচন।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধন ॥ ১৬৫ ॥
যে-চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ।
যে-চরণ-সেবিঞা শঙ্কর শুদ্ধদাস ॥ ১৬৬ ॥

তাহাদের অতি দুর্লভ অর্থদ মানবজীবন-ধারণও ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয় অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায়, তাহারা—যথার্থই 'জীবন্মৃত', 'জীবচ্ছব' বা 'শ্বসচ্ছব' ॥ ১৫০ ॥

বেদবিস্তার আগম অর্থাৎ সাত্বততন্ত্র পঞ্চরাত্রসমূহ, বেদের শিরোভাগ উপনিষৎসমূহ ও তাহাদের সারস্বরূপ বেদান্ত এবং অন্যান্য যাবতীয় দর্শন-শাস্ত্রাদি, সমস্ত শাস্ত্রই কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবনকেই একমাত্র তাৎপর্য্যরূপে প্রতিপাদন ও উদ্দেশ করে ॥ ১৫১ ॥

যে অনূচানমানী সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও পরম-মুখ্যা বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণনামে রুচিবিশিষ্ট হয় না, সে আত্মসম্ভাবিত পণ্ডিতাভিমানী হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রের সারগ্রাহী না হইয়া দুর্দ্দৈবগ্রস্ত নিরয়গামী ও ভারবাহী মাত্র ॥ ১৫৪ ॥

যাঁহারা প্রাক্তনজন্মের পুঞ্জ পুঞ্জ দুষ্কৃতিবশে সর্ব্বশাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য্য 'কৃষ্ণভজন' পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্-ভক্তির পরমোৎকর্ষসূচক ভক্তিপর ব্যাখ্যা করেন না অর্থাৎ ভক্তিপ্রতিকূল অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি অভক্তিকেই উপায় এবং ধর্ম্ম, অর্থ, [illegible] মোক্ষ-লাভকেই উপেয়জ্ঞানে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা শাস্ত্রের প্রকৃত স্বারস্য, অনুভব, অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্য অবগত নহেন। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (—ছাঃ ৬।১৪।২), "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" (—শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩) "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥" (—কঠ ১।২।২৩) প্রভৃতি মন্ত্র এবং "শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি। শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ॥" (—ভাঃ ১১।১১।১৮), "অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥" (—ভাঃ ১০।১৪।২৯) প্রভৃতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি-শাস্ত্রের অসংখ্য শ্লোক বিশেষভাবে আলোচ্য ॥ ১৫৭ ॥

শাস্ত্রানুশীলনকারিগণ দ্বিবিধ ; (১) এক সম্প্রদায়—গো-গর্দ্দভের ন্যায় ভারবাহী ; (২) অপর সম্প্রদায়—মধুকরের ন্যায় সারগ্রাহী। তাৎপর্য্য এই যে, অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি-চালিত হইয়া ভারবাহী অধ্যাপকগণ প্রকৃত শাস্ত্রতাৎপর্য্যজ্ঞানের অভাবে নিজের জড়েন্দ্রিয়তর্পণার্থ পরবিদ্যা-সরস্বতী-পতি শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভজনপর ব্যাখ্যা না করায় গো-গর্দ্দভ যেমন মধু বা শর্করা-ভাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ পদার্থের মাধুর্য্য উপলব্ধি বা আস্বাদন করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল মাত্র অজ্ঞপশুসুলভ বৃথা পরিশ্রম করিয়া মরে, তদ্রূপ ঐসকল ভারবাহী পণ্ডিতাভিমানিগণের শ্রুত-স্বাধ্যায়-প্রবচনাদি-শ্রমও সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও নিরর্থক হইয়া পড়ে। তৎকালে ঐ নির্ব্বোধ-সম্প্রদায় মায়া-মোহগ্রস্ত হইয়া সমশীল ভারবাহী দিগকেই 'পণ্ডিত' বলিয়া ভ্রান্ত হয় ॥ কিন্তু বস্তুতঃ শাস্ত্রের

যে-চরণ হইতে জাহ্নবী-পরকাশ।
হেন পাদপদ্ম, ভাই, সবে কর আশ ॥ ১৬৭ ॥

প্রভুর স্বকৃত ও অবিসম্বাদিত-ব্যাখ্যায় আত্মশ্লাঘা—

দেখি,—কার্ শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।
খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে?" ১৬৮ ॥

মূর্ত্তশব্দ-বিগ্রহ বিশ্বম্ভরের সত্য ব্যাখ্যা—

পরং-ব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দ-মূর্ত্তিময়।
যে-শব্দে যে বাখানেন সে-ই সত্য হয় ॥ ১৬৯ ॥

প্রভুর ব্যাখ্যায় ছাত্রগণের মুগ্ধভাব—

মোহিত পড়ুয়া সব শুনে একমনে।
প্রভুও বিহ্বল হই' সত্য সে বাখানে ॥ ১৭০ ॥

প্রত্যেক-শব্দের চিন্ময় সহজ অর্থই কৃষ্ণ-তাৎপর্য্যপর, তদুপরি প্রভুর ব্যাখ্যা-বৈচিত্র্য—

সহজেই শব্দমাত্রে 'কৃষ্ণ সত্য' কহে।
ঈশ্বর যে বাখানিবে,—কিছু চিত্র নহে ॥ ১৭১ ॥

প্রভুর বহির্দ্দশা-লাভান্তে ছাত্রগণকে স্বীয় ব্যাখ্যা রীতি-জিজ্ঞাসা—

ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
লজ্জিত হইয়া কিছু কহয়ে উত্তর ॥ ১৭২ ॥

ছাত্রগণের প্রভু-সমীপে তৎকৃত-ব্যাখ্যা-বোধ-সামর্থ্যাভাব-জ্ঞাপন—

"আজি আমি কেমত সে সূত্র বাখানিলুঁ?"
পড়ুয়া-সকল বলে,—"কিছু না বুঝিলুঁ ॥ ১৭৩ ॥
যত কিছু শব্দে বাখানহ 'কৃষ্ণ' মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কে বা আছে পাত্র?"১৭৪॥

ছাত্রগণসহ প্রভুর গঙ্গাস্নানারম্ভ—

হাসি' বলে বিশ্বম্ভর,—"শুন সব ভাই!
পুঁথি বান্ধ' আজি চল গঙ্গাস্নানে যাই ॥" ১৭৫ ॥
বান্ধিলা পুস্তক সবে প্রভুর বচনে।
গঙ্গাস্নানে চলিলেন বিশ্বম্ভর-সনে ॥ ১৭৬ ॥

সারগ্রাহী সুচতুর ভক্তগণেরই বন্ধ-মোক্ষ-বিৎ 'পণ্ডিত'-আখ্যা—যথোচিত ও শোভনীয়।

(ভাঃ ৪।২৯।৪৪ শ্লোকে রাজর্ষি-প্রাচীনবর্হির প্রতি দেবর্ষি-নারদের উক্তি—)"অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ। পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্॥"

অর্থাৎ 'বাচস্পতিগণ তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধিদ্বারা সতত বিচার করিয়াও সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে অদ্যাপি জানিতে পারেন নাই॥' ১৫৮॥

ভগবান্ কৃষ্ণ নিজ-জিঘাংসা-পরায়ণা মূর্ত্তিমতী কাপট্য-বিগ্রহ পূতনার নারকী-বৃত্তি-সত্ত্বেও অহৈতুক-দয়া-পরবশ হইয়া উঁহাকে আধ্যক্ষিক কৃষ্ণবিরোধমূলক-জ্ঞান হইতে মোচনপূর্ব্বক সুদুর্ল্লভ নিজ-পরমপদ প্রদান করিয়াছিলেন। যাঁহারা কৃষ্ণের অসাম্যাতিশয়া অমন্দোদয়া দয়ার মহিমা বিচার করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, প্রপঞ্চে ও প্রপঞ্চাতীত অপ্রাকৃত জগতে, কোথাও সেই দয়ার সীমা বা তুলনা নাই। সুতরাং নিতান্ত দুর্ভগ, কুমেধা, মূর্খ, নারকী ব্যতীত আর কেহই সর্ব্বোত্তম পরমধর্ম্ম কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা ছাড়িয়া অন্যত্র চিন্তা বা চেষ্টা করে না।

(ভাঃ ৩।২।২৩ শ্লোকে বিদুরের নিকট শ্রীউদ্ধবের উক্তি—) "অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী। লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥"

অর্থাৎ 'অহো, এই বকাসুর-ভগ্নী পূতনা, যাঁহাকে বধ করিবার জন্য অসাধু-বৃত্তিযুক্তা হইয়া স্বীয় স্তনকালকূট পান করাইয়াছিল এবং তাহা করাইয়াও মাতৃযোগ্য গতি লাভ করিয়াছিল, তদ্ব্যতীত (সেই কৃষ্ণ বিনা) আর কোন্ দয়ালুর শরণাপন্ন হইতে পারি?'

(ভাঃ ১০।৪৮।২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধবের স্তব—) "কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ। সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামানাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য॥'

অর্থাৎ 'প্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞরূপ আপনাকে ছাড়িয়া কোন্ পণ্ডিত অপরের শরণাপন্ন হন? আপনি ভজনশীল সুহৃদ্ ব্যক্তিগণকে সমস্ত কাম এবং আপনাকে পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন, অথচ আপনার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই।'

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ ৯২ ও ৯৪—) "ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য। হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥" * * "বিজ্ঞজনের হয় যদি কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান। অন্য ত্যজি' ভজে, তাতে উদ্ধব—প্রমাণ॥" ১৬০॥

প্রভুর অলৌকিক রূপ-বর্ণন--

গঙ্গাজলে কেলি করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সমুদ্রের মাঝে যেন পূর্ণ-শশধর ॥ ১৭৭ ॥
গঙ্গাজলে কেলি করে বিশ্বম্ভর-রায়।
পরম-সুকৃতি-সব দেখে নদীয়ায় ॥ ১৭৮ ॥
ব্রহ্মাদির অভিলাষ যে রূপ দেখিতে।
হেন প্রভু বিপ্ররূপে খেলে সে জলেতে ॥ ১৭৯ ॥
গঙ্গাঘাটে স্নান করে যত সব জন।
সবাই চা'হেন গৌরচন্দ্রের বদন ॥ ১৮০ ॥
অন্যোহন্যে সর্ব্ব-জনে কহয়ে বচন।
"ধন্য মাতা পিতা,--যাঁর এ-হেন নন্দন ॥"১৮১ ॥

প্রভুর পাদস্পর্শে গঙ্গার আনন্দ ও প্রভু-সেবা—

গঙ্গার বাড়িল প্রভু-পরশে উল্লাস।
আনন্দে করেন দেবী তরঙ্গ-প্রকাশ ॥ ১৮২ ॥
তরঙ্গের ছলে নৃত্য করেন জাহ্নবী।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড যাঁর পদযুগ-সেবী ॥ ১৮৩ ॥
চতুর্দ্দিকে প্রভুরে বেড়িয়া জহ্নুসুতা।
তরঙ্গের ছলে জল দেই অলক্ষিতা ॥ ১৮৪ ॥

ভবিষ্যতে গৌরকৃষ্ণ-চরিতরূপ-পুরাণে ব্যাসাবতার কোন গৌরলীলা-লেখকের বর্ণন-সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ভবিষ্যদ্বাণী—

বেদে মাত্র এ-সব লীলার মর্ম্ম জানে।
কিছু শেষে ব্যক্ত হবে সকল পুরাণে ॥ ১৮৫ ॥

স্নানান্তে প্রভুর ও ছাত্রগণের স্বগৃহ-গমন—

স্নান করি' গৃহে আইলেন বিশ্বম্ভর।
চলিলা পড়ুয়াবর্গ যথা যাঁর ঘর ॥ ১৮৬ ॥

বৈষ্ণব-গৃহস্থগণকে প্রভুর আদর্শ দৃষ্টান্তদ্বারা বিষ্ণু ও তদীয়ের অর্চ্চন ও সদাচারশিক্ষা-প্রদান—

বস্ত্র পরিবর্ত্ত' করি' ধুইলা চরণ।
তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন ॥ ১৮৭ ॥
যথাবিধি করি' প্রভু গোবিন্দ-পূজন।
আসিয়া বসিলা গৃহে করিতে ভোজন ॥ ১৮৮ ॥
তুলসীর মঞ্জরী-সহিত দিব্য অন্ন।
মা'য়ে আনি' সম্মুখে করিলা উপসন্ন ॥ ১৮৯ ॥
বিশ্বক্সেনেরে তবে করি' নিবেদন।
অনন্তব্রহ্মাণ্ড-নাথ করেন ভোজন ॥ ১৯০ ॥

শচীমাতার ও মহালক্ষ্মীর প্রভু-সেবা—

সম্মুখে বসিলা শচী জগতের মাতা।
ঘরের ভিতরে দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা ॥ ১৯১ ॥

শচীমাতার জিজ্ঞাসা—

মা'য়ে বলে,—"আজি, বাপ, কি পুঁথি পড়িলা ?
কাহার সহিত কি বা কন্দল করিলা ?"১৯২ ॥

প্রভু-কর্ত্তৃক কৃষ্ণের নাম-গুণ ও শ্রীচরণের এবং কৃষ্ণভক্তের নিত্য-সত্যতা-বর্ণন—

প্রভু বলে,—"আজি পড়িলাও কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ-চরণকমল গুণধাম ॥ ১৯৩ ॥
সত্য কৃষ্ণনাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে-যে-জন ॥ ১৯৪ ॥

কৃষ্ণভক্তিপর শাস্ত্রের প্রশংসা ও অভক্তিপর শাস্ত্রের গর্হণ—

সে-ই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায় ॥ ১৯৫ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ—

তথা হি জৈমিনিভারতে আশ্বমেধিকে পর্ব্বণি—

"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥" ১৯৬ ॥

"মুচি হ'য়ে শুচি হয়, যদি 'হরি' ভজে, শুচি হ'য়ে মুচি হয়, যদি 'হরি' ত্যজে'—

"চণ্ডাল 'চণ্ডাল' নহে,—যদি 'কৃষ্ণ' বলে।
বিপ্র 'বিপ্র' নহে,—যদি অসৎপথে চলে ॥"১৯৭ ॥

অজামিলের কৃষ্ণনামাভাসে [illegible]-প্রসঙ্গ—ভাঃ ৬ষ্ঠ স্ক, ১ম অঃ ২১-৬৮ ও ২য় অধ্যায় সম্পূর্ণ দ্রষ্টব্য।

ধন...জানে,—(ভাঃ ১৮।২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুন্তীর উক্তি—) "জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমান-মদঃ পুমান্। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্ ॥"

অর্থাৎ 'হে কৃষ্ণ! সৎকুল, ধন, বিদ্যা এবং রূপাদি নশ্বরসম্পত্তি-লাভে যাহার অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই ব্যক্তি নিষ্কিঞ্চন নিষ্কাম-ভক্তের লভ্য তোমার 'শ্রীকৃষ্ণ', 'গোবিন্দ' ইত্যাদি শুদ্ধনাম কখনও কীর্ত্তন করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হয় না ॥' ১৬৪ ॥

মাতা-দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের ভক্তি-যোগ-বর্ণনের পুনরভিনয়—

কপিলের ভাবে প্রভু জননীর স্থানে।
যে কহিলা, তাই প্রভু কহয়ে এখানে ॥ ১৯৮ ॥
"শুন শুন, মাতা! কৃষ্ণভক্তির প্রভাব।
সর্ব্বভাবে কর মাতা! কৃষ্ণে অনুরাগ ॥ ১৯৯ ॥

কৃষ্ণভক্তের মাহাত্ম্য-বর্ণন—

কৃষ্ণসেবকের মাতা! কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস ॥ ২০০ ॥
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক, মাতা, কিছুই না জানে ॥ ২০১ ॥

কৃষ্ণবিস্মৃত বহির্ম্মুখজীবের গর্ভবাসাদি ক্লেশ-বর্ণন—

জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মজন্ম তাপ ॥ ২০২ ॥
চিত্ত দিয়া শুন' মাতা! জীবের যে গতি।
কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুর্গতি ॥ ২০৩ ॥
মরিয়া-মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস।
সর্ব্ব-অঙ্গে হয় পূর্ব্ব-পাপের প্রকাশ ॥ ২০৪ ॥

"হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্‌গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥" অর্থাৎ 'হে সাধুগণ, আপনারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপ্রতিকূল যাবতীয় দেহ-মনোধর্ম্মকেই দূর হইতে পরিত্যাগপূর্ব্বক গৌরাঙ্গচন্দ্র-চরণে অনুরক্ত হউন ॥' ১৬৫ ॥

চেতন ও অচেতন বিশ্বের পালক ও পোষক পরাকাশ-পতি শ্রীবিশ্বম্ভর—সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম শব্দ-বিগ্রহ, সুতরাং সাক্ষাৎ পরবিদ্যা-সরস্বতীর পতি। প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্য-শুদ্ধ পূর্ণ-মুক্ত-চিন্ময়ী পরম-মুখ্যা বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে যে কোন শব্দের যে কোন কৃষ্ণ-তাৎপর্য্যপর অর্থ ব্যাখ্যা করেন, তাহাই প্রকৃত ও পরম-সত্যার্থ ॥ ১৬৯ ॥

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিময় নিত্যশুদ্ধ শ্রবণেন্দ্রিয়ে গৃহীত শব্দমাত্রই শুদ্ধসত্ত্ব পরব্যোম হইতে অবতীর্ণ হইয়া উপলব্ধ হয় বলিয়া নিত্য-সত্য-সনাতন কৃষ্ণের সহিত অভিন্নতা-বাচক। সুতরাং জীবসুলভ ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবাদি দোষ-চতুষ্টয়-নির্ম্মুক্ত সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শ্রীবিশ্বম্ভর পূর্ণ-শুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত চিন্ময়ী পরম-মুখ্যা বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে যে প্রত্যেক শব্দের তদ্রূপ সত্যার্থ-ব্যাখ্যা করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যজনক বা বিস্ময়কর নহে ॥ ১৭১ ॥

প্রভুর প্রতি প্রযুক্ত নিরবদ্য উপমা ও বর্ণনগুলি গ্রন্থকারের মহা-কবিত্ব প্রকাশ করিতেছে ॥ ১৭৭, ১৮০-১৮৪ ॥

যথাবিধি লব্ধ-বৈষ্ণব-দীক্ষ ব্যক্তি ভগবদ্‌বিষ্ণু-নৈবেদ্য তুলসীমঞ্জরীর সহিত অর্পণ না করিলে ভগবান্ বিষ্ণু তাহা গ্রহণ করেন না, কেন না, তুলসী—নিত্য কৃষ্ণ-প্রেয়সী, তাঁহার মঞ্জরী-পত্র ও সুতরাং কেশবের অতি প্রিয়। বার্ক্ষার্চ্চাবতার তুলসীর মঞ্জরীর সহযোগেই অর্চ্চাবতার শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহের অর্চ্চন বিধেয়। বার্ক্ষার্চ্চার মঞ্জরীদ্বারা ভগবান্ বিষ্ণু বিগ্রহের অর্চ্চন-বিধি-ব্যবস্থা সকল সাত্বত বৈষ্ণব-স্মৃতি শাস্ত্রেই বিহিত। শ্রীগৌরসুন্দর এক্ষণে তদীয়রূপা অর্চ্চা-বিগ্রহ শ্রীতুলসীর অঙ্গে জলসেচনরূপ অর্চ্চনান্তে স্বীয় কুলদেবতা বা গৃহদেব শ্রীগোবিন্দ অর্থাৎ বিষ্ণুবিগ্রহের শুদ্ধ-পূজা করিলেন। এই লীলাচরণ-দ্বারা প্রভু সেশ্বর পরমার্থী আদর্শ-গৃহস্থের অবশ্য করণীয় নিত্যকৃত্যের মহান্ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। প্রত্যেক গৃহস্থিত বৈষ্ণব এইরূপ আদর্শের অনুসরণ করিয়া ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহের অর্চ্চন করিবেন এবং নৈবেদ্যাবশেষ পরমশ্রদ্ধা ও দীনতার সহিত গ্রহণ করিবেন ॥ ১৮৭-১৮৮ ॥

বিশ্বক্‌সেন বা বিষ্বক্‌সেন,—শ্রীবিষ্ণুরনির্ম্মাল্যধারী পার্ষদ চতুর্ভুজ দেববিশেষ।

হ-ভঃ বিঃ ৮ম বিঃ ৮৪-৮৭ শ্লোকে "বিষ্বক্‌সেনায় দাতব্যং নৈবেদ্যং তচ্ছতাংশকম্" এবং (ভাঃ ১১।২৭।২৯ ও ৪৩—) "দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্‌সেনং গুরূন্ সুরান্। স্বে স্বে স্থানেত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ ॥" * * দত্ত্বাচমন-মুচ্ছেষং বিষ্বক্‌সেনায় কল্পয়েৎ" এবং এই শেষোক্ত শ্লোকার্দ্ধের শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত ভাবার্থদীপিকা-টীকায়—"তত্র উভয়ত্র ভগবতো ভোজনসমাপ্তিং ধ্যাত্বা আচমনং দত্ত্বা উচ্ছেষং বিষ্বক্‌সেনায় কল্পয়িত্বা তদনুজ্ঞয়া পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত" অর্থাৎ ভগবন্নিবেদিত তচ্চচ্ছিষ্টপ্রসাদ বিষ্বক্‌সেনকে সমর্পন করিয়া পশ্চাৎ সেই প্রসাদ-সম্মানই বিধেয়,—ইহাই শাস্ত্র-বিধি ॥ ১৯০ ॥

শচীদেবীর জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভু বলিলেন,—কৃষ্ণপাদ-পদ্মই সকল সদ্‌গুণের মূল আশ্রয় বা আকর ও নিত্য শুদ্ধসত্ত্ব

কটু, অম্ল, লবণ—জননী যত খায়।
অঙ্গে গিয়া লাগে তার, মহামোহ পায় ॥২০৫॥
মাংসময় অঙ্গ কৃমিকুলে বেড়ি' খায়।
ঘুচাইতে নাহি শক্তি, মরয়ে জ্বালায় ॥ ২০৬ ॥
নড়িতে না পারে তপ্ত-পঞ্জরের মাঝে।
তবে প্রাণ রহে ভবিতব্যতার কাজে ॥ ২০৭ ॥

মৃতবৎসার অতিপাপ—

কোন অতি-পাতকীর জন্ম নাহি হয়।
গর্ভে গর্ভে হয় পুনঃ উৎপত্তি-প্রলয় ॥ ২০৮ ॥

মাতৃগর্ভস্থিত জীবের জ্ঞানোদয়—

শুন শুন মাতা, জীবতত্ত্বের সংস্থান।
সাত-মাসে জীবের গর্ভেতে হয় জ্ঞান ॥ ২০৯ ॥

সনাতন বস্তু। নামী, রূপী, গুণী ও লীলাময় কৃষ্ণবিগ্রহের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনই সকল আশ্রিত বশ্যবর্গের সার্ব্বকালিক সাধন। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনকারি-ভক্তগণই নিত্যসত্য ॥ ১৯৩-১৯৪॥

যে সকল নিরস্তকুহক সাত্বতশাস্ত্র কৃষ্ণভক্তি প্রতিপাদন ও কীর্ত্তন করেন, সেইসকল শাস্ত্রই সত্য ও পরমধর্ম্ম-নিরূপক। যদি কোন শাস্ত্রে কৃষ্ণের নাম' রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার কথা শ্রুত বা কীর্ত্তিত না থাকে, অথবা কৃষ্ণভক্তের নিত্যত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব-মাহাত্ম্য বর্ণিত না থাকে, অথবা একমাত্র কৃষ্ণভক্তিরই সর্ব্বোত্তম অভিধেয়ত্ব লিখিত না থাকে, তাহা হইলে উহাকে 'শাস্ত্র' বলিবার পরিবর্ত্তে 'পাষণ্ডীর প্রজল্প' বলিয়া দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে কখনই অনুশীলন করিবে না।

(শ্রীমধ্বভাষ্য-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বাক্য—) "ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্। মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥ যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্। অতোঽন্য-গ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং 'কুবর্ত্ম' তৎ ॥"

অর্থাৎ, 'ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই চারিবেদ এবং মহাভারত, মূল-রামায়ণ ও পঞ্চরাত্র,—এই সকলই 'শাস্ত্র' বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের অনুকূল যে-সকল গ্রন্থ, তাহাও 'শাস্ত্র'-মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র ত' নহে-ই, বরং তাহাকে 'কুবর্ত্ম' বলা যায়।'

(তত্ত্বসন্দর্ভধৃত মৎস্যপুরাণবাক্য—) "সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ। রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ ॥ তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ। সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৄণাঞ্চ নিগদ্যতে"

অর্থাৎ, 'সাত্ত্বিক পুরাণাদি শাস্ত্রে হরির মহিমাই অধিক বর্ণিত হইয়াছে। রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার মহিমাধিক্য এবং তামসিক পুরাণে ব্রহ্মার ন্যায় অগ্নি, শিব ও দুর্গার মহিমা, আর সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমো-মিশ্র বিবিধ শাস্ত্রে সরস্বতী প্রভৃতি নানা-দেবতার মহিমা ও পিতৃলোকের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

অনেক অনভিজ্ঞ ভারবাহী আত্ম-পর-বঞ্চনাভিলাষি-ব্যক্তি ধারণা করিয়া থাকেন যে' কৃষ্ণের, কৃষ্ণভক্তির ও কৃষ্ণভক্তের মহিমাগানকারি-শাস্ত্রসমূহ ইন্দ্রিয়পরায়ণ সকাম জনগণের বিরুদ্ধে লিখিত হইয়াছে বলিয়া সেই সকল শাস্ত্র—তাহাদেরই ন্যায় বিবাদপরায়ণ ও সাম্প্রদায়িক। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় জননীকে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-ভক্তিমহিমা-কীর্ত্তন-মুখে ঐ সকল আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-সম্বল মূর্খগণকে তাহাদের পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্তিময়ী ধারণা হইতে পরিত্রাণ করিবার মানসেই এই সত্যার্থ ব্যাখ্যা করিলেন। নিরস্তকুহক শাস্ত্রের কৃষ্ণ-কার্ষ্ণভক্ত-মহিমা কীর্ত্তন—সাম্প্রদায়িক বিবদমান অর্থবাদ নহে, পরন্তু তাহাই সমগ্র চরমকল্যাণার্থি-জীবকুলের একমাত্র পরম মঙ্গলপ্রদ সিদ্ধান্ত। আধ্যক্ষিক বিচারপরায়ণ সঙ্কীর্ণ-চেতা নারকিগণই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুপরতত্ত্ব কৃষ্ণকেও অন্যান্য ইতর দেবতার সহিত সমান ও প্রতিদ্বন্দ্বী বা কোন সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়বিশেষের আরাধ্য-দেব বলিয়া মনে করেন। তাহা হইলেও তাঁহাদের নির্ব্বিশেষ-বিচারপর জ্ঞানশাস্ত্র ও অর্থ-বাদপূর্ণ মধুপুষ্পিত ফলশ্রুতিজ্ঞাপক বহুদেবযজনোদ্দেশক সকাম কর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাবাদ ও বাগ্‌বৈখরীরূপ দুঃসঙ্গদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তি-প্রতিপাদক একায়ন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই নিত্য নিঃশ্রেয়োলাভের সুযোগ লাভ করিবেন ॥ ১৯৫ ॥

অন্বয়। যস্মিন্ শাস্ত্রে (বেদাদ্যুগ-পুরাণেতর-স্মৃতীতিহাসাদৌ) পুরাণে বা হরিভক্তিঃ (সর্ব্বেশ্বরেশ্বরস্য শ্রীহরেঃ

গর্ভস্থিত জীবের অনুশোচন ও কৃষ্ণস্তুতি—

তখনে সে স্মরিয়া করে অনুতাপ।
স্তুতি করে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ঘন শ্বাস ॥ ২১০ ॥
"কৃষ্ণ, কৃষ্ণ! জগৎ-জীবের প্রাণনাথ!
তোমা' বই দুঃখ—জীব নিবেদিবে কা'ত ॥ ২১১ ॥

যে করয়ে বন্দী, প্রভু! ছাড়ায় সে-ই সে।
সহজ-মৃতেরে, প্রভু! মায়া কর' কিসে ॥ ২১২ ॥
মিথ্যা ধন-পুত্র-রসে গোঙাইলুঁ জনম।
না ভজিলুঁ তোর দুই অমূল্য চরণ ॥ ২১৩ ॥
যে-পুত্র পোষণ কৈলুঁ অশেষ বিধর্ম্মে।
কোথা বা সে-সব গেল মোর এই কর্ম্মে ॥ ২১৪ ॥

ভক্তিঃ এব মুখ্য-প্রতিপাদ্যত্বেন) ন দৃশ্যতে (বর্ণিততয়া ন আলক্ষ্যতে, অন্যেষাং লব্ধপ্রতিষ্ঠানাং কা বার্ত্তা, তৎ) যদি স্বয়ং ব্রহ্মা (লোকপিতামহঃ চতুর্ম্মুখঃ অপি) বদেৎ (তৎ-শাস্ত্রং পঠেৎ, বর্ণয়েৎ, শ্রাবয়েৎ ইত্যর্থঃ, তথাপি) তৎ শাস্ত্রং ন এব (কদাচিদপি কথমপি ন) শ্রোতব্যং (কৈরপি পুংভিঃ শ্রবণার্হং ভবতি) ॥ ১৯৬ ॥

অনুবাদ। যে শাস্ত্রে বা পুরাণে একমাত্র শ্রীহরিভক্তিই মুখ্যতাৎপর্য্যরূপে দৃষ্ট হয় না, সাক্ষাৎ চতুর্ম্মুখও যদি সেই শাস্ত্র বর্ণন করিয়া শুনাইতে আসেন, তাহা হইলেও কখনই কোনপ্রকারেই তাহা কাহারও শ্রবণ করা উচিত্যনহে ॥১৯৬॥

প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণভক্ত চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত হইলেও তাঁহারই ব্রাহ্মণোত্তমতা এবং ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন অসদ্বৃত্তিজীবী কৃষ্ণভক্তি-হীন পাষণ্ডীর চণ্ডালত্ব সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধ। জাতি-সামান্য-বুদ্ধিতে তাঁহাদের উভয়ের দর্শন—নিষিদ্ধ। রুচি, বৃত্তি স্বভাব বা লক্ষণানুসারেই তাঁহাদের বর্ণ-নির্দ্দেশ বিধেয় —ইহাই সমগ্র শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণেতিহাস-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রের অভিপ্রায় ও সিদ্ধান্ত।

"আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জবলক্ষণঃ। গৌতমস্থিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ ॥"—(ছান্দোগ্যে মাধ্বভাষ্য-ধৃত সাম-সংহিতা-বাক্য), অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে কুটিলতা বর্ত্তমান। হারিদ্রুমত গৌতম এইরূপ গুণ বিচার করিয়াই সত্যকামকে উপনয়ন বা সাবিত্র্য-সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।'

"শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদা দ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥" (—ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩৪); এবং "নাসৌ পৌত্রায়ণঃ শূদ্রঃ শুচাদ্দ্রবণমেব হি শূদ্রত্বম্।" (—ঐ পূর্ণপ্রজ্ঞমাধ্বভাষ্য)। "রাজা পৌত্রায়ণঃ শোকাচ্ছূদ্রেতি মুনিনোদিতঃ। প্রাণবিদ্যামবাপ্যাস্মাৎ পরং ধর্ম্মমবাপ্তবান্ ॥" (—পদ্মপুরাণ)।

অর্থাৎ 'শোকদ্বারা যিনি দ্রবীভূত, তিনিই 'শূদ্র'। পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, 'রাজা পৌত্রায়ণ ক্ষত্রিয় হইলেও শোকের বশবর্ত্তী হওয়ায় রৈক্কমুনি-কর্ত্তৃক 'শূদ্র' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই রৈক্কমুনি হইতে প্রাণবিদ্যা লাভ করিয়া পরমধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন।'

"যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ। যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ ॥" (—মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।২৬) অর্থাৎ 'হে সর্প! যাঁহার ব্রাহ্মণ-স্বভাব দেখা যাইবে, তিনিই 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া কথিত। যাঁহার ব্রাহ্মণ-স্বভাব না থাকে, তাঁহাকে 'শূদ্র' বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।'

"এবঞ্চ সত্যাদিকং যদি শূদ্রেঽপ্যস্তি, তর্হি সোঽপি ব্রাহ্মণ এব স্যাৎ * * শূদ্রলক্ষকামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি, নাপি ব্রাহ্মণলক্ষশমাদিকং শূদ্রেঽস্তি। শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব, ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।" (—মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।২৩-২৬ শ্লোকের নীলকণ্ঠটীকা)।

অর্থাৎ, 'এইরূপ সত্যাদি লক্ষণ যদি শূদ্রেও থাকে, তাহা হইলে তিনিও নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ-মধ্যে পরিগণিত হইবেন। কামাদি শূদ্রের লক্ষণসমূহ ব্রাহ্মণে থাকিতে পারে না, আবার শমাদি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ শূদ্রমধ্যে থাকে না। শূদ্র-কুলোদ্ভূত-ব্যক্তি যদি শমাদিগুণ দ্বারা ভূষিত থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি 'ব্রাহ্মণ'। আর ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি কামাদিগুণযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই 'শূদ্র', —এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।'

"শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্মং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। ন বৈ শূদ্রো ভবেৎ শূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥" (—মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ১৮৯।৮)।

অর্থাৎ, 'শূদ্রে যদি বিপ্র-লক্ষণ দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণে যদি শূদ্র-লক্ষণ উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে শূদ্র 'শূদ্র'-বাচ্য হয় না এবং ব্রাহ্মণ 'ব্রাহ্মণ' হইতে পারে না।'

এখন এ-দুঃখে মোর কে করিবে পার ?
তুমি সে এখন বন্ধু করিবা উদ্ধার ॥ ২১৫ ॥
এতেকে জানিনু,—সত্য তোমার চরণ।
রক্ষ, প্রভু কৃষ্ণ ! তোর লইনু শরণ ॥ ২১৬ ॥

তুমি-হেন কল্পতরু-ঠাকুর ছাড়িয়া।
ভুলিলাঙ অসৎপথে প্রমত্ত হইয়া ॥ ২১৭ ॥
উচিত তাহার এই যোগ্য শাস্তি হয়।
করিলা ত' এবে কৃপা কর, মহাশয় ! ২১৮ ॥

"ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু। দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ॥ যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ। তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ॥" (—মঃ ভাঃ বঃ পঃ ২১৫।১৩-১৫)।

অর্থাৎ, 'যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও বহুল দুষ্কার্য্যপরায়ণ হইয়া পতনীয় অসৎকর্ম্মে লিপ্ত থাকে, সে শূদ্রতুল্য; যে শূদ্র ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সত্য ও ধর্ম্ম-বিষয়ে সতত উদ্যমবিশিষ্ট, তাহাকেই আমি 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া বিবেচনা করি; কারণ, ব্রাহ্মণ হইবার কারণই একমাত্র হরিভজনরূপ 'সদাচার'।

"হিংসানৃত-প্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ। কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥ সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্ম-করোঽশুচিঃ। ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥" (—মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ১৮৮।১৩; ১৮৯।৭)।

অর্থাৎ, 'হিংসা, মিথ্যা-ভাষণ, লোভ ও সর্ব্বকর্ম্মের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ, অসৎকার্য্য দ্বারা শুচিভ্রষ্ট হইয়া দ্বিজগণ শূদ্রবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সকল দ্রব্যভোজনে রতিবিশিষ্ট, সকল কর্ম্মকারী, অশুচি, ত্যক্তবেদ-পাঠ ও অনাচারী ব্যক্তিই 'শূদ্র' বলিয়া কথিত হয়।'

"ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥ সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে। বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি॥" (—মঃ ভাঃ অনুঃ শাঃ পঃ ১৪৩।৫০-৫১)

অর্থাৎ, 'জন্ম বা জাতি, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি,—কোনটিই দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই একমাত্র কারণ। বৃত্তে অর্থাৎ বর্ণাভিব্যঞ্জক স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়।'

"[illegible] ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥" (—হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃ-ধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য)।

অর্থাৎ, 'ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও 'শূদ্র' বলিয়া কথিত নহেন। তাঁহাদিগকে 'ভাগবত' বলিয়াই কীর্ত্তন করা যায়। জনার্দ্দনের প্রতি ভক্তি না থাকিলে যে-কোন জাতিই হউক না কেন, তাহারা 'শূদ্র' বলিয়াই গণনীয়।'

'ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ। তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥" (—অত্রিসংহিতা ৩৭২ শ্লোক)।

অর্থাৎ, 'যে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তি বেদ বা ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া কেবলমাত্র যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করে, সেই পাপে সেই ব্রাহ্মণ 'পশু' বলিয়া খ্যাত হয়।'

"এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।" (—বৃহদাঃ ৩।৯।১০)।

অর্থাৎ, 'হে গার্গি, যিনি সেই অচ্যুত-তত্ত্বকে অবগত হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনিই 'ব্রাহ্মণ'।

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।" (—বৃহদাঃ ৪।৪।২১)।

অর্থাৎ 'বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তাঁহাকে (পরব্রহ্মকে) শাস্ত্রাদি হইতে অবগত হইয়া প্রেমভক্তি-লাভার্থ যত্ন করিবেন।'

"বিষ্ণোরয়ং যতো হ্যাসীত্তস্মাদ্বৈষ্ণব উচ্যতে সর্ব্বেষাং চৈব বর্ণানাং বৈষ্ণবঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥" (—পাদ্মোত্তরখণ্ডে ৩৯ অঃ)

অর্থাৎ 'বিষ্ণুসম্বন্ধী বলিয়াই বৈষ্ণব 'বৈষ্ণব'-নামে অভিহিত হন এবং সকল বর্ণের মধ্যেই বৈষ্ণব 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।'

"সকৃৎ প্রণামী কৃষ্ণস্য মাতুঃ স্তন্যং পিবেন্ন হি। হরিপাদে মনো যেষাং তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ॥ পুক্কসঃ শ্বপচো বাপি যে চান্যে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ। তেঽপি বন্দ্যা মহাভাগা হরি-পাদৈকসেবকাঃ॥" (—পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে আদি ২৪ অঃ)।

অর্থাৎ 'যিনি শ্রীকৃষ্ণকে একবার মাত্রও সর্ব্ব অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া প্রণাম করিয়াছেন,তাঁহাকে আর মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না। পুক্কস, কুক্কুরভোজী চণ্ডাল, এমন কি ম্লেচ্ছ-

এই কৃপা কর,—যেন তোমা' না পাসরি।
যেখানে-সেখানে কেনে না জন্মি, না মরি ॥ ২১৯ ॥
যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণবজনের অবতার ॥ ২২০ ॥
যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই ॥ ২২১ ॥

জাতিসমূহ ও যদি একান্তভাবে হরিপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিয়া সেবারত হন, তাহা হইলে তাঁহারাও মহাভাগ ও পূজার্হ।'

"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥" (—স্কন্দপুরাণ)

অর্থাৎ 'চতুর্ব্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত হয়, এরূপ নয়। আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়, ভক্তই যথার্থ দান-পাত্র এবং গ্রহণ-পাত্র। ভক্ত সর্ব্বথা আমারই ন্যায় পূজ্য।'

(ভাঃ ৩।৩৩।৭ শ্লোকে......) "অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥"

অর্থাৎ 'অহো! নামগ্রহণকারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতার কথা আর কি বলিব? যাঁহার জিহ্বার একপ্রান্তে ভবদীয় নাম একটিবারের জন্যও উচ্চারিত হন, তিনি শ্বপচগৃহে আবির্ভূত হইলেও এই নামোচ্চারণের জন্যই পূজ্যতম; তাঁহাদের ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতা ত' পূর্ব্বসিদ্ধই রহিয়াছে; কারণ, তাঁহারা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মেই ব্যবহারিক-ব্রাহ্মণের যাবতীয় অধিকারোচিত কৃত্য, যথা—সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ব বেদাধ্যয়ন ও সদাচার সমাপনপূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে নাম গ্রহণ করিতেছেন।'

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যা-ধৃত গারুড়-বাক্য—)"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে। সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ। সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে। বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে ॥"

অর্থাৎ সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্ত শাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব বেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ ॥ ১৯৭ ॥

ভক্ত-ভক্তি-ভগবৎ প্রসঙ্গহীন ত্রিপিষ্টপও বর্জ্জনীয়—
তথা হি (ভাঃ ৫।১৯।২৪)—
"ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ॥"

"গর্ভবাস-দুঃখ প্রভু, এহো মোর ভাল।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ব্বকাল ॥২২৩॥

কপিল-দেবহূতি-সংবাদ,—ভাঃ ৩য় স্কঃ ২৫শ অঃ ১—৪৪ সংখ্যা এবং ২৬শ অঃ—৩২শ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ১৯৮ ॥

কৃষ্ণভক্তির ও কৃষ্ণভক্তের প্রভাব,—ভাঃ ৩।২৬।৩২-৪৪ সংখ্যায় মাতা দেবহূতির প্রতি ভগবান কপিলদেবের উক্তি দ্রষ্টব্য ॥ ১৯৯-২০১ ॥

যিনি কৃষ্ণের ভজন করেন, তিনি মায়াবদ্ধ-জীবের ন্যায় কালক্ষোভ্যধর্ম্ম জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের অধীন নহেন। বস্তুতঃ ভগবদ্ভক্ত কাল-প্রভাবে কখনই বিনষ্ট হন না; ভক্তিময় জীবন লাভ করিয়া তিনি সর্ব্বকালই হরিসেবা করেন। দেবগণেরও প্রভু কালের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গাত্মক প্রবলচক্র তাঁহার ভক্তি-প্রভাব দেখিয়া ভীত হন। ভীষণ কালচক্র কৃষ্ণবিমুখ বা বিস্মৃত মায়াবদ্ধ জীবকে নানাযোনি ভ্রমণ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করাইয়া পরিশেষে সংহার করেন; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত নিত্য চিন্ময় আত্মবিৎ বলিয়া তাদৃশ ভয়ঙ্কর কাল-চক্র তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না; পক্ষান্তরে, দাসের ন্যায়ই উহা তাঁহার অনুগমন করে ॥ ২০০ ॥

(ভাঃ ৩।২৫।৪৩ শ্লোকে মাতা-দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি—) "জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ। ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্ ॥"

ইহজগতে কৃষ্ণবিমুখ ও বিস্মৃত জীবসকল জন্ম-স্থিতি-মরণ-মালা-বেষ্টিত হইয়া মাতৃকুক্ষিতে বাস-কালে নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে। ভগবদ্ভক্তগণ মাতৃজঠরে বাস-হেতু কোন ঘৃণা বা ক্লেশাদি বোধ করেন না, পরন্তু ভগবদিচ্ছা-ক্রমে প্রপঞ্চে আগমন করিবার পূর্ব্বেও তিনি গর্ভবাস-ক্লেশাদিতে উদাসীন থাকিয়া তৎকালেও ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। ফলতঃ, ভগবদ্ভক্ত কোন অবস্থাতেই জন্ম-মরণের কোনপ্রকার দুঃখাদি অনুভব করেন না, সর্ব্বদাই কৃষ্ণসেবানন্দে নিমগ্ন থাকেন। মাতা-কয়াধুর গর্ভে অবস্থান-

তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা।
হেন কৃপা কর, প্রভু! না ফেলিবা তথা॥ ২২৪॥

এইমত দুঃখ প্রভু, কোটি-কোটি জন্ম।
পাইলুঁ বিস্তর, প্রভু! সব—মোর কর্ম্ম॥ ২২৫॥

কালে মহা-ভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদের অনুক্ষণ কৃষ্ণ-স্মরণই এই বিষয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত॥ ২০১॥

কৃষ্ণ হইতেই চেতন জীব-জগৎ ও অচেতন জড়-জগৎ উদ্ভূত হয় বলিয়া কৃষ্ণই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র জনক। কৃতজ্ঞ-পুত্রের যেরূপ জনকের আনুগত্য ও পূজনই একমাত্র ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তদ্রূপ প্রত্যেক জীবের, বিশেষতঃ মানবের কৃষ্ণ-পাদপদ্মকেই সর্ব্ববিশ্বসর্গের মূল-জনক অর্থাৎ আকর-চেতন জানিয়া তাঁহাকেই নিত্যকাল আনুগত্যের সহিত ভজন কর্ত্তব্য। যে সকল জীব আত্মস্বরূপজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া সর্ব্বলোক-পিতামহ পদ্মযোনিরও জনক মূল-নারায়ণ কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিরহিত হয়, সেই সকল অকৃতজ্ঞ পুত্র-স্থানীয় জীব নানা-প্রকার সংসার-ক্লেশ লাভ করে। তাদৃশ অকৃতজ্ঞ, ধর্ম্মোলঙ্ঘনকারী অপরাধী পুত্ররূপি-জীবগণের দণ্ড-স্বরূপ সংসারে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপের ব্যবস্থা আছে।

(ভাঃ ১১।৫।৩ শ্লোকে বিদেহরাজ নিমির প্রতি নব-যোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীচমসমুনির উক্তি—) "য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥"

অর্থাৎ, 'এই চারি বর্ণাশ্রমীর মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজ-পিতা ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়॥'২০২

কৃষ্ণভজনহীন জীবের দুর্গতি,—(চৈঃ চঃ মধ্য, ২০ পঃ ১১৭-১১৮—) "কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥ কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

(ভাঃ ৩য় স্কঃ ৩০শ অঃ, বিশেষতঃ এস্থলে ৩১শ অঃ ১—৩১ সংখ্যায় মাতা দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিল-দেবের উক্তি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য॥ ২০৩॥

ভাঃ ৩য় স্ক ৩০শ অঃ-৩১ অঃ ৩১ সংখ্যা পর্য্যন্ত শ্লোকে মাতা দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি—

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—মাতঃ, এই যে কালের কথা কহিলাম, মনুষ্য ইহার প্রভাবেই চালিত হয়; কিন্তু মেঘ-সকল বায়ুকর্ত্তৃক বিচলিত হইয়াও যেমন বায়ুর বিক্রম অবগত হইতে পারে না, মনুষ্যগণও সেইরূপ এই বলবান্ কালের অসীম বিক্রম জানিতে পারে না।

মনুষ্য সুখের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যে যে প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জ্জন করে, শক্তিমান্ কাল সে-সমুদয় অর্থই বিনষ্ট করিয়া থাকে।

দুর্ম্মতি-জীব মোহবশতঃ কলত্রাদি-সমন্বিত অনিত্য দেহ, গেহ, ক্ষেত্র ও বিত্তকে নিত্য বলিয়া মনে করে; সুতরাং ঐ সকল বস্তু নষ্ট হইলে, উহারা শোকে নিমগ্ন হয়।

জন্তু-সকল এই সংসারে যে যে যোনি পরিভ্রমণ করে, সেই সেই যোনিতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে; সুতরাং কিছুতেই বিরক্ত হইতে পারে না।

দৈব-মায়া বিমোহিত-পুরুষ নরক-যোনি লাভ করিয়াও নরকযোগ্য আহারাদিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া নারকি-শরীর পরি-ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না।

ঐ ব্যক্তি দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন, বন্ধু প্রভৃতিতে নানা মনোরথ বন্ধন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে।

কুটুম্বদিগের পোষণ চিন্তার দুরাশায় সেই মূঢ়ব্যক্তির আপাদমস্তক নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে; সুতরাং সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়।

ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি কাপট্যধর্ম্মবহুল সুখদুঃখপ্রধান-গৃহে নিরলস হইয়া কলভাষি-শিশুগণের আধ-আধ-আলাপে ও অসতী স্ত্রীগণের নির্জ্জন-বিরচিত সম্ভোগাদিরূপা মায়ার দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত অভিভূত হইয়া থাকে; নিরন্তর কেবল দুঃখ-প্রতীকারের যত্নপূর্ব্বক উহাকেই 'সুখ' বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

সেই মূঢ়ব্যক্তি—যাহাদিগের পোষণে অধোগতি হয়, গুরুতর হিংসাবৃত্তিদ্বারা নানাস্থান হইতে অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক সেই পরিবারবর্গকেই পোষণ করিয়া থাকে এবং স্বয়ং তাহাদিগের ভোজনাবশেষ যাহা কিছু থাকে, তাহাই আহার করিয়া জীবন ধারণ করে।

সে দুঃখ-বিপদ্ প্রভু, রহু বারেবার।
যদি তোর স্মৃতি থাকে সর্ব্ব-বেদ-সার ॥ ২২৬ ॥
হেন কর' কৃষ্ণ, এবে দাস্যযোগ দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া ॥ ২২৭ ॥

বারেক করহ যদি এ দুঃখের পার।
তোমা' বই তবে প্রভু, না চাহিমু আর ॥"২২৮॥
এইমত গর্ব্ভবাসে পোড়ে অনুক্ষণ।
তাহো ভালবাসে কৃষ্ণস্মৃতির কারণ ॥ ২২৯ ॥

যখন সে জীবিকা-রহিত হয়, তখন সে অন্য জীবিকা-অবলম্বনের জন্য বারম্বার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলে, লোভে অভিভূত হইয়া পরের ধনে স্পৃহা করে।

মূঢ়বুদ্ধি, হতভাগ্য-পুরুষ বারম্বার যত্ন করিয়াও যখন কুটুম্বভরণে অশক্ত হয়, তখন হতশ্রী ও দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে।

এইরূপে যখন তাহার স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণে সে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন নির্দ্দয় কৃষকগণ যেরূপ বলীবর্দ্দকে অযত্ন করে, সেইরূপ তাহার পুত্র-কলত্রাদিও ঐ গৃহব্রত-ব্যক্তিকে আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর করে না।

কিন্তু তাহাতেও তাহার সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয় না; জরা-গ্রস্ত, বিরূপাকৃতি ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া সেই গৃহব্রত-ব্যক্তি গৃহেই বাস করে এবং পূর্ব্বে যে পুত্র-কলত্রাদিকে স্বয়ং প্রতিপালন করিয়াছিল, তাহারাই অবজ্ঞা করিয়া তাহাকে যৎসামান্য যে-কিছু খাদ্য-দ্রব্যাদি প্রদান করে, সে গৃহ-পালিত কুক্কুরের ন্যায় তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকে; তখন সে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহার জঠরাগ্নির আর তাদৃশ বল থাকে না, তাহার আহারও অল্প হইয়া আসে; সে পরিশ্রমে অশক্ত হইয়া গৃহেই অবস্থান করিতে থাকে।

দেহস্থ বায়ুর ঊর্দ্ধগতিনিবন্ধন বায়ুর গমনাগমন-মার্গরূপ নাড়ীসমূহ কফ-দ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায়; সুতরাং বায়ুর প্রকোপে চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে; তাহাতে কাসি কিম্বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং কণ্ঠদেশে 'ঘুর্ ঘুর্' শব্দ হইতে থাকে।

ক্রমে ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করে, তখন আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণ তাহার চতুর্দ্দিকে ফিরিয়া শোক করিতে আরম্ভ করে এবং বারম্বার তাহাকে নানাকথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, কিন্তু সে কালপাশের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ বন্ধুগণের কোন কথারই উত্তর দিতে পারে না।

কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতচিত্ত অজিতেন্দ্রিয় ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি এইরূপ অবস্থাতেও রোরুদ্যমান আত্মীয়-স্বজনের সাতিশয় দুঃখ সন্দর্শন করিয়া অধীর হয়; অবশেষে সে-নষ্টবুদ্ধি হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।

তাহার মৃত্যুসময়ে সক্রোধনেত্র ভয়ঙ্কর যমদূতদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ ব্যক্তি উহাদিগকে দর্শন করিয়াই ত্রাস পায় এবং ভয়ে পুনঃ পুনঃ মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে।

অনন্তর যমদূতদ্বয় ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে স্থূলদেহ হইতে যাতনা-দেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার গলদেশে পাশ বন্ধন করে এবং যেরূপ রাজপুরুষগণ দণ্ডনীয়-ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, যমরাজের কিঙ্করগণও সেইরূপ তাহাকে লইয়া দীর্ঘপথে প্রস্থান করিতে থাকে॥

যমদূতগণের তিরস্কার-বাক্যে ঐ পুরুষের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং সর্ব্বশরীরে কম্প উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে কুক্কুরসকল তাহাকে ভক্ষণ করিতে আসে; তাহাতে ঐ ব্যক্তি যাতনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া স্বকৃত পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে। যমদূতগণ তাহাকে যে পথ দিয়া লইয়া যায়, তাহা প্রতপ্ত-বালুকা-পরিপূর্ণ; তথায় কোন বিশ্রাম-স্থল বা পানীয়-জল নাই; ঐ ব্যক্তি ক্ষুধায় প্রপীড়িত এবং সূর্য্যকিরণ ও দাবানলদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলেও যমদূতগণ তাহার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করিতে থাকে; সুতরাং সে অতিকষ্টে চলিতে বাধ্য হয়।

শ্রান্তিবশতঃ সেই ব্যক্তি যাইতে পথিমধ্যে পদস্খলিত ও বারম্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে; আবার চেতনতা লাভ করিয়া পাপবহুল অন্ধকারময়-পথদ্বারা যম-সদনে নীত হয়।

যে-পথে যম-গৃহে যাইতে হয়, তাহার পরিমাণ—অত্যন্ত দীর্ঘ। যমদূতগণ কোন কোন দণ্ড্য-ব্যক্তিকে দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐ দীর্ঘপথ অতিক্রম করাইয়া থাকে। সুতরাং সেই পাপী ব্যক্তি যখন যম-সদনে উপস্থিত হয়, তখন সে দেখিতে পায়,—কোথাও জলন্ত অঙ্গার-দ্বারা গাত্র-বেষ্টন

গর্ভনিষ্ক্রান্ত বহির্ম্মুখ জীবের দুঃখ বর্ণন—

স্তবের প্রভাবে গর্ব্ভে দুঃখ নাহি পায়।
কালে পড়ে ভূমিতে আপন-অনিচ্ছায়॥ ২৩০॥
শুন শুন মাতা, জীবতত্ত্বের সংস্থান।
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় আগেয়ান॥ ২৩১॥
মূর্চ্ছাগত হয় ক্ষণে, ক্ষণে কান্দে শ্বাসে।
কহিতে না পারে, দুঃখসাগরেতে ভাসে॥ ২৩২॥
কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায়।
কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত দুঃখ পায়॥ ২৩৩॥

কৃষ্ণভজনকারীরই সৌভাগ্য—

কথোদিনে কালবশে হয় বুদ্ধি-জ্ঞান।
ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ, সে-ই ভাগ্যবান্॥ ২৩৪॥

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ অসৎসঙ্গীর নরক-লাভ—

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট-সঙ্গ করে।
পুনঃ সেইমত মায়া-পাপে ডুবি' মরে॥ ২৩৫॥

জিহ্বোদরোপস্থ-লম্পট অসৎসঙ্গীর নিরয়-লাভ—

তথা হি (ভাঃ ৩।৩১।৩২)—

"যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ॥" ২৩৬॥

করিয়া পাপীর দেহ দগ্ধ হইতেছে, কোথাও বা অপরের দ্বারা, আবার কোথাও বা আপন-মাংস আপনিই ছিন্ন করিয়া সেই মাংস ভোজন করিতেছে; জীবন থাকিতেই যমালয়স্থ কুকুর, গৃধ্র প্রভৃতি জীবগণ নাড়ীসকল টানিয়া বাহির করিতেছে; কেহ বা সর্প, বৃশ্চিক ও দংশক প্রভৃতি জন্তুগণের দংশনে অতিশয় বেদনা অনুভব করিতেছে, কাহারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া নৃশংসভাবে ছেদন করিতেছে, কাহাকেও বা পর্ব্বত-চূড়া হইতে নিক্ষেপ করিতেছে, কাহাকেও বা জল ও গর্ত্তের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—এই সকল যাতনা সে ভোগ করিয়া থাকে।

অন্ধতামিস্র, রৌরব প্রভৃতি যতপ্রকার নরক-যন্ত্রণা পরস্পরের পাপসংসর্গ জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ মৃত গৃহব্রত ব্যক্তি, পুরুষই হউক আর নারীই হউক, সেইসকল যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

হে মাতঃ, এই স্থানেই নরক, এই স্থানেই স্বর্গ—তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাই কহিয়া থাকেন। নরকে যে সকল যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা এই জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

কুটুম্ব-পোষণেই বিব্রত থাকুক বা স্বীয় উদর-ভরণেই ব্যস্ত থাকুক, মৃত্যুর পর এই স্থানেই কুটুম্ব ও নিজদেহ, উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া ঐ সং[illegible]ম্মের পূর্ব্বোক্তরূপ ফল ভোগ করিতে হয়।

প্রাণিহিংসাদ্বারা পরিপুষ্ট স্থূলদেহ এবং সঞ্চিত ধন; এই উভয়কেই এই জগতে পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপরূপ পাথেয় লইয়া ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি অন্ধকারপূর্ণ ঘোর নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ঐ গৃহব্রত পুরুষের কুটুম্ব-পোষণের পাপ-ফল পরকালে ঈশ্বর-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়; সে আতুরের মত হতজ্ঞান হইয়া নরকে তাহার ফল ভোগ করে।

যে ব্যক্তি কেবল অধর্ম্মের দ্বারা কুটুম্ব-ভরণে উৎসুক, সে ব্যক্তি নরকের চরম-পথ অন্ধতামিস্রে গমন করে।

সেই নরক-ভোগের পর কুকুর-শূকরাদি যোনিতে যত প্রকার যাতনা আছে, ক্রমশঃ সেই সকল যাতনা ভোগ করিয়া যখন ভোগের দ্বারা সেই ব্যক্তি ক্ষীণপাপ হয়, তখন আবার শুচি হইয়া এই নরলোকে আগমন করে।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে মাতঃ, জীব দৈব-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মের ফলানুসারে দেহপ্রাপ্ত হইবার জন্য পুরুষের রেতঃকণা আশ্রয় করিয়া স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়।

ঐ রেতঃকণা গর্ভমধ্যে পতিত হইলে এক রাত্রিতে শোণিতের সহিত মিশ্রিত হয়, পঞ্চরাত্রিতে বুদ্বুদাকারে পরিণত হয়, দশ দিবসের মধ্যে বদরীফলের ন্যায় কঠিন মাংসপিণ্ডাকার ধারণ করিয়া থাকে।

এইরূপে একমাসের মধ্যে তাহার মস্তক, দুই মাসে তাহার হস্ত-পদাদি অঙ্গ-বিভাগ এবং তিনমাসে নখ, লোম, অস্থি, চর্ম্ম ও ছিদ্রসকল প্রকটিত হয়।

চারিমাসে সপ্তধাতু (রস, রক্ত, মাংস, অস্থি, মেধ, মজ্জা ও শুক্র) এবং পঞ্চম মাসে ক্ষুধা তৃষ্ণার উদয় হয়। ছয়মাসে ঐ জীব জরায়ুদ্বারা আবৃত হইয়া দক্ষিণ-কুক্ষিতে ভ্রমণ করে।

সেই জীব মাতৃ-ভুক্ত অন্নপানাদির দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতে

কৃষ্ণভজন-ফলেই নিরাপদ জীবন ও মরণ—
"অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ-বিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে ॥ ২৩৮ ॥

তথা হি—
"অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
অনারাধিত-গোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ ॥" ২৩৭ ॥

থাকে। সুতরাং তাহার অনভিপ্রেত হইলেও তাহাকে প্রাণিগণের উৎপত্তিস্থান মল-মূত্র-গর্ত্তে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়।

সেই গর্ভ-মধ্যে তত্রস্থ ক্ষুধার্ত্ত কৃমিসকল তাহার সুকুমার দেহ পাইয়া, সর্ব্বাঙ্গ নিয়ত ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকে, তাহাতে সে নিরতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হয়।

গর্ভধারিণী দুঃসহ কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, রুক্ষ অম্লাদি যেসকল রস ভক্ষণ করেন, সেইসকলের সহিত গর্ভস্থ-জীবের দেহ সংযুক্ত হওয়ায় তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা জন্মে। সে ভিতরে জরায়ুদ্বারা বেষ্টিত এবং বাহিরে নাড়ীদ্বারা বিশেষরূপে আবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ কুঞ্চিত করিয়া কুক্ষিদেশে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান করে। সুতরাং পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায় স্বীয় অঙ্গ সঞ্চালন করিতে অসমর্থ হইয়া সেই গর্ভমধ্যেই বাস করে;

ঐ গর্ভমধ্যে তাহার দৈবক্রমে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মের কৃতকর্ম্মের স্মৃতি উদিত হয়। তখন সে শত-শত-জন্মের পাপকর্ম্ম-সমূহ স্মরণ করিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় সে কিরূপে সুখ লাভ করিতে পারে?

এইরূপে জীব যখন সপ্তম-মাসে পদার্পণ করে, তখন তাহার জ্ঞানোদয় হয়। কিন্তু প্রসবকারণ বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া সমানোদর-জন্মা বিষ্ঠাজাত কৃমির ন্যায় একস্থানে স্থির হইয়া অবস্থান করে না।

তখন দেহাত্মদর্শী জীব পুনরায় গর্ভবাস-যন্ত্রণার ভয়ে ভীত হইয়া সপ্তধাতুর দ্বারা বদ্ধাবস্থায়ই কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক ব্যাকুলচিত্তে, যে পরমেশ্বর তাহাকে মাতৃগর্ভে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করে।

জীব বলিতে থাকে,—'এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পালন করিতে ইচ্ছুক হইয়া যিনি নানাবিধ মূর্ত্তি প্রকট করেন এবং যে ভগবান্ আমার ন্যায় অসদ্‌ব্যক্তির অনুরূপ এই গতি বিধান করিয়াছেন, আমি তাঁহার ভূতলসঞ্চারি অভয় পাদারবিন্দে শরণ গ্রহণ করিলাম।

যে 'আমি' জননী-জঠরে দেহাকার-পরিণতা মায়াকে আশ্রয়পূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা আবৃত-স্বরূপ বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছি, এবং ভগবান্—যিনি অন্তর্যামিরূপে আমার সহিত এইস্থানে বাস করিতেছেন, সেই 'আমাতে' ও 'ভগবানে' বিশেষ ভেদ আছে। ভগবান্—স্থূল ও লিঙ্গ উপাধি-রহিত অর্থাৎ তাঁহার দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই; তিনি অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ। আমার সন্তপ্ত-হৃদয়ে তাঁহার ঐ রূপ প্রতিভাত হইতেছে। তিনিই আমার শরণ্য, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি।

আমি পঞ্চভূতরচিত এই দেহমধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছি বলিয়া আমার যাহা আপাত-বোধ হইতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; কারণ, আমার নিত্যস্বরূপ পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত অসম্পৃক্ত; সুতরাং ইন্দ্রিয়, গুণ, বিষয় ও চিদাভাসাত্মক হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু ভগবানের মহিমা এই শরীর-যোগেও কুণ্ঠিত হয় না অর্থাৎ তিনি ব্যষ্টি-জীব-হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করায় তাঁহার অপ্রাকৃত-স্বরূপ কোন বিকার বা মায়া-সংস্পর্শ লাভ করেন না, কিম্বা মায়িক-জীবের দেহের ন্যায় তাঁহার দেহ-দেহীতে কখনও ভেদ হয় না; কারণ, তিনি বৈকুণ্ঠ বস্তু। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বজ্ঞ। আমি সেই আদিপুরুষকে বন্দনা করি।

যাঁহার মায়া-দ্বারা জীব জ্ঞান ও পূর্ব্বস্মৃতি হারাইয়া বিভূত গুণকর্ম্ম নিমিত্ত এই সংসার পথে শ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, সেই পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত অন্য কোনপ্রকারেই জীব পুনর্ব্বার স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে না।

পরমেশ্বর ব্যতীত আমাকে ত্রৈকালিক জ্ঞান দান করিতে আর কে-ই বা সমর্থ হইবেন? পরমেশ্বরের অংশ অন্তর্যামি-পরমাত্ম-রূপে চরাচর নিখিল পদার্থে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব কর্ম্মফলে বদ্ধজীব-পদবী প্রাপ্ত হইয়া আমরা ত্রিতাপ-জ্বালা দূর করিবার জন্য তাঁহাকে ভজন করি।

হে ভগবন্, আমি রক্ত, মল ও মূত্রপূর্ণ কূপস্বরূপ মাতৃ-গর্ভে পতিত হইয়া তাঁহার জঠরানল দ্বারা সন্তপ্ত হইতেছি। এই স্থান হইতে নির্গত হইবার জন্য আমি আমার পরিমিত

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজনার্থ শচীমাতাকে উপদেশ—

এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধু-সঙ্গ করি'।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা, মুখে বল 'হরি'॥ ২৩৯ ॥

কৃষ্ণভক্তিহীন ভয়-ভোগ-হিংসাত্মক সৎকর্ম্মাদি নিষ্ফল—

ভক্তিহীন-কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন,—পরহিংসা যা'য় ॥" ২৪০॥

মাস গণনা করিতেছি ; ভাবিতেছি,—ভগবান্ কবে আমায় এইস্থান হইতে নিষ্কৃতি দিবেন।

হে ঈশ, ভবাদৃশ অসীম-কৃপাময় যে পুরুষ দশমাসমাত্র-বয়স্ক জীবকে এইরূপ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, সেই দীননাথ আপনি আপন-কার্য্যদ্বারা সন্তুষ্ট হউন। কেবল অঞ্জলি রচনা ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি ভগবানের কৃতোপকারের যথোচিত প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হইবেন ?

হে ভগবন্, সপ্তধাতুরূপ বন্ধনে আবদ্ধ পশ্বাদি অপরাপর জন্তুসকল কেবল স্ব-স্ব-দেহে তদুৎপন্ন-সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু আমি যাঁহার প্রদত্ত বিবেক-জ্ঞান-বলে শমদমাদিযুক্ত হইয়াছি, সেই ভোক্তৃ-স্বরূপ অপরোক্ষরূপে প্রতীয়মান অনাদি পূর্ণ-পুরুষকে অন্তরে ও বাহিরে দর্শন করিতেছি।

হে প্রভো, আমি বহুবিধ দুঃখের নিলয় এই গর্ভমধ্যে বাস করিয়াও এই স্থান হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছা করি না ; কেন না, বাহিরে ইহা অপেক্ষাও ঘোর অন্ধকারময় সংসার-কূপ বিদ্যমান। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে গমন করে, আপনার মায়া তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে। মায়া-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া জীব দেহাদিতে 'অহং' বুদ্ধি করিয়া পুত্র-কলত্রাদির সম্বন্ধ-নিমিত্ত এই সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করে।

অতএব আমি এই স্থানেই অবস্থানপূর্ব্বক বিষ্ণুপাদযুগল হৃদয়ে ধারণ-পূর্ব্বক সারথীরূপিণী বুদ্ধির সাহায্যে সংসার হইতে আত্মাকে অতিশীঘ্রই উদ্ধার করিব। হে ভগবন্, যেন পুনর্ব্বার আমি নানা-গর্ভবাসরূপ দুঃখে পতিত না হই।'

ভগবান্ কপিলদেব কহিলেন,—(মাতঃ,) এইরূপ দশ-মাস-বয়স্ক গর্ভস্থ জীব যখন ভগবানের স্তব করিতে থাকে, অমনি প্রসবের কারণীভূত বায়ু [illegible] অবাঙ্মুখ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য প্রেরণ করে।

সেই জীব প্রসব-বায়ুদ্বারা অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং সেই মুহূর্ত্তেই অধোমস্তক হইয়া অবশভাবে অতিকষ্টে বহির্গত হইতে থাকে, সেই সময় তাহার শ্বাসরুদ্ধ ও স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া পড়ে।

অনন্তর ঐ জীব রক্তাক্ত-কলেবরে ভূমিতে পতিত হইয়া পুরীষজন্মা-কৃমির ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন করিতে থাকে এবং ভিন্নদশা-প্রাপ্তি-হেতু পূর্ব্ব জ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন করিতে থাকে।

যাহারা পরের অভিপ্রায় জানে না, সেইরূপ অজ্ঞব্যক্তির দ্বারা সেই নব-প্রসূত শিশু প্রতিপালিত হয়। সুতরাং শিশুর ক্রন্দনের তাৎপর্য্যোপলব্ধিতে অসমর্থ সেই প্রতিপালক ঐ শিশুর ক্রন্দনকালে উহাকে তাহার অনভিপ্রেত বস্তু প্রদান করিলেও (অর্থাৎ স্তন্যের জন্য ক্রন্দন করিলে, শিশুর উদর-ব্যথা কল্পনা করিয়া নিম্বরস প্রদান এবং শিশু প্রকৃতপক্ষে উদর-ব্যথায় ক্রন্দন করিলে তাহাকে ঔষধ-দানের পরিবর্ত্তে স্তন্য দান করিলেও), সেই শিশু তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হয় না।

শিশুর প্রতিপালক তাহাকে অপবিত্র পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইয়া রাখে। শিশুর স্বেদজাত কীটসমূহ উহার গাত্রে দংশন করিতে থাকিলেও ঐ শিশু স্বীয় শরীর কণ্ডূয়ন বা শয্যা হইতে উত্থানাদির চেষ্টা করিতে পারে না।

বৃহৎ বৃহৎ কৃমিকুল যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমিগণকে দংশন করে, তদ্রূপ দংশ, মশক ও মৎকুণাদি শিশুর কোমল শরীর পাইয়া দংশন করে। শিশুর মাতৃগর্ভে অবস্থানকালীন জ্ঞান বিগত হওয়ায় সে কোন প্রতীকারের উপায় করিতে সমর্থ না হইয়া কেবল ব্যথা অনুভব ও ক্রন্দন করে।

এইরূপে পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত ক্লেশসমূহ ভোগ করিয়া পরে পৌগণ্ড অবস্থায় অধ্যয়নাদির দুঃখ অনুভব করে। অতঃপর যখন সে যৌবন-দশায় উপনীত হয়, তখন অভি-লষিত বস্তুসমূহ লাভ করিতে না পারিয়া অজ্ঞান-বশতঃ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এবং শোকাভিভূত হয়। তাহার শরীরবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে দেহাত্মাভিমানও বৃদ্ধি পায়। তখন ঐ কামি-জীব, কামের অপূরণে যে ক্রোধের উৎপত্তি হয়, তদ্দ্বারা অভিভূত হইয়া নিজ-বিনাশের নিমিত্ত অন্য-কামিগণের সহিত বিরোধ করে।

প্রভুর উপদেশে শচীমাতা আনন্দনিমগ্না—

কপিলের ভাবে প্রভু মা'য়েরে শিখায়।
শুনি' সেই বাক্য শচী আনন্দে মিলায়॥ ২৪১॥

প্রভুর সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণালাপ—

কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
কৃষ্ণ-বিনু প্রভু আর কিছু না বাখানে॥ ২৪২॥

মূঢ় মন্দবুদ্ধি জীব পঞ্চভূত-বিনির্ম্মিত দেহে পুনঃ পুনঃ 'আমি' ও 'আমার'—এইরূপ বুদ্ধি করিয়া থাকে।

যে দেহ অবিদ্যা ও কর্ম্মদ্বারা জীবের বন্ধন হেতুভূত হইয়া জীবকে ক্লেশ প্রদানপূর্ব্বক জন্মে-জন্মে জীবের অনুগমন করে, মূঢ়-দেহী আবার সেই দেহের নিমিত্তই কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কর্ম্ম-বদ্ধ হইয়া সংসার ভ্রমণ করে।'—ইত্যাদি কৃষ্ণ-বিস্মৃত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ অষ্টপাশ-বদ্ধ জীবগণের কালচক্রদ্বারা পীড়ন-লাভ, গর্ভবাস-দুঃখ, জন্মে জন্মে তাপ ও দুর্গতি-বর্ণন আলোচ্য॥ ২০৪-২৩৬॥

জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গশীল এই প্রপঞ্চে প্রত্যেক বস্তুই কালের অভ্যন্তরে ক্রমে উদ্ভূত হয়, লালিত-পালিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও অবস্থিত হয় এবং পরিশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। চিন্ময়-জীব স্বীয় চেতন-ধর্ম্মের অপব্যবহার করিয়া কৃষ্ণেতর মায়িক বস্তুর প্রতি লুব্ধ হইয়া কৃষ্ণভজন পরিত্যাগ করে। তখন তাহার স্বভাব-বিপর্য্যয়-নিবন্ধন জড়ভোগের কর্ত্তৃত্বই উপাদেয় বলিয়া বোধ হয়। ইহাই জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ও তজ্জনিত সংসার-দুঃখ। এই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে নশ্বর-জগতে জীব পুনঃ পুনঃ স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া আত্মস্বরূপ-বিস্মৃতি-ফলে কৃষ্ণভজনচেষ্টা পরি-ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে যথাক্রমে ফল-ভোগ ও ফল-ত্যাগ আকাঙ্ক্ষা করে। সুতরাং কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা ত্যাগ করায় স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট ও চ্যুত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-মালা পরিধান করে। তাদৃশ বদ্ধ-জীবের মৃত্যু হইলে তাহার স্থূলশরীর ক্রমশঃ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায় এবং তাহার ভোগবাসনাময় সূক্ষ্ম-দেহও পূর্ব্ব স্থূলশরীরের ও তৎসম্বন্ধি ইন্দ্রিয়োপকরণের সহিত চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া পুনরায় অপর স্থূলশরীর-গ্রহণের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়। কর্ম্ম-ফলদাতা ঈশ্বরের নির্দ্দেশে সূক্ষ্মশরীর পুনরায় কর্ম্মফলানুরূপ যোনিতে বাসস্থান নির্ণয়পূর্ব্বক স্বীয় অতৃপ্তবাসনার পূরণ-কার্য্যে ব্যস্ত হয়। মৃত্যুর পর নূতন মাতৃগর্ভে স্থূলশরীর-ধারণমুখে তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত পাপসমূহ বিভিন্ন আঙ্গিক-বিকার বা রোগরূপে স্থূলভাবে প্রকটিত হইয়া স্থূল-শরীরে বৃদ্ধি-সাধন করে। বদ্ধজীব এই নবীন-স্থূলশরীরে স্বীয় পূর্ব্ব-জন্মাচরিত পাপের ভার বহন করিবার জন্য পাপফলে বিকৃত ও রুগ্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি লাভ করিয়া পুনরায় স্থূলভাবে বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রাক্তন পাপসমূহের ফলরূপে পুনরায় স্বীয় অঙ্গজ পুত্র-কন্যার জনক-জননীত্ব লাভ করে। সদ্‌-গুরুর ও কৃষ্ণের কৃপা-প্রসাদ-জনিত নিষ্কপট ভজন-ফলে দিব্যজ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপের সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় না। যখন এই আত্মিক কৃষ্ণবৈমুখ্য প্রকাশিত হইয়া জীবকে স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধি করাইবার জন্য প্রযত্ন করে, তখন অহৈতুক-করুণাময় কৃষ্ণ-চন্দ্র কখনও স্বয়ং, কখনও-বা তাঁহার নিজ-জনকে বৈকুণ্ঠ-শব্দ বা বাণীর কীর্ত্তনকারী লোক-শিক্ষক আচার্য্য ও উদ্ধারকর্ত্তৃরূপে প্রেরণ করিয়া কৃষ্ণবিস্মৃত দুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীবের স্বরূপ উদ্বোধন করা'ন। জীব পূর্ব্বজন্মের প্রাক্তন পাপ-কর্ম্মের ফল বা দণ্ডরূপ রোগাদি দুঃখ, ক্লেশ বা তাপসমূহ মাতৃগর্ভে বাস-কালে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ভোগ করিয়া পূর্ব্ব-পাপের হিসাব-নিকাস দেয়॥ ২০৪॥

ভবিতব্যতার কাছে,—অদৃষ্ট বা অনিবার্য্যভাগ্য বশতঃ॥২০৭॥

কা'ত,—(সংস্কৃত 'কুত্র'-শব্দ হইতে প্রাচীন-বাঙ্গালায় কুথা, কোথা, কথি, কা'ত), কোথায়, কাহাকে, কাহার নিকটে বা স্থানে॥ ২ ১॥

মাতৃগর্ভে সপ্তম-মাসে অবস্থান-কালে আর্ত্ত-জীব ভগ-বানকে কাতরভাবে স্তব করিতেছেন,—যে ভগবানের মায়া আমাকে এই ভব-দুর্গে বা সংসার-কারাগারে দুর্গা বা কারাকর্ত্রীরূপে বন্দী করিয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণরূপ পাশত্রয় দ্বারা বন্ধন করিয়াছেন অর্থাৎ যে ভগবানের অচিৎ বহিরঙ্গা-শক্তি কৃষ্ণবিস্মৃত বহির্ম্মুখ আমাকে মোহিত করিয়া জড়সুখভোগে প্রমত্ত করাইয়া ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধ করিতে-ছেন, গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদ-প্রভাবে আমার সেবোন্মুখতা-দর্শনে আবার সেই মায়াই ভগবানের চিন্ময়ী স্বরূপশক্তিরূপে

তচ্ছ্রবণে ভক্তগণের মনে-মনে নানা-বিচার—

আপ্তমুখে এ-কথা শুনিঞা ভক্তগণ।
সর্ব্ব-গণে বিতর্ক ভাবেন মনে-মন ॥ ১৪৩ ॥

"কিবা কৃষ্ণ প্রকাশ হইলা সে শরীরে?
কিবা সাধু-সঙ্গে, কি পূর্ব্বের সংস্কারে?" ১৪৪ ॥

আমাকে এই ভবকারা-ক্লেশ হইতে মোচন করিতে পারেন। হে ভগবন্, আমি যে-মুহূর্ত্তে তোমাকে আমার নিত্যসেব্য পরমকারণ চেতন প্রভুরূপে না জানিয়া তোমার প্রতি বিমুখ ও তোমায় বিস্মৃত হইয়া এবং তোমার প্রতীতি ব্যতীত অন্য দ্বিতীয়-বস্তু মায়ার প্রতি অভিনিবিষ্ট হইলাম, সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার বুদ্ধিবিপর্য্যয়-হেতু আমি নিসর্গতঃ শবসদৃশ বা জীবন্মৃত অর্থাৎ ভোক্তৃ-অভিমান ফলে অচেতনের সেবক হইয়া মৃত শব বা জড়বৎ হইয়া পড়িয়াছি! এখন আবার তোমার বিমুখ-মোহিনী কুহকিনী মায়া-দ্বারা আমাকে আরও অধিকতর বঞ্চনা করিতেছ কেন?

কৃষ্ণ-বিস্মৃত হইয়া আমরা সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সাহায্যে ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত থাকিয়া অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজের অপ্রাকৃত সেবা-বিচারে বিমুখ হই। ইহা আমাদের জড়-প্রভুত্ব বা জড়দাস্যাত্মক নিসর্গেরই পরিচয়; অর্থাৎ জড়-বস্তু যেরূপ স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত, তদ্রূপ আমরাও স্বতন্ত্র চেতন বৃত্তির অপব্যবহার-ফলে অচিন্মায়া-দ্বারা চেতন-রহিত হইয়া অজ্ঞানে নিমগ্ন হই ॥ ২১২ ॥

ভুলিলাও অসৎপথে প্রমত্ত হইয়া,—(ভাঃ ৩।৯।৬ শ্লোকে মৈত্রেয়-বিদুর-সংবাদে ব্রহ্মার নারায়ণ-রূপ-দর্শনান্তে স্তব—) "তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ। তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥"

অর্থাৎ 'যেকাল পর্য্যন্ত লোক ভবদীয় অভয় পাদপদ্ম আশ্রয়রূপে বরণ না করে, সেইকাল পর্য্যন্ত তাহার অর্থ, দেহ, আত্মীয়স্বজন ও সুহৃদ্বর্গ পাছে বিনষ্ট হয় তজ্জন্য ভয়, উহাদের বিনাশে শোক, পশ্চাৎ উহাদিগকে প্রাপ্ত হইবার জন্য স্পৃহা, তদনন্তর পরাজয়, তথাপি উহাদের জন্য বিপুল পিপাসা, পুনরায় কোনপ্রকারে প্রাপ্ত হইলে অনাত্মবস্তুতে 'আমি' ও আমার—এইরূপ জড়াসক্তি বর্ত্তমান থাকে; উহাই সংসারের মূল-কারণ ॥' ২১৭ ॥

সম্রাট্ কুলশেখর কৃত মুকুন্দমালা-স্তোত্রে,—"নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্। এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥" অর্থাৎ 'হে ভগবন্, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ-লাভে আর আমার আস্থা নাই, আমার প্রাক্তন-কর্ম্মানুরূপ যাহা ভবিতব্য, তাহাই হউক, ক্ষতি নাই। তথাপি তোমার নিকট আমার ইহাই একান্ত প্রার্থনা,—যেন জন্মে-জন্মে তোমার পাদপদ্মযুগলে আমার অচঞ্চলা ভক্তি থাকে ॥' ২১৮॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্তবোক্তি—) "তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্। যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥"

অর্থাৎ, 'এই নরজন্মেই থাকি বা অন্যত্র জন্ম হউক বা তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হই, তাহাতে আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, আমার এই এক ভাগ্যলাভ হউক,—যদ্দ্বারা আমি আপনার ভক্তদিগের মধ্যে থাকিয়া আপনার পাদপল্লব সেবা করিতে পাই ॥' ২১৯ ॥

যে স্থলে ভগবান্ কৃষ্ণের গুণ-কীর্ত্তন নাই, পরন্তু বদ্ধ-জীবের নশ্বর গুণকীর্ত্তনময় ব্যভিচার আছে, যে স্থলে বৈকুণ্ঠাগত কোন অপ্রাকৃত দিব্যসূরিই অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণাভিন্ন নাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্ত্তন করেন না, যে স্থলে ভগবানের ত্রিবিক্রমত্ব অর্থাৎ তুরীয়ধাম প্রকাশিত নাই, যে-স্থলে কৃষ্ণসম্বন্ধি কোনপ্রকার পর্ব্ব-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয় না, সেই স্থান যদি অমরাবতীর ন্যায় ইন্দ্রিয়তর্পণের স্থানও হয়, তাহা হইলেও আমি উহা আদৌ অভিলাষ করি না।

অধোক্ষজ-সেবা যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারই নিকট "ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে" অর্থাৎ বহির্জগতে ভোগ-বুদ্ধি থাকিতে পারে না। ভোগি-জীবকুলের ইন্দ্রিয়তর্পণে উৎকট অভিলাষ থাকায় তাহাদের বৈকুণ্ঠ-বিস্মৃতির সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহারা অন্যাভিলাষিতা-শূন্য নৈষ্কর্ম্ম্যাশ্রয়

এইমত মনে সবে করেন বিচার।
সুখময় চিত্তবৃত্তি হইল সবার ॥২৪৫॥

প্রভুর নাম-প্রেম-প্রচারারম্ভ-ফলে ভক্তগণের সুখ ও পাষণ্ডিগণের দুঃখ—

খণ্ডিল ভক্তের দুঃখ, পাষণ্ডীর নাশ।
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হইলা প্রকাশ ॥ ৪২৬ ॥

মহাভাগবত-লীলায় প্রভুর সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি ও উক্তি—

বৈষ্ণব-আবেশে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণময় জগৎ দেখয়ে নিরন্তর ॥ ২৪৭ ॥

অহর্নিশ শ্রবণে শুনয়ে কৃষ্ণনাম।
বদনেও বোলয়ে 'কৃষ্ণচন্দ্র' অবিরাম ॥ ২৪৮ ॥

পূর্ব্বে বিদ্যারস-মগ্ন নিমাইর এক্ষণে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-প্রীতি—

যে-প্রভু আছিলা ভোলা মহা-বিদ্যারসে।
এবে কৃষ্ণ-বিনু আর কিছু নাহি বাসে ॥ ২৪৯ ॥

প্রত্যূষে ছাত্রগণের আগমনমাত্রেই প্রভুর কেবল কৃষ্ণালাপ—

পড়ুয়ার বর্গ সব অতি উষঃকালে।
পড়িবার নিমিত্ত আসিয়া সবে মিলে ॥ ২৫০ ॥

বিষ্ণুভক্তিকে অনাদর করিয়া স্বর্গাদি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আদর্শ-ভূমিকে বহুমানন করে ॥ ২২০-২২১ ॥

মহারাজ-পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেব দেবগণকর্ত্তৃক এই ভারতভূমিতে হরিসেবানুকূল মানবজন্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা এবং হরিপাদপদ্ম-স্মৃতি-বিহীন নশ্বর স্বর্গাদি দেবলোক অপেক্ষা শ্রীহরির অবতার-ক্ষেত্র হরিপ্রসঙ্গপূর্ণা এই ভারতভূমিতে পঞ্চমপুরুষার্থ-সাধন মানবজন্মের একান্ত প্রয়োজনীয়তা-সূচক শ্লোকগীতি কীর্ত্তন করিতেছেন—

অন্বয়। যত্র (যস্মিন্ দেশে) বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগাঃ (বৈকুণ্ঠকথাঃ বৈকুণ্ঠস্য শ্রীহরেঃ কথানাং কীর্ত্তনরূপাঃ সুধা-পগাঃ অমৃতনদ্যঃ) ন (নিরন্তরং ন প্রবহন্তি ন সন্তীত্যর্থঃ, তথা যত্র) তদাশ্রয়াঃ (তস্যাঃ বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগায়াঃ আশ্রয়াঃ সততং হরিকথামৃত-পানাসক্তাঃ ইত্যর্থঃ) সাধবঃ ভাগবতাঃ (শুদ্ধভক্তাঃ বৈষ্ণবাঃ) ন (ন সন্তি, তথা) যত্র (যস্মিন্) মহোৎসবাঃ (মহান্তঃ নৃত্যাদ্যুৎসবাঃ যেষু তাদৃশাঃ) যজ্ঞেশ-মখাঃ (যজ্ঞেশস্য শ্রীহরেঃ মখাঃ পূজাঃ চ) ন (ন ভবন্তি), সঃ (তাদৃশঃ) সুরেশলোকঃ অপি (সুরেশস্য ব্রহ্মণঃ লোকঃ অপি) ন বৈ (নৈব) সেব্যতাং (কৈঃ অপি পুংভিঃ আশ্রয়ঃ ন কার্য্যঃ ইত্যর্থঃ, দুঃসঙ্গ-জ্ঞানেন সর্ব্বথা পরিত্যাজ্যঃ ইত্যর্থঃ)॥

অনুবাদ। যেস্থানে হরিকথামৃত-কল্লোলিনী প্রবাহিতা হয় না, যেস্থানে সেই হরিকথামৃত-প্রবাহিনীর আশ্রিত সাধু-ভাগবতগণ অবস্থান করেন না, যে স্থানে কৃষ্ণের নৃত্য, গীত, বাদন-কীর্ত্তনাদি মহোৎসবময়ী যজ্ঞেশ্বরের পূজা নাই, সেই স্থান ব্রহ্মলোক হইলেও আশ্রয়-যোগ্য নহে ॥ ২২২ ॥

যদিও গর্ভবাসের ভীষণ ক্লেশ-যন্ত্রণা অত্যন্ত মর্ম্মন্তুদ ও দুঃসহ, তথাপি হে ভগবন্, তাদৃশ ভীষণ ক্লেশ-যন্ত্রণা-ভোগকালেও যদি তোমার নিরন্তর স্মরণ অব্যবহিত থাকে, তবে উহাই আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রশস্ত, অভিপ্রেত, উপাদেয় ও অভীষ্টপ্রদ।

(ভাঃ ১।৮।২৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুন্তীর স্তব—)
"বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্গুরো। ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্ ॥"

অর্থাৎ 'হে জগদ্গুরো ভগবন্, আমার যেন চিরকালই অসংখ্য দুঃখ-বিপদ্‌রাশি উপস্থিত থাকে, যেহেতু তাহাতে সংসারদর্শন-নাশন তোমার দুর্লভ দর্শন-লাভ ঘটে ॥' ২২৩ ॥

যেস্থানে তোমার পাদপদ্ম-স্মরণ ব্যতীত জড়, নশ্বর ইন্দ্রিয়তর্পণ-কাম বা ইন্দ্রিয়তর্পণ-কামের ব্যাঘাত অর্থাৎ ভোগ বা ত্যাগ, রাগ বা দ্বেষ বর্ত্তমান, সেই স্থানে তোমার কৃপাবিলাস না থাকায় তথায় বহির্মুখ-জীবের প্রতি তোমার বঞ্চনাময়ী নির্দ্দয়তাই ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে বর্ত্তমান। তাদৃশী বঞ্চনা, ছলনা বা কুহক-সুলভ নির্দ্দয়তা পরিত্যাগ করিয়া তুমি যেন আমাকে কখনও কৃষ্ণেতর জড়বিষয়ের প্রতি অভিনিবেশযুক্ত না কর—ইহাই আমার ঐকান্তিকী প্রার্থনা। তোমার অমন্দোদয়-দয়া বর্ষিত হইলে তুমি সর্ব্বক্ষণ আমার স্মৃতিপথ আলোকিত করিয়া বিদ্যমান থাকিবে, আর আমি উহাকেই তোমার অমায়ায় কৃপা বলিয়া মনে করিব। নিজে-ন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক সুখের বা দুঃখের প্রবল অভিঘাত-ফলে তোমার পাদপদ্মের বিস্মৃতি-জন্য যেন আমার সর্ব্বনাশ না হয় ॥ ২২৪ ॥

বিস্তর,—[বি—স্তৃ (পূরণ বা আচ্ছাদন করা) + অল্] সমূহ, প্রচুর

পড়াইতে বৈসে গিয়া ত্রিজগৎ-রায়।
কৃষ্ণ-বিনু কিছু আর না আইসে জিহ্বায়॥ ২৫১॥

শিষ্যগণের জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভু কর্ত্তৃক সর্ব্ব-বর্ণের ও বেদের কৃষ্ণতাৎপর্য্য ব্যাখ্যান—

"সিদ্ধ বর্ণসমাম্নায়?" বলে শিষ্যগণ।
প্রভু বলে,—"সর্ব্ব-বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ॥"২৫২॥

শিষ্য বলে,—"বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে?"
প্রভু বলে,—"কৃষ্ণ-দৃষ্টিপাতের কারণে॥"২৫৩॥

শিষ্য বলে,—"পণ্ডিত, উচিত ব্যাখ্যা কর'।"
প্রভু বলে,—"সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্মঙর॥ ২৫৪॥

কৃষ্ণের ভজন কহি—সম্যক্ আম্নায়।
আদি-মধ্য-অন্তে কৃষ্ণ ভজন বুঝায়॥" ২৫৫॥

কর্ম্ম,—প্রাক্তন দুষ্কর্ম্ম-ফল, দুষ্কর্ম্ম, দুর্দ্দৈব, দুর্ভাগ্য, দুরদৃষ্ট, দগ্ধললাট॥ ২২৫॥

সকল বেদের ইহাই একমাত্র সারকথা যে, নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতি থাকিলেও জীবের কখনও কোন প্রকার অমঙ্গল থাকে না বা উপস্থিত হয় না। হে ভগবন, এই প্রপঞ্চে প্রাক্তন কর্ম্ম-ফলে নানাপ্রকার দুঃখে পতিত হইয়াও যদি তোমার অবিস্মৃতি আমার চিত্তে নিরন্তর জাগরূক থাকে, তাহা হইলে উহাই আমার পক্ষে সর্ব্বোত্তম মঙ্গল।

বিস্মৃত বহির্ম্মুখ জীবকুলকে দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া ভগবান্ তাঁহার প্রতি উন্মুখীকরণের নিমিত্ত জীবের অসংখ্য ত্রিতাপ-দুঃখ-ক্লেশ-কষ্টাদি, বহিপ্রতীতিতে দণ্ড-স্বরূপ, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে মহা-কৃপার নিদর্শনস্বরূপ, সাজাইয়া রাখিয়াছেন। প্রতিপদে কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বাভিমানে অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া আমরা ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগে সর্ব্বক্ষণ আসক্ত থাকি, কিন্তু মোহিনী বঞ্চনাময়ী মায়া আমাদের সমস্ত সুখ-ভোগকেই দুঃখে পরিণত করায়। তথাপি এই ত্রিতাপ-দুঃখে ক্লিষ্ট দণ্ডিত ও নিষ্পেষিত হইবার কঠোর বিধানের অন্তরালে ভগবানের অতুল দয়া—অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিতা; যেহেতু সংসারে নানা-প্রকার অসংখ্য বাধা-বিঘ্ন-বিপত্তি-বিপাকাদি অসুবিধার ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত ঘটিলে ত্রিতাপ-ক্লেশের মূলকারণ আমাদের ঈশ্বর-বিরোধি স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার ও নিজ-বহির্ম্মুখতার প্রতি ধিক্কার এবং সঙ্গে-সঙ্গে সাংসারিক অভিনিবেশের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা আসে। তখন এই দুঃখময় প্রপঞ্চভোগ হইতে নিবৃত্ত ও নিজের নিত্য-মঙ্গলানুসন্ধানের নিমিত্ত চেষ্টান্বিত হইয়া বিপদবারণ, দুরিত-দলন নিত্যপ্রভু মধুসূদনের পাদপদ্মের অসীম-কৃপা স্মরণ করি। ইহাতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, এই সংসারের প্রতি প্রভুত্ব করিবার বাসনায় ভোগী হইবার চেষ্টা—নিতান্ত নির্ব্বোধের বিচার। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণকারণ কৃষ্ণের স্মরণ এবং স্মরণরূপা সেবাই আমাদের নিত্যধন ও পরম-কল্যাণপ্রদ।

(ভাঃ ২।১।৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—) "এতাবান্ সাংখ্য-যোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া। জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ।" অর্থাৎ 'স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপালন, সাংখ্যজ্ঞান এবং অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা অন্তে নারায়ণ-স্মৃতিই পুরুষের জন্মলাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল।' ২২৬॥

যেমন গৃহস্থাশ্রমস্থিত কোন প্রভুর আশ্রিতা ও পাল্যা দাসীর পুত্র জন্মাবধি প্রভুর সেবা ব্যতীত আর কিছুই জানে না, তদ্রূপ আমাকেও তোমার পাল্য ও রক্ষণীয় দাসী-পুত্র জানিয়া নিত্যকাল তোমার নিষ্কাম সেবায় নিযুক্ত কর; আমি যেন সর্ব্বক্ষণ তোমার অকৈতব-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি এবং তুমি-ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর সেবা করিবার ছলনায় যেন কোন-মুহূর্ত্তে উহার প্রভু না হইয়া পড়ি॥ ২২৭॥

তাহো,—মাতৃগর্ভবাসকালে সেই দুঃখ-জ্বালায় দহনও।

মাতৃগর্ভবাসজনিত নিদারুণ দুঃখজ্বালা সুদুঃসহ লইলেও কৃষ্ণসেবা-সুখময় স্মরণ হয় বলিয়া উহার দহন-জ্বালা-ভোগও উপাদেয় ও বাঞ্ছনীয় মনে করে॥ ২২৯॥

জীবতত্ত্বের সংস্থান,—কৃষ্ণবিস্মৃত, বহির্ম্মুখ বদ্ধ-জীবের দশা বা অবস্থা॥ ২৩১॥

শ্বাসে,—শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে॥ ২৩২॥

জীবের স্বরূপ—নিত্য কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব। বিষ্ণুসেবা-বিমুখ হইবা-মাত্র সে কৃষ্ণের বহিরঙ্গ-শক্তি মোহিনী ছলনাময়ী মায়ার বিক্ষেপণী ও আবরণী বৃত্তিদ্বয়ের অধীন হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বস্তুকে মায়ার আশ্রয়ে মাপিয়া লইবার বৃত্তি—ভোগমূলা ও বঞ্চনাময়ী, সুতরাং উহা অনন্ত-দুঃখের প্রসূতি।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পঃ ১১৭-১১৮, ১২০) "কৃষ্ণ ভুলি"

অজ্ঞরূঢ়িবৃত্ত্যাশ্রিত শিষ্যগণের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ও বোধাভাব-দর্শনে প্রভুর সেইদিন বিদায়-দান—

শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা হাসে শিষ্যগণ।
কেহো বলে,—"হেন বুঝি বায়ুর কারণ॥" ২৫৬॥

শিষ্যবর্গ বলে,—"এবে কেমত্ত বাখান'?"
প্রভু বলে,—"যেন হয় শাস্ত্রের প্রমাণ॥" ২৫৭॥
প্রভু বলে,—"যদি নাহি বুঝহ এখনে।
বিকালে সকল বুঝাইব ভাল মনে॥ ২৫৮॥

সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥ কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥" * * "সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥" (ঐ ২২শ পঃ ১২-১৫, ২৪-২৫, ৩৩, ৩৫, ৩৭, ৪১—) "'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্ম্মুখ। নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি-দুঃখ॥ সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে' তারে। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে॥ কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥ তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়। কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥ * * কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল। এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥ তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ * * 'কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে' একবার। মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে' পার॥ * * মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধিকামী 'সুবুদ্ধি' যদি হয়। গাঢ়ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥ * * অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন। না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ॥ * * কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে। কাম ছাড়ি' দাস' হৈতে হয় অভিলাষে॥" ২৩৩॥

অন্যথা,—পক্ষান্তরে, এতদ্ব্যতীত বিপরীতভাবে।

মায়া-পাপে,—মায়ার প্রভাবে কৃষ্ণবিস্মৃতি ও বৈমুখ্য-ফলে পুঞ্জীভূত লভ্য পাপ-সমুদ্রে॥ ২৩৫॥

কৃষ্ণ-সেবা পরিত্যাগ করিয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি যে কোন চেষ্টা, তাহাই অভক্ত অসৎ জনগণের কর্ত্তাচরণ-মাত্র। তাহারা বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে সীমা-বিশিষ্ট তুচ্ছ বস্তুবিশেষ জ্ঞান করিয়া ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে মাপিতে গিয়া আধ্যক্ষিক হইয়া পড়ে। কৃষ্ণসেবায় রুচিহীন অত্যন্ত দুর্দ্দৈব-গ্রস্ত জীব মায়া-রচিত সংসার-সমুদ্রে ডুবিয়া মরে। জড়-ইন্দ্রিয় দ্বারা মাপিয়া লইবার চেষ্টার মূলে ভগবদ্বৈমুখ্য বা বিস্মৃতি। অক্ষজজ্ঞান সেই বদ্ধ-জীবকে পাপ-পুণ্যের তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া অবশেষে অতল ভব-জলধিতে ডুবাইয়া দিয়া কেবল জন্ম-মরণ-যন্ত্রণা ভোগ করায়।

(ভাঃ ১১।২৬।৩ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তি—) "সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ। তস্যানুগ-স্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ॥"

অর্থাৎ 'শিশ্নোদরতর্পণপ্রিয় অসদ্ব্যক্তির সঙ্গ কখনই করিবে না। সেরূপ লোকের সঙ্গ করিলে অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় অবশ্য অন্ধতম অবস্থায় পতিত হইবে॥' ২৩৫॥

অন্বয়। জন্তুঃ (জীবঃ) যদি শিশ্নোদর-কৃতোদ্যমৈঃ (শিশ্নোদরতর্পণার্থং কৃতঃ অনুষ্ঠিতঃ উদ্যমঃ প্রযত্নঃ যৈঃ তাদৃশৈঃ উপস্থোদরলম্পটৈঃ) অসদ্ভিঃ (অসাধুভিঃ অভক্তৈঃ জনৈঃ) আস্থিতঃ (অধিষ্ঠিতঃ সন্) পথি (তেষাং মার্গে) পুনঃ রমতে (আসক্তঃ ভবতি), যদ্বা, পথি (সন্মার্গে) আস্থিতঃ অপি যদি অসদ্ভিঃ সহ রমতে, তদা (পূর্ব্ববৎ) ("যাতনাদেহ আবৃত্য" (ভাঃ ৩।৩০।২০) ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণ) তমঃ (নরকং) বিশতি (প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ)॥২৩৬॥

অনুবাদ। মানব যদি সৎপথে অবস্থিত হইয়াও, উদরোপস্থলম্পট অসজ্জনগণের সহিত সঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহাকেও পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে অর্থাৎ গলদেশে যমদূতগণ-কর্তৃক পাশবদ্ধ হইয়া নরকে প্রবেশ করিতে হয়॥ ২৩৬॥

আদি ৭ম অঃ ১৩৬ সংখ্যায় অন্বয়, অনুবাদ দ্রষ্টব্য॥২৩৭॥

আদি ৭ম অঃ ১৩৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ২৩৮॥

অতএব হে মাতঃ, সাধুসঙ্গে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের ভজন কর আর মুখে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া হৃদয়ে কৃষ্ণস্মরণ কর। সাধুসঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া অর্থাৎ অসাধুকে সাধুজ্ঞানে তাহার বিচার গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণের ভজন-চেষ্টা করিলে কৃষ্ণসেবার সম্ভাবনা নাই।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-কর্ত্তব্যতা,—(ভাঃ ৩।২৩।৫৫ শ্লোকে কর্দ্দমের প্রতি দেবহূতি-বাক্য—) "সঙ্গো যঃ সংসৃতে-

আমিহ বিরলে গিয়া বসি' পুঁথি চাই।
বিকালে সকলে যেন হই একঠাঁই ॥" ২৫৯ ॥

ছাত্রগণের প্রস্থান ও গঙ্গাদাস-সমীপে প্রভুর কৃষ্ণাভীষ্ট-ব্যাখ্যা ও লীলার বর্ণন এবং পরামর্শ-জিজ্ঞাসা—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
কৌতুকে পুস্তক বান্ধি' করিলা গমন ॥ ২৬০ ॥

সর্ব্ব-শিষ্য গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের স্থানে।
কহিলেন সব—যত ঠাকুর বাখানে ॥ ২৬১ ॥
"এবে যত বাখানেন নিমাঞি-পণ্ডিত।
শব্দ-সনে বাখানেন কৃষ্ণ-সমীহিত ॥ ২৬২ ॥
গয়া হৈতে যাবৎ আসিয়াছেন ঘরে।
তদবধি কৃষ্ণ বই ব্যাখ্যা নাহি স্ফুরে ॥ ২৬৩ ॥

র্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া। স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥"

অর্থাৎ, 'হে মুনিবর, বিষয়সঙ্গ সংসারভয়-নাশক হয় না সত্য, কেননা, আসক্তি অসৎ-বিষয়ে অবুদ্ধিপূর্ব্বক বিধান করিলে সংসারেরই কারণ হয়, কিন্তু তাহাই সাধুপুরুষে বিহিত হইলে নিঃসঙ্গত্বের ফল দেয়।

(ভাঃ ১১।২।৩০ শ্লোকে নবযোগেন্দ্রের প্রতি বিদেহরাজ নিমির উক্তি—) "অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ। সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্ ॥"

অর্থাৎ, 'অতএব হে পবিত্র ঋষিগণ, আপনাদিগকে আমি আত্যন্তিক মঙ্গলসাধন জিজ্ঞাসা করি; যেহেতু এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধ সাধুসঙ্গও মনুষ্যদিগের পরমনিধি লাভ।'

(ভাঃ ৩।২৫।২০ শ্লোকে দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলের উক্তি—) প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ। স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ॥"

অর্থাৎ 'সাধুসঙ্গই এই সকলের মূল, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন,—যে আসঙ্গ—আত্মার অজর পাশ, তাহাই সাধুজনের প্রতি বিহিত হইলে নিরাবরণ মুক্তিদ্বারস্বরূপ হয়।'

(ভাঃ ৪।২২।১৯ শ্লোকে মহারাজ পৃথুর প্রতি শ্রীসনৎকুমারের উক্তি—) "সঙ্গমঃ খলু সাধূনামুভয়েষাঞ্চ সম্মতঃ। যৎসম্ভাষণসংপ্রশ্নঃ সর্ব্বেষাং বিতনোতি শম্ ॥"

অর্থাৎ 'হে মহারাজ, সাধুসঙ্গ, বক্তা ও শ্রোতা, উভয়েরই অভিলষণীয়; কারণ, সাধুগণ সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রশ্ন করেন, তাহাতে সকলেরই মঙ্গল-বিস্তার হয়।'

(ভাঃ ৪।২৯।৪০ শ্লোকে শ্রীপ্রাচীনবর্হির প্রতি শ্রীনারদের উক্তি—) "তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্রপীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি। তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ ॥"

অর্থাৎ 'সেই সাধুসঙ্গম-স্থানে মহাজনগণ-কর্ত্তৃক ভগবান্ বাসুদেবের পবিত্র চরিত্র প্রায়ই কীর্ত্তিত হয়। রাজন্, ভগবানের চরিত্রকথা—সাক্ষাৎ অমৃতবাহিনী নদী; যে সকল ব্যক্তি উপাদেয় অতৃপ্তির সহিত অবহিতকর্ণপুটে ঐ নদী সেবন করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক বা মোহ, কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না।'

(ভাঃ ৪।৩০।৩৩ শ্লোকে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীপ্রচেতোগণের উক্তি—) "যাবৎ তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ। তাবদ্ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে ॥"

অর্থাৎ 'তুমি যে বর-গ্রহণার্থ আদেশ করিতেছ, তাহাতে আমরা এই বর চাহি যে, তোমার মায়া-দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া কর্ম্মবশতঃ এ সংসারে আমরা যাবৎকাল ভ্রমণ করিব, তাবৎকাল যেন জন্মে-জন্মে তোমার প্রসঙ্গ-রত ব্যক্তিগণের সহিত আমাদের সঙ্গ হয়।'

(ভাঃ ২।২।৩৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—) "তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥"

অর্থাৎ 'অতএব হে রাজন্, সর্ব্বাত্মদ্বারা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ভগবান্ হরিরই শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণ কর্ত্তব্য।'

(ভাঃ ৪।২০।২৪ শ্লোকে বৈকুণ্ঠনাথের প্রতি মহারাজ পৃথুর উক্তি—) "ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ। মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ॥"

অর্থাৎ 'হে প্রভো, মোক্ষপদেও যদি মহত্তম-সাধুদিগের হৃদয়াভ্যন্তর হইতে বদনকমলদ্বারা নির্গত আপনার পাদপদ্ম-মকরন্দ প্রাপ্ত হইবার অর্থাৎ আপনার যশঃশ্রবণাদিদ্বারা সুখলাভের সম্ভাবনা না থাকে, তবে ঐ মোক্ষ-পদও আমি কখনও প্রার্থনা করি না। আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, যাহাতে

সর্ব্বদা বলেন 'কৃষ্ণ'—পুলকিত-অঙ্গ।
ক্ষণে হাস্য, হুঙ্কার, করয়ে বহু রঙ্গ ॥ ২৬৪ ॥

প্রতি-শব্দে ধাতু-সূত্র একত্র করিয়া।
প্রতিদিন কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা করেন বসিয়া ॥ ২৬৫ ॥

আপনার যশঃ শ্রবণ করিতে পারি, তন্নিমিত্ত আমাকে সহস্র সহস্র কর্ণ প্রদান করুন।'

(ভাঃ ৫।১২।১৩ শ্লোকে রহূগণের প্রতি অবধূত-ভরতের উক্তি—) "যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথা-বিঘাতঃ। নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষোর্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥"

অর্থাৎ 'হে রাজন্, মহাপুরুষগণের মধ্যে সর্ব্বদা গ্রাম্যকথা-নাশক ভগবদ্‌গুণানুবাদেরই প্রস্তাব হয়, সেই ভগবদ্‌গুণানুবাদ যদি প্রত্যহ শ্রবণ ও কীর্ত্তন-মুখে সেবা করা হয়, তবে তদ্দ্বারাই ভগবৎপ্রতি মুমুক্ষুজনের সদ্বুদ্ধি উদিত হয়।'

(ভাঃ ১০।৫১।৫৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাজর্ষি-মুচুকুন্দের উক্তি—) "ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥"

অর্থাৎ 'হে অচ্যুত, আপনার অনুগ্রহে যখন সংসারি-জনের সংসারান্ত হয়, তখন সাধুর সহিত তাহার সমাগম হয়। যে-সময় সাধুসঙ্গ হয়, সে-সময় সর্ব্ব-দুঃসঙ্গনিবৃত্তির সঙ্গে কার্য্য কারণ-নিয়ন্তা সাধুগণের পরমগতি এবং পরাবরেশ আপনাতে তাহার রতি জন্মে, আপনাতে রতি হইলেই সে তখন মুক্ত হয়।'

(ভাঃ ৬।১১।২৭ শ্লোকে ভগবানের প্রতি বৃত্রের উক্তি—) "মমোত্তমঃশ্লোকজনেষু সখ্যং সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্ম্মভিঃ। ত্বন্মায়য়াত্মাত্মজদারগেহেষ্বাসক্তচিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ ॥"

অর্থাৎ, 'হে নাথ, আমি স্বীয় কর্ম্ম-দ্বারা সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে তোমার ভক্তজনের সহিত আমার সখ্য হউক। ভগবন্, তোমার মায়া-বশতঃ এখন যে-সকল পুত্র-কলত্র দেহ-গেহে আমার চিত্ত আসক্ত, পুনরায় যেন ঐ-সকল বস্তুতে আসক্ত না হয়।'

(ভাঃ ৩।২৫।২৫ শ্লোকে মাতা-দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলের উক্তি—) "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥"

অর্থাৎ 'সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক শুদ্ধহৃদয়-কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক যে-সকল বাক্য আলোচিত হয়, প্রীতির সহিত সেইসকল কথার সেবন-ফলে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্ম স্বরূপ আমাতে যথাক্রমে—প্রথমে শ্রদ্ধা বা সাধন-ভক্তি, পরে রতি বা ভাব-ভক্তি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হয়।'

(ভাঃ ১।২।১৪ এবং ১৬-১৮ শ্লোকে শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি শ্রীসূত-গোস্বামীর উক্তি—) "তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যশঃ ॥" * * "শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথা-রুচিঃ। স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥ শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ। হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥ নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত-সেবয়া। ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥"

অর্থাৎ, 'অতএব ভক্তি-প্রধান ধর্ম্মই নিত্যানুষ্ঠেয় হওয়ায় একাগ্রমনে ভক্তবৎসল বাসুদেবের নিত্যকাল শ্রবণ, কীর্ত্তন, মনন এবং অর্চ্চনই কর্ত্তব্য।' * * 'হে বিপ্রগণ, শ্রদ্ধাবান্ ও শ্রবণরূপ সেবনে অভিলাষী ব্যক্তি মহতের সেবা ও পুণ্যতীর্থের (বৈষ্ণব-গুরুর) নিষেবণাদি-দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া ক্রমশঃ বাসুদেবের কথায় রুচিবিশিষ্ট হন। অপ্রাকৃত-শ্রবণীয় ও কীর্ত্তনীয় সজ্জন-সুহৃদ্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ-কথা-শ্রবণকারী ব্যক্তি-গণের হৃদয়স্থ হইয়া হৃদ্গত সমস্ত অশুভ কামাদি-বাসনা বিনষ্ট করেন। নিত্যকাল ভাগবত-সেবা-দ্বারা অশুভসকল নষ্ট হইলে উত্তমঃশ্লোক ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি উদিত হয় ॥' ২৪০ ॥

ভগবৎসেবনোদ্দেশ্য-রহিত হইয়া যে পুণ্য সৎকর্ম্ম সাধিত হয়, তদ্দ্বারা কর্ম্মকর্ত্তার কোন ফললাভ হয় না। ভক্তিহীন-কর্ম্মই পরহিংসাময় অর্থাৎ যে-স্থলে ভক্তির অভাব, সে-স্থলে সকল অনুষ্ঠানই পরহিংসায় পর্য্যবসিত হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞান—ভক্তির মুখ-নিরীক্ষক মাত্র, কিন্তু ভক্তি—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ, —কাহারও সাহায্য-প্রার্থিনী নহেন, স্বয়ংই স্বাধীনা ও নিরপেক্ষা। ভক্তির অনুষ্ঠানে পরহিংসার সম্ভাবনা নাই অর্থাৎ ভগবৎসেবায় উন্মুখ হইলে সেবকের ভগবৎকর্ম্মে কোনরূপ পরহিংসা-চেষ্টা থাকিতে পারে না।

এবে তান বুঝিবারে না পারি চরিত।
কি করিব আমি-সব ?—বলহ, পণ্ডিত !" ২৬৬ ॥

ছাত্রগণের অভিযোগ-শ্রবণে গঙ্গাদাসপণ্ডিতের হাস্য ও তাহাদিগকে সান্ত্বনা—

উপাধ্যায়শিরোমণি বিপ্র গঙ্গাদাস।
শুনিয়া সবার বাক্য উপজিল হাস ॥ ২৬৭ ॥
ওঝা বলে, —"ঘরে যাহ, আসিহ সকালে।
আজি আমি শিক্ষাইব তাঁহারে বিকালে ॥২৬৮॥
ভাল মত করি' যেন পড়ায়েন পুঁথি।
আসিহ বিকালে সব তাঁহার সংহতি ॥" ২৬৯ ॥

অপরাহ্ণে ছাত্রগণ-সহ প্রভুর গঙ্গাদাস-সমীপে আগমন—

পরম-হরিষে সবে বাসায় চলিলা।
বিশ্বম্ভর-সঙ্গে সবে বিকালে আইলা ॥ ২৭০ ॥

প্রভু ও গঙ্গাদাসপণ্ডিতের পরস্পর ব্যবহার—

গুরুর চরণ-ধুলি প্রভু লয় শিরে।
"বিদ্যালাভ হউ"—গুরু আশীর্ব্বাদ করে ॥২৭১॥

বহির্ম্মুখকর্ম্ম-নিন্দা,—(ভাঃ ৩।২৩।৫৬ শ্লোকে মাতা-দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলের উক্তি—) "নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥"

অর্থাৎ 'ইহ-সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম, ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রৈবর্গিক-ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার যাহার সেই বৈরাগ্য তীর্থপদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্য্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার প্রাণধারণ—বৃথা।'

(ভাঃ ১।২।৮ শ্লোকে শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি শ্রীসূত-গোস্বামীর উক্তি—) "ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥"

অর্থাৎ 'যদি মানবগণের বর্ণাশ্রমপালনরূপ-স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও তাহা বিষ্ণু-বৈষ্ণবের মহিমাময়ী কথার শ্রবণ-কীর্ত্তনে রুচি উৎপাদন না করে, তবে ঐরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান নিশ্চয়ই কেবল বৃথা শ্রম-মাত্র।'

(ভাঃ ১।৫।১২ শ্লোকে শ্রীব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি—) "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞান-মলং নিরঞ্জনম্। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥"

অর্থাৎ 'নিষ্কর্ম্মের ভাবই নৈষ্কর্ম্ম্য [illegible]ত কর্ম্মকাণ্ডের বিচিত্রতা নাই; সুতরাং উহা একাকার-স্বরূপ। ঐরূপ কর্ম্মবিচিত্রতা-হীন নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞান স্থূল-লিঙ্গ-দেহে আত্ম-বুদ্ধিরূপ ঔপাধিক ধর্ম্মের নিবর্ত্তক হইলেও যখন অচ্যুতভাব-হীন অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি-রহিত হইলে শোভা পায় না, তখন সাধন ও সিদ্ধিকালে দুঃখরূপ কাম্যকর্ম্ম এবং অকাম্যকর্ম্ম যদি ভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল কর্ম্ম কি প্রকারে শোভা পাইতে পারে ?'

(গীতায় ৯।২১ শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—) "তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥"

অর্থাৎ 'কর্ম্মিগণ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম-ফলে স্বর্গ লাভ করে। তথায় প্রভূত সুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্য-লোকে আগমন করে। এইরূপ কামকামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত হইয়া সংসারে পুনঃপুনঃ গমনাগমন করিতে থাকে।'

(মুণ্ডকে ১।২।৭—) "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টা-দশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥"

অর্থাৎ 'যজ্ঞেশ্বর-বিষ্ণুর উদ্দেশে যাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাদৃশ যজ্ঞরূপ প্লব (তরণী)—ভব-সমুদ্রোত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে; কেন না, ঐ সকল যজ্ঞ-মধ্যে ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হইয়া কেবলমাত্র অষ্টাদশপুরুষোক্ত কর্ম্ম বর্ত্তমান বলিয়া উহা অপকৃষ্ট। যে-সকল অবিবেকি-ব্যক্তি উহাকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়া অভিনন্দন করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।'

(মুণ্ডক ১।২।৯—) "যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥"

অর্থাৎ 'কর্ম্মিগণ কর্ম্মে অনুরাগবশতঃ প্রকৃত-অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ। এইজন্য তাহারা অত্যন্ত ফলভোগাতুর হইয়া কর্ম্মফলে যে স্বর্গাদি-লোক লাভ করে, পুণ্যক্ষয় হইলে সেইস্থান হইতে পুনরায় চ্যুত হয়।' ২৪০ ॥

গঙ্গাদাস-কর্ত্তৃক প্রভুর বংশ-পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিগত প্রশংসা—

গুরু বলে,—"বাপ বিশ্বম্ভর! শুন বাক্য।
ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন নহে অল্প ভাগ্য ॥ ২৭২ ॥
মাতামহ যাঁর—চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
বাপ যাঁর—জগন্নাথ-মিশ্রপুরন্দর ॥ ২৭৩ ॥
উভয়-কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার।
তুমিও পরম-যোগ্য ব্যাখ্যানে টীকার ॥ ২৭৪ ॥

ব্রাহ্মণের সর্ব্বোত্তম ও একমাত্র কৃত্য অধ্যয়ন-প্রশংসা-মুখে প্রভুকে উপদেশ—

অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্তি হয়।
বাপ-মাতামহ কি তোমার 'ভক্ত' নয়? ২৭৫ ॥
ইহা জানি' ভালমতে কর' অধ্যয়ন।
অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ॥ ২৭৬ ॥
ভদ্রাভদ্র মূর্খ দ্বিজ জানিবে কেমনে?
ইহা জানি' কৃষ্ণ' বল, কর' অধ্যয়নে ॥ ২৭৭ ॥
ভালমতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পড়াও।
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর',—মোর মাথা খাও ॥" ২৭৮ ॥

পরবিদ্যাপতি প্রভুর নির্ভীক অহঙ্কারোক্তি ও আত্মসমর্থন—

প্রভু বলে,—"তোমার দুই-চরণ-প্রসাদে।
নবদ্বীপে কেহ মোরে না পারে বিবাদে ॥ ২৭৯ ॥
আমি যে বাখানি সূত্র করিয়া খণ্ডন।
নবদ্বীপে তাহা স্থাপিবেক কোন্ জন? ২৮০ ॥

মিলায়,—সংযুক্ত, নিমগ্ন, সাক্ষাৎকার-প্রাপ্ত হইলেন,—গলিয়া গেলেন ॥ ২৪১ ॥

ভোজনকালে, নিদ্রাকালে ও জাগ্রত-অবস্থায় সকল-সময়েই সকল অবস্থায় প্রভু কেবলমাত্র কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলার বা কৃষ্ণকথার কীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই উচ্চারণ বা প্রয়াস করিতেন না। গৌরনাগরী প্রভৃতি অপসাম্প্রদায়িক-গণ বলেন যে, গৃহি-গৌরাঙ্গ গৃহব্রতদিগকে কেবলমাত্র গৃহ-মেধ-যজ্ঞেরই উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে গ্রন্থকার ঠাকুর-শ্রীবৃন্দাবনদাস আশ্রয়ভাব-বিভাবিত প্রভুর অন্য কোন প্রকার কৃত্যের বা প্রচেষ্টার বর্ণন করিতেছেন না ॥ ২৪২ ॥

সর্ব্বগণে—মন,—ভক্তবর্গ মনে মনে আলোচনা, অনুমান বা বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ২৪৩ ॥

এক্ষণে সমগ্র-বিশ্বে কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা বিশ্বম্ভর-কর্ত্তৃক কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার-সূর্য্যের উদয়ে অভক্ত সমাজ কর্ত্তৃক উপদ্রুত ও উপহসিত ভক্তগণের পূর্ব্ব মনঃকষ্ট বিনষ্ট এবং ভক্তি-বিরোধি-পাষণ্ডিগণের দলন-লীলা আরব্ধ হইল ॥ ২৪৬ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর মহাভাগবত-বৈষ্ণবের লীলা প্রকাশ করিয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসম্বন্ধি-কার্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন। সাধারণ কৃষ্ণবিস্মৃত প্রাকৃত লোক যেরূপ জড়-প্রত্যক্ষাদি-জ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া কৃষ্ণদর্শনাভাবে কৃষ্ণেতর ভোগ-ভূমিকারূপ এই প্রাপঞ্চিক জগৎ দর্শন করে, মহাপ্রভু তদ্রূপ ভোক্তৃ-অভিমানে ভোগ্য-দর্শনের আদর্শ না দেখাইয়া কৃষ্ণবিমুখ ও বিস্মৃত বদ্ধজীবের পরিলক্ষিত এই প্রাণি-জগৎ ও জড়-জগৎকে কৃষ্ণসেবোন্মুখ মহা-ভাগবত-বৈষ্ণবের সচ্চিদানন্দ-কৃষ্ণময়ী দৃষ্টিতে দর্শন করিলেন। প্রত্যেক ভূত-হৃদয়ে উপাস্য বস্তু সশক্তিক কৃষ্ণের বিলাস প্রতীত হইতে লাগিল, সুতরাং বদ্ধ বিমুখ বিস্মৃত-জীবের ন্যায় অচিৎ জড়-পরমাণুর ব্যবধান দর্শন না করায় সর্ব্বত্র তুরীয় বৈকুণ্ঠ-গোলোক-দর্শনে তদ্রূপ-বৈভব-সমূহ তাঁহাকে কৃষ্ণেতর ভোগসেবা-বিলাস-দর্শনে বাধা দিল না।

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ ২৭৪—) "স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব-মূর্ত্তি ॥"

(ভাঃ ১১।২।৪৫, ৪৯-৫৪ শ্লোকে বিদেহরাজ-নিমির প্রতি নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীহরির উক্তি—) "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যে-দ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥"

অর্থাৎ 'যিনি নিখিল-বস্তুতে সর্ব্বভূতের নিয়ন্তৃরূপে অধিষ্ঠিত পরমাত্মার ভগবদ্ভাব-বিলাস দর্শন করেন এবং পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীহরিতে চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য দর্শন করেন তিনিই 'উত্তম ভাগবত'।'

"দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ। সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥"

অর্থাৎ 'সংসারে থাকিয়াও দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ইত্যাদি সংসারধর্ম্মে যিনি মোহিত অর্থাৎ আসক্ত হন না, সর্ব্বদা হরিস্মৃতি-দ্বারা কুশলে থাকেন, তিনিই 'ভাগবতপ্রধান'।'

"ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ। বাসুদেবৈক-নিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥"

নগরে বসিয়া এই পড়াইমু গিয়া।
দেখি,—কার্ শক্তি আছে, দূষুক আসিয়া?"২৮১

তচ্ছ্রবণে গঙ্গাদাসের হর্ষ, প্রভুর বিদায়গ্রহণ—

হরিষ হইলা গুরু শুনিয়া বচন।
চলিলা গুরুর করি' চরণ বন্দন॥ ২৮২॥

গ্রন্থকারকর্ত্তৃক গঙ্গাদাসপণ্ডিতের মহা-সৌভাগ্য-প্রশংসা—

গঙ্গাদাসপণ্ডিত-চরণে নমস্কার।
বেদপতি সরস্বতীপতি—শিষ্য যাঁর॥ ২৮৩॥

আর কিবা গঙ্গাদাসপণ্ডিতের সাধ্য?
যাঁর শিষ্য—চতুর্দ্দশভুবন-আরাধ্য॥ ২৮৪॥

ছাত্রবেষ্টিত প্রভুর উপমা—

চলিলা পড়ুয়া-সঙ্গে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তারকা বেষ্টিত যেন পূর্ণ-শশধর॥ ২৮৫॥

গঙ্গাতটে জনৈক পৌরজন-গৃহে বসিয়া প্রভুর স্বকৃত ব্যাখ্যায় গর্ব্বোক্তি ও আত্মশ্লাঘা—

বসিলা আসিয়া নগরিয়ার দুয়ারে।
যাঁহার চরণ—লক্ষ্মীহৃদয়-উপরে॥ ২৮৬॥

অর্থাৎ 'যিনি কৃষ্ণে অবস্থিত হইয়া শান্ত হন এবং কাম-কর্ম্মবীজ যাঁহার চিত্তে উদ্ভূত হয় না, তিনিই 'ভাগবতোত্তম'।

"ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ। সজ্জতে-ঽস্মিন্নহম্ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥"

অর্থাৎ 'পুরুষের এই জড়দেহে জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণাশ্রম বা জাতিদ্বারা 'অহং'-ভাব উৎপন্ন না হয়, তিনিই 'হরির প্রিয়পাত্র'।'

"ন যস্য স্বঃ-পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা। সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥"

অর্থাৎ 'যাঁহার বিত্তে ও দেহে 'স্ব' ও 'পর'—এরূপ ভেদ নাই, যিনি সর্ব্বভূতে সম ও শান্ত, তিনিই ভাগবতোত্তম।'

"ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ। ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥"

অর্থাৎ 'হরিগতচিত্ত ব্রহ্মাদি দেবগণও যে-কৃষ্ণের অন্বেষণ করেন, যিনি ত্রিভুবন-প্রাপ্তির লোভেও সেই কৃষ্ণের পদারবিন্দ হইতে লব অর্থাৎ নিমিষার্দ্ধও বিচলিত না হইয়া অকুণ্ঠস্মৃতি থাকেন, তিনিই 'বৈষ্ণবাগ্রগণ্য'।'

"ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা-নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে। হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ॥"

অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণের উরুবিক্রম পাদপদ্মের নখমণিচন্দ্রিকাদ্বারা যাঁহার হৃদয়ের তাপ দূর হইয়াছে, তাঁহার আর দুঃখ কি? সূর্য্যতাপতপ্ত ব্যক্তি দিবাবসানে চন্দ্রকিরণ পাইলে তাঁহার কি আর তাপক্লেশ থাকে?' ২৪৮॥

সিদ্ধ বর্ণ-সমাম্নায়,—কলাপ বা কাতন্ত্র-ব্যাকরণের প্রথম সূত্র—"সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ" অর্থাৎ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের পাঠ-ক্রম—চির-প্রসিদ্ধ। প্রভুর ছাত্রগণ কলাপ-ব্যাকরণের প্রথম সূত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, বর্ণপাঠ-রীতি ত' সুপ্রসিদ্ধ? তদুত্তরে প্রভু বলিলেন যে, সকল বর্ণ নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত-চিন্ময়ী পরমুখ্যা বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে নারায়ণকেই প্রতিপাদন করেন। আরোহ-পন্থী বা অধিরোহবাদী বর্ণের অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তির সাহায্যে শব্দশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, কিন্তু প্রভু অবতার-বিচার অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক-বর্ণকেই ভগবদ্-বাচক বলিয়া জানাইলেন। প্রত্যেক বর্ণকে অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তির সাহায্যে মাপিতে গেলে বদ্ধজীব নারায়ণেতর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের উদ্দেশ লাভ করে, কিন্তু বর্ণের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি, প্রত্যেক বর্ণই যে সাক্ষাৎ মূর্ত্তবর্ণবিগ্রহ নারায়ণ,—ইহাই প্রতিপাদন করে। অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি আধ্যক্ষিক-জ্ঞানীকে প্রজল্পী করিয়া তুলে, আর সাক্ষাৎ স্বপ্রকাশ বাচ্যবস্তু শ্রীনারায়ণ বর্ণদ্বারা আপনাকে প্রকটিত করিয়া জীবকে হরিকীর্ত্তনকারী করা'ন॥ ২৫২॥

ছাত্রগণের বর্ণসিদ্ধির কারণ জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভু বলিলেন যে, বাচ্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের নিরীক্ষণ-হেতু অর্থাৎ কৃষ্ণের অভিন্ন পূর্ণ-শুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত বাচক, ব্যঞ্জক বা সূচক অথবা দ্যোতক হওয়ায় প্রত্যেক বর্ণই নিত্যসিদ্ধ॥ ২৫৩॥

উচিত,—যথার্থ, যুক্তি বা ন্যায়-সঙ্গত॥ ২৫৪॥

সম্যক্ আম্নায়,—"আমনতি উপদিশতি বিষ্ণোঃ পরমং পদম্; আম্নায়তে সম্যগভ্যস্যতে মুনিভিরসৌ, আম্নায়তে উপদিশ্যতে পরধর্ম্মোঽনেনেতি অম্নায়ঃ 'বেদঃ'"; সমাম্নায়।

যোগপট্ট-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
সূত্রের করয়ে প্রভু খণ্ডন স্থাপন ॥ ২৮৭ ॥

প্রভু বলে,—"সন্ধিকার্য্য-জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে 'ভট্টাচার্য্য'-পদবী তাহার ॥ ২৮৮ ॥

ভাঃ ১০।৪৭।৩৩ শ্লোকে 'সমাম্নায়'-শব্দে শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত টীকায়—"সমাম্নায়ো বেদঃ"।

(গীতায় ১৫।১৫ শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তি—) "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥"

অর্থাৎ 'আমিই সর্ব্বজীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত; আমা-হইতেই জীবের কর্ম্মফলানুসারে স্মৃতিজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞানের ভ্রংশ ঘটে; আমিই সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদান্ত-কর্ত্তা এবং বেদান্ত-বিৎ।'

(ভাঃ ১২।১৩।১ শ্লোকে শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি শ্রীসূত-গোস্বামীর উক্তি—) "যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈর্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ। ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥"

অর্থাৎ 'ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুদ্গণ দিব্যস্তবে যাঁহাকে স্তব করেন, অঙ্গ পদক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদসকল যাঁহার গান করিয়া থাকেন, সমাধি-অবস্থায় তদ্গত-চিত্ত হইয়া যোগিগণ যাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই পরম-দেব শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।'

(ভাঃ ১১।২১।৪২-৪৩ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—) "কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ। ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥ মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে ত্বহম্। এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্। মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥"

অর্থাৎ 'কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যসমূহদ্বারা শ্রুতি কাহাকে বিধান করেন, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যসমূহদ্বারা শ্রুতি কাহাকে প্রকাশ করেন এবং পরিণামে নিষেধ করিবার উদ্দেশে কোন্ বিষয়েরই বা প্রস্তাব করেন?—ইত্যাদি বেদবাণীর তাৎপর্য্য আমি-ব্যতীত আর অন্য কেহই জানে না। এ বিষয় অত্যন্ত নিগূঢ় হইলেও এক্ষণে তোমার প্রতি কৃপা করিয়া বলিতেছি যে, সেই বেদবাণী কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপে আমাকেই বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে তত্তদ্দেবতা-রূপে আমাকেই প্রকাশ করে, আর আকাশাদি প্রপঞ্চের উল্লেখপূর্ব্বক পুনরায় যে উহা নিরাকরণ করেন, তাহাও আমি-ব্যতীত পৃথক্-সত্তাক নহে,—ইহাই সকল-বেদের তাৎপর্য্য; অর্থাৎ শব্দশাস্ত্র বেদ পরমার্থভূত বাস্তব-বস্তু আমাকেই আশ্রয়পূর্ব্বক জড়ভেদকে মায়ামাত্ররূপে প্রস্তাব করিয়া পরিশেষে উহার নিষেধানন্তর চিন্মাত্র-ব্রহ্মজ্ঞানকে অতিক্রমপূর্ব্বক চিদ্-বিলাসবৈকুণ্ঠবৈচিত্র্য-বর্ণনে পর্য্যবসিত হইয়াই প্রসন্না হন।'

(হরিবংশে—) "বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥"

অর্থাৎ 'বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে,—সর্ব্বত্র একমাত্র শ্রীহরিই কীর্ত্তিত হন ॥ ২৫৫

ছাত্রগণ প্রভুকে বলিলেন,—'আপনি এখন কিরূপ অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিলেন!' প্রভু তদুত্তরে বলিলেন,—'শাস্ত্রের যেরূপ সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি, তদ্রূপই আমি ব্যাখ্যা করিয়াছি॥' ২৫৭॥

পুঁথি চাই বা চিন্তি,—গ্রন্থ অনুশীলন করি ॥ ২৫৯ ॥

সমীহিত,—(সম্+ঈহিত), সম্পূর্ণ, অভীষ্ট, অভিপ্রেত, অভিলষিত, তাৎপর্য্য ॥ ২৬২ ॥

পরমযৌগিক-বৃত্তির সাহায্যে প্রত্যেক-শব্দের ধাতু অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক প্রকৃতি ও তত্তৎ-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-সাধকসূত্র সংযোগ করিয়া তাহার কৃষ্ণতাৎপর্য্যপর ব্যাখ্যা করেন ॥ ২৬৫॥

আমার উপদেশানুসারে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বিচারপূর্ব্বক তুমি ভগবদ্ভক্তির বিচার রাখিয়া দিয়া এখন শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে মনোনিবেশ কর। শাস্ত্রপাঠ-ফলেই তুমি বা তোমার ছাত্রগণ প্রকৃত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-শব্দবাচ্য হইবে। সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিলেই অর্থাৎ স্বাধ্যায়-দ্বারাই বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। আচার্য্যের নিকট হইতে সংস্কার লাভ না করিয়া স্বাধ্যায়ে উদাসীন হইলে বিষ্ণুভক্তি নিরূপণে বিশৃঙ্খলতা আসিতে পারে।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ ৬৫—) "শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর। 'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয় সংসার ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লঃ—) "শাস্ত্রযুক্তৌ চ নিপুণঃ

শব্দ-জ্ঞান নাহি যার, সে তর্ক বাখানে।
আমারে ত' প্রবোধিতে নারে কোন-জনে ॥ ২৮৯ ॥
যে আমি খণ্ডন করি, যে করি স্থাপন।
দেখি,—তাহা অন্যথা করুক কোন্ জন ?" ২৯০ ॥

প্রভু-কৃত ব্যাখ্যা-খণ্ডনে সকল-পণ্ডিতেরই অসামর্থ্য-

এইমত বলে বিশ্বম্ভর বিশ্বনাথ।
প্রত্যুত্তর করিবেক, হেন শক্তি কা'ত ? ২৯১ ॥
গঙ্গা দেখিবারে যত অধ্যাপক যায়।
শুনিয়া, সবার অহঙ্কার চূর্ণ হয় ॥ ২৯২ ॥
কার্ শক্তি আছে বিশ্বম্ভরের সমীপে।
সিদ্ধান্ত দিবেক,—হেন আছে নবদ্বীপে ? ২৯৩ ॥

রাত্রিতে বহুক্ষণ-যাবৎ প্রভুর নিজানুরূপ-ব্যাখ্যা—

এইমত আবেশে বাখানে' বিশ্বম্ভর।
চারি-দণ্ড রাত্রি, তবু নাহি অবসর ॥ ২৯৪ ॥

মহাভাগ্যবান্ ভাগবত-পাঠক রত্নগর্ভ-আচার্য্য ও তৎপুত্রগণের পরিচয়—

দৈবে আর এক নগরিয়ার দুয়ারে।
এক মহাভাগ্যবান্ আছে বিপ্রবরে ॥ ২৯৫ ॥
রত্নগর্ভ আচার্য্য' বিখ্যাত তাঁর নাম।
প্রভুর পিতার সঙ্গী, জন্ম—এক গ্রাম ॥ ২৯৬ ॥
তিন পুত্র তাঁর কৃষ্ণপদ-মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ-কবিচন্দ্র ॥ ২৯৭ ॥

রত্নগর্ভের ভাগবত-শ্লোক-পঠন—

ভাগবত পরম আদরে' দ্বিজবর।
ভাগবত-শ্লোক পড়ে করিয়া আদর ॥ ২৯৮ ॥

যাজ্ঞিকবিপ্র-পত্নীগণের কৃষ্ণরূপ-দর্শন—

তথাহি (ভাঃ ১০।২৩।২২)—

"শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেষমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্ ॥" ২৯৯ ॥

তচ্ছ্রবণে প্রভুর প্রেম-মূর্চ্ছা—

ভক্তিযোগে শ্লোক পড়ে পরম-সন্তোষে।
প্রভুর কর্ণেতে আসি' করিল প্রবেশে ॥ ৩০০ ॥
ভক্তির প্রভাব মাত্র শুনিলা থাকিয়া।
সেইক্ষণে পড়িলেন মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ ৩০১ ॥

সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ ॥" ২৭৬ ॥

ভদ্রাভদ্র,—ভদ্র (শ্রেয়ঃ) ও অভদ্র (প্রেয়ঃ), ভালমন্দ, হিতাহিত, শুভাশুভ, উচিতানুচিত।

শাস্ত্রাধ্যয়ন-বর্জ্জিত মূর্খ ব্যক্তি ব্রাহ্মণব্রুব হইলেও ভাল-মন্দ বিচার করিবার যোগ্য বা উপযুক্ত নহে। সুতরাং তোমার আদেশে শাস্ত্রাধ্যয়নে অমনোযোগী হইয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিলেও উচিতানুচিত বুঝিতে পারিবে না ॥ ২৭৭ ॥

ব্যতিরিক্ত,—বিপরীত, বিরুদ্ধ, স্বতন্ত্র, পৃথক্, ভিন্ন।

'মাথা খাও'—(বঙ্গদেশে) শপথার্পণ-বিশেষ, সর্ব্বনাশের কারণ হইবে ॥ ২৭৮ ॥

আদি ১০ম অঃ ১৬—১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৭৯-২৮১ ॥

বেদপতি সরস্বতী-পতি,—ভাঃ ১১।২১।২৬-৪৩ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি দ্রষ্টব্য ॥ ২৮৩ ॥

আর কিবা সাধ্য ?—অন্য কোন্ শ্রেষ্ঠতর অভীষ্ট প্রাপ্য-বস্তু আছে ? ২৮৪ ॥

যোগপট্ট-ছান্দে,—আদি ১০ম অঃ ১২শ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য ॥ ২৮৭ ॥

আদি ১০ম অঃ ৪২—৪৫ এবং ১২শ অঃ ২৭১—২৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২১৮-২৯০ ॥

কৃষ্ণানন্দ,—গঙ্গাদাসপণ্ডিতের জনৈক প্রধান ছাত্রবিশেষ (আদি ৮ম অঃ ৩০ সংখ্যা), এবং জগাই-মাধাইর উদ্ধারান্তে স্বগণসহ প্রভুর গঙ্গায় জলক্রীড়া-কালে যোগদান (মধ্য ১৩শ অঃ ৩৩৭), এবং 'নিত্যানন্দগণ'—চৈঃ চঃ আদি ১১শ পঃ ৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

জীব (পণ্ডিত),—(অন্ত্য ৫ম অঃ) "মহাভাগ্যবান্ জীব-পণ্ডিত উদার। যাঁর ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহার ॥" (চৈঃ চঃ আদি ১১শ পঃ ৪৪ সংখ্যায় –) "শ্রীজীবপণ্ডিত নিত্যানন্দ-গুণ গায়।" ইঁনি কৃষ্ণলীলায় ব্রজের ইন্দিরা,—গৌঃ গঃ ১৬৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

যদুনাথ-কবিচন্দ্র,—(অন্ত্য ৫ম অঃ) "যদুনাথ-কবিচন্দ্র প্রেম-রসময়। নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহার হৃদয় ॥" (চৈঃচঃআদি ৩৫)

ছাত্রগণের বিস্ময়—

সকল পড়ুয়াবর্গ বিস্মিত হইলা।
ক্ষণেক-অন্তরে প্রভু বাহ্য-প্রকাশিলা ॥ ৩০২ ॥

বাহ্যজ্ঞান-লাভান্তে প্রভুর কৃষ্ণনাম-তৃষ্ণা ও শ্লোক-পাঠার্থ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ—

বাহ্য পাই' 'বল বল' বলে বিশ্বম্ভর।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধরণী-উপর ॥ ৩০৩ ॥
প্রভু বলে,—"বল বল"; বলে বিপ্রবর।
উঠিল সমুদ্র কৃষ্ণ-সুখ মনোহর ॥ ৩০৪ ॥

প্রভুর অশ্রু-কম্প-পুলক-দর্শনে বিপ্রের শ্লোক-পাঠ—

লোচনের জলে হৈল পৃথিবী সিঞ্চিত।
অশ্রু-কম্প-পুলক-সকল সুবিদিত ॥ ৩০৫ ॥
দেখে বিপ্রবর, তাঁর পরম-আনন্দ।
পড়ে ভক্তি-শ্লোক ভক্তি-সনে করি' রঙ্গ ॥ ৩০৬

প্রভুর আলিঙ্গন-ফলে বিপ্রের ক্রন্দন ও প্রেমবন্ধন—

দেখিয়া তাহান ভক্তিযোগের পঠন।
তুষ্ট হই' প্রভু তানে দিলা আলিঙ্গন ॥ ৩০৭ ॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠনায়কের আলিঙ্গন।
প্রেমে পূর্ণ রত্নগর্ভ হইলা তখন ॥ ৩০৮ ॥
প্রভুর চরণ ধরি' রত্নগর্ভ কান্দে।
বন্দী হৈলা দ্বিজ চৈতন্যের প্রেম-ফান্দে ॥ ৩০৯ ॥

বিপ্রের শ্লোকপঠন ও প্রভুর তন্নিমিত্ত পুনঃ অনুরোধ—

পুনঃ পুনঃ পড়ে শ্লোক প্রেমযুক্ত হৈয়া।
"বল বল" বলে প্রভু হুঙ্কার করিয়া ॥ ৩১০ ॥

নাগরিকগণের বিস্ময় ও প্রণাম—

দেখিয়া সবার হৈল অপরূপ-জ্ঞান।
নগরিয়া সব দেখি' করে পরণাম ॥ ৩১১ ॥

শ্লোকপঠনে প্রভু-মর্মজ্ঞ গদাধরের নিষেধাজ্ঞা—

"না পড়িহ আর" বলিলেন গদাধর।
সবে বসিলেন বেড়ি' প্রভু-বিশ্বম্ভর ॥ ৩১২ ॥

প্রভুর বাহ্যজ্ঞান-লাভ ও স্ব-কৃতানুষ্ঠান-জিজ্ঞাসা—

ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি গৌর-রায়।
"কি বল, কি বল"—প্রভু জিজ্ঞাসে সদায় ॥৩১৩॥
প্রভু বলে, —"কি চাঞ্চল্য করিলাঙ আমি?"
পড়ুয়া-সকল বলে, —"কৃতকৃত্য তুমি ॥ ৩১৪ ॥

তদুত্তরে ছাত্রগণের তদ্বর্ণনা-শক্তি-জ্ঞাপন—

কি বলিতে পারি আমা'সবার শকতি ॥"
আপ্তগণে নিবারিল,—"না করিহ স্তুতি ॥"৩১৫ ॥

"মহাভাগবত যদুনাথ-কবিচন্দ্র। যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥" ২৯৭ ॥

ক্ষুধার্ত্ত গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট অন্ন প্রার্থনা করায় তিনি তাঁহাদিগকে নিকটবর্ত্তী আঙ্গিরস-যজ্ঞানুষ্ঠানরত যাজ্ঞিকবিপ্রগণের নিকট প্রেরণ করিলে উহারা শ্রীকৃষ্ণে মর্ত্ত্য বুদ্ধিবশে তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিল। গোপবালকগণ নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পুনরায় সেই বিপ্রগণের পত্নীদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণগুণশ্রবণাকৃষ্টা সেই বিপ্রপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রার্থনা-শ্রবণে তন্নিমিত্ত চতুর্ব্বিধ প্রচুর ভোজ্য সঙ্গে লইয়া সাগর-গামিনী নদীর ন্যায় অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তিসহকারে পতি, ভ্রাতা ও বন্ধুগণের নিষেধসত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আসিয়া তাঁহাকে এইরূপ দর্শন করিলেন,—

অন্বয়। শ্যামং (শ্যামবর্ণং) হিরণ্যপরিধিং (হিরণ্যবৎ পরিধিঃ পরিধানং যস্য তং পীতাম্বরমিত্যর্থঃ) বনমাল্যবর্হধাতু-প্রবালনটবেষং (বনমাল্যৈঃ বর্হৈঃ ময়ূরপুচ্ছৈঃ ধাতুভিঃ প্রবালৈশ্চ নটবদ্বেষঃ যস্য তম্) অনুব্রতাংসে (অনুব্রতস্য সখ্যুঃ অংসে স্কন্ধে) বিন্যস্তহস্তং (বিন্যস্তঃ নিহিতঃ হস্তঃ যেন তম্) ইতরেণ (অপরহস্তেন) অব্জং (লীলাকমলং) ধুনানং (ভ্রাময়ন্তং) কর্ণোৎপলালক-কপোলমুখাব্জহাসং (কর্ণয়োরুৎপলে যস্য, অলকাঃ কপোলয়োঃ যস্য, মুখাব্জে হাসঃ যস্য, তাদৃশং 'সাগ্রজং শ্রীকৃষ্ণং (যাজ্ঞিকবিপ্রাণাং) স্ত্রিয়ঃ দদৃশুঃ, ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥

অনুবাদ। যাজ্ঞিক বিপ্রপত্নী দেখিলেন,—কৃষ্ণের বর্ণ শ্যামল, পরিধানে হেমাভ পীতবসন; তিনি—বনমালা, শিখিপুচ্ছ, ধাতু ও প্রবালাদিদ্বারা নটবর-বেষে সজ্জিত হইয়া এক (বাম)-হস্ত প্রিয়সখার স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক অন্য (দক্ষিণ)-হস্তে লীলা-কমল সঞ্চালন করিতেছেন। তাঁহার কর্ণদ্বয়ে পদ্ম-যুগল, গণ্ডদ্বয়ে অলকাবলী ও মুখপদ্মে সুমধুর হাস্য শোভা পাইতেছে ॥ ২৯৯ ॥

সুবিদিত,—সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল ॥ ৩০৫ ॥

ছাত্রগণ-সহ প্রভুর গঙ্গাতটে গমন ও কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ—

বাহ্য পাই' বিশ্বম্ভর আপনা' সম্বরে।
সর্ব্ব-গণে চলিলেন গঙ্গা দেখিবারে ॥ ৩১৬ ॥
গঙ্গা নমস্করি' গঙ্গাজল নিলা শিরে।
গোষ্ঠীর সহিত বসিলেন গঙ্গাতীরে ॥ ৩১৭ ॥
যমুনার তীরে যেন বেড়ি' গোপগণ।
নানা-ক্রীড়া করিলেন নন্দের নন্দন ॥ ৩১৮ ॥
সেইমত শচীর নন্দন গঙ্গাতীরে।
ভক্তের সহিত কৃষ্ণপ্রসঙ্গে বিহরে ॥ ৩১৯ ॥

প্রভুর স্বগৃহে গমন ও ভোজনান্তে বিশ্রাম—

কতক্ষণে সবারে বিদায় দিয়া ঘরে।
বিশ্বম্ভর চলিলেন আপন-মন্দিরে ॥ ৩২০ ॥
ভোজন করিয়া সর্ব্বভুবনের নাথ।
যোগনিদ্রা-প্রতি করিলেন দৃষ্টিপাত ॥ ৩২১ ॥

প্রত্যূষে ছাত্রগণের গ্রন্থানুশীলনার্থ আগমন—

পোহাইল নিশা,—সর্ব্ব-পড়ুয়ার গণ।
আসিয়া বসিলা পুঁথি করিতে চিন্তন ॥ ৩২২ ॥

গঙ্গা-স্নানান্তে প্রভুর তথায় আগমন ও প্রতিশব্দের কৃষ্ণপর ব্যাখ্যান—

ঠাকুর আইলা ঝাট করি' গঙ্গাস্নান।
বসিয়া করেন প্রভু পুস্তক ব্যাখ্যান ॥ ৩২৩ ॥
প্রভুর না স্ফুরে কৃষ্ণ-ব্যতিরেকে আন।
শব্দ মাত্রে কৃষ্ণভক্তি করয়ে ব্যাখ্যান ॥ ৩২৪ ॥

ছাত্রগণের প্রশ্নোত্তরে প্রভুর ধাতুকে কৃষ্ণশক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা—

পড়ুয়া সকলে বলে,—"ধাতু-সংজ্ঞা কার্?"
প্রভু বলে —"শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার ॥ ৩২৫ ॥

প্রভুর স্বকৃত ব্যাখ্যায় অহঙ্কারোক্তি—

ধাতুসূত্র বাখানি, শুনহ ভাইগণ!
দেখি, কার্ শক্তি আছে, করুক খণ্ডন? ৩২৬॥

প্রাণ যেরূপ দেহের, কৃষ্ণশক্তি-স্বরূপ ধাতুও তদ্রূপ শব্দের প্রাণ বা শক্তি—

যত দেখ রাজা—দিব্যদিব্য-কলেবর।
কনকভূষিত, গন্ধ-চন্দনে সুন্দর ॥ ৩২৭ ॥
'যম লক্ষ্মী যাহার বচনে' লোকে কয়।
ধাতু-বিনে শুন তার যে অবস্থা হয় ॥ ৩২৮ ॥
কোথা যায় সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য চলিয়া।
কারে ভস্ম করে, কারে এড়েন পুঁতিয়া ॥৩২৯॥

অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে ধাতুই কৃষ্ণশক্তিরূপে আদর-পাত্র—

সর্ব্বদেহে ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি।
তাহা-সনে করে স্নেহ, তাহানে সে ভক্তি ॥৩৩০॥

অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্ত্যাশ্রিত অধ্যাপকগণের মূর্খতা-বর্ণন-মুখে ছাত্রগণকে দৃষ্টান্ত-দ্বারা ধাতু-শব্দের অর্থ-ব্যাখ্যান—

ভ্রম-বশে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা।
'হয় নয়' ভাইসব! বুঝ মন দিয়া ॥ ৩৩১ ॥
এবে যাঁরে নমস্করি' করি মান্য-জ্ঞান।
ধাতু গেলে, তাঁরে পরশিলে করি স্নান ॥ ৩৩২ ॥

বন্দী প্রেমফান্দে—প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ ॥ ৩০৯ ॥

কৃতকৃত্য,—কৃতকার্য্য, ধন্য ও কৃতার্থ, সিদ্ধমনোরথ, সফলচেষ্ট; কৃতবিশ্ব ॥ ৩১৪ ॥

কালিন্দীতটে শ্রীনন্দনন্দন যেরূপ গোপীগণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন, গঙ্গাতীরে শচীতনয়ও তদ্রূপ শিষ্যগণে বেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা-কথা কীর্ত্তন করিলেন। অর্ব্বাচীন গৌরনাগরী গৌরসুন্দরের কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে কালযাপনরূপ গৌরলীলার বিরুদ্ধে তাঁহাকে নাগর-রূপে যে কল্পনা করেন, উহার প্রতিষেধ-করণার্থ গ্রন্থকার 'কৃষ্ণপ্রসঙ্গ'-শব্দ-দ্বারা গৌরসুন্দরের কৃষ্ণকীর্ত্তন-লীলা বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৩১৯ ॥

গৌরসুন্দর পূর্ণ-শুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত চিন্ময়ী পরম-মুখ্যা বিদ্বদ্-রূঢ়ি-বৃত্তিতে প্রত্যেক শব্দেরই কৃষ্ণভক্তিপরা ব্যাখ্যা করিতেন। কৃষ্ণ-ব্যতীত অন্য দ্বিতীয় বস্তুর অভিনিবেশক্রমে কোন শব্দার্থ তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তনরত জিহ্বায় ব্যাখ্যাত হয় নাই ॥ ৩২৪ ॥

ছাত্রগণের জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভু বলিলেন,—বাচ্য-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরা, অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি যেমন শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্য, মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাত্মক চিদ্বিলাস প্রকাশ করে বলিয়া সেই শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পর অভিন্নরূপে সংযুক্ত, তদ্রূপ যোগবৃত্তিতে প্রত্যেক বাচক-শব্দের প্রকৃতি বা ধাতুও তাহার অভ্যন্তরে অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত থাকিয়া তাহার অর্থ বা শক্তি প্রকাশ করে ॥ ৩২৫ ॥

যে-বাপের কোলে পুত্র থাকে মহা-সুখে।
ধাতু গেলে সে-ই পুত্র অগ্নি দেয় মুখে ॥ ৩৩৩ ॥
ধাতু-সংজ্ঞা—কৃষ্ণশক্তি বল্লভ সবার।
দেখি,—ইহা দূষুক,—আছয়ে শক্তি কার্? ৩৩৪ ॥

তাদৃশী শক্তির আশ্রয় শব্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণের ভজনার্থ সকলকে অনুরোধ—

এইমত পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি।
হেন কৃষ্ণে, ভাইসব! কর' দৃঢ়ভক্তি ॥ ৩৩৫ ॥

কৃষ্ণের চরণ-গুণ-বর্ণন ও তৎসেবনার্থ উপদেশ—

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ কর' ধ্যান ॥ ৩৩৬ ॥
যাঁহার চরণে দূর্ব্বা-জল দিলে মাত্র।
কভু নহে যমের সে অধিকার-পাত্র ॥ ৩৩৭ ॥
অঘ-বক-পূতনারে যে কৈলা মোচন।
ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন-চরণ ॥ ৩৩৮ ॥

যম,—ধর্ম্মের অধিষ্ঠাতৃ-দেব, ধর্ম্মরাজ।

লক্ষ্মী,—ধন, শ্রী, শোভা বা সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

বচনে'—কৃপা বা অনুগ্রহ প্রকাশ করেন।

ধাতু,—প্রাণ, জীবন, চৈতন্য, কৃষ্ণের পরশক্তির অণ্বংশ॥

সর্ব্বদেহে—ভক্তি এবং 'ধাতু'-সংজ্ঞা—সবার,- আদি ৭ম অঃ ৫৪-৫৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(ভাঃ ১০।১৪।৫০-৫৭ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—) "সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ। ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি ॥ তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্। ন তথা মমতালম্বি পুত্রবিত্তগৃহাদিষু॥ দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম। যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যনু যে চ তম্ ॥ দেহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ। যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী ॥ তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্। তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্ জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ। ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন ॥ সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ। তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্ ॥"

অর্থাৎ 'হে রাজন্, সকল প্রাণীর আত্মাই 'পরম-প্রিয়'; অপত্য-বিত্তাদি অন্যান্য-বস্তু আত্মার প্রিয় বলিয়াই 'প্রিয়তর' হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র, এই কারণেই দেহিগণের স্ব-স্ব-অহঙ্কারাস্পদ দেহে যেরূপ স্নেহ হয়, মমতালম্বন পুত্র বিত্ত-গৃহাদিতে তদ্রূপ হয় না। যে-সকল পুরুষ দেহাত্মবাদী, তাহাদের দেহ যেরূপ 'প্রিয়তর', দেহ-সম্পর্কিত পুত্রাদি তদ্রূপ 'প্রিয়' নহে। কিন্তু যদ্যপি দেহ মমতা ভাজন, তথাপি তাহা আত্মবৎ প্রিয় হইতে পারে না; যেহেতু দেহ জীর্ণ হইয়া মৃত্যু আসন্ন হইলেও জীবিতাশা বলবর্তী থাকে। অতএব সকল-দেহীর আত্মাই প্রিয়তর, আত্মার নিমিত্তই চরাচর সকল জগৎ প্রিয় হইয়া থাকে। হে রাজন্, তুমি ঐ শ্রীকৃষ্ণকে অখিল-দেহীর 'আত্মা' বলিয়া জান, তিনি জগতের হিতার্থ স্বরূপ-শক্তি চিন্ময়ী মায়া-দ্বারা এখানে দেহীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। বস্তুতঃ, যে-সকল পুরুষ সর্ব্ব-গজতের কারণ-রূপে শ্রীকৃষ্ণকে জানেন তাঁহাদের সমক্ষে স্থাবর-জঙ্গম সমুদয় জগৎ ভগবদ্রূপে প্রকাশ পায়; তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যে, তদ্ব্যতীত অন্যকোন বস্তুই নাই। হে রাজন্, যাবতীয় বস্তুর পরম অর্থ তাহাদের কারণেই অবস্থিত; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত কারণেরও কারণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তু কি, তাহা নিরূপণ কর॥' ৩৩০-৩৩৪ ॥

কৃষ্ণেতর অন্য সমস্ত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ প্রজল্প ও রসাভাসাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ নিষ্কপট সেবোন্মুখ-জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ কর। বাহ্যজগতের বস্তুসমূহকে ভোক্তৃ-অভিমানে ভোগ্যজ্ঞানে ভোগ করিবার পরিবর্ত্তে আপনাকে কৃষ্ণের নিত্য সেবোপকরণ জানিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের শুদ্ধ নাম-কীর্ত্তনানুকূল সেবোন্মুখানাদি-সম্পাদনে নিযুক্ত থাক। নিষ্কপট সেবোন্মুখ-কর্ণ-দ্বারা ভোগপর অনিত্য অচিৎ শব্দ-কোলাহল-শ্রবণের মূলে যে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা, তাহা পরিহার করিয়া কৃষ্ণাভিন্ন শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণনাম-কথা শ্রবণ কর। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে অনিত্য সুখলাভের আশা বিসর্জ্জন করিয়া নিরন্তর সেবোন্মুখ শুদ্ধচিত্তে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ কর।

শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-কর্ত্তব্যতা,—(ভাঃ১।২।১৪ শ্লোকে শৌনকাদির প্রতি শ্রীসূতোক্তি—) "তস্মাদেকেন

পুত্রবুদ্ধি ছাড়ি' অজামিল সে স্মরণে।
চলিলা বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণচরণে॥ ৩৩৯॥
যাঁহার চরণ সেবি' শিব—দিগম্বর।
যে-চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর॥ ৩৪০॥
অনন্ত যে চরণ-মহিমা-গুণ গায়।
দন্তে তৃণ করি' ভজ হেন কৃষ্ণ-পা'য়॥ ৩৪১॥

অনুমৃত্যু যাবৎ সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণপাদপদ্ম-ভজনার্থ সকলকে অনুরোধ—

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥ ৩৪২॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন।
চরণে ধরিয়া বলি,—'কৃষ্ণে দেহ' মন'॥" ৩৪৩॥

প্রভুর অফুরন্তভাবে নিজাভিন্ন কৃষ্ণমহিমা-কীর্ত্তন—

দাস্যভাবে কহে প্রভু আপন-মহিমা।
হইল প্রহর দুই, তবু নাহি সীমা॥ ৩৪৪॥

তচ্ছ্রবণে ছাত্রগণের বিস্ময় ও মোহ—

মোহিত পড়ুয়া-সব শুনে একমনে।
দ্বিরুক্তি করিতে কারো না আইসে বদনে॥৩৪৫॥

ঐ ছাত্রগণ নিশ্চয়ই কৃষ্ণের নিজজন পার্ষদ—

সে-সব কৃষ্ণের দাস,—জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যাঁরে পড়ায়েন, সে কি অন্য হয়? ৩৪৬॥

প্রভুর বাহ্যজ্ঞান-লাভ ও লজ্জা-বোধ—

কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিলা বিশ্বম্ভর।
চাহিয়া সবার মুখ - লজ্জিত-অন্তর॥ ৩৪৭॥

মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যশঃ॥"

অর্থাৎ 'অতএব ভক্তিপ্রধান ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয় হওয়ায় একাগ্রমনে ভক্তবৎসল বাসুদেবেরই শ্রবণ, কীর্ত্তন, মনন এবং অর্চ্চন কর্ত্তব্য।'

(ভাঃ ২।১।৫ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—) "তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥"

অর্থাৎ 'অতএব হে ভরতবংশাবতংস, যে ব্যক্তি অভয়পদ মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার পক্ষে সর্ব্বাত্মা ভগবান্ পরমেশ্বর শ্রীহরিরই শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ অবশ্য কর্ত্তব্য।'

(ভাঃ ২।২।৩৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—) "তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥"

অর্থাৎ 'অতএব হে রাজন্, সর্ব্বাত্ম-দ্বারা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ভগবান্ শ্রীহরিরই শ্রবণ কীর্ত্তন এবং স্মরণ কর্ত্তব্য॥' ৩৩৬॥

(ভাঃ ৬।১।১৯ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—) "সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্নিবেশিতং তদ্গুণরাগি যৈরিহ। ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণ-নিষ্কৃতাঃ॥"

অর্থাৎ যে-সকল ব্যক্তি কৃষ্ণপাদপদ্মে তদ্-গুণানুরক্ত চিত্ত একবারমাত্র নিবেশ করেন, তাঁহাদের তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বপাপ-রাশির প্রায়শ্চিত্ত কৃত হওয়ায়, যম ও পাশধারী যমদূতগণ স্বপ্নেও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হন না।'

(নৃসিংহপুরাণে—) "অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ। হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্ হরিচরণপ্রণতান্ নমস্করোমি॥" (স্কন্দপুরাণে—) "ন ব্রহ্মা ন শিবাগ্নীন্দ্রা নাহং নান্যে দিবৌকসঃ। শক্তাস্তু নিগ্রহং কর্ত্তুং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্॥" ৩৩৭॥

অঘাসুরের মোচন,—(ভাঃ ১০।১২।৩৮-৩৯ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—) "নৈতদ্বিচিত্রং মনুজার্ভ-মায়িনঃ পরাবরাণাং পরমস্য বেধসঃ। অঘোঽপি যৎস্পর্শন-ধৌতপাতকঃ প্রাপাত্মসাম্যন্ত্বসতাং সুদুর্লভম্॥ সকৃদ্যদঙ্গ-প্রতিমান্তরাহিতা মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিম্। স এব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যভিব্যুদস্তমায়োঽন্তর্গতো হি কিং পুনঃ॥"

অর্থাৎ 'হে রাজন্, অঘাসুরও যে শ্রীকৃষ্ণস্পর্শমাত্রেই বিধৃতপাপ হইয়া অসজ্জনের সুদুর্লভ সারূপ্য-মোক্ষ লাভ করিল, ইহা স্বরূপশক্তিদ্বারা নর-বালকরূপি-লীলাময়, মায়াধীশ মহেশ্বর, সকলের পরমবিধাতা পরাবর ভগবান্ শ্রীহরির পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। যাঁহার শ্রীমূর্ত্তির কেবল মনোময়ী প্রতিমা একবার-মাত্র অন্তরে গাঢ়ভাবে আহিত হইয়াই প্রহ্লাদাদি-ভক্তগণকে ভাগবতী গতি প্রদান করিয়াছিল, সেই ভাগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ স্বয়ং অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যে অঘাসুরকেও ভাগবতী গতি দিবেন, তাহাতে কি আবার

প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে ছাত্রগণের প্রভুকৃত ব্যাখ্যার সত্যত্ব-স্থাপন—

প্রভু বলে,—"ধাতু-সূত্র বাখানিলুঁ কেন?"
পড়ুয়া-সকল বলে,—'সত্য অর্থ যেন ॥ ৩৪৮ ॥

যে-শব্দে যে-অর্থ তুমি করিলা বাখান।
কার্ বাপে তাহা করিবারে পারে আন? ৩৪৯ ॥
যতেক বাখান' তুমি,—সব সত্য হয়।
সবে যে উদ্দেশে পড়ি,—তার অর্থ নয় ॥" ৩৫০ ॥

বিস্ময় আছে? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় অন্তরঙ্গ নিত্য আত্ম-সুখানুভব-দ্বারা বহিরঙ্গা মায়া সর্ব্বদাই ব্যুদস্তা অর্থাৎ পশ্চাদ্দেশে ছায়ারূপে বিলজ্জিতভাবে পরাভূতা হইয়া অবস্থিতা।'

বকী পূতনার মোচন,—(ভাঃ ১০।৬।৩৫ ও ৩৮ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—) "পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা। জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্ ॥"

অর্থাৎ 'হে রাজন্, বকী পূতনা সকল লোকেরই শিশু-ঘাতিনী এবং রুধিরাশনা রাক্ষসী ছিল, কিন্তু সে হত্যা করিবার বাসনা করিয়াও ভগবান্ শ্রীহরিকে স্তন দান করিয়া সদ্গতি প্রাপ্তা হইল।'

"যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননীগতিম্। কৃষ্ণভুক্তস্তন-ক্ষীরাঃ কিমু গাবো নু মাতরঃ ॥"

অর্থাৎ 'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার স্তন পান করিলেন, সেই রাক্ষসীও যখন জননীর গতি বৈকুণ্ঠ লাভ করিল, তখন তিনি যে সকল গো ও গোপীর স্তনদুগ্ধ পান করিয়াছেন, তাঁহারা যে মাতৃসদৃশী সদ্গতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর কথা কি?'

'অঘ-বক-পূতনারে যে কৈলা মোচন,'—অর্থাৎ যিনি 'হতারি-গতিদায়ক'; যথা, ভঃ রঃ সিঃ—দঃ বিঃ ১ম লঃ— "পরাভবং ফেনিলবক্ত্রতাঞ্চ বন্ধঞ্চ ভীতিঞ্চ মৃতিঞ্চ কৃত্বা। পবর্গদাতাপি শিখণ্ডমৌলে ত্বং শাত্রবাণামপবর্গদোঽসি ॥"

অর্থাৎ 'হে শিখিপুচ্ছচূড় কৃষ্ণ, তুমি তোমার শত্রুবর্গকে পরাজয়, ফেনযুক্ত আনন, বন্ধন, ভয় ও মৃত্যু—এই পবর্গের (পঞ্চবর্ণ-পূর্ব্ব দণ্ড) প্রদান করিলেও পরিণামে কিন্তু তাহা-দিগকে অপবর্গই (মুক্তিই) প্রদান করিয়াছ।'

কৃষ্ণকর্ত্তৃক বক ও অঘ-বধ—ভাঃ ১০ম স্কঃ ১১শ অঃ ৪৭-৫৩ এবং ১২শ অঃ ১৩-৩৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৩৮ ॥

পাপাচারপরায়ণ অজামিল প্রথমতঃ পুত্রনাম-সঙ্কেতে 'নারায়ণ'-শব্দ উচ্চারণ করিয়াও যখনই ভোগ্যপুত্রের চিন্তা-ছাড়িয়া দিয়া শব্দোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শব্দাভিন্ন শব্দী শ্রীনারায়ণের স্মরণ করিয়াছিলেন, তৎকালে কৃষ্ণস্মৃতি-হেতু নামাভাস প্রভাবে তাঁহার মুক্তিলাভ ঘটায়, তিনি মায়াতীত অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে গমন করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। সেই অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মই সর্ব্বক্ষণ সেবা কর।

অজামিলোপাখ্যান—ভাঃ ৬ষ্ঠ স্কঃ ১ম অঃ ২১-৬৮, ২য় অঃ ও ৩য় অঃ সম্পূর্ণ দ্রষ্টব্য ॥ ৩৩৯ ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—) "যৎপাদোদকমাধায় শিবঃ শিরসি নৃত্যতি। যন্নাভি-নলিনাদাসীদ্ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ যদি-চ্ছাশক্তিবিক্ষোভাদ্ব্রহ্মাণ্ডোদ্ভবসংক্ষয়ৌ। তমারাধয় গোবিন্দং স্থানমগ্র্যং যদীচ্ছসি ॥"

অর্থাৎ 'যাঁহার পাদোদক মস্তকে ধারণ করিয়া পঞ্চশিখ শিব নৃত্য করিয়া থাকেন, যাঁহার নাভিকমল হইতে লোক-পিতামহ কমলযোনির উৎপত্তি, যাঁহার ইচ্ছাশক্তি-বিক্ষোভে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও লয় ঘটিয়া থাকে, যদি উৎকৃষ্ট স্থান ঈপ্সিত হয়, তবে শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ আরাধনা কর॥' ৩৪০ ॥

(ভাঃ ১১।৯।২৯ শ্লোকের যদুরাজের প্রতি অবধূত ব্রাহ্মণের উক্তি—) "লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্য-মর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥"

অর্থাৎ 'অনেক জন্মের পর এই অত্যন্ত দুর্ল্লভ পরমার্থপ্রদ কিন্তু অনিত্য মানব-জন্ম লাভ করিয়া ধীরব্যক্তি যে-পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, তৎকালমধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম-কল্যাণ-লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন॥' ৩৪২ ॥

(চৈতন্যচন্দ্রামৃতে ৯০ শ্লোকে—) "দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি। হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্গৌরাঙ্গচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্ ॥"

অর্থাৎ, 'হে সজ্জনবৃন্দ, আমি দন্তে তৃণ-ধারণপূর্ব্বক পদযুগলে নিপতিত হইয়া দৈন্যের সহিত প্রার্থনা করি যে,

আপনাকে বায়ুগ্রস্ত বলিয়া প্রভুর বঞ্চনা-চেষ্টা—

প্রভু বলে,—"কহ দেখি আমারে সকল ?
বায়ু বা আমারে করিয়াছে যে বিহ্বল ॥ ৩৫১ ॥

প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে ছাত্রগণের প্রভুকৃত অলৌকিক কৃষ্ণপর ব্যাখ্যা, তদীয় অলৌকিক-জ্ঞান ও অপূর্ব্ব রূপ-বর্ণন—

সূত্ররূপে কোন্ বৃত্তি করিয়ে বাখান ?"
শিষ্যবর্গ বলে,—"সবে এক হরিনাম ॥ ৩৫২ ॥
সূত্র-বৃত্তি-টীকায় বাখান' কৃষ্ণ মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র ? ৩৫৩ ॥
ভক্তির শ্রবণে যে তোমার আসি' হয়ে।
তাহাতে তোমারে কভু নর-জ্ঞান নহে ॥" ৩৫৪ ॥
প্রভু বলে,—"কোন্‌রূপ দেখহ আমারে ?"
পড়ুয়া সকলে বলে,—"যত চমৎকারে ॥ ৩৫৫ ॥
যে কম্প, যে অশ্রু, যে বা পুলক তোমার।
আমরা ত' কোথা কভু নাহি দেখি আর ॥ ৩৫৬ ॥

প্রভুর নিকট, পূর্ব্বদিবসে রত্নগর্ভ-আচার্য্যের শ্লোক-পাঠ-শ্রবণে প্রভুর প্রেমবিকার-দশা-বর্ণন—

কালি তুমি পুঁথি যবে চিন্তাহ নগরে।
তখন পড়িল শ্লোক এক বিপ্রবরে ॥ ৩৫৭ ॥
ভাগবত-শ্লোক শুনি' হইলা মূর্চ্ছিত।
সর্ব্ব-অঙ্গে নাহি প্রাণ, আমরা বিস্মিত ॥ ৩৫৮ ॥
চৈতন্য পাইয়া পুনঃ যে কৈলা ক্রন্দন।
গঙ্গা যেন আসিয়া হইল মিলন ॥ ৩৫৯ ॥
শেষে যে বা কম্প আসি' হইল তোমার।
শত জন সমর্থ না হয় ধরিবার ॥ ৩৬০ ॥
আপাদমস্তক হৈল পুলকে উন্নতি।
লালা-ঘর্ম্ম-ধূলায় ব্যাপিত গৌরমূর্ত্তি ॥ ৩৬১ ॥

প্রভুর প্রেমবিকার-দর্শনে নানা-জনের নানা-মত-বর্ণন—

অপূর্ব্ব ভাবয়ে সব,—দেখে যত জন।
সবেই বলেন,—'এ পুরুষ নারায়ণ ॥' ৩৬২ ॥
কেহ বলে,—'ব্যাস, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ।
তাঁ-সবার সমযোগ্য এমত প্রসাদ ॥' ৩৬৩ ॥
সবে মেলি' ধরিলেন করিয়া শকতি।
ক্ষণেকে তোমার আসি' বাহ্য হৈল মতি ॥ ৩৬৪ ॥

তৎসম্বন্ধে প্রভুর বহিঃস্মৃতি-রাহিত্য বর্ণন—

এ-সব বৃত্তান্ত তুমি কিছুই না জান'।
আর কথা কহি,—তাহা চিত্ত দিয়া শুন ॥ ৩৬৫ ॥

দশদিন যাবৎ প্রভুর কৃষ্ণপর ব্যাখ্যান-ফলে ছাত্রগণের অধ্যয়ন-বর্জ্জন জ্ঞাপন—

দিন দশ ধরি' কর' যতেক ব্যাখ্যান।
সর্ব্ব-শাস্ত্রে-শব্দে—কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণনাম ॥ ৩৬৬ ॥
দশ দিন ধরি' আজি পাঠ-বাদ হয়।
কহিতে তোমারে সবে বাসি বড় ভয় ॥ ৩৬৭ ॥

শব্দার্থবিৎ প্রভুর কৃষ্ণপর ব্যাখ্যান-কালে সকলেই বিস্ময়ে নিরুত্তর—

শব্দের অশেষ অর্থ—তোমার গোচর।
যে বাখান' হাসি' তাহা কে দিবে উত্তর ?" ৩৬৮ ॥

আপনারা সর্ব্বধর্ম্ম দূরে পরিত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্র-চরণে **অনুরক্ত হউন।'**

(ভাঃ ৭।১।৩১ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দেবর্ষি-নারদের **উক্তি—**) "তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।" **অর্থাৎ** 'অতএব যে-কোন উপায়েই [illegible] কৃষ্ণে মনোনিবেশ, **কর্ত্তব্য ॥'** ৩৪৩ ॥

সীমা,—অন্ত, শেষ, ক্ষান্তি, সমাপ্তি ॥ ৩৪৪ ॥

পরবর্ত্তী ৩৯৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৪৬ ॥

কেন,—কেমন, কিরূপ। **যেন,—**যেমন, যেরূপ ॥ ৩৪৮ ॥

আন,—অন্যথা, বিরুদ্ধ, বিপরীত ॥ ৩৪৯ ॥

আপনি বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্ত্যাশ্রিত যে অর্থ করেন ও করিয়াছেন, তাহাই একমাত্র বাস্তব নিত্য-সত্য। আমরা অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তির সাহায্যে শব্দের যে উপদেশ বা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করি, তাহা তাৎকালিক অর্থপ্রতিম হইলেও যথার্থ বা প্রকৃত সত্যার্থ নহে, পরন্তু কদর্থমাত্র ॥ ৩৫০ ॥

ভক্তির...আসি হয়,—পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণভক্তি-সূচক শ্লোকাদি-শ্রবণ-ফলে আপনার যে-সকল অলৌকিক অপ্রাকৃত সাত্ত্বিক প্রেমবিকার উদিত বা প্রকটিত হয়।

নরজ্ঞান নয়,—প্রাকৃত মর্ত্ত্যবুদ্ধি হয় না ॥ ৩৫৪ ॥

পুলক-উন্নতি,—রোমাঞ্চোদয়, রোমহর্ষ-বৃদ্ধি ॥ ৩৬১ ॥

অধ্যয়ন-বর্জ্জন-শ্রবণে প্রভুর ছাত্রগণকে মৃদু ভর্ৎসন—

প্রভু বলে,—"দশ দিন পাঠ-বাদ যায়!
তবে ত' আমারে সবে কহিতে যুয়ায়?" ৩৬৯ ॥

ছাত্রগণের প্রভুকৃত কৃষ্ণপর-ব্যাখ্যার যাথার্থ্য-বর্ণন—

পড়ুয়া-সকল বলে,—"বাখান উচিত।
সত্য 'কৃষ্ণ'—সকল শাস্ত্রের সমীহিত ॥ ৩৭০ ॥

নিজ-দুর্দ্দৈব-বশেই আপনার কৃত কৃষ্ণপর-ব্যাখ্যায় আমাদের অমনোযোগ—

অধ্যয়ন এই সে—সকলশাস্ত্র-সার।
তবে যে না লই'—দোষ আমা'সবাকার ॥৩৭১॥
মূলে যে বাখান' তুমি, জ্ঞাতব্য সে-ই সে।
তাহাতে না লয় চিত্ত নিজ-কর্ম্মদোষে॥" ৩৭২ ॥

ছাত্রগণের দৈন্যবাক্যে প্রভুর সন্তোষ ও কৃপোক্তি—

পড়ুয়ার বাক্যে তুষ্ট হইলা ঠাকুর।
কহিতে লাগিলা কৃপা করিয়া প্রচুর ॥ ৩৭৩ ॥

ছাত্রগণকে নিজ নিগূঢ় গোপীভাব-জ্ঞাপন—

প্রভু বলে,—"ভাই সব! কহিলা সুসত্য।
আমার এ-সব কথা—অন্যত্র অকথ্য ॥ ৩৭৪ ॥

দেশ, কাল, পাত্র ও আকাশে সর্ব্বত্র প্রভুর কৃষ্ণ-দর্শন—

কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখি,—তাই ভাই! বলি সর্ব্বথায় ॥ ৩৭৫ ॥
যত শুনি শ্রবণে, সকল—কৃষ্ণনাম।
সকল ভুবন দেখি গোবিন্দের ধাম ॥ ৩৭৬ ॥

পরবিদ্যা শাস্ত্রানুশীলনে ফল 'কৃষ্ণদর্শন'-হেতু জড় বিদ্যা পাঠে বিরতি ও বিদায় যাচ্ঞা—

তোমা' সবা' স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার ॥ ৩৭৭ ॥

ছাত্রগণকে অন্য অধ্যাপক-সমীপে অধ্যয়নার্থ অনুজ্ঞা-দান—

তোমা' সবাকার—যাঁর স্থানে চিত্ত লয়।
তাঁর স্থানে পড়'—আমি দিলাঙ নির্ভয় ॥ ৩৭৮ ॥

প্রভু-কর্তৃক স্বীয় চিত্তে কৃষ্ণেতর-শব্দের স্ফূর্ত্তি-রাহিত্য-জ্ঞাপন—

কৃষ্ণ-বিনু আর বাক্য না স্ফুরে আমার।
সত্য আমি কহিলাঙ চিত্ত আপনার॥"৩৭৯॥

প্রভুর গ্রন্থ-বন্ধন—

এই বোল মহাপ্রভু সবারে কহিয়া।
দিলেন পুঁথিতে ডোর অশ্রুযুক্ত হৈয়া ॥ ৩৮০ ॥

শিষ্যগণের প্রভুকে অনুসরণ ও প্রভুবিরহাশঙ্কায় ক্রন্দন এবং প্রভুর অধ্যাপনা-মহিমা-প্রশংসা—

শিষ্যগণ বলেন করিয়া নমস্কার।
"আমরাও করিলাঙ সংকল্প তোমার ॥ ৩৮১ ॥
তোমার স্থানে যে পড়িলাঙ আমি-সব।
আন-স্থানে করিব কি গ্রন্থ-অনুভব?" ৩৮২ ॥

এমত প্রসাদ,—এরূপ ভগবদনুগ্রহ ॥ ৩৬৩ ॥

ক্ষণেকে...মতি,—কিয়ৎক্ষণ পরে আপনার বহির্দ্দশা (বাহ্যজ্ঞান) আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৬৪ ॥

পাঠ-বাদ,—অধ্যাপন ও অধ্যয়নের বর্জ্জন, বিরতি বা পরিত্যাগ ॥ ৩৬৭ ॥

শব্দের...গোচর,—আপনিই শব্দ-শাস্ত্রে পরম সর্ব্বোত্তম ও বিশারদ; শব্দের যোগ, রূঢ়ি, যোগরূঢ়ি, গৌণী, মুখ্যা, লক্ষণা ও অভিধা প্রভৃতি নানা-বৃত্তিদ্বারা অর্থ ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করিতে আপনিই অভিজ্ঞতম ॥ ৩৬৮ ॥

তবে কি...যুয়ায়?—এমতাবস্থায় আমাকে এই ব্যাপার (পাঠ-বাদ) জ্ঞাপন করা তোমাদের কর্ত্তব্য ছিল না কি?৩৬৯॥

এইরূপ কৃষ্ণপর অধ্যয়নই সর্ব্বশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্য, তথাপি আমরা যে আপনার কৃত কৃষ্ণপর সত্যার্থ গ্রহণ করি না, তাহাতে আমাদেরই অপরাধ। আসল কথা,—আপনি যেরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করেন বা করিলেন, তাহা উপলব্ধি করাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন; কিন্তু দুরদৃষ্ট-দোষে আমাদের চিত্ত আপনার কৃত সর্ব্বশাস্ত্রসার সত্যার্থের গ্রহণে অসক্ত হইতেছে ॥ ৩৭১-৩৭২ ॥

অন্যত্র অকথ্য,—অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ-যোগ্য নহে॥

শ্রীগৌরসুন্দর বলিতেছেন,—আমি সর্ব্বক্ষণ কেবলই দেখিতেছি যে, এক শ্যামকান্তি কিশোর বংশীধ্বনি করিয়া সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। আমি সর্ব্বক্ষণ একমাত্র তাঁহাকেই দর্শন করি বলিয়া তাঁহার নাম-কথাই সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তন করি। যে-সকল শব্দ-কোলাহল তোমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহা সমস্তই বস্তুতঃ কৃষ্ণনাম-কোলাহল এবং চতুর্দ্দিকে তোমরা অধুনা যে ভোগভূমি

গুরুর বিচ্ছেদ-দুঃখে সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
কহিতে লাগিলা সবে করিয়া ক্রন্দন ॥ ৩৮৩ ॥
"তোমার মুখেতে যত শুনিলুঁ ব্যাখ্যান।
জন্মে-জন্মে হৃদয়ে রহুক সেই ধ্যান ॥ ৩৮৪ ॥
কার্ স্থানে গিয়া আর কিবা পড়িবাঙ?
সেই ভাল,—তোমা' হৈতে যত জানিলাঙ ॥৩৮৫॥

শিষ্যগণেরও গ্রন্থ-বন্ধন, ক্রন্দন ও প্রভুর আশীর্ব্বাদ—

এত বলি' প্রভুরে করিয়া হাত-জোড়।
পুস্তকে দিলেন সব শিষ্যগণ ডোর ॥ ৩৮৬ ॥
'হরি' বলি' শিষ্যগণ করিলেন ধ্বনি।
সবা' কোলে করিয়া কান্দেন দ্বিজমণি ॥ ৩৮৭ ॥
শিষ্যগণ ক্রন্দন করেন অধোমুখে।
ডুবিলেন শিষ্যগণ পরানন্দ-সুখে ॥ ৩৮৮ ॥
রুদ্ধ-কণ্ঠ হইলেন সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
আশীর্ব্বাদ করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ৩৮৯ ॥

ছাত্রগণকে'অভীষ্ট সিদ্ধ হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ—

"দিবসেকো আমি যদি হই কৃষ্ণদাস।
তবে সিদ্ধ হউ তোমা'সবার অভিলাষ ॥ ৩৯০ ॥

শিষ্যগণকে বৃথা পাঠ ত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণের শরণাগত হইয়া নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনার্থ উপদেশ—

তোমরা—সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ।
কৃষ্ণনামে পূর্ণ হউ সবার বদন ॥ ৩৯১ ॥
নিরবধি শ্রবণে শুনহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ তোমা'সবাকার ধন প্রাণ ॥ ৩৯২ ॥
যে পড়িলা, সে-ই ভাল, আর কার্য্য নাই।
সবে মেলি 'কৃষ্ণ' বলিবাঙ এক ঠাঁই ॥৩৯৩॥

প্রতি অবতারে পার্ষদজ্ঞানে ছাত্রগণকে 'সর্ব্বশাস্ত্র-স্ফূর্ত্তি হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ—

কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফূরুক সবার।
তুমি-সব—জন্ম-জন্ম বান্ধব আমার ॥" ৩৯৪ ॥

প্রভুর বাক্য-শ্রবণে ছাত্রগণের মহানন্দ, গ্রন্থকারের সেই ছাত্র-ভাগ্য-প্রশংসা—

প্রভুর অমৃত-বাক্য শুনি' শিষ্যগণ।
পরম-আনন্দমন হইল ততক্ষণ ॥ ৩৯৫ ॥
সে-সব শিষ্যের পা'য় মোর নমস্কার।
চৈতন্যের শিষ্যত্বে হইল ভাগ্য যাঁর ॥ ৩৯৬ ॥
সে-সব কৃষ্ণের দাস,—জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যারে পড়ায়েন, সে কি অন্য হয়? ৩৯৭ ॥

প্রভুর বিদ্যা-বিলাস-দর্শকের দর্শনেও মুক্তি-লাভ—

সে বিদ্যাবিলাস দেখিলেন যে-যে-জন।
তাঁরেও দেখিলে হয় বন্ধ বিমোচন ॥ ৩৯৮ ॥

প্রভুর বিদ্যা-বিলাস-অদর্শনে গ্রন্থকারের খেদ ও প্রার্থনা—

হইলুঁ পাপিষ্ঠ,—জন্ম না হইল তখনে।
হইলাঙ বঞ্চিত সে-সুখ-দরশনে ॥ ৩৯৯ ॥

প্রপঞ্চ দর্শন করিতেছ, তাহা বস্তুতঃ তোমাদের বিহার-ক্ষেত্র নহে, পরন্তু কৃষ্ণবিহারস্থলী বৈকুণ্ঠ গোলোকধাম ৩৭৫-৩৭৬॥

পরিহার,—প্রতিজ্ঞা, শপথ, অঙ্গীকার, বিজ্ঞাপন, নিবেদন, অনুরোধ, প্রার্থনা, মিনতি, দৈন্যোক্তি ॥ ৩৭৭ ॥

দিলেন ডোর,—রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিলেন, দড়ি বা সূতা দিয়া বাঁধিলেন ॥ ৩৮০ ॥

আমরাও...তোমার, আমরা ও আপনার ইচ্ছার অনুগমনে গ্রন্থাধ্যয়নে বিরত হইলাম ॥ ৩৮১ ॥

গ্রন্থ-অনুভব,—গ্রন্থের যথার্থ, সত্যর্থ, প্রকৃত মর্ম্ম, সার, অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্য ॥ ৩৮২ ॥

কার্য্য—প্রয়োজন, আবশ্যকতা ॥ ৩৯৩ ॥

যাঁহারা বহুজন্মের পুঞ্জ-পুঞ্জ-সুকৃতি-ফলে শ্রীবিশ্বম্ভরের নিকট বিদ্যার্থী হইয়া অন্তেবাসী হইবার সুদুর্লভ অতুল সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই পরম মহা-সৌভাগ্যবা ছাত্রবর্গের চরণে গ্রন্থকার পরম-দৈন্যভরে নমস্কার বিধা করিতেছেন ॥৩৯৬॥

পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৯৭ ॥

পরবিদ্যা-বধূজীবন সাক্ষাৎ শুদ্ধসরস্বতী-পতি মূর্ত্ত-শব্দ বিগ্রহ গৌরসুন্দরের পরবিদ্যা-বিলাস দর্শন করিবার সৌভাগ যাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন সেই মুক্তবন্ধ দিব্যসূরিগণকে যদি কেহ দর্শন করেন, তবে সেই দর্শকগণও অবিদ্যা জনিত ভোগ-প্রবৃত্তি হইতে নিত্যকালের জন্য মুক্ত হন। পরবর্ত্তি কালে শ্রীল ঠাকুর-নরোত্তমের 'প্রার্থনা'য়ও এইরূপ কথ লিখিত হইয়াছে—"সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈলা বিলাস।

তথাপিহ এই কৃপা কর' মহাশয়!
সে বিদ্যাবিলাস মোর রহুক হৃদয় ॥ ৪০০ ॥

প্রভু-প্রকটিত পরবিদ্যানুশীলন-লীলার নিত্যতা—

পড়াইলা নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়।
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে সর্ব্ব-নদীয়ায় ॥ ৪০১ ॥
চৈতন্য-লীলার আদি-অবধি না হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই বেদে কয় ॥৪০২ ॥

'পরবিদ্যা-বধূজীবন' কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনারম্ভেই বিদ্যা-বিলাস-লীলার পুষ্টি—

এইমতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস।
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভের হইল প্রকাশ ॥ ৪০৩ ॥

ছাত্রগণের ক্রন্দনে প্রভুকর্ত্তৃক বিদ্যাধ্যয়ন-ফলস্বরূপ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনার্থ উপদেশ—

চতুর্দ্দিকে অশ্রুকণ্ঠে কান্দে শিষ্যগণ।
সদয় হইয়া প্রভু বলেন বচন ॥ ৪০৪ ॥

"পড়িলাঙ শুনিলাঙ যতদিন ধরি'।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর' পরিপূর্ণ করি' ॥" ৪০৫ ॥

ছাত্রগণের জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভুর স্বয়ং কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন-রীতি-শিক্ষা-দান—

শিষ্যগণ বলেন,—"কেমন সংকীর্ত্তন?"
আপনে শিখায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ৪০৬ ॥

(কেদার-রাগঃ)

"(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥" ৪০৭ ॥
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া ॥ ৪০৮ ॥

ছাত্রবেষ্টিত শ্রীনামকীর্ত্তন-বিগ্রহ প্রভুর নামপ্রেমাবেশে ভূপতন ও উচ্চরোল—

আপনে কীর্ত্তন-নাথ করেন কীর্ত্তন।
চৌদিকে বেড়িয়া গায় সব-শিষ্যগণ ॥৪০৯ ॥

সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তমদাস ॥" * * "যখন গৌর-নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ, নদীয়া-নগরে অবতার। তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম, মিছা-মাত্র বহি ফিরি ভার ॥' ৩৯৮-৩৯৯ ॥

চিহ্ন,—সেই পরবিদ্যানুশীলন-পীঠ বা মন্দির ॥ ৪০১ ॥

অবধি,—অন্ত, শেষ, সীমা। আদি ৩য় অঃ ৫২ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৪০২ ॥

প্রভুর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের আরম্ভমুখেই তাঁহার বিদ্যা-বিলাসের পরিপূর্ণতা প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সঙ্কীর্ত্তন'-শব্দে বহুলোক মিলিয়া যে শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার কীর্ত্তন, এবং তাদৃশ কীর্ত্তন-কালে সেবোন্মুখ-জনগণের তত্তদ্বিষয়ের 'শ্রবণ'কেও লক্ষ্য করে। ইহাই সঙ্কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা সম্যগ্‌ভাবে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তিত না হইলে অনাদি-বহির্ম্মুখ কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের প্রাপঞ্চিক-বিষয়ে অভিনিবেশ-ত্যাগের আর আদৌ কোন সম্ভাবনা থাকে না। যদি পরলোকের অর্থাৎ পরব্যোম বা পূর্ণ-চেতন-রাজ্যের চিন্ময়ী কৃষ্ণকথা ইন্দ্রিয়তর্পণপর মানবগণের নিকট উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে মনঃ-কল্পিত বিবিধ ইন্দ্রিয়-তর্পণপর প্রচেষ্টাই ধর্ম্মের নামে প্রচলিত হইয়া জগজ্জঞ্জাল উপস্থাপিত করিবে। অমন্দোদয়-দয়া-সিন্ধু মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অমন্দোদয়-দয়ার ও অহৈতুকী কৃপার বশবর্ত্তী হইয়া সমগ্র অচৈতন্য জগদ্বাসীকে তাহাদের অবিদ্যা-জনিত জড়াভিনিবেশ হইতে রক্ষা করিবার মানসে অর্থাৎ অচৈতন্য স্থাবর-জঙ্গমের হৃদয়ে শুদ্ধ-চৈতন্যময়ী কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদয় করাইবার জন্য, কৃষ্ণসেবা পরাকাষ্ঠা-লাভই যে কৃষ্ণসেবানুগা পরবিদ্যার চরম ফল, তাহা প্রচার করিয়াছেন ॥ ৪০৩ ॥

প্রভু বলিলেন,—আমি যে এতকাল যাবৎ শব্দ-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিয়াছি, সেই পঠন-পাঠনের, অধ্যয়ন-অধ্যাপনের ফল-স্বরূপ কৃষ্ণকীর্ত্তনই একমাত্র সার বলিয়া বুঝিয়াছি। উহাই বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য অভিধেয়। অতএব হে ছাত্রগণ, তোমাদের বিদ্যানুশীলনের চরম-ফল-স্বরূপ অনুক্ষণ চিত্তদর্পণ-মার্জ্জন, ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ, শ্রেয়ঃকুমুদজ্যোৎস্না-বিতরণ, পরবিদ্যাবধূ-জীবন কৃষ্ণকীর্ত্তন অনুশীলন করিতে থাক ॥ ৪০৫ ॥

ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ও বিষ্ণুভক্তিজিজ্ঞাসু ছাত্রগণের প্রশ্নে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্বয়ং শুদ্ধ-সরস্বতীপতি শ্রীবিশ্বম্ভর ছাত্রগণকে শ্রৌতপথ শিক্ষা দিলেন। তাঁহার

আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ-নাম-রসে।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় আবেশে ॥ ৪১০ ॥
'বল বল' বলি' প্রভু চতুর্দ্দিকে পড়ে।
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে-আছাড়ে ॥ ৪১১ ॥

প্রভুর কীর্ত্তন-ধ্বনিশ্রবণে সকলের তথায় আগমন ও বিস্ময়োক্তি—

গণ্ডগোল শুনি' সর্ব্ব নদীয়া-নগর।
ধাইয়া আইলা সবে ঠাকুরের ঘর ॥ ৪১২ ॥
নিকটে বসয়ে যত বৈষ্ণবের ঘর।
কীর্ত্তন শুনিয়া সবে আইলা সত্বর ॥ ৪১৩ ॥
প্রভুর আবেশ দেখি' সর্ব্ব-ভক্তগণ।
পরম-অপূর্ব্ব সবে ভাবে মনে-মন ॥ ৪১৪ ॥
পরম-সন্তোষ সবে হইলা অন্তরে।
"এবে সে কীর্ত্তন হৈল নদীয়া-নগরে ॥ ৪১৫ ॥
এমন দুর্ল্লভ ভক্তি আছয়ে জগতে?
নয়ন সফল হয় এ ভক্তি দেখিতে! ৪১৬ ॥

শিক্ষায় তর্কপথ আদৃত না হওয়ায় অধিরোহবাদের অকর্ম্মণ্যতাই প্রদর্শিত হইয়াছে। "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" এবং "প্রায়েণ বেদ তদিদং"—এই ভাগবত-কথিত শ্লোকদ্বয়-প্রতিপাদিত নিষ্ফল অধিরোহ-পথে যে নির্ব্বেদজ্ঞান ও অনিত্য-কর্ম্মের কুচেষ্টা, উহার নিষেধোপলক্ষণেই বিষ্ণুমন্ত্র প্রদত্ত হয়। কিন্তু আধুনিক মনোধর্ম্ম-জীবী শ্রৌতপথবিরোধী হরি-গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষী বৈষ্ণব-ব্রুবের কীর্ত্তিত কোন কল্পিত কৃত্রিম ছড়া প্রভু বা তদীয় নিষ্কপট মুক্তসেবক জগদ্‌গুরু আচার্য্য ও প্রচারকগণ কখনও কাহাকেও উপদেশ দেন নাই, পরন্তু গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত মন্ত্রের এবং সম্বোধনাত্মক শ্রীনামেরই উপদেশ দিয়াছেন। প্রভু এই মন্ত্র ও নাম আম্নায় বা গুরু-পারম্পর্য্য-ক্রমে প্রাপ্ত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়া তাহারই উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৪০৬ ॥

এস্থলে প্রথমে হরি ও যাদব-নামদ্বয়ের সহিত কীর্ত্তনেচ্ছু ব্যক্তির শরণাগতি বা আত্মসম্প্রদানাত্মক চতুর্থী-বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ কৃষ্ণনাম-গ্রহণেচ্ছু জন সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনৈকব্রত শ্রীসদ্‌গুরুর সমীপে আত্মসম্প্রদানমুখে দিব্যজ্ঞান লাভপূর্ব্বক শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম-কথা শ্রবণ করিতে করিতে সম্বোধনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে নিরন্তর নিরপরাধে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন অনুশীলন করিবেন।

ভগবন্নামের সহিত চতুর্থ্যন্ত-পদে আত্মনিবেদন দ্বারা তাঁহার নিষ্কপট ভজন করিতে ইচ্ছা হইলে মন্ত্রলাভ হয়, আর ভগবন্নামের সম্বোধন দ্বারা ভগবন্নামেরই ভজন অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ্যন্ত-পদে শরণাগতি লক্ষিতা হয়। সম্বোধনাত্মক-পদে কীর্ত্তনকারীর নিত্য সেবাকাঙ্ক্ষাই লক্ষিতা। মন্ত্রজপ-ফলে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তির সংসার-বন্ধন-মুক্তি এবং মুক্তপুরুষের নাম-সম্বোধন পদ—নিত্যভজন-তাৎপর্য্যপর। কৃষ্ণমন্ত্রকে সাধন এবং কৃষ্ণনামকে সাধন ও সাধ্য জানিয়া সাধ্য ও সাধন, পরস্পরের অদ্বয়জ্ঞানই অব্যবহিতা ভক্তির পর্য্যায়ে স্বীকৃত হইয়াছে। মন্ত্র ও নাম, উভয়েই বাচ্যবিগ্রহ বিষ্ণুরই অভিন্ন-বাচক। সম্বন্ধজ্ঞান-লাভের প্রয়াসার্থই মন্ত্রের সাধন এবং মন্ত্রসিদ্ধিতে মুক্ত-পুরুষের ভজনারম্ভ। (চৈঃ চঃ আদি ৭ম পঃ ৭৩—)" কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥" ৪০৭ ॥

দিশা দেখাইয়া,—দিক্ প্রদর্শনপূর্ব্বক, রীতি পদ্ধতি, প্রণালী বা সন্ধান নির্ণয় করিয়া ॥ ৪০৮ ॥

কীর্ত্তন-নাথ,—"সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতা", সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক, সঙ্কীর্ত্তন-বিগ্রহ ॥ ৪০৯ ॥

নিজনাম রসে,—এস্থলে যিনি কীর্ত্তন করিতেছেন, তিনি স্বয়ংই সেই কীর্ত্তনেরই উদ্দিষ্ট বস্তু। নাম ও নামী অভিন্ন, গৌর ও কৃষ্ণ অভিন্ন, সুতরাং প্রভুর কীর্ত্তনে নিজাভিন্ন গোলোকপতি কৃষ্ণের মাধুর্য্য ও বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের ঐশ্বর্য্যরস প্রকটিত। সেই নাম-রসের আস্বাদক-সূত্রে কৃষ্ণেতর মায়ার প্রতি অভিনিবেশ বর্জ্জনপূর্ব্বক কৃষ্ণাভিনিবিষ্ট হইবার লীলা প্রভু প্রদর্শন করিলেন ॥ ৪১০ ॥

নদীয়া-নগর,—সমগ্র পুরবাসিগণ ॥ ৪১২ ॥

গৌরের অবতার ও কীর্ত্তন-মহিমা,—(ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-কৃত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত'-গ্রন্থে ১১১—১২১, ১২৪, ১২৬-১২৮, ১৩৩ ও ১৩৩ শ্লোক—)
"ন যোগো ন ধ্যানং ন চ জপতপস্ত্যাগনিয়মা ন বেদা নাচারঃ ক্ব নু বত নিষিদ্ধাদ্যুপরতিঃ। অকস্মাচ্চৈতন্যেঽবতরতি দয়াসারহৃদয়ে পুমর্থানাং মৌলিং পরমিহ মুদা লুণ্ঠতি জনঃ ॥ মহা-

যত ঔদ্ধত্যের সীমা—এই বিশ্বম্ভর।
প্রেম দেখিলাও নারদাদিরো দুষ্কর ॥ ৪১৭ ॥

হেন উদ্ধতের যদি হেন ভক্তি হয়।
না বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছা,—এ বা কিবা হয় ॥" ৪১৮ ॥

কর্ম্মস্রোতো নিপতিতমপি স্থৈর্য্যময়তে মহাপাষাণেভ্যোঽপ্যতিকঠিনমেতি দ্রবদশাম্। নটত্যুর্দ্ধং নিঃসাধনমপি মহাযোগমনসাং ভুবি শ্রীচৈতন্যেঽবতরতি মনশ্চিত্রবিভবে ॥ স্ত্রী-পুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ। জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরামাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ ॥ অভূদ্গেহে গেহে তুমুলহরিসঙ্কীর্ত্তনরবো বভৌ দেহে দেহে বিপুলপুলকাশ্রুব্যতিকরঃ। অপি স্নেহে স্নেহে পরমমধুরোৎকর্ষপদবী দবীয়স্যাম্নায়াদপি জগতি গৌরেঽবতরতি ॥ অকস্মাদেবৈতদ্ভুবনমভিতঃ প্লাবিতমভূৎ মহা-প্রেমাম্ভোধেঃ কিমপি রসবন্যাভিরখিলম্। অকস্মাচ্চাদৃষ্টাশ্রুতচর বিকারৈরলমভূচ্চমৎকারঃ কৃষ্ণে কনকরুচিরাঙ্গেঽবতরতি ॥ উদ্গৃহ্ণন্তি সমস্তশাস্ত্রমভিতো দুর্ব্বারগর্ব্বায়িতা ধন্যম্মন্যধিয়শ্চ কর্ম্মতপসাদ্যুচ্চাবচেষু স্থিতাঃ। দ্বিত্রাণ্যেব জপন্তি কেচন হরের্নামানি বামাশয়াঃ পূর্ব্বং সম্প্রতি গৌরচন্দ্র উদিতে প্রেমাপি সাধারণঃ ॥ দেবে চৈতন্যনাম্ন্যবতরতি সুরপ্রার্থ্য-পাদাব্জসেবে বিশ্বদ্রীচীঃ প্রবিস্তারয়তি সুমধুরপ্রেমপীযূষ-বীচীঃ। কো বালঃ কশ্চ বৃদ্ধঃ ক ইহ জড়মতিঃ কা বধূঃ কো বরাকঃ সর্ব্বেষামৈকরস্যং কিমপি হরিপদে ভক্তিভাজাং বভূব ॥ সর্ব্বে শঙ্করনারদাদয় ইহায়াতাঃ স্বয়ং শ্রীরপি প্রাপ্তা দেবহলায়ুধোঽপি মিলিতো জাতাশ্চ তে বৃষ্ণয়ঃ। ভূয়ঃ কিং ব্রজবাসিনোঽপি প্রকটা গোপালগোপ্যাদয়ঃ পূর্ণে প্রেমরসেশ্বরেঽবতরতি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি ॥ স্তুত্যাঃ স্নিগ্ধা অতিসুমধুর-প্রোজ্জ্বলোদারভাজস্তৎ পাদাব্জদ্বিতয়সবিধে সর্ব্ব এবাবতীর্ণাঃ। প্রাপুঃ পূর্ব্বাধিকতর-মহা-প্রেমপীযূষলক্ষ্মীং স্ব-প্রেমাণং বিতরতি জগত্যদ্ভুতং হেমগৌরে ॥ হসন্ত্যচ্চৈরুচ্চৈরহহ কুলবধ্বোঽপি পরিতো দ্রবীভাবং গচ্ছন্ত্যপি কুলিশসারাবঘটিতাঃ। তিরস্কুর্ব্বন্ত্যজ্ঞা অপি সকলশাস্ত্রজ্ঞসমিতিং ক্ষিতৌ শ্রীচৈতন্যেঽদ্ভুতমহিমসারেঽবতরতি ॥ প্রায়শ্চৈতন্যমাসীদপি সকলবিদাং নেহ পূর্ব্বং যদেষাং খর্ব্বা সর্ব্বার্থসারেঽপ্যকৃত নহি পদং কুণ্ঠিতা বুদ্ধিবৃত্তিঃ। গম্ভীরোদারভাবোজ্জ্বলরসমধুরপ্রেমভক্তিপ্রবেশঃ কেষাং নাসীদিদানীং জগতি করুণয়া গৌরচন্দ্রেঽবতীর্ণে ॥ * * সর্ব্বজ্ঞৈর্মুনিপুঙ্গবৈঃ প্রবিততে তত্তন্মতে যুক্তিভিঃ পূর্ব্বং নৈকতরত্র কোঽপি সুদৃঢ়ং বিশ্বস্ত আসীজ্জনঃ। সম্প্রত্যপ্রতিমপ্রভাব উদিতে গৌরাঙ্গচন্দ্রে পুনঃ প্রত্যর্থো হরিভক্তিরেব পরমঃ কৈর্বা ন নিদ্ধার্য্যতে ॥ * * অতিপুণ্যৈরতিসুকৃতৈঃ কৃতার্থীকৃতঃ কোঽপি পূর্ব্বঃ। এবং কৈরপি ন কৃতং যৎ প্রেমাব্ধৌ নিমজ্জিতং বিশ্বম্ ॥ ধর্ম্মে নিষ্ঠাং দধদমুপমাং বিষ্ণুভক্তিং গরিষ্ঠাং সংশ্রিতাগো দধদিহ হি হৃত্তিষ্ঠতীবাশ্মসারম্। নীচো গোষ্পদাদপি জগদহো প্লাবয়ত্যশ্রুপূরৈঃ কো বা জানাত্যহহ গহনং হেমগৌরাঙ্গরঙ্গম্ ॥ কচিৎ কৃষ্ণাবেশান্নটতি বহুভঙ্গীমভিনয়ন্ কচিদ্রাধাবিষ্টো হরিহরীত্যার্ত্তিরুদিতঃ। কচিদ্রিঙ্গন্ বালঃ কচিদপি চ গোপালচরিতো জগদ্গৌরো বিস্মাপয়তি বহুগম্ভীরমহিমা ॥ * * দেবা দুন্দুভিবাদনং বিদধিরে গন্ধর্ব্বমুখ্যা জগুঃ সিদ্ধাঃ সন্ততপুষ্পবৃষ্টিভিরিমাং পৃথ্বীং সমাচ্ছাদয়ন্। দিব্যস্তোত্রপরা মহর্ষিনিবহাঃ প্রীত্যোপতস্থুর্নিজ-প্রেমোন্মাদিনি তাণ্ডবং রচয়তি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি ॥ ক্ষণং হসতি রোদিতি ক্ষণমথ ক্ষণং মূর্চ্ছতি ক্ষণং লুঠতি ধাবতি ক্ষণমথ ক্ষণং নৃত্যতি। ক্ষণং শ্বসিতি মুঞ্চতি ক্ষণমুদারহাহাধ্বনিং মহাপ্রণয়সীধুনা বিহরতীহ গৌরো হরিঃ ॥"

অর্থাৎ 'পর'-দয়ালু শ্রীচৈতন্যদেব ইহ-জগতে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হইলে যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, ত্যাগ, নিয়ম, বেদাধ্যয়ন, সদাচার এই সকল কিছুই ছিল না; এমন কি, যাহার পাপাদি-কর্ম্মে নিবৃত্তিও নাই, সেইরূপ ব্যক্তিও পরম-হর্ষে পুরুষার্থ-শিরোমণি পরমপ্রেম লুণ্ঠন করিয়াছিল। আশ্চর্য্য-বিভবশালী শ্রীচৈতন্যদেব ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে, কর্ম্মিকুলের মন মহাকর্ম্ম-প্রবাহে নিপতিত থাকিলেও, প্রেম লাভ করিয়া স্থৈর্য্যপ্রাপ্ত হইল এবং মহাপাষাণ হইতেও অতিশয় কঠিন মনও ভক্তিরসে দ্রবতা প্রাপ্ত হইল। মহাযোগাদি-সাধনে চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরও মন যোগাদি অনিত্য-সাধন হইতে বিরত হইয়া উর্দ্ধে নৃত্য অর্থাৎ অধোক্ষজ চিদ্বিলাস-রাজ্যে প্রেম আস্বাদন করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরভক্তি-যোগ-পদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত বিষয়-রসমগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রী-পুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্র-

প্রভুর বাহ্যজ্ঞান-লাভ ও 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন—

ক্ষণেকে হইলা বাহ্য বিশ্বম্ভর-রায়।
সবে প্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলয়ে সদায়॥ ৪১৯॥

কৃষ্ণেতর-শব্দোচ্চারণ-ত্যাগ—

বাহ্য হইলেও বাহ্য-কথা নাহি কয়।
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের গলা ধরিয়া কান্দয়॥ ৪২০॥

সম্বন্ধী বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু-নিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, জ্ঞানসন্ন্যাসিগণ নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার রস আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই। শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে গৃহে গৃহে তুমুল হরিসঙ্কীর্ত্তনের রোল উত্থিত হইয়াছিল, দেহে দেহে পরিপুষ্ট পুলকাশ্রু-কদম্ব শোভা পাইয়াছিল, প্রেমভক্তির গাঢ়ত্বের উত্তরোত্তর উৎকর্ষে শ্রুতির অগোচর পরম-মধুর শ্রেষ্ঠা পদবীও প্রকাশিতা হইয়াছিল। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর কনক-কান্তি ধারণ-পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলে মহা-প্রেম-বারিধির রসবন্যায় এই নিখিল-জগৎ অকস্মাৎ সর্ব্বতোভাবে প্লাবিত এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুত-চর প্রেমবিকার দ্বারা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিল। কোন কোন ব্যক্তি দুর্নিবার গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া সমগ্রশাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে সংগ্রহ করিতেন, অর্থাৎ 'আমি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, আমা-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠব্যক্তি কেহ নাই'—এইরূপ মনে করিতেন। কেহ কেহ বা নিজেই নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেন, সেই সকল কৃতার্থম্মন্য এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম্ম, তথা তপস্যা, সাংখ্য-যোগাদিমার্গে উচ্চনীচভাবে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কেহ কেহ দুই তিনবার-মাত্র-হরির নামাবলী জপ করিতেন, তথাপি তাঁহাদের চিত্ত কৈতবপূর্ণই ছিল। পূর্ব্বের অবস্থা এইপ্রকার, কিন্তু এখন গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইলে 'প্রেম' ও সাধারণ হইয়া পড়িল অর্থাৎ আপামর সর্ব্বসাধারণেই প্রেম প্রাপ্ত হইল। সুরগণ যাঁহার পাদপদ্ম-সেবা বাঞ্ছা করেন, সেই লীলাময়-পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বব্যাপিনী সুমধুর প্রেমপীযুষ-লহরী (সর্ব্বত্র) প্রকৃষ্টরূপে বিস্তার করিলে, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি জড়মতি, কি শোচনীয় নীচব্যক্তি—এই সংসারে সকলেরই ভক্তিলাভে যোগ্যতা এবং শ্রীহরির চরণে কোনও এক অপূর্ব্ব চমৎকার-ময়-অদ্বয়জ্ঞানরস উদিত হইয়াছিল। প্রেমরস-রসিক-শিরোমণি স্বয়ং ভগবান্ গৌরচন্দ্র ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে, শঙ্কর-নারদাদি সকলেই (অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্ত-রূপে) আগমন করিয়াছিলেন। স্বয়ং লক্ষ্মীও (শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া-রূপে) আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। স্বয়ংভগবান্ হইতে অভিন্ন তদীয় প্রকাশ-স্বরূপ বলদেব (পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দরায় রূপে) বিরাজ করিতেছিলেন। যাদবগণও (শচী, জগন্নাথ প্রভৃতিতে) প্রকাশিত হইয়াছিলেন, আর অধিক কি বলিব, নন্দাদি ব্রজবাসিগণ, সুবলাদি-প্রমুখ সখাসকল, গোপী-প্রমুখ শক্তিগণ, রক্তক, চিত্রক প্রভৃতি দাসগণ, অর্থাৎ কৃষ্ণলীলার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ সকলেই গৌর-লীলায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তপ্তকাঞ্চনদ্যুতি গৌরসুন্দর পৃথিবীতে স্বীয় অলৌকিক প্রেম বিতরণ করিলে, দাস, সখা ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবল মধুর-রসের নিত্যসিদ্ধ সেবিকা প্রেয়সীবর্গ,—ইঁহারা সকলেই গৌরপাদপদ্ম-সন্নিধানে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বের (কৃষ্ণলীলার) প্রেমাস্বাদন অপেক্ষাও মহা-প্রেমামৃত-সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। অতি অলৌকিক পরম-মহিমান্বিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে কুলবধূ-গণও (লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমে) অতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিত, ইন্দ্রিয়তর্পণপর কুবিষয়-পাষাণ-নির্ম্মিত কঠিন-হৃদয়ও সর্ব্বতোভাবে দ্রবীভূত হইয়াছিল, তত্ত্বজ্ঞানহীন অজ্ঞ ব্যক্তিগণও (চৈতন্য-কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া) সকল শাস্ত্রজ্ঞ-সমাজকেও ধিক্কার করিয়াছিল (অর্থাৎ অপর-বিদ্যা-নিপুণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতাভিমানীদিগের শাস্ত্রজ্ঞানে ধিক্কার প্রদান করিয়াছিল)। চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে এই প্রপঞ্চে সর্ব্ব-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতাভিমানীদিগেরও কৃষ্ণসেবারূপ চেতনবৃত্তি আচ্ছাদিত প্রায় হইয়াছিল। ইঁহারা সর্ব্বপুরুষার্থ-শিরোমণি কৃষ্ণপ্রেম লক্ষ্য করেন নাই, যেহেতু ইঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অতি সামান্যা ও সন্দেহপ্রবণা; কিন্তু সম্প্রতি গৌরচন্দ্র কৃপা-পূর্ব্বক জগতে উদিত হওয়ায় সুদুর্ব্বোধ, পরমচমৎকার বিভাব-অনুভাবাদি সামগ্রীপুষ্টা উন্নতোজ্জ্বল মধুর-রসময়ী প্রেমভক্তিতে কাহাদেরই বা প্রবেশ না হইয়াছে? * * *

প্রভুকে সান্ত্বনান্তে সকলের প্রস্থান—

সবে মিলি' ঠাকুরেরে স্থির করাইয়া।
চলিলা বৈষ্ণব-সব মহানন্দ হৈয়া॥ ৪২১॥

প্রভুর অনুগমনে কতিপয় ছাত্রের অপরবিদ্যানুশীলন ত্যাগ-পূর্ব্বক পরবর্ত্তিকালে হরিভজনার্থ সন্ন্যাস-গ্রহণ—

কোন কোন পড়ুয়া-সকল প্রভু-সঙ্গে।
উদাসীন-পথ লইলেন প্রেম-রঙ্গে॥ ৪২২॥

প্রভুর নিজ-নাম প্রেম-প্রকাশারম্ভ-ফলে ভক্ত-দুঃখ-খণ্ডন—

আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন-প্রকাশ।
সকল-ভক্তের দুঃখ হইল বিনাশ॥ ৪২৩॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ৪২৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসঙ্কীর্ত্তনারম্ভবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সর্ব্বজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠগণ তাঁহাদের নিজ-নিজ-মত যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বিস্তৃত করিলেও কোন ব্যক্তিই পূর্ব্বে সেই সকল পক্ষপাতিনী যুক্তিতে সুদৃঢ়-বিশ্বাসী ছিলেন না। সম্প্রতি অপ্রতিম-প্রভাবশালী শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইলে পুনরায় একমাত্র হরিভক্তিই যে বেদ-প্রতিপাদ্য পরমার্থ, তাহা কেই বা নিশ্চয় না করিয়াছে? * * * বিশেষ সদাচারী ও পরমধার্ম্মিক প্রাচীন-মহাপুরুষগণের দ্বারা কোন কোন ব্যক্তি বৈকুণ্ঠাদি-লোক প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যেরূপ সমগ্র বিশ্বকে প্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছেন, পূর্ব্বে আর কেহই এরূপ করেন নাই। ধর্ম্ম-বিষয়িণী অতুলনীয়া নিষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠ-ভক্তি সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় করিয়াও লোকে লৌহের ন্যায় সুকঠিন হৃদয় ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে অবস্থান করে; (কিন্তু শ্রীগৌরহরির কৃপায়) অহো! গোঘাতী অপেক্ষাও পাপীয়ান্ ব্যক্তি (পাপপ্রবৃত্তি হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া) অশ্রু প্রবাহের দ্বারা বিশ্ব প্লাবিত করিয়াছে। অহো! কে-ই বা কাঞ্চনকান্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের দুর্ব্বিগাহ রঙ্গ জানিতে পারে! বিপুল-দুরবগাহ-প্রভাবে শ্রীগৌরসুন্দর সমগ্র বিশ্বকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণাবেশ-হেতু কখনও বালকৃষ্ণলীলা প্রকাশ করিয়া জানু দ্বারা চঙ্ক্রমণ করিতেছেন, কখনও বা গো-পালকের চরিত্র প্রকাশ করিয়া, কখনও বা বহুভঙ্গী অভিনয় করিয়া নৃত্য করিতেছেন, আবার কখন ও শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া 'হরি'! 'হরি'!! 'হরি'!!!—এইরূপ বিরহপীড়া-জনিত আর্ত্তিসহকারে রোদন করিতেন। * * * নিজপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর পৃথিবীতে উদ্দণ্ড-নৃত্য আরম্ভ করিলে দেবগণ দুন্দুভি বাদন করিয়াছিলেন, প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন, সিদ্ধগণ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা ভূমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। মনোহর স্তোত্র-পাঠ-কুশল মহর্ষিবৃন্দ প্রীতির সহিত স্তব করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরি মহাভাবামৃতরসে মগ্ন হইয়া কখনও হাস্য করিতেন, কখনও রোদন করিতেন, কখনও মূর্চ্ছিত হইতেন, কখনও ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেন, কখনও দ্রুত গমন করিতেন, আবার কখনও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন, কখনও বা 'হা হা' এইরূপ মহৎ শব্দ করিতেন;—এইরূপ নানাভাবে প্রপঞ্চে বিহার করিয়াছিলেন॥ ৪১৪-৪১৮॥

সীমা,—চরম, পরাকাষ্ঠা। দুষ্কর,—দুর্ল্লভ, দুষ্প্রাপ্য, বিরল॥ ৩১৭॥

প্রভুর ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রাপঞ্চিক সংসারের প্রতি প্রভুর সর্ব্বোত্তম আদর্শ বৈরাগ্যের বা সন্ন্যাসের অনুসরণ করিবার উদ্দেশে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-আশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা কর্ম্মি-বানপ্রস্থ ও কর্ম্মি-সন্ন্যাসী অথবা নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরত বানপ্রস্থ বা যতি-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। সকলেই কৃষ্ণপ্রেমভক্তির প্রবল আনন্দ-বেগ-বশতঃ যুক্ত বৈষ্ণব-বানপ্রস্থ ও যুক্ত বৈষ্ণব-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন॥ ৪২২॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীঅদ্বৈত-সমীপে ভক্তগণ-কর্ত্তৃক প্রভুর কৃষ্ণ-প্রেম-বর্ণন, তচ্ছ্রবণে অদ্বৈত প্রভুর আনন্দ ও আবিষ্ট-চিত্তে সকলের নিকট স্বীয় স্বপ্ন বৃত্তান্ত কথন এবং সকল ভক্তের হর্ষভরে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে দেখিবা-মাত্রই প্রভুর প্রণাম ও তৎপ্রতি ভক্তগণের আশীর্ব্বাদ, প্রভুর তাহা স্বীকার-পূর্ব্বক নানাভাবে বৈষ্ণব-সেবাদর্শ-প্রদর্শন, তদ্দর্শনে ভক্তগণের আশীর্ব্বাদ ও আশা, নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ও নিন্দক পাষণ্ডিগণের দৌরাত্ম্য-ফলে ভক্তগণের দুঃখ-শ্রবণে প্রভুর ভক্তগণকে আশ্বাস-প্রদান ও পাষণ্ডিগণের প্রতি ক্রোধাবেশ, অজ্ঞ-লোকগণের প্রভুকে বায়ুগ্রস্ত-জ্ঞানে চিকিৎসার্থ শচীমাতাকে অনুরোধ, একদা প্রভু-গৃহে গমনপূর্ব্বক শ্রীবাসপণ্ডিতের প্রভু-শরীরে মহা-ভক্তিযোগ-লক্ষণ-দর্শন, তদুক্তি-শ্রবণে শ্রীবাসকে প্রভুর আলিঙ্গন, শ্রীবাস-কর্ত্তৃক শচীর নিকট তৎপুত্রের কৃষ্ণপ্রেম-বর্ণন-ফলে মাতার পুত্র-সম্বন্ধে বায়ুরোগ-জ্ঞান পরিত্যাগ, গদাধরের সহিত প্রভুর অদ্বৈত-গৃহে গমন ও ভাবমার্গে কৃষ্ণার্চ্চনরত অদ্বৈতের প্রভু-চরণ-পূজন ও স্তব, বিশ্রব্ধ-স্নিগ্ধ গদাধরের তন্নিবারণ ও বিস্ময়, বাহ্যজ্ঞান-লাভান্তে আত্মগোপনপূর্ব্বক প্রভুর অদ্বৈত-স্তুতি সত্ত্বেও অদ্বৈতের চিত্তে প্রভুর অবতারোপলব্ধি এবং প্রভুর ঔদার্য্যাবতারিত্ব-পরীক্ষণার্থ শান্তিপুরে গমন, ভক্তগণের সহিত প্রভুর প্রত্যহ কৃষ্ণকীর্ত্তন ও বিপ্রলম্ভ-প্রেমবিকারাবেশ এবং অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে 'কানাইর নাটশালা'য় তমালশ্যামলত্বিট্ নবঘনবর্ণ কিশোর-দর্শন-বর্ণন, বর্ণন-কালে প্রেমে মূর্চ্ছা, বাহ্যজ্ঞানলাভ হইলে প্রভুকে ভক্তগণের হর্ষভরে প্রশংসা, গৃহে আসিয়াও প্রভুর নিরন্তর আনন্দাবেশ ও সকলের নিকট কৃষ্ণানুসন্ধান, একদিন গদাধরের মুখে নিজ-হৃদয়ে কৃষ্ণের অবস্থান-শ্রবণে নখ দিয়া প্রভুর নিজ-বক্ষো-বিদারণ-চেষ্টা ও শেষে গদাধরের প্রযত্নে প্রভুর ধৈর্য্যাবলম্বন, পুত্রদশা-দর্শনে ব্যাকুলা শচীকর্ত্তৃক গদাধরের কৃতিত্ব-প্রশংসা, প্রভু-প্রতি শচীর বাৎসল্য-স্নেহের পরিবর্ত্তে গৌরব-ভয়, ভক্তগণের সহিত সন্ধ্যায় নিজ-গৃহে মুকুন্দের কীর্ত্তন-গান-শ্রবণ, সর্ব্বরাত্রব্যাপি কীর্ত্তন, তাহাতে নিদ্রা সুখভঙ্গ-হেতু পাষণ্ডিগণের ক্রোধ, বিশেষতঃ শ্রীবাসের বিরুদ্ধে ক্রোধভরে মিথ্যা রাজরোশরূপ জনরব-প্রচার, ভক্ত-বৎসল সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর নৃসিংহার্চ্চনরত শ্রীবাসের গৃহে গমন-পূর্ব্বক স্বীয় চতুর্ভুজ ঐশ্বর্য্যময় রূপ-প্রদর্শন ও কৃপাশ্বাস-বাণী, শ্রীবাসের প্রভুকে কৃষ্ণজ্ঞানে স্তুতি, তচ্ছ্রবণে কৃপাপূর্ব্বক শ্রীবাসকে সস্ত্রীক স্বীয় রূপের দর্শন ও অর্চ্চনার্থ আদেশ-দান, সপরিবারে শ্রীবাসের প্রভু-পূজন ও দৈন্যোক্তি, শ্রীবাসের প্রতি প্রভুর অভয়-বাক্য, প্রত্যক্ষে প্রভুর আদেশ প্রাপ্তি-মাত্র শ্রীবাস-ভ্রাতৃসুতা শ্রীনারায়ণীর 'কৃষ্ণ' বলিয়া মূর্চ্ছা ও ক্রন্দন, এই সমুদয় ঐশ্বর্য্য-দর্শনে শ্রীবাসের পাষণ্ডি-ভয় পরিত্যাগ ও প্রভু-স্তুতি-কীর্ত্তন, শ্রীবাসের বেদাদি-দুর্লভ প্রভুর ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ-দর্শন, শ্রীবাসকে নিজ গূঢ়প্রকাশ ব্যক্ত করিতে প্রভুর নিষেধাজ্ঞা ও তাঁহাকে অভয়াশ্বাস-প্রদানান্তে প্রভুর স্বগৃহে-প্রস্থান, গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক কৃষ্ণসেবাময় শ্রীবাস-ভবনের মাহাত্ম্য-স্তুতি, কার্ষ্ণ-সেবাই কৃষ্ণকৃপা-লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া কীর্ত্তন এবং নিত্যানন্দ-বলদেবের নিকট গ্রন্থ-রচনার্থ হৃদয়ে আদেশ-প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে (গৌঃ ভাঃ)।

গৌরসুন্দরের জয়—

জয় জয় জগন্মঙ্গল গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥ ১ ॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ২ ॥

প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমবিকার-দর্শনে বিস্মিত ভক্তগণের অদ্বৈত-সমীপে তদ্বর্ণন—

ঠাকুরের প্রেম দেখি' সর্ব্ব-ভক্তগণ।
পরম-বিস্মিত হৈল সবাকার মন ॥ ৩ ॥
পরম-সন্তোষে সবে অদ্বৈতের স্থানে।
সবে কহিলেন যত হৈল দরশনে ॥ ৪ ॥

ভক্তগণের বাক্য-শ্রবণে, প্রভুর অবতরণ জানিয়াও অদ্বৈতাচার্য্যের তৎসঙ্গোপন—

ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
'অবতরিয়াছে প্রভু'—জানেন সকল ॥ ৫ ॥
তথাপি অদ্বৈত-তত্ত্ব বুঝন না যায়।
সেইক্ষণে প্রকাশিয়া তখনে লুকায় ॥ ৬ ॥
শুনিয়া অদ্বৈত বড় হরিষ হইলা।
পরম-আবিষ্ট হই' কহিতে লাগিলা ॥ ৭ ॥

ভক্তগণকে নিজ-স্বপ্নবৃত্তান্ত-বর্ণন ও স্বপ্নদৃষ্ট-পুরুষকর্তৃক-স্বীয় ব্রত ও প্রতিজ্ঞার সাফল্য-সম্ভাবনা-কথন—

"মোর আজিকার কথা শুন, ভাই-সব!
নিশিতে দেখিনু আমি কিছু অনুভব ॥ ৮ ॥
গীতার পাঠের অর্থ ভাল না বুঝিয়া।
থাকিলাও দুঃখ ভাবি' উপাস করিয়া ॥ ৯ ॥
কথো রাত্রে আসি' মোরে বলে একজন।
'উঠহ আচার্য্য! ঝাট করহ ভোজন ॥ ১০ ॥
এই পাঠ, এই অর্থ কহিলুঁ তোমারে।
উঠিয়া ভোজন কর,' পূজহ আমারে ॥ ১১ ॥
আর কেন দুঃখ ভাব' পাইলা সকল।
যে লাগি' সঙ্কল্প কৈলা, সে হৈল সফল ॥ ১২ ॥
যত উপবাস কৈলা, যত আরাধন।
যতেক করিলা 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন ॥ ১৩ ॥
যা' আনিতে ভুজ তুলি' প্রতিজ্ঞা করিলা।
সে-প্রভু তোমারে এবে বিদিত হইলা ॥ ১৪ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

(চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ পঃ ২৫-২৯, ৩২-৩৬, ৪১-৪২, ১১১-১১৩—) "মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম। ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি 'অদ্বৈত' পূর্ণনাম ॥ পূর্ব্বে যৈছে কৈলা সর্ব্ববিশ্বের সৃজন। অবতরি' কৈলা এবে ভক্তি-প্রবর্ত্তন ॥ জীব নিস্তারিলা কৃষ্ণভক্তি করি' দান। গীতা-ভাগবতে কৈলা ভক্তির ব্যাখ্যান ॥ ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য। অতএব নাম হৈল 'অদ্বৈত-আচার্য্য' ॥ বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য্য। দুইনাম-মিলনে হৈলা 'অদ্বৈত-আচার্য্য' ॥ * * অদ্বৈত-আচার্য্য—ঈশ্বরের অংশবর্য্য। তাঁর তত্ত্ব-নাম-গুণ, সকলি আশ্চর্য্য ॥ যাঁহার তুলসীদলে, যাঁহার হুঙ্কারে। স্বগণ-সহিতে চৈতন্যের অবতারে ॥ যাঁর দ্বারা কৈলা প্রভু কীর্ত্তন প্রচার। যাঁর দ্বারা কৈলা প্রভু জগৎ নিস্তার ॥ আচার্য্য-গোসাঞির গুণ-মহিমা অপার। জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার? আচার্য্য-গোসাঞি—চৈতন্যের মুখ্য-অঙ্গ। আর এক অঙ্গ তাঁর—প্রভু-নিত্যানন্দ ॥ * * চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে 'প্রভু-জ্ঞান। আপনাকে করেন তাঁর 'দাস'-অভিমান ॥ সেই অভিমান সুখে আপনা' পাসরে। 'কৃষ্ণদাস' হও'—জীবে উপদেশ করে ॥ * * * অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞির মহিমা অপার। যাঁহার হুঙ্কারে কৈলা চৈতন্যাবতার ॥ সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিয়া সব জগৎ তারিল। অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল ॥ অদ্বৈত-মহিমা অনন্ত, কে পারে কহিতে? সেই লিখি, যেই শুনি মহাজন হৈতে ॥"৫-৬

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর তত্ত্ব ও ক্রিয়া-মুদ্রা সাধারণ প্রাকৃত জীবের বোধগম্য নহে। যদৃচ্ছাক্রমে কখনও কৃপা-বশে তিনি তাঁহার স্বীয় অপ্রাকৃত তত্ত্ব-মহিমা প্রকাশ করেন, আবার কখনও বা নিজের অপ্রাকৃত তত্ত্ব-মহিমা সংগোপন করেন।

(আলবন্দারু যামুনাচার্য্য-কৃত স্তোত্ররত্নে ১৮শ শ্লোকে—) "উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়িসম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িম-স্বভাবম্। মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥"

অর্থাৎ 'হে ভগবন্, দেশ, কাল, চিন্তা—এই তিনটী সীমা-দ্বারা সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ, কিন্তু তোমার গূঢ়স্বভাব সম ও অতিশয়-শূন্য হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে। মায়াবলের দ্বারা তুমি ঐ স্বভাবকে আচ্ছাদন কর, কিন্তু তোমার অনন্যভক্তগণ সর্ব্বদা তোমাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন ॥' ৬ ॥

সর্ব্বদেশে ও শ্রীবাস-গৃহে শীঘ্রই দেব-দুর্ল্লভ কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিলাস-প্রাকট্য-সম্ভাবনা-কথন—

সর্ব্বদেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্ত্তন!
ঘরে-ঘরে নগরে-নগরে অনুক্ষণ ॥ ১৫ ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ভক্তি আছয়ে যতেক।
তোমার প্রসাদে এবে সবে দেখিবেক ॥ ১৬ ॥
এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক বৈষ্ণব।
ব্রহ্মাদিরো দুর্ল্লভ দেখিবে অনুভব ॥ ১৭ ॥
ভোজন করহ তুমি, আমার বিদায়।
আর-বার আসিবাঙ ভোজন-বেলায় ॥' ১৮ ॥

জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট-পুরুষকে অদ্বৈতের বাহিরে বিশ্বম্ভর-রূপে দর্শন—

চক্ষু মেলি' চা'হি দেখি,—এই বিশ্বম্ভর।
দেখিতে-দেখিতে মাত্র হইলা অন্তর ॥ ১৯ ॥

স্বতন্ত্র কৃষ্ণের দুর্ব্বোধ্য ও দুজ্ঞের্য় নিগূঢ় লীলা-রহস্য—

কৃষ্ণের রহস্য কিছু না পারি বুঝিতে।
কোন্ রূপে প্রকাশ বা করেন কাহাতে ॥ ২০ ॥

বিশ্বম্ভরাগ্রজ বিশ্বরূপের পরিচয়-দান ও প্রসঙ্গক্রমে বালক-বিশ্বম্ভরের বাল্যলীলা-গুণ-বর্ণন—

ইহার অগ্রজ পূর্ব্বে—'বিশ্বরূপ' নাম।
আমার সঙ্গে আসি' গীতা করিত ব্যাখ্যান ॥২১॥
এই শিশু—পরম-মধুর রূপবান্।
ভাইকে ডাকিতে আইসেন মোর স্থান ॥ ২২ ॥
চিত্তবৃত্তি হরে' শিশু সুন্দর দেখিয়া।
আশীর্ব্বাদ করি 'ভক্তি হউক' বলিয়া ॥ ২৩ ॥
আভিজাত্যে হয় বড়-মানুষের পুত্র।
নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তী,—তাঁহার দৌহিত্র ॥ ২৪ ॥
আপনেও সর্ব্বগুণে পরম-পণ্ডিত!
ইঁহার কৃষ্ণেতে ভক্তি হইবে উচিত ॥ ২৫ ॥

সকল ভক্তকে বিশ্বম্ভরের প্রতি শুভাশীর্ব্বাদ-জ্ঞাপনার্থ অনুরোধ—

বড় সুখী হইলাঙ এ কথা শুনিয়া।
আশীর্ব্বাদ কর' সবে 'তথাস্তু' বলিয়া ॥ ২৬ ॥

সমগ্র বিশ্বের উপর অদ্বৈতের কৃষ্ণকৃপা-বারি-বর্ষণ-কামনা ও প্রতিজ্ঞা—

শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হউক সবারে।
কৃষ্ণনামে মত্ত হউ সকল-সংসারে ॥ ২৭ ॥
যদি সত্য বস্তু হয়, তবে এইখানে।
সবে আসিবেন এই বামনার স্থানে ॥" ২৮ ॥

অদ্বৈতের ও ভক্তগণের আনন্দে হরি-কীর্ত্তন-ধ্বনি—

আনন্দে অদ্বৈত করে পরম-হুঙ্কার।
সকল-বৈষ্ণব করে জয়জয়কার ॥ ২৯ ॥

আর কেন...হইলা,—(চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৯১, ৯৫-১০৯ সংখ্যা—) "আচার্য্য-গোসাঞি—প্রভুর ভক্ত-অবতার। কৃষ্ণ-অবতার হেতু যাঁহার হুঙ্কার ॥ * প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য,—সকল সংসার। কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার ॥ কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ। ভক্তিগন্ধ নাহি,—যাতে যায় ভবরোগ ॥ লোকগতি দেখি' আচার্য্য করুণ-হৃদয়। বিচার করেন,—লোকের কৈছে হিত হয় ॥ আপনে শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার। আপনে আচরি' ভক্তি করেন প্রচার ॥ নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর। কলি-কালে কৈছে হবে কৃষ্ণ-অবতার ॥ শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন। নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন ॥ আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার। তবে সে 'অদ্বৈত' নাম সফল আমার ॥ কৃষ্ণবশ করিবেন কোন্ আরাধনে। বিচারিতে এক শ্লোক আইল তাঁর মনে। (তথা হি গৌতমীয় তন্ত্রে নারদ-বাক্য—) "তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥" এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ। 'কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেই জন ॥ তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন। জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন ॥ তবে আত্মা বেচি' করে ঋণের শোধন।' এত ভাবি আচার্য্য করেন আরাধন ॥ গঙ্গাজলে তুলসামঞ্জরী অনুক্ষণ। কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি' করে সমর্পণ ॥ কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার। এমতে কৃষ্ণের করাইলা অবতার ॥ চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু। ভক্তের ইচ্ছায় অবতার ধর্ম্মসেতু ॥' ১২-১৪ ॥

আমার বিদায়,—আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম ॥ ১৮ ॥

অন্তর,—অন্তর্হিত, তিরোহিত, অদৃশ্য। ১৯ ॥

সর্ব্বভক্তের জিহ্বায় নামস্বরূপে নামি-কৃষ্ণের অবতরণ—

'হরি হরি' বলি' ডাকে বদন সবার।
উঠিল কীর্ত্তনরূপ কৃষ্ণ-অবতার ॥ ৩০ ॥
কেহ বলে,—"নিমাঞিপণ্ডিত ভাল হৈলে।
তবে সঙ্কীর্ত্তন করি' মহা-কুতূহলে ॥ ৩১ ॥

অদ্বৈত-প্রণামান্তে ভক্তগণের প্রস্থান—

আচার্য্যেরে প্রণতি করিয়া ভক্তগণ।
আনন্দে চলিলা করি' হরি-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩২ ॥

দর্শনমাত্র সকলের সহিত প্রভুর প্রীতি-সম্ভাষণ—

প্রভু-সঙ্গে যাহার যাহার দেখা হয়।
পরম আদর করি' সবে সম্ভাষয় ॥ ৩৩ ॥

প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান-কালে শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে দর্শনমাত্র প্রণাম ও তাঁহাদের কৃষ্ণভজনার্থ প্রভুকে আশীর্ব্বাদ—

প্রাতঃকালে যবে প্রভু চলে গঙ্গাস্নানে।
বৈষ্ণব-সবার সঙ্গে হয় দরশনে ॥ ৩৪ ॥
শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্করে।
প্রীত হৈয়া ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করে ॥ ৩৫॥
"তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণে।
মুখে 'কৃষ্ণ' বল, 'কৃষ্ণ' শুনহ শ্রবণে ॥ ৩৬ ॥
কৃষ্ণ ভজিলে সে, বাপ! সব সত্য হয়।
কৃষ্ণ না ভজিলে, রূপ-বিদ্যা কিছু নয় ॥ ৩৭ ॥
কৃষ্ণ সে জগৎপিতা, কৃষ্ণ সে জীবন।
দৃঢ় করি' ভজ, বাপ! কৃষ্ণের চরণ ॥" ৩৮ ॥

নিজ-ভক্তের আশীর্ব্বাদ-শ্রবনে প্রভুর কৃপা-দৃষ্টি—

আশীর্ব্বাদ শুনিয়া প্রভুর বড় সুখ।
সবারে চা'হেন প্রভু তুলিয়া শ্রীমুখ ॥ ৩৯ ॥

অমানী ও মানদ-ধর্ম্মের পূর্ণাদর্শরূপে দৈন্য-বিনয়-ভরে স্বীয় ভক্তগণের সেবা-বাঞ্ছা—

"তোমরা সে কহ সত্য, করি' আশীর্ব্বাদ।
তোমরা বা কেনে আন করিবা প্রসাদ? ৪০ ॥

কৃষ্ণের...কাহাতে,—(চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৮৭ সংখ্যা—) "আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে। তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥" (ঐ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১২৪ সংখ্যা—) "ভক্ত চিত্তে ভক্ত-গৃহে সদা অবস্থান। কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত, স্বতন্ত্র ভগবান্॥" ২০ ॥

আভিজাত্যে,—কৌলীন্যে বা উচ্চ সদ্‌বংশ-গৌরবে॥২৪॥

শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে সকলেরই শুদ্ধসত্ত্ব সেবোন্মুখ-জিহ্বায় শ্রীহরির অভিন্ন নাম, শব্দ বা ধ্বনি শ্রুত ও কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। তাহাতে নামকীর্ত্তন হইতে অভিন্ন নামি-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন, ধ্বনি, শব্দ বা নামরূপে অবতীর্ণ হইলেন ॥৩০॥

ভাল,—নিরভিমান সাধু, ভক্ত, বৈষ্ণব ॥ ৩১ ॥

আন,—কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অপর, ইতর, বিরুদ্ধ, প্রতিকূল ॥

দাসে...করে, এবং তোমা...পাই,—(ইতিহাস-সমুচ্চয়ে লোমশ-বাক্য—) "তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ। প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ॥"

অর্থাৎ 'এই হেতু শ্রীহরির অনুগ্রহ-লাভার্থ বৈষ্ণবগণের তুষ্টি বিধান করিবে, তাহা হইলেই নিঃসন্দেহ শ্রীহরি প্রসন্ন-মুখ হইবেন।'

(ঐ ইতিহাস-সমুচ্চয়ে শ্রীভগবদ্বাক্য—) "ন মে প্রিয়-শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥"

অর্থাৎ ভগবানের উক্তি আছে যে, 'মদ্ভক্তিপরায়ণ না হইলে চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী স্বাধ্যায়-রত ব্যক্তি ও মৎপ্রিয় হইতে পারে না; ভক্তিমান্ হইলে শ্বপচব্যক্তি ও আমার প্রিয় হয়; তদ্রূপ শ্বপচকুলোদ্ভূত হইলেও ভক্তকেই দান করিবে, তৎসকাশ হইতে উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে, সেই ভক্ত—মৎসদৃশ পূজনীয়।'

(আদিপুরাণে—) "যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥"

অর্থাৎ 'হে অর্জ্জুন, যাঁহারা আমার ভক্ত, তাঁহারা প্রকৃত ভক্ত বলিয়া গণনীয় নহেন; মদীয় ভক্তগণের ভক্তেরাই মদীয় সর্ব্বোত্তম ভক্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।'

(বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞমাল্যুপাখ্যানান্তে—) 'হরিভক্তিরতান্ যস্তু হরিবুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ। তস্য তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্রা ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবাদয়ঃ॥"

অর্থাৎ 'হে দ্বিজসত্তম, বিষ্ণুভক্তিনিষ্ঠ বৈষ্ণবদিগকে শ্রীহরির অভিন্ন অঙ্গ-স্থানে অর্চ্চন করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর প্রভৃতি সকলেরই প্রীতি সাধিত হয়।'

(পাদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীশিবোমাসংবাদে—) "অর্চ্চয়িত্বা তু

স্বয়ং প্রভু হইয়াও দাসাভিমানে প্রভুর স্বভক্তস্তুতি-দ্বারা বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য জ্ঞাপন—

তোমরা সে পার' কৃষ্ণভজন দিবারে।
দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে ॥ ৪১ ॥
তোমরা যে আমারে শিখাও বিষ্ণুধর্ম্ম।
তেঞি বুঝি,—আমার উত্তম আছে কর্ম্ম ॥ ৪২ ॥

ভক্তবৈষ্ণবের সেবন-ফলেই কৃষ্ণসেবা-লাভ ঘটে বলিয়া স্বয়ং প্রভু হইয়াও স্ব-ভক্ত-বৈষ্ণবগণের বিবিধ সেবা-বিধান—

তোমা'সবা' সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।"
এত বলি' কারো পা'য়ে ধরে সেই ঠাঁই ॥ ৪৩ ॥
নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে।
ধুতিবস্ত্র তুলি' কারো দেন ত' আপনে ॥ ৪৪ ॥

গোবিন্দং তদীয়াংস্নার্চ্চয়েত্তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা ॥

অর্থাৎ বৈষ্ণব-পূজা পরিত্যাগপূর্ব্বক গোবিন্দের অর্চ্চন করিলে ও তাহাকে ভগবদ্ভক্ত বলা যায় না, সে দাম্ভিক বলিয়া বিদিত; সুতরাং সর্ব্বদা যত্নসহকারে বৈষ্ণবের অর্চ্চন করিবে।'

(ভাঃ ১১।২৬।৩৪ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তি—) "সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ। দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥"

অর্থাৎ সাধুগণ অন্তর্হৃদয়ে চক্ষু দান করেন। সূর্য্য সমুত্থিত হইয়া বাহিরের আলোক দিয়া থাকেন। সাধুগণই দেবতা, বান্ধব, আত্মা এবং আমার নিজজন।'

(ভাঃ ৭।৫।৩২ শ্লোকে হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহ্লাদের উক্তি—) "নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥"

অর্থাৎ 'যেকাল পর্য্যন্ত গৃহব্রত মানবগণের মতি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের পদরজে অভিষেক স্বীকার না করে, সেকাল পর্য্যন্ত উহা কখনই উরুক্রম কৃষ্ণের পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না; যেহেতু কৃষ্ণপাদপদ্মস্পর্শই—জীবের সমস্ত অনর্থ-নাশের একমাত্র হেতু।'

(ভাঃ ৯।৪।৬৩, ৬৬, ৬৮ শ্লোকে দুর্ব্বাসার প্রতি ভগবানের উক্তি—) "অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ... ... ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। বশেকুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥ ... ... সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥"

অর্থাৎ, 'হে দ্বিজ, আমি ভক্তপরাধীন, আমি—স্বাধীন নই, পরন্তু ভক্তপরতন্ত্র; পরম-সাধু ভক্তগণকর্ত্তৃক আমার হৃদয় সর্ব্বদা বশীভূত; আমি—ভক্তজনপ্রিয়। * * সতী স্ত্রী যেমন সাধুপতিকে বশ করে, সেইরূপ আমাতে আবদ্ধ-হৃদয় সমদর্শী সাধুগণ আমাকে প্রেমভক্তিদ্বারা বশ করেন। * * সাধুগণই আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়; আমা-ব্যতীত তাঁহারা আর কিছু জানেন না এবং আমিও তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আর কিছুই জানি না।'

(ভাঃ ১০।৫১।৫৩ শ্লোকে কৃষ্ণের প্রতি মুচুকুন্দের উক্তি—) "ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥

অর্থাৎ 'জীব নানাযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন সৌভাগ্যক্রমে যখনই তাহার ভবক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই হে অচ্যুত তাহার ভাগ্যে সাধুসঙ্গ-লাভ ঘটে। সাধুসঙ্গ হইলেই পরাবরেশ সদ্গতিস্বরূপ তোমাতে তাহার রতি জন্মে।'৪১,৪৩

আমার প্রচুর প্রাক্তন-সৌভাগ্য বর্ত্তমান থাকায় তোমরা আমাকে ভগবদ্ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছ। ইহামুত্রফলভোগকামাত্মক কর্ম্মই আগমাপায়ী, অসদ্ধর্ম্ম স্মার্ত্তধর্ম্ম বা অভক্তিপর অবৈষ্ণব শাক্তেয়-ধর্ম্ম। উহা ইন্দ্রিয়তর্পণপর ভাগ্যহীন অহঙ্কার-বিমূঢ় কর্ম্মকর্ত্তৃগণকে প্রথমতঃ স্বর্গসুখাদি অনিত্য আপাত সংসার-সুখ, পরে ত্রিতাপ-দুঃখ প্রদান করে। সাধারণ স্মার্ত্তধর্ম্মে যে সকল ভক্তিহীন সুনীতি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কথা আছে, তাহা আপাত-প্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হইলে ও শ্রেয়ঃপথ নহে; উহার ফল—অনিত্য ও পরিণামে মন্দ প্রসব করে; কিন্তু ভগবদ্ধর্ম্মানুশীলন-ফলে জীবের নিত্য-অমিশ্র-কল্যাণের উদয় হয়।

বিষ্ণুধর্ম্ম,—পরধর্ম্ম, সদ্ধর্ম্ম, ভগবদ্ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম। যথা—(হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃ—) "তথা বৈষ্ণবধর্ম্মাংশ্চ ক্রিয়মাণানপি স্বয়ম্। সংপৃচ্ছেত্তদ্বিদঃ সাধূনন্যোঽন্যপ্রীতিবৃদ্ধয়ে ॥ শ্রদ্ধয়া ভগবদ্ধর্ম্মান্ বৈষ্ণবায়ানুপৃচ্ছতে। অবশ্যং কথয়েদ্ বিদ্বানন্যথা দোষভাগ্ ভবেৎ ॥"

কুশ গঙ্গামৃত্তিকা কাহারো দেন করে।
সাজি বহি' কোন দিন চলে কারো ঘরে ॥ ৪৫ ॥

অমানী ও মানদ ভক্ত-বৈষ্ণবগণের তাহাতে দুঃখ- প্রকাশ ও নিষেধোক্তি—

সকল বৈষ্ণবগণ 'হায় হায়' করে'।
"কি কর, কি কর ?" তবু করে' বিশ্বম্ভরে ॥ ৪৬ ॥

স্বয়ং প্রভু হইয়াও জগদ্‌গুরু লোক-শিক্ষকরূপে প্রত্যহ স্বীয় ভক্ত-বৈষ্ণবগণের পরিপূর্ণ আদর্শ-সেবন—

এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপন-দাসের হয় আপনে কিঙ্কর ॥ ৪৭ ॥

নিজপ্রিয় ভক্তের নিমিত্ত কৃষ্ণের স্বধর্ম্মপর্য্যন্ত-ত্যাগ—

কোন্ কর্ম্ম সেবকের প্রভু নাহি করে' ?
সেবকের লাগি নিজ-ধর্ম্ম পরিহরে' ॥ ৪৮ ॥

অর্থাৎ 'স্বয়ং বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও পরস্পর প্রীতিবর্দ্ধনার্থ তদ্ধর্ম্মবিৎ সাধুগণের নিকট প্রশ্ন করিবে। শ্রদ্ধা-যুক্ত ব্যক্তিকর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে সেই ভক্ত-সকাশে ভগবদ্ধর্ম্ম- কীর্ত্তন সুধী-ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা দোষভাগী হইতে হয়।'

"নাখ্যাতি বৈষ্ণবং ধর্ম্মং বিষ্ণুভক্তস্তু পৃচ্ছতঃ। কলৌ ভাগবতো ভূত্বা পুণ্যং যাতি শতাব্দিকম্ ॥"

অর্থাৎ, 'এই বিষয় আরও উক্ত আছে যে, হরিভক্ত-কর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া কালিকালে তৎ-সকাশে ঐ ধর্ম্ম কীর্ত্তন না করিলে ভগবদ্ভক্তের শতবর্ষার্জ্জিত পুণ্য ধ্বংস হয়।'

(কাশীখণ্ডে দ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মার উক্তি—) "একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কর্ত্তব্যো জাগরঃ সদা। মহোৎসবঃ প্রকর্ত্তব্যঃ প্রত্যহং পূজনং তব। পলার্দ্ধেনাপি বিদ্ধস্তু ভোক্তব্যং বাসবং তব। ত্বৎপ্রীত্যর্থৌ ময়া কার্য্যা দ্বাদশ্যো ব্রতসংযুতাঃ। ভক্তির্ভাগবতী কার্য্যা প্রাণৈরপি ধনৈরপি। নিত্যং নামসহস্রন্তু পঠনীয়ং তব প্রিয়ম্। পূজা তু তুলসীপত্রৈর্ময়া কার্য্যা সদৈব হি। তুলসী-কাষ্ঠসংভূতা মালা ধার্য্যা সদা ময়া। নৃত্যগীতং প্রকর্ত্তব্যং দিনং প্রাপ্তে জাগরে তব। তুলসীকাষ্ঠসম্ভূত-চন্দনেন বিলেপনম্। করিষ্যামি তবাগ্রে চ গুণানাং তব কীর্ত্তনম্। মথুরায়াং প্রকর্ত্তব্যং প্রত্যব্দং গমনং ময়া। ত্বৎকথা-শ্রবণং কার্য্যং প্রত্যহং। নৈবেদ্য-ভক্ষণঞ্চাপি করিষ্যামি যতব্রতঃ। নির্ম্মাল্যং শিরসা ধার্য্যং ত্বদীয়ং সাদরং ময়া। তব দত্ত্বা যদিষ্টন্তু ভক্ষণীয়ং ময়া ময়া। তথা তথা প্রকর্ত্তব্যং তব তুষ্টিঃ প্রজায়তে। সত্যব্রতময়া কৃষ্ণ তবাগ্রে পরিকীর্ত্তিতম্ ॥"

অর্থাৎ 'একাদশী-দিনে আহার করিব না, নিরন্তর জাগরণ করিব; প্রতিদিন মহোৎসব সহকারে তোমার অর্চ্চন করিব; একাদশী-জন্মাষ্টম্যাদি ত্বদীয়-দিন যদি অর্দ্ধপল-দ্বারাও বিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও তত্তদ্দিনে আহার করিব; ত্বৎপ্রীত্যর্থ ব্রতসমন্বিত অষ্ট মহাদ্বাদশী রক্ষা করিব; ধনদ্বারা ও প্রাণপণ করিয়াও ভাগবতী-ভক্তির অনুষ্ঠান করিব; প্রত্যহ ত্বৎপ্রিয় সহস্র-নাম অধ্যয়ন করিব; নিরন্তর তুলসীর দ্বারা তোমারই অর্চ্চন করিব; তুলসীকাষ্ঠময়ী মালা ধারণ করিব; একাদশী প্রভৃতি ত্বদীয় জাগরণ-রাত্রিতে নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান করিব; অঙ্গে তুলসীকাষ্ঠ-জাত চন্দন লেপন করিব; ত্বৎপুরোভাগে ত্বদীয় গুণরাশি কীর্ত্তন করিব; বর্ষে-বর্ষে মথুরাপুরে গমন এবং ত্বৎকথা-শ্রবণ ও ত্বৎসম্বন্ধি পুস্তক অধ্যয়ন করিব; প্রতিদিন সযত্নে ত্বদীয় চরণোদক শিরোদেশে ধারণ করিব; যথা-নিয়মে ত্বদীয় নৈবেদ্য সেবন করিব; সাদরে মস্তকে তোমার নির্ম্মাল্য ধারণ করিব এবং তোমাকে অগ্রে নিবেদনপূর্ব্বক প্রিয়-দ্রব্য ভোজন করিব। হে কৃষ্ণ, আমি তোমার সম্মুখে সত্য করিয়া কহিতেছি যে, যে-কার্য্যে তোমার প্রীতি সাধন হয়, যথাবিধি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।'

(ভাঃ ১১।৩।৩০-৩২ শ্লোকে—) "গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ। সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ ॥ শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ কীর্ত্তনৈর্গুণকর্ম্মণাম্। তৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ॥ হরিঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ। ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধু মানয়েৎ ॥"

অর্থাৎ 'গুরু-সেবা, গুরুভক্তি, গুরুকে প্রাপ্তদ্রব্য দান, সাধু ও ভাগবত-সংসর্গ, ঈশ্বরোপাসনা, ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা, ভগবানের গুণ-লীলা কীর্ত্তন, তৎপাদপদ্ম-চিন্তন, তন্মূর্ত্তিসমূহ-দর্শন ও পূজাদি, সর্ব্বভূতে ভগবান্ হরির অধিষ্ঠান-চিন্তনপূর্ব্বক সর্ব্বভূতকে অভীষ্টসমূহ-দ্বারা সম্যক্ সম্মানন করিব।'

(ভাঃ ১১।২।৩৩ শ্লোকে বিদেহরাজ নিমির প্রতি নব-

কৃষ্ণের নিরপেক্ষত্ব ও সমদর্শনত্ব—

"সকলসুহৃৎ কৃষ্ণ" সর্ব্ব-শাস্ত্রে কহে।
এতেকে কৃষ্ণের কেহ দ্বেষ্যোপেক্ষ্য নহে ॥ ৪৯ ॥

নিজপ্রিয় ভক্তের নিমিত্ত কৃষ্ণের নৈরপেক্ষ ও সমদৃষ্টি-পর্য্যন্ত-ত্যাগ ও তদ্দৃষ্টান্ত—

তাহো পরিহরে' কৃষ্ণ ভক্তের কারণে।
তার সাক্ষী দুর্য্যোধন-বংশের মরণে ॥ ৫০ ॥

ভক্তের কৃষ্ণ সেবা ও কৃষ্ণের ভক্ত সেবা—

কৃষ্ণের করয়ে সেবা -ভক্তের স্বভাব।
ভক্ত লাগি কৃষ্ণের সকল-অনুভাব ॥ ৫১ ॥

স্বয়ং অসমোর্দ্ধতত্ত্ব হইলেও কৃষ্ণের স্বভক্ত প্রেম-বাধ্যতা ও তদ্দৃষ্টান্ত—

কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তিরসে।
তার সাক্ষী সত্যভামা -দ্বারকা-নিবাসে ॥ ৫২ ॥

যোগেন্দ্রের অন্যতম কবি-মুনির উক্তি—) "যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে। অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভগবতান্ হি তান্॥"

অর্থাৎ 'হে রাজন্, ভগবান্ মূঢ়বুদ্ধি-ব্যক্তিগণের অনায়াসে আত্মলাভের জন্য যে-সমস্ত উপায় উপদেশ দিয়াছেন, তাহা ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।'

(১১।৩।২৩-৩০ শ্লোকে বিদেহরাজ নিমির প্রতি নব-যোগেন্দ্রের অন্যতম প্রবুদ্ধ-মুনির উক্তি—) "সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু। দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষদ্ধা যথোচিতম্॥ শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবম্। ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাং চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ॥ সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্। বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ॥ শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি। মনোবাক্কর্ম্মদণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি॥ শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ। জন্ম-কর্ম্ম-গুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্॥ ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্। দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্॥ এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্। পরিচর্য্যাং চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু॥ পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্যশঃ। মিথো রতির্মিথস্তুষ্টি-র্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥"

অর্থাৎ 'হে নৃপ, অগ্রে সর্ব্ব-বিষয় হইতে চিত্তের অনুরাগ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিতে হইবে; তৎপরে ক্রমে-ক্রমে সর্ব্বজীবে দয়া, সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ সমশীল ঈশ্বরভক্তের সহিত সৌহার্দ্দ, আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ-বৈষ্ণবের প্রতি সম্মান-শিক্ষা, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, তপ (স্বধর্ম্মানুষ্ঠান), তিতিক্ষা (ক্ষমা), মৌন (বৃথা বাক্য-ত্যাগ), স্বাধ্যায়, আর্জ্জব (সরলতা), ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখাদি-সহনে শিক্ষা, সর্ব্বত্রসচ্চিৎরূপ আত্মার দর্শন, ঈশ্বরকে নিয়ন্তৃরূপে দর্শন, দুর্জ্জন-শূন্য স্থানে স্থিতি, গৃহপ্রভৃতিতে নিরভিমান, নির্জ্জন-পতিত পবিত্র বল্কল-ধারণ এবং যে কোনরূপে হউক, সন্তোষ শিক্ষা করিবে। ভাগবত-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, শাস্ত্রান্তরে অনিন্দা, হরি-তোষণরূপ ভজনদ্বারা মনের, বাক্যের ও দেহের দণ্ড বিধানরূপ ত্রিদণ্ডধারা ও দম (বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহ) সত্যকথন, শম (অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ) শিক্ষা করিবে। বিচিত্র-লীলাময় শ্রীহরির জন্ম, লীলা ও গুণ-সমূহ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও চিন্তন করিবে এবং শ্রীহরির প্রীতি বা সুখবিধানরূপ সুষ্ঠু তোষণোদ্দেশেই নিখিল-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। একমাত্র পরমেশ্বরের উদ্দেশেই ইষ্ট, দান, জপ, তপ, সদাচার, প্রিয়দ্রব্য, ভার্য্যা, সন্ততি, গৃহ ও প্রাণ নিবেদন করিবে। এইপ্রকার হরিভক্ত-ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিবে, বিষ্ণুদাস-জ্ঞানে স্থাবর-জঙ্গমের সহিত ব্যবহার করিবে। অধিকন্তু মানবগণের মধ্যে ধার্ম্মিকের প্রতি এবং ধার্ম্মিকের মধ্যে আবার সাধুর প্রতি সেবার অনুষ্ঠান অভ্যাস করিবে। তৎপরে, পরস্পর ভগবান্-বিষ্ণুর অপ্রাকৃত যশো-রাশির কথোপকথন, পরস্পর প্রীতি তুষ্টি ও হরিবৈমুখ্য-দুঃখ-নিবারণে অভ্যাস করিবে।'

(ভাঃ ১১।১১।৩৪-৪১, ১১।১৯।২০-২৩ ও ১১।২৯।৯ শ্লোকে ভগবানের উক্তি—) "মল্লিঙ্গ মদ্ভক্তজন-দর্শনস্পর্শনার্চ্চনম্। পরিচর্য্যা স্তুতিঃ প্রহ্বোগুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্॥ মৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব। সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্॥ মজ্জন্মকর্ম্মকথনং মম পর্ব্বানুমোদনম্। গীততাণ্ডববাদিত্র-গোষ্ঠীভির্মদ্গৃহোৎসবঃ॥ যাত্রা বলিবিধানঞ্চ সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বসু। বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্॥ মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ। উদ্যানোপবনাক্রীড়-পুরমন্দির-

সেই কৃষ্ণেরই ছন্নরূপে গৌরলীলা—

সেই প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর বিশ্বম্ভর।
গূঢ়রূপে আছে নবদ্বীপের ভিতর॥ ৫৩॥

নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রেচ্ছা-বশে নিজলীলা-পরিকরগণের নিকট ও আপনাকে অপ্রকাশ—

চিনিতে না পারে কেহ প্রভু আপনার।
যাঁ' সবার লাগিয়া হইলা অবতার॥ ৫৪॥

কর্ম্মণি॥ সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেবকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ॥ গৃহ-শুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্‌যদমায়য়া॥ অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যা-পরিকীর্ত্তনম্। অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্॥ যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ। তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥" * * শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনু-কীর্ত্তনম্। পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥ আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্। মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্ব-ভূতেষু মন্মতিঃ॥ মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণম্। ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্॥ মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ। ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্‌ব্রতং তপঃ॥" * * "কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্। ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ॥ দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্। দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তচরিতানি চ। পৃথক্ সত্রেণ বা মহ্যং পর্ব্বযাত্রামহোৎসবান্। কারয়েদ্-গীতনৃত্যাদ্যৈর্ম্মহারাজবিভূতিভিঃ॥ মামেব সর্ব্বভূতেষু বহি-রন্তরপাবৃতম্। ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ॥"

অর্থাৎ, 'হে উদ্ধব, আমার শ্রীমূর্ত্তির অথবা মদীয়-ভক্তের দর্শন, অর্চ্চন, সেবা, স্তব, প্রণাম ও গুণানুবাদ করিবে, আমার কথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার অনুধ্যান, আমাকে প্রাপ্তদ্রব্য-প্রদান, দাস্যভাবে আত্মার্পণ, আমার জন্ম-লীলা কীর্ত্তন, জন্মাষ্টম্যাদি মদীয় পর্ব্বাহের অনুমোদন, আমার নিকেতনে নৃত্যগীতবাদ্য ও সপরিবারে মন্দিরে উৎসবাদি কার্য্য করিবে। সাংবাৎসরিক যাবতীয় পর্ব্বদিবসে মদীয় যাত্রা, বলি-বিধান (পুষ্পাদি উপহার-প্রদান), বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষা, মদ্‌ব্রত-ধারণ, আমার শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠায় শ্রদ্ধা, নিজে বা অন্যান্য ব্যক্তির সহিত সমবেত হইয়া উদ্যান, উপবন, ক্রীড়া-গৃহ, পুর ও মন্দির-নির্ম্মাণাদি মৎপ্রসাদসাধন-কার্য্যে উদ্যম, সম্মার্জ্জন, গোময়-লেপন, সলিল সেচন, সর্ব্বতোভদ্র-মণ্ডলাদি-বিরচন, ভৃত্যবৎ নিষ্কপটভাবে আমার মন্দিরের সেবা, মানশূন্যত্ব, অদাম্ভিকত্ব, অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যের শ্লাঘা-শূন্যতা প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিবে এবং আমার উদ্দেশে যে দীপ প্রদত্ত হইবে, তাহার আলোকে অন্য কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে না। যাহা যাহা সর্ব্বজনবাঞ্ছিত, এবং যে যে-দ্রব্য নিজের প্রিয়তম, তত্তৎ-সমস্তই আমাকে নিবেদন করিবে। * * নিরন্তর সুধাময়ী আমার কথায় রতি, সতত আমার নাম-কীর্ত্তন, আমার পূজায় নিষ্ঠা, অবিরত আমার স্তুতিবাদ, আমার সেবায় আদর, আমাকে সাষ্টাঙ্গে বন্দন, আমার পূজাপেক্ষা ভক্তের অর্চ্চন, সর্ব্বভূতে আমার অধিষ্ঠান বুদ্ধি, আমার উদ্দেশে অঙ্গ-চেষ্টা (ভক্তি-কার্য্যানুষ্ঠান), বাক্যদ্বারা আমার গুণ-বর্ণন, আমাতে চিত্ত-নিবেশ, সর্ব্বকাম-বিসর্জ্জন, আমার প্রীত্যর্থ ধন, ভোগ ও সুখ বর্জ্জন, আমার নিমিত্ত ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপ প্রভৃতি অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। * * আমাতে চিত্ত সমর্পণ ও আমাকে স্মরণপূর্ব্বক ধর্ম্মবুদ্ধি হইয়া আমার প্রীতির নিমিত্ত শনৈঃ শনৈঃ যাবতীয়-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। যে-দেশে মদীয় ভক্ত সাধু অবস্থান করেন, সেই পবিত্র দেশের আশ্রিত হইবে এবং দেব, দৈত্য ও মানবগণের মধ্যে মদীয় ভক্ত যেরূপ আচরণ করেন, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবে। পর-স্পর সমবেত হইয়া হউক, অথবা পৃথগ্‌রূপেই হউক, নৃত্য-গীতাদি ও মহারাজ-বিভূতি-দ্বারা আমার প্রীতির নিমিত্ত যাত্রা মহোৎসবাদি সম্পাদন করিবে। বিমলমতি সাধুব্যক্তি সর্ব্বভূতের অন্তর্ব্বাহে ও আত্মাতে গগনবৎ অনাবৃতভাবে নিরীক্ষণ করিবেন।'

(ভাঃ ১১।২।১২ শ্লোকে বসুদেবের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি—) "শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ। সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥"

অর্থাৎ, 'হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ, ভাগবতধর্ম্মের মহিমা পরমাদ্ভুত; উহা শ্রবণ, অধ্যয়ন, চিন্তন, সাদরে গ্রহণ, স্তবন অথবা অনু-মোদন করিলে দেব জগদ্‌-দ্রোহী ব্যক্তি ও সদ্য পবিত্রতা লাভ করে।'

(ভাঃ ১১।২।৩। শ্লোকে বিদেহ-রাজ নিমির প্রতি নব-

কৃষ্ণভজন-লাভার্থ কৃষ্ণজন-ভজনে সকলকে উপদেশ—

কৃষ্ণ ভজিবার যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস॥ ৫৫॥

যোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকবি মুনির উক্তি –) "যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥"

অর্থাৎ, 'হে রাজন্ ভাগবত-ধর্ম্মের আশ্রিত হইয়া নেত্র নিমীলন-পূর্ব্বক ধাবিত হইলেও কদাচ কোনরূপ বিঘ্ন-নিবন্ধন সেই ব্যক্তিকে স্খলিত বা পতিত হইতে হয় না।'

(ভাঃ ১১।৩।৩৩ শ্লোকে বিদেহ-রাজ নিমির প্রতি নব-যোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীপ্রবুদ্ধ-মুনির উক্তি—) "ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া। নারায়ণপরো মায়া-মঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্॥"

অর্থাৎ, 'এই প্রকারে ভাগবত-ধর্ম্মে শিক্ষিত হইয়া তাহা হইতে প্রেমভক্তি-সঞ্চার-নিবন্ধন হরিপরায়ণ ব্যক্তি দুষ্পারা মায়াকে অতিক্রম করেন।'

(ভাঃ ১১।২৯।২০ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি—) 'ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি। ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্ নির্গুণত্বাদনাশিষঃ॥"

অর্থাৎ, 'হে প্রিয় উদ্ধব, এই মদীয় নিষ্কাম-ধর্ম্মের প্রারম্ভে বৈগুণ্যোৎপত্তি হইলেও তদ্দ্বারা আমার ধর্ম্মের ধ্বংসের কিছু-মাত্র সম্ভাবনা নাই; কারণ আমার নির্গুণতা-নিবন্ধন মৎ-কর্ত্তৃকই এই ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত, অথবা মোক্ষের নৈষ্কর্ম্ম কেবল ফলভোগরাহিত্য হেতু তদপেক্ষাও আমার এই ধর্ম্ম যে সমীচীন,—ইহা নিশ্চিত।'

উত্তম কর্ম্ম,—প্রচুর প্রাক্তন সুকৃত বা সৌভাগ্য॥ ৫২॥

শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ অনন্তব্রহ্মাণ্ড-পরব্যোম-বৈকুণ্ঠ-গোলোক-বৃন্দাবন-পতি হইয়াও নিজ-ভৃত্যবর্গের কৈঙ্কর্য্যানুষ্ঠানদ্বারা নিত্য-কল্যাণার্থী নিষ্কপট শুশ্রূষু জীবকুলকে সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব-সেবাদর্শ শিক্ষা দিতে লাগিলেন॥ ৪৭॥

প্রভু সেব্য-তত্ত্ব হইয়াও নিজের সর্ব্বসেবনীয়-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেবকগণের সুখবিধানের উদ্দেশে তাঁহাদের তৃপ্তিকর কার্য্য করিতে লাগিলেন। যদি ও নিজের সেবকের

স্বয়ং পরিপূর্ণ আদর্শ ভক্তসেবাচরণ দ্বারা সকলকে ভক্তসেবা-শিক্ষা দান—

সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র-ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে॥ ৫৬॥

সেবা প্রভুর ধর্ম্ম নহে, তথাপি তাঁহার এমন কোন কার্য্য নাই—যাহা তিনি সেবকের প্রীতির নিমিত্ত না করিতে পারেন এবং এ-ক্ষেত্রে তিনি ভক্তগণের বিবিধ সেবা-কার্য্য সম্পাদনও করিলেন।

(ভাঃ ১।৯।৩৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ভীষ্মের উক্তি—) "স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ। ধৃতরথ-চরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গুর্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ॥"

অর্থাৎ 'ইনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধে কোন পক্ষে অস্ত্র গ্রহণ না করিয়া সাহায্য মাত্র করিবেন; আমারও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল,—ইঁহাকে অস্ত্র গ্রহণ করাইব; কিন্তু ইনি এমনই ভক্তবৎসল যে, আপনার প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞাকেই অধিক সত্য করিবার নিমিত্ত রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক আপনার পরমাস্ত্র চক্র ধারণ করিলেন এবং হস্তীবধার্থ যেমন সিংহ ধাবমান হয়, তাহার ন্যায় আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। তৎ-কালে ইঁহার অতিশয় ক্রোধোদয় হওয়ায় মনুষ্যনাট্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন; একারণে উদরস্থ সকল-ভুবনের ভার-বশতঃ ইঁহার প্রত্যেক পদে পৃথিবী কম্পিতা হইয়াছিল এবং ক্রোধ-ভরে ইঁহার উত্তরীয়-বসন পথে পড়িয়া গিয়াছিল।'

(ভাঃ ১০।৯।১৪, ১৯ ও ২০ শ্লোকে শ্রীশুকোক্তি—) "তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্। গোপীকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥ * * এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভৃত্যবশ্যতা। স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে॥ নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া। প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥"

অর্থাৎ 'মানবলীলাকারী সেই অব্যক্ত অধোক্ষজকে আত্মজ জ্ঞান করিয়া ঐ গোপী যশোদা প্রাকৃত-বালকের তুল্য রজ্জু দিয়া উদূখলে বন্ধন করিলেন। * * হে রাজন্। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র, ঈশ্বর-সহিত এই সমগ্র বিশ্ব তাঁহার

সাজি বহে, ধুতি বহে, লজ্জা নাহি করে'।
সম্ভ্রমে বৈষ্ণবগণ হাত আসি' ধরে ॥ ৫৭ ॥

প্রভুর আদর্শ অমানিত্ব ও মানদত্ব-দর্শনে ভক্তগণের তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও স্ব-দুঃখ-নিবেদন—

দেখি' বিশ্বম্ভরের বিনয় ভক্তগণ।
অকৈতব আশীর্ব্বাদ করে' সর্ব্বক্ষণ ॥ ৫৮ ॥
"ভজ কৃষ্ণ, স্মর' কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ ॥ ৫৯ ॥
বলহ বলহ কৃষ্ণ, হও কৃষ্ণদাস।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ হউন প্রকাশ ॥ ৬০ ॥
কৃষ্ণ-বই আর নাহি স্ফুরুক তোমার।
তোমা' হৈতে দুঃখ যাউ আমা'সবাকার ॥ ৬১ ॥
যে-সব অধম লোক কীর্ত্তনেরে হাসে।
তোমা' হৈতে তাহারা ডুবুক কৃষ্ণরসে ॥ ৬২ ॥
যেন তুমি শাস্ত্রে সব জিনিলা সংসার।
তেন কৃষ্ণ ভজি' কর পাষণ্ডী সংহার ॥ ৬৩ ॥

বশবর্ত্তী, তথাপি তিনি ঐপ্রকার ভক্তবশ্যতা দেখাইয়াছিলেন। হে মহারাজ, ভগবানের প্রসাদ অন্য ব্যক্তিগণ প্রাপ্ত হয় সত্য, কিন্তু মুক্তিপ্রদ ভগবান্ মুকুন্দ হইতে যশোদা-গোপী যাহা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা কি ব্রহ্মা, কি শিব, কি অঙ্গাশ্রিতা লক্ষ্মী, কাহারও কখনও লভ্য হয় নাই।'

(ভাঃ ৯।৪।৬৩-৬৬, ৬৮ শ্লোকে শ্রীভগবানের উক্তি—) "অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা। শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥ যে দারাগারপুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্। হিত্বা মাং শরণংযাতাঃ কথংতাংস্ত্যক্তুমুৎসহে ॥ ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। বশেকুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥ সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥"

অর্থাৎ 'হে বিপ্র! আমি অস্বতন্ত্রের সদৃশ; কেন না, আমি ভক্তের অধীন। ভক্তই আমার একমাত্র প্রিয়; এই হেতু সাধু-ভক্তগণ-কর্তৃকই মদীয় হৃদয় অধিকৃত হইয়াছে। হে তাপসপ্রবর! আমিই যাঁহাদের পরমা-গতি, সেই সাধুগণ ব্যতীত স্বীয় আত্মা বা অত্যন্তিকী শ্রীও আমার প্রিয় নহে। বস্তুতঃ যাঁহারা পুত্র, ভার্য্যা, দেহ, স্বজন, ধন, প্রাণ, ইহলোক, পরলোক সমস্তই বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক আমারই শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, আমি কিরূপে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করি? অহো! সতী নারী যেমন সৎপতিকে বশীভূত করে, তদ্রূপ সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধুগণ মৎপ্রতি নিজ-নিজ-হৃদয় বন্ধনপূর্ব্বক আমাকে বশীভূত করিয়াছেন। যাঁহারা আমাতে নিজ-নিজ-হৃদয় সমর্পণ করেন, আমি তাঁহাদিগের হৃদয় জানি। আমাকে ভিন্ন তাঁহারা যেরূপ অপর-কাহাকেও জানেন না এবং আমিও তদ্রূপ তাঁহাদিগকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানি না।'

(ভাঃ ৯।৫।১৫-১৬ শ্লোকে শ্রীভগবানের প্রতি দুর্ব্বাসার উক্তি—)"দুষ্করঃ কো নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্। যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরিঃ ॥ যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ। তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে।"

অর্থাৎ 'যাঁহারা সাত্বতনাথ ভগবান্ মাধবের ধারণকারী, সেইসমস্ত মহাত্মা সাধুগণের দুষ্কর এবং দুঃসাধ্য কি আছে? যাঁহার নাম-শ্রবণ-মাত্র মানব নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, তীর্থপাদ সেই প্রভুর কিঙ্করগণের সম্বন্ধে কোন্ কার্য্য অবশিষ্ট থাকিতে পারে?' ৪৭-৪৮ ॥

নিখিল চিদচিদ্জগতের একমাত্র সর্ব্বোত্তম পালক শ্রীকৃষ্ণকে সকল-শাস্ত্রই সকলের পরম-আশ্রয় সর্ব্বভূতহিত-কারি-রূপে নির্ণয় করিয়াছেন। এজন্য কেহই কৃষ্ণের বিদ্বেষ বা উপেক্ষার যোগ্য হইতে পারে না। সকলেই স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-সেবক হওয়ায় কৃপা বা অনুগ্রহের পাত্র।

সকল-সুহৃৎ সর্ব্বশুভঙ্কর—"সর্ব্বেষাং হিতকারী যঃ স স্যাৎ সর্ব্বশুভঙ্করঃ ॥"

কৃষ্ণের কেহ দ্বেষ্যোপেক্ষ্য নহে,—(ভাঃ ১০।৩৮।২২ শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুক-কর্তৃক গোকুলাভিমুখে প্রস্থিত অক্রূরের মনে-মনে বিচার-বর্ণন—) "ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা। তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ ॥"

তোমার প্রসাদে যেন আমরা সকল।
সুখে কৃষ্ণ গাই নাচি হইয়া বিহ্বল॥" ৬৪॥
হস্ত দিয়া প্রভুর অঙ্গেতে ভক্তগণ।
আশীর্ব্বাদ করে' দুঃখ করি' নিবেদন॥ ৬৫॥

"এই নবদ্বীপে, বাপ! যত অধ্যাপক।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে সবে হয় 'বক'! ৬৬॥
কি সন্ন্যাসী, কি তপস্বী, কিবা জ্ঞানী যত।
বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত॥ ৬৭॥

অর্থাৎ 'যদিও তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয়, সুহৃদ্ বা অসুহৃদ্ হিত বা অহিত এবং দ্বেষ্য অথবা উপেক্ষ্য কেহ নাই, সত্য, তথাপি যে-ব্যক্তি যে-প্রকারে আশ্রিত হয়, কল্পবৃক্ষ যেরূপ তাহাকে সেইপ্রকার ফল দেয়, তদ্রূপ যে-ভক্ত যেরূপে তাঁহাকে ভজন করে, তিনিও তাহাকে তদ্রূপই অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন।'

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১ম লঃ—) "কৃতা কৃতার্থা মুনয়ো বিনোদৈঃ খলক্ষয়েণাখিলধার্ম্মিকাশ্চ। বপুর্বিমর্দ্দেন খলাশ্চ যুদ্ধে ন কস্য পথ্যং হরিণা ব্যধায়ি॥"

অর্থাৎ (শ্রীকৃষ্ণের স্বধামগমনানন্তর উদ্ধব কহিলেন,—) 'যিনি খলগণকে ক্ষয় করিয়া আত্মারাম মুনিগণকে ও ধার্ম্মিক-জনগণকে তাঁহাদের দ্বারা স্বীয় গুণরাশির প্রচার-মুখে, এবং সমরে বিনাশ সাধন-পূর্ব্বক খলদিগকেও কৃত-কৃতার্থ করিয়াছেন, সেই শ্রীহরি-কর্ত্তৃক কাহার না হিত সাধিত হইয়াছে? ৫০॥'

ঐকান্তিক-ভক্তের স্বাভাবিকী সর্ব্ববিধা নিত্য-চেষ্টা কৃষ্ণেতর অন্য কোন-বস্তুর তর্পণোদ্দেশে বিহিত নহে, পরন্তু সর্ব্বক্ষণ কেবল কৃষ্ণসেবার্থই বিহিতা, আর কৃষ্ণেরও যাবতীয় চেষ্টা বা লীলা সকল-সময়ে কেবলমাত্র ভক্তের সন্তোষ-বিধানার্থই প্রকটিত হয়॥ ৫১॥

অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত নিজ-প্রেমসেবা দ্বারা কৃষ্ণকে বশ করিয়া বিক্রয় করিতেও সমর্থ।

তার সাক্ষী...নিবাসে,—(হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে ৭৬ অঃ—) "পুষ্পদামাবসজ্যাথ কণ্ঠে কৃষ্ণস্য ভাবিনী। ববন্ধ কৃষ্ণং সুভগা পারিজাতে বনস্পতৌ। অদ্ভির্দদৌ নারদায় ততোঽনুজ্ঞাপ্য কেশবম্॥"

অর্থাৎ 'অতঃপর কৃষ্ণ-কামিনী দেবী-সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশে পুষ্পমালা সংলগ্ন করিয়া তাঁহাকে পারিজাত-তরুতে বন্ধনপূর্ব্বক তদীয় অনুজ্ঞা লইয়া জল-সহযোগে নারদকে সম্প্রদান করিলেন॥' ৫২॥

বহুজন্মের পুঞ্জ-পুঞ্জ সুকৃতি-ফলে যদি কাহারও সৌভাগ্য-ক্রমে কৃষ্ণসেবায় অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণ-প্রিয়জনগণেরই সর্ব্বক্ষণ সেবা করুন, তৎফলেই তিনি কৃষ্ণের শুদ্ধা সেবা লাভ করিবেন। কৃষ্ণপ্রিয় সেবকগণই সমগ্রজগতের একমাত্র নিত্য কল্যাণকারী॥ ৫৫॥

লোকশিক্ষক জগদ্গুরু শ্রীগৌরহরি স্বয়ং নিজ-ভক্ত বৈষ্ণবসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া সমগ্রজগৎকে ভাগবত-সেবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়াছেন॥ ৫৬॥

অকৈতব,—কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বা সিদ্ধি-বাঞ্ছাই 'কৈতব' বা 'কাপট্য'; সেইসকল বাঞ্ছা-বিরহিত কেবল-কৃষ্ণসেবা-বাঞ্ছা-মূলক॥ ৫৮॥

তোমার...প্রকাশ,—তখনও ভক্তগণ বিশ্বম্ভরকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ না জানিয়া পাল্য-ভক্তজ্ঞানে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ ও স্তুতি করিতেছেন,—'তোমার শুদ্ধ নির্ম্মল চিন্ময়-হৃদয়ে কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলাময় কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমাত্মক অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ আবির্ভূত, প্রকটিত বা অবতীর্ণ হউন॥'৬০॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনই যে সমগ্রজীবের একমাত্র নিত্য অনুশীল-নীয়, তাহা যাহারা বুঝিতে না পারিয়া অথবা নিজেদের ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতিবন্ধক বলিয়া বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রতি পরিহাস বা উপহাস করে, সেই কৃষ্ণ-জ্ঞানহীন লোকসকল তোমার প্রেম-বলের কণামাত্র লাভ করত কৃষ্ণভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর বিন্দু পান করিয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিমগ্ন হউক। তুমি জগদ্গুরুর কার্য্য করিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণসেবন-বুদ্ধি প্রদান-পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-ভজনে নিযুক্ত কর॥ ৬২॥

'বক' বা বকব্রতী,—"অধোদৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধন-তৎপরঃ। শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরো দ্বিজ॥" অতএব 'বক'-শব্দে এস্থলে বঞ্চনাভিসন্ধি-মূলে মৌনবৃত্তি-বিশিষ্ট বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণেতর প্রজল্পে বা অভক্তি-

কেহ না বাখানে, বাপ! কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
নাহি করে ব্যাখ্যা, আর নিন্দে' সর্ব্বক্ষণ ॥ ৬৮ ॥
যতেক পাপিষ্ঠ শ্রোতা সেই বাক্য ধরে।
তৃণ-জ্ঞান কেহ আমা'সবারে না করে ॥ ৬৯ ॥
সন্তাপে পোড়য়ে, বাপ! দেহ সবাকার।
কোথাও না শুনি কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রচার ॥ ৭০ ॥
এখনে প্রসন্ন কৃষ্ণ হইলা সবারে।
এ-পথে প্রবিষ্ট করি' দিলেন তোমারে ॥ ৭১ ॥
তোমা' হৈতে হইবেক পাষণ্ডীর ক্ষয়।
মনেতে আমরা ইহা বুঝিনু নিশ্চয় ॥ ৭২ ॥
চিরজীবী হও তুমি লহ কৃষ্ণনাম।
তোমা' হৈতে ব্যক্ত হউ কৃষ্ণগুণগ্রাম ॥" ৭৩ ॥

ভক্তবৎসল ভগবানের ভক্তাশীর্ব্বাদ-গ্রহণ ও ভক্তদুঃখ-শ্রবণে তন্মোচনার্থ আত্মপ্রকাশে ইচ্ছা—

ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি' লয়।
ভক্ত-আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয় ॥ ৭৪ ॥
শুনিয়া ভক্তের দুঃখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রকাশ হইতে চিত্ত হইল সত্বর ॥ ৭৫ ॥

ভক্তগণের প্রতি প্রভুর উৎসাহ, আশ্বাস ও অভয়-প্রদান—

প্রভু কহে,—"তুমি-সব কৃষ্ণের দয়িত।
তোমরা যে বল, সে-ই হইবে নিশ্চিত ॥ ৭৬ ॥
ধন্য মোর জীবন—তোমরা বল ভাল।
তোমরা বাখানিলে গ্রাসিতে নারে কাল ॥ ৭৭ ॥
কোন্ ছার হয় পাপ-পাষণ্ডীর গণ?
সুখে গিয়া কর' কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তন" ৭৮ ॥

স্বীয় ভক্তের সর্ব্ববিধ সেবনার্থই ভগবানের সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অবতার-গ্রহণ—

ভক্তদুঃখ প্রভু কভু সহিতে না পারে।
ভক্ত লাগি' সর্ব্বত্র কৃষ্ণের অবতারে ॥ ৭৯ ॥

ভক্তগণকে ভাবি-কৃষ্ণাবতার-বিষয় ও স্বীয় দৈন্য-প্রার্থনা-জ্ঞাপন—

"এবে বুঝি তোমরা আনাইবা কৃষ্ণচন্দ্র।
নবদ্বীপে করাইবা বৈকুণ্ঠ-আনন্দ ॥ ৮০ ॥
তোমা'সবা হৈতে হবে জগৎ-উদ্ধার।
করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার ॥ ৮১ ॥
সেবক' করিয়া মোরে সবেই জানিবা।
এই বর'—'মোরে কভু না পরিহরিবা' ॥" ৮২ ॥

ভক্তগণের পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ-গ্রহণ—

সবার চরণধূলি লয় বিশ্বম্ভর।
আশীর্ব্বাদ সবেই করেন বহুতর ॥ ৮৩ ॥

গঙ্গাস্নানান্তে স্বগৃহে আগমন—

গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা সবে ঘর।
প্রভু চলিলেন তবে হাসিয়া অন্তর ॥ ৮৪ ॥

ভক্তবিদ্বেষ-শ্রবণে পাষণ্ডিগণের প্রতি ক্রোধোদয়—

আপনে ভক্তের দুঃখ শুনিয়া ঠাকুর।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর ॥ ৮৫ ॥

প্রভুর আপনাকে পাষণ্ডি সংহারক বিষ্ণু বলিয়া হুঙ্কার ও তল্লীলাভিনয়—

"সংহারিমু সব" বলি' করয়ে হুঙ্কার।
"মুঞি সেই, মুঞি সেই" বলে বারে-বার ॥ ৮৬ ॥

পর শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় কোটিমুখ হইলেও কৃষ্ণভক্তিই যে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বশাস্ত্রের একমাত্র অবিতর্ক্য তাৎপর্য্য, তাহা বুঝিয়াও বা জানিয়াও বিপ্রলিপ্সা দোষ-বশতঃ তাহার ব্যাখ্যা-কালে তাহারা মৎস্যভক্ষণ লোলুপ বকপক্ষীর ন্যায় ভণ্ড, ধূর্ত্ত, শঠ বা কপট মৌনবৃত্তি প্রদর্শন করে ॥ ৬৮ ॥

তৎকালে নবদ্বীপ নগরে কৃষ্ণের অভক্ত প্রসিদ্ধ কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী সন্ন্যাসী তপস্বীর অভাব ছিল না, জানা যায় ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ ও ত্রিতাপ দুঃখদাবাগ্নি-জ্বালার প্রবল উত্তাপে নিরতিশয় সন্তপ্ত কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিরোধিগণের মর্ম্মন্তুদ ভীষণ কৃষ্ণবিদ্বেষপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ অতিশয় মনঃকষ্টে জীবন যাপন করিতেছেন, বলিলেন ॥ ৭০ ॥

এ-পথে—কৃষ্ণভক্তিমার্গে ॥ ৭১ ॥

বাখানিলে,—কৃষ্ণকীর্ত্তন বা কৃষ্ণগুণানুবাদ করিলে।

গ্রাসিতে,—গ্রাস বা আক্রমণ করিতে।

কাল,—দোষপূর্ণ কলি কাল; যম, মৃত্যু বা সংসার।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের (১) কালভয়-নিবারকত্ব,—(ভাঃ ৩।২৫।৩৮ শ্লোকে মাতা দেবহূতি-প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি—)

ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়।
লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায়॥ ৮৭॥
এইমত হৈলা প্রভু বৈষ্ণব-আবেশ।
শচী না বুঝয়ে কোন্ ব্যাধি বা বিশেষ॥ ৮৮॥

প্রভুলীলানভিজ্ঞা পুত্রবৎসলা শচীর দুঃখভরে সকলের নিকট পুত্রের ব্যাধি ও ক্রিয়াদি-বর্ণন—

স্নেহ বিনু শচী কিছু নাহি জানে আর।
সবারে কহেন বিশ্বম্ভরের ব্যভার॥ ৮৯॥
"বিধাতা যে স্বামী নিল, নিল পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন॥ ৯০॥
তাহারো কিরূপ মতি, বুঝন না যায়।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥ ৯১॥
আপনে-আপনে কহে মনে-মনে কথা।
ক্ষণে বলে,—'ছিণ্ডোঁ। ছিণ্ডোঁ। পাষণ্ডীর মাথা'॥৯২॥
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর-ডালে চড়ে।
না মেলে লোচন, ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে॥ ৯৩॥
দন্ত কড়মড়ি করে, মালসাট মারে।
গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না স্ফুরে॥" ৯৪॥
নাহি দেখে শুনে লোক কৃষ্ণের বিকার।
বায়ু-জ্ঞান করি' লোক বলে বান্ধিবার॥ ৯৫॥

"ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে নঙ্‌ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ। যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥"

অর্থাৎ 'হে শান্তরূপে, আমি যাঁহাদের প্রিয় আত্মা, পুত্র, সখা, গুরু, সুহৃদ্ ও দেবতুল্য পূজ্য, সেই মৎ-পরায়ণ ভক্তগণ কখনও সুখভোগহীন অর্থাৎ নিজভক্তি-পথ হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন না, সুতরাং আমার অনিমিষ কালচক্র তাঁহাদিগকে কখনও লেহন, স্পর্শ বা গ্রাস করিতে সমর্থ নহে।'

(২) মৃত্যু বা সংসারভয়-নিবারকত্ব,—(ভাঃ ১।১।১৪ শ্লোকে শ্রীসূতের প্রতি শৌনকাদি ঋষির উক্তি—) "আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্। ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥"

অর্থাৎ "ঘোর-সংসারে পতিত ব্যক্তি বিবশ হইয়াও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে সদ্যঃ মুক্তি প্রাপ্ত হয় এবং সাক্ষাৎ ভয় বা মৃত্যু যাঁহা হইতে ভয় পায়, (সেই ভগবানের লীলাসকল পুণ্যশ্লোক লোকগণ সতত স্তব করিয়া থাকেন; শুদ্ধিকাম কোন্ ব্যক্তি কলিকলুষাপহ তাঁহার যশঃ শ্রবণ না করিবে?)'

(কাশীখণ্ডে অগ্নিবিন্দুস্তবে—) "নারায়ণে[illegible]কার্ণবতারণেতি দামোদরেতি মধুহেতি চতুর্ভুজেতি। বিশ্বম্ভরেতি বিরজেতি জনার্দ্দনেতি ক্বাস্তীহ জন্ম জপতাং ক্ব কৃতান্তভীতিঃ॥"

অর্থাৎ 'হে নারায়ণ, হে নরকার্ণবতারণ, হে দামোদর, হে মধুদৈত্যঘাতিন্, হে চতুর্ভুজ, হে বিশ্বম্ভর, হে বিরজ, হে জনার্দ্দন—ইত্যাদি নামে যাঁহারা সতত আমাকে আহ্বান করেন, তাঁহাদের জন্ম বা কিরূপে সম্ভবে?' ২৪৯॥

ভগবান্ তাঁহার সেবোন্মুখ শুদ্ধভক্তগণের দুঃখ কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। যখন যে-স্থলে তাঁহার নিজ-জন গণের দুঃখের কারণ উপস্থিত হয়, তখন সে-স্থানে তিনি অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় ঐকান্তিক আশ্রিত-ভক্তের সর্ব্ববিধ দুঃখ মোচন করেন।

(আদিপুরাণ-বাক্য—) "জগতাং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্। সর্ব্বত্র গুরবো ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা। অস্মাকং বান্ধবা ভক্তা ভক্তানাং বান্ধবা বয়ম্। অস্মাকং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্। মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব॥ * * যে কেচিৎ প্রাণিনো ভক্তা মদর্থে ত্যক্তবান্ধবাঃ। তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো ধনঞ্জয়॥"

(পাদ্মে শ্রীভগবদ্‌ব্রহ্ম-সংবাদে—) "দর্শন-ধ্যান-সংস্পর্শৈর্মৎস্যকূর্ম্মবিহঙ্গমাঃ। পুষ্ণন্তি স্বান্যপত্যানি তথাহমপি পদ্মজ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১লঃ ৮০ সংখ্যা—) "পুরুষোত্তম চেদবতরিষ্যদ্ভুবনেঽস্মিন্ন ভবান্ ভুবঃ শিবায়। বিকটাসুরমণ্ডলাদ্ জানে সুজনানাং বত কা দশাভবিষ্যৎ॥"

অর্থাৎ 'হে পুরুষোত্তম, আপনি যদি পৃথিবীর মঙ্গলার্থ এই ভুবনে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে বিকট অসুর-মণ্ডল হইতে সুজনসকলের যে কি-দশা উপস্থিত হইত, আমি তাহা জানিতে ও পারিতেছি না॥' ৭৯॥

প্রভুর কৃষ্ণপ্রেম-চেষ্টাকে বায়ুরোগ-বিকার-জ্ঞানে তচ্চিকিৎসার্থ মূঢ় লোকগুলির শচী-সমীপে ঔষধ ও পথ্য-বিধান-নির্দ্দেশ—

শচীমুখে শুনি' যে যে দেখিবারে যায়।
বায়ু-জ্ঞান করি' সবে হাসিয়া পলায় ॥ ৯৬ ॥
আস্তে-ব্যস্তে মা'য়ে গিয়া আনয়ে ধরিয়া।
লোকে বলে —"পূর্ব্ব-বায়ু জন্মিল আসিয়া ॥" ৯৭ ॥
কেহ বলে,—"তুমি ত' অবোধ ঠাকুরাণী!
আর বা ইহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসহ কেনি? ৯৮ ॥
পূর্ব্বকার বায়ু আসি' জন্মিল শরীরে।
দুই-পা'য়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে ॥ ৯৯ ॥
খাইবারে দেহ' ডাব-নারিকেল-জল।
যাবৎ উন্মাদ-বায়ু নাহি করে বল ॥' ১০০ ॥
কেহ বলে,—"ইথে অল্প-ঔষধে কি করে'?
শিবাঘৃত-প্রয়োগে সে এ-বায়ু নিস্তরে ॥ ১০১ ॥

পুত্রবৎসলা সরলা শচীমাতার পুত্রার্থ চিন্তা, কৃষ্ণশরণ-গ্রহণ ও শ্রীবাসকে স্বগৃহে আহ্বান—

পাকতৈল শিরে দিয়া করাইবা স্নান।
যাবৎ প্রবল নাহি হইবেক জ্ঞান ॥" ১০২ ॥
পরম-উদার শচী—জগতের মাতা।
যার মুখে যেই শুনে, কহে সেই কথা ॥ ১০৩ ॥
চিন্তায় ব্যাকুল আই কিছু নাহি জানে।
গোবিন্দ-শরণ লৈলা কায়-বাক্য-মনে ॥ ১০৪ ॥
শ্রীবাসাদি বৈষ্ণব—সবার স্থানে-স্থানে।
লোক-দ্বারা শচী করিলেন নিবেদনে ॥ ১০৫ ॥

একদা শ্রীবাসের শচীগৃহে আগমন; প্রভুর অভ্যর্থনা—

একদিন গেলা তথা শ্রীবাসপণ্ডিত।
উঠি' নমস্কার প্রভু কৈলা সাবহিত ॥ ১০৬ ॥

ভক্তদর্শনে প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমবিকারোদ্দীপন—

ভক্ত দেখি' প্রভুর বাড়িল ভক্তিভাব।
লোমহর্ষ, অশ্রুপাত, কম্প, অনুরাগ ॥ ১০৭ ॥
তুলসীরে আছিলা করিতে প্রদক্ষিণে।
ভক্ত দেখি' প্রভু মূর্চ্ছা পাইলা তখনে ॥ ১০৮ ॥
বাহ্য পাই' কতক্ষণে লাগিলা কান্দিতে।
মহা-কম্প কভু স্থির না পারে হইতে ॥ ১০৯ ॥

প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমবিকার-দর্শনে কৃষ্ণভক্ত শ্রীবাসের উঁহাকে মহাভাব-জ্ঞান—

অদ্ভুত দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গণে'।
"মহা-ভক্তিযোগ, বায়ু বলে কোন্ জনে?" ১১০ ॥

বাহ্যদশা লাভকরিয়া শ্রীবাসকে নিজদশা-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা—

বাহ্য পাই' প্রভু বলে পণ্ডিতের স্থানে।
"কি বুঝ, পণ্ডিত! তুমি মোর এ-বিধানে? ১১১ ॥
কেহ বলে,—মহা-বায়ু, বান্ধিবার তরে।
পণ্ডিত! তোমার চিত্তে কি লয় আমারে?" ১১২ ॥

প্রভুর নিকট শ্রীবাসের প্রভু-প্রেমোন্মাদ-মাহাত্ম্য ও স্বরূপ-বর্ণন—

হাসি' বলে শ্রীবাসপণ্ডিত,—"ভাল বাই!
তোমার যেমত বাই, তাহা আমি চাই ॥ ১১৩ ॥
মহা-ভক্তিযোগ দেখি' তোমার শরীরে।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে ॥" ১১৪ ।

পরিহরিবা,—বর্জ্জন বা পরিত্যাগ করিবে ॥ ৮২ ॥

বৈষ্ণব-আবেশ—বিষ্ণুলীলার দুষ্টনাশিনী মূর্ত্তি ॥ ৮৮ ॥

ক্ষণে...মাথা,—'পাষণ্ডিগণের মস্তক ছিড়িয়া ফেলিব অর্থাৎ চূর্ণ করিব' ॥ ৯২ ॥

কড়মড়ি,—(শব্দাত্মক), দন্তে দন্ত-ঘর্ষণ-শব্দ।

মালসাট,—মল্ল+সাট (আস্ফোট), মল্লগণের ন্যায় বাহ্বাস্ফোটন ॥ ৯৪ ॥

কৃষ্ণের,—কৃষ্ণপ্রেমের; লোক,—কৃষ্ণবহির্ম্মুখলোক ॥৯৫॥

উন্মাদ-বায়ু—উন্মাদজনক বায়ু (বাত)-রোগ ॥ ১০০ ॥

নাহি করে বল,—বিক্রম প্রকাশ বা প্রদর্শন না করে, উগ্র না হয় ॥ ১০০ ॥

আদি ১২শ অঃ ৭১-৭৩, ৮০-৮৩সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥৯৫-১০২॥

শিবাঘৃত—আয়ুর্ব্বেদোক্ত উন্মাদ-রোগ-হর ঘৃতবিশেষ।

পাকতৈল,—বিষ্ণুতৈল ও নারায়ণ-তৈল ইত্যাদি, আদি ১২শ অঃ ৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১০২ ॥

মহাভক্তিযোগ,—কৃষ্ণপ্রেমের অধিরূঢ় মহাভাবাবস্থা॥১১০॥

কি...বিধানে,—আমার অবস্থা কিরূপ বোধ কর? ১১১॥

মহা-বায়ু—বায়ুজ উন্মাদ-রোগ।

তচ্ছ্রবণে প্রভুর শ্রীবাসকে আলিঙ্গন দান—

এতেক শুনিলা যদি শ্রীবাসের মুখে।
শ্রীবাসেরে আলিঙ্গন কৈলা বড় সুখে॥ ১১৫॥

প্রভুর হর্ষোৎসাহভরে উক্তি—

"সত্যে বলে,—'বায়ু', সবে আশংসিলা তুমি।
আজি বড় কৃতকৃত্য হইলাঙ আমি॥ ১১৬॥
যদি তুমি বায়ু-হেন বলিতা আমারে।
প্রবেশিতাম আজি মুঞি গঙ্গার ভিতরে॥" ১১৭॥

শ্রীবাস-কর্তৃক প্রভুর মহা-প্রেম-প্রশংসা ও নিজেচ্ছা-জ্ঞাপন—

শ্রীবাস বলেন,—"যে তোমার ভক্তিযোগ।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি বাঞ্ছয়ে এ-ভোগ॥ ১১৮॥
সবে মিলি' একঠাঁই করিব কীর্তন।
যে-তে কেনে না বলে পাষণ্ডী-পাপীগণ॥" ১১৯॥

শচীকে শ্রীবাসের সান্ত্বনা ও প্রবোধ-দান এবং প্রভুর মহা-কৃষ্ণপ্রেম প্রকাশ করিতে নিষেধাজ্ঞা—

শচী-প্রতি শ্রীনিবাস বলিলা বচন।
"চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন॥ ১২০॥
'বায়ু নহে,—কৃষ্ণভক্তি' বলিলুঁ তোমারে।
ইহা কভু অন্য-জন বুঝিবারে নারে॥ ১২১॥
ভিন্ন-লোক-স্থানে ইহা কিছু না কহিবা।
অনেক কৃষ্ণের যদি রহস্য দেখিবা॥" ১২২॥

শ্রীবাসের বাক্য-শ্রবণে শচীর দুশ্চিন্তা-হ্রাস, কিন্তু পুত্রের গৃহত্যাগাশঙ্কা—

এতেক কহিয়া শ্রীনিবাস গেলা ঘর।
বায়ুজ্ঞান দূর হৈল শচীর অন্তর॥ ১২৩॥
তথাপিহ অন্তর-দুঃখিতা শচী হয়।
'বাহিরায় পুত্র পাছে' এই মনে ভয়॥ ১২৪॥

ভগবৎকৃপাবলেই ভগবল্লীলা-রহস্যাবগতি—

এইমতে আছে প্রভু বিশ্বম্ভর-রায়।
কে তানে জানিতে পারে, যদি না জানায়? ১২৫॥

একদা গদাধর-সঙ্গে প্রভুর মায়াপুরে অদ্বৈত-দর্শনে গমন—

একদিন প্রভু-গদাধর করি' সঙ্গে।
অদ্বৈতে দেখিতে প্রভু চলিলেন রঙ্গে॥ ১২৬॥

অদ্বৈতপ্রভুকে আপনভাবে কৃষ্ণার্চ্চনরত-দর্শন—

অদ্বৈত দেখিলা গিয়া প্রভু-দুইজন।
বসিয়া করেন জল-তুলসী সেবন॥ ১২৭॥
দুই ভুজ আস্ফালিয়া বলে 'হরি হরি'।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, আপনা' পাসরি'॥ ১২৮॥
মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার।
ক্রোধ দেখি,—যেন মহারুদ্র-অবতার॥ ১২৯॥

ভক্তশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতকে দর্শনমাত্র প্রভুর মূর্চ্ছা—

অদ্বৈতে দেখিবা-মাত্র প্রভু বিশ্বম্ভর।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই' পৃথিবী-উপর॥ ১৩০॥

প্রচ্ছন্নাবতারী আত্মসঙ্গোপনকারী স্বীয় প্রভুর দর্শনমাত্র তাঁহাকে প্রকাশ্যে পূজনেচ্ছা ও যথা-বিধি অর্চ্চন—

ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
'এই মোর প্রাণনাথ' জানিলা সকল॥ ১৩১॥
'কতি যাবে চোরা আজি?'—ভাবে মনে-মনে।
"এতদিন চুরি করি' বুল' এইখানে! ১৩২॥
অদ্বৈতের ঠাঞি তোর না লাগে চোরাই!
চোরের উপরে চুরি করিব এথাই!" ১৩৩॥

চিত্তে লয়,—মনে হয়; তোমার...আমারে,—আমায় কিরূপ বলিয়া তোমার মনে বোধ হয়? ১১২॥

বাই,—(বায়ু-শব্দজ), উন্মাদ-রো[illegible]স্থলে, কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদ॥ ১১৩॥

আশংসিলা,—আশ্বাস প্রদান করিলে॥ ১১৬॥

ভোগ,—এইরূপ কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ-রোগ ভোগ, কৃষ্ণবিরহ-প্রেমজ্বালা॥ ১১৮॥

যে-তে...পাপীগণ—"পরিবদতু জনো যথা তথা বা নন্থ মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ। হরিরসমদিরা-মদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ॥" ১১৯॥

খণ্ডন করহ,—'ছেড়ে দাও', দূর বা ত্যাগ কর॥ ১২০॥

অন্য-জন, ভিন্ন লোক,—ভিন্ন-জন অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত ইতর অভক্ত বহির্মুখ বহিরঙ্গ ব্যক্তি॥ ১২১-১২২॥

কৃষ্ণের রহস্য,—গুপ্ত গূঢ় দুর্বোধ্য কৃষ্ণলীলা-তাৎপর্য্য বা চমৎকারিত্ব॥ ১২২॥

বাহিরায়,—বাহির হয়, (এস্থলে) গৃহ বা সংসার হইতে

চুরির সময় এবে বুঝিয়া আপনে।
সর্ব্বপূজা-সজ্জ লই' নামিলা তখনে ॥ ১৩৪॥
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় লই' সেই ঠাঞি।
চৈতন্যচরণ পূজে' আচার্য্য-গোসাঞি ॥ ১৩৫ ॥
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, চরণ-উপরে।
পুনঃ পুনঃ এই শ্লোক পড়ি, নমস্করে ॥ ১৩৬ ॥

কৃষ্ণপ্রণাম শ্লোক—

তথা হি (বিষ্ণু-পুরাণে ১ম অং ১৯শ অঃ ৬৫)—
"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥" ১৩৭ ॥

বারবার শ্লোকপাঠ ও প্রেমাশ্রুপাতপূর্ব্বক পদপ্রক্ষালন—

পুনঃ পুনঃ শ্লোক পড়ি' পড়য়ে চরণে।
চিনিয়া আপন-প্রভু করয়ে ক্রন্দনে ॥ ১৩৮ ॥
পাখালিলা দুই পদ নয়নের জলে।
যোড়হস্ত করি' দাণ্ডাইলা পদতলে ॥ ১৩৯ ॥

অদ্বৈতকে সসম্ভ্রমে গদাধরের তন্নিবারণ; অদ্বৈতের বাক্য-শ্রবণে গদাধরের প্রভুপ্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধি—

হাসি' বলে গদাধর জিহ্বা কামড়াই'।
"বালকেরে, গোসাঞি! এমত না যুয়ায় ॥"১৪০॥

বহির্গত হইয়া চলিয়া যায় বা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ॥ ১২৪ ॥

কে...জানায়,—(শ্বেতাশ্বতরে ৩য় অঃ ১৯—) "স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা"; (মুণ্ডকে ৩।২।৩ ও কঠে ২।২৩—) "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥" (ভাঃ ১০।১৪।২৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি—) "অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥" আলবন্দারু-স্তোত্রে ১৫ ও ১৬ শ্লোকদ্বয়ের শেষ-পদ—"নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্" ও "পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ।" চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ ৮২ ও ৮৭ পদ্যাংশ—'কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে' ও "পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান কভু নহে" ইত্যাদি অসংখ্য শাস্ত্রবাক্য আলোচ্য ॥ ১২৫ ॥

এস্থলে, অদ্বৈত-শব্দ 'বসিয়া সেবন করেন' ক্রিয়া-পদের কর্ত্তা। প্রভু-দুইজন,—শ্রীবিশ্বম্ভর ও শ্রীগদাধর ॥ ১২৭ ॥

চোরা,—(প্রাদেশিক চলিত বা কথিত গ্রাম্য শব্দ, এস্থলে, বিশেষ্য), চোর, বঞ্চক, আত্মগোপনকারী; চুরি করি',—আত্মগোপন-পূর্ব্বক বঞ্চন করিয়া ॥ ১৩২ ॥

চোরাই,—(চৌর্য্যবৃত্তি); চোরের...এথাই,—(অদ্বৈত-প্রভু ভাবিতেছেন ও মনে-মনে বলিতেছেন,) 'আমার প্রভু বিশ্বম্ভর প্রচ্ছন্নাবতারি-রূপে আত্মগোপন-পূর্ব্বক যেমন বঞ্চন করিতেছেন, আমিও তদ্রূপ তাঁহার এই বর্ত্তমান অন্তর্দ্দশায় অবস্থানের সুযোগ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার উপর বাটপাড়ি, ডাকাতি বা লুণ্ঠন (এস্থলে, প্রকাশ্যে পূজা করিয়া তাঁহার ভগবৎপারতম্য প্রকাশ) করিব ॥' ১৩৩ ॥

চুরির,—বাটপাড়ি, ডাকাতি, লুটপাট বা লুণ্ঠনের; (এস্থলে) আত্মগোপনকারী প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রীমহাপ্রভুকে প্রকাশ্যে মনের সাধে পূজা করিয়া তাঁহার পূর্ণতম স্বয়ং-ভগবত্তা প্রকাশ করিবার ॥ ১৩৪ ॥

শ্রীচৈতন্যচরণার্চ্চন-সম্বন্ধে জানিতে হইলে সদ্গুরুসমীপে লব্ধদীক্ষ অর্চ্চনেচ্ছু ব্যক্তির কলিকাতা-স্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত 'অর্চ্চনকণ' পুস্তকটি আলোচ্য ॥১৩৫-১৩৬॥

হিরণ্যকশিপুর আদেশে দৈত্যগণদ্বারা সমুদ্রমধ্যে পর্ব্বতাচ্ছাদিত প্রহ্লাদের শ্রীভাগবৎস্তুতি—

অন্বয়। ব্রহ্মণ্যদেবায় (ব্রহ্মণ্যানাং বেদবিদাং দেবায় শ্রেষ্ঠায় উপাস্যায় বা) গোব্রাহ্মণহিতায় চ (গোভ্যঃ ব্রাহ্মণেভ্যঃ হিতং নিত্যমঙ্গলং যস্মাৎ তস্মৈ কৃষ্ণায়) নমঃ; (অতএব) জগদ্ধিতায় (জগতাং শর্ম্মকৃতে) গোবিন্দায় (গোপনন্দনত্বেন গো-পালনলীলা-পরায়ণায়) কৃষ্ণায় (সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহায় পরব্রহ্মণে —"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।" ইতি যোগবৃত্ত্যা,—"কৃষি-শব্দশ্চ সত্তার্থো ণশ্চানন্দস্বরূপকঃ। সুখরূপো ভবেদাত্মা ভাবানন্দময়স্ততঃ॥"ইতি গৌতমীয়তন্ত্রোক্তেঃ, তথা "কৃষি-শব্দো হি সত্তার্থো ণশ্চানন্দস্বরূপকঃ। সত্তা-স্বানন্দয়োর্যোগাচ্চিৎ পরং ব্রহ্ম চোচ্যতে॥"ইতি বৃহদ্গৌতমীয়োক্তেশ্চ; এবং "রূঢ়ির্যোগমপহরতি" ইতি ন্যায়েন, নন্দযশোদা-নন্দনায় বা,—"কৃষ্ণশব্দস্য তমালশ্যামলত্বিষি যশোদা-

হাসয়ে অদ্বৈত গদাধরের বচনে।
"গদাধর! বালকে জানিবা কথো-দিনে॥"১৪১॥
চিত্তে বড় বিস্মিত হইলা গদাধর।
"হেন বুঝি অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর॥" ১৪২॥

বহির্দ্দশায় আসিয়া প্রভুর অদ্বৈতকে প্রেমভরে অর্চ্চনরত-দর্শন—

কতক্ষণে বিশ্বম্ভর প্রকাশিয়া বাহ্য।
দেখেন আবেশময় অদ্বৈত-আচার্য্য॥১৪৩॥

আত্মসঙ্গোপনপূর্ব্বক প্রভুর অদ্বৈত স্তুতি—

আপনারে লুকায়েন প্রভু-বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে স্তুতি করে' যুড়ি' দুই কর॥১৪৪॥
নমস্কার করি' তাঁন পদধূলি লয়।
আপনার দেহ প্রভু তাঁরে নিবেদয়॥১৪৫॥

"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর' মহাশয়!
তোমার সে আমি,—হেন জানিহ নিশ্চয়॥১৪৬॥
ধন্য হইলাঙ আমি দেখিয়া তোমারে।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে॥১৪৭॥
তুমি সে করিতে পার' ভববন্ধ নাশ।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বদা প্রকাশ॥" ১৪৮॥

প্রেমভরে পরস্পরের মহিমা-প্রকটনে ভক্ত ও ভগবান্, উভয়েই সম বা তুল্য—

নিজ-ভক্তে বাড়াইতে ঠাকুর সে জানে।
যেন করে' ভক্ত, তেন করেন আপনে॥১৪৯॥

পূর্ব্বেই আত্মসঙ্গোপনকারী ছন্ন-প্রভুকে অদ্বৈতের ঈশ্বর-জ্ঞানে প্রকাশ্যে প্রকটন—

মনে বলে অদ্বৈত,—"কি কর' ভারি-ভুরি।
চোরের উপরে আগে করিয়াছি চুরি॥" ১৫০॥

স্তনন্ধয়ে পর-ব্রহ্মণি রূঢ়িঃ" ইতি 'নামকৌমুদী'কৃদ্বক্তেশ্চ) নমঃ নমঃ (অসকৃদুক্তিস্তত্তোৎসুক্যেনেতি জ্ঞাতব্যম্)॥১৩৭॥

অনুবাদ। (প্রহ্লাদ কহিলেন,—) হে ব্রহ্মণ্যদেব, হে গো-ব্রাহ্মণ-হিতকারিন্, আপনাকে নমস্কার; হে জগন্-মঙ্গলকারিন্, হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার॥১৩৭॥

তথ্য। ব্রহ্মণ্যদেবায়,—"ব্রহ্মণ্যানাং দেবায় শ্রেষ্ঠায়" (—শ্রীধরস্বামি-কৃত 'আত্মপ্রকাশ'-টীকা)।

'গো', 'কৃষ্ণ' ও 'গোবিন্দ'-শব্দের বিস্তৃত অর্থ জানিতে হইলে 'ব্রহ্মসংহিতা'-গ্রন্থের ১ম শ্লোকের শ্রীল জীবগোস্বামি-কৃতা টীকা আলোচ্য॥১৩৭॥

পাখালিলা,—(সংস্কৃত প্র+ক্ষল্-ধাতু-নিষ্পন্ন 'প্রক্ষালন' হইতে পাখালন, আর হিন্দী 'পাখাল্‌না' হইতে), ধৌত বা প্রক্ষালন করিলেন॥১৩৯॥

জিহ্বা কামড়াই',—দন্তদ্বারা জিহ্বা দংশন করিয়া, দাঁত দিয়া জিব্ চাপিয়া ধরিয়া (নিষেধকরণ ব[illegible]বারণার্থ অত্যন্ত লজ্জা ও অসম্মতি-সূচক মুখভঙ্গিক্রিয়া)।

বালকেরে...যুয়ায়,—হে প্রভো, বিশ্বম্ভরের ন্যায় বালকের প্রতি আপনার এইরূপ আচরণ কর্ত্তব্য বা যোগ্য নহে॥১৪০॥

যাঁহারা—ভগবান্ গৌর-কৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ, তাঁহারাই প্রভুর অলৌকিক প্রেমবিকার-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরলীলা বুঝিতে পারেন। কিন্তু শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর আত্মবঞ্চক ও আত্ম-বঞ্চিত অনুকরণকারী প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় তাঁহার এই সকল চিহ্নপলব্ধিমূলক ভগবল্লীলা-কথা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া কাপট্যভরে নানাপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য-লীলার পারতম্য বুঝিতে না পারিয়া নরকের পথ অনুসন্ধান করে। বঞ্চিতগণ ও তাহাদের স্বার্থপোষক বঞ্চকগণকে নব-গৌরাঙ্গ সাজাইয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ আনয়ন করে॥১৪২॥

আবেশময়,—প্রেমাবিষ্ট॥১৪৩॥

নিজ সেবকের মহিমা কি-প্রকারে বর্দ্ধন করিতে হয় ও জয় কিরূপে কীর্ত্তন করিতে হয়, তাহা একমাত্র ভক্তবশ ভগবান্ই জানেন; ভক্তসঙ্গ-বর্জ্জিত অপর ব্যক্তিগণ তাহা জানে না। আবার সেব্য-ভগবানের প্রতি সেবক-ভক্তগণ যেরূপ বিশ্রম্ভ-সহকারে নানাবিধ সেবা-প্রণয় চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তদ্রূপ ভক্তৈকপ্রাণ ভগবান্ও স্বীয় প্রাণাধিক প্রিয় ভক্তের প্রতি নানাবিধ সেবা প্রণয় বিধান করিয়া অতুল অসীম ভক্তবাৎসল্য প্রদর্শন করেন। ইহাতে কেহ যেন না বুঝেন যে, ভগবান্ প্রেম-বশে ভক্তের সেবা করিতে গিয়া নিজ সেব্য-ভাব রাহিত্য জ্ঞাপন করিতেছেন; পরন্তু তিনি ভক্তবাৎসল্য-প্রদর্শন-কল্পে ভক্তের ভক্তরূপে স্বয়ং আচরণ

এক্ষণে সবিনয়ে প্রভুকে একত্রাবস্থান-পূর্ব্বক কৃষ্ণকীর্ত্তনার্থ অনুরোধ—

হাসিয়া অদ্বৈত কিছু করিলা উত্তর।
"সবা' হৈতে তুমি মোর বড়, বিশ্বম্ভর! ১৫১॥
কৃষ্ণ-কথা কৌতুকে থাকিব এইঠাঁই।
নিরন্তর তোমা' যেন দেখিবারে পাই॥ ১৫২॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের ইচ্ছা—তোমারে দেখিতে।
তোমার সহিত কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিতে॥" ১৫৩॥

প্রভুর অদ্বৈত-বাক্যাঙ্গীকার ও স্বগৃহে প্রস্থান—

অদ্বৈতের বাক্য শুনি' পরম-হরিষে।
স্বীকার করিয়া চলিলেন নিজ-বাসে॥ ১৫৪॥

স্বীয় প্রভুর ভক্তবাৎসল্য ও সেব্যস্বরূপ-পরীক্ষণার্থ অদ্বৈতের গোপনে শান্তিপুরে স্বগৃহে গমন—

জানিলা অদ্বৈত,—হৈল প্রভুর প্রকাশ।
পরীক্ষিতে' চলিলেন শান্তিপুর-বাস॥ ১৫৫॥
"সত্য যদি প্রভু হয়, মুই হও দাস।
তবে মোরে বান্ধিয়া আনিবে নিজ-পাশ॥" ১৫৬॥

প্রভুর অবতারণকারি-অদ্বৈত-চরিত্র—দুরধিগম্য—

অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবার শক্তি কার?
যাঁর শক্তি-কারণে চৈতন্য-অবতার॥ ১৫৭॥

পরমসত্যবস্তুর লীলায় অশ্রদ্ধবান-জনের নিশ্চয় পতন-সম্ভাবনা—

এ-সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
সত্ত অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত॥ ১৫৮॥

ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভুর প্রত্যহ কৃষ্ণকীর্ত্তন—

মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর প্রতি-দিনে-দিনে।
সঙ্কীর্ত্তন করে সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সনে॥ ১৫৯॥

তখনও প্রভুতে ঈশ্বরবুদ্ধির অভাব থাকিলেও প্রভুর প্রেমাবেশ দর্শনে 'ঈশ্বর' বলিয়া সংশয়—

সবে বড় আনন্দিত দেখি' বিশ্বম্ভর।
লখিতে না পারে কেহ আপন-ঈশ্বর॥ ১৬০॥
সর্ব্ব-বিলক্ষণ তাঁর পরম-আবেশ।
দেখিয়া সবার চিত্তে সন্দেহ বিশেষ॥ ১৬১॥

প্রভুর প্রেমাবেশাবস্থা-বর্ণনে একমাত্র 'শেষ'ই সমর্থ—

যখন প্রভুর হয় আনন্দ-আবেশ।
কে কহিবে তাহা, সবে পারে প্রভু 'শেষ'॥ ১৬২॥

প্রভুর প্রেমবিকার-বর্ণন—

শতেক-জনেও কম্প ধরিবারে নারে।
নয়নে বহয়ে শতধার-নদী-ধারে॥ ১৬৩॥
কনক-পনস যেন পুলকিত-অঙ্গ।
ক্ষণে-ক্ষণে অট্ট-অট্ট হাসে বহু রঙ্গ॥ ১৬৪॥
ক্ষণে হয় আনন্দে মূর্চ্ছিত প্রহরেক।
বাহ্য হৈলে না বলেন কৃষ্ণ-ব্যতিরেক॥ ১৬৫॥
হুঙ্কার শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে।
তান অনুগ্রহে তান ভক্তগণ তরে'॥ ১৬৬॥
সর্ব্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ক্ষণে-ক্ষণে হয়।
ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময়॥ ১৬৭॥

করিয়া জগতে ভগবান ও ভক্তের পরস্পর অত্যন্ত-ঘনিষ্ঠ বিশ্রম্ভময় সম্বন্ধ প্রচার করিলেন॥ ১৩৯॥

ভারিভুরি,—ভারি—খুব, অত্যন্ত, প্রচুর; ভুরি—সম্ভ্রম; অতএব ভারিভুরি,—চাতুরী, চালাকি বা চতুরালি, ওস্তাদি, বাহাদুরি, কের্দানি, সেয়ানামি, মুরুব্বি-আনা।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মনে-মনে বলিতেছেন,—'তুমি চতুর্দ্দশ-ভুবনপতি হইয়াও যেরূপ আমার প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধনপূর্ব্বক কেবল আত্ম-গোপনরূপ চুরি করিতেছ, আমিও তদ্রূপ তোমার অন্তর্দ্দশায় তোমাকে সেবা করিয়া তোমার সুগুপ্ত নিগূঢ় সেব্য-ভাবের সদ্ব্যবহার করিয়াছি। আমার নিকট তোমার স্বরূপটি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ আমি তোমাকে ব্রজেন্দ্রনন্দন জানিয়া তোমার প্রচ্ছন্ন-অবতারিত্ব বুঝিয়া ফেলিয়া সকল-লোকের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছি।' ১৫০॥

বান্ধিয়া,—কৃপা বা দাস্যরূপ রজ্জুপাশে বন্ধন করিয়া॥ ১৫৬॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর তত্ত্বনিরূপণ—সাধারণ পণ্ডিতাভিমানি-জীবগণের পক্ষে অতিদুরূহ ব্যাপার। শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু কারণার্ণবশায়ি-মহাবিষ্ণুর উপাদান-কারণাংশ। ইনি শ্রীমন্-মহাপ্রভুকে নিজ-আকর সেব্যবস্তুরূপে প্রপঞ্চে উদয় করাইয়া সকলের গোচরীভূত ও সহজপ্রাপ্য করাইয়াছিলেন। উপা-

প্রভুর প্রেমবিকার-দর্শনে তাঁহাকে সকলের অতিমর্ত্ত্য-জ্ঞান—

অপূর্ব্ব দেখিয়া সব-ভাগবতগণে।
নর-জ্ঞান আর কেহ না করয়ে মনে ॥ ১৬৮ ॥
কেহ বলে,—"এ পুরুষ অংশ-অবতার।"
কেহ বলে,—"এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার ॥" ১৬৯ ॥
কেহ বলে,—"কিবা শুক, প্রহ্লাদ, নারদ।"
কেহ বলে,—"হেন বুঝি খণ্ডিল আপদ ॥" ১৭০ ॥
যত সব ভাগবতগণের গৃহিণী।
তাঁরা বলে,—"কৃষ্ণ আসি' জন্মিলা আপনি ॥"১৭১॥
কেহ বলে,—"এই বুঝি প্রভু-অবতার।"
এইমত মনে সবে করেন বিচার ॥ ১৭২ ॥

বহির্দ্দশায় আসিয়া পুনরায় প্রভুর প্রেমাশ্রুপাত—

বাহ্য হইলে ঠাকুর সবার গলা ধরি'।
যে ক্রন্দন করে তাহা কহিতে না পারি ॥ ১৭৩ ॥

কৃষ্ণবিরহার্ত্ত-গোপীভাব-বিভাবিত প্রভুর খেদ—

তথা হি (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৪১)—

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥

কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণানুসন্ধান ও কৃষ্ণলাভার্থ অত্যুৎকণ্ঠা—

"কোথা গেলে পাইমু সে মুরলীবদন!"
বলিতে ছাড়য়ে শ্বাস, করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৭৫ ॥

অন্তরঙ্গভক্ত-সমীপে স্বীয় কৃষ্ণবিচ্ছেদ-দুঃখ নিবেদন—

স্থির হই" প্রভু সব-আপ্তগণ-স্থানে।
প্রভু বলে,—"মোর দুঃখ করোঁ নিবেদনে ॥"১৭৬॥
প্রভু বলে,—"মোর সে দুঃখের অন্ত নাই।
পাইয়াও হারাইনু জীবন-কানাই ॥" ১৭৭ ॥

প্রভুর নিকট গুপ্তকথা-শ্রবণার্থ তাঁহাদের উপবেশন—

সবার সন্তোষ হৈল রহস্য শুনিতে।
শ্রদ্ধা করি' সবে বসিলেন চারিভিতে ॥ ১৭৮ ॥

গোপীভাব-বিভাবিত প্রভুকর্ত্তৃক কানাঞিনাটশালায় কৃষ্ণ-দর্শনাখ্যান-জ্ঞাপন-মুখে কৃষ্ণরূপ-বর্ণন—

"কানাঞির নাটশালা-নামে এক গ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিনু সেই স্থান ॥ ১৭৯ ॥
তমাল-শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা-সহিত কুন্তল মনোহর ॥ ১৮০ ॥
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ,—লখিতে না পারি ॥ ১৮১ ॥
হাতেতে মোহন বাঁশী পরম-সুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি-মনোহর ॥ ১৮২ ॥
নীলস্তম্ভ জিনি' ভুজে রত্ন-অলঙ্কার।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার ॥ ১৮৩ ॥
কি কহিব সে পীত-ধটীর পরিধান।
মকর-কুণ্ডল শোভে কমল-নয়ান ॥ ১৮৪ ॥
আমার সমীপে আইলা হাসিতে-হাসিতে।
আমা' আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন্ ভিতে ॥"১৮৫॥

প্রভু-কৃপা ব্যতীত সকলেরই গোপীভাবচিত্ত প্রভুর বাক্য বুঝিতে অসামর্থ্য—

কিরূপে কহেন কথা শ্রীগৌরসুন্দরে।
তান কৃপা বিনা তাহা কে বুঝিতে পারে ?১৮৬॥

দান-কারুণাংশই নিমিত্ত ও উপাদান কারণদ্বয়-মিলিত সর্ব্ব-কারণকারণ পরমেশ্বর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রপঞ্চে অবতরণ করাইতে সমর্থ। সেই সাক্ষাৎ শ্রীহরির সহিত অভিন্ন শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের কৃপা-বলেই হরিবিমুখ জীবগণ ও মহাবদান্য কৃষ্ণপ্রেমদাতা শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ধান লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। গৌরকৃষ্ণবিমুখ জীবকুলের প্রতি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অহৈতুকী দয়াই তাহাদের অনাদি-দুঃখনিবৃত্তির উপাদান কারণ। যদি কোন ভাগ্যহীন জীব এই সকল মহা-সত্য তত্ত্বকথায় প্রবেশ করিতে না পারিয়া শ্রদ্ধাহীন হন, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ অধোগত অর্থাৎ সুকৃতি হইতে বঞ্চিত হইবেন ॥ ১৫৭-১৫৮ ॥

প্রভু 'শেষ',—ভগবান্ সহস্রবদন অনন্তদেব ॥ ১৬২ ॥

প্রভুর অন্তর্দ্দশা হইতে বাহ্যদশায় আগমন-মাত্রেই বদনে অনর্গল কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইতেন। কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ যেরূপ নিদ্রিত বা তূষ্ণীভূত-অবস্থায় সর্ব্বদা ভগবৎসেবা-বঞ্চিত থাকে এবং নিদ্রা-ভঙ্গ বা মৌন-ভঙ্গ হইলে নিজ-নিজ-ইন্দ্রিয়-তর্পণকর ভোগ্যবিষয়-কথায় ব্যাপৃত থাকেন, প্রভুর তদ্রূপ ব্যবহার ছিল না বা দৃষ্ট হইত না; তিনি অন্তরে-বাহিরে

কৃষ্ণকথা-বর্ণন-মধ্যে প্রভুর প্রেম-মূর্চ্ছা—
কহিতে কহিতে মূর্চ্ছা গেলা বিশ্বম্ভর।
পড়িলা 'হা কৃষ্ণ!' বলি' পৃথিবী-উপর ॥ ১৮৭ ॥

সকলের প্রভুকে ব্যস্তভাবে ধারণ ও ধূলি মার্জ্জন—
আথে-ব্যথে ধরে সব 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি'।
স্থির করি' ঝাড়িলেন শ্রীঅঙ্গের ধূলি ॥ ১৮৮ ॥

সর্ব্বোত্তম আদর্শ লোকশিক্ষকরূপে কৃষ্ণসেবা-পরা সর্ব্ববিধা চেষ্টাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১৬৫ ॥

ভগবানের কৃষ্ণপ্রেমোচ্ছ্বাসময় হুঙ্কার-শব্দ শুনিয়া ভগবদ্-বিমুখ শ্রোতৃবর্গের কর্ণপটহদ্বয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইত; কিন্তু তচ্ছ্রবণ-ফলে ভক্তগণ তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়-ভোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেন অর্থাৎ উত্তরোত্তর অধিকতর ভগবৎসেবোন্মুখ হইতেন ॥ ১৬৬ ॥

অন্বয়। (হে) হরে, (গোপীজন-চিত্ত চোর,) (হে) অনাথবন্ধো, (অনাথানাং গোপীনাং বন্ধো আশ্রয়,) (হে) করুণৈকসিন্ধো, (করুণায়াঃ দয়ায়াঃ এক অদ্বিতীয় সিন্ধো আধার,) ত্বদালোকনং (তব আলোকনং দর্শনম্) অন্তরেণ (বিনা) অমূনি অধন্যানি (ত্বদ্দর্শন রাহিত্যাৎ এব অশুভানি অপ্রিয়াণি) দিনান্তরাণি (অবশিষ্টানি অন্যানি দিনানি) হা হন্ত হা হন্ত (অহো কষ্টম্ অহো কষ্টম্) কথং (কেন উপায়েন) নয়ামি (যাপয়ামি)? ১৭৪ ॥

অনুবাদ। "ওগো গোপীজনের চিত চোরা, ওগো অবলার বান্ধব, ওগো দয়ার সাগর শ্যাম, হায় হায়, তোমায় না দেখে' এই বিশ্রী দিনগুলো আমি কি কোরে কাটাই? বল!!" ১৭৪ ॥

তথ্য। (চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পঃ ৫৯ সংখ্যায় প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহবর্ণনপ্রসঙ্গে—) "তোমার দর্শন বিনে, অধন্য এ রাত্রি-দিনে, এই কাল না যায় কাটন। তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণা-সিন্ধু, কৃপা করি' দেহ' দরশন ॥" ১৭৪ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পঃ ১৫—) "কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন। ক্যা করোঁ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥" (ঐ অন্ত্য ১২পঃ ৫—) "হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ মুরলীবদন ॥" (ঐ অন্ত্য ১৫পঃ ২৪) "ক্যা করোঁ, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ, দুঁহে মোরে কহ সে উপায় ॥" (ঐ অন্ত্য ১৭পঃ ৫৩—) "ক্যা করোঁ, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ, কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায় ॥" ১৭৫।

জীবন কানাই,—প্রাণস্বরূপ কানু (নন্দনন্দন) ॥১৭৭॥

রহস্য,—গোপনীয় বা অপ্রকাশ্য কথা বা ঘটনা ॥১৭৮॥

কানাঞির নাটশালা,—'কান্হাইয়ার স্থান'-নামেই স্থানীয় লোকের নিকট পরিচিত। কলিকাতা-হাওড়া কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-বারহাওরা লাইনে 'তালঝরি'-ষ্টেশনে নামিয়া মাঠের কাঁচা-রাস্তায় প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বোত্তরদিকে অথবা পাকারাস্তায় ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকৃস্থিত মঙ্গলহাট-গ্রাম হইতে প্রায় দুইমাইল উত্তরে 'কানাইর নাটশালা' অবস্থিত। এই 'কানাইয়ার স্থান'টির চতুর্দ্দিকেই বনজঙ্গল; একটি ছোট পাহাড়ের উপর একটি বড় মন্দিরের ভিতর শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীকান্হাইয়ালাল-জি এবং বহু শালগ্রাম-শিলা প্রাচীনকাল হইতে পূজিত হইতেছেন। তাহার পার্শ্বেই আর একটি প্রস্তর-মঞ্চের (মন্দিরের?) উপর শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত দুই জোড়া শ্রীচরণ-চিহ্ন বহু-কাল হইতে স্থাপিত আছে বলিয়া প্রবাদ; তাহা অধুনা জনৈক বিরক্ত-পূজারী অর্চ্চন করেন। এই উভয়-মন্দিরের মধ্যবর্ত্তিস্থানেই ৪৪৩ গৌরাব্দে প্রাচীন-নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের সেবাগ্রহ-ফলে একটি গৌরপাদপীঠ-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে একমাইল পূর্ব্বদিকে গঙ্গা প্রবহমানা এবং একমাইল দূরে লোকের বসতি ॥ ১৭৯ ॥

প্রভুর অলৌকিক বাক্যাদি তাঁহার কোন্-দশায় কোন-ভাবাবেশে কোন্ কোন্ উদ্বুদ্ধ-স্বরূপ ব্যক্তির জন্য কথিত হইতেছে, তাঁহার কৃপা-বল ব্যতীত কাহারও তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই। যাহারা কপটতা করিয়া নকলপ্রেমাভিমানে গৌরসুন্দরের প্রেম-চেষ্টায় অনুকরণ করে, তাহারা নরকের দিকে অতি দ্রুতবেগে নির্ব্বিবাদে গমন করে। প্রাকৃত-সাহজিকগণ অপ্রাকৃত-বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরচরিত্র না বুঝিয়া যখন হরি সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্ম ও পরবঞ্চনার কুঅভি-প্রায়ে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য আত্মবিনাশিনী চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ গৌরকৃষ্ণভজনপর সদ্গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় না করিয়া যখন কৃষ্ণভক্তিহীন জড়েন্দ্রিয়তর্পণপর অন্যা-

প্রেমবিহ্বল প্রভুর কেবল 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন—

স্থির হইয়াও প্রভু স্থির নাহি হয়।
'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!' বলিয়া কান্দয়॥ ১৮৯

বহির্দ্দশায় আসিয়া প্রভুর অতিদৈন্য-বিনয়োক্তি—

ক্ষণেকে হইলা স্থির শ্রীগৌরসুন্দর।
স্বভাবে হইলা অতিনম্র-কলেবর॥ ১৯০॥

প্রভুর কৃষ্ণভজন বর্ণন-শ্রবণে সকলের সদৈন্যে পালকজ্ঞানে প্রভুকে স্তুতি ও স্ব-দুঃখ-নিবেদন—

পরম-সন্তোষ চিত্ত হইল সবার।
শুনিয়া প্রভুর ভক্তিকথার প্রচার॥ ১৯১॥
সবে বলে,—"আমরা-সবার বড় পুণ্য।
তুমি-হেন-সঙ্গে সবে হইলাঙ ধন্য॥ ১৯২॥
তুমি সঙ্গে যার, তার বৈকুণ্ঠে কি করে?
তিলেকে তোমার সঙ্গে ভক্তি-ফল ধরে॥ ১৯৩॥
অনুপাল্য তোমার আমরা সর্ব্বজন।
সবার নায়ক হই' করহ কীর্ত্তন॥ ১৯৪॥
পাষণ্ডীর বাক্যে দগ্ধ শরীর সকল।
তোমার এ প্রেমজলে করহ শীতল॥" ১৯৫॥

ভক্তগণকে সান্ত্বনান্তে প্রভুর স্বগৃহে আগমন—

সন্তোষে সবার প্রতি করিয়া আশ্বাস।
চলিলেন মত্তসিংহ-প্রায় নিজ-বাস॥ ১৯৬॥

কৃষ্ণপ্রেমানন্দাবিষ্ট প্রভুর আচরণদ্বারা সম্ভোগমূলক-গৌরনাগরী-বাদ নিরাস—

গৃহে আইলেও নাহি ব্যাভার-প্রস্তাব।
নিরন্তর আনন্দ-আবেশ-আবির্ভাব॥ ১৯৭॥

প্রভু-প্রেমাশ্রু-বর্ণনে গ্রন্থকারের অতুল কবিত্ব-শক্তি—

কত বা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে।
চরণের গঙ্গা কিবা আইলা বদনে! ১৯৮॥

প্রভুর শ্রীমুখে সর্ব্বক্ষণ একমাত্র কৃষ্ণকথা—

'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!' মাত্র প্রভু বলে।
আর কেহ কথা নাহি পায় জিজ্ঞাসিলে॥ ১৯৯॥

অন্তরঙ্গভক্ত-দর্শনমাত্র তাঁহাকে প্রভুর কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা—

যে-বৈষ্ণবে ঠাকুর দেখেন বিদ্যমানে।
তাঁহারেই জিজ্ঞাসেন,—"কৃষ্ণ কোন্ খানে?"২০০

ভক্তগণের যথা-জ্ঞানে প্রভুকে সান্ত্বনা—

বলিয়া ক্রন্দন প্রভু করে অতিশয়।
যে জানে যেমত, সেইমত প্রবোধয়॥ ২০১॥

একদা তাম্বূল-হস্তে গদাধরের আগমন; গদাধরকে প্রভুর কৃষ্ণসন্ধান জিজ্ঞাসা—

একদিন তাম্বূল লইয়া গদাধর।
হরিষে হইলা আসি' প্রভুর গোচর॥ ২০২॥
গদাধরে দেখি' প্রভু করেন জিজ্ঞাসা।
"কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীতবাসা?"২০৩॥

ভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানীর অবৈধ চরণকে গুরুপাদপদ্ম-জ্ঞানে বরণ করে, তখন তাহাদের প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের কোন কৃপা হয় নাই, জানিতে হইবে; পক্ষান্তরে তাহারা গৌর-ভোগী হইয়া নিজ-কৃত অপরাধের ফলে ভয়ানক অমঙ্গল লাভ করে॥ ১৮৬॥

বৈকুণ্ঠে,—ঐশ্বর্য্যরস প্রধান পরব্যোম। তাঁর...করে,—তাঁহার নিকট ঐশ্বর্য্যরসপ্রধান বৈকুণ্ঠও অরুচিকর বা অল্প-মহিমা-বিশিষ্ট।

তিলেকে,—অতিসূক্ষ্ম-কালাংশ; পাঠান্তরে, 'তিলার্দ্ধ'॥

ব্যাভার-প্রস্তাব,—গৃহমেধীয় বা গৃহস্থোচিত সাংসারিক ব্যবহার-প্রসঙ্গ।

কৃষ্ণবিরহোন্মত্ত বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ-গৃহে আসিয়াও সাংসারিক-ব্যবহারানুষ্ঠান-প্রসঙ্গে কোন-প্রকার কৃষ্ণেতর ভোগময় কর্ম্মের আবাহন করিতেন না; গৌরগৃহে কৃষ্ণবিরহপ্রেম যেন মূর্ত্তি প্রকট বা পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত ছিলেন। অবৈধ গৃহব্রত বা গৃহমেধী নবীন গৌর-নাগরী-মতাবাদিগণ অশাস্ত্রীয় ও তত্ত্ববিরুদ্ধভাবে নিজেদের উর্ব্বর-মস্তিষ্কে প্রেমভক্তিস্বরূপিণী ঐশ্বর্য্যরসপ্রধানা স্বকীয়া কান্তা মহালক্ষ্মী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সহিত শ্রীগৌর-সুন্দরের যে-সকল সম্ভোগ-লীলা কল্পনা বা রচনা করেন, তাহা এই পদ্যে শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর শ্রীমদ্বৃন্দাবন-দাস অতি-নির্ম্মল ও সুস্পষ্ট-ভাষায় সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিয়াছেন॥১৯৭॥

এস্থলে 'উৎপ্রেক্ষা'-নামক অলঙ্কার গ্রন্থকারের অতুল কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক।

প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমার্ত্তি দর্শনে গদাধর নির্ব্বাক্—

সে আর্ত্তি দেখিতে সর্ব্ব-হৃদয় বিদরে।
কি বোল বলিবে,—হেন বচন না স্ফুরে॥ ২০৪॥

ব্যস্ততা-ক্রমে গদাধরের উক্তি—

সম্ভ্রমে বলেন গদাধর-মহাশয়।
"নিরবধি থাকে কৃষ্ণ তোমার হৃদয়॥" ২০৫॥

প্রভুর স্ব-বক্ষো বিদারণ চেষ্টা—

'হৃদয়ে আছেন কৃষ্ণ' বচন শুনিয়া।
আপন-হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া॥ ২০৬॥

অতিকষ্টে গদাধরের প্রভুকে নিবারণ ও সান্ত্বন—

আথে-ব্যথে গদাধর দুই হাতে ধরি'।
নানা-মতে প্রবোধি' রাখিলা স্থির করি'॥ ২০৭॥

দূর হইতে শচীর গদাধরের যাবতীয় চেষ্টা-দর্শন ও হর্ষভরে তৎপ্রশংসা—

"এই আসিবেন কৃষ্ণ, স্থির হও মনে।"
গদাধর বলে, আই দেখেন আপনে॥ ২০৮॥
বড় তুষ্ট হৈলা আই গদাধর-প্রতি:
"এমত শিশুর বুদ্ধি নাহি দেখি কতি॥ ২০৯॥
মুঞি ভয়ে নাহি পারি সম্মুখ হইতে।
শিশু হই' কেমন প্রবোধিল ভালমতে॥" ২১০॥
আই বলে,—"বাপ! তুমি সর্ব্বদা থাকিবা।
ছাড়িয়া উহার সঙ্গ কোথা না যাইবা॥" ২১১॥

দেবকীর ন্যায় শচীর প্রভুপ্রতি ঐশ্বর্য্যমিশ্র বাৎসল্য ও ভয়মিশ্র বিস্ময়—

অদ্ভুত প্রভুর প্রেমযোগ দেখি' আই।
পুত্র-হেন জ্ঞান আর মনে কিছু নাই॥ ২১২॥
মনে ভাবে আই,—"এ পুরুষ নর নহে।
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে! ২১৩॥
নাহি জানি আসিয়াছে কোন্ মহাশয়।"
ভয়ে আই প্রভুর সম্মুখ নাহি হয়॥ ২১৪॥

সায়ংকালে ভক্তগণের ক্রমশঃ প্রভুগৃহে আগমন—

সর্ব্ব-ভক্তগণ সন্ধ্যা-সময় হইলে।
আসিয়া প্রভুর গৃহে অল্পে-অল্পে মিলে॥ ২১৫॥

কীর্ত্তনগায়ক মুকুন্দের সুস্বরে ভক্তিসূচক-শ্লোকাবৃত্তি—

ভক্তিযোগ-সহিত যে-সব শ্লোক হয়।
পড়িতে লাগিলা শ্রীমুকুন্দ-মহাশয়॥ ২১৬॥

তচ্ছ্রবণে প্রভুর প্রেমাবেশ ও যুগপৎ সমস্ত সাত্ত্বিক-ভাব-প্রাকট্য—

পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য ধ্বনি।
শুনিলেই আবিষ্ট হয়েন দ্বিজমণি॥ ২১৭॥
'হরি বোল' বলি' প্রভু লাগিলা গর্জ্জিতে।
চতুর্দ্দিকে পড়ে, কেহ না পারে ধরিতে॥ ২১৮॥
ত্রাস, হাস, কম্প, স্বেদ, পুলক, গর্জ্জন।
একবারে সর্ব্ব-ভাব দিলা দরশন॥ ২১৯॥

প্রভুর বদনমণ্ডলে প্রেমানন্দাশ্রুধারার সহিত তদীয় চরণোদ্ভূতা গঙ্গা-ধারার উপমা প্রদত্ত হইয়াছে; প্রভুর নয়নে সেই প্রেমানন্দাশ্রু-ধারা-পাত দর্শনে স্বতঃই মনে হয়,—যেন সত্য-সত্যই গঙ্গা-জল-স্রোত-ধারা প্রবাহিত হইতেছে,—ইহাই 'উৎপ্রেক্ষালঙ্কার'॥ ১৯৮॥

আর...জিজ্ঞাসিলে,—কৃষ্ণবিরহব্যাকুল প্রভুর নিকট কেহ 'কৃষ্ণ'ব্যতীত অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে প্রভুর নিকট হইতে কেহই কৃষ্ণকথা ব্যতীত আর কোন কথা বা উত্তর শুনিতে পাইত না॥ ১৯৯॥

পূর্ব্ববর্ত্তী ১৭৫ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য॥ ২০০॥

কি বোল...স্ফুরে,—সমাগত সকলেই কি বলিয়া যে কৃষ্ণ-বিরহার্ত্ত প্রভুকে প্রবোধ বা সান্ত্বনা প্রদান করিবে, তাহা বুঝিতে বা স্থির করিতে না পারায় তাহাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইত না॥ ২০৪॥

সম্ভ্রম,—সম্—ভ্রম্ (-ভ্রমণ করা)+অ (ভাবে অল্); এস্থলে, ভয় বা ভক্তি-বশতঃ ব্যস্ততার সহিত॥ ২০৫॥

এস্থলে, প্রভুর প্রতি শচী-মাতার দেবকীর ন্যায় ঐশ্বর্য্য-মিশ্র বাৎসল্য-রস প্রকাশিত॥ ২১২॥

নর,—মর্ত্ত্য, মানুষ বা মানব; এ...নহে,—এই বিশ্বম্ভর নিশ্চয়ই কোন অতিমর্ত্ত্য অলৌকিক পুরুষ॥ ২১৩॥

ধ্বনি,—স্বর বা কণ্ঠ-স্বর॥ ২১৭॥

নিখিল আশ্রিতবর্গের মধ্যে কান্তরসের আশ্রয়-বিগ্রহ কৃষ্ণমোহিনী শ্রীমতী রাধিকার গরিষ্ঠত্ব ও গাম্ভীর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া তাঁহার চিত্তেই সমস্ত অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও

তৎকালে ভক্তগণের কৃষ্ণনামকীর্ত্তন—

অপূর্ব্ব দেখিয়া সুখে গায় ভক্তগণ।
ঈশ্বরের প্রেমাবেশ নহে সম্বরণ ॥ ২২০ ॥

প্রভুর সারারাত্রি প্রেমাবেশ ও প্রাতে বহির্দ্দশা—

সর্ব্ব-নিশা যায় যেন মুহূর্ত্তেক-প্রায়।
প্রভাতে বা কথঞ্চিৎ প্রভু বাহ্য পায় ॥ ২২১ ॥

প্রভুর স্বগৃহে প্রত্যহ উচ্চকীর্ত্তন-বিলাস—

এইমত নিজ-গৃহে শ্রীশচীনন্দন।
নিরবধি নিশিদিসি করেন কীর্ত্তন ॥ ২২২ ॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন-প্রকাশ।
সকল-ভক্তের দুঃখ হয় দেখি' নাশ ॥ ২২৩ ॥
'হরি বোল' বলি' ডাকে শ্রীশচীনন্দন।
ঘন-ঘন পাষণ্ডীর হয় জাগরণ ॥ ২২৪ ॥

প্রভুর উচ্চকীর্ত্তনধ্বনি-শ্রবণে পাষণ্ডিগণের নিদ্রা-ভোগ-ভঙ্গ ও নানা বিদ্বেষ-প্রলাপোক্তি—

নিদ্রা-সুখ-ভঙ্গে বহির্ম্মুখ ক্রুদ্ধ হয়।
যার যেনমত ইচ্ছা বলিয়া মরয় ॥ ২২৫ ॥
কেহ বলে,—"এ-গুলার হইল কি বাই?"
কেহ বলে,—"রাত্র্যে নিদ্রা যাইতে না পাই ॥"২২৬॥
কেহ বলে,—"গোসাঞি রুষিবে বড় ডাকে।
এ-গুলার সর্ব্বনাশ হৈবে এই পাকে ॥" ২২৭ ॥
কেহ বলে,—"জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার।
পরম-উদ্ধত-হেন সবার ব্যভার ॥" ২২৮ ॥

সর্ব্বোপরি ভক্তরাজ শ্রীবাসের বিরুদ্ধেই পাষণ্ডিগণের ক্রোধ-কটূক্তি—

কেহ বলে,—"কিসের কীর্ত্তন কে বা জানে?
এত পাক করে এই শ্রীবাসিয়া-বামনে ॥ ২২৯ ॥
মাগিয়া খাইবার লাগি' মিলি' চারি ভাই।
'কৃষ্ণ' বলি' ডাক ছাড়ে—যেন মহা-বাই ॥ ২৩০ ॥
মনে-মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়?
বড় করি' ডাকিলে কি পুণ্য উপজয়?" ২৩১ ॥

সর্ব্বত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে রাজরোষবিষয়ক জনরব-প্রচার—

কেহ বলে,—"আরে ভাই! পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের লাগি' হৈল দেশের উৎসাদ ॥ ২৩২ ॥
আজি মুঞি দেওয়ানে শুনিলুঁ সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা ॥ ২৩৩ ॥
শুনিলেক নদীয়ার কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ ॥ ২৩৪ ॥
যে-ভে-দিকে পলাইবে শ্রীবাসপণ্ডিত।
আমা' বসা' লৈয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত ॥ ২৩৫ ॥
তখনে বলিনু মুঞি হইয়া মুখর।
'শ্রীবাসের ঘর ফেলি' গঙ্গার ভিতর ॥' ২৩৬ ॥
তখনে না কৈলে ইহা পরিহাস-জ্ঞানে।
সর্ব্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে ॥" ২৩৭ ॥
কেহ বলে,—"আমরা সবার কোন্ দায়?
শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব যেবা আসি' চায় ॥" ২৩৮ ॥

ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবগুলি পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণার্থ যুগপৎ একদা উদিত হয়; সুতরাং শ্রীমতী রাধিকার ভাবে বিভাবিত প্রভুর চিত্তেও যে ঐ ভাবগুলি যুগপৎ এক-কালে একসঙ্গে প্রকাশিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?২১৯

কৃষ্ণসেবা বিমুখ পাষণ্ডিজনগণ সর্ব্বদা বিষয় ভোগ কার্য্যে জাগরূক, পরন্তু কৃষ্ণসেবা-কার্য্যে নিদ্রিত থাকিয়া কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া যায়; কিন্তু এক্ষণে শচীনন্দনের [illegible] হরিকীর্ত্তন-ধ্বনিতে তাহাদের সেই তামসিক নিদ্রা-ভঙ্গফলে তাহাদের হরিসেবা বিমুখ চিত্ত উদ্বুদ্ধ ও চমকিত হইয়াছিল॥ ২২৪ ॥

আদি ৭ম অঃ ২১, ১১ অঃ ৫৩-৫৭, ১৬ অঃ ১০-১১ ও ২৫৫-২৬২, ২৬৯ ও ২৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥২২৫-২২৮ ॥

পাক,—পেঁচ, চক্র; বামনে,—(অবজ্ঞার্থে) ব্রাহ্মণ।

এত...বামনে,—এইসমস্ত কুচক্র, কুমন্ত্রণা বা দুরভি-সন্ধির মূলই—এই শ্রীবাস-বিপ্র। ২২৯॥

আদি ১৬ অঃ ১২-১৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মহা বাই,—মহা-বায়ু বা উন্মাদ-রোগ-গ্রস্ত, অত্যুন্মত্ত॥

আদি ১৬ অঃ ২৫৭, ২৬৯-২৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৩১ ॥

পড়িল,—আসিয়া পড়িল, হইল; প্রমাদ,—বিপদ্ আপদ্।

উৎসাদ,—উৎ—সদ্ (হিংসা করা)+অ (ভাবে ঘঞ্), বিনাশ, বিধ্বংস ॥ ২৩২ ॥

দেওয়ানে,—আদি ১৫ অঃ ২৫ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥

তখনে...ভিতর,—আদি ১৬ অঃ ১৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥২৩৬

এইমত কথা হৈল নগরে নগরে।
'রাজনৌকা আইসে বৈষ্ণব ধরিবারে॥' ২৩৯॥

রাজদৌরাত্ম্য সম্ভাবনা শ্রবণ করিয়াও প্রপন্ন ভক্তসমাজের নির্ভয়ত্ব—

বৈষ্ণবসমাজে সবে এ কথা শুনিলা।
'গোবিন্দ' স্মঙরি' সবে ভয় নিবারিলা॥ ২৪০॥
"যে করিবে কৃষ্ণচন্দ্র, সে-ই 'সত্য' হয়।
সে প্রভু থাকিতে কোন্ অধমেরে ভয়?" ২৪১॥

তচ্ছ্রবণে বিশ্বাসপ্রবণ সরলমতি শ্রীবাসের আশঙ্কা—

শ্রীবাসপণ্ডিত—বড় পরম উদার।
যেই কথা শুনে, সে-ই প্রত্যয় তাঁহার॥ ২৪২॥
যবনের রাজ্য দেখি' মনে হৈল ভয়।
জানিলেন গৌরচন্দ্র ভক্তের হৃদয়॥ ২৪৩॥

ভক্তদুঃখ ভয়-মোচনার্থ ভগবানের আত্মপ্রকটনেচ্ছা—

প্রভু অবতীর্ণ,—নাহি জানে ভক্তগণ।
জানাইতে আরম্ভিলা শ্রীশচীনন্দন॥ ২৪৪॥

বিশ্বম্ভরের অপূর্ব্ব-বেশ ভূষণ-বর্ণন, ভ্রমণ-সুখে প্রভুর গঙ্গাতীরে আগমন—

নির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন-সুন্দর॥ ২৪৫॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়াছেন সুগন্ধি চন্দন।
অরুণ-অধর শোভে কমল-নয়ন॥ ২৪৬॥
চাঁচর-চিকুর শোভে পূর্ণচন্দ্র-মুখ।
স্কন্ধে উপবীত শোভে মনোহর রূপ॥ ২৪৭॥
দিব্য-বস্ত্র পরিধান, অধরে তাম্বূল।
কৌতুকে গেলেন প্রভু ভাগীরথী-কূল॥ ২৪৮॥

প্রভু-দর্শনে ভক্তগণের হর্ষ ও পাষণ্ডিগণের বিমর্ষ—

যতেক সুকৃতি হয় দেখিতে হরিষ।
যতেক পাষণ্ডী, সব হয় বিমরিষ॥ ২৪৯॥

অকুতোভয় প্রভুর নির্ভীকতা দর্শনে পাষণ্ডিগণের বিস্ময় ও প্রলাপ—

"এত ভয় শুনিয়াও ভয় নাহি পায়।
রাজার কুমার যেন নগরে বেড়ায়॥" ২৫০॥
আর-জন বলে,—"ভাই! বুঝিলাঙ, থাক'।
যত দেখ এই সব—পলাবার পাক॥" ২৫১॥

গঙ্গা-পুলিনে গো-চরণ-দর্শন-মাত্র প্রভুর 'পূর্ব্ব' ব্রজ-লীলা-স্মৃতির উদ্দীপন—

নির্ভয়ে চা'হেন চারিদিকে বিশ্বম্ভর।
গঙ্গার সুন্দর স্রোত পুলিন সুন্দর॥ ২৫২॥
গাভী এক যূথ দেখে পুলিনেতে চরে।
হম্বারব করি' আইসে জল খাইবারে॥ ২৫৩॥
ঊর্দ্ধ পুচ্ছ করি' কেহ চতুর্দ্দিকে ধায়।
কেহ যুঝে, কেহ শুয়ে, কেহ জল খায়॥ ২৫৪॥
দেখিয়া গর্জ্জয়ে প্রভু করে হুহুঙ্কার।
"মুঞি সেই, মুঞি সেই" বলে বারে-বার॥ ২৫৫॥

দ্রুতবেগে নৃসিংহার্চ্চনরত শ্রীবাসের রুদ্ধদ্বার গৃহে গমন ও পদাঘাত—

এইমতে ধাঞা গেলা শ্রীবাসের ঘরে।
"কি করিস্ শ্রীবাসিয়া?" বলয়ে হুঙ্কারে॥ ২৫৬॥
নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে।
পুনঃ পুনঃ লাথি মারে তাহার দুয়ারে॥ ২৫৭॥

যখন সাক্ষাৎ প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং রক্ষকরূপে বর্ত্তমান, তখন বিঘ্নকারী প্রাকৃত কোন-বস্তু হইতেই আর আমাদের কোনরূপ ভয় নাই।

(ভাঃ ১০।২।৩৩ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তুতি—) "তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ। ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥" ২৪১॥

শ্রীবাস-পণ্ডিত বড়ই সরল ও উদারপ্রকৃতি ভক্ত ছিলেন বলিয়া যে যাহাই তাঁহার নিকট বলিত, তিনি তাহাই বিশ্বাস করিতেন; বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মবিরোধী রাজার রাজ্যে সকলই সম্ভব হইতে পারে বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল॥ ২৪২॥

গৌররূপ-বর্ণন,—আদি ৮ম অঃ ১৮৪-১৮৭, ১১ অঃ ৩-৪, ১৩ অঃ ৬১-৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ২৪৫-২৪৮॥

রাজার...বেড়ায়,—আদি ৬ষ্ঠ অঃ ৭৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ২৫০॥

থাক,—একটু 'তিষ্ঠ', 'থাম', 'সবুর', বা অপেক্ষা কর।

পাক,—পেঁচ, চক্র, ফন্দি, কৌশল, মৎলব, অভিসন্ধি॥

শ্রীবাসের নিকট আপনার বিষ্ণুত্ব বিজ্ঞাপন—

"কাহারে পূজিস্, করিস্ কার্ ধ্যান?
যাঁহারে পূজিস্ তাঁরে দেখ্ বিদ্যমান॥" ২৫৮॥

অর্চ্চন-ধ্যান-ভঙ্গে সম্মুখে বীরাসনে হুঙ্কার-রত চতুর্ভুজ গৌরহরিকে শ্রীবাসের দর্শন ও বিস্ময়ে স্তব্ধ—

জ্বলন্ত-অনল দেখে শ্রীবাসপণ্ডিত।
হইল সমাধি-ভঙ্গ, চা'হে চারিভিত॥ ২৫৯॥
দেখে বীরাসনে বসি' আছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্ম-ধর॥ ২৬০॥
গর্জ্জিতে আছয়ে যেন মত্তসিংহ-সার।
বাম-কক্ষে তালি দিয়া করয়ে হুঙ্কার॥ ২৬১॥
দেখিয়া হইল কম্প শ্রীবাস-শরীরে।
স্তব্ধ হৈলা শ্রীনিবাস, কিছুই না স্ফুরে॥ ২৬২॥

শ্রীবাসকে প্রভুর উৎসাহ ও অভয়-দান-মুখে স্ব-তত্ত্ব-বর্ণন ও স্তবপাঠার্থ আজ্ঞা—

ডাকিয়া বলয়ে প্রভু—"আরে শ্রীনিবাস!
এতদিন না জানিস্ আমার প্রকাশ? ২৬৩॥
তোর উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে, নাড়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ, আইনু সর্ব্ব পরিবারে॥ ২৬৪॥
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি মোরে না জানিয়া।
শান্তিপুরে গেল নাড়া আমারে এড়িয়া॥ ২৬৫॥
সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই, পড়' মোর স্তব॥" ২৬৬॥

শ্রীবাসের প্রেমক্রন্দন ও নির্ভয়ে হর্ষভরে যুগ্মকরে প্রভুস্তুতি—

প্রভুরে দেখিয়া প্রেমে কাঁদে শ্রীনিবাস।
ঘুচিল অন্তর-ভয়, পাইয়া আশ্বাস॥ ২৬৭॥
হরিষে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর।
দাণ্ডাইয়া স্তুতি করে যুড়ি' দুই কর॥ ২৬৮॥

মহাভাগবত বিদ্বান্ শ্রীবাসের ব্রহ্ম-কৃত ভগবৎস্তুতি পাঠ—

সহজে পণ্ডিত বড় মহা-ভাগবত।
আজ্ঞা পাই' স্তুতি করে যেন অভিমত॥ ২৬৯॥
ভাগবতে আছে ব্রহ্ম মোহাপনোদন।
সেই শ্লোক পড়ি' স্তুতি করেন প্রথম॥ ২৭০॥

গোপরাজতনয় কৃষ্ণের রূপ-বর্ণন ও তৎপ্রণাম—

তথা হি (ভাঃ ১০।১৪।১)—

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥" ২৭১॥

শ্লোকার্থ—

"বিশ্বম্ভর-চরণে আমার নমস্কার।
নব-ঘন বর্ণ, পীত বসন যাঁহার॥ ২৭২॥

মূঞি সেই,—আমিই সেই স্বয়ং গোপরাজ-নন্দ-নন্দন॥২৫৫

বীরাসন,—আদি ১০ম অঃ ১২শ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য॥

নাড়া—শ্রীসজ্জনতোষণী ৭ম খণ্ডে ১১শ সংখ্যায় সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—'শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল অদ্বৈত প্রভুকে নাড়া-শব্দে উক্তি করিয়াছেন। ঐ নাড়া-শব্দের অনেক-প্রকার অর্থ শুনিয়াছি। কোন বৈষ্ণব-পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, নার-শব্দে জীব-সমষ্টি; তাহাতে অবস্থিত মহাবিষ্ণুকে 'নারা' বলা যায় সেই নারা-শব্দের অপভ্রংশই কি 'নাড়া'? রাঢ়দেশীয় লোকেরা অ[illegible]লে 'র'-স্থানে 'ড়' বলিয়া থাকেন। তাহাতেই কি নারা শব্দ 'নাড়া' বলিয়া লেখা হইয়াছে? এই অর্থটী অনেকাংশে ভাল বলিয়া বোধ হয়।"

'নার' ও 'নারা' (নাড়া),—ভাঃ ১০।১৪।১৪ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত 'ভাবার্থদীপিকা'-টীকা,—"নারং জীব-সমূহোঽয়নমাশ্রয়ো যস্য স তথেতি ত্বমেব সর্ব্বদেহিনামাত্মত্বা ন্নারায়ণ ইতি ভাবঃ। * * নারস্যায়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ স তথেতি। * * অতো নারময়সে জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণ ইত্যর্থঃ। নরাদুদ্ভূতা যেঽর্থাস্তথা নরাজ্জাতঃ যজ্জলং তদয়নাদ্বো নারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ * *। তথা চ স্মর্য্যতে,—'নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥' ইতি, তথা (মনু-সং ১।১০)—"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥' ইতি চ।" ২৬৪॥

ব্রহ্মমোহাপনোদনে,—ভাঃ ১০ স্ক ১৪ অঃ দ্রষ্টব্য॥২৭০॥

ব্রজের গো-বৎস হরণকারী ব্রহ্মার দর্প শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক চূর্ণ হইলে ব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শনে স্তব করিতেছেন—

শচীর নন্দন-পা'য়ে মোর নমস্কার।
নব-গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাঁহার ॥ ২৭৩ ॥
গঙ্গাদাস-শিষ্য-পা'য়ে মোর নমস্কার।
বনমালা, করে দধি-ওদন যাঁহার ॥ ২৭৪ ॥
জগন্নাথপুত্র-পা'য়ে মোর নমস্কার।
কোটিচন্দ্র জিনি রূপ বদন যাঁহার ॥ ২৭৫ ॥
শৃঙ্গ, বেত্র, বেণু—চিহ্ন-ভূষণ যাঁহার।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার ॥ ২৭৬ ॥
চারি-বেদে যাঁরে ঘোষে' 'নন্দের কুমার'।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার ॥" ২৭৭ ॥

মনের সাধে প্রভুস্তুতি—

ব্রহ্মস্তবে স্তুতি করে' প্রভুর চরণে।
স্বচ্ছন্দে বলয়ে—যত আইসে বদনে ॥ ২৭৮ ॥

ঐশ্বর্য্যরসে দাস্যভাবে প্রভুকে নানাবতার ও ভক্তবৎসল-রূপে স্তব ও দৈন্যোক্তিমুখে স্ব-সৌভাগ্য-বর্ণন—

"তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তোমার চরণোদক—গঙ্গা তীর্থবর ॥ ২৭৯ ॥
জানকীজীবন তুমি, তুমি নরসিংহ।
অজ-ভব-আদি- তব চরণের ভৃঙ্গ ॥ ২৮০ ॥
তুমি সে বেদান্ত-বেদ্য, তুমি নারায়ণ।
তুমি সে ছলিলা বলি হইয়া বামন ॥ ২৮১ ॥
তুমি হয়গ্রীব, তুমি জগৎ-জীবন।
তুমি নীলাচলচন্দ্র—সবার কারণ ॥ ২৮২ ॥
তোমার মায়ায় কার্ নাহি হয় ভঙ্গ?
কমলা না জানে—যাঁর সনে একসঙ্গ ॥ ২৮৩ ॥
সঙ্গী, সখা, ভাই—সর্ব্ব-মতে সেবে যে।
হেন প্রভু মোহ মানে'—অন্য জনা কে? ২৮৪ ॥
মিথ্যা-গৃহবাসে মোরে পাড়িয়াছ ভোলে।
তোমা' না জানিয়া মোর জন্ম গেল হেলে ॥ ২৮৫ ॥
নানা মায়া করি' তুমি আমারে বঞ্চিলা!
সাজি-ধুতি-আদি করি' সকলি বহিলা! ২৮৬ ॥
তাতে মোর ভয় নাহি, শুন প্রাণনাথ!
তুমি-হেন প্রভু মোরে হইলা সাক্ষাৎ ॥ ২৮৭ ॥
আজি মোর সকল-দুঃখের হৈল নাশ।
আজি মোর দিবস হইল পরকাশ ॥ ২৮৮ ॥
আজি মোর জন্ম-কর্ম্ম—সকল সফল।
আজি মোর উদয়—সকল সুমঙ্গল ॥ ২৮৯ ॥
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার।
আজি সে বসতি ধন্য হইল আমার ॥ ২৯০ ॥
আজি মোর নয়ন-ভাগ্যের নাহি সীমা।
তাঁরে দেখি—যাঁর শ্রীচরণ সেবে রমা ॥" ২৯১ ॥

প্রভুর প্রকাশ-দর্শনে শ্রীবাসের প্রেমাবেশে ক্রন্দন ও হর্ষাতিশয্য—

বলিতে আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত-শ্রীবাস।
ঊর্দ্ধ বাহু করি' কান্দে, ছাড়ে ঘন শ্বাস ॥ ২৯২ ॥

অন্বয়। (স্বকৃতাপরাধেন ভিয়া সকম্পতয়া ভগবন্মহিমানমনবগাহমানো যথা দৃষ্ট-স্বরূপমেব কীর্ত্তয়ন্নাহ,—) (হে) ঈড্য, (স্তুত্য,) অভ্র বপুষে (অভ্রবৎ নবনীরদবৎ কৃষ্ণকান্তি বপুঃ যস্য তস্মৈ নবজলদকান্তয়ে) তড়িদম্বরায় (তড়িদ্বৎ পীতম্ অম্বরং বাসঃ যস্য তস্মৈ, পীতবাসসে) গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছ-লসন্মুখায় (গুঞ্জাভিঃ, অবতংসৌ কর্ণভূষণে, পরিতঃ পিচ্ছানি যস্য তৎ পরিপিচ্ছং বর্হাপীড়ং, তৈঃ লসৎ দীব্যৎ মুখং যস্য তস্মৈ) বন্যস্রজে (বন্যাঃ বন-পুষ্পাদিজাতাঃ স্রজঃ মালাঃ যস্য তস্মৈ) কবল-বেত্র-বিষাণ বেণু লক্ষশ্রিয়ে (কবলানি দধ্যোদনগ্রাসাঃ বেত্রং বিষাণং বেণুঃ চ এতৈঃ লক্ষভিঃ অপ্রাকৃতলক্ষণৈঃ শ্রীঃ শোভা যস্য তস্মৈ) পশুপাঙ্গজায় (পশুপস্য গোপরাজ-শ্রীনন্দস্য অঙ্গজায় সুতায়) তে (তুভ্যং—দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী; যদ্বা, তুভ্যং ত্বামেব প্রসাদয়িতুং ত্বামেব) নৌমি (স্তৌমি) ॥ ২৭১ ॥

অনুবাদ। হে নিত্যপূজ্য বিভো, নবমেঘের ন্যায় তোমার শ্যাম তনু, বিদ্যুদ্দামের ন্যায় তোমার পীত বসন, গুঞ্জা নির্ম্মিত কর্ণভূষণদ্বয় ও ময়ূরপুচ্ছ-রচিত-চূড়ায় তোমার মুখমণ্ডল শোভমান, তোমার গলদেশে বনমালা, দধিসিক্ত-অন্ন-গ্রাস,বেত্র,বিষাণ ও বেণু,—এইসকল অপ্রাকৃত-লক্ষণেই তোমার বিশেষ শোভা, তোমার পদদ্বয় অতি-কোমল; তুমি —গোপরাজ শ্রীনন্দের তনয়, তোমাকে প্রণাম করি ॥২৭১॥

আদি ২য় অঃ ১৬৯-১৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৭৯-২৮২ ॥

মায়ায়,—(তটস্থ-শক্তি-প্রকটিত জীবের পক্ষে) অচিচ্ছক্তি

গড়াগড়ি যায় ভাগ্যবন্ত শ্রীনিবাস।
দেখিয়া অপূর্ব্ব গৌরচন্দ্র-পরকাশ ॥ ২৯৩ ॥
কি অদ্ভুত সুখ হৈল শ্রীবাস-শরীরে।
ডুবিলেন বিপ্রবর আনন্দ-সাগরে ॥ ২৯৪ ॥

শ্রীবাস-কৃত স্তব-শ্রবণে প্রভুর সহাস্যে সগোষ্ঠী তাঁহাকে নিজরূপ প্রদর্শন ও বরযাচ্ঞার্থ আজ্ঞা—

হাসিয়া শুনেন প্রভু শ্রীবাসের স্তুতি।
সদয় হইয়া বলে শ্রীবাসের প্রতি ॥ ২৯৫ ॥
"স্ত্রী-পুত্র-আদি যত তোমার বাড়ীর।
দেখুক আমার রূপ, করহ বাহির ॥ ২৯৬ ॥
সস্ত্রীক হইয়া পূজ' চরণ আমার।
বর মাগ'—যেন ইচ্ছা মনেতে তোমার ॥" ২৯৭ ॥

প্রভুর আজ্ঞায় সপরিবারে শ্রীবাসের দ্রুতাগমন, প্রভুপূজন ও কাকুক্তি—

প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা শ্রীবাসপণ্ডিত।
সর্ব্বপরিকর-সঙ্গে আইলা ত্বরিত ॥ ২৯৮ ॥
বিষ্ণুপূজা-নিমিত্ত যতেক পুষ্প ছিল।
সকল প্রভুর পা'য়ে সাক্ষাতেই দিল ॥ ২৯৯ ॥
গন্ধ-পুষ্প ধূপ দীপে পূজে শ্রীচরণ।
সস্ত্রীক হইয়া বিপ্র করেন ক্রন্দন ॥ ৩০০ ॥
ভাই, পত্নী, দাস, দাসী, সকল লইয়া।
শ্রীবাস করেন কাকু চরণে পড়িয়া ॥ ৩০১ ॥

ভক্তশিরে ভক্তবৎসল ভগবানের স্ব পদার্পণ ও বরদান—

শ্রীনিবাস-প্রিয়কারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ দিলেন সর্ব্ব-শিরের উপর ॥ ৩০২ ॥
অলক্ষিতে বুলে' প্রভু মাথায় সবার।
হাসি' বলে,—"মোতে চিত্ত হউ সবাকার ॥ ৩০৩ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক স্বীয় ঈশ্বরত্ব-বর্ণনোদ্দেশ্যে শ্রীবাসকে অভয়দান-মুখে ভক্তিবিরোধি-রাজাকে গোষ্ঠী-সহ কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ত করাইবার অঙ্গীকার—

হুঙ্কার গর্জ্জন করি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীনিবাসে সম্বোধিয়া বলেন উত্তর ॥ ৩০৪ ॥
"ওহে শ্রীনিবাস! কিছু মনে ভয় পাও?
শুনি,—তোমা' ধরিতে আইসে রাজ-নাও? ৩০৫ ॥
অনন্তব্রহ্মাণ্ড-মাঝে যত জীব বৈসে।
সবার প্রেরক আমি আপনার রসে ॥ ৩০৬ ॥
মুই যদি বোলাও সেই রাজার শরীরে।
তবে সে বলিবে সেহ ধরিবার তরে ॥ ৩০৭ ॥
যদি বা এমত নহে,—স্বতন্ত্র হইয়া।
ধরিবারে বলে, তবে মুঞি চাও ইহা ॥ ৩০৮ ॥
মুঞি গিয়া সর্ব্ব-আগে নৌকায় চড়িমু।
এইমত গিয়া রাজগোচর হইমু ॥ ৩০৯ ॥
মোরে দেখি' রাজা কি রহিবে নৃপাসনে?
বিহ্বল করিয়া যে পাড়িমু সেইখানে? ৩১০ ॥
যদি বা এমত নহে, জিজ্ঞাসিবে মোরে।
সেহো মোর অভীষ্ট শুন কহি তোরে ॥ ৩১১ ॥
'শুন শুন, ওহে রাজা! সত্য মিথ্যা জান'।
যতেক মোল্লা কাজী সব তোর আন' ॥ ৩১২ ॥
হস্তী, ঘোড়া, পশু, পক্ষী, যত তোর আছে।
সকল আনহ, রাজা! আপনার কাছে ॥ ৩১৩ ॥
এবে হেন আজ্ঞা কর' সকল-কাজীরে।
আপনার শাস্ত্র কহি' কান্দাউ সবারে ॥ ৩১৪ ॥
না পারিল তারা যদি এতেক করিতে।
তবে সে আপনা' ব্যক্ত করিমু রাজাতে ॥ ৩১৫ ॥

বহিরঙ্গ-মায়ায়; আর (স্বরূপশক্তি-প্রকটিত নিত্য-সিদ্ধ লীলা-পরিকরের পক্ষে) চিচ্ছক্তি অন্তরঙ্গা যোগমায়ায়।

ভঙ্গ,—পরাজয়, পরাভব।

এক-সঙ্গ,—একত্র বা একসঙ্গে বাস ॥ ২৮৩ ॥

সঙ্গী...যে,—শ্রীবলদেব-সঙ্কর্ষণাংশ শেষ বা অনন্ত দেব; শেষপ্রভুর মোহ,—আদি ১৩ অঃ ১০১, ১০২ ও ১০৫ সংখ্যার ভাষ্যে তথ্য দ্রষ্টব্য ॥ ২৮৪ ॥

নাও,—(সংস্কৃত 'নৌ'-শব্দ ও মৈথিল হিন্দি 'নাব' হইতে), নৌকা ॥ ৩০৫ ॥

ব্রহ্মাণ্ডে যেস্থানে যত জীব আছে, সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাদিগকে চিদেকরস আমি স্বয়ং নির্লিপ্তভাবে ঈশ্বর, অন্তর্যামি-পরমাত্মরূপে স্বেচ্ছামত ভ্রমণ করাই। কেহই আমার প্রেরণা ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩০৬

আমি রাজার দেহে অন্তর্যামিসূত্রে যদি তাহাকে তোমা-

'সঙ্কীর্ত্তন মানা কর' এ গুলার বোলে।
যত তার শক্তি, এই দেখিলি সকলে ॥ ৩১৬ ॥
মোর শক্তি দেখ্ এবে নয়ন ভরিয়া।'
এত বলি' মত্ত-হস্তী আনিমু ধরিয়া ॥ ৩১৭ ॥
হস্তী, ঘোড়া, মৃগ, পক্ষী, একত্র করিয়া।
সেইখানে কান্দাইমু 'কৃষ্ণ' বোলাইয়া ॥ ৩১৮ ॥
রাজার যতেক গণ, রাজার সহিতে।
সবা' কান্দাইমু 'কৃষ্ণ' বলি' ভাল-মতে ॥ ৩১৯ ॥

স্বীয় সর্ব্বশক্তিমত্তায় ও ঐশ্বর্য্যে শ্রীবাসের সংশয়-দূরীকরণার্থ প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-প্রদর্শন—

ইহাতে বা অপ্রত্যয় তুমি বাস' মনে।
সাক্ষাতেই করোঁ,—দেখ আপন-নয়নে ॥"৩২০॥

শ্রীবাসভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা—

সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—নাম 'নারায়ণী' ॥ ৩২১ ॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী' ॥ ৩২২ ॥

নারায়ণীকে কৃষ্ণনামে ক্রন্দনার্থ প্রভুর আজ্ঞা—

সর্ব্বভূত-অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ-চান্দ।
আজ্ঞা কৈলা,—"নারায়ণী! 'কৃষ্ণ' বলি' কান্দ' ॥"

তৎক্ষণাৎ নারায়ণীর কৃষ্ণনামে অশ্রুপাত—

চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত-চরিত।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া কান্দে, নাহিক সম্বিত ॥ ৩২৪ ॥
অঙ্গ বহি' পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে ॥ ৩২৫ ॥

প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-প্রদর্শনান্তে সহাস্যে প্রভুর, শ্রীবাস বিগতভয় কিনা, জিজ্ঞাসা—

হাসিয়া-হাসিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"এখন তোমার কি ঘুচিল সব ডর?"৩২৬ ॥

একান্ত প্রপন্নশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসের নির্ভীকভাবে উত্তর—

মহাবক্তা শ্রীনিবাস—সর্ব্ব-তত্ত্ব জানে।
আস্ফালিয়া দুই ভুজ বলে প্রভু-স্থানে ॥ ৩২৭ ॥
"কালরূপী তোমার বিগ্রহ ভগবানে।
যখন সকল সৃষ্টি সংহারিয়া আনে' ॥ ৩২৮ ॥
তখন না করি ভয় তোর নাম বলে।
এখন কিসের ভয়?—তুমি মোর ঘরে ॥"৩২৯॥

প্রেমাবেশে স-ভৃত্যপরিকর শ্রীবাসের বেদস্তব্য প্রভুর ঐশ্বর্য্যপ্রকার-দর্শন—

বলিয়া আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত-শ্রীবাস।
গোষ্ঠীর সহিত দেখে প্রভুর প্রকাশ ॥ ৩৩০ ॥

দিগকে ধরিবার জন্য প্রেরণা করি, তাহা হইলেই রাজা তোমাদিগকে ধরিয়া লইবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিবে॥৩০৭

যদি ইহার অন্যথা ঘটে অর্থাৎ যদি অন্তর্যামি-পরমাত্ম-রূপী আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছার বা প্রেরণার বিরুদ্ধে রাজা পূর্ব্বোক্ত রূপ অন্তর্যামি-নির্দ্দেশের অনুগত না হইয়া স্বয়ং স্বতন্ত্র ইচ্ছা-বশতঃ তোমাদিগকে ধরিয়া লইবার জন্য আদেশ প্রদান করে, তাহা হইলে আমি এই নিম্নলিখিতরূপ ইচ্ছা করিব ॥

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডপতি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর আমাকে দেখিয়া রাজা কখনই রাজাসনে বসিয়া থাকিতে পারিবে না। আমি তাহাকে নিশ্চয়ই মোহিত ও বশীভূত করিয়া ফেলিব॥৩১০॥

যদি ইহাও না ঘটে অর্থাৎ রাজা অন্যরূপ ইচ্ছা বশতঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে আমি যাহা করিব, ইচ্ছা করিয়াছি, তাহাও তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥

মোল্লা, (তুর্কী-শব্দ মুল্লা), মুসলমান মহাপণ্ডিত, ধর্ম্ম-যাজক বা বিচারপতি; কাজী,—মুসলমান-ধর্ম্ম ও নীতি-নীতির অনুমোদিত ব্যবস্থা-দাতা বা বিচারপতি।

সত্য-মিথ্যা জান',—কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী মিথ্যা, তাহা জ্ঞাত হও ॥ ৩১২ ॥

আপনার শাস্ত্র,—নিজেদের কোরাণ-শাস্ত্র; কান্দাউ,—অশ্রু পাতিত করুক ॥ ৩১৪ ॥

পারিল,—সমর্থ হয় ভবিষ্যদর্থে; আপনা...রাজাতে,—রাজার নিকট আমি নিজেকে প্রকাশ করিব ॥ ৩১৫ ॥

এগুলার বোলে,—এই কাজীগুলির বচন-শ্রবণ-ফলে; তার,—তাহাদের ॥ ৩১৬ ॥

মত্তহস্তী,—মদস্রাবী উন্মত্ত হস্তী ॥ ৩১৭ ॥

অপ্রত্যয় বাস',—অবিশ্বাস বোধ হয়, অর্থাৎ বিশ্বাস নাহয়॥৩২০॥

উন্মত্তচরিত,—কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলস্বভাববিশিষ্টা; সম্বিৎ,—বাহ্যজ্ঞান বা অনুভূতি ॥ ৩২৪ ॥

চারি-বেদে যাঁরে দেখিবারে অভিলাষ।
তাহা দেখে শ্রীবাসের যত দাসী দাস ॥ ৩৩১ ॥

গ্রন্থকারের শ্রীবাসমহিমা কীর্ত্তন—

কি বলিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
যাঁহার চরণ-ধুলে সংসার পবিত্র ॥ ৩৩২ ॥

গৌরাবতারে শ্রীবাসগৃহই কৃষ্ণবিহার-স্থান বৃন্দাবন—

কৃষ্ণ-অবতার যেন বসুদেব-ঘরে।
যতেক বিহার সব—নন্দের মন্দিরে ॥ ৩৩৩ ॥
জগন্নাথ-ঘরে হৈল এই অবতার।
শ্রীবাসপণ্ডিত-গৃহে যতেক বিহার ॥ ৩৩৪ ॥

সর্ব্বভক্তপ্রিয় শ্রীবাসের ভৃত্যাদিরও বেদবাণী-স্তুত্য প্রভুর দর্শন-লাভ—

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রিয় পণ্ডিত-শ্রীবাস।
তান বাড়ী গেলে মাত্র সবার উল্লাস ॥ ৩৩৫ ॥
অনুভবে যাঁরে স্তুতি করে বেদ মুখে।
শ্রীবাসের দাস-দাসী তাঁরে দেখে সুখে ॥ ৩৩৬ ॥

অতএব বৈষ্ণব-সেবা-কৃপা-বলেই কৃষ্ণপদ-কৃপা লাভ—

এতেকে বৈষ্ণব-সেবা পরম-উপায়।
অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণব-কৃপায় ॥ ৩৩৭ ॥

শ্রীবাসকে এই গূঢ় ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ ঘোষণে নিষেধাজ্ঞা—

শ্রীবাসেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
"না কহিও, এ-সব কথা কাহারো গোচর ॥"৩৩৮

বহির্দ্দশায় আসিয়া প্রভুর লজ্জা ও শ্রীবাসকে সান্ত্বনান্তে স্বগৃহে আগমন—

বাহ্য পাই' বিশ্বম্ভর লজ্জিত অন্তর।
আশ্বাসিয়া শ্রীবাসেরে গেলা নিজ-ঘর ॥ ৩৩৯ ॥

সগোষ্ঠী শ্রীবাসের প্রেমানন্দসুখ—

সুখময় হৈলা তবে শ্রীবাসপণ্ডিত।
পত্নী-বধূ-ভাই-দাস-দাসীর সহিত ॥ ৩৪০ ॥

এই শ্রীবাস-স্তুতি-শ্রবণে কৃষ্ণদাস্য-লাভ—

শ্রীবাস করিলা স্তুতি—দেখিয়া প্রকাশ।
ইহা যেই শুনে, সেই হয় কৃষ্ণদাস ॥ ৩৪১ ॥

এই গ্রন্থ-রচনার্থ গ্রন্থকারের নিত্যানন্দাজ্ঞা লাভ—

অন্তর্যামীরূপে বলরাম ভগবান্।
আজ্ঞা কৈলা চৈতন্যের গাইতে আখ্যান ॥৩৪২॥

শ্রীনিত্যানন্দকে গুরুরূপে লাভার্থ গ্রন্থকারের বৈষ্ণব-বন্দনা-

বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর এই নমস্কার।
জন্ম-জন্ম প্রভু মোর হউ হলধর ॥ ৩৪৩ ॥

একই স্বয়ংপ্রকাশ-বিগ্রহের নিত্যানন্দ ও বলদেব-নাম ও লীলা-দ্বয়—

'নরসিংহ' 'যজ্ঞসিংহ'-- যেন নাম-ভেদ।
এইমত জানি,—'নিত্যানন্দ' 'বলদেব' ॥ ৩৪৪ ॥

গৌরকৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ নিত্যানন্দ-বলদেবই অবধূতকুল-চূড়ামণি—

চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই।
এবে 'অবধূতচন্দ্র' করি' যাঁরে গাই ॥ ৩৪৫ ॥

কীর্ত্তন-বিলাসাত্মক মধ্যখণ্ড-শ্রবণার্থ অনুরোধ—

মধ্যখণ্ড-কথা, ভাই! শুন একচিত্তে।
বৎসরেক কীর্ত্তন করিলা যেনমতে ॥ ৩৪৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৩৪৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসঙ্কীর্ত্তনারম্ভ-বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ভগবদ্ভক্তের কালভয়লেশহীন চরিত্র,—(ভাঃ ৩।২৫।৩৮ শ্লোকে মাতা দেবহূতির প্রতি ভগবান কপিলদেবের উক্তি—) "ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে নঙ্ক্ষ্যন্তি [illegible] মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ। যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥" শ্লোক বিশেষভাবে আলোচ্য। ৩২৮-৩২৯ ॥

চরণধুলে,—পদধূলি-প্রভাবে ॥ ৩৩২ ॥

অনুভবে ..মুখে,—বেদশাস্ত্র মুখ অর্থাৎ বিভিন্ন মন্ত্রবাণী অথবা বেদবদন ব্যাকরণ-শাস্ত্র-দ্বারা অথবা দিব্যসূরিগণ বেদমন্ত্রোদ্গান-দ্বারা পরোক্ষজ্ঞানে যাঁহাকে স্তব করেন ॥৩৩৬

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে প্রভুর ভাবাবেশ, মুরারিগুপ্তের গৃহে প্রভুর বরাহমূর্ত্তি-প্রকট-করণ, তদ্দর্শনে মুরারির স্তুতি, শ্রীনিত্যানন্দ-চরিত্র, তাঁহার নবদ্বীপে নন্দনাচার্য্য গৃহে আগমন, ভক্তের নিকট প্রভুর স্বীয় অদ্ভুতস্বপ্ন বর্ণন, প্রভুর বলদেবাবেশে মদ্যযাচ্ঞা, নন্দনাচার্য্য-গৃহে সগোষ্ঠী প্রভুর আগমন ও নিত্যানন্দের সহিত মিলন, নিত্যানন্দকে জানাইবার জন্য প্রভুর কৌশল প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। (গৌঃ ভাঃ)

মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় সর্ব্ব-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের ঈশ্বর ॥ ১ ॥
জয় জয় অদ্বৈতাদি-ভক্তের অধীন।
ভক্তি-দান দিয়া প্রভু উদ্ধারহ দীন ॥ ২ ॥
এইমত নবদ্বীপে গৌরাঙ্গসুন্দর।
ভক্তিসুখে ভাসে লই' সর্ব্ব-পরিকর ॥ ৩ ॥
প্রাণ-হেন সকল সেবক আপনার।
'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে গলা ধরিয়া সবার ॥ ৪ ॥
দেখিয়া প্রভুর প্রেম সর্ব্ব-দাসগণ।
চতুর্দ্দিকে প্রভু বেড়ি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ৫ ॥

ভক্তগণের প্রভু-সঙ্গে অহর্নিশ কীর্ত্তন—

আছুক দাসের কার্য্য,সে-প্রেম দেখিতে।
শুষ্ককাষ্ঠ-পাষাণাদি মিলায় ভূমিতে ॥ ৬ ॥
ছাড়ি' ধন, পুত্র, গৃহ, সর্ব্ব-ভক্তগণ।
অহর্নিশ প্রভু-সঙ্গে করেন কীর্ত্তন ॥ ৭ ॥

প্রভুর বিভিন্ন ভাবাবেশ —

হইলেন গৌরচন্দ্র কৃষ্ণভক্তিময়।
যখন যেরূপ শুনে, সেইমত হয় ॥ ৮ ॥
দাস্যভাবে প্রভু যবে করেন রোদন।
হইল প্রহর-দুই গঙ্গা-আগমন ॥ ৯ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

সকল প্রাণীর পরমেশ্বর বিশ্বম্ভর। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর ঈশ্বর এবং গদাধরেরও ঈশ্বর। তাঁহার পুনঃ পুনঃ উৎকর্ষ জগতে প্রচারিত হউক ॥ ১ ॥

আমি বৃন্দাবনদাস নিতান্ত দীন ব্যক্তি। প্রভু বিশ্বম্ভর, তুমি আমার সেবা-বুদ্ধি বিধান করিয়া সংসার ভোগবুদ্ধি হইতে পরিত্রাণ কর। অদ্বৈত প্রভৃতি তোমার সেবকগণ তোমাকে ভক্তিদ্বারা বাধ্য করিয়াছেন। তোমার বার বার জয় হউক ॥ ২ ॥

সকল প্রাণীর একমাত্র প্রভু ও জীবন-স্বরূপ গৌরসুন্দর সকল ভক্তবর্গকে অত্যন্ত আত্মীয় জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণবিরহে তাঁহাদের গলদেশ ধারণ-পূর্ব্বক ক্রন্দন করেন ॥ ৪ ॥

প্রভুর প্রেমসন্দর্শনে তাঁহার সকল ভক্তগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া প্রেমপূর্ণ হইয়া ক্রন্দন করেন ॥ ৫ ॥

শুষ্ককাষ্ঠে জলের সমাবেশ থাকে না; প্রস্তরের অভ্যন্তরেও জলাভাব লক্ষিত হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভূমিকায় প্রেম-রহিত শুষ্ককাষ্ঠ-পাষাণ-সদৃশ হৃদয়ও প্রেমপ্লুত হইয়াছিল। তাঁহার নিজ দাসগণ সেবন-সূত্রে প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার প্রেমদর্শনে অসমর্থ তাদৃশ অচেতন পদার্থেও সরসতা লক্ষিত হইয়াছিল ॥ ৬ ॥

সকল সেবকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহ, ধন ও প্রিয় পুত্র প্রভৃতির সঙ্গ পরিহার করিয়া সর্ব্বক্ষণ প্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণ সেবায় তন্ময়তা লাভ করিয়া গৌরসুন্দর তাঁহার ভক্তগণের মুখে কৃষ্ণের যে যে লীলার কথা শ্রবণ করেন, তাদৃশী লীলায় প্রবিষ্ট হইয়া তদনুরূপ ভাব প্রদর্শন করেন। দাস্য-ভাবে রোদন করিতে করিতে দুই প্রহর কাল গঙ্গা-ধারায়

যবে হাসে, তবে প্রভু প্রহরেক হাসে।
মূর্চ্ছিত হইলে - প্রহরেক নাহি শ্বাসে ॥ ১০ ॥
ক্ষণে হয় স্বানুভাব,—দম্ভ করি' বৈসে।
"মুঞি সেই, মুঞি সেই"— ইহা বলি' হাসে ॥১১
"কোথা গেল নাড়া বুড়া,—যে আনিল মোরে?
বিলাইমু ভক্তিরস প্রতি-ঘরে-ঘরে ॥" ১২ ॥
সেইক্ষণে 'কৃষ্ণ রে! বাপ রে!' বলি' কান্দে।
আপনার কেশ আপনার পা'য়ে বান্ধে ॥ ১৩ ॥
অক্রুর-যানের শ্লোক পড়িয়া-পড়িয়া।
ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥ ১৪ ॥
হইলেন মহাপ্রভু যেহেন অক্রুর।
সেইমত কথা কহে, বাহ্য গেল দূর ॥ ১৫ ॥
"মথুরায় চল, নন্দ! রাম-কৃষ্ণে লৈয়া।
ধনুর্মখ রাজ-মহোৎসব দেখি গিয়া ॥" ১৬ ॥
এইমত নানা ভাবে নানা কথা কয়।
দেখিয়া বৈষ্ণব-সব আনন্দে ভাসয় ॥ ১৭ ॥

মুরারি-গৃহে প্রভুর বরাহ-মূর্ত্তি প্রকটন—

একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি'।
গর্জ্জিয়া মুরারি-ঘরে চলিলা আপনি ॥ ১৮ ॥
অন্তরে মুরারিগুপ্ত-প্রতি বড় প্রেম।
হনুমান্-প্রতি প্রভু রামচন্দ্র যেন ॥ ১৯ ॥
মুরারির ঘরে গেলা শ্রীশচীনন্দন।
সম্ভ্রমে করিলা গুপ্ত চরণ-বন্দন ॥ ২০ ॥
"শূকর শূকর" বলি' প্রভু চলি' যায়।
স্তম্ভিত মুরারিগুপ্ত চতুর্দ্দিকে চা'য় ॥ ২১ ॥
বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলা বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে দেখেন জলভাজন সুন্দর ॥ ২২ ॥
বরাহ-আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।
স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে ॥ ২৩ ॥
গর্জ্জে যজ্ঞ-বরাহ'—প্রকাশে' খুর চারি।
প্রভু বলে,—"মোর স্তুতি করহ মুরারি!" ২৪ ॥

ন্যায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। কখনও বা সার্দ্ধসপ্তদণ্ডকাল হাস্যরসে বিভোর থাকিয়া প্রমত্ত থাকিলেন; কোন সময়ে বা তিনঘণ্টা কাল শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মূর্চ্ছিত থাকিলেন। কখনও বা দম্ভভরে নিজের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতে গিয়া হাস্যপূর্ব্বক "আমিই সেই বস্তু" বলিয়া চীৎকার করিলেন। ভগবান্ গৌরসুন্দর আপনাকে ভগবান্ বলিয়া লোককে জানাইলে সত্য হইতে চ্যুত হইতে হয় না। কিন্তু অসুরস্বভাব-সম্পন্ন অপরাধী জীব "জীবমাত্রেই ভগবান্" প্রভৃতি প্রলপিত বাক্যের দ্বারা আত্মবিনাশ সাধন করিলে তাহাদের মঙ্গল লাভ হয় না। যদিও গৌরলীলায় কৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক জীবকুলকে তাহাদের সৌভাগ্য উদ্ঘাটিত করিয়া সেবকের লীলা দেখাইতেছেন, তথাপি তাহার মধ্যেও মায়াবাদী পাষণ্ডী অসুর-প্রকৃতি জনগণের মোহন-জন্য মায়াবাদীর ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগের মূঢ়তা-সম্পাদন করিতেছেন। গৌরহরি কোন সময়ে বলিতেছেন,—'আমাকে বৈকুণ্ঠ হইতে যিনি প্রপঞ্চে আনয়ন করিয়াছেন, সেই বৃদ্ধ আচার্য্য অদ্বৈত এখন আমাকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন? তাঁহার ইচ্ছামতেই আমি প্রত্যেক গৃহে ভক্তি-রস বিতরণ করিব।'

এইরূপ বলিতে বলিতে গৌরসুন্দর নিজের লম্বমান চাঁচর কেশদ্বারা স্বীয় পদবন্ধনে নিযুক্ত হইলেন। কখনও বা 'কৃষ্ণ', 'বাপ', 'সৌম্য,' 'প্রিয়' প্রভৃতি শব্দে উচ্চস্বরে সুদূরবর্ত্তী কৃষ্ণের আহ্বান করিতে করিতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কখনও বা বাহ্যজ্ঞান-রহিত হইয়া অক্রুর যেরূপ ব্রজে আগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণকে লইবার জন্য বাক্য বিন্যাস করিয়াছিলেন, সেই অক্রুরের ভাবে বিভাবিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—'হে নন্দ, রামকৃষ্ণকে লইয়া মথুরায় চল। সেখানে গিয়া আমরা 'ধনুর্যজ্ঞ-মহোৎসব দর্শন করি।' (ভাঃ ১০।৩৯, ৪২ অঃ দ্রষ্টব্য)। কখনও ভূমিতে পড়িয়া দণ্ডবৎ প্রণতি করিতে লাগিলেন। এরূপ নানাবিধ ভঙ্গীদর্শনে ভক্তগণ আনন্দমগ্ন হইলেন॥৮-১৭॥

ধনুর্মখ,—ধনুর্যজ্ঞ; ১০ম স্কন্ধ ৪২শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ১৬ ॥

শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ হনুমানের প্রতি আন্তরিক স্নেহবিশিষ্ট ছিলেন, তদ্রূপ মহাপ্রভুও মুরারিগুপ্তকে অত্যন্ত প্রীতিভাজন জানিতেন। একদিন বরাহ-আখ্যান শ্রবণ করিয়া প্রভু বরাহের আবেশে মুরারির গৃহে গর্জ্জন করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন॥ ১৯-২০॥

সহসা গৌরহরি মুরারির গৃহে ধাবমান হইয়া 'শূকর'

স্তব্ধ হৈলা মুরারি অপূর্ব্ব-দরশনে।
কি বলিবে মুরারি, না আইসে বদনে ॥ ২৫ ॥
প্রভু বলে,—"বোল বোল কিছু ভয় নাঞি।
এতদিন নাহি জান' মুঞি এই ঠাঞি ॥" ২৬॥

কম্পিত মুরারি কহে করিয়া মিনতি।
"তুমি সে জানহ প্রভু! তোমার যে স্তুতি ॥ ২৭ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার এক ফণে ধরে।
সহস্রবদন হই' যারে স্তুতি করে ॥ ২৮ ॥

'শূকর' বলিতে বলিতে তাঁহার বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। গৌরসুন্দরের এইরূপ অপূর্ব্ব গর্জ্জন ও 'শূকর' 'শূকর' উক্তি মুরারি সহসা শ্রবণ করিয়া ব্যাপার কি, বুঝিতে পারিলেন না। বিষ্ণুগৃহে একটি বৃহজ্জলপাত্রে জল দেখিয়া দণ্ডদ্বারা সেই জলপূর্ণ পাত্র উত্তোলন করিলেন। মুরারি তাঁহাকে তৎকালে চতুষ্পদ যজ্ঞবরাহরূপে গর্জ্জন করিতে দেখিলেন। বরাহ দেব বিষ্ণুর অবতার, সুতরাং ভগবান্ গৌরসুন্দরের অবতারবিশেষ হওয়ায় তাঁহার নিজানুভূতিতে বরাহ লীলার প্রাকট্য-সাধন তদনুরূপ বিচারসম্পন্ন ভক্তের নিকট প্রকাশ করিলেন। ইহাতে কোনও মায়াবাদী এরূপ মনে না করেন যে, মায়াবদ্ধ জীব অজ্ঞানমুক্ত হইয়া সকলেই ভগবদ্-বস্তুর অনুকরণে এইরূপ ঈশ্বরভাব প্রদর্শন করিতে সমর্থ। যাহারা এরূপভাবে প্রতারিত হইয়া আপনাদিগকে বিষ্ণুজ্ঞানে বঞ্চিত হইল, সেই সকল কপট নারকিসম্প্রদায়কে অনাদর করিবার জন্যই স্বয়ং ভগবান্ এরূপ লীলা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের মূঢ়তা সম্পাদন করিলেন। নিত্য ভগবদ্‌বিমুখ পাষণ্ডিগণ ভগচ্চরিত্র বুঝিতে না পারিয়া এই সকল ভাবের অনুকরণ পূর্ব্বক যেরূপ ভ্রমপথে পতিত হয় এবং জগতে জঞ্জাল আনিয়া কতকগুলি কপট ব্যক্তিকে নিজ নিজ স্তাবক-রূপে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহাদের জন্য সেরূপ ভগবদ্ বিদ্বেষীর যোগ্য ভূমিকা নরক-যন্ত্রণা তাহাদিগকে অনন্তকাল ক্লেশ দিবার জন্য প্রতীক্ষা করে। ছন্নাবতার শ্রীগৌরসুন্দর নিজের স্বরূপ গোপন রাখিয়া ভক্তগণকেও বুঝিতে দেন নাই। অনন্ত নরকলাভের যোগ্য ঘৃণিত মায়াবদ্ধ জীব যাহার প্রত্যেক দিনে তিন অবস্থা হয়, সে যদি প্রভুকে জীব জ্ঞানে আত্মসদৃশ মনে করিয়া নিজের বঞ্চিত প্রিয় জনগণের দ্বারা এই প্রকারে স্তবসংগ্রহে যত্নবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বঞ্চক ও বঞ্চিত, উভয়েই মনুষ্য-নামের যোগ্যতা হারাইয়া বিড়্ভোজী বরাহের চতুষ্পদত্বের অভাবে দ্বিপাদ পশুরূপে পরিণত হয়। এইরূপ দ্বিপাদ পশু বাহিরের দিকে কোনদিনই চতুষ্পদ দেখাইতে পারে না। তাহাদের জন্মান্তরে ঐপ্রকার বিষ্ঠাভোজী চতুষ্পদত্ব-লাভ হয়। শ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় বরাহ-অবতারের চতুষ্পদ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আর তদনুকরণে ক্ষুদ্রজীব, যে যাহা নহে, সে সেরূপ অভিনয় করিতে গেলে নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে ॥ ২১-২৪ ॥

ভগবানের বরাহ-মূর্ত্তি ও তাঁহার অনুষ্ঠান দেখিয়া মুরারি-গুপ্ত ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া বলিতে লাগিলেন,—'আমি তোমার অনুরূপ স্তব করিতে অসমর্থ, তুমিই তোমার স্তব করিতে সমর্থ।' মুরারি স্তব করিতে ইতস্ততঃ করিলে, বিশেষতঃ ভীষণ বরাহমূর্ত্তি দেখিয়া শঙ্কিত হওয়ায় প্রভু বলিয়াছিলেন যে, তোমার ভয় করিবার আবশ্যকতা নাই, তুমি এতদিন জানিতে পার নাই, আমি কে? প্রকৃতপ্রস্তাবে আমিই বিষ্ণুর অবতারসমূহের একমাত্র মালিক। ভগবানের এই সকল লীলা-প্রদর্শনের কথা প্রচারিত হইলে জগতের সকলেই শ্রীগৌরসুন্দরকে ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। যদিও ভগবান্ তাঁহার এই সকল লীলা পার্ষদ ভক্তগণেরই দৃষ্টিপথে প্রপঞ্চে আনয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধ সকলেই এই সকল কথায় তাঁহার কৃষ্ণত্ব ও অবতারিত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন এবং অস্মদ্দৃশ অধস্তনগণের মঙ্গলের জন্য তাঁহার লীলা-কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেবোন্মুখ বৈষ্ণব সেব্যবস্তুর কথা সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিতে পারেন। জড়ভোগপর কবি, সাহিত্যিক, লেখক,—তাঁহারা কোন প্রকারেই ভগবানের চরিত্র যথাযথ বর্ণন করিতে কখনই সমর্থ হয় না। জড় দার্শনিকগণের ত্রিগুণান্তর্গত আধ্যক্ষিক বিচার কখনই শ্রীগৌরসুন্দরের লোকাতীত বিষ্ণু-বিক্রমসমূহ বুঝিতে সমর্থ হইবে না। তাহারা স্বাভাবিক অপরাধ-বশে সেবা-বিমুখ বলিয়া সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গাভাবে স্ব-স্ব দম্ভ ও মূঢ়তা প্রকাশ করিতে গিয়া শ্রীচৈতন্য-চরণে অপরাধমাত্র লাভ করিবে। কিন্তু সৌভাগ্যবান্ সেবা পরায়ণ ভক্তগণ ভগবানের লোকাতীত বিক্রম

তবু নাহি পায় অন্ত, সেই প্রভু কয়।
তোমার স্তবেতে আর কে সমর্থ হয়? ২৯ ॥
যে বেদের মত করে সকল সংসার।
সেই বেদ সর্ব্ব তত্ত্ব না জানে তোমার ॥ ৩০ ॥
মত দেখি শুনি প্রভু! অনন্ত ভুবন।
তো'র লোমকূপে গিয়া মিলায় যখন ॥ ৩১ ॥
হেন সদানন্দ তুমি যে কর যখনে।
বল দেখি বেদে তাহা জানিবে কেমনে ॥ ৩২ ॥
অতএব তুমি সে তোমারে জান' মাত্র।
তুমি জানাইলে জানে তোর কৃপাপাত্র ॥ ৩৩ ॥
তোমার স্তুতিয়ে মোর কোন্ অধিকার।
এত বলি' কান্দে গুপ্ত করে নমস্কার ॥ ৩৪ ॥
গুপ্তবাক্যে তুষ্ট হৈলা বরাহ ঈশ্বর।
বেদ-প্রতি ক্রোধ করি' বলয়ে উত্তর ॥ ৩৫ ॥

প্রভুর নির্ব্বিশেষ মতবাদ খণ্ডন—

"হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
এইমত বেদে মোরে করে বিড়ম্বন ॥ ৩৬ ॥
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥ ৩৭ ॥

অবগত হইয়া মায়িক বিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ। অপরাধ-ক্রমে তাহাদিগের বিচার-প্রণালীতে অধোক্ষজ-শব্দের অর্থ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না। তাহারা অধোক্ষজ শ্রীচৈতন্যদেবকে অচিদ্‌বিলাস-বিশিষ্ট বদ্ধজীববিশেষ বলিয়া মনে করে, তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যপ্রিয়তম শ্রীগুরুদেবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া বসে এবং বৈষ্ণবগণের প্রতি অসূয়া-প্রদর্শনের নিমিত্ত মতভেদ উপস্থাপিত করে ॥ ২৭ ॥

মুরারি বলিলেন,—এইরূপ সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ড সমূহ অসংখ্য এবং গুরুভাববিশিষ্ট। যে স্তাবক স্বীয় সহস্রজিহ্বাদ্বারা তোমার স্তব করেন এবং তাদৃশ স্তব দ্বারা তোমাকে সম্যক্ রূপে বর্ণন করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হয় না, সেই সহস্রবক্ত্র অনন্তদেবের একটিমাত্র ফণারূপ শীর্ষভাগ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে, সুতরাং অনন্তদেবকে অতিক্রম করিয়া তোমার সুষ্ঠুভাবে স্তব করিতে কেহই সমর্থ নহে ॥ ২৮-২৯ ॥

সংসারের সকল লোক বেদের অনুগত হইয়া সামাজিক ভাবে জগতে বাস করে। তাদৃশ বেদও তোমার সকল তত্ত্ব বর্ণন করিতে অসমর্থ ॥ ৩০ ॥

ভুবনের সংখ্যা—অনন্ত, সেই অসংখ্য ভুবন সমূহ তোমার লোমকূপে অবস্থান করে ॥ ৩১ ॥

হে নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর, তুমি যখন যে [illegible]কাশ কর, সেই সকল লীলার কথা সীমাবিশিষ্ট বেদ কিপ্রকারে অবগত হইবে? আধ্যক্ষিকজ্ঞান-সম্পন্ন ত্রিগুণবদ্ধ জীবকুলের দৃশ্যের অন্যতম বেদসকল অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠবর্ণনে অসমর্থ। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড-নিপুণ জনগণ স্ব-স্ব-আধ্যক্ষিক চেষ্টায় যে সকল প্রয়াস করেন, তাঁহাদের জন্য বেদশাস্ত্র ভক্তজনের প্রাপ্য বাস্তব সত্য প্রদান করেন না ॥ ৩২ ॥

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ব-বিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥" (ভাঃ ২।৯।৩১)। সাধারণ মায়াবদ্ধ জীবের দেবাধিষ্ঠানে অবস্থিত থাকা কালেও ভগবানের শক্তি-সমূহের পরিচয়ে অনভিজ্ঞতা দূরীভূত হয় না। ভগবান্ যাহাদের প্রতি কৃপা করেন, তাহারাই এই সকল কথা জানিতে পারে। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥" ৩৩ ॥

শ্রুতিসকল আধ্যক্ষিক জ্ঞান-সম্পন্ন মুমুক্ষুগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তি তাহাদের নিকট প্রকাশিত করেন। আধ্যক্ষিক মায়াবাদী অধিরোহবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করে বলিয়া বেদশাস্ত্র তাহাদের নিকট অনুকূলভাবে পরিদৃষ্ট হওয়ায় তাদৃশ বেদের মোহন শক্তির প্রতি ভগবানের ক্রোধ জীবে-দয়ারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রকৃতপ্রস্তাবে যে বেদশাস্ত্র তাঁহার সেবায় নিযুক্ত, তাহার প্রতি প্রভুর ক্রোধের কোন সম্ভাবনা নাই। কেবল নির্ব্বিশেষপর বেদপাঠিগণের অমঙ্গলের প্রতিই তাঁহার ক্রোধ ॥ ৩৫ ॥

নির্ব্বিশেষবিচারপর ব্যক্তিগণ ভগবানের নিত্য শ্রীমূর্ত্তি বুঝিতে না পারিয়া বেদ-কথিত প্রাকৃত হস্ত-পদ-মুখাদি আরোপ করিয়া ভগবদ্বস্তুর আকার নাই, বিলাস নাই প্রভৃতি বিচার করেন। বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে শব্দার্থে প্রবিষ্ট হইলে বুঝা যায় যে, ভগবানের জড়হস্ত-পদ-মুখের বিনিময়ে

বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে'।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে ॥ ৩৮ ॥
সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ-ভব-আদি গায় যাহার চরিত্র ॥ ৩৯ ॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ-পরশে।
তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে ? ৪০ ॥
শুনহ মুরারিগুপ্ত, কহি মত সার।
বেদগুহ্য কহি এই তোমার গোচর ॥ ৪১ ॥
আমি যজ্ঞবরাহ—সকলবেদসার।
আমি সে করিনু পূর্ব্বে পৃথিবী উদ্ধার ॥ ৪২ ॥

প্রভুর নিকট সেবকের দ্রোহ অসহনীয়—

সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
ভক্তজন লাগি' দুষ্ট করিমু সংহার ॥ ৪৩ ॥
সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর, তথাপি সংহারোঁ ॥ ৪৪ ॥
পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া।
মিথ্যা নাহি কহি গুপ্ত শুন মন দিয়া ॥ ৪৫ ॥
যে কালে করিনু মুঞি পৃথিবী উদ্ধার।
হইল ক্ষিতির গর্ভ পরশে আমার ॥ ৪৬ ॥

চিন্ময় হস্ত-পদ-মুখ-নেত্রাদি আছে। 'অপাণি-পাদো জবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ' (শ্বেঃ ৩।১৯)-ইত্যাদি শ্রুতি তাহা তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন। যে-সকল লোক বেদের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বিড়ম্বিত হয়, তাহাদিগের প্রতি করুণা প্রদর্শন-কল্পে শ্রীগৌরহরি তাদৃশ দর্শনে দুষ্ট বেদের আদর করিতে পারেন নাই ॥ ৩৬ ॥

'প্রকাশানন্দ'-নামক একজন কেবলাদ্বৈতবাদী অধ্যাপক-যতি বেদের ব্যাখ্যাকালে আমার অপ্রাকৃত নিত্য অঙ্গ-সমূহকে বি-খণ্ডিত করে। এই প্রকাশানন্দকে কেহ কেহ অনভিজ্ঞতা-বশে কাবেরী-প্রবাসী ব্যঙ্কটভট্টের অনুজ প্রবোধানন্দের সহিত সমজ্ঞান করে। ভক্তমাল-নামক সহজিয়া গ্রন্থাভ্যন্তরে এইপ্রকার ভ্রম দোষ প্রবেশ করায়, অধুনাতন লেখকগণের মধ্যেও সেই ভ্রম দোষ ন্যূনাধিক প্রবেশ করিয়াছে ॥ ৩৭ ॥

প্রকাশানন্দ উপনিষৎ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করে বটে, কিন্তু ভগবানের চিন্ময়-বিগ্রহে নিত্যাধিষ্ঠান স্বীকার করে না, তজ্জন্য অপরাধী হওয়ায় তাহার শরীরের সর্ব্বত্র কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল। তথাপি তাহার জ্ঞানোদয় হয় না ॥ ৩৮ ॥

আমি যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু, আমার চিন্ময় অঙ্গে কোনপ্রকার অপবিত্রতা বা দোষারোপ সম্ভপর নয়। আমার চরিত্র ব্রহ্মা-শিবাদির গানের বিষয়।

সকলযজ্ঞময় অঙ্গ—"ক্রোড়ীং তনুং সকলযজ্ঞময়ীমনন্তঃ" (ভাঃ ২।৭।১) এবং ভাঃ ৩।১৩।৩২-৪৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৩৯ ॥

ভগবদঙ্গ নিত্য, তাহাতে কোন প্রকার অনুৎপাদেয়তা, অবরতা, হেয়তা, খণ্ডিতাবস্থা প্রভৃতি আরোপিত হইতে পারে না। এবম্প্রকার পরমপাবনকারী ভগবদঙ্গস্পর্শে যে-সকল বস্তুর স্বল্প-পবিত্রতা আছে, তাহারাও প্রচুর-পরিমাণে পবিত্র হয়। সুতরাং তাদৃশ নিত্য-শরীরকে কোন্ সাহসে 'অনিত্য' বলিয়া স্থাপন করে, বুঝা যায় না ॥ ৪০ ॥

আমি যজ্ঞবরাহ-রূপ ধারণ করিয়া বেদহীন পৃথিবীকে আধ্যক্ষিক জ্ঞানরূপ-জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। আমি সকল বেদের সারবস্তু ॥ ৪২ ॥

আমি সঙ্কীর্ত্তনারম্ভের পূর্ব্বে সাধারণ কর্ম্মফলবাধ্য ব্রাহ্মণ-বটু বলিয়া জগৎকে মোহিত করিয়াছিলাম। কিন্তু সঙ্কীর্ত্তন-প্রচারমুখে আমি বৈকুণ্ঠ হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছি,—ইহা সকল লোককে জানাইয়া দিয়াছি। আমার এখানে অবতরণ করিবার কারণ এই যে, ভক্তবিদ্বেষী অসুরগণ ভক্তগণকে তাহাদিগের পারমার্থিক-উন্নতির ব্যাঘাত-কল্পে নানাপ্রকারে উপদ্রুত করে। তাহাদের সেইসকল বাধা-বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি ভক্তদ্বেষিগণকে ধ্বংস করিব ॥ ৪৩ ॥

আমি আমার ভক্তবিদ্বেষীর আচরণ আদৌ সহ্য করিতে পারি না। যদি আমার কোন পুত্রও আমার ভক্তের বিদ্বেষ করে তাহা হইলে সেই প্রিয় পুত্রকেও আমি বিনাশ করিতে প্রস্তুত আছি, এমন কি আমি ভগবদ্ভক্তের জন্য আমার নিজ-পুত্রকেও কাটিয়া ফেলিতে পারি—এই সত্য কথা আমি প্রকৃত প্রস্তাবেই তোমার নিকট বলিতেছি,—ইহা আমার অতিশয়োক্তি নহে ॥ ৪৪-৪৫ ॥

হইল 'নরক' নামে পুত্র মহাবল।
আপনে পুত্রেরে ধর্ম্ম কহিলুঁ সকল ॥ ৪৭ ॥
মহারাজ হইলেন আমার নন্দন।
দেব-দ্বিজ-গুরু-ভক্ত করেন পালন ॥ ৪৮ ॥
দৈবদোষে তাহার হইল দুষ্ট সঙ্গ।
বাণের সংসর্গে হৈল ভক্তদ্রোহে রঙ্গ ॥ ৪৯ ॥
সেবকের হিংসা মুঞি না পারোঁ সহিতে।
কাটিনু আপন পুত্র সেবক রাখিতে ॥ ৫০ ॥
জনমে জনমে তুমি সেবিয়াছ মোরে।
এতেক সকল তত্ত্ব কহিল তোমারে ॥" ৫১ ॥
শুনিয়া মুরারি গুপ্ত প্রভুর বচন।
বিহ্বল হইয়া গুপ্ত করেন ক্রন্দন ॥ ৫২ ॥
মুরারি-সহিত গৌরচন্দ্র জয় জয়।
জয় যজ্ঞবরাহ—সেবক-রক্ষাময় ॥ ৫৩ ॥
এই মত সর্ব্ব-সেবকের ঘরে ঘরে।
কৃপায় ঠাকুর জানায়েন আপনারে ॥ ৫৪ ॥
চিনিয়া সকল ভৃত্য—প্রভু আপনার।
পরানন্দময় চিত্ত হইল সবার ॥ ৫৫ ॥
পাষণ্ডীরে আর কেহ ভয় নাহি করে।
হাটে ঘাটে সবে 'কৃষ্ণ' গায় উচ্চস্বরে ॥ ৫৬ ॥
প্রভু-সঙ্গে মিলিয়া সকল ভক্তগণ।
মহানন্দে অহর্নিশ করয়ে কীর্ত্তন ॥ ৫৭ ॥
মিলিলা সকল ভক্ত, বই নিত্যানন্দ।
ভাই না দেখিয়া বড় দুঃখী গৌরচন্দ্র ॥ ৫৮ ॥

নিত্যানন্দ প্রভুর আখ্যান—

নিরন্তর নিত্যানন্দ স্মরে বিশ্বম্ভর।
জানিলেন নিত্যানন্দ—অনন্ত ঈশ্বর ॥ ৫৯ ॥
প্রসঙ্গে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান।
সূত্ররূপে জন্ম-কর্ম্ম কিছু কহি তান ॥ ৬০ ॥
রাঢ়দেশে একচাকা-নামে আছে গ্রাম।
যঁহি জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান্ ॥ ৬১ ॥
'মৌড়েশ্বর'-নামে দেব আছে কত দূরে।
যারে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে ॥ ৬২ ॥
সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত।
মহা-বিরক্তের প্রায় দয়ালু-চরিত ॥ ৬৩ ॥
তাঁর পত্নী পদ্মাবতী নাম পতিব্রতা।
পরমা বৈষ্ণবীশক্তি—সেই জগন্মাতা ॥ ৬৪ ॥
পরম-উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি ॥ ৬৫ ॥
সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ—নিত্যানন্দ রায়।
সর্ব্ব-সুলক্ষণ দেখি' নয়ন জুড়ায় ॥ ৬৬ ॥
তান বাল্যলীলা আদি-খণ্ডেতে বিস্তর।
এথায় কহিলে হয় গ্রন্থ বহুতর ॥ ৬৭ ॥

আমি যে সময়ে জলমগ্না ধরণীকে উত্তোলন করিয়াছিলাম, তৎকালে তাহার সহিত আমার সংস্পর্শে তাহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল। ভাঃ ১০।৫৮।৩৮ শ্লোকের শ্রীবৈষ্ণবতোষণীধৃত শ্রীবিষ্ণুপুরাণবচনে পৃথিবীর উক্তি—"যদাহমুদ্ধৃতা নাথ, ত্বয়া শূকরমূর্ত্তিনা। ত্বৎস্পর্শসম্ভবঃ পুত্রস্তদায়ং মযাজায়ত ॥" ৪৬ ॥

সেই সংস্পর্শে আমার 'নরক'-নামে একটী মহাবলশালী পুত্র হইয়াছিল। আমি তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলাম ॥ ৪৭ ॥

আমার সদুপদেশ লাভে তাহার জীবন কিছু-দিনের জন্য পবিত্র থাকিলেও কালক্রমে বাণ রাজার দুষ্ট-সংসর্গে ভক্তের প্রতি বিরুদ্ধাচরণের কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৪৯ ॥

আমি কোনপ্রকারেই আমার প্রিয় ভৃত্যের প্রতি মৎসর ব্যক্তিগণের ঈর্ষা বা দ্বেষ সহ্য করিতে পারি না। তজ্জন্য ভক্তের পক্ষ গ্রহণ করিয়া আমার নিজ পুত্রকেও কাটিয়া ফেলিয়াছিলাম ॥ ৫০ ॥

ভক্তরক্ষাকারী যজ্ঞবরাহের জয় হউক এবং মুরারির সহিত গৌরচন্দ্রের পুনঃ পুনঃ জয় হউক ॥ ৫৩ ॥

যখন শ্রীগৌরহরি সকলের নিকট আপনার স্ব-রূপ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তৎকালে সকলেই জড়ের নানাপ্রকার অসুবিধা পরিহার করিয়া চিন্ময়-আনন্দে পরিপ্লুত হইয়াছিলেন। সুতরাং সেই সকল ভক্ত সর্ব্বক্ষণ হাটে-ঘাটে সকলস্থানে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগান করিয়া পাষণ্ডিগণের কল্পিত রাজভয়ে ভীত হন নাই ॥ ৫৬ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন-রঙ্গে নিত্যানন্দ

এইমত কতদিন নিত্যানন্দ রায়।
হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে আছেন লীলায় ॥ ৬৮ ॥
গৃহ ছাড়িবারে প্রভু করিলেন মন।
না ছাড়ে জননী-তাত-দুঃখের কারণ ॥ ৬৯ ॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দে না দেখিলে মাতা।
যুগপ্রায় হেন বাসে', ততোঽধিক পিতা ॥ ৭০ ॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দ-পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া ॥ ৭১ ॥
কিবা কৃষিকর্ম্মে, কিবা যজমান-ঘরে।
কিবা হাটে, কিবা বাটে যত কর্ম্ম করে ॥ ৭২ ॥
পাছে যদি নিত্যানন্দচন্দ্র চলি' যায়।
তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চায় ॥ ৭৩ ॥
ধরিয়া ধরিয়া পুন আলিঙ্গন করে।
ননীর পুতলী যেন মিলায় শরীরে ॥ ৭৪ ॥
এইমত পুত্রসঙ্গে বুলে সর্ব্ব ঠাঞি।
প্রাণ হৈলা নিত্যানন্দ, শরীর হাড়াই ॥ ৭৫ ॥
অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ ইহা সব জানে।
পিতৃসুখ-ধর্ম্ম পালি' আছে পিতা-সনে ॥ ৭৬ ॥

সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ভিক্ষা—

দৈবে একদিন এক সন্ন্যাসী সুন্দর।
আইলেন নিত্যানন্দ-জনকের ঘর ॥ ৭৭ ॥
নিত্যানন্দ-পিতা তানে ভিক্ষা করাইয়া।
রাখিলেন পরম-আনন্দযুক্ত হঞা ॥ ৭৮ ॥
সর্ব্ব রাত্রি নিত্যানন্দ-পিতা তাঁর সঙ্গে।
আছিলেন কৃষ্ণকথা-কথন-প্রসঙ্গে ॥ ৭৯ ॥
গন্তুকাম সন্ন্যাসী হইলা উষাকালে।
নিত্যানন্দ-পিতা-প্রতি ন্যাসিবর বলে ॥ ৮০ ॥
ন্যাসী বলে, "এক ভিক্ষা আছয়ে আমার"।
নিত্যানন্দ-পিতা বলে, "যে ইচ্ছা তোমার" ॥ ৮১ ॥
ন্যাসী বলে, "করিব্যাঙ তীর্থ পর্য্যটন।
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ ॥ ৮২ ॥

ব্যতীত আর সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন দেখিয়া মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-বিরহে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের অভাবে তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার স্বরূপ অবগত হইলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে অনন্তবাসুদেব ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া জানিতেন ॥ ৫৯ ॥

ভগবান্ নিত্যানন্দ গঙ্গার পশ্চিমাংশ রাঢ়দেশে একচক্রা-নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারই অনতিদূরে মৌড়েশ্বর (মতান্তরে ময়ূরেশ্বর) নামক একটী শিবলিঙ্গ বিরাজমান। প্রভু নিত্যানন্দ কোন সময়ে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥

সেই একচক্রা গ্রামে হাড়াইপণ্ডিত-নামে একজন উদার-চরিত্র, বিষয়-বিরক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নী জগন্মাতা পদ্মাবতী দেবী। তিনি বিষ্ণুর প্রবলা শক্তিধারিণী ছিলেন। ইঁহাদের কতিপয় পুত্রের মধ্যে প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন ॥ ৬৩-৬৬ ॥

প্রভু নিত্যানন্দ সাধারণ কর্ম্মফলাভিলাষী মায়াবদ্ধ-জীবের ন্যায় মাতাপিতার স্নেহে আবদ্ধ না থাকায় জীবগণের মঙ্গলের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিতে মানস করিলেও পরম-বৎসল মাতাপিতা তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়িয়া দেন না। এজন্য নিত্যানন্দ প্রভু বিষণ্ণ হইলেন। মাতাপিতা অল্প সময়ের জন্যও তাঁহাকে চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত হইতে অভিলাষ না করায় সর্ব্বদাই উভয়ে তাঁহার নিকট থাকিতেন। তাঁহাদের গৃহ-কর্ম্মে, কৃষি কার্য্যে ও পৌরহিত্যকার্য্যে, ভ্রমণকালে, দ্রব্যাদি আহরণ-কালে সর্ব্বদাই 'পুত্র গৃহত্যাগ করিবেন'—আশঙ্কায় সর্ব্বক্ষণ পশ্চাদ্ভাগে অনুসরণকারী পুত্রের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতেন ॥ ৬৯-৭৩ ॥

পিতা সর্ব্বত্র পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যাতায়াত করেন এবং পুত্র-বাৎসল্যে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া রাখেন। যেরূপ শরীর ও প্রাণ একত্র সমাবিষ্ট থাকিয়া একেরই পরিচয় দিয়া থাকে, তদ্রূপ নিত্যানন্দের পিতা হাড়াইপণ্ডিত শরীর সদৃশ ও তাঁহার পুত্র শরীরের সহিত সংবদ্ধ প্রাণের ন্যায় অবস্থিত হইলেন ॥ ৭৪-৭৫ ॥

নিত্যানন্দপ্রভু সাক্ষাৎ পরমাত্মা বিষ্ণু বলিয়া তাঁহার এই-সকল সম্যক্ উপলব্ধির বিষয় ছিল। পিতার সহিত পিতৃ-সুখ সম্বর্দ্ধনার্থ সেইরূপভাবে পিতৃ সেবায় নিযুক্ত ছিলেন ॥ ৭৬

এই যে সকল-জ্যেষ্ঠ-নন্দন তোমার।
কতদিন লাগি দেহ' সংহতি আমার ॥ ৮৩ ॥
প্রাণ-অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে।
সর্ব্ব-তীর্থ দেখিবেন বিবিধ-বিধানে ॥" ৮৪ ॥
শুনিয়া ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ-বিপ্রবর।
মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর ॥ ৮৫ ॥
"প্রাণভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী।
না দিলেও 'সর্ব্বনাশ হয়' হেন বাসি ॥ ৮৬ ॥
ভিক্ষুকেরে পূর্ব্বে মহাপুরুষ-সকল।
প্রাণদান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল ॥ ৮৭ ॥
রামচন্দ্র পুত্র—দশরথের জীবন।
পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র তানে করিলা যাচন ॥ ৮৮ ॥
যদ্যপিহ রাম-বিনে রাজা নাহি জীয়ে।
তথাপি দিলেন - এই পুরাণেতে কহে ॥ ৮৯ ॥
সেই ত' বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে।
এ-ধর্ম্মসঙ্কটে কৃষ্ণ! রক্ষা কর' মোরে ॥" ৯০ ॥
দৈবে সে-ই বস্তু, কেনে নহিব সে মতি?
অন্যথা লক্ষ্মণ কেনে গৃহেতে উৎপত্তি? ৯১ ॥
ভাবিয়া চলিলা বিপ্র ব্রাহ্মণীর স্থানে।
আনুপূর্ব্বি কহিলেন সব বিবরণে ॥ ৯২ ॥
শুনিয়া বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা।
"যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! সেই মোর কথা ॥"৯৩

সন্ন্যাসীকে পুত্রদানে পিতার অবস্থা—

আইলা সন্ন্যাসিস্থানে নিত্যানন্দ-পিতা।
ন্যাসীরে দিলেন পুত্র, নোয়াইয়া মাথা ॥ ৯৪ ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে চলিলেন ন্যাসিবর।
হেন মতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর ॥ ৯৫ ॥

হাড়াইপণ্ডিত পরমানন্দিত হইয়া অভ্যাগত একটি সুন্দর সন্ন্যাসীকে তাঁহার নিজগৃহে ভিক্ষা করাইলেন। সন্ন্যাসিগণের স্বতন্ত্রভাবে পঞ্চসূনা-যজ্ঞে অধিকার না থাকায় তাঁহারা ব্রাহ্মণ-গৃহেই ভোজনাদি নির্ব্বাহ করেন। তুর্য্যাশ্রমস্থিত যতিগণের ভোজনাদি-বিষয়ে নিষ্কপট সেবাই গৃহস্থের প্রধান কর্ত্তব্য ॥ ৭৮ ॥

সন্ন্যাসীকে ভোজনাদি করাইয়া তাঁহার সহিত কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে নিশার সকল সময় অতিবাহিত করিলেন ॥ ৭৯ ॥

সন্ন্যাসিগণ গৃহস্থের গৃহে অধিক সময় অতিবাহিত করিয়া তাঁহাদের স্নেহে আবদ্ধ হন না। এজন্য পরদিন প্রত্যুষে যখন সন্ন্যাসী পণ্ডিতের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার উপক্রম করিতেছেন, তখন তিনি হাড়াইপণ্ডিতকে কিছু বলিতে উদ্যত হইলেন ॥ ৮০ ॥

বৈষ্ণব-যতি বলিলেন,—আমার একটি প্রার্থনা আছে। তদুত্তরে হাড়াইপণ্ডিত তাঁহাকে প্রার্থনা জানাইবার অনুমতি দিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন,—আমি সম্প্রতি তীর্থ-পর্য্যটনে ব্যস্ত আছি। অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত করিয়া রন্ধনাদি-কার্য্য যতির ধর্ম্ম নহে বলিয়া এবং সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণের অভাব থাকা হেতু ভোজন-সময়ে ভোজ্যের অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন আমার একটি ব্রাহ্মণ সহচরের আবশ্যকতা আছে। কিছুদিনের জন্য তোমার এই জ্যেষ্ঠপুত্রকে আমার সহিত দিলে, আমি উহাকে আমার প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভালবাসিব, আর তোমার পুত্রেরও নানা-তীর্থ-পর্য্যটনরূপ শিক্ষালাভ ঘটিবে ॥ ৮১-৮৪ ॥

সংহতি, - সহিত, সঙ্গে ॥ ৮২ ॥

বৈষ্ণব-ন্যাসীর হৃদয়বিদারিণী-কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে,—'আমি শরীরমাত্র, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি আমার প্রাণ, সুতরাং সন্ন্যাসী এই প্রাণটি অপহরণ করিয়া আমার শরীরমাত্র এখানে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইবেন। যদি আমি তাঁহার প্রার্থনা পূরণ না করি, তাহা হইলেও বিষম বিপদ' ॥ ৮৬ ॥

পূর্ব্বে পূর্ব্বে ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাপুরুষগণ ভিক্ষুকের সমীপে নিজ-মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত বিতরণ করিয়াছেন ॥ ৮৭ ॥

বিশ্বামিত্রের আবেদনে, রাজা দশরথ প্রাণসম পুত্রকে তাঁহার করে অর্পণ করিয়াছিলেন,- এ-কথা প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়। রামের বিরহে দশরথের প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন ছিল, এরূপ ক্ষেত্রেও রাজা দশরথ প্রাণসম পুত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৮৮-৮৯ ॥

কৃষ্ণ, আমার এই বিষম বিপদে, দশরথের যেরূপ অবস্থা

অপ্রাকৃত বাৎসল্যরস জড়াসক্তি নহে—

নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হাড়াই পণ্ডিত।
ভূমিতে পড়িলা বিপ্র হইয়া মূর্চ্ছিত ॥ ৯৬ ॥
সে বিলাপ ক্রন্দন করিব কোন্ জনে?
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ তাহার শ্রবণে ॥ ৯৭ ॥
ভক্তিরসে জড়প্রায় হইল বিহ্বল।
লোকে বলে "হাড়ো ওঝা হইল পাগল ॥" ৯৮ ॥
তিন মাস না করিলা অন্নের গ্রহণ।
চৈতন্যপ্রভাবে সবে রহিল জীবন ॥ ৯৯ ॥
প্রভু কেনে ছাড়ে, যার হেন অনুরাগ?
বিষ্ণুবৈষ্ণবের এই অচিন্ত্য-প্রভাব ॥ ১০০ ॥

জীব-উদ্ধার-কারণে মাতাপিতা ত্যাগ অসঙ্গত নহে—

স্বামিহীনা দেবহূতি-জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল-প্রভু নিরপেক্ষ হইয়া ॥ ১০১ ॥
ব্যাস-হেন বৈষ্ণব জনক ছাড়ি' শুক।
চলিলা, উলটি নাহি চাহিলেন মুখ ॥ ১০২ ॥
শচী-হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই' ন্যাসিমণি ॥ ১০৩ ॥

পরমার্থে ত্যাগের তাৎপর্যাজ্ঞ খুব বিরল—

পরমার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে ॥ ১০৪ ॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে' যেন ইহার শ্রবণে ॥ ১০৫ ॥
যেন পিতা—হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
নির্ভরে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে ॥ ১০৬ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর গৃহত্যাগ ও তীর্থ ভ্রমণ—

হেন মতে গৃহ ছাড়ি' নিত্যানন্দ-রায়।
স্বানুভাবানন্দে তীর্থ ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥ ১০৭ ॥

হইয়াছিল, সেই অবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া আমার দোদুল্যমান চিন্তাস্রোত হইতে আমাকে রক্ষা করুন। আমি দৈবক্রমে সেই দশরথ এবং আমার পুত্র রাম। নতুবা আমার পুত্রের এইরূপ বিচার হইবে কেন? যদি তাহাই না হইবে, তবে ঐ পুত্রের এরূপ বিরাগভাবের লক্ষণ কেন দেখা দিবে? ৯০-৯১ ॥

ভক্তিমান্ হাড়ো উপাধ্যায় পুত্রদান করিয়া উন্মত্তপ্রায় হইলেন। তিনি ভগবদ্ভক্তিরসে বিহ্বল হইয়া লোক-নয়নে জড়-সদৃশ পরিলক্ষিত হইলেন। সাধারণ মনুষ্য যেরূপ অন্নপানাদি গ্রহণ করে, হাড়াই পণ্ডিত সেইরূপ অন্নাদি বিরহিত হইয়া তিনমাস-কাল কাটাইয়া দিলেন। তথাপি তাঁহার সাধারণের ন্যায় শরীরের পতন হইল না। জীবন থাকিল বটে, কিন্তু নির্জীবতাই অবশিষ্ট রহিল ॥ ৯৮-৯৯ ॥

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভগবান্ নিত্যানন্দ কি প্রকারে ভক্তবৎসল হইয়া পিতার এবম্প্রকার অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিলেন? তদুত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের শক্তির তুলনা হয় না। তাঁহাদের শক্তি মনুষ্য-জ্ঞানে পরিমিত হইবার অযোগ্য ॥ ১০০ ॥

যেরূপ কপিলদেবের পিতা স্বধাম গমন করিলে জননী দেবহূতি কাতরা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়া নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যেরূপ শুকদেব স্বীয় জনক মহাত্মা ব্যাসকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পুনঃ পুনঃ আহ্বান-সত্ত্বেও ফিরিয়া না চাহিয়া নিরপেক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, যেরূপ শচীনন্দন সহায়রহিতা জননীকে একাকিনী অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষতার উদ্দেশে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছিলেন, সেইরূপ জীবোদ্ধার-কল্পে মূলসঙ্কর্ষণ অভিন্ন-বলদেব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিজানুভব চিন্ময় আনন্দে তীর্থ দর্শন করিয়া বেড়াইবার অভিনয় করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে এই পরমার্থের উদ্দেশে ত্যাগের মহত্ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সহসা বুঝিতে পারে না। পরমার্থের প্রয়োজনীয়তা সর্বোপরি জীবের নিত্যা বৃত্তি—কৃষ্ণানুসন্ধান, তাহার তুলনায় ত্যাগাদি কঠোর ভাবসমূহে গুরুত্ব-উৎপাদন করিতে অসমর্থ। যাঁহারা পরমার্থে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এতাদৃশ বৎসল মাতাপিতার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য বিশেষ কারণ-মূলে চলিয়া যাওয়া সম্পূর্ণ সঙ্গত ও প্রয়োজনীয়। রামচন্দ্রের বনবাসে পিতার পুত্র-বিরহ

গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, দ্বারাবতী।
নর-নারায়ণাশ্রম গেলা মহামতি ॥ ১০৮ ॥
বৌদ্ধালয় গিয়া গেলা ব্যাসের আলয়।
রঙ্গনাথ, সেতুবন্ধ, গেলেন মলয় ॥ ১০৯ ॥
তবে অনন্তের পুর গেলা মহাশয়।
ভ্রমেণ নির্জ্জন-বনে পরম-নির্ভয় ॥ ১১০ ॥
গোমতী, গণ্ডকী গেলা সরযূ, কাবেরী।
অযোধ্যা, দণ্ডকারণ্যে বুলেন বিহরি' ॥ ১১১ ॥
ত্রিমল্ল, ব্যেঙ্কটনাথ, সপ্তগোদাবরী।
মহেশের স্থান গেলা কন্যকা নগরী ॥ ১১২ ॥
রেবা, মাহিষ্মতী, মল্লতীর্থ, হরিদ্বার।
যাঁহি পুর্ব্বে অবতার হইল গঙ্গার ॥ ১১৩ ॥
এই মত যত তীর্থ নিত্যানন্দ-রায়।
সকল দেখিয়া পুনঃ আইলা মথুরায় ॥ ১১৪ ॥
চিনিতে না পারে কেহ অনন্তের ধাম।
হুঙ্কার করয়ে দেখি' পুর্ব্ব-জন্মস্থান ॥ ১১৫ ॥
নিরবধি বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে।
ধূলাখেলা খেলে বৃন্দাবনের ভিতরে ॥ ১১৬ ॥
আহারের চেষ্টা নাহি করেন কোথায়।
বাল্যভাবে বৃন্দাবনে গড়াগড়ি যায় ॥ ১১৭ ॥
কেহ নাহি বুঝে তান চরিত্র উদার।
কৃষ্ণরস বিনে আর না করে আহার ॥ ১১৮ ॥
কদাচিৎ কোন দিন করে দুগ্ধ-পান।
সেহ যদি অযাচিত কেহ করে দান ॥ ১১৯ ॥
এইমতে বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র ॥ ১২০ ॥
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন—পরম-আনন্দ।
দুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ ॥ ১২১ ॥
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ।
যে অবধি লাগি' করে বৃন্দাবনে বাস ॥ ১২২ ॥

নবদ্বীপে আগমন ও নন্দন আচার্য্যের গৃহে অবস্থান—

জানিয়া আইলা ঝাট নবদ্বীপপুরে।
আসিয়া রহিলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে ॥ ১২৩ ॥
নন্দন-আচার্য্য মহাভাগবতোত্তম।
দেখি মহাতেজোরাশি যেন সূর্য্যসম ॥ ১২৪ ॥
মহা অবধুত-বেশ প্রকাণ্ড শরীর।
নিরবধি গম্ভীরতা দেখি মহাধীর ॥ ১২৫ ॥
অহর্নিশ বদনে বলয়ে কৃষ্ণনাম।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম ॥ ১২৬ ॥

জন্য বিলাপ, এমন কি যবন-হৃদয়কেও অত্যন্ত ব্যাকুল করিতে সমর্থ হয়। অতিকঠিন সংসার-প্রমত্ত জনগণেরও এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া হৃদয় অলৌকিক রস সিক্ত হয় ॥ ১০১-১০৭ ॥

নির্ভরে,—পরিপূর্ণভাবে, অতিশয়রূপে।

নির্ভরে,...যবনে,—যবনেও তাহা শুনিলে নির্ভরে অর্থাৎ অতিশয়রূপে ক্রন্দন করে ॥ ১০৬ ॥

স্বানুভাবানন্দে,—নিজানুভব চিন্ময় আনন্দে ॥ ১০৭ ॥

আদিখণ্ড ৯ম অধ্যায়ে তীর্থপর্য্যটন-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ॥ ১০৮-১১৪॥

বৌদ্ধালয়—কপিলবাস্তু, বুদ্ধ-গয়া, [illegible]নাথ ও কাশী-নগর ॥ ১০৯ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে ধূলায় গড়াগড়ি প্রভৃতি লীলাসমূহ কেহই বুঝিতে পারে না। শরীরপুষ্টির জন্য সকলেরই আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হয়, সেই সকল পরিহার করিয়া স্বরূপের বৃত্তি উন্মেষিত হইলে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কৃষ্ণ-সেবা-রস ব্যতীত অন্য কিছুই সংগ্রহ করিবার প্রবৃত্তি হয় না। নিত্যানন্দপ্রভু অযাচিতভাবে কোন কোন দিন দুগ্ধপান মাত্র করিয়া শরীর রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ১১৭-১১৯ ॥

প্রভু নিত্যানন্দ যে-কালে শ্রীবৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তৎকালে মহাপ্রভু গৌরসুন্দর নবদ্বীপে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ১২০ ॥

মহাপ্রভু নবদ্বীপে পরমানন্দে যে-কালে সর্ব্বক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন, সেইকালে তিনি নিত্যানন্দপ্রভুর অনাগমনে দুঃখিত হইয়াছিলেন ॥ ১২১ ॥

শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ অপেক্ষা করিয়াই বৃন্দাবনে তৎকালাবধি বাস করিয়াছিলেন।

যে অবধি লাগি',—যে প্রকাশকালের অপেক্ষা করিয়া ॥ ১২২ ॥

নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার।
মহামত্ত যেন বলরাম-অবতার ॥ ১২৭ ॥
কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন মনোহর।
জগতজীবন হাস্য সুন্দর অধর ॥ ১২৮ ॥

মুকুতা জিনিয়া শ্রীদশনের জ্যোতিঃ।
আয়ত অরুণ দুই লোচন সুভাতি ॥ ১২৯ ॥
আজানুলম্বিত-ভুজ সুপীবর বক্ষ।
চলিতে কোমল বড় পদযুগ দক্ষ ॥ ১৩০ ॥

ঝাট,—শীঘ্র। নন্দনাচার্য্য—চৈঃ চঃ আদি ১০।৩৯ ও চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৭শ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ১২৩ ॥

মহাভাগবতোত্তম,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তমাধিকারীই ভগবদ্ভক্ত। "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥" অর্থাৎ যিনি দৃশ্য জগতের ভোগ্য-বস্তু দর্শন না করিয়া অন্তর্ভাবময় ভগবৎ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট, দেহ দেহি-ভেদ-রহিত বৈকুণ্ঠবস্তু দর্শন করেন, যাঁহার দর্শনে জড়প্রতীতি-জন্য ভোক্তৃভাবের উদয় হয় না, সর্ব্বক্ষণ সেবা-নিরত হইয়া জ্ঞেয়বস্তু ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন, সকল ভূত ভগবৎসেবায় উন্মুখ হইয়া ভগবানে অবস্থিত দর্শন করেন, তাঁহাকেই ভাগবতোত্তম বলা হয়। এতাদৃশ মুক্তপুরুষগণের অগ্রণী-সূত্রে মহাভাগবতোত্তম শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ভগবৎসেবকগণের মূল আকর-বস্তু। তিনি পরমদীপ্তি-বিশিষ্ট ও চিদালোকের আধার। তাঁহা হইতেই নিঃসৃত আলোকরাশি বিকীরিত হইয়া জীবমাত্রের স্বরূপ উদ্বোধন করে। তদাশ্রিত জনগণও তাদৃশ জ্যোতির্ম্ময় হইতে পারেন। জড়প্রতীতিতে চিদালোকের অভাব, চিন্ময় ভাবের অনুভূতি ব্যতীত জীবের স্বরূপ বোধের মলিনতা দূর হয় না। তাঁহা হইতে নিঃসৃত অজ্ঞান-তমো-বিনাশকারী চিদালোক কোন প্রকারে কাহারও চিত্ত-গুহায় প্রবিষ্ট হইলেই তাঁহার অজ্ঞান-তমো নাশ করে ॥ ১২৪ ॥

যাঁহারা সন্ন্যাস বিধিতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং বাহ্য সন্ন্যাসের প্রতি যাঁহাদের স্বাভাবিক ঔদাসীন্য আসিয়াছে, তাঁহাদেরই 'অবধূত'-সংজ্ঞা। অবধূতগণের বাহ্য চিহ্নে অনাদর দেখিয়া অনেকেই ভ্রান্ত হন। বিবিৎসা-প্রদর্শন-কারি সন্ন্যাসী সিদ্ধিলাভ করিলেই বিদ্বৎসন্ন্যাসী বা অবধূত-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাদৃশ অবধূতগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার গাম্ভীর্য্য, অতিশয় ধৈর্য্য নন্দনাচার্য্য দর্শন করিলেন ॥ ১২৫ ॥

সেই নিত্যানন্দ অনুক্ষণ কৃষ্ণনামোচ্চারণে ব্যস্ত। শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দের আধারে এই ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দই চৈতন্যদেবের দ্বিতীয়-রহিত আলোক। তিনি বদ্ধজীবগণের জড়ভোগরূপ ভোক্তৃ-অভিমান যাহা 'তমঃ' শব্দ-বাচ্য, তাহা বিদূরিত করিবার জন্য প্রবল মার্ত্তণ্ড। শ্রীনিত্যানন্দই শ্রীচৈতন্যদেবের দশ প্রকার সেবকলীলাভিনয়ে সিদ্ধ-হস্ত। তাঁহার সহিত তুলনা অন্য কোন বস্তুতে হইতে পারে না। জীবজগতের সহিত ভগবৎ প্রকাশের মেরুদণ্ড-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ ॥ ১২৬ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মধ্যে মধ্যে আনন্দপ্রকাশক হুঙ্কার ধ্বনিতে নিজ পরিচয় প্রদান করিবার জন্য জগতে লীলা করেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবান্ চৈতন্যদেবের প্রেম-প্রদান-লীলার সহায়তা করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে উন্মত্ত। ব্রজে শ্রীবলদেবপ্রভু যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবা-কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত, গৌড়দেশেও চৈতন্য-বিহার-ভূমিকায় নিত্যানন্দের প্রেমোন্মত্ত ভাব ও আনন্দোচ্ছ্বাস সেইরূপ সকলজীবের হৃদয়ের মলিনতা নীরাজিত করিবার জন্য কর্ণকুহরের সাহায্যে চিত্ত অধিকার করিয়া থাকেন। 'নিজানন্দ' বলিলে কাহারও যেন এরূপ ভ্রম না হয় যে, আমাদিগের প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ আমাদেরই ন্যায় লঘু-জাতীয় মায়াবদ্ধ জীববিশেষ। এই 'নিজ'-শব্দের অর্থ—ভগবদ্বোধক। অচিদ্বিলাসপর বিচারে বদ্ধ-জীবের আনন্দ সর্ব্বদা বাধা-প্রাপ্ত এবং আনন্দাধার ও আনন্দের মধ্যে ব্যবধান বর্ত্তমান। নিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং মহা-বিষ্ণুতত্ত্বের একমাত্র স্বত্বাধিকারী বলিয়া তাঁহাতে প্রাপঞ্চিক দেহদেহি-বিচার আনয়ন করিলে 'নিজানন্দ' শব্দের যথার্থ উপলব্ধি করাইতে ব্যাঘাত ঘটাইবে ॥ ১২৭ ॥

জগৎজীবনহাস্য ..অধর,—জগতের প্রাণিমাত্রের জীবনী-শক্তি-প্রদায়ক যাঁহার হাস্য শোভনীয় ওষ্ঠে বিরাজমান ॥১২৮॥

মুকুতা ..সুভাতি,—যাঁহার দন্ত-শোভা হইতে নিঃসৃত কিরণ মুক্তার শোভাকেও পরাজয় করিয়াছে। রক্তাভ বিস্তৃত নয়নদ্বয় মুখমণ্ডলের শোভা বিস্তার করিয়াছে ॥১২৯॥

পরম কৃপায় করে সবারে সম্ভাষ।
শুনিলে শ্রীমুখবাক্য কর্ম্মবন্ধ নাশ ॥ ১৩১ ॥
আইলা নদীয়াপুরে নিত্যানন্দ-রায়।
সকল ভুবনে জয়-জয়-ধ্বনি গায় ॥ ১৩২ ॥
সে মহিমা বলে হেন কে আছে প্রচণ্ড।
যে প্রভু ভাঙ্গিলা গৌরসুন্দরের দণ্ড ॥ ১৩৩ ॥
বণিক্ অধম মূর্খ যে করিলা পার।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নাম লৈলে যাঁর ॥ ১৩৪ ॥

পাইয়া নন্দনাচার্য্য হরষিত হঞা।
রাখিলেন নিজগৃহে ভিক্ষা করাইয়া ॥ ১৩৫ ॥
নবদ্বীপে নিত্যানন্দচন্দ্র-আগমন।
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন ॥ ১৩৬ ॥
নিত্যানন্দ-আগমন জানি' বিশ্বম্ভর।
অনন্ত হরিষ প্রভু হইলা অন্তর ॥ ১৩৭ ॥
পূর্ব্ব-ব্যপদেশে সর্ব্ব-বৈষ্ণবের স্থানে।
ব্যঞ্জিয়া আছেন, কেহ মর্ম্ম নাহি জানে ॥ ১৩৮ ॥

তাঁহার হস্তদ্বয় জানুপর্য্যন্ত লম্বমান এবং বক্ষ পরমোন্নত। পদযুগল কাঠিন্য পরিহার করিয়া সুকোমল হইলেও গমন-বিষয়ে বিশেষ সুনিপুণ ॥ ১৩০ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীমুখ বিগলিত বাক্য যাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তাঁহার আর জড়জগতে ভোগ্যদর্শনের সম্ভাবনা থাকে না। জীব কর্ত্তৃত্বাভিমানে আপনাকে মায়িক বস্তু-বিশেষ মনে করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিলে জীবের জড়ভোগ-পিপাসা বিদূরিত হইয়া আত্মবৃত্তির উদয় হয়। তিনি পরম অনুকম্পাময়ী বাণীর দ্বারা সকলের সন্তোষ বিধান করেন ॥ ১৩১ ॥

তিনি সাক্ষাৎ বলদেবপ্রভু, সুতরাং তাঁহার মহিমা-বল অন্য কোন বস্তুর সহিত তুলনা হইতে পারে না। যিনি গৌরসুন্দরের বিধির আনুগত্য-প্রদর্শন-লীলা অতিক্রম করিয়া তাঁহার বৈধদণ্ড ভঙ্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার বলের সহিত অন্য কাহারও শক্তির তুলনা হইতে পারে না। গৌর-সুন্দরের নির্দ্দিষ্ট বিধি সকলেই পালন করিতে বাধ্য। তিনি চতুর্দ্দশ ভুবনপতিরূপে স্বয়ং লোকাদর্শ হইয়া বিধিপালনের মর্য্যাদা দেখাইতেছেন। তৎকালে নিত্যানন্দপ্রভু তাহাতে অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহার বিধিপালনপরা আদর্শ লীলা পরি-বর্ত্তিত করিয়াছিলেন। অন্ত্য ২য় পঃ দ্রষ্টব্য ॥ ১৩৩ ॥

নিত্য-কৃষ্ণদাস প্রপঞ্চে বর্ণধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া তৃতীয়-স্তরে বিনিময় বৃত্তিতে অবস্থান করেন। ঈদৃশ সামাজিক-গণ বৈশ্য বা বণিক্ শব্দে কথিত হয়। তাদৃশ বণিক্‌গণ তাহাদের বৃত্তি পরিচালনা করিতে গিয়া কুসীদগ্রহণ, গো-রক্ষণ, ভূমিকর্ষণ ও পণ্যদ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়াদিতে কাল অতি-পাত করে। কৃষ্ণবিস্মৃতি-কালে জীবের বণিক্‌বৃত্তিতেই রুচি হয় এবং তাদৃশী বাসনা-ক্রমে তিনি বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য সমাজ বণিকের মুখাপেক্ষী হইয়া তাহা-দিগকে শ্রেষ্ঠী, আঢ্য, মহাজন প্রভৃতি মর্য্যাদা-সূচক উপা-ধিতে বরণ করেন। উঁহারাও ঐ সকল উপাধিলাভ করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত মনে করেন। পণ্যদ্রব্যের মর্য্যাদা-ভেদে বণিকের শ্রেষ্ঠতা ও অবরতা নিরূপিত হয়। যাহারা মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় করে, তাহারাও বণিক্, কিন্তু অপরা-পর পণ্যদ্রব্যের তারতম্যানুসারে উহাকে গর্হিত দ্রব্যের ব্যবসায়ী-বিচারে উক্ত ব্যবসায়িগণ অবর বৈশ্য-সংজ্ঞায় কথিত হয়। কনক প্রভৃতি অভিনিবেশে মানবের হরিসেবা-প্রবৃত্তিরূপ আত্মধর্ম্ম বিজড়িত হওয়ায় কনক-ব্যবসায়ী নিতান্ত নিন্দিত হইয়া অবর-বৈশ্য নামে অভিহিত হন। এরূপ কুলজাত ও প্রাক্তন সংস্কার-বিশিষ্ট বংশোদ্ভূত ব্যক্তি-কেও তাহাদের জড়াভিনিবেশ হইতে মুক্ত করিয়া নিত্যানন্দ-প্রভু আচার্য্যের পদবী প্রদান করিয়াছিলেন। বাহ্য পরি-চয় তাৎকালিকমাত্র। সেই পরিচয় বিচ্ছিন্ন হইলে এবং অপর জড়পরিচয় দ্বারা আবৃত না হইলে জীবের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয়। তিনি মুক্ত হইয়া হরিসেবায় ব্রতী হন।

জগতের বিচারে কেহ বা উচ্চ, কেহ বা মধ্যম, কেহ বা অধম বলিয়া সংজ্ঞিত হন। অভিজ্ঞজনের বিচারে কেহ পণ্ডিত, কেহ অনভিজ্ঞ, কেহ বা মূর্খ নামে অভিহিত হন। এই সকল বাহ্য পরিচয় আগন্তুকরূপে নিত্যকৃষ্ণদাসের বুদ্ধিকে আবরণ করিয়া জড়ের সহিত সংশ্লিষ্ট করায় চেতনধর্ম্মের বিলুপ্তিবশতঃ ভগবৎসেবা রহিত সুপ্তচেতন আত্মা নিজের নিত্যপরিচয় বিস্মৃত হয়। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বীয় উপদেশ দ্বারা জীবের জড়াভিনিবেশ উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাদের নিত্য

"আরে ভাই, দিন দুই তিনের ভিতরে।
কোন মহাপুরুষ এক আসিবে এথারে॥" ১৩৯॥
দৈবে সেই দিন বিষ্ণু পূজি' গৌরচন্দ্র।
সত্বরে মিলিলা যথা বৈষ্ণবের বৃন্দ॥ ১৪০॥

প্রভুর নিত্যানন্দকে স্বপ্নে দর্শন—

সবাকার স্থানে প্রভু কহেন আপনে।
"আজি আমি অপরূপ দেখিলুঁ স্বপনে॥ ১৪১॥
তাল-ধ্বজ এক রথ—সংসারের সার।
আসিয়া রহিল রথ—আমার দুয়ার॥ ১৪২॥
তা'র মাঝে দেখি এক প্রকাণ্ড শরীর।
মহা এক স্তম্ভ স্কন্ধে, গতি নহে স্থির॥ ১৪৩॥
বেত্র বান্ধা এক কমণ্ডলু বাম হাতে।
নীলবস্ত্র পরিধান, নীলবস্ত্র মাথে॥ ১৪৪॥
বাম-শ্রুতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।
হলধরভাব হেন বুঝি যে চরিত্র॥ ১৪৫॥
'এই বাড়ী নিমাঞি পণ্ডিতের হয় হয়?'
দশ-বার বিশ-বার এই কথা কয়॥ ১৪৬॥
মহা অবধূত-বেশ পরম প্রচণ্ড।
আর কভু নাহি দেখি এমন উদ্দণ্ড॥ ১৪৭॥
দেখিয়া সম্ভ্রম বড় পাইলাম আমি।
জিজ্ঞাসিল আমি, 'কোন্ মহাজন তুমি?' ১৪৮॥
হাসিয়া আমারে বলে, 'এই ভাই হয়।
তোমায় আমায় কালি হৈব পরিচয়'॥ ১৪৯॥
হরিষ বাড়িল শুনি' তাহার বচন।
আপনারে বাসোঁ মুঞি যেন সেই-সম॥" ১৫০॥
কহিতে প্রভুর বাহ্য সব গেল দূর।
হলধরভাবে প্রভু গর্জ্জয়ে প্রচুর॥ ১৫১॥

কল্যাণ বিধান করেন। তৎকালে জীব আধ্যক্ষিক দর্শন বিমুক্ত হইয়া পারমার্থিক রাজ্যে ভ্রমণ করিতে থাকেন। যাহারা জড়বিচার-পর চেষ্টায় আপনাকে নিযুক্ত করে, তাহাদের দর্শনে মুক্তপুরুষগণের বাহ্য-পরিচয় ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ করে। অপারকৃপাময় নিত্যানন্দ-প্রভু বণিক্‌বৃত্তিযুক্ত ও বণিক্‌বংশোদ্ভূতজনগণের এবং মূর্খ ও লোক-নিন্দিত জনগণের মহা উপকার সাধন করিতে গিয়া সকলকেই জাগতিক বিচার হইতে অবসর দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দপ্রভুর নাম শ্রবণ করিলে জগতের সকল লোকের পাপ-প্রবৃত্তি প্রশমিত হইয়া পবিত্রতার উদয় হয়। বণিক্, অধম, মূর্খ,—ইহারাও পবিত্র হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ ও ভগবদ্ভক্ত হন। তখন তাঁহাদের পবিত্রতার প্রতি কেহই সন্দিগ্ধ হইতে পারেন না। অন্ত্য ৫ম পঃ দ্রষ্টব্য॥ ১৩৪॥

নিত্যানন্দের নবদ্বীপে শুভাগমন-প্রসঙ্গ যাঁহারা শ্রবণ করেন, তাঁহারা তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম প্রদান-লীলায় অভিজ্ঞ হইয়া কৃষ্ণপ্রীতি লাভ করেন॥ ১৩৬॥

গৌরসুন্দর নিত্যানন্দের আগমনের পূর্ব্বে সকল বৈষ্ণবের নিকট ইঙ্গিতে কোন মহাপুরুষের আগমন-বার্ত্তা জানাইয়াছিলেন; কিন্তু বৈষ্ণব শ্রোতৃগণ শ্রীগৌরসুন্দরের কথিত বাক্যের মর্ম্মাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই॥ ১৩৮॥

গৌরসুন্দর স্বপ্নদর্শনের কথা বলিবার ছলে কহিলেন যে, শ্রীবলদেবপ্রভুর তালধ্বজ রথ আমার দ্বারে আসিয়া পৌছিয়াছে দেখিতে পাইলাম। ঐ তালধ্বজ রথ সংসারের অসারতা হইতে গমনশীল হইয়া সার-প্রদানে নিযুক্ত। সংসারে সকলই অনিত্য, কিন্তু বলদেবের তালধ্বজ-রথের আকর্ষণ-কারিগণ সংসারের সার বস্তুর আকর্ষণেই সমর্থ। তালধ্বজ রথের উচ্চতা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, যেরূপ তালবৃক্ষ অন্যান্য বৃক্ষ অপেক্ষা স্বীয় উন্নত শীর্ষ প্রদর্শন করে, তদ্রূপ জীব-জগতের মনোরথসমূহ তালবৃক্ষের নিকট তারতম্য বিচারে নিতান্ত খর্ব্বাকৃতি। শ্রীবলদেবপ্রভুর রথশীর্ষে যে তালবৃক্ষ ছিল, তাহা ফল-সহিত সুশোভিত॥ ১৪২॥

সেই তালধ্বজরথের অভ্যন্তরে এক বিশালকায় মহাপুরুষ; তাঁহার স্কন্ধে স্তম্ভ অর্থাৎ হল-মুষল। তিনি স্থৈর্য্যভাব অপসারিত করিয়া চাঞ্চল্যে প্রমত্ত॥ ১৪৩॥

বলদেবের ন্যায় নীল বসন উত্তমাঙ্গে ও অধমাঙ্গে বিরাজমান। বেত্র-নির্ম্মিত একটী কমণ্ডলু বামহস্তে ধৃত॥ ১৪৪॥

বামকর্ণে একটী বিচিত্র শোভা-বিশিষ্ট স্বর্ণালঙ্কার। তাঁহার চরিত্র দেখিলে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, তিনি বলদেবের ভাবে নিমগ্ন॥ ১৪৫॥

সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ বৃন্দাবন হইতে হিন্দি-ভাষা

"মদ আন' মদ আন' " বলি' প্রভু ডাকে।
হুঙ্কার শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে ॥ ১৫২ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত বলে, "শুনহ গোসাঞি।
যে মদিরা চাহ তুমি, সে তোমার ঠাঞি ॥ ১৫৩ ॥
তুমি যারে বিলাও, সেই সে তাহা পায়।"
কম্পিত ভকতগণ দূরে রহি' চা'য় ॥ ১৫৪ ॥
মনে মনে চিন্তে সব বৈষ্ণবের গণ।
"অবশ্য ইহার কিছু আছয়ে কারণ ॥" ১৫৫ ॥
আর্য্যা তর্জ্জা পড়ে প্রভু অরুণ-নয়ন।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ, যেন সঙ্কর্ষণ ॥ ১৫৬ ॥
ক্ষণেকে হইলা প্রভু স্বভাব-চরিত্র।
স্বপ্ন-অর্থ সবারে বাখানে রামমিত্র ॥ ১৫৭ ॥
"হেন বুঝি, মোর চিত্তে লয় এক কথা।
কোন মহাপুরুষেক আসিয়াছে এথা ॥ ১৫৮ ॥
পূর্ব্বে আমি বলিয়াছোঁ তোমা' সবার স্থানে।
'কোন মহাজন সনে হৈব দরশনে ॥' ১৫৯ ॥

নিত্যানন্দের সন্ধান—

চল হরিদাস! চল শ্রীবাস পণ্ডিত!
চাহ গিয়া দেখি কে আইসে কোন্ ভিত ॥" ১৬০ ॥
দুই মহাভাগবত প্রভুর আদেশে।
সর্ব্ব-নবদ্বীপ চাহি' বুলয়ে হরিষে ॥ ১৬১ ॥
চাহিতে চাহিতে কথা কহে দুই জন।
"এ বুঝি আইলা কিবা প্রভু সঙ্কর্ষণ ॥" ১৬২ ॥
আনন্দে বিহ্বল দুঁহে চাহিয়া বেড়ায়।
তিলার্দ্ধেক উদ্দেশ কোথাও নাহি পায় ॥ ১৬৩ ॥
সকল নদীয়া তিন-প্রহর চাহিয়া।
আইলা প্রভুর স্থানে কাহোঁ না দেখিয়া ॥ ১৬৪ ॥
নিবেদিল আসি' দোঁহে প্রভুর চরণে।
"উপাধিক কোথাও নহিল দরশনে ॥ ১৬৫ ॥
কি বৈষ্ণব, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ-স্থল।
পাষণ্ডীর ঘর-আদি—দেখিলুঁ সকল ॥ ১৬৬ ॥
চাহিলাম সর্ব্ব-নবদ্বীপ যার নাম।
সবে না চাহিলুঁ প্রভু! গিয়া অন্য গ্রাম ॥" ১৬৭ ॥

নিত্যানন্দ-তত্ত্ব গূঢ়—

দোঁহার বচন শুনি' হাসে গৌরচন্দ্র।
ছলে বুঝাইল 'বড় গূঢ় নিত্যানন্দ' ॥ ১৬৮ ॥
এই অবতারে কেহ গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ-নাম শুনি' উঠিয়া পলায় ॥ ১৬৯ ॥

শিক্ষা করিয়া আমার বাড়ীর দ্বারে আসিয়া ১০।২০ বার স্থানীয় লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—এ-মোকাম নিমাইপণ্ডিতকো হ্যায় কি ও নেই ?' ১৪৬ ॥

তিনি হাসিয়া আমাকে বলিলেন,—'ম্যায় তেরা ভাই হুঁ। আগামীকল্য আমাদের পরস্পর পরিচয় হইবে' ॥ ১৪৯ ॥

মহাপ্রভু বলিলেন,—স্বপ্নদৃষ্ট-পুরুষের বাক্য শুনিয়া আনন্দবৃদ্ধি হইল এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার অনুকরণে 'আমিই যেন তিনি'—একপ বিচার আসিল ॥ ১৫০ ॥

প্রভু এইরূপ বর্ণন করিতে করিতে 'মদ্য আনয়ন কর' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, তাহাতে শ্রোতৃগণের কর্ণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল ॥ ১৫২ ॥

প্রভুর বলদেব-ভাবে এইরূপ তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনিয়া শ্রীবাসপণ্ডিত বলিলেন,—'তুমি পান করিবার জন্য যে আসব প্রার্থনা করিতেছ, তাহা অন্য কুত্রাপি পাওয়া যাইবে না, তাহা একমাত্র তোমার নিকটেই আছে। তুমি যাহাকে সেইরূপ মদ্য বিতরণ কর, সেই তাহা পাইয়া থাকে ॥ ১৫৩-১৫৪ ॥

আর্য্যা,—ছন্দোবিশেষ। যে সকল ছন্দে অক্ষরের সংখ্যা-বিধি অতিক্রান্ত হয়, অথচ ছন্দাকার বলিয়া উহা গদ্য হইতে পার্থক্য প্রদর্শন করে, তাহাই 'আর্য্যা' বলিয়া খ্যাত।

তর্জ্জা,—ছন্দোবদ্ধ পদসমূহই চলিত ভাষায় মুখে মুখে রচিত গীত-বিশেষ ॥ ১৫৬ ॥

কিছুক্ষণ পরে প্রভু স্বাস্থ্য-লাভ করিলে বলরামের সখা স্বপ্নের অর্থ সকলের নিকট বর্ণন করিতে লাগিলেন। 'রাম-মিত্র'-শব্দে রামসেবক 'হনুমান্' উদ্দিষ্ট হইলে মুরারিগুপ্তই প্রভুর স্বপ্নবৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করিলেন।

স্বভাব-চরিত্র হইলা,—স্বাভাবিক অর্থাৎ সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৫৭ ॥

হরিদাসঠাকুর ও শ্রীবাসপণ্ডিত, উভয়েই মহাভাগবত।

পূজয়ে গোবিন্দ যেন, না মানে' শঙ্কর।
এই পাপে অনেকে যাইব যম-ঘর ॥ ১৭০ ॥
বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে, সে' দেখিতে পারে ॥ ১৭১ ॥
না বুঝি' যে নিন্দে' তান চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ ॥ ১৭২ ॥
সর্ব্বথা শ্রীবাস আদি তাঁর তত্ত্ব জানে।
না হইল দেখা কোন কৌতুক-কারণে ॥ ১৭৩ ॥

প্রভুর সঙ্গে সকলের নিত্যানন্দ-দর্শনে-গমন—

ক্ষণেকে ঠাকুর বলে ঈষৎ হাসিয়া।
"আইস আমার সঙ্গে সবে দেখি গিয়া॥" ১৭৪ ॥
উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে সর্ব্ব-ভক্তগণ।
'জয় কৃষ্ণ' বলি' সবে করিলা গমন ॥ ১৭৫ ॥
সবা লঞা প্রভু নন্দন-আচার্য্যের ঘর।
জানিয়া উঠিল গিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ১৭৬ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছানুসারে তাঁহারা শ্রীমায়াপুর প্রভৃতি নবদ্বীপস্থ সকল পল্লীতেই পরমানন্দে সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬১ ॥

তাঁহারা উভয়েই ফিরিয়া আসিয়া প্রভুকে বলিলেন যে, উপাধিক অর্থাৎ বাহ্যচিহ্নযুক্ত কোন নূতন ব্যক্তিরই সন্ধান তাঁহারা পাইলেন না। তাঁহারা প্রহর ত্রয় যাবৎ নবদ্বীপের কি বৈষ্ণব, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থাশ্রম—সকলস্থানই অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমন কি বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পাষণ্ডিগণের গৃহ দেখিতেও বাকী রাখেন নাই। তাঁহারা কেবলমাত্র নবদ্বীপের বাহিরের গ্রামসমূহ অনুসন্ধান করেন নাই ॥১৬৫-১৬৭

শ্রীগৌরলীলায় প্রচ্ছন্নভাবহেতু কৃষ্ণ-বলদেবকে সহসা কেহ চিনিয়া উঠিতে পারে না। নিত্যানন্দও পরমগোপনীয় প্রচ্ছন্ন বলদেববস্তু। মহাপ্রভু হরিদাস ও শ্রীবাসকে সঙ্কেতে শ্রীনিত্যানন্দের গুপ্ত রহস্য ভঙ্গীদ্বারা বুঝাইয়া দিলেন ॥১৬৮॥

যেরূপ ভগবানের পূজা করিয়া ভক্তপূজায় অনেকে উদাসীন হইয়া ভক্তের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে এবং তৎফলে তাহাদের যমগৃহে দণ্ডিত হইবার যোগ্যতা লাভ ঘটে, তদ্রূপ ভগবান্ গৌরসুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া বলদেবপ্রভু নিত্যানন্দের প্রতি যাঁহারা শ্রদ্ধার অভাব প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের অপরাধ নিবন্ধন দুর্ভাগ্যের ফলস্বরূপ দণ্ডিত হইতে হয়।

শ্রীরুদ্রদেব বৈষ্ণবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি আচার্য্য ও বিষ্ণু-ভক্তির শিক্ষক, সুতরাং তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা করিলে জীবের কোন মঙ্গল হয় না। মহাদেব হইতে যেমন বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের শিষ্য পারম্পর্য্যক্রম উদ্ভূত হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় জগতে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে। "অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে। ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ॥"

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন ও কাষ্ণ সমূহ—শক্তি-শক্তিমানের অভেদবিচারে একই বস্তু। যাঁহারা পরস্পর বিষ্ণু-বৈষ্ণবে বিরোধ-বিচার করেন, তাঁহাদের কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই ॥ ১৬৯-১৭০ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় সেবকগণই তৎকৃপায় শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। মায়াবদ্ধ-জীবের শ্রীনিত্যানন্দের চরণাশ্রয় সম্ভব নহে। শ্রীচৈতন্যের কৃপারূপ চৈত্ত্যগুরুর অনুকম্পায় নিত্যানন্দ তত্ত্ব উপলব্ধ হয়। সাধারণ চৈতন্যবিমুখ অনভিজ্ঞজনগণ চৈতন্যভক্ত বলিয়া বৃথা গর্ব্ব করিতে গিয়া অত্যন্ত নিগূঢ় নিত্যানন্দের লীলা বুঝিতে অসমর্থ হয়। যাহাদের চৈতন্যের উন্মেষ হয় নাই, তাহাদের পক্ষে অনুদ্ঘাটিত নিত্যানন্দরহস্যময়ী-লীলায় প্রবেশাধিকার নাই। অনভিজ্ঞ মূঢ়জন নিত্যানন্দের লীলা দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব প্রদর্শন করে। তজ্জন্য যমদণ্ডিত হইয়া অশেষ ক্লেশই তাহাদের পরিণামে লক্ষিত হয় ॥ ১৭১ ॥

তাঁহার অগাধজলধিসদৃশ গাম্ভীর্য্যযুক্ত চরিত্রে চাঞ্চল্য দর্শন করিয়া যাহারা তাঁহার চরণাশ্রয় লাভে বঞ্চিত হয় এবং তাঁহার পরমোচ্চ গৌরকৃষ্ণ সেবার কথা বুঝিতে না পারিয়া নিন্দা করে, তাহারা নিত্যস্বরূপে কৃষ্ণদাস হইলেও কৃষ্ণদাস্য হইতে বিচ্যুত হইয়া সাংসারিক প্রভুত্বে নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করে ॥ ১৭২ ॥

শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে না পারার যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে

বসিয়াছে এক মহাপুরুষ-রতন।
সবে দেখিলেন - যেন কোটিসূর্য্যসম ॥ ১৭৭ ॥
অলক্ষিত-আবেশ বুঝন নাহি যায়।
ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায় ॥ ১৭৮ ॥
মহা-ভক্তিযোগ প্রভু বুঝিয়া তাঁহার।
গণসহ বিশ্বম্ভর হৈলা নমস্কার ॥ ১৭৯ ॥
সম্ভ্রমে রহিলা সর্ব্বগণ দাণ্ডাইয়া।
কেহ কিছু না বলেন রহিল চাহিয়া ॥ ১৮০ ॥
সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ—প্রাণের ঈশ্বর ॥ ১৮১ ॥

কেদার-রাগ--

বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি যেন মদনসমান।
দিব্য গন্ধ মাল্য দিব্য বাস পরিধান ॥ ১৮২ ॥
কি হয় কনকদ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চান্দের সাধ লাগে ॥ ১৮৩ ॥
মনোহর শ্রীগৌরাজ নিত্যানন্দ রায়।
ভকত-জন-সঙ্গে নগরে বেড়ায় ॥ ধ্রু ॥ ১৮৪ ॥
সে দন্ত দেখিতে কোথা মুকুতার দাম।
সে কেশবন্ধন দেখি' না রহে গেয়ান ॥ ১৮৫ ॥
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ন।
আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান ॥ ১৮৬ ॥
সে আজানু দুই ভুজ, হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ ॥ ১৮৭ ॥
ললাটে বিচিত্র ঊর্দ্ধ-তিলক সুন্দর।
আভরণ বিনা সর্ব্ব-অঙ্গ মনোহর ॥ ১৮৮ ॥
কিবা হয় কোটি মণি সে নখে চাহিতে।
সে হাস্য দেখিতে কিবা করিব অমৃতে ॥ ১৮৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৯০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দমিলনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

অনেক রহস্য নিহিত আছে। বলদেবপ্রভু আত্মগোপন করিয়া হরিদাস ও শ্রীবাসপণ্ডিতকে স্বীয় স্বরূপ দেখান নাই। আপাত-দৃষ্টিতে বাহ্য-আচরণ বা উপাধিদ্বারা নিত্য সত্যবস্তুর দৃগ্‌গোচর হইবার সম্ভাবনা নাই,—দেখাইয়াছেন ॥ ১৭৩ ॥

সেবোন্মুখ নেত্রে দৃষ্টি না করিলে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবেশ বুঝা যায় না। তাঁহার বাহিরে হাস্যযুক্ত এবং হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ চৈতন্য-সেবা-সুখ-মগ্ন অবস্থা ॥ ১৭৮ ॥

গৌরহরি সকল অনুগতজনের সহিত তাঁহাকে মহাভক্তি-যোগে অবস্থিত দেখিয়া আনত হইলেন ॥ ১৭৯ ॥

শ্রীমহাপ্রভুর পরমগম্ভীর-মূর্ত্তি, তাহাতে তিনি—কোটি মদন-সদৃশ বিলাস-ভূষণে বিভূষিত ও সৌরভময় কুসুম-মালিকা-শোভিত,উজ্জ্বল-বসন-পরিহিত স্বয়ংরূপ-বিগ্রহ॥১৮২॥

তাঁহার অঙ্গকান্তি পরমোজ্জ্বল স্বর্ণের [illegible]ক ও প্রভাহীন করিয়া দিতেছিল। কবিকুল চন্দ্রের শোভার অতুলনীয়তা বর্ণন করেন, সেই চন্দ্রও যাঁহার মুখমণ্ডল-দর্শনে উদ্‌গ্রীব, এরূপ অপরূপ সুন্দর মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহই শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ১৮৩॥

দাম,—শ্রেণী। কেশবন্ধন,—খোঁপা, বেণী, এস্থলে বাউরী চুলের 'চূড়া' ॥ ১৮৫ ॥

গৌরসুন্দরের প্রশস্ত অরুণ নয়ন-কমলের নিকট অন্য পদ্মের শোভা লক্ষিত হয় না ॥ ১৮৬ ॥

সুপীন-হৃদয়,—উন্নত বক্ষ। অতিক্ষীণ,—অতিসূক্ষ্ম। উন্নত বক্ষের তুলনায় অস্থূল সূত্রগুচ্ছ ॥ ১৮৭ ॥

গৌরসুন্দরের নখরাজি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, কোটিমণিশোভা সেই পদনখে দেদীপ্যমান। অমৃতনিন্দি হাস্য শোভা প্রদর্শন করিতেছে ॥ ১৮৯ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

৪

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভক্তবৃন্দের নিকট নিত্যানন্দ-মহিমা-প্রকাশার্থ শ্রীগৌরসুন্দরের কৌশল, শ্রীবাসকে ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে মহাপ্রভুর আদেশ, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক-শ্রবণে নিত্যানন্দের মূর্চ্ছা এবং বিবিধ সাত্ত্বিক বিকার, মহাপ্রভু কর্তৃক নিত্যানন্দকে ক্রোড়ে ধারণ, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের ইঙ্গিতে আলাপ, নিতাই কর্তৃক মহাপ্রভুর অবতার-মর্ম্ম-প্রকাশ এবং গ্রন্থকার কর্তৃক নিত্যানন্দের মহিমা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখর-ভবনে নিত্যানন্দের আগমন ও অবস্থান জানিয়া মহাপ্রভু স্বগণসহ তথায় গমনপূর্ব্বক নিত্যানন্দকে দণ্ডবৎ প্রণামানন্তর তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলে বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা নিজ নিত্য-সেব্য শ্রীগৌরসুন্দরের রূপাদি আস্বাদন-লীলা করিতে থাকিলেন। অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা-প্রকাশার্থ শ্রীবাসকে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত একটী শ্লোক পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া শ্রীবাস শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলাসূচক একটী শ্লোক পাঠ করিবামাত্র প্রেমময়-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভুর আদেশক্রমে শ্রীবাস পণ্ডিত পুনঃ পুনঃ শ্লোক পাঠ করিতে থাকিলে কিয়ৎকাল পরে নিত্যানন্দ প্রভু সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার শ্লোক শ্রবণ পূর্ব্বক ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইলেন। সকলে ভীত হইয়া কৃষ্ণসকাশে তদ্রক্ষার্থ প্রার্থনা করিতে থাকিলেন। ভাবাবেশে নিত্যানন্দের বিবিধ আঙ্গিক বিকার প্রকাশ পাইলে সকলে সেই অদ্ভুত প্রেমানন্দ-দর্শনে পুলকিত হইয়া নিত্যানন্দকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতে অসমর্থ হইলে মহাপ্রভু স্বয়ং নিত্যানন্দকে নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিত্যানন্দ বাহ্য প্রাপ্ত হইলে বৈষ্ণবগণ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। নিত্যানন্দ-প্রভাব-জ্ঞাতা গদাধর বিপরীত ভাব দেখিয়া অর্থাৎ যে নিত্যানন্দ অনন্ত-রূপে দশদেহে গৌরসুন্দরের সেবা করেন, তিনিই আজ মহাপ্রভুর ক্রোড়ে অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিতে লাগিলেন। গৌরসুন্দর নিত্যানন্দকে দর্শন করিয়া বিবিধ স্তুতিবাক্যে নিত্যানন্দের গূঢ় চরিত্রের বিষয় প্রকাশ করিলেন। উভয়ের পরস্পর ইঙ্গিতে অনেক আলাপ হইবার পর, কোনস্থান হইতে নিত্যানন্দের শ্রীনবদ্বীপে শুভ-বিজয় হইল, তদ্বিষয়ে মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসাক্রমে নিত্যানন্দ প্রভু নিজ তীর্থভ্রমণরহস্য-জ্ঞাপন-মুখে মহাপ্রভুর অবতার-মর্ম্ম প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ মহাপ্রভুই যে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন, নিজ ঔদার্য্যবিগ্রহ নবদ্বীপে অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহা নিজমুখে ব্যক্ত করিলেন। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের পরস্পর আলাপ-শ্রবণে ভক্তগণ নানারূপ কল্পনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ের আলাপের মর্ম্ম অবগত না হইলেও বুঝিলেন যে, উভয়ে দীর্ঘকালের পরিচিত এবং উভয়েই সেবা বিগ্রহ। নিত্যানন্দ প্রভু বিষয়জাতীয় বিগ্রহ হইলেও নিত্যকাল বহুপ্রকারে অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিয়া থাকেন। নিত্যানন্দ-কৃপা ব্যতীত গৌর-সুন্দরের সেবায় অধিকার লাভ হয় না। নিত্যানন্দ প্রভু গৌরসুন্দরের অভিন্নতনু। যাঁহারা সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ভক্তিসাগরে নিমজ্জিত হইবার বাঞ্ছা করেন, শ্রীনিত্যানন্দের চরণসেবাই তাঁহাদের অভীষ্ট লাভের একমাত্র উপায়।

জয় জয় জগৎজীবন গৌরচন্দ্র।
অনুক্ষণ হউ স্মৃতি তব পদদ্বন্দ্ব॥ ধ্রু॥

গৌরদর্শনে নিত্যানন্দের অবস্থা—

নিত্যানন্দ-সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন ঈশ্বর॥ ১॥
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায়।
একদৃষ্টি হই' বিশ্বম্ভর-রূপ চায়॥ ২॥

নিত্যানন্দের আঙ্গিক চেষ্টার প্রকার—

রসনায় লিহে যেন, দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন, নাসিকায়ে ঘ্রাণ॥ ৩॥
এই মত নিত্যানন্দ হইয়া স্তম্ভিত।
না বলে না করে কিছু, সবেই বিস্মিত॥ ৪॥

নিত্যানন্দকে প্রকাশ করিতে গৌরচন্দ্রের কৌশল—

বুঝিলেন সর্ব্ব-প্রাণনাথ গৌর-রায়।
নিত্যানন্দ জানাইতে সৃজিলা উপায়॥ ৫॥
ইঙ্গিতে শ্রীবাস-প্রতি বলিল ঠাকুরে।
ভাগবতের এক শ্লোক পাঠ করিবারে॥ ৬॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি' শ্রীবাস পণ্ডিত।
কৃষ্ণধ্যান এক শ্লোক পড়িল ত্বরিত॥ ৭॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।২১।৫)—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনক-কপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥ ৮॥

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা-স্মারক শ্লোকশ্রবণে নিত্যানন্দের অঙ্গ-বিকার—

শুনি' মাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক-উচ্চারণ।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা—নাহিক চেতন॥ ৯॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায়।
"পড়, পড়" শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায়॥ ১০॥
শ্লোক শুনি' কতক্ষণে হইলা চেতন।
তবে প্রভু লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥ ১১॥
পুনঃ পুনঃ শ্লোক শুনি' বাড়য়ে উন্মাদ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে হেন শুনি' সিংহনাদ॥ ১২॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

গৌরসুন্দরের রূপ দর্শন করিয়া নিত্যানন্দ যেন জিহ্বা দ্বারা তাহা লেহন, চক্ষুর্দ্বারা তাহা পান, হস্তদ্বয়দ্বারা তাহা আলিঙ্গন এবং নাসিকা-দ্বারা গৌরের অঙ্গ-গন্ধ আস্বাদন করিবার চেষ্টা-লীলা প্রদর্শন করিলেন॥ ৩॥

সকলের হৃদয়াধিপতি গৌরসুন্দর নিত্যানন্দের সেবা-প্রবৃত্তি হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং তাহাকে নিজ-স্বরূপ উপলব্ধি করাইবার জন্য হৃদয়ে উপায় উদ্ভাবন করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে কৃষ্ণের রূপ-বর্ণনাত্মক শ্লোক পাঠ করিতে বলিলেন॥ ৫॥

অন্বয়। (শ্রীকৃষ্ণঃ) বর্হাপীড়ং (বর্হাণাং শিখিপুচ্ছানাং আপীড়ঃ শিরোভূষণং তং তথা) কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং (পুষ্পবিশেষং) কনক-কপিশং (কনকবৎ কপিশং অর্থাৎ পীতং) বাসঃ (বস্ত্রং) বৈজয়ন্তীং (পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতাং তদাখ্যাং) মালাং নটবরবপুঃ চ বিভ্রৎ (ধারয়ন্) অধরসুধয়া বেণোঃ রন্ধ্রান্ (ছিদ্রাণি) আপূরয়ন গোপবৃন্দৈঃ গীত-কীর্ত্তিঃ (স্তুতমাহাত্ম্যঃ সন্) স্বপদরমণং (স্বপদয়োঃ নিজ-চরণয়োঃ রমণং রতিঃ নটনং বা যস্মিন্ তৎ) বৃন্দারণ্যং প্রাবিশৎ॥ ৮॥

অনুবাদ। তৎকালে নটবরবপু শ্রীকৃষ্ণ চূড়ায় শিখিপুচ্ছভূষণ, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার-পুষ্প, পরিধানে কনকবর্ণ পীত বসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া অধরামৃতদ্বারা বংশীছিদ্র পূরণ করিতে করিতে শঙ্খচক্রাদি লক্ষণযুক্ত নিজ পাদপদ্মের রতি বা লীলাস্থলী বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তখন গোপগণ তদীয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন॥ ৮॥

অলক্ষিতে অন্তরীক্ষে পড়য়ে আছাড়।
সবে মনে ভাবে, কিবা চূর্ণ হৈল হাড় ॥১৩॥

আঙ্গিক বিকার-দর্শনে বৈষ্ণবগণের ভীতি—

অন্যের কি দায়, বৈষ্ণবের লাগে ভয়।
"রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ" সবে সঙরয় ॥১৪॥

নিত্যানন্দের পুনর্ব্বার বিবিধ অঙ্গবিকার—

গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে।
কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে ॥১৫॥
বিশ্বম্ভর-মুখ চাহি' ছাড়ে ঘনশ্বাস।
অন্তরে আনন্দ, ক্ষণে ক্ষণে মহা-হাস ॥১৬॥
ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে নত, ক্ষণে বাহুতাল।
ক্ষণে যোড়-যোড়-লম্ফ দেই দেখি ভাল ॥১৭॥

নিত্যানন্দের প্রেমানন্দ-দর্শনে গণসহ
মহাপ্রভুর হর্ষাশ্রু—

দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ-উন্মাদ-আনন্দ।
সকল বৈষ্ণব-সঙ্গে কান্দে গৌরচন্দ্র ॥১৮॥

নিত্যানন্দকে ধরিয়া রাখিতে বৈষ্ণবগণের অসামর্থ্য

পুনঃ পুনঃ বাড়ে সুখ অতি অনিবার।
ধরেন সবাই—কেহ নারে ধরিবার ॥১৯॥

বৈষ্ণবগণের অকৃতকার্য্য হওয়ায় মহাপ্রভু কর্ত্তৃক
নিত্যানন্দকে ক্রোড়ে ধারণ

ধরিতে নারিলা যদি বৈষ্ণব-সকলে।
বিশ্বম্ভর লইলেন আপনার কোলে ॥২০॥

মহাপ্রভুর ক্রোড়ে গমনমাত্র নিত্যানন্দের স্থৈর্য্য—

বিশ্বম্ভর-কোলে মাত্র গেলা নিত্যানন্দ।
সমর্পিয়া প্রাণ তানে হইলা নিস্পন্দ ॥২১॥
যার প্রাণ, তানে নিত্যানন্দ সমর্পিয়া।
আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়া ॥২২॥

দুইপ্রভুর প্রেমলীলাদর্শনে রামলক্ষ্মণের সহিত
গৌরনিতাইর উপমা—

ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেমজলে।
শক্তিহত লক্ষ্মণ যে-হেন রাম-কোলে ॥২৩॥
প্রেমভক্তি-বাণে মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ।
নিত্যানন্দ কোলে করি' কাঁদে গৌরচন্দ্র ॥২৪॥
কি আনন্দ-বিরহ হইল দুই জনে।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥২৫॥
গৌরচন্দ্রে নিত্যানন্দে স্নেহের যে সীমা।
শ্রীরামলক্ষ্মণ বহি নাহিক উপমা ॥২৬॥

নিতাইর বাহ্যপ্রাপ্তিতে ভক্তগণের হর্ষধ্বনি—

বাহ্য পাইলেন নিত্যানন্দ কতক্ষণে।
হরিধ্বনি জয়ধ্বনি করে সর্ব্ব-গণে ॥২৭॥

দুই প্রভুর বিপরীত ভাবদর্শনে গদাধরের হাস্য—

নিত্যানন্দ কোলে করি' আছে বিশ্বম্ভর।
বিপরীত দেখি' মনে হাসে গদাধর ॥২৮॥
যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর।
আজি তার গর্ব্ব চূর্ণ—কোলের ভিতর ॥"২৯॥

অলক্ষিতে,—লোকের লক্ষ্য অতিক্রম করিয়া। দ্রষ্টৃগণ পূর্ব্বে কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, শোক শ্রবণে তাদৃশ অবস্থা ঘটিবে।

অন্তরীক্ষে,—ভূমির উপরিভাগে, শূন্য-প্রদেশে অর্থাৎ লাফ দিয়া ॥ ১৩ ॥

বাহুতাল,—কুস্তির আখড়ায় বা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান অথবা আক্রমণ করিবার উপক্রমকালে বাহুর উপরে করতল দ্বারা আঘাত।

যোড়-যোড়-লম্ফ অর্থাৎ যুগ্মপদে লম্ফ; পাঠান্তরে ঘোড়-ঘোড়-লম্ফ—অশ্বের ন্যায় লম্ফ প্রদান অথবা শব্দমুখে লম্ফ প্রদান ॥ ১৭ ॥

অনিবার,—যাহা নিবারণ করা যায় না ॥ ১৯ ॥

রামচন্দ্র যেরূপ শক্তিশেলে বিদ্ধ লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ গৌরসুন্দর নিত্যানন্দকে প্রেমবিহ্বল ও নিস্পন্দ অবস্থায় অঙ্কে ধারণ করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে প্রেমভক্তি শরের স্থান কার্য্য করিয়াছে ॥২৩-২৪॥

নিত্যানন্দ-প্রভুকে গৌরসুন্দরের কোলে দেখিয়া গদাধরের বিস্ময় উৎপন্ন হইল। কোথায় নিত্যানন্দপ্রভু গৌরসুন্দরকে বহন করিয়া সেবা করিবেন, না তৎপরিবর্ত্তে এস্থলে গৌরসুন্দরের নিত্যানন্দধারণ বিচার-বৈপরীত্য সাধন করিয়াছে ॥ ২৮ ॥

গদাধর ও নিত্যানন্দ পরস্পরের প্রভাব-জ্ঞাতা—

নিত্যানন্দ-প্রভাবের জ্ঞাতা—গদাধর।
নিত্যানন্দ—জ্ঞাতা গদাধরের অন্তর ॥৩০॥

নিত্যানন্দ-দর্শনে ভক্তগণের তন্ময়তা—

নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দময় হৈল সবাকার মন ॥৩১॥

নিত্যানন্দ ও গৌরসুন্দরের পরস্পরের দর্শনে আনন্দাশ্রু—

নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দোঁহা দেখি'।
কেহ কিছু নাহি বলে, ঝরে মাত্র আঁখি ॥৩২॥
দোঁহে দোঁহা দেখি' বড় হরিষ হইলা।
দোঁহার নয়নজলে পৃথিবী ভাসিলা ॥৩৩॥

চারিবেদের সার—ভক্তিযোগ—

বিশ্বম্ভর বলে,—"শুভ দিবস আমার।
দেখিলাও ভক্তিযোগ—চারিবেদ-সার ॥৩৪॥

গৌরের নিত্যানন্দ-স্তুতি—

এ কম্প, এ অশ্রু, এ গর্জ্জন হুহুঙ্কার।
এহ কি ঈশ্বরশক্তি বই হয় আর ॥৩৫॥
সকৃৎ এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়েন কোনকালে ॥৩৬॥
বুঝিলাম—ঈশ্বরের তুমি পূর্ণশক্তি।
তোমা' ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণভক্তি ॥৩৭॥
তুমি কর চতুর্দ্দশ ভুবন পবিত্র।
অচিন্ত্য অগম্য গূঢ় তোমার চরিত্র ॥৩৮॥
তোমা দেখিবেক হেন আছে কোন্ জন।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-ধন ॥৩৯॥
তিলার্দ্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়।
কোটি পাপ থাকিলেও তার মন্দ নয় ॥৪০॥
বুঝিলাম—কৃষ্ণ মোরে করিবে উদ্ধার।
তোমা হেন সঙ্গ আনি' দিলেন আমার ॥৪১॥
মহাভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ।
তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণপ্রেমধন ॥"৪২॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
নিত্যানন্দে স্তুতি করে—নাহি অবসর ॥৪৩॥

দুই প্রভুর ইঙ্গিতে আলাপ—

নিত্যানন্দ-চৈতন্যের অনেক আলাপ।
সব কথা ঠারেঠোরে, নাহিক প্রকাশ ॥৪৪॥
প্রভু বলে,—"জিজ্ঞাসা করিতে করি ভয়।
কোন্ দিক হইতে শুভ করিলে বিজয় ?"৪৫॥

গদাধর—গৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ নিজ শক্তি; সুতরাং তিনি গৌর-সেবক নিত্যানন্দের বিচিত্র প্রভাব অবগত আছেন। নিত্যানন্দও গদাধরের হৃদয়ভাব ন্যূনাধিক অবগত আছেন ॥ ৩০ ॥

ভক্তিযোগই চারিবেদের উদ্দিষ্ট ও নির্য্যাসরূপ। বেদ-শাস্ত্র ভক্তিকেই একমাত্র 'সার' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জীবের পূর্ণজ্ঞানোদয় হইলে তাঁহার আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তির উদয় হয়। সেবাময় চিত্তই ভগবজ্জ্ঞান লাভ করে এবং জ্ঞানলাভ করিয়া সেবাময় হইয়া অবস্থিত হয় ॥ ৩৪ ॥

নিত্যানন্দের এই প্রকার [illegible]মুখে মানসিক ও আঙ্গিক-বিকার-দর্শনকারী সৌভাগ্যবান্ সেবককে কৃষ্ণ কখনই পরিত্যাগ করিতে পারেন না ॥ ৩৬ ॥

গৌরসুন্দর আবেশভরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিত্যানন্দের স্তুতি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি ভগবানের পূর্ণশক্তি সন্ধিনীশক্তিমদবিগ্রহ। তোমার সেবা করিলেই জীবগণের কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়। হে নিত্যানন্দ, তুমি সত্য, জন, মহঃ, তপঃ, ভূঃ ভুবঃ ও স্বর—এই সপ্ত ব্যাহৃতি ও অতলাদি সপ্তলোক অনায়াসে পবিত্র করিতে সমর্থ। তোমার অনুষ্ঠান—জীবের চিন্তার অতীত। তোমার গুপ্ত ভাবসমূহ—জীবের দুষ্প্রবেশ্য। তোমার তত্ত্ব অবগত হইতে কেহই সমর্থ নহে। তুমি—সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তিস্বরূপ মূর্ত্ত বিগ্রহ। অল্পক্ষণের জন্য যিনি তোমার সঙ্গলাভ করেন, তাঁহার কোটি পাপ থাকিলেও তাঁহাকে 'মন্দভাগ্য', বলা যাইবে না। পাপী হইয়াও তিনি সৌভাগ্যবান। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান্ কৃষ্ণ তোমার সাক্ষাৎকার করাইয়াছেন। তোমাকে যে ভজন করিবে, তাহারই কৃষ্ণপ্রেমধন লভ্য হইবে। আমি যখন তোমার পাদপদ্ম-দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তখন আমারও বিশেষ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে।"৩৭—৪৩॥

শিশুমতি নিত্যানন্দ—পরম-বিহ্বল।
বালকের প্রায় যেন বচন চঞ্চল ॥৪৬॥
'এই প্রভু অবতীর্ণ' জানিলেন মর্ম্ম।
করযোড় করি' বলে হই' বড় নম্র ॥৪৭॥
প্রভু করে স্তুতি, শুনি' লজ্জিত হইয়া।
ব্যপদেশে সর্ব্ব কথা কহেন ভাঙ্গিয়া ॥৪৮॥

নিত্যানন্দমুখে প্রভুর অবতার-মর্ম্ম প্রকাশ—

নিত্যানন্দ বলে,—"তীর্থ করিল অনেক;
দেখিল কৃষ্ণের স্থান যতেক যতেক ॥৪৯॥
স্থানমাত্র দেখি, কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।
জিজ্ঞাসা করিল তবে ভাল-লোক-ঠাঞি ॥৫০॥
সিংহাসন সব কেনে দেখি আচ্ছাদিত।
কহ ভাই সব, 'কৃষ্ণ গেলা কোন্ ভিত ?৫১॥
তারা বলে,—'কৃষ্ণ গিয়াছেন গৌড়দেশে।
গয়া করি' গিয়াছেন কতেক দিবসে।'৫২॥
নদীয়ায় শুনি' বড় হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
কেহ বলে,—'এথায় জন্মিলা নারায়ণ।'৫৩॥
পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিয়া আইলুঁ মুঞি পাতকী এথায়।"৫৪॥

মহাপ্রভুর পুনর্ব্বার নিত্যানন্দ-স্তুতি—

প্রভু বলে,—"আমরা সকল ভাগ্যবান্।
তুমি-হেন ভক্তের হইল উপস্থান ॥৫৫॥
আজি কৃতকৃত্য হেন মানিল আমরা।
দেখিল যে তোমার আনন্দ-বারিধারা।"৫৬॥

ভক্তগণের কথামুখে ভাবপ্রকাশ—

হাসিয়া মুরারি বলে,—"তোমরা তোমরা।
উহা ত' না বুঝি কিছু আমরা-সবারা।"৫৭॥
শ্রীবাস বলেন,—"উহা আমরা কি বুঝি ?
মাধব-শঙ্কর যেন দোঁহে দোঁহা পূজি।"৫৮॥
গদাধর বলে,—"ভাল বলিলা পণ্ডিত।
সেই বুঝি যেন রামলক্ষ্মণ-চরিত।"৫৯॥
কেহ বলে,—"দুইজন যেন দুই কাম।"
কেহ বলে,—"দুইজন যেন কৃষ্ণ-রাম।"৬০॥

ঠারে-ঠোরে, ইঙ্গিতে, স্পষ্টকথা না বলিয়া, ইসারায় ॥৪৪॥

মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শ্রীপাদ, তুমি কোথা হইতে এখানে শুভাগমন করিলে ?"৪৫॥

ব্যপদেশে,—ছলনায়, ইঙ্গিতে ॥৪৮॥

নিত্যানন্দ বলিলেন,—"আমি বহু তীর্থ ভ্রমণ করিলাম; কিন্তু যে যে স্থানে কৃষ্ণের সম্বন্ধ আছে, তথাকার সকল স্থানই কৃষ্ণশূন্য দেখিলাম। লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম,—"স্থানগুলি, সিংহাসনগুলি খালি পড়িয়া রহিয়াছে কেন ? ইহার উপবেশনকারী কৃষ্ণ এই স্থান ও সিংহাসন ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন ?"৪৯-৫১॥

"জিজ্ঞাসা করায় ভাল লোকেরা বলিল, কৃষ্ণ মাথুর মণ্ডল ছাড়িয়া গৌড়দেশে নবদ্বীপমণ্ডলে গিয়াছেন। তিনি দিন কএক পূর্ব্বে গয়া আসিয়াছিলেন, তথা হইতে পুনর্ব্বার নদীয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।"৫২॥

নিত্যানন্দ বলিলেন,—"আমি পাপভারে খিন্ন। লোক-মুখে শুনিয়াছি যে, নারায়ণ নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া পতিত আমি ত্রাণকামী হইয়া তোমার নিকট এখানে আসিয়াছি।" ৫৩-৫৪॥

প্রভু তদুত্তরে বলিলেন,—আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য। তোমার ন্যায় ভগবৎসেবকের এখানে আগমনে এবং তোমার আনন্দাশ্রুদর্শনে আমরা কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

উপস্থান,—উপ (সমীপে) + স্থা (থাকা) + অন (ভাবে—অনট্) উপস্থিতি, সমীপে আগমন॥ ৫৫-৫৬।

মুরারি হাস্য করিয়া বলিলেন,—"গৌর ও নিত্যানন্দের মধ্যে যে-সকল কথোপকথন হইল, তাহা উঁহারাই পরস্পর বুঝিলেন, আমরা উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না।"

আমরা সবারা,—আমরা সকলে। ৫৭॥

শ্রীবাস বলিলেন,—আমরা ইঁহাদের (মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের) উভয়ের কথা বুঝিতে অসমর্থ; যেরূপ পূর্ব্বকালে হরি-হর পরস্পরের পূজা বিধান করিয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন, এখানকার অবস্থাও তাহাই। ৫৮।

কেহ বলে,—"আমি কিছু বিশেষ না জানি।
কৃষ্ণ-কোলে যেন 'শেষ' আইলা আপনি॥"৬১॥
কেহ বলে,—"দুই সখা যেন কৃষ্ণার্জুন।
সেই মত দেখিলাম স্নেহপরিপূর্ণ॥"৬২॥
কেহ বলে,—"দুইজনে বড় পরিচয়।
কিছুই না বুঝি সব ঠারেঠোরে কয়।"৬৩।
এই মত হরিষে সকল-ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ-দরশনে করেন কথন॥৬৪॥

নিতাইগৌরের সাক্ষাৎ-লীলার ফলশ্রুতি—

নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দরশন।
ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ-বিমোচন॥৬৫॥

নিত্যানন্দের বিবিধ সেবা—

সঙ্গী, সখা, ভাই, ছত্র, শয়ন, বাহন।
নিত্যানন্দ বহি অন্য নহে কোন জন॥৬৬॥
নানারূপে সেবে প্রভু আপন-ইচ্ছায়।
যারে দেন অধিকার, সেই জন পায়॥৬৭॥

নিত্যানন্দ-চরিত্র মহাদেবেরও অবোধ্য—

আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানয়ে সব॥৬৮॥

নিত্যানন্দ-নিন্দার ফল—

না জানিয়া নিন্দে' তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ॥৬৯॥

গ্রন্থকারের লালসাময়ী প্রার্থনা—

চৈতন্যের প্রিয় দেহ—নিত্যানন্দ রাম।
হউ মোর প্রাণনাথ—এই মনস্কাম॥৭০॥

নিতাইর কৃপাবলে চৈতন্য ভক্তি-লাভ—

তাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে মতি।
তাঁহার আজ্ঞায় লিখি চৈতন্যের স্তুতি॥৭১॥

নিতাই-গৌরের অভেদত্ব—

'রঘুনাথ', 'যদুনাথ'—যেন নাম ভেদ।
এই মত ভেদ—'নিত্যানন্দ', 'বলদেব'॥৭২

গদাধর বলিলেন,—শ্রীবাস পণ্ডিত ভালই বলিয়াছেন। আমিও বুঝিতেছি যে, রামলক্ষ্মণের পরস্পর সম্মেলনে যেরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, ইহাও তদ্রূপ॥ ৫৯॥

কেহ কেহ বলিলেন,—"শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ—যেন উভয়েই কামদেব,—জগতের সকল সৌন্দর্য্যের ও সর্ব্বগুণের আধার-স্বরূপ।" আবার কেহ বলিলেন,—"ইঁহারা উভয়েই কৃষ্ণ ও বলরাম॥" ৬০।

কেহ কেহ বলিলেন,—"আমরা অধিক কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের মনে হইতেছে, যেন কৃষ্ণের অঙ্কে ভগবান্ 'শেষ' স্বয়ং আসিয়া স্থান লাভ করিয়াছেন॥"

কেহ কেহ বলিলেন,—"ইঁহাদের পরস্পরের বন্ধুত্ব কৃষ্ণার্জুনের সখ্যভাবের ন্যায় পরস্পর স্নেহসিক্ত।"৬২॥

অপর কেহ কেহ বলিলেন,—"[illegible]জনের পরস্পর এইরূপ মিল যে, ইঁহাদের পরস্পরের স্নেহ বাহিরের লোকেরা কিছুই বুঝিতে পারে না; কতকগুলি উদ্দেশক ইঙ্গিতমাত্র দেখিতেছি।"৬৩॥

নিত্যানন্দ প্রভু ব্যতীত অন্য কেহই গৌরসুন্দরের সঙ্গী, [illegible], ভ্রাতা, আতপনিবারক ছত্র, বিশ্রামদায়িনী শয্যা এবং অভিগমনোপযোগী যান হইতে পারেন না। একমাত্র তিনিই সর্ব্বতোভাবে গৌরসুন্দরের সেবা করিতে সমর্থ। "ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন। ভূষণ, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন॥ এত মূর্ত্তি ভেদ করি' কৃষ্ণসেবা করে।" (— চৈঃ চঃ আ ৫।১২৩-১২৪)॥৬৬॥

ইঁহার কৃপা হইলেই শ্রীগৌরসেবায় জীবের অধিকার হয়। তিনি সকল সেবার অধিকারী, তাঁহার কৃপাপ্রদত্ত সেবাতেই অন্যের অধিকার-লাভ সম্ভব॥ ৬৭॥

নিত্যানন্দপ্রভুর সেবা-মহিমার পরিধি জানিবার সাধ্য মহাদেবের পর্য্যন্ত নাই। যদিও রুদ্রদেব—ঈশ্বরবস্তু এবং মহা-সংযত, তথাপি তিনিও প্রভু নিত্যানন্দের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে গৌরের প্রতি সেবা-বিধানে অসমর্থ॥ ৬৮॥

যাহারা নিত্যানন্দ প্রভুর দুরধিগম্য লীলা অনুগমন করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সেবারহিত হয় এবং তাঁহাকে নিন্দা করে, তাহাদের কোন ভাগ্যে বিষ্ণুভক্তি লাভ হইলেও তাহাতে বাধা ও বিঘ্ন উপস্থিত হয়॥ ৬৯॥

পাঠান্তরে,—প্রিয় সেহ। 'প্রিয় দেহ'-পাঠে—'অভিন্ন বিগ্রহ' জানিতে হইবে॥ ৭০॥

ভক্তিকামীর নিতাই-ভজনে অভীষ্ট লাভ—

সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে ॥৭৩॥

অধ্যায়ের ফলশ্রুতি—

যে বা গায় এই কথা হইয়া তৎপর।
সগোষ্ঠিরে তারে বর-দাতা বিশ্বম্ভর ॥৭৪॥

জগতে দুর্ল্লভ বড় বিশ্বম্ভর-নাম।
সেই প্রভু চৈতন্য—সবার ধনপ্রাণ ॥৭৫॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৭৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-
মিলনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

যেরূপ রাঘব রামচন্দ্র ও যাদব কৃষ্ণে বস্তুগত অভেদ সত্ত্বেও লীলা-তারতম্যে নামের ভেদ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণাভিন্ন গৌরসুন্দরের সহিত নিত্যানন্দ বলদেবের লীলার ভেদ নিবন্ধন সংজ্ঞার ভেদ দেখা যায় ॥৭২॥

যাঁহারা সেই নিত্যানন্দের আনুগত্যে গৌরসুন্দরের সেবা-তৎপর হইয়া তাঁহার কথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগকে সবান্ধবে মহাপ্রভু বর দান করিয়া থাকেন ॥ ৭৪ ।

শ্রীচৈতন্যদেব বিশ্বের সর্ব্বস্ব এবং চতুর্দ্দশ ভুবনের প্রাণস্বরূপ। 'বিশ্বম্ভর' নামটী সংসারে বড়ই দুর্ল্লভ। সেই বিশ্বম্ভরই শ্রীচৈতন্য। শ্রীবিশ্বম্ভরের প্রিয়তম সেবক শ্রীনিত্যানন্দ-চরণাশ্রয়-মহিমা-গানকারীও দুর্ল্লভ। সকলের সেরূপ সৌভাগ্যের উদয়-সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই বিশ্বম্ভর-নামের দুর্ল্লভত্ব ॥ ৭৫ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীবাস-গৃহে ব্যাসপূজার অধিবাস-কীর্ত্তন, মহাপ্রভুর বলদেব-ভাব এবং অদ্বৈত আচার্য্যকে আহ্বানচ্ছলে নিজ অবতার-মর্ম্ম প্রকাশ, নিত্যানন্দের স্বহস্তে নিজ দণ্ড-কমণ্ডলু ভঙ্গ, শ্রীবাসের আচার্য্যত্বে নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা-লীলা, শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যানন্দকে ষড়্‌ভুজ-মূর্ত্তি প্রদর্শন, নিত্যানন্দের মূর্চ্ছা, নিত্যানন্দের স্বরূপ, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-তত্ত্ব, ব্যাসপূজায় কীর্ত্তনানন্দ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপ-লীলাকালে একদিবস নিত্যানন্দ-সমীপে ব্যাসপূজার প্রস্তাব জানাইলে নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া শ্রীবাসের গৃহে ব্যাসপূজা সম্পাদনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীবাসকে তাদৃশ গুরুতর কার্য্যের ভারগ্রহণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাস পণ্ডিত পরমানন্দে তাহার অনুমোদন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের বাক্যে আনন্দিত হইয়া নিত্যানন্দপ্রমুখ সকলকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবাসের গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া ব্যাসপূজার অধিবাস কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর বলদেবস্বরূপ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মহাপ্রভু বলদেবের ভাবে আবিষ্ট হইয়া খট্টোপরি উপবেশন পূর্ব্বক নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট বলদেবের হস্তস্থিত হল ও মুষল প্রার্থনা করিলে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার হস্তে হল-মুষল প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দ নিজ কর মহাপ্রভুর করে স্থাপন করিলে কেহ কেহ হল-মুষল প্রত্যক্ষ করিলেন, কেহ বা কেবল হস্তই দর্শন করিলেন। মহাপ্রভু বলরাম-ভাবে 'বারুণী' প্রার্থনা করিলে ভক্তগণ প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরে সকলে যুক্তিপূর্ব্বক গঙ্গাজল প্রদান করিলেন। মহাপ্রভুও তাহা কাদম্বরী-জ্ঞানে পান করিলেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুর তাৎকালিক ভাবের প্রীত্যর্থ বলদেব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু 'নাড়া', 'নাড়া' বলিয়া আহ্বান

করিতে থাকিলে ভক্তগণ প্রভুর সম্বোধন বুঝিতে অসমর্থ হইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করায় মহাপ্রভু বলিলেন যে, অদ্বৈত আচার্য্যই—'নাড়া', তিনি অদ্বৈতের হুঙ্কারে গোলোক হইতে ভূলোকে যুগধর্ম্ম নামসঙ্কীর্ত্তন প্রচারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিদ্যা, ধন, যশঃ, তপস্যা ও কুলমদ-মত্ত বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত সকলকেই তিনি ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি বিলাইবেন। ভক্তগণ তাহা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণকে প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক নিজ চাঞ্চল্যের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলে ভক্তগণ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমরসে বিহ্বল হইয়া অত্যন্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে থাকিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে স্থির করাইয়া নিজাবাসে গমন করিলেন। ভক্তগণ স্ব-স্ব-গৃহে গমন করিলে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাসের গৃহে অবস্থান করিতে থাকিলেন এবং নিশা-কালে হুঙ্কারপূর্ব্বক স্বীয় দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। প্রাতে রামাই পণ্ডিত তদ্দর্শনে শ্রীবাসকে তাহা জ্ঞাপন করিলে শ্রীবাস রামাইকে তজ্জ্ঞাপনার্থ মহাপ্রভুর নিকট প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভু শ্রবণ করিবামাত্র তথায় আগমন করিলেন এবং ভাঙ্গা দণ্ড তুলিয়া লইয়া নিত্যানন্দ ও ভক্তগণ সহ গঙ্গাস্নানে গমনপূর্ব্বক গঙ্গাতে দণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। স্নানকালে নিত্যানন্দ প্রভু বিবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে থাকিলে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে সত্বর ব্যাসপূজা সম্পাদনার্থ স্নান সমাপন করিতে আদেশ করিলে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ভাগবতগণও সমাগত হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ব্যাসপূজার আচার্য্য শ্রীবাস পণ্ডিত যথাবিধি কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করিয়া নিত্যানন্দহস্তে মালা প্রদানপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণের সহিত ব্যাসদেবকে নমস্কার করিতে বলিলে নিত্যানন্দ প্রভু তাহা না করিয়া মালাহস্তে চতুর্দ্দিকে নি[illegible] করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস মহাপ্রভুকে আহ্বান পূর্ব্বক নিত্যানন্দের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তথায় উপস্থিত হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে ব্যাসপূজা করিতে আদেশ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর মস্তকোপরি মালা প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি প্রকট করিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু ষড়্‌ভুজমূর্ত্তির হস্তে শঙ্খ, চক্রাদি অস্ত্রসমূহ দর্শনপূর্ব্বক সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে প্রবুদ্ধ করিতে করিতে বলিলেন যে, নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত কেহই প্রেমভক্তি-লাভে সমর্থ নহেন। নিত্যানন্দের প্রতি দ্বেষবিশিষ্ট ব্যক্তি মহাপ্রভুর ভজন করিলেও তিনি মহাপ্রভুর প্রিয় হইতে পারেন না। নিত্যানন্দ গৌরসুন্দরের বাক্যে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি-দর্শনে আনন্দিত হইলেন। সাক্ষাৎ বলরাম নিত্যানন্দ প্রভু সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কারণ এবং নিত্য-সত্তাবিশিষ্ট হইলেও প্রতি অবতারে কৃষ্ণের দাস্য শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার নিত্য স্বভাব। কৃষ্ণাবতারে বলরাম জ্যেষ্ঠ হইয়াও অন্তরে দাস্যভাব পরিত্যাগ করেন নাই। বলরাম ও নিত্যানন্দে ভেদজ্ঞান অত্যন্ত মূঢ়তা ও অপরাধজনক। সেবাবিগ্রহের প্রতি অনাদর করিলে বিষ্ণুস্থানে অপরাধ হয়। ব্রহ্মা-মহেশ্বরাদির বন্দ্য হইয়াও কমলা যেরূপ ভগবানের চরণসেবাতেই রতিবিশিষ্টা, তদ্রূপ নিত্যসেব্য-বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের সেবাই সর্ব্বশক্তিমান্ বলদেবের নিত্য স্বভাব। সেবাবিগ্রহের যশঃ কীর্ত্তন করাই সেব্য-বিগ্রহ কৃষ্ণের নিত্য স্বভাব। পরমার্থে উভয়েই উভয়কে সর্ব্বক্ষণ দর্শন করিলেও অবতার অনুরূপ যে সমস্ত লীলা করিয়া থাকেন, তাহা অচিন্ত্য। ঈশ্বরের লীলা-সমূহই—বেদ। ভক্তিযোগ ব্যতীত তাহা বুঝিতে পারা যায় না। গৌরসুন্দরের কৃপায় তাঁহার অনুগ কতিপয় ব্যক্তিমাত্র ভগ-বল্লীলা-কথা অবগত আছেন। ভগবানের নিত্য সেবা-বিগ্রহ বৈষ্ণবগণ পরম জ্ঞানবন্ত, তাঁহাদের পরস্পর কলহ-লীলা কেবল কৌতুকমাত্র। তদ্দর্শনে কেহ একের পক্ষাব-লম্বন পূর্ব্বক অন্যকে নিন্দা করিলে তাহার অধোগতি হইবে। বৈষ্ণব-হিংসার কথা দূরে থাকুক, যদি কেহ সর্ব্বভূতে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান না জানিয়া জীবহিংসা করে, আর প্রাকৃত বুদ্ধিতে বিষ্ণুপূজা করে, তাহা হইলে তাহার বিষ্ণুপূজা নিষ্ফল হয় এবং জীব-হিংসার জন্য অশেষ দুর্গতিলাভ ঘটে। প্রজা-পীড়ন অপেক্ষা বৈষ্ণব-নিন্দায় শতগুণ অধিক পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে। সুতরাং বৈষ্ণবাপরাধীর কোনকালেই মঙ্গল হয় না। যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চাতে বিষ্ণুপূজা করেন,

কিন্তু বিষ্ণুভক্তের আদর করেন না অথবা সর্ব্বজীব-প্রতি দয়া প্রকাশ করেন না, তাঁহারা—ভক্তাধম বা প্রাকৃতভক্ত। ব্যাসপূজা-সমাপনান্তে মহাপ্রভু ভক্তগণকে কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। নিত্যানন্দ এবং মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত মহামত্ত হইয়া কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে বিভিন্ন সাত্ত্বিক বিকার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। শচীমাতা বিপুল পুলকের সহিত তাহা দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি নিত্যানন্দ ও গৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া উভয়কেই নিজ তনয় বলিয়া বোধ করিলেন। ব্যাসপূজারম্ভে দিবা অবসান হইলে মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাসের নৈবেদ্য চাহিয়া লইয়া সকলকে নিজ হস্তে প্রসাদ বিতরণ করিলেন। ভাগবতগণ পরমানন্দে তাহা ভোজন করিলেন। শ্রীবাসের দাস-দাসীগণকেও মহাপ্রভু মহাপ্রসাদ বিতরণ করিলেন।

জয় নবদ্বীপ-নবপ্রদীপ-
প্রভাবঃ পাষণ্ডগজৈকসিংহঃ।
স্বনামসংখ্যাজপসূত্রধারী
চৈতন্যচন্দ্রো ভগবান্ মুরারিঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় সর্ব্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের ঈশ্বর ॥ ২ ॥

জয় জয় অদ্বৈতাদি-ভক্তের অধীন।
ভক্তিদান দেহ' প্রভু উদ্ধারহ দীন ॥ ৩ ॥

নিত্যানন্দ সহ ভক্তগণের কৃষ্ণকথা-রসে বিহ্বলতা—

হেনমতে নিত্যানন্দ-সঙ্গে কুতুহলে।
কৃষ্ণকথা-রসে সবে হইলা বিহ্বলে ॥ ৪ ॥

সবে মহাভাগবত পরম উদার।
কৃষ্ণরসে মত্ত সবে করেন হুঙ্কার ॥ ৫ ॥

হাসে প্রভু নিত্যানন্দ চারিদিকে দেখি'।
বহয়ে আনন্দধারা সবাকার-আঁখি ॥ ৬ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অন্বয়। নবদ্বীপ-নবপ্রদীপপ্রভাবঃ (নবপ্রদীপস্য নূতন-দীপস্য প্রভাব ইতি নবপ্রদীপপ্রভাবঃ, নবদ্বীপস্য তদাখ্যধাম্নো নবপ্রদীপপ্রভাবঃ, তদ্ধাম্নো নূতনোজ্জ্বলদীপস্বরূপ ইত্যর্থঃ, যদ্বা নবসংখ্যক-দ্বীপাত্মকস্য ধাম্নো নবসু দ্বীপেষু নবসংখ্যক-প্রদীপপ্রভাবো নবসংখ্যক-দীপ-স্বরূপ ইত্যর্থঃ) পাষণ্ড-গজৈকসিংহঃ (পাষণ্ডা নাস্তিকা দুর্জ্জনা গজাঃ ইব তেষাং দলনে একঃ প্রধানোঽদ্বিতীয়ো বা সিংহস্বরূপঃ ইত্যর্থঃ) স্বনামসংখ্যাজপসূত্রধারী (স্বনাম্নাং 'হরেকৃষ্ণ'ইতি ষোড়শ-স্বনাম্নাং সংখ্যয়া সংখ্যাক্রমেণ জপঃ তস্য সূত্রং জপসংখ্যারক্ষার্থং মালিকাসূত্রং গ্রন্থিসূত্রং বা তৎ ধরতি যঃ স এবম্বিধঃ) চৈতন্য-চন্দ্রঃ (অস্যাং নবদ্বীপলীলায়াং চৈতন্যনাম্না প্রসিদ্ধোঽবতারী) ভগবান্ মুরারিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) জয় (বিজয়তামিত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ। যিনি নবদ্বীপের নবীন প্রদীপস্বরূপ, যিনি পাষণ্ডরূপ কুঞ্জরগণের দমনে অদ্বিতীয় সিংহসদৃশ এবং যিনি "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি নিজনামসমূহের জপ-সংখ্যা রক্ষার নিমিত্ত সংখ্যানির্ণায়ক গ্রন্থিবিশিষ্ট সূত্র ধারণ করিয়াছেন, সেই চৈতন্যচন্দ্র নামক ভগবান্ মুরারি জয়যুক্ত হউন ॥ ১ ॥

"যাহারা ভক্তিহীন, সেই সকল অজ্ঞান অভক্তগণকে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া সংসার-সুখভোগ হইতে উদ্ধার কর।"— শ্রীঅদ্বৈতের এই বাসনানুসারে জগতে ভক্তি-প্রচারের জন্য ভগবান্ গৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের সেবাই তাঁহার জীবোদ্ধারের নিমিত্ত প্রপঞ্চে আগমনের কারণ, সুতরাং অদ্বৈতের প্রার্থনার পূরণসূত্রে গৌরসুন্দর তাঁহার অধীন।

তথ্য। "প্রসারিত-মহাপ্রেম-পীযূষ-রস-সাগরে। চৈতন্য-চন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ ॥"—(চৈতন্য-চন্দ্রামৃতে) ॥ ৩ ॥

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দের নিকট ব্যাসপূজার প্রস্তাব—

দেখিয়া আনন্দ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিত্যানন্দ-প্রতি কিছু করিলা উত্তর ॥ ৭ ॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি।
ব্যাস-পূজা তোমার হইবে কোন্ ঠাঞি ? ৮ ॥
কালি হৈবে পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজন।
আপনে বুঝিয়া বল, যারে লয় মন ॥" ৯ ॥

নিত্যানন্দের উত্তর—

নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইঙ্গিত।
হাতে ধরি' আনিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত ॥ ১০ ॥

ব্যাসপূজা,—সম্বিচ্ছক্ত্যধিষ্ঠিত অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভিজ্ঞান-বিগ্রহ 'বেদ' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীভগবানের ত্রিবিধ শক্তির অন্তর্গত জীব-শক্তিতে চেতন-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-বিলাসেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন অবস্থিত। মূর্ত্ত বেদ ভগবান্ শব্দাদর্শরূপে অক্ষরাত্মক হইয়া অভিধেয় বেদশাস্ত্ররূপে প্রকটিত। সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বাত্মক বেদশাস্ত্র যে কালে নির্ব্বিশেষ বিচারে শুষ্ক হইয়া পড়ে, সেইকালে অদ্বয়জ্ঞান সবিশেষ ধর্ম্ম পরিহার করেন। জড়বিশেষকেই যাঁহারা প্রাধান্যে স্থাপিত করেন, তাঁহাদের জড়তা-সিদ্ধিরূপ নির্ব্বিশিষ্ট বিচার তাঁহাদের অস্তিত্ব বিনাশ করে। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদকে ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক-গণের জন্য ঋক্, সাম ও যজুঃ জীবকে কর্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধ করিয়া বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য-লাভ-বিষয়ে বিবর্ত্ত আনয়ন করে। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে গুরু, লঘু প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের নিত্যত্ব না থাকায় তাঁহারা শ্রীবেদব্যাসকে গুরুরূপে বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অজ্ঞান-ধর্ম্মের মূলপ্রচারক বলিয়া মনে করেন। শ্রীমদ্ব্যাসের তাৎপর্য্যজ্ঞানে অসমর্থ হইয়া যে-সকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রকৃতিবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক পরমেশ্বরের সেবারহিত হন এবং আপনাদিগকে 'স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত ব্রহ্ম' বলিয়া মনন করেন, তাঁহাদের সহিত মতবৈষম্য সংস্থাপনপূর্ব্বক প্রকৃত গুরুদাস্যে অবস্থিত শ্রীমদানন্দতীর্থ শ্রীব্যাসাধস্তনগণের সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সেই [illegible]-পারম্পর্য্যে শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতি তীর্থের কথা অথবা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের কথা আমরা সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই। যদিও পঞ্চোপাসক বা মায়াবাদিগণের মধ্যে গুরু-পূজা বা ব্যাস-পূজার প্রথা প্রচলিত আছে, তথাপি তাদৃশ ব্যাসপূজনে অহমিকার বিচারই প্রবল। শুদ্ধভক্তির অভাব-নিবন্ধন তাহাদিগের দ্বারা শ্রীব্যাসপূজা কখনই সাধিত হইতে পারে না। মায়াবাদি-সম্প্রদায়ে জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা-দিবসে ব্যাসপূজানুষ্ঠানের বিধান পরিদৃষ্ট হয়। শ্রুতি বলেন,—যে মুহূর্ত্তে বিরাগ উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই জড়ভোগে বিরাম লাভ করিয়া ভগবৎসেবায় রুচি হইবে। তাহার কালাকাল বিচার নাই। জড়ভোগ নিবৃত্ত হইলেই জীব পরিব্রাজক হইয়া আচার্য্যের চরণ আশ্রয় করেন। সেই আচার্য্য-চরণাশ্রয়কেই ভাষান্তরে 'ব্যাসপূজা' কহে। শ্রীব্যাসপূজা চারি আশ্রমেই বিহিত অনুষ্ঠান; তবে তুর্য্যাশ্রমিগণ ইহা যত্নের সহিত বিধান করিয়া থাকেন। আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীব্যাসদেবের অনুগত সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণ বেদানুগ-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রতিবর্ষে স্ব স্ব জন্মদিনে পূর্ব্বগুরুর পূজা বিধান করেন। পূর্ণিমা-তিথিই—যতিধর্ম্ম গ্রহণের প্রশস্তকাল। যতিগণ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ-বাদি-নির্ব্বিশেষে সকলেই গুরুদেবের পূজা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমাতেই গুর্ব্বাবির্ভাব-তিথি-বিচারে ব্যাস-পূজার আবাহন হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ বর্ষে বর্ষে মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে তাঁহাদের গৌরবের পাত্র-বোধে শ্রীব্যাসপূজার আনুকূল্য বিধান করেন। শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি বিভিন্ন শাখায় ন্যূনাধিক পৃথক্। চারি আশ্রমে অবস্থিত সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজগণ সকলেই শ্রীব্যাসগুরুর আশ্রিত বলিয়া প্রত্যহই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেবের ন্যূনাধিক পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বার্ষিক অনুষ্ঠানের বিচারে সর্ব্বকালব্যাপী স্ব-স্ব গুরু-পূজার স্মারক দিবস। শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর 'শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদ্যার্পণ' বা ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট যে সুষ্ঠু ভগবৎসেবন, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়। তজ্জন্যই আমাদের শুভানুধ্যায়ী নিয়ামক, পূর্ব্বগুরু শ্রীল

হাসি বলে নিত্যানন্দ,—"শুন বিশ্বম্ভর।
ব্যাসপূজা এই মোর বামনার ঘর ॥ ১১ ॥

স্বভবনে ব্যাস-পূজায় শ্রীবাসের আগ্রহ—

শ্রীবাসের প্রতি বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর ॥" ১২ ॥
পণ্ডিত বলেন,—"প্রভু কিছু নহে ভার।
তোমার প্রসাদে সর্ব্ব—ঘরেই আমার ॥ ১৩ ॥
বস্ত্র, মুদগ, যজ্ঞসূত্র, ঘৃত, গুয়া, পান।
বিধিযোগ্য যত সজ্জ সব বিদ্যমান ॥ ১৪ ॥
পদ্ধতিপুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।
কালি মহাভাগ্য, ব্যাসপূজন দেখিব ॥" ১৫ ॥

শ্রীবাসবচনে মহাপ্রভু ও ভক্তগণের প্রীতি—

প্রীত হৈলা মহাপ্রভু শ্রীবাসের বোলে।
'হরি হরি' ধ্বনি করে বৈষ্ণব-সকলে ॥ ১৬ ॥

গণসহ মহাপ্রভুর শ্রীবাসগৃহে গমন—

বিশ্বম্ভর বলে,—"শুন শ্রীপাদ গোঁসাই।
শুভ কর, সবে পণ্ডিতের ঘর যাই ॥"১৭ ॥
আনন্দিত নিত্যানন্দ প্রভুর বচনে।
সেই ক্ষণে আজ্ঞা লই' করিলা গমনে ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বগণে চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
রামকৃষ্ণ বেড়ি' যেন গোকুলকিঙ্কর ॥ ১৯ ॥
প্রবিষ্ট হইলা মাত্র শ্রীবাসমন্দিরে।
বড় কৃষ্ণানন্দ হৈল সবার শরীরে ॥ ২০ ॥

আপ্তগণ ব্যতীত অন্যের প্রবেশ রোধার্থ প্রভু-আজ্ঞায় দ্বাররোধ—

কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়।
আপ্তগণ বিনা আর যাইতে না পায় ॥ ২১ ॥

ব্যাসপূজার অধিবাস-কীর্ত্তনানন্দ—

কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি, বাহ্য গেল দূর ॥ ২২ ॥
ব্যাস-পূজা-অধিবাস উল্লাস কীর্ত্তন।
দুই প্রভু নাচে, বেড়ি' গায় ভক্তগণ ॥ ২৩ ॥
চির দিবসের প্রেমে চৈতন্য-নিতাই।
দোঁহে দোঁহা ধ্যান করি' নাচে এক ঠাঞি ॥ ২৪ ॥

ঠাকুর নরোত্তম শ্রীরূপানুগরূপে আদিগুরুকে অর্ঘ্য-প্রদানোদ্দেশে বলিয়াছেন,—'শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ।' পরম কৃপা-পরবশ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা,—যাহা শ্রীরূপ তাঁহার অনুগগণের জন্য—নিত্যসেবা-বৈমুখ্যরূপ ব্যাধিমোচনের জন্য ঔষধ ও পথ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই গৌড়ীয়ের ব্যাপূজার উপায়নাদর্শ ॥ ৮ ॥

জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পরিব্রাজকের আশ্রিত এবং শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের অনুগত লীলাভিনয়কারী লক্ষ্মীপতি যতির ব্রহ্মচারী ছিলেন। তজ্জন্য প্রত্যেক পূর্ণিমায় ক্ষৌর-বিধানানন্তর যতিকৃত্য-বিচারে ব্যাসপূজার দিন আগত হইয়াছে জানিতে পারিলেন। শ্রীমহাপ্রভু পূর্ণিমা আগত দেখিয়া, নিত্যানন্দপ্রভু কোথায় ব্যাসপূজা করিবেন, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীরই পূর্ণিমা-মুখে যতি-কৃত্যের অন্তর্গত ব্যাসপূজা। 'শ্রীব্যাসপূজা' শব্দে শ্রীগুরুবর্গের তর্পণ ও শ্রাদ্ধ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর সেইকালে সন্ন্যাস-গ্রহণের লীলা আবিষ্কার করেন নাই। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তীর্থপাদ যতিবরের সেবক-লীলাভিনয়সূত্রে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান-লীলায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মচারী নামে আমরা 'শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। পূর্ব্বকাল হইতেই 'তীর্থ' ও 'আশ্রম'—এই যতিদ্বয়ের ব্রহ্মচারিগণ 'স্বরূপ' সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ ছিলেন ॥ ১০ ॥

বামনার ঘর—শ্রীবাসের বাটী (বাড়ী, গৃহ) ॥ ১১ ॥

বিবিধ যতি-সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে ব্যাসপূজার পদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদনুসারেই শ্রীবাস-গৃহে ব্যাসপূজা করিবেন, স্থির হইয়াছিল ॥ ১৫ ॥

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ শ্রীবাস-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া বাহিরের দ্বার বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীবাসের গৃহে তখন প্রভুর অনুগত জনগণ ব্যতীত অন্য কেহই প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের সকল অনুষ্ঠানই কীর্ত্তনমুখে সাধিত হয়। তজ্জন্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া দর্শন

হুঙ্কার করয়ে কেহ, কেহ বা গর্জ্জন।
কেহ মূর্চ্ছা যায়, কেহ করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৫ ॥
কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আনন্দ-মূর্চ্ছা যত।
ঈশ্বরের বিকার কহিতে জানি কত ॥ ২৬ ॥
স্বানুভাবানন্দে নাচে প্রভু দুইজন।
ক্ষণে কোলাকুলি করি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৭ ॥
দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চায়।
পরম চতুর দোঁহে কেহ নাহি পায় ॥ ২৮ ॥
পরম আনন্দে দোঁহে গড়াগড়ি যায়।
আপনা না জানে দোঁহে আপন লীলায় ॥ ২৯ ॥
বাহ্য দূর হইল, বসন নাহি রয়।
ধরয়ে বৈষ্ণবগণ, ধরণ না যায় ॥ ৩০ ॥
যে ধরয়ে ত্রিভুবন, কে ধরিব তারে।
মহামত্ত দুই প্রভু কীর্ত্তনে বিহরে ॥ ৩১ ॥
'বোল, বোল' বলি' ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর।
সিঞ্চিত আনন্দ-জলে সর্ব্ব-কলেবর ॥ ৩২ ॥
চিরদিনে নিত্যানন্দ 'পাই' অভিলাষে।
বাহ্য নাহি, আনন্দ-সাগর-মাঝে ভাসে ॥ ৩৩ ॥
বিশ্বম্ভর নৃত্য করে অতি মনোহর।
নিজ শির লাগে গিয়া চরণ-উপর ॥ ৩৪ ॥

করিবার যাহাদের যোগ্যতা নাই, তাহাদিগের প্রতিবন্ধক-স্বরূপ দ্বারে অর্গল প্রদত্ত হইয়াছিল। ২১ ॥

শ্রীব্যাসপূজার পূর্ব্ব সময়ে শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণকে কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলেন। প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক ব্যতীত ব্যাসপূজার অধিবাসে কাহাকেও প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই। তাঁহার আজ্ঞাক্রমে যখন ভক্তগণ উচ্চরবে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, তখন বহির্জ্জগতের যাবতীয় চিন্তা এবং প্রতীতি বিদূরিত হইল। ২২ ॥

ব্যাসপূজা হইবে, সেইজন্য ভক্তগণের উল্লাসময় কীর্ত্তনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উভয়েই নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া কীর্ত্তনমুখে আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ উভয়েই নিত্যকাল পরস্পর প্রীতিসম্বন্ধে আবদ্ধ। একে অন্যের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া উন্মত্তভাবে একস্থানে নৃত্য করেন। ভগবান্—সেবক-ধ্যানরত, ভক্তও—সেব্য-ধ্যানরত। এই 'ধ্যান'-শব্দ কেবল জড়চিন্তাপর নহে। চিন্ময় অনুশীলনকে 'ধ্যান'-শব্দে উদ্দিষ্ট করা হয় অর্থাৎ তাহাতে জড়-স্থূল-ভাব রহিত হইয়া কেবল চিদ্বিলাস অবস্থান করে। যেরূপ জড়েন্দ্রিয়-সমূহ তাহাদিগের আকর-বস্তু মনের [illegible] করিবার উদ্দেশে স্থূল জগৎ হইতে সূক্ষ্মভাবে বস্তু-বিষয়ক ভাবসমূহ গ্রহণ করিয়া জড়ের স্থৌল্য সূক্ষ্মতায় পর্য্যবসিত করে, সেইরূপ জড়ের স্থূল-সূক্ষ্ম-ভোগগণ কামনা পরিহার করিয়া নিত্য চিন্ময় বস্তুর কেবল-কাম হইয়া চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য জগতে অবতীর্ণ হয়। জগৎ হইতে উদ্ভূতকাম অবতীর্ণ চিন্ময় কাম হইতে ভিন্ন ॥ ২৪ ॥

বদ্ধজীবের হৃদ্দেশে চেতনের উন্মেষক্রমে আত্মিক বিকার সমূহ উৎপত্তি লাভ করে। সেইকালে তাহার জাগতিক প্রতীতি বিলুপ্ত হইয়া চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য-রঙ্গ বাহ্যজগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই অভিনয়ের আদর্শ প্রদর্শনকল্পে শ্রীচৈতন্যলীলায় প্রকৃতির অতীততত্ত্ববস্তু চতুর্দ্দশভুবনপতি শ্রীগৌরসুন্দর সগোষ্ঠী প্রেমরঙ্গে নৃত্য করিয়াছিলেন। স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন মায়াবদ্ধ জীবের অজ্ঞানতমঃ-অপনোদন-কল্পে যে লোকাতীত লীলা প্রপঞ্চে প্রকট করেন, তাহাতে প্রাকৃত বদ্ধভাব আরোপ করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। মায়াবদ্ধজীব সাধনদশায় অবস্থিত হইয়া অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্বের গৌরবলীলা বুঝিতে সমর্থ হয় না ॥২৫॥

সাধারণ জগতে জড়াহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এক ব্যক্তি অপরের চরণ স্পর্শ করিলে তিনি তাহাতে গর্ব্বিত হইয়া আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, কিন্তু বিষ্ণু-বৈষ্ণবে এপ্রকার জড়াহঙ্কার না থাকায় তাঁহারা পরস্পরের চরণ স্পর্শ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। বৈষ্ণবগণের অলৌকিক কৌশল সাধারণ অহঙ্কারপর মানবের বোধ্য-বিষয় নহে ॥২৮॥

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উভয়েই সমগ্র জগতের ধারণ-কর্ত্তা। জগতের অভ্যন্তরস্থিত সৃষ্ট মানব কি প্রকারে সমগ্র জগতের ধারণকারিগণকে ধারণ করিবেন? ৩১ ॥

চিরদিন—নিত্যকাল। জড় জগতের প্রতীতি মধ্যে তাপত্রয় বর্ত্তমান। চিদ্বিলাস-রাজ্যের অস্মিতায় নিত্য নব-নবায়মান আনন্দোচ্ছ্বাস ॥ ৩৩ ॥

টলমল ভুমি নিত্যানন্দ পদতলে।
ভূমিকম্প হেন মানে বৈষ্ণব সকলে ॥ ৩৫ ॥
এইমত আনন্দে নাচেন দুই নাথ।
সে উল্লাস কহিবারে শক্তি আছে কা'ত ॥ ৩৬ ॥

নিজপ্রকাশবিগ্রহ বলদেবতত্ত্বের লীলা-প্রদর্শনোদ্দেশে মহাপ্রভুর বলরাম-ভাবে বিষ্ণুখট্টার আরোহণ—

নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বলরাম-ভাবে উঠে খট্টার উপর ॥ ৩৭ ॥
মহামত্ত হৈলা প্রভু বলরাম ভাবে।
'মদ আন, মদ আন,' বলি' ঘন ডাকে ॥ ৩৮ ॥

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ-সমীপে হল-মুষল প্রার্থনা ও নিত্যানন্দের তৎপ্রদান—

নিত্যানন্দ-প্রতি বলে শ্রীগৌরসুন্দর।
ঝাট দেহ' মোরে হল-মুষল সত্বর ॥ ৩৯ ॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রভু নিত্যানন্দ।
করে দিলা, কর পাতি' লৈলা গৌরচন্দ্র ॥ ৪০ ॥

কাহারও কাহারও হল-মুষল প্রত্যক্ষ দর্শন, কাহারও বা শূন্যহস্ত আদানপ্রদান দর্শন—

কর দেখে কেহ, আর কিছুই না দেখে।
কেহ বা দেখিল হল-মুষল প্রত্যক্ষে ॥ ৪১ ॥

প্রভু-কৃপায়ই প্রভুতত্ত্ব-জ্ঞান—

যারে কৃপা করে, সেই ঠাকুরে সে জানে।
দেখিলেও শক্তি নাহি কহিতে কথনে ॥ ৪২ ॥
এ বড় নিগূঢ় কথা কেহ মাত্র জানে।
নিত্যানন্দ ব্যক্ত সেই সর্ব্ব-জন-স্থানে ॥ ৪৩ ॥

মহাপ্রভুর বারুণী-প্রার্থনা ও ভক্ত-প্রদত্ত গঙ্গাজল-পানে কাদম্বরী জ্ঞান—

নিত্যানন্দ-স্থানে হল-মুষল লইয়া।
'বারুণী' 'বারুণী' প্রভু ডাকে মত্ত হঞা ॥ ৪৪ ॥
কারো বুদ্ধি নাহি স্ফুরে, না বুঝে উপায়।
অন্যোন্যে সবার বদন সবে চায় ॥ ৪৫ ॥
যুকতি করয়ে সবে মনেতে ভাবিয়া।
ঘট ভরি' গঙ্গাজল সবে দিল লৈয়া ॥ ৪৬ ॥
সর্ব্বগণে দেই জল, প্রভু করে পান।
সত্য যেন কাদম্বরী পিয়ে, হেন জ্ঞান ॥ ৪৭ ॥

ভক্তগণের রাম-স্তুতিপাঠ, মহাপ্রভুর 'নাড়া নাড়া' রব এবং ভক্তগণের জিজ্ঞাসাক্রমে 'নাড়া'র সংজ্ঞা-নির্দ্দেশমুখে নিজ অবতার-মর্ম্ম প্রকাশ—

চতুর্দ্দিকে রাম-স্তুতি পড়ে ভক্তগণ।
'নাড়া', 'নাড়া', 'নাড়া' প্রভু বলে অনুক্ষণ ॥ ৪৮ ॥

যদিও বিশ্বম্ভর বলদেবতত্ত্ব নহেন, তথাপি তাঁহার প্রকাশস্বরূপ বলদেবের ভাব গ্রহণ করিয়া পালঙ্কোপরি উঠিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ—বলদেবতত্ত্ব। বলদেবতত্ত্বে যে লীলাসমূহ বর্ত্তমান, তাহা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশে স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন বলদেবের ভাবে বিভাবিত হইবার লীলা দেখাইলেন ॥ ৩৭ ॥

শ্রীগৌরহরির আজ্ঞা লাভ করিয়া নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীহস্ত দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের হস্তে তাঁহার প্রার্থিত হল-মুষলাদি প্রদান করিলেন এবং শ্রীগৌরসুন্দরও স্বহস্ত পাতিয়া সেইগুলি গ্রহণ করিলেন ॥ ৪০ ॥

কোন কোন দর্শক হল-মুষলাদি প্রত্যক্ষভাবে দর্শন না করিয়া কেবল পরস্পর পরস্পরের হস্তে আদান-প্রদান দেখিলেন অথবা কেবলমাত্র হস্ত দর্শন করিলেন। আবার কেহ কেহ বা প্রত্যক্ষ হল-মুষলাদিও দর্শন করিলেন ॥ ৪১ ॥

তথ্য। "পশ্যমানোঽপি তু হরিং ন তু বেত্তি কথঞ্চন। বেত্তি কিঞ্চিৎ প্রসাদেন হরেরথ গুরোস্তথা ॥" (—ব্রহ্মতর্কে)। "অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥" (—ভা: ১০।১৪।২৯)। "চক্ষুর্ব্বিনা যথা দীপং যথা দর্পণমেব চ। সমীপস্থং ন পশ্যন্তি তথা বিষ্ণুং বহির্ম্মুখাঃ ॥" (—পাদ্মোত্তর খণ্ডে ৫০ অ:) ॥ ৪২ ॥

নিত্যানন্দের নিকট হইতে গৌরচন্দ্র বলদেবের হল-মুষলাদি লইয়া 'বারুণী', 'বারুণী' প্রভৃতি উচ্চরবে 'মদ্য' চাহিতে লাগিলেন। নিকটস্থ শ্রোতৃবর্গ 'মদ্য', 'বারুণী' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কোন্ দ্রব্য আনিতে হইবে, বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরচন্দ্র কেনই বা নিত্যানন্দের নিকট মদ্য প্রার্থনা করিতেছেন, ইহা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া তত্রস্থ

সঘনে ঢুলায় শির 'নাড়া', 'নাড়া' বলে।
নাড়ার সন্দর্ভ কেহ না বুঝে সকলে ॥ ৪৯ ॥
সবে বলিলেন,—"প্রভু, 'নাড়া' বল কারে ?"
প্রভু বলে,—"আইলুঁ মুঞি যাহার হুঙ্কারে ॥৫০॥
'অদ্বৈত আচার্য্য' বলি' কথা কহ যা'র।
সেই 'নাড়া' লাগি' মোর এই অবতার ॥ ৫১ ॥
মোহারে আনিলা নাড়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
নিশ্চিন্তে রহিল গিয়া হরিদাস লৈঞা ॥ ৫২ ॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন-পরচার ॥ ৫৩ ॥

বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত সকলকে প্রেম-প্রদানে
প্রভুর প্রতিশ্রুতি—

বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে।
মোর ভক্তস্থানে যা'র আছে অপরাধে ॥ ৫৪ ॥
সে অধম সবারে না দিমু প্রেমযোগ।
নগরিয়া প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ ॥ ৫৫ ॥"

মহাপ্রভুর বাহ্যপ্রাপ্তি, ভক্তগণকে আলিঙ্গন ও অপরাধ-
ক্ষমাপনলীলা-দর্শনে ভক্তগণের হাস্য এবং
নিত্যানন্দের প্রেমাবেশ—

শুনিয়া আনন্দে ভাসে সর্ব্বভক্তগণ।
ক্ষণেকে সুস্থির হৈলা শ্রীশচীনন্দন ॥ ৫৬ ॥
'কি চাঞ্চল্য করিলাঙ'—প্রভু জিজ্ঞাসয়।
ভক্তসব বলে,—"কিছু উপাধিক নয়" ॥ ৫৭ ॥
সবারে করেন প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।
"অপরাধ মোর না লইবা সর্ব্বক্ষণ" ॥ ৫৮ ॥
হাসে সর্ব্বভক্তগণ প্রভুর কথায়।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু গড়াগড়ি যায় ॥ ৫৯ ॥

ভক্তগণ একে অন্যের দিকে বিস্ময়ান্বিত হইয়া চাহিতে লাগিলেন ॥ ৪৪-৪৫ ॥

কাদম্বরী,—[কু (নীল) হইয়াছে অম্বর (বসন) যাহার, কদম্বর (বলরাম)+ঙ স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্] গুড় হইতে প্রস্তুত মদ্য ॥ ৪৭ ॥

রামস্তুতি,—বলরামের স্তব। নাড়া—মধ্য ২।২৬৪ সংখ্যার গৌড়ীয়ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৪৮ ॥

সন্দর্ভ,—তথ্য, গূঢ়ার্থ, রহস্য। "গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা। নানার্থবত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ ॥" ৪৯ ॥

তথ্য। "স্বর্ণগৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিস্রোত-তীরসম্ভবঃ। দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে ॥" (—সৌরপুরাণ)। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥" (—ভাঃ ১১।৫।৩২) ॥ ৫৩ ॥

বিদ্যামদ, ধনমদ, কুলমদ, জ্ঞানমদ, তপোমদগ্রস্ত ব্যক্তিগণের ভগবদ্ভক্তের নিকট [illegible] থাকে। ইহারা বৈষ্ণবাপরাধী বলিয়া কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী নহে। ব্রহ্মাদির লভ্য ভগবৎপ্রেম আমি শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপবাসী প্রত্যেক জনকে প্রদান করিব। মানবগণ অপেক্ষা দেবগণ ভগবানের অধিক প্রিয়। প্রাপঞ্চিক অধিকারসমূহ দেবগণের স্বরূপগত পরিচয় নহে। সকল দেবই ভগবদারাধনা করেন এবং তাঁহাদের ভগবদ্বিষয়ে প্রীতির তারতম্যানুসারে বরাবরতা নির্ভর করে। লক্ষ্মীদেবী হইতে শ্রী-সম্প্রদায়, চতুর্ম্মুখ হইতে ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়, রুদ্রদেব হইতে বিষ্ণু-স্বামি-সম্প্রদায় এবং চতুঃসন হইতে নিম্বার্ক-সম্প্রদায় উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। এই সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-দেবগণ কেবলমাত্র আধিকারিক পরিচয়ে ভগবদ্ভক্ত নহেন। আদিগুরুর কার্য্য করিতে গিয়া তাঁহাদের ভগবদুপাসনার কথা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রাপঞ্চিক সম্বন্ধে আধ্যক্ষিকগণের দৃষ্টি অনুসারে তাঁহারা জড়ভোগের সহিত সম্পৃক্ত হইলেও অবিমিশ্র হরি-সেবাই তাঁহাদের নিত্যধর্ম্ম। "জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্ ॥"— শ্রীকুন্তী-দেবীর এই বাক্য হইতে জানা যায় যে, 'জন্ম' শব্দে কুল, 'ঐশ্বর্য্য' শব্দে ধন, 'শ্রুত' শব্দে জ্ঞান, বিদ্যা ও তপস্যা এবং 'শ্রী' শব্দে বিদ্যা, ধন, কুল, জ্ঞান, তপস্যা-মদ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীহরিকীর্ত্তন-প্রভাবে প্রেমভক্তি লভ্য হয়। সুতরাং যাঁহাদের জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রী মদ প্রবল, তাঁহারা ভগবান্‌কে ভগবানের আশ্রয়গ্রহণোদ্দেশে ডাকিতে রুচিবিশিষ্ট না হওয়ায় তাঁহাদের প্রেমভক্তি লভ্য হয় না,

দ্বিশ্বরণ নহে নিত্যানন্দের আবেশ।
প্রেম-রসে বিহ্বল হইলা প্রভু 'শেষ' ॥ ৬০ ॥
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে দিগম্বর।
বাল্যভাবে পূর্ণ হৈল সর্ব্ব-কলেবর ॥ ৬১ ॥
কোথায় থাকিল দণ্ড, কোথা কমণ্ডুল।
কোথা বা বসন গেল, নাহি আদি-মূল ॥ ৬২ ॥
চঞ্চল হইলা নিত্যানন্দ মহাধীর।
আপনে ধরিয়া প্রভু করিলেন স্থির ॥ ৬৩ ॥

মহাপ্রভুর বাক্যে নিত্যানন্দের স্থৈর্য্য—

চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ সবে মানে।
নিত্যানন্দ-মত্তসিংহ আর নাহি জানে ॥ ৬৪ ॥
"স্থির হও, কালি পূজিবারে চাহ ব্যাস।"
স্থির করাইয়া প্রভু গেলা নিজ বাস ॥ ৬৫ ॥

নিত্যানন্দের ভাবাবেশে নিজদণ্ড-কমণ্ডলু-ভঙ্গ—

ভক্তগণ চলিলেন আপনার ঘরে।
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসমন্দিরে ॥ ৬৬ ॥
কথো রাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া।
নিজদণ্ড-কমণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া ॥ ৬৭ ॥

ঈশ্বরের চরিত্র অন্যের দুর্জ্ঞেয়—

কে বুঝয়ে ঈশ্বরের চরিত্র অখণ্ড।
কেনে ভাঙ্গিলেন নিজ কমণ্ডলু-দণ্ড ॥ ৬৮ ॥
প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই পণ্ডিত।
ভাঙ্গা দণ্ড-কমণ্ডলু দেখিয়া বিস্মিত ॥ ৬৯ ॥

নিত্যানন্দের লীলা-জ্ঞাপনার্থ মহাপ্রভু-সমীপে
শ্রীবাসের রামাইকে প্রেরণ—

পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন ততক্ষণে।
শ্রীবাস বলেন,—"যাও ঠাকুরের স্থানে" ॥ ৭০ ॥

রামাই-মুখে দণ্ড কমণ্ডলু-ভঙ্গ-ব্যাপার-শ্রবণে মহাপ্রভুর
আগমন, নিত্যানন্দকে লইয়া গঙ্গাস্নানে গমন ও
দণ্ড গঙ্গায় নিক্ষেপ—

রামাইর মুখে শুনি' আইলা ঠাকুর।
বাহ্য নাহি, নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর ॥ ৭১ ॥

পরন্তু নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের মদ-বিপুর বশবর্ত্তিতার অভাবে কৃষ্ণকীর্ত্তনে স্বাভাবিক রুচি। বিদ্যাদি-মদগ্রস্ত জনের বৈষ্ণবের চরণে স্বাভাবিক অপরাধ নৈসর্গিক ধর্ম্মে লক্ষিত হয়। ব্রহ্মাদির ভোগই—প্রেমযোগ ॥ ৫৪-৫৫ ॥

শ্রীগৌরহরি এইসকল কথা বলিয়া শ্রোতৃবর্গের অধিকার বিবেচনাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার উক্তিতে কি ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইয়াছে?" ভক্তগণ তদুত্তরে বলিলেন,—"তোমার কথায় স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধি-সম্বন্ধীয় কোন অবাস্তব কথা অভিব্যক্ত হয় নাই। জীবমাত্রেই ব্যবহারিক স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক দৃশ্যজগতের ক্ষণভঙ্গুর বাক্য লইয়াই ব্যস্ত থাকে। তোমার কথা নিত্যজ্ঞানানন্দ-প্রদ, উপাধিবর্জ্জিত, বাস্তবসত্য ॥ ৫৭ ॥

'শেষ'-নামক বিষ্ণু যাঁহার বিকলাস্বরূপ, সেই নিত্যানন্দ প্রভুকে এখানে 'শেষ'-আখ্যায় আখ্যাত করা হইয়াছে। অংশীতে অংশের অবস্থান বলিয়া অথবা অংশী, অংশ—উভয়ে বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া নিত্যানন্দ-প্রভুকে 'শেষ'-আখ্যায় আখ্যাত করায় কোনপ্রকার তত্ত্ব-বিরোধ হয় নাই। "কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ'-নাম ধরে। সেই ত অনন্ত যাঁ'র কহি এক কলা। হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তাঁর লীলা ॥" (—চৈ: চ: আ: ৫।১২৪-১২৫) ॥ ৬০ ॥

বচনাঙ্কুশ—মত্তহস্তীর নিয়ামক লৌহদণ্ডকে 'অঙ্কুশ' বলে। শ্রীচৈতন্যদেবের বাক্যরূপ লৌহ-দণ্ড জীবের মত্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলতার সংশোধক বলিয়া 'বচনাঙ্কুশ'-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ॥ ৬৪ ॥

যতি ও ব্রহ্মচারীর ব্যবহার্য্য কমণ্ডলু—জলভাজন। গৃহস্থগণের বহু পাত্র থাকায় তাঁহাদের শুদ্ধ্যশুদ্ধি-বিচারে বিভিন্ন পাত্রসমূহ আছে। যতিগণের একমাত্র পাত্র—কমণ্ডলু। তদ্দ্বারাই সকল-শ্রেণীর কার্য্য তাঁহাদের নির্ব্বাহ করিতে হয়। অলাবু—'যতি-পাত্র' বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত আছে। ব্রহ্মচারিগণেরও যতিসেবা বিহিত হওয়ায় গুরুর কমণ্ডলু-বহনরূপ কার্য্য আছে। গৃহস্থ অধ্যাপকের নিকট উপকুর্ব্বাণ-ব্রহ্মচারী আশ্রম-বিশেষে বাস করেন। ব্রহ্মচারী পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর যতি-পাত্র কমণ্ডলু বহন করিয়া থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ কোন মতে শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থের সহিত ব্রহ্মচারিরূপে অবস্থিত হওয়ায় তাঁহার কমণ্ডলু ও ব্রহ্মচারীর দণ্ড (খদির-পলাশ-বংশের অন্যতম)

দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিয়া।
চলিলেন গঙ্গাস্নানে নিত্যানন্দ লৈঞা॥ ৭২॥
শ্রীবাসাদি সবাই চলিলা গঙ্গাস্নানে।
দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে॥ ৭৩॥

নিত্যানন্দেব চাঞ্চল্য—

চঞ্চল শ্রীনিত্যানন্দ না মানে বচন।
তবে একবার প্রভু করয়ে তর্জ্জন॥ ৭৪॥
কুম্ভীর দেখিয়া তা'রে ধরিবারে যায়।
গদাধর-শ্রীনিবাস করে 'হায় হায়'॥ ৭৫॥
সাঁতারে গঙ্গার মাঝে নির্ভয়-শরীর।
চৈতন্যের বাক্যে মাত্র কিছু হয় স্থির॥ ৭৬॥

ব্যাস-পূজনার্থ মহাপ্রভুর নিতাইকে আদেশ—

নিত্যানন্দ-প্রতি ডাকি' বলে বিশ্বম্ভর।
"ব্যাস-পূজা আসি' ঝাট করহ সত্বর॥" ৭৭॥

প্রভুবাক্যে নিত্যানন্দের মহাপ্রভুসহ প্রত্যাবর্ত্তন এবং ভক্তগণের কীর্ত্তন—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য উঠিলা তখনে।
স্নান করি' গৃহে আইলেন প্রভু-সনে॥ ৭৮॥
আসিয়া মিলিলা সব-ভাগবতগণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করিছে কীর্ত্তন॥ ৭৯॥

ব্যাসপূজার আচার্য্য শ্রীবাসকর্ত্তৃক সর্ব্বকার্য্য-সম্পাদন—

শ্রীবাসপণ্ডিত ব্যাস-পূজার আচার্য্য।
চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সর্ব্ব-কার্য্য॥ ৮০॥

ছিল; কোন মতে—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের ব্রহ্মচারি-রূপে প্রভু নিত্যানন্দ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে তীর্থ ও আশ্রম-নামক সন্ন্যাসিগণের ব্রহ্মচারীকে 'স্বরূপ'-শব্দে আখ্যাত করা হয়। সরস্বতী, ভারতী ও পুরী-সম্প্রদায়ের যতিগণের ব্রহ্মচারী 'চৈতন্য'-শব্দে অভিহিত হন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্রহ্মচারি-আখ্যা—'স্বরূপ' ছিল। তাহা হইতেই তীর্থের ব্রহ্মচারী বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে 'মাধবেন্দ্রপুরীর অনুগ' বলিবার পরিবর্ত্তে 'লক্ষ্মীপতি তীর্থের অনুগ' বলিয়া বিচার করেন। দণ্ড—একদণ্ড ও ত্রিদণ্ড-ভেদে দ্বিবিধ। (আঃ ১।১৫৭ এবং ২।১৬২ গৌড়ীয়-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু স্বীয় দণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি ব্যাস-পূজার পূর্ব্বেই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। প্রেম-বিকারে বৈধী ভক্তির উপাদান-সমূহ ও বাহ্যনিষ্ঠা ত্যক্ত হয়। তাই বলিয়া বিশৃঙ্খলতা-সাধনকল্পে 'এঁচড়ে পাকা' হইলে রসিক-নামে পরিচয় পাইতে বাধা হয়॥ ৬৭॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিজ কমণ্ডলু ও দণ্ড কোন্ উদ্দেশ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, তা[illegible]র করিতে গিয়া অনেকের হৃদয়ে অনেকপ্রকার ধারণার উদয় হয়। সেই-সকল আধ্যক্ষিক ধারণার সহিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উদ্দেশ্যের কতদূর সঙ্গতি আছে, তাহাই বিচার্য্য। কেহ বলেন,—ভগবদুপাসনায় বিধি-চিহ্ন প্রভৃতির আবশ্যকতা নাই; রাগের পথে ঐগুলি অন্তরায় মাত্র। অপর প্রক্ষ বলেন,—রাগপথের অন্তরায় জানিয়া অনধিকারীর বিধি-ভঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্॥" শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায় অবধূত পরমহংসের বৈধ যতির ব্রহ্মচারি-চিহ্ন জগতের ধর্ম্মদর্শনে নানাপ্রকার ভক্তিবাধক ধারণা উৎপন্ন করিবে, এজন্য বর্ণাশ্রমের বিধি-সমূহের অতীত প্রভু নিত্যানন্দের এইসকল আনুষ্ঠানিক ব্যাপার অপসারিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা জড়াভিনিবেশ-বশতঃ আনুকরণিক-সূত্রে কৃত্রিমতাবলম্বনে নিজ মহিমা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে অধিকার-বহির্ভূত কার্য্য করিবেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের কোন মঙ্গল হইতে পারে না। সকল অনধিকারীই কিছু অধিকারী নহে। "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্-যথাহরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥" (ভাঃ ১০।৩৩।৩০) প্রভৃতি উপদেশের যেন অনাদর না হয়। "কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্। ক বা কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥" (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।২১)॥ ৬৮॥

'ঠাকুরের স্থানে'—শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট॥ ৭০॥

মহাপ্রভু স্বয়ং নিত্যানন্দ-স্বরূপের দণ্ড গঙ্গায় প্রক্ষেপ করিলেন॥ ৭৩॥

মধুর মধুর সবে করেন কীর্ত্তন।
শ্রীবাসমন্দির হৈল বৈকুণ্ঠভবন ॥৮১॥
সর্ব্ব-প্রাজ্ঞ-জ্ঞাতা সেই ঠাকুর পণ্ডিত।
করিলা সকল কার্য্য যে বিধিবোধিত ॥৮২॥

শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-হস্তে মালা প্রদান ও
ব্যাসকে নমস্কারার্থ অনুরোধ—

দিব্য-গন্ধ সহিত সুন্দর বনমালা।
নিত্যানন্দ হাতে দিয়া কহিতে লাগিলা ॥৮৩॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ এই মালা ধর।
বচন পড়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর' ॥৮৪॥
শাস্ত্রবিধি আছে মালা আপনে সে দিবা।
ব্যাস তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব অভীষ্ট পাইবা ॥"৮৫॥

নিত্যানন্দের দুর্জ্ঞেয় ভাব ও চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ—

যত শুনে নিত্যানন্দ—করে, 'হয় হয়'।
কিসের বচন-পাঠ প্রবোধ না লয় ॥৮৬॥
কিবা বলে ধীরে ধীরে বুঝন না যায়।
মালা হাতে করি' পুনঃ চারি দিকে চায় ॥৮৭॥

মহাপ্রভুর নিকট শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-ব্যবহার-কথন,
মহাপ্রভুর নিতাই-সমীপে আগমন ও নিত্যানন্দের
ব্যাসাবতারী গৌরমস্তকে মালা প্রদান—

প্রভুরে ডাকিয়া বলে শ্রীবাস উদার।
"না পুজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার ॥"৮৮॥
শ্রীবাসের বাক্য শুনি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
ধাইয়া সম্মুখে প্রভু আইলা সত্বর ॥ ৮৯॥
প্রভু বলে,—"নিত্যানন্দ শুনহ বচন।
মালা দিয়া কর ঝাট ব্যাসের পূজন ॥"৯০॥
দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর।
মালা তুলি' দিলা তাঁ'র মস্তক-উপর ॥৯১॥

বিশ্বম্ভরের ষড়্ভুজ প্রদর্শন ; তদ্দর্শনে নিত্যানন্দে
মূর্চ্ছালীলা এবং ভীত ভক্তগণের কৃষ্ণস্মরণ—

চাঁচর চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।
ছয় ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল ॥৯২॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল-মুষল।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলা নিতাই বিহ্বল ॥৯৩॥
ষড়্ভুজ দেখি' মূর্চ্ছা পাইলা নিতাই।
পড়িলা পৃথিবীতলে—ধাতু-মাত্র নাই ॥৯৪॥
ভয় পাইলেন সব বৈষ্ণবের গণ।
"রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ," করেন স্মরণ ॥৯৫॥
হুঙ্কার করেন জগন্নাথের নন্দন।
কক্ষে তালি দেই' ঘন বিশাল গর্জ্জন ॥৯৬॥

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক নিত্যানন্দের চৈতন্য-সম্পাদন-মুখে
নিত্যানন্দের অবতার-মর্ম্ম-প্রকাশ—

মূর্চ্ছা গেল নিত্যানন্দ ষড়্ভুজ দেখিয়া।
আপনে চৈতন্য তোলে গায় হাত দিয়া ॥৯৭॥
"উঠ উঠ নিত্যানন্দ, স্থির কর চিত্ত।
সংকীর্ত্তন শুনহ তোমার সমীহিত ॥৯৮॥
যে কীর্ত্তন নিমিত্ত তোমার অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল, কিবা চাহ আর ॥৯৯॥

প্রেমভক্তির একমাত্র ভাণ্ডারী নিত্যানন্দ-প্রভু—

তোমার সে প্রেম-ভক্তি, তুমি প্রেমময়।
বিনা তুমি দিলে কারো ভক্তি নাহি হয় ॥১০০॥

শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাস-পূজনে পৌরহিত্য করিলেন। বিধিসঙ্গত সকল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। শ্রীবাস পণ্ডিত সকল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার গৃহ—সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। তথায় প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তন হইয়াছিল ॥৮২ ॥

শ্রীবাস পণ্ডিত সৌগন্ধযুক্ত বনফুলের মালিকা নিত্যানন্দের হস্তে প্রদান করিয়া ব্যাসকে নমস্কার করিতে বলিলেন ॥ ৮৪ ॥

শ্রীবাসের বাক্যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রবুদ্ধ না হইয়া অস্ফুটস্বরে মালা হাতে করিয়া কিছু বলিতে বলিতে চারিদিকে চাহিলেন। শ্রীব্যাসের উদ্দেশে নমস্কার বা মালিকা প্রদান না করায় নিত্যানন্দের এতাদৃশ ব্যবহার শ্রীবাস মহাপ্রভুর নিকট অবগত করাইলে মহাপ্রভু মালা-দ্বারা শ্রীব্যাস-পূজা করিবার জন্য নিত্যানন্দপ্রভুকে আদেশ করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার মস্তকের উপরে নিত্যানন্দকে মালা তুলিয়া দিতে দেখিলেন। শ্রীব্যাস যাঁহার আবেশাবতার, সেই মূল

আপনা সম্বরি' উঠ, নিজ-জন চাহ।
যাহারে তোমার ইচ্ছা, তাহারে বিলাহ ॥১০১॥

নিত্যানন্দবিরোধী গৌর-প্রিয় নহে—

তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রহে।
ভজিলেও সে আমার প্রিয় কভু নহে ॥"১০২॥

নিত্যানন্দের চৈতন্য-প্রাপ্তি ও ষড়্‌ভুজ-দর্শনে আনন্দ—

পাইলা চৈতন্য নিতাই প্রভুর বচনে।
হইলা আনন্দময় ষড়্‌ভুজ দর্শনে ॥১০৩॥

ষড়্‌ভুজাদি-দর্শনে নিত্যানন্দের বিস্ময়ের রহস্য—

যে অনন্ত-হৃদয়ে বৈসেন গৌরচন্দ্র।
সেই প্রভু অবিস্ময় জান নিত্যানন্দ ॥১০৪॥
ছয়ভুজদৃষ্টি তানে কোন্ অদভুত।
অবতার-অনুরূপ এ সব কৌতুক ॥১০৫॥
রঘুনাথ-প্রভু যেন পিণ্ডদান কৈলা।
প্রত্যক্ষ হইয়া তাহা দশরথ লইলা ॥১০৬॥
সে যদি অদ্ভুত, তবে এহো অদভুত।
নিশ্চয় সকল এই কৃষ্ণের কৌতুক ॥১০৭॥

বক্তাকে মাল্য প্রদান করিয়া শ্রীনিত্যানন্দের ব্যাসপূজার সমাধান হইল। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবে স্বীয় প্রকাশাবতার-সমূহ, শক্তি ও ভক্ত—সকল তত্ত্বই সমাহিত আছে। সুতরাং "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন" শ্লোকের তাৎপর্য্যানুসারে এবং "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং" শ্লোকের বিচারমতে এই মূল আকর বস্তু শ্রীচৈতন্যদেবের পূজাতে সকল গুরুর পূজাই হইয়া যায়। শ্রীগুরুপারম্পর্য্য-বর্ণনেও শাস্ত্র বলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্। শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্॥ অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়া-নিধীন্। শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্॥ পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ॥ ততো লক্ষ্মীপতি-শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ। তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্। দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে॥" ৯১॥

শ্রীচৈতন্যদেব শোভমানা মালিকা ধারণ করিয়া নিজ ভুজষট্‌ক প্রদর্শন করিলেন। সেই ছয়টী হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল ও মুষল প্রদর্শন করায় নিত্যানন্দ প্রেম-বিহ্বলিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। ৯৩॥

শ্রীগৌরসুন্দরের ষড়্‌ভুজ দর্শন করিয়া প্রভু নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হওয়ায় মহাপ্রভু তাঁহাকে হস্ত দ্বারা উত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন,—"স্থিরচিত্ত হইয়া তোমার প্রবর্ত্তিত সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ কর॥" ৯৭-৯৮॥

ইহজগতে হরিকথার দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তুমি সেই কথা কীর্ত্তন করিতে ও করাইতে গোলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছ। সেই কার্য্য এক্ষণে সিদ্ধিলাভ করিল, তোমার আর কি প্রার্থনা আছে? ৯৯॥

তুমি ভগবানের সর্ব্বপ্রধান ভক্ত—মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। তোমাকে ছাড়িয়া কেহই ভগবানের সেবা লাভ করিতে সমর্থ নহে। প্রেমভক্তি তোমারই সম্পত্তি, তুমি সাক্ষাৎ সেবাবিগ্রহ॥ ১০০॥

তুমি প্রেমভক্তিবিহ্বলিত হইয়া আত্মহারা হইয়াছ। এক্ষণে ঐ প্রকার চিত্তবৃত্তি সম্বরণ করিয়া যাহাকে তোমার ইচ্ছা, তদনুরূপ প্রেম বিতরণ কর। তোমার নিজ অনুগত জনের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত কর। ১০১॥

হে নিত্যানন্দ, তোমার প্রতি যাহার অতি সামান্য মাত্র বিরাগ আছে এবং তদ্বশবর্ত্তী হইয়া তোমার সেবায় বিদ্বেষ-বুদ্ধি করে, তাদৃশ ব্যক্তি যদি আমাকেও ভজন করে, তাহা হইলেও ঐরূপ ব্যক্তিকে আমি কখনও আদর করিতে পারি না॥ ১০২॥

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে নিত্যানন্দের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের ষড়্‌ভুজ দর্শন করিয়া আনন্দে মগ্ন হইলেন॥ ১০৩॥

যে অনন্তদেবের হৃদয়ে গৌরচন্দ্র বাস করেন, সেই প্রভু অনন্তদেবই—'নিত্যানন্দ'। ইহাতে বিস্মিত হইবার বা সন্দেহ করিবার কোনও কারন নাই। নিঃসন্দেহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে 'বলরাম' বলিয়া জান॥ ১০৪॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু কর্ত্তৃক শ্রীগৌরসুন্দরের ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি-দর্শন আর আশ্চর্য্যের কথা কি? গৌরলীলার প্রয়োজনীয়তানুসারে এই সকল কৌতুহল-পূর্ণ দর্শন হইয়া থাকে। শ্রীগৌরসুন্দর—অবতারী-তত্ত্ব। সুতরাং তাঁহাতে প্রকাশ-তত্ত্বের হল-মুষল এবং বিষ্ণু-বিগ্রহের অস্ত্র-চতুষ্টয় ভুজষট্‌কে

নিত্য গৌরকৃষ্ণ-দাস্যই—বলদেবাভিন্ন
নিত্যানন্দের নিত্য স্বভাব—

নিত্যানন্দস্বরূপের স্বভাব সর্ব্বথা।
তিলার্দ্ধেক দাস্যভাব না হয় অন্যথা ॥১০৮॥
লক্ষ্মণের স্বভাব যে হেন অনুক্ষণ।
সীতাবল্লভের দাস্য মন-প্রাণ-ধন ॥১০৯॥
এই মত নিত্যানন্দস্বরূপের মন।
চৈতন্যচন্দ্রের দাস্যে প্রীত অনুক্ষণ ॥১১০॥
যদ্যপিহ অনন্ত ঈশ্বর নিরাশ্রয়।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু জগন্ময় ॥১১১॥
সর্ব্ব-সৃষ্টি-তিরোভাব যে সময়ে হয়।
তখনো অনন্তরূপ 'সত্য' বেদে কয় ॥১১২॥
তথাপিহ শ্রীঅনন্তদেবের স্বভাব।
নিরবধি প্রেম-দাস্যভাবে অনুরাগ ॥১১৩॥
যুগে যুগে প্রতি অবতারে অবতারে।
স্বভাব তাঁহার দাস্য, বুঝহ বিচারে ॥১১৪॥
শ্রীলক্ষ্মণ-অবতারে অনুজ হইয়া।
নিরবধি সেবেন অনন্ত, দাস্য পাইয়া ॥১১৫॥
অন্ন-পানি-নিদ্রা ছাড়ি' শ্রীরামচরণ।
সেবিয়াও আকাঙ্ক্ষা না পূরে অনুক্ষণ ॥১১৬॥
জ্যেষ্ঠ হইয়াও বলরাম-অবতারে।
দাস্যযোগ কভু না ছাড়িলেন অন্তরে ॥১১৭॥
'স্বামী' করি' শব্দে সে বলেন কৃষ্ণ প্রতি।
ভক্তি বিনা কখন না হয় অন্য মতি ॥১১৮॥

ধারণ কিছু বিচিত্র নহে। শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ সেই আকর বিষ্ণুবস্তুতে তদন্তর্ভুক্ত স্ব-স্বরূপে হল-মূষল ও শঙ্খ-চক্রাদি অস্ত্র-চতুষ্টয় দর্শন করিতে সমর্থ। এ জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 'কৃষ্ণচৈতন্য' সংজ্ঞায় স্বয়ংরূপ, প্রকাশ, অবতার প্রভৃতি তত্ত্ব সম্মিলিত করিয়াছেন। স্বয়ংরূপ-তত্ত্ব হইতে প্রকাশ, অবতার, শক্তি, ভক্ত ইঁহারা পৃথক্ নহেন। ঐ সকল প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্নভাবে কৃষ্ণচৈতন্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করেন। এই অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব-প্রদর্শন-কল্পেই শ্রীগৌরলীলায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ষড়্ভুজ প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১০৫ ॥

যেরূপ রামচন্দ্র জীবিতোত্তর-কালে স্বীয় পিতার পিণ্ড প্রদান করিবার সময় দশরথ স্বয়ং আসিয়া পিণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে পূজ্যোচিত মাল্য-প্রদানকালে তাঁহাতে সন্নিবিষ্ট ভুজষট্ক দেখিতে পাইলেন ॥ ১০৬ ॥

যদি দশরথের রামচন্দ্র হইতে পিণ্ডগ্রহণ লোক-বোধ্য না হইয়া বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে, তাহা হইলে এই ঘটনায় বিস্ময় উৎপাদিত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? এ সকলই কৃষ্ণের অলৌকিক ক্রীড়া ॥ ১০৭ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের স্বাভাবিক ভৃত্যলীলায় অতি সূক্ষ্ম কালের জন্যও ভগবৎসেবারহিত ভাব নাই। তিনি নিরন্তর গৌরসুন্দরের সর্ব্বতোভাবে দাস্যব্যতীত আর কোন চেষ্টা করেন না। "ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর॥" (—চৈঃ চঃ আঃ ৫।১২০) ॥ ১০৮ ॥

যেরূপ সীতাবল্লভ রামচন্দ্রের সেবায় লক্ষ্মণের সেবা-প্রবৃত্তির স্বাভাবিক নৈরন্তর্য্য লক্ষিত হয়, সেই প্রকার ভগবান্ গৌরচন্দ্রের সেবায় নিত্যানন্দেরও সর্ব্বক্ষণ অপ্রতিহতা চেষ্টা ॥ ১০৯ ॥

যদিও ভগবান্ বিষ্ণু অস্ত্র-রহিত, সকলের প্রভু এবং অপর কোন বস্তুর আশ্রয় স্বীকার করিবার অযোগ্য, তথাপি তিনি সকল জগতে প্রবিষ্ট হইয়া এই জগতে জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১১১ ॥

বেদশাস্ত্র বলেন,—তিনি অনন্ত, ঈশ্বর, নিরাশ্রয়, সর্ব্ব-জগৎ-প্রবিষ্ট, দৃশ্য জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কারণ, তাহা হইলেও তত্তৎকার্য্য প্রকট করাইবার জন্য তত্তৎকালে প্রপঞ্চে অনন্তরূপে প্রকাশিত হন ॥ ১১২ ॥

প্রাপঞ্চিক-দর্শনে তিনি অনন্ত-স্বরূপে আধিকারিক স্বভাব প্রদর্শন করিলেও নিরন্তর স্ব-চেষ্টায় সেব্য-সেবক-ভাবে অবস্থিত। ভজনীয় বস্তুর ভজন পরিত্যাগে তাঁহার নিজ স্বরূপ কখনই বিকৃত হয় না ॥ ১১৩ ॥

শ্রীলক্ষ্মণ পান, ভোজন, শয়ন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিলেও আশানুরূপ সেবা হইতেছে না বলিয়া মনে করেন। শ্রীরাম-সেবায় লক্ষ্মণের আকাঙ্ক্ষা আর পূর্ণ হয় না, এইরূপ বিপুল সেবাবুদ্ধি ॥১১৬॥

সেই প্রভু আপনে অনন্ত মহীধর।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু জানিহ নিশ্চয় ॥১১৯॥
ইহাতে যে নিত্যানন্দ-বলরাম প্রতি।
ভেদ-দৃষ্টি হেন করে, সেই মূঢ়মতি ॥১২০॥

সেবাবিগ্রহে অবজ্ঞাকারী বিষ্ণুস্থানে অপরাধী—

সেব্যবিগ্রহের প্রতি অনাদর যার।
বিষ্ণুস্থানে অপরাধ সর্ব্বথা তাহার ॥১২১॥

ব্রহ্মা-মহেশ্বরাদি-বন্দ্য কমলার নিত্য-স্বভাব শ্রীভগবৎপাদপদ্ম সেবা—

ব্রহ্মা-মহেশ্বর-বন্দ্য যদ্যপি কমলা।
তবু তাঁর স্বভাব চরণসেবা-খেলা ॥১২২॥

শেষদেবের স্বভাব-ধর্ম্ম—ভগবৎ সেবা—

সর্ব্বশক্তিসমন্বিত 'শেষ' ভগবান।
তথাপি স্বভাবধর্ম্ম, সেবা সে তাহান ॥১২৩॥

শ্রীরামাবতারে অনুজ-সূত্রে আধ্যক্ষিক দর্শনে সেব্য-সেবক-ভাবের বৈষম্য বিচারিত হয় না বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতারে তিনি অগ্রজ ও পূজ্য হইয়াও নিরন্তর অনুজের ভৃত্য-বৃত্তিতে অবস্থিত ছিলেন। 'কভু গুরু কভু সখা, কভু ভৃত্য-লীলা। পূর্ব্বে যেন তিন ভাবে ব্রজে কৈল খেলা॥ বৃষ হঞা কৃষ্ণসনে মাথামাথি-রণ। কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদ-সম্বাহন॥ আপনাকে ভৃত্য করি' কৃষ্ণে প্রভু জানে। কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে॥" (—চৈঃ চঃ আদি ৫।১৩৫-১৩৭) ॥ ১১৭ ॥

শ্রীবলদেব-প্রভু কৃষ্ণকে 'স্বামী' অর্থাৎ প্রভু-শব্দে সম্বোধন করেন। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত সেই বলরামের কোন সময়েই অন্য বুদ্ধি হয় না ॥ ১১৮ ॥

যে প্রভু ভগবানকে 'অনন্ত' হইয়া সেবা করেন, তাঁহাকে 'নিত্যানন্দ' বলিয়া জানিবে, আর যে প্রভু সেবক-নিত্যানন্দ প্রভুর নিত্যসেবা নিত্যকাল গ্রহণ করেন, তাঁহাকে 'মহাপ্রভু চৈতন্য' বলিয়া জানিবে (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪ দ্রষ্টব্য) ॥১১৯॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই সাক্ষাৎ বলরাম। যিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে বলরাম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু মনে করিবেন, তিনি মায়ামুগ্ধ হইয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছেন, জানিতে হইবে ॥ ১২০ ॥

ভজনীয় বস্তুকেই 'সেব্য-বিগ্রহ' বলে। যিনি ভজনীয় বস্তুর সেবা করেন, তাঁহাকে 'সেবা-বিগ্রহ' বলে। স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন—নিত্য-সেব্য-বস্তু। স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব—নিত্যসেবক বস্তু। আলঙ্কারিকের [illegible] ভাষায় কৃষ্ণকে বিষয়-বিগ্রহ এবং বলদেব-প্রমুখ বস্তু ও শক্তিসমূহকে 'আশ্রয়-বিগ্রহ' বা 'সেবক-বিগ্রহ' বলা হয়। যিনি সেবা-বিগ্রহের প্রতি অনাদর করিয়া সেব্যের আদর করেন, তাঁহার প্রতি সেব্য আদৌ সন্তুষ্ট হন না এবং তাঁহার বিরক্তির বিষয় হইয়া ভ্রান্তদ্রষ্টা অপরাধ-পঙ্কে নিমগ্ন হন। "যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥" (—আদিপুরাণ) ॥ ১২১ ॥

স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব প্রভু সঙ্কর্ষণও অন্যান্য বিষ্ণুমূর্ত্তি নিত্য প্রকট করাইয়া সকলের নিকট পূজা গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এই কথা সমর্থনের জন্য লক্ষ্মীদেবীর উদাহরণে বলিতেছেন,—ব্রহ্মা-মহেশ্বরের পূজ্য লক্ষ্মীরও স্বাভাবিকই চেষ্টায় কৃষ্ণসেবাই লক্ষিত হয়। চতুর্ম্মুখ ও মহাকালের বন্দনীয়া এবং সকলের পূজ্যা হইয়াও লক্ষ্মীদেবী ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন। "শ্রীরূপিণী ক্বণয়তী চরণারবিন্দং লীলাম্বুজেন হরিসদ্মনি মুক্তদোষা। সংলক্ষ্যতে স্ফটিককুড্য উপেতহেম্নি সম্মার্জ্জতীব যদনুগ্রহণেঽন্যযত্নঃ॥" (—ভাঃ ৩।১৫।২১) অর্থাৎ যে লক্ষ্মীদেবীর অনুগ্রহ-লাভার্থ ব্রহ্মাদি দেবগণও যত্ন করিয়া থাকেন, সেই মনোহরমূর্ত্তিধারিণী লক্ষ্মীদেবীকে চাপল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক (অথবা প্রসারিত বাহুলতা দ্বারা) মধ্যে মধ্যে শ্রীহরির স্বর্ণসংযুক্ত স্ফটিকময় ভবনে নূপুরের মন্দমধুর শব্দ করিতে করিতে হস্তধৃত লীলাকমল দ্বারা যেন ঐ গৃহের মার্জ্জন-সেবায় নিযুক্তা বলিয়া লক্ষিত হয়। "ব্রহ্মাদয়ো বহুতিথং যদপাঙ্গমোক্ষকামাস্তপঃ সমচরন্ ভগবৎপ্রপন্নাঃ। সা শ্রীঃ স্ববাসমরবিন্দবনং বিহায় যৎপাদসৌভগমলং ভজতেঽনুরক্তা॥" (—ভাঃ ১।১৬।৩৩) অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবানে প্রপন্ন হইয়াও, যে কমলার কিঞ্চিৎকরুণাকটাক্ষলাভের আশায় বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই কমলা আপনার নিবাসভূত কমলবন পরিত্যাগ করিয়া সানুরাগে (যে) শ্রীকৃষ্ণের অমল-চরণ-কমল-সৌন্দর্য্য অবিরত সেবা করেন ॥ ১২২ ॥

ভক্তবশ ভগবানের ভক্তমাহাত্ম্যকীর্তনে প্রীতি—

অতএব তাঁহার যে স্বভাব কহিতে।
সন্তোষ পায়েন প্রভু সকল হইতে ॥১২৪॥
ঈশ্বরের স্বভাব—কেবল ভক্তবশ।
বিশেষে প্রভুর মুখে শুনিতে এ যশ ॥১২৫॥

গ্রন্থকার কর্তৃক পুরাণপ্রমাণাবলম্বনে বিষ্ণু-বৈষ্ণবতত্ত্ব-বর্ণন—

স্বভাব কহিতে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রীত।
অতএব বেদে কহে স্বভাবচরিত ॥১২৬॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের তত্ত্ব যে কহে পুরাণে।
সেই মত লিখি আমি পুরাণপ্রমাণে ॥১২৭॥

নিত্যানন্দের স্বরূপগত অভিমান—

নিত্যানন্দস্বরূপের এই বাক্য-মন।
"চৈতন্য—ঈশ্বর, মুঞি তাঁ'র একজন ॥"১২৮॥
অহর্নিশ শ্রীমুখে নাহিক অন্য কথা।
"মুঞি তাঁ'র, সেহ মোর ঈশ্বর সর্ব্বথা ॥১২৯॥
চৈতন্যের সঙ্গে যে মোহারে স্তুতি করে।
সেই সে মোহার ভৃত্য, পাইবেক মোরে ॥"১৩০॥
আপনে করিয়াছেন ষড়্ভুজ দর্শন।
তার প্রীতে কহি তান এ সব কথন ॥১৩১॥

স্বহৃদয়ে গৌরলীলাদ্রষ্টা নিতাইর বাহ্যে অবতারোচিত ক্রীড়া—

পরমার্থে নিত্যানন্দ তাহান হৃদয়।
দোঁহে দোঁহা দেখিতে আছেন সুনিশ্চয় ॥১৩২॥

শেষশায়ী ভগবান্ সমস্ত ধারণশক্তি ক্রোড়ে করিয়া সকলের বিচারে সর্ব্বশক্তিমত্তত্ত্ব। তাঁহারও স্বাভাবিক ধর্ম্ম—ভগবানের সেবা।—"সেই ত' 'অনন্ত' 'শেষ'—ভক্ত-অবতার। ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর॥" (—চৈঃ চঃ আঃ ৫।১২০) ১২৩॥

ভক্তের স্বভাব বর্ণন করিতে মহাপ্রভু সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষ লাভ করেন॥ ১২৪॥

ভগবান্ ভক্তের বশ, ইহাই তাঁহার স্বভাব। "অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সংস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥ (—ভাঃ ৯।৪।৬৩,৬৬) অর্থাৎ শ্রীভগবান কহিলেন,—হে দ্বিজ! হে মুনে! আমি ভক্তের অধীন (রুদ্রাদি দেবতা যেরূপ আমার অধীন হইয়া তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই, আমিও তদ্রূপ ভক্তের অধীন, সুতরাং তোমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ) সুতরাং অস্বতন্ত্রের ন্যায়। মুক্তি-পর্য্যন্ত-বাসনারহিত ভক্তগণ আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে। ভক্তের কথা কি, ভক্তের পাল্যজন-সমূহও আমার প্রিয়। সতী স্ত্রী যেরূপ সৎপতিকে বশীভূত করিয়া থাকে, আমাতে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণও তদ্রূপ ভক্তিপ্রভাবে আমাকে বশীভূত করেন। "ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।" (—মাঠর-শ্রুতিবচন) অর্থাৎ ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান, সেই পরম পুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ, ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা॥ ১২৫॥

ভগবানের মুখে ভক্তের যশোগান শ্রবণে বিশেষত্ব আছে। বিষ্ণু এবং বৈষ্ণব—পরস্পর উভয়ের স্বভাব বর্ণন করিতে প্রীতি লাভ করেন। এজন্য বেদশাস্ত্র বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্বাভাবিক লীলা গান করেন॥ ১২৬॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু মানসে এবং বাক্যে শ্রীচৈতন্যদেবকে নিজপ্রভু-জ্ঞানে আপনাকে সেই প্রভুর একজন দাসবিশেষ জানিতেন। "আপনাকে ভৃত্য করি' কৃষ্ণে প্রভু জানে।" (—চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৩৭)॥ ১২৮॥

শ্রীনিত্যানন্দের মুখে 'আমার ভগবান্' এবং 'আমি ভগবানের' এইবাক্য সর্ব্বদা বর্তমান। অন্য ইতর কথা স্থান পায় নাই॥ ১২৯॥

শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন,—শ্রীচৈতন্যদেব—প্রভু এবং আমি তাঁহার সেবক—এইরূপ স্তব যাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি আমার অনুগত ভৃত্য এবং তিনি আমাকে সেব্যরূপে লাভ করিবেন॥ ১৩০॥

গ্রন্থকার বলিতেছেন,—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীগৌর-সুন্দরের ষড়্ভুজ দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই লীলা বর্ণন করিলে নিত্যানন্দের প্রীতি উৎপন্ন হইবে॥ ১৩১॥

তথাপিহ অবতার অনুরূপ-খেলা।
করেন ঈশ্বরসেবা, কে বুঝিবে লীলা ॥১৩৩॥

ঈশ্বর-লীলা প্রকাশ করাই বেদাদির উদ্দেশ্য—

সেহ যে-স্বীকার প্রভু করয়ে আপনে।
তাহা গায়, বর্ণে বেদে, ভারতে, পুরাণে ॥১৩৪॥
যে কর্ম্ম করয়ে প্রভু, সেই হয় 'বেদ'।
তাহি গায় সর্ব্ববেদে ছাড়ি' সর্ব্বভেদ ॥১৩৫॥

ভক্তিযোগ ব্যতীত ভগবল্লীলা দুর্জ্ঞেয়—

ভক্তিযোগ বিনা ইহা বুঝন না যায়।
জানে জন-কত গৌরচন্দ্রের কৃপায় ॥১৩৬॥

বৈষ্ণবে ভেদ-দর্শনকারীর দুর্গতি লাভ—

নিত্যশুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণবসকল।
তবে যে কলহ দেখ, সব কুতূহল ॥১৩৭॥

ইহা না বুঝিয়া কোন কোন বুদ্ধি-নাশ।
একে বন্দে, আরে নিন্দে,-যাইবেক নাশ ॥১৩৮॥

তথাহি নারদীয়ে—

"অভ্যর্চ্চয়িত্বা প্রতিমাসু বিষ্ণুং
নিন্দন্ জনে সর্ব্বগতং তমেব।
অভ্যর্চ্চ্য পাদৌ হি দ্বিজস্য মূর্দ্ধ্নি
দ্রুহ্যন্নিবাজ্ঞো নরকং প্রযাতি ॥" ১৩৯॥

জীবহিংসকের বিষ্ণুপূজা নিষ্ফল ও দুঃখজনক—

বৈষ্ণবহিংসার কথা সে থাকুক দূরে।
সহজ জীবেরে যে অধম পীড়া করে ॥১৪০॥
বিষ্ণু পূজিয়াও যে প্রজার পীড়া করে।
পূজাও নিষ্ফলে যায়, আর দুঃখে মরে ॥১৪১॥
সর্ব্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু, না জানিয়া।
বিষ্ণু-পূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া ॥১৪২॥

যদিও শ্রীনিত্যানন্দ সর্ব্বদাই শ্রীগৌরসুন্দরের সকল লীলা হৃদয়ে দর্শন করেন এবং শ্রীগৌরসুন্দরও নিত্যানন্দকে তাঁহার সকল লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেও প্রকাশ্যে লোক-বোধের জন্য অবতারোচিত ক্রীড়া বাহিরেও প্রদর্শন করেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও ভগবানের সেবা করেন, এই লীলা সাধারণের বোধগম্য নহে। নিত্যানন্দের সেবক-লীলার কথা বেদে, মহাভারতে ও পুরাণে বর্ণিত আছে ॥ ১৩২-১৩৪ ॥

ভগবান্ যে সকল কার্য্য করেন, সেই সকল কার্য্যই বেদ-সমূহ গান করেন। তাঁহার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ প্রকাশ করাই বেদের উদ্দেশ্য। ভগবানের ক্রিয়া-কলাপই বেদ-প্রতিপাদ্য সত্য। অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের কথায় পার্থক্য স্থাপন করিয়া বেদে কোন কথাই গীত হয় না। অদ্বয়জ্ঞান হরির কথাই সকল বৈষম্য পরিহার করিয়া গীত হয় ॥ ১৩৫ ॥

যে-সকল মনুষ্যের অনাত্ম-বৃত্তি প্রবল অর্থাৎ যাহারা মনো-ধর্ম্মজীবী, সেই-সকল মানবের [illegible] স্বরূপ-বোধ হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহাদিগকে কৃপা করেন, সেই কতিপয় ব্যক্তিই ভক্তি-যোগে গৌরলীলা উপলব্ধি করিতে পারেন। ১৩৬ ॥

শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ নিত্য-শুদ্ধজ্ঞানে জ্ঞানী। সেইরূপ অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মধ্যে যে পরস্পর মতভেদ, তাহা কেবল চমৎকারিতা-বৃদ্ধির জন্য বর্ত্তমান। বস্তুতঃ আত্মধর্ম্মিগণের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই। মনোধর্ম্মিগণের মধ্যেই মত-ভেদ বর্ত্তমান। আত্মধর্ম্মিগণের মত-ভেদের আকার আত্মধর্ম্মের বিচিত্রতা বিস্তার করে। তাহাতে জড়ীয় ভোগ ও ত্যাগ বা মিছাভক্তির কোলাহল নাই ॥ ১৩৭ ॥

যাহারা এই কথা বুঝিতে না পারিয়া এক বৈষ্ণবের নিত্যশুদ্ধ-জ্ঞান আছে, অপর বৈষ্ণবের তাহা নাই ;—এই বিচার করে, তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, জানিতে হইবে। ইহার মধ্যে গূঢ়-রহস্য এই যে, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া যদি কেহ অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া স্থির করেন, তাহা হইলে তাঁহার তাদৃশ ভ্রান্তি বৈষ্ণবগণের পরস্পরের মধ্যেও প্রবিষ্ট হইয়া বিবর্ত্ত উপস্থিত করিবে ॥ ১৩৮ ॥

অন্বয়। প্রতিমাসু বিষ্ণুং অভ্যর্চ্চয়িত্বা (সম্পূজ্য) জনে (জনহৃদয়স্থিতং) সর্ব্বগতং তং এব বিষ্ণুং নিন্দন্ (অবজানন্ জনঃ) হি (নূনং) দ্বিজস্য (বিপ্রস্য) পাদৌ (পদযুগং) অভ্যর্চ্চ্য (সম্পূজ্য পশ্চাৎ) মূর্দ্ধ্নি (তস্যৈব মস্তকে) দ্রুহ্যন্ (প্রহারং কৃত্বা) অজ্ঞঃ বা (মূঢ় ইব স যথা নরকং যাতি তথা ইত্যর্থঃ) নরকং প্রযাতি (গচ্ছতি) ॥ ১৩৯ ॥

এক হস্তে যেন বিপ্রচরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢেলা মারে মাথায়, কপালে ॥১৪৩॥
এ সব লোকের কি কুশল কোন ক্ষণে।
হইয়াছে, হইবেক ? বুঝ ভাবি' মনে ॥১৪৪॥

জীবহিংসা ও বৈষ্ণব-নিন্দায় পার্থক্য—

যত পাপ হয় প্রজা-জনেরে হিংসিলে।
তার শতগুণ হয় বৈষ্ণব নিন্দিলে ॥১৪৫॥

অনুবাদ। কোন মূঢ় ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পদযুগল পূজা করিয়া পুনরায় তাঁহারই মস্তকে প্রহার করিলে সে যেমন নরকগামী হয়, তদ্রূপ যিনি প্রতিমাতে বিষ্ণুর পূজা করিয়া নিখিলপ্রাণি-হৃদয়স্থ সেই সর্ব্বগত বিষ্ণুরই অবজ্ঞা করেন, তিনিও নরকগামী হইয়া থাকেন ॥ ১৩৯ ॥

তথ্য—ভাঃ ৩।২৯।২১-২৪ ও ১১।৫।১৪-১৫ শ্লোক আলোচ্য ॥ ১৩৯ ॥

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যদি কেহ নিষ্কপটে হরি-সেবারত বৈষ্ণবের হিংসা করেন, তাঁহার অমঙ্গল অনিবার্য্য,—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত যাহারা মনুষ্য-নামের অযোগ্য হইয়া জীবমাত্রেরই হিংসা করে, তাহা-দিগকে পীড়ন করে, তাদৃশ ব্যক্তি 'বিষ্ণুভক্ত' বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিলেও তাহার বিষ্ণুভক্তি সেব্য-বস্তুর নিকট উপনীত হইতে পারে না। তাহার বিষ্ণু-পূজাও দুঃখে পরিণত হয়। জীবে দয়ার অভাব-বিশিষ্ট হইয়া দম্ভক্রমে যাহার বিষ্ণু-সেবক বলিয়া অভিমান হয়, তাঁহার ভক্তির পরিবর্ত্তে ত্রিবিধ তাপ লভ্য হয় ॥ ১৪০-১৪১ ॥

প্রকৃতি-সৃষ্ট বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে যে সকল অধিষ্ঠান ভোগ্যবস্তুরূপে কল্পিত হয়, উহাই প্রাকৃত। সমগ্র জগতে অণু-পরমাণুর অভ্যন্তরে, স্থূল-পিণ্ড মহাপিণ্ডের অভ্যন্তরে ভগবান্ বিষ্ণুর অধিষ্ঠান নাই, প্রাণীমাত্রের হৃদয়ে অন্তর্যামী সূত্রে ভগবদধিষ্ঠানের অভাব আছে—এইরূপ বুদ্ধিতে বিষ্ণু পূজার ছলনা বিষ্ণু-পূজা নহে, উহা প্রাকৃত মূঢ়তা মাত্র ॥১৪২॥

জীব-হিংসা করিলে তদভ্যন্তরস্থিত বিষ্ণুহিংসা হইয়া যায়। যদি কেহ এক হস্তে ব্রাহ্মণের শিরোভাগে উপল-খণ্ড-দ্বারা আঘাত করে এবং অপর হস্তে সেই ব্রাহ্মণের চরণ প্রক্ষালন করে, তাহা হইলে যেরূপ অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, সেইরূপ ভগবান্ হইতে অভিন্ন বৈষ্ণবের পূজায় উদাসীন হইয়া বিষ্ণুপূজা করিতে গেলে পূজা না হইয়া তাহাই দুঃখের কারণ হয় ॥ ১৪০-১৪৩ ॥

যাঁহারা হরিগুরুবৈষ্ণবে বৈষম্য স্থাপন করিয়া একের পূজা, অন্যের নিন্দা করেন, তাঁহাদিগের কোন কালে কোন মঙ্গল হয় নাই বা হইবে না—ইহা বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায় ॥ ১৪৪ ॥

মানব-মাত্রের হৃদয়ে ভগবান্ বিষ্ণুর অধিষ্ঠান আছে, আবার বৈষ্ণব সাধারণ মানবের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইলেও তাঁহার হৃদয়ে যে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান আছে, তাহাতে সেবোন্মুখ হইয়া বৈষ্ণব সর্ব্বদা বাস করেন। একজন বিষ্ণু-সেবা-নিবৃত্ত হইয়া রজস্তমোগুণে অবস্থিত, অপর বৈষ্ণব সত্ত্বগুণে বিভাবিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুসেবায় প্রবৃত্ত। সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বিচিত্রতার বিচার করিলে জানা যায় যে, বিষ্ণুসেবাপরায়ণ বৈষ্ণবের হিংসা করিলে সাধারণজনের হিংসা অপেক্ষা শতগুণ পাপ বা অপরাধ উপস্থিত হয়। "নাশ্চর্য্যমেতদ্‌যদসৎসু সর্ব্বদা মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু। সের্ষ্যং মহাপুরুষপাদ-পাংশুভির্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্ ॥" (—ভাঃ ৪।৪।১৩) অর্থাৎ যাহারা জড়দেহকে 'আত্মা' বলিয়া জ্ঞান করে, তাদৃশ অসৎ পুরুষ যে নিরন্তর মহদ্‌ব্যক্তিগণের নিন্দা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদিও মহাপুরুষগণ স্বীয় নিন্দা সহ্য করেন, তথাপি তাঁহাদের পদরেণুসমূহ মহতের নিন্দা সহ্য করিতে পারে না, উহারা নিন্দকের তেজোনাশ করিয়া থাকে। অতএব অসতের মহদ্বিনিন্দাই শোভনীয়। কারণ, তদ্দ্বারা উহাদের সমুচিত প্রতিফলই লভ্য হইয়া থাকে। "যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম। করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থ-ধর্ম্ম-যশঃ-সুতাঃ ॥ নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে ॥ হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥ পূর্ব্বং কৃত্বা তু সম্মানমবজ্ঞাং কুরুতে তু যঃ। বৈষ্ণবানাং মহীপাল সান্বয়ো যাতি সংক্ষয়ম্ ॥"

প্রাকৃত-ভক্তের লক্ষণ—

শ্রদ্ধা করি' মূর্ত্তি পূজে ভক্ত না আদরে'।
মূর্খ, নীচ, পতিতেরে দয়া নাহি করে ॥১৪৬॥
এক অবতার ভজে, না ভজয়ে আর।
কৃষ্ণ রঘুনাথে করে ভেদ-ব্যবহার ॥১৪৭॥
বলরাম-শিব প্রতি প্রীতি নাহি করে।
'ভক্তাধম' শাস্ত্রে কহে এ সব জনারে ॥১৪৮॥

তথাহি ভাগবতে ১১।২।৪৭—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥১৪৯॥

(—স্কান্দে)। "জন্ম-প্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতং সমুপার্জ্জিতম্। নাশমায়াতি তৎ সর্ব্বং পীড়য়েদ্‌যদি বৈষ্ণবান্ ॥" (—অমৃতসারোদ্ধারে)। "করপত্রৈশ্চ ফালাস্তে সুতীব্রৈর্যমশাসনৈঃ। নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে পাপা বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥ পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তরশতৈরপি। প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে ॥" (—দ্বারকামাহাত্ম্যে)। "যে নিন্দন্তি হৃষীকেশং তদ্ভক্তং পুণ্যরূপিণম্। শতজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তেষাং নশ্যতি নিশ্চিতম্ ॥ তে পতন্তি মহাঘোরে কুম্ভীপাকে ভয়ানকে। ভক্ষিতাঃ কীটসঙ্ঘেন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ তস্য দর্শনমাত্রেণ পুণ্যং নশ্যতি নিশ্চিতম্। গঙ্গাং স্নাত্বা রবিং দৃষ্ট্বা তদা বিদ্বান্ বিশুদ্ধ্যতি ॥" (—ব্রঃ বৈঃ কৃষ্ণজন্মখণ্ডে) ১৪৫ ॥

যাঁহারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন অথচ ভগবানের সেবাকারী অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত ভক্তের পূজা করেন না, অথবা বালিশ, ভগবৎ-পূজা-রহিত নীচ ব্যক্তিকে উপদেশ দ্বারা এবং ভগবদ্বিরোধী পাষণ্ড প্রভৃতির সঙ্গ-ত্যাগ দ্বারা দয়া করেন না, তাঁহাদিগকে শাস্ত্র 'ভক্তি-বর্জ্জিত অধম' বলিয়া বর্ণন করেন। যাঁহারা রাম-উপাসক, তাঁহারা যদি কাষ্ণগণের হিংসা করেন, যাঁহারা কৃষ্ণভক্ত-ব্রুব, তাঁহারা যদি শ্রীরাম সীতার উপাসকদিগকে নিন্দা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ভক্তপর্য্যায় হইতে অপসারিত করিয়া অধম বলিয়া জানিতে হইবে। বিষ্ণু বিভিন্ন নিত্যমূর্ত্তিতে অসংখ্য বৈকুণ্ঠে বাস করেন। সেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠানে বা ভক্তগণের অধিষ্ঠানে যাহাদের প্রীতি নাই, তাহারা 'অধম'-শব্দ-বাচ্য। [illegible], লক্ষ্মী, গরুড়, বায়ু, রুদ্র প্রভৃতি ভগবৎসেবকগণের যাঁহারা নিন্দা করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুপূজা সিদ্ধ হয় না। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, কনিষ্ঠাধিকারে অবস্থিত ভক্ত প্রাকৃত-রাজ্যে পতন-যোগ্য। "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।" বৈষ্ণবগণ সামান্য ও সাম্প্রদায়িক-ভেদে 'বিদ্ধ' ও 'শুদ্ধ' বৈষ্ণব নামে আখ্যাত হন। রুদ্রদেব হইতে বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের উদ্ভব, ব্রহ্মা হইতে শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের উদ্ভব, শ্রীলক্ষ্মীদেবী হইতে রামানুজ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং চতুঃসন হইতে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের উদ্ভব। এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি পরস্পর বিবদমান ভাব লইয়া একে অপরের নিন্দা করে, তাহা হইলে তাহাকে কনিষ্ঠাধিকার হইতে চ্যুত হইয়া পতিত হইতে হয়। সকল দেব-দেবীই ভগবানের সেবাকার্য্যের ভার লইয়া নিত্য কাল যাপন করেন এবং তাঁহাদের আধিকারিক সেবাভার প্রপঞ্চে লক্ষিত হয়; তদ্দর্শনে তাঁহাদের স্বরূপগত বৈষ্ণবতা বিলুপ্ত হয় না। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে দেবদেবীর অসম্মান করিলে বিষ্ণুভক্তি থাকিতে পারে না। শ্রীগুরুবর্গকে বা দেব-দেবীকে বিষ্ণুভক্তি-রহিত জানিলে অপরাধ ঘটে। দেব-দেবীর আধিকারিক ভাবের পূজা করিয়া জীব কৃষ্ণসেবা-বিস্মৃত হইলে তদ্দ্বারা কোন মঙ্গল সাধিত হয় না। এজন্যই ঠাকুর নরোত্তম বলেন,—"হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা, না পূজিব দেবীদেবা, এই ত' অনন্য-ভক্তিকথা।" ভগবৎসেবায় অনন্যতা দেব-দেবীর নিন্দার কারণ নহে। সকল দেবদেবীই ভগবানে আশ্রিত। সুতরাং ভগবৎ-সেবাপর হইলেই সকল দেবীর পূজা হইয়া যায়। কোন এক দেব-দেবীর পূজা করিতে গেলে অপর দেবদেবী অসন্তুষ্ট হন, কিন্তু ভগবানের পূজা করিলে তদধীন সকলেরই পূজা হইয়া যায়, বৈষ্ণবের নিন্দা সাধারণ-জীব-নিন্দা অপেক্ষা শত শত গুণ পাপ বৃদ্ধি করে। সুতরাং তাদৃশ ব্যাপারে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অগ্রসর হন না ॥ ১৪৬-১৪৮ ॥

অন্বয়। যঃ (গুরবে আত্মানং নিবেদ্য) হরয়ে (ভগবতে) অর্চ্চায়াং (শ্রীবিগ্রহে) শ্রদ্ধয়াঃ (দীক্ষিতঃ সন্ মিশ্রভেন ভক্ত্যাভাসেন পাঞ্চরাত্রিকবিধানেন) পূজাং ঈহতে

প্রসঙ্গে কহিল ভক্তাধমের লক্ষণে।
পূর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ ষড়্ভুজদর্শনে ॥১৫০॥

নিত্যানন্দের ষড়্ভুজ-দর্শন-আখ্যানের ফলশ্রুতি—

এই নিত্যানন্দের ষড়্ভুজ-দরশন।
ইহা যে শুনয়ে, তার বন্ধবিমোচন ॥১৫১॥

বাহ্যপ্রাপ্তিতে নিত্যানন্দের প্রেমক্রন্দন—

বাহ্য পাই' নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দনে।
মহানদী বহে দুই কমল নয়নে ॥১৫২॥

ব্যাসপূজান্তে গণসহ মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস—

সবা প্রতি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
"পূর্ণ হৈল ব্যাসপূজা, করহ কীর্ত্তন॥"১৫৩॥

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সবে আনন্দিত।
চৌদিকে উঠিল কৃষ্ণ-ধ্বনি আচম্বিত ॥১৫৪॥
নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র নাচে একঠাঞি।
মহামত্ত দুই ভাই, কারো বাহ্য নাই ॥১৫৫॥
সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
ব্যাস-পূজা-মহোৎসব মহাকুতূহল ॥১৫৬॥
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ গড়ি' যায়।
সবেই চরণ ধরে, যে যাহার পায় ॥১৫৭॥

শচীমাতার নিতাই-গৌর-দর্শনে উভয়কে নিজপুত্র-জ্ঞান—

চৈতন্য-প্রভুর মাতা—জগতের আই।
নিভৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই ॥১৫৮॥

(করোতি কিন্তু) তদ্ভক্তেষু (হরিজনেষু) পূজাং ন (ঈহতে ভক্ততারতম্যজ্ঞানাভাবাৎ) অন্যেষু চ (অভক্তেষু চ পূজাং ন ঈহতে অর্থাৎ হরিবিমুখসঙ্গং চ বর্জ্জয়তীত্যর্থঃ) স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ (কনিষ্ঠঃ, বৈষ্ণবপ্রায়ঃ, ন তু শুদ্ধ ইত্যর্থঃ) স্মৃতঃ (কথিতঃ) ॥ ১৪৯ ॥

অনুবাদ। যিনি শ্রীগুরুদেবে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক দীক্ষিত হইয়া মিশ্র ভক্ত্যাভাস সংস্কারে পাঞ্চরাত্রিক বিধানে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে পূজা করেন, ভক্ততারতম্যজ্ঞানাভাবহেতু হরিজনের পূজা করেন না; পরন্তু হরিবিমুখসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া থাকেন, তিনি 'প্রাকৃত,' 'কনিষ্ঠ,' বা 'বৈষ্ণবপ্রায়' ভক্ত-নামে কথিত হন, তিনি শুদ্ধভক্ত নহেন॥ ১৪৯॥

অধমভক্তের লক্ষণ—হরিপূজায় ছলনায় ভক্তপূজা-পরিহার। তাহার ফলে বিষ্ণুপূজা হইতে তাহার অবসর-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যাঁহারা পরিকরবৈশিষ্ট্যের সহিত ভগবানের পূজা করেন এবং ভক্তের পূজার মহিমা ভগবানের পূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তাঁহারাই উন্নত ভক্ত। তাঁহাদের পতনের সম্ভাবনা অনেক কম; যেহেতু, তাঁহারা জানেন,—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (—শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩) ॥ ১৫০ ॥

মহাপ্রভু বলিলেন,—ভক্তরাজ শ্রীনিত্যানন্দ কর্ত্তৃক উপাসনান্তে ব্যাসপূজা পূর্ণতা লাভ করিল। এক্ষণে ভক্তগণ হরিকীর্ত্তন কর। অনেকে ব্যাসকে ভক্ত জানিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে মর্ত্ত্য-বুদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগের পূজায় অমনোযোগী হন, তজ্জন্য নিত্যানন্দের শ্রীবাসাদি সকল ভক্ত-পরিকরসমন্বিত গৌর-পূজালীলা প্রদর্শিত হইল ॥ ১৫৩ ॥

বৈষ্ণবেরা পরস্পরের পদরেণু গ্রহণে স্ব-দৈন্য জ্ঞাপন করেন। সাংসারিক উচ্চাবচ বিচারে জীব অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হইয়া স্বীয় মর্য্যাদা-স্থাপন-মানসে অপরের নিকট সম্মান গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব—অমানী, সুতরাং অন্যভক্ত সাংসারিক জনগণের ন্যায় নিজের মান সম্বর্দ্ধনের জন্য যত্ন করেন না। তিনি সকলকে সম্মান দেন। এজন্য উচ্চাবচ-বিচার-রহিত মহাভাগবত অধিকারে আ-শ্ব-গোখর-চণ্ডাল, বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের প্রণম্য হন। যাহাদের বৈষম্য-দর্শন প্রবল, তাঁহারা কখনই ব্রহ্মজ্ঞ নহেন অর্থাৎ সমগ্র অদ্বয়-জ্ঞানে অনধিকারী। প্রত্যেক জীবে ও প্রত্যেক জড়-পরমাণুতে বিষ্ণু অধিষ্ঠিত এবং তাহারাই হরি-মন্দির, একথা ত্রিগুণবিধ্বস্ত ব্রাহ্মণ-ব্রুবগণ বুঝিতে পারেন না। বৈষ্ণবেরাই তাঁহাদিগের শ্রীগুরুদেবের স্থানে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বেদ-মন্ত্রের উপদেশ দিয়া থাকেন। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" বিষম দৃষ্টিতে গূঢ়ার্থ প্রকাশিত হয় না, উহা বহিঃপ্রজ্ঞা-চালনের ফলমাত্র। মায়িক-বিচার ব্রহ্ম প্রভৃতি বৈকুণ্ঠান্তর্গত তত্ত্বের সন্ধান পায় না। মায়াবদ্ধজীব—'অবৈষ্ণব' ও মায়ামুক্ত জীব—'বৈকুণ্ঠ' বা 'বৈষ্ণব'।

বিশ্বম্ভর-নিত্যানন্দ দেখেন যখনে।
'দুই জন মোর পুত্র' হেন বাসে মনে ॥১৫৯॥

ব্যাসপূজা-লীলার সূত্র মাত্র নির্দ্দেশ—

ব্যাস-পূজা-মহোৎসব পরম উদার।
অনন্ত-প্রভু সে পারে ইহা বর্ণিবার ॥১৬০॥
সূত্র করি' কহি কিছু চৈতন্যচরিত।
যে-তে-মতে কৃষ্ণ গাহিলেই হয় হিত ॥১৬১॥

ব্যাসপূজাসমাপ্তিতে কীর্ত্তনানন্দ—

দিন অবশেষ হৈল ব্যাসপূজারঙ্গে।
নাচেন বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভর-সঙ্গে ॥১৬২॥
পরম আনন্দে মত্ত ভাগবতগণ।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥১৬৩॥

কীর্ত্তনান্তে প্রভুর প্রসাদ-বিতরণ ও ভক্তগণের ভোজন—

এই মতে নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশিয়া।
স্থির হৈলা বিশ্বম্ভর সর্ব্বগণ লৈয়া ॥১৬৪॥
ঠাকুর পণ্ডিত-প্রতি বলে বিশ্বম্ভর।
"ব্যাসের নৈবেদ্য সব আনহ সত্বর ॥"১৬৫॥
ততক্ষণে আনিলেন সর্ব্ব-উপহার।
আপনেই প্রভু হস্তে দিলেন সবার ॥১৬৬॥
প্রভুর হস্তের দ্রব্য পাই' ততক্ষণ।
আনন্দে ভোজন করে ভাগবতগণ ॥১৬৭॥

ভক্তসংসর্গস্থ জনগণের ব্রহ্মাদির দুর্লভ বস্তু লাভ—

যতেক আছিল সেই বাড়ীর ভিতরে।
সবারে ডাকিয়া প্রভু দিলা নিজ করে ॥১৬৮॥
ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা ভাগ্য-হেন মানে।
তাহা পায় বৈষ্ণবের দাসদাসীগণে ॥১৬৯॥
এ সব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে।
এতেকে শ্রীবাস-ভাগ্য কে বলিতে পারে ॥১৭০॥
এই মত নানা দিনে নানা সে কৌতুকে।
নবদ্বীপে হয়, নাহি জানে সর্ব্বলোকে ॥১৭১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচন্দ্র জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৭২॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে ব্যাসপূজা-
বর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

সুতরাং তাঁহাদের বন্ধমোক্ষের উপলব্ধি সর্ব্বদা বর্ত্তমান। এজন্য তাঁহারা 'তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহগুণসম্পন্ন, অমানী ও মানদ হইয়া সর্ব্বদা শব্দ-মুখে, গীতি-মুখে কৃষ্ণসেবা করেন ॥ ১৫৭ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের জননী শচীদেবী সকল জগদ্বাসীর পূজ্যা। তিনি নিজ্জনে বসিয়া গৌর-নিত্যানন্দের অলৌকিক লীলাসমূহ দর্শন করিলেন এবং তদুভয়কেই পুত্র জ্ঞান করিলেন ॥ ১৫৮ ॥

শ্রীব্যাস-পূজা, আচার্য্য-পূজা, নর-পূজা এবং কৃষ্ণের বিভিন্ন অবতারের পূজা করিতে গিয়া সর্ব্বোত্তম জনগণ কৃষ্ণগীতের পূজা করিয়া সমগ্র জগতের হিতসাধন করেন ॥ ১৬১ ॥

ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান অসংখ্য। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীব্যাস-পূজা প্রকট করাইয়া ভক্তি প্রচার করিলেন ॥ ১৬৪ ॥

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সর্ব্বোচ্চ অধিকার লাভ করিয়া ভগবৎপ্রসাদ পাইলে কৃতার্থ হন। বৈষ্ণবের গৃহে ভৃত্য-প্রভৃতি সকলেই সেই সর্ব্বোচ্চ জনগণের প্রাপ্য অনুগ্রহ লাভ করিলেন। ব্রহ্মাদি-দুর্লভ ভগবদনুগ্রহ অপুণ্যবান্ হইয়াও ভক্ত-গৃহের সংসর্গে অবস্থিত জনগণ লাভ করিলেন ॥১৬৯॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমহাপ্রভু কর্তৃক রামাইকে নিজ প্রকাশ-বার্ত্তা ও নিত্যানন্দ প্রভুর আগমন-সংবাদ-জ্ঞাপনার্থ অদ্বৈত সমীপে প্রেরণ, পূজোপকরণ সহ মহাপ্রভুর নিকট সস্ত্রীক অদ্বৈতপ্রভুর আগমন এবং মহাপ্রভুকে পরীক্ষার্থ গুপ্তভাবে নন্দনাচার্য্য-গৃহে অবস্থান, আচার্য্যের গুপ্ত-লীলা-পরিজ্ঞাতা অন্তর্যামী মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার মিলন ও ঐশ্বর্য্য-দর্শন; মহাপ্রভু কর্তৃক অদ্বৈত সমীপে স্বীয় প্রকাশ-তত্ত্ব কথন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীবাস-গৃহে ব্যাস-পূজা-সমাপ্তির পর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও ভক্তগণ-সহ কীর্ত্তন-বিলাসে প্রমত্ত থাকা-কালে একদিন ঈশ্বর-আবেশে শ্রীবাসের অনুজ শ্রীরামাই পণ্ডিতকে অদ্বৈত-সমীপে প্রেরণপূর্ব্বক নিজ প্রকাশ-বার্ত্তা জ্ঞাপনার্থ আদেশ দিয়া তাঁহাকে বলিতে বলিলেন যে, যাঁহার জন্য অদ্বৈত বহু আরাধনাদি করিয়াছেন, তিনি ভক্তিযোগ বিলাইতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তৎসঙ্গে নির্জ্জনে নিত্যানন্দের নবদ্বীপ-আগমন-সংবাদ ও তদীয় অপূর্ব্ব প্রভাব জ্ঞাপন করিতে বলিয়া স্বীয় পূজোপকরণ সহ সস্ত্রীক অদ্বৈত প্রভুকে আগমন করিতে আদেশ করিলেন। মহাপ্রভুকর্তৃক আদিষ্ট রামাই আনন্দে বিহ্বল হইয়া অদ্বৈত-সমীপে উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বজ্ঞ অদ্বৈত প্রভু ভক্তিযোগ-প্রভাবে পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, রামাই মহাপ্রভুর আদেশ বহন করিয়া তথায় আগমন করিয়াছেন। রামাইর দর্শনমাত্র অদ্বৈত তাঁহাকে বলিলেন যে, বুঝি মহাপ্রভু তাঁহাকে লইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। রামাই অদ্বৈতের তাদৃশ প্রভাব শ্রবণে তাঁহাকে প্রভু-সমীপে যাইতে অনুরোধ করিলে অদ্বৈত প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইয়া অজ্ঞের ভান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রামাইর আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রামাই তাঁহাকে মহাপ্রভুর আদেশ যথাযথ বর্ণন করিয়া পূজোপকরণ সহ গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। অদ্বৈতপ্রভু রামাইর কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন এবং পরক্ষণেই বাহ্য প্রাপ্ত হইয়া হুঙ্কার পূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর প্রকাশ-বার্ত্তা-শ্রবণে অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবী পুত্র অচ্যুতানন্দ ও অনুচরবর্গ-সহ আনন্দে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত রামাইকে পুনর্ব্বার মহাপ্রভুর আদেশের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ লালসাময়ী অভীষ্টের বিষয় রামাইকে জানাইলেন এবং পূজার যাবতীয় উপহার সংগ্রহ করিয়া সস্ত্রীক মহাপ্রভুর দর্শনের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভুকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে পথিমধ্যে রামাইকে নিজ আগমনের কথা প্রভু-সমীপে জ্ঞাপন করিতে নিষেধ করিয়া "তিনি আসিলেন না" বলিয়া মহাপ্রভুকে জানাইতে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক নন্দনাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভু বিশ্বম্ভর আচার্য্যের সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া বিষ্ণু-খট্টোপরি উপবেশন পূর্ব্বক অদ্বৈতের হৃদয়-ভাব সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া তদীয় শিরে ছত্র ধারণ করিলেন। গদাধরাদি ভক্তবৃন্দ নানাবিধ সেবা এবং কেহ বা স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রামাই আসিয়া মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলে তিনি অদ্বৈতের সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নিজ-সমীপে আনয়নার্থ আদেশ করিলেন। মহাপ্রভু কর্তৃক পুনরায় আদিষ্ট হইয়া রামাই অদ্বৈত-প্রভুকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত নন্দনাচার্য্যের গৃহে গমন পূর্ব্বক অদ্বৈত-প্রভুকে যাবতীয় সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তখন সস্ত্রীক অদ্বৈত প্রভু সানন্দে দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ ও স্তব পাঠ করিতে করিতে মহাপ্রভুর সম্মুখে আগমন করিয়া প্রভুর অপূর্ব্ব মহৈশ্বর্য্য দর্শন করিলেন। মহাপ্রভুর প্রভাব দর্শনে অদ্বৈতাচার্য্য নির্ব্বাক ও স্তব্ধপ্রায় হইলে পরম দয়াল বিশ্বম্ভর তাঁহার নিকট নিজ প্রকাশ-তত্ত্ব বিশেষভাবে বর্ণন করিলেন। তচ্ছ্রবণে অদ্বৈত মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব মহিমা ও দয়ার কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পঞ্চোপচারে তদীয় পূজা করিলেন এবং "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" প্রভৃতি শ্লোক উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রণাম করিলেন। অবশেষে

অদ্বৈত আচার্য্য মহাপ্রভুর স্তবনমুখে, তিনিই যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রকাশার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তাঁহা হইতে সমুদয় অবতারের প্রকাশ, তাহা বর্ণন করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে আদেশ করিলে সকলে মিলিয়া অপূর্ব্ব কীর্ত্তনানন্দে যোগদান করিলেন এবং অদ্বৈতপ্রভু অপূর্ব্ব নৃত্যে বিভোর হইলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর সেবা-বিষয়ে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত-প্রভুর মধ্যে যে অসামান্য অলৌকিক প্রীতি নিত্য বর্ত্তমান, তৎসম্বন্ধে পরস্পর কলহ-লীলার অভিনয় করিলেন। অদ্বৈতপ্রভুর নৃত্য দর্শনে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দিত হইলেন। মহাপ্রভুর আদেশে অদ্বৈত নৃত্য হইতে নিরস্ত হইলে প্রভু বিশ্বম্ভর নিজ গলদেশস্থিত মালিকা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে প্রদানানন্তর তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। মহাপ্রভুর দর্শনে নিজ পরম সৌভাগ্যের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া অদ্বৈতপ্রভু বিদ্যা-ধন-কুলাদি মদে মত্ত বৈষ্ণব-নিন্দকগণ ব্যতীত স্ত্রী, শূদ্র ও মূর্খাদি সকলকেই ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানের বর প্রার্থনা করিলে শ্রীগৌরসুন্দরও অদ্বৈতের প্রার্থনায় নিজ সম্মতি প্রদান করিলেন। পরবর্ত্তি-কালে অদ্বৈতাচার্য্যের প্রার্থনা প্রকৃষ্টরূপে ফলবতী হইয়াছিল। সস্ত্রীক অদ্বৈত তথায়ই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে-
র্জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য সর্ব্বপ্রিয়াণাম্ ॥১॥
জয় জয় জগত-জীবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥২॥
জয় জয় জগৎমঙ্গল বিশ্বম্ভর।
জয় জয় যত গৌরচন্দ্রের কিঙ্কর ॥৩॥
জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন।
জয় দামোদর-স্বরূপের প্রাণধন ॥৪॥
জয় রূপ-সনাতন-প্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ-গোপীনাথের হৃদয় ॥৫॥
জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥৬॥
হেনমতে নিত্যানন্দসঙ্গে গৌরচন্দ্র।
ভক্তগণ লৈয়া করে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গ ॥৭॥
এখনে শুনহ অদ্বৈতের আগমন।
মধ্যখণ্ডে যে-মতে হইল দরশন ॥৮॥

মহাপ্রভুর অদ্বৈতসমীপে নিজ প্রকাশ-কথনার্থ রামাইকে প্রেরণ—

একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর আবেশে।
রামাইরে আজ্ঞা করিলেন পূর্ণরসে ॥৯॥
"চলহ রামাই তুমি অদ্বৈতের বাস।
তাঁর স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ ॥১০॥

মহাপ্রভুর স্বমুখে নিজ অবতার-মর্ম্ম প্রকাশ—

যাঁর লাগি' করিলা বিস্তর আরাধন।
যাঁর লাগি' করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন ॥১১॥
যাঁর লাগি' করিলা বিস্তর উপবাস।
সে-প্রভু তোমার আসি' হইলা প্রকাশ ॥১২॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
আপনে আসিয়া ঝাট কর বিবর্ত্তন ॥১৩॥

অদ্বৈতকে নিত্যানন্দের আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপনার্থ মহাপ্রভুর আদেশ—

নির্জ্জনে কহিও নিত্যানন্দ-আগমন।
যে কিছু দেখিলা, তাঁরে কহিও কথন ॥১৪॥

 গৌড়ীয়-ভাষ্য

আদি ১ম অধ্যায় ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১ ॥

গোপীনাথ—সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি ॥ ৫ ॥

গোবিন্দ—ঈশ্বরপুরীর সেবক এবং মহাপ্রভুর সহচর ॥৬॥

রামাই—শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ॥ ১০ ॥

ঝাট—ঝটিতি, শীঘ্র।

বিবর্ত্তন—বি—বৃৎ (বর্ত্তমান থাকা) + অন (ট্, ভাবে)

মহাপ্রভুর পূজোপকরণ-সহ সস্ত্রীক অদ্বৈতকে আনয়নার্থ প্রভুর আদেশ—

আমার পূজার সর্ব্ব উপহার লঞা।
ঝাট আসিবারে বল সস্ত্রীক হইয়া॥"১৫॥

বামাইএর অদ্বৈত-সমীপে যাত্রা—

শ্রীবাস-অনুজ রাম আজ্ঞা শিরে ধরি'।
সেইক্ষণে চলিলা স্মঙরি' 'হরি হরি' ॥১৬॥
আনন্দে বিহ্বল—পথ না জানে রামাই।
শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা লই' গেলা সেই ঠাঞি ॥১৭॥

অদ্বৈতকে বামাইব নমস্কার এবং আনন্দাধিক্যে বাক্‌রোধ—

আচার্য্যেরে নমস্করি' রামাই পণ্ডিত।
কহিতে না পারে কথা আনন্দে পূর্ণিত ॥১৮॥

বামাইব মুখে শুনিবাব পূর্ব্বেই ভক্তিযোগ-প্রভাবে সর্ব্বজ্ঞ অদ্বৈতেব তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান—

সর্ব্বজ্ঞ অদ্বৈত ভক্তিযোগের প্রভাবে।
'আইল প্রভুর আজ্ঞা' জানিয়াছে আগে ॥১৯॥
রামাই দেখিয়া হাসি' বলেন বচন।
"বুঝি আজ্ঞা হৈল আমা নিবার কারণ॥"২০॥

বামাইব অদ্বৈতকে গমনার্থ অনুবোধ—

করযোড় করি' বলে রামাই পণ্ডিত।
"সকল জানিয়া আছ, চলহ ত্বরিত॥"২১॥

ভগবৎসেবানন্দে অদ্বৈতের দেহবিস্মৃতি—

আনন্দে বিহ্বল হঞা আচার্য্য গোসাঞি।
হেন নাহি জানে, দেহ আছে কোন্ ঠাঞি॥২২॥

অদ্বৈতেব লীলা সাধাবণেব অবোধ্য—

কে বুঝয়ে অদ্বৈতের চরিত্র গহন।
জানিয়াও নানা মত করয়ে কথন ॥২৩॥

মহাপ্রভুব অবতাবত্ব-বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞ হইযাও অদ্বৈতের তাহাতে অজ্ঞতাব ভান—

"কোথা বা গোসাঞি আইলা মানুষ ভিতরে ?
কোন্ শাস্ত্রে বলে নদীয়ায় অবতরে ? ২৪ ॥
মোর ভক্তি, বৈরাগ্য, অধ্যাত্ম-জ্ঞান মোর।
সকল জানয়ে শ্রীনিবাস ভাই তোর ॥"২৫ ॥

অদ্বৈতেব চবিত্র বামাইব পবিজ্ঞাত—

অদ্বৈতের চরিত্র রামাই ভাল জানে।
উত্তর না করে কিছু, হাসে মনে মনে ॥২৬॥

অদ্বৈতেব চরিত্র সুকৃতিমন্ত জনেব সুবোধ্য এবং দুষ্কৃতিব দুর্ব্বোধ্য—

এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্য্যবাধ ॥২৭॥

অদ্বৈতেব বামাইকে পুনর্ব্বাব আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা—

পুনঃ বলে,—"কহ কহ রামাই পণ্ডিত।
কি কারণে তোমার গমন আচম্বিত ?"২৮॥

বামাইব অদ্বৈতকে মহাপ্রভুব আদেশ জ্ঞাপন—

বুঝিলেন আচার্য্য হইলা শান্তচিত।
তখন কান্দিয়া কহে রামাই পণ্ডিত ॥২৯॥
"যাঁ'র লাগি' করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যাঁ'র লাগি' করিলা বিস্তর আরাধন ॥৩০॥
যাঁ'র লাগি' করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার আসি' হইলা প্রকাশ ॥৩১॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁ'র আগমন।
তোমারে সে আজ্ঞা করিবারে বিবর্ত্তন ॥৩২॥
ষড়ঙ্গ-পূজার বিধি-যোগ্য সজ্জ লঞা।
প্রভুর আজ্ঞায় চল সস্ত্রীক হইয়া ॥৩৩॥

কার্য্যাবস্তু, নৃত্য, ভ্রমণ, পরিবর্ত্তন, উপস্থিত হওয়া। তুমি শীঘ্র আসিয়া স্বয়ং উপস্থিত হও অর্থাৎ মিলিত হও ॥ ১৩ ॥

অদ্বৈতআচার্য্য প্রভু ভগবৎসেবানন্দে এরূপ বিহ্বল ছিলেন যে, তাঁহার বাহ্য-শরীর-সম্বন্ধে ধারণার অভাব হইয়াছিল॥২২॥

অদ্বৈতের লীলা এরূপ গূঢ় যে, তিনি সকল বিষয়ের পরিজ্ঞাতা হইয়াও যেন কিছুই অবজ্ঞাত নহেন—এরূপ প্রকাশ করেন ॥ ২৩ ॥

মনুষ্যেব মধ্যে জগৎত্রাতা হবি নদীয়ায় আসিয়া মানুষের ন্যায় অবতাব হইবেন—ইহা কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে, জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৪ ॥

শ্রীমদ্ অদ্বৈত-আচার্য্য রামাইকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—ওহে রামাই, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবাস আমার ভক্তি, বৈরাগ্য, অধ্যাত্ম-জ্ঞান-বিষয়ে পারদর্শিতার সকল কথাই জানেন ॥ ২৫ ॥

নিত্যানন্দস্বরূপের হৈল আগমন।
প্রভুর দ্বিতীয় দেহ, তোমার জীবন ॥৩৪॥
তুমি সে জানহ তাঁরে, মুঞি কি কহিমু।
ভাগ্য থাকে মোর, তবে একত্র দেখিমু॥" ৩৫॥

মহাপ্রভুর প্রকাশ-বার্ত্তা-শ্রবণে অদ্বৈতের আনন্দ প্রকাশ—

রামাইর মুখে যবে এতেক শুনিলা।
তখনে তুলিয়া বাহু কান্দিতে লাগিলা ॥৩৬॥
কান্দিয়া হইলা মূর্চ্ছা আনন্দ-সহিত।
দেখিয়া সকল-গণ হইলা বিস্মিত ॥৩৭॥
ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য করয়ে হুঙ্কার।
'আনিলুঁ', 'আনিলুঁ' বলে 'প্রভু আপনার' ॥৩৮॥
"মোর লাগি' প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া।"
এত বলি' কান্দে পুনঃ ভূমিতে পড়িয়া ॥৩৯॥

মহাপ্রভুর প্রকাশ-বার্ত্তাশ্রবণে সপরিবার সীতাদেবীর আনন্দ-ক্রন্দন—

অদ্বৈত গৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা।
প্রভুর প্রকাশ শুনি' কান্দে আনন্দিতা ॥৪০॥
অদ্বৈতের তনয় 'অচ্যুতানন্দ' নাম।
পরম বালক সেহো কান্দে অবিরাম ॥৪১॥
কান্দেন অদ্বৈত পত্নী-পুত্রের সহিতে।
অনুচর সব বেড়ি' কাঁদে চারি ভিতে ॥৪২॥
কেবা কোন্ দিকে কাঁদে নাহি পরাপর।
কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল অদ্বৈতের ঘর ॥৪৩॥
স্থির হয় অদ্বৈত, হইতে নারে স্থির।
ভাবাবেশে নিরবধি দোলায় শরীর ॥৪৪॥

ভাববিহ্বল অদ্বৈতের রামাইকে মহাপ্রভুর আদেশ-বিষয়ে পুনর্জ্জিজ্ঞাসা—

রামাইরে বলে,—"প্রভু কি বলিলা মোরে?"
রামাই বলেন,—"ঝাট চলিবার তরে ॥"৪৫॥

অদ্বৈতের লালসাময়ী প্রভুপ্রীতি—

অদ্বৈত বলয়ে,—"শুন রামাই পণ্ডিত।
মোর প্রভু হন, তবে মোহার প্রতীত ॥৪৬॥
আপন ঐশ্বর্য্য যদি মোহারে দেখায়।
শ্রীচরণ তুলি' দেই মোহার মাথায় ॥৪৭॥
তবে সে জানিমু মোর হয় প্রাণনাথ।
সত্য সত্য এই মুঞি কহিলুঁ তোমাত ॥"৪৮॥

রামাইর উত্তর—

রামাই বলেন,—"প্রভু মুঞি কি কহিমু।
যদি মোর ভাগ্যে থাকে, নয়নে দেখিমু ॥৪৯॥
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু, সেই সে তাঁহার।
তোমার নিমিত্ত প্রভু এই অবতার ॥"৫০॥

রামাইর বচনে অদ্বৈতের আনন্দ—

হইলা অদ্বৈত তুষ্ট রামের বচনে।
শুভযাত্রা-উদযোগ করিলা ততক্ষণে ॥৫১॥

পূজার সজ্জা-সহ গমনার্থ প্রস্তুত হইতে সীতাদেবীকে অদ্বৈতের আদেশ এবং সস্ত্রীক যাত্রা—

পত্নীরে বলিলা,—"ঝাট হও সাবধান।
লইয়া পূজার সজ্জ চল আগুয়ান ॥"৫২॥
পতিব্রতা সেই চৈতন্যের তত্ত্ব জানে।
গন্ধ, মাল্য, ধূপ, বস্ত্র অশেষ বিধানে ॥৫৩॥
ক্ষীর, দধি, সর, ননী, কর্পূর, তাম্বূল।
লইয়া চলিলা যত সব অনুকূল ॥৫৪॥
সপত্নীকে চলিলা অদ্বৈত-মহাপ্রভু।
রামা'য়ে নিষেধে, "ইহা না কহিবা কভু ॥৫৫॥

অদ্বৈতের নিজ গমন সংবাদ মহাপ্রভুকে জানাইতে রামাইকে নিষেধাজ্ঞা—

'না আইলা আচার্য্য', তুমি বলিবা বচন।
দেখি মোর প্রভু তবে কি বলে তখন ॥৫৬॥

অদ্বৈত-প্রভুর গূঢ় চরিত্রে [illegible] লোক প্রবেশ করিতে পারে না। যাঁহার সৌভাগ্য আছে, তিনি প্রভুর উদ্দেশ্য বুঝিতে সমর্থ হইয়া লাভবান্ হন, আর মন্দ-ভাগ্য দুষ্কর্ম্মরত জন তাঁহাকে না বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যত্ন করিয়া নিজের অমঙ্গল সাধন করেন ॥ ২১ ॥

ষড়ঙ্গ-পূজা—জল, আসন, বস্ত্র, দীপ, অন্ন ও তাম্বূল—অর্চনমার্গীয় ষড়ঙ্গ। গোময়, গোমূত্র, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও গোরোচনা—মাঙ্গলিক ষড়ঙ্গ। প্রণিপাত, স্তুতি, সর্ব্ব-কর্ম্মার্পণ, পরিচর্য্যা, চরণ-স্মরণ ও কথা-শ্রবণ—ভজন-মার্গীয় ষড়ঙ্গ ॥ ৩৩ ॥

গুপ্তে থাকোঁ মুঞি নন্দন-আচার্য্যের ঘরে।
'না আইলা' বলি' তুমি করিবা গোচরে॥"৫৭॥

অদ্বৈতের সঙ্কল্প সর্ব্বান্তর্যামী মহাপ্রভুর হৃদয়গোচর এবং শ্রীবাসভবনে যাত্রা—

সবার হৃদয়ে বৈসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত-সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর॥৫৮॥
আচার্য্যের আগমন জানিয়া আপনে।
ঠাকুর পণ্ডিত-গৃহে চলিলা তখনে॥৫৯॥

ভক্তগণের প্রভুসহ মিলন—

প্রায় যত চৈতন্যের নিজ ভক্তগণ।
প্রভুর ইচ্ছায় সব মিলিলা তখন॥৬০॥

প্রভুর আবিষ্টভাব বুঝিতে পারিয়া সকলের সশঙ্ক অবস্থান—

আবেশিত চিত্ত প্রভুর সবাই বুঝিয়া।
সশঙ্কে আছেন সবে নীরব হইয়া॥৬১॥

প্রভুর হুঙ্কার পূর্ব্বক বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন এবং ভাবাবেশে অদ্বৈতের আগমন সংবাদ বিজ্ঞাপন—

হুঙ্কার করিয়া প্রভু ত্রিদশের রায়।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টায়॥৬২॥
'নাড়া আইসে, নাড়া আইসে'—বলে বারে বারে।
"নাড়া চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে॥"৬৩॥

মহাপ্রভুর অবস্থা দর্শনে নিত্যানন্দাদির সময়োচিত সেবা—

নিত্যানন্দ জানে সব প্রভুর ইঙ্গিত।
বুঝিয়া মস্তকে ছত্র ধরিলা ত্বরিত॥৬৪॥
গদাধর বুঝি' দেয় কপূর তাম্বূল।
সর্ব্ব জনে করে সেবা যেন অনুকূল॥৬৫॥
কেহো পড়ে স্তুতি, কেহো কোন সেবা করে।
হেনই সময়ে আসি' রামাই গোচরে॥৬৬॥

অন্তর্যামী মহাপ্রভুর রামাইকে অদ্বৈতের বিষয় কথন—

নাহি কহিতেই প্রভু বলে রামাইরে।
"মোরে পরীক্ষিতে নাড়া পাঠাইল তোরে॥"৬৭॥
'নাড়া আইসে' বলি' প্রভু মস্তক ঢুলায়।
"জানিয়াও মোরে নাড়া চালয়ে সদায়॥" ৬৮॥
এথাই রহিলা নন্দন আচার্য্যের ঘরে।
মোরে পরীক্ষিতে 'নাড়া' পাঠাইল তোরে॥৬৯॥

অদ্বৈতকে আনয়নার্থ মহাপ্রভুর আদেশ—

আন গিয়া শীঘ্র তুমি হেথাই তাহানে।
প্রসন্ন শ্রীমুখে আমি বলিল আপনে॥৭০॥

রামাইর অদ্বৈত-সমীপে গমন ও মহাপ্রভুর আদেশ বিজ্ঞাপন—

আনন্দে চলিলা পুনঃ রামাই পণ্ডিত।
সকল অদ্বৈতস্থানে করিলা বিদিত॥৭১॥

রামাইর মুখে প্রভুর আদেশ শুনিয়া অদ্বৈতের সস্ত্রীক প্রভুসম্মুখে আগমন—

শুনিয়া আনন্দে ভাসে অদ্বৈত আচার্য্য।
আইলা প্রভুর স্থানে সিদ্ধ হৈল কার্য্য॥৭২॥

অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুতানন্দ সেইকালে বালক ছিলেন। আনুমানিক ১৪২৩ শকাব্দা অচ্যুতানন্দের প্রকটকাল॥৫১॥

ত্রিদশের রায়—(ত্রি-অধিক-ত্রিরাবৃত্ত—দশ পরিমাণ অর্থাৎ তেত্রিশ-সংখ্যা-বিশিষ্ট, যাঁহাদিগের মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়—এই তেত্রিশটী দেবতা প্রধান, তাঁহারাই ত্রিদশ; রায় রায়া বা রাঅ, রাজা) তেত্রিশ কোটী দেবতার ঈশ্বর, সেব্য, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর॥ ৬২॥

অদ্বৈত-প্রভু শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামাইকে বলিলেন,—"তুমি মহাপ্রভুকে বলিবে যে, অদ্বৈত আসিলেন না, তাহাতে মহাপ্রভুর কিরূপ বিচার হয়, আমি দেখিতে চাই। আমি নন্দনাচার্য্যের ঘরে লুকাইয়া থাকিব, আর তুমি মহাপ্রভুকে গিয়া ঐরূপ বলিও।" এই পরামর্শ অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ অবগত হইলেন এবং শ্রীবাসের বাড়ীতে তাঁহাদের গৃহ-দেবতা নারায়ণের সিংহাসনোপরি বসিয়া "নাড়া আসিতেছে" বলিয়া পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন। প্রভু আরও বলিলেন,—"নাড়া' (অদ্বৈতাচার্য্য) আমার অন্তর্য্যামিত্ব পরীক্ষা করিতে চায়। আমি তাহার কারচুপী বুঝিতে পারি কিনা, তদ্বিষয়ে তাহার হয়ত সন্দেহ আছে, অথবা আমাকে বহির্জগতে প্রকাশ করিবার জন্য কপটতা বিস্তার করিয়াছে॥" ৬৩॥

দূরে থাকি' দণ্ডবৎ করিতে করিতে।
সস্ত্রীকে আইসে স্তব পড়িতে পড়িতে ॥৭৩॥
পাইয়া নির্ভয়-পদ আইলা সম্মুখে।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অপরূপ বেশ দেখে ॥৭৪॥

মহাপ্রভুর বিবিধ ঐশ্বর্য্যদর্শনে সস্ত্রীক অদ্বৈতের সসম্ভ্রম প্রণিপাত ও বাক্‌রোধ—

শ্রীরাগ

জিনিয়া কন্দর্পকোটি লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কনকসুন্দর কলেবর ॥৭৫॥
প্রসন্নবদন কোটিচন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর ॥৭৬ ॥
দুই বাহু দিব্য কনকের স্তম্ভ জিনি'।
তহিঁ দিব্য আভরণ রত্নের খিচনি ॥৭৭॥
শ্রীবৎস, কৌস্তুভ-মহামণি শোভে বক্ষে।
মকর কুণ্ডল বৈজয়ন্তী মালা দেখে ॥৭৮॥
কোটি মহাসূর্য্য জিনি' তেজে নাহি অন্ত।
পাদপদ্মে রমা, ছত্র ধরয়ে অনন্ত ॥৭৯॥
কিবা নখ, কিবা মণি না পারে চিনিতে।
ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে ॥৮০॥
কিবা প্রভু, কিবা গণ, কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ম্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর ॥৮১॥
দেখে পড়িয়াছে চারি-পঞ্চ-ছয়-মুখ।
মহাভয়ে স্তুতি করে নারদাদি-শুক ॥৮২॥
মকরবাহন-রথে এক বরাঙ্গনা।
দণ্ডপরণামে আছে যেন গঙ্গাসমা ॥৮৩॥
তবে দেখে—স্তুতি করে সহস্রবদন।
চারিদিকে দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ ॥৮৪॥
উলটি' আচার্য্য দেখে চরণের তলে।
সহস্র সহস্র দেব পড়ি' 'কৃষ্ণ' বলে ॥৮৫॥
যে পূজার সময়ে যে দেব ধ্যান করে।
তাহা দেখে চারিদিগে চরণের তলে ॥৮৬॥
দেখিয়া সম্ভ্রমে দণ্ড পরণাম ছাড়ি'।
উঠিলা অদ্বৈত—অদ্ভুত দেখি' বড়ি ॥৮৭॥
দেখে শত ফণাধর মহানাগগণ।
ঊর্দ্ধবাহু স্তুতি করে তুলি' সব ফণ ॥৮৮॥
অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্যরথ।
গজ-হংস-অশ্বে নিরোধিল বায়ুপথ ॥৮৯ ॥

অদ্বৈত আমাকে জানিয়াও সর্ব্বদা প্রবৃত্ত-ধর্ম্মে চালিত করে ॥ ৬৮ ॥

অদ্বৈতের উদ্দেশ্য ছিল যে, মহাপ্রভুর অন্তর্যামিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞতা তাঁহার কার্য্যের দ্বারা জগতে প্রকাশিত হউক। তজ্জন্যই নন্দন-আচার্য্যের গৃহে আপনাকে লুক্কায়িত রাখিয়া কপটতা দ্বারা নিজ আগমন-বার্ত্তা মহাপ্রভুর নিকট সঙ্গোপন করিতে রামাইকে বলিলেন। এক্ষণে শ্রীমহাপ্রভু সকল কথা নিজ শ্রীমুখে প্রচার করিয়া দিলে তাঁহার পরমেশ্বরত্ব সকলে অবগত হওয়ায় অদ্বৈতের অভীষ্টসিদ্ধ হইল। ৭২ ॥

নির্ভয়পদ—শ্রীগৌরসুন্দরের অভয়চরণারবিন্দ। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবম্[illegible]—এইশ্লোকোক্তি অনুসারে সর্ব্বত্রই গৌরসুন্দরের দর্শন বা ইষ্টদর্শন ॥ ৭৪ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের ভুজদ্বয় স্বর্ণস্তম্ভের শোভা জয় করিয়াছিল। সেই ভুজদ্বয়ে দিব্য অলঙ্কারসমূহ স্বর্ণস্তম্ভে খচিত মণিগণের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ৭৭ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের বক্ষোদেশে শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ মহামণি বিরাজিত, কর্ণে মকরলাঞ্ছিত কুণ্ডল এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালিকা লম্বমান দেখিলেন ॥ ৭৮ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের নখশোভা মণিচ্ছটা বিকীরণ করিতেছিল; তাহাতে ভ্রম হইতেছিল যে, উহা নখ নহে, সাক্ষাৎ মণি ॥ ৮০ ॥

শ্রীমহাপ্রভুকে, তাঁহার ভক্তগণকে অথবা প্রভুর পরিহিত ভূষণ-সমূহকে জ্যোতির্ম্ময়-পদার্থ-দর্শন ব্যতীত আর কিছুই দেখিলেন না ॥ ৮১ ॥

আরও দেখিতে পাইলেন যে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, পঞ্চমুখ শিব, ষড়্‌মুখ কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি প্রণত অবস্থায় তাঁহার নিকট পড়িয়া রহিয়াছেন। নারদ-শুকদেবাদি সন্ত্রস্ত হইয়া স্তব করিতেছেন ॥ ৮২ ॥

গঙ্গা-সদৃশী এক অপূর্ব্বা নারী মকর-লাঞ্ছিত রথে দণ্ডবৎ-প্রণতি বিধান করিতেছেন ॥ ৮৩ ॥

কোটি কোটি নাগবধূ সজল-নয়নে।
'কৃষ্ণ' বলি' স্তুতি করে দেখে বিদ্যমানে ॥৯০॥
ক্ষিতি অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে।
দেখে পড়িয়াছে মহা-ঋষিগণ পাশে ॥৯১॥
মহা-ঠাকুরাল দেখি' পাইলা সংভ্রম।
পতি-পত্নী কিছু বলিবার নহে ক্ষম ॥৯২॥

মহাপ্রভুর অদ্বৈত-প্রতি নিজ প্রকাশ-তত্ত্ব ও জীবের সৌভাগ্য-হেতু বর্ণন—

পরম-সদয়-মতি প্রভু বিশ্বম্ভর।
চাহিয়া অদ্বৈত-প্রতি করিলা উত্তর ॥৯৩॥
"তোমার সংকল্প লাগি' অবতীর্ণ আমি।
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি ॥৯৪॥
শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ হইল মোর তোমার হুঙ্কারে ॥৯৫॥
দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে।
আমারে আনিলে সব জীব উদ্ধারিতে ॥৯৬॥
যতেক দেখিলে চতুর্দ্দিকে মোর গণ।
সবার হইল জন্ম তোমার কারণ ॥৯৭॥
যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে।
তোমা হৈতে তাহা দেখিবেক সর্ব্বজনে ॥" ৯৮॥

মহাপ্রভুর তত্ত্ব-শ্রবণে অদ্বৈতের আনন্দ-জ্ঞাপন—

রামকিরি রাগঃ

এতেক প্রভুর বাক্য অদ্বৈত শুনিয়া।
ঊর্দ্ধবাহু করি' কান্দে সস্ত্রীক হইয়া ॥৯৯॥
"আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ।
আজি সে সফল হৈল যত অভিলাষ ॥১০০॥
আজি মোর জন্ম-কর্ম্ম সকল সফল।
সাক্ষাতে দেখিলুঁ তোর চরণযুগল ॥১০১॥
ঘোষে মাত্র চারি বেদে, যারে নাহি দেখে।
হেন তুমি মোর লাগি' হৈলা পরতেকে ॥১০২॥
মোর কিছু শক্তি নাহি তোমার করুণা।
তোমা বই জীব উদ্ধারিব কোন্ জনা ॥" ১০৩॥

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক অদ্বৈতকে নিজ পূজনে আদেশ—

বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসেন আচার্য্য।
প্রভু বলে—"আমার পূজার কর কার্য্য ॥" ১০৪॥

অদ্বৈতের শ্রীচৈতন্য-চরণ পূজা—

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পরম হরিষে।
চৈতন্যচরণ পূজে অশেষ বিশেষে ॥১০৫॥
প্রথমে চরণ ধুই' সুবাসিত জলে।
শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে ॥১০৬॥
চন্দনে ডুবাই' দিব্য তুলসীমঞ্জরী।
অর্ঘ্যের সহিত দিলা চরণ-উপরি ॥১০৭॥
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, পঞ্চ উপচারে।
পূজা করে প্রেমজলে বহে অশ্রুধারে ॥১০৮॥
পঞ্চশিখা জ্বালি' পুনঃ করেন বন্দনা।
শেষে 'জয়-জয়'-ধ্বনি করয়ে ঘোষণা ॥১০৯॥
করিয়া চরণপূজা ষোড়শোপচারে।
আরবার দিলা মাল্য-বস্ত্র-অলঙ্কারে ॥১১০॥
শাস্ত্রদৃষ্টে পূজা করি' পটল-বিধানে।
এই শ্লোক পড়ি' করে দণ্ড-পরণামে ॥১১১॥

তথাহি—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥" ১১২॥
এই শ্লোক পড়ি' আগে নমস্কার করি'।
শেষে স্তুতি করে নানা-শাস্ত্র-অনুসারি' ॥১১৩॥

অদ্বৈত কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর স্তব—

জয় জয় সর্ব্ব-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর ॥১১৪॥
জয় জয় ভকতবচন-সত্যকারী।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা-অবতারী ॥১১৫॥

গজ-হংস-অশ্বে—গজ, হংস, অশ্ব প্রভৃতি দেবগণের বাহন-সমূহে ॥ ৮৯ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের এই প্রকার মহৈশ্বর্য্য-দর্শনে সপত্নীক অদ্বৈত আচার্য্য নির্ব্বাক্ ও স্তব্ধপ্রায় হইলেন ॥ ৯২ ॥

চারিবেদ যাঁহাকে দর্শন না পাইয়া বাক্য দ্বারা বর্ণন করে মাত্র, সেই বস্তু আমি অদ্য স্বচক্ষে দর্শন করিলাম ॥ ১০২ ॥

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য—এই পঞ্চোপচার (—হঃ ভঃ বিঃ ১১।৪৮) ॥ ১০৮ ॥

জয় জয় সিন্ধুসুতা-রূপ-মনোরম।
জয় জয় শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বিভূষণ ॥১১৬॥
জয় জয় 'হরে-কৃষ্ণ'-মন্ত্রের প্রকাশ।
জয় জয় নিজ-ভক্তি-গ্রহণ-বিলাস ॥১১৭॥
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্তশয়ন।
জয় জয় জয় সর্ব্বজীবের শরণ ॥১১৮॥

তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ।
তুমি মৎস্য, তুমি কূর্ম্ম, তুমি সনাতন ॥১১৯॥
তুমি সে বরাহ প্রভু, তুমি সে বামন।
তুমি কর যুগে যুগে বেদের পালন ॥১২০॥
তুমি রক্ষকুল-হন্তা জানকী-জীবন।
তুমি গুহ-বরদাতা, অহল্যা-মোচন ॥১২১॥

পঞ্চশিখা,—পঞ্চপ্রদীপ ॥ ১০৯ ॥

ষোড়শোপচার—"আসন-স্বাগতে সার্ঘ্যে পাদ্যমাচমনীয়কম্। মধুপর্কাচমস্নানবসনাভরণানি চ ॥ সুগন্ধসুমনোধূপদীপনৈবেদ্যবন্দনম্। প্রযোজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শ ॥" কচিচ্চ—"আসনাবাহনঞ্চৈব পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়কম্। স্নানং বাসো ভূষণঞ্চ গন্ধঃ পুষ্পঞ্চ ধূপকঃ। প্রদীপশ্চৈব নৈবেদ্যং পুষ্পাঞ্জলিরতঃপরম্। প্রদক্ষিণং নমস্কারো বিসর্গশ্চৈব ষোড়শ ॥" (হঃ ভঃ বিঃ ১১।৪৬, ৪৯) অর্থাৎ—আসন, স্বাগত, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমন, স্নান, বসন, আভরণ, সুগন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দনা। কোন কোন মতে—আসন, আবাহন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্পাঞ্জলি, প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও বিসর্জ্জন ॥ ১১০ ॥

পটল-বিধান—পাঞ্চরাত্রিকী বিধি—যাহা বিভিন্ন পরিচ্ছেদে (পটলে) নির্দিষ্ট আছে।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু শাস্ত্র-দৃষ্ট্যে পাঞ্চরাত্রিক বিধানে মহাপ্রভুর অর্চ্চন করিয়াছিলেন। "শাস্ত্র-দৃষ্ট্যে" ও "পটল-বিধানে"—এই শব্দদ্বয় দ্বারা অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু যে শ্রীগৌরমন্ত্রে গৌরপূজা করিয়াছিলেন,তাহাই শ্রীচৈতন্যভাগবতকার গৌর-সেবোন্মুখগণের নিকট ইঙ্গিতে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই পটলবিধান আমরা শ্রীধ্যানচন্দ্রের পদ্ধতিতে এবং ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্র প্রভৃতি পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে দেখিতে পাই। উহাতে গৌর-মন্ত্রে গৌর-পূজার [illegible] প্রয়োগ-পদ্ধতি বর্ণিত রহিয়াছে। অদ্বৈত আচার্য্যপ্রভু শাস্ত্র দর্শন করিয়া পাঞ্চরাত্রিক বিধানে মহাপ্রভুর পূজা করিয়াছিলেন এবং পূজার অন্তে গৌরসুন্দরের বিষ্ণুত্ব জগতে প্রচার করিবার জন্য "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" প্রভৃতি স্তবমুখে মহাপ্রভুর স্তুতি করিয়াছিলেন। "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায" শ্লোকের দ্বারা শ্রীচৈতন্যভাগবতকার গৌরমন্ত্র বিরোধ করেন নাই ॥ ১১১ ॥

মধ্য ২।১৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১১২ ॥

সিন্ধুসুতা-রূপ-মনোরম—রত্নাকর-তনয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্য্য যাঁহার মানসিক উল্লাস বৃদ্ধি করে। সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীদেবী সিন্ধু হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম 'সিন্ধুসুতা'। "ততশ্চাবিরভূৎ সাক্ষাচ্ছ্রীরমা ভগবৎপরা। রঞ্জয়ন্তী দিশঃ কান্ত্যা বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা ॥" (—ভাঃ ৮।৮।৮) ॥ ১১৬ ॥

'হরেকৃষ্ণ'মন্ত্র,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"—এই মহামন্ত্র। এই মহামন্ত্রের প্রকাশকারী শ্রীগৌরসুন্দরের পুনঃ পুনঃ জয় হউক। ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে, যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশিত 'হরে কৃষ্ণ'-মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের বাধক হন, তাঁহারা গৌরাঙ্গের বিরোধী।

শ্রীগৌরসুন্দর—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও তিনি জীবকে নিজভজন-মুদ্রা শিক্ষা দিবার জন্য নিজেই ভগবদ্ভক্তি গ্রহণ বা আচরণের বিলাস বা লীলা করিতেছেন, অথবা জীবকে নিজভক্তি গ্রহণ করাইবার জন্যই তাঁহার বিলাস বা ভক্তরূপে লীলাপ্রকাশ ॥ ১১৭ ॥

'তুমি মৎস্য,' 'তুমি কূর্ম্ম', 'তুমি সে বরাহ', 'তুমি সে বামন' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু সকল স্বাংশাদি অবতারই মহা-অবতারী মহাপ্রভুতে,—অংশীতে অংশ-সমূহের নিত্যাবস্থান বিরাজমান—ইহাই জানাইলেন। অদ্বৈত-প্রভুর ১১৫ সংখ্যার বাক্য দ্রষ্টব্য ॥ ১১৯ ॥

রক্ষকুল-হন্তা—ভগবান্ গৌরসুন্দর স্বীয় রামাবতারে রাবণাদি রাক্ষসকুলের বিনাশক-লীলা প্রকাশ করিয়া-

তুমি সে প্রহ্লাদ-লাগি' কৈলে অবতার।
হিরণ্য বধিয়া 'নরসিংহ'-নাম যার ॥১২২॥
সর্ব্বদেব-চূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ।
তুমি সে ভোজন কর নীলাচল-মাঝ ॥১২৩॥
তোমারে সে চারি-বেদে বুলে অন্বেষিয়া।
তুমি এথা আসি' রহিয়াছ লুকাইয়া ॥১২৪॥
লুকাইতে বড় প্রভু তুমি মহাবীর।
ভক্তজনে তোমা ধরি' করয়ে বাহির ॥১২৫॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে তোমার অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমা বই নাহি আর ॥১২৬॥
এই তোর দুইখানি চরণ-কমল।
ইহার সে রসে গৌরী-শঙ্কর বিহ্বল ॥ ১২৭॥
এই সে চরণ রমা সেবে একমনে।
ইহার সে যশ গায় সহস্রবদনে ॥১২৮॥
এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায়।
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে ইহার যশ গায় ॥১২৯॥
সত্যলোক আক্রমিল এই সে চরণে।
বলি-শির ধন্য হৈল ইহার অর্পণে ॥১৩০॥
এই সে চরণ হৈতে গঙ্গা-অবতার।
শঙ্কর ধরিলা শিরে মহাবেগ যার ॥১৩১॥
কোটি বৃহস্পতি জিনি' অদ্বৈতের বুদ্ধি।
ভালমতে জানে সেই চৈতন্যের শুদ্ধি ॥১৩২॥

স্তব করিতে করিতে অদ্বৈতের প্রভুপদতলে পতন—

বর্ণিতে চরণ—ভাসে নয়নের জলে।
পড়িলা দীঘল হই' চরণের তলে ॥১৩৩॥
সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত-মাথায় ॥১৩৪॥

অদ্বৈতের হৃদ্‌গত ভাবজ্ঞাতা মহাপ্রভুর অদ্বৈতশিরে নিজ পাদপদ্ম-স্থাপন—

চরণ অর্পণ শিরে করিলা যখন।
'জয় জয়' মহাধ্বনি হইল তখন ॥১৩৫॥

অপূর্ব্ব-দর্শনে সকলের হরি-কোলাহল ও বিভিন্ন ভাব প্রকাশ—

অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে হইল বিহ্বল।
'হরি, হরি' বলি' সবে করে কোলাহল ॥১৩৬॥
গড়াগড়ি যায় কেহ, মালসাট মারে।
কারো গলা ধরি' কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥১৩৭॥

নিজশিরে শ্রীচৈতন্য-চরণ লাভে অদ্বৈতের মনোভীষ্ট-পরিপূর্ত্তি—

সস্ত্রীকে অদ্বৈত হৈলা পূর্ণ-মনোরথ।
পাইয়া চরণ শিরে পূর্ব্ব-অভিমত ॥১৩৮॥

কীর্ত্তনে নৃত্যার্থ অদ্বৈতকে মহাপ্রভুর আদেশ—

অদ্বৈতেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
"আরে নাড়া! আমার কীর্ত্তনে নৃত্য কর ॥" ১৩৯॥

ছিলেন। গুহ-বরদাতা—চণ্ডালকুলে আবির্ভূত গুহককে যিনি বর দান করিয়াছিলেন। অহল্যা-মোচন—যিনি অহল্যাকে মুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১২১ ॥

নীলাচল শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে তুমি অর্চ্চাবিগ্রহে অবস্থিত হইয়া ভক্ত-প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ কর। শ্রীদুর্গাদেবী 'নীলা' নামে কথিতা। জগদ্রূপিণী 'নীলা' তাঁহার বরণীয় ভগবানকে প্রপঞ্চে শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তিতে প্রকট করান। সেখানে নৈবেদ্যরূপে প্রদত্ত ভোজ্যবস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন। তিনি জগতের নাথ হইলেও স্বয়ং বৈকুণ্ঠবস্তু, বৈকুণ্ঠ-ধামেই নিত্য বিরাজমান। জগতের অধিবাসিগণের নিকট হইতে তিনি সেবা-গ্রহণ-মানসে প্রপঞ্চে অর্চ্চামূর্ত্তিতে আবির্ভূত ॥ ১২৩ ॥

শ্রীবামনদেবের পাদপদ্ম সমগ্র সত্যলোক আবরণ করিয়াছিল (—ভাঃ ৮।২০।৩৩-৩৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। শ্রীভগবচ্চরণ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সত্যের প্রতিষ্ঠা থাকিতে পারে না। অপর কাল্পনিক সত্য-সমূহ কুহকাবৃত। ভগবানই সত্য-স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের আদি শ্লোকে এবং "সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং" (১০।২।২৬) প্রভৃতি শ্লোক-সমূহে ইহা উদাহৃত আছে ॥ ১৩০ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের পরতত্ত্ববিষয় শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবগত আছেন। তাঁহার নির্ম্মলা বুদ্ধি কোটি-সংখ্যক বৃহস্পতির বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ১৩২ ॥

দীঘল—(দীর্ঘল-শব্দজ) দীর্ঘাকার, দীর্ঘ। দীর্ঘভাবে লম্বিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১৩৩ ॥

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত-গোসাঞি।
নানা-ভক্তিযোগে নৃত্য করে সেই ঠাঞি ॥১৪০॥

অদ্বৈতের নৃত্য ও বিভিন্ন ভাবাবেশ—

উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি অতি মনোহর।
নাচেন অদ্বৈত গৌরচন্দ্রের গোচর ॥১৪১॥
ক্ষণে বা বিশাল নাচে, ক্ষণে বা মধুর।
ক্ষণে বা দশনে তৃণ ধরয়ে প্রচুর ॥১৪২॥
ক্ষণে ঘুরে, উঠে, ক্ষণে পড়ি' গড়ি' যায়।
ক্ষণে ঘনশ্বাস ছাড়ি' ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় ॥১৪৩॥
যে কীর্ত্তন যখন শুনয়ে' সেই হয়।
এক ভাবে স্থির নহে, আনন্দে নাচয় ॥১৪৪॥
অবশেষে আসি' সবে রহে দাস্যভাবে।
বুঝন না যায় সেই অচিন্ত্য-প্রভাবে ॥১৪৫॥

নিত্যানন্দ-দর্শনে অদ্বৈতের ভ্রূকুটী ও নিত্যানন্দের হাস্য—

ধাইয়া ধাইয়া যায় ঠাকুরের পাশে।
নিত্যানন্দ দেখিয়া ভ্রূকুটি করি' হাসে ॥১৪৬॥
হাসি' বলে,—"ভাল হৈল আইলা নিতাই।
এতদিন তোমার নাগালি নাহি পাই ॥১৪৭॥
যাইবে কোথায় আজি রাখিমু বান্ধিয়া।"
ক্ষণে বলে প্রভু, ক্ষণে বলে মাতালিয়া ॥১৪৮॥
অদ্বৈত-চরিত্রে হাসে নিত্যানন্দ-রায়।
এক মূর্ত্তি, দুই ভাগ—কৃষ্ণের লীলায় ॥১৪৯॥

নিত্যানন্দের বিভিন্ন ভাবে সেবা—

পূর্ব্বে বলিয়াছি নিত্যানন্দ নানারূপে।
চৈতন্যের সেবা করে অশেষ কৌতুকে ॥১৫০॥
কোন রূপে কহে, কোন রূপে করে ধ্যান।
কোন রূপে ছত্র-শয্যা, কোন রূপে গান ॥১৫১॥

চৈতন্যপ্রিয় নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের রহস্য ও মাহাত্ম্য—

নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে অভেদ করি' জান।
এই অবতারে জানে যত ভা[illegible] ॥১৫২॥
যে কিছু কলহ-লীলা দেখহ দোঁহার।
সে সব অচিন্ত্য-রঙ্গ ঈশ্বর-ব্যভার ॥১৫৩॥
এ দু'য়ের প্রীতি যেন অনন্ত-শঙ্কর।
দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়-কলেবর ॥১৫৪॥

নিত্যানন্দাদ্বৈতে ভেদ-দর্শনকারীর দুর্গতি প্রাপ্তি—

যে না বুঝি' দোঁহার কলহ, পক্ষ ধরে।
একে বন্দে, আরে নিন্দে, সেই জন মরে ॥১৫৫॥

অদ্বৈতের নৃত্যদর্শনে বৈষ্ণবগণের প্রীতি—

অদ্বৈতের নৃত্য দেখি' বৈষ্ণবসকল।
আনন্দসাগরে মগ্ন হইলা বিহ্বল ॥১৫৬॥

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় অদ্বৈতের নৃত্য-বিরতি—

হইল প্রভুর আজ্ঞা—রহিবার তরে।
ততক্ষণে রহিলেন,—আজ্ঞা করি' শিরে ॥১৫৭॥

মহাপ্রভুর অদ্বৈতকে প্রসাদী মালা প্রদান ও বর-প্রদানের অভিলাষ—

আপন গলার মালা অদ্বৈতেরে দিয়া।
'বর মাগ', 'বর মাগ'—বলেন হাসিয়া ॥১৫৮॥
শুনিয়া অদ্বৈত কিছু না করে উত্তর।
'মাগ, মাগ' পুনঃ পুনঃ বলে বিশ্বম্ভর ॥১৫৯॥

অদ্বৈতের উত্তর-প্রদানমুখে নিজ অভিলাষ-জ্ঞাপন—

অদ্বৈত বলয়ে,—"আর কি মাগিমু বর?
যে বর চাহিলুঁ, তাহা পাইলুঁ সকল ॥১৬০॥
তোমারে সাক্ষাৎ করি' আপনে নাচিলুঁ।
চিত্তের অভীষ্ট যত সকল পাইলুঁ ॥১৬১॥
কি চাহিমু প্রভু, কিবা শেষ আছে আর।
সাক্ষাতে দেখিলুঁ প্রভু, তোর অবতার ॥ ১৬২॥
কি চাহিমু, কিবা নাহি জানহ আপনে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য-দরশনে ॥" ১৬৩॥

মহাপ্রভুর অদ্বৈত-সমীপে নিজাবতার-কার্য্য প্রকাশ—

মাথা ঢুলাইয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"তোমার নিমিত্তে আমি হইলুঁ গোচর ॥১৬৪॥

মাল্‌সাট—[মল্ল-(দ্রঃ) সাট্—ছুট্ (বস্ত্র)-ছাটা ছ = শ বাস] মল্লের সজ্জা ও প্রাবল্য ॥ ১৩৭ ॥

বিশাল—অসঙ্কোচিত, বিস্তীর্ণ ॥ ১৪২ ॥

মাতালিয়া—প্রমত্ত, মাতাল ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের বিচার-ভেদজনিত পরস্পরের উক্তি শুনিয়া যাঁহারা তাঁহাদিগের মধ্যে ভেদ কল্পনা

ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন পরচার।
মোর যশে নাচে যেন সকল-সংসার ॥১৬৫॥
ব্রহ্মা-ভব-নারদাদি যারে তপ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু, বলিলুঁ তোমারে ॥" ১৬৬॥

বিদ্যাধন-কুল-তপস্যাদি-মদমত্ত বৈষ্ণবাপবাধী ব্যতীত আচণ্ডালে প্রেম-বিতবণার্থ অদ্বৈতেব প্রভুকে অনুবোধ-রূপ-বরপ্রার্থনা—

অদ্বৈত বলয়ে—"যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা ॥১৬৭॥
বিদ্যা-ধন-কুল-আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত, তোর ভক্তি যে-যে-জন বাধে ॥১৬৮॥
সে পাপিষ্ঠ-সব দেখি' মরুক পুড়িয়া।
আচণ্ডাল নাচুক তোর নাম-গুণ গাঞা ॥" ১৬৯॥

মহাপ্রভুব অদ্বৈতবাক্য অঙ্গীকাব—

অদ্বৈতের বাক্য শুনি' করিলা হুঙ্কার।
প্রভু বলে,—"সত্য যে তোমার অঙ্গীকার ॥১৭০॥
এ সব বাক্যের সাক্ষী সকল-সংসার।
মূর্খ-নীচ-প্রতি কৃপা হইল তাঁহার ॥১৭১॥

করেন, চিন্তাব অতীত বস্তু-সম্বন্ধে তাঁহাদেব সেইরূপ ধাবণা কবা কর্ত্তব্য নহে। ভগবানেব বিচিত্র লীলা সকলেব বোধগম্য নহে, উহা চিন্তাব অতীত বাজ্যে অবস্থিত ॥১৫৩॥

যেরূপ অনন্তদেব ভগবানে প্রীতিবিশিষ্ট এবং রুদ্রদেব যেরূপ ভগবৎসেবা-নিবত, এতদুভয়েব ভগবৎপ্রীতি যেরূপ অসামান্যা, সেইরূপ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবেব সেবা-বিষয়ে অলৌকিক-প্রীতি। শ্রীচৈতন্যের প্রিয়-বিধানার্থ উভয়েই নিজ নিজ প্রাকট্য সাধন কবিয়াছেন ॥ ১৫৪ ॥

যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতেব মধ্যে পবস্পবেব স্ব-স্ব-ভাবোচিত বাক্য বুঝিতে না পাবিয়া তাহাকে 'কলহ' জ্ঞান কবেন, তাঁহাদেব একজনেব পক্ষ গ্রহণ কবিয়া অপব পক্ষেব দোষ দর্শন করেন এবং এইরূপ বিচারে একেব বন্দনা অপরেব নিন্দা করিতে যান, তাঁহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় ॥ ১৫৫ ॥

শ্রীগৌবসুন্দব বলিলেন,—আমি প্রত্যেকের গৃহে কৃষ্ণ-কথা-কীর্ত্তন প্রচাব করিব। যাহাতে পৃথিবীব সকল লোক আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া আমার যশোগানে নৃত্য করিবে ॥ ১৬৫ ॥

চতুর্ম্মুখ-হর-নারদাদি যে ভক্তির (ভগবৎপ্রেমার) জন্য তপস্যা করিয়া থাকেন, সেই ভক্তি আপামরে প্রদান করিয়া লোকের উপকার করিব—এই কথা আমি তোমাকে বলিলাম ॥ ১৬৬ ॥

অদ্বৈত বলিলেন,—যদি ব্রহ্মাদির দুর্লভ ভগবৎসেবা জগতের সকলকে বিতরণ করিবেন, তাহা হইলে যাহারা অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত, তাহাদিগকেও সেই প্রেমভক্তি বিলাইতে হইবে। স্ত্রীলোক, শূদ্র ও মূর্খ ভগবৎসেবায় অনধিকাবী বলিয়া এতাবৎকাল সাধাবণ লোকের বিচাব আছে। তাহা পবিবর্ত্তন কবিয়া ঐ সকল অযোগ্য পরিচয়ে পবিচিত জনগণেব নিকট হবিভক্তি-প্রদান-কার্য্যরূপ কীর্ত্তন-প্রথা তোমাব দ্বারাই প্রচাবিত হউক ॥ ১৬৭ ॥

বিদ্যামদ, ধনমদ, কুলমদ, তপস্যামদ প্রভৃতি অকল্যাণ-কব অহঙ্কারের মধ্যে অবস্থিত। যে-সকল ভাগ্যহীন মৎসর-প্রকৃতিব ব্যক্তি তোমার ভক্তিব স্বরূপ ও ভক্তেব মহিমা অবগত নহে, তাহাবাই নিজ নিজ বিদ্যা, ধন, কুল, তপস্যা প্রভৃতির গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ভগবদ্ভক্তকে এবং ভগবদ্ভক্তেব পরমোচ্চ-লাভরূপা ভক্তিকে বাধা দেয়, তাহাবা পাপ-প্রবণচিত্ত ॥ ১৬৮ ॥

সেই সকল পাপিষ্ঠ জগতের সকল শ্রেণীব মধ্যে ভক্ত দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদেব অলৌকিকী ভক্তি দেখিয়া মৎসবতাবশে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরুক। আব যাঁহাবা লোক-নিন্দিত, অবজ্ঞাপুষ্ট চণ্ডালাদি নাম ধারণ করিয়া আনন্দভরে প্রেমভক্তিব পরিচয় প্রদান কবেন, তাঁহাদিগের প্রবল নৃত্যদর্শনে মাৎসর্য্যপব দাম্ভিক-সম্প্রদায় অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হউক, আমি ইহা দেখিয়া আনন্দিত হই। অদ্বৈতের এই বাক্য ভগবান্ গৌরসুন্দর অনুমোদন করিলেন ॥ ১৬৯-১৭০ ॥

শ্রীমহাপ্রভু ও অদ্বৈত প্রভুব কথোপকথনেব সত্যতা জগতের লোকনিন্দিত-সমাজের নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য প্রদান করিবে। আজও লৌকিক বিচারে অনভিজ্ঞ মূর্খগণ ভগবদ্ভক্তি-প্রভাবে পণ্ডিতগণকে সকল বিষয়েই

চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণ-গানে।
ভট্ট-মিশ্র-চক্রবর্ত্তী সবে নিন্দা জানে ॥১৭২॥
গ্রন্থ পড়ি' মুণ্ড মুড়ি' কারো বুদ্ধি নাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যাইবেক নাশ ॥১৭৩॥
অদ্বৈতের বলে প্রেম পাইল জগতে।
এ সকল কথা কহি মধ্যখণ্ড হৈতে ॥১৭৪॥

শুদ্ধা সরস্বতীর কৃপায় চৈতন্য-তত্ত্ব-স্ফূরণ—

চৈতন্য-অদ্বৈতে যত হৈল প্রেমকথা।
সকল জানেন সরস্বতী জগন্মাতা ॥১৭৫॥
সেই ভগবতী সর্ব্ব-জনের জিহ্বায়।
অনন্ত হইয়া চৈতন্যের যশঃ গায় ॥১৭৬॥

গ্রন্থকারের দৈন্যজ্ঞাপন—

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥১৭৭॥

সস্ত্রীক অদ্বৈতের নবদ্বীপে অবস্থিতি—

সস্ত্রীকে আনন্দ হৈলা আচার্য্য গোসাঞি।
অভিমত পাই' রহিলেন সেই ঠাঞি ॥১৭৮॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৭৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈতমিলনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

পরাজিত করিতে সমর্থ। কুকর্ম্মবশে নীচ জাতিতে উদ্ভূত হইয়া শ্রীচৈতন্যকৃপায় তাঁহাদের যে প্রকার সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ ঘটে, উহাই ভগবদনুগ্রহের নিদর্শন ॥ ১৭১ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের গুণ গান করিতে চণ্ডাল-প্রমুখ সকল মূর্খ-নীচ-সম্প্রদায় প্রভুর গুণগ্রাহী হইয়া নৃত্য করে। কিন্তু ভট্ট, মিশ্র, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি পণ্ডিত—উন্নতকুল সকলেই চৈতন্য-নিন্দা করাই বুঝিয়া রাখিয়াছেন। "বেদাধ্যায়রতা নিত্যং নিত্যং বৈ যজ্ঞযাজকাঃ। অগ্নিহোত্র-রতা নিত্যং বিষ্ণুধর্ম্মপরাঙ্মুখাঃ। নিন্দন্তি বিষ্ণুভক্তাংশ্চ বেদ-বাহ্যাঃ সুরেশ্বরী ॥"—(পাদ্মোত্তরে ৫০ অঃ) ॥ ১৭২ ॥

সেবা-বিমুখ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রসমূহ পড়িয়া শাস্ত্রে স্ব-স্ব মুখরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্তরে বিদ্যা-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইলে কাহারও কাহারও বিদ্যালাভ-জনিত বুদ্ধি-বৃত্তি বিনষ্ট হয়। তাঁহারা নিত্যানন্দের লোকাতীত আচার বুঝিতে সমর্থ না হইয়া নিজ বিনাশ আবাহন করেন। "বেদৈঃ পুরাণৈঃ সিদ্ধান্তৈর্ভিন্নৈর্বিভ্রান্তচেতসঃ। নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি কিং তত্ত্বং কিং পরং পদম্ ॥" (—নাঃ পঞ্চরাত্র ৪।২৬) ॥১৭৩॥

শব্দগানকারিণী শুদ্ধা সরস্বতী জগতের ভাব-সমূহের প্রসূতি। তিনি শ্রীচৈতন্য-নিত্যা[illegible]কথোপকথন-সকলই অবগত আছেন।॥ ১৭৫ ॥

সেই জগদীশ্বরী বাণী সেবোন্মুখ জনগণের জিহ্বায় বর্ত্তমানা থাকিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের মহিমা কীর্ত্তন করেন ॥১৭৬॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় প্রত্যেক বৈষ্ণবের চরণে পতিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট অপরাধ হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। যাঁহাদের প্রকৃত প্রস্তাবে স্বরূপে বিষ্ণুভক্তি উদিতা হইয়াছে, তাঁহারা নিরন্তর ভগবান্ ও ভক্তের সেবা-বিধানে তৎপর। তাঁহাদিগের ভক্তির অনুষ্ঠানে কাহারও বাধা দিয়া অপরাধ সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাই গ্রন্থকারের আদর্শ জীবনে প্রতি-ফলিত হইয়াছে। তাই বলিয়া বিষ্ণুভক্তি-রহিত ভক্তি-বিরোধী পাষণ্ড-সম্প্রদায় যদি আপনাদিগকে বৈষ্ণব-গুরু অভিমানে অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঠাকুর বৃন্দাবন-দাসপ্রমুখ ভক্তগণের নিকট হইতে সম্মান-লাভের দুরাশা করেন, তবে তাঁহারা অনন্তকাল নিরয়ে পতিত হইয়া ভক্তদ্বেষী হইয়া পড়েন ॥ ১৭৭ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার ও ভক্তিসিদ্ধান্ত অবগত হইয়া অদ্বৈতপ্রভু তাঁহার নিজেশ্বরীর সহিত আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের অনুমোদন লাভ করিয়া তাঁহারা সেই স্থানে কিছুকাল বাস করিলেন ॥ ১৭৮ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীবাসভবনে নিত্যানন্দের অবস্থান, মালিনীর বাৎসল্যভাবে নিত্যানন্দ-সেবা, মহাপ্রভুর 'পুণ্ডরীক'-নাম লইয়া ক্রন্দন, গদাধর ও মুকুন্দের বিদ্যানিধি-সমীপে গমন, বিদ্যানিধির ভোগবিলাস দর্শনে গদাধরের সংশয়, গদাধরের চিত্তজ্ঞাতা মুকুন্দের ভাগবত-শ্লোকোচ্চারণ-ফলে পুণ্ডরীকের প্রেমবিকার, গদাধরের বৈষ্ণবাপরাধ-ক্ষালনলীলা-প্রকাশার্থ বিদ্যানিধির নিকট দীক্ষাগ্রহণের প্রস্তাব ও পুণ্ডরীকের তৎসম্মতি প্রভৃতি বর্ণিত আছে।

প্রকট শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীবাসের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার তৎকালে নিরন্তর বাল্যভাবপ্রযুক্ত মালিনীদেবী নিজ পুত্রভাবে নিত্যানন্দের সেবা করিতেন। একদিন মহাপ্রভু প্রিয় পার্ষদ 'পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি'র নাম লইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে ভক্তগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইতে না পারিয়া মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করায় প্রভু বিদ্যানিধির পরিচয় প্রদান করিয়া অবিলম্বেই শ্রীমায়াপুরে বিদ্যানিধির আগমন সংঘটিত হইবে, জানাইলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আগমন পূর্ব্বক পরমভোগীর লীলা অভিনয় পূর্ব্বক গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণের মধ্যে মাত্র ভক্তশ্রেষ্ঠ মুকুন্দ চট্টগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ায় তিনি বিদ্যানিধির তত্ত্ব অবগত ছিলেন। মহাপ্রভু অন্তর্যামিসূত্রে তদীয় আগমন পরিজ্ঞাত হইয়া আনন্দিত হইলেন, কিন্তু কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিলেন না। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সমুদয় মহিমা বাসুদেব ও মুকুন্দ জ্ঞাত ছিলেন। একদিন মুকুন্দ গদাধরকে এক অদ্ভুত বৈষ্ণব দেখাইবার কথা জানাইয়া গদাধরের সহিত বিদ্যানিধির নিকট গমন করিলে বিদ্যানিধি গদাধরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুকুন্দ গদাধরের পরিচয় প্রদান করিলে বিদ্যানিধি পরম সন্তোষে তৎসহ আলাপ করিতে লাগিলেন। দিব্যখট্টার উপরে উপবিষ্ট বিদ্যানিধির বিষয়ীর ন্যায় তাম্বূল-চর্ব্বণাদি ব্যবহার দর্শন করিয়া আজন্মবিরক্ত গদাধর তৎপ্রতি কিছু সংশয়যুক্ত হইলে গদাধর-চিত্তপরিজ্ঞাতা মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের মহিমাসূচক শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিলেন। তাহা শ্রবণ মাত্র পুণ্ডরীক নিজেকে সংবরণ করিতে পারিলেন না। প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহার বিবিধ সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। পদাঘাতে তথাকার যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। গদাধর বিদ্যানিধির অদ্ভুত প্রভাব দর্শন করিয়া তৎপ্রতি নিজ অবজ্ঞা-ভাবের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে থাকিলেন এবং বিদ্যানিধির নিকট দীক্ষা গ্রহণ দ্বারা নিজ অপরাধ ক্ষালনের কথা মুকুন্দের নিকট প্রস্তাব করিলেন। মুকুন্দ গদাধরের অভিপ্রায় জানিয়া সানন্দে গদাধরের প্রশংসা করিলেন। দুই প্রহরকাল গত হইলে বিদ্যানিধির বাহ্য প্রাপ্তি হইল। তৎপ্রভাবদ্রষ্টা গদাধরের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ দেখিয়া বিদ্যানিধি তাঁহাকে নিজক্রোড়ে ধারণ করিলে গদাধর পরম সম্ভ্রম সহকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মুকুন্দ গদাধরের অভিপ্রায় বিদ্যানিধি-সমীপে জ্ঞাপন করিলে বিদ্যানিধি পরমানন্দে তত্তুল্য শিষ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত নিজ ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া গদাধরকে দীক্ষা প্রদানের শুভদিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। একদিন বিদ্যানিধি কিছু অধিক রাত্রিতে মহাপ্রভুর নিকট আগমন পূর্ব্বক প্রেমাতিশয্য-বশতঃ তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য পাইয়া হুঙ্কার পূর্ব্বক বিবিধ উক্তি-সহ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুও নিজ প্রিয়তম ভক্তের দর্শনে তাঁহার নাম লইয়া ক্রন্দন এবং তাঁহাকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বাহ্য পাইয়া সকল-

বৈষ্ণব-সঙ্গে বিদ্যানিধির মিলন করাইলেন এবং তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধির বাহ্য-প্রাপ্তি ঘটিলে তিনি মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ করিয়া বৈষ্ণবগণকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলেন। বিদ্যানিধির প্রতি অবজ্ঞাবশতঃ নিজ অপরাধ-ক্ষালনার্থ গদাধর তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত মহাপ্রভুর অনুমতি প্রার্থনা করিলে প্রভু সানন্দে তাহার অনুমোদন করিলেন। গদাধরও বিদ্যানিধির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

নাচেরে চৈতন্য গুণনিধি।
অসাধনে চিন্তামণি হাতে দিল বিধি॥ ধ্রু ॥১॥

সগোষ্ঠী শ্রীগৌরসুন্দরের জয়ধ্বনি—

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বপ্রাণ।
জয় নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেমধাম ॥২॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগর্ভ-জীবন।
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-প্রাণধন ॥৩॥

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ-সহ বিবিধ রঙ্গ—

জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর।
জয় হউক যত গৌরচন্দ্র-অনুচর ॥৪॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায় ॥৫॥
অদ্বৈত লইয়া সব বৈষ্ণবমণ্ডল।
মহা-নৃত্য-গীত করে কৃষ্ণ-কোলাহল ॥৬॥

নিত্যানন্দের বাল্য-ভাবে শ্রীবাসগৃহে অবস্থিতি ও মালিনীর বাৎসল্য-ভাবে নিত্যানন্দ-সেবা—

নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে ॥৭॥
আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্রপ্রায় করি' অন্ন মালিনী যোগায় ॥৮॥

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আখ্যান—

এবে শুন শ্রীবিদ্যানিধির আগমন।
'পুণ্ডরীক' নাম—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ॥৯॥
প্রাচ্যভূমি চাটিগ্রাম ধন্য করিবারে।
তথা তানে অবতীর্ণ করিলা ঈশ্বরে ॥১০॥

পুণ্ডরীকের জন্য মহাপ্রভুর উৎকণ্ঠা—

নবদ্বীপে করিলেন ঈশ্বর প্রকাশ।
বিদ্যানিধি না দেখিয়া ছাড়ে ঘনশ্বাস ॥১১॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

যে মণি মানবের চিন্তিত ফলদানে সমর্থ, তাহাকে 'চিন্তামণি' বলে। শ্রীচৈতন্যদেব—সর্ব্বসদ্‌গুণ-সমুদ্রের প্রধান-তম রত্ন। তাঁহার অদ্ভুত বিক্রমসকল কলা-বিদ্যা-কুশল নর্ত্তকের নৃত্যসদৃশ। আমি সাধন-বিষয়ে সম্পূর্ণ অসমর্থ ও অযোগ্য। বিধাতা আমাকে অযোগ্য জানিয়াও আমার হস্তে সেই দুর্লভ বস্তু সাধন ব্যতীতই প্রদান করিয়াছেন॥১॥

শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বপ্রাণীর মূল প্রাণ। তিনি নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত—প্রভুদ্বয়ের একমাত্র প্রীতিভাজন আশ্রয়। সেই শ্রীচৈতন্যদেবের পুনঃ পুনঃ [illegible]ক ॥ ২ ॥

সমাজে দুইপ্রকার লোকের বাস,—বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ-গণের সমাজ 'বৈষ্ণব-মণ্ডল' (দৈবসমাজ) নামে প্রসিদ্ধ, আর বিষ্ণুভক্তিবর্জ্জিত বহু দেবযাজি-সম্প্রদায় 'অবৈষ্ণব-মণ্ডল' (আসুর সমাজ) নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সেই বৈষ্ণব-সমাজের অধিপতি ছিলেন। "দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥" (—পদ্মপুরাণ)।

বদ্ধজীবগণ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে কোলাহল করিয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণসেবনোদ্দেশে প্রচুর নৃত্য-গীত করিয়া স্ব-স্ব-সেবা-বৃত্তিগত উচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করেন ॥৬॥

শিশুবালকগণের স্বহস্তে অন্নাদি গ্রহণ করিতে অসমর্থতা নিবন্ধন তাহাদের জননী যেরূপ শিশুকে প্রয়োজনীয় ভোজ্যদ্রব্যাদি ভোজন করাইয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীবাস-পত্নী মালিনীও নিত্যানন্দ প্রভুকে বাৎসল্য-রসে সেবা করিতে গিয়া স্বহস্তে ভোজন করাইতেন ॥ ৮ ॥

'শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি' নামক পণ্ডিত কৃষ্ণের অতীব প্রিয়ভক্ত ছিলেন।

নৃত্য করি' উঠিয়া বসিলা গৌর-রায়।
'পুণ্ডরীক বাপ' বলি' কান্দে উভরায় ॥ ১২ ॥
"পুণ্ডরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে।
কবে তোমা দেখিব আরে রে বাপরে ॥" ১৩ ॥
হেন চৈতন্যের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
হেন সব ভক্ত প্রকাশিলা গৌরনিধি ॥ ১৪ ॥
প্রভু যে ক্রন্দন করে তান নাম লইয়া।
ভক্ত সব কেহ কিছু না বুঝেন ইহা ॥ ১৫ ॥

সকলেরই 'পুণ্ডরীক' অর্থে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান; 'বিদ্যানিধি'-পদ তাহাতে যুক্ত থাকায় কোন প্রিয় ভক্ত বলিয়া অনুমান,—

সবে বলে 'পুণ্ডরীক' বলেন কৃষ্ণেরে।
'বিদ্যানিধি'-নাম শুনি' সবেই বিচারে ॥ ১৬ ॥
'কোন প্রিয়-ভক্ত' ইহা সবে বুঝিলেন।
বাহ্য হৈলে প্রভু-স্থানে সবে বলিলেন ॥ ১৭ ॥
"কোন্ ভক্ত লাগি' প্রভু, করহ ক্রন্দন ?
সত্য আমা-সবা-প্রতি কহত কথন ॥ ১৮ ॥
আমা সবার ভাগ্য হউক তানে জানি।
তাঁর জন্ম-কর্ম্ম কোথা ? কহ প্রভু শুনি ॥" ১৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক বিদ্যানিধির পরিচয় বর্ণন—

প্রভু বলে,—"তোমরা সকলে ভাগ্যবান্।
শুনিতে হইল ইচ্ছা তাঁহার আখ্যান ॥ ২০ ॥
পরম অদ্ভুত তাঁর সকল চরিত্র।
তাঁর নাম-শ্রবণেও সংসার পবিত্র ॥ ২১ ॥

বিদ্যানিধির বিষয়ীর আবরণে মূঢ়জন বঞ্চনা—

বিষয়ীর প্রায় তাঁর পরিচ্ছদ-সব।
চিনিতে না পারে কেহ, তিঁহো যে বৈষ্ণব ॥২২॥

বিদ্যানিধির জন্মস্থান ও তাঁহার চরিত্র—

চাটিগ্রামে জন্ম বিপ্র পরম পণ্ডিত।
পরম-স্বধর্ম্ম সর্ব্ব-লোক-অপেক্ষিত ॥ ২৩ ॥

বেদশাস্ত্রে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের কথা আছে। তদাশ্রিত ভক্ত 'পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"তস্য যথা কপ্যাসং **পুণ্ডরীক**মেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ।" —(ছান্দোগ্যে ১।৬।৭)।

গৌড়দেশের সুদূর পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত চট্টগ্রাম প্রদেশের পবিত্রতা-বর্দ্ধনের জন্য ভগবান্ তাঁহার প্রিয়ভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে তথায় আবির্ভূত করাইয়াছিলেন। বিদ্যানিধির আবির্ভাবস্থান চট্টগ্রাম জেলায় হাটহাজারী থানার অন্তর্গত মেখল' গ্রাম নামে প্রসিদ্ধ ॥৯॥

যখন শ্রীমহাপ্রভু নবদ্বীপ-নগরে স্বীয় বৈকুণ্ঠ লীলার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির অভাব বোধ করিয়া তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥১১॥

পুণ্ডরীক ব্রজলীলায় শ্রীরাধিকার পিতা, তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের তাঁহার প্রতি পিতৃত্ববোধ ॥১৩॥

গৌরসুন্দরের মুখে 'পুণ্ডরীক'-শব্দ শ্রবণে ভক্তগণ উহা কৃষ্ণ'বাচক বলিয়া প্রথমে মনে করিলেন, যেহেতু তৎকালে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন পরিচয় বোধ ছিল না ॥১৬॥

কৃষ্ণের লীলা বিষয়ীর আধ্যক্ষিক জ্ঞানগম্য নহে। কৃষ্ণদাসগণও সময়ে সময়ে সেইরূপ অপরিচিত হইয়া বিষয়ের আবরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক জগতের জীবকে বঞ্চনা করেন। সাধারণ ভোগদৃষ্টিসম্পন্ন মূঢ় বিচারকগণ কৃষ্ণকে অসৎ নায়ক মনে করিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়। কেহ বা কৃষ্ণকে ইতিহাস প্রসিদ্ধ জন্ম-মরণযুক্ত অবস্থান্তর্গত নরবিশেষ মনে করিয়া তাঁহার পরিচয় পায় না। কৃষ্ণের ভক্তগণও অনেক সময় অযোগ্যজনের নয়নে আত্মস্বরূপ প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইয়া বিষয়ীর লীলাভিনয় প্রদর্শন করেন। বাহ্য বেশ দর্শন করিয়া যাহারা ভ্রান্ত হইবার যোগ্য, তাহাদের জন্য প্রচ্ছন্ন গৌরবভাবে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি আপনাকে বিষয়ীর সজ্জায় স্থাপন করিয়াছিলেন ॥২২॥

তিনি সকল লোকের অপেক্ষার পাত্র ছিলেন। পণ্ডিত বলিয়া বিদ্যার্থিগণ তাহাকে সম্মান করিতেন। আভিজাত্য-সম্পন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণকুল তাঁহার অপেক্ষা করিতেন। ধর্ম্ম-প্রাণ জনগণ তাঁহাকে পরম ধার্ম্মিক জ্ঞানে তাঁহার নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিতেন ॥২৩॥

কৃষ্ণভক্তি-সিন্ধু-মাঝে ভাসে নিরন্তর।
অশ্রু-কম্প-পুলক-বেষ্টিত কলেবর ॥ ২৪ ॥

বিদ্যানিধির গঙ্গা-ভক্তি—

গঙ্গাস্নান না করেন পদস্পর্শভয়ে।
গঙ্গা দরশন করে নিশার সময়ে ॥ ২৫ ॥
গঙ্গায় যে-সব লোক করে অনাচার।
কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার ॥ ২৬ ॥
এ সকল দেখিয়া পায়েন মনে ব্যথা।
এতেকে দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্ব্বথা ॥ ২৭ ॥
বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন তান।
দেবার্চ্চন-পূর্ব্বে করে গঙ্গাজল পান ॥ ২৮ ॥
তবে সে করেন পূজা-আদি-নিত্য-কর্ম্ম।
ইহা সর্ব্ব-পণ্ডিতেরে বুঝায়েন ধর্ম্ম ॥ ২৯ ॥

চাটিগ্রাম ও নবদ্বীপ—উভয়ত্রই বিদ্যানিধির বাসস্থান—

চাটিগ্রামে আছেন, এথায়ও বাড়ী আছে।
আসিবেন সম্প্রতি, দেখিবা কিছু পাছে ॥ ৩০ ॥

আকস্মিক দর্শনে পুণ্ডরীককে 'বিষয়ী'-প্রায় জ্ঞান—

তাঁরে ঝাট কেহই চিনিতে না পারিব।
দেখিলে 'বিষয়ী' মাত্র জ্ঞান সে করিবা ॥ ৩১ ॥

পুণ্ডরীকের অদর্শনে মহাপ্রভুর অস্বস্তি

তাঁরে না দেখিয়া আমি স্বস্তি নাহি পাই।
সবে তাঁরে আকর্ষিয়া আনহ এথাই ॥" ৩২ ॥
কহি তাঁর কথা প্রভু আবিষ্ট হইলা।
'পুণ্ডরীক বাপ' বলি' কান্দিতে লাগিলা ॥ ৩৩ ॥
মহা উচ্চৈঃস্বরে প্রভু রোদন করেন।
তাঁহার ভক্তের তত্ত্ব তিঁহো সে জানেন ॥ ৩৪ ॥
ভক্ততত্ত্ব চৈতন্য-গোসাঞি মাত্র জানে।
সেই ভক্ত জানে, যারে কহেন আপনে ॥ ৩৫ ॥

মহাপ্রভুর বিদ্যানিধিকে নবদ্বীপে আকর্ষণ—

ঈশ্বরের আকর্ষণ হৈল তাঁর প্রতি।
নবদ্বীপে আসিতে তাঁহার হৈল মতি ॥ ৩৬ ॥
অনেক সেবক-সঙ্গে অনেক সম্ভার।
অনেক ব্রাহ্মণ সঙ্গে শিষ্য-ভক্ত তাঁর ॥ ৩৭ ॥

পুণ্ডরীকের নবদ্বীপে গূঢ়ভাবে অবস্থান—

আসিয়া রহিলা নবদ্বীপে গূঢ়রূপে।
পরম ভোগীর প্রায় সর্ব্বলোকে দেখে ॥ ৩৮ ॥
বৈষ্ণব-সমাজে ইহা কেহ নাহি জানে।
সবে মাত্র মুকুন্দ জানিলা সেইক্ষণে ॥ ৩৯ ॥

ইতরজনগণ যেরূপ কৃষ্ণেতর বিষয়ে ভোগবুদ্ধি প্রবল হইয়া বিষয়ভোগে তৎপর, পুণ্ডরীক তদ্রূপ ছিলেন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবাপর হইয়া অশ্রু-কম্প-পুলকবেষ্টিত দেহে অবস্থান করিতেন ॥২৪॥

কর্ম্মকাণ্ডরত জনগণের ন্যায় তিনি পাপক্ষালনের জন্য গঙ্গায় অবগাহন স্নান করিতেন না। কিন্তু বিষ্ণুপাদোদকে তাঁহার অচলা শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদা বোধ প্রবল থাকায় পাদস্পর্শ-ভয়ে স্নান না করিলেও নিশাকালে জনসাধারণের অসমক্ষে শ্রীগঙ্গা দর্শন করিতেন ॥২৫॥

কুল্লোল—কুলি ॥২৬॥

মর্য্যাদা-পথে শ্রীরামানুজ-[illegible]র বৈষ্ণবগণ [illegible]-সলিলে অবগাহন স্নান করেন না, কেবলমাত্র গঙ্গোদক শিরে ধারণ করিয়া আত্ম-পবিত্রতা সাধন করেন। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী জনগণ গঙ্গাবারিকে বিষ্ণু-পাদোদক জানিয়া, অথবা অজ্ঞাতসারে, সেই গঙ্গাজলে আচমন, মুখ-প্রক্ষালন ও দন্তধাবনাদি করেন। ভক্তবর পুণ্ডরীকের বিষ্ণু-ভক্তি প্রবলা থাকায় তিনি অবৈষ্ণবগণের এইরূপ আচরণে ব্যথিত হইতেন। তজ্জন্য রাত্রিকালে লোকচক্ষের অন্তরালে গঙ্গা দর্শন ও চিন্ময়-সলিলের সম্মান করিতে তাঁহার বিরাগ ছিল না ॥২৭॥

সাধারণ পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি স্ব-স্ব-পাপক্ষালনের জন্য গঙ্গায় অবগাহনাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু পুণ্ডরীক সেইসকল মূর্খজনকে গঙ্গা-মহিমা বুঝাইবার জন্য স্বয়ং পূজার প্রারম্ভে গঙ্গাজল পান করিতেন। ভগবৎপূজার সুষ্ঠু বিধি-শিক্ষণ-কল্পে তাঁহার আচরণ অনেকের অনুসরণীয় ছিল ॥২৯॥

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিবাস চট্টগ্রামে হইলেও শ্রীমায়াপুরে তাঁহার একটী গঙ্গাবাস-বাটী ছিল। তৎকালে গৌড়পুর নবদ্বীপ নগরে গৌড়দেশের যাবতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী আগমন করিয়া স্ব-স্ব-চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতেন ॥৩০॥

ভগবদাকর্ষণে পুণ্ডরীক তাঁহার শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপের বাড়ীতে অনেকের অজ্ঞাতসারে আসিয়া বাস

একমাত্র মুকুন্দ—বিদ্যানিধির পরিচয়-জ্ঞাতা—

শ্রীমুকুন্দ বেজ ওঝা তার তত্ত্ব জানে।
এক সঙ্গে মুকুন্দের জন্ম চাটিগ্রামে ॥ ৪০ ॥

বিদ্যানিধির আগমনে প্রভুর আনন্দ এবং অন্যের নিকট তদাগমন গোপন—

বিদ্যানিধি-আগমন জানিয়া গোসাঞি।
যে আনন্দ হইল, তাহার অন্ত নাই ॥ ৪১ ॥
কোন বৈষ্ণবেরে প্রভু না কহে ভাঙ্গিয়া।
পুণ্ডরীক আছেন বিষয়ি-প্রায় হৈয়া ॥ ৪২ ॥

পুণ্ডরীকের প্রেমভক্তির মহত্ত্ব মুকুন্দ ও বাসুদেবের পরিজ্ঞাত—

যত কিছু তাঁর প্রেমভক্তির মহত্ত্ব।
মুকুন্দ জানেন, আর বাসুদেব দত্ত ॥ ৪৩ ॥

মুকুন্দের গদাধর-সমীপে পুণ্ডরীক-বার্ত্তা জ্ঞাপন—

মুকুন্দের বড় প্রিয় পণ্ডিত-গদাধর।
একান্ত মুকুন্দ তাঁর সঙ্গে অনুচর ॥ ৪৪ ॥
যথাকার যে বার্ত্তা, কহেন আসি' সব।
"আজি এথা আইলা এক অদ্ভুত বৈষ্ণব ॥ ৪৫ ॥
গদাধর পণ্ডিত, শুনহ সাবধানে।
বৈষ্ণব দেখিতে যে বাঞ্ছহ তুমি মনে ॥ ৪৬ ॥
অদ্ভুত বৈষ্ণব আজি দেখাব তোমারে।
সেবক করিয়া যেন স্মরহ আমারে ॥" ৪৭ ॥

গদাধরের পুণ্ডরীক দর্শনে যাত্রা—

শুনি' গদাধর বড় হরিষ হইলা।
সেইক্ষণে 'কৃষ্ণ' বলি' দেখিতে চলিলা ॥৪৮॥

পুণ্ডরীক দর্শনে গদাধরের প্রণিপাত এবং পুণ্ডরীক-কর্ত্তৃক গদাধরের সম্মান—

বসিয়া আছেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
সম্মুখে হইল গদাধরের বিজয় ॥৪৯॥
গদাধর পণ্ডিত করিলা নমস্কার।
বসাইলা আসনে করিয়া পুরস্কার ॥৫০॥

পুণ্ডরীকের মুকুন্দ সমীপে গদাধর-পরিচয়-জিজ্ঞাসা—

জিজ্ঞাসিলা বিদ্যানিধি মুকুন্দের স্থানে।
"কিবা নাম ইঁহার, থাকেন কোন্ গ্রামে ? ৫১॥
বিষ্ণুভক্তি-তেজোময় দেখি কলেবর।
আকৃতি, প্রকৃতি—দুই পরম সুন্দর ॥" ৫২॥

মুকুন্দ কর্ত্তৃক গদাধরের পরিচয় প্রদান—

মুকুন্দ বলেন,—"শ্রীগদাধর' নাম।
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত ভাগ্যবান্ ॥৫৩॥
'মাধব মিশ্রের পুত্র' কহি ব্যবহারে।
সকল বৈষ্ণব প্রীতি বাসেন ইঁহারে ॥৫৪॥

করিতে লাগিলেন। যাঁহারা তাঁহার প্রকৃত সান্নিধ্যলাভে অসমর্থ হইলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে 'ভোগী বিষয়ী' বলিয়া ভ্রান্ত হইলেন। আচার্য্য বৈষ্ণবগুরুর ঐশ্বর্য্য ও ভগবৎ-সেবার প্রকার বুঝিতে না পারিয়া নিজ-সদৃশ-জ্ঞানে মূঢ়-জনের যেরূপ ভ্রম হয়, এস্থলেও তদ্রূপ ভ্রান্তি হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ॥৩৮॥

বৈষ্ণবগণ কেহই পুণ্ডরীকের বিষয় প্রকৃত প্রস্তাবে তখন পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না। কেবলমাত্র চট্টগ্রাম-নিবাসী বৈদ্য-উপাধ্যায় মুকুন্দ দত্ত তাঁহার কথা জানিতেন ॥৪০॥

বিদ্যানিধির শ্রীধাম মায়াপুরে আগমনের বিষয় অবগত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর অপার আনন্দ লাভ করিলেন; কিন্তু তাঁহার অনুগত বৈষ্ণবগণের কাহাকেও পুণ্ডরীকের আগমন-বৃত্তান্ত জানাইলেন না। সুতরাং বৈষ্ণবগণ পুণ্ডরীককে বিষয়ীর অন্যতম জানিয়া তাঁহার সেবা করিবার জন্য উদ্গ্রীব হন নাই ॥৪২॥

পুণ্ডরীকের প্রগাঢ় প্রেমসেবা-মহিমা বৈদ্য-উপাধ্যায় মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্তঠাকুর জানিতেন ॥৪৩॥

গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। মুকুন্দ তাঁহার নিকট পুণ্ডরীকের আগমন-বার্ত্তা নিবেদন করিয়া বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মহাভাগবত-দর্শনের কৌতূহল বর্দ্ধন করিলেন ॥৪৫॥

যদি আমি তোমাকে এক লোকাতীত বৈষ্ণব মহা-পুরুষের সঙ্গ করাই, তাহা হইলে তাহার বিনিময়স্বরূপ আমাকে তোমার 'ভৃত্য' বলিয়া স্মরণ করিও—ইহাই আমার পুরস্কার ॥৪৭॥

ভক্তিপথে রত, সঙ্গ ভক্তের সহিতে।
শুনিয়া তোমার নাম আইলা দেখিতে॥" ৫৫॥

গদাধরের পরিচয়-লাভে বিদ্যানিধির হর্ষ—

শুনি' বিদ্যানিধি বড় সন্তোষ হইলা।
পরম গৌরবে সম্ভাষিবারে লাগিলা॥৫৬॥

বহিরঙ্গজন-বঞ্চনাহেতু বিদ্যানিধির বিলাসিতা প্রদর্শন—

বসিয়া আছেন পুণ্ডরীক মহাশয়।
রাজপুত্র হেন করিয়াছেন বিজয়॥৫৭॥
দিব্য-খট্টা হিঙ্গুলে, পিত্তলে শোভা করে।
দিব্য-চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে॥৫৮॥
তঁহি দিব্য-শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্ম-বাসে।
পট্ট-নেত-বালিশ শোভয়ে চারি পাশে॥৫৯॥
বড় ঝারি, ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত।
দিব্য-পিতলের বাটা, পাকা পান তা'ত॥৬০॥
দিব্য আলবাটি দুই শোভে দুই পাশে।
পান খাঞা অধর দেখি' দেখি' হাসে॥৬১॥
দিব্য-ময়ূরের পাখা লই' দুই জনে।
বাতাস করিতে আছে দেহে সর্ব্বক্ষণে॥৬২॥
চন্দনের উর্দ্ধপুণ্ড্র-তিলক কপালে।
গন্ধের সহিত তথি ফাগুবিন্দু মিলে॥৬৩॥
কি কহিব সে বা কেশভারের সংস্কার।
দিব্য-গন্ধ আমলকি বহি নাহি আর॥৬৪॥
ভক্তির প্রভাবে দেহ—মদন-সমান।
যে না চিনে, তার হয় রাজপুত্র-জ্ঞান॥৬৫॥
সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহবান্।
বিষয়ীর প্রায় যেন ব্যভার-সংস্থান॥৬৬॥

পুণ্ডরীকের বাহ্য বিষয়িরূপ দর্শনে আজন্মবিরক্ত গদাধরের সন্দেহ—

দেখিয়া বিষয়ি-রূপ দেব গদাধর।
সন্দেহ বিশেষ কিছু জন্মিল অন্তর॥৬৭॥
আজন্ম-বিরক্ত গদাধর মহাশয়।
বিদ্যানিধি প্রতি কিছু জন্মিল সংশয়॥৬৮॥
ভাল ত বৈষ্ণব, সব বিষয়ীর বেশ।
দিব্যভোগ, দিব্যবাস, দিব্যগন্ধ কেশ॥৬৯॥
শুনিয়া ত ভাল ভক্তি আছিল ইহানে।
আছিল যে ভক্তি, সেহ গেল দরশনে॥৭০॥

গদাধরের চিত্তজ্ঞাতা মুকুন্দ কর্ত্তৃক বিদ্যানিধির ভক্তি-মহিমা-প্রকাশারম্ভ—

বুঝি' গদাধর-চিত্ত শ্রীমুকুন্দানন্দ।
বিদ্যানিধি-প্রকাশিতে করিলা আরম্ভ॥৭১॥

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীগদাধর-সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে মুকুন্দ বলিলেন,—ব্যবহারিক জগতে আধ্যক্ষিক জ্ঞানে ইনি মাধব মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র—আবাল্য-বৈরাগ্যধর্ম্মে অবস্থিত, (অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের আশ্রয়ে তাঁহার পরিচয় দিলেন)। কিন্তু ইনি সকল বৈষ্ণবের প্রীতি-ভাজন॥৫৩-৫৪॥

দিব্য খট্টা—সুন্দর উন্নত শয্যাধার। হিঙ্গুল—পারদ-বহুল মিশ্র খনিজ পদার্থবিশেষ, রঞ্জনদ্রব্যবিশেষ। পিতল—পিত্তলনির্ম্মিত। চন্দ্রাতপ—চাঁদোয়া॥৫৮॥

পট্টনেত—রেশমীবস্ত্র। 'নেত' শব্দ—চলিত ভাষায় নেতা, বা বস্ত্রখণ্ড। বালিশ-[illegible]ন॥৫৯॥

ঝারি—জলপাত্র, গাড়ু। পিতলের বাটা—তাম্বূল রাখিবার পাত্র। আলবাটি—পতোদ্‌গ্রাহ, পিক্‌দানি॥৬০॥

ফাগুবিন্দু—আবিরের লাল ফোঁটা॥৬৩॥

দিব্যগন্ধ আমলকি—মাথাঘসার মশলা॥৬৪॥

দোলা সাহবান্—পাঠান্তরে দোলা সাহমান্ ও সবাহন—দোলা সাওয়ান্—সবস্ত্রামযুক্ত দোলা। 'সাওযান' শব্দে বিছানাদি শয্যাদ্রব্য বুঝায়॥৬৬॥

গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী আকুমার ব্রহ্মচর্য্য ও বিলাস-সহচর বস্তু হইতে সর্ব্বতোভাবে পৃথক্ অবস্থানকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া জানিতেন। এক্ষণে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির এই সকল বিলাস-সহচর আস্‌বাব্ দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে, পুণ্ডরীক অতিবিলাসী হওয়ায় বিষ্ণুভক্তিবর্জ্জিত আত্মেন্দ্রিয় সেবাপর। মুকুন্দের নিকট পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির উত্তমা ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, বাহ্য-বিষয়-বিরাগযুক্ত ব্যক্তিরূপেই পুণ্ডরীককে দর্শন করিবেন। কিন্তু তাহার বিপরীত দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্ব-সঞ্চিত শ্রদ্ধার হানি হইল॥৭০॥

কৃষ্ণপ্রসাদে গদাধর—সর্ব্বজ্ঞাতা—

কৃষ্ণের প্রসাদে গদাধর-অগোচর।
কিছু নাহি অবেদ্য, কৃষ্ণ সে মায়াধর ॥৭২॥

মুকুন্দ কর্ত্তৃক ভাগবত-শ্লোক পাঠ—

মুকুন্দ সুস্বর বড় কৃষ্ণের গায়ন।
পড়িলেন শ্লোক—ভক্তিমহিমা-বর্ণন ॥৭৩॥
"রাক্ষসী পূতনা শিশু খাইতে নির্দ্দয়া।
ঈশ্বরে বধিতে গেলা কালকূট লইয়া ॥৭৪॥
তাহারেও মাতৃপদ দিলেন ঈশ্বরে।
না ভজে অবোধ জীব হেন দয়ালেরে ॥"৭৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।২।২৩—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥৭৬॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৬।৩৫—

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্ ॥৭৭॥

শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক শ্রবণে পুণ্ডরীকের
প্রেমবিকার ও মূর্চ্ছা—

শুনিলেন মাত্র ভক্তিযোগের বর্ণন।
বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ ৭৮ ॥
নয়নে অপূর্ব্ব বহে শ্রীআনন্দধার।
যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার ॥৭৯॥
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
এককালে হইল সবার অবতার ॥৮০॥
'বোল, বোল' বলি' মহা লাগিলা গর্জ্জিতে।
স্থির হইতে না পারিলা, পড়িলা ভূমিতে ॥৮১॥
লাথি আছাড়ের ঘায়ে যতেক সম্ভার।
ভাঙ্গিল সকল, রক্ষা নাহি কারো আর ॥৮২॥

মুকুন্দ গদাধরের চিত্ত-বৈক্লব্য দেখিয়া বিদ্যানিধিকে তাঁহার নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৭১॥

কৃষ্ণ—মায়াধীশ, তিনি মায়া প্রকাশ করিয়া সাধারণের বোধ বিলোপ করাইতে সমর্থ। সেই কৃষ্ণ গদাধরের প্রতি সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন। সুতরাং গদাধরের ভগবৎপ্রসাদে কিছুই অজ্ঞানিত থাকিবে না ॥৭২॥

যাঁহারা কোন ব্যক্তির অমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই উপক্রুত ব্যক্তি উহা জানিতে পারিলে তাঁহাদের প্রতিহিংসা করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। কৃষ্ণ তাঁহার সংহারচেষ্টা-কারিণী মাতৃমূর্ত্তিতে সমাগতা পূতনাকেও মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা পূতনার ন্যায় কৃষ্ণাপরাধীকেও তাহার কৃতকর্ম্মের সুফল লাভ করিতে দেখিয়া সেইরূপ কৃষ্ণানুগ্রহ প্রার্থনা করেন না, তাদৃশ জীবের জন্য গ্রন্থকার অনুতাপ করিতেছেন ॥৭৫॥

অন্বয়। অহো (আশ্চর্য্যং) অসাধ্বী (দুষ্টা) বকী (পূতনা) জিঘাংসয়া (হন্তুমিচ্ছয়া) স্তনকালকূটং (স্তনে রক্ষিতং বিষং) যং (শ্রীকৃষ্ণং) অপায়য়ৎ, অপি (তথাপি সা) ধাত্র্যুচিতাং ("অম্বিকা চ কিলিম্বা চ ধাত্রিকে স্তন্যদাত্রিকে" ইতি দ্বে কৃষ্ণস্য ধাত্র্যৌ তদুচিতাং গোলোকে) গতিং লেভে (লব্ধবতী), ততঃ (তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ) অন্যং (অপরং) কং দয়ালুং শরণং ব্রজেম (গচ্ছেম কং বা ভজেম ইত্যর্থঃ) ॥৭৬॥

অনুবাদ। অহো কি আশ্চর্য্য! বকাসুরভগিনী দুষ্টা পূতনা প্রাণবিনাশেচ্ছা-প্রণোদিতা হইয়া যাঁহাকে কালকূট মিশ্রিত স্তন পান করাইয়াও ধাত্রীপ্রাপ্য (কৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী অম্বিকা-কিলিম্বার প্রাপ্য গোলোকে) গতি লাভ করিয়াছিল, সেই পরমদয়ালু কৃষ্ণ বিনা আর কাহারই বা শরণাপন্ন হইব? ৭৬॥

অন্বয়। রুধিরাশনা (রক্তপায়িনী) লোকবালঘ্নী (জনানাং শিশুনাশিনী) রাক্ষসী পূতনা জিঘাংসয়া অপি (হননেচ্ছয়া অপি) হরয়ে (কৃষ্ণায়) স্তনং দত্ত্বা সদ্গতিং আপ (গোলোক-গতিং প্রাপ) ॥৭৭॥

অনুবাদ। রক্তপায়িনী লোক-শিশুঘাতিনী রাক্ষসী পূতনা হনন করিবার ইচ্ছায়ও শ্রীকৃষ্ণকে স্তন দান করিয়া গোলোক-গতি লাভ করিয়াছিল ॥৭৭॥

গায়ক-মুকুন্দের ভক্তিযোগ মহিমা-কীর্ত্তন শ্রবণ করিবা-মাত্র বিদ্যানিধি আনন্দ-পরিপ্লুত হইলেন এবং তাঁহাতে অকৃত্রিম অষ্টসাত্ত্বিক-বিকারসমূহ দৃষ্ট হইল ॥৭৮-৮০॥

কোথা গেল দিব্য বাটা, দিব্য গুয়া পান।
কোথা গেল ঝারি, যাতে করে জলপান ॥৮৩॥
কোথায় পড়িল গিয়া শয্যা পদাঘাতে।
প্রেমাবেশে দিব্যবস্ত্র চিরে দুই হাতে ॥৮৪॥
কোথা গেল সে বা দিব্য-কেশের সংস্কার।
ধূলায় লোটা'য়ে করে ক্রন্দন অপার ॥৮৫॥
"কৃষ্ণরে ঠাকুর মোর কৃষ্ণ মোর প্রাণ।
মোরে সে করিলে কাষ্ঠ-পাষাণ-সমান ॥"৮৬॥
অনুতাপ করিয়া কান্দয়ে উচ্চৈঃস্বরে।
"মুই সে বঞ্চিত হৈলুঁ হেন অবতারে ॥"৮৭॥
মহা-গড়াগড়ি দিয়া যে পাড়ে আছাড়।
সবে মনে ভাবে,—"কিবা চূর্ণ হৈল হাড় ॥"৮৮॥
হেন সে হইল কম্প ভাবের বিকারে।
দশ জনে ধরিলেও ধরিতে না পারে ॥৮৯॥
বস্ত্র, শয্যা, ঝারি, বাটী—সকল সম্ভার।
পদাঘাতে সব গেল কিছু নাহি আর ॥৯০॥
সেবক-সকল যে করিল সম্বরণ।
সকল রহিল সেই ব্যবহার ধন ॥৯১॥
এইমত কতক্ষণ প্রেম প্রকাশিয়া।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই' থাকিলা পড়িয়া ॥৯২॥
তিল-মাত্র ধাতু নাহি সকল-শরীরে।
ডুবিলেন বিদ্যানিধি আনন্দ সাগরে ॥৯৩॥

পুণ্ডরীকের প্রেমদর্শনে গদাধরের বিস্ময় ও চিন্তা—

দেখি' গদাধর মহা হইলা বিস্মিত।
তখন সে মনে বড় হইলা চিন্তিত ॥৯৪॥
"হেন মহাশয়ে আমি অবজ্ঞা করিলুঁ।
কোন্ বা অশুভক্ষণে দেখিতে আইলুঁ ॥"৯৫॥

মুকুন্দসমীপে গদাধরের আত্মভাব-জ্ঞাপন—

মুকুন্দেরে পরম সন্তোষে করি' কোলে'।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁর প্রেমানন্দ-জলে ॥৯৬॥
"মুকুন্দ, আমায় তুমি কৈলে বন্ধুকার্য্য।
দেখাইলে ভক্ত বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য ॥৯৭॥
এমত বৈষ্ণব কিবা আছে ত্রিভুবনে।
ত্রিলোক পবিত্র হয় ভক্তি-দরশনে ॥৯৮॥
আজি আমি এড়াইনু পরম সঙ্কটে।
সেহো যে কারণ তুমি আছিলা নিকটে ॥৯৯॥
বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়া উঁহান।
'বিষয়ী-বৈষ্ণব' মোর চিত্তে হৈলা জ্ঞান ॥১০০॥
বুঝিয়া আমার চিত্ত তুমি মহাশয়।
প্রকাশিলা পুণ্ডরীক-ভক্তির উদয় ॥১০১॥
যতখানি আমি করিয়াছি অপরাধ।
ততখানি করাইবা চিত্তের প্রসাদ ॥১০২॥
এ পথে প্রবিষ্ট যত, সব ভক্তগণে।
উপদেষ্টা অবশ্য করেন এক জনে ॥১০৩॥

পুণ্ডরীকের নিকট দীক্ষাগ্রহণার্থ গদাধরের মুকুন্দসমীপে প্রস্তাব—

এ পথেতে আমি উপদেষ্টা নাহি করি।
ইহানেই স্থানে মন্ত্র-উপদেশ ধরি ॥১০৪॥
ইহানে অবজ্ঞা যত করিয়াছি মনে।
শিষ্য হৈলে সব দোষ ক্ষমিবে আপনে ॥"১০৫॥
এত ভাবি' গদাধর মুকুন্দের স্থানে।
দীক্ষা করিবার কথা কহিলেন তানে ॥১০৬॥

গদাধরের প্রস্তাবে মুকুন্দের সন্তোষ—

শুনিয়া মুকুন্দ বড় সন্তোষ হইলা।
'ভাল ভাল' বলি' বড় শ্লাঘিতে লাগিলা ॥১০৭॥
প্রহর-দুইতে বিদ্যানিধি মহাধীর।
বাহ্য পাই' বসিলেন হইয়া সুস্থির ॥ ১০৮॥

গদাধরের প্রেমাশ্রুমোচন—

গদাধর পণ্ডিতের নয়নের জল।
অন্ত নাহি, ধারা অঙ্গ তিতিল সকল ॥১০৯॥

গদাধর পণ্ডিত বিদ্যানিধি মহাশয়ের বিলাসোপকরণ ও তাঁহার ভোগনৈপুণ্য দর্শনে তাঁহাতে ভগবদ্ভক্তির অভাব আছে মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু পূতনার প্রতি কৃষ্ণানুগ্রহ-কথা মুকুন্দের মুখে গীত হইতে শুনিয়া বিদ্যানিধির যেরূপ আঙ্গিক বিকার-সমূহ ও বিলাসোপকরণসমূহের প্রতি ঔদাসীন্য দর্শন করিলেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময় উৎপন্ন হইল।

সাধারণ মূঢ় ব্যক্তিগণ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদিতে কিপ্রকার অভিনিবিষ্ট এবং বিদ্যানিধি মহাশয় ঐ সকল

প্রীত বিদ্যানিধির গদাধরকে ক্রোড়ে ধারণ—

দেখিয়া সন্তোষ বিদ্যানিধি মহাশয়।
কোলে করি' থুইলেন আপন হৃদয় ॥১১০॥

মুকুন্দকর্ত্তৃক গদাধরের প্রস্তাব বিদ্যানিধিকে জ্ঞাপন—

পরম সম্ভ্রমে রহিলেন গদাধর।
মুকুন্দ কহেন তাঁর মনের উত্তর ॥১১১॥

"ব্যবহার-ঠাকুরাল দেখিয়া তোমার।
পূর্ব্বে কিছু চিত্ত দোষ জন্মিল উহাঁর ॥১১২॥
এবে তার প্রায়শ্চিত্ত চিন্তিলা আপনে।
মন্ত্রদীক্ষা করিবেন তোমারই স্থানে ॥১১৩॥
বিষ্ণুভক্ত, বিরক্ত, শৈশবে বৃদ্ধরীত।
মাধব মিশ্রের কুলনন্দন-উচিত ॥১১৪॥

বিষয়ে কি প্রকার নিস্পৃহ হইয়া তত্তদ্বস্তুর সান্নিধ্যেও আপনাকে উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট না করিয়া অন্তঃস্থিত প্রবৃত্তিফলে কৃষ্ণসেবায় উদ্‌গ্রীব, তাহা সন্দর্শন পূর্ব্বক গদাধরের বিস্ময়াতিশয্য হইল এবং তিনি এরূপ মহাভাগবতকে সাধারণ বিলাসিপুরুষ-সাম্যে বিচার করায় তাঁহার বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছে ভাবিয়া চিন্তাযুক্ত হইলেন ॥৯৭-৯৫॥

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রকৃত প্রস্তাবে 'ভক্তি-বিদ্যানিধি'। সাধারণতঃ লোকে তাঁহাকে 'বিদ্যানিধি'ই বলে। তাদৃশ ভক্তি বিদ্যানিধির স্বরূপোপলব্ধি হইলে গদাধর জড়-বিচারপর মূর্খগণের দর্শনের সহিত ভক্তের দৃষ্টির পার্থক্য প্রদর্শন করিলেন। ভগবদ্ভক্তের নির্দ্দেশের প্রতি যাঁহাদের আস্থা নাই, তাঁহারা অনেক সময় অভক্তজনোচিত আদর্শকে ভক্তগণের ক্রিয়ার সহিত সমান জ্ঞান করেন।

শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী-সভার সদস্যগণ ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সেবকগণ ভক্তিসূচক পদবীদ্বারা ভক্তের যে সম্মান নির্দ্দেশ করেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া অভক্তগণ যে ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হন এবং ভক্তাভক্তের পর্য্যায়-ভেদ-নিরূপণে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন, উহাকে অকিঞ্চিৎকর দেখাইবার জন্যই শ্রীগৌরলীলায় পুণ্ডরীক ও গদাধরের এই লীলা প্রদর্শন ॥৯৭॥

যেহেতু মুকুন্দ গদাধর পণ্ডিতকে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির ভক্তি দর্শন করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন এবং বিদ্যানিধিকে জড়-বিলাস-মত্ত ব্যক্তির আদর্শে দর্শন করিবার অভিনয়ে গদাধর প্রভুর ভ্রান্তি-লীলা-প্রকাশে পুণ্ডরীকের ন্যায় পরম-বৈষ্ণবে সাধারণ নরবুদ্ধি প্রকাশিত হওয়ায় যে অপরাধরূপ বিপদ মুকুন্দের গানে নিবারিত হইল, তন্নিমিত্ত কৃতজ্ঞ হইয়াই গদাধরের এই উক্তি।

আধ্যক্ষিকগণ বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে না পারিলে তাহাদের প্রতিমুহূর্ত্তেই বিচার-দোষ উপস্থিত হইবে এবং বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ পুঞ্জীভূত হইবে। কিন্তু সুকৃতি থাকিলে বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া বিপথগামী হইতে হয় না। ফল্গুবৈরাগ্যে যুক্তবৈরাগ্যের সুফল নাই, পরন্তু দ্রষ্টার প্রকৃত দর্শনাভাবে অপরাধ সঞ্চিত হয় মাত্র। চৈতন্যাশ্রিত জনগণ যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের মধ্যে ভেদ বুঝিতে পারেন বলিয়া তাঁহারা জগতের সাধারণ মূর্খ, লুব্ধ জনগণ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। তাঁহারাই জগতে গুরুর কার্য্য করিতে সমর্থ। চৈতন্যদেবের আনুগত্যহীন হইয়া প্রপঞ্চ দর্শনে অনেকেই স্ব-স্ব-মূর্খতাকে বহুমানন করিয়া থাকেন ॥৯৯॥

বৈষ্ণবগণ চিরদিনই নির্ব্বিষয়ী। যে-সকল ভাগ্যহীন সত্যদর্শনে বিমুখ, তাহারাই বাহিরের পরিচ্ছদ দেখিয়া বৈষ্ণব-গুরুতে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ে। বিষয়ী রূপ-রসাদি বিষয়-গ্রহণে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু জড়বিষয়বর্জ্জিত ভগবদ্ভক্ত লোকচক্ষে তাদৃশ বিষয়ের গ্রাহক বলিয়া পরিচিত হইলেও তিনি বিষয় হইতে সুদূরে অবস্থিত। ভগবদ্ভক্তের কৃষ্ণই বিষয়; কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রবৃত্তি নাই। সে কথা বিষয়িগণ বুঝিতে না পরিয়া ভক্তগণকে নিজ সমশ্রেণীতে গণনা করেন। আপাত-দর্শনে বৈষ্ণবের বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়া বৈষ্ণবকে বিষয়ি-জ্ঞান—অপরাধের কারণ। ছন্নাবতার গৌরসুন্দর ও তাঁহার পার্ষদগণ অযোগ্য দর্শক দিগের দ্বারা যেরূপভাবে পরিদৃষ্ট হন, তাহাতে প্রাকৃত-সাহজিক-ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ অপরাধী ও ভগবদ্ভক্তি-বর্জ্জিত।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে মুকুন্দ-কথিত 'বৈষ্ণব'-বুদ্ধি না করিয়া তাঁহার বাহ্যানুষ্ঠান ও বিলাস-দ্রব্য-পরিবেষ্টিত

শিশু হৈতে ঈশ্বরের সঙ্গে অনুচর।
গুরু-শিষ্য-যোগ্য পুণ্ডরীক-গদাধর ॥১১৫॥
আপনে বুঝিয়া চিত্তে এক শুভ দিনে।
নিজ ইষ্টমন্ত্র-দীক্ষা করাহ ইহানে ॥"১১৬॥

গদাধরকে দীক্ষা-প্রদানে বিদ্যানিধির সম্মতি—

শুনিয়া হাসেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
আমারে ত মহারত্ন মিলাইলা বিধি ॥১১৭॥
করাইমু, ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই।
বহু জন্ম-ভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই ॥১১৮॥
এই যে আইসে শুক্ল-পক্ষের দ্বাদশী।
সর্ব্ব-শুভলগ্ন ইথি মিলিবেক আসি ॥১১৯॥
ইহাতে সংকল্প-সিদ্ধি হইবে তোমার।
শুনি' গদাধর হর্ষে হৈলা নমস্কার ॥১২০

বিদ্যানিধির আগমন-সংবাদে মহাপ্রভুর হর্ষ—

সেদিন মুকুন্দ-সঙ্গে হইয়া বিদায়।
আইলেন গদাধর যথা গৌর-রায় ॥১২১॥
বিদ্যানিধি আগমন শুনি' বিশ্বম্ভর।
অনন্ত হরিষ প্রভু হইল অন্তর ॥১২২॥

বিদ্যানিধির মহাপ্রভুসমীপে গোপনে আগমন এবং প্রভুদর্শনে মূর্চ্ছা—

বিদ্যানিধি মহাশয় অলক্ষিত-রূপে।
রাত্রি করি' আইলেন প্রভুর সমীপে ॥১২৩॥
সর্ব্ব-সঙ্গ ছাড়ি' একেশ্বর-মাত্র হৈয়া।
প্রভু দেখি' মাত্র পড়িলেন মূর্চ্ছা হৈয়া ॥১২৪॥
দণ্ডবৎ প্রভুরে না পারিলা করিতে।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা ভূমিতে ॥১২৫॥

প্রেমাবেশে পুণ্ডরীকের হুঙ্কার ও ক্রন্দন—

ক্ষণেকে চৈতন্য পাই' করিলা হুঙ্কার।
কান্দে পুনঃ আপনাকে করিয়া ধিক্কার ॥১২৬॥

"কৃষ্ণরে, পরাণ মোর, কৃষ্ণ, মোর বাপ।
মুঞি অপরাধিরে কতেক দেহ' তাপ ॥১২৭॥
সর্ব্ব জগতের বাপ, উদ্ধার করিলা।
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলা ॥"১২৮॥

বিদ্যানিধির ক্রন্দনে বৈষ্ণবগণের অশ্রুপাত—

'বিদ্যানিধি'-হেন কোন বৈষ্ণব না চিনে।
সবেই কান্দেন-মাত্র তাঁহার ক্রন্দনে ॥১২৯॥

মহাপ্রভুর বিদ্যানিধিকে ক্রোড়ে ধারণ—

নিজ প্রিয়তম জানি' শ্রীভক্তবৎসল।
সংভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈলা বিশ্বম্ভর ॥১৩০॥

মহাপ্রভুর 'পুণ্ডরীক-বাপ' বলিয়া সম্বোধনে ভক্তগণের পুণ্ডরীকের পরিচয় লাভ—

'পুণ্ডরীক বাপ' বলি' কান্দেন ঈশ্বর।
"বাপ দেখিলাম আজি নয়নগোচর ॥"১৩১॥
তখন সে জানিলেন সর্ব্ব-ভক্তগণ।
বিদ্যানিধি গোসাঞির হৈল আগমন ॥১৩২॥
তখন সে হৈল সব বৈষ্ণব-রোদন।
পরম অদ্ভুত—তাহা না যায় বর্ণন ॥১৩৩॥
বিদ্যানিধি বক্ষে করি' শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেম-জলে সিঞ্চিলেন তাঁর কলেবর ॥ ১৩৪॥

বিদ্যানিধিকে 'প্রভুপ্রিয়' জানিয়া ভক্তগণের তৎপ্রতি সম্ভ্রম-দৃষ্টি—

'প্রিয়তম প্রভুর' জানিয়া ভক্তগণে।
প্রীত, ভয়, আপ্ততা সবার হইল তানে ॥১৩৫॥
বক্ষঃ হৈতে বিদ্যানিধি না ছাড়ে ঈশ্বরে।
লীন হৈলা যেন প্রভু তাঁহার শরীরে ॥১৩৬॥
প্রহরেক গৌরচন্দ্র আছেন নিশ্চলে।
তবে প্রভু বাহ্য পাই' ডাকি 'হরি' বলে ॥১৩৭॥

অবস্থা দর্শনে 'বিষয়ী' বলিয়া যে বোধ, তাহা অজ্ঞানোত্থ। ইহা জানিয়াই পুণ্ডরীকের নিকট [illegible]র কথা গান করা মুকুন্দের প্রয়োজন হইয়াছিল ॥১০০-১০১॥

গদাধর বলিলেন,—আমি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে বুঝিতে না পারিয়া ভক্তের চরণে যে অপরাধ করিয়াছি, তুমি (মুকুন্দ) সেই অপরাধসমূহ বিনষ্ট করিবার জন্য আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তাহাতেই আমার চিত্তের মলিনতা বিদূরিত হইয়া তোমার অনুগ্রহ-লাভে যোগ্য হইব ॥১০২॥

গদাধর বলিলেন,—সকল কার্য্যেরই উপদেশ আছে এবং উপদেশকের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে সেই সকল

পুণ্ডরীককে প্রাপ্ত হওয়ায় মহাপ্রভুর হর্ষভরে বিবিধ উক্তি ও সর্ব্ববৈষ্ণবসহ পুণ্ডরীকের মিলন-সম্পাদন—

"আজি কৃষ্ণ বাঞ্ছা-সিদ্ধি করিলা আমার।
আজি পাইলাঙ সর্ব্ব-মনোরথ-পার॥" ১৩৮॥
সকল বৈষ্ণব-সঙ্গে করিলা মিলন।
পুণ্ডরীক লইয়া সবে করেন কীর্ত্তন॥১৩৯॥
"ইঁহার পদবী—'পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি'।
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে গড়িলেন বিধি॥" ১৪০॥
এইমত তাঁর গুণ বর্ণিয়া বর্ণিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে 'হরি' বলে শ্রীভুজ তুলিয়া॥১৪১॥
প্রভু বলে,—"আজি শুভ প্রভাত আমার।
আজি মহামঙ্গল সে বাসি আপনার॥১৪২॥
নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাম শুভক্ষণে।
দেখিলাম 'প্রেমনিধি' সাক্ষাৎ নয়নে॥" ১৪৩॥

পুণ্ডরীকের বাহ্যজ্ঞান ও অদ্বৈত, মহাপ্রভু এবং ভক্তগণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন—

শ্রীপ্রেমনিধির আসি' হৈল বাহ্যজ্ঞান।
তখনে সে প্রভু চিনি' করিলা প্রণাম॥১৪৪॥
অদ্বৈতদেবের আগে করি' নমস্কার।
যথাযোগ্য প্রেম-ভক্তি করিলা সবার॥১৪৫॥
পরানন্দ হৈলেন সর্ব্ব-ভক্তগণে।
হেন প্রেমনিধি পুণ্ডরীক দরশনে॥১৪৬॥
ক্ষণেকে যে হৈল প্রেম-ভক্তি-আবির্ভাব।
তাহা বর্ণিবার পাত্র—ব্যাস মহাভাগ॥১৪৭॥

পুণ্ডরীকের নিকট দীক্ষাগ্রহণার্থ গদাধরের প্রভু-সমীপে অনুমতি প্রার্থনা—

গদাধর আজ্ঞা মাগিলেন প্রভু-স্থানে।
পুণ্ডরীক-মুখে মন্ত্র-গ্রহণ-কারণে॥১৪৮॥
"না জানিয়া উঁহান অগম্য ব্যবহার।
চিত্তে অবজ্ঞান হইয়াছিল আমার॥১৪৯॥
এতেকে উঁহান আমি হইবাঙ শিষ্য।
শিষ্য-অপরাধ গুরু ক্ষমিবে অবশ্য॥" ১৫০॥

গদাধরের দীক্ষাগ্রহণে মহাপ্রভুর অনুমোদন—

গদাধর-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
"শীঘ্র কর, শীঘ্র কর" বলিতে লাগিলা॥১৫১॥

পুণ্ডরীকের নিকট গদাধরের দীক্ষাগ্রহণ—

তবে গদাধরদেব প্রেমনিধি-স্থানে।
মন্ত্র-দীক্ষা করিলেন সন্তোষে আপনে॥১৫২॥

বিদ্যানিধির অনির্ব্বচনীয় মহিমা—

কি কহিব আর পুণ্ডরীকের মহিমা।
গদাধর-শিষ্য যাঁর, ভক্তের সেই সীমা॥১৫৩॥

বিদ্যানিধির আখ্যান-বর্ণনে গ্রন্থকারের তৎকৃপা প্রার্থনা—

কহিলাম কিছু বিদ্যানিধির আখ্যান।
এই মোর কাম্য—যেন দেখা পাঙ তান॥১৫৪॥

পুণ্ডরীক ও গদাধর—পরস্পর যোগ্য গুরুশিষ্য—

যোগ্য গুরু-শিষ্য—পুণ্ডরীক-গদাধর।
দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়-কলেবর॥১৫৫॥

বিষয়ে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। আমি উপদেশকরূপে কাহাকেও স্থির করি নাই বলিয়া আমার এই দুর্গতি ঘটিয়াছিল। আমি সম্প্রতি পুণ্ডরীকেরই আশ্রয় গ্রহণ করিব। তাহা হইলেই আমার তাঁহার চরণে যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা বিনষ্ট হইবে॥ ১০৪-১০৫॥

দুইপ্রহর অর্থাৎ পনরদণ্ড বা ছয়ঘণ্টা-কাল পুণ্ডরীক বাহ্য-সংজ্ঞাহীন হইয়া হরিসেবা করিতেছিলেন। তাঁহার পুনরায় বাহ্যদশা লাভ হইলে তিনি স্থির হইতে পারিলেন॥ ১০৮॥

শৈশবে বৃদ্ধরীত—বালকের স্বভাবে ক্রীড়াসক্তি এবং বৃদ্ধের স্বভাবে অভিজ্ঞতা-জনিত চিন্তা-স্রোত। গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামী বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও বাল্যাবধি বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়ের ন্যায় সমীচীন চিন্তাযুক্ত ছিলেন॥ ১১৪॥

প্রত্যেক চান্দ্রমাসে শুক্লা দ্বাদশী হইয়া থাকে। প্রত্যেক তিথিতে ন্যূনাধিক দ্বাদশলগ্ন পর্য্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়। যে লগ্ন সর্ব্বসুখফল প্রসব করে, সেই ক্ষণকে নির্দ্দেশ করিবার জন্য 'সর্ব্বশুভলগ্ন' বাক্যের প্রয়োগ হয়॥ ১১৯॥

মহাপ্রভু বিদ্যানিধিকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিলে বিদ্যানিধি তাঁহাকে স্ববক্ষে এরূপ সমাশ্লেষ করিলেন যে, উভয়ের অস্তিত্বে মূর্ত্তিদ্বয়ের সন্ধান পাওয়া গেল না—যেন এক হইয়া গেলেন॥ ১৩৬॥

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক পুণ্ডরীক-গদাধরের মিলন-
উপাখ্যানের ফলশ্রুতি—

পুণ্ডরীক, গদাধর—দুইর মিলন।
যে পড়ে, যে শুনে, তারে মিলে প্রেমধন ॥১৫৬॥

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাস কৃষ্ণের লীলা ও বৈষ্ণবগণের চরিত্র সম্যক্‌রূপে অঙ্কন করিতে সিদ্ধহস্ত। সেজন্য গ্রন্থকার বলেন যে, তাঁহার সাহিত্য-সম্ভার ও নৈপুণ্য ভগবানের ও ভক্তের চরিত্র বর্ণনে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ নহে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৫৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে পুণ্ডরীক-
গদাধর-মিলনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীবেদব্যাস—যিনি ঐরূপ বর্ণন দ্বারা জগৎকে ধন্য করিয়াছেন, তিনিই গ্রন্থকারের অসম্পূর্ণতা পূরণ করিতে সমর্থ ॥ ১৫৭ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীবাসভবনে অবস্থিতি, মালিনীর বাৎসল্যভাবে নিত্যানন্দ-সেবা, মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-প্রীতি-পরীক্ষা, শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা, মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীবাসকে বরদান, নিত্যানন্দের বাল্যভাবে বিবিধ লীলা, শচীমাতার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত, মহাপ্রভুর নিতাইকে নিমন্ত্রণ, নিত্যানন্দের প্রভু-গৃহে ভোজন, শচীমাতার ঐশ্বর্য্য দর্শন, গৌরনিতাইর অদ্ভুত আবেশ, মহাপ্রভুর শিবগায়ন-স্কন্ধে আরোহণ, রাত্রিতে সঙ্কীর্ত্তন করিবার সঙ্কল্প, শ্রীবাস মন্দিরে প্রতিরাত্রে সঙ্কীর্ত্তন-বিলাস, পাষণ্ডিগণের মৎসরতাবশে বিবিধ উক্তি, মহাপ্রভুর গণসহ দ্বার বদ্ধ করিয়া কীর্ত্তন, মহাপ্রভুর বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ ও অদ্ভুতভাবে ভোজন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু নবদ্বীপে বিবিধ র[illegible]বিলাস করিতে থাকিলে নিত্যানন্দ শ্রীবাসভবনে অবস্থা[illegible] করিতে লাগিলেন। নিরন্তর বাল্যভাবে অবস্থিতিহেতু নিত্যানন্দ স্বহস্তে ভোজন করিতেন না, মালিনী তাঁহাকে পুত্রপ্রায় করিয়া বাৎসল্য-ভাবে সেবা করিতেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে পরীক্ষার্থ বলিলেন যে, শ্রীবাস অজ্ঞাতকুলশীল অবধূত নিত্যানন্দকে নিজগৃহে স্থান দিয়াছেন কেন? নিজ জাতিকুলের সম্মান-রক্ষার্থ তাঁহাকে গৃহে স্থান দেওয়া অকর্ত্তব্য। তদুত্তরে শ্রীবাস মহাপ্রভুকে জানাইলেন, যিনি একদিন মাত্রও মহাপ্রভুর ভজন করিয়াছেন, তিনিই শ্রীবাসের প্রিয়। বিশেষতঃ নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর অভিন্ন-বিগ্রহ। তিনি যদি কখনও মদিরা-যবনী-সংসর্গে গমন অথবা শ্রীবাসের জাতি প্রাণ-ধনাদি নাশ করিয়াও থাকেন, তথাপি তৎপ্রতি শ্রীবাসের শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবে না। মহাপ্রভু শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-নিষ্ঠা-দর্শনে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর দিলেন যে, যদি লক্ষ্মীদেবীও কোন দিন ভিক্ষা করেন, তাহা হইলেও শ্রীবাসের কোন দিনই অভাব হইবে না এবং শ্রীবাসের গৃহস্থিত কুক্কুর-বিড়ালাদিরও মহাপ্রভুর প্রতি অচলা ভক্তি থাকিবে। অতঃপর তিনি শ্রীবাসের উপর নিত্যানন্দের সমুদয় ভার সমর্পণ করিয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন।

নিত্যানন্দ-প্রভু সর্ব্ব-নদীয়ায় ভ্রমণ করিতে থাকিলেন; কখনও গঙ্গামধ্যে সন্তরণ করিতে থাকেন এবং স্রোতে দেহ

ভাসাইয়া লইলে অপার আনন্দ লাভ করেন। কখনও বা মুরারি-গঙ্গাদাস প্রভৃতির গৃহে, কখনও বা মহাপ্রভুর ভবনে গমন করেন। শচীমাতা নিত্যানন্দকে দেখিলে পরম স্নেহ করেন। নিত্যানন্দ বাল্যভাবে শচীমাতার চরণ স্পর্শ করিতে গেলে শচীদেবী পলায়ন করেন।

একদিন শচীমাতা স্বপ্নে কিছু বিচিত্রতা দর্শন করিয়া তাহা মহাপ্রভুর নিকট বর্ণনপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ উভয়ে পঞ্চবর্ষ-বয়স্ক বালকের বেশে বিষ্ণু-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া নিত্যানন্দ কৃষ্ণকে এবং মহাপ্রভু বলরামকে হস্তে ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর মারামারি করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া গৌরনিত্যানন্দকে অনধিকারী বলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে বলিলে নিতাই বলিলেন যে, পূর্ব্বযুগে অর্থাৎ দ্বাপরে কৃষ্ণবলরামের লীলাধিকার ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান কলিতে তাঁহাদের কোন অধিকার নাই, গৌর-নিতাই সর্ব্ব-উপহারাদি-গ্রহণের অধিকারী। রাম-কৃষ্ণ বলিলেন যে, তাঁহারা গৌর-নিতাইকে বন্ধন করিয়া সেই গৃহে রাখিয়া চলিয়া যাইবেন। এইরূপে সকলে কলহ করিতে করিতে কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ শচীমাতাকে 'স্ব-জননী' বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক ক্ষুন্নিবৃত্তি হেতু অন্ন প্রার্থনা করিতে-ছেন, ইত্যবসরে শচীমাতার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

মহাপ্রভু স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণ-পূর্ব্বক তাহা অন্যের নিকট বর্ণন করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার গৃহস্থিত শ্রীবিগ্রহ—বড়ই প্রত্যক্ষ, নৈবেদ্যাদি অর্দ্ধেক ভক্ষণ করিয়া থাকেন। তিনি লক্ষ্মীর প্রতি সন্দেহ করিতেন যে, হয়ত তিনিই অর্দ্ধেক দ্রব্য খাইয়া ফেলেন; কিন্তু এতদিনে তাঁহার সে ভ্রম ঘুচিল। অতএব নিত্যানন্দকে ভোজন করান কর্ত্তব্য। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সমীপে গিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ-পূর্ব্বক প্রভুগৃহে কোন প্রকার চাপল্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। মহাপ্রভুর উত্তরে নিত্যানন্দ বলিলেন যে, কেবল পাগলেই চঞ্চলতা করিয়া থাকে। মহাপ্রভু নিজের মত সকলকেই ভাবিয়া থাকেন। এইরূপে দুইজনে কথা কহিতে কহিতে মহাপ্রভুর গৃহে আগমন করিলেন এবং গদাধরাদি আপ্তগণ-সহ একত্র উপবেশন করিলেন।

ঈশান পাদ-প্রক্ষালনার্থ জল প্রদান করিলে পর মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ-প্রভু সাক্ষাৎ রামলক্ষণের ছায় একত্র ভোজন করিতে বসিলেন। শচীমাতা পরিবেশন করিতে গিয়া ত্রিভাগে ভোজ্য প্রদান করিলে তাঁহারা হাস্য করিতে লাগিলেন। শচীমাতা গৌরনিতাইর অঙ্গে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-বলরামের চিহ্নাদি দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিতা হইলে মহাপ্রভু তাঁহার গাত্রোত্থান করাইলেন।

মহাপ্রভু নদীয়ায় বিবিধ বিলাসকল্পে ভক্তগণের মন্দিরে গমন করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন রূপ প্রকটিত করেন। একদিন জনৈক শিব-গায়ন ডমরু বাজাইয়া শিব-গীত গাহিতে থাকিলে মহাপ্রভু আপনাতে শিবমূর্ত্তি প্রকট করিয়া গায়কের স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। পরে বাহ্য পাইয়া অবতরণ-পূর্ব্বক তাহাকে ভিক্ষা দিলেন। শিবগায়ন কৃতার্থ হইয়া নিজগৃহে চলিল। মহাপ্রভু স্বগণকে আহ্বান পূর্ব্বক প্রতি রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন-বিলাস করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তদনুসারে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পাষণ্ডিগণ তাহা শুনিয়া নানারূপ নিন্দা করিয়া বিবিধ মিথ্যা অপবাদ রটাইতে থাকিল। কীর্ত্তন শ্রবণে মহাপ্রভু আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িলে শচীমাতা চিন্তিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করেন,—মহাপ্রভু পরানন্দে আছাড় খাইয়া পড়িলে যদিও কোন ব্যথা অনুভব না করেন, তথাপি মাতার প্রাণে তাহা সহ্য হয় না। অতএব তিনি যেন উহা জানিতে না পারেন। মহাপ্রভু জননীর হৃদয়-ভাব অবগত হইলেন এবং তৎ-কালাবধি মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-বিলাসকালে শচীমাতা আবিষ্ট-চিত্ত থাকেন, কিছুই জানিতে পারেন না। শ্রীহরিবাসর-দিবস শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে মহাপ্রভুর বিবিধ প্রেমবিকার প্রকাশ পাইতে লাগিল। মহাপ্রভুর আজ্ঞামতে দ্বার বন্ধ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন হইতে থাকিলে অভ্যন্তরে প্রবেশে অসমর্থ পাষণ্ডিগণ বিবিধ কটূক্তি-দ্বারা সগণ মহাপ্রভুর নিন্দা করিতে থাকে। মহাপ্রভুর ভক্তগণ তাহাদের বাক্য উপেক্ষা করিয়া কীর্ত্তন-

বিলাসে মত্ত থাকেন। রাসক্রীড়ার দীর্ঘা রজনী যেরূপ গোপিকাগণের নিকট তিলার্দ্ধমাত্র বোধ হইয়াছিল, মহাপ্রভুর কীর্ত্তনবিলাসে মত্ত হইয়া ভক্তগণেরও রজনী-সকল ঐরূপ অজ্ঞাতসারে অতিবাহিত হইত।

একদিন কীর্ত্তনান্তে মহাপ্রভু শালগ্রাম-সকল ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিলেন এবং নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের প্রদত্ত যাবতীয় উপহার ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় দুইশত ব্যক্তির ভোজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার নৈবেদ্য চাহিলে ভক্তগণ তৎপ্রদানে অসমর্থ হইয়া কেবল তাম্বূল প্রদান করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ থাকিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে বাহ্য পাইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপ আনন্দ-কোলাহলে মহাপ্রভু নবদ্বীপে লীলা করিতে লাগিলেন।

সগোষ্ঠী শ্রীগৌর-সুন্দরের জয়গান—

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বপ্রাণ।
জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈতের প্রেমধাম ॥১॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগর্ভ-জীবন।
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-প্রাণধন ॥২॥
জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর।
জয় হউ যত গৌরচন্দ্র-অনুচর ॥৩॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায় ॥৪॥
অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ব-বৈষ্ণবমণ্ডল।
মহা-নৃত্য-গীত করে কৃষ্ণ-কোলাহল ॥৫॥

নিত্যানন্দের বাল্যভাবে শ্রীবাসগৃহে অবস্থান এবং মালিনীদেবীর বাৎসল্যভাবে নিত্যানন্দসেবা—

নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে ॥৬॥
আপনে তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্রপ্রায় করি' অন্ন মালিনী যোগায় ॥৭॥
নিত্যানন্দ-অনুভাব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ সেবা করে, যেন পুত্র-মাতা ॥৮॥

শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-শ্রদ্ধা-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর পরীক্ষা—

একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত।
বসিয়া কহেন কথা—কৃষ্ণের চরিত ॥৯॥
পণ্ডিতেরে পরীক্ষয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"এই অবধুতে কেনে রাখ নিরন্তর? ১০॥
কোন্ জাতি, কোন্ কুল, কিছুই না জানি।
পরম উদার তুমি,—বলিলাম আমি ॥১১॥
আপনার জাতিকুল যদি রক্ষা চাও।
তবে ঝাট এই অবধুতেরে ঘুচাও ॥" ১২॥

মহাপ্রভুর ছলনা বুঝিতে পারিয়া শ্রীবাসের উত্তর প্রদান ও নিত্যানন্দে সুদৃঢ় বিশ্বাস জ্ঞাপন—

ঈষৎ হাসিয়া বলে শ্রীবাস পণ্ডিত।
"আমারে পরীক্ষ' প্রভু, এ নহে উচিত ॥১৩॥
দিনেক যে তোমা ভজে, সেই মোর প্রাণ।
নিত্যানন্দ—তোর দেহ, মো হ'তে প্রমাণ ॥১৪॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু বালকের ন্যায় স্বভাব প্রকাশ করিয়া শ্রীবাসের গৃহে বাস করিতেছিলেন। শ্রীবাসপত্নী মালিনী তাঁহাকে বাৎসল্য-রসে পুত্রের ন্যায় ভোজনাদি করাইতেন। তজ্জন্য শ্রীমহাপ্রভু নিত্যানন্দের প্রতি শ্রীবাসের অনুরাগ জানিবার জন্য তাঁহাকে বলিলেন,—"অজ্ঞাত-কুলশীল নিত্যানন্দের সহিত এত মিশামিশি ভাল নয়।" তদুত্তরে শ্রীবাস বলিলেন,—"আমি জানি, নিত্যানন্দ—তোমারই দেহ। ভগবত্তত্ত্বে দেহ-দেহী-ভেদ নাই, তাহা আমাদের বাৎসল্য-রসের সেবায় প্রমাণিত হইতেছে। নিত্যানন্দের সেবা ও তোমার সেবায় কোন ভেদ নাই। আমি তোমার ভক্ত। আমি জানি, তোমাতে যাঁহার সেবা-প্রবৃত্তি আছে, সেই আমার হৃদয়ের আরাধ্য-বস্তু। আমাকে

মদিরা-যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি-প্রাণ-ধন যদি মোর নাশ করে ॥১৫॥
তথাপি মোহার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিলুঁ এই কথা ॥" ১৬॥

এরূপভাবে বিপরীত উক্তি-দ্বারা পরীক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে ॥" ৬-১৪ ॥

অবধূত—দেহসংস্কারবহিতো জড়োঽবধূতঃ (—বল্ল ৬ঃ), অবধূতঃ নিরস্তঃ শিশ্নোদরপরাভিমতো যস্য সঃ (—সিদ্ধান্ত-প্রদীপঃ), যো বিলঙ্ঘ্যাশ্রমান্ বর্ণান্ আত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্। অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে॥ 'অ'ক্ষরত্বাদ্ 'ব'রেণ্যত্বাৎ 'ধূ'ত-সংসার বন্ধনাৎ। তত্ত্বমস্যর্থসিদ্ধত্বাৎ 'অবধূতো'ঽভিধীয়তে (—শব্দসার) ॥ ১০ ॥

মদিরা-পানোন্মত্ত জনগণ নানা কুকার্য্যে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হয় বলিয়া তাহারা সামাজিকের দর্শনে অত্যন্ত ঘৃণ্য। মদিরা দ্বারা জীবের বুদ্ধি-বৃত্তি বিনষ্ট হয় এবং কু-কার্য্যে প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। প্রাকৃত রূপাবিষ্ট ভোগি-সম্প্রদায় জাতিকুল-আচারাদির বিচার না করিয়াই যবনীর সহিত সংসর্গ করে। তদ্দ্বারা তাহাদের জাতিকুলে কলঙ্ক প্রবেশ করে এবং তাহারা অধঃপতিত হয়। প্রাজাপত্য ও ব্রাহ্ম-বিবাহ ব্যতীত পৈশাচ, রাক্ষসাদি বিবাহ এবং সবর্ণবিবাহ ব্যতীত অসবর্ণ-বিবাহ, অপরন্তু ম্লেচ্ছ-সংসর্গ—জাতিদোষের কারণ। আসব-সেবার দ্বারা জীবের বুদ্ধিবৃত্তি পাপপথে চালিত হইয়া যবনী-সংসর্গের উপাদেয়ত্ব ব্যক্তি-বিশেষের রুচিতে প্রকাশিত হয়। সামাজিক বিচারে উহা বিশেষ ঘৃণিত ব্যাপার। প্রভু নিত্যানন্দ বৎসলরসাশ্রিত আশ্রয়গণের অতি প্রিয় বস্তু। জগদ্গুরু অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ যদি কখনও ঐরূপ সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত কার্য্যও করিয়া বসেন, তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি শ্রীবাসের অনুরাগ হ্রাস হইবে না। শ্রীবাস বলিতেছেন,—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যদি তাঁহার জাতি নাশ করেন, বা তাঁহাকে সংহার, কিম্বা তাঁহার ধনাদি অপহরণ করেন, তাহা হইলেও নিত্যানন্দের প্রতি তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তির লেশমাত্র হ্রাস হইবে না। প্রেমের এই প্রকার স্বভাব যে, প্রেমের পাত্রের প্রতি লৌকিক বিতৃষ্ণাকারক কোনও লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলেও তদ্‌বৈলক্ষণ্য ঘটে না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে আমি নিত্যকাল অনুরক্ত, সামান্য লৌকিক নশ্বর বিরোধি-ভাব তাঁহাতে দেখা গেলেও আমি তাঁহার অনুরাগের পক্ষপাতিত্ব পরিহার করিব না। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পরম নৈতিকের পরমোচ্চ আদর্শ। যদি কেহ তাঁহাকে গর্হণ করিবার মানসে সর্ব্বাপেক্ষা নীচতার সহিত তাঁহাকে সংশ্লিষ্ট করিবার প্রয়াস করে, তাহা হইলেও আমার বিচারে নিত্য আনন্দময় বস্তুর সেবা পরিত্যাগ করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। দুর্ব্বলহৃদয়, পাপপ্রবণ-চিত্ত নরগণ এই সকল নিত্যানন্দ-মহিমার কথা বুঝিতে না পারিয়া বিকৃতভাবে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের নিজ অসৎ স্বভাবের সমর্থন করে। তাহাতে নীতি-বিগর্হিত ঘৃণিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। অদূরদর্শিতা, সত্যবস্তুতে প্রবেশাধিকারবঞ্চিত ভাব-সমূহ কখনও শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রাকৃত গম্ভীরলীলার মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। পাপিগণের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় করিবার জন্য কৃষ্ণের স্তেয়-লীলা বা বহির্বিচারে লাম্পট্য-লীলা; তাহা অধমরুচিবিশিষ্ট জনগণের অধিক অমঙ্গল উৎপাদন করে। কিন্তু জড়বাসনারহিত ভগবৎসেবাপর জনগণের পরমোচ্চতা-প্রদর্শন-কল্পে যে-সকল নিত্য লীলার বিস্তার, তাহাতে জীবের স্বভাবগত নিত্য-সেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষিত হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ-প্রভুর ভ্রাতা শ্রীচৈতন্যদেবে সামান্য অনুরাগবিশিষ্ট থাকিলেও শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দের লোকাতীত প্রেম বুঝিতে না পারিয়া নিজের সর্ব্বনাশ আবাহন করিয়াছিলেন। তাহার অনুসরণে বাউল, প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি অপসম্প্রদায় নরকাভিযানের জন্য ব্যস্ত হওয়ায় তাহাদেরও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে দুর্নীতির আরোপ করিবার প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কোনদিনই নীতিশাস্ত্র-বিগর্হিত কার্য্যে উদ্‌গ্রীব ছিলেন না। আধ্যাত্মিক বা আসুরিক দর্শনে

উত্তর-শ্রবণে মহাপ্রভুর সানন্দ হুঙ্কার ও শ্রীবাসকে বরপ্রদান—

এতেক শুনিলা যদি শ্রীবাসের মুখে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু উঠে তার বুকে ॥১৭॥

প্রভু বলে,—"কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস ?
নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতই বিশ্বাস ? ১৮ ॥
'মোর গোপ্য নিত্যানন্দ', জানিলা সে তুমি।
তোমারে সন্তুষ্ট হঞা বর দিয়ে আমি ॥১৯॥
'যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে।
তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে ॥২০॥
বিড়াল-কুক্কুর-আদি তোমার বাড়ীর।
সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির ॥২১॥
নিত্যানন্দে সমর্পিলুঁ আমি তোমা' স্থানে।
সর্ব্বমতে সম্বরণ করিবা আপনে ॥" ২২॥

নদীয়ানগরে নিত্যানন্দের বাল্যভাবে লীলা—

শ্রীবাসেরে বর দিয়া প্রভু গেলা ঘর।
নিত্যানন্দ ভ্রমে সব নদীয়া নগর ॥২৩॥
ক্ষণেকে গঙ্গার মাঝে এড়েন সাঁতার।
মহাস্রোতে লই' যায়, সন্তোষ অপার ॥২৪॥
বালক-সবার সঙ্গে ক্ষণে ক্রীড়া করে।
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস-মুরারির ঘরে ॥২৫॥
প্রভুর বাড়ীতে ক্ষণে যায়েন ধাইয়া।
বড় স্নেহ করে আই তাহানে দেখিয়া ॥২৬॥
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায়, আই করে পলায়ন ॥২৭॥

শচীমাতার নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে স্বপ্ন ও মহাপ্রভুকে গোপনে তাহা নিবেদন—

একদিন আই কিছু দেখিলা স্বপনে।
নিভৃতে কহিলা পুত্র-বিশ্বম্ভর-স্থানে ॥২৮॥
"নিশি-অবশেষে মুঞি দেখিলুঁ স্বপন।
তুমি আর নিত্যানন্দ—এই দুই জন ॥২৯॥
বৎসর-পাঁচেক দুই ছাওয়াল হইয়া।
মারামারি করি' দোঁহে বেড়াও ধাইয়া ॥৩০॥
দুইজনে সান্ধাইলা গোসাঞির ঘরে।
রাম-কৃষ্ণ লই' দোঁহে হইলা বাহিরে ॥৩১॥

তাঁহার প্রতি ঐ সকল ভাবের আরোপ যাহাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে প্রতিভাত হয়, সেই ভাগ্যহীন জনগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-চরণ-শরণ জনগণের পদানুসরণ সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ॥ ১৫-১৬ ॥

নিত্যানন্দপ্রভু সর্ব্বতোভাবে আমার (গৌরসুন্দরের) রক্ষণীয় বস্তু,—ইহা তুমি (শ্রীবাস) অবগত আছ জানিয়া আমার সন্তোষের অবধি নাই। সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিপতি নারায়ণের বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীদেবী কিংবা ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্য-বিচ্যুত হইয়া যদি দরিদ্রতা-বশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাও করেন, তথাপি নারায়ণীর প্রভাবে তোমার কোনদিনই 'অভাব' বলিয়া কোন অবস্থা থাকিবে না। ভগবদ্ভক্তির বিচার তোমাতে যে প্রকার পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাতে অভক্তগণের জাগতিক অভাবের চিন্তা তোমা[illegible] স্থান পাইবে না। সুতরাং ধনধান্যে লক্ষ্মীমন্ত করিবার অধিকারিণী লক্ষ্মীদেবীরও যদি কোনদিন অভাব উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও তোমার অভাব হইবে না। তোমার ভগবানের প্রতি এতাদৃশী সেবা প্রবৃত্তি যে, তোমার কথা দূরে যাউক, অথবা তোমার আত্মীয়স্বজনের কথা দূরে যাউক, তোমার গৃহের বিড়াল, কুক্কুর প্রভৃতি পালিত অবরজীব-কুলও আমাতে অচলা-ভক্তি-বিশিষ্ট থাকিবে। আলবন্দারু ঋষি বলেন,—যদ্যপি ভগবদিচ্ছাক্রমে আমাকে এই ধরাধামে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন ভক্তগৃহের কুক্কুর-মার্জ্জারাদি অথবা কীটাদি-স্বরূপেও ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই। সম্রাট কুলশেখর বলেন,—জন্মে জন্মে ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট জনগণের সঙ্গে যদি থাকিবার অবসর হয়, তাহা হইলে আমার মুক্তিও বরণীয়া নহে। ভগবদ্ভক্তের এতাদৃশ সঙ্গ-প্রভাব যে, তাঁহাদের ন্যূনাধিক সঙ্গ অবর-প্রাণীতে সঞ্চারিত হইলে তাহাদিগেরও ভগবৎ-সেবোন্মুখতা-লাভের সুযোগ হয়। কোন বৈষ্ণব গাহিয়াছেন,—"বৈষ্ণবের গৃহে যদি হইতাম কুক্কুর। এঁঠো দিয়া তরাইতেন বৈষ্ণব ঠাকুর ॥" ১৯-২১ ॥

"তোমার উপাস্যবস্তু নিত্যানন্দকে নিরন্তর সেবা করিবার জন্য আমি তোমাকে সমর্পণ করিলাম। তুমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাক"—এইরূপ আশীর্ব্বাদ করি। শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তের সন্ধিনী শক্ত্যধিষ্ঠিত ভগবদ্-বিগ্রহের মর্য্যাদাময়ী সেবা সবিশেষ প্রশংসনীয়া।

তার হাতে কৃষ্ণ, তুমি লই' বলরাম।
চারি জনে মারামারি মোর-বিদ্যমান ॥৩২॥
রাম-কৃষ্ণ-ঠাকুর বলয়ে ক্রুদ্ধ হৈয়া।
"কে তোরা ঢাঙ্গাতি, দুই বাহিরাও গিয়া ॥৩৩॥
এ বাড়ী, এ ঘর, সব আমা দোঁহাকার।
এ সন্দেশ, দধি, দুগ্ধ যত উপহার ॥" ৩৪॥
নিত্যানন্দ বলয়ে,—"সে-কাল গেল বয়ে।
যে-কালে খাইলে দধি নবনী লুটিয়ে ॥৩৫॥
ঘুচিল গোয়ালা—হৈল বিপ্র-অধিকার।
আপনা চিনিয়া ছাড় সব উপহার ॥৩৬॥
প্রীতে যদি না ছাড়িবা, খাইবা মারণ।
লুটিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন্ জন ?" ৩৭॥

রাম-কৃষ্ণ বলে,—"আজি মোর দোষ নাই।
বান্ধিয়া এড়িমু দুই ঢঙ্গ এই ঠাঞি ॥৩৮॥
দোহাই কৃষ্ণের যদি আজি করোঁ আন।"
নিত্যানন্দ প্রতি তর্জ্জ গর্জ্জ করে রাম ॥৩৯॥
নিত্যানন্দ বলে,—"তোর কৃষ্ণরে কি ডর।
গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর—আমার ঈশ্বর ॥" ৪০॥
এইমতে কলহ করয়ে চারি জন।
কাড়াকাড়ি করি' সব করয়ে ভোজন ॥৪১॥
কাহারো হাতের কেহ কাড়ি' লই' খায়।
কাহারো মুখের কেহ মুখ দিয়া খায় ॥৪২॥
'জননী' বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে।
"অন্ন দেহ' মাতা, মোরে ক্ষুধা বড় করে ॥" ৪৩॥

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় পাঁচ প্রকার রসে রাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা হইয়া থাকে। শ্রীগদাধর, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীদামোদর-স্বরূপাদি শক্তিবর্গে শ্রীগৌরসুন্দরের রাধাভাব-বিভাবিত-চেষ্টা মধুর-রস-লীলার উপকরণ রূপে অভিব্যক্ত আছে, কিন্তু তাই বলিয়া কৃষ্ণলীলা স্তব্ধ করিয়া ঔদার্য্যলীলায় মধুর ভাবের কল্পনা রসাভাসদোষ-দুষ্ট। শ্রীবাসাদির বাৎসল্যযুক্ত দাস্যরস শুদ্ধ ভক্তির আদর্শ। উহা শ্রীনিত্যানন্দানুগজনগণের আরাধ্য বস্তু। শ্রীগদাধর-প্রমুখ শক্তিতত্ত্বের আরাধনা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতির অনুগ-সম্প্রদায়ে পরিদৃষ্ট হয়। কাশীশ্বর, গোবিন্দাদি পরিকরবর্গে সরল সহজ দাস্য, শ্রীরামানন্দ, পরমানন্দ প্রভৃতির সখ্যাবরণে মধুর-রতির পূর্ণ বিকাশ, গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল প্রভৃতি আধার-সমূহে শান্ত রসের সেবন ভগবদ্ভক্তগণ লক্ষ্য করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

সান্ধাইলা—প্রবেশ করিলেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীধাম-মায়াপুরে শচীগৃহে নারায়ণ-শিলামূর্ত্তি ব্যতীত রাম ও কৃষ্ণের আর দুইটী বিগ্রহ ছিল। শচীদেবী স্বপ্নে যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই মহাপ্রভুর নিকট বর্ণনমুখে বলিতেছেন যে, নিত্যানন্দ ও তুমি (বিশ্বম্ভর) এই উভয়ে পাঁচ বৎসরের শিশু-মূর্ত্তিতে আমাদের ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া রাম ও কৃষ্ণের বিগ্রহ হাতে তুলিয়া লইয়া পরস্পর কলহ-বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ। কৃষ্ণের সহিত নিত্যানন্দের এবং রামের সহিত তোমার বাদপ্রতিবাদ ও হাতাহাতিমুখে বড়ই প্রীতিজনক কলহ আমি স্বপ্নে দেখিতে পাইয়াছি। রামকৃষ্ণ বিগ্রহ বলিতেছেন,—তোমরা দুইজন শঠ, তাঁহাদের ঘরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের ভোজ্য দ্রব্য কাড়িয়া খাইতেছ, ইহাতে তাঁহারা ক্রোধের ভাব প্রদর্শন করিতেছেন ॥ ২৮-৩৩ ॥

ঢাঙ্গাতি—খল, শঠ, চতুর, চোর ॥ ৩৩ ॥

ব্রজলীলায় গোপতনয় রামকৃষ্ণ হইয়া তোমরা দধি, ছানা প্রভৃতি গব্য একচেটিয়া করিয়া খাইয়াছ। এক্ষণে সেই সময় অতিবাহিত হওয়ায় ব্রাহ্মণবটুরূপে প্রকটিত হইয়াছ। সুতরাং এখানকার অধিকার জানিয়া ঐসকল উপহারের প্রতি লোভ পরিত্যাগ কর ॥ ৩৬ ॥

এড়িমু—রাখিব।

নিত্যানন্দ তাঁহাদের দুইজনের অধিকারের কথা জানাইলে রামকৃষ্ণ বলিলেন,—"তোমাদের দুইজনকে এইস্থানে বন্ধন করিয়া স্থাপিত করিব এবং আমরা এখন হইতে এইস্থান পরিত্যাগ করিব। ইহাতে আমাদিগের কেহ অপরাধ গ্রহণ করিতে পারিবে না।" যদিও রামকৃষ্ণ এইস্থানে অর্চ্চাবিগ্রহরূপে অবস্থিত আছেন, তথাপি গৌর-নিত্যানন্দের অধিকারের কথা স্থাপিত হওয়ায় তাঁহারা উঁহাদিগকে রামকৃষ্ণ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এইস্থান পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৩৮ ॥

এতেক বলিতে মুঞি চেতন পাইলুঁ।
কিছু না বুঝিলুঁ মুঞি, তোমারে কহিলুঁ ॥৪৪॥

স্বপ্নবিবরণ শ্রবণে মহাপ্রভুর হাস্য ও জননীকে প্রত্যুত্তর দান—

হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর শুনিয়া স্বপন।
জননীর প্রতি বলে মধুর বচন ॥৪৫॥
"বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা।
আর কারো ঠাঞি পাছে কহ এই কথা ॥৪৬॥
আমার ঘরের মূর্ত্তি পরতেক বড়।
মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হৈল দড় ॥৪৭॥
মুঞি দেখোঁ বারে বারে নৈবেদ্যের সাজে।
আধাআধি না থাকে, না কহোঁ কারে লাজে ॥৪৮॥
তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল ॥৪৯॥
হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্নকথা শুনে ॥৫০॥

নিত্যানন্দকে ভোজন করাইবার জন্য জননীকে মহাপ্রভুর অনুরোধ এবং মহাপ্রভুর নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ ও উপদেশ—

বিশ্বম্ভর বলে,—মাতা, শুনহ বচন।
নিত্যানন্দে আনি' ঝাট করাহ ভোজন ॥" ৫১॥
পুত্রের বচনে শচী হরিষ হইলা।
ভিক্ষার সামগ্রী যত করিতে লাগিলা ॥৫২॥
নিত্যানন্দ স্থানে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
নিমন্ত্রণ গিয়া তানে করিলা সত্বর ॥৫৩॥
"আমার বাড়ীতে আজি গোসাঞির ভিক্ষা।
চঞ্চলতা না করিবা"—করাইলা শিক্ষা ॥৫৪॥
কর্ণ ধরি' নিত্যানন্দ 'বিষ্ণু, বিষ্ণু' বলে।
"চঞ্চলতা করে যত পাগল-সকলে ॥৫৫॥
যে বুঝিয়ে মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল।
আপনার মত তুমি দেখহ সকল ॥" ৫৬॥
এত বলি' দুইজনে হাসিতে হাসিতে।
কৃষ্ণ-কথা কহি' কহি' আইলা বাড়ীতে ॥৫৭॥
হাসিয়া বসিলা একঠাঁই দুইজন।
গদাধর-আদি আর পরমাপ্তগণ ॥৫৮॥

শচীগৃহে গৌরনিত্যানন্দের ভোজনলীলা—

ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে গেলা করিতে ভোজন ॥৫৯॥
বসিলেন দুই প্রভু করিতে ভোজন।
কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥৬০॥
এই মত দুই প্রভু করয়ে ভোজন।
সেই ভাব, সেই প্রেম, সেই দুইজন ॥৬১॥

শচীমাতার পরিবেশন, ঐশ্বর্য্যদর্শন ও মূর্চ্ছা—

পরিবেশন করে আই পরম সন্তোষে।
ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা, দুই জন হাসে ॥৬২॥
আরবার আসি' আই দুই জনে দেখে।
বৎসর পাঁচেক শিশু দেখে পরতেকে ॥৬৩॥

শ্রীশচীদেবীর কথা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমাদিগের গৃহের রামকৃষ্ণ-মূর্ত্তি বড়ই প্রত্যক্ষ দেবতা। তোমার স্বপ্ন-দর্শনে আমার চিত্ত এবিষয়ে বিশেষরূপে দৃঢ় হইল।" ৪৭॥

শ্রীগৌরসুন্দর যখন বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর পাচিত অন্নাদি নিবেদন করিতেন, তখন লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, নৈবেদ্যের অর্দ্ধাংশ শ্রীবিগ্রহগণ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমার মনে মনে সন্দেহ হইত যে, তোমার পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী উহা গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তোমার স্বপ্নের কথা শুনিয়া আমার দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে, শ্রীবিগ্রহগণ সাক্ষাৎ-নৈবেদ্যের অনেক অংশ ভক্ষণ করিয়া আমাদের জন্য অবশেষ রাখেন।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কথা শুনিয়া জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী অভ্যন্তরে অন্তর্গৃহে থাকিয়া মনে মনে হাস্য করিলেন ॥ ৪৯ ॥

স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নিজ গৃহে প্রসাদ পাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং ভিক্ষাকালে কোন প্রকার চঞ্চলতা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। তাহাতে নিত্যানন্দ বলিলেন,—'বিষ্ণু, বিষ্ণু'! পাগলেই চঞ্চলতা করে। তুমি সকলকেই নিজের মত দেখ, তুমি নিজে চঞ্চল—কৃষ্ণরসে পাগল, তাই জগৎশুদ্ধ সকলকেই

কৃষ্ণ-শুক্ল-বর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুই জন চতুর্ভুজ, দুই দিগম্বর ॥৬৪॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল-মুষল।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভ দেখ মকর-কুণ্ডল ॥৬৫॥
আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে।
সকৃৎ দেখিয়া আর দেখিতে না পায়ে ॥৬৬॥
পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা পৃথিবীর তলে।
তিতিল বসন সব নয়নের জলে ॥৬৭॥
অন্নময় সর্ব্ব ঘর হইল তখনে।
অপূর্ব্ব দেখিয়া শচী বাহ্য নাহি জানে ॥৬৮॥

মহাপ্রভু কর্তৃক জননীর মূর্চ্ছাভঙ্গ ও আশ্বাসন—

আথেব্যথে মহাপ্রভু আচমন করি'।
গায়ে হাত দিয়া জননীরে তোলে ধরি' ॥৬৯॥
"উঠ উঠ মাতা, তুমি স্থির কর চিত্ত।
কেনে বা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত ? ৭০॥

সংজ্ঞালাভে শচীর নিকত্তরে ক্রন্দন ও প্রেমভাব—

বাহ্য পাই' আই আথেব্যথে কেশ বান্ধে।
না বলয়ে কিছু আই গৃহমধ্যে কান্দে ॥৭১॥
মহা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, কম্প সর্ব্ব-গায়।
প্রেমে পরিপূর্ণ হৈলা, কিছু নাহি ভায় ॥৭২॥
ঈশান করিলা সব গৃহ উপস্কার।
যত ছিল অবশেষ—সকল তাঁহার ॥৭৩॥
সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ-লোকমধ্যে মহা ভাগ্যবান্ ॥৭৪॥
এই মত অনেক কৌতুক প্রতিদিনে।
মর্ম্মী-ভৃত্য বই ইহা কেহ নাহি জানে ॥৭৫॥

সেইরূপ মনে কর, আমাকেও চঞ্চল ভাব,—এইরূপ বলিতে বলিতে উভয়েই শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে আগমন করিলেন ॥ ৫৩-৫৭ ॥

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উভয়ে ভোজনে উপবেশন করিলে আর্য্যা শচীমাতা তাঁহাদিগকে প্রসাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। দুইজনের প্রসাদ বিতরণ করিতে গিয়া তিনি ভ্রমক্রমে তিনজনের জন্য পরিবেশন করিয়া ফেলিলেন, তাহাতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ হাস্য করিতে লাগিলেন। শচীদেবী তিনজনের মত পরিবেশন করিয়া পুনবায় আসিয়া দেখেন যে, গৌর ও নিত্যানন্দ দুইজনে খাইতেছেন। তিনি উভয়কেই পাচ বৎসরের শিশুরূপে প্রত্যক্ষ করিলেন ॥ ৬২-৬৩ ॥

শ্রীশচীদেবী দেখিলেন, পাঁচবৎসরের দুইটী শিশুই—বস্ত্রবিহীন; একটীর বক্ষে কৌস্তুভ, অপরের হস্তে হলমুষল। উভয় শিশুই—চতুর্ভুজ। একটী শিশুর বক্ষে পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী অবস্থিতা। একবার মাত্র এইরূপ দর্শন করিয়াই আর দেখিতে পাইলেন না।

"আপনার বধূদেখে পুত্রের হৃদয়ে" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীদেবীকে দর্শন করিলেন। শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং তত্র লুব্ধা ততস্তপঃ। কুর্ব্বতীং প্রাহ তাং কৃষ্ণঃ কিন্তে তপসি কারণম্ ? বিজিহীর্ষে ত্বয়া গোষ্ঠে গোপীরূপেতি সাহব্রবীৎ। তদ্দুর্লভমিতি প্রোক্তা লক্ষ্মীস্তং পুনরব্রবীৎ ॥ স্বর্ণরেখেব তে নাথ বস্তুমিচ্ছামি বক্ষসি। এবমস্ত্বিতি সা তস্য তদ্রূপা বক্ষসি স্থিতা ॥ (—পাদ্মে) অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য অবলোকন পূর্ব্বক তাহাতে লোলুপ হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার তপস্যার কারণ কি ?" লক্ষ্মী কহিলেন,—"আমি গোপীরূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে তোমার সহিত বিহার করিতে অভিলাষ করি।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"তাহা বড়ই দুর্লভ।" লক্ষ্মী পুনর্ব্বার বলিলেন,—"নাথ, আমি স্বর্ণরেখার ছায় হইয়া তোমার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি।" তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"আচ্ছা, তাহাই হইবে॥" লক্ষ্মীও স্বর্ণরেখা-রূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৬৬॥

বসনসমূহ নয়নাশ্রুতে সিক্ত হইল। ভগবদ্দর্শনকালে মুক্তদর্শনে বাহ্যপ্রতীতি বিলুপ্ত হয়। অন্তর্দ্দশা-লাভ ভাগ্যহীনের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় উহার নিত্যোপলব্ধি করিতে অসমর্থ। আধ্যক্ষিকগণের বিচারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-জ্ঞানেই সকল বস্তু অবস্থিত। কিন্তু তুরীয় প্রভৃতি অপ্রাকৃত দর্শনে সাধারণের অধিকার না থাকায় উহাতে তাহারা আস্থা স্থাপন করিতে বিমুখ হয় ॥ ৬৭-৬৮ ॥

মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের ভাণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥৭৬॥
এই মত গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ-মাঝে।
কীর্ত্তন করেন সব ভকত-সমাজে ॥৭৭॥
যত যত স্থানে সব পার্ষদ জন্মিলা।
অল্পে অল্পে সবে নবদ্বীপেরে আইলা ॥৭৮॥
সবে জানিলেন ঈশ্বরের অবতার।
আনন্দ-স্বরূপ চিত্ত হইল সবার ॥৭৯॥
প্রভুর প্রকাশ দেখি' বৈষ্ণব-সকল।
অভয় পরমানন্দে হইলা বিহ্বল ॥৮০॥

মহাপ্রভু ও পার্ষদগণের পরস্পর চিত্তভাব ও ব্যবহার—

প্রভুও সবারে দেখে প্রাণের সমান।
সবেই প্রভুর পারিষদের প্রধান ॥৮১॥
বেদে যাঁরে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু সবারে করে প্রেম-আলিঙ্গন ॥৮২॥
নিরন্তর সবার মন্দিরে প্রভু যায়।
চতুর্ভুজ-ষড়্ভুজাদি বিগ্রহ দেখায় ॥৮৩॥
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস-মুরারির ঘরে।
আচার্য্যরত্নের ক্ষণে চলেন মন্দিরে ॥৮৪॥
নিরবধি নিত্যানন্দ থাকেন সংহতি।
প্রভু-নিত্যানন্দের বিচ্ছেদ নাহি কতি ॥৮৫॥

মহাপ্রভুর বিবিধ অচিন্ত্য ভাবাবেশ—

নিত্যানন্দ-স্বরূপের বাল্য নিরন্তর।
সর্ব্বভাবে আবেশিত প্রভু-বিশ্বম্ভর ॥৮৬॥
মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, নরসিংহ।
ভাগ্য-অনুরূপ দেখে চরণের ভৃঙ্গ ॥৮৭॥

প্রভুর গৃহ-ভৃত্য ঈশান বিক্ষিপ্ত-অন্ন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া গৃহাদি নির্ম্মুক্ত করিলেন। ঈশানের ভাগ্যের সীমা নাই। তিনি প্রভুর জননীর সেবাকার্য্যে চির জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরেও ভৃত্য ঈশান তাঁহার প্রভুজননীর ও প্রভুপত্নীর সেবা লাভ করিয়া জগতের ধন্য-ভৃত্যগণের মধ্যে পরম ধন্য বা ধন্যাতিধন্য হইয়াছিলেন ॥ ৭৩-৭৪ ॥

মর্ম্মীভৃত্য—মূর্খ আধ্যক্ষিকগণ সেবাবিমুখ হইয়া ভোগবুদ্ধিতে পৃথিবীতে বিচরণ করেন। তাঁহারা বহির্জগতের অন্তরে প্রবেশ করিয়া রহস্যাত্মক সত্য উদ্‌ঘাটনে অসমর্থ। অন্তরঙ্গ সেবকগণই বাহিরের ধারণায় বিমুগ্ধ না হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন ॥ ৭৫ ॥

জড়দেশ-কাল-পাত্রে ভগবান্ ও ভগবৎপার্ষদ আবদ্ধ নহেন,—ইহা জানাইবার জন্য বিভিন্ন স্থানে-বিভিন্ন-জাতির মধ্যে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভগবৎপার্ষদগণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই যে যেখানে, যে-কালে, যে-ভাবে প্রকট হউন না কেন, সকলেই ভগবৎসেবা-তৎপর হইয়া অদ্বয়জ্ঞান শ্রীচৈতন্যদেবের সেবায় নিযুক্ত হন ॥ ৭৮ ॥

প্রত্যেক ভক্ত তাঁহার হৃদয়ের সকল প্রবৃত্তি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রভুর সেবা করেন। প্রভুও তাঁহাদিগের সেবা গ্রহণ করিয়া প্রত্যেককেই প্রিয়তম জ্ঞান করেন। ইহা পরিচ্ছিন্ন জীবের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না, তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অবতারিত্ব প্রচারিত হয়। প্রত্যেক ভক্তই নিজ নিজ রসে ভগবৎ-সেবায় আপনাদিগকে যথোচিত নিযুক্ত করিয়া ভগবানের পূর্ণ প্রীতির পাত্র হন। সকলেই জানেন,—"ভগবান্ আমাকে যত ভালবাসেন, এরূপ আর কাহাকেও ভালবাসেন না।" একের প্রাধান্য, অপরের অপ্রাধান্য-হেতু যে বৈষম্য জগতে ঈর্ষ্যার উদ্ভব করায়, সেইরূপ বিচার শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে স্থান পায় না ॥ ৮১ ॥

চিন্ময় বৃত্তি-দ্বারা ভগবান্ সর্ব্বক্ষণই আকর্ষণ ও অনুশীলনের বস্তু হন। সমগ্র চেতন-জগৎ একমাত্র যাঁহার সেবা-তৎপরতায় সর্ব্বক্ষণ অনুসন্ধান করেন, সেই সেব্য ভগবান্ তদ্‌বিনিময়ে সকলকেই প্রেমভাজন জানিয়া প্রীত্যালিঙ্গনে সফলকাম করেন ॥ ৮২ ॥

শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মযুক্ত ভুজচতুষ্টয় ধারণ করিয়া মহাপ্রভু অনেক ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে স্বীয় নারায়ণ-স্বরূপ প্রদর্শন করেন এবং কাহাকেও কাহাকেও নিজের ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন। নৃসিংহের ভুজদ্বয়, রামের ভুজদ্বয় এবং কৃষ্ণের ভুজদ্বয় সম্মিলিত হইয়া ষড়্ভুজ। নৃসিংহের দক্ষিণ হস্তে ভক্তবাৎসল্য ও বামকরে নখর দ্বারা ভক্তদ্বেষীর বিদারণ, রামচন্দ্রের ধনুর্ব্বাণযুক্ত হস্তদ্বয়ে ভোগিসম্প্রদায়ের

কোনদিন গোপীভাবে করেন রোদন।
কারে বলে 'রাত্রি-দিন'—নাহিক স্মরণ ॥৮৮॥
কোনদিন উদ্ধব-অক্রূর-ভাব হয়।
কোনদিন রাম-ভাবে মদিরা যাচয় ॥৮৯॥

কোনদিন চতুর্ম্মুখ-ভাবে বিশ্বম্ভর।
ব্রহ্ম-স্তব পড়ি' পড়ে পৃথিবী উপর ॥৯০॥
কোনদিন প্রহ্লাদ-ভাবেতে স্তুতি করে।
এইমত প্রভু ভক্তি-সাগরে বিহরে ॥৯১॥

প্রতিষ্ঠাশা-সংহারকার্য্য, এবং কৃষ্ণের ভুজদ্বয়ে মুরলীর দ্বারা প্রেমভাজন জনগণের আকর্ষণ,—এই লীলাত্রয় প্রদর্শন-কল্পে শ্রীগৌরসুন্দর ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কোন কোন সময়ে তাঁহার ষড়্ভুজে কনকাভিলাষ, প্রতিষ্ঠাশা ও কামভোগ-তৎপরতার অবসানরূপ অন্য কথাও প্রকাশিত হয়। রামের ভুজদ্বয়ে ধনুর্বাণ, কৃষ্ণের ভুজদ্বয়ে মুরলী ও শ্রীচৈতন্যদেবের ভুজদ্বয়ে আমরা দণ্ডকমণ্ডলু দর্শন করি। তাহাতে কনক-লঙ্কাবিধ্বংসী রামভুজদ্বয়, রতি-লোলুপ মদন-বিধ্বংসী ব্রজেন্দ্রনন্দনের মুরলীবদ্ধ ভুজদ্বয়, আর জীবের কামিনী আহরণ চেষ্টারূপ প্রতিষ্ঠাশা-নাশী ভুজদ্বারা পরিপালন জ্ঞাপন করে। নানাপ্রকার মতবাদ অদ্বয়-জ্ঞানেতর পথের পথিকগণকে ভক্তিবিমুখ করিয়া জগতে যে কুতর্ক-জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছিল, একহস্তে দণ্ডধারণ দ্বারা সেই জঞ্জালাচ্ছন্ন লোকগণকে দণ্ডিত ও অন্যহস্তে প্রেমবারিভাজন কমণ্ডলু ধারণ-দ্বারা আধ্যক্ষিক প্রতিষ্ঠা-কাঙ্ক্ষী জনগণের কৈতব-মূল উৎপাটন করিয়াছেন ॥ ৮৩ ॥

নিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর পরমোপাদেয়বিচার-প্রদর্শন-কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ নিত্যানন্দের সহিত অবস্থানলীলা ॥ ৮৫ ॥

মর্য্যাদাপথের উপাস্যবস্তুরূপে বিভিন্ন বৈকুণ্ঠের বৈকুণ্ঠ-পতি-সমূহ, মৎস্য, কূর্ম্ম, বামন, নৃসিংহ, রামাদি নৈমিত্তিক পরব্যোমপতিসমূহের মূর্ত্তি ভগবদ্ভক্তের সেবার যোগ্যতানু-সারে প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুর বিভিন্ন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভেদবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাতে দেবান্তর কল্পনা না করেন, ইহা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ভগবান বিভিন্ন স্তাবকের রুচির অনুকূলে স্বীয় নিত্য বিগ্রহ-সমূহ প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন। ভগবদুপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোভে যে-সকল মানব ভগবানের অনিত্যরূপ কল্পনা করিয়া নিজের ভোগের চরিতার্থতার আস্ফালন করে, তাহা হইতে মুক্ত করিবার জন্যই, নিমিত্তের ছলনায় ভগবানের নিত্যমূর্ত্তি-প্রাকট্যে প্রপঞ্চে অবতরণ-লীলা প্রদর্শিত হয়। অবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুতে ঐসকল নিত্য লীলার প্রাকট্য বিভিন্ন নিত্যসেবকগণে উচ্ছলিত হইয়া তাঁহাদের আত্মবিস্তার পরাকাষ্ঠা-লীলারূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল ॥ ৮৭ ॥

কোন সময় মধুর-রতির আশ্রয়োপাসকের অনুগত জন-গণের নিকট গোপীভাবের চেষ্টা-সমূহ প্রদর্শনকালে অহো-রাত্র বাহ্যস্মৃতির অভাব প্রদর্শন করিয়া মাথুরবিরহাদি-লীলা প্রদর্শন করেন ॥ ৮৮ ॥

কোন সময়ে অক্রূরের বিচারে ক্ষুব্ধ হইয়া গোপীজনের ভাবে বিভাবিত থাকেন। কোন সময় উদ্ধবের সান্ত্বনা-বাক্যে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ ও পরক্ষণেই উচ্ছৃঙ্খলতাময় বিপ্রলম্ভে অধিরূঢ় মহাভাব প্রদর্শন করেন। কোন সময় আপনাকে 'রৌহিণেয়' জানিয়া মদ্যপান-অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। এখানে কেহ মনে না করেন যে, তিনি "অন্তঃশাক্তো বহিঃশৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মত" বিচার ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। বিষ্ণুর বিভিন্ন লীলা যে সেব্যবস্তুর একমাত্র অধিকারান্তর্গত,—ইহা জানাইবার জন্য এবং আশ্রয়জাতীয় বিভিন্নাংশে জীবকুল নিত্যাবস্থিত—এই কথার উপদেশ-প্রসঙ্গে, শ্রীগৌরলীলায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যাহা যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বিষয় ও আশ্রয়ের বৈচিত্র্য প্রদর্শন মাত্র। তাহাতে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে আশ্রয়জাতীয় বিভিন্নাংশ মনে না করেন, এই জন্যই শ্রীরূপানুগগণ বিশেষ সতর্ক করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগবিরোধী সাহিত্যিক-সম্প্রদায় জড়কার্য্যবিনোদনে ব্যস্ত থাকায় শ্রীগৌরানুগত্যবিক্ষিপ্ত হইয়া শ্রীগৌরনিজ-জনগণের বিরোধ করিয়া বসে। শ্রীচৈতন্য-দেব তাদৃশ অমঙ্গল নিরাকরণের জন্য স্বীয় লীলার বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিভাব-সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। বদ্ধজীব বামনের চন্দ্র-স্পর্শের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া আপনাকে বা তজ্জাতীয় বিভিন্নাংশ-জীবকে 'ভগবদবতার' কল্পনা না করেন, তাহার প্রতিষেধের জন্যই আচার্য্যের নিজ-স্বরূপ প্রদর্শন-

দেখিয়া আনন্দে ভাসে শচী-জগন্মাতা।
'বাহিরায় পুত্র পাছে'—এই মনঃকথা ॥৯২॥
আই বলে,—"বাপ, গিয়া কর গঙ্গাস্নান ॥"
প্রভু বলে,—"বল মাতা, 'জয় কৃষ্ণ রাম'॥" ৯৩॥
যত কিছু করে শচী পুত্রের উত্তর।
'কৃষ্ণ' বই কিছু নাহি বলে বিশ্বম্ভর ॥৯৪॥
অচিন্ত্য আবেশ সেই বুঝন না যায়।
যখন যে হয়, সেই অপূর্ব্ব দেখায় ॥৯৫॥

শিবগীতশ্রবণে মহাপ্রভুর শঙ্করাবেশ এবং শিব-গায়নের স্কন্ধে আরোহণ—

একদিন আসি' এক শিবের গায়ন।
ডম্বুর বাজায়, গায় শিবের কথন ॥৯৬॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাহয়ে শিবের গীত, বেড়ি' নৃত্য করে ॥৯৭॥
শঙ্করের গুণ শুনি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্কর-মূর্ত্তি দিব্য-জটাধর ॥৯৮॥
এক লম্ফে উঠে তার কান্ধের উপর।
হুঙ্কার করিয়া বলে,—"মুঞি সে শঙ্কর॥" ৯৯॥
কেহ দেখে জটা, শিঙ্গা, ডমরু বাজায়।
'বোল বোল' মহাপ্রভু বলয়ে সদায় ॥১০০॥
সে মহাপুরুষ যত শিব-গীত গাইল।
পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল ॥১০১॥
সেই ত গাইল গীত নিরপরাধে।
গৌরচন্দ্র আরোহণ কৈলা তার কান্ধে ॥১০২॥
বাহ্য পাই' নামিলেন প্রভু-বিশ্বম্ভর।
আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর ॥১০৩॥
কৃতার্থ হইয়া সেই পুরুষ চলিল।
'হরিধ্বনি' সর্ব্বগণে মঙ্গল উঠিল ॥১০৪॥
জয় পাই' উঠে কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ।
ঈশ্বর সহিত সর্ব্ব-দাসের বিলাস ॥১০৫॥

মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাসের প্রস্তাব—

প্রভু বলে,—"ভাই-সব, শুন মন্ত্রসার।
রাত্রি কেনে মিথ্যা যায় আমা সবাকার ॥১০৬॥
আজি হৈতে নির্ব্বন্ধিত করহ সকল।
নিশায় করিব সবে কীর্ত্তন-মঙ্গল ॥১০৭॥
সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সকল গণ-সনে।
ভক্তিস্বরূপিণী গঙ্গা করিব মজ্জনে ॥১০৮॥
জগত উদ্ধার হউ শুনি' কৃষ্ণনাম।
পরমার্থে তোমরা সবার ধন-প্রাণ॥" ১০৯॥

বৈষ্ণবগণের আনন্দ এবং কেবল পার্ষদগণ-সঙ্গে কীর্ত্তন বিলাসারম্ভ—

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন-বিলাস ॥১১০॥

মুখে বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের পরস্পর যথাযথ সেব্য-সেবক-ভাব-বিন্যাস-লীলা ॥ ৮৯ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব আপনাকে শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের অধস্তন-রূপে প্রদর্শন পূর্ব্বক বেদানুগ-স্তাবকগণের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মস্তব পাঠ করিতেন এবং আপনার বিবিক্তিত্ব-জ্ঞাপনার্থ লোকমধ্যে প্রচার করিতেন ॥ ৯০ ॥

কোনদিন প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্তির প্রচারক হইয়া স্তবাদি করিতেন। ভক্তি-সমুদ্রে বিভিন্নভাবে বিচরণ-লীলা-প্রদর্শন-কল্পে আশ্রয়ের আনুষ্ঠানিক ভাবসমূহ শিক্ষা দিতেন। আশ্রয়ের বিভিন্নাংশ জীবকুল বিষয়জাতীয় বিগ্রহ হইতে পারেন না, ইহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ৯১ ॥

প্রভুর বিভিন্ন উন্মাদের ভাবসমূহ দেখিয়া জগন্মাতা শচী-দেবী আনন্দে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু মনে মনে তাঁহার উদ্বেগের কথা এই হইল যে, প্রভু গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন ॥ ৯২ ॥

প্রভুর যখন যে প্রকার আবেশ উপস্থিত হয়, তখন তাহা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই বলিয়া অপূর্ব্ব মনে হইত। উহা সাধারণের অবোধ্য এবং চিন্তাতীত-রাজ্যে অবস্থিত ॥৯৫॥

শিবের গান করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করে ॥ ৯৭ ॥

শিব-গান-গায়ক নিরপরাধে শিব-কীর্ত্তন করার ফল স্বরূপে তাঁহার স্কন্ধে গৌরসুন্দর আরোহণ করিলেন ॥১০২॥

নির্ব্বন্ধিত—দৃঢ়সঙ্কল্প। সকলে দৃঢ়সঙ্কল্প কর যে, আজ হইতে প্রত্যহ রাত্রে কীর্ত্তন-মঙ্গলোৎসব করিব।

শ্রীবাস-মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন।
কোনদিন হয় চন্দ্রশেখর ভবন ॥১১১॥
নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈত, শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, মুরারি, হিরণ্য, হরিদাস ॥১১২॥
গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন।
জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্ত খান, নারায়ণ ॥১১৩॥
কাশীশ্বর, বাসুদেব, রাম, গরুড়াই।
গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ, আছেন তথাই ॥১১৪॥
গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান, শ্রীধর।
সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শুক্লাম্বর ॥১১৫॥
ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম, সঞ্জয়াদি যত।
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য নাম জানি কত ॥১১৬॥
সবেই প্রভুর নৃত্যে থাকেন সংহতি।
পারিষদ বই আর কেহ নাহি তথি ॥১১৭॥
প্রভুর হুঙ্কার, আর নিশা-হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি ॥১১৮॥

প্রভুর হুঙ্কার, ও হরিধ্বনি শ্রবণে পাষণ্ডিগণের মাৎসর্য্য—

শুনিয়া পাষণ্ডী-সব মরয়ে বল্‌গিয়া।
নিশায় এগুলা খায় মদিরা আনিয়া ॥১১৯॥
এগুলা সকলে মধুমতী-সিদ্ধি জানে।
রাত্রি করি' মন্ত্র জপি' পঞ্চকন্যা আনে ॥১২০॥
চারি প্রহর নিশা—নিদ্রা যাইতে না পাই।
'বোল বোল' হুহুঙ্কার, শুনিয়ে সদাই ॥১২১॥
বল্‌গিয়া মরয়ে যত পাষণ্ডীর গণ।
আনন্দে কীর্ত্তন করে শ্রীশচীনন্দন ॥১২২॥

কীর্ত্তন শ্রবণমাত্র মহাপ্রভুর ভাবাবেশে ভূমিতে পতন এবং তদ্দর্শনে শচীর দুঃখ—

শুনিলে কীর্ত্তন মাত্র প্রভুর শরীরে।
বাহ্য নাহি থাকে, পড়ে পৃথিবী উপরে ॥১২৩॥
হেন সে আছাড় প্রভু পড়ে নিরন্তর।
পৃথ্বী হয় খণ্ড খণ্ড, সবে পায় ডর ॥১২৪॥
সে কোমল-শরীরে আছাড় বড় দেখি'।
'গোবিন্দ' স্মরয়ে আই মুদি' দুই আঁখি ॥১২৫॥
প্রভু সে আছাড় খায় বৈষ্ণব-আবেশে।
তথাপিহ আই দুঃখ পায় স্নেহবশে ॥ ১২৬॥
আছাড়ের আই না জানেন প্রতিকার।
এই বোল বলে কাকু করিয়া অপার ॥১২৭॥
"কৃপা করি' কৃষ্ণ, মোরে দেহ' এই বর।
যে সময়ে আছাড় খায়েন বিশ্বম্ভর ॥১২৮॥
মুঞি যেন তাহা নাহি জানোঁ সে সময়।
হেন কৃপা কর মোরে কৃষ্ণ মহাশয় ॥১২৯॥
যদ্যপিহ পরানন্দে তাঁর নাহি দুঃখ।
তথাপিহ না জানিলে মোর বড় সুখ ॥" ১৩০॥

ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর অপতিতভাবে নিরন্তর পূর্ব্বক প্রত্যহ নিশাকালে কীর্ত্তন করিবার সঙ্কল্প করিলেন ॥১০৭॥

জগতের লোকসকল দিবাভাগে বিষয়-কর্ম্মে মত্ত থাকে, আর রাত্রিকালে নিদ্রায় যাপন করে। কিন্তু প্রভুর আশ্রিত ভক্তগণ রজনীতে নিদ্রা না গিয়া দিবসের সকল সময়ে হরি-কীর্ত্তনের ন্যায় রাত্রিতেও হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন ॥১১৮॥

যাহারা ভগবদ্ভক্তিবিরোধী, তাহাদের পাষণ্ডিতা প্রবল। তাহারা বলিত যে, ভক্তগণ অনর্থক চীৎকার করিয়া মরিতেছে। রাত্রিতে মদ্য পান করিয়া ইহারা চীৎকার করে!

বল্‌গিয়া,—বল্‌গ্‌ + ভাবে অ = বল্‌গা—আস্ফালন সহকারে নৃত্য ॥ ১১৯ ॥

ভক্তগণ মধুমতী-নাম্নী সিদ্ধি লাভ করিয়া মন্ত্র-প্রভাবে পাঁচ প্রকার কুমারী আনয়ন করিয়া তাহাদের সহিত ব্যভিচার করে। তামসতান্ত্রিকগণের পঞ্চ'ম'কার ও বীরাচারাদি নানাপ্রকার লোকনিন্দিত আচারের দ্বারা মধ্যযুগ অপবিত্র ছিল। ভক্তিবিদ্বেষিজনগণ ভক্তগণের প্রতি নিষ্কাম কীর্ত্তনে এই প্রকার কুভাব আরোপ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই।

মধুমতী সিদ্ধি,—উপাস্য-নায়িকা-বিশেষ; যথা—"তথা মধুমতী-সিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়। দেব-চেটী শতশতং তস্য বশ্যা ভবন্তি হি॥ স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে স যত্র গন্তুমিচ্ছতি। তত্রৈব চেটিকাঃ সর্ব্বা নয়ন্তি নাত্র সংশয়ঃ ॥" (—ইতি কৃকলাসদীপিকায়াং ৩য় পটলঃ) ॥ ১২০ ॥

জননীর হৃদগত ইচ্ছা জানিয়া জননীকে গৌরসুন্দরের পরমানন্দ দান—

আইর চিত্তের ইচ্ছা জানি' গৌরচন্দ্র।
সেই মত তাঁহারে দিলেন পরানন্দ ॥১৩১॥
যতক্ষণ প্রভু করে হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
আইর না থাকে কিছু বাহ্য ততক্ষণ ॥১৩২॥
প্রভুর আনন্দে নৃত্যে নাহি অবসর।
রাত্রি-দিনে বেড়ি' গায় সব অনুচর ॥১৩৩॥
কোনদিন প্রভুর মন্দিরে ভক্তগণ।
সবেই গায়েন, নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥১৩৪॥
কখন ঈশ্বরভাবে প্রভুর প্রকাশ।
কখন রোদন করে, বলে 'মুঞি দাস' ॥১৩৫॥
চিত্ত দিয়া শুন ভাই প্রভুর বিকার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সম নাহিক যাহার ॥১৩৬॥
যেমতে করেন নৃত্য প্রভু গৌরচন্দ্র।
তেমতে সে মহানন্দে গায় ভক্তবৃন্দ ॥১৩৭॥

শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীহরিবাসরে উষঃকালে কীর্ত্তন ও নৃত্যের শুভারম্ভ—

শ্রীহরিবাসরে হরি-কীর্ত্তন-বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ ॥১৩৮॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাসঅঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি 'গোপাল গোবিন্দ' ॥১৩৯॥
উষঃকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর।
যূথ যূথ হৈল যত গায়ন সুন্দর ॥১৪০॥
শ্রীবাসপণ্ডিত লঞা এক সম্প্রদায়।
মুকুন্দ লইয়া আর জন-কত গায় ॥১৪১॥
লইয়া গোবিন্দ ঘোষ আর কত-জন।
গৌরচন্দ্র-নৃত্যে সবে করেন কীর্ত্তন ॥১৪২॥
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলি ॥১৪৩॥
গদাধর-আদি যত সজল নয়নে।
আনন্দে বিহ্বল হৈল প্রভুর কীর্ত্তনে ॥১৪৪॥

রাত্রিকাল—চারি প্রহর। ভক্তগণ সকল রাত্রিই হরিনাম-ধ্বনিদ্বারা জীবকে তমোভাবের আশ্রয়ে অবস্থান করিতে বাধা দিতেন। উঁহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় উঁহারা বিরক্ত হইত, কিন্তু শচীনন্দন কীর্ত্তনানন্দে মত্ত থাকিতেন ॥ ১২১-১২২ ॥

আশ্রয়শূন্য হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িয়া গেলে মৃত্তিকা বিদীর্ণ হইত, তাহাতে সকলের আশঙ্কা হইত ॥ ১২৪ ॥

যেহেতু প্রভু ভূমিতে পড়িয়া গেলে জননীর ক্লেশ হইত, তজ্জন্য গৌরসুন্দর হরিসঙ্কীর্ত্তনকালে শচীদেবীকে আনন্দে আবিষ্ট করিয়া তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞা অপহরণ করিয়াছিলেন। তখন শচী আর আনন্দ ব্যতীত দুঃখের অনুভব করিতে পারেন নাই ॥ ১৩১-১৩২ ॥

মহাপ্রভুর বিকারের সহিত চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে কোন কালে কোন ভক্তের বিকারের তুলনা হইতে পারে না। যে-সকল কপট ব্যক্তি লোক-প্রতারণাকল্পে প্রভুর ছায় বিকার প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের প্রেমের অভাব জানিতে হইবে ॥ ১৩৬ ॥

শ্রীহরিবাসর-উপবাস-দিবসে ভগবান্ গৌরসুন্দর নৃত্যের সহিত বিহিত হরিকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

শ্রীহরিবাসর—শ্রীহরির দিন অর্থাৎ একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রীহরির জন্মতিথি-সমূহ।

শ্রীহরিবাসরে উপবাস পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে হরিকে চিন্তন ও হরিমন্ত্র জপ করিবা এবং হরিকর্ম্মপরায়ণ ও তদ্গতমনা হইয়া কামনাবিহীন হইলে প্রহ্লাদবৎ নিঃসন্দেহে হরিধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহতী শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীহরির অর্চ্চন পূর্ব্বক গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, অত্যুত্তম নৈবেদ্য, বিবিধ উপহার, জপ, হোম, প্রদক্ষিণ, নানারূপ স্তুতি, চিত্তরঞ্জন নৃত্য, গীত, বাদ্য, দণ্ডবন্নমস্কার ও দিব্য জয়-শব্দ সহকারে এইরূপে অর্চ্চন করিয়া নিশাভাগে জাগরণ করিয়া থাকিবে কিম্বা শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করাই হরি-পরায়ণের কর্ত্তব্য। (—শ্রীহরিভক্তি-বিলাস) ॥ ১৩৮ ॥

শ্রীবাস-অঙ্গন বহু পুণ্যের আশ্রয়স্থল; যেহেতু তথায় 'গোপাল গোবিন্দ' কীর্ত্তন-ধ্বনির শুভারম্ভ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল ॥ ১৩৯ ॥

কীর্ত্তনে মহাপ্রভুর বিবিধ অত্যদ্ভুত ভাবাবেশ—

শুনহ চল্লিশ পদ প্রভুর কীর্ত্তন।
যে বিকারে নাচে প্রভু জগত-জীবন ॥১৪৫॥

ভাটিয়ারী রাগ

চৌদিকে গোবিন্দধ্বনি, শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে।
বিহ্বল হইলা সব পারিষদ সঙ্গে ॥১৪৬॥

হরি ও রাম ॥ ধ্রু ॥

যখন কান্দয়ে প্রভু, প্রহরেক কান্দে।
লোটায় ভূমিতে কেশ, তাহা নাহি বান্ধে ॥১৪৭॥
সে ক্রন্দন দেখি' হেন কোন্ কাষ্ঠ আছে।
না পড়ে বিহ্বল হৈয়া সে প্রভুর কাছে ॥১৪৮॥
যখন হাসয়ে প্রভু মহা-অট্টহাস।
সেই হয় প্রহরেক আনন্দ-বিলাস ॥১৪৯॥
দাস্যভাবে প্রভু নিজ-মহিমা না জানে।
'জিনিলুঁ জিনিলুঁ' বলি' উঠে ঘনে ঘনে ॥১৫০॥

তথাহি—

জিতং জিতমিতি অতিহর্ষেণ কদাচিদ্‌যুক্তো।
বদতি তদনুকরণং করোতি জিতং জিতমিতি ॥ ১৫১ ॥

ক্ষণে ক্ষণে আপনে যে গায় উচ্চধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি ॥১৫২॥
ক্ষণে ক্ষণে হয় অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের ভর।
ধরিতে সমর্থ কেহ নহে অনুচর ॥১৫৩॥
ক্ষণে হয় তুলা হৈতে অত্যন্ত পাতল।
হরিষে করিয়া কান্ধে বুলয়ে সকল ॥১৫৪॥
প্রভুরে করিয়া কান্ধে ভাগবতগণ।
পূর্ণানন্দ হই' করে অঙ্গনে ভ্রমণ ॥১৫৫॥
যখনে যা হয় প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কর্ণমূলে সবে 'হরি' বলে অতি ভীত ॥১৫৬॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গে হয় মহাকম্প।
মহা শীতে বাজে যেন বালকের দন্ত ॥১৫৭॥
ক্ষণে ক্ষণে মহাস্বেদ হয় কলেবরে।
মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে ॥১৫৮॥
কখন বা হয় অঙ্গ জলন্ত অনল।
দিতে মাত্র মলয়জ শুখায় সকল ॥১৫৯॥
ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত বহয়ে মহাশ্বাস।
সম্মুখ ছাড়িয়া সবে হয় একপাশ ॥১৬০॥
ক্ষণে যায় সবার চরণ ধরিবারে।
পলায় বৈষ্ণবগণ চারিদিকে ডরে ॥১৬১॥
ক্ষণে নিত্যানন্দ-অঙ্গে পৃষ্ঠ দিয়া বসে।
চরণ তুলিয়া সবাকারে চাহি' হাসে ॥১৬২॥
বুঝিয়া ইঙ্গিত সব ভাগবতগণ।
লুটয়ে চরণ ধূলি অপূর্ব্ব রতন ॥১৬৩॥
আচার্য্য গোসাঞি বলে,—"আরে আরে চোরা!
ভাঙ্গিল সকল তোর ভারিভুরি মোরা ॥" ১৬৪॥

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে প্রভু স্বয়ং নৃত্যমুখে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গায়কগণের দ্বারা কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন ॥ ১৪০ ॥

প্রভুর কেশগুচ্ছ আলুলায়িত ছিল। ক্রন্দনের কালে এক প্রহরের মধ্যে সেই বিচ্ছিন্ন কেশগুলি বন্ধন করিবার অবকাশ পান নাই ॥ ১৪৭ ॥

অন্বয়। (মহাপ্রভুঃ) অতিহর্ষেণ যুক্তঃ (সন্) 'জিতং জিতং' ইতি বদতি (তদা ভক্তগণোঽপি)'জিতং জিতং'ইতি (এবংরূপেন) তদনুকরণং(তস্য ধ্বনেরনুকৃতিং)করোতি॥১৫১॥

অনুবাদ। মহাপ্রভু অতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া 'জিতং জিতং' বলিতে আরম্ভ করিলে ভক্তগণও 'জিতং জিতং' রবে তদীয় ধ্বনির অনুকরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫১ ॥

কোন সময়ে প্রভুর শরীর তুলা হইতে হাল্‌কা হইয়া পড়িত। ভক্তগণ তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন।

পাতল—পাতলা, হাল্‌কা, লঘু ॥ ১৫৪ ॥

কোন সময় তাঁহার গাত্রের তাপ জলন্ত অগ্নিসদৃশ উপলব্ধ হইত। গাত্রে চন্দন লেপ দিতে দিতেই শুখাইয়া যাইত।

মলয়জ—মলয়-পর্ব্বত-জাত চন্দন ॥ ১৫৯ ॥

অদ্বৈত প্রভু গৌরসুন্দরকে 'চোরা' সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আমরা তোমার সকল গরিমা বুঝিয়া লইয়াছি।"

ভারিভুরি—ভড়ং, আড়ম্বর, গাম্ভীর্য্য, সম্ভ্রম, আত্মশ্লাঘা, গরিমা, জাঁক ॥ ১৬৪ ॥

মহানন্দে বিশ্বম্ভর গড়াগড়ি যায়।
চারিদিকে ভক্তগণ কৃষ্ণগুণ গায় ॥১৬৫॥
যখন উদ্দণ্ড নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর।
পৃথিবী কম্পিত হয়, সবে পায় ডর ॥১৬৬॥
কখনো বা মধুর নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
যেন দেখি নন্দের নন্দন নটবর ॥১৬৭॥
কখনো বা করে কোটি-সিংহের হুঙ্কার।
কর্ণ-রক্ষা হেতু সবে অনুগ্রহ তাঁর ॥১৬৮॥
পৃথিবীর আলগ হইয়া ক্ষণে যায়।
কেহ বা দেখয়ে, কেহ দেখিতে না পায় ॥১৬৯॥
ভাবাবেশে পাকল লোচনে যারে চায়।
মহাত্রাস পাঞা সেই হাসিয়া পলায় ॥১৭০॥
ভাবাবেশে চঞ্চল হইয়া বিশ্বম্ভর।
নাচেন বিহ্বল হঞা নাহি পরাপর ॥১৭১॥
ভাবাবেশে একবার ধরে যা'র পায়।
আর বার পুনঃ তা'র উঠয়ে মাথায় ॥১৭২॥
ক্ষণে যা'র গলা ধরি' করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণেকে তাহার কান্ধে করে আরোহণ ॥১৭৩॥
ক্ষণে হয় বাল্য-ভাবে পরম চঞ্চল।
মুখে বাদ্য বায় যেন ছাওয়াল-সকল ॥১৭৪॥
চরণ নাচায় ক্ষণে, খল খল হাসে।
জানুগতি চলে ক্ষণে বালক-আবেশে ॥১৭৫॥
ক্ষণে ক্ষণে হয় ভাব—ত্রিভঙ্গসুন্দর।
প্রহরেক সেইমত থাকে বিশ্বম্ভর ॥১৭৬॥
ক্ষণে ধ্যান করি' করে মুরলীর ছন্দ।
সাক্ষাৎ দেখিয়ে যেন বৃন্দাবনচন্দ্র ॥১৭৭॥
বাহ্য পাই' দাস্য-ভাবে করয়ে ক্রন্দন।
দন্তে তৃণ করি' চাহে চরণ-সেবন ॥১৭৮॥
চক্রাকৃতি হই' ক্ষণে প্রহরেক ফিরে।
আপন চরণ গিয়া লাগে নিজ-শিরে ॥১৭৯॥
যখন যে ভাব হয়, সেই অদ্ভুত।
নিজ নামানন্দে নাচে জগন্নাথ-সুত ॥১৮০॥
ঘন ঘন হুঙ্কারয় সর্ব্ব অঙ্গ নড়ে।
না পারে হইতে স্থির, পৃথিবীতে পড়ে ॥১৮১॥
গৌরবর্ণ দেহ—ক্ষণে নানাবর্ণ দেখি।
ক্ষণে ক্ষণে দুই গুণ হয় দুই আঁখি ॥১৮২॥
অলৌকিক হঞা প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে।
যে বলিতে যোগ্য নহে, তাও প্রভু ভাষে ॥১৮৩॥
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি' 'প্রভু' করি' বলে।
"এ বেটা আমার দাস", ধরে তার চুলে ॥১৮৪॥
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি' ধরয়ে চরণ।
তার বক্ষে উঠি' করে চরণ অর্পণ ॥১৮৫॥

প্রভুর আনন্দে ভাগবতগণের গলাগলি প্রেমক্রন্দন—

প্রভুর আনন্দ দেখি' ভাগবতগণ।
অন্যোন্যে গলা ধরি' করয়ে ক্রন্দন ॥১৮৬॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন-মালা।
আনন্দে গায়েন কৃষ্ণ-রসে হই' ভোলা ॥১৮৭॥
মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে শঙ্খ-করতাল।
সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্গে সব হইল মিশাল ॥১৮৮॥

সুমঙ্গল শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ও মহাপ্রভুর মহিমা—

ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ধ্বনি পুরিয়া আকাশ।
চৌদিগের অমঙ্গল যায় সব নাশ ॥১৮৯॥

প্রভুর কোটিসিংহবৎ হুঙ্কার-ধ্বনি জীবের কর্ণ-পটহ বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হইলেও তিনি দুর্ব্বল কর্ণ-পটহ রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের প্রতি কৃপা [illegible] ন ॥ ১৬৮ ॥

তাঁহার শব্দে কোন সময়ে পৃথিবী বিদীর্ণা হইত।

ক্ষণে ক্ষণে তিনি ভূমি হইতে আলগা হইয়া অর্থাৎ ভূমি স্পর্শ না করিয়া গমন করেন। কোন কোন ভক্ত তাহা লক্ষ্য করেন, কেহ বা তাহা দেখিতে পান না।

আলগ—আলগ (অলগ্ন-শব্দজ)—আলগা, পৃথক্, ভিন্ন ॥১৬৯॥

পাকল,—রক্তবর্ণ, লোহিত, অগ্নিবর্ণ ॥ ১৭০ ॥

কখনও কোন ভক্তের পদস্পর্শ করেন, কখনও বা আবার তাঁহার মস্তকে আরোহণ করেন ॥ ১৭২ ॥

কোন সময় পরম চঞ্চল বালকের ন্যায় বাল্যোচিত মুখবাদ্যের আবাহন করেন।

বায়—'বাজায়' (সংক্ষেপে 'বায়') বাদ্য করে।

ছাওয়াল,—শিশু, ছেলে, অর্ব্বাচীন ॥ ১৭৪ ॥

জানুগতি চলে,—হামাগুড়ি দিয়া ভ্রমণ করেন।

এ কোন্ অদ্ভুত—যা'র সেবকের নৃত্য।
সর্ব্ববিঘ্ন নাশ হয়, জগত পবিত্র ॥১৯০॥
সে প্রভু আপনে নাচে আপনার নামে।
ইহার কি ফল—কিবা বলিব পুরাণে? ১৯১॥
চতুর্দ্দিগে শ্রীহরি-মঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তন।
মাঝে নাচে জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন ॥১৯২॥
যা'র নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যা'র যশে নাচে শিব, সে নাচে আপনে ॥১৯৩॥
যা'র নামে বাল্মীকি হইলা তপোধন।
যা'র নামে অজামিল পাইল মোচন ॥১৯৪॥
যা'র নাম শ্রবণে সংসার-বন্ধ ঘুচে।
হেন প্রভু অবতরি' কলিযুগে নাচে ॥১৯৫॥
যা'র নাম গাই' শুক-নারদ বেড়ায়।
সহস্র-বদন-প্রভু যা'র গুণ গায় ॥১৯৬॥
সর্ব্ব-মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচয়ে, দেখে যত ভাগ্যবান্ ॥১৯৭॥
হইল পাপিষ্ঠ-জন্ম, তখন না হইল।
হেন মহা-মহোৎসব দেখিতে না পাইল ॥১৯৮॥

কলিযুগ-প্রশংসা—

কলিযুগ প্রশংসিল শ্রীভাগবতে।
এই অভিপ্রায় তা'র জানি' ব্যাসসুতে ॥১৯৯॥
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণের তাল শুনি অতি মনোহর ॥২০০॥

ভগবৎ-দাস্য বা ভক্তিসুখের মহিমা ও ভক্ত্যনভিজ্ঞের নিন্দা—

ভাব-ভরে মালা নাহি রহয়ে গলায়॥
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের পায় ॥২০১॥
কতি গেলা গরুড়ের আরোহণ-সুখ।
কতি গেলা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-রূপ ॥২০২॥
কোথায় রহিল সুখ-অনন্ত-শয়ন।
দাস্যভাবে ধূলি লুটি' করয়ে রোদন ॥২০৩॥
কোথায় রহিল বৈকুণ্ঠের সুখভার।
দাস্য-সুখে সব সুখ পাসরিল তা'র ॥২০৪॥
কতি গেল রমার বদন-দৃষ্টি-সুখ।
বিরহী হইয়া কান্দে তুলি' বাহু-মুখ ॥২০৫॥

জানুগতি—জানুদ্বারা গতি (গমন), হামাগুড়ি ॥ ১৭৫ ॥
পাঠান্তরে—'হুঙ্কারয়' ॥ ১৮১ ॥

বাগ্‌গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি কচিচ্চ। বিলজ্জ উদ্‌গায়তি নৃত্যতে চ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি॥ (—ভাঃ ১১।১৪।২৪); সংকীর্ত্তনধ্বনিং শ্রুত্বা যে চ নৃত্যন্তি বৈষ্ণবাঃ। তেষাং পাদরজস্পর্শাৎ সদ্য পূতা বসুন্ধরা (—নারদ পঞ্চরাত্র) ॥ ১৯০ ॥

প্রভু—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, স্বয়ং নিজ নাম উচ্চারণ করিয়া নৃত্য করেন। পুরাণ-সমূহ ইহার ফল বলিয়া শেষ করিতে পারে না ॥ ১৯১ ॥

ভগবানের ভক্ত মহাদেব ভগবন্নামানন্দে বিভোর হইয়া স্বীয় পরিধেয় বসন ধারণে বিস্মৃত হন। যাঁহার কীর্ত্তি গান করিতে গিয়া শিবের আনন্দ নৃত্য, তিনি স্বয়ং নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যশে—পাঠান্তরে 'রসে' ॥ ১৯৩ ॥

ভাঃ ১।১।১৬, ১।২।১৭-২১, ২।২।৩৭, ২।৮।৫, ৩।৯।৫, ৩।১৩।৪, ৪।২৯।৪০, ৬।১৬।৪৪, ১০।১।৪, ১০।১৪।৩, ১১।৬।৯, ১১।৬।৪৪, ১২।৩।১৫ প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য ॥ ১৯৫ ॥

গ্রন্থকার নিজ দৈন্য-জ্ঞাপনোদ্দেশে বলিতেছেন,—মহাপ্রভুর প্রকটকালে তাঁহার অভ্যুদয় না হওয়ায় তাঁহার জীবন পাপ-পূর্ণ হইয়াছে, যেহেতু ভগবন্নৃত্য-মহোৎসব দর্শনের সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই ॥ ১৯৮ ॥

ব্যাস-নন্দন শ্রীশুকদেব কলিযুগে শ্রীগৌরসুন্দরের অবতার হইবে জানিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে কলিযুগের প্রশংসা করিয়াছেন। "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে॥ কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥ (—ভাঃ ১১।৫।৩৬, ১২।৩।৫১) ॥ ১৯৯ ॥

বৈকুণ্ঠনাথ নিজগলার বৈজয়ন্তী মালিকা বিচ্ছিন্ন করিয়া ভক্তপদতলে অর্পণ করিলেন; গরুড়ের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া সুখে ভ্রমণ পরিহার করিলেন; শঙ্খ-চক্রাদি আয়ুধ-

শঙ্কর-নারদ-আদি যা'র দাস্য পাঞা।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য তিরস্করি' ভ্রমে দাস হঞা ॥২০৬॥
সেই প্রভু আপনার দন্তে তৃণ করি'।
দাস্য-যোগ মাগে সব-সুখ পরিহরি' ॥২০৭॥
হেন দাস্যযোগ ছাড়ি' আর যেবা চায়।
অমৃত ছাড়িয়া যেন বিষ লাগি' ধায় ॥২০৮॥
সে বা কেনে ভাগবত পড়ে বা পড়ায়।
ভক্তির প্রভাব নাহি যাহার জিহ্বায় ॥২০৯॥
শাস্ত্রের না জানি' মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে ॥২১০॥
এইমত শাস্ত্র বহে, অর্থ নাহি জানে।
অধম সভায় অর্থ-অধম বাখানে ॥২১১॥
বেদে ভাগবতে কহে—দাস্য বড় ধন।
দাস্য লাগি' রমা-অজ-ভবের যতন ॥২১২॥

শ্রীচৈতন্যবাক্যে অবিশ্বাসিজনের অচৈতন্যতা—

চৈতন্যের বাক্যে যার নাহিক প্রমাণ।
চৈতন্য নাহিক তা'র, কি বলিব আন ॥২১৩॥

প্রভুর দাস্যভাবে নৃত্য—

দাস্যভাবে নাচে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
চৌদিগে কীর্ত্তনধ্বনি অতি মনোহর ॥২১৪॥

সমূহ বিচ্ছিন্ন হইল; অনন্ত-শয়ন-সুখ পরিহার করিলেন; গৌরসুন্দরের লীলায় দাস্যভাবে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভুত্ব-সুখ পরিহার করিয়া দাসের সুখে প্রমত্ত হইলেন ॥ ২০১-২০৪ ॥

সম্ভোগ-রসের বিষয় হইয়া লক্ষ্মী-বদন নিরীক্ষণের পরিবর্ত্তে মুখ ও বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক বিচ্ছেদ সাগরে মগ্ন হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ২০৫ ॥

হর-নারদ প্রভৃতি ভক্তগণ স্ব-স্ব ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার সেবায় ব্যস্ত, সেই সেব্যতত্ত্ব দৈন্যক্রমে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া সেব্যের সুখসমূহ পরিহার-পূর্ব্বক ভক্তি-যোগের প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ২০৬-২০৭ ॥

গৌরসুন্দরের এই অভিনব আদর্শ দেখিয়াও যে ব্যক্তি ভক্তি-পথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আত্মম্ভরী হইয়া সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়ের পক্ষপাতী হয়, তাহার বিচার অমৃত ছাড়িয়া বিষে জর্জ্জরিত হইবার সদৃশ। "বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে। ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুংক্তে হলাহলং বিষম্॥" (—স্কান্দে)। যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্য-মুপাসতে। স হেমরাজিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি" ॥ (—মহাভারতে)। শ্রীহরের্ভক্তিদাস্যং চ সর্ব্বমুক্তেঃ পরং মুনে। বৈষ্ণবানামভিমতং সারাৎসারং পরাৎপরম্॥" (—না: প: রা ২।৭।৭)। নাস্তি দাস্যাৎ পরং শ্রেয়ো নাস্তি দাস্যাৎ পরং পদম্। নাস্তি দাস্যাৎ পরো লাভো নাস্তি দাস্যাৎ পরং সুখম॥ (—হরিভক্তিকল্পলতিকা) ॥ ২০৮ ॥

যাহারা ভক্তির সৌন্দর্য্য না জানিতে পারিয়া প্রভু হইবার বাসনায় দাম্ভিকতার সহিত ভাগবত পাঠ করে, তাহাদের তাদৃশ পাঠ—বৃথা ॥ ২০৯ ॥

সভাস—"পাঠান্তর" স্বভাব।

যে-সকল পণ্ডিতাভিমানী ভাগবতের অধ্যাপক-সূত্রে ভক্তিহীন বিচার দ্বারা আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করে, তাহারা ভারবাহী গর্দ্দভের ন্যায় শাস্ত্র-বাক্য বহন করিয়া তদ্দ্বারা লাভবান্ হয় না। কেবল শাস্ত্রে বৃথা পরিশ্রম করিয়া ক্লেশ পায়। অযোগ্য শ্রোতৃবৃন্দের নিকট ভক্তি-বর্জ্জিত ভাগবত-পাঠক যে অর্থ ব্যাখ্যা করেন, তাহার সেই ব্যাখ্যা সর্ব্বতোভাবে হেয়। "বিপ্রৈর্ভাগবতী বার্ত্তা গেহে গেহে জনে জনে। কারিতা ধনলোভেন কথাসারস্ততো গতঃ॥" (—পদ্মোত্তর ৬৩ অঃ)। "যং বদন্তি তমোভূতা মূর্খা ধর্ম্মমতদ্বিদঃ। তৎপাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৄনধিগচ্ছতি॥" (—মনু ১২।১১৫)। "ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিত-স্তথা। শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকৌ॥" (—মনু ৩।১৫৬)। "অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥" (—পাদ্মে)। "শূদ্রাণাং সূপকারী চ যো হরের্নামবিক্রয়ী। যো বিদ্যা-বিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ॥" (—ব্রঃ বৈঃ)। "ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্বহূন্। ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ॥" (—ভাঃ ৭।১৩।৮)। "অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা। ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥"—

কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণে অদ্বৈতের ভক্তিভাব—

শুনিতে শুনিতে ক্ষণে হয় মূরছিত।
তৃণ-করে তখনে অদ্বৈত উপনীত ॥২১৫॥
আপাদমস্তক তৃণে নিছিয়া লইয়া।
নিজ শিরে থূই' নাচে ভ্রুকুটি করিয়া ॥২১৬॥
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি' সবার তরাস।
নিত্যানন্দ-গদাধর—দুইজনে হাস ॥২১৭॥
নাচে প্রভু গৌরচন্দ্র জগৎজীবন।
আবেশের অন্ত নাহি হয় ঘনে ঘন ॥২১৮॥

কীর্ত্তন-নৃত্যে মহাপ্রভুর অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব সাত্ত্বিক বিকার—

যাহা নাহি দেখি শুনি শ্রীভাগবতে।
হেন সব বিকার প্রকাশে শচী-সুতে ॥২১৯॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গ হয় স্তম্ভাকৃতি।
তিলার্দ্ধেক নোঙাইতে নাহিক শকতি ॥২২০॥
সেই অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে হেনমত হয়।
অস্থিমাত্র নাহি যেন নবনীতময় ॥২২১॥
কখনো দেখি যে অঙ্গ গুণ-দুই তিন।
কখনো স্বভাব হৈতে অতিশয় ক্ষীণ ॥২২২॥
কখনো বা মত্ত যেন ঢুলি' ঢুলি' যায়।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ আনন্দ সদায় ॥২২৩॥

ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক বৈষ্ণবগণের পূর্ব্বলীলার পরিচয় নির্দ্দেশ—

সকল বৈষ্ণবে প্রভু দেখি' একে একে।
ভাবাবেশে পূর্ব্ব নাম ধরি' ধরি' ডাকে ॥২২৪॥
'হলধর, শিব, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ।
রমা, অজ, উদ্ধব' বলিয়া করে নাদ ॥২২৫॥
এই মত সবা দেখি' নানা-মত বলে।
যেবা যেই বস্তু, তাহা প্রকাশয়ে ছলে ॥২২৬॥
অপরূপ কৃষ্ণাবেশ, অপরূপ নৃত্য।
আনন্দে নয়ন ভরি' দেখে সব ভৃত্য ॥২২৭॥

দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণসহ কীর্ত্তন এবং অপরের প্রবেশ নিষেধ—

পূর্ব্বে যেই সাম্ভাইল বাড়ীর ভিতরে।
সেই-মাত্র দেখে অন্যে প্রবেশিতে নারে ॥২২৮॥
প্রভুর আজ্ঞায় দৃঢ় লাগিয়াছে দ্বার।
প্রবেশিতে নারে লোক সব নদীয়ার ॥২২৯॥
ধাইয়া আইসে লোক কীর্ত্তন শুনিয়া।
প্রবেশিতে নারে লোক, দ্বারে রহে গিয়া ॥২৩০॥
সহস্র সহস্র লোক কলরব করে।
"কীর্ত্তন দেখিব,—ঝাট ঘুচাহ দুয়ারে ॥" ২৩১॥
যতেক বৈষ্ণব-সব কীর্ত্তন-আবেশে।
না জানে আপন দেহ, অন্য জন কিসে ॥২৩২॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৩১৫ সংখ্যাধৃত প্রাচীনরত শ্লোকে শ্রীশিব-বাক্য)। ২১০-২১১ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের বাক্যই প্রমাণ-শিরোমণি। ভক্তিই সর্ব্বাবাধ্য। যাঁহার এ বিচার নাই, তিনিই চৈতন্য-বিমুখ 'মূঢ়' শব্দ-বাচ্য। বেদশাস্ত্র এবং বেদার্থ-ভাগবত সর্ব্বতোভাবে ভক্তিরই প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। নারায়ণের লক্ষ্মীসমূহ ও ব্রহ্ম-রুদ্রাদি সকলেই ভগবৎসেবক। "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মত-মিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥" (—শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর) ॥২১৩॥

নিছিয়া—আবরণ করিয়া ॥ ২১৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও যে-সকল সাত্ত্বিক-বিকারের উদাহরণ লিপিবদ্ধ নাই, তাহাও গৌরসুন্দরের শ্রীঅঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছিল ॥ ২১৯ ॥

শ্রীগৌর-লীলায় গৌরসুন্দর পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলার পাত্রগণের নাম উল্লেখ করিয়া পার্ষদগণকে আহ্বান করিতেছিলেন। এতদ্দ্বারা গৌরগণসমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল ॥ ২২৬ ॥

ভগবানের নৃত্য-দর্শনে এত লোকভিড় হইয়াছিল যে, যাঁহারা শ্রীবাসের প্রাঙ্গণে পূর্ব্বে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যতীত অপর কেহ সেই ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই ॥ ২২৮ ॥

লোকসব-নদীয়ার—পাঠান্তরে—অন্যলোক নদীয়ার ॥২২৯॥

কীর্ত্তন-আবেগে—পাঠান্তরে—কীর্ত্তনের রসে ॥ ২৩২ ॥

পাষণ্ডিগণের কোপ, নানাপ্রকার কুৎসা ও ভয়প্রদর্শন—

যতেক পাষণ্ডী-সব না পাইয়া দ্বার।
বাহিরে থাকিয়া মন্দ বলয়ে অপার ॥২৩৩॥
কেহ বলে—"এগুলা-সকল মাগি খায়।
চিনিলে পাইবে লাজ দ্বার না ঘুচায় ॥" ২৩৪॥
কেহ বলে—"সত্য সত্য এই সে উত্তর।
নহিলে কেমনে ডাকে এ অষ্ট প্রহর ॥" ২৩৫॥
কেহ বলে,—"আরে ভাই! মদিরা আনিয়া।
সবে রাত্রি করি' খায় লোক লুকাইয়া ॥২৩৬॥
কেহ বলে,—"ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত।
তার কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত ॥" ২৩৭॥
কেহ বলে,—"হেন বুঝি পূর্ব্বের সংস্কার।"
কেহ বলে,—"সঙ্গদোষ হইল তাহার ॥" ২৩৮॥
নিয়ামক বাপ নাহি, তাতে আছে বাই।
এতদিনে সঙ্গদোষে ঠেকিল নিমাঞি ॥" ২৩৯॥

যে-সকল লোক শ্রীবাসাঙ্গনে প্রবেশাধিকার পায় নাই, তাহারা নানাপ্রকার কুবাক্য বলিতে লাগিলেন,—"যাহারা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা ভিক্ষা-বৃত্তির দ্বারা জীবন রক্ষা করিতেছে এবং আপনাদের দুর্দ্দশা অপরকে দেখাইতে লজ্জা বোধ করায় দ্বার বন্ধ করিয়াছে। যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে পেটের জ্বালায় গৃহস্থিত ব্যক্তিগণ অত চীৎকার করিবে কেন?" ২৩৩-২৩৪ ॥

কেহ কেহ বিচার করিল যে, উহারা লোকলজ্জা এড়াইবার জন্য মদ্য আনিয়া রাত্রিতে গোপনে পান করিবে বলিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে ॥ ২৩৬ ॥

কেহ কেহ বলিল—"নিমাই-পণ্ডিতের সঙ্গদোষ হওয়ায় লোক-চক্ষের অন্তরালে অসৎকার্য্য সম্পাদন করিবার জন্যই দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে ॥" ২৩৮ ॥

নিয়ামক—শাসক, পরিচালক।

"নিমাইর নিয়ামক পিতা অর্থাৎ অভিভাবক নাই। আবার তদুপরি সে বায়ুগ্রস্ত, কতকগুলি অসৎসঙ্গী তাহাকে অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছে।"

বাই—(বায়ু-শব্দজ) বায়ুরোগ, উন্মাদ, বাতিক ॥২৩৯॥

কেহ বলে,—"পাসরিল সব অধ্যয়ন।
মাসেক না চাহিলে হয় অবৈয়াকরণ ॥" ২৪০॥
কেহ বলে,—"আরে ভাই সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল ॥২৪১॥
রাত্রি করি' মন্ত্র পড়ি' পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা' সবার সনে ॥২৪২॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ বসন।
খাইয়া তা' সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ ॥২৪৩॥
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তা'র সঙ্গ।
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ ॥" ২৪৪॥
কেহ বলে,—"কালি হউক যাইব দেয়ানে।
কাঁকালে বান্ধিয়া সব নিব জনে জনে ॥২৪৫॥
যে না ছিল রাজ্য-দেশে, আনিয়া কীর্ত্তন।
দুর্ভিক্ষ হইল—সব গেল চিরন্তন ॥২৪৬॥
দেবে হরিলেক বৃষ্টি, জানিহ নিশ্চয়।
ধান্য মরি'-গেল, কড়ি উৎপন্ন না হয় ॥২৪৭॥

একমাস ব্যাকরণ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা না করিলে সূত্র-গুলি সকলই বিস্মৃত হইতে হয়। সুতরাং নিমাই পণ্ডিত ব্যাকরণাদি সকল লেখাপড়া ভুলিয়া গিয়াছে ॥ ২৪০ ॥

কেহ বলিল—আমরা দ্বার রুদ্ধ করিবার সঠিক সন্ধান পাইয়াছি। উহারা রাত্রিতে মন্ত্রের দ্বারা পঞ্চ প্রকার কন্যা আনয়ন করিয়া নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য, গন্ধমাল্য ও বিবিধ বস্ত্র দ্বারা ভোজনাচ্ছাদন-পূর্ব্বক নানাপ্রকার বিলাসে প্রমত্ত থাকে এবং লোক-লজ্জা-নিবারণকল্পে দ্বার বন্ধ করিয়া নানা প্রকার কু-ক্রিয়া-রঙ্গে প্রমত্ত থাকে ॥ ২৪১-২৪৪ ॥

কেহ বলেন—"আগামী কল্যই আমরা ধর্ম্মাধিকরণে ইহাদের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিব। যে-সকল লোক দ্বার রুদ্ধ করিয়া কুক্রিয়াসক্ত হয়, তাহাদিগের প্রত্যেককেই পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইবে।"

দেয়ানে—(ফার্সী দীবান্)—রাজসভা, ধর্ম্মাধিকরণ, আদালত।

কাঁকাল—কটি, কোমর, মধ্যদেশ ॥ ২৪৫ ॥

যাহা কখনও এদেশে ছিল না, সেই হরিকীর্ত্তন এখানে আনিয়া লোকের সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বাধা দিল।

খানি থাক, শ্রীবাসের কালি করোঁ কার্য্য।
কালি বা কি করোঁ দেখোঁ অদ্বৈত-আচার্য্য ॥২৪৮॥
কোথা হৈতে আসি' নিত্যানন্দ অবধূত।
শ্রীবাসের ঘরে থাকি' করে এতরূপ ॥" ২৪৯॥
এই মতে নানারূপে দেখায়েন ভয়।
আনন্দে বৈষ্ণব-সব কিছু না শুনয় ॥২৫০॥

কীর্ত্তন-মর্ম্মে ও ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ লোকের নানাপ্রকার জল্পনা ও কোলাহল—

কেহ বলে—"ব্রাহ্মণের নহে নৃত্য ধর্ম্ম ॥
পড়িয়াও এগুলা করয়ে হেন কর্ম্ম ॥" ২৫১॥
কেহ বলে—"এ গুলা দেখিতে না যুয়ায়।
এ গুলার সম্ভাষে সকল-কীর্ত্তি যায় ॥২৫২॥
ও নৃত্য-কীর্ত্তন যদি ভাল-লোক দেখে।
সেহ এই মত হয়, দেখ পরতেকে ॥২৫৩॥
পরম সুবুদ্ধি ছিল নিমাই পণ্ডিত।
এ গুলার সঙ্গে তার হেন হৈল চিত ॥" ২৫৪॥
কেহ বলে—"আত্ম বিনা সাক্ষাৎ করিয়া।
ডাকিলে কি কার্য্য হয়, না জানিল ইহা ॥২৫৫॥
আপন শরীর-মাঝে আছে নিরঞ্জন।
ঘরে হারাইয়া ধন চাহে গিয়া বন ॥" ২৫৬॥
কেহ বলে—"কোন্ কার্য্য পরেরে চর্চ্চিয়া।
চল সবে ঘর যাই, কি কার্য্য দেখিয়া ॥" ২৫৭॥
কেহ বলে—"না দেখিল নিজ কর্ম্ম-দোষে।
সে সব সুকৃতি, তা' সবারে বলি কিসে ?" ২৫৮॥
সকল পাষণ্ডী—তা'রা এক চাপ হঞা।
"এহো সেই গণ" হেন বুঝি যায় ধাঞা ॥ ২৫৯॥
"ও কীর্ত্তন না দেখিলে কি হইবে মন্দ ?
শত শত বেড়ি' যেন করে মহাদ্বন্দ্ব ॥২৬০॥

চিরদিনের জন্য সাংসারিক সুখ বিনষ্ট হইল—দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

চিরন্তন—[চিরম্ + তন (ভাবার্থে তনট্)] যাহা বহুকাল হইতে একভাবে চলিয়া আসিতেছে, বহুকাল প্রচলিত, চিরকালীন ॥ ২৪৬ ॥

ইহাদের দৌরাত্ম্যে দেবগণ শস্যোৎপাদনের জন্য উপযোগী বৃষ্টি দিতেছে না, তাহাতে ধান্যসকল মরিয়া যাইতেছে। সুতরাং ধনাভাব ও দারিদ্র্য দেশকে আচ্ছন্ন করিল ॥ ২৪৭ ॥

কেহ বলিল,—"এইরূপ কার্য্য তাহারা অধিক দিন চালাইতে পারিবে না, সুতরাং দুই একদিন অপেক্ষা কর। দেখা যাউক, উহারা কি করিয়া তুলে ॥" ২৪৮ ॥

হরিবিমুখ অভক্তগণের মধ্যে পণ্ডিতাভিমানী কোন ব্যক্তি বলিলেন'—"ভূসুর ব্রাহ্মণের নৃত্য করা ধর্ম্ম নহে। উহা নটাদি ছোট-লোকের বৃত্তি। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও এই প্রকার নীচ বৃত্তি ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রবর্ত্তিত হইল—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় ॥" ২৫১ ॥

কেহ বলিলেন,—"ইহাদের দর্শন করিলেও ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব গৌরবসমূহ বিনষ্ট হয়। সুতরাং ইহাদিগকে একেবারেই দেখা উচিত নহে ॥" ২৫২ ॥

"ইহাদের এই প্রকার নৃত্য-কীর্ত্তন যদি ভাল লোকে হঠাৎ কৌতূহল-বশতঃ দেখিয়া ফেলে, তাহা হইলেও তাঁহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—উহাদের গোষ্ঠীবৃদ্ধি ॥" ২৫৩ ॥

কেহ বলিল,—"আত্মসাক্ষাৎকার ব্যতীত 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকিলে কিরূপে ফলোদয় হইবে ?" ২৫৫ ॥

নর-শরীরের মধ্যেই নিষ্পাপ ব্রহ্মের অবস্থান। সুতরাং এই কীর্ত্তনকারী অনভিজ্ঞগণ নিজ গৃহে ধনের অন্বেষণ না করিয়া ধন-লাভের আশায় বনে বনে বেড়াইলে তাহাতে কি ফল লাভ হইবে ? অহংগ্রহোপাসক-সম্প্রদায়ের এইরূপ উক্তি—ভক্তির স্বরূপনিরূপণে ব্যাঘাতের নিদর্শন মাত্র।" ২৫৬ ॥

কেহ বলিল,—"পরের আলোচনা করিয়া আমাদের কোন ফল নাই। চল, আমরা নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই ॥" ২৫৭ ॥

কেহ বলিল—'আমরা নিজ নিজ কর্ম্মফলদোষে কীর্ত্তন-বিলাস দেখিতে পারিলাম না। যাহারা কীর্ত্তনে যোগদান করিবার বা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহারা সুকৃতি অর্থাৎ ভাগ্যবান্। আমরা ভাগ্যহীন—তাহাদিগকে কেমন করিয়া কিছু বলি ? ২৫৮ ॥

কোন জপ, কোন তপ কোন তত্ত্বজ্ঞান।
তাহা না দেখিয়ে করি' নিজ কর্ম্ম-ধ্যান ॥২৬১॥
চাল-কলা-দুগ্ধ-দধি একত্র করিয়া।
জাতি নাশ করি' খায় একত্র হইয়া ॥" ২৬২॥
পরিহাসে আসি' সবে দেখিবার তরে।
"দেখি, ও পাগল-গুলা কোন্ কর্ম্ম করে॥"২৬৩॥
এতেক বলিয়া সবে চলিলেন ঘরে।
এক যায়, আর আসি' বাজায় দুয়ারে ॥২৬৪॥
পাষণ্ডী পাষণ্ডী যেই দুই দেখা হয়।
গলাগলি করি' সব হাসিয়া পড়য় ॥২৬৫॥
পুনঃ ধরি' লই' যায় যেবা নাহি দেখে।
কেহ বা নিবৃত্ত হয় কারো অনুরোধে ॥২৬৬॥
কেহ বলে—"ভাই, এই দেখিল শুনিল।
নিমাঞি লইয়া সব পাগল হইল ॥২৬৭॥
দর্দ্দুরী উঠিয়া আছে শ্রীবাসের বাড়ী।
দুর্গোৎসবে যেন সাড়ি দেই হুড়াহুড়ি ॥২৬৮॥
'হই হই, হায় হায়'—এই মাত্র শুনি।
ইহা সবা হৈতে হৈল অযশ-কাহিনী ॥২৬৯॥
মহা-মহা-ভট্টাচার্য্য সহস্র যেথায়।
হেন ঢাঙ্গাইত-গুলা বসে নদীয়ায় ॥২৭০॥
শ্রীবাস-বামনারে এই নদীয়া হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি' কালি লৈয়া ফেলাইব স্রোতে ॥২৭১॥
ও ব্রাহ্মণ ঘুচাইলে গ্রামের কুশল।
অন্যথা যবনে গ্রামে করিবেক বল ॥" ২৭২॥

গ্রন্থকারের কোলাহলকারী পাষণ্ডেরও ভাগ্য-প্রশংসা—

এইমত পাষণ্ডী করয়ে কোলাহল।
তথাপিহ মহাভাগ্যবন্ত সে সকল ॥২৭৩॥
প্রভু-সঙ্গে একত্র জন্মিলা এক গ্রামে।
দেখিলেক, শুনিলেক সে সব বিধানে ॥২৭৪॥

শ্রীচৈতন্যগণের বহির্ম্মুখ বাক্যে বধিরতা এবং কৃষ্ণরসমত্ততা—

চৈতন্যের গণ-সব মত্ত কৃষ্ণ-রসে।
বহির্ম্মুখ-বাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে ॥২৭৫॥
"জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।"
অহর্নিশ গায় সবে হই' কুতুহলী ॥২৭৬॥
অহর্নিশ ভক্ত-সঙ্গে নাচে বিশ্বম্ভর।
শ্রান্তি নাহি কারো, সবে সত্ত্ব-কলেবর ॥২৭৭॥

চৈতন্যের কীর্ত্তন-বিলাসের কাল নিরূপণ—

বৎসরেক নাম মাত্র কত যুগ গেল।
চৈতন্য-আনন্দে কেহ কিছু না জানিল ॥২৭৮॥
যেন মহা-রাস-ক্রীড়া কত যুগ গেল।
তিলার্দ্ধেক-হেন সব গোপিকা মানিল ॥২৭৯॥
এই মত অচিন্ত্য কৃষ্ণের পরকাশ।
ইহা জানে ভাগ্যবন্ত চৈতন্যের দাস ॥২৮০॥

পাষণ্ডিগণ ঐরূপ কথা শুনিয়া—"ইনিও ঐ দলের লোক"—ইহা মনে করিয়া তাহার প্রতি একজোট হইয়া ধাবমান হইল।

একচাপ—[এক—(একত্র) + চাপ (জমাট)] সমবেত, একজোট ॥ ২৫৯ ॥

ইহাদের ঐরূপ কীর্ত্তনে যোগদান না করিলে আমাদের কি অসুবিধা হইতে পারে? ইহাদের যে কীর্ত্তন, উহা যেন শত শত লোক মিলিয়া মহাযুদ্ধ [illegible]

দ্বন্দ্ব—বিবাদ, কলহ, যুদ্ধ ॥ ২৬০ ॥

ইহাদের মধ্যে জপের তথ্য, তপস্যার তথ্য, তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান কিছুই দেখিতে পাই না। ইহারা নিজ নিজ মনোমত কর্ম্ম ও ধ্যান করিয়া চাল, কলা, দই, দুধ একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক সকলে মিলিয়া ভোজন করিয়া জাতি নাশ করিতেছে ॥ ২৬১-২৬২ ॥

দুইজন ভক্তিবিরোধী পাষণ্ডীর পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে ভক্তগণের আলোচনা করিতে গিয়া উচ্চ হাস্য ও গলাগলি করিয়া পড়িয়া যায় ॥ ২৬৫ ॥

"শ্রীবাসের বাড়ীতে যেন ভেকের কোলাহল আরম্ভ হইয়াছে। দুর্গোৎসবকালে যেরূপ লোকে ব্যস্ত হইয়া হুড়াহুড়ি করে, ইহারাও তদ্রূপ ব্যস্ত ও কোলাহল-মত্ত ॥" ২৬৮ ॥

"যে নদীয়ায় সহস্র সহস্র পণ্ডিত-ব্রাহ্মণের বাস, সেই স্থানে আজ কিনা কতকগুলি শঠ বা লম্পট ব্যক্তি প্রাধান্য স্থাপন করিল!"

নিজতত্ত্ব-প্রকাশার্থ প্রহরেক রাত্রি থাকিতে মহাপ্রভুর বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ—

এই মতে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিশি অবশেষ মাত্র সে এক প্রহর ॥২৮১॥
শালগ্রামশিলা-সব নিজ কোলে করি'।
উঠিলা চৈতন্যচন্দ্র খট্টার উপরি ॥২৮২॥

প্রভু-ভাবে ভগ্নোন্মুখ খট্টায় নিত্যানন্দের স্পর্শে অনন্তের অধিষ্ঠান—

মড় মড় করে খট্টা বিশ্বম্ভর-ভরে।
আথেব্যথে নিত্যানন্দ খট্টা স্পর্শ করে ॥২৮৩॥
অনন্তের অধিষ্ঠান হইল খট্টায়।
না ভাঙ্গিল খট্টা, দোলে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥২৮৪॥

চৈতন্যের আত্মতত্ত্ব প্রকাশ—

চৈতন্য-আজ্ঞায় স্থির হইল কীর্ত্তন।
কহে আপনার তত্ত্ব করিয়া গর্জ্জন ॥২৮৫॥
"কলিযুগে মুঞি কৃষ্ণ, মুঞি নারায়ণ।
মুঞি সেই ভাগ্যবান্ দেবকীনন্দন ॥২৮৬॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটি-মাঝে মুই নাথ।
যত গাও, সেই মুঞি, তোরা মোর দাস ॥২৮৭॥

নিজাবেশে প্রভু কর্ত্তৃক সকল নৈবেদ্য আহার—

তো-সবার লাগিয়া আমার অবতার।
তোরা যেই দেহ', সেই আমার আহার ॥২৮৮॥
আমারে সে দিয়াছ সব উপহার।"
শ্রীবাস বলেন,—"প্রভু সকল তোমার ॥" ২৮৯॥
প্রভু বলে,—"মুই ইহা খাইমু সকল।
অদ্বৈত বলয়ে,—"প্রভু বড়ই মঙ্গল ॥" ২৯০॥
করে করে প্রভুরে যোগায় সব দাসে।
আনন্দে ভোজন করে প্রভু নিজাবেশে ॥২৯১॥
দধি খায়, দুগ্ধ খায়, নবনীত খায়।
"আর কি আছয়ে আন"—বলয়ে সদায় ॥২৯২॥
বিবিধ সন্দেশ খায় শর্করা-অঙ্কিত।
মিশ্রি, নারিকেল-জল শস্যের সহিত ॥২৯৩॥
কদলক, চিপিটক, ভর্জ্জিত-তণ্ডুল।
'আর আন' পুনঃ বলে খাইয়া বহুল ॥২৯৪॥
ব্যবহারে জন-শত-দুইর আহার।
নিমিষে খাইয়া বলে—"কি আছয়ে আর ?" ২৯৫॥
প্রভু বলে—"আন আন, এথা কিছু নাঞি।"
ভক্ত সব ত্রাস পাই' সঙরে গোসাঞি ॥২৯৬॥

নৈবেদ্যের অভাবে ও ক্ষুদ্রতায় ভক্তগণের সঙ্কোচ এবং ভগবানের আশ্বাস-প্রদান—

করযোড় করি' সব কয় ভয়-বাণী।
"তোমার মহিমা প্রভু আমরা কি জানি ? ২৯৭॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে যাহার উদরে।
তারে কি করিব এই ক্ষুদ্র উপহারে ?" ২৯৮॥
প্রভু বলে,—"ক্ষুদ্র নহে ভক্ত উপহার।
ঝাট আন, ঝাট আন, কি আছয়ে আর ॥" ২৯৯॥
"কর্পূর তাম্বূল আছে,—শুনহ গোসাঞি।"
প্রভু বলে,—"তাই দেহ কিছু চিন্তা নাঞি ॥" ৩০০
আনন্দ হইল, ভয় গেল সবাকার।
যোগায় তাম্বূল সবে যার অধিকার ॥৩০১॥
হরিষে তাম্বূল যোগায়েন সর্ব্ব-দাসে।
হস্ত পাতি' লয় প্রভু সবা চাহি হাসে ॥৩০২॥
দুই চক্ষু পাকাইয়া করয়ে হুঙ্কার।
'নাড়া নাড়া নাড়া' প্রভু বলে বারবার ॥৩০৩॥

ভক্তগণের সন্ত্রস্তভাবে অবস্থান ও সকলকে বর প্রার্থনা করিতে মহাপ্রভুর আদেশ—

কিছুই না বলে কেহ, মৌন করি' বসে।
সকল ভক্তের চিত্তে লাগয়ে তরাসে ॥৩০৪॥
মহাশান্তিকর্ত্তা-হেন ভক্ত-সব দেখে।
হেন শক্তি নাহি কারো, হইবে সম্মুখে ॥৩০৫॥

ঢাঙ্গাইত—(ঢাঙ্গাতি) ছল, শঠ, লম্পট, চোর ॥২৭০॥

ব্রাহ্মণাপসদ কুল-কলঙ্ক শ্রীবাসকে শ্রীনবদ্বীপ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। শ্রীবাসের পর্ণকুটীর ভাঙ্গিয়া গঙ্গার স্রোতে ফেলিয়া দিব ॥ ২৭১ ॥

শ্রীবাস-ব্রাহ্মণ গ্রামের সকল মঙ্গল বিনাশ করিল। ব্রাহ্মণ-প্রভাব ক্ষীণ হইলে যবনগণ প্রবল হইবে ॥ ২৭২ ॥

ভাঃ ১০।২৯।১ ও ১০।৩৩।৩৮ শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী-টীকা আলোচ্য ॥ ২৭৯ ॥

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু-শিরে ধরে ছাতি।
যোড়করে অদ্বৈত সম্মুখে করে স্তুতি ॥৩০৬॥
মহা-ভয়ে যোড়হাতে সব-ভক্তগণ।
হেঁট মাথা করি' চিন্তে চৈতন্য-চরণ ॥৩০৭॥
এ ঐশ্বর্য্য শুনিতে যাহার হয় সুখ।
সেই অবশ্য দেখিব চৈতন্য-শ্রীমুখ ॥৩০৮॥
যেখানে যে আছে, সে আছয়ে সেইখানে।
তদূর্দ্ধ হইতে কেহ নারে আজ্ঞা-বিনে ॥৩০৯॥
'বর মাগ' বলে অদ্বৈতের মুখ চাহি।
"তোর লাগি' অবতার মোর এই ঠাঞি ॥" ৩১০॥
এইমত সব ভক্ত দেখিয়া দেখিয়া।
"মাগ, মাগ" বলে প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥৩১১॥
এইমত প্রভু নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে'।
দেখি' ভক্তগণ সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥৩১২॥

চৈতন্যের রঙ্গ—অচিন্ত্য, কেবল ভক্তগণের অধিগম্য—

অচিন্ত্য-চৈতন্য-রঙ্গ বুঝন না যায়।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য করি' পুনঃ মূর্চ্ছা পায় ॥৩১৩॥
বাহ্য প্রকাশিয়া পুনঃ করয়ে ক্রন্দন।
দাস্যভাব প্রকাশ করয়ে অনুক্ষণ ॥৩১৪॥
গলা ধরি' কান্দে সব-বৈষ্ণব দেখিয়া।
সবারে সম্ভাষে 'ভাই', 'বান্ধব' বলিয়া ॥৩১৫॥
লখিতে না পারে কেহ, হেন মায়া করে।
ভৃত্য বিনা তাঁর তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে? ৩১৬॥
প্রভুর চরিত্র দেখি' হাসে ভক্তগণ।
সবাই বলেন—"অবতীর্ণ নারায়ণ ॥" ৩১৭॥

শ্রীগৌরসুন্দরের ঐশ্বর্য্য সঙ্গোপন ও মূর্চ্ছা এবং ভক্তগণের ক্রন্দন ও চিন্তা—

কতক্ষণ থাকি' প্রভু খট্টার উপর।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা শ্রীগৌরসুন্দর ॥৩১৮॥
ধাতু-মাত্র নাহি—পড়িলেন পৃথিবীতে।
দেখি' সব পারিষদ লাগিলা কান্দিতে ॥৩১৯॥
সর্ব্ব-ভক্তগণ যুক্তি করিতে লাগিলা।
আমা-সবা ছাড়িয়া বা ঠাকুর চলিলা ॥৩২০॥
যদি প্রভু এমত নিষ্ঠুর-ভাব করে।
আমরাহ এইক্ষণে ছাড়িব শরীরে ॥৩২১॥

ভক্তগণের চিন্তায় সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাহ্য-প্রকাশ এবং ভক্তগণের আনন্দ-কোলাহল—

এতেক চিন্তিতে সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি।
বাহ্য প্রকাশিয়া করে মহা-হরিধ্বনি ॥৩২২॥
সর্ব্বগণে উঠিল আনন্দ-কোলাহল।
না জানি কে কোন্‌দিগে হইল বিহ্বল ॥৩২৩॥
এইমত আনন্দ হয় নবদ্বীপ-পুরে।
প্রেমরসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে ॥৩২৪॥

অধ্যায়ের ফলশ্রুতি—

এ সকল পুণ্যকথা যে করে শ্রবণ।
ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্রে রহু তার' মন ॥৩২৫॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥৩২৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ঐশ্বর্য্যপ্রকাশবর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥

ব্যবহারে,—লৌকিক বিচারে ॥ ২৯৫ ॥

তথ্য—"অহপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্ণা ভূর্য্যেব মে ভবেৎ ॥" (ভাঃ ১০।৮১।৩) ॥ ২৯৯ ॥

দুই চক্ষুর তারা ঘূর্ণিত করিয়া [illegible] 'নাড়া, নাড়া' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন ॥ ৩০৪ ॥

গৌরসুন্দর আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার স্পন্দনময়ী জীবনীশক্তি লক্ষিত হইল না। পার্ষদগণ সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 'ধাতু'-শব্দে বাত-পিত্ত-কফাত্মক নাড়ীত্রয় ॥ ৩১৯ ॥

নবদ্বীপপুর—গৌড়পুর শ্রীমায়াপুর-পল্লী ॥ ৩২৪ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়

নবম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীগৌরসুন্দরের 'সাতপ্রহরিয়া' মহাপ্রকাশ ও বিষ্ণুখট্টোপরি উপবেশন, ভক্তগণ-কর্ত্তৃক তাঁহার অভিষেক, স্তুতি এবং দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের বিধিমতে ষোড়শোপচারে মহাপ্রভুর পূজা ও মহাপ্রভুর ভক্তপ্রদত্ত দ্রব্য ভোজন, মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক শ্রীবাসাদি ভক্তের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত কথন, ভক্তগণের সাম্ধ্যারাত্রিক, ভক্তবর শ্রীধরের আখ্যান এবং বৈষ্ণবচরিত্রের মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সঙ্গে শ্রীবাস-গৃহে আগমন করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দ প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। লোক-শিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর প্রত্যহ ভক্ত-ভাবে নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিতেন, এবং কখনও নিজ ভাবাবেশে যেন অজ্ঞাতসারে বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিতেন। কিন্তু অদ্য পরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দর নিজের ভক্তভাব সংগোপন ও আবেশভাব পরিহার-পূর্ব্বক, নিজে যে স্বয়ং বিষ্ণুবস্তু বা বিষয়বিগ্রহ, তাঁহা প্রকাশিত করিয়া নিখিল আশ্রিত ভক্তগণের সেবাগ্রহণ-মানসে বিষ্ণুখট্টায় সপ্তপ্রহর ব্যাপিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার এই মহাপ্রকাশ-লীলায় তিনি বিষ্ণুর সকল অবতারের রূপ-সমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই দিবসে প্রভুর ইঙ্গিতক্রমে ভক্তগণ পরমানন্দ-চিত্তে বিবিধ উপায়নযোগে বৈকুণ্ঠাধিপতি ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ শ্রীগৌরনারায়ণের 'রাজরাজেশ্বর-অভিষেক' সুসম্পন্ন করিলেন। ভক্তগণ দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের বিধিমতে ষোড়শোপচারে মহাপ্রভুর পূজা করিয়া বহুপ্রকার স্তুতিবন্দনামুখে শ্রীগৌরসুন্দরের সর্ব্বকারণকারণত্ব, সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব এবং জীবোদ্ধারার্থ নিজসেবা প্রকটনাভিলাষে ভক্তভাবাঙ্গীকার প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ-লীলাদি বর্ণন করিলেন। অনন্তর শ্রীগৌরসুন্দর নিজ শ্রীচরণ পূজার নিমিত্ত অকপটে প্রসারিত করিয়া দিলে ভক্তগণ সকলে স্ব স্ব অভিলাষানুসারে সংগৃহীত নানা উপকরণ দ্বারা শ্রীগৌরপাদপদ্ম পূজা করিলেন। মহাপ্রভুও ভক্তের সেবা গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে উপযাচক হইয়া তাঁহাদের প্রদত্ত বহুবিধ ভক্ষ্যোপচার পরম আনন্দে ভোজন করিলেন এবং শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত-সমূহ বর্ণন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ-কর্ত্তৃক সান্ধ্য-আরাত্রিক সম্পন্ন হইলে শ্রীগৌর-সুন্দর স্বীয় ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ-লীলা-প্রদর্শনার্থ তাঁহার অতীব প্রিয়ভক্ত শ্রীধরকে আহ্বান করিতে ভক্তগণকে আদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশে বৈষ্ণবগণ অর্দ্ধপথে আসিয়া শ্রীধরের উচ্চ হরিনামধ্বনি শ্রবণ-পূর্ব্বক তদনুসরণে শ্রীধর-ভবনে গমন করিলেন। বাহ্য পরিচয়ে শ্রীধর অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও তিনি মহাপ্রভুর অলৌকিক ভক্ত বলিয়া কৃষ্ণপ্রেম-ধনে নিত্যকাল ধনী ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মহাসত্যবাদী দরিদ্র খোলাবেচা শ্রীধর ভগবৎসেবার যে অসামান্য আদর্শ জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুসরণীয়। পাষণ্ডিগণ মনে করিত যে, শ্রীধর দারিদ্র্য-পীড়িত হইয়া ক্ষুধার জ্বালায় সারারাত্রি জাগিয়া ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতেন; তাহারা জানিত না যে, যিনি নিখিল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর পতির সেবায় সর্ব্বদা নিরত, তাঁহার কোনদিন প্রকৃত প্রস্তাবে দারিদ্র্য থাকিতে পারে না। শ্রীধর পাষণ্ডিগণের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণনামরস-পানে বিভোর থাকিতেন এবং রাত্রিকালে নিজের ও জগতের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য আর্ত্তিসহকারে ভগবানকে ডাকিতেন। ভক্তগণ-সমীপে মহাপ্রভুর নাম শ্রবণমাত্র শ্রীধর আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে সন্তর্পণে মহাপ্রভুর নিকট লইয়া আসিলেন। শ্রীধরকে দেখিয়া মহাপ্রভু পরমানন্দিত হইলেন এবং শ্রীধরও প্রভুর দিব্য ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিয়া অতীব মুগ্ধ হইলেন।

প্রভুর বিদ্যাবিলাসকালে শ্রীধর কলা, মূল, থোড় প্রভৃতি বিক্রয়-দ্বারা জীবন যাপন করিতেন। ভগবান্ ভক্তের দ্রব্যই পরম আনন্দে গ্রহণ করেন, কিন্তু অভক্তের দ্রব্যের প্রতি দৃক্‌পাতও করেন না—ইহা প্রদর্শনের নিমিত্ত মহাপ্রভু শ্রীধরের নিকট হইতে ঐ সকল দ্রব্য কাড়িয়া লইতেন এবং তন্নিমিত্ত নানারূপ কলহ করিতেন। মহাপ্রভু সেই সকল লীলার কথা শ্রীধরকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে অষ্টসিদ্ধি-দানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু শ্রীধরকে তাঁহার অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করেন। দর্শনমাত্র শ্রীধর বিস্মিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীধর সংজ্ঞা লাভ করিলে মহাপ্রভু শ্রীধরকে স্তুতি করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীধর দৈন্য করিয়া নিজ মূর্খতার ভানে মহাপ্রভুর স্তবপাঠে নিজ অসামর্থ্য জানাইলে প্রভুর আদেশে শুদ্ধা সরস্বতী তাঁহার জিহ্বায় অধিষ্ঠিতা হইয়া মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব স্তুতি করিতে লাগিলেন। শ্রীধরের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। শ্রীধর বর প্রার্থনা করিলেন যে, যিনি প্রত্যহ তাঁহার (শ্রীধরের) নিকট হইতে খোলাপাতা লইবার জন্য কলহ করিতেন, তিনি যেন জন্মে জন্মে তাঁহার প্রভু হন। মহাপ্রভু শ্রীধরকে রাজ্যেশ্বর করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীধর তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া প্রভুর গুণগানের সামর্থ্য প্রার্থনা করিলেন। শ্রীগৌরভক্তগণ জাগতিক কোন বিষয়ের গ্রাহক নহেন। তাঁহারা অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবাই প্রার্থনা করেন। গৌর-সুন্দরের কৃপাকটাক্ষলব্ধ জনগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা অষ্টসিদ্ধি—এমন কি, মোক্ষকে পর্য্যন্ত নিতান্ত হেয় ও অকিঞ্চিৎকর জানিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাই কামনা করেন। তাঁহাদের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নাই। বাহ্য-পরিচয়ে বৈষ্ণব চিনিতে পারা যায় না। বিষয়মদোন্মত্ত ব্যক্তি অপ্রাকৃত বৈষ্ণব ঠাকুর শ্রীধরের ঐশ্বর্য্য বা ধনের মহিমা জানিতে পারে না। অক্ষজজ্ঞানে 'বৈষ্ণবের অভাব আছে' মনে হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের কোন অভাব থাকে না। তাঁহারা দীনহীন জীবকে হরিভজন শিক্ষা-প্রদানের নিমিত্ত জগতে দরিদ্রকুলে আবির্ভূত হইলেও বস্তুতঃ দরিদ্র নহেন। দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও কি প্রকারে হরিভজন করিতে পারা যায়—তাহা প্রদর্শন করাই ইঁহাদের এতাদৃশী লীলার উদ্দেশ্য। বৈষ্ণবচরিত্র অক্ষজ জ্ঞানগম্য নহে। নিষ্কপটে সবলভাবে বৈষ্ণবের শরণাগত হইলেই তাঁহাদের কৃপায় তাঁহাদিগকে চিনিতে পারা যায়। অক্ষজ জ্ঞানে বিচার করিতে না গিয়া বৈষ্ণবাপরাধ হইতে দূরে থাকাই প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবাপরাধ-বিহীন জনই একবার মাত্র কৃষ্ণনাম গ্রহণে অনায়াসে প্রেমলাভ করিতে পারেন, অন্যথা সাধু-নিন্দারূপ নামাপ-রাধ আসিয়া মহানর্থ উপস্থিত করে।

গৌরনিধি কপট সন্ন্যাসী-বেশধারী।
অখিল-ভুবন-অধিকারী ॥১॥
জয় জগন্নাথ শচীনন্দন চৈতন্য।
জয় গৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন ধন্য ॥২॥
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রাণধন ॥৩॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-হরিদাস-প্রাণ।
জয় বক্রেশ্বর-পুণ্ডরীক-প্রেমধাম ॥৪॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীগৌরসুন্দর—চতুর্দ্দশ-ভুবন-পতি। তিনি জগজ্জীবের শিক্ষার জন্য জড়-জগতের সমস্ত ভোগ পরিহার করিয়া ত্যাগীর বেশধারণে মানবের যোগ্যতা বা অধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। ঐ কীর্ত্তনের বিষয়ে ভগবল্লীলা-পরাকাষ্ঠার সর্ব্বোত্তম আদর্শ বর্ণিত এবং সেই বর্ণনা সম্যক্ কীর্ত্তন, তজ্জন্য তাহার তুলনা নাই ॥ ২ ॥

জয় বাসুদেব-শ্রীগর্ভের প্রাণনাথ।
জীব-প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত ॥৫॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥৬॥
মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন একচিতে।
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র বিহরে যে-মতে ॥৭॥

বৈষ্ণবগণের মনোভিলাষ-সিদ্ধিপ্রদ চৈতন্যের মহাপ্রকাশ—

এবে শুন চৈতন্যের মহা-পরকাশ।
যঁহি সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সিদ্ধি-অভিলাষ ॥৮॥

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রভুর সাত-প্রহরিয়া-ভাবের সূত্র বর্ণন—

'সাত প্রহরিয়া-ভাব' লোকে খ্যাতি যা'র।
যহিঁ প্রভু হইলেন সর্ব্ব অবতার ॥৯॥
অদ্ভুত ভোজন যহিঁ, অদ্ভুত প্রকাশ।
যারে তারে বিষ্ণুভক্তি-দানের বিলাস ॥১০॥
রাজ-রাজেশ্বর-অভিষেক সেই দিনে।
করিলেন প্রভুরে সকল ভক্তগণে ॥১১॥

শ্রীনিত্যানন্দসহ মহাপ্রভুর শ্রীবাস-গৃহে আগমন ও ক্রমে সকল ভক্তের মিলন—

একদিন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ঘর ॥১২॥
সঙ্গে নিত্যানন্দচন্দ্র পরম বিহ্বল।
অল্পে অল্পে ভক্তগণ মিলিলা সকল ॥১৩॥

আবিষ্টচিত্ত মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ ও প্রভুর ইঙ্গিতে ভক্তগণের কীর্ত্তনারম্ভ—

আবেশিত চিত্ত মহাপ্রভু গৌর-রায়।
পরম ঐশ্বর্য্য করি' চতুর্দ্দিগে চায় ॥১৪॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
উচ্চৈঃস্বরে চতুর্দ্দিগে করেন কীর্ত্তন ॥১৫॥

প্রভুর ভক্তভাবলীলা-সঙ্গোপন-পূর্ব্বক ভগবদ্ভাবে একুশ ঘণ্টাকাল বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন—

অন্য অন্য দিন প্রভু নাচে দাস্যভাবে।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য প্রকাশিয়া পুনঃ ভাঙ্গে ॥১৬॥
সকল ভক্তের ভাগ্যে এ দিন নাচিতে।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে ॥১৭॥
আর সব দিনে প্রভু ভাব প্রকাশিয়া।
বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন না জানিয়া ॥১৮॥
সাত-প্রহরিয়া-ভাবে ছাড়ি সর্ব্ব মায়া।
বসিলা প্রহর-সাত প্রভু ব্যক্ত হৈয়া ॥১৯॥
যোড় হস্তে সম্মুখে সকল ভক্তগণ।
রহিলেন পরম আনন্দযুক্ত মন ॥২০॥
কি অদ্ভুত সন্তোষের হইল প্রকাশ।
সবাই বাসেন যেন বৈকুণ্ঠ-বিলাস ॥২১॥
প্রভুও বসিলা যেন বৈকুণ্ঠের নাথ।
তিলার্দ্ধেক মায়া-মাত্র নাহিক কোথাত ॥২২॥

প্রভুর ইঙ্গিতে ভক্তগণ-কর্ত্তৃক প্রভুর অভিষেকগীত-কীর্ত্তন এবং পুরুষসূক্ত-মন্ত্রে অভিষেক—

আজ্ঞা হৈল,—"বল মোর অভিষেক-গীত।"
শুনি' গায় ভক্তগণ হই' হরষিত ॥২৩॥
অভিষেক শুনি' প্রভু মস্তক ঢুলায়।
সবারে করেন কৃপাদৃষ্টি অ-মায়ায় ॥২৪॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
অভিষেক করিতে সবার হৈল মন ॥২৫॥

শ্রীগৌরসুন্দর—বক্রেশ্বর ও শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রেমের আশ্রয় অর্থাৎ গৌরহরি-বিষয়ে আশ্রিত-তত্ত্ব বক্রেশ্বর ও পুণ্ডরীক আশ্রয় লাভ করিলেন ॥ ৪ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের মহাপ্রকাশের বর্ণন শ্রবণ করিলে সকল বৈষ্ণবের অভীষ্ট পূর্ণ হয় ॥ ৮ ॥

সাড়ে সাত দণ্ডে এক প্রহর; উহা তিন ঘণ্টা, সাত প্রহরে—একুশ ঘণ্টাকাল। গৌরহরি একুশ ঘণ্টাকাল-যাবৎ বিষ্ণুর সকল অবতারের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশ করিয়া ভোজন এবং হরিভক্তিদানে ভক্তগণকে আনন্দিত করেন ॥ ৯ ॥

বিষ্ণুর খট্টা—অর্থাৎ ভগবৎসিংহাসন। অন্যান্য দিবস মহাপ্রভু যেন অজ্ঞাতসারেই নিজ ভাবাবেশে বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিতেন, কিন্তু কথিত দিবসে ভক্ত-ভাব-লীলা সঙ্গোপন রাখিয়া ভগবদ্ভাবে একুশ ঘণ্টাকাল বিষ্ণুখট্টায় বিরাজমান ছিলেন। সেইদিন আর কোন প্রকার আবরণ রাখিলেন না, নিজ স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিলেন

সর্ব্ব ভক্তগণে বহি' আনে গঙ্গাজল।
আগে ছাঁকিলেন দিব্য বসনে সকল ॥২৬॥
শেষে শ্রীকর্পূর চতুঃসম-আদি দিয়া।
সজ্জ করিলেন সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া ॥২৭॥
মহা-জয়-জয়ধ্বনি শুনি' চারিভিতে।
অভিষেক-মন্ত্র সবে লাগিলা পড়িতে ॥২৮॥
সর্ব্বাদ্যে শ্রীনিত্যানন্দ 'জয় জয়' বলি'।
প্রভুর শ্রীশিরে জল দিলা কুতুহলী ॥২৯॥
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি যতেক প্রধান।
পড়িয়া পুরুষসূক্ত করায়েন স্নান ॥৩০॥
গৌরাঙ্গের ভক্ত সব মহামন্ত্রবিৎ।
মন্ত্র পড়ি' জল ঢালে হই' হরষিত ॥৩১॥
মুকুন্দাদি গায় অভিষেক সুমঙ্গল।
কেহ কান্দে, কেহ নাচে আনন্দে বিহ্বল ॥৩২॥
পতিব্রতাগণ করে 'জয়-জয়কার'।
আনন্দস্বরূপ চিত্ত হইল সবার ॥৩৩॥
বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
ভক্তগণে জল ঢালে শিরের উপর ॥৩৪॥
নামমাত্র অষ্টোত্তরশত ঘট জল।
সহস্র ঘটেও অন্ত না পাই সকল ॥৩৫॥

দেবগণের ছদ্মবেশে গৌর-অভিষেক—

দেবতা-সকলে ধরি, নরের আকৃতি।
গুপ্তে অভিষেক করে, যে হয় সুকৃতি ॥৩৬॥

প্রভুপাদপদ্মে পাদ্যাদি-প্রদানের মহিমা—

যাঁর পাদপদ্মে জলবিন্দু দিলে মাত্র।
সেহ ধ্যানে, সাক্ষাতে কে দিতে আছে পাত্র ?৩৭॥
তথাপিহ তারে নাহি যমদণ্ড হয়।
হেন প্রভু সাক্ষাতে সবার জল লয় ॥৩৮॥

অর্থাৎ তিনি যে স্বয়ং বিষ্ণু-বস্তু বা বিষয়-বিগ্রহ, তাহা সম্যক্ প্রকাশিত করিয়া নিখিল আশ্রিতগণের সেবা গ্রহণ করিলেন ॥ ১৭-১৯ ॥

অভিষেক-গীত,—অভিষেক-কালে গেয় স্তুতি। রাজ-রাজেশ্বরের সিংহাসনাধিরোহণ-কালে তাঁহার আশ্রিত জনগণ সকলেই স্তুতি-বন্দনা-দ্বারা ও নানা উপায়ন-যোগে অভিষেক-গান করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

'অভিষেক শুনি'—অভিষেক-স্তব-গান শুনিয়া ॥ ২৪ ॥

চতুঃসম,—কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু। কুঙ্কুমস্য ত্রযশ্চৈকঃ শশিনঃ স্যাচ্চতুঃসমম্ ॥—(হরিভক্তি-বিলাস ৬।১১৫-ধৃত গারুড় বচন) অর্থাৎ দুইভাগ কস্তুরী, চারিভাগ চন্দন, তিনভাগ কুঙ্কুম বা জাফ্‌রাণ এবং এক-ভাগ কর্পূর—এই চারি দ্রব্য একত্র করিলে চতুঃসম হয় ॥২৭॥

পুরুষ-সূক্ত—"ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভা[illegible] উতামৃতত্বস্যে-শানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতন্দিবি ॥ ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ। ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎসাশনানশনেঽভি ॥ ততো বিরাড়জায়ত বিরাজোঽধিপুরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমি-মথো পুরঃ ॥ যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত। বসন্তোঽস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ তস্মাদ্‌যজ্ঞাৎ সর্ব্ব উত সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্। পশূংস্তাংশ্চক্রে ব্যায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাংশ্চ যে। তস্মাদ্‌-যজ্ঞাৎ সর্ব্ব উত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্‌যজুস্তস্মাদজায়ত। তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়দতঃ। গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা উচ্যেতে ॥ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্‌বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যোঽজায়ত। মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥ নাভ্যামাসীদন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত। পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকানাক-ল্পয়ন্ ॥ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ। দেবা যদ্‌যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তযত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥" ৩০ ॥

শ্রীবাসের দাসদাসীগণে আনে জল।
প্রভু স্নান করে,—ভক্ত-সেবার এই ফল ॥৩৯॥

শ্রীবাসের 'দুঃখী' দাসীর সৌভাগ্য—

জল আনে এক ভাগ্যবতী 'দুঃখী' নাম।
আপনে ঠাকুর দেখি' বলে,—'আন আন' ॥৪০॥
আপনে ঠাকুর তা'র ভক্তিযোগ দেখি'।
'দুঃখী' নাম ঘুচাইয়া থুইলেন 'সুখী' ॥৪১॥

ভক্তগণ-কর্ত্তৃক প্রভুর দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে পূজা ও বিবিধ সেবা—

নানা বেদমন্ত্র পড়ি' সর্ব্ব-ভক্তগণ।
স্নান করাইয়া অঙ্গ করিলা মার্জ্জন ॥৪২॥
পরিধান করাইলা নূতন বসন।
শ্রীঅঙ্গে লেপিলা দিব্য সুগন্ধি-চন্দন ॥৪৩॥
বিষ্ণুখট্টা পাতিলেন উপস্কার করি'।
বসিলেন প্রভু নিজ খট্টার উপরি ॥৪৪॥
ছত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ রায়।
কোন ভাগ্যবন্ত রহি' চামর ঢুলায় ॥৪৫॥
পূজার সামগ্রী লই' সর্ব্ব-ভক্তগণ।
পূজিতে লাগিলা নিজ প্রভুর চরণ ॥৪৬॥
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ।
প্রদীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র, যথা অনুরূপ ॥৪৭॥
যজ্ঞসূত্র যথাশক্তি বস্ত্র-অলঙ্কার।
পূজিলেন করিয়া ষোড়শ উপচার ॥৪৮॥
চন্দনে করিয়া লিপ্ত তুলসীমঞ্জরী।
পুনঃ পুনঃ দেন সবে চরণ-উপরি ॥৪৯॥
দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের বিধিমতে।
পূজা করি' সবে স্তব লাগিলা পড়িতে ॥৫০॥
অদ্বৈতাদি করি' যত পার্ষদ-প্রধান।
পড়িলা চরণে করি' দণ্ড-পরণাম ॥৫১॥
প্রেমনদী বহে, সর্ব্বগণের নয়নে।
স্তুতি করে সবে, প্রভু অমায়ায় শুনে ॥৫২॥

ভক্তগণের গৌর-স্তুতি—

"জয় জয় জয় সর্ব্ব-জগতের নাথ।
তপ্ত জগতেরে কর শুভ দৃষ্টিপাত ॥৫৩॥
জয় আদিহেতু, জয়-জনক সবার।
জয় জয় সংকীর্ত্তনারম্ভ অবতার ॥৫৪॥
জয় জয় বেদ-ধর্ম্ম সাধুজনত্রাণ।
জয় জয় আব্রহ্ম-স্তম্বের মূল-প্রাণ ॥৫৫॥

সাধারণ মাঙ্গলিক ক্রিয়ায় বহু উদ্দেশ করিলে ১০৮ সংখ্যা কথিত হয়; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শত শত।

স্নানবিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১৯।৮৮) এইরূপ লিখিত আছে,—বিত্তবান্ হইলে শক্ত্যনুসারে সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য অথবা মৃত্তিকা-দ্বারা সহস্র, পঞ্চশত, সার্দ্ধদ্বিশত অষ্টোত্তরশত, চতুঃষষ্টি, দ্বাত্রিংশৎ, ষোড়শ অথবা তাহাতেও অক্ষম হইলে চারিটী কুম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা স্নান করাইবে ॥ ৩৫ ॥

"যাবন্তি জলবিন্দূনি মম গাত্রে নিবেশযেৎ। তাবদ্বর্ষ-সহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥" (—হঃ ভঃ বিঃ ১৯।৯৬) অর্থাৎ মদীয় দেহে যত সংখ্যক বারিবিন্দু প্রদান করিবে তত সহস্র বর্ষ বৈকুণ্ঠলোকে বাস করিবে॥ ('স্বর্গলোকে মহীয়তে' ইতি বৈকুণ্ঠলোকং গচ্ছন্ পথি ইন্দ্রাদিভির্ভক্ত্যা বিশ্রময্য চিরমভ্যর্চ্চ্যত ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৭-৩৮ ॥

ষোড়শোপচার—মধ্য ৬।১১০ গৌঃ ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৪৮ ॥

দশাক্ষর গোপালমন্ত্র—গৌতমীয় তন্ত্র ২য় অধ্যায় এবং নারদ পঞ্চরাত্র ৩।৩ ও ৪।৬-৮ শ্লোকসমূহ দ্রষ্টব্য ॥ ৫০ ॥

অমায়ায় শুনে—শ্রীগৌরসুন্দর—মায়াধীশ-তত্ত্ব, সুতরাং জীবের ছায় মায়াবদ্ধ হইবার যোগ্যতা না থাকায় স্বীয় নারায়ণ-প্রকাশে মায়িক বিচার উল্লঙ্ঘন-লীলা প্রদর্শন করিলেন ॥ ৫২ ॥

তপ্ত—ত্রিতাপ-দগ্ধ ॥ ৫৩ ॥

শাস্ত্রে সঙ্কীর্ত্তন-বিধির উল্লেখ থাকিলেও সাধারণ লোক জপাদি-নির্জ্জন-সেবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগের অধিবাসিগণের আত্যন্তিক মঙ্গল-বিধানের জন্য সঙ্কীর্ত্তন-প্রথার উপযোগিতা প্রদর্শন করিলেন ॥ ৫৪ ॥

সাধুগণের পরিত্রাণকারী নাম-কীর্ত্তন-মূলক বেদধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন। বেদবিরোধী নাস্তিক্য-ধর্ম্ম অসাধুজনের পাল্য। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া

জয় জয় পতিতপাবন গুণসিন্ধু।
জয় জয় পরম শরণ দীনবন্ধু ॥৫৬॥
জয় জয় ক্ষীরসিন্ধু-মধ্যে গোপবাসী।
জয় জয় ভক্ত-হেতু প্রকট বিলাসী ॥৫৭॥
জয় জয় অচিন্ত্য-অগম্য-আদি-তত্ত্ব।
জয় জয় পরম কোমল শুদ্ধ-সত্ত্ব ॥৫৮॥
জয় জয় বিপ্রকুলপাবন-ভূষণ।
জয় বেদধর্ম্ম-আদি সবার জীবন ॥৫৯॥
জয় জয় অজামিল-পতিতপাবন।
জয় জয় পূতনা-দুষ্কৃতি-বিমোচন ॥৬০॥
জয় জয় অদোষ-দরশি রমাকান্ত।"
এই মত স্তুতি করে সকল মহান্ত ॥৬১॥

প্রভুর পরম-প্রকট-রূপ দর্শনে ভক্তগণের পরমানন্দ—

পরম-প্রকট-রূপ প্রভুর প্রকাশ।
দেখি' পরানন্দে ডুবিলেন সর্ব্ব-দাস ॥৬২॥

প্রভুর ভক্তগণের অমায়ায় স্বচরণ অর্পণ ও ভক্তগণের বিবিধভাবে প্রভু-পাদপদ্মপূজা—

সর্ব্ব মায়া ঘুচাইয়া প্রভু গৌরচন্দ্র।
শ্রীচরণ দিলেন, পূজয়ে ভক্তবৃন্দ ॥৬৩॥
দিব্য গন্ধ আনি' কেহ লেপে শ্রীচরণে।
তুলসীকমলে মেলি' পূজে কোন জনে ॥৬৪॥
কেহ রত্ন-সুবর্ণ-রজত-অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া দিয়া করে নমস্কার ॥৬৫॥
পট্টনেত, শুক্ল, নীল, সুপীত বসন।
পাদপদ্মে দিয়া নমস্করে সর্ব্বজন ॥৬৬॥
নানাবিধ ধাতুপাত্র দেই সর্ব্বজনে।
না জানি কতেক আসি' পড়ে শ্রীচরণে ॥৬৭॥

বৈষ্ণবসেবার মহিমা—

যে চরণ পূজিবারে সবার ভাবনা।
অজ, রমা, শিব করে যে লাগি' কামনা ॥৬৮॥
বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে তাহা পূজে।
এই মত ফল হয়, বৈষ্ণবে যে ভজে ॥৬৯॥
দূর্ব্বা, ধান্য, তুলসী লইয়া সর্ব্বজনে।
পাইয়া অভয় সবে দেন শ্রীচরণে ॥৭০॥
নানাবিধ ফল আনি' দেন পদতলে।
গন্ধপুষ্প, চন্দন, শ্রীচরণে কেহ ঢালে ॥৭১॥
কেহ পূজে করিয়া ষোড়শ উপচারে।
কেহ বা ষড়ঙ্গ মতে, যেন স্ফুরে যারে ॥৭২॥
কস্তূরী কুঙ্কুম, শ্রীকর্পূর, ফাগুধুলি।
সবে শ্রীচরণে দেই হই' কুতূহলী ॥৭৩॥
চম্পক, মল্লিকা, কুন্দ, কদম্ব, মালতী।
নানা পুষ্পে শোভে শ্রীচরণ-নখপাঁতি ॥৭৪॥

স্থাণু পর্য্যন্ত দৃশ্য জগতের মূলপ্রাণ শ্রীগৌরহরি বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন্ ॥ ৫৫ ॥

ক্ষীরোদকশায়ী ব্যষ্টি-বিষ্ণুপ্রতীতি গোপকুলের অধিবাসি-সূত্রে মূল আকর-বস্তু ব্রজেন্দ্র-নন্দনই গৌরহরি। তিনি তাঁহার নিজ সেবা প্রকটনাভিলাযে ভক্তগণের নিকট গৌরলীলা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পাঠান্তরে 'গুপ্তবাস' ॥৫৭॥

শ্রীগৌরহরি—বিশুদ্ধ সত্ত্বময় ও পরম স্নিগ্ধ। তিনি মূর্ত্তিমান্-বেদধর্ম্ম, সকল জীবের জীবনস্বরূপ এবং ব্রাহ্মণ-কুলের পরম পবিত্র অলঙ্কার ॥ ৫৮-৫৯ ॥

'গন্ধ'—"চন্দনাগুরুকর্পূরপঙ্কং গন্ধমিহোচ্যতে"(—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৬।১১৪ ধৃত আগমবাক্য) অর্থাৎ চন্দন, অগুরু, কর্পূরপঙ্ক—এই সমস্তের নাম—গন্ধ; অথবা "কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু। কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈকঃ শশিনঃ-স্যাচ্চতুঃসমম্। কর্পূরং চন্দনং দর্পঃ কুঙ্কুমঞ্চ চতুঃসমম্। সর্ব্বং গন্ধমীতি প্রোক্তং সমস্তসুরবল্লভম্ ॥" (—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৬।১১৫-ধৃত গারুড়-বচন) অর্থাৎ দুইভাগ কস্তুরী, চারিভাগ চন্দন, তিনভাগ কুঙ্কুম ও একভাগ কর্পূর—এই চারি দ্রব্য একত্র করিলেই তাহাকে 'গন্ধ' বলা যায়। উহা নিখিল দেবগণের প্রিয়।

মেলি'—(মিল্ ধাতুজ) মিশ্রিত করা, মিশা ॥ ৬৪ ॥

পট্টনেত—রেশমের বস্ত্র, গরদের বস্ত্র ॥ ৬৬ ॥

বৈষ্ণব বাহ্যতঃ অকিঞ্চন। সেই অকিঞ্চনের সেবক দাসদাসীগণ বহির্দৃষ্টিতে তদপেক্ষা দরিদ্র বলিয়া সাধারণে বিচার করেন। কিন্তু বৈষ্ণবের আরাধ্য বিষ্ণু—বৈষ্ণবের সম্পত্তি হওয়ায় বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণ সেই সর্ব্বাকাঙ্ক্ষ্য সম্পত্তি পূজা করিবার অধিকার লাভ করেন ॥ ৬৯ ॥

মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রভুর শ্রীহস্তে বিবিধ নৈবেদ্য প্রদান ও প্রভুর অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশ-পূর্ব্বক ভক্তপ্রদত্ত যাবতীয় দ্রব্য ভক্ষণ—

পরম প্রকাশ—বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
'কিছু দেহ' খাই'—প্রভু চাহেন আপনি ॥৭৫॥
হস্ত পাতে প্রভু, দেখে সর্ব্ব ভক্তগণ।
যে যে-মত দেয়, সব করেন ভোজন ॥৭৬॥
কেহ দেই কদলক, কেহ দিব্য মুদ্গ।
কেহ দধি, ক্ষীর বা নবনী, কেহ দুগ্ধ ॥৭৭॥
প্রভুর শ্রীহস্তে সব দেই ভক্তগণ।
অমায়ায় মহাপ্রভু করেন ভোজন ॥৭৮॥
ধাইল সকল-গণ নগরে নগরে।
কিনিয়া উত্তম দ্রব্য আনেন সত্বরে ॥৭৯॥
কেহ দিব্য নারিকেল উপস্কার করি'।
শর্করা সহিত দেই শ্রীহস্ত উপরি ॥৮০॥
নানাবিধ প্রচুর সন্দেশ দেই আনি'।
শ্রীহস্তে লইয়া প্রভু খায়েন আপনি ॥৮১॥
কেহ দেয় মোয়া, জম্বু, কর্কটিকা ফল।
কেহ দেয় ইক্ষু, কেহ দেয় গঙ্গাজল ॥৮২॥
দেখিয়া প্রভুর অতি আনন্দ প্রকাশ।
দশবার পাঁচবার দেই কোন দাস ॥৮৩॥
শত শত জনে বা কতেক দেই জল।
মহাযোগেশ্বর পান করেন সকল ॥৮৪॥
সহস্র সহস্র ভাণ্ড দধি, ক্ষীর, দুগ্ধ।
সহস্র সহস্র কান্দি-কলা, কত মুদ্গ ॥৮৫॥
কতেক বা সন্দেশ, কতেক ফল-মূল।
কতেক সহস্র বাটা কর্পূর তাম্বূল ॥৮৬॥
কি অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশিলা গৌরচন্দ্র।
কেমতে খায়েন, নাহি জানে ভক্তবৃন্দ ॥৮৭॥

ভক্তার্পিত দ্রব্য গ্রহণানন্তর প্রীত প্রভুর ভক্তগণের জন্ম-কর্ম্ম-বৃত্তান্ত কথন—

ভক্তের পদার্থ প্রভু খায়েন সন্তোষে।
খাইয়া সবার জন্ম-কর্ম্ম কহে শেষে ॥৮৮॥

প্রভুমুখে স্ব-স্ব-জন্ম-কর্ম্ম-বৃত্তান্ত-শ্রবণে ভক্তগণের আনন্দবিকার—

শুতক্ষণে সে ভক্তের হয় যে স্মরণ।
সন্তোষে আছাড় খায়, করয়ে ক্রন্দন ॥৮৯॥

মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক দেবানন্দ-সমীপে শ্রীবাসের ভাগবতশ্রবণ-আখ্যায়িকা বর্ণন ও তচ্ছ্রবণে শ্রীবাসের প্রেমবিকার—

শ্রীবাসেরে বলে,—"আরে পড়ে তোর মনে।
ভাগবত শুনিলি যে দেবানন্দ-স্থানে ॥৯০॥
পদে পদে ভাগবত—প্রেমরসময়।
শুনিয়া দ্রবিল অতি তোমার হৃদয় ॥৯১॥
উচ্চৈঃস্বর করি' তুমি লাগিলা কান্দিতে।
বিহ্বল হইয়া তুমি পড়িলা ভূমিতে ॥৯২॥
অবোধ পড়ুয়া ভক্তিযোগ না বুঝিয়া।
বল্‌গিয়া কান্দয়ে কেনে,—না বুঝিল ইহা ॥৯৩॥
বাহ্য নাহি জান তুমি প্রেমের বিকারে।
পড়ুয়া তোমারে নিল বাহির দুয়ারে ॥৯৪॥
দেবানন্দ ইথে না করিল নিবারণ।
গুরু যথা অজ্ঞ, সেইমত শিষ্যগণ ॥৯৫॥
বাহির দুয়ারে তোমা এড়িল টানিয়া।
তবে তুমি আইলা পরম দুঃখ পাঞা ॥৯৬॥

ষড়ঙ্গমতে,—(মধ্য ৬।৩৩ দ্রষ্টব্য) ॥ ৭২ ॥

ফাগুধূলি,—রক্তবর্ণ চূর্ণবিশেষ, আবীর, ফাগ ॥ ৭৩ ॥

নখপাতি,—নখপংক্তি, নখশ্রেণী ॥ ৭৪ ॥

সন্দেশ—বর্ত্তমানকালে ছানার নির্ম্মিত শুষ্ক মিষ্টি-দ্রব্যবিশেষকে 'সন্দেশ' বলা হয়। কিন্তু এই স্থলে 'সন্দেশ'-শব্দ বিবিধ প্রকার মিষ্টদ্রব্যকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৮১ ॥

কর্কটিকা ফল—কাঁকুড়। জম্বু—জাম ॥ ৮২ ॥

বাটা,—তাম্বূল রাখিবার পাত্র ॥ ৮৬ ॥

ভক্তগণের নিকট সেবোপকরণ গ্রহণ করিয়া প্রভু সন্তোষের সহিত জীবের সৌভাগ্য, জন্ম ও সুকৃত-কর্ম্মের প্রশংসা করেন। কেহ কেহ বিচার করেন যে, মহাপ্রভু সার্ব্বজ্ঞ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবের প্রাক্তন-সুকৃতিসকল বলিতে লাগিলেন ॥ ৮৮ ॥

দুঃখ পাই' মনে তুমি বিরলে বসিলা।
আরবার ভাগবত চাহিতে লাগিলা ॥৯৭॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে।
আবির্ভাব হইলাম তোমার দেহেতে ॥৯৮॥
তবে আমি এই তোর হৃদয়ে বসিয়া।
কাঁদাইলুঁ সে আমার প্রেম-যোগ দিয়া ॥৯৯॥
আনন্দ হইল দেহ শুনি' ভাগবত।
সব তিতি' স্থান হৈল বরিষার মত ॥" ১০০॥

অনুভব পাইয়া বিহ্বল শ্রীনিবাস।
গড়াগড়ি যায়, কান্দে, বহে ঘনশ্বাস ॥১০১॥

অদ্বৈতাদি ভক্তগণের স্ব-স্ব-বৃত্তান্ত শ্রবণে আনন্দ—

এই মত অদ্বৈতাদি যতেক বৈষ্ণব।
সবারে দেখিয়া করায়েন অনুভব ॥১০২॥
আনন্দসাগরে মগ্ন সব-ভক্তগণ।
বসিয়া করেন প্রভু তাম্বূল ভোজন ॥১০৩॥

ভাঃ ১।১।৩, ১।১।১৯, ১২।১৩।১৫ প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য ॥ ৯১ ॥

অধ্যাপক দেবানন্দের আশ্রিত বিদ্যার্থিগণ শ্রীবাসের ভক্তির ফল দর্শন করিয়া বুঝিতে না পারায় তাহারা আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-বশতঃ শ্রীবাসের চরণে অপরাধ করিয়া বসিল। তাহাতে অজ্ঞান বিদ্যার্থিগণের কার্য্যে বাধা না দেওয়ায় অধ্যাপক দেবানন্দেরও অপরাধ-স্পর্শ ঘটিল। ভক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞ দেবানন্দ তাঁহার ছাত্রগণকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাদৃশী শিক্ষার মধ্যে উচ্চাঙ্গের ভক্তি-বিষয়িণী কোন শিক্ষা ছিল না। সুতরাং গুরুর ভক্তি-যোগে অধিকার না থাকায় শিষ্যগণও ভক্তিযোগ হইতে বিরত ছিল।

বর্ত্তমানকালে অনেকে দয়ার্দ্র শুদ্ধভক্তগণের কীর্ত্তন-মুখে প্রচার-প্রণালী দর্শন করিয়া বলিয়া থাকেন যে, গৃহে বসিয়া নির্জ্জনে উপাসনা করাই শ্রেয়ঃ। কীর্ত্তন-মুখে প্রচার করিতে গেলে অহঙ্কার, দম্ভ ও নানাবিধ বিপৎপাত উপস্থিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে দেবানন্দ-পণ্ডিতের ন্যায় ভক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিলে এবং ভক্তির প্রচার না করিলে অপরাধ ঘটে,—ইহাই এই লীলার উদ্দেশ্য। ভক্তির দুর্ভিক্ষ জগতের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে দেখা যায়, কিন্তু তাহার নিবারণ-কল্পে কীর্ত্তন না করিলে অপরাধ-স্পর্শ ঘটে ॥ ৯৬ ॥

শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের টোলবাড়ী তৎকালে কুলিয়ায় অবস্থিত ছিল। কুলিয়া—নবদ্বীপের উপকণ্ঠে গঙ্গার পশ্চিম-তটে অবস্থিত উপনগরী। গঙ্গার পূর্ব্বপারে শ্রীমায়াপুরে তৎকালে শ্রীনবদ্বীপ-নগর অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপই—প্রাচীন কুলিয়া। উহাই অপরাধ-ভঞ্জনের পাট। কাচরাপাড়ার নিকট, চুঁচুড়ানিবাসী মাধব দত্তের স্থাপিত কুলিয়া-গ্রামকে কেহ কেহ দেবানন্দ পণ্ডিতের কুলিয়া-গ্রাম বলিয়া ভ্রান্ত হন। আমাদ-কোল, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ, গদখালির কোল প্রভৃতি প্রাচীন কুলিয়ার নাম-সমূহ আজও বর্ত্তমান সহরের স্থানে স্থানে সেই নিদর্শন রক্ষা করিতেছে। সাতকুলিয়া বা ধোপাদি-গ্রামকে কেহ কেহ কুলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হন। সাতকুলিয়া—গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীচৈতন্য-চরিতমহাকাব্য যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন,—কুলিয়া-গ্রাম গঙ্গার পশ্চিমতীরে অব-স্থিত। সাতকুলিয়ার পূর্ব্বে গঙ্গা ও তাহার পূর্ব্বে শ্রীমায়াপুর অবস্থিত না হওয়ায় সাতকুলিয়াকে 'কুলিয়া' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। বর্ত্তমান রামচন্দ্রপুর ক্যাকড়ার মাঠের পশ্চিমাংশে গঙ্গানদীর প্রাচীন খাত হওয়া আবশ্যক এবং তাহার পশ্চিমাংশে কুলিয়া-গ্রামের কোন নিদর্শন না থাকায় রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি স্থান মোদদ্রুমের অন্তর্গত বলিয়া সুধীগণ বিচার করিয়া থাকেন। ঈর্ষাপরায়ণ ভক্তিদ্বেষী সাহিত্যিকব্রুব কতিপয় ব্যক্তি পৈশুন্য-মূলে যে প্রাচীন নদীয়ার অবস্থান মীমাংসা করেন, উহার মূল্য অর্দ্ধ-কপর্দ্দকও নহে ॥ ৯৮ ॥

তিতি'—(ব্রজবুলি) ভিজিয়া, আর্দ্র হইয়া, সিক্ত হইয়া ॥ ১০০ ॥

রাজরাজেশ্বর-অভিমানে অভিষেক-কালে প্রভুর তাম্বূল-ভোজনাদি বিলাস-সহচর বস্তু-সমূহের গ্রহণ লক্ষ্য করিয়া

কোন ভক্ত নাচে, কেহ করে সঙ্কীর্ত্তন।
কেহ বলে 'জয় জয় শ্রীশচীনন্দন' ॥১০৪॥

তথায় অনুপস্থিত ভক্তগণকে প্রভুর আহ্বান, তাঁহাদের নিকট নৈবেদ্য চাহিয়া লইয়া ভক্ষণ ও তাঁহাদের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত বর্ণন—

কদাচিৎ যে ভক্ত না থাকে সেইস্থানে।
আজ্ঞা করি' প্রভু তারে আনান আপনে ॥১০৫॥
"কিছু দেহ' খাই" বলি' পাতেন শ্রীহস্ত।
যেই যাহা দেন, তাহা খায়েন সমস্ত ॥১০৬॥
খাইয়া বলেন প্রভু,—"তোর মনে আছে?
অমুক নিশায় আমি বসি' তোর কাছে ॥১০৭॥
বৈদ্যরূপে তোর জ্বর করিলাম নাশ।"
শুনিয়া বিহ্বল হই' পড়ে সেই দাস ॥১০৮॥

গঙ্গাদাসের খেয়াঘাটে বিপদ ও মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক বৃত্তান্ত-বর্ণন—

গঙ্গাদাসে দেখি' বলে—"তোর মনে জাগে?
রাজভয়ে পলাইস্ যবে নিশাভাগে? ১০৯॥
সর্ব্বপরিবার-সনে আসি' খেয়াঘাটে।
কোথাও নাহিক নৌকা, পড়িলা সঙ্কটে ॥১১০॥
রাত্রি শেষ হৈল, তুমি নৌকা না পাইয়া।
কান্দিতে লাগিলা অতি দুঃখিত হইয়া ॥১১১॥
মোর আগে যবনে স্পর্শিবে পরিবার।
গঙ্গা প্রবেশিতে মন হইল তোমার ॥১১২॥
তবে আমি নৌকা নিয়া খেয়ারির রূপে।
গঙ্গায় বাহিয়া যাই তোমার সমীপে ॥১১৩॥
তবে তুমি নৌকা দেখি' সন্তোষ হইলা।
অতিশয় প্রীত করি' কহিতে লাগিলা ॥১১৪॥
"আরে ভাই, আমারে রাখহ এইবার।
জাতি, প্রাণ, ধন, দেহ—সকল তোমার ॥১১৫॥
রক্ষা কর, পরিকর-সঙ্গে কর পার।
এক তঙ্কা, এক জোড় বখ্‌সীস্ তোমার ॥১১৬॥
তবে তোমা সঙ্গে পরিকর করি' পার।
তবে নিজ বৈকুণ্ঠে গেলাম আরবার।" ১১৭॥
শুনি' ভাসে গঙ্গাদাস আনন্দসাগরে।
হেন লীলা করে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দরে ॥১১৮
"গঙ্গায় হইতে পার চিন্তিলে আমারে।
মনে পড়ে, পার আমি করিল তোমারে।" ১১৯॥
শুনিয়া মূর্চ্ছিত গঙ্গাদাস পড়ি' যায়।
এই মত কহে প্রভু অতি অমায়ায় ॥১২০॥

ভক্তগণ-কর্ত্তৃক প্রভুর বিবিধ বিলাস-সেবা—

বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
চন্দন-মালায় পরিপূর্ণ কলেবর ॥১২১॥
কোন প্রিয়তম করে শ্রীঅঙ্গে ব্যজন।
শ্রীকেশ সংস্কার করে অতি প্রিয়তম ॥১২২॥
তাম্বূল যোগায় কোন অতি প্রিয় ভৃত্য।
কেহ বামে, কেহ বা সম্মুখে করে নৃত্য ॥১২৩॥

ভক্তগণ-কর্ত্তৃক বিবিধোপচারে প্রভুর সান্ধ্যসেবা—

এই মত সকল দিবস পূর্ণ হৈল।
সন্ধ্যা আসি' পরম কৌতুকে প্রবেশিল ॥১২৪॥
ধূপ-দীপ লইয়া সকল ভক্তগণ।
অর্চ্চন করিতে লাগিলেন শ্রীচরণ ॥১২৫॥
শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল, মন্দিরা, মৃদঙ্গ।
বাজায়েন বহুবিধ, উঠে নানা রঙ্গ ॥১২৬॥

যদি কেহ প্রভুর অনুকরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার অমঙ্গল অনিবার্য্য। প্রসাদী তাম্বূল মস্তকে ধারণ করাই মহাজনানুমোদিত পন্থা। প্রসাদ-ছলনায় তাম্বূল গ্রহণ করিয়া জীবের উৎকট ভোগ-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ প্রাকৃত সাহজিক হইবার পরিবর্ত্তে অসামান্য চাতুর্য্যানুসরণে বিলাস-সহচর-দ্রব্যাদির দ্বারা শারীরিক উত্তেজনা স্বীকার করেন না। (ভাঃ ১।১৭।৩৮ গৌড়ীয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য) ১০৩॥

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পূর্ব্ব ঘটনা—যাহা অপর কাহারও বিদিত ছিল না, তদ্বর্ণনমুখে প্রভু বলিলেন,—যে কালে যবনরাজের অত্যাচার-ভয়-নিবারণ-কল্পে গঙ্গার তীরে গিয়া নৌকার অপ্রাপ্তিতে তোমার বিষম বিপদ্ অনুভূত হইয়াছিল, তৎকালে আমি নৌকা লইয়া কর্ণধাররূপে তোমাকে গঙ্গা পার করিয়া দিয়াছিলাম। সেই সকল কথা তুমি ব্যতীত আর কেহই জানে না, কিন্তু আমি উহা অবগত আছি। গঙ্গাদাস ইহা শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া গড়াগড়ি দিলেন।

অমায়ায় বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র।
কিছু নাহি বলে, যত করে ভক্তবৃন্দ ॥১২৭॥
নানাবিধ পুষ্প সবে পাদপদ্মে দিয়া।
'ত্রাহি প্রভো' বলি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥১২৮॥
কেহ কাকু করে, কেহ করে জয়ধ্বনি।
চতুর্দ্দিগে আনন্দ-ক্রন্দনমাত্র শুনি ॥১২৯॥
কি অদ্ভুত সুখ হৈল নিশার প্রবেশে।
যে আইসে, সেই যেন বৈকুণ্ঠে প্রবেশে ॥১৩০॥
প্রভুর হইল মহা-ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ।
যোড়হস্তে সম্মুখে রহিল সর্ব্ব-দাস ॥১৩১॥

গৌরসুন্দরের স্বচ্ছন্দভাবে শ্রীচরণ-প্রসারিত করিয়া লীলায় অবস্থান—

ভক্ত অঙ্গে অঙ্গ দিয়া পাদপদ্ম মেলি'।
লীলায় আছেন গৌর-সিংহ কুতূহলী ॥১৩২॥
বরোন্মুখ হইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
যোড়হস্তে রহিলেন সব অনুচর ॥১৩৩॥
সাত-প্রহরিয়া-ভাবে সর্ব্ব জনে জনে।
অমায়ায় প্রভু কৃপা করেন আপনে ॥১৩৪॥

ভক্তরাজ শ্রীধরকে আনয়নার্থ প্রভুর আদেশ—

আজ্ঞা হৈল—"শ্রীধরেরে ঝাট গিয়া আন।
আসিয়া দেখুক মোর প্রকাশ-বিধান ॥১৩৫॥
নিরবধি ভাবে মোরে বড় দুঃখ পাঞা।
আসিয়া দেখুক মোরে ঝাট আন গিয়া ॥১৩৬॥
নগরের অন্তে গিয়া থাকিহ বসিয়া।
যে মোরে ডাকয়ে তারে আনিহ ধরিয়া ॥" ১৩৭॥
ধাইল বৈষ্ণবগণ প্রভুর বচনে।
আজ্ঞা লই' গেলা ত্বরা শ্রীধরভবনে ॥১৩৮॥

ভক্তবর শ্রীধরের আখ্যান—

সেই শ্রীধরের কিছু শুনহ আখ্যান।
খোলার পসার করি' রাখে নিজ প্রাণ ॥১৩৯॥
একবার খোলা-গাছি কিনিয়া আনয়।
খানি খানি করি' তাহা কাটিয়া বেচয় ॥১৪০॥
তাহাতে যে কিছু হয় দিবসে উপায়।
তার অর্দ্ধ গঙ্গার নৈবেদ্য লাগি' যায় ॥১৪১॥
অর্দ্ধেক সওদায় হয় নিজ প্রাণ রক্ষা।
এই মত হয় বিষ্ণু-ভক্তের পরীক্ষা ॥১৪২॥
মহাসত্যবাদী তেঁহো যেন যুধিষ্ঠির।
যার যেই মূল্য বলে, না হয় বাহির ॥১৪৩॥
মধ্যে মধ্যে যেবা জন তার তত্ত্ব জানে।
তাহার বচনে মাত্র দ্রব্যখানি কিনে ॥১৪৪॥
এই মত নবদ্বীপে আছে মহাশয়।
'খোলাবেচা' জ্ঞান করি' কেহ না চিনয় ॥১৪৫॥
চারি প্রহর রাত্রি নিদ্রা নাহি কৃষ্ণনামে।
সর্ব্বরাত্রি 'হরি' বলে দীর্ঘল আহ্বানে ॥১৪৬॥

শ্রীধরের সম্বন্ধে পাষণ্ডিগণের অক্ষজ-বিচার—

যতেক পাষণ্ডী বলে,—"শ্রীধরের ডাকে।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, দুই কর্ণ ফাটে ॥১৪৭॥

মায়াবদ্ধ জীবের সর্ব্বজ্ঞতা ধর্ম্মের অভাব আছে। প্রভু মায়াধীশ বলিয়া তাঁহার অজ্ঞেয় বা দুর্জ্ঞেয় কিছুই নাই ॥ ১২০ ॥

গৌরসিংহ আশ্চর্য্যজনক অভূতপূর্ব্ব লীলায় অবস্থিত থাকিয়া ভক্তভাব সঙ্গোপন করিয়াছিলেন। তাঁহার তাদৃশ অনুষ্ঠান কর্ম্মফল-বাধ্য বদ্ধজীবের ক্রিয়া নহে বলিয়াই 'লীলা' শব্দের প্রয়োগ ॥ ১৩২ ॥

খোলাগাছি—থোড় ॥ ১৪০ ॥

সওদা,—বাণিজ্যলব্ধ অর্থ, লভ্যাংশ।

তথ্য—"যস্যাহমনুগৃহ্লামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।" "ব্রহ্মন্, যমনুগৃহ্লামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্। যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে ॥" (—ভাঃ ১০।৮৮।৮ এবং ৮।২২।২৪ শ্লোকদ্বয়) ॥ ১৪২ ॥

থোড় বিক্রয়কারী শ্রীধর যে অলৌকিক চৈতন্যভক্ত, তাহা কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই ॥ ১৪৫ ॥

শ্রীধর নিশাকালের সকল সময় উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া পল্লীবাসিগণের নিদ্রা-সুখ-ভোগের ব্যাঘাত করিতেন। বর্ত্তমানকালে শুদ্ধভক্তগণের নামপ্রচারফলে বহির্ম্মুখ সাহিত্যিকম্মন্য জগৎ ভগবদ্ভক্তের শ্রীমুখোচ্চারিত নামকীর্ত্তন শুনিয়া যেরূপ বিরক্ত হয়, অসুবিধার কথা জানাইতে না পারিয়া তদ্রূপ নানাবিধ উপদ্রবও করে। কেহ

মহাচাষা-বেটা তাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি' মরে॥" ১৪৮॥
এই মত পাষণ্ডী মরয়ে মন্দ বলি'।
নিজ কার্য্য করয়ে শ্রীধর-কুতুহলী॥১৪৯॥
'হরি' বলি ডাকিতে যে আছয়ে শ্রীধর।
নিশাভাগে প্রেমযোগে ডাকে উচ্চৈঃস্বর॥১৫০॥

ভক্তগণের অর্দ্ধপথে শ্রীধরের সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণ এবং তদনুসরণে শ্রীধর-গৃহে উপস্থিতি—

অর্দ্ধপথ ভক্তগণ গেল মাত্র ধাঞা।
শ্রীধরের ডাক শুনে তথাই থাকিয়া॥১৫১॥
ডাক-অনুসারে গেলা ভাগবতগণ।
শ্রীধরেরে ধরিয়া লইলা ততক্ষণ॥১৫২॥
"চল চল মহাশয়, প্রভু দেখ গিয়া।
আমরা কৃতার্থ হই তোমা পরশিয়া॥" ১৫৩॥

মহাপ্রভুর আদেশ-শ্রবণে শ্রীধরের মূর্চ্ছা ও ভক্তগণের সন্তর্পণে প্রভুসমীপে শ্রীধরকে আনয়ন—

শুনিয়া প্রভুর নাম শ্রীধর মূর্চ্ছিত।
আনন্দে বিহ্বল হই' পড়িলা ভূমিত॥১৫৪॥
আথেব্যথে ভক্তগণ লইলা তুলিয়া।
বিশ্বম্ভর আগে-নিল আলগ করিয়া॥১৫৫॥

শ্রীধরের দর্শনে মহাপ্রভুর আনন্দ এবং শ্রীধরের প্রেমসেবা বর্ণন—

শ্রীধর দেখিয়া প্রভু প্রসন্ন হইলা।
"আইস, আইস, বলি' ডাকিতে লাগিলা॥১৫৬॥
বিস্তর করিয়া আছ মোর আরাধন।
বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলা জীবন॥১৫৭॥
এই জন্মে মোর সেবা করিলা বিস্তর।
তোমার খোলায় অন্ন খাই নিরন্তর॥১৫৮॥
তোমার হস্তের দ্রব্য খাইলুঁ বিস্তর।
পাসরিলা আমা সঙ্গে যে কৈলা উত্তর॥" ১৫৯॥

প্রভুর বিদ্যাবিলাস-কালে শ্রীধর-সহ বিবিধ রঙ্গ-বর্ণনচ্ছলে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ভক্তবৎসল ভগবানের ভক্তদ্রব্যে আগ্রহ ও অভক্তের দ্রব্যে উপেক্ষা বর্ণন—

যখন করিলা প্রভু বিদ্যার বিলাস।
পরম উদ্ধত-হেন যখন প্রকাশ॥১৬০॥
সেই কালে গূঢ়রূপে শ্রীধরের সঙ্গে।
খোলা কেনা-বেচা-ছলে কৈল বহু রঙ্গে॥১৬১॥

বা বিষয়-ফল-লাভের উদ্দেশে ইন্দ্রিয়-তর্পণ-বাসনায় লোক-প্রতারণা-কল্পে ভাগবত পাঠ ও ভগবৎকথা কীর্ত্তনমুখে অর্থোপার্জ্জন, সুর-তাল-মান-লয়-যোগে কীর্ত্তন-পারিপাট্য দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ প্রভৃতি অপকর্ম্ম করিবার যোগ্যতা ও শুদ্ধভক্তগণের সমতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমন্ত জনগণ তাঁহাদের কপটতা ও অসচ্চেষ্টারূপ খলতা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। ভগবদ্ভক্তগণের কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য—কৃষ্ণকে আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া নিজ মঙ্গল ও বহির্ম্মুখ জগতের কল্যাণ সাধন, আর কপটগণের উদ্দেশ্য—নামকীর্ত্তন, বক্তৃতা, পাঠ ও রসগান ছলনায় নিজ-জড়েন্দ্রিয়তর্পণ। সুতরাং অধোক্ষজ সেবক ও আধ্যক্ষিক ইন্দ্রিয়-তর্পণকামি-সম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় স্বর্গ-নরকের ভেদ বর্ত্তমান।

দীর্ঘল—দীর্ঘ + ল(অস্ত্যর্থে) দৈর্ঘ্যযুক্ত, দীর্ঘসাধ্য॥১৪৬॥

পাষণ্ডিগণ নামসঙ্কীর্ত্তনের তাৎপর্য্য অবগত না হওয়ায় বলিত,—দরিদ্র শ্রীধর উপার্জ্জনে অক্ষম হওয়ায় কোন প্রকারে স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদনাদি-নির্ব্বাহে অসমর্থ। সুতরাং সে অনাহারে সকল রাত্রি ভগবানকে বিরক্ত করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া সাধারণের শান্তি ভঙ্গ করে। এরূপ দুষ্কার্য্য শ্রীধরের ন্যায় অত্যন্ত অসভ্য ব্যক্তির শোভনীয় হইলেও রাত্রি জাগরণ দ্বারা ঐরূপ কীর্ত্তনের সমর্থন করা যাইতে পারে না॥ ১৪৭-১৪৮॥

গৌরসুন্দরের পার্ষদ শ্রীধর যেরূপ নির্ব্বোধ কপটগণের কুবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া হরিনাম-প্রচারে বিরত হন নাই, তদ্রূপ শ্রীধরদাসগণও শুদ্ধ-ভক্তি অবলম্বনে নাম-প্রচার-কার্য্যে অগ্রসর হইয়া ভগবৎসেবা-বিরোধী জড়-মদোন্মত্ত সম্প্রদায়ের নিকট নানাপ্রকারে আক্রান্ত হইলে তাহাতে তাঁহাদেরও কর্ণপাত করা কর্ত্তব্য নহে॥ ১৪৯॥

আলগ করিয়া—দৃঢ়তা পরিহারপূর্ব্বক, বিশেষ সন্তর্পণে॥ ১৫৫॥

প্রতিদিন শ্রীধরের পসারেতে গিয়া।
থোড়, কলা, মূল, খোলা আনেন কিনিয়া ॥১৬২॥
প্রতিদিন চারিদণ্ড কলহ করিয়া।
তবে সে কিনয়ে দ্রব্য অর্দ্ধমূল্য দিয়া ॥১৬৩॥
সত্যবাদী শ্রীধর যথার্থ মূল্য বলে।
অর্দ্ধমূল্য দিয়া প্রভু নিজ হস্তে তোলে ॥১৬৪॥
উঠিয়া শ্রীধর দাস করে কাড়াকাড়ি।
এই মত শ্রীধর-ঠাকুরের হুড়াহুড়ি ॥১৬৫॥
প্রভু বলে—"কেনে ভাই শ্রীধর তপস্বী।
অনেক তোমার অর্থ আছে হেন বাসি ॥১৬৬॥
আমার হাতের দ্রব্য লহ যে কাড়িয়া।
এতদিন কে আমি, না জানিস্ ইহা ॥" ১৬৭॥
পরমব্রহ্মণ্য শ্রীধর ক্রুদ্ধ নাহি হয়।
বদন দেখিয়া সর্ব্ব দ্রব্য কাড়ি লয় ॥১৬৮॥
মদনমোহন রূপ গৌরাঙ্গসুন্দর।
ললাটে তিলক শোভে ঊর্দ্ধ মনোহর ॥১৬৯॥
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল।
প্রকৃতি, নয়ন—দুই পরম চঞ্চল ॥১৭০॥
শুক্ল যজ্ঞ-সূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে।
সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যে-হেন কলেবরে ॥১৭১॥
অধরে তাম্বূল, হাসে শ্রীধরে চাহিয়া।
আরবার খোলা লয় আপনে তুলিয়া ॥১৭২॥
শ্রীধর বলেন,—"শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
ক্ষমা কর মোরে, মুঞি তোমার কুক্কুর ॥" ১৭৩॥

প্রভু বলে,—"জানি তুমি পরম চতুর।
খোলাবেচা-অর্থ তোমার আছয়ে প্রচুর ॥" ১৭৪॥
"আর কি পসার নাহি"—শ্রীধর যে বলে।
"অল্প কড়ি দিয়া তথা কিন' পাত-খোলে ॥" ১৭৫॥
প্রভু বলে,—"যোগানিয়া আমি নাহি ছাড়ি।
থোড়-কলা দিয়া মোরে তুমি লহ কড়ি ॥" ১৭৬॥
রূপ দেখি, মুগ্ধ হই' শ্রীধর যে হাসে।
গালি পাড়ে বিশ্বম্ভর পরম সন্তোষে ॥১৭৭॥
"প্রত্যহ গঙ্গারে দ্রব্য দেহ ত কিনিয়া।
আমারে বা কিছু দিলে মূল্যেতে ছাড়িয়া ॥১৭৮॥
যে গঙ্গা পূজহ তুমি, আমি তার পিতা।
সত্য সত্য তোমারে কহিল এই কথা ॥" ১৭৯॥
কর্ণে হস্ত দেই' শ্রীধর 'বিষ্ণু', 'বিষ্ণু' বলে।
উদ্ধত দেখিয়া তারে দেই পাত খোলে ॥১৮০॥
এই মত প্রতিদিন করেন কন্দল।
শ্রীধরের জ্ঞান—'বিপ্র পরম চঞ্চল' ॥১৮১॥
শ্রীধর বলেন—"মুঞি হারিলুঁ তোমারে।
কড়ি বিনু কিছু দিব, ক্ষমা কর মোরে ॥১৮২॥
একখণ্ড খোলা দিব, একখণ্ড থোড়।
একখণ্ড কলা-মূল, আরো দোষ' মোর ?" ১৮৩॥
প্রভু বলে,—"ভাল ভাল, আর নাহি দায়।"
শ্রীধরের খোলে প্রভু প্রত্যহ অন্ন খায় ॥১৮৪॥
ভক্তের পদার্থ প্রভু হেনমতে খায়।
কোটি হৈলেও অভক্তের উলটি' না চায় ॥১৮৫॥

শ্রীধরের মুখমণ্ডলে ক্রোধ না দেখিয়া ব্রহ্মণ্যদেব গৌরসুন্দর তাঁহার বিক্রেয় সকল দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইতেন অথবা ব্রহ্মণ্যদেব গৌরসুন্দরের সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া তৎকর্ত্তৃক বল পূর্ব্বক দ্রব্যাদি-গ্রহণসত্ত্বেও শ্রীধর ক্রুদ্ধ হইতেন না ॥ ১৬৮ ॥

প্রভুর নয়নদ্বয়ের স্বভাব অত্য[illegible]ল ছিল ॥ ১৭০ ॥

ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন—এই দশরূপে শ্রীঅনন্তদেব গৌর-নারায়ণের সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১৭১ ॥

প্রভু বলপূর্ব্বক শ্রীধরের দ্রব্য কাড়িয়া লইলে শ্রীধর বলিলেন,—"আমার নিকট হইতে না লইয়া অন্য দোকানদারের নিকট স্বল্প মূল্যে পাত খোলা ক্রয় করুন না কেন ?" ১৭৫ ॥

প্রভু তদুত্তরে বলিলেন,—"আমি যাহার নিকট হইতে প্রত্যহ দ্রব্যাদি গ্রহণ করি, তাহার নিকট হইতেই মূল্য দিয়া প্রত্যহ তাহা ক্রয় করিব।"

যোগানিয়া—সরবরাহকারী, প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব-পূরণকারী ॥ ১৭৬ ॥

শ্রীধর মহাপ্রভুর ভক্ত বলিয়া তাঁহার নিকট হইতেই মহাপ্রভু বলপূর্ব্বক অল্পমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিয়া শ্রীধরের সেবা

এই লীলা করিব চৈতন্য হেন আছে।
ইহার কারণে সে শ্রীধরে খোলা বেচে ॥১৮৬॥

বিষ্ণুবৈষ্ণবলীলা ভগবৎকৃপা ব্যতীত দুর্জ্ঞেয়—

এই লীলা লাগিয়া শ্রীধরে বেচে খোলা।
কে বুঝিতে পারে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা ॥১৮৭॥
বিনা প্রভু জানাইলে কেহ নাহি জানে।
সেই কথা প্রভু করাইলা সঙরণে ॥১৮৮॥

প্রভুর ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ ও তদ্দর্শনে শ্রীধরের মূর্চ্ছা—

প্রভু বলে—"শ্রীধর, দেখহ রূপ মোর।
অষ্টসিদ্ধি দান আজি করি' দেও তোর॥" ১৮৯॥
মাথা তুলি' চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর।
তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর ॥১৯০॥
হাতে মোহন বংশী, দক্ষিণে বলরাম।
মহাজ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান ॥১৯১॥
কমলা তাম্বূল দেই হাতের উপরে।
চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ আগে স্তুতি করে ॥১৯২॥
মহাফণী ছত্র ধরে শিরের উপরে।
সনক, নারদ, শুক দেখে স্তুতি করে ॥১৯৩॥
প্রকৃতিস্বরূপা সব যোড়হস্ত করি'।
স্তুতি করে চতুর্দ্দিকে পরমা সুন্দরী ॥১৯৪॥
দেখি' মাত্র শ্রীধর হইলা সুবিস্মিত।
সেইমত ঢলিয়া পড়িলা পৃথিবীত ॥১৯৫॥
"উঠ উঠ শ্রীধর"—প্রভুর আজ্ঞা হৈল।
প্রভুবাক্যে শ্রীধর সে চৈতন্য পাইল ॥১৯৬॥

শ্রীধরকে স্তব পাঠ করিতে মহাপ্রভুর আদেশ এবং শুদ্ধা সরস্বতীর কৃপায় শ্রীধরের গৌর-স্তুতি—

প্রভু বলে,—"শ্রীধর আমারে কর স্তুতি।"
শ্রীধর বলয়ে,—"প্রভু মুঞি মূঢ়মতি ॥১৯৭॥
কোন স্তুতি জানোঁ। মুঞি কি মোর শকতি।"
প্রভু বলে,—"তোর বাক্য-মাত্র মোর স্তুতি ॥" ১৯৮॥
প্রভুর আজ্ঞায় জগন্মাতা সরস্বতী।
প্রবেশিলা জিহ্বায়, শ্রীধর করে স্তুতি ॥১৯৯॥
"জয় জয় মহাপ্রভু, জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় জয় নবদ্বীপ-পুরন্দর ॥২০০॥
জয় জয় অনন্তব্রহ্মাণ্ডকোটি-নাথ।
জয় জয় শচীপুণ্যবতী-গর্ভজাত ॥২০১॥
জয় জয় বেদগোপ্য, জয় দ্বিজরাজ।
যুগে যুগে ধর্ম্ম পাল' করি' নানা সাজ ॥২০২
গূঢ়রূপে সাম্ভাইলা নগরে নগরে।
বিনা তুমি জানাইলে কে জানিতে পারে ॥২০৩॥
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, তুমি ভক্তি, জ্ঞান।
তুমি শাস্ত্র, তুমি বেদ, তুমি সর্ব্বধ্যান ॥২০৪॥
তুমি সিদ্ধি, তুমি ঋদ্ধি, তুমি ভোগ, যোগ।
তুমি শ্রদ্ধা, তুমি দয়া, তুমি মোহ, লোভ ॥২০৫॥
তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি অগ্নি, জল।
তুমি সূর্য্য, তুমি বায়ু, তুমি ধন, বল ॥২০৬॥
তুমি ভক্তি, তুমি মুক্তি, তুমি অজ, ভব।
তুমি বা হইবে কেন, তোমারই যে সব ॥২০৭॥

গ্রহণ করিতেন ; কিন্তু অভাব-রহিত ধনবান্ অভক্ত হইলে তাহার দিকে দৃষ্টিপাতও করিতেন না ॥ গীঃ ৯।২৬ এবং ভাঃ ৭।৯।১১ শ্লোক আলোচ্য ॥ ১৮৫ ॥

বিষ্ণু-বৈষ্ণবের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধারণ দৃষ্টিতে বোধ-গম্য হয় না। যাঁহাদের প্রতি ভগবানের কৃপা হয়, তাঁহারাই বিষ্ণু-বৈষ্ণবের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-সমূহের যাথার্থ্য অবগত হন ॥১৮৭॥

অষ্টসিদ্ধি—"অণিমা মহিমা মূর্ত্তের্লঘিমা প্রাপ্তি-রিন্দ্রিয়ৈঃ। প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তি প্রেরণমীশিতা ॥ গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি। এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ (—ভাঃ ১১।১৫।৪৫) অর্থাৎ শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন,—"হে সৌম্য, দেহের সিদ্ধি তিন প্রকার—'অণিমা,' 'লঘিমা,' ইন্দ্রিয়ের তত্তদধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে সম্বন্ধসিদ্ধি 'ব্যাপ্তি,' শ্রুতদৃষ্টবিষয়ে ভোগ-দর্শন সামর্থ্যসিদ্ধি 'প্রাকাম্য', মায়াশক্তির প্রেরয়িতাসিদ্ধি 'ঈশিতা' বিষয়ভোগে অসঙ্গসিদ্ধি 'বশিতা', কামনার বিষয়ীভূত সুখপ্রাপয়িতাসিদ্ধি 'কামাবসায়িতা'—এই অষ্টসিদ্ধি আমার স্বাভাবিকী "অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশীত্বঞ্চ তথা কামা-বসায়িতা ॥" (—নারদ পঞ্চরাত্র ২।৮।২) ॥ ১৮৯ ॥

প্রকৃতিস্বরূপা—স্বর্যোষিদ্‌গণ ॥ ১৯৪ ॥

পূর্ব্বে মোর স্থানে তুমি আপনে বলিলা।
'তোর গঙ্গা দেখ মোর চরণসলিলা॥' ২০৮॥
তবু মোর পাপ-চিত্তে নহিল স্মরণ।
না জানিল মুই তোর অমূল্য চরণ॥২০৯॥
যে তুমি করিলা ধন্য গোকুল-নগর।
এখনে হইলা নবদ্বীপ-পুরন্দর॥২১০॥
রাখিয়া বেড়াও ভক্তি শরীর-ভিতরে।
হেনভক্তি নবদ্বীপে হইল বাহিরে॥২১১॥
ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা জিনিল সমরে।
ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে॥২১২॥
ভক্তিযোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা।
ভক্তিবশে তুমি কান্ধে কৈলে গোপরামা॥২১৩॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটি বহে যারে মনে।
সে তুমি শ্রীদাম-গোপ বহিলা আপনে॥২১৪॥
যাহা হৈতে আপনার পরাভব হয়।
সেই বড় গোপ্য, লোকে কাহারে না কয়॥২১৫॥
ভক্তি লাগি' সর্ব্ব-স্থানে পরাভব পাঞা।
জিনিয়া বেড়াও তুমি ভক্তি লুকাইয়া॥২১৬॥
সে মায়া হইল চূর্ণ, আর নাহি লাগে।
হের দেখ সকল-ভুবনে ভক্তি মাগে॥২১৭॥
সে কালে হারিলা জন দুই চারি স্থানে।
এ কালে বান্ধিব তোমা সর্ব্ব জনে জনে॥" ২১৮।

শ্রীধরের স্তবপাঠে বৈষ্ণবগণের বিস্ময়—

মহা শুদ্ধা সরস্বতী শ্রীধরের শুনি'।
বিস্ময় পাইলা সর্ব্ব বৈষ্ণব-আগনী॥২১৯॥

শ্রীধরকে বর প্রার্থনা করিতে মহাপ্রভুর আদেশ ও শ্রীধরের উত্তর—

প্রভু বলে,—"শ্রীধর বাছিয়া মাগ বর।
অষ্ট সিদ্ধি দিমু আজি তোমার গোচর॥" ২২০॥
শ্রীধর বলেন—"প্রভু, আরো ভাঁড়াইবা?
থাকহ নিশ্চিন্তে তুমি, আর না পারিবা॥" ২২১॥
প্রভু বলে,—"দরশন মোর ব্যর্থ নয়।
অবশ্য পাইবা বর, যেই চিত্তে লয়॥" ২২২॥

বর-প্রার্থনা-প্রসঙ্গে শ্রীধরের গৌরদাস্য ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি, ঐশ্বর্য্যাদি উপেক্ষা এবং মহাপ্রভুর শ্রীধরকে ভক্তিযোগ প্রদান—

'মাগ মাগ' পুনঃ পুনঃ বলে বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর বলয়ে—"প্রভু, দেহ' এই বর॥২২৩॥
যে ব্রাহ্মণ কাড়ি' নিল মোর খোলাপাত।
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ॥২২৪॥

ভাঃ ১১৮।২১ ও ৮।১৯।২৮ শ্লোক আলোচ্য॥ ২০৮॥

ভক্তিযোগে ভীষ্ম ও যশোদা—(আদি ১৭।২৬ গৌড়ীয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য)॥ ২১২॥

ভক্তিযোগে সত্যভামা—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলাকালে একদিন দেবর্ষি নারদ দেবরাজপ্রদত্ত পারিজাত-হস্তে শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে রুক্মিণীর গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। নারদ পারিজাত পুষ্পটী শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দিলে ভগবান্ বাসুদেব উহা রুক্মিণীকে প্রদান করেন। তদ্দর্শনে নারদ রুক্মিণীর সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া 'তিনিই সমধিক [illegible] সোহাগিনী'—এই কথা জানাইলে সত্যভামার প্রেষ্যাগণ উহা সত্যভামার কর্ণগোচর করে। তাহাতে সত্যভামা অভিমানযুক্তা হইলে কৃষ্ণ তন্মন্দিরে গমন করেন এবং সত্যভামার মনোরঞ্জনার্থ সমগ্র পারিজাত বৃক্ষই সত্যভামার পুরীতে আনয়ন করিতে প্রতিশ্রুত হন। তৎকালে নারদ তথায় গমন পূর্ব্বক পুণ্যকব্রতের বিশেষ প্রশংসা করিলে সত্যভামা তদ্ব্রতানুষ্ঠানের অভিলাষ করেন। তৎপরে অমরাবতী হইতে পারিজাত বৃক্ষ আনয়ন পূর্ব্বক ব্রতবিধি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে পারিজাত-বৃক্ষে বন্ধন করিয়া নারদের নিকট সম্প্রদান করেন। (হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ৭৬ অধ্যায়)॥ ২১৩॥

ভক্তিযোগে শ্রীদাম—শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণকে আহ্বান করিয়া এক অভিনব ক্রীড়ার অভিলাষ করিলেন। এক পক্ষে রাম ও অপর পক্ষে কৃষ্ণ। তাঁহারা বাহ্য ও বাহকভাবে নানা ক্রীড়ার আচরণ করিতেন। সেই ক্রীড়ায় বিজেতৃগণ পরাজিতের স্কন্ধে আরোহণ করিতেন। কৃষ্ণ পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে এবং প্রলম্বাসুর বলদেবকে বহন করিতে লাগিলেন (ভাঃ ১০।১৮ অঃ দ্রষ্টব্য)॥ ২১৪॥

যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল।
মোর প্রভু হউক তাঁর চরণযুগল॥" ২২৫॥
বলিতে বলিতে প্রেম বাড়ায়ে শ্রীধরে।
দুই বাহু তুলি' কান্দে মহা-উচ্চৈঃস্বরে॥ ২২৬॥
শ্রীধরের ভক্তি দেখি' বৈষ্ণব-সকল।
অন্যোন্যে কান্দেন সব হইয়া বিহ্বল॥ ২২৭॥
হাসি' বলে বিশ্বম্ভর,—"শুনহ শ্রীধর।
এক মহারাজ্যে করোঁ তোমারে ঈশ্বর॥" ২২৮॥
শ্রীধর বলয়ে,—"মুঞি কিছুই না চাও।
হেন কর প্রভু যেন তোর নাম গাও॥" ২২৯॥
প্রভু বলে,—"শ্রীধর আমার তুমি দাস।
এতেক দেখিল তুমি আমার প্রকাশ॥২৩০॥
এতেকে তোমার মতি ভেদ না হইল।
বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল॥" ৩১॥

শ্রীধরের বর-প্রাপ্তিতে বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি—

জয় জয় ধ্বনি হৈল বৈষ্ণবমণ্ডলে।
শ্রীধর পাইল বর, শুনিল সকলে॥২৩২॥

বাহ্যদৃষ্টিতে চৈতন্যানুগ-গণের দারিদ্র্য মূর্খতাদি প্রতীতি—

ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য॥২৩৩॥

বিষয়ের পরিণাম ও বিষয়হীন শ্রীধরের সৌভাগ্যের পরতমত্ত্ব—

কি করিবে বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ, কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥২৩৪॥

আগনী— শ্রেষ্ঠ, অগ্রণী॥ ২১৯॥

বেদগোপ্য ভক্তিযোগ—আধ্যক্ষিক জ্ঞানিসম্প্রদায় বেদ-মন্ত্রের অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তি-দ্বারা নিজেন্দ্রিয়ভোগপর ব্যাখ্যান করিয়া থাকেন। বেদ-শাস্ত্র বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তি আশ্রয় করিয়া অযোগ্যগণের দৃষ্টি আবরণ করেন। যাঁহারা পরমসৌভাগ্যবন্ত, তাঁহারাই বেদের সর্ব্বত্র ভজনীয় বস্তু হরি—সম্বন্ধ, ভজন হরিভক্তি—অভিধেয়, হরিপ্রেমা—প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারেন। সাধারণ মূঢ়গণ বেদশাস্ত্রে কর্ম্মকাণ্ড-বিচার অর্থাৎ ফলভোগবাদ লক্ষ্য করেন। কেহ বা অহঙ্কার-তাড়িত হইয়া মায়াবাদাশ্রয়ে উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার-বৈচিত্র্য বিলোপ করিয়া নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানবাদ স্থাপনপূর্ব্বক ভক্তিযোগের উদ্দেশলাভে অকৃতকার্য্য হন। ভগবান্ যাঁহার প্রতি কৃপা করেন, মূর্ত্তবেদ তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিযোগ উদয় করান। ভক্তিযোগ-লাভই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" এই কঠোপনিষদ্ বাণীর সার্থকতা প্রতিপন্ন হইল। তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং (—শ্বেতাশ্ব, ৫।৬)। বেদবিধি-অগোচর, রতনবেদীর পর, ভজ নিতি কিশোর-কিশোরী (—প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা)। গীঃ ১৮।৬৪-৬৬ এবং ভাঃ ২।২।৩৪ শ্লোক আলোচ্য॥ ২৩১॥

আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে অর্থাৎ বাহ্য পরিচয়ে বৈষ্ণবের স্বরূপ চিহ্নিত করা অসম্ভব। অধিক ধন থাকিলেই যে তাঁহার অধিক বৈষ্ণবতা হইবে—এরূপ নহে। বহুলোক সংগ্রহ করিতে পারিলেই যে তিনি অধিক বৈষ্ণব হইবেন—এরূপ নহে। শাস্ত্রাদিতে অধিক -পাণ্ডিত্য থাকিলেই যে তিনি বিষ্ণুভক্ত হইবেন—এরূপ নহে। শ্রীচৈতন্যের দাসগণের অধিক ধনের পরিচয় না থাকিতে পারে, অধিক লোক-সংগ্রহের পরিচয় না থাকিতে পারে, অধিক তর্কবিতর্কাত্মক পাণ্ডিত্যের অধিকার না থাকিতে পারে। কিন্তু সেই সকল বিষয়ে তাঁহারা কেন উদাসীন, তাহা বুঝিবার অধিকার সাধারণের নাই। শ্রীচৈতন্য-সেবাকেই তাঁহারা ধন, জন, পাণ্ডিত্যাপেক্ষা বহুমানন করেন; সুতরাং তাঁহাদের গৌরব, মহিমা ও শ্রেষ্ঠতা লোক-নয়নের গোচরীভূত হইবার সম্ভাবনা নাই॥ ২৩৩॥

সাধারণ অভাবগ্রস্ত জনগণ মনে করেন যে, বিদ্যা, ধন, রূপ, কীর্ত্তি, বংশমর্য্যাদা—সকলই প্রয়োজন-তত্ত্ব। কিন্তু "জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্"—এই ভাগবতপদ্যের আলোচনাভাবে প্রাপঞ্চিক উন্নতিকামী এই সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া ভ্রান্তিবশে বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ ও কুল প্রভৃতি বৃদ্ধি হউক—এইরূপ বাসনা করেন। সুতরাং তাঁহাদের মন্দভাগ্যে— চৈতন্যদাসের অলৌকিক লোভ স্থান পায় না। ভা ১০।১০।৮ এবং ১০।৭৩।১০ ও কঠোপনিষৎ ১।২।৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য॥ ২৩৪॥

কলা মুলা বেচিয়া শ্রীধর পাইলা যাহা।
কোটিকল্পে কোটীশ্বর না দেখিবা তাহা ॥২৩৫॥
অহঙ্কার-দ্রোহমাত্র বিষয়েতে আছে।
অধঃপাত-ফল তার না জানয়ে পাছে ॥২৩৬॥

আপাত-প্রতীতিবশে বৈষ্ণব-দর্শন করিতে গিয়া দোষ-দর্শনে দুর্গতি—

দেখি' মুর্খ দরিদ্র যে সুজনেরে হাসে।
কুম্ভীপাকে যায় সেই নিজ কর্ম্মদোষে ॥২৩৭॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি, দেখয়ে দুর্গতি ॥২৩৮॥
খোলাবেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্ট-সিদ্ধিকে উপেক্ষি' ॥২৩৯॥
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ ॥২৪০॥
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে ॥২৪১॥

৪৩২০০০০ সৌরবর্ষে এক মহাযুগ হয়। তাদৃশ সহস্র মহাযুগে এক কল্প হয়। তাদৃশ কালের কোটিগুণ কালাভ্যন্তরে কোটি কোটি ঐশ্বর্য্যের অধিকারীর যে বস্তু দুর্লভ, তাহাই সামান্য থোড় কলা ব্যবসায়ী দরিদ্র বিপ্র-কুলোদ্ভুত শ্রীধর লাভ করিলেন ॥ ২৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবা জীবমাত্রেরই একমাত্র বিষয়। কৃষ্ণেতর বস্তু বিষয়-ভোগ যাহাদের প্রবল, তাহারা অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ভক্তিবিদ্বেষী হয়। বিষয়ে লুব্ধ-চিত্ত ব্যক্তি পরবর্ত্তিকালে অধঃপতন লাভ করে। এজন্যই ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন যে, ফলভোগবাদ—কর্ম্মকাণ্ড ফলত্যাগবাদ—জ্ঞানকাণ্ড। দুইটিই—বিষভাণ্ড। যাহাদের ঐ বিষদ্বয়ভক্ষণে প্রবল রুচি, তাহাদের জীবন অধঃপতিত হয়। কর্ম্মকাণ্ডরত জনগণ ইন্দ্রিয়-তর্পণ-বাসনায় বিষয়ের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া জন্ম-জন্মান্তর লাভ করেন এবং স্বর্ণ-পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া তাৎকালিক ইন্দ্রিয়-তর্পণে কৃষ্ণসেবা-বৈমুখ্য সংগ্রহ করেন। উহাই জীবের অধঃপতনরূপ অনাত্মবুদ্ধি ॥ ২৩৬ ॥

যাঁহারা ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত হইয়া মত্ততা বশতঃ বৈষ্ণবের জাগতিক পাণ্ডিত্যের ও জাগতিক ঐশ্বর্য্যের অভাব দর্শন করেন এবং তাদৃশ অভাব দর্শনে উপহাস করেন, তাঁহারা নিজ কর্ম্মফলে কুম্ভীপাক-নরকে নিষ্পেষিত হন। "যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম। করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থধর্ম্মযশঃসুতাঃ॥ নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে॥ হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥ স্কান্দে ॥ ২৩৭ ॥

মূঢ়জনগণ লৌকিক-জ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া বৈষ্ণব চিনিতে পারে না। বৈষ্ণবের সকল সিদ্ধি করতলগত, কিন্তু তিনি সিদ্ধিগুলির প্রতি উদাসীন। সুতরাং মূঢ়-দর্শনে তিনি সর্ব্বতোভাবে দুর্গত ও ক্লিষ্ট বলিয়া লক্ষিত হন ॥ ২৩৮ ॥

যে অষ্টসিদ্ধি, ফলকামী ইন্দ্রিয়পরায়ণব্যক্তির পরম আদরণীয় মৃগ্য বস্তু, তাহাকে অনায়াসে পদদলিত করিয়া লোক-দৃষ্টিতে দরিদ্র শ্রীধর ভক্তিযোগরূপ বর লাভ করিলেন। অপুনর্ভব, যোগসিদ্ধি, বসাধিপত্য, পারমেষ্ঠ্য প্রভৃতি সম্পদ—অনাত্মানুভবকারী জনগণেরই প্রার্থনীয়, কিন্তু আত্মবিদের চরণাশ্রিত বৈষ্ণবের তাদৃশ প্রার্থনার অকিঞ্চিৎকরতোপলব্ধি সহজধর্ম্ম। যাহারা শ্রীধরের লীলা আলোচনা করিতে সুযোগ পান, তাঁহারা এই সকল কথার প্রকৃষ্ট নিদর্শন লাভ করেন ॥ ২৩৯ ॥

ভজনপরায়ণ ভক্তের বাহিরে ঐশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে অভাব, স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তে অস্বাস্থ্য, ধনের পরিবর্ত্তে দারিদ্র্য, পাণ্ডিত্যের পরিবর্ত্তে মূর্খতা দেখিয়া, কর্ম্মফলবাদীর ন্যায় বৈষ্ণবও নানাবিধ অভাবপীড়িত এবং ব্যবহারিক কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-বিশিষ্ট মনে করিয়া যাঁহারা বৈষ্ণবগণকে 'দুঃখী' জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে মতিভ্রষ্ট জানিতে হইবে।

কায়স্থকুলাব্জ-ভাস্কর-পরিচয়ে পরিচিত শ্রীদাস গোস্বামী প্রভুও কোন দিনই ব্যবহারিক দুঃখে দুঃখিত হইয়া সৌজন্য পাণ্ডিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিতের অসম্মান করেন নাই। দবিরখাস ও সাকরমল্লিক যবনাধিকারীর ভৃত্য-কার্য্য করায় ব্যবহারিক দুঃখে দুঃখিত না হইয়া শ্রীচৈতন্য-চরণ-সেবায় মগ্ন ছিলেন বলিয়া আধ্যক্ষিকগণ তাঁহাদিগকে 'ব্যবহার-দুঃখ-পীড়িত' বলিয়া মনে করে।

ভাগবত পড়িয়াও কা'রো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যাইবেক নাশ ॥২৪২॥

শ্রীধরের বরপ্রাপ্তি-আখ্যানের ফলশ্রুতি—

শ্রীধর পাইল বর করিয়া স্তবন।
ইহা যেই শুনে, তা'রে মিলে প্রেমধন ॥২৪৩॥

বৈষ্ণবনিন্দাবিহীনের কৃষ্ণকৃপা সুলভ—

প্রেম-ভক্তি হয় প্রভু-চরণারবিন্দে।
সেই কৃষ্ণ পায়, যে বৈষ্ণব নাহি নিন্দে ॥২৪৪॥
নিন্দায় নাহিক কার্য্য, সবে পাপ-লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা মহা-মহা-ভাগ ॥২৪৫॥

ঠাকুর হরিদাস যবন-কুলোদ্ভূত হওয়ায় এবং ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত সুবর্ণবণিক্-কুলে উদ্ভূত হওয়ায় কোন দিনই ব্যবহারিক দুঃখে দুঃখিত ছিলেন না। তাঁহারা সর্ব্বদাই হরিসেবানন্দে ব্যস্ত থাকায় দুঃখ-ভাব পীড়িত জনগণের ন্যায় দুঃখাভিভূত হইবার অবকাশ পান নাই।

যাহা যাহা কর্ম্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডিগণের বিচারে দুঃখ বলিয়া অনুমিত হয়, তৎসমস্তে কৃষ্ণের অভিপ্রায়োত্থ সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলে উহা পরানন্দসুখের কারণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ" শ্লোকের অবতারণা করিয়া সুখ-দুঃখ-মিশ্র-সোপানে অস্মিতা-স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। আত্মবিদের অনাত্ম-প্রতীতিজনিত দুঃখের আবাহন-সম্ভাবনা নাই ॥ ২৪০ ॥

আধ্যক্ষিক-জ্ঞান শ্রুতিকথিত বিদ্যা-ভেদ বুঝিতে অসমর্থ। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব—এই বেদ-চতুষ্টয়, বেদানুগ বিবিধ শাস্ত্রসমূহ এবং আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ ও শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ প্রভৃতিকে যাঁহারা লৌকিক ভোগতাৎপর্য্যে নিযুক্ত করেন, তাঁহারাই অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তির আশ্রয়ে অপরা-বিদ্যানুশীলনের পক্ষপাতী। আর যাঁহারা অপরাবিদ্যার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তির অনুগমন করেন, তাঁহারা পরবিদ্যার সেবক-সূত্রে বিদ্যা-মদে আচ্ছন্ন হন না। যাঁহারা অণিমাদি-সিদ্ধি-সমূহের লাভে উৎকণ্ঠিত-চিত্ত, সেই অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণই ধনমদে ব্যস্ত। ধনাদির বিনিময়ে ইন্দ্রিয়জ সুখ লাভ ঘটে, তাদৃশ ইন্দ্রিয়সমূহ ক্ষণ-ভঙ্গুর ও পূর্ণ বিনিময়-গ্রহণে অসমর্থ। তজ্জন্য ভক্তিপথের পথিক বৈষ্ণবগণ বিদ্যা, ধন, রূপ, যশঃ ও কুলমদে অন্ধ হইয়া ঐ সকল বিষয়ানুসন্ধানে আত্ম-নিয়োগ করেন না। কিন্তু মন্দভাগ্য, অভাবগ্রস্ত, ত্রিগুণ-তাড়িত, মায়া-দ্বারা বিক্ষিপ্ত-চিত্ত ও আবৃত বদ্ধজীবগণ বাহ্য-পরিচয়ে সুনিপুণ অভিমান পূর্ব্বক বিষয়-মদান্ধ হইয়া বৈষ্ণবের অতীব উচ্চ পদবীর মহিমা বুঝিতে পারে না। তাহারা মনে করে যে, বিষ্ণু-ভক্তগণ যেহেতু তাহাদের ন্যায় বিষয়-মদান্ধ নহেন, সুতরাং নির্ব্বোধ: এইরূপ মনে করিয়া তাহারা বৈষ্ণবগণকে সম্মানের পাত্র না জানিয়া নিজাপেক্ষা হীন জ্ঞান করে। তাহাদের নির্ম্মল জীবাত্ম-বৃত্তিতে কোন দোষ-স্পর্শের সম্ভাবনা না থাকিলেও ঔপাধিক অজ্ঞান মদোন্মত্ততা তাহা-দিগকে সকল বিষয়েই দোষী করে। ঐ বেচারাদের দোষ নাই,—দোষ কেবল তাহাদের বুদ্ধির অবিশুদ্ধতার ॥ ২৪১ ॥

অনেকে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়ের আনুগত্যে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা না করিয়া বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ ও কুল-মানের লালসায় প্রমত্ত জনের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া ভক্তি-বিদ্বেষ-মূলক বিচার অবলম্বন করেন। শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের আনুগত্যাভাবে সাত্ত্বিক অধিষ্ঠানে চৈতন্যদাস্য হারাইয়া তাঁহারা বৈষ্ণব গুরুর অসম্মান করিয়া বসেন। তাঁহার ফলে তাঁহাদের ভক্তিহীনতা প্রকাশিত হয় ও বৈষ্ণবের উপদেশক বলিয়া অহঙ্কার জন্মে। তাঁহারা সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাবদর্শনাভাবে বিশ্বকে নিরানন্দময় দর্শন করেন; তখন অহঙ্কার পোষণ করিতে গিয়া হিংসামূলে আপনাকে ভাগবতের উপদেশক, মহদাত্ম-গুরু-বেশে দীক্ষা-ছলনা প্রভৃতি ভক্তিহীন কার্য্য-সমূহের আবাহন করিয়া বসেন। কিন্তু বৈষ্ণব-গুরুর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলে স্বাভাবিক দৈন্যবশে এবং নিজের তৃণাদপি সুনীচতা উপলব্ধিক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে এবং উপদেশদানে যোগ্যতা হয়। শ্রীচৈতন্য-করুণা-কটাক্ষ কণ-লব্ধ জীব বিশ্ব নিত্যা-নন্দময় দর্শন করেন। নিত্য বৈষ্ণবদাস ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগ-বতের অধ্যাপকতা অপরা বিদ্যায় পারঙ্গত জনগণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অপরা বিদ্যাশ্রিত জনগণ ভাগবতের অধ্যা-পক অভিমান করিয়া ভাগবতদাস হইবার পরিবর্ত্তে

অনিন্দুক হই' যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে ॥২৪৬॥

গ্রন্থকারের স্বাভাবিক দৈন্য-জ্ঞাপন—

বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই নমস্কার।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ হউক প্রাণ মোর ॥২৪৭॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥২৪৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীধরচরিবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

ভাগবতগণের প্রভু-অভিমানে উদবত্তরী হইয়া পড়ে। তাহারা ব্যবসায়কেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া নানাবিধ ভক্তিবিরোধী অনুষ্ঠানকেই নিত্যানন্দানুগত্য বলে; কিন্তু সর্ব্বতোভাবে উহাই নিত্যানন্দ নিন্দা ॥ ২৪২ ॥

যিনি ভাগবত-বৈষ্ণবের নিন্দা করেন না, যিনি বৈষ্ণবকে 'শ্রীগুরুদেব' বলিয়া জানেন, বিষ্ণুভক্তিরহিতবাহ্য-পরিচয়ে পরিচিত গুরুব্রুবগণের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করেন, তাহাদের কদর্য্যানুষ্ঠানের বহুমানন করেন না এবং জগতের কল্যাণ-কামনায় এ সকলের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করেন, তাদৃশ ব্যক্তির শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মে শুদ্ধভক্তি-লাভ হয় এবং গৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণচরণ লভ্য হইয়া থাকে ॥ ২৪৪ ॥

মহাভাগ্যবন্ত বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুভক্তিরই প্রশংসা করেন, তাঁহারা কখনও ভক্তির নিন্দা করেন না। যে-সকল কপট দ্বিজিহ্ব শঠ অবৈষ্ণবতা-পরিহারকে 'নিন্দা' বলিয়া লোক প্রতারণা করে, তাহারা পাপে প্র- 'জীবে দয়া' বলিয়া যে ভক্তির অনুষ্ঠান, তাহাতে তাহাদের রুচি নাই। বিষ্ণুভক্তিহীনতা হইতে লোকসমূহকে মুক্ত করিবার জন্য যে অনুষ্ঠান, তাহাকে 'নিন্দা' বলিয়া মনে করা পাপ। তাদৃশ পাপিগণ পক্ষান্তরে পাপের প্রশংসা করায় বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়া ফেলে। সুতরাং সুকৃতিসম্পন্ন বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবের নিন্দা করেন না। তাঁহারা পাপিষ্ঠ নহেন। যাহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলায়, তাহারা বৈষ্ণবব্রুব, সুতরাং মন্দভাগ্য ও পাপী ॥ ২৪৫ ॥

বৈষ্ণবাপরাধ অর্থাৎ সাধুনিন্দা-বর্জ্জিত হইয়া নিরপরাধে একবার কৃষ্ণনামউচ্চারণ করিলে অনায়াসে তাঁহার কৃষ্ণানুগ্রহ লাভ ঘটে এবং তিনি মায়িক নির্ব্বুদ্ধিতা হইতে পরিত্রাণ পান। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবা ব্যতীত কাহারও বৈষ্ণবের দাস্য করা সম্ভবপর হয় না ॥ ২৪৬ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়

দশম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পূর্ব্বাধ্যায়বর্ণিত মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ-লীলার পরিশিষ্ট, মহাপ্রভু কর্ত্তৃক মুরারিকে সপরিকর রামরূপ প্রদর্শন ও বরদান, হরিদাসের মহিমা কী[illegible] হরিদাসের গৌর-স্তুতি, অদ্বৈতের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কথন, গীতার পাঠ পরিবর্ত্তন, ভক্তগণকে বিবিধ বরদান, মুকুন্দকে উপেক্ষা ও কৃপা, ভক্তির প্রভাব বর্ণন, নারায়ণীর আখ্যান এবং নিত্যানন্দ-মহিমা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীধরকে বর-প্রদানের পর মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে তিনি নিজাভীষ্ট-সিদ্ধির কথা জানাইয়া প্রকাশ্যে কোন বর চাহিলেন না। মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তকে সপরিকর শ্রীরামরূপ প্রদর্শন এবং তদীয় স্বভাব জ্ঞাপন করিলে মুরারি নিজ হনুমৎস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন, পরে মহাপ্রভুর বাক্যে সংজ্ঞা-লাভ করিয়া প্রভু-আদেশে চৈতন্য ও তদীয় নিজ-জনগণের নিত্যদাস্য, চৈতন্যচরণস্মৃতি এবং গৌরগুণগানে সামর্থ্যরূপ

বর প্রার্থনা করিলেন। প্রভু মুরারিকে বর দিয়া বলিলেন যে, মুরারির নিন্দাকারী ব্যক্তির কোটিগঙ্গাস্নান এবং হরি-নামেও নিস্তার নাই। অতঃপর তিনি 'মুরারিগুপ্ত' নামের অর্থ প্রকাশ করিলেন।

মহাপ্রভু হরিদাসকে নিজরূপ দর্শন করিতে আদেশ দিয়া বলিলেন যে, হরিদাস মহাপ্রভুর নিজদেহ অপেক্ষা অধিক, হরিদাসের জাতিই মহাপ্রভুর জাতি। হরিদাসের দুঃখ দর্শনে তিনি সুদর্শন-হস্তে বৈকুণ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হরিদাস উৎপীড়কগণেরও কল্যাণ কামনা করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই সঙ্কল্প-প্রভাবে সুদর্শনও নিরস্ত হইয়া গেল এবং হরিদাসের অঙ্গের সকল প্রহার মহাপ্রভু নিজ-অঙ্গে ধারণ করিলেন। সেইসকল প্রহারচিহ্ন মহাপ্রভু নিজ অঙ্গে প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, হরিদাসের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়াই তিনি শীঘ্র শীঘ্র অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভক্তাধীন কৃষ্ণ ভক্ত ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। তাদৃশ ভক্তবৎসল কৃষ্ণের নামে অপ্রীতি—দুর্দ্দৈবের ফলমাত্র। প্রভুর অপার কৃপার কথা শ্রবণে হরিদাস মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভুর বাক্যে সংজ্ঞালাভ করিলেও তিনি অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, প্রভুর রূপদর্শন আর হইল না। হরিদাস অতিদৈন্যভরে মহাপ্রভুর স্তুতিমুখে বলিলেন যে, দয়াল গৌরসুন্দর নিজচরণস্মরণকারী কীটকেও কখনও ত্যাগ করেন না, পরন্তু তাঁহার অন্যথাকারী রাজচক্রবর্ত্তীরও সর্ব্বনাশ বিধান করেন। এতৎ-প্রসঙ্গে দ্রৌপদী, প্রহ্লাদ, দুর্ব্বাসাশাপ-ভীত যুধিষ্ঠির এবং অজামিলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া হরিদাস গৌরসুন্দরের শরণাগতবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা খ্যাপন করিলেন। হরিদাস নিজের সর্ব্বপ্রকার অযোগ্যতা প্রকাশ পূর্ব্বক, চৈতন্যদাস-গণের উচ্ছিষ্টে তাঁহার রুচি হউক, তাহাই জন্মে জন্মে তাঁহার একমাত্র সাধনভজন হউক, এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে ভক্তঘরে কুক্কুর করিয়া রাখুন,—এই মাত্র বর প্রার্থনা করিলেন। হরিদাসের শরীরে মহাপ্রভুর নিরন্তর অবস্থান। হরিদাসের তিলার্দ্ধেক সঙ্গকারী এবং হরিদাসে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির অবশ্যই চৈতন্যচরণপ্রাপ্তি সুলভ,—এই বলিয়া মহাপ্রভু হরিদাসকে বিষ্ণুবৈষ্ণবাপরাধশূন্য শুদ্ধ-ভক্তি-বর প্রদান করিলেন। ভক্তমহিমা-শ্রবণে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়—ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের উপদেশ। হরিদাস কাহারও মতে ব্রহ্মা, কাহারও মতে প্রহ্লাদদেবপ্রকাশ। তাঁহার সঙ্গ—ব্রহ্মা-শিবাদিরও বাঞ্ছনীয়, তাঁহার স্পর্শ—গঙ্গারও কাম্য। অধিক কি,—হরিদাস-দর্শনেই অনাদি কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয়। বৈষ্ণবের সর্ব্বোত্তমতা স্থাপন করিবার জন্যই বৈষ্ণবগণ কখনও কখনও নীচ-কুলে জন্মগ্রহণ লীলা প্রকাশ করেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতকে তাঁহার পূর্ব্ব মনোভাব স্মরণ করাইয়া দিয়া অদ্বৈতের গীতা অধ্যাপনায় সর্ব্বত্র ভক্তিব্যাখ্যা, কোন কোন শ্লোকের ভক্তি-পর অর্থের অপ্রতীতিতে উপবাস, স্বপ্নে মহাপ্রভুর দর্শনদান এবং পাঠ ও যথাযোগ্য অর্থ বর্ণন করিয়া উপবাসে নিষেধ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিলেন, এবং 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ' শ্লোকের পাঠ সংশোধন করিয়া দিলেন। চৈতন্যের গুপ্তশিষ্য আচার্য্য বলিলেন, চৈতন্য যে তাঁহার প্রভু—ইহাই তাঁহার পরম মহত্ত্ব। চৈতন্যের মহামহেশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি মহাবিষ্ণুর অবতার অদ্বৈতকে স্বতন্ত্রজ্ঞানে সেবা করে, সে বস্তুতঃ অদ্বৈতচরণে অপরাধী, তাহার দশাননের ন্যায় পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। যাঁহার অদ্বৈতে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য চৈতন্যদাস-বুদ্ধি, তিনিই প্রকৃত অদ্বৈতভক্ত বৈষ্ণব এবং কৃষ্ণচরণলাভের অধিকারী—ইহা অদ্বৈতের শ্রীমুখের কথা। মহাপ্রভু সমবেত ভক্তগণকে যথাপ্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। মুকুন্দ এতাবৎ কাল বাহিরেই অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীবাস মুকুন্দের জন্য কৃপা ভিক্ষা করিলে, মহাপ্রভু জানাইলেন যে, মুকুন্দ তাঁহার দর্শনলাভে অনধিকারী। কারণ, মুকুন্দ সকল সম্প্রদায়েই মিশিয়া তত্তৎ সম্প্রদায়ের ভাব গ্রহণ করে। তাহার মতির স্থিরতা ও ভক্তিনিষ্ঠা নাই। সে 'খড়-জাঠিয়া'—কখনও দন্তে 'খড়' ধারণ করে, আবার কখনও 'জাঠি' মারে। ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করাই ভগবানের অঙ্গে 'জাঠি'-আঘাত। এই কথা শুনিয়া মুকুন্দ সেই দিনই দেহত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়া শ্রীবাস-দ্বারা মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কখনও দর্শন পাইবেন কিনা। তদুত্তরে কোটিজন্ম পরে দর্শন মিলিবে জানিতে পারিয়া মুকুন্দ আনন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতে থাকিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া তাঁহার সকল

অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং নিজ পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক বলিলেন,—"মুকুন্দের জিহ্বায় তাঁহার নিত্য অধিষ্ঠান।" ইহাতে মুকুন্দ ভক্তিশূন্যতার জন্য নিজকে ধিক্কার দিয়া ভক্তি-যোগের প্রভাব ও ভক্তিহীনতার ভয়াবহ পরিণাম সদৃষ্টান্ত বর্ণন করিলেন। মুকুন্দের খেদ-দর্শনে লজ্জিত বিশ্বম্ভর নিজ ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, বেদোক্ত যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ডের ফলস্বরূপ সর্ব্ব-কর্ম্মবন্ধন-মোচনে নিজেরই একমাত্র প্রভুত্ব এবং মথুরাবাসী অভক্ত রজকের ভাগ্যহীনতার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার সকল অবতারে মুকুন্দ তাঁহার গায়ন হইবেন বলিয়া মুকুন্দকে বর দিলেন। শ্রীবাসের গৃহে মহাপ্রভু এইরূপ দিন দিন বিবিধ লীলা প্রকাশ করিলেও, ভক্তিহীন ভাগ্যহীন কর্ম্মি-জ্ঞানি-অন্যাভিলাষিগণের সেই সকল দর্শনসৌভাগ্য ঘটে নাই। একমাত্র চৈতন্যদাসগণেরই ভক্তিযোগপ্রভাবে এতদ্দর্শনে অধিকার। তাহার প্রমাণ—শ্রীবাসের দাস-দাসীগণ। চৈতন্যের লীলা—নিত্য চৈতন্যকৃপাপ্রাপ্তগণ এখনও অনুভব করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু আপনার মধ্যে ভক্তগণকে স্ব-স্ব-ইষ্টরূপ প্রদর্শন করিয়া নিজ অবতারিত্ব জানাইয়া থাকেন।

মহাপ্রভু ভক্তগণকে নিজ গলার মালা ও চর্ব্বিত তাম্বূল-প্রসাদ বিতরণ করিলেন। তাঁহার ভোজনের অবশিষ্ট শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী পাইলেন। নারায়ণী মহা-প্রভুর 'অবশেষ পাত্রী' বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধা। তিনি বালিকা-বয়সেও প্রভুর আদেশে কৃষ্ণপ্রেমানন্দে ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

অতঃপর গ্রন্থকার শ্রীমন্নিত্যানন্দ-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া অধ্যায় সমাপ্ত করেন।

মোর বঁধুয়া। গৌরগুণনিধিয়া॥ ধ্রু॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জয় নিত্যানন্দ অনাদি-ঈশ্বর॥১॥

মহাপ্রভুর অদ্বৈতকে বর-প্রার্থনায় আদেশ ও আচার্য্যের উত্তর—

হেনমতে প্রভু শ্রীধরেরে বর দিয়া।
'নাড়া নাড়া নাড়া' বলে মস্তক ঢুলাইয়া॥২॥
প্রভু বলে,—"আচার্য্য! মাগহ নিজ কার্য্য।"
"যে মাগিলুঁ, তা' পাইলুঁ" বলয়ে আচার্য্য॥৩॥
হুঙ্কার করয়ে জগন্নাথের নন্দন।
হেন শক্তি নাহি কারো বলিতে বচন॥৪॥

প্রভুর মহাপ্রকাশে গদাধরাদির সময়োচিত বিবিধ সেবা—

মহাপরকাশ প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
গদাধর যোগায় তাম্বূল, প্রভু খায়॥৫॥
ধরণী-ধরেন্দ্র নিত্যানন্দ ধরে ছত্র।
সম্মুখে অদ্বৈত-আদি সব মহাপাত্র॥৬॥

মহাপ্রভুর মুরারি গুপ্তকে নিজ লীলাময় বৈচিত্র্য ও তদীয় অভীষ্ট-দেবতা সপরিকর শ্রীরামচন্দ্রের রূপ প্রদর্শন; তদ্দর্শনে মুরারির মূর্চ্ছা—

মুরারিরে আজ্ঞা হৈল,—"মোর রূপ দেখ।"
মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক॥৭॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

বঁধুয়া,—'বন্ধু'-শব্দের আদরসূচক লৌকিক ভাষা।

গুণনিধিয়া,—'গুণনিধি'-শব্দের [illegible]লৌকিক আদর-সম্ভাষণ। যেরূপ পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীহট্টের অধিবাসিগণকে 'সিলেটিয়া', কলিকাতার অধিবাসিগণকে 'কল্‌কাতিয়া' প্রভৃতি বলা হয়, সেইজাতীয় কবিত্বের ভাষা॥ ধ্রু॥

মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে নিজাভীষ্ট প্রার্থনা করিতে বলিলে অদ্বৈতপ্রভু তদুত্তরে মহাপ্রভুকে কহিলেন,—"আমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছি।" ৩॥

ধরণী-ধরেন্দ্র,—ভগবান্ 'শেষ'। তিনি নিত্যানন্দের অংশবিশেষ। "সেই বিষ্ণু 'শেষ'-রূপে ধরেন ধরণী।

দূর্ব্বাদলশ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
বীরাসনে বসিয়াছে মহাধনুর্দ্ধর ॥৮॥
জানকী-লক্ষ্মণ দেখে বামেতে, দক্ষিণে।
চৌদিকে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে ॥৯॥
আপন প্রকৃতি বাসে যে হেন বানর।
সকৃৎ দেখিয়া মূর্চ্ছা পাইল বৈদ্যবর ॥১০॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে মুরারি পড়িলা।
চৈতন্যের ফাঁদে গুপ্ত মুরারি রহিলা ॥১১॥

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক মুরারিকে প্রবোধনার্থ রামলীলায় তদীয় হনুমৎস্বভাবের বর্ণন এবং মুরারির চৈতন্যলাভ ও প্রেমক্রন্দন—

ডাকি' বলে বিশ্বম্ভর,—"আরেরে বানরা।
পাসরিলি, তোরে পোড়াইল সীতা-চোরা ॥১২॥
তুই তার পুরী পুড়ি' কৈলি বংশ-ক্ষয়।
সেই প্রভু আমি, তোরে দিল পরিচয় ॥১৩॥
উঠ উঠ মুরারি, আমার তুমি প্রাণ।
আমি—সেই রাঘবেন্দ্র, তুমি—হনুমান্ ॥১৪॥
সুমিত্রানন্দন দেখ তোমার জীবন।
যা'রে জীয়াইলে আনি' সে গন্ধমাদন ॥১৫॥
জানকীর চরণে করহ নমস্কার।
যা'র দুঃখ দেখি, তুমি কান্দিলা অপার ॥" ১৬॥

চৈতন্যের বাক্যে গুপ্ত চৈতন্য পাইলা।
দেখিয়া সকল প্রেমে কান্দিতে লাগিলা ॥১৭॥

গুপ্তের ক্রন্দনে ভক্তগণের চিত্তের আর্দ্রভাব—

শুষ্ক কাষ্ঠ দ্রবে শুনি' গুপ্তের ক্রন্দন।
বিশেষে দ্রবিলা সব ভাগবতগণ ॥১৮॥

মুরারিকে বর-গ্রহণার্থ প্রভুর আদেশ ও মুরারির নিত্য ভগবদ্ভক্তসঙ্গ ও ভগবদ্দাস্য প্রার্থনা—

পুনরপি মুরারিরে বলে বিশ্বম্ভর।
"যে তোমার অভিমত, মাগি লহ বর ॥" ১৯॥
মুরারি বলয়ে,—"প্রভু আর নাহি চাও।
হেন কর প্রভু যেন তোর গুণ গাও ॥২০॥
যে-তে ঠাঁই প্রভু কেনে জন্ম নাহি মোর।
তথাই তথাই যেন স্মৃতি হয় তোর ॥২১॥
জন্ম জন্ম তোমার যে সব প্রভু—দাস।
তা সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস ॥২২॥
তুমি প্রভু, মুঞি দাস—ইহা নাহি যথা।
হেন সত্য কর প্রভু, না ফেলিহ তথা ॥২৩॥
সপার্ষদে তুমি যথা কর অবতার।
তথাই তথাই দাস হইব তোমার ॥" ২৪॥

মুরারিকে প্রভুর বর দান এবং ভক্তগণের জয়ধ্বনি—

প্রভু বলে,—"সত্য সত্য এই বর দিল।"
মহা মহা জয়ধ্বনি ততক্ষণে হইল ॥২৫॥

---

* * ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন। ভূষণ, আবাস, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ॥ এতমূর্ত্তি-ভেদ করি কৃষ্ণ-সেবা করে। কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে ॥" (চৈঃ চঃ আ ৫।১১৭, ১২৩-১২৪)। (ভাঃ ৫।১৭।২১, ২৫।২ এবং ১০।৩।৪৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥ ৬ ॥

মুরারি গুপ্ত রাম-লীলায় রামদাস হনুমান ছিলেন। তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় মহাপ্রকাশ-লীলা-প্রকাশকালে মুরারির সেবনোচিতভাবে স্বীয় রামস্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। মুরারিকে আহ্বান করিয়া তাঁহার অভীষ্টদেবতা ও লীলা-ময়ের বিভিন্ন বিচিত্রতা দেখাইলেন। মুরারি আপনার স্বভাবকে হনুমৎ-স্বভাব জানিয়া তদ্ভাব-বিভাবিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন ॥ ১০-১১ ॥

সীতা-চোরা রাবণ তোমার বদন দগ্ধ করিয়াছিল ॥১২॥

তা'র পুরী—লঙ্কানগরী ॥ ১৩ ॥

মহাপ্রভু মুরারিকে বর দিতে গেলে তিনি বলিলেন,—"জন্ম জন্ম তোমার সেবা-ব্যতীত আমার আর কোন প্রার্থনা নাই। কোন জন্মেই যেন আমি তোমাকে ভুলিয়া অন্য কিছুতে প্রবেশ না করি। সকল জন্মেই যেন তোমার সেবা করিতে সমর্থ হই। আমার যেন সেবা ব্যতীত ইতর বুদ্ধি না হয়। "মুকুন্দ মূর্দ্ধ্না প্রণিপত্য যাচে ভবন্তমেকান্তমিয়ন্তমর্থম্। অবিস্মৃতিস্ত্বচ্চরণারবিন্দে ভবে ভবে মেঽস্তু ভবৎপ্রসাদাৎ ॥ নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্। এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি

মুরারির চরিত্র—

মুরারির প্রতি সব-বৈষ্ণবের প্রীত।
সর্ব্বভূতে কৃপালুতা—মুরারিচরিত ॥২৬॥
যে-তে স্থান মুরারির যদি সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ-শ্রীবৈকুণ্ঠময় ॥২৭॥
মুরারির প্রভাব বলিতে শক্তি কা'র।
মুরারির বল্লভ—প্রভু সর্ব্ব অবতার ॥২৮॥

বৈষ্ণবনিন্দকের গঙ্গাস্নান ও হরিনামাশ্রয়েও দুর্গতি লাভ—

ঠাকুর চৈতন্য বলে,—"শুন সর্ব্বজন।
সকৃৎ মুরারি-নিন্দা করে যেইজন ॥২৯॥
কোটি গঙ্গাস্নানে তা'র নাহিক নিস্তার।
গঙ্গা-হরি-নামে তারে করিব সংহার ॥৩০॥

'মুরারিগুপ্ত' নামের যৌগিক তাৎপর্য্য—

'মুরারি' বৈসয়ে গুপ্তে ইহার হৃদয়ে।
এতেকে 'মুরারিগুপ্ত' নাম যোগ্য হয়ে ॥" ৩১॥

মুরারির প্রতি প্রভুর কৃপাদর্শনে ভক্তগণের প্রেমক্রন্দন এবং তদাখ্যানের ফলশ্রুতি—

মুরারিরে কৃপা দেখি' ভাগবতগণ।
প্রেমযোগে 'কৃষ্ণ' বলি করেন রোদন ॥৩২॥
মুরারিরে কৃপা কৈল শ্রীচৈতন্য রায়।
ইহা যেই শুনে, সেই প্রেমভক্তি পায় ॥৩৩॥

মুরারি ও শ্রীধরের প্রেম ক্রন্দন—

মুরারি-শ্রীধর কান্দে সম্মুখে পড়িয়া।
প্রভুও তাম্বূল খায় গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ॥৩৪॥

ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥ দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্। অবধীরিতসারদারবিন্দৌ চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি॥ মা দ্রাক্ষং ক্ষীণপুণ্যান্ ক্ষণমপি ভবতো ভক্তিহীনান্ পদাব্জে মা শ্রৌষং শ্রাব্যবন্ধং তব চরিতমপাস্যান্যদাখ্যানজাতম্। মা স্প্রাক্ষং মাধব ত্বামপি ভুবনপতে চেতসাঽপহ্নুবানান্ মা ভূবং ত্বৎসপর্য্যাপরিকর-রহিতো জন্মজন্মান্তরেঽপি॥ মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে মৎপ্রার্থনীয়মদনুগ্রহ এষ এব। ত্বদ্ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥" (মুকুন্দমালায়াং)। "অহং ত্বকামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যনপাশ্রয়। নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব॥" (—ভাঃ ৭।১০।৬)। "ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে। ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥" (—শ্রীহনুমদ্বাক্যম্)। "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু নেচ্ছা মম কদাচন। ত্বৎ পাদপঙ্কজস্যাধো জীবিতং দীয়তাং মম॥" (—নাঃ পঃ রাঃ), "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥" (শিক্ষাষ্টকে), "নাথ, যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥" (—বিষ্ণুপুরাণ) ॥ ২৩-২৪ ॥

যে-সকল দাম্ভিক ভক্তবিদ্বেষী আপনাকে 'গঙ্গা-স্নান-রত' এবং 'হরিনামপরায়ণ' মনে করিয়া ভক্ত-নিন্দা করেন, সেই সকল ব্যক্তির কুবুদ্ধি অপসারিত করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর বলিতেছেন,—"যে ভক্তের সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-সেবা-প্রয়াস, তাদৃশ মুরারির ন্যায় ভক্তের যদি কোন ব্যক্তি একবারও মুখ্য বা গৌণভাবে নিন্দা করিয়া বসে এবং গঙ্গোদক ও হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ভক্ত-বিদ্বেষ করে, তাহা হইলে গঙ্গোদক ও হরিনাম তাহার কোন প্রকার কল্যাণ-বিধান করার পরিবর্ত্তে সেই পাপিষ্ঠকে সংহার করেন।" অধুনাতন শ্রীধাম মায়াপুরে মুসলমান-নিবাস ও হিন্দুনিবাসের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মুরারি গুপ্তের স্থান বর্ত্তমান আছে। যে-সকল দাম্ভিক শ্রীধামের বিদ্বেষ করিতে গিয়া আপাত-প্রতীতিতে মুরারি গুপ্তের নিন্দাবাদ করেন ও তাঁহার স্থানের বর্ত্তমান পরিণতির প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করেন, তাঁহারা বিষ্ণু-চরণোদকের নিকট হইতে কোন কল্যাণ লাভ করিতে পারেন না। তাঁহাদের অসদ্গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হরিনামাক্ষর (নামাপরাধ) তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া জন্ম জন্ম বিষয়ের ভোগী করিয়া তুলেন। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ এতাদৃশ ভীষণ বিষময় ফল উৎপাদন করে। উঁহারা নাম-বলে পাপাচরণ করিতে করিতে নামাপরাধী হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কোটীবার গঙ্গোদকে অবগাহন করিয়াও তাহারা নিষ্কৃতিলাভ করে না। ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের বিমুখ জীবগণের প্রতি উপদেশ ও শাসন-বাক্য। "পূজিতোভগবান্ বিষ্ণু জন্মান্তরশতৈরপি। প্রসীদতি

মহাপ্রভুর নিজমুখে হরিদাসের দেহের শ্রেষ্ঠত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব জ্ঞাপন—

হরিদাস প্রতি প্রভু সদয় হইয়া।
"মোরে দেখ হরিদাস"—বলে ডাক দিয়া ॥৩৫॥

"এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ় ॥৩৬॥
পাপিষ্ঠ যবনে তোমা যত দিল দুঃখ।
তাহা সঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক ॥৩৭॥

ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে ॥ (—দ্বারকামাহাত্ম্যে)। আদি ১৬।১৬৯ গৌঃ ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ২৯-৩০ ॥

মুরারিগুপ্তের হৃদয়ে ভগবান্ 'মুরারি' (শ্রীচৈতন্যদেব) গুপ্তভাবে সর্ব্বদা বাস করেন, এজন্য ভক্ত মুরারি 'মুরারি-গুপ্ত' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। যে-সকল 'মুরারি'-নামধারী ভক্তি-বিদ্বেষি-জন আপনাদিগকে 'মুরারিগুপ্ত' মনে করিয়া নরকের পথে অগ্রসর হন, তাঁহাদের শরীরে কখনই গুপ্ত-ভাবে মুরারি অবস্থান করেন না; তাঁহারা কেবল লোক দেখাইয়া মুরারির অবস্থান জানান। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে মুরারি তাঁহাদের হৃদয় হইতে বহু দূরে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগকে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-লোলুপ করান। এতাদৃশ জনগণের গর্হণই শ্রীগৌর-সুন্দরের অভিপ্রেত। মুরারি-দাস্য বঞ্চিত হইলে মুরারি-বিমুখ-জনগণ প্রভুকে তাম্বূল খাওয়াইবার পরিবর্ত্তে স্বয়ং তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া বসেন। তাঁহারা মাদক-দ্রব্যের বশবর্ত্তী হইয়া কোন দিনই মুরারিগুপ্তের দাস হইতে পারেন না। আধুনিক যুগে 'শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার' বলিয়া প্রচারিত হইবার দুর্ব্বাসনায় "অমিয়-নিমাই-চরিত" লেখককে 'মুরারিগুপ্তের অবতার' বলিয়া যাঁহারা বিড়ম্বনা করেন, তাঁহাদের অপরাধ ব্যতীত আর কিছুই হয় না ॥৩১॥

মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমার ব্রাহ্মণেতর অহিন্দু-শরীর আমার ব্রাহ্মণ-শরীর হইতে অবর বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি ভ্রান্তিময়ী। আমি দৃঢ়ভাবে বলিতেছি, তোমার জাতি এবং আমার জাতিতে ভেদ নাই। আমার দেহ হইতে তোমার দেহ সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। আধুনিক হিন্দুগণ নিজ নিজ দেহকে যবনদেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন বলিয়া পাষণ্ডী হিন্দুগণ নিজ নিজ জাতি-মদে মত্ত হইয়া যে কোন কুলে অবতীর্ণ ভগবদ্ভক্তকে 'অবর' জ্ঞান করে। তাহাদের যুক্তিপ্রণালী বিশেষ দোষ-যুক্ত। যে শরীরধারী ব্যক্তি অনুক্ষণ ভগবৎ-সেবারত, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শরীরাদি আপাত আধ্যক্ষিক-দর্শনে ইতর জাতির সহিত তুল্য বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু উহা অপরাধজনক। শুক্র-শোণিত-জাত দেহধারী জনগণ নিজ নিজ হিন্দু বা অহিন্দু-বিচারে আপন আপন শ্রেষ্ঠতা স্থাপনে ব্যস্ত হয়। হরিভক্তনের দৃঢ়তা ও গাঢ়তা-বিষয়ে উদাসীন থাকিলে তাহাদের ঐ প্রকার বিচারই প্রবল হয়। পাপিষ্ঠ যবন বা তথাকথিত পুণ্যবান্ হিন্দু-শরীর লৌকিক-বিচারে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করে। তাদৃশ বিচার-বশে বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়া নরকের পথে চলিলে তাহাদের মঙ্গল হয় না।

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥ সেই দেহ করে তাঁ'র চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥" (—চৈঃ চঃ অ ৪।১৯২-১৯৩)। "প্রাকৃতদেহেন্দ্রিয়াদীনামেব ভক্তি-সংসর্গেণাপ্রাকৃতত্বং স্পর্শমণিন্যায়েনৈব সাধু বুধ্যামহে। * * অচিন্ত্যশক্ত্যা ভক্ত্যুপদেশকাল এব তস্য গুণাতীতানি দেহেন্দ্রিয়মনাংসি যয়া ভক্তিমাহাত্ম্যদর্শনার্থমলক্ষিতমেব সৃজ্যন্তে মিথ্যাভূতানি তান্যন্যলক্ষিতমেব লয়ং যান্তি।" (ভাঃ ৫।১২।১১ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকা), অর্থাৎ স্পর্শমণিদ্বারা লৌহ যেমন স্বর্ণতা প্রাপ্ত হয়, ভক্তি-সংসর্গে তদ্রূপ প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিও অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ভক্তি-উপদেশকাল হইতেই ভগবান্ ভক্তি-মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত অচিন্ত্যশক্তিবলে ভক্তের ত্রিগুণাতীত দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন অন্যের অলক্ষিতভাবে প্রকাশিত করিয়া থাকেন এবং মিথ্যাভূত দেহেন্দ্রিয়াদি অন্যের অলক্ষিতভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। 'অন্যের অলক্ষিত' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তত্ত্বান্ধব্যক্তিগণ তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ব পরিচয়ে পরিচিত করেন এবং তাঁহার দেহকেও জন্মমরণশীল,

প্রভুর হরিদাস-প্রীতি-জ্ঞাপন-কল্পে যবন-কর্তৃক হরিদাসের অত্যাচার, তদবক্ষণার্থ মহাপ্রভুর চক্রহস্তে বৈকুণ্ঠ হইতে আগমন, ভক্তের শুভ কামনায় ভক্ত-হিংসাকারীর ত্রাণ এবং প্রভুর নিজাঙ্গে ভক্তের আঘাত গ্রহণ প্রভৃতি স্বমুখে বর্ণন—

শুন শুন হরিদাস তোমারে যখনে।
নগরে নগরে মারি বেড়ায় যবনে ॥৩৮॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি' করে।
নামিলুঁ বৈকুণ্ঠ হৈতে সবা কাটিবারে ॥৩৯॥
প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারে যে-সকল।
তুমি মনে চিন্ত' তাহা সবার কুশল ॥৪০॥
আপনে মারণ খাও, তাহা নাহি দেখ।
তখনও তা সবারে ভাল মনে দেখ ॥৪১॥
তুমি ভাল চিন্তিলে না করোঁ মুঞি বল।
মোর চক্র তোমা লাগি' হইল বিফল ॥৪২॥

হাড়মাংসের থলি জ্ঞান করিয়া বৈষ্ণব-চরণে অপরাধী হন। "দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ। গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈর্ব্রহ্ম-দ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ॥ (—উপদেশামৃত ৬ষ্ঠ শ্লোক), "ভক্তানাং সচ্চিদানন্দরূপেষ্বঙ্গেন্দ্রিয়াত্মসু। ঘটতে স্বানুরূপেষু বৈকুণ্ঠেঽন্যত্র চ স্বতঃ॥' (—বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৩।১৩৯ শ্লোক) অর্থাৎ ভক্ত বৈকুণ্ঠবাসীই হউন কিম্বা যে কোন স্থানেই বাস করুন না কেন, তাঁহার সেবনোপযোগী সচ্চিদানন্দময় দেহ স্বতই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভক্তির স্ফূর্ত্তিতে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ দেহের জন্ম-মৃত্যু ভগবানের সচ্চিদানন্দময় দেহের আবির্ভাব-তিরোভাবের ন্যায়। যাঁহারা ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাবকে কর্ম্মফলবাধ্য জীবের জন্ম-মৃত্যুর ন্যায় মনে করেন, তাঁহারা মুক্তিলাভের পরিবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ প্রপঞ্চ-ক্লেশ লাভ করিয়া থাকেন, মুক্ত হইতে পারেন না ॥৩৬॥

লোভের বশবর্ত্তী হইয়া মানব যথেচ্ছাচার করিতে আরম্ভ করে। তাহাতে অনেক সময় পাপ আসিয়া উপস্থিত হয়। যেকালে নিরপেক্ষতা ও ভজনীয় বস্তুর প্রতি সেবা-প্রবৃত্তি না থাকে, তৎকালেই জীব ভোগ-রাজ্যে নানাপ্রকার পাপ-পুণ্যের আবাহন করে। মুক্ত-পুরুষগণের সহিত বিরোধ করা পাপীর ধর্ম্ম। পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ মুক্ত-বিচারকে আক্রমণ করেন না, মুক্ত-বিচার গ্রহণও করেন না। এজন্য বদ্ধজীবের প্রতি শ্রেয়ঃপন্থীর সর্ব্বদাই করুণা বর্ত্তমান। কিন্তু পাপ-পুণ্যপ্রয়াসী ভোগী ব্যক্তি যখন ভগবদ্ভক্তগণকে দুঃখ দিতে প্রবৃত্ত হয়, সে-কালে ভক্তগণ সাধারণ কর্ম্মীর ন্যায় প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাহা না করায় তাদৃশ অনুষ্ঠান পাপীকে উত্তরোত্তর ক্লেশে আবদ্ধ করে। তাহাতে ভক্তের পাপকারীর জন্য দুঃখ উপস্থিত হয় এবং ভক্তের ভজনের ব্যাঘাত করায় ভগবানেরও ভক্তগণের জন্য দুঃখ উপস্থিত হয় ॥৩৭॥

ভগবানের ইচ্ছাক্রমে প্রপঞ্চে নানাপ্রকার বিধান প্রবর্ত্তিত আছে। কর্ম্মফলবাদী সেই ভগবদ্বিধানগুলি আলোচনা করিয়া থাকে। কর্ম্মফলবাধ্য-জনগণের ঔপাধিক সুখ দুঃখ বা তিরস্কার-পুরস্কার সাধারণ বিধির দ্বারাই চালিত হয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত-বিদ্বেষী জনগণের অপরাধের পরিমাণ এত অধিক যে, তাহা বিধি-বিধানের অতীত বলিয়া ভগবান্ স্বয়ং তাহার বিচার করিয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধোক্ত মহারাজ অম্বরীষের উপাখ্যান আলোচ্য ॥৩৯॥

ইহ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্লেশ-প্রভাবে মানবের মৃত্যু হয়। ঘাতক-সম্প্রদায় পাপ-প্রবৃত্তির চরম সীমায় ভগবদ্ভক্তকে ক্লেশ প্রদান করিয়া তাহাদের ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করে। কিন্তু ঠাকুর হরিদাস সেরূপ ইন্দ্রিয়সুখতৎপর না হওয়ায় এবং সর্ব্বদা ভগবানের সুখবিধানে যত্ন করায় নিজ দুঃখ গণনা করেন নাই। অধিকন্তু যাহারা তাঁহাকে কষ্ট দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের দুষ্প্রবৃত্তি দূরীকরণ মানসে মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তের সহন-শীলতা এত অধিক যে, কেহ তাঁহার অমঙ্গল কামনা করিলেও, তিনি তাহার প্রতিশোধ লওয়া দূরে থাকুক, পাপীর যাহাতে মঙ্গল হয়, সেইরূপই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। অত্যন্ত প্রিয়কার্য্যকারী জনগণ মানবের নিকট যেরূপ কৃপা ও সাহায্য পাইয়া থাকে, বিদ্রোহিগণের প্রতি ঠাকুর হরিদাসের তাদৃশ করুণা ছিল ॥ ৪০ ॥

কাটিতে না পারে়ঁ। তোর সঙ্কল্প লাগিয়া।
তোর পৃষ্ঠে পড়োঁ। তোর মারণ দেখিয়া ॥৪৩॥

প্রভুর ভক্ত-প্রহার নিজ অঙ্গে গ্রহণের চিহ্ন-প্রদর্শন—

তোহার মারণ নিজ অঙ্গে করি লও।
এই তার চিহ্ন আছে, মিছা নাহি কও ॥৪৪॥

ভক্তরক্ষাই সম্বর গৌরাবতারের হেতু—

যেবা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে।
শীঘ্র আইলুঁ তোর দুঃখ না পারেঁ। সহিতে ॥৪৫॥

অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাসের সবিশেষ জ্ঞাতা এবং মহাপ্রভু অদ্বৈতের প্রেমবাধ্য—

তোমারে চিনিল মোর 'নাড়া' ভাল মতে।
সর্ব্বভাবে মোরে বন্দী করিলা অদ্বৈতে ॥" ৪৬॥

প্রভুর ভক্ত মহিমাবর্দ্ধনার্থ অকার্য্য করণ ও অভাষ্য কথন—

ভক্ত বাড়াইতে সে ঠাকুর ভাল জানে।
কিঁ না বলে, কি না করে ভক্তের কারণে ॥৪৭॥

প্রভুর ভক্তপ্রীতির নিদর্শন—

জলন্ত অনল প্রভু ভক্ত লাগি' খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায় ॥৪৮॥

ভগবানের ভক্তবশ্যতা ও ভক্তের অসমোর্দ্ধত্ব—

ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে ॥৪৯॥

ভগবদ্ভক্তে অপ্রীতি—দুর্দ্দৈব-কারণ—

হেন কৃষ্ণভক্তনামে না পায় সন্তোষ।
সেই সব পাপীরে লাগিল দৈবদোষ ॥৫০॥
ভক্তের মহিমা তাই দেখ চক্ষু ভরি।'
কি বলিলা হরিদাস-প্রতি গৌরহরি ॥৫১॥

প্রভু-কৃপা-শ্রবণে হরিদাসের মূর্চ্ছা, প্রভুর তৎচৈতন্য-সম্পাদন এবং হরিদাসের গৌরস্তবমুখে সদৃষ্টান্ত কৃষ্ণস্মরণের ফল কীর্ত্তন—

প্রভুমুখে শুনি মহাকারুণ্য-বচন।
মূর্চ্ছিত পড়িলা হরিদাস ততক্ষণ ॥৫২॥
বাহ্য দূরে গেল ভূমিতলে হরিদাস।
আনন্দে ডুবিলা, তিলার্দ্ধেক নাহি শ্বাস ॥৫৩॥
প্রভু বলে,—"উঠ উঠ মোর হরিদাস।
মনোরথ ভরি' দেখ আমার প্রকাশ ॥" ৫৪॥
বাহ্য পাই' হরিদাস প্রভুর বচনে।
কোথা রূপ-দরশন—করয়ে ক্রন্দনে ॥৫৫॥

যেহেতু ঠাকুর হরিদাস হিংসাকারী ঘাতকগণের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ভগবান্ অপকার্য্য-কারিগণের প্রতি রুষ্ট হইলেও ঠাকুরের অনুরোধে তাহা-দিগের সমুচিত দণ্ড বিধান করিতে পারেন নাই। সুতরাং ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ স্বয়ং নিজাঙ্গ দ্বারা বিদ্বেষীর অস্ত্রসমূহের আঘাত গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৪২-৪৪॥

ভগবান্ মুখ্য ভাবে হরিদাস ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষিগণের আক্রমণ নিবারণ করিয়াছিলেন, গৌণভাবে তাঁহার ভক্তবৎসলতা জানাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর লীলা প্রকট করিয়া ভক্ত-দুঃখ সহ্য করিবার অসামর্থ্য প্রকাশ করিয়া-ছিলেন ॥ ৪৫ ॥

অদ্বৈতপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। সেই অদ্বৈত-প্রভু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের সম্পত্তি-বিশেষ। অদ্বৈত-প্রভুর সেবায় ভগবান্ বাধ্য হইয়া তাঁহার নিকট সকল প্রকারে আবদ্ধ আছেন ॥ ৪৬ ॥

ভগবান্ ভক্তের মহিমা বৃদ্ধি করিবার জন্য এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা করেন না—এমন কোন ভাষা নাই, যাহা বলেন না। ভগবান্ 'অভিজ্ঞ বলিয়া তাঁহার দ্বারাই লোকাতীত কার্য্যের সম্ভাবনা হয় ॥ ৪৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের 'অনল ভক্ষণ'—একদা বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট গোপবালকগণ গোধন-সমূহকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দিয়া ক্রীড়াসক্ত হইলে চতুর্দ্দিকে দাবানল প্রজ্বলিত হয়। তখন গোপ-বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে ভক্তবৎসল ভগবান্ মুহূর্ত্ত-মধ্যে সমস্ত দাবানল পান করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১০।১৯শ অঃ দ্রষ্টব্য)।

ভক্তের কৈঙ্কর্য্য-বিষয়ে পাণ্ডবগণের দৌত্য, সারথ্য প্রভৃতি দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৪৮ ॥

গীঃ ৯।২৯, ভাঃ ৯।৪।৬৩-৬৬, ৬৮ এবং ভাঃ ১০।৮৬।৫৯ শ্লোক আলোচ্য ॥ ৪৯ ॥

সকল অঙ্গনে পড়ি' গড়াগড়ি যায়।
মহাশ্বাস বহে ক্ষণে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় ॥৫৬॥
মহাবেশ হৈল হরিদাসের শরীরে।
চৈতন্য করায়ে স্থির—তবু নহে স্থিরে ॥৫৭॥
"বাপ বিশ্বম্ভর, প্রভু, জগতের নাথ।
পাতকীরে কর কৃপা, পড়িল তোমাত ॥৫৮॥
নির্গুণ অধম সর্ব্বজাতিবহিষ্কৃত।
মুঞি কি বলিব প্রভু তোমার চরিত? ৫৯॥
দেখিলে পাতক, মোরে পরশিলে স্নান।
মুঞি কি বলিব প্রভু তোমার আখ্যান? ৬০॥
এক সত্য করিয়াছ আপন বদনে।
যে জন তোমার করে চরণ-স্মরণে ॥৬১॥
কীটতুল্য হয় যদি—তা'রে নাহি ছাড়।
ইহাতে অন্যথা হৈলে নরেন্দ্রেরে পাড় ॥৬২॥
এই বল নাহি মোর—স্মরণবিহীন।
স্মরণ করিলে মাত্র রাখ তুমি দীন ॥৬৩॥
সভামধ্যে দ্রৌপদী করিতে বিবসন।
আনিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন-দুঃশাসন ॥৬৪॥
সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণা তোমা সঙরিলা।
স্মরণপ্রভাবে তুমি বস্ত্রে প্রবেশিলা ॥৬৫॥
স্মরণপ্রভাবে বস্ত্র হইল অনন্ত।
তথাপিহ না জানিল সে সব দুরন্ত ॥৬৬॥
কোনকালে পার্ব্বতীরে ডাকিনীর গণে।
বেড়িয়া খাইতে কৈল তোমার স্মরণে ॥৬৭॥
স্মরণপ্রভাবে তুমি আবির্ভূত হঞা।
করিলা সবার শাস্তি বৈষ্ণবী তারিয়া ॥৬৮॥
হেন তোমা-স্মরণবিহীন-মুঞি পাপ।
মোরে তোর চরণে শরণ দেহ, বাপ ॥৬৯॥
বিষ, সর্প, অগ্নি, জলে, পাথরে বান্ধিয়া।
ফেলিল প্রহ্লাদে দুষ্ট হিরণ্য ধরিয়া ॥৭০॥
প্রহ্লাদ করিল তোর চরণ স্মরণ।
স্মরণপ্রভাবে সর্ব্ব দুঃখবিমোচন ॥৭১॥

মহাপ্রভুর মুখে ভক্তের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া হরিদাস আনন্দ-বিহ্বলতাক্রমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ায় মহাপ্রভু তাঁহাকে চৈতন্য লাভ করাইয়া নিজ প্রকাশ-লীলা দর্শন করিতে বলিলেন। প্রভুর কথায় হরিদাস অন্তর্দশা সঙ্গোপন পূর্ব্বক বাহ্য-দশায় উপনীত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কোন্ স্থানে রূপ দর্শন করিতে হইবে, বিচার করিতে লাগিলেন। অপ্রাকৃত অনুভূতিতে যে প্রতীতি, তাহা বহিঃপ্রজ্ঞায় নিরস্ত হয়। বহির্জগতে ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভাবে দর্শন, অন্তর্জগতে সেবকের সেব্য দর্শন। লব্ধস্বরূপ মুক্ত-জীব ভগবদ্দর্শনে সমর্থ হন এবং ভগবান্ তাঁহাকে স্বীয় সেব্য-রূপ প্রদর্শন করেন ॥ ৫২-৫৫ ॥

হরিদাসের বাহ্য-সংজ্ঞা রহিত হওয়ায় অন্তঃস্বরূপে চেষ্টাসমূহের উদয় হইল, ইহাই 'মহাবেশ' শব্দে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। জাগতিক ভাষায় 'অ[illegible]' শব্দ ঐহিক অনুভূতির আপেক্ষিক বিচারে নবাবিষ্কৃত, কিন্তু অপ্রাকৃত-দর্শনে উহাই নিত্য স্বভাব ॥ ৫৭ ॥

ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুর স্তব করিয়া বলিলেন,—হে জগন্নাথ, বিশ্বপালক, হে জগৎপিতঃ, মাদৃশ পাপ-চিত্ত জনের প্রতি কৃপা করিবার ভার তোমাতেই ন্যস্ত আছে ॥ ৫৮ ॥

হে প্রভো, তোমার লীলা আমি কি প্রকারে বর্ণন করিতে সমর্থ হইব? আমি সমাজে উত্তম বা মধ্যম নহি, 'অধম' বলিয়া পরিচিত। আমি জাগতিক কোন গুণে গুণী নহি। সকল গুণেই আমার দরিদ্রতা। আর্য্য-জাতিগণের বর্ণ-গণনার অন্তর্গত পর্য্যন্ত নহি; সুতরাং তোমার গুণ-বর্ণনে কোন যোগ্যতা আমার নাই ॥ ৫৯ ॥

পাপকর্ম্মা আমি, কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তির আমাকে দর্শন করা উচিত নহে, তাহা হইলে দর্শনকারীকে ন্যূনাধিক পাপ স্পর্শ করিবে। আমি অস্পৃশ্য, আমাকে কোন ব্যক্তি স্পর্শ করিলে তাহার স্নান করা কর্ত্তব্য। এহেন অযোগ্য আমি তোমার যোগ্য স্তুতি করিতে অসমর্থ ॥ ৬০ ॥

সর্ব্বাপেক্ষা অবর প্রাণিসদৃশ হইলেও তাহাকে তুমি পরিত্যাগ কর না, আর নরেন্দ্রসমূহ পরমোচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিত হইলেও তাহার বিক্রম খর্ব্ব কর ॥ ৬২ ॥

দীনব্যক্তি তোমার স্মরণ করিলে তাহাকে তুমি আশ্রয় প্রদান কর, কিন্তু আমি তোমার স্মরণ করিতেও অসমর্থ ॥৬৩॥

কা'রো বা ভাঙ্গিল দন্ত, কা'রো তেজোনাশ।
স্মরণপ্রভাবে তুমি হইলা প্রকাশ ॥৭২॥
পাণ্ডুপুত্র সঙরিল দুর্ব্বাসার ভয়ে।
অরণ্যে প্রত্যক্ষ হৈলা হইয়া সদয়ে ॥৭৩॥
'চিন্তা নাহি যুধিষ্ঠির, হের দেখ আমি।
আমি দিব মুনিভিক্ষা, বসি' থাক তুমি॥' ৭৪॥
অবশেষ এক শাক আছিল হাঁড়িতে।
সন্তোষে খাইলা নিজ সেবক রাখিতে ॥৭৫॥
স্নানে সব ঋষির উদর মহা ফুলে।
সেই মত সব ঋষি পলাইলা ডরে ॥৭৬॥
স্মরণপ্রভাবে পাণ্ডুপুত্রের মোচন।
এ সব কৌতুক তোর স্মরণকারণ ॥৭৭॥
অখণ্ড স্মরণ—ধর্ম্ম, ইহা সবাকার।
তেঞি চিত্র নহে, ইহা সবার উদ্ধার ॥৭৮॥
অজামিল-স্মরণের মহিমা অপার।
সর্ব্বধর্ম্মহীন তাহা বই নাহি আর ॥৭৯॥
দূতভয়ে পুত্রস্নেহে দেখি' পুত্রমুখ।
সঙরিল পুত্রনামে নারায়ণরূপ ॥৮০॥
তেই সঙরণে সব খণ্ডিল আপদ্।
তেঞি চিত্র নহে ভক্তস্মরণসম্পদ্ ॥৮১॥

হরিদাসের দৈন্যমুখে নিজ গৌরভক্তির অযোগ্যতা জ্ঞাপন—

হেন তোর চরণস্মরণহীন মুঞি।
তথাপিহ প্রভু মোরে না ছাড়িবি তুঞি ॥৮২॥
তোমা দেখিবারে মোর কোন্ অধিকার?
এক বই প্রভু কিছু না চাহিব আর॥" ৮৩॥

হরিদাসকে বর গ্রহণ করিতে প্রভুর আদেশ—

প্রভু বলে,—"বল বল—সকল তোমার।
তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার॥" ৮৪॥

হরিদাসের ব্রহ্মাদি-আরাধ্য বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট প্রার্থনা এবং নিজকে তাদৃশ দুর্লভ বস্তুপ্রাপ্তির 'অযোগ্য' বিচারে অপরাধী-জ্ঞান—

করযোড় করি' বলে প্রভু হরিদাস।
"মুঞি অল্পভাগ্য প্রভু করোঁ বড় আশ ॥৮৫॥
তোমার চরণ ভজে যে-সকল দাস।
তা'র অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস ॥৮৬॥

মহাভারত সভাপর্ব্ব ৬৮।৪১-৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥৬৪-৬৫॥

"দিগ্‌গজৈর্দন্দশূকেন্দ্রৈরভিচারাবপাতনৈঃ। মায়াভিঃ সন্নিরোধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈঃ॥ হিমবায়্বগ্নিসলিলৈঃ পর্ব্বতাক্রমণৈরপি। ন শশাক যদা হন্তুমপাপমসুরঃ সুতম্॥" (—ভাঃ ৭।৫।৪৩-৪৪) অর্থাৎ দিগ্‌হস্তি, মহাসর্প, অভিচার, পর্ব্বত হইতে পাতন, মায়া-গর্ত্তে নিরোধ, বিষ-প্রয়োগ, উপবাস, হিম, বায়ু, অগ্নি, জল ও প্রস্তরাদি-প্রক্ষেপের দ্বারাও হিরণ্যকশিপু নিষ্পাপ পুত্রের প্রাণ নাশ করিতে সমর্থ হইল না। এতৎপ্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ ১।১৮-২০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ৭০-৭২ ॥

মহাভারত বনপর্ব্ব ২৬২ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৭৩-৭৭ ॥

ভক্তিই অখণ্ড পরমধর্ম, ইহা সকলের পক্ষেই উপযোগী। অভক্তি—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ, ব্রত প্রভৃতি খণ্ড ধর্ম্ম বলিয়া 'ইতরধর্ম্ম' নামে আখ্যাত; তদাশ্রয়ে কুসাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতা অবস্থিত। ভগবানই ভজনীয় বস্তু, সেই জন্য তিনি বিভিন্ন লীলা প্রদর্শন করিয়া সকলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন—ইহা তাঁহার আশ্চর্য্য ভঙ্গী ॥ ৭৮ ॥

যেহেতু অজামিল তোমার মায়িক জগতের বিচার পরিত্যাগ করিয়া তোমার বাস্তব-রূপ তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় করাইয়া শব্দের অক্ষরূঢ়ি-বৃত্তি বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার ভগবৎসেবা প্রবৃত্তি উন্মেষিত হয়। অজামিল এরূপ সকলধর্ম্ম-রহিত ছিলেন যে, তাঁহার তুলনা হয় না। যমদূত কর্ত্তৃক ধৃত হইবার আশঙ্কায় পুত্র-দর্শনে যখন তিনি 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেইকালে পুত্রের অসামর্থ্য ও দূতগণের বলবত্তা দেখিয়া ভগবানের কথা ও তাঁহার বিক্রমসমূহ অজামিলের স্মরণ-পথে উদিত হইয়াছিল। যদিও পুত্রনাম উচ্চারণ-উদ্দেশ্যে মুখে তিনি 'নারায়ণ' শব্দের উক্তি করিয়াছিলেন, তথাপি 'নারায়ণ' শব্দে ভগবানের উদ্দেশ হওয়ায় ভগবৎস্মৃতিক্রমে তিনি যমদূতগণের আক্রমণ-বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। ভজন-

সেই সে ভজন মোর হউ জন্ম জন্ম।
সেই অবশেষ মোর—ক্রিয়া-কুলধর্ম্ম ॥৮৭॥

তোমার স্মরণহীন পাপজন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর ॥৮৮॥

এই মোর অপরাধ হেন চিত্তে লয়।
মহাপদ চাহোঁ, যে মোহার যোগ্য নয় ॥৮৯॥

প্রভুরে, নাথরে, মোর বাপ বিশ্বম্ভর।
মৃত মুঞি, মোর অপরাধ ক্ষমা কর ॥৯০॥

বৈষ্ণবের গৃহে কুকুর-রূপে অবস্থানে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-
প্রাপ্তির সুলভতা হেতু হরিদাসের
তাদৃশ প্রার্থনা—

শচীর নন্দন, বাপ, কৃপা কর মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্তঘরে ॥" ৯১॥

প্রেমভক্তিময় হৈলা প্রভু হরিদাস।
পুনঃ পুনঃ করে কাকু,—না পূরয়ে আশ ॥৯২॥

প্রভুর হরিদাস-প্রীতি জ্ঞাপন ও অপরাধশূন্য
ভক্তি-বর দান—

প্রভু বলে,—"শুন শুন মোর হরিদাস।
দিবসেকো যে তোমার সঙ্গে কৈল বাস ॥৯৩॥

তিলার্দ্ধেকো তুমি যার সঙ্গে কহ কথা।
সে অবশ্য আমা পাবে, নাহিক অন্যথা ॥৯৪॥

তোমারে যে করে শ্রদ্ধা, সে করে আমারে।
নিরন্তর থাকি আমি তোমার শরীরে ॥৯৫॥

তুমি-হেন সেবকে আমার ঠাকুরাল।
তুমি মোরে হৃদয়ে বান্ধিলা সর্ব্বকাল ॥৯৬॥

মোর স্থানে, মোর সর্ব্ব-বৈষ্ণবের স্থানে।
বিনা অপরাধে ভক্তি দিল তোরে দানে ॥" ৯৭॥

হরিদাসের বরপ্রাপ্তিতে ভক্তগণের জয়ধ্বনি—

হরিদাস প্রতি বর দিলেন যখন।
জয় জয় মহাধ্বনি উঠিল তখন ॥৯৮॥

বৃত্তিসম্পন্ন ভক্ত ভগবৎস্মরণের সম্পত্তিতে অধিকারী। সুতরাং ইহাতে কোন বিস্ময়ের কারণ নাই ॥ ৭৯-৮১ ॥

অজামিল তোমাকে না পাইয়া দূর হইতে স্মরণ করিয়াছিলেন, আমার সেই স্মরণ-যোগ্যতাও নাই; কিন্তু আমি তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তোমার স্মৃতি-রহিত হইলেও তুমি আমাকে কৃপা করিয়া পরিত্যাগ কর নাই,—ইহাই তোমার অহৈতুকী দয়ার পরিচয় ॥৮২॥

হরিদাস নানাপ্রকার দৈন্যমুখে স্বীয় অনধিকার জ্ঞাপন করিলে এবং প্রভু তাঁহাকে বর দিবার অভিপ্রায় করিলে তিনি একটীমাত্র বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে প্রভু তাঁহাকে প্রার্থনার বিবরণ বলিতে আজ্ঞা করিলেন। আরও বলিলেন,—এমন কিছুই নাই, যাহা আমি তোমাকে না দিয়া নিজে সংরক্ষণ করিব। আমার যাহা কিছু আছে, সে সকলই তোমার ॥ ৮৪ ॥

হরিদাস কহিলেন, আমার একমাত্র প্রার্থনা,—যেন শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের উচ্ছিষ্টভোজী হইতে পারি। "ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্তভুক্তশেষ—তিন সাধ্য-সাধনের বল ॥" (—চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৬০) ॥ ৮৬ ॥

আমি মুক্তি চাহি না, জন্মে জন্মে আমি যেন বৈষ্ণবের সেবক হইতে পারি, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন যেন আমার যাবতীয় করণীয় বিষয়ের মধ্যে মুখ্যতা লাভ করে। বৈষ্ণব-কুলে অবস্থিত হইয়া বৈষ্ণবোচিত ধর্ম্ম বৈষ্ণবের অবশেষ গ্রহণ যেন আমার জন্মে জন্মে কৃত্য হয়। বৈদিক অনুষ্ঠান-সমূহ যাঁহাদের কুলধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস এবং আনুষ্ঠানিক বৈদিক ক্রিয়াকে যাঁহারা বহুমানন করেন, তাঁহাদের তাদৃশী আশা যেন আমাকে কোন দিন বিচলিত না করে। উহা জাগতিক অহঙ্কারে অবস্থিত এবং গৌণী ক্রিয়া। মুখ্যানুষ্ঠান—বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজন। অহঙ্কার-বিমূঢ় জীব যেরূপ দুরাশায় হতজ্ঞান হইয়া জড়জগতে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হন, ঠাকুর হরিদাসের চৈতন্য-কৃপাক্রমে তাদৃশ কোন ঔপাধিক বাঞ্ছার উদয় হয় নাই। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার অনুমোদিত প্রচুর দৈন্যে বিভূষিত ছিলেন এবং মঙ্গলের আকর তৃণাদপি হইয়া উদ্দাম বৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক তরুসদৃশ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সকলকে মান দিয়া স্বয়ং অমানী হইয়া বৈষ্ণবের অনুসরণে তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেন ॥ ৮৭ ॥

আভিজাত্য-সৎক্রিয়াদি-দ্বারা কৃষ্ণসেবা দুর্লভ ;
তাহা কেবল উৎকট প্রীতিলভ্য—

জাতি, কুল, ক্রিয়া, ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন, আর্ত্তি বিনা না পাই কৃষ্ণেরে ॥৯৯॥

"ভগবৎস্মৃতিবর্জ্জিত আমার এই পাপজন্ম বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্টের দ্বারা সাফল্য-মণ্ডিত কর।" ভগবদ্দাস-গণে যাঁহার অধিকার, তিনি যাবতীয় জনের প্রভু-অভিমানী ব্রাহ্মণগণের শিরোমণি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৮৮ ॥

আমি মহা দাম্ভিক, সুতরাং আপনার নিকট হইতে তৃণাদপি সুনীচ তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন ও অমানী-মানদ হইবার অতুল সম্পদ্ লাভ করিবার প্রার্থনা করিতেছি। তাহা লাভ করিবার যোগ্য আমি নহি। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজী-পদবী ব্রহ্মাদির পরমারাধ্য ব্যাপার ; আমি সেই পদ আকাঙ্ক্ষা করায় বোধ করি আমার অপরাধ হইল ॥ ৮৯ ॥

হে পিতঃ, হে প্রভো, হে স্বামিন্, হে বিশ্বকর্ত্তা, আমি জীবদ্দশায় মৃত অর্থাৎ বুদ্ধিহীন, আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন ॥ ৯০ ॥

যেরূপ গৃহস্বামী গৃহ-সেবার অঙ্গজ্ঞানে পশুজাতীয় কুকুরকে উচ্ছিষ্টরূপ বেতন দিয়া গৃহরক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত করেন, সেইরূপ কৃষ্ণ-সংসারে বৈষ্ণবের গৃহে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করুন ॥ ৯১ ॥

হরিদাসের দৈন্যোক্তিপূর্ণ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"তুমি জগতের শীর্ষস্থানীয় মহাপুরুষ। তোমার সঙ্গে তোমার ভৃত্যরূপে যদি কোন ভক্ত একদিনও বাস করে, অথবা তুমি কৃপা করিয়া অতি অল্প সময়ের জন্য কাহারও সহিত বাক্যালাপ কর, তাহা হইলে তাহারও ভগবচ্চরণপ্রাপ্তি অনিবার্য্য।" শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কৃপা-ভাজন জনগণই শ্রীচৈতন্য-সেবা লাভ করেন ; অন্যের শ্রীচৈতন্য-কৃপার উন্মেষণাভাবে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইবার অধিকার নাই ॥ ৯৩ ॥

কনিষ্ঠাধিকারী ব্যক্তি ভক্ত ও অভক্ত চিনিবার শক্তি লাভ না করায় শ্রদ্ধার সহিত বিবিধ উপচারে ভগবদ্-বিগ্রহের অর্চ্চন করিয়া থাকেন। অধিকার উন্নত হইলে ভগবান্, ভক্ত, বালিশ এবং বিদ্বেষী—এই চতুর্ব্বিধ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া যথাক্রমে প্রেম, মিত্রতা, কৃপা ও উপেক্ষার অনুশীলন দ্বারা ভগবানের পূজা বিধান করিয়া থাকেন। সেইকালে তিনি ভগবদ্ভক্তের হৃদয়-মন্দিরে ভগব-দধিষ্ঠানের প্রকাশ দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন। তাঁহার প্রণামের দ্বারাই ভক্তের সেব্যপ্রভুর সুষ্ঠু প্রণতি বিহিত হয় ; কিরূপভাবে ভগবৎসেবা করিতে হইবে, সেই সকল বিষয়ে ভগবদ্ভক্তের নিকট উপদেশ লাভ করিবার সুযোগ পান। তাঁহার কনিষ্ঠাধিকারে একদেশ-দৃষ্টিক্রমে প্রকৃত সৌভাগ্যের উদয় হয় না। বৈষ্ণব-সঙ্গ-প্রভাবে জীবের যাবতীয় ভগবদ্বিমুখতা ও ভক্ত-বিমুখতা ক্ষীণতা লাভ করে। উত্তমাধিকারীর সেবাবিধানক্রমে তাঁহাতে ভগবদধিষ্ঠান দর্শন করিয়া জীব কৃতার্থ হয়। ঠাকুর হরিদাস মহাভাগবতের আদর্শস্থানীয় হওয়ায় তাঁহার প্রতি সুদৃঢ়বিশ্বাসসম্পন্ন জনগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট,—ইহা জানাইবার জন্য মহাপ্রভু বলিলেন,—"ঠাকুর হরিদাসে শ্রদ্ধাবান্ জনগণ আমাতেই শ্রদ্ধান্বিত। ভগবান্ হরিদাসের চিন্ময় কলেবরে সর্ব্বদা সেবিত। ভক্তের শরীর চিন্ময়। জড়-বুদ্ধিসম্পন্ন, অহঙ্কার-নিরত অপরাধী জনগণ ভগবদ্দেহ ও ভক্তদেহকে অচিৎ-পরমাণু-গঠিত মনে করিয়া নিরয়-যন্ত্রণা লাভ করিবার আরাধনা করেন॥" ৯৫ ॥

মহাপ্রভু বলিলেন,—হরিদাসের ন্যায় ভগবদ্ভক্তের দ্বারাই আমার অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠানুভূতি। অনভিজ্ঞ জনগণ হরিদাসের কৃপায় শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়া জানিতে পারেন। ঠাকুর হরিদাস সর্ব্বদা চিন্ময়-রস-ভাবিত হইয়া চৈতন্যদেবকে হৃদয়ে পূজা করিবার জন্য আবদ্ধ করিয়াছেন ॥ ৯৬ ॥

হরিদাস, তোমাকে আমি ভজন করিবার অধিকার দিতেছি। তোমার কোন দিন আমার নিকট বা কোন

বৈষ্ণব যে কোন কুলোদ্ভূত হইলেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তৎপ্রমাণ—
অবরকুলোদ্ভূত হরিদাসের ব্রহ্মাদির দুষ্প্রাপ্যবস্তু লাভ—

যেহেতু কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥১০০॥

এই তার প্রমাণ—যবন হরিদাস।
ব্রহ্মাদির দুর্লভ দেখিল পরকাশ ॥১০১॥

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিতে অধোগতি লাভ—

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে ॥১০২॥

হরিদাসের স্তুতি ও বরপ্রাপ্তি-আখ্যানের ফলশ্রুতি—

হরিদাসস্তুতি বর শুনে যেই জন।
অবশ্য মিলিবে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥১০৩॥
এ বচন মোর নহে, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভক্তাখ্যান শুনিলে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয় ॥১০৪॥

বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ হইবে না। তুমি সর্ব্বদা অপরাধ নির্ম্মুক্ত হইয়া কেবলা ভক্তিতে অবস্থান পূর্ব্বক কৃষ্ণানুশীলন করিতে থাক—কৃষ্ণভক্তগণের অনুসরণ করিতে থাক। যেহেতু তুমি আমার নিকট অথবা কোন বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ কর নাই, তজ্জন্য আমি তোমাকে কৃষ্ণ-সেবা-প্রবৃত্তি দিয়াছি ॥ ৯৭ ॥

অধিক বংশ-মর্য্যাদা হইলে কৃষ্ণভক্তি হয় না। আভিজাত্য, সৎক্রিয়া, প্রচুর অর্থাদি দ্বারা কৃষ্ণ-সেবা লাভ করা যায় না। একমাত্র কৃষ্ণে উৎকট প্রীতি দ্বারাই কৃষ্ণ লভ্য হন। কৃষ্ণে প্রীতি না থাকিলে ধনী আভিজাত্য-সম্পন্ন কর্ম্মবীরগণ কৃষ্ণ-ভক্ত হইতে পারেন না। "কৃষ্ণ-ভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে। তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥" (—পদ্যাবলী), "জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্ ॥"(—ভাঃ ১।৮।২৬), "নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ। তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে ॥" (—ভাঃ ১০।৬০।১৪), জন্মকর্ম্মবয়োরূপবিদ্যৈশ্বর্য্যধনাদিভিঃ। যদ্যস্য ন ভবেৎ স্তম্ভস্তত্রায়ং মদনুগ্রহঃ ॥" (—ভাঃ ৮।২২।২৬) ॥ ৯৯ ॥

বিষ্ণু-সেবায় প্রীতিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন বংশে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাহাতে কিছু ভক্তির ত্রুটী হয় না। সকল শাস্ত্রই বৈষ্ণবকে জাতি-কুল-ক্রিয়া-ধনমদে মত্ত ব্যক্তি অপেক্ষা 'শ্রেষ্ঠ' জানেন। জীবের নিত্য-প্রয়োজনীয়-বস্তু—কৃষ্ণপ্রেমা। সেই প্রেমে অধিকার হইলে জাগতিক বিচারের নীচতা, স্বল্পতা ও বিপর্য্যয় অন্তরায় হয় না। "[illegible]নামধেয়-শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎপ্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপি কচিৎ। শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ (—ভাঃ ৩।৩৩।৬-৭) "নহি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ। যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥" (—ভাঃ ৬।১৬।৪৪), "মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজস্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষ-বুদ্ধিযোগাঃ। নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥" (—ভাঃ ৭।৯।৯), "ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥" (—হঃ ভঃ বিঃ ১০।৯১), "পুক্কশঃ শ্বপচো বাপি যে চান্যে ম্লেচ্ছজাতয়। তেঽপি বন্দ্যা মহাভাগা হরিপাদৈকসেবকাঃ ॥" (পদ্মপুরাণ-স্বর্গখণ্ড অঃ ২৪শ অঃ), "বিষ্ণোরয়ং যতো হ্যাসীত্তস্মাদ্বৈষ্ণব উচ্যতে। সর্ব্বেষাং চৈব বর্ণানাং বৈষ্ণবঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥" (পাদ্মোত্তর-খণ্ডে ৩৯শ অঃ), "অহো বয়ং জন্মভৃতোঽদ্য হাস্ম বৃদ্ধানুবৃত্ত্যাপি বিলোমজাতাঃ। দৌষ্কুল্যমাধিং বিধুনোতি শীঘ্রং মহত্তমানামভিধানযোগঃ ॥ কুতঃ পুনর্গৃণতো নাম তস্য মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য। যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো মহদ্-গুণত্বাদ্যমনন্তমাহুঃ ॥"(—ভাঃ ১।১৮।১৮-১৯), "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥" (—পদ্মপুরাণ), "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদিবেতরঃ। বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ ॥" (—কাশীখণ্ড), "শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ ॥" (—নারদীয় পুরাণ), "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥" (—ভাঃ ১১।১৪।২১), "কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দ-পুক্কশা আভীরকঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥" (—ভাঃ ২।৪।১৮), "নীচজাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য। সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—

হরিদাস-স্মরণের ফল—

মহাভক্ত হরিদাস ঠাকুর জয় জয়।
হরিদাস সঙরণে সর্ব্ব-পাপক্ষয় ॥১০৫॥

হরিদাসের স্বরূপ—

কেহ বলে,—'চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস।'
কেহ বলে,—'প্রহ্লাদের যেন পরকাশ॥' ১০৬॥
সর্ব্বমতে মহাভাগবত হরিদাস।
চৈতন্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যাহার বিলাস ॥১০৭॥

অজ-ভবেরও হরিদাস-সঙ্গ বাঞ্ছনীয়—

ব্রহ্মা, শিব হরিদাস-হেন ভক্তসঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ ॥১০৮॥

হরিদাসস্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন ॥১০৯॥

হরিদাস-দর্শনের ফল—

স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্ব-জীবের অনাদি-কর্ম্মপাশ ॥১১০॥

দৈত্যকুলজাত প্রহ্লাদ ও পশুকুলজাত হনুমানের বৈষ্ণবতার ন্যায় হরিদাসের বৈষ্ণবতাও সর্ব্বসিদ্ধ—

প্রহ্লাদ যে-হেন দৈত্য, কপি হনুমান।
এই মত হরিদাস 'নীচজাতি' নাম ॥১১১॥

হীন, ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি-বিচার॥" (—চৈঃ চঃ অ ৪।৬৬-৬৭), "সংকীর্ণযোনয়ঃ পূতাঃ যে ভক্তা মধুসূদনে। ম্লেচ্ছতুল্যা কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥" (—দ্বারকামাহাত্ম্যে) ॥ ১০০ ॥

অহিন্দুর কুলে হরিদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্ব্বলোক-পিতামহ বিরিঞ্চি যে দর্শনে বঞ্চিত, সেই অপূর্ব্ব সুদুর্লভ ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন॥ ১০১ ॥

আপাত-দর্শনে বৈষ্ণবকে জাতি কুল-মর্য্যাদা-রহিত, নির্ধন প্রভৃতি বলিয়া অগ্রাহ্য করিলে অতিশয় পাপাসক্তি বৃদ্ধি হয়। তাহার ফলে আত্মা কলুষিত হইয়া নীচ যোনিতে জন্মলাভ করে। "শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥" "শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্। বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥" "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥" (—পদ্মপুরাণ) ॥ ১০২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।১৭-১৮, ১।৫।২৮, ২।২।৩৭, ২।৮।৪, ৩।৯।১১, ১০।৩৩।৩৯, ১২।৩।১২ প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য ॥১০৪॥

সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা এবং সর্ব্বসংহারক শিব হরিদাসের সঙ্গলাভ করিতে সর্ব্বদাই কৌতূহল প্রকাশ করেন ॥ ১০৮ ॥

পতিতপাবনী গঙ্গা হরিদাসের অবগাহন আশা করেন। সাধনের বল বর্ণনে ভক্তপদরজঃ ও ভক্ত-পদজলের শ্রেষ্ঠতা কথিত হয়। "ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল। ভক্ত-ভুক্ত শেষ,—তিন সাধনের বল॥" (—চৈঃ চঃ অ ১৬।৬০) "সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ। হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাৎ তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ॥" (ভাঃ ৯।৯।৬) ॥১০৯॥

গ্রন্থকার সর্ব্বশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া বলিতেছেন;—বৈষ্ণবকে দর্শন করিলে দর্শনকারীর সকল সৌভাগ্যের উদয় হয়। জীব অনাদি বাসনা-বশে কর্ম্ম-রজ্জু-গ্রন্থিতে আবদ্ধ আছে। পরম-মুক্ত হরিদাসকে দেখিলে নিজের ভোগ-পিপাসা বিদূরিত হইয়া সকল অনর্থ হইতে তাঁহারা মুক্ত হন যাঁহাকে দেখিলে এরূপ হয়, তাঁহার স্পর্শের দ্বারা তদপেক্ষা অধিক মঙ্গলের বিষয় শাস্ত্র তারস্বরে গান করেন। "গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥" (—নরোত্তম ঠাকুর), "আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্। ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥" (—ভাঃ ১।১।১৪), "যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ। কিং পুনর্দর্শনস্পর্শ-পাদশৌচাসনাদিভিঃ॥ সান্নিধ্যাৎ তে মহাযোগিন্ পাতকানি মহান্ত্যপি। সদ্যো নশ্যন্তি বৈ পুংসাং বিষ্ণোরিব সুরেতরাঃ॥" (—ভাঃ ১।১৯।৩৩-৩৪), "ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ। তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ।" (—ভাঃ ১০।৪৮।৩০) ॥ ১১০ ॥

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যশ্রবণে হরিদাস, মুরারী ও শ্রীধরের আনন্দাশ্রু—

হরিদাস কান্দে, কান্দে মুরারি-শ্রীধর।
হাসিয়া তাম্বুল খায় প্রভু বিশ্বম্ভর ॥১১২॥

নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর শিরে ছত্রধারণ—

বসি' আছে মহাজ্যোতিঃ খট্টার উপরে।
মহাজ্যোতিঃ নিত্যানন্দ ছত্র ধরে শিরে ॥১১৩॥
অদ্বৈতের ভিতে চাহি' হাসিয়া হাসিয়া।
মনের বৃত্তান্ত তাঁর কহে প্রকাশিয়া ॥১১৪॥
"শুন শুন আচার্য্য, তোমারে নিশাভাগে।
ভোজন করাইল আমি, তাহা মনে জাগে? ১১৫॥
যখন আমার নাহি হয় অবতার।
আমারে আনিতে শ্রম করিলা অপার ॥১১৬॥
গীতাশাস্ত্র পড়াও, বাখান' ভক্তিমাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র ॥১১৭॥
যে শ্লোকের অর্থে নাহি পাও ভক্তিযোগ।
শ্লোকের না দেহ' দোষ, ছাড় সর্ব্বভোগ ॥১১৮॥
দুঃখ পাই' শুতি' থাক করি' উপবাস।
তবে আমি তোমা স্থানে হই পরকাশ ॥১১৯॥
তোমারি উপাসে মুঞি মানো উপবাস।
তুমি মোরে যেই দেহ', সেই মোর গ্রাস ॥১২০॥
তিলার্দ্ধ তোমার দুঃখ আমি নাহি সহি।
স্বপ্নে আসি' তোমার সহিত কথা কহি ॥১২১॥
'উঠ উঠ আচার্য্য, শ্লোকের অর্থ শুন।
এই অর্থ, এই পাঠ নিঃসন্দেহ জান ॥১২২॥
উঠিয়া ভোজন কর, না কর উপাস।
তোমার লাগিয়া আমি করিব প্রকাশ ॥' ১২৩॥
সন্তোষে উঠিয়া তুমি করহ ভোজন।
আমি বলি, তুমি যেন মানহ স্বপন ॥" ১২৪॥
এই মত যেই যেই পাঠে দ্বিধা হয়।
স্বপনের কথা প্রভু প্রত্যক্ষ কহয় ॥১২৫॥
যত রাত্রি স্বপ্ন হয়, যে দিনে, যেক্ষণে।
যত শ্লোক,—সব প্রভু কহিলা আপনে ॥১২৬॥
ধন্য ধন্য অদ্বৈতের ভক্তির মহিমা।
ভক্তি-শক্তি কি বলিব?—এই তার সীমা ॥১২৭॥

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ' শ্লোকের পাঠ সংশোধন—

প্রভু বলে,—"সর্ব্ব পাঠ কহিল তোমারে।
এক পাঠ নাহি কহি আজি কহি তোরে ॥১২৮॥
সম্প্রদায়-অনুরোধে সবে মন্দ পড়ে।
'সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ'—এই পাঠ নড়ে ॥১২৯॥
আজি তোরে সত্য কহি ছাড়িয়া কপট।
'সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ'—এই সত্য পাঠ ॥১৩০॥

তথাহি (গীতা ১৩।১৩)—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩১ ॥

হিরণ্যকশিপু-দৈত্যের পুত্র প্রহ্লাদ, তাঁহার দেবতা বলিয়া প্রতিষ্ঠা নাই। হনুমান পশুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাকে সভ্য মানব বলা হয় না। প্রহ্লাদ ও হনুমানের বিচারে তাঁহাদিগকে 'শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব' জ্ঞান করা যেরূপ পরম প্রয়োজনীয় বিষয়, অহিন্দু নিম্নকুলে জাত ঠাকুর হরিদাসেরও সেইরূপ মহাভাগবতত্ব সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ ॥ ১১১ ॥

হরিদাস, মুরারি ও শ্রীধর এই সকল [illegible] শুনিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১১২ ॥

ভিতে,—ভিত্তিতে, দিকে,—তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ॥ ১১৪ ॥

পরবর্ত্তী ১২৩ ও ১২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১১৫ ॥

গীতা-পাঠকালে যে শ্লোকের অর্থে ভক্তিযোগের সন্ধান না থাকে, সেই শ্লোকের দোষ না দিয়া নিজ আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-জন্য সকল ভোগ পরিত্যাগ করিয়া থাক ॥ ১১৮ ॥

ভগবদ্ভক্ত উপবাস করিলে ভগবানের ভোজন হয় না। অভক্তের নিকট হইতে ভগবান কোনদিন কোন সেবা-লাভ করেন না। ভক্তের দ্রব্যই ভগবান্ গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ১২০ ॥

গীতার যে যে শ্লোকে সাধারণ লোকের মনে সন্দেহ হইয়া ভক্তিযোগের অনুকূল অর্থগ্রহণে বাধা হয়, নিদ্রা-কালে অদ্বৈত-প্রভু মহাপ্রভুর নিকট হইতে তাহার বিচার শুনিতে পান ॥ ১২৫ ॥

অতি গুপ্ত পাঠ আমি কহিল তোমারে।
তোমা বই পাত্র কেবা আছে কহিবারে॥" ১৩২ ॥
চৈতন্যের গুপ্ত শিষ্য আচার্য্য গোসাঞি।
চৈতন্যের সর্ব্ব ব্যাখ্যা আচার্য্যের ঠাঞি ॥১৩৩॥

মহানন্দে বিহ্বল অদ্বৈতের সক্রন্দন প্রত্যুত্তর ; মহাপ্রভুর 'অদ্বৈত-নাথ' নামই অদ্বৈতের মহত্ত্ব—

শুনিয়া আচার্য্য প্রেমে কান্দিতে লাগিলা।
পাইয়া মনের কথা মহানন্দে ভোলা ॥১৩৪॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"আর কি বলিব মুঞি।
এই মোর মহত্ত্ব যে মোর নাথ তুঞি॥" ১৩৫॥
আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য্য গোসাঞি।
প্রভুর প্রকাশ দেখি' বাহ্য কিছু নাঞি ॥১৩৬॥

শ্রীগৌরসুন্দরকৃত ব্যাখ্যায় অবিশ্বাসকারীর অধোগতি—

এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
অধঃপাত হয় তার, জানিহ নিশ্চিত ॥১৩৭॥

অদ্বৈতাচার্য্যের দুর্জ্ঞেয় বচন মহাভাগবতগণেরই বোধগম্য, তাহা স্থলবিশেষে সৌভাগ্যোদয়কারী এবং ভাগ্য-বিপর্য্যয়কারী ; তদ্বিষয়ে ভাগবতপ্রমাণ—

মহাভাগবতে বুঝে অদ্বৈতের ব্যাখ্যা।
আপনে চৈতন্য যা'রে করাইল শিক্ষা ॥১৩৮॥
বেদে যেন নানামত করয়ে কথন।
এইমত আচার্য্যের দুর্জ্ঞেয় বচন ॥১৩৯॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার ?
জানিহ, ঈশ্বরসঙ্গে ভেদ নাহি যা'র ॥১৪০॥
শরতের মেঘ যেন পরভাগ্যে বর্ষে।
সর্ব্বত্র না করে বৃষ্টি, কোথাহ বরিষে ॥১৪১॥

তথাহি (ভাগবত ১০।২০।৩৬)—

গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং কচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা ॥ ১৪২ ॥

যে যে শ্লোকে অদ্বৈত-প্রভুর সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সকল শ্লোকের কথা মহাপ্রভু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন ॥ ১২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ পরমাত্মবস্তূপদিশতি) সর্ব্বতঃ পাণিপাদং (সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ) সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং (সর্ব্বতঃ অক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ) সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ (শ্রবণেন্দ্রিয়ৈঃ যুক্তং) তৎ (পরমাত্মবস্তু) লোকে সর্ব্বং আবৃত্য (ব্যাপ্য) তিষ্ঠতি (সর্ব্বপ্রাণিপ্রবৃত্তিভিঃ রূপাদিভিঃ সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বেন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ) ॥ ১৩০ ॥

অনুবাদ—যাহার হস্ত, পদ, নেত্র, মস্তক, মুখ এবং কর্ণসমূহ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই পরমাত্মবস্তু নিখিল চরাচরে সর্ব্ব-বস্তু আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ১৩০ ॥

তথ্য। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩।১৬ শ্লোক আলোচ্য ॥১৩০

নির্ব্বিশেষবাদী "সর্ব্বতঃ" পাঠ রক্ষা করিয়া উহা 'সর্ব্বত্র' অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। সবিশেষবাদী ভগবত্তার স্বরূপ স্বীকার করেন। নির্ব্বিশেষবাদী জগন্মিথ্যাত্ববাদের পক্ষ গ্রহণ করায় ভগবৎস্বরূপের পাণি-পাদ-কর্ণ-চক্ষু-শিরঃ ও বদনের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে বহির্দ্দর্শনে যে প্রকার ভোগ্য রূপসমূহ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্ব্যতীত সেবনোপযোগী নিত্যভাবে সেব্যেন্দ্রিয়-সমূহের উপলব্ধি ঘটে। মহাভাগবত সর্ব্বত্র ভগবানের পুরুষোত্তমতা ও হৃষীকেশত্ব দর্শন করেন। তাঁহারা বহির্জ্জগতের ভোগ্য-ভাব-সমূহ দর্শনের পরিবর্ত্তে পুরুষোত্তমের ভোক্তৃত্বের করণ-সমূহ দেখিয়া থাকেন। বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারক যেরূপ প্রপঞ্চকে ভগবৎস্বরূপের স্থূল শরীর বিচার করেন, অথবা কেবলাদ্বৈত-বিচারক যেরূপ প্রাপঞ্চিক-দর্শনের স্বীকার-বিরোধী, অচিন্ত্যভেদাভেদের পরম সূক্ষ্ম-দর্শনে সেরূপ ধারণার আবশ্যকতা নাই। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-বিলোচন দ্বারা ভগবদ্ভক্তের নিকট সর্ব্বত্রই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি-সহ নিত্যরূপ পরিদর্শনের ব্যাঘাত হয় না। সেবা-বিমুখতা জন্য যে প্রাপঞ্চিক ভোগ-দর্শন, উহা নশ্বর জগতে সত্য হইলেও শুদ্ধজীবাত্মার দর্শনে উহাতে অনর্থের প্রতীতি নাই। জীবের অর্থই সেব্যে আশ্রিত। সুতরাং ভোগবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মফলবাধ্য জীব যেরূপ জাগতিক ভোগের আবাহন করেন, সর্ব্বত্র সেইরূপ ভোগময় দর্শন করিতে হইবে না,—ইহাই প্রভুর অভিপ্রায়। কর্ম্মবাদী তাহার অনর্থ থাকা কালে নশ্বর বস্তুকে 'ভোগ্য' জ্ঞান করেন এবং

এই মত অদ্বৈতের কিছু দোষ নাঞি।
ভাগ্যাভাগ্য বুঝি' ব্যাখ্যা করে সেই ঠাঞি ॥১৪৩॥

অদ্বৈতের চৈতন্যানুগত্যে বৈষ্ণবসমাজই প্রমাণ—

চৈতন্যচরণসেবা অদ্বৈতের কাজ।
ইহাতে প্রমাণ সব বৈষ্ণবসমাজ ॥১৪৪॥

'স্বতন্ত্র ঈশ্বর'-বুদ্ধিতে অদ্বৈতসেবার অপ্রিয়করত্ব—

সর্ব্ব-ভাগবতের বচন অনাদরি'।
অদ্বৈতের সেবা করে, নহে প্রিয়ঙ্করী ॥১৪৫॥

প্রকৃত অদ্বৈত-ভক্তের লক্ষণ—

চৈতন্যেতে 'মহামহেশ্বর'-বুদ্ধি যা'র।
সেই সে—অদ্বৈত-ভক্ত, অদ্বৈত—তাহার ॥১৪৬॥

বিরাট্ রূপকে রূপক ও কাল্পনিক মনে করেন। আবার নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু প্রাপঞ্চিক জগতের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়-কল্পিত-জ্ঞানে প্রাপঞ্চিক অধিষ্ঠানের নশ্বর-বাস্তবতায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বহির্জ্জগতে চিদানন্দ-দর্শন-রহিত হওয়ায়, শুদ্ধজীবে আনন্দরাহিত্য-স্বীকার করায় এবং জড় জগতে সচ্চিদানন্দানুভূতির সম্বন্ধ-নির্ণয়ে ভাবান্তর প্রকাশ করায় অচিন্ত্যাভেদাভেদ বিচার তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় না। ভগবৎশক্তিমত্তায় সর্ব্বত্র সচ্চিদানন্দানুভূতি বর্ত্তমান বলিবার জন্যই "সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ" শ্লোকের অবতারণা।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশিত ব্যাখ্যায় ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর তদ্গ্রহণে যে সত্য নিহিত আছে, তাহাতে বিশ্বাস-রহিত ব্যক্তি বাস্তব-সত্য হইতে বঞ্চিত হয়। প্রাপঞ্চিক নশ্বর প্রতীতিরূপ অধঃপতনই তাহার লভ্য হয় ॥ ১৩৭ ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ব্যাখ্যা অচিন্ত্য-অভেদমূলক হইলেও উহাই অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক, একথা উত্তম বৈষ্ণবই বুঝিতে পারেন। অর্ব্বাচীনগণ বিচার করেন যে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কেবলাদ্বৈত-মতের প্রচারক ও শ্রীগৌরসুন্দর চিন্ত্যদ্বৈত-বিরোধী দ্বৈতমতের উপদেশক। অদ্বৈতের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার বংশক্রবগণের মধ্যে ন্যূনাধিক মায়াবাদ প্রচারিত হওয়ায় সেই ভক্তি-বিরোধী বীজ অধুনাতন কালেও শুদ্ধ-ভক্তির বিরোধী ভাব পোষণ করিতেছে। তাঁহারা জানেন না যে, শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুমোদিত ব্যাখ্যা ব্যতীত শ্রীঅদ্বৈ[illegible]র অন্য কোন প্রকার আচরণ নাই ॥ ১৩৮ ॥

আচার্য্যের বংশধরক্রবগণ তাঁহার ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া ভক্তির প্রতিকুল বিচারকেই ভক্তের গ্রহণীয় বলিয়া জগতে প্রচার করায় আসামদেশে এবং বঙ্গের নানাস্থানে পঞ্চোপাসনা আদর লাভ করিয়াছে। ঠাকুর বৃন্দাবনদাস বলেন, যেরূপ বেদের বিভিন্ন মন্ত্র আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিবদমান এবং তাহাতে কৈবলাদ্বৈত বিচার, শুদ্ধাদ্বৈত বিচার ও দ্বৈতাদ্বৈতবিচার প্রভৃতি নানা মতবাদের উৎপত্তি ঘটিয়াছে, তদ্রূপ আচার্য্য অদ্বৈতের বাক্য এবং ব্যবহারাবলীও লোকে বুঝিতে না পারিয়া নানা প্রকার মত অদ্বৈতের মত বলিয়া পোষণ করেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-মাত্রকেই সম্বল করিয়া আচার্য্যত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। পরস্পর বিবদমান প্রতীত হইলেও তাঁহার ব্যাখ্যা-সমূহ শ্রীচৈতন্য-নুমোদিত ও এক-তাৎপর্য্যপর। শ্রীচৈতন্যের প্রকাশিত ব্যাখ্যা অচিন্ত্য-অভেদ পর হইলেও উহাই যুগপৎ ভেদপর, তজ্জন্য প্রাপঞ্চিক চিন্তা ব্যাপারবিশেষ নহে ॥ ১৩৯ ॥

শরৎকালে একই সময়ে সকল স্থানে বৃষ্টি হয় না। যেখানে বৃষ্টি হয় ও যেখানে বৃষ্টি হয় না, সেই-সকল স্থানের নিজ নিজ ভাগ্য অপেক্ষা করে মাত্র। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বাক্যগুলিও স্থানবিশেষে সৌভাগ্য-আনয়ন ও ভাগ্য-বিপর্য্যয় উপস্থিত করিয়াছে ॥ ১৪১ ॥

অন্বয়ঃ—জ্ঞানিনঃ (বিদ্বাংসঃ গুরবঃ) কালে (উপযুক্ত-সময়ে) যথা (কস্মৈচিৎ যোগ্যায়) জ্ঞানামৃতং দদতে (তত্ত্ব-জ্ঞানং উপদিশন্তি) ন বা (অন্যেভ্যো ন দদতে চ, অত্রায়ং ভাবঃ—ন হ্যুপাধ্যায়াঃ কর্ম্মবিদ্যামিব জ্ঞানিনঃ জ্ঞানামৃতং সর্ব্বতো বিতরন্তি, পরন্তু কৃপয়া ক্বচিদেব এবং) গিরয়ঃ (পর্ব্বতাঃ অপি) শিবং (মঙ্গলদায়কং) তোয়ং (জলং) কচিৎ (কুত্রচিৎ) মুমুচুঃ (ক্বচিৎ) ন (মুমুচুঃ) ॥ ১৪২ ॥

অনুবাদ—(শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের ব্রজলীলাকালে শ্রীধাম বৃন্দাবনে বর্ষা ও শরৎ-ঋতু-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশুক-দেবের উক্তি—) জ্ঞানিগণ যেরূপ যোগ্য শিষ্যকে ভগবৎ-

অদ্বৈত-প্রভুকে 'বিষ্ণু' জ্ঞানপূর্ব্বক গৌরসুন্দরকে তদাশ্রিতা 'শ্রীরাধা'জ্ঞানকারীর 'অদ্বৈতভক্তি'—দশাননের শিবভক্তিবৎ অমঙ্গলজনক—

'সর্ব্বপ্রভু গৌরচন্দ্র',—ইহা যে না লয়।
অক্ষয়-অদ্বৈতসেবা ব্যর্থ তা'র হয় ॥১৪৭॥

রঘুনাথ-বিদ্বেষ-হেতু দশাননের দুর্গতি—

শিরচ্ছেদি 'ভক্তি যেন করে দশানন।
না মানয়ে রঘুনাথ—শিবের কারণ ॥১৪৮॥
অন্তরে ছাড়িল শিব, সে না জানে ইহা।
সেবা ব্যর্থ হৈল, মৈল সবংশে পুড়িয়া ॥১৪৯॥

তত্ত্বোপদেশরূপ জ্ঞানামৃত দান করেন, অযোগ্য শিষ্যকে তাহা দান করেন না, তদ্রূপ পর্ব্বতগণও কোন স্থানে মঙ্গল-জনক জলরাশি মোচন করিতেছিল, আবার কোথাও বা করিতেছিল না ॥ ১৪২ ॥

শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কখনই শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর অমর্য্যাদা করেন না। তাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতকে শ্রীচৈতন্যশিক্ষায় দীক্ষিত জানিয়া শ্রীঅদ্বৈতে বিষ্ণুবুদ্ধি করিয়া থাকেন। "এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুই জন। দুইপ্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥"—এই বিচার যাঁহাদের প্রবল, তাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুকে মন্দভাগ্য, অনভিজ্ঞ অদ্বৈতানুগগণের সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত করেন না ॥ ১৪৪ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের সকল ভক্তের বাক্য অনাদর করিয়া যাঁহারা কেবলমাত্র অদ্বৈতের সেবা করিবার নামে ভক্তির অমর্য্যাদা করেন, তাঁহারা জগতের মঙ্গল বিধান করেন না ॥ ১৪৫ ॥

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সেব্য বিগ্রহ জানেন, তাঁহারাই অদ্বৈত-প্রভুর প্রকৃত ভক্ত। তাঁহা-দেরই সেবা শ্রীঅদ্বৈত প্রভু গ্রহণ করেন। আর যাঁহারা অদ্বৈতের উদ্দেশে সেবা করিতে গিয়া অদ্বৈতকে 'বিষ্ণু' জ্ঞানপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী জ্ঞান করা-রূপ মতবাদ পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে কখনই অদ্বৈতের অনুগত সেবক বলা যায় না। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপুর গ্রামে ঐ প্রকার নবোদ্ভাবিত ঘৃণিত মতবাদের প্রচার হইয়াছিল। কালনায় এই মতবাদ গ্রন্থাকারে পরিণত না হইলেও তদ্দেশবাসিগণ ন্যূনাধিক ঐ মত পোষণ করিয়া নিরয়গামী হন ॥ ১৪৬ ॥

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু উপাদান-কারণ বিষ্ণুতত্ত্ব। তাঁহার সেবা—অক্ষয়। কিন্তু অদ্বৈত-সেবা শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বসেব্য,—এই কথা স্বীকার না করিয়া অদ্বৈত-প্রভুকে মহাপ্রভুর 'সেব্য'-বিচাররূপ অপরাধ করিতে গেলে অদ্বৈত-সেবার নিরর্থকতা হইয়া পড়ে। ঘৃণিত অদ্বৈত সেবকব্রুবগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীগৌরভক্তগণ মহাপ্রভুর প্রতি ঐকান্তিকতা প্রকাশ করায় তাঁহারা অদ্বৈত-সেবা-বিরোধী। "চৈতন্য-মালীর কৃপাজলের সেচনে। সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে॥ সেই জলে স্কন্ধে করে শাখাতে সঞ্চার। ফলে ফুলে বাড়ে, শাখা হইল বিস্তার॥ প্রথমে ত' আচার্য্যের একমতগণ। পাছে দুইমত হৈল দৈবের কারণ॥ কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র। স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র॥ আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার। তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' অসার॥ চৌদ্দভুবনের গুরু—চৈতন্য গোসাঞি। তাঁর গুরু—অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই॥ মালীদত্ত জল অদ্বৈত-স্কন্ধ যোগায়। সেই জলে জীয়ে শাখা, ফল-ফুল হয়॥ ইহার মধ্যে মালী-পাছে কোন শাখাগণ। না মানে চৈতন্য-মালী দুর্দ্দৈব কারণ॥ সৃজাইল, জীয়াইল, তাঁরে না মানিল। কৃতঘ্ন হইলা, তাঁরে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইলা॥ ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে। জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়া মরে॥ চৈতন্যরহিত দেহ—শুষ্ক কাষ্ঠ-সম। জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে যম॥ কেবল এগণ-প্রতি নহে এই দণ্ড। চৈতন্য-বিমুখ যেই, সেই ত' পাষণ্ড॥ কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতি। চৈতন্য-বিমুখ যেই, তার এই গতি॥ যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত। সেই আচার্য্যের গণ—মহা-ভাগবত॥ সেই সেই—আচার্য্যের কৃপার ভাজন। অনা-য়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ॥" (—চৈঃ চঃ আঃ ১২।৫, ৭-১০, ১৬ এবং ৬৭-৭৪) ১৪৭॥

দশানন রাবণ 'শিবভক্ত' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি শিবভক্ত হইলেও শিবের আরাধ্য রঘুনাথের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার সেবিকা সীতাকে হরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি

ভাল মন্দ শিব কিছু ভাঙ্গিয়া না কয়।
যার বুদ্ধি থাকে, সেই চিত্তে বুঝি' লয় ॥১৫১॥
এই মত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া।
বোলায় 'অদ্বৈত ভক্ত' চৈতন্য নিন্দিয়া ॥১৫১॥
না বলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব কারণে।
না ধরে বৈষ্ণববাক্য, মরে ভাল মনে ॥১৫২॥
যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্বসিদ্ধি।
হেন চৈতন্যের কিছু না জানয়ে শুদ্ধি ॥১৫৩॥
ইহা বলিতেই আইসে ধাঞা মারিবারে।
অহো! মায়া বলবতী,—কি বলিব তারে? ১৫৪॥
ভক্তরাজ অলঙ্কার,—ইহা নাহি জানে।
অদ্বৈতের প্রভু—গৌরচন্দ্র নাহি মানে ॥১৫৫॥
পূর্ব্বে যে আখ্যান হৈল, সেই সত্য হয়।
তাহাতে প্রতীত যার নাহি,—তার ক্ষয় ॥১৫৬॥

চৈতন্য-সেবকের শ্রেষ্ঠ মহত্ত্ব—

যত যত শুন যার যতেক বড়াঞি।
চৈতন্যের সেবা হৈতে আর কিছু নাঞি ১৫৭॥

স্ব-স্ব ভাগ্যানুসারে গৌর-নিতাই-কৃপায় ভক্তিতে আদর—

নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু যারে কৃপা করে।
যার যেন ভাগ্য, ভক্তি সেই সে আদরে ॥১৫৮॥

পোষণ করেন। সেই রুদ্রভক্ত দশানন যে রঘুনাথের বিদ্বেষরূপ অপকার্য্য করিয়াছিলেন, তৎফলে নিজ বুদ্ধিদোষে নিজের মস্তকগুলি বিনষ্ট করেন। রঘুনাথই শিবের মূল কারণ ও আরাধ্য। দশাননের দশদিগ্‌দর্শী মস্তিষ্কে উহা প্রবিষ্ট না হওয়ায় বাস্তবিক রুদ্রদেব তাহার সেবা গ্রহণ করেন নাই। যাঁহারা শিবের প্রীতি উৎপাদন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদের মঙ্গল হয়। কিন্তু রাবণের শিবপূজায় রুদ্র সন্তুষ্ট না হইয়া রাবণের সেবা গ্রহণ করেন নাই বলিয়া রাবণের সবংশে বিনাশ ঘটিয়াছিল। সেইরূপ শ্রীঅদ্বৈতের বংশে অদ্বৈতসেবা-প্রবৃত্তিতে বিপর্য্যয় ঘটায় অদ্বৈতের অধস্তনগণ ও অধস্তনের অনুগত জনগণ সকলেই বিষ্ণু-বৈষ্ণব বিদ্বেষ করিতে গিয়া বৈষ্ণব-সমাজ হইতে নিত্যকালের জন্য অতিবাড়ীগণের ন্যায় বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের নিন্দা করিয়া যে-সকল অদ্বৈতাধস্তন ও তদনুগ-ব্যক্তি অদ্বৈত প্রভুর চৈতন্য-সেবা বৃত্তি বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদিগের বিষ্ণু ভক্তিতে অবস্থিতি সম্ভবপর নহে।

কেহ কেহ বলেন, বৃকাসুর মহাদেবের নিকট স্বীয় হস্ত যাঁহার মস্তকে স্থাপন করিবে, তিনিই 'ভস্মীভূত হইবেন', এইরূপ বর লাভ করে। সেই অসুর শ্রীরুদ্রের মস্তকেই প্রথমে তাহার লব্ধ বরের পরীক্ষা করিতে গিয়া রুদ্রকে উদ্বিগ্ন করিয়াছিল। শ্রীভগবান্-বিষ্ণুর পরামর্শ-ক্রমে যখন সেই অসুর নিজ-মস্তকে স্বীয় হস্ত স্থাপন করিয়া পরীক্ষা করিতে গেল, তখনই সে বিনষ্ট হইল। শিবভক্তিপরায়ণ রাবণও এইরূপ অবস্থায় পতিত হওয়ায় তিনিও শিবারাধ্য রঘুনাথের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত সহজিয়াগণের ন্যায় ভক্তির নামে ভোগের আবাহন করিয়াছিলেন। ইহাই রাবণের নিজ শিবচ্ছেদিনী শিবভক্তি। রঘুনাথের বিদ্বেষ করায় ও শিবারাধ্যা সীতাদেবীর সেবাবিমুখ হওয়ায় আরাধ্যদেব শিব দশাননের প্রতি বিমুখ হন। যে-সকল অদ্বৈতাধস্তন ও তদনুগ বৈষ্ণবব্রুব শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণের বিদ্বেষ করিয়া স্বীয় ভক্তির বাহাদুরী ঘোষণ করেন, তাঁহাদেরও ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটে ॥ ১৪৮ ॥

অদ্বৈত-ভক্তব্রুবগণ শ্রীচৈতন্য-নিন্দা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অদ্বৈতের প্রশংসামুখে যে অপরাধ করেন, তাহাতে তাঁহাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু ঐ সকল ব্যক্তির সমুচিত দণ্ডবিধান না করিলেও তাঁহাদের অমঙ্গল অনিবার্য্য। যেহেতু শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগ্রহেই শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর সর্ব্বসিদ্ধি। সুতরাং তাদৃশ চৈতন্যবিমুখতা কখনই উঁহাদিগকে শোধন করিতে পারে না। দুষ্পারা বিষ্ণুমায়া ভগবৎসেবাবুদ্ধি আবরণ করিয়া জীবকে সেবাবিমুখ করিলেই তাহারা গৌরভক্তগণকে আক্রমণ করে ॥ ১৫৪ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব রূপবান্ পুরুষোত্তম। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু শ্রীচৈতন্যের ভূষণ-সদৃশ। এই কথা না বুঝিয়া শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে শ্যামসুন্দর বোধে এবং শ্রীগৌরচন্দ্রকে অদ্বৈত-প্রভুর আশ্রিত-জ্ঞানে যে মহাপ্রভুর নিন্দা অদ্বৈতানুগ-পরিচিত জনগণে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই ভক্তিরাজ্য হইতে অপসৃত ॥ ১৫৫ ॥

সকলের প্রতি নিত্যানন্দ-প্রভুর উপদেশ—

অহর্নিশ লওয়ায় ঠাকুর নিত্যানন্দ।
"বল ভাই সব—'মোর প্রভু গৌরচন্দ্র'॥"১৫৯॥
চৈতন্য স্মরণ করি' আচার্য্য গোসাঞি।
নিরবধি কান্দে, আর কিছু স্মৃতি নাই॥১৬০॥
ইহা দেখি' চৈতন্যেতে যার ভক্তি নয়।
তাহার আলাপে হয় সুকৃতির ক্ষয়॥১৬১॥

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য-বুদ্ধিতে অদ্বৈতের সেবায় শুদ্ধ বৈষ্ণবত্ব ও কৃষ্ণপাদপ্রাপ্তি—

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য-বুদ্ধ্যে যে অদ্বৈত গায়।
সেই সে বৈষ্ণব, জন্মে জন্মে কৃষ্ণ পায়॥১৬২॥
অদ্বৈতের সেই সে একান্ত প্রিয়তর।
এ মর্ম্ম না জানে যত অধম কিঙ্কর॥১৬৩॥

অদ্বৈতকে 'শ্রীচৈতন্যাশ্রিত' জ্ঞানকারীরই অদ্বৈত-প্রীতি লাভ—

সর্ব্বের ঈশ্বর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ কথায় অদ্বৈতের প্রীতি বহুতর॥১৬৪॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু না কর সর্ব্বথা॥১৬৫॥
অদ্বৈতেরে বলিয়া গীতার সত্য পাঠ।
বিশ্বম্ভর লুকাইল ভক্তির কপাট॥১৬৬॥

শ্রীবিশ্বম্ভরের সকলকে যথাপ্রার্থিত বর-প্রদানে অভিলাষ—

শ্রীভুজ তুলিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"সবে মোরে দেখ, মাগ যার যেই বর॥" ১৬৭॥
আনন্দিত হৈলা সবে প্রভুর বচনে।
যার যেই ইচ্ছা, মাগে তাহার কারণে॥১৬৮॥

যিনি যে পরিমাণ শ্রীচৈতন্যের সেবাপরায়ণ, তিনি তত বড়। উচ্চাবচ-নিরূপণে শ্রীচৈতন্যসেবানুরাগের তারতম্যই একমাত্র নিদর্শন॥ ১৫৭॥

যাহার যেরূপ ভাগ্য, শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাহাদিগের ভক্তির পরিমাণানুসারে তদনুরূপ আদর করেন। ভক্তগণও সেই পরিমাণে গৌর-নিত্যানন্দের চরণে সেবাপর হন॥ ১৫৮॥

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু নিত্যকাল শ্রীচৈতন্যের স্মরণ করিয়া আনন্দে ক্রন্দন করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের স্মৃতি ব্যতীত অন্য কিছুই চিন্তা করেন না। এই সকল আলোচনা করিয়া যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবে ভক্তিবিশিষ্ট হন না, তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে জীবের সৌভাগ্যোদয় হওয়া দূরে থাকুক, ভক্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটে॥ ১৬১॥

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে যিনি বৈষ্ণবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে সেবা করেন, তাঁহাকেই 'বৈষ্ণব' বলা যাইবে, আর যাঁহারা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে বিষয়জাতীয় 'কৃষ্ণ' বুদ্ধি করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে আশ্রয়জাতীয় ভক্ত জ্ঞান করিবেন, তাঁহারা কোনদিনই কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিতে পারিবেন না। যাঁহারা অদ্বৈত-প্রভুকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জানিবেন, তাঁহারাই যে কোনও জন্মে কৃষ্ণসেবার অধিকার পাইবেন॥ ১৬২॥

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর প্রকৃত দাসগণ শ্রীঅদ্বৈতকে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত বলিয়াই জানেন। তাঁহারা তাঁহার প্রিয়তম। আর যে-সকল সেবক অদ্বৈত প্রভুকে নিত্য কৃষ্ণদাস বলিয়া জানেন না, তাঁহারা আপনাদিগকে অদ্বৈতের ভৃত্য মনে ভাবিলেও নিতান্ত অধম। প্রকৃত সত্য আবরণ করিয়া যে-সকল ব্যক্তি ভক্তির ছলনায় নিজের আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেন, তাঁহারা অদ্বৈতের প্রীতিভাজন হইতে পারেন না॥ ১৬৩

অদ্বৈতাপসম্প্রদায়গণ ও তদনুগ-গণ চিরদিনই শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর স্বরূপজ্ঞান-বিপর্য্যয়হেতু তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য-শিক্ষায় শিক্ষিত না জানিয়া মায়াবাদাশ্রয়ে ভক্তি হইতে চ্যুত হন এবং কর্ম্ম-জ্ঞানাদি অভক্তিকেই গীতার্থ বলিয়া প্রচার করেন, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকেই শ্রীচৈতন্যদেব অন্তরঙ্গ-ভক্ত-জ্ঞানে শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুগতব্রুব অধম কিঙ্করগণকে মায়াবাদ-কূপে ডুবাইয়া দিয়া এবং কৃষ্ণভক্তি-সম্বন্ধের কপাট বন্ধ করিয়া কর্ম্মরাজ্যে সুখ-দুঃখ-ভোগার্থ 'স্মার্ত্ত' করিয়াছিলেন। অদ্যাপি 'অদ্বৈত-সন্তান-পরিচয়াকাঙ্ক্ষ জনগণের কর্ম্মবাদের প্রাচুর্য্য ও মায়াবাদে আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাহাদিগকে ভক্তিপথের আচরণশীল জানিবার পরিবর্ত্তে সেবা-মন্দিরের রুদ্ধ-দ্বারের বহির্দ্দেশে অবস্থিত জানিতে হইবে॥ ১৬৬॥

অদ্বৈতের জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতাদি-অভিমানরহিত ব্যক্তিগণের জন্য কৃপা-ভিক্ষা—

অদ্বৈত বলয়ে,—"প্রভু, মোর এই বর।
মূর্খ নীচ পতিতেরে অনুগ্রহ কর॥"১৬৯॥

সকলেরই বিবিধভাবে ভক্ত্যনুকূল বর-প্রার্থনা—

কেহ বলে, "মোর বাপে না দেয় আসিবারে।
তার চিত্ত ভাল হউক, দেহ' এই বরে॥" ১৭০॥
কেহ বলে শিষ্য প্রতি, কেহ পুত্র প্রতি।
কেহ ভার্য্যা, কেহ ভৃত্য, যার যথা রতি॥১৭১॥
কেহ বলে,—"আমার হউক গুরু-ভক্তি।"
এই মত বর মাগে, যার যেই যুক্তি॥১৭২॥

বিশ্বম্ভরের সকলকে প্রার্থিত বরদান—

ভক্তবাক্য-সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া হাসিয়া সবাকারে দেন বর॥১৭৩॥

প্রভুর কীর্ত্তনীয়া মুকুন্দের অন্তঃপট-বাহিরে অবস্থান—

মুকুন্দ আছেন অন্তঃপটের বাহিরে।
সম্মুখ হইতে শক্তি মুকুন্দ না ধরে॥১৭৪॥
মুকুন্দ সবার প্রিয় পরম মহান্ত।
ভালমতে জানে সেই সবার বৃত্তান্ত॥১৭৫॥
নিরবধি কীর্ত্তন করয়ে, প্রভু শুনে।
কোন জন না বুঝে,—তথাপি দণ্ড কেনে॥১৭৬॥
ঠাকুরেহ নাহি ডাকে, আসিতে না পারে।
দেখিয়া জন্মিল দুঃখ সবার অন্তরে॥১৭৭॥

মহাপ্রভুর চরণে মুকুন্দের জন্য শ্রীবাসের নিবেদন, তাহাতে মহাপ্রভুর অনিচ্ছা—

শ্রীবাস বলেন,—"শুন জগতের নাথ।
মুকুন্দ কি অপরাধ করিল তোমাত?১৭৮॥
মুকুন্দ তোমার প্রিয়, মো'সবার প্রাণ।
কেবা নাহি দ্রবে শুনি' মুকুন্দের গান?১৭৯॥
ভক্তিপরায়ণ সর্ব্বদিগে সাবধান।
অপরাধ না দেখিয়া কর অপমান॥১৮০॥
যদি অপরাধ থাকে, তার শাস্তি কর।
আপনার দাসে কেনে দূরে পরিহর'?১৮১॥
তুমি না ডাকিলে নারে সম্মুখ হইতে।
দেখুক তোমারে প্রভু, বল ভাল মতে॥"১৮২॥
প্রভু বলে,—"হেন বাক্য কভু না বলিবা।
ও বেটার লাগি মোরে কভু না সাধিবা॥১৮৩॥
'খড় লয়, জাঠি লয়', পূর্ব্বে যে শুনিলা।
অই বেটা সেই হয়, কেহ না চিনিলা॥১৮৪॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড়জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥"১৮৫॥

শ্রীগৌরসুন্দর বর দিতে অভিলাষ করিলে শ্রীঅদ্বৈত প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, পাণ্ডিত্যবিমুখ আভিজাত্যহীন সম্পদরহিত ব্যক্তিগণের প্রতিই শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা বিতরিত হউক॥ ১৬৭-১৬৯॥

কোন ব্যক্তি বর প্রার্থনায় বলিলেন,—"আমার শুভানুধ্যায়ী অভিভাবক পিতা আমাকে ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে নিষেধ করেন। যাহাতে তাঁহার চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া আমার কৃষ্ণানুশীলনে বাধা না দেন, এরূপ বর দিন॥" ১৭০॥

কেহ বর-প্রার্থনায় বলিলেন,—'আমার শিষ্য, আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার ভৃত্যগণ অ[illegible] প্রতি সেবা-তৎপর হউন।' কেহ বলিলেন, 'আমার গুরু-পাদপদ্মে সেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হউক।' বিভিন্ন বর প্রার্থনা তাহাদিগের নিজ নিজ বুদ্ধি ও যুক্তির অনুমোদিত ছিল॥ ১৭১-১৭২॥

অন্তঃপট—অন্তঃ (অভ্যন্তরস্থ) পট (পরদা)—ভিতরের বস্ত্র॥ ১৭৪॥

শ্রীবাস মুকুন্দের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে সম্মুখে ডাকাইবার প্রস্তাব করিলেন। তদুত্তরে প্রভু ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"উহাকে কৃপা করিবার জন্য আমাকে কখনই অনুরোধ করিবেন না॥" ১৮৩॥

মুকুন্দ কোন সময়ে দন্তে তৃণ-ধারণ করিয়া স্বীয় দৈন্য প্রকাশ করে এবং কোন সময় আমাকে আক্রমণ করে। তাহার বিচারে তাহার এক হস্ত আমার পাদদেশে, অপর হস্ত আমার গলদেশে অবস্থিত। যখন সুবিধা পায়, সে আমার অনুগত হয়; আবার সময়ান্তরে আমার নিন্দা করে। মুকুন্দ—সমন্বয়বাদী। যখন যেরূপ সুবিধা বুঝে, সেইরূপ ভাবে আপনার পরিচয় দিয়া নিজ অমঙ্গল বরণ

শ্রীবাসের পুনর্নিবেদনে মহাপ্রভুর প্রত্যুত্তর—

মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আর বার।
"বুঝিতে তোমার শক্তি কার অধিকার? ১৮৬॥
আমরা ত মুকুন্দের দোষ নাহি দেখি।
তোমার অভয় পাদপদ্ম তার সাক্ষী॥" ১৮৭॥
প্রভু বলে,—"ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি' তথাই মিশায়॥১৮৮॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি' দন্তে॥১৮৯॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্তায়।
নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায়॥১৯০॥
'ভক্তি হইতে বড় আছে',—যে ইহা বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে॥১৯১॥
ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশনবাধ॥" ১৯২॥

মহাপ্রভুর বাক্যশ্রবণে মুকুন্দের বিচার ও খেদে দেহত্যাগ-সঙ্কল্প—

মুকুন্দ শুনয়ে সব বাহিরে থাকিয়া।
না পাইব দরশন—শুনিলেন ইহা॥১৯৩॥
গুরু-উপরোধে পূর্ব্বে না মানিলুঁ ভক্তি।
সব জানে মহাপ্রভু—চৈতন্যের শক্তি॥১৯৪॥
মনে চিন্তে মুকুন্দ পরম ভাগবত।
"এ দেহ রাখিতে মোর না হয় যুকত॥১৯৫॥
অপরাধী-শরীর ছাড়িব আজি আমি।
দেখিব কতেক কালে—ইহা নাহি জানি॥" ১৯৬॥

মুকুন্দের শ্রীবাস দ্বারা মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা ও অনুতাপ—

মুকুন্দ বলেন,—"শুন ঠাকুর শ্রীবাস।
'কভু কি দেখিমু মুঞি' বল প্রভুপাশ?" ১৯৭॥
কান্দয়ে মুকুন্দ হই' অঝোর নয়নে।
মুকুন্দের দুঃখে কান্দে ভাগবতগণে॥১৯৮॥

করে। সুতরাং উঁহাকে কোন বর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না। সে কোন সময় অদ্বৈতের সহিত যোগ-বাশিষ্ঠ-নামক গ্রন্থের আদর করিয়া মায়াবাদের সমর্থন করে; আবার কোন সময় মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানুশীলন করিবার প্রয়াসে নিজ দৈন্য জ্ঞাপন করে। আমি যখন "তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু" হইয়া, অপরকে মান দান পূর্ব্বক নিজে সম্মানপ্রার্থী না হইয়া সর্ব্বদা হরিভজন করিতে উপদেশ প্রদান করি, তখন 'অদ্বৈতের দাস' পরিচয়ে মুকুন্দ 'ব্রহ্ম' হইবার বাসনায় সহিষ্ণুতা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বেদান্তের অপব্যাখ্যাপর যোগবাশিষ্ঠ সমর্থন করে, আবার বৈষ্ণবগণের নিকট বসিবার আশায় শ্রীমদ্ভাগবতের দৈন্যে ভূষিত হইবার চেষ্টা দেখাইয়া আপনাকে 'ভক্ত' বলিয়া পরিচয় দেয়॥ ১৮৫॥

মুকুন্দ যখন মায়াবাদি-গণের সম্প্রদায়ে প্রবেশ করে, তখন ভক্তির নিত্যত্ব অস্বীকার করিয়া ভক্তদিগকে তর্ক-যুদ্ধে আক্রমণ করে।

সান্তায়—প্রবেশ করে। অন্য সম্প্রদায়—মায়াবাদ-সম্প্রদায়॥ ১৯০॥

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, স্বাধ্যায় প্রভৃতি যাবতীয় অভিধেয় ভক্তির সহিত সমান অথবা ভক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ সাধন—ইহা যাহারা বলে, তাহারাই আমাকে প্রহার করে।

জাঠি—যষ্টি বা লাঠি। পাঞ্জাবে 'জাঠ' নামক একটী লগুড়ধারী সম্প্রদায় আছে। পরবর্ত্তি-কালে তাহাদের মধ্যে অনেকেই নানকের প্রবর্ত্তিত শিখ সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছে॥ ১৯১॥

যাহারা কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা প্রভৃতি অবলম্বন করে, ঐসকল ব্যক্তি ভক্তির স্বরূপ-বোধে অসমর্থ হইয়া ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ করে। সেই-সকল অপরাধী জনকে ভগবদ্ভক্তগণ সঙ্গ প্রদান করেন না। সুতরাং আমিও কর্ম্মী বা মায়াবাদীকে কোন প্রকারে সম্মুখে দেখিতে পারিব না॥ ১৯২॥

ইহার পূর্ব্বে আমি সাম্প্রদায়িক শিক্ষাক্রমে ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করি নাই—একথা মহাপ্রভু অবগত আছেন। কৃষ্ণভক্তি—শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীচৈতন্যদেবের শক্তি, সুতরাং আমি অপরাধী। শুদ্ধ জীবের নিত্য বৃত্তিকেই 'ভক্তি' বলে। জীবমাত্রেই ভক্তি-বৃত্তিতে অবস্থিত। সেই ভক্তি ছাড়িয়া ইতর প্রবৃত্তি অপরাধ আহরণ করে॥ ১৯৪॥

দীর্ঘকাল পরেও মহাপ্রভুর কৃপা-প্রাপ্তির আশায় মুকুন্দের আনন্দ প্রকাশ—

প্রভু বলে,—"আর যদি কোটি জন্ম হয়।
তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয়॥" ১৯৯॥
শুনিল নিশ্চয়-প্রাপ্তি প্রভুর শ্রীমুখে।
মুকুন্দ সিঞ্চিত হৈলা পরানন্দসুখে ॥২০০॥
'পাইব, পাইব' বলি' করে মহানৃত্য।
প্রেমেতে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য ॥২০১॥
মহানন্দে মুকুন্দ নাচয়ে সেইখানে।
'দেখিবেন' হেনবাক্য শুনিয়া শ্রবণে ॥২০২॥

ভক্তবশ ভগবানের ভক্তসেবাবশে নিজ সঙ্কল্প পরিবর্তন—

মুকুন্দে দেখিয়া প্রভু হাসে বিশ্বম্ভর।
আজ্ঞা হৈল,—"মুকুন্দেরে আনহ সত্বর ॥" ২০৩॥
সকল বৈষ্ণব ডাকে 'আইসহ মুকুন্দ।'
না জানে মুকুন্দ কিছু পাইয়া আনন্দ ॥২০৪॥
প্রভু বলে—"মুকুন্দ, ঘুচিল অপরাধ।
আইস, আমারে দেখ, ধরহ প্রসাদ ॥" ২০৫॥
প্রভুর আজ্ঞায় সবে আনিল ধরিয়া।
পড়িল মুকুন্দ মহাপুরুষ দেখিয়া ॥২০৬॥
প্রভু বলে,—"উঠ উঠ মুকুন্দ আমার।
তিলার্দ্ধেক অপরাধ নাহিক তোমার ॥২০৭॥
সঙ্গদোষ তোমার সকল হৈল ক্ষয়।
তোর স্থানে আমার হইল পরাজয় ॥২০৮॥
'কোটি জন্মে পাইবা' হেন বলিলাম আমি।
তিলার্দ্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি ॥২০৯॥
অব্যর্থ আমার বাক্য—তুমি সে জানিলা।
তুমি আমা সর্ব্বকাল হৃদয়ে বান্ধিলা ॥২১০॥

মুকুন্দ মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, প্রভু তাঁহার প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাকে দর্শন দিবেন না। তজ্জন্য শ্রীবাসকে সম্বোধন করিয়া মুকুন্দ বলিলেন,—'আমি কতদিন পরে মহাপ্রভুর সম্মুখে যাইবার অধিকার পাইব?'—এইরূপ বলিতে বলিতে মুকুন্দ দুঃখভরে প্রচুর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥১৯৭-১৯৮॥

প্রভু তদুত্তরে বলিলেন,—"কোটি জন্ম পরে মুকুন্দের দর্শন সৌভাগ্য হইবে ॥" ১৯৯ ॥

প্রভুর মুখে 'কোটি' জন্মের পরে ভক্তি লভ্য হইবে এবং তাঁহার দর্শন লাভ ঘটিবে জানিয়া মুকুন্দ আনন্দিত হইলেন। যেহেতু ভগবদ্ভক্তগণের বিচারে মায়াবাদিগণের নিত্য বিনাশ সংঘটিত হয় বলিয়া কোনদিনই তাহারা ভক্তির অধিকারী হইবে না—এই ব্যবহার অধীন হইতে হইল না জানিয়াই মুকুন্দের পরমসুখ। জীবের নিত্যবৃত্তি ভক্তি নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানের ফল-প্রাপ্তিকালে চিরতরে বিলুপ্ত হয়। "সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্ন [illegible]ত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ" এবং—মহাপ্রসাদের অসম্মানে "ব্রহ্মনির্ম্মিকাণং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ। বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ॥ কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ। নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রাস্তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥" আরও—"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্"—প্রভৃতি শ্লোকের বিচার মুকুন্দের চিন্তাস্রোতের মধ্যে আগত হওয়ায় যে নৈরাশ্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে 'কোটিজন্মে ভক্তিলাভ হইবে'—এই আশ্বাসবাণীতে উদ্ধারলাভ করিয়া মুকুন্দের পরানন্দ সুখের উদয় হইল। তিনি শ্রীচৈতন্যের অপার করুণা স্মরণ করিয়া প্রেমবিহ্বলিত-চিত্তে প্রচণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দর্শন-প্রাপ্তি ঘটিবে, ইহাই মুকুন্দের উল্লাসের কারণ ॥ ২০০-২০১ ॥

ভগবান্—প্রেম-বাধ্য। ভক্ত প্রেমের দ্বারা ভগবানকে এরূপ বাধ্য করিতে সমর্থ যে, তিনি ভগবানের অভিপ্রায় পরিবর্ত্তন করিতেও সর্ব্বদাই যোগ্য। মহাপ্রভু বলিলেন,—মুকুন্দ, আমার অসামান্য শক্তি তোমার প্রীতি-সেবায় পরাজয় লাভ করিল। তুমি ভগবানের নিত্যদাস্য বিস্মৃত হইয়া তাৎকালিক দুঃসঙ্গ-বশে তোমার নিত্যা বৃত্তি ভুলিয়া গিয়াছিলে, সেইজন্যই তোমার সঙ্গ-দোষ ঘটিয়াছিল। ভগবানের নিত্য-ভক্তগণের সঙ্গপ্রভাবে অভক্তিপথে অনিত্য-রুচি পরবর্ত্তিত হইয়া নিত্য-রুচির উদয় হইয়াছে। সুতরাং ভগবদ্বিমুখতা তোমার আর থাকিতে পারে না। তুমি ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবে—এই বর আমি দিয়াছিলাম।

সেই দেখে,—আর দেখিবারে শক্তি নাই।
নিরন্তর ক্রীড়া করে চৈতন্য গোসাঞি ॥২৮৫॥

ভক্তগণের স্ব-স্ব ইষ্টমন্ত্রানুসারে চৈতন্যদেবকে তত্তন্মূর্ত্তিতে দর্শন এবং তদ্দ্বারা মহাপ্রভুর নিজ অবতারিত্ব স্থাপন—

যে মন্ত্রেতে যে বৈষ্ণব ইষ্ট ধ্যান করে।
সেই মত দেখয়ে ঠাকুর বিশ্বম্ভরে ॥২৮৬॥
দেখাইয়া আপনে শিখায় সবাকারে।
এ সকল কথা ভাই, শুনে পাছে আরে ॥২৮৭॥

ভগবানের নিত্য পার্ষদগণের দাস-দাসী-পর্য্যায়ে অবস্থিত জনগণের ভগবল্লীলা-কথা হৃদয়ঙ্গমের সৌভাগ্য—

"জন্ম জন্ম তোমরা পাইলে মোর সঙ্গ।
তোমা সবার ভৃত্যেও দেখিব মোর রঙ্গ ॥" ২৮৮॥

মহাপ্রভুর ভক্তগণকে প্রসাদী মালা ও তাম্বূল প্রদান—

আপন গলার মালা দিলা সবাকারে।
চর্ব্বিত তাম্বূল আজ্ঞা হইল সবারে ॥২৮৯॥
মহানন্দে খায় সবে হরষিত হৈয়া।
কোটিচন্দ্র-শারদমুখের দ্রব্য পাঞা ॥২৯০॥

অবতরণ এবং প্রপঞ্চ হইতে অভিযান-দর্শনে উহাকে কালক্ষোভ্য কর্ম্মবিশেষ মনে করিবে না। "আবির্ভাবাহ্তিরোভাবা স্বপদে তিষ্ঠতি"(—গোপালোত্তরতাপনী)॥২৮৩॥

শ্রীচৈতন্যলীলা—নিত্যা। যখন যাঁহার সৌভাগ্যের উদয় হয়, তিনিই তখন সেই লীলা-দর্শনে সমর্থ হন। সার্ব্বকালিকী শ্রীচৈতন্যলীলা কালের অধীনে প্রপঞ্চে আগত হইয়াছিল, এরূপ নহে। সকল কালেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সেবনাভিপ্রায় লক্ষিত হইলে তিনি শ্রীচৈতন্যলীলা পুষ্টি করিতে পারেন। একথা শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণ সর্ব্বদাই বুঝিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যবিরোধী, শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচার-বিরোধী, শ্রীগৌড়ীয়মঠ-বিরোধী কর্ম্মী প্রাকৃত সহজিয়াগণের দৃষ্টি শ্রীচৈতন্য-বিহার দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। চেদস্যাপি দিদৃক্ষেরণ্ উৎকণ্ঠার্ত্তা নিজ-প্রিয়াঃ। তাং তাং লীলাং ততঃ কৃষ্ণো দর্শয়েৎ তান্ কৃপানিধিঃ॥ (—লঘুভাগবতামৃত)॥ ২৮৪॥

শুদ্ধভক্তগণ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-লীলা সর্ব্বদাই দর্শন করেন। প্রপঞ্চে জড়ভোগমত্ত জনগণের চৈতন্য-লীলা-দর্শনে কোনই শক্তি হয় না॥ ২৮৫॥

লীলাময় বিষ্ণুবস্তু নানামূর্ত্তিতে নিত্যলীলা বিস্তার করিয়া মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত। তত্তল্লীলোচিত দর্শন জন্য মদন-ধর্ম্ম হইতে ত্রাণাকাঙ্ক্ষী জনগণ তত্তন্মন্ত্রে ভগবানের তত্তল্লীলা দর্শন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব বিভিন্ন ভক্তের নিকট বিভিন্ন সেব্যবস্তুরূপে আবির্ভূত হন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—গীতার এই শ্লোকের প্রকাশ-কল্পে শ্রীগৌরসুন্দর বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্তের নিকট লীলাময় বিষ্ণুর অধিষ্ঠান-সমূহ প্রদর্শন করেন। ইহা দ্বারা এরূপ মনে করিতে হইবে না যে, বিশ্বম্ভর বিষ্ণুবস্তু নহেন। বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য দেবগণের মূর্ত্তিদর্শনে তাঁহাকেও বিষ্ণু-মূর্ত্তি বুঝিতে হইবে না, এরূপ নহে। বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য দেবমূর্ত্তিতে পূর্ণতার অভাব। "ত্বং ভক্তি-যোগপরিভাবিতহৃৎসরোজে আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো নন্থ নাথ পুংসাম্। যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ (—ভাঃ ৩৯।১১)। "অপি চৈষমেকে।" (—ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৩)। "স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ।" (—ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩৫)। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" (—গীঃ ৪।১১)। "যাদৃশো ভাবিতস্তীশস্তাদৃশো জীব আভজেৎ।" (—তন্ত্র-সারে)। "এই শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপের সার। ভক্তের ইচ্ছায় প্রভুর সর্ব্ব-অবতার॥" (—চৈঃ চঃ আঃ ৩।১১১)। "আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সে সে ভাবে ভজি,—এ মোর স্বভাবে॥" (—চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৯)। "অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি। সর্ব্ব-অবতার লীলা করি' সবারে দেখাই॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৩৩)॥২৮৬॥

মহাপ্রভু বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার-লীলা আপনাতে দেখাইয়া সকলকে তাঁহার অবতারিত্ব শিক্ষা দেন। যাঁহারা যেইরূপ শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহাদের নিকট হইতে পরবর্ত্তিজনগণ উহা শ্রবণ করিবার অধিকার পান॥ ২৮৭॥

ভগবান্ যখন পৃথিবীতে লীলা করেন, তখন তাঁহার সহিত পার্ষদগণ আগমন করিয়া তাঁহার সেবাধিকার লাভ করেন। তাঁহাদিগের ভৃত্য-পর্য্যায়ে অবস্থিত জনগণও সেই

গ্রন্থকারের জননী নারায়ণীর শ্রীচৈতন্যের ভোজনাবশেষ প্রাপ্তি—

ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল ॥২৯১॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন-শেষ প্রভু করে দান ॥২৯২॥
পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব তাঁরে করে আশীর্ব্বাদ ॥২৯৩॥
ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়ণ।
বালিকাস্বভাবে ধন্য ইহার জীবন ॥২৯৪॥

মহাপ্রভুর নারায়ণীকে কৃষ্ণপ্রেমানন্দে ক্রন্দন করিতে আজ্ঞা এবং বালিকার তদ্রূপ করণ—

খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয়,—"নারায়ণী।
কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি শুনি ॥" ২৯৫॥
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।
'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে অতি বালিকাস্বভাব ॥২৯৬॥

নারায়ণীর 'চৈতন্যাবশেষপাত্রী' আখ্যা—

অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে এই ধ্বনি।
"গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী ॥" ২৯৭॥

মহাপ্রভুর আদেশে ভক্তগণের অবিলম্বে প্রভুসমীপে আগমন—

যারে যেন আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য।
সে আসিয়া অবিলম্বে হয় উপসন্ন ॥২৯৮॥

চৈতন্যলীলায় অবিশ্বাসকারীর অধঃপাত অনিবার্য্য—

এ সব বচনে যার নাহিক প্রতীত।
সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত ॥২৯৯॥

নিত্যানন্দাদ্বৈতের চৈতন্য-দাসত্বই প্রধান মহিমা—

অদ্বৈতের প্রিয় প্রভু চৈতন্য ঠাকুর।
ইথে অদ্বৈতের বড় মহিমা প্রচুর ॥৩০০॥
চৈতন্যের প্রিয় অতি—ঠাকুর নিতাই।
এই সে মহিমা তান চারি বেদে গাই ॥৩০১॥

চৈতন্যদাস্য-বর্জ্জিত ব্যক্তি জগতের পূজ্য হইলেও ভক্তের অনাদরের পাত্র—

'চৈতন্যের ভক্ত' হেন—নাহি যার নাম।
যদি সেব্য বস্তু,—তবু তৃণের সমান ॥৩০২॥

নিত্যানন্দপ্রভুর স্বরূপগত অভিমান—চৈতন্যদাস্য, এবং তৎকৃপায়ই চৈতন্যরতি লাভ—

নিত্যানন্দ কহে—'মুঞি চৈতন্যের দাস।'
অহর্নিশ আর প্রভু না করে প্রকাশ ॥৩০৩॥
তাহান কৃপায় হয় চৈতন্যেতে রতি।
নিত্যানন্দ ভজিলে আপদ্ নাহি কতি ॥৩০৪॥

গ্রন্থকারের লালসাময়ী প্রার্থনা—

আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥৩০৫॥
ধরণীধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ' প্রভু গৌরচন্দ্র আমারে শরণ ॥৩০৬॥

সকল লীলার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে সৌভাগ্য লাভ করেন ॥ ২৮৮ ॥

মহাপ্রভু বিষয়-বিগ্রহ হওয়ায় স্রক-চন্দন-তাম্বূলাদি-বিলাসোপকরণ-সমূহ গ্রহণের অধিকারী। সকল বিলাসোপকরণ তাঁহার জন্যই সেবাধিকার লাভ করিয়াছে। ভক্তগণ তাঁহার স্বীকৃত স্রক-চন্দনাদি প্রসাদ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহার ভোগোপকরণ-তাম্বূ[illegible] উচ্ছিষ্ট গ্রহণ-কালে জীবের সেবাপ্রবৃত্তি সমৃদ্ধ হয়। ভগবান্ এই তাম্বূলাদি উপভোগ করিয়াছেন,—এই বুদ্ধিতে ভগবদুচ্ছিষ্ট-গ্রহণে উল্লাস উপস্থিত হইলে জীবের ইতর ভোগবাসনায় উল্লাস বিনষ্ট হয়। বদ্ধজীব নিজ ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য যদি সেবা-ছলনায় ঐ সকল বিলাসোপকরণ গ্রহণ করে, তাহাতে তাহার অমঙ্গল ঘটে ॥ ২৯০ ॥

গ্রন্থকার নিজ জননীর কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার জননী ভগবদবশেষ-পাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই প্রাচীন কথা এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছেন ॥ ২৯৭ ॥

উপসন্ন—[উপ (সমীপে) সদ্ (গমন করা) + (কর্ত্তৃ—ক্ত)] সমীপে আগত, উপস্থিত ॥ ২৯৮ ॥

শ্রীচৈতন্য-দাস্যবর্জ্জিত ব্যক্তি যতই পূজ্য বস্তু হউক না কেন, তাহাকে কখনই আদর করা যাইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যভক্ত জগতে যতই অনাদরের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হউন না কেন, তিনিই পরম আদরণীয় ॥ ৩০২ ॥

গ্রন্থকারের নিত্যানন্দ-প্রীতিহেতুই
চৈতন্যচরিত বর্ণন—

বলরামপ্রীতে গাই চৈতন্যচরিত।
করে বলরাম প্রভু জগতের হিত ॥৩০৭॥

নিত্যানন্দের চৈতন্যদাসাভিমান এবং তাঁহারই
কৃপায় গৌর-দাস্যলাভ, গৌরতত্ত্ব ও
ভক্তিতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম—

চৈতন্যের দাস্য বই নিতাই না জানে।
চৈতন্যের দাস্য নিত্যানন্দ করে দানে ॥৩০৮॥
নিত্যানন্দকৃপায় সে গৌরচন্দ্র চিনি।
নিত্যানন্দপ্রসাদে সে ভক্তি-তত্ত্ব জানি ॥৩০৯॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দরায়।
সবে নিত্যানন্দস্থানে ভক্তি-পদ পায় ॥৩১০॥

নিত্যানন্দে অবজ্ঞার পরিণাম—

কোন পাকে যদি করে নিত্যানন্দে হেলা।
আপনে চৈতন্য বলে,—'সেই জন গেলা' ॥৩১১॥

নিত্যানন্দ-মহিমাত্মক বাক্যাবলী মহাদেবের অথবা
সর্ব্বজনের অগোচর—

আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইঁহা না জানয়ে সব ॥৩১২॥

নিরপরাধে কৃষ্ণনামকারীর চৈতন্যচরণ-প্রাপ্তি সুলভ—

কাহারে না করে নিন্দা, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে।
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে ॥৩১৩॥

সকলকে মানদানই—ভাগবতধর্ম্ম—

'নিন্দায় নাহিক লভ্য'—সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
সবার সম্মান ভাগবত-ধর্ম্ম হয় ॥৩১৪॥

মধ্যখণ্ডের লীলাকথা অমৃততুল্য, পাষণ্ডিগণের বিচারে
তাহা তিক্তবৎ—

মধ্যখণ্ডকথা যেন অমৃতের খণ্ড।
মহা-নিম্ব-হেন বাসে যতেক পাষণ্ড ॥৩১৫॥
কেহ যেন শর্করায় নিম্ব-স্বাদু পায়।
তার দৈব,—শর্করার স্বাদু নাহি যায় ॥৩১৬॥

দুর্ভাগা ব্যক্তির অনর্থযুক্ত প্রতীতিতে চৈতন্যের
পরানন্দ-প্রতিষ্ঠা-শ্রবণে অপ্রীতি—

এই মত চৈতন্যের পরানন্দযশ।
শুনিতে না পায় সুখ হই' দৈববশ ॥৩১৭॥

চৈতন্যে দোষদর্শনকারী সন্ন্যাসীর দুর্গতি এবং চৈতন্য-নাম-
কীর্ত্তনকারী সম্বন্ধজ্ঞানরহিত পক্ষীর গৌরধামপ্রাপ্তি—

সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানে গৌরচন্দ্র।
জানিহ সে খল জন জন্ম জন্ম অন্ধ ॥৩১৮॥

নিত্যানন্দের স্বরূপগত অভিমানে চৈতন্যের দাস্য ব্যতীত অন্য কিছুই প্রকাশিত হয় না ॥ ৩০৩ ॥

কতি—[সং—কুত্র, ব্রজ, প্রা-বাং—কথি (দ্রঃ)] কোথায়ও ॥ ৩০৪ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-বলরামের অংশ-বিগ্রহ—ভগবান্ শেষশায়ী বলরাম ॥ ৩০৬ ॥

কেহ যদি ভাগ্যহীন হইয়া স্বীয় দুর্দ্দশাক্রমে নিত্যানন্দ-প্রভুকে অবজ্ঞা করেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারে সর্ব্বনাশ বরণ করিলেন ॥ ৩১১ ॥

মহাযোগী আদিদেব মহাদেব বৈষ্ণব হইলেও বলরামের মহিমাত্মক চরম কথাগুলি সর্ব্বতোভাবে জানেন না। কেহ কেহ এই কবিতার অর্থ এরূপ করেন যে, সকলে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মহাদেবের মহিমাবশেষ জানে না। অথবা, নিত্যানন্দ প্রভুই বৈভব-তত্ত্বের মূল আকর। সুতরাং তিনিই আদিদেব। তিনি দশবিধভাবে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুতেই রত নহেন বলিয়া মহাসংযত। তিনিই কারণ-বিষ্ণু, সমষ্টি ও ব্যষ্টি-বিষ্ণুর আকর বলিয়া পরমেশ্বর। তিনি কৃষ্ণভক্ত বলিয়া বৈষ্ণব। সকল লোক সেই নিত্যানন্দ-মহিমার চরম সীমা বুঝিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩১২ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব অহঙ্কারবিমূঢ়াত্ম-জীবগণের আধ্যক্ষিক জ্ঞানের দুষ্প্রাপ্য বস্তু। কাহারও নিন্দা না করিয়া যিনি সর্ব্বক্ষণ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'—এই বাক্য উচ্চারণ করেন, তিনি অজিত চৈতন্যদেবকে অনায়াসে স্বীয় প্রেমবাধ্য করিতে পারেন। "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনু-বাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুলাভের চেষ্টার নাম আরোহবাদ বা অশ্রৌতপন্থা; জ্ঞান-

পক্ষি-মাত্র যদি বলে চৈতন্যের নাম।
সেই সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম ॥৩১৯॥

গ্রন্থকার কর্তৃক চৈতন্যজয় কীর্ত্তন, নিত্যানন্দ-চরণে পরম রতি প্রার্থনা এবং চৈতন্যানুগগণকে অভিবাদন—

জয় গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের জীবন।
তোর নিত্যানন্দ মোর হউ প্রাণধন ॥৩২০॥

যার যার সঙ্গে তুমি করিলা বিহার।
সে সব গোষ্ঠীর পায়ে মোর নমস্কার ॥৩২১॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥৩২২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে মহামহাপ্রকাশ-বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায় ॥

লাভের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়াও যাঁহারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মে অবস্থান-পূর্ব্বক সাধুমুখে উচ্চারিত আপনার কথা শ্রবণ ও কায়মনোবাক্যে উহার সৎকার-অনুমোদনাদি করিয়া জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা অন্য কোন কর্ম্ম না করিলেও তাঁহাদের দ্বারাই আপনি অখিল-লোকে অজিত হইয়াও জিত, অর্থাৎ বশীভূত হইয়া থাকেন (—ভাঃ ১০।১৪।৩) ॥ ৩১৩ ॥

আত্মম্ভরিতাক্রমে নিজের শ্রেষ্ঠতা-স্থাপন-জন্য অপরের নিন্দা করা বিহিত নহে। নিন্দাকারী ব্যক্তি পরের অসম্মান করিতে গিয়া ভাগবত-ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন। আ-খগোপর-চণ্ডাল সকলকেই সম্মান দিবার বিধান শ্রীগৌরসুন্দর "অমানিনা মানদেন" শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৩১৪ ॥

শ্রীচৈতন্যের মধ্য-লীলার কথা—সাক্ষাৎ অমৃত। কিন্তু ভগবানের সহিত ভগবদ্দত্ত লব্ধশক্তিক দেবগণকে যাঁহারা সমজ্ঞান করেন, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি অমৃতকে নিম্বাপেক্ষা তিক্ত বিচার করেন ॥ ৩১৫ ॥

কোন ব্যক্তি নিজ দুর্ভাগ্যক্রমে মিষ্ট বস্তুকে তিক্ত বলিয়া উপলব্ধি করেন। তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে যে অনর্থযুক্ত প্রতীতির উদয় হয়, তাহাতে প্রকৃত মিষ্টদ্রব্যের স্বাদ নষ্ট হয় না। ভাগ্যহীন জনগণ চৈতন্যের পরানন্দ প্রতিষ্ঠা শুনিয়া সুখ লাভ করেন না ॥ ৩১৬-৩১৭ ॥

আশ্রম-ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ সীমায় অবস্থিত যতিও যদি শ্রীগৌরচন্দ্রে দোষ দর্শন করিয়া তাঁহার নিন্দা করে, তাহা হইলে সেই নিন্দক দৃষ্টিহীনতার জন্য জন্ম জন্ম অন্ধ হয়। পৈশুন্য ও খলতাই প্রকৃত দর্শনের ব্যাঘাত করে ॥ ৩১৮ ॥

সম্বন্ধজ্ঞানরহিত পক্ষিগণও যদি 'শ্রীচৈতন্য' শব্দ অনুকরণ করিয়া উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহারাও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া জন্মান্তরে শ্রীচৈতন্যদেবের ধাম লাভ করিতে পারে। শ্রীধাম-মায়াপুরে পশু-পক্ষী-গুল্ম-লতা ও অনভিজ্ঞ মানবগণও শ্রীচৈতন্যদেবের কথা-শ্রবণে সৌভাগ্য লাভ করে ॥ ৩১৯ ॥

হে গৌরচন্দ্র! যাঁহারা তোমার সঙ্গসুখ লাভ করিয়াছেন এবং তোমার সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন, সেই বৈষ্ণবমণ্ডলীর পাদপদ্মে আমার নমস্কার ॥ ৩২১ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নিত্যানন্দের বাল্যভাবে শ্রীবাস-গৃহে অবস্থিতি, গৌর-নিত্যানন্দের কৌতুকালাপ, কাক-কর্ত্তৃক শ্রীবাসের কৃষ্ণসেবার ঘৃতপাত্র অপহরণ, নিত্যানন্দের আদেশে কাকের ঘৃতপাত্র প্রত্যর্পণ, মালিনীর নিত্যানন্দ-স্তুতি, নিত্যানন্দের শচীগৃহে আগমন, নিত্যানন্দ-প্রতি শচীর পুত্রবৎ স্নেহ, নিত্যানন্দের ক্ষীর-সন্দেশ-ভোজনে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

গৌরসুন্দর সাধারণের অগোচরে নবদ্বীপে যে-সকল লীলা করিয়াছিলেন, নিষ্কপট গৌর-সেবা-ফলে সগোষ্ঠী শ্রীবাস নিজগৃহেই তাহা দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। নিত্যানন্দ শ্রীবাস-গৃহে বালকভাবে অবস্থান করিয়া শ্রীবাসকে পিতৃজ্ঞান ও মালিনীকে মাতৃজ্ঞান এবং অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে মালিনীর স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করিয়া তাহা পান করিতেন। মালিনী নিত্যানন্দের বাল্যভাব এবং অচিন্ত্যপ্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াও মহাপ্রভুর নিষেধক্রমে কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিতেন না।

গৌরসুন্দর নিত্যানন্দকে কাহারও সহিত দ্বন্দ্ব অথবা শ্রীবাস-গৃহে কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলে নিত্যানন্দ গৌরসুন্দরের উপরেই সকল দোষ চাপাইয়া দেন। গৌরসুন্দর নিত্যানন্দের অপযশে লজ্জিত হন বলিয়া জানাইলে নিত্যানন্দ তাঁহার উপদেশ-পালনে অঙ্গীকার পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ দিগম্বর হইয়া নিজ পরিধেয় বস্ত্র মাথায় বাঁধিলেন এবং লম্ফ দিয়া অঙ্গনে বেড়াইতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান-রহিত নিত্যানন্দকে ধরিয়া স্বহস্তে কাপড় পরাইয়া দিলেন।

নিরন্তর এবম্বিধ বাল্যভাবে অবস্থিত নিত্যানন্দ স্বহস্তে অন্ন গ্রহণ করিতেন না। মালিনী নিজপুত্রবৎ নিত্যানন্দের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেন। একদিন একটী কাক শ্রীবাসগৃহের কৃষ্ণসেবার ঘৃতপাত্রটী মুখে লইয়া পলায়ন করিলে শ্রীবাসের তীব্র-ব্যবহার-ভয়ে মালিনী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নিত্যানন্দ মালিনীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কাককে ঘৃতপাত্র প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করেন। নিতাইর আদেশে কাকও তৎক্ষণাৎ সেই পাত্র আনিয়া মালিনীর নিকট রাখিয়া দিল। নিত্যানন্দ-প্রভাব-দর্শনে মালিনী আনন্দে মূর্চ্ছিতা হইলেন এবং পরে বিবিধ প্রকারে নিত্যানন্দের স্তব করিতে থাকিলে নিত্যানন্দ আত্মসঙ্গোপনার্থ বাল্যভাব প্রকাশপূর্ব্বক মালিনীর নিকট আহার্য্য প্রার্থনা করিলেন। নিত্যানন্দ-দর্শনমাত্র মালিনীর দুগ্ধশূন্য স্তন ক্ষরিত হইয়া দুগ্ধ নির্গত হইতে থাকে এবং নিতাই তাহা পান করেন।

একদিন মহাপ্রভু জননীর আনন্দ-বিধানার্থ বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর নিকট উপবেশন পূর্ব্বক তদীয় তাম্বূল সেবা গ্রহণ করিতেছিলেন, এমন সময় নিত্যানন্দ বাহ্যজ্ঞানহীনভাবে দিগম্বররূপে অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু যতই তাদৃশাবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, নিত্যানন্দ ভাবাবেশে কেবল তাহার বিপরীত উত্তরই প্রদান করেন। অবশেষে মহাপ্রভু আসিয়া স্বহস্তে নিত্যানন্দকে কাপড় পরাইয়া দিলেন। নিত্যানন্দের শিশুভাব-দর্শনে শচীদেবী হাসিতে লাগিলেন। শচী নিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ বিশ্বরূপ-জ্ঞানে বিশ্বম্ভরের তুল্য স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। নিত্যানন্দ কিছু ভোজ্য প্রার্থনা করিলে শচীদেবী পাঁচটী ক্ষীর-সন্দেশ আনিয়া দিলেন। নিত্যানন্দ একটী সন্দেশ ভোজন করিয়া অপর চারিটী ভূমিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আব্দারের সহিত পুনর্ব্বার খাদ্য প্রার্থনা করিলে শচী গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রদত্ত চারিটী সন্দেশই দেখিতে পাইলেন। শচীমাতা তাহা লইয়া নিত্যানন্দের হস্তে প্রদান করিতে গিয়া দেখিলেন, নিত্যানন্দ সেই সন্দেশ ভূমি হইতে উঠাইয়া লইয়া

ভক্ষণ করিতেছেন। নিত্যানন্দ-প্রভাব-দর্শনে শচীর তাঁহাকে 'ঈশ্বর' জ্ঞান হইল। নিত্যানন্দ বাল্যভাবে শচীর চরণ স্পর্শ করিতে গেলে শচীদেবী পলায়ন করিলেন। নিত্যানন্দের এইরূপ অগাধ চরিত্র সুকৃতির অশেষ কল্যাণকর হইলেও দুষ্কৃতির সর্ব্বনাশকারী। গঙ্গাদেবীও নিত্যানন্দ-নিন্দক পাপিষ্ঠের নিকট হইতে পলায়ন করেন। সেই নিত্যানন্দের শ্রীচরণই গ্রন্থকার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে ধারণ করিতে নিয়ত কামনা করেন।

রাগ—মল্লার

নিধি গৌরাঙ্গ কোথা হৈতে আইলা প্রেমসিন্ধু।
অনাথের নাথ প্রভু, পতিত-জনের বন্ধু॥ ধ্রু॥

জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজকুলসিংহ।
জয় হউ তোর যত চরণের ভৃঙ্গ॥১॥
জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন।
জয় দামোদরস্বরূপের প্রাণধন॥২॥
জয় রূপসনাতনপ্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ-গোপীনাথের হৃদয়॥৩॥

নবদ্বীপে সাধারণের দৃষ্টির অগোচরে মহাপ্রভুর বিবিধ লীলা—

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্বনয়ন-গোচর॥৪॥

শ্রীবাসের সৌভাগ্য ও নিষ্কপটে মহাপ্রভু সেবার ফল—

নবদ্বীপে মধ্যখণ্ডে কৌতুক অনন্ত।
ঘরে বসি' দেখয়ে শ্রীবাস ভাগ্যবন্ত॥৫॥
নিষ্কপটে প্রভুরে সেবিলা শ্রীনিবাস।
গোষ্ঠী-সঙ্গে দেখে প্রভুর মহা-পরকাশ॥৬॥

শ্রীবাস-ভবনে নিত্যানন্দের ব্রজবালকভাবে অবস্থান এবং শ্রীবাস ও তৎপত্নীকে পিতৃ-মাতৃজ্ঞান পূর্ব্বক মালিনীর স্তন্যপান—

শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
'বাপ' বলি' শ্রীবাসের করয়ে পীরিতি॥৭॥
অহর্নিশ বাল্য-ভাবে বাহ্য নাহি জানে।
নিরবধি মালিনীর করে স্তনপানে॥৮॥

নিত্যানন্দের অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে মালিনীর দুগ্ধহীনস্তনে দুগ্ধক্ষরণ, মালিনীর তাহাতে বিস্ময় এবং গৌরাদেশে তৎসঙ্গোপন—

কভু নাহি দুগ্ধ, পরশিলে মাত্র হয়।
এ সব অচিন্ত্য-শক্তি মালিনী দেখয়॥৯॥
চৈতন্যের নিবারণে কারে নাহি কহে।
নিরবধি বাল্যভাব মালিনী দেখয়ে॥১০॥

নিত্যানন্দের অন্নবৃষ্টি ও দিগম্বরবেশে লম্ফপ্রদানাদি কার্য্য-প্রসঙ্গে গৌরনিত্যানন্দের পরস্পর প্রণয়ালাপ—

প্রভু বিশ্বম্ভর বলে,—"শুন নিত্যানন্দ।
কাহারো সহিত পাছে কর তুমি দ্বন্দ্ব॥১১॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

রত্নাকরে যত প্রকার রত্ন আছে, তন্মধ্যে নবনিধির শ্রেষ্ঠতা পরিগণিত হয়। প্রেমরত্নাকরস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দর কিরূপ আশ্চর্য্য প্রেমসাগরের অধিবাসী, গ্রন্থকার তাহা জানাইবার জন্য কৌতূহলমুখে অপূর্ব্বতা জ্ঞাপন করিতেছেন। পরম দুর্লভ গৌরনিধি পতিতজনের উ[illegible]রী বান্ধব এবং আশ্রয়বিহীন জনগণের একমাত্র পালক॥ ধ্রু॥

নিত্যানন্দপ্রভু আপনাকে ব্রজবালক-জ্ঞানে শ্রীবাস ও মালিনীকে পিতা-মাতা-বুদ্ধিতে দর্শন করিতেন। মালিনীকে মাতৃস্থানীয়া প্রৌঢ়া-গোপী-বিচারে এবং আপনাকে গোপশিশু জ্ঞানে নিত্যানন্দ মালিনীর স্তন্যপানের লীলাভিনয় করিতেন। মালিনীর স্তনে দুগ্ধ না থাকিলেও নিত্যানন্দের তাদৃশী লীলায় দুগ্ধ-সমাগম দেখিয়া মালিনী বিস্মিতা হইতেন॥ ৭-৯॥

শ্রীবাস-পত্নী মালিনীদেবী নিত্যানন্দ প্রভুকে চিরদিনই স্বীয় সন্তানের ন্যায় দৃষ্টি করিতেন। এই সকল লোকাতীত ব্যাপার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশক্রমে কাহারও নিকট প্রকাশিত হইত না॥ ১০॥

চঞ্চলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে।"
শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ 'শ্রীকৃষ্ণ' সঙরে ॥১২॥
"আমার চাঞ্চল্য তুমি কভু না পাইবা।
আপনার মত তুমি কারে না বাসিবা॥" ১৩॥
বিশ্বম্ভর বলে,—"আমি তোমা ভাল জানি।"
নিত্যানন্দ বলে,—"দোষ কহ দেখি শুনি॥" ১৪॥
হাসি' বলে গৌরচন্দ্র,—"কি দোষ তোমার?
সব ঘরে অন্নবৃষ্টি কর অবতার॥" ১৫॥
নিত্যানন্দ বলে,—"ইহা পাগলে সে করে।
এ ছলায় ঘরে ভাত না দিবে আমারে? ১৬॥
আমারে না দিয়া ভাত সুখে তুমি খাও।
অপকীর্ত্তি আর কেন বলিয়া বেড়াও?" ১৭॥
প্রভু, বলে—"তোমার অপকীর্ত্ত্যে লাজ পাই।
সেই সে কারণে আমি তোমারে শিখাই॥" ১৮॥
হাসি' বলে নিত্যানন্দ,—"বড় ভাল ভাল।
চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবা সর্ব্বকাল ॥১৯॥
নিশ্চয় বুঝিলা তুমি, আমি সে চঞ্চল।"
এত বলি' প্রভু চাহি' হাসে খল খল ॥২০॥

ব্রজলীলার উদ্দীপনে অলৌকিক-চেষ্টাযুক্ত নিত্যানন্দের দিগম্বর বেশ, মহাপ্রভু কর্ত্তৃক বস্ত্র পরিধাপন এবং প্রভুবাক্যে নিত্যানন্দের চঞ্চলতা পরিহার—

আনন্দে না জানে বাহ্য, কোন্ কর্ম্ম করে।
দিগম্বর হই' বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে ॥২১॥
জোড়ে জোড়ে লম্ফ দেই হাসিয়া হাসিয়া।
সকল অঙ্গনে বুলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া ॥২২॥
গদাধর, শ্রীনিবাস, আর হরিদাস।
শিক্ষার প্রসাদে সবে দেখে দিগ্‌বাস ॥২৩॥
ডাকি' বলে বিশ্বম্ভর,—"এ কি কর কর্ম্ম?
গৃহস্থের বাড়ীতে এমত নহে ধর্ম্ম ॥২৪॥
এখনি বলিলা তুমি—'আমি কি পাগল?'
এইক্ষণে নিজ বাক্য ঘুচিল সকল॥" ২৫॥

শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের অলৌকিকী চেষ্টা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সেইরূপ চঞ্চলতা করিতে নিষেধ করায় নিত্যানন্দ তাহাতে আপত্তি করেন। আপত্তি শুনিয়া মহাপ্রভু হাস্যমুখে নিত্যানন্দের দোষগুলি বলিয়া দেন। দোষবর্ণনমুখে গৌরচন্দ্র বলিলেন,—তুমি সকল স্থানে অন্ন-বর্ষণ-লীলার অবতরণ করাও। 'ভোজ্য' বস্তুকে 'অন্ন' কহে। শিশুদিগের যেকালে চর্ব্বণশক্তি থাকে না, সেইকালে তাহাদিগের অচ্ছ তরল পদার্থ দুগ্ধ প্রভৃতিই ভোজ্য বা পানীয়স্বরূপ হয়। তরল পদার্থের বর্ষণ বা প্রস্রবণকে ভোজ্যরূপে গ্রহণ করিলে শিশুর আহার্য্য দুগ্ধকেই লক্ষ্য করা হয়। যেকালে শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন আর মাতৃস্তনে দুগ্ধ থাকে না। কিন্তু নিত্যানন্দের অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে দুষ্প্রাপ্য স্থানেও দুগ্ধের অসদ্ভাব ছিল না ॥ ১১-১৫ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু মহাপ্রভুর দোষ প্রদর্শনের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—উন্মত্ত জনগণই ঐরূপ আচরণ করে। সেইরূপ চাঞ্চল্য দূরীভূত করা সঙ্গত—এরূপ ছলনায় আমাকে ভোজ্যদ্রব্য হইতে বঞ্চিত করা তোমার কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৬ ॥

ব্রজলীলার উদ্দীপনে শ্রীবলদেবের কানাইর প্রতি উক্তিমুখে নিত্যানন্দের শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি এইরূপ প্রণয়-কলহ। তুমি (কৃষ্ণ) সর্ব্বদাই নন্দ-গৃহে বাস করিয়া যশোদার নিকট হইতে ভোজ্য-সামগ্রী আদায় করিয়া সুখ লাভ কর, আর আমি তাদৃশ অন্ন গ্রহণ করিতে গেলেই আমার চাঞ্চল্যের কথা তুমি সকলকে বলিয়া দাও এবং আমার নিন্দা কর; ইহা তোমার স্বার্থপরতা মাত্র। শচী-গৃহে ভগবানের ভোজনাদি হইত। নিত্যানন্দ সেখানে তাঁহার অংশ না পাইয়া ব্রজভাবে বিভাবিত হইয়া গৌরসুন্দরের সহিত পরস্পর কথোপকথনে এই শ্রেণীর উক্তিসমূহ করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

ব্রজলীলার উদ্দীপনে নিত্যানন্দের অলৌকিকী চেষ্টায় আমরা তাঁহাকে নগ্ন-বস্ত্র হইয়া পরিধেয় বসন-দ্বারা শিরস্ত্রাণ করিতে দেখিতে পাই। এইগুলি তাঁহার আনন্দ-বিহ্বলিত অবস্থায় বহির্জ্জগতের বিচার-রহিত হইয়া ব্রজ-লীলার অভিনয় মাত্র। বহির্জ্জগতের বিচারে নিত্যানন্দ প্রভু সে সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক। কিন্তু স্বরূপ-বিচারে বাল্য-লীলার অভিনয়কারী বলিয়া প্রত্যক্ষবাদী যেরূপ বিচার

যা'র বাহ্য নাহি, তা'র বচনে কি লাজ ?
নিত্যানন্দ ভাসয়ে আনন্দ-সিন্ধু-মাঝ ॥২৬॥
আপনে ধরিয়া প্রভু পরায় বসন।
এমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের কথন ॥২৭॥
চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ মাত্র মানে।
নিত্যানন্দ মত্তসিংহ আর নাহি জানে ॥২৮॥

মালিনীর স্বহস্তে নিত্যানন্দের মুখে অন্নপ্রদান ও পুত্রজ্ঞানে নিত্যানন্দের বিবিধ সেবা—

আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্রপ্রায় করি' অন্ন মালিনী যোগায় ॥২৯॥
নিত্যানন্দ-অনুভাব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ-সেবা করে যেন পুত্র মাতা ॥৩০॥

কাক-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সেবা-ভাজন অপহরণ ও শূন্যবদনে প্রত্যাবর্তন-দর্শনে শ্রীবাসের ভাবী ব্যবহার-ভয়ে মালিনীর দুঃখ—

একদিন পিতলের বাটী নিল কাকে।
উড়িয়া চলিল কাক যে বনেতে থাকে ॥৩১॥
অদৃশ্য হইয়া কাক কোন্ রাজ্যে গেল।
মহাচিন্তা মালিনীর চিত্তেতে জন্মিল ॥৩২॥
বাটী থুই' সেই কাক আইল আর বার।
মালিনী দেখয়ে শূন্য-বদন তাহার ॥৩৩॥
মহাতীব্র ঠাকুর-পণ্ডিত-ব্যবহার।
শ্রীকৃষ্ণের ঘৃতপাত্র হইল অপহার ॥৩৪॥
শুনিলে প্রমাদ হবে হেন মনে গণি'।
নাহিক উপায় কিছু, কান্দয়ে মালিনী ॥৩৫॥

মালিনীর ক্রন্দন-দর্শনে নিত্যানন্দের তৎকারণ জিজ্ঞাসা ও তদীয় দুঃখ-মোচনে আশ্বাস প্রদান—

হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেই স্থানে।
দেখয়ে মালিনী কান্দে অঝোর নয়নে ॥৩৬॥
হাসি' বলে নিত্যানন্দ,—"কান্দ কি কারণ ?
কোন্ দুঃখ বল ?—সব করিব খণ্ডন ॥" ৩৭॥

নিত্যানন্দের নিকট মালিনীর কাক-বৃত্তান্ত-বর্ণন এবং সর্ব্বান্তর্যামী নিত্যানন্দের কাক-কর্তৃক ঘৃতপাত্র প্রত্যানয়ন—

মালিনী বলয়ে,—"শুন শ্রীপাদ গোসাঞি।
ঘৃতপাত্র কাকে লই' গেল কোন্ ঠাঞি ॥" ৩৮॥
নিত্যানন্দ বলে,—"মাতা, চিন্তা পরিহর।
আমি দিব বাটী, তুমি ক্রন্দন সম্বর ॥" ৩৯॥
কাক-প্রতি হাসি' প্রভু বলয়ে বচন।
"কাক, তুমি বাটী ঝাট আনহ এখন ॥" ৪০॥
সবার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি।
তার আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কাহার শকতি ? ৪১॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা কাক উড়ি' যায়।
শোকাকুলী মালিনী কাকের দিকে চায় ॥৪২॥
ক্ষণেকে উড়িয়া কাক অদৃশ্য হইল।
বাটী মুখে করি' পুনঃ সেখানে আইল ॥৪৩॥

করেন, সেইরূপ বিচারবিমুখ। যুগপদে লম্ফ প্রদান ও হাস্যমুখে উদ্দেশ্যহীন হইয়া ক্রীড়া-প্রদর্শন ইহ জগতের বিগারানুকূল নহে ॥ ২১-২২ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু—ছন্ন অবতারী। তিনি স্বীয় সম্ভোগ-প্রধান কৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনে সর্ব্বদাই অসম্মত। এজন্য উচ্চৈঃস্বরে নিত্যানন্দের তাদৃশ চাঞ্চল্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, গৃহস্থের ঘরে প্রাপ্ত[illegible]পুরুষের নগ্ন বস্ত্র হইয়া বালকের ন্যায় বিচরণ করা বিশেষ আপত্তিকর ॥ ২৪ ॥

নিত্যানন্দ, তুমি এখনই আপনাকে 'পাগল নহ' বলিলে, আবার বসনত্যাগরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়া তোমার সত্য-পালনে বিমুখ হইলে ॥ ২৫ ॥

যিনি বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়াছেন, তাঁহার যথেচ্ছ বাক্যে আর লজ্জা কি ? নিত্যানন্দ-প্রভু আনন্দসিন্ধু-মধ্যে মজ্জমান হওয়ায় বহির্জ্জগতের হিতাহিতের প্রতি দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না ॥ ২৬ ॥

বচনাঙ্কুশ,—বাক্যরূপ শাসনদণ্ড ॥ ২৮ ॥

পতিব্রতা শ্রীবাস-পত্নী মালিনীদেবী নিত্যানন্দকে পুত্র-বাৎসল্যে দর্শন করেন। যেরূপ জননী স্বীয় পুত্রকে সেবা করেন, সেইরূপ মালিনীদেবী নিত্যানন্দকে পুত্রজ্ঞানে সেবা করিতেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীবাস—শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত ; তাঁহার পত্নীর অমনোযোগিতা-বশতঃ ভগবানের সেবা-ভাজন কাকে লইয়া

আনিয়া থুইল বাটী মালিনীর স্থানে।
নিত্যানন্দপ্রভাব মালিনী ভাল জানে ॥৪৪॥

নিত্যানন্দ-প্রভাব-দর্শনে আনন্দাতিশয্যে মালিনীর মূর্চ্ছা এবং নিত্যানন্দ-স্তুতি—

আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা অপূর্ব্ব দেখিয়া।
নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া ॥৪৫॥
"যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন।
যে জন পালন করে সকল ভুবন ॥৪৬॥
যমের ঘর হইতে যে আনিতে পারে।
কাকস্থানে বাটী আনে,—কি মহত্ত্ব তারে ? ৪৭॥
যাঁহার মস্তকোপরি অনন্ত ভুবন।
লীলায় না জানে ভর, করয়ে পালন ॥৪৮॥
অনাদি অবিদ্যা ধ্বংস হয় যাঁর নামে।
কি মহত্ত্ব তাঁর, বাটী আনে কাকস্থানে ? ৪৯॥
যে তুমি লক্ষ্মণরূপে পূর্ব্বে বনবাসে।
নিরন্তর রক্ষক আছিলা সীতাপাশে ॥৫০॥
তথাপিহ মাত্র তুমি সীতার চরণ।
ইহা বই সীতা নাহি দেখিলে কেমন ॥৫১॥
তোমার সে বাণে রাবণের বংশ-নাশ।
সে তুমি যে বাটী আন, কেমন প্রকাশ ? ৫২॥
যাহার চরণে পূর্ব্বে কালিন্দী আসিয়া।
স্তবন করিল মহা-প্রভাব জানিয়া ॥৫৩॥
চতুর্দ্দশ-ভুবন-পালন শক্তি যার।
কাকস্থানে বাটী আনে—কি মহত্ত্ব তাঁর ? ৫৪॥
তথাপি তোমার কার্য্য অল্প নাহি হয়।
যেই কর, সেই সত্য, চারি বেদে কয় ॥" ৫৫॥

মালিনীর স্তবে নিত্যানন্দের হাস্য ও মালিনীর তৎকালীন ভাবাপনোদনাকাঙ্ক্ষায় বাল্যভাবে মালিনীর নিকট ভোজনেচ্ছা প্রকাশ—

হাসে নিত্যানন্দ তান শুনিয়া স্তবন।
বাল্যভাবে বলে,—"মুঞি করিব ভোজন ॥" ৫৬॥

যাওয়ায় শ্রীবাস পণ্ডিতের অত্যন্ত ক্রোধোদয় হইবে, শ্রীবাস-পণ্ডিতের এইরূপ ভাবী ব্যবহার চিন্তা করিয়া মালিনীদেবী দুঃখভারাক্রান্তা হইয়াছিলেন ॥ ৩৪-৩৫ ॥

"যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন"—ভগবান্ বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ মথুরালীলাকালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অবন্তীপুরবাসী সান্দীপনি মুনির নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ গমন করেন। তাঁহারা লোকশিক্ষার্থ বিবিধ প্রকারে গুরুসেবা করিয়া চতুঃষষ্টি দিবসে চতুঃষষ্টি-কলা-বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। বিদ্যাসমাপ্তির পর গুরুকে দক্ষিণা প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সান্দীপনি তাঁহাদের অতি-মানুষী চেষ্টা দর্শন করিয়া প্রভাসতীর্থে মহাসমুদ্রে মৃত নিজ তনয়কে প্রার্থনা করিলেন। রামকৃষ্ণ রথারোহণে প্রভাসতীর্থে গমন করিয়া সমুদ্রের নিকট গুরুপুত্রকে প্রার্থনা করিলে সমুদ্র পঞ্চজন অসুর কর্ত্তৃক গুরুপুত্রের বিনাশের কথা বিজ্ঞাপিত করিল। তাহা শুনিয়া তাঁহারা জলমধ্যে পঞ্চজন-পুরীতে গমন পূর্ব্বক ঐ অসুরকে বিনাশ করিলেন। কিন্তু তদুদর-মধ্যে গুরুপুত্রকে প্রাপ্ত না হওয়ায় যমলোকে গমন করিলেন। যমরাজ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের পূজা করিয়া তাঁহাদের আদেশ মত মৃতগুরুপুত্রকে সজীব করিয়া প্রত্যর্পণ করিলেন। (—ভাঃ ১০।৪৫ অঃ) ॥ ৪৬-৪৭ ॥

ভাঃ ৫।১৭।২১, ৫।২৫।২, ১২, ৬।১৬।৪৮ এবং আদি ১।১৩ গৌড়ীয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৪৮ ॥

ভাঃ ৩।৯।১৫, ৬।২।৭, ৬।২।১১,১২, ৬।১।১৫, ৬।৩।২৪, ৩১,৬।১৬।৪৪, শিক্ষাষ্টক ১ম শ্লোক, ভ, র, সি দঃ বিঃ ১।৫১ শ্লোক প্রভৃতি আলোচ্য ॥ ৪৯ ॥

রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড ২৪শ ও ৪৩ শ অঃ দ্রষ্টব্য ॥৫০॥

"ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তং তানাহ কিং মাং বক্ষ্যসি শোভনে। দৃষ্টপূর্ব্বং ন তে রূপং পাদৌ দৃষ্টৌ তবানঘে ॥" (-রামায়ণ উঃ কাণ্ড ৫৮।২১) অর্থাৎ লক্ষ্মণ(সীতাদেবীকে) বলিলেন,—শোভনে! আপনি কি বলিতেছেন? পুণ্যশীলে! আমি আপনার রূপ পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, কেবল পদ-যুগল দেখিয়াছি মাত্র ॥ ৫১ ॥

ভাঃ ৯।১০ অধ্যায় এবং রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড দ্রষ্টব্য ॥৫২॥

যদুকুলে অবস্থানকালে এক সময়ে ভগবান্ বলদেব সুহৃদগণের দর্শনার্থ ব্রজে গমন করেন। তিনি তথায় চৈত্র ও বৈশাখ দুইমাস কাল অবস্থান করেন। শ্রীবলদেব তৎকালে

নিত্যানন্দ-দর্শনে মালিনীর স্তন্য-ক্ষরণ ও
নিত্যানন্দের স্তন্য-পান—

**নিত্যানন্দ দেখিলে তাহার স্তন ঝরে।
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ স্তন পান করে ॥৫৭॥**

নিত্যানন্দের অচিন্ত্য চরিত্র—

**এই মত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত।
আমি কি বলিব, সব জগতে বিদিত ॥৫৮॥**

নিত্যানন্দ-তত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তির তদীয় অলৌকিকী
লীলার সত্যতা-উপলব্ধি—

**করয়ে দুর্জ্ঞেয় কর্ম্ম, অলৌকিক যেন।
যে জানয়ে তত্ত্ব, সে মানয়ে সত্য হেন ॥৫৯॥**

ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দের নদীয়ার সর্ব্বত্র ভ্রমণ—

**অহর্নিশ ভাবাবেশে পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব-নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ম্ময়-ধাম ॥৬০॥**

তত্ত্বানভিজ্ঞ অভক্ত জনগণের নিত্যানন্দের পাদপদ্ম-
স্বরূপ-বিচারে ভ্রান্তি ও গ্রন্থকারের আদর্শ
ইষ্টনিষ্ঠা প্রদর্শন—

**কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা তত্ত্বজ্ঞানী।
যাহার যেমত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি ॥৬১॥
যে সে কেনে নিত্যানন্দ-চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণ মোর রহুক-হৃদয়ে ॥৬২॥**

গ্রন্থকারের গুরু-নিত্যানন্দ-বিদ্বেষীর মস্তকে পাদস্পর্শ দ্বারা
চৈতন্যোন্মুখীকরণরূপ অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন—

**এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ। তার শিরের উপরে ॥৬৩॥**

মহাপ্রভুর তত্ত্বাবধানে নিত্যানন্দের শ্রীবাস-গৃহে
অবস্থিতি—

**এইমত আছে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
নিরবধি আপনে গৌরাঙ্গ রক্ষা করে ॥৬৪॥**

জননীর প্রীতি-হেতু মহাপ্রভুর বিষ্ণুপ্রিয়া-সমীপে
অবস্থান ও তদীয় সেবাগ্রহণ—

**একদিন নিজ গৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বসি' আছে লক্ষ্মীসঙ্গে পরম সুন্দর ॥৬৫॥
যোগায় তাম্বূল লক্ষ্মী পরম হরিষে।
প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রিদিশে ॥৬৬॥
যখন থাকয়ে লক্ষ্মীসঙ্গে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর ॥৬৭॥
মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া ॥৬৮॥**

প্রভু-গৃহে নিত্যানন্দের আগমন ও বাল্যভাবে
দিগম্বরবেশে দণ্ডায়মান—

**হেনকালে নিত্যানন্দ আনন্দ-বিহ্বল।
আইলা প্রভুর বাড়ী পরম চঞ্চল ॥৬৯॥
বাল্যভাবে দিগম্বর রহিলা দাণ্ডাইয়া।
কাহারে না করে লাজ পরানন্দ পাইয়া ॥৭০॥**

মহাপ্রভু নিত্যানন্দের দিগম্বর বেষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে
বাহ্যজ্ঞানশূন্য নিত্যানন্দের ভাবাবেশে অন্য
প্রকার উত্তর-প্রদান ও হাস্য—

**প্রভু বলে,—"নিত্যানন্দ, কেনে দিগম্বর?
নিত্যানন্দ 'হয় হয়' করয়ে উত্তর ॥৭১॥
প্রভু বলে,—"নিত্যানন্দ, পরহ' বসন।"
নিত্যানন্দ বলে,—"আজি আমার গমন॥" ৭২॥
প্রভু বলে,—"নিত্যানন্দ, ইহা কেনে করি?
নিতাই বলেন,—"আর খাইতে না পারি॥" ৭৩॥
প্রভু বলে,—"এক কহি, কহ কেনে আর?"
নিতাই বলেন,—"আমি গেনু দশবার॥" ৭৪॥
ক্রুদ্ধ হঞা বলে প্রভু,—"মোর দোষ নাঞি।"
নিত্যানন্দ বলে,—"প্রভু, এথা নাহি আই॥"৭৫॥**

বরুণ-প্রেরিত বারুণী পান পূর্ব্বক গোপীগণের সহিত বিহার করিয়া যমুনায় জলকেলী করিবার বাসনায় যমুনাকে আহ্বান করিলে যমুনা বলদেবকে 'মত্ত' জ্ঞান করিয়া তদাদেশ উপেক্ষা করিয়াছিল। তখন ভগবান্ রোহিণীনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া যমুনাকে হলাগ্রভাগ দ্বারা আকর্ষণ করিতে থাকিলে ভীতা যমুনা বলদেবের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বিবিধ স্তুতি দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল। (—ভাঃ ১০।৬৫ অঃ) ॥ ৫৩ ॥

স এবেদং জগদ্ধাতা ভগবান্ ধর্ম্মরূপধৃক্। পুষ্ণাতি স্থাপয়ন্ বিশ্বং তির্য্যঙ্নরসুরাদিভিঃ (—ভাঃ ২।১০।৪২) ॥৫৪॥

প্রভু কহে,—"কৃপা করি' পরহ' বসন।"
নিত্যানন্দ বলে,—"আমি করিব ভোজন।"৭৬॥
চৈতন্য-আবেশে মত্ত নিত্যানন্দরায়।
এক শুনে, আর বলে, হাসিয়া বেড়ায় ॥৭৭॥

মহাপ্রভুর স্বহস্তে নিত্যানন্দের বস্ত্র পরিধাপন—

আপনে উঠিয়া প্রভু পরায় বসন।
বাহ্য নাহি—হাসে পদ্মাবতীর নন্দন ॥৭৮॥

নিত্যানন্দের চরিত্র-দর্শনে শচীর আনন্দ এবং বাক্য-শ্রবণে স্বীয় পুত্র-জ্ঞানে গৌর-নিতাইর প্রতি সমস্নেহ প্রকাশ—

নিত্যানন্দচরিত্র দেখিয়া আই হাসে।
বিশ্বরূপ-পুত্র-হেন মনে মনে বাসে ॥৭৯॥
সেইমত বচন শুনয়ে সব মুখে।
মাঝে মাঝে সেইরূপ আই মাত্র দেখে ॥৮০॥
কাহারে না কহে আই, পুত্র-স্নেহ করে।
সম-স্নেহ করে নিত্যানন্দ-বিশ্বম্ভরে ॥৮১॥

বাহ্যপ্রাপ্ত নিত্যানন্দের বসন পরিধান এবং শচী-প্রদত্ত সন্দেশ-ভোজনমুখে শচীর সহিত বিবিধ কৌতুক—

বাহ্য পাই' নিত্যানন্দ পরিলা বসন।
সন্দেশ দিলেন আই করিতে ভোজন ॥৮২॥
আই-স্থানে পঞ্চ ক্ষীর-সন্দেশ পাইয়া।
এক খায়, আর চারি ফেলে ছড়াইয়া ॥৮৩॥
'হায় হায়'—বলে আই—'কেনে ফেলাইলা?'
নিত্যানন্দ বলে,—"কেনে এক ঠাঞি দিলা?" ৮৪॥
আই বলে,—"আর নাহি, তবে কি খাইবা?"
নিত্যানন্দ বলে,—"চাহ, অবশ্য পাইবা॥"৮৫॥
ঘরের ভিতরে আই অপরূপ দেখে।
সেই চারি সন্দেশ দেখয়ে পরতেকে ॥৮৬॥
আই বলে,—"সে সন্দেশ কোথায় পড়িল?
ঘরের ভিতরে কোন্ প্রকারে আইল?"৮৭॥

ধূলা ঘুচাইয়া সেই সন্দেশ লইয়া।
হরিষে আইলা আই অপূর্ব্ব দেখিয়া ॥৮৮॥
আসি' দেখে নিত্যানন্দ সেই লাড়ু খায়।
আই বলে,—"বাপ, ইহা পাইলা কোথায়?"৮৯॥
নিত্যানন্দ বলে—"যাহা ছড়াঞা ফেলিলুঁ।
তোর দুঃখ দেখি' তাই চাহিয়া আনিলুঁ॥"৯০॥

নিত্যানন্দের চরিত্র-দর্শনে শচীমাতার বিস্ময় ও তাঁহাকে 'ঈশ্বর' জ্ঞান—

অদ্ভুত দেখিয়া আই মনে মনে গণে।
নিত্যানন্দমহিমা না জানে কোন জনে? ৯১॥
আই বলে,—"নিত্যানন্দ, কেনে মোরে ভাঁড়'?
জানিল ঈশ্বর তুমি, মোরে মায়া ছাড়॥" ৯২॥

বাল্যভাবাপন্ন নিত্যানন্দের শচীর চরণস্পর্শাভিলাষ ও শচীমাতার পলায়ন—

বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায়,—আই করে পলায়ন ॥৯৩॥

নিত্যানন্দের চরিত্রে সুকৃতিমান্ জীবের সুফল-লাভ এবং মন্দভাগ্যের কার্য্য-বাধ—

এইমত নিত্যানন্দ-চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্য্যবাধ ॥৯৪॥

নিত্যানন্দ-নিন্দকের দর্শনে গঙ্গারও পলায়ন—

নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন।
গঙ্গাও তাহারে দেখি' করে পলায়ন ॥৯৫॥

নিত্যানন্দই—বৈষ্ণবাধিরাজ 'অনন্ত' ও পৃথ্বীধারী 'শেষ'রূপে প্রকাশিত—

বৈষ্ণবের অধিরাজ অনন্ত ঈশ্বর।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু শেষ মহীধর ॥৯৬॥

গ্রন্থকারের নিত্যানন্দ-চরণপ্রাপ্তির পুনঃ প্রার্থনা—

যে তে কেনে নিত্যানন্দ-চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে ॥৯৭॥

লক্ষ্মীসঙ্গে—বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত ॥ ৬৫ ॥

দিশে,—(দিশা শব্দ)—[দিশ্ + অ(স্—ভাবে) আপ্ স্ত্রী] উত্তর-পূর্ব্বাদি-দিক, সন্ধান। রাত্রিদিশে—রাত্রির সন্ধান॥৬৬॥

সন্দেশ—ক্ষীরের পেটকা ॥ ৮২ ॥

পরতেকে—প্রত্যক্ষে, সাক্ষাতে ॥ ৮৬ ॥

জীব-প্রতারণাকল্পে ভগবান্ জীবের বিচারে নানাপ্রকার ভ্রান্তি আনাইয়া দেন। বদ্ধজীব তখন অসত্য বস্তুকে 'সত্য' বলিয়া দর্শন করে, ইহাই ঈশ্বরের প্রভাব ॥ ৯২ ॥

গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি-জ্ঞাপনমুখে বৈষ্ণব-বন্দনা ও বলরাম-নিত্যানন্দের দাসত্ব প্রার্থনা—

বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।
মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম ॥৯৮॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৯৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দচরিত-বর্ণনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

ভাগ্যবান্ জীব নিত্যানন্দের চরিত্রে সুফল লাভ করেন। হতভাগ্য জীব তাহার মন্দধারণানুসারে নিজ-কার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৪ ॥

অনাদি-কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ জীব নিত্যসত্য ভগবদ্‌বস্তু নিত্যানন্দের স্বরূপ-বোধে অসমর্থ হইয়া নিন্দা করিয়া বসে। কিন্তু তাহাতে নিন্দকের যে অপরাধ হয়, তাদৃশ অপরাধীকে দেখিয়া পাপহারিণী গঙ্গা তাহার পাপ হরণ করা দূরে থাকুক, স্বয়ং পলায়ন করেন। ভগবান্ রুষ্ট হইলে শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুদেব ভগবানের ক্রোধ অপনোদন করিতে পারেন; কিন্তু শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের চরণে অপরাধ করিলে তাহার উপশম হওয়া পরম দুর্ঘট ॥ ৯৫ ॥

অনন্ত—"যস্মাদ্‌ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনযশ্চোগ্রতেজসঃ। নতেঽন্তমধিগচ্ছন্তি তেনানন্তস্ত্বমুচ্যসে ॥" (—মাৎস্যে ২৪৮।৭৭); "যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো মহদ্‌গুণত্বাদ্‌যমনন্তমাহুঃ" (—ভাঃ ১।১৮।১৯); "ন হ্যন্তো যদ্বিভূতীনাং সোঽনন্ত ইতি গীয়সে" (—ভাঃ ৪।৩০।৩১); অনন্তশক্তিঃ পরমো অনন্তবীর্য্যঃ সোঽনন্তঃ" (—ঋগ্বেদ) ॥ ৯৬ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যের একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নিত্যানন্দের নিরবধি বাল্যভাব, গঙ্গায় সন্তরণলীলা, বাল্য-ভাবে দিগম্বরবেশে মহাপ্রভুর সম্মুখে আগমন, মহাপ্রভু কর্তৃক নিত্যানন্দের বস্ত্রপরিধাপন, স্তুতি, এবং কৌপীন-ভিক্ষা ও ভক্তগণকে প্রদান, নিত্যানন্দ-মহত্ত্ব-বর্ণন, ভক্তগণের নিত্যানন্দ-পাদোদক পান, পাদোদকপান-প্রভাবে সকলের প্রেমচাঞ্চল্য এবং মহাপ্রভু কর্তৃক নিত্যানন্দের স্বরূপ ও প্রসাদ-মহিমা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

নিত্যানন্দ-প্রভু নবদ্বীপ-লীলা-প্রকাশকালে কৃষ্ণানন্দে বিভোর হইয়া বালকের [illegible]বিহার করিতেন এবং বর্ষাকালে কুম্ভীরাদি-পরিপূর্ণ গঙ্গায় নির্ভয়ে সন্তরণ করিতে থাকিলে সকলে ভীত হইতেন। তিনি কখনও আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া তিন চারিদিন অচেতনপ্রায় অবস্থান করিতেন। একদিন নিত্যানন্দ বাল্যভাবে দিগম্বর-বেশে "আমার প্রভু নিমাই পণ্ডিত" বলিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে শ্রীগৌরসুন্দরের সমীপে আগমন করিলে মহাপ্রভু হাস্য করিয়া স্বীয় মস্তকস্থিত বস্ত্র তাঁহাকে পরিধান করাইয়া, শ্রীঅঙ্গে দিব্য গন্ধাদিলেপন ও মালা প্রদান পূর্ব্বক সম্মুখে আসনে বসাইয়া তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ অবলীলাক্রমে মহাপ্রভুর সেবা-গ্রহণ ও প্রকাশ্য স্তুতি শ্রবণ করিলেন। অনন্তর মহাপ্রভু নিত্যানন্দের নিকট একখানি কৌপীন চাহিয়া লইয়া যোগেশ্বরগণেরও বাঞ্ছনীয় ঐ কৌপীন খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্তগণকে প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে উহা মস্তকে বন্ধন করিতে আদেশ দিয়া নিত্যানন্দের স্বরূপতত্ত্ব ও কৃপা-মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে সকলে পরমানন্দে কৌপীনাংশগুলি নিজ-নিজ শিরে বন্ধন করিলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণকে নিত্যানন্দের পাদোদক গ্রহণ করিতে আদেশ করিলে তাঁহারা সকলে নিতাইর পাদোদক পুনঃ পুনঃ পান করিতে লাগিলেন

পাদোদক-পানে মত্ত হইয়া ভক্তগণ নিজ-নিজ জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিলেন এবং স্ব-স্ব-সৌভাগ্য ও পাদোদকের মিষ্টতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পাদোদক-পানে প্রেমচাঞ্চল্য-বশতঃ তাঁহারা পরমানন্দে কৃষ্ণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে গৌর-নিত্যানন্দও তাহাতে যোগদান পূর্ব্বক সমস্তদিন ব্যাপিয়া কীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণসহ উপবিষ্ট হইয়া গৌরসুন্দর অকপটে সকলকে বলিলেন যে, নিত্যানন্দের চরণ—শিব-ব্রহ্মাদিরও বন্দনীয়, ঐ চরণে শ্রদ্ধাভক্তি করিলেই আমার প্রতি প্রকৃত ভক্তিশ্রদ্ধা করা হয়, নিত্যানন্দ-দ্বেষী আমার অপ্রিয়, পরন্তু নিত্যানন্দের অঙ্গের বাতাস-স্পর্শেও কৃষ্ণকৃপা লভ্য হয়। ভক্তগণ মহানন্দে জয়-ধ্বনি করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীমুখের এই বাক্য শিরোধার্য্য করিলেন।

জয় বিশ্বম্ভর সর্ব্ববৈষ্ণবের নাথ।
ভক্তি দিয়া জীবে প্রভু কর আত্মসাৎ ॥১॥

নবদ্বীপে গৌর-নিত্যানন্দের বিবিধ লীলা—

হেন লীলা নিত্যানন্দ-বিশ্বম্ভর-সঙ্গে।
নবদ্বীপে দুই জনে করে বহু রঙ্গে ॥২॥

কৃষ্ণপ্রেমানন্দে উন্মত্ত নিতাইর বালকোচিত স্বভাব প্রদর্শন—

কৃষ্ণানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দরায়।
নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায় ॥৩॥

ভক্তগণসহ নিত্যানন্দের মধুর সম্ভাষণ ও নৃত্য-গীতাদি—

সবারে দেখিয়া প্রীত মধুর সম্ভাষ।
আপনা-আপনি নৃত্য-বাদ্য-গীত-হাস ॥৪॥

ভাবাবেশে নিত্যানন্দের হুঙ্কার ও তচ্ছ্রবণে সকলের বিস্ময়—

স্বানুভাবানন্দে ক্ষণে করেন হুঙ্কার।
শুনিলে অপূর্ব্ব বুদ্ধি জন্ময়ে সবার ॥৫॥

বর্ষাকালের কুম্ভীর-পূর্ণ গঙ্গাজলে নির্ভয়ে নিত্যানন্দের বিবিধ ক্রীড়া—

বর্ষাতে গঙ্গায় ঢেউ কুম্ভীরে বেষ্টিত।
তাহাতে ভাসয়ে, তিলার্দ্ধেক নাহি ভীত ॥৬॥

অনন্তদেব নিত্যানন্দের কারণ-বারিজ্ঞানে গঙ্গাজলে শয়ন এবং সকলের তদজ্ঞতাবশতঃ বিপদাশঙ্কা—

সর্ব্বলোক দেখি' ডরে করে—'হায় হায়'।
তথাপি ভাসেন হাসি' নিত্যানন্দরায় ॥৭॥
অনন্তের ভাবে প্রভু ভাসেন গঙ্গায়।
না বুঝিয়া সর্ব্বলোক করে—'হায় হায়'।৮॥

কৃষ্ণানন্দে বিভোর নিত্যানন্দের তিন চারি দিবস ব্যাপী বহিঃসংজ্ঞাহীনভাবে অবস্থান—

আনন্দে মূর্চ্ছিত বা হয়েন কোন ক্ষণ।
তিন চারি দিবসেও না হয় চেতন ॥৯॥

নিত্যানন্দের অচিন্ত্য-লীলা অনন্ত মুখে বর্ণনেও গ্রন্থকারের অসামর্থ্য জ্ঞাপন—

এইমত আর কত অচিন্ত্য কথন।
অনন্ত-মুখেতে নারি করিতে বর্ণন ॥১০॥

বাল্যভাবে দিগম্বর-বেশে মহাপ্রভুর নিকট নিত্যানন্দের আগমন এবং হুঙ্কার পূর্ব্বক মহাপ্রভুর প্রভুত্ব জ্ঞাপন—

দৈবে একদিন যথা প্রভু বসি' আছে।
আইলেন নিত্যানন্দ ঈশ্বরের কাছে ॥১১॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

জড়ানন্দে মত্ত জনগণ কৃষ্ণানন্দের সন্ধান রাখেন না। প্রভু নিত্যানন্দ কৃষ্ণানন্দে মত্ত থাকায় সর্ব্বদা তাঁহার স্বভাব বালকের ন্যায় প্রতীত হইত। বিষয়মত্ত জনগণ যে বৈষয়িক কুটিলতার আশ্রয় করিয়া বালকের সরলতা হইতে বিক্ষিপ্ত হন, নিত্যানন্দের চরিত্রে সেরূপ লৌকিক ভাব দেখা যাইত না ॥৩॥

বর্ষাকালে নদীতে বহু কুম্ভীর পরিদৃষ্ট হয়। নিত্যানন্দ সেইরূপ কুম্ভীরপূর্ণ নদীর জলে ক্রীড়া করিতে ক্ষণকালের জন্যও শঙ্কিত হন নাই ॥ ৬ ॥

অনন্তদেব কারণবারিতে নিত্যকাল শয়ন করিয়া থাকেন। নিত্যানন্দ সেই ভাবে গঙ্গায় সন্তরণমুখে জলে

বাল্যভাবে দিগম্বর হাস্য শ্রীবদনে।
সর্ব্বদা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে ॥১২॥
নিরবধি এই বলি' করেন হুঙ্কার
"মোর প্রভু নিমাই পণ্ডিত নদীয়ার ॥" ১৩॥

নিত্যানন্দের মহাজ্যোতির্ম্ময় দিগম্বর মূর্ত্তি-দর্শনে মহাপ্রভুর হাস্য—ও আপন শিরোবসন দ্বারা নিতাইর লজ্জা নিবারণ—

হাসে প্রভু দেখি' তান মূর্ত্তি দিগম্বর।
মহাজ্যোতির্ম্ময় তনু দেখিতে সুন্দর ॥১৪॥
আথেব্যথে প্রভু নিজ মস্তকের বাস।
পরাইয়া থুইলেন—তথাপিহ হাস ॥১৫॥

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক নিত্যানন্দকে আসন, দিব্যগন্ধ, ও মাল্য প্রদান এবং নিত্যানন্দ-মহিমা খ্যাপন-কল্পে নিত্যানন্দস্তুতি—

আপনে লেপিলা তান অঙ্গ দিব্য গন্ধে।
শেষে মাল্য পরিপূর্ণ দিলেন শ্রীঅঙ্গে ॥১৬॥
বসিতে দিলেন নিজ সম্মুখে আসন।
স্তুতি করে প্রভু, শুনে সর্ব্ব ভক্তগণ ॥১৭॥
"নামে নিত্যানন্দ তুমি, রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ রাম-মূর্ত্তিমন্ত ॥১৮॥
নিত্যানন্দ পর্য্যটন, ভোজন, বেভার।
নিত্যানন্দ বিনা কিছু নাহিক তোমার ॥১৯॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা ?
পরম সুসত্য—তুমি যথা, কৃষ্ণ তথা ॥" ২০॥

চৈতন্যপ্রেমরসে নিমগ্ন নিতাইর সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর ইচ্ছানুরূপ কার্য্যাদি করণ—

চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহামতি।
যে বলেন, যে করেন—সর্ব্বত্র সম্মতি ॥২১॥

নিত্যানন্দের নিকট মহাপ্রভুর কৌপীন যাচ্ঞা, তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া সকল বৈষ্ণবকে বিতরণ এবং মস্তকে ধারণার্থ আদেশ—

প্রভু বলে,—"এক খানি কৌপীন তোমার।
দেহ'—ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার ॥" ২২॥
এত বলি' প্রভু তার কৌপীন আনিয়া।
ছোট করি' চিরিলেন অনেক করিয়া ॥২৩॥
সকল-বৈষ্ণবমণ্ডলীরে জনে জনে।
খানি খানি করি' প্রভু দিলেন আপনে ॥২৪॥
প্রভু বলে,—"এ বস্ত্র বান্ধহ সবে শিরে।
অন্যের কি দায়—ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বরে ॥২৫॥

ভাসিয়া থাকিবার কালে অন্যান্য লোক তাহা না বুঝিতে পারিয়া বিপদাশঙ্কা করেন ॥ ৮ ॥

নিত্যানন্দ কোন সময়ে কৃষ্ণানন্দে বিভোর হইয়া তিন-চারি দিবস বহিঃসংজ্ঞাহীন থাকিতেন ॥ ৯ ॥

অভাবগ্রস্ত বালকগণ যেরূপ সর্ব্বদা ক্রন্দনমুখে নিজের ক্লেশের পরিচয় দেয়, শ্রীনিত্যানন্দের স্মিতমুখ তদ্বিপরীতভাবে (সর্ব্বদা প্রফুল্ল) থাকিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। কখনও বা পরিধেয় বসন শ্লথ হইয়া পড়িত। তাহাতে বালোচিত মধুরিমা লজ্জার প্রতিকূলাচরণ করিত ॥ ১২ ॥

যখন নিত্যানন্দ আনন্দভরে [illegible]ধেয় বসন উন্মুক্ত করিতেন, তখন মহাপ্রভু স্বীয় শিরোবসন দ্বারা তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিতেন। মহাপ্রভুর এইরূপ অনুষ্ঠানে নিত্যানন্দ বালোচিত হাস্যে নিজ স্বভাব ব্যক্ত করিতেন ॥১৫॥

মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে স্তবনমুখে বলিলেন,—"তুমি নামে নিত্যানন্দ এবং সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ-রূপ ; তোমাতে আনন্দ স্তব্ধ হয় না। তুমি সাক্ষাৎ বলরাম।" "বলরামো মমৈবাংশঃ সোঽপি তত্র ভবিষ্যতি। নিত্যানন্দ ইতি খ্যাতো ন্যাসি-চূড়ামণিঃ ক্ষিতৌ ॥" (—বৃহদযামলে), "সেই কৃষ্ণ-নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র। সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥" (—চৈঃ চঃ আঃ ৫।৬) ॥ ১৮ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"হে নিত্যানন্দ, তোমার ভ্রমণ, ভোজন ও সকল প্রকার ব্যবহারে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ব্যাঘাত নাই ॥" ১৯ ॥

"যেখানে কৃষ্ণ, সেখানেই তুমি। কৃষ্ণ যেরূপ নিত্যবস্তু, তুমিও সর্ব্বদা তাঁহার নিকট বর্ত্তমান থাকিয়া নিত্যবস্তু ॥ মানবের ত্রিগুণান্তর্গত জ্ঞান তুরীয়বস্তু তোমাকে বুঝিয়া উঠিতে পারে না ॥" ২০ ॥

কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি নিত্যানন্দের প্রসাদেই বিষ্ণুভক্তি লভ্য—

নিত্যানন্দপ্রসাদে সে হয় বিষ্ণু-ভক্তি।
জানিহ—কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণ-শক্তি ॥২৬॥

নিত্যানন্দের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য—

কৃষ্ণের দ্বিতীয়—নিত্যানন্দ বই নাই।
সঙ্গী, সখা, শয়ন, ভূষণ, বন্ধু, ভাই ॥২৭॥
বেদের অগম্য নিত্যানন্দের চরিত্র।
সর্ব্বজীব-জনক, রক্ষক, সর্ব্বমিত্র ॥২৮॥
ইহার ব্যভার সব কৃষ্ণরসময়।
ইহানে সেবিলে কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি হয় ॥২৯॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দের অধোবসন শিরে বন্ধন পূর্ব্বক সযত্নে পূজা করিতে ভক্তগণের প্রতি মহাপ্রভুর আদেশ এবং ভক্তগণের তথাকরণ—

ভক্তি করি' ইহান কৌপীন বান্ধ' শিরে।
মহাযত্নে ইহা পূজা কর গিয়া ঘরে ॥" ৩০॥

শ্রীনিত্যানন্দ তীর্থভ্রমণকারী সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিচরণ-কালে ব্রহ্মচারীর কৌপীন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সেই ব্রহ্মচারীর চিহ্ন কৌপীনটী ভিক্ষা করিয়া লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কৌপীনবস্ত্রজনগণ সামান্য বসনে লজ্জা নিবারণ করেন। বিষয়মত্তজনগণ 'সভ্যতা' নামক কপটতা আশ্রয় পূর্ব্বক নানা বসনভূষণে মণ্ডিত হইয়া সরলতার অভাব-পোষণকে 'ভদ্রতা' বলেন। অন্তরে ব্যভিচার-পোষণকল্পে যে বসনাচ্ছাদন, তাহা হইতে নিরস্ত হইবার আদর্শে কৌপীন-গ্রহণ আশ্রমধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাজ্ঞাপক ॥ ২২ ॥

মহাপ্রভু নিত্যানন্দের আদর্শে বিষয়-মুক্ত-জনের চিহ্নস্বরূপ কৌপীনের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসাদরূপে সেই কৌপীনখণ্ডকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া ভক্তজনের শিরোদেশে স্থাপন করিলেন। যোগেশ্বর হর-নারদাদি ঐরূপ কৌপীন শিরে ধারণ করিয়াই বিষয়ভোগ হইতে বিরত হইতে পারেন। "হে ভক্তমণ্ডলি, তোমরাও এই পরম দুর্লভ কৌপীনের কিয়দংশ শিরে ধারণ করিয়া জড়ভোগ হইতে নিরস্ত এবং কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হও। ভক্তরাজ নিত্যানন্দ যেরূপ প্রপঞ্চ-ভোগ হইতে ত্যাগমুখে ভগবৎ-সেবাসক্তি দেখাইয়াছেন, সেই অনন্ত বিষ্ণুর বিভিন্নাংশ তোমরা নিজ নিজ আসক্তি পরিহার করিয়া কৃষ্ণ-সম্বন্ধে অবহিত হও এবং অনুক্ষণ ভগবৎসেবায় রত থাক।" ২৫ ॥

মহাপ্রভু বলিলেন,—"শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি বলিয়া জানিবে। তিনি কৃষ্ণের সেবকগণের সর্ব্বপ্রধান। কেবলমাত্র তাঁহার অনুগ্রহেই বিষ্ণুভক্তি লভ্য হয়। তিনি সন্ধিনীশক্ত্যধিষ্ঠিত বিষ্ণু-বিগ্রহ। স্বয়ং বিষ্ণু হইয়াও পরতম বিষ্ণু-তত্ত্বের সেবক। তাঁহার অনুগ্রহেই জীবের হরি-ভজন-প্রবৃত্তির উন্মেষ-লাভ ঘটে। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীবার্ষভানবীর অনুজারূপে মধুর রতির পোষণ করেন। এ জন্য শ্রীঠাকুর নরোত্তম বলেন,—"হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥" জগদ্‌গুরুবাদে শ্রীনিত্যানন্দই গুরু-তত্ত্বের আকর। মহান্ত-জগদ্‌গুরুবাদে শ্রীমহান্ত-গুরুদেব শ্রীচৈতন্য-প্রকাশ-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দের অবতার বলিয়াই (মর্য্যাদা-পথে) কথিত হন। শ্রীমহান্ত-গুরুদেব কৃষ্ণের প্রেষ্ঠতত্ত্ব বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দের সহিত অভিন্ন শ্রীচৈতন্য প্রকাশ এবং তিনি নিত্যানন্দস্বরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শৌক্র পদ্ধতিতে নিত্যানন্দ বংশ-পরিচয় ভক্তিপথের কোন পথিকই স্বীকার করেন না। অভক্ত বিষ্ণুসেবা-বিরোধী স্মার্ত্তমণ্ডলী ঐরূপ শৌক্রবংশে ভগবৎকৃপার যে আরোপ করেন, তাহা ভক্তি-বিচারের পরিপন্থী। আম্নায়-পারম্পর্য্যে নিত্যানন্দবংশ শৌক্রপারম্পর্য্যে নহে বলিয়া বিভিন্ন-গ্রামী-পরিচয়ে শ্রীবীরভদ্র প্রভুর শিষ্য-পারম্পর্য্যে শ্রীনিত্যানন্দ-শৌক্রবংশ-ধারা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বেনিয়াটোলার (কলিকাতা) জনৈক ব্যক্তি 'নিত্যানন্দবংশ-বিস্তার' নামক যে পুস্তকটী রচনা করিয়াছেন, তাহা আধুনিক ও ইতিহাস-বিরুদ্ধ-মাত্র ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণের দ্বিতীয়প্রকাশ বলদেব-প্রভুই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ নিত্যানন্দ, সুতরাং দ্বিতীয়। কৃষ্ণ—অদ্বিতীয়, নিত্যানন্দ—দ্বিতীয়। নিত্যানন্দ ব্যতীত অদ্বিতীয় কৃষ্ণের তত্ত্ব-বিচারে অন্য বস্তু নাই। তিনি গৌরাঙ্গের সঙ্গী, গৌরাঙ্গের সখা, গৌরাঙ্গের শয়ন-ভ্রমণাধার, গৌরাঙ্গের অলঙ্কার, গৌরাঙ্গের আত্মীয় ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা ॥ ২৭ ॥

প্রভু-আদেশে ভক্তগণের নিতাইর কৌপীন সাদরে শিরে বন্ধন—

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্ব্বভক্তগণ।
পরম আদরে শিরে করিলা বন্ধন ॥৩১॥

নিত্যানন্দ-পাদোদক-মহিমা জ্ঞাপন-পূর্ব্বক ভক্তগণকে নিতাইর পাদোদক-পান করিতে মহাপ্রভুর আদেশ এবং ভক্তগণের তদ্রূপকরণ—

প্রভু বলে,—"শুনহ সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ-পাদোদক করহ গ্রহণ ॥৩২॥
করিলেই মাত্র এই পাদোদক পান।
কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয়, ইথে নাহি আন ॥" ৩৩॥
আজ্ঞা পাই' সবে নিত্যানন্দের চরণ।
পাখালিয়া পাদোদক করয়ে গ্রহণ ॥৩৪॥
পাঁচবার দশবার একজনে খায়।
বাহ্য নাহি, নিত্যানন্দ হাসয়ে সদায় ॥৩৫॥

স্বয়ং মহাপ্রভুর সকৌতুকে নিত্যানন্দ পাদোদক বিতরণ এবং তৎপানে বৈষ্ণবগণের বিবিধ আলাপ ও প্রেমমত্ত ভাব—

আপনে বসিয়া মহাপ্রভু গৌর-রায়।
নিত্যানন্দ-পাদোদক কৌতুকে লোটায় ॥৩৬॥
সবে নিত্যানন্দ-পাদোদক করি' পান।
মত্তপ্রায় 'হরি' বলি' করয়ে আহ্বান ॥৩৭॥
কেহ বলে,—"আজি ধন্য হইল জীবন।"
কেহ বলে,—"আজি সব খণ্ডিল বন্ধন ॥" ৩৮॥
কেহ বলে,—"আজি হইলাম কৃষ্ণদাস।"
কেহ বলে,—"আজি ধন্য দিবস-প্রকাশ ॥" ৩৯॥

নিত্যানন্দ-চরিত্র বেদপাঠী তত্ত্ববিদ্‌গণেরও দুর্গম বস্তু। এই নিত্যানন্দ হইতে মূল মহাবৈকুণ্ঠে বাসুদেবের যে সঙ্কর্ষণ-রূপ পাঞ্চরাত্রগণ বিচার করেন, তাহা নিত্যানন্দের আংশিক পরিচয় নহে। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু। তাঁহা হইতেই কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—ইঁহারা অর্ণবত্রয়ে ভাসিয়া থাকেন। ব্যষ্টি বিষ্ণু, সমষ্টি বিষ্ণু ও কারণ বিষ্ণু, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন ও সঙ্কর্ষণরূপে মহাবৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠ ও জগতের কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত। সন্ধিনীশক্ত্যধিষ্ঠিত বিষ্ণু-বিগ্রহ হইতেই কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, এবং তাঁহা হইতে নৈমিত্তিক অবতারাবলী ও তটস্থশক্তি-পরিণামে পরিচিত জীবতত্ত্বের উদয় বলিয়া তিনি সর্ব্ব-জীব-জনক। তিনি সকল জীবের পালক বলিয়া 'রক্ষক' ও সকলেরই একমাত্র আশ্রয় বলিয়া 'বন্ধু'। নিত্যানন্দ-প্রভু—ঈশ্বর। জীবগণ—তাঁহার ভেদাংশ, তটস্থ-শক্তি-পরিণত সেবক। "চিচ্ছক্তিবিলাস এক—'শুদ্ধ-সত্ত্ব' নাম। শুদ্ধ সত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্য তাহাঁ সকল চিন্ময়। সঙ্কর্ষণের বিভূতি [illegible]—জানিহ নিশ্চয় ॥" 'জীব' নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়। মহাসঙ্কর্ষণ—সব জীবের আশ্রয় ॥" (—চৈঃ চঃ আঃ ৫।৪৩।৪৫) ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণের রস-সেবা-সমাধানে নিত্যানন্দের যাবতীয় উদ্যম থাকায় কৃষ্ণপ্রেমভক্তিপিপাসু জনগণ ইঁহার সেবা করিলেই তাঁহাদের সেবা-বৃত্তির সর্ব্বতোভাবে উন্মেষ হইবে। "জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ। যাঁহা হইতে পাইনু শ্রীরাধা-গোবিন্দ ॥" (—চৈঃ চঃ আঃ ৫।২০৪) ॥ ২৯ ॥

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ নিত্যানন্দের লজ্জা-বসনের চীরগুলি মস্তকে বাঁধিলেন ও প্রভুর আজ্ঞায় পরম যত্নে তাহা নিজ-গৃহে লইয়া গিয়া প্রত্যহ পূজা সহকারে সমাদর করিতে লাগিলেন। ভগবানের বা ভক্তের নাভির নিম্ন-প্রদেশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংশ্লিষ্ট বস্তুগুলিকে নিজ অধমাঙ্গের সহ সমান বুদ্ধি করা ভক্তিশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। পূজ্যগণের পদধূলি, অধোবাস প্রভৃতি ভক্তি-পিপাসু জনগণের ভজনবল। তাহাতে সমজ্ঞান বা ঘৃণা আরোপিত হইলে ভক্তি পথের প্রথম সোপান 'শ্রদ্ধা'র ব্যাঘাত হয়। "ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদ-জল। ভক্ত-ভুক্ত-শেষ,—এই তিন সাধনের বল ॥" (চৈঃ চঃ অ ১৬।৬০) ॥ "ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা"—এই বিচারে অবস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত বিষ্ণুভক্তি-লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। নিজ মল-মূত্র ও নিজাপেক্ষা নিম্নবিচারবিশিষ্ট জনগণের মল-মূত্রের সহিত পূজ্য-জনের মল-মূত্রকে সমধারায় বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। তাদৃশ বিচার উপস্থিত হইলে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার ব্যাঘাত হয়। তাই বলিয়া যাহা হরি-গুরু-বৈষ্ণব নহে, তাহাকে হরি-গুরু-বৈষ্ণব জ্ঞান করিলে

কেহ বলে,—"পাদোদক বড় স্বাদু লাগে।
এখনো মুখের মিষ্টতা নাহি ভাঙ্গে॥" ৪০॥
কি সে নিত্যানন্দ পাদোদকের প্রভাব।
পানমাত্র সবে হৈলা চঞ্চল-স্বভাব॥৪১॥
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ গড়ি' যায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন কেহ করয়ে সদায়॥৪২॥
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ॥৪৩॥
ক্ষণেকে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া হুঙ্কার।
উঠিয়া লাগিলা নৃত্য করিতে অপার॥৪৪॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ উঠিলা ততক্ষণ।
নৃত্য করে দুই প্রভু বেড়ি' ভক্তগণ॥৪৫॥
কার গায়ে কেবা পড়ে, কেবা কারে ধরে।
কেবা কার চরণের ধূলি লয় শিরে॥৪৬॥
কেবা কার গলা ধরি' করয়ে রোদন।
কেবা কোন্ রূপ করে,—না যায় বর্ণন॥৪৭॥
প্রভু করিয়াও কারো কিছু ভয় নাঞি।
প্রভু-ভৃত্য-সকলে নাচয়ে এক ঠাঞি॥৪৮॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে করিয়া কোলাকুলি।
আনন্দে নাচেন দুই প্রভু কুতুহলী॥৪৯॥
পৃথিবী কম্পিতা নিত্যানন্দ-পদ-তালে।
দেখিয়া আনন্দে সর্ব্বগণে 'হরি' বলে॥৫০॥

নৃত্যাবসানে ভক্তগণ সহ মহাপ্রভুর উপবেশন ও আস্ফালনের সহিত সকলের নিকট নিত্যানন্দমহিমা প্রকাশ—

প্রেমরসে মত্ত দুই বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
নাচেন লইয়া সব প্রেম-অনুচর॥৫১॥
এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব', 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ॥৫২॥
এই মত সর্ব্বদিন প্রভু নৃত্য করি'।
বসিলেন সর্ব্ব-গণ-সঙ্গে গৌরহরি॥৫৩॥
হাতে তিন তালি দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
সবারে কহেন অতি অমায়া-উত্তর॥৫৪॥
প্রভু বলে,—"এই নিত্যানন্দস্বরূপেরে।
যে করয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা, সে করে আমারে॥৫৫॥
ইহান চরণ—শিব-ব্রহ্মার বন্দিত।
অতএব ইহানে করিহ সবে প্রীত॥৫৬॥
তিলার্দ্ধেক ইহানে যাহার দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥৫৭॥
ইহান বাতাস লাগিবেক যার গায়।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িবে সর্ব্বথায়॥" ৫৮॥

মহাপ্রভুর বাক্য-শ্রবণে ভক্তগণের জয়ধ্বনি—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব-ভক্তগণ।
মহা জয়-জয়-ধ্বনি করিলা তখন॥৫৯॥

শ্রদ্ধাবানের পরিবর্ত্তে অশ্রদ্দধান হইয়া শ্রদ্ধেয়জনগণের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। উহাই সেবা-বিমুখতা বা অভক্তি॥ ৩১॥

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞানুসারে শ্রীনিত্যানন্দের পদ-প্রক্ষালিত জল গ্রহণ করিয়া কেহ বলিলেন,—"নিত্যানন্দের পাদোদক বড়ই সুস্বাদু; পাদোদক-পানে সুস্বাদজনিত মিষ্টতা ভগ্ন হয় না। পাদোদক পান করিলে পানের পরেও মুখে মিষ্টতা নিরন্তর চলিতে থাকে।" সাধারণ মূঢ়জন শ্রীনিত্যানন্দ-পাদোদককে সাধারণ জলবুদ্ধি করায় পার্থিব আশা-পাশ-রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ থাকে। কিন্তু পাদোদকের এমনি স্বভাব যে, পাননিরতভক্ত আপনার আত্মস্বরূপ বোধে পারঙ্গত হইয়া স্বীয় নিত্য ভগবদ্দাস্য বুঝিতে পারেন। আবার কেহ কেহ বলিলেন,—'সকল অমঙ্গল কাটিয়া গিয়া অদ্যই স্বরূপ উপলব্ধির সুপ্রভাত উদিত হইল।' যাহাদের শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মকে অন্য জীবের অধমাঙ্গ-তুল্য-জ্ঞানে রুচির অভাব দেখা যায়, তাহাদের কৃষ্ণভক্তির অভাব আছে, জানিতে হইবে। প্রভু-পাদোদক-পানকারী জনের মত্ততা উপস্থিত হইয়া নিরন্তর মুখে ভগবানকে ডাকিবার প্রয়াস আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহারা জড়রসে প্রমত্ত হইয়া আপনাদিগকে 'গুরু'-জ্ঞানে নিত্যানন্দ মনে করে, সেইসকল নারকিগণের জড়ানুভূতি অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মতা বৃদ্ধি করে॥ ৩৯-৪০॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগৌরসুন্দর—অভিন্ন-কলেবর। শ্রীনিত্যানন্দের চরণসেবাদ্বারাই শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাফল

নিত্যানন্দের অলৌকিক চরিত্র-শ্রবণকারীর ফল—

ভক্তি করি' যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
তার স্বামী হয় গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥৬০॥

চৈতন্যপ্রিয় মহাভাগ্যবন্ত প্রত্যক্ষদর্শী জনগণেরই নিত্যানন্দ-প্রভাব-বোধে সামর্থ্য—

নিত্যানন্দস্বরূপের এ সকল কথা।
যে দেখিল, সে তাঁহারে জানয়ে সর্ব্বথা ॥৬১॥

এই মত কত নিত্যানন্দের প্রভাব।
জানে যত চৈতন্যের প্রিয় মহাভাগ ॥৬২॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৬৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমাবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

লাভ ঘটে। শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্ম—ব্রহ্মা ও শিবাদি-গুণাবতারের আরাধ্য বস্তু। যাহারা এই পরমারাধ্য বস্তুর প্রতি বীতরাগ হইয়া অল্প সময়ের জন্যও বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করে এবং বহিরঙ্গা শক্তি মায়াকে সেবা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে, তাহারা কখনই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতিভাজন হইতে পারে না ॥ ৫৫-৫৭ ॥

বায়ু দ্বারা সূক্ষ্ম গন্ধ সঞ্চারিত হয়। শ্রীনিত্যানন্দের গন্ধ-সংস্পর্শও এরূপ কৃষ্ণভক্তির দৃঢ়তা সাধন করে যে,ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণ তাহাকে কোনমতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না॥৫৮॥

যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর লোকাতীত চরিত্রের কথা শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করেন, তাঁহারা কোনদিনই শ্রীচৈতন্য-দাস্য হইতে কোন প্রকারে বৈমুখ্য সংগ্রহ করিতে পারেন না। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর সেবোন্মুখ জনই সর্ব্বতোভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের দাস্য করিতে সমর্থ হন। 'স্বামী' শব্দ পাইয়াই গৌরনাগরী-সম্প্রদায় যেন মনে না করেন যে, কাঞ্চনলতা প্রভৃতি কাল্পনিক নদীয়ানাগরীগণের ন্যায় তাঁহারাও জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর অভিন্ন কলেবর গৌরসুন্দরকে ব্যভিচার-রঙ্গে নামাইয়া লইয়া প্রাকৃত বিচারের তাণ্ডব নৃত্য দেখাইতে পারিবেন ॥ ৬০ ॥

শ্রীচৈতন্যের পরমপ্রিয় মহাভাগ্যবন্ত জনগণই শ্রীনিত্যা-নন্দের প্রভাব জ্ঞাত হইতে সমর্থ ॥ ৬২ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ-হরিদাস দ্বারা ঘরে ঘরে কৃষ্ণকীর্ত্তন, কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণশিক্ষা প্রচারের প্রবর্ত্তন, জগাই মাধাইর নিকট প্রচার, মাধাইর নিত্যানন্দকে আক্রমণ, ঘটনাস্থলে মহাপ্রভুর আগমন ও [illegible]ন চক্র আহ্বান, দুই ভ্রাতার গৌর-পাদপদ্মে শরণাগতি, গৌর-নিত্যানন্দের জগাই মাধাইকে ক্ষমা ও উদ্ধার, দেবগণের গৌরসেবা, বৈষ্ণবাপরাধের পরিণাম প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-সমূহ প্রেমদৃষ্টিতে লভ্য বলিয়া প্রভুর প্রতি প্রীতির অভাবযুক্ত সাধারণ লোক তাঁহাকে 'নিমাই পণ্ডিত' মাত্র জ্ঞান করিত। কেবল সুকৃতিমন্ত জনগণ নিজ নিজ অধিকারানুসারে তাঁহার প্রকাশ-সকল দর্শন করিতেন। একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে প্রতিদ্বারে গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণভজন, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণশিক্ষা প্রচার-রূপ ভিক্ষা করিতে এবং দিবসান্তে ফলাফল তাঁহাকে নিবেদন করিতে আদেশ করিলেন। এইরূপ অদ্ভুত রকমের ভিক্ষার আদেশ-শ্রবণে সকলে প্রথমতঃ

হাস্য করিলেও নিত্যানন্দ-হরিদাস তদাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দ্বারে দ্বারে তদ্রূপ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। গৃহস্থগণ সন্ন্যাসিদ্বয়কে সসম্ভ্রমে ভিক্ষাগ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে তাঁহারা মহাপ্রভুর আদেশানুরূপ 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণশিক্ষা' করিবার অনুরোধরূপ ভিক্ষা মাত্র করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। অপূর্ব্ব ভিক্ষার প্রকার দর্শনে সজ্জনগণ সুখী হইয়া তদ্রূপ-করণে প্রতিশ্রুত হইলেও কেহ কেহ তাঁহাদের ক্ষিপ্ত মনে করিয়া চৈতন্য-নিন্দা করিতে থাকে, কেহ বা শ্রীবাস-গৃহে কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রবেশাধিকার না পাওয়ায় ঈর্ষ্যা-সহকারে তাঁহাদিগকে আক্রমণ ও ধর্ম্মাধিকরণের ভয় প্রদর্শন করে। কিন্তু চৈতন্য-বলে বলী নিত্যানন্দ-হরিদাস তাহাতে বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অথবা ভীত না হইয়া নিজ কার্য্য করিয়া যাইতেন।

একদিন উভয়ে মহা-পাপিষ্ঠ মদ্যপ জগাই মাধাইর দর্শন পাইলেন। দুইজনের দুর্গতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া পরমদয়াল পতিতপাবন নিত্যানন্দ হরিদাসের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহারা দুই ভ্রাতাকে মহাপ্রভুর পতিতোদ্ধার-লীলার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত-স্থল বিচার করিয়া সকল বিপদ-বরণে স্বীকার করিয়াও তাহাদিগকে মহাপ্রভুর পরম মঙ্গল-জনক আদেশ জানাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণভজনের কথা বলিতে লাগিলেন। জগাই-মাধাইর এত পাপাচরণের মধ্যেও বৈষ্ণবাপরাধ-সঞ্চয়ের সুযোগ কখনও ঘটে নাই বলিয়াই গৌর-নিত্যানন্দের কৃপালাভের সৌভাগ্যোদয় হইল। বৈষ্ণবনিন্দা—বড়ই গুরুতর অপরাধ, ইহা সর্ব্বমঙ্গলের বাধক এবং সকল অধঃপাতের হেতু। একমাত্র বৈষ্ণব-কৃপা ভিন্ন সর্ব্ব-মহা-প্রায়শ্চিত্ত কৃষ্ণনামেও বৈষ্ণবাপরাধের ক্ষালন হয় না—সকল শাস্ত্রই তারস্বরে ইহা ঘোষণা করিয়া জগৎকে সাবধান করিয়া-দিয়াছেন। নিত্যানন্দ-হরিদাসের ডাক-শ্রবণে স্বচ্ছন্দা-বস্থানের ব্যাঘাত হইল ভাবিয়া দস্যুদ্বয় সন্ন্যাসিদ্বয়ের পশ্চাদনুসরণ করিল। তাঁহারা দুইজনে পলাইয়া ভক্ত-মণ্ডলি-মধ্যে উপবিষ্ট গৌরসুন্দরের চরণে সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে নিবেদন করিলেন এবং এই পাতকীকে উদ্ধার করিয়া 'পাতকীপাবন' নাম সার্থক করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পাপিদ্বয়ের প্রতি 'নিত্যানন্দের কৃপাদৃষ্টিতেই তাহাদের উদ্ধার হইয়াছে'—মহাপ্রভু এরূপ জানাইলে সমবেত বৈষ্ণবগণ পাতকিদ্বয়ের উদ্ধারের নিশ্চয়তা জানিয়া মহানন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট নিত্যানন্দের বিবিধ চাঞ্চল্য ও তজ্জন্য নিজের বিপন্নতার বিষয় বর্ণন করিলে অদ্বৈত-প্রভু নিত্যানন্দের নিন্দা-ব্যাজে মহিমা কীর্ত্তন করিলেন।

জগাই-মাধাই আসিয়া গঙ্গাতীরে মহাপ্রভুর স্নানঘাটেই আড্ডা করিল, তাহাতে সকল লোকের মনে আতঙ্ক জন্মিল। মদ্যপদ্বয় রাত্রিকালে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক মঙ্গলচণ্ডীর গীত মনে করিয়া মদ্যের বিক্ষেপে নৃত্য করিত এবং মহাপ্রভুকে দেখিয়া কীর্ত্তনের প্রশংসা করিত। নিত্যানন্দ-প্রভু উহাদের উদ্ধার মানসে এক-দিন রাত্রিতে তাহাদের নিকট গমন করিলে মাধাই তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল। জগাই ব্যথিত হইয়া মাধাইকে নিবারণ পূর্ব্বক তাহার কৃতকর্ম্মের জন্য অনেক ভৎর্সনা করিলে, এই সংবাদ পাইয়া মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রক্তাক্তকলেবর নিত্যানন্দকে দর্শনপূর্ব্বক পাপিদ্বয়ের শাস্তি-প্রদানার্থ সুদর্শনকে আহ্বান করিলেন। জগাই-মাধাই স্বচক্ষে সুদর্শন দর্শন করিল। দয়ালু নিত্যানন্দ-প্রভু জগাইর দ্বারা রক্ষিত হইয়াছেন জানাইয়া মহাপ্রভুর নিকট দুইভাইকে ভিক্ষা চাহিলেন। জগাইর নিত্যানন্দ-রক্ষার কথা শুনিয়া মহাপ্রভু জগাইকে কৃপাপূর্ব্বক প্রেমভক্তি-বর প্রদান করিলে জগাইর সৌভাগ্য-দর্শনে মাধাইরও চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং মহা-প্রভুর চরণে পতিত হইয়া কাতরে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। মহাপ্রভু কৃপা করিতে অস্বীকৃত হইলেন, কিন্তু মাধাইর কাতর আবেদনে নিত্যানন্দের চরণে শরণ গ্রহণ করিতে উপদেশ করিলেন এবং মাধাইকে কৃপা করিতে নিজেও নিত্যানন্দ-প্রভুকে অনুরোধ করিলেন। মাধাই শ্রীগৌরাদেশে নিত্যানন্দের চরণে পতিত হইলে নিত্যানন্দ নিজ সকল সুকৃতির বিনিময়ে মাধাইকে কৃপা করিবার জন্য মহাপ্রভুকে অনুরোধ করিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ মাধাইকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহার

দেহে প্রবেশ করিলেন। জগাই মাধাই এইরূপে উদ্ধার লাভ করিয়া প্রভুদ্বয়ের স্তব করিতে লাগিল। মহাপ্রভু তাহাদিগকে পুনর্ব্বার পাপ করিতে নিষেধ করিলেন। তাহারা তাহাতে অঙ্গীকার করিলে মহাপ্রভুও তাহাদের কোটি কোটি জন্মের পাপভার গ্রহণ করিলেন। মহাপ্রভুর কৃপা উপলব্ধি করিয়া জগাই-মাধাই আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মহাপ্রভু মূর্চ্ছিত ভ্রাতৃদ্বয়কে নিজ গৃহে আনাইলেন এবং গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া বৈষ্ণবগণ সঙ্গে দুই ভাইকে লইয়া উপবেশন করিলেন। দুই ভাই মহাপ্রেম বিকারে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। গৌরসুন্দরের ইচ্ছাক্রমে দুই ভ্রাতার জিহ্বায় শুদ্ধা সরস্বতী অধিষ্ঠিতা হইলে তাহারা বিবিধভাবে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের তত্ত্বপূর্ণ স্তুতি করিতে লাগিল। মদ্যপগণের মুখে তাদৃশ ভগবৎস্তুতি শ্রবণপূর্ব্বক সকলে ভগবৎকৃপা-মহিমা অনুভব করিয়া বিস্মিত হইলেন। মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে সেই দিন হইতে নিজ-গণে গ্রহণ করিলেন এবং স্বয়ং সকল বৈষ্ণবের নিকট তাহাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা ও কৃপা ভিক্ষা করিলেন। জগাই-মাধাই সকল ভক্তের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া নিরপরাধ হইল। তাহাদের পাপ বৈষ্ণবনিন্দকে সঞ্চারিত হইল। মহাপ্রভুর আদেশক্রমে সকলে বিপুল সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন এবং ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া মহাপ্রভু সগণে তাহাতে নৃত্য করিলেন। কীর্ত্তনান্তে ধূলিধূসরিত দেহে সকলকে লইয়া উপবেশন পূর্ব্বক মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে 'মহাভাগবত' বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং তাহাদিগকে মহাভাগবতোচিত শ্রদ্ধা করিবার জন্য সকলকে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন যে, উহার অন্যথা করিয়া তাহাদিগকে উপহাস করিলে বৈষ্ণবাপরাধ-হেতু সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সকলকে লইয়া গঙ্গায় গমন পূর্ব্বক নিঃসঙ্কোচে সকলে মিলিয়া তুমুলভাবে জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। জলক্রীড়ায় মহাপ্রভুর নিকট সকলে পরাজিত হইলেন। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দের জলক্রীড়ায় অদ্বৈত প্রভু কটূক্তি-ব্যাজে নিত্যানন্দের মহিমা এবং নিজ বিষ্ণুস্বরূপ প্রকাশ করিলেন। জলক্রীড়ান্তে মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে নিজ গলার মালাপ্রসাদ প্রদান করিয়া সকলকে ভোজনার্থ বিদায় দিলেন। তৎকালে দেবতাগণ নিত্য আসিয়া চৈতন্যের লীলা দর্শন ও বিবিধ সেবা করিতেন; প্রভুকৃপা ব্যতীত কেহ তাহা দেখিতে পাইতেন না।

অতঃপর গ্রন্থকার বৈষ্ণবাপরাধের ভীষণ পরিণামের কথা কীর্ত্তন করিয়া অধ্যায় সমাপ্ত করেন।

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥১॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ সর্ব্বসেব্যকলেবর ॥২॥

গৌরসুন্দরের লীলা কেবল প্রেমদৃষ্টিতে লভ্য বলিয়া তদ্‌রহিত জনের গৌরসুন্দরকে 'নিমাই পণ্ডিত' মাত্র জ্ঞান—

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে,—নহে সর্ব্বনয়নগোচর ॥৩॥
লোকে দেখে,—পূর্ব্বে যেন নিমাঞি পণ্ডিত।
অতিরিক্ত আর কিছু না দেখে চরিত ॥৪॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

সর্ব্বসেব্যকলেবর,—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু—স্বয়ং-প্রকাশ-তত্ত্ব; সুতরাং যে-সকল ব্যষ্টি লইয়া সমষ্টি হয়, সেই কলেবরই ভজনীয় বস্তু। তাঁহা হইতেই সকল-কারণ-কারণ কারণোদশায়ী মহাবিষ্ণু, সর্ব্বভূতান্তর্য্যামিসমষ্টি গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু, এবং ব্যষ্টি-বিষ্ণু অনিরুদ্ধ,—সকলই প্রকটিত। 'সর্ব্ব' ও 'অসর্ব্ব' বস্তু-সমূহের সেব্য কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য-কলেবর নিত্যানন্দেরই সেবা গ্রহণ করেন। কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তি-প্রসূত সর্ব্ব-বস্তুই নিত্যানন্দের সেবা করেন ॥ ২ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাসমূহ একমাত্র প্রেমদৃষ্টিতে লভ্য। সুতরাং যেখানে প্রীতির অভাব, সেখানে ভগবল্লীলা দৃষ্ট হয়

ভাগ্যবানের ভাবময় দর্শনে গৌরসুন্দরের তদধিকারোচিত আত্মপ্রকাশ এবং বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত জনসকাশে আত্মগোপন—

যখন প্রবিষ্ট হয় সেবকের মেলে।
তখন ভাসেন সেইমত কুতূহলে॥৫॥
যার যেন ভাগ্য, তেন তাহারে দেখায়।
বাহির হইলে সব আপনা লুকায়॥৬॥

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে সর্ব্বত্র কৃষ্ণভজন, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণশিক্ষা-প্রচারার্থ আদেশ—

একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ-হরিদাস-প্রতি॥৭॥

"শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥৮॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥' ৯॥
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা॥১০॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব।
তবে আমি চক্রহস্তে সবারে কাটিব॥" ১১॥

প্রভু-আজ্ঞা-শ্রবণে বৈষ্ণবগণের হাস্য—

আজ্ঞা শুনি' হাসে সব বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যথা করিতে আজ্ঞা কা'র আছে বল? ১২॥

না। 'প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি। যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য-গুণ-স্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৩॥

বাস্তব-বস্তু সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া অণুচিৎ জীবের ব্যক্তিগত ভাবময়দর্শনে অধিকারোচিত দৃষ্ট হন। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত দৃষ্টিতে প্রেমময় বিগ্রহ-দর্শনের সম্ভাবনা নাই, উহা লুক্কায়িত থাকে। তজ্জন্যই তিনি অধোক্ষজ॥ ৬॥

যাঁহারা অকিঞ্চন হইতে পারেন, তাঁহারা কোন বস্তুর জন্য লোভপরবশ হন না। অকিঞ্চন না হইলে বাস্তব বস্তুর প্রয়োজন বোধ হয় না। নশ্বর-বস্তু-সমূহের বিক্রম তাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করে। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু স্বাধ্যায়-নিরত ব্রাহ্মণ-কুলে অবতীর্ণ। শ্রীঠাকুর হরিদাসের জাগতিক পরিচয়ে তাদৃশ বিপ্রকুলোৎপন্নতা ও তাদৃশ আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণতা ছিল না। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শকজাতি, গ্রীকজাতি ও যাবনিক আচার-বিশিষ্ট জাতিসমূহ বসতি স্থাপন করিয়াছিল। অসিন্ধুতটবাসি-বৈদেশিক জাতি-সমূহের বাসস্থলী হওয়ায় নবদ্বীপনগরেও মানবগণের মধ্যে বৈষম্য-বিচার প্রবল ছিল। তজ্জন্য প্রচারক-সূত্রে ভগবান্ গৌরসুন্দর উভয়-বিশ্বাস-সম্পন্ন সামাজিক-গণের মধ্যে প্রচারকার্য্যে ভগবদ্ভজন-পরায়ণ পুরুষোত্তম-দ্বয়কে নিযুক্ত করেন। আর্য্যাচার ও যাবনিক আচারসম্পন্ন জনগণ একে অপরের বাক্যে কর্ণপাত করিবেন না জানিয়া, উভয়েরই ভগবদ্ভক্তিতে সমধিক অধিকার আছে, জানাইবার জন্য উভয়কেই হরিকীর্ত্তনের যোগ্যতা প্রদান করেন॥ ৭॥

বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত, বর্ণাশ্রম-পালনরত জনগণের মধ্যে, বর্ণাশ্রমাতীত লোক-মধ্যে, সকল জীবের জন্য, সকল উদ্ভিদ্, স্থাবর, জঙ্গম—সকলের জন্যই প্রভুর আজ্ঞা। ব্যক্তিবিশেষ, সম্প্রদায়বিশেষ,—যিনি যতটুকু পারেন, মহাপ্রভুর আজ্ঞায় প্রচারিত কথা গ্রহণ করিবেন॥ ৮॥

ভিক্ষুক—দাতার মুখাপেক্ষী, অতএব উচ্চস্তরে অবস্থিত দাতা ভিক্ষুককে নিম্নস্তরে অবস্থিত জানিয়া তাহার প্রতি দয়াপরবশ হন। অনুগ্রহ-প্রার্থনার নামই—'ভিক্ষা'। অনুগ্রহকারী উচ্চ হইতে অবতরণ করিয়া অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুককে মধ্যপথে উন্নীত করে। ভিক্ষুর বেশে যখন চতুর্দ্দশ ভুবনপতি প্রভু নিত্যানন্দ এবং সর্ব্বলোক-পিতামহ শুদ্ধ-ভক্তরাজ নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস ভিক্ষা করিতে যাইবেন, তখন তাঁহাদিগের ভিক্ষা যোগ্য বস্তু কিঞ্চন-সম্প্রদায়ের প্রদেয় নহে জানিয়া গৌরসুন্দর তাঁহাদিগকে এক অলৌকিক বাক্যে উপনীত হইবার জন্য ভিক্ষা করিতে নিযুক্ত করিলেন।

'বল কৃষ্ণ',—কৃষ্ণেতর শব্দ ন্যূনাধিক অবিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে অবস্থিত। শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িত্ব উপলব্ধ হইলে উহা কৃষ্ণকেই লক্ষ্য করে এবং তাদৃশ বৃত্তি সম্পৎ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। যিনি কৃষ্ণের কীর্ত্তন করেন, তিনি শ্রবণকারীর মঙ্গল বিধান করেন এবং আত্মমঙ্গল সাধন করিয়া ভগবৎস্মরণজনিত

সাক্ষান্নিত্যানন্দ-সেব্য গৌরসুন্দরের কথায়
অপ্রতীতিযুক্ত ব্যক্তি নির্বোধ—

হেন আজ্ঞা, যাহা নিত্যানন্দ শিরে বহে।
ইথে অপ্রতীত যার, সে সুবুদ্ধি নহে ॥১৩॥

গৌরভক্তি পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতের বিমুখমোহন
মায়াবাদে আস্থায় অদ্বৈতের দ্বারা সংহার—

করয়ে অদ্বৈত-সেবা, চৈতন্য না মানে।
অদ্বৈত তাহারে সংহারিবে ভাল মনে ॥১৪॥

আনন্দ-সমুদ্রে অবস্থিত হন। শব্দসমূহ যখন কৃষ্ণেতর বস্তুর নির্দ্দেশক হয়, সে সময় বদ্ধজীব আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে ভোক্তৃপদে বরণ করেন। সেইকালে তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ হৃষীকেশের সেবা-বিমুখ হইয়া অপস্বার্থ-বশে হৃষীকেশের বহিরঙ্গা শক্তির উপর প্রভুত্ব করিতে থাকে। 'শ্রীকৃষ্ণ'-শব্দ কীর্ত্তন কর,—শ্রীভগবানের এই আজ্ঞা—মহাবদান্যতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। 'কৃষ্ণ' শব্দই—অভিন্ন কৃষ্ণ—একথা কৃষ্ণই গুরুরূপে শিক্ষা দিতে পারেন। সেই শিক্ষায় দীক্ষিত হইয়া তাদৃশী শিক্ষার প্রচারপরতাই শ্রীচৈতন্য-দাস্য—ইহা বুঝাইবার জন্যই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীনামা-চার্য্য হরিদাস ভগবদাজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। যিনি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে শ্রীগুরু-তত্ত্বের আকার জানিয়া এবং সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, শ্রীনামাচার্য্য হরিদাসের মুখে সম্বোধনের পদরূপে অবতীর্ণ 'কৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারণ করিবেন, তিনিই প্রাপঞ্চিক সকল বাধা হইতে উন্মুক্ত হইয়া জীবের স্বরূপ-প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিতে পারিবেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু-দ্বারা মানবমাত্রকেই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। যিনি এই অধিকার প্রদান করেন, তিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু হইতে পারেন না। যেহেতু যাঁহার তাদৃশ দেয় বস্তু না থাকে, তিনি উহা কোথা হইতে দিবেন? নাম-নামী—অভিন্ন, সুতরাং নামকীর্ত্তন হইলেই কৃষ্ণপ্রেমা অবশ্যম্ভাবী—একথা কৃষ্ণই বলিতে পারেন। কৃষ্ণেতরচিন্তাময় জনগণের উহা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত ইতর শব্দের আবাহনক্রমে জড়ে আবদ্ধতা। 'জগতের সকল লোক কৃষ্ণ কীর্ত্তন করুক'—এই আজ্ঞা আকর-তত্ত্ব শ্রীজ[illegible]দেব ও শ্রীনামাচার্য্যের প্রতি উক্ত হইলেও, ঐ দুই আচার্য্য যখন ভগবদাজ্ঞা পালন করেন, তখন যে সকল সুকৃতিসম্পন্ন জন উহা গ্রহণ করেন, তাঁহারাই আচার্য্যের কার্য্য করিতে অধিকার লাভ করিয়া থাকেন—তাঁহারাই শ্রীচৈতন্যদাস্যে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হন। ভিক্ষার ভাষায় "বল-কৃষ্ণ" শব্দ—জীবোদ্ধারক। শ্রবণকারী জীবের নিকট যখন উহা উপস্থিত হয়, তখন তিনি চৈতন্যদেবের আজ্ঞা পালন করিয়া প্রাপঞ্চিকবিচারমুক্ত হন ও ভগবৎপ্রকাশ-স্বরূপ আচার্য্যাবতারের কার্য্য করেন। একমাত্র জগদ্গুরুবাদ নিরস্ত হইয়া মহান্ত-গুরুগণে গুরুতত্ত্বের প্রকাশ-সমূহ জীবোদ্ধারের কার্য্য করে।

'ভজ কৃষ্ণ',—শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারকদ্বয়কে বদ্ধজীবকুলের নিকট কৃষ্ণভজন করিবার প্রার্থনা জানাইতে আদেশ করিলেন। জীব কৃষ্ণবিমুখ হইয়া কৃষ্ণেতর বস্তুতে আকৃষ্ট হওয়ায় বস্তুসমূহের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগের 'ঈশ্বর' হইবার বাসনায় ভোগবৃত্তির আশ্রয় করে। সুতরাং কৃষ্ণভজন পরিহার করিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপারকে 'বস্তু'-জ্ঞানে তাহার প্রভু হইবার বাসনা করে। এরূপ কার্য্যই তাহার ভজনবাধক। কৃষ্ণভজন-বিমুখ জনগণের প্রপঞ্চে বিবিধ অধিকার (?)। সেইসকল অধিকার লাভ করিবার জন্য কাম-ক্রোধাদি রিপুষট্‌কের সেবায় জীব কৃষ্ণভজন ছাড়িয়া আপনাকে দৃশ্য জগতের ভোক্তা মনে করিয়া অমঙ্গল আবাহন করে। জীবকল্যাণার্থ মহাবদান্য শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস-প্রভুদ্বয়কে নামাশ্রয়ে কৃষ্ণ-ভজন করিবার বিচারের প্রচারার্থ আদেশ করিলেন।

'কর কৃষ্ণশিক্ষা'—কৃষ্ণই একমাত্র শিক্ষণীয় বস্তু। "কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং" জানিয়া যখন স্বরূপোদ্বুদ্ধ জনগণ নিত্যচিন্ময় দর্শন করেন, তখন কৃষ্ণেতর শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি হয়। কৃষ্ণই জগতের সকল বস্তুর আকর্ষক। তাঁহার সৌন্দর্য্য অসামান্য ও অতুলনীয়। তিনি পূর্ণজ্ঞানময়; তিনিই কৃষ্ণেতর বস্তুকে বিরাগভাজন করিতে সমর্থ। তিনি কার্ষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর সহিত বিলাস-কার্য্যে বিমুখ। কৃষ্ণশিক্ষাপ্রভাবে জীবের নিত্যত্ব উপলব্ধ হয়। তাদৃশী শিক্ষা জীবের সকল অবিদ্যা ও অজ্ঞান বিনাশ করে

হরিদাস ও নিত্যানন্দের প্রভু-আজ্ঞা-প্রচারার্থ যাত্রা এবং সকলকে তদ্রূপ-করণে অনুরোধ—

আজ্ঞা শিরে করি' নিত্যানন্দ-হরিদাস।
ততক্ষণে চলিলেন পথে আসি' হাস ॥১৫॥
আজ্ঞা পাই' দুই জনে বুলে ঘরে ঘরে।
"বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে ॥১৬॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই' একমন ॥" ১৭॥

এইমত নদীয়ায় প্রতি ঘরে ঘরে।
বুলিয়া বেড়ান দুই জগৎ-ঈশ্বরে ॥১৮॥

লোকে নিমন্ত্রণ করিলে উভয়ের সকলের নিকট প্রভু-আজ্ঞা-পালন মাত্র ভিক্ষা—

দোঁহার সন্ন্যাসিবেশ—যান যা'র ঘরে।
আথেব্যথে আসি' ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করে ॥১৯॥
নিত্যানন্দ-হরিদাস বলে,—"এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা ॥" ২০॥

এবং কৃষ্ণ-শিক্ষা-বলে ইতর বস্তুর সান্নিধ্যজন্য নিরানন্দের অবকাশ হয় না। কৃষ্ণশিক্ষা লাভ করিলে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়—চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়—ভব-মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়—পরম শ্রেয়োলাভ ঘটে—সকল বিদ্যার তাৎপর্য্যই যে কৃষ্ণ-শিক্ষা—ইহা উপলব্ধ হয়। তাহা হইলে আত্মা কলুষিত হইতে পারে না; পরন্তু স্নিগ্ধ হয় এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই পরম সুখ লাভ ঘটে। কৃষ্ণশিক্ষা যাবতীয় অভিধেয়-দিকাবিণী সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদা, সর্ব্বমাধুর্য্যের সর্ব্বোত্তমত্বপ্রদায়িকা। কৃষ্ণশিক্ষা জীবের ভোগপ্রবৃত্তি-নিবারিকা ও মোক্ষতুচ্ছকারিণী; সুতরাং স্বকল্যাণপ্রার্থী জীবমাত্রেরই কৃষ্ণশিক্ষাই পরমোপযোগিনী॥৯॥

কৃষ্ণকীর্ত্তন, কীর্ত্তন দ্বারা কৃষ্ণসেবন, সেবামুখে কৃষ্ণ-শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়াই—জীবের একমাত্র কৃত্য। সেই-রূপ অনুষ্ঠান করিবার ভিক্ষা ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার ভিক্ষা তোমরা কাহারও নিকট প্রার্থনা করিবে না এবং কাহাকেও অন্যপ্রকার শিক্ষা দিবে না। দিবাভাগের সকল সময় জীবকুলের মঙ্গল বাসনায় পূর্ব্বকথিত ভিক্ষা সম্পাদন করিয়া আমাকে সন্ধ্যাকালে আসিয়া জানাইবে। তোমরা প্রকৃত প্রস্তাবে জীবের হিতচেষ্টা করিতেছ জানিলে আমার পরমা প্রীতির উদয় হইবে। ইহা আমারই কার্য্য। তোমরা আমার দক্ষিণ ও বামহস্ত-স্বরূপ ॥ ১০ ॥

"তোমাদের ভিক্ষা-প্রার্থনায় যে বিমুখ হইবে, আমি তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া বিনষ্ট করিব।" অনেকে এরূপ বিবেচনা করেন যে, ভগবান্ দয়াময় হইয়া নিষ্ঠুরতা-বিজ্ঞাপক অমঙ্গলসমূহ এই পৃথিবীতে কেনই বা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তদুত্তরে "তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোকই যথেষ্ট উত্তর। যদি জীব কৃষ্ণবিমুখ হইয়া ইতর চেষ্টায় দিন যাপন করে, তাহা হইলে পার্থিব স্বভাবের বিধি অনুসারে অনুপাদেয়তা-পরিচ্ছেদ জন্য ক্লেশ লাভ করিবে ॥ ১১ ॥

যাহারা শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিপথ পরিহার করিয়া অদ্বৈতপ্রভুর বিমুখ-মোহন-মায়াবাদে আস্থা স্থাপন করেন, সেই সকল মর্ত্ত্যজীবগণকে অদ্বৈতপ্রভু রুদ্রবৃত্তির আবাহন করিয়া ধ্বংস করিবেন। শ্রীচৈতন্যানুচরগণ আপনাদিগের স্বরূপের অণুচৈতন্যত্ব বুঝিতে পারিয়া ভক্তিপথে অবস্থিত হন, আর চৈতন্যবিমুখ কেবলাদ্বৈতিগণ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া সেবা-বৈমুখ্য-গ্রহণে তৎপর হন। ভাগ্যই কল্যাণ ও অমঙ্গলের বিধাতা। যেহেতু, বদ্ধজীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারে স্বেচ্ছাচারী হইয়া সেবা-বিমুখতা লাভ করে, আর স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপ্রান্তে উপনীত হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণই—মূল প্রাণ; তদুন্মুখতাই কৃষ্ণপ্রাণের পরিচয়। কৃষ্ণবিমুখ জীব—প্রাণহীন। কৃষ্ণেতর বস্তুসমূহ 'অধন'-শব্দ বাচ্য। কৃষ্ণই সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ। কৃষ্ণবিমুখতাই জড়ত্বের পরিচায়ক ও মৃতকের পরিচয়। কৃষ্ণেতর বস্তুসমূহ মায়ার বিক্রমে বিভূষিত। সুতরাং শব্দশাস্ত্র কৃষ্ণেতর যে কিছু কথা কীর্ত্তন করিবার উপদেশ দেন, তদ্দ্বারা জীবের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক মঙ্গল হয় না। কৃষ্ণই সর্ব্বতোভাবে সেব্য। সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনই একমাত্র শ্রৌত-পন্থা। "হরির্হি সাক্ষাদ্ভগবাঞ্ছরীরিণামাত্মা ঝষাণামিব তোয়-মীপ্সিতম্।" (—ভাঃ ৫।১৮।১৩) ॥ ১৭ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীনামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর—ইঁহারা উভয়েই জগদীশ্বর। জগতের লোকসকল ভ্রমপথকেই 'গন্তব্য' মনে করিয়া বিপদে পতিত হয়। এই দুই

দুই প্রভুর বাক্যে সুজনগণের আনন্দ এবং
নানাজনের নানারূপ কল্পনা—

এই বোল বলি' দুইজন চলি' যায়।
যে হয় সুজন, সেই বড় সুখ পায় ॥২১॥
অপরূপ শুনি' লোক দু'-জনার মুখে।
নানা জনে নানা কথা কহে নানা সুখে ॥২২॥
'করিব, করিব'—কেহ বলয়ে সন্তোষে।
কেহ বলে,—"দুইজন ক্ষিপ্ত মন্ত্রদোষে ॥২৩॥
তোমরা পাগল হৈলা দুষ্টসঙ্গদোষে।
আমা-সবা পাগল করিতে আইস কিসে? ২৪॥
ভব্য-সভ্য-লোক সব হইল পাগল।
নিমাই পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল॥" ২৫॥
যে-গুলা চৈতন্যনৃত্যে না পাইল দ্বার।
তার বাড়ী গেলে মাত্র বলে,—'মার মার' ॥২৬॥
কেহ বলে,—"এ দু'জন কিবা চোরচর।
ছলা করি' চর্চ্চিয়া বুলয়ে ঘরে ঘর ॥২৭॥

ঈশ্বর বিপথগামী ভ্রান্ত জীবকুলের নিয়ামক হইয়া তাহাদিগের মঙ্গল বিধান করেন। প্রজল্প হইতে রক্ষা করিয়া বাক্যের দ্বারা ভগবৎসেবা-কার্য্যের পথপ্রদর্শক ঠাকুর হরিদাস জীবের কুচিন্তাকারী মনকে সংযত করান, শরীরকে ও শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কৃষ্ণভজন-বিমুখতা হইতে রক্ষা করিবার চিন্তাস্রোতের আবাহন করিয়া তাহাদিগকে শারীরিক দুর্গতি হইতে বিমুক্ত করেন। আর প্রভু নিত্যানন্দ জগতের নিরানন্দ অপসারিত করিয়া জীবকুলকে নিত্যানন্দে নিমজ্জিত করেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও ঠাকুর হরিদাসের সন্ন্যাসীর বেশ ছিল। সন্ন্যাসী বেশ বা যতি-ভেক—ভিক্ষুকের বেশ। তাঁহারা যাঁহারই গৃহে গমন করেন, তাঁহারাই ব্যস্তসমস্তভাবে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে প্রভুদ্বয় অন্য কিছু ভিক্ষা না করিয়া কেবল প্রভুর আদেশ-প্রচার দ্বারা সকলকে কৃষ্ণকীর্ত্তন, কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণশিক্ষা করিতে অনুরোধ মাত্র করিয়া থাকেন ॥ ১৯-২০ ॥

সুজন—ভগবদ্ভক্ত। যাঁহারা উচ্চাভিলাষী হইয়া আরোহবাদ আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগকে 'ব্রাহ্মণ' বলা যায়; আর যাঁহারা 'আরূঢ়' হইয়া আরোহবাদের অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করেন, এবং তৎফলে তৃণাদপি-সুনীচ-ভাব গ্রহণ করিয়া প্রপঞ্চের যাবতীয় লোভনীয় বস্তুর আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক তরুর ন্যায় সহগুণ-সম্পন্ন হন এবং জগৎকে সম্মান প্রদানপূর্ব্বক জাগতিক আত্মসম্মান-প্রতিষ্ঠার অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করেন, তাঁহারাই 'সুজন'। কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তিগণই 'সুজন', কৃষ্ণেতর-ঐশ্বর্য্য-পর-ভিক্ষুকগণই বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু 'ব্রাহ্মণ'। যে ব্রাহ্মণ—সেবাপর, তিনিই সুজন। যাঁহার সেবাপরতা নাই, তিনি 'সুজন'-সংজ্ঞার পরিবর্ত্তে মায়াবাদী দুর্জ্জন। তজ্জন্যই শাস্ত্র সুজনগণকে বলেন;—"শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্। বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥" কৃষ্ণোন্মুখতাই জগতে সৌজন্যের আকর। সৌজন্য-ভূষিত জনগণ কৃষ্ণসেবার পরামর্শে পরমানন্দ লাভ করেন ॥ ২১ ॥

অপরূপ—অপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব, অত্যাশ্চর্য্য, যে-রূপ সকল রূপকে অপত্বে (নিকৃষ্টত্বে) পরিণত করিয়াছে ॥২২॥

সুজনগণ উপদেশময়ী ভিক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া উহা পানে সম্মত হন, আবার ভাগ্যহীন কতিপয় ব্যক্তি উঁহাদিগকে উন্মত্ত-দোষে দুষ্ট বলিয়া স্থির করেন।

মন্ত্রদোষে—মন্ত্রণা বা পরামর্শ-দোষে। মন্ত্রার্থ উপলব্ধির বিকার জন্য মন্ত্রগ্রহণ-ফলে অমঙ্গল লাভ করিয়া ॥ ২৩ ॥

ভব্যসভ্য—শাস্ত-শিষ্ট, ভদ্র, সুজন, সদ্বংশীয়, সভায় বসিবার যোগ্য ॥ ২৫ ॥

শ্রীবাস-ভবনে শ্রীচৈতন্যদেবের নৃত্যগীতাদিতে যে-সকল ব্যক্তি প্রবেশাধিকার পায় নাই, তাহাদিগের বাড়ীতে প্রচারকদ্বয় গমন করিলে তাহারা উঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার ভাষাসমূহ বলিতে থাকে। কেহ বা প্রহার করিতে উদ্যত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুজ্ঞা-গত বর্ত্তমান শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণও স্থানে স্থানে এইরূপ ব্যবহার অদ্যাবধি পাইয়া থাকেন। শিয়ালদহের ভূতপূর্ব্ব অসদ্-ব্যাধি-চিকিৎসক, জাতিগোস্বামি-সমাজ, মর্কট-বৈরাগীর দল, সখীভেকী ও অন্য দ্বাদশ প্রকার উপ বা অপসম্প্রদায়িক মায়াবাদি-সম্প্রদায় অধুনাতন কালে এই কথার উদাহরণ স্থল ॥ ২৬ ॥

এমত প্রকট কেনে করিবে সুজনে ?
আর বার আসে যদি লইব দেয়ানে ॥" ২৮॥
শুনি' শুনি' নিত্যানন্দ-হরিদাস হাসে।
চৈতন্যের আজ্ঞাবলে না পায় তরাসে ॥২৯॥
এই মত ঘরে ঘরে বুলিয়া বুলিয়া।
প্রতিদিন বিশ্বম্ভরস্থানে কহে গিয়া ॥৩০॥

উভয়ের বিবিধপাপকর্ম্মরত জগাই-মাধাইকে দর্শন—

একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহাদস্যুপ্রায় দুই মদ্যপ বিশাল ॥৩১॥
সে দুই জনার কথা কহিতে অপার।
তা'রা নাহি করে,—হেন পাপ নাহি আর ॥৩২॥
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস-ভক্ষণ।
ডাকা-চুরি, পরগৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ ॥৩৩॥
দেয়ানে না দেয় দেখা, বোলায় কোটাল।
মদ্য-মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল ॥৩৪॥
দুই জন পথে পড়ি' গড়াগড়ি যায়।
যাহারে যে পায়, সেই তাহারে কিলায় ॥৩৫॥
দূরে থাকি' লোক সব পথে দেখে রঙ্গ।
সেইখানে নিত্যানন্দ-হরিদাস-সঙ্গ ॥৩৬॥
ক্ষণে দুই জনে প্রীত, ক্ষণে ধরে চুলে।
'চ'কার-'ব'কার-শব্দ উচ্চ করি' বলে ॥৩৭॥
নদীয়ার বিপ্রের করিল জাতি-নাশ।
মদ্যের বিক্ষেপে কারে করয়ে আশ্বাস ॥৩৮॥

সর্ব্বপ্রকার পাপাচারী মদ্যপ জগাইমাধাইএর বৈষ্ণবাপরাধশূন্য চরিত্র—

সর্ব্ব পাপ সেই দুইর শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দা-পাপ সবে না হইল ॥৩৯॥
অহর্নিশ মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে থাকে।
নহিল বৈষ্ণবনিন্দা এই সব পাকে ॥৪০॥

বৈষ্ণবনিন্দক সমাজের সর্ব্বোচ্চ শুদ্ধ চতুর্থাশ্রমে অবস্থিত হইলেও মদ্যপাপেক্ষা অধিকতর অধার্ম্মিক—

যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয়।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম থাকিলেও তবু হয় ক্ষয় ॥৪১॥

চোরচর—চোরের চর, যাহারা গোপনে সংবাদ লইয়া কার্য্য সিদ্ধি করে, তাহাদের পক্ষের চর। উহাদিগের অন্য উদ্দেশ্য আছে, তাহা গোপন করিয়া প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী সন্ধান লইয়া বেড়ায় ॥ ২৭ ॥

দেওয়ান—(ফার্সী দীবান্) রাজসভা, ধর্ম্মাধিকরণ, আদালত, বিচারালয়, দরবার।

ভাললোক হইলে তাহারা এইরূপ বাড়ী বাড়ী গিয়া অপ্রয়োজনীয় কথা বলিয়া বেড়াইবে কেন ? দ্বিতীয়বার আসিলেই তাহাদিগকে ধর্ম্মাধিকরণে বিচারের জন্য ধরিয়া পাঠাইয়া দিব ॥ ২৮ ॥

বিশালমদ্যপ—অতিরিক্ত মদ্যপানরত ॥ ৩১ ॥

ডাকাচুরি—চুরি ও ডাকাতি। দাহে—দগ্ধ করে ॥৩৩॥

কোটাল—(সংস্কৃত—কোট্টপাল, বাংলা-প্রাকৃত—কোট্টআল, ফারসী—কোতবাল) নগরপাল, নগর-রক্ষক, প্রহরী, চৌকিদার, পাহারাওয়ালা।

সহর-কোটালের অর্থাৎ ফৌজদারের আহ্বান এড়াইয়া তাহারা রাজকর্ম্মচারী ও ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হয় না। অপরাধীদিগকে শান্তি-স্থাপক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে আদেশ করেন ; কিন্তু উহারা সর্ব্বক্ষণ এড়াইয়া চলে ॥ ৩৪ ॥

জগাই মাধাইর মধ্যে কখনও সদ্ভাব থাকে, কখনও বা পরস্পরের মধ্যে কেশাকর্ষণ প্রভৃতি বিরোধ ভাব দেখা যায়। তাহারা পরস্পর 'চ-কার' 'ব-কার' প্রভৃতি অশ্লীল শব্দ দ্বারা পরস্পরকে অভিহিত করে ॥ ৩৭ ॥

মদ্যপদ্বয় মদ্যপান করিয়া মত্ততাক্রমে কোন সময়ে ব্রাহ্মণগণের জাতিনাশের চেষ্টা করিত, কোন সময় বা অনুনয়বিনয় কিংবা বিক্রম প্রকাশ করিত। মদ্যপানের প্রভাবে মনুষ্যের কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হয় ; সুতরাং হিতাহিত-বিচার-রহিত হইয়া কখনও তোষামোদ, কখনও বা প্রচণ্ড বাক্যের প্রয়োগ—স্বাভাবিক ॥ ৩৮ ॥

যে-কাল পর্য্যন্ত ভগবদ্ভক্ত-বৈষ্ণবের প্রতি আক্রমণ না হয়, তদবধি তাহাদের 'অপরাধ' হয় নাই, পাপমাত্র হইয়াছিল। বৈষ্ণবের নিন্দা হইলে সকল সদ্গুণ বিনষ্ট হইয়া অপরাধ আশ্রয় করে ॥ ৩৯ ॥

সন্ন্যাসি-সভায় যদি হয় নিন্দা-কর্ম্ম।
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম ॥৪২॥

মদ্যপের কদভ্যাসবিরতিতে মঙ্গলের সম্ভাবনা কিন্তু মৎসর পরনিন্দকের কোনকালেও গতি নাই—

মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোনকালে।
পরচর্চ্চকের গতি নহে কভু ভালে ॥৪৩॥

শাস্ত্রজ্ঞানীরও দুর্ব্বুদ্ধি-বশে নিত্যানন্দ অথবা নিত্যানন্দাভিন্ন-জনের নিন্দায় সর্ব্বনাশ-লাভ—

শাস্ত্র পড়িয়াও কারো কারো বুদ্ধি-নাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে, হবে সর্ব্বনাশ ॥৪৪॥

জগাই-মাধাইকে কুকর্ম্মরতদর্শনে হরিদাস-নিত্যানন্দের তাহাদের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ—

দুই জনে কিলাকিলি গালাগালি করে।
নিত্যানন্দ হরিদাস দেখে থাকি' দূরে ॥৪৫॥
লোকস্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনে।
"কোন্ জাতি দুই জন, হেন মতি কেনে? ৪৬॥
লোক বলে,—"গোসাঞি, ব্রাহ্মণ দুইজন।
দিব্য পিতা-মাতা, মহাকুলেতে উৎপন্ন ॥৪৭॥
সর্ব্বকাল নদীয়ায় পুরুষে পুরুষে।
তিলার্দ্ধেকো দোষ নাহি এ দোঁহার বংশে ॥৪৮॥
এই দুই গুণবন্ত পাসরিল ধর্ম্ম।
জন্ম হইতে এমত করয়ে পাপকর্ম্ম ॥৪৯॥
ছাড়িল গোষ্ঠীতে বড় দুর্জ্জন দেখিয়া।
মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া ॥৫০॥
এই দুই দেখ' সব-নদীয়া ডরায়।
পাছে কারো কোনদিন বসতি পোড়ায় ॥৫১॥
হেন পাপ নাহি, যাহা না করে দুইজন।
ডাকা-চুরি, মদ্য-মাংস করয়ে ভোজন ॥" ৫২॥

জগাইমাধাইএর দুরবস্থা-শ্রবণে নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক তাহাদের উদ্ধারোপায়-চিন্তা—

শুনি' নিত্যানন্দ বড় করুণ-হৃদয়।
দুইয়ের উদ্ধার চিন্তে' হইয়া সদয় ॥৫৩॥

সাংসারিক ভালমন্দ, সকল কার্য্য হইতে বিরত, সর্ব্বোত্তম সম্প্রদায়ে চতুর্থাশ্রমে অবস্থিত,—এরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজেও যদি বৈষ্ণবের নিন্দা হয়, তাহা হইলে তথায় মদ্যপের সমাজের অধর্ম্ম হইতেও অধিকতর অধর্ম্ম জানিতে হইবে ॥ ৪২ ॥

মদ্যপানরত জনগণ মাদকদ্রব্য-সেবনে বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া অসৎকার্য্য করে। তাহাদের সেই কদভ্যাস পরিত্যক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা দুষ্কার্য্যে রত থাকে। ঘটনাক্রমে মদ্যপান-পিপাসা থামিয়া গেলে তাহাদের আর পাপ করিতে হয় না। কিন্তু পরনিন্দাকারী জনগণের অদৃষ্টে কোন দিনই মঙ্গল লাভ ঘটে না। শাস্ত্র বলেন,—"পরস্বভাব-কর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ। বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥" (—ভাঃ ১১।২৮।১)। নিজের মঙ্গল ও অমঙ্গলের বিচার করাই কর্ত্তব্য। তাহা না [illegible] যাঁহারা অন্যের নিন্দা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া নিজের অসদ্বৃত্তির প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের কোনকালেই সুবিধা হয় না। পরহিংসা-প্রবৃত্তিকে 'মৎসরতা' বলে। নির্ম্মৎসর না হইলে প্রাপঞ্চিক অমঙ্গল হইতে অবসর লাভ ঘটে না। যাঁহারা পরচর্চ্চায় ব্যস্ত, তাঁহারা কোনদিনই নিজের মঙ্গল আনয়ন করিতে পারে না। পরনিন্দারত জনগণ আত্মহিতের জন্য অবসর লাভ না করায় তাঁহারা মঙ্গলের দিকে ধাবিত হইতে পারেন না ॥ ৪৩ ॥

শাস্ত্র পাঠ করিয়াও শাস্ত্রের হিতোপদেশ-গ্রহণাভাবে অনেকের বুদ্ধি-নাশ হয়, তাহাদিগের সর্ব্বক্ষণ পরহিংসা-প্রবৃত্তিক্রমে শাস্ত্রের তাৎপর্য্যে অমনোযোগী থাকাই স্বভাব। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আকর জগদ্গুরু-নিত্যানন্দের অনুষ্ঠানে দোষ দেখিয়া নিন্দা করেন, তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে অমঙ্গল ঘটে। এজন্যই "দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈঃ" এবং "অপি চেৎ সুদুরাচারো" প্রভৃতি শ্লোকের অবতারণা। যাহারা নিজের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে দোষ দর্শন করেন, তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে কোনও মঙ্গল গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহাদের বিচারে গুরুদেব অমঙ্গলের মধ্যে পতিত হওয়ায় তাঁহাকে উদ্ধার করাই শিষ্যের কর্ত্তব্য—এইরূপ বিচারে বিশেষ অমঙ্গল ঘটে ॥ ৪৪ ॥

দুইজনে—জগাই ও মাধাই উভয়ে ॥ ৪৫ ॥

"পাতকী তারিতে প্রভু কৈলা অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর? ৫৪ ॥
লুকাইয়া করে প্রভু আপনা প্রকাশ।
প্রভাব না দেখে লোকে,—করে উপহাস ॥৫৫॥
এ দুইয়েরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।
তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে ॥৫৬॥
তবে হও নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দাস।
এ দুইয়েরে করাও যদি চৈতন্য প্রকাশ ॥৫৭॥

পাঠান্তরে—'দিব্য পিতা, মাতামহ-কুলেতে উৎপন্ন।' নিত্যানন্দ প্রভুর প্রশ্নে প্রতিবেশীগণ বলিলেন,—ইহারা উভয়েই ব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন এবং ইহাদের পিতৃমাতৃকুল—সর্ব্বজন-প্রশংসিত ॥ ৪৭ ॥

পুরুষানুক্রমে ইহারা নদীয়ার অধিবাসী, ইহাদের বংশের প্রতি কাহাকেও কোনরূপ সামান্য দোষারোপ করিতে শুনা যায় না। যাঁহারা বলেন, পুত্রপৌত্রাদিগণ মাতৃপিতৃ-স্বভাব লাভ করেন, তাঁহারা ইহাদের স্বভাব-বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়াছেন। জড়বস্তু হইতে চেতন আবির্ভূত হয়, এরূপ ধারণা ঠিক নহে। অচিৎএর সহিত পৃথক্ চেতনের আকস্মিক সমাগমই ধারণা করিতে হইবে। গুণকর্ম্ম-বিভাগক্রমে স্বভাব নির্ণীত হয়। স্থূল শরীরের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ কখনই চেতনের উদ্ভবকারী নহে। প্রাণ-পরিত্যাগে স্থূল পরিচয় অবস্থিত। "স্থূল হইতে আত্মা দৈবক্রমে উদ্ভূত,"—এই চিন্তাস্রোতের প্রশংসা করা যায় না। পরন্তু "স্বকর্ম্মফলভুক্" বিচারই প্রবল। স্থূলদেহ—কারণ-স্থানীয়, কর্ত্তৃস্থানীয় নহে ॥ ৪৮ ॥

জগাই-মাধাইর পাপের সীমা নাই। বলপূর্ব্বক পর-দ্রব্য অপহরণ, হিংসা, পৈশুন্য ও মাদকদ্রব্য-সেবন-জনিত যথেচ্ছাচারিতা ইহাদের মধ্যে প্রবল থাকায় সকল প্রকার পাপেই তাহাদের যোগ্যতা ছিল। কেহ কেহ বলেন,—"আহারাদি শুদ্ধি ও নৈতিক চরিত্রের বিপর্য্যয় থাকিলেও অনাত্মা হইতে আত্মা পৃথক হওয়ায় অনাত্মার কার্য্যের জন্য আত্মা দায়ী নহে।" বস্তুতঃ স্বরূপ-বিস্মৃত জীবের এতাদৃশী অবিবেচনার ফল ও অত্যাসক্তি-জনিত অমঙ্গল তাহারাই ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥

পাতক—'পাতয়তি অধোগময়তি দুষ্ক্রিয়াকারিণম্' ইতি। গৃহস্থাশ্রমীর 'কাম,' ক্রোধ' ও 'লোভ' নামে তিনটী প্রধান রিপু আছে, মানবগণ এই সকল শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পাপাচরণ করে। আচরিত পাপসকল 'অতি-পাতক', 'মহাপাতক', অনুপাতক,' 'উপপাতক', জাতি-ভ্রংশকর,' 'সঙ্করীকরণ', 'অপাত্রীকরণ', 'মলাবহ' এবং 'প্রকীর্ণক' নামে অভিহিত।

মাতৃগমন, কন্যাগমন, এবং পুত্রবধূগমন—এই ত্রিবিধ পাপ 'অতিপাতক'।

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের সুবর্ণ-চুরি ও গুরুপত্নি-গমন—এই চতুর্ব্বিধ এবং এইরূপ পাপীর সহিত বিশেষ সংসর্গই 'মহাপাতক'।

অনুপাতক—পঞ্চত্রিংশ প্রকার—(১) নীচজাতি হইয়া আপনাকে উচ্চজাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়া। (২) যে দোষ প্রকাশ করিলে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, রাজার নিকট তেমন দোষ বলা। (৩) গুরুজনের মিথ্যাদোষ রটনা করা—এই তিনটী ব্রহ্মহত্যার সমান। (১) বেদত্যাগ কিম্বা বেদ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়া। (২) বেদের নিন্দা করা। (৩) কুটিল কথা বলিয়া ফেরে ঘোরে সাক্ষী দেওয়া—(ইহা দুই প্রকার। এক,—কোন বিষয় জানিয়া—তাহা গোপন রাখা। আর একপ্রকার,—সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা বলা)। (৪) বন্ধুর প্রাণ নষ্ট করা। (৫) বিষ্ঠাদিজাত দ্রব্য ভোজন করা। (৬) অখাদ্য দ্রব্য ভোজন করা। এই ছয় প্রকার অনুপাতক সুরাপানের সমান। (১) গচ্ছিত ধন ফাঁকি দিয়া লওয়া, (২) মানুষ চুরি করা, (৩) ঘোড়া চুরি করা, (৪) রূপা চুরি করা, (৫) ভূমি চুরি করা, (৬) হীরা চুরি করা, (৭) মণি চুরি করা,—এই সাত প্রকার অনুপাতক সুবর্ণ হরণ করার সমান। (১) সহোদরা ভগিনী গমন, (২) কুমারী গমন, (৩) নীচজাতির স্ত্রী গমন, (৪) বন্ধুর স্ত্রী গমন, (৫) ঔরস-জাত পুত্র ভিন্ন অন্যপুত্রের স্ত্রী গমন, (৬) পুত্রের অসবর্ণা স্ত্রী গমন, (৭) মাতৃস্বসা গমন, (৮) পিতৃস্বসা গমন, (৯) শাশুড়ী গমন (১০) মাতুলানী গমন (১১) পুরোহিত স্ত্রী গমন, (১২) ভগিনী গমন, (১৩) আচার্য্যের স্ত্রী গমন, (১৪)

এখন যেমন মত্ত, আপনা না জানে।
এই মত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে ॥৫৮॥
'মোর প্রভু' বলি' যদি কান্দে দুইজন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন ॥৫৯॥
যে যে জন এ দু'য়ের ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান করে গিয়া ॥৬০॥
সেই সব জন যদি এ দোঁহারে দেখি'।
গঙ্গাস্নান-হেন মানে, তবে মোরে লিখি" ॥ ৬১॥

শরণাগতা স্ত্রী গমন, (১৫) রাণী গমন, (১৬) যিনি গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন, এমন স্ত্রীগমন, (১৭) শ্রোত্রিয়-স্ত্রী-গমন, (১৮) সাধ্বী স্ত্রী গমন এবং (১৯) উচ্চবর্ণের স্ত্রীর কাছে নীচ বর্ণের পুরুষের গমন—এই উনিশ প্রকার অনুপাতক গুরুপত্নী-হরণের তুল্য।

গোবধ, অযাজ্যযাজন, পরস্ত্রীগমন, আত্মবিক্রয়, পিতা, মাতা ও গুরুত্যাগ, স্বাধ্যায়ত্যাগ ও আলস্য দ্বারা অগ্নিত্যাগ, পুত্রত্যাগ অর্থাৎ পুত্রের জাতকর্ম্ম-সংস্কার না করা, জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ, এরূপ জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠকে কন্যাদান অথবা এইরূপ বিবাহে পৌরোহিত্য করা, অবজ্ঞা কন্যাদূষণ, বৃদ্ধি দ্বারা জীবিকা, ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসম্ভোগাদি দ্বারা ব্রতচ্যুতি, তড়াগ, উদ্যান কিম্বা স্ত্রীপুত্রাদি বিক্রয় করা, ষোড়শ বর্ষ অতীত হইলেও উপনয়ন না হওয়া, পিতৃব্য প্রভৃতি বান্ধব ত্যাগ, বেতন লইয়া বেদাধ্যাপন, বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের নিকট বেদ অধ্যয়ন, অবিক্রেয় বস্তুর বিক্রয়, রাজাজ্ঞায় সুবর্ণাদি-খনিতে কাজ বৃহৎ সেতু প্রভৃতিতে কাজ, ওষধি নষ্ট, ভার্য্যাদির উপ-পতি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, শ্যেনাদি আভিচারিক যোগ বা মন্ত্র দ্বারা নিরপরাধীর অনিষ্ট করণ, জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য অশুষ্ক বৃক্ষচ্ছেদন, দেবপিত্রাদির উদ্দেশ-ব্যতিরেকে নিজের জন্য পাকযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, লশুনাদি নিন্দিত খাদ্যভোজন, অগ্ন্যাধান না করা, সোণা ব্যতীত অন্য জিনিষ চুরি, দেব, ঋষি ও পিতৃঋণ পরিশোধ না করা, অসৎশাস্ত্রের আলোচনা, গীতবাদ্যে আসক্তি, ধান্য, তাম্র ও লৌহাদি ধাতু ও পশু চুরি, মদ্যপায়িনী স্ত্রীগমন, স্ত্রী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রহত্যা এবং নাস্তিকতা—এই সকল 'উপপাতক'।

দণ্ডাদিদ্বারা ব্রাহ্মণকে ব্যথা দেওয়া, লশুন-পুরীষাদি বস্তু ও মদ্য আঘ্রাণ করা, কুটিলতা, পশু মৈথুন এবং পুংমৈথুন—এই সকল পাপ 'জাতিভ্রংশকর'। গ্রাম্য ও আরণ্য-পশুহিংসা-পাপ—'সঙ্করীকরণ'।

নিন্দিতের নিকট হইতে ধনগ্রহণ, বাণিজ্য ও কুসীদ-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, অসত্যভাষণ এবং শূদ্রসেবা—এই সকল পাপ—'অপাত্রীকরণ'।

পক্ষিহত্যা, জলচরহত্যা, মৎস্যাদি জলজপ্রাণিহত্যা, কৃমিহত্যা ও কীটহত্যা, মদ্যসংশ্লিষ্ট দ্রব্যভোজন—এই সকল পাপ—'মলাবহ'।

যে-সকল পাপের বিষয় লিখিত হইল না, সেই সকল পাপ—'প্রকীর্ণক'-পদবাচ্য (—বিষ্ণুসংহিতা, প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক এবং মনুসংহিতা দ্রষ্টব্য)। মহাভারত দানধর্ম্মে পাপ-দশবিধ বলিয়া উক্তি আছে,—প্রাণিহত্যা, চৌর্য্য ও পরদারহরণ—এই তিন প্রকার পাপ 'কায়িক', অসৎ-প্রলাপ, পারুষ্য, পৈশুন্য এবং মিথ্যাবাক্য কথন—এই চারি প্রকার 'বাচিক' এবং পরধনে চিন্তা, সর্ব্বজীবে দয়া-শূন্যতা ও 'কর্ম্মের ফল হউক'—এইরূপ চিন্তা, এই ত্রিবিধ পাপ 'মানসিক' ॥ ৫৪ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতের সংসারবন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার এক-মাত্র কর্ত্তা। তিনি আপনার স্বরূপ প্রদর্শন না করিয়া গোপন করিয়া থাকেন। যাহারা তাঁহাকে বুঝিতে পারে না, তাহারা তাহাদেরই ন্যায় মানবজ্ঞানে তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহে ॥ ৫৫ ॥

জগাই মাধাইর ন্যায় পাপিগণ—অণুচিৎ-শক্তি। কিন্তু সেই ভাব প্রকাশিত না হওয়ায় এবং অচিদ্‌বিচারের প্রাবল্য থাকায় তাহাদের আত্ম-প্রতীতি-লাভের যোগ্যতা নাই। যদি শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপাপরবশ হইয়া ইহাদের নিত্য অণুচিদ্‌বৃত্তি উদ্‌ঘাটন করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি চৈতন্যের দাস্য উপলব্ধি করিতে যোগ্য হই ॥ ৫৬-৫৭ ॥

নীতিপরায়ণ ধার্ম্মিকগণ মনে করেন যে, পাপিষ্ঠের ছায়াস্পর্শ হইলেও সবস্ত্রে গঙ্গাস্নান করা বিধেয়। শ্রীমন্মহা-প্রভুর দয়া পাইয়া ইহারা পবিত্রচরিত্র হইলে গঙ্গাস্নানে যে পুণ্যলাভ ঘটে, এই পরিবর্ত্তিত, নির্ম্মুক্ত-পাপ

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর মহিমা অপার।
পতিতের ত্রাণ লাগি' যাঁর অবতার ॥৬২॥

হরিদাস প্রতি নিতাইর নিজ মনোভাব জ্ঞাপন এবং তদুভয়ের উদ্ধারার্থ হরিদাসকে অনুরোধ—

এতেক চিন্তিয়া প্রভু হরিদাস-প্রতি।
বলে,—"হরিদাস, দেখ দোঁহার দুর্গতি ॥৬৩॥
ব্রাহ্মণ হইয়া হেন দুষ্ট ব্যবহার।
এ দোহাঁর যমঘরে নাহিক নিস্তার ॥৬৪॥
প্রাণান্তে মারিল তোমা যে যবনগণে।
তাহারও করিলা তুমি ভাল মনে মনে ॥৬৫॥
যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর মনে।
তবে সে উদ্ধার পায় এই দুইজনে ॥৬৬॥
তোমার সঙ্কল্প প্রভু না করে অন্যথা।
আপনে কহিলা প্রভু এই তত্ত্বকথা ॥৬৭॥
প্রভুর প্রভাব সব দেখুক সংসার।
চৈতন্য করিল হেন দুইর উদ্ধার ॥৬৮॥
যেন গায় অজামিল-উদ্ধার পুরাণে।
সাক্ষাতে দেখুন এবে এ-তিন ভুবনে ॥" ৬৯॥

হরিদাসের উভয়ের উদ্ধারে নিশ্চয়-প্রতীতি এবং দৈন্যসূচক উত্তর—

নিত্যানন্দতত্ত্ব হরিদাস ভাল জানে।
পাইল উদ্ধার দুই—জানিলেন মনে ॥৭০॥
হরিদাস প্রভু বলে,—শুন মহাশয়।
তোমায় যে ইচ্ছা, সেই প্রভুর নিশ্চয় ॥৭১॥

ব্যক্তিদ্বয়ের দর্শনে গঙ্গাস্নানের পবিত্রতা লাভ হইল, এরূপ বিশ্বাস হইলে আমার নাম সার্থক হয় ॥ ৬১ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা বর্ণন করিতে কাহারও সাধ্য নাই। ভগবান্ গৌরসুন্দরের প্রকাশ-মূর্ত্তি শ্রীনিত্যানন্দ—স্বয়ং প্রকাশ বস্তু। তিনি পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৬২ ॥

মানব পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুণ্য-সংগ্রহ-ফলে সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণপরিচয়ই জগতে সর্ব্বোত্তম পরিচয়। ব্রাহ্মণ সর্ব্বমান্য এবং তাঁহার আদর্শই সকলের অনুসরণীয়। পাপপ্রবৃত্তিবশে জীবগণ ব্রাহ্মণেতর কুলের পরিচয়ে গৌরব বোধ করেন, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণের পরিচয়ে কোন দোষ থাকিতে পারে না। যাহারা পাপ করে, তাহাদিগের দণ্ডদাতা যম উহাদিগকে বিশেষ ক্লেশ দেন। বিশেষতঃ পুণ্যপ্রভাবে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, সৎশিক্ষালাভের পরমসুযোগ লাভ সত্ত্বেও যিনি আত্মহারা হইয়া নানাপ্রকার অপরাধে নিমগ্ন হন, তাঁহার যমগৃহে অশেষ ক্লেশ হইতে কোনপ্রকার পরিত্রাণ হয় না ॥৬৪

আম্বুয়া-মুলুকের কাজীগণ শ্রীঠাকুর হরিদাসকে প্রাণ-বিনাশী প্রহার করিয়াছিল। তথাপি ঠাকুর হরিদাস কোন প্রকারে প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষা না করিয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদের মঙ্গল চিন্তা করিয়াছিলেন। (আদি ১৬শ অঃ ১০৮-১১৩ পয়ার আলোচ্য) ॥ ৬৫ ॥

তথ্য। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"গলবস্ত্রকৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে। দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে ॥ কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম। সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম ॥ শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর। আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর ॥ বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। এ-হেন পামর প্রতি হবেন সদয় ॥" ৬৬-৬৭ ॥

ত্রিভুবন—উন্নত ভুবনষট্‌ক, অধোগত ভুবনসপ্তক, এবং পৃথিবী। প্রপক্ষে শ্রীনবদ্বীপধামে জগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীলা শ্রীমদ্ভাগবতাদি-পুরাণে লিখিত পূর্ব্বকালের অজামিল-উপাখ্যানের ন্যায় কেবল শাস্ত্রীয় আখ্যান মাত্র নহে; কিম্বা ব্যবহারিক জগতেও ভূতকালের ঘটনা-মাত্র নহে। পরন্তু ইহা বর্ত্তমানকালেও শ্রীচৈতন্যলীলায় দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৬৯ ॥

ঠাকুর হরিদাস জগতে নামাচার্য্যের অভিনয় করায় নামগ্রহণকারীর শ্রীমূল গুরুদেব-তত্ত্ব উৎকৃষ্টরূপে শ্রীহরিদাসের জানা আছে। সেই ঠাকুর হরিদাস এই ঘটনা দর্শন করিয়া জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারে নিশ্চয়তা জানিতে পারিলেন ॥ ৭০ ॥

হরিদাস শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে বলিলেন,—"আপনার যে অভিলাষ, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দরের সম্পূর্ণ সমর্থনের বিষয় ॥" ৭১ ॥

আমারে ভাণ্ডাও, যেন পশুরে ভাণ্ডাও।
আমারে সে তুমি পুনঃ পুনঃ যে শিখাও ॥" ৭২॥
হাসি' নিত্যানন্দ তানে দিলা আলিঙ্গন।
অত্যন্ত কোমল হই' বলেন বচন ॥৭৩॥
"প্রভুর যে আজ্ঞা লই' আমরা বেড়াই।
তাহা কহি এই দুই মদ্যপের ঠাঞি ॥৭৪॥
সবারে ভজিতে 'কৃষ্ণ' প্রভুর আদেশ।
তার মধ্যে অতিশয়-পাপীরে বিশেষ ॥৭৫॥
বলিবার ভার মাত্র আমা দোঁহাকার।
বলিলে না লয় যবে,—সেই ভার তাঁর ॥" ৭৬॥

সুজনের নিষেধ সত্ত্বেও প্রভু-আজ্ঞা-জ্ঞাপনার্থ হরিদাস-
নিত্যানন্দের পাপিদ্বয়ের নিকটে গমন
এবং প্রভু-আজ্ঞা প্রচার—

বলিতে প্রভুর আজ্ঞা সে দু'য়ের স্থানে।
নিত্যানন্দ-হরিদাস করিলা গমনে ॥৭৭॥
সাধুলোকে মানা করে,—"নিকটে না যাও।
নাগাল পাইলে পাছে পরাণ হারাও ॥৭৮॥
আমরা অন্তরে থাকি পরাণ-তরাসে।
তোমরা নিকটে যাও কেমন সাহসে? ৭৯॥
কিসের সন্ন্যাসিজ্ঞান ও-দু'য়ের ঠাঞি?
ব্রহ্মবধে-গোবধে যাহার অন্ত নাই ॥" ৮০॥
তথাপিহ দুই জন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি'।
নিকটে চলিলা দোহেঁ মহা-কুতূহলী ॥৮১॥
শুনিবারে পায় হেন নিকট থাকিয়া।
কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া ॥৮২॥
"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ ॥৮৩॥
তোমা-সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার ॥" ৮৪॥

হরিদাস বলিলেন;—কৃষ্ণের নিকট আমার আবেদন—বৈষ্ণবমাহাত্ম্য ও ভগবানের প্রতি দাসীর শিক্ষামাত্র। কিন্তু আমি পশুসদৃশ, আমার হিতাহিত-বিবেক নাই। আপনার বাক্যে আমি যদি নিজকে বৈষ্ণব মনে করি, এবং আমার আবেদনে দয়াময় কৃষ্ণ পাপিদ্বয়কে উদ্ধার করিবেন—এইরূপ যদি বুঝি, তাহা হইলে আমার পশুত্বই সিদ্ধ হয়। যদিও আমি হিতাহিত-বিবেকরহিত পশু, তথাপি আমার নিকট আপনার আত্মসঙ্গোপন কার্য্য—আমার পশুত্বেরই জ্ঞাপক মাত্র। আমি—কৃষ্ণবিস্মৃত জীব, সুতরাং স্বরূপোদ্বোধন পূর্ব্বক আমাকে ভগবৎ-সেবাপর করাইবার উদ্দেশ্য আপনার প্রবল থাকায় আপনার অনুষ্ঠানে আমার বিবিধ শিক্ষণীয় বিষয় আছে ॥ ৭২ ॥

জগাই মাধাই মদ্যপানে বিভোর হওয়ায় লৌকিক নীতির কথা বা জাগতিক হিতের বিষয় শুনিবার জন্য ব্যস্ত নহে। তথাপি দয়াময় গৌরসুন্দরের আ[illegible] প্রতি-পালনের জন্য আমরা নাম-প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়া আপামর জনসাধারণের নিকট ভগবদাজ্ঞা প্রচার করিতেছি। পাপিষ্ঠ লোক ঐহিক হিতের কথাও বুঝিতে পারে না। সুতরাং তাহার নিকট প্রকৃতির অতীত রাজ্যের কথা বলিতে যাওয়া অনেকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করে। কিন্তু পাপীরই এই সকল কথা-গ্রহণের অধিক যোগ্যতা ও অধিকার ॥ ৭৪ ॥

শ্রীল নিত্যানন্দ ও শ্রীল হরিদাসের প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞা—কৃষ্ণভজন করিবার জন্য সকলের নিকট অনুরোধ করা। প্রভুর ইচ্ছাক্রমে সেই অনুনয়-বিনয় যদি শ্রোতৃবর্গ শ্রবণ না করিয়া নিজের অমঙ্গল আবাহন করে, তাহা হইলে ফললাভের অংশ আজ্ঞাদাতা মহাপ্রভুরই প্রাপ্য ॥ ৭৬ ॥

পরমার্থে অনভিজ্ঞ জনগণ সাধারণ বিচার অবলম্বন করিয়া 'অসাধুর নিকট হরিকথা প্রচার করার আবশ্যক নাই',—এই সকল বিচারে ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে জগাই-মাধাইর নিকট যাইতে নিষেধ করিল। অসতের নিকট সদুপদেশ দিতে গেলে তাহারা গ্রহণের পরিবর্ত্তে আক্রমণ করিবে। শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞাক্রমে, শ্রীনিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাসের অনুসরণে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ যে-সকল অলৌকিক প্রচারের কথা জগতে বলিতেছেন, তাহা স্থানবিশেষে গৃহীত হওয়া দূরে থাকুক, গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকবর্গকে সময় সময় আক্রমণ করিবার এবং তাঁহাদের প্রতি আরোপিত ছিদ্রের কথা বলিয়া প্রচারের ব্যাঘাত

নিত্যানন্দ-হরিদাসের বাক্যশ্রবণে জগাই-মাধাইর ক্রোধ এবং উভয়ের পশ্চাদ্ধাবন, নিত্যানন্দ-হরিদাসের বিবিধোক্তি-সহকারে সভয়ে প্রস্থানাভিনয়, তদ্দর্শনে সুজনগণের আতঙ্ক ও পাষণ্ডিগণের হাস্যসূচক ভক্তি—

ডাক শুনি' মাথা তুলি' চাহে দুইজন।
মহাক্রোধে দুই জন অরুণ-লোচন ॥৮৫॥

সন্ন্যাসি আকার দেখি' মাথা তুলি' চায়।
'ধর ধর' বলি দোঁহে ধরিবারে যায় ॥৮৬॥

আথেব্যথে নিত্যানন্দ-হরিদাস ধায়।
'রহ রহ' বলি দুই দস্যু পাছে যায় ॥৮৭॥

ধাইয়া আইসে পাছে, তর্জ্জগর্জ্জ করে।
মহা ভয় পাই' দুই প্রভু ধায় ডরে ॥৮৮॥

করিবার দৃষ্টান্ত প্রতিদিনই (বা প্রায়শঃই) লক্ষিত হয় ॥ ৭৮ ॥

সজ্জনগণ এই পাপিদ্বয়ের নিকট না থাকিয়া দূরে-দূরেই থাকেন। তাঁহাদের আশঙ্কা হয় যে, অসাধুগণের দ্বারা তাঁহারা আক্রান্ত হইবেন। তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ-হরিদাসকে বলিতেছেন,—আপনাদের সাহস অত্যধিক। সেইজন্যই সেই সাহসের বশবর্ত্তী হইয়া পাপিদ্বয়ের নিকট যাইতেছেন ॥ ৭৯ ॥

ব্রহ্মবধ ও গোবধ—সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ। এইরূপ পাপ ইহারা অসংখ্য করিয়াছে। তোমরা উভয়েই পরিব্রাজক, জগতের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বত্র গমনাগমন কর। কিন্তু তোমাদের মহত্ত্ব বুঝিবার সাধ্য এই পাপিষ্ঠদ্বয়ের নাই। তাহারা তোমাদিগকে চতুর্থাশ্রমী ও ব্রহ্মনিষ্ঠ জানিবার পরিবর্ত্তে আক্রমণ করিয়া বসিবে ॥ ৮০ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস শ্রীমহাপ্রভুর আদেশক্রমে শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকোক্ত সপ্তপ্রকার মঙ্গলমূর্ত্ত কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণের মধ্যে মায়িক ভেদজ্ঞান শ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাসের ছিল না। তাঁহারা শব্দের অজহৎস্বার্থবৃত্তি আশ্রয় করিয়া নামোচ্চারণ করেন নাই বলিয়া মহাকৌতূহল প্রকাশ পূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন ॥ ৮১ ॥

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ পার্ষদ 'আবৃষ্ট'গণ-সহ যে নিত্যলীলা ব্রজে প্রকট করেন, তাহা—জীবের মন্দভাগ্য-নিরসনের জন্য; সুতরাং কৃষ্ণভজন ব্যতীত ইতরসেবা-সমূহ করিতে যাওয়া আচারহীনতা মাত্র। অতএব কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানে আপনাকে 'আবৃষ্ট' জানিয়া তোমাদের আত্মার নিত্যবৃত্তি উন্মেষিত কর। জীবের স্বরূপোপলব্ধি হইলে প্রাপঞ্চিক সেবা-বিমুখিনী আচারহীনতা আর থাকিতে পারে না, সেইকালে কৃষ্ণভজনের প্রবৃত্তি প্রবলা হয়। নিরপেক্ষ কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি জীব মুক্তাবস্থায় কিঞ্চিন্ন্যূন সৌভাগ্যবিশিষ্ট হইলে শ্রীরামচন্দ্রের ভজন করিয়া থাকে। শ্রীরামভজনে কৃষ্ণের প্রকৃতির অতীত সর্ব্বশক্তিমত্তার সম্পূর্ণ প্রকাশের অবকাশ নাই। শ্রীরামচন্দ্রের আকর-মূলরূপ শ্রীবলদেব-প্রকাশতত্ত্বে যে অপ্রাকৃত রাস-লীলা বর্ণিত আছে, তাহা রঘুনন্দন রামে সেরূপভাবে নাই। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি-গণের চেষ্টা হইতেই দাশরথীর রাসলীলার অনুপযোগিতা নিরূপিত হইয়াছে। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণবিলাস এবং শ্রীবলদেব-স্বয়ংপ্রকাশের বৈচিত্র্য গোলোকবৃন্দাবনে প্রকটিত আছে। সেই লীলার সৌভাগ্য প্রখ্যাপনের জন্য স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগৌরলীলা অবতারণ করিয়াছেন। এই অবতরণ-কার্য্যের মুখ্যত্ব-বিচারে ঔদার্য্যভাবের মাধুর্য্যবিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অবতারণা। যে সকল ব্যক্তি পাপপুণ্যাশ্রিত হইয়া প্রাপঞ্চিক ভূমিকায় অনিত্যোপলব্ধিতে অবস্থিত, তাহাদিগের জন্যই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীরাধা-গোবিন্দমিলিত-তনু শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যরূপের অবতারণা। ভজনীয়বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্র রসভেদে ভজনকারী কৃষ্ণের আশ্রয়-বিগ্রহ-সমূহ-সম্মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়া জগতের প্রাপঞ্চিক বিচাররূপ অনাচার ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজনের সুযোগ প্রদান করিতেছেন। কৃষ্ণভজনের পারতম্য শ্রীগৌরাবতারের কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। যে সকল সৌভাগ্য-বঞ্চিতজন শ্রীরাম-সীতা, শ্রীরাম-বজ্রাঙ্গজী, শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ, শ্রীবিশ্বক্সেন-গরুড়-নারায়ণ, শ্রীবাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ ব্যূহচতুষ্টয়ের সেবায় নিরত থাকিবার নির্ম্মলতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সৌভাগ্যের পূর্ণতমত্বে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাই সর্ব্বোত্তমা। এই ঔদার্য্য-প্রচারকারী কৃষ্ণচন্দ্র জগদ্‌গুরুরূপে পরম নির্ম্মল জীবাত্মাগণকে যে উপদেশ প্রদান

লোক বলে,—"তখনই যে নিষেধ করিল।
দুই সন্ন্যাসীর আজি সঙ্কট পড়িল॥" ৮৯॥
যতেক পাষণ্ডী-সব হাসে মনে মনে।
"ভণ্ডের উচিত শাস্তি কৈল নারায়ণে॥" ৯০॥

"রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ"—সুব্রাহ্মণে বলে।
সে স্থান ছাড়িয়া ভয়ে চলিলা সকলে॥৯১॥
দুই দস্যু ধায়, দুই ঠাকুর পলায়।
ধরিলুঁ, ধরিলুঁ বলি' লাগ নাহি পায়॥৯২॥

করিতেছেন, তাহাতে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদুপাসনার তারতম্য বিচারকারী, কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি জীবের জন্যই স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ এবং জগদ্গুরু ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, জগদ্গুরুর প্রকাশবিশেষ হইয়া জগৎকে কৃষ্ণের ঔদার্য্যময় অবতারের কথা জানাইতেছেন। ঔদার্য্যময় কৃষ্ণমহামহোপদেশকরূপে সকল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম বিচিত্র-বিলাস-সম্পন্ন পঞ্চরসাভিষিক্ত স্বয়ংরূপ বস্তুর উপাসনা শিক্ষা দিতেছেন। তোমরা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সেই সচ্চিদানন্দ-বস্তুর সঙ্গলাভ কর এবং আপনাদিগকে তাঁহার পঞ্চরসের সেবোপকরণের অন্যতম জানিয়া সর্ব্বকাল তাঁহারই ভজন কর। কামের পূর্ণাঙ্গতা দাম্পত্যে অবস্থিত, তন্ন্যূন বাৎসল্যে, তন্ন্যূন সখ্যে, তন্ন্যূন দাস্যে ও তন্ন্যূন শান্তে অবস্থিত। আর পরিত্যজনীয় প্রাপঞ্চিক বিপরীত অনুভূতি—অনাচার-মধ্যে গণ্য। কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহের বিলাস-সমূহ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইলেও দ্বাদশ-রসময়-মূর্ত্তি কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ, স্বয়ংগুণ, স্বয়ংপরিকরবৈশিষ্ট্য ও স্বয়ংলীলা। তাঁহারই প্রকাশতত্ত্ব শ্রীবলদেব—প্রকাশরূপ, প্রকাশগুণ, প্রকাশ-পরিকরবৈশিষ্ট্য, প্রকাশলীলাময়। সুতরাং তাঁহাদের ভজনে কৃষ্ণভজনই হয়। তবে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" বিচারে "তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" স্বয়ংরূপ-কৃষ্ণের উক্তিই বিচার্য্য। কাহারও বিচারে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহাত্মক কৃষ্ণ, কাহারও বিচারে সীতারামাদি কৃষ্ণ, কাহারও বিচারে রেবতী-রমণাদি কৃষ্ণের ভজন পরম আদরের। ঐগুলি কৃষ্ণভজন হইলেও 'আমিই কৃষ্ণ, আমাকেই ভজন কর'—এই কথার তাৎপর্য্য যাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় হয়, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের ঔদার্য্যময়ী মূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনে যোগ্যতা লাভ করেন। ভক্তাধিরাজ বিষ্ণুসকলের মূল আকর শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ-প্রভু এবং ভক্তাধিরাজ নামাচার্য্য আদিগুরু বিরিঞ্চি এই সকল কথা তারস্বরে ছন্নাবতারের প্রকটকালে আপনাদিগকে কৃষ্ণলীলার অভিন্নবিগ্রহ জানিয়া শিষ্টা সরস্বতীর প্রকাশ পূর্ব্বক ভাগ্যহীন জনগণের নিকট আবরণ করিতেছেন। কৃষ্ণ—রসময়; সুতরাং সকল রসের একমাত্র আশ্রয়-বিগ্রহ বা সকল আশ্রিতের একমাত্র বিষয় বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ বস্তু। রূপরহিত আংশিক পরমাত্মা-প্রকাশমাত্র নহেন। রূপ-রহিত বৃহদ্বোধক পদার্থমাত্র নহেন। তিনি ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি সর্ব্ব কারণ-কারণ। স্বয়ং-রূপ কৃষ্ণের পূর্ণতমতাই—বলদেব, অংশই—কারণার্ণবশায়ী ভগবান্, কলাই—গর্ভোদকশায়ী ভগবান্, বিকলা—ক্ষীরো-দকশায়ী ভগবান্। সকলই সেই স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের বিষয়-বিগ্রহ; আশ্রিত—বিষয়বিগ্রহের প্রকাশবিশেষ। সুতরাং কৃষ্ণ ও 'আকৃষ্ট' কৃষ্ণভক্তগণ প্রাপঞ্চিকদর্শনে খণ্ডিত ভাব-যুক্ত বস্তুবিশেষ নহেন। সর্ব্বসাকল্যে তিনিই পূর্ণ পুরুষ। সেই পূর্ণত্বের আংশিক প্রকাশ প্রাপঞ্চিক ব্যাপকতার আকর, যাঁহার অংশে অবস্থিত কলা-বিকলা। সেই কৃষ্ণ-ভজন ব্যতীত আকৃষ্ট আত্মার আর অন্য কোন বৃত্তি নাই। আকৃষ্ট আত্মা যে সময়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ হইতে মায়ার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখনই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয় এবং তটস্থা শক্তি পরিণতিক্রমে জৈবধর্ম্মে জড়ভোগ আসিয়া তাহাকে কৃষ্ণবিমুখ করায়। কৃষ্ণবৈমুখ্য হইতেই বদ্ধজীবের ব্রহ্ম-পর-মাত্মা প্রভৃতি আংশিক ধারণাসমূহ জীবকে উন্মত্ত করাইয়া ব্রহ্মপরমাত্মার আংশিক বিচারে জড়ভাবে নিজাবরণ করিয়া বসে। কৃষ্ণই সকল রসের আশ্রয় বলিয়া মূল প্রকাশ-বিগ্রহ বলদেবেও সর্ব্বরসাশ্রয়ত্ব বিদ্যমান। সেই বলদেব প্রভু কৃষ্ণেরই ভজন করিয়া থাকেন। "যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন" বিচার গ্রহণ করিলেই কৃষ্ণভজনের পারতম্য-বিষয়ে কোনপ্রকার অনাচার করিতে হয় না। তখন রসভেদে শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয় করিয়া কেহ বা মধুর-রতির আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে সুষ্ঠুভাবে অবস্থিত হন, কেহ বা

**নিত্যানন্দ বলে,—"ভাল হইল বৈষ্ণব।
আজি যদি প্রাণ বাঁচে—তবে পাই সব॥" ৯৩॥**

**হরিদাস বলে,—"ঠাকুর আর কেনে বল?
তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল॥৯৪॥**

**মত্তপেরে কৈলে যেন কৃষ্ণ-উপদেশ।
উচিত তাহার শাস্তি—প্রাণ অবশেষ॥" ৯৫॥**

**এত বলি' ধায় প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
দুই দস্যু পাছে ধায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥৯৬॥
দোঁহার শরীর স্থূল,—না পারে চলিতে।
তথাপিহ ধায় দুই মত্তপ ত্বরিতে॥৯৭॥**

প্রভুদ্বয়ের প্রতি জগাই-মাধাইর উক্তি—

**দুই দস্যু বলে,—"ভাই, কোথারে যাইবা।
জগা-মাধার ঠাঞি আজি কেমতে এড়াইবা?৯৮॥**

বাৎসল্য রতির আশ্রয়বিগ্রহগণের আনুগত্যে স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন করেন। সার্দ্ধরসের আকৃষ্ট রসিকগণ গোলোক বৃন্দাবনীয় পূর্ণাধার হইতে গোলার্দ্ধাধার বৈকুণ্ঠ-সেবায় নিরত হন। তখনই তাঁহাদের ঔদার্য্য ন্যূনতা লাভ করিয়া ঐশ্বর্য্য মাত্রে মর্য্যাদাবিশিষ্ট হয়। বদ্ধজীবের অনাচার ও মুক্ত ভগবদুপাসকের অনাচার—সম্পূর্ণ পৃথক্। বৈকুণ্ঠে অনাচার—পূর্ণাচারের অভাব, ব্রহ্মাণ্ডের অনাচার—দুরাচার এবং সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। বদ্ধজীবের পক্ষে মহাবৈকুণ্ঠের শক্তি অপেক্ষা নাম-বৈকুণ্ঠের শক্তি অধিক বরণীয়। সেজন্য সীতারাম বা হনুমদ্রামোপাসকগণ যে রসের রসিক, সেই রস মহাবৈকুণ্ঠে বিষ্বক্সেন-নারায়ণ ও লক্ষ্মী-নারায়ণ হইতে নিরপেক্ষ বিচারে বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে। শক্তিরহিত শক্তিমানের সবিশেষ বিচারে বাসুদেবাদি যে ব্যূহের উপাসনা, তাদৃশ উপাস্যতত্ত্ব ক্লীবব্রহ্মের জ্ঞানমাত্র হইতে শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করে। জড়ের অবরতা আরোপ সেখানে সম্ভবপর নহে। উপাস্যবস্তু মায়ার অধীন নহেন। তিনি স্বতন্ত্রেচ্ছ এবং অবাধগতিবিশিষ্ট। সুতরাং কৃষ্ণভজন করিতে হইলে বাসুদেব-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-গোবিন্দ-কৃষ্ণ, সীতারাম-কৃষ্ণের উপাসনা উত্তরোত্তর সেবনোৎকর্ষক্রমে শ্রীরাধা-গোবিন্দের উপাসনার সর্ব্বোত্তমত্ব সেই রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু ঔদার্য্যবিগ্রহ ব্রজেন্দ্র-নন্দন দেখাইতেছেন। এরূপ দয়া অপরিমিত ও অপরিসীম। সেজন্যই মহাপ্রভু স্বয়ংরূপ প্রকাশবিগ্রহের দ্বারা ও জগদ্বিধাতার দ্বারা সর্ব্বত্র হরিসেবা-শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৮৪॥

দুই প্রভু—নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর। নিত্যানন্দ-স্বরূপ এবং হরিদাস ঠাকুর—উভয়েই বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী॥ ৮৮॥

ভক্তিবিরোধী ব্যক্তিগণ ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ জনগণের প্রতি বিরোধভাব পোষণ করেন। সেই সকল বিরুদ্ধবাদীর বিচারে ঐকান্তিক ভক্তগণ 'ভণ্ড' শব্দ-বাচ্য। ভক্তের বিরোধী হওয়ায় তাহাদিগের অবিচারে অবস্থান-হেতু ভক্তের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা। এই সকল ব্যক্তি আপনা-দিগকে ভক্ত-বিদ্বেষী জানিয়াও নারায়ণের সেবক মনে করে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবদ্বিমুখ হওয়ায় তাহারা বিদ্বেষী হইয়া সত্যভ্রষ্ট হয়॥ ৯০॥

কুবিচারপরায়ণগণের বিচারের ন্যায় সদ্ব্রাহ্মণগণের বিচার নহে। তাঁহারা ভগবদ্ভক্তগণের রক্ষা-কামনায় কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তগণের শুভানুধ্যানই—সজ্জন ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম। বিরোধিগণের ব্রাহ্মণতা হইতে চ্যুত হইয়া নিকৃষ্ট বৃত্তি লাভ ও ভক্তিবিরোধ-কার্য্য অনিবার্য্য॥ ৯১॥

নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন,—জগাই-মাধাইকে কৃষ্ণোপ-দেশ করিয়া তাহারা বৈষ্ণব হইবে মনে করা দূরে থাকুক, আমরা প্রাণ লইয়া উহাদের দুর্দ্দমনীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেই ভাল॥ ৯৩॥

হরিদাস ঠাকুর বলিলেন,—হে প্রভো নিত্যানন্দ, তুমি শ্রীচৈতন্যদেবের আজ্ঞাক্রমে জীবের যে মঙ্গল কামনা করিলে, তজ্জন্য ইহারা অপঘাত-মৃত্যুতে আমাদের উভয়েরই প্রাণ সংহার করিতে সমর্থ হইল। এখন আর এই সকল কথা আলোচনা করিয়া কি ফল? ৯৪॥

হরিদাস ঠাকুর বলিলেন,—অশ্রদ্দধান জনে হরিনাম দেওয়ায় অপরাধ হয়। অযোগ্য দোষিদ্বয়কে যখন উপদেশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তখন আমাদের অপরাধজনিত উচিত শাস্তি ললাটে লিপিবদ্ধ আছে॥ ৯৫॥

তোমরা না জান, এথা জগা-মাধা আছে।
খানি রহ', উলটিয়া হের দেখ পাছে॥" ৯৯॥
ত্রাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া।
'রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ, গোবিন্দ' বলিয়া॥১০০॥

প্রভুদ্বয়ের পরস্পরকে দোষারোপ দ্বারা আনন্দ-কলহ—

হরিদাস বলে,—"আমি না পারি চলিতে।
জানিয়াও আসি আমি চঞ্চল-সহিতে॥১০১॥
রাখিলেন কৃষ্ণ কাল-যবনের ঠাঞি।
চঞ্চলের বুদ্ধ্যে আজি পরাণ হারাই॥" ১০২॥
নিত্যানন্দ বলে,—"আমি নহি যে চঞ্চল।
মনে ভাবি' দেখ, তোমার প্রভু সে বিহ্বল॥১০৩॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজ-আজ্ঞা করে।
তান-বোলে বুলি সব প্রতি ঘরে ঘরে॥১০৪॥
কোথাও যে নাহি শুনি,—সেই আজ্ঞা তান।
'চোর, ঢঙ্গ' বই লোক নাহি বলে আন॥১০৫॥
না করিলে আজ্ঞা তান সর্ব্বনাশ করে।
করিলেও আজ্ঞা তান এই ফল ধরে॥১০৬॥
আপন প্রভুর দোষ না জানহ তুমি।
দুই জনে বলিলাম,—দোষভাগী আমি॥" ১০৭॥
হেনমতে দুইজনে আনন্দ-কন্দল।
দুই দস্যু ধায় পাছে দেখিয়া বিকল॥১০৮॥
ধাইয়া আইলা নিজ ঠাকুরের বাড়ী।
মদ্যের বিক্ষেপে দস্যু পড়ে রড়ারড়ি॥১০৯॥

প্রভুদ্বয়ের অদর্শনে দস্যুদ্বয়ের নিবৃত্তি; দুই প্রভুর স্থৈর্য্য ও পরস্পর আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রভুসমীপে গমন এবং দস্যুদ্বয়ের বৃত্তান্ত বর্ণন—

দেখা না পাইয়া দুই মদ্যপ রহিল।
শেষে হুড়াহুড়ি দুইজনেই বাজিল॥১১০॥
মদ্যের বিক্ষেপে দুই কিছু না জানিল।
আছিল বা কোন্ স্থানে, কোথা বা রহিল? ১১১॥
কতক্ষণে দুই প্রভু উলটিয়া চায়।
কোথা গেল দুই দস্যু দেখিতে না পায়॥১১২॥
স্থির হই' দুই জনে কোলাকুলি করে।
হাসিয়া চলিলা যথা প্রভু বিশ্বম্ভরে॥১১৩॥

জগাই-মাধাই নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে বলিতেছেন,—তোমাদের জানা উচিত ছিল যে, জগাই-মাধাই-দস্যুদ্বয় এস্থানে অবস্থান করে, তাহাদিগের নিকট কেহই দুর্ব্ব্যবহার না পাইয়া ভালয় ভালয় ফিরিতে পারে না। তোমরা একটু অপেক্ষা করিয়া পশ্চাদ্ভাগে আমরা আসিতেছি নিরীক্ষণ কর॥ ৯৯॥

হরিদাস ঠাকুর নিত্যানন্দ-প্রভুকে বলিলেন,—আমি দৌড়াইয়া পলাইতে পারি না জানিয়াও তোমার ন্যায় দ্রুতগামী ও সর্ব্বদা সকল-কার্য্যে অগ্রসর চঞ্চলস্বভাব ব্যক্তির সহিত আসিয়াছি॥ ১০১॥

হরিদাস বলিতেছেন,—কৃষ্ণ আমাকে আম্বুয়া-মুলুকের কাজিরূপ যবনের হস্ত হইতে কএকদিন পূর্ব্বে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্য আমি 'নিত্যানন্দ'-[illegible] চঞ্চলের বুদ্ধির দোষে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি॥ ১০২॥

হরিদাসের বাক্যে নিত্যানন্দ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—প্রভুর বিহ্বলতা দেখিয়াই আমি চঞ্চল হইয়াছি, কিন্তু আমি নিজে চঞ্চল নহি। মহাপ্রভু—ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ; তিনি রাজার ন্যায় প্রত্যেক গৃহে হরিনাম প্রচারের আদেশ দিয়াছেন, তাঁহারই আজ্ঞা আমি পালন করিতেছি॥ ১০৩॥

নিত্যানন্দ বলিতেছেন,—শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞা আমি আর কাহাকেও বলিতে শুনি নাই। তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া আমাদিগকে লোকে অনধিকার-প্রবেশকারী চৌর্য্যবৃত্তিপরায়ণ মনে করে, আবার কেহ কেহ বা আমাদিগকে কপট সজ্জাশোভিত ঢঙ্গকারী মনে করে॥ ১০৫॥

মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে তুমি এবং আমি—আমরা উভয়েই প্রত্যেকের গৃহে হরিনাম উপদেশ করিতেছি; কিন্তু তুমি কেবল আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিলে; ইহা দুঃখের বিষয়। আমি একা দোষী নহি, ইহাতে মহাপ্রভুতেও দোষ স্পর্শ করিতেছে॥ ১০৭॥

জগাই ও মাধাই উভয়েই অত্যন্ত মদ্যপান করিয়া হরিদাস ও নিত্যানন্দের পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন।

রড়ারড়ি—দ্রুতগমন, দৌড়াদৌড়ি॥ ১০৯॥

বসিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন।
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রূপ মদনমোহন ॥১১৪॥
চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যোন্যে কৃষ্ণকথা কহেন সকল ॥১১৫॥
কহেন আপন তত্ত্ব সভা-মধ্যে রঙ্গে।
শ্বেতদ্বীপ-পতি যেন সনকাদি-সঙ্গে ॥১১৬॥
নিত্যানন্দ হরিদাস হেনই সময়।
দিবস-বৃত্তান্ত যত সম্মুখে কহয় ॥১১৭॥
"অপরূপ দেখিলাম আজি দুইজন।
পরম মত্তপ, পুনঃ বলায় ব্রাহ্মণ ॥১১৮॥
ভালরে বলিল তারে—'বল কৃষ্ণ-নাম।'
খেদাড়িয়া আনিলেক, ভাগ্যে রহে প্রাণ॥"

মহাপ্রভুর দস্যুদ্বয়ের বিষয়-জিজ্ঞাসা ও গঙ্গাদাস এবং শ্রীনিবাসের উত্তর—

প্রভু বলে,—"কে সে দুই, কিবা তার নাম?
ব্রাহ্মণ হইয়া কেনে করে হেন কাম?" ১২০॥
সম্মুখে আছিলা গঙ্গাদাস-শ্রীনিবাস।
কহয়ে যতেক তার বিকর্ম্ম-প্রকাশ ॥১২১॥
"সে দুইর নাম প্রভু—'জগাই-মাধাই'।
সুব্রাহ্মণপুত্র দুই—জন্ম এই ঠাঞি ॥১২২॥
সঙ্গদোষে সে দোঁহার হেন হৈল মতি।
আজন্ম মদিরা বই আন নাহি গতি ॥১২৩॥
সে দুই'র ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে।
হেন নাহি, যার ঘরে চুরি নাহি করে ॥১২৪॥
সে দুই'র পাতক কহিতে নাহি ঠাঞি।
আপনে সকল দেখ, জানহ গোসাঞি ॥" ১২৫॥

দস্যুদ্বয়ের কর্ম্মে মহাপ্রভুর সক্রোধ উক্তি, নিত্যানন্দ কর্তৃক উভয়ের উদ্ধার প্রার্থনা, প্রভুর আশ্বাস প্রদান ও বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি—

প্রভু বলে,—"জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা ॥" ১২৬॥
নিত্যানন্দ বলে,—"খণ্ড খণ্ড কর তুমি।
সে দুই থাকিতে কোথা' না যাইব আমি ॥১২৭॥
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই।
আগে সেই দুইজনে 'গোবিন্দ' বলাই ॥১২৮॥
স্বভাবেই ধার্ম্মিকে বলয়ে 'কৃষ্ণ'-নাম।
এ দুই বিকর্ম্ম বই নাহি জানে আন ॥১২৯॥
এ দুই উদ্ধারোঁ যদি দিয়া ভক্তি-দান।
তবে জানি 'পাতকি-পাবন' হেন নাম ॥১৩০॥
আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা।
ততোধিক এ দু'য়ের উদ্ধারের সীমা ॥" ১৩১॥
হাসি' বলে বিশ্বম্ভর,—"হইল উদ্ধার।
যেইক্ষণে দরশন পাইল তোমার ॥১৩২॥
বিশেষ চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিব কুশল ॥" ১৩৩॥
শ্রীমুখের বাক্য শুনি' ভাগবতগণ।
'জয়-জয়'-হরিধ্বনি করিলা তখন ॥১৩৪॥
'হইল উদ্ধার',—সবে মানিলা হৃদয়ে।
অদ্বৈতের স্থানে হরিদাস কথা কহে ॥১৩৫॥

অদ্বৈত-স্থানে হরিদাসের নিত্যানন্দ চাঞ্চল্য কথন এবং উত্তর প্রদানমুখে অদ্বৈতের ব্যাজস্তুতি—

"চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়।
'আমি থাকি কোথা, সে বা কোন্ দিকে যায়?'

মহাপ্রভু বলিলেন,—ব্রাহ্মণ হইয়া মত্তপান করা কর্ত্তব্য নহে। দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হওয়া ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে॥ ১২০॥

জগাই মাধাই—এই দুইটী পুত্রের পিতা স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ। তাঁহার পুত্রদ্বয়ে পরহিংসা, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি অপকর্ম্ম অসৎসঙ্গপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে॥ ১২২-১২৩॥

মহাপ্রভু জগাই মাধাইকে খণ্ড খণ্ড করিবেন বলায় নিত্যানন্দ বলিলেন,—তাহারা জীবিত থাকিতে আমি আর আপনার আজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হইব না ॥১২৭॥

ধার্ম্মিকেরা নিজ স্বভাব হইতেই কৃষ্ণনাম বলেন। কিন্তু এই দুইজন মন্দকর্ম্ম ব্যতীত কোন ভাল কথা গ্রহণ করিবার পাত্র নহেন। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আপনি যদি এই

বর্ষাতে জাহ্নবী-জলে কুম্ভীর বেড়ায়।
সাঁতার এড়িয়া তা'রে ধরিবারে যায় ॥১৩৭॥
কূলে থাকি' ডাক পাড়ি' করি 'হায় হায়'।
সকল-গঙ্গার মাঝে ভাসিয়া বেড়ায় ॥১৩৮॥
যদি বা কূলেতে উঠে বালক দেখিয়া।
মারিবার তরে শিশু যায় খেদাড়িয়া ॥১৩৯॥
তার পিতা-মাতা আইসে হাতে ঠেঙ্গা লৈয়া।
তা'-সবা পাঠাই আমি চরণে ধরিয়া ॥১৪০॥
গোয়ালার ঘৃত-দধি লইয়া পলায়।
আমারে ধরিয়া তারা মারিবারে চায় ॥১৪১॥
সেই সে করয়ে কর্ম্ম—যেই যুক্তি নহে।
কুমারী দেখিয়া বলে,—মোরে বিবাহিয়ে ॥১৪২॥
চড়িয়া ষাঁড়ের পীঠে 'মহেশ' বোলায়।
পরের গাভীর দুগ্ধ দুহি' দুহি' খায় ॥১৪৩॥
আমি শিখাইলে গালি পাড়য়ে তোমারে।
'কি করিতে পারে তোর অদ্বৈত আমারে ?'১৪৪॥
'চৈতন্য' বলিস যারে 'ঠাকুর' করিয়া।
সে বা কি করিতে পারে আমারে আসিয়া ?'
কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে।
দৈবযোগে আজি রক্ষা পাইল পরাণে ॥১৪৬॥
মহা-মাতোয়াল দুই পথে পড়ি' আছে।
কৃষ্ণ-উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে ॥১৪৭॥
মহাক্রোধে ধাইয়া আইল মারিবার।
জীবন-রক্ষার হেতু—প্রসাদ তোমার ॥" ১৪৮॥
হাসিয়া অদ্বৈত বলে,—"কোন চিত্র নহে।
মদ্যপের উচিত—মদ্যপ-সঙ্গ হয়ে ॥১৪৯॥

তিন মাতোয়াল-সঙ্গ একত্র উচিত।
নৈষ্ঠিক হইয়া কেনে তুমি তার ভিত ? ১৫০ ॥
নিত্যানন্দ করিব সকলে মাতোয়াল।
উহান চরিত্র মুঞি জানি ভালে ভাল ॥ ১৫১ ॥
এই দেখ তুমি—দিন দুই তিন ব্যাজে।
সেই দুই মদ্যপ আনিব গোষ্ঠীমাঝে ॥" ১৫২॥
বলিতে অদ্বৈত হইলেন ক্রোধাবেশ।
দিগম্বর হই' বলে অশেষ বিশেষ ॥১৫৩॥
'শুনিব সকল চৈতন্যের কৃষ্ণভক্তি।
কেমনে নাচয়ে গায়, দেখোঁ তান শক্তি ॥১৫৪॥
দেখ কালি সেই দুই মদ্যপ আনিয়া।
নিমাই-নিতাই দুই নাচিবে মিলিয়া ॥১৫৫॥
একাকার করিবেক এই দুই জনে।
জাতি লই' তুমি আমি পলাই যতনে ॥" ১৫৬॥

অদ্বৈতের উক্তিতে হরিদাসের হাস্য ও ভরসা—

অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে হাসে হরিদাস।
মদ্যপ-উদ্ধার চিত্তে হইল প্রকাশ ॥১৫৭॥

অদ্বৈতের প্রেমচেষ্টা বুঝিতে অক্ষম জনগণের পক্ষপাতিত্ব ও তৎপরিণাম—

অদ্বৈতের বাক্য বুঝে কাহার শকতি ?
বুঝে হরিদাস প্রভু—যার যেন মতি ॥১৫৮॥
এবে পাপী-সব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া।
গদাধর-নিন্দা করে, মরয়ে পুড়িয়া ॥১৫৯॥
যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয় ॥১৬০॥

দুজনকে 'গোবিন্দ' নাম উচ্চারণ করাইতে পারেন, তাহা হইলে আপনার 'পতিতপাবন'-নামের মহিমা সংরক্ষিত এবং আপনার বাক্যের সার্থকতা হয় ॥ ১[illegible]০ ॥

হরিদাস অদ্বৈত প্রভুর নিকট নিত্যানন্দের নানাপ্রকার চাঞ্চল্যের কথা জানাইয়া পরিশেষে জগাই-মাধাইএর কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, নিত্যানন্দ এই দুই মদ্যপের নিকট কৃষ্ণকথা জানাইতে গিয়া তাহাদের ক্রোধের পাত্র হইয়াছিলেন। সেই দস্যুদ্বয়ের হস্ত হইতে আপনার অনুগ্রহেই অদ্য প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। অদ্বৈতপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন,—হরিদাস, শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু হরিরস-মদিরাপানে অতি মত্ত, আর জগাই-মাধাই দুই ব্যক্তি সাধারণ মদ্যপান করিয়া মাতাল; সুতরাং তাঁহাদের তিন জন মাতালের পরস্পর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। তুমি যখন ভগবন্নিষ্ঠ, তখন আর তাহাদের সমীপে গমন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৪৯-১৫০ ॥

মদ্যপদ্বয়ের মহাপ্রভু-ঘাটে আগমন ও অবস্থান
তাহাতে সকলের শঙ্কা—

সেই দুই মদ্যপ বেড়ায় স্থানে স্থানে।
আইল—যে-ঘাটে প্রভু করে গঙ্গাস্নানে ॥১৬১॥
দৈবযোগে সেই স্থানে করিলেক থানা।
বেড়াইয়া বুলে সর্ব্বঠাঞি দেই' হানা ॥১৬২॥
সকল লোকের চিত্ত হইল সশঙ্ক।
কিবা বড়, কিবা ধনী, কিবা মহারঙ্ক ॥১৬৩॥
নিশা হৈলে কেহ নাহি যায় গঙ্গা-স্নানে।
যদি যায়—তবে দশ-বিশের গমনে ॥১৬৪॥

মহাপ্রভুর কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণে দস্যুদ্বয়ের মদমত্ততা-হেতু নৃত্য,
কৃষ্ণকীর্ত্তনকে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' বলিয়া ধারণা—

প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশাভাগে।
সর্ব্বরাত্রি প্রভুর কীর্ত্তন শুনি' জাগে ॥১৬৫॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্ত্তনের সঙ্গে।
মত্তের বিক্ষেপে তারা শুনি' নাচে রঙ্গে ॥১৬৬॥
দূরে থাকি' সব ধ্বনি শুনিবারে পায়।
শুনিলেই নাচিয়া অধিক মদ্য খায় ॥১৬৭॥
যখন কীর্ত্তন করে, দুই জন রহে।
শুনিয়া কীর্ত্তন পুনঃ উঠিয়া নাচয়ে ॥১৬৮॥
মদ্যপানে বিহ্বল—কিছুই নাহি জানে।
আছিল বা কোথায়, আছয়ে কোন্ স্থানে ॥১৬৯॥
প্রভুরে দেখিয়া বলে,—"নিমাই পণ্ডিত।
করাইবা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডীর গীত ॥১৭০॥
গায়েন সব ভাল, মুঞি দেখিবারে চাও।
সকল আনিয়া দিব—যথা যেই পাও ॥" ১৭১॥
দুর্জ্জন দেখিয়া প্রভু দূরে দূরে যায়।
আর পথ দিয়া লোক সবাই পলায় ॥১৭২॥

আমি শ্রীনিত্যানন্দের চরিত্র ভাল করিয়া জানি। তিনি দুই তিন দিনের মধ্যে সেই দুই মদ্যপানরত দস্যুকে বৈষ্ণবগোষ্ঠীতে আনিবেন ॥ ১৫১ ॥

অদ্বৈতপ্রভুর প্রেমচেষ্টা সকলে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কতিপয় সন্তান ও কতিপয় অভক্ত শিষ্যব্রুব বৈষ্ণবতার স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া অদ্বৈত প্রভুকে কেবলাদ্বৈতবাদী সাজাইয়া তাঁহার পক্ষ গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়বর পাত্র শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে গর্হণ করেন। অদ্বৈতসন্তান শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্বৈতের কতিপয় মায়াবাদী বংশধর অচ্যুত-গুরু শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুকেও অবজ্ঞা করেন। ইহাতে তাঁহাদের অমঙ্গল হয়। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অবৈধ শিষ্য-গণ ও সন্তানসমূহ যখন দেখিলেন যে, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অপ্রকটে তদীয় অত্যন্ত অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আনুগত্যে হরিভজন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদিগের অন্তর্দ্দাহ হইতে লাগিল। তাঁহারা আধ্যক্ষিক দর্শনে আপনাদের বংশগৌরব এবং প্রভু অদ্বৈতকে বিষ্ণু-বোধে আপনাদিগকে 'বিষ্ণুসন্তান' জ্ঞান করিয়া শ্রীগদাধর-প্রভুর ভজন-প্রয়াসীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৫৯ ॥

পাপচিত্ত হরিবিমুখ জনগণ শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের মধ্যে পরস্পরের মতভেদ আছে মনে করিয়া তাহাদের অপস্বার্থ-পর বিচারে একের পক্ষ গ্রহণপূর্ব্বক অপরের ভজনানুষ্ঠানের নিন্দা করে। কিন্তু উভয় বৈষ্ণবই ভগবৎসেবাপর; তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর বৈষম্য কল্পনা করিয়া একজন অসতের মত সমর্থনকারী, সুতরাং শ্রেষ্ঠ এবং অপরে তাঁহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া শোধন প্রার্থনা করেন বলিয়া তাহাদের বিরোধি-জ্ঞানে তাঁহাকে গর্হণপূর্ব্বক বৈষ্ণবগণের মধ্যে পরস্পর ভেদের সম্ভাবনা আছে—এরূপ মতবাদের প্রচার করেন এবং তৎফলে নিজ সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনেন ॥ ১৬০ ॥

নবদ্বীপবাসী মহৎ, ধনী, দরিদ্র সকলেই এই দস্যুদ্বয়ের ব্যবহারে ভীত হইল। রঙ্ক—কৃপণ, দরিদ্র ॥১৬৩॥

যাঁহারা ত্রিসন্ধ্যা স্নান করেন, তাঁহারা সন্ধ্যার পরে গঙ্গা-স্নান করিতে গেলে জগাই-মাধাইর নিকট আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় দশ বিশ জন একত্র হইয়া গঙ্গায় স্নান করিতে যান ॥

জগাই-মাধাই দস্যুদ্বয় নদীয়ানগরের নানাস্থানে স্ব-স্ব বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া মহাপ্রভুর বাড়ীর ঘাটের নিকট আড্ডা করিল। প্রভুর কীর্ত্তনের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মদ্যপানের অনুষ্ঠান জাঁকাইয়া লইল। মহাপ্রভুর

দস্যুদ্বয়ের উদ্ধার বাসনায় নিত্যানন্দের আগমন, মদ্যপগণের নিত্যানন্দ-পরিচয় জিজ্ঞাসা, অবধূত-নাম-শ্রবণে মাধাইর ক্রোধ ও প্রভুশিরে মুটকী আঘাত—

একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া।
নিশায় আইসে, দোঁহে ধরিলেক গিয়া ॥১৭৩॥
'কেরে কেরে' বলি' ডাকে জগাই মাধাই।
নিত্যানন্দ বলেন,—"প্রভুর বাড়ী যাই॥"১৭৪॥
মত্তের বিক্ষেপে বলে,—"কিবা নাম তোর।
নিত্যানন্দ বলে,—" 'অবধূত' নাম মোর॥" ১৭৫॥
বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দরায়।
মদ্যপের সঙ্গে কথা কহেন লীলায় ॥১৭৬॥
'উদ্ধারিব দুইজন'—হেন আছে মনে।
অতএব নিশায় আইলা সেই স্থানে ॥১৭৭॥
'অবধূত' নাম শুনি' মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া ॥১৭৮॥
ফুটিল মুটকী শিরে,—রক্ত পড়ে ধারে।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু 'গোবিন্দ' সঙরে ॥১৭৯॥

মাধাইর কার্য্যে জগাইর নিবারণ—

দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি' মাথে।
আরবার মারিতে ধরিল তার হাতে ॥১৮০॥
"কেনে হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দৃঢ়।
দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড়? ১৮১॥
এড় এড় অবধূতে, না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ ভাল বা তোমার?" ১৮২॥

প্রত্যক্ষদর্শীর প্রভুসমীপে নিত্যানন্দ সংবাদ জ্ঞাপন, সপার্ষদ মহাপ্রভুর আগমন, চক্র আহ্বান ও দস্যুদ্বয়ের তদ্দর্শন—

আথেব্যথে লোকে গিয়া প্রভুরে কহিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা ॥১৮৩॥
নিত্যানন্দের অঙ্গে সব রক্ত বহে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দু'য়ের ভিতরে ॥১৮৪॥
রক্ত দেখি' ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
'চক্র, চক্র, চক্র'—প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে ॥১৮৫॥
আথেব্যথে চক্র আসি' উপসন্ন হৈলা।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিলা ॥১৮৬॥

ভক্তগণের শঙ্কা ও নিতাইর প্রভুসমীপে নিবেদন—

প্রমাদ গণিলা সব ভাগবতগণ।
আথেব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন ॥১৮৭॥
"মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই ॥১৮৮॥
মোরে ভিক্ষা দেহ' প্রভু, এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর,—তুমি হও স্থির ॥"১৮৯॥

প্রভুর জগাইকে আলিঙ্গন ও কৃপা—

'জগাই রাখিল',—হেন বচন শুনিয়া।
জগায়েরে আলিঙ্গিলা প্রভু সুখী হৈয়া ॥১৯০॥
জগায়েরে বলে,—"কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে।
নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলি তুঞি মোরে ॥১৯১॥
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ,—তাহা তুমি মাগ'।
আজি হৈতে হউ তোর প্রেমভক্তিলাভ ॥" ১৯২॥

সহিত সাক্ষাৎ হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তন-বাদ্যকে 'মঙ্গলচণ্ডীর গান' মনে করিয়া তাহাদের ন্যায় তামস-ভজনের আনুষ্ঠানিক সম্পূর্ণতার পূর্ণাঙ্গসিদ্ধির প্রশ্ন করিল। দস্যুদ্বয় বলিল,—মঙ্গলচণ্ডীর গানের যতপ্রকার দ্রব্য লাগে, তাহারা সব যোগাড় করিয়া দিবে॥ ১৬৫-১৭১॥

মুটকী—ভাঙ্গা হাড়ী॥ ১৭৮॥

দেশান্তরী—বিদেশী ব্যক্তি॥ ১৮১॥

শ্রীনিত্যানন্দের মাধাই কর্ত্তৃক আহত হইবার সংবাদ পাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর তথায় আগমনপূর্ব্বক সুদর্শন-চক্রকে আহ্বান করিলেন। সুদর্শন চক্র দেখিয়া মদ্যপগণের ভীতির সঞ্চার হইল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে বলিলেন,—আমার রক্তপাতে বেশী কষ্ট হয় নাই। মাধাই যখন আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল, জগাই তখন রক্ষা করিয়াছিল; তথাপি দৈবক্রমে রক্তপাত হইয়াছে মাত্র। উহাদের কোন দোষ নাই। দস্যুদ্বয়ের শরীরে প্রত্যাঘাত করিয়া ফল নাই। আপনি স্থির হউন, তাহাদের শরীরদ্বয় আমাকে ভিক্ষা দি'ন॥ ১৮৩-১৮৯॥

ভক্তবৎসল ভগবান্ গৌরসুন্দর নিত্যানন্দ-প্রভুর নিকট 'মাধাইয়ের আক্রমণ হইতে জগাই রক্ষা করিয়াছে' শুনিয়া জগাইকে প্রেমালিঙ্গন-পূর্ব্বক বলিলেন,—নিত্যানন্দকে

জগাইর সৌভাগ্যে বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি ও জগাইর মূর্চ্ছা—

জগায়েরে বর শুনি' বৈষ্ণবমণ্ডল।
'জয়-জয়' হরিধ্বনি করিলা সকল ॥১৯৩॥
'প্রেম-ভক্তি হউ' করি' যখন বলিলা।
তখনি জগাই প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা ॥১৯৪॥

প্রভুর জগাইকে চতুর্ভুজরূপ প্রদর্শন ও বক্ষে শ্রীচরণ স্থাপন এবং জগাইর আনন্দ ক্রন্দন—

প্রভু বলে,—"জগাই, উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেম-ভক্তি দান দিল তোরে ॥" ১৯৫॥
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর ॥১৯৬॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িল জগাই।
বক্ষে শ্রীচরণ দিলা চৈতন্য গোসাঞী ॥১৯৭॥
পাইয়া চরণধন লক্ষ্মীর জীবন।
ধরিল জগাই—যেন অমূল্য রতন ॥১৯৮॥
চরণে ধরিয়া কাঁদে সুকৃতি জগাই।
এমত অপূর্ব্ব করে গৌরাঙ্গ গোসাঞী ॥১৯৯॥

জগাই-মাধাইর চরিত্র—

এক জীব, দুই দেহ—জগাই-মাধাই।
এক পুণ্য, এক পাপ, বৈসে এক ঠাঞি ॥২০০॥

জগাইর অনুগ্রহ লাভ দর্শনে মাধাইএর চিত্ত পরিবর্ত্তন, নিত্যানন্দ-চরণ ধারণপূর্ব্বক অনুগ্রহ প্রার্থনা এবং মহাপ্রভুর উত্তর—

জগাইরে প্রভু যবে অনুগ্রহ কৈল।
মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈল ॥২০১॥
আথেব্যথে নিত্যানন্দ-বসন এড়িয়া।
পড়িল চরণ ধরি' দণ্ডবৎ হৈয়া ॥২০২॥
"দুইজনে একঠাঞি কৈল প্রভু পাপ।
অনুগ্রহ কেনে প্রভু কর দুই ভাগ? ২০৩॥
মোরে অনুগ্রহ কর,—লও তোর নাম।
আমারে উদ্ধার করিবারে নাহি আন ॥" ২০৪॥
প্রভু বলে,—"তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুঞি।
নিত্যানন্দ-অঙ্গে রক্ত পাড়িলি সে তুঞি ॥" ২০৫॥

মাধাইর কৃপা-প্রার্থনা-প্রসঙ্গে প্রভু-সহ বাদ-প্রতিবাদ—

মাধাই বলয়ে,—"ইহা বলিতে না পার।
আপনার ধর্ম্ম প্রভু আপনি কেনে ছাড়? ২০৬॥
বাণে বিন্ধিলেক তোমা যে অসুর-গণে।
নিজ পদ তা' সবারে তবে দিলে কেনে?" ২০৭॥
প্রভু বলে,—"তাহা হৈতে তোর অপরাধ।
নিত্যানন্দ-অঙ্গেতে করিলি রক্তপাত ॥২০৮॥
আমা হৈতে এই নিত্যানন্দ-দেহ বড়।
তোর স্থানে এই সত্য কহিলাম দঢ় ॥" ২০৯॥
"সত্য যদি কহিলা ঠাকুর মোর স্থানে।
বলহ নিষ্কৃতি মুঞি পাইব কেমনে? ২১০॥
সর্ব্ব রোগ নাশ', বৈদ্যচূড়ামণি তুমি।
তুমি রোগ চিকিৎসিলে সুস্থ হই আমি ॥২১১॥
না কর কপট প্রভু, সংসারের নাথ।
বিদিত হইলা,—আর লুকাইবা কাত?" ২১২॥

আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার নিকট বিক্রীত হইয়াছি। আমার আশীর্ব্বাদে তুমি কৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ কর ॥ ১৯০-১৯২ ॥

জগাই ও মাধাই উভয়ে একযোগে, কেহ বা কখনও সৎকার্য্যের ব্যপদেশে অসন্নিবারণ করে এবং অন্য সময় সেই আবার পাপে প্রবৃত্ত হইলে অপরে তাহাকে পাপ হইতে রক্ষা করে। সুতরাং উভয়েই দুষ্ট। জগাইএর পুরস্কার দেখিয়া মাধাইএর চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল ॥ ২০০ ॥

মাধাই বলিল,—আমরা উভয়ে একযোগেই পাপকর্ম্ম করিয়াছি। একজনের প্রতি অনুগ্রহ ও অপরের প্রতি নিগ্রহ—এইরূপ দুইপ্রকার বিচার ঠিক নহে ॥ ২০৩ ॥

মহাপ্রভু মাধাইএর বাক্য শুনিয়া নিত্যানন্দের অঙ্গে আঘাত করায় তাহার পরিত্রাণ হইবে না, বলিলেন। তদুত্তরে মাধাই কৃষ্ণলীলা ও রামলীলার কথার আবাহন করিয়া বলিল,—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব অসুরগণ বিষ্ণু-বিদ্বেষ করিয়াও মুক্তিলাভ করিয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের ন্যায় অসুর পরিত্রাণ লাভ করিবে না কেন?" এতৎপ্রসঙ্গে

নিত্যানন্দ চরণে আশ্রয়-গ্রহণার্থ মাধাইকে প্রভুর আদেশ ও মাধাইর তথাকরণ—

প্রভু বলে,—"অপরাধ কৈলে তুমি বড়।
নিত্যানন্দচরণ ধরিয়া গিয়া পড়॥" ২১৩॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন।
ধরিল অমূল্য ধন নিতাইচরণ॥২১৪॥
যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
রেবতী জানেন যেই চরণ প্রকাশ॥২১৫॥

মাধাইকে কৃপা করিতে মহাবদান্য মহাপ্রভুর নিত্যানন্দকে অনুরোধ—

বিশ্বম্ভর বলে,—"শুন নিত্যানন্দরায়।
পড়িল চরণে—কৃপা করিতে যুয়ায়॥২১৬॥
তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত।
তুমি সে ক্ষমিতে পার—পড়িল তোমাত॥" ২১৭॥

নিত্যানন্দের নিজ সৌভাগ্য-বিনিময়ে প্রভুস্থানে মাধাইর জন্য কৃপাভিক্ষা—

নিত্যানন্দ বলে,—"প্রভু, কি বলিব মুঞি?
বৃক্ষদ্বারে কৃপা কর—সেহ শক্তি তুঞি॥২১৮॥
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিলুঁ মাধাইরে,—শুনহ নিশ্চিত॥২১৯॥
মোর যত অপরাধ,—কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড়, কৃপা কর,—তোমার মাধাই॥" ২২০॥

মাধাইকে আলিঙ্গন-দানার্থ মহাপ্রভুর নিত্যানন্দকে আদেশ—

বিশ্বম্ভর বলে,—"যদি ক্ষমিলা সকল।
মাধাইরে কোল দেহ', হউক সফল॥" ২২১॥

নিত্যানন্দের মাধাইকে কৃপা—

প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন।
মাধাইর হইল সর্ব্ব বন্ধনমোচন॥২২২॥
মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা।
সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত মাধাই হইলা॥২২৩॥

জগাই-মাধাইর গৌরনিত্যানন্দ-স্তুতি, মহাপ্রভুর তাহাদিগকে উপদেশ ও কৃপা, জগাইমাধাইর তৎকরণে অঙ্গীকার এবং প্রভুর কৃপা প্রাপ্তিতে আনন্দমূর্চ্ছা—

হেনমতে দু'জনেতে পাইল মোচন।
দুই জনে স্তুতি করে দু'য়ের চরণ॥২২৪॥
প্রভু বলে,—"তোরা আর না করিস্ পাপ।"
জগাই-মাধাই বলে,—"আর নারে বাপ॥" ২২৫॥
প্রভু বলে,—"শুন শুন তোরা দুই জন।
সত্য সত্য আমি তোরে করিলাম মোচন॥২২৬॥

মহাপ্রভু বলিলেন,—"বিষ্ণুবিদ্বেষ অপেক্ষা বিষ্ণুসেবক নিত্যানন্দের অঙ্গে আঘাত করা গুরুতর অপরাধ। ভগবদঙ্গ আক্রমণ করা অপেক্ষা শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি দৌরাত্ম্য করা অধিক অপরাধের কথা॥ ২০৫-২০৯॥

কাত—কাহাকে, কাহার নিকট॥ ২১২॥

"দেবগণের বিপৎকালে তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর—মানবাদি প্রাণীর সঙ্কট উপস্থিত হইলে তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর। মানবাদি প্রাণীর ন্যায় চেতনবিশিষ্ট না হইলেও উদ্ভিদ-সমূহকে রক্ষা করিবার শক্তিও তোমার আছে"—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে এই কথা বলিলেন॥ ২১৮॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন,—আমার নিকট মাধাই অপরাধ করে নাই। আমি জন্মে জন্মে তোমার যাবতীয় সেবা করিয়াছি, সেই সৌভাগ্যফল অদ্য মাধাই দৌরাত্ম্য করিয়া তোমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইল। সুতরাং আমার নিকট মাধাইএর যে অপরাধ, সকলই তুমি ক্ষমা করিয়া মাধাইকে নিষ্কপট কৃপা করিয়াছ। অতএব বিচার-কাপট্যরূপ মায়া পরিত্যাগ করিয়া মাধাইকে অহৈতুকী কৃপা কর॥ ২১৯-২২০॥

প্রভুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু আক্রমণকারী মাধাইকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া তাহাকে নিজশক্তি সঞ্চার করিলেন। নিত্যানন্দ-শক্তিবলে মাধাই সকল সদ্গুণসম্পন্ন হইলেন। প্রাপঞ্চিক ভোগপ্রবৃত্তি রহিত হইয়া ভগবানের সেবাধিকার লাভরূপ শক্তিবিশিষ্ট হইয়া তাঁহারা পুণ্যশ্লোক হইলেন॥ ২২২-২২৩॥

ভগবদ্বিমুখ জনগণ প্রপঞ্চে ভোগের লোভে আচ্ছন্ন হইয়া নানাবিধ পাপ সঞ্চয় করে। পরম করুণাময় গৌরহরি দস্যুদ্বয়কে ভবিষ্যতে পাপ-প্রবৃত্তিতে রত হইতে নিষেধ

কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস,—সব দায় মোর ॥২২৭॥
তো-দোঁহার মুখে মুঞি করিব আহার।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার॥" ২২৮॥
প্রভুর শুনিয়া বাক্য জগাই-মাধাই।
আনন্দে-মূর্চ্ছিত হই' পড়িল তথাই ॥২২৯॥

প্রভুর উভয়কে স্বগৃহে লইয়া কীর্ত্তনে যোগদানের অধিকার প্রদান—

মোহ গেল দুই বিপ্র আনন্দ-সাগরে।
বুঝি' আজ্ঞা করিলেন প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥২৩০॥
"দুই জনে তুলি' লহ আমার বাড়ীতে।
কীর্ত্তন করিব দুই জনের সহিতে ॥২৩১॥
ব্রহ্মার দুর্লভ আজি এ দোঁহারে দিব।
এ দোঁহারে জগতের উত্তম করিব ॥২৩২॥
এ দুই-পরশে যে করিল গঙ্গাস্নান।
এ দোহাঁরে বলিবে সে গঙ্গার সমান ॥২৩৩॥
নিত্যানন্দপ্রতিজ্ঞা অন্যথা নাহি হয়।
নিত্যানন্দ-ইচ্ছা এই জানিহ নিশ্চয়॥" ২৩৪॥
জগাই-মাধাই সব বৈষ্ণবে ধরিয়া।
প্রভুর বাড়ীর অভ্যন্তরে গেলা লঞা ॥২৩৫॥

করিলেন। জগাই-মাধাই প্রভুর আদেশ সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া আর কখনও পাপ করিবেন না—এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন॥ ২২৫ ॥

ভগবৎসেবোন্মুখ জনগণ জড়ভোগে বিরত হইয়া কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট হন। তখন আর তাঁহাদের সংসারে পাপ-পুণ্য-লাভের জন্য ভোগ-প্রবৃত্তি থাকে না। সেই-কালে ভক্ত আত্মসমর্পণ করিয়া চিদানন্দময় অনুভূতিতে অনুক্ষণ ভগবৎসেবাই করিয়া থাকেন। স্বরূপজ্ঞানলব্ধ জীব মায়া-বন্ধন মুক্ত হইয়া তাঁহাদের যাবতীয় অনুষ্ঠান ভগবৎসেবার উদ্দেশে বিহিত করায় তাঁহাদের স্নান, ভোজন, নিদ্রা প্রভৃতি সকল কার্য্যই কৃষ্ণসেবাতাৎপর্য্যপর হইয়া বৈকুণ্ঠানুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইকালে বদ্ধজীবের কোটি কোটি জন্মের পাপ বিদূরিত হয়। সকল পাপ এবং সঞ্চিত কুভোগাদি সমস্তই ভগবন্মায়ায় বিলীন হয়। মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণীবৃত্তি দুর্ব্বল জীবের হরিবিমুখতা পরিহার করিয়া ভক্তের উপর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। আত্মসমর্পিত স্বরূপোপলব্ধ ভক্ত অচিরেই বিমুক্তির ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়া কোন প্রকার পাপ-পুণ্যাদির প্রশ্রয় দেন না। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোক দ্বারা কৃষ্ণের এই অভিব্যক্তি জীবকুলের সন্তাপ-নাশক॥২২৬-২২৭॥

তথ্য। "নারায়ণপরো বিদ্বান্ যস্যান্নং প্রীতমানসঃ। অশ্নাতি তদ্ধরেরাস্যং গতমন্নং ন সংশয়ঃ॥" "ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ" অর্থাৎ হরিপরায়ণ সুধী ব্যক্তি প্রসন্ন-চিত্তে যে অন্ন সেবন করেন, সেই অন্ন ভগবানের বদনপদ্ম-গত, সন্দেহ নাই। আমি ভক্তের রসনাগ্রে রস আস্বাদন করি॥ (—হঃ ভঃ বিঃ ১০।২৬৫-২৬৬)॥ ২২৮ ॥

জগাই-মাধাই পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণকুলের প্রতিষ্ঠা পবিত্যাগ-পূর্ব্বক দস্যুবৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভগবানের কৃপায় তাঁহাদের পুনর্জ্জীবন লাভ হইল। প্রাপঞ্চিক ভোগ-মূঢ়তা অপসারিত হওয়ায় তাঁহারা সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনরূপ ত্রিতত্ত্বাত্মক বেদশাস্ত্রে পারঙ্গতি লাভ করিলেন। তাঁহারা স্বরূপতঃ গৌড়ীয়-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকায় চিদানন্দময় হইলেন। মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ তাঁহাদের একমাত্র অনুশীলনীয় বস্তুরূপে প্রতি-ভাত হওয়ায় মায়ামোহিত ভাব অপসারিত হইল॥ ২৩০ ॥

অহৈতুকী কৃপা-পারাবার গৌরসুন্দর দস্যুদ্বয়ের সকল অপরাধ ক্ষমাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করাইয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিবার অধিকার দিলেন। ইঁহারা জাগতিক-দৃষ্টিতে সমাজ-বিদ্রোহী পাষণ্ড ছিলেন। অত্যন্ত অধমতা হইতে ইঁহাদিগকে সর্ব্বোত্তম বিষ্ণুসেবা-ধিকার প্রদত্ত হইল। প্রাণিকুলের পিতামহ ব্রহ্মা আধিকারিক-বিচারে যে সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত, আজ তদপেক্ষা অধিক সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া ইঁহারা সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণবতা লাভ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা কত বড়, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি নিতান্ত অধম, অযোগ্য জনগণকে নির্হেতুক দয়াপরবশ হইয়া চিরতরে সর্ব্বোত্তম করাইতে পারেন॥ ২৩২ ॥

গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া সপার্ষদ মহাপ্রভুর জগাইমাধাইকে লইয়া উপবেশন ও উভয়ের প্রেমবিকার—

আপ্তগণ সাম্ভাইলা প্রভুর সহিতে।
পড়িল কপাট, কারো শক্তি নাহি যাইতে ॥২৩৬॥
বসিল আসিয়া মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
দুই পাশে শোভে নিত্যানন্দ-গদাধর ॥২৩৭॥
সম্মুখে অদ্বৈত বৈসে মহাপাত্ররাজ।
চারিদিকে বৈসে সব-বৈষ্ণবসমাজ ॥২৩৮॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, প্রভু হরিদাস।
গরুড়, রামাই, শ্রীনিবাস, গঙ্গাদাস ॥২৩৯॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
এ সব জানেন চৈতন্যের সব কার্য্য ॥২৪০॥
অনেক মহান্ত আর চৈতন্য বেড়িয়া।
আনন্দে বসিলা জগাই-মাধাই লইয়া ॥২৪১॥
লোমহর্ষ, মহা-অশ্রু, কম্প সর্ব্ব-গায়।
জগাই-মাধাই দোঁহে গড়াগড়ি যায় ॥২৪২॥

চৈতন্যলীলার বৈশিষ্ট্য ও তদবিশ্বাসীর পরিণাম—

কার শক্তি বুঝিতে চৈতন্য-অভিমত।
দুই দস্যু করে দুই মহাভাগবত ॥২৪৩॥
তপস্বী সন্ন্যাসী করে পরম পাষণ্ড।
এই মত লীলা তান অমৃতের খণ্ড ॥২৪৪॥
ইহাতে বিশ্বাস যা'র, সেই কৃষ্ণ পায়।
ইথে যার সন্দেহ, সে অধঃপাতে যায় ॥২৪৫॥

শুদ্ধা সরস্বতীর কৃপায় জগাই-মাধাইএর গৌরস্তুতি—

জগাই-মাধাই দুই জনে স্তুতি করে।
সবার সহিত শুনে গৌরাঙ্গসুন্দরে ॥২৪৬॥
শুদ্ধা সরস্বতী দুই জনের জিহ্বায়।
বসিলা চৈতন্যচন্দ্র-প্রভুর আজ্ঞায় ॥২৪৭॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যের প্রকাশ একত্র।
দেখিলেন দুই জনে—যার যেই তত্ত্ব ॥২৪৮॥
এই মতে স্তুতি করে দুই মহাশয়।
যে স্তুতি শুনিলে কৃষ্ণ-ভক্তি লভ্য হয় ॥২৪৯॥
"জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ—বিশ্বম্ভর-ধর ॥২৫০॥
জয় জয় নিজনাম-বিনোদ আচার্য্য।
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্ব্বকার্য্য ॥২৫১॥
জয় জয় জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যশরণ ॥২৫২॥

দস্যুদ্বয়ের দর্শন-স্পর্শনে জীবের পাপ-প্রবৃত্তি জাগরূক হয়; কিন্তু ভগবৎকৃপালব্ধ দস্যুদ্বয়ের পাপ-দর্শন অন্য পাপ-নিবৃত্তিকারিণী গঙ্গার স্পর্শনের ন্যায় পবিত্রতা লাভ করিল ॥ ২৩৩ ॥

বৈষ্ণবগণ দস্যুদ্বয়কে তাঁহাদের আত্মীয়জ্ঞানে নিজগণে গণনা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের ভবনে লইয়া গেলেন ॥ ২৩৫ ॥

আপ্তগণ সাম্ভাইল,—প্রভুর নিজ অন্তরঙ্গ জনগণ এবং আত্মসাৎকৃত দস্যুদ্বয় প্রভুর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় অন্যের প্রবেশ-নিবারণজন্য দ্বারবন্ধ হইয়াছিল ॥ ২৩৬ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা অত্যন্ত গম্ভীর ও সাধারণ-বিচারে দুষ্প্রবেশ্য। বহুজন্ম ধরিয়া হরিসেবার অনুকূলে অগ্রসর হইলেও জীবের যে মহাভাগবত-অধিকার হয় না, তাহা ক্ষণমাত্রেই অনধিকারী দস্যুদ্বয়ের প্রাপ্যবিষয় হইল। সুতরাং এই শক্তি বিচার করিবার কাহারও অধিকার নাই ॥ ২৪৩ ॥

ইতরদেবযাজী পাষণ্ডকুল নিজ নিজ বাসনার তাড়নায় যে দুর্ব্বৃত্তাচরণ করিতেছিল, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া তাহারা হরিসেবায় নিযুক্ত হইল। এই মধুর লীলা শ্রীগৌরসুন্দরের জীবকুলকে অমৃতাংশ প্রদানের সমুৎকৃষ্ট আদর্শ ॥ ২৪৪ ॥

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গৌরলীলা বুঝিতে না পারিয়া বিষয়-ভোগে প্রমত্ত হন, তাঁহারা কোনদিনই সেবোন্মুখতা লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের জড়াভিনিবেশ অনিবার্য্য এবং নানাবিধ সাংসারিক ক্লেশ তাঁহাদিগকে চাপিয়া রাখিয়া নিম্নস্তরে অবস্থিত করায়; আর শ্রীগৌর-ভক্তগণ অনায়াসে কৃষ্ণসেবা করিতে সমর্থ হন। যাহারা জড়জগতে প্রলুব্ধ হইয়া ভোগ-কামনা করে, তাহারা ভগবৎসেবা অপেক্ষা জড়বিষয়ের প্রভু হইবার জন্যই প্রযত্ন করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের অধঃপতন অনিবার্য্য। কৃষ্ণসেবোন্মুখতা-লাভই যে একমাত্র পরমার্থ এবং সর্ব্বতো-

জয় জয় শচী-পুত্র করুণার সিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বন্ধু ॥২৫৩॥
জয় রাজপণ্ডিতদুহিতা প্রাণেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ কৃপাময় কলেবর ॥২৫৪॥

সেই জয় প্রভু—তুমি যত কর কাজ।
জয় নিত্যানন্দচন্দ্র বৈষ্ণবাধিরাজ ॥২৫৫॥
জয় জয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধর।
প্রভুর বিগ্রহ—জয় অবধূতবর ॥২৫৬॥

ভাবে আপেক্ষিক প্রয়োজন-লাভের মধ্যে সর্ব্বোত্তম—এই উপলব্ধি না থাকিলে জীব অমঙ্গল হইতে অধিকতর অমঙ্গলে অবতরণ করে। জাগতিক ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী ও সানৃকী ভাষা এবং শব্দোদ্দিষ্ট বিষয়সমূহে জীব প্রলুব্ধ হইলে মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি দ্বারা জড়বিষয়-ভোগে আকৃষ্ট হন। তখন প্রপঞ্চে সুষ্ঠুভাবে আহার-বিহারাদিতে তাহার শ্রদ্ধা সমৃদ্ধ হইতে থাকে, ইহাই তাহার অধঃপতনের কারণ। বহির্ম্মুখ জীব চিৎসাহিত্য আলোচনায় দিন দিন স্বীয় বৈমুখ্যবৃত্তিতে রুচি লাভ করে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যাঁহার বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিবিশিষ্ট শব্দ লাভ ঘটে, তাঁহার প্রকৃতির অতীত নিত্যচিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যে আগ্রহ বাড়িয়া যায়। তিনি তখন শব্দের অবিদ্বদ্-রূঢ়ি আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন ভোগোপকরণকে শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় না জানিয়া বিষ্ণুই যে সকল-ইন্দ্রিয়ের নিত্যগতি, তাহা বুঝিতে পারেন এবং গুরুকৃপায় ও তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাতে শ্রদ্ধান্বিত হন। এইকালে শ্রীরাধা-মদনমোহন-কৃষ্ণজ্ঞান তাঁহাকে জড়ভোগ বিষয়ানুভূতি হইতে রক্ষাবিধান করেন। অভিধেয় কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবার জন্য শ্রীরাধামদনমোহন তৎকালে শ্রীরাধাগোবিন্দ-মূর্ত্তিতে সপরিকরবিশিষ্ট হইয়া সেবানুপাধিকার প্রদানের জন্য আবির্ভূত হন এবং তৎকালে জীব গোপীজনবল্লভের রাসস্থলীতে স্বীয় প্রয়োজনসিদ্ধি লাভ করেন। গৌর-সুন্দরের চরণে শ্রদ্ধার এত মহিমা। গৌরবিদ্বেষী শব্দোচ্চারণ-কারী এবং শব্দার্থবিদ্গণের কপটতায় মূঢ়তা লাভ কখনই শ্রদ্ধা-বৃত্তির বিষয় হওয়া উচিত নয় ॥ ২৪৫ ॥

'শুদ্ধা সরস্বতী' শব্দে জীবের শব্দবিষয়ে বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তির সেবাময়ী মূর্ত্তির অবতারণা। বিদ্যা সরস্বতী জীবকে পুষ্করাসাদী, সানৃকী, খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী ভাষার শব্দসমূহের সহিত শব্দীর ভেদ উৎপন্ন করায়, তাহাতে তাহারা সরস্বতী দেবীকে বিদ্যোপচারে পূজা করিতে গিয়া সরস্বতীপতি হইতে চাহে; কিন্তু শুদ্ধাসরস্বতীর পতি 'নারায়ণ'—এ কথা তাহাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না। সুতরাং বিদ্যা-সরস্বতীপতি হইবার চেষ্টা তাহাদের রাবণ-শিষ্যত্বেই পরিণতি ঘটে ॥ ২৪৭ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভরকে দশ প্রকারে সেবা করিয়া ধারণ করেন। এজন্য তাঁহার নাম—'বিশ্বম্ভরধর'। শ্রীনিত্যানন্দ-চরণাশ্রয়-ব্যতীত জীবের বিশ্বম্ভরের কোন ধারণাই হইতে পারে না ॥ ২৫০ ॥

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥" "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।" শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু—ইঁহারা বিষ্ণুতত্ত্ব। শ্রীচৈতন্যদেব পরম পরাৎপরতত্ত্ব। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—পরাৎপরতত্ত্ব এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু—পরতত্ত্ব। শ্রীগৌর-লীলায় ইঁহারা সকলেই নিজ আচরণ দ্বারা নামবিনোদ-লীলার আচার ও প্রচার করিয়াছেন। যাঁহাদিগের নিজাচরণ শ্রীচৈতন্য-শিক্ষার অনুকূল হয়, তাঁহারাই শ্রীনিত্যানন্দের অধিকারী হইবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ-চরণাশ্রয় করেন। শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্যের যাবতীয় কার্য্যই—নিজ নাম-বিনোদরূপ আচারে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীনিত্যানন্দ-চৈতন্যের সর্ব্বকার্য্যই—আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আচরণে সংশ্লিষ্ট। কেবলাদ্বৈত-বিচারমুখে শ্রীঅদ্বৈতের বাণী নামবিনোদের আচরণ হইতে পৃথক্ বলিয়াই শ্রীচৈতন্য-বাণীতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদের সর্ব্বকার্য্যের প্রতিষ্ঠা প্রচারিত হইয়াছে। সেই প্রচারানুকূলে আচরণ পরিত্যাগ করিয়া 'আচার্য্যনন্দন'-পরিচয়াকাঙ্ক্ষ জগদীশ, বলরাম, স্বরূপ যে আচার-বহির্ভূত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা চৈতন্যনিত্যানন্দের সর্ব্ব-কার্য্যের প্রতিকূল-চেষ্টা। কৃষ্ণ ও গোপালের আচরণ—নাম-বিনোদাচার্য্যের তাৎকালিক অনুকরণ মাত্র। শ্রীমদচ্যুতা-চার্য্য শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আচরণের অনুগমন

জয় জয় অদ্বৈতজীবন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সহস্রবদন নিত্যানন্দ ॥২৫৭॥
জয় গদাধর-প্রাণ, মুরারি-ঈশ্বর।
জয় হরিদাস-বাসুদেব-প্রিয়কর ॥২৫৮॥

পাপী উদ্ধারিলে যত নানা অবতারে।
পরম অদ্ভুত—তাহা ঘোষয়ে সংসারে ॥২৫৯॥
আমা-দুই পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার।
অল্পত্ব পাইল পূর্ব্ব মহিমা তোমার ॥২৬০॥

করায় তাঁহার আচার্য্যত্ব সর্ব্বতোভাবে আদৃত। যে সময় নিজ-নাম-বিনোদাচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর আচরণের বিস্মৃতি তাঁহার অনুগত-পরিচায়কাভিজ্ঞ-জনগণের মধ্যে প্রবলতা লাভ করিয়াছিল, সেই সময়ে শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীগৌড়ীয়গণের আচার্য্য-পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হন। বিষয়জাতীয় আচার্য্য প্রকাশাবতারগণ আশ্রয়জাতীয় আচার্য্যে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সর্ব্বকার্য্য নিহিত করিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশে নামদেবাচার্য্য নামকৌমুদীকার লক্ষ্মীধরের বিচারানুকূলে যে কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছিলেন, সেরূপ ঐশ্বর্য্যমিশ্র বিঠ্ঠলাচার্য্য সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করিলেও আচার্য্য শ্রীনিবাসের নামকীর্ত্তনের সহিত নাম-রসাস্বাদন-লীলা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগৎ লাভ করিয়াছিলেন। অচিন্ত্য-ভেদাভেদবিচার আক্রমণ না করিয়া নিজ-নামবিনোদাচার্য্যগণের অনুসরণে নামভজনপ্রচার-লীলা নাম-বিনোদাচার্য্যগণের অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার গ্রহণের সুষ্ঠু আদর্শ। যাঁহারা নিত্যানন্দ-চৈতন্যের সর্ব্বকার্য্য করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রবিষ্ট, সেই শুদ্ধভক্তির স্রোতে শ্রীনাম-বিনোদের সর্ব্বকার্য্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

'নিজ-নাম' শব্দে 'কৃষ্ণনাম'কেই লক্ষ্য করে। যে কৃষ্ণ-নাম—নামীর সহিত অভিন্ন—যে কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন-প্রচারক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নামসঙ্কীর্ত্তনকারিরূপে কৃষ্ণভজনের সর্ব্বাঙ্গ-সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিয়াছেন—যে নিত্যানন্দ গৌড়ীয়-দিগের নামাচার্য্য হইয়া নিজ-নাম-বিনোদাচার্য্য শ্রীহরি-দাসের সহিত শ্রীনবদ্বীপনগরের গৃহে গৃহে শ্রীচৈতন্যশিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন, সেই নিজ-নাম-বিনোদাচার্য্যগণ নিত্যকাল জয়যুক্ত হউন। প্রাচীন-নবদ্বীপের [illegible]বিশেষ শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে যিনি নিত্যানন্দের নামহট্ট স্থাপনপূর্ব্বক আচরণ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সকল নিজ-নাম-বিনোদাচার্য্যগণ একাধিকবার জয়যুক্ত হউন। "নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন। পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ॥" যে শ্রীগোদ্রুমে নিত্যানন্দের নামহট্ট-প্রচারের ফলে বর্ত্তমান গৌড়ীয়ব্রজজগতে অপরাধশূন্য নামভজনের কথা প্রচারিত হইয়াছে, সেই 'নিজনাম' শব্দে গৌণ-নাম-পরিবর্জ্জিত শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত হইয়াছে। যে শ্রীনিত্যানন্দের নামহট্ট-স্থাপন-প্রভাবে শ্রীঅদ্বৈতাদি-ভক্তবৃন্দ নদীয়ার ঘাটে ঘাটে নামানন্দ বিতরণ করিয়াছিলেন, সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ-বেদান্ত-প্রতিপাদ্য নামভজন-প্রণালীর আচরণশীল জনগণ সর্ব্বতোভাবে জয়-যুক্ত হউন ॥ ২৫১ ॥

শ্রীসনাতন মিশ্র রাজপণ্ডিতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। শ্রীগীতগোবিন্দ-লেখক জয়দেবপ্রমুখ কবিগণ 'রাজপণ্ডিত' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেই রাজপণ্ডিত-বংশেরই দুহিতৃসূত্রে শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীশ্রীগৌরনারায়ণ সেবা করিবার জন্য অবতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-নারায়ণের ঐশ্বর্য্য হইতে বিপ্রলম্ভচেষ্টা প্রদর্শন দেখিয়া লক্ষ্মী স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভগবানের বিপ্রলম্ভলীলার সেবা করিবার জন্য বৈকুণ্ঠের সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিহার করিয়া শ্রীচৈতন্য-লীলার শ্রীচৈতন্য-সেবায় স্বীয় বিপ্রলম্ভানুগত্য প্রকটিত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের গৌরলীলায় সম্ভোগ-রসের বিচারসমৃদ্ধির জন্য যে বিপ্রলম্ভ দুর্ভাগ্য জনগণের পরম বরণীয়, তাহা দেখাইবার জন্যই গৌরসুন্দরের রাজপণ্ডিত দুহিতৃপ্রাণেশ্বরত্ব। ঐ লীলা জয়যুক্ত হউন। ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, সাংকী, পুষ্করসাদী প্রভৃতি আকর ভাষাসমূহ হইতে উত্থিত বিভিন্ন ভাষার শব্দসমূহ যে পাণ্ডিত্য বিকাশ করে সেই পাণ্ডিত্য বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিপ্রকাশে ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়ে। জড়ভোগ-পিপাসা জীবকে অবিদ্যাগ্রস্ত করিয়া সেবাবিমুখ করায়। কিন্তু শ্রীজয়দেবাদি চিন্ময়কবিসমূহ অষ্টাধ্যায়ী গীত-গোবিন্দের প্রারম্ভ-শ্লোকে তাঁহাদের বংশে জাতা শক্তির শক্তিমত্তত্ত্ব-বিজ্ঞানে ভাবিবিচারের প্রাকট্য সাধন করিয়া-ছিলেন ॥ ২৫৪ ॥

অজামিল-উদ্ধারের যতেক মহত্ব।
আমার উদ্ধারে সেহো পাইল অল্পত্ব॥২৬১॥
সত্য কহি,—আমি কিছু স্তুতি নাহি করি।
উচিতেই অজামিল মুক্তি-অধিকারী॥২৬২॥
কোটি ব্রহ্ম বধি' যদি তব নাম লয়।
সত্য মোক্ষ-পদ তার—বেদে সত্য কয়॥২৬৩॥
হেন নাম অজামিল কৈলা উচ্চারণ।
তেঞি চিত্র নহে অজামিলের মোচন॥২৬৪॥
বেদ-সত্য স্থাপিতে তোমার অবতার।
মিথ্যা হয় বেদ তবে, না কৈলে উদ্ধার॥২৬৫॥
মোরা দ্রোহ কৈলুঁ প্রিয় শরীরে তোমার।
তথাপিও আমা-দুই করিলে উদ্ধার॥২৬৬॥
এবে বুঝি' দেখ প্রভু, আপনার মনে।
কত কোটি অন্তর আমরা দুই জনে॥২৬৭॥
'নারায়ণ'-নাম শুনি' অজামিলমুখে।
চারি মহাজন আইলা, সেই জন দেখে॥২৬৮॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—বৈষ্ণবাধিরাজ। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ বিপ্রলম্ভরসাশ্রিত ভগবৎসেবায় সর্ব্বদা উৎকণ্ঠ। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেই কৃষ্ণান্বেষণ-লীলায় কৃষ্ণসেবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ প্রদর্শন করিয়া ভগবান্ গৌরসুন্দরের আধিরাজ্য লাভ করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ যেরূপ কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলায় শ্রীচৈতন্য-মহাবদান্যের বিতরণ করিয়াছেন, সেরূপ গৌড়ীয়কে আর কেহই কৃপা করেন নাই। তাঁহার কৃপায় শ্রীগদাধর-শ্রীরূপ-সনাতন-স্বরূপ-রঘুনাথাদি ভগবান্ গৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গজনগণের সেবায় অধিকার লাভ প্রপঞ্চাগত জীবগণের সম্ভাবনা আছে—এরূপ আশার সঞ্চার করিয়াছেন। যিনি "পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ"—সেই বৈষ্ণবাধিরাজ নিত্যানন্দের নামবিনোদ-কার্য্যই আচার্য্যত্ব। সেই বস্তুর বহুবচনান্ত জয়োৎকর্ষতা হউক॥ ২৫৫॥

তথ্য। "ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহাচার্য্যহাঘবান্। শ্বাদঃ পুক্কশকো বাপি শুধ্যেরন্ যস্য কীর্ত্তনাৎ॥" (—ভাঃ ৬।১৩।৮); "ব্রহ্মহা মেধাবী বা বালহা গোঘ্ন এব চ। মুচ্যতে নামমাত্রেণ প্রসাদাৎ কেশবস্যাতু॥" (—পাদ্মোত্তর ৫১ অঃ)॥ ২৬৩॥

জগতে যত প্রকার অপরাধ হইতে পারে, সর্ব্বাপেক্ষা বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের বিদ্বেষ করা ও বিষ্ণুভক্তি-রহিত করিয়া ব্রাহ্মণতার সংহার করার তুল্য অপরাধ আর নাই। চতুর্দ্দশ-লোকমধ্যে ব্রহ্মজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা। সেই ব্রহ্মজ্ঞকুলের মধ্যে বিষ্ণুভক্তি একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞতার উপাস্ত ফল এবং বিষ্ণুভক্তিপ্রভাবে ভগবৎপ্রেমাই চরম ফলরূপে কথিত হইয়াছে। ভক্তির বিদ্বেষ করিলে জীবের নামভজনে রুচি হয় না। তখনই ভক্তি বিনা অন্য পথ-গ্রহণের অনুরাগ দেখা যায়। উহাই 'ব্রহ্মবধ'; কিন্তু তাদৃশ ব্রহ্মবধ করিয়াও যদি ভক্তপ্রসাদজ ভাবানুগমনে জীবের নামভজন-প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহা হইলে কোটী কোটী ব্রহ্মজ্ঞ-বধের অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া নাম-নামীর অভিন্নতা উপলব্ধ হয়। সেইকালে জীবের শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়ি স্তব্ধ হইয়া পড়ে। কৃষ্ণনামই—কৃষ্ণ এবং তদ্ভিন্ন ইতর-শব্দাদি বিদ্বদ্রূঢ়িতে প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের ভেদকল্পনা-জন্য মহা অমঙ্গল বরণ করিয়া জীব কৃষ্ণবৈমুখ্য-লাভে শব্দসমূহের অন্যার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তির সহিত বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তির অবরতা-বৈষম্য নিরস্ত করিয়া চিন্তা ভোগ্য জগতের ভেদ নাশ করে। সুতরাং প্রাপঞ্চিক ভোগ-বুদ্ধি হইতে জীবের পরিত্রাণ-লাভ ঘটে।

অজামিল নানাপ্রকার কুভোগে আবদ্ধ ছিল। ভগবানের নামোচ্চারণ-প্রভাবে তাহা হইতে তাহার মুক্তি হইয়াছিল। সাধারণ-বিচারে বৈকুণ্ঠ-নামকে প্রাপঞ্চিক শব্দজ্ঞানে যে অবিচার উপস্থিত হয়, তাহাতে ব্রহ্মবধ প্রভৃতি বৈকুণ্ঠ-নামের দ্বারা অপসারিত হয় না। কিন্তু যাঁহারা সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনবিশিষ্ট, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, বৈকুণ্ঠ-নামোচ্চারণ-ফলে অজামিলের মুক্তি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে॥ ২৬৪॥

আমরা পাপ-পরায়ণ জীব। বৈকুণ্ঠ-নামের দ্বারাই আমাদের উদ্ধারের কথা বেদ-শাস্ত্রে কথিত আছে। সেই সত্যজ্ঞান স্থাপন করিতেই তোমার অবতার। তুমি যদি আমাদিগকে উদ্ধার না কর, তাহা হইলে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বেদ-বিরোধি-সম্প্রদায় সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন জ্ঞানকে 'মিথ্যা' মনে করিবে॥ ২৬৫॥

আমি দেখিলাম তোমা—রক্ত পাড়ি' অঙ্গে।
সাঙ্গোপাঙ্গ, অস্ত্র, পারিষদ সব সঙ্গে ॥২৬৯॥
গোপ্য করি' রাখিছিলা এ সব মহিমা।
এবে ব্যক্ত হইল প্রভু, মহিমার সীমা ॥২৭০॥
এবে সে হইল বেদ—মহাবলবন্ত।
এবে সে বড়াঞি করি' গাইব অনন্ত ॥২৭১॥
এবে সে বিদিত হইল গোপ্য গুণগ্রাম।
'নির্লক্ষ্য-উদ্ধার'—প্রভু, ইহার সে নাম ॥২৭২॥
যদি বল—কংস-আদি যত দৈত্যগণ।
তাহারাও দ্রোহ করি' পাইল মোচন ॥২৭৩॥
কত লক্ষ্য আছে তথি, দেখ নিজ মনে।
নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন্দ্রগণে ॥২৭৪॥
তোমা সনে যুঝিলেক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে।
ভয়ে তোমা নিরবধি চিন্তিলেক মর্ম্মে ॥২৭৫॥
তথাপি নারিল দ্রোহপাপ এড়াইতে।
পড়িল নরেন্দ্র-সব বংশের সহিতে ॥২৭৬॥
তোমারে দেখিয়া নিজ জীবন ছাড়িলা।
তবে কোন্ মহাজনে তারে পরশিলা ॥২৭৭॥
আমারে পরশে এবে ভাগবতগণে।
ছায়া ছুঞি' যেই জল কৈলা গঙ্গাস্নানে ॥২৭৮॥
সর্ব্বমতে প্রভু, তোর এ মহিমা বড়।
কাহারে ভাণ্ডিব ? সবে জানিলেক দঢ় ॥২৭৯॥
মহাভক্ত গজরাজ করিল স্তবন।
একান্ত শরণ দেখি' করিলা মোচন ॥২৮০॥
দৈবে সে উপমা নহে অসুরা পুতনা।
অঘ-বক-আদি যত কেহ নহে সীমা ॥২৮১॥
ছাড়িয়া সে দেহ তারা গেল দিব্যগতি।
বেদ বিনে তাহা দেখে কাহার শকতি ? ২৮২॥
যে করিলা এই দুই পাতকি-শরীরে।
সাক্ষাতে দেখিল ইহা সকল সংসারে ॥২৮৩॥
যতেক করিলা তুমি পাতকি-উদ্ধার।
কারো কোনরূপ লক্ষ্য আছে সবাকার ॥২৮৪॥

বেদ-বিরোধী তার্কিক-সম্প্রদায়ের বিচার এই যে, তাহারা লৌকিক কর্ম্মফলের উপরে অধিক নির্ভর করে। আমরা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তোমাকে আক্রমণ করিয়াছিলাম, তর্কহত বিচারে আমাদিগকে দণ্ডবিধান করাই তোমার স্বভাব হওয়া উচিত। কিন্তু তাহার প্রতিকূলে তুমি আমাদিগকে উদ্ধার করিলে। এই লোকাতীত জ্ঞান—বেদ-প্রতিপাদ্য ॥ ২৬৬ ॥

আমাদের দ্রোহ, আর তোমার কৃপা—এই দুইটী বিষয় বিবেচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, তোমার ও আমাদের মধ্যে কত কোটি প্রভেদ ॥ ২৬৭ ॥

অজামিল যে সময় 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই সময় বৈকুণ্ঠদূত-চতুষ্টয় তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন, অজামিল তাহা দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ২৬৮ ॥

আমরা বিদ্বেষ করিয়া তোমার অঙ্গে আঘাত করায় রক্তপাত হইল। তাহার ফলে আমরা তোমার অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পারিষদ—সকলের পরিচয় পাইলাম। 'অঙ্গ' শব্দে—নিত্যানন্দ-অদ্বৈত, 'উপাঙ্গ' শব্দে—শ্রীবাসাদি ভক্তগণ, 'অস্ত্র'—হরিনাম এবং 'পার্ষদ'—গদাধর, দামোদর, স্বরূপ প্রভৃতি। অন্য-বিচারে—'অঙ্গ'—কৃষ্ণের পরম মনোহরত্ব, 'উপাঙ্গ' শব্দে—ভূষণ, মহাভাববৈশিষ্ট্য—অস্ত্র, সর্ব্বদৈকান্তবাসী—পার্ষদসমূহ ॥ ২৬৯ ॥

তোমার প্রভাবে ও আচরণে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব পরম পরিস্ফুট হইল। সুতরাং অনন্তদেব এখন উচ্চকণ্ঠে বৈদিক সত্য গান করিতে পারিবেন ॥ ২৭১ ॥

তোমার গোপনীয় গুণগ্রাম এক্ষণে লোকে প্রকাশিত হইল। অহৈতুকী কৃপা করিয়া অযোগ্য জীবের উদ্ধারের ইহাই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ॥ ২৭২ ॥

তোমার মনে গুপ্তভাবে কত উদ্দেশ্য আছে, তাহা স্বয়ম্বরকালে বিরোধকারী নৃপতিবৃন্দ দেখিতে পাইলেন ॥ (—ভাঃ ১০।৫৩-৫৪ অঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ২৭৪-২৭৬ ॥

যে-সকল ভাগবত আমাদের ছায়া স্পর্শ করিলে গঙ্গাস্নান করিয়া পাপ-নির্ম্মুক্ত হইতেন, তাঁহারাই এক্ষণে আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছেন ॥ ২৭৮ ॥

তথ্য। ত্রিকূট পর্ব্বতের দ্রোণীদেশে বরুণের ঋতুমৎ-উদ্যানে এক পরম মনোহর সরোবর আছে। একদা এক গজ

নির্লজ্জে তারিলা ব্রহ্মদৈত্য দুইজন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ॥" ২৮৫॥
বলিয়া বলিয়া কান্দে জগাই-মাধাই।
এমত অপূর্ব্ব করে চৈতন্য গোসাঞি॥২৮৬॥

অপূর্ব্ব-দর্শনে বৈষ্ণবগণের বিস্ময় ও গৌরস্তুতি—

যতেক বৈষ্ণবগণ অপূর্ব্ব দেখিয়া।
যোড়হাতে স্তুতি করে সবে দাণ্ডাইয়া॥২৮৭॥
"যে স্তুতি করিল প্রভু এ দুই মদ্যপে।
তোর কৃপা বিনা ইহা জানে কার বাপে॥২৮৮॥
তোমার অচিন্ত্য-শক্তি কে বুঝিতে পারে?
যখন যেরূপে কৃপা করহ যাহারে॥" ২৮৯॥

মহাপ্রভুর জগাই-মাধাইকে সেবকরূপে অঙ্গীকার এবং বৈষ্ণবকৃপার বৈশিষ্ট্যপ্রদর্শনার্থ বৈষ্ণবগণের নিকট উভয়ের জন্য কৃপাভিক্ষা—

প্রভু বলে,—"এ দুই মদ্যপ নহে আর।
আজি হৈতে এই দুই সেবক আমার॥২৯০॥
সবে মিলে অনুগ্রহ কর এ দু'য়েরে।
জন্মে জন্মে আর যেন আমা না পাসরে॥২৯১॥
যেরূপে যাহার ঠাঁই আছে অপরাধ।
ক্ষমিয়া এ দুই প্রতি করহ প্রসাদ॥" ২৯২॥

জগাই-মাধাইর ভক্তগণের চরণ-ধারণ ও ভক্তগণের আশীর্ব্বাদ—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই-মাধাই।
সবার চরণ ধরি' পড়িলা তথাই॥২৯৩॥
সর্ব্ব-মহাভাগবত কৈল আশীর্ব্বাদ।
জগাই মাধাই হইল নিরপরাধ॥২৯৪॥

মহাপ্রভুর জগাই-মাধাইকে আশ্বাস, নিত্যানন্দকৃপার বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন, উভয়ের পাপগ্রহণ ও তৎসাক্ষ্য-নিমিত্ত নিজাঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ প্রদর্শন, তদ্দর্শনে অদ্বৈতের উক্তি—

প্রভু বলে,—"উঠ উঠ জগাই মাধাই।
হইলা আমার দাস—আর চিন্তা নাই॥২৯৫॥
তুমি-দুই যত কিছু করিলে স্তবন।
পরম সুসত্য—কিছু না হয় খণ্ডন॥২৯৬॥
এ শরীরে কভু কারো হেন নাহি হয়।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে জানিহ নিশ্চয়॥২৯৭॥
তো-সবার যত পাপ মুঞি নিলুঁ সব।
সাক্ষাতে দেখহ ভাই, এই অনুভব॥" ২৯৮॥
দুই জন-শরীরে পাতক নাহি আর।
ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া-আকার॥২৯৯॥
প্রভু বলে,—"তোমরা আমারে দেখ কেন?"
অদ্বৈত বলয়ে,—"শ্রীগোকুলচন্দ্র যেন॥" ৩০০॥

অদ্বৈতোক্তিতে প্রভুর হাস্য ও বৈষ্ণবগণের হরিধ্বনি—

অদ্বৈত-প্রতিজ্ঞা শুনি' হাসে বিশ্বম্ভর।
'হরি' বলি' ধ্বনি করে সব-অনুচর॥৩০১॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনে জগাইমাধাইর পাতকের বৈষ্ণবনিন্দক-শরীরে অশ্রয় ও উভয়ের পাপমুক্তি—

প্রভু বলে,—"কালা দেখ দুইর পাতকে।
কীর্ত্তন করহ— সব যাউক নিন্দকে॥" ৩০২॥

প্রভুবাক্যে সকলের উল্লাস ও নৃত্যকীর্ত্তন—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সবার উল্লাস।
মহানন্দে হইল কীর্ত্তন-পরকাশ॥৩০৩॥

করিণীগণ সহ তথায় আগমনপূর্ব্বক জলক্রীড়ায় মত্ত হইলে একটী বলবান্ কুম্ভীর গজেন্দ্রের পাদদেশ আক্রমণ করে। গজেন্দ্র অব্যাহতিলাভের চেষ্টায় সহস্র বৎসর ঐ কুম্ভীরের সহিত যুদ্ধ করিয়াও গ্রাহগ্রাস হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারিয়া এবং ক্রমশঃ হীনবল ও অনন্যোপায় হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন স্তোত্রে শ্রীহরির স্তব করিতে থাকিলে ভগবান্ হরি তথায় আবির্ভূত হইয়া চক্রের দ্বারা নক্রের বদন ছিন্ন করিয়া গজেন্দ্রকে মুক্তি প্রদান করেন। (—ভাঃ ৮।২-৩ অঃ) ॥২৮০॥

মহাপ্রভু বলিলেন,—"ভাই সকল, জগাই-মাধাইএর যত পাপ, তাহা সকলই আমি গ্রহণ করিলাম। তোমরা সকলেই অনুভব করিতে পারিবে॥" ২৯৮॥

জগাই-মাধাইএর সকল পাপ মহাপ্রভুর কলেবরে আশ্রয় করায় শরীর কাল হইয়া গেল। অদ্বৈতপ্রভু বলিলেন,—"গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ শ্রীগোকুলচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন॥" ২৯৯॥

কেন—কিরূপ॥ ৩০১॥

নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
বেড়িয়া বৈষ্ণব-সব যশঃ গায় রঙ্গে ॥৩০৪॥
নাচয়ে অদ্বৈত,—যার লাগি' অবতার।
যাহার কারণে হৈল জগত-উদ্ধার ॥৩০৫॥
কীর্ত্তন করয়ে সবে দিয়া করতালি।
সবাই করেন নৃত্য হয়ে কুতুহলী ॥৩০৬॥
প্রভু-প্রতি মহানন্দে কারো নাহি ভয়।
প্রভু-সঙ্গে কত লক্ষ ঠেলাঠেলি হয় ॥৩০৭॥

জগাই-মাধাই উদ্ধার লীলা দর্শনে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার আনন্দ—

বধূসঙ্গে দেখে আই ঘরের ভিতরে।
বসিয়া ভাসয়ে আই আনন্দ-সাগরে ॥৩০৮॥

মদ্যপদ্বয়ের সৌভাগ্যে সকলের অনিবার্য্য প্রেমাবেশ—

সবেই পরমানন্দ দেখিয়া প্রকাশ।
কাহারো না ঘুচে কৃষ্ণাবেশের উল্লাস ॥৩০৯॥
যা'র অঙ্গ পরশিতে রমা ভয় পায়।
সে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গে মদ্যপ নাচয় ॥৩১০॥

বৈষ্ণবনিন্দাবিহীনের চৈতন্যকৃপা সুলভ এবং বৈষ্ণবনিন্দকের দুর্গতি—

মদ্যপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্য গোসাঞি।
বৈষ্ণবনিন্দকে কুম্ভীপাকে দিলা ঠাঞি ॥৩১১॥
নিন্দায় না বাড়ে ধর্ম্ম—সবে পাপ লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা সব মহাভাগ ॥৩১২॥
দুই দস্যু দুই মহাভাগবত করি'।
গণের সহিত নাচে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥৩১৩॥

মহাপ্রভুর কৃপায় দুই দস্যুর মহাভাগবতত্ব লাভ; প্রভু-পার্শ্বে উপবিষ্ট বৈষ্ণবগণের ধূলিধূসরিতাবস্থায়ও আবিলতাশূন্য জ্ঞান—

নৃত্যাবেশে বসিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
বসিলা চৌদিকে বেড়ি' বৈষ্ণব-মণ্ডল ॥৩১৪॥
সর্ব্ব-অঙ্গে ধূলা চারি-অঙ্গুলি-প্রমাণ।
তথাপি সবার অঙ্গ 'নির্ম্মল' গেয়ান ॥৩১৫॥

গৌরসুন্দরের জগাইমাধাইর দেহ আত্মসাৎ ও তদুভয় দেহের অপ্রাকৃতত্ব খ্যাপন—

পূর্ব্ববৎ হৈলা প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
হাসিয়া সবারে বলে প্রভু বিশ্বম্ভর ॥৩১৬॥
"এ দু'য়েরে পাপী-হেন না করিহ মনে।
এ-দুয়ের পাপ মুঞি দহিলুঁ আপনে ॥৩১৭॥
সর্ব্বদেহে মুঞি করোঁ, বোলোঁ, চলোঁ, খাঙ।
তবে দেহপাত, যবে মুঞি চলি যাঙ ॥৩১৮॥
যেই দেহে অল্প দুঃখে জীব ডাক ছাড়ে।
মুঞি বিনা সেই দেহ পুড়িলে না নড়ে ॥৩১৯॥

মহাপ্রভু বলিলেন,—"জগাই মাধাইর পাপ-সমূহ কৃষ্ণবর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট। তোমরা সকলে হরিকীর্ত্তন কর, তাহা হইলে এই পাপ-কালিমা পাতক ও নিন্দকশ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় করিবে এবং জগাই-মাধাই পাপ-নির্ম্মুক্ত হইবে।" ৩০২॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শচীমাতা গৃহ হইতে জগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীলা দর্শন করিলেন। তাহাতে তাঁহারা আনন্দে মগ্ন হইলেন ॥ ৩০৮ ॥

ভগবদ্ভক্তগণ জগতে কাহারও নিন্দা করেন না। নিন্দাকারী 'পাপী' বা 'অধার্ম্মিক' নামে প্রসিদ্ধ। অবিদ্যমান দোষারোপের নাম—নিন্দা। যাহারা অবাস্তব উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া পরদ্রোহ-মানসে অপরের প্রশংসা সহ্য করিতে না পারিয়া অবৈধভাবে দোষারোপ করে, তাহাদের দিন-দিনই অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। অনিন্দনীয় বৈষ্ণবের প্রতি যে ব্যক্তি বিদ্বেষ করিয়া দোষের আরোপ করে, তাহাকে কুম্ভীপাক নরকে পতিত হইয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। "সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে"—এই কথা বুঝিতে না পারিয়া যে-সকল পাপ-মতি জন অবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবের সমজ্ঞান করে, তাহাদেরও কোনদিন সুবিধা হয় না। অবৈষ্ণবাচারের নিন্দা 'সদুপদেশ'-শব্দ-বাচ্য। বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত জীবের যাবতীয় অনুষ্ঠান—নিন্দার্হ। বিষ্ণুভক্তির ছলনায় পাষণ্ডিগণ অনেক সময় নিন্দিত কর্ম্ম করে। সেইগুলি পরিহার করিবার উপদেশকে 'নিন্দা' বলা যাইবে না ॥৩১২॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া যে-সকল বৈষ্ণব সর্ব্বাঙ্গে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ ধূলা মাখিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বহির্দর্শনে মলিনতা দেখা গেলেও তাঁহারা সকলেই পূর্ণপ্রজ্ঞ এবং আবিলতাশূন্য পরমজ্ঞানী ॥ ৩১৫-১৬ ॥

তবে যে জীবের দুঃখ—করে অহঙ্কার।
'মুঞি করোঁ, বলোঁ' বলি' পায় মহা-মার ॥৩২০॥
এতেকে যতেক কৈল এই দুই জনে।
করিলাঙ আমি, ঘুচাইলাম আপনে ॥৩২১॥
ইহা জানি' এ দু'য়েরে সকল বৈষ্ণব।
দেখিবা অভেদ-দৃষ্ট্যে যেন তুমি-সব ॥৩২২॥

ভক্তের মুখে ভগবানের আহার—

শুন এই আজ্ঞা মোর, যে হও আমার।
এ দু'য়েরে শ্রদ্ধা করি' যে দিব আহার ॥৩২৩॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে যত মধু বৈসে।
সে হয় কৃষ্ণের মুখে দিলে প্রেমরসে ॥৩২৪॥
এ দু'য়ের বট মাত্র দিবে যেই জন।
তা'র সে কৃষ্ণের মুখে মধু-সমর্পণ ॥৩২৫॥

নন্নমাতৃক-ন্যায়াবলম্বনে ভক্তের পূর্ব্বাবস্থার বিচার—দোষাবহ—

এ দুইজনেরে যে করিব পরিহাস।
এ দু'য়ের অপরাধে তার সর্ব্বনাশ ॥" ৩২৬॥

জগাই-মাধাইর প্রতি বৈষ্ণবগণের বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদর্শন—

শুনিয়া বৈষ্ণবগণ কান্দে মহাপ্রেমে।
জগাই-মাধাই-প্রতি করে পরণামে ॥৩২৭॥

ভক্তগণসহ প্রভুর গঙ্গাস্নানার্থ গমন ও বিবিধ জলক্রীড়া—

প্রভু বলে,—"শুন সব ভাগবতগণ।
চল সবে যাই ভাগীরথীর চরণ ॥" ৩২৮॥
সর্ব্বগণ-সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
পড়িলা জাহ্নবী-জলে বনমালাধর ॥৩২৯॥

দিব্যজ্ঞান লাভ করিলে জীবের ত্রিবিধ অহঙ্কার থাকে না। তখন জীব ভগবৎপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া মুক্ত হন। "দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম। সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয় ॥" শ্রীগৌরসুন্দর জগাই-মাধাইএর দেহ আত্মসাৎ করিয়া যে-সকল আনুষ্ঠানিক কার্য্য করান, যাহা কিছু বলান, যেরূপভাবে আচরণ এবং ভোজন করান, সে সকলই বিষ্ণুসেবার অনুকূলে সাধিত হয়। এইরূপে ভগবৎসেবোন্মুখ করাইয়া সেব্য ভগবান্ সেবকাশ্রয়ের সহিত পাঞ্চভৌতিক-দেহ প্রপঞ্চে সংরক্ষিত করিয়া চলিয়া যান ॥ ৩১৮ ॥

বদ্ধজীব সামান্য মাত্র দুঃখ পাইয়া অসহন-ধর্ম্ম-বশে চীৎকার করিতে থাকে। তদ্দেহ হইতে ভগবান্ ও ভক্ত চলিয়া গেলে সেই শরীরটীকে অগ্নি-দগ্ধ করিলেও তাহাতে নিজাধিষ্ঠানের পরিচয় দেয় না। ভগবান্—অপ্রাকৃত বিভু-চৈতন্য, জীব—অণুচিৎ পদার্থ। চেতনের অভাবে চিন্ময়ী সেবা-প্রবৃত্তি না থাকিলে ত্রিবিধ অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া স্বতন্ত্রতা দেখাইতে থাকে। ভগবৎসেবোন্মুখ হইলে এই স্বতন্ত্রতার সুষ্ঠু অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু ভগবৎসেবা-বিমুখ জনের ত্রিবিধ-অহঙ্কার-চালিত ইন্দ্রিয়গুলি শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ন্যূনাধিক অচিদ্ধর্ম্মেরই পরিচয় প্রদান করে ॥ ৩১৯ ॥

জীব ভগবদ্বিমুখ হইয়া আপনাকে প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত ও প্রাকৃত মনে করায় ত্রিবিধ অহঙ্কার আসিয়া তাহাকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করে। তখনই সে ত্রিতাপক্লিষ্ট হইয়া "আমি কর্ত্তা", "আমি ভোক্তা" প্রভৃতি অভিমানবিশিষ্ট হয় ॥ ৩২০ ॥

জগাই মাধাই এইরূপ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া স্বীয়স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতেছিল। আমি স্বয়ং তাহাদিগের ঐ অমঙ্গল নাশ করিলাম অর্থাৎ তাহাদিগের স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহারজনিত 'করিলাম', 'বলিলাম' প্রভৃতি কুবিচার হইতে মুক্ত করিলাম ॥ ৩২১ ॥

ভগবান্ ভক্তের মুখে আস্বাদন করেন। ভক্ত অভক্তের ন্যায় কোন জড়দ্রব্য ভোগ করেন না। তিনি সকল দ্রব্য ভগবানকে ভোগ করাইয়া তদুচ্ছিষ্ট-গ্রহণরূপ সেবা-কার্য্যে সতত নিযুক্ত থাকেন বলিয়া কোন ভগবদ্ভক্তকে সামান্য মাত্র খাদ্য-দ্রব্য দিলে শ্রীকৃষ্ণকে মিষ্টপ্রদানরূপ ফল লাভ ঘটে। এতৎপ্রসঙ্গে এই অধ্যায়ের ২২৮ শ্লোকের গৌড়ীয়-ভাষ্য আলোচ্য ॥ ৩২৫ ॥

পূর্ব্ব পাপ বিচার করিয়া যাহারা "নন্নমাতৃক-ন্যায়" অবলম্বন পূর্ব্বক জগাই-মাধাইকে পরবর্ত্তী সময়েও পাপী জ্ঞান করিবেন, তাঁহারা উঁহাদের চরণে অপরাধী হইয়া নিজ সর্ব্বনাশ আনয়ন করিবেন। "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য

কীর্ত্তন-আনন্দে মত্ত ভাগবতগণ।
শিশুপ্রায় চঞ্চলচরিত্র সর্ব্বক্ষণ ॥৩৩০॥
মহাভব্য বৃদ্ধ সব—সেহ শিশুমতি।
এই মত হয় বিষ্ণুভক্তির শকতি ॥৩৩১॥
গঙ্গাস্নান-মহোৎসবে কীর্ত্তনের শেষে।
প্রভু-ভৃত্য-বুদ্ধি গেল আনন্দ-আবেশে ॥৩৩২॥
জল দেয় প্রভু সর্ব্ববৈষ্ণবের গায়।
কেহ নাহি পারে—সবে হারিয়া পলায় ॥৩৩৩॥
জলযুদ্ধ করে প্রভু যা'র যা'র সঙ্গে।
কতক্ষণ যুদ্ধ করি' সবে দেয় ভঙ্গে ॥৩৩৪॥
ক্ষণে কেলি অদ্বৈত-গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দে।
ক্ষণে কেলি হরিদাস-শ্রীবাস-মুকুন্দে ॥৩৩৫॥
শ্রীগর্ভ, শ্রীসদাশিব, মুরারি, শ্রীমান্।
পুরুষোত্তম, মুকুন্দ, সঞ্জয়, বুদ্ধিমন্তখান ॥৩৩৬॥
বিদ্যানিধি, গঙ্গাদাস, জগদীশ নাম।
গোপীনাথ, হরিদাস, গরুড়, শ্রীরাম ॥৩৩৭॥
গোবিন্দ, শ্রীধর, কৃষ্ণানন্দ, কাশীশ্বর।
জগদানন্দ, গোবিন্দানন্দ, শ্রীশুক্লাম্বর ॥৩৩৮॥
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য—কত জানি নাম।
বেদব্যাস হৈতে ব্যক্ত হইব পুরাণ ॥৩৩৯॥
অন্যোন্যে সর্ব্বজন জলকেলি করে।
পরানন্দ-রসে কেহ জিনে, কেহ হারে ॥৩৪০॥
গদাধর-গৌরাঙ্গে মিলিয়া জলকেলি।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে খেলয়ে দোঁহে মিলি' ॥৩৪১॥

জলক্রীড়াপ্রসঙ্গে অদ্বৈত-নিত্যানন্দের প্রেমকলহ—

অদ্বৈত-নয়নে নিত্যানন্দ কুতূহলী।
নির্ঘাতে মারিয়া জল দিল মহাবলী ॥৩৪২॥
দুই চক্ষু অদ্বৈত মেলিতে নাহি পারে।
মহা-ক্রোধাবেশে প্রভু গালাগালি পাড়ে ॥৩৪৩॥
"নিত্যানন্দ-মন্তপে করিল চক্ষু কাণ।
কোথা হৈতে মন্তপের হৈল উপস্থান ॥৩৪৪॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই।
কোথাকার অবধূতে আনি' দিল ঠাঞি ॥৩৪৫॥
শচীর নন্দন চোরা এত কর্ম্ম করে।
নিরবধি অবধূত-সংহতি বিহরে॥" ৩৪৬॥
নিত্যানন্দ বলে,—"মুখে নাহি বা'স লাজ।
হারিলে আপনে—আর কন্দলে কি কাজ?"৩৪৭॥
গৌরচন্দ্র বলে,—"একবারে নাহি জানি।
তিনবার হইলে সে হার-জিত মানি॥" ৩৪৮॥
আরবার জলযুদ্ধ অদ্বৈত-নিতাই।
কৌতুক লাগিয়া এক-দেহ—দুই ঠাঞি ॥৩৪৯॥
দুইজনে জলযুদ্ধ—কেহ নাহি পারে।
এক বার জিনে কেহ, আর বার হারে ॥৩৫০॥
আরবার নিত্যানন্দ সংভ্রম পাইয়া।
দিলেন নয়নে জল নির্ঘাত করিয়া ॥৩৫১॥
অদ্বৈত পাইয়া দুঃখ' বলে,—"মাতালিয়া।
সন্ন্যাসী না হয় কভু ব্রাহ্মণ বধিয়া ॥৩৫২॥
পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত।
কুল, জন্ম, জাতি কেহ না জানে কোথাত ॥৩৫৩॥
পিতা, মাতা, গুরু,—নাহি জানি যে কিরূপ?
খায়, পরে সকল, বলায় 'অবধূত'॥" ৩৫৪॥
নিত্যানন্দ-প্রতি স্তব করে ব্যপদেশে।
শুনি' নিত্যানন্দ-প্রভু গণসহ হাসে ॥৩৫৫॥
"সংহারিমু সকল, মোহার দোষ নাই।"
এত বলি' ক্রোধে জলে আচার্য্য-গোসাঞি॥৩৫৬॥

পঞ্চেৎ" এবং "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকদ্বয় এতৎ-প্রসঙ্গে আলোচ্য ॥ ৩২৬ ॥

বনমালাধর—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু ॥ ৩২৯ ॥

মহাভব্য—পরম শিষ্টাচার বিশিষ্ট; যেরূপ যোগ্যতা সজ্জনসমাজে প্রয়োজনীয়, সেইরূপ গুণবিশিষ্ট; ভব্য,—অচঞ্চল ॥ ৩৩১ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের ভৃত্যসংখ্যা—অসংখ্য। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব পুরাণাদি ঐতিহ্য-গ্রন্থে চৈতন্য-ভৃত্যগণের কথা লিপিবদ্ধ করিবেন ॥ ৩৩৯ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর চক্ষুর্দ্বয়ে জলের ঝাপ্টা মারায় অদ্বৈত-প্রভু প্রণয়কলহ-ছলনায় নিত্যানন্দকে 'মন্তপ' সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"এই মাতালটী কোথা

আচার্য্যের ক্রোধে হাসে ভাগবতগণ।
ক্রোধে তত্ত্ব কহে—যেন শুনি' কুবচন ॥৩৫৭॥
হেন রস-কলহের মর্ম্ম না বুঝিয়া।
ভিন্ন-জ্ঞানে নিন্দে, বন্দে, সে মরে পুড়িয়া ॥৩৫৮॥
নিত্যানন্দ-গৌরচাঁদ যারে কৃপা করে।
সেই সে বৈষ্ণব-বাক্য বুঝিবারে পারে ॥৩৫৯॥
সেই কতক্ষণে দুই মহাকুতূহলী।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলাকুলী ॥৩৬০॥
মহা-মত্ত দুই প্রভু গৌরচন্দ্র রসে।
সকল গঙ্গার মাঝে নিত্যানন্দ ভাসে ॥৩৬১॥

প্রতিরাত্রে কীর্ত্তনান্তে প্রভুর জলক্রীড়া, তাহা দর্শনে মনুষ্যের অসামর্থ—

হেন মতে জলকেলি কীর্ত্তনের শেষে।
প্রতিরাত্রি সবা লঞা করে প্রভু রসে ॥৩৬২॥
এ লীলা দেখিতে মনুষ্যের শক্তি নাই।
সবে দেখে দেবগণ সঙ্গোপে তথাই ॥৩৬৩॥

স্নানান্তে হরিধ্বনি—

সর্ব্বগণে গৌরচন্দ্র গঙ্গা-স্নান করি'।
কূলে উঠি উচ্চ করি' বলে 'হরি হরি' ॥৩৬৪॥

প্রভুর সকলকে প্রসাদী মালা-চন্দন প্রদানানন্তর বিদায় এবং জগাই-মাধাইকে সকলের নিকট সমর্পণ—

সবারে দিলেন মালা-প্রসাদ-চন্দন।
বিদায় হইলা সবে করিতে ভোজন ॥৩৬৫॥
জগাই-মাধাই সমর্পিল সবা-স্থানে।
আপন গলার মালা দিল দুইজনে ॥৩৬৬॥

গৌরলীলা—নিত্যা—

এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব', 'তিরোভাব' মাত্র বেদে কয় ॥৩৬৭॥

মহাপ্রভুর নিজ-গৃহে আগমন ও ভোজন—

গৃহে আসি' প্রভু ধুইলেন শ্রীচরণ।
তুলসীর করিলেন চরণ বন্দন ॥৩৬৮॥
ভোজন করিতে বসিলেন বিশ্বম্ভর।
নৈবেদ্যান্ন আনি' মায়ে করিলা গোচর ॥৩৬৯॥
সর্ব্ব-ভাগবতেরে করিয়া নিবেদন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ করেন ভোজন ॥৩৭০॥
পরম সন্তোষে মহাপ্রসাদ পাইয়া।
মুখশুদ্ধি করি' দ্বারে বসিলা আসিয়া ॥৩৭১॥

হইতে আসিল? এ আমার দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ করিয়া অন্ধ করিয়া দিল॥" ৩৪৪॥

শ্রীনিবাস-পণ্ডিত শ্রীঅবধূত নিত্যানন্দকে আনিয়া স্থাপন করিয়াছেন এবং আমাদের সহিত সমানভাবে মিলিবার যোগ্যতা দিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার পূর্ব্ব পরিচয় আমাদের জানা নাই। বংশ-মর্য্যাদা ও আভিজাত্য-বঞ্চিত যথেচ্ছাচারী অবধূতকে মহাপ্রভুর সহিত সর্ব্বক্ষণ থাকিতে দেওয়া উচিত নহে॥ ৩৪৫॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে বলিলেন,—"তুমি জল-যুদ্ধে হারিয়া গিয়াছ, তাহাতে তোমার লজ্জা হয় না। আবার উঁচু মুখ করিয়া ঝগড়া করিতে আসিতেছ॥" ৩৪৭॥

অপতিতভাবে চক্ষে জল প্রক্ষেপ করায় অদ্বৈত-প্রভু যাতনা পাইয়া বলিলেন,—"মাতাল হইয়া ব্রাহ্মণ বধ করিতে পারিলেই কি সন্ন্যাসী হওয়া যায়?" ৩৫২॥

স্বদেশের অভিমান যাহাদের প্রবল, তাহারাই বিদেশি-গণের প্রতি কুবাক্য বলিয়া থাকে। পূর্ব্বদেশের লোকেরা পশ্চিমদেশের লোকদিগকে 'পশ্চিমা' বলিয়া গর্হণ করে—তাহাদের জাত্যাংশের হীনতা সম্পাদন করে। নিত্যানন্দ কোন্ কুলে উদ্ভূত, কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তি, তাহা কেহই জানে না, কোথায় জন্মস্থান, তাহাও নিরূপিত হয় না। সে পশ্চিম-দেশীয় লোকের বাড়ীতে খাইয়া বেড়ায়॥ ৩৫৩॥

ইহার পিতা-মাতা বা কিরূপ গুরুর শিষ্য, তৎপরিচয় নাই, আপনাকে অবধূত বলিয়া প্রদর্শন করে এবং সকলের নিকট হইতে ভোজনাদি-দান প্রতিগ্রহ করে॥ ৩৫৪॥

অদ্বৈতের উক্তি—ছলনাময়ী। উহা শ্রীনিত্যানন্দের প্রশংসাজ্ঞাপিকা। শ্রীঅদ্বৈতবাক্য শ্রবণে নিত্যানন্দ প্রভু ও তদনুগত সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন॥ ৩৫৫॥

যে-সকল মূর্খলোক অদ্বৈত-নিত্যানন্দের রসপূর্ণ কলহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া একের নিন্দা ও

বধূসঙ্গে দেখে আই নয়ন ভরিয়া।
মহানন্দসাগরে শরীর ডুবাইয়া ॥৩৭২॥

শচীমাতার ভাগ্য এবং 'আই' শব্দ উচ্চারণের ফল—

আইর ভাগ্যের সীমা কে বলিতে পারে ?
সহস্রবদন-প্রভু যদি শক্তি ধরে ॥৩৭৩॥
প্রাকৃত-শব্দেও যেবা বলিবেক 'আই'।
'আই'-শব্দ প্রভাবেও তার দুঃখ নাই ॥৩৭৪॥
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি' আই জগন্মাতা।
নিজ দেহ আই নাহি জানে আছে কোথা ॥৩৭৫॥

বিশ্বম্ভরের বিশ্রামার্থ গমন—

বিশ্বম্ভর চলিলেন করিতে শয়ন।
তখন বিদায় হয় গুপ্তে দেবগণ ॥৩৭৬॥

দেবগণের অলক্ষ্যে গৌরসেবা, প্রভুর তৎসম্বন্ধে ভক্তগণকে প্রশ্ন ও ভক্তগণের উত্তর—

চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ-আদি দেবগণ।
নিতি আসি' চৈতন্যের করয়ে সেবন ॥৩৭৭॥
দেখিতে না পায় ইহা কেহ আজ্ঞা বিনে।
সেই প্রভু-অনুগ্রহে বলে কারো স্থানে ॥৩৭৮॥
কোন দিন বসিয়া থাকয়ে বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে আইলা মাত্র কোন অনুচর ॥৩৭৯॥
'ওইখানে থাক'—প্রভু বলয়ে আপনে।
চারি-পাঁচ-মুখ-গুলা লোটায় অঙ্গনে ॥৩৮০॥
পড়িয়া আছয়ে যত– নাহি লেখাজোখা।
"তোমরা সবেরে কি এ-গুলা না দেয় দেখা ?"
করযোড় করি' বলে সব ভক্তগণ।
"ত্রিভুবনে করে প্রভু তোমার সেবন ॥৩৮২॥
আমরা-সবার কোন্ শক্তি দেখিবার ?
বিনে প্রভু, তুমি দিলে দৃষ্টি অধিকার ॥" ৩৮৩॥
এ সব অদ্ভুত চৈতন্যের গুপ্তকথা।
সর্ব্ব সিদ্ধি হয়,—ইহা শুনিলে সর্ব্বথা ॥৩৮৪॥
ইহাতে সন্দেহ কিছু না ভাবিহ মনে।
অজ-ভব নিতি আইসে গৌরাঙ্গের স্থানে ॥৩৮৫॥

প্রভুর বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত সকলকে উদ্ধার—

যেনমতে জগাই মাধাই পরিত্রাণ।
করিলা শ্রীগৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ ॥৩৮৬॥
সবার করিব গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার ॥ ৩৮৭॥

বৈষ্ণবাপরাধের পরিণাম—

শূলপাণিসম যদি ভক্তনিন্দা করে।
ভাগবত প্রমাণ—তথাপিহ শীঘ্র মরে ॥৩৮৮॥

তথাহি (ভাগবত ৫।১০।২৫)—

মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃক্।
নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ ॥ ৩৮৯ ॥

হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্ব্বজ্ঞ হই'।
সে জনের অধঃপাত—সর্ব্ব শাস্ত্রে কই ॥৩৯০॥
সর্ব্ব-মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেহ না মিলয়ে ত্রাণ ॥৩৯১॥
পদ্মপুরাণের এই পরম বচন।
প্রেমভক্তি হয়, ইহা করিলে পালন ॥৩৯২॥

অপরের বন্দনা করে, তাহারা অবিচারের জন্য অপরাধ-দাবানলে দগ্ধ হইয়া যায় ॥ ৩৫৮ ॥

'আর্য্যা' সংস্কৃত শব্দ হইতে চলিত ভাষায় 'আই' শব্দের প্রয়োগ। শ্রীগৌরসুন্দরের জননীকে যাঁহারা 'আই' বলিবেন, তাঁহাদের সকল দুঃখের মোচন হইবে ॥ ৩৭৪ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখ-দর্শনে জননী শচীদেবী আত্মহারা হইয়াছিলেন। ভগবন্মুখ-সৌন্দর্য্যে বিমূঢ়া হইয়া আপনার জননীবোধ ও পুত্র-বাৎসল্য পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৩৭৫ ॥

লেখাজোখা—সংখ্যা ও পরিমাণ ॥ ৩৮২ ॥

অন্বয়ঃ। (ভরতং প্রতি রহূগণস্য উক্তিঃ) স্বকৃতাৎ হি মহদ্বিমানাৎ (মহতাং ভগবদ্ভক্তানাং বিমানাৎ অনাদরাৎ) মাদৃক্ (মাদৃশঃ জনঃ) শূলপাণিঃ (রুদ্র ইব অতিসমর্থঃ) অপি অদূরাৎ (ক্ষিপ্রং) নঙ্ক্ষ্যতি (বিনঙ্ক্ষ্যতি) ॥ ৩৮৯ ॥

অনুবাদ। (ভরতের প্রতি রহূগণের উক্তি) মহতের অবমাননা করায় সেই স্বকৃত অবমাননাফলে মাদৃশ ব্যক্তি শূলপাণির ন্যায় বিশেষ সমর্থ পুরুষ হইলেও অচিরেই বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৩৮৯ ॥

তথাহি (পদ্মপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে)—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগরিহাম্ ॥ ৩৯৩ ॥

জগাই-মাধাই-উদ্ধার-আখ্যায়িকার ফলশ্রুতি—

যেই শুনে এই মহা-দস্যুর উদ্ধার।
তারে উদ্ধারিব গৌরচন্দ্র-অবতার ॥৩৯৪॥

গ্রন্থকার-কর্তৃক গৌরসুন্দরের জয়গান এবং সদৈন্য কৃপা প্রার্থনা—

ব্রহ্মদৈত্যতারণ গৌরাঙ্গ জয় জয়।
করুণাসাগর প্রভু পরম সদয় ॥৩৯৫॥
সহস্র করুণাসিন্ধু মহা-কৃপাময়।
দোষ নাহি দেখে প্রভু—গুণমাত্র লয় ॥৩৯৬॥
হেন-প্রভু-বিরহে যে পাপি-প্রাণ রহে।
সবে পরমায়ু-গুণ,—আর কিছু নহে ॥৩৯৭॥
তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয়।
শ্রবণে বদনে যেন তোর যশ লয় ॥৩৯৮॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
যথা বৈসে তথা যেন হও অনুচর ॥৩৯৯॥
চৈতন্য-কথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যেতে-মতে চৈতন্যের যশঃ সে বাখানি ॥৪০০॥
গণ-সহ প্রভু-পাদপদ্মে নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥৪০১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৪০২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে জগাই-মাধাই-উদ্ধার-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়াও যদি কেহ বৈষ্ণবের গর্হণ করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই অধঃপতিত হয়। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ॥ ৩৯০ ॥

ভাষ্য। স্মৃতি-কথিত সকলপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা শ্রীনামের পাপ-নির্হরণী-শক্তি প্রবলা; কিন্তু সেইরূপ নাম-গ্রহণকারীও হরিজনের নিকট অপরাধী হইলে তাহার কখনই পরিত্রাণ হয় না। নামাপরাধের মধ্যে সাধুনিন্দাই আদি অপরাধ। নামাপরাধ হইলে নামাভাস ও নামগ্রহণের ফলপ্রাপ্তি কখনই সম্ভবপর নহে ॥ ৩৯১ ॥

অন্বয়। (সতাং সাধূনাং ভাগবতানামিত্যর্থঃ) নিন্দা নাম্নঃ (সকাশাৎ) পরমং (প্রধানং) অপরাধং (নামাপরাধং) বিতনুতে (বিস্তারয়তি) যতঃ (যেভ্যঃ সদ্ভ্যঃ 'নাম') খ্যাতিং (লোকে প্রসিদ্ধিং) যাতং (প্রাপ্তং) উ (খেদে, নাম তেষাং) বিগরিহাম্ (বিগর্হাং নিন্দাং, ইকারাগমশ্ছন্দোঽনুরোধাৎ) কথং সহতে (অপি তু সোঢ়ুং ন শক্নুয়াদেব) ॥ ৩৯৩ ॥

অনুবাদ। সজ্জনগণের নিন্দা শ্রীনামের নিকট প্রধান অপরাধ বিস্তার করিয়া থাকে। হায়! 'নাম' (শ্রীনাম-প্রভু) যাঁহাদিগের নিকট হইতে ইহলোকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা তিনি কেমন করিয়া সহ্য করিবেন? (অর্থাৎ কখনই সহ্য করিতে পারেন না; পরন্তু ঐ নামাপরাধীর বিষম সর্ব্বনাশ আনয়ন করিয়া থাকেন) ॥ ৩৯৩ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগাই-মাধাই উদ্ধার করায় 'ব্রহ্মদৈত্য-তারণ' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। জগাই-মাধাই বিপ্রকুলে উদ্ভূত হইলেও ভগবদ্বিমুখতাক্রমে 'দৈত্য' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন ॥ ৩৯৫ ॥

মহাপ্রভু—পরম করুণাময় অদোষদর্শী। তিনি কাহারও সামান্যমাত্র অপরাধ গ্রহণ করেন না। এরূপ মহাপ্রভুর শ্রীচরণ সেবা-বর্জ্জিত হইয়া যে পাপী নিজের প্রাণরক্ষা করে, তাহার জীবনই বৃথা; প্রাক্তন-কর্ম্মফলে বাঁচিয়া থাকামাত্র সম্ভব হয়। কিন্তু সেরূপ বাঁচিয়া থাকা কখনই আদরণীয় নহে ॥ ৩৯৭ ॥

আমার শ্রীগুরুদেবের সেব্যবস্তু—শ্রীমন্মহাপ্রভু। আমি যেন জন্মে জন্মে তাঁহাদের ভৃত্য হইতে পারি—ইহাই আমার অভিলাষ ॥ ৩৯৯ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ব্রহ্ম-শিবাদি দেব-বৃন্দের প্রত্যহ শ্রীচৈতন্য-সেবা এবং জগাই মাধাইর উদ্ধার-দর্শনে বিস্ময়, যমরাজ-কর্ত্তৃক চিত্রগুপ্তের নিকট উভয়ের পাপের পরিমাণ ও উপশম-বিষয়ক প্রশ্ন, যমরাজের বিস্ময় ও মূর্চ্ছা, অজ-ভবাদি কর্ত্তৃক তৎকর্ণমূলে কৃষ্ণকীর্ত্তন, যমদেবের চৈতন্য-প্রাপ্তি ও তৎসহ দেবগণের আনন্দ-কীর্ত্তন-নর্ত্তন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম-শিবাদি দেবগণ প্রত্যহ মহাপ্রভুর নিকট আগমন-পূর্ব্বক সাধারণের অগোচরে তাঁহার বিবিধ সেবা ও প্রভুর দৈনন্দিন সমস্ত লীলা দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। মহাপাতকিদ্বয়ের উদ্ধার দর্শনে দেবগণ মহাপ্রভুর অপার মহিমা উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং গৌরসুন্দরের কৃপায় নিজেদেরও উদ্ধারের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। জগাই-মাধাইএর পাপের পরিমাণ কিরূপ ছিল এবং কিরূপেই বা তাহা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল, যমরাজ তাহা চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে চিত্রগুপ্ত বলিলেন যে, উহারা দুইজন এত অধিক পাপ করিয়াছে যে, এক লক্ষ কায়স্থ একমাস ব্যাপিয়া পাঠ করিলে এবং যমরাজ লক্ষ কর্ণে শ্রবণ করিলেও তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। নিরন্তর দূতমুখে উহাদের পাপের বার্ত্তা শ্রবণে কায়স্থগণ তাহা লিখিতে প্রমাদ জ্ঞান করে। উহারা অপরিসীম পাপের শাস্তিজনিত যন্ত্রণা কিরূপে সহ্য করিবে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া তাঁহারাও বিশেষ দুঃখানুভব করিয়াছেন। কিন্তু মহাপ্রভুর অপার করুণায় তিলমাত্র সময়ের মধ্যে উহাদের সমুদয় পাপ দূরীভূত হইয়াছে।

চিত্রগুপ্তমুখে জগাই-মাধাই উদ্ধার-বৃত্তান্ত শ্রবণ-পূর্ব্বক যমরাজ কৃষ্ণপ্রেমে রথোপরি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে চিত্র-গুপ্তাদি তদীয় অনুগত জনগণ তাঁহাকে ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অজ-ভব-নারদাদি দেবমুনিবৃন্দ অসুরদ্বয়ের উদ্ধার-বৃত্তান্ত ও মহাপ্রভুর অসীম দয়ার বিষয় কীর্ত্তন করিতে করিতে গমনকালে পথিমধ্যে যমরাজকে রথোপরি অচৈতন্যাবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাহার কারণজিজ্ঞাসু হইলে চিত্রগুপ্ত তাঁহাদের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করি-লেন। দেববৃন্দ যমরাজের কৃষ্ণপ্রেমাবেশ বুঝিতে পারিয়া তদীয় কর্ণমূলে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে থাকিলে সূর্য্যনন্দন চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর যমরাজ ও দেবগণ মিলিত হইয়া প্রেমানন্দে জগাই-মাধাইএর উদ্ধার ও মহাপ্রভুর অপার মহিমার-কীর্ত্তন-মুখে নৃত্য-গীত-কোলাহল করিতে করিতে মহাপ্রভুর নিকট জগাই-মাধাইএর ন্যায় নিজ নিজ উদ্ধার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

হেমকিরণিয়া।

গৌরাঙ্গসুন্দর তনু প্রেমভরে ভেল ডগমগিয়া।
নাচত ভালি গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া॥ ধ্রু॥ ॥১॥

চতুর্ম্মুখাদি-দেবগণের চৈতন্যসেবা এবং শ্রীচৈতন্যকৃপা ব্যতীত তদ্দর্শনে অন্যের অসামর্থ্য—

চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেবগণ।
নিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন॥২॥

আজ্ঞা বিনা কেহ ইহা দেখিতে না পারে।
তাঁরা পুনি ঠাকুরের সবে সেবা করে॥৩॥

জগাই মাধাইএর উদ্ধার-দর্শনান্তে দেবগণের চৈতন্যলীলা আলোচনা পূর্ব্বক স্বস্থানে যাত্রা—

সর্ব্ব দিন দেখে প্রভু যত লীলা করে।
শয়ন করিলে প্রভু সবে চলে ঘরে॥৪॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

চতুর্ম্মুখ—ব্রহ্মা। পঞ্চমুখ—শিব। নিতি—নিত্য, সর্ব্বদা॥ ২॥

শ্রীচৈতন্যদেব—অধোক্ষজ বস্তু। অধোক্ষজ শরীরে ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণ যেরূপভাবে চৈতন্যদেবের সেবা করেন,

ব্রহ্মদৈত্য-দু'য়ের সে দেখিয়া উদ্ধার।
আনন্দে চলিলা তাই করিয়া বিচার ॥৫॥
"এমত কারুণ্য আছে চৈতন্যের ঘরে।
এমত জনেরে প্রভু করে উদ্ধারে ॥৬॥
আজি বড় চিত্তে প্রভু দিলেন ভরসা।
'অবশ্য পাইব পার,' ধরিলাম আশা ॥" ৭॥
এই মত অন্যোন্যে করি' সংকথন।
মহানন্দে চলিলা সকল দেবগণ ॥৮॥

ধর্ম্মরাজ যমের জগাই মাধাই উদ্ধার-লীলা দর্শন, চিত্রগুপ্তের নিকট তদ্বিষয়ক প্রশ্ন এবং চিত্রগুপ্তের উত্তর—

প্রভুস্থানে নিত্য আইসে যম ধর্ম্মরাজ।
আপনে দেখিল প্রভু চৈতন্যের কাজ ॥৯॥
চিত্রগুপ্ত-স্থানে জিজ্ঞাসয়ে প্রভু যম।
"কিবা এ দু'য়ের পাপ, কিবা উপশম" ॥১০॥
চিত্রগুপ্ত বলে,—"শুন ধর্ম্ম যমরাজ।
এ বিফল পরিশ্রমে আর কিবা কাজ? ১১॥
লক্ষেক কায়স্থ যদি এক মাস পড়ি।
তথাপি পাইতে অন্ত শীঘ্র নহে বড়ি ॥১২॥
তুমি যদি শুন লক্ষ করিয়া শ্রবণ।
তথাপিহ শুনিবারে তুমি সে ভাজন ॥১৩॥
এ-দু'য়ের পাপ নিরন্তর দূতে কহে।
লিখিতে কায়স্থ-সব উৎপাত গণয়ে ॥১৪॥
এ-দু'য়ের পাপ যত কহে অনুক্ষণ।
তাহা লাগি' দূত কত খাইল মারণ ॥" ১৫॥
দূত বলে,—"পাপ করে সেই দুই জনে।
লেখাইতে ভার মোর, মোরে মার কেনে ॥১৬॥
না লিখিলে হয় শাস্তি, হেন লাগি' লিখি।
পর্ব্বতপ্রমাণ গড়া আছে তার সাক্ষী ॥১৭॥
আমরাও কান্দিয়াছি ও-দুই লাগিয়া।
কেমতে বা এ যাতনা সহিব আসিয়া ॥১৮॥
তিল মাত্রে মহাপ্রভু সব কৈলা দূর।
এবে আজ্ঞা কর গড়া ডুবাই প্রচুর" ॥১৯॥

অলৌকিক গৌর-মহিমা-দর্শনে ভাগবতধর্ম্মবেত্তা যমরাজের বিস্ময় ও মূর্চ্ছা—

কভু নাহি দেখে যম এমত মহিমা।
পাতকী-উদ্ধার যত এই তার সীমা ॥২০॥

চিত্রগুপ্ত-আদি যমভৃত্যগণের ক্রন্দন—

স্বভাব বৈষ্ণব যম—মূর্ত্তিমন্ত ধর্ম্ম।
ভাগবত-ধর্ম্মের জানয়ে সব মর্ম্ম ॥২১॥
যখন শুনিলা চিত্রগুপ্তের বচন।
কৃষ্ণাবেশে দেহ পাসরিলা ততক্ষণ ॥২২॥
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া রথের উপরে।
কোথাও নাহিক ধাতু সকল শরীরে ॥২৩॥
আথেব্যথে চিত্রগুপ্ত আদি যত গণ।
ধরিয়া লাগিলা সবে করিতে ক্রন্দন ॥২৪॥

শ্রীচৈতন্যদেবের অনুকম্পা ব্যতীত তাঁহার দর্শনে কাহারও যোগ্যতা লাভ ঘটে না।

পুনি—(পুনঃ-শব্দজ, প্রাঃ বাং পদ্যে) পুনর্ব্বার, আবার ॥ ৩ ॥

পাপ-পুণ্যের পুরস্কার ও তিরস্কার-দাতা-দেবতা ধর্ম্মরাজ যম। তাঁহারা চতুর্দ্দশ জন। চিত্রগুপ্ত তাঁহাদের মধ্যে প্রধান লেখক। কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের বংশধর বলিয়া মানবের পাপ-পুণ্যের গণনা করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। একমাস ধরিয়া একলক্ষ সুমারনবীশ কায়স্থ যদি এই দুই পাপিষ্ঠের পাপের তালিকা করেন, তাহা হইলেও সমুদয় পাপ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় না, পাপ বৃদ্ধি হয় ॥ ১২ ॥

এই পাপিষ্ঠদ্বয়ের পর্ব্বতপ্রমাণ 'গঠন'—পাপের সাক্ষী। দূতগণ বলিলেন,—মহাপ্রভু যখন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইঁহাদের পাপ বিদূরিত করিলেন, তখন চিত্রগুপ্ত আজ্ঞা করিলে ঐ পর্ব্বতপ্রমাণ পাপ অতল জলধিতে ডুবাইয়া দিতে পারা যায় ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এ যাবৎ যাবতীয় পাতকী উদ্ধার করিয়াছেন—ইঁহারা দুই জনই তাহার অবধি অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর এরূপভাবে দয়াপরবশ হইয়া এতদিন কাহাকেও উদ্ধার করেন নাই ॥ ২০ ॥

ভাগবতধর্ম্মবেত্তা যমরাজ—দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম। "স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ। প্রহ্লাদো জনকো

দেবগণের পাতকীতারণ-মহিমা-কীর্ত্তন ও স্বস্থানে যাত্রা—

সর্ব্ব-দেব রথে যান কীর্ত্তন করিয়া।
রহিল যমের রথ শোকাকুল হইয়া ॥২৫॥
দুই ব্রহ্ম-অসুরের মোচন দেখিয়া।
সেই গুণ-কর্ম্ম সবে চলিলা গাইয়া ॥২৬॥
শঙ্কর, বিরিঞ্চি, শেষ-আদি দেবগণ।
নারদাদি গায় সেই দু'য়ের মোচন ॥২৭॥

কাহারও কাহারও অলৌকিক অভূতপূর্ব্ব অমন্দোদয় গৌরকারুণ্য দর্শনে ক্রন্দন—

কেহ কেহ না জানয়ে আনন্দ-কীর্ত্তন।
কারুণ্য দেখিয়া কেহ করয়ে ক্রন্দন ॥২৮॥

যমরাজকে অচৈতন্য-দর্শনে দেবগণের স্ব-স্ব-রথ স্থগিত করণ ও যমকর্ণে কৃষ্ণকীর্ত্তন—

রহিয়াছে যম রথে, দেখে দেবগণে।
রহিল সকল রথ যম-রথ স্থানে ॥২৯॥
শেষ, অজ, ভব, নারদাদি ঋষিগণে।
দেখে পড়ি' আছে যমদেব অচেতনে ॥৩০॥
বিস্মিত হইলা সবে না জানি' কারণ।
চিত্রগুপ্ত কহিলেন সব বিবরণ ॥৩১॥
'কৃষ্ণাবেশ'-হেন জানি' অজ পঞ্চানন।
কর্ণমূলে সবে মিলি' করয়ে কীর্ত্তন ॥৩২॥

দেবসংকীর্ত্তন-শ্রবণে যমরাজের ভগবৎপ্রেমে নৃত্য—

উঠিলেন যমদেব কীর্ত্তন শুনিয়া।
চৈতন্য পাইয়া নাচে মহা মত্ত হৈয়া ॥৩৩॥
উঠিল পরমানন্দ দেব-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণের আবেশে নাচে সূর্য্যের নন্দন ॥৩৪॥

যমনৃত্য দর্শনে দেবগণেরও নৃত্য কীর্ত্তন—

যম-নৃত্য দেখি' নাচে সর্ব্ব-দেবগণ।
নারদাদি সঙ্গে নাচে অজ-পঞ্চানন ॥৩৫॥
দেবগণ নৃত্য শুন সাবধান হইয়া।
অতি গুহ্য—বেদে ব্যক্ত করিবেন ইহা ॥৩৬॥

শ্রীরাগঃ

নাচই ধর্ম্মরাজ, ছাড়িয়া সকল লাজ,
কৃষ্ণাবেশে না জানে আপনা।
সঙরিয়া শ্রীচৈতন্য, বলে,—"অতি ধন্য ধন্য,
পতিতপাবন ধন্যবানা" ॥৩৭॥
হুঙ্কার গরজন, মহা-পুলকিত প্রেম,
যমের ভাবের অন্ত নাই।
বিহ্বল হইয়া যম, করে বহু ক্রন্দন,
সঙরিয়া গৌরাঙ্গ গোসাঞি ॥৩৮॥
যমের যতেক গণ, দেখিয়া যমের প্রেম,
আনন্দে পড়িয়া গড়ি' যায়।
চিত্রগুপ্ত মহাভাগ, কৃষ্ণে বড় অনুরাগ,
মালসাট পুরি' পুরি' ধায় ॥৩৯॥
নাচে প্রভু শঙ্কর, হইয়া দিগম্বর,
কৃষ্ণাবেশে বসন না জানে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য, জগত করয়ে ধন্য,
কহিয়া তারক-'রাম'-নামে ॥৪০॥
আনন্দে মহেশ নাচে, জটাও নাহিক-বান্ধে,
দেখি' নিজ প্রভুর মহিমা।
কার্ত্তিক-গণেশ নাচে, মহেশের পাছে পাছে,
সঙরিয়া কারুণ্যের সীমা ॥৪১॥

ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥ দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।" (—ভাঃ ৬।৩।২০-২১) ॥ ২১ ॥

গুণকর্ম্মভেদে সুরাসুর নির্ণীত হয়। [illegible]ক্তের গুণ ও ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি জীবের আসুরিক বদ্ধভাব বিমোচন করিয়া কিরূপে অখিল সদ্গুণনিলয় শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন, দেবগণ সেইসকল মহিমা গান করিতে করিতে সকলে অগ্রগামী হইলেন। প্রাপঞ্চিক গুণকর্ম্ম সকলই নশ্বর। আত্মগুণ ও আত্মকর্ম্ম বৈকুণ্ঠে অবস্থিত। মুক্ত পুরুষের গুণকর্ম্ম কীর্ত্তিত হইলে জীবের সকল বদ্ধভাব বিদূরিত হয়॥ ২৬ ॥

সূর্য্যের নন্দন—ভাস্কর-তনয় যমরাজ। তিনি প্রাকৃত-বিচারে অসংযত ও আধ্যক্ষিকগণের পুরস্কার ও তিরস্কার-প্রদাতা। তিনি যখন বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া প্রাপঞ্চিক দেবাধিকার হইতে অবসর লাভ করিলেন, তখন ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন-রসে আবেগভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন॥ ৩৪ ॥

নাচয়ে চতুরানন, ভক্তি যাঁর প্রাণধন,
লইয়া সকল পরিবার।
কশ্যপ, কর্দ্দম, দক্ষ, মনু, ভৃগু মহা-মুখ্য
পাছে নাচে সকল ব্রহ্মার ॥৪২॥

সবে মহাভাগবত, কৃষ্ণরসে মহামত্ত,
সবে করে ভক্তি অধ্যাপনা।
বেড়িয়া ব্রহ্মার পাশে, কান্দে ছাড়ি' দীর্ঘশ্বাসে,
সঙরিয়া প্রভুর করুণা ॥৪৩॥

কশ্যপ—(কশ্যং সোমরসাদিজনিতং মদ্যং পিবতীতি) ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচির ঔরসে ও কর্দ্দমদুহিতা কলার গর্ভে ইঁহার জন্ম। শুক্ল যজুর্বেদ প্রভৃতি বৈদিক সংহিতা-মতে ইনি হিরণ্যবর্ণ ব্রহ্মা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। "হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ যাবকা যাসু জাতঃ কশ্যপো যাস্বিন্দ্রঃ"—(তৈত্তিরিয় সংহিতা ৫।৬।১।১)। ইনি একজন প্রজাপতি। সাম, যজু ও অথর্ব্ব-সংহিতার মতে ইনি চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের জনক। শ্রীমদ্ভাগবত-মতে ইনি দক্ষের ১৭টী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের গর্ভে ১৭টী জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল—(১) অদিতিগর্ভে দেবগণ, (২) দিতি-গর্ভে দৈত্যগণ, (৩) দনুর গর্ভে দানব, (৪) কাষ্ঠা-গর্ভে অশ্বাদি, (৫) অরিষ্টা-গর্ভে গন্ধর্ব্বগণ, (৬) সুরসা-গর্ভে রাক্ষস, (৭) ইলা-গর্ভে বৃক্ষ, (৮) মুনি-গর্ভে অপ্সরোগণ, (৯) ক্রোধবশার গর্ভে সর্প, (১০) তাম্রার গর্ভে শ্যেন, গৃধ্র প্রভৃতি, (১১) সুরভি-গর্ভে গো-মহিষাদি, (১২) সরমা-গর্ভে শ্বাপদ, (১৩) তিমি-গর্ভে জলজন্তু, (১৪) বিনতা-গর্ভে গরুড় ও অরুণ, (১৫) কদ্রু-গর্ভে নাগ, (১৬) পতঙ্গী-গর্ভে পতঙ্গ এবং (১৭) যামিনী-গর্ভে শলভ। কিন্তু মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদিতে কশ্যপের ত্রয়োদশ ভার্য্যার উল্লেখ আছে; যথা,—(১) অদিতি, (২) দিতি, (৩) দনু, (৪) বিনতা, (৫) খসা, (৬) কদ্রু, (৭) মুনি, (৮) ক্রোধা, (৯) অরিষ্টা, (১০) ইরা, (১১) তাম্রা, (১২) ইলা এবং (১৩) প্রধা।

কর্দ্দম—স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরের প্রজাপতিবিশেষ, ব্রহ্মার পুত্র। ব্রহ্মার আদেশে সৃষ্টি করণার্থ ইনি সরস্বতী-তীরে বিন্দু-সর-তীর্থে দশ হাজার বৎসর তপস্যা করেন। পরে স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক কলা প্রভৃতি নয়টী কন্যা উৎপাদন করিলে ভগবান্ কপিলদেব ইঁহার ঔরসে আবির্ভূত হন।

দক্ষ—ইনি একজন প্রজাপতি। মহাভারত-পুরাণাদির মতে ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পূর্ব্বে মানস-সৃষ্টি হইত। দক্ষ যখন দেখিলেন, মানস সৃষ্টিদ্বারা প্রজা বৃদ্ধি হয় না তখন তিনি প্রথমে মৈথুন দ্বারা প্রজা সৃষ্টি করেন। তদবধি মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি মৈথুন দ্বারা সৃষ্টি হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত-মতে—স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা প্রসূতির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। প্রসূতির গর্ভে ১৬টী কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে ১৩টি ধর্ম্মকে, একটী অগ্নিকে, একটী পিতৃগণকে ও একটী মহাদেবকে সম্প্রদান করেন। কোন সময়ে বিশ্বস্রষ্টৃগণের যজ্ঞে সকল দেবগণ উপবিষ্ট ছিলেন। তৎকালে দক্ষ সমাগত হইলে ব্রহ্মা ও শিব ব্যতীত সকলেই উত্থিত হইলেন; কিন্তু মহাদেব কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন না করায় দক্ষ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া শিবনিন্দা করিতে থাকেন এবং তাঁহাকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করেন। পরে স্বয়ং বৃহস্পতি-সব আরম্ভ করিয়া শিব ব্যতীত ত্রিলোকের সকল অধিবাসিকেই নিমন্ত্রণ করেন। সতী পিতৃযজ্ঞে গমনেচ্ছা প্রকাশ করায় মহাদেব তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করেন নাই; সতী বিনানুমতিতেই যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া শিবনিন্দা-শ্রবণে দেহ ত্যাগ করেন। মহাদেব নারদমুখে সতীর প্রাণত্যাগের সংবাদ অবগত হইয়া ক্রোধবশে ভূমিতে জটা নিক্ষেপপূর্ব্বক বীরভদ্রের উৎপাদন করেন। বীরভদ্র যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক যজ্ঞধ্বংস এবং পশুমারণ-যন্ত্রে দক্ষের বিনাশ সাধন করেন। পরে ব্রহ্মার স্তবে প্রীত মহাদেবের কৃপায় ছাগমুণ্ড হইয়া দক্ষ পুনর্জীবন লাভ করেন। সতীও হিমালয়ের ক্ষেত্রে মেনকার গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া শিবকে প্রাপ্ত হন। ইঁহার অসিক্লী নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে ৬০টী কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে ১০টী ধর্ম্মকে, ১৭টী কশ্যপকে, ২৭টী চন্দ্রকে এবং দুইটী করিয়া ভূত, অঙ্গিরা ও কৃশাশ্বকে প্রদান করেন।

দেবর্ষি নারদ নাচে, রহিয়া ব্রহ্মার পাছে,
নয়নে বহয়ে প্রেমজল।
পাইয়া যশের সীমা, কোথা বা রহিল বীণা,
না জানয়ে আনন্দে বিহ্বল ॥৪৪॥
চৈতন্যের প্রিয় ভৃত্য, শুকদেব করে নৃত্য,
ভক্তির মহিমা শুক জানে।
লোটাইয়া পড়ে ধূলি, 'জগাই মাধাই' বলি,
করে বহু দণ্ড পরণামে ॥৪৫॥
নাচে ইন্দ্র সুরেশ্বর, মহাবীর বজ্রধর,
আপনারে করে অনুতাপ।
সহস্র নয়নে ধার, অবিরত বহে যাঁর,
সফল হইল ব্রহ্মশাপ ॥৪৬॥
প্রভুর মহিমা দেখি', ইন্দ্রদেব বড় সুখী,
গড়াগড়ি যায় পরবশ।
কোথা গেল বজ্রসার, কোথায় কিরিটী হার,
ইহারে সে বলি কৃষ্ণ-রস ॥৪৭॥
চন্দ্র, সূর্য্য, পবন, কুবের, বহ্নি, বরুণ,
নাচে সব যত লোকপাল।
সবেই কৃষ্ণের ভৃত্য, কৃষ্ণরসে করে নৃত্য,
দেখিয়া কৃষ্ণের ঠাকুরাল ॥৪৮॥
নাচে সব দেবগণ, সবে উল্লসিত মন,
ছোট-বড় না জানে হরিষে।
কত হয় ঠেলাঠেলি, তবু সবে কুতুহলী,
নৃত্য-সুখ কৃষ্ণের আবেশে ॥৪৯॥
নাচে প্রভু ভগবান্‌, 'অনন্ত' যাহার নাম,
বিনতানন্দন করি' সঙ্গে।
সকল-বৈষ্ণবরাজ, পালন যাহার কাজ,
আদিদেব, সেহ নাচে রঙ্গে ॥৫০॥
অজ, ভব, নারদ, শুক-আদি যত দেব,
অনন্ত বেড়িয়া সবে নাচে।
গৌরচন্দ্র অবতার, ব্রহ্মদৈত্য-উদ্ধার,
সহস্র বদনে গায় মাঝে ॥৫১॥

দক্ষ পঞ্চজনী নাম্নী পত্নীর গর্ভে অযুত সংখ্যক পুত্র উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে 'হর্য্যশ্ব' সংজ্ঞক অযুত পুত্রই নারদোপদেশে পারম-হংস্য-ধর্ম্মে অনুরক্ত হন। দক্ষ পুত্রগণের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া পুনর্ব্বার 'সবলাশ্ব' নামক সহস্র পুত্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রজাসৃষ্টির আদেশ প্রদান করিলে তাঁহারাও দেবর্ষি নারদের উপদেশে হর্য্যশ্বগণের গতি লাভ করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষ নারদকে এই অভিসম্পাত করেন যে, নারদকে সর্ব্বলোকে ভ্রমণ করিতে হইবে, তাঁহার কোথাও স্থান হইবে না।

ভৃগু—বিষ্ণুপুরাণ-মতে ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র ও দশজন প্রজাপতির অন্যতম। দক্ষকন্যা খ্যাতির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। খ্যাতির গর্ভে বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী এবং 'ধাতা' ও 'বিধাতা' নামে দুই পুত্র জন্মে। মহাত্মা মেরুর আয়[illegible] নিয়তি নাম্নী কন্যাদ্বয়ের সহিত ঐ দুইজনের বিবাহ হয়, ক্রমে ইঁহাদের বংশ বিস্তৃত হইয়া 'ভার্গব' নামে বিখ্যাত হয়।

মহাভারতের মতে—বহির্যজ্ঞে দীক্ষিত ব্রহ্মা হুতাশনে আহুতি-প্রদানকালে দেবকন্যাগণকে দর্শন করায় রেতঃ স্খলিত হয়। তখন সূর্য্যদেব কর দ্বারা উহা গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নিশিখা হইতে ভৃগুর উৎপত্তি হয়। ইনি সপ্তর্ষিগণের অন্যতম।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—ব্রহ্মাপুত্র ভৃগু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিন জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ের পরীক্ষার্থ ঋষিগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হন। ব্রহ্মার মহত্ত্ব পরীক্ষার নিমিত্ত ভৃগু তাঁহাকে প্রণামাদি না করায় ব্রহ্মা কুপিত হইলে তিনি রুদ্রসমীপে গমন করেন। মহাদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে ভৃগু মহাদেবকে'উন্মার্গগামী'বলিয়া তিরস্কার করেন। তাহাতে রুদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশূল উত্তোলন পূর্ব্বক ভৃগুকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি বৈকুণ্ঠে গমন করেন এবং লক্ষ্মীক্রোড়ে শয়ান নারায়ণের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করেন। তদনন্তর শ্রীহরি লক্ষ্মীর সহিত গাত্রোত্থান করিয়া ভৃগুকে বন্দনা করেন এবং তাঁহার আগমন কারণ না জানায় তাঁহার যথোচিত সৎকার-করণে অক্ষমতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও স্তব করেন। তখন ভৃগু মুনিগণসমীপে উপস্থিত হইয়া সম্যক্‌ জ্ঞাপন করিলে সকলে বিষ্ণুরই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করেন।

কেহ কান্দে, কেহ হাসে, দেখি' মহা-পরকাশে,
কেহ মূর্চ্ছা পায় সেই ঠাঞি।
কেহ বলে,—"ভাল ভাল, গৌরচন্দ্র ঠাকুরাল,
ধন্য ধন্য জগাই মাধাই॥" ৫২॥
নৃত্য-গীত-কোলাহলে, কৃষ্ণ-যশঃ-সুমঙ্গলে,
পূর্ণ হৈল সকল আকাশ।
মহা-জয়-জয়-ধ্বনি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শুনি,
অমঙ্গল সব গেল নাশ॥৫৩॥
সত্যলোক-আদি জিনি' উঠিল মঙ্গলধ্বনি,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পূরিল পাতাল।
ব্রহ্মদৈত্য-উদ্ধার, বই নাহি শুনি আর,
প্রকট গৌরাঙ্গ ঠাকুরাল॥৫৪॥
হেন মহা-ভাগবত, সব দেবগণ যত,
কৃষ্ণাবেশে চলিলেন পুরে।
গৌরাঙ্গচাঁদের যশ, বিনে আর কোন রস,
কাহার বদনে নাহি স্ফুরে॥৫৫॥

গ্রন্থকারের গৌর-জয়গান ও সকলের নিমিত্ত
করুণাভিক্ষা—

জয় জগতমঙ্গল, প্রভু গৌরচন্দ্র,
জয় সর্ব্বজীব-লোকনাথ।
উদ্ধারিলা করুণাতে, ব্রহ্মদৈত্য যেন-মতে,
সবা প্রতি কর দৃষ্টিপাত॥৫৬॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, সংসার-তারক ধন্য,
পতিতপাবন ধন্যবাণা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দচাঁদ প্রভু
বৃন্দাবনদাস গুণগানা॥৫৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে যমরাজসংকীর্ত্তনং
নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥

মনু—ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দ্দশ মনু হইয়া থাকেন। তাঁহাদের নাম—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। বর্ত্তমান মনু—বৈবস্বত। ইহাদের প্রত্যেকের ভোগকাল—৭১ চতুর্যুগ, মহাযুগ বা দিব্যযুগ। শ্রীমদ্ভাগবতে মনুগণের বংশবিস্তার বর্ণিত আছে॥ ৪২॥

সফল হইল ব্রহ্মশাপ—দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের শাপে সহস্রযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে ঐ মুনিকে স্তবে সন্তুষ্ট করিয়া তৎপ্রসাদে সহস্র নয়ন লাভ করেন। সেই ব্রহ্মশাপ ফলে প্রাপ্ত সহস্র নয়ন অদ্য গৌরসুন্দরের লীলাদর্শনে সফল হইল॥ ৪৬॥

বজ্রসার—ইন্দ্রাস্ত্রের নাম—বজ্র। এখানে 'বজ্রবৎ সার' এই অর্থ না হইয়া সারযুক্ত অস্ত্র বজ্র—এইরূপ হইবে। সেই দৃঢ় বজ্র শিথিল হইয়া পড়িয়া গেল॥ ৪৭॥

কৃষ্ণের ঠাকুরাল—ভগবদ্বৈভব, প্রভাব॥ ৪৮॥

বিনতানন্দন—গরুড়॥ ৫০॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে জগাই-মাধাইর নির্ব্বন্ধ সহকারে সাধন ও নির্ব্বেদ, বিশ্বম্ভর কর্ত্তৃক জগাই-মাধাইকে আশ্বাস প্রদান, নিত্যানন্দের অঙ্গে আঘাত করায় মাধাইর আত্মগ্লানি এবং নিত্যানন্দের চরণে ক্রন্দন ও স্তব, নিত্যানন্দের মাধাইকে আশ্বাস ও কৃপালিঙ্গন, নিত্যানন্দ-সমীপে মাধাইর স্ব-কৃত জীবহিংসা-পাপবিমোচন-সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা এবং শ্রীল নিত্যানন্দের উপদেশ, মাধাইর তপস্যা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মহাপ্রভুর কৃপায় জগাই মাধাই প্রত্যহ উষঃকালে গঙ্গাস্নানানন্তর দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা নিজকৃত পূর্ব্ব পাপের কথা স্মরণ করিয়া অনুতাপ ও গৌরনাম লইয়া ক্রন্দন করিতেন। সপার্ষদ মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে নিরন্তর কৃপা ও আশ্বাস-বাক্য প্রদান করিলেও তাঁহারা চিত্তে শান্তি লাভ করিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ মাধাই নিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তপাত করার অপরাধ স্মরণ করিয়া নিরন্তর আত্মঘাত ও অনুতাপ-ক্রন্দনাদি করিতেন। একদিন মাধাই নির্জ্জনে দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক নিত্যানন্দের চরণযুগল ধরিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বিবিধ সারগর্ভ-বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে করিতে স্ব কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মাধাইর কাতর-প্রার্থনায় নিত্যানন্দ মাধাইকে সান্ত্বনা প্রদান ও আলিঙ্গন করিলেন।

মাধাই পুনর্ব্বার নিত্যানন্দ-সমীপে নিজকৃত বহুজীব-হিংসারূপ অপরাধের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্তির উপায় জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মাধাইকে গঙ্গাঘাট-নির্ম্মাণ ও গঙ্গাস্নানার্থ সমাগত ব্যক্তিগণকে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দের আদেশানুযায়ী মাধাই প্রত্যহ সজলনয়নে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে গঙ্গাঘাটের সেবা, তথায় সমাগত ব্যক্তিগণকে দণ্ডবৎ-প্রণাম ও তাঁহাদের নিকট স্ব-কৃত অপরাধ-জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকল লোক বিস্মিত হইলেন। যে-সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে না বুঝিয়া মহাপ্রভুকে নিন্দা-পরিহাসাদি করিত, জগাই-মাধাইর সুবুদ্ধি দর্শনে তাহারাও মহাপ্রভুর অপার দয়া ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইল। কঠোর তপঃপ্রভাবে মাধাইর 'ব্রহ্মচারী' খ্যাতি লাভ হইল। মাধাইর গঙ্গাঘাট-নির্ম্মাণের নিদর্শন স্বরূপ অদ্যাপি 'মাধাইর ঘাট' নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশবৈশিষ্ট্য ও করুণামহত্ত্ব—

মায়ুর রাগ

দেখ গোরাচাঁদের কত ভাতি।
শিব, শুক, নারদ, ধেয়ানে না পাওয়ত,
সো-পঁহু অকিঞ্চন-সঙ্গে দিনরাতি॥ ধ্রু॥ ॥১॥

সমুদ্রে রশ্মিপতিত চন্দ্রের দর্শনে মীনের অযোগ্যতার ন্যায় ভবসমুদ্রে পতিত জীবের গৌরলীলা-দর্শনে অসামর্থ্য—

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
অনন্ত অচিন্ত্য-লীলা করয়ে সদায়॥২॥
এত সব প্রকাশেও কেহ নাহি চিনে।
সিন্ধুমাঝে চন্দ্র যেন না জানিল মীনে॥৩॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য সকলে দর্শন কর। শিব, শুক, নারদ প্রভৃতি যাঁহাকে ধ্যানে লাভ করেন না, সেই প্রভু সর্ব্বক্ষণ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরহিত জনগণকে সঙ্গ প্রদান করিয়া দয়া করেন।

'অকিঞ্চন' শব্দে—যাঁহার কোন সম্বলই নাই॥১॥

সমুদ্রে চন্দ্রের উৎপত্তির কথা প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু সমুদ্রের অধিবাসী মৎস্যগণ যেরূপ চন্দ্রের সমুদ্রাবস্থানের কথা জানে না, তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধ

জগাই-মাধাইর নির্ব্বেদ ও নির্ব্বন্ধ সহকারে ভজন এবং গৌরসুন্দরের সান্ত্বনা—

জগাই-মাধাই দুই চৈতন্য-কৃপায়।
পরম ধার্ম্মিকরূপে বসে নদীয়ায় ॥৪॥
উষঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে।
দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে ॥৫॥
আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' বলি' করয়ে ক্রন্দন ॥৬॥
পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার।
কৃষ্ণের দয়িত দেখে সকল সংসার ॥৭॥
পূর্ব্বে যে করিল হিংসা, তাহা সঙরিয়া।
কান্দিয়া ভূমিতে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥৮॥
"গৌরচন্দ্র, আরে বাপ পতিতপাবন।"
সঙরিয়া পুনঃ পুনঃ করয়ে ক্রন্দন ॥৯॥
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে।
সঙরি' চৈতন্যকৃপা দুইজনে কান্দে ॥১০॥
সর্ব্বগণ সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
অনুগ্রহ, আশ্বাস করয়ে নিরন্তর ॥১১॥
আপনে আসিয়া প্রভু ভোজন করায়।
তথাপিহ দোঁহে চিত্তে সোয়াস্তি না পায় ॥১২॥

নিত্যানন্দ-লঙ্ঘনহেতু মাধাইর নির্ব্বেদ ও কাকুতি—

বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দেরে লঙ্ঘিয়া।
পুনঃ পুনঃ কান্দে বিপ্র তাহা সঙরিয়া ॥১৩॥
নিত্যানন্দ ছাড়িল সকল অপরাধ।
তথাপি মাধাই চিত্তে না পায় প্রসাদ ॥১৪॥
"নিত্যানন্দ-অঙ্গে মুঞি কৈলুঁ রক্তপাত।"
ইহা বলি' নিরন্তর করে আত্মঘাত ॥১৫॥
"যে অঙ্গে চৈতন্যচন্দ্র করয়ে বিহার।
হেন অঙ্গে মুঞি-পাপী করিলুঁ প্রহার ॥" ১৬॥
মূর্চ্ছাগত হয় ইহা সঙরি' মাধাই।
অহর্নিশ কান্দে, আর কিছু চিন্তা নাই ॥১৭॥

পরমানন্দময় নিত্যানন্দের নিরহঙ্কারে সর্ব্বনদীয়ায় ভ্রমণ—

নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু বালক-আবেশে।
অহর্নিশ-নদীয়ায় বুলেন হরিষে ॥১৮॥
সহজে পরমানন্দ নিত্যানন্দ-রায়।
অভিমান নাহি, সর্ব্ব নগরে বেড়ায় ॥১৯॥

মানবগণও প্রপঞ্চে অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্যদেবের অচিন্ত্য-লীলা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। (অন্বার্থ,—) মীনের অবস্থান-ক্ষেত্র—সমুদ্র। সেখান হইতে চন্দ্র দর্শন করিতে গিয়া সমুদ্রে পতিত চন্দ্রের রশ্মি-দর্শনে মীনের যেরূপ চন্দ্রের স্বরূপ অবগতির ব্যাঘাত হয়, তদ্রূপ সংসার-সমুদ্রে ভাসমান মর্ত্ত্যজীবকুল শ্রীচৈতন্যদেবের ছায়াশক্তির আবরণে আবৃত-নেত্রে শ্রীচৈতন্যলীলা দর্শন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩ ॥

কথিত আছে, শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন। জগাই-মাধাইও প্রত্যহ দুই লক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন। যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের নিবেদিত কোন বস্তুই শ্রীচৈতন্যদেব গ্রহণ করেন না। শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ প্রত্যহ অত্যল্পপক্ষে লক্ষ নাম গ্রহণ অবশ্যই করিয়া থাকেন; নতুবা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নৈবেদ্য গ্রহণ না করায় ভগবদুচ্ছিষ্ট-প্রাপ্তির বিচারে ব্যাঘাত ঘটে ॥ ৫ ॥

বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণ—অখিল দ্বাদশ রসেরই আশ্রয়। যাহারা বিষয়-সমূহকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে দর্শন করিতে অসমর্থ, সেইসকল ব্যক্তি—আসক্ত। তাহাদিগের নিকট পরমোদার কৃষ্ণের রসময়ত্বের অনুভূতি নাই। শ্রীজগাই-মাধাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগ্রহ লাভ করিয়া প্রাপঞ্চিক বস্তুমাত্রেরই সহিত কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন তাঁহাদের সংসারে প্রতিকূল-বোধ নাই। কৃষ্ণসম্বন্ধ-দর্শনাভাবে প্রাপঞ্চিক-বস্তুতে ভোগ-বুদ্ধির উদয় হয়। রসরহিতাবস্থা—নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান-বিচারপর মাত্র। কৃষ্ণ-রসের উদ্দীপনায় প্রপঞ্চের ব্যাপার-সমূহ ভগবদ্ভাব সংযুক্ত হয়। সেইকালে প্রাপঞ্চিক-বস্তুর ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিচার-রহিত হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তাৎপর্য্যজ্ঞানে উহাতে পূজ্য-বুদ্ধির উদয় হয়। তাহাতে ভোগ্য-বিচার থাকে না। ভোগ্য-বিচার না থাকিলে তাহাতে হিংসা-বৃত্তির উদয় হয় না। কৃষ্ণভোগ্য-বিচারে বস্তুর সহিত মিত্রতা অবশ্যম্ভাবী ॥ ৭ ॥

মাধাইর নিত্যানন্দচরণে নিষ্কপট শরণাপত্তি এবং স্তব—

একদিন নিত্যানন্দে নিভৃতে পাইয়া।
পড়িলা মাধাই দুই চরণে ধরিয়া ॥২০॥
প্রেমজলে ধোয়াইল প্রভুর চরণ।
দন্তে তৃণ ধরি' করে প্রভুর স্তবন ॥২১॥
"বিষ্ণুরূপে তুমি প্রভু করহ পালন।
তুমি সে ফণায় ধর অনন্ত ভুবন ॥২২॥
ভক্তির স্বরূপ প্রভু তোর কলেবর।
তোমারে চিন্তয়ে মনে পার্ব্বতী-শঙ্কর ॥২৩॥
তোমার সে ভক্তিযোগ, তুমি কর দান।
তোমা বই চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন ॥২৪॥
তোমার সে প্রসাদে গরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হই' কুতুহলী ॥২৫॥
তুমি সে অনন্তমুখে কৃষ্ণগুণ গাও।
সর্ব্বধর্ম্মশ্রেষ্ঠ 'ভক্তি' তুমি সে বুঝাও ॥২৬॥
তোমার সে গুণ গায় ঠাকুর নারদ।
তোমার সে যত কিছু চৈতন্যসম্পদ্ ॥২৭॥
তোমার সে কালিন্দী-ভেদনকারী নাম।
তোমা সেবি' জনক পাইল দিব্যজ্ঞান ॥২৮॥
সর্ব্বধর্ম্মময় তুমি পুরুষপুরাণ।
তোমারে সে বেদে বলে 'আদিদেব' নাম ॥২৯॥
তুমি সে জগতপিতা, মহা-যোগেশ্বর।
তুমি সে লক্ষ্মণচন্দ্র মহা ধনুর্দ্ধর ॥৩০॥
তুমি সে পাষণ্ডক্ষয়, রসিক, আচার্য্য।
তুমি সে জানহ চৈতন্যের সর্ব্ব-কার্য্য ॥৩১॥
তোমারে সেবিয়া পূজ্যা হৈলা মহামায়া।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চাহে তোমা পদছায়া ॥৩২॥
তুমি চৈতন্যের ভক্ত, তুমি মহাভক্তি।
যত কিছু চৈতন্যের—তুমি সর্ব্বশক্তি ॥৩৩॥
তুমি শয্যা, তুমি খট্টা, তুমি সে শয়ন।
তুমি চৈতন্যের ছত্র, তুমি প্রাণধন ॥৩৪॥
তোমা বহি কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর।
তুমি গৌরচন্দ্রের সকল অবতার ॥৩৫॥
তুমি সে করহ প্রভু পতিতের ত্রাণ।
তুমি সে সংহার' সর্ব্ব-পাষণ্ডীর প্রাণ ॥৩৬॥
তুমি সে করহ সর্ব্ব-বৈষ্ণবের রক্ষা।
তুমি সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম করাহ যে শিক্ষা ॥৩৭॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু পরমানন্দময় এবং অত্যন্ত সরল স্বভাব। তিনি সকল নগরে সকল শ্রেণীর নাগরিকগণের গৃহে নিজের মহত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া ভ্রমণ করিতেন। তাঁহার আদর্শ-চরিত্র-দর্শনে জগতের অনেকে কুটিলতা ত্যাগ করিয়া নিরহঙ্কার হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দের যাবতীয় সম্পত্তি—শ্রীমন্মহাপ্রভু। শ্রীচৈতন্য-মূলধনে তিনিই ধনী ॥ ২৭ ॥

জনক,—আদি ১৫শ অঃ ১৯৫ সংখ্যার গৌঃ ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

'কালিন্দীভেদকারী' নাম,—শ্রীবলদেব [illegible] যমুনায় জলক্রীড়া করিবার ইচ্ছায় যমুনাকে আহ্বান করেন। যমুনা তাঁহাকে মদমত্ত-জ্ঞানে অবজ্ঞা করিলে তিনি হলাগ্রে যমুনাকে আকর্ষণ করিতে থাকেন। তজ্জন্য গ্রন্থকার শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুকে 'কালিন্দীভেদনকারী' নামে অভিহিত করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

বিষ্ণুপূজা-প্রভাবে বিষ্ণুমায়া (যাহাকে প্রাপঞ্চিক জনগণ মহামায়া বলেন) জগতের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণলীলায় বলদেব প্রভু সর্ব্বতোভাবে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সেবা করিয়া থাকেন। বলদেবপ্রভু—সেবকের অদ্বিতীয়। কৃষ্ণচন্দ্রের চৈতন্য-লীলায় শ্রীনিত্যানন্দ ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি অদ্বিতীয়া সেবা করিতে সমর্থ নহে। তিনি মহাপ্রভুর মৎস্য-কূর্ম্মাদি সকল অবতারের আকর-বস্তু ॥ ৩৫ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুই জগতে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম-শিক্ষা-বিধানের মূল আকর-বস্তু। কলিহত জনগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্রে নানাপ্রকার নীতি-বর্জ্জিত দোষারোপ করিয়া নরক-পথের পথিক হয় এবং নরকযোগ্য কুভোগে জগতের মূঢ় লোকদিগকে অধঃপাতিত করে। ভগবানের সেবা করাই যে মানবের একমাত্র মঙ্গলময় পথ, নিত্যানন্দ

তোমার কৃপায় সৃষ্টি করে অজ-দেবে।
তোমারে সে রেবতী, বারুণী, কান্তি সেবে ॥৩৮॥
তোমার সে ক্রোধে মহা-রুদ্র-অবতার।
সেই যারে কর সর্ব্ব-সৃষ্টির সংহার ॥৩৯॥

তথাহি (শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ২।৫।১৯)—
"সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্ক্রম্যাত্তি জগত্ত্রয়ম্ ॥" ৪০ ॥

সকল করিয়া তুমি কিছু নাহি কর।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-নাথ তুমি বক্ষে ধর ॥৪১॥
পরম কোমল সুখ-বিগ্রহ তোমার।
যে বিগ্রহে করে কৃষ্ণ শয়ন-বিহার ॥৪২॥
সে হেন শ্রীঅঙ্গে মুঞি করিনু প্রহার।
মো-অধিক দারুণ পাতকী নাহি আর ॥৪৩॥
পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
যে অঙ্গ পূজয়ে শিব জীবন ভরিয়া ॥৪৪॥
যে অঙ্গ স্মরণে সর্ব্ববন্ধ বিমোচন।
হেন অঙ্গে রক্ত পড়ে আমার কারণ ॥৪৫॥
চিত্রকেতু-মহারাজ যে অঙ্গ সেবিয়া।
সুখে বিহরয়ে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হইয়া ॥৪৬॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে যে অঙ্গ স্মরণ।
হেন অঙ্গ মুঞি পাপী করিনু লঙ্ঘন ॥৪৭॥
যে অঙ্গ সেবিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ।
পাইল নৈমিষারণ্যে বন্ধ-বিমোচন ॥৪৮॥
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রজিত গেল ক্ষয়।
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া দ্বিবিদের নাশ ॥৪৯॥
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া জরাসন্ধ নাশ গেল।
আর মোর কুশল নাহি, সে অঙ্গ লঙ্ঘিল ॥৫০॥
লঙ্ঘনের কি দায়, যাহার অপমানে।
কৃষ্ণের শ্যালক রুক্মী ত্যজিল জীবনে ॥৫১॥
দীর্ঘ আয়ু ব্রহ্মাসম পাইয়াও সূত।
তোমা দেখি' না উঠিল, হৈল ভস্মীভূত ॥৫২॥
যাঁর অপমান করি' রাজা দুর্য্যোধন।
সবংশেতে প্রাণ গেল, নহিল রক্ষণ ॥৫৩॥

প্রভু এই বিষয়ে উপদেশ দিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

রেবতী, বারুণী, কান্তি—ইঁহারা শ্রীবলদেবের শক্তি। ভাঃ ৯।৩।২৯-৩৬ এবং বিষ্ণুপুরাণ ২।৫।১৮ শ্লোকসমূহ আলোচ্য। পাঠান্তরে—রেবতী, বারুণী সদা সেবে ॥৩৮॥

তথ্য। "যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ" অর্থাৎ যাঁহার প্রসাদে ব্রহ্মা এবং ক্রোধে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন (—ভাঃ ১২।৫।১)," "সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ" অর্থাৎ (ব্রহ্মা বলিলেন,—) শ্রীহরির নিয়োগ-মতে আমি সৃজন করি এবং শিব তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া বিশ্বের সংহারাদি-কার্য্য করিয়া থাকেন (ভাঃ ২।৬।৩২) ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়। সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রঃ নিষ্ক্রম্য (সঙ্কর্ষণস্য বক্ত্রেভ্য নির্গতো ভূত্বা) জগত্ত্রয়ং (ত্রিলোকং) অত্তি (গ্রসতে) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। সঙ্কর্ষণাত্মক রুদ্র সঙ্কর্ষণের বদন হইতে নির্গত হইয়া (কালানল দ্বারা) ত্রিলোক গ্রাস করেন ॥ ৪০॥

তথ্য। আদি ১।২০ গৌড়ীয়-ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৪৪ ॥

তথ্য। ভাঃ ৬।১৬ অধ্যায় আলোচ্য ॥ ৪৬ ॥

তথ্য। ভাঃ ১০।৭৮-৭৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ৪৮ ॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু লক্ষ্মণাবতারে ইন্দ্রজিতের বিনাশ করেন। (—রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ৮৪-৯১ অঃ আলোচ্য)।

দ্বিবিদের নাশ—দ্বিবিদ নামে বানর নরকাসুরের সখা ছিল। ঐ বানর সখার প্রাণবিনাশের প্রতিহিংসা গ্রহণ-মানসে নরকান্তক শ্রীকৃষ্ণাধ্যুষিত গোকুলে নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল। তৎকালে বারুণীপানমত্ত শ্রীবলদেব রৈবতক পর্ব্বতে রমণীগণ-মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিলেন। দ্বিবিদ তথায় গমন করিয়া বলদেব ও স্ত্রীগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং বিবিধ অত্যাচার করায় বলদেব উহাকে বিনাশ করেন। (ভাঃ ১০।৬৭ অঃ দ্রষ্টব্য) ॥৪৯॥

তথ্য। ভাঃ ১০।৫০, ৫২ এবং ৭২ অঃ আলোচ্য ॥৫০॥

তথ্য। রুক্মী অনিরুদ্ধের হস্তে নিজ পৌত্রীকে সম্প্রদান করে। বিবাহান্তে রুক্মী বলদেবের সহিত অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া বারংবার পরাজিত হইলেও তাহা অস্বীকার করে। আকাশবাণীতে বলদেবের জয় বিঘোষিত হইলেও দৈববাণী অগ্রাহ্য করিয়া রুক্মী বলদেবকে 'গোরক্ষক

দৈবযোগে ছিল যথা মহা-ভক্তগণ।
তাঁরা সব জানিলেন তোমার কারণ ॥৫৪॥
কুন্তী, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর, অর্জ্জুন।
তাঁ-সবার বাক্যে পুর পাইলেন পুনঃ ॥৫৫॥
যার অপমান মাত্র জীবনের নাশ।
মুঞি দারুণের কোন্ লোকে হবে বাস ॥"৫৬॥
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসয়ে মাধাই।
বক্ষে দিয়া শ্রীচরণ পড়িল তথাই ॥৫৭॥
"যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
পতিতের ত্রাণ লাগি' যাহার প্রকাশ ॥৫৮॥
শরণাগতেরে বাপ, কর পরিত্রাণ।
মাধাইর তুমি সে জীবন, ধন, প্রাণ ॥৫৯॥
জয় জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দ সর্ব্ব-বৈষ্ণবের ধন ॥৬০॥
জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায়।
শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে যুয়ায় ॥৬১॥
দারুণ চণ্ডাল মুঞি কৃতঘ্ন গোখর।
সব অপরাধ প্রভু মোর ক্ষমা কর ॥" ৬২॥

মাধাইএর কাকুতি শ্রবণে নিত্যানন্দের আশ্বাসবাণী এবং কৃপালিঙ্গন ও তৎপ্রসঙ্গে চৈতন্যে ভক্তিমানের সুখলাভ ও চৈতন্যভক্তিহীন নিত্যানন্দ-সেবাভিনয়কারীর পরিণাম কথন—

মাধাইর কাকু-প্রেম শুনিয়া স্তবন।
হাসি' নিত্যানন্দরায় বলিলা বচন ॥৬৩॥
"উঠ উঠ মাধাই, আমার তুমি দাস।
তোমার শরীরে হৈল আমার প্রকাশ ॥৬৪॥
শিশুপুত্র মারিলে কি বাপে দুঃখ পায়?
এই মত তোমার প্রহার মোর গায় ॥৬৫॥
তুমি যে করিলা স্তুতি, ইহা যেই শুনে।
সেহো ভক্ত হইবেক আমার চরণে ॥৬৬॥
আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহপাত্র।
আমাতে তোমার দোষ নাহি তিলমাত্র ॥৬৭॥

বনচারী' বলিয়া উপহাস করিলে শ্রীবলদেব মুদ্গর দ্বারা রুক্মীকে সংহার করেন (—ভাঃ ১০।৬১ অঃ) ॥ ৫১ ॥

তথ্য। শৌনকাদি ঋষিগণের নৈমিষারণ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান-কালে রোমহর্ষণ সূত মুনিগণের কৃপায় দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া ব্যাসাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। শ্রীবলদেব বহু তীর্থ পর্য্যটনের পর তথায় উপস্থিত হইলে যজ্ঞানুষ্ঠানরত মুনিগণ সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া বলদেবের যথাযোগ্য অর্চ্চন ও প্রণাম করিলেন; কিন্তু ব্যাসাসনে উপবিষ্ট রোমহর্ষণ কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। শ্রীবলদেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিদ্যাধ্যয়নাদির নৈরর্থক্য বিচারপূর্ব্বক কুশ দ্বারা তাঁহাকে সংহার করেন (—ভাঃ ১০।৭৮ অঃ) ॥ ৫২ ॥

তথ্য। জাম্ববতীনন্দন শাম্ব দুর্য্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণার স্বয়ম্বরকালে স্বয়ম্বর-স্থল হইতে লক্ষ্মণাকে হরণ করেন। রাজা দুর্য্যোধন তাহাতে অবজ্ঞাত জ্ঞান করিয়া বৃদ্ধগণের পরামর্শক্রমে শাম্বের পশ্চাদনুসরণপূর্ব্বক সকলে মিলিয়া তৎসহ সংগ্রাম করেন এবং পরাজিত শাম্বকে বন্ধনপূর্ব্বক হস্তিনায় লইয়া আসেন। যদুগণ দেবর্ষি নারদপ্রমুখাৎ তৎসংবাদ অবগত হইয়া কুরুগণের সহিত যুদ্ধোদ্যোগ করিলে ভগবান্ বলদেব অনর্থক যুদ্ধবিগ্রহ ইচ্ছা না করিয়া স্বয়ং কুলবৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া হস্তিনায় গমনপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অবগত হইবার নিমিত্ত উদ্ধবকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা শ্রীবলরামের আগমন শ্রবণপূর্ব্বক উপঢৌকন-সহ বলদেবসমীপে সমাগত হইয়া তাঁহার যথাবিধি অর্চ্চন করিলে বলদেব শাম্বকে প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করেন। কৌরবগণ বলদেবের বাক্য অগ্রাহ্য এবং যাদবগণের অবজ্ঞা করায় শ্রীবলদেব তাহাদিগের যথোচিত শিক্ষাবিধানার্থ হলাগ্রভাগ দ্বারা হস্তিনাকে উৎপাটন করিয়া গঙ্গায় নিমজ্জনাভি-প্রায়ে আকর্ষণ করিতে থাকেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া কৌরবগণ বলদেবের শরণাগত হইলে এবং বিবিধ উপায়ন প্রদান ও লক্ষ্মণা-সহ শাম্বকে প্রত্যর্পণ করিলে বলদেব তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেন। (—ভাঃ ১০।৬৮ অঃ এবং বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৫ অঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ৫৩-৫৫ ॥

দারুণ,—মহা অহঙ্কারী নির্ম্মম পাষণ্ড ॥ ৫৬ ॥

যেহেতু মাধাই মহাপ্রভুর কৃপা-পাত্র, সুতরাং নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার কোন দোষ আদৌ গ্রহণ করেন না ॥ ৬৭ ॥

যে জন চৈতন্য ভজে, সে আমার প্রাণ।
যুগে যুগে তার আমি করি' পরিত্রাণ ॥৬৮॥
না ভজে চৈতন্য যবে, মোরে ভজে, গায়।
মোর দুঃখে সেহো জন্মে জন্মে দুঃখ পায় ॥৬৯॥
এত বলি' তুষ্ট হৈয়া কৈলা আলিঙ্গন।
সর্ব্ব-দুঃখ মাধাইর হৈল বিমোচন ॥৭০॥

স্বকৃত জীবহিংসা-পাপ-ক্ষালনার্থ শ্রীল নিত্যানন্দের নিকটে মাধাইর জিজ্ঞাসা ও নিত্যানন্দের উপদেশ—

পুনঃ বলে মাধাই ধরিয়া শ্রীচরণ।
আর এক প্রভু মোর আছে নিবেদন ॥৭১॥
"সর্ব্ব-জীব-হৃদয়ে বসহ প্রভু তুমি।
হেন বহু জীব-হিংসা করিয়াছি আমি ॥৭২॥
কার বা করিলুঁ হিংসা, তাহা নাহি চিনি।
চিনিলে বা অপরাধ মাগিয়ে আপনি ॥৭৩॥
যা-সবার স্থানে করিলাম অপরাধ।
কোন্‌রূপে তারা মোরে করিবে প্রসাদ ? ৭৪॥
যদি মোরে প্রভু তুমি হইলা সদয়।
ইথে উপদেশ মোরে কর মহাশয় ॥" ৭৫॥
প্রভু বলে,—"শুন, কহি তোমারে উপায়।
গঙ্গাঘাট তুমি সজ্জ করহ সদায় ॥৭৬॥
সুখে লোক যখন করিবে গঙ্গাস্নান।
তখন তোমারে সবে করিবে কল্যাণ ॥৭৭॥
অপরাধ-ভঞ্জনী গঙ্গার সেবা-কার্য্য।
ইহাতে অধিক বা তোমার কোন্ ভাগ্য ॥৭৮॥
কাকু করি' সবারে করিহ নমস্কার।
তবে সব অপরাধ ক্ষমিব তোমার ॥৭৯॥

নিত্যানন্দোপদেশে মাধাইর গঙ্গাঘাট নির্ম্মাণ, নির্ব্বেদ, সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ক্ষমাভিক্ষা—

উপদেশ পাইয়া মাধাই ততক্ষণ।
চলিলা প্রভুরে করি' বহু প্রদক্ষিণ ॥৮০॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে নয়নে পড়ে জল।
গঙ্গাঘাট সজ্জ করে, দেখয়ে সকল ॥৮১॥
লোক দেখি' করে বড় অপূর্ব্ব গেয়ান।
সবারে মাধাই করে দণ্ড পরণাম ॥৮২॥
"জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈলুঁ অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ॥" ৮৩॥

মাধাইর ক্রন্দনে সকলের দুঃখ এবং মহাপ্রভুর মহিমা-কীর্ত্তন ও গৌরনিন্দকের সঙ্গবর্জ্জন—

মাধাইর ক্রন্দনে কান্দয়ে সর্ব্বজন।
আনন্দে 'গোবিন্দ' সবে করয়ে স্মরণ ॥৮৪॥
শুনিল সকল লোকে,—"নিমাই পণ্ডিত।
জগাই-মাধাইর কৈল উত্তম চরিত ॥" ৮৫॥
শুনিয়া সকল লোক হইল বিস্মিত।
সবে বলে,—"নর নহে নিমাঞি-পণ্ডিত ॥৮৬॥
না বুঝি' নিন্দয়ে যত সকল দুর্জ্জন।
নিমাই পণ্ডিত সত্য করেন কীর্ত্তন ॥৮৭॥
নিমাঞি পণ্ডিত সত্য শ্রীকৃষ্ণের দাস।
নষ্ট হৈবে, যে তা'রে করিবে পরিহাস ॥৮৮॥
এই দুইর বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে।
সেই বা ঈশ্বর, কি ঈশ্বর-শক্তি ধরে ॥৮৯॥
প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাঞি-পণ্ডিত।
এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত ॥৯০॥

শ্রীচৈতন্য-সেবা না করিয়া যিনি দম্ভভরে নিত্যানন্দের পূজার ছলনা করেন, তাহাতে নিত্যানন্দের দুঃখ হয় এবং ঐ ব্যক্তি জন্ম-জন্মান্তরে দুঃখ লাভ করেন ॥ ৬৯ ॥

গঙ্গাঘাট-সজ্জ,—নদীয়ানগরের লোকসকল সুখে গঙ্গা-স্নান করিবেন বলিয়া মাধাইকে গঙ্গা-ঘাট-নির্ম্মাণে নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ। অধুনা কতিপয় পাপমতি ভক্তবিদ্বেষী 'একডালা'র নিকট মহৎপুর গ্রামকে 'মাধাইর ঘাট' বলিয়া জগতে ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছে। এই সকল পাপিষ্ঠ বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়া নিজের অমঙ্গল সাধন করায় মাধাইর ঘাট উহাদের পাপের প্রশ্রয় দিবার জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান শ্রীনাথপুরের নিকটেই মাধাইর ঘাট ছিল। কিন্তু পাপপরায়ণ জনগণ সঞ্চিত পাপের সমৃদ্ধিকল্পে মাতাপুর গ্রামকে মাধাইর ঘাট বলিয়া কল্পনা করেন। ভৌগোলিক প্রমাণানুসারে উহা মোদদ্রুম-দ্বীপের অংশবিশেষ; তাহা কখনই মাধাইর ঘাট হইতে পারে না। কিছুদিন পূর্ব্বে কুলিয়ার একব্যক্তি ব্যবসা করিবার উদ্দেশে মহৎপুরকে মাধাইর ঘাট

এই মত নদীয়ার লোকে কহে কথা।
আর লোক না মিশায়, নিন্দা হয় যথা ॥৯১॥

মাধাইর কঠোর সাধন ও 'ব্রহ্মচারী' খ্যাতি—

পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
'ব্রহ্মচারী' হেন খ্যাতি হইল তথাই ॥৯২॥
নিরবধি গঙ্গা দেখি' থাকে গঙ্গাঘাটে।
স্বহস্তে কোদালি লঞা আপনেই খাটে ॥৯৩॥

মাধাইর প্রতি চৈতন্যকৃপার সাক্ষ্য—

অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য-কৃপায়।
'মাধাইর ঘাট' বলি' সর্ব্বলোকে গায় ॥৯৪॥
এই মত কত কীর্ত্তি হইল দোঁহার।
চৈতন্যপ্রসাদে দুই দস্যুর উদ্ধার ॥৯৫॥
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যাহাতে উদ্ধার দুই পরম পাষণ্ড ॥৯৬॥

মহাপ্রভুর প্রতি অশ্রদ্ধধানের পরিণাম—

মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র সবার কারণ।
ইহা শুনি' যার দুঃখ, খল সেই জন ॥৯৭॥

ছন্নাবতার চৈতন্যদেবের লীলা—বেদগুপ্ত—

চারি-বেদ-গুপ্ত-ধন চৈতন্যের কথা।
মন দিয়া শুন, যে করিল যথা যথা ॥৯৮॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৯৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে মাধবানন্দোপলব্ধি-বর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

বলিয়া কল্পনা করায় গঙ্গা তাহাকে নিজ-গর্ভসাৎ করিয়াছে। মাধাইরঘাটের অবস্থান-সম্বন্ধে চিত্রে নবদ্বীপ ৫২পৃঃদ্রষ্টব্য॥৭৬

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে অপরাধী জনগণ তাঁহাকে প্রাকৃত মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহার লীলাবসান কল্পনা এবং তাঁহার জন্মস্থান মানবের পরিমেয়, ভগবদ্ভক্তের অপরিজ্ঞেয় প্রভৃতি মনে করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করে। যাহারা লোকবঞ্চনার জন্য প্রাকৃতচেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া নিজ কায়-মনো-বাক্য সংযত করিতে পারে না, তাহারাই বৈষ্ণব-নিন্দা অবলম্বন করিয়া ভক্তিবিদ্বেষপূর্ব্বক ভক্তবিটেল হয় ॥ ৯০ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে পঞ্চদশাধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে সপার্ষদ মহাপ্রভুর শ্রীবাস-গৃহে নিশা-কীর্ত্তন, শ্রীবাস-শ্বশ্রূর লুক্কায়িতভাবে কীর্ত্তন-গৃহে অবস্থান, অদ্বৈতের চৈতন্যদাস্যভাব, মহাপ্রভুর ক্রোধব্যাজে শ্রীঅদ্বৈত-মহিমা-কীর্ত্তন, অদ্বৈতের প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা-বৈভব-দর্শনে বৈষ্ণবগণের বিস্ময়, সপার্ষদ মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমানন্দে নর্ত্তন-কীর্ত্তন, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বৃত্তান্ত প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু প্রত্যেক রজনীতে ভক্তগণ-সহ শ্রীবাস গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। একদিন ক্ষীণপুণ্যা শ্রীবাস-শাশুড়ী প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস-দর্শনাশায় কীর্ত্তন-গৃহের এক কোণে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করিলে সর্ব্ব-ভূতান্তর্যামী মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া সেদিনকার নৃত্যে আনন্দ পাইতেছেন না বলিয়া পুনঃপুনঃ জানাইতে লাগিলেন। তাহাতে ভক্তগণ-সহ শ্রীবাস অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া, গৃহমধ্যে বহিরঙ্গ কেহ আছে কি না, তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিত শ্রীবাস আপন শাশুড়ীকে গৃহে লুক্কায়িতা দেখিতে পাইয়া কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করাইয়া দেন। তখন মহাপ্রভু চিত্তে আনন্দ অনুভব করিয়া পুনরায় ভক্ত-গণ-সহ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভুর কৃপা-পাত্র ব্যতীত অন্য কাহারও তদীয় লীলা দর্শনের অধিকার নাই। মহাপ্রভু যখন ঈশ্বর-ভাবে বিষ্ণু-খট্টায় আরোহণ করিয়া সকলের শিরে চরণ অর্পণ এবং অদ্বৈতকে 'দাস' বলিয়া

সম্বোধন করেন, তখন অদ্বৈতের বিশেষ প্রীতি জন্মে। কিন্তু অচিন্ত্যলীলাময়বিগ্রহ গৌরসুন্দর মুহূর্ত্তমধ্যে আপন ঈশ্বর-ভাব সঙ্গোপন করিয়া দাস্যভাবে নানাবিধ ক্রীড়া ও বৈষ্ণব-গণের পদরেণু গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে সকল বৈষ্ণবই অন্তরে বিশেষ দুঃখ অনুভব করেন। অদ্বৈতাচার্য্য চৈতন্যের দাস্য ব্যতীত আর কিছুই ভালবাসেন না, কিন্তু মহাপ্রভু অদ্বৈতা-চার্য্যকে 'গুরু' বুদ্ধি করিয়া তাঁহার পদযুগল ধারণ করিতে যত্নবান্ হন। ইহাতে অদ্বৈতাচার্য্য মনে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিতেন এবং যে সময়ে ভাবাবেশ-জন্য মহাপ্রভুর মূর্চ্ছা হইত, তৎকালে তাঁহার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া প্রভুর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ, নয়নাশ্রুতে পাদপ্রক্ষালন, পদরেণু শিরে ধারণ ও নানা উপচারে পূজা-অর্চ্চনাদি-দ্বারা স্বীয় মনোবাসনা পূর্ণ করিতেন। একদিন মহাপ্রভু নৃত্য করিতে করিতে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন; তখন সুযোগ বুঝিয়া অদ্বৈত আচার্য্য মহাপ্রভুর পদরেণু সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভু পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিয়া ভক্তগণের নিকট চিত্তের অসন্তোষ-প্রকাশমুখে কেহ তদীয় পদরেণু গ্রহণ করিয়াছেন কি না তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের ভয়ে বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুকে কিছুই না বলিয়া মৌনভাবে অবস্থান করিলে অদ্বৈত আচার্য্য গৌরসুন্দরের নিকট করযোড়ে পদরেণু চৌর্য্যের কথা স্বীকার পূর্ব্বক আপন দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

মহাপ্রভু অদ্বৈতের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বাহিরে ক্রোধভাব প্রদর্শন করিয়া অদ্বৈতের নিন্দাব্যাজে বিবিধ গুণ প্রকাশ করিতে করিতে তাঁহার পদরেণু গ্রহণ ও চরণ স্বীয়বক্ষে ধারণ করিলেন। তাহাতে অদ্বৈত-প্রভু গৌরসুন্দরের নিজ সেবক-মর্য্যাদা-বৃদ্ধির কথা কীর্ত্তনমুখে তদীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে থাকিলে মহাপ্রভুও অদ্বৈতের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ অদ্বৈতের প্রতি গৌরসুন্দরের অসীম কৃপার বিষয় উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইলেন। তদনন্তর মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতা-চার্য্য এবং অন্যান্য ভক্তগণ—সকলে মহানন্দে কীর্ত্তন-নর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু কীর্ত্তনানন্দে পরম বিহ্বল হইলেও সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন এবং শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে প্রেমাবেশে ভূতলশায়ী হইবার উপক্রম দেখিলেই দুইবাহু প্রসারণ করিয়া মহাপ্রভুকে ধরিয়া রাখিতেন।

নবদ্বীপে 'শুক্লাম্বর' নামে একজন বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্যাদি কৃষ্ণকে অর্পণানন্তর তদবশেষ দ্বারা দেহরক্ষা করিয়া অহর্নিশ কৃষ্ণনাম-গুণ-কীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকায় কিছুমাত্র দারিদ্র্য-দুঃখ অনুভব করিতেন না। বহির্ম্মুখ লোক তাঁহাকে একজন ভিক্ষুক বলিয়াই জানিত। যেহেতু, চৈতন্য-কৃপা-পাত্র ব্যতীত অন্য কেহই তদীয় সেবককে চিনিতে পারে না। একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর-আবেশে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় ভিক্ষার ঝুলি-স্কন্ধে শুক্লাম্বর আগমন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শুক্লাম্বরকে দেখিয়া মহাপ্রভু তদীয় গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে ঝুলি হইতে মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া চিবাইতে লাগিলেন। নিকৃষ্ট কণাযুক্ত চাউল মহাপ্রভু ভক্ষণ করিতেছেন দেখিয়া শুক্লাম্বর স্বীয় সর্ব্বনাশের আশঙ্কা জানাইলে, মহাপ্রভু যে নিত্যকাল ভক্তের দ্রব্যই পরম আগ্রহে গ্রহণ করিয়া থাকেন, অভক্তের দ্রব্য-প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, তাহা শুক্লাম্বরকে জানাইলেন। শুক্লাম্বরের প্রতি গৌরসুন্দরের কৃপা-দর্শনে ভক্তগণ আনন্দ-চিত্তে কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাপ্রভু শুক্লাম্বরের বিবিধ গুণ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে প্রেমভক্তি-বর প্রদান করিলেন। শুক্লাম্বরের বরলাভে বৈষ্ণবগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

অর্চ্চনমার্গে মুদ্রাযোগে ভগবানকে নৈবেদ্য অর্পণ করিতে হয়। শুক্লাম্বর কর্ত্তৃক তাদৃশভাবে অর্পিত না হইলেও মহাপ্রভু বলপূর্ব্বক শুক্লাম্বরের তণ্ডুল ভক্ষণ করিয়া অর্চ্চন-পথাপেক্ষা অনুরাগ-পথের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিলেন। বিষয়-মদান্ধজন জন্মৈশ্বর্য্যাদি-মদে মত্ত হইয়া বৈষ্ণবগণকে চিনিতে পারে না। পরন্তু দরিদ্র, মূর্খ প্রভৃতি মনে করিয়া নিন্দা-উপহাসাদি করে; তজ্জন্য ভক্তবৎসল ভগবান্ ঐসকল বৈষ্ণবাপরাধীর পূজা-বৃত্তাদি গ্রহণ করেন না। কৃষ্ণ যে একমাত্র অকিঞ্চনেরই প্রাণধন, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত।

অতঃপর গ্রন্থকার অধ্যায়ের ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিয়া অধ্যায় সমাপ্ত করেন।

সপার্ষদ গৌরসুন্দরের জয়গান—

জয় জয় মহামহেশ্বর গৌরচন্দ্র।
জয় জয় বিশ্বম্ভর-প্রিয় ভক্তবৃন্দ ॥১॥

বহির্বঙ্গ-জন-বঞ্চনার্থ প্রভুর নিশাভাগে রুদ্ধ গৃহে কীর্ত্তন-বিলাস—

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়।
ভক্তসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করেন সদায় ॥২॥
দ্বার দিয়া নিশাভাগে করেন কীর্ত্তন।
প্রবেশিতে নারে কোন ভিন্ন লোকজন ॥৩॥

ক্ষীণপুণ্যা শ্রীবাস-শ্বশ্রূর গৌরকীর্ত্তন-বিলাস-দর্শন-চেষ্টায় আত্মগোপন—

একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাসের বাড়ী।
ঘরে ছিল লুকাইয়া শ্রীবাস-শাশুড়ী ॥৪॥
ঠাকুর পণ্ডিত আদি কেহ নাহি জানে।
ডোল মুড়ি' দিয়া আছে ঘরে এক কোণে ॥৫॥

গৌরকৃপা ব্যতীত ভাগ্যহীনের স্বেচ্ছায় ভগবল্লীলা-দর্শন-চেষ্টার নিষ্ফলতা—

লুকাইলে কি হয়, অন্তরে ভাগ্য নাই।
অল্প ভাগ্যে সেই নৃত্য দেখিতে না পাই ॥৬॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু বলে ঘনে ঘন।
"উল্লাস আমার আজি নহে কি কারণ ?" ৭॥

শ্রীবাসের শ্বশ্রূর কীর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ গৌরসুন্দরের হৃদয়-গোচর ও আত্মগোপনপূর্ব্বক প্রকারান্তরে উহা প্রকাশ—

সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী জানেন সকল।
জানিয়াও না কহেন, করে কুতুহল ॥৮॥
পুনঃ পুনঃ নাচি' বলে,—"সুখ নাহি পাই।
কেহ বা কি লুকাইয়া আছে কোন ঠাঞি ?" ৯॥

শ্রীবাস-গৃহে সকলের বহির্বঙ্গ জনানুসন্ধান এবং নিষ্ফলতা—

সর্ব্ব-বাড়ী বিচার করিলা জনে জনে।
শ্রীবাস চাহিল ঘর-সকল আপনে ॥১০॥
"ভিন্ন কেহ নাহি" বলি' করয়ে কীর্ত্তন।
উল্লাস না বাড়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥১১॥

বহিরঙ্গা শ্রীবাস-শ্বশ্রূর প্রকাশার্থ মহাপ্রভুর পুনশ্চেষ্টা ও ভক্তগণের চিন্তা—

আরবার রহি' বলে,—"সুখ নাহি পাই।
আজি বা আমারে কৃষ্ণ-অনুগ্রহ নাই ॥" ১২॥
মহা-ত্রাসে চিন্তে সব ভাগবতগণ।
"আমা-সবা বিনা আর নাহি কোনজন ॥১৩॥
আমরাই কোন বা করিল অপরাধ।
অতএব প্রভু চিত্তে না পায় প্রসাদ ॥" ১৪॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

ডোল—শস্যাদি রাখিবার বৃহৎ ভাজন। মুড়ি—আবরণ, আচ্ছাদন। ডোলের পার্শ্বে আপনাকে আবৃত করিয়াছিল ॥ ৫ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের ভাবময় নৃত্য-দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ক্ষীণভাগ্য-জনগণ সেই নৃত্য দেখিয়াও নৃত্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হয়। প্রকাশ্যভাবে দর্শনের সৌভাগ্য প্রভৃতি বিচার করিলেও অন্তর্হৃদয়ে বিরোধ পোষণ করায় অন্যমনস্কতাই সিদ্ধ হয়। মুখে ও মনে ভেদ থাকার নামই 'কপটতা'। কাপট্য-সিদ্ধি ও প্রকৃত প্রস্তাবে অনুসরণ এক নহে। জগতে দেখা যায় যে, নির্ব্বিশেষবাদী বাহিরে লোক দেখাইয়া দরিদ্রের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠাশা লাভের যত্ন করেন; কিন্তু অন্তরে নিজ ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্যগৌরবে স্ফীতি প্রভৃতির আবরণ করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে 'দৈন্য' বলিয়া যে লোভনীয় পদবী আছে, তাহার সন্ধান লাভ করেন না। নির্ব্বিশেষবাদকে প্রশ্রয় দিতে গিয়া যে সাম্য-প্রথা প্রদর্শন পূর্ব্বক আত্ম-ম্ভরিতা সমৃদ্ধ হয়, তাহা কখনই 'দৈন্যমুখে অকিঞ্চনতা' বলিয়া গণ্য হয় না ॥ ৬ ॥

শ্রীবাসের পুনরনুসন্ধান এবং শ্বশ্রূকে বহিষ্কার, তাহাতে প্রভুর উদ্বেগহ্রাস ও উল্লাস—

আরবার ঠাকুর-পণ্ডিত ঘরে গিয়া।
দেখে নিজ শাশুড়ী আছয়ে লুকাইয়া ॥১৫॥
কৃষ্ণাবেশে মহা-মত্ত ঠাকুর-পণ্ডিত।
যার বাহ্য নাহি, তার কিসের গর্ব্বিত ? ১৬॥
বিশেষে প্রভুর বাক্যে কম্পিত শরীর।
আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি' করিলা বাহির ॥১৭॥
কেহ নাহি জানে ইহা, আপনে সে জানে।
উল্লসিত বিশ্বম্ভর নাচে তত্ক্ষণে ॥১৮॥
প্রভু বলে,—"এবে চিত্তে বাসি যে উল্লাস।"
হাসিয়া কীর্ত্তন করে পণ্ডিত শ্রীবাস ॥১৯॥
মহানন্দে হইল কীর্ত্তন-কোলাহল।
হাসিয়া পড়য়ে সব বৈষ্ণব-মণ্ডল ॥২০॥
নৃত্য করে গৌরসিংহ মহা-কুতুহলী।
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী ॥২১॥

চৈতন্যকৃপায়ই চৈতন্য-লীলায় অধিকার—

চৈতন্যের লীলা কেবা দেখিবারে পারে।
সেই দেখে, যারে প্রভু দেন অধিকারে ॥২২॥
এই মত প্রতিদিন হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
গৌরচন্দ্র করে, নাহি দেখে সর্ব্বজন ॥২৩॥

অদ্বৈতমহিমা-খ্যাপনার্থ প্রভুর লীলা—

আর একদিন প্রভু নাচিতে নাচিতে।
না পায় উল্লাস প্রভু চাহে চারিভিতে ॥২৪॥
প্রভু বলে,—"আজি কেনে সুখ নাহি পাই ?
কিবা অপরাধ হইয়াছে কা'র ঠাঞি ?" ২৫॥

অদ্বৈতাচার্য্যের স্বরূপগত অভিমান—

স্বভাবে চৈতন্য-ভক্ত আচার্য্য গোসাঞি।
চৈতন্যের দাস্য-বই আর ভাব নাই ॥২৬॥
যখন খট্টায় উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ অর্পয় সর্ব্ব-শিরের উপর ॥২৭॥
যখন ঠাকুর নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে'।
তখন অদ্বৈত সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥২৮॥
প্রভু বলে,—"আরে নাড়া, তুই মোর দাস।"
তখন অদ্বৈত পায় অনন্ত উল্লাস ॥২৯॥

ভক্তগণ-সহ গৌরসুন্দরের অচিন্ত্য লীলা—

অচিন্ত্য গৌরাঙ্গতত্ত্ব বুঝন না যায়।
সেইক্ষণে ধরে সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পায় ॥৩০॥
দশনে ধরিয়া তৃণ করয়ে ক্রন্দন।
"কৃষ্ণরে, বাপরে, তুই মোহার জীবন ॥" ৩১॥
এমন ক্রন্দন করে, পাষাণ বিদরে।
নিরন্তর দাস্য-ভাবে প্রভু কেলি করে ॥৩২॥
খণ্ডিলে ঈশ্বর-ভাব সবাকার স্থানে।
অসর্ব্বজ্ঞ হেন প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে ॥৩৩॥
"কিছুনি চাঞ্চল্য মুঞি উপাধিক করোঁ।
বলিহ মোহারে, যেন সেইক্ষণে মরোঁ ॥৩৪॥
কৃষ্ণ মোর প্রাণধন, কৃষ্ণ মোর ধর্ম্ম।
তোমরা মোহার ভাই-বন্ধু জন্ম জন্ম ॥৩৫॥

কৃষ্ণসেবায় মত্ত কীর্ত্তনকারী শ্রীবাস পণ্ডিত বহির্জগতের চিন্তাস্রোত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তিনি অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্য করেন নাই। ভোগপর জনগণ যেরূপ গর্ব্বচালিত হইয়া অপরের প্রতি অত্যাচার করেন, সেরূপ বিচার তাঁহার ছিল না ॥ ১৬ ॥

সাধারণ ব্যক্তিগণ যেরূপ নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যাঘাত হইলে ক্রোধে কম্পিতকলেবর হন, শ্রীবাস সেরূপ অহঙ্কারে চালিত না হইয়া, মহাপ্রভুর উদ্বেগ হইতেছে জানিয়া ক্রোধে অধীরভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় পূজ্যা লুক্কায়িতা শ্বশ্রূমাতাকে অপরের দ্বারা কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক ডোলের সমীপ হইতে অন্যের অগোচরে বাহির করিয়া দিলেন ॥ ১৭ ॥

বহিরঙ্গ-সঙ্গে ভাবোল্লাসের সম্ভাবনা নাই। বহির্ম্মুখগণের বিতাড়নে কৃষ্ণসেবোন্মুখতা প্রবলভাবে সমৃদ্ধ হয় না। স্বজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ জনগণের সঙ্গপ্রভাবে সেবোন্মুখতা স্বভাবতঃই উল্লাস লাভ করে। বহিরঙ্গের মিলনে সেরূপ প্রেমচাঞ্চল্য দেখা যায় না। শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুর উদ্বেগ কমিয়াছে দেখিয়া পরমানন্দচিত্তে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ভগবদ্ভক্তগণের মুখেও হর্ষের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণদাস্য বহি আর নাহি অন্য গতি।
বুঝাহ, মোহার পাছে হয় আর মতি॥" ৩৬॥
ভয়ে সব বৈষ্ণব করেন সঙ্কোচন।
হেন প্রাণ নাহি কারো, করিবে কথন॥৩৭॥
এই মত যখন আপনে আজ্ঞা করে।
তখন সে চরণ স্পর্শিতে সবে পারে॥৩৮॥
নিরন্তর দাস্যভাবে বৈষ্ণব দেখিয়া।
চরণের রেণু লয় সম্ভ্রমে উঠিয়া॥৩৯॥
ইহাতে বৈষ্ণব-সব দুঃখ পায় মনে।
অতএব সবারে করয়ে আলিঙ্গনে॥৪০॥

গৌরসুন্দরের অদ্বৈতকে 'গুরু' বুদ্ধি, তাহাতে আচার্য্য অদ্বৈতের দুঃখ—

'গুরু'-বুদ্ধি অদ্বৈতেরে করে নিরন্তর।
এতেকে অদ্বৈত দুঃখ পায় বহুতর॥৪১॥

সাক্ষাতে গৌরচরণ-সেবার অধিকার না পাওয়ায় মহাপ্রভুর ভাবাবেশকালে অদ্বৈত-প্রভুর নানারূপে চৈতন্য-সেবা—

আপনেও সেবিতে সাক্ষাতে নাহি পায়।
উলটিয়া আরো প্রভু ধরে দুই পায়॥৪২॥
যে চরণ মনে চিন্তে, সে হৈল সাক্ষাতে।
অদ্বৈতের ইচ্ছা—থাকি সদাই তাহাতে॥৪৩॥
সাক্ষাতে না পারে প্রভু করিয়াছে রাগ।
তথাপিহ চুরি করে চরণ-পরাগ॥৪৪॥
ভাবাবেশে প্রভু যে সময়ে মূর্চ্ছা পায়।
তখনে অদ্বৈত চরণের পাছে যায়॥৪৫॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণের তলে।
পাখালে চরণ দুই নয়নের জলে॥৪৬॥
কখনো বা মুছিয়া পুঁছিয়া লয় শিরে।
কখনো বা ষড়ঙ্গবিহিত পূজা করে॥৪৭॥
এহো কর্ম্ম অদ্বৈত করিতে পারে মাত্র।
প্রভু করিয়াছে যারে মহা-মহা-পাত্র॥৪৮॥

সর্ব্বভক্তাপেক্ষা অদ্বৈতাচার্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব—

অতএব অদ্বৈত—সবার অগ্রগণ্য।
সকল বৈষ্ণব বলে,—'অদ্বৈত সে ধন্য'॥৪৯॥

তদ্বৈত-তত্ত্বানভিজ্ঞ অসদ্ব্যক্তিগণের অদ্বৈতকে মহাবিষ্ণু এবং মহাপ্রভুকে অদ্বৈতাশ্রিতা গোপী-জ্ঞান—

অদ্বৈতসিংহের এই একান্ত মহিমা।
এ রহস্য নাহি জানে যত দুষ্ট জনা॥৫০॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবাবেশ তিরোহিত হইলে তিনি ভক্তগণের নিকট জিজ্ঞাসা করেন,—"আমি দেহ ও মনের দ্বারা কোন চাঞ্চল্য করিয়াছি কিনা? যদি করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেইক্ষণেই আমার মৃত্যু হইল না কেন?" ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ-কালে মহাপ্রভুর সকল ভক্তের মস্তকে পাদপদ্ম প্রদান এবং অদ্বৈতকে ভৃত্যবোধ প্রভৃতি লোকাতীত বিচার দেখা যাইত। আবার ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া স্বীয় দৈন্য-প্রতীতি দ্বারা ভক্তগণের নিকট আদর্শ প্রদর্শন করিতেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিকট ঐসকল কথা প্রকাশ করিতেন॥ ৩৪॥

আদর্শ ভক্তচরিত্র প্রদর্শন [illegible] গিয়া মহাপ্রভুর বৈষ্ণবের পদধূলিগ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যে বৈষ্ণবগণের বিশেষ দুঃখ হইত। মহাপ্রভু তাঁহাদের দুঃখ-অপনোদন জন্য চরণ-ধূলি গ্রহণের পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গনকরিতেন এবং অদ্বৈত প্রভুকে গুরুবুদ্ধি করায় তিনি দুঃখ বোধ করিতেন॥ ৪০॥

মহাপ্রভু অদ্বৈত-প্রভুকে সম্মান করিতেন; সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু প্রকাশ্যভাবে শ্রীমহাপ্রভুর চরণ-স্পর্শের সুযোগ না পাইয়া অপ্রকাশ্যে প্রভুর ভাবাবেশের সময় চরণ-স্পর্শের সুবিধা করিয়া লইতেন এবং মহাপ্রভুর মূর্চ্ছাকালে তাঁহার পাদপদ্মে পড়িয়া বহু আর্ত্তিসহকারে নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন॥ ৪৫॥

ষড়ঙ্গ—মধ্য ৬।৩৩ গৌড়ীয়-ভাষ্য দ্রষ্টব্য॥ ৪৭॥

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর প্রীতির সহিত শ্রীগৌরচরণ-সেবা দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে নিরহঙ্কার, জিতেন্দ্রিয় পুরুষরাজ জ্ঞান করিতেন। জগতে সকল-ভক্ত অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠতা প্রখ্যাপনের জন্য তাঁহাকে দ্বিতীয়-রহিত 'অদ্বৈত' বলিয়া স্থাপন করিতেন॥ ৪৮॥

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু—বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার অলৌকিক-মহিমা বিষয়-মদ-মত্ত অসদ্ব্যক্তিগণ না জানিয়া অনেক সময় তাঁহার সম্বন্ধে দৌরাত্ম্যের কথা প্রচার

প্রভুর মূর্চ্ছাকালে অদ্বৈতের গৌরপদধূলি গ্রহণ এবং অন্তর্যামী গৌরসুন্দরের সকৌতুকে প্রকারান্তরে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা—

একদিন মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর নাচে।
আনন্দে অদ্বৈত তান বুলে পাছে পাছে ॥৫১॥
হইল প্রভুর মূর্চ্ছা—অদ্বৈত দেখিয়া।
লেপিল চরণধূলা অঙ্গে লুকাইয়া ॥৫২॥
অশেষ কৌতুক জানে প্রভু গৌর-রায়।
নাচিতে নাচিতে প্রভু সুখ নাহি পায় ॥৫৩॥
প্রভু কহে,—"চিত্তে কেন না বাসোঁ প্রকাশ ?
কার অপরাধে মোর না হয় উল্লাস ? ৫৪॥
কোন্ চোরে আমারে বা করিয়াছে চুরি।
সেই অপরাধে আমি নাচিতে না পারি ॥৫৫॥
কেহ বা কি লইয়াছে মোর পদধূলি।
সবে সত্য কহ, চিন্তা নাহি, আমি বলি ॥" ৫৬॥

ভক্তগণের মৌনভাব এবং অদ্বৈতের নিজ গুপ্তকার্য্য স্বীকার—

অন্তর্যামি-বচন শুনিয়া ভক্তগণ।
ভয়ে মৌন সবে, কিছু না বলে বচন ॥৫৭॥
বলিলে অদ্বৈত-ভয়, না বলিলে মরি।
বুঝিয়া অদ্বৈত বলে যোড়হস্ত করি' ॥৫৮॥
"শুন বাপ, চোরে যদি সাক্ষাতে না পায়।
তবে তার অগোচরে লইতে যুয়ায় ॥৫৯॥
মুঞি চুরি করিয়াছোঁ। মোরে ক্ষম' দোষ।
আর না করিব যদি তোর অসন্তোষ ॥" ৬০॥

অদ্বৈত-বাক্যশ্রবণে মহাপ্রভুর ক্রোধব্যাজে অদ্বৈতমহিমা খ্যাপন এবং বলপূর্ব্বক অদ্বৈত-পদধূলি গ্রহণ ও তদীয় চরণ বক্ষে ধারণ—

অদ্বৈতের বাক্যে মহা ক্রুদ্ধ বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতমহিমা ক্রোধে বলয়ে বিস্তর ॥৬১॥
"সকল সংসার তুমি করিয়া সংহার।
তথাপিহ চিত্তে নাহি বাস প্রতিকার ॥৬২॥
সংহারের অবশেষ সবে আছি আমি।
আমা সংহারিয়া তবে সুখে থাক তুমি ॥৬৩॥
তপস্বী, সন্ন্যাসী, যোগী, জ্ঞানি-খ্যাতি যার।
কাহারে না কর তুমি শূলেতে সংহার ? ৬৪॥
কৃতার্থ হইতে যে আইসে তোমা-স্থানে।
তাহারে সংহার কর ধরিয়া চরণে ॥৬৫॥
মথুরানিবাসী এক পরম বৈষ্ণব।
তোমার দেখিতে আইল চরণবৈভব ॥৬৬॥
তোমা দেখি' কোথা সে পাইবে বিষ্ণু-ভক্তি।
আরও সংহারিলে তার চিরন্তন-শক্তি ॥৬৭॥
লইয়া চরণধূলি তারে কৈলা ক্ষয়।
সংহার করিতে তুমি পরম নির্দ্দয় ॥৬৮॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে ভক্তিযোগ।
সকল তোমারে কৃষ্ণ দিল উপযোগ ॥৬৯॥

করিতেন। এখনও কোন কোন স্থলে তাঁহার বংশধর ও অনুগগণের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে 'মহাবিষ্ণু'বলিয়া জানিতে গিয়া গৌরসুন্দরকে তদাশ্রিতা পরমপ্রেষ্ঠা গোপী মাত্র বলিয়া প্রচার করে। শ্রীচৈতন্যের নিত্যদাস্য যাঁহাতে প্রবল, তাঁহাকে 'শ্রীচৈতন্য-সেব্য' বলিয়া প্রতিষ্ঠাপন করা দুষ্টবুদ্ধির পরিচায়ক। শ্রীঅদ্বৈত-বংশে ও অদ্বৈতবংশানুচরগণের মধ্যে কেহ কেহ দুষ্ট মত গ্রহণ করিয়া শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে কেবলাদ্বৈতবাদী সাজাইতে ইচ্ছা করেন ॥ ৫০ ॥

যদি প্রকাশ্যভাবে পরদ্রব্যাপহরণ-কার্য্যের সুবিধা না হয়, তাহা হইলে গোপনে তদ্বস্তু-সংগ্রহে চোরের যোগ্যতা আছে। তবে তদ্দ্বারা কাহারও ক্ষতি হইলে যে অপরাধ হয়, তাহা পুনরায় অনুষ্ঠিত হইবে না জানিলে, তাহার সন্তোষের কারণ হয় ॥ ৫৯ ॥

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু মহাবিষ্ণু হওয়ায় রুদ্ররূপে জগৎ সংহার করেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—"আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমার সামান্য ভক্তিবলে সংহার করা তোমার পক্ষে অধিক কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। তুমি মহাবলী বৈষ্ণব, আমাদের ন্যায় স্বল্পভজন-বল-ব্যক্তির ভজন-সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া তোমার পক্ষে নিতান্ত গর্হিত কার্য্য। মথুরা-নিবাসী কোন ভক্ত তোমার নিকট ভক্তি-প্রার্থনায় উপনীত হইলে তাহার ভক্তিবল নাশ করিবার জন্য তুমি তাহার ভক্তি বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছিলেন।" এইরূপে স্তুতির

তথাপিহ তুমি চুরি কর ক্ষুদ্র-স্থানে।
ক্ষুদ্র সংহারিতে কৃপা নাহি বাস মনে ॥৭০॥
মহা ডাকাইত তুমি, চোরে মহা চোর।
তুমি সে করিলা চুরি প্রেমসুখ মোর ॥" ৭১॥
এই মত ছলে কহে সুসত্য বচন।
শুনিয়া আনন্দে ভাসে ভাগবতগণ ॥৭২॥
"তুমি সে করিলা চুরি, আমি কি না পারি।
হের, দেখ, চোরের উপরে করোঁ চুরি ॥" ৭৩॥
এত বলি অদ্বৈতেরে আপনে ধরিয়া।
লোটয়ে চরণ-ধূলি হাসিয়া হাসিয়া ॥৭৪॥
মহাবলী গৌরসিংহে অদ্বৈত না পারে।
অদ্বৈতচরণ প্রভু ঘসে নিজ শিরে ॥৭৫॥
চরণ ধরিয়া বক্ষে অদ্বৈতেরে বলে।
"হের, দেখ, চোর বান্ধিলাম নিজ কোলে ॥৭৬॥
করিতে থাকয়ে চুরি চোর শতবার।
বারেকে গৃহস্থ সব করয়ে উদ্ধার ॥" ৭৭॥

অদ্বৈতের ঐকান্তিক গৌরদাস্য জ্ঞাপন—

অদ্বৈত বলয়ে,—"সত্য কহিলা আপনি।
তুমি সে গৃহস্থ, আমি কিছুই না জানি ॥৭৮॥
প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ—সকল তোমার।
কে রাখিবে প্রভু, তুমি করিলে সংহার ? ৭৯॥
হরিষের দাতা তুমি, তুমি দেহ' তাপ।
তুমি শাস্তি করিলে রাখিবে কার বাপ ? ৮০॥
নারদাদি যায় প্রভু দ্বারকা নগরে।
তোমার চরণ-ধন-প্রাণ দেখিবারে ॥৮১॥
তুমি তা-সবার লও চরণের ধূলি।
সে সব কি করে প্রভু, সেই আমি বলি ॥৮২॥
আপনার সেবক আপনে যবে খাও।
কি করিব সেবকে, আপনে ভাবি' চাও ॥৮৩॥
কি দায় চরণ ধূলি, সে রহুক পাছে।
কাটিতে তোমার আজ্ঞা কোন্ জন আছে ॥৮৪॥
তবে যে এমত কর, মহে ঠাকুরালি।
আমার সংহার হয়, তুমি কুতুহলী ॥৮৫॥
তোমার সে দেহ, তুমি রাখ বা সংহার'।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু, তাই তুমি কর ॥" ৮৬॥

বিশ্বম্ভরের অদ্বৈত-মহিমা কীর্ত্তন—

বিশ্বম্ভর বলে,—"তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী।
এতেকে তোমার চরণের সেবা করি ॥৮৭॥
তোমার চরণধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপিলে।
ভাসয়ে পুরুষ কৃষ্ণপ্রেম-রস-জলে ॥৮৮॥
বিনা তুমি দিলে ভক্তি, কেহ নাহি পায়।
'তোমার সে আমি', হেন জান সর্ব্বথায় ॥৮৯॥
তুমি আমা যথা বেচ', তথাই বিকাই।
এই সত্য কহিলাম তোমার সে ঠাঞি ॥" ৯০॥

অদ্বৈতের প্রতি গৌরসুন্দরের অনুগ্রহ পরাকাষ্ঠা দর্শনে ভক্তগণের বিস্ময় সহকারে বিবিধ উক্তি—

অদ্বৈতের প্রতি দেখি' কৃপার বৈভব।
অপূর্ব্ব চিন্তয়ে মনে সকল-বৈষ্ণব ॥৯১॥
"সত্য সেবিলেন প্রভু এ মহাপুরুষে।
কোটি মোক্ষতুল্য নহে এ কৃপার লেশে ॥৯২॥

ছলনায় পরুষবাক্যে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈত-মহিমা সুষ্ঠু ভাবে প্রচার করিলেন ॥ ৬১-৬৫ ॥

মথুরানিবাসী বৈষ্ণব—স্বয়ং গৌরসুন্দর। ভক্তরূপে অবতীর্ণ গৌরসুন্দরের নিজকে বৈষ্ণব বলিয়া [illegible]পন এবং নন্দনন্দনের সহিত অভেদত্ব-হেতু 'মথুরানিবাসী' বলিয়া অভিমান ॥ ৬৬ ॥

উপযোগ—আনুকূল্য, উপযোগিতা ॥ ৬৯ ॥

চোর অনেকবার চুরি করিয়া অল্প অল্প দ্রব্য সংগ্রহ করে। গৃহস্থ চোরের অনেকবার চুরির প্রতিশোধ একেবারে লইতে গিয়া তাহার গৃহের সকল বস্তু উদ্ধার করিয়া ফেলে। শ্রীচৈতন্য—মহাবলী, অদ্বৈত তাঁহার তুলনায় ক্ষীণশক্তি, সুতরাং মহাপ্রভু বলপূর্ব্বক প্রকাশ্যেই অদ্বৈতের চরণ স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন ॥ ৭৫-৭৭ ॥

অদ্বৈত বলিলেন,—"গৃহস্থের বাড়ীতে চোরে চুরি করে, কিন্তু তুমি ত গৃহস্থ নও ; সকল দ্রব্য তোমারই ; তুমিই সকল-দ্রব্যের সংহার কর্ত্তা, এবং তুমিই সকলের আনন্দের বিধাতা। নারদাদি মুনিগণ তোমার চরণ দর্শনে গমন করিলে তুমি তাহাদের পদধূলি লইয়া থাক। তোমার আজ্ঞা

কদাচিৎ এ প্রসাদ শঙ্করে সে পায়।
যাহা করে অদ্বৈতেরে শ্রীগৌরাঙ্গরায় ॥৯৩॥
আমরাও ভাগ্যবন্ত হেন ভক্তসঙ্গে।
এ ভক্তের পদধূলি লই সর্ব্ব অঙ্গে ॥"৯৪॥

পাপমতিজনের অদ্বৈতকে গৌরসুন্দরের 'সেবক' না জানিয়া 'সেব্য' জ্ঞান এবং তৎপরিণাম—

হেন ভক্ত অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে।
পাপি-সব দুঃখ পায় নিজ কর্ম্মদোষে ॥৯৫॥
সে কালে যে হৈল কথা, সেই সত্য হয়।
না মানে বৈষ্ণব-বাক্য, সেই যায় ক্ষয় ॥৯৬॥

মহাপ্রভুর হরিধ্বনি, ভক্তগণের কৃষ্ণকীর্ত্তন এবং গৌর-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাদির নৃত্য—

'হরিবোল' বলি' উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি' সব গায় অনুচর ॥৯৭॥
অদ্বৈত আচার্য্য মহা-আনন্দে বিহ্বল।
মহা-মত্ত হই' নাচে পাসরি' সকল ॥৯৮॥
গর্জ্জে গর্জ্জে আচার্য্য দাড়িতে দিয়া হাত।
ভ্রূকুটি করিয়া নাচে শান্তিপুরনাথ ॥৯৯॥
"জয় কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ বনমালী।"
অহর্নিশ গায় সবে হই' কুতুহলী ॥১০০॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু পরম বিহ্বল।
তথাপি চৈতন্য-নৃত্যে পরম কুশল ॥১০১॥
সাবধানে চতুর্দ্দিকে দুই হস্ত তুলি'।
পড়িতে চৈতন্য, ধরি' রহে মহাবলী ॥১০২॥
অশেষ আবেশে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
তাহা বর্ণিবার শক্তি কে ধরে জিহ্বায় ॥ ? ১০৩॥
সরস্বতী সহিত আপনে বলরাম।
সেই সে ঠাকুর গায় পূরি' মনস্কাম ॥১০৪॥

কেহ লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহে। এরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ তুমি আমাকে সেবাধিকার না দিয়া আমাকে সেবা করিবার যে ছলনা করিয়াছ, ইহা তোমার বৈভব-মহিমা নহে। তুমি ইহাতে আনন্দ পাইতে পার, কিন্তু এতদ্দ্বারা আমার সর্ব্বনাশ করা হয়॥" ৭৮-৮৫ ॥

শ্রীমহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুকে বলিলেন,—"তুমি আমাকে তোমার সম্পত্তি বলিয়া জানিবে। তুমি বিক্রয়-কর্ত্তা হইয়া আমাকে যেখানে বিক্রয় করিবে, আমি সেইস্থানেই বিক্রেয় পণ্যের ন্যায় বিক্রীত হইব। তুমি সেবা-ভাণ্ডারের একমাত্র অধিকারী। সর্ব্বতোভাবে তোমার সেবাবৃত্তি অনুসরণ করিলে জীবের কৃষ্ণপ্রেম-রসামৃতে অবগাহন সম্ভবপর হয়। তুমি কাহাকেও সেবায় বঞ্চিত করিলে তাহার কোনদিনই সেবাধিকার হয় না। এই পরম সত্যই তোমার নিকট আমি বলিতেছি॥" ৯০ ॥

কৃপার বৈভব—অনুগ্রহের পরাকাষ্ঠা, ঔদার্য্যের পূর্ণ-ব্যাপকতা ॥ ৯১ ॥

মুক্তির আদর্শ কোটিগুণিত হইলেও এরূপ ঔদার্য্যের কণামাত্র হয় না ॥ ৯২ ॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য—গৌরসুন্দরের পরমভক্ত। যে সকল পাপমতিজন অদ্বৈত-প্রভুকে শ্রীচৈতন্যের ঐকান্তিক ভক্ত না বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীঅদ্বৈতের সেবক জ্ঞান করে, সেইসকল ভাগ্যহীন দুষ্ট ব্যক্তি নিজকর্ম্ম বিপাকে অশেষ দুঃখে নিমগ্ন হয়; কিন্তু মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্ত সকলেই পরমানন্দ চিত্তে অদ্বৈত-প্রভুকে মহাপ্রভুর সেবক বলিয়াই আনন্দিত হন। প্রভুর প্রকট-বিহার-কালের এই সকল পরম সত্য ঘটনা যাহারা বিশ্বাস করে না এবং কল্পনা-প্রভাবে অদ্বৈতকে 'চৈতন্যের সেব্যতত্ত্ব' বলিয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করে, সেইসকল পাপী ব্যক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কতিপয় সন্তান এবং তাঁহার নিম্নাধস্তনবর্গ অদ্বৈতপ্রভুকে চৈতন্যদেবের একান্ত ভৃত্য জ্ঞান না করিয়া 'কেবলাদ্বৈতবাদী' জানিয়া আত্মশ্লাঘা করে তাহাতে তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটে ॥৯৫॥

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু শাস্ত্রাচারসম্পন্ন গুম্ফ-শ্মশ্রু-কেশাদি-মুণ্ডিত ছিলেন। দাড়ী বা চিবুকে যে উন্নত কেশ (শ্মশ্রু) দেখা যায়; উহাকে সাধারণ ভাষায় 'দাড়ী' বলে। তজ্জন্য কেহ কেহ অনভিজ্ঞতাবশে অজ্ঞ বাউলিয়ার বেষ শ্মশ্রু-কেশাদির নিয়োগ করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি মুণ্ডিত-কেশ ছিলেন। তাঁহাকে 'নাড়া' শব্দে অভিহিত করায় মুণ্ডিত-কেশেরই নির্দ্দেশ বুঝা যায় ॥ ৯৯ ॥

প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্বদা ভাবাবেশে অবস্থান করায় প্রাপঞ্চিক বিচারে পরম বিহ্বল বা উদ্‌ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট

ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়, ক্ষণে মহাকম্প।
ক্ষণে তৃণ লয় করে, ক্ষণে মহা-দম্ভ ॥১০৫॥
ক্ষণে হাস, ক্ষণে শ্বাস, ক্ষণে বা বিরস।
এইমত প্রভুর আবেশ-পরকাশ ॥১০৬॥
বীরাসন করিয়া ঠাকুর ক্ষণে বৈসে।
মহা-অট্ট-অট্ট করি' মাঝে মাঝে হাসে ॥১০৭॥
ভাগ্য অনুরূপ কৃপা করয়ে সবারে।
ডুবিলা বৈষ্ণব-সব আনন্দ-সাগরে ॥১০৮॥

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর আখ্যান—

সম্মুখে দেখয়ে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
অনুগ্রহ করে তারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥১০৯॥
সেই শুক্লাম্বরের শুনহ কিছু কথা।
নবদ্বীপে বসতি, প্রভুর জন্ম যথা ॥১১০॥
পরম স্বধর্ম্মরত, পরম সুশান্ত।
চিনিতে না পারে কেহ পরম মহান্ত ॥১১১॥
নবদ্বীপে ঘরে ঘরে ঝুলি লই' কান্ধে।
ভিক্ষা করি' অহর্নিশ 'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে ॥১১২॥
'ভিখারী' করিয়া জ্ঞান, লোকে নাহি চিনে।
দরিদ্রের অবধি—করয়ে ভিক্ষাটনে ॥১১৩॥
ভিক্ষা করি' দিবসে যে কিছু বিপ্র পায়।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি' তবে শেষ খায় ॥১১৪॥
কৃষ্ণানন্দ-প্রসাদে দারিদ্র্য নাহি জানে।
বলিয়া বেড়ায় 'কৃষ্ণ' সকল ভবনে ॥১১৫॥
চৈতন্যের কৃপাপাত্র কে চিনিতে পারে?
যখন চৈতন্য অনুগ্রহ করে যারে ॥১১৬॥
পূর্ব্বে যেন আছিল দরিদ্র দামোদর।
সেই মত শুক্লাম্বর বিষ্ণুভক্তিধর ॥১১৭॥

হন; কিন্তু তিনি ভগবৎসেবনোদ্দেশে নৃত্য-কালেও পূর্ণ-ভাবে স্বীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন। যেকালে শ্রীচৈতন্য-দেব কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে পতনোন্মুখ কিম্বা ধরাশায়ী হইতেন, তৎকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হস্তদ্বয় প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে ভূমিতে পতিত হইতে দিতেন না ॥ ১০১-১০২ ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনকালে প্রেমোন্মত্ত হইয়া স্বাভীষ্ট-কীর্ত্তন-মুখে যে জিহ্বায় উচ্চারিত শব্দ-সমূহ, তাহা বলদেবের সহিত সরস্বতী-সংযোগক্রমে উদিত হয়। বলদেব স্বয়ং বাণী-জিহ্বায় নিজ প্রভুর যথেচ্ছা গুণ গান করিয়া থাকেন ॥ ১০৪ ॥

মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলা ভগবদ্ভক্তের যোগ্যতানুসারে পরিলক্ষিত হয়। ভগবানে বিরক্ত নির্ব্বিশেষবাদী কৃপালাভে সম্পূর্ণ অযোগ্য। সৎকর্ম্মনিপুণ কর্ম্মকাণ্ডরত-জন মায়িক দয়া লাভ করিয়া নশ্বর ভোগে অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, মনে করেন। ভগবদ্ভক্ত ভগবৎসেবায় যে[illegible]াণ স্বীয় চেষ্টা প্রদর্শন করেন, ভগবান্ তাঁহার নিকট সেই পরিমাণেই তাঁহার প্রেমবাধ্য হন। কর্ম্মীর স্বার্থপর নশ্বর আনন্দভোগ, জ্ঞানীর নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান প্রভৃতি 'কৃপা'-শব্দবাচ্য নহে, ভগবদ্ভক্তই সুকৃতি-বশে যথেচ্ছাচার, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ডের অমঙ্গল হইতে মুক্ত হন ॥ ১০৮ ॥

মূঢ় ব্যক্তিগণ আপাতদর্শনে বঞ্চিত হইয়া শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীকে সাধারণ ইন্দ্রিয়তর্পণাকাঙ্ক্ষ ভিক্ষু বলিয়াই জানে। দরিদ্রতা বা অভাবের পূর্ণাদর্শ ভিক্ষুকের বেশে কৃষ্ণভক্তের চেষ্টা ত্রিবিধাহঙ্কার-মত্ত জনগণ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মায়াবিমূঢ় অহঙ্কারগর্ব্বিত জনগণ ভগবদ্ভক্তকে অভাবগ্রস্ত কর্ম্মফলাধীন জ্ঞান করে, কিন্তু সুজন বৈষ্ণবের দরিদ্রতা, অভাব বা প্রাপঞ্চিক বস্তুতে অকিঞ্চনাধিকার বুঝিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। তাঁহারা জীবের অজ্ঞাত-সুকৃতির জন্য মহৎ হইয়াও দীনচেতা গৃহীর নিবাসে গমন করিয়া থাকেন। "মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজকার্য্য নাহি, তবু যান পর-ঘর॥" উহাতে দাতার অজ্ঞাত-সুকৃতি জন্ম লাভ করে। এই আত্মবৃত্তি যাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই ভক্তিমঠে ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া হরিভজন করেন ও মূঢ় জড়াসক্তজনগণের সুকৃতির উদয় করান। ভক্তিমঠের ভিক্ষুকগণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিয়া ভোগপর ব্রাহ্মণাচারে অবস্থান-পূর্ব্বক আত্মবঞ্চনা করেন না, পরন্তু ভৈক্ষ্যদ্রব্য-সমূহ কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করেন। কর্ম্মফলভোগী কৃষ্ণবিমুখ-ব্রাহ্মণতায় যেরূপ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের-ব্যবস্থা, সেইরূপ ব্রাহ্মণব্রুবতা বৈষ্ণবের না থাকায় তাঁহারা কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাসম্পন্ন

সেই মত কৃপাও করিলা বিশ্বম্ভর।
যে রহে চৈতন্যনৃত্যে বাড়ীর ভিতর ॥১১৮॥

শুক্লাম্বরের ভিক্ষাঝুলি-স্কন্ধে প্রবেশ ও নৃত্য; তদ্দর্শনে মহাপ্রভুর হাস্য এবং তদীয় গুণ বর্ণন—

ঝুলি কান্ধে লই' বিপ্র নাচে মহারঙ্গে।
দেখি' হাসে প্রভু সব-বৈষ্ণবের সঙ্গে ॥১১৯॥
বসিয়া আছয়ে প্রভু ঈশ্বর-আবেশে।
ঝুলি কান্ধে শুক্লাম্বর নাচে কান্দে হাসে ॥১২০॥
শুক্লাম্বর দেখিয়া গৌরাঙ্গ কৃপাময়।
'আইস, আইস' করি' প্রভু বলয়ে সদয় ॥১২১॥
"দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম।
আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষু-ধর্ম্ম ॥১২২॥
আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই।
তুমি না দিলেও আমি বল করি' খাই ॥১২৩॥
দ্বারকার মাঝে খুদ কাড়ি' খাইলুঁ তোর।
পাসরিলা? কমলা ধরিল হস্ত মোর ॥" ১২৪॥

প্রভু কর্ত্তৃক শুক্লাম্বরের ঝুলিস্থ চাউল ভক্ষণ ও তাহাতে শুক্লাম্বরের দুঃখ—

এত বলি' হস্ত দিয়া ঝুলির ভিতর।
মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল চিবায় বিশ্বম্ভর ॥১২৫॥
শুক্লাম্বর বলে,—"প্রভু কৈলা সর্ব্বনাশ।
এ তণ্ডুলে খুদ-কণ বহুত প্রকাশ ॥" ১২৬॥

প্রভু কর্ত্তৃক ভক্তের নিকৃষ্ট দ্রব্যও স্বেচ্ছায় ভক্ষণ এবং অভক্তের অমৃতেও উপেক্ষা—

প্রভু বলে,—"তোর খুদকণ মুঞি খাঙ।
অভক্তের অমৃত উলটি' নাহি চাঙ ॥" ১২৭॥

প্রভুর অচিন্ত্য চরিত্রে ভক্তগণের হর্ষাশ্রু এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন—

স্বতন্ত্র পরমানন্দ ভক্তের জীবন।
চিবায় তণ্ডুল, কে করিবে নিবারণ ॥১২৮॥
প্রভুর কারুণ্য দেখি' সর্ব্ব ভক্তগণ।
শিরে হাত দিয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥১২৯॥
না জানি, কে কোন্ দিগে পড়য়ে কান্দিয়া।
সবেই বিহ্বল হৈলা কারুণ্য দেখিয়া ॥১৩০॥
উঠিল পরমানন্দ—কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
শিশু বৃদ্ধ আদি করি' কান্দে সর্ব্বজন ॥১৩১॥
দন্তে তৃণ করে কেহ, কেহ নমস্কারে।
কেহ বলে,—"প্রভু কভু না ছাড়িবা মোরে ॥"১৩২॥
গড়াগড়ি যায়েন সুকৃতি শুক্লাম্বর।
তণ্ডুল খায়েন সুখে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর ॥১৩৩॥

ঐকান্তিক ভক্তের কার্য্যাবলী কৃষ্ণেচ্ছাজনিত—

প্রভু বলে,—"শুন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি।
তোমার হৃদয়ে আমি সর্ব্বদা বিহরি ॥১৩৪॥

হইয়া নির্ব্বোধ সংসারকে আত্মস্বভাব ও নিজের উন্নত পদবীর কথা জানিতে দেন না ॥ ১১৩ ॥

দামোদর—'শ্রীদাম, বা 'শ্রীদামা' (সুদামা) নামক ব্রাহ্মণ, ইনি শ্রীকৃষ্ণের সাহাধ্যায়ী সখা ছিলেন ॥ (ভাঃ ১০।৮০ অঃ আলোচ্য) ॥ ১১৭ ॥

শ্রীমহাপ্রভু শুক্লাম্বরকে বলিলেন,—"তুমি জন্মে জন্মে আমার দরিদ্র ভক্ত। সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহপতি হইবার বাসনা তোমার নাই। ব্রহ্মচারি-রূপে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তুমি আমাকে তোমার ভৈক্ষ্যদ্রব্য-সমূহ অর্পণ কর। তুমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। গৃহস্থের ও বানপ্রস্থের যে প্রাকৃত-শাব্দিক-অহঙ্কার, তাহা হইতেও তুমি নির্ম্মুক্ত। তুমি পারমহংস্য-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া অকিঞ্চন তুর্য্যাশ্রমের বর্ণ গ্রহণ করিয়াছ। সুতরাং তুমি পূর্ণ শরণাগত ত্রিদণ্ডিভিক্ষু। তোমার যাবতীয় কায়-মনোবাক্য বা চেষ্টা আমাকে সম্পূর্ণভাবে দিতে সমর্থ হইয়াছ। আমি তোমার নৈবেদ্য সর্ব্বক্ষণ প্রার্থনা করি। তোমার আমাকে সমর্পণ করা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে ভোগপর অভিনিবেশ নাই। সুতরাং আমি বলপ্রকাশ করিয়াই তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছি, তজ্জন্যই তুমি গরীব ॥" ১২২-১২৩ ॥

তথ্য। ভাঃ ১০।৮১।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১২৪ ॥

তথ্য। "অণ্বপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্ণা ভূর্য্যেব মে ভবেৎ। ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে॥" (—ভাঃ ১০।৮১।৩) ॥ ১২৭ ॥

তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন।
তুমি ভিক্ষায় চলিলে আমার পর্য্যটন ॥১৩৫॥
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে মোর অবতার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেমসেবক আমার ॥১৩৬॥

প্রভুর শুক্লাম্বরকে প্রেমভক্তি বরদান, তাহাতে ভক্তগণের জয়ধ্বনি—

তোমারে দিলাম আমি প্রেমভক্তি দান।
নিশ্চয় জানিহ 'প্রেম-ভক্তি মোর প্রাণ'।" ১৩৭॥
শুক্লাম্বরে বর শুনি' বৈষ্ণব-মণ্ডল।
জয় জয় হরিধ্বনি করিল সকল ॥১৩৮॥

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতির সেবকের ভিক্ষা-তাৎপর্য্য সাধারণের অগম্য—

কমলানাথের ভৃত্য ঘরে ঘরে মাগে।
এ রসের মর্ম্ম জানে কোন্ মহাভাগে ॥১৩৯॥

ঐকান্তিক ভক্ত শুক্লাম্বরের মাধুকরী বলপূর্ব্বক গ্রহণ দ্বারা গৌরসুন্দরের স্বয়ং ভিক্ষুধর্ম্মের আবাহন—

দশ ঘরে মাগিয়া তণ্ডুল বিপ্র পায়।
লক্ষ্মীপতি গৌরচন্দ্র তাহা কাড়ি' খায় ॥১৪০॥

বৈদিক নৈবেদ্য-দানবিধি অতিক্রম পূর্ব্বক মহাপ্রভুর শুক্লাম্বর-তণ্ডুল গ্রহণের তাৎপর্য্য—অর্চ্চন-পথাপেক্ষা অনুরাগপথের মহিমা প্রদর্শন ও কৃষ্ণভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন—

মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের যত বিধি।
বেদরূপে আপনে বলেন গুণনিধি ॥১৪১॥
বিনে সেই বিধি কিছু স্বীকার না করে।
সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে ॥১৪২॥
শুক্লাম্বর-তণ্ডুল তাহার পরমাণ।
অতএব সকল-বিধির ভক্তি প্রাণ ॥১৪৩॥

যাবতীয় বৈদিক-বিধি-নিষেধ, সকলই ভক্তির অনুগত; ইহাতে অবিশ্বাসীর কৃষ্ণসেবা-বৈমুখ্যহেতু দুর্গতি লাভ—

যত বিধি-নিষেধ—সকলি ভক্তিদাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ, সেই যায় নাশ ॥১৪৪॥

বেদব্যাসোক্ত ভক্তির বৈশিষ্ট্য মহাপ্রভু ও তদনুগ জনগণের চরিত্রে পরিস্ফুট—

ভক্তি—বিধি-মূল, কহিলেন বেদব্যাস।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তাহা করিলা প্রকাশ ॥১৪৫॥

শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত ত্রিদণ্ডি বৈষ্ণবভিক্ষু-সম্প্রদায় মাধুকরীর উদ্দেশ্যে যে পর্য্যটন করেন, সেই ভ্রমণমুখে নামপ্রেম-প্রচারের কার্য্য ভগবানই ভক্ত-দ্বারা করাইয়া থাকেন ॥ ১৩৫ ॥

অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি শ্রীগৌরসুন্দরের ঐকান্তিক-ভক্ত শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নানাস্থান হইতে মাধুকরী সংগ্রহ-পূর্ব্বক যে ভৈক্ষ্যদ্রব্য দ্বারা নিজেচ্ছায় হরিসেবা করিতেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহার সুযোগ না দিয়া, স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই ভৈক্ষ্যদ্রব্য গ্রহণরূপ ভিক্ষুধর্ম্মের আবাহন করিলেন। তাহাতে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত জনগণ জানিলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব ত্রিদণ্ডিভিক্ষুগণের এক[illegible]সেবা। ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুগণ নিজের উদর-পূর্ত্তি বা ইন্দ্রিয়তর্পণের উদ্দেশে কোন মাধুকরী সংগ্রহ করেন না; পরন্তু তদ্দ্বারা কৃষ্ণসেবাই করিয়া থাকেন। ব্রহ্মসন্ন্যাসিগণ বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া ভিক্ষা মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক যাবন্নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ বিচারমাত্র করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণ মাধুকরী-লব্ধ ভৈক্ষ্য দ্বারা ভগবৎসেবাই করিয়া থাকেন। ত্যাগী বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর রূপ-রসাদি যাবতীয় বিষয় গ্রহণ—নিজেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা নহে, পরন্তু তাঁহারা তদ্দ্বারা কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের সেবা-তাৎপর্য্য ব্যতীত অন্য কোন কুযোগী বৈভবে আবদ্ধ থাকেন না। শ্রীচৈতন্য মঠে দীক্ষিত বা দিব্যজ্ঞানলব্ধ জনগণ শ্রীগৌড়ীয়-মঠে বাস করিয়া শুক্লাম্বরের ব্রহ্মচর্য্যের অনুসরণ মাত্র করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেব মঠবাসীগণের যাবতীয় ভৈক্ষ্যদ্রব্য কাড়িয়া খান বলিয়াই তাঁহারা গৌরহরির অপহরণ-কার্য্যের সহায়তা করিতে সমর্থ হন। সর্ব্বস্ব শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় নিযুক্ত করাই ভক্তিমঠবাসি-গণের একান্ত কর্ত্তব্য। ঐ বৃত্তিই 'প্রেম'শব্দবাচ্য। প্রেমার অনুসরণ করিতে হইলে মঠবাসীর পবিত্র চরিত্র দর্শন করাই সুকৃতিমন্ত জীবগণের একমাত্র বিধেয়। চারি আশ্রমে থাকিয়া, চারিবর্ণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পঞ্চম আশ্রম বা পঞ্চম বর্ণের অনুপযোগিতা দর্শনে কৃতকার্য্য হইয়া যে সমদর্শন, তাহা ভক্তিমঠবাসিগণের চিন্ময় চরিত্রে প্রতিভাত হয়।

মুদ্রা নাহি করে বিপ্র, না দিল আগমে।
তথাপি তণ্ডুল প্রভু খাইল যতনে ॥১৪৬॥

মহাপ্রভু ও তদীয় জনগণের চরিত্র বিষয়মদান্ধ আধ্যক্ষিক বিচারপর জনগণের অক্ষজ-জ্ঞানগম্য বস্তু নহেন—

বিষয়-মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
সুত-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে ॥১৪৭॥

বৈষ্ণবকে মূর্খ, দরিদ্র-জ্ঞানে অবজ্ঞাকারীর বিষ্ণুপূজা ভক্তজন-প্রিয় কৃষ্ণের অগ্রাহ্য—

দেখি মূর্খ দরিদ্র যে বৈষ্ণবেরে হাসে।
তার পূজা-বিত্ত কভু কৃষ্ণেরে না বাসে ॥১৪৮॥

তথাহি (ভাগবত ৪।৩১।২১)—

ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈর্যে বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু ॥১৪৯

সুতরাং ভক্তিমঠবাসী পরম সুচতুর রসজ্ঞ মহাভাগ-সকলই এই সকল কথা বুঝিতে পারিয়া জগতে সকল কার্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রতিগৃহে নাম-প্রেম-প্রচার-কার্য্যদ্বারা ভাগ্যবন্ত গৃহস্থগণের সেবা করিতে সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব ॥ ১৪০ ॥

নৈবেদ্য-দানবিধি—"অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্র দ্বারা জপ্ত জলযোগে নৈবেদ্য প্রোক্ষণপূর্ব্বক চক্রমুদ্রা ভ্রমণ দ্বারা রক্ষণ করিবে। পরে বায়ুবীজ ('যং') দশধা জলে জপ করত সেই জল নৈবেদ্যে সেচন করিতে হইবে। উহা দ্বারা নৈবেদ্য-দ্রব্যের শুষ্কত্ব দোষের বিশুদ্ধি করিয়া দক্ষিণ করে বহ্নিবীজ (রং) ভাবনা করিবে এবং দক্ষিণ হস্ততলের পৃষ্ঠভাগে বামকর লগ্ন করত প্রদর্শন করিবে। তদুত্থ বহ্নি দ্বারা নৈবেদ্য-দ্রব্যের শুষ্কত্ব-দোষ মনে মনে দহন করিতে হইবে তৎপরে বামকরে অমৃতবীজ (ঠং) চিন্তা করিবে। অনন্তর দক্ষিণ হস্তের তলদেশ বামকরের পৃষ্ঠভাগে লগ্ন করিয়া দেখাইবে এবং উক্ত মুদ্রা হইতে জাত সুধাধারা দ্বারা সেই নৈবেদ্য-দ্রব্য সেচন করিবে। পরে মূলমন্ত্রযোগে অভিমন্ত্রিত জল দ্বারা ঐ নৈবেদ্য প্রোক্ষণ করত তৎসমস্ত সুধাময় চিন্তা করিবে। তদনন্তর উহা দক্ষিণ-কর দ্বারা স্পর্শ পূর্ব্বক অষ্টধা মূলমন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে ধেনুমুদ্রাযোগে উক্ত নৈবেদ্যকে পরিপূর্ণ জ্ঞান করত গন্ধ-জলাদি দ্বারা উহার এবং শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর কুসুমাঞ্জলি লইয়া শ্রীহরিকে এই বলিয়া অর্চ্চনা করিবে,—'হে ভগবন্! নৈবেদ্য-গ্রহণার্থ তদীয় শ্রীবদনপদ্ম হইতে তেজঃ বহির্গত হউক।' এই প্রকারে পূজা করিয়া, যেন প্রভুর বদন হইতে তেজ বিনির্গত হইয়া নৈবেদ্যে মিলিত হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিবে। তৎপরে বামকরে নৈবেদ্যপাত্র স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ করে গন্ধপুষ্প সহ জল লইবে এবং স্বাহান্ত মূলমন্ত্র পাঠ করত "শ্রীকৃষ্ণায় ইদং নৈবেদ্যং কল্পয়ামি" বলিয়া গন্ধপুষ্পাদি-সহ দক্ষিণ-করস্থ তজ্জল ভূতলে পরিত্যাগ করিবে। তৎপরে তুলসীদল-সহ নৈবেদ্য প্রদানের মন্ত্র দ্বারা প্রভুকে নিবেদন করিয়া দিবে। নিবেদনের মন্ত্র যথা,—"নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে" পরে "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" মন্ত্র পাঠ করত বাম কর দ্বারা যথা বিধানে প্রভুকে বারিগণ্ডূষ প্রদান করিবে এবং বিকসিত কমল-সদৃশ গ্রাসমুদ্রা দেখাইবে। ফলতঃ প্রথমে প্রণববিশিষ্ট এবং শেষে চতুর্থী বিভক্তি ও স্বাহাযুক্ত প্রাণাদি-মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণ-করে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন কর্ত্তব্য। তৎপরে করদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠযুগল দ্বারা স্ব স্ব অনামাযুগল স্পর্শ করত নৈবেদ্য-দ্রব্যের মন্ত্র জপপূর্ব্বক নিবেদ্য মুদ্রা দেখাইবে। নিবেদ্যমুদ্রার মন্ত্র যথা,—"ঠোঁ নমঃ পরায় অবাত্মনেঽনিরুদ্ধায় নিবেদ্যং কল্পয়ামি।" ভগবদ্ভক্তিপরায়ণেরা নিজ অভীষ্ট মন্ত্র নিবেদ্য পদার্থের মন্ত্ররূপে জপ করেন এবং গ্রাসমুদ্রা দেখাইয়া থাকেন। হরিমুখপদ্ম হইতে যে তেজঃ বিনিষ্ক্রান্ত হয়, তাঁহারা তদ্রূপ চিন্তা করেন না; ফলকথা, শিষ্টাচারানুসারে প্রফুল্লমনে শ্রীহরিকে ভোজন করাইয়া থাকেন। (হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিলাস দ্রষ্টব্য) ॥ ১৪১ ॥

তথ্য। "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥" (—পদ্ম-পুরাণ) ১৪৪-১৪৫ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের শুক্লাম্বরের নিকট হইতে আতপ ও উষ্ণের বিচার-রহিত হইয়া সমগ্রনৈবেদ্য-দানবিধি অতিক্রম-পূর্ব্বক অনুরাগবশে যে গ্রহণ-লীলা, উহাই সকল পাঞ্চরাত্রিক বৈধভক্তির অর্চ্চন-পথের একমাত্র পরম ফল।

কৃষ্ণ—নিষ্কিঞ্চনের প্রাণ-সদৃশ ; ইহাই সর্ব্ববেদবাণী এবং গৌরসুন্দর এই বৈদিক-সত্যের আচার্য্য ও প্রচারক—

'অকিঞ্চন-প্রাণ কৃষ্ণ'—সর্ব্ব বেদে গায়।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ এই তাহারে দেখায় ॥১৫০॥

বৈদিক যাবতীয় বিধিনিষেধ, সকলই ভক্তির অনুকূলচেষ্টা মাত্র, সুতরাং প্রতিকূল চেষ্টা হইতে সহস্র যোজন দূরে অনুরাগ-পথের ভক্ত অবস্থান করায় তাঁহারা কোন দিনই বিধিপথের উল্লঙ্ঘন করেন না ; কিন্তু বিধি-ভক্তির সাধ্য ব্যাপারে নিরন্তর অবস্থান করিয়া অনুরাগ-পথে কৃষ্ণ-সেবারত থাকেন। যে-সকল মূঢ় ব্যক্তি আধ্যক্ষিক বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক অনুরাগ-পথের সেবা বুঝিতে অসমর্থ হয়, সেই আধ্যক্ষিকজনগণ কৃষ্ণসেবাবৈমুখ্য লাভ করে। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের গীতে 'অপি চেৎ সুদুরাচারো' শ্লোকের আবাহন। তাই বলিয়া পাপজীবন বা উচ্ছৃঙ্খলতাময় অপস্বার্থ-পরতা কখনই সহজ-ভক্তিসাধ্য ব্যাপার বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, কিন্তু বিষয়াসক্ত প্রাকৃত সহজিয়া ইহা বুঝিতে না পারিয়া শুদ্ধভক্ত ও ভক্তির প্রতি বিদ্রোহ করিয়া নরক-পথের যাত্রী হন ॥ ১৪৪ ॥

শ্রীবেদব্যাস স্মৃতি-পুরাণাদির মধ্যে যে-সকল বিধি-ভক্তির কথা লিপিবদ্ধ করিয়া বিধি-নিষেধ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার সুষ্ঠু ব্যাখ্যাই শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার নিরুপম দাসগণের চরিত্রে অভিব্যক্ত আছে ॥ ১৪৫ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর যে পরমোচ্চ রাগানুগ-বিচারধারা বিধি ভক্তির চরম-ফলরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, অর্চ্চন-পথের সকল ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়াও অনুরাগপথের মহিমা ও মধুরিমা অবস্থিত। যাঁহারা আধ্যক্ষিকবিচারে আপনাদিগকে অত্যুন্নত মনে করিয়া বৈষ্ণবের প্রাকৃতত্ব-বিচারে আত্মবিনাশ করেন, সেইসকল বিষয়মদান্ধ জনগণ বহুপুত্র লাভ [illegible], প্রচুর ধনবন্ত হইয়া, মর্য্যাদাসম্পন্ন বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া 'বৈষ্ণবই যে একমাত্র গুরু' তাহা বুঝিতে পারেন না। আচার্য্য-বংশে যে কৃত্রিম অর্চ্চন ও দীক্ষাপ্রদান প্রভৃতি বংশোচিত ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত আছে, উহা মদান্ধতা মাত্র। তজ্জন্যই জাতি-গোস্বামিবাদের বিচার-সমূহ বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হয়। পণ্ডিতকুল প্রচুর পরিমাণে স্বাধ্যায়নিরত হইয়া স্বাধ্যায়ফললব্ধ বৈষ্ণবকে অনভিজ্ঞ মূর্খ মনে করেন, অভাব-গ্রস্ত দরিদ্র মাত্র জানেন এবং উপহাসের পাত্র মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু তাদৃশ দাম্ভিকের পূজা এবং পূজোপকরণ কৃষ্ণ কখনই স্বীকার করেন না। দরিদ্র বৈষ্ণবের সর্ব্বস্ব সমর্পণ—প্রাপঞ্চিক ইতর-বস্তু-সমূহে লোভহীনতার পরিচায়ক, সুতরাং ঐকান্তিক বৈষ্ণবতা না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষ্ণের তুষ্টি হইতে পারে না। "যেষাং স এষ ভগবান্" শ্লোক এবং "যস্যাহং অনুগৃহ্লামি" শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। স্বপ্নকালীয় প্রতীতির ন্যায় বস্তু-লাভ-প্রতীতির অকিঞ্চিৎকরতা, প্রপঞ্চাবস্থিত জাগর-কালের বিচারের নশ্বর বস্তু-লাভের অকিঞ্চিৎকরতা বৈষ্ণব সর্ব্বক্ষণ বিচার করেন। সুতরাং প্রাকৃত সাহজিকের ন্যায় ভোগিকুল হইতে তিনি সর্ব্বদা বহুদূরে অবস্থিত। কিন্তু পুণ্ডরীক, বিদ্যানিধি, রায় রামানন্দ-প্রমুখ ভক্তাধিরাজগণের সম্পত্তি-দর্শনে যে বিষয়-চেষ্টার প্রাপঞ্চিকতা আধ্যক্ষিকের নয়ন-পথে পতিত হয়, উহা তাহাদের বিড়ম্বনা-বৃদ্ধির জন্য। যেহেতু তাহারা বিষয়-মদান্ধ। কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, তদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয় নাই, এরূপ প্রতীতি বিষ্ণু-ভক্তের একমাত্র লোভনীয় বস্তু। এই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণ-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-লীলাদিতে যাঁহাদের উৎসাহ, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাক্তন শত শত জন্মে বাসুদেবের অর্চ্চনপূর্ব্বক নিজমঙ্গল লাভ করিয়া ও নামা-শ্রিত হইয়া অনুরাগ-পথে স্বীয় আদর্শ ভজন-প্রণালী প্রদর্শন করিবার সুযোগ লাভ করেন ॥ ১৪৮ ॥

প্রভুর শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভক্ষণকথা-শ্রবণকারীর প্রেমভক্তিলাভ—

শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভোজন যেই শুনে।
সেই প্রেম-ভক্তি পায় চৈতন্য-চরণে ॥১৫১॥

অন্বয়। (সতাং বন্ধোঽসৌ ভগবান্ অসতাং তু পূজামপি ন গৃহ্লাতীত্যাহ,—) অধনাত্মধনপ্রিয়ঃ (অধমাশ্চ তে আত্মধনাশ্চ ভগবদ্ধনাঃ তে প্রিয়াঃ যস্য সঃ ; যদ্বা অধনা অকিঞ্চনা নিষ্কামা এবাত্মনো ধনানি প্রিয়াশ্চ যস্য সঃ) রসজ্ঞঃ (ধনপুত্রাদিষু মমতাং পরিত্যজ্য ময্যেব মমতাময়ী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান ॥১৫২॥

দধতে ইতি ভক্তানাং প্রেমরসং জানাতীতি) সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ ভগবান্) যে শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং (শ্রুতধনকুলৈর্যানি কর্ম্মাণি যাগাদীনি তেষাং) মদৈঃ অকিঞ্চনেষু সৎসু (স্বভক্তেষু পাপং বিদধতি (নিন্দাদিকং কুর্ব্বন্তি তেষাং) কুমনীষিণাং (কুৎসিতবুদ্ধীনাম্) ইজ্যাং (পূজামপি) ন ভজতি (নাঙ্গীকরোতি) ॥১৪৯॥

অনুবাদ। (শ্রীহরি যে সাধুগণেরই বশ্য, অসদ্ব্যক্তিগণের পূজা পর্য্যন্তও গ্রহণ করেননা, তাহাই বলিতেছেন—) যে-সকল ধনহীন অর্থাৎ অকিঞ্চন ব্যক্তির ভগবানই একমাত্র ধন, শ্রীহরি তাদৃশ ভক্তগণের প্রেমবসজ্ঞ। (সুতরাং তাহাদিগকেই প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করেন)। অতএব যে-সকল ব্যক্তি পাণ্ডিত্য, ধন, আভিজাত্য ও কর্ম্মের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অকিঞ্চন সাধুগণকে নিন্দাদি করেন, শ্রীহরি সেইসকল কুমনীষিগণের পূজা কখনও স্বীকার করেন না ॥ ১৪৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শুক্লাম্বরতণ্ডুলভোজনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

জগতে যাহার কোন বস্তুতে আসক্তি নাই, এরূপ অকিঞ্চনেরই কৃষ্ণ প্রাণ-সদৃশ। এই কথা সকল-বেদশাস্ত্র ও বেদানুগ-শাস্ত্র গান করিয়াছেন। গৌরসুন্দর সেই বৈদিক নিগূঢ় সত্যের একমাত্র আচার্য্য ও প্রচারক। তাঁহার অনুগত দাসগণের দ্বারা আধ্যক্ষিকের অকিঞ্চিৎকরতা ও বেদার্থ-সংগ্রহ-কার্য্যে সুনিপুণতা প্রকাশ করেন। যাঁহারা শুক্লাম্বর-গৌরসুন্দরের লীলাকথা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের চিন্ময় কর্ণবেধ-সংস্কার লাভ ঘটে এবং চৈতন্যদেবের চরণে প্রেমসেবা করিতে গিয়া ভক্তিমঠের ভিক্ষুরূপে 'গৌড়ীয়' নামে পরিচিত হন, পরন্তু আপনাকে 'গৌড়ীয়' বলিয়া পরিচয় দিয়া চৈতন্যচরণ-সেবা হইতে বহুদূরে অবস্থান পূর্ব্বক গোবিন্দ-সেবা-বিমুখ হইয়া আত্মপাতের চেষ্টা করিতে যান না ॥ ১৫০ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভুর নগর ভ্রমণ, মহাপ্রভুর প্রতি পাষণ্ডিগণের বিবিধ উক্তি ও মহাপ্রভুর প্রত্যুত্তর; পাষণ্ডী-সম্ভাষজনিত দুঃখ-বিনাশার্থ সংকীর্ত্তন আরম্ভ, কীর্ত্তনে প্রভুর প্রেমের অভাব ও তৎকারণ জিজ্ঞাসা; শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের উক্তি ও নৃত্য; কীর্ত্তনে প্রেমের অভাব-বশতঃ অদ্বৈতের প্রতি প্রভুর প্রণয়-কোপ এবং গঙ্গায় ঝম্পপ্রদান, নিত্যানন্দ হরিদাস কর্তৃক উত্তোলন, প্রভুকে সংগোপনার্থ নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রতি প্রভুর আদেশ, প্রভুর নন্দনাচার্য্য-গৃহে গমন, নন্দনাচার্য্যের প্রভু সেবা, মহাপ্রভুর গুপ্তভাবে নন্দন-গৃহে অবস্থান, প্রভুর অদর্শনে অদ্বৈতের দুঃখ ও উপবাস, মহাপ্রভুর নন্দনাচার্য্য-দ্বারা শ্রীবাসকে আহ্বান ও তৎসমীপে অদ্বৈত-সংবাদ গ্রহণ, প্রভুর আচার্য্য-সমীপে গমন ও অদ্বৈতকে সান্ত্বনা, অদ্বৈতের গৌর-দাস্য প্রার্থনা এবং কৃষ্ণ-দাস্যের মহত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপ-নগরে ভ্রমণ করিতেন, তখন সমস্ত লোক তাঁহাকে সাক্ষাৎ 'মদনরূপে' দর্শন করিত। ব্যবহারিক জগৎ তাঁহাকে দাম্ভিকের ন্যায় দেখিত এবং তাঁহার বিদ্যাবল-দর্শনে পাষণ্ডিগণও ভীত হইত। যাঁহারা বিদ্যাদানের অধ্যাপক বলিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা খ্যাপন করিতেন, তাদৃশ ভট্টাচার্য্যগণকে মহাপ্রভু তৃণতুল্যও জ্ঞান করিতেন না। শ্রীগৌরসুন্দর নগর-ভ্রমণকালে সেবকগণসহ গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেন।

পাষণ্ডিগণ প্রভুর বিদ্যাপ্রতিভায় পরাস্ত হইয়া গোপনে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। তাহারা বিভাগীয় শাসনকর্ত্তার নিকট মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিল। মহাপ্রভুর নগর-ভ্রমণ কালে পাষণ্ডিগণ প্রকারান্তরে শাসনকর্ত্তৃপক্ষের আগমনের কথা মহাপ্রভুর নিকট জ্ঞাপন করিলে প্রভু প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে তিনি অল্পবয়সে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু বালক বলিয়া কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসাও করে না। সুতরাং তাঁহারও আত্মপ্রতিষ্ঠা-খ্যাপন জন্য রাজ-দর্শনের বাঞ্ছা আছে। মহাপ্রভু স্ব-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভক্তগণের নিকট পাষণ্ডিসম্ভাষণ-জনিত দুঃখ-বার্ত্তা জ্ঞাপন পূর্ব্বক তদ্বিনাশার্থ সর্ব্ব-গণ সহিত সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে কীর্ত্তনে প্রেমাভাবের কথা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিতে থাকিলে চৈতন্য-প্রেমোন্মত্ত অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু মহাপ্রভুকে জানাইলেন যে, তিনি নিত্যানন্দকে প্রেম ভাণ্ডারী করায় এবং অদ্বৈত-শ্রীবাসকে বঞ্চিত করিয়া তেলি-মালিকে পর্য্যন্ত প্রেম প্রদান করায় তাঁহার সকল প্রেম অদ্বৈত-প্রভু শোষণ করিয়াছেন। প্রেম-প্রলাপে অদ্বৈতাচার্য্য এতাদৃশী উক্তি করিতে করিতে কৌতুকে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

অদ্বৈতের বাক্য-শ্রবণে গৌরসুন্দর প্রেমশূন্য দেহ-রক্ষার নিষ্ফলতা জানাইয়া তাহা পরিত্যাগ করিবার বাসনায় গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিলে নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাঁহাকে গঙ্গা হইতে উত্তোলন করিলেন। মহাপ্রভু সঙ্গোপনে থাকিবার অভিলাষপূর্ব্বক নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে এই সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া নন্দনাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস মহাপ্রভুর আদেশানুসারে এই সংবাদ কাহারও নিকট জানাইলেন না।

ভক্তগণ প্রভুর কোন উদ্দেশ না পাইয়া বিরহ-দুঃখে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত-প্রভুও মহাপ্রভুর বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া উপবাসী থাকিলেন। মহাপ্রভু নন্দনাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিলে নন্দনাচার্য্য মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক অত্যন্ত প্রীতির সহিত প্রভুর বিবিধ সেবা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। মহাপ্রভু নিজেকে সঙ্গোপন করিবার জন্য নন্দনাচার্য্যকে আদেশ করিলে, নন্দনাচার্য্য জানাইলেন যে, তিনি সর্ব্বজীবান্তর্য্যামী-সূত্রে জীব হৃদয়ে এবং ক্ষীরোদশায়িরূপে ক্ষীর-সমুদ্রে লুক্কায়িত থাকিলেও ভক্তগণ তাঁহাকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে জগতের নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তিনি এক্ষণে কিরূপে তাঁহাকে গোপন করিবেন? নন্দন এইরূপে মহাপ্রভুর স্বরূপতত্ত্বের কথা কীর্ত্তন করিলেন। মহাপ্রভু নন্দনের বাক্যে প্রীত হইয়া সেই রাত্রি নন্দন-গৃহে কৃষ্ণ-কথা রসে অতিবাহিত করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের ইচ্ছা হওয়ায় একাকী শ্রীবাসপণ্ডিতকে আনয়নার্থ নন্দনাচার্য্যকে আদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশে নন্দনাচার্য্য শ্রীবাস পণ্ডিতকে লইয়া নিজ গৃহে উপস্থিত হইলে শ্রীবাস মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া প্রেমে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভু শ্রীবাসকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার নিকট অদ্বৈতের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাস মহাপ্রভু-সমীপে অদ্বৈতের বিরহ-কাতরতা এবং উপবাসের কথা জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে ও অন্যান্য বিরহব্যাকুল ভক্তগণকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীবাসের বাক্য-শ্রবণে কৃপাময় গৌরসুন্দর অদ্বৈতাচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মূর্চ্ছাগত দর্শন পূর্ব্বক আপনাকে মহা-অপরাধী জ্ঞানে অদ্বৈতকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন। আচার্য্য দৈন্যের সহিত গৌরসুন্দরের নিকট নিজ কুমতি, অহঙ্কার ও ক্রোধের কথা জানাইয়া দাস্যভাবে তদীয় শ্রীচরণে স্থান-লাভের প্রার্থনা করিলে মহাপ্রভু প্রাকৃত দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রভু-সমীপে ভৃত্যের অপরাধ, প্রভুর তদ্দোষ মার্জ্জনা প্রভৃতি জানাইয়া অপরাধ-জন্য কৃষ্ণের নিকট দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই জন্মে জন্মে কৃষ্ণদাসত্ব লাভ হয়, ইহা বর্ণন করিলেন। প্রভুর আশ্বাস-বাণী শ্রবণে অদ্বৈত আচার্য্য-সহ ভক্তবৃন্দের পরমানন্দ লাভ হইল।

অতঃপর গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস্যের গুরুত্ব কীর্ত্তন করিয়া অধ্যায় সমাপ্ত করেন।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ সর্ব্বসেব্যকলেবর ॥১॥
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥২॥

মহাপ্রভুর নবদ্বীপনগরে গূঢ়ভাবে সঙ্কীর্ত্তনলীলা—

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
গূঢ়রূপে সংকীর্ত্তন করে নিরন্তর ॥৩॥

প্রভুর নগরভ্রমণকালে ব্যবহারিক জনগণের গৌর-প্রতীতি—

যখন করয়ে প্রভু নগর ভ্রমণ।
সর্ব্বলোক দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন ॥৪॥

প্রভুর-নিজবিদ্যা প্রতিভাবলে বিদ্যাভিমানি জনগণের দর্পচূর্ণ—

ব্যবহারে দেখি প্রভু যেন দম্ভময়।
বিদ্যা-বল দেখি' পাষণ্ডীও পায় ভয় ॥৫॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সবে বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তৃণ-জ্ঞান ॥৬॥
নগর ভ্রমণ করে প্রভু নিজ রঙ্গে।
গূঢ়রূপে থাকয়ে সেবক-সব-সঙ্গে ॥৭॥

পাষণ্ডিগণের সহিত প্রভুর উক্তি-প্রত্যুক্তি—

পাষণ্ডীসকল বলে,—"নিমাঞি-পণ্ডিত।
তোমারে রাজার আজ্ঞা আইসে ত্বরিত ॥৮॥
লুকাইয়া নিশাভাগে করহ কীর্ত্তন।
দেখিতে না পায় লোক শাপে' অনুক্ষণ ॥৯॥
মিথ্যা নহে লোকবাক্য সংপ্রতি ফলিল।
সুহৃজ্ জ্ঞানে সেই কথা তোমারে কহিল ॥"১০॥
প্রভু বলে,—"অস্তু অস্তু এ সব বচন।
মোর ইচ্ছা আছে, করোঁ রাজ দরশন ॥১১॥
পড়িলুঁ সকল-শাস্ত্র অলপ বয়সে।
শিশু জ্ঞান করি' মোরে কেহ না জিজ্ঞাসে ॥১২॥
মোরে খোঁজে, হেন জন কোথাও না পাও।
যেবা জন মোরে খোঁজে, মুঞি তাহা চাও ॥১৩॥
পাষণ্ডী বলয়ে,—"রাজা চাহিব কীর্ত্তন।
না করে পাণ্ডিত্য-চর্চ্চা, রাজা সে যবন ॥" ১৪॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

গূঢ়রূপে—গুপ্তভাবে, আপনাকে না জানাইয়া ॥ ৩ ॥

যাহারা ভগবত্তত্ত্বের সহিত মায়িক-বস্তুর সমজ্ঞান করে—আকরের সহিত তদন্তর্গত বা তন্নিঃসৃত বস্তুর সাম্য-প্রয়াস করে, তাহাদিগকে লোকে অনভিজ্ঞ বা 'পাষণ্ডী' বলে। জড়-বিচারে পারঙ্গত-ব্যক্তিগণ নিজ নিজ অহঙ্কার পোষণাভিপ্রায়ে অপরের উপর আধিপত্য করে, তাহাই 'দম্ভ'-নামে আখ্যাত। লৌকিক ব্যবহারে বৈষ্ণবগণের স্বাভাবিক দৈন্যের সুবিধা গ্রহণ করিয়া অহঙ্কারী দাম্ভিক-সম্প্রদায় তাহাদিগের উপর নিজ-প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য আত্মশ্লাঘায় মত্ত হয়। এইরূপ অহঙ্কারপূর্ণ পণ্ডিতম্মন্য-গণের উপর স্বীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভা প্রকাশ করিয়া শ্রীগৌর-সুন্দর বিষ্ণু-বিদ্বেষী পাষণ্ডগণের ভীতির সঞ্চার করিয়া-ছিলেন। তাহারা নিজ নিজ পাণ্ডিত্যের অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিয়া মহাপ্রভুর পাণ্ডিত্যবলের নিকট পরাভূত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে দাম্ভিক-বিজেতা বলিয়া আধ্যক্ষিক পণ্ডিতগণ আপনাদের দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

ব্যাকরণ নামক বেদাঙ্গ বেদপুরুষের মুখ বলিয়া কথিত হয়। সকল বিদ্যার পরিচয়েই শব্দ-সিদ্ধির জন্য ব্যাকরণের আকরত্ব সিদ্ধ হয়। যাঁহারা বিদ্যাদানের অধ্যাপক বলিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা খ্যাপন করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বহুমানন না করিয়া স্বীয় বিদ্যা-প্রতিভা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদের অগ্রাহ্য করিতেন ॥ ৬ ॥

পণ্ডিতসকল প্রভুর বিদ্যাপ্রতিভায় পরাজিত হইয়া গোপনে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া বিভাগীয় শাসন-কর্ত্তৃপক্ষকে নানাপ্রকার অভিযোগ জানাইয়াছিল। শীঘ্রই অনুসন্ধানমুখে অভিযোগের প্রতিকার হইবে জানাইয়া পাষণ্ডিগণ মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-প্রচারে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বিরোধিগণ প্রভুকে কপটতা করিয়া বলিত,—"দিবসে তুমি লোকসমক্ষে হরিকীর্ত্তনে যোগ্যতা লাভ কর

তৃণ-জ্ঞান পাষণ্ডীরে ঠাকুর না করে।
আইলেন মহাপ্রভু আপন মন্দিরে ॥১৫॥

মহাপ্রভুর পাষণ্ডি-সম্ভাষ-হেতু দুঃখ ও তদপনোদনার্থ কীর্ত্তনারম্ভ—

প্রভু বলে,—"হৈল আজি পাষণ্ডী-সম্ভাষ।
সংকীর্ত্তন কর সবে, দুঃখ, যাউ নাশ ॥" ১৬॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি' গায় সব-অনুচর ॥১৭॥

প্রভুর কীর্ত্তনে প্রেমাভাব ও তৎকারণ বর্ণন—

রহিয়া রহিয়া বলে,—"আরে ভাই সব।
আজি কেনে নহে মোর প্রেম-অনুভব ॥১৮॥
নগরে হইল কিবা পাষণ্ডি-সম্ভাষ।
এই বা কারণে নহে প্রেম-পরকাশ ॥১৯॥
তোমা' সবা স্থানে বা হইল অপমান।
অপরাধ ক্ষমিয়া রাখহ মোর প্রাণ ॥" ২০॥

প্রেমমত্ত অদ্বৈতাচার্য্যের উক্তি এবং নৃত্য—

মহাপাত্র অদ্বৈত ভ্রূকুটি করি' নাচে।
"কেমতে হইব প্রেম, 'নাড়া' শুষিয়াছে ?২১॥
মুঞি নাহি পাঙ প্রেম, না পায় শ্রীবাস।
তিলি-মালি-সনে কর প্রেমের বিলাস ॥২২॥
অবধূত তোমার প্রেমের হৈল দাস।
আমি সে বাহির, আর পণ্ডিত শ্রীবাস ॥২৩॥
আমি সব নহিলাও প্রেম-অধিকারী।
অবধূত আসি' হইলা প্রেমের ভাণ্ডারী ॥২৪॥
যদি মোরে প্রেম-যোগ না দেহ' গোসাঞি।
শুষিব সকল প্রেম, মোর দোষ নাই ॥" ২৫॥
চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য্য গোসাঞী।
কি বলয়ে, কি করয়ে, কিছু স্মৃতি নাই ॥২৬॥
সর্ব্ব-মতে কৃষ্ণভক্ত-মহিমা বাড়ায়।
ভক্তগণে যথা বেচে, তথাই বিকায় ॥২৭॥

নাই। নৈশতিমিরের অভ্যন্তরের লোকের অজ্ঞাতসারে তুমি চীৎকার করিয়া কীর্ত্তন কর, তাহাতে লোকের বিরক্তি-ভাজন হইয়া অভিশপ্ত হও। আমরা তোমাকে বন্ধুভাবে এখনও সাবধান হইতে বলিতেছি। শীঘ্রই তোমার দণ্ড-বিধানের জন্য শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইবেন।" মহাপ্রভু তদুত্তরে তাহাদিগকে বলিলেন,—"বহির্ম্মুখ লোক-সকল আমার বিরোধী, এ-কথা সত্য। আমিও রাজার দর্শন লাভ করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার অভিলাষ পোষণ করি। আমি অল্পবয়সেই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, আমার বয়সের অল্পতানিবন্ধন কেহ আমার অনুসন্ধান করে না। যদি রাজা অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে আমি আমার বিদ্যাচর্চ্চার কথা তাঁহাকে জানাইতে পারি॥"৮-১৩॥

অস্তু অস্তু—হউক, হউক।

বিরোধিগণ বিদ্রূপ করিয়া তদুত্তরে মহাপ্রভুকে বলিল,—"রাজা বিধর্ম্মী যবন, সুতরাং [illegible] শাস্ত্রের আরাধনা করেন না। তিনি তোমার কীর্ত্তন শুনিবেন ॥" ১৪ ॥

পাষণ্ডী—যেহন্যং দেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ। নারায়ণাজ্জগন্নাথাত্তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা ॥ কপালভস্মাস্থিধরা যে হ্যবৈদিকলিঙ্গিনঃ। ঋতে বনস্থাশ্রমাচ্চ জটাবল্কলধারিণঃ। অবৈদিকক্রিয়োপেতাস্তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা ॥ শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিচিহ্নৈঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ। রহিতা যে দ্বিজা দেবি তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ ॥ শ্রুতিস্মৃত্যুদিতাচারং যস্তু নাচরতি দ্বিজঃ। সমস্তযজ্ঞভোক্তারং বিষ্ণুং ব্রহ্মণ্যদৈবতং ॥ উদ্দেশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ। স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রশ্চাপি কর্ম্মসু ॥ যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা ॥ অবস্থাত্রিতয়ে যস্তু মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ। বাসুদেবং ন জানাতি স পাষণ্ডী ভবেদ্দ্বিজঃ ॥ অবৈষ্ণবস্তু যো বিপ্রঃ সঃ পাষণ্ডী প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ পাদ্মোত্তর (৯২-৯৩ অঃ) ; যো বেদসম্মতং কার্য্যং ত্যক্ত্বান্যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতে। নিজাচারবিহীনা যে পাষণ্ডাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ (পাদ্ম-ক্রিয়াযোগ ১০ম অঃ) ; "ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ। পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ ॥" (—ভাঃ ৪।২।২৮) ॥ ১৯ ॥

তিলি, মালাকার প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতির সহিত ভগবানের প্রেমবিলাস-কথায় তুমি মত্ত থাক এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালোচনার পরিবর্ত্তে নিম্ন জাতির সঙ্গ কর। আমি (অদ্বৈত) ও শ্রীবাস—আমরা কেহই তোমার প্রেম পাইতেছি না। অবধূত নিত্যানন্দ তোমার

যে ভক্তি প্রভাবে কৃষ্ণে বেচিবারে পারে।
সে যে বাক্য বলিবেক, কি বিচিত্র তারে ॥২৮॥
নানারূপে ভক্ত বাড়ায়েন গৌরচন্দ্র।
কে বুঝিতে পারে তান অনুগ্রহ-দণ্ড ॥২৯॥
ঠাকুর বিষাদে' না পাইয়া প্রেম-সুখ।
হাতে তালি দিয়া নাচে অদ্বৈত কৌতুক ॥৩০॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গঙ্গায় ঝম্পপ্রদান ও নিত্যানন্দ-হরিদাস কর্ত্তৃক রক্ষা—

অদ্বৈতের বাক্য শুনি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
আর কিছু না করিলা তা'র প্রত্যুত্তর ॥৩১॥
সেই মত রড় দিলা ঘুচাইয়া দ্বার।
পাছে ধায় নিত্যানন্দ-হরিদাস তাঁর ॥৩২॥
প্রেমশূন্য শরীর থুইয়া কিবা কাজ।
চিন্তিয়া পড়িলা প্রভু জাহ্নবীর মাঝ ॥৩৩॥
ঝাঁপ দিয়া ঠাকুর পড়িলা গঙ্গা-মাঝে।
নিত্যানন্দ হরিদাস ঝাঁপ দিলা পাছে ॥৩৪॥
ব্যাথেব্যথে নিত্যানন্দ ধরিলেন কেশে।
চরণ চাপিয়া ধরে প্রভু হরিদাসে ॥৩৫॥

নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভুর উক্তি-প্রত্যুক্তি

দুইজনে ধরিয়া তুলিলা লঞা তীরে।
প্রভু বলে,—"তোমারা বা ধরিলে কিসেরে ?৩৬॥
কি কাযে রাখিব প্রেমরহিত জীবন।
কিসেরে বা তোমরা ধরিলে দুইজন ॥"৩৭॥
দুইজনে মহা কম্প—'আজি কিবা ফলে'!
নিত্যানন্দ দিগ চাহি' গৌরচন্দ্র বলে ॥৩৮॥
"তুমি কেনে ধরিলা আমার কেশভারে ?"
নিত্যানন্দ বলে,—"কেনে যাহ মরিবারে ॥"৩৯॥
প্রভু বলে,—"জানি তুমি পরম বিহ্বল।"
নিত্যানন্দ বলে,—"প্রভু, ক্ষমহ সকল ॥৪০॥
যারে শাস্তি করিবারে পার সর্ব্বমতে।
তাঁর লাগি' চল নিজ শরীর ছাড়িতে ॥৪১॥
অভিমানে সেবকেরা বলিল বচন।
প্রভু তাহে লইবে কি ভৃত্যের জীবন ?" ৪২॥
প্রেমময় নিত্যানন্দ বহে প্রেমজল।
যার প্রাণ, ধন, বন্ধু—চৈতন্য সকল ॥৪৩॥

মহাপ্রভুকে সঙ্গোপনার্থ নিত্যানন্দ-হরিদাস-প্রতি গৌরসুন্দরের আদেশ এবং নন্দনাচার্য্যের গৃহে আত্মগোপন—

প্রভু বলে,—"শুন নিত্যানন্দ, হরিদাস।
কারো স্থানে কর পাছে আমার প্রকাশ ॥৪৪॥
'আমা না দেখিলা' বলি' বলিবা বচন।
আমার আজ্ঞায় এই কহিবা কথন ॥৪৫॥
মুঞি আজি সঙ্গোপে থাকিব এই ঠাঞি।
কারে পাছে কহ যদি, মোর দোষ নাই ॥" ৪৬॥
এই বলি' প্রভু নন্দনের ঘরে যায়।
এই দুই সঙ্গোপ কৈল প্রভুর আজ্ঞায় ॥৪৭॥

ভক্তগণের প্রভু-অদর্শনে দুঃখ—

ভক্ত সব না পাইয়া প্রভুর উদ্দেশ।
দুঃখময় হৈল সবে শ্রীকৃষ্ণ-আবেশ ॥৪৮॥
পরম বিরহে সবে করেন ক্রন্দন।
কেহ কিছু না বলয়ে, পোড়ে সর্ব্ব-মন ॥৪৯॥

অদ্বৈতাচার্য্যের আপনাকে অপরাধী জ্ঞান এবং উপবাস—

সবার উপর যেন হৈল বজ্রপাত।
মহা-অপরাদ্ধ হইলা শান্তিপুর-নাথ ॥৫০॥
অপরাদ্ধ হৈয়া প্রভু প্রভুর বিরহে।
উপবাস করি' গিয়া থাকিলেন গৃহে ॥৫১॥

ভক্তগণের গৌরপাদপদ্ম-ধ্যান-সহকারে গৃহে গমন—

সবেই চলিলা ঘরে শোকাকুলি হৈয়া।
গৌরাঙ্গ-চরণ-ধন হৃদয়ে বান্ধিয়া ॥৫২॥

একমাত্র প্রেমভাজন হইয়াছেন; আমাকে প্রেম না দিলে আমি তোমার সকল প্রেম শোষণ করিব। ২২-২৫ ॥

তথ্য। চৈঃ চঃ আঃ ৩য় অধ্যায় ৯৭-১০৯ পয়ার আলোচ্য ॥ ২৭ ॥

রড় দিল—দৌড়াইল, ধাবিত হইল ॥ ৩২ ॥

তথ্য। ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্। বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা (—চৈঃ চঃ ম ২।৪৫) ৩৭॥

মহাপ্রভুর নন্দন-গৃহে বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন ও নন্দনাচার্য্যের বিবিধ সেবা—

ঠাকুর আইলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে।
বসিলা আসিয়া বিষ্ণুখট্টার উপরে ॥৫৩॥
নন্দন দেখিয়া গৃহে পরম মঙ্গল।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা ভূমিতল ॥৫৪॥
সত্বরে দিলেন আনি' নূতন বসন।
তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন ॥৫৫॥
প্রসাদ চন্দন-মালা, দিব্য অর্ঘ্য গন্ধ।
চন্দনে ভূষিত কৈল প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ॥৫৬॥
কর্পূর-তাম্বূল আনি' দিলেন শ্রীমুখে।
ভক্তের পদার্থ প্রভু খায় নিজ সুখে ॥৫৭॥
পাসরিলা দুঃখ প্রভু নন্দন-সেবায়।
সুকৃতি নন্দন বসি' তাম্বূল যোগায় ॥৫৮॥

মহাপ্রভুকে সঙ্গোপনার্থ নন্দনের প্রতি প্রভুর আদেশ এবং নন্দনের উত্তরমুখে প্রভুতত্ত্ব জ্ঞাপন—

প্রভু বলে,—"মোর বাক্য শুনহ নন্দন।
আজি তুমি আমারে করিবে সঙ্গোপন ॥" ৫৯॥
নন্দন বলয়ে,—"প্রভু, এ বড় দুষ্কর।
কোথা লুকাইবা তুমি সংসার ভিতর ? ৬০॥
হৃদয়ে থাকিয়া না পারিলা লুকাইতে।
বিদিত করিল তোমা ভক্ত তথা হৈতে ॥৬১॥
যে নারিলা লুকাইতে ক্ষীরসিন্ধু-মাঝে।
সে কেমনে লুকাইব বাহির-সমাজে ?" ৬২॥

নন্দনের বাক্যে প্রভুর আনন্দ ও কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে রাত্রিযাপন—

নন্দন-আচার্য্য-বাক্য শুনি' প্রভু হাসে।
রহিলেন নিশি প্রভু নন্দন-আবাসে ॥৬৩॥
ভাগ্যবন্ত নন্দন অশেষ-কথা-রঙ্গে।
সর্ব্ব-রাত্রি গোঙাইলা ঠাকুরের সঙ্গে ॥৬৪॥
ক্ষণপ্রায় গেল নিশা কৃষ্ণ-কথা-রসে।
প্রভু দেখে—দিবস হইল পরকাশে ॥৬৫॥

একাকী শ্রীবাসকে আনয়নার্থ প্রভুর নন্দনকে আদেশ ও নন্দনের শ্রীবাসকে লইয়া প্রত্যাগমন—

অদ্বৈতের প্রতি দণ্ড করিয়া ঠাকুর।
শেষে অনুগ্রহ মনে বাড়িল প্রচুর ॥৬৬॥
আজ্ঞা কৈল প্রভু নন্দন-আচার্য্য চাহিয়া।
"একেশ্বর শ্রীবাস পণ্ডিতে আন গিয়া ॥" ৬৭॥
সত্বরে নন্দন গেলা শ্রীবাসের স্থানে।
আইলা শ্রীবাসে লঞা, প্রভু যেইখানে ॥৬৮॥

প্রভুর দর্শনে শ্রীবাসের ক্রন্দন ; প্রভুর সান্ত্বনা অদ্বৈতের সংবাদ জিজ্ঞাসা—

প্রভু দেখি' ঠাকুর পণ্ডিত কাঁদে প্রেমে।
প্রভু বলে,—"চিন্তা কিছু না করিহ মনে ॥" ৬৯॥
সদয় হইয়া তাঁরে জিজ্ঞাসে আপনে।
"আচার্য্যের বার্ত্তা কহ আছেন কেমনে ?" ৭০॥

শ্রীবাস-কর্ত্তৃক ভক্তগণের ও অদ্বৈতাচার্য্যের অবস্থা বর্ণন-পূর্ব্বক কৃপা-প্রার্থনা—

'আরো বার্ত্তা লহ' ?—বলে পণ্ডিত শ্রীবাস।
"আচার্য্যের কালি প্রভু হৈল উপবাস ॥৭১॥
আছিবারে আছে প্রভু সবে দেহ-মাত্র।
দরশন দিয়া তারে করহ কৃতার্থ ॥৭২॥
অন্য জন হইলে কি আমরাই সহি ?
তোমার সে সবেই জীবন প্রভু বহি ॥৭৩॥
তোমা বিনা কালি প্রভু সবার জীবন।
মহাশোচ্য বাসিলাম, আছে কি কারণ ? ৭৪॥

তিতা—সিক্ত, ভিজা ॥ ৫৫ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর কারণ-গর্ভ-ক্ষীরোদশায়ী পুরুষাবতার-ত্রয়ের মূলপুরুষ বলদেবেরও আকর, স্বয়ংরূপ বস্তু। সাধারণতঃ ইহ-জগতে ব্যষ্টি-বিষ্ণুই প্রতি-ভূতহৃদয়ে স্বতন্ত্র-ভাবে অবস্থান করেন। এরূপ প্রতীতি হইতে কেহ কেহ শ্রীগৌরসুন্দরকে ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণুবিশেষ বিচার করিতেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ব্যষ্টি-বিষ্ণু জ্ঞান করায় তিনি আত্মগোপন করিতে সমর্থ হন নাই। পুরুষাবতারগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট জগৎ, যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, উহাই প্রপঞ্চ। সুতরাং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে সেই ব্যষ্টি-বিষ্ণুর কি প্রকারে আত্মগোপন সম্ভব ? নন্দনা-চার্য্যের বাক্য হইতে এই কথা প্রকাশ পাইল ॥ ৬২ ॥

আছিবারে আছে—থাকিবার বলিয়াই রহিয়াছে ॥৭২॥

যেন দণ্ড করিলা বচন-অনুরূপ।
এখনে আসিয়া হও প্রসাদ-সংমুখ॥" ৭৫॥

প্রভুর আচার্য্য-সমীপে গমন এবং আপনাকে 'অপরাধী' জ্ঞান-পূর্ব্বক অদ্বৈতের প্রতি উক্তি—

শ্রীবাসের বচন শুনিয়া কৃপাময়।
চলিলা আচার্য্য প্রতি হইয়া সদয়॥৭৬॥
মূর্চ্ছাগত আসি' প্রভু দেখে আচার্য্যেরে।
মহা-অপরাধী হেন মানে আপনারে॥৭৭॥
প্রসাদে হইয়া মত্ত বুলে অহঙ্কারে।
পাইয়া প্রভুর দণ্ড কম্প দেহভারে॥৭৮॥
দেখিয়া সদয় প্রভু বলয়ে উত্তর।
"উঠহ আচার্য্য, হের, আমি বিশ্বম্ভর॥" ৭৯॥
লজ্জায় অদ্বৈত কিছু না বলে বচন।
প্রেমযোগে মনে চিন্তে প্রভুর চরণ॥৮০॥

অদ্বৈতের মহাপ্রভুর প্রতি উক্তি—

আরবার বলে প্রভু,—"উঠহ আচার্য্য।
চিন্তা নাহি, উঠি' কর আপনার কার্য্য॥" ৮১॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"প্রভু, করাইলা কার্য্য।
যত কিছু বল মোরে, সব প্রভু বাহ্য॥৮২॥
মোরে তুমি নিরন্তর লওয়াও কুমতি।
অহঙ্কার দিয়া মোরে করাও দুর্গতি॥৮৩॥
সবাকারে উত্তম দিয়াছ দাস্য-ভাব।
আমারে দিয়াছ প্রভু যত কিছু রাগ॥৮৪॥
লওয়াও আপনে দণ্ড করাহ আপনে।
মুখে এক বল তুমি, কর আর মনে॥৮৫॥
প্রাণ, ধন, দেহ, মন,—সব তুমি মোর।
তবে মোরে দুঃখ দাও, ঠাকুরালি তোর॥৮৬॥
হেন কর প্রভু মোরে দাস্যভাব দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া॥" ৮৭॥

প্রভুর তত্ত্ব কথন-প্রসঙ্গে কৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব ও ভক্তবাৎসল্য বর্ণন—

শুনিয়া অদ্বৈত-বাক্য শ্রীগৌরসুন্দর।
অদ্বৈতেরে কহে সর্ব্ব-বৈষ্ণব-গোচর॥৮৮॥
"শুন শুন আচার্য্য, তোমারে তত্ত্ব কই।
ব্যবহার-দৃষ্টান্ত দেখহ তুমি এই॥৮৯॥
রাজপাত্র রাজস্থানে চলয়ে যখন।
দ্বারি-প্রহরীরা সব করে নিবেদন॥৯০॥
মহাপাত্র যদি গোচরিয়া রাজস্থানে।
জীব্য লই' দিলে রহে গোষ্ঠির জীবনে॥৯১॥
যেই মহাপাত্র-স্থানে করে নিবেদন।
রাজ-আজ্ঞা হৈলে কাটে সেই সব জন॥৯২॥
সব রাজ্যভার দেই যে মহাপাত্রেরে।
অপরাধে সব্য-হাতে তারে শাস্তি করে॥৯৩॥
এই মতে কৃষ্ণ মহারাজ-রাজেশ্বর।
কর্ত্তা-হর্ত্তা ব্রহ্মা-শিব যাহার কিঙ্কর॥৯৪॥
সৃষ্টি আদি করিতেও দিয়াছেন শক্তি।
শাস্তি করিলেও কেহ না করে দ্বিরুক্তি॥৯৫॥
রমা-আদি, ভবাদিও কৃষ্ণদণ্ড পায়।
প্রভু সেবকের দোষ ক্ষময়ে সদায়॥৯৬॥
অপরাধ দেখি' কৃষ্ণ যার শাস্তি করে।
জন্মে জন্মে দাস সেই, বলিল তোমারে॥৯৭॥

অদ্বৈতকে স্নানভোজনার্থ প্রভুর আদেশ ও অদ্বৈতের উল্লাস-সহকারে উক্তি ও নৃত্য—

উঠিয়া করহ স্নান, কর আরাধন।
নাহিক তোমার চিন্তা, করহ ভোজন॥" ৯৮॥
প্রভুর বচন শুনি' অদ্বৈত উল্লাস।
দাসের শুনিয়া দণ্ড হৈল বড় হাস॥৯৯॥

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু বলিলেন,—"সকল ভক্তকে নিজ সেবক বলিয়া অভিমান করায় এবং আমাকে বহির্জ্জগতে সম্মান দেওয়ায় যে-সকল অবৈধ-কার্য্যের জন্য আমার প্রতি দণ্ড-বিধান, সে-সকলই আমার দুর্দ্দৈবের জ্ঞাপক মাত্র। আমার সর্ব্বস্ব লইয়াও আমাকে যে আপনার দুঃখ প্রদান, তাহা আপনার বৈভব-প্রসাদ মাত্র। তাহা না করিয়া আমাকে সর্ব্বদা 'ভৃত্য'-বুদ্ধিতে দর্শন করুন, ইহাই প্রার্থনা। যেরূপ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন গৃহস্বামিগণের গৃহে দাসীপুত্রগণ অবস্থান করে, আমাকেও সর্ব্বদা সেইরূপ সেবক জ্ঞান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা॥" ৮৩-৮৭॥

"এখনে সে বলি নাথ, তোর ঠাকুরালি।"
নাচেন অদ্বৈত রঙ্গে দিয়া করতালি ॥১০০॥
প্রভুর আশ্বাস শুনি' আনন্দে বিহ্বল।
পাসরিল পূর্ব্ব যত বিরহ-সকল ॥১০১॥

বৈষ্ণবগণের আনন্দ ও হরিদাস-নিত্যানন্দের হাস্য—

সকল বৈষ্ণব হৈলা পরম আনন্দ।
তখনে হাসেন হরিদাস-নিত্যানন্দ ॥১০২॥

দুর্ভাগা ব্যক্তির প্রভুর লীলায় অনধিকার—

এ সব পরমানন্দ-লীলা-কথা-রসে।
কেহ কেহ বঞ্চিত হৈল দৈবদোষে ॥১০৩॥

মায়াগ্রস্ত জীবের অদ্বৈতসম্বন্ধে বিচার—

চৈতন্যের প্রেমপাত্র শ্রীঅদ্বৈত-রায়।
এ সম্পত্তি 'অল্প'-হেন বুঝয়ে মায়ায় ॥১০৪॥

কৃষ্ণদাস্যের গুরুত্ব ও মহিমা এবং তৎসম্বন্ধে ভাষ্যকারগণের বিচার—

'অল্প' করি' না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্ ॥১০৫॥
আগে হয় মুক্তি, তবে সর্ব্ববন্ধ-নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস ॥১০৬॥

জীব্য—জীবনধারণোপযোগী বস্তু-সমূহ। গোষ্ঠীর জীবন—পাল্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাণধারণ।

রাজার প্রধান কর্ম্মচারী যখন রাজসমীপে গমন করেন, তখন দ্বারী-প্রহরীগণ আপনাদের জীবিকার জন্য তৎসমীপে নিবেদন করে। উক্ত কর্ম্মচারী রাজসমীপে দ্বারী-প্রহরী প্রভৃতির বিষয় জ্ঞাপনপূর্ব্বক রাজার নিকট হইতে তাহাদের জীবিকাস্বরূপ বেতন গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে প্রদান করিলে তদ্দ্বারা তাহারা সপরিবারে জীবন ধারণ করিয়া থাকে। এতদূর প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি রাজসমীপে কোন অপরাধ করিয়া বসেন, তবে রাজাদেশে ঐ দ্বারী-প্রহরীগণই তাঁহার প্রাণ সংহারে কুণ্ঠিত হয় না ॥ ৯০-৯২ ॥

এক হস্তে যোগ্যতার পুরস্কার এবং অপর হস্তে অযোগ্যতার তিরস্কার—উভয় প্রকার ধর্ম্ম একই ব্যক্তিতে অবস্থিত ॥ ৯৩ ॥

তথ্য। "ব্রহ্মাদয়ো যৎকৃতসেতুপালা, যৎ কারণং বিশ্বমিদঞ্চ মায়া। আজ্ঞাকরী যস্য পিশাচ-চর্য্যা, অহো বিভূম্নশ্চরিতং বিড়ম্বনম্" (—ভাঃ ৩।১৪।২৯); "স্বামিত্বং তু হরেরেব মুখ্যমন্যত্র ভৃত্যতা" (—ভাঃ ৫।১০।১১; মধ্বভাষ্য) "অহং ভবো দক্ষ-ভৃগুপ্রধানাঃ, [illegible]শভূতেশসুরেশ-মুখ্যাঃ। সর্ব্বে বয়ং যন্নিয়মং প্রপন্না, মূর্দ্ধ্ন্যর্পিতং লোকহিতং বহামঃ॥" (—ভাঃ ৯।৪।৫৪) "স হি সর্ব্বাধিপতিঃ সর্ব্বপালঃ স ঈশঃ স বিষ্ণুঃ পতিঃ বিশ্বস্যাত্মেশ্বরঃ॥" (—ভাঃ ১।৩।৬ শ্লোকের মধ্বকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্যধৃত শ্রুতি-বচন); "একলা ঈশ্বর—কৃষ্ণ, আর সব—ভৃত্য" (—চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪২); "তদ্বশা ইতরে সর্ব্বে শ্রীব্রহ্মেশপুরঃসরাঃ (—ভাঃ ১১।২।৪৭ মধ্বভাষ্য); "স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা" (—বৃহদারণ্যক ২।৫।১৫); এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্" (—মাণ্ডুক্য); "সর্ব্বানুগ্রাহকত্বেন তদস্ম্যহং বাসুদেবস্তদস্ম্যহং বাসুদেব" ইতি (—অমৃতবিন্দূপনিষৎ ৪।৭) "এষ ভূতাধিপতিরেষভূতপাল······শান্তাঽচ্যুতো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ" (—মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ); "ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্। স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।৯) ॥ ৯৪ ॥

তথ্য। "সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।" (—ভাঃ ২।৬।৩২); "যস্য প্রসাদাদহমচ্যুতস্য ভূতঃ প্রজাসৃষ্টিকরোঽন্তকারী। ক্রোধাচ্চ রুদ্রঃ স্থিতিহেতুভূতো যস্মাচ্চ মধ্যে পুরুষঃ পরস্মাৎ॥" (—বিষ্ণুপুরাণ ৪।১।২৮) "স ব্রহ্মণা সৃজতি, স রুদ্রেণ বিলাপয়তি" (—মহোপনিষৎ); মৎস্যাদিরূপী পোষয়তি নৃসিংহো রুদ্রসংস্থিতঃ। বিলাপয়েদ্বিরিঞ্চিস্থ সৃজ্যতে বিষ্ণুরব্যয়ঃ (বামনে) ॥ ৯৫ ॥

মায়াগ্রস্ত জীব মহাপ্রভুর প্রেমভাজন অদ্বৈত প্রভুকে 'অল্পধনে ধনী' জ্ঞান করে ॥ ১০৪ ॥

মায়াবাদী অনভিজ্ঞ আধ্যক্ষিকগণ মনে করে যে, ইহজগতে 'প্রভু' হওয়াই লোভনীয়। কেন না, দাস-জীবনে আজ্ঞাবাহী কুক্কুরের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে ক্লিষ্ট হইতে হয়। সুতরাং তারতম্য-বিচারে দাস্য অপেক্ষা প্রভুত্বেরই আদর করা যাইবে। যাহাদের বৈকুণ্ঠ ও মায়িক জগতের তারতম্য-বিবেক নাই—বৈশিষ্ট্যের বিচার নাই, তাহারাই

এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্তসব লীলাতত্ত্ব কহি' কৃষ্ণ ভজে ॥১০৭॥

কৃষ্ণভক্তের স্বরূপ, কৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য ও ভক্ত-নিগ্রহানুগ্রহের অধিকার—

কৃষ্ণের সেবক-সব কৃষ্ণশক্তি ধরে।
অপরাধী হইলেও কৃষ্ণ শাস্তি করে ॥১০৮॥

বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা না বুঝিয়া পক্ষপাতিত্ব-হেতু দুর্গতি লাভ—

হেন কৃষ্ণভক্ত-নামে কোন শিষ্যগণ।
অল্প-হেন জ্ঞানে দ্বন্দ্ব করে অনুক্ষণ ॥১০৯॥
সে সব দুষ্কৃতি অতি জানিহ নিশ্চয়।
যাতে সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পক্ষ নাহি লয় ॥১১০॥

সুকৃতিবর্জ্জিত ভাগ্যহীন। ভগবদ্ভক্তের সহিত ইতর দেবগণের সাম্যবুদ্ধি, গো-গর্দ্দভ পাদ-তাড়িত লোষ্ট্রখণ্ডের সহিত অর্চ্চ্য বিষ্ণুর সমবুদ্ধি, মহান্ত গুরুদেবে 'মরণশীল' বিচার, বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে 'শব্দসামান্য'-বোধ, বিষ্ণুভক্তে কুসাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা-বোধ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিচারে ইতর-সাম্যপ্রয়াস, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পদধৌত জলে 'ইতর-জল'-বোধ, অবৈষ্ণবতার পরিমাণে বৈষ্ণবের শ্রেণীভেদ অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-বিচারে, বয়োবিচারে, সৌন্দর্য্য বিচারে, ধনবিচারে বিষ্ণুভক্তি অগ্রাহ্য করিয়া জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ প্রভৃতি মন্দভাগ্যজনগণকে প্রাপঞ্চিক অষ্টপাশে আবদ্ধ করে এবং ক্লেশষট্‌ক তাহাদিগকে জর্জরিত করে। ভোগ্যবস্তুর সহিত ভগবৎপ্রসাদের সাম্যবুদ্ধি জীবকে নরকে লইয়া যায়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ভগবদ্দাস্য ও মায়িক বস্তুর দাস্যের সহিত সমতা স্থাপন করে। তাদৃশ নির্ব্বিশেষ বিচার ভগবদ্দাস্যের নিত্যত্ব, কেবল-চেতনময়তা ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়ত্বের উপলব্ধি না করায়, ভগবদ্দাস্যই যে আত্মার একমাত্র বৃত্তি, তাদৃশ চিদ্বিলাসরহিত ও অচিদ্বিলাস-প্রমত্ত হইয়া সেই হতভাগ্যগণ ভগবান্ ও ভক্তের বৈশিষ্ট্য-দর্শনে অসামর্থ্যহেতু নির্ব্বিশেষ কল্পনা করে। ভাগ্যহীন কর্ম্মিকুল প্রাপঞ্চিক বিচার দ্বারা মায়া কর্তৃক আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হয়। সুকৃতিসম্পন্ন জীবই ভজনশীল। সচ্চিদানন্দ-বস্তুর সেবাই নিত্য জীবাত্মার—চিদ্বস্তুর—অংশ চিৎকণ জীবের নিত্যবৃত্তি, একথা বুঝিতে না পারিয়া দুষ্কৃতিগণ ত্রিবিধ অহঙ্কারচালিত হওয়ায় মানব-জন্মের নিষ্ফলতার আবাহন করে। প্রকৃতিজাত বস্তুগুলি প্রাকৃত-রাজ্যের উচ্চাবচ-ভাবে অবস্থিত। এক বস্তু 'প্রভু' হইয়া অপরকে 'দাস্যে' নিযুক্ত করিলে তাদৃশ ভেদ জীবকে কষ্ট দেয়। হে মূঢ়, বেদের বিভিন্ন বিবদমান শাখিগণ, তোমরা নিজ নিজ শাখায় অবস্থিত হইয়া নিজের গুণ-বর্ণনা ও অপরের দোষ-বর্ণনমুখে যে অদ্বয়জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া বিষ্ণু হইতে পৃথক্ দেবসমূহ কল্পনা কর, বিষ্ণুদাস্যবর্জ্জিত হইয়া বিষ্ণুকে প্রাকৃত-বস্তু-বিশেষ জ্ঞান কর, তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য একায়ন-স্কন্ধের আশ্রয় গ্রহণ কর। একায়ন-স্কন্ধ বহুশাখী বৈদিকগণের মন্দভাগ্য অপসারিত করিয়াছেন। হে ক্ষীণপুণ্য জনগণ, তোমরা আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে ভগবানের দাস্য বিস্মৃত হইও না ; বিষ্ণুদাস্যে লোভই তোমাদের মঙ্গল উৎপাদন করিবে। ভাগ্যহীন জনগণ গুণদোষ দর্শন করিয়া অপরাধী হন। ভগবৎকৃপাক্রমে ভগবদ্দাসগণের গুণদোষোদ্ভব গুণ বর্ত্তমান না থাকায় তাঁহারা একায়ন-পদ্ধতিক্রমে ভগবানেরই ঐকান্তিকী সেবা করিয়া থাকেন। নিখিল সদ্গুণনিলয় ভগবান্—বৈকুণ্ঠ বস্তু ; সুতরাং আবরণের দ্বারা বা বিক্ষিপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠকে গুণ-দোষের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপারবিশেষ মনে করিও না। অনন্ত-কল্যাণ-গুণৈকবারিধি শ্যামসুন্দর—বিভু চিদানন্দঘন এবং ভক্তের আরাধ্য ও প্রিয়বস্তু। সেই প্রিয়তম বস্তুর প্রিয় হইবার চেষ্টাকেই 'দাস্য' বলা হয়। মাদকদ্রব্য-সেবী দম্ভভরে প্রাকৃত বস্তুর ভোক্তৃত্বাভিমানে যে অমঙ্গল বরণ করে, উহা ভজনীয়-বস্তুর দাস্যভাবের বিপরীত। এমন কি, অপ্যয়-দীক্ষিত-গুরু শ্রীকণ্ঠ যে দাস্যমার্গের কথা বর্ণন করিয়া পুনরায় নির্ব্বিশিষ্টভাবে পর্য্যবসিত করিয়াছেন, ঐরূপ হেয়তা বিষ্ণুভক্তে কখনই আরোপিত হইতে পারে না। বিষ্ণুর অভক্ত-সম্প্রদায়ে যে নির্ব্বিশেষের অনুকরণে শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচার ও দাস্যভাবের কথা বর্ণিত আছে, উহা মন্দভাগ্যের পরিচয় মাত্র। ভগবান্ যাঁহাকে স্বীয় সেবাধিকার প্রদান করেন, তাঁহাকে আর কোনদিন নির্ব্বিশিষ্ট-বিচারপরতা গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১০৫ ॥

গৌরসুন্দরের সর্ব্বপ্রভুত্বজ্ঞানরহিতব্যক্তির শুদ্ধভক্তির অভাব—

সর্ব্বপ্রভু—গৌরচন্দ্র, ইথে দ্বিধা যা'র।
তার ভক্তি শুদ্ধ নহে, সেই দুরাচার ॥১১১॥

অহংগ্রহোপাসনা—

গর্দ্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লইয়া।
কেহ বলে,—"আমি 'রঘুনাথ' ভাব গিয়া॥" ১১২॥

মানব আধ্যক্ষিক জ্ঞান হইতে মুক্ত না হইলে শব্দব্রহ্মের বিগ্রহরূঢ়ি-প্রকাশের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে না এবং সেইকালে সেবা করিতে অসমর্থ হয়। বৈকুণ্ঠ-সেবক ভক্ত জড়-কাম-ভোগের প্রভুতা হইতে বিরাম লাভ করিলেই মুক্ত হয়। মুক্ত হইবার পরে শান্ত ভক্তের দাস্য-লাভে ঐকান্তিক অনুরাগ দৃষ্ট হয়। জড় দাস্য হইতে অমুক্ত পুরুষ মুক্তগণের উপাসনার সেবাবৃত্তিকে জড় জগতের হেয়ত্বে আবদ্ধ করেন। তখন তিনি সর্ব্বতোভাবে নশ্বর আশাপাশে আবদ্ধ হন। যিনি প্রাপঞ্চিক বিচারের সকল লোভনীয় পদবী হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত, সেই সুনির্ম্মল আত্মার নিত্যা বৃত্তিই—ভগবৎসেবা। এতৎপ্রসঙ্গে কৃষ্ণকর্ণামৃতের "ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা" শ্লোক আলোচ্য॥ ১০৬॥

শুদ্ধাদ্বৈত-বিচারাচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামিপাদ বলেন,—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে"। নিত্য-মুক্ত পুরুষগণ মায়াবাদাদি সমস্ত পার্থিব চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নিত্যলীলাময় ভগবানকে নিত্যকাল ভজন করেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতিগণ ও তাঁহাদের অনুচর অপ্যয়-দীক্ষিতাদি নির্ব্বিশিষ্ট কেবলাদ্বৈত-বাদী শঙ্করাদির বিচার গ্রহণ করিয়া নশ্বর ভক্তির পরিণাম নির্ব্বিশেষ কল্পনা করেন। সেই নির্ব্বিশেষ-কল্পনায় যাঁহারা সন্তুষ্ট না হইয়া ঐকান্তিক বিচারক্রমে কৃষ্ণের ভজন করেন, তাঁহারাই শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ হইতে মুক্ত হন ও শুদ্ধাদ্বৈত-বাদের বিচার-প্রণালীর পরিণাম, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের আংশিক ভাব হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণপুরুষ অধোক্ষজ কৃষ্ণের পঞ্চরসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর রসের পারকীয় ভাবে ভজন করিয়া থাকেন। 'ভাষ্যকার' শব্দে বোধায়নের অনুগত বিশিষ্টা-দ্বৈত-বিচারপর শ্রীভাষ্য-রচয়িতা শ্রীরা[illegible]। তিনি তাঁহার বেদার্থ-সংগ্রহ-গ্রন্থে বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রবিড়, বোপদেব, কপর্দ্দী ও ভারতী প্রভৃতি বিভিন্নমতের বিচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সূত্রমধ্যেও আত্রেয়ী, আশ্মরথ্য, ঔড়লোমী, কার্ষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনী ও বাদরী প্রভৃতির বিভিন্ন বিচার-প্রণালী পরমার্থের পরস্পর বিচার-পার্থক্য প্রদর্শন করে। শঙ্কর ও তাঁহার অনুগত কেবলাদ্বৈত-বিচারপর জনগণ নানা মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন। ভক্তিপথাশ্রিত চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চারি প্রকার ভাষ্য কেবল নির্ব্বিশেষপরত্বের অনুমোদন করেন নাই। বৌদ্ধবিচারের আনুগত্যে লিঙ্গায়েৎ-সম্প্রদায়ের ভাষ্য ও তদনুবর্ত্তী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের ভাষ্যসমূহ ভজনের নিত্যত্ব অস্বীকার করায় তাঁহাদের বিচারে মুক্তাবস্থায় নির্ব্বিশেষ জাড্যই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীকণ্ঠ-ভাষ্যে যে দাস্যমার্গের কথা বর্ণিত হইয়াছে, উহাও পরিণামে নির্ব্বিশেষকেই উচ্চ পদবী প্রদান করিয়াছে। অমুক্ত পুরুষগণের ভগবানের লীলাবোধে অধিকার নাই, কেননা তাঁহারা প্রাকৃত আধ্যক্ষিক বিচার লইয়াই উন্মত্ত। যাঁহারা অদ্বৈত-প্রভুকে নির্ব্বিশেষ-বিচারপর বলিয়া জানেন, তাঁহারা ভক্তির কোন সন্ধান পান নাই। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু পূর্ব্বপক্ষ-বিচারে কেবলাদ্বৈত-মতবাদের বিচার বিভ্রান্তি প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট বিষয়ে সংশয় স্থাপন ও পূর্ব্বপক্ষ করিয়া সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি জগৎকে বিতরণ করিয়াছেন। মূঢ় ব্যক্তিগণ পঞ্চাঙ্গ ন্যায়ের আদি তিনটি অঙ্গে আবদ্ধ থাকিয়া যে সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি কল্পনা করেন, উহা আধ্যক্ষিক ভিত্তিতে অক্ষুণ্ণত। নিত্যভজনকারী ভাষ্যকারগণ এরূপ আধ্যক্ষিক বিচারে আবদ্ধ না থাকিয়া অধোক্ষজ-ধারা গ্রহণ-পূর্ব্বক মুক্তগণের নিত্য বৈচিত্র্য বর্ণন করিয়াছেন। অমুক্ত আধ্যক্ষিকগণ সে বিচার করিতে পারেন না॥ ১০৭॥

তথ্য। "ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত গুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণ ভজে।" (—চৈঃ চঃ ম ২৪শ); ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ (—গীতা ১৮।৫৪) ১০৭॥

যাঁহারা কৃষ্ণেতর নশ্বর বস্তু-বৈচিত্র্য হইতে মুক্ত হইয়াছেন, কৃষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণভজন হইতে কোন মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুত

গৌরসুন্দরের দাস্তের মহত্ব—

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতে শক্তি যা'র।
চৈতন্যদাসত্ব বই বড় নাহি আর॥ ১১৩॥

অনন্তব্রহ্মাণ্ডধর বলদেবেরও গৌরদাস্য—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে প্রভু বলরাম।
সেহ প্রভুদাস্য করে, কেবা হয় আন? ১১৪॥

গ্রন্থকার-কর্তৃক শ্রীমন্নিত্যানন্দের জয়গান—

জয় জয় হলধর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যকীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥ ১১৫॥

নিতাই-কৃপায় চৈতন্যরতি লভ্য—

যাঁহার প্রসাদে হয় চৈতন্যেতে রতি।
যত কিছু বলি, সব তাঁহার শকতি॥ ১১৬॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥ ১১৭॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পঁহু জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ১১৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ভক্তমহিমা-বর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥

হন না। সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ নিজসেবককে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। কৃষ্ণ—নিগ্রহানুগ্রহের একমাত্র অধিনায়ক। তিনি অপরাধপ্রবণ আধ্যক্ষিক চিত্তকে শাসন-দণ্ডের দ্বারা তিরস্কৃত করেন। ভগবানের অনুগ্রহ-দণ্ড লাভ করিয়া জীব অপরাধ-মুক্ত হন॥ ১০৮॥

যে-সকল অর্ব্বাচীন ভক্তব্রুব তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ বিচার অবলম্বন করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদের আবাহন করেন, তাঁহাদের বৈষ্ণবাপরাধ হওয়ায় অত্যন্ত দুর্গতিলাভ ঘটে। বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিতে না পারিয়া কোন এক পক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক আধ্যক্ষিক বিচার শ্রবণ করিলে বৈষ্ণবে প্রাকৃতত্ব-দর্শনই হইয়া যায়, বৈষ্ণব-দর্শন হয় না॥ ১০৯॥

বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকারগণের বিভিন্ন দৃষ্টিতে যে সকল পরস্পর বিবাদ দৃষ্ট হয়, ঐ-সকল বিবাদের একমাত্র সুষ্ঠু-মীমাংসক—শ্রীগৌরসুন্দর। লৌকিক বিবাদ সমূহেরও মীমাংসার গৌরসুন্দরই প্রভু। যিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে 'সকলের একমাত্র প্রভু' না জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতের বিচারে করেন, তাঁহাদের কদাচার কখনও শুদ্ধভক্তি-শব্দবাচ্য হয় না। অধুনাতন তের-প্রকার অপসম্প্রদায় অথবা তদধিক অবিবেচক-সম্প্রদায়গণ শ্রীচৈতন্যদেবের দোহাই দিয়া বা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যে-সকল মতবাদ প্রচার করেন, ঐগুলি দুরাচারের অন্তর্গত ও মনোধর্ম্মজীবীর আদরণীয়। শ্রীগৌরসুন্দরে ঐকান্তিকী ভক্তি না থাকিলে জীবের শুদ্ধ-ভক্তির অভাবে দুর্ম্মতি ঘটে॥ ১১১॥

রামানন্দী জমায়েৎ সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত কেবলাদ্বৈত-বাদের ন্যূনাধিক প্রশস্তি আছে। শৈববিশিষ্টাদ্বৈতিগণও সেই প্রকার আপনাদিগকে 'শিবোঽহং' বিচারে প্রতিষ্ঠিত করেন। জমায়েৎগণের মধ্যে আত্মবিচারে রঘুনাথ-ভক্তি তাৎকালিক। শ্রীকণ্ঠের শিবভক্তিও তদ্রূপ। তজ্জন্যই অপায়দীক্ষিতাদি কেবল 'শিবোঽহং' বিচারে আবদ্ধ না থাকিয়া জীব-ব্রহ্মবাদের কথা বলিয়াছেন। এই সকল দুর্ব্বুদ্ধি তাহাদের কুশিক্ষা-গ্রহণ হইতেই উদ্ভূত হয়। গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষী জনগণ গুরুর কার্য্য করিতে গিয়া নির্ব্বোধ শয়তানগুলিকে শিষ্যপর্য্যায়ে গ্রহণপূর্ব্বক নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করেন। তাহাতে তের প্রকার উপসম্প্রদায় গৌরভক্তির ভান করিতে করিতে নিজ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। তাহাদের শিষ্য-সম্প্রদায় মানব-জন্মের সার্থকতা পরিহার করিয়া পশুযোনির বৃত্তিসমূহ সংগ্রহ করায় তাহাদের গুরুদিগকে রামচন্দ্র সাজাইয়াছে॥ ১১২॥

যিনি জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের একমাত্র অধিকারী, সেই শ্রীচৈতন্যদেবের দাস্য ব্যতীত জীবাত্মার অন্য কোন পরমোপাদেয় অবস্থা নাই। অপর সকল অবস্থাই অনিত্য, অজ্ঞানপুষ্ট ও নিরানন্দে পর্য্যবসিত॥ ১১৩॥

যে বলদেব প্রভু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বতোভাবে নিয়ামক সেই নিয়ন্তৃ-বলদেব-প্রভুও কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তিকে মুখ্যভাবে গ্রহণ করেন না॥ ১১৪॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভক্তবৃন্দসহ মহাপ্রভুর ব্রজলীলাভিনয়ের অভিপ্রায় প্রকাশ, সদাশিব-বুদ্ধিমন্তখানকে কাচ প্রস্তুত করিতে প্রভুর আদেশ, কে কি সাজ গ্রহণ করিবেন, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা, নৃত্য-দর্শনের অধিকারী নির্ণয়, অদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীবাসপণ্ডিতের নৃত্যদর্শনে অযোগ্যতা প্রকাশ, প্রভু কর্তৃক ভক্তগণকে নৃত্য-দর্শনে যোগ্যতা প্রদান, ভক্তগণসহ প্রভুর চন্দ্রশেখর-গৃহে অভিনয়ার্থ গমন, বৈষ্ণববৃন্দের বিবিধ সাজ গ্রহণ, মহাপ্রভুর আদ্যাশক্তিবেশে নৃত্য, আদ্যাশক্তি-বেশ-ধারণের উদ্দেশ্য, গদাধরের রমাবেশে নৃত্য, ভক্তগণের স্তুতি, নিশা-অবসানে সকলের বিরহ-ক্রন্দন, প্রভুর মাতৃভাবে সকলকে স্তন্য দান ও সপ্তদিন পর্য্যন্ত আচার্য্যরত্নের মন্দিরে অত্যদ্ভুত তেজের বিদ্যমানতা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণ-সমীপে ব্রজলীলাভিনয়ের অভিপ্রায় প্রকাশ পূর্ব্বক সদাশিব বুদ্ধিমন্তখানকে শঙ্খ, কাঁচুলী, পট্টসাড়ী, অলঙ্কার প্রভৃতি যথাযোগ্য বেশ সজ্জিত করিতে আদেশ করিয়া পার্ষদগণ কে কি বেশ গ্রহণ করিবেন, তাহা বলিয়া দিলেন। প্রভুর আদেশানুসারে বুদ্ধিমন্ত খান সমস্ত বেশ সজ্জিত করিলে তদ্দর্শনে প্রভু অত্যন্ত প্রীতির সহিত ভক্তগণের নিকট স্বীয় লক্ষ্মীবেশে নৃত্যের কথা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন যে, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও সেই নৃত্য-দর্শনের অধিকার নাই, প্রভুর এই বাক্য শ্রবণে ভক্তগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। অদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীবাস পণ্ডিত আপনাদিগকে অজিতেন্দ্রিয় জানাইয়া নৃত্য-দর্শনে অসম্মতি প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন যে, সকলেই ঐ দিবস মহাযোগেশ্বরত্ব লাভ করিয়া প্রভুর নৃত্য দর্শন করিতে পারিবেন, প্রভু-কৃপায় কেহই মোহপ্রাপ্ত হইবেন না।

সপার্ষদ মহাপ্রভু অভিনয়ার্থ চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলে প্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্য-দর্শনেচ্ছায় বিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শচীমাতা এবং সকল বৈষ্ণবের পরিবারবর্গ তথায় উপনীত হইলেন। ভক্তগণ প্রভুর শ্রীমুখ হইতে নিজ নিজ বেশ ধারণের আদেশ-বাণী-শ্রবণে আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহা-বিদূষকের ন্যায় সর্ব্ব-ভাবে নৃত্য, মুকুন্দ কৃষ্ণকীর্ত্তনারম্ভ এবং হরিদাস কোটাল-বেশে হস্তে দণ্ড লইয়া প্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্য-দর্শনে সকলকে সাবধান করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস নারদসাজে সজ্জিত হইয়া নিজ পরিচয় প্রদানচ্ছলে বলিতে লাগিলেন,—তাঁহার নাম নারদ, তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করেন। কৃষ্ণদর্শনোদ্দেশ্যে বৈকুণ্ঠে গিয়া দেখিলেন যে, তথাকার গৃহদ্বার জনশূন্য রহিয়াছে। অনন্তর কৃষ্ণের নদীয়া-আগমন-বার্ত্তা-শ্রবণে তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নবদ্বীপে স্বীয় প্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্য-লীলাভিনয়-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

সমস্ত বৈষ্ণব-গৃহিণী-সহ শচীমাতা কৃষ্ণপ্রেমানন্দে-বিভোর হইয়া শ্রীবাসের এই অপূর্ব্ব লীলাভিনয় দর্শন করিতেছিলেন। শচীমাতা শ্রীবাসের মূর্ত্তি-দর্শনে আনন্দে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলে পতিব্রতা নারীগণ তদীয় কর্ণে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করাইয়া মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন। এইরূপে গৃহের অন্তর-বাহিরে সর্ব্বত্রই সকলে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া আত্মহারা হইলেন। এদিকে গৃহান্তরে প্রভু বিশ্বম্ভর রুক্মিণীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক তদ্ভাবে বিভাবিত হইয়া নিজকে 'বিদর্ভসুতা' জ্ঞানে কৃষ্ণসমীপে রুক্মিণীর পত্রবিষয়ে শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত শ্লোক পাঠ করিতে করিতে অশ্রু-পূর্ণলোচনে ভূমিতে অঙ্গুলী দ্বারা পত্রাঙ্কন করিতে থাকিলেন। বৈষ্ণবগণ তাহা শ্রবণ করিয়া প্রেমে ক্রন্দন ও হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রহরে এইরূপ অভিনয় হইলে দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর ব্রহ্মানন্দ সহ ব্রজবনিতার সাজ গ্রহণপূর্ব্বক তত্তদ্ভাবে বিভাবিত হইয়া প্রেমবিহ্বল-চিত্তে রমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাপ্রভু আদ্যাশক্তি ও নিত্যানন্দ বড়াই-বুড়ীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন। প্রভুকে কেহ কমলা, কেহ বা লক্ষ্মী, কেহ সীতা, কেহ বা মহামায়া, প্রভৃতি নিজ নিজ ভাব-অনুরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা আজন্ম ধরিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রভুকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, শচী-

মাতারও প্রভুকে চিনিবার সামর্থ্য ছিল না। তখন প্রভুর কৃপায় সকলের অন্তরে জননী-ভাব উদিত হওয়ায় সকলেই প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

মহাপ্রভু কোন্ প্রকৃতির ভাবে নৃত্য করিতেছেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই, তবে তাঁহার ভাবাবেশে বিবিধ উক্তি-শ্রবণে কখনও রুক্মিণী, কখনও মহাচণ্ডী, কখনও বা শ্রীরাধা প্রভৃতি মনে করিতে লাগিলেন। এতদ্দ্বারা তিনি তাঁহার সকল শক্তির যথাযোগ্য স্বরূপ ও সম্মানের বিষয় সকলকে শিক্ষা দিলেন। প্রভুর আদ্যাশক্তি বেশে নৃত্যকালে নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং ভক্তগণ প্রেমাবেশে উচ্চরোদন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিশ্বম্ভর গোপীনাথ-বিগ্রহকে কোলে করিয়া মহালক্ষ্মীভাবে খট্টায় আরোহণ করিলে ভক্তগণ প্রভুর আদেশে তাঁহার স্তব-কীর্তনমুখে তদীয় শুভদৃষ্টি • প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হঠাৎ রাত্রি প্রভাত হওয়ায় বৈষ্ণববৃন্দ ও পতিব্রতাগণ-সকলেই বিষাদে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। প্রভু বৈষ্ণবগণের ক্রন্দন-দর্শনে জগজ্জননী-ভাবে সকলকে স্তন্যপান করাইতে থাকিলে তাঁহাদের সব দুঃখ দূরীভূত হইল এবং সকলে প্রেমরসে মত্ত হইলেন।

প্রভুর অচিন্ত্য শক্তিবলে সপ্ত দিবস পর্য্যন্ত চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে অদ্ভুত তেজ বিদ্যমান ছিল। লোকে তৎপ্রভাবে চক্ষু উন্মীলন করিতে পারিত না। লোকে তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিলে বৈষ্ণবগণ মনে মনে হাস্য করিতেন কিছুই প্রকাশ করিতেন না।

সপার্ষদ গৌরসুন্দরের জয়গান—

জয় জয় জগতমঙ্গল গৌরচন্দ্র।
দান দেহ, হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥ ১ ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ।
জয় জয় ভকতবৎসল গুণধাম ॥ ২ ॥

চৈতন্যকথা-শ্রবণে ভক্তিলাভ—

ভক্তগোষ্ঠি সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৩ ॥

প্রভুর নবদ্বীপ-লীলায় সঙ্কীর্ত্তন রসাস্বাদন—

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
সংকীর্ত্তন-রস প্রভু করয়ে সদায় ॥ ৪ ॥

অধ্যায়ের সূত্র—

মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন একমনে।
লক্ষ্মী কাচে প্রভু নৃত্য করিলা যেমনে ॥ ৫ ॥

প্রভুর দৃশ্যকাব্যের বিধানে নৃত্যেচ্ছা ও কাব্যসজ্জার্থ আদেশ—

একদিন প্রভু বলিলেন সবা স্থানে।
আজি নৃত্য করিবাও অঙ্কের বিধানে ॥ ৬ ॥

সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু,—"কাচ সজ্জ কর গিয়া ॥ ৭ ॥

শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটসাড়ী, অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি' সজ্জ কর সবাকার ॥ ৮ ॥

অভিনয়কারিগণের নির্দ্দেশ—

গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তার বুড়ী সখী সুপ্রভাত ॥ ৯ ॥

নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার ॥ ১০ ॥

শ্রীবাস—নারদ কাচ, স্নাতক—শ্রীরাম।
'দেউটিয়া আজি মুঞি' বলয়ে শ্রীমান্ ॥"১১ ॥

অদ্বৈত বলয়ে,—"কে করিবে পাত্র কাচ?"
প্রভু বলে,—"পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ ॥১২॥

সদাশিব বুদ্ধিমন্তকে কাচ-সজ্জার্থ প্রভুর পুনরাদেশ ও তাঁহাদের সজ্জা আনিয়া প্রভুস্থানে অর্পণ—

সত্বর চলহ বুদ্ধিমন্ত খান তুমি।
কাচ সজ্জ কর গিয়া, নাচিবাও আমি ॥" ১৩ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

লক্ষ্মীকাচে—লক্ষ্মীর বেশ ধারণ করিয়া অভিনয় ॥ ৫ ॥

অঙ্ক—দশবিধ দৃশ্যকাব্যের অন্যতম। নাটকের পরিচ্ছেদ-বিশেষকে অঙ্ক বলা হয়। উক্ত অঙ্কে মুখ্য বা গৌণভাবে নায়কের চরিত্র উল্লিখিত থাকিবে। উহাতে রসভাব প্রভৃতি স্ফুটরূপে প্রতীত হইবে। অঙ্ক নিবদ্ধ শব্দসমূহ অনায়াস-বোধ্য হইবে এবং গদ্যসমূহ বহুসমাসাদি-যুক্ত হইবে না,

আজ্ঞা শিরে করি' সদাশিব বুদ্ধিমন্ত।
গৃহে চলিলেন, আনন্দের নাহি অন্ত ॥ ১৪ ॥
সেইক্ষণে কাথিয়ার চান্দোয়া টানিয়া।
কাচ সজ্জ করিলেন সুন্দর করিয়া ॥ ১৫ ॥
লইয়া যতেক কাচ বুদ্ধিমন্ত খান।
থুইলেন লঞা ঠাকুরের বিদ্যমান ॥ ১৬ ॥

অভিনয়ের সজ্জা দর্শনে প্রভুর প্রীতি এবং বৈষ্ণবগণের প্রতি উক্তি—

দেখিয়া হইলা প্রভু সন্তোষিত মন।
সকল বৈষ্ণব-প্রতি বলিলা বচন ॥ ১৭ ॥

প্রভুর নিজ অভিনয়ের নির্দ্দেশ ও তদ্দর্শনে অধিকারী নির্ণয়—

"প্রকৃতি স্বরূপা নৃত্য হইবে আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয়, তা'র অধিকার ॥ ১৮ ॥
সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে।
যেই জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে ॥ ১৯ ॥
লক্ষ্মীবেশে অঙ্ক-নৃত্য করিব ঠাকুর।
সকল বৈষ্ণব-রঙ্গ বাড়িল প্রচুর ॥ ২০ ॥

প্রভুবাক্যে বৈষ্ণবগণের বিষাদ—

শেষে প্রভু কথাখানি করিলেন দঢ়।
শুনিয়া হইল সবে বিষাদিত বড় ॥ ২১ ॥

উহাতে ক্ষুদ্র চূর্ণক থাকিবে। অবান্তর যে কোন একটী বিষয় অঙ্কে পরিসমাপ্ত হইবে। অবান্তর বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইলেও মূলঘটনার সম্বন্ধরক্ষক একটী অংশ অঙ্কে নিবদ্ধ হইবে। পরন্তু ইহা অন্তিম অঙ্ক ব্যতীত অন্য অঙ্কেই জানিবে, কারণ, অন্তিম অঙ্কে বিষয়ের একান্তভাবে পরিসমাপ্তি হইয়া যায়, তাহাতে আর ভবিষ্যৎ কোন ঘটনার সম্বন্ধ থাকে না। এক অঙ্কে বহু প্রধান উদ্দেশ্য বর্ণিত হইবে না। বীজের উপসংহার অঙ্কে থাকিবে না। এই নিয়মও অন্তিম অঙ্ক ব্যতীত অন্যত্রই জ্ঞাতব্য। অঙ্কে বহু বৃত্তান্ত প্রকাশিত থাকিবে। গদ্যাংশ অধিক বিন্যস্ত থাকিবে, পরন্তু পদ্যাংশ অধিক থাকিবে না। নায়কাদির কর্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি-নিত্যকর্ম্মের বিরোধী কোনও বিষয় অঙ্কে সন্নিবেশিত হইবে না। যে বৃত্তান্ত বহুকালনিষ্পাদ্য, তাহা অঙ্কে বর্ণনীয় নহে, পরন্তু যাহা অল্পকালনিষ্পাদ্য, তাহাই ধারাক্রমে রসবিচ্ছেদনিরাসার্থ অঙ্কে নিবদ্ধ হইবে। সকল অঙ্কে নায়ক উপস্থিত না থাকিলেও ঘটনাদ্বারা প্রত্যেক অঙ্কেই তাহার সম্বন্ধ রাখিতে হইবে। তিন-চারিজন পাত্রদ্বারাই সাধারণতঃ অঙ্কের নির্ব্বাহ করিতে হয়। নাটকের অঙ্কে কতিপয় বিষয় বর্ণিত হইবে, যথা—অতিদূর হইতে আহ্বান, বধ, যুদ্ধ, রাজ্য-দেশ প্রভৃতি বিপ্লব, বিবাহ-ভোজন, শাপপ্রদান, গাল্যোৎসর্গ, মৃত্যু, সুরতক্রীড়া, কাম-প্রযুক্ত অধরদংশন, স্তনাদিতে নখাঘাত এবং অন্যান্য লজ্জাজনক কার্য্য, শয়ন, অধরপানাদি, নগরাদির অবরোধ, স্নান এবং অনুলেপন। অঙ্ক অত্যন্ত দীর্ঘ হইবে না। অঙ্কের অভ্যন্তরে মহিষী, পরিজনাদি, অমাত্য এবং বণিক্ প্রভৃতির বিচিত্র বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে প্রতীত থাকিবে এবং উক্ত চরিত্রগুলি রস ও ভাবের উদ্ভব করিবে। অঙ্কের শেষে কোন পাত্রই রঙ্গস্থলে উপস্থিত থাকিবে না, পরন্তু সকলেই নেপথ্যস্থানে চলিয়া যাইবে। (—সাহিত্যদর্পণ ৬ষ্ঠপঃ ৭ম শ্লোক)

অঙ্কের বিধানে—'অঙ্ক' নামক দৃশ্যকাব্যের বিধি অনুসারে ॥ ৬ ॥

বড়াই—বৃদ্ধা মাতামহী, বৃন্দাবনের বৃদ্ধা রমণী পৌর্ণমাসী, ইনিই যোগমায়া, রাধাকৃষ্ণমিলনের কারণ।

তথ্য—"শ্রীরাধাকৃষ্ণসংযোগকারিণী ভবতীব সা। যোগমায়া ভগবতী নিত্যানন্দতনুং শ্রিতা ॥" (—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৩।১১) ॥ ১০ ॥

দেউটিয়া—দীপধারী। স্নাতক—সমাবর্ত্তন স্নানকারী দ্বিজ ॥ ১১ ॥

কাচ—পরিচ্ছদ, সাজ, অভিনয়ার্থ নট-নটীর বেশ। সজ্জ—প্রস্তুত, সজ্জিত ॥ ১৩ ॥

কাথিয়ার চাঁদোয়া—কাথিয়ারদেশীয় চান্দোয়া ॥ ১৫ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর আধ্যক্ষিকগণের বুদ্ধি-পরীক্ষার জন্য লক্ষ্মীর বেশে নৃত্য করিবার প্রস্তাব দ্বারা অধোক্ষজের বিচিত্র বিলাসে আধ্যক্ষিক-জ্ঞানিগণের অধিকারাভাবের কথা জানাইলেন। যাঁহারা বিবর্ত্তক্রমে আপনাদিগকে 'পুরুষাভিমান করিয়া জগতের নারীগণকে ভোগ্যবুদ্ধি করেন, তাঁহারাই রাবণের অনুকরণে সীতাপতি হইবার দুর্ব্বাসনা-বিশিষ্ট। লক্ষ্মীর সেবনধর্ম্ম—বৈষ্ণবতার ঐকান্তিকতা।

প্রভুবাক্য-শ্রবণে অদ্বৈত ও শ্রীবাসের অভিমত—

সর্ব্বাঙ্গে ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য্য।
"আজি নৃত্য দরশনে মোর নাহি কার্য্য ॥ ২২ ॥
আমি সে অজিতেন্দ্রিয় না যাইব তথা।"
শ্রীবাস পণ্ডিত কহে,—"মোর ওই কথা ॥"২৩ ॥

প্রভুর সকলকে আশ্বাস ও অভিনয়-দর্শনে অধিকার প্রদান—

শুনিয়া ঠাকুর কহে ঈষৎ হাসিয়া।
"তোমরা না গেলে নৃত্য কাহারে লইয়া ॥ ২৪ ॥
সর্ব্বরঙ্গ-চূড়ামণি চৈতন্য-গোসাঁই।
পুনঃ আজ্ঞা করিলেন,—"কারো চিন্তা নাই ॥ ২৫
মহাযোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা।
দেখিয়া আমারে কেহ মোহ না পাইবা ॥" ২৬ ॥

প্রভুর আজ্ঞায় বৈষ্ণবগণের উল্লাস—

শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত, শ্রীবাস।
সবার সহিত মহা পাইল উল্লাস ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বগণ-সহ মহাপ্রভুর চন্দ্রশেখর-ভবনে গমন—

সর্ব্বগণ সহিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
চলিলা আচার্য্য চন্দ্রশেখরের ঘর ॥ ২৮ ॥

প্রভুর নৃত্য-দর্শনে শচী প্রভৃতি নারীগণের গমন—

আই চলিলেন নিজ বধূর সহিতে ॥
লক্ষ্মীরূপে নৃত্য বড় অদ্ভুত দেখিতে ॥ ২৯ ॥
যত আপ্ত বৈষ্ণবগণের পরিবার।
চলিলা আইর সঙ্গে নৃত্য দেখিবার ॥ ৩০ ॥

গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক চন্দ্রশেখরের সৌভাগ্য প্রশংসা—

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভাগ্য তার এই সীমা।
যার ঘরে প্রভু প্রকাশিলা এ মহিমা ॥ ৩১ ॥

মহাপ্রভুর সকলকে স্ব-স্ব কাচ-অভিনয়ার্থ আদেশ—

বসিলা ঠাকুর সর্ব্ব-বৈষ্ণব সহিতে।
সবারে হইল আজ্ঞা স্ব-কাচ কাচিতে ॥ ৩২ ॥

অদ্বৈতের নিজ কাচ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা ও প্রভুর উত্তর—

করযোড়ে অদ্বৈত বলিলা বার-বার।
"মোরে আজ্ঞা প্রভু কোন্ কাচ কাচিবার ?"৩৩॥
প্রভু বলে,—"যত কাচ, সকলি তোমার।
ইচ্ছা-অনুরূপ কাচ কাচ' আপনার ॥" ৩৪ ॥

বাহ্যরহিত অদ্বৈত-প্রভুর বিবিধ বিলাস—

বাহ্য নাহি অদ্বৈতের, কি করিব কাচ ?
ভ্রূকুটি করিয়া বুলে শান্তিপুরনাথ ॥ ৩৫ ॥
সর্ব্ব-ভাবে নাচে মহা-বিদূষক-প্রায়।
আনন্দ-সাগর-মাঝে ভাসিয়া বেড়ায় ॥ ৩৬ ॥

সকলের কৃষ্ণকীর্ত্তন—

মহা-কৃষ্ণ-কোলাহল উঠিল সকল।
আনন্দে বৈষ্ণব-সব হইলা বিহ্বল ॥ ৩৭ ॥
কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ।
"রামকৃষ্ণ বল হরি গোপাল গোবিন্দ ॥"৩৮ ॥

বৈকুণ্ঠকোটাল-বেশে হরিদাসের সকলকে সাবধান করণ—

প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরিদাস।
মহা দুই গোঁফ করি' বদনে বিলাস ॥ ৩৯ ॥
মহা পাগ শোভে শিরে ধটী পরিধান।
দণ্ড হস্তে সবারে করয়ে সাবধান ॥ ৪০ ॥
"আরে আরে ভাই সব হও সাবধান।
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ ॥"৪১ ॥
হাতে নড়ি চারিদিকে ধাইয়া বেড়ায়।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক 'কৃষ্ণ' সবারে জাগায় ॥ ৪২ ॥
"কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব, বল কৃষ্ণ নাম।"
দম্ভ করি' হরিদাস করয়ে আহ্বান ॥ ৪৩ ॥

হরিদাসকে দেখিয়া সকলের তৎপরিচয় জিজ্ঞাসা ও হরিদাসের উত্তর এবং মুরারি-সহ পরিভ্রমণ—

হরিদাস দেখিয়া সকল-গণ হাসে।
"কে তুমি, এথায় কেনে"—সবেই জিজ্ঞাসে ॥৪৪॥

যাহারা লক্ষ্মী-সেবা করিবার পরিবর্ত্তে 'শ্রীমান্' হইবার যত্ন করিয়া আপনাকে 'ভোক্তা' বলিয়া অভিমান করে, তাহাদের ভগবৎসেবায় কান্তরসে অধিকার দূরে থাকুক, মর্য্যাদা-পথে লক্ষ্মীর সেবক হইবার যোগ্যতাও থাকে না। শ্রীভগবদ্বস্তুই যেখানে শক্তিতত্ত্বের বিলাস প্রদর্শন করেন, সেখানে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণোপলব্ধির ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। গৌরভোগি-সম্প্রদায় নাগরী-বিচারে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়া গৌরসুন্দরকে ভোগ্য-বিষয়-মাত্র জ্ঞান করেন ॥ ২১ ॥

হরিদাস বলে,—"আমি বৈকুণ্ঠ-কোটাল।
কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি বুলি সর্ব্বকাল॥ ৪৫॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু আইলেন এথা।
প্রেমভক্তি লোটাইব ঠাকুর সর্ব্বথা॥ ৪৬॥
লক্ষ্মীবেশে নৃত্য আজি করিব আপনে।
প্রেমভক্তি লুটি' আজি লও সাবধানে॥" ৪৭॥
এত বলি দুই গোঁফ মু চুড়িয়া হাতে।
রড় দিয়া বুলে গুপ্ত-মুরারির সাথে॥ ৪৮॥
দুই মহা-বিহ্বল কৃষ্ণের প্রিয়-দাস।
দু'য়ের শরীরে গৌরচন্দ্রের বিলাস॥ ৪৯॥

শ্রীবাসের নারদ-কাচে প্রবেশ ও রামাই পণ্ডিতের তৎপশ্চাৎ আগমন—

ক্ষণেকে নারদ-কাচ কাচিয়া শ্রীবাস।
প্রবেশিলা সভা-মাঝে করিয়া উল্লাস॥ ৫০॥
মহা-দীর্ঘ পাকা দাড়ি, ফোঁটা সর্ব্ব গায়।
বীণা-কান্ধে, কুশ-হস্তে চারিদিকে চায়॥ ৫১॥
রামাই পণ্ডিত কক্ষে করিয়া আসন।
হাতে কমণ্ডলু, পাছে করিলা গমন॥ ৫২॥
বসিতে দিলেন রাম পণ্ডিত আসন।
সাক্ষাৎ নারদ যেন দিল দরশন॥ ৫৩॥

শ্রীবাসের বেশ-দর্শনে অদ্বৈতাচার্য্যের প্রশ্ন ও শ্রীবাসের নিজ পরিচয়-প্রদান-মুখে গৌরতত্ত্ব বিজ্ঞাপন—

শ্রীবাসের বেষ দেখি' সর্ব্বগণ হাসে।
করিয়া গভীর নাদ অদ্বৈত জিজ্ঞাসে॥ ৫৪॥
"কে তুমি আইলা এথা, কোন্ বা কারণে?"
শ্রীবাস বলেন,—"শুন কহি যে বচনে॥ ৫৫॥
'নারদ' আমার নাম কৃষ্ণের গায়ন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমি করিয়ে ভ্রমণ॥ ৫৬॥
বৈকুণ্ঠে গেলাঙ কৃষ্ণ দেখিবার তরে।
শুনিলাম কৃষ্ণ গেলা নদীয়া-নগরে॥ ৫৭॥
শূন্য দেখিলাম বৈকুণ্ঠের ঘর-দ্বার।
গৃহিণী-গৃহস্থ নাহি, নাহি পরিবার॥ ৫৮॥
না পারি রহিতে শূন্য-বৈকুণ্ঠ দেখিয়া।
আইলাম আপন ঠাকুর সঙরিয়া॥ ৫৯॥
প্রভু আজি নাচিবেন ধরি' লক্ষ্মীবেশ।
অতএব এ সভায় আমার প্রবেশ॥" ৬০॥

শ্রীবাসের নারদ-নিষ্ঠায় সকলের হাস্য ও জয়ধ্বনি—

শ্রীবাসের নারদ-নিষ্ঠাবাক্য শুনি।
হাসিয়া বৈষ্ণব-সব করে জয়ধ্বনি॥ ৬১॥

নারদের সহিত শ্রীবাসের অভিন্নত্ব—

অভিন্ন-নারদ যেন শ্রীবাস পণ্ডিত।
সেই রূপ, সেই বাক্য, সেই সে চরিত॥ ৬২॥

পতিব্রতাগণ-সহ শচীমাতার অভিনয় দর্শন—

যত পতিব্রতাগণ—সকল লইয়া।
আই দেখে কৃষ্ণসুধারসে মগ্ন হইয়া॥ ৬৩॥

শচীমাতার রহস্য পূর্ব্বক মালিনীকে শ্রীবাসের কথা জিজ্ঞাসা ও তন্মূর্ত্তি-দর্শনে মূর্চ্ছা—

মালিনীরে বলে—"ইনি কি পণ্ডিত"?
মালিনী বলয়ে,—"শুনি ঐ সুনিশ্চিত॥" ৬৪॥
পরম বৈষ্ণবী আই সর্ব্বলোকমাতা।
শ্রীবাসের মূর্ত্তি দেখি' হইলা বিস্মিতা॥ ৬৫॥
আনন্দে পড়িলা আই হইয়া মূর্চ্ছিতা।
কোথাও নাহিক ধাতু, সবে চমকিতা॥ ৬৬॥

নারীগণের শচীকর্ণে কৃষ্ণকীর্ত্তন ও শচীদেবীর বাহ্যপ্রাপ্তি—

সত্বরে সকল পতিব্রতা নারীগণ।
কর্ণমূলে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করে সঙরণ॥ ৬৭॥
সম্বিৎ পাইয়া আই গোবিন্দ সঙরে॥
পতিব্রতাগণে ধরে, ধরিতে না পারে॥ ৬৮॥

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু সর্ব্বপ্রথমে ভূমিতে একটী দাগ কাটিয়া খতম্ দিলেন,—"আমি এই প্রকার নৃত্য দর্শনে অসমর্থ। অজিতেন্দ্রিয়ের ঐরূপ দর্শনে অধিকার নাই, সুতরাং আমার সেরূপ দর্শনকার্য্যে অধিকার হইতেছে না॥" তাঁহার অনুসরণে শ্রীবাসপণ্ডিতও তাদৃশ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন॥ ২২-২৩॥

জগতের প্রাণ—শ্রীগৌরসুন্দর॥ ৪১॥

নড়ি—লগুড়, ছড়ি, যষ্টি॥ ৪২॥

সকলের বাহ্যহীন ভাব ও ক্রন্দন—

এই মত কি ঘর-বাহিরে সর্ব্বজন।
বাহ্য নাহি স্ফুরে, সবে করেন ক্রন্দন ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর রুক্মিণী-সাজ ও তদাবেশে নিজকে রুক্মিণী জ্ঞানে তদ্রূপ অভিনয়—

গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইল নির্ভর ॥ ৭০ ॥
আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
বিদর্ভের সুতা যেন আপনারে বাসে ॥ ৭১ ॥
নয়নের জলে পত্র লিখয়ে আপনে।
পৃথিবী হইল পত্র, অঙ্গুলী কলমে ॥ ৭২ ॥
রুক্মিণীর পত্র—সপ্তশ্লোক ভাগবতে।
যে আছে, পড়য়ে তাহা কান্দিতে কান্দিতে ॥৭৩॥
গীতবন্ধে শুন সাত শ্লোকের ব্যাখ্যান।
যে কথা শুনিলে স্বামী হয় ভগবান্ ॥ ৭৪ ॥

তথাহি (ভাঃ ১০।৫২।৩৭)—

"শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভম্
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥" ৭৫ ॥

(কারুণ্যশাবদা রাগেন গীয়তে)

"শুনিয়া তোমার গুণ ভুবনসুন্দর।
দূর ভেল অঙ্গতাপ ত্রিবিধ দুষ্কর ॥ ৭৬ ॥
সর্ব্বনিধি-লাভ তোর রূপ-দরশন।
সুখে দেখে, বিধি যারে দিলেক লোচন ॥৭৭॥
শুনি' যদুসিংহ তোর যশের বাখান।
নির্লজ্জ হইয়া চিত্ত যায় তুয়া স্থান ॥ ৭৮ ॥
কোন্ কুলবতী ধীরা আছে জগ-মাঝে।
কাল পাই' তোমার চরণ নাহি ভজে ॥ ৭৯ ॥
বিদ্যা, কুল, শীল, ধন, রূপ, বেশ, ধামে।
সকল বিফল হয় তোমার বিহনে ॥ ৮০ ॥

মোর ধাষ্ট্য ক্ষমা কর ত্রিদশের রায়।
না পারি' রাখিতে চিত্ত তোমারে মিশায় ॥৮১॥
এতেকে বরিল তোর চরণ-যুগল।
মনঃ, প্রাণ, বুদ্ধি—তোঁহে অর্পিল সকল ॥ ৮২ ॥
পত্নীপদ দিয়া মোরে কর নিজ দাসী।
মোর ভাগে শিশুপাল নহুক বিলাসী ॥ ৮৩ ॥
কৃপা করি' মোরে পরিগ্রহ কর নাথ।
যেন সিংহভাগ নহে শৃগালের সাথ ॥ ৮৪ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর রুক্মিণীর ভাবে বিভাবিত হইয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই অশ্রুজল মসীর স্থান অধিকার করিল, মহীপৃষ্ঠ পত্র বা কাগজের স্থান পাইল, আর হস্তের অঙ্গুলী লেখনী বা কলমের কার্য্য করিল ॥ ৭২ ॥

অন্বয়ঃ। (হে) ভুবনসুন্দর, (হে) অচ্যুত,শৃণ্বতাং (শ্রবণকারিণাং) কর্ণবিবরৈঃ (কর্ণরন্ধ্রৈঃ) নির্ব্বিশ্য (অন্তঃপ্রবিশ্য) অঙ্গতাপং হরতঃ (দূরীকুর্ব্বতঃ) তে (তব) গুণান্ শ্রুত্বা (লোকমুখাদাকর্ণ্য তথা) দৃশিমতাং (চক্ষুষ্মতাং জনানাং) অখিলার্থলাভং (সর্ব্বার্থলাভাত্মকং) তব রূপং (চ শ্রুত্বা) মে (মম) অপত্রপং (অপগতা দূরীভূতা ত্রপা লজ্জা যস্মাৎ তৎ) চিত্তং (হৃদয়ং) ত্বয়ি আবিশতি (আসজ্জতে) ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ। হে ভুবনসুন্দর অচ্যুত, আপনার কথা শ্রোতৃজনের কর্ণরন্ধ্রপথে অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক অঙ্গতাপ হরণ করিয়া থাকে। লোকমুখে আপনার গুণরাশি এবং দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন জনগণের নিখিলবস্তু-লাভাত্মক আপনার সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া আমার নির্লজ্জ চিত্ত আপনার প্রতি আসক্ত হইয়াছে ॥ ৭৫ ॥

ত্রিবিধ দুষ্কর তাপ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক অপরিহার্য্য ক্লেশত্রয় ॥ ৭৬ ॥

কাল পাই'—সুযোগ পাইয়া ॥ ৭৯ ॥

তথ্য। "কা ত্বা মুকুন্দ মহতী কুলশীলরূপবিদ্যাবয়োদ্রবিণধামভিরাত্মতুল্যম্। ধীরা পতিং কুলবতী ন বৃণীত কন্যা, কালে নৃসিংহ নরলোকমনোঽভিরামম্ ॥" (—ভাঃ ১০।৫২।৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥ ৭৯ ॥

তথ্য। "তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়ামাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি। মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ ॥" (—ভাঃ ১০।৫২।৩৯) ॥ ৮২-৮৪ ॥

ব্রত, দান, গুরু-দ্বিজ-দেবের অর্চ্চন।
সত্য যদি সেবিয়াছোঁ অচ্যুতচরণ ॥ ৮৫ ॥
তবে গদাগ্রজ মোর হউ প্রাণেশ্বর।
দূর হউ শিশুপাল, এই মোর বর ॥ ৮৬ ॥
কালি মোর বিবাহ হইব হেন আছে।
আজি ঝাট আইসহ, বিলম্ব কর পাছে ॥ ৮৭ ॥
গুপ্তে আসি' রহিবা বিদর্ভপুর-কাছে।
শেষে সর্ব্ব-সৈন্য-সঙ্গে আসিবে সমাজে ॥৮৮॥
চৈদ্য, শাল্ব, জরাসন্ধ—মথিয়া সকল।
হরিবেক মোরে দেখাইয়া বাহুবল ॥ ৮৯ ॥
দর্পপ্রকাশের প্রভু এই সে সময়।
তোমার বনিতা শিশুপাল-যোগ্য নয় ॥ ৯০ ॥
বিনি বন্ধু বধি' মোরে হরিবা আপনে।
তাহার উপায় বলোঁ তোমার চরণে ॥ ৯১ ॥
বিবাহের পূর্ব্বদিনে কুলধর্ম্ম আছে।
নব-বধূজন যায় ভবানীর কাছে ॥ ৯২ ॥
সেই অবসরে প্রভু হরিবে আমারে।
না মারিবা বন্ধু, দোষ ক্ষমিবা আমারে ॥ ৯৩ ॥
যাঁহার চরণধূলি সর্ব্ব অঙ্গে স্নান।
উমাপতি চাহে, চাহে যতেক প্রধান ॥ ৯৪ ॥
হেন ধূলি প্রসাদ না কর যদি মোরে।
মরিব করিয়া ব্রত, বলিলুঁ তোমারে ॥ ৯৫ ॥
যত জন্মে পাঙ তোর অমূল্য চরণ।
তাবৎ মরিব, শুন কমল-লোচন ॥ ৯৬ ॥
চল চল ব্রাহ্মণ সত্বর কৃষ্ণস্থানে।
কহ গিয়া এ সকল মোর নিবেদনে ॥" ৯৭ ॥

প্রভুর অভিনয়ে সকলের প্রেমাশ্রু—

এইমত বলে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
সকল বৈষ্ণবগণ প্রেমে কাঁদে হাসে ॥ ৯৮ ॥
হেন রঙ্গ হয় চন্দ্রশেখর-মন্দিরে।
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি শুনি উচ্চৈঃস্বরে ॥ ৯৯ ॥

হরিদাসের হরিধ্বনি পূর্ব্বক সকলকে জাগ্রতাকরণ—

'জাগ জাগ জাগ' ডাকে প্রভু-হরিদাস।
নারদের কাচে নাচে পণ্ডিত-শ্রীবাস ॥ ১০০ ॥

গদাধর ও ব্রহ্মানন্দের অভিনয় এবং বৈষ্ণবগণের সহিত উক্তি-প্রত্যুক্তি—

প্রথম প্রহরে এই কৌতুক-বিশেষ।
দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর-পরবেশ ॥ ১০১ ॥
সুপ্রভা তাহান সখি করি' নিজ সঙ্গে।
ব্রহ্মানন্দ তাহান বড়াই বুলে রঙ্গে ॥ ১০২ ॥
হাতে নড়ি, কাঁখে ডালী, নেত পরিধান।
ব্রহ্মানন্দ যে-হেন বড়াই বিদ্যমান ॥ ১০৩ ॥
ডাকি' বলে হরিদাস,—"কে সব তোমরা?"
ব্রহ্মানন্দ বলে,—"যাই মথুরা আমরা ॥ ১০৪ ॥
শ্রীবাস বলয়ে,—"তুই কাহার বনিতা?"
ব্রহ্মানন্দ বলে,—"কেনে জিজ্ঞাসা বারতা?"১০৫॥
শ্রীবাস বলয়ে,—"জানিবারে না জুয়ায়?"
'হয়' বলি' ব্রহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায় ॥ ১০৬ ॥
গঙ্গাদাস বলে,—"আজি কোথায় রহিবা?"
ব্রহ্মানন্দ বলে,—"তুমি স্থানখানি দিবা ॥"১০৭ ॥
গঙ্গাদাস বলে,—"তুমি জিজ্ঞাসিলা বড়।
জিজ্ঞাসিয়া কার্য্য নাহি ঝাট তুমি নড় ॥" ১০৮ ॥

তথ্য। "পূর্ত্তেষ্টদত্তনিয়মব্রতদেববিপ্রগুর্ব্বর্চ্চনাদিভিরলং ভগবান্ পরেশঃ। আরাধিতো যদি গদাগ্রজ এত্য পাণিং গৃহ্ণাতু মে ন দমঘোষসুতাদয়োঽন্যে ॥" (ভাঃ ১০।৫২।৪০ দ্রষ্টব্য) ॥ ৮৫-৮৬ ॥

তথ্য। "শ্বো ভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্ গুপ্তঃ সমেত্য পৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ। নির্ম্মথ্য চৈদ্যমগধেন্দ্রবলং প্রসহ্য মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্য্যশুল্কাম্ ॥" (—ভাঃ ১০।৫২।৫১ দ্রষ্টব্য) ॥ ৮৭-৮৯ ॥

তথ্য। "অন্তঃপুরান্তরচরীমনিহত্য বন্ধূন্ ত্বামুদ্বহে কথমিতি প্রবদাম্যুপায়ম্। পূর্ব্বেদ্যুরস্তি মহতী কুলদেবযাত্রা, যস্যাং বহির্নববধূর্গিরিজামুপেয়াৎ ॥" (ভাঃ ১০।৫২।৪২) ॥ ৯১-৯২ ॥

তথ্য। "যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোপহত্যৈ। যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥" (ভাঃ ১০।৫২।৪৩) [৯৪-৯৬]

গদাধর-পরবেশ—গদাধরের প্রবেশ ॥১০১॥

নড়—স্থানান্তরে যাও ॥ ১০৮ ॥

অদ্বৈত বলয়ে,—"এত বিচারে কি কাজ।
'মাতৃসমা পরনারী' কেনে দেহ' লাজ ? ১০৯ ॥
নৃত্য-গীতে প্রিয় বড় আমার ঠাকুর।
এথায় নাচহ, ধন পাইবা প্রচুর॥" ১১০ ॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি' পরম সন্তোষে।
নৃত্য করে গদাধর প্রেম পরকাশে॥ ১১১ ॥
রমাবেশে গদাধর নাচে মনোহর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর॥ ১১২ ॥

গদাধরের অভিনয়ে সকলের প্রেমোন্মত্ত ভাব ও জয়ধ্বনি—

গদাধর-নৃত্য দেখি' আছে কোন্ জন।
বিহ্বল হইয়া নাহি করেন ক্রন্দন॥ ১১৩ ॥

গদাধরের প্রেমাশ্রুকে নদীসহ তুলনা—

প্রেমনদী বহে গদাধরের নয়নে।
পৃথিবী হইলা সিক্ত, ধন্য করি' মানে॥ ১১৪ ॥

গদাধরের স্বরূপ—

গদাধর হৈলা যেন গঙ্গা মূর্ত্তিমতী।
সত্য সত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি॥ ১১৫ ॥
আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বার বার।
"গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার॥" ১১৬ ॥

গায়ক, দ্রষ্টাদি সকলেরই বাহ্যহীনতা—

যে গায়, যে দেখে, সব ভাসিলেন প্রেমে।
চৈতন্য-প্রসাদে কেহ বাহ্য নাহি জানে॥ ১১৭ ॥

সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তনের দ্বারা আনন্দ-কোলাহল—

'হরি হরি' বলি' কান্দে বৈষ্ণবমণ্ডল।
সর্ব্বগণে হইল আনন্দ-কোলাহল॥১১৮॥
চৌদিকে শুনিয়ে কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন।
গোপিকার বেশে নাচে মাধবনন্দন॥ ১১৯ ॥

প্রভুর আদ্যাশক্তি-বেষে প্রবেশ ও সকলের জয়ধ্বনি—

হেনই সময়ে সর্ব্ব-প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি-বেষধর॥ ১২০ ॥
আগে নিত্যানন্দ বুড়ী-বড়াইর বেশে।
বঙ্ক করি' হাঁটে, প্রেমরসে ভাসে॥ ১২১ ॥
মণ্ডলী হইয়া সব বৈষ্ণব রহিলা।
জয় জয় মহাধ্বনি করিতে লাগিলা॥ ১২২ ॥

প্রভুকে না চিনিয়া সকলের প্রভু-বিষয়ে বিভিন্ন ধারণা—

কেহ নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
হেন অলক্ষিত বেশ অতি মনোহর॥ ১২৩ ॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু—প্রভুর বড়াই।
তাঁর পাছে প্রভু, আর কিছু চিহ্ন নাই॥১২৪॥
অতএব সবে চিনিলেন 'প্রভু এই'।
বেশে কেহ লখিতে না পারে 'প্রভু সেই' ॥১২৫॥
সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা ?
রঘুসিংহ-গৃহিণী কি জানকী আইলা ? ১২৬ ॥
কিবা মহালক্ষ্মী, কিবা আইলা পার্ব্বতী ?
কিবা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্ত্তিমতী ? ১২৭ ॥
কিবা ভাগীরথী, কিবা রূপবতী দয়া ?
কিবা সেই মহেশ-মোহিনী মহামায়া॥ ১২৮ ॥
এই মতে অন্যোন্যে সর্ব্ব-জনে-জনে।
না চিনিয়া প্রভুরে আপনে মোহ মানে॥ ১২৯ ॥
আজন্ম ধরিয়া প্রভু দেখয়ে যাহারা।
তথাপি লখিতে নারে তিলার্দ্ধেক তা'রা॥ ১৩০ ॥
অন্যের কি দায়, আই না পারে চিনিতে।
আই বলে,—"লক্ষ্মী কিবা আইলা নাচিতে ?"১৩১॥
অচিন্ত্য অব্যক্ত কিবা মহাযোগেশ্বরী।
ভক্তির স্বরূপা হৈলা আপনি শ্রীহরি॥ ১৩২ ॥

হর-মোহনকারী প্রভুদর্শনে সকলের মোহশূন্যতা ও হৃদয়ে জননী-ভাব—

মহামহেশ্বর হর যে রূপ দেখিয়া।
মহামোহ পাইলেন পার্ব্বতী লইয়া॥ ১৩৩ ॥
তবে যে নাহল মোহ বৈষ্ণব-সবার।
পূর্ব্ব অনুগ্রহ আছে, এই হেতু তার॥ ১৩৪ ॥
কৃপা-জলনিধি প্রভু হইলা সবারে।
সবার জননী-ভাব হইল অন্তরে॥ ১৩৫ ॥

মাধবনন্দন—মাধবমিশ্রের পুত্র শ্রীগদাধর পণ্ডিত ॥১১৯॥
বঙ্ক—বাঁকা, কুটিল, আড় ॥১২১॥
বৃন্দাবনের সম্পত্তি—বার্ষভানবী॥ ১২৭ ॥
তথ্য। ভাঃ ৮।১২।১২-২৫ শ্লোকসমূহ আলোচ্য ॥১৩৩॥

পরলোক হৈতে যেন আইলা জননী।
আনন্দে ক্রন্দন করে আপনা না জানি' ॥ ১৩৬ ॥
এই মত অদ্বৈতাদি প্রভুরে দেখিয়া।
কৃষ্ণপ্রেম-সিন্ধু-মাঝে বুলেন ভাসিয়া ॥ ১৩৭ ॥

বিশ্বম্ভরের জগজ্জননী-ভাবে নৃত্য—

জগত-জননী ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর ॥ ১৩৮ ॥

প্রভুর ভাব-বোধে সকলের অসামর্থ্য ও বিভিন্ন ধারণা—

হেন দঢ়াইতে কেহ নারে কোন জন।
কোন্ প্রকৃতির ভাবে নাচে নারায়ণ ? ১৩৯ ॥
কখনও বলয়ে "দ্বিজ, কৃষ্ণ কি আইলা ?"
তখন বুঝিয়ে যেন বিদর্ভের বালা ॥ ১৪০ ॥
নয়নে আনন্দ-ধারা দেখিয়ে যখন।
মূর্ত্তিমন্তা গঙ্গা যেন বুঝিয়ে তখন ॥ ১৪১ ॥
ভাবাবেশে যখন বা অট্ট অট্ট হাসে।
মহাচণ্ডী-হেন সবে বুঝেন প্রকাশে ॥ ১৪২ ॥
ঢলিয়া ঢলিয়া প্রভু নাচয়ে যখনে।
সাক্ষাৎ রেবতী যেন কাদম্বরী-পানে ॥ ১৪৩ ॥
ক্ষণে বলে,—"চল বড়াই,যাই বৃন্দাবনে।"
গোকুল-সুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে ॥ ১৪৪ ॥
বীরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে ধ্যান করি'।
সবে দেখে যেন মহাকোটি-যোগেশ্বরী ॥ ১৪৫ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ শক্তি আছে।
সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিণীর কাচে ॥ ১৪৬ ॥

প্রভুর আদ্যাশক্তি-বেষের উদ্দেশ্য—

ব্যপদেশে মহাপ্রভু শিখায় সবারে।
পাছে মোর শক্তি কোনজনে নিন্দা করে ॥১৪৭॥
লৌকিক বৈদিক যত কিছু কৃষ্ণশক্তি।
সবার সম্মানে হয় কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি ॥ ১৪৮ ॥
দেব-দ্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় দুঃখ।
গণসহ কৃষ্ণপূজা করিলে সে সুখ ॥ ১৪৯ ॥
যে শিখায় কৃষ্ণচন্দ্র, সেই সত্য হয়।
অভাগ্য পাপিষ্ঠ-মতি তাহা নাহি লয় ॥ ১৫০ ॥

প্রভুর নৃত্য-দর্শন-শ্রবণ-গানকারীর প্রেমভাব—

সর্ব্ব-শক্তি-স্বরূপে নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
কেহ নাহি দেখে হেন নৃত্য মনোহর ॥ ১৫১ ॥
যে দেখে, যে শুনে, যেবা গায় প্রভু-সঙ্গে।
সবেই ভাসেন প্রেম-সাগর-তরঙ্গে ॥ ১৫২ ॥
এক বৈষ্ণবের যত নয়নের জল।
সেই যেন মহা-বন্যা ব্যাপিল সকল ॥ ১৫৩ ॥
আদ্যাশক্তি-বেষে নাচে প্রভু গৌরসিংহ।
সুখে দেখে তাঁর যত চরণের ভৃঙ্গ ॥ ১৫৪ ॥
কম্প, স্বেদ, পুলক, অশ্রুর অন্ত নাই।
মূর্ত্তিমতী ভক্তি হৈলা চৈতন্য-গোসাঞী ॥ ১৫৫ ॥
নাচেন ঠাকুর ধরি' নিত্যানন্দ-হাত।
সে কটাক্ষ-স্বভাব বলিতে শক্তি কাত ॥১৫৬॥

শ্রীমান্ পণ্ডিতের অভিনয়—

সম্মুখে দেউটি ধরে পণ্ডিত শ্রীমান্।
চতুর্দ্দিকে হরিদাস করে সাবধান ॥ ১৫৭ ॥

দঢ়াইতে—দৃঢ়নিশ্চয় করিতে ॥ ১৩৯ ॥

বিদর্ভের বালা—বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণী।

পত্রসহ শ্রীকৃষ্ণসমীপে প্রেরিত ব্রাহ্মণ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রুক্মিণী যেরূপ তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণাগমন-বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন, মহাপ্রভুও রুক্মিণীর ভাবে বিভাবিত হইয়া তদ্রূপ উক্তি করিলেন ॥ ১৪০ ॥

রেবতী—শ্রীবলদেব-শক্তি ॥ ১৪৩ ॥

রুক্মিণী অংশিনী হওয়ায় সকল প্রকাশময়ী নারীগণের আকর বস্তু। সেই অংশিনীর অংশকলাসমূহ বিভিন্ন নারীরূপে চতুর্দ্দশ ভুবনে শক্তিমত্তত্ত্ব অংশী শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিশেষের (স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-প্রকাশভেদে) সেবাভিনয় করিয়া থাকেন ॥ ১৪৬ ॥

নিঃশক্তিক মায়াবাদ আধ্যক্ষিক বিচারে পরিপুষ্ট। বিষ্ণুশক্তিকেও রুদ্রশক্তিজ্ঞানে নির্ব্বিশেষবাদী শক্তি পরিহার করেন। জড় সবিশেষবাদী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননী মহেশমোহিনীকে প্রাপঞ্চিক সুখদুঃখের অধিষ্ঠাত্রী জানিয়া দোষারোপ করে। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিকে কেহ মায়াশক্তির সহিত 'অভিন্ন'-জ্ঞানে নিন্দা না করে—এই বিচার

নিত্যানন্দের কৃষ্ণাবেশে মূর্চ্ছা ও বৈষ্ণবগণের প্রেমক্রন্দন—

হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা পৃথিবী-উপর ॥ ১৫৮ ॥

কোথায় বা গেল বুড়ি-বড়াইর সাজ।
কৃষ্ণাবেশে বিহ্বল হইলা নাগরাজ ॥ ১৫৯ ॥

যেই মাত্র নিত্যানন্দ পড়িলা ভূমিতে।
সকল বৈষ্ণবগণ কান্দে চারিভিতে ॥ ১৬০ ॥

করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর জীবশিক্ষার জন্য শক্তি-শক্তিমানের অভেদত্ব জানাইবার উদ্দেশে রুক্মিণীব সেবাভিনয় করিয়াছিলেন ॥ ১৪৭ ॥

চতুর্দ্দশ ভুবনে যে-সকল কৃষ্ণশক্তি আছেন এবং বেদবর্ণিত অধোক্ষজ কৃষ্ণশক্তিসকল, এই সকলকে সম্মান করিলে কৃষ্ণে দৃঢ়া ভক্তি হয়। লৌকিক কৃষ্ণশক্তি-সকলকেও লৌকিক দর্শন না করিয়া অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণভক্তির জন্য প্রার্থনা কবা আবশ্যক। বেদশাস্ত্রে যে-সকল শক্তিব কথা বর্ণিত আছে, তাঁহাদিগকে আধ্যক্ষিক দৃষ্টিতে না দেখিয়া গোপীব অনুচবী জানিয়া সম্মান দিলে কৃষ্ণে দৃঢ়া ভক্তি হয় ॥ ১৪৮ ॥

দেবগণ প্রপঞ্চে স্ব-স্ব-অধিকাবানুরূপ ভোগকার্য্যে বদ্ধজীবের আদর্শ হইয়া থাকেন। সকলেই কৃষ্ণাজ্ঞা-পরিচালন-জন্য ত্রিদিব-ক্ষেত্রে ও মরলোকে বিচবণ করেন। তাঁহারা কৃষ্ণপূজাব চালচিত্র। সপবিকব কৃষ্ণ-সেবা করিলে কৃষ্ণের বিশেষ সুখোৎপত্তি হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কাবযুক্ত দৃশ্য দেবাদি-নায়ক-সমূহে বিদ্বেষ-বুদ্ধি কবিলে তাঁহাদিগকে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বলিয়া স্বীকার করা হয় না। বহির্জ্জগতেব কামনা বিদূবিত হইয়া যখন দেবাদি সকল প্রাণীব নিকট কৃষ্ণসেবা যাঞা করা হয়, তখন তাঁহাদিগেব স্বরূপগত প্রার্থনায় বাসনার তাড়না পরিলক্ষিত হয় না। আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-বিমুক্ত জীবগণ পবিকরবৈশিষ্ট্যেব বিচাব অনুসরণ করিয়া প্রাপঞ্চিক দর্শন হইতে বিমুক্ত হন। সেইরূপ মহাভাগবতই কৃষ্ণের সুখবিধানে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ।

এই কবিতা পাঠ করিয়া যদি কেহ প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত হইয়া দেবাদি প্রাণিগণের নিকট স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন, তাহাতে কৃষ্ণের সুখোদয় হয় না। প্রপঞ্চভোগোন্মত্ত জনগণ যে দেবমনুষ্যদিগকে ভোগ করিবার উদ্দেশে আপনাকে ভোগি-সজ্জায় সজ্জিত করেন, তাহাতে কৃষ্ণসেবা-বৈমুখ্যহেতু কৃষ্ণের বড়ই দুঃখ হয় এবং তাদৃশ দেবপূজা কপটতা বা দেববিরোধ মাত্র জানিয়া কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইতে পাবেন না। ভগবদ্ভক্তের লক্ষণে—শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রদ্ধা এবং ইতর ব্যাপারে অনিন্দাই বিহিত হইয়াছে। অনিন্দাব বিধান দেখিয়া তাহাতে প্রমত্ত হইবাব বিধি ভক্তি-শাস্ত্রে নাই, পরন্তু ঐ সকল কথায় প্রমত্ত হইয়া তাহার সংবর্দ্ধন-কামনা দ্রোহিতাচবণেবই অন্তর্গত। সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন এবং নির্ম্মুক্ত বিচাবে তাহার ঐ দেবগণকে ভগবৎপবিকর-জ্ঞান অবশ্য বিহিত। "যে তু তত্র শ্রীভগবৎপীঠাববণপূজায়াং গণেশ-দুর্গাদ্যা বর্ত্তন্তে, তে হি বিষ্বক্‌সেনাদিবৎ ভগবতো নিত্যবৈকুণ্ঠসেবকাঃ। ততশ্চ তে গণেশদুর্গাদ্যা যেহপরে মায়াশক্ত্যাত্মকা গণেশ-দুর্গাদ্যাস্তে তু ন ভবন্তি। 'ন যত্র মায়া বিমুতা পবে' ইতি। ততো ভগবৎস্বরূপভূতশক্ত্যাত্মকা এব তে। * * * সা হি মায়াংশরূপা তদধীনে প্রাকৃতেঽস্মিন্ লোকে মন্ত্রবক্ষালক্ষণসেবার্থং নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাত্মক-দুর্গায়া দাসীয়তে, ন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী।" শ্রীমজ্জীবগোস্বামী প্রভু-বিলিখিত এই ভক্তিসন্দর্ভ বিচার এবং ভাঃ ১১।২৭।২৮-২৯ শ্লোক আলোচনা কবিলে আব কোন সংশয় থাকে না ॥ ১৪৯ ॥

আদ্যাশক্তি—আধ্যক্ষিক-বিচাবে বহিরঙ্গাশক্তিপরিণত জগতে মূলশক্তিকে 'আদ্যাশক্তি' বলা হয়। খণ্ডকালের অভ্যন্তরে পূর্ব্বাপর-বিচারে ব্রহ্মাণ্ডজননী 'আদ্যাশক্তি' নামে পরিচিতা। নিত্যশক্তিমত্তত্ত্ব ভগবানের শক্তির ত্রিবিধ পরিচয় পাওয়া যায়। নশ্বর জগৎ-পরিচালনী শক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি ও বিনাশিনী শক্তি—ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি মাত্র। উহা আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা-বৃত্তিদ্বয়ের পরিচালিকা। এতদ্ব্যতীত ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি নিত্যবৈকুণ্ঠজগতের প্রকাশকারিণী। বহিরঙ্গাশক্তিপরিণত জগতে পঞ্চক্লেশ ও গুণত্রয়ের পরস্পর বিবদমান অবস্থায় অবস্থিতি; কিন্তু অন্তরঙ্গাশক্তিপরিণত নিত্য স্বপ্রকাশশীল

কি অদ্ভুত হৈল কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন।
সকল করায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৬১ ॥
কারো গলা ধরি' কেহ কান্দে উচ্চরায়।
কাহারো চরণ ধরি' কেহ গড়ি' যায় ॥ ১৬২ ॥

মহাপ্রভুর গোপীনাথকে লইয়া বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ—

ক্ষণেকে ঠাকুর গোপীনাথে কোলে করি'।
মহালক্ষ্মী-ভাবে উঠে খট্টার উপরি ॥ ১৬৩ ॥

ভক্তগণকে স্তব পাঠ করিতে প্রভুর আদেশ ও
ভক্তগণের বিভিন্নভাবে স্তব—

সম্মুখে রহিলা সবে যোড়হস্ত করি'।
'মোর স্তব পড়' বলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ১৬৪ ॥
জননী-আবেশ বুঝিলেন সর্ব্বগণে।
সেইরূপে পড়ে স্তুতি, মহাপ্রভু শুনে ॥ ১৬৫ ॥
কেহ পড়ে লক্ষ্মী-স্তব, কেহ চণ্ডী-স্তুতি।
সবে স্তুতি পড়ে যাহার যেন মতি ॥ ১৬৬ ॥

মালশী রাগ

"জয় জয় জগতজননী মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দেহ' রাঙ্গা-পদছায়া ॥ ১৬৭ ॥
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটীশ্বরি!
তুমি যুগে যুগে ধর্ম্ম রাখ অবতরি' ॥ ১৬৮ ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরে তোমার মহিমা।
বলিতে না পারে, অন্যে কেবা দিবে সীমা ॥১৬৯॥
জগৎ-স্বরূপা তুমি, তুমি সর্ব্ব-শক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, তুমি বিষ্ণুভক্তি ॥ ১৭০ ॥
যত বিদ্যা—সকল তোমার মূর্ত্তিভেদ।
'সর্ব্ব-প্রকৃতির শক্তি তুমি' কহে বেদ ॥ ১৭১ ॥
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডগণের তুমি মাতা।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা? ১৭২ ॥
ত্রিজগত-হেতু তুমি গুণত্রয়ময়ী।
ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে, এই কহি ॥১৭৩॥
সর্ব্বাশ্রয়া তুমি সর্ব্বজীবের বসতি।
তুমি আদ্যা, অবিকারা পরমা প্রকৃতি ॥ ১৭৪ ॥
জগতজননী তুমি দ্বিতীয়রহিতা।
মহীরূপে তুমি সর্ব্ব জীব পাল' মাতা ॥ ১৭৫ ॥
জলরূপে তুমি সর্ব্ব-জীবের জীবন।
তোমা সঙরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন ॥ ১৭৬ ॥

জগতে আনন্দময়ী অবস্থাব বিবাম নাই। এই অন্তবঙ্গা ও বহিরঙ্গাশক্তিদ্বয়েব অভ্যন্তবে লক্ষিতব্যা আবও একটি শক্তি আছে—যাহা কখনও অন্তবঙ্গা-শক্তিব অধীন, কখনও বা বহিরঙ্গা-শক্তিব অনুসবণে ব্যস্ত।

ভগবান্ গৌরসুন্দব আদ্যাশক্তিব কার্য্যাবলী গ্রহণ করিয়া লাস্য-প্রদর্শনেব অভিনয় করিলেন। অন্তবঙ্গাশক্তি-প্রকাশ রুক্মিণীব সজ্জায় ভগবদুপাসনা প্রকট কবিয়া প্রাপঞ্চিক দর্শনে সেই শক্তিবই জাগতিক অনুবন্ধ প্রদর্শন করিলেন ॥১৫৪॥

দেউটী—প্রদীপ ॥ ১৫৭ ॥

নাগরাজ—শেষদেব, নিত্যানন্দ প্রভু শেষদেবেব অংশী বলিয়া তাঁহাকে এই নামে উক্তি কবা হইয়াছে ॥ ১৫৯ ॥

সাত্ত্বিক অহঙ্কারে অবস্থিত জনগণ শ্রীগৌবসুন্দরের শক্তিবেষ দর্শন করিয়া তাঁহাকে 'নারায়ণী মহালক্ষ্মী' জানিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। কেহ বা তামসাহঙ্কারের অভিমানে চণ্ডিকা-স্তোত্রদ্বারা তাঁহার অভিনন্দন করিলেন ॥ ১৬৬ ॥

জগজ্জননী মহামায়া ঐহিক ভোগপব জীবগণকে নানাপ্রকাব ক্লেশ প্রদান কবেন। এই ক্লেশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহাবা তাঁহাব শবণাপন্ন হন, কিন্তু সেইকালে তাঁহাবা বুঝিতে পাবেন না যে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের ক্লেশ হইতে মুক্ত হইবাব পব কিরূপ অবস্থায় অবস্থিতি ঘটিবে। ভগবৎপ্রপন্নজনগণই মহামায়া আদ্যাশক্তির নিকট কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি লাভ কবেন। ঐকান্তিক কৃষ্ণসেবা-প্রভাবেই যে আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি হয়,—ইহা কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পাবেন। নন্দগোপসুতের সেবাই যে জীবের পরমহিতকরী, ইহাই কাত্যায়নীর নিকট প্রার্থনীয় বিষয় হয় ॥ ১৬৭ ॥

তুমি—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডেব ঈশ্বরী, তোমার শক্তির প্রভাবেই যুগোচিত ধর্ম্ম সংবক্ষিত হয়। আধিকারিক জন্ম-স্থিতি-লয়েব দেবত্রয় তোমার মহিমা গান করিতে অসমর্থ। সুতরাং তাঁহাদের অনুগত জনগণ তোমার মহিমার সীমা-নিরূপণে কিরূপে সমর্থ হইবে? ১৬৯ ॥

সাধু-জন-গৃহে তুমি লক্ষ্মী-মূর্ত্তিমতী।
অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপাকৃতি ॥ ১৭৭ ॥
তুমি সে করাহ ত্রিজগতের সৃষ্টি-স্থিতি।
তোমা না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি ॥ ১৭৮ ॥

ভগবৎসন্দর্ভে ১১৭ সংখ্যায় উদ্ধৃত—"শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জ্জয়া। বিদ্যয়াঽবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্ ॥" ভাঃ ১০।১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু—"শক্তির্মহালক্ষ্মীরূপা স্বরূপভূতা। 'শক্তি'শব্দস্য প্রথমপ্রবৃত্ত্যাশ্রয়রূপা ভগবদন্তরঙ্গমহাশক্তিঃ মায়া চ বহিরঙ্গা শক্তিঃ। শ্র্যাদয়স্তু তয়োরেব বৃত্তিরূপাঃ। তাসাং সর্ব্বাসামপি প্রাকৃতাপ্রাকৃততা-ভেদেন শ্রূয়মাণত্বাৎ। ততঃ শ্রিয়ত্যাদৌ শক্তিবৃত্তিরূপয়া মায়াবৃত্তিরূপয়া চেতি সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ম্। তত্র পূর্ব্বস্যা ভেদঃ—শ্রীর্ভাগবতীসম্পৎ, নত্বিয়ং মহালক্ষ্মীরূপা তস্যা মূলশক্তিত্বাৎ। তদগ্রে বিবরণীয়ম্। উত্তরস্যা ভেদঃ—শ্রীর্জাগতীসম্পৎ, ইমামেবাধিকৃত্য "ন শ্রীর্বিরক্তমপি মাং বিজহাতি ইত্যাদি বাক্যম্, যত উক্তং চতুর্থশেষে শ্রীনারদেন—* * তত্রেলা ভূস্তদুপলক্ষণত্বেন লীলাপি। তত্র চ পূর্ব্বস্যা ভেদো—বিদ্যা তত্ত্বাববোধকারণং সম্বিদাখ্যায়াস্তদ্বৃত্তের্বৃত্তিবিশেষঃ। উত্তরস্যা ভেদস্তস্যা এব বিদ্যায়াঃ প্রকাশদ্বারম্। অবিদ্যা-লক্ষণো ভেদঃ—পূর্ব্বস্যা ভগবতি বিভুত্বাদি-বিস্মৃতিহেতুর্মাতৃভাবাদিময়-প্রেমানন্দবৃত্তি-বিশেষঃ। * * উত্তরস্যাঃ স ভেদঃ—সংসারিণাং স্বরূপ-বিস্মৃত্যাদিহেতুরাবরণাত্মক-বৃত্তিবিশেষঃ; চ-কারাৎ পূর্ব্বস্যাঃ, সন্ধিনী-সম্বিৎ-হ্লাদিনী-ভক্ত্যাধার-শক্তিমূর্ত্তিবিমলা-জয়া-যোগা-প্রহ্বীশানানুগ্রহাদয়শ্চ জ্ঞেয়াঃ। অত্র সন্ধিন্যেব সত্যা জয়ৈ-বোৎকর্ষিণী, যোগৈব যোগমায়া, সম্বিদেব জ্ঞানাজ্ঞানশক্তিঃ শুদ্ধসত্ত্বঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্। প্রহ্বী বিচিত্রানন্তসামর্থ্যহেতুঃ, ঈশানা সর্ব্বাধিকারিতা-শক্তিহেতুরিতি ভেদঃ। এবমুত্তরস্যাশ্চ যথা-যথমন্যা জ্ঞেয়াঃ। তদেবমপ্যত্র মায়া-বৃত্তয়ো ন বিবিয়ন্তে,—বহিরঙ্গসেবিত্বাৎ, মূলে তু সেবাংশমাত্রসাধারণ্যেন গণিতাঃ,—বহিরঙ্গসেবিত্বঞ্চ তস্যা ভগবদংশভূতপুরুষস্য বিদূরবর্ত্তি-তয়ৈবাশ্রিতত্বাৎ। * * অথবা মূলপদ্যে শক্ত্যেতি সর্ব্বত্রৈব বিশেষ্যপদম্। শ্রীর্মূলরূপা; পুষ্ট্যাদয়স্তদংশাঃ; বিদ্যা জ্ঞানম্; আ সমীচীনা বিদ্যা ভক্তিঃ—রাজবিদ্যা রাজগুহ্যমিত্যাদ্যুক্তেঃ; মায়া বহিরঙ্গা তদ্বৃত্তয়ঃ শ্র্যাদয়স্তু পৃথগ্‌জ্ঞেয়াঃ; শিষ্টং সমম্। ততশ্চাত্র শুদ্ধভগবৎপ্রকরণে স্বরূপশক্তি-বৃত্তিষ্বেব গণনায়াং পর্য্যবসিতাসু বিবেচনীয়-মিদম্ ॥" ১৭০ ॥

তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্ব্বত্র-উদয়া।
রাখহ জননী দিয়া চরণের ছায়া ॥ ১৭৯ ॥
তোমার মায়ায় মগ্ন সকল সংসার।
তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর ॥১৮০॥

তুমি বিষ্ণুভক্তি বলিয়া যাবতীয় বিদ্যা—তোমারই প্রকাশ-ভেদ। শক্তিমানের সকল স্বভাবের তুমিই শক্তি অর্থাৎ কারণস্বরূপ বেদশাস্ত্রে চিন্ময়ী শক্তিকেই 'সকল প্রাকৃত সৃষ্টির বল' বলিয়া থাকেন ॥ ১৭১ ॥

ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠের মধ্যে ভেদ এই যে, বৈকুণ্ঠ—স্বপ্রকাশবস্তু, আর ব্রহ্মাণ্ড—সৃষ্ট বস্তু। ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম, স্থিতি ও লয়—কালাধীন, আর বৈকুণ্ঠের নিত্যাধিষ্ঠান—কালাতীত। বৈকুণ্ঠের মাতা নাই, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের জননী আছে, তিনি স্বরূপতঃ চিন্ময়ী শক্তি হইয়াও গুণময় জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী। চিন্ময়ী শক্তিই ত্রিজগতের কারণ এবং ত্রিগুণা-তীতা হইয়াও প্রাকৃতদর্শনে তুমি গুণত্রয়ময়ী বলিয়া লোকে বিবর্ত্তাশ্রিত হয়। তোমার স্বরূপবর্ণনে আধ্যক্ষিকগণের সর্ব্বদাই অসামর্থ্য বর্ত্তমান ॥ ১৭২-১৭৪ ॥

তুমি—অদ্বিতীয় চিচ্ছক্তি হইয়াও প্রকাশবিশেষে প্রাকৃতজগতের জননী। তোমার প্রকাশভেদে এই ধরণী বদ্ধজীবের মাতৃরূপে পরিদৃষ্টা হন। তুমি জলরূপে সকল জীবের জীবনস্বরূপ। তোমার চিন্ময়ী শক্তির স্মরণ করিলে জীব অশেষপ্রকার মায়াশক্তিপরিণত জাগতিক ধারণা হইতে বিমুক্ত হইয়া বিবর্ত্ত পরিহার করিতে সমর্থ হয় ॥ ১৭৫-১৭৬ ॥

ভগবৎসেবা-পরায়ণ বৈষ্ণবের গৃহে তুমি মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী হইয়া বিরাজমানা, আর বিষ্ণুসেবা-রহিত ভোগীর গৃহে তুমিই সেই জীবকে অশেষ প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তোমার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়দ্বারা বিমোহিত ও খণ্ডকালাধীন করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট কর ॥ ১৭৭ ॥

সবার উদ্ধার লাগি' তোমার প্রকাশ।
দুঃখিত জীবেরে মাতা কর নিজ দাস ॥ ১৮১ ॥
ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্ব্বভূত-বুদ্ধি।
তোমা সঙরিলে সর্ব্ব-মন্ত্রাদির শুদ্ধি ॥" ১৮২ ॥
এই মত স্তুতি করে সকল মহান্ত।
বর-মুখ মহাপ্রভু শুনয়ে নিতান্ত ॥ ১৮৩ ॥
পুনঃ পুনঃ সবে দণ্ড-প্রণাম করিয়া।
পুনঃ স্তুতি করে শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া ॥১৮৪॥
"সবেই লইল মাতা তোমার শরণ।
শুভ দৃষ্টি কর তোর পদে রহু মন ॥" ১৮৫ ॥
এই মত সবেই করেন নিবেদন।
ঊর্দ্ধবাহু করি' সবে করেন ক্রন্দন ॥ ১৮৬ ॥

পতিব্রতাগণের প্রেমক্রন্দন—

গৃহমাঝে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
আনন্দ হইল চন্দ্রশেখর-ভবন ॥ ১৮৭ ॥

প্রেমানন্দে রাত্রি গত হইলে নৃত্যাবসান-হেতু সকলের দুঃখ—

আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে।
হেনই সময়ে নিশি হৈল অবসানে ॥ ১৮৮ ॥
আনন্দে না জানে লোক নিশি হৈল শেষ।
দারুণ অরুণ আসি' হৈল পরবেশ ॥ ১৮৯ ॥
পোহাইল নিশি, হৈল নৃত্য-অবসান।
বাজিল সবার বুকে যেন মহাবাণ ॥১৯০॥
চমকিত হই' সবে চারিদিকে চায়।
'পোহাইল নিশি' করি' কাঁদে উভরায় ॥ ১৯১ ॥
কোটিপুত্রশোকেও এতেক দুঃখ নহে।
যে দুঃখ জন্মিল সব-বৈষ্ণব-হৃদয়ে ॥ ১৯২ ॥

বৈষ্ণবগৃহিণীগণ—নারায়ণী-শক্তির কায়ব্যূহ—

যে দুঃখে বৈষ্ণব-সব অরুণেরে চাহে।
প্রভুর কৃপার লাগি' ভস্ম নাহি হয়ে ॥ ১৯৩ ॥
এ রঙ্গ রহিব হেন বিষাদ ভাবিয়া।
অতএব গৌরচন্দ্র করিলেন ইহা ॥ ১৯৪ ॥

পতিব্রতাগণের ক্রন্দন ও শচীদেবীর পদ-ধারণ—

কান্দে সব-ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া।
পতিব্রতাগণ কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ॥ ১৯৫ ॥
যত নারায়ণী-শক্তি-জগত-জননী।
সেই সব হইয়াছে বৈষ্ণব-গৃহিণী ॥ ১৯৬ ॥

তোমার চিন্ময়ী শক্তি বৈকুণ্ঠে নিত্যাবস্থিতা হইলেও স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল প্রভৃতি লোকে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধন করিয়া নশ্বরতা উৎপাদন করে। তোমার চিন্ময়ী শক্তির অধীনে সেবা-পরায়ণা না হইলে জীব আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুর্গতি লাভ করে ॥ ১৭৮ ॥

বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ সেবোন্মুখজনের নিকট তুমি শ্রদ্ধারূপে উদিতা হইয়া জীবের ভক্তি বৃদ্ধি করাও। তুমি যাহাদের প্রতি নির্দ্দয়া হও, তাহাদিগকে কৃষ্ণ-সেবা-বিমুখ করাইয়া ভোগকামনায় প্রমত্ত করাও। তখন তাহারা তোমাকে তাহাদের কামনা-তর্পণকারিণীরূপে মাত্র [illegible]। কিন্তু তুমি যাহাদিগকে দয়া কর, তাঁহাদিগের শুভানুধ্যায়িনী হইয়া ভোগ্যা হইবার পরিবর্ত্তে সেব্যা হও ॥ ১৭৯ ॥

ভক্তিহীন জগৎ তোমার মায়ায় আবদ্ধ হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিয়া কষ্ট পায়। সেব্যা-সূত্রে তুমি তাহাদিগকে রক্ষা না করিলে সেই অবোধ পুত্রগণ তোমাকে পূজ্যা-বুদ্ধি করিতে পারে না, তৎফলে তাহারা অষ্টপাশে আবদ্ধ হইয়া ভগবানে শরণাগত হইতে পারে না ॥ ১৮০ ॥

জগতের মুমুক্ষু লোকসকল তোমার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়-দ্বারা নির্য্যাতিত হইয়া বাসনানির্ম্মুক্ত হইবার জন্য উদ্ধার কামনা করে। সেই সকল সেবোন্মুখ জীবের হিত আকাঙ্ক্ষা করিয়া তুমি তাহাদের ত্রিবিধ দুঃখ অপসারিত কর এবং কৃষ্ণসেবোন্মুখতার উপদেশ করিয়া থাক ॥ ১৮১ ॥

সকল দেবগণ তোমারই পূজা করেন। গায়ত্রী দেবী সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক বিচার হইতে মানবকে উন্মুক্ত করিয়া বুদ্ধিযোগপ্রদাত্রী। তোমার স্মরণে সকল প্রকার মনোধর্ম্মী-জীবীর চাঞ্চল্য শোধিত হয় ॥ ১৮২ ॥

বরমুখ—বরদানে উন্মুখ ॥ ১৮৩ ॥

নারায়ণী শক্তিরই কায়ব্যূহ জগতের নারীজাতি। বৈষ্ণবগণ অবৈষ্ণবগণের ন্যায় ভোগবুদ্ধিচালিত হইয়া জগজ্জননী নারায়ণী শক্তিকে 'প্রভু' জ্ঞান করেন না ॥ ১৯৬ ॥

অন্যোন্যে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
সবেই ধরেন শচীদেবীর চরণ ॥ ১৯৭ ॥

সকলের প্রেমক্রন্দনে চন্দ্রশেখর-ভবনের প্রেমময়ত্ব—

চৌদিকে উঠিল বিষ্ণুভক্তির ক্রন্দন।
প্রেমময় হৈল চন্দ্রশেখর-ভবন ॥ ১৯৮ ॥

রাত্রি অতিবাহিত হওয়ায় গৌর-নৃত্যাবসানে বৈষ্ণবগণের রোদন এবং গৌরসুন্দরের জগজ্জননী-ভাবে স্তন্যপ্রদান-দ্বারা গীতার পাঠের সত্যতা-স্থাপন—

সহজেই বৈষ্ণবের রোদন উচিত।
জন্ম জন্ম জানে যারা কৃষ্ণের চরিত ॥ ১৯৯ ॥
কেহ বলে,—"আরে রাত্রি কেনে পোহাইলে?
হেন রসে কেন কৃষ্ণ বঞ্চিত করিলে?"২০০ ॥
চৌদিকে দেখিয়া সব বৈষ্ণব-রোদন।
অনুগ্রহ করিলেন শ্রীশচীনন্দন ॥ ২০১ ॥
মাতা-পুত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ।
এই মত সবারে দিলেন পুত্রভাব ॥ ২০২ ॥
মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সবারে ধরিয়া।
স্তন পান করায় পরম স্নিগ্ধ হইয়া ॥ ২০৩ ॥
কমলা, পার্ব্বতী, দয়া, মহা-নারায়ণী।
আপনে হইলা প্রভু জগতজননী ॥ ২০৪ ॥
সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা।
"আমি পিতা, পিতামহ, আমি ধাতা, মাতা ॥"২০৫॥

তথাহি (গীতা ৯।১৭)—

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ॥ ২০৬ ॥

ভাগ্যবন্ত পুরুষেরই স্তন্যপানে অধিকার—

আনন্দে বৈষ্ণব-সব করে স্তনপান।
কোটি কোটি জন্ম যারা মহা ভাগ্যবান্ ॥২০৭॥

স্তন্যপানে সকলের প্রেমমত্ততা—

স্তনপানে সবার বিরহ গেল দূর।
প্রেমরসে সবে মত্ত হইলা প্রচুর ॥ ২০৮ ॥

গৌরলীলার নিত্যত্ব—

এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব, তিরোভাব' বেদে মাত্র কয় ॥ ২০৯ ॥

মহাপ্রভুর এতাদৃশ অভিনয়ের কারণ—

মহারাজ-রাজেশ্বর প্রভু বিশ্বম্ভর।
এই রঙ্গ করিলেন নদীয়া-ভিতর ॥ ২১০ ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থূল সূক্ষ্ম আছে।
সব চৈতন্যের রূপ—ভেদ করে পাছে ॥ ২১১ ॥
ইচ্ছায় করয়ে সৃষ্টি, ইচ্ছায় মিলায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করয়ে লীলায় ॥ ২১২ ॥

রোদন—দ্বিবিধ। আনন্দাশ্রু-বিসর্জ্জনকালের উচ্ছ্বাস, আর অভাবজনিত ক্লেশের বিচারে কাতরতামুখে অশ্রু-বিসর্জ্জনের সহিত চীৎকার। জগতের দুঃখ-পরিদর্শন-কালে বৈষ্ণবের উভয় ভাবেরই স্বাভাবিক উদ্রেক দেখা যায় ॥ ১৯৯ ॥

ভগবদ্বস্তু বিষয়বিগ্রহরূপে পুরুষোত্তম। সকলই তাঁহার পাল্য। আশ্রয়শক্তি সেবোন্মুখিনী হইয়া যে-কালে স্বীয় লীলাবৈচিত্র্য প্রদর্শন করেন, তখন জীবকে তাঁহার স্বরূপ উদ্বুদ্ধ করান। আর যেকালে তিনি আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় পরিচালন করিয়া জীব-মোহন-কার্য্য সম্পাদন করেন এবং জীব বদ্ধভাবাপন্ন হইয়া উহাই পরম আদরের বস্তু বলিয়া বিচার করেন, তখন তিনি জীবের পূজ্য ভোগাধার হইয়া তাহার নশ্বর মঙ্গলপ্রদাত্রী হন। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে বিষয়-বিগ্রহের আশ্রয়োচিত মাতৃত্ব-প্রকাশ-লীলা সর্ব্বভাবে অবস্থানের অযোগ্যতা-নিবাসকারী হইলেও উহাই বিষয়বিগ্রহ ভগবত্তার নিজ স্বরূপ নহে, ইহা দেখাইবার জন্য ভগবানের ভক্তভাবাঙ্গীকার। শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীগৌরলীলায় বিভিন্ন শক্তির অভিনয়ের আদর্শাভিমান প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহাকে আশ্রয়-জাতীয় বদ্ধজীবভোগ্য ব্যাপারবিশেষ মনে করা যাইবে, এরূপ নহে। জগতে জননীত্বের যে আদর্শ প্রকটিত হইয়াছে, উহাতে দেখা যায় যে, প্রসূত-সন্তান জননীর নিকট যে-কালে সেবা গ্রহণ করে, তৎকালে তাহার নিজ চেতনের অনুকূলভাবে চেষ্টা দেখাইতে অসামর্থ্য আছে। জননী দাসীর ন্যায় যেকালে পুত্রের সেবা করেন, পুত্র সেই সময়ে তাঁহার সেবা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। জননীর সেবা-গ্রহণ ব্যতীত জননীকে সেবা করা তৎকালে তাহার সম্ভাবনা নাই। সন্তানের জ্ঞানের প্রকৃষ্ট উদয়ে আপনার

ইচ্ছাময় মহেশ্বর ইচ্ছা-কাচ কাচে।
তান ইচ্ছা নাহি করে, হেন কোন্ আছে ?২১৩॥
তথাপি তাঁহার কাচ—সকলি সুসত্য।
জীব তারিবার লাগি' এ সব মহত্ব ॥ ২১৪ ॥

ভাগ্যহীনের দৃষ্টিতে বিষয়-বিগ্রহের আশ্রয়োচিত লীলা ভ্রান্তি-আনয়নকারিণী—

ইহা না বুঝিয়া কোন কোন পাপী জনা।
প্রভুরে বলয়ে 'গোপী' খাইয়া আপনা॥ ২১৫ ॥

গোপিকা-নৃত্য-কথা-শ্রবণের ফলে কৃষ্ণভক্তি লভ্যা—

অদ্ভুত গোপিকা নৃত্য চারি-বেদ-ধন।
কৃষ্ণভক্তি হয় ইহা করিলে শ্রবণ॥ ২১৬ ॥
হইলা বড়াই বুড়ী প্রভু নিত্যানন্দ।
সে লীলায় হেন লক্ষ্মী কাচে গৌরচন্দ্র ॥ ২১৭ ॥

নিত্যানন্দের সর্ব্বত্র গৌরসুন্দরানুগত্য প্রদর্শন—

যখন যেরূপে গৌরচন্দ্র যে বিহরে।
সেই অনুরূপ রূপ নিত্যানন্দ ধরে ॥ ২১৮ ॥

প্রভু হইবার বিচার-লোভ প্রবল হয়। তখনও তিনি বুঝিতে পারেন না যে, যে জননী তাঁহার প্রকটকালাবধি সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার সেবা করিয়া ঋণমুক্ত হওয়া আবশ্যক। এরূপ বিচার প্রবলতা লাভ করিলে তাহার আর সংসার-ভোগে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু 'বিষ্ণু'-মায়া এরূপ শক্তিসম্পন্না যে. সকল জীবকে তিনি সেরূপ অধিকার দেন না। ভগবদ্‌বস্তু কখনও সেবক-সেবিকা হইতে পারেন না। তিনি সর্ব্বদাই প্রভু ও ভোগী, তাঁহার অনুগত শক্তিগণই তাঁহার সেবক-সেবিকা। ভগবদ্বস্তুকে যাঁহারা সেবক-সেবিকা-তত্ত্বে পরিণত করিবার অভিপ্রায় করেন, তাঁহারা বিষ্ণুমায়া দ্বারা বিমোহিত হন। বিষ্ণু কখনও বদ্ধজীব-ভোগ্যা শক্তি হন না। তজ্জন্যই ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তিপরিণত জগৎকে ভোগ্যভূমি' জ্ঞান করিতে গিয়া তটস্থ-শক্তিপরিণত জীব জগতের প্রভু হইয়া বসিয়াছেন ও শাক্তেয় মতবাদ স্থাপন করিয়া পরমার্থ-পথ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। জড়ভোগকেই যখন প্রয়োজন বোধ হয়, বদ্ধজীব সেইকালে ভগবদ্বস্তুকে তাহার ইন্দ্রিয় ভোগ্য-সরবরাহকারিণী ব্যাপারবিশেষে স্থাপন করে, সুতরাং তন্নিমিত্ত ভোগরজ্জুতে বদ্ধ হইয়া পড়ে। গৌরসুন্দরের ভক্তভাবাঙ্গীকার-লীলায় যে জ[illegible]ব লীলা প্রদর্শন, তদ্দ্বারা শক্তিমদ্‌বিষ্ণুর সেবাই যে শাক্তেয় মতবাদীর উপাস্যা মূলা শক্তির একমাত্র বৃত্তি—ইহাই প্রদর্শন। বিষ্ণুবস্তু কখনই শক্তি নহেন। শক্তি—সর্ব্বদাই ভগবানের আশ্রিতা। সেবোন্মুখিনী শক্তি—শক্তিমত্তত্ত্বের পরমোপযোগিনী এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি অন্তরঙ্গা শক্তির সহিত বিপরীতভাবে শক্তি-পরিচালনা-কার্য্যের লীলা প্রদর্শন করেন,—ইহা পরিপুষ্ট করিবার জন্যই গৌরসুন্দরের এতাদৃশী লীলার প্রকাশ ॥ ২০৪ ॥

ভগবান্—বাস্তব বস্তু। ভগবদংশ জীবের সহিত ভগবানের নিত্য সম্বন্ধ। ভগবান্—বিভুচিৎ, তাঁহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অণুচিৎসকল আশ্রয়জাতীয়া শক্তির অংশবিশেষ। দেশ-কাল-পাত্রবিচারে ভগবানের বিভিন্ন শক্তি-পরিচালনা তাঁহারই মায়াশক্তির কার্য্য। এই সকল কথা প্রদর্শনকল্পে জীবের মায়িক পরিচয়ের সহিত স্বরূপ-লক্ষণে সম্বন্ধ না থাকিলেও তটস্থ-লক্ষণে সম্বন্ধ-সকল বর্ত্তমান, ইহাও বলিলেন ॥ ২০৫ ॥

অন্বয়ঃ। অহং (শ্রীকৃষ্ণঃ) অস্য (স্থিরচরস্য) জগতঃ (চতুর্দ্দশ-ভুবনস্য) পিতা মাতা ধাতা পিতামহশ্চ (পিতৃত্বেন মাতৃত্বেন ধারকত্বেন পোষকত্বেন পিতামহত্বেন চাহমেব স্থিতঃ) ॥২০৬॥

অনুবাদ। আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধারক, পোষক এবং পিতামহরূপে অবস্থিত ॥ ২০৬ ॥

মায়াশক্তিপরিণত জগতে গুণভেদে যে স্থূল ও সূক্ষ্ম অঙ্গ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সে-সবগুলি চেতনের মুখ্য ও গৌণ শক্তি-বিচিত্রতারূপে পরিগণিত। লীলা ও ক্রিয়াতে বৈশিষ্ট্য আছে। অখণ্ডকাল ও খণ্ডকালের বিচারভেদে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিবিধ শক্তি অবস্থিত। ব্যক্তিবিশেষে অবস্থা-ভেদে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে তাঁহার সহিত সেইগুলির সম্বন্ধ ॥ ২১১ ॥

ভগবান্—বিষয়-বিগ্রহ, তাঁহাকে আশ্রয়-বিগ্রহ-জ্ঞানে 'গোপী' বলিয়া বর্ণন করিলে তিনি শক্তিমাত্রে পর্য্যবসিত হন, শক্তিমান্ থাকিতে পারেন না। মায়াবাদী ও অভক্তগণ

গৌরনিত্যানন্দের লীলা অনর্থযুক্তের বোধগম্য নহে, তাহা কৃষ্ণকৃপাসাপেক্ষ—

প্রভু হইলেন গোপী, নিত্যানন্দ বড়াই।
কে বুঝিবে ইহা, যা'র অনুভব নাই॥ ২১৯॥
কৃষ্ণ-অনুগ্রহ যারে, সে এ মর্ম্ম জানে।
অল্পভাগ্যে নিত্যানন্দ স্বরূপ না চিনে॥ ২২০

গ্রন্থকার-কর্তৃক নিত্যানন্দের স্বরূপ ও অলৌকিক লীলা-বোধে অসমর্থ নিত্যানন্দ-নিন্দাকারীর মস্তকে পদাঘাত—

কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনী॥ ২২১॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তথাপি সে পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে॥ ২২২॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥ ২২৩॥

অধ্যায়ের কথাসার—

মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃত-শ্রবণ।
যহিঁ লক্ষ্মীবেশে নৃত্য কৈলা নারায়ণ॥ ২২৪॥
নাচিল জননী-ভাবে ভক্তি শিখাইয়া।
সবার পূরিল আশা স্তন পিয়াইয়া॥ ২২৫॥

চন্দ্রশেখর-ভবনে সপ্তাহকালব্যাপী অপূর্ব্ব তেজঃ, তাহা কেবল সুকৃতিগণের দৃশ্যবস্তু—

সপ্তদিন শ্রীআচার্য্য-রত্নের মন্দিরে।
পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে॥ ২২৬॥
চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ একত্র যেন জ্বলে।
দেখয়ে সুকৃতি-সব মহা-কুতুহলে॥ ২২৭॥

আচার্য্য-ভবনে আগত ব্যক্তিগণের চক্ষুরুন্মীলনে অসামর্থ্য ও তৎকারণ জিজ্ঞাসা; বৈষ্ণবগণের তাহাতে হাস্য—

যতেক আইসে লোক আচার্য্যের ঘরে।
চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহ নাহি ধরে॥ ২২৮॥
লোকে বলে,—"কি কারণে আচার্য্যের ঘরে।
দুই চক্ষু মেলিতে ফুটিয়া যেন পড়ে?॥ ২২৯॥
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মনে মনে হাসে।
কেহ আর কিছু নাহি করয়ে প্রকাশে॥ ২৩০॥

চৈতন্য-মায়া—নিগূঢ়া—

হেন সে চৈতন্য-মায়া পরম গহন।
তথাপিহ কেহ কিছু না বুঝে কারণ॥ ২৩১॥
এমত অচিন্ত্য-লীলা গৌরচন্দ্র করে।
নবদ্বীপে সব-ভক্ত সহিতে বিহরে॥ ২৩২॥

চৈতন্যলীলা-শ্রবণার্থ গ্রন্থকারের সকলকে আহ্বান—

শুন শুন আরে ভাই চৈতন্যের কথা।
মধ্যখণ্ডে যে যে কর্ম্ম কৈল যথা যথা॥ ২৩৩॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ পঁহু জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ২৩৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে গৌরাঙ্গস্য গোপিকানৃত্য-বর্ণনং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

গণ ভগবান্ গৌরসুন্দরকে বিষ্ণুবিগ্রহের আকর বলিয়া জানিতে পারে না। বিষয়-বিগ্রহের আশ্রয়োচিত লীলা প্রদর্শন ভাগ্যহীন জনগণের সত্যোপলব্ধিতে ব্যাঘাত করে॥ ২১৫॥

প্রাক্তন-কর্ম্মবিপাকে যাহারা পাপপ্রবণ-চিত্ত, সেইসকল ব্যক্তি শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবতত্ত্ব এবং তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া-সমূহ বুঝিতে না পারিয়া নিন্দা করে। সেরূপ গর্হণযোগ্য পাপ-পরায়ণের বিচার-সৌষ্ঠব অত্যন্ত ঘৃণা ও নিন্দার্হ বুঝাইবার জন্যই গ্রন্থকার-কর্তৃক শিরোদেশে পদাঘাতের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবের নিকট ঐরূপ শাসন লাভ করিলে হরিসেবাবিমুখগণের পরম সৌভাগ্যোদয় হয়, কিন্তু সাধারণ মূর্খলোক তাহা বুঝিতে পারে না॥ ২২৩॥

লোকশিক্ষার জন্য চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির ক্রিয়া-সমূহ প্রদর্শন করিয়া বদ্ধজীবের সুপ্তা নিত্যবৃত্তি ভক্তি শিক্ষা দিয়াছিলেন। জড়জগতে প্রয়োজনীয় আহার্য্যদান এবং স্বরূপানুভূত আত্মার ভগবানের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে ভগবানের সেবা করার বিচার জানাইয়াছিলেন॥২২৫॥

শ্রীচৈতন্যদেবের মায়া—পরম গূঢ়া। গৌরভোগি-সম্প্রদায়ের হৃদয়ে (গৌরসুন্দরকে ভোগ্যজ্ঞানে তাঁহার নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করায় অর্থাৎ আপনাদিগকে নাগরী প্রভৃতি জানায়) ভক্তির লেশমাত্র নাই—একথা শ্রীচৈতন্যদেব মূঢ়জনগণকে জানিতে দেন নাই॥ ২৩১॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়

ঊনবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তমন্দিরে নিত্যানন্দ-সহ ভ্রমণ, গৌরসুন্দরের অদ্বৈত-প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন-হেতু অদ্বৈতের দুঃখ ও তদ্‌ভাব-অপনোদনার্থ কৌশল, গৌরসুন্দরের নগর-ভ্রমণ ও নিত্যানন্দ-সহ বামাচারী সন্ন্যাসীর গৃহে গমন, তদ্‌-গৃহে ফলাহার, অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গৌর-নিত্যানন্দের গমন, অদ্বৈতের জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যা, তচ্ছ্রবণে প্রভুর অদ্বৈতকে প্রহার ও নিজতত্ত্ব প্রকাশ, অদ্বৈতাচার্য্যের আনন্দ ও প্রতিজ্ঞা, সদৃষ্টান্ত দেবান্তর-ভজনের কুফল, বৈষ্ণব-নিন্দা বিষয়ে প্রভুর সকলকে সাবধান-করণ, প্রভুর অদ্বৈত-গৃহে ভোজন, অদ্বৈতের ক্রোধবাক্যে নিত্যানন্দ-মহিমা-কীর্ত্তন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সহ নবদ্বীপে সকল ভক্তের মন্দিরে ভ্রমণ করেন। প্রভুর আনন্দে সকল ভক্তই আনন্দে মত্ত। তন্মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত। প্রেমাবেশে তাঁহার বাহ্য নাই। তবে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে গৌরব-বুদ্ধি করিয়া যে পদধূলি গ্রহণাদি করিয়া থাকেন, তাহাতে তিনি বিশেষ দুঃখিত হইয়া মনে মনে নিজপ্রতি প্রভুর ক্রোধ-উৎপাদনার্থ ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা-স্থাপনের অভিনয়ে যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু একদিন নিত্যানন্দের সহিত নগর ভ্রমণ করিতে থাকিলে দেবগণ উভয়কে দুই চন্দ্রের সদৃশ দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎপ্রসঙ্গে স্বর্গলোককে নরলোক, আপনাদিগকে নর এবং পৃথিবীকে স্বর্গ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, আর তদ্বিষয় লইয়া পরস্পর নানাপ্রকার জল্পনা করিতে লাগিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দর উভয়ে অদ্বৈতাচার্য্য-ভবনে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে এক দারী সন্ন্যাসীর গৃহে গমন করিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলে দারী সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর ভুবনমোহন রূপ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ঐহিক ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার তাদৃশ আশীর্ব্বাদের হেয়ত্ব ও নশ্বর প্রতিপাদন করিলে দারী সন্ন্যাসী ভোগবুদ্ধিবশতঃ ধনপুত্রাদি সহকারে ইন্দ্রিয়-তর্পণপরতাকেই বহুমানন করিলেন। মহাপ্রভু তখন সন্ন্যাসীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ধন-কুলাদির জন্য প্রার্থনা অনাবশ্যক এবং তাহা নশ্বর। নিজ নিজ অদৃষ্টবশে সকলেই সুখ-দুঃখ লাভ করে। লোকে বেদের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া ধর্ম্মার্থকামকে বেদপ্রতিপাদ্য বলিয়া মনে করে—ধনপুত্রাদি-লাভকেই গঙ্গাস্নান-হরিনাম-কীর্ত্তনাদির ফল বলিয়া মনে করে। কিন্তু পরোক্ষবাদী বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাহা নহে, ভক্তিই বেদপ্রতিপাদ্য বস্তু। তদ্ব্যতীত অপর কোন প্রার্থনা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া দারী সন্ন্যাসী গৌরসুন্দরকে বিকৃতমস্তিক বালক এবং সর্ব্বতীর্থভ্রমণকারী নিজকে পরম জ্ঞানী মনে করিল। নিত্যানন্দ-প্রভু দারী সন্ন্যাসীর বাক্যে হাস্য করিয়া তাহাকে প্রতিষ্ঠা প্রদান পূর্ব্বক নিরস্ত করিলেন এবং কার্য্যগৌরব-বশতঃ নিজেদের অন্যত্র গমনের কথা জানাইয়া কিছু ভোজ্য প্রার্থনা করিলেন। দারী সন্ন্যাসী প্রভুদ্বয়কে নিজগৃহে ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ গঙ্গায় স্নান করিয়া সন্ন্যাসীর ঘরে দুগ্ধ-ফলাদি ভোজনে বসিলেন। দারী সন্ন্যাসী নিত্যা-নন্দ প্রভুকে ইঙ্গিতে মদ্য-সেবনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে বামাচারী সন্ন্যাসী জানিয়া উভয়ে আচমন করত তদ্‌গৃহ পরিত্যাগ করিলেন এবং জলপথে সন্তরণ করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত-প্রভু মহাপ্রভুর আগমন জানিতে পারিয়া জ্ঞান-যোগ-মহিমা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈত প্রভুকে 'ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি', তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে আচার্য্য-প্রভু জ্ঞানকে বড় বলিয়া জানাইলেন। মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া অদ্বৈত প্রভুর পৃষ্ঠদেশে মুষ্টির আঘাত করিতে করিতে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া নিজতত্ত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক প্রহার হইতে বিরত হইলেন। তখন অদ্বৈতপ্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভুর পূর্ব্বপ্রদত্ত সম্মানের কথা উল্লেখ

করিয়া জন্মে জন্মে গৌর-দাস্যই প্রার্থনা করিলেন এবং মহাপ্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন। **অদ্বৈতগৃহে** প্রেমাশ্রুবন্যা বহিতে লাগিল। মহাপ্রভু **অদ্বৈতকে** বর প্রদান করিলেন যে, যাঁহারা তিলার্দ্ধকালও **অদ্বৈতপ্রভুর** চরণাশ্রয় করিবেন, গৌরকৃপা তাঁহাদেরই নিকট সুলভ হইবে। তখন অদ্বৈতপ্রভু শৈব রাজা সুদক্ষিণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, যদি কেহ মহাপ্রভুকে উপেক্ষা করিয়া কেবল অদ্বৈতাচার্য্যের উপাসনা করে, তাহা হইলে তাহার সেই ভক্তিই তাহাকে সংহার করিবে। মহাপ্রভু অদ্বৈত-বাক্য শ্রবণে বলিলেন যে, তাঁহার ভক্তকে উপেক্ষা করিয়া কেহ তাঁহার পূজা করিলে তিনি কখনই তাহার পূজা গ্রহণ করেন না, পরন্তু তাদৃশ ভক্তি যেন প্রভু-অঙ্গে অগ্নি প্রয়োগ করিয়া থাকে।

মহাপ্রভু অদ্বৈতপত্নীকে রন্ধন করিতে আদেশ করিয়া সকলে মিলিয়া গঙ্গাস্নানে চলিলেন এবং স্নানান্তে ভোজন করিতে বসিলেন। ভোজনান্তে নিত্যানন্দ-প্রভু সর্ব্বঘরে অন্ন ছড়াইয়া ফেলিলে অদ্বৈত-প্রভু তাঁহার নিন্দাব্যাজে অশেষ মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। অতঃপর অদ্বৈতভবনে কতিপয় দিবস যাপন করিয়া মহাপ্রভু সগণে নিজ পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জয়গান—

জয় বিশ্বম্ভর সর্ব্ব-বৈষ্ণবের নাথ।
ভক্তি দিয়া জীবে প্রভু কর আত্মসাৎ॥ ১॥

মহাপ্রভুর নবদ্বীপে বিহার—

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্ব-নয়নগোচর॥ ২॥
আপন ভক্তের সব মন্দিরে মন্দিরে।
নিত্যানন্দ-গদাধর-সংহতি বিহরে॥ ৩॥

ভাগবতগণের কৃষ্ণসেবোন্মুখতায় আবেশ-বশতঃ বহিঃপ্রতীতির অভাব—

প্রভুর আনন্দে পূর্ণ ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপরিপূর্ণ দেখে সকল ভুবন॥ ৪॥
নিরবধি ভাবাবেশে কারো নাহি বাহ্য।
সংকীর্ত্তন বিনা আর নাহি কোন কার্য্য॥ ৫॥

আচার্য্য গোস্বামীর চরিত্র—

সবা হৈতে মত্ত বড় আচার্য্য গোসাঞী।
অগাধ চরিত্র, বুঝে হেন কেহ নাই॥ ৬॥
জানে জন-কথো শ্রীচৈতন্য-কৃপায়।
চৈতন্যের মহাভক্ত শান্তিপুর-রায়॥ ৭॥

মহাপ্রভুর অদ্বৈত-প্রতি ভক্তি-প্রদর্শনে আচার্য্যের দুঃখ এবং প্রভুর তাদৃশ-ভাবাপনোদনের সঙ্কল্প—

বাহ্য হৈলে বিশ্বম্ভর সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে।
মহাভক্তি করেন, বিশেষ অদ্বৈতেরে॥ ৮॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

বিশ্বম্ভর জগতের পালক। তিনি সকল ভক্তি-যাজনের বিষয়। বদ্ধজীব ভোগপ্রবৃত্তিতে চালিত হইয়া শুদ্ধসেবা ভুলিয়া গিয়াছে। ভগবান্ জীবের সেবোন্মুখ-প্রবৃত্তিমূলে সেব্য হইয়া সেবা গ্রহণ না করিলে জীবের স্বাভাবিক ভোগ-প্রবৃত্তি প্রবলা হয়। সেজন্য করুণাময় প্রভু বিষয়বিগ্রহ হইয়া, আশ্রিতের বিভিন্নাংশ জীবের সেবা করিবার সুযোগ প্রদান পূর্ব্বক নিজের বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করেন॥ ১॥

শ্রীমহাপ্রভু ভগবৎসেবোন্মুখ ভক্তগণের পূর্ণ আনন্দের আকর ভূমি। জগতের ত্রিবিধ দুঃখ বদ্ধজীবের অনুভূতির বিষয়। কিন্তু মুক্ত ভাগবতগণ কৃষ্ণানন্দে পরিপূর্ণ থাকিয়া জাগতিক কোন দুঃখ অনুভব করেন না। যেখানে আনন্দের বিষয় নশ্বর এবং জীবের চেষ্টা অপূর্ণ, সেখানে কৃষ্ণানন্দ-পূর্ণতার অভাব আছে। সর্ব্বত্র কৃষ্ণানন্দ দর্শনই জীবের পূর্ণানন্দময়ী প্রতীতি॥ ৪॥

ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণসেবোন্মুখতায় আবিষ্ট বলিয়া বহিঃ-প্রজ্ঞাচালিত হইয়া জড় জগতের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করিতে পারেন না। পরন্তু তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-গানে প্রমত্ত থাকেন॥ ৫॥

ইহাতে অসুখী বড় শান্তিপুরনাথ।
মনে মনে গর্জ্জে, চিত্তে না পায় সোয়াথ॥ ৯॥
"নিরবধি চোরা মোরে বিড়ম্বনা করে।
প্রভুত্ব ছাড়িয়া মোর চরণে সে ধরে॥ ১০॥
বলে নাহি পারেঁ। মুই প্রভু মহাবলী।
ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলি॥ ১১॥
ভক্তি-বল সবে মোর আছয়ে উপায়।
ভক্তি বিনা বিশ্বম্ভরে চিনন না যায়॥ ১২॥
তবে সে 'অদ্বৈত-সিংহ'-নাম লোকে ঘোষে।
চূর্ণ করেঁ। মায়া যবে অশেষ বিশেষে॥ ১৩॥
ভৃগুরে জিনিয়া আশ পাইয়াছে চোর।
ভৃগু হেন শত শত শিষ্য আছে মোর॥ ১৪॥
হেন ক্রোধ জন্মাইব প্রভুর শরীরে।
স্বহস্তে আপনে যেন মোর শাস্তি করে॥ ১৫॥
'ভক্তি বুঝাইতে সে প্রভুর অবতার।
হেন ভক্তি না মানিমু'—এই মন্ত্র সার॥ ১৬॥
ভক্তি না মানিলে ক্রোধে আপনা পাসরি'।
প্রভু মোর শাস্তি করিবেন চুলে ধরি'॥" ১৭॥

আচার্য্যের হরিদাস-সহ শান্তিপুরে গমন ও যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যামূলে ভক্তিপথ-বিদ্বেষের ছলনা—

এই মত চিন্তিয়া অদ্বৈত মহা-রঙ্গে।
বিদায় হইলা প্রভু হরিদাস-সঙ্গে॥ ১৮॥
কোন কার্য্য লক্ষ্য করি' গৃহেতে আইলা।
আসিয়া মানস-মন্ত্র পড়িতে লাগিলা॥ ১৯॥
নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া।
বাখানে বাশিষ্ঠশাস্ত্র 'জ্ঞান' প্রকাশিয়া॥ ২০॥
'জ্ঞান' বিনা কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণুভক্তি।
অতএব, সবার প্রাণ, জ্ঞান—সর্ব্বশক্তি॥ ২১॥

মহাপ্রভু সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের প্রীতি-সম্পাদনে উন্মত্ত ভাব প্রদর্শন করিতেন এবং বহির্ম্মুখ ভোগজগতে তাঁহার দৃষ্টি পতিত নহে, এরূপ লীলাভিনয় করিতেন। যে মুহূর্ত্তে তাঁহার বহির্জ্জগতে আপেক্ষিক দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত, তখনই তিনি সকল বিষ্ণুভক্তের সেবাকার্য্যে ব্যস্ত হইতেন এবং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে গৌরব-বুদ্ধিতে সেবালীলা প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু তাহাতে অদ্বৈত প্রভু সন্তুষ্ট হইতেন না। শ্রীচৈতন্য-দাস্যই তাঁহার একমাত্র ব্রত ছিল। সুতরাং প্রভুর গুরুবুদ্ধি নিজ ভাগ্যের বিড়ম্বনা মাত্র জানিতেন॥ ৮॥

লোকে কিম্বদন্তী আছে যে, ভগবান্ নারায়ণ ভৃগুকে নির্ব্বোধ প্রতিপাদন করাইবার জন্য এবং স্বীয় বাৎসল্য-প্রদর্শনার্থ ভৃগু পদচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। মূঢ় ব্যক্তির প্রতারিত হইবার অধিক যোগ্যতা থাকায় তাহারা ভগবান্ অপেক্ষা ভৃগুর গৌরব অধিক বুঝিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বৈষ্ণবাচার্য্য 'মহাবিষ্ণু' বলিয়া ভৃগুর নির্ব্বুদ্ধিতা ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি বাহিরে দম্ভ-ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া ভৃগুর ন্যায় শত শত শিষ্য তাঁহার আছে, ইহা প্রকাশ করিলেন। অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দর আত্মগোপন করিয়া স্বীয় শ্যামসুন্দর-লীলার চৌর্য্যবৃত্তি অদ্বৈত প্রভুর নিকট লুকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। যাহারা মায়ার দ্বারা তাড়িত হইয়া নিজ স্বরূপ ও ভগবৎ স্বরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তাহাদের ভগবদ্-বিস্মৃতি-জন্য পদে পদে ভোগবুদ্ধির উদয় হয়। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু বিশেষ বুদ্ধিমান সুচতুর গৌরভক্ত হওয়ায় নির্ব্বোধ জীবগণের ন্যায় বিচারপরায়ণ ছিলেন না। তিনি শ্রীচৈতন্য-দেবের নিকট হইতে শাস্তি লাভ করিবার বাসনায় নিজে পূজ্য হইবার বিচার পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে যত্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিচার করিয়া ভগবানের সেবকাভিমানের লীলা খর্ব্ব করিবার জন্য গৌরাবতারের ভক্তিপ্রচার-বিষয়ে কৃত্রিম বাধা প্রদর্শনের ইচ্ছা করিলেন॥ ১৪॥

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু যোগবাশিষ্ঠ নামক ভক্তিবিরোধী মায়াবাদীর গ্রন্থ ব্যাখ্যা-মূলে ভক্তিপথের বিদ্বেষের ছলনা করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য, মহাপ্রভুর ভক্তি-প্রচার-কার্য্যে বাধা দিলে তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে পূজা করিবার পরিবর্ত্তে সাজা দিবেন॥ ২০॥

নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানব্যতিরিক্ত বিষ্ণুভক্তি কোন শক্তি ধারণ করিতে পারে না। ভক্তির প্রাণ—জ্ঞান। জ্ঞানই সর্ব্বশক্তিধর—এরূপ নির্ভেদ জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ নিজ গৃহে ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে, যেখানে ধন নাই, সেখানে ধনের অনুসন্ধান করিতে যায়॥ ২১॥

হেন জ্ঞান না বুঝিয়া কোন কোন জন।
ঘরে ধন হারাইয়া চাহে গিয়া বন ॥ ২২ ॥
বিষ্ণু-ভক্তি—দর্পণ, লোচন হয়—'জ্ঞান'।
চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন্ কাম ? ২৩ ॥
আদি অন্ত আমি পড়িলাম সর্ব্বশাস্ত্র।
বুঝিলাম সর্ব্ব-অভিপ্রায়—'জ্ঞান' মাত্র ॥ ২৪ ॥

অদ্বৈত-চরিত্রজ্ঞাতা হরিদাসের ব্যাখ্যাশ্রবণে হাস্য—

অদ্বৈত-চরিত্র ভাল বুঝে হরিদাস।
ব্যাখ্যান শুনিয়া মহা-অট্ট-অট্ট-হাস ॥ ২৫ ॥

সৌভাগ্যবন্ত জনের অদ্বৈতচরিত্র হৃদয়ঙ্গম-সামর্থ্য এবং ভাগ্যহীনের তদভাবে অমঙ্গল প্রাপ্তি—

এই মত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্য্যবাধ ॥ ২৬ ॥

অদ্বৈতসঙ্কল্প মহাপ্রভুর হৃদ্‌গোচর—

সর্ব্ব-বাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত-সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর ॥ ২৭ ॥

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দসহ নগর-ভ্রমণে বিধাতার নিজকে ভাগ্যবন্ত জ্ঞান—

একদিন নগর ভ্রময়ে প্রভু রঙ্গে।
দেখয়ে আপন-সৃষ্টি নিত্যানন্দ সঙ্গে ॥ ২৮ ॥
আপনারে 'সুকৃতি' করিয়া বিধি মানে।
"মোর শিল্প চাহে প্রভু সদয় নয়নে ॥"২৯ ॥

চন্দ্রের সঙ্গে প্রভুদ্বয়ের তুলনা এবং সেবাপ্রবৃত্তি-অনুপাতে সকলের প্রভুদর্শন-ভাগ্য—

দুই চন্দ্র যেন দুই চলি আইসে যায়।
নতি-অনুরূপ সবে দরশন পায় ॥ ৩০ ॥

অন্তরীক্ষস্থিত দেবগণের গৌরনিত্যানন্দের দর্শনে দর্শন-বিপর্য্যয় ও বিতর্ক—

অন্তরীক্ষে থাকি' সব দেখে দেবগণ।
দুই চন্দ্র দেখি' সবে গণে মনে মন ॥ ৩১ ॥
আপন লোকের হৈল বসুমতী জ্ঞান।
চান্দ দেখি' পৃথিবীরে হৈল স্বর্গ ভান ॥ ৩২ ॥

বিষ্ণুভক্ত—দর্পণ-সদৃশ আদর্শ মাত্র। কিন্তু সেই আদর্শে জ্ঞানরূপ চক্ষুদ্বারা দৃষ্টিসম্পন্ন না হইলে সেই দর্পণের কোন ক্রিয়া নাই। যদি চক্ষু না থাকে, তাহা হইলে দর্পণ থাকিয়া কি ফল ? ২৩ ॥

সকল শাস্ত্রের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া আমি শাস্ত্র-তাৎপর্য্য ইহাই বুঝিলাম যে, জ্ঞানেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব আছে ॥ ২৪ ॥

যাঁহারা সৌভাগ্যবিশিষ্ট, তাঁহারা ভক্ত অদ্বৈতের চরিত্র বুঝিয়া ভগবদ্ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। যাহারা ভাগ্যহীন দুষ্কর্ম্মপরায়ণ, তাহারা অদ্বৈতের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানকেই ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া পরম অমঙ্গল লাভ করিল। তাহারা উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধকতা মাত্র লাভ করিল ॥ ২৬ ॥

মহাপ্রভু সকলের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবার মূল আকর। তিনি অদ্বৈত প্রভুর সঙ্কল্পিত বাহ্যিক ব্যতিরেক ভাব-সকলই বুঝিতে পারেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুর সেবা করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করিয়া যখন প্রভুর গৌরব-বুদ্ধি দর্শন করিলেন, তখন তাঁহার প্রতিকারোদ্দেশ্যে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা দিয়া ভক্তিকে ক্ষীণপ্রভ করিবার ছলনা করিলেন ॥ ২৭ ॥

জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বিরিঞ্চি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রপঞ্চে অবতরণ দর্শন পূর্ব্বক নিজ সৌভাগ্য জানিতে পারিলেন। বিশ্বশিল্পী বিধাতা প্রভুর অনুগ্রহ আকর্ষণ করিয়া কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন জানিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিলেন ॥ ২৯ ॥

দুই চন্দ্র—শ্রীগৌরচন্দ্র ও শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র। আইসে যায়—যাতায়াত করেন।

নতি-অনুরূপ—যাহার যে প্রকার সেবা-প্রবৃত্তি, সেই প্রকার বিভিন্ন দর্শনে গৌর-নিতাইকে দর্শন করেন অর্থাৎ ভক্তির অনুপাত অনুসারে গৌরসুন্দরকে দর্শন করেন। পাঠান্তরে—'মতি-অনুরূপ' ॥ ৩০ ॥

দেবগণ নিজ নিজ আবাসস্থলীকে পৃথিবী মনে করিতে লাগিলেন, আর পৃথিবীকে স্বর্গ দর্শন করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র ও নিত্যানন্দ-চন্দ্রদ্বয়কে দর্শন করিয়া তেজ, বারি, মৃৎএর পরস্পর বিনিময় দর্শনের ন্যায় তাঁহাদিগের দর্শন-বিপর্য্যয় সংঘটিত হইল ॥ ৩২ ॥

নর-জ্ঞান আপনারে সবার জন্মিল।
চন্দ্রের প্রভাবে নরে দেব-বুদ্ধি হৈল ॥ ৩৩ ॥
দুই চন্দ্র দেখি' সবে করেন বিচার।
"কভু স্বর্গে নাহি দুই চন্দ্র অধিকার ॥" ৩৪ ॥
কোন দেব বলে,—"শুন বচন আমার।
মূল চন্দ্র—এক, এক প্রতিবিম্ব আর ॥" ৩৫ ॥
কোন দেব বলে,—"হেন বুঝি নারায়ণ।
ভাগ্যে বা চন্দ্রের বিধি করিল যোজন ॥"৩৬ ॥
কেহ বলে,—"পিতা পুত্র একরূপ হয়।
হেন বুঝি এক—'বুধ' চন্দ্রের তনয় ॥" ৩৭ ॥

বেদগোপ্য প্রভুর দর্শনে দেব-মোহনের অসঙ্গত্ব নিরাশ—

বেদে নারে নিশ্চাইতে যে প্রভুর রূপ।
তাহাতে যে দেব মোহে', এ নহে কৌতুক ॥৩৮॥

নগরভ্রমণরত প্রভুদ্বয়ের অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে যাত্রা—

হেনমতে নগর ভ্রময়ে দুই জন।
নিত্যানন্দ, জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন ॥ ৩৯ ॥
নিত্যানন্দ সম্বোধিয়া বলে বিশ্বম্ভর।
"চল যাই শান্তিপুর—আচার্য্যের ঘর ॥" ৪০ ॥
মহারঙ্গী দুই প্রভু পরম চঞ্চল।
সেই পথে চলিলেন আচার্য্যের ঘর ॥ ৪১ ॥

প্রভুর গমনপথে ললিতপুর গ্রামে দারী সন্ন্যাসীর বাস—

মধ্যপথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম।
মুলুকের কাছে সে 'ললিতপুর' নাম ॥ ৪২ ॥
সেই গ্রামে গৃহস্থ-সন্ন্যাসী এক আছে।
পথের সমীপে ঘর জাহ্নবীর কাছে ॥ ৪৩

প্রভুর নিত্যানন্দস্থানে দারী সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা ও সন্ন্যাসী-ভবনে উভয়ের গমন—

নিত্যানন্দ-স্থানে প্রভু করয়ে জিজ্ঞাসা।
"কাহার মণ্ডপ জান কহ কার বাসা?" ৪৪ ॥
নিত্যানন্দ বলে,—"প্রভু, সন্ন্যাসী-আলয়।"
প্রভু বলে,—"তা'রে দেখি, যদি ভাগ্য হয়॥"৪৫॥

দেবগণ আপনাদিগকে স্বল্পশক্তিক নর জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং গৌর-নিতাই চন্দ্রদ্বয়ের কিরণস্নিগ্ধ নরগণকে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠদেব-বুদ্ধি হইল ॥ ৩৩ ॥

স্বর্গে একটী মাত্র চন্দ্র আছে, সমকালে দুইটী চন্দ্রের প্রকাশ নাই। সুতরাং স্বর্গ অপেক্ষা পৃথিবীই উন্নত স্বর্গ ॥ ৩৪

স্বয়ংরূপ ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই—মূল চন্দ্র। আর স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব তাঁহার প্রকাশ। "অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা। সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে" ॥ (—লঘুভাগবতামৃতে) ॥ ৩৫ ॥

কোন দেবতা বলিলেন,—বোধ করি, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বিধাতা এই চন্দ্রদ্বয়ের সমকালে উদয়ের বিধান করিলেন ॥ ৩৬ ॥

"আত্মা বৈ জায়তে পুত্র" শ্রুতি দ্বারা পুত্রের পিতৃসাদৃশ্য। চন্দ্রের পুত্র বুধ—পিতার তুল্য। বোধ [illegible] এই দুই চন্দ্র মধ্যে একজন অপরের পুত্র ॥ ৩৭ ॥

তথ্য। "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ। তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা॥" (ভাঃ ১।১।১) ॥ ৩৮ ॥

মল্লুক বা মুলুক (পারসী মিলিক্), উহা অম্বিকার সামিল, গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। পিয়ারীগঞ্জ প্রভৃতি গঙ্গার পশ্চিমদিকে অবস্থিত। ললিতপুর গ্রাম শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী অর্থাৎ গঙ্গার পূর্ব্বপারে, শ্রীমায়াপুর হইতে শান্তিপুর যাইবার মধ্যপথে। গঙ্গার পূর্ব্বপারে হাটডাঙ্গার পরবর্ত্তী গ্রাম ॥ ৪২ ॥

গৃহস্থ সন্ন্যাসী অর্থাৎ গৃহী বাউল বা ঘরপাগ্‌লা হইয়া জগতে 'ত্যাগী' বলিয়া পরিচয় দেয়। তামসিক তন্ত্রগুলি এই প্রকার দারী সন্ন্যাসী বা ব্যভিচারীর প্রশ্রয় দেয়। সোণার পাথর বাটীর ন্যায় ত্যাগীর পোষাকে ঘর-পাগ্‌লাগণ গৃহী-বাউল হইয়া শাক্তেয় মতের সাহায্যে রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সেবাদাসী, পত্নী প্রভৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া পরিচয় দেন। বর্ত্তমান কালে শ্রীমান্ অন্নদাচরণ মিত্র গৃহস্থ হইয়া রাতুল বস্ত্র পরিধান করেন এবং বৃন্দাবনবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী গৃহস্থাভিমান করিয়া প্রচারক-সূত্রে রাতুল বসন পরিতেন। ত্যাগীর গৈরিক বসন—মর্য্যাদাপথে সন্ন্যাস-বিধির অন্তর্গত। যেরূপ মধ্য-যুগের সকল বৈষ্ণবাচার্য্যই কাষায় বস্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন। অনুরাগ-মার্গের

হাসি' গেলা দুই প্রভু সন্ন্যাসীর স্থানে।
বিশ্বম্ভর সন্ন্যাসীরে করিলা প্রণাম ॥ ৪৬ ॥
দেখিয়া মোহন-মূর্ত্তি দ্বিজের নন্দন।
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রূপ, প্রফুল্ল বদন ॥ ৪৭ ॥

মহাপ্রভুর রূপ-দর্শনে সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়তর্পণপর আশীর্ব্বাদ ও তাহাতে মহাপ্রভুর প্রতিবাদ—

সন্তোষে সন্ন্যাসী করে বহু আশীর্ব্বাদ।
"ধন, যশে, সুবিবাহ, হউ বিদ্যা লাভ ॥" ৪৮ ॥
প্রভু বলে—"গোসাঞি এ নহে আশীর্ব্বাদ।"
হেন বল—"তোরে হউ কৃষ্ণের প্রসাদ ॥ ৪৯ ॥

মহাপ্রভুর বিষ্ণুভক্তি-আশীর্ব্বাদের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন—

বিষ্ণুভক্তি-আশীর্ব্বাদ—অক্ষয় অব্যয়।
যে বলিলা গোসাঞি, তোমার যোগ্য নয় ॥"৫০॥

সন্ন্যাসীর বিপরীত বুদ্ধি দর্শনে মহাপ্রভুর হাস্য—

হাসিয়া সন্ন্যাসী বলে,—"পূর্ব্বে যে শুনিল।
সাক্ষাতে তাহার আজি নিদান পাইল ॥ ৫১ ॥
ভাল সে বলিতে লোক ঠেঙ্গা লঞা যায়।
এ বিপ্রপুত্রের সেইমত ব্যবসায় ॥ ৫২ ॥
ধন-বর দিল আমি পরম সন্তোষে।
কোথা গেল উপকার, আরো আমা' দোষে।"৫৩॥

প্রবর্ত্তক শ্রীরূপ-সনাতন স্বীয় স্বভাবজাত পারমহংস্য-ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের একদণ্ড সন্ন্যাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শ্রীগুরুদেব ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিপ্রবর শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী আচার্য্যোচিত কাষায় বসন পরিধান করিয়া পারমহংস্য-বেষের অধিকতর মহত্ত্ব ও অনুরাগ-পথের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগ শ্রীমজ্জীবচরণ আচার্য্যোচিত উপদেশ প্রদর্শনকালে ছল-পারকীয়বাদিগণের বিষদন্তোৎপাটনের জন্য পারকীয় বিচারের বোধ-সৌকর্য্যার্থ স্বকীয় প্রকাশ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীজীবপাদের স্বকীয়-বিচার চিন্ময় জগতে পারকীয়-মতের পরমোজ্জলতা স্থাপন করিয়াছে মাত্র ॥ ৪৩ ॥

মণ্ডল—এলাকা, ডেরা, আশ্রম, জমিদারী, স্বামিত্বাধীন স্থান ॥ ৪৪ ॥

আধুনিক ঘর-পাগ্‌লা গৃহী গৌরাঙ্গ-পূজক মৃত নন্দীর দল দারী সন্ন্যাসীর মত পোষণ করিয়া থাকেন। দারী সন্ন্যাসিগণের চিত্তবৃত্তিতে 'আশীর্ব্বাদ' বলিলেই মনোরমা ভার্য্যা-লাভ, দরিদ্রের উপর আধিপত্য করিবার জন্য ধন, আভিজাত্যহীন জনগণের উপর ব্রাহ্মণাদি-বংশমর্য্যাদা-সংরক্ষণ-পিপাসা, জড়বিদ্যালাভ প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে প্রদর্শিত হয়। শ্রীগৌরসুন্দর এই ঘর-পাগ্‌লা 'বাওয়া ঠাকুর' দলের অনুমোদন না করিয়া দারী সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ-বিচারে দোষ প্রদর্শন করিলেন। কামজীবিসম্প্রদায় নিষ্কাম পরমহংস বৈষ্ণবদিগের চিত্ত-বৃত্তি বুঝিতে পারে না বলিয়া বৈষ্ণবকে উঁহাদেরই ন্যায় মনে করে। দারী সন্ন্যাসিগণ ক্রমশঃ জাতি গোস্বামিবাদের আহ্বান করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জাতি গোস্বামিবাদের আদৌ আদর করেন নাই, পরন্তু দারী গোস্বামীকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের প্রসাদকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন। প্রাকৃত আশীর্ব্বাদ-ভিক্ষু জনগণ বিষ্ণুভক্তি রহিত কাম-দগ্ধ অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারকেই বহুমানন করে। তৎকালে নিষ্কাম পারমহংস্য ভাগবত-ধর্ম্ম বুঝিতে পারে না, স্মার্ত্তানুগৃহীত অবৈষ্ণবতাকেই বৈষ্ণবতা জ্ঞান করে। লৌকিক বিচার-মতে জাতি-গোস্বামী বা দারী সন্ন্যাসিগণ জগতের নিকট 'গোসাঁই'-খেতাব পাইবার জন্য ব্যস্ত হন। মহাপ্রভুও সন্ন্যাসীকে সম্মান দিবার ছলনায় 'গোসাঁই' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা কখনও গোস্বামী হইতে পারেন না। শ্রীমদ্‌ভাগবতে "অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং" এবং রূপগোস্বামীর "বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীচৈতন্যদেবের মনোভাব পূর্ব্বেই অভিব্যক্ত হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

ধন, বিদ্যা, মনোরমা ভার্য্যা এবং জড়বিদ্যা প্রভৃতি সকলই নশ্বর, বিষ্ণু—নিত্য, বৈষ্ণব—নিত্য এবং বৈষ্ণবের বিষ্ণুভক্তি—নিত্য, আর বিষ্ণুসেবার আশীর্ব্বাদ—বিনাশ ও ব্যয়-রহিত। লোকে তোমাকে 'গুরু' 'গোসাঁই' প্রভৃতি বলিয়া থাকে; যদি তুমি তাহাই হও, তাহা হইলেও তোমার এই লৌকিক নশ্বর আশীর্ব্বাদ-দান কখনই উপযুক্ত হইতে পারে না ॥ ৫০ ॥

দারী সন্ন্যাসী বলিল,—লোককে ভাল বলিতে গেলে তাহারা প্রতিদান-স্বরূপ দৌরাত্ম্য করে। আজ তাহার

সন্ন্যাসী বলয়ে,—"শুন ব্রাহ্মণকুমার।
কেনে তুমি আশীর্ব্বাদ নিন্দিলে আমার? ৫৪॥
পৃথিবীতে জন্মিয়া যে না কৈল বিলাস।
উত্তম কামিনী যার না রহিল পাশ॥ ৫৫॥
যার ধন নাহি, তার জীবনে কি কাজ।
হেন ধন-বর দিতে, পাও তুমি লাজ॥ ৫৫॥
হইল বা বিষ্ণুভক্তি তোমার শরীরে।
ধন বিনা কি খাইবা, তাহা কহ মোরে।"৫৭॥
হাসে প্রভু, সন্ন্যাসীর বচন শুনিয়া।
শ্রীহস্ত দিলেন নিজ কপালে তুলিয়া॥ ৫৮॥

গৌরসুন্দরের ভক্তি ব্যতীত সকল বস্তুর
অপ্রয়োজনীয়তা শিক্ষা প্রদান—

ব্যপদেশে মহাপ্রভু সবারে শিখায়।
ভক্তি বিনা কেহ যেন কিছুই না চায়॥ ৫৯॥
"শুন শুন সন্ন্যাসী-গোসাঞি, যে খাইব।
নিজ কর্ম্মে যে আছে, সে আপনে মিলিব॥ ৬০॥
ধন-বংশ-নিমিত্ত সংসার কাম্য করে।
বল তার ধন-বংশ তবে কেনে মরে? ৬১॥
জ্বরের লাগিয়া কেহ কামনা না করে।
তবে কেন জ্বর আসি' পীড়য়ে শরীরে॥ ৬২॥
শুন শুন গোসাঞি ইহার হেতু—কর্ম্ম।
কোন্ মহাপুরুষে সে জানে এই মর্ম্ম॥ ৬৩॥
বেদেও বুঝায় 'স্বর্গ,' বলে জনা জনা।
মূর্খ-প্রতি কেবল সে বেদের করুণা॥ ৬৪॥
বিষয়-সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ।
চিত্ত বুঝি' কহে বেদ, বেদের কি দোষ॥ ৬৫॥
'ধন পুত্র পাই গঙ্গাস্নান হরিনামে।'
শুনিয়া চলয়ে লোক বেদের কারণে॥ ৬৬॥

সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া গেল, এই ব্রাহ্মণকুমার সত্যের বিপর্য্যয়-ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। ভাল বলিতে গেলে ইহার মন্দ বিচার হয়॥ ৫২॥

আমি সন্তুষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণকুমারকে 'ধনাদি প্রাপ্তি হউক' এরূপ আশীর্ব্বাদ করিলাম, কিন্তু তাহাতে সে উপকার বোধ না করিয়া আমাকে গর্হণ করিল। ইহা সাক্ষাৎ কলির কার্য্য॥ ৫৫॥

এই সংসারে আগমন করিয়া যে ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গ না করিল, তাহার জীবন ধারণে কোন লাভ নাই। যে ব্যক্তি নবজীবন পাইয়া ধন সংগ্রহ করিল না, তাহারই বা জীবনে প্রয়োজন কি? আমি 'কনক কামিনী লাভ ঘটুক',—এই আশীর্ব্বাদ করিলাম, তুমি তাহা গ্রহণ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছ, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। জগতে অর্থব্যতীত এক পা'ও চলিবার উপায় নাই। বিষ্ণুভক্তিবিশিষ্ট হইলেই বা কি প্রকারে উদর ভরণ হইবে, বুঝা যায় না॥ ৫৫॥

দাম্ভী সন্ন্যাসীর এইরূপ মূঢ়জনোচিত [illegible] শ্রবণ করিয়া গৌরসুন্দর 'হায় হায়' বলিয়া কপালে করাঘাত করিলেন॥ ৫৮॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় লীলায় ভক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং ভক্তি ব্যতীত অপর সকল কার্য্যের অপ্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়া 'জগতে কাহারও কোন বাসনা করা কর্ত্তব্য নহে,'—এইরূপ শিক্ষা দিলেন। শিক্ষা-ছলে ভোগময়ী বাসনা পরিহার করিবার শিক্ষা অন্তর্নিহিত রহিল॥ ৫৯॥

দাম্ভী সন্ন্যাসীর 'ধন-প্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ ব্যতীত তুমি কি খাইয়া বাঁচিবে'—এই কথার উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন, জীব নিজ কর্ম্মফলে তাহার অপ্রার্থিত খাদ্য লাভ করিবার সুযোগ পাইবে, ভোজ্য দ্রব্য আপনা হইতেই আসিবে। যেরূপ সদ্যোজাত শিশু নিজ চেষ্টা ব্যতীত মাতৃস্তন্য পেয়-রূপে লাভ করে॥ ৬০॥

যদি ধন, পুত্র প্রভৃতির উদ্দেশ্যে সাংসারিক কামনা করিতে মানবদিগের স্বাভাবিক রুচি দেখা যায়, তাহা হইলে তাহারা কামনা করিয়াও কেন ধন-পুত্র-বিবর্জ্জিত হয়?॥ ৬১॥

যদি আশীর্ব্বাদ কামনা করিলেই ফল-লাভ ঘটিত, তাহা হইলে অপ্রার্থিত জ্বর জীব-শরীরে কেন আসিয়া উপস্থিত হয়? প্রার্থনা না করিয়াও যখন স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বস্তুর প্রাপ্তি ঘটে এবং প্রার্থনা করিয়াও যখন পাওয়া যায় না, তখন বাসনার নিরর্থকতাই উপলব্ধ হয়॥ ৬২॥

কর্ম্মফল দ্বারাই ধনাদি-প্রাপ্তি ঘটে, সৎকর্ম্ম-প্রভাবে স্বর্গ-সুখাদির কথাও শুনা যায় এবং লুব্ধ ভোগী অনভিজ্ঞ মানবগণের প্রতি কৃপা-প্রদর্শন-জন্য বৈদিক অনুশাসনাদি তাহাদিগের তত্তৎ প্রকৃতি অপসারিত করিবার উদ্দেশে

যেতে-মতে গঙ্গাস্নান-হরিনাম কৈলে।
দ্রব্যের প্রভাবে 'ভক্তি' হইবেক হেলে ॥ ৬৭ ॥
এই বেদ-অভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া বিষয়-সুখে মজে ॥ ৬৮ ॥
ভাল-মন্দ বিচারিয়া বুঝহ গোসাঞি।
কৃষ্ণভক্তি-ব্যতিরিক্ত আর বর নাই ॥" ৬৯ ॥
সন্ন্যাসীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
'ভক্তিযোগ' কহে বেদ করিয়া প্রমাণ ॥ ৭০ ॥

পরনিন্দক পাপমতির চৈতন্যবাক্য-হৃদয়ঙ্গমে
অসামর্থ্য-হেতু ভক্তির অনাদর—

যে কহে চৈতন্যচন্দ্র, সেই সত্য হয়।
পরনিন্দে পাপী-জীব তাহা নাহি লয় ॥ ৭১ ॥

দারী সন্ন্যাসীর প্রভুবাক্য-শ্রবণে প্রভুকে 'বিকৃত-মস্তিষ্ক'
জ্ঞান ও নিজের আধ্যক্ষিকতার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন—

হাসয়ে সন্ন্যাসী শুনি' প্রভুর বচন।
"এ বুঝি পাগল দ্বিজ—মন্ত্রের কারণ ॥ ৭২ ॥
হেন বুঝি এই বা সন্ন্যাসী বুদ্ধি দিয়া।
লই' যায় ব্রাহ্মণকুমার ভুলাইয়া ॥" ৭৩ ॥
সন্ন্যাসী বলয়ে,—"হেন কাল সে হইল।
শিশুর অগ্রেতে আমি কিছু না জানিল ॥ ৭৪ ॥
আমি করিলাম যে পৃথিবী-পর্য্যটন।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, বদরিকাশ্রম ॥ ৭৫ ॥
গুজরাট, কাশী, গয়া, বিজয়-নগরী।
সিংহল গেলাম আমি, যত আছে পুরী ॥ ৭৬ ॥
আমি না জানিল ভাল, মন্দ হয় কায়।
দুগ্ধের ছাওয়াল আজি আমারে শিখায় ॥" ৭৭ ॥

নিত্যানন্দ প্রভুর দারী সন্ন্যাসীকে প্রতিষ্ঠা-
প্রদর্শনার্থ ক্ষমা ভিক্ষা—

হাসি বলে নিত্যানন্দ,—"শুনহ গোসাঞি।
শিশু-সঙ্গে তোমার বিচারে কার্য্য নাঞি ॥৭৮॥
আমি সে জানিয়ে ভাল তোমার মহিমা।
আমারে দেখিয়া তুমি সব কর ক্ষমা ॥" ৭৯ ॥

কথিত হয়। "পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং"—(ভাঃ ১১।৩।৪৪) "লোকে ব্যবায়ামিষ" (ভাঃ ১১।৫।১১) প্রভৃতি শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। মায়িক ব্যাপারের প্রভু হইবার জন্য ভগবদ্বিমুখগণের বড়ই আনন্দ হয়। এজন্য বেদশাস্ত্র তাহাদিগের রুচির অনুকূলে তাহাদিগকে নানাপ্রকারে উৎসাহিত করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বেদের বক্তব্য বিষয় তাদৃশ নহে ॥ ৬৪ ॥

সাধারণ লোক মনে করে যে, গঙ্গাস্নান ও হরিনাম করিয়া ঐহিক ধন ও সংসার-বৃদ্ধি লাভ হয়, এজন্যই তাহারা বেদকে তাহাদের ইন্দ্রিয়োপযোগী জ্ঞানে বহুমানন করে, কিন্তু গঙ্গাস্নান ও হরিনাম প্রভৃতি করিলে স্বাভাবিক মলিনতা বিদূরিত হইয়া সেবোন্মুখী বৃত্তির উদয় হয় ॥ ৬৬ ॥

যাহারা বেদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না, তাহারাই ভগবৎসেবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিয়া জড় জগতে প্রমত্ত হয় ॥ ৬৮ ॥

মহাপ্রভু দারী-সন্ন্যাসীকে ভালমন্দের বিচারসকল বলিলেন এবং তদ্দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে,কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন বর সেরূপ সম্পূর্ণ ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৬৯ ॥

পরনিন্দাকারী পাপি-সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বাস্তব-সত্য-পূর্ণ বাক্য বুঝিতে না পারিয়া চিরদিন পাপমতি থাকে এবং কৃষ্ণভক্তির আদর করে না ॥ ৭১ ॥

মহাপ্রভুর কৃষ্ণভক্তির সর্ব্বোত্তমতা ও পরমপ্রয়োজনীয়তা শুনিয়া দারী সন্ন্যাসী উহার আদর করিতে না পারিয়া মহাপ্রভুকে বিকৃত-মস্তিষ্ক বালক মাত্র জ্ঞান করিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে সন্ন্যাসীর বেষে মহাপ্রভুর সহিত উপস্থিত দেখিয়া দারী সন্ন্যাসী মনে করিল যে, নিত্যানন্দ প্রভুই ঐ ব্রাহ্মণ-কুমারের (মহাপ্রভুর) বুদ্ধি-বিপর্য্যয় সাধন করাইয়া প্রতারিত করিয়াছেন ॥ ৭৩ ॥

আমি অভিজ্ঞ, বয়স্ক, সংসার-রঙ্গে প্রমত্ত, সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া যাবতীয় তীর্থের বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের পরামর্শ পাইয়াছি, কিন্তু এই ব্রাহ্মণ-বালক আমার অভিজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া—নিজের দুগ্ধপোষ্য-শিশুত্ব বুঝিতে না পারিয়া আমাকে শিখাইতে আসিয়াছে। আমি আমার হিতাহিত বিবেক সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি ॥ ৭৭ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জড় ভোগপ্রমত্ত দারী-সন্ন্যাসীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহাকে সম্মান প্রদান করিলেন ও

আপনার শ্লাঘা শুনি' সন্ন্যাসী সন্তোষে'।
ভিক্ষা করিবারে ঝাট বলয়ে হরিষে ॥ ৮০ ॥

নিত্যানন্দের সন্ন্যাসী-সমীপে ভোজ্য-প্রার্থনা ও সন্ন্যাসীর অনুরোধে উভয়ের সন্ন্যাসী-গৃহে ফলাহার—

নিত্যানন্দ বলে,—"কার্য্য-গৌরবে চলিব।
কিছু দেহ' স্নান করি' পথেতে খাইব ॥" ৮১ ॥
সন্ন্যাসী বলয়ে,— "স্নান কর এইখানে।
কিছু খাই' স্নিগ্ধ হই' করহ গমনে ॥" ৮২ ॥
পাতকী তারিতে দুই প্রভু অবতারে।
রহিলেন দুই প্রভু সন্ন্যাসীর ঘরে ॥ ৮৩ ॥
জাহ্নবীর মজ্জনে ঘুচিল পথশ্রম।
ফলাহার করিতে বসিলা দুইজন ॥ ৮৪ ॥
দুগ্ধ, আম্র, পনসাদি করি' কৃষ্ণসাৎ।
শেষে খায়ে দুই প্রভু সন্ন্যাসী-সাক্ষাৎ ॥ ৮৫ ॥

বামাচারী সন্ন্যাসীর নিত্যানন্দকে মদ্যপানে অনুরোধ ও সন্ন্যাসী-পত্নীর তন্নিবারণ—

বামপথি-সন্ন্যাসী মদিরা পান করে।
নিত্যানন্দ-প্রতি তাহা কহে ঠারে ঠোরে ॥ ৮৬ ॥
"শুনহ শ্রীপাদ, কিছু আনন্দ আনিব ?
তোমা-হেন অতিথি বা কোথায় পাইব ? ৮৭ ॥
দেশান্তর ফিরি' নিত্যানন্দ সব জানে।
'মদ্যপ সন্ন্যাসী' হেন জানিলেন মনে ॥ ৮৮ ॥
'আনন্দ আনিব'—ন্যাসী বলে বার-বার।
নিত্যানন্দ বলে,—"তবে লড় সে আমার ॥"৮৯॥
দেখিয়া দোঁহার রূপ মদন-সমান।
সন্ন্যাসীর পত্নী চাহে জুড়িয়া ধেয়ান ॥ ৯০ ॥
সন্ন্যাসীরে নিষেধ করয়ে তার নারী।
"ভোজনেতে কেনে তুমি বিরোধ আচরি ?"৯১॥

বামাচারী সন্ন্যাসীর নিত্যানন্দকে মদ্যপান করাইবার প্রসঙ্গ-শ্রবণে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের গঙ্গায় ঝম্পপ্রদান এবং আচার্য্য-গৃহে গমন—

প্রভু বলে,—"কি আনন্দ বলয়ে সন্ন্যাসী ?"
নিত্যানন্দ বলয়ে,—"মদিরা হেন বাসী ॥" ৯২ ॥
'বিষ্ণু বিষ্ণু' স্মরণ করয়ে বিশ্বম্ভর।
আচমন করি' প্রভু চলিলা সত্বর ॥ ৯৩ ॥

মহাপ্রভুকে অনভিজ্ঞ শিশুত্বে স্থাপন করায় দারী সন্ন্যাসী শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিলেন ॥ ৭৯ ॥

কার্য্য-গৌরবে—"আমাদের এতদপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় কার্য্য আছে"—প্রস্থানের এই কারণ প্রদর্শন করিলেন ॥ ৮১ ॥

দারী সন্ন্যাসী সন্ন্যাসের বিপরীত পথ বা বামপথ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আসব-পানে অত্যাসক্ত হওয়ায় নিত্যানন্দ-প্রভুকেও মদ্য পান করাইবার ইঙ্গিত করিলেন। দারী সন্ন্যাসী মদ্যপান করাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ৮৬ ॥

বামপথি—বামাচারী। মদ্য-মাংস-মৎস্য-মুদ্রা-মৈথুনাদি পঞ্চতত্ত্ব ও রজস্বলা স্ত্রীর রজঃ দ্বারা কুলস্ত্রীর পূজা, মদ্যাদি দান ও সেবন—বামাচারীর প্রধান কর্ত্তব্য। তৎপরে বামাস্বরূপা হইয়া পরমাশক্তির পূজা কর্ত্তব্য (—আচার-ভেদতন্ত্র)। ললাটে সিন্দুর-চিহ্ন ও হস্তে মদিরাসব ধারণ করিয়া গুরু ও দেবতার ধ্যান-সহকারে তাহা পান করিবে। সুরাপাত্রহস্তে মন্ত্র পাঠ সহকারে পাঁচবার মদ্যপাত্রের বন্দনা-করিয়া পাঁচপাত্র মদ্য পান করিবে। তৎপরে যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়-সকল চঞ্চল না হয়, সে পর্য্যন্ত পান করিতে থাকিবে। অনন্তর শান্তিস্তোত্রাদি পাঠ করা কর্ত্তব্য।—প্রাণতোষিণীতন্ত্র ও কুলার্ণবে বিশেষ বিধান দ্রষ্টব্য ॥ ৮৬ ॥

দারী সন্ন্যাসীর পুনঃ পুনঃ মদ্য পান করাইবার পিপাসা দেখিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নিজেদের প্রস্থানের কথা জানাইলেন ॥ ৮৯ ॥

দার-রহিত জনগণই সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু-শব্দবাচ্য। সন্ন্যাসিগণের সহিত প্রতিযোগিতা-মুখে দৌরাত্ম্য করিতে গিয়া সন্ন্যাস-বিরোধিসম্প্রদায় নারী-সংগ্রহ, পরনারী-গ্রহণ প্রভৃতি পাপ-কার্য্যকে ধর্ম্মশাসনানুমোদিত বলিয়া প্রচলিত করিবার ইচ্ছা করে। এ'ক্ষেত্রে সন্ন্যাসীর স্ত্রীলোকটী সন্ন্যাসীকে বিরোধ করিতে নিষেধ করিল ॥ ৯১ ॥

মহাপ্রভু যখন বুঝিতে পারিলেন যে, পাপ-পরায়ণ 'সন্ন্যাসি'-নামধারী কপট ব্যক্তি মদ্য পান করাইবার প্রসঙ্গ

দুইপ্রভু চঞ্চল, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া।
চলিলা আচার্য্য-গৃহে গঙ্গায় ভাসিয়া॥ ৯৪॥

স্ত্রৈণ ও মদ্যপ নীতিপরায়ণের বিচার নিকৃষ্ট হইলেও বৈষ্ণববিদ্বেষী বেদান্তী অপেক্ষা ভগবানের অধিক কৃপাপাত্র—

স্ত্রৈণ-মদ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে॥ ৯৫॥

সঙ্গের তারতম্য-প্রদর্শনকল্পে দারীসন্ন্যাসীকে গৌরসুন্দরের কৃপাপূর্ব্বক মায়াবাদীর সঙ্গ বর্জ্জন শিক্ষাপ্রদান—

ন্যাসী হৈয়া মদ্য পিয়ে, স্ত্রীসঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে॥ ৯৬॥
বাক্যাবাক্য কৈলা প্রভু, শিখাইল ধর্ম্ম।
বিশ্রাম করিয়া কৈলা ভোজনের কর্ম্ম॥ ৯৭॥
না হয় এ জন্মে ভাল, হৈব আর জন্মে।
সবে নিন্দকেরে নাহি বাসে ভাল-মর্ম্মে॥ ৯৮॥
দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী।
তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী॥ ৯৯॥

কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের প্রভু-আগমন-সংবাদ-শ্রবণে গৌরদর্শন-প্রাপ্তি-আশা, এবং ভক্তি উপেক্ষা-হেতু নৈরাশ্য—

শেষ-খণ্ডে যখনে চলিলা প্রভু কাশী।
শুনিলেক কাশীবাসী যতেক সন্ন্যাসী॥ ১০০॥
শুনিয়া আনন্দ হৈল সন্ন্যাসীর গণ।
'দেখিব চৈতন্য', বড় শুনি মহাজন॥ ১০১॥
সবেই বেদান্তী-জ্ঞানী, সবেই তপস্বী।
আজন্ম কাশীতে বাস, সবেই যশস্বী॥ ১০২॥
এক দোষে সকল গুণের গেল শক্তি।
পড়ায় বেদান্ত না বাখানে বিষ্ণুভক্তি॥ ১০৩॥
অন্তর্যামী গৌরসিংহ ইহা সব জানে।
গিয়াও কাশীতে না দিলা দরশনে॥ ১০৪॥
রামচন্দ্রপুরীর মঠেতে লুকাইয়া।
রহিলেন দুই মাস বারাণসী গিয়া॥ ১০৫॥
বিশ্বরূপ-ক্ষৌরের দিবস দুই আছে।
লুকাইয়া চলিলা, দেখয়ে কেহ পাছে॥ ১০৬॥

উত্থাপিত করিতেছে এবং সেইরূপ পাপবৃত্তি সমর্থন করিতেছে, তখন ভগবানের স্মরণপূর্ব্বক আহার পরিত্যাগ ও "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" বলিয়া গণ্ডূষ করিয়াই উভয়েই গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন॥ ৯৩॥

সাধারণ নীতিপরায়ণ জড়ভোগ-প্রমত্ত জনগণ কেবলাদ্বৈতবৈদান্তিককে স্ত্রীসঙ্গী এবং মাতালদিগের অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রদান করেন, কিন্তু জীবগণের প্রতি পরম কারুণিক সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভগবান্ সাধারণের আপাত-দর্শন-জনিত বিচার অনুমোদন না করিয়া বৈষ্ণববিদ্বেষী বৈদান্তিকের বিচার সম্পূর্ণ ভক্তিবিরুদ্ধ জানিয়া খণ্ডন করেন; আর দুর্ব্বল, স্ত্রীসঙ্গী ও মদ্যপকে তারতম্য বিচারে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন॥ ৯৫॥

সংসারে পরদারহারী মদ্যপানরত জনগণ 'পুণ্যবিগ্রহ' বলিয়া স্বীকৃত হন না। পাপীর গৃহে গমন করিয়া কেহই তাহাদের সঙ্গের অবকাশ দেন না। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ সঙ্গের তারতম্য-প্রদর্শনকল্পে মায়াবাদীর সঙ্গ মদ্যপায়ীর সঙ্গ অপেক্ষাও হেয় ও বর্জ্জনীয়, ইহা বুঝাইবার জন্য দারী সন্ন্যাসীকেও কৃপা করিলেন, কিন্তু কাশীবাসী মায়াবাদী বৈদান্তিকগণের সঙ্গ অধিকতর পরিবর্জ্জনীয় জানাইলেন। স্ত্রৈণ-মদ্যপ—কেবলমাত্র পাপী, পরন্তু মায়াবাদী ভগবান্ ও ভক্তবিদ্বেষী, সুতরাং নিত্যকাল অপরাধী। পাপের ক্ষয়োন্মুখতা আছে। অপরাধ-বশে আত্মসংহার প্রভৃতি সার্ব্বকালিক পাপ ঔপাধিক বিচারকে পরিত্যাগ করে না। অপরাধ-বশে জীবের নিত্য সৌভাগ্য ও চরম কল্যাণ নিত্যকালের জন্য নষ্ট হয়। পুণ্যাদির সমাগমে পাপ বিনষ্ট হয়। কিন্তু অপরাধে পাপাপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে অধিকতর অমঙ্গল লাভ ঘটে॥ ৯৬॥

মায়াবাদ-নিরাসকারী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ জনগণই শুদ্ধ বৈদান্তিক। বিদ্ধবৈদান্তিকগণ মায়াবাদী, সুতরাং ভগবানের মায়াকে বাস্তব সত্যের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করায় তাদৃশ দোষদুষ্ট জনগণ নিত্য ভগবান্ ও ভক্তগণের চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন। নিখিল সদ্গুণসমূহ মায়াবাদীকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার আত্মধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তি লোপ করায়॥ ১০৩॥

পাছে শুনিলেন সব সন্ন্যাসীর গণ।
চলিলেন চৈতন্য নহিল দরশন ॥ ১০৭ ॥

মহাপ্রভুর প্রস্থানে মায়াবাদিগণের জল্পনা—

সর্ব্ব-বুদ্ধি হরিলেক এক নিন্দা-পাপ।
পাছেও কাহার চিত্তে না জন্মিল তাপ ॥ ১০৮ ॥
আরো বলে,—"আমরা সকল পূর্ব্বাশ্রমী।
আমা সবা সম্ভাষিয়া বিনা গেলা কেনী ? ১০৯ ॥
দুই দিন লাগি' কেনে স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া।
কেনে গেলা "বিশ্বরূপ 'ক্ষৌর' লঙ্ঘিয়া ॥"১১০ ॥

কৃষ্ণভক্তিহীন নিন্দক কাশীপতি মহাদেবের দণ্ড্য—

ভক্তিহীন হইলে এমত বুদ্ধি হয়।
নিন্দকের পূজা শিব কভু নাহি লয় ॥ ১১১ ॥
কাশীতে যে পর নিন্দে, সে শিবের দণ্ড্য।
শিব-অপরাধে বিষ্ণু নহে তার বন্দ্য ॥ ১১২ ॥

গৌরসুন্দরের বৈষ্ণবনিন্দক ব্যতীত সকলকে কৃপা—

সবার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার ॥ ১১৩ ॥
মন্তপের ঘরে কৈলা স্নান (সে) ভোজন।
নিন্দক বেদান্তী না পাইল দরশন ॥ ১১৪ ॥

চৈতন্যদণ্ডে আশঙ্কাহীন ব্যক্তি—যমদণ্ড্য—

চৈতন্যের দণ্ডে যা'র চিত্তে নাহি ভয়।
জন্মে জন্মে সেই জীব যমদণ্ড্য হয় ॥ ১১৫ ॥

অজ-ভবাদি-স্তুত গৌরসুন্দরের রতিহীন
বৈদান্তিকের সন্ন্যাসাদির নৈষ্ফল্য—

অজ, ভব, অনন্ত, কমলা সর্ব্বমাতা।
সবার শ্রীমুখে নিরন্তর যাঁ'র কথা ॥ ১১৬ ॥
হেন গৌরচন্দ্র-যশে যা'র নহে রতি।
ব্যর্থ তা'র সন্ন্যাস, বেদান্ত-পাঠে মতি ॥ ১১৭ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর বারাণসীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। শূদ্র চন্দ্রশেখর জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর রামচন্দ্রপুরীর মঠে লুকাইয়া থাকিবার কথা অবগত আছেন। রামচন্দ্রপুরী—মাধবেন্দ্রপুরীর জনৈক কপট শিষ্য, তাঁহার মায়াবাদের প্রতি প্রচুর আগ্রহ ছিল। প্রকাশ্যভাবে রামচন্দ্রপুরীর মঠে অবস্থানের কথা প্রচার করিয়া তিনি কৃষ্ণভক্তগণের সঙ্গে অন্যত্র বাস করিতেন। রামচন্দ্রপুরী সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী, সুতরাং যতি-জীবনে সেই মঠে অবস্থানে বহির্জ্জগতে দোষারোপের অবকাশ ছিল না ॥১০৫॥

বিশ্বরূপ ক্ষৌর—একদণ্ডী যতিগণের দুইমাস অন্তর পূর্ণিমা তিথিতে ক্ষৌরকার্য্য বিহিত হয়। চাতুর্ম্মাস্যের মধ্যভাগে অর্থাৎ দুইমাস অন্তে যে ক্ষৌর হয়, উহা 'বিশ্বরূপ ক্ষৌর' নামে প্রসিদ্ধ। চাতুর্ম্মাস্য-বিধিতে ক্ষৌরাদি-ভোগ নিষেধ। কিন্তু প্রত্যেক দুইমাস অন্তর ক্ষৌরা[illegible]পালন করিতে গিয়া শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা-দিবসে একদণ্ডী যতিগণের বিশেষ ক্ষৌর-বিধি আছে। তাহাতে তাঁহাদের চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ভঙ্গ হয় না। বিশ্বরূপ-ক্ষৌরান্তে শ্রীগুরুপূজা ও গীতার বিশ্বরূপ-অধ্যায় পাঠ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কৃত্য আছে। ভাদ্র শুক্লা ত্রয়োদশী-দিবসে মহাপ্রভু গোপনে লোকদৃষ্টির অন্তরালে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসিগণ জানিতেন যে, বিশ্বরূপ-ক্ষৌরের দিবস তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন পাইবেন। সন্ন্যাসিগণের ধারণা—শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদের ন্যায় মায়াবাদী সন্ন্যাসী, সুতরাং বিশ্বরূপ ক্ষৌরদিবসেও তিনি অন্যত্র গোপনে চলিয়া গেলেন জানিয়া তাঁহারা নৈরাশ্য-সাগরে পতিত হইলেন ॥ ১০৬ ॥

যাহাদিগের আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি উদিতা হয় নাই, তাহারা বিশ্বরূপ-ক্ষৌর প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় আসক্ত থাকায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ভক্তির সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারে না। কাশীপতি সদাশিব বৈষ্ণবের নিন্দাকারীর পূজা গ্রহণ করেন না ॥ ১১১ ॥

প্রভুনিন্দাকারী কাশীবাসিকে কাশীর মালিক মহাদেব দণ্ড বিধান করেন। এইরূপ দণ্ডার্হ জীব বৈষ্ণবাপরাধ-ক্রমে অপরাধী হওয়ায় বৈষ্ণবাগ্রণী মহাদেব তাহাদের অপরাধের দণ্ডবিধান-কল্পে বিষ্ণুভক্তি-রহিত করাইয়া দেন ॥ ১১২ ॥

জগতের সকলের উদ্ধার-কামনায় শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তি-প্রচার-কার্য্য, কিন্তু দুরাচার মায়াবাদী বৈষ্ণবনিন্দকের উদ্ধারে মহাপ্রভুর-করুণা ছিল না। তিনি বরং স্ত্রৈণ-মদ্যপের আতিথ্য-গ্রহণের লীলাভিনয় করিলেন; তথাপি বৈষ্ণব-

মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের সন্তরণযোগে অদ্বৈত-ভবনে যাত্রা—

হেন মতে দুই প্রভু আপন-আনন্দে।
সুখে ভাসি' চলিলেন জাহ্নবী-তরঙ্গে ॥ ১১৮ ॥

মহাপ্রভুর হুঙ্কারপূর্ব্বক অদ্বৈত-তত্ত্ব কথন ও তাঁহাকে শাস্তি-প্রদানে সঙ্কল্প—

মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর করয়ে হুঙ্কার।
'মুঞি সেই, মুঞি সেই' বলে বার বার ॥ ১১৯ ॥
"মোহারে আনিল নাড়া শয়ন ভঙ্গিয়া।
এখানে বাখানে 'জ্ঞান' ভক্তি লুকাইয়া ॥ ১২০ ॥
তার শাস্তি করোঁ আজি দেখ পরতেকে।
কেমতে দেখুক আজি জ্ঞান যোগ রাখে ॥"১২১॥
তর্জ্জে গর্জ্জে মহাপ্রভু, গঙ্গাস্রোতে ভাসে।
মৌন হই' নিত্যানন্দ মনে মনে হাসে ॥ ১২২ ॥

অনন্ত ও মুকুন্দের সহিত গঙ্গায় ভাসমান গৌরনিত্যানন্দের উপমা—

দুই প্রভু ভাসি' যায় গঙ্গার উপরে।
অনন্ত মুকুন্দ যেন ক্ষীরোদসাগরে ॥ ১২৩ ॥

অদ্বৈত-প্রভুর গৌরসুন্দরের নিকট হইতে শাস্তি লাভাশায় মায়াবাদের আদর—

ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
বুঝিলেন চিত্তে মোর হইবেক ফল ॥ ১২৪ ॥
'আইসে ঠাকুর ক্রোধে' অদ্বৈত জানিয়া।
জ্ঞানযোগ বাখানে' অধিক মত্ত হইয়া ॥ ১২৫ ॥
চৈতন্য-ভক্তের কে বুঝিতে পারে লীলা।
গঙ্গাপথে দুইপ্রভু আসিয়া মিলিলা ॥ ১২৬ ॥

মহাপ্রভুর আগমনে অদ্বৈতের মায়াবাদ-ব্যাখ্যায় মত্ততা—

ক্রোধমুখ বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
দেখয়ে' অদ্বৈত দোলে জ্ঞানানন্দ-রঙ্গে ॥ ১২৭ ॥

অচ্যুত, হরিদাস ও অদ্বৈত-গৃহিণীর প্রভু-প্রণাম—

প্রভু দেখি হরিদাস দণ্ডবৎ হয়।
অচ্যুত প্রণাম করে অদ্বৈত-তনয় ॥ ১২৮ ॥
অদ্বৈত-গৃহিণী মনে মনে নমস্করে।
দেখিয়া প্রভুর মূর্ত্তি চিন্তিত অন্তরে ॥ ১২৯ ॥

বিশ্বম্ভরের তাৎকালিক মূর্ত্তি-দর্শনে সকলের ভীতি—

বিশ্বম্ভর-তেজঃ যেন কোটি-সূর্য্যময়।
দেখিয়া সবার চিত্তে উপজিল ভয় ॥ ১৩০ ॥

অদ্বৈত-প্রভুর গৌর-প্রশ্নে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা কথন ও মহাপ্রভুর অদ্বৈতকে প্রহার—

ক্রোধমুখে বলে প্রভু—"আরে আরে নাড়া।
বল দেখি জ্ঞান-ভক্তি দুইতে কে বাড়া ?"১৩১ ॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"সর্ব্বকাল বড় 'জ্ঞান'।
যার নাহি জ্ঞান, তা'র ভক্তিতে কি কাম ?'১৩২॥

বিদ্বেষী মায়াবাদী বৈদান্তিককে স্বীয় স্বরূপ-দর্শনের সৌভাগ্য দিলেন না ॥ ১১৩ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব মায়াবাদী বৈদান্তিকগণের সহিত অসহযোগ নীতি অবলম্বন করিয়া তাহাদের দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। এরূপ তীব্রদণ্ডে যাহার আতঙ্ক নাই, তাহাদিগকে প্রতিজন্মে যম প্রচুর পরিমাণে শাসন করিয়া থাকেন। সকল দেবই ভগবানের সেবক, তাঁহারা সর্ব্বদা ভগবানের কথাই গান করিয়া থাকেন। দেব-দ্বিজ-সেবাবিমুখ জনগণ কখনই শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আসক্ত হইতে পারেন না। শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মে অত্যাসক্তি না থাকিলে নিরর্থক কেবলাদ্বৈত-বিচারপরায়ণ হওয়া সর্ব্বতোভাবে অপ্রয়োজনীয়। শ্রীমহাপ্রভুর সেবারহিত জনগণের মায়াবাদ-বেদান্তপাঠ, বিষ্ণুভক্তি-রহিত হওয়া ও বহির্জ্জগতের ভোগপ্রবৃত্তি হইতে বিরত হওয়া—সকলই অকর্ম্মণ্য ও বৃথা ॥ ১১৫ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত মুকুন্দের উপমা, নিত্যানন্দের সহিত অনন্তের সাদৃশ্য—ক্ষীরবারিতে বিষ্ণুর শয়ন, এখানে গঙ্গোদকে গৌরনিত্যানন্দের ভাসমান অবস্থা ॥ ১২৩ ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট হইতে শাসনরূপে প্রচুর কৃপালাভের আশায় ভক্তিবিরোধী মায়াবাদের আদরে দোদুল্যমান হইলেন, সুতরাং মহাপ্রভু নিত্যানন্দের সহিত তথায় আগমন করিয়া ভক্তিবিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিলেন ॥ ১২৭ ॥

সেইকালে হরিদাস ঠাকুর শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। অদ্বৈত-তনয় অচ্যুতানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস উভয়ে মহাপ্রভুর আগমনে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন ॥ ১২৮ ॥

'জ্ঞান—বড়' অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
ক্রোধে বাহ্য পাসরিল শচীর নন্দন ॥ ১৩৩ ॥
পিড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া ॥ ১৩৪ ॥

অদ্বৈত-গৃহিণীর মহাপ্রভুকে নিবারণ-চেষ্টা, নিত্যানন্দের হাস্য এবং হরিদাসের ভীতি—

অদ্বৈতগৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা।
সর্ব্বতত্ত্ব জানিয়াও করয়ে ব্যগ্রতা ॥ ১৩৫ ॥
"বুড়া বিপ্র, বুড়া বিপ্র, রাখ রাখ প্রাণ।
কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান? ১৩৬ ॥
এত বুড়া বামনেরে, আর কি করিয়া?
কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিবা ॥"১৩৭॥
পতিব্রতা-বাক্য শুনি' নিত্যানন্দ হাসে।
ভয়ে 'কৃষ্ণ' সঙরয়ে প্রভু হরিদাসে ॥ ১৩৮ ॥

মহাপ্রভুর সক্রোধে নিজতত্ত্ব কথন—

ক্রোধে প্রভু পতিব্রতা-বাক্য নাহি শুনে।
তর্জ্জে গর্জ্জে অদ্বৈতেরে সদন্ত-বচনে ॥ ১৩৯ ॥

শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীর-সাগরের মাঝে।
আরে নাড়া নিদ্রা-ভঙ্গ মোর তোরে কাজে ॥১৪০॥
ভক্তি প্রকাশিলি তুই আমারে আনিয়া।
এবে বাখানিস জ্ঞান ভক্তি লুকাইয়া ॥ ১৪১ ॥
যদি লুকাইবি ভক্তি, তোর চিত্তে আছে।
তবে মোর প্রকাশ করিলি কোন্ কাজে? ১৪২॥
তোমার সঙ্কল্প মুঞি না করি অন্যথা।
তুমি মোরে বিড়ম্বনা করহ সর্ব্বথা? ১৪৩ ॥
অদ্বৈত এড়িয়া প্রভু বসিলা দুয়ারে।
প্রকাশে আপন তত্ত্ব করিয়া হুঙ্কারে ॥ ১৪৪ ॥
"আরে আরে কংস যে মারিল, সেই মুঞি।
"আরে নাড়া সকল জানিস্ দেখ তুই ॥ ১৪৫ ॥
অজ, ভব, শেষ, রমা করে মোর সেবা।
মোর চক্রে মরিল শৃগাল-বাসুদেবা ॥ ১৪৬ ॥
মোর চক্রে বারানসী দহিল সকল।
মোর বাণে মরিল রাবণ মহাবল ॥ ১৪৭ ॥
মোর চক্রে কাটিল বাণের বাহুগণ।
মোর চক্রে নরকের হইল মরণ ॥ ১৪৮ ॥

বহির্ব্বিচারে অদ্বৈত-পত্নীদ্বয় মহাপ্রভুকে বাহিরে নমস্কার অভিবাদন না জানাইয়া মনে মনে অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আনুগত্য স্বীকার করিলেন ॥ ১২৯ ॥

মহাপ্রভুর প্রশ্নে জ্ঞান ও ভক্তির তারতম্য-নির্দ্দেশে অদ্বৈতপ্রভু ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য আছে, জানাইলেন এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তির ভক্তিপথে থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, ইহাও বলিলেন ॥ ১৩২ ॥

ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের মহিমা অধিক বলায় মহাপ্রভু লোকশিক্ষার জন্য অদ্বৈতকে পিঁড়া হইতে প্রাঙ্গণে আনিয়া ভূমিশায়ী করিয়া প্রচুর পরিমাণে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩৪ ॥

অদ্বৈতপত্নী বলিলেন, অদ্বৈত অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণবধের নিষেধ আছে। অত্যন্ত প্রহার ফলে যদি ব্রহ্মবধ হইয়া যায়, তাহা হইলে তজ্জন্য ঘাতকের অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া সহজসাধ্য হইবে না ॥ ১৩৭ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ধরাধামে অবতরণ করাইয়া শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু ভক্তির মহিমা প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে ভগবানের সেবাপ্রবৃত্তিকে আবরণ করিয়া জ্ঞানের ব্যাখ্যায় লোককে প্ররোচনা করায় তাঁহার পূর্ব্ব উদ্দেশ্য নষ্ট হইতেছে, —একথা মহাপ্রভু জানাইলেন ॥ ১৪১ ॥

অদ্বৈত প্রভুকে প্রহার করিতে বিরত হইয়া তিনি তাঁহার দ্বারদেশে উপবেশনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে নিজ বিচিত্র লীলার কথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪৪ ॥

যিনি কংস বধ করিয়াছেন, তিনিই ভগবান্ গৌরসুন্দর —একথা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ভাল করিয়া জানেন ॥ ১৪৫ ॥

ব্রহ্মা, শিব, অনন্তদেব, লক্ষ্মী প্রভৃতি সকলে ভগবানেরই সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ সুদর্শন-চক্র-দ্বারা শৃগাল বাসুদেবের সংহার করিয়াছিলেন ॥ ১৪৬ ॥

তথ্য। শৃগাল বাসুদেব—ভাঃ ১০।৬৬ অঃ এবং ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১২১ অঃ আলোচ্য ॥ ১৪৬ ॥

তথ্য। ভাঃ ১০।৬৩ অঃ ও ১০।৫৯ অঃ আলোচ্য ॥১৪৮॥

মুঞি সে ধরিলুঁ গিরি দিয়া বাম হাত।
মুঞি সে আনিলুঁ স্বর্গ হৈতে পারিজাত ॥ ১৪৯॥
মুঞি সে ছলিলুঁ বলি, করিলুঁ প্রসাদ।
মুঞি সে হিরণ্য মারি' রাখিলুঁ প্রহ্লাদ ॥"১৫০॥
এই মত প্রভু নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে।
শুনিয়া অদ্বৈত প্রেমসিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥ ১৫১ ॥

মহাপ্রভুর নিকটে শাস্তি-লাভে অদ্বৈতের নৃত্য ও প্রভুপ্রতি উক্তি—

শাস্তি পাই, অদ্বৈত পরমানন্দময়।
হাতে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয় ॥ ১৫২ ॥
"যেন অপরাধ কৈলুঁ, তেন শাস্তি পাইলুঁ।
ভালই করিলা প্রভু অল্পে এড়াইলুঁ ॥ ১৫৩ ॥
এখন সে ঠাকুরাল বুঝিলুঁ তোমায়।
দোষ-অনুরূপ শাস্তি করিলা আমায় ॥ ১৫৪ ॥
ইহাতে সে প্রভু ভৃত্যে চিত্তে বল পায়।"
বলিয়া আনান্দে নাচে শান্তিপুর-রায় ॥ ১৫৫ ॥
আনন্দে অদ্বৈত নাচে সকল অঙ্গনে।
ভ্রুকুটি করিয়া বলে প্রভুর চরণে ॥ ১৫৬ ॥
"কোথা গেল এবে মোরে তোমার সে স্তুতি?
কোথা গেল এবে তোর সে সব ঢাঙ্গাতি? ১৫৭ ॥
দুর্ব্বাসা না হও মুঞি যারে কদর্থিবে।
যার অবশেষ-অন্ন সর্ব্বাঙ্গে লেপিবে ॥ ১৫৮ ॥
ভৃগুমুনি নহুঁ মুঞি, যার পদধূলী।
বক্ষে দিয়া 'শ্রীবৎস' হইবা কুতূহলী ॥ ১৫৯ ॥
মোর নাম অদ্বৈত—তোমার শুদ্ধ দাস।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ ॥১৬০॥
উচ্ছিষ্ট-প্রভাবে নাহি গণোঁ তোর মায়া।
করিলা ত শাস্তি, এবে দেহ পদছায়া ॥"১৬১ ॥

অদ্বৈতের প্রভুপাদপদ্মে পতন—

এত বলি ভক্তি করি, শান্তিপুর-নাথ।
পড়িলা প্রভুর পদ লইয়া মাথাত ॥ ১৬২ ॥

মহাপ্রভুর অদ্বৈতকে ক্রোড়ে ধারণ এবং সকলের প্রেমক্রন্দন—

সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈল বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে কোলে করি' কান্দয়ে নির্ভর ॥১৬৩॥
অদ্বৈতেরে ভক্তি দেখি' নিত্যানন্দ-রায়।
ক্রন্দন করয়ে যেন নদী বহি' যায় ॥ ১৬৪ ॥
ভূমিতে পাড়িয়া কান্দে প্রভু হরিদাস।
অদ্বৈতগৃহিণী কান্দে, কান্দে যত দাস ॥ ১৬৫ ॥
কান্দয়ে, অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত-তনয়।
অদ্বৈত-ভবন হৈল কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ১৬৬ ॥

মহাপ্রভুর অদ্বৈতকে বরদান—

অদ্বৈতেরে মারিয়া লজ্জিত বিশ্বম্ভর।
সন্তোষে আপনে দেন অদ্বৈতেরে বর ॥ ১৬৭ ॥

তথ্য। ভাঃ ১০।২৫ ও ১০।৫৯ অঃ আলোচ্য ॥ ১৪৯ ॥

তথ্য—ভাঃ ৮।১৮-২৩ অঃ এবং ৭।৮ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ১৫০ ॥

ঢাঙ্গাতি—ঢঙ্গত্ব। অদ্বৈত বলিলেন,—আমা-প্রতি তোমার সে-সকল স্তুতি এখন কোথায় গেল? আমি অভক্তি-পথ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে তুমি আমাকে স্তুতি করিবার পরিবর্ত্তে প্রহার করিলে। আমি তোমার নিকট হইতে কোনদিন সেবা চাই না, তোমাকেই সেবা করিতে চাই। তুমি ঢঙ্গ-বিচারে আমাকে অবৈধভাবে স্তব করিয়াছ, এখন তাহা ত' রাখিতে পারিলে না। আমি তোমার নিত্য সেবক, তুমি আমার নিত্য প্রভু, সেবককে স্তব করা তোমার উচিত নহে। সেবককে শাসন করা ও তাহার স্তব গ্রহণ করাই তোমার স্বভাব। তাহা গোপন করিয়া আমাকে অবৈধভাবে যে স্তব করিয়াছ, এখন সেই স্তবের পরিবর্ত্তে যেরূপ শাসন করিলে, এরূপ করাই তোমার উচিত ॥ ১৫৭ ॥

আমি তোমার নিত্য দাস, দুর্ব্বাসার ন্যায় ভগবান্ ও ভক্তের নির্য্যাতনকারী নহি। যদি আমি দুর্ব্বাসার ন্যায় প্রকৃত প্রস্তাবে হরিভক্তির বিদ্বেষ করিতাম, তাহা হইলে তোমার আমাকে গর্হণ করা উচিত হইত, কিন্তু আমি তোমার ভক্ত।

পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, দুর্ব্বাসার উচ্ছিষ্ট অন্ন ভগবান স্বীয় গাত্রে লেপন করিয়াছিলেন ॥ ১৫৮ ॥

তথ্য। ভাঃ ১০।৮৯ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ১৫৯ ॥

তথ্য—ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ। উচ্ছিষ্ট-ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥১৬১॥ (ভাঃ ১১।৬।৪৬)

"তিলার্দ্ধেকো যে তোমার করয়ে আশ্রয়।
সে কেনে পতঙ্গ, কীট, পশু, পক্ষী নয় ॥ ১৬৮ ॥
যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ।
তথাপি তাহারে মুঞিঃ করিব প্রসাদ ॥" ১৬৯ ॥

বর-শ্রবণে অদ্বৈতের ক্রন্দন ও উক্তি—

বর শুনি, কান্দয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
চরণে ধরিয়া কহে করিয়া বিনয় ॥ ১৭০ ॥
"যে তুমি বলিলা প্রভু কভু মিথ্যা নয়।
মোর এক প্রতিজ্ঞা শুনহ মহাশয় ॥ ১৭১ ॥

গৌরসেবাত্যাগী অদ্বৈত-ভক্তের সংহার-প্রাপ্তি—

যদি তোরে না মানিয়া মোরে ভক্তি করে।
সেই মোর ভক্তি তবে তাহারে সংহারে ॥১৭২॥

গৌরপাদপদ্মে প্রীতিহীন অদ্বৈত-পুত্র-শিষ্যবর্গ অদ্বৈতের ত্যাজ্য—

যে তোমার পাদপদ্ম না করে ভজন।
তোরে না মানিলে কভু নহে মোর জন ॥১৭৩॥
যে তোমারে ভজে প্রভু সে মোর জীবন।
না পারো সহিতে মুঞিঃ তোমার লঙ্ঘন ॥১৭৪॥
যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর।
'বৈষ্ণবাপরাধী, মুঞিঃ না দেখোঁ গোচর ॥ ১৭৫ ॥

গৌরবিমুখ ইতর দেবপূজকের তত্তদ্দেবতা কর্ত্তৃক বিনাশ-প্রাপ্তি, দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সুদক্ষিণ-উপাখ্যান বর্ণন—

তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটি-দেব ভজে।
সেই দেব তাহারে সংহারে কোন ব্যাজে ॥১৭৬॥
মুঞিঃ নাহি বলো এই বেদের বাখান।
সুদক্ষিণ-মরণ তাহার পরমাণ ॥ ১৭৭ ॥

সুদক্ষিণের শিবারাধনা—

সুদক্ষিণ নাম—কাশীরাজের নন্দন।
মহা-সমাধিয়ে শিব কৈল আরাধন ॥ ১৭৮ ॥

শিবের সুদক্ষিণকে বর-দান, অভিচার-যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষ নিষেধ—

পরম সন্তোষে শিব বলে—'মাগ বর।
পাইবে অভীষ্ট, অভিচার যজ্ঞ কর ॥ ১৭৯ ॥
বিষ্ণুভক্ত-প্রতি যদি কর অপমান।
তবে সেই যজ্ঞে তোর লইব পরাণ ॥ ১৮০ ॥

অদ্বৈত বলিলেন,—'হে প্রভো বিশ্বম্ভর, তোমার সেবা পরিত্যাগ করিয়া আমার শিষ্যনাম-ধারী ও অধস্তন পুত্রগণ যদি আমার সেবা করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, তাহা হইলে তাহাদের তাদৃশী ভক্তি তাহাদিগকে সংহার করুক, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা।' শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য দাস মনে না করিয়া তাঁহাকে 'বিষ্ণু' বুদ্ধি করত গৌরসুন্দরকে 'লক্ষ্মী' বুদ্ধি করায় অদ্বৈতের মূঢ় শিষ্যবর্গ অথবা অনভিজ্ঞ অধস্তন সন্তানগণ ভক্তি হইতে বিচ্যুত হন, ও নিজেদের সর্ব্বনাশ আনয়ন করেন ॥ ১৭২ ॥

হে বিশ্বম্ভর আমি কখনই কোন ব্যক্তিকে আমার নিজ জন বলিয়া পরিচয় দিব না—যাহাদের তোমার চ[illegible]বায় সর্ব্বতোভাবে প্রীতি নাই, আমি সেই সকল পুত্র অধস্তন, ও শিষ্যবর্গকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। শ্রীঅদ্বৈত-বংশে এবং সেই বংশীয় জনগণের শিষ্যবর্গে অদ্যাপি অদ্বৈতের ত্যাজ্য-পুত্রত্ব ও ত্যাজ্য-শিষ্যত্ব-বিচার গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগৎ সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। অদ্বৈত-প্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য ও অধস্তন সকলেই পণ্ডিত গদাধরের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। অদ্বৈতের বিরোধী পুত্র ও শিষ্যগণ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর বিচার গ্রহণ করেন নাই ও তাঁহাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিয়া জানিতে পারেন নাই ॥ ১৭৩ ॥

মহাপ্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার করায় মূঢ় অদ্বৈতবাদীগণ বিশ্বম্ভরকে বিষয়-বিগ্রহ মনে না করিয়া আশ্রয়-বিগ্রহ মনে করে। উহাতে বিশ্বম্ভরের মর্য্যাদা লঙ্ঘন হয় এবং নিজ নির্ব্বুদ্ধিতা-ক্রমে বিষ্ণুবংশ হইবার অবৈধ চেষ্টা করিলে ত্যাজ্য বংশ ও শিষ্য-পরিচয় মাত্র অবশিষ্ট থাকে। চৈতন্যের অকৃত্রিম সেবকগণই পরম ভক্ত। মহাপ্রভুর নিজ-সেবক অদ্বৈত—প্রভুর জীবন-সদৃশ প্রিয়। যে ব্যক্তি বিষয়-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অপস্বার্থ-পোষণের জন্য অদ্বৈত-মহিমা নিযুক্ত করেন, তিনি ভগবানের অনুগ্রহ-লাভে চিরদিন বঞ্চিত হইয়া আত্মম্ভরী, দাম্ভিক ও প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ হন। অদ্যাপি কেহ কেহ অদ্বৈত-বংশ

শিবাজ্ঞায় সুদক্ষিণের অভিচার-যজ্ঞ—

শিব কহিলেন ব্যাজে, সে ইহা না বুঝে।
শিবাজ্ঞায় অভিচার-যজ্ঞ গিয়া ভজে ॥১৮১॥

অভিচার-যজ্ঞে ত্রিশির-মূর্ত্তির আবির্ভাব ও তাহাকে দ্বারকা-দাহনে সুদক্ষিণের আদেশ—

যজ্ঞ হৈতে উঠে এক মহা ভয়ঙ্কর।
তিন কর, চরণ, ত্রিশির-রূপ ধর ॥১৮২॥
তালজঙ্ঘ পরমাণ বলে—'বর মাগ।'
রাজা বলে—'দ্বারকা পোড়াও মহাভাগ' ॥১৮৩॥

শৈব-মূর্ত্তির সদুঃখে দ্বারকা-গমন, সুদর্শনের তাহাকে আক্রমণ এবং শৈব-মূর্ত্তির সুদর্শন-স্তব—

শুনিয়া দুঃখিত হৈল মহা-শৈব-মূর্ত্তি।
বুঝিলেন ইহার ইচ্ছার নাহি পূর্ত্তি ॥১৮৪॥
অনুরোধে গেলা মাত্র দ্বারকার পাশে।
দ্বারকা-রক্ষক চক্র খেদাড়িয়া আসে ॥১৮৫॥
পলাইলে না এড়াই সুদর্শন-স্থানে।
মন্ত্রে শৈব পড়ি' বলে চক্রের চরণে ॥১৮৬॥
"যারে পলাইতে নাহি পারিল দুর্ব্বাসা।
নারিল রাখিতে অজ-ভব-দিগ্‌বাসা ॥১৮৭॥
হেন মহা-বৈষ্ণব-তেজের স্থানে মুঞি।
কোথা পলাইব প্রভু যে করিস্ তুই ॥১৮৮॥
জয় জয় প্রভু মোর সুদর্শন নাম।
দ্বিতীয় শঙ্কর-তেজ জয় কৃষ্ণধাম ॥১৮৯॥
জয় মহাচক্র, জয় বৈষ্ণবপ্রধান।
জয় দুষ্ট-ভয়ঙ্কর, জয় শিষ্টত্রাণ ॥" ১৯০॥

সুদর্শনাজ্ঞায় শৈবমূর্ত্তির সুদক্ষিণকে দাহন—

স্তুতি শুনি' সন্তোষে বলিল সুদর্শন।
পোড়া গিয়া যথা আছে রাজার নন্দন ॥১৯১॥
পুনঃ সেই মহা-ভয়ঙ্কর বাহুড়িয়া।
চলিলা কাশীর রাজপুত্র পোড়াইয়া ॥১৯২॥

পরিচয় দিয়া শুদ্ধভক্তের শুদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠাশা বলিয়া স্থাপন করিতে যত্ন করেন। তাহাতে তাঁহাদের অবৈধ দাম্ভিকতা প্রকাশিত হয় মাত্র। ঐ প্রকার দাম্ভিকগণ ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া আপনাদিগকে বিষ্ণুবংশ ও তদ্‌বংশের দাসাভিমানী বৈষ্ণব মনে করিয়া প্রতিষ্ঠাশা-সাগরের অতল জলধিতে নিমগ্ন হন; অদ্বৈত প্রভু তাহাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া সদ্‌বুদ্ধি দিউন। ইহাই শুদ্ধভক্ত-জগতের একমাত্র প্রার্থনীয় ॥ ১৭৪ ॥

শ্রীঅদ্বৈতের পুত্র বা শিষ্যব্রুব জনগণ শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শুদ্ধদাসগণের প্রতি অপরাধ-বিশিষ্ট হইলে অদ্বৈত প্রভু তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গ ও কৃপা বিচ্ছিন্ন করেন, ইহা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর উক্তি হইতেই জানা যায়। তাঁহার প্রকট-কালে ও তৎকালাবধি বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত তাঁহার ত্যাজ্য-পুত্রদলে ও তাঁহাদের অধস্তন শিষ্যসম্প্রদায়ে শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীচৈতন্যদেবের কোন সম্বন্ধই নাই। তাঁহারা আপনা-দিগের অবৈষ্ণব পরিচয়ের অদ্যাপি বহুমানন করেন ॥১৭৫॥

অনর্পিতচরী স্বভক্তি-শ্রী-প্রচার-বাসনায় শ্রীভগবানের ভক্তভাবাঙ্গীকার—করুণার অকৃত্রিম আদর্শ। সেই পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিত শ্রীগৌরহরির সেবা পরিত্যাগ করিয়া যে-সকল দেবানুভূতিতে প্রেমভক্তির অমর্য্যাদা দৃষ্ট হয়, তাদৃশ কোটি কোটি দেবগণের মর্য্যাদা কখনই বিশ্বম্ভর-লঙ্ঘন-জনিত অপরাধ প্রশমিত করিতে পারে না। শ্রীগৌর-বিমুখ পণ্ডিতম্মন্য জনগণ যতই না কেন বিভিন্ন পবিত্র দেবতার পূজায় মত্ত হউন, সেই পূজ্যবস্তু-সকলই তাঁহাদের বিপথগামী স্তাবককে কোন না কোন ছলনায় বিনষ্ট করেন ॥ ১৭৬ ॥

শ্রীবেদব্যাস-রচিত পুরাণ-সমূহ আকর বেদশাস্ত্রের ঐতিহ্যের বিস্তৃতি মাত্র। পুরাণাদি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। উহাই ঐতিহ্যের সুগম আলোচ্য বিষয়। প্রাচীন দেব-ভাষা-লিখিত বেদ-সমূহের আদর শ্লথ হওয়ায় এবং সেইগুলি কালের কবলে কবলিত হওয়ায় আর নয়নগোচর হইতেছে না বলিয়া পুরাণগুলিকে বেদ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা অনভিজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। বেদ ব্যাখ্যামূলে ঐতিহ্য পুরাণে সংগৃহীত হইয়াছে। সেই পুরাণে (ভাঃ ১০।৬৬অঃ) সুদক্ষিণের মরণ-বৃত্তান্ত অদ্বৈতের উক্তিসমূহের প্রমাণ বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ১৭৭ ॥

মহা-সমাধিয়ে—মহা-সমাধি অবলম্বন করিয়া ॥ ১৭৮ ॥

অভিচার-যজ্ঞ—অথর্ব্ববেদোক্ত মারণ-উচাটনাদি হিংসা-কর্ম্ম। তন্ত্রেও মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচাটন,

শ্রীচৈতন্যদাসগণের বিদ্বেষী অদ্বৈত-ভক্তের অদ্বৈত কর্ত্তৃক বিনাশ-প্রাপ্তি—

তোমারে লঙ্ঘিয়া প্রভু শিবপূজা কৈল।
অতএব তার যজ্ঞে তাহারে মারিল ॥১৯৩॥
তেঞি সে বলিলুঁ প্রভু তোমারে লঙ্ঘিয়া।
মোর সেবা করে তারে মারি পোড়াইয়া ॥১৯৪॥
তুমি মোর প্রাণনাথ, তুমি মোর ধন।
তুমি মোর পিতা-মাতা, তুমি বন্ধুজন ॥১৯৫॥
যে তোরে লঙ্ঘিয়া করে মোরে নমস্কার।
সে জন কাটিয়া শির করে প্রতিকার ॥১৯৬॥

কৃষ্ণলঙ্ঘনকারী ইতর-দেবপূজক সত্রাজিতাদির দৃষ্টান্ত—

সূর্য্যের সাক্ষাৎ করি রাজা সত্রাজিৎ।
ভক্তি-বশে সূর্য্য তান হইলা বিদিত ॥১৯৭॥
লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা আজ্ঞা-ভঙ্গ-দুঃখে।
দুই ভাই মারা যায়, সূর্য্য দেখে সুখে ॥১৯৮॥
বলদেব-শিষ্যত্ব পাইয়া দুর্য্যোধন।
তোমারে লঙ্ঘিয়া পায় সবংশে মরণ ॥১৯৯॥
হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিয়া' তোমারে গেল সবংশে সংহার ॥২০০॥
শিরশ্ছেদি, শিব পূজিয়াও দশানন।
তোমা লঙ্ঘি' পাইলেক সবংশে মরণ ॥২০১॥

শ্রীচৈতন্যদেবই—সকল দেবতার মূল আকর ও সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর; ব্যক্তাব্যক্ত জগৎ সকলই তাঁহার দাস—

সর্ব্ব-দেবমূল তুমি সবার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত—সব তোমার কিঙ্কর ॥২০২॥

বশীকরণ প্রভৃতি অভিচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এতন্নিবন্ধন দেবীর পূজা ও হোমাদির বিধান আছে ॥ ১৭৯ ॥

যিনি শ্রীচৈতন্যদাসগণের বিদ্বেষ করিতে উদ্গ্রীব হন এবং অদ্বৈতের সম্বন্ধ লইয়া 'সেবক' পরিচয় দিতে যান, তাঁহাকে অদ্বৈত সুদক্ষিণের ন্যায় বিদগ্ধ করেন। যে স্তাবকগণ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিয়া থাকেন, অদ্বৈত প্রভু বা মহাদেব কখনই তাদৃশ স্তাবকবর্গের পূজা গ্রহণ করেন না। আজও দাম্ভিক-সম্প্রদায় ভক্তির বিদ্বেষ করিবার জন্য দম্ভবশে প্রতিযোগি-সম্মেলন ও প্রতিযোগি-কীর্ত্তন-প্রচারাদি সম্পাদন করিবার যত্ন করে, কিন্তু কীর্ত্তনীয়-বিগ্রহ বিষ্ণু-বৈষ্ণব তাহাদিগকে অপস্বার্থে নিয়োগ করিয়া বৈষ্ণব-সেবা-বুদ্ধি হইতে অনন্ত কালের জন্য সংহার করিয়া থাকেন। তাহারা নিজ আচরণ-দ্বারাই কাম-ক্রোধের দাস হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করে, সুতরাং শুদ্ধভক্তি চিরতরে তাহাদিগকে বিদায় দান করে ॥ ১৯৪ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরকে অনেকে ভ্রান্ত-বিচারে আশ্রয়-জাতীয় মাতৃ-বিগ্রহ, আশ্রয়-জাতীয় পিতৃ-বিগ্রহ, আশ্রয়জাতীয় বন্ধু-বিগ্রহ প্রভৃতি মনে করেন; কিন্তু অদ্বৈত-প্রভু গৌরসুন্দরকে জাগতিক সকল পরিচয় হইতে পৃথক্ বুদ্ধি করিয়া লোকাতীত পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, ধনত্ব, প্রাণনাথত্বে স্থাপন করিলেন। প্রাপঞ্চিক সম্বন্ধগুলি অনুপাদেয় ভোগ-প্রতীতি-মাত্রে অবস্থিত, উহাতে সেবা-গন্ধ মাত্র নাই। প্রাকৃত-সহজিয়ার কান্তভাব, প্রাকৃত-সহজিয়া-ধনীর ধন, প্রাকৃত-সহজিয়া-পুত্রের পিতামাতা, বন্ধু—সকলগুলিই ভোগাকাঙ্ক্ষে আবদ্ধ। তাহারা ভোগমুক্ত হইবার জন্য ত্যাগাকাশ শূন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নির্ব্বিশেষবাদী হয়, কিন্তু যাঁহারা জগতের সকল প্রকার আশ্রয়-জাতীয় প্রতীতিসমূহে বৈষ্ণব-বুদ্ধি করেন, তাঁহারা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা ভোগবুদ্ধি হইতে নিত্যকালের জন্য পৃথক্ হইতে পারেন। বৈষ্ণব-দর্শনে নিজ প্রাপঞ্চিক ভোগবুদ্ধি নাই; দৃশ্য পদার্থে 'ভোগ্য' জ্ঞান নাই, পরন্তু ভোগের পরিবর্ত্তে সেব্যবুদ্ধি প্রবল ॥ ১৯৫ ॥

বদ্ধজীবসমূহ ত্রিগুণের আবরণে কর্ম্মসমূহকে প্রাকৃত ভূমিকায় পাড়িয়া ফেলিয়া নিজে ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ-পূর্ব্বক যে সেবা বা অহঙ্কার-পরিত্যাগের অভিনয় করে, উহা সেব্যের অপমান মাত্র। সেবা-রহিত দর্শন—ভোগোন্মুখ জীবের হরিসেবা-বিমুখতা মাত্র। তজ্জন্য যে ভক্তির ভান জড়ীয় পিতা, মাতা, বন্ধু, কান্ত প্রভৃতিতে বিহিত হয়, সেইগুলি সেব্য বস্তুকে সেবকরূপে পরিণত করিবার দুষ্ট আচরণ মাত্র। সেবোন্মুখ দর্শন ব্যতীত যে সেবকাভিনয়, উহা সেব্যের শিরশ্ছেদন মাত্র অর্থাৎ সেব্যের উপর আধিপত্য-বিস্তার ॥ ১৯৬ ॥

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণে সেবা-বিমুখ ব্যক্তির কৃষ্ণদাস দেবগণের পূজা-ফলে তত্তদ্দেবতা কর্ত্তৃক বিনাশ-প্রাপ্তি—

প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা খাই' সেই দাস তাহারে সংহারে ॥২০৩॥

বিষ্ণুকে লঙ্ঘন পূর্ব্বক শিবাদির পূজা বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ পূর্ব্বক পল্লবাদির সেবনকার্য্যবৎ—

তোমারে লঙ্ঘিয়া যে শিবাদি-দেব ভজে।
বৃক্ষমূল কাটি' যেন পল্লবেরে পূজে ॥২০৪॥

যজ্ঞাদি-সর্ব্বমূল গৌরসুন্দরের উপেক্ষাকারীর পূজা অদ্বৈতের অগ্রাহ্য—

বেদ, বিপ্র, যজ্ঞ, ধর্ম্ম—সর্ব্বমূল তুমি।
যে তোমা না ভজে, তা'র পূজ্য নহি আমি॥২০৫॥

অদ্বৈতের বাক্যে মহাপ্রভুর উক্তি—

মহাতত্ত্ব অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
হুঙ্কার করিয়া বলে শ্রীশচীনন্দন ॥২০৬॥

কৃষ্ণভক্তকে লঙ্ঘন পূর্ব্বক বিষ্ণু-পূজা—বিষ্ণু-অঙ্গে আঘাত করা মাত্র—

"মোর এই সত্য সবে শুন মন দিয়া।
যে আমারে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া ॥২০৭॥
সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি-হেন পোড়ে ॥২০৮॥

আধ্যক্ষিক জ্ঞানে ভক্তনিন্দা দ্বারা ভগবৎকর্ত্তৃকসংহার-প্রাপ্তি—

যে আমার দাসের সকৃৎ নিন্দা করে।
মোর নাম কল্পতরু সংহারে তাহারে ॥২০৯॥

হে বিশ্বম্ভর চৈতন্যদেব, তুমি সকল দেবতার মূল আকর। তুমি সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর। তুমি প্রেমময় বিগ্রহ। অব্যক্ত ও ব্যক্ত জগৎ সকলই তোমার বিভিন্ন আধিকারিক সেবা লইয়া ভৃত্যের কার্য্য করে। তোমার কতিপয় ভৃত্য হরিসেবা-বিমুখ জীবগণের ইন্ধন-স্বরূপ হইয়া তাহাদিগের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের গোচরীভূত বস্তুরূপে পরিণত হয়। সেই সকল লুব্ধ অনভিজ্ঞ জন পরমেশ্বরের প্রতি সেবাচেষ্টা প্রদর্শন না করিয়া হরিসেবা-বৈমুখ্যকেই সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত মনে করে। কিন্তু সেইসকল বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত দৃশ্যাদৃশ্য সকল বস্তুই যে তোমার সেবায় নিযুক্ত, তুমি যে সেব্যবস্তু, সেই তোমাকে অনাদর করিতে শিখাইয়া বিপথগামী করে। তাদৃশ আধিকারিক ভগবৎকিঙ্করগণ নিজ নিজ প্রতারিত স্তাবকগণের নিকট হইতে তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ যোগাইয়া তাহাদিগকে অধিকতর কৃষ্ণসেবাবিমুখ করান। সেই লোভনীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানলব্ধ বাহ্যপ্রতীতি দর্শকদিগের কর্ত্তৃত্ব সম্বর্দ্ধন করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করে ॥ ২০২-২০৩ ॥

শ্রীকর, শ্রীকণ্ঠ এবং উত্তরকালে অপ্যয়দীক্ষিত প্রভৃতি শৈবগণ, লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের মাণিক্য-ভাস্কর, জ্ঞানেশ্বর, কেবলাদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ সকলেই দম্ভভরে বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারে বিষ্ণুভক্তি হইতে চ্যুত হইয়া যে শিবভক্তির আবাহন করেন, সেই মহাদেবই তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব-হেতু উঁহাদের পূজা গ্রহণ না করিয়া ন্যূনাধিক কেবলাদ্বৈত-বাদে নিযুক্ত করত তাহাদের স্তাবক-ধর্ম্ম নিরাস করেন। বিষ্ণুসেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষ্ণুর আংশিক জড় জগতের অনিত্যতা-প্রতিপাদনকারী শক্তিমত্তত্ত্ব বিচার করিতে গিয়া বিষ্ণু ব্যতীত যে বহিরঙ্গ প্রতীতি-সাধ্য প্রকৃতিসঙ্গ সমন্বিত শিবাদি দেবতার পূজা করেন, তাঁহারা বৃক্ষের মূল উচ্ছেদ করিয়া পল্লবাদির সেবা করেন মাত্র। "যথা তরোর্ম্মূল নিষেচনেন" শ্লোক এবং ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চদেবতার স্বরূপ বর্ণনের সহিত বিষ্ণুর স্বরূপবৈশিষ্ট্য এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য ॥ ২০৪ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেমায় যাঁহাদের রুচি নাই এবং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা শ্রীচৈতন্যচরণে যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা অদ্বৈতপ্রভুর পূজা করিতে আসিলে অদ্বৈতপ্রভু কখনই তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করেন না। কতিপয় অনভিজ্ঞ জন বেদের একদেশ কর্ম্মকাণ্ডে প্রতারিত হইয়া যে বৈতানিক যজ্ঞধর্ম্মের আবাহন করেন, বেদের তাৎপর্য্য-বোধের অভাবে চৈতন্যসেবা বঞ্চিত হইলে তাহাদের বাহ্যপ্রতীতি উঁহাদিগকে ন্যূনাধিক বৌদ্ধদিগের প্রতিযোগী করিয়া তুলিবে—অসুর-গণের সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত করত নিজ নিজ যাজ্ঞিকা-নুষ্ঠানের প্রশংসামাত্র করিয়া মূলতাৎপর্য্য ভগবৎপ্রতীতি বিস্মৃত করাইবে। দৃশ্যাদৃশ্য জগতের বৈষ্ণব-প্রতীতিকে সাধ্য-জ্ঞান না করিয়া নিজ নিজ অনর্থময় অবস্থায় ত্রিগুণ-তাড়িত হইয়া যে কর্ত্তৃত্বাভিমান, তাহাতে সকল বস্তুর মূল

মৎসর ব্যক্তির ভক্ত-হিংসা-প্রবৃত্তি অমঙ্গলের জনক ও আত্মবিনাশক—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত, সব মোর দাস।
এতেকে যে পর হিংসে সেই যায় নাশ ॥২১০॥
তুমি ত' আমার নিজ দেহ হৈতে বড়।
তোমারে লঙ্ঘিলে দৈবে না সহয়ে দঢ় ॥২১১॥

ফলকামরহিত সন্ন্যাসীরও নিন্দারহিত বৈষ্ণবের নিন্দাফলে অধঃপতন-লাভ—

সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দক নিন্দা করে।
অধঃপাতে যায়, সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তারে ॥" ২১২॥

অমন্দোদয়-দয়াকারী মহাপ্রভুর মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে বৈষ্ণবনিন্দারহিত হওয়ার উপদেশ প্রদান—

বাহু তুলি' জগতেরে বলে গৌরধাম।
"অনিন্দক হই' সবে বল কৃষ্ণনাম ॥২১৩॥
'অনিন্দক হই' যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য মুঞি তারে উদ্ধারিব হেলে ॥" ২১৪॥

মহাপ্রভুর বাক্যে ভক্তগণের জয়ধ্বনি এবং অদ্বৈতের প্রেমক্রন্দন—

এই যদি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
'জয় জয় জয়' বলে সর্ব্ব-ভক্তগণ ॥২১৫॥

আকর ও অধিষ্ঠান এবং সকল নশ্বর বস্তুর বহিঃপ্রতীতি লোকের কারণ যে তুমি, তোমাকে বাদ দিয়া যে প্রকার দাম্ভিকানুষ্ঠান ভগবদ্বিমুখ-সমাজে প্রবল আছে, তাহাদিগকে আমি কখনই আমার নিজ জন জানিব না, যেহেতু তাহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-অপরাধী। গৌরসুন্দর অদ্বৈতপ্রভুর অবিবদমান অদ্বয়জ্ঞান শ্রবণ করিয়া সুখী হইলেন, "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ" শ্লোকের অদ্বয়জ্ঞান-তাৎপর্য্য অদ্বৈতপ্রভুর মুখে শুনিয়া শ্রীচৈতন্যদেব অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের আচার্য্যরূপে মহাবিষ্ণু অদ্বৈতপ্রভুকে সমাদর করিলেন ॥ ২০৫ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর অদ্বৈতের অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব শুনিয়া তাঁহার সকল নিজজনকে উহা মনোযোগের সহিত আলোচনা করিতে বলিলেন। অদ্বৈতের উক্তি সমর্থন পূর্ব্বক সেব্যের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া গৌরসুন্দর বলিলেন,—"সেব্য-সেবকের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। সুতরাং 'অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥' ভগবত্তত্ত্বকে একটী প্রাকৃত জগতের খণ্ডিত অংশ জ্ঞান করিলে ভগবৎশরীরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করা হয়। সেই সকল ধর্ম্মের নামে হিংসা-প্রবৃত্তি-মূলে খণ্ডিত বিচারভেদসমূহ নানাবিধ ধর্ম্মমত [illegible] করিয়া বাস্তবসত্য হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। আমি পুরুষোত্তম, সেব্য-বিষয়-বিগ্রহ; আশ্রয়সমন্বিত না হইলে, আমার বিচিত্র বিলাস না থাকিলে, আমাকে নির্ব্বিশিষ্ট বিচারকারাগারে আবদ্ধ করিলে এবং আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে অঙ্গী হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে যে প্রকার ধার্ম্মিকতা-সাধন-সিদ্ধির ও প্রজল্পের বিড়ম্বনা জগতে দেখা যায়, ঐপ্রকার পূজা ও ধর্ম্মানুশীলন পুরুষোত্তম আমার অঙ্গে অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া পোড়াইবার প্রয়াস মাত্র।" বিষ্ণুভক্তি-রহিত জনগণের মৎসরতা ও হিংসাপ্রবৃত্তি—অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুকে জড়জগতের হেয়তা আরোপ করিয়া খণ্ডিত করিবার প্রয়াস মাত্র; অথবা নিত্য-বিলাস-বিচিত্রতাতে বাধা দিয়া জড় ভোগের সহিত সমজ্ঞান—সেই পূর্ণ বিলাসের হানি করা মাত্র। জাগতিক অনুভূতিতে যে দ্বাদশ প্রকার নশ্বর রস-বৈষম্য 'রস' নামে লক্ষিত হয়, অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার সম্পন্ন আত্মা ঐগুলিকে ব্যতিরেক বিচারে কুণ্ঠিত করেন না। মায়িক বিচার-রহিত হইয়া বৈকুণ্ঠ-দর্শনই বিষ্ণুসেবার উন্মুখতা ॥ ২০৭ ॥

প্রপঞ্চে বিষ্ণুমায়া অনভিজ্ঞ জনের কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বে-ইন্ধন প্রদান পূর্ব্বক ভগবদিচ্ছাক্রমে তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়া থাকেন। লোভী জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে কখনও আপনাকে 'মায়াবাদী', কখনও অহঙ্কার-বিমূঢ়-ভাবে ত্রিগুণতাড়িত আপনাকে 'দেবতা' মনে করেন। কৃষ্ণের আকর্ষণ হইতে আকৃষ্টের বিচ্ছিন্ন হইবার প্রয়াসের নামই 'ভোগ', আর কৃষ্ণে সেবোন্মুখ হইবার যত্নের নামই 'ভক্তি'। যাহারা এহেন আশ্রিতের ভেদাংশকে নিরাশ্রিত জ্ঞানে ত্রিগুণ-তাড়িত কর্ত্তৃত্বাভিমান মাত্র আরোপ করে, সেই অনভিজ্ঞ দ্বিপাদ পশু বহির্জগতে ভোগে নিরত হয় মাত্র এবং কৃষ্ণ ও তদ্ভক্তগণকে আদর করে না। যখন তাহারা পশুবৃত্তিরূপ কর্ত্তৃত্ব-সঙ্কোচ-মানসে ভগবানের

অদ্বৈত কান্দয়ে দুই চরণে ধরিয়া।
প্রভু কান্দে অদ্বৈতেরে কোলেতে করিয়া ॥২১৬॥

ঈশ্বরাভিন্ন অদ্বৈতের নিত্যানন্দ-সহ অচিন্ত্য-লীলা বুঝিতে সমর্থ ব্যক্তিই পরমানন্দের অধিকারী—

অদ্বৈতের প্রেমে ভাসে সকল মেদিনী।
এই মত মহাচিন্ত্য অদ্বৈত-কাহিনী ॥২১৭॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার।
জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি যার ॥২১৮॥
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে যে গালাগালি বাজে।
সেই সে পরমানন্দ যদি জনে বুঝে ॥২১৯॥

ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কর্ম্ম—তাঁহাদের কৃপাযই অধিগম্য—

দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের বাক্যকর্ম্ম।
তান অনুগ্রহে সে বুঝিয়ে তার মর্ম্ম ॥২২০॥

নিত্যানন্দাদ্বৈতাদির বাক্য অনন্তদেবই বুঝিতে সমর্থ—

এই মত যত আর হইল কথন।
নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রভু আর যত গণ ॥২২১॥
ইহা বুঝিবার শক্তি প্রভু বলরাম।
সহস্র বদনে গায় এই গুণগ্রাম ॥২২২॥

সেবা করে এবং ভক্তের সেবা-লাভে বঞ্চিত হয়, তখন তাহাদের ভক্তবিদ্বেষকেই ভগবদ্ভক্তি বলিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ঘটে। তজ্জন্য গৌরসুন্দর বলিতেছেন,—"আমার প্রকাশের অবতার-সমূহের ও অন্তরঙ্গ ভক্তের এবং মদাশ্রিত ব্যক্তিবিশেষের আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের সহিত আমার ভেদ করিয়া যে ব্যক্তি আমার পূজার ছলনা করে, আমি তাহাদিগকে সংহার করিয়াই আমার দয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া থাকি।" ভগবদ্ভক্তে নিখিল সদ্গুণ বর্ত্তমান। মুক্তি তাঁহার দাসী, ভুক্তি তাঁহার আজ্ঞাবহ। সুতরাং আধ্যক্ষিক দর্শনে প্রাকৃত বিচারে প্রত্যক্ষবাদী যে ভক্তের গর্হণ করেন—নিন্দা ও পরিবাদাদি করেন সেরূপ দাম্ভিকতা করিলে ভগবান্ তাঁহাকে সংহার করেন ॥ ২০৯ ॥

প্রাপঞ্চিক মানব হরিবিমুখতা-ক্রমে কাম-ক্রোধাদি রিপুগণের ভৃত্যবৃত্তিকেই একমাত্র অবলম্বন বলিয়া স্বীকার করেন। দৃশ্যাদৃশ্য জগৎ সকলেই সেব্য ভগবানের সম্বন্ধে সেবকরূপে অধিষ্ঠিত। যদি এক ব্যক্তি অপরব্যক্তির প্রতি মৎসর-ভাব প্রদর্শন করে, তাহা হইলে ঐ মৎসর ব্যক্তি 'বৈষ্ণব' নামে আত্ম-প্রতিষ্ঠানের ব্যাঘাত করিয়া সেবোন্মুখ জনগণের বিদ্বেষকারি-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইরূপ বিচারে যে-সকল হিংসা দেখা যায়, তাহাতে ন্যূনাধিক ভগবানের হিংসাই হইয়া থাকে। আবার ভক্তের পরোপকার-প্রবৃত্তি—সেবা-প্রবৃত্তি অত্যন্ত অধিক প্রবল বলিয়া তাঁহারা চৈতন্য-দাস্যে অনভিজ্ঞ জীবগণের কৃষ্ণোন্মুখতা-সমৃদ্ধির জন্য যে সকল চেষ্টা করিয়া থাকেন, ঐ চেষ্টাকে মৎসর-সম্প্রদায় তাহাদের হিংসাবৃত্তির বিচিত্র বিলাসের অন্যতম জ্ঞান করে, উহাতে তাহাদের অমঙ্গলতা সিদ্ধ হয়। অদ্বয়-জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধরহিত বস্তুর প্রতি মানব ভোগ-বুদ্ধিতে হিংসা করে। শুদ্ধ-ভক্ত কোনদিনই ত্রিগুণতাড়িত হইয়া রজঃ-সত্ত্ব-তমোগুণের সলিলে নিমগ্ন হন না। সুতরাং নির্ম্মৎসর ভক্তদিগের চরণাশ্রয়-ব্যতীত মৎসরধর্ম্ম-পরায়ণ নশ্বর জগতের প্রাপঞ্চিক ভোক্তৃ-সম্প্রদায় নিজ-কর্ম্মফলে মায়াবাদাদি আবাহন করিয়া অসুবিধার মধ্যে পতিত হন এবং আত্মবিনাশ করেন। অনাত্ম-প্রবৃত্তি-বশে কখনই আত্মার সন্ধান পাওয়া যায় না। ভগবৎপ্রতীতি ব্যতীত কখনই লুব্ধ মানবজাতির অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং গুরুদ্রোহী সম্প্রদায় কল্পিত-জ্ঞানে গুরুদ্রোহিতা, দাম্ভিকতা, অধন-সমূহকে ধনরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক অনাত্ম তমিস্র মায়ায় বিলীন হইয়া স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত কেবলাদ্বৈতবাদের মর্য্যাদা স্থাপন করে। ইহাই তাহাদের সর্ব্বনাশ। সচ্চিদানন্দ ভগবানের সর্ব্বতোভাবে দাস্যই পরাপ্রকৃতির আত্মস্থ হইবার সুযোগ, নতুবা সর্ব্বনাশই প্রাপ্য হইয়া পড়ে ॥ ২১০ ॥

দোষের অবর্ত্তমানে দোষারোপ করাকে 'নিন্দা' বলে। কৃষ্ণনাম-গ্রহণ-কালে নিন্দারহিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন। নিন্দারহিত ব্যক্তিই—সর্ব্বোত্তম। ফলকাম-রহিত ব্যক্তি—সন্ন্যাসী। তাদৃশ নিন্দারহিত সন্ন্যাসীও যদি বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়া বসেন, তাহা হইলে তাঁহার ত্যাগধর্ম্ম ও পরচর্চ্চারহিত ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া অধঃপতন ঘটিয়া থাকে ॥ ২১৩ ॥

সিশ্বম্ভরের অদ্বৈতকে নিজলীলা-বিষয়ে প্রশ্ন ও অদ্বৈতের উত্তর—

ক্ষণেকেই বাহ্যদৃষ্টি দিয়া বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া অদ্বৈত প্রতি বলয়ে উত্তর ॥২২৩॥
"কিছুনি চাঞ্চল্য মুঞি করিয়াছোঁ শিশু?"
অদ্বৈত বলয়ে,—"উপাধিক নহে কিছু ॥" ২২৪॥

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ-সমীপে ক্ষমা-ভিক্ষা ও সকলের হাস্য—

প্রভু বলে,—"শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
ক্ষমিবা চাঞ্চল্য যদি মোর কিছু হয় ॥" ২২৫॥
নিত্যানন্দ, চৈতন্য, অদ্বৈত, হরিদাস।
পরস্পর সবা চাহি সবে হৈল হাস ॥২২৬॥

মহাপ্রভুর ভোজনেচ্ছা ও অদ্বৈত-গৃহিণীকে রন্ধন করিতে আদেশ—

অদ্বৈতগৃহিণী মহাসতী পতিব্রতা।
বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু যারে বলে 'মাতা' ॥২২৭॥
প্রভু বলে'—"শীঘ্র গিয়া করহ রন্ধন।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর, করিব ভোজন ॥" ২২৮॥

গণ-সহ মহাপ্রভুর গঙ্গাস্নানে গমন—

নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈতাদি-সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে বিশ্বম্ভর চলিলেন রঙ্গে ॥২২৯॥

স্নান হইতে প্রত্যাগত মহাপ্রভুর পাদ-প্রক্ষালন ও কৃষ্ণ-প্রণাম—

সে সব আনন্দ বেদে বর্ণিতে বিস্তর।
স্নান করি' প্রভু সব আইলেন ঘর ॥২৩০॥
চরণ পাখালি' মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণেরে করয়ে দণ্ড-প্রণাম বিস্তর ॥২৩১॥

অদ্বৈতের মহাপ্রভু-চরণে এবং হরিদাসের অদ্বৈত-চরণে প্রণাম, তদ্দর্শনে নিত্যানন্দের হাস্য—

অদ্বৈত পড়িলা বিশ্বম্ভর-পদতলে।
হরিদাস পড়িলা অদ্বৈত-পদমূলে ॥২৩২॥
অপূর্ব্ব কৌতুক দেখি' নিত্যানন্দ হাসে।

মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত—অদ্বয়-জ্ঞানের ধর্ম্ম-সেতু—

ধর্ম্মসেতু যেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে' ॥২৩৩॥
উঠি' দেখি' ঠাকুর অদ্বৈতপদতলে।
আথে ব্যথে উঠি' প্রভু 'বিষ্ণু বিষ্ণু' বলে ॥২৩৪॥

তিন প্রভুর ভোজনে গমন ও নিত্যানন্দের চাঞ্চল্য-প্রকাশ—

অদ্বৈতের হাতে ধরি' নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
চলিলা ভোজনগৃহে বিশ্বম্ভর-রঙ্গে ॥২৩৫॥

পরচর্চ্চা করিতে গিয়া মিথ্যা দোষারোপ হইতে পৃথক্ থাকিয়া যিনি কৃষ্ণকে ডাকেন, তিনি এই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন। কৃষ্ণভক্তের নিন্দা করা—জগতে ত্রিতাপ ভোগ করার যোগ্যতা অর্জ্জন করা মাত্র। বৈষ্ণবনিন্দা-রহিত হইলেই জীব মুক্তি লাভ করে। মায়াবাদী, কর্ম্মী এবং অন্যাভিলাষী—এই তিন শ্রেণীর প্রাপঞ্চিক বিচার-পরায়ণ ব্যক্তি—বৈষ্ণব-নিন্দাকারী। তাহাদের মুখে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন সম্ভবপর নহে ॥ ২১৪ ॥

জগতে যে সকল শব্দ প্রচলিত আছে[illegible]ই সকল শব্দ—প্রাকৃতিক বস্তুর ভাবনির্দ্দেশক। জাগতিক কর্ম্মসমূহ কর্ত্তার ফলানুসন্ধানে নিযুক্ত। বিষ্ণুবাক্য ও বৈষ্ণববাক্য সেই প্রকার নহে। তাঁহাদের কর্ম্ম অবিষ্ণু ও অবৈষ্ণবের কর্ম্মের সহিত সমান নহে। বিষ্ণুবৈষ্ণবের বাক্য ও কর্ম্ম এবং অন্যের বাক্য ও কর্ম্মের সহিত বৈশিষ্ট্য এই যে, একটী ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাধীন, অপরটী ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কৃপা হইলেই সেই দুরধিগম্য রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ হইতে পারে ॥ ২২০ ॥

বিশ্বম্ভর অদ্বৈতকে বলিলেন,—"আমি বালচাপল্য করিয়া তোমাকে দণ্ড দিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম।" তদুত্তরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বলিলেন,—"আপনার ঐ প্রকার ক্রিয়া কখনই বাস্তবিক নহে। উহা বস্তুর নিকটে স্থিত নশ্বর ব্যাপার মাত্র। সুতরাং উহা বাস্তবিকের পরিবর্ত্তে ঔপাধিক মাত্র। আত্মনিষ্ঠার বাস্তবিক মনোনিষ্ঠা ও স্থূলদেহ-নিষ্ঠা ঔপাধিক নশ্বর মাত্র অর্থাৎ নিত্য পূর্ণজ্ঞানময় ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় নহে, তাৎকালিক প্রতীতি মাত্র॥" ২২৪ ॥

বেদশাস্ত্র জীবের ঔপাধিক জ্ঞানের পরিবর্ত্তে প্রকৃত জ্ঞানের বিস্তারকারী। প্রকৃত শুদ্ধ বাস্তব ধারণা বেদের বর্ণনা হইতেই জীবের হৃদয়ে পরিস্ফুট হয় ॥ ২৩০ ॥

ভোজনে বসিলা তিন প্রভু এক ঠাঞি।
বিশ্বম্ভর, নিত্যানন্দ, আচার্য্য-গোসাঞি ॥২৩৬॥
স্বভাবে চঞ্চল তিন প্রভু নিজাবেশে।
উপাধিক নিত্যানন্দ অতি বাল্যরসে ॥২৩৭॥

দ্বারে উপবেশন পূর্ব্বক ভোজন-রত হরিদাসের তিনপ্রভুর লীলা দর্শন—

দ্বারে বসি' ভোজন করয়ে হরিদাস।
যা'র দেখিবার শক্তি সকল প্রকাশ ॥২৩৮॥

অদ্বৈত-গৃহিণীর পরিবেশন-কার্য্য—

অদ্বৈত গৃহিণী মহাসতী যোগেশ্বরী।
পরিবেশন করেন সঙরি 'হরি হরি' ॥২৩৯॥
ভোজন করেন তিন ঠাকুর চঞ্চল।
দিব্য অন্ন, ঘৃত, দুগ্ধ, পায়স সকল ॥২৪০॥

অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ-তত্ত্ব—অভিন্ন—

অদ্বৈত দেখিয়া হাসে নিত্যানন্দ রায়।
এক বস্তু দুই ভাগ কৃষ্ণের লীলায় ॥২৪১॥

ভোজনান্তে নিত্যানন্দের বাল্যাবেশে গৃহের সর্ব্বত্র অন্ন নিক্ষেপ এবং অদ্বৈতের ক্রোধ-চলে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-কথন—

ভোজন হইল পূর্ণ, কিছু মাত্র শেষ।
নিত্যানন্দ হইলা পরম বাল্যাবেশ ॥২৪২॥
সব ঘরে অন্ন ছড়াইয়া হৈল হাস।
প্রভু বলে 'হায় হায়', হাসে হরিদাস ॥২৪৩॥
দেখিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে।
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কহে ক্রোধাবেশ-ছলে ॥২৪৪॥
"জাতি নাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ।
কোথা হৈতে আসি' হৈল মত্তপের সঙ্গ ॥২৪৫॥
গুরু নাহি, বলয়ে 'সন্ন্যাসী' করি' নাম।
জন্মিলা না জানিয়ে নিশ্চয় কোন্ গ্রাম ॥২৪৬॥
কেহত না চিনে, নাহি জানি কোন্ জাতি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মত্ত হাতী ॥২৪৭॥
ঘরে ঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত।
এখানে হইল আসি' ব্রাহ্মণের সাথ ॥২৪৮॥
নিত্যানন্দ মত্তপে করিলা সর্ব্বনাশ।
সত্য সত্য সত্য এই শুন হরিদাস ॥" ২৪৯॥
ক্রোধাবেশে অদ্বৈত হইল দিগ্‌বাস।
হাতে তালি দিয়া নাচে অট্ট অট্ট হাস ॥২৫০॥

অদ্বৈত-চরিত্র দর্শনে গৌরসুন্দরের হাস্য—

অদ্বৈত-চরিত্র দেখি' হাসে গৌর-রায়।
হাসি' নিত্যানন্দ দুই অঙ্গুলি দেখায় ॥২৫১॥

অদ্বৈতের বিচিত্র ক্রোধাবেশ দর্শনে সকলের হাস্য—

শুদ্ধ হাস্যময় অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে।
কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু হাসয়ে বিশেষে ॥২৫২॥

অদ্বৈতের বাহ্য প্রাপ্তিতে নিত্যানন্দ-সহ কোলাকুলি—

ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য কৈল আচমন।
পরস্পর আনন্দে করিলা আলিঙ্গন ॥২৫৩॥
নিত্যানন্দ-অদ্বৈত হইল কোলাকুলী।
প্রেমরসে দুই প্রভু মহা-কুতুহলী ॥২৫৪॥

নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত—মহাপ্রভুর উভয়হস্ত স্বরূপ; উভয়ের মধ্যে অপ্রীতির অভাব; উভয়ের কলহ লীলামাত্র—

প্রভু-বিগ্রহের দুই বাহু দুই জন।
প্রীতি-বই অপ্রীতি নাহিক কোন ক্ষণ ॥২৫৫॥
তবে যে কলহ দেখ, সে কৃষ্ণের লীলা।
বালকের প্রায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের খেলা ॥২৫৬॥

শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত এবং শ্রীমহাপ্রভু—এই তিন বিভিন্ন প্রকাশ—অদ্বয়-জ্ঞানধর্ম্মেরই সেতু। এই তিনের প্রচারিত ধারণা অবলম্বনে জীব অনায়াসে ভবসমুদ্র পার হইতে পারে ॥ ২৩৩।

সকড়ি নিসকড়ি বিচার অর্থাৎ ভোজনদ্রব্যে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার মাতাল ও অবৈধ ব্যক্তিগণ করেন না। নিত্যানন্দ বালচাপল্য-ক্রমে ভোজনগৃহের সর্ব্বত্র ভাত ছড়াইয়া দেওয়ায় উহা আচার-বহির্ভূত জানিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের জাতি-বিচারের অভাব, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের বিচারাভাব প্রভৃতি সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ কোন্ গ্রামের অধিবাসী, কাহার পুত্র, কোন্ গুরুর শিষ্য তাহা কেহ জানে না; তিনি নানা স্থানে বিচরণ করায় বিবিধ শ্রেণীর লোকের অন্নাদি গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং এরূপ স্বাভাবিক মত্ত প্রকৃতির ব্যক্তি সর্ব্বনাশ

মহাপ্রভুর অদ্বৈতমন্দিরে কৃষ্ণকীর্ত্তন-লীলা-বুঝিতে শ্রীবলদেব প্রভুই সমর্থ—

হেন মতে মহাপ্রভু অদ্বৈত-মন্দিরে।
স্বানুভাবানন্দে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে বিহরে ॥২৫৭॥
ইহা বুঝিবার শক্তি প্রভু বলরাম।
অন্যে নাহি জানয়ে এসব গুণগ্রাম ॥২৫৮॥

বিশ্রম্ভ গুরুসেবারত জনের বলদেব-কৃপায় কৃষ্ণকীর্ত্তনে অধিকার প্রাপ্তি; অপ্রাকৃত সরস্বতী তাদৃশ জনের জিহ্বায় নৃত্যকারিণী—

সরস্বতী জানে বলরামের কৃপায়।
সবার জিহ্বায় সেই ভগবতী গায় ॥২৫৯॥

গ্রন্থকারের নিবেদন ও ভক্ত-প্রণাম—

এসব কথার নাহি জানি অনুক্রম।
যে-তে-মতে গাই মাত্র কৃষ্ণের বিক্রম ॥২৬০॥
চৈতন্যপ্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার।
ইহাতে যে অপরাধ ক্ষমহ আমার ॥২৬১॥

শ্রীগৌরসুন্দরের নবদ্বীপে প্রত্যাগমন, তাহাতে সকলের আনন্দ ও মহাপ্রভুর বৈষ্ণবগণকে প্রেমালিঙ্গন—

অদ্বৈতের গৃহে প্রভু বঞ্চি' কতদিন।
নবদ্বীপে আইলা সংহতি করি' তিন ॥২৬২॥
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, তৃতীয় হরিদাস।
এই তিন সঙ্গে প্রভু আইলা নিজ বাস ॥২৬৩॥

শুনিল বৈষ্ণব-সব 'আইলা ঠাকুর'।
ধাইয়া আইল সবে আনন্দ প্রচুর ॥২৬৪॥
দেখি' সর্ব্ব তাপ হরে সে চন্দ্রবদন।
ধরিয়া চরণে সবে করয়ে রোদন ॥২৬৫॥
গৌরচন্দ্র মহাপ্রভু সবার জীবন।
সবারে করিল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন ॥২৬৬॥

ভক্তগণের তত্ত্ব—

সবেই প্রভুর নিজ বিগ্রহ-সমান।
সবেই উদার—ভাগবতের প্রধান ॥২৬৭॥

ভক্তগণের অদ্বৈতকে প্রণাম ও প্রভুসঙ্গে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন—

সবে করিলেন অদ্বৈতেরে নমস্কার।
যার ভক্তি-কারণে চৈতন্য-অবতার ॥২৬৮॥
আনন্দে হইলা মত্ত বৈষ্ণব-সকল।
সবে করে প্রভু-সঙ্গে কৃষ্ণ-কোলাহল ॥২৬৯॥

বধূ-সঙ্গে শচীমাতার গৌরসুন্দরের দর্শনে আনন্দ—

পুত্র দেখি' আই হৈল আনন্দে বিহ্বল।
বধূ-সঙ্গে গৃহে করে গোবিন্দ-মঙ্গল ॥২৭০॥

গ্রন্থকারের নিত্যানন্দ-নিষ্ঠা—

ইহা বলিবার শক্তি সহস্রবদন।
যে প্রভু আমার জন্ম-জন্মের জীবন ॥২৭১॥

নিত্যানন্দ-তত্ত্ব—

'দ্বিজ, বিপ্র, ব্রাহ্মণ' যে হেন নাম ভেদ।
এই মত ভেদ নিত্যানন্দ-বলদেব ॥২৭২॥

করিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ-লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। সুতরাং বঙ্গের পশ্চিমভাগ যবন-গণের সহিত মিশ্রভাবাপন্ন হওয়ায় তাহাদিগের সংসর্গে নিত্যানন্দের জাতীয় ধর্ম্ম বিপর্য্যয় হইয়াছে প্রভৃতি দোষা-রোপ করিতে লাগিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যানন্দ আসবসেবাকারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ছিলেন [illegible] ব্যভিচার-রত জনগণ এই সকল প্রসঙ্গ হইতে নিত্যানন্দকে ভ্রম বশতঃ তাঁহাদিগের ন্যায় বিশৃঙ্খল বলিয়া মনে করে, কিন্তু প্রভু-নিত্যানন্দ কোনদিন সেরূপ পাপের প্রশ্রয় দিবার শিক্ষা প্রদান করেন নাই। "পরিবদতু জনো যথা তথা বা নয় মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ। হরিরসমদিরামদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশাম॥". শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য ॥ ২৪৫ ॥

প্রভু নিত্যানন্দ ও প্রভু অদ্বৈত, ইঁহারা গৌরসুন্দরের দক্ষিণ ও বামহস্ত বিশেষ। সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন অপ্রীতির ভাব বা মনোমালিন্য থাকার সম্ভাবনা নাই। উভয়েই ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত ॥ ২৫৫ ॥

শ্রীবলদেবের কৃপায় কীর্ত্তনকারীর জিহ্বায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্রম্ভ গুরু-সেবা যাঁহাদিগের ব্রত, তাঁহারাই কৃষ্ণলীলাকীর্ত্তনে সমর্থ। অপ্রাকৃত সরস্বতী—তাঁহাদিগের জিহ্বায় নৃত্য করিয়া কৃষ্ণগান-তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে থাকেন ॥ ২৫৯ ॥

অধ্যায়ের ফল-শ্রুতি—

অদ্বৈত-গৃহেতে প্রভু যত কৈল কেলি।
ইহা যেই শুনে, সেই পায় সেই মেলি ॥২৭৩॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥২৭৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতেমধ্যখণ্ডে অদ্বৈতগৃহে বিলাস-বর্ণনং নাম ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশচীদেবী শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীহরিদাসের সহিত শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রত্যাগত দেখিয়া এবং বৈষ্ণবগণকে আনন্দে মত্ত হইয়া কৃষ্ণ কোলাহলে গৌর-গৃহ মুখরিত করিতে দেখিয়া পরমানন্দিতা হইলেন। জননী পুত্রবধূর সহিত শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীকৃষ্ণগীত দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিয়া সমধিক আনন্দিতা হইলেন। সাধারণ শ্বশ্রূগণ পুত্রবধূর সহিত পুত্রের মিলনে যেরূপ প্রাপঞ্চিক ভোগ বিচার করেন, তৎপরিবর্তে সকলেরই কৃষ্ণপ্রেমানন্দে গৃহকে গোলোক জ্ঞান করিবার মাঙ্গল্য দেখিয়া শচীমাতা আনন্দ-বিহ্বলিতা হইলেন॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভু কর্তৃক মুরারিগুপ্তকে স্বপ্নে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-জ্ঞাপন, নির্বিশেষ-বাদ খণ্ডন, মুরারির স্বগৃহে মহাপ্রভুকে ভোগ প্রদান, মহাপ্রভুর তাহাতে অজীর্ণব্যাধি এবং মুরারির জলপানে নিরাময়তা, মহাপ্রভুর শ্রীবাসগৃহে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ, মুরারির গরুড় ভাব ও মহাপ্রভুর মুরারিস্কন্ধে আরোহণ, মুরারির দেহ-ত্যাগে সঙ্কল্প ও প্রভুর তন্নিবারণ, গ্রন্থকার কর্তৃক নিন্দক সন্ন্যাসীর সহিত বাটোয়ারের তুলনা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন মহাপ্রভুর শ্রীবাসগৃহে অবস্থান-কালে মুরারি গুপ্ত আসিয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম পূর্ব্বক নিত্যানন্দ-চরণে প্রণত হইলে মহাপ্রভু মুরারিকে বলিলেন যে, তাঁহার ব্যবহার-ব্যতিক্রম হইয়াছে। তখন মুরারি তদ্বিষয়ে নিজ অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে পরদিন সকলই জানিতে পারিবেন বলিয়া দিলেন। মুরারি গৃহে গমন পূর্ব্বক রাত্রিতে স্বপ্নযোগে নিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ হলধর মূর্ত্তিতে এবং তাঁহারই পশ্চাতে ব্যজনরত বিশ্বম্ভরকে দর্শন করিলেন। মুরারি স্বপ্নে দুই জনের তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া পরদিন প্রভুস্থানে গমনপূর্ব্বক প্রথমে নিত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া গৌরসুন্দরকে প্রণাম করিলে মহাপ্রভু তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মুরারি তদুত্তরে জানাইলেন যে, মহাপ্রভুই তাঁহার চিত্তে ঐরূপ ভাব প্রদান করিয়াছেন, যেহেতু তিনিই সকল জীবের নিয়ন্তা। মহাপ্রভু মুরারিকে জানাইলেন যে, মুরারি তাঁহার প্রিয় বলিয়াই তিনি তাঁহাকে নিজতত্ত্ব জ্ঞাপন করিলেন; অতঃপর মহাপ্রভু তাঁহাকে নিজ চর্ব্বিত তাম্বূল প্রদান করিলে মুরারি সসম্ভ্রমে তাহা ভক্ষণ করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু মুরারিকে হস্ত প্রক্ষালন করিতে বলিলে মুরারি নিজ হস্ত মস্তকে প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু তখন মুরারিকে স্মার্ত্তবিচারে তাঁহার জাতিনাশের আশঙ্কা জ্ঞাপন করিয়া কাশীর নির্ব্বিশেষবাদী প্রকাশানন্দের প্রতি উদ্দেশে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মায়াবাদী শ্রীভগবদ্বিগ্রহে দেহ-দেহী-ভেদ আরোপ করে এবং নিজকে সেব্য প্রভু ভগবানের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করায় তাহার আত্মবিনাশের পথ প্রশস্ত হয় মাত্র।

অতঃপর মহাপ্রভু মুরারির প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে নিজ গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলে মুরারি গৃহে গমনপূর্ব্বক নিজ ভার্য্যার নিকট ভোজনের অভিপ্রায় জানাইলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার সম্মুখে অন্ন আনিয়া

উপস্থিত করিলে তিনি পাত্র হইতে গ্রাস গ্রাস অন্ন লইয়া কৃষ্ণোদ্দেশে অর্পণ করত ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রত্যূষে গৌরসুন্দর আসিয়া মুরারিকে বলিলেন যে, তাঁহার অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রভুর অজীর্ণ হইয়াছে এবং মুরারির জলপাত্র হইতে জল পান করিয়া তাহাতেই অজীর্ণোপশমের কথা জানাইলেন। মুরারি তাহা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং মুরারির আত্মীয় স্বজন সকলেই প্রেমে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসগৃহে হুঙ্কার পূর্ব্বক চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া 'গরুড়' 'গরুড়' বলিয়া ডাকিতে থাকিলে মুরারি গরুড়-ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভুসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং নিজকে গরুড় বলিয়া পরিচয় দিলেন। তিনি যে প্রভুর দ্বাপরযুগীয় লীলায় গরুড় রূপে প্রভুর সেবা করিয়াছেন, তাহাও জানাইয়া—নিজ স্কন্ধে আরোহণ করিতে প্রভুকে অনুরোধ করিলেন। মহাপ্রভু গুপ্তের স্কন্ধে আরোহণ করিলে তিনি প্রভুকে লইয়া অঙ্গনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভক্তগণ জয়ধ্বনি করিলেন এবং মুরারির প্রতি প্রভুর কৃপা দর্শনে তাঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আর একদিন মুরারি গুপ্ত গৌরসুন্দরের লীলা-সঙ্গোপনের পূর্ব্বেই নিজ দেহরক্ষার সঙ্কল্প করিয়া একখানি শাণিত অস্ত্র নিজ গৃহে লুকাইয়া রাখিলেন। অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া মুরারিগৃহে আগমন পূর্ব্বক গুপ্তকে তাহা করিতে নিষেধ করিলেন।

অতঃপর গ্রন্থকার চৈতন্য-দাসগণের প্রশংসা ও নিন্দক সন্ন্যাসীর সাধুনিন্দা-জন্য অপরাধের শোচনীয় পরিণাম বর্ণন পূর্ব্বক অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের জয় গান—

জয় জয় গৌরসিংহ শ্রীশচীকুমার।
জয় সর্ব্বতাপহর চরণ তোমার ॥১॥
জয় গদাধর-প্রাণনাথ মহাশয়।
কৃপা কর প্রভু যেন তোহে মন রয় ॥২॥

ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্রের বিবিধ কৌতুক—

হেন মতে ভক্ত-গোষ্ঠী ঠাকুর দেখিয়া।
নাচে, গায়, কান্দে, হাসে প্রেমপূর্ণ হৈয়া ॥৩॥
এই মতে প্রতিদিনে অশেষ কৌতুক।
ভক্ত-সঙ্গে গৌরচন্দ্র করে নানারূপ ॥৪॥
এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
শ্রীনিবাসগৃহে বসি' আছে নানা-রঙ্গে ॥৫॥

মুরারি গুপ্তের প্রভুচরণে প্রণামানন্তর নিত্যানন্দকে প্রণাম—

আইলা মুরারি গুপ্ত হেনই' সময়।
প্রভুর চরণে দণ্ড-পরণাম হয় ॥৬॥
শেষে নিত্যানন্দেরে করিয়া পরণাম।
সম্মুখে রহিলা গুপ্ত মহাজ্যোতির্ধাম ॥৭॥

জগদ্গুরু-পূজার অগ্রে ভগবৎপূজায় প্রভুর প্রতিবাদ ও মুরারির উত্তর—

মুরারি গুপ্তেরে প্রভু বড় সুখী মনে।
অকপটে মুরারিরে কহেন আপনে ॥৮॥
"যে করিলা মুরারি, না হয় ব্যবহার।
ব্যতিক্রম করিয়া করিলা নমস্কার ॥৯॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ আশ্রয় করিলে জীবের সকল প্রকার আধ্যক্ষিক তাপ বিনষ্ট হয়। শ্রীগৌরসুন্দর কোন ঔপাধিক ব্যাপারের প্রশ্রয়দাতা নহেন, তিনি জীবের স্বরূপোদ্বোধন করাইয়া তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার জাগতিক তাপ হইতে বিমুক্ত করেন ॥ ১ ॥

শ্রীগদাধরপণ্ডিতগোস্বামী মধুর রতির আশ্রয়ে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা করেন। অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগদাধরের হার্দ্দী চেষ্টার প্রভু ॥ ২ ॥

শ্রীমুরারিগুপ্ত প্রথমে ভগবান্ গৌরসুন্দরকে নমস্কার করিয়া পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলেন। মহা-

কোথা তুমি শিখাইবা, যে না ইহা জানে।
ব্যবহারে হেন ধর্ম্ম তুমি লঙ্ঘ' কেনে?" ১০ ॥
মুরারি বলয়ে,—"প্রভু জানিব কেমতে?
মোর চিত্ত তুমি লইয়াছ যেন-মতে॥" ১১ ॥

প্রভুর মুরারিকে স্বপ্ন-কালে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব জ্ঞাপন—

প্রভু বলে,—"ভাল ভাল আজি যাহ ঘরে।
সকল জানিবা কালি বলিব তোমারে॥" ১২ ॥
সম্ভ্রমে চলিলা গুপ্ত সভয় হরিষে।
শয়ন করিলা গিয়া আপনার বাসে ॥১৩॥
স্বপ্নে দেখে—মহাভাগবতের প্রধান।
মল্লবেশে নিত্যানন্দ চলে আগুয়ান ॥১৪॥
নিত্যানন্দ-শিরে দেখে মহা-নাগ-ফণা।
করে দেখে শ্রীহল-মুষল ডান বামা ॥১৫॥
নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি দেখে যেন হলধর।
শিরে পাখা ধরি' পাছে যায় বিশ্বম্ভর ॥১৬॥
স্বপ্নে প্রভু হাসি কহে,—"জানিলা মুরারি।
আমি যে কনিষ্ঠ, মনে বুঝহ বিচারি॥" ১৭ ॥
স্বপ্নে দুই প্রভু হাসে মুরারি দেখিয়া।
দুই ভাই মুরারিরে গেলা শিখাইয়া ॥১৮॥

মুরারির চৈতন্য পাইয়া ক্রন্দন—

চৈতন্য পাইয়া গুপ্ত করয়ে ক্রন্দন।
'নিত্যানন্দ' বলি' শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন ॥১৯॥
মহা-সতী মুরারি গুপ্তের পতিব্রতা।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে হই' সচকিতা ॥২০॥
'বড় ভাই নিত্যানন্দ' মুরারি জানিয়া।
চলিলা প্রভুর স্থানে আনন্দিত হইয়া ॥২১॥

মুরারির অগ্রে জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দকে প্রণামানন্তর গৌরসুন্দরকে প্রণাম ও প্রভুর জিজ্ঞাসা—

বসি' আছে মহাপ্রভু কমললোচন।
দক্ষিণে সে নিত্যানন্দ প্রসন্ন-বদন ॥২২॥
আগে নিত্যানন্দের চরণে নমস্করি'।
পাছে বন্দে বিশ্বম্ভর-চরণ মুরারি ॥২৩॥

মুরারির সদৃষ্টান্ত উত্তর—

হাসি' বলে বিশ্বম্ভর,—"মুরারি এ কেন"?
মুরারি বলয়ে,—"প্রভু লওয়াইলে যেন ॥২৪॥
পবন-কারণে যেন শুষ্ক তৃণ চলে।
জীবের সকল ধর্ম্ম তোর শক্তিবলে॥" ২৫॥

প্রভুর প্রেষ্ঠজন-সমীপে নিজ-রহস্য জ্ঞাপন—

প্রভু বলে—"মুরারি, আমার প্রিয় তুমি।
অতএব তোমারে ভাঙ্গিল মর্ম্ম আমি॥" ২৬॥

গদাধরের প্রভুকে তাম্বূল প্রদান এবং প্রভু-কর্ত্তৃক মুরারিকে তদুচ্ছিষ্ট দান—

কহে প্রভু নিজ তত্ত্ব মুরারির স্থানে।
যোগায় তম্বূল প্রিয় গদাধর বামে ॥২৭॥
প্রভু বলে,—"মোর দাস মুরারি প্রধান।
এত বলি' চর্ব্বিত তাম্বূল কৈলা দান ॥২৮॥
সম্ভ্রমে মুরারি যোড়হস্ত করি' লয়।
খাইয়া মুরারি মহানন্দে মত্ত হয় ॥২৯॥

মুরারিকে হস্ত-প্রক্ষালনে প্রভুর আদেশ ও মুরারির নিজ হস্ত মস্তকে স্থাপন—

প্রভু বলে,—"মুরারি সকালে ধোও হাত।"
মুরারি তুলিয়া হস্ত দিলেক মাথাত ॥৩০॥

প্রভু-কর্ত্তৃক স্মার্ত্তবিচারের দোহাই দিয়া মুরারির জাতি-নাশের আশঙ্কা জ্ঞাপন—

প্রভু বলে,—"আরে বেটা জাতি গেল তোর।
তোর অঙ্গে উচ্ছিষ্ট লাগিল সব মোর॥" ৩১॥

নির্ব্বিশেষবাদী সবিশেষবাদকে আক্রমণ করায় প্রভুর ক্রোধ—

বলিতে প্রভুর হইল ঈশ্বর আবেশ।
দন্ত কড়মড় করি' বলয়ে বিশেষ ॥৩২॥

প্রভু এই নমস্কারের ক্রম-বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কহিলেন,—"বলদেব প্রভুর জ্যেষ্ঠত্ব ও নিজের কনিষ্ঠত্ব বিষয়ে মুরারিগুপ্তের বিচার-ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ মুরারি শ্রীবলরামের উপাসক। সুতরাং অগ্রে শ্রীগুরুপূজা ও জগদ্‌গুরুপূজা না করিয়া ভগবৎপূজা করিলে ক্রমের ব্যাঘাত হয়।" চলিত ভাষায় বলে,—"ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইতে নাই"। শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত ভগবৎসেবনের অধিকার কাহারও হয় না ॥ ৬-৯ ॥

"সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভাল মতে ॥৩৩॥

কেবলাদ্বৈতবাদের বিচারে ভগবদ্‌বিগ্রহ না মানায় প্রকাশানন্দের কুষ্ঠ রোগ—

পড়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে তবু নাহি জানে ॥৩৪॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে ?৩৫।

ব্রহ্মশিবাদি-বন্দ্য শ্রীবিগ্রহকে অস্বীকার করায় সর্ব্বনাশ লাভ—

সত্য কহোঁ মুরারি আমার তুমি দাস।
যে না মানে মোর অঙ্গ, সেই যায় নাশ ॥৩৬॥

যেরূপ শুষ্ক ঘাস অপেক্ষাকৃত লঘু হওয়ায় বায়ু দ্বারা সহজেই বিচলিত হয়, সেইরূপ মূলাধারভগবৎশক্তি জীবের সকল ধর্ম্মের নিয়মন করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

সকালে—কালবিলম্ব না করিয়া, অতিশীঘ্র ॥ ৩০ ॥

স্মৃতিশাস্ত্রের বিচারানুসারে উচ্ছিষ্টভোজী বজ্জাতি নাশ ঘটে॥ ৩১

কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ "জগৎ মিথ্যা, বৈকুণ্ঠে বৈচিত্র্য নাই, যাহা কিছু জাগতিক বিচিত্রতা, তাহা সকলই মিথ্যামাত্র, জীবের নিত্যস্বরূপ নাই, ভ্রান্তিবশে ব্রহ্মই আপনাকে জীবরূপে কল্পনা করেন। অজ্ঞান তিরোহিত হইলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই অবস্থিতি থাকে। শ্রীভগবানের চিন্ময় রূপ নাই, তাহার হেতু প্রদর্শনকল্পে রূপমাত্রেই অচিজ্জগতে অবস্থিত হওয়ায় ভ্রান্তিমাত্র। রূপরহিত অবস্থাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের নিত্য-স্থিতি। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা প্রাপঞ্চিক বিচারোথ (ইংরাজী ভাষায় যাহাকে anthropomorphism বলে) বিবর্ত্তাশ্রিত বিচারেরই অন্তর্গত। ভগবদ্বিগ্রহ বলিয়া কোন সেব্য পুরুষোত্তম নাই। সেব্য-সেবনধর্ম্ম পার্থিব বিচারে প্রতিষ্ঠিত মাত্র। সবিশেষ সচ্চিদানন্দ ভগবান্ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্—বিবর্ত্তোথ বিচার-মাত্র। উপাসনা—অনিত্য। পুরুষোত্তমবাদের নির্বৈশিষ্ট্য বিচারই অজ্ঞান-রাহিত্য।"—প্রভৃতি কেবলাদ্বৈতবাদিগণের বিচার। কাশী-বাসী সন্ন্যাসিগণ পরমার্থ-বঞ্চিত হইয়া ভগবানের চিন্ময় অঙ্গের অস্তিত্ব খণ্ড খণ্ড করিয়া নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। এইরূপ সন্ন্যাসিগণের অগ্রণী প্রকাশানন্দ-নামক জনৈক মায়াবাদী সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর সমকালে সকল যতির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহজগতে হিংসা-বৃত্তিরপ্রাবল্য-হেতু নিত্য-সবিশেষবাদকে আক্রমণ করা নির্ব্বিশেষবাদের প্রধান প্রচেষ্টা। শ্রীগৌরসুন্দরের ইহা অভিপ্রেত নহে ॥৩৩॥

শ্রুতিসকলের বিভিন্নার্থ সম্ভবপর হওয়ায় বিভিন্ন রুচি বিশিষ্ট জনগণ নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ বিচার-দ্বারা বিভিন্ন শ্রুতি-মন্ত্রের পরস্পর বিবাদ লক্ষ্য করেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগের শাস্ত্র-বিবাদ প্রশমনার্থ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বাদরায়ণ-সূত্রের অবতারণা করেন। উহাই ভারতীয় পঞ্চ প্রকার ইতর দর্শন হইতে পৃথক্ হইয়া বেদান্তদর্শন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—অদ্বয়জ্ঞান ভগবদ্‌বস্তুই ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-নামে আর দুই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের উপযোগী শব্দ দ্বারা সেই বস্তু-বিষয়ে পরিচয় লাভ করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই তিন প্রকার সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বস্তুটি এক ও অদ্বিতীয়। যাঁহারা শব্দের বিদ্বদ্-রূঢ়িবৃত্তি অবজ্ঞা করিয়া অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তির আশ্রয় করেন, তাঁহাদের নিকটই ভগবদ্বস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা হইতে পৃথগ্‌রূপে পরিলক্ষিত হন। এই শ্রেণীর ব্রহ্মসূত্র-ব্যাখ্যাতৃগণ ন্যূনাধিক কেবলাদ্বৈতমতবাদ-স্থাপনের জন্য বেদান্তের বৌদ্ধজনোচিত ব্যাখ্যা করিয়া বৌদ্ধতর্ক-দ্বারা হত হন মাত্র। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বৈদান্তিকগণ আধ্যক্ষিক বিচার-প্রণালীতে অভ্যুন্নত হইয়া ভোগ্য জগতের কুযুক্তি-সমূহে আবদ্ধ হন, ফলে নিজ গুরুত্ব ও প্রভুত্ব সংরক্ষণ মানসে অকৃত্রিম শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মতবৈষম্য প্রচার করেন। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও শুদ্ধদ্বৈতবিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলা-দ্বৈতকে বেদান্তের তাৎপর্য্য বলিয়া প্রমাণ করিতে গিয়া যে অপরাধ সঞ্চয় করেন, সেই অপরাধের নামান্তর—ভগবদ্বিদ্বেষ—ভগবদ্‌বিগ্রহের বিঘাতন—ভগবদঙ্গে খড়্গাঘাত। চিন্ময় অঙ্গীর চিন্ময় অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়াস—নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এইজন্য প্রকাশনন্দ-নামক কাশীবাসী সর্ব্বপ্রধান সন্ন্যাসীর নশ্বর শরীরে কুষ্ঠরোগের উৎপত্তি।

অঙ্গ ভবানন্ত প্রভুর বিগ্রহ সে সেবে।
যে বিগ্রহ প্রাণ করি' পূজে সর্ব্ব-দেবে ॥৩৭॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে ॥৩৮॥

ভগবান্ ও ভক্তের নিত্যত্ব—ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্যের নিত্যত্ব—

সর্ব্ব সত্য করে। তোরে এই পরকাশ।
সত্য মুই, সত্য মোর দাস, তার দাস ॥৩৯॥

ভগবদঙ্গের প্রতি আক্রমণ করিলে আধ্যক্ষিক জ্ঞানীর স্থূল ও সূক্ষ্ম অঙ্গে কুষ্ঠরোগ দেখা দেয়। কুষ্ঠরোগিগণ ভবরদ্বিগ্রহ না মানায় সেরূপ অপরাধের ফল ভোগ করিতে থাকে। বিশ্ব—সত্য,—এই বিচার পরিহার করিয়া ও বিশ্বের অন্তর্গত জীব-শরীরের নশ্বরতা বিচার না করিয়া যাহারা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি-পরিণত জগৎকে মিথ্যামাত্র বলিয়া বিশ্বের অন্তর্গত জীব-শরীরও মিথ্যা নশ্বর, পরন্তু নশ্বর সত্য নহে প্রভৃতি বলিতে থাকে, তাহাদের অর্ব্বাচীনতা, ধৃষ্টতা অপরাধের অন্তর্গত। অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির পরিণতিমাত্র। বহিরঙ্গা শক্তিতে খণ্ড কালের ক্রিয়া আহিত থাকায় নির্ব্বোধ জনগণ আধ্যক্ষিক চেষ্টালব্ধ অজ্ঞানকে আশ্রয় করে। সেই মায়াবাদী প্রাপঞ্চিক বিশ্ব-শরীরকে আমার বহিরঙ্গা শক্তি-পরিণত শরীর মনে করে না; পরন্তু ভগবানের নিত্যবিগ্রহকে তাহাদের ফল্গু চিন্তাস্রোত-দ্বারা প্রকৃতি-প্রসূত সবিশিষ্ট ভাব মাত্র মনে করিয়া বিচার দৌর্ব্বল্য প্রদর্শন করে। ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি নিত্যকাল পূর্ণ চিন্ময়তা সংরক্ষণ-পূর্ব্বক নিত্যানন্দে বিচরণ করেন। জড়-বিচিত্রতা-লোপ-কারী বুদ্ধি লইয়া চিদ্বৈচিত্র্য আক্রমণ—রাবণের মায়া-সীতা হরণের ন্যায় মিথ্যা চেষ্টা মাত্র। মায়াবাদী সর্ব্বতোভাবে অপরাধী ও অভক্ত। তাহার ভক্তি-পথে বিচরণ কপটতা, অপরাধ মাত্রে পর্য্যবসিত হয় ॥ ৩৩ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর মুরারিকে বলিলেন,—"আমি পুরুষোত্তম বস্তু, তুমি আমার আশ্রিত দাস মাত্র। আমি আমার অন্তর এবং বাহ্য অঙ্গসমূহের অঙ্গী। বাহ্য অঙ্গগুলিকে যাহারা অন্তর-অঙ্গের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করে, তাহারাই মায়ায় আবদ্ধ হইয়া আমার অন্তর-অঙ্গ 'বৈকুণ্ঠ' বুঝিতে পারে না। মায়াবাদী আমার শ্রীবিগ্রহে দেহ-দেহী-ভেদের আরোপ করে। মায়াবাদী যদিও বিচার-চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া মায়া-প্রসূত জগৎকে মিথ্যা বলে, তথাপি আত্মম্ভরিতাক্রমে নিজের বহিঃপ্রজ্ঞা চালনা করিয়াই অন্তঃ-প্রজ্ঞাকে সমশ্রেণীস্থ মনে করে এবং নির্ব্বাণ মুক্তির প্রয়াসী হয়। সেইরূপ চেষ্টা আত্মবিনাশের লক্ষণ মাত্র। কিন্তু নিজ দাস কখনও নিজ প্রভুর সহিত অভিন্ন হইতে চায় না। অভিন্ন হইবার প্রয়াসই আত্মবিনাশ মাত্র॥" ৩৬ ॥

সর্ব্বজীব-বন্দ্য ব্রহ্মা, শিব এবং অনন্তদেব শ্রীভগবানের বিগ্রহ-সেবা করিয়া থাকেন। সকল দেবতা সেই বিগ্রহকে প্রাণপণে পূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা পুরুষোত্তম শ্রীবিগ্রহের সেবা না করিয়া অমূর্ত্তের কল্পনা করেন, তাঁহারা অজ-ভবানন্ত এবং অন্যান্য দেবতাকে লঙ্ঘন করেন। যে-সকল লোক নিজ স্থূল বিগ্রহে বা অথবা সূক্ষ্ম বিগ্রহের নশ্বর অভিমানে প্রমত্ত, তাঁহারা মনে করেন যে, সকল বিগ্রহের জনক বিগ্রহশূন্য হইয়া নির্ব্বিশিষ্ট (?); কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সেরূপ কল্পনা প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদীরই দাম্ভিকতা বা অজ্ঞতা মাত্র ॥ ৩৭ ॥

মায়াবাদিসম্প্রদায় প্রপঞ্চ মিথ্যা বিচার পূর্ব্বক পুণ্য, পবিত্রতা, সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান প্রভৃতিকে পাপ, অপবিত্রতা, রজঃ-সত্ত্ব-তমোমিশ্র প্রভৃতি বলিয়া মনে করায় তাঁহাদের কাল্পনিক চিন্তাস্রোত বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ সকল সত্তার একমাত্র আধার। নিজ অঙ্গ ও অঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য বিদূরিত করিয়াই তাঁহার নিত্য অবস্থিতি—এ কথা যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব দর্শন করিয়া ভগবদ্দেহ-দেহিভেদের আরোপ পূর্ব্বক সত্য হইতে ভ্রষ্ট হন। অতি-সাহস-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই নিত্য চিদানন্দময় অধিষ্ঠানের বিগ্রহকে মিথ্যা বলিবার ধৃষ্টতা করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

ভগবানের প্রকাশসমূহ—নিত্য এবং মিথ্যা হইতে বিপরীতভাবে অবস্থিত। ভগবান্ সত্য, ভগবানের দাস্য—সত্য, ভগবদ্দাসানুগত দাসসমূহ—সকলেই সত্য। ভগবান্ ও ভক্তে উপাধিগত নশ্বরতা আরোপ করিলে

সত্য মোর লীলা-কর্ম্ম, সত্য মোর স্থান।
ইহা মিথ্যা বলে, মোরে করে খান খান ॥৪০॥

ভগবদ্‌গুণ-নাম-কীর্ত্তি-শ্রবণে আধ্যক্ষিকতার বিনাশ—

যে যশঃ-শ্রবণে আদি-অবিদ্যা-বিনাশ।
পাপী অধ্যাপকে বলে 'মিথ্যা সে বিলাস' ॥৪১॥

ভগবল্লীলাদিতে অনাদরকারীর ভগবদবতার-বিষয়ে অজ্ঞতা—

যে যশঃ-শ্রবণ-রসে শিব দিগম্বর।
যাহা গায় আপনে অনন্ত মহীধর ॥৪২॥
যে যশঃশ্রবণে শুক নারদাদি মত্ত
চারিবেদে বাখানে যে যশের মহত্ত্ব ॥৪৩॥
হেন পুণ্যকীর্ত্তি প্রতি অনাদর যার।
সে কভু না জানে গুপ্ত মোর অবতার ॥৪৪॥

প্রভুর মুরারিকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজতত্ত্ব শিক্ষা-দান—

গুপ্ত-লক্ষ্যে সবারে শিখায় ভগবান্।
"সত্য মোর বিগ্রহ, সেবক, লীলা, স্থান ॥" ৪৫॥
আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে শিখায়।
ইহা যে না মানে, সে আপনে নাশ যায় ॥৪৬॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
পুনঃ সে হইলা প্রভু অকিঞ্চনবর ॥৪৭॥

প্রভুর বাহ্য-প্রাপ্তিতে তৃণাদপি শ্লোকের সুষ্ঠু আচরণ ও মুরারিকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক উক্তি—

'ভাই' বলি' মুরারিরে কৈলা আলিঙ্গন।
বড় স্নেহ করি' বলে সদয় বচন ॥৪৮॥
"সত্য তুমি মুরারি আমার শুদ্ধ দাস।
তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ ॥৪৯॥

অবিকৃত আত্ম-পরমাত্মের বিচার বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। সংসার—অনিত্য, বাস্তব সত্য তাহাতে স্থান না পাইলেও সংসার-অতীত ভগবান্ ও ভক্ত নিত্য সত্য,—এ বিষয়ে আর কিছু ভেদ নাই। তাঁহাদিগকে প্রপঞ্চের বস্তু-বিশেষ-জ্ঞানে যে বিচার উপস্থিত হয়, তাদৃশ মিথ্যা-স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহে অর্থাৎ উপাধিতে বস্তুজ্ঞান বা আমি-জ্ঞান বিবর্ত্তের উদাহরণ মাত্র। কিন্তু আত্মাকে কখনই অনাত্মা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

যদি কেহ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের অধিষ্ঠান 'কল্পিত' জ্ঞান করেন, ভগবানের লীলা-সমূহ অনিত্য মনে করেন, বৈকুণ্ঠাদির কাল্পনিকতা প্রচার করেন, তাহা হইলে সেই ভগবদ্বস্তুতে দেহদেহিবিচার, তদ্রূপবৈভবে প্রাপঞ্চিক খণ্ডিত বিচারের আরোপ করা হয় মাত্র। এই প্রকার ভগবদ্‌হিংসা যে সকল ব্রহ্মজ্ঞ-অভিমানী বা যোগিগণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভগবানের অখণ্ড বিচার হইতে—অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়া আংশিক অনিত্য বিচারে প্রতিষ্ঠিত হন ॥ ৪০ ॥

ভগবানের গুণ-নাম-কীর্ত্তি শ্রবণ করিলে মানবের আধ্যক্ষিক বিচারের প্রণালী বিনষ্ট হয়। যে সকল ব্যক্তি প্রাপঞ্চিক বিচার লইয়া প্রত্যক্ষ প্রভৃতি অচিৎ সর্গের ব্যাপারের ফল্গুত্ব উপলব্ধি করত হরি-সম্বন্ধিনী লীলাকেও প্রাপঞ্চিক নশ্বর বস্তুর অকিঞ্চিৎকরতার সহিত সমজ্ঞান করেন, সেই সকল অভিজ্ঞ-অভিমানী মায়াপাশবদ্ধ অধ্যাপক নামধারী জনগণ পাপে প্রবৃত্ত হইয়া অপরাধ করেন ॥ ৪১॥

যে ভাগবতশ্রবণরঙ্গে মহাদেব ভবানী-ভর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি অভিমান-বসন পরিত্যাগ করিয়া দিগ্‌বাস গ্রহণ করেন, যাঁহার নিত্যকীর্ত্তি-সমূহ অনন্ত-শক্তিমান্ মহীধর অনন্তদেব নিরন্তর গান করেন, শুক, নারদ প্রভৃতি সংসার-মুক্ত মহাভাগবতগণ যাঁহার গুণগান শ্রবণে প্রাপঞ্চিক কঠিন বিধি প্রক্ষেপ করিয়া ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত, চতুর্দ্ধা বেদ যাঁহার যশের মহত্ত্ব বর্ণনে সর্ব্বদা ব্যস্ত, সেই সকল গুরুবর্গের ও শুদ্ধ জ্ঞানের যাহারা বিরোধী, তাহারা কখনই প্রপঞ্চে ভগবদবতরণের বিষয় সুষ্ঠুরূপে বুঝিতে পারে না ॥ ৪২-৪৪ ॥

মুরারিগুপ্তকে উদ্দেশ করিয়া ভগবান্ যে শিক্ষাদানলীলার অভিনয় করিলেন, তাহা গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য যাহার নাই, সে কখনই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪৬ ॥

যখনই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রাপঞ্চিক সংস্থানের প্রতি লক্ষ্য করিলেন, তখনই তিনি প্রপঞ্চের সকল ঐশ্বর্য্য, মহত্ত্ব প্রভৃতি পরিহার পূর্ব্বক তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহগুণ-সম্পন্ন এবং নিজে অমানী ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়া সকলকেই সম্মান প্রদান করিলেন—সেব্যবিগ্রহের বিচারসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেবকের সুষ্ঠু বিচারে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥৪৭॥

জগদ্গুরু-নিত্যানন্দ-বিদ্বেষী, প্রভুর কৃপা-প্রাপ্তির অযোগ্য—

নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
দাস হইলেও সেই মোর প্রিয় নহে ॥৫০॥

নিত্যানন্দ-প্রীতি-হেতু মুরারির প্রভু-কৃপাপ্রাপ্তি এবং মুরারির স্বরূপ-পরিচয়—

ঘরে যাহ গুপ্ত, তুমি আমারে কিনিলা।
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব গুপ্ত তুমি সে জানিলা ॥৫১॥
হেন মতে মুরারি প্রভুর কৃপা পাত্র।
এ কৃপার পাত্র সবে হনুমান-মাত্র ॥৫২॥

মুরারির ভাবাবেশে গৃহে গমন ও তদ্‌হৃদয়ে গৌর-নিত্যানন্দের বিশ্রাম—

আনন্দে মুরারি গুপ্ত ঘরেতে চলিলা।
নিত্যানন্দ সঙ্গে প্রভু হৃদয়ে রহিলা ॥৫৩॥
অন্তরে বিহ্বল গুপ্ত চলে নিজ বাসে।
এক বলে, আর করে, খলখলী হাসে ॥৫৪॥
পরম উল্লাসে বলে 'করিব ভোজন'।
পতিব্রতা অন্ন আনি' কৈল উপসন্ন ॥৫৫॥

মুরারির পত্নীসমীপে অন্ন-প্রার্থনা ও ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে করিতে কৃষ্ণকে তাহা অর্পণ—

বিহ্বল মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের রসে।
'খাও খাও' বলি' অন্ন ফেলে গ্রাসে গ্রাসে ॥৫৬॥
ঘৃত মাখি' অন্ন সব পৃথিবীতে ফেলে।
'খাও খাও খাও কৃষ্ণ' এই বোল বলে ॥৫৭॥

মুরারির ব্যবহারে তদীয় পত্নীর হাস্য ও মুরারিকে সতর্ক করণ—

হাসে পতিব্রতা দেখি' গুপ্তের ব্যাভার।
পুনঃ পুনঃ অন্ন আনি' দেয় বারে বার ॥৫৮॥
'মহাভাগবত গুপ্ত' পতিব্রতা জানে।
'কৃষ্ণ' বলি' গুপ্তেরে করায় সাবধানে ॥৫৯॥

ভক্তপ্রদত্ত অন্ন মহাপ্রভুর সাগ্রহে ভোজন—

মুরারি দিলে সে প্রভু করয়ে ভোজন।
কভু না লঙ্ঘয়ে প্রভু গুপ্তের বচন ॥৬০॥
যত অন্ন দেয় গুপ্ত, তাই প্রভু খায়।
বিহানে আসিয়া প্রভু গুপ্তেরে জাগায় ॥৬১॥

অজীর্ণের প্রতিকার-বাসনায় মহাপ্রভুর মুরারি-গৃহে আগমন ও আসন গ্রহণ—

বসিয়া আছেন গুপ্ত কৃষ্ণনামানন্দে।
হেনকালে প্রভু আইলা, দেখি' গুপ্ত বন্দে' ॥৬২॥
পরম আদরে গুপ্ত দিলেন আসন।
বসিলেন জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন ॥৬৩॥

গুপ্তের অজীর্ণ-কারণ জিজ্ঞাসা ও প্রভুর উত্তর-প্রদান—

গুপ্ত বলে,—"প্রভু কেনে হৈল আগমন?"
প্রভু বলে,—"আইলাম চিকিৎসা-কারণ॥" ৬৪॥
গুপ্ত বলে,—"কহিবে কি অজীর্ণ কারণ?
কোন্ কোন্ দ্রব্য কালি করিলা ভোজন?" ৬৫॥
প্রভু বলে,—"আরে বেটা জানিবি কেমনে?
'খাও খাও' বলি' অন্ন ফেলিলি যখনে ॥৬৬॥

যে ব্যক্তি জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্মে গৌরববুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সমবুদ্ধি পূর্ব্বক সেবাবৈমুখ্যে অবস্থিত হইলেন, তাঁহার সকল বিচার লুপ্ত হইল ॥ ৫০ ॥

শ্রীমহাপ্রভু মুরারিকে বিদায় দিবার কালে বলিলেন,—"তুমি শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়াছ। স্বয়ংরূপ ভগবান্ তাঁহার প্রকাশস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি মুরারিগুপ্তের দৃঢ় প্রণয় লক্ষ্য করিয়া শ্রীমুরারিগুপ্তকে হনুমান-স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারিলেন। দাস-রসে বিশেষ অনুরাগের সহিত ভজনশীল দেখিয়া শ্রীমুরারিগুপ্তের রাম-লীলার স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের দৃষ্টিগোচর হইল। সুতরাং মুরারি নিত্যানন্দ-প্রীতি জন্য মহাপ্রভুর কৃপা-পাত্র হইলেন ॥ ৫১ ॥

মুরারিগুপ্ত মহাপ্রভুর কৃপা পাইয়া গৃহে গেলেন। তাঁহার হৃদয়ে গৌর-নিত্যানন্দ বিরাজমান রহিলেন। "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম"—এই বাক্যের সার্থকতা এখানে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥

গুপ্ত নিজ-গৃহে গিয়া পত্নীর পাচিত অন্ন মুষ্টি মুষ্টি করিয়া গৃহে ছড়াইতে ছড়াইতে উহা কৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন। প্রচুর পরিমাণে এই প্রকার অন্ন নিবেদিত হইল। মুরারি-প্রদত্ত অন্ন মহাপ্রভু পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। ভক্ত

তুই পাসরিলি' তোর পত্নী সব জানে।
তুই দিলি, মুঞি বা না খাইব কেমনে? ৬৭॥
কি লাগি' চিকিৎসা কর অন্য বা পাঁচন।
অজীর্ণ মোহার তোর অন্নের কারণ ॥৬৮॥

জলপানে অজীর্ণ-বিনাশ—

জল-পানে অজীর্ণ, করিতে নারে বল।
তোর অন্নে অজীর্ণ, ঔষধ—তোর জল ॥" ৬৯॥

প্রভু-কর্ত্তৃক মুরারির জলপাত্রের জলপান, তাহাতে মুরারির চেতন-রাহিত্য ও তদ্গোষ্ঠীর ক্রন্দন—

এত বলি' ধরি' মুরারির জলপাত্র।
জল পিয়ে' প্রভু ভক্তিরসে পূর্ণমাত্র ॥৭০॥
কৃপা দেখি' মুরারি হইলা অচেতন।
মহা-প্রেমে গুপ্তগোষ্ঠী করয়ে ক্রন্দন ॥৭১॥
হেন প্রভু, হেন ভক্তিযোগ, হেন দাস।
চৈতন্য-প্রসাদে হৈল ভক্তির প্রকাশ ॥৭২॥

নদীয়ার আধ্যক্ষিক পণ্ডিতগণাপেক্ষা মুরারি-ভৃত্যগণের সৌভাগ্য—

মুরারি গুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
সেই নদীয়ায় ভট্টাচার্য্য না দেখিল ॥৭৩॥

বিদ্যাধন-প্রতিষ্ঠায় ভগবৎকৃপা-লাভে অযোগ্যতা, কেবল ভক্তকৃপায় ভগবৎপ্রসাদ লাভ—

বিদ্যা-ধন-প্রতিষ্ঠায় কিছুই না করে।
বৈষ্ণবের প্রসাদে সে ভক্তিফল ধরে ॥৭৪॥
যে সে কেনে নহে বৈষ্ণবের দাসী-দাস।
'সর্ব্বোত্তম সেই'—এই বেদের প্রকাশ ॥৭৫॥
এই মত মুরারিরে প্রতি-দিনে-দিনে।
কৃপা করে মহাপ্রভু আপনা-আপনে ॥৭৬॥
শুন শুন মুরারির অদ্ভুত আখ্যান।
শুনিলে মুরারি-কথা পাই ভক্তিদান ॥৭৭॥

প্রভুর শ্রীবাসগৃহে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ ও গরুড়কে আহ্বান—

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস-মন্দিরে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু নিজ মূর্ত্তি ধরে ॥৭৮॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শোভে চারি কর।
'গরুড় গরুড়' বলি' ডাকে বিশ্বম্ভর ॥৭৯॥

মুরারির শ্রীবাসমন্দিরে আগমন ও তদ্দেহে গরুড়-ভাব—

হেনই সময়ে গুপ্ত আবিষ্ট হইয়া।
শ্রীবাস-মন্দিরে আইলা হুঙ্কার করিয়া ॥৮০॥

প্রভুর গরুড়াহ্বানে মুরারির গরুড়োচিত কৈঙ্কর্য্যের উদয়—

গুপ্ত-দেহে হৈল মহা-বৈনতেয় ভাব।
গুপ্ত বলে'—"মুঞি সেই গরুড় মহা-ভাব ॥" ৮১॥
গরুড় গরুড় বলি' ডাকে বিশ্বম্ভর।
গুপ্ত বলে,—"এই মুঞি তোমার কিঙ্কর ॥" ৮২॥

প্রভুর মুরারিকে বাহনরূপে অঙ্গীকার ও মুরারির অনুমোদন—

প্রভু বলে,—"বেটা তুই আমার বাহন।"
'হয় হয়' হেন গুপ্ত বলয়ে বচন ॥৮৩॥

আগ্রহ করিয়া সেবা করিতেছেন, ভগবান্ সেবা-বাধ্য হইয়া সেইগুলি গ্রহণ করেন ॥ ৫৪-৬০ ॥

অতি প্রত্যূষে অজীর্ণের প্রতিকার-বাসনায় শ্রীগৌরসুন্দর মুরারির গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন মুরারি প্রকাশ্যভাবে অজীর্ণ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৬১-৬৫ ॥

মুরারি গুপ্তের আত্মীয়-স্বজন শ্রীমহাপ্রভুকে জল পান করিতে দেখিয়া প্রেমভরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥৭১॥

শ্রীমুরারির গৃহের ভৃত্যগণ যে অনুগ্রহ লাভ করিল, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণও সে সৌভাগ্যের অধিকারী হইলেন না। গুপ্তগৃহের দাসগণের ভাগ্যে যে প্রসাদ-লাভ ঘটিল, তাহার দর্শন-সৌভাগ্যও যোগ্যাভিমানি ব্যক্তিগণ পান নাই ॥ ৭৩ ॥

মানবের বিদ্যা, ধন ও জাতিমদাদি প্রতিষ্ঠায় যাহা লাভ হয় না, মুরারিগুপ্তের ন্যায় ভক্তের বাড়ীর কিঙ্করগণের বৈষ্ণবের অনুগ্রহে সেই প্রসাদ-লাভ ঘটিল ॥ ৭৪ ॥

বৈষ্ণবগৃহের দাস দাসী যত বড় বা যত ছোটই হউন না কেন, বেদের তাৎপর্য্য যাঁহারা অবগত হইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, বৈষ্ণবের দাসদাসী জগতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥৭৫॥

শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভু নারায়ণ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া গরুড়কে আহ্বান করিবামাত্র মুরারি তথায় উপস্থিত হইয়া গরুড়ের ভাবে বিভাবিত হইলেন এবং আপনাকে গরুড় জ্ঞান

কৃষ্ণলীলায় গুপ্তের প্রভু-কৈঙ্কর্য্য—

গুপ্ত বলে,—"পাসরিলা তোমারে লইয়া।
স্বর্গ হৈতে পারিজাত আনিলুঁ বহিয়া ॥৮৪॥
পাসরিলা তোমা' লঞা গেলুঁ বাণপুরে।
খণ্ড খণ্ড কৈলুঁ মুঞি স্কন্দের ময়ূরে ॥৮৫॥
এই মোর স্কন্ধে প্রভু আরোহণ কর'।
আজ্ঞা কর, নিব কোন্ ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর ?" ৮৬॥

গুপ্তস্কন্ধে প্রভুর আরোহণ ও সকলের জয়ধ্বনি—

গুপ্ত-স্কন্ধে চড়ে প্রভু মিশ্রের নন্দন।
'জয় জয়'-ধ্বনি হৈল শ্রীবাস-ভবন ॥৮৭॥
স্কন্ধে কমলার নাথ, গুপ্তের নন্দন।
রড় দিয়া পাক ফিরে সকল-অঙ্গন ॥৮৮॥
জয়-হুলাহুলি দেয় পতিব্রতাগণ।
মহাপ্রেমে ভক্ত-সব করয়ে ক্রন্দন ॥৮৯॥
কেহ বলে,—'জয় জয়,' কেহ বলে—'হরি'।
কেহ বলে,—"যেন এই রূপ না পাসরি॥" ৯০॥
কেহ মালসাট্ মারে পরম উল্লাসে।
'ভালরে ঠাকুর' বলি' কেহ কেহ হাসে ॥৯১॥
"জয় জয় মুরারি-বাহন বিশ্বম্ভর।"
বাহু তুলি' কেহ ডাকে করি' উচ্চৈঃস্বর ॥৯২॥

প্রভুকে স্কন্ধে লইয়া মুরারির গৃহে ভ্রমণ—

মুরারির স্কন্ধে দোলে গৌরাঙ্গসুন্দর।
উল্লাসে ভ্রময়ে গুপ্ত বাড়ীর ভিতর ॥৯৩॥

ভাগ্যহীনের গৌর-লীলায় অবিশ্বাস—

সেই নবদ্বীপে হয় এ সব প্রকাশ।
দুষ্কৃতি না দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥৯৪॥

ভক্তিবশভগবান্—

ধন, কুল, প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞী ॥৯৫॥
জন্মে জন্মে যে-সব করিল আরাধন।
সুখে দেখে এবে তা'র দাস-দাসীগণ ॥৯৬॥

ভগবল্লীলা-দর্শকের, দুষ্কৃতি-সমীপে তদীয় লীলা-দর্শনের কথা বর্ণনেও তাহার তাহাতে অবিশ্বাস—

যে বা দেখিলেক, সে বা কৃপা করি' কয়।
তথাপিহ দুষ্কৃতির চিত্ত নাহি লয় ॥৯৭॥
মধ্যখণ্ডে গুপ্ত-স্কন্ধে প্রভুর উত্থান।
সব-অবতারে গুপ্ত—সেবক-প্রধান ॥৯৮॥
এ' সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব-তিরোভাব'—এই বেদে কয় ॥৯৯॥

মহাপ্রভুর বাহ্য প্রাপ্তি ও মুরারি-স্কন্ধ হইতে অবতরণ—

বাহ্য পাই' নাম্বিলা গৌরাঙ্গ মহাধীর।
গুপ্তের গরুড়-ভাব হইল সুস্থির ॥১০০॥

প্রভুর গুপ্তস্কন্ধে আরোহণ—নিগূঢ় লীলা—

এ' বড় নিগূঢ় কথা কেহ নাহি জানে।
গুপ্ত-স্কন্ধে মহাপ্রভু কৈলা আরোহণে ॥১০১॥

মুরারির প্রতি প্রভুর কৃপাদর্শনে ভক্তগণের প্রশংসা—

মুরারিরে কৃপা দেখি' বৈষ্ণব-মণ্ডল।
'ধন্য ধন্য ধন্য' বলি' প্রশংসে' সকল ॥১০২॥
ধন্য ভক্ত মুরারি, সফল বিষ্ণুভক্তি।
বিশ্বম্ভর-লীলার বহমে যা'র শক্তি ॥১০৩॥

মুরারির আখ্যান—অনন্ত—

এই মত মুরারি-গুপ্তের পুণ্য কথা।
আর কত আছে, যে কৈলা যথা যথা ॥১০৪॥

মুরারির ভগবদবতার-কথা আলোচনা ও ভগবৎ-প্রকটকালে আত্মসংহারেচ্ছায় অস্ত্র-সংগ্রহ—

একদিন মুরারি পরম-শুদ্ধ-মতি।
নিজ মনে মনে গণে অবতার-স্থিতি ॥১০৫॥

করিতে লাগিলেন। প্রভুর গরুড়াহ্বানে মুরারির গরুড়োচিত কৈঙ্কর্য্যের উদয় হইল ॥ ৭৮-৮১ ॥

প্রভু তাঁহাকে বাহনরূপে অঙ্গীকার করিলেন, মুরারি উহাতে অনুমোদন করেন ॥ ৮৩ ॥

তথ্য। ভাঃ ১০।৫৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ৮৪ ॥

তথ্য। ভাঃ ১০।৬২-৬৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ৮৫ ॥

ধনের দ্বারা, আভিজাত্যের দ্বারা, নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের দ্বারা কৃষ্ণ লভ্য হন না, কেবলমাত্র সেবাদ্বারাই কৃষ্ণ বাধ্য হন। ভাগ্যহীন জনগণ শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-বিলাস দর্শন করিতে পারে না ॥ ৯৫

"সাঙ্গোপাঙ্গে আছয়ে যাবৎ অবতার।
তাবৎ চিন্তিয়ে আমি নিজ-প্রতিকার ॥১০৬॥
না বুঝি কৃষ্ণের লীলা, কখন কি করে।
তখনি সৃজিলা লীলা, তখনি সংহারে' ॥১০৭॥
যে সীতা লাগিয়া মরে সবংশে রাবণ।
আনিয়া ছাড়িলা সীতা কেমন কারণ? ১০৮॥
যে যাদবগণ নিজ-প্রাণের সমান।
সাক্ষাতে দেখয়ে—তা'রা হারায় পরাণ ॥১০০॥
অতএব যাবৎ আছয়ে অবতার।
তাবৎ আমার দেহ ত্যাগ প্রতিকার ॥১১০॥
দেহ এড়িবার মোর এই সে সময়।
পৃথিবীতে যাবৎ আছয়ে মহাশয় ॥" ১১১॥
এতেক নির্ব্বেদ গুপ্ত চিন্তি' মনে মনে।
খরসান কাতি এক আনিল যতনে ॥১১২॥
আনিয়া থুইল কাতি গৃহের ভিতরে।
"নিশায় এড়িব দেহ হরিষ-অন্তরে॥" ১১৩॥

সর্ব্বভূতান্তর্যামী প্রভুর মুরারির চিত্তবৃত্তি বুঝিয়া তৎ-প্রতিকারার্থ মুরারির গৃহে গমন ও মুরারিকে অস্ত্রত্যাগে অনুরোধ—

সর্ব্বভূত-হৃদয়—ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
মুরারির চিত্তবৃত্তি হইল গোচর ॥১১৪॥
সত্বরে আইলা প্রভু মুরারি-ভবন।
সম্ভ্রমে করিল গুপ্ত চরণ-বন্দন ॥১১৫॥
আসনে বসিয়া প্রভু কৃষ্ণকথা কয়।
মুরারি গুপ্তেরে হই' পরম সদয় ॥১১৬॥
প্রভু বলে,—"গুপ্ত, বাক্য রাখিবা আমার।"
গুপ্ত বলে,—"প্রভু, মোর শরীর তোমার॥" ১১৭॥
প্রভু বলে,—"এ-ত সত্য?" গুপ্ত বলে,—"হয়।"
"কাতিখানি দেহ মোরে" প্রভু কাণে কয় ॥১১৮॥
"যে কাতি থুইলা দেহ ছাড়িবার তরে।
তাহা আনি' দেহ—আছে ঘরের ভিতরে॥" ১১৯॥
'হায় হায়' করে গুপ্ত মহা-দুঃখ-মনে।
"মিথ্যাকথা কহিল তোমারে কোন্ জনে?" ১২০॥
প্রভু বলে,—"মুরারি, বড় ত' দেখি ভোল।
'পরে কহিলে সে আমি জানি'—হেন বোল? ১২১॥
যে গড়িয়া দিল কাতি, তাহা জানি আমি।
তাহা জানি, যথা কাতি থুইয়াছ তুমি॥" ১২২॥
সর্ব্ব-অন্তর্যামী প্রভু জানে সর্ব্ব-স্থান।
ঘরে গিয়া কাটারি আনিল বিদ্যমান ॥১২৩॥
প্রভু বলে,—"গুপ্ত, এই তোমার ব্যবহার!
কোন্ দোষে আমা ছাড়ি' চাহ যাইবার? ১২৪॥
তুমি গেলে কাহারে লইয়া মোর খেলা?
হেন বুদ্ধি তুমি কার স্থানে বা শিখিলা? ১২৫॥
এখনি মুরারি মোরে দেহ' এই ভিক্ষা।
আর কভু হেন বুদ্ধি না করিবা শিক্ষা॥" ১২৬॥

প্রভুর মুরারিকে ক্রোড়ে ধারণ ও দেহত্যাগে নিষেধ—

কোলে করি' মুরারিরে প্রভু বিশ্বম্ভর।
হস্ত তুলি' দিল নিজ শিরের উপর ॥১২৭॥
"মোর মাথা খাও গুপ্ত, মোর মাথা খাও।
যদি আর বার দেহ ছাড়িবারে চাও॥" ১২৮॥

ভক্ত-ভগবানের প্রেমাশ্রুবর্জ্জন—

আথেব্যথে মুরারি পড়িলা ভূমি-তলে।
পাখালিল প্রভুর চরণ প্রেমজলে ॥১২৯॥

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণন করিলেও ভা[illegible] জনগণ তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হয় না। ভাগ্যহীনতাই লীলাদর্শনের বাধক ॥ ৯৭ ॥

একদিন মুরারিগুপ্ত ভগবানের অবতার-সমূহের কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, ভগবদবতারসমূহ লীলা প্রকট করিয়া উহা সঙ্গোপন করেন, রাবণের বংশ ধ্বংস করিয়া সীতা উদ্ধার করত পুনরায় তাঁহাকে পরিহার করেন, প্রাণ-প্রতিম যদুকুল ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করেন; সুতরাং ভগবানের প্রকটকালে তিনি আত্মসংহার ইচ্ছা করিয়া একটি শাণিত অস্ত্র আত্মবিনাশের জন্য সংগ্রহ করিলেন ॥১০৫-১১২॥

শ্রীগৌরসুন্দর মুরারির সহিত কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে কৃপান্বিত হইয়া বলিলেন,—'মুরারি, আমার বাক্য পালন কর।' তদুত্তরে মুরারি বলিলেন,—'এই শরীর তোমার।'

সুকৃতি মুরারি কান্দে ধরিয়া চরণ।
গুপ্ত কোলে করি' কান্দে শ্রীশচীনন্দন ॥১৩০॥

মুরারির প্রতি চৈতন্যদেবের প্রসাদ অজ-ভবাদির প্রার্থনীয়—

যে প্রসাদ মুরারি গুপ্তেরে প্রভু করে।
তাহা বাঞ্ছে রমা, অজ, অনন্ত, শঙ্করে ॥১৩১॥

সকল দেবতাই চৈতন্যদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ—

এ' সব দেবতা—চৈতন্যের ভিন্ন নহে।
ইহারা 'অভিন্ন-কৃষ্ণ'—বেদে এই কহে ॥১৩২॥
সেই গৌরচন্দ্র 'শেষ'-রূপে মহী ধরে।
চতুর্মুখ-রূপে সেই প্রভু সৃষ্টি করে ॥১১৩॥
সংহারে'ও গৌরচন্দ্র ত্রিলোচনরূপে।
আপনারে স্তুতি করে আপনার মুখে ॥১৩৪॥
ভিন্ন নাহি, ভেদ নাহি এ' সকল-দেবে।
এ' সকল-দেব চৈতন্যের পদ সেবে ॥১৩৫॥

চৈতন্য-নাম-কীর্ত্তনে অস্ফুট-চেতন পক্ষীরও
চিন্ময় ধাম প্রাপ্তি—

পক্ষি-মাত্র যদি লয় চৈতন্যের নাম।
সে-ও সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম ॥১৩৬॥

চৈতন্যবিদ্বেষী চতুর্থাশ্রমীরও সত্যবস্তু-দর্শনে অসামর্থ্য—

সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানে' গৌরচন্দ্র।
জানিহ সে দুষ্টগণ জন্ম জন্ম অন্ধ ॥১৩৭॥

বাটোয়ারের সহিত নিন্দক সন্ন্যাসীর তুলনা—

যেন তপস্বীর বেশে থাকে বাটোয়ার।
এই মত নিন্দক-সন্ন্যাসী দুরাচার ॥১৩৮॥
নিন্দক-সন্ন্যাসী বাটোয়ারে নাহি ভেদ।
দুইতে নিন্দক বড়—'দ্রোহী' কহে বেদ ॥১৩৯॥

তথাহি শ্রীমন্মাধ্বীয়ে—

প্রকটং পতিতঃ শ্রেয়ান্ য একো যাত্যধঃ স্বয়ম্।
বকবৃত্তিঃ স্বয়ং পাপঃ পাতয়ত্যপরানপি ॥ ১৪০ ॥
হরন্তি দস্যবোঽকুট্যাং বিমোহ্যান্যৈর্নৃণাং ধনম্।
চাবিত্রৈরবতিতীক্ষ্ণাগ্রৈর্বাদৈরেবং বকব্রতাঃ ॥ ১৪১ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ১২।৩।৩৮—

শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেশোপজীবিনঃ।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্ ॥ ১৪২ ॥

ভালরে আইসে লোক তপস্বী দেখিতে।
সাধুনিন্দা শুনি' মরি' যায় ভাল-মতে ॥১৪৩॥

তখন প্রভু তাঁহার কাণে কাণে বলিলেন, যদি তুমি সত্যকথা বলিয়া থাক, তাহা হইলে যে শাণিত কাটারিখানি ঘরে আনিয়া রাখিয়াছ, তাহা আমাকে দাও ॥ ১১৬-১১৮ ॥

শ্রুতির পরম্পর ভেদতাৎপর্য্যের মীমাংসক বেদান্ত-দর্শন বলেন, সকল দেবতা চৈতন্য হইতে অভিন্ন। অচিন্ত্য-ভেদাভেদই বেদান্তের তাৎপর্য্য। সকল দেবতাই এক-তাৎপর্য্যপর হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহারা অভিন্ন। 'সকল দেবতা ভগবানের সেবক নহেন'—এই প্রতীতিই ভেদ-জ্ঞাপক। শ্রীচৈতন্য-সেবা ব্যতীত দেবগণের অন্য কোন কার্য্য না থাকায় তাঁহারা সকলেই শ্রীচৈতন্য-দেবের অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ। যেখানে শ্রীচৈতন্য-বিলাসের মধ্যে দেবগণের প্রতিকূল বিচার বলিয়া দেবান্তর-সেবকগণের ধারণা, সেখানেই তত্ত্ববিরোধ এবং বেদান্তের প্রতিপাদ্য অভেদ-বিচারের সহিত সংঘর্ষ ॥ ১৩২ ॥

অস্ফুট-চেতন পক্ষীও যদি শ্রীচৈতন্যনাম কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাহারও চিদ্ধর্ম্মে অবস্থান-প্রযুক্ত পরম মঙ্গল-লাভ ঘটে। বৈকুণ্ঠ-নাম সাধারণ মায়িক শব্দের ন্যায় ভগবদিতর বস্তুবাচক নহেন। সুতরাং সেই নিরপরাধে উচ্চারিত শব্দ নামাভাস-জাতীয় হওয়ায় পক্ষিগণেরও মুক্তি অবশ্যম্ভাবিনী। মুক্ত আত্মা ভগবানের চিন্ময়ধাম লাভ করেন। সেখানে কোন মিশ্র ধর্ম্ম নাই ॥ ১৩৬ ॥

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরম উন্নত শিখরে তুর্য্যাশ্রম অবস্থিত। তাদৃশ আশ্রমী সন্ন্যাসীও যদি গৌরবিদ্বেষী হন, তাহা হইলে জন্ম জন্ম তিনি অন্ধ হইয়া সত্য-বস্তু দর্শনে অসমর্থ হন। গৌরবিদ্বেষী যতিগণ দুরাচার-পরায়ণ। কপট বাটপাড় দুষ্টগণ তপস্বীর বেশেই শ্রীগৌরসুন্দরের নিন্দা করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের সাধুবেশের বহুমানন করিতে হইবে না। গৌরনিন্দক সন্ন্যাসী—বাটপাড় দস্যু অপেক্ষাও অধিক ঘৃণ্য ॥ ১৩৭ ॥

আশ্রমচতুষ্টয়ে ব্রাহ্মণেরই অধিকার। ক্ষত্রিয়াদির বান-প্রস্থাধিকার। সন্ন্যাস—নরোত্তম ও ধীরভেদে দ্বিবিধ। বৈদিক বিধি পালন করিয়া যে সন্ন্যাস গৃহীত হয়, তাহাকে

সাধুনিন্দাশ্রবণে তূষ্ণীভাব-ধারণকারীর অধঃপাত—

সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্ম জন্ম অধঃপাত—বেদে এই কয় ॥১৪৪॥
বাটোয়ারে সবে মাত্র এক জন্মে মারে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দকে সংহরে' ॥১৪৫॥

সাধারণ দস্যু অপেক্ষা বৈষ্ণববিদ্বেষী অনন্ত গুণে অধিক পাপিষ্ঠ—

অতএব নিন্দক-সন্ন্যাসী—বাটোয়ার।
বাটোয়ার হৈতেও অনন্ত দুরাচার ॥১৪৬॥

নিন্দক কৃষ্ণের অপ্রিয়—

আব্রহ্ম-স্তম্বাদি সব কৃষ্ণের বৈভব।
'নিন্দামাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট' কহে শাস্ত্র সব ॥১৪৭॥

অনিন্দকের একবার কৃষ্ণনামোচ্চারণেই ভগবদনুগ্রহ লাভ—

অনিন্দক হই' যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে ॥১৪৮॥

চতুর্ব্বেদীরও বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দা-ফলে কুম্ভীপাকে গমন—

চারি-বেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে ॥১৪৯॥

ত্রিদণ্ড-গ্রহণ বলে। বিধির অতীত পরমহংস-আশ্রমের অনুকূলে একদণ্ড-সন্ন্যাসের ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণাচার শ্লথ হইয়া পড়ে। শূদ্রাচারে বৈদিক সংস্কার নাই। শূদ্রাচার-সম্পন্ন তপোবেশোপজীবী যদি প্রতিগ্রহ করিবার বাসনায় ধাবিত হয়, তাহা হইলে উহা পুনরায় শূদ্রাচারে পরিণত হয়। ত্রিদণ্ড যাহাদের উপজীবিকা, তাহারা 'ভণ্ড' নামে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। উহারা উত্তমাসন লাভ করিয়াও ধর্ম্মের তাৎপর্য্য জানিতে না পারায় অধর্ম্মকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া প্রচার করে। মায়াবাদী একদণ্ডিগণ শূদ্রাচার-সম্পন্ন হওয়ায় পরমহংসধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হন। সেইকালে শূদ্রগণের যে প্রকার প্রতিগ্রহ নিসিদ্ধ, সেই প্রকার প্রতিগ্রহ-বাসনায় ধাবিত হইলে 'তপোবেশোপজীবি-মাত্র' বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণের সংস্কার পূর্ণমাত্রায় অবস্থান করে। সেকালে তাঁহাদের আশ্রমে অবস্থান সম্পূর্ণরূপে বৈদিক অনুষ্ঠান বলিয়া গৃহীত হয়। সংস্কার-বর্জ্জিত শূদ্রাচারে প্রতিগ্রহ করা অধর্ম্মানয়ন মাত্র। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়াভিমান এবং ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রম-চতুষ্টয়াভিমানে যে সকল তপস্যা, পরিচ্ছদ এবং জীবিকা বর্ত্তমান, ত্রিদণ্ডিবিষ্ণুসেবকগণের সেই প্রকার কোন অভিমান নাই। তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণব্রুব, ক্ষত্রিয়ব্রুব, বৈশ্যব্রুব বা শূদ্রব্রুব সংজ্ঞা[illegible]ভিহিত করেন না। তাঁহারা বর্ণাতীত। তাঁহারা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু—এই আশ্রম-চতুষ্টয়ে প্রতিপাল্য সকল-বিধি ভগবৎসেবনোদ্দেশে নিযুক্ত করায় ভোগময় জগতের তপস্যা, বেষ বা নিজ প্রাণধারণের উপজীবিকা প্রভৃতিতে আবদ্ধ নহেন। তাঁহারা শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রকথিত "আরাধিতো যদি হরিঃ" শ্লোক পাঠ করিয়াছেন, সুতরাং তপস্যার প্রতি 'নিয়মাগ্রহ' প্রকাশ বা 'নিয়ম-অগ্রহ' প্রকাশ করিয়া হরি-আরাধনাতেই বৈমুখ্য প্রদর্শন করেন না। বাহ্য বেশের প্রতি তাঁহাদের কোন আদর নাই। গৃহস্থের বেশ তাঁহাদের সম্মানের লাঘব করে না। সন্ন্যাসীর বেশে তাঁহারা আপনাদিগকে উন্নত বলিয়া অভিমান করেন না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের জীবিকার ন্যায় তাঁহাদের নিজ-জীবন-ধারণের জন্য কোন চেষ্টাই নাই। তাঁহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবার জন্যই অর্জ্জন করিয়া থাকেন। কিন্তু নিজ-সেবার জন্য ব্রাহ্মণাদির ন্যায় বৃত্তিজীবিমাত্র হন না। ব্রাহ্মণাচার-বর্জ্জিত হইয়া অপরের দান-গ্রহণ-দ্বারা নিজের জীবিকার্জ্জনকে অধোগমনের হেতু জানিয়া কোন বিষ্ণুসেবক নিজ উদরের জন্য বা ভোগের জন্য কোন দ্রব্যের প্রতিগ্রহ করেন না; কিন্তু বৃত্তিজীবিগণ ত্রিদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া নিজব্যবহারোপযোগী সকল-বিষয় ভোগ করিতে করিতে রাবণাদির ন্যায় কপট তপোবেশাভিনিবেশ প্রদর্শন করেন। অতপস্বী অপেক্ষা তপস্বীর শ্রেষ্ঠতা বেদশাস্ত্র ও লোকাচারে প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু তপস্যার ছলনায় বেশাদি-গ্রহণে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপরতা জীবকে বর্ণধর্ম্মে ও আশ্রম-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া ভগবদ্বিমুখ করে। সুতরাং 'উত্তমাসনে আরূঢ়' অভিমানে অধর্ম্মজ্ঞ জনগণ মায়াবাদ-প্রচারমুখে যে-সমস্ত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের কথা বলিয়া থাকেন, উহা শূদ্রোচিত দানগ্রহণ-পিপাসা মাত্র এবং তপোবেশোপজীবীর গৃহীত কপটতা মাত্র। উহাই শূদ্রাচার এবং সেইরূপ শূদ্রাচারই

আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাসনায় ভাগবত-কথক-পাঠকের জগদ্গুরু নিত্যানন্দ-নিন্দাকালে সর্ব্বনাশ—

ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে হইবে সর্ব্বনাশ ॥১৫০॥

নিন্দকের গৌরলীলা-বিলাসে অবিশ্বাস—

এই নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।
না মানে' নিন্দক-সব সে সত্য বিলাস ॥১৫১॥

চৈতন্য-বিমুখ বা কপট ভাগবত-পাঠকের সঙ্গ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক শুদ্ধ চৈতন্যদাসগণের সঙ্গই বাঞ্ছনীয়—

চৈতন্য-চরণে যার আছে মতি-গতি।
জন্ম জন্ম হয় যেন তাঁহার সংহতি ॥১৫২॥

চৈতন্য-বিমুখ অষ্টাঙ্গ-যোগীর বদনও অদৃশ্য—

অষ্ট-সিদ্ধিযুক্ত—চৈতন্যেতে ভক্তিশূন্য।
কভু যেন না দেখোঁ সে পাপী হীন-পুণ্য ॥১৫৩॥

কলিজনোচিত। ইহারাই গৌরসুন্দরের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া বাটপাড়ের ন্যায় কার্য্য করে এবং শুদ্ধ গৌরভক্তগণকে আক্রমণ করিয়া নরকাভিযানে প্রবৃত্ত হয়। বাটপাড়গণ এইপ্রকার মায়াবাদী সন্ন্যাসী শূদ্রগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কলিযুগে বিবাদ-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আপনাদিগকে শূদ্রেতর-জ্ঞানে যে তপোবেশোপজীবিকার আশ্রয়ে 'ধর্ম্মোপদেশক' বলিয়া কপটাভিমান, ঐগুলি কলির প্রচণ্ড-নৃত্য মাত্র। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত অন্তিম স্কন্ধে এই ঘৃণ্য আচারের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত (৭ম স্কন্ধ ১৩শ অঃ ৩২ শ্লোকের) বিচার উল্লঙ্ঘন করিয়া যে-সকল বর্ণক্রবাভিমানিজন বিপথগামী হন, তাঁহাদিগের উদ্দেশেই এই শ্লোকের অবতারণা ॥ ১৩৯ ॥

অন্বয়। যঃ প্রকটং (দৃশ্যতঃ প্রত্যক্ষং যথা স্যাৎ তথেত্যর্থঃ) পতিতঃ (ধর্ম্মভ্রষ্টঃ ভবতি), স শ্রেয়ান্ (বরং, তেন ন কিয়ান্ আয়াতি যাতি) (যতঃ সঃ) একঃ স্বয়ং (একাকী) অধঃ (নরকং) যাতি (গচ্ছতি)। অপি (পরন্তু) বকবৃত্তিঃ (বকস্য ইব বৃত্তিঃ বর্ত্তনং যস্য সঃ কপটাচারী) স্বয়ং (মূর্ত্তিমান্) পাপঃ (পাপিষ্ঠঃ জনঃ) অপরান্ (অন্যান্ জনান্ নরকং) পাতয়তি (চালয়তি) ॥ ১৪০ ॥

অনুবাদ। প্রত্যক্ষ পতিত ব্যক্তি বরং ভাল, কারণ সে নিজে একাকী অধোগমন করে; কিন্তু বকধার্ম্মিক পাপিষ্ঠ ব্যক্তি নিজেকে এবং অপরকেও নরকে পাতিত করে ॥১৪০॥

অন্বয়। দস্যবঃ (দস্যুজনাঃ) অকুট্যাং (নির্জ্জনপ্রদেশে) অস্ত্রৈঃ বিমোহ্য (মোহয়িত্বা) নৃণাং (নরাণাং) ধনং হরন্তি (লুণ্ঠন্তি)। এবং (অনেন প্রকারেণ) বকব্রতাঃ (কপটাচারিণঃ) চারিত্রৈঃ (চরিত্র-প্রদর্শন-ছদ্মভিঃ) অতিতীক্ষ্ণাগ্রৈঃ (মর্ম্মভেদিভিঃ) বাদৈঃ (বাক্যৈঃ চ নৃণাং ধনং হরন্তি) ॥১৪১॥

অনুবাদ। দস্যুগণ নির্জ্জনপ্রদেশে অস্ত্রাদিদ্বারা মোহ বা ভয় উৎপাদন করিয়া লোকের ধন অপহরণ করে। বকব্রতগণ মর্ম্মভেদী বাক্যের দ্বারা লোকের মোহ উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদের ধন হরণ করিয়া থাকে ॥ ১৪১ ॥

অন্বয়। শূদ্রাঃ তপোবেষোপজীবিনঃ (তপোবেষেণ তপোবেষ-ধারণেন উপজীবন্তীতি সাধুবেশধারণেন জীবিকা-নির্ব্বাহিণঃ সন্তঃ) প্রতিগ্রহীষ্যন্তি (গৃহস্থেভ্যঃ ধনং গ্রহীষ্যন্তি), অধর্ম্মজ্ঞাঃ (ধর্ম্মজ্ঞানহীনাঃ) উত্তমম্ আসনম্ অধিরুহ্য (আরুহ্য) ধর্ম্মং বক্ষ্যন্তি (প্রচারয়িষ্যন্তি) ॥ ১৪২ ॥

অনুবাদ। (কলিতে) শূদ্রগণ তপস্যার বেশকে উপজীবিকা করিয়া দানাদি গ্রহণ করিবে। ধর্ম্ম-বিষয়ে অজ্ঞগণ আচার্য্যের আসনে অধিরোহণ করিয়া ধর্ম্ম উপদেশ করিবে ॥ ১৪২ ॥

অনেকে সমন্বয়-বাদের ছলনায় সাধু-গুরু বৈষ্ণবের নিন্দা শ্রবণ করিয়াও তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে। তাহারা বহুজন্ম অধঃপাতে পতিত হয়। তাহাদের সকল সৌভাগ্য ক্ষীণ হইয়া পড়ে। "নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্ চ্যুতঃ ॥"—(ভক্তিসন্দর্ভ ২৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ॥ ১৪৪ ॥

সাধারণ দস্যুগণ তাহাদের কৃতকর্ম্মের ফলে প্রায়শ্চিত্ত-কালাবধি ক্লেশ ভোগ করে, কিন্তু নৈসর্গিক পাপিষ্ঠগণ বৈষ্ণববিদ্বেষ করিয়া—বিষ্ণুবিদ্বেষ করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই অনন্তকাল ক্লেশ পাইবার অধিকারী হয়। তাহাদের দুষ্প্রবৃত্তি অনুক্ষণ ভগবান্ ও ভক্তের নিন্দা হেতু তাহাদিগকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করায় ॥ ১৪৫ ॥

সাধুদিগের নিন্দা পরিত্যাগ করিয়া যিনি একবার-মাত্রও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তিনি অনায়াসে ভগবদনু-

মুরারি গুপ্তকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক প্রভুর স্বগৃহে গমন—

মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সান্ত্বনা করিয়া।
চলিলা আপন-ঘরে হরষিত হৈয়া ॥১৫৪॥

মুরারি গুপ্তের প্রভাব-বর্ণনে গ্রন্থকারের অসামর্থ্য জ্ঞাপন—

হেনমতে মুরারি গুপ্তের অনুভাব।
আমি কি বলিব, ব্যক্ত তাঁহার প্রভাব ॥১৫৫॥

গ্রন্থকারের নিত্যানন্দ-প্রসাদে বৈষ্ণবের মহিমা-জ্ঞান লাভ—

নিত্যানন্দ-প্রভু-মুখে বৈষ্ণবের তথ্য।
কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য ॥১৫৬॥

গ্রন্থকারের আশাবন্ধ—

জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ হউ মোর পতি।
যাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি ॥১৫৭॥
জয় জয় জগন্নাথমিশ্রের নন্দন।
তোর নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণধন ॥১৫৮॥
মোর প্রাণনাথের জীবন বিশ্বম্ভর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥১৫৯॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ-যুগে গান ॥১৬০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে মুরারিগুপ্ত-প্রভাব-বর্ণনং নাম বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

গ্রহ লাভ করেন। কিন্তু নামাপরাধী সাধু-নিন্দা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ করে এবং গুরুনিন্দা করিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধী হয়। ক্রমে ভগবন্নিন্দা করিয়া ভগবন্নামের ফল প্রেমা লাভ করা দূরে থাকুক, অষ্টপাশবদ্ধ হইয়া নামাপরাধের ফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম পর্য্যন্তও লাভ করিতে অসমর্থ হয় ॥ ১৪৮ ॥

পাপিষ্ঠজনগণ অপরাধক্রমে আপনাদিগকে চতুর্ব্বেদী, অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করিয়াও বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দাক্রমে প্রত্যেক জন্মের পরই কুম্ভীপাক-নরকে পতিত হইয়া বিষম ক্লেশ ভোগ করে। তখন তাহাদের চতুর্ব্বেদ-অধ্যয়ন নরক-যন্ত্রণারই কারণ হয় এবং বৈষ্ণব-বিদ্বেষই মুখ্য সামগানের উদ্গাতা হইয়া পড়ে ॥ ১৪৯ ॥

অনেক ভাগবত-কথক ও পাঠক ভগবান্ ও ভক্তের নিন্দা করিয়া নিজ উপার্জ্জন ও ইন্দ্রিয়তর্পণ অবাধে চালাইবার জন্য ভাগবতের তাৎপর্য্য বিকৃত করিয়া জগতে জঞ্জাল উপস্থিত করে এবং আত্মবিনাশ সাধন করে। তাহারা বৈষ্ণব-গুরুর পাদপদ্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে অপরাধী মায়াবাদী, জ্ঞানী, কর্ম্মী, অন্যাভিলাষীকে স্বীয় গুরু-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজেরাও ভগবৎ-[illegible]ত-কৃপা-লাভে চিরবঞ্চিত হয় এবং তৎসঙ্গে জগতের বহু ব্যক্তির সদ্ধর্ম্মানুগমনে বাধা দিয়া তাহাদিগকে সংসারের ক্লেশ ভোগ করায় ॥ ১৫০ ॥

কপট ভাগবত-পাঠকের বা কথকের সঙ্গ পরিবর্জ্জন করিয়া শ্রীচৈতন্যের অকৃত্রিম দাসগণের সঙ্গই জন্মে জন্মে মনুষ্যের প্রার্থনীয়। চৈতন্য-বিমুখ মায়াবাদীর সঙ্গ আদৌ প্রয়োজনীয় নহে ॥ ১৫২ ॥

ক্ষীণ-পুণ্য পাপিষ্ঠ—চৈতন্য-সেবাবিমুখ। সাধারণ বিচারে তিনি যদি অষ্টাঙ্গ যোগে সিদ্ধ বলিয়াও পরিচিত হন, তথাপি সে পাপিষ্ঠের মুখ দর্শন করিতে নাই। শ্রীচৈতন্যের প্রিয়তম দাসই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের অভিন্ন-হৃদয় বৈষ্ণব সাধুগণই অষ্টসিদ্ধি-ধিক্কারী। তাঁহারাই শুদ্ধ বৈষ্ণবের গুরুবর্গ। ইতর লঘু সম্প্রদায়ে বাহ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাহাদের সঙ্গ হইতে দূরে অবস্থানই প্রধান প্রয়োজনীয় ॥ ১৫৩ ॥

গ্রন্থকার আশাবন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের পাদপদ্ম চিত্তে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেন। তাঁহার সদোপাস্য-বিগ্রহ—শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ১৫৯ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভুর বলদেব-ভাব, দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতি মহাপ্রভুর বাক্য-দণ্ড এবং ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা ও ভক্তজনের ভগবদভিন্নত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন মহাপ্রভু নগর ভ্রমণ করিতে করিতে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের গৃহ-সমীপে গমন করেন। তৎকালে সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল। তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী, মোক্ষকামী এবং ভাগবতে মহা-অধ্যাপক বলিয়া জগতে খ্যাত ছিলেন; কিন্তু ভাগবত পাঠ করিয়াও ভাগ্যদোষে ভক্তিহীন ছিলেন।

মহাপ্রভু নগর ভ্রমণ করিতে করিতে মদ্যপের গৃহ-সমীপে গিয়া মদ্যগন্ধ পাওয়ায় তাঁহার বলদেব-ভাবের উদয় হইল। তখন তিনি মদ্যপের গৃহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তাদৃশ আচরণ শ্রীবাস পণ্ডিতের মনোনীত না হওয়ায় ভক্তের ইচ্ছার বিরোধাচরণ করিতে অনিচ্ছুক মহাপ্রভু তাহা হইতে বিরত হইলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর মদ্যপ-গৃহে প্রবেশ না করিয়া মদ্যপের ন্যায় উন্মত্তভাবে হরি-কীর্ত্তন করিতে করিতে রাজপথ দিয়া চলিতে থাকিলে মদ্যপগণও 'হরিবোল' বলিতে বলিতে প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র মদ্যপগণকে শুভদৃষ্টি করিয়া কিছুদূর গমন-পূর্ব্বক দেবানন্দ পণ্ডিতকে দর্শন করায় তাঁহার শ্রীবাসের কথা স্মরণ হইল অর্থাৎ দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়া শ্রীবাস পণ্ডিত একদিন তৎ-সমীপে গমন করিয়া ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ভাগবত অক্ষরে অক্ষরে প্রেমময় জানিয়া তখন তাঁহার হৃদয় দ্রব হওয়ায় অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে দেবানন্দ পণ্ডিতের ছাত্রগণ পাঠের ব্যাঘাত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল। দেবানন্দ পণ্ডিত তখন ছাত্রগণকে তাদৃশ কার্য্য হইতে নিবারণ না করায় তাঁহার বৈষ্ণবাপরাধ জন্মিয়াছিল। অনন্তর শ্রীবাস পণ্ডিত বাহ্য প্রাপ্ত হইয়া দুঃখের সহিত গৃহে গমন করিয়াছিলেন।

দেবানন্দকে দর্শন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের পূর্ব্বোক্ত বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন শ্রীচৈতন্যদেব ভাগবত-অবমাননাকারী দেবানন্দ পণ্ডিতকে ভাগবত-পাঠের অনধিকারী জানাইয়া বিবিধ তিরস্কার করত ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও মাহাত্ম্য এবং বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। দেবানন্দ তখন লজ্জা প্রাপ্ত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীচৈতন্যের বাক্যদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিও পরম সুকৃতিসম্পন্ন বলিয়া গ্রন্থকার দেবানন্দেরও মহাসৌভাগ্যের কথা বর্ণন করিয়াছেন।

সপার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জয়গান—

জয় জয় নিত্যানন্দ-প্রাণ বিশ্বম্ভর।
জয় গদাধর-পতি, অদ্বৈত ঈশ্বর ॥১॥

জয় শ্রীনিবাস-হরিদাস-প্রিয়ঙ্কর।
জয় গঙ্গাদাস-বাসুদেবের ঈশ্বর ॥২॥

ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥৩॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

বিশ্বম্ভর—নিত্যানন্দের প্রাণ। তিনিই গদাধর-পতি। তিনিই ঈশ্বর অদ্বৈতের ঈশ্বর ॥ ১ ॥

ভক্ত, ভজনীয় বস্তু ও ভজন—এই তিনের সম্মিলন না হইলে ভগবানের বিচিত্র-বিলাস সম্পাদিত হয় না। এই তিনের অভাবে ভক্তি-বিরোধী নির্ব্বিশিষ্ট্য বা প্রকাশের অভাব লীলাহীনতাই অবশিষ্ট থাকে। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা যাঁহারা আলোচনা করেন না, তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। যাঁহাদের অজ্ঞান প্রবল, তাঁহারা

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি-নিত্যানন্দ-গদাধর ॥৪॥

মহাপ্রভুর, দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহসমীপে গমন—

একদিন প্রভু করে নগরভ্রমণ।
চারিদিকে যত আপ্ত-ভাগবতগণ ॥৫॥
সার্ব্বভৌম-পিতা—বিশারদ মহেশ্বর।
তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর ॥৬॥
সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ-অভিলাষ ॥৭॥

ভগবৎসেবারহিত তপস্যাসম্পন্ন হইয়া 'ভাগবতে মহা-অধ্যাপক' খ্যাতিযুক্ত হইলেও ভক্তিহীনতা-দোষে দেবানন্দের ভাগবতের মর্ম্মার্থ-হৃদয়ঙ্গমে অসামর্থ্য—

জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ায়, তথাপি ভক্তিহীন ॥৮॥
'ভাগবতে মহা-অধ্যাপক' লোকে ঘোষে'।
মর্ম্ম-অর্থ না জানেন ভক্তিহীন-দোষে ॥৯॥
জানিবার যোগ্যতা আছয়ে কিছু তান।
কোন্ অপরাধে নহে, কৃষ্ণ সে প্রমাণ ॥১০॥

প্রভুর গন্তব্য-পথে দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ—

দৈবে প্রভু ভক্ত-সঙ্গে সেই পথে যায়।
যেখানেতে তান ব্যাখ্যা শুনিবারে পায় ॥১১॥

ভক্তিযোগের মহিমা ব্যাখ্যাত না হওয়ায় দেবানন্দের ব্যাখ্যায় প্রভুর অননুমোদন—

সর্ব্বভূত-হৃদয়—জানয়ে সর্ব্ব-তত্ত্ব।
না শুনয়ে ব্যাখ্যা ভক্তিযোগের মহত্ত্ব ॥১২॥
কোপে বলে প্রভু,—"বেটা কি অর্থ বাখানে'?
ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে ॥১৩॥

অভক্ত-শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবৎসেবা-বিমুখ হন। তখন আত্মম্ভরিতা তাঁহাদের উপর বল প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তি হইতে দূরে অপসারিত করে ॥ ৩ ॥

জাঙ্গাল—বাঁধ। নবদ্বীপ-মণ্ডলের গঙ্গার পশ্চিমে কুলিয়া গ্রাম। তৎপশ্চিমে কিছু নিম্নস্তরে ভূমি অবস্থিত; সুতরাং জলপ্লাবন হইতে বিদ্যানগরের মহেশ্বর বিশারদের গৃহ-রক্ষার জন্য বাঁধ ছিল ॥ ৬ ॥

মোক্ষাভিলাষ—বিষ্ণু-পাদপদ্ম-সেবা-লাভ ব্যতীত যে কাল্পনিক নির্ব্বিশিষ্ট্য মুক্তির ধারণা, তাহা অনর্থ-যুক্ত ব্যক্তির বাসনার অন্তর্গত। জাগতিক অভিজ্ঞতায় ত্রিতাপ-হীনতাকেই 'মুক্তি' বলিয়া ধারণা হয়। কিন্তু দেশ-কাল-পাত্রের হেয় ব্যবধান উপাদেয় দেশ-কাল-পাত্রের প্রাকট্য ব্যতীত সম্ভবপর হয় না। যে-সকল ব্যক্তি জড়ভোগে প্রপীড়িত হন, তাঁহাদের শান্তির ধারণায় ভগবৎসেবা 'মুক্তি' বলিয়া প্রকাশিত হয় না। প্রা[illegible]বুদ্ধি লাভ করিয়া হরি-সম্বন্ধি-বস্তুতে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলেই ভগবৎ-সেবা-রহিত তপস্যা এবং দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনের ত্রিবিধ অধিষ্ঠান-গত ভোগপর নশ্বর বিচার হইতে অতিক্রান্ত হইয়া ভগবৎসেবা-বৈমুখ্য-লাভ ঘটে। অর্ব্বাচীন মূঢ়গণ যে মুক্তির কদর্থ করিয়া ভক্তিহীনতাকে মোক্ষাভিলাষ বলেন, তাহা সমীচীন বিচার-পর ভগবদ্ভক্তগণের বিচারে দোষাবহ ॥ ৭ ॥

যদিও সাধারণ লোকে দেবানন্দকে ভাগবতের মহা-পণ্ডিত বলিয়া জানে, তথাপি ভগবৎসেবোন্মুখতার অভাবে ভাগবতের উদ্দেশ্য-বোধে তাঁহার তৎকালে যোগ্যতা ছিল না। জীবমাত্রেই বৈষ্ণব, সুতরাং ভাগবতের মর্ম্ম-অর্থ জানিবার যোগ্যতা জীবসূত্রে দেবানন্দের আছে; কিন্তু তাহা সুপ্ত থাকায় ঐ প্রকার অজ্ঞান অপরাধ হইতে উদ্ভূত। তজ্জন্যই তাঁহার জানিবার অধিকার তৎকালে অপসারিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ—অন্তর্যামী, কি প্রকার অপরাধে ভাগবত-পঠনপাঠনাদি সত্ত্বেও তাঁহার অপরাধ হইয়াছিল, তাহা কৃষ্ণ ব্যতীত অদূরদর্শী জীব-সকল বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই ॥ ৯-১০ ॥

শ্রীযামুনাচার্য্য লিখিয়াছেন,—ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের প্রতি অভক্তগণের স্বাভাবিক অপরাধ থাকে। নামাপরাধের বিচারেও দেখা যায় যে, সাধু-বৈষ্ণবগণের নিকট অপরাধী হইলে বদ্ধজীব ভগবানের ও নিজের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হয়। অপরাধ-বশে জীবের অজ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয়, তজ্জন্য জীব দায়ী না হইলেও তাহার অজ্ঞানই সে বিষয়ে দায়ী হইয়া পড়ে। অনেক অর্ব্বাচীন জন কৃষ্ণ ও তল্লীলাকে প্রকাশ' না জানিয়া তাহাদের কাল্পনিক নশ্বর বুদ্ধিকেই

প্রভু-কর্তৃক ভাগবতের স্বরূপ-বর্ণন—

এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার ?
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার ॥১৪॥

সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয় ।
'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারিবেদে কয় ॥ ১৫ ॥
চারি বেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত' ।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত ॥ ১৬ ॥

'প্রামাণিক' জ্ঞান করে। যখন তাহারা অপরাধ-মুক্ত হয়, তখন কৃষ্ণকেই একমাত্র 'প্রমাণ' জানিয়া জড়-জ্ঞানের প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। "নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং"—এই ভগবতোক্ত শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

ভগবান্ শ্রীগৌরহরি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকল কথাই অবগত আছেন। কর্ম্মযোগ, হঠযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, প্রভৃতির সঙ্কীর্ণতা ভগবান্ গৌরসুন্দর সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাত আছেন এবং ভক্তিযোগের মহিমা জগতে বিস্তার করিবার জন্যই জীবের চরম-কল্যাণের উদ্দেশ্যে সেই সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং যেখানে ভক্তিযোগের মহিমা ব্যাখ্যাত না হয়, সেই কথার তিনি কখনই অনুমোদন করেন না ॥ ১২ ॥

মহাভাগবতের ২৬টি সদ্গুণ আছে। কৃষ্ণৈকশরণতাই তন্মধ্যে নিত্যমুখ্য সদ্গুণ। এই সদ্গুণ ভগবানে ও ভক্তে প্রকাশিত আছে। তজ্জন্যই ভক্তিবিরোধি বিচারে জীবের বাসনার প্রতিকূলে তৎপ্রতিকার-জন্য 'ক্রোধ' নামক বাসনা-ভেদকারি উপদেশ অর্ব্বাচীনগণের নিকট 'ক্রোধ' শব্দ-বাচ্য হয়। অনর্থ-যুক্ত জীব স্বীয় বাসনার পরিতৃপ্তির অভাবে যে বৃত্তি প্রদর্শন করে, তাহা নিতান্ত নিন্দ্য। কিন্তু ভগবৎসেবা-বিরোধি জনগণের মঙ্গলের জন্য ভগবদ্ভক্তগণের বাসনার প্রতিকূল ব্যাপারে যে বৃত্তি প্রকাশিত হয়, তাহাতে কোন দোষ থাকিতে পারে না, ইহা দেখাইবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর ক্রোধলীলা প্রকাশিত করিলেন। যাহারা 'পল্লবগ্রাহিতা' নীতি অবলম্বন করিয়া বহু-কলাভ্যাস করে, তাহারা শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থকে বহু শাস্ত্রের অন্যতম জ্ঞানে কেবল ধর্ম্মরহিত হইয়া শাস্ত্রান্তর জ্ঞান করে; সুতরাং ভাগবতের তাৎপর্য্য শ্রীভগবানের লীলা কোন অবস্থাতেই বুঝিতে পারে না। তাহাদের জন্ম-জন্মান্তরীন বাসনা ভাগবতের তাৎপর্য্য বুঝিতে দেয় না। তাহারা ভাগবত পাঠ করিয়াও কৃষ্ণেতর বাসনাক্রমে ভক্তিহীন দোষে দুষ্ট থাকে ॥ ১৩ ॥

'বেটা' শব্দে তুচ্ছতাজ্ঞাপক অনভিজ্ঞ জনকেই বুঝায়। শিশু যেরূপ অজ্ঞানাশ্রিত হইয়া পিতার নিকট মূর্খতা প্রকাশ করে এবং পিতা বা উপদেশক যেপ্রকার অনভিজ্ঞ জনগণকে 'নির্ব্বোধ' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করেন, বেটা-শব্দ সেইরূপ তাহারই মূর্খভাব প্রকাশকারী। ভাগবতের তাৎপর্য্যে প্রবিষ্ট না হইয়া কেবল শব্দোদ্দিষ্টব্যাপার-সমূহকে জড়বাসনায় আবদ্ধ যাঁহারা বিচার করেন, তাঁহাদের ভগবৎ-সম্বন্ধিনী কথায় কোনপ্রকার প্রবেশ-লাভ ঘটে না। শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে কৃষ্ণকথার বর্ণন আছে। সেই কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হয়, তখন জড়কথারূপ আবর্জ্জনা—কর্ণমূল-মধুকৈটভ নামক অসুরদ্বয় বিনষ্ট হয়। ইহাই 'কর্ণবেধ'-সংস্কার। চিন্ময় কর্ণ জড়াবৃত আছে বিচার করিলে ভোগপর বাক্যসমূহ আমাদিগের হৃদয়কে চঞ্চল করায়। তখন কৃষ্ণেতর ব্যাপারই আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হয়। বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণ, বৈকুণ্ঠ-রূপ-শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-গুণ-শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-পরিকর-কীর্ত্তন-শ্রবণ বৈকুণ্ঠ-লীলাকথা-শ্রবণ শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্ত্তভাবে শ্রবণ হইতেই শুদ্ধসত্ত্ব নির্ম্মল জীবহৃদয়ে উদিত হয়। তখন হৃদয়কে বৃন্দাবনের সহিত অভিন্ন জানিতে পারা যায়। সেখানে কৃষ্ণচন্দ্রের অবস্থিতি ॥ ১৪ ॥

সকল বেদশাস্ত্রই শ্রীমদ্ভাগবতকে 'প্রেম' রূপ প্রয়োজনতত্ত্ব বলিয়া গান করেন। প্রয়োজন-বিচারে সাধারণতঃ ভোগি-সম্প্রদায় ধর্ম্মার্থ-কামকেই লক্ষ্য করেন, ত্যাগি-সম্প্রদায় মোক্ষকে পুরুষার্থ বলিয়া ধারণা করেন; কিন্তু ভোগী ও ত্যাগিসম্প্রদায়ের অতীত সুনির্ম্মল আত্মা ভগবদ্ভজনে পারঙ্গত হইয়া চারিবেদ হইতে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গ-বিচার পরিহার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণপ্রেমাকেই তাৎপর্য্য জানেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, স্বাধ্যায় প্রভৃতি

শুকদেব—ভাগবতবেত্তা এবং ভগবত্তত্ত্বই ভাগবতের প্রতিপাদ্য—

মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব-অভিমত ॥ ১৭ ॥

ভক্ত, ভগবান্ ও ভাগবতে ভেদ-দর্শী নিজ অমঙ্গল আবাহনকারী—

মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে ॥" ১৮ ॥

প্রভুর শ্রীমুখে ভাগবত-তত্ত্ব শ্রবণে বৈষ্ণবগণের আনন্দ—

ভাগবত-তত্ত্ব প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে ॥ ১৯ ॥

ভাগবতে ভগবদ্ভজনেতর বিষয়ের ব্যাখ্যা অর্ব্বাচীনতা মাত্র—

ভক্তি বিনু ভাগবত যে আর বাখানে।
প্রভু বলে,—"সে অধম কিছুই না জানে ॥ ২০ ॥

অভিধেয়-সমূহ যথার্থ পুরুষার্থ-সংগ্রহে উৎকণ্ঠিত হইলে ঐগুলির অধিষ্ঠান বিলুপ্ত হইয়া ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হয় ॥১৫

বেদশাস্ত্রকে দধির সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। শুকদেব সেই দধির মন্থনকারী; তাহা হইতে বেদ-তাৎপর্য্য নবনীত শ্রীমদ্ভাগবতরূপে উদিত হইলেন। শ্রীপরীক্ষিৎ বিষয় নিবৃত্ত হইয়া সকল বেদ-তাৎপর্য্য শ্রীশুকদেবের উপদেশ হইতে লাভ করিলেন। মিরাট জেলার প্রান্তভাগে হস্তিনাপুর অবস্থিত। বর্ত্তমান মজঃফরনগর জেলার প্রান্তভাগে ভোপা থানার অধীন ভুখারহেড়ি জনপদের নিকটবর্ত্তী শুকরতল গ্রামেই গাঙ্গতটে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ প্রায়োপবেশন করিয়া শ্রীশুকদেবের নিকট হইতে সমগ্র বেদ-তাৎপর্য্য সপ্তাহকাল মধ্যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দধির মন্থনে যেরূপ সারাংশ ননী বাহির হয়, সেইপ্রকার বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড-রূপ অসার অংশের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করিয়া প্রেম-ভক্তির সারবত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পরীক্ষিৎ অন্যান্য সকল কথা পরিবর্জ্জন করিয়া সেই সার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভাগবতগণ সকলেই "সারগ্রাহী"। বিদ্ধভাগবতগণ অসৎ সংসর্গে ফলভোগবাদ ও ফলত্যাগবাদের বিচার-সংশ্লিষ্ট হইয়া ভারবাহি-রূপে আত্মগ্লানি উপস্থিত করিয়াছেন। অসার-মিশ্রিত কিঞ্চিৎ সার অপেক্ষা অসার-রহিত বিশুদ্ধ সারই বা নির্য্যাস গ্রহণীয়, উহাই আত্মবিদ্‌গ[illegible] ভোজ্য ও পেয়। অসারগ্রাহিগণ ফলভোগবাদে স্থূলভাবে ভারবাহী এবং ফল-ত্যাগবাদে বাহ্যে 'ভারহীন' হইবার ভাণ করিলেও সূক্ষ্মভাবে অধিকতর গুরুভারবাহী। উভয়েই সারগ্রহণে পরাঙ্মুখ ॥১৬॥

ভগবান্ ও ভক্তে যাঁহারা ভেদবুদ্ধি করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-তত্ত্ব অবগত হন না, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে নিজের অমঙ্গল আবাহন করেন। লীলাপ্রবিষ্ট না হইলে ভগবানের সকল কথা সুষ্ঠুভাবে বলা যায় না। ভগবৎকথাময় ভাগবত শুকদেবই জানেন। অন্যে জানে না। একটী কিম্বদন্তী আছে যে, শ্রীমহাদেব এক সময় বলিয়াছিলেন—আমি ভাগবত জানি, শুকদেব ভাগবত জানেন, লেখক শ্রীব্যাসদেব গুরুপদাশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধ গুরুসেবার অভাবে কিছুদিন ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের সেবকগণের উপকারার্থে শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু সচ্ছাস্ত্র-সমূহের একমাত্র তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবত-রচনাকালে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ-ধিক্কারী বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতেও শ্রীবার্ষভানবীদেবীর কথার প্রাধান্য না দেওয়ায় এবং সাধারণের যোগ্যতার অভাব-হেতু বর্ণন-বিষয়ে যে সাবহিত-চিত্ততা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কতক অবগত এবং কিছু পরিমাণে অনবগত প্রভৃতির পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু শ্রীনৃসিংহের উপাসক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীধর ভগবৎ-কৃপাক্রমে সেবোন্মুখ হওয়ায় ভাগবতের তাৎপর্য্য সুষ্ঠুভাবে জানিয়া গোপীজনবল্লভের সেবার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন; ভক্তোৎকরক্ষক শ্রীধর ও তৎসহোদর ভ্রাতা লক্ষ্মীধর নামভজন-প্রভাবে ভগবদ্রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলায় যে অধিকার দেখাইয়াছেন, তাহা শ্রীধর-বিরোধী শ্রীধর-টীকা-পাঠকারী বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু-সম্প্রদায় অভক্ত হওয়ায় সেই কৃপা-লাভ হইতে চিরতরে বঞ্চিত আছে। কনিষ্ঠাধিকারগত চেষ্টায় ভগবানের কিছু পরিচয়ের কথা থাকিলেও ভক্তের অমর্য্যাদা করিলে ভগবৎসেবায় কনিষ্ঠাধিকার হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং পরিকরবৈশিষ্ট্য ও বিষয়াশ্রয়-বিচারে যাহাদের ভেদজ্ঞানজনিত অমঙ্গল প্রবেশ করিয়াছে,

অভক্তিপর ব্যাখ্যাতার ভাগবতে অনধিকার—

নিরবধি ভক্তিহীন এ বেটা বাখানে।
আজি পুঁথি চিরিব, দেখহ বিদ্যমানে॥" ২১॥
পুঁথি চিরিবারে প্রভু ক্রোধাবেশে যায়।
সকল বৈষ্ণবগণ ধরিয়া রহায়॥২২॥

জড়বিদ্যা-তপঃ-প্রতিষ্ঠাশাযুক্ত ব্যক্তি ভাগবত-বোধে অসমর্থ—

মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায়॥২৩॥
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥২৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতকে ভগবদ্বিগ্রহ-জ্ঞানকারীই ভাগবত-প্রতিপাদ্য ভগবৎপ্রেমার বিষয়বোধে সমর্থ—

ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বরবুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥২৫॥
সর্ব্বগুণে দেবানন্দপণ্ডিত-সমান।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্॥২৬॥

তাহারা প্রেমভক্তিকে সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনোন্মুখ বলিয়া জানে না; অতএব তাহারা মানবজীবন লাভ করিয়াও আত্মঘাতী মাত্র॥ ১৮॥

দেবানন্দ পণ্ডিত মুমুক্ষু ছিলেন। তিনি মায়াবদ্ধ-বিচারে যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, তাহাতে তপস্যা, জগতে ঔদাসীন্য প্রভৃতিতে বহুমানন করিতেন। পরমার্থ 'বিষয়ে'র কোনরূপ ধারণা তাঁহার ছিল না। লৌকিক প্রয়োজন—জগৎ হইতে মুক্ত হওয়া এবং সেই জ্ঞানে বিভোর থাকায় ভাগবতের বিচার গ্রহণ করিতে তিনি অক্ষম হইয়াছিলেন। কর্ম্ম-জ্ঞানাবৃত অবস্থায় কোনও ব্যক্তির স্বরূপের পরিচয় ঘটে না সুতরাং ভগবদুপাসনার নিত্যত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না। ভগবৎসেবা-বঞ্চিত জনগণ যে-কালে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ভগবৎ-সেবায় উদাসীন হন এবং তাহাই পুরুষার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন, সেইকালে পরম দয়াময় গৌরসুন্দর অভক্তের তাদৃশ কার্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং তাহার মঙ্গলের জন্য সেরূপ কার্য্য নিতান্ত গর্হণীয় ও অপ্রয়োজনীয় জানাইতে গিয়া কর্ম্মফল-ভোগ বা ত্যাগ নিতান্ত অন্যায়—ইহাই জানান। এই ক্রোধ-দর্শনে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দ লাভ করেন॥ ১৯॥

যে-স্থলে অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞেয়, সে-স্থলে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা—এই অবস্থাত্রয়ের নির্ব্বিশিষ্ট্যই চরম আরাধ্য ব্যাপার হয়। যোগিগণ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর সহিত সংযুক্ত হইবার প্রয়াস করিয়া কৈবল্য-লাভের যত্ন করেন। ভগবদ্ভক্তগণ সেরূপ নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ভগবানের লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্য, অখিল সদ্‌গুণ, ভগবদ্রূপ এবং ভগবানের নামাদির উল্লেখ আছে। নিত্যমুক্ত ভগবদ্ভক্ত এবং সাধনসিদ্ধ ভক্তগণ তথা ভক্তিপরায়ণ সেবকগণ ভগবানের নিত্যকাল সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রয়োজন বোধ করেন না। সুতরাং নিত্য সেবকের সেবা-বিচার ব্যতীত অন্য কথা ভাগবতের মধ্যে নাই; ইহা প্রদর্শন করাই প্রভুর উদ্দেশ্য। যাহারা ভাগবতে ভগবানের নিত্য সেবা ব্যতীত আর কিছু অনুসন্ধান করে, তাহারা নিতান্ত অর্ব্বাচীন জানিতে হইবে॥ ২০॥

অভক্তগণ সেবাধর্ম্ম-বর্জ্জিত হওয়ায় অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম-ফল-লাভ, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান প্রভৃতি বর্ণন করিতে যাইয়া উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া ভাগবতের উদ্দেশ্য-গ্রহণে বঞ্চিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগবতের অভক্তিপর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—যে ভাগবত অভক্তির কথা পাঠকের হৃদয়ে উদ্দীপনা করান, সেই বঞ্চনার ভাবযুক্ত ভাগবতের কোন আবশ্যকতা নাই। সুতরাং সেই ভাগবত গ্রন্থকে ভগবদ্বিগ্রহ না জানিয়া উহা পার্থিব পদার্থ-বিশেষ-জ্ঞানে রুদ্রের বিনাশ-দ্রব্য জানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব। যাহারা শ্রীমদ্-ভাগবতকে ভোগ্য জ্ঞান করে, তাহাদের সেইরূপ দর্শন মায়াবদ্ধ জীবের উত্তরোত্তর কামবৃদ্ধি করায়। সুতরাং বিষয়ীর যোষিৎ বোধে ভাগবত-পাঠ হইতে বিরত করানই ভগবানের উদ্দেশ্য॥ ২১॥

সকল শাস্ত্রই প্রমাণিত করে যে, জড়জগতের ভোগ ও ত্যাগ-বুদ্ধি থাকা-কালে শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার কখনই কাহারও গম্য হয় না। সুতরাং জড়বিদ্যা, জড় তপস্যা, জড়বস্তুতে প্রতিষ্ঠাশা থাকা-কাল-পর্য্যন্ত চিন্তার অতীত রাজ্যে অবস্থিত ভগবৎকথা বুঝিবার কাহারও সম্ভাবনা হয় না॥ ২৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ভ্রান্ত ব্যক্তির গৌরব-বর্দ্ধনে
প্রয়াসী ব্যক্তি যমদণ্ড্য—

সে-সব লোকের যথা ভাগবতে ভ্রম।
তাতে যে অন্যের গর্ব্ব, তার শাস্তা যম ॥২৭॥

ভাগবত-ব্যাখ্যাতা হইয়াও নিত্যানন্দে
শ্রদ্ধাশূন্য ব্যক্তি নির্ব্বোধ—

ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধিনাশ।
নিন্দে অবধূতচাঁদে জগৎনিবাস ॥২৮॥

প্রভুর নগর ভ্রমণ করিতে করিতে মণ্ডপ-গৃহ-সমীপে
বারুণী-গন্ধ-প্রাপ্তিতে বলরাম-ভাব—

এই মত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভ্রময়ে নগর-সর্ব্ব সঙ্গে অনুচর ॥২৯॥
একদিন ঠাকুর পণ্ডিত-সঙ্গে করি'।
নগর ভ্রময়ে বিশ্বম্ভর গৌর-হরি ॥৩০॥
নগরের অন্তে আছে মণ্ডপের ঘর।
যাইতে পাইলা গন্ধ প্রভু বিশ্বম্ভর ॥৩১॥
মদ্য-গন্ধে বারুণীর হইল স্মরণ।
বলরাম-ভাব হৈল শচীর নন্দন ॥৩২॥

প্রভুর মণ্ডপ-গৃহ-গমনের ইচ্ছা-প্রকাশ ও
শ্রীবাসের তাহাতে নিষেধ—

বাহু পাসরিয়া প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
'উঠোঁ গিয়া' শ্রীবাসেরে বলে বার বার ॥৩৩॥
প্রভু বলে,—"শ্রীনিবাস! এই উঠোঁ গিয়া।"
মানা করে শ্রীনিবাস চরণে ধরিয়া ॥৩৪॥

প্রভুর বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-বিচার পরিহার পূর্ব্বক রাজস-তামস-
বিচারের অনুমোদনে ভক্তের দেহত্যাগের সঙ্কল্প এবং
ভক্ত-বাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্রীগৌরহরির তাদৃশ
প্রয়াসে বাধা প্রদান—

প্রভু বলে, "মোরেও কি বিধি প্রতিষেধ?"
তথাপিহ শ্রীনিবাস করয়ে নিষেধ ॥৩৫॥
শ্রীবাস বলয়ে,—তুমি জগতের পিতা।
তুমি ক্ষয় করিলে বা কে আর রক্ষিতা? ৩৬॥
না বুঝি' তোমার লীলা নিন্দিবে যে জন।
জন্মে জন্মে দুঃখে তার হইবে মরণ ॥৩৭॥
নিত্য ধর্ম্মময় তুমি প্রভু সনাতন।
এ লীলা তোমার বুঝিবেক কোন্ জন ॥৩৮॥

যাহারা জাগতিক ভোগ্যবস্তুর অন্যতম জানিয়া ভাগবতে অধিকার লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে করে, তাহারা ভাগবতের কোন অংশই বুঝিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত যাহা প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন, সেই প্রমেয় বস্তু কখনই জড়েন্দ্রিয়ের অধিকারের বস্তু হইতে পারে না ॥২৪॥

যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তনকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ জানেন, ভাগবত প্রাকৃত গ্রন্থকে-মাত্র জ্ঞান করেন না এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারের দ্বারা স্বীয় জড়াশ্রিত বুদ্ধিদোষকে নিয়মিত করেন, তিনি সর্ব্বসার ভগবদ্ভক্তজনই শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র প্রয়োজন বুঝিতে পারেন ॥২৫॥

অতিশয় প্রতিভা-সম্পন্ন, সর্ব্বগুণান্বিত জ্ঞানবান্ পণ্ডিত হইয়াও শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থগ্রহণে ভ্রান্ত হইতে পারেন, এরূপ পণ্ডিতগণের গৌরব-বর্দ্ধনের জন্য যাঁহাদের প্রয়াস, ন্যায় ও অন্যায়ের বিচারকর্ত্তা বা পুরস্কার তিরস্কার-দাতা যম তাঁহাদের দণ্ড-বিধান করেন ॥ ২৭ ॥

অবধূত পরমহংসাচারে অবস্থিত এবং সমগ্র জগতের মূল আকর অধিষ্ঠানের আধার শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা-শূন্য হইয়া যিনি বাহিরে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন, তিনি স্থিরবুদ্ধি-রহিত হইয়া বিচলিত হন। ভক্তিরহিত পণ্ডিতগণ 'ভাগবতে অধিকার লাভ করিয়াছি' মনে করিলেও ভক্তির মূল আশ্রয়বস্তুকে নিন্দা করিলে, তাঁহাদের কখনও ভাগবতে অধিকার হয় নাই জানিতে হইবে ॥ ২৮ ॥

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর—স্বয়ংরূপ বস্তু, তাঁহাতে স্বয়ং-প্রকাশের বিচিত্র বিলাস অনস্যূত আছে। সম্ভোগরসাশ্রয় শ্রীবলদেব-প্রভু বারুণী-পানে প্রমত্ত হন—ইহা স্মরণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়জাতীয় বলদেব-ভাব-বিভাবিত হইয়া বহির্জ্জগতের লীলা বিস্মৃত হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীবাস-পণ্ডিত মহাপ্রভুকে মণ্ডপের গৃহে প্রবিষ্ট হইতে নিষেধ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন—তিনি বিধি ও নিষেধের অতীত বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে নিষেধ করিবার আদর্শ জগতে রক্ষা করিবার আবশ্যকত' নাই ॥ ৩৫ ॥

যদি তুমি উঠ গিয়া মত্তপের ঘরে।
প্রবিষ্ট হইমু মুঞি গঙ্গার ভিতরে॥" ৩৯॥
ভক্তের সঙ্কল্প প্রভু না করে লঙ্ঘন।
হাসে প্রভু শ্রীবাসের শুনিয়া বচন॥৪০॥
প্রভু বলে,—"তোমার নাহিক যাতে ইচ্ছা।
না উঠিব, তোর বাক্য না করিব মিছা॥" ৪১॥
শ্রীবাস-বচনে সম্বরিয়া রাম-ভাব।
ধীরে ধীরে রাজপথে চলে মহাভাগ॥৪২॥

প্রভুর বলরাম-ভাব সম্বরণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে গমন ও মত্তপগণের প্রভুদর্শনে নৃত্যকীর্ত্তন—

মন্ত-পানে মত্ত সব ঠাকুরে দেখিয়া।
'হরি, হরি' বলে সব ডাকিয়া ডাকিয়া॥৪৩॥
কেহ বলে,—"ভাল ভাল নিমাঞি-পণ্ডিত।
ভাল ভাব লাগে, ভাল গায় নাট গীত॥" ৪৪॥
'হরি' বলি' হাতে তালি দিয়া কেহ নাচে।
উল্লাসে মত্তপগণ যায় তান পাছে॥৪৫॥

ভগবান্ ও ভক্ত-সান্নিধ্যের ফলে মত্তপগণেরও হরিরস-মত্ততা—

"হরিবোল হরিবোল জয় নারায়ণ।"
বলিয়া আনন্দে নাচে মত্তপের গণ॥৪৬॥
মহা-হরি-ধ্বনি করে মত্তপের গণে।
এই মত হয় বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দর্শনে॥৪৭॥

মত্তপের নৃত্যকীর্ত্তন-দর্শনে গৌরসুন্দরের হাস্য এবং ভগবৎপ্রভাব-দর্শনে শ্রীবাসের প্রেমক্রন্দন—

মত্তপের চেষ্টা দেখি' বিশ্বম্ভর হাসে।
আনন্দে শ্রীবাস কান্দে দেখি' পরকাশে॥৪৮॥

শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন-প্রভাবে মত্তপগণেরও আনন্দ; কিন্তু পাপিগণ নিন্দাধর্ম্মে অবস্থিত বলিয়া তাহাতে বঞ্চিত—

মত্তপেও সুখ পায় চৈতন্যে দেখিয়া।
একলে নিন্দয়ে পাপী সন্ন্যাসী দেখিয়া॥৪৯॥

শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা বা প্রতিষ্ঠার অননুমোদনকারী দুর্ভাগ্যের আবাহনকারী—

চৈতন্য-চন্দ্রের যশে যার মনে দুঃখ।
কোন জন্মে-আশ্রমে নাহিক তার সুখ॥৫০॥

প্রাকৃত-কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যদেবের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ও ভগবদ্গুণানুগানে সুযোগ-প্রাপ্ত মত্তপগণেরও সৌভাগ্যের প্রশংসা—

যে দেখিল চৈতন্য-চন্দ্রের অবতার।
হউক মত্তপ, তবু তারে নমস্কার॥৫১॥

শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মত্তপের গৃহে প্রবিষ্ট হইতে নানাপ্রকারে নিষেধ করা সত্ত্বেও যখন তিনি ভক্তের কোন আবেদন শ্রবণ করিবেন না, বলিলেন, তখন শ্রীবাস গঙ্গাজলে আত্মনিমজ্জন করিবার আকাঙ্ক্ষা করিলেন। ইহা শুনিয়া ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বীয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। ভগবান্ গৌরসুন্দর বিশুদ্ধ সত্ত্ব-বিচার পরিহার করিয়া মিশ্র তামসিক বা রাজসিক কোন কথার অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু এস্থলে ভক্তবর শ্রীবাস যখন দেখিলেন, মিশ্র-সত্ত্বের লীলা অভিনয় করিবার দুর্যোগ উপস্থিত হইতেছে, তখন শ্রীগৌরসুন্দরকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিবার সমুচিত নত্র প্রকাশ করিলেন। অনেকে মনে করেন,—শ্রীগৌরসুন্দর যখন সর্ব্বশক্তিমান্, তখন যে-কোন রাজস বা তামস বিচার তিনি তাঁহার লীলার মধ্যে প্রকট করাইতে সমর্থ; কিন্তু প্রকৃত শুদ্ধ-ভক্তগণ তাদৃশ বিশুদ্ধ সত্ত্ব-বিচার ত্যাগ করিয়া ভগবান্‌কে বিকার-লীলার অনুমোদনকারী বলিয়া স্থাপন করেন না॥ ৪১॥

মত্তপ-গৃহে না উঠিয়া মত্তপোচিত উন্মত্ততা প্রদর্শন করিয়া রাজপথে চলিবার কালে কেহ কেহ নিমাই পণ্ডিতকে স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নৃত্য-গীত, লয়-মান, সুর-তান প্রভৃতি সঙ্গীত-পারদর্শিতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥ ৪৪॥

কোন মাতাল গৌরসুন্দরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উল্লাসভরে হরিকীর্ত্তন-মুখে করযোড়ে উচ্চধ্বনি ও নৃত্য করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। মাতালগণও ভগবান্ ও ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করিয়া হরি-রসে প্রমত্ত হইয়া পড়িলেন॥৪৫॥

মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া মাতালেরাও আনন্দ পাইলেন। কেবল পাপিগণ না বুঝিতে পারিয়া ত্যাগধর্ম্ম-বিপর্য্যয়কারী হইয়া নিন্দা করিতে লাগিল॥ ৪৯॥

মণ্ডপেরে শুভ-দৃষ্টি করি' বিশ্বম্ভর।
নিজাবেশে ভ্রমে প্রভু নগরে নগর ॥৫২॥

প্রভুর নগর ভ্রমণ করিতে করিতে দেবানন্দের দর্শনে ক্রোধ—

কত দূরে দেখিয়া পণ্ডিত-দেবানন্দ।
মহাক্রোধে কিছু তারে বলে গৌরচন্দ্র ॥৫৩॥

প্রভুর ক্রোধের কারণ—

'দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীবাসের স্থানে।
পূর্ব্ব অপরাধ আছে', তাহা হৈল মনে ॥৫৪॥
সে-সময়ে নাহি কিছু প্রভুর প্রকাশ।
প্রেমশূন্য জগতে দুঃখিত সব দাস ॥৫৫॥
যদি বা পড়ায় কেহ গীতা-ভাগবত।
তথাপি না শুনে কেহ ভক্তি-অভিমত ॥৫৬॥
সে-সময়ে দেবানন্দ পরম-মহান্ত।
লোকে বড় অপেক্ষিত পরম-সুশান্ত ॥৫৭॥
ভাগবত অধ্যাপনা করে নিরন্তর।
আকুমার সন্ন্যাসীর প্রায় ব্রতধর ॥৫৮॥
দৈবে একদিন তথা গেলা শ্রীনিবাস।
ভাগবত শুনিতে করিয়া অভিলাষ ॥৫৯॥
অক্ষরে অক্ষরে ভাগবত প্রেমময়।
শুনিয়া দ্রবিল শ্রীনিবাসের হৃদয় ॥৬০॥
ভাগবত শুনিয়া কান্দয়ে শ্রীনিবাস।
মহাভাগবত বিপ্র ছাড়ে ঘন শ্বাস ॥৬১॥
পাপিষ্ঠ পড়ুয়া বলে,—"হইল জঞ্জাল।
পড়িতে না পাই ভাই, ব্যর্থ যায় কাল ॥" ৬২॥
সম্বরণ নহে শ্রীনিবাসের রোদন।
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ জগত-পাবন ॥৬৩॥
পাপিষ্ঠ পড়ুয়াসব যুকতি করিয়া।
বাহিরে এড়িল লঞা শ্রীবাসে টানিয়া ॥৬৪॥
দেবানন্দ পণ্ডিত না কৈল নিবারণ।
গুরু যথা ভক্তিশূন্য, তথা শিষ্যগণ ॥৬৫॥
বাহ্য পাই' দুঃখেতে শ্রীবাস গেলা ঘর।
তাহা সব জানে অন্তর্যামী-বিশ্বম্ভর ॥৬৬॥

শ্রীমহাপ্রভুর প্রত্যেক ক্রিয়া ও প্রত্যেক প্রতিষ্ঠায় যাহাদের দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাদের কোন জন্মে বা আশ্রমে কোনপ্রকার সুখোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৫০

শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটকালে যে সকল আসব-সেবীর সান্নিধ্য লাভ ঘটিয়াছিল, তাহারা তাদৃশ পাপকর্ম্মে নিরত থাকায় শ্রীচৈতন্যদেবের বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী লীলার প্রচারে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু উক্ত ভাগ্যবন্ত জনগণকে গ্রন্থকার এই ভাবিয়া নমস্কার করিতেছেন যে, প্রাক্তন দুষ্কৃতিবশে মদ্যপ পাপিগণের পাপের কিঞ্চিন্মাত্র অবশেষ থাকিলেও প্রচুর সুকৃতিক্রমে ভগবদ্গুণানুগানে সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের দুর্লভ ভাগ্য সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয় ॥ ৫১ ॥

অধ্যাপকগণের কেহ কেহ গীতা, কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবত পড়াইতেন; কিন্তু স্ব-স্ব আচরণে [illegible]-সেবোন্মুখতার অভাব থাকায় ভক্তির কোন সন্ধানই তাঁহারা রাখেন নাই॥৫৬॥

দেবানন্দ পণ্ডিত বহুগুণে গুণান্বিত ও শান্ত স্বভাব ছিলেন; সুতরাং লোকে তাঁহাকে বহুমানন করায় তাঁহাকে লঙ্ঘন করিত না ॥৫৭॥

দেবানন্দ ভাগবত পাঠ করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় ব্রতবিশিষ্ট হইয়া আকুমার ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। কিন্তু ভক্তিহীন হওয়ায় তাঁহার তাদৃশ ব্রহ্মচর্য্য ভক্তসেবা-বিমুখতা প্রদর্শন করিয়াছিল। এইজন্য কৌমার্য্য-ব্রত ধারণ করিয়াও বা ত্যাগের পথে চলিয়াও তিনি সেই সকল সদ্গুণের ফল লাভ করিতে সমর্থ হন নাই ॥ ৫৮ ॥

যাহারা শব্দসিদ্ধির জন্য দেবানন্দের নিকট ভাগবত পড়িতে গিয়াছিল এবং লৌকিক বিচারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার উদ্দেশ্যবিশিষ্ট ছিল, তাহারা শ্রীবাস পণ্ডিতের ভজনচেষ্টা ভাগবত-পাঠকালে বুঝিতে পারে নাই। শ্রীবাসের শরীরে অশ্রু, কম্প ও তনুমোটনাদি সাত্ত্বিক ভাব-সমূহ দর্শন করিয়া আধ্যক্ষিক রাজ্যে অবস্থিত বিদ্যার্থিগণ তাঁহাদের পাঠ শ্রবণে ব্যাঘাত বুঝিয়াছিল ॥ ৬২ ॥

শ্রীবাসের রোরুদ্যমান অবস্থার বিরামাভাব-দর্শনে বিদ্যার্থিগণের পাঠের ব্যাঘাত হওয়ায় তাহারা শ্রীচৈতন্যের নিতান্ত প্রিয়জনকে জগৎপাবন বলিয়া বুঝিতে পারে নাই। শ্রীবাসের চিন্ময় কলেবরে যে-সকল সাত্ত্বিক আগন্তুক ভাব-সমূহ দেখা গিয়াছিল, উহাই জগতে সকলপ্রকার পবিত্রতা

প্রভু-কর্তৃক ভক্তাবমানকারী দেবানন্দকে তিরস্কার—

দেবানন্দ-দরশনে হইল স্মরণ।
ক্রোধমুখে বলে প্রভু শচীর নন্দন ॥৬৭॥
"অয়ে অয়ে দেবানন্দ! বলি যে তোমারে।
তুমি এবে ভাগবত পড়াও সবারে ॥৬৮॥
যে শ্রীবাসে দেখিতে গঙ্গার মনোরথ।
হেন-জন গেলা শুনিবারে ভাগবত ॥৬৯॥
কোন্ অপরাধে তানে শিষ্য হাথাইয়া
বাড়ীর বাহিরে লঞা এড়িলা টানিয়া? ৭০॥
ভাগবত শুনিতে যে কান্দে কৃষ্ণ-রসে।
টানিয়া ফেলিতে কি তাহার যোগ্য আইসে? ৭১॥
বুঝিলাম, তুমি সে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ-অভিমত ॥৭২॥
পরিপূর্ণ করিয়া যে-সব জনে খায়।
তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায় ॥৭৩॥
প্রেমময় ভাগবত পড়াইয়া তুমি।
তত সুখ না পাইলা, কহিলাম আমি ॥" ৭৪॥

ভাগবতের তাৎপর্য্যানভিজ্ঞ দেবানন্দের ভক্তনির্য্যাতন-হেতু ভগবদ্বিমুখতা, দেবানন্দের তিরস্কারে লজ্জা—

শুনিয়া বচন দেবানন্দ দ্বিজবর।
লজ্জায় রহিলা, কিছু না করে উত্তর ॥৭৫॥
ক্রোধাবেশে বলিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
দুঃখিতে চলিলা দেবানন্দ নিজ-ঘর ॥৭৬॥

চৈতন্য-বাক্যদণ্ড-লাভে দেবানন্দের সুকৃতির উদয়—

তথাপিহ দেবানন্দ বড় পুণ্যবন্ত।
বচনেও প্রভু যারে করিলেন দণ্ড ॥৭৭॥
চৈতন্যের দণ্ড মহা-সুকৃতি সে পায়।
যাঁর দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠে লোক যায় ॥৭৮॥

চৈতন্যের দণ্ড প্রদানের অনুমোদনকারী ব্যক্তিই সৌভাগ্যশালী, এবং তাহাতে অসন্তুষ্ট ব্যক্তি যমদণ্ড্য—

চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি' লয়।
সেই দণ্ড তারে প্রেম ভক্তি-যোগ হয় ॥৭৯॥
চৈতন্যের দণ্ডে যার চিত্তে নাহি ভয়।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ যমদণ্ড্য হয় ॥৮০॥

আনয়ন করে—ইহা বুঝিতে না পারায় পড়ুয়াগণ তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া পাঠাগারের বাহিরে নিক্ষেপ করায় তাহাদের পাঠের সুযোগ হইয়াছিল ॥ ৬৩-৬৪ ॥

দেবানন্দ পণ্ডিতের যদি কিছুমাত্র ভগবৎ সেবোন্মুখতা থাকিত, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই অবোধ পড়ুয়াগণকে ঐরূপ ভক্তিহীন ক্রিয়ায় যোগদান করিতে নিষেধ করিতেন। সুতরাং দেবানন্দ পণ্ডিত ও বিদ্যার্থিগণ—সকলেই বিষয় ভোগ-নিরত, তর্কহত পাঠকমাত্র ছিলেন। শ্রীবাস-পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থাস্বাদনে সুযোগ না পাইয়া দুঃখভরে নিজ-গৃহে গমন করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অন্তর্যামিসূত্রে দেবানন্দের এই অপরাধের কথা জানিতেন॥৬৫॥

শ্রীগৌরসুন্দর দেবানন্দকে দেখিয়াই ভক্তের নির্য্যাতন স্মরণ করিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন,—শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তনে হৃদয় দ্রব হয়, কেবল বহির্জ্জগতের ভোগপরায়ণ-জনগণই কঠিন হৃদয় পোষণ করিতে সমর্থ হয়। শ্রীবাস-পণ্ডিতের সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা যে-কালে প্রবল হইয়াছিল, তৎকালে তুমি ও তোমার ছাত্রগণ না বুঝিয়া তাঁহাকে ভাগবত-শ্রবণ-কার্য্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলে। কিন্তু শ্রীবাসের ন্যায় ভক্তকে দেখিবার জন্য হরশীর্ষে অবস্থিতা গঙ্গাদেবীও নিম্নগা হইয়া নদীরূপে প্রকটিতা হন। সুতরাং তুমি যে তোমার অন্তেবাসিগণের দ্বারা বলপূর্ব্বক শ্রীবাসকে তাড়াইয়া দিয়াছিলে, সেই অপরাধপুঞ্জ তোমাকে সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্বিমুখ করিয়াছে। তুমি বা তোমার শিষ্যগণ ভগবদ্ভক্তের আদর্শ শ্রীবাসের ব্যবহারে তাঁহাকে দণ্ডযোগ্য বিচার করিয়াছিলে কেন? ৬৭-৭১ ॥

দেবানন্দ যদিও ভাগবতের ব্যাখ্যাতা ছিলেন, তথাপি জন্ম জন্মান্তরে ভাগবতের তাৎপর্য্য গ্রহণের সুকৃতি কখনও লাভ করেন নাই ॥ ৭২ ॥

কেহ কেহ এ পদ্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—পরিপূর্ণ ভোজন করিয়া বহির্দ্দেশ গমন করিলেও লোকে ক্লেশের পর যে শান্তি পাইয়া থাকে, তোমার ভাগবত-পাঠে সেইরূপ অকিঞ্চিৎকরী শান্তিও পাওয়া যায় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতপাঠের ফল হরি-প্রেমের আস্বাদন ত' দূরের কথা সাধারণ দুঃখনিবৃত্তিও তোমার ব্যাখ্যায় আনয়ন করিতে সমর্থ হয় নাই ॥৭৩-৭৪॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চাবিভূর্ত চতুর্ব্বিধ বিগ্রহ—

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্ত-জনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে ॥৮১॥

অর্চ্চাবিগ্রহ ও উপরিউক্ত চতুর্ব্বিধ বিগ্রহের তারতম্য—

জীবন্ন্যাস করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়।
'জন্ম মাত্র এ চারি ঈশ্বর' বেদে কয় ॥৮২॥

গ্রন্থকারের সপার্ষদ চৈতন্যদেবের চরণে একনিষ্ঠতা-জ্ঞাপন—

চৈতন্য-কথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥৮৩॥

চৈতন্য-দাসের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥৮৪॥
মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥৮৫॥
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দ রায়।
প্রভু-ভৃত্য-সঙ্গে যেন না ছাড়ে আমায় ॥৮৬॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান ॥৮৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে দেবানন্দবাক্যদণ্ড-বর্ণনং নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবানন্দ লজ্জিত হইলেন। প্রভুর বাক্যদণ্ড লাভ করিয়া দেবানন্দের সুকৃতির উদয় হইল। ভগবান্ বিষ্ণু যাহাদিগকে সংহার করেন, তাহারা মুক্তি লাভ করে। সুতরাং দেবানন্দের প্রতি ভগবানের এই বাক্যদণ্ড উত্তরকালে তাঁহার সৌভাগ্য-লাভেরই জনক হইয়াছিল ॥ ৭৫-৭৮ ॥

যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের দণ্ড-প্রদানকে বহুমানন করেন না, তাঁহার প্রেমভক্তির স্বরূপ-বোধে অভাব থাকে। যিনি ভগবানের দণ্ডকে নিজ-মঙ্গল-লাভের কারণ বলিয়া জানেন, তাঁহারই প্রেমভক্তি-লাভের সুযোগ ঘটে ॥ ৭৮ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের অসন্তোষে যাহার হৃদয় উদ্বেলিত না হয়, তাদৃশ পাপচিত্ত ব্যক্তিকে যম প্রতিজন্মেই দণ্ড-বিধান করে ॥ ৮০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ চারিমূর্ত্তিতে প্রপঞ্চে স্বীয় বিগ্রহ প্রকাশ করেন। যদিও এই চারিমূর্ত্তি সহসা দর্শন করিলে ভগবান বলিয়া জানা যায় না, তথাপি এই চারিটি ভগবৎ-সম্বন্ধি বস্তু ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহরূপে পূজিত হন। বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ—এই চারিটিই কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ-চতুষ্টয় ॥৮১॥

বহির্ব্বিচারে শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজ্যবুদ্ধি করিতে হয়। তাদৃশ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা না করিয়াও —শ্রীমদ্ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা ও বৈষ্ণব, ইঁহারা জগতের ভোগ্যবস্তুবিচারে পরিদৃষ্ট হইলেও ইঁহারা ভোক্তৃভাব-সম্পন্ন অভিন্ন ঈশ্বরবস্তু ও প্রভুতত্ত্ব,—চিন্ময়জ্ঞান-প্রদাতা, বেদশাস্ত্র ইহাই বলিয়া থাকেন ॥৮২॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্য একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জননীকে উপলক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলকে সতর্ক করা হইয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দর দেবানন্দ পণ্ডিতকে বাক্যদণ্ড প্রদান করিয়া সকলকে শিক্ষা দিলেন যে, বৈষ্ণবের স্থানে অপরাধ করিয়া কৃষ্ণভজনের চেষ্টা প্রদর্শন করিলেও বৈষ্ণবের কৃপার অভাবে তাহার কৃষ্ণপ্রেম লভ্য হয় না।

শ্রীগৌরচন্দ্র নিজ-জননীর বৈষ্ণবাপরাধ-ক্ষমাপন-লীলা-দ্বারা বৈষ্ণবাপরাধের আরও গুরুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস-মন্দিরে বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়া নিজতত্ত্ব নিজ মুখে বর্ণন করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগদাধর-গোস্বামী অবসর-সময়োচিত সেবা করিতে থাকিলেন এবং সকলের অভীপ্সিত বর প্রদান করিলেন। তখন শ্রীবাসপণ্ডিত শচীদেবীকে প্রেম প্রদান করিতে গৌরচন্দ্রের নিকট অনুরোধ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব তদুত্তরে বলিলেন, জননী বৈষ্ণবাপরাধ-হেতু প্রেমভক্তির অধিকারিণী নহেন।

সর্ব্বজগতের প্রভু শ্রীভগবান্ গৌরচন্দ্রের জননীরও প্রেমভক্তিতে অধিকার হইবে না শুনিয়া ভক্তগণ অত্যন্ত বিষন্নচিত্তে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শচীদেবীর বৈষ্ণবাপরাধের কারণ বর্ণন পূর্ব্বক বলিলেন যে, বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ হইলে বৈষ্ণব ব্যতীত স্বয়ং ভগবান্‌ও তাহা খণ্ডন করিতে পারে না এবং তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি অম্বরীষ-স্থানে দুর্ব্বাসার অপরাধের কথা বর্ণন করিলেন।

অদ্বৈত প্রভুর নিকট শচীদেবীর অপরাধ (?) হইয়াছে,—সকলে ইহা জানিতে পারিয়া অদ্বৈত প্রভুর নিকট গমন পূর্ব্বক শচীদেবীর অপরাধ (?) মার্জ্জনার্থ সকলে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শুনিয়া লজ্জায় বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক শচীদেবীর মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তখন শচীমাতা সুযোগ বুঝিয়া অদ্বৈতপ্রভুর পদরজঃ মস্তকে তুলিয়া লইয়া প্রেমাবিষ্টা হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে গৌরহরি পরম প্রীতি সহকারে বলিলেন যে, জননী এক্ষণে প্রেমভক্তির অধিকারিণী হইয়াছেন।

শচীদেবীর অদ্বৈত-স্থানে অপরাধের কারণ এই যে, একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ পিতার সঙ্গে ভট্টাচার্য্য সভায় গমন করেন। তথায় জনৈক ভট্টাচার্য্য বিশ্বরূপের পাঠ্য-বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি যে উত্তর প্রদান করেন, তাহাতে পিতা জগন্নাথ মিশ্র ক্ষুন্ন হইয়া বালককে চপেটাঘাত পূর্ব্বক নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিশ্বরূপ পিতৃসঙ্গে গৃহে গমন করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় সেই ভট্টাচার্য্যকে নিজ প্রহারের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া পুনর্জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করেন এবং ভট্টাচার্য্যের অভিপ্রায় ক্রমে নিজ পাঠ্য সূত্রের বিভিন্ন অর্থ ব্যাখ্যা, খণ্ডন ও স্থাপন দ্বারা সভ্যগণকে মুগ্ধ করিয়া ফেলেন।

বিশ্বরূপ সমগ্র জগৎ ভক্তিশূন্য দেখিয়া চিত্তে বড়ই দুঃখ অনুভব করিতেন, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তির কথা ব্যাখ্যা করিতেন। তজ্জন্য বিশ্বরূপ সর্ব্বদা অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে অবস্থান করিয়া সুখলাভ করিতেন।

একদিন বিশ্বম্ভর জননী-আদেশে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে আহারার্থ আহ্বান করিতে অদ্বৈতসভায় গমন করিলে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক পরম মোহিত হইয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং সকল বৈষ্ণবই শিশু বিশ্বম্ভরের রূপে পরম আকৃষ্ট হইলেন।

কালক্রমে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিলেন; তাহাতে শচীমাতা গভীর শোক অনুভব করিলেও বৈষ্ণবাপরাধ-ভয়ে কোন কিছু বলিতে পারিলেন

না। নিমাই এর মুখ দেখিয়া সকল শোক বিস্মৃত হইলেন।

বিশ্বম্ভরও ক্রমে ক্রমে নিজ স্বরূপ প্রকাশ পূর্ব্বক লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গও পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা অদ্বৈত-সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন; তাহাতে শচীমাতা দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, অদ্বৈত তাঁহার একটি পুত্রকে সন্ন্যাসী করিয়াছেন এবং তিনি অপর পুত্রটিকেও তদ্রূপ পরামর্শ প্রদান করিতেছেন। সুতরাং অদ্বৈতপ্রভু মায়া-বিস্তার করিয়াছেন।

এই মাত্র অপরাধ-ফলে (?) শচীমাতা ভগবৎসেবা-বিমুখিনী হইয়াছেন বলিয়া গৌরসুন্দর জননীকে লক্ষ্য করিয়া সকল জগৎকে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সতর্ক হইবার শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরসুন্দরের জয়গান—

জয় জয় গৌরচন্দ্র কৃপার সাগর।
জয় শচী-জগন্নাথ-নন্দন সুন্দর ॥১॥
জয় জয় শচী-সুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
'কৃষ্ণ' নাম দিয়া প্রভু জগৎ কৈল ধন্য ॥২॥

দেবানন্দ পণ্ডিতকে বাক্যদণ্ড প্রদান পূর্ব্বক প্রভুর নিজাবাসে গমন—

হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি-নিত্যানন্দ-গদাধর ॥৩॥
বাক্যদণ্ড দেবানন্দপণ্ডিতেরে করি'।
আইলা আপন-ঘরে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥৪॥

বহির্ম্মুখ পড়ুয়াগণের সঙ্গই—দেবানন্দের দুঃখ-প্রাপ্তির কারণ—

দেবানন্দ পণ্ডিত চলিলা নিজ-বাসে।
দুঃখ পাইলেন দ্বিজ দুষ্ট-সঙ্গদোষে ॥৫॥
দেবানন্দ-হেন সাধু চৈতন্যের ঠাঞি।
সম্মুখ হইতে যোগ্য নহিল তথাই ॥৬॥

ভগবৎসেবকের অনুগ্রহ ব্যতীত সেবোন্মুখতাধর্ম্মের অভিনয়ও বৃথা—

বৈষ্ণবের কৃপায় সে পাই বিশ্বম্ভর।
'ভক্তি' বিনা জপ-তপ অকিঞ্চিৎকর ॥৭॥

বৈষ্ণবাপরাধীর নামসেবার অভিনয়ে কৃষ্ণপ্রীতি অলভ্য—ইহাই শ্রীগৌরসুন্দর ও বেদের বাণী—

বৈষ্ণবের ঠাঁই যা'র হয় অপরাধ।
কৃষ্ণকৃপা হইলেও তা'র প্রেম-বাধ ॥৮॥
আমি নাহি বলি ;—এই বেদের বচন।
সাক্ষাতেও কহিয়াছে শচীর নন্দন ॥৯॥

প্রভুর নিজ-জননীর আদর্শে নামাপরাধ-বর্জ্জন-শিক্ষা-প্রদান—

যে শচীর গর্ভে গৌরচন্দ্র-অবতার।
বৈষ্ণবাপরাধ পূর্ব্বে আছিল তাঁহার ॥১০॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥"

—এই শ্লোকের বিচারমতে শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণনাম দিয়া জগৎকে ধন্য করিয়াছিলেন। নাম-ভজনের প্রণালী শ্রীঠাকুর হরিদাসের দ্বারা প্রচার করাইয়া তাদৃশ ভজন-দ্বারাই যে কৃষ্ণপ্রেমা লভ্য হয়, তাহা জানাইয়াছিলেন ॥১॥

দেবানন্দ পণ্ডিত বহির্ম্মুখ পড়ুয়াগণের সঙ্গদোষে মহাপ্রভুর নিকট বাক্যদণ্ড লাভ করিয়া দুঃখিত হইলেন। তিনি সাধারণের বিচারে শান্তশিষ্ট লোক বলিয়া গৃহীত হইলেও শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট আদর পাইলেন না। শ্রীমহাপ্রভু দেবানন্দকে 'ভাগবত' বলিয়া গ্রহণ না করায় তিনি তাঁহার কৃপাপাত্র বলিয়া গৃহীত হইলেন না ॥৫॥

সেবোন্মুখ না হইয়া ভগবন্নাম-জপাদি বা নানা প্রকার তপস্যা বৃথা শ্রম। ভগবৎসেবকের অনুগ্রহ ব্যতীত কাহারও সেবোন্মুখতা ধর্ম্ম আত্মায় উন্মেষিত হইতে পারে না ॥৭॥

বৈষ্ণবাপরাধী নামাপরাধ-বলে কৃষ্ণভজন করিতে সমর্থ হন না। যদিও নামসেবা করিবার অভিনয়

আপনে সে অপরাধ প্রভু ঘুচাইয়া।
মা'য়েরে দিলেন প্রেম সবা' শিখাইয়া॥১১॥

শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধের কারণ—

এ বড় অদ্ভুত কথা শুন সাবধানে।
বৈষ্ণবাপরাধ ঘুচে ইহার শ্রবণে॥১২॥
একদিন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
উঠিয়া বসিল বিষ্ণুখট্টার উপর॥১৩॥
নিজমূর্ত্তি-শিলাসব করি' নিজ কোলে।
আপনা 'প্রকাশে' গৌরচন্দ্র কুতুহলে॥১৪॥
"মুঞি কলি-যুগে কৃষ্ণ, মুঞি নারায়ণ।
মুঞি রাম-রূপে কৈলু সাগর বন্ধন॥১৫॥
শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
মোর নিদ্রা ভাঙ্গিলেক নাড়ার হুঙ্কারে॥১৬॥
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে আমার প্রকাশ।
মাগ' মাগ' আরে নাড়া, মাগ' শ্রীনিবাস"॥১৭॥
দেখি' মহাপরকাশ নিত্যানন্দ-রায়।
ততক্ষণে তুলি ছত্র ধরিল মাথায়॥১৮॥
বামদিকে গদাধর তাম্বূল যোগায়।
চারিদিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায়॥১৯॥
ভক্তি-যোগ বিলায় গৌরাঙ্গ-মহেশ্বর।
যাঁহার যাহাতে প্রীতি, লয় সেই বর॥২০॥
কেহ বলে,—"মোর বাপ বড় দুষ্টমতি।
তা'র চিত্ত ভাল হৈলে মোর অব্যাহতি"॥২১॥
কেহ মাগে' গুরু প্রতি, কেহ শিষ্য প্রতি।
কেহ পুত্র, কেহ পত্নী,—যা'র যথা রতি॥২২॥
ভক্ত-বাক্য-সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া সবারে দিলা প্রেম-ভক্তি-বর॥২৩॥
মহাশয় শ্রীনিবাস বলেন,—"গোসাঞি।
আইরে দেয়াব প্রেম, এই সবে চাই"॥২৪॥
প্রভু বলে,—"ইহা না বলিবা শ্রীনিবাস।
তাঁ'রে নাহি দিমু প্রেম-ভক্তির বিলাস॥২৫॥
বৈষ্ণবের ঠাঞি তান আছে অপরাধ।
অতএব তান হৈল প্রেম-ভক্তি-বাধ"॥২৬॥
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আর বার।
"এ কথায় প্রভু, দেহত্যাগ সে সবার॥২৭॥
তুমি হেন পুত্র যাঁ'র গর্ভে অবতার।
তাঁর কি নহিব প্রেম-যোগে অধিকার॥২৮॥
সবার জীবন আই জগতের মাতা।
মায়া ছাড়ি' প্রভু, তানে হও ভক্তি-দাতা॥২৯॥
তুমি যাঁ'র পুত্র প্রভু,—সে সর্ব্বজননী।
পুত্রস্থানে মা'য়ের কি অপরাধ গণি॥৩০॥
যদি বা বৈষ্ণব-স্থানে থাকে অপরাধ।
তথাপিহ খণ্ডাইয়া করহ প্রসাদ"॥৩১॥

বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডনের উপায়—

প্রভু বলে,—"উপদেশ কহিতে সে পারি।
বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি॥৩২॥

দেখাইয়া ভগবৎকৃপা লাভ করিতেছেন—লোকদৃষ্টিতে এরূপ পরিদৃষ্ট হন, তথাপি ভগবান্ কখনও ভক্তবিরোধীর প্রতি প্রীতিমান্ হন না। এই জন্যই নানাপরাধ-ত্যাগ-প্রসঙ্গে প্রথমেই সাধুনিন্দা বর্জ্জনীয়॥৮॥

শ্রীগৌরসুন্দরের জননী শচীদেবী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট অপরাধিনী হইয়াছিলেন বলিয়া সেই অপরাধ বিনষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবানের প্রীতি অর্জ্জন করিতে তিনি সমর্থ হন নাই॥১০॥

ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রকাশ প্রদর্শন করিলে কোনও ব্যক্তি অপরাধী গুরুর প্রতি, অপরাধী পুত্রের প্রতি, অপরাধী শিষ্যের প্রতি, অপরাধিনী পত্নীর প্রতি—অর্থাৎ যে যে ব্যক্তি তাহার প্রিয়-জ্ঞানে ভগবদ্ভক্তির প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে সকল ব্যক্তিকেই তিনি যথা-যোগ্য বর প্রদান করিয়াছিলেন॥২২॥

সকলকে কৃষ্ণপ্রেমবন্যায় প্লাবিত করিতে দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীগৌরহরির জননীর প্রতি প্রেমভক্তি-বিতরণের প্রার্থনা জানাইলে মহাপ্রভু বলিলেন,—তিনি বৈষ্ণবাপরাধিনী, সুতরাং তাঁহার প্রেমভক্তির উদয়ের সম্ভাবনা নাই॥২৬॥

শ্রীবাস বলিলেন,—যে জননীর গর্ভে সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ আপনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার প্রেমযোগে অধিকার হইল না—ইহা শ্রবণ করিলে ভক্তগণ আত্মবিনাশ কামনা

যে-বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যা'র।
পুনঃ সে-ই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর ॥৩৩॥
দুর্ব্বাসার অপরাধ অম্বরীষ-স্থানে।
তুমি জান, তা'র ক্ষয় হইল কেমনে ॥৩৪॥
নাড়ার স্থানেতে আছে তান অপরাধ।
নাড়া ক্ষমিলেই হয় প্রেমের প্রসাদ ॥৩৫॥
অদ্বৈত-চরণ-ধূলি লইলে মাথায়।
হইবেক প্রেম-ভক্তি আমার আজ্ঞায়" ॥৩৬॥

সকলের অদ্বৈত-সমীপে শচীমাতার অপরাধ-মোচনার্থ অনুরোধ এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শচী-মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমাবেশ—

তখনে চলিলা সবে অদ্বৈতের স্থানে।
অদ্বৈতেরে কহিলেক সব বিবরণে ॥৩৭॥
শুনিয়া অদ্বৈত করে শ্রীবিষ্ণুস্মরণ।
তোমরা লইতে চাহ আমার জীবন ॥৩৮॥
যাঁ'র গর্ভে মোহার প্রভুর অবতার।
সে মোর জননী, মুঞি পুত্র সে তাঁহার ॥৩৯॥
যে আইর চরণ-ধূলির আমি পাত্র।
সে আইর প্রভাব না জানি তিল-মাত্র ॥৪০॥
বিষ্ণু-ভক্তিস্বরূপিণী আই জগন্মাতা।
তোমরা বা মুখে কেনে আন' হেন কথা ॥৪১॥
প্রাকৃত-শব্দেও যেবা বলিবেক 'আই'।
'আই'-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই ॥৪২॥
যেই গঙ্গা, সেই আই, কিছু ভেদ নাই।
দেবকী-যশোদা যেই, সে-ই বস্তু আই ॥" ৪৩॥
কহিতে আইর তত্ত্ব আচার্য্য-গোসাঞি।
পড়িলা আবিষ্ট হৈয়া, বাহ্য কিছু নাই ॥৪৪॥
বুঝিয়া সময় আই আইল বাহিরে।
আচার্য্য-চরণ-ধূলি লইলেন শিরে ॥৪৫॥

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবেশাবস্থায় শচীমাতার তৎপদধূলি গ্রহণ ও আবিষ্ট ভাব—

পরম-বৈষ্ণবী আই—মূর্ত্তিমতী ভক্তি।
বিশ্বম্ভর গর্ভে ধরিলেন যাঁ'র শক্তি ॥৪৬॥

করেন। গৌরসুন্দরের জননী—জগদ্বাসী সকলেরই জননী, সুতরাং তিনি যাহাতে ভগবৎসেবোন্মুখিনী হন, সেজন্য অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমা যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন ॥২৮॥

আমি ভক্তির উপদেশ সকলকেই দিতে পারি সত্য, কিন্তু বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর অপরাধ কিছুতেই মোচন করিতে সমর্থ নহি ॥ ৩২ ॥

যেই বৈষ্ণবের নিকট যাঁহার অপরাধ ঘটে, তিনি ক্ষমা করিলেই অপরাধীর তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়—যেরূপ অম্বরীষ রাজার নিকট দুর্ব্বাসার অপরাধ ঘটিয়াছিল। অদ্বৈতের পদধূলি যদি জননী দেবী মস্তকে ধারণ করেন, তাহা হইলে অদ্বৈত প্রভু তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিবেন এবং আমিও জননীকে ভগবদ্ভক্তির উপদেশ দিতে সমর্থ হইব ॥ ৩৩ ॥

ভক্তগণ যখন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট শচীমাতার অপরাধ ক্ষমাপনের জন্য সম্মুখ হইলেন, তৎকালে অদ্বৈত প্রভু বিষ্ণু স্মরণ করিয়া ঐ বাক্য শ্রবণে তাঁহার অপরাধ হইতেছে—ভক্তগণকে জানাইলেন। যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার অধমপুত্র, সুতরাং আমরা কি আমাদের জননীকে অপরাধিনী মনে করিতে পারি? কোথায়, আমি জননীর চরণধূলি শিরে ধারণ করিয়া আত্মপবিত্র্য সাধন করিব, আর আজ তদ্বিনিময়ে তোমরা আমার ভক্তিপ্রাণতা নাশ করিবার ইচ্ছা করিতেছ! ৩৮ ॥

পতিব্রতা জননী ঠাকুরাণী—সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী ভক্তি, সুতরাং তোমাদের মুখে এই অসংযত বাক্য নিতান্ত অনাদরণীয় ॥ ৪১ ॥

শ্রীগৌরজননী শ্রীশচীদেবী যে 'আর্য্যা' শব্দে অভিহিত হইতেন, যদিও প্রাকৃত বুদ্ধিতে তাদৃশ শব্দ উচ্চারিত হয়, তথাপি সেই শব্দোচ্চারণে জীব ত্রিবিধ তাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন ॥ ৪২ ॥

শচীদেবীর কথা বলিতে বলিতে অদ্বৈতপ্রভু বাহ্য-সংজ্ঞাহীন হইলেন, আর বলিতে লাগিলেন—আর্য্যা শচী ও গঙ্গা—একই বস্তু; দেবকী ও যশোদার সহিত তাঁহার ভেদ কল্পনা করিতে নাই ॥ ৪৪ ॥

আচার্য্য-চরণ-ধূলি লইলা যখনে।
বিহ্বলে পড়িলা আই, বাহ্য নাহি জানে ॥৪৭॥

বৈষ্ণবগণের শ্রীহরিধ্বনি—

"জয় জয় হরি" বলে বৈষ্ণব-সকল।
অন্যোহন্যে করয়ে শ্রীচৈতন্য-কোলাহল ॥৪৮॥
অদ্বৈতের বাহ্য নাহি—আইর প্রভাবে।
আইর নাহিক বাহ্য—অদ্বৈতানুভাবে ॥৪৯॥
দোঁহার প্রভাবে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
'হরি হরি'-ধ্বনি করে বৈষ্ণবমণ্ডল ॥৫০॥

প্রভুর হাস্য ও জননীর অপরাধ খণ্ডন পূর্ব্বক প্রেমদান—

হাসে' প্রভু বিশ্বম্ভর খট্টার উপরে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু বলে জননীরে ॥৫১॥
"এখনে সে বিষ্ণুভক্তি হইল তোমার।
অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর ॥"৫২॥
শ্রীমুখের অনুগ্রহ শুনিয়া বচন।
'জয়-জয়-হরি'-ধ্বনি হইল তখন ॥৫৩॥

প্রভুর জননীকে উপলক্ষ্য করিয়া সকলকে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সতর্কীকরণ—

জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ-সাবধান ॥৫৪॥

সর্ব্বক্ষমতাবান্ ব্যক্তিরও বৈষ্ণবাপরাধ-ক্রমে দুর্ভাগ্যলাভ—ইহাই শাস্ত্র তাৎপর্য্য—

'শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।'
তথাপিহ নাশ পায়,—কহে শাস্ত্রবৃন্দে ॥৫৫॥

শাস্ত্রবাক্য অবহেলাপূর্ব্বক সাধুনিন্দায় দুর্গতি-প্রাপ্তি—

ইহা না মানিয়া যে সুজন-নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোষে মরে ॥৫৬॥

গৌরসুন্দরের জননীর দ্বারা বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব-প্রদর্শন—

অন্যের কি দায়, গৌর-সিংহের জননী।
তাঁহারেও 'বৈষ্ণবাপরাধ' করি' গণি ॥৫৭॥

শচীদেবীর বৈষ্ণবাপরাধ (?) কি ?—

বস্তুবিচারেতে সেহ অপরাধ নহে।
তথাপিহ 'অপরাধ' করি' প্রভু কহে ॥৫৮॥
'ইহারে 'অদ্বৈত' নাম কেনে লোকে ঘোষে'?
'দ্বৈত' বলিলেন আই কোন অসন্তোষে ॥৫৯॥
সেই কথা কহি, শুন হই' সাবধান।
প্রসঙ্গে কহিয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান ॥৬০॥
প্রভুর অগ্রজ—বিশ্বরূপ মহাশয়।
ভুবন-দুর্ল্লভ-রূপ, মহা-তেজোময় ॥৬১॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ পরম সুধীর।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের অভেদ শরীর ॥৬২॥
তান ব্যাখ্যা বুঝে, হেন নাহি নবদ্বীপে।
শিশুভাবে থাকে প্রভু বালক-সমীপে ॥৬৩॥
একদিন সভায় চলিলা মিশ্রবর।
পাছে বিশ্বরূপ পুত্র পরম সুন্দর ॥৬৪॥

শচীদেবী—ভগবজ্জননী, সুতরাং ভগবানকে গর্ভে ধারণ করিবার সেবা-শক্তি তাঁহাতেই আছে। তিনি ভগবানের নিত্য ভক্তিমতী সেবিকা। সম্প্রতি অদ্বৈতপ্রভু বাহ্য-সংজ্ঞাহীন হওয়ায় সুযোগ বুঝিয়া জননী শচী তাঁহার পদরজঃ স্বীয় শিরে গ্রহণ করিলেন ॥৪৬॥

আচার্য্য পদধূলী গ্রহণ করিবামাত্র শচীদেবীর কৃষ্ণ-প্রেমবিহ্বলতা সমৃদ্ধ হইল। শচীদেবীও বাহ্যসংজ্ঞা হারাইলেন ॥৪৭॥

শচীর অদ্বৈতস্থানে অপরাধমোচন-শিক্ষা দিয়া ভগবান্ গৌরসুন্দর যে লীলা প্রকাশ করিলেন, তদ্দ্বারা সর্ব্বক্ষমতাবান্ ব্যক্তিও বৈষ্ণবাপরাধক্রমে সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত হন—ইহাই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য জানাইলেন ॥৫৪॥

যে সকল অপরাধী মহাপাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের নিন্দা করিবার অপসাহস প্রদর্শন করে, দৈবদুর্ব্বিপাকে সেই সকল পাপিষ্ঠ সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের জননী হইবার সৌভাগ্যবতী হওয়া-সত্ত্বেও যখন বৈষ্ণবাপরাধ প্রবল বিক্রম প্রদর্শন করে, তখন সাধারণ অন্যের পক্ষে আর কি কথা? ॥৫৭॥

ভট্টাচার্য্য-সভায় চলিলা জগন্নাথ।
বিশ্বরূপ দেখি বড় কৌতুক সভা'ত ॥৬৫॥
নিত্যানন্দ-রূপ প্রভু পরম সুন্দর।
হরিলেন সর্ব্ব-চিত্ত সর্ব্বশক্তি-ধর ॥৬৬॥
এক ভট্টাচার্য্য বলে "কি পড় ছাওয়াল ?
বিশ্বরূপ বলে,—"কিছু কিছু সবাকার" ॥৬৭॥
শিশু-জ্ঞানে কেহ কিছু না বলিল আর।
মিশ্র পাইলেন দুঃখ শুনি' অহঙ্কার ॥৬৮॥
নিজ কার্য্য করি' মিশ্র চলিলেন ঘর।
পথে বিশ্বরূপেরে মারিল এক চড় ॥৬৯॥
"যে পুঁথি পড়িস্ বেটা, তাহা না বলিয়া।
কি বোল বলিলি তুই সভা-মাঝে গিয়া ॥৭০॥
তোমারে ত' সবার হইল মূর্খজ্ঞান।
আমারেও দিলে লাজ করি' অপমান ॥" ৭১॥
পরম উদার জগন্নাথ মহাভাগ।
ঘরে গেলা পুত্রেরে করিয়া বড় রাগ ॥৭২॥
পুনঃ বিশ্বরূপ সেই সভামাঝে গিয়া।
ভট্টাচার্য্য-সব প্রতি বলেন হাসিয়া ॥৭৩॥
"তোমরা ত' আমারে জিজ্ঞাসা না করিলা।
বাপের স্থানেতে আমা' শাস্তি করাইলা ॥৭৪॥
জিজ্ঞাসা করিতে যাহা কারো লয় মনে।
সবে মেলি' তাহা জিজ্ঞাসহ আমা' স্থানে ॥" ৭৫॥
হাসি' বলে এক ভট্টাচার্য্য,—"শুন শিশু !
আজি যে পড়িলে, তাহা বাখানহ কিছু ॥" ৭৬॥
বাখানয়ে সূত্র বিশ্বরূপ-ভগবান্।
সবার চিত্তেতে ব্যাখ্যা হইল প্রমাণ ॥৭৭॥
সবেই বলেন,—"সূত্র ভাল বাখানিলা।"
প্রভু বলে,—"ভাণ্ডাইলু, কিছু না বুঝিলা ॥" ৭৮॥
যত বাখানিল, সব করিল খণ্ডন।
বিস্ময় সবার চিত্তে হইল তখন ॥৭৯॥
এই মতে তিন বার করিয়া খণ্ডন।
পুনঃ সেই তিনবার করিল স্থাপন ॥৮০॥
'পরম সুবুদ্ধি' করি' সবে বাখানিল।
বিষ্ণুমায়া-মোহে কেহ তত্ত্ব না জানিল ॥৮১॥
হেন মতে নবদ্বীপে বৈসে বিশ্বরূপ।
ভক্তিশূন্য লোক দেখি' না পায় কৌতুক ॥৮২॥
ব্যবহারমদে মত্ত সকল সংসার।
না করে বৈষ্ণব-যশ-মঙ্গল-বিচার ॥৮৩॥
পুত্রাদির মহোৎসবে করে ধন-ব্যয়।
কৃষ্ণ-পূজা, কৃষ্ণ-ধর্ম্ম কেহ না জানয় ॥৮৪॥

প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের অভিন্ন-বিগ্রহ ॥৬২॥

বিশ্বরূপের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তদর্থবিজ্ঞানে কোন পণ্ডিতই সমর্থ ছিলেন না। বিশ্বরূপ সাধারণ বালকের ন্যায় শৈশবোচিত বিচারে অবস্থিত ছিলেন ॥৬৩॥

বিশ্বরূপকে একজন পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— "হে বৎস ! তুমি পঠনরাজ্যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছ ?" তদুত্তরে বিশ্বরূপ বলিলেন,—"আমি সকল শাস্ত্রে কিছু কিছু অধিকার লাভ করিয়াছি।" তাহাতে পিতা জগন্নাথ ক্ষুণ্ণ হইয়া বালক বিশ্বরূপকে তাড়না করিলেন ॥৬৭॥

পিতৃকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পুনরায় পণ্ডিত-সভায় গিয়া তাঁহাদের দ্বারা পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি তখন বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিলেন। তাহাতে শ্রোতৃবর্গ পরম সন্তোষ লাভ করায় সেই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে তিনি পুনরায় ব্যাখ্যা করেন। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যার প্রতিপক্ষে পুনরায় তৃতীয় ব্যাখ্যা করিয়া পূর্ব্বমত স্থাপন করেন ॥৮০॥

বিশ্বরূপ স্বয়ং ভগবদ্বস্তু, সুতরাং পণ্ডিতকুল বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া তত্ত্ববিষয় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহাদের আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি উন্মেষিত না হওয়ায় উক্ত ব্যাখ্যা-বোধে অধিকার হয় নাই। তাহাতে সঙ্কর্ষণ-প্রভু বিস্মিত হন নাই ॥৮১॥

সাংসারিক-বিচারে প্রমত্ত হইয়া জীবের পরম মঙ্গলময় বিষ্ণুভক্তির প্রতিষ্ঠা সাধারণে অনুমোদন করেন নাই। বৈষ্ণবগণই যে সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং কীর্ত্তিমন্ত, তাদৃশ বিচার ব্যবহার-রস-মুগ্ধ জনগণ বুঝিতে পারেন নাই ॥৮৩॥

সাংসারিক লোক কর্ম্মফল-জন্য দুঃখের অপসারণকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া মনে করে। পিতৃবর্গ যে ধন উপার্জ্জন করেন, তাহা তাঁহাদের পুত্রগণের সৌখ্যবিবর্দ্ধনের জন্য বিবাহাদিতে

যত অধ্যাপক সব—তর্ক সে বাখানে'।
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপূজা—কিছুই না জানে' ॥৮৫॥
যদি বা পড়ায় কেহ ভাগবত-গীতা।
সেহ না বাখানে' ভক্তি, করে শুষ্ক-চিন্তা ॥৮৬॥
সর্ব্ব-স্থানে বিশ্বরূপ ঠাকুর বেড়ায়।
ভক্তি-যোগ না শুনিয়া বড় দুঃখ পায় ॥৮৭॥
সকলে অদ্বৈত-সিংহ পূর্ণ-কৃষ্ণশক্তি।
পড়াইয়া 'বাশিষ্ঠ' বাখানে' কৃষ্ণভক্তি ॥৮৮॥
অদ্বৈতের ব্যাখ্যা বুঝে, হেন কোন্ আছে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য নদীয়ার মাঝে ॥৮৯॥
চতুর্দ্দিকে বিশ্বরূপ পায় মনো-দুঃখ।
অদ্বৈতের স্থানে সবে পায় প্রেম-সুখ ॥৯০॥
নিরবধি থাকে প্রভু অদ্বৈতের সঙ্গে।
বিশ্বরূপ-সহিত অদ্বৈত রস-রঙ্গে ॥৯১॥
পরম বালক প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
কুটিল কুন্তল, বেশ অতি মনোহর ॥৯২॥
মা'য়ে বলে,—"বিশ্বম্ভর, যাহ রড় দিয়া।
তোমার ভাইরে ঝাট ডাকি' আন গিয়া।" ৯৩॥
মায়ের আদেশে প্রভু ধায় বিশ্বম্ভর।
সত্বরে আইলা—যথা অদ্বৈতের ঘর ॥৯৪॥
বসিয়াছে অদ্বৈত বেড়িয়া ভক্তগণ।
শ্রীবাসাদি করিয়া যতেক মহাজন ॥৯৫॥
বিশ্বম্ভর বলে,—"ভাই, ভাত খাও গিয়া।
বিলম্ব না কর," বলে হাসিয়া হাসিয়া ॥৯৬॥
হরিল সবার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর।
সবে দেখে শিশুরূপ পরম সুন্দর ॥৯৭॥
মোহিত হইয়া চাহে অদ্বৈত আচার্য্য।
সেই মুখ চাহে সব পরিহরি' কার্য্য ॥৯৮॥
এই মত প্রতিদিন মা'য়ের আদেশে।
বিশ্বরূপে ডাকিবার ছলেতে আইসে ॥৯৯॥
চিন্তয়ে অদ্বৈত চিত্তে—দেখি' বিশ্বম্ভর।
"মোর চিত্ত হরে শিশু পরম সুন্দর ॥১০০॥
মোর চিত্ত হরিতে কি পারে অন্য জন।
এই বা মোহার প্রভু মোহে, মোর মন ॥১০১॥
সর্ব্বভূত-হৃদয় ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
চিন্তিতে' অদ্বৈত ঝাট চলি' যায় ঘর ॥১০২॥
নিরবধি বিশ্বরূপ অদ্বৈতের সঙ্গে।
ছাড়িয়া সংসার-সুখ গোঙায়েন রঙ্গে ॥১০৩॥
বিশ্বরূপ-কথা আদিখণ্ডেতে বিস্তার।
অনন্ত-চরিত্র নিত্যানন্দ-কলেবর ॥১০৪॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা সব ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল কতদিনে ॥১০৫॥
জগতে বিদিত নাম 'শ্রীশঙ্করারণ্য'।
চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ॥১০৬॥

ব্যয় করা সঙ্গত মনে করেন। সঞ্চিত অর্থের দ্বারা কৃষ্ণপূজা ও কৃষ্ণধর্ম্মের অভিজ্ঞান লাভ কেহই অনুমোদন করেন নাই; এমন কি অদ্যাবধি অবিবেচক ব্যক্তিগণ কর্ম্মফলপীড়িতজনগণের সাহায্যার্থে আত্মনিয়োগকেই কৃষ্ণ-পূজা ও কৃষ্ণাভিজ্ঞান লাভ অপেক্ষা বহুমানন করেন ॥৮৪॥

পণ্ডিত অধ্যাপক-সকল জড়েন্দ্রিয়ের বিচার-তর্কের প্রাধান্য স্থাপন করিতে গিয়া কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণার্চ্চনই যে সর্ব্বোত্তম—ইহাও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না ॥ ৮৫ ॥

ভাগবত ও গীতা প্রভৃতি সৎশাস্ত্র ছাত্রগণকে অধ্যাপন করাইয়াও অধ্যাপক মহাশয় নিজের মঙ্গল সাধন করার পরিবর্ত্তে কুতর্ক ও শুষ্ক চিন্তা দ্বারা বাহ্যবিচার প্রদর্শন করেন ॥ ৮৬ ॥

'যোগবাশিষ্ঠ'-ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উহাতে অদ্বৈত প্রভু 'কৃষ্ণভক্তি' ব্যাখ্যা করেন। তিনি সম্পূর্ণ কৃষ্ণশক্তি ধারণ করিয়া 'বৈষ্ণবাগ্রণী' নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ জগতে কোথাও হরি-ভক্তির কথা শুনিতে না পাইয়া বিশেষ দুঃখিত হন। তজ্জন্য তিনি অদ্বৈতপ্রভুর সর্ব্বতোভাবে সঙ্গলাভে পরমানন্দিত হইতেন ॥ ৮৮ ॥

শ্রীবিশ্বরূপ অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গলাভে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তপথের যাত্রী হইলেন। তাঁহার সন্ন্যাস-নাম 'শঙ্করারণ্য' হইল। তজ্জন্য অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গলাভে বিশ্বরূপের গৃহ-পরিত্যাগ দেখিয়া জননী শচীদেবী অদ্বৈতপ্রভুর প্রতি অসন্তুষ্টা হইলেন। প্রকাশ্যভাবে শচীদেবী অদ্বৈতপ্রভুর

করি' দণ্ড গ্রহণ চলিলা বিশ্বরূপ।
নিরবধি আইর বিদরে শোকে বুক ॥১০৭॥
মনে মনে গণে, আই হইয়া সুস্থির।
"অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিল বাহির ॥" ১০৮॥
তথাপিহ আই বৈষ্ণবাপরাধ-ভয়ে।
কিছু না বলয়ে, মনে মহা-দুঃখ পায়ে ॥১০৯॥
বিশ্বম্ভর দেখি' সব পাসরিলা দুঃখ।
প্রভুও মায়ের বড় বাড়া'য়েন সুখ ॥১১০॥
দৈবে কতদিনে প্রভু করিলা প্রকাশ।
নিরবধি অদ্বৈতের সংহতি বিলাস ॥১১১॥
ছাড়িয়া সংসার-সুখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
লক্ষ্মী পরিহরি' থাকে অদ্বৈতের ঘর ॥১১২॥
না রহে গৃহেতে পুত্র—হেন দেখি' আই।
"এহো পুত্র নিলা মোর আচার্য্য গোসাঁই ॥"১১৩॥
সেই দুঃখে সবে এই বলিলেন আই।
"কে বলে 'অদ্বৈত',—'দ্বৈত' এ বড় গোসাঞি ॥১১৪॥
চন্দ্রসম এক পুত্র করিয়া বাহির।
এহো পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির ॥১১৫॥
অনাথিনী—মোরে ত' কাহারো নাহি দয়া।
জগতে 'অদ্বৈত', মোহে সে "দ্বৈত-মায়া" ॥১১৬॥

সবে এই অপরাধ, আর কিছু নাই।
ইহার লাগিয়া ভক্তি না দেন গোসাঞী ॥১১৭॥

শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দে ভেদ-বুদ্ধিকারী মূঢ়গণের শিক্ষার্থ প্রভুর অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-নিরূপণ—

এ-কালে যে বৈষ্ণবেরে 'বড়' 'ছোট' বলে।
নিশ্চিন্তে থাকুক, সে জানিবে কত কালে ॥১১৮॥
জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
বৈষ্ণবাপরাধ করায়েন সাবধান ॥১১৯॥
চৈতন্য-সিংহের আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন।
না বুঝি' বৈষ্ণব-নিন্দে' পাইবে বন্ধন ॥১২০॥
এ কথার হেতু কিছু শুন মন দিয়া।
যে-নিমিত্ত গৌরচন্দ্র বলিলেন ইহা ॥১২১॥
ত্রিকাল জানেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
জানেন,—সেবিবে অদ্বৈতেরে দুষ্টগণ ॥১২২॥
অদ্বৈতেরে গাইবেক 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া।
যত কিছু বৈষ্ণবের বচন নিন্দিয়া ॥১২৩॥
যে বলিবে অদ্বৈতেরে 'পরম বৈষ্ণব'।
তাহারে বেড়িয়া লঙ্ঘিবে পাপী সব ॥১২৪॥
সে-সব-গণের পক্ষ অদ্বৈত ধরিতে।
এত বড় শক্তি নাহি—এ দণ্ড দেখিতে ॥১২৫॥

আচরণের গর্হণ করেন নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার নিকট শচীদেবীর অপরাধের অভিনয় ঘটিয়াছিল ॥ ১০৬ ॥

শ্রীগৌরহরি স্বীয় পত্নী লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতপ্রভুর নিকট অবস্থান করেন বলিয়া শচীদেবীর অদ্বৈতপ্রভুর প্রতি আরও অধিকতর বীতরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ১১২ ॥

শচীদেবী ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন,—"আমার একটি মাত্র পুত্র সম্প্রতি সংসারে আছে; অপর পুত্রটিকে অদ্বৈতপ্রভু পরামর্শ দিয়া যতিধর্ম্মে নিয়োগ করায় আমি সেই পুত্রের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আবার আমার এই পুত্রটিকেও পরামর্শ দিতেছেন; [illegible]তরাং অদ্বৈতপ্রভু জগতের নিকট 'অদ্বৈত' বলিয়া পরিচিত হইলেও আমার নিকট মায়াজাল বিস্তার করিতেছেন।" এই অপরাধফলে (?) শচীদেবী ভগবৎসেবাবিমুখিনী হইবার অভিনয় করিয়াছিলেন ॥ ১১৩-১১৭ ॥

কতিপয় ব্যক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের জননীর অদ্বৈতচরণে অপরাধ (?) বিচার করিয়া অদ্বৈতপ্রভুকে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া ভ্রান্ত হইবে এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত অদ্বৈতপ্রভুর তারতম্যবিচারে নিত্যানন্দের স্থান অপেক্ষাকৃত হীনতর মনে করিবে। ইহারা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবকদ্বয়ের মধ্যে 'কে বড়' ও 'কে ছোট' মনোধর্ম্মে বিচার করিবার গুরুতর ফল অচিরে জানিতে পারিবে। স্বীয় জননীর দ্বারা অদ্বৈতপ্রভুকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জানাইয়া দিলেও মূঢ় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে 'স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ' বলিয়া যেন মনে না করে—এইজন্য স্বীয় ভক্ত অদ্বৈতকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জ্ঞাপন ও প্রচার করাই শ্রীগৌরহরির উদ্দেশ্য ছিল।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কতিপয় দুষ্ট স্তাবক তাঁহাকে পাছে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া স্তব করে এবং শ্রীগৌরসুন্দরকে ও শ্রীনিত্যানন্দকে তাঁহার অনুগত ব্যক্তি বলিয়া মনে করে—সেই অপরাধ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই অদ্বৈতপ্রভুকে

সকল-সর্ব্বজ্ঞ-চূড়ামণি বিশ্বম্ভর।
জানেন বিলম্বে হইবেক বহুতর ॥১২৬॥
অতএব দণ্ড দেখাইয়া জননীরে।
সাক্ষী করিলেন অদ্বৈতাদি-বৈষ্ণবেরে ॥১২৭॥
বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যা'র গণ।
তার রক্ষা-সামর্থ্য নাহিক কোন জন ॥১২৮॥
বৈষ্ণব-নিন্দকগণ যাহার আশ্রয়।
আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয় ॥১২৯॥
বড় অধিকারী হয়, আপনে এড়ায়।
ক্ষুদ্র হৈলে—গণ-সহ অধঃপাতে যায় ॥১৩০॥
চৈতন্যের দণ্ড বুঝিবারে শক্তি কা'র ?
জননীর লক্ষ্যে দণ্ড করিল সবার ॥১৩১॥
যে বা জন অদ্বৈতেরে 'বৈষ্ণব' বলিতে।
নিন্দা করে, দণ্ড করে, মরে ভাল-মতে ॥১৩২॥
সর্ব্ব-প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর-মহেশ্বর।
এই বড় স্তুতি যে তাহার অনুচর ॥১৩৩॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে নিষ্কপট হঞা।
কহিলেন গৌরচন্দ্র 'ঈশ্বর' করিয়া ॥১৩৪॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে গৌরচন্দ্র জানি।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বৈষ্ণবেরে চিনি ॥১৩৫॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে নিন্দা যায় ক্ষয়।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥১৩৬॥
নিন্দা নাহি নিত্যানন্দ-সেবকের মুখে।
অহর্নিশ চৈতন্যের যশ গায় সুখে ॥১৩৭॥
নিত্যানন্দ-ভক্ত সবদিকে সাবধান।
নিত্যানন্দ-ভৃত্যের 'চৈতন্য'—ধন-প্রাণ ॥১৩৮॥
অল্প ভাগ্যে নাহি হয় নিত্যানন্দ দাস।
যাহারা লওয়ায় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥১৩৯॥
যে জন শুনয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান।
সে হয় অনন্ত-দাস নিত্যানন্দ-প্রাণ ॥১৪০॥

নিত্যানন্দ ও বিশ্বরূপ—অভিন্ন

নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ—অভেদ শরীর।
আই ইহা জানে, জানে আর কোন ধীর ॥১৪১॥

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের জয়গান—

জয় নিত্যানন্দ—গৌরচন্দ্রের শরণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ সহস্র-বদন ॥১৪২॥
গৌড়দেশ ইন্দ্র জয় নিত্যানন্দ-রায়।
কে পায় চৈতন্য বিনে তোমার কৃপায় ? ১৪৩॥

গ্রন্থকারের নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ-চরণে লৌল্য—

নিত্যানন্দ-হেন প্রভু হারায় যাহার।
কোথাও জীবনে সুখ নাহিক তাহার ॥১৪৪॥
হেন দিন হইবে কি চৈতন্য-নিতাই।
দেখিব কি পারিষদ-সঙ্গে এক-ঠাঁই ॥১৪৫॥

বৈষ্ণবত্বে স্থাপনোদ্দেশ্যেই জননীর অপরাধ ক্ষমাপন করাইলেন ॥১১৮ ১৯॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সাক্ষাৎ কৃষ্ণ নহেন, তিনি পরম-বৈষ্ণব—এই কথার প্রতিবাদ করিবার জন্য পাপিষ্ঠ অপরাধিগণ স্তাবকসূত্রে অদ্বৈতপ্রভুকে লঙ্ঘন করিবে ॥১২৪॥

বৈষ্ণবের শিষ্যাভিমানে অপর বৈষ্ণবকে নিন্দা করিলে কখনও বৈষ্ণবগুরু তাদৃশ শিষ্যকে রক্ষা করেন না। শ্রীনিত্যানন্দের অবজ্ঞা করিয়া অদ্বৈতের স্তাবক-গণের গৌরবপাত্র হইবার চেষ্টা করিলে অদ্বৈতপ্রভু কখনও সেই দুষ্ট মত সমর্থন করেন না। যাহারা গুরুর আসন লাভ করিয়া বৈষ্ণবনিন্দা করেন ও বৈষ্ণবনিন্দক শিষ্যের পক্ষ সমর্থন করেন, তাহাদের অধঃপাত অবশ্যম্ভাবী ॥১২৮॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে যাহারা 'বৈষ্ণব' না বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণত্বে স্থাপন করেন, তাহাদের কলহ অদ্বৈতপ্রভুর নিন্দা-রূপেই পরিণত হয়। এই সকল নিন্দকের বিনাশ-লাভ অবশ্যম্ভাবী ॥১৩২॥

শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত ভৃত্য—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যাহারা অদ্বৈত প্রভুকে 'কৃষ্ণ' বলেন, তাহারা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি বিদ্বেষ করিয়া থাকেন ॥১৩৪॥

শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ্রহে শ্রীঅদ্বৈতাদি বৈষ্ণব-বর্গকে চিনিতে পারা যায় এবং শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাতেই শ্রীগৌর-সুন্দরকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া জানা যায় ॥১৩৫॥

শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় দুষ্ট অদ্বৈতস্তাবকগণের বর্ণিত

আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর ॥১৪৬॥

গ্রন্থকারের সভৃত্য-অদ্বৈত-প্রভুর চরণে নমস্কার—

অদ্বৈত-চরণে মোর এই নমস্কার।
তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার ॥১৪৭॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন-দাস তছু পদযুগে গান ॥১৪৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শচ্যপরাধ-মোচনং নাম তথা নিত্যানন্দ-গুণবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

নিন্দা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ্রহেই ভগবানে সেবোন্মুখতা বৃদ্ধিলাভ করে ॥১৩৬॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও বিশ্বরূপ—বস্তুতঃ পৃথক্ তত্ত্ব নহেন। শ্রীশচীদেবী ইহা সর্ব্বতোভাবে অবগত ছিলেন। অদ্বৈতের আনুগত্যে বিশ্বরূপের সংশিক্ষা লাভ হইয়াছে জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও অদ্বৈতের অনুগত—এরূপ বিচার সমীচীন নহে ॥১৪১॥

গৌড়দেশের দিক্‌পাল—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত শ্রীচৈতন্যপাদ-পদ্মে কাহারও মতি প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ্রহে বঞ্চি হইলে জীবের কোনরূপ সুখোদয় হইতে পারে না ॥১৪৫

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের সর্ব্বতোভাবে সেবা করে সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দের নিত্যভৃত্যগণ শ্রীনিত্যানন্দের ও শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগ্রহ লাভ করিবেন—এরূপ আ পোষণ করেন ॥১৪৬॥

শ্রীল অদ্বৈতের প্রকৃত সেবকগণের চরণে আমা মতি থাকুক। দুষ্ট শিষ্যগণের সহিত আমার কো সম্বন্ধ নাই ॥১৪৭ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি-নিশায় ভক্তগণসহ সঙ্কীর্ত্তন-বিলাস, পয়ঃপানকারী জনৈক ব্রহ্মচারীর সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্য দর্শনার্থ শ্রীবাস-সমীপে অনুরোধ, শ্রীবাসের তাঁহাকে নিজগৃহে আনয়ন, প্রভুর ক্রোধ ও ফল্গু তপস্যাদির তুচ্ছত্ব-জ্ঞাপন, পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারীকে কৃপা, প্রভুর নগরিয়া-গণকে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের উপদেশ, কাজীকর্তৃক মৃদঙ্গ-ভঙ্গ, তাহাতে প্রভুর কোপ এবং কাজী-দলনে যাত্রা, নগরে নগরে হরিকীর্ত্তন, প্রতিদ্বারে মঙ্গলাচার ও দেবগণের পুষ্পবৃষ্টি, নগর-বাসীর আনন্দে [illegible] পাষণ্ডীর গাত্রদাহ, প্রভুর কাজী-নিগ্রহে আদেশ, ভক্তগণের আবেদনে কাজীকে উপেক্ষা, প্রভুর শঙ্খবণিক ও তন্তুবায়-পল্লীতে গমন, প্রভুর শ্রীধর-গৃহে গমন ও ফুটা লৌহপাত্রে জলপান, ভক্ত-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস-গৃহে দ্বার বন্ধ করিয়া প্রতি নিশা সঙ্কীর্ত্তন-বিলাসে নিরত থাকিলে পাষণ্ডিগণ প্রবেশ করিতে না পাইয়া চাতুরী পূর্ব্বক প্রবেশার্থ দূরে থাকিয়া নানা প্রকার দুর্বচন প্রয়োগ করিত। সজ্জনগণ কেহ কে নিজ-অদৃষ্টের ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগকে সংকীর্ত্ত দেখাইবার জন্য ভক্তগণকে অনুরোধ করিত। কিন্তু প্রভু ভয়ে কেহই তাহাতে সাহসী হইতেন না।

একদিন একজন পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারী গোপনে প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস-দর্শনার্থ শ্রীবাসের নিকট অনুরো করিলেন। শ্রীবাস তাঁহাকে ব্রহ্মচারী এবং সাত্ত্বিক আহারী জানিয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্ম শ্রীবাসের যুক্তিমত সংগোপনে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্তর্যামী প্রভু কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"আজ কীর্ত্তনে আনন্দ

পাইতেছি না, বোধ হয় কোন বহির্ম্মুখ লোক গৃহে প্রবেশ করিয়াছে।"

শ্রীবাস সভয়ে প্রভুকে জানাইলেন যে এক পয়ঃপান-কারী ব্রহ্মচারীর কীর্ত্তন-দর্শনার্থ অত্যন্ত আর্ত্তি-দর্শনে তাঁহাকে তিনি গৃহে নিভৃতে স্থান দান করিয়াছেন। প্রভু তাহা শুনিয়া ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন যে, কৃষ্ণপ্রপত্তি ব্যতীত পয়ঃপান প্রভৃতি বহির্ম্মুখ-তপস্যা দ্বারা কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় না এবং ব্রাহ্মণকে বাহির হইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণ সভয়ে গৃহ হইতে বাহির হইয়া নিজ আংশিক দর্শনের সৌভাগ্যের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন, তখন পরমকরুণ গৌরসুন্দর তাঁহাকে আহ্বান করিয়া নিজ পাদপদ্ম তাঁহার মস্তকে প্রদানপূর্ব্বক তপস্যাদির দাম্ভিকতা জ্ঞাপনার্থ নিষেধ করিলেন।

প্রভু দ্বার বন্ধ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করায় নগরবাসী সজ্জনগণ প্রভুর সংকীর্ত্তন-বিলাস-দর্শনে অসমর্থ হইয়া পাষণ্ডগণকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, প্রভু পাষণ্ডীগণের নিমিত্ত দ্বার-রোধ করিয়া কীর্ত্তন করেন; তাহাতে সজ্জনগণও প্রবেশ লাভ করিতে পারেন না। কেহ কেহ প্রভুর দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা লইয়া পথে দাঁড়াইয়া থাকিত।

নগরবাসী সজ্জনগণ দিবাভাগে নানাপ্রকার দ্রব্যসহ প্রভুর দর্শনার্থ গমন করিলেন এবং প্রভুপাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণত হইলে শ্রীচৈতন্যদেব 'সকলের কৃষ্ণভক্তি হউক্' এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রদানপূর্ব্বক মহামন্ত্র কীর্ত্তন ও জপ করিতে উপদেশ করিলেন। নগরিয়াগণ সন্ধ্যাকালে গৃহদ্বারে বসিয়া করতালি-সংযোগে সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকিলেন। এইরূপে প্রভুর কৃপায় সকল নগরে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। 'অমানী মানদ'-লীল প্রভু দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক সকলের নিকট গমন ও সকলকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আর্ত্তি সহকারে কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলে সকলেই প্রভুর মর্ম্মস্পর্শী আবেদনে আর্ত্তি-ক্রন্দন করিতে করিতে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি আশ্রয় করিলেন। সকলে মৃদঙ্গশঙ্খাদি-সহযোগে সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকিলে বিষয়িজনগণ উহাকে তাহাদিগের তৌর্য্যত্রিকের সমান মনে করিয়া উহাকে অকালে মহামায়ার পূজার আবাহন কল্পনাপূর্ব্বক নানাপ্রকার কটূক্তি উচ্চারণ করিতে লাগিল।

দৈবক্রমে একদিন বিধর্ম্মী কাজী সেই পথে যাইতে যাইতে কীর্ত্তন শুনিয়া মৃদঙ্গ-ভঙ্গ ও কোন কোন ব্যক্তিকে প্রহার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কীর্ত্তন করিলে আরও অধিক শাস্তির ভয় দেখাইয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিল। কাজী দুষ্টগণ-সহ নগরে ভ্রমণ করিয়া সর্ব্বত্রই কীর্ত্তন নিষেধ করিতে থাকিলে পাষণ্ডগণের আনন্দ হইল। তাহারা সানন্দে নানাপ্রকার উপহাস করিতে থাকিল।

নগরবাসিগণ কীর্ত্তনানন্দে বাধা প্রাপ্ত হইয়া প্রভু-স্থানে সকল বিষয় জ্ঞাপন পূর্ব্বক দুঃখে অন্যত্র চলিয়া যাইবার কথা জানাইলে প্রভু ক্রোধে হুঙ্কার করিতে করিতে কাজী দলনার্থ সকল নগরবাসীকে এক এক দীপ লইয়া সঙ্গে গমন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। সর্ব্বত্র ইহা ঘোষিত হইল। লক্ষ লক্ষ লোক অসংখ্য প্রদীপ জ্বালিয়া লইয়া প্রভু-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভু পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া স্বপরিকরে গঙ্গাতীরে কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

প্রভু যে নগরে প্রবেশ করেন, তথায় স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালকাদি সকলেই স্ব-স্ব গৃহকর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া প্রভুপাদপদ্মে দণ্ডবৎ পতিত হয়েন এবং সকলে কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে উন্মত্ত হইয়া নগরবাসিগণের প্রেমোন্মাদ-ভাব দর্শনে পাষণ্ডীগণের হৃদয়জ্বালা উদিত হইল। তাহারা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'ইত্যবসরে কাজী আসিলে ইহাদের কীর্ত্তনানন্দ সব ছারখার হইত।'

শ্রীগৌরচন্দ্র ক্রমে কাজীর গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। কাজী গীত-বাদ্য শ্রবণ করিয়া তাহার অনুসন্ধানার্থ লোক প্রেরণ করিলেন। অনুচরগণ সকলের মুখে 'কাজী মার' শব্দ শুনিয়া দ্রুতপদে কাজীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক কাজীকে সমুদয় নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া কাজী সগণে প্রস্থান করিল। কাজীর গৃহসমীপে আগমন পূর্ব্বক কীর্ত্তনবিদ্বেষীর নির্য্যাতনার্থ প্রভু আদেশ করিলে সকলে কাজীর ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং আম্র, কদলী, পনসাদি-বনের শাখাপত্রাদি সমস্ত ছিঁড়িয়া

ও ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ক্রমে প্রভু কাজীর গৃহে অগ্নি-প্রদানের আদেশ করিলে ভক্তবৃন্দ গলবস্ত্রে করযোড়ে প্রভুর ক্রোধ-লীলা সম্বরণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। প্রভু ভক্তবাক্যে শান্ত হইয়া শঙ্খবণিক-পল্লী ও তন্তুবায়-পল্লী হইয়া শ্রীধরের গৃহে গমন করিলেন এবং নৃত্য করিতে করিতে শ্রীধরের শত-তালিযুক্ত লৌহপাত্র জলপূর্ণ দর্শনে পাত্রস্থ জলপান করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীধর হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে প্রভু বৈষ্ণবের জলপানের মহিমা সকলের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

সপরিকর গৌরসুন্দরের জয়গান—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণনিধি।
জয় বিশ্বম্ভর জয় ভবাদির বিধি ॥১॥
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রিয় দ্বিজরাজ।
জয় জয় চৈতন্যের ভকত-সমাজ ॥২॥

প্রভুর দ্বারবোধ করিয়া কীর্ত্তন-বিলাস—

হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্ব-নয়ন-গোচর ॥৩॥
দিনে দিনে মহানন্দ নবদ্বীপ-পুরী।
বৈকুণ্ঠনায়ক বিশ্বম্ভর অবতরি ॥৪॥
প্রিয়তম নিত্যানন্দ-সঙ্গে কুতূহলে।
ভকত-সমাজে নিজ-নাম-রসে খেলে ॥৫॥
প্রতিদিন নিশাভাগে করয়ে কীর্ত্তন।
ভক্ত-বিনু থাকিতে না পায় অন্য জন ॥৬॥

তুরীয় বস্তুর বিচার ত্রিগুণান্তর্গত জীবের অগম্য—

এত বড় বিশ্বম্ভর-শক্তির মহিমা।
ত্রিভুবনে লঙ্ঘিতে না পারে কেহ সীমা ॥৭॥

প্রভুর কীর্ত্তনে প্রবেশাধিকার না পাইয়া বিজাতীয়াশয় ব্যক্তিগণের বিবিধ উক্তি—

অগোচরে দূরে থাকি' মিলি দশ-পাঁচে।
মন্দ মাত্র বলে, যম-ঘরে যায় পাছে ॥৮॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

ভবাদির বিধি—গুণাবতার রুদ্র ও বিরিঞ্চির নিত্য বিধানকর্ত্তা। 'জন্ম' ও 'ভঙ্গ' নিত্যের দুইটী পার্শ্বমাত্র। অখণ্ডকাল ভগবান্ 'সৎ' ও 'অসৎ' এর নিয়ামক বলিয়াই তিনি ভবাদির বিধি ॥১॥

ভগবান্ বিশ্বম্ভরের সকল ক্রিয়া দেখিবার জন্য কেহই অধিকারী নহেন। যাঁহার যে অধিকার, তিনি সেইরূপ ক্রিয়া মাত্রই দর্শন করিয়া থাকেন (ভাঃ ১০।৪৩।১৭) "মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্ গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা [illegible]পিত্রোঃ শিশুঃ। মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥"

অর্থাৎ একই অদ্বয়জ্ঞানবস্তু বিবিধ দর্শনে দৃষ্ট হইলেও ব্যক্তিবিশেষ তাঁহাকে সকল প্রকার দর্শনে যুগপৎ একই কালে দেখিতে পান না। শাস্ত্র-দর্শনে একপাদ-বিভূতিতে অবস্থান-কালে জীবের এক-কালীন সর্ব্ববস্তুর দর্শনের সম্ভাবনা থাকে না। চক্ষুর্দ্বয়ের একদিকে অবস্থান-হেতু বৃত্তার্দ্ধ দৃষ্ট হয়; পশ্চাদভাগে তৎকালে দর্শন সম্ভব নহে। আবার গগনমণ্ডল দর্শনকালে অধোগণের দর্শনাভাব-হেতু সমকালে সর্ব্বদর্শন সম্ভব নহে; সুতরাং গোলের এক-পাদ-দর্শনই কেবল এক-কালে সম্ভব ॥৩॥

নিজ-নামরস—শ্রীভগবান্ রসময়। ভগবান্ ও ভগবন্নাম অভিন্ন। সুতরাং নামও রসময়। ভগবানের নাম বা বৈকুণ্ঠ নাম ইতর নাম বা সংজ্ঞা হইতে পৃথক্। ভগবানের নিজ ভক্তগণের মধ্যে যে নামরস প্রবল, তাহাতে ভগবান্ গৌরহরি স্বয়ংই আত্মবিস্মৃত হন। ভক্তবাৎসল্যই তাঁহার বিস্মৃতির কারণ ॥৫॥

কেহ বলে,—"কলিকালে কিসের বৈষ্ণব ?
যত দেখ-হের পেট-পোষা-গুলা সব ॥" ৯॥
কেহ বলে,—"এগুলার বান্ধি' হাত পা'য়।
জলে ফেলি' দিয়ে যদি, তবে দুঃখ যায় ॥" ১০॥
কেহ বলে,—"আরে ভাই, জানিহ নিশ্চিত।
গ্রাম-খান নষ্ট কৈল নিমাই পণ্ডিত ॥" ১১॥

দুর্বৃত্তগণের কীর্ত্তন-গৃহে প্রবেশার্থ চাতুরী-বিস্তারের নিষ্ফলতা—

ভয় দেখায়েন সবে দেখিবার তরে।
অন্তরে নাহিক ভাগ্য, চাতুর্য্যে কি করে ॥১২॥

প্রভুর কীর্ত্তন জগতের চিত্ত-শোধক—

সংকীর্ত্তন করে প্রভু শচীর নন্দন।
জগতের চিত্তবৃত্তি করয়ে শোধন ॥১৩॥

সাধারণ জনগণের কীর্ত্তন-বিলাস-দর্শনে অধিকার না পাইয়া আক্ষেপ ও ভক্তগণ-সমীপে প্রবেশার্থ আবেদন; প্রভু-ভয়ে ভক্তগণের তাহাতে অস্বীকার—

দেখিতে না পায় লোক, করে অনুতাপ।
সবেই 'অভাগ্য' বলি' ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥১৪॥
কেহ বা কাহারো ঠাঞি পরিহার করে।
সংগোপে সকীর্ত্তন গিয়া দেখিবার তরে ॥১৫॥
'প্রভু সে সর্ব্বজ্ঞ' ইহা সর্ব্ব-দাসে জানে।
এই ভয়ে কেহ কারে না লয় সে-স্থানে ॥১৬॥

কৃষ্ণভক্তিরহিত পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারীর আখ্যান—

এক ব্রহ্মচারী সেই নবদ্বীপে বৈসে।
তপস্বী পরম সাধু বসয়ে নির্দ্দোষে ॥১৭॥
সর্ব্বকাল পয়ঃপান, অন্ন নাহি খায়।
প্রভুর কীর্ত্তন বিপ্র দেখিবারে চায় ॥১৮॥

পয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারীর কীর্ত্তন-শ্রবণে অনধিকার-হেতু তদ্দর্শনার্থ শ্রীবাস-সমীপে অনুরোধ ও শ্রীবাসের ব্রহ্মচারীকে গোপনে স্বগৃহে রক্ষা—

প্রভু সে দুয়ার দিয়া করয়ে কীর্ত্তন।
প্রবেশিতে নারে ভক্ত বিনা অন্য জন ॥১৯॥
সেই বিপ্র প্রতিদিন শ্রীবাসের স্থানে।
নৃত্য দেখিবার লাগি' সাধয়ে আপনে ॥২০॥
"তুমি যদি একদিন কৃপা কর' মোরে।
আপনে লইয়া যাহ বাড়ীর ভিতরে ॥২১॥

রাত্রিকালে কীর্ত্তনমুখে ভজনশিক্ষার সময়ে ভিন্নোদ্দেশ্য বিজাতীয়াশয় লোকসমূহের তথায় প্রবেশাধিকার ছিল না ॥ ৬ ॥

বিশ্বম্ভরের শক্তি-মহিমা অতুলনীয়। মানব জ্ঞান ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ইহা তুরীয় বা তদূর্দ্ধ বিচার গ্রহণ করিতে অসমর্থ ॥ ৭ ॥

অধিকার না পাইয়া সাধারণ (অপ্রবিষ্ট) জনগণ ভগবদ্‌ভজন-প্রণালীর নিন্দা পূর্ব্বক জীবিতোত্তরকালে যমকর্ত্তৃক দণ্ডিত হন ॥ ৮ ॥

নিন্দক-সম্প্রদায় বৈষ্ণবগণকে 'উদর-ভরণ-পরায়ণ' বলিয়া থাকে; বিশেষতঃ বিবাদপ্রধান কলিযুগে বৈষ্ণবের অস্তিত্ব বা বিষ্ণু-ভক্তি-লাভের সম্ভাবনা নাই, ইহাই তাহাদের বিচার ॥ ৯ ॥

তখন এই উদর-পরায়ণ ভগবৎসেবাবিমুখ বৈষ্ণব-গুলিকে হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে জলে ফেলিয়া দিতে পারিলে আমাদের সকল দুঃখ দূর হয় ॥ ১০ ॥

নিমাই পণ্ডিত শুদ্ধভক্তি প্রবর্ত্তন করিয়া গ্রামের সকল সুখ বিনাশ করিল। সুতরাং নবদ্বীপ নষ্ট হইয়া গেল ॥ ১১ ॥

দুর্বৃত্তগণ ভক্তসমাজকে ভয় প্রদর্শন দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের পরমগোপ্য সংকীর্ত্তন-বিনাশদর্শনার্থ যে চাতুরী বিস্তার করিত, ভাগ্যহীনতাদোষে সে চাতুর্য্য ভক্তসমাজে কার্য্যকরী হইত না ॥ ১২ ॥

ভগবান শচীনন্দন কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন করিয়া ভগবদ্‌বিমুখ জগতের বিভিন্ন ভোগপ্রবণ ভাবসমূহ শোধন করেন ॥ ১৩ ॥

পরিহার—প্রার্থনা; আবেদন।

কেহ বা কোন ভক্তসমীপে নিজ-দোষ স্খালন-পূর্ব্বক সঙ্গোপনে কীর্ত্তন-লীলা প্রদর্শনার্থ অনুরোধ করিত ॥ ১৫ ॥

অগ্নিপক্ক দ্রব্যকে প্রাণবিনাশক-বিচার-কারী অপক্ক আমদুগ্ধ-পান-ব্রত-জীবি ব্রহ্মচারী ভগবন্মহিমা-শ্রবণে

তবে সে দেখিতে পাঙ পণ্ডিতের নৃত্য।
লোচন সফল করোঁ, হঙ কৃতকৃত্য॥" ২২॥
এই মত প্রতি-দিন সাধয়ে ব্রাহ্মণ।
আর দিনে শ্রীনিবাস বলিলা বচন॥২৩॥
"তোমারে ত' জানি সর্ব্বকাল বড় ভাল।
ব্রহ্মচর্য্যে ফলাহারে গোঙাইলা কাল॥২৪॥
কোন পাপ নাহি জানি তোমার শরীরে।
দেখিবার তোমার ত' আছে অধিকারে॥২৫॥
প্রভুর সে আজ্ঞা নাহি কেহ যাইবারে।
'সংগোপে থাকিবা', এই বলিলুঁ তোমারে॥২৬॥
এত বলি' ব্রাহ্মণেরে লইয়া চলিলা।
এক দিকে আড় হই' সংগোপে রহিলা॥২৭॥

ব্রহ্মচারীর অবস্থিতি সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর হৃদ্গোচর
এবং তৎপ্রকাশার্থ ছল—

নৃত্য করে চতুর্দ্দশ ভুবনের নাথ।
চতুর্দ্দিকে মহা-ভাগ্যবন্ত-বর্গ-সাথ॥২৮॥
"কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ মুরারি বনমালী।"
সবে মিলি' গায় হই' মহা-কুতুহলী॥২৯॥
নিত্যানন্দ-গদাধর ধরিয়া বেড়ায়।
আনন্দে অদ্বৈত-সিংহ চারিদিগে ধায়॥৩০॥
পরানন্দ-সুখে কেহ বাহ্য নাহি জানে।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক নৃত্য করয়ে আপনে॥৩১॥
'হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল ভাই।'
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই॥৩২॥
অশ্রু, কম্প, লোমহর্ষ, সঘন-হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে বিশ্বম্ভরের বিকার॥৩৩॥
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি বিশ্বম্ভর-রায়।
জানে 'দ্বিজ লুকাইয়া আছয়ে এথায়'॥৩৪॥
রহিয়া রহিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"আজি কেন প্রেম-যোগ না পাঙ নির্ভর? ৩৫॥
কেহ জানি আসিয়াছে বাড়ীর ভিতরে।
কিছু নাহি বুঝি, সত্য কহ দেখি মোরে॥" ৩৬॥

অযোগ্য হওয়ায় তাহার কৃষ্ণদ্বার-গৃহে কীর্ত্তন শুনিবার অধিকার ছিল না। ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা কখনই ভোগ-পরিত্যাগ-মাত্র-ধর্ম্মে অবস্থিত নহে। বৈরাগ্যের অপব্যবহার-কারী অর্ব্বাচীনগণ ভগবৎসেবোপকরণকেও আত্মগ্লানির বিষয় জ্ঞান করেন॥ ১৮॥

পয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারীর নিষ্পাপ শরীর-সত্ত্বেও মহাপ্রভুর আদেশে ভগবৎ-কীর্ত্তন-শ্রবণে অধিকার না থাকায় শ্রীবাসের নিকট অবস্থান ও দর্শনের যাচ্ঞা করায় তিনি তাহাকে আত্মগোপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে পরামর্শ দিলেন॥ ২৬॥

ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার বিরোধী জড়ক্রিয়াবিমুক্ত যোগি-সম্প্রদায় কৃষ্ণপ্রীতির অনুসন্ধান করেন না। সে-জন্য তাহাদের সাংসারিক মহত্ত্ব থাকিলেও চতুর্ব্বর্গের অতীত ভগ[illegible]র বিরোধ-ভাবই তাহাদিগকে গ্রাস করে। সেইরূপ বর্জ্জনীয় সঙ্গ লোকচক্ষে শ্রেষ্ঠ বিচারিত হইলেও তদ্দ্বারা প্রেমলাভের সম্ভাবনা নাই। শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমবিরোধী জনসঙ্গে প্রেমাভাব জ্ঞাপন করিলেন॥ ৩৫॥

শ্রীগৌরসুন্দরের হরিকীর্ত্তনে অধিক স্ফূর্ত্তি না হওয়ায় কোন দুঃসঙ্গের বহুমানন-কারী গৃহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে সন্দেহ করিয়া মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন,—"ভগবদ্বিদ্বেষী কোন অধার্ম্মিক পাষণ্ড গৃহে প্রবেশ করে নাই; তবে ব্রহ্মচর্য্যা-শ্রমে অবস্থিত পয়ঃপানব্রত নিষ্পাপ কর্ম্মনিষ্ঠ জনৈক ব্রাহ্মণ আপনার নৃত্য দেখিবার জন্য শ্রদ্ধান্বিত হওয়ায় গৃহমধ্যে নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে অবস্থিত আছেন।" তাহা শুনিয়া' মহাপ্রভু তাহাকে 'অভক্ত'-জ্ঞানে বাহির করিয়া দিবার জন্য ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। কাঁচা দুধ পানেই যে অধিক ভগবদ্ভক্তি হয়, তাহার যখন স্থিরতা নাই, তখন অভক্ত ব্যক্তির ভক্তের নৃত্য দেখিবার কিরূপে অধিকার হইবে? কেবলা ভক্তির অভাবক্রমেই তাহার বহির্ম্মুখ তপঃসাধন-প্রবৃত্তি উদিত হইয়াছে। সাধারণ বিচারে অহিংসার উদ্দেশ্যে যে সকল তপস্যা ধর্ম্মজীবনের অনুকূল বলিয়া ধারণা করা হয়; তাদৃশী তপস্যা কখনও ভগবদ্ভক্তির সোপান হইতে পারে না। ভগবৎসেবোন্মুখতা ও জড়জগতে প্রাধান্য-লোভচেষ্টা সমজাতীয় নহে॥৩৬-৪১॥

ভয় পাই' শ্রীনিবাস বলয়ে বচন।
"পাষণ্ডের ইথে প্রভু, নাহি আগমন ॥৩৭॥
সবে এক ব্রহ্মচারী বড় সুব্রাহ্মণ।
সর্ব্বকাল পয়ঃপান, নিষ্পাপ-জীবন ॥৩৮॥
দেখিতে তোমার নৃত্য শ্রদ্ধা তাঁ'র বড়।
নিভৃতে আছয়ে প্রভু, জানিয়াছ দঢ় ॥" ৩৯॥

প্রভুর ক্রোধাবেশে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ অপস্যাদির নিষ্ফলতা-জ্ঞাপন—

শুনি' ক্রোধাবেশে তবে বলে বিশ্বম্ভর।
'ঝাট ঝাট বাড়ির বাহির লঞা কর' ॥৪০॥
মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি।
পয়ঃপান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি?" ৪১॥
দুই ভুজ তুলি' প্রভু অঙ্গুলি দেখায়।
"পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায় ॥৪২॥
চণ্ডালেও মোহার শরণ যদি লয়।
সেহ মোর, মুঞি তা'র, জানিহ নিশ্চয় ॥৪৩॥
সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ।
সেহ মোর নহে, সত্য বলিলুঁ বচন ॥৪৪॥
গজেন্দ্র-বানর-গোপে কি তপ করিল।
বল দেখি, তা'রা মোরে কেমতে পাইল ॥৪৫॥
অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার।
বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার ॥" ৪৬॥
প্রভু বলে,—"পয়ঃমানে মোরে নাহি পায়।
সকল করিমু চুর্ণ দেখিবে এথাই ॥" ৪৭॥

প্রভুর শাসন-তাড়নে ব্রহ্মচারীর জ্ঞানোদয় ও স্বভাগ্য-প্রশংসা—

মহা-ভয়ে ব্রহ্মচারী হইলা বাহির।
মনে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ মহাধীর ॥৪৮॥
"এই বড় ভাগ্য মুঞি যে কিছু দেখিলুঁ।
অপরাধ-অনুরূপ শাস্তিও পাইলুঁ ॥৪৯॥
অদ্ভুত দেখিলুঁ নৃত্য, অদ্ভুত কীর্ত্তন।
অপরাধ-অনুরূপ পাইলুঁ তর্জ্জন ॥" ৫০॥

অহিংসনীতির বশবর্ত্তী হইয়া জাগতিক শ্রেষ্ঠতা বা সাধুতা-লাভ-চেষ্টা ভগবানের সেবোন্মুখতার প্রমাণ নহে। ইহা বিশেষভাবে শ্রীগৌরসুন্দর দেখাইয়া দিলেন ॥ ৪২ ॥

কর্ম্মকালে যদিও বর্ত্তমান মানবজীবনে কেহ সুনীচতা লাভ করেন, তথাপি তাহার ভগবৎসেবোন্মুখতা প্রবল থাকিলে তিনিই আমার নিজ-জন। তিনিই 'মামকী তনু' ব্রাহ্মণ, এবিষয় কোন সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রমী যতিও যদি ভগবৎসেবা-বিমুখ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভগবানের নিজ-জন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে না, ইহাই ধ্রুব সত্য ॥ ৪৪ ॥

তথ্য। উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদুক্তি (ভাঃ ১১।১২।১-৯)—"ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ। ন স্বাধ্যায়-স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥ ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ। যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥ সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ। গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ ॥ বিদ্যাধরা-মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ ॥ রজস্তমঃপ্রকৃতয়-স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগেঽনঘ ॥ বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্র-কায়াধবাদয়ঃ। বৃষপর্ব্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ ॥ সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ। ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে ॥ তে নাধীত-শ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ। অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎ-সঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥ কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ। যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥ "ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা, কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিং তৎ সুদাম্নো ধনম্। বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং, ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ॥ (পদ্যাবলী-ধৃত দাক্ষিণাত্য-কবি-বাক্যম্) ৪৫—৪৬ ॥

তাপস-ব্রহ্মচারী নির্ব্বিশেষ-বিচারপর ছিলেন; তাঁহাতে সেবা-প্রবৃত্তির অভাব থাকায় ভগবৎপ্রেমোন্মত্ত দস্যু তাঁহার নিকট আদরের ছিল না। উহাই তাহার অপরাধের কারণ। জড়-জগতে বিষয়োন্মত্ত জীবগণের নৃত্য বা অভাব-জনিত ক্রন্দনের সহিত যাহারা ভাগবৎ-কথামোদে হাস্য-গীত ও ক্রন্দন-পরায়ণ ভগবদ্ভক্তকে সমজ্ঞান করে, তাহারা অপরাধী জীব। শ্রীগৌরসুন্দরের শাসন ও

সেবক হইলে এই মত বুদ্ধি হয়।
সেবকে সে প্রভুর সকল দণ্ড সয় ॥৫১॥

প্রভু-কর্ত্তৃক ব্রহ্মচারীর মস্তকে পাদপদ্ম-স্থাপন—

এই মত চিন্তিয়া চলিতে দ্বিজবর।
জানিলেন অন্তর্য্যামী প্রভু বিশ্বম্ভর ॥৫২॥
ডাকিয়া আনিয়া পুনঃ করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম দিলা তাঁ'র মস্তক-উপর ॥৫৩॥

প্রভু-কর্ত্তৃক তপস্যাদি হইতে বিষ্ণুভক্তির শ্রেষ্ঠতা-স্থাপন—

প্রভু বলে 'তপঃ' করি' না করহ বল।
বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল ॥৫৪॥

পয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারীর প্রভু-করুণা-স্মরণ ও ক্রন্দন—

আনন্দে ক্রন্দন করে সেই বিপ্রবর।
প্রভুর করুণা-গুণ স্মরে নিরন্তর ॥৫৫॥

ব্রহ্মচারীর কৃপাপ্রাপ্তিতে বৈষ্ণবগণের আনন্দ—

'হরি' বলি' সন্তোষে সকল-ভক্তগণ।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ততক্ষণ ॥৫৬॥

ব্রহ্মচারীর উপাখ্যান-শ্রবণের ফল—

শ্রদ্ধা করি' যেই শুনে এ সব রহস্য।
গৌরচন্দ্র প্রভু তাঁ'রে মিলিব অবশ্য ॥৫৭॥

ব্রহ্মচারীকে কৃপা করিয়া প্রভুর আবেশে নৃত্য—

ব্রহ্মচারি-প্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুর।
আনন্দ-আবেশে নৃত্য করেন প্রচুর ॥৫৮॥

গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক বিপ্রকে স্বগোষ্ঠীতে স্বীকার ও সম্মান-দান—

সেই দ্বিজ-চরণে আমার নমস্কার।
চৈতন্যের দণ্ডে হৈল হেন বুদ্ধি যাঁ'র ॥৫৯॥

প্রভুর নিশা-কীর্ত্তন-বিলাস-দর্শনে অধিকার না পাওয়ায় নদীয়াবাসীগণের দুঃখ ও পাষণ্ডীগণের প্রতি বিবিধ উক্তি—

এই মত প্রতি-নিশা করয়ে কীর্ত্তন।
দেখিবারে শক্তি নাহি ধরে অন্য জন ॥৬০॥
অন্তরে দুঃখিত সব লোক নদীয়ার।
সবে পাষণ্ডীরে মন্দ বলয়ে অপার ॥৬১॥
"পাপিষ্ঠ নিন্দক বুদ্ধিনাশের লাগিয়া।
হেন মহোৎসব দেখিবারে নারে গিয়া ॥৬২॥
পাপিষ্ঠ-পাষণ্ডী-সব, সবে নিন্দা জানে।
বঞ্চিত হইয়া মরে এ-হেন কীর্ত্তনে ॥৬৩॥

তাড়ন-বাক্যে নির্ব্বিশেষ-বিচার-পর ব্রহ্মচারীর দণ্ডলাভ-ফলে জ্ঞানের উদয় হইল ॥ ৪৯—৫০ ॥

নিরন্তর সেবাপর চিত্ত আত্মস্বরূপের উপলব্ধি-ক্রমে ভগবদ্বিহিত কোন কার্য্যে স্বীয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন না—আপনাকে দণ্ডার্হজ্ঞানে ভগবানের বিধান শিরে ধারণ করিয়া স্বীয় পূর্ব্ব অপরাধের যোগ্যতাই বিচার করেন এবং ধীরভাবে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি ফল-লাভের উদ্দেশ্যে ভগবদ্বিধানের প্রতিকূল চেষ্টা-বিশিষ্ট হন না। এতৎপ্রসঙ্গে (ভাঃ ১০।১৪।৮) "তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোক এবং শ্রীগৌরসুন্দরের কথিত "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোকদ্বয় আলোচ্য ॥ ৫১ ॥

তথ্য। পূর্ব্বলিখিত ভাঃ ১১।১২।১—৯ শ্লোকসমূহ দ্রষ্টব্য। (ভাঃ ১০।২৩।৪২—৪৩) "নাসাং দ্বিজাতি-সংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি। ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ॥ তথাপি হ্যুত্তমঃশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে। ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদি-মতামপি॥" পদ্মপুরাণে—"মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥" নারদপঞ্চরাত্রে—"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥ অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥ (ভাঃ ১১।২০।৩১)—"ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।" (ভাঃ ১০।৮১।১৯)—"সর্ব্বা-সামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্।" পদ্মপুরাণে—"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবী তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥" ৫৪ ॥

অপরাধফলে দণ্ডিত বিপ্রকে শ্রীঠাকুর বৃন্দাবনের 'সগোষ্ঠীতে' স্বীকার ও সম্মান-দানের অভিলাষ বর্ণিত হইতেছে ॥৫৯॥

পাপিষ্ঠ-পাষণ্ডী লাগি' নিমাঞি পণ্ডিত।
ভালরেও যার নাহি দেন কদাচিৎ ॥৬৪॥
তেঁহো সে কৃষ্ণের ভক্ত,—জানেন সকল।
তাঁহার হৃদয় পুনি পরম নির্ম্মল ॥৬৫॥
আমরা সবার যদি তাঁ'কে ভক্তি থাকে।
তবে নৃত্য অবশ্য দেখিব কোন পাকে॥" ৬৬॥
কোন নগরিয়া বলে,— "বসি' থাক ভাই।
নয়ন ভরিয়া দেখিবাঙ এই ঠাঞি ॥৬৭॥
সংসার-উদ্ধার লাগি' নিমাঞি পণ্ডিত।
নদীয়ার মাঝে আসি' হইলা বিদিত ॥৬৮॥
ঘরে ঘরে নগরে নগরে প্রতি-দ্বারে।
করিবেন সংকীর্ত্তন, বলিল তোমারে॥" ৬৯॥

গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক ভাগ্যবন্ত নগরিয়াগণের সৌভাগ্য-প্রশংসা ও বৈষ্ণব-নিন্দকগণের গর্হণ—

ভাগ্যবন্ত নগরিয়া সর্ব্ব-অবতারে।
পণ্ডিতের গণ সবে নিন্দা করি' মরে ॥৭০॥

নাগরিকগণের দিবাভাগে প্রভু-সমীপে উপায়ন-হস্তে গমন ও প্রণাম—

দিবস হইলে সব নগরিয়া-গণ।
প্রভু দেখিবারে তবে করেন গমন ॥৭১॥
কেহ বা নূতন দ্রব্য, কারো হাতে কলা।
কেহ ঘৃত, কেহ দধি, কেহ দিব্য মালা ॥৭২॥
লইয়া চলেন সবে প্রভু দেখিবারে।
প্রভু দেখি' সর্ব্ব-লোক দণ্ডবৎ করে ॥৭৩॥

প্রভুর কৃষ্ণভক্তি-আশীর্ব্বাদ ও কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের উপদেশ—

প্রভু বলে,—"কৃষ্ণভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ বই না বলিহ আর॥" ৭৪॥
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
"কৃষ্ণ-নাম মহা-মন্ত্র শুনহ হরিষে—॥৭৫॥

মহামন্ত্র—

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'॥" ৭৬॥

সাধারণ-বিচারে পূজিত নিষ্পাপ সজ্জনগণও ভগবদ্‌বিদ্বেষী পাপরত জনগণ উভয়কেই ভগবান্ গ্রহণ করেন না ॥ ৬৪ ॥

পাকে,—অবস্থায়, দশায় ॥ ৬৬ ॥

ভগবৎ-সেবা-বৈমুখ্যক্রমে জীবের বদ্ধভাব উপস্থিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়-তর্পণই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছে। এই ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য বদ্ধজীব সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা-বিশিষ্ট। বদ্ধজীবের বাক্যাবলী ইন্দ্রিয়-তোষণোপযোগি-জড়বস্তুর নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ায় আবদ্ধ। সুতরাং নাম-রূপ-গুণ-লীলাত্মক কৃষ্ণকথা শুনিবার সুযোগ না হওয়ায় বদ্ধজীব ইতর-বিষয়তৎপর বাগ্‌বৈখরীতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। জীবের নিত্য মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া গৌরসুন্দর 'জীবমাত্রেরই কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তি উন্মেষিত হউক' এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহাদিগকে কৃষ্ণেতর নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া প্রভৃতির প্রজল্প করিতে নিষেধ করিলেন অর্থাৎ সর্ব্বদা হরি-সঙ্কীর্ত্তনেরই উপদেশ দিলেন। হরি-কথার কীর্ত্তন খর্ব্ব হইলে জীবের বিষয়কথা-কীর্ত্তনই প্রবল হয়। উহাতে অমঙ্গলই ঘটে ॥ ৭৪ ॥

বদ্ধজীবসমূহ কৃষ্ণভক্তিহীন হইয়া নিজেন্দ্রিয়তোষণ করিতে উদ্‌গ্রীব থাকে। শ্রীগৌরসুন্দর এই সকল জীবের মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া সহর্ষে শ্রবণ করিবার উপদেশ দিলেন। যে সকল ব্যক্তি বাধ্য হইয়া শ্রীনাম শ্রবণ করেন, তাঁহাদের তত উৎসাহ লক্ষিত হয় না। তজ্জন্য উৎসাহবিশিষ্ট হইয়া প্রসন্নচিত্তে প্রদত্ত বা কীর্ত্তিত কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র গ্রহণ বা শ্রবণ করিবার উপদেশ। সেবাবিমুখ জীব সর্ব্বদা অসৎপরামর্শ ক্রমে অসৎসঙ্গদোষে জর্জ্জরিত থাকায় ভগবৎকথা-শ্রবণে স্বভাবতঃ বিরত থাকে।

জড়ভোগচিন্তা হইতে বিরত হইবার প্রক্রিয়াকে 'মন্ত্র' বলে। শব্দমুখে উপদেশই ভোগ বা ত্যাগের চিন্তা হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়। উচ্চারিত শব্দ হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিষয়াসক্ত মনকে নিয়ন্ত্রিত করিলেই

প্রভু বলে,—"কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥৭৭॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব-সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর ॥৭৮॥

"দশ-পাঁচ মিলি' নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া ॥৭৯॥
'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন' ॥৮০॥

মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ব্যক্তিবিশেষের মন অপরের মন হইতে পৃথক্; সেজন্য মনন-ক্রিয়া এক ব্যক্তিদ্বারাই সম্পাদ্য। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ যে 'হরি' শব্দ কীর্ত্তন করেন, তাহাকে "মন্ত্র" বলে।

মহামন্ত্র-সাধনে বহুব্যক্তি একযোগে সাধন করিতে পারেন। সাধনোপযোগী অনুকূল পরামর্শ-সমূহ অনেকেই দিতে পারেন; এজন্য শিক্ষা-গুরুর বহুত্ব স্বীকৃত ও মন্ত্রদীক্ষা-গুরুর একত্ব সিদ্ধ। মহামন্ত্র ও মন্ত্রের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত-শুদ্ধিফলে সকল ইন্দ্রিয় নশ্বর-বিষয়-প্রবৃত্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া অজস্রভাবে নিত্যত্বের উপলব্ধি করে। তখন আর তাহার হেয় বা অনুপাদেয় বিচার প্রবল হইতে পারে না। যিনি এই সকল কথা সানন্দে গ্রহণ করিতে অসমর্থ, তাঁহার পক্ষে নিরানন্দে অবস্থান করাই যোগ্যতা ॥ ৭৫ ॥

'মন্ত্র' নামাত্মক হইলেও তাহাতে চতুর্থ্যন্ত পদ প্রযুক্ত থাকায় সম্প্রদান-সম্বন্ধে আত্মসমর্পণেরই কথা ব্যক্ত হয়। মহামন্ত্রে সকল পদই সম্বোধনের পদ; তাহাতে মন্ত্রের ন্যায় চতুর্থ্যন্ত পদ নাই।

স্মার্ত্তগণ মহামন্ত্রকে 'তারক-ব্রহ্মনামে' অভিহিত করেন। স্মার্ত্তগণ সকলেই ন্যূনাধিক নির্ব্বিশেষবাদী; সুতরাং ভোগাবসানে নির্ব্বিশিষ্ট ত্যাগেরই পক্ষপাতযুক্ত ধর্ম্মে অবস্থিত। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর কবল হইতে মুক্ত পুরুষগণ কামনা-বর্জ্জিত। অপস্বার্থ কামের বশবর্ত্তী হইয়া কতিপয় ব্যক্তি ভোগী এবং কতিপয় ব্যক্তি ভোগ-পরিহারেচ্ছাযুক্ত মুমুক্ষু হইয়া [illegible] অবস্থা মোচনের জন্য মুক্তির প্রয়াসী। এইরূপ বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া মহামন্ত্র গ্রহণ করিলে তুচ্ছ ফলাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া পড়ে।

'হরি' শব্দের সম্বোধনে 'হরে' এবং 'হরা' শব্দের সম্বোধনেও ঐ 'হরে' পদই নিষ্পন্ন হয়। স্বয়ংরূপ 'কৃষ্ণ' ও সর্ব্বশক্তিমান স্বয়ংপ্রকাশ 'রাম' এবং 'হরি' শব্দ কামনা-রহিত জিহ্বায় উচ্চারিত হইলে চতুর্দ্দশভুবন, বিরজা-নদী, ব্রহ্মলোক প্রভৃতিতে অবস্থান করিয়া সেবা করা সম্ভব হয় না। পরব্যোমেই সেবার আরম্ভ সম্ভাবনা আছে। কৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্বে বা তাঁহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রকাশ-বিলাস-বিশেষে রসের উৎকর্ষ বিচার করিতে গেলে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণেই সর্ব্বরসের পূর্ণাভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। সুতরাং রসের উৎকর্ষ বিচার করিয়া আংশিক রসবিগ্রহের অধিষ্ঠান প্রকাশ-বিলাস-সমূহে সর্ব্ব-রসাপ্তির সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য তাঁহারা ন্যূনাধিক স্বয়ংরূপেরই নিজ-নিজ অংশ প্রকাশদ্বারা সেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণভক্তির উপলব্ধি ঘটিলে সম্বোধনের পদে 'আত্মারাম'-মাত্র উপলব্ধি করিবার পরিবর্ত্তে "রাধারমণের" সেবা-প্রবৃত্তি স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৬ ॥

মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরেই সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনীয়; উহা আদৌ জপ্য নহেন,—এরূপ বিচার কাহারও চিত্তে উদিত না হয়, তজ্জন্য মহামন্ত্র 'জপ' করিবারও উপদেশ লিখিত হইয়াছে। 'নির্ব্বন্ধ'-শব্দে বিধিমতে সংখ্যা-নাম-গ্রহণকেই লক্ষ্য করে। মহামন্ত্র কেবলমাত্র জপ্য নহেন, আবার অজপ্যও নহেন। মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিবার উপদেশ থাকায় মহামন্ত্র কেবল অনির্ব্বন্ধ কীর্ত্তনীয় নহেন; আবার নামমন্ত্রে সম্বোধনের সহিত চতুর্থ্যন্ত পদ প্রযোগ করিয়া কীর্ত্তন করিবার বিধিও উপেক্ষিত হয় নাই। "সর্ব্বক্ষণ বল"—এই পদের দ্বারা কেবল মাত্র জপ্যতার বিচার নিরাশ করা হইয়াছে ॥ ৭৭ ॥

মন্ত্রাধিকার-নির্ণয়ে অনেকগুলি বিধি পালন করিতে হয়; কিন্তু মহামন্ত্রের সর্ব্বক্ষণ উচ্চারণ বা 'উপাংশু'-জপে সেই সকল বিধি পালন না করিয়াও সকলেরই সর্ব্বসিদ্ধি ঘটে; অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের লাভ-রূপ ভুক্তি-সিদ্ধি, নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপা মুক্তি-সিদ্ধি এবং উভয়ের ধিক্কারী ভগবৎপ্রেম-সিদ্ধি—সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিবারই যোগ্যতা

সংকীর্ত্তন—

সংকীর্ত্তন কহিল এ তোমা' সবাকারে।
স্ত্রী-পুত্রে-বাপে মিলি' কর' গিয়া ঘরে॥" ৮১॥

প্রভু-স্থানে মন্ত্র পাইয়া নাগরিকগণের উল্লাসে গৃহে প্রত্যাগমন ও কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন—

প্রভু-মুখে মন্ত্র পাই' সবার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি' সবে চলে নিজ-বাস॥৮২॥
নিরবধি সবেই জপেন কৃষ্ণনাম।
প্রভুর চরণ কায়-মনে করি' ধ্যান॥৮৩॥
সন্ধ্যা হৈলে আপনার দ্বারে সবে মিলি'।
কীর্ত্তন করেন সবে দিয়া করতালি॥৮৪॥

প্রভুর-বিনীতভাবে সকলকে কৃষ্ণভজনে অনুরোধ—

এই মত নগরে নগরে সংকীর্ত্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন॥৮৫॥
সবারে উঠিয়া প্রভু আলিঙ্গন করে।
আপন গলার মালা দেয় সবাকারে॥৮৬॥
দন্তে তৃণ করি' প্রভু পরিহার করে।
"অহর্নিশ ভাই সব, ভজহ কৃষ্ণেরে॥" ৮৭॥

প্রভুর মর্ম্মস্পর্শী আবেদনে সকলের নিষ্কপটে কৃষ্ণনামাশ্রয়—

প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে সর্ব্ব-জন।
কায়-মনো-বাক্যে লইলেন সংকীর্ত্তন॥৮৮॥
পরম-আহ্লাদে সব নগরিয়া-গণ।
হাতে তালি দিয়া বলে 'রাম নারায়ণ'॥৮৯॥

দুর্গোৎসবার্থ ব্যবহৃত মৃদঙ্গাদি সঙ্কীর্ত্তনার্থ ব্যবহার—

মৃদঙ্গ-মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্বঘরে।
দুর্গোৎসব-কালে বাদ্য বাজা'বার তরে॥৯০॥
সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তন-সময়ে।
গায়েন বা'য়েন সবে সন্তোষ-হৃদয়ে॥৯১॥
'হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম।'
এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্ম-নাম॥৯২॥

শ্রীধরের কীর্ত্তন-শ্রবণে নৃত্য ও তাহাতে বহির্ম্মুখগণের হাস্য ও উক্তি—

খোলা-বেচা শ্রীধর যায়েন সেই পথে।
দীর্ঘ করি' হরিনাম বলিতে বলিতে॥৯৩॥
শুনিয়া কীর্ত্তন আরম্ভিলা মহানৃত্য।
আনন্দে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য॥৯৪॥

হয়। মন্ত্রে কালাকালের বিচার আছে কিন্তু মহামন্ত্রে কালাকালের, যোগ্যাযোগ্যের অথবা স্থানাস্থানের বিচার নাই। তাই বলিয়া কাল্পনিক মন্ত্র-নামাদির জপে কোন প্রকার সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। যেহেতু তাদৃশ শব্দগুলি অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিজাত॥ ৭৮॥

বীজ-পুটিত চতুর্থ্যন্ত-পদ-প্রযুক্ত মন্ত্র বা প্রণব পুটিত চতুর্থ্যন্ত মন্ত্র কীর্ত্তনীয় নহে; পরন্তু 'নাম' বা সম্বোধন-পদযুক্ত নাম বা বীজ-প্রণব-রহিত চতুর্থ্যন্ত পদ-প্রযুক্ত-'নমঃ'-শব্দযুক্ত মন্ত্রও সঙ্কীর্ত্তনীয়; যথা "হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ'— এই পদ সঙ্কীর্ত্তনীয়॥ ৮১॥

সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র ও চতুর্থ্যন্ত পদযুক্ত 'নমঃ'-শব্দযুক্ত সম্বোধনের সহিত মন্ত্রের প্রাপ্তিতে সকলের উল্লাস হইল। বহির্ম্মুখ স্মার্ত্তগণের বিচারে—স্বাহা-প্রণব-সংযুক্ত মন্ত্রের আদান-প্রদানে অমঙ্গলের কথা বিহিত আছে, কিন্তু মহামন্ত্র-যোগে বা সম্বোধন-পদ-যোগে মন্ত্রের কীর্ত্তন সর্ব্ববাদি-সম্মত; তিনি প্রণব বা বীজপুটিত নহেন॥ ৮২॥

যাঁহাদের মন নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারা প্রভুর নাম-মন্ত্রোপদেশ লাভ করিয়া ব্যক্ত-অব্যক্তভাবে কৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে উপাংশু জপাদি করিতে থাকেন। (ভাঃ ২।৮।৪) "শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্ নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥" শতশত জন্ম মন্ত্রের দ্বারা অর্চ্চন করিবার ফলে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের যোগ্যতার উদয় হয়। সেরূপ যোগ্যতা লাভ করিলেই ধ্যানাদির সম্ভাবনা; নতুবা কৃত্রিম-ধ্যানাদির নিষেধের জন্যই কথিত শ্লোকের উপদেশ বিহিত হইয়াছে॥ ৮৩॥

শ্রীগৌরসুন্দর বিনীত-ভাবে সকল দাম্ভিক লোকের নিকট দৈন্য প্রকাশ করিয়া 'সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-সেবায় সকলেই আত্মনিয়োগ কর' এবং "কৃষ্ণভজন ব্যতীত আর কোন

দেখিয়া তাহান সুখ নগরিয়া-গণ।
বেড়িয়া চৌদিকে সবে করেন কীর্ত্তন ॥৯৫॥
গড়াগড়ি যায়েন শ্রীধর প্রেম-রসে।
বহির্মুখ-সকল দূরেতে থাকি' হাসে' ॥৯৬॥
কোন পাপী বলে,—"হের্-দেখ ভাই সব!
খোলা বেচা মিন্‌সাও হইল বৈষ্ণব! ৯৭॥
পরিধান-বস্ত্র নাহি, পেটে নাহি ভাত।
লোকেরে জানায়, 'ভাব হইল আমা'ত' ॥" ৯৮॥
নগরিয়া-গুলা বলে,—"মাগি খাই মরে
অকালেতে দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে ॥" ৯৯॥
এই মত পাষণ্ডীরা বল্‌গয়ে সদায়।
প্রতিদিন নগরিয়া-গণে 'কৃষ্ণ' গায় ॥১০০॥

কীর্ত্তন-শ্রবণে কাজি কর্ত্তৃক মৃদঙ্গ-ভঙ্গ ও নগরিয়াগণকে নির্য্যাতন—

একদিন দৈবে কাজি সেইপথে যায়।
মৃদঙ্গ, মন্দিরা, শঙ্খ শুনিবারে পায় ॥১০১॥

প্রকারে আত্মনিয়োগ কর্ত্তব্য নহে"—অনুনয়-বিনয়-সহকারে এইরূপ প্রার্থনা জানাইলেন ॥ ৮৭ ॥

শ্রীমহাপ্রভুর মর্ম্মস্পর্শী-আবেদন শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ সকলেই নিজ নিজ কুবিচারের জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং কায়মনোবাক্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি আশ্রয় করিলেন ॥ ৮৮ ॥

ধর্ম্মপ্রাণ সকলেরই গৃহে মৃদঙ্গশঙ্খাদি বাদ্যযন্ত্র ছিল। ঐগুলি শরৎকালে অথবা চৈত্রমাসে মহামায়ার পূজোপলক্ষে বাজান হইত। ঐসকল পূজা সাময়িক ও জাগতিক বিষয়-সুখ-লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এক্ষণে নিরন্তর হরিকীর্ত্তন-কালে ঐসকল বাদ্যযন্ত্র নিযুক্ত হইল ॥ ৯০ ॥

মুনিসা বা মিনসে,—'পুরুষ-মানুষ।' 'মনুষ্য' শব্দের অপভ্রংশ ও নিন্দা-সূচক গ্রাম্য শব্দ। ব্যবসাদার বা সামান্য পণ্যদ্রব্যবিক্রেতা, সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত ব্যক্তি। বৈষ্ণব—সর্ব্বোত্তম, উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তরের সকল ব্যক্তিরই বিষ্ণুভক্তি লাভের যোগ্যতা আছে, কিন্তু উচ্চ সমাজের বা শিক্ষিত সমাজের ব্যক্তিগণ নিম্ন বা অশিক্ষিত সমাজের ব্যক্তিকে 'বৈষ্ণব' হইবার যোগ্যতা দেন না। অত্রি বলেন,—"বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ হীনাঃ পুরাণ-পাঠাঃ পুরাণ-হীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি ॥" "যত ছিল নাড়াবুনো, সবাই হল কীর্ত্তু[illegible]স্তে ভেঙ্গে, গড়া'ল করতাল।" তথাকথিত উচ্চপদস্থ লোকেরা প্রায়ই প্রতি-যুগেই নিম্নপদস্থ লোকগণের বৈষ্ণবতা-লাভে বা বৈষ্ণব সম্মান পাইবার অধিকারে বাধা দিয়া থাকে; কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—"শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা"; আরও বলেন,—"অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ। বৈষ্ণবী-দীক্ষাং সংপ্রাপ্য দীক্ষিতা ইব সংবভুঃ ॥" ৯৭ ॥

সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া সভ্য হইতে পারিলেই 'ভাল বৈষ্ণব' হওয়া যায় এবং অধিক উপার্জ্জন করিয়া সুভোজন করিতে পারিলেই 'বৈষ্ণব' হইতে পারা যায়। উত্তম বসন পরিধান ও সুস্বাদু দ্রব্য গ্রহণের বৃত্তি ছাড়িলে তবে উন্নত-চিন্তা-প্রভাবে ভগবৎসেবায় অধিকার হয়, ইহাই শাস্ত্র প্রসিদ্ধি; সুতরাং অভাবগ্রস্ত লোকসকল কৃত্রিম ভাব যোজনা করিয়া বাহিরের লোকদিগকে দেখাইবার জন্য এবং তাহাদের নিকট সম্মান লাভ করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের অভাবক্লিষ্ট অবস্থায় সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভাবভক্তিতে অবস্থিত ভক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। যাহারা কৃত্রিমভাবে আপনাদের উন্নত জীবনের পরিচয় দেয়, সেই ধর্ম্মধ্বজিগণের সম্বন্ধে নিন্দার আরোপ ভগবদ্ভক্তের স্কন্ধে চাপাইতে গেলে পাপ স্পর্শ করে ॥ ৯৮ ॥

বিষয়-সুখে ব্যস্ত নগরবাসী ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবের নৃত্যকীর্ত্তন-বাদনাদিকে নিজ সুখভোগের তৌর্য্যত্রিক-আশয় বলিয়া ভ্রান্ত হওয়ায় কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপর হরি-কীর্ত্তনাদিকেও মহামায়ার পূজায় জড়ানন্দ উপভোগ করিবার উপকরণের ন্যায় মনে করিতেছিল। তাহারা আরও বলে যে, নানাবৃত্তিজীবী কর্ম্মঠ-সম্প্রদায়ের বিচার ছাড়িয়া উহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াও কীর্ত্তনাদি-কার্য্যে আমোদ-উপভোগ করা দরিদ্রগণের আদৌ কর্ত্তব্য নহে। সংগৃহীত অর্থের দ্বারা আনন্দ-লাভের উদ্দেশ্যে

হরি-নাম-কোলাহল চতুর্দ্দিকে মাত্র।
শুনিয়া সঙরে কাজি আপনার শাস্ত্র ॥১০২॥
কাজি বলে,—"ধর ধর আজি করোঁ কার্য্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাই-আচার্য্য ॥" ১০৩॥
আথেব্যথে পলাইল নগরিয়া-গণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন ॥১০৪॥
যাহারে পাইল কাজি, মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে ॥১০৫॥
কাজি বলে,—"হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া ॥১০৬॥
ক্ষমা করি' যাও আজি, দৈবে হৈল রাতি।
আর দিন নাগালি পাইলে লৈব জাতি ॥" ১০৭॥

এইমত প্রতিদিন দুষ্টগণ লৈয়া।
নগর ভ্রময়ে কাজি কীর্ত্তন চাহিয়া ॥১০৮॥

কাজী ভয়ে নগরিয়াগণের কীর্ত্তন-নিবৃত্তি—

দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।
হিন্দুগণে কাজি-সব মারে কদর্থিয়া ॥১০৯॥

কাজীর পক্ষ-সমর্থন-পূর্ব্বক পাষণ্ডিগণের নির্জ্জন-ভজন-বিধি-প্রবর্ত্তনচেষ্টায় বিবিধ উক্তি—

কেহ বলে,—"হরিনাম লৈব মনে মনে।
হুড়াহুড়ি বলিয়াছে কোন্ বা পুরাণে ॥১১০॥
লঙ্ঘিলে বেদের বাক্য এই শাস্তি হয়।
'জাতি' করিয়াও এ গুলার নাহি ভয় ॥১১১॥

দুর্গোৎসবোপলক্ষে যে বাদ্য-নৃত্যামোদে কাল যাপিত হয় তাদৃশী অনুষ্ঠানাদি অন্য-সময়ে করা যুক্তিসঙ্গত নয় ॥৯৯॥

ভারতবাসিগণ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ বা পঞ্চরাত্রের বিধি পালন করিতে গিয়া অর্চ্চন করিয়া থাকেন। তাহাতে বাদ্যাদি-শব্দের বা শ্রৌতপথের আবাহন আছে। বিধর্ম্মিগণ ভগবানের মূর্ত্তির সহিত জড়জগতের ভোগ্য-মূর্ত্তিগণকে সমশ্রেণীস্থ জ্ঞান করিয়া শব্দাদি-বাদ্যাঙ্গসমূহকে ভগবৎসেবার অন্তরায় জ্ঞান করেন। প্রাপঞ্চিকবুদ্ধি হরিসম্বন্ধি-বস্তুতে নিযুক্ত হইলে সেই প্রকারের সঙ্গ পরিহারের বাসনা-ত্যাগের বিচারে হরিসেবনোপযোগী ক্রিয়া-কলাপগুলিকে ভগবৎসাধনের বিরোধী বলিয়া মনে হয়। তজ্জন্য বৈরাগ্যের অপব্যবহার হওয়ায় ভগবৎসেবায় বাদ্যযন্ত্রের উপযোগিতা অনেকের বিচারে স্বীকৃত হয় না; উহা ফল্গুবৈরাগ্যের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল বাদ্য জীবকে ভোগে উন্মত্ত করাইয়া পরমসত্য ভগবানের সেবা-বিমুখ করায়, সে সকল তৌর্য্যত্রিক অবশ্যই পরিহার করা আবশ্যক। কিন্তু তাৎপর্য্যরহিত হইয়া যে বিচার উপস্থিত হয়, তাহা ভগবৎসেবার অনুকূল বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না॥১০২॥

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র-বিহিত কার্য্যে অর্চ্চন ও নাম-কীর্ত্তনাদি-বিধির ব্যবস্থা থাকায় ঐগুলি 'হিন্দুয়ানি'-পর্য্যায়ে বিধর্ম্মিগণের বিচারে স্থিরীকৃত হইল। বিধর্ম্মিগণের ঐকান্তিক অভিলাষ এই যে, বৈদিক ধর্ম্ম উৎসাদিত করিয়া নবীন ধর্ম্মের স্থাপন করিলে তাহাদের মর্য্যাদা বর্দ্ধিত ও ধর্ম্মপালিত হয়। তজ্জন্য নবদ্বীপ-নগরের নিষ্ঠা-বিশিষ্ট কীর্ত্তনকারী অধিবাসি-গণকে 'ধরপাকড়' করিয়া ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল—কাহাকেও বা প্রহার করিয়াছিল এবং বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া দিয়া শাস্ত্র সদাচার-বিরুদ্ধ কদাচার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল; বিধর্ম্মিগণের বিচার-প্রণালী এই যে, বিভিন্ন বিচারপরায়ণ ধার্ম্মিকগণের সামাজিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিকগণের বিধি উৎসাদিত করিয়া তাহাদের নবীন-বিধি প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য। শ্রীগৌরসুন্দরের আচরণে বেদ ও বেদানুগ ধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তন দেখিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিবার সুযোগ পাইয়াছিল। শাসক-সূত্রে ধর্ম্মের আবরণে উহাদের প্রজা-পীড়নের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল ॥১০৬॥

শ্রীগৌরসুন্দর-প্রবর্ত্তিত সদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কীর্ত্তন ও বাদ্য বিধর্ম্মিগণের আক্রমণের বড়ই সুযোগ করিয়া দিয়াছিল। কাজি বলিলেন যে পুনরায় এইরূপ সুযোগ পাইলে বলপূর্ব্বক নদীয়ার অধিবাসিগণের সামাজিক বিচার বলপূর্ব্বক পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া সকলকে তাঁহার নিজ-ধর্ম্মভুক্ত করিবেন ॥১০৭॥

কাজির অত্যাচারে নবদ্বীপের অধিবাসিগণ কীর্ত্তন-বাদ্যাদি বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। কেবলমাত্র গোপনে সেই সকল কার্য্য চলিতে থাকিল। কিন্তু কাজি

নিমাঞি পণ্ডিত যে করেন অহঙ্কারে।
সবে চূর্ণ হইবেক কাজির দুয়ারে ॥১১২॥
নগরে নগরে যে বুলেন নিত্যানন্দ।
দেখ তার কোন্ দিন বাহিরায় রঙ্গ ॥১১৩॥
উচিত বলিতে হই আমরা 'পাষণ্ড'।
ধন্য নদীয়ায় এত উপজিল ভণ্ড ॥১১৪॥

প্রভু-স্থানে সকলের কাজীর অত্যাচার জ্ঞাপন—

ভয়ে কেহ কিছু নাহি করে প্রত্যুত্তর।
প্রভু-স্থানে গিয়া সবে করেন গোচর ॥১১৫॥
"কাজির ভয়েতে আর না করি কীর্ত্তন।
প্রতিদিন বুলে লই' সহস্রেক জন ॥১১৬॥
নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্য স্থানে।
গোচরিল এই দুই তোমার চরণে ॥" ১১৭॥

কীর্ত্তন-বাধা-শ্রবণে প্রভুর ক্রোধোক্তি—

কীর্ত্তনের বাধ শুনি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র-মূর্ত্তিধর ॥১১৮॥
হুঙ্কার করয়ে প্রভু শচীর নন্দন।
কর্ণ ধরি' 'হরি' বলে নগরিয়া-গণ ॥১১৯॥
প্রভু বলে,—"নিত্যানন্দ, হও সাবধান।
এই ক্ষণে চল সব বৈষ্ণবের স্থান ॥১২০॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন।
দেখোঁ, মোরে কোন্ কর্ম্ম করে কোন্ জন ॥১২১॥
দেখোঁ, আজি কাজির পোড়াঙ ঘর-দ্বার।
কোন্ কর্ম্ম করে দেখোঁ রাজা বা তাহার ? ১২২॥
প্রেম-ভক্তি-বৃষ্টি আজি করিব বিশাল।
পাষণ্ডীগণের সে হইব আজি 'কাল' ॥১২৩॥

অসৎপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট বিদ্বেষী অধিবাসিগণের সহযোগে কীর্ত্তনকারীদিগকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। খুঁজিয়া পাইলে তাঁহাদিগকে গালাগালি ও প্রহার করিত ॥ ১০৮-১০৯ ॥

ভগবৎকথা-প্রচারে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে কাজির পক্ষ সমর্থন করিয়া 'পাষণ্ডি হিন্দু'-নামধারিগণ নির্ব্বিশেষবাদ ও নির্জ্জন-ভজনের নামে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া মনে মনে হরিনাম গ্রহণ করিবার বিধি প্রবর্ত্তন করিতে লাগিল। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ত্তন বা নৃত্য-বাদ্যাদির যোগে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন-বিধি কোন শাস্ত্রে নাই—এরূপ অর্ব্বাচীনতা প্রকাশ করিতে লাগিল ॥১১০॥

অর্ব্বাচীন লোকেরা সামগানের কথা না জানায় বেদশাস্ত্র কীর্ত্তন করেন নাই এবং পরবর্ত্তী-কালে কীর্ত্তন-বাদ্যাদির কুপ্রথা সংযুক্ত হইয়াছে—এরূপ ধারণায় তাহারা বেদ-উল্লঙ্ঘন-জনিত বিধর্ম্মীর হস্ত হইতে এই প্রকার শাস্তি বা দণ্ড-বিধানের উপযোগিতা অর্থাৎ [illegible] বিদ্ধ ক্রিয়ার আবাহনকালে সামাজিক-বিচার-সংরক্ষণরূপ জাতি-নাশের আশঙ্কা নাই, স্থির করিতেছিল। সামাজিক-বিধি-সংরক্ষণ করিয়া যে জাতিরক্ষা, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়াই 'পরমার্থ'—এরূপ বিচার অর্ব্বাচীনগণেরই ॥১১১॥

'নিমাই পণ্ডিতের প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রবিচার কাজি-কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইলে তাঁহার দর্প চূর্ণ হইবে' ॥১১২॥

'শ্রীনিত্যানন্দের নগর-কীর্ত্তনের আনন্দ-রঙ্গ একদিন যথোপযোগী দণ্ড লাভ করিলেই থামিয়া যাইবে' ॥১১৩॥

'গৌরনিত্যানন্দের হরিনামকীর্ত্তন-প্রথা—বেদবিরোধিনী চেষ্টা,—একথা বলিতে গেলে আমাদিগকে সাধারণ মূর্খ লোক 'শাস্ত্রজ্ঞানহীন পাষণ্ডী' বলিয়া ধারণা করে, সুতরাং ধর্ম্ম-ধ্বজিগণ যে নবীন পন্থা বাহির করিয়াছে, উহা 'ভণ্ডামি মাত্র।' এই সকল অবিবেচক পাষণ্ডী অধিবাসিগণের কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া উহাদের অবৈধ অত্যাচার ও ধারণা মহাপ্রভুর নিকট ভক্তগণ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন ॥১১৪-১১৫॥

নবদ্বীপের অধিবাসিগণ বলিতে লাগিলেন,—যেহেতু কাজির হাজার হাজার লোক কীর্ত্তনবিরোধী হইয়াছে এবং আমাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া নির্য্যাতন করিবে, সেজন্য আমরা নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিদেশে চলিয়া যাইব। কাজির অত্যাচারের ভয় ও উহার প্রতীকারের জন্য নবদ্বীপ-পরিত্যাগ—এই দুইটি আশঙ্কার কথা নবদ্বীপের অধিবাসিরা মহাপ্রভুর নিকট জানাইলেন ॥১১৬-১১৭॥

শ্রীগৌরসুন্দর অসীম ধৈর্য্য-ধারণের উপদেশ দিয়াছেন। আবার তিনি নিজে ক্রোধে রুদ্রমূর্ত্তি হইয়া কীর্ত্তন-বিদ্বেষীর

চল চল ভাই-সব নগরিয়া-গণ।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন ॥১২৪॥
কৃষ্ণের রহস্য আজি দেখিবেক যে।
এক মহা-দীপ লঞা আসিবেক সে ॥১২৫॥
ভাঙ্গিব কাজির ঘর, কাজির দুয়ারে।
কীর্ত্তন করিমু, দেখোঁ কোন্ কর্ম্ম করে ॥১২৬॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর সেবকের দাস।
মুঞি বিদ্যমানেও কি ভয়ের প্রকাশ! ১২৭॥
তিলার্দ্ধেকো ভয় কেহ না করিহ মনে।
বিকালে আসিবে ঝাট করিয়া ভোজনে॥" ১২৮॥

প্রভু-বাক্যে নগরিয়াগণের সানন্দে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার দ্রব্যাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রভু-স্থানে গমন—

ততক্ষণে চলিলেন নগরিয়া-গণ।
পুলকে পূর্ণিত সবে, কিসের ভোজন? ১২৯॥
'নিমাই পণ্ডিত আজি নগরে নগরে।
নাচিবেন'—ধ্বনি হৈল প্রতি ঘরে ঘরে ॥১৩০॥
যা'র নৃত্য না দেখিয়া নদীয়ার লোক।
কত কোটি সহস্র করিয়া আছে শোক ॥১৩১॥
হেন জন নাচিবেন নগরে নগরে।
আনন্দে দেউটি বাঁধে প্রতি ঘরে ঘরে ॥১৩২॥
বাপে বাজিলেও পুত্র বান্ধে আপনার।
কেহ কারে হরিষে না পারে রাখিবার ॥১৩৩॥
তার বড়, তার বড়, সবেই বান্ধেন।
বড় বড় ভাণ্ডে তৈল করিয়া লয়েন ॥১৩৪॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লক্ষ লোক নদীয়ার।
দেউটির সংখ্যা করিবার শক্তি কা'র? ১৩৫॥
ইথি-মধ্যে যে যে ব্যবহারে বড় হয়।
সহস্রেক সাজাইয়া কোন জনে লয় ॥১৩৬॥
হইল দেউটি-ময় নবদ্বীপ-পুর।
স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধের রঙ্গ বাড়িল প্রচুর ॥১৩৭॥
এহ শক্তি অন্যের কি হয় কৃষ্ণবিনে।
তবু পাপী লোক না জানিল এত দিনে ॥১৩৮॥
ঈষৎ আজ্ঞায় মাত্র সর্ব্ব নবদ্বীপ।
চলিলা দেউটি লই' প্রভুর সমীপ ॥১৩৯॥

প্রভুর ভক্তগণকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া কীর্ত্তনে আদেশ—

শুনি' সর্ব্ব বৈষ্ণব আইলা ততক্ষণ।
সবারে করেন আজ্ঞা শচীর নন্দন ॥১৪০॥
আগে নৃত্য করিবেন আচার্য্য-গোসাঞি।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ঠাঞি ॥১৪১॥

গৃহদ্বার ধ্বংস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সুতরাং এই পরস্পর বিবদমান ধর্ম্মের সামঞ্জস্য কি?—অনেকের নিকট প্রশ্নের বিষয় হইতে পারে। কৃষ্ণসেবার অনুকূল সকল কার্য্য করাই শ্রীনাম-ভজনের প্রধান অঙ্গ। কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল বিষয়ে মুখ্য বা গৌণভাবে যোগদান করা বা সাহায্য-করাই ভগবৎ-সেবার প্রতিকূল। সুতরাং অনুকূল অনুশীলনের জন্যই 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরুর অপেক্ষা সহ্য গুণসম্পন্ন' হইবার উপদেশ। প্রতিকূলতার সাহায্যের জন্য যে ধৈর্য্য ও নিরুপাধিকতা, তাহা নাম-ভজনের সম্পূর্ণ বিরোধিনী চেষ্টা। নামাপরাধের সাহায্য করিবার জন্য যাহাদের ঐকান্তিকী চেষ্টা, তাহারাই তৃণাদপি-সুনীচ ও তরুর অপেক্ষা সহ্যগুণ-সম্পন্ন হইবার উপদেশের অপব্যবহার করে। এই অপব্যবহার যে প্রতিকূল অনুশীলন-জাতীয়, তাহা বুঝাইবার জন্য, সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণানুশীলনের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরু অপেক্ষা সহ্যগুণসম্পন্ন' হইবার উপদেশ দিয়াছেন। যদিও বাহিরে প্রতিকূল অনুশীলনের প্রতি উদাসীন থাকিবার ব্যবস্থা অনুকূল বলিয়া মনে হয়, তথাপি সেরূপ-কার্য্যে চেতনের বৃত্তি আবৃত করিবার দুষ্ট-বুদ্ধি বা অজ্ঞতাই জ্ঞাপিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধোল্লিখিত "কর্ণৌ পিধায় নিরীয়াৎ" শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক; নতুবা ভক্তিবর্জ্জিত হইয়া অপরাধ সঞ্চয় করা হয় মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর ক্রোধ ও প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা-প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন,—"অদ্যই বিশালপ্রেমভক্তিবৃষ্টি করাইব, উহাই পাষণ্ডিগণের যমসদৃশ হইবে।" "মল্লানামশনির্ণৃণাং" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত অসংখ্য-বিভিন্ন প্রতীতি-সমূহ একাধারে তাহাতেই সম্ভব ॥১২৩॥

মধ্যে নৃত্য করি' যাইবেন হরিদাস।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান পাশ ॥১৪২॥
তবে নৃত্য করিবেন শ্রীবাস পণ্ডিত।
এক সম্প্রদায় গাইবেক তান ভিত ॥১৪৩॥

নিত্যানন্দের স্বাভীষ্ট সেবাকাঙ্ক্ষা—

নিত্যানন্দ-দিকে মাত্র চাহিলেন প্রভু।
নিত্যানন্দ বলে—"তোমা না ছাড়িব কভু ॥১৪৪॥
ধরিয়া বুলিব প্রভু এই কার্য্য মোর।
তিলেকো হৃদয়ে পদ না ছাড়িব তোর ॥১৪৫॥
স্বতন্ত্র নাচিতে প্রভু মোর কোন্ শক্তি।
যথা তুমি, তথা আমি, এই মোর ভক্তি॥" ১৪৬॥
প্রেমানন্দ-ধারা দেখি' নিত্যানন্দ-অঙ্গে।
আলিঙ্গন করি' রাখিলেন নিজ-সঙ্গে ॥১৪৭॥
এই মত যার যেন চিত্তের উল্লাস।
কেহ বা স্বতন্ত্র নাচে, কেহ প্রভু-পাশ ॥১৪৮॥

প্রভুর অঙ্গোপাঙ্গ সহ নগরকীর্ত্তন—

মন দিয়া শুন ভাই, নগর-কীর্ত্তন।
যে কথা শুনিলে ঘুচে কর্ম্মের বন্ধন ॥১৪৯॥
গদাধর, বক্রেশ্বর, মুরারি, শ্রীবাস।
গোপীনাথ, জগদীশ, বিপ্র-গঙ্গাদাস ॥১৫০॥
রামাই, গোবিন্দানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর।
বাসুদেব, শ্রীগর্ভ, মুকুন্দ, শ্রীধর ॥১৫১॥
গোবিন্দ, জগদানন্দ, নন্দন-আচার্য্য।
শুক্লাম্বর-আদি যে যে জানে এই কার্য্য ॥১৫২॥
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য কত জানি নাম।
বেদব্যাস দ্বারে ব্যক্ত হইব পুরাণ ॥১৫৩॥
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র-পারিষদে প্রভু নাচে।
ইহা বর্ণিবারে কি নরের শক্তি আছে? ১৫৪॥
অবতার এমত কি আছে অদ্ভুত।
যাহা প্রকাশিলেন হইয়া শচীসুত ॥১৫৫॥
তিলে তিলে বাড়ে বিশ্বম্ভরের উল্লাস।
অপরাহ্ণ আসিয়া হইল পরকাশ ॥১৫৬॥
ভকত-গণের চিত্তে কি হৈল আনন্দ।
সুখসিন্ধু-মাঝে ভাসে সব ভক্ত-বৃন্দ ॥১৫৭॥
নগরে নাচিব প্রভু কমলার কান্ত।
দেখিয়া জীবের দুঃখ ঘুচিব নিতান্ত ॥১৫৮॥
স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, কিবা স্থাবর-জঙ্গম।
সে নৃত্য দেখিলে সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন ॥১৫৯॥
কাহারও নাহিক বাহ্য আনন্দ-আবেশে।
গোধূলি-সময় আসি' হইল প্রবেশে ॥১৬০॥
কোটি কোটি লোক আসি' আছয়ে দুয়ারে।
পরশিয়া ব্রহ্মাণ্ড শ্রীহরি-ধ্বনি করে ॥১৬১॥
হুঙ্কার করিলা প্রভু শচীর নন্দন।
শব্দে পরিপূর্ণ হৈল সবার শ্রবণ ॥১৬২॥
হুঙ্কারের শব্দে সবে হইলা বিহ্বল।
'হরি' বলি' সবে দীপ জ্বালিল সকল ॥১৬৩॥
লক্ষ কোটি দীপ-সব চতুর্দ্দিকে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চারিদিকে 'হরি' বলে ॥১৬৪॥
কি শোভা হইল সে বলিতে শক্তি কা'র।
কি সুখের না জানি হইল অবতার ॥১৬৫॥
কিবা চন্দ্র শোভে, কিবা শোভে দিনমণি।
কিবা তারাগণ জ্বলে, কিছুই না জানি ॥১৬৬॥
সবে জ্যোতির্ম্ময় দেখি, সকল আকাশ।
জ্যোতি-রূপে কৃষ্ণ কিবা করিলা প্রকাশ ॥১৬৭॥
'হরি' বলি' ডাকিলেন গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
সকল বৈষ্ণবগণ হইলা সত্বর ॥১৬৮॥

শ্রীচৈতন্যদেবের অনন্ত কোটী [illegible] অবতারীর বিভিন্ন অবতার এই ভৃত্যসকল নানাপ্রকারে ভগবানের তত্তৎ-লীলার সাহায্য করিয়াছেন। বেদব্যাস পুরাণরচনা কালে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন ও করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং" শ্লোক বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজ দৈন্য জানাইতে গিয়া বলিতেছেন,—"মাদৃশ মানবের বেদব্যাসের ন্যায় বর্ণন-শক্তির অভাব আছে।"

শ্রীশচীনন্দনের অবতারে যে অদ্ভুত লীলা প্রকাশিত আছে, তাহা তাঁহার অন্যান্য প্রকাশবিশেষে প্রকটিত হয় নাই। অবতারসমূহের লীলা-বর্ণন—যাহা বেদব্যাস বর্ণন করেন নাই, তদতিরিক্ত ঔদার্য্যলীলার পরাকাষ্ঠা এই করুণাবতারীর লীলায় প্রকটিত হইয়াছে ॥১৫৫॥

করিতে লাগিলা প্রভু বেড়িয়া কীর্ত্তন।
সবার অঙ্গেতে মালা শ্রীফাগু-চন্দন ॥১৬৯॥
করতাল মন্দিরা সবার শোভে করে।
কোটি-সিংহ জিনিয়া সবেই শক্তি ধরে ॥১৭০॥
চতুর্দ্দিগে আপন-বিগ্রহ ভক্তগণ।
বাহির হইলা প্রভু শ্রীশচী-নন্দন ॥১৭১॥
প্রভু মাত্র বাহির হইলা নৃত্য-রসে।
'হরি' বলি' সর্ব্ব লোক মহানন্দে ভাসে ॥১৭২॥
সংসারের তাপ হরে' শ্রীমুখ দেখিয়া।
সর্ব্বলোক 'হরি' বলে আনন্দ হইয়া ॥১৭৩॥

প্রভুর অপ্রাকৃত অসমোর্দ্ধ রূপ—

জিনিয়া কন্দর্প-কোটি লাবণ্যের সীমা।
হেন নাহি, যাহা দিয়া করিব উপমা ॥১৭৪॥
তথাপিহ বলি তান কৃপা-অনুসারে।
অন্যথা সে-রূপ কহিবারে কেবা পারে ॥১৭৫॥
জ্যোতির্ম্ময় কনক-বিগ্রহ বেদ-সার।
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার ॥১৭৬॥
চাঁচর-চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুর মধুর হাসে' জিনি সর্ব্বকলা ॥১৭৭॥
ললাটে চন্দন শোভে ফাগু-বিন্দু-সনে।
বাহু তুলি' হরি' বলে শ্রীচন্দ্র-বদনে ॥১৭৮॥
আজানুলম্বিত মালা সর্ব্ব-অঙ্গে দোলে।
সর্ব্ব-অঙ্গ তিতে পদ্মনয়নের জলে ॥১৭৯॥
দুই মহা-ভুজ যেন কনকের স্তম্ভ।
পুলকে শোভয়ে যেন কনক-কদম্ব ॥১৮০॥
সুরঙ্গ অধর অতি, সুন্দর দশন।
শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রূযুগপত্তন ॥১৮১॥
গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ, হৃদয় সুপীন।
তহিঁ শোভে শুক্ল-যজ্ঞ-সূত্র অতি ক্ষীণ ॥১৮২॥
চরণারবিন্দে রমা-তুলসীর স্থান।
পরম-নির্ম্মল-সূক্ষ্ম-বাস পরিধান ॥১৮৩॥

উন্নত নাসিকা, সিংহগ্রীব মনোহর।
সবা' হৈতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর ॥১৮৪॥
যে-সে-খানে থাকিয়া সকল লোক বলে।
"দেখ, ঠাকুরের কেশ শোভে নানা ফুলে ॥"১৮৫॥
এতেক লোকের সে হইল সমুচ্চয়।
সরিষপ পড়িলেও তল নাহি হয় ॥১৮৬॥
তথাপিহ হেন কৃপা হইল তখন।
সবেই দেখেন সুখে প্রভুর বদন ॥১৮৭॥

প্রভুর শ্রীমুখ-দর্শনে নারীগণের উলুধ্বনি পূর্ব্বক হরিধ্বনি এবং প্রতিঘরে মঙ্গলাচার—

প্রভুর শ্রীমুখ দেখি' সব নারীগণ।
হুলাহুলি দিয়া 'হরি' বলে অনুক্ষণ ॥১৮৮॥
কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পূর্ণঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে ॥১৮৯॥
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর।
দধি, দূর্ব্বা, ধান্য দিব্য বাটার উপর ॥১৯০॥
এই মত নদীয়ার প্রতি দ্বারে দ্বারে।
হেন নাহি জানি, ইহা কোন্ জনে করে ॥১৯১॥

স্ত্রীপুরুষ সকলের নগর কীর্ত্তনে ভ্রমণ ও 'স্ত্রীপুত্রাদি-কথাং জহুর্বিষয়িনঃ' শ্লোকের যাথার্থ্য-দর্শন—

বুলে স্ত্রী-পুরুষ সব-লোক প্রভু-সঙ্গে।
কেহ কাহো না জানে পরমানন্দ-রঙ্গে ॥১৯২॥

চৌর্য্যাভিলাষী ব্যক্তিরও কীর্ত্তনে যোগদান—

চোরের আছিল চিত্ত—'এই অবসরে।
আজি চুরি করিবাঙ প্রতি ঘরে ঘরে ॥' ১৯৩॥
শেষে চোর পাসরিল ভাব আপনার।
'হরি' বই মুখে কারো না আইসে আর ॥১৯৪॥

শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব—

হইল সকল পথ খই-কড়ি-ময়।
কেবা করে, কেবা ফেলে, হেন রঙ্গ হয় ॥১৯৫॥
'স্তুতি-হেন' না মানিহ এ-সকল-কথা।
এই মত হ'য়ে—কৃষ্ণ বিহরেন যথা ॥১৯৬॥

শ্রীফাগু-চন্দন,—আবির ও চন্দন, বসন্তকালেই আবির-চূর্ণ ও চন্দনে চর্চ্চিত হইবার ব্যবহার আছে। তাহাতে জানা যায় যে, শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তনবিরোধ-প্রশমন-লীলা দোলের সময় হইয়াছিল ॥ ১৬৯ ॥

নব-লক্ষ প্রাসাদ দ্বারকা রত্নময়।
নিমেষে হইল, এই ভাগবতে কয় ॥১৯৭॥
যে কালে যাদব-সঙ্গে সেই দ্বারকায়।
জলকেলি করিলেন এই দ্বিজরায় ॥১৯৮॥
জগতে বিদিত হয় লবণ-সাগর।
ইচ্ছামাত্র হইল অমৃত-জলধর ॥১৯৯॥
'হরিবংশে' কহেন সে-সব গোপ্য-কথা।
এতেক সন্দেহ কিছু না করিহ এথা ॥২০০॥
সে-ই প্রভু নাচে নিজ-কীর্ত্তনে বিহ্বল।
আপনেই উপসন্ন সকল মঙ্গল ॥২০১॥

প্রভুর ভাগীরথী-তীরে নৃত্য ও কীর্ত্তনকারী ভক্তগণ-সহ গমন—

ভাগীরথী-তীরে প্রভু নৃত্য করি' যায়।
আগে পাছে 'হরি' বলি' সর্ব্বলোকে ধায় ॥২০২॥
আচার্য্য গোসাঞি আগে জন কত লঞা।
নৃত্য করি' চলিলেন পরমানন্দ হঞা ॥২০৩॥
তবে হরিদাস কৃষ্ণ-রসের সাগর।
আজ্ঞায় চলিলা নৃত্য করিয়া সুন্দর ॥২০৪॥
তবে নৃত্য করিয়া চলিলা শ্রীনিবাস।
কৃষ্ণসুখে পরিপূর্ণ যাঁহার বিলাস ॥২০৫॥
এই মত ভক্তগণ আগে নাচি' যায়।
সবারে বেড়িয়া এক সম্প্রদায় গায় ॥২০৬॥
সকল-পশ্চাতে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
যায়েন করিয়া নৃত্য অতি মনোহর ॥২০৭॥
মধু-কণ্ঠ হইলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
কভু নাহি গায়ে—সেহো হইল গায়ন ॥২০৮॥
মুরারি, মুকুন্দ-দত্ত, রামাই, গোবিন্দ।
বক্রেশ্বর, বাসুদেব-আদি ভক্ত-বৃন্দ ॥২০৯॥
সবেই নাচেন প্রভু বেড়িয়া গায়েন।
আনন্দে পূর্ণিত প্রভু-সংহতি যায়েন ॥২১০॥

প্রভুর দুই পার্শ্বে নিত্যানন্দ ও গদাধর—

নিত্যানন্দ গদাধর যায় দুই পাশে।
প্রেম-সুধা-সিন্ধু-মাঝে দুই জন ভাসে ॥২১১॥

প্রভুর নৃত্য-দর্শনার্থ অসংখ্য লোকের গমন—

চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
লক্ষ কোটি লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে ॥২১২॥

তৎকালীন শোভা—

কোটি কোটি মহা-তাপ জ্বলিতে লাগিল।
চন্দ্রের কিরণ সর্ব্ব শরীরে হইল ॥২১৩॥
চতুর্দ্দিকে কোটি কোটি মহা দীপ জ্বলে।
কোটি কোটি লোক চতুর্দ্দিগে 'হরি' বলে' ॥২১৪॥

প্রভুর নৃত্য-দর্শনে নদীয়াবাসিগণের আনন্দ-কোলাহল—

দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অপূর্ব্ব বিকার।
আনন্দে বিহ্বল সব লোক নদীয়ার ॥২১৫॥
ক্ষণে হয় প্রভু-অঙ্গ সব ধূলাময়।
নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয় ॥২১৬॥
সে কম্প, সে ঘর্ম্ম, সে বা পুলক দেখিতে।
পাষণ্ডীর চিত্তবৃত্তি লাগয়ে নাচিতে ॥২১৭॥
নগরে উঠিল মহা-কৃষ্ণ-কোলাহল।
'হরি' বলি' ঠাঞি ঠাঞি নাচয়ে সকল ॥২১৮॥
'হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম'।
'হরি' বলি নাচয়ে সকল ভাগ্যবান্ ॥২১৯॥
ঠাঞি ঠাঞি এই মতে মেলি' দশ-পাঁচে।
কেহ গায়, কেহ বা'য়, কেহ মাঝে নাচে ॥২২০॥
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৈল সম্প্রদায়।
আনন্দে নাচিয়া সর্ব্ব নবদ্বীপে যায় ॥২২১॥

আপনবিগ্রহ,—নিজমূর্ত্তি; [illegible]নের কলেবরের চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ বেষ্টন করিয়াছিলেন ॥ ১৭১ ॥

লোকের ভিড় এত হইয়াছিল যে অতি ক্ষুদ্র সরিষা ফেলিয়া দিলেও উহা মাটিতে পড়িয়া যাইতে পারিত না ॥ ১৮৬ ॥

হুলাহুলি—উলুউলু; উলুধ্বনি ॥ ১৮৮ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতোক্ত (১১৩ সংখ্যায়) "স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্ব্বিষয়িনঃ" শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য ॥ ১৮৪ ॥

তথ্য। শ্রীভাঃ ১০।৫০।৪৯-৫৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১৯৭

তথ্য। হরিবংশ ১৪৫ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ২০০ ॥

'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন' ॥২২২॥
কেহ কেহ নাচয়ে হইয়া এক মেলি'।
দশে-পাঁচে নাচে কাঁহা দিয়া করতালি ॥২২৩॥
দুই-হাত যোড়া দীপ তৈলের ভাজনে।
এ বড় অদ্ভুত তালি দিলেন কেমনে ॥২২৪॥
হেন বুঝি—বৈকুণ্ঠ আইলা নবদ্বীপে।
বৈকুণ্ঠ-স্বভাব-ধর্ম্ম পাইলেক লোকে ॥২২৫॥
জীবমাত্র চতুর্ভুজ হইল সকল।
না জানিল কেহ, কৃষ্ণ-আনন্দে বিহ্বল ॥২২৬॥
হস্ত যে হইল চারি, তাহে নাহি জানে।
আপনার স্মৃতি গেল, তবে তালি কেনে ॥২২৭॥
হেন মতে বৈকুণ্ঠের সুখে নবদ্বীপ।
নাচিয়া যায়েন সবে গঙ্গার সমীপ ॥২২৮॥
বিজয় করিলা যেন নন্দ-ঘোষের বালা।
হাতেতে মোহন-বাঁশী, গলে বনমালা ॥২২৯॥
এই মত কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বলোক।
পাসরিলা দেহ-ধর্ম্ম, যত দুঃখ-শোক ॥২৩০॥
গড়াগড়ি যায় কেহ, মালসাট্ পূরে।
কাহারও জিহ্বায় নানা মত বাক্য স্ফুরে ॥২৩১॥
কেহ বলে,—"এবে কাজি বেটা গেল কোথা।
লাগি পাঙ এখন ছিণ্ডিয়া ফেলোঁ মাথা ॥" ২৩২॥
রড় দিয়া যায় কেহ পাষণ্ডী ধরিতে।
কেহ পাষণ্ডীর নামে কিলায় মাটিতে ॥২৩৩॥
না জানি বা কত জনে মৃদঙ্গ বাজায়।
না জানি বা মহানন্দে কত জনে গায় ॥২৩৪॥
হেন প্রেম-বৃষ্টি হৈল সর্ব্ব নদীয়ায়।
বৈকুণ্ঠসেবকো যাহা চাহে সর্ব্বথায় ॥২৩৫॥
যে সুখে বিহ্বল অজ, অনন্ত, শঙ্কর।
হেন-রসে ভাসে সর্ব্ব-নদীয়া-নগর ॥২৩৬॥

গঙ্গা-তীরে তীরে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে নাচি' যায় ॥২৩৭॥

কীর্ত্তন-প্রভাবে সকল স্থানের পবিত্রতা—

পৃথিবীর আনন্দের নাহি সমুচ্চয়।
আনন্দে হইলা সর্ব্বদিগ্ পথ-ময় ॥২৩৮॥
তিল-মাত্র অনাচার হেন ভূমি নাই।
পরম উত্তম হৈল সর্ব্ব-ঠাঞি-ঠাঞি ॥২৩৯॥

শ্রীচৈতন্যের আদি-কীর্ত্তনের পদ—

নাচিয়া যায়েন প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
বেড়িয়া গায়েন চতুর্দ্দিকে অনুচর ॥২৪০॥

অথ পদ—

"তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে।
সারঙ্গ-ধর, তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে ॥ধ্রু॥" ২৪১॥
চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি-সংকীর্ত্তন।
ভক্তগণ গায়, নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥২৪২॥

কীর্ত্তনাবেশে সকলের পথভ্রান্তি ও চতুর্দ্দশভুবনের শব্দোদ্দিষ্ট বিষয়-অতিক্রমণ—

কীর্ত্তন করেন সবে ঠাকুরের সনে।
'কোন্ দিগে যাই' ইহা কেহ নাহি জানে ॥২৪৩॥
লক্ষ কোটি লোকে যে করয়ে হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি ॥২৪৪॥
ব্রহ্মলোক শিবলোক বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত।
কৃষ্ণ-সুখে পূর্ণ হৈলা, নাহি তা'র অন্ত ॥২৪৫॥

দেবগণের কীর্ত্তন দর্শনে মূর্চ্ছা ও সম্বিৎপ্রাপ্তিতে কীর্ত্তনে যোগদান—

সপার্ষদে সর্ব্ব দেব আইলা দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা সবার সহিতে ॥২৪৬॥
চৈতন্য পাইয়া ক্ষণে সর্ব্ব দেবগণ।
নর-রূপে মিশাইয়া করেন কীর্ত্তন ॥২৪৭॥

মহাতাপ—মশাল ॥ ২১৩ ॥
বা'য়—বাজায়, ॥ ২২০ ॥
হরিকীর্ত্তন-প্রভাবে সকল ভূমি পরম পবিত্র হইল। সামান্য স্থানও কীর্ত্তনবিবর্হিত বৈষয়িক মরুভূমি রহিল না ॥ ২৩৯ ॥

শার্ঙ্গধর—ধনুষ্পাণি। শ্রীগৌরসুন্দরের আদি-সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীরামচন্দ্রের চরণে মনঃসংযোগের বিধান রহিয়াছে। ভক্তগণের অধিকার-ভেদে কেহ কেবল-বাসুদেবের উপাসক, কেহ বা লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক, কেহ বা সীতারামের উপাসক।

অজ, ভব, বরুণ, কুবের, দেবরাজ।
যম, সোম-আদি যত দেবের সমাজ ॥২৪৮॥
ব্রহ্মসুখ-স্বরূপ অপূর্ব্ব দেখি' রঙ্গ।
সবে হৈলা নর-রূপে চৈতন্যের সঙ্গ ॥২৪৯॥
দেবে নরে একত্র হইয়া 'হরি' বলে।
আকাশ পুরিয়া সব মহা-দীপ জ্বলে ॥২৫০॥
কদলীর বৃক্ষ প্রতি দুয়ারে দুয়ারে।
পূর্ণ-ঘট, ধান্য, দূর্ব্বা, দীপ, আম্রসারে ॥২৫১॥

নবদ্বীপ-নগরের তৎকালীন বৈভব—

নদীয়ার সম্পত্তি বর্ণিতে শক্তি কা'র ?
অসংখ্য নগর-ঘর-চত্বর-বাজার ॥২৫২॥
এক জাতি লোক যা'তে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ।
ইহা সংখ্যা করিবেক কোন্ বা অবুধ ॥২৫৩॥
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল একত্র করি' থুইলেন তথা ॥২৫৪॥
স্ত্রীয়ে যত জয়কার দিয়া বলে 'হরি'।
তাহা লক্ষ বৎসরেও বর্ণিতে না পারি ॥২৫৫॥

প্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তনাদি-দর্শনে সকলের ধৈর্য্যবিচ্যুতি—

যে সব দেখয়ে প্রভু নাচিয়া যাইতে।
তা'রা আর চিত্তবৃত্তি না পারে ধরিতে ॥২৫৬॥
সে কারুণ্য দেখিতে, সে ক্রন্দন শুনিতে।
পরম-লম্পট পড়ে কান্দিয়া ভূমিতে ॥২৫৭॥

প্রভুর অপূর্ব্ব রূপ—

'বোল বোল' বলি' নাচে গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
সর্ব্ব-অঙ্গে শোভে মালা অতি-মনোহর ॥২৫৮॥
যজ্ঞ-সূত্র, ত্রিকচ্ছ-বসন পরিধান।
ধূলায় ধুসর প্রভু কমলনয়ন ॥২৫৯॥
মন্দাকিনী-হেন প্রেম-ধারার গমন।
চান্দেরে না লয় মন দেখি' সে বদন ॥২৬০॥
সুন্দর নাসাতে বহে অবিরত ধার।
অতি ক্ষীণ দেখি যেন মুকুতার হার ॥২৬১॥
সুন্দর চাঁচর কেশ—বিচিত্র বন্ধন।
তহিঁ মালতীর মালা অতি-সুশোভন ॥২৬২॥

সকলের প্রভু-স্থানে বর প্রার্থনা—

"জনমে জনমে প্রভু, দেহ' এই দান।
হৃদয়ে রহুক এই কেলি অবিরাম ॥" ২৬৩॥

ভক্তমহিমাবর্দ্ধনার্থ প্রভুর প্রিয়গণের সাক্ষাতে নৃত্য—

এই মত বর মাগে' সকল ভুবন।
নাচিয়া যায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥২৬৪॥
প্রিয়তম সব আগে নাচি' নাচি' যায়।
আপনে নাচয়ে পাছে বৈকুণ্ঠের রায় ॥২৬৫॥
চৈতন্য-প্রভু সে ভক্ত বাড়াইতে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করয়ে আপনে ॥২৬৬॥
এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
সবার সহিতে আইসেন গঙ্গাপথে ॥২৬৭॥

প্রভুর নৃত্য ও ভক্তগণের কীর্ত্তন—

বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরে নাচে সর্ব্ব নদীয়ায়।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ পুণ্য-কীর্ত্তি গায় ॥২৬৮॥

ভক্তগণের কীর্ত্তন-পদ—

" 'হরি' বল মুগ্ধ লোক, 'হরি' 'হরি' বল রে।
নামাভাসে নাহি রয় শমন-ভয় রে ॥" ধ্রু॥ ২৬৯॥
—এই সব কীর্ত্তনে নাচয়ে গৌরচন্দ্র।
ব্রহ্মাদি সেবয়ে যাঁ'র পাদপদ্মদ্বন্দ্ব ॥২৭০॥

সাধকের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ আদর্শ সেব্য-পর্য্যায়ের প্রকাশ-ভেদের প্রয়োজনীয়তা আছে। [illegible]ভগবদ্ভক্তগণ চিরদিনই নীতিবিরুদ্ধ পাপে বিতৃষ্ণ; তাঁহারা সর্ব্বদাই সকলের ও নিজের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট। ইহ-জগতের অবরতা, অসম্পূর্ণতা, অনুপাদেয়তা, পরিচ্ছেদ, কালক্ষোভ্য ধর্ম্ম প্রভৃতি ভগবানে, ভগবদ্ধামে ও ভগবল্লীলায় আরোপ করিতে গেলে নিত্যা ভক্তির স্বরূপ-বিপর্য্যয় করা হয় ॥ ২৪১-২৪২ ॥

'হরি' শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হওয়ায় চতুর্দ্দশভুবনের শব্দোদ্দিষ্ট বিষয়গুলি অতিক্রান্ত হইল। ব্রহ্মলোক শিবলোক ও তদুপরি ঐশ্বর্য্যময় বৈকুণ্ঠলোক—যাহা গোলোকের নিম্নার্দ্ধ, তৎসমস্তই কৃষ্ণসুখে পূর্ণতা-লাভ করিল ॥ ২৪৪-২৪৫ ॥

সকল দেবতা পূর্ণসুখস্বরূপের অপূর্ব্বরঙ্গ দেখিয়া নররূপ ধারণপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যদেবের অতিদুর্লভ সঙ্গ লাভ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪৯ ॥

ব্রহ্মাদি-সেব্যপদ গৌরসুন্দরের নৃত্যকালীন বেশ—

পাহিড়া রাগ

নাচে বিশ্বম্ভর জগত-ঈশ্বর,
ভাগীরথী-তীরে-তীরে।
যাঁ'র পদধূলি, হই' কুতূহলী,
সবে ধরিল শিরে ॥২৭১॥
অপূর্ব্ব বিকার, নয়নে সু-ধার,
হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি।
হাসিয়া হাসিয়া, শ্রীভুজ তুলিয়া,
বলে 'হরি হরি'-বাণী ॥২৭২॥
মদন-সুন্দর, গৌর-কলেবর,
দিব্য বাস পরিধান।
চাঁচর চিকুরে, মালা মনোহরে,
যেন দেখি পাঁচ বাণ ॥২৭৩॥
চন্দন-চর্চ্চিত, শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
গলে দোলে বনমালা।
ঢুলিয়া পড়য়ে, প্রেমে থির নহে,
আনন্দে শচীর বালা ॥২৭৪॥
কাম-শরাসন, ভ্রূযুগ-পত্তন,
ভালে মলয়জ-বিন্দু।
মুকুতা-দশন, শ্রীযুত বদন,
প্রকৃতি করুণাসিন্ধু ॥২৭৫॥
ক্ষণে শত শত, বিকার অদ্ভুত,
কত করিব নিশ্চয়।
অশ্রু, কম্প, ঘর্ম্ম, পুলক বৈবর্ণ্য,
না জানি কতেক হয় ॥২৭৬॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া, কভু দাঁড়াইয়া,
অঙ্গুলে মুরলী বা'য়।
জিনি' মত্ত গজ, চলই সহজ,
দেখি' নয়ন জুড়ায় ॥২৭৭॥
অতি-মনোহর, যজ্ঞ-সূত্র-বর,
সদয় হৃদয়ে শোভে।
শ্রী বুঝি অনন্ত, হই' গুণবন্ত,
রহিলা পরশ-লোভে ॥২৭৮॥
নিত্যানন্দ-চাঁদ, মাধব-নন্দন,
শোভা করে দুই-পাশে।
যত প্রিয়-গণ, করয়ে কীর্ত্তন,
সবা' চা'হি চা'হি হাসে' ॥২৭৯॥
যাঁহার কীর্ত্তন, করি' অনুক্ষণ,
শিব 'দিগম্বর ভোলা'।
সে প্রভু বিহরে, নগরে নগরে,
করিয়া কীর্ত্তন-খেলা ॥২৮০॥
যে করয়ে বেশ, যে অঙ্গ, যে কেশ,
কমলা লালসা করে।
সে প্রভু ধূলায়, গড়াগড়ি যায়,
প্রতি-নগরে নগরে ॥২৮১॥
লক্ষ কোটি দীপে, চাঁদের আলোকে,
না জানি কি ভেল সুখে।
সকল সংসার, 'হরি' বহি আর,
না বোলই কারো মুখে ॥২৮২॥

প্রভুর নৃত্য-দর্শনে সকলের আনন্দ ও কীর্ত্তন—

অপূর্ব্ব কৌতুক, দেখি' সর্ব্ব লোক,
আনন্দে হইল ভোর।
সবেই সবার, চা'হিয়া বদন,
বলে ভাই "হরি বোল" ॥২৮৩॥

প্রভুর ভাবাবেশে পতনকালে নিত্যানন্দের রক্ষা—

প্রভুর আনন্দ, জানে নিত্যানন্দ,
যখন যেরূপ হয়।
পড়িবার বেলে, দুই বাহু মেলে,
যেন অঙ্গে প্রভু রয় ॥২৮৪॥

স্বর্গঙ্গা মন্দাকিনী—প্রেমময়ের গতির তুলনা-স্বরূপ এবং সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট চন্দ্রও শ্রীগৌরসুন্দরের বদনমণ্ডলের তুলনায় অতি-স্বল্প দ্রষ্টব্য ॥২৬০॥

অপরাধশূন্য ও অপরিব্যক্ত সম্বন্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট নাম-উচ্চারণকেই 'নামাভাস' বলে; উহাতে জীবের মুক্তিলাভ ঘটে। যেরূপ নামাপরাধে ক্লেশের সম্ভাবনা থাকে, নামের-আভাসে তদ্রূপ যমদণ্ডে দণ্ডিত হইবার ক্লেশের কোন সম্ভাবনা থাকে না ॥২৬১॥

সঙ্কীর্ত্তন-কালে প্রভুর বিবিধ লীলা—

নিত্যানন্দ ধরি', বীরাসন করি',
ক্ষণে মহাপ্রভু বৈসে।
বাম কক্ষে তালি, দিয়া কুতুহলী,
'হরি হরি' বলি' হাসে' ॥২৮৫॥
অকপটে ক্ষণে, কহয়ে আপনে,
"মুঞি দেব নারায়ণ।
কংসাসুর মারি', মুঞি সে কংসারি,
বলি ছলিয়া বামন ॥২৮৬॥
সেতু-বন্ধ করি', রাবণ সংহারি',
মুঞি সে রাঘব-রায়।"
করিয়া হুঙ্কার, তত্ত্ব আপনার,
কহি' চারিদিগে চা'য় ॥২৮৭॥
কে বুঝে সে তত্ত্ব, অচিন্ত্য মহত্ত্ব,
সেই ক্ষণে কহে আন।
দন্তে তৃণ ধরি,' 'প্রভু প্রভু' বলি,'
মাগয়ে ভকতি-দান ॥২৮৮॥
যখন যে করে, গৌরাঙ্গ-সুন্দরে,
সব মনোহর লীলা।
আপন বদনে, আপন চরণে,
অঙ্গুলি ধরিয়া খেলা ॥২৮৯॥

শ্রীনবদ্বীপের শ্বেতদ্বীপের ধারণা জৈবজ্ঞানে প্রকাশের কাল—

বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর, প্রভু বিশ্বম্ভর,
সব নবদ্বীপে নাচে।
শ্বেতদ্বীপ-নাম, নবদ্বীপ-গ্রাম,
বেদে প্রকাশিব পাছে ॥২৯০॥

নানাবাদ্যযন্ত্র সহযোগে কীর্ত্তনকালে প্রভুর অবস্থিতি—

মন্দিরা, মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ,
না জানি কতেক বাজে।
মহা-হরিধ্বনি, চতুর্দ্দিকে শুনি,
মাঝে শোভে দ্বিজরাজে ॥২৯১॥

গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক সপরিকর শ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীনামের জয়গান—

জয় জয় জয়, নগর-কীর্ত্তন,
জয় বিশ্বম্ভর-নৃত্য।
বিংশ-পদ গীত, চৈতন্য-চরিত,
জয় চৈতন্যের ভৃত্য ॥২৯২॥
যেই-দিকে চা'য়, বিশ্বম্ভর রায়,
সেই দিক্ প্রেমে ভাসে।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ,
গায় বৃন্দাবন-দাসে ॥২৯৩॥

পাঁচবাণ—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন—এই পঞ্চ কন্দর্পবাণ।

তথ্য। "দ্রবণং শোষণং বাণং তাপনং মোহনাভিধম্। উন্মাদনঞ্চ কামস্য বাণাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" অর্থাৎ দ্রবণ, শোষণ, তাপন, মোহন ও উন্মাদন—এই পঞ্চবাণ ॥২৭২॥

মাধব-নন্দন—মাধব মিশ্রের পুত্র শ্রীগদাধর পণ্ডিত॥২৭৯॥

বেলে—বেলায়, সময়ে ॥২৮৪॥

তথ্য। বীরাসন—"বীরাণাং সাধকানামাসনম্।" সাধকদিগের আসনবিশেষ। এই আসনে আসীন হইয়া সাধকগণ সাধনা করিয়া থাকেন। একপাদমথৈকস্মিন্ বিন্যস্তেদূরু-সংস্থিতম্। ইতরস্মিন্ তথা পশ্চাদ্ বীরাসনমিদং বিদুঃ।—(ঘেরণ্ডসংহিতা)। পূজাদির সঙ্কল্প 'বীরাসনে' বসিয়া করিতে হয়। বাম উরুর উপর দক্ষিণ জঙ্ঘা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অবস্থিতির নাম—'বীরাসন' ॥২৮৫॥

সব নবদ্বীপে—নবদ্বীপের সকল-স্থানে অর্থাৎ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপে।

শ্রীগৌরসুন্দর কেবল বিশ্বেশ্বর নহেন। তিনি বৈকুণ্ঠেরও ঈশ্বর অর্থাৎ মায়িক বিশ্ব ও মায়াতীত বৈকুণ্ঠ, উভয়েরই প্রভু॥

শ্বেতদ্বীপ—শ্রীগৌরবিচরণ-লীলা-ক্ষেত্রই যে 'নবদ্বীপ' বা 'শ্বেতদ্বীপ' এই প্রতীতি আধ্যক্ষিক মানবজ্ঞানে নিরস্ত

বৈকুণ্ঠ শব্দ চতুর্দ্দশ ভুবন, বিরজা, ব্রহ্মলোক ও ব্রহ্মাণ্ডের কর্ণপটহ ভেদ-পূর্ব্বক একায়ন-পদ্ধতিতে অবস্থানকারী—

হেন-মহারঙ্গে প্রতি-নগরে নগর।
কীর্ত্তন করেন সর্ব্ব লোকের ঈশ্বর ॥২৯৪॥
অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনি সর্ব্বলোকে করে।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ধ্বনি যায় বৈকুণ্ঠেরে ॥২৯৫॥

বৈকুণ্ঠধ্বনি-শ্রবণে বৈকুণ্ঠ-নাথের উল্লাস—

শুনিয়া বৈকুণ্ঠ-নাথ শ্রীগৌর-সুন্দর।
উল্লাসে উঠয়ে প্রভু আকাশ-উপর ॥২৯৬॥
মত্তসিংহ জিনি কত তরঙ্গ প্রভুর।
দেখিতে সবার হর্ষ বাড়য়ে প্রচুর ॥২৯৭॥

মহাপ্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তনের পথ—

গঙ্গা-তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌর-রায় ॥২৯৮॥
'আপনার ঘাটে' আগে বহু নৃত্য করি'।
তবে 'মাধায়ের ঘাটে' গেলা গৌরহরি ॥২৯৯॥
'বারকোনা-ঘাটে', 'নগরিয়া-ঘাটে' গিয়া।
'গঙ্গার নগর' দিয়া গেলা 'সিমুলিয়া' ॥৩০০॥

অসংখ্য দীপালোকে লোকের দিবারাত্রি-নির্ণয়ে ভ্রান্তি—

লক্ষ কোটি মহাদীপ চতুর্দ্দিকে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চতুর্দ্দিকে 'হরি' বলে ॥৩০১॥
চন্দ্রের আলোকে অতি অপূর্ব্ব দেখিতে।
দিবা নিশি একো কেহো নারে নিশ্চয়িতে ॥৩০২॥

সর্ব্বদ্বারে মঙ্গলাচার ও দেবগণের পুষ্পবৃষ্টি—

সকল দুয়ার শোভা করে সুমঙ্গলে।
রম্ভা, পূর্ণ-ঘট, আম্রসার, দীপ জ্বলে ॥৩০৩॥
অন্তরীক্ষে থাকি' যত স্বর্গদেব-গণ।
চম্পক মল্লিকা পুষ্প করে বরিষণ ॥৩০৪॥

হইয়া বাস্তবজ্ঞানে উদিত হয়। আধ্যক্ষিকগণ ভোগময়ী ধারণার বশে ধামের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না কিন্তু যে-কালে তাঁহাদের ধামের স্বরূপ বোধ হয়, সে-কালে তাঁহারা জানিতে পারেন যে পশুপক্ষিমানবাদির ভোগ্যভূমি 'শ্রীধাম' নহেন।

'বেদ' শব্দের অর্থ চারি। শ্রীনবদ্বীপ যে কেবল জড় ভূমিকা নহেন, তাহা পাঞ্চরাত্রিক চতুর্ব্যূহ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত। একপাদবিভূতিতে যে দৃশ্য জগৎ, তাহা ত্রিপাদবিভূতিবর্জ্জিত হওয়ায় চতুষ্পাদবিভূতির সহিত সমধারণা-বিশিষ্ট নহে। পঞ্চতত্ত্ববিচারে যে সকল ধর্ম্ম, উহারই চারিপ্রকার প্রকাশ ব্যূহতত্ত্বে অবস্থিত। আবার, পুরুষাবতারত্রয় তুরীয় বস্তু হইতে বিভিন্ন সাগরে পরিদৃষ্ট হইলে চতুর্ব্বিধ প্রকাশের জ্ঞানলাভ হয়। এই পুরুষাবতার-তত্ত্বের অভিজ্ঞানেই বৈকুণ্ঠ-গোলক-শ্বেতদ্বীপের ধারণা লাভ ঘটে। ভগবৎপ্রাকট্যের ৪০০ বৎসর বা ৪০৪ বৎসর অথবা ৪৪৪ বৎসর পরে শ্রীনবদ্বীপ-ধামের শ্বেতদ্বীপত্ব ধারণা জৈবজ্ঞানে প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ২৯০ ॥

বিংশতি পদগীত—"নাচে বিশ্বম্ভর" হইতে আরম্ভ করিয়া "মাঝে শোভে দ্বিজরাজ" পর্য্যন্ত বিশটি গীত ॥২৯২॥

বদ্ধজীবের কর্ণপটহে যে সকল শব্দ ধ্বনিত হয় তাহার বিচার চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তর্গত রাজ্যে অবস্থিত। বৈকুণ্ঠশব্দ এই চতুর্দ্দশ ভুবন, বিরজা ও ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের কর্ণপটহ ভেদনপূর্ব্বক একায়ন-পদ্ধতিতে অবস্থান করে ॥ ২৯৫ ॥

শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠে কতিপয় ভক্তের অন্তরে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-কালীয় গঙ্গাখাত অবস্থিত ছিল। এক্ষণে সেই খাতের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই খাত ধরিয়া পশ্চিমোত্তরে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। সেই পথে মহাপ্রভু কীর্ত্তন-বাণী লইয়া চলিতে লাগিলেন ॥ ২৯৮ ॥

নিজগৃহ হইতে দক্ষিণাভিমুখে কিয়দ্দূর গেলেই প্রভুর 'বাড়ীর ঘাট' পাওয়া যাইত। সেখান হইতে কএক রশি দূরে 'মাধাইর ঘাট' ছিল ॥ ২৯৯ ॥

'মাধাইর ঘাট' অতিক্রম করিয়া 'বারকোণা-ঘাট' অবস্থিত ছিল। তাহার পরই নগর-বাসিগণের প্রশস্ত ঘাট ছিল। তাহার পরেই 'গঙ্গানগর'-পল্লী। কিছু-দিন পূর্ব্বে গঙ্গানগরের অধিষ্ঠান বর্ত্তমান 'ভারুইডাঙ্গা' পল্লীর সন্নিহিত স্থানে ছিল। গঙ্গানগর হইতে উত্তরপূর্ব্ব

বসুমতীর জিহ্বা-সহ পুষ্পের তুলনা—

পুষ্পবৃষ্টি হৈল নবদ্বীপ-বসুমতী।
পুষ্প-রূপে জিহ্বার সে করিল উন্নতি ॥৩০৫॥
সুকুমার-পদাম্বুজ প্রভুর জানিয়া।
জিহ্বা প্রকাশিলা দেবী পুষ্প-রূপ হঞা ॥৩০৬॥

সভক্ত গৌরচন্দ্রের নৃত্যে নগরবাসীর উল্লাসে বিবিধ ক্রিয়া ও উক্তি—

আগে নাচে শ্রীবাস, অদ্বৈত, হরিদাস।
পাছে নাচে গৌরচন্দ্র সকল-প্রকাশ ॥৩০৭॥
যে-নগরে প্রবেশ করয়ে গৌর-রায়।
গৃহ-বৃত্তি পরিহরি' সর্ব্ব লোক-ধায় ॥৩০৮॥
দেখিয়া সে চাঁদমুখ জগত-জীবন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়য়ে সর্ব্ব জন ॥৩০৯॥
নারীগণ হুলাহুলি দিয়া বলে 'হরি'।
স্বামী, পুত্র, গৃহ, বিত্ত, সকল পাসরি' ॥৩১০॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ নগরিয়া নদীয়ার।
কৃষ্ণ-রসে-উন্মাদ হইল সবাকার ॥৩১১॥
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ বলে 'হরি'।
কেহ গড়াগড়ি যায় আপনা' পাসরি' ॥৩১২॥
কেহ কেহ নানামত বাদ্য বা'য় মুখে।
কেহ কা'রো কান্ধে উঠে পরানন্দ-সুখে ॥৩১৩॥
কেহ কা'রো চরণ ধরিয়া পড়ি' কান্দে।
কেহ কা'রো চরণ আপন কেশে বান্ধে ॥৩১৪॥
কেহ দণ্ডবৎ হয় কাহারো চরণে।
কেহ কোলাকোলী বা করয়ে কারো সনে ॥৩১৫॥
কেহ বলে,—"মুঞি এই নিমাই পণ্ডিত।
জগত-উদ্ধার লাগি' হইনু বিদিত ॥" ৩১৬॥
কেহ বলে,—"আমি শ্বেতদ্বীপের বৈষ্ণব।"
কেহ বলে,—"আমি বৈকুণ্ঠের পারিষদ ॥" ৩১৭॥
কেহ বলে,—"এবে কাজি বেটা গেল কোথা।
লাগালি পাইলে আজি চূর্ণ করোঁ মাথা ॥" ৩১৮॥
পাষণ্ডী ধরিতে কেহ রড় দিয়া যায়।
"ধর ধর এই পাপ পাষণ্ডী পলায় ॥" ৩১৯॥
বৃক্ষের উপরে গিয়া কেহ কেহ চড়ে।
সুখে পুনঃ পুনঃ গিয়া লাফ দিয়া পড়ে ॥৩২০॥
পাষণ্ডীরে ক্রোধ করি' কেহ ভাঙ্গে ডাল।
কেহ বলে,—"এই মুঞি পাষণ্ডীর কাল ॥" ৩২১॥
অলৌকিক শব্দ কেহ উচ্চ করি' বলে।
যম রাজা বান্ধিয়া আনিতে কেহ চলে ॥৩২২॥
সেই খানে থাকি বলে,—"আরে যমদূত!
বল গিয়া যথা আছে তোর সূর্য্য-সুত ॥" ৩২৩॥
বৈকুণ্ঠ-নায়ক অবতরি' শচী-ঘরে।
আপনি কীর্ত্তন করে নগরে নগরে ॥৩২৪॥
যে-নাম-প্রভাবে তোর ধর্ম্মরাজ-যম।
যে-নামে তরিল অজামিল বিপ্রাধম ॥৩২৫॥
হেন নাম সর্ব্ব মুখে প্রভু বোলাইলা।
উচ্চারণে শক্তি নাহি সে তাহা শুনিলা ॥৩২৬॥
প্রাণী-মাত্র কারে যদি করে অধিকার।
মোর দোষ নাহি তবে করিব সংহার ॥৩২৭॥
ঝাট কহ গিয়া যথা আছে চিত্রগুপ্ত।
পাপীর লিখন সব ঝাট কর' লুপ্ত ॥৩২৮॥

কোণে অর্দ্ধ ক্রোশের মধ্যেই প্রাচীন 'সিমুলিয়া'-গ্রাম ছিল। বর্ত্তমান 'ছাড়ি গঙ্গার' খাত, যাহাকে—'গুড্ গুড়ে' বলে, সে স্থানে গঙ্গা প্রবাহিত হওয়ায় ঐ 'সিমুলিয়া'-গ্রামের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া যায়, এবং তাহ[illegible]প্রতি 'কৃষ্ণনগর,' 'চরকাষ্ঠশালী', 'তারণবাস', 'কড়িয়াটি' প্রভৃতি নামে সময় সময় কথিত হইত। এক্ষণে 'খালুসেপাড়া'-নামক-স্থানে একটি বটবৃক্ষের তলে সিমন্তিনী দেবীর স্থান হইয়াছে। প্রভুর সময়ে 'সিমুলিয়া' এস্থান হইতে কএক সহস্র হস্ত দূরে অবস্থিত ছিল ॥ ৩০০ ॥

বসুমতীর জিহ্বা পুষ্পের সহিত তুলনা হইয়াছে। দেবী বসুমতী পুষ্পরূপিণী নিজ জিহ্বা প্রকাশ করিলেন। তদুপরি অর্থাৎ পুষ্পাস্তরণে গৌরসুন্দরের সুকোমল পাদ-পদ্ম বিচরণ করিবার জন্য পথগুলি পুষ্পশোভিত হইল ॥ ৩০৬ ॥

হরি-নাম প্রভাবেই যমের 'ধর্ম্মরাজ'-সংজ্ঞা। বিপ্রাপসদ অজামিল নামাভাস-প্রভাবেই যমরাজের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন অর্থাৎ যমরাজ অজামিলের নামাভাস-গ্রহণ-হেতুই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ॥ ৩২৫ ॥

যে-নাম প্রভাবে তীর্থ-রাজ বারাণসী।
যাহা গায় শুদ্ধ-সত্ত্ব শ্বেতদ্বীপ-বাসী ॥৩২৯॥
সর্ব্ব-বন্দ্য মহেশ্বর যে-নাম-প্রভাবে।
হেন নাম সর্ব্বলোকে শুনে, বলে এবে ॥৩৩০॥
"হেন নাম লও, ছাড়, সর্ব্ব অপকার।
ভজ' বিশ্বম্ভর, নহে করিমু সংহার ॥" ৩৩১॥
আর জন সব দিশে রড় দিয়া যায়।
"ধর ধর কোথা কাজি ভাগিয়া পলায় ॥৩৩২॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন যে যে পাপী নাহি মানে'।
কোথা গেল সে-সকল পাষণ্ডী এখনে ॥" ৩৩৩॥
মাটিতে কিলায় কেহ 'পাষণ্ডী' বলিয়া।
'হরি' বলি' বুলে পুনঃ হুঙ্কার করিয়া ॥৩৩৪॥
এই মত কৃষ্ণের উন্মাদে সর্ব্বক্ষণ।
কিবা বলে, কিবা করে, নাহিক স্মরণ ॥৩৩৫॥

নগরিয়াগণের কৃষ্ণোন্মাদ-দর্শনে পাষণ্ডগণের গাত্রদাহ—

নগরিয়া-সকলের উন্মাদ দেখিয়া।
মরয়ে পাষণ্ডী সব জ্বলিয়া-পুড়িয়া ॥৩৩৬॥
সকল পাষণ্ডী মেলি' গণে' মনে মনে।
"গোসাঞি করেন কাজি আইসে এখনে ॥৩৩৭॥
কোথা যায় রঙ্গ ঢঙ্গ, কোথা যায় ডাক।
কোথা যায় নাট গীত, কোথা যায় জাঁক ॥৩৩৮॥
কোথা যায় কলা-পোঁতা, ঘট আম্রসার।
এ সকল বচনের শোধি তবে ধার ॥৩৩৯॥
যত দেখ মহাতাপ দেউটি সকল।
যত দেখ হের সব ভাবক-মণ্ডল ॥৩৪০॥
গণ্ডগোল শুনিয়া আইসে কাজি যবে।
সবার গলায় ঝাঁপ দেখিবাও তবে ॥" ৩৪১॥
কেহ বলে,—"মুঞি তবে নিকটে থাকিয়া।
নগরিয়া-সব দেও গলায় বান্ধিয়া ॥" ৩৪২॥
কেহ বলে,—"চল যাই কাজিরে কহিতে।"
কেহ বলে,—"যুক্তি নহে এমন করিতে ॥" ৩৪৩॥
কেহ বলে,—"ভাই সব, এক যুক্তি আছে।
সবে রড় দিয়া যাই ভাবকের কাছে ॥৩৪৪॥
'আইসে করিয়া কাজি' বচন তোলাই।
তবে এক জনাও না রহিব তা'র ঠাঞি ॥" ৩৪৫॥
এই মত পাষণ্ডী আপনা' খায় মনে।
চৈতন্যের গণ মত্ত শ্রীহরি কীর্ত্তনে ॥৩৪৬॥

শ্রীচৈতন্যভক্তগণের অঙ্গশোভা—

সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন-মালা।
আনন্দে গায়েন 'কৃষ্ণ' সবে হই' ভোলা ॥৩৪৭॥

তাৎকালিক সিমুলিয়ার অবস্থান—

নদীয়ার একান্তে নগর 'সিমুলিয়া'।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া ॥৩৪৮॥

ভক্তমুখে হরিকীর্ত্তন-শ্রবণে প্রভুর সাত্ত্বিক বিকার—

অনন্ত অর্ব্বুদ মুখে হরি-ধ্বনি শুনি'।
হুঙ্কার করিয়া নাচে দ্বিজ-কুল-মণি ॥৩৪৯॥
সে কমল-নয়নে বা কত আছে জল।
কতেক বা ধারা বহে পরম নির্ম্মল ॥৩৫০॥
কম্প-ভাবে উঠে পড়ে অন্তরীক্ষ হৈতে।
কান্দে নিত্যানন্দ প্রভু না পারে ধরিতে ॥৩৫১॥

যমের সংখ্যা—চতুর্দ্দশ; তন্মধ্যে চিত্রগুপ্ত অন্যতম; তিনি মানবের পাপ-পুণ্যাদির হিসাব লিখিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তি নাম-গ্রহণকালে উন্মত্ত হইয়া বলিতেছেন যে, চিত্রগুপ্ত যাঁর পাপ-পরায়ণ মানবগণের সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সমস্তই সম্প্রতি নাম-গ্রহণ-প্রভাবে মুছিয়া ফেলুন ॥ ৩২৮ ॥

পঞ্চবদন-মহাদেব বারাণসীতে অবস্থান করিয়া ভগবন্নাম গ্রহণ করেন; তজ্জন্যই বারাণসী প্রধান তীর্থরাজ অর্থাৎ প্রধান সারস্বত-ক্ষেত্র। শ্বেতদ্বীপবাসী শুদ্ধসত্ত্ব-ভগবৎপার্ষদ-নিচয় মিশ্রগুণ হইতে সুদূরে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীনাম-প্রভাব গান করিয়া থাকেন ॥ ৩২৯ ॥

মহাদেব—সকলদেবতার বন্দ্য; তিনি যে নামগান করেন, তাহা তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াই দেব-মনুষ্যাদি গান করিয়া থাকেন। বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় সেই আদিপুরুষ রুদ্র হইতে খৃষ্টজন্মের ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে মাদুরা প্রদেশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারই ধারায়

শেষে বা যে হয় মূর্চ্ছা আনন্দ-সহিত।
প্রহরেকো ধাতু নাহি, সবে চমকিত ॥৩৫২॥

প্রভুর অপূর্ব্ব ভাবাবেশ-দর্শনে বিবিধজনের বিবিধ উক্তি—

এই মত অপূর্ব্ব দেখিয়া সর্ব্ব জন।
সবেই বলেন,—"এ পুরুষ—নারায়ণ ॥" ৩৫৩॥
কেহ বলে,—"নারদ প্রহ্লাদ শুক যেন।"
কেহ বলে,—"যে-সে হউ, মনুষ্য নহেন ॥" ৩৫৪॥
এই মত বলে যেন যা'র অনুভব।
অত্যন্ত তার্কিক বলে,—"পরম বৈষ্ণব ॥" ৩৫৫॥
বাহ্য নাহি প্রভুর পরম-ভক্তি-রসে।
বাহু তুলি 'হরি-বোল হরি-বোল' ঘোষে' ॥৩৫৬॥
শ্রীমুখের বচন শুনিয়া একেবারে।
সর্ব্ব লোকে 'হরি হরি' বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥৩৫৭॥

প্রভুর কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর—

গৌরাঙ্গ-সুন্দর যায় যে-দিগে নাচিয়া।
সেই দিগে সর্ব্ব লোক চলয়ে ধাইয়া ॥৩৫৮॥
কাজির বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্য কোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর ॥৩৫৯॥

বাদ্য-কোলাহল-শ্রবণে কাজীর তদ্‌বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ অনুচর-প্রেরণ—

কাজি বলে,—"শুন' ভাই কি গীত-বাদন!
কিবা কা'র বিভা, কিবা ভূতের কীর্ত্তন ॥৩৬০॥
মোর বোল লঙ্ঘিয়া কে করে হিন্দুয়ানি।
ঝাট জানি' আও, তবে চলিব আপনি ॥" ৩৬১॥
কাজির আদেশে তবে অনুচর ধায়।
সংঘট্ট দেখিয়া আপনার শাস্ত্র গায় ॥৩৬২॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোকে বলে,—"কাজি মার।"
ডরে পলাইল তবে কাজির [illegible]র ॥৩৬৩॥

অনুচর-কর্ত্তৃক কাজী-সমীপে প্রভুর আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন—

রড় দিয়া কাজিরে কহিল ঝাট গিয়া।
"কি কর, চলহ ঝাট যাই পলাইয়া ॥৩৬৪॥
কোটি কোটি লোক সঙ্গে নিমাই-আচার্য্য।
সাজিয়া আইসে আজি কিবা করে কার্য্য ॥৩৬৫॥
লাখে লাখে মহাতাপ দীপ সব জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক মেলি' হিন্দুয়ানি বলে ॥৩৬৬॥
দুয়ারে দুয়ারে কলা ঘট আম্রসার।
পুষ্পময় পথ সব দেখি নদীয়ার ॥৩৬৭॥
না জানি কতেক খই কড়ি ফুল পড়ে।
বাজন শুনিতে দুই শ্রবণ উপাড়ে ॥৩৬৮॥
হেন মত নদীয়ার নগরে নগরে।
রাজা আসিতেও কেহ এমন না করে ॥৩৬৯॥
সব ভাবকের বড় নিমাই পণ্ডিত।
সবে চলে, সে নাচিয়া যায় যেই ভিত ॥৩৭০॥
যে সকল নগরিয়া মারিল আমরা।
'আজি কাজি মার' বলি' আইসে তাহারা ॥৩৭১॥
একো যে হুঙ্কার করে নিমাই-আচার্য্য।
সেই সে হিন্দুর ভূত, এ তাহার কার্য্য!!" ৩৭২॥
কেহ বলে,—"এ বামনা এত কান্দে কেন!
বামনের দুই চক্ষে নদী বহে যেন ॥" ৩৭৩॥
কেহ বলে,—"বামনের কে আছে কোথায়!
সেই দুঃখে কাঁদে হেন বুঝি যে সদায় ॥" ৩৭৪॥
কেহ বলে,—"বামন দেখিতে লাগে ভয়।
গিলিতে আইসে যেন দেখি কম্প হয় ॥" ৩৭৫॥

বাদ্য-কোলাহল-শ্রবণে কাজীর নিমাইএর বিবাহার্থ যাত্রা বলিয়া ধারণা—

কাজি বলে,—"হেন বুঝি নিমাই পণ্ডিত।
বিহা করিবারে বা চলিলা কোন ভিত ॥৩৭৬॥

'নামকৌমুদী'-লেখক শ্রীলক্ষ্মীধর ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীধর-স্বামিপাদ শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার-পরা বচনার দ্বারা শ্রীনামের প্রভাব বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীনামকৌমুদী' প্রভৃতি গ্রন্থের বহুমানন করিয়াছেন। 'প্রেমাকর' প্রভৃতির বংশধরগণ বল্লভাচার্য্যের কুলগুরু-সূত্রে শ্রীনামের অচিন্ত্য প্রভাব উপলব্ধি করেন নাই ॥ ৩৩০ ॥

সকলপ্রকার অপকার পরিহার-বাসনা করিলেই নামগ্রহণে প্রবৃত্তি হয়। জগৎপালনসূত্রে বিশ্বম্ভর

এবা নহে, মোরে লঙ্ঘি' হিন্দুয়ানি করে।
তবে জাতি নিমু আজি সবার নগরে॥" ৩৭৭॥
এইমত যুক্তি কাজী করে সর্ব্ব-গণে।
মহাবাদ্য কোলাহল শুনি ততক্ষণে॥৩৭৮॥

প্রভুর কাজীনগরে আগমন ও কোটীকণ্ঠে হরিধ্বনি-শ্রবণে যবনগণের ভীতি—

সর্ব্ব লোকচূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইলা নাচিয়া যথা কাজির নগর॥৩৭৯॥
কোটি কোটি হরিধ্বনি মহা-কোলাহল।
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালাদি পূরিল সকল॥৩৮০॥
শুনিয়া কম্পিত কাজি গণ-সহে ধায়।
সর্প-ভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়॥৩৮১॥
পূরিল সকল স্থান বিশ্বম্ভর-গণে।
ভয়ে পলাইতে কেহ দিগ্ নাহি জানে॥৩৮২॥
মাথার ফেলিয়া পাগ কেহ সেই মেলে।
অলক্ষিতে নাচয়ে, অন্তরে প্রাণ হালে॥৩৮৩॥
যা'র দাড়ি আছে সেই হঞা অধোমুখ।
লাজে মাথা নাহি তোলে, ডরে হালে বুক॥৩৮৪॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক কে বা কা'রে চিনে।
আপনার দেহ-মাত্র কেহ নাহি জানে॥৩৮৫॥
সবেই নাচেন, সবে গায়েন কৌতুকে।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া 'হরি' বলে সর্ব্ব লোকে॥৩৮৬॥

কাজীদ্বারে প্রভুর আগমন ও কাজী-নির্য্যাতনার্থ আদেশ—

আসিয়া কাজির দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর॥৩৮৭॥
ক্রোধে বলে প্রভু "আরে কাজি বেটা কোথা।
ঝাট আন' ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা॥৩৮৮॥
নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন।
পূর্ব্বে যেন বধ কৈলুঁ সে কাল যবন॥৩৮৯॥
প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।
ঘর ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, প্রভু বলে বার বার॥৩৯০॥
সর্ব্ব-ভূত অন্তর্যামী শ্রীশচী-নন্দন।
আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক হেন আছে কোন্ জন॥৩৯১॥

প্রভু-আদেশে সকলে কাজীর গৃহের দ্বারে নানারূপ অত্যাচার—

মহামত্ত সর্ব্ব লোক চৈতন্যের রসে।
ঘরে উঠিলেন সবে প্রভুর আদেশে॥৩৯২॥
কেহ ঘর ভাঙ্গে, কেহ ভাঙ্গেন দুয়ার।
কেহ লাথি মারে, কেহ করয়ে হুঙ্কার॥৩৯৩॥
আম্র পনসের ডাল ভাঙ্গি' কেহ ফেলে।
কেহ কদলীর বন ভাঙ্গি' 'হরি' বলে॥৩৯৪॥
পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া।
উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া॥৩৯৫॥

গৌরসুন্দর নামদান করিয়া জগৎকে পালন করিয়াছেন। যাহারা নামভজন-বিদ্বেষী, তাহাদের কুবিচার-প্রণালী শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় সেবক ধর্ম্মরাজ সুষ্ঠুভাবে বিনাশ-করিতে অগ্রসর হন॥ ৩৩১॥

ভাণ্ডিয়া—ফাঁকি দিয়া॥ ৩৩২॥

ভগবদ্বিমুখতা প্রবল হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ ঔষধ-গ্রহণে পাপিগণের পরাঙ্মুখতা থাকে। কীর্ত্তন-বিরোধী জনগণ ভগবদিতর দেবগণকে সমপর্য্যায়ে গণনা করে বলিয়া উঁহাদের 'পাষণ্ডী'-সংজ্ঞা। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সহিত ইতর-দেবগণের নামোচ্চারণ সমপর্য্যায়ে গণনা করাই পাষণ্ডীর স্বভাব।

কৃষ্ণনাম—বৈকুণ্ঠনাম; অন্যদেবগণ—মায়িক, তাহাদের নাম—নামী দেবগণের সহিত ভেদধর্ম্মযুক্ত; সুতরাং 'কৃষ্ণ' ও 'দেব-বাচক কৃষ্ণেতর নামের সামঞ্জস্য করিবার প্রয়াস দশবিধ নামাপরাধের অন্যতম॥ ৩৩৩॥

নাম-ভজন-প্রণালী ও নাম-কীর্ত্তনের বিরোধ-ভাব-পোষক পাষণ্ডিগণ সর্ব্বদা জলিয়া পুড়িয়া ক্লিষ্ট থাকে এবং দশপ্রকার মৃত্যুর কোন না কোন প্রকার মৃত্যু আবাহন করে। তাহারা ঈর্ষান্বিত হইয়া স্বীয় গাত্রদাহ-নিবারণের জন্য ভগবদ্ভক্তের বিদ্বেষ করিয়া থাকে॥ ৩৩৬॥

দেউটী—[হি-দিয়ট্, ডিয়ট—দীপ-পাত্র] প্রদীপ॥৩৪০॥ 'গঙ্গানগর' হইতে উত্তর-পূর্ব্বদিকে অর্দ্ধক্রোশ আসিলে

পুষ্পের সহিত ডাল ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া।
'হরি' বলি নাচে সব শ্রুতি-মূলে দিয়া ॥৩৯৬॥
একটি করিয়া পত্র সর্ব্ব লোকে নিতে।
কিছু না রহিল আর কাজির বাড়ীতে ॥৩৯৭॥

কাজীগৃহে অগ্নি-প্রদানার্থ প্রভুর আদেশ ও ভক্তগণের গলবস্ত্রে প্রভুর ক্রোধশান্তির নিমিত্ত প্রার্থনা—

ভাঙ্গিলেন যত সব বাহিরের ঘর।
প্রভু বলে,—"অগ্নি দেহ বাড়ির ভিতর ॥৩৯৮॥
পুড়িয়া মরুক সব-গণের সহিতে।
সর্ব্ব বাড়ী বেড়ি' অগ্নি দেহ' চারি ভিতে ॥৩৯৯॥
দেখোঁ মোরে কি করে উহার নর-পতি।
দেখোঁ আজি কোন্ জনে করে অব্যাহতি ॥৪০০॥
যম, কাল, মৃত্যু—মোর সেবকের দাস।
মোর দৃষ্টি-পাতে হয় সবার প্রকাশ ॥৪০১॥
সংকীর্ত্তন-আরম্ভে মোহোর অবতার।
কীর্ত্তন-বিরোধী পাপী করিমু সংহার ॥৪০২॥
সর্ব্ব পাতকীও যদি করয়ে কীর্ত্তন।
অবশ্য তাহারে মুঞি করিমু স্মরণ ॥৪০৩॥
তপস্বী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী, যোগী যে-যে জন।
সংহারিমু যদি সব না করে কীর্ত্তন ॥৪০৪॥
অগ্নি দেহ' ঘরে সব না করিহ ভয়।
আজি সব যবনের করিমু প্রলয় ॥" ৪০৫॥
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ সর্ব্ব ভক্ত-গণ।
গলায় বাঁধিয়া বস্ত্র পড়িলা তখন ॥৪০৬॥
উর্দ্ধবাহু করিয়া সকল ভক্তগণ।
প্রভুর চরণে ধরি' করে নিবেদন ॥৪০৭॥
"তোমার প্রধান অংশ প্রভু-সঙ্কর্ষণ।
তাঁহার অকালে ক্রোধ না হয় কখন ॥৪০৮॥
যে-কালে হইবে সর্ব্ব সৃষ্টির সংহার।
সঙ্কর্ষণ ক্রোধে হন রুদ্র-অবতার ॥৪০৯॥
যে রুদ্র সকল সৃষ্টি ক্ষণেকে সংহারে।
শেষে তিহোঁ আসি মিলে তোমার শরীরে ॥৪১০॥
অংশাংশের ক্রোধে যাঁ'র সকল সংহারে।
সে তুমি করিলে ক্রোধ কোন্ জনে তরে ॥৪১১॥
'অক্রোধ পরমানন্দ তুমি' বেদে গায়।
বেদ-বাক্য প্রভু ঘুচাইতে না যুয়ায় ॥৪১২॥
ব্রহ্মাদিও তোমার ক্রোধের নহে পাত্র।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তোমার লীলা-মাত্র ॥৪১৩॥
করিলাতো কাজির অনেক অপমান।
আর যদি ঘটে' তবে সংহারিহ প্রাণ ॥" ৪১৪॥
"জয় বিশ্বম্ভর মহারাজ রাজেশ্বর।
জয় সর্ব্বলোক-নাথ শ্রীগৌর-সুন্দর ॥৪১৫॥
জয় জয় অনন্ত-শয়ন রমা-কান্ত।"
বাহু তুলি' স্তুতি করে সকল মহান্ত ॥৪১৬॥

ভক্তবাক্যে প্রভুর কোপ-শান্তি ও অন্যত্র বিজয়—

হাসে' মহাপ্রভু সর্ব্ব দাসের বচনে।
'হরি' বলি নৃত্য-রসে চলিলা তখনে ॥৪১৭॥

যে 'সিমুলিয়া' নগর অবস্থিত ছিল, তাহা নদীয়া-নগরের এক প্রান্তে ॥ ৩৪৮ ॥

'সিমুলিয়া' গ্রাম হইতে বর্ত্তমান 'বামুনপুকুর'-গ্রামে আসিবার পথ: সেখানে প্রাচীন কাজীবাড়ী ছিল; উহা এখনও আছে ॥ ৩৫৯ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তন-বাদ্[illegible]শব্দ শুনিয়া কাজী তাহা অনুসন্ধান করিতে লোক পাঠাইলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল,—ঐ প্রকার কোলাহল কোন বিবাহাদির বাদ্য বা কোন আমোদ-প্রমোদের গোলমাল। তিনি বলিলেন, "আমি হিন্দুগণের কীর্ত্তন বন্ধ করিবার আদেশ করিয়াছি; আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যদি কোন 'হিন্দুয়ানি'-কীর্ত্তন হইতে থাকে, তবে উহার সংবাদ পাইবামাত্র আমি স্বয়ং গিয়া উহা বন্ধ করিব ॥" ৩৬১ ॥

বিহা—বিবাহ ॥ ৩৭৬ ॥

সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক মহাপ্রভু কীর্ত্তনবিরোধী নির্জ্জনতা-প্রিয় ধ্যানিদিগকে 'পাপী' জানিয়া সংহার করিবেন, বলিলেন। সকলপ্রকার পাপ-পরায়ণ জীব যদি কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাহারাও ভগবৎস্মৃতিপথে আসিবে। কীর্ত্তনবিরোধী তপস্যা-নিরত ত্যক্তভোগ যতি মুমুক্ষু জ্ঞানী, ভগবৎসান্নিধ্য লাভেচ্ছু যোগী—যদিও স্বজনসমাজে 'ধার্ম্মিক

কাজিরে করিয়া দণ্ড সর্ব্ব-লোক-রায়।
সংকীর্ত্তন-রসে সর্ব্ব-গণে নাচি' যায় ॥৪১৮॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
'রাম কৃষ্ণ জয়-ধ্বনি গোবিন্দ গোপাল ॥' ৪১৯॥
কাজির ভাঙ্গিয়া ঘর সর্ব্ব-নগরিয়া।
মহানন্দে 'হরি' বলি' যায়েন নাচিয়া ॥৪২০॥
পাষণ্ডীর হইল পরম চিত্তভঙ্গ।
পাষণ্ডী বিষাদ ভাবে, বৈষ্ণবের রঙ্গ ॥৪২১॥
"জয় কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারি বনমালী।"
গায় সব নগরিয়া দিয়া হাতে তালি ॥৪২২॥
জয়-কোলাহল প্রতি-নগরে-নগরে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ-সাগরে ॥৪২৩॥
কে বা কোন্ দিগে নাচে, কে বা গায়, বা'য়।
হেন নাহি জানি কে বা কোন্ দিগে ধায় ॥৪২৪॥
আগে নৃত্য করিয়া চলয়ে ভক্তগণ।
শেষে চলে মহাপ্রভু শ্রীশচী-নন্দন ॥৪২৫॥
কীর্ত্তনীয়া—ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত আপনি।
নৃত্য করে প্রভু বৈষ্ণবের চূড়ামণি ॥৪২৬॥
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে।
সেই প্রভু কহিয়াছে কৃপায় আপনে ॥৪২৭॥

প্রভুর শঙ্খবণিক্-নগরে প্রবেশ ও ঘরে ঘরে আনন্দ-কোলাহল—

অনন্ত অর্ব্বুদ লোক সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা শঙ্খ-বণিক-নগর ॥৪২৮॥
শঙ্খ-বণিকের পুরে উঠিল আনন্দ।
'হরি' বলি' বাজায় মৃদঙ্গ, ঘণ্টা, শঙ্খ ॥৪২৯॥
পুষ্প-ময় পথে নাচি' চলে বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে জ্বলে দীপ পরম সুন্দর ॥৪৩০॥
সে চন্দ্রের শোভা কিবা কহিবারে পারি।
যাহাতে কীর্ত্তন করে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥৪৩১॥
প্রতি দ্বারে পূর্ণকুম্ভ রম্ভা আম্রসার।
নারী-গণে 'হরি' বলি দেয় জয়কার ॥৪৩২॥

প্রভুর তন্তুবায়-পল্লীতে-প্রবেশ ও তথায় মঙ্গলধ্বনি—

এই মত সকল নগরে শোভা করে।
আইলা ঠাকুর তন্তুবায়ের নগরে ॥৪৩৩॥
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি জয়-কোলাহল।
তন্তুবায়-সব হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥৪৩৪॥
নাচে সব-নগরিয়া দিয়া কর-তালি।
"হরি বল মুকুন্দ গোপাল বনমালী ॥" ৪৩৫॥

প্রভুর শ্রীধরগৃহে গমন ও জীর্ণ লৌহপাত্রে জলপান—

সর্ব্ব-মুখে 'হরি' নাম 'শুনি' প্রভু হাসে।
নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে ॥৪৩৬॥
ভাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের বাস।
উত্তরিলা গিয়া প্রভু তাঁহার আবাস ॥৪৩৭॥
সবে এক লৌহ-পাত্র আছয়ে দুয়ারে।
কত ঠাঁই তালি, তাহা চোরেও না হরে' ॥৪৩৮॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর-অঙ্গনে।
জলপূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে ॥৪৩৯॥

সাধু' বলিয়া খ্যাত,—কিন্তু তাহারা যদি ভগবৎ-কীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরে না করে, তাহা হইলে মহাপ্রভু তাহাদিগকেও বিনাশ করিতে প্রস্তুত হইলেন। শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু সপ্তমস্কন্ধের (৫।২৩) প্রহ্লাদোক্তির টীকায় লিখিয়াছেন,—"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা।" কীর্ত্তন বাদ দিয়া অন্য কোন ভক্তি হইতে পারে না ॥৪০৪॥

বর্ত্তমান কালে আমরা যে বিশ্বে বাস করি, তথায় হরিকথার কোন কীর্ত্তন নাই, তজ্জন্য লোক-হিতৈষী বিশ্বম্ভর হরিকীর্ত্তন মুখেই সর্ব্ববিধ ভগবৎ-সেবা-বিধানের উপদেশ দিয়াছেন। নামকীর্ত্তনের দ্বারা বৈকুণ্ঠনাম-সেবা ব্যতীত যে সকল অনুষ্ঠান দেখা যায়, তাহা ভগবদ্বৈমুখ্যেরই পরিণতি মাত্র, উহাতে ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির উদ্দেশ্যে যাবতীয় অভিধেয় কখনও 'কেবলা-ভক্তি' শব্দ-বাচ্য নহে। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির অবিরোধে যে সকল সাধনের কথা হইতে পারে, সে সমস্তই কীর্ত্তনের অনুগামী হওয়া উচিত ॥৪০২-৪০৪॥

কাজীর কর্ত্তৃক কীর্ত্তন-বিরোধ দমন করিয়া ভগবান্ শ্রীগৌর-

ভক্তপ্রেম বুঝাইতে শ্রীশচী-নন্দন।
লৌহ-পাত্র তুলি' লইলেন তত-ক্ষণ ॥৪৪০॥
জল পিয়ে মহা-প্রভু সুখে আপনার।
কা'র্ শক্তি আছে তাহা 'নয়' করিবার ॥৪৪১॥

দরিদ্রতানিবন্ধন প্রভুর যথাযোগ্য সেবায় অসমর্থ হওয়ায় শ্রীধরের মূর্চ্ছা—

'মরিলুঁ মরিলুঁ' বলি' ডাকয়ে শ্রীধর।
"মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘর ॥" ৪৪২॥
বলিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা সুকৃতি শ্রীধর।
প্রভু বলে,—"শুদ্ধ মোর আজি কলেবর ॥৪৪৩॥

ভক্তগৃহে জলপানের ফল প্রভুর স্বমুখে কীর্ত্তন—

আজি মোর ভক্তি হৈল কৃষ্ণের চরণে।
শ্রীধরের জল পান করিলেঁা যখনে ॥৪৪৪॥
এখনে সে 'বিষ্ণু-ভক্তি' হইল আমার।"
কহিতে কহিতে পড়ে নয়নের ধার ॥৪৪৫॥
'বৈষ্ণবের জল-পানে বিষ্ণু-ভক্তি হয়।'
সবারে বুঝায় প্রভু গৌরাঙ্গ সদয় ॥৪৪৬॥

তথা হি (পদ্মপুরাণ আদি খণ্ড ৩১।১১২)।
প্রার্থয়েদ্বৈষ্ণবস্যান্নং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ।
সর্ব্ব-পাপবিশুদ্ধ্যর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ ॥৪৪৭॥

প্রভুর ভক্তবাৎসল্য-দর্শনে ভক্তগণের আনন্দ ক্রন্দন—

ভকত-বাৎসল্য দেখি' সর্ব্ব ভক্ত-গণ।
সবার উঠিল মহা-আনন্দ-ক্রন্দন ॥৪৪৮॥
নিত্যানন্দ গদাধর পড়িলা কান্দিয়া।
অদ্বৈত-শ্রীবাস কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ॥৪৪৯॥
কান্দে হরিদাস, গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর।
মুরারি, মুকুন্দ কান্দে, শ্রীচন্দ্রশেখর ॥৪৫০॥
গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ, শ্রীগর্ভ, শ্রীমান্।
কান্দে কাশীশ্বর, শ্রীজগদানন্দ, রাম ॥৪৫১॥
জগদীশ, গোপীনাথ কান্দেন নন্দন।
শুক্লাম্বর, গরুড়, কান্দয়ে সর্ব্ব জন ॥৪৫২॥
লক্ষ কোটি লোক কান্দে শিরে দিয়া হাত।
"কৃষ্ণ রে ঠাকুর মোর অনাথের নাথ ॥" ৪৫৩॥
কি হৈল বলিতে নারি শ্রীধরের বাসে।
সর্ব্ব-ভাবে প্রেমভক্তি হইল প্রকাশে ॥৪৫৪॥
'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে সর্ব্বজগত হরিষে।
সংকল্প হইল সিদ্ধি, গৌরচন্দ্রহাসে' ॥৪৫৫॥

জীর্ণ জলপাত্রে জলপান করিয়া প্রভু বৈষ্ণবকে অপ্রাকৃত বিচারে দর্শন করিতে শিক্ষাদান—

দেখ সব ভাই, এই ভক্তের মহিমা।
ভক্ত-বাৎসল্যের প্রভু করিলেন সীমা ॥৪৫৬॥
লৌহ-জলপাত্র, তাতে বাহিরের জল।
পরম-আদরে পান কৈলেন সকল ॥৪৫৭॥
পরমার্থে পান-ইচ্ছা হইল যখনে।
সুধামৃত ভক্ত-জল হইল তখনে ॥৪৫৮॥
'ভক্তি' বুঝাইতে সে এমত পাত্রে জল।
পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্ম্মল ॥৪৫৯॥

সুন্দর কীর্ত্তন-বাহিনী লইয়া নিকটস্থ 'শঙ্খবণিক্-নগরে' উপস্থিত হইলেন ॥৪২৮॥

'শঙ্খবণিক্-নগর' হইতে নগরের তন্তুবায়-পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্তুবায়-পল্লী এখনও বর্ত্তমান ॥৪৩৩॥

তন্তুবায়-পল্লী হইতে শ্রী[illegible]সুন্দর শ্রীধরের অঙ্গনে গেলেন ॥৪৩৬॥

শ্রীধরের জীর্ণ লৌহ-পাত্রে মহাপ্রভু পরমানন্দে জলপান করিলেন। দরিদ্র শ্রীধর গৌর-সুন্দরের অযাচিত সেবা গ্রহণ-দর্শনে স্বীয় দারিদ্র্যনিবন্ধন ভাগ্যের দোষারোপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"শ্রীগৌরসুন্দরের যোগ্য সম্ভাষণ আমা-দ্বারে হইল না, সুতরাং আমাকে মারিব জন্যই—হৃদয়ে দুঃখ দিবার জন্যই মহাপ্রভু বলপূর্ব্বক স্ফুটি লৌহ-পাত্রে জল পান করিলেন ॥" ৪৪০—৪৪২॥

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধরের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার স্ব জলপাত্রে জল পান করায় কৃষ্ণসেবা-বৃত্তি উন্মেষিত হই এতদ্দ্বারা কৃষ্ণবিস্মৃতি নাশ হইল এবং বহির্জ্জগতের সুখা সন্ধান-রহিত হইয়া ভগবৎসেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শ শোধিত হইল, বলিলেন। জনার্দ্দন—ভাবগ্রাহী, বি জড়জগতের ঐশ্বর্য্য দ্বারা সেবিত হইবার পরিবর্ত্তে জী নিষ্কপট হৃদয়ের সেবা গ্রহণ করেন ॥৪৪৪॥

দাম্ভিকের বহু মূল্যবান্ দ্রব্যে ভগবানের উপেক্ষা, আর ভক্তের অতি নিকৃষ্ট দ্রব্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ, তদ্‌বিষয়ের দৃষ্টান্ত—

দাম্ভিকের রত্নপাত্রে, দিব্য জলাসনে।
আছুক পিবার কার্য্য, না দেখে নয়নে ॥৪৬০॥
যে-সে দ্রব্য সেবকের সর্ব্বভাবে খায়।
নৈবেদ্যাদি বিধিরও অপেক্ষা নাহি চায় ॥৪৬১॥
অন্ন দ্রব্য দাসেও না দিলে বলে খায়।
তা'র সাক্ষী ব্রাহ্মণের খুদ দ্বারকায় ॥৪৬২॥
অবশেষে সেবকেরে করে আত্মসাৎ।
তা'র সাক্ষী বনবাসে যুধিষ্ঠির-শাক ॥৪৬৩॥
সেবক কৃষ্ণের পিতা, মাতা, পত্নী, ভাই।
'দাস' বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই ॥৪৬৪॥
যেরূপ চিন্তয়ে দাসে সে-ই রূপ হয়।
দাসে কৃষ্ণে করিবারে পারয়ে বিক্রয় ॥৪৬৫॥
'সেবকবৎসল প্রভু' চারি বেদে গায়।
সেবকের স্থানে কৃষ্ণ প্রকাশে সদায় ॥৪৬৬॥

কৃষ্ণদাস্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব—

নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেন দাস্য-ভাবে কৃষ্ণে কর' অনুরাগ ॥৪৬৭॥
অন্ন হেন না মানিহ 'কৃষ্ণ-দাস'-নাম।
অল্প-ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্ ॥৪৬৮॥
বহু কোটি জন্ম'যে করিল নিজ ধর্ম্ম।
অহিংসার অমায়ায় করে সর্ব্ব কর্ম্ম ॥৪৬৯॥
অহর্নিশ দাস্যভাবে যে করে প্রার্থন।
গঙ্গা-সন্ড্য হয় কালে বলি' 'নারায়ণ' ॥৪৭০॥
তবে হয় মুক্ত—সর্ব্ববন্ধের বিনাশ।
মুক্ত হইলে হয়, সেই গোবিন্দের দাস ॥৪৭১॥
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত-সব লীলা-তনু করি' কৃষ্ণ ভজে ॥৪৭২॥

তথা হি সর্ব্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—
(ভাঃ ১০।৮৭।২১ শ্লোকে শ্রীধর-ধৃত সর্ব্বজ্ঞ-ভাষ্যকার-ব্যাখ্যা)
মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে। ॥৪৭৩॥

অতএব ভক্ত হয় ঈশ্বর-সমান।
ভক্ত-স্থানে পরাভব মানে' ভগবান্ ॥৪৭৪॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে স্তুতিমালা।
'ভক্ত'-হেন স্তুতির না ধরে কেহ কলা ॥৪৭৫॥
'দাস'-নামে ব্রহ্মা শিব হরিষ সবার।
ধরণী ধরেন্দ্র চাহে দাস-অধিকার ॥৪৭৬॥
এ সব ঈশ্বর-তুল্য স্বভাবেই ভক্ত।
তথাপিহ ভক্ত হইবারে অনুরক্ত ॥৪৭৭॥

অদ্বৈত প্রভুর স্বরূপানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের তদ্‌বিষয়ে বিভিন্ন ধারণায় দুঃখ-প্রাপ্তি—

হেন ভক্ত অদ্বৈতেরে বলিতে-হরিষে।
পাপী-সব দুঃখ পায় নিজ-কর্ম্মদোষে ॥৪৭৮॥

'ভক্ত'নামে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ—

কৃষ্ণের সন্তোষ বড় 'ভক্ত'-হেন নামে।
কৃষ্ণচন্দ্র বিনে ভক্ত আর কে বা জানে ॥৪৭৯॥

"গৃহ্ণীয়াদ্ বৈষ্ণবাজ্জলম্"—যে জল বৈষ্ণব গ্রহণ করিয়া অবশেষ রাখেন, সেই জলপানে বিষ্ণুভক্তি উন্মেষিত হয়। অকিঞ্চন বৈষ্ণবের অন্য সকল দ্রব্যে সাধারণের ধন জ্ঞান হয় আর অকিঞ্চিৎকর নীর মূল্যহীন-জ্ঞানে অনাদরের বস্তু হয় ॥৪৪৬॥

অন্বয়। বিচক্ষণঃ (পণ্ডিতঃ জনঃ) প্রযত্নেন (প্রকৃষ্টরূপেণ যত্নেন) সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং (সর্ব্বপাপবিশুদ্ধি-নিমিত্তং) বৈষ্ণবস্যান্নং (বৈষ্ণবেন শ্রীভগবতে অর্পিতং যদ্বা বৈষ্ণবভুক্তাবশেষং অন্নং) প্রার্থয়েৎ ; তদভাবে (তদপ্রাপ্তে সতি) জলং (বৈষ্ণবপানাবশেষং তৎপাদস্পৃষ্টং বা) পিবেৎ ॥৪৪৭॥

অনুবাদ। পণ্ডিত ব্যক্তির সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থে প্রকৃষ্টরূপে যত্নের সহিত বৈষ্ণবের নিকট ভগবৎপ্রসাদ (বৈষ্ণবের দ্বারা নিবেদিত) বা বৈষ্ণবের ভুক্তাবশেষ অন্ন প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। তাহা না পাইলে অন্ততঃ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট জল অথবা তৎপাদধৌত জল পান করিবেন ॥৪৪৭॥

লৌহ সর্ব্বাপেক্ষা কম মূল্যের ধাতু। তাদৃশ লৌহময় পাত্রটি বহু ব্যবহারে জীর্ণ হইয়াছিল, এবং উহা আবার

'অহং ব্রহ্মাস্মি' অভিমানী পাষণ্ড ও স্বরাট্ পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবানের প্রভাবের তারতম্য—

উদর-ভরণ লাগি' এবে পাপী সব।
লওয়ায় 'ঈশ্বর আমি',—মূলে জরদ্গব ॥৪৮০॥
গর্দ্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লইয়া।
কেহ বলে,—"আমি রঘুনাথ ভাব' গিয়া ॥"৪৮১॥
কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ,—ইহারে লইয়া।
বলয়ে 'ঈশ্বর' বিষ্ণু-মায়া-মুগ্ধ হইয়া ॥৪৮২॥
সর্ব্ব-প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীশচী-নন্দন।
দেখ তাঁর শক্তি এই ভরিয়া নয়ন ॥৪৮৩॥
ইচ্ছা-মাত্র কোটি কোটি সমৃদ্ধ হইল।
কত কোটি মহাদীপ জ্বলিতে লাগিল ॥৪৮৪॥
কে বা রোপিলেক কলা প্রতি-দ্বারে-দ্বারে।
কে বা গায়, বা'য় কে বা, পুষ্পবৃষ্টি করে ॥৪৮৫॥

শ্রীধরের জলপানে প্রভুর প্রেমভাবে সগোষ্ঠী নৃত্য-কীর্ত্তন—

করিলেন মাত্র শ্রীধরের জল-পান।
কি হইল না জানি প্রেমের অধিষ্ঠান ॥৪৮৬॥
ভকতবাৎসল্য দেখি' ত্রিভুবন কান্দে।
ভূমিতে লোটায় কেহ কেশ নাহি বান্ধে ॥৪৮৭॥
শ্রীধর কান্দয়ে তৃণ ধরিয়া দশনে।
উচ্চ করি' 'হরি' বলে সজল নয়নে ॥৪৮৮॥
"কি জল করিল পান ত্রিদশের রায়।"
নাচয়ে শ্রীধর, কান্দে, করে 'হায় হায়' ॥৪৮৯॥
ভক্ত-জল পান করি প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর-অঙ্গনে নাচে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ॥৪৯০॥
প্রিয়-গণে চতুর্দ্দিগে গায় মহা-রসে।
নিত্যানন্দ গদাধর শোভে দুই পাশে ॥৪৯১॥

শ্রীধরের ভাগ্যদর্শনে ব্রহ্মাদিরও প্রশংসা—

খোলা-বেচা সেবকের দেখ ভাগ্য-সীমা।
ব্রহ্মা শিব কান্দে যাঁ'র দেখিয়া মহিমা ॥৪৯২॥

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিমাত্রে বাধ্য—

ধনে জনে পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণেরে নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি ॥৪৯৩॥

বাহিরের ব্যবহারের উপযোগী ছিল। পরমার্থবিচারে চিন্ময় দর্শনে অচিদ্ দর্শন-জনিত দরিদ্রতা বা অপকর্ষ যে ভগবদ্ভক্তির অন্তরায়—তাহা দেখাইবার জন্য দরিদ্ররূপী শ্রীধরের নানাভাবে সেবামত করা ফুটা লৌহ-জলপাত্র হইতে জল পান করিয়া ভক্তকে অপ্রাকৃত-দর্শনে তাঁহার মর্য্যাদা ও আদর করিতে জগৎকে শিখাইলেন ॥৪৫৭॥

তথ্য। ভাঃ ১০।৮১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥৪৬২॥

তথ্য। মহাভাবঃ বনপর্ব্ব ২৬১—২৬২ অঃ দ্রষ্টব্য ॥৪৬৩॥

জড়জগতে বিবিধ উপাদান ও বহু দ্রব্যের স্বচ্ছলতায় অনেক সময় দাম্ভিকতা উপস্থিত হয়। 'আমি শ্রেষ্ঠ, আমি ধনী, আমি বহুসেবোপকরণস[illegible]বী, আমি খুব ভক্তি-মান্, 'শ্রীধরস্বামি-প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ মায়াবাদী'-ইত্যাদি নানা কুবিচার দাম্ভিককে আশ্রয় করে। ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর সে-সকল লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না বা তাহাদের দ্বারা কোন সেবা অভিলাষ করেন না। বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের বিষয় ভগবান্[illegible] জাগতিক বিচারের 'গৌরব' বাধ্য করিতে সমর্থ হয় ন[illegible] দরিদ্র ভক্তের প্রদত্ত সামান্য বস্তুকেও ভগব[illegible] বলপূর্ব্বক আদরের সহিত গ্রহণ করেন। আর প্র[illegible] ধনবান্ দাম্ভিক ব্যক্তির মর্য্যাদা-প্রদত্ত দ্রব্যকেও ভগব[illegible] প্রত্যাখ্যান করেন। দ্বারকা (বর্ত্তমান পোরবন্দর সুদামাপুরী-নিবাসী সুদামবিপ্রের প্রদত্ত অন্নকণ ভগবানে[illegible] নিকট আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল। বনবাস-কা[illegible] যুধিষ্ঠিরের প্রদত্ত বনশাক ভগবান্ কৃষ্ণ রোচমাণা প্রবৃত্তি[illegible] সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেব্যকৃষ্ণের পত্নী, পিতা-মা[illegible] সখা-দাস প্রভৃতি সকলেই সেবকমাত্র। যাঁহারা ভগবানে[illegible] নিত্যলীলার পরিকর সেই সেবকগণের সম্পত্তির ভগবানের সেবা বিভিন্ন সেবকের দ্বারা বিভিন্ন রসে বিহি[illegible] হয় ॥ ৪৬০—৬৫ ॥

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ভগবৎসেবা-তৎপর মায়াবদ্ধ-জীব এই কথা বুঝিতে না পারিয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষ

প্রভুর নিজ-নগরে আগমন ও নৃত্য—

জলপানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি'।
নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥৪৯৪॥
নাচে গৌরচন্দ্র ভক্তি রসের ঠাকুর।
চতুর্দ্দিকে হরি-ধ্বনি শুনিয়ে প্রচুর ॥৪৯৫॥

নবদ্বীপের তদানীন্তন অবস্থা—

সর্ব্ব-লোক জিনি' নবদ্বীপের শোভায়।
হরি-বোল শুনি মাত্র সবার জিহ্বায় ॥৪৯৬॥
যে সুখে বিহ্বল শুক, নারদ, শঙ্কর।
সে সুখে বিহ্বল সর্ব্ব-নদীয়া-নগর ॥৪৯৭॥

প্রভুর সর্ব্বনবদ্বীপে নৃত্য ও নৃত্যের কাল—

সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন-রায়।
'গাদিগাছা,' 'পারডাঙ্গা,' 'মাজিদা' দিয়া যায় ॥৪৯৮॥
'এক নিশা' হেন জ্ঞান না করিহ মনে।
কত কল্প গেল সেই নিশার কীর্ত্তনে ॥৪৯৯॥

চৈতন্য-চন্দ্রের কিছু অসম্ভব নয়।
ভ্রূ-ভঙ্গে যাহার হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রলয় ॥৫০০॥

কর্ম্মজ্ঞানাবরণমুক্ত ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যলীলা-দর্শনের অধিকারী এবং ভোগপরা ও ত্যাগময়ী বুদ্ধিতে তদ্বিষয়ে জড়-সাম্য-বিচার—

মহা-ভাগ্যবানে সে এসব তত্ত্ব জানে।
শুষ্কতর্কবাদী পাপী কিছুই না মানে' ॥৫০১॥
যে নগরে নাচে বৈকুণ্ঠের অধিরাজ।
তাহারাও ভাসয়ে আনন্দ-সিন্ধু-মাঝ ॥৫০২॥

মহাপ্রভুর নৃত্য-দর্শনে নদীয়াবাসিগণের শচী-জগন্নাথের প্রশংসা—

সে হুঙ্কার, সে গর্জ্জন, সে প্রেমের ধার।
দেখিয়া কান্দয়ে স্ত্রী-পুরুষ নদীয়ার ॥৫০৩॥
কেহ বলে,—"শচীর চরণে নমস্কার।
হেন মহাপুরুষ জন্মিল গর্ভে যাঁ'র ॥" ৫০৪॥

বশে ভক্তিবর্জ্জিত নানা অনুষ্ঠানকে 'সাধন' বলিয়া নির্ণয় করে এবং পরিশেষে তাহাদের সে প্রকার সাধনফলে যে উন্নত আদর্শ লাভ ঘটে, সেগুলি ভগবৎসেবা-বৈমুখ্যের অন্যতম নিদর্শন। যে-কালে মানবের সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-সেবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, সে-কালে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ধন্য হন। ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বদাই লোকের মঙ্গলপরাকাষ্ঠা চিন্তা করিতে গিয়া কৃষ্ণে অনুরাগ বৃদ্ধি হউক্—এরূপ শুভেচ্ছা পোষণ করেন। সেবা-দ্বারাই সেব্য বস্তুর প্রীতি বিধান হয়। সেব্যের অভীষ্ট সাধনের যত্নের নামই 'ভক্তি'। এই বোধ পরম সৌভাগ্যবন্তজন-গণের হৃদয়ে প্রকাশিত আছে। যাহারা ভাগ্যহীন, তাহাদের ভগবৎ-সেবার উপাদেয়তা উপলব্ধির বিষয় না হওয়ায়, তাহারা বিদগ্ধ-ললাট। ভগবান্ সেই ভাগ্যহীন জনগণকে স্বীয় দাস্য প্রদান করেন না ॥৪৬৮॥

ভগবানের নিকট 'সেবা' প্রার্থনা করিলে অন্তকালে অন্তর্জ্জলিসময়ে 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারণের ও গঙ্গাজলে নিমজ্জনের সৌভাগ্যলাভ ঘটে ॥৪৭০॥

সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামী ভাষ্যকারগণের মধ্যে আদি পুরুষ, তিনি লিখিয়াছেন যে, জীবগণ মুক্ত হইয়া মায়া হইতে স্বাধীনভাবে লীলাময়বিগ্রহ ভগবানের নিত্য সেবা করিয়া থাকেন। লীলা-বিশেষ গ্রহণ ব্যতীত মানবের নশ্বর ক্রিয়ায় যে সেবা দেখা যায়, তাহা ক্ষণভঙ্গুর। শ্রীধরস্বামি-পাদ মূলভাষ্যকারের বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতের স্বীয় টীকায় উদ্ধার করিয়াছেন। সকল ভাষ্যকারই বদ্ধ জড় জগতে নশ্বর ক্রিয়াসমূহকে 'ভজন' বলিয়া স্বীকার করেন না; পরন্তু নিত্যলীলাময়ের স্বরূপ বা বিগ্রহের আদর করেন ॥৪৭২॥

অন্বয়। মুক্তা (নিত্যমুক্তা জনাঃ) অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা (ভগবতাসহ লীলার্থং শ্রীমূর্ত্তিমন্তঃ সন্তঃ) ভগবন্তং ভজন্তে (সেব্যন্তে ইতি সর্ব্বজ্ঞৈঃ ভাষ্যকৃদ্ভিঃ ব্যাখ্যাতম্) ॥৪৭৩॥

অনুবাদ। নিত্যমুক্ত জনগণও লীলাতনুধৃক্রূপি-ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন—সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥৪৭৩॥

নবদ্বীপের বিভিন্ন পল্লীর মধ্যে গাদিগাছা—বর্ত্তমান স্বরূপগঞ্জ, ট্যাংরা, মহেশগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম। পারডাঙ্গা,—

কেহ বলে,—"জগন্নাথ মিশ্র পুণ্যবন্ত।"
কেহ বলে,—"নদীয়ার ভাগ্যের নাহি অন্ত॥"৫০৫॥

প্রভুর লীলার কাল—

—এই মত লীলা প্রভু কত কল্প কৈলা।
সবে বলে আজি রাত্রি প্রভাত না হইলা॥৫০৬॥

প্রভু-দর্শনে সকলের জয়ধ্বনি ও প্রণাম—

এই মত বলি' সবে দেয় জয়কার।
সর্ব্বলোকে 'হরি' বিনে নাহি বলে আর॥৫০৭॥
প্রভু দেখি' সর্ব্ব লোক দণ্ডবৎ হঞা।
পড়য়ে পুরুষ-স্ত্রীয়ে বালক লইয়া॥৫০৮॥

প্রভুর সকলের প্রতি শুভদৃষ্টিপূর্ব্বক কীর্ত্তন-বিহার—

শুভদৃষ্টি গৌরচন্দ্র করি' সবাকারে।
স্বানুভাবানন্দে প্রভু কীর্ত্তনে বিহরে॥৫০৯॥
এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব'—এই কহে বেদ॥৫১০॥

ভক্তের ধ্যানানুযায়ী ভগবানের নিত্য স্বরূপ-প্রকাশ—

যেখানে যেরূপ ভক্ত-গণে করে ধ্যান।
সে-ই রূপে সেইখানে প্রভু বিদ্যমান॥৫১১॥

তথা হি (ভাঃ ৩।৯।১১)

যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় ! বিভাবয়ন্তি।
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥৫১২॥

চৈতন্য-লীলার নিত্যত্ব—

অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যাঁ'র ভাগ্যে থাকে, সে দেখয়ে নিরন্তরে॥৫১৩॥

ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব ও ভক্তসেবার মহিমা—

ভক্ত লাগি' প্রভুর সকল অবতার।
ভক্ত বই কৃষ্ণকর্ম্ম না জানয়ে আর॥৫১৪॥
কোটি জন্ম যদি যোগ যজ্ঞ তপ করে।
'ভক্তি' বিনা কোন কর্ম্মে ফল নাহি ধরে॥৫১৫॥
হেন 'ভক্তি' বিনে-ভক্ত সেবিলে না হয়।
অতএব ভক্ত-সেবা সর্ব্ব-শাস্ত্রে কয়॥৫১৬॥

গ্রন্থকারের নিজাভীষ্টদেব নিত্যানন্দের মহিমা-কীর্ত্তন—

আদি দেব জয় জয় নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্য-কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥৫১৭॥
কেহ বলে,—"নিত্যানন্দ বলরাম-সম।"
কেহ বলে,—"চৈতন্যের বড় প্রিয়তম॥" ৫১৮॥

বর্ত্তমান ব্রহ্মনগরের নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্র। মাজিদা—মধ্যদ্বীপ প্রভৃতি। বর্ত্তমান কালে 'পাবডাঙ্গা' গ্রামের অবস্থিতি বিলুপ্ত হইয়াছে বা গ্রামের নামান্তর ঘটিয়াছে॥৪৯৮॥

অন্বয়ঃ। হে উরুগায় (পুণ্যশ্লোক ! ভক্তাঃ) ধিয়া (একাগ্রেণ মনসা) তে (তব) যৎ যৎ বপুঃ (রূপং) বিভাবয়ন্তি (স্বেচ্ছয়া ধ্যায়ন্তি) সদনুগ্রহায় (সতাং ভক্তানাং অনুগ্রহায় অনুগ্রহার্থং) তৎ তৎ বপুঃ প্রণয়সে (তেষাং সমীপে প্রকটয়সীত্যর্থঃ)॥৫১২॥

অনুবাদ। হে পুণ্যশ্লোক ! ভক্তবৃন্দ স্ব-স্ব (সিদ্ধ-দেহগত) ভাবনানুযায়ী আপনার যে সকল নিত্য স্বরূপ বিভাবনা করেন, আপনি তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সেই নিত্যস্বরূপ [illegible]দের নিকট প্রকট করিয়া থাকেন॥৫১২॥

মধ্যবর্ত্তি-দ্রব্যের দ্বারা দৃশ্যবস্তুর সম্পূর্ণ দর্শন ঘটে না। পূর্ণচেতনের যে যে অংশ জীবের ভোগপ্রবৃত্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, তত্তদংশের দর্শনাভাব-হেতু শ্রীচৈতন্যদেবের সমগ্র নিত্যলীলা লোকচক্ষে আবৃত হয় মাত্র। যাঁহারা ফলভোগের আশায় বা ফল-ত্যাগ-বাদের আলেয়ার পশ্চাদ্ ধাবিত হন না, তাদৃশ কর্ম্মজ্ঞানাবরণ হইতে উন্মুক্ত পুরুষই শ্রীচৈতন্যলীলা সর্ব্বদা দেখিতে পান। মানবের ভোগময়ী বা ত্যাগময়ী বুদ্ধি জড়তা উৎপাদন করে। সেই জাড্যের হস্ত হইতে মুক্ত হইলেই বদ্ধজীবের ভোগ ও ত্যাগ-ভূমিকা অতিক্রম করিবার শক্তিলাভ ঘটে। নতুবা কালক্ষোভ্য ও পরিচ্ছিন্ন-বিচারে—অনুপাদেয় ইতর বস্তুর সহিত সমত্ব-বিচারে শ্রীচৈতন্য-লীলাকেও কর্ম্মজ্ঞানাবৃত মানব-বিলাসের সহিত সমস্তরে পরিগণিত করিবার অসৎপিপাসা উদিত হয়॥৫১৩॥

ভগবানের নিত্য সেবকই ভগবানের নিত্য প্রাকট্য অনুভব করিবার যোগ্য পাত্র। তিনি সেবোন্মুখ জনগণের নিত্য-ভূমিকায় সর্ব্বদা অবতীর্ণ। সেবা-চেষ্টা না থাকিলে কৃষ্ণের কর্ম্ম অর্থাৎ নিত্যলীলা অপরের অনুভবের বিষয় হয় না॥৫১৪॥

কেহ বলে,—"মহাতেজী অংশ অধিকারী।"
কেহ বলে,—"কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥" ৫১৯॥

কি বা জীব নিত্যানন্দ, কি বা ভক্ত জ্ঞানী।
যা'র যেনমত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥৫২০॥

যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তবু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে॥৫২১॥

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥৫২২॥

চৈতন্য-প্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার।
অবধূত-চন্দ্র প্রভু হউক্ আমার॥৫২৩॥

চৈতন্যের কৃপায় সে নিত্যানন্দ চিনি।
নিত্যানন্দ জানাইলে গৌরচন্দ্র জানি॥৫২৪॥

গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ—শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
গৌরচন্দ্র—'কৃষ্ণ', নিত্যানন্দ—'সঙ্কর্ষণ'॥৫২৫॥

নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে চৈতন্যের ভক্তি।
সর্ব্ব-ভাবে করিতে ধরয়ে প্রভু শক্তি॥৫২৬॥

চৈতন্যের যত প্রিয় সেবক-প্রধান।
তাহানা সে জ্ঞাত নিত্যানন্দের আখ্যান॥৫২৭॥

তবে যে দেখহ অন্যোহন্যে দ্বন্দ্ব বাজে।
রঙ্গ করে কৃষ্ণচন্দ্র কেহ নাহি বুঝে॥৫২৮॥

ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সে-ই যায় ক্ষয়॥৫২৯॥

সর্ব্ব-ভাবে ভজে কৃষ্ণ, কারে না যে নিন্দে'।
সেই সে গণনা পায় বৈষ্ণবের বৃন্দে॥৫৩০॥

অদ্বৈত-পদে গ্রন্থকারের প্রণতি—

অদ্বৈত-চরণে মোর এই নমস্কার।
তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার॥৫৩১॥

সর্ব্বগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয়জয়।
শুনিলেই মধ্যখণ্ড ভক্তি লভ্য হয়॥৫৩২॥

যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি সকলগুলিই কালক্ষোভ্য ও জড়ভূমিকায় অবস্থিত বলিয়া কেবল চেতনের সহিত পৃথক্। যে-কাল পর্য্যন্ত বদ্ধজীবের ভোগ ও ত্যাগের প্রবৃত্তি শুদ্ধ না হয়, তৎকালাবধি জীব কর্ম্মালানে আবদ্ধ হইয়া আত্মার নিত্যা বৃত্তি ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারে না। যে মুহূর্ত্তে আত্মার নিত্যা বৃত্তি উন্মেষিত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি জানিতে পারেন যে, তপস্যা ও যাগযজ্ঞাদি সকল-গুলিই হরি-সেবার অনুকূলে বিহিত না হইলে মায়ার প্রভুত্বেই পর্য্যবসিত হয়॥ ৫১৫॥

জীবের বদ্ধদশা হইতে উন্মুক্ত হইবার আর কোন উপায় নাই—কেবল সর্ব্বতোভাবে ভক্তগণের অনুগমন ও তাঁহাদের সেবা-ব্যতীত; ইহাই সকল পাণ্ডিত্যের শেষ কথা॥৫১৬॥

তথ্য। "বহুগণৈতৎ তপসা ন যাতি" ও "নৈষাং মতিস্তাবৎ"—শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ৫।১২।১২ ও ৭।৫।৩২ শ্লোকদ্বয় আলোচ্য॥ ৫১৬॥

শ্রীগৌর ও নিত্যানন্দ—শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণ ও শ্রীসঙ্কর্ষণ। বাস্তব সেব্যবস্তুর বিভিন্ন স্তরে শ্রীচৈতন্যলীলা দর্শন করিতে গেলে সেব্য-তত্ত্বের প্রকাশের সহিত শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের অভেদ-বোধ উদিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবকে বিভিন্ন প্রকাশের দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুই সেবা করিতে সমর্থ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হইতেই জীবশক্তি নিঃসৃতা। সুতরাং সেবা-ধর্ম্ম প্রত্যেক জীবেরই নিত্যধর্ম্ম॥ ৫২৫॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সহিত যে প্রেম-কলহ, তাহা কৃষ্ণের ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়—একথা বহির্ম্মুখ লোকে বুঝিতে পারে না। না বুঝিয়া একজনের পক্ষ অবলম্বন করিলে অপর বৈষ্ণবের সহিত বিরোধ করা হয়; কিন্তু তাদৃশী ক্রিয়ার ফলে অপরাধই সঞ্চিত হয়॥ ৫২৯॥

শ্রীভগবান্‌কে সর্ব্বতোভাবে ভজন করিলে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিতে যে সকল দেবতা পরিদৃষ্ট হন, তাঁহাদের নিন্দা করিবার অবকাশ হয় না। সেই অপরের নিন্দাশূন্য মহাভাগবত প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তম ভগবৎসেবকের শ্রেণীতে পরিগণিত হন॥ ৫৩০॥

অদ্বৈতাচার্য্যের আনুগত্য-ছলনায় যে সকল ব্যক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শ্রীচরণে অপরাধ করেন, তাহারা কখনও শ্রীঅদ্বৈতের নিজ-দাস হইতে পারেন না; তাহারা

অদ্বৈতপক্ষাবলম্বনের অছিলায়ে পাপিষ্ঠ-গদাধর-নিন্দকের অদ্বৈত-ভৃত্য-নামের অযোগ্যতা—

অদ্বৈতের পক্ষ লঞা নিন্দে গদাধর।
সে পাপিষ্ঠ কভু নহে অদ্বৈত-কিঙ্কর ॥৫৩৩॥

সর্ব্বজীব-হৃদয়ে চৈতন্যলীলা-স্ফুরণে গ্রন্থকারের আশীর্ব্বাদ—

চৈতন্য-চন্দ্রের কথা অমৃত মধুর।
সকল জীবের মনে বাড়ুক প্রচুর ॥৫৩৪॥

চৈতন্যলীলা-শ্রবণে আনন্দিত ব্যক্তিরই চৈতন্য-দর্শনে অধিকার—

শুনিলে চৈতন্য-কথা যা'র হয় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য-শ্রীমুখ ॥৫৩৫॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
শ্রীবৃন্দাবনদাস তছু পদ-যুগে গান ॥৫৩৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নবদ্বীপ-নগর-ভ্রমণং নাম ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

কেবল মাত্র পাপিষ্ঠ। গদাধরাদি-ভক্ত-প্রশংসাকারী অদ্বৈত প্রভুর প্রকৃত দাসগণের চরণে গ্রন্থকারের সর্ব্বদা মতি থাকুক্। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত দর্শন-লাভ কে করিতে পারেন,—ইহার নিদর্শন জানিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, যিনি চৈতন্য-কথা শুনিতে সুখ বোধ করেন, তিনিই শ্রীচৈতন্যের সেবায় যোগ্যতা লাভ করেন ॥৫৩৫॥

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে অদ্ভুত প্রেমাবেশ, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর গোপীভাবে নৃত্য, মহাপ্রভুর অদ্বৈতকে বিশ্বরূপ-প্রদর্শন, নিত্যানন্দের আগমন ও বিশ্বরূপ-দর্শন এবং শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতে প্রেমকলহ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপে বিবিধ কীর্ত্তন-বিলাসে নিরত থাকিলে একদিন শ্রীল অদ্বৈত প্রভু গোপী-ভাবে নৃত্য করিতে থাকেন ; ভক্তগণ উল্লাস-ভরে কীর্ত্তন করিতে থাকিলে দীর্ঘকাল যাবৎ [illegible]ত্য ভঙ্গ হইল না। ভক্তগণ তাঁহাকে কোনরূপে কথঞ্চিৎ স্থির করাইয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। অতঃপর শ্রীবাস ও রামাই প্রভৃতি স্নানার্থ গমন করিলে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু প্রেম-ভরে শ্রীবাস-অঙ্গনে পুনঃ পুনঃ গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের আর্ত্তি কার্য্যান্তর-নিরত বিশ্বম্ভরের হৃদ্-গোচর হইল। তিনি তথায় আগমনপূর্ব্বক অদ্বৈত প্রভুকে লইয়া বিষ্ণু-মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিলেন। অতঃপর অদ্বৈতের প্রার্থনা কি তাহা প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু বিশ্বরূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে নিজ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নদীয়ায় পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি প্রভুর বিশ্বরূপ প্রকাশের বিষয় অন্তর্য্যামি-সূত্রে জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বারে আসিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের আগমন বুঝিতে পারিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিলে নিত্যানন্দ প্রভু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ দর্শন পূর্ব্বক দণ্ডবৎপতিত হইলেন। দুই প্রভু মহাপ্রভুর প্রভাব দর্শন করিয়া আনন্দে নৃত্য ও প্রচুর স্তুতি করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে উভয়েই প্রেমকলহে মত্ত হইলেন। ক্ষণপরে শ্রীমহাপ্রভু সকল সম্বরণ করিয়া ভক্তগণসহ স্বগৃহে যাত্রা করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরসিংহের জয়গান—

জয় জয় জয় গৌর-সিংহ মহাধীর।
জয় জয় শিষ্ট-পাল জয় দুষ্ট-বীর ॥১॥
জয় জগন্নাথ-পুত্র শ্রীশচীনন্দন।
জয় জয় জয় পুণ্য শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥২॥
জয় জয় শ্রীজগদানন্দের জীবন।
জয় হরিদাস-কাশীশ্বর-প্রাণ-ধন ॥৩॥
জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু সর্ব্ব-তাত।
যে বলে 'তোমার' প্রভু, তা'র হও নাথ ॥৪॥

প্রভুর বিবিধ কীর্ত্তন-বিলাস—

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়।
বিবিধ কীর্ত্তন প্রভু করয়ে সদায় ॥৫॥
হেন সে হইলা প্রভু হরি-সংকীর্ত্তনে।
কৃষ্ণনাম শ্রুতিমাত্র পড়ে যে সে স্থানে ॥৬॥
কি নগরে, কি চত্বরে, কি বা জলে বনে।
নিরন্তর অশ্রুধারা বহে শ্রীনয়নে ॥৭॥
আপ্ত-গণে রক্ষিয়া বুলেন নিরন্তর।
ভক্তিরসময় হইলেন বিশ্বম্ভর ॥৮॥
কেহ মাত্র কোন রূপে যদি বলে 'হরি'।
শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা' পাসরি ॥৯॥
মহা-কম্প, অশ্রু, হয় পুলক সর্ব্বাঙ্গে।
গড়া-গড়ি যায়েন নগরে মহা-রঙ্গে ॥১০॥
যে আবেশ দেখিলে ব্রহ্মাদি ধন্য হয়।
তাহা দেখে নদীয়ার লোক-সমুচ্চয় ॥১১॥
শেষে অতি মূর্চ্ছা দেখি' মিলি' সর্ব্ব দাসে।
আলগ করিয়া নিয়া চলিল আবাসে ॥১২॥
তবে দ্বার দিয়া যে করেন সংকীর্ত্তন।
সে সুখে পূর্ণিত হয় অনন্ত ভুবন ॥১৩॥
যত সব ভাব হয়—অকথ্য সকল।
হেন নাহি বুঝি প্রভু কি রসে বিহ্বল ॥১৪॥

প্রভুর বৈষ্ণবাভিমান প্রদর্শন পূর্ব্বক অহংগ্রহোপাসনা-নিরাশ—

ক্ষণে বলে,—"মুঞি সেই মদন-গোপাল।"
ক্ষণে বলে,—"মুঞি কৃষ্ণ-দাস সর্ব্ব-কাল॥" ১৫॥

প্রভু-কর্ত্তৃক আত্মার নিত্যধর্ম্মে শ্রীবার্ষভানবীর আনুগত্যে গোপী-অভিমানের সর্ব্বোৎকর্ষ-স্থাপন—

'গোপী গোপী গোপী' মাত্র কোন দিন জপে'।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম জ্বলে মহা-কোপে ॥১৬॥

কপট-কৃষ্ণনিন্দা-দ্বারা নির্ব্বোধগণকে দণ্ড দান ও ভক্তগণ-সমীপে অর্ব্বাচীনগণের বুদ্ধির দারিদ্র্য-জ্ঞাপন—

"কোথাকার কৃষ্ণ তোর মহা-দস্যু সে।
শঠ ধৃষ্ট কৈতব—ভজে বা তারে কে? ১৭॥

কৃষ্ণ-প্রেম-প্রদানকারী শ্রীগৌরসিংহ চঞ্চল জীবকুলকে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণসেবনের উপদেশ দিয়াছেন। যদুনন্দন বিশ্বের পালন করিয়া পরমৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন ॥১॥

বৈকুণ্ঠ-নামের কীর্ত্তন-প্রভাবে মায়িক জীবগণের কিরূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়, তাহার আদর্শ প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের অবতার। জীব যখন ব্রাহ্মী, সান্কী ও খরোষ্ঠী প্রভৃতি ভাষা-গত যাবতীয় শব্দের কৃষ্ণসেবা-বিমুখ ভোগময় অর্থের উপলব্ধি হইতে অবসর-লাভ করেন, সেই সময়েই জীবের বৈকুণ্ঠনাম-প্রভাবে আত্মার নিত্যাবৃত্তি উদিত হয়। তখন বাহিরের বস্তুসমূহের আকর্ষণে সন্তুষ্ট না হইয়া অনির্ব্বচনীয় চেষ্টাযুক্ত হন। সেই সময়েই জীবের নিত্য-স্বরূপের উপলব্ধি ঘটে। শ্রীগৌরসুন্দরও সকল সময়ে ভগবানের নিত্যসেবকের পঞ্চবিধ অভিব্যক্ত-ভাবে আপনাকে প্রকট করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন বলিয়া কোন কোন সময়ে আত্মগোপনে সমর্থ হন নাই। জীব যাহাতে ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে এবং শচীসুতকে নন্দীশ্বর-পতিসুত বলিয়া জানিতে পারে, তাহা হইতে বদ্ধ জীবগণের দৃষ্টিকে আবরণ করেন নাই; তাই বলিয়া নিত্য চৈতন্যদাস জীব স্বীয় স্বরূপগত চিদ্ধর্ম্ম হারাইয়া আপনাকে অহংগ্রহোপাসক 'মায়াবাদী বাউল' বা 'মদন-গোপাল' মনে না করেন এবং ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত না হন, তজ্জন্য সকল সময়ে তিনি স্বয়ং বৈষ্ণবাভিমান প্রদর্শন করিতেন ॥১৫॥

জীবের আত্মার নিত্যধর্ম্মে শ্রীবার্ষভানবীর আনুগত্যে মধুর রসে গোপী-অভিমানই সর্ব্বোত্তম, এবং মধুর রসের

স্ত্রী-জিত হইয়া স্ত্রীর কাটে নাক কাণ।
মূষিকের প্রায় নৈল বালির পরাণ ॥১৮॥
কি কার্য্য আমার সে বা চোরের কথায়।"
যে 'কৃষ্ণ' বলয়ে তা'রে খেদাড়িয়া যায় ॥১৯॥

নিরন্তর রাধাকৃষ্ণলীলা-স্মৃতি প্রদর্শনার্থ 'গোকুল-মথুরা'দি-নামোচ্চারণ—

'গোকুল' গোকুল' মাত্র বলে ক্ষণে ক্ষণে।
'বৃন্দাবন' 'বৃন্দাবন' বলে কোন দিনে ॥২০॥
'মথুরা' 'মথুরা' কোন দিন বলে সুখে।
কোন দিন পৃথিবীতে নখে অঙ্ক লেখে ॥২১॥
ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ-আকৃতি।
চাহিয়া রোদন করে, ভাসে সব ক্ষিতি ॥২২॥
ক্ষণে বলে,—"ভাই সব, বড় দেখি বন।
পালে পালে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকের গণ ॥" ২৩॥

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং" গীতোক্ত শ্লোকের আদর্শ-প্রদর্শন—

দিবসেরে বলে রাত্রি, রাত্রিরে দিবস।
এই মত প্রভু হইলেন ভক্তি-বশ ॥২৪॥

প্রভুর ব্রহ্মাদির আকাঙ্ক্ষ্য আবেশ-দর্শনে ভক্তগণের রোদন—

প্রভুর আবেশ দেখি' সর্ব্ব-ভক্ত-গণ।
অন্যোহন্যে গলা ধরি' করেন ক্রন্দন ॥২৫॥
যে আবেশ দেখিতে ব্রহ্মার অভিলাষ।
সুখে তাহা দেখে যত বৈষ্ণবের দাস ॥২৬॥

প্রভুর স্বগৃহ-ত্যাগপূর্ব্বক ভক্তগৃহে বাস—

ছাড়িয়া আপন বাস প্রভু-বিশ্বম্ভর।
বৈষ্ণব-সবের ঘরে থাকে নিরন্তর ॥২৭॥

কদাচিৎ জননী-তোষণার্থ বাহ্য-চেষ্টা-প্রদর্শন—

বাহ্য-চেষ্টা ঠাকুর করেন কোন ক্ষণে।
সে কেবল জননীর সন্তোষ-কারণে ॥২৮॥

সাঙ্গোপাঙ্গ প্রভুর তাৎকালিক অবস্থিতি—

সুখময় হইলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
আনন্দে করেন সবে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ॥২৯॥
নিত্যানন্দ মত্ত-সিংহ সর্ব্ব নদীয়ায়।
ঘরে ঘরে বুলে প্রভু অনন্ত-লীলায় ॥৩০॥
প্রভু-সঙ্গে গদাধর থাকেন সর্ব্বথা।
অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ব-বৈষ্ণবের কথা ॥৩১॥

অদ্বৈত প্রভুর গোপীভাবে নৃত্য—

এক দিন অদ্বৈত নাচেন গোপীভাবে।
কীর্ত্তন করেন সবে মহা-অনুরাগে ॥৩২॥
আর্ত্তি করি' নাচয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
পুনঃ পুনঃ দন্তে তৃণ করিয়া পড়য় ॥৩৩॥

আশ্রয় জীবাত্মস্বরূপ 'গোপী' বলিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং গোপী-অভিমানে স্থিতি-লাভ করিবার জন্য বহুবার 'গোপী' শব্দ জপ করিতেন। জীব যে আশ্রয়জাতীয় বিভিন্নাংশ ও ও বিষয়জাতীয় স্বয়ং-রূপ কৃষ্ণ নহেন,—এ কথা জানাইবার জন্য পঞ্চোপাসক মায়াবাদী বদ্ধজীবের কৃষ্ণ হইতে অভিন্নাভিমান যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহা জানাইতে গিয়া একপক্ষ যেমন কৃষ্ণনামে বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করিবার অভিনয় দেখাইয়াছেন, [illegible] পক্ষে সেরূপ জীব মাত্রেরই সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের অনুসন্ধান এবং অনুসন্ধানের সহিত কৃষ্ণসেবা করাই যে পরম ধর্ম্ম, তাহা জানাইয়াছেন; এই জন্যই শ্রীমহাপ্রভু ব্যতিরেক-ভাবে কৃষ্ণনামে বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন আর স্বরূপের উপলব্ধিতে কৃষ্ণনাম-শ্রবণের তৃষ্ণাধিক্যে সমগ্রজগতের নিকট হইতে বিপরীত আচরণ-মুখে তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করাইবার চেষ্টার ছলনায় অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-স্পৃহা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন ॥১৬॥

"কৃষ্ণ—মহাদস্যু, কৃষ্ণ—শঠ, ধূর্ত্ত, ছলনাকারী; তাঁহার ভজন করা উচিত নহে; তিনি নগণ্য ব্যক্তি"—প্রভৃতি উক্তির দ্বারা ভগবান গৌরসুন্দর নির্ব্বোধ জনগণকে সমুচিত দণ্ড বিধান ও কৃষ্ণভক্তগণকে অর্ব্বাচীনগণের বুদ্ধির দারিদ্র্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা শ্রদ্ধাবন্ত জীবগণকে কৃষ্ণভজনের সুষ্ঠু অবস্থা-জ্ঞাপন ও বাম্যস্বভাব-প্রকটন-লীলা অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

তথ্য। ভাঃ ১০ম স্কন্ধ ৯০ অঃ ১৫-১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥১৮॥

তথ্য। **(গীঃ ২।৬৯)**—"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং

গড়াগড়ি যায়েন অদ্বৈত প্রেম-রসে।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ গায়েন উল্লাসে ॥৩৪॥

নৃত্য-সম্বরণ-চেষ্টায় ভক্তগণের শ্রান্তি—

দুই প্রহরেও নৃত্য নহে সম্বরণ।
শ্রান্ত হইলেন সব ভাগবত-গণ ॥৩৫॥

সকলের আচার্য্যকে বেড়িয়া উপবেশন—

সবে মেলি' আচার্য্যেরে স্থির করাইয়া।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে আচার্য্য বেড়িয়া ॥৩৬॥

আচার্য্যকে সুস্থির-দর্শনে শ্রীবাসাদির স্নানার্থ গমন ও আচার্য্যের পুনঃ আবেশ—

কিছু স্থির হঞা যদি আচার্য্য বসিলা।
শ্রীবাস-রামাই-আদি তবে স্নানে গেলা ॥৩৭॥
আর্ত্তি-যোগ অদ্বৈতের পুনঃ পুনঃ বাড়ে।
একেশ্বর শ্রীবাস-অঙ্গনে গড়ি পাড়ে ॥৩৮॥

অদ্বৈতের আর্ত্তি প্রভুর হৃদ্‌গোচর—

কার্য্যান্তরে নিজ-গৃহে ছিলা বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতের আর্ত্তি চিত্তে হইল গোচর ॥৩৯॥

প্রভুর অদ্বৈত-সমীপে আগমন ও বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বাররোধ—

ভক্ত-আর্ত্তি-পূর্ণকারী সদানন্দ রায়।
আইলা অদ্বৈত যথা গড়াগড়ি যায় ॥৪০॥
অদ্বৈতের আর্ত্তি দেখি' ধরি' তাঁ'র করে।
দ্বার দিয়া বসিলেন গিয়া বিষ্ণু-ঘরে ॥৪১॥

অদ্বৈতের অভিলাষ-জানিবার জন্য প্রভুর প্রশ্ন—

হাসিয়া ঠাকুর বলে'—"শুনহ আচার্য্য!
কি তোমার ইচ্ছা, বল কি বা চাহ কার্য্য ?" ৪২॥

অদ্বৈতের মনোভিলাষ-জ্ঞাপন ও বিশ্বরূপ-দর্শন—

অদ্বৈত বলয়ে,—"তুমি সর্ব্ব-বেদ-সার।
তোমারেই চাহোঁ প্রভু, কি চাহিব আর।" ৪৩॥
হাসি বলে প্রভু,—"আমি এই ত' সাক্ষাতে।
আর কি আমারে চাহ বল ত' আমাতে।" ৪৪॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"প্রভু কহিলা সু-সত্য।
এই তুমি সর্ব্ব-বেদ-বেদান্তের তত্ত্ব ॥৪৫॥
তথাপিহ বৈভব দেখিতে কিছু চাই।"
প্রভু বলে—"কি বা ইচ্ছা বল মোর ঠাঁই।" ৪৬॥
অদ্বৈত বলয়ে—"প্রভু পূর্ব্বে অর্জ্জুনেরে।
যাহা দেখাইলে তাহা ইচ্ছা বড় করে।" ৪৭॥
বলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ।
চতুর্দ্দিগে সৈন্য-দলে মহা-যুদ্ধপথ ॥৪৮॥
রথের উপরে দেখে শ্যামল-সুন্দর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর ॥৪৯॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ দেখে সেই ক্ষণে।
চন্দ্র, সূর্য্য, সিন্ধু, গিরি, নদী, উপবনে ॥৫০॥
কোটি চক্ষু, বাহু, মুখ দেখে পুনঃ পুনঃ।
সম্মুখে দেখয়ে স্তুতি করয়ে অর্জ্জুন ॥৫১॥
মহা অগ্নি যেন জ্বলে সকল বদন।
পোড়য়ে পাষণ্ড-পতঙ্গ-দুষ্টগণ ॥৫২॥
যে পাপিষ্ঠ পর নিন্দে', পর-দ্রোহ করে।
চৈতন্যের মুখাগ্নিতে সেই পুড়ি' মরে ॥৫৩॥

জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥"২৪ ॥

বিষ্ণুঘরে—তৎকালে প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহে 'বিষ্ণুগৃহ' ছিল। স্থানে স্থানে চণ্ডীমণ্ডপ প্রভৃতি বৈতানিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের স্থানও ছিল ॥ ৪১ ॥

জড়-জগতের যাবতীয় চিন্তা-স্রোতের প্রকাণ্ডমূর্ত্তি পুরুষোত্তমের তাৎকালিক বিশ্বরূপ; উহা নিত্য নহে বা নৈমিত্তিক অবতারের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার সহিত সমান নহে। আধ্যক্ষিক জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ-ফলে বৃহত্ত্বের তাৎকালিক পূর্ণপ্রকাশমূর্ত্তি অভাবগ্রস্ত দরিদ্রের নিকট প্রতিভাত হইলে ভগবানের তাৎকালিক বিশ্বরূপ যাহা অনিত্য জগতে প্রকটিত হইবার যোগ্যতা আছে, তাহাই প্রদর্শিত হয়। অগ্নি যেমন সকল বস্তু বা বস্তুর মলকে দগ্ধ, ধ্বংস বা দ্রবীভূত করিতে সমর্থ, তদ্রূপ ভগবদ্বৈমুখ্যক্রমে যাহারা পাপ-পরায়ণ হইয়া শ্রেষ্ঠ ভাগবত-গণের নিন্দা বা বিদ্বেষ করে, সেই পাপপ্রবণ চিত্তগণের

এই রূপ দেখিতে অন্যের শক্তি নাই।
প্রভুর কৃপাতে দেখে আচার্য্য-গোসাঞি ॥৫৪॥

প্রেমসুখে অদ্বৈত কান্দেন অনুরাগে।
দন্তে তৃণ করি পুনঃ পুনঃ দাস্য মাগে' ॥৫৫॥

নগর-ভ্রমণরত নিত্যানন্দের মহাপ্রভুর লীলা-হৃদ্‌গোচর ও শ্রীবাস-গৃহে গমন—

পরম আনন্দে প্রভু নিত্যানন্দ-রায়।
পর্য্যটনসুখে ভ্রমে' সর্ব্ব নদীয়ায় ॥৫৬॥

প্রভুর প্রকাশ সব জানে নিত্যানন্দ।
জানিলেন হইয়াছেন প্রভু বিশ্ব-অঙ্গ ॥৫৭॥

নিত্যানন্দের বিষ্ণু-গৃহদ্বারে গর্জ্জন ও প্রভুর দ্বারোদ্‌ঘাটন—

সত্বরে আইলা যথা আছেন ঠাকুর।
বিষ্ণু-গৃহ দ্বারে গিয়া গর্জ্জেন প্রচুর ॥৫৮॥

নিত্যানন্দ আগমন জানি' বিশ্বম্ভর।
দ্বার ঘুচাইয়া প্রভু আইলা সত্বর ॥৫৯॥

বিশ্বরূপ-দর্শনে নিত্যানন্দের দণ্ডবৎপতন—

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ নিত্যানন্দ দেখি'।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা বুজি আঁখি ॥৬০॥

নিত্যানন্দ-প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি—

প্রভু বলে,—"উঠ নিত্যানন্দ, মোর প্রাণ।
তুমি সে জানহ মোর সকল আখ্যান ॥৬১॥

যে তোমারে প্রীতি করে,মুঞি সত্য তা'র।
তোমা' বই প্রিয়তম নাহিক আমার ॥৬২॥

তুমি আর অদ্বৈতে যে করে ভেদ-বুদ্ধি।
ভাল-মন্দে না জানে সে অবতার-শুদ্ধি ॥" ৬৩॥

অদ্বৈত-নিত্যানন্দের নৃত্য—

নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে দেখিয়া বিশ্বম্ভর।
আনন্দে নাচয়ে বিষ্ণু-গৃহের ভিতর ॥৬৪॥

প্রভুর সহুঙ্কার উক্তি—

হুঙ্কার গর্জ্জন করে শ্রীশচী-নন্দন।
'দেখ দেখ' করি' প্রভু ডাকে ঘন ঘন ॥৬৫॥

দুই প্রভুর মহাপ্রভু-স্তুতি—

'প্রভু প্রভু' বলি' স্তুতি করে দুই জন।
বিশ্বরূপ দেখিয়া আনন্দময় মন ॥৬৬॥

মহাপ্রভুর এতাদৃশী লীলা সাধারণের দর্শনে অসামর্থ্য—

এ সব কৌতুক হয় শ্রীবাস-মন্দিরে।
তথাপি দেখিতে শক্তি অন্য নাহি ধরে ॥৬৭॥

মানসিক দুর্ব্বলতা ও কায়িক তাণ্ডব-নৃত্য-রূপ মলসমূহ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুকম্পালব্ধ প্রকৃত অভিজ্ঞতাসূচক চেতনময় কীর্ত্তনাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায় ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বের দ্রষ্টা ভগবৎস্বরূপ-দর্শনে অসমর্থ; কেননা, কর্তৃত্বাভিমান প্রবল হওয়ায় পূর্ণ-বস্তু-দর্শনে জীবের অসামর্থ্য হয়। বিশ্বে প্রকাশিত অবতারীকে 'অঙ্গ'রূপে জানিলেন। এতদ্দ্বারা বদ্ধ-জীবের অনুভূতি মহাপ্রভুর পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইলেও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে পূর্ণতম প্রকাশ বলিয়া জানিলেন। সঙ্কীর্ণদৃষ্টি জীবগণ তাঁহাকে বিশ্বের অন্যতম জানি[illegible] বিশ্ব তাঁহার অঙ্গ—এরূপ বিশিষ্টাদ্বৈতদর্শনের পূর্ণত্ব শ্রীনিত্যানন্দেরই পূর্ণ-সেবাময়ী দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ-দর্শনকে ভগবত্তার গৌণলক্ষণেরই প্রকাশ বলিয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুদ্বয়কে যাহারা বিষ্ণুতত্ত্ব হইতে পৃথক্ মনে করিয়া তাঁহাদের দেহ-দেহি-ভেদ-স্থাপন করে, তাহারা অবতার-তত্ত্বে বিশুদ্ধ-ভাবে প্রবেশ করিতে পারে না। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ভগবৎপ্রকাশ ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু উপাদান-কারণ-বিষ্ণু। অদ্বৈত-প্রভুতে উপাদান-কারণ-বিষ্ণুত্ব-বিচারে বৈষ্ণবত্বের মূল আচার্য্য-গুরুত্ব-প্রভৃতি বিচারের বিগ্রহত্ব সংশ্লিষ্ট। নিমিত্ত-কারণ হইতে উপাদান-কারণের যে ভেদ আছে, ঐ ভগবত্তত্ত্ব হইতে অবিচ্ছিন্ন বলিয়া 'অদ্বৈত' আবার 'অদ্বৈত'-বিচারে নিমিত্ত-কারণের বৈশিষ্ট্য তাঁহাতে সংযোগ করিলে প্রকাশ-বস্তু ও স্বয়ংরূপ প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য অনাদৃত হয় ॥ ৬৩ ॥

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।" (আঃ ১৭।১৫৩ সংখ্যার) ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥৬৬ ॥

গৌরচন্দ্রকে 'সর্ব্বমহেশ্বর' বলিয়া অনঙ্গীকারী ব্যক্তি 'অদৃশ্য'—

অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহা যে না মানয়ে সে দুষ্কৃতি সর্ব্বথা ॥৬৮॥
'সর্ব্ব মহেশ্বর গৌরচন্দ্র' যে না বলে।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্ব্ব-কালে ॥৬৯॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এই সে ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর ॥৭০॥

নবদ্বীপ-লীলা ভক্ত-ব্যতীত অন্যের অগম্য—

নবদ্বীপে হেন সব প্রকাশের স্থান।
তথাপিহ ভক্ত বহি না জানয়ে আন ॥৭১॥

ত্রিবিধ 'ভক্তি'-শব্দ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-উদ্দেশক—

ভক্তি-যোগ, ভক্তি-যোগ, ভক্তি-যোগ-ধন।
'ভক্তি' এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥৭২॥

কৃষ্ণনাম-স্ফূর্ত্তির অবস্থা—

'কৃষ্ণ' বলি' কান্দিলে সে কৃষ্ণ-নাম মিলে।
ধনে কুলে কিছু নহে 'কৃষ্ণ' না ভজিলে ॥৭৩॥

বিশ্বরূপ-দর্শনের ফলশ্রুতি—

দুই ঠাকুরের বিশ্বরূপ-দরশন।
ইহা যে শুনয়ে তা'রে মিলে কৃষ্ণ-ধন ॥৭৪॥

ভক্তগণসহ প্রভুর নিজ-গৃহে গমন—

ক্ষণেকে সকল সম্বরিয়া গৌরচন্দ্র।
চলিলেন নিজ-গৃহে লই ভক্ত-বৃন্দ ॥৭৫॥

বিশ্বরূপ-দর্শনে অদ্বৈত-নিত্যানন্দের বাহ্যাভাব—

বিশ্বরূপ দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
কাহারো নাহিক বাহ্য,—পরম-আনন্দ ॥৭৬॥
বৈভব-দর্শন সুখে মত্ত দুই জন।
ধূলায় যায়েন গড়ি সকল অঙ্গন ॥৭৭॥
কেহ নাচে, কেহ গায় দিয়া করতালী।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে দুই মহাবলী ॥৭৮॥

নিত্যানন্দাদ্বৈতের প্রেমকলহ—

এই মতে দুই জনে মহা কুতূহলী।
শেষে দুই জনেই বাজিল গালাগালি ॥৭৯॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"অবধূত মাতালিয়া!
এথা কোন্ জন তোকে আনিল ডাকিয়া ॥৮০॥
দুয়ার ভাঙ্গিয়া আসি সান্ধাইলি কেনে?
'সন্ন্যাসী' করিয়া তো'রে বলে কোন্ জনে? ৮১॥
হেন জাতি নাহি, না খাইলা যা'র ঘরে।
'জাতি আছে', হেন কোন্ জনে বলে তোরে?৮২॥
বৈষ্ণব-সভায় কেনে মহা মাতোয়াল?
ঝাট নাহি পালাইলে নহিবেক ভাল ॥" ৮৩॥
নিত্যানন্দ বলে,—"আরে নাড়া, বসি' থাক।
কিলাইয়া পাড়োঁ! আগে দেখাই প্রতাপ ॥৮৪॥
আরে বুড়া বামনা তোমার ভয় নাই।
আমি অবধূত-মত্ত, ঠাকুরের ভাই ॥৮৫॥

ভক্তিযোগ—প্রথমোক্ত 'ভক্তি' শব্দটি 'সম্বন্ধ' উদ্দেশ করিয়া লিখিত, দ্বিতীয়-বার 'ভক্তি' 'অভিধেয়' উদ্দেশ করিয়া এবং তৃতীয়-বার 'ভক্তি' 'প্রয়োজন' উদ্দেশ করিয়া লিখিত। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-মুখে মসৃণ-চিত্তে ভক্তি প্রকাশিত হন। কঠিন তর্কনিষ্ঠ-হৃদয়ে বা প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা থাকিলে সেবোন্মুখী বৃত্তি আত্মায় স্থান পায় না। অভক্তিযোগে আত্মবিকৃত ধর্ম্মই প্রকাশিত ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত প্রাকৃত-মর্য্যাদা-সম্পন্ন বংশ ও নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য, সমস্তই অকিঞ্চিৎকর। নিরহঙ্কার চিত্তে, আর্দ্রহৃদয়ে 'কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে 'কৃষ্ণ-নাম' ও 'নামি-কৃষ্ণ'—অভিন্ন, ইহা উপলব্ধি হইলে নামের নিত্যসেবা লাভ ঘটে। তর্কাহঙ্কার-পীড়িত জনগণের দুঃখ-জনিত ক্রন্দন দ্বারা ভক্তি লাভ হয় না, পরন্তু নিরহঙ্কার-জনগণের আর্দ্রচিত্তেই ভগবৎসেবোন্মুখতা প্রকাশিত হয়। উহার সহিত জড় জগতের প্রভুতা বা প্রভুত্ব-চ্যুত অবস্থার জন্য যে দুঃখের ক্রন্দন, তাহা এস্থলে অভিপ্রেত নহে; পরন্তু নিত্যাহ্লাদ-জনিত আনন্দোৎসরূপ ক্রন্দন বুঝিতে হইবে ॥ ৭৩ ॥

প্রণয়-কলহ-মুখে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু নিজাবস্থা-বর্ণনে আপনাকে পরমহংস-পথের পথিক বলিয়া বহির্দ্দর্শকের দৃষ্টির অকর্ম্মণ্যতা বুঝাইবার জন্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে সংসারোন্মত্ত গৃহস্থ, স্ত্রী-পুত্রের পালক বলিতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু

স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী।
পরমহংসের পথে আমি অধিকারী ॥৮৬॥
আমি মারিলেও কিছু বলিতে না পার।
আমা' সনে তুমি অকারণে গর্ব্ব কর ॥" ৮৭॥
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জলে।
দিগম্বর হইয়া অশেষ মন্দ বলে ॥৮৮॥
"মৎস্য খাও, মাংস খাও, কেমত সন্ন্যাসী!
বস্ত্র এড়িলাম আমি, এই দিগ্‌বাসী ॥৮৯॥
কোথা মাতা-পিতা, কোন্ দেশে বা বসতি?
কে জানয়ে, আসিয়া বলুক দেখি' ইথি ॥৯০॥
এক চোরা আসিয়া এতেক করে পাক।
খাইমু গিলিমু সংহারিমু সব থাক ॥৯১॥
তারে বলি 'সন্ন্যাসী', যে কিছু নাহি চায়।
বোলায় 'সন্ন্যাসী', দিনে তিনবার খায় ॥৯২॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই।
কোথাকার অবধূতে আনি' দিলা ঠাঞি ॥৯৩॥

আপনাকে 'পরমহংস-অবধূত' 'শ্রীগৌরসুন্দরের অগ্রজ' প্রভৃতি অভিমান করিয়া অদ্বৈত-প্রভুকে 'লুপ্তবুদ্ধি বৃদ্ধ', 'দরিদ্র ব্রাহ্মণ' ও 'অতি সাহসী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং তাঁহাকে বলপূর্ব্বক অধীন করিবার প্রবল শক্তি দেখাইবার প্রতারণা করিলেন। এই গুলি শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রণয়জ্ঞাপক রোষভরে বাক্য বলিবার ফলস্বরূপ। অদ্বৈত-প্রভু নিত্যানন্দ-প্রভুকে 'মাতাল', 'অনধিকার-প্রবেশ-কারী', 'সন্ন্যাস-ধর্ম্ম-বিগর্হিত', 'পংক্তিহীন', 'সকলের নিকট শুদ্ধাশুদ্ধি-বিচার-রহিত হইয়া উচ্ছিষ্ট-ভোজন-কারী,' 'বৈদিকধর্ম্ম-বিচ্যুত' প্রভৃতি বলিয়া অদ্বৈত-গৃহ পরিত্যাগ না করিলে, তাঁহার বিশেষ শাস্তি-লাভ ঘটিবে ইত্যাদি বাক্যের প্রতিবাদ-স্বরূপ নিত্যানন্দের অহঙ্কার-প্রতিম এই উক্তি-সমূহ ॥ ৮৫-৮৬ ॥

শ্রীঅদ্বৈত বাদ-প্রতিবাদ-চ্ছলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"মৎস্য-মাংসভোজী দাবি-সন্ন্যাসী যেরূপ গৃহস্থের বসন ত্যাগ করিয়া দিগ্‌বসন হইয়াছেন বলিয়া অভিমান করেন, তোমারও সেই জাতীয় ব্যবহার। বৈষ্ণববিদ্বেষী তান্ত্রিক বিষয়াসক্ত শাক্তেয়-মতবাদি-সন্ন্যাসিগণ যেরূপ পঞ্চ'ম'-কারের আবাহন করিয়া আপনাদের সন্ন্যাস-প্রসিদ্ধি-সংরক্ষণ করিবার যত্ন করে, তুমিও সেই জাতীয়। যথেচ্ছাচারিতা কখনও বেদানুগ[illegible]ভাবে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম হইতে পারে না।"

এই সকল উক্তি পাঠ করিয়া নির্ব্বোধ পাঠকগণ শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ-প্রভুকে যেন আচারভ্রষ্ট সন্ন্যাসচ্যুত জ্ঞান না করেন। যিনি অদ্বৈতের এই-প্রকার উক্তির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া সরল ভাবে নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিবেন, তিনি নিত্যানন্দ-প্রভুর স্বরূপ বুঝিতে অনুপযুক্ত জানিতে হইবে। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর এই সকল বিদ্রূপোক্তি বা ব্যাজ-নিন্দা মৎস্য-মাংস-ভোজিগণের দুষ্প্রবৃত্তি-বর্দ্ধনের একটি কৌশল মাত্র। যাহাদের অদৃষ্ট অতীব মন্দ, তাহারা এই সকল বাক্যের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া স্বীয় চাতুর্য্যের অভাবে জাগতিক পাপ আশ্রয় করিয়া নরক পথের পথিক হয়। 'ভোগা-দেওয়া' কথায় যাহারা ভুলিয়া যায়, তাহারা কখনও চতুর কৃষ্ণভক্ত হইতে পারে না ॥ ৮৯ ॥

শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন,—"সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম—কাহারও নিকট হইতে কিছুই না লওয়া; কিন্তু নিত্যানন্দ-প্রভু আপনাকে 'সন্ন্যাসী' বলিয়া পরিচয় দিয়া দিবসে তিনবার ভোজনে ব্যস্ত।" যে-সকল ব্যক্তি কর্ম্মাগ্রহিতার বশে যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের পার্থক্য বুঝিতে পারে না, তাহারা এই সকল যুক্তির অকর্ম্মণ্যতা বুঝিতে না পারিয়া আপনাদিগকে 'তার্কিক' মনে করে; কিন্তু তাহাদের তর্কের ভিত্তি নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়া প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাদিগকে 'নির্ব্বোধ' জানেন। সেই নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া যে সকল কুভাব হৃদয়ে পুষ্ট হয়, ঐ গুলি ভগবদ্ভক্ত-দর্শন ও ভগবদ্দর্শনের অন্তরায়-স্বরূপ। ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্যের কথা যাহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের মুখে শ্রবণ করিয়া শ্রীরূপ প্রভুর লেখনীতে আশ্বস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের ঐরূপ মূর্খতার আপদ্ হইতে বিমুক্তি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ॥ ৯২ ॥

শ্রীনিবাস পণ্ডিত তাঁহার অহর্নিশ-ব্যবহারে প্রত্যেকের বৈষ্ণবতার আদর করেন, সুতরাং নির্ব্বোধ স্মার্ত্তগণের বৈদিক অনুশাসন সুষ্ঠুভাবে পালন না করায়, তাঁহার

অবধূত করিল সকল জাতি নাশ।
কোথা হৈতে মন্তপের হৈল পরকাশ॥" ৯৪॥
কৃষ্ণ-প্রেম সুধা-রসে মত্ত দুই জন।
অন্যোহন্যে কলহ করেন সর্ব্ব-ক্ষণ॥৯৫॥

বিষ্ণু-বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা না বুঝিয়া একপক্ষগ্রহণে সর্ব্বনাশ—

ইথে এক জনের হইয়া পক্ষ যেই।
অন্য জনে নিন্দা করে, ক্ষয় যায় সেই॥৯৬॥
হেন প্রেম-কলহের মর্ম্ম না জানিয়া।
একে নিন্দে', আর বন্দে, সে মরে পুড়িয়া॥৯৭॥
অদ্বৈতের পক্ষ হঞা নিন্দে' গদাধর।
সে অধম কভু নহে অদ্বৈত-কিঙ্কর॥৯৮॥
ঈশ্বরে সে ঈশ্বরের কলহের পাত্র।
কে বুঝিবে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা মাত্র॥৯৯॥
'বিষ্ণু' আর 'বৈষ্ণব' সমান দুই হয়।
পাষণ্ডী নিন্দক ইহা বুঝে বিপর্য্যয়॥১০০॥

সামাজিক অধিষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মূলিত হইয়াছে, তজ্জন্যই অজ্ঞাতকুলশীল শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে 'অবধূত' বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক সামাজিকগণের নিকট স্থাপিত করিয়াছেন। সামাজিক জাতিগত অনুষ্ঠান পরিহার করিয়া ভগবদ্ভক্তিতে অগ্রসর হওয়া সাংসারিক বিচারের প্রতিকূল॥৯৩॥

শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য-সম্প্রদায় সকলেই আচার্য্যের অপ্রকটের পর শ্রীগদাধরের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহাতে কতিপয় নির্ব্বোধ ব্যক্তি অদ্বৈতের পরিচয় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বহুমানন করিবার ছলে গদাধর পণ্ডিতের ভক্তিধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যের গর্হণ করেন। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে ঐরূপ অবৈধ কর্ম্মের দ্বারা গদাধর-বিরোধী পাষণ্ডিগণকে অদ্বৈতপ্রভুর নিত্য ভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। তাহারা অদ্বৈতপাদপদ্মে অপরাধী হওয়ায় কপটতা-মূলে অদ্বৈতপ্রভুর প্রশংসার ছলে শ্রীগদাধরকে নিন্দা করেন, তাহা অদ্বৈতপ্রভু কখনও সহ্য করেন না, পরন্তু সেই সকল ভৃত্যব্রুবগণকে নিজভৃত্য না বলিয়া তাড়াইয়া দেন॥৯৮॥

বিষ্ণু বা তাঁহার নিত্য ভৃত্য বৈষ্ণবগণ, সকলেই ঈশ্বর বা প্রভু। দাসগণ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। বিষ্ণুর প্রকাশ-বিশেষ পরস্পরের মধ্যে যে বৈষম্য উৎপাদন করিয়া ভেদ প্রতিপাদন করে, অথবা বৈষ্ণবগণের মধ্যে ভগবৎ-প্রেম-বর্দ্ধনের নিমিত্ত যে বিবাদের ছলনা দেখা যায়, সেই সকল কথা সাধারণ কর্ম্মফল-বাধ্য ব্যক্তিগণের সমতা-বোধক নহে। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব—কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের ঈশ্বর বা প্রভু; সুতরাং প্রভুর সহিত অপর বৈষ্ণব প্রভুর, শ্রীনিত্যানন্দের সহিত শ্রীঅদ্বৈতের যে সকল বিবাদ-প্রতিম কথায়, নির্ব্বোধ সবলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অপর সাধারণ দৃষ্টান্তের সহিত সমজ্ঞান করিয়া নিন্দা-প্রশংসার মধ্যে প্রবেশ করেন, উহা তাহাদের মূর্খতা মাত্র॥৯৯॥

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব বিষয়াশ্রয়-ভেদে বিশেষ-ধর্ম্ম-যুক্ত। সুতরাং বিষ্ণুর তাৎপর্য্য ও বৈষ্ণবের তাৎপর্য্যে ভেদ আছে জানিলে সমতার পরিবর্ত্তে বৈষম্য সেই স্থান অধিকার করে। এইরূপ বৈষম্য পাষণ্ডী ও নিন্দকগণের মধ্যেই প্রবল; কেননা, তাহারা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবকে ভিন্নতাৎপর্য্যপর জানিয়া নিজ বিচারাধীন করে। বিষ্ণুসেবা-বর্জ্জিত অহঙ্কার তাহাদিগকে 'প্রভু' সাজাইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সমতা ও বৈষম্য বিচার করে। বিষয়াশ্রয়বোধাভাবই তাহাদের নিন্দা ও পাষণ্ড-প্রবৃত্তির জনক। তজ্জন্য বৈষ্ণবমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণচরণ-ভজনে কৃষ্ণের লীলায় প্রবেশাধিকারের অভেদত্ব জানিলে জীবের ভজনের সুষ্ঠুতা হয়। পরিকর-বৈশিষ্ট্য-বিচার-রহিত হইয়া ভগবানের যে নাম, রূপ ও গুণ-গ্রহণ, তাহাতে পরিকরবৈশিষ্ট্যের উপযোগিতা না থাকায় জীবের ভগবদ্-ভজনের সম্ভাবনা হইতে পারে না। তাই বলিয়া অবৈষ্ণবতাকে বা বিষ্ণুসেবা-রাহিত্য-ধর্ম্মের যাজনকারীকে 'অবৈষ্ণব' না জানিয়া বৈষ্ণব-ভ্রান্তিতে অভেদ জানিলে ভগবদ্ভজনের সম্ভাবনা হয় না।

বিষ্ণুভক্তি-রহিত বৈষ্ণবকেই 'অবৈষ্ণব' বলা হয়। উষ্ণতা-রহিত বস্তুকেই 'শীতল' বলা হয়। অতিশৈত্যের মধ্যেও উষ্ণতার অত্যল্পাংশ অবস্থিত। সুতরাং শীতোষ্ণ-বিচারে অভেদ-দর্শনে বৈচিত্র্যবিলাসাভাব। কিন্তু বৈচিত্র্য বা বিলাস স্বরূপের ধর্ম্ম। বিরূপ-বিচারে স্বভাব ও অভাবের

সকল বৈষ্ণব-প্রতি অভেদ দেখিয়া।
যে কৃষ্ণ-চরণ ভজে, সে যায় তরিয়া ॥১০১॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ-জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ-যুগে গান ॥১০২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে বিশ্বরূপ-দর্শনাদি-বর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

সাম্য বা বৈষম্য, উভয়ই দোষযুক্ত। এই উভয় জড়ীয়-বর্জ্জিত চিন্ময় ভাবের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের শুদ্ধা ভাবাভাব-সেবা-প্রবৃত্তি উদিত হয় না। সেবা-বৃত্তির অনুদয়ে ভগবদ্দর্শন বা ভক্তিতে অবস্থান সম্ভব হয় না ॥১০০—১০১॥

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে প্রভুর নিজ-নামকীর্ত্তনে ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ, 'দুঃখী'-দাসীর গঙ্গাজল-আনয়ন-দ্বারা প্রভুসেবা, 'দুঃখী'র 'সুখী'-নামকরণ, শ্রীবাস-পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তি, প্রভু কর্ত্তৃক মৃত বালকের মুখে তত্ত্বকথা-কীর্ত্তন-দ্বারা শ্রীবাস গোষ্ঠীর শোক-শাতন এবং গদাধরকে অর্চ্চনভার প্রদান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস-গৃহে সংকীর্ত্তন-বিলাসে সর্ব্বদা আবিষ্ট থাকিতেন এবং নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতেন। বাহ্য-প্রাপ্তিতে সগণ গঙ্গা-স্নান করিতেন, কখনও বা ভক্তগণ শ্রীবাস-অঙ্গনেই প্রভুকে স্নান করাইয়া দিতেন।

প্রভুর আনন্দ-নৃত্যকালে 'দুঃখী'-দাসী সজল-নয়নে নৃত্য দেখিত এবং কুম্ভ সকল গঙ্গাজলে পূর্ণ করিয়া সারি, দিয়া রাখিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা দেখিয়া পরম সন্তোষে শ্রীবাসের নিকট জল-আনয়ন-কারীর পরিচয় জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক তাদৃশ সেবা-সৌভাগ্য-প্রাপ্ত ব্যক্তি কখনও 'দুঃখী' হইতে পারে না ইহা বিচার করিয়া তাহার 'সুখী' নাম রাখিলেন।

একদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভু কীর্ত্তন-বিলাসে মত্ত থাকিলে শ্রীবাসপুত্রের পরলোক প্রাপ্তি ঘটিল। অকস্মাৎ নারীগণের ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীবাস গৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক ঠাকুরের নৃত্যকালীন প্রেমানন্দ-ব্যাঘাত-কারক শারীরিক ব্যবহার কিছুক্ষণের জন্য শুদ্ধ করিতে বলিলেন; নতুবা গঙ্গাজলে নিজপ্রাণ বিসর্জ্জনের ভয় দেখাইলেন এবং প্রভুর কীর্ত্তনে পরমোল্লাসে যোগদান করিলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু নিজ চিত্তে আনন্দের অভাবের ছল উঠাইয়া শ্রীবাস-গৃহে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে ভক্তগণ সমস্ত বিষয় প্রভু-স্থানে নিবেদন করিলেন। প্রভু শ্রীবাসের প্রভু-প্রীতি-চেষ্টা-দর্শনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অতঃপর মৃত বালককে সম্বোধন করিয়া তাহাকে শ্রীবাস-গৃহ-ত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মৃত শিশু উত্তর করিল যে, তাহার ঐদেহে যত দিন নির্ব্বন্ধ ছিল, সে তাহা ভোগ করিয়া অন্যত্র যাইতেছে, সকলেই আপনাপন কর্ম্মফল ভোগ করে, পিতা মাতা-পুত্রাদি-সম্বন্ধ বৃথা।

মৃতের মুখে তত্ত্ব-কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাস-গোষ্ঠীর শোক দূর হইল। সকলেই প্রভুর চরণ ধরিয়া বিনয়-

সহকারে বিবিধ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রেমানন্দে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসকে সংসারের রীতির কথা জানাইয়া তাঁহারা দুই ভ্রাতা শ্রীবাসের পুত্ররূপে অবস্থান করিতে অঙ্গীকার করিলেন।

সগোষ্ঠী চৈতন্যদেবের জয়গান—

জয় জয় সর্ব্বলোকনাথ গৌরচন্দ্র।
জয় বিপ্র-বেদ-ধর্ম্ম-ন্যাসীর মহেন্দ্র ॥১॥
জয় শচী-গর্ভ-রত্ন-কারুণ্য-সাগর।
জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় বিশ্বম্ভর ॥২॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥৩॥

মধ্যখণ্ডের কথার মাহাত্ম্য—

মধ্যখণ্ড-কথা ভক্তিরসের নিধান।
নবদ্বীপে যে ক্রীড়া করিলা সর্ব্বপ্রাণ ॥৪॥

প্রভুর নিরন্তর হরিকীর্ত্তন ও বিবিধ ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ—

নিরবধি করে প্রভু হরি-সংকীর্ত্তন।
আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশয়ে সর্ব্বক্ষণ ॥৫॥

প্রভুর নিজনামাবেশে নৃত্য ও প্রেমবিকার—

নৃত্য করে মহাপ্রভু নিজ-নামাবেশে।
হুঙ্কার করিয়া মহা অট্ট অট্ট হাসে' ॥৬॥

শ্রীগৌরসুন্দর পাঞ্চরাত্রিক-বিধান-মতে বিষ্ণুপূজার আয়োজন করিতেন, কিন্তু প্রেমোন্মত্ত হইয়া অর্চ্চন-কার্য্য করিতে অসমর্থ হওয়ায় অর্চ্চন-ভার শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে সমর্পণ করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

প্রেমরসে নিরবধি গড়াগড়ি যায়।
ব্রহ্মার বন্দিত অঙ্গ পূর্ণিত ধূলায় ॥৭॥
প্রভুর আনন্দ-আবেশের নাহি অন্ত।
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভাগ্যবন্ত ॥৮॥

প্রভুর বাহ্য-প্রাপ্তিতে কৃত্য—

বাহ্য হৈলে বৈসে প্রভু সর্ব্বগণ লঞা।
কোনদিন গঙ্গাজলে বিহরয়ে গিয়া ॥৯॥
কোনদিন নৃত্য করি' বসেন অঙ্গনে।
ঘরে স্নান করায়েন সর্ব্ব ভক্তগণে ॥১০॥

শ্রীবাস-দাসী 'দুঃখী'র সেবা—

যতক্ষণ প্রভুর আনন্দ-নৃত্য হয়ে।
ততক্ষণ 'দুঃখী' পুণ্যবতী জল বহে ॥১১॥
ক্ষণেকে দেখয়ে নৃত্য সজল-নয়নে।
পুনঃ পুনঃ গঙ্গাজল বহি' বহি' আনে' ॥১২॥

'দুঃখী'র সেবায় প্রভুর সন্তোষ ও 'সুখী' নাম-করণ—

সারি করি' চতুর্দ্দিগে এড়ে কুম্ভগণ।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীশচী-নন্দন ॥১৩॥

সর্ব্বলোকনাথ—পুরুষোত্তম শ্রীগৌরসুন্দর চতুর্দ্দশ লোকের নাথসমূহের একমাত্র পূজ্যবিগ্রহ এবং তিনিই সকল জগতের একমাত্র নাথ বা পতি।

বিপ্র-মহেন্দ্র—ভগবানের জীবশক্তিতে প্রাধান্য দৃষ্ট হইলে তাহাকে 'ইন্দ্র' বলে; যাবতীয় বর্ণের গুরু 'বিপ্র'। বিপ্রসঙ্জ্ঞায় যিনি 'ইন্দ্র' বলিয়া পরিচিত, তন্মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বেদ-মহেন্দ্র,—বেদপুরুষ ইন্দ্রগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ধর্ম্ম-মহেন্দ্র—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গগণ—ইন্দ্রসদৃশ। তদতিরিক্ত পরধর্ম্মমূর্ত্তি অধোক্ষজ-সেবা-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক।

ন্যাসি-মহেন্দ্র,—কর্ম্মি-সন্ন্যাসী, জ্ঞানি-সন্ন্যাসী ও যোগি-সন্ন্যাসী প্রভৃতি ইন্দ্রতুল্য শ্রেষ্ঠ; শ্রীগৌরসুন্দর ফল্গুবৈরাগ্যের অকর্ম্মণ্যতা ও যুক্তবৈরাগ্যের তারতম্য-প্রদর্শক বলিয়া তিনি 'ন্যাসি-মহেন্দ্র'।

নিজনামাবেশে—ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন-ব্রজেন্দ্র-নন্দন। কৃষ্ণনামে বিভোর থাকায় তাঁহাকে নিজ নাম-কীর্ত্তন-প্রেমাবেশে অবস্থিত বলা হয় ॥৬॥

শ্রীচতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ভগবানের সেবক-সূত্রে ভগবত্তনুর বন্দনা করিয়া থাকেন। স্বরূপে কৃষ্ণপ্রীতিরসে পূর্ণ থাকিলেও বহির্জ্জগতের নির্ম্মলতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তিনি রজোমণ্ডিত ॥৭॥

শ্রীবাসের স্থানে প্রভু জিজ্ঞাসে' আপনে।
"প্রতিদিন গঙ্গা-জল কোন্ জনে আনে'?" ১৪॥
শ্রীবাস বলয়ে,—"প্রভু, 'দুঃখী' বহি' আনে'।"
প্রভু বলে,—"'সুখী' করি' বল' সর্ব্ব-জনে ॥১৫॥
এ জনের 'দুঃখী' নাম কভু যোগ্য নয়।
সর্ব্বকাল 'সুখী'-হেন মোর চিত্তে লয় ॥" ১৬॥

'দুঃখী'র প্রতি প্রভুর কৃপায় ভক্তগণের আনন্দ ও 'দুঃখী'কে 'সুখী' সম্বোধন—

এতেক কারুণ্য শুনি' প্রভুর শ্রীমুখে।
কান্দিতে লাগিলা ভক্তগণ প্রেমসুখে ॥১৭॥
সবে 'সুখী' বলিলেন প্রভুর আজ্ঞায়।
'দাসী'-বুদ্ধি শ্রীবাস না করে সর্ব্বথায় ॥১৮॥

কৃষ্ণসেবা-চেষ্টাহীন সন্ন্যাস বা প্রায়শ্চিত্তাদি যম-যাতনা-নিবারণে অসমর্থ—

প্রেমযোগে সেবা করিলেই কৃষ্ণ পাই।
মাথা মুড়াইলে যমদণ্ড না এড়াই ॥১৯॥

প্রেমনিষ্ঠা ব্যতীত জন্মৈশ্বর্য্যাদির নিষ্ফলতা—

কুলে, রূপে, ধনে বা বিদ্যার কিছু নয়।
প্রেম-যোগে ভজিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয় ॥২০॥

গৌরসুন্দর-কর্ত্তৃক বেদ-ভাগবত-তত্ত্বের আদর্শ-প্রদর্শন—

যতেক কহেন তত্ত্ব বেদে ভাগবতে।
সব দেখায়েন গৌরসুন্দর সাক্ষাতে ॥২১॥

কৃষ্ণভক্তকে নিম্নাবস্থানে অবস্থিত বিবেচনাকারী বৃথা অভিমানী অপেক্ষা ভক্তগৃহের দাসীর সৌভাগ্যাধিক্য—

দাসী হই' যে প্রসাদ 'দুঃখী'রে হইল।
বৃথা-অভিমানী সব তাহা না দেখিল ॥২২॥
কি কহিব শ্রীবাসের ভাগ্যের মহিমা।
যাঁ'র দাস-দাসীর ভাগ্যের নাহি সীমা ॥২৩॥

শ্রীবাসপুত্রের পরলোক-প্রাপ্তিতে শ্রীবাসের আচরণ—

একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাস-মন্দিরে।
সুখে শ্রীনিবাস-আদি সংকীর্ত্তন করে ॥২৪॥
দৈবে ব্যাধিযোগে গৃহে শ্রীবাস-নন্দন।
পরলোক হইলেন দেখে নারীগণ ॥২৫॥
আনন্দে করেন নৃত্য শ্রীশচী-নন্দন।
আচম্বিতে শ্রীবাস-গৃহে উঠিল ক্রন্দন ॥২৬॥
সত্বরে আইলা গৃহে পণ্ডিত শ্রীবাস।
দেখে, পুত্র হইয়াছে পরলোক-বাস ॥২৭॥

বাহিরের দিকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে অথবা নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে যমদণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণের প্রীতি অর্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যে সেবা করিলেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে ॥১৯॥

উচ্চবংশ, সুন্দর রূপ, প্রচুর ধন বা বিদ্যার প্রতিভা প্রভৃতি অবলম্বন করিলে ভগবৎপ্রীতি উৎপন্ন হয় না; পরন্তু তাঁহার অনুকূল অনুশীলনে প্রেমনিষ্ঠ হইলেই ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতে জ্ঞানবিযুক্ত ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং উত্তরোত্তর কৃষ্ণপ্রীতির পাত্র বলিয়া বিবেচি[illegible]২০॥

শ্রীবাস-গৃহের পরিচারিকা [illegible] দুঃখী শ্রীগৌরসুন্দরের জন্য গঙ্গোদক আনিয়া দিয়া ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। তদনুষ্ঠান-ফলে ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পুণ্যবতী 'দুঃখী'কে 'সুখী' নামে অভিহিত করেন। এই সকল অনুষ্ঠান 'বেদশাস্ত্র' ও 'ভাগবত' প্রভৃতিতে বর্ণিত তত্ত্বসমূহেরই উদাহরণ। পরিদর্শক সম্প্রদায় দূর হইতে বিচার করিতে গিয়া ভগবানের প্রেমনিষ্ঠ ভক্তগণের নিম্নাবস্থান বিবেচনা করিলে তাহাদের বৃথা অভিমান-মাত্র হয় ॥২২॥

তথ্য। **"শোকশাতন"**—প্রদোষ-সময়ে, শ্রীবাস-অঙ্গনে সঙ্গোপনে গোরামণি। শ্রীহরি-কীর্ত্তনে নাচে নানারঙ্গে উঠিল মঙ্গলধ্বনি ॥১॥ মৃদঙ্গ, মাদল, বাজে করতাল, মাঝে মাঝে জয়তূর। প্রভুর নটন, দেখি' সকলের, হইল সন্তাপ দূর ॥২॥ অখণ্ড প্রেমেতে, মাতল তখন, সকল ভকতগণ। আপনা পাসরি', গোরাচাঁদে ঘেরি', নাচে গায় অনুক্ষণ ॥৩॥ এমত সময়ে, দৈব ব্যাধিযোগে, শ্রীবাসের অন্তঃপুরে। তনয়-বিয়োগে,—নারীগণ শোকে, প্রকাশল উচ্চৈঃস্বরে ॥৪॥ ক্রন্দন উঠিলে, হ'বে রসভঙ্গ, ভকতিবিনোদ ডরে। শ্রীবাস অমনি বুঝিল কারণ, পশিল আপন ঘরে ॥৫॥ প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে নারীগণ শান্ত করে, শ্রীবাস অমিয় উপদেশে। শু পাগলিনীগণ, শোক কর অকারণ, কিবা দুঃখ থাকে

পরম গম্ভীর ভক্ত মহা-তত্ত্ব-জ্ঞানী।
স্ত্রী-গণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি ॥২৮॥

কৃষ্ণাবেশে ॥৬॥ কৃষ্ণ নিত্য সুত যা'র, শোক কভু নাহি তার, অনিত্য আসক্তি সর্ব্বনাশ। আসিয়াছ এ সংসারে, 'কৃষ্ণ' ভজিবার তরে, নিত্য-তত্ত্বে করহ বিলাস ॥৭॥ এ দেহে যাবৎ স্থিতি, কর' কৃষ্ণচন্দ্রে রতি, কৃষ্ণে জ্ঞান, ধন, জন, প্রাণ। এ-দেহ অনুগ যত, ভাই-বন্ধু-পতি-সুত, অনিত্য সম্বন্ধ বলি' মান' ॥৮॥ কে বা কার পতি-সুত, অনিত্য-সম্বন্ধ-কৃত, চাহিলে রাখিতে নারে তা'রে। করম-বিপাক-ফলে, সুত হ'য়ে বসে কোলে, কর্ম্মক্ষয়ে আর রৈতে নারে ॥৯॥ ইথে সুখ দুঃখ মানি' অধোগতি লভে প্রাণী, কৃষ্ণপদ হৈতে পড়ে দূরে। শোক সম্বরিয়া এবে, নামানন্দে মজ' সবে' ভকতি-বিনোদ-বাঞ্ছা পূরে ॥১০॥ ধন, জন, দেহ, গেহ কৃষ্ণে সমর্পণ। করিয়াছ শুদ্ধচিত্তে করহ স্মরণ ॥১১॥ তবে কেন মম সুত বলি' কর দুঃখ। কৃষ্ণ নিল নিজ-জন তাহে তাঁ'র সুখ ॥১২॥ কৃষ্ণ-ইচ্ছা-মতে সব ঘটয় ঘটনা। তাহে সুখ-দুঃখ-জ্ঞান অবিদ্যা-কল্পনা ॥১৩॥ যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ তাই জান ভাল। ত্যজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল ॥১৪॥ দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ-সবে। রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করে যবে ॥১৫॥ কৃষ্ণ-ইচ্ছা-বিপরীত যে করে বাসনা। তা'র ইচ্ছা নাহি ফলে সে পায় যাতনা ॥১৬॥ ত্যজিয়া সকল শোক শুন, 'কৃষ্ণ'-নাম। পরম অনন্দ পাবে পূর্ণ হবে কাম ॥১৭॥ ভকতি-বিনোদ মাগে শ্রীবাস-চরণে। আত্মনিবেদন-শক্তি জীবনে মরণে ॥১৮॥ সবু মেলি' বালক-ভাগ বিচারি'। ছোড়বি মোহ শোক চিত্তবিকারী ॥১৯॥ চৌদ্দভুবন-পতি নন্দকুমারা। শচী-নন্দন ভেল নদীয়া-অবতারা ॥২০॥ সোহি গোকুলচাঁদ অঙ্গনে মোর। নাচই ভক্ত-সহ আনন্দ-বিভোর ॥২১॥ শুনত নাম-গান বালক মোর। ছোড়ল দেহ, হরি-প্রীতি বিভোর ॥২২॥ ঐছন ভাগ যব ভই হামারা। তবহুঁ হঁউ ভব-সাগর-পারা ॥২৩॥ তুঁহু সবু বিছরি এহি বিচারা। কাঁহে করবি শোক চিত্তবিকারা ॥২৪॥ স্থির নহি হওবি যদি উপদেশে। বঞ্চিত হওবি বসে অবশেষে ॥২৫॥ পশিবুঁ হাম সুর তটিনী মাহে। ভক্তিবিনোদ প্রমাদ দেখে তাহে ॥২৬॥

'তোমরা তো সব জান' কৃষ্ণের মহিমা।
সম্বর' রোদন সবে, চিত্তে দেহ' ক্ষমা ॥২৯॥

শ্রীবাস-বচন, শ্রবণ করিয়া, সাধ্বী পতিব্রতাগণ। শোক পরিহরি', মৃত শিশু রাখি', হরি-রসে দিল মন ॥২৭॥ শ্রীবাস তখন, আনন্দে মাতিয়া, অঙ্গনে আইল পুনঃ। নাচে গোরা সনে, সকল পাসরি' গায় নন্দসুত-গুণ ॥২৮॥ চারি দণ্ড রাত্রে, মরিল কুমার, অঙ্গনে কেহ না জানে। শ্রীনাম-মঙ্গলে, তৃতীয় প্রহর, রজনী অতীত গানে ॥২৯॥ কীর্ত্তন ভাঙ্গিলে, কহে গৌরহরি, আজি কেন পাই দুঃখ। বুঝি,এই গৃহে, কিছু অমঙ্গল, ঘটিয়া হরিল সুখ ॥৩০॥ তবে ভক্তগণ, নিবেদন করে শ্রীবাস-শিশুর কথা। শুনি' গোরা-রায়,বলে হায়হায়, মরমে পাইনু ব্যথা ॥৩১॥ কেন না কহিলে, আমারে তখন, বিপদ্-সংবাদ সবে। ভকতিবিনোদ, ভকত-বৎসল, স্নেহেতে মজিল তবে ॥৩২॥ প্রভুর বচন, তখন শুনিয়া, শ্রীবাস লোটাঞা ভূমি। বলে, শুন নাথ! তব রসভঙ্গ, সহিতে না পারি আমি ॥৩৩॥ একটি তনয়, মরিয়াছে নাথ, তাহে মোর কিবা দুঃখ। যদি সব মরে, তোমারে হেরিয়া, তবু ত পাইব সুখ ॥৩৪॥ তব নৃত্যভঙ্গ, হইলে আমার, মরণ হইত হবি। তাই কুসংবাদ, না দিল তোমারে, বিপদ্ আশঙ্কা করি ॥৩৫॥ এবে আজ্ঞা দেহ, মৃত সুত ল'য়ে, সৎকার করুন সবে। এতেক শুনিয়া, গোরাদ্বিজমনি, কাঁদিতে লাগিল তবে ॥৩৬॥ কেমনে এ সবে, ছাড়িয়া যাইব, পরাণ বিকল হয়। সে কথা শুনিয়া, ভকতিবিনোদ, মনেতে পাইল ভয় ॥৩৭॥ গোরাচাঁদের আজ্ঞা পেয়ে গৃহবাসিগণ। মৃত সুতে অঙ্গনেতে আনে ততক্ষণ ॥৩৮॥ কলিমলহারী গোরা জিজ্ঞাসে তখন। শ্রীবাসে ছাড়িয়া, শিশু, যাও কি কারণ? ৩৯॥ মৃত শিশুমুখে জীব করে নিবেদন। 'লোক-শিক্ষা লাগি' প্রভু তব আচরণ ॥৪০॥ তুমি ত' পরম তত্ত্ব অনন্ত অদ্বয়। পরাশক্তি তোমার অভিন্ন-তত্ত্ব হয় ॥ ৪১ ॥ সেই পরা শক্তি ত্রিধা হইয়া প্রকাশ। তব ইচ্ছামত-করায় তোমার বিলাস ॥৪২॥ চিচ্ছক্তি-স্বরূপে নিত্যলীলা প্রকাশিয়া। তোমারে আনন্দ দেন হ্লাদিনী হইয়া ॥৪৩॥ জীবশক্তি হঞা তব চিৎকিরণচয়ে।

অন্তকালে সকৃৎ শুনিলে যাঁ'র নাম।
অতি মহা-পাতকীও যায় কৃষ্ণধাম ॥৩০॥

হেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে করে নৃত্য।
গুণ গায় যত তাঁ'র ব্রহ্মাদিক ভৃত্য ॥৩১॥

তটস্থ-স্বভাবে জীবগণে প্রকটয়ে ॥৪৪॥ মায়াশক্তি হ'য়ে করে প্রপঞ্চ-সৃজন। বহির্ম্মুখ জীবে তাহে করয় বন্ধন ॥৪৫॥ ভকতিবিনোদ বলে অপবাধফলে। বহির্ম্মুখ হ'য়ে আছি প্রপঞ্চ-কবলে ॥৪৭॥ "পূর্ণচিদানন্দ তুমি, তোমার চিৎকণ আমি, স্বভাবতঃ আমি তুয়া দাস। পরম স্বতন্ত্র তুমি, তুয়া পরতন্ত্র আমি, তুয়া পদ ছাড়ি' সর্ব্বনাশ ॥৪৭॥ স্বতন্ত্র হ'য়ে যখন, মায়া-প্রতি কৈনু মন, স্ব-স্বভাব ছাড়িল আমায়। প্রপঞ্চে মায়াব বন্ধে, পড়িনু কর্ম্মেব ধন্ধে, কর্ম্মচক্রে আমারে ফেলায় ॥৪৮॥ মায়া তব ইচ্ছামতে, বাঁধে মোরে এজগতে, অদৃষ্ট নির্ব্বন্ধ লৌহ-করে। সেই'ত নির্ব্বন্ধ মোরে, আনে শ্রীবাসেব ঘরে, পুত্ররূপে মালিনী-জঠরে ॥৪৯॥ সে নির্ব্বন্ধ পুনরায়, মোরে এবে ল'যে যায়, আমি'ত থাকিতে নাবি আর। তব ইচ্ছা সুপ্রবল, মোব ইচ্ছা সুদুর্ব্বল, আমি জীব অকিঞ্চন ছাব ॥৫০॥ যথায় পাঠাও তুমি, অবশ্য যাইব আমি, কাব কে বা পুত্র পতি পিতা। জড়েব সম্বন্ধ সব, তাহা নাহি সত্য লব, তুমি জীবেব নিত্য পালয়িতা ॥৫১॥ সংযোগ-বিয়োগে যিনি, সুখ-দুঃখ মনে গণি, তব পদে ছাড়েন আশ্রয়। মায়াব গর্দ্দভ হ'য়ে, মজ্জেন সংসার ল'য়ে ভক্তিবিনোদের সেই ভয় ॥৫২॥ বাঁধিল মায়া, যেদিন হ'তে, অবিদ্যা-মোহ-ডোবে। অনেক জন্ম, লভিনু আমি, ফিবিনু মায়াঘোবে ॥৫৩॥ দেবদানব মানব-পশু, পতঙ্গ-কীট হ'য়ে। স্বর্গে-নবকে, ভূতলে ফিবি, অনিত্য আশা ল'য়ে ॥৫৪॥ না জানি কি বা, সুকৃতি-বলে, শ্রীবাসসুত হৈনু। নদীয়া-ধামে, চরণ তব, দরশ পরশ কৈনু ॥৫৫॥ সকল বারে, মরণ-কালে, অনেক দুঃখ পাই। তুয়া প্রসঙ্গে পরম সুখে, এবার চ'লে যাই ॥৫৬॥ ইচ্ছায় তোব' জনম যদি, আবার হয়, হরি! চবণে তব, প্রেম-ভকতি, থাকে, মিনতি করি ॥৫৭॥ যখন শিশু, [illegible] ভেল, দেখিয়া প্রভুর লীলা। শ্রীবাস-গোষ্ঠি ত্যজিয়া শোক, আনন্দ-মগন ভেলা ॥৫৮॥ গৌর-চরিত, অমৃতধারা, করিতে করিতে পান। ভক্তিবিনোদ শ্রীবাসে মাগে', যায় যেন মোর প্রাণ ॥৫৯॥ শ্রীবাসে কহেন প্রভু, তুঁহু মোর দাস। তুয়া প্রীতে বাঁধা আমি জগতে প্রকাশ ॥৬০॥ ভক্তগণ-সেনাপতি শ্রীবাস পণ্ডিত। জগতে যুষুক আজি তোমার চরিত ॥৬১॥ প্রপঞ্চ-কারা-রক্ষিণী মায়ার বন্ধন। তোমার নাহিক কভু, দেখুক জগজ্জন ॥৬২॥ ধন, জন, দেহ, গেহ আমারে অর্পিয়া। আমার সেবার সুখে আছ সুখী হঞা ॥৬৩॥ মম লীলাপুষ্টি লাগি' তোমার সংসাব। শিখুক্ গৃহস্থ জন তোমাব আচাব ॥৬৪॥ তব প্রেমে বদ্ধ আছি আমি, নিত্যানন্দ। আমা দুঁহে সুঁত জানি' ভুঞ্জহ আনন্দ ॥৬৫॥ নিত্যতত্ত্ব সুত যাঁ'ব অনিত্য তনয়ে। আসক্তি না করে সেই সুজনে প্রলযে ॥৬৬॥ ভক্তিতে তোমাব ঋণী আমি চিরদিন। তব সাধুভাবে তুমি ক্ষম মোর ঋণ ॥৬৭॥ শ্রীবাসেব পায় ভক্তিবিনোদ কুজন। কাকুতি কবিয়া মাগে গৌবাঙ্গ-চবণ ॥৬৮॥ শ্রীবাসেব প্রতি, চৈতন্য-প্রসাদ, দেখিয়া সকল জন। জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ, বলি' নাচে ঘন ঘন ॥৬৯॥ শ্রীবাস-মন্দিবে, কি ভাব উঠিল তাহা কি বর্ণন হয়। ভাববৃন্দ সনে, আনন্দ-ক্রন্দন উঠে কৃষ্ণপ্রেমময ॥৭০॥ চারি ভাই পড়ি' প্রভুব চবণে প্রেম গদগদ স্ববে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া, কাকুতি কবিয়া, গড়ি' যায় প্রেমভবে ॥৭১॥ ওহে প্রাণেশ্বর, এ হেন বিপদ, প্রতিদিন যেন হয়। যাহাতে তোমার, চরণ-যুগলে আসক্তি বাড়িতে রয় ॥৭২॥ বিপদ-সম্পদ, সেই দিন ভাল, যে দিন তোমারে স্মবি। তোমার স্মবণ-বহিত যে দিন, সেদিন বিপদ হরি ॥৭৩॥ শ্রীবাস-গোষ্ঠীর, চরণে পড়িয়া, ভকতিবিনোদ ভনে। তোমাদের গোরা, কৃপা বিতরিয়া, দেখাও দুর্গত জনে ॥৭৪॥ মৃত শিশু ল'য়ে তবে ভকত-বৎসল। ভকত-সঙ্গেতে গায় শ্রীনাম-মঙ্গল ॥৭৫॥ গাইতে গাইতে গেলা জাহ্নবীতীরে। বালকে সৎকার কৈল জাহ্নবীর নীরে ॥৭৫॥ জাহ্নবী বলেন, মম সৌভাগ্য অপাব। সফল হইল ব্রত ছিল যে আমার ॥৭৭॥ মৃত শিশু দেন গোরা জাহ্নবীর জলে। উথলি জাহ্নবী দেবী শিশু লয় কোলে ॥৭৮॥ উথলিয়া স্পর্শে গোরা-চরণকমল। শিশু কোলে প্রেমে দেবী হয় টলমল ॥৭৯॥ জাহ্নবীর

এ সময়ে যাহার হইল পরলোক।
ইহাতে কি যুয়ায় করিতে আর শোক? ৩২॥
কোন কালে এ শিশুর ভাগ্য পাই যবে।
'কৃতার্থ' করিয়া আপনারে মানি তবে॥৩৩॥
যদি বা সংসার-ধর্ম্মে নার' সম্বরিতে।
বিলম্বে কান্দিহ, যা'র যেই লয় চিত্তে॥৩৪॥
অন্য যেন কেহ এ আখ্যান না শুনয়ে।
পাছে ঠাকুরের নৃত্য-সুখভঙ্গ হয়ে॥৩৫॥
কলরব শুনি' যদি প্রভু বাহ্য পায়।
তবে আজি গঙ্গা প্রবেশিমু সর্ব্বথায়॥" ৩৬॥
সবে স্থির হইলেন শ্রীবাস-বচনে।
চলিলেন শ্রীবাস প্রভুর সংকীর্ত্তনে॥৩৭॥
পরানন্দে সংকীর্ত্তন করয়ে শ্রীবাস।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আরো বিশেষ উল্লাস॥৩৮॥
শ্রীবাস পণ্ডিতের এমন মহিমা।
চৈতন্যের পার্ষদের এই গুণ-সীমা॥৩৯॥

প্রভুর স্বানুভাবানন্দে নৃত্য—

স্বানুভাবানন্দে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
কতক্ষণে রহিলেন লই' ভক্তবৃন্দ॥৪০॥

ভক্তগণের শ্রীবাস-পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তি-সংবাদ-শ্রবণে আচরণ—

পরম্পরা শুনিলেন সর্ব্ব-ভক্তগণ।
পণ্ডিতের পুত্রের হৈল বৈকুণ্ঠ-গমন॥৪১॥
তথাপিও কেহ কিছু ব্যক্ত নাহি করে।
দুঃখ বড় পাইলেন সবেই অন্তরে॥৪২॥

সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর জিজ্ঞাসা ও ভক্তগণের উত্তর—

সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি শ্রীগৌরসুন্দর।
জিজ্ঞাসেন প্রভু সর্ব্ব জনের অন্তর॥৪৩॥
প্রভু বলে,—"আজি মোর চিত্ত কেমন করে।
কোন দুঃখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে॥"৪৪॥
পণ্ডিত বলেন,—"প্রভু মোর কোন্ দুঃখ।
যা'র ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ॥"৪৫॥
শেষে আছিলেন যত সকল মহান্ত।
কহিলেন পণ্ডিতের পুত্রের বৃত্তান্ত॥৪৬॥
সম্ভ্রমে বলয়ে প্রভু,—"কহ কতক্ষণ?"
শুনিলেন চারি দণ্ড রজনী যখন॥৪৭॥
"তোমার আনন্দ-ভঙ্গ-ভয়ে শ্রীনিবাস।
কাহারেও ইহা নাহি করেন প্রকাশ॥৪৮॥
পরলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর।
এবে আজ্ঞা দেহ' কার্য্য করিতে সত্বর॥" ৪৯॥
শুনি' শ্রীবাসের অতি অদ্ভুত কথন।
'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' প্রভু করেন স্মরণ॥৫০॥

শ্রীবাসের ন্যায় ভক্তসঙ্গ-ত্যাগে প্রভুর অনিচ্ছা—

প্রভু বলে,—"হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে?"
এত বলি' মহাপ্রভু লাগিলা কান্দিতে॥৫১॥

ভাব দেখি' যত ভক্তগণ। শ্রীনাম-মঙ্গল-ধ্বনি করে অনুক্ষণ॥৮০॥ স্বর্গ হৈতে দেবে করে পুষ্প-বরিষণ। বিমান সঙ্কুল তবে ছাইল গগন॥৮১॥ এইরূপে নানা ভাবে হইয়া মগন। সৎকার করিয়া স্নান কৈল সর্ব্বজন॥৮২॥ পরম আনন্দে সবে গেল নিজ ঘরে। ভকতিবিনোদ মজে গোরা-ভাবভরে॥৮৩॥ (শ্রোতৃগণের প্রতি নিবেদন)—নদীয়া-নগরে গোরা-চরিত-অমৃত। পিয়া, শোক ভয় ছাড় স্থির কর চিত॥৮৪॥ অনিত্য সংসার ভাই, কৃষ্ণ মাত্র সার। গোরা-শিক্ষা-মতে কৃষ্ণ ভজ' অনিবার॥৮৫॥ গোরার চরণ ধরি' যেই ভাগ্যবান্। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ ভজে সেই গোর প্রাণ॥৮৬॥ রাধাকৃষ্ণ—গোরাচাঁদ, ন'দে—বৃন্দাবন। এই মাত্র কর সার, পা'বে নিত্য ধন॥৮৭॥ বিদ্যাবুদ্ধি হীন দীন অকিঞ্চন ছার। কর্ম্মজ্ঞানশূন্য আমি শূন্য-সদাচার॥৮৮॥ শ্রীগুরুবৈষ্ণব মোরে দিলেন উপাধি। ভক্তিহীনে উপাধি হইল এবে ব্যাধি॥৮৯॥ যতন করিয়া সেই ব্যাধি নিবারণে। শরণ লইনু আমি বৈষ্ণব চরণে॥৯০॥ বৈষ্ণবের পদরজ মস্তকে ধরিয়া। এ শোকশাতন গায় ভক্তিবিনোদিয়া॥৯১॥—(শ্রীগীতমালা)॥ ২৪-৩৪॥

মায়াবদ্ধ জীব সাংসারিক বিচারে পুত্রের মৃত্যুসংবাদে দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করে। শ্রীবাস এই প্রকার মায়িক

"পুত্র-শোক না জানিল যে মোহার প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে॥" ৫২॥

প্রভুর বাক্যশ্রবণে ভক্তগণের চিন্তা ও ক্রন্দন—

এত বলি' মহাপ্রভু কান্দেন নির্ভর।
ত্যাগ-বাক্য শুনি' সবে চিন্তেন অন্তর॥৫৩॥
নাহি জানি কি পরমাদ পড়য়ে কখন।
অন্যোহন্যে চিন্তয়ে সকল ভক্তগণ॥৫৪॥
গারিহস্থ ছাড়িয়া প্রভু করিবে সন্ন্যাস।
তবে ধ্বনি করি' কান্দে ছাড়িয়া নিশ্বাস॥৫৫॥

মৃতের সৎকারার্থ সকলের চেষ্টা—

স্থির হইলেন যদি ঠাকুর দেখিয়া।
সৎকার করিতে শিশু যায়েন লইয়া॥৫৬॥

মৃত শিশুর প্রতি প্রভুর প্রশ্ন ও মৃতের উত্তর—

মৃত-শিশু-প্রতি প্রভু বলেন বচন।
"শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি' যাও কি কারণ?" ৫৭॥

শিশু বলে,—"প্রভু, যেন নির্ব্বন্ধ তোমার।
অন্যথা করয়ে শক্তি আছয়ে কাহার?" ৫৮॥
মৃত-শিশু উত্তর করয়ে প্রভু-সনে।
পরম অদ্ভুত শুনে সর্ব্ব-ভক্তগণে॥৫৯॥
শিশু বলে,—"এ দেহেতে যতেক দিবস।
নির্ব্বন্ধ আছিল ভুঞ্জিলাঙ সেই রস॥৬০॥
নির্ব্বন্ধ ঘুচিল, আর রহিতে না পারি।
এবে চলিলাঙ অন্য নির্ব্বন্ধিত-পুরি॥৬১॥
এ দেহের নির্ব্বন্ধ গেল রহিতে না পারি।
হেন কৃপা কর যেন তোমা' না পাসরি॥৬২॥
কে কাহার বাপ, প্রভু কে কার নন্দন।
সবে আপনার কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন॥৬৩॥
যত দিন ভাগ্য ছিল শ্রীবাসের ঘরে।
আছিলাঙ, এবে চলিলাম অন্য পুরে॥৬৪॥
সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার।
অপরাধ না লইহ, বিদায় আমার॥" ৬৫॥
এত বলি' নীরব হইলা শিশু-কায়।
এমত কৌতুক করে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥৬৬॥

ব্যবহার-সমূহ শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তন-মুখে নৃত্যাদির সময় প্রভুর প্রেমানন্দের ব্যাঘাত হইবে বিবেচনা করিয়া এতাদৃশ মায়িক ব্যবহার কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করিতে বলিলেন॥৩৯॥

স্বানুভাবানন্দ—জ্ঞেয়বস্তু কৃষ্ণপ্রেমের অনুভূতি চেতনময় রাজ্যে অনুভবকারী, অনুভবনীয় ব্যাপার ও অনুভূতি—এই ত্রিবিধ বিচিত্র বিলাসে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দানুভূতিতে দৃষ্ট হয়॥ ৪০॥

গৃহস্থগণ সংসারে অমঙ্গল উপস্থিত হইলে শোকে অধীর হন, বিশেষতঃ গৃহস্থের প্রাণাধিক পুত্রের বিরহে যে অভাব-জন্য শোক উপস্থিত হয়, ভগবানের সান্নিধ্য-বিচারে তাহাতে শ্রীবাস মুগ্ধ হন নাই [illegible]বং ভগবদ্ভক্তকে প্রাকৃত ব্যক্তি-জ্ঞানে সমশ্রেণীতে গননা করা যায় না। যিনি সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, তাঁহার কৃষ্ণেতর বস্তুতে প্রীতির সম্ভাবনা নাই। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনবদ্বীপ-নগরের বন্ধুবর্গের প্রধান শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রেমনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা-দর্শনে তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করেন নাই॥ ৫২॥

ভগবান্ যাহার প্রতি যেরূপ বিধান করেন, সেরূপ বিচারের অনুগমন করাই পরম প্রয়োজন; নতুবা স্বেচ্ছাচারিতা-বশে ভগবন্নিয়তিকে অসম্মান করিয়া স্বীয় যথেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিলে কি সুবিধা হইবে? এবং অন্য কাহারও সাধ্যও নাই যে, ভগবদিচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারেন॥৫৮॥

যে কাল পর্য্যন্ত ভগবানের ইচ্ছায় আমি শ্রীবাসের পুত্ররূপে থাকিতে পারিয়াছি, তদধিক-কাল এরূপে থাকিতে পারিব না আমাকে যেখানে যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদ্রূপ শরীরই অতঃপর ধারণ করিব।

শ্রীগৌরসুন্দর ইহার মুখে জন্মান্তর-বাদের বিচার জগজ্জীবকে জানাইলেন। স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম আধার নিত্য-কাল স্থিতিবান্ নহে। জীবাত্মা এই স্থূল সূক্ষ্ম-শরীরদ্বয়কে আবরণরূপে গ্রহণ করে এবং এই আবরণদ্বয়কে প্রয়োজন-

মৃতপুত্র-মুখে তত্ত্বকথা-শ্রবণে শ্রীবাস-গোষ্ঠীর শোক-শাতন ও প্রভুর চরণে বিজ্ঞপ্তি—

মৃত-পুত্র-মুখে শুনি' অপূর্ব্ব কথন।
আনন্দ-সাগরে ভাসে সর্ব্ব-ভক্ত-গণ ॥৬৭॥
পুত্র-শোক-দুঃখ গেল শ্রীবাসগোষ্ঠীর।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-সুখে হইলা অস্থির ॥৬৮॥
কৃষ্ণপ্রেমে শ্রীনিবাস গোষ্ঠীর সহিতে।
প্রভুর চরণ ধরি' লাগিলা কান্দিতে ॥৬৯॥
"জন্ম জন্ম তুমি পিতা, মাতা, পুত্র, প্রভু।
তোমার চরণ যেন না পাসরি কভু ॥৭০॥
যেখানে সেখানে প্রভু, কেনে জন্ম নহে।
তোমার চরণে যেন প্রেম-ভক্তি রহে ॥" ৭১॥

ভক্তগণের প্রেমক্রন্দন—

চারি ভাই প্রভুর চরণে কাকু করে।
চতুর্দ্দিগে ভক্ত-গণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥৭২॥
কৃষ্ণ-প্রেমে চতুর্দ্দিগে উঠিল ক্রন্দন।
কৃষ্ণ-প্রেম-ময় হৈল শ্রীবাস-ভবন ॥৭৩॥

প্রভু-কর্ত্তৃক শ্রীবাস-মহিমা-কীর্ত্তন—

প্রভু বলে,—"শুন শুন শ্রীবাস পণ্ডিত!
তুমি ত' সকল জান' সংসারের রীত ॥৭৪॥
এ সব সংসার-দুঃখ তোমার কি দায়।
যে তোমারে দেখে সেহ কভু নাহি পায় ॥৭৫॥
আমি নিত্যানন্দ—দুই নন্দন তোমার।
চিত্তে তুমি ব্যথা কিছু না ভাবিহ আর ॥" ৭৬॥

প্রভু-বাক্যে ভক্তগণের জয়ধ্বনি—

শ্রীমুখের পরম কারুণ্য-বাক্য শুনি'।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ করে জয়-ধ্বনি ॥৭৭॥

সগণ প্রভু-কর্ত্তৃক মৃতের সৎকার—

সর্ব্বগণ-সহ প্রভু বালক লইয়া।
চলিলেন গঙ্গা-তীরে কীর্ত্তন করিয়া ॥৭৮॥
যথোচিত ক্রিয়া করি' কৈলা গঙ্গা-স্নান।
'কৃষ্ণ' বলি' সবে গৃহে করিলা পয়ান ॥৭৯॥
প্রভু, ভক্ত-গণ সবে গেলা নিজঘর।
শ্রীবাসের গোষ্ঠী সব হইলা বিহ্বল ॥৮০॥

গূঢ় চৈতন্যলীলার ফলশ্রুতি—

এ সব নিগূঢ় কথা যে করে শ্রবণ।
অবশ্য মিলিব তা'রে কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥৮১॥

গৌরনিতাইর পুত্ররূপে শ্রীবাসের সেবা-গ্রহণ—

শ্রীবাসের চরণে রহুক নমস্কার।
'গৌরচন্দ্র'-নিত্যানন্দ'—নন্দন যাঁহার ॥৮২॥

মত পুনরায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কর্ম্মফলে কর্ত্তৃত্বাভিমানবশে জীবের স্থূল-সূক্ষ্ম-আবরণ গ্রহণ এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূমিকায় বিচরণ সংঘটিত হয়। কর্ম্ম-জ্ঞানভূমিকায় আত্মা কখনও বিচরণ করেন না। ভুক্তি ও মুক্তির আধারদ্বয় কখনও আত্মার অবস্থিতির যোগ্য স্থান নহে। শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার পার্ষদবর্গের সঙ্গ যে সকলেই সর্ব্বক্ষণ লাভ করিবেন—এইরূপ সুকৃতি সকলের নাই, তজ্জন্যই মানব-জ্ঞানের মধ্যে ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা ও ভগবৎ-সেবাবিমুখতা বর্ত্তমান ॥ ৬১ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসপণ্ডিতকে বলিলেন যে, ভগবদ্ভক্তের সংসারে কোন সম্বন্ধ কোনদিনই থাকে না। অনভিজ্ঞ জনগণের দর্শনে শ্রীবাসপণ্ডিত গৃহস্থ ও সংসারী; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীবাসপণ্ডিতকে ভ্রমক্রমেও সেইরূপ অমঙ্গলের বিষয় বলিয়া দেখেন না। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত দর্শন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কোন সংসার বন্ধন নাই। স্বামি-স্ত্রী-পুত্রাদি সংসারের পরম প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবের মোচনকল্পে ভগবানকে তত্তৎস্থলে জানিতে পারিলেই নিত্যবস্তুর সান্নিধ্য লাভ হয়। সকল বস্তুতে ভগবদ্ভাব দর্শন করিলেই জীবের বদ্ধদশা হইতে বিমুক্তি ঘটে ॥৭৫-৭৬॥

শ্রীগৌরনিত্যানন্দ পুত্ররূপে শ্রীবাসের সেবা গ্রহণ করিলেন ॥৮২॥

শ্রীগৌরসুন্দর পাঞ্চরাত্রিক বিধান-মতে যতবার বিষ্ণু-পূজার আয়োজন করিতেন, প্রত্যেক বারেই তিনি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাদৃশ অর্চ্চন-কার্য্যে যোগ্যতা দেখাইতে পারিতেন না। পুনঃ পুনঃ অর্চ্চনে অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ অর্চ্চন করিবার

এ সব অদ্ভুত সেই নবদ্বীপে হয়।
ভক্তের প্রতীত হয়, অভক্তের নয় ॥৮৩॥
মধ্যখণ্ডে পরম অপূর্ব্ব সব কথা।
মৃত-শিশু তত্ত্ব-জ্ঞান কহিলেন যথা ॥৮৪॥
হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌর-সুন্দর।
বিহরয়ে সংকীর্ত্তন-সুখে নিরন্তর ॥৮৫॥

প্রেমোন্মত্ততা-প্রদর্শনে প্রভুর পাঞ্চরাত্রিক বিধিমত
অর্চ্চন-অসামর্থ্য-হেতু গদাধরকে
অর্চ্চন-ভার-প্রদান—

প্রেমরসে প্রভুর সংসার নাহি স্ফুরে।
অন্যের কি দায়, বিষ্ণু-পূজিতে না পারে ॥৮৬॥
স্নান করি' বসে প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজিতে।
প্রেম-জলে সকল শ্রীঅঙ্গ-বস্ত্র তিতে ॥৮৭॥
বাহির হইয়া প্রভু সে বস্ত্র ছাড়িয়া।
পুনঃ অন্য বস্ত্র পরি' বিষ্ণু পূজে গিয়া ॥৮৮॥
পুনঃ প্রেমানন্দ-জলে তিতে সে বসন।
পুনঃ বাহিরাই অঙ্গ করে প্রক্ষালন ॥৮৯॥
এই মত বস্ত্র-পরিবর্ত্ত করে মাত্র।
প্রেমে বিষ্ণু পূজিতে না পারে তিল মাত্র ॥৯০॥
শেষে গদাধর-প্রতি বলিলেন বাক্য।
তুমি বিষ্ণু পূজ', মোর নাহিক সে ভাগ্য ॥৯১॥
এই মত বৈকুণ্ঠনায়ক ভক্তিরসে।
বিহরয়ে নবদ্বীপে রাত্রিয়ে দিবসে ॥৯২॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৯৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে মৃতশিশু-তত্ত্বজ্ঞান-
বর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ভার প্রদান করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমি ভাগ্যহীন, মর্য্যাদার সহিত বিষ্ণুপূজা করিতে আমি অসমর্থ।"

এই লীলার দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগদাধরপণ্ডিতকে শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রদান করায়, শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে টোটামধ্যে বা কাননাভ্যন্তরে শ্রীগদাধর প্রভু তাঁহার অর্চ্চন করিতেন এবং মর্য্যাদাপথে শিষ্যাদি স্বীকার করিয়াছিলেন। শত শত জন্ম অর্চ্চনের ফলে ভগবন্নাম-ভজনে জীবের প্রীতি উৎপন্ন হয়। শ্রীগদাধরকে সেই শ্রেণীর কর্ম্মফল-বাধ্য জীব জ্ঞান না করিয়া মহাপ্রভুর পরম প্রিয়তম বলিয়া জানা আবশ্যক। শ্রীগৌরসুন্দরের 'শিক্ষাষ্টকে' অর্চ্চন-বিধানের চরম ফল শ্রীনাম-ভজনেরই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৯১॥

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্বিংশ অধ্যায়

ষড়্বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর অন্ন-গ্রহণ, আঁখরিয়া বিজয় দাসের অঙ্গে [illegible]প্রদানপূর্ব্বক নিজ বৈভব-প্রদর্শন, অপ্রাকৃত-মৎস্য কূর্ম্মাদি-অবতারলীলা ভাব-প্রদর্শন, গোপীভাবে 'গোপী গোপী' উচ্চারণ-কালে জনৈক পড়ুয়ার সমালোচনা; পড়ুয়াকে যষ্টি-প্রহারোদ্যোগ, হৈয়ালিচ্ছলে নিজগণ-সমীপে সন্ন্যাস-গ্রহণেচ্ছা-জ্ঞাপন, শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু-সহ নিভৃতে পরামর্শ, মুকুন্দ ও গদাধর-সমীপে সন্ন্যাস-গ্রহণেচ্ছা-জ্ঞাপন, ভক্তগণের দুঃখ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর নিকট অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শুক্লাম্বর উহা মহাপ্রভুর ছলনা মাত্র জ্ঞান পূর্ব্বক প্রভু-সমীপে অনেক কাকুতি করেন; কিন্তু প্রভুর পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা-দর্শনে শুক্লাম্বর ভক্তগণ-সমীপে বিধান জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা শুক্লাম্বরের

ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে আলগোছে বন্ধন করিয়া দিবার জন্য যুক্তি প্রদান করেন। শুক্লাম্বর স্নান সমাধান করেন এবং জল উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে তণ্ডুল ও থোড় প্রভৃতি অসংস্পৃষ্ট ভাবে প্রদান পূর্ব্বক শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন। তখন লক্ষ্মীদেবী ভক্ত-অন্নে কৃপাদৃষ্টি প্রদান করিলেন। প্রভু আপ্তগণ-সঙ্গে শুক্লাম্বর-গৃহে আগমন-পূর্ব্বক নিজহস্তে অন্ন গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন; তৎপরে স্বয়ং ভোজন করিতে করিতে অন্নের স্বাদুতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শুক্লাম্বরের প্রতি কৃপা-দর্শনে ভক্তগণ প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রভুর ভোজন সমাপ্ত হইলে সকলে প্রসাদ পাত্র তুলিয়া লইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর কিয়ৎক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া তথায়ই শয়ন করিলেন। ভক্তগণও প্রভুর অনুসরণ করিলেন। সকলে শয়ন করিয়া থাকিলে মহাপ্রভু আঁখরিয়া বিজয় দাসের গাত্রে হস্ত প্রদান করিলেন। বিজয়, মহাপ্রভুর বিচিত্র অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া চীৎকার করিতে উদ্যত হইলে প্রভু তাঁহাকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে নিষেধ করেন। বিজয় হুঙ্কার পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন। প্রভু ভক্তগণের নিকট উহা গঙ্গা অথবা বিষ্ণুর প্রভাব বলিয়া জানাইলেন। বিজয় সাত দিন পর্য্যন্ত জড়প্রায় অবস্থান করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু নবদ্বীপে লীলাকালে ভাবছলে মৎস্য-কূর্ম্মাদি-অবতারগণের অপ্রাকৃত নিত্য রূপ প্রকাশ করিতেন; আবার তাহা সঙ্গোপন করিতেন। কিন্তু প্রভুর বলরাম-ভাব অনেকদিন ধরিয়া ছিল। শ্রীগৌরসুন্দর বলরামভাবে মহামত্ত হইয়া বারুণী প্রার্থনা করিলে অভিন্ন-বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর হৃদয় বুঝিয়া তাঁহার সম্মুখে ঘটপূর্ণ গঙ্গাজল ধরিতেন। প্রভুর হুঙ্কার-গর্জ্জন শুনিয়া ত্রিভুবন কম্পিত হইত—তাণ্ডবনৃত্যে পৃথিবী টলমল করিত। ভক্তগণ ভয়ে বলদেব-স্তুতি গান করিলে প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত হইতেন।

একদিন মহাপ্রভু গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া 'গোপী' 'গোপী' উচ্চারণ করিলে জনৈক পড়ুয়া তাঁহার হৃদ্গত ভাব না বুঝিয়া তাদৃশ আচরণের নিন্দা করিলে প্রভু যষ্টিহস্তে তাহাকে প্রহারার্থ উদ্যত হইলেন। পড়ুয়া প্রাণভয়ে পলাইয়া গিয়া নিজ সঙ্গিগণের নিকট প্রভুর বিষয় বর্ণন করিলে তাহারা অজ্ঞ-জ্ঞানে প্রভুকে নির্য্যাতন করিতে ইচ্ছা করিয়া মহাপ্রভুর চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া বসিল। প্রভু তাহা অন্তর্য্যামি-সূত্রে জানিতে পারিয়া সকল পার্ষদগণ-সমীপে হেঁয়ালি-চ্ছলে নিজ-সন্ন্যাস-গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু ব্যতীত অপর কেহ তাহা বুঝিলেন না। তিনি প্রভুর সুন্দর কেশের অন্তর্দ্ধান ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া নিজ সন্ন্যাসগ্রহণের কারণ বর্ণন করিলেন। তিনি জগদুদ্ধারার্থ অবতরণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার দর্শনে লোকের উদ্ধার না হইয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করিয়া বসিল। তিনি সন্ন্যাস করিয়া তাহাদের গৃহে ভিখারী হইলে তাহারা সন্ন্যাসি দর্শনে চরণস্পর্শ করিয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিবে, তাহা হইলেই তাহাদের অপরাধ দূর হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে ভক্তিলাভ হইবে। শ্রীল নিত্যানন্দ-প্রভু মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যের দ্বিরুক্তি না করিয়া ভক্তগণ-সমীপে উক্ত অভিপ্রায় বর্ণন করিতে বলিলেন এবং প্রভু-বিরহে শচীমাতার দুঃখচিন্তা করিয়া নিত্যানন্দ নিষ্পন্দ হইলেন।

শ্রীগৌরহরি মুকুন্দের গৃহে গমন করিয়া 'কৃষ্ণমঙ্গল' গান করিতে আদেশ করিলে মুকুন্দ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন প্রভুও বিহ্বলভাবে কীর্ত্তন শ্রবণ-পূর্ব্বক ভাবসম্বরণ করিয়া মুকুন্দের নিকট নিজ অভিপ্রায় বলিলেন। মুকুন্দ তাহা শুনিবা-মাত্র দুঃখিত-চিত্তে প্রভুকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন।

অতঃপর শ্রীগৌরসুন্দর গদাধর-গৃহে গমনপূর্ব্বক নিজ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলে তাহা শুনিয়া যেন গদাধরের বজ্রপাত হইল। তিনি অভিমানের সহিত কত কথা বলিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস-গ্রহণ-নিবারণের চেষ্টা করিলেন। প্রভু অন্যান্য ভক্তগণের নিকট নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সকলেই প্রভুর শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান-চিন্তায় দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলেন। (গৌঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরসুন্দরের জয়-গান—

জয় জয় জগত-মঙ্গল গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥ধ্রু॥

প্রভুর শুক্লাম্বরের অন্ন-ভোজনে ইচ্ছা ও তৎস্থানে অন্ন-যাচ্ঞা—

এক দিন শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারি-স্থানে।
কৃপায় তাহানে অন্ন মাগিলা আপনে ॥১॥
"তোর অন্ন খাইতে-আমার ইচ্ছা বড়।
কিছু ভয় না করিহ, বলিলাঙ দড় ॥" ২॥

শুক্লাম্বরের দৈন্য ও প্রভুর প্রার্থনাকে 'রহস্য' বলিয়া জ্ঞান—

এই মত মহাপ্রভু বলে বার বার।
শুনি' শুক্লাম্বর কাকু করেন অপার ॥৩॥
"ভিক্ষুক অধম মুঞি পাপিষ্ঠ গর্হিত।
তুমি ধর্ম্ম সনাতন, মুঞি সে পতিত ॥৪॥
মোরে কোথা দিবে প্রভু, চরণের ছায়া।
কীটতুল্য নহোঁ মোরে এত বড় মায়া ॥" ৫॥

প্রভুর পুনঃ-প্রার্থনায় শুক্লাম্বরের ভক্তগণ-সমীপে যুক্তি-গ্রহণ—

প্রভু বলে,—"মায়া হেন না বাসিহ মনে।
বড় ইচ্ছা বাসে মোর তোমার রন্ধনে ॥৬॥
সত্বরে নৈবেদ্য গিয়া করহ বাসায়।
আজি আমি মধ্যাহ্নে যাইব সর্ব্বথায় ॥" ৭॥
তথাপিহ শুক্লাম্বর ভয় পাই' মনে।
যুক্তি জিজ্ঞাসিলেন সকল ভক্ত-স্থানে ॥৮॥

ভক্তগণের যুক্তি-প্রদান ও শুক্লাম্বরের ভাগ্য-প্রশংসা—

সবে বলিলেন,—"তুমি কেনে কর' ভয়।
পরমার্থে ঈশ্বরের কেহ ভিন্ন নয় ॥৯॥
বিশেষে যে জন তানে সর্ব্ব-ভাবে ভজে।
সর্ব্বকাল তান অন্ন আপনেই খোঁজে ॥১০॥
আপনে শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে।
অন্ন মাগি' খাইলেন ভক্তির কারণে ॥১১॥
ভক্তস্থানে মাগি' খায় প্রভুর স্বভাব।
দেহ' গিয়া তুমি বড় করি' অনুরাগ ॥১২॥
তথাপিহ তুমি যদি ভয় বাস' মনে।
আলগোছে তুমি গিয়া করহ রন্ধনে ॥১৩॥
বড় ভাগ্য তোমার, এমত কৃপা যা'রে।"
শুনি' দ্বিজ হরিষে আইলা নিজ-ঘরে ॥১৪॥

শুক্লাম্বরের কীর্ত্তন করিতে করিতে রন্ধন এবং লক্ষ্মীদেবীর তাহাতে দৃষ্টিপাত—

স্নান করি' শুক্লাম্বর অতি সাবধানে।
সুবাসিত জল তপ্ত করিলা আপনে ॥১৫॥
তণ্ডুল সহিত তবে দিব্য গর্ভ-থোড়।
আলগোছে দিয়া বিপ্র কৈলা করযোড় ॥১৬॥
"জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।"
বলিতে লাগিলা শুক্লাম্বর কুতুহলী ॥১৭॥
সেই ক্ষণে ভক্ত-অন্নে রমা জগন্মাতা।
দৃষ্টিপাত করিলেন মহা-পতিব্রতা ॥১৮॥

প্রভুর শুক্লাম্বর-গৃহে আগমন ও অন্ন-ভোজন করিতে করিতে স্বাদুতার প্রশংসা—

ততক্ষণে সর্ব্বামৃত হইল সে অন্ন।
স্নান করি' প্রভু আসি হৈলা উপসন্ন ॥১৯॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ-আদি আপ্ত কত জন।
তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন ॥২০॥
আপনে লইলা অন্ন তান ইচ্ছা পালি'।
শুক্লাম্বর দেখিয়া হাসেন কুতুহলী ॥২১॥
গঙ্গার অগ্রেতে ঘর গঙ্গার সমীপে।
বিষ্ণু-নিবেদন করিলেন বড় সুখে ॥২২॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

তথ্য। বিদুর-গৃহে ভগবানের অন্ন-ভিক্ষা—মহাভারত উদ্যোগ-পর্ব্ব ৯০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ১১ ॥

আলগোছে [ফা-অলগ্‌গে (স = ছ) শব্দজ]—অসংস্পৃষ্ট ভাবে, না ছুঁইয়া, তফাৎ হইতে ॥ ১৩ ॥

হাসি' বসিলেন প্রভু আনন্দে ভোজনে।
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভৃত্য-গণে ॥২৩॥
ব্রহ্মাদির যজ্ঞভোক্তা শ্রীগৌরসুন্দর।
শুক্লাম্বর-অন্ন খায়—এ বড় দুষ্কর ॥২৪॥
হেন প্রভু বলে,—"জন্ম যাবৎ আমার।
এমত অন্নের স্বাদু নাহি পাই আর ॥২৫॥
কি গর্ভ-থোড়ের স্বাদু না পারি কহিতে।
আলগোছে এমত বা রান্ধিল কোন্‌মতে ॥২৬॥
তুমি হেন জন সে আমার বন্ধু-কুল।
তোমা' সব লাগি' সে আমার আদি মূল ॥" ২৭॥

শুক্লাম্বরের প্রতি প্রভু-কৃপাদর্শনে ভক্তগণের প্রেমাশ্রু বর্ষণ—

শুক্লাম্বর-প্রতি দেখি' কৃপার বৈভব।
কান্দিতে লাগিলা অন্যোঽন্যে ভক্ত সব ॥২৮॥
এই মত প্রভু পুনঃ পুনঃ আস্বাদিয়া।
করিলেন ভোজন আনন্দযুক্ত হৈয়া ॥২৯॥

ভক্তিহীন কোটীশ্বরও চৈতন্য-কৃপায় বঞ্চিত; ভগবান্ ভক্তিবশ—

যে প্রসাদ পায়েন ভিক্ষুক শুক্লাম্বর।
দেখুক অভক্ত যত পাপী কোটীশ্বর ॥৩০॥
ধন জনে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
'ভক্তিরসে বশ প্রভু' সর্ব্বশাস্ত্রে গাই ॥৩১॥
বসিলেন প্রভু প্রেমে ভোজন করিয়া।
তাম্বূল খায়েন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥৩২॥

ব্রহ্মাদির বন্দ্য প্রভুর প্রসাদ-পাত্র ভক্তগণের শিরে ধারণ—

পাত্র লই' ভৃত্যগণ তুলিলা আনন্দে।
ব্রহ্মা শিব অনন্ত যে পাত্র শিরে বন্দে ॥৩৩॥
কি আনন্দ হইল সে ভিক্ষুকের ঘরে।
এমত কৌতুক করে প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥৩৪॥

প্রভুর কৃষ্ণ-কথাপ্রসঙ্গ ও শুক্লাম্বর-গৃহে বিশ্রাম—

কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ কহিয়া কত ক্ষণ।
সেই খানে মহাপ্রভু করিলা শয়ন ॥৩৫॥

বিজয়ের অঙ্গে প্রভুর হস্তস্পর্শ বিজয়ের বৈভব-দর্শন—

ভক্তগণ করিলেন তথাই শয়ন।
তথি মধ্যে অদ্ভুত দেখয়ে এক জন ॥৩৬॥
ঠাকুরের এক শিষ্য শ্রীবিজয়-দাস।
সে মহাপুরুষে কিছু দেখিলা প্রকাশ ॥৩৭॥
নবদ্বীপে তাঁ'র মত নাহি আঁখরিয়া।
প্রভুরে অনেক পুথি দিয়াছে লিখিয়া ॥৩৮॥
'আঁখরিয়া-বিজয়' করিয়া সবে ঘোষে'।
মর্ম্ম নাহি জানে লোক ভক্তি-হীন-দোষে ॥৩৯॥
শয়নে ঠাকুর তান অঙ্গে দিলা হস্ত।
বিজয় দেখেন অতি অপূর্ব্ব সমস্ত ॥৪০॥
হেম-স্তম্ভ-প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন।
পরিপূর্ণ দেখে তথি রত্ন-আভরণ ॥৪১॥
শ্রীরত্ন-মুদ্রিকা যত অঙ্গুলীর মূলে।
না জানি কি কোটি সূর্য্য-চন্দ্র-মণি জ্বলে ॥৪২॥

তিতা—['সিক্ত' হইতে অথবা সং, 'তিম্' (ক্ষরণ) ধাতু হইতে] সিক্ত, আর্দ্র, ভিজা ॥ ২০ ॥

যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ব্রহ্মার পবিত্র যজ্ঞে ভোজন করিয়া থাকেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নানা স্থান হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেন। বাহ্য দর্শনে সেই তণ্ডুলে স্পর্শ-দোষাদি বিজড়িত ছিল। ভিক্ষাদ্বারা অনেক সময় অক্ষত তণ্ডুল সংগৃহীত হয় না বলিয়া গৃহস্থগণ ভিক্ষুকের স্পৃষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করেন না। অক্ষত তণ্ডুল স্পর্শদোষদুষ্ট তণ্ডুল অপেক্ষা পবিত্র বটে কিন্তু ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল তদপেক্ষা আরও পবিত্র; যে হেতু উহা ভগবৎকৃপা-লব্ধ দান মাত্র। আপাত-দর্শনে তাহাতে স্পর্শ-দোষাদির বা মর্য্যাদা-পথের লঙ্ঘন দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত বিচারে মহা-প্রসাদে হৃদয়ের পবিত্রতাই প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় ॥২৪॥

শত লক্ষ মুদ্রার অধীশ্বর হইলেই যে ভগবান্‌কে ভোজন করান যাইতে পারে, এরূপ নহে। নির্ধন শুক্লাম্বর ভিক্ষা-বৃত্তির সঞ্চিত তণ্ডুলের দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। ভক্তিহীন পাপি-সম্প্রদায় এসকল কথা কিছুই বুঝিতে পারেন না ॥৩০॥

আব্রহ্ম পর্য্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ম্ময়।
হস্ত দেখি' পরানন্দ হইলা বিজয় ॥৪৩॥

বিজয়ের চীৎকারোপক্রম ও প্রভুর নিষেধ—

বিজয় উদ্‌যোগ মাত্র করিলা ডাকিতে।
শ্রীহস্ত দিলেন প্রভু তাঁহার মুখেতে ॥৪৪॥
প্রভু বলে,—"যত দিন মুঞি থাকোঁ এথা।
তাবৎ কাহারে পাছে কহ এই কথা ॥" ৪৫॥

বিজয়ের হুঙ্কার ও মূর্চ্ছা—

এত বলি' হাসে' প্রভু বিজয় চা'হিয়া।
বিজয় উঠিলা মহা হুঙ্কার করিয়া ॥৪৬॥
বিজয়ের হুঙ্কারে জাগিলা ভক্তগণ।
ধরেন বিজয় তবু না যায় ধরণ ॥৪৭॥
কতক্ষণ উন্মাদ করিয়া মহাশয়।
শেষে হৈলা পরানন্দ মূর্চ্ছিত তন্ময় ॥৪৮॥

বিজয়ের অবস্থা দর্শনে ভক্তগণের আনন্দ-ক্রন্দন—

ভক্ত সব বুঝিলেন—বৈভব-দর্শন।
সর্ব্ব-গণ লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥৪৯॥

প্রভুর ভক্তগণ-স্থানে বিজয়ের বিষয়-বিবৃতি ও বিজয়ের গাত্রস্পর্শ-দ্বারা চেতনতা-বিধান—

সবারে জিজ্ঞাসে' প্রভু,—"কি বল ইহার?
আচম্বিতে বিজয়ের বড় ত' হুঙ্কার ॥" ৫০॥
প্রভু বলে,—"জানিলাঙ গঙ্গার প্রভাব।
বিজয়ের বিশেষে গঙ্গায় অনুরাগ ॥৫১॥
নহে শুক্লাম্বর-গৃহে দেব-অধিষ্ঠান।
কিবা দেখিলেন ইহা কৃষ্ণ সে প্রমাণ ॥" ৫২॥
এত বলি' বিজয়ের অঙ্গে দিয়া হস্ত।
চেতন করিল হাসে' বৈষ্ণব-সমস্ত ॥৫৩॥

বিজয়ের সপ্তাহকাল জড়প্রায়ভাব—

উঠিয়াও বিজয় হইলা জড়-প্রায়।
সপ্ত দিন ভ্রমিলেন সর্ব্ব নদীয়ায় ॥৫৪॥
না আহার, না নিদ্রা, রহিত-দেহ-ধর্ম্ম।
ভ্রমেণ বিজয়, কেহ নাহি জানে মর্ম্ম ॥৫৫॥
কত দিনে বাহ্য-চেষ্টা জানিলা বিজয়।
শুক্লাম্বর-গৃহে হেন সব রঙ্গ হয় ॥৫৬॥

শুক্লাম্বরের ভাগ্য-প্রশংসা ও উপাখ্যানের ফলশ্রুতি—

শুক্লাম্বর-ভাগ্য বলিবারে শক্তি কার।
গৌরচন্দ্র অন্ন-পরিগ্রহ কৈলা যা'র ॥৫৭॥
এই মত ভাগ্যবন্ত শুক্লাম্বর-ঘরে।
গোষ্ঠীর সহিত গৌরসুন্দর বিহরে ॥৫৮॥
বিজয়েরে কৃপা,—শুক্লাম্বরান্ন-ভোজন।
ইহার শ্রবণে মাত্র মিলে ভক্তিধন ॥৫৯॥
হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্ব-বেদ-বন্দ্য লীলা করে নিরন্তর ॥৬০॥
এই মত প্রতি বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে।
প্রতিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥৬১॥

মহাপ্রভুর নিজ-অবতারাদির ভাব-প্রকাশ ও দীর্ঘকাল-স্থায়ী বলরাম-ভাব—

নিরবধি প্রেমরসে শরীর বিহ্বল।
'ভাব-ধর্ম্ম' যত, তাহা প্রকাশে' সকল ॥৬২॥
মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ বরাহ বামন।
রঘু-সিংহ বৌদ্ধ কল্কি শ্রীনন্দ-নন্দন ॥৬৩॥
এই মত যত অবতার সে-সকল।
সব রূপ হয় প্রভু করি' ভাব-ছল ॥৬৪॥
এই সকল ভাব হই' লুকায় তখনে।
সবে না ঘুচিল রাম-ভাব চির দিনে ॥৬৫॥

প্রভুর রামভাবে মদ্য-যাচ্ঞা এবং নিত্যানন্দের গঙ্গাবারি-প্রদান—

মহা-মত্ত হৈলা প্রভু হলধর-ভাবে।
'মদ আন' 'মদ আন' 'ডাকে উচ্চরবে ॥' ৬৬॥

পাত্র—শ্রীমহাপ্রভুর অবশেষ-পাত্র ॥ ৩৭ ॥

আঁখরিয়া—লিপিকা; 'আক্ষরিক'শব্দজ। যখন এতদ্দেশে মুদ্রা-যন্ত্র ছিল না, তখন গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ করিয়া এক শ্রেণীর ব্যক্তি জীবিকা অর্জ্জন ও নির্ব্বাহ করিতেন। লোকে তাঁহাদিগকে 'আঁখরিয়া' বলিত ॥ ৩৮ ॥

মুদ্রিকা অঙ্কিত অঙ্গুরী, মণি-প্রবালাদি-খচিত অঙ্গুরী ॥৪২॥

নিত্যানন্দ জানেন প্রভুর সমীহিত।
ঘট ভরি' গঙ্গাজল দেন সাবহিত ॥৬৭॥

প্রভুর হুঙ্কার-তাণ্ডবে পৃথিবীর কম্প এবং ভক্তগণের সভয়ে বলরাম-গীত-গান—

হেন সে হুঙ্কার করে, হেন সে গর্জ্জন।
নবদ্বীপ-আদি করি কাঁপে ত্রিভুবন ॥৬৮॥
হেন সে করেন মহা তাণ্ডব প্রচণ্ড।
পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী হয় খণ্ড ॥৬৯॥
টলমল করে ভূমি ব্রহ্মাণ্ড-সহিতে।
ভয় পায় ভৃত্য-সব সে নৃত্য দেখিতে ॥৭০॥
বলরাম-বর্ণনা গায়েন সবে গীত।
শুনিয়া হয়েন প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত ॥৭১॥

প্রভুর আবিষ্ট ভাবে ভ্রমণ ও নিত্যানন্দকে আহ্বান—

আর্য্যা তর্জ্জা পড়েন পরম-মত্ত-প্রায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া সব-অঙ্গনে বেড়ায় ॥৭২॥
কি সৌন্দর্য্য প্রকাশ হৈল রাম-ভাবে।
দেখিতে দেখিতে কারো আর্ত্তি নাহি ভাগে ॥৭৩॥
অতি অনির্ব্বচনীয় দেখি' মুখচন্দ্র।
ঘন ঘন ডাকে 'নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ' ॥৭৪॥
কদাচিৎ কখনও প্রভুর বাহ্য হয়।
'প্রাণ যায় মোর' সবে এই কথা কয় ॥৭৫॥

প্রভুর প্রদ্যুম্নভাবে উক্তি—

প্রভু বলে,—"বাপ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ।
মারিলেন দেখি হেন জ্যেঠা বলরাম ॥" ৭৬॥
এতেক বলিয়া প্রভু হেন মূর্চ্ছা যায়।
দেখি' ত্রাসে ভক্তগণ কান্দে উচ্চ-রা'য় ॥৭৭॥

যে ক্রীড়া করেন প্রভু, সেই মহাদ্ভুত।
নানা ভাবে নৃত্য করে জগন্নাথ-সুত ॥৭৮॥

প্রভুর গোপীভাবে বিপ্রলম্ভ চেষ্টা-প্রদর্শন—

কখনো বা বিরহ প্রকাশ হেন হয়।
অকথ্য অদ্ভুত প্রেম-সিন্ধু যেন বয় ॥৭৯॥
হেন সে ডাকিয়া প্রভু করেন রোদন।
শুনিলে বিদীর্ণ হয় অনন্ত-ভুবন ॥৮০॥
আপনার রসে প্রভু আপনে বিহ্বল।
আপনা' পাসরি' যেন করয়ে সকল ॥৮১॥
পূর্ব্বে যেন গোপী-সব কৃষ্ণের বিরহে।
পায়েন মরণ-ভয় চন্দ্রের উদয়ে ॥৮২॥
সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার।
কান্দেন সবার গলা ধরিয়া অপার ॥৮৩॥
ভাবাবেশে প্রভুর দেখিয়া বিহ্বলতা।
রোদন করেন গৃহে শচী জগন্মাতা ॥৮৪॥
এই মত প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেম-ভক্তি।
মনুষ্য কি তাহা বর্ণিবারে ধরে শক্তি ॥৮৫॥
নানা রূপে নাট্য প্রভু করে দিনে দিনে।
যে ভাব প্রকাশ প্রভু করেন যখনে ॥৮৬॥

প্রভুর 'গোপী'-নামোচ্চারণে পড়ুয়ার দুর্ব্বুদ্ধিবশে প্রভুকে উপদেশ-দান চেষ্টা ও প্রভুর পড়ুয়া নির্য্যাতনোদ্যোগ—

এক দিন গোপী-ভাবে জগত-ঈশ্বর।
'বৃন্দাবন', 'গোপী গোপী' বলে নিরন্তর ॥৮৭॥
কোন যোগে তহিঁ এক পড়ুয়া আইল।
ভাব-মর্ম্ম না জানিয়া সে উত্তর দিল ॥৮৮॥
"গোপী গোপী' কেন বল নিমাঞি পণ্ডিত!
'গোপী গোপী' ছাড়ি' 'কৃষ্ণ' বলহ ত্বরিত ॥৮৯॥

তথ্য। গীতগোবিন্দে—"বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে। পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥" ৬৪॥

অবতার-সমূহের দশ প্রকার ভাব মধ্যে মধ্যে প্রদর্শন করিয়া সকলগুলিই মহাপ্রভু সঙ্গোপন করিতেন; তন্মধ্যে 'হলধর ভাবটি'কেই অনেক সময় প্রদর্শন করিতেন॥ ৬৫॥

শ্রীগৌরসুন্দরের উচ্চৈঃস্বরে "মদ্য আনয়ন কর" প্রভৃতি সম্যক্ চেষ্টাসমূহ নিত্যানন্দপ্রভু অবগত হইয়া ঘটপূর্ণ গঙ্গা-জল আনয়ন করিতেন। গঙ্গোদক অমৃত-সদৃশ ও ভক্তি-ভাবের উদ্দীপক॥ ৬৭॥

মহাপ্রভু কখনও প্রদ্যুম্নের ভাবে বলরামকে 'জ্যেষ্ঠ তাত' বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহাকে 'শাসন-কর্ত্তা' এবং কৃষ্ণকে পিতৃজ্ঞানে 'রক্ষাকর্ত্তা' বলিতেন॥ ৭৬॥

কি পুণ্য জন্মিবে 'গোপী গোপী' নাম লৈলে।
'কৃষ্ণনাম' লইলে সে পুণ্য, বেদে বলে॥" ৯০॥
ভিন্নভাব প্রভুর সে, অজ্ঞে নাহি বুঝে।
প্রভু বলে,—"দস্যু কৃষ্ণ, কোন্ জনে ভজে? ৯১॥
কৃতঘ্ন হইয়া 'বালি' মারে দোষ বিনে।
স্ত্রী-জিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক-কাণে॥৯২॥
সর্ব্বস্ব লইয়া 'বলি' পাঠায় পাতালে।
কি হইবে আমার তাহার নাম লৈলে?" ৯৩॥
এত বলি' মহাপ্রভু স্তম্ভ হাতে লৈয়া।
পড়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥৯৪॥
আথে ব্যথে পড়ুয়া উঠিয়া দিল রড়।
পাছে ধায় মহাপ্রভু, বলে 'ধর ধর'॥৯৫॥
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ ঠেঙ্গা হাতে ধায়।
সত্বরে সংশয় মানি' পড়ুয়া পলায়॥৯৬॥
ভিন্ন-ভাবে যায় প্রভু, না জানে পড়ুয়া।
প্রাণ লইয়া মহা-ত্রাসে যায় পলাইয়া॥৯৭॥

ভক্তগণ-কর্ত্তৃক প্রভুকে নিবারণ—

আথেব্যথে ধাইয়া প্রভুর ভক্তগণ।
আনিলেন ধরিয়া প্রভুরে ততক্ষণ॥৯৮॥
সবে মেলি' স্থির করাইলেন প্রভুরে।
মহাভয়ে পড়ুয়া পলাঞা গেল দূরে॥৯৯॥

পড়ুয়ার পলায়ন ও নিজ-সঙ্গীদিগের নিকট সম্যক্ বর্ণন—

সত্বরে চলিলা যথা পড়ুয়ার গণ।
সর্ব্ব-অঙ্গে ঘর্ম্ম, শ্বাস বহে ঘনে ঘন॥১০০॥
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে' সবে ভয়ের কারণ।
"কি জিজ্ঞাস আজি ভাগ্যে রহিল জীবন॥১০১॥
সবে বলে 'বড় সাধু নিমাঞি-পণ্ডিত।'
দেখিতে গেলাঙ আমি তাহার বাড়ীত॥১০২॥
দেখিলাঙ বসিয়া জপেন এই নাম।
অহর্নিশি 'গোপী গোপী' না বলয়ে আন॥১০৩॥
তাহে আমি বলিলাঙ—'কি কর' পণ্ডিত।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বল—যেন শাস্ত্রের বিহিত॥' ১০৪॥
এই বাক্য শুনি' মহা-ক্রোধে অগ্নি হৈয়া।
ঠেঙ্গা হাতে আমারে আইল খেদাড়িয়া॥১০৫॥
কৃষ্ণেরেও হইল যতেক গালা-গালি।
তাহা আর মুখে আমি আনিতে না পারি॥১০৬॥
রক্ষা পাইলাঙ আজি পরমায়ু-গুণে।
কহিলাঙ এই আজিকার বিবরণে॥" ১০৭॥

মূর্খ পড়ুয়াগণের অক্ষজ-বিচারে চৈতন্য-নিন্দা

শুনিয়া হাসয়ে সব মহা-মূর্খ গণে।
বলিতে লাগিলা যার যেন লয় মনে॥১০৮॥
কেহ বলে,—"ভাল ত 'বৈষ্ণব' বলে লোকে।
ব্রাহ্মণ লঙ্ঘিবতে আইসেন মহা কোপে॥" ১০৯॥

ব্রজবাসিনী গোপীগণের ভাবে বিভোর হইয়া মহাপ্রভু বিপ্রলম্ভ-চেষ্টা দেখাইতেন॥ ৭৯॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বদন-শশধরের অপ্রাপ্তি-হেতু বিরহ-কাতরা গোপীগণ যখন কৃষ্ণ-বদনচন্দ্রের সদৃশ গগনের চন্দ্রোদয় দেখিতেন, তখন তাঁহাদের যেরূপ কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত মৃত্যু প্রভৃতি দশবিধ-দশা উৎপন্ন হইত, তদ্রূপ অপ্রাকৃত-ভাবশাবল্য-সমূহ গৌরসুন্দরে দৃষ্ট হইত॥৮২॥

শ্রীগৌর-সুন্দর আপনাকে বৃন্দাবন-বাসি[illegible]পতনয়া-জ্ঞানে বার্ষভানবীকে উদ্দেশ করিয়া সম্বোধন করিতেছেন শুনিয়া কোন পাঠার্থী ব্রাহ্মণবটু গৌর-ভগবানের হৃদ্‌গত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বলিল কৃষ্ণ-নামই সংসার হইতে উদ্ধার-লাভের তারক মন্ত্র, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি কেন 'গোপী-নাম' উচ্চারণ পূর্ব্বক বিপথগামী হইতেছ? বালক পড়ুয়া জানিত না যে, কৃষ্ণের আশ্রয়-বিগ্রহ গোপীর আনুগত্য-রহিত হইয়া কৃষ্ণ পাদপদ্ম পাওয়া যায় না; বিশেষতঃ ঐ নির্ব্বোধ পড়ুয়া শ্রীমদ্ভাগবতের "আহুশ্চ তে নলিননাভ" শ্লোকের আলোচনা না করায় প্রায়শ্চিত্তার্হ স্মার্ত্ত ব্যবস্থাপকের ন্যায় যে বিচার-মুখে গৌরসুন্দরকে কৃষ্ণ বলাইবার যত্ন করিয়াছিল, তাহাতে গৌরসুন্দরের রসবিপর্য্যয় ঘটায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী যেরূপ রামচন্দ্রপুরী নামক বিপথগামী শিষ্যকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাপ্রভু উক্ত পড়ুয়ার-প্রতি ব্যবহার দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে কৃষ্ণ 'দস্যু' অভিলাষিণী সূর্পণখার কর্ণ-নাসিকা ছেদনকারী, বালীর হন্তা ও সর্ব্বস্ব-

কেহ বলে,—" 'বৈষ্ণব' বা বলিব কেমনে।
'কৃষ্ণ'-হেন নাম যদি না বলে বদনে॥" ১১০॥
কেহ বলে,—"শুনিলাও অদ্ভুত আখ্যান।
বৈষ্ণবে জপয়ে মাত্র 'গোপী গোপী'-নাম॥" ১১১॥
কেহ বলে,—"এত বা সম্ভ্রম কেনে করি।
আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি॥১১২॥
তেঁহো সে ব্রাহ্মণ, আমরা কি বিপ্র নহি।
তেঁহো মারিবেন আমরা কেনেই বা সহি॥১১৩॥
রাজা ত নহেন তেঁহো মারিবেন কেনে।
আমরাও সমবায় হও সর্ব্ব জনে॥১১৪॥
যদি তেঁহো মারিতে ধায়েন পুনর্ব্বার।
আমরা সকলে তবে না সহিব আর॥১১৫॥
তিঁহো নবদ্বীপে জগন্নাথ-মিশ্র-পুত।
আমরাও নহি অল্প-মানুষের সুত॥১১৬॥
হের সবে পড়িলাও কালি তার সনে।
আজি তিঁহো 'গোসাঞি' বা হইল কেমনে!!"১১৭॥
এই মত যুক্তি করিলেন পাপিগণ।
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচী-নন্দন॥১১৮॥
একদিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া।
চতুর্দ্দিকে সকল পার্ষদগণ লৈয়া॥১১৯॥

মহাপ্রভুর হেঁয়ালী-চ্ছলে সন্ন্যাসগ্রহণ-বার্ত্তা-প্রকাশ—

এক বাক্য অদ্ভুত বলিলা আচম্বিত।
কেহ না বুঝিল অর্থ, সবে চমকিত॥১২০॥
"করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে॥" ১২১॥
বলি' অট্ট অট্ট হাসে' সর্ব্ব-লোক-নাথ।
কারণ না বুঝি' ভয় জন্মিল সবা'ত॥১২২॥

প্রভুবাক্য-শ্রবণে নিত্যানন্দের বিষাদ—

নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
জানিলেন্—'প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর॥১২৩॥
বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ-রায়।
হইব সন্ন্যাসি-রূপ প্রভু সর্ব্বথায়॥১২৪॥
এ সুন্দর কেশের হইব অন্তর্দ্ধান।'
দুঃখে নিত্যানন্দের বিকল হৈল প্রাণ॥১২৫॥

প্রভুর নিত্যানন্দ-সহ নিভৃতে কথোপকথন—

ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ-হস্তে ধরি'।
নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥১২৬॥
প্রভু বলে,—"শুন নিত্যানন্দ মহাশয়!
তোমারে কহিয়ে নিজ হৃদয় নিশ্চয়॥১২৭॥
ভাল সে আইলাও আমি জগত তারিতে।
তারণ নহিল, আমি আইলুঁ সংহারিতে॥১২৮॥
আমা দেখি কোথা পাইবেক বন্ধনাশ।
এক গুণ বন্ধ ছিল—হৈল কোটি-পাশ॥১২৯॥
আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে।
তখনেই পড়ি' গেল অশেষ-বন্ধনে॥১৩০॥

গ্রহণ পূর্ব্বক বলিকে পাতালে প্রেরক—সেই কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমার কি লাভ ঘটিবে?—এরূপ প্রণয়-কলহ-সূচক বাক্যাদি প্রয়োগ করিতে করিতে মহাপ্রভু পড়ুয়াকে তাড়ন করিয়াছিলেন॥৮৯-৯৪॥

শ্রীমন্ গৌরসুন্দরের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার উদ্যত লগুড়াঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অতীব ভীত ও শঙ্কিত হইয়া উক্ত পড়ুয়া পলায়ন করিয়াছিল॥৯৫-৯৬॥

ত্রস্ত পড়ুয়া তাহার ন্যায় অল্পবুদ্ধি পণ্ডিতাভিমানী জনগণের নিকট আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের আচরণ বলিলেন। তাহাতে তাঁহার সহাধ্যায়িগণের কেহ কেহ বলিলেন,—"বিশ্বম্ভর যখন আমাদের সহিত একত্র পাঠ করিয়াছিলেন, তখন তিনি 'মুক্ত পুরুষ মহাভাগবত' হইবেন কিরূপে? তিনি জগন্নাথমিশ্রের পুত্র-মাত্র; আমারও পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের ন্যায় ব্যক্তিগণের সন্তান! তিনি ত' কিছু রাজা নহেন—যে দণ্ডবিধানকর্ত্তা! তিনি দণ্ড দিতে আসিলে আমরাও দণ্ড দিব। আমরাও তাঁহার ন্যায় ব্রাহ্মণ-সন্তান। ব্রাহ্মণকে মারিতে আসিলে আমরাই বা কেন সহ্য করিব? যদি তাঁহাকে কেহ 'বৈষ্ণব' বলিয়া ব্রাহ্মণাপেক্ষা উচ্চাসন দেন, তবে বৈষ্ণবোচিত 'কৃষ্ণনামই' তাঁহার মুখে শোনা যাইত বা যাইবে। তাঁহার এই অদ্ভুত, 'গোপী' নামোচ্চারণ-শ্রবণে কেহ তাঁহাকে 'বৈষ্ণব' বলিবে না।

ভাল লোক তারিতে করিলুঁ অবতার।
আপনে করিলু সব জীবের সংহার ॥১৩১॥
দেখ কালি শিখা-সূত্র সব মুড়াইয়া।
ভিক্ষা করি' বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া ॥১৩২॥
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে ॥১৩৩॥
তবে মোরে দেখি' সে-ই ধরিবে চরণ।
এই মতে উদ্ধারিব সকল ভুবন ॥১৩৪॥

সন্ন্যাসীরে সর্ব্ব লোক করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রহার ॥১৩৫॥
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি-ঘরে-ঘরে।
ভিক্ষা করি বুলোঁ।—দেখোঁ কেবা মোরে মারে॥১৩৬॥
তোমারে কহিলুঁ এই আপন হৃদয়।
গারিহস্ত-বাস মুঞি ছাড়িব নিশ্চয় ॥১৩৭॥
ইথে কিছু দুঃখ তুমি না ভাবিহ মনে।
বিধি দেহ' তুমি মোরে সন্ন্যাস-কারণে ॥১৩৮॥

বৈষ্ণবের ধর্ম্ম—ব্রাহ্মণানুগত্য (!); সুতরাং ব্রাহ্মণলঙ্ঘনার্থ যখন তাঁহার ক্রোধোদ্রেক হয়, তখন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী বলিয়াই জানিব। পাপচিত্ত জনগণ পাপভাবপূর্ণ হইয়া যেরূপ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হয়, তাহা যুগযুগান্তর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। অদ্যাপি সেরূপ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ১০৮—১১৭ ॥

আমি জগতের বাহ্যদর্শনে প্রপীড়িত জীবগণের জন্য অনুদ্ঘাটিত সত্যপ্রচার করিবার বাসনামুখে চেষ্টা দেখাইলাম। কিন্তু তাহার ফল উহারা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, বরং ভীষণতর অপরাধের বোঝা অধিক পরিমাণে নিজস্কন্ধে চাপাইয়া লইল। নদীয়াবাসী জীবগণের নিত্যমঙ্গলের কথা প্রচার করিতে গেলাম, তাহারা না বুঝিয়া আপাতদর্শনে বিমূঢ় হইয়া 'শুদ্ধভক্তি' প্রচারের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। বৈদ্যক-শাস্ত্রে কফপীড়িত-ধাতু ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য-লাভ করাইবার জন্য পিপ্পলিখণ্ড নামক ঔষধের ব্যবস্থা প্রদান করা হয়। উক্ত ঔষধ-দ্বারা কফপীড়িত বা আর্ত্ত জনগণের স্বাস্থ্যলাভ করা দূরে থাকুক, তাহাতে কফব্যাধিই বৃদ্ধি পাইল। সাংসারিক ভোগি-সম্প্রদায় ভোগবিবর্দ্ধনের জন্যই কল্পিত ভগবানের উপাসনা করে; ভগবানের প্রীতির জন্য তাহারা কোন অনুষ্ঠান না করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-সাধনেই ব্যস্ত হয়। [illegible]গকেই তাহারা প্রয়োজন জ্ঞান করে,—সুদুর্লভ কৃষ্ণ-প্রেম-সেবা'র কোন সন্ধানই পায় না ॥১২১॥

শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন,—"আমি নবদ্বীপ-বাসি-গণের মঙ্গলবিধানের জন্য হরির ও হরিজনের কীর্ত্তন আরম্ভ করিলাম। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইল—তাহারা উত্তরোত্তর অধিকতর অপরাধে নিমগ্ন হইল। শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান বুঝিতে না পারিয়া ভগবদ্ভক্তিকে বিপরীত ব্যাপার জানিয়া তাহারা আত্মবিনাশ করিল,—জড়জগতের বন্ধন-রজ্জুকে আরও দৃঢ়তর করিল। ভগবদ্-বিদ্বেষ-ফলে ও ভগবদ্ভক্তের সেবা-বোধের অভাব-হেতুই তাহাদের এরূপ দুর্গতি ঘটিল!" শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রায় মত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার অনুষ্ঠান-নিপুণ ভক্তগণ যে কালে শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচারে ব্যস্ত হইলেন, তখন কালনাবাসী জনৈক উদ্ধত কর্ম্মীর যোগে তথাকথিত প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় কত না দৌরাত্ম্য করিয়াছিল। তথাকথিত বিষ্ণুভক্তি-প্রচারক সাময়িক পত্রাদিতেও নানা তীব্রকটুবাক্যের আশ্রয়ে শুদ্ধভক্তির বিরোধ-কল্পে কতই না যত্ন করিয়াছিল! দুরাচার-ব্যাভিচারাদি, কৃষ্ণ ও তদ্ভক্ত বিদ্বেষরূপ অভক্তি এবং যোষিৎসঙ্গাদিকেই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত শুদ্ধভক্তির আদর্শ জানিয়া কত প্রকারই না তাহারা আত্মসংহারার্থ কল্মষকূপে নিমগ্ন হইয়াছিল! কেহ বা বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনের ছলনায় দৈববর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত, কেহ বা ভক্তির ধারা বুঝিতে না পারিয়া ভোগপ্রবৃত্তিকে সংরক্ষণ-পূর্ব্বক গুম্ফরক্ষার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়াছিল। নির্ব্বোধ প্রাকৃত-সহজিয়াগণ ভগবদ্ভক্তের উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারে না। সুতরাং গৌরসুন্দরের অলৌকিক চেষ্টা ও মুদ্রা কিরূপে বুঝিবে? পরমপবিত্র গৌরলীলার চরম উদ্দেশ্য—কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানকেও তাহারা নীতিবিরোধী জনগণের চিত্ত-বিকৃতি বলিয়া নব্যসাহিত্য উদ্ভাবন করিতে ত্রুটী করে নাই! যুগে যুগে "কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা" বাক্যের যাথার্থ্য দৃষ্ট হয়। তথাপি ধর্ম্মের

যেরূপ করাহ তুমি, সে-ই হইব আমি।
এতেক বিধান দেহ' অবতার জানি' ॥১৩৯॥

জগৎ উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে ॥১৪০॥

গ্লানি-নিবারণ-কল্পে ভগবান্ ও তদীয় জনগণ চিরদিনই যত্ন করিয়া থাকেন। অনুদ্‌ঘাটিত রহস্য গ্রহণ করিবার যোগ্যতা পাপচিত্ত জনগণের পক্ষে সম্ভব নহে ॥ ১২৯ ॥

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ—এই ত্রিবিধ আশ্রমস্থিত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনে পরস্পর বিরোধ-ধর্ম্ম পোষণ করে। সম্যক্‌রূপে সকল ত্যাগ করার নাম—সন্ন্যাস। কর্ম্মফল ত্যাগ করিলে 'কর্ম্মসন্ন্যাস', যাবতীয় জাগতিক জ্ঞান পরিহার করিলে 'জ্ঞানসন্ন্যাস' এবং যাবতীয় বস্তুর সেবা-গ্রহণ-প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ভগবৎসেবোন্মুখ হইলেই ভক্তিপথে সন্ন্যাস সিদ্ধ হয়। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কর্ম্মসন্ন্যাসীর প্রাপ্য, মোক্ষ—জ্ঞানসন্ন্যাসীর এবং কৃষ্ণপ্রেমা ভক্তসন্ন্যাসীর প্রাপ্য। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে কাহারও কিছু ব্যাঘাত হয় না; যেহেতু সন্ন্যাসীর প্রার্থনীয় কোন বস্তু অপরের লোভনীয় নহে। সন্ন্যাসীকে কেহ আক্রমণ করে না। সন্ন্যাসীকে 'ভিক্ষুক' জানিয়া সকলে দয়ার পাত্র জ্ঞান করে।

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ যে সময়ে ব্রজমণ্ডলে বহুব্যক্তির বিরাগের পাত্র হইয়াছিলেন এবং বহু মাম্‌লা-মোকদ্দমায় জড়িত হইয়াছিলেন, সে সময়ে তিনি অনুরাগ-পথে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাহাতে ব্রজ-বাসি-সকল তাঁহার প্রতি আক্রমণ পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণের বিরুদ্ধে অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ভক্তিপথে সন্ন্যাসের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া আক্রমণ করিয়াছে। যাহারা আক্রমণ করে, তাহাদিগকে দোষ দিবার কিছুই নাই, পরন্তু তাহাদের মূর্খতা ও অর্ব্বাচীনতাই উক্ত দোষের বিষয়।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-কালে কলিধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল না হওয়ায় অনেকেই সন্ন্যাসীর প্রতি আক্রমণ করে নাই। কিন্তু চরিত্রহীন, নীতিবর্জ্জিত, মৎসরস্বভাব জনগণ ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই দৌরাত্ম্য করিয়াছে; এমন কি, বিশুদ্ধ হরিভজন, হরিধাম, বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অনুকূল ভাবে জীবন যাপন সকল ব্যাপারেই তাহারা অতি মৎসরতা দেখাইয়া যতিদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। মাদক-দ্রব্য-সেবন ধর্ম্মের অঙ্গ নহে বলায় কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হন, দুশ্চরিত্রতা ধর্ম্মাঙ্গ হইতে পারে না বলিলে ক্রুদ্ধ হন, জাল-জুয়াচুরি করিয়া অর্থোপার্জ্জন অপেক্ষা কেবল সৎপথেও নিজের জন্য অর্থোপার্জ্জন করা উচিত নয় বলিলে কেহ কেহ ক্রুদ্ধ হন, কপটতা ধর্ম্মের অঙ্গ নহে বলিলেও কাহারও অসন্তোষের কারণ হয়। জাগতিক উন্নতি-সাধন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় নহে, মৎসর হওয়া কর্ত্তব্য নহে, নিরপেক্ষভাবে ধর্ম্মের আলোচনা কর্ত্তব্য—এই সকল কথায় মৎসরস্বভাব, 'ধার্ম্মিক' নামে পরিচয়াকাঙ্ক্ষী জনগণের ঈর্ষা বৃদ্ধি হয়। তাহারাও ধার্ম্মিক সজ্জায় ধার্ম্মিকগণকে তাহাদের ন্যায় অধার্ম্মিক মনে করিয়া বিবাদ করে এবং অপরকে অবৈধভাবে কলহের জন্য উত্তেজিত করে। যাহারা আত্মসংযম করিতে পারে নাই, এরূপ ব্যক্তি ধার্ম্মিক খ্যাতির প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া ভণ্ডামি করিবার জন্য উক্ত সজ্জায় ভগবান্, তাঁহার ধাম, ভগবদ্ভক্তির যাবতীয় অনুষ্ঠানকে ধ্বংসের চেষ্টা করিয়া বহু দেবতা-বাদের ছলনায় নানা দুর্নীতিকে ধর্ম্ম বলিয়া চালাইতে গিয়া বিরোধি-ভাব প্রচার-সমূহকেই 'ধর্ম্মপ্রচার' প্রভৃতি বলিয়া থাকে। ত্রিদণ্ডিগণ উহাদের কোন কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অপরাধশূন্য হইয়া শ্রীনাম-সেবা, বিষয়বিতৃষ্ণ হইয়া শ্রীধাম-সেবা এবং ইন্দ্রিয়-তর্পণ পরিত্যাগ করিয়া কামদেব-সেবায় কৃষ্ণপ্রেমান্বেষী হন। ধর্ম্মধ্বজিগণ ধর্ম্ম-যাজনের নামে 'অর্থসংগ্রহ', সভা-সমিতিতে ধর্ম্মের বক্তৃতার নামে গলাবাজি, শাস্ত্রব্যাখ্যা ও পাঠাদির নামে জীবিকা-অর্জ্জনাদি অনুষ্ঠানের ভোগা দিয়া সাধারণের সহানুভূতি-লাভের যত্ন করে। এই সকল মৎসরস্বভাব জনগণ যেদিন প্রকৃতপ্রস্তাবে হরি-বৈমুখ্যরূপ আত্মম্ভরিতা হইতে পৃথক্ হইতে পারিবে, সেই-দিন তাহারা ভক্তিপথের যতিগণকে আদর করিতে শিখিবে এবং দেখিবে যে, তাহাদের ন্যায় নিজেন্দ্রিয়-তৎপরতা ও সম্ভোগবুদ্ধি শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার কোন সভ্যই আবাহন করে না। তাঁহারা বিশুদ্ধভাবে চৈতন্যচন্দ্রের অনুগমন

ইথে তুমি দুঃখ না ভাবিহ কোন ক্ষণ।
তুমি ত জানহ অবতারের কারণ॥" ১৪১॥
শুনি' নিত্যানন্দ শ্রীশিখার অন্তর্ধান।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল মন দেহ প্রাণ॥১৪২॥
কোন্ বিধি দিব হেন না আইসে বদনে।
'অবশ্য করিবে প্রভু' জানিলেন মনে॥১৪৩॥
নিত্যানন্দ বলে,—"প্রভু, তুমি ইচ্ছাময়।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই সে নিশ্চয়॥১৪৪॥
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিতে পারে।
সেই সত্য, যে তোমার আছয়ে অন্তরে॥১৪৫॥
সর্ব্ব-লোকপাল তুমি সর্ব্ব-লোক-নাথ।
ভাল হয় যে মতে সে বিদিত তোমা'ত॥১৪৬॥
যেরূপে করিবা প্রভু জগত উদ্ধার।
তুমি সে জানয়ে তাহা কে জানয়ে আর॥১৪৭॥
স্বতন্ত্র পরমানন্দ তোমার চরিত।
তুমি যে করিবে, সে-ই হইবে নিশ্চিত॥১৪৮॥
তথাপিহ কহ সব সেবকের স্থানে।
কেবা কি বলয়ে তাহা শুনহ আপনে॥১৪৯॥
তবে যে তোমার ইচ্ছা করিবে তাহারে।
কে তোমার ইচ্ছা প্রভু, বিরোধিতে পারে॥"১৫০॥
নিত্যানন্দ-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলা॥১৫১॥

এই মত নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করি'।
চলিলেন বৈষ্ণব-সমাজে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥১৫২॥
'গৃহ ছাড়িবেন প্রভু' জানি' নিত্যানন্দ।
বাহ্য নাহি স্ফুরে, দেহ হইল নিস্পন্দ॥১৫৩॥
স্থির হই' নিত্যানন্দ মনে মনে গণে'।
"প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিব কেমনে॥১৫৪॥
কেমতে বঞ্চিব আই কাল—দিবা-রাতি।"
এতেক চিন্তিতে মূর্চ্ছা পায় মহামতি॥১৫৫॥
ভাবিয়া আইর দুঃখ নিত্যানন্দ-রায়।
নিভৃতে বসিয়া প্রভু কান্দয়ে সদায়॥১৫৬॥

প্রভুর মুকুন্দ-গৃহে গমন ও কীর্ত্তনান্তে মুকুন্দ-সমীপে নিজাভিলাষ-জ্ঞাপন—

মুকুন্দের বাসায় আইলা গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া মুকুন্দ হৈলা পরম-আনন্দ॥১৫৭॥
প্রভু বলে,—"গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।"
মুকুন্দ গায়েন, প্রভু শুনিয়া বিহ্বল॥১৫৮॥
'বোল বোল' হুঙ্কার করয়ে দ্বিজ-মণি।
পুণ্যবন্ত মুকুন্দের শুনি' দিব্য-ধ্বনি॥১৫৯॥
ক্ষণেকে করিলা প্রভু ভাব-সম্বরণ।
মুকুন্দের সঙ্গে তবে কহেন কথন॥১৬০॥
প্রভু বলে,—"মুকুন্দ শুনহ কিছু কথা।
বাহির হইব আমি, না রহিব হেথা॥১৬১

করিয়া থাকে। জীবমাত্রেরই ভগবদ্ভক্তিলাভে মঙ্গল হইবে। তজ্জন্যই তাঁহাদের যাবতীয় বিষয়ের ভোগোন্মুখী প্রবৃত্তিকে সেবোন্মুখী প্রবৃত্তিতে পরিণত করাই স্বভাব। শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার প্রচারকগণ অর্থসংগ্রহ বা জন-সংগ্রহ-দ্বারা উহা নিজের কার্য্যে লাগান না, কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তের সেবায়ই সমস্ত নিয়োগ করেন। বিষ্ণুভক্তিতে দীক্ষিত না হইলে এই সকল কথা বুঝা যায় না ॥১৩৫॥

কর্ম্মী ও জ্ঞানী সন্ন্যাসিগণ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগের আশায় শিখা-সূত্র বর্জ্জন করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীশিখা-পরিত্যাগ মায়াবাদি-জ্ঞানিগণকে দেখাইবার জন্য। ত্রিদণ্ডিগণ শিখা-সূত্র ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেন। তজ্জন্য তাঁহারা শিখা-সূত্র রাখিয়া মাধ্বগৌড়ীয়-বিচারে 'ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস' গ্রহণ করেন। মাধ্বগৌড়ীয়-বিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীসম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী শিখা-সূত্র রাখিয়াছিলেন। শ্রীগদাধর শাখায় বল্লভাচার্য্য ত্রিদণ্ড-গ্রহণকালে শিখা-সূত্র রাখিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ ও শ্রীনিম্বাদিত্য সকলেরই শিখা-সূত্রযুক্ত সন্ন্যাস। কেবল মাধ্ব-সম্প্রদায়ে তীর্থগণের মধ্যে শিখা-সূত্র-ত্যাগের ব্যবস্থা ন্যায়তও প্রচলিত আছে। মাধ্বগৌড়ীয়-বিচারে ব্রজবাসী ষড়্‌গোস্বামী শ্রীউপদেশামৃতের বিচারে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং পারমহংস্য বিচারে কাষায় বস্ত্রও কেহ কেহ গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের পরমহংসা-বস্থা জানিতে হইবে। তাই বলিয়া বিবিৎসা-সন্ন্যাসে ত্রিদণ্ডিগণ কাষায় বসন পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহাদের

গার্হিস্থ আমি ছাড়িবাঙ সুনিশ্চিত।
শিখা-সূত্র ছাড়িয়া চলিব যে-তে ভিত ॥" ১৬২ ॥

প্রভুর সন্ন্যাসবার্ত্তা-শ্রবণে মুকুন্দের দুঃখ—

শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনিয়া মুকুন্দ।
পড়িল বিরহে, সব ঘুচিল আনন্দ ॥১৬৩॥
কাকুতি করিয়া বলে' মুকুন্দ মহাশয়।
"যদি প্রভু, এমত সে করিবা নিশ্চয় ॥১৬৪॥
দিন-কথো এইরূপে করহ কীর্ত্তনে।
তবে প্রভু, করিবা সে যে তোমার মনে ॥" ১৬৫॥

গদাধর-সমীপে প্রভুর গমন ও সন্ন্যাসবার্ত্তা-কথন
তদুত্তরে গদাধরের অভিমানোক্তি—

মুকুন্দের বাক্য শুনি' শ্রীগৌর-সুন্দর।
চলিলেন যথায় আছেন গদাধর ॥১৬৬॥
সম্ভ্রমে চরণ বন্দিলেন গদাধর।
প্রভু বলে,—"শুন কিছু আমার উত্তর ॥১৬৭॥
না রহিব গদাধর, আমি গৃহ-বাসে।
যে-তে দিকে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে ॥১৬৮॥
শিখা-সূত্র সর্ব্বথায় আমি না রাখিব।
মাথা মুড়াইয়া যে-তে দিকে চলি' যাব ॥" ১৬৯॥

শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনি' গদাধর।
বজ্রপাত যেন হৈল শিরের উপর ॥১৭০॥
অন্তরে দুঃখিত হই' বলে গদাধর।
"যতেক অদ্ভুত প্রভু, তোমার উত্তর ॥১৭১॥
শিখা-সূত্র ঘুচাইলেই সে কৃষ্ণ পাই।
গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই ?১৭২॥
মাথা মুড়াইলে প্রভু, কিবা কর্ম্ম হয়।
তোমার সে মত, এ বেদের মত নয় ॥১৭৩॥
অনাথিনী, মায়েরে বা কেমতে ছাড়িবে।
প্রথমেই জননী-বধের ভাগী হবে ॥১৭৪॥
তুমি গেলে সর্ব্বথা জীবন নাহি তান।
সবে অবশিষ্ট আছ তুমি তাঁ'র প্রাণ ॥১৭৫॥
ঘরেতে থাকিলে কি ঈশ্বরের প্রীত নয়।
গৃহস্থ সে সবার প্রীতের স্থলী হয় ॥১৭৬॥
তথাপিও মাথা মুণ্ডাইলে স্বাস্থ্য পাও।
যে তোমার ইচ্ছা তাই করি' চলি' যাও ॥" ১৭৭॥

সন্ন্যাস-বার্ত্তা-শ্রবণে ভক্তগণের ক্রন্দন—

এই মত আপ্ত-বৈষ্ণবের স্থানে স্থানে।
'শিখ-সূত্র ঘুচাইমু' বলিলা আপনে ॥১৭৮॥
সবেই শুনিয়া শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান।
মূর্চ্ছিতে পড়য়ে কারু নাহি দেহে জ্ঞান ॥১৭৯॥

গুরুবর্গ কাষায়-বস্ত্র-ধারণের অন্তর্গত নহেন। কাষায়-বস্ত্র সংরক্ষণেও পরমহংসাচারের ব্যাঘাত ঘটে না। শিখা-সূত্রসহ পরমহংসগণই শ্রীগৌরচন্দ্রের আশ্রিত পরমহংস-পথের পথিক হইয়া শিখা-সূত্র বর্জ্জন করেন না—ইহাই 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' বলিয়া কথিত ॥১৬২॥

শ্রীগদাধর বলিলেন,—"গৃহস্থ হইলে কি বিষ্ণুভক্তি হয় না ? ইহাই কি বেদের উদ্দেশ্য ? সুতরাং হরিভক্তির আদর্শ দেখাইতে গিয়া কেবলাদ্বৈতীর ন্যায়ে শিখা-সূত্র ত্যাগ করিলেই কি অধিকতর শ্রেষ্ঠত্ব হয় ? গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়া হরিভজন করিলে জননী সন্তুষ্ট হন। বন্ধুবান্ধব সকলেই আনন্দিত হন।" প্রতিকূল সংসার অবশ্য ত্যাজ্য—ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপের ঈর্ষাপরায়ণ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ বর্জ্জন করিলেন। আর একটি উদ্দেশ্য এই যে অবৈধ গৃহস্থের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যে প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম্ম আজকাল ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, উহা হইতে উন্মুক্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়াও শ্রীগৌর-সুন্দরের উদ্দেশ্য ছিল। সর্ব্বক্ষণ সকল আশ্রমে থাকিয়া হরিভজন করাই প্রত্যেক মানবের কর্ত্তব্য। অনুকূল সংসার মনে করিয়া ভক্তির প্রতিকূল স্মার্ত্তধর্ম্মের আনুগত্যে শ্রাদ্ধতর্পণাদি অদৈব বা সমাজের অনুকূলে ভগবদ্‌বিরোধী জনগণের সম্মানাদি দিতে গেলে ভগবদ্ভক্তের মর্য্যাদা অনভিজ্ঞের চক্ষে ক্ষুণ্ণ হয়—এই সকল দেখাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রীগৌরসুন্দর বিধিমতে সন্ন্যাস গ্রহণের অভিনয় করিয়াছিলেন ॥১৭৩॥

রামকিরি-রাগ

করিবেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন।
শ্রীশিখা সঙরিয়া কন্দে সর্ব্বভক্ত-গণ ॥ধ্রু॥ ১৮০॥
কেহ বলে,—"সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
আর মালা গাঁথিয়া কি দিব তা' উপরে॥" ১৮১॥
কেহ বলে,—"না দেখিয়া সে কেশ-বন্ধন।
কেমতে রহিবে এই পাপিষ্ঠ জীবন॥" ১৮২॥
"সে কেশের দিব্য গন্ধ না লইব আর।"
এত বলি' শিরে কর হানয়ে অপার ॥১৮৩॥
কেহ বলে,—"যে সুন্দর কেশে আর যার।
আমলক দিয়া কি বা করিব সংস্কার॥" ১৮৪॥
'হরি হরি' বলি' কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে ॥১৮৫॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ-যুগে গান ॥১৮৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শুক্লাম্বর-বিজয়-প্রসাদ-বর্ণনং তথা বিদ্যার্থিশোধনরূপযতিধর্ম্ম-গ্রহণেচ্ছাবর্ণনং চ নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়

সপ্তবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভক্তগণের বিরহে প্রভু-কর্তৃক সান্ত্বনা, শচীমাতার বিলাপ ও প্রভুর প্রবোধ-দান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রভুর সঙ্গ-বিচ্যুতির আশঙ্কায় ভক্তগণ নিরন্তর চিন্তাযুক্ত থাকায় অন্নজল-গ্রহণেও কাহারও রুচি নাই। ভক্তবৎসল ভগবান্ সেবকের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের নিকট নিজ-রহস্য-কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা প্রভুর নিত্য-পরিকর; তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া প্রভুর কোন লীলাই হয় না; তাঁহারা জন্ম জন্ম প্রভুর সঙ্গে লীলা-সহচর-রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। প্রভু-বাক্যে ভক্তগণ সান্ত্বনা লাভ করিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন।

পরম্পরা প্রভুর সন্ন্যাস-বার্ত্তা প্রচার হইতে হইতে তাহা শচীমাতার কর্ণগোচর হইলে তিনি দুঃখভরে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে মহাপ্রভুকে স্থিরভাবে অবস্থিত দেখিয়া শচীমাতা তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক বিবিধ বিলাপ-বাক্যে নিজ দুঃখজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু শচীমাতার নিকট নিজ-রহস্য-কথা ও শচীদেবীর স্বরূপ বর্ণন দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলে শচীমাতা কিয়ৎপরিমাণে স্থিরচিত্ত হইলেন। (গৌঃ ভাঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জয়-গান—

জয় জয় বিশ্বম্ভর শ্রীশচী-নন্দন।
জয় জয় গৌর-সিংহ পতিতপাবন ॥১॥

প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-বার্ত্তায় ভক্তগণের দুঃখ ও প্রভুর প্রবোধ-দান-ছলে নিজ-রহস্য-কথন—

এই মত অন্যোঽন্যে সর্ব্বভক্তগণ।
প্রভুর বিরহে সবে করেন ক্রন্দন ॥২॥
"কোথা যাইবেন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
কোথা বা আমরা সব দেখিবাঙ গিয়া ॥৩॥
সন্ন্যাস করিলে গ্রামে না আসিবে আর।
কোন্ দিকে যায়েন বা করিয়া বিচার॥" ৪॥
এই মত ভক্তগণ ভাবে' নিরন্তরে।
অন্ন পানি কারো নাহি রোচয়ে শরীরে ॥৫॥
সেবকের দুঃখ প্রভু সহিতে না পারে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু প্রবোধে' সভারে ॥৬॥

প্রভু বলে,—"তোমরা চিন্তহ কি কারণ।
তুমি সব যথা, তথা আমি সর্ব্ব-ক্ষণ ॥৭॥
তোমরা বা ভাব 'আমি সন্ন্যাস করিয়া।
চলিবাঙ আমি তোমা' সবারে ছাড়িয়া।।' ৮॥
সর্ব্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে।
তোমা' সবা' আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে ॥৯॥
সর্ব্বকাল তোমরা-সকল মোর সঙ্গ।
এই জন্ম হেন না জানিবা—জন্ম জন্ম ॥১০॥
এই জন্মে তুমি সব যেন আমা' সঙ্গে।
নিরবধি আছ সংকীর্ত্তন-সুখ-রঙ্গে ॥১১॥
যুগে যুগে অনেক আমার অবতার।
সে সকলে সঙ্গী সবে হ'য়েছ আমার ॥১২॥
এই মত আরো আছে দুই অবতার।
'কীর্ত্তন'-'আনন্দ'-রূপ হইবে আমার ॥১৩॥
তাহাতেও তুমি-সব এই মত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহা-সুখে আমা' সঙ্গে ॥১৪॥
লোক-শিক্ষা-নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।
এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর' নাশ ॥" ১৫॥
এতেক বলিয়া প্রভু ধরিয়া সবারে।
প্রেম-আলিঙ্গন সুখে পুনঃ পুনঃ করে ॥১৬॥
প্রভু-বাক্যে ভক্ত-সব কিছু স্থির হৈলা।
সবা' প্রবোধিয়া প্রভু নিজ বাসে গেলা ॥১৭॥

শচীমাতার সন্ন্যাস-বার্ত্তা শ্রবণ ও প্রভুর নিকট বিলাপ—

পরম্পরা এ সকল যতেক আখ্যান।
শুনিয়া শচীর দেহে নাহি রহে প্রাণ ॥১৮॥
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি' শচী-জগন্মাতা।
হেন দুঃখ জন্মিল না জানে আছে কোথা ॥১৯॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে।
নিরবধি ধারা বহে, না পারে রাখিতে ॥২০॥
বসিয়া আছেন প্রভু কমল-লোচন।
কহিতে লাগিলা শচী করিয়া ক্রন্দন ॥২১॥

ভাটিয়ারি রাগ

"না যাইহ না যাইহ বাপ, মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ চাহিয়া ॥২২॥
(গৌরাঙ্গ হে! ধ্রু ॥)
কমল-নয়ন তোর শ্রীচন্দ্র-বদন।
অধর সুরঙ্গ, কুন্দ-মুকুতা-দশন ॥২৩॥
অমিয়া বরিখে যেন সুন্দর বচন।
না দেখি বাঁচিব কি সে গজেন্দ্র-গমন ॥২৪॥
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি তোর অনুচর।
নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর ॥২৫॥
পরম বান্ধব গদাধর-আদি-সঙ্গে।
গৃহে রহি' সংকীর্ত্তন কর' তুমি রঙ্গে ॥২৬॥
ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ, তোর অবতার।
জননী ছাড়িবা এ কোন্ ধর্ম্মের বিচার ? ২৭॥
তুমি ধর্ম্ম-ময় যদি জননী ছাড়িবা।
কেমতে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা ?" ২৮॥
প্রেম-শোকে কহে শচী, শুনে বিশ্বম্ভর।
প্রেমেতে রোধিত কণ্ঠ, না করে উত্তর ॥২৯॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—"আমার এই প্রকার আরও দুইটি অবতার হইবে। ভগবন্নাম-কীর্ত্তনের সহিত আমি অবতীর্ণ হই; আর আমার সচ্চিদানন্দ-রূপ প্রদর্শন করিবার জন্য আমি অর্চ্চনকারীর নিকট আনন্দরূপ অর্চ্চায় আবির্ভূত হই।" পাষণ্ডী মৎসরস্বভাব-জনগণ শ্রীগৌর-সুন্দরের আরও দুই অবতারের তুলনায় শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চার পরিবর্ত্তে কদর্য্যশীল মানবগণকে ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দরের অবতার-রূপে স্থাপন করে! শুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের দুই অবতারের বিচারকে 'আবেশাবতার'-বিচারে প্রতিষ্ঠিত করায় অসদ্ব্যক্তিসকল কর্ম্মফল-বাধ্য, 'দিবসে তিন প্রকার অবস্থা লাভকারী' জীবের মধ্যে apotheosis চালাইবার চেষ্টা করে! (চৈঃ ভাঃ আদি ১৪শ অঃ ৮৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) "'অর্চ্চা' ও 'নাম' এই দুইরূপ" বাক্যটী তাহাদের আদরের বিষয় হয় না। এইরূপ নবগৌরাঙ্গ-বাদ স্থানে স্থানে উৎপন্ন হওয়ায় পরমার্থের পথ বহুপরিমাণে রুদ্ধ ও ব্যাহত হইয়াছে ॥১৩॥

"তোমার অগ্রজ আমা' ছাড়িয়া চলিলা।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা ॥৩০॥
তোমা' দেখি' সকল সন্তাপ পাসরিলুঁ।
তুমি গেলে প্রাণ মুঞি সর্ব্বথা ছাড়িমু ॥৩১॥

করুণ ভাটিয়ারি (রাগ)

প্রাণের গৌরাঙ্গ হের বাপ,
অনাথিনী ছাড়িতে না যুয়ায় ॥৩২॥
সবা' লঞা কর' নিজ-অঙ্গনে কীর্ত্তন,
নিত্যানন্দ আছয়ে সহায় ॥ধ্রু॥৩৩॥
প্রেম-ময় দুই আঁখি, দীর্ঘ দুই ভুজ দেখি,
বচনেতে অমিয়া বরিষে।
বিনা-দীপে ঘর মোর, তোর অঙ্গেতে উজোর,
রাঙ্গা পা'য়ে কত মধু বরিষে ॥" ৩৪॥
প্রেম-শোকে কহে শচী, বিশ্বম্ভর শুনে বসি',
(যেন) রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, সুখদাতা সদানন্দ,
বৃন্দাবন দাস রস গায় ॥৩৫॥
এই মত বিলাপ করয়ে শচী-মাতা।
মুখ তুলি' ঠাকুর না কহে কোন কথা ॥৩৬॥
বিবর্ণ হইলা শচী—অস্থিচর্ম্মসার।
শোকাকুলা দেবী কিছু না করে আহার ॥৩৭॥
প্রভু দেখি' জননীর জীবন না রহে।
নিভৃতে বসিয়া কিছু গোপ্য কথা কহে ॥৩৮॥

প্রভুর জননীকে প্রবোধ-দান-ছলে তৎস্বরূপ-প্রকাশ—

প্রভু বলে,—"মাতা, তুমি স্থির কর মন।
শুন যত জন্ম আমি তোমার নন্দন ॥৩৯॥
চিত্ত দিয়া শুনহ আপন গুণ-গ্রাম।
কোন কালে আছিল তোমার 'পৃশ্নি'-নাম ॥৪০॥
তথায় আছিলা তুমি আমার জননী।
তবে তুমি স্বর্গে হৈলে 'অদিতি' আপনি ॥৪১॥
তবে আমি হইলুঁ বামন-অবতার।
তথাও আছিলা তুমি জননী আমার ॥৪২॥
তবে তুমি 'দেবহূতি' হৈলা আর বার।
তথাও কপিল আমি নন্দন তোমার ॥৪৩॥
তবে ত 'কৌশল্যা' হৈলা আর বার তুমি।
তথাও তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি ॥৪৪॥
তবে তুমি মথুরায় 'দেবকী' হইলা।
কংসাসুর-অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিলা ॥৪৫॥
তথাও আমার তুমি আছিলা জননী।
তুমি সেই দেবকী, তোমার পুত্র আমি ॥৪৬॥
আরো দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥৪৭॥

লোক-শিক্ষার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস করিয়াছিলেন, সেই সন্ন্যাসের ফলে তিনি ভারতের বহুস্থানে বহু ব্যক্তির মধ্যে 'কৃষ্ণ কোথায় কিরূপভাবে লীলা করিতেছেন,'—ইহা দেখিবার সুযোগের অভিনয় করিয়াছিলেন। বহুজ্ঞতার অভাবে 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব'-নামধারিগণের মধ্যে যে বিষম অপরাধময় চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা হইতে উঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ না করি[illegible] উঁহাদের কোন মঙ্গলই হইবে না। ভক্তির প্রতিকূলবিষয়-ত্যাগই প্রধান লোকশিক্ষা। ভোগ-প্রতীতিতে জগদ্দর্শনে কখনও ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। সম্ভোগবাদের বিচারটি এই কুণ্ঠাযুক্ত রাজ্যে প্রাকৃত-সহজিয়াবাদে পরিণত হয় ॥১৫॥

চন্দ্রের সহিত শ্রীগৌরহরির বদন, কুন্দপুষ্প ও মুক্তার সহিত তাঁহার বাক্যাবলীর এবং গজেন্দ্র-গমনের সহিত তাঁহার প্রতি-পদক্ষেপ উপমিত হইয়াছে ॥২৩-২৪॥

শ্রীগৌরসুন্দর ধর্ম্মের উপদেশক ও ধর্ম্মময়, সুতরাং জননী-সেবা পরিহার করিয়া ধর্ম্মের অবস্থান কিরূপে হইবে, শচীদেবী তাহা জানিতে চাহিলেন। "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো" (ভাঃ ১।২।৬) এই বিচার শিক্ষা দিবার জন্য শচী-মাতার মুখে এই প্রশ্নের উদয়। ভগবানের সেবা জাগতিক তাৎকালিক ধর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় ॥২৮॥

অর্চ্চা-মূর্ত্তি মৃণ্ময়ী প্রভৃতি হইয়া থাকে আর ভগবন্নাম-শব্দাত্মক, সুতরাং শচীনন্দনের দুই অবতার—অর্চ্চাবতার ও নামাবতার। "কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-

'মোর অর্চ্চা মূর্ত্তি' মাতা তুমি সে ধরণী।
'জিহ্বারূপা' তুমি মাতা নাগের জননী ॥৪৮॥
এই মত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে ॥৪৯॥
অমায়ায় এই সব কহিলাঙ কথা।
আর তুমি মনোদুঃখ না কর' সর্ব্বথা ॥" ৫০॥

জননীর স্থৈর্য্য—

কহিলেন প্রভু অতি রহস্য-কথন।
শুনিয়া শচীর কিছু স্থির হৈল মন ॥৫১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ-যুগে গান ॥৫২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে বিরহপ্রবোধ-বর্ণনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অবতার" (চৈঃ চঃ আদি ১৭।২২) ইহাই গৌরসুন্দরের বাণী। অর্চ্চা-বিগ্রহ শ্রীস্বরূপ ও শ্রীনামের সহিত অভিন্ন—"নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি,—তিন চিদানন্দ-রূপ ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭ অঃ) ॥৪৭॥

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণাভিলাষ নিত্যানন্দ-সমীপে জ্ঞাপন ও শচীমাতা প্রভৃতি পঞ্চজন-সমীপে জ্ঞাপনার্থ আদেশ, সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বদিবস ভক্তগণ সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে যাপন এবং সকলকে কৃষ্ণভজন করিতে আদেশ, শ্রীধর প্রদত্ত লাউ ও জনৈক সুকৃতিমানের প্রদত্ত দুগ্ধ-দ্বারা মাতাকে লাউ রন্ধনার্থ আদেশ ও তাহা ভক্ষণ, প্রভুর গৃহত্যাগের পূর্ব্বে শচীমাতার দ্বারে অবস্থান, প্রভু-কর্ত্তৃক শচীমাতাকে প্রবোধ-দান ও তৎপদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান, শচীমাতার জড়প্রায় অবস্থান, ভক্তগণের প্রভু-গমন-বার্ত্তা-শ্রবণে ক্রন্দন, নিন্দক-পাষণ্ডীরও শোক, প্রভু-কর্ত্তৃক কেশব ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্র-বর্ণন, কেশবভারতী-কর্ত্তৃক প্রভুর সন্ন্যাস-নাম প্রদান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌরহরি সন্ন্যাস-লীলা আবিষ্কারের পূর্ব্বে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের কথা ব্যক্ত করিলেন এবং শচীমাতা-প্রভৃতি পঞ্চজন-সমীপে তাহা প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন। প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বদিন সকলের সঙ্গে পরমানন্দে সংকীর্ত্তন-রঙ্গে অতিবাহিত করিলেন এবং সকলকে আপনার প্রসাদী মালা প্রদানপূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-ভজন করিতে উপদেশ করিলেন; তাহাতেই তাঁহার প্রীতি জন্মিবে।

প্রভু সকলকে ঐরূপ উপদেশ দান পূর্ব্বক গৃহে গমন করিলে শ্রীধর একটী লাউ হাতে করিয়া প্রভু-সমীপে আগমন করিলেন। প্রভু ভক্তের দ্রব্য ভোজন করিতে অভিলাষী হইয়া জননীকে পাকার্থ আদেশ করিলেন। ইত্যবসরে জনৈক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি দুগ্ধ-ভেট প্রদান করিলে প্রভু 'দুগ্ধলাউ' পাক করিতে জননীকে আদেশ করিলেন। শচীমাতা পরম সন্তোষে তাহা পাক করিলেন। প্রভু সকলকে বিদায় দিয়া ভোজনপূর্ব্বক কিয়ৎকাল যোগনিদ্রা-প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। গদাধর ও হরিদাস তাঁহার সমীপে শয়ন করিয়া থাকিলেন। কিন্তু শচীমাতার চক্ষে নিদ্রা নাই। তিনি অনুক্ষণ ক্রন্দন করিতেছেন।

রাত্রি চারিদণ্ড অবশিষ্ট আছে জানিয়া মহাপ্রভু যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিলে গদাধর তাঁহার অনুগমনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রভু একাকী গমনের কথা জানাইলেন। শচীদেবী প্রভুর গমন-সংবাদ বুঝিয়া দ্বারে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর জননীকে বিবিধ প্রবোধ দান করিয়া এবং জননীর পদধূলি শিরে লইয়া যাত্রা করিলেন। শচীমাতা জড়প্রায় অবস্থান

করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রাতে প্রভু-প্রণামার্থ আগমন করিয়া শচীমাতাকে বহির্দ্বারে দর্শন করিলেন। শ্রীবাস তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিলে শচীমাতা কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না; কেবল নয়নে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। অবশেষে নির্ব্বেদ-সহকারে বলিলেন যে, বিষ্ণুর দ্রব্যের অধিকারী—ভক্তগণ; সুতরাং তাঁহারা যাহা কিছু দ্রব্য লইয়া যাউন; তিনি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন। ভক্তগণ তাহা শুনিয়া প্রভুর গমন বুঝিতে পারিয়া অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। ভক্তগণ কিয়ৎক্ষণ ক্রন্দন করিয়া শচীমাতাকে বেষ্টন-পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। সমগ্র নদীয়ায় প্রভুর প্রস্থান-বার্ত্তা প্রচারিত হইল। তাহা শুনিয়া পূর্ব্ব নিন্দক পাষণ্ডীগণও ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং প্রভুকে পূর্ব্বে চিনিতে না পারায় পরিতাপ করিতে লাগিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গঙ্গা পার হইয়া কটক নগরে উপস্থিত হইলেন, যাঁহাদিগকে তাঁহার সঙ্গে গমনার্থ আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে প্রভু-সঙ্গে মিলিত হইলেন। প্রভু কেশব ভারতীর নিকট গমন করিলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃ দর্শনে কেশব ভারতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভু কেশব ভারতীকে স্তুতিপূর্ব্বক তাঁহাকে কৃপা করিতে অনুরোধ করিলেন। মুকুন্দাদি ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে থাকিলেন ও প্রভু আবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বহু লোক আসিয়া প্রভুর রূপ-দর্শনে চমৎকৃত হইতে লাগিল। প্রভুর ভক্তি-দর্শনে কেশব ভারতী তাঁহাকে জগদ্গুরু শ্রীভগবান্ লোক-শিক্ষার্থ আগমন করিয়াছেন বলিয়া বলিলেন। চন্দ্রশেখরাচার্য্য বিধিযোগ্য কার্য্য করিতে লাগিলেন। নাপিত প্রভুর শিখা মুণ্ডন করিতে বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণও কাঁদিতে লাগিলেন। অন্তরালে থাকিয়া দেবতাগণও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে দিবাবসানে কোন প্রকারে ক্ষৌরকার্য্য সমাধা হইলে সর্ব্বশিক্ষাগুরু গৌরসুন্দর ছলপূর্ব্বক ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্রটী বলিয়া 'তাহাই সন্ন্যাসমন্ত্র কি না' জিজ্ঞাসা করিলেন। ভারতী প্রভুর আজ্ঞায় সেই মন্ত্র প্রভুর কর্ণে শুনাইলেন। অরুণ বসন পরিধান করিলে প্রভুর শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব্ব শোভা হইল। কেশব ভারতী প্রভুর সন্ন্যাস-নাম প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে শুদ্ধা সরস্বতী ভারতীর জিহ্বায় অবস্থিত হইয়া বলিলেন যে তিনি কৃষ্ণ-কীর্ত্তন প্রচার করিয়া জগতের চৈতন্য বিধান করিতেছেন বলিয়া তাঁহার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। তাহা শুনিয়া চতুর্দ্দিকে 'জয় জয়'-ধ্বনি উঠিল এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। (গৌঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গের জয়-গান-প্রসঙ্গে জীবের হিত-কামনা—

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
জীবগণ প্রতি কর' শুভ দৃষ্টি-পাত ॥১॥

প্রভুর সংকীর্ত্তন-রঙ্গে ভক্তগণের প্রভুর সন্ন্যাস-বার্ত্তা-বিস্মৃতি—

এই মতে আছেন ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
সংকীর্ত্তন-আনন্দ করেন নিরন্তর ॥২॥
স্বেচ্ছাময় মহেশ্বর কখনে কি করে।
ঈশ্বরের মর্ম্ম কেহ বুঝিতে না পারে ॥৩॥
নিরবধি পরানন্দ সংকীর্ত্তন-রঙ্গে।
বিহরিবে থাকেন সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে ॥৪॥
পরানন্দে বিহ্বল সকল ভক্তগণ।
পাসরি' রহিলা সবে প্রভুর গমন ॥৫॥
সর্ব্ব বেদে ভাবেন যে প্রভুরে দেখিতে।
ক্রীড়া করে ভক্তগণ সে-প্রভু-সহিতে ॥৬॥

প্রভুর নিতাই-সমীপে সন্ন্যাস-গ্রহণের দিবস ও সন্ন্যাস-প্রদাতার নামোল্লেখ—

যেদিন চলিব প্রভু সন্ন্যাস করিতে।
নিত্যানন্দ-স্থানে তাহা কহিলা নিভৃতে ॥৭॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ-স্বরূপ গোসাঞি!
এ কথা ভাঙ্গিবে সবে পঞ্চ-জন ঠাঞি ॥৮॥
এই সংক্রমণ-উত্তরায়ণ-দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে ॥৯॥

'ইন্দ্রাণী' নিকটে কাটোঞা-নামে গ্রাম
তথা আছে কেশব ভারতী শুদ্ধ নাম ॥১০॥
তান স্থান আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত।
এই পাঁচ জনে মাত্র করিবা বিদিত ॥১১॥

মাত্র পঞ্চজন-স্থানে রহস্য-প্রকাশ—

"আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, অপর মুকুন্দ ॥" ১২॥
এই কথা নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্থানে।
কহিলেন প্রভু, ইহা কেহ নাহি জানে ॥১৩॥
পঞ্চ-জন-স্থানে মাত্র এ সব কথন।
কহিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গমন ॥১৪॥

প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস ও ভোজন—

সেই দিন প্রভু সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে।
সর্ব্ব দিন গোঙাইলা সংকীর্ত্তন-রঙ্গে ॥১৫॥
পরম-আনন্দে প্রভু করিয়া ভোজন।
সন্ধ্যায় করিলা গঙ্গা দেখিতে গমন ॥১৬॥
গঙ্গা নমস্করিয়া বসিলা গঙ্গা-তীরে।
ক্ষণেক থাকিয়া পুনঃ আইলেন ঘরে ॥১৭॥

প্রভুর অনুচর-সহ অবস্থান, বহু লোকের মালাচন্দন-হস্তে প্রভুর দর্শনার্থ আগমন ও প্রভুপদে প্রণাম—

আসিয়া বসিলা গৃহে শ্রীগৌর-সুন্দর।
চতুর্দ্দিকে বসিলেন সব অনুচর ॥১৮॥
সে-দিনে চলিব প্রভু কেহ নাহি জানে।
কৌতুকে আছেন সবে ঠাকুরের সনে ॥১৯॥
বসিয়া আছেন প্রভু কমল-লোচন।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত মালা সুগন্ধি চন্দন ॥২০॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

মূর্ত্তিমন্ত বেদবিগ্রহগণ তাঁহাদের প্রতিপাদ্য ভগবানের মূর্ত্তির চিন্তা করেন মাত্র; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ সাক্ষাৎ সেই শ্রীমূর্ত্তির সহিত একত্র ক্রীড়া করেন ॥৬॥

জ্যোতিশ্চক্রে গ্রহগণের ভ্রমণ লক্ষিত হয়। সেই জ্যোতিশ্চক্র দ্বাদশ সমভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে বৃত্তের দ্বাদশাংশ; তাহাই ত্রিশ অংশে বিভক্ত। সেই দ্বাদশাংশ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন নামে পরিচিত। পৃথিবীস্থ দর্শক সূর্য্যকে জ্যোতিশ্চক্রে ভ্রমণ করিতে দেখেন। সূর্য্যের রাশি-প্রারম্ভে গমনকে 'রবিসংক্রমণ' বলে। কর্কট-রাশিতে প্রবেশের নাম—দক্ষিণায়ন; আর মকর-রাশিতে রবি-প্রবেশের নাম—উত্তরায়ণ। প্রতি সৌরবর্ষেই একদিন দক্ষিণায়ন-সংক্রমণ ও অপর দিন উত্তরায়ণ-সংক্রমণ হইয়া থাকে। 'মকর-সংক্রমণ' অর্থাৎ ধনু-রাশি হইতে মকর-রাশিতে সংক্রমণ-দিবসকেই 'উত্তরায়ণ-সংক্রমণ' বলে। স্থির-রাশিচক্র নক্ষত্র হইতে গণিত হয়। চলরাশিচক্রের সংক্রমণ-দিবস ও স্থির-রাশি-চক্রে রবি-সংক্রমণ—অয়নাংশ পরিমিত দিবস-সংখ্যায় ব্যবহিত। রাঢ়ীয় শ্রীনিবাসের গণনপ্রথার পূর্ব্বে ভগবান্ গৌরসুন্দরের আবির্ভাব-কাল। ১৪৫৫ শকাব্দে তাঁহার অপ্রকটের কথা লিখিত আছে। আর শ্রীনিবাস ১৪৮৯ শকাব্দ হইতে গণনপ্রথা প্রচলিত করেন; উহা বঙ্গদেশীয় স্মার্ত্ত শ্রীরঘুনন্দন তাঁহার পরবর্ত্তি-সময়ে 'গণনা-বিধি' বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরবর্ত্তি-সময়ে ১৫১৩ ও ১৫২১ শকাব্দ হইতে শ্রীরাঘবানন্দ 'সিদ্ধান্তরহস্য' ও 'দিনচন্দ্রিকা' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'দিনচন্দ্রিকা' ও পরবর্ত্তিকালে 'দিন-কৌমুদী' প্রভৃতি সারিণী হইতে বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশে পঞ্জিকা গণিত হয়। নিরয়নপথ-গণিত-বিচারই শ্রীমন্-মহাপ্রভুর সময়ে বঙ্গদেশের প্রচলিত পন্থা ছিল। তজ্জন্য 'নিরয়ণ-মকর-সংক্রান্তি'ই এস্থলে লক্ষিত হইয়াছে ॥৯॥

ইন্দ্রাণী—তৎকালপ্রচলিত প্রসিদ্ধ স্থান। বর্ত্তমান কাটোয়ার সমীপে 'ইন্দ্রাণী-পরগণা'র অবস্থিতি ॥১০॥

কাটোঞা (কাঁটোয়া)—এই স্থানে বর্ত্তমানকালে বর্দ্ধমান

যতেক বৈষ্ণব আইসেন দেখিবারে।
সবেই চন্দন মালা লই' দুই করে ॥২১॥
হেন আকর্ষণ প্রভু করিলা আপনি।
কেবা কোন্‌দিগ হইতে আইসে, নাহি জানি ॥২২॥
কতেক বা নগরিয়া আইসে দেখিতে।
ব্রহ্মাদির শক্তি ইহা নাহিক লিখিতে ॥২৩॥
দণ্ড-পরণাম হঞা পড়ে সর্ব্বজন।
এক দৃষ্টে সবেই চা'হেন শ্রীবদন ॥২৪॥

প্রভুর প্রসাদী মালা প্রদানপূর্ব্বক সকলকে
কৃষ্ণ-ভজনের উপদেশ—

আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু সবে,—"কৃষ্ণ গাও গিয়া ॥২৫॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন ॥২৬॥

কৃষ্ণ-কীর্ত্তনেই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রীতি—

যদি আমা' প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর ॥২৭॥

নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনের উপদেশ—

কি শয়নে কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে ॥" ২৮॥
এই মত শুভদৃষ্টি করি' সবাকারে।
উপদেশ কহি' সবে বলে,—"যাও ঘরে ॥" ২৯॥
এই মত কত যায়, কত বা আইসে।
কেহ কারে নাহি চিনে, আনন্দেতে ভাসে ॥৩০॥
পূর্ণ হৈল শ্রীবিগ্রহ চন্দন-মালায়।
চন্দ্রে বা কতেক শোভা কহনে না যায় ॥৩১॥

সকলের প্রসাদ-প্রাপ্তিতে
সানন্দে গমন—

প্রসাদ পাইয়া সবে হরষিত হঞা।
উচ্চ হরি-ধ্বনি সবে যায়েন করিয়া ॥৩২॥

শ্রীধরের লাউ-ভেট ও জনৈক সুকৃতিমানের
দুগ্ধভেট, তাহা পাকার্থ জননীকে
আদেশ—

এক লাউ হাতে করি' সুকৃতি শ্রীধর।
হেনই সময়ে আসি' হইলা গোচর ॥৩৩॥

জেলার তন্নামক একটি মহকুমা কেন্দ্র অবস্থিত। 'ব্যাণ্ডেল-বারহারওয়া' লাইনে এই নামে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। এই স্থানটি এখন গঙ্গাতটে অবস্থিত ॥১০॥

কেশব ভারতী—জনৈক সন্ন্যাসী; তিনি সন্ন্যাসগুরুর কার্য্য করিতেন। বিষ্ণুস্বামীর অতীব প্রাচীন সম্প্রদায়ের অষ্টোত্তর-শত সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাস-নামের প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। পরবর্ত্তিকালে কেবলাদ্বৈতবাদী শ্রীশঙ্করাচার্য্য তন্মধ্য হইতে দশনামি-সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'ভারতী'—একটি সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাস-নাম। কথিত আছে যে, দাক্ষিণাত্য শৃঙ্গেরী মঠ হইতে দশনামীয় তিনপ্রকার সন্ন্যাসী—সরস্বতী, ভারতী ও পুরী-নামধারী যতিগণ উদ্ভূত হইয়াছেন। সরস্বতী-সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ, ভারতী-সম্প্রদায় মধ্যম ও পুরী-সম্প্রদায় সাধারণ। ব্যক্তিগত নাম—কেশব, শ্রেণীগত পরিচয় ভারতী। বর্ত্তমান-কালেও 'কেশব ভারতীর বংশ' বলিয়া অনেকেই পরিচয় দিয়া থাকেন। 'বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি' মধ্যে এই সকল কথা বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত আছে ॥১০॥

নদীয়া-নগরের 'শ্রীমায়াপুর' পল্লীর সকল অধিবাসীকে স্বীয় বরণীয় প্রণয়রূপ মালিকা প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি ভার বা 'কমিশন' দিলেন।

সবাকারে,—স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে, বর্ণাশ্রম-নির্ব্বিশেষে, ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে। যিনি প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবেন, তাঁহাকেই কৃষ্ণগানের অধিকারী করিলেন। কপটতা-বশে যিনি ভগবদাজ্ঞা পালন না করিয়া যোষিৎসঙ্গ করিবেন ও কৃষ্ণসেবা করিবেন না, তিনি মহাপ্রভুর আজ্ঞা-বাহক ভৃত্য হইতে পারিবেন না। কেবল তাঁহার গলদেশেই শ্রীগৌরসুন্দরের মালিকা থাকিতে পারিবে না। বর্ত্তমানকালে শ্রীভাগবত-জনানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার নির্য্যাণ-কালের পক্ষকালপূর্ব্বে ও মাসাধিক কাল পূর্ব্বে সুস্থশরীরে অবস্থানকালে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,

লাউ-ভেট দেখি' হাসে শ্রীগৌরসুন্দরে।
"কোথায় পাইলা?" 'প্রভু জিজ্ঞাসে' তাহারে॥৩৪॥
নিজ-মনে জানে প্রভু "কালি চলিবাও।
এই লাউ ভোজন করিতে নারিলাও ॥৩৫॥
শ্রীধরের পদার্থ কি হইবে অন্যথা।
এ লাউ ভোজন আজি করিব সর্ব্বথা॥" ৩৬॥
এতেক চিন্তিয়া ভক্ত-বাৎসল্য রাখিতে।
জননীরে বলিলেন রন্ধন করিতে॥৩৭॥
হেনই সময়ে আর কোন ভাগ্যবান্।
দুগ্ধ-ভেট আনিয়া দিলেন বিদ্যমান॥৩৮॥
হাসিয়া ঠাকুর বলে,—"বড় ভাল ভাল।
দুগ্ধ-লাউ পাক গিয়া করহ সকাল॥" ৩৯॥
সন্তোষে চলিলা শচী করিতে রন্ধন।
হেন ভক্তবৎসল শ্রীশচীর নন্দন॥৪০॥
এই মতে মহানন্দে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
কৌতুকে আছেন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর॥৪১॥

প্রভুর ভোজন ও বিশ্রামান্তে যাত্রা—

সবারে বিদায় দিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভোজনে বসিলা আসি' ত্রিদশ-ঈশ্বর॥৪২॥
ভোজন করিয়া প্রভু মুখশুদ্ধি করি'।
চলিলা শয়ন-ঘরে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥৪৩॥
যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিলা ঈশ্বর।
নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর॥৪৪॥
আই জানে আজি প্রভু করিবে গমন।
আইর নাহিক নিদ্রা, কান্দে অনুক্ষণ॥৪৫॥
'দণ্ড চারি রাত্রি আছে' ঠাকুর জানিয়া।
উঠিলেন চলিবারে নাসাগ্রাণ লইয়া॥৪৬॥

গদাধরের প্রভু সঙ্গে গমনেচ্ছা ও প্রভুর প্রত্যাখ্যান—

গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি'।
গদাধর বলেন,—"চলিব সঙ্গে আমি॥" ৪৭॥
প্রভু বলে,—"আমার নাহিক কারু সঙ্গ।
এক অদ্বিতীয় সে আমার সর্ব্ব রঙ্গ॥" ৪৮॥
আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন।
দুয়ারে বসিয়া রহিলেন তত-ক্ষণ॥৪৯॥

প্রভুর জননীকে প্রবোধ-দান—

জননীরে দেখি' প্রভু ধরি' তান কর।
বসিয়া কহেন বহু প্রবোধ-উত্তর॥৫০॥

তাহা 'গৌড়ীয়' নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদাসগণই কৃষ্ণগান করিতে পারেন; যেহেতু তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা ও আজ্ঞা পালন করেন এবং 'শ্রীশিক্ষাষ্টকে'ই তাঁহারা দীক্ষিত ও শ্রীরূপ-পাদের 'উপদেশামৃতে'ই তাঁহারা পালিত। পরবিদ্যাপীঠে গৌরবিহিত কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীরূপানুগ শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বিস্তৃতভাবে কৃষ্ণকথা নিরূপণ করিয়াছেন, আর শ্রীব্রহ্মসংহিতার টীকায় তিনি কৃষ্ণকথা পুনরায় আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণের পুরুষাবতারসমূহ অংশ-কলা-শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্; মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি ও রৌহিণেয় রাম, বুদ্ধ ও কল্কি প্রভৃতি নৈমিত্তিক অবতার-সমূহ কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার-সমূহ চতুর্ব্যূহ প্রকাশ ও পরব্যোমস্থ প্রকাশসমূহ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণেরই অংশ-কলা বৈভবাবতার, মনন্তরাবতার ও যুগাবতারসমূহ কালধারায় নিমিত্ত এবং ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট্যাদির নিমিত্ত গুণাবতারসমূহ। আবেশাবতার-সমূহ—তদেকাত্মবিচারে ভগবানের বিভিন্ন অবতার; জীবকোটিতে ও গুণকোটিতে আংশিক বিভিন্ন চিদচিৎ-শক্তির পরিণতিক্রমে যত প্রকার বৈকুণ্ঠ হইতে ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ, সকল অবতারেরই আদি মূল পুরুষ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি; কৃষ্ণ—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, কৃষ্ণ—কালের জনক, রক্ষক ও বিনাশক। কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহের অংশ—পুরুষাবতার; তাহার উপাদানাংশ—মায়া; সেই উপাদানাংশের অংশ—গুণত্রয়; সেই গুণত্রয়ের ক্ষুদ্রাংশ হইতেই বিশ্বোৎপত্তি প্রভৃতি; নারায়ণাদি পরতত্ত্বের বিচার—তাঁহারই অঙ্গবিশেষের পরিচায়ক বস্তু। তিনি আনন্দ-সত্তা ও পূর্ণজ্ঞানময়। তিনি যামুনচারী, গোষ্ঠে অবস্থিত, গোপালক ও গোপ-পালক,

"বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন।
পড়িলাঙ, শুনিলাঙ তোমার কারণ ॥৫১॥
আপনার তিলার্দ্ধেকো না লৈলা সুখ।
আজন্ম আমার তুমি বাড়াইলা ভোগ ॥৫২॥
দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলা আমারে।
আমি কোটী-কল্পেও নারিব শোধিবারে ॥৫৩॥
তোমার প্রসাদে সে তাহার প্রতিকার।
আমি পুনঃ জন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার ॥৫৪॥
শুন মাতা, ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥৫৫॥
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত ॥৫৬॥
দশ দিনান্তরে বা কি এখনেই আমি।
চলিলেও কোন চিন্তা না করিহ তুমি ॥৫৭॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে, সব মোর ভার ॥" ৫৮॥
বুকে হাত দিয়া প্রভু বলে বার বার।
"তোমার সকল ভার আমার আমার ॥" ৫৯॥
যত কিছু বলে প্রভু, শচী সব শুনে।
উত্তর না করে, কান্দে অঝোর নয়নে ॥৬০॥

শচীর ধৈর্য্য—

পৃথিবীস্বরূপা হৈলা শচী জগন্মাতা।
কে বুঝিবে কৃষ্ণের অচিন্ত্য-লীলা-কথা ॥৬১॥

জননীর পদধূলি-গ্রহণ ও প্রদক্ষিণান্তে প্রভুর যাত্রা ও শচীর জড়-প্রায় ভাব—

জননীর পদ-ধূলী লই' প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি' তানে চলিলা সত্বরে ॥৬২॥
চলিলেন বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৃহ হইতে।
সন্ন্যাস করিয়া সর্ব্ব জীব উদ্ধারিতে ॥৬৩॥
শুন শুন আরে ভাই, প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে সর্ব্ব-বন্ধ হয় নাশ ॥৬৪॥
প্রভু চলিলেন মাত্র শচী জগন্মাতা।
জড়প্রায় রহিলেন, নাহি স্ফুরে কথা ॥৬৫॥

ভক্তগণের মহাপ্রভু-প্রণামার্থ আগমন ও শচীমাতাকে বহির্দ্বারে দর্শনে উহার কারণ-জিজ্ঞাসা—

ভক্ত-সব না জানেন এ সব বৃত্তান্ত।
উষঃ-কালে স্নান করি' যতেক মহান্ত ॥৬৬॥
প্রভু নমস্করিতে আইলা প্রভু-ঘরে।
আসি' সবে দেখে আই বাহির-দুয়ারে ॥৬৭॥

মৃত্যু তাঁহাকে ভয় করে। তিনি স্বপ্রকাশ ও পরপ্রকাশক, তিনি পরম প্রেমাস্পদ। তাঁহার দেহ-দেহি-ভেদ নাই। তিনি ভিন্ন ভিন্ন দ্রষ্টার নিকট ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠানযুক্ত। তিনি মহেন্দ্র। গোলোকের 'গো' হইতে যজ্ঞসমূহের প্রবৃত্তি, 'গো' হইতে দেবগণের প্রাকট্য, 'গো' হইতেই সষড়ঙ্গপদক্রম-বেদসমূহ উদ্ভূত। তিনি সেই গোলোকপতি গোবিন্দ। তিনি সকল কারণের কারণরূপ পরমেশ্বর, কার্য্য-কারণের অধিপতি, নিত্যমুক্ত গোপীগণের বল্লভ। তিনি স্বয়ংরূপ; তাঁহার নাম ও তিনি পৃথক্ নহেন ॥২৫॥

'কৃষ্ণ'-শব্দ বলিলে ইতর শব্দ [illegible] যোগ্যতা থাকে না। 'কৃষ্ণনাম' গান করিলে নিজের ও অপর সকলের নিত্যানন্দ বৃদ্ধিলাভ করে। কৃষ্ণনাম-ভজনে নামি-কৃষ্ণের ভজন হয়। 'কৃষ্ণ' ব্যতীত অধিক বস্তু (?) আবৃত-কৃষ্ণদর্শনে 'কৃষ্ণ' হইতে পৃথক্ সুতরাং 'কৃষ্ণ'শব্দই বলিতে হইবে, 'কৃষ্ণ' শব্দই বর্ণন করিতে হইবে এবং 'কৃষ্ণ' শব্দই ভজন করিতে হইবে। 'কৃষ্ণ' ব্যতীত অন্য কোন শব্দ বা নাম স্মরণ করিতে হইবে না; যেহেতু উহা 'কৃষ্ণ' হইতে ন্যূনাধিক-ইতর-রূপ লক্ষিত হওয়ায় কৃষ্ণলাভের অভাবে জীবের পূর্ণমঙ্গল-লাভের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণের অধিক বিচার—কৃষ্ণের আবৃত দর্শন এবং কৃষ্ণকে কৃষ্ণের অখিল-রস হইতে বঞ্চিত করা মাত্র। কৃষ্ণেতর-রসের সংযোগ-ছলনায় কৃষ্ণের অখিল রসের পূর্ণতা বৃদ্ধি করিতে গেলে রস-মিশ্রভাবে বিপর্য্যস্ত হয়। ভগবৎপ্রকাশ-সমূহের পূর্ণ স্বয়ংরূপ অবতারী কৃষ্ণ; সুতরাং কৃষ্ণ-স্মরণ ব্যতীত অপূর্ণতা, অশুদ্ধতা, অনিত্যতা, শৃঙ্খলবদ্ধতা প্রভৃতি কোন না কোন একটি দোষ হইয়া পড়ে। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হইতে পৃথক্ করিয়া তাঁহার অনাদিত্ব ও আদিত্ব হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে গেলে তাঁহার অভাবে ভোগ-বিচার আক্রমণ করে। 'কৃষ্' ধাতুর

প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস-উদার।
"আই কেন রহিয়াছে বাহির-দুয়ার॥" ৬৮॥

শচীমাতার নির্ব্বেদসূচক উত্তর—

জড়প্রায় আই, কিছু না স্ফুরে উত্তর।
নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরন্তর॥৬৯॥
ক্ষণেকে বলিলা আই,—"শুন, বাপ-সব!
বিষ্ণুর দ্রব্যের ভাগী সকল বৈষ্ণব॥৭০॥
এতেকে যে কিছু দ্রব্য আছয়ে তাহার।
তোমা' সবাকার হয় শাস্ত্রপরচার॥৭১॥
এতেকে তোমরা সবে আপনে মিলিয়া।
যেন ইচ্ছা তেন কর', মো যাঙ চলিয়া॥" ৭২॥

ভক্তগণের প্রভু-বিরহে বিষাদ—

শুনি' মাত্র ভক্তগণ প্রভুর গমন।
ভূমিতে পড়িলা সবে হই' অচেতন॥৭৩॥
কি হইল সে বৈষ্ণবগণের বিষাদ।
কান্দিতে লাগিলা সবে করি' আর্ত্তনাদ॥৭৪॥
অন্যোহন্যে সবেই সবার ধরি' গলা।
বিবিধ বিলাপ সবে করিতে লাগিলা॥৭৫॥
"কি দারুণ নিশি পোহাইল গোপী-নাথ।"
বলিয়া কান্দেন সবে শিরে দিয়া হাত॥৭৬॥
"না দেখি' সে চাঁদ-মুখ বঞ্চিব কেমনে।
কিবা কার্য্য এ বা আর পাপিষ্ঠ জীবনে॥৭৭॥
আচম্বিতে কেনে হেন হৈল বজ্রপাত।"
গড়া-গড়ি যায় কেহ করে আত্মঘাত॥৭৮॥
সম্বরণ নহে ভক্তগণের ক্রন্দন।
হইল ক্রন্দনময় প্রভুর ভবন॥৭৯॥
যে ভক্ত আইসে প্রভু দেখিবার তরে।
সে-ই আসি' ডুবে মহা-বিরহ-সাগরে॥৮০॥
কান্দে সব ভক্তগণ ভূমিতে পড়িয়া।
"সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া॥৮১॥
অনাথের নাথ প্রভু গেলেন চলিয়া।
আমা-সবে বিরহ-সমুদ্রে ফেলাইয়া॥" ৮২॥

কাঁদে সব ভক্তগণ, হইয়া অচেতন,
 'হরি হরি' বলি' উচ্চৈঃস্বরে।
কি বা মোর ধন-জন, কি বা মোর জীবন,
 প্রভু ছাড়ি' গেলা সবাকারে॥৮৩॥
মাথায় দিয়া হাত, বুকে মারে নির্ঘাত,
 'হরি হরি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
সন্ন্যাস করিতে গেলা আমা-সবা না বলিলা,
 কান্দে ভক্ত ধুলায় ধুসর॥৮৪॥
প্রভুর অঙ্গনে পড়ি' কান্দে মুকুন্দ-মুরারি,
 শ্রীধর গদাধর গঙ্গাদাস।
শ্রীবাসের গণ যত, তাঁ'রা কান্দে অবিরত,
 শ্রীআচার্য্য কান্দে হরিদাস॥৮৫॥
শুনিয়া ক্রন্দন-রব নদীয়ার লোক-সব,
 দেখিতে আইসে সব ধাঞা।
না দেখি' প্রভুর মুখ, সবে পায় মহা-শোক
 কান্দে সবে মাথে হাত দিয়া॥৮৬॥
নাগরিয়া যত ভক্ত, তারা কান্দে অবিরত,
 বাল-বৃদ্ধ নাহিক বিচার।
কাঁদে সব স্ত্রী-পুরুষে, পাষণ্ডীগণ হাসে
 'নিমাইরে না দেখিমু আর॥' ৮৭॥

'ভূবাচক' অর্থে পূর্ণ নিত্যসত্তা বা পূর্ণ নিত্যজ্ঞানময় সত্তা বুঝায় এবং 'ণ' দ্বারা আনন্দ বুঝায়। ইতর বস্তুর সমানাধিকরণ্যে হেতু ও হেতুমৎএর ভেদ সম্ভব কিন্তু 'কৃষ্' ও 'ণ'—এই উভয়ের আকর্ষণ ও আকৃষ্টি-বশতঃ সমানাধিকরণ্যে যুগপৎ হেতু ও হেতুমত্তার অসম্ভাবনা-হেতু ব্যাপার ও প্রতিপাদ্যের সহিত অভেদ-রূপই বৈশিষ্ট্য। নির্ব্বিশিষ্ট বিচার জড়জগতের আপেক্ষিকধর্ম্মে সংশ্লিষ্ট। অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজ বস্তুর অসামান্য বিচার 'কৃষ্ণ' শব্দের যোগরূঢ়ি বৃত্তিতে অবস্থিত। রূঢ়িবৃত্তিতে তাঁহার স্বয়ং-নামিত্ব, স্বয়ংরূপতা, স্বয়ংগুণিত্ব, স্বয়ংলীলত্ব বাধাপ্রাপ্ত হয় না॥২৬॥

শব্দের রূঢ়িবৃত্তি বিদ্বদ্ ও অবিদ্বদ্-ভেদে বিপরীত ধর্ম্ম প্রকাশ করে। এক শব্দ অপরের সহিত যে পার্থক্য স্থাপন করে, তাহাতে ভিন্নাংশ অবস্থিত। শব্দের যে বৃত্তিতে ভিন্নাংশ-প্রতিম-নানাত্ব একায়নবিশিষ্ট, উহাই শব্দের বিদ্বদ্-রূঢ়ি-বল। সুতরাং 'কৃষ্ণ' শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িত্বে

ভক্তগণের ধৈর্য্য ও শচীকে বেড়িয়া উপবেশন—

কতক্ষণে ভক্তগণ হই' কিছু শান্ত।
শচীদেবী বেড়ি' সব বসিলা মহান্ত ॥৮৮॥

সর্ব্বনবদ্বীপে প্রভুর গৃহত্যাগ-সংবাদ-প্রচার ও সকলের শোক—

কতক্ষণে সর্ব্ব-নবদ্বীপে হৈল ধ্বনি।
সন্ন্যাস করিতে চলিলেন দ্বিজমণি ॥৮৯॥
শুনি' সর্ব্ব লোকের লাগিল চমৎকার।
ধাইয়া আইলা সর্ব্ব-লোক নদীয়ার ॥৯০॥
আসি' সর্ব্ব-লোক দেখে প্রভুর বাড়ীতে।
শূন্য বাড়ী সবে লাগিয়াছেন কান্দিতে ॥৯১॥

প্রভু-বিরহে পাষণ্ডী নিন্দকেরও খেদোক্তি—

তখনে সে 'হায় হায়' করে সর্ব্ব-লোক।
পরম নিন্দক পাষণ্ডীও পায় শোক ॥৯২॥
"পাপিষ্ঠ আমরা না চিনিল হেন জন।"
অনুতাপ করি' সবে করেন রোদন ॥৯৩॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে নগরিয়াগণ।
"আর না দেখিব তাঁ'র সে চন্দ্র-বদন ॥" ৯৪॥

কেহ বলে,—"চল ঘরে দ্বারে অগ্নি দিয়া।
কাণে পরি' কুণ্ডল চলিব যোগী হঞা ॥৯৫॥
হেন প্রভু নবদ্বীপ ছাড়িল যখন।
আর কেনে আছে আমা' সবার জীবন ॥" ৯৬॥
কি স্ত্রী পুরুষ যে শুনিল নদীয়ার।
সবেই বিষাদ বই না ভাবয়ে আর ॥৯৭॥

সর্ব্ব-জীবোদ্ধারাভিলাষেই প্রভুর লীলা—

প্রভু সে জানয়ে যা'রে তারিব যে মতে।
সর্ব্বজীব উদ্ধার করিব হেন মতে ॥৯৮॥
নিন্দা-দ্বেষ-আদি যা'র মনেতে আছিল।
প্রভুর বিরহ-সর্প পাষণ্ডে দংশিল ॥৯৯॥
সর্ব্বজীব-নাথ গৌর-চন্দ্র জয় জয়।
ভাল রঙ্গে সবে উদ্ধারিলে দয়াময় ॥১০০॥

প্রভুর সন্ন্যাস-কথা শ্রবণের ফল—

শুন শুন আরে ভাই, প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে কর্ম্মবন্ধ যায় নাশ ॥১০১॥

কৃষ্ণব্যতীত অন্য কোন ভোগ্য-ভাব আরোপ করিতে হইবে না। আরোপ করিলেই জানা যাইবে যে, বহুত্ব আসিয়া অদ্বয়-জ্ঞানের ব্যাঘাত করিয়াছে; উহাই মায়াধীনতা। মায়া-মুক্ত পুরুষের শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে উচ্চারিত কৃষ্ণনাম অব্যবসায়ী অনৈকায়ন-বহুশাখা-পদ্ধতিতে অবস্থিত বলিয়া বিচার যে ভেদ উৎপাদন করে, তাহা ভ্রমসঙ্কুল। তজ্জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর গঙ্গাদাসপণ্ডিত ও নবদ্বীপের অপরা বিদ্যার আশ্রিত পাঠার্থী ও পাঠাধ্যাপকগণকে পরবিদ্যার কথা জানাইতে গিয়া শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক রচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্লোকে [illegible]হারই বিস্তৃতি, তৃতীয় শ্লোকে উহারই সুষ্ঠু সেবার প্রণালী জগৎকে জানাইয়াছেন। জগৎ যে প্রণালীতে কৃষ্ণেতর বস্তুর বাসনা করে, তাহার পরিত্যাগের বিধান চতুর্থ শ্লোকে; পঞ্চম শ্লোকে ভগবদৈশ্বর্য্যোপলব্ধি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বোত্তমানন্দ অদ্বয়-জ্ঞানের উপাসনা-সূত্রে নিজের নিত্য সেবকাভিমানের সহিত শ্রীনামভজনের কথা; নামভজনে উন্নতি-ক্রমে কায়মনোবাক্যের চেষ্টা ষষ্ঠ শ্লোকে এবং সপ্তম শ্লোকে নাম-নামীর অভেদ-বিচারে আপন্নদশা-লাভে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা-লাভ হয় এবং শিক্ষার্থী সম্ভোগ-বিচার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নাম-ভজন করিতে করিতে হরিবৈমুখ্যলাভের দুঃসঙ্গ হইতে অপ্রোদ্ধার সাধন করিয়া সম্পূর্ণভাবে শরণাগতির সর্ব্বলক্ষণে লক্ষিত হইয়া যাহাতে কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চয় করিতে পারেন, সেই অষ্ট শ্লোক দ্বারা যে শিক্ষকে কার্য্য করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত কৃষ্ণের আংশিক পরিচয়ে কোন কথাতেই নিযুক্ত থাকিতে স্বীয় প্রেমাস্পদগণকে নিবারণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের স্নেহবর্জ্জিত জীবগণই কঠিন শুষ্ক হৃদয় হইয়া রসময় ভগবত্তাকে স্বকা[illegible] জ্ঞান করেন না। এই উপদেশ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণব্যতীত অপর কেহই দিতে সাহস করেন না ॥ ২১ ॥

যিনি গৌরবিহিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি

প্রভুর কেশবভারতী-সমীপে গমন ও কৃপা-যাচ্ঞাভিনয়—

াঙ্গা পার হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর।
:সই দিনে আইলেন কণ্টক-নগর ॥১০২॥
্যারে যারে আজ্ঞা প্রভু পূর্ব্বে করিছিলা।
তাহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা ॥১০৩॥
শ্রীঅবধূতচন্দ্র, গদাধর, মুকুন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, আর ব্রহ্মানন্দ ॥১০৪॥
আইলেন প্রভু যথা কেশব-ভারতী।
মত্ত-সিংহ-প্রায় প্রিয়বর্গের সংহতি ॥১০৫॥
অদ্ভুত দেহের জ্যোতিঃ দেখিয়া তাহান।
উঠিলেন কেশব-ভারতী পুণ্যবান্ ॥১০৬॥
দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া প্রভু তানে।
করযোড় করি' স্তুতি করেন আপনে ॥১০৭॥
"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর' মহাশয়!
পতিতপাবন তুমি মহা-কৃপাময় ॥১০৮॥
তুমি সে দিবারে পার' কৃষ্ণ প্রাণনাথ।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমা'ত ॥১০৯॥
কৃষ্ণদাস্য বিনু মোর নহে কিছু আন।
হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ' দান ॥" ১১০॥

প্রভুর প্রেমবিকার ও মুকুন্দাদির কীর্ত্তন—

প্রেম-জলে অঙ্গ ভাসে প্রভুর কহিতে।
হুঙ্কার করিয়া শেষে লাগিলা নাচিতে ॥১১১॥
গাইতে লাগিলা মুকুন্দাদি ভক্তগণ।
নিজাবেশে মত্ত নাচে শ্রীশচী-নন্দন ॥১১২॥

বহুলোকের প্রভু-দর্শনে আগমন ও নির্নিমেষ-নয়নে প্রভু-দর্শন—

অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লোক শুনি' সেই-ক্ষণে।
আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোথা-হনে ॥১১৩॥
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম সুন্দর।
এক দৃষ্টে পান সবে করে নিরন্তর ॥১১৪॥

াত্যহ ষষ্টিদণ্ডকাল তাঁহার শয়ন-ভোজন-জাগরণাদি ্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকা-কালেও কৃষ্ণনামবর্জ্জন ও কৃষ্ণ-কথা-বেণ শুদ্ধ করিবার উপদেশ নাই ॥২৮॥

শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণকলেবরে তদনুগত জন-গণের দ্বারা ন্দন ও কুসুম মালিকা প্রদত্ত হওয়ায় তাঁহার পরম শোভা ৷ পূর্ত্তা প্রকটিত হইল। শ্রীগৌরচন্দ্রে এই সকল :শোভিত হওয়ায় যে কিরূপ অলৌকিক শোভা হইয়াছিল, াহা জ্যোৎস্না-বিকাশী চন্দ্রের সহিতও তুলনা হয় না ॥৩১॥

শ্রীধরের শেষভিক্ষা লাউ ও অপর ভাগ্যবানের দুগ্ধে ্গ্ধলাউ রন্ধন শ্রীশচীদেবী করিলেন। উহা গ্রহণ করিয়া ্তীয় প্রহর রাত্রিতে গৌরসুন্দর স্বীয় শয়ন-গৃহে গমন ্রিলেন। তাঁহার নিদ্রাকালে গৃহের সন্নিহিত-স্থানে াদাধর পণ্ডিতও শয়ন করিলেন। যোগ-নিদ্রায় সকলেই াচ্ছন্ন হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥৪৪॥

ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে ব্রহ্মরন্ধ্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অর্থাৎ াসারন্ধ্রের বিচার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় যাত্রার শুভত্ব ্বিচার করিলেন ॥৪৬॥

শ্রীগৌরসুন্দর বিদায়কালে জননীকে বলিলেন,—"তুমি আমার সেবা-ব্যতীত নিজ-সুখের জন্য কিছুই কর নাই, সুতরাং আমি কোটিকল্পেও তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না।" নিত্যা জননীকে নিত্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর কখনও পরিত্যাগ করেন না। অপ্রাকৃত বাৎসল্য-রসের আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীশচীদেবী এজন্যই অপ্রকট নিত্য লীলায় শ্রীগৌরসুন্দরের বাৎসল্য-রসের আশ্রয়-বিগ্রহ। তাঁহার সঙ্গ তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও পরিত্যাগ করেন না ॥৫৩॥

জড়জগতে জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গরূপ ত্রিবিধ বিচার অবস্থিত বলিয়া বিয়োগে দুঃখের কথা, সংযোগে বিয়োগাভাব-জনিত ভোগের ব্যাপার নিহিত আছে। ভগবদিচ্ছায় ভগবৎ-সেবা-বিমুখ ঐহিক জগৎ ভগবদ্বাধ্য। এখানে যাঁহারা ভগবদ্‌বিমুখতায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভগবদিচ্ছাশক্তির বিপরীত ইচ্ছা পোষণ করিবেন, তাঁহারা নিজ নিজ দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিয়া ভগবানেই শরণাগত হইবেন। সেবা-বিমুখ জনগণ কৃষ্ণের শক্তির পরিচয় বুঝিতে অসমর্থ ॥৫৬॥

নিত্য বাৎসল্যাশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীশচীদেবীকে শ্রীগৌরসুন্দর

প্রভুর অদ্ভুত প্রেমভাব-দর্শনে ও সন্ন্যাস-বার্ত্তা-শ্রবণে সকলের ক্রন্দন—

অকথ্য অদ্ভুত ধারা প্রভুর নয়নে।
তাহা না কহিতে পারে 'অনন্ত' বদনে॥১১৫॥
পাক দিয়া নৃত্য করিতে যে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল॥১১৬॥
সর্ব্ব লোক তিতিল প্রভুর প্রেম-জলে।
স্ত্রী-পুরুষে বাল-বৃদ্ধে 'হরি হরি' বলে॥১১৭॥
ক্ষণে কম্প, ক্ষণে স্বেদ, ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।
আছাড় দেখিতে সর্ব্ব লোকে পায় ভয়॥১১৮॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ নিজ-দাস্য-ভাবে।
দন্তে তৃণ করি' সবা-স্থানে দাস্য মাগে॥১১৯॥
সে কারুণ্য দেখিয়া কান্দয়ে সর্ব্বলোক।
সন্ন্যাস শুনিয়া সবে ভাবে মহা-শোক॥১২০॥
"কেমনে ধরিব প্রাণ ইহার জননী।
আজি তানে পোহাইল কি কাল-রজনী॥১২১॥
কোন্ পুণ্যবতী হেন পাইলেক নিধি।
কোন্ বা দারুণ দোষে হরিলেক বিধি॥১২২॥
আমা' সবাকার প্রাণ বিদরে শুনিতে।
ভার্য্যা বা জননী প্রাণ ধরিব কেমতে॥"১২৩॥
এই মত নারীগণ দুঃখ ভাবি' কান্দে।
পড়ি' কান্দে সর্ব্ব জীব চৈতন্যের ফান্দে॥১২৪॥
ক্ষণেক সম্বরি' নৃত্য বৈসে বিশ্বম্ভর।
বসিলেন চতুর্দ্দিকে সব-অনুচর॥১২৫॥

শ্রীকেশব-ভারতীর প্রভু-প্রশংসা ও প্রভুকে 'জগদ্গুরু' বলিয়া জ্ঞান—

দেখিয়া প্রভুর ভক্তি কেশব-ভারতী।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হই' করে স্তুতি॥১২৬॥
"যে ভক্তি তোমার আমি দেখিল নয়নে।
এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে॥১২৭॥
তুমি সে জগদ্গুরু জানিল নিশ্চয়।
তোমার গুরুর যোগ্য কেহ কভু নয়॥১২৮॥
তবে তুমি লোকশিক্ষা-নিমিত্ত-কারণে।
করিবা আমারে গুরু হেন লয় মনে॥" ১২৯॥

সর্ব্বোপাস্য প্রভুর লোকশিক্ষার্থ অভিনয়—

প্রভু বলে,—"মায়া মোরে না কর' প্রকাশ।
হেন দীক্ষা দেহ' যেন হও কৃষ্ণ-দাস॥" ১৩০॥

গৌরসুন্দরের কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে রজনী-যাপন—

এই মত কৃষ্ণকথা-আনন্দ-প্রসঙ্গে।
বঞ্চিলেন সে নিশা ঠাকুর সবা' সঙ্গে॥১৩১॥

চন্দ্রশেখরের প্রতি বিধিযোগ্য অনুষ্ঠানের আদেশ—

প্রভাতে উঠিয়া সর্ব্ব ভুবনের পতি।
আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি॥১৩২॥
"বিধিযোগ্য যত কর্ম্ম সব কর' তুমি।
তোমারেই প্রতিনিধি করিলাঙ আমি॥" ১৩৩॥
প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর-আচার্য্য।
করিতে লাগিলা সর্ব্ব-বিধি-যোগ্য কার্য্য॥১৩৪॥

বলিলেন,—"তোমার ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সর্ব্ববসেই আমি তোমার পুত্র ও বিষয়বিগ্রহ, সুতরাং সকল ভার আমার"—এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিলেন॥ ৫৯॥

শ্রীশচীদেবী ধরণীস্বরূপা হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চা-বিগ্রহের উপাদান-কারণ হইলেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য প্রভৃতি রসের আশ্রয়-বিগ্রহ-সকল বিষয়বিগ্রহ হইতে দূরে অবস্থান করেন; মধুর-রসের আশ্রয়বিগ্রহ বিষয়-বিগ্রহের সহিত একাসনে উপবিষ্ট থাকেন॥ ৬১॥

শ্রীশচীদেবী ভক্তগণকে বলিলেন,—"ভগবানের সকল দ্রব্যের উত্তরাধিকারী—ভক্তগণ; সুতরাং গৌরহরির সকল দ্রব্যে তোমাদেরই অধিকার হইয়াছে—ইহাই শাস্ত্রে প্রচারিত। অতএব তোমরা এই সকল গ্রহণ কর, আমি অন্যত্র চলিয়া যাই॥" ৭১—৭২॥

শ্রীগৌরসুন্দরকে সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে দেখিয়া কেহ কেহ পরামর্শ করিলেন যে, তাঁহারা নিজগৃহদ্বারাদিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়া 'কান্‌ফট্' যোগী হইয়া দেশত্যাগী হইবেন। কান্‌ফট্‌যোগিগণ বাহিরের কোন শব্দ তাঁহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়, এজন্য কর্ণদ্বয় ছিদ্র করিয়া তাহাতে দুইটী কীলক প্রবেশ করাইয়া কর্ণের রন্ধ্রদ্বয় অবরুদ্ধ রাখিয়া থাকেন॥ ৯৫॥

নানা স্থান হইতে উপঢৌকন—

নানা গ্রাম হইতে সে নানা উপায়ন।
আসিতে লাগিল অতি অকথ্য-কথন ॥১৩৫॥
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মুদগ, তাম্বুল, চন্দন।
পুষ্প, যজ্ঞ-সূত্র, বস্ত্র, আনে' সর্ব্বজন ॥১৩৬॥
নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য লাগিল আসিতে।
হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন্ ভিতে ॥১৩৭॥

সকলের মুখে হরিধ্বনি—

'পরম'-আনন্দে সবে করে হরি-ধ্বনি।
'হরি' বিনা লোকমুখে আর নাহি শুনি ॥১৩৮॥

প্রভুর কর্ম্মপদ্ধতির বিচারে শিখামুণ্ডনে উপবেশন—

তবে মহাপ্রভু সর্ব্ব জগতের প্রাণ।
বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান ॥১৩৯॥

নাপিতের মুণ্ডনার্থ উপক্রম-দর্শনে সকলের ক্রন্দন এবং নাপিতেরও অশ্রুবিসর্জ্জন—

নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখনে।
ক্রন্দনের কলরব উঠিল তখনে ॥১৪০॥
ক্ষুর দিতে নাপিত সে চাঁচর-চিকুরে।
মাথে হাত না দেয়, ক্রন্দনমাত্র করে ॥১৪১॥
নিত্যানন্দ-আদি করি' যত ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥১৪২॥
ভক্তের কি দায়, যত ব্যবহারি-লোক।
তাহারাও কান্দিতে লাগিলা করি' শোক ॥১৪৩॥
কেহ বলে,—"কোন্ বিধি সৃজিল সন্ন্যাস?"
এত বলি' নারীগণ ছাড়ে মহা-শ্বাস ॥১৪৪॥

অগোচরে থাকি' সব কান্দে দেবগণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় হইল ক্রন্দন ॥১৪৫॥
হেন সে কারুণ্য-রস গৌরচন্দ্র করে।
শুষ্ক-কাষ্ঠ-পাষাণাদি দ্রবয়ে অন্তরে ॥১৪৬॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণ।
এই তা'র সাক্ষী দেখ কান্দে সর্ব্বজন ॥১৪৭॥

প্রভুর প্রেমবিহ্বল-ভাব ও ক্ষৌর-কার্য্যে নাপিতের অসামর্থ্য—

প্রেম-রসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র।
স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রু কম্প ॥১৪৮॥
'বোল বোল' করি' প্রভু উঠে বিশ্বম্ভর।
গায়েন মুকুন্দ, প্রভু নাচে নিরন্তর ॥১৪৯॥
বসিলেও প্রভু স্থির হইতে না পারে।
প্রেম-রসে মহা কম্প, বহে অশ্রুধারে ॥১৫০॥
'বোল বোল' করি' প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
ক্ষৌরকর্ম্ম নাপিত না পারে করিবার ॥১৫১॥

দিবাবসানে ক্ষৌর-কর্ম্ম সমাপন ও স্নানান্তে ভারতী-সমীপে উপবেশন—

কথং-কথমপি সর্ব্বদিন-অবশেষে।
ক্ষৌর-কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেম-রসে ॥১৫২॥
তবে সর্ব্ব লোক-নাথ করি' গঙ্গা-স্নান।
আসিয়া বসিলা যথা সন্ন্যাসের স্থান ॥১৫৩॥

প্রভুর ছলপূর্ব্বক ভারতীর কর্ণে মন্ত্র-প্রদান ও লোকশিক্ষার্থ তাহা হইতে মন্ত্র-গ্রহণাভিনয়—

'সর্ব্বশিক্ষা-গুরু গৌরচন্দ্র' বেদে বলে।
কেশবভারতী-স্থানে তাহা কহে ছলে ॥১৫৪॥

শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য-গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরামর্শ করেন। তথায় শ্রীনিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ ও ব্রহ্মানন্দ ভারতী, সেই পরামর্শ অবগত ছিলেন। সম্প্রতি ঐ স্থানে শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপিত হইয়াছে ॥১০৪॥

শ্রীকেশবভারতীকে কেহ কেহ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য জ্ঞান করেন। শ্রীগৌরসুন্দর কেশব ভারতীকে বলিলেন,—"তুমি কৃষ্ণচন্দ্রকে নিজ প্রভু বলিয়া তোমার হৃদয়ে বসাইয়াছ। আমি অন্য কোন চেষ্টা চাই না, কৃষ্ণ আমার কেবল সেবা গ্রহণ করুন—ইহাই চাই; তুমি আমাকে এই কৃপানুগ্রহ দান কর॥"১১০॥

অভিন্ন-ব্রজেন্দ্র-নন্দন চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে পতি ও স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ হইয়াও লোকশিক্ষার জন্য অত্যন্ত বিনয়-নম্রবিচারে কৃষ্ণের দাস্য ও ভক্ত-সেবা প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ১১৯ ॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বিচারকগণ বলিতে

প্রভু কহে,—"স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন ॥১৫৫॥
বুঝ দেখি তাহা তুমি কিবা হয় নহে।"
এত বলি, প্রভু তাঁ'র কর্ণে মন্ত্র কহে ॥১৫৬॥
ছলে প্রভু কৃপা করি' তাঁ'রে শিষ্য কৈল।
ভারতীর চিত্তে মহা-বিস্ময় জন্মিল ॥১৫৭॥
ভারতী বলেন,—"এই মহা-মন্ত্রবর।
কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর॥" ১৫৮॥
প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব-ভারতী।
সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিলা মহামতি ॥১৫৯॥
চতুর্দ্দিকে হরিনাম সুমঙ্গল-ধ্বনি।
সন্ন্যাস করিলা বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি ॥১৬০॥

প্রভুর সন্ন্যাস-বেশে মহাভারতের শ্লোকের যাথার্থ্য-স্থাপন—

পরিলেন অরুণ বসন মনোহর।
তাহাতে হইলা কোটি-কন্দর্প-সুন্দর ॥১৬১॥
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত।
মালায় পূর্ণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত ॥১৬২॥
দণ্ড-কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল।
নিরবধি নিজ-প্রেমে আনন্দে বিহ্বল ॥১৬৩॥
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি' শোভে শ্রীবদন।
প্রেমধারে পূর্ণ দুই কমল-নয়ন ॥১৬৪॥
কিবা সে সন্ন্যাসি-রূপ হইল প্রকাশ।
পূর্ণ করি' তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস ॥১৬৫॥

লাগিলেন শ্রীগৌরসুন্দরকে পতিরূপে লভে করায় তাঁহার পরম সৌভাগ্য লাভ ঘটিয়াছিল। আবার গৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছেন জানিয়া বলিলেন যে,—বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এমন কি অপরাধ করিয়াছেন যে, বিধি তাঁহার প্রাণধন হরণ করিলেন ॥ ১২২ ॥

কতিপয় সংখ্যক শিষ্যের গুরু বা একব্যক্তির গুরু স্ব-স্ব অনুরূপ যোগ্যতা দেখিয়া শিষ্যকে স্বীকার করেন এবং আমাদের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে পতিতদিগকে বাদ দেন। কিন্তু যিনি সর্ব্বপ্রাণীতে ভগবদ্ভাব দর্শন করিয়া আপনাকে সকলের শিষ্য জ্ঞান করেন, তিনি জগদ্গুরু হইতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় ভজন-প্রণালীর মধ্যে তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, আমানী ও মানদ হইয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-ভজন করিতে হইবে—এই বাহ্যাভ্যন্তর নিষ্কপট ভজন শিক্ষা দেওয়ায় তিনিই সর্ব্বোপাস্য ব্রজেন্দ্র-নন্দন ও প্রকৃত জগদ্গুরু। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের সেবক, তাঁহারাও জগদ্গুরু; কেন না, আমার ন্যায় সর্ব্বাধম পতিত পাষণ্ডীকেও তিনি দাসরূপে গ্রহণ করিয়া স্বীয় সেবায় অধিকার দান করিতে পারেন—[illegible] জগতের বাহিরে নহি। বৈষ্ণবোচিত প্রকৃত দৈন্য না থাকিলে কখনও কেহ গুরুর কার্য্য করিতে পারেন না। কেশব-ভারতী বৈষ্ণবোচিতগুণে বিভূষিত ছিলেন ॥১২৮॥

কেশবভারতী মহাপ্রভুকে বলিলেন,—"লোকশিক্ষার জন্য তুমি গুরুকরণ-প্রথার আদর করিতেছ—ইহাই আমি বুঝিলাম।" তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন,—"মোহিনী মায়ার দ্বারা আমাকে প্রতারিত করিবেন না। যে প্রকারে কৃষ্ণসেবক হইতে পারি, সে প্রকার দিব্য জ্ঞান দান করিয়া সকল পাপ-পুণ্য হরণ করুন।" ১২৯॥

শ্রীগৌরসুন্দর চন্দ্রশেখরাচার্য্যের প্রতি সন্ন্যাসের আনুষ্ঠানিক সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান করিবার জন্য আদেশ দিয়া তাঁহাকে স্বীয় প্রতিভূ নিযুক্ত করিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং কোন যত্যুচিত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া করিলেন না ॥১৩৪॥

বিদ্যা-প্রতিভা অর্জ্জন করিবার জন্য অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া চৌর-সংস্কার হয়। শিখা ব্যতীত শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষাদি বেদাঙ্গশাস্ত্রসমূহে ও বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে অধিকার দেওয়া হয় না। যখন ভোগময়ী অথবা বিদ্যা-সমূহের প্রতিভা অর্জ্জন করিবার স্পৃহা ধ্বংশ হয়, তৎকালে শিখা ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। লোকাচার-বিচারে আনুষ্ঠানিক কর্ম্মপরিত্যাগ—শিক্ষা-ত্যাগের লক্ষণ; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ত্রিদণ্ডিগণ ভগবৎসেবার জন্যই শিখা-সূত্র প্রাপঞ্চিকতা-বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন না পরন্তু হরিসম্বন্ধি বস্তু-জ্ঞানে শিখা-সূত্র-রক্ষা-সত্ত্বেও পরম-হংস-ধর্ম্মে অবস্থিত থাকিতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-কালে ভারতের উত্তরাংশে কর্ম্ম-প্রবৃত্তির প্রবল প্রচার থাকায়, শ্রীগৌরসুন্দর একদণ্ড-

'সহস্রনামে'তে যে কহিলা বেদব্যাস।'
'কোন অবতারে প্রভু করেন সন্ন্যাস॥' ১৬৬॥
এই তাহা সত্য করিলেন দ্বিজরাজ।
এ মর্ম্ম জানয়ে সব-বৈষ্ণব-সমাজ॥১৬৭॥

(মহাভারতে দানধর্ম্মে ১৪৯ অঃ, সহস্রনাম-স্তোত্রে ৭৫ সংখ্যা)
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিঃ-পরায়ণঃ॥১৬৮॥

প্রভুর নামকরণার্থ ভারতীর চিন্তা ও শুদ্ধা সরস্বতীর ভারতী-জিহ্বায় প্রভুর সন্ন্যাস-নাম-বর্ণন—

তবে নাম থুইবারে কেশব ভারতী।
মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতি॥১৬৯॥
"চতুর্দ্দশ-ভুবনেতে এমত বৈষ্ণব।
আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব॥১৭০॥
অতএব কোথাও না থাকে যেই নাম।
হেন নাম থুইলে মোর পূর্ণ হয় কাম॥১৭১॥
মূলে ভারতীর শিষ্য 'ভারতী' সে হয়ে।
ইহানে ত' তাহা থুইবারে যোগ্য নহে॥১৭২॥
ভাগ্যবান্ ন্যাসিবর এতেক চিন্তিতে।
শুদ্ধা সরস্বতী তান আইলা জিহ্বাতে॥১৭৩॥

ভারতী-কর্ত্তৃক প্রভুর নামকরণ ও তদর্থ-প্রকাশ—

পাইয়া উচিত নাম কেশব-ভারতী।
প্রভু-বক্ষে হস্ত দিয়া বলে শুদ্ধ-মতি॥১৭৪॥
"যত জগতেরে তুমি 'কৃষ্ণ' বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য—কীর্ত্তন প্রকাশিয়া॥১৭৫॥
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্ব্বলোক তোমা' হইতে যাতে হইল ধন্য॥"১৭৬॥

প্রভুর নাম-শ্রবণে চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি—

এত যদি ন্যাসিবর বলিলা বচন।
জয়ধ্বনি পুষ্পবৃষ্টি হইল তখন॥১৭৭॥
চতুর্দ্দিকে মহা হরি-ধ্বনি-কোলাহল।
করিয়া আনন্দে ভাসে বৈষ্ণব-সকল॥১৭৮॥

ভক্তগণের ভারতীকে প্রণাম ও প্রভুর নিজ নাম পাইয়া সন্তোষ—

ভারতীরে সর্ব্ব ভক্ত করিলা প্রণাম।
প্রভুও হইলা তুষ্ট লভি' নিজ নাম॥১৭৯॥

বিধি-বলে শিখাসূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তদীয় দাসগণ পরমহংসবেষ গ্রহণ করিয়া ত্রিদণ্ডগ্রহণ-বিধির অনুসরণে শিখা-সূত্র সংরক্ষণ করিয়াছিলেন॥ ১৩৯॥

শ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব কেশাদি-বিহীন করিতে গিয়া নরসুন্দরের হস্ত চলে নাই; নানা প্রকার চিন্তায় ক্ষৌর-কার্য্য বিলম্ব করিতে করিতে সমস্ত দিন যাপিত হইল। অতঃপর সন্ন্যাসোচিত ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন হইল॥১৫২॥

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর—ছন্ন অবতারী; সাধারণকে তিনি নিজের কোন কথা জানাইয়া বুঝিতে দেন না। ভারতীকে প্রথমে সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সেই মন্ত্র শিষ্যাভিনয়ে লোকশিক্ষার জন্য তাঁহা হইতে গ্রহণ করিলেন॥১৫৭॥

শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামের অন্যতম ভগবন্নাম—'সন্ন্যাসকৃৎ'; শম-শান্ত বা ভগবন্নিষ্ঠ। শ্রীগৌরসুন্দর এই সকল স্বীয় নামের সার্থকতা সম্পাদন বা প্রকট করিলেন॥১৬৮॥

অন্বয়। সন্ন্যাসকৃৎ (যতিধর্ম্মপরঃ) শমঃ (নির্ব্বিষয়ঃ) শান্তঃ (কৃষ্ণৈকনিষ্ঠচিত্তঃ) নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ (নিষ্ঠা চিত্তৈকাগ্রং শান্তি চ নিষ্ঠাশান্তী পরম্ অয়নম্ আশ্রয়ো যস্য সঃ)॥১৬৮॥

অনুবাদ। [সেই শ্রীবিষ্ণু] যতিধর্ম্মগ্রহণকারী, নির্ব্বিষয়, কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ, হরিকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়নিষ্ঠ, কেবলাদ্বৈতবাদি-অভক্তের নিবৃত্তিকারিণী-শান্তিলব্ধ-মহাভাব-পরায়ণ॥ ১৬৮॥

সাম্প্রদায়িক শ্রেণীবিশেষের নাম—সম্প্রদায়স্থিত বিশেষ নামের সহিত গ্রহণ করেন; কিন্তু এস্থলে শ্রীগৌর-সুন্দর কেশবভারতীর নিকট হইতে 'ভারতী' নাম গ্রহণ করিলেন না। মহাপ্রভুর নামকরণ-কালে ভারতীর জিহ্বায় শুদ্ধভক্তি-প্রভাবে পরবিদ্যাবাণী উপস্থিত হইলেন॥১৭৩॥

অপরা বিদ্যা-বাণীকে 'দুষ্টা সরস্বতী' বলে। যে সময় সেবোন্মুখিনী বার্ত্তা আবির্ভূতা হন, তৎকালে বাণী ভগবৎ-সেবাতেই নিযুক্ত থাকে॥১৭৪॥

জড়ভোগোন্মত্ত জগৎকে কৃষ্ণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে গিয়া কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করায় কেশবভারতী ভগবান্‌কে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে অভিহিত করিলেন। সমগ্র ভোগপর জগতের চেতন উন্মেষিত হইল। ভগবদ্বিষয়ে তাহারা একাল পর্য্যন্ত উদাসীন ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র শ্রীচৈতন্য-বিগ্রহ,—একথা

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম হইল প্রকাশ।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সব দাস ॥১৮০॥
হেন মতে সন্ন্যাস করিয়া প্রভু ধন্য।
প্রকাশিলা আত্মনাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥' ১৮১॥

চৈতন্যলীলার নিত্যতা—

সর্ব্ব-কাল চৈতন্য সকল লীলা করে।
যাহারে যখন কৃপা, দেখায়েন তাঁরে ॥১৮২॥

নিত্যানন্দই চৈতন্যের সম্যক্ জ্ঞাতা, তাঁহার আদেশে গ্রন্থকারের চৈতন্যচরিত-রচনা—

আর কত লীলা-রস হইল সেই স্থানে।
নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে সব তত্ত্ব জানে ॥১৮৩॥
তাঁহার আজ্ঞায় আমি কৃপা-অনুরূপে।
কিছু-মাত্র সূত্র আমি লিখিল পুস্তকে ॥১৮৪॥

গ্রন্থকারের সর্ব্ববৈষ্ণব-চরণে প্রণামপূর্ব্বক স্বদৈন্য-প্রকাশ-মুখে মধ্যলীলার উপসংহার—

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু না লবে আমার ॥১৮৫॥
বেদে ইহা কোটি কোটি মুনি বেদব্যাসে।
বর্ণিবেন নানা মতে অশেষ-বিশেষে ॥১৮৬॥
এই মত মধ্য-খণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে হয় চৈতন্যের দাস ॥১৮৭॥
মধ্য-খণ্ডে ঈশ্বরের সন্ন্যাস-গ্রহণ।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥১৮৮॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই প্রভু।
এই বাঞ্ছা ইহা যেন না পাসরি কভু ॥১৮৯॥
হেন দিন হইবে কি চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিগে ভক্ত-বৃন্দ ॥১৯০॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥১৯১॥
মুখেহ যে জন বলে 'নিত্যানন্দ-দাস'।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য-প্রকাশ ॥১৯২॥
চৈতন্যের প্রিয়তম নিত্যানন্দ-রায়।
প্রভু-ভৃত্য-সঙ্গ যেন না ছাড়ে আমায় ॥১৯৩॥
জগতের প্রেমদাতা হেন নিত্যানন্দ।
তান হঞা যেন ভজোঁ প্রভু-গৌরচন্দ্র ॥১৯৪॥
সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিব সে ভজুক নিতাই-চান্দেরে ॥১৯৫॥
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়।
এই মত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায় ॥১৯৬॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত শক্তি থাকে, তত দূর উড়ি' যায় ॥১৯৭॥
এই মত চৈতন্য-কথার অন্ত নাই।
যা'র যতদূর শক্তি সবে তত গাই ॥১৯৮॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান ॥১৯৯॥

আনন্দলীলারসবিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥ ২০০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাসগ্রহণং
নাম অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই জীবজগৎকে সর্ব্ব প্রথমে সুষ্ঠুভাবে শ্রবণ করিবার অধিকার দিলেন ॥ ১৭৫ ॥

আদিমূল শ্রীগুরু-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দের ভৃত্যবুদ্ধি লাভ না করিয়াও বাহিরে গুরুদাস বলি[illegible]ার করিলে তাঁহার শ্রীচৈতন্য-প্রকাশ-মূর্ত্তির অবশ্য দর্শনলাভ ঘটিবে ॥১৯২॥

আমি যেন কোন দিন আমার গুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবাব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে নিযুক্ত না হই ॥১৯৩॥

হে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তুমি কৃষ্ণানন্দ-লীলা-রস-বিগ্রহ; তুমি স্বর্ণচ্ছটা-মণ্ডিত লোকাতীত সুন্দর-মূর্ত্তি, তুমি কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস প্রেম জগৎকে প্রদান করিয়াছ ॥ ২০০ ॥

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

ইতি মধ্যখণ্ড সমাপ্ত

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

অন্ত্যখণ্ড—মূল

শ্রীমদ্‌ব্যাসাবতার আদি মহাকবি পূজ্যপাদ

শ্রীশ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর-

বিরচিত

কলিযুগপাবন-স্বভজনবিভজনপ্রয়োজনাবতারি-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনাম্বয়বর পরমহংস-
পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামিঠাকুর**-কৃত

শ্রীস্বরূপ-রূপ-বিরোধি-সকল-কুসিদ্ধান্ত নিরাসপর

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য-সমেত

—:০:—

দ্বিতীয়-সংস্করণ

—:০:—

শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ-কর্ত্তৃক কলিকাতা ২৪৩।২ নং আপার সার্কিউলার
রোড্‌স্থিত গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌স্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত ও কলিকাতা ১৬নং কালীপ্রসাদ
চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগ্‌বাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত
শ্রীধর, ৪৪৮ গৌরাব্দ

অন্ত্যখণ্ডের অধ্যায়-সূচী

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

অন্ত্যখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায় হইতে ভগবান্ শ্রীগৌরহরির সন্ন্যাসিরূপে দিব্যোন্মাদময় শ্রীনামপ্রচার-প্রধান অন্ত্যখণ্ড আরম্ভ হইয়াছে।

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভুর শ্রীকেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর কাটোয়ায় সেই রাত্রি-যাপন, মুকুন্দকে কীর্ত্তনারম্ভে আজ্ঞাপ্রদান, ভারতীকে প্রেমদান ও তৎসহ নীলাচলাভিমুখে যাত্রা, নবদ্বীপ-বাসীর বিরহ ও আকাশ-বাণী, রাঢ়দেশে প্রবেশ, পশ্চিমাভিমুখ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে হঠাৎ গতি-পরিবর্ত্তন, নিত্যানন্দকে শচীমাতা ও ভক্তবৃন্দের সান্ত্বনা প্রদানার্থ নবদ্বীপে প্রেরণ, প্রভুর ফুলিয়া-নগরে আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া নবদ্বীপবাসীর তথায় আগমন, শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্য-মন্দিরে গমন, শিশু অচ্যুতানন্দের মুখে তত্ত্বকথা-শ্রবণ, নিত্যানন্দ-সহ নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের শান্তিপুরে আগমন, প্রভুর অদ্বৈত মন্দিরে অদ্ভুত কীর্ত্তন-নৃত্য-বিলাস ও বিষ্ণুখট্টায় উপবেশনপূর্ব্বক স্বমুখে নিজতত্ত্ব প্রকাশাদি ঘটনা-সমূহ মুখ্য-রূপে বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দর কাটোয়ায় শ্রীকেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করিবার পর সেই রাত্রি কাটোয়ায় অবস্থান করেন এবং মুকুন্দকে কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং অদ্ভুত ভাবাবেশ ও নৃত্যলীলা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নৃত্যকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু কেশবভারতীকে অনুগ্রহ-আলিঙ্গন প্রদান করিলে কেশব-ভারতীর অঙ্গে সদ্য সদ্য প্রেম-ভক্তির সাত্ত্বিক বিকারসমূহ প্রকটিত হইল। পর দিবস প্রভাত হইবা-মাত্রই শ্রীগৌরহরি শ্রীকেশবভারতীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে ভারতীও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সংকীর্ত্তনরঙ্গে কৃষ্ণানুসন্ধানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গুরুদেবকে অগ্রণী করিয়া মহাপ্রভুর কৃষ্ণানু-সন্ধান-লীলা প্রকাশার্থ বনের দিকে যাত্রা করেন এবং চন্দ্র-শেখর আচার্য্যকে শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সকলের নিকট প্রভুর কৃষ্ণানুসন্ধান ও গমনের বার্ত্তা জ্ঞাপনার্থ আদেশ প্রদান করেন। শ্রীচন্দ্রশেখরের মুখে শ্রীশচীদেবী, শ্রীঅদ্বৈত-প্রমুখ নবদ্বীপবাসি-ভক্তগণ প্রভুর সন্ন্যাস-লীলা বা বনগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রভুর বিরহে অধিকতর মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। সকলেই মনে করিলেন যে, প্রভুর বিরহে তাঁহারা শরীর ত্যাগ করিবেন, এমন সময় এক আকাশ-বাণী হইল যে, মহাপ্রভু দুই চারিদিনের মধ্যেই তাঁহাদের (নবদ্বীপ-বাসীর) সহিত সম্মিলিত হইয়া পূর্ব্ববৎ বিহারাদি করিবেন। এদিকে সন্ন্যাসি-রূপী গৌরসুন্দর নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ ও কেশবভারতী প্রভৃতির সহিত পশ্চিমাভিমুখে চলিতে লাগিলেন এবং অনুগামিগণ-মণ্ডলীকে অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি-রস-দানরূপ কৃপা বিতরণ করিলেন। প্রভু রাঢ়দেশে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন এবং রাঢ়দেশের প্রাকৃতিক শোভা ও গাভীগণকে মাঠে বিচরণ করিতে

দেখিয়া পূর্ব্ব লীলার স্মৃতি উদ্দীপ্ত হওয়ায় 'হরি'নাম উচ্চারণপূর্ব্বক নৃত্য-কীর্ত্তন-হুঙ্কার-গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। বক্রেশ্বর শিব যে নির্জ্জন বনে বাস করেন, মহাপ্রভু তথায় নির্জ্জন ভজন-লীলা করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। কোন এক রাত্রিতে ভক্তগণ-সহ জনৈক সুকৃতিমান্ ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিয়া বিশ্রাম-লীলা প্রদর্শন করিতেছিলেন, একপ্রহর কাল রাত্রি থাকিতে গৌরসুন্দর ভক্তগণকে ছাড়িয়াই গোপনে চলিয়া গেলেন এবং এক প্রান্তর ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের বিরহে উচ্চ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রভুর ক্রন্দনধ্বনি অনুসরণ করিয়া প্রভুকে আবিষ্কার করিলেন। মহাপ্রভু মুকুন্দের কীর্ত্তন শ্রবণে প্রেমাবেশে নৃত্য করিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাইতে যাইতে হঠাৎ পূর্ব্বাভিমুখে গতি পরিবর্ত্তন করিলেন। প্রভু গঙ্গা-ভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ঐ সকল দেশ ভক্তিশূন্য ও তথায় কৃষ্ণকীর্ত্তনের একান্ত দুর্ভিক্ষ দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন এবং প্রাণ-পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন, এমন সময় হঠাৎ এক সুকৃতিমান্ রাখাল বালকের মুখে হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা বৈষ্ণবী গঙ্গার মহিমাতেই সে স্থানে হরিনাম প্রচারিত রহিয়াছে বিচার করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভু গঙ্গাস্নান ও গঙ্গার বহু স্তব-লীলা প্রদর্শন করিলেন। কোন সুকৃতিমানের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দের সহিত সেই নিশা যাপন করিলেন। অন্য দিবসে ভক্তগণ আসিয়া প্রভুর দর্শন পাইলেন। প্রভু ভক্তগণসহ নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নিত্যানন্দকে মহাপ্রভু নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের সান্ত্বনা-প্রদানার্থ নবদ্বীপে প্রেরণ করিলেন এবং সকলের নিকট প্রভুর নীলাচলচন্দ্র দর্শনার্থ সঙ্কল্প ও শান্তিপুরে অদ্বৈত-মন্দিরে প্রভু ভক্তগণের জন্য অপেক্ষা করিবেন, এই সংবাদ ভক্তগণের নিকট জ্ঞাপনার্থ নিত্যানন্দকে বলিয়া দিলেন। নবদ্বীপবাসী ভক্তগণকে লইয়া নিত্যানন্দের শান্তিপুরে আসিবার কথা বলিয়া, মহাপ্রভু ঠাকুর শ্রীহরিদাসের ফুলিয়া নগরে যাত্রা করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীমিশ্র-গৃহে আগমন করিয়া দ্বাদশ দিবস উপবাসিনী, বিরহকাতরা, অভিন্নযশোমতি শ্রীশচীমাতাকে সকল কথা জানাইলেন এবং নানাভাবে প্রবোধ দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের কথা শুনিয়া নবদ্বীপ-বাসী আবাল-বৃদ্ধবনিতা, সমর্থ-অসমর্থ সকলেই মহাপ্রভুর দর্শনে ব্যাকুল হইয়া ফুলিয়া-নগরে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্ব পাষণ্ডগণেরও শ্রীমহাপ্রভুর চরণে পূর্ব্বাপরাধের কথা স্মরণ করিয়া অনুতাপ উপস্থিত হইল। ফুলিয়া লোকে লোকারণ্য হইল। সকলে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। মহাপ্রভু ফুলিয়া হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্য-ভবনে গমন করিলে, অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু আনন্দমূর্চ্ছা গেলেন। অদ্বৈত-তনয় শিশু অচ্যুতানন্দ গৌরপদতলে লুণ্ঠিত হইলে প্রভু ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন, শিশু অচ্যুত অদ্ভুত সিদ্ধান্ত-কথা বলিতে লাগিলেন। এদিকে নিত্যানন্দের সহিত শ্রীবাসাদি-ভক্তবৃন্দ নদীয়া হইতে শান্তিপুরে প্রভু-সমীপে আগমন করিলেন। আচার্য্য-ভবনে প্রভুর মহানৃত্য-কীর্ত্তন-উৎসবে নবনবায়মান দিব্য প্রেমোন্মাদ প্রকটিত হইল। মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়া স্বমুখে নিজতত্ত্বসমূহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভু ভক্তগণের পূর্ব্ব দুঃখ-সমূহ মোচন করিলেন এবং ঐশ্বর্য্য-সম্বরণ ও বাহ্য প্রকাশ করিয়া ভক্তগণসহ স্নানভোজনাদি-লীলার দ্বারা বৃন্দাবনীয় লীলার পুনরাবৃত্তি করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

বন্দনমুখে মঙ্গলাচরণ—

(শ্রীমুরারিগুপ্ত-কৃত শ্লোক)

অবতীর্ণৌ সকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥ ১ ॥

নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
স-ভৃত্যায় স-পুত্রায় স-কলত্রায় তে নমঃ ॥২॥

জয়কীর্ত্তন ও প্রার্থনা—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লক্ষ্মীকান্ত।
জয় জয় নিত্যানন্দ-বল্লভ-একান্ত ॥৩॥

জয় জয় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ন্যাসিরাজ।
জয় জয় জয় ভকত-সমাজ ॥৪॥
জয় জয় পতিত-পাবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদ-দ্বন্দ্ব ॥৫॥
শেষখণ্ড-কথা ভাই, শুন এক-চিত্তে।
নীলাচলে গৌরচন্দ্র আইলা যেমতে ॥৬॥
করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
সে রাত্রি আছিলা প্রভু কণ্টক-নগর ॥৭॥

কাটোয়ায় সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার অব্যবহিত পরেই দিব্যবিরহোন্মাদ-লীলা প্রকাশ; মুকুন্দকে কীর্ত্তনারম্ভে আদেশ প্রদান—

করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ।
মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্ত্তন ॥৮॥
'বোল' 'বোল' বলি' প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিগে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য ॥৯॥
শ্বাস, হাস, স্বেদ, কম্প, পুলক, হুঙ্কার।
না জানি কতেক হয় অনন্ত বিকার ॥১০॥
কোটি-সিংহ-প্রায় যেন বিশাল গর্জ্জন।
আছাড় দেখিতে ভয় পায় সর্ব্বজন ॥১১॥
কোন্ দিগে দণ্ড কমণ্ডলু বা পড়িলা।
নিজপ্রেমে বৈকুণ্ঠের পতি মত্ত হৈলা ॥১২॥

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের কেশভারতীকে আলিঙ্গন—

নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুরে ধরিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হঞা ॥১৩॥

প্রভুর আলিঙ্গনে ভারতীর প্রেম—

পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ-আলিঙ্গন।
ভারতীর প্রেমভক্তি হইল তখন ॥১৪॥
পাক দিয়া দণ্ড-কমণ্ডলু দূরে ফেলি'।
সুকৃতি ভারতী নাচে 'হরি হরি' বলি' ॥১৫॥
বাহ্য দূরে গেল ভারতীর প্রেমরসে।
গড়াগড়ি যায় বস্ত্র না সম্বরে শেষে ॥১৬॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

আদি খণ্ড ১ম অধ্যায়ের ৩য় সংখ্যার অন্বয় অনুবাদ ও বিবৃতি দ্রষ্টব্য (ষষ্ঠ পৃষ্ঠা) ॥১॥

আদি ১ম অধ্যায় ২য় সংখ্যার অন্বয়, অনুবাদ ও বিবৃতি দ্রষ্টব্য (৫ম পৃষ্ঠা) ॥২॥

লক্ষ্মীকান্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বিষ্ণুপরতত্ত্ব, সুতরাং লক্ষ্মীরও আরাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ-বস্তু-সম্বন্ধে সকলকে চৈতন্যবিশিষ্ট করেন বলিয়া স্বয়ংরূপতত্ত্ব 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারই তদেকাত্ম প্রকাশসমূহ 'নারায়ণ' 'বিষ্ণু' প্রভৃতি পর্য্যায়ে গণিত হন। ঐ সকল প্রকাশ স্বয়ংরূপেরই অন্তর্নিহিত তত্ত্ববিশেষ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের তুর্য্যাবস্থান-লীলায় লক্ষ্মীকান্তত্বের অসংযোগ নাই ॥৩॥

৫ম সংখ্যার পরে কোন কোন পুঁথিতে এই চরণ দুইটী পাওয়া যায়—

জয় জয় শেষ রমা-অজ-ভব-নাথ। জীবপ্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥৫॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—মহাবদান্য ও পূর্ণতম-দয়াময়, সুতরাং গ্রন্থকার তাঁহার নিকট তাঁহার পাদপদ্ম-সেবাভিক্ষা করিয়া সর্ব্বতোভাবে হার্দ্দী উপাসনা করিবার প্রার্থনা রাখেন ॥ ৫ ॥

তথ্য। কণ্টকনগর—মধ্যখণ্ড ২৮শ অধ্যায় ১০ম সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৭ ॥

যতিধর্ম্মে নৃত্য, গীত, বাদ্য—এই তৌর্য্যত্রিক আবাহন করিবার যোগ্যতা নাই, কিন্তু ভগবদ্ভজনোদ্দেশে দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণে ভোগপর তৌর্য্যত্রিক বিচার কেবল বিপর্য্যস্ত হয় না; পরন্তু সেইগুলি ভগবৎসেবার উপায়ন-স্বরূপই হইয়া থাকে। যতি-ধর্ম্ম-গ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মায়িক কীর্ত্তন শুদ্ধ করাইবার জন্য কীর্ত্তনকারী মুকুন্দকে হরিকীর্ত্তন করিবার আজ্ঞা দিলেন ॥৮॥

'স্বেদ' স্থানে 'প্রেম' ও 'অনন্ত' স্থানে 'প্রেমের' পাঠান্তর ॥ ১০ ॥

স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজ কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া দণ্ড-কমণ্ডলু প্রভৃতি যতিধর্ম্মের সম্বল-সমূহে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন ॥ ১২ ॥

ভারতীরে কৃপা হৈল প্রভুর দেখিয়া।
সর্ব্ব-গণ 'হরি' বলে ডাকিয়া ডাকিয়া ॥১৭॥
সন্তোষে গুরুর সঙ্গে প্রভু করে নৃত্য।
দেখিয়া পরম সুখে গায় সব ভৃত্য ॥১৮॥
চারি-বেদে ধ্যানে যাঁ'রে দেখিতে দুষ্কর।
তাঁ'র সঙ্গে সাক্ষাতে নাচয়ে ন্যাসিবর ॥১৯॥
কেশব-ভারতী-পদে বহু নমস্কার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ শিষ্য-রূপে যাঁ'র ॥২০॥
এই মত সর্ব্ব-রাত্রি গুরুর সংহতি।
নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি ॥২১॥

প্রভুর কেশব ভারতীর নিকট বিদায় প্রার্থনা, বিপ্রলম্ভে অরণ্যে প্রবেশেচ্ছা, ভারতীর প্রভুর সঙ্গে গমন—

প্রভাত হইলে প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
চলিলেন গুরু-স্থানে বিদায় লইয়া ॥২২॥
"অরণ্যে প্রবিষ্ট মুঞি হইমু সর্ব্বথা।
প্রাণ-নাথ মোর কৃষ্ণ-চন্দ্র পাঙ যথা ॥" ২৩॥
গুরু বলে,—"আমিহ চলিব তোমা' সঙ্গে।
থাকিব তোমার সাথে সংকীর্ত্তন-রঙ্গে ॥" ২৪॥

কৃপা করি' প্রভু সঙ্গে লইলেন তানে।
অগ্রে গুরু করিয়া চলিলা প্রভু বনে ॥২৫॥

চন্দ্রশেখরকে গৃহে প্রত্যাগমনের আদেশ—

তবে চন্দ্রশেখর আচার্য্য কোলে করি।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলা গৌরহরি ॥২৬॥
"গৃহে চল তুমি সর্ব্ব-বৈষ্ণবের স্থানে।
কহিও সবারে আমি চলিলাঙ বনে ॥২৭॥
গৃহে চল তুমি দুঃখ না ভাবিহ মনে।
তোমার হৃদয়ে আমি বন্দী সর্ব্ব-ক্ষণে ॥২৮॥
তুমি মোর পিতা—মুঞি নন্দন তোমার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেম-সংহতি আমার ॥" ২৯॥

চন্দ্রশেখরের বিরহ-মূর্চ্ছা—

এতেক বলিয়া তানে ঠাকুর চলিলা।
মূর্চ্ছাগত হই' চন্দ্রশেখর পড়িলা ॥৩০॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি বুঝনে না যায়।
অতএব সে বিরহে প্রাণ রক্ষা পায় ॥৩১॥
ক্ষণেক চৈতন্য পাই' শ্রীচন্দ্রশেখর।
নবদ্বীপ-প্রতি তিহোঁ গেলেন সত্বর ॥৩২॥

পাক দিয়া—ঘুরাইয়া ॥ ১৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া স্বীয় ন্যাসিগুরু ভারতীকে আলিঙ্গন করায় ভারতীও সেই প্রসাদ লাভ করিয়া প্রেমভক্তিতে অবস্থিত হওয়ায় দণ্ড, কমণ্ডলু, বস্ত্র প্রভৃতি সকলই দূরে বিসর্জ্জন করিলেন। ভারতী কেবল মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন না; তিনি গৌরভক্ত হইয়াছেন জানিয়া ভক্তগণের আর আনন্দ ধরে নাই ॥ ১৫ ॥

সত্বরে—সত্বরণ করে ॥ ১৬ ॥

'সর্ব্বগণ হরি বলে ডাকিয়া' স্থলে পাঠান্তরে—'নিরন্তর (নিরবধি) হরি বোলে সবে ত' ॥ ১৭ ॥

তথ্য। স্তবন্তি বেদা যং শশ্বৎ নান্তং জানন্তি যস্য বৈ। তং স্তৌমি পরমানন্দং সানন্দং নন্দনন্দনম্ ॥ (নারদ পঃ ১।১।৭) যদি বেদা ন জানন্তি মাহাত্ম্যং পরমাত্মনঃ। ন জানিম তস্য গুণ্যং বেদানুসারিণো বয়ম্ ॥ (নারদ পঃ ১।১২।৫১) কেনোপনিষৎ (২।১) দ্রষ্টব্য ॥ ১৯ ॥

'বহু' স্থানে পাঠান্তরে 'বহু' ॥ ২০ ॥

তথ্য। এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি-ত্রিপাদস্যামৃতান্দিবি ॥ (শ্বেঃ ৪।৪—পুরুষসূক্ত) মহাবিষ্ণোশ্চ লোমাং চ বিবরেষু পৃথক্ পৃথক্। ব্রহ্মাণ্ডানি চ প্রত্যেকমসংখ্যানি চ নারদ। স এব চ মহাবিষ্ণুঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। ষোড়শাংশো ভগবতঃ পরস্য প্রকৃতেঃ পরঃ (নারদ পঃ ২।২।৩৯ ও ৯৯) একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ। অণ্ডান্তরস্থপরমাণু-চয়ান্তরস্থং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৩৫) ॥ ২০ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব শিষ্যছলনায় শ্রীগুরু-গ্রহণ-লীলা স্বীকার করিয়া যাঁহাকে ধন্য করিয়াছিলেন, সেই কেশব-ভারতী মহা-সৌভাগ্যবান্ পুরুষ ॥ ২০ ॥

চন্দ্রশেখর-কর্তৃক নবদ্বীপে প্রভুর বার্ত্তা-জ্ঞাপন—

তবে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আইলা।
সবা' স্থানে কহিলেন,—"প্রভু বনে গেলা ॥" ৩৩॥

প্রভুর বার্ত্তা শ্রবণে নবদ্বীপস্থ ভক্তবৃন্দের অবস্থা—

শ্রীচন্দ্রশেখর-মুখে শুনি' ভক্তগণ।
আর্ত্তনাদ করি' সবে করেন ক্রন্দন ॥৩৪॥
কোটি মুখ হইলেও সে সব বিলাপ।
বর্ণিতে না পারি সে সবার অনুতাপ ॥৩৫॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"মোর না রহে জীবন।"
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ শুনি' সে ক্রন্দন ॥৩৬॥
অদ্বৈত শুনিবামাত্র হইলা মূর্চ্ছিত।
প্রাণ নাহি দেহে, প্রভু পড়িলা ভূমিত ॥৩৭॥
শচীদেবী শোকে রহিলেন জড় হৈয়া।
কৃত্রিম-পুতলী যেন আছে দাণ্ডাইয়া ॥৩৮॥
ভক্ত-পত্নী আর যত পতিব্রতাগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥৩৯॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"আর কি কার্য্য জীবনে।
সে-হেন ঠাকুর মোর ছাড়িল যখনে ॥৪০॥
প্রবিষ্ট হইমু আজি সর্ব্বথা গঙ্গায়।
দিনে লোকে ধরিবেক, চলিমু নিশায় ॥" ৪১॥
এই মত বিরহে সকল ভক্তগণ।
সবার হইল বড় চিত্ত উচাটন ॥৪২॥
কোন মতে চিত্তে কেহ স্বাস্থ্য নাহি পায়।
দেহ এড়িবারে সবে চাহেন সদায় ॥৪৩॥
যদ্যপিহ সবেই পরম-মহা-ধীর।
তবু কেহ কাহারে করিতে নারে স্থির ॥৪৪॥

আশ্বাসময়ী আকাশ-বাণী—

ভক্তগণ দেহ-ত্যাগ ভাবিলা নিশ্চয়।
জানি সবা' প্রবোধি, আকাশ-বাণী হয় ॥৪৫॥
"দুঃখ না ভাবিহ অদ্বৈতাদি-ভক্তগণ!
সবে সুখে কর' কৃষ্ণ-চন্দ্র-আরাধন ॥৪৬॥
সেই প্রভু এই দিন-দুই-চারি ব্যাজে।
আসিয়া মিলিব তোমা' সবার মাঝে ॥৪৭॥

'লইয়া স্থানে' পাঠান্তরে 'করিয়া' বা 'হইয়া' ॥২২॥

'সংকীর্ত্তন' স্থানে পাঠান্তরে 'কৃষ্ণকথা' ॥ ২৪ ॥

'চল তুমি' স্থানে পাঠান্তরে 'যাহা কিছু' ॥ ২৮ ॥

প্রেম-সংহতি—সংহতি অর্থে সহচর সমূহ; প্রেম-সংহতি—প্রেমসহচর বা প্রেমপুঞ্জ ॥ ২৯ ॥

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরের মাতৃস্বসৃপতি বলিয়া বিদিত। তজ্জন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে পিতৃ-সম্বোধন-পূর্ব্বক স্বয়ং বাৎসল্যরসের বিষয়-বিগ্রহ হইলেন। ভগবানের প্রত্যেক অবতারেই চন্দ্রশেখর আচার্য্যের প্রীতি-সঙ্গতি আছে, জানাইলেন। তাঁহার হৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বদাই আবদ্ধ আছেন, সুতরাং তাঁহাকে শ্রীমায়াপুরে ফিরিয়া গিয়া সকলের নিকট স্বীয় বনগমনের কথা জানাইতে বলিলেন এবং কেশব ভারতীকে তাঁহার প্রার্থনানুসারে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রে লইয়া চলিলেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চিত্তে প্রগাঢ় কৃষ্ণবিরহ দেখা দিল। কৃষ্ণানুসন্ধানে কৃষ্ণকে ডাকিতে ডাকিতে তিনি চলিতে লাগিলেন ॥২৯॥

'তানে' স্থানে পাঠান্তরে 'তবে' ॥ ৩০ ॥

চৈতন্য—বাহ্যদশা ॥ ৩২ ॥

সে স্থানে 'তাঁ' পাঠান্তর ॥ ৩৫ ॥

'অদ্বৈত শুনিবামাত্র হইলা' স্থানে 'শুনিঞা হইলা মাত্র অদ্বৈত' পাঠান্তর ॥ ৩৭ ॥

দাণ্ডাইয়া—দাঁড়াইয়া ॥ ৩৮ ॥

'শোকে' স্থানে 'বোল' পাঠান্তর ॥ ৩৮ ॥

'আর' স্থানে 'সব' পাঠান্তর ॥ ৩৯ ॥

'আজি' স্থানে 'মুক্তি' পাঠান্তর ॥ ৪১ ॥

এড়িবারে—ত্যাগ করিবারে ॥ ৪৩ ॥

'চাহেন সদায়' স্থানে পাঠান্তরে 'নিরবধি চায়' ॥ ৪৩ ॥

'কাহারে' স্থানে পাঠান্তরে 'কারো' ॥ ৪৪ ॥

'ভাবিলা' স্থানে 'জানিয়া' বা 'ভাবিয়া', 'জানি' স্থানে 'তবে' পাঠান্তর ॥ ৪৫ ॥

শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণে অতীব দুঃখিত হওয়ায় সকলেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন; তখন তাঁহারা দৈববাণীতে বুঝিতে

দেহ-ত্যাগ কেহো কিছু না ভাবিহ মনে।
পূর্ব্ববৎ সবে বিহরিবা প্রভু-সনে॥" ৪৮॥
শুনিয়া আকাশ-বাণী সর্ব্ব-ভক্তগণ।
দেহত্যাগ প্রতি সবে ছাড়িলেন মন॥৪৯॥
করি' অবলম্বন প্রভুর গুণ নাম।
শচী বেড়ি' ভক্তগণ থাকে অবিরাম॥৫০॥

প্রভুর পশ্চিমাভিমুখে গমন—

তবে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসীর চূড়ামণি।
চলিলা পশ্চিম-মুখে করি' হরিধ্বনি॥৫১॥
নিত্যানন্দ-গদাধর-মুকুন্দ-সংহতি।
গোবিন্দ পশ্চাতে, অগ্রে কেশবভারতী॥৫২॥

অনুগামী গণকোটিকে প্রভুর কৃষ্ণভক্তি-বরদান—

চলিলেন মাত্র প্রভু মত্ত-সিংহ-প্রায়।
লক্ষ কোটি লোক কান্দি' পাছে পাছে ধায়॥৫৩॥
চতুর্দ্দিগে লোক কান্দি' বন ভাঙ্গি' যায়।
সবারে করেন প্রভু কৃপা অমায়ায়॥৫৪॥
"সবে গৃহে যাহ গিয়া লহ কৃষ্ণ-নাম।
সবার হউক কৃষ্ণচন্দ্র ধন প্রাণ॥৫৫॥
ব্রহ্মা-শিব-শুকাদি যে রস বাঞ্ছা করে।
হেন রস হউক তোমা' সবার শরীরে॥" ৫৬॥
বর শুনি' সর্ব্ব লোক কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
পরবশ প্রায় সবে আইলেন ঘরে॥৫৭॥

প্রভুর রাঢ়দেশে প্রবেশ—

রাঢ়ে আসি' গৌরচন্দ্র হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য রাঢ়-দেশ॥৫৮॥

নৈসর্গিক-শোভাদর্শনে—

রাঢ়-দেশ ভূমি যত দেখিতে সুন্দর।
চতুর্দ্দিকে অশ্বত্থ-মণ্ডলী মনোহর॥৫৯॥
স্বভাব-সুন্দর স্থান শোভে গাভী-গণে।
দেখিয়া আবিষ্ট প্রভু হয় সেই ক্ষণে॥৬০॥
'হরি' 'হরি' বলি' প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিকে সংকীর্ত্তন করে সব ভৃত্য॥৬১॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে বৈকুণ্ঠের রায়।
জগতের চিত্তবৃত্তি শুনি' শোধ পায়॥৬২॥
এইমত প্রভু ধন্য করি' রাঢ় দেশ।
সর্ব্বপথে চলিলেন করি' নৃত্যাবেশ॥৬৩॥

পারিলেন যে, শ্রীগৌরসুন্দরের বাহ্য ভক্তপরিত্যাগাভিনয় অতি অল্প দিনের জন্য মাত্র; অভক্তসঙ্গ-পরিত্যাগই তাঁহার সন্ন্যাস-লীলা॥ ৪৭॥

'দিন-দুই চারি' স্থানে 'দুই তিন চারি' ও 'মাঝে' স্থানে 'সমাজে' পাঠান্তর॥ ৪৭॥

'বিহরিবে প্রভু-সনে' স্থানে 'বিহরিবা এক স্থানে' পাঠান্তর॥ ৪৮॥

'সন্ন্যাসীর' স্থানে 'সর্ব্ব-ত্যাসি' পাঠান্তর॥ ৫১॥

'পাছে' স্থানে 'প্রভুর' পাঠান্তর॥ ৫৩॥

শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমনে বহুভক্ত চলিতে লাগিলেন। তখন সকলকে তিনি বলিলেন যে, তোমরা [illegible] নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়া কৃষ্ণনাম ভজন কর; তাহা হইলেই কৃষ্ণচন্দ্র তোমাদের ধনপ্রাণ বোধ হইবে। দেবগণ যে কৃষ্ণরসে বঞ্চিত, সেই রসই তোমাদের ন্যায় দেবধর্ম্মরহিত মর্ত্ত্যজীবের শরীরে প্রবেশ করুক॥ ৫৫॥

তথ্য। অপাণিপাদোঽহমচিন্ত্যশক্তিঃ পশ্যাম্যচক্ষুঃ স শৃণোম্যকর্ণঃ॥ (কৈবল্যোপনিষৎ ১।২১) অচিন্ত্যশক্তিতস্তচ্চ যুজ্যতে পরমেশিতুম্॥ (মধ্ব ভাঃ ৬।১৬।১১)

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্। যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩০)॥ ৫৬॥

রাঢ়দেশে—রাষ্ট্র-প্রদেশ, রাজধানী হইতে সুদূরে অবস্থিত শাসনান্তর্গত প্রদেশ। গঙ্গার পশ্চিম তটে অবস্থিত রাঢ়-দেশকে বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড়পুরে রাষ্ট্রপ্রদেশ বলা হইত॥ ৫৮॥

'শোধ পায়'—[সং-শুধ্ (শুদ্ধি) ধাতুজ] শুদ্ধ হয়, পবিত্রতা লাভ করে॥ ৬২॥

'শোধ' পাঠান্তরে 'শোভ্য' বা 'সাধ'॥ ৬২॥

'সর্ব্বপথে চলিলেন করি নৃত্যাবেশ' পাঠান্তরে 'পথে চলিলেন করি প্রেম-নৃত্যাবেশ'॥ ৬৩॥

প্রভুর বক্রেশ্বরের নির্জ্জন বনে
নির্জ্জন-ভজন-লীলা করিবার অভিলাষ—

প্রভু বলে,—"বক্রেশ্বর আছেন যে বনে।
তথাই যাইমু মুঞি থাকিমু নির্জ্জনে॥" ৬৪॥
এতেক বলিয়া প্রেমাবেশে চলি' যায়।
নিত্যানন্দ-আদি সব পাছে পাছে ধায়॥৬৫॥
অদ্ভুত প্রভুর নৃত্য, অদ্ভুত কীর্ত্তন।
শুনি' মাত্র ধাইয়া আইসে সর্ব্বজন॥৬৬॥
যগ্যপিহ কোন দেশে নাহি সংকীর্ত্তন।
কেহ নাহি দেখে কৃষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন॥৬৭॥
তথাপি প্রভুর দেখি অদ্ভুত ক্রন্দন।
দণ্ডবত হইয়া পড়য়ে সর্ব্বজন॥৬৮॥
তথি-মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত পামর।
তা'রা বলে,—"এত কেনে কান্দেন বিস্তর॥"৬৯॥
সেহো সব জন এবে প্রভুর কৃপায়।
সেই প্রেম সঙরিয়া কান্দে গড়ি যায়॥৭০॥
সকল ভুবন এবে গায় গৌরচন্দ্র।
তথাপিহ সবে নাহি গায় ভূত-বৃন্দ॥৭১॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম-বিমুখ পাপী ভূতপ্রেতসদৃশ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামে বিমুখ যে জন।
নিশ্চয় জানিহ সেই পাপী ভূত-গণ॥৭২॥

ভক্তগণসহ নৃত্য করিতে করিতে গমন—

হেন মতে নৃত্য-রসে বৈকুণ্ঠের নাথ।
নাচিয়া যায়েন সব-ভক্ত-গণ-সাথ॥৭৩॥

প্রভুর জনৈক সৌভাগ্যবান বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-গৃহে ভিক্ষা—

দিন-অবশেষে প্রভুর এক ধন্য গ্রামে।
রহিলেন পুণ্যবন্ত-ব্রাহ্মণ-আশ্রমে॥৭৪॥

নিশায় প্রভুর গোপনে আপ্তবর্গের নিকট
হইতে প্রান্তর-ভূমিতে গমন—

ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া শুইলা ভক্তগণ॥৭৫॥
প্রহর-খানেক নিশা থাকিতে ঠাকুর।
সবা' ছাড়ি' পলাইয়া গেল কথোদূর॥৭৬॥
শেষে সবে উঠিয়া চাহেন ভক্তগণ।
না দেখিয়া প্রভু সবে করেন ক্রন্দন॥৭৭॥
সর্ব্ব গ্রাম বিচার করিয়া ভক্তগণ।
প্রান্তর-ভূমিতে তবে করিলা গমন॥৭৮॥

নির্জ্জন প্রান্তরে কৃষ্ণোদ্দেশে উচ্চ-ক্রন্দন-লীলা
বা বিপ্রলম্ভ প্রেমোন্মাদ—

নিজ প্রেম-রসে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
প্রান্তরে রোদন করে করি' উচ্চৈঃস্বর॥৭৯॥

'বক্রেশ্বর' নামক স্থানে বক্রেশ্বর-নামক মহাদেব আছেন; উহা রাঢ়ের অন্তর্গত॥ ৬৪॥

তথ্য। বক্রেশ্বর—বীরভূম জেলায় আমাদপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় ১৬ মাইল পশ্চিমদিকে বক্রেশ্বর অবস্থিত। কলিকাতা হইতে আমাদপুর ১১১ মাইল। বক্রেশ্বর—শিবমূর্ত্তি। এখানে প্রতি বৎসর শিব-রাত্রির সময় খুব বড় মেলা হইয়া থাকে। এখানে কয়েকটী উষ্ণ ও কয়েকটী শীতল জলপূর্ণ কুণ্ড বিরাজিত। ইহা একটি পীঠস্থান নামে কথিত॥৬৪॥

'অগ্যাপিহ' পাঠান্তরে 'যগ্যপিহ'॥৬৭॥

'হইয়া পড়য়ে' পাঠান্তরে 'হৈয়া পথে পড়ে'॥৬৮॥

তথি মধ্যে—তাহার মধ্যে॥৬৯॥

তথ্য। পামরঃ খল-নীচয়োঃ। মেদিনী॥৬৯॥

'কান্দি' পাঠান্তরে 'কান্দে'॥৭০॥

মানবের মধ্যে মৎসরতা-বশে যাহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবায় উন্মুখতা প্রদর্শন করে না, সেই ভাগ্যহীন গৌরবিমুখ জনগণ পাপিষ্ঠ ও ভূতপ্রেত সদৃশ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণপ্রেম-সংগ্রহে প্রীতির অভাব থাকিলে জীবের পাপ-প্রবৃত্তির উদয় হয় এবং সে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া ইতর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়॥ ৭২॥

তথ্য। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৩১ ও ৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য॥৭২॥

'নাচিয়া যায়েন সব ভক্তগণ-সাথ' পাঠান্তরে 'চলিয়া যায়েন সর্ব্ব-ভক্তবর্গ সাথ'॥ ৭৩॥

গড়ি—গড়াগড়ি, লুণ্ঠিত হইয়া॥ ৭৩॥

তথ্য। অনপেক্ষ্যো গুণৈঃ পূর্ণো ধন্য ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ (শব্দনির্ণয়ে)॥ ৭৪॥

প্রান্তরভূমি—ময়দান, মাঠ॥ ৭৮॥

"কৃষ্ণরে প্রভুরে আরে কৃষ্ণ মোর বাপ!"
বলিয়া রোদন করে সর্ব্ব-জীব-নাথ ॥৮০॥
হেন সে ডাকিয়া কান্দে ন্যাসিচূড়ামণি।
ক্রোশেকের পথ যায় রোদনের ধ্বনি ॥৮১॥
কথো-দূরে থাকিয়া সকল ভক্তগণ।
শুনেন প্রভুর অতি অদ্ভুত রোদন ॥৮২॥

ভক্তগণের প্রভু আবিষ্কার—

চলিলেন সবে রোদনের অনুসারে।
দেখিলেন সবে প্রভু কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥৮৩॥

মুকুন্দের কীর্ত্তন—

প্রভুর রোদনে কান্দে সর্ব্ব ভক্তগণ।
মুকুন্দ লাগিলা তবে করিতে কীর্ত্তন ॥৮৪॥
শুনিয়া কীর্ত্তন প্রভু লাগিলা নাচিতে।
আনন্দে গায়েন সবে বেড়ি' চারি ভিতে ॥৮৫॥
এই মতে সর্ব্ব-পথে নাচিয়া নাচিয়া।
যায়েন পশ্চিম-মুখে আনন্দিত হঞা ॥৮৬॥

বক্রেশ্বর পৌছিবার মাত্র চারি ক্রোশ
থাকিতে প্রভুর গতি পরিবর্ত্তন—

ক্রোশ-চারি সকলে আছেন বক্রেশ্বর।
সেই-স্থানে ফিরিলেন গৌরাঙ্গ-সুন্দর ॥৮৭॥
নাচিয়া যায়েন প্রভু পশ্চিমাভিমুখে।
পুর্ব্ব-মুখ পুন হইলেন নিজ-সুখে ॥৮৮॥

পশ্চিমাভিমুখ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গতি পরিবর্ত্তন—

পুর্ব্ব মুখে চলিয়া যায়েন নৃত্য-রসে।
অনন্ত আনন্দে প্রভু অট্ট অট্ট হাসে ॥৮৯॥
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু নিজ-কুতুহলে।
বলিলেন,—"আমি চলিলাঙ নীলাচলে ॥৯০॥
জগন্নাথ প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে।
"নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সত্বরে ॥" ৯১॥
এত বলি' চলিলেন হই পুর্ব্ব-মুখ।
ভক্ত সব পাইলেন পরানন্দ-সুখ ॥৯২॥
তান ইচ্ছা তিহোঁ সে জানেন সবে মাত্র।
তান অনুগ্রহে জানে তান কৃপা-পাত্র ॥৯৩॥
কি ইচ্ছায় চলিলেন বক্রেশ্বর-প্রতি।
কেনে বা না গেলা, বুঝে কাহার শকতি ॥৯৪॥

বক্রেশ্বর গমনেব ছলে রাঢ়দেশ কৃতার্থকরণ—

হেন বুঝি করি' প্রভু বক্রেশ্বর-ব্যাজ।
ধন্য করিলেন সর্ব্ব রাঢ়ের সমাজ ॥৯৫॥

গঙ্গাভিমুখে—

গঙ্গা-মুখ হইয়া চলিলা গৌরচন্দ্র।
নিরবধি দেহে নিজ প্রেমের আনন্দ ॥৯৬॥

শ্রীগৌবসুন্দর রাঢ়দেশেব এক সৌভাগ্যপূর্ণ গ্রামে বাস করিয়া রাত্র্যন্তে গ্রামেব প্রান্তভাগে গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণবিরহ-কাতরতা প্রদর্শন কবিতে লগিলেন। কৃষ্ণই অখিল রসামৃতসিন্ধু; সুতবাং সকল বসের একমাত্র বিষয়। শ্রীগৌবসুন্দব স্বয়ংরূপ কৃষ্ণচন্দ্র হওয়ায় সর্ব্বপ্রকাব বসেব আশ্রয়-লীলাব অভিনয় কবিতে পারেন; তজ্জন্য দাস্য-লীলাপ্রকটনে কৃষ্ণকে 'প্রভু' বলিয়া তাঁহাব সম্বোধন, বৎসল-রসে কৃষ্ণকে 'বালগোপাল' বলিয়া তাঁহার সম্বোধন এবং স্বীয় সেবা-চেষ্টা-জ্ঞাপক বোদন-বি[illegible]তি জীব-কুলের শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ॥ ৮০ ॥

'আরে' স্থানে 'ওরে', 'মোর' স্থানে 'ওরে', 'বলিয়া রোদন করে সর্ব্বজীব-নাথ' পাঠান্তবে 'বলি সর্ব্বজীব-নাথ করেন প্রলাপ' ॥ ৮০ ॥

'ক্রোশেকের' পাঠান্তরে 'ক্রোশ এক' ॥ ৮১ ॥

'প্রভু' পাঠান্তরে 'পুন' ॥ ৮৮ ॥

'অনন্ত' পাঠান্তবে 'অন্তব' ॥ ৮৯ ॥

বক্রেশ্বরেব চাবি ক্রোশ ব্যবধান থাকিতে মহাপ্রভু তাঁহাব বক্রেশ্বর যাইবাব চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তন কবিয়া শ্রীনীলাচলপতিব নিকট যাইবার অভিপ্রায করিলেন। তজ্জন্য কাটোয়া হইতে পশ্চিমদিকে যাইবার পরিবর্ত্তে পূর্ব্বমুখ হইয়া চলিতে লাগিলেন ॥ ৯০ ॥

প্রেমভক্তিবহিত কঠিনহৃদয় বাঢ়দেশবাসিগণের চিত্তে প্রেম-বর্ষণের অভিপ্রায়ে মহাপ্রভু বাঢ়দেশে ভ্রমণ-ছলনা করিয়াছিলেন। শুষ্কহৃদয় মায়াবাদিগণ নির্ব্বিশেষ বিচার অবলম্বন করায় বক্রেশ্বরের আনুগত্য-ছলনা করেন। শ্রীগৌর-সুন্দর সেই নির্ব্বিশেষবাদী সন্ন্যাসিগণের বিচারের অনুমোদন

হরি-কীর্ত্তন-শূন্য দেশে প্রভুর দুঃখানুভব—

ভক্তিশূন্য সর্ব্ব দেশ, না জানে কীর্ত্তন।
কারো মুখে নাহি কৃষ্ণনাম-উচ্চারণ ॥৯৭॥
প্রভু বলে,—"হেন দেশে আইলাঙ কেনে।
'কৃষ্ণ' হেন নাম কারো না শুনি বদনে ॥৯৮॥
কেনে হেন দেশে মুঞি করিলুঁ পয়াম।
না রাখিমু দেহ মুঞি ছাড়োঁ এই প্রাণ ॥" ৯৯॥

রাখাল শিশুর মুখে হরিধ্বনি-শ্রবণ—

হেনই সময়ে ধেনু রাখে শিশুগণ।
তা'র মধ্যে সুকৃতি আছয়ে একজন ॥১০০॥
হরিধ্বনি করিতে লাগিলা আচম্বিত।
শুনিয়া হইলা প্রভু অতি হরষিত ॥১০১॥
'হরিবোল'-বাক্য প্রভু শুনি' শিশুমুখে।
বিচার করিতে লাগিলেন মহাসুখে ॥১০২॥
"দিন-দুই-চারি যত দেখিলাঙ গ্রাম।
কাহারো মুখেতে না শুনিলুঁ হরিনাম ॥১০৩॥
আচম্বিতে শিশু-মুখে শুনি হরিধ্বনি।
কি হেতু ইহার সবে কহ দেখি শুনি ?"১০৪॥

গঙ্গার মহিমায় হরিনাম-প্রচার—

প্রভু বলে,—"গঙ্গা কত দূর এথা হইতে ?"
সবে বলিলেন,—"এক-প্রহরের পথে ॥"১০৫॥
প্রভু বলে,—"এ মহিমা কেবল গঙ্গার।
অতএব এথা হরিনামের প্রচার ॥"১০৬ ॥
গঙ্গার বাতাস আসিয়া লাগে এথা।
অতএব শুনিলাঙ হরি-গুণ-গাথা ॥"১০৭॥

বিষ্ণুপাদবাহিনী গঙ্গার মহিমা-ব্যাখ্যা ও গঙ্গাদর্শনাবেশে প্রভুর ধাবন—

গঙ্গার মহিমা ব্যাখ্যা করিতে ঠাকুর।
গঙ্গা প্রতি অনুরাগ বাড়িল প্রচুর ॥১০৮॥
প্রভু বলে,—"আজি আমি সর্ব্বথা গঙ্গায়।
মজ্জন করিব" এত বলি চলি' যায় ॥১০৯॥

ছলনা করিয়া বক্রেশ্বর-গমনের অভিনয় করেন; পরে শ্রীজগন্নাথের সমীপে গমন করিয়া সবিশেষ বেদান্তের উত্তমতা প্রচার করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম-বিচার-রহিত হইয়া যে সকল মায়াবাদী ভগবত্তার নির্ব্বিশেষ কল্পনা করে, তাহারা ভগবান্ বিষ্ণুর নশ্বর জগৎসংহার-মূর্ত্তি রুদ্রের উপাসনার ছলনা করে। বাহিরে সবিশেষ ভগবত্তার আশ্রয়-ছলনা ও অন্তরে মুমুক্ষা তাঁহাদিগকে বিপথে চালনা করে। মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক রাঢ়দেশবাসীর কঠিন হৃদয়ের নির্ব্বিশেষ-বিচারের অনুমোদন-ছলনা ও উহার পরিত্যাগ-বাসনা ভক্তি-দৃষ্টিতে সর্ব্বতোভাবে দ্রষ্টব্য ॥৯৫॥

কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ বদ্ধভাবাপন্ন হইয়া কৃষ্ণসেবা সম্পূর্ণ-ভাবে বিস্মৃত হইয়াছে; তজ্জন্যই তাহারা কৃষ্ণকীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে ইতর বস্তুর কথায় দিন যাপন করে। সুতরাং হরিকীর্ত্তন পরিত্যাগ করায় তাহারা কেবল ভোগপর হইয়া কৃষ্ণনামোচ্চারণে বিরত হয়। কৃষ্ণকথার দুর্ভিক্ষ ভক্তিশূন্য মরুপ্রদেশে প্রেমবন্যার দুর্ভিক্ষ করায় ॥৯৭॥

পয়াম—প্রয়াণ, যাত্রা ॥৯৯॥

যে দেশে কৃষ্ণকথা নাই, সেই প্রায়শ্চিত্তার্হ দেশে যখন শ্রীগৌরসুন্দর আসিয়াছেন, তখন তিনি প্রাণ-পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন ॥৯৯॥

ধেনু রাখে—গরু রক্ষা করে, গো-পালন করে, গোপালক ॥১০০॥

'ধেনু' পাঠান্তর 'গরু' ॥১০০॥

'দিন দুই চারি' স্থানে 'দিন তিন চারি' ও 'তিন দিন ধরি' পাঠান্তর ॥১০৩ ॥

হঠাৎ রাখাল বালকগণের মুখে হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া 'ঐ শিশুগণ—কাহারা', তাহা জানিবার জন্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের উৎকণ্ঠা হইল। যেখানে গঙ্গা, সেখানেই হরিভক্তির প্রচার; সুতরাং ইহা গঙ্গার মহিমা-মাত্র ॥১০৪॥

'প্রচার' পাঠান্তরে 'সঞ্চার' ॥১০৬॥

"আসিয়া লাগে" পাঠান্তর 'কিবা লাগিয়াছে' ॥১০৭॥

গঙ্গোদক—সাক্ষাৎ হরিচরণামৃত। সেই গঙ্গার উপর দিয়া যে সমীরণ প্রবাহিত হয়, তাহা যাঁহারই গাত্রে সংস্পৃষ্ট হয়, তিনিই হরিকীর্ত্তন করিতে যোগ্যতা লাভ করেন। কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ না হওয়া কাল পর্য্যন্ত জীবের ভোগ-পিপাসা বিদূরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রুচি হয় না ॥১০৭॥

মত্ত-সিংহ-প্রায় চলিলেন গৌর-সিংহ।
পাছে ধাইলেন সব চরণের ভৃঙ্গ ॥১১০॥
গঙ্গা-দরশনাবেশে প্রভুর গমন।
নাগালি না পায় কেহ যত ভক্তগণ ॥১১১॥
সবে এক নিত্যানন্দ-সিংহ করি' সঙ্গে।
সন্ধ্যাকালে গঙ্গার তীরে আইলেন রঙ্গে ॥১১২॥

নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রভুর গঙ্গা-স্নান ও স্তব—

নিত্যানন্দ-সঙ্গে করি গঙ্গায় মজ্জন।
'গঙ্গা গঙ্গা' বলি' বহু করিলা স্তবন ॥১১৩॥
পূর্ণ করি' করিলেন গঙ্গাজল পান।
পুনঃ পুনঃ স্তুতি করি' করেন প্রণাম ॥১১৪॥
"প্রেম রসস্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল ॥১১৫॥
সকৃৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তা'র বিষ্ণু-ভক্তি হয়, কি পুনঃ ভক্ষণ ॥১১৬॥
তোমার প্রসাদে সে 'শ্রীকৃষ্ণ' হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে, ইথে নাহি আন ॥১১৭॥
কীট, পক্ষী, কুক্কুর, শৃগাল যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয় ॥১১৮॥
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের মহিমা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তার সমা ॥১১৯॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বই নাহি আর ॥"১২০॥
এই মত স্তুতি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
শুনিয়া জাহ্নবী-দেবী লজ্জিত অন্তর ॥১২১॥
যে প্রভুর পাদপদ্মে বসতি গঙ্গার।
সে প্রভু করয়ে স্তুতি,—হেন অবতার ॥১২২॥

গৌরাঙ্গের গঙ্গাস্তুতি-লীলা-শ্রবণের ফল—

যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের গঙ্গা-প্রতি স্তুতি।
তাঁ'র হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতি-মতি ॥১২৩॥

কোন সুকৃতিমানের ভবনে নিত্যানন্দ-সঙ্গে
সেই গ্রামে প্রভুর সেই নিশা-যাপন—

নিত্যানন্দ-সংহতি সে নিশা সেই-গ্রামে।
আছিলেন কোন পুণ্যবন্তের আশ্রমে ॥১২৪॥

তৎপর অন্যদিন ভক্তগণের প্রভুর দর্শনার্থ আগমন—

তবে আর দিনে কথোক্ষণে ভক্তগণ।
আসিয়া পাইল সবে প্রভুর দর্শন ॥১২৫॥

ভক্তগণ-সহ নীলাচলাভিমুখে—

তবে প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ করি' সঙ্গে।
নীলাচল-প্রতি শুভ করিলেন রঙ্গে ॥১২৬॥

সর্ব্বথা—নিশ্চয় ॥১০৯॥

'মত্ত-সিংহ' পাঠান্তরে 'মত্ত-গজ' ॥১১০॥

নাগালি—নৈকট্য, স্পর্শ ॥১১১॥

'বহু' স্থানে 'প্রভু' ও 'স্তবন' স্থানে 'ক্রন্দন' পাঠান্তর ॥১১৩॥

গঙ্গোদক—কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত, তরল বলিয়া কৃষ্ণপ্রেমরসস্বরূপ; ভগবৎসেবক রুদ্র সেই প্রেমরস স্বীয় শিরে ধারণ করেন ॥১১৫॥

গঙ্গোদক পান করিলে যে পরম-মঙ্গল[illegible], তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একবার মাত্র 'গঙ্গা' এই শব্দ শুনিলেই জীবের ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। গঙ্গার কৃপায় জীবের শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণ স্ফূর্ত্তি পায় ॥১১৬॥

গঙ্গাতীরবাসী হিংস্র পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গগুলিও ভাগ্যবন্ত। গঙ্গাহীন দেশের অধিবাসী নানা সম্পদ্‌শালী ব্যক্তিগণেরও সেই সৌভাগ্য নাই ॥১১৯॥

'মহিমা' স্থানে 'উপমা' ও 'সমা' স্থানে 'সীমা' পাঠান্তর ॥১১৯॥

তথ্য। যোঽসৌনিরঞ্জনো দেবশ্চিৎস্বরূপী জনার্দ্দনঃ। স এব দ্রবরূপেণ গঙ্গাম্ভো নাত্র সংশয়ঃ॥ (কৃষ্ণসন্দর্ভ ৬৮ সংখ্যা) আনন্দ-নির্ঝরময়ীমরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দ-মকরন্দময়-প্রবাহাম্। তাং কৃষ্ণভক্তিমিব মূর্ত্তিমতিং স্রবন্তীঃ বন্দে মহেশ্বর-শিরোরুহকুন্দমালাম্॥ (শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা—২।৩) আরূঢ়া হরমূর্দ্ধানং যৎপাদস্পর্শগৌরবাৎ। ত্রৈলোক্য-পাবনাদ্‌গঙ্গা কিন্তস্য মহিমোচ্যতে॥ (ঐ ১।১৪) তথেতি রাজ্ঞাভিহিতং সর্ব্বলোকহিতঃ শিবঃ। দধারাবহিতো গঙ্গাং পাদপূতজলাং হরেঃ॥ (ভাঃ ৯।৯।৯)

নিত্যানন্দকে ভক্তগণের সান্ত্বনার্থ নবদ্বীপে প্রেরণ—

প্রভু বলে,—"শুন নিত্যানন্দ মহামতি !
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ-প্রতি ॥১২৭॥
শ্রীবাসাদি করি' যত সব ভক্তগণ।
সবার করহ গিয়া দুঃখ-বিমোচন ॥১২৮॥

প্রভুর নীলাচল-দর্শনের ইচ্ছা ও ভক্তগণের জন্য শান্তিপুরে অদ্বৈত-মন্দিরে অপেক্ষার কথা ভক্তগণকে জ্ঞাপনার্থ নিত্যানন্দকে অনুরোধ—

এই সব কথা তুমি কহিও সবারে।
আমি যাব নীলাচল-চন্দ্র দেখিবারে ॥১২৯॥
সবার অপেক্ষা আমি করি শান্তিপুরে।
রহিবাঙ শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের ঘরে ॥১৩০॥

প্রভুর ফুলিয়া-নগরে যাত্রা—

তাঁ' সবা' লইয়া তুমি আসিবা সত্বরে।
আমি যাই হরিদাসের ফুলিয়া নগরে ॥" ১৩১॥
নিত্যানন্দে পাঠাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলেন মহাপ্রভু ফুলিয়া-নগর ॥১৩২॥

অবধূত নিত্যানন্দ—

প্রভুর আজ্ঞায় মহা-মল্ল নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে চলিলেন পরম আনন্দ ॥১৩৩॥
প্রেম-রসে মহামত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায় ॥১৩৪॥
মত্ত-সিংহ-প্রায় প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
বিধি-নিষেধের পার বিহার সকল ॥১৩৫॥
ক্ষণেকে কদম্ববৃক্ষে করি' আরোহণ।
বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গ-মোহন ॥১৩৬॥
ক্ষণেকে দেখিয়া গোষ্ঠে গড়াগড়ি যায়।
বৎস-প্রায় হইয়া গাভীর দুগ্ধ খায় ॥১৭৩॥
আপনাআপনি সর্ব্ব-পথে নৃত্য করে।
বাহ্য নাহি জানে ডুবি' আনন্দ-সাগরে ॥১৩৮॥
কখন বা পথে বসি' করেন রোদন।
হৃদয় বিদরে তাহা করিতে শ্রবণ ॥১৩৯॥
কখনো হাসেন অতি মহা অট্টহাস।
কখনো বা শিরে বস্ত্র বান্ধি দিগ-বাস ॥১৪০॥
কখন বা স্বানুভাবে অনন্ত-আবেশে।
সর্প-প্রায় হইয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসে ॥১৪১॥
অনন্তের ভাবে প্রভু গঙ্গার ভিতরে।
ভাসিয়া যায়েন অতি দেখি মনোহরে ॥১৪২॥
অচিন্ত্য অগম্য নিত্যানন্দের মহিমা।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় কারুণ্যের সীমা ॥১৪৩॥

প্রভু-নিত্যানন্দের শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন—

এই মত গঙ্গা-মধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া।
নবদ্বীপে প্রভু-ঘাটে উঠিল আসিয়া ॥১৪৪॥
আপনা' সম্বরি নিত্যানন্দ-মহাশয়।
প্রথমে উঠিলা আসি' প্রভুর আলয় ॥১৪৫॥

সন্নিবেশ্য মনো যস্মিন্ শ্রদ্ধয়া মুনয়োঽমলাঃ। ত্রৈগুণ্যং দুস্ত্যজং হিত্বা সদ্যোযাতাস্তদাত্মতাম্ ॥—(ভাঃ ৯।৯।১৫) সর্ব্বং কৃতে যুগে পুণ্যং ত্রেতায়াং পুষ্করঃ স্মৃতম্। দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং গঙ্গা কলিযুগে স্মৃতা॥ (ভারত বনপর্ব্ব ৮৫।৯০) ন গঙ্গা সদৃশং তীর্থং ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ॥ (ভারত বনপর্ব্ব ৮৬।৯৬)

যস্যামলং দিব যশঃ প্রথিতং রসায়াং ভূমৌ চ তে ভুবন-মঙ্গল দিগ্বিতানম্। মন্দাকিনীতি দিবি ভোগবতীতি চাধো গঙ্গেতি চেহ চরণাম্বু পুনাতি বিশ্বম্। (ভাঃ ১০।৭০।৪৪) এবং ভাঃ ১০।৪১।১৩-১৬ দ্রষ্টব্য ॥

ততঃ সপ্তর্ষয়স্তৎপ্রভাবাভিজ্ঞা ইয়ং নন্থ তপস আত্যন্তিকী সিদ্ধিরেতাবতীতি ভগবতি সর্ব্বাত্মনি বাসুদেবেঽনুপরত-ভক্তিযোগলাভেনৈবোপেক্ষিতান্যার্থাত্মগতয়ো মুক্তি-মিবাগতাং মুমুক্ষব ইব সবহুমানমদ্যাপি জটাজুটৈরুদ্বহন্তি (ভাঃ ৫।১৭।৩) ধাতুঃ কমণ্ডলুজলং তদুরুক্রমস্য পাদাবনেজন-পবিত্রতয়া নরেন্দ্র। স্বর্ধুন্যভূন্নভসি সা পততী নিমার্ষ্টি লোক-ত্রয়ং ভগবতে বিশদেব কীর্ত্তিঃ॥ (ভাঃ৮।২১।৪) যজ্জলস্পর্শ-মাত্রেণ ব্রহ্মদণ্ডহতা অপি। সগরাত্মজা দিবং জগ্মুঃ কেবলং দেহভস্মভিঃ॥ ভস্মীভূতাঙ্গসঙ্গেন স্বর্যাতাঃ সগরাত্মজাঃ। কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া দেবীং সেবন্তে যে ধৃতব্রতাঃ॥ নহ্যেতৎ পরমাশ্চর্য্যং স্বর্ধুন্যা যদিহোদিতম্। অনন্তচরণাম্ভোজ-প্রসূতায়া ভবচ্ছিদঃ॥ (ভাঃ ৯।৯।১২-১৪) স্বর্ণীরে

অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দরের বিরহে অভিন্ন-যশোমতি শচীদেবীর কৃষ্ণ-বিরহোদ্দীপন—

আসিয়া দেখয়ে আই দ্বাদশ-উপবাস।
সবে কৃষ্ণ-ভক্তি-বলে দেহে আছে শ্বাস ॥১৪৬॥
যশোদার ভাবে আই পরম-বিহ্বল।
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেম-জল ॥১৪৭॥
যা'রে দেখে আই তাহারেই বার্ত্তা কয়।
"মথুরার লোক কি তোমরা সব হয় ? ১৪৮॥
কহ কহ রামকৃষ্ণ আছয়ে কেমনে ?॥"
বলিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা তখনে ॥১৪৯॥
ক্ষণে বলে আই "ওই বেণু শিঙ্গা বাজে।
অক্রূর আইলা কিবা পুনঃ গোষ্ঠ মাঝে ?" ১৫০॥
এই মত আই কৃষ্ণ-বিরহ-সাগরে।
ডুবিয়া আছেন বাহ্য নাহিক শরীরে ॥১৫১॥

শচীদেবী-সমীপে নিত্যানন্দের আগমন—

নিত্যানন্দ প্রভুবর হেনই সময়।
আইর চরণে আসি' দণ্ডবৎ হয় ॥১৫২॥
নিত্যানন্দে দেখি' সব ভাগবত-গণ।
উচ্চৈঃস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥১৫৩॥
"বাপ বাপ," বলি' আই হইলা মূর্চ্ছিত।
না জানিয়ে কে বা পড়য়ে কোন্ ভিত ॥১৫৪॥
নিত্যানন্দ প্রভুবর সবা' করি কোলে।
সিঞ্চিলেন সবার শরীর প্রেম-জলে ॥১৫৫॥

শ্রীনিত্যানন্দ কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর শান্তিপুরে আগমন-বার্ত্তা-জ্ঞাপন—

শুভ-বাণী নিত্যানন্দ কহেন সবারে।
"সত্বরে চলহ সবে প্রভু দেখিবারে ॥১৫৬॥
শান্তিপুর গেলা প্রভু আচার্য্যের ঘরে।
আমি আইলাঙ তোমা' সবা লইবারে ॥" ১৫৭॥
চৈতন্য-বিরহে জীর্ণ সর্ব্ব ভক্তগণ।
পূর্ণ হইলা শুনি' নিত্যানন্দের বচন ॥১৫৮॥
সবেই হইলা অতি আনন্দে বিহ্বল।
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণ-কোলাহল ॥১৫৯॥

উপবাসিনী শচীদেবী—

যে দিবস গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস।
সে দিবস হইতে আইর উপবাস ॥১৬০॥
দ্বাদশ-উপাস তান—নাহিক ভোজন।
চৈতন্য-প্রভাবে মাত্র আছয়ে জীবন ॥১৬১॥

নিত্যানন্দের শচীমাতাকে প্রবোধ-দান—

দেখি' নিত্যানন্দ বড় দুঃখিত-অন্তর।
আইরে প্রবোধি' কহে মধুর উত্তর ॥১৬২॥

তরুকোটবান্তরগতো গঙ্গে ! বিহঙ্গো বরং ত্বন্নীরে নবকান্ত-কারিণি ! বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ। নৈবান্যত্র মদান্ধ-সিন্ধুর-ঘটা-সঙ্ঘট্ট ঘণ্টা-রণৎকার-ত্রস্ত-সমস্ত-বৈরিবনিতা-লব্ধ স্তুতির্ভূপতিঃ ॥ উক্ষা পক্ষী তুরগ উরগঃ কোঽপি বা বারণো বাঽবারীণঃ স্যাং জনন-মরণ-ক্লেশদুঃখাসহিষ্ণুঃ। ন ত্বন্যত্র প্রবিরল-রণৎ-কঙ্কণ-ক্বাণমিশ্রং বারস্ত্রীভিশ্চ-মরমরুতা বীজিতো ভূমিপালঃ ॥ অভিনব বিষবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণো-র্মদনমথন-মৌলের্মালতী পুষ্প-মালা। জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষ[illegible]পিত কলি-কলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু ॥ যত্তৎ-তাল-তমাল শাল-সরল-ব্যালোল-বল্লী লতাচ্ছন্নং সূর্য্যকর প্রতাপ রহিতং শঙ্খেন্দু-কুন্দোজ্জ্বলম্। গন্ধর্ব্বামর-সিদ্ধ কিন্নর বধূ তুঙ্গস্তনা-স্ফলিতং স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলম্ ॥ গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারি চরণচ্যুতম্ ত্রিপুরারি শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্ ॥ পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি দূর প্রচারি গিরিরাজ গুহাবিদারি। ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজো-বিহারি গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি ॥ (বাল্মীকিঃ) বরমিহনীরে কমঠো মীনঃ কিম্বা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ। অথবা গব্যূতৌ শ্বপচে দীন স্তব দূরে ন নৃপতিকুলীনঃ ॥ (শ্রীশঙ্করাচার্য্য ॥ ১১৩-১২১ ॥

শ্রীজাহ্নবী—অবরদেশের অধিবাসিগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই এই দেশে অবতীর্ণ হইয়া প্রবাহিত হইয়াছেন, সুতরাং, গঙ্গার সমান বস্তু আর কোথায়ও নাই। স্বয়ং ভগবান্ হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় দাসদাসীর মহিমা বৃদ্ধি করিয়াছেন ॥ ১২১ ॥

'শ্রীবাসাদি করি যত সব ভক্তগণ' পাঠান্তরে 'শ্রীবাসাদি যত আছে ভাগবতগণ' ॥ ১২৮ ॥

"কৃষ্ণের রহস্য কোন্ না জান বা তুমি।
তোমারে বা কিবা কহিবারে জানি আমি॥১৬৩॥
তিলার্দ্ধেকো চিত্তে নাহি করিহ বিষাদ।
বেদেও কি পাইবেন তোমার প্রসাদ॥১৬৪॥
বেদে যাঁ'রে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু তোমার পুত্র—সবার জীবন॥১৬৫॥
হেন প্রভু বুকে হাত দিয়া আপনার।
আপনে সকল ভার লইল তোমার॥১৬৬॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
মোর দায় প্রভু বলিয়াছে বার বার॥১৬৭॥
ভাল হয় যেমতে, প্রভু সে ভাল জানে।
সুখে থাক তুমি দেহ সমর্পিয়া স্থানে॥১৬৮॥

উপবাসিনী শচীকে কৃষ্ণার্থে রন্ধন-কার্য্যে প্রবোচনা—

শীঘ্র গিয়া কর মাতা, কৃষ্ণের রন্ধন।
সন্তোষ হউক এবে সর্ব্ব ভক্ত-গণ॥১৬৯॥
তোমার হস্তের অন্নে সবাকার আশ।
তোমার উপবাসে সে কৃষ্ণের উপবাস॥১৭০॥
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মোহোর একান্ত তাহা খাইবার মন॥"১৭১॥
তবে আই শুনি' নিত্যানন্দের বচন।
পাসরি' বিরহ গেলা করিতে রন্ধন॥১৭২॥
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি' আই পুণ্যবতী।
অগ্রে দিয়া নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রতি॥১৭৩॥
তবে আই সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে অগ্রে দিয়া।
করিলেন ভোজন সবারে সন্তোষিয়া।১৭৪॥
পরম-সন্তোষ হইলেন ভক্তগণ।
দ্বাদশ-উপবাসে আই করিলা ভোজন॥১৭৫॥

নবদ্বীপবাসীর মহাপ্রভু-দর্শনার্থ ফুলিয়ায় যাত্রা—

তবে সর্ব্ব ভক্তগণ নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
প্রভু দেখিবারে সজ্জ করিলেন রঙ্গে॥১৭৬॥
এ সব আখ্যান যত নবদ্বীপবাসী।
শুনিলেন "গৌরচন্দ্র হইলা সন্ন্যাসী॥"১৭৭॥
শুনিয়া অদ্ভুত নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
সর্ব্বলোক 'হরি' বলি' বলে 'ধন্য ধন্য'॥১৭৮॥
ফুলিয়া নগরে প্রভু আছেন শুনিয়া।
দেখিতে চলিলা সব লোক হর্ষ হঞা॥১৭৯॥
কিবা বৃদ্ধ, কিবা শিশু, কি পুরুষ, নারী।
আনন্দে চলিলা সবে বলি' 'হরি হরি'॥১৮০॥

পূর্ব্ব পাষণ্ডিগণের অনুশোচনা ও নির্ব্বেদ—

পূর্ব্বে যে পাষণ্ডী সব করিল নিন্দন।
তা'রাও সপরিকরে করিল গমন॥১৮১॥

ফুলিয়া-নগর—রাণাঘাট ও শান্তিপুরের মধ্যে ফুলিয়া গ্রাম। নবদ্বীপ হইতে ভক্তগণ নৌকায় আসিয়া তথায় যোগদান করিলেন॥১৩১॥

'মহামত্ত' পাঠান্তরে 'মহামল্ল'॥১৩৩॥

'পার' পাঠান্তর 'পর'॥১৩৫॥

তথ্য। এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪০) সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ। বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ। বদেদুন্মত্তবদ্বিদ্বান্ গোচর্য্যাং নৈগমশ্চরেৎ॥ (ভাঃ ১১।১৮।২৮।২৯)॥১৩৫॥

'বৎস' পাঠান্তরে 'বচ্ছ'॥১৩৭॥

'ডুবি' পাঠান্তরে 'ডুবে'॥১৩৮॥

'স্বানুভাবে অনন্ত' পাঠান্তরে 'স্বানুভাবাবেশেন'॥১৪১॥

'স্রোতে' পাঠান্তরে 'মাঝে'॥১৪১॥

'ভিতর' পাঠান্তরে 'উপরে'॥১৪২॥

'অগম্য' পাঠান্তরে 'অগণ্য'॥

গঙ্গার পশ্চিম পারে কুলিয়ার অপর তট হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভাসিয়া ভাসিয়া গঙ্গার পূর্ব্বতটে মহাপ্রভুর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥১৪৪॥

'উঠিল' পাঠান্তরে 'মিলিলা'॥১৪৪॥

দ্বাদশ উপবাস—শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমায়াপুর হইতে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য কাটোয়ায় যাওয়া ও তথা হইতে রাঢ়দেশভ্রমণ প্রভৃতি ব্যাপারে দ্বাদশ দিন লাগিয়াছিল॥ এই দ্বাদশদিন শচীদেবী সর্ব্বপ্রকার ভোজ্য পানীয় হইতে বিরতা ছিলেন॥১৪৬॥

গূঢ়রূপে নবদ্বীপে লভিলেন জন্ম।
"না বুঝিয়া নিন্দা করিলাঙ তান ধর্ম্ম ॥১৮২॥
এবে লই গিয়া তান চরণে শরণ।
তবে সব অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥"১৮৩॥
এই মতে বলি' লোক মহানন্দে ধায়।
হেন নাহি জানি লোক কত পথে যায় ॥১৮৪॥

'শ্রীচৈতন্য'-নাম-শ্রবণে শ্রীচৈতন্য-দর্শনার্থ
গণসমষ্টির ফুলিয়া-যাত্রা—

অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হৈল খেয়াঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে ॥১৮৫॥
কেহ বান্ধে ভেলা কেহ ঘট বুকে করে।
কেহ বা কলার গাছ ধরিয়া সাঁতারে ॥১৮৬॥
কত বা হইল লোক নাহি সমুচ্চয়।
যে যেমতে পারে, সেইমতে পার হয় ॥১৮৭॥
গর্ভবতী নারী চলে ঘন শ্বাস বয়।
চৈতন্যের নাম করি সেহ পার হয় ॥১৮৮॥

অন্ধ, খোঁড়া লোক সব চলে সাথে সাথে।
চৈতন্যের নামেতে প্রশস্ত পথ দেখে ॥১৮৯॥
সহস্র সহস্র লোক এক নায়ে চড়ে।
কত দূর গিয়া মাত্র নৌকা ডুবি পড়ে ॥১৯০॥
তথাপিহ চিত্তে কেহ বিষাদ না করে।
ভাসে সর্ব্ব লোক 'হরি' বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥১৯১॥
হেন সে আনন্দ জন্মি আছয়ে অন্তরে।
সর্ব্ব-লোক ভাসে মহা আনন্দসাগরে ॥১৯২॥
যে না জানে সাঁতারিতে, সেও ভাসে সুখে।
ঈশ্বর-প্রভাবে কূল পায় বিনা দুঃখে ॥১৯৩॥
কত দিকে লোক পার লয় নাহি জানি।
সবে মাত্র চতুর্দ্দিগে শুনি হরি-ধ্বনি ॥১৯৪॥
এই মত আনন্দে চলিলা সব লোক।
পাসরিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা গৃহ-ধর্ম্ম-শোক ॥১৯৫॥
আইল সকল লোক ফুলিয়া-নগরে।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া 'হরি' বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥১৯৬॥

'বহয়ে' পাঠান্তরে 'বহই' ॥১৪৭॥

আর্য্যা শচীদেবী শ্রীগৌরসুন্দরের অভাবে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা কি মথুরার লোক? রাম-কৃষ্ণের সংবাদ কি?' অক্রূরের আগমন প্রভৃতির আশঙ্কা ও রামকৃষ্ণের বেণুশিঙ্গা প্রভৃতির ধ্বনি উপলব্ধি করিতে-ছিলেন ॥১৪৮॥

'বেণু' পাঠান্তরে 'শুনি' ॥১৫০॥

তথ্য। অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্। গোপান্ ব্রজঞ্চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্॥ অপ্যায়াস্যতি গোবিন্দঃ স্বজনান্ সকৃদীক্ষিতুম্। তর্হি দ্রক্ষ্যাম তদ্বক্ত্রং সুনসং সুস্মিতেক্ষণম্॥ (ভাঃ ১০।৪৬।১৮-১৯) ॥১৪৭-১৫০॥

তথ্য। ভাঃ ১০।৩৮-৩৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥১৫০॥

'এই মত আই কৃষ্ণ' পাঠান্তরে 'এইমত শচী আই' ॥১৫১॥

'জীর্ণ সর্ব্ব' পাঠান্তরে 'সব দগ্ধ' ॥১৫৮॥

তথ্য। প্রবয়াঃ স্থবিরো বৃদ্ধো জীনো জীর্ণো জরন্নপি। (অমরকোষ) সমগ্রং সকলং পূর্ণমখণ্ডং স্যাদনূনকে॥ পূর্ণস্তু পূরিতে। (অমরকোষ) ॥১৫৮॥

'কহে মধুর' পাঠান্তরে 'কিছু কহেন' ॥১৬২॥

বেদশাস্ত্র স্বাধ্যায়-নিরত জনগণকে অনুগ্রহ করেন। ঐ বেদ শচীদেবীর অনুগ্রহ পাইবার প্রার্থী। যেহেতু স্বয়ং-রূপ ভগবান্—শ্রীশচী-পুত্ররূপে নিত্য বিরাজমান। শচী-নন্দনের আরাধনা করিবার জন্যই বেদশাস্ত্র সর্ব্বদা উদ্গ্রীব ও উন্মুখ ॥১৬৪॥

'নাহি করিহ বিষাদ' পাঠান্তরে 'না করিহ অবসাদ' ॥১৬৪॥

তথ্য। নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ। স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগ-ভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজ-সুধাঃ॥ (ভাঃ ১০।৮৭।২৩) ॥১৬৫॥

শ্রীনিত্যানন্দ শচীদেবীকে বলিলেন যে, যখন তাঁহার পুত্র তাঁহার সকল ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তোমার আর চিন্তার কারণ নাই। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক, উভয় জগতেরই তিনি একমাত্র পালক। বাৎসল্য-রসের আশ্রয়-বিগ্রহ ভগবানের পিতৃমাতৃবর্গ সকলেই সর্ব্বতোভাবে ভগবানে সমর্পিতাত্মা। সুতরাং এই সকল বিষয় বুঝিয়া যাহা স্থির হয়, তদ্রূপ শচীদেবী অনুষ্ঠান করিতে পারেন ॥১৬৮॥

গণ-মুখে উচ্চ হরিধ্বনি সংকীর্ত্তন-পিতা গৌরসুন্দরকে আকর্ষণ—

শুনিয়া অপূর্ব্ব অতি উচ্চ হরি-ধ্বনি।
বাহির হইলা তবে ন্যাসি-শিরোমণি ॥১৯৭॥

নাম-কীর্ত্তনপর গৌরসুন্দরের সকলকে দর্শনদান—

কি অপূর্ব্ব শোভা সে কহিলে কিছু নয়।
কোটিচন্দ্র হেন আসি' করিল উদয় ॥১৯৮॥
সর্ব্বদা শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে হরে'।
বলিতে আনন্দ-ধারা নিরবধি ঝরে ॥১৯৯॥

লোকের আর্ত্তি—

চতুর্দ্দিগে সর্ব্ব লোক দণ্ডবত হয়।
কে কা'র উপরে পড়ে নাহি সমুচ্চয় ॥২০০॥
কণ্টক ভূমিতে লোক নাহি করে ভয়।
আনন্দিত সর্ব্ব লোক দণ্ডবত হয় ॥২০১॥
সর্ব্ব লোক 'ত্রাহি ত্রাহি' বলে হাত তুলি'।
এমত করয়ে গৌরচন্দ্র কুতুহলী ॥২০২॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক একত্র হইল।
কি প্রান্তর কিবা গ্রাম সকল পূরিল ॥২০৩॥
নানা গ্রাম হইতে লোক লাগিল আসিতে।
কেহো নাহি যায় ঘর সে মুখ দেখিতে ॥২০৪॥

ফুলিয়ায় লোকারণ্য ও গৌরচন্দ্রমুখ দর্শন—

হইতে লাগিল বড় লোকের গহন।
'ফুলিয়া' পূরিল সব নগর কানন ॥২০৫॥
দেখি' গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ মনোহর।
সর্ব্ব লোক পূর্ণ হৈল বাহির অন্তর ॥২০৬॥

প্রভুর ফুলিয়া হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে গমন—

তবে প্রভু কৃপাদৃষ্টি করিয়া সবারে।
চলিলেন শান্তিপুর-আচার্য্যের ঘরে ॥২০৭॥

অদ্বৈতাচার্য্যের গৌরভক্তি—

সম্ভ্রমে অদ্বৈত দেখি' নিজ প্রাণনাথ।
পাদপদ্মে পড়িলেন হই' দণ্ডপাত ॥২০৮॥
আর্ত্তনাদে লাগিলেন ক্রন্দন করিতে।
না ছাড়েন পাদপদ্ম দুই বাহু হৈতে ॥২০৯॥
শ্রীচরণ অভিষেক করি' প্রেমজলে।
দুই হস্তে তুলি প্রভু লইলেন কোলে ॥২১০॥
আচার্য্য ভাসিলা ঠাকুরের প্রেমজলে।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই' পড়ে পদতলে ॥২১১॥
স্থির হই' ঠাকুর বসিলা কতক্ষণে।
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত-ভবনে ॥২১২॥

শিশু অচ্যুতানন্দ—

দিগম্বর শিশুরূপ অদ্বৈত-তনয়।
নাম 'শ্রীঅচ্যুতানন্দ' মহাজ্যোতির্ম্ময় ॥২১৩॥
পরম সর্ব্বজ্ঞ তিহোঁ অচিন্ত্যপ্রভাব।
যোগ্য অদ্বৈতের পুত্র সেই মহাভাগ ॥২১৪॥
ধূলাময় সর্ব্ব অঙ্গ, হাসিতে হাসিতে।
জানিয়া আইলা প্রভু-চরণ দেখিতে ॥২১৫॥

পাসরি—ভুলিয়া ॥১৭২॥

সজ্জ—সজ্জা, আয়োজন ॥১৭৬॥

গৌরবিরোধী পাষণ্ডীগণ যাহারা শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থান-কালে নিন্দা করিয়াছিল, তাহারাও সকলেই অপরাধ-খণ্ডন-মানসে 'ফুলিয়া' নগরে শ্রীমহাপ্রভু আছেন জানিয়া যাত্রা করিল ॥ ১৮২ ॥

তথ্য। ত্বয়ি বিপ্রতিপন্নস্য তমেব শরণং মম। ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্ ॥ (স্কান্দে মহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ডে ৭।১০১) ॥১৮২-১৮৩॥

খেয়ারি—খেয়াঘাটের মাঝি ॥১৮৫॥

নৃসিংহদেব-পল্লীর নিকট যে বর্ত্তমান বাগ্‌দেবীর খাল গঙ্গায় পড়িয়াছে, সেই স্থানে মহাপ্রভুর প্রকটকালে সরস্বতী বা খড়িয়া-নদী মিলিত হইয়াছিল। শ্রীমায়াপুর হইতে আরম্ভ করিয়া সুবর্ণবিহার, গোদ্রুম ও মধ্যদ্বীপ প্রভৃতি পার হইয়া খড়িয়ার 'খেয়া ঘাট' অবস্থিত ছিল। সে-স্থানে নদী পার হইয়া নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুর ও ফুলিয়ায় যাইতে হইত। সে-সময়ে নবদ্বীপ-নগর বেশ বিস্তৃত ছিল ॥১৮৫॥

সমুচ্চয়—সংখ্যা ॥১৮৭॥

খোঁড়া—খঞ্জ শব্দজ, পঙ্গু ॥১৮৯॥

গহন—ভিড় ॥২০৫॥

তথ্য। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।

শিশু-অচ্যুতানন্দের গৌরপদতলে লুণ্ঠন ও প্রভুর অচ্যুতকে ক্রোড়ে স্থাপন—

আসিয়া পড়িলা গৌরচন্দ্র-পদতলে।
ধূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে ॥২১৬॥
প্রভু বলে—"অচ্যুত, আচার্য্য মোর পিতা।
সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় দুই-ভ্রাতা ॥" ২১৭॥

বালক অচ্যুতের মুখে সিদ্ধান্ত-কথা—

অচ্যুত বলেন,—"তুমি দৈবে জীব-সখা।
সবাকার বাপ তুমি এই বেদে লেখা ॥" ২১৮॥
'হাসে' প্রভু ভক্তগণ অচ্যুত-বচনে।
বিস্ময় সবার বড় উপজিল মনে ॥২১৯॥
"এ সকল কথা ত শিশুর কভু নয়।
না জানি বা জন্মিয়াছে কোন্ মহাশয়!" ২২০॥

শ্রীনিত্যানন্দের ভক্তগণ-সঙ্গে নদীয়া হইতে আগমন—

হেনই সময়ে শ্রীঅনন্ত-নিত্যানন্দ।
আইলা নদীয়া হৈতে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ ॥২২১॥
শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ দেখিয়া ঠাকুর।
লাগিলেন হরিধ্বনি করিতে প্রচুর ॥২২২॥
দণ্ডবত হইয়া সকল ভক্তগণ।
ক্রন্দন করেন সবে ধরি' শ্রীচরণ ॥২২৩॥

প্রভুর স্নেহ-কৃপা ও ভক্তগণের জীব-বন্ধন-বিনাশন আনন্দ-ক্রন্দন—

সবারে করিলা প্রভু আলিঙ্গন-দান।
সবেই প্রভুর নিজ-প্রাণের সমান ॥২২৪॥
আর্ত্তনাদে রোদন করয়ে ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হয় সকল ভুবন ॥২২৫॥
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে কান্দে সে সুকৃতি জন।
সে ধ্বনি-শ্রবণে সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন ॥২২৬॥
চৈতন্য-প্রসাদে ব্যক্ত হৈল হেন-ধন।
ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ রস ভুঞ্জে যে তে জন ॥২২৭॥

মহাপ্রভুর নৃত্যারম্ভ—

ভক্তগণ দেখি' প্রভু পরম-হরিষে।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু নিজ-প্রেম-রসে ॥২২৮॥
সত্বরে গাইতে লাগিলেন ভক্তগণ।
'বোল বোল' বলি প্রভু গর্জ্জে ঘনে ঘন ২২৯॥

নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের ব্যবহার—

ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদ-ধূলী ॥২৩০॥

মহাপ্রভুর অতিমর্ত্ত্য কৃষ্ণ-প্রেম-লাস্য—

অশ্রু, কম্প, পুলক, হুঙ্কার, অট্টহাস।
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গীর প্রকাশ ॥২৩১॥
কিবা সে মধুর পদ-চালন-ভঙ্গিমা।
কিবা সে শ্রীহস্ত-চালনাদির মহিমা ॥২৩২॥
কি কহিব সে বা প্রেম-রসের মাধুরী।
আনন্দে তুলিয়া বাহু বলে 'হরি হরি' ॥২৩৩॥
রসময় নৃত্য অতি অদ্ভুত-কথন।
দেখিয়া পরমানন্দে ডুবে ভক্তগণ ॥২৩৪॥

(মুণ্ডক ১।১।৯) সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিজ্ঞানাৎ সর্ব্ব সর্ব্বগযো যতঃ ॥ (কৌর্ম্মে) ॥ ২১৪ ॥

১৪৩১ শকাব্দায় যখন শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে গিয়াছিলেন, সেই-কালে অচ্যুতানন্দ পাঁচ-বৎসরের শিশুমাত্র ছিলেন। শ্রীঅচ্যুতানন্দ সম্ভবতঃ ১৪২৬ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সেই শিশু মহাপ্রভু[illegible]লেন—"তুমি জীবমাত্রেরই সখা, শ্রুতিশাস্ত্র তোমাকেই 'আকর-বস্তু' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।" 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' এবং "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" প্রভৃতি শ্রুতি-বচন-সমূহের উদ্দিষ্ট বস্তু বলিয়া শ্রীচৈতন্যকে নির্ণয় করিলেন ॥২১৮॥

তথ্য। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ (মুণ্ডক ৩।১।১, শ্বেঃ ৪।৬-৭) দ্বৌ সুপর্ণৌ ভবতো, ব্রহ্মণোঽংশভূত স্তথেতরো ভোক্তা ভবতি, অন্যো হি সাক্ষীভবতীতি॥ (গোপালোত্তরতাপনি ১।১৮) সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে। একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্ ॥ (ভাঃ ১১।১১।৬) ন যস্য সখ্যং পুরুষোঽবৈতি সখ্যুঃ সখা বসন্ সংবসতঃ পুরেঽস্মিন্। গুণো যথা গুণিনো ব্যক্তদৃষ্টে তস্মৈ মহেশায় নমস্করোমি ॥ (ভাঃ ৬।৪।২৪) ॥২১৮॥

হারাইয়াছিলা প্রভু সর্ব্বভক্তগণ।
হেন প্রভু পুনর্ব্বার দিলা দরশন ॥২৩৫॥
আনন্দে নাহিক বাহ্য কাহারো শরীরে।
প্রভু বেঢ়ি' সভেই উল্লাসে নৃত্য করে ॥২৩৬॥
কেবা কা'র গা'য়ে পড়ে কেবা কা'রে ধরে।
কেবা কা'র চরণ ধরিয়া বক্ষে করে ॥২৩৭॥
কে বা কা'রে ধরি' কান্দে, কে বা কিবা বোলে।
কেহো কিছু না জানে প্রেমের কুতূহলে ॥২৩৮॥
সপার্ষদে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
এমত অপূর্ব্ব হয় পৃথিবী-ভিতর ॥২৩৯॥

কেবল 'হরিবোল'-ধ্বনি—

"হরি বোল হরি বোল হরি বোল ভাই!"
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই ॥২৪০॥
কি আনন্দ হইল সে অদ্বৈত-ভবনে।
সে মর্ম্ম জানেন সবে সহস্রবদনে ॥২৪১॥
আপনে ঠাকুর তবে ধরি' জনে জনে।
সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে করে প্রেম-আলিঙ্গনে ॥২৪২॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
বিশেষ আনন্দে মত্ত হয় ভক্তগণ ॥২৪৩॥

হরি-নাম-হুঙ্কারে নব-নবায়মান প্রেমোন্মাদ-প্রকাশ—

'হরি' বলি সর্ব্ব-গণে করে সিংহনাদ।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আরো সবার উন্মাদ ॥২৪৪॥
সাঙ্গোপাঙ্গে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের পতি।
পদভরে টলমল করে বসুমতী ॥২৪৫॥
নিত্যানন্দ প্রভুবর পরম-উদ্দাম।
চৈতন্য বেঢ়িয়া নাচে মহাজ্যোতির্ধাম ॥২৪৬॥
আনন্দে অদ্বৈত নাচে—করয়ে হুঙ্কার।
সবেই চরণ ধরে—যে পায় যাহার ॥২৪৭॥
নবদ্বীপে যেন হৈল আনন্দ-প্রকাশ।
সেইমত নৃত্য, গীত, সকল বিলাস ॥২৪৮॥

মহাপ্রভুর বিষ্ণু-খট্টায় উপবেশন—

কথোক্ষণে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
স্বানুভাবে বৈসে বিষ্ণুখট্টার উপর ॥২৪৯॥
জোড়হাতে সবে রহিলেন চারি-ভিতে।
প্রভু লাগিলেন নিজ-তত্ত্ব প্রকাশিতে ॥২৫০॥

স্বমুখে নিজতত্ত্ব-প্রকাশ—

"মুঞি কৃষ্ণ, মুঞি রাম, মুঞি নারায়ণ।
মুঞি মৎস্য, মুঞি কূর্ম্ম, বরাহ, বামন ॥২৫১॥
মুঞি বুদ্ধ, কল্কি, হংস, মুঞি হলধর।
মুঞি পৃশ্নিগর্ভ, হয়গ্রীব, মহেশ্বর ॥২৫২॥
মুঞি নীলাচলচন্দ্র, কপিল, নৃসিংহ।
দৃশ্যাদৃশ্য সব মোর চরণের ভৃঙ্গ ॥২৫৩॥
মোর যশ, গুণগ্রাম বোলে সর্ব্ববেদে।
মোহারে সে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি সেবে ॥২৫৪॥

সহস্রবদন—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ॥ ২৪১ ॥

তথ্য। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ (কঠ ১।৩।১৫) সহস্রশিরসং সাক্ষাদ্‌যমনন্তং প্রচক্ষতে। সঙ্কর্ষণাখ্যং পুরুষং ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ম্ ॥ (ভাঃ ৩।২৬।২৫) ভাঃ ১০।৬৮।৪৬ দ্রষ্টব্য। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩২) ॥২৪৫॥

তথ্য। ভাঃ ১ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥২৫২॥

নীলাচলচন্দ্র—শ্রীজগন্নাথ পুরুষোত্তম ॥২৫৩॥

তথ্য। বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মঃ বরাহো নৃসিংহো বামনো রামঃ রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধঃ কল্কিরহং শতধাহং সহস্রধাহমমিতোঽহমনন্তো নৈবৈতে জায়ন্তে নৈতেষামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্ব এব হ্যেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাপরমানন্দঃ॥ (ইতি চতুর্ব্বেদশিখায়াং)। নমঃ কারণমৎস্যায় প্রলয়াব্ধিচরায় চ। হয়শীর্ষ্ণে নমস্তুভ্যং মধুকৈটভমৃত্যবে ॥ অকূপারায় বৃহতে নমো মন্দরধারিণে। ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায় নমঃ শূকরমূর্ত্তয়ে ॥ নমস্তেঽদ্ভুত-সিংহায় সাধুলোকভয়াপহ। বামনায় নমস্তুভ্যং ক্রান্তত্রিভুবনায় চ॥ নমো ভৃগূণাং পতয়ে দৃপ্তক্ষত্রবনচ্ছিদে। নমস্তে রঘুবর্য্যায় রাবণান্তকরায় চ ॥ নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥ নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যদানবমোহিনে। ম্লেচ্ছপ্রায়-ক্ষত্রহন্ত্রে নমস্তে কল্কিরূপিণে ॥—(ভাঃ ১০।৪০।১৭—২২) মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহ-বরাহহংসরাজন্যবিপ্রবিবুধেষু

বিপদ্‌বারণ মধুসূদন—

মুঞি সর্ব্ব-কালরূপী ভক্তগণ বিনে।
সকল আপদ খণ্ডে মোহার স্মরণে ॥২৫৫॥

পাণ্ডব-বান্ধব পরমেশ্বর—

দ্রৌপদীরে লজ্জা হৈতে মুঞি উদ্ধারিলুঁ।
জউ-গৃহে মুঞি পঞ্চ-পাণ্ডবে রাখিলুঁ ॥২৫৬॥

আর্ত্তবন্ধু—

বৃকাসুর বধি' মুঞি রাখিলুঁ শঙ্কর।
মুঞি উদ্ধারিলু মোর গজেন্দ্র কিঙ্কর ॥২৫৭॥

ভক্ত-রক্ষক—

মুঞি সে করিলু প্রহ্লাদেরে বিমোচন।
মুঞি সে করিলু গোপবৃন্দের রক্ষণ ॥২৫৮॥

মুঞি সে করিলুঁ পূর্ব্বে অমৃতমন্থন।
বঞ্চিয়া অসুর, রক্ষা কৈলুঁ দেবগণ ॥২৫৯॥

ভক্তদ্রোহী-বিনাশক—

মুঞি সে বধিলুঁ মোর ভক্তদ্রোহী কংস।
মুঞি সে করিলুঁ দুষ্ট রাবণ নির্ব্বংশ ॥২৬০॥

দর্পহারী ভগবান্—

মুঞি সে ধরিলুঁ বাম-হাতে গোবর্দ্ধন।
মুঞি সে করিলুঁ কালি-নাগের দমন ॥২৬১॥

সনাতনধর্ম্মবর্ম্মা যুগাবতারী—

মুঞি করো সত্যযুগে তপস্যা-প্রচার।
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ লাগি' করোঁ অবতার ॥২৬২॥

কৃতাবতারঃ। ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ, ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥ (ভাঃ ১০।২।৪০) ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈর্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্। ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্ ॥ (ভাঃ ৭।৯।৩৮-৩৯) আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ। (ভাঃ ১০।৮।১৩) ॥ ২৫১-২৫৩ ॥

তথ্য। দাসভূতমিদং তস্য ব্রহ্মাদ্যসকলং জগৎ। দাসভূতমিদং তস্য জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ (পাদ্মোত্তরে) স্বামীত্বং তু হরেরেব মুখ্যমন্যত্র ভৃত্যতা ॥ (মধ্ব ভাগবত-তাৎপর্য্য ৫।১০।১১) এবং ভাঃ ১০।৬৮।৩৭ দ্রষ্টব্য ॥২৫৩॥

তথ্য। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ (গীঃ ১৫।১৫) দেবোঽসুরো মনুষ্যো বা যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা। ভজন্মুকুন্দ-চরণং স্বস্তিমান্ স্যাদ্যথা বয়ম্ ॥ (ভাঃ ৭।৭।৫০) এয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ। উপগীয়মান-মাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্ ॥ (ভাঃ ১০।৮।৪৫) ॥২৫৪॥

তথ্য। ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শা[illegible] নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ। যেষামহং [illegible] আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥ (ভাঃ ৩।২৫।৩৮) অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি (ভাঃ ১২।১২।৫৫) এবং ভাঃ ১২।৩।৪৫ ও ৬।২।১৯ দ্রষ্টব্য। একঙ্গশো ন দ্বিতীয় ইতি সর্ব্বাদিসর্গতঃ। ন হি নশ্যন্তি তদ্ভক্তাঃ প্রকৃতি-প্রাকৃতে-লয়ে ॥ তস্য ভক্তোত্তমানাং চ সততং স্মরণেন চ। আয়ুর্বয়ো ন হি ভবেৎ কথং মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ন বাসুদেব-ভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ। তেষাং ভক্তোত্তমানাঞ্চ সততং স্মরণেন চ ॥ (নাবদ-পঞ্চরাত্র ১।১৪।২৪-২৬) ॥২৫৫॥

জউগৃহে—জতু-গৃহে (গালার ঘরে) ॥২৫৬॥

তথ্য। দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ—মহাভারত সভাপর্ব্ব ৬৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ২৫৬ ॥

তথ্য। জতুগৃহ হইতে কৃষ্ণকর্ত্তৃক পঞ্চপাণ্ডবেব রক্ষা—মহাভাবত আদিপর্ব্ব ১৪১-১৪৯ অধ্যায় ॥২৫৬॥

তথ্য। 'বৃকাসুর বধি' মুঞি বাখিলুঁ শঙ্কর'—ভাঃ ১০।৮৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥২৫৭॥

তথ্য। শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধ ২।৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥২৫৭॥

তথ্য। প্রহ্লাদ-বিমোচন ভাঃ ৭।৮ দ্রষ্টব্য ॥২৫৮॥

তথ্য। গোপবৃন্দের রক্ষণ—ভাঃ ১০।১৫, ১০।১৯, ১০।২৫ অধ্যায দ্রষ্টব্য ॥২৫৮॥

তথ্য। বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালবাক্ষসাদ্বর্ষমারুতবৈদ্যুতানলাৎ। বৃষ-ময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদ্ ঋষভ [illegible] বয়ংরক্ষিতা মুহুঃ। (ভাঃ ১০।৩১।৩) ॥২৫৮॥

তথ্য। অমৃতমন্থন—ভাঃ ৮।৭-১০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥২৫৯॥

তথ্য। কংসবধ—ভাঃ ১০।৪৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥২৬০॥

তথ্য। রাবণ-নির্ব্বংশ—রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১০৯-১১১ সর্গ ॥২৬০॥

তথ্য। গোবর্দ্ধন-ধারণ—ভাঃ ১০।২৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥

তথ্য। কালীয়নাগের দমন—ভাঃ ১০।১৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥২৬১॥

এই মুঞি অবতীর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজাধর্ম্ম বুঝাইলুঁ সকল লোকেরে ॥২৬৩॥

অবতার-তত্ত্ব—বেদগুহ্য—

কত মোর অবতার বেদেও না জানে।
সম্প্রতি আইলুঁ মুঞি কীর্ত্তন-কারণে ॥২৬৪॥
কীর্ত্তন আরম্ভে প্রেমভক্তির বিলাস।
অতএব কলিযুগে আমার প্রকাশ ॥২৬৫॥
সর্ব্ব বেদে পুরাণে আশ্রয় মোর চায়।
ভক্তের আশ্রমে মুঞি থাকোঁ সর্ব্বদায় ॥২৬৬॥

ভক্তপ্রাণ ভগবান্—

ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতা, মাতা, বন্ধু, পুত্র, ভাই ॥২৬৭॥

সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তবশ ভগবান্—

যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র-বিহার।
তথাপিহ ভক্তবশ-স্বভাব আমার ॥২৬৮॥

পরিকর-বৈশিষ্ট্যের নিত্যত্ব প্রতিপাদন—

তোমরা সে জন্মজন্ম সংহতি আমার।
'তোমা' সবা' লাগি মোর সর্ব্ব অবতার ॥২৬৯॥
তিলার্দ্ধেকো আমি তোমা' সবারে ছাড়িয়া।
কোথাও না থাকি সবে সত্য জান ইহা ॥" ২৭০॥

ভক্তগণের আনন্দ-ক্রন্দন—

এইমত প্রভু তত্ত্ব কহে করুণায়।
শুনি' সব ভক্তগণ কান্দে উর্দ্ধ-রায় ॥২৭১॥
পুনঃ পুনঃ সবে দণ্ডপ্রণাম করিয়া।
উঠেন পড়েন কাকু করেন কান্দিয়া ॥২৭২॥
কি আনন্দ হইল সে অদ্বৈতের ঘরে।
যে রস হইল পূর্ব্বে নদীয়া নগরে ॥২৭৩॥

পূর্ব্বদুঃখ বিদূরণ—

পূর্ণমনোরথ হইলেন ভক্তগণ।
যতেক পূর্ব্বের দুঃখ হইল খণ্ডন ॥২৭৪॥

ভক্তদুঃখহারী ভগবানের ভজন জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য—

প্রভু সে জানেন ভক্ত-দুঃখ খণ্ডাইতে।
হেন প্রভু দুঃখী জীব না ভজে কেমতে ॥২৭৫॥

অদোষদর্শী, দয়ার সাগর গৌরচন্দ্র—

করুণাসাগর গৌরচন্দ্র মহাশয়।
দোষ নাহি দেখে প্রভু, গুণমাত্র লয় ॥২৭৬॥

তথ্য। কৃতে যদ্ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫২) কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩২) ইত্যোহং কৃতসন্ন্যাসোঽবতরিষ্যামি কলৌ চতুঃসহস্রাব্দোপরি পঞ্চ-সহস্রাভ্যন্তরে গৌরবর্ণো দীর্ঘাঙ্গঃ সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ঈশ্বরপ্রার্থিতো নিজরসাস্বাদো মিশ্রাখ্যো বিদিতযোগোঽস্যাম্॥ (অথর্ব্ববেদ তৃতীয়কাণ্ড-ধৃত বিষ্ণুসহস্রনাম।) ॥ ২৬২-২৬৫ ॥

তথ্য। সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি (কঠ ১।২।১৭) মার্গন্তি যত্তে মুখপদ্মনীড়ৈশ্ছন্দঃ সুপর্ণৈর্ঋষয়ো বিবিক্তে॥ (ভাঃ ৫।৩।৪১) যদ্বিশ্রুতিঃ শ্রুতিনুতেদমলং পুনাতি পাদাবনেজন-পয়শ্চবচশ্চ শাস্ত্রম্॥ (ভাঃ ১০।৮২।২৯) অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ (ভাঃ ৯।৪।৬৩) নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা। শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা। (ভাঃ ৯।৪।৬৪) ন হি ভক্তাৎ পরশ্চাত্মা প্রাণাশ্চাবয়বাদয়ঃ। ন লক্ষ্মী-রাধিকা-বাণী-স্বয়ম্ভু-শম্ভুরেব চ। ভক্তপ্রাণো হি কৃষ্ণস্য কৃষ্ণ-প্রাণা হি বৈষ্ণবাঃ। ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণশ্চ বৈষ্ণবাং তথা॥ (নারদ পঃ ১।২।৩৫-৩৬) যথা প্রিয়াঽভিযুক্তোঽহং তথা ভক্তো মম প্রিয়ঃ॥ (গোপালতাপনি উত্তর তাঃ ৫৩) ॥ ২৬৭ ॥

তথ্য। ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥ (ভাঃ ৯।৪।৬৬) ॥ ২৬৮ ॥

তথ্য। ভাঃ ৯।৪।৬৩—৬৮ দ্রষ্টব্য ॥ ২৬৮ ॥

তথ্য। ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথোনন্নু নাথ পুংসাম্। যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ (ভাঃ ৩।৯।১১) নমস্তে দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর। ভক্তেচ্ছোপাত্তরূপায়

ঐশ্বর্য্য-সম্বরণ ও বাহ্য-প্রকাশ—

ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া মহাবীর।
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু হইলেন স্থির ॥২৭৭॥

ভক্তগণসহ স্নান-ভোজনাদি লীলা—

সবারে লইয়া প্রভু গঙ্গাস্নানে গেলা।
জাহ্নবীতে বহুবিধ জলক্রীড়া কৈলা ॥২৭৮॥
সবার সহিত আইলেন করি' স্নান।
তুলসীরে প্রদক্ষিণ করি' জলদান ॥২৭৯॥
বিষ্ণুগৃহে প্রদক্ষিণ নমস্কার করি'।
সবা' লই' ভোজনে বসিলা গৌরহরি ॥২৮০॥

বৃন্দাবনীয় লীলাব পুনবাবৃত্তি—

মধ্যে বসিলেন প্রভু নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
চতুর্দ্দিগে সর্ব্ব-গণ বসিলেন রঙ্গে ॥২৮১॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন—প্রভু প্রফুল্ল-বদন।
ভোজন করেন চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ ॥২৮২॥
বৃন্দাবন-মধ্যে যেন গোপগণ-সঙ্গে।
রামকৃষ্ণ ভোজন করেন সেই রঙ্গে ॥২৮৩॥
সেই সব কথা প্রভু সবারে কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥২৮৪॥
কার শক্তি আছে ইহা সব বর্ণিবারে।
তাঁহার কৃপায় যেই বোলান যাহারে ॥২৮৫॥

ভক্তগণেব প্রভুব অবশেষ-
পাত্র-লুণ্ঠন—

ভোজন করিয়া প্রভু চলিলেন মাত্র।
ভক্তগণ লুঠি' খাইলেন শেষ-পাত্র ॥২৮৬॥

পবমাত্মন্ নমোঽস্ত তে ॥ (ভাঃ।১০।৫৯।২৫) ॥ ১০।২৭।১১ দ্রষ্টব্য ॥২৬৯॥

উর্দ্ধ বায়—উচ্চৈঃস্ববে ॥ ২৭১ ॥

কাকু—কাকুতি-মিনতি ॥২৭২॥

ভগবান্ জীবেব দুঃখে কাতব হইয়া সেই দুঃখেব বিমোচন-কল্পে কতই না দয়া কবিযা থাকেন। কিন্তু জীব অকৃতজ্ঞতাবশে তাঁহাকে ভজন কবে না। প্রত্যুপকাব-বুদ্ধিতেও যদি দুঃখী জীবগণ তাঁহাকে তাহাদের দুঃখেব অবসানকাবী জানিযা ভজন কবে, তাহা হইলেও ভগবদ্বৈমুখ্য হইতে পবিত্রাণ পায় ॥২৭৫॥

তথ্য। নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নাবদ ॥ (পাদ্মোত্তরে ৭১ অধ্যায়)—২৭০॥ তরতি শোকং তবতি পাপ্মানং (মুণ্ডক ৩।২।৯) নান্যং ততঃ পদ্মপলাশলোচনাদ্দুঃখচ্ছিদং তে মৃগয়ামি কঞ্চন। যো মৃগ্যতে হস্তগৃহীতপদ্মযা, শ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিমৃগ্যমাণয়া ॥ (ভাঃ ৪।৮।২৩) স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বযং, সমন্ততঃ পাতি [illegible]রং জনম্। স এক এবেতবথা মিথো ভয়ং নৈবাত্মলাভাদধি মন্যতে পবম্ ॥ (ভাঃ ৫।১৮।২০) তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ। পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাত-পত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ ॥ (ভাঃ ১১।১৯।৯) ॥২৭৫॥

ভগবান্ দোষপূর্ণ জীবেব গুণ গ্রহণ কবেন বলিয়া তিনি গুণগ্রাহী; তিনি অদোষদর্শী। পতিত জীব তাঁহাব নিকট হইতে উৎসাহ না পাইলে কোন মতেই আপনাকে উদ্ধাব কবিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৭৬ ॥

তথ্য। অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়-দপ্যসাধ্বী। লেভে গতি ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ (ভাঃ ৩।২।২৩) ॥ ২৭৬ ॥

প্রত্যেক ব্রাহ্মণেব গৃহে, প্রত্যেক বৈষ্ণবেব গৃহে একটি করিয়া বিষ্ণুমন্দিব ছিল, যেখানে শালগ্রাম-শিলা পূজিত হইতেন। অবৈষ্ণবেব গৃহে ইতব দেবস্থানকে 'চণ্ডীমণ্ডপ' বলে; আব বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণেব দেবস্থানকে 'বিষ্ণুগৃহ' ও 'তুলসীমণ্ডপ' বলে ॥ ২৮০ ॥

তথ্য। ভাঃ ১০।১৩।৫-১১ ॥ ২৮৩-২৮৪ ॥

তথ্য। প্রসাদান্নিজনির্ম্মাল্য-দানে শেষানুকীর্ত্তিতা (বিশ্বঃ) ॥ ২৮৬ ॥

তথ্য। ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥
(ভাঃ ১১।৬।৪৬)

প্রভু কহে,—"ভাল কৈলে, শাস্ত্র-আজ্ঞা হয়।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আস্বাদয় ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।২৩৬) ॥ ২৮৬ ॥

ভব্যাভব্য বৃদ্ধ সব হৈলা শিশুমতি।
এই মত হয় বিষ্ণুভক্তির শকতি ॥২৮৭॥

অপ্রাকৃত ফলশ্রুতি—

যে সুকৃতি জন শুনে এ সব আখ্যান।
তাহারে মিলয়ে গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥২৮৮॥
পুনঃ প্রভু-সঙ্গে ভক্তগণ দরশন।
পুনর্ব্বার ঐশ্বর্য্য-আবেশে সঙ্কীর্ত্তন ॥২৮৯॥
সর্ব্ববৈষ্ণবের প্রভু-সংহতি ভোজন।
ইহা যে শুনয়ে তাঁ'রে মিলে প্রেমধন ॥২৯০॥

উপসংহার—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥২৯১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-গৃহে পুনঃসম্মেলনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

ভব্য—গম্ভীর শাস্তশিষ্ট ॥ ২৮৭ ॥

গম্ভীর প্রকৃতি বিচারকগণ স্ব-স্ব পরিণতবয়োধর্ম্মে অবস্থিত হইয়াও বালকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-ভক্তি-বলে তাঁহাদের বালচাপল্যের ন্যায় ব্যবহার দৃষ্ট হইয়াছিল ॥ ২৮৭ ॥

তথ্য। ভব্যং শুভেচ, সত্যেচ, যোগ্যে ভাবিনি চ ত্রিষু—(মেদিনী) ॥ ২৮৭ ॥

অনেক অর্ব্বাচীন মনে করেন যে, নগরভ্রমণাদি শোভা-যাত্রা-মুখে হরিসংকীর্ত্তনে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ পায়। শ্রীগৌরসুন্দর উঁহাদের বিবর্ত্তের অপনোদন কল্পে ঐশ্বর্য্যাবেশে সঙ্কীর্ত্তন করিলেন এবং সকল বৈষ্ণবের সহিত একত্র বসিয়া পংক্তি-ভোজন-লীলা প্রদর্শন করিলেন ॥ ২৯০ ॥

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ গদাধরাদি-সহ নীলাচল-যাত্রা, আঠিসারা ও ছত্রভোগ গ্রাম ধন্য করিয়া সুকৃতিমান রামচন্দ্র খাঁনের নিকট হইতে নৌযান গ্রহণাদি-সেবা-স্বীকারপূর্ব্বক ওড্রদেশ, সুবর্ণরেখা, জলেশ্বর, রেমুণা, যাজপুর, বৈতরণী, কটক, সাক্ষিগোপাল, ভুবনেশ্বর, কমলপুর, আঠারনালা প্রভৃতি স্থান হইয়া পুরীতে প্রবেশ; সুবর্ণরেখার নিকট নিত্যানন্দ প্রভুর দণ্ডভঙ্গলীলা; শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদর্শন-কালে প্রভু জগন্নাথকে আলিঙ্গনার্থ উদ্যত হইলে প্রভুর আনন্দমূর্চ্ছা ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রভুকে তৎগৃহে আনয়ন, প্রভুর বাহ্য প্রকাশের পরে সার্ব্বভৌমগৃহে মহাপ্রসাদ-ভোজন-লীলাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে ভক্তগণ-সহ বিলাসানন্তর শ্রীমহাপ্রভু একদিন প্রাতঃকালে ভক্তগণের নিকট নীলাচলে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভক্তগণ প্রভুকে পথে নানা প্রকার বিপদের আশঙ্কা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু স্বতন্ত্র ভগবানের প্রবল ইচ্ছায় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দ নিরস্ত হইলেন। নীলাচলাভিমুখে যাত্রাকালে শ্রীগৌরসুন্দর বিরহকাতর ভক্তগণকে কৃষ্ণভজনের উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ মথুরাভিমুখে গমনকালে ব্রজবাসিগণের যেরূপ বিরহ-দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল, অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দরের ভক্তবৃন্দেরও (অভিন্ন ব্রজবাসী) তদ্রূপ দুঃখ উপস্থিত হইল। মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ চলিলেন। পথে প্রভু ভক্তগণের নিকট সঞ্চিত কোন বস্তু আছে কি না, অনুসন্ধান করিয়া ভক্তগণের

নিষ্কিঞ্চনতা ও নিরপেক্ষতা পরীক্ষা করিলেন। কাহারও সঙ্গে কোন সঞ্চিত দ্রব্য নাই দেখিয়া মহাপ্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইল। প্রভু সকলকে ভগবদ্-নির্ভরতা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে করিতে আঠিসারা গ্রামে অনন্ত পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় আতিথ্য-লীলা স্বীকার করিলেন। ক্রমে মহাপ্রভু ছত্রভোগ তীর্থে আসিয়া 'অম্বুলিঙ্গ-ঘাট' দর্শন করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার অম্বুলিঙ্গ শিবের উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন। মহাপ্রভু 'শতমুখী গঙ্গার' দর্শন ও স্নান করিয়া অন্তর্দশায় মগ্ন হইলেন। ছত্রভোগ গ্রামের অধিকারী রামচন্দ্রখাঁন দৈবাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া প্রভুর চরণে প্রণত হইলেন এবং প্রভুর জগন্নাথ দর্শন লাভের জন্য অদ্ভুত আর্ত্তি দেখিয়া মহাবিস্মিত হইলেন। প্রভু রামচন্দ্রখাঁনের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে প্রভুর নীলাচল যাইবার পথের বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য কৃপাদেশ প্রদান করিলেন। রামচন্দ্র খাঁন স্বীয় গৃহে সপার্ষদ মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করিবার অনুরোধ করিলে মহাপ্রভু রামচন্দ্র খাঁর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। ছত্র-ভোগবাসী লোকসকল প্রভুর অদ্ভুত দিব্যোন্মাদ দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পরে মহাপ্রভু বাহ্য-দশা পাইলে রামচন্দ্র খাঁন মহাপ্রভুর জন্য নৌকা আনয়ন করিলেন। গৌরসুন্দর নৌকোপরি অদ্ভুত প্রেম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় মুকুন্দ নৌকোপরি কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভুর নৃত্যে নৌকা টলমল করিতে লাগিল। জলদস্যু ও কুম্ভীরাদি হিংস্রজন্তুর আশঙ্কা জ্ঞাপনপূর্ব্বক ভীত নাবিক কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিলে মহাপ্রভু ভক্তগণকে ভক্তরক্ষাকারী অব্যর্থ সুদর্শন-চক্রের কথা বলিয়া অভয় প্রদান করিলেন।

উৎকল দেশে প্রবিষ্ট হইয়া 'গঙ্গা-ঘাট' নামক স্থানে মহাপ্রভু স্নান করিলেন এবং তথায় যুধিষ্ঠিরের স্থাপিত বৈষ্ণবরাজ মহেশের প্রতি নমস্কারা[illegible]া প্রদর্শন করিলেন। ভক্তগণকে কোনও দেবস্থানে রাখিয়া প্রভু একাকী গৃহস্থের দ্বারে গমনপূর্ব্বক অঞ্চল পাতিয়া ভিক্ষা-লীলা প্রকাশ করিলেন। প্রভুর ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্য পণ্ডিত জগদানন্দ পাক করিলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া ভোজন করিলেন এবং সেই গ্রামে সারারাত্র সংকীর্ত্তনে যাপনপূর্ব্বক পরদিবস উষঃকালে পুনরায় পুরী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে এক দানী (পথকর আদায়কারী) প্রভুর নিকট হইতে মাশুল চাহিয়া প্রভুর পথ রোধ করিল, পরে প্রভুর অলৌকিক তেজ দেখিয়া দানী প্রভুকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু ভক্তগণের মাশুল চাহিল। পরে ভক্তগণের জন্য মহাপ্রভুর যুগপৎ নিরপেক্ষ লীলা ও স্নেহপূর্ণ ক্রন্দন দেখিয়া দানীর চিত্ত মুগ্ধ হইল; দানী প্রভুর চরণে নিজ দোষের ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। প্রভু দানীকে কৃপা করিয়া ক্রমে সুবর্ণরেখায় আগমন পূর্ব্বক ভক্তগণসহ তথায় স্নান করিলেন। মহাপ্রভু ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকিলে অবধূত নিত্যানন্দ ও জগদানন্দাদি ভক্তগণ পর্য্যটন-কালে মহাপ্রভুর বহু পশ্চাতে পড়িলেন। জগদানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ডবহন করিয়া চলিয়াছিলেন। জগদানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট উক্ত দণ্ড রাখিয়া ভিক্ষা-অন্বেষণে গমন করিলে নিত্যানন্দ প্রভু হস্তে দণ্ড লইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, সে প্রভুকে তিনি হৃদয়ে নিত্য বহন করেন, সেই প্রভু দণ্ড বহন করিবেন, ইহা কখনও সমীচীন হইতে পারে না। ইহা ভাবিয়া শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ডটীকে তিন খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের এই দণ্ডভঙ্গ-লীলা সামান্য জীব-বুদ্ধির অগম্য; একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দই ইহার মর্ম্ম জানেন। পরে যখন মহাপ্রভুর নিকট পণ্ডিত জগদানন্দ ভগ্ন দণ্ডগুলি লইয়া গেলেন, তখন তাহা দেখিয়া গৌরসুন্দর নিত্যানন্দের প্রতি বাহ্যতঃ ক্রোধলীলা প্রকাশ করিলেন এবং সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাকী গমনপূর্ব্বক জলেশ্বর শিব-স্থানে আসিয়া পৌছিলেন। লোক-শিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শিবস্থানে আনন্দ-নৃত্য-লীলা প্রকাশ করিলেন। পশ্চাদ্বর্ত্তি-ভক্তগণও ইত্যবসরে মহা-প্রভুর নিকট আসিয়া পৌছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণকে মহাপ্রভু প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বক অনেক মর্ম্ম কথা ও নিত্যানন্দ-মহিমা কীর্ত্তন করিলেন।

রাত্রিতে জলেশ্বরে থাকিয়া পরদিন ভোরে মহাপ্রভু বাঁশদহ পথে এক তান্ত্রিক শাক্ত সন্ন্যাসীর সহিত সম্ভাষণ,

লীলা করিলেন। 'রেমুণা' গ্রামে গোপীনাথের নিকট আগমন করিয়া নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিলেন, তৎপরে যাজপুরে আসিয়া বৈতরণীতে ভক্তগণসহ স্নান-লীলা প্রকাশপূর্ব্বক হঠাৎ সকলকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেলেন এবং পুনরায় দর্শন দান করিলেন। এইরূপে ক্রমে প্রভু কটক নগরে সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়া শ্রীভুবনেশ্বরে আগমন করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার বিস্তৃত-ভাবে স্কন্দপুরাণোক্ত ভুবনেশ্বর শিবের উপাখ্যান বর্ণনপূর্ব্বক 'একাম্রক'-নামক স্থানের মাহাত্ম্য ও 'ভুবনেশ্বর' নাম হইবার কারণ, পুরীর মাহাত্ম্য, শিবের ক্ষেত্রপালত্ব প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। গোপালিনীশক্তি ভুবনেশ্বর শিবের নিকট আগমনপূর্ব্বক মহাপ্রভু মহানৃত্য করিতে লাগিলেন। তথা হইতে ক্রমে কমলপুরে আসিয়া মন্দিরের ধ্বজ-দর্শনে মহাপ্রভুর ভাবাবেশ হইল। "আঠারনালায়" উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু একাকী শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে গমনার্থ ইচ্ছা করিলেন এবং একাকী পরম আবেগভরে জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক জগন্নাথ দর্শন করিয়া দীর্ঘ বিরহের পর মহামিলন জন্য ভাবাবেশে জগন্নাথকে আলিঙ্গন প্রদানে উদ্যত হইলে মহাপ্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তৎকালে শ্রীমন্দির মধ্যে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। তিনি একজন নবীন সন্ন্যাসীর ঐরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাকে শাস্ত্রীয় লক্ষণানুসারে মহাপুরুষ বলিয়া ধারণা করিলেন। পড়িছারিগণ মহাপ্রভুকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে সার্ব্বভৌম উহাদিগকে বারণ করিয়া প্রভুকে নিজ-গৃহে লইয়া আসিলেন। ক্রমে ক্রমে নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ আসিয়া পড়িলেন। বাহ্যাবস্থা লাভের পর মহাপ্রভু এখন হইতে গরুড় স্তম্ভের পশ্চাৎ হইতে জগন্নাথ দর্শন করিবেন—প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং স্নানাদির পর সার্ব্বভৌমগৃহে ভক্তগণসহ মহাপ্রসাদ সম্মান-লীলা প্রকট করিলেন। (গৌ: ভা:)

জয়-কীর্ত্তনমুখে মঙ্গলাচরণ ও প্রার্থনা—

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় সর্ব্ব-প্রাণ।
জয়-দুষ্ট-ভয়ঙ্কর জয় শিষ্ট-ত্রাণ ॥১॥
জয় শেষ রমা অজ ভবের ঈশ্বর।
জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু ন্যাসিবর ॥২॥
ভক্ত-গোষ্ঠি-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
কৃপা কর প্রভু, যেন তোঁহে মন রয় ॥৩॥

শান্তিপুরে ভক্তগণসহ কৃষ্ণকথা-রঙ্গে নিশি-যাপন—

হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
করিলা অশেষ রঙ্গ অদ্বৈতের ঘরে ॥৪॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীচৈতন্য স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সকল প্রাণীর একমাত্র প্রাণ। তিনি হরিগুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী দুষ্টজনের যমসদৃশ ভয়ঙ্করমূর্ত্তি; আর প্রহ্লাদাদি শিষ্ট-ভক্তগণের সেবা-বিমুখতা হইতে উদ্ধারকারী। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদ বা জগন্মিথ্যাত্ববাদ গ্রহণ করেন নাই। গুণজাত জগতের উৎসাহদাতৃসূত্রে মায়াবাদি-সম্প্রদায় অথবা ভেদবাদী কর্ম্মিসম্প্রদায় যেরূপ দুষ্ট-শিষ্টের বিচার যথাক্রমে করেন না বা করেন, শ্রীগৌরসুন্দর অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীদিগের তদ্রূপ বিচার অনুমোদন না করায় শুদ্ধভক্তিরই প্রচারকের ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥১॥

বহ্বীশ্বরবাদী বা পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় যেরূপ 'ভব-বিরিঞ্চ্যাদি গুণাবতারের সহিত অথবা ভগবচ্ছক্তি রমা বা ভগবদ্ভৃত্য শেষ অনন্তদেবের সহিত স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে অভেদ কামনা করেন, তাহা দুষ্ট সিদ্ধান্ত হওয়ায় শিষ্ট সিদ্ধান্তের বিচারানুসারে কৃষ্ণেতর কৃষ্ণদাস-গণের বা আধিকারিক দেবগণের তিনিই ঈশ্বর। তাঁহাকে কর্ম্মফলবাধ্য কর্ম্মি-ন্যাসী বা জ্ঞানি-ন্যাসী বিচার করিয়া মহাভাগবতের লীলা-প্রচারক হইতে যাহাতে পৃথগ্‌বুদ্ধি না ঘটে, তজ্জন্য মহাপ্রভু কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী দীনজনের একমাত্র বন্ধু এবং ভক্তবান্ধব পরমদয়াময় ভগবান্ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর বস্তু। তিনি অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও

বহুবিধ আপন-রহস্য কথা রঙ্গে।
সুখে রাত্রি গোঙাইলা ভক্তগণ-সঙ্গে ॥৫॥
পোহাইল নিশা প্রভু করি' নিজ কৃত্য।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে বেড়ি' সব ভৃত্য ॥৬॥

নীলাচল-যাত্রার প্রস্তাব—

প্রভু বলে,—"আমি চলিলাঙ নীলাচলে।
কিছু দুঃখ না ভাবিহ তোমরা-সকলে ॥৭॥
নীলাচল-চন্দ্র দেখি আমি পুনর্ব্বার।
আসিয়া হইব সঙ্গী তোমা' সবাকার ॥৮॥

সকলকে হরিভজনময় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তিযাজনার্থ আদেশ—

সবে গিয়া সুখে গৃহে করহ কীর্ত্তন।
জন্ম জন্ম তুমি সব আমার জীবন ॥" ৯॥

ভক্তগণের প্রভুকে পথের বিপৎসঙ্কুলতা-জ্ঞাপন—

ভক্তগণে বলে,—"প্রভু, যে তোমার ইচ্ছা।
কা'র শক্তি তাহা করিবারে পারে মিছা ॥১০॥
তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়।
সে রাজ্যে এখন কেহ পথ নাহি বয় ॥১১॥
দুই রাজ্যে হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ।
মহা-দস্যু স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ ॥১২॥
যাবৎ উৎপাত নাহি উপশম হয়।
তাবৎ বিশ্রাম কর' যদি চিত্তে লয় ॥" ১৩॥

প্রভুর নীলাচলগমনে দৃঢ়সঙ্কল্প—

প্রভু বলে,—"যে সে কেনে উৎপাত না হয়।
অবশ্য চলিব মুঞি কহিনু নিশ্চয় ॥" ১৪॥

অদ্বৈতের উক্তি—

বুঝিলেন অদ্বৈত প্রভুর চিত্তবৃত্ত।
চলিলেন নীলাচলে, না হৈলা নিবৃত্ত ॥১৫॥
যোড়হস্তে সত্য কথা লাগিলা কহিতে।
কে পারে তোমার পথ-বিরোধ করিতে ? ১৬॥
যত বিঘ্ন আছে সর্ব্ব কিঙ্কর তোমার।
তোমারে করিতে বিঘ্ন শক্তি আছে কার্ ॥১৭॥
যখনে করিয়া আছ চিত্ত নীলাচলে।
তখনে চলিবা প্রভু, মহা কুতুহলে ॥" ১৮॥
শুনিয়া অদ্বৈত-বাক্য প্রভু সুখী হৈলা।
পরম সন্তোষে 'হরি' বলিতে লাগিলা ॥১৯॥

মিছাভক্ত প্রভৃতির বিচার হইতে পৃথক্ থাকিয়া ঐ সকল পরিত্যাগ করিবার লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ। সকল প্রাকট্যই অচিন্ত্য-ভেদাভেদের প্রকাশ ভেদ—ইহা জানাইবার জন্য পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মহাভাগবতমূর্ত্তি যতিরাজের বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানবে দেবারোপবাদ অথবা মানবীয় ভোগপর বিলাসবৈচিত্র্য ভগবানে আরোপ করিবার পরিবর্ত্তে স্বয়ং ভগবান্ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিবার জন্য জগতে, ভারতে, বঙ্গে, নদীয়ায় স্বীয় প্রাকট্য বিধান করিয়া ঐ সকল জড়দেশকালপাত্রের বিচার হইতে পৃথক্ হইবার উপদেশকসূত্রে জৈবজ্ঞানের চরম প্রয়োজন প্রদান-লীলাময়ের অভিনয় করিয়াছিলেন ॥২॥

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সকল রহস্য কথা ভক্তগণের সঙ্গে আস্বাদন করিতে করিতে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বিধান করিয়া রজনী যাপন করিয়াছিলেন ॥৫॥

তথ্য। সত্যসঙ্কল্পঃ (ছান্দোগ্য ৩।১৪।২) বেদানির্ব্বচনীয়ং চ স্বেচ্ছাময়মধীশ্বরম্। নিত্যং সত্যং নির্গুণঞ্চ জ্যোতিরূপং সনাতনম্ ॥ (নাঃ পঞ্চরাত্র ১।১২।২৬) ॥১০॥

বঙ্গের যবন-নৃপতি উৎকলরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য বহু আয়োজন করায় বঙ্গদেশ হইতে নীলাচলের যাত্রিগণ অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছিলেন। বিধর্ম্মী গৌড়নৃপতি বহুদিন হইতে নিজ অনুচরবর্গকে উৎকলদেশ আক্রমণ করিবার জন্য প্ররোচনা করিতেছিলেন; এমন কি, ইহার কয়েক বৎসর পরেই সনাতন গোস্বামীর সহিত স্বয়ং যাত্রা করিয়া উৎকল ধ্বংস করিবার জন্য গমন করিবার প্রস্তাবও দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যে বৎসর শ্রীগৌরসুন্দর বৃন্দাবন যাইবার জন্য কানাইনাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই বৎসরও ভক্তগণ গৌর-সুন্দরের বৃন্দাবন-বিজয়ের পথের বিশেষ শঙ্কার কথা বলিয়াছিলেন ॥১১॥

তথ্য। যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ। বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্রয়স্য গোবিন্দ-

প্রভুর নীলাচল-যাত্রা—

সেই ক্ষণে মহাপ্রভু মত্ত-সিংহ-গতি।
চলিলেন শুভ করি' নীলাচল-প্রতি ॥২০॥

অনুগামী ভক্তগণকে প্রভুর হরিভজনানুকূল-গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণ-ভজনে উপদেশ—

ধাইয়া চলিলা পাছে সব ভক্তগণ।
কেহ নাহি পারে সম্বরিবারে ক্রন্দন ॥২১॥
কত দূর গিয়া প্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর।
সবা' প্রবোধেন বলি' মধুর উত্তর ॥২২॥
"চিত্তে কেহ-কোন কিছু না ভাবিহ ব্যথা।
তোমা' সবা' আমি নাহি ছাড়িব সর্ব্বথা ॥২৩॥
কৃষ্ণ-নাম লহ সবে বসি' গিয়া ঘরে।
আমিহ আসিব দিন-কতক-ভিতরে।" ২৪॥

প্রভুর স্নেহালিঙ্গন ও ভক্তগণের বিরহ ক্রন্দন—

এত বলি' মহাপ্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে।
প্রত্যেকে প্রত্যেকে ধরি' আলিঙ্গন করে ॥২৫॥
প্রভুর নয়ন-জলে সর্ব্ব ভক্তগণ।
সিঞ্চিত হইয়া অঙ্গ করেন ক্রন্দন ॥২৬॥
এই মত নানারূপে সবা' প্রবোধিয়া।
চলিলেন প্রভু দক্ষিণাভিমুখ হঞা ॥২৭॥
কান্দিয়া কান্দিয়া প্রেমে সব ভক্তগণ।
উঠেন পড়েন পৃথিবীতে অনুক্ষণ ॥২৮॥

কৃষ্ণের মথুরা-গমন-কালীন গোপীবিরহের ন্যায় ভক্তগণের বিরহ-দুঃখ—

যেন গোপীগণ কৃষ্ণ মথুরা চলিলে।
ডুবিলেন মহা-শোক-সমুদ্রের জলে ॥২৯॥
যেরূপে রহিল তাঁহা সবার জীবন।
সেই মত বিরহে রহিলা ভক্তগণ ॥৩০॥

দৈবে গৌরগণ ও কৃষ্ণগণের অভিন্নতা—

দৈবে সে-ই প্রভু, ভক্তগণো সেই সব।
উপমাও সে-ই সে, সে-ই সে অনুভব ॥৩১॥
জীবন-মরণ কৃষ্ণ-ইচ্ছায় সে হয়।
বিষ বা অমৃত ভক্ষিলেও কিছু নয় ॥৩২॥
যেমতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে।
তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে ॥৩৩॥

নিত্যানন্দ-গদাধরাদি-সহ নীলাচলাভিমুখে যাত্রা—

হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
আইসেন চলিয়া আপন-কুতূহলে ॥৩৪॥
নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ, আর ব্রহ্মানন্দ ॥৩৫॥

মাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (ব্রঃ সং ৫০ সংখ্যা) ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে। নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্ ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি ॥ (ভাঃ ১১।৪।১০) ॥১৭॥

তথ্য। ভাঃ ১।১।১০ ; ভাঃ ১০।২।৩৩ দ্রষ্টব্য ॥১৭॥

শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণকে বিদায় দিবার কালে এইরূপ সান্ত্বনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"তোমরা গৃহে গিয়া কৃষ্ণনাম কর, আমি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া স্থানে স্থানে কীর্ত্তন করিবার মানসে নীলাচলে যাইতেছি এবং ভ্রমণের ছলে পুনরায় তোমাদের সহিত মিলিত হইব। শুদ্ধকৃষ্ণ-নাম-বলে তোমাদের গৃহে থাকিয়াও গৃহের কোন অসুবিধা ঘটিবে না। তোমরা সকলেই মুক্ত পুরুষ—সুতরাং 'কৃষ্ণ-নাম'-গ্রহণে তোমাদের একমাত্র যোগ্যতা আছে। কৃষ্ণ-নাম-ভজনের সিদ্ধি-ফলে তোমরাও কৃষ্ণের রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলায় আকৃষ্ট হইবে; তখন আমি তোমাদের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলিত হইয়া অশোক, অভয় ও অমৃত কিরূপ ব্যাপার, তাহা তোমাদিগকে জানাইব।" ২৪॥

তথ্য। ভাঃ ১০।৩৯।১৩-৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥২৯॥

জড়জগতে বিষের ক্রিয়ায় জীবের মৃত্যু ঘটে; আর অমৃত সেবনে জীবের নিত্যজীবনপ্রাপ্তি ঘটে। কৃষ্ণেচ্ছা-ক্রমে জড়বস্তু ও চিদ্বস্তুসমূহ স্ব-স্ব ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়। কৃষ্ণেচ্ছা সেই সকল বস্তুতে তত্তদ্ধর্ম্ম ও বৃত্তি তুলিয়া লইলে তাহারা আর উহা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। উমা-মহেশ্বর-সংবাদই ইহার সাক্ষ্য ও প্রমাণ ॥৩২॥

সেবোন্মুখ হইয়াও অনেকে বৈষ্ণবাপরাধক্রমে ভগবজ্জন-গণকে ভগবদ্বস্তু হইতে পৃথক্ দর্শনে দেখিতে গিয়া মর্ত্ত্যবুদ্ধি করে। হরিগুরুবৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি হইলে তাহাদিগের

পথে ভক্তগণের নিষ্কিঞ্চনতা-পরীক্ষা—

পথে প্রভু পরীক্ষা করেন সবা' প্রতি।
"কি সম্বল আছে বল কাহার সংহতি ॥৩৬॥
কে বা কি দিয়াছে কা'রে পথের সম্বল।
নিষ্কপটে মোর স্থানে কহত সকল ॥" ৩৭॥
সবে বলে,—"প্রভু, বিনা আজ্ঞায় তোমার।
কা'র-দ্রব্য লইতে বা শক্তি আছে কা'র ॥" ৩৮॥
শুনিয়া ঠাকুর বড় সন্তোষ হইলা।
শেষে সেই লক্ষ্যে তত্ত্ব কহিতে লাগিলা ॥৩৯॥

ভক্তগণের নিরপেক্ষতায় প্রভুর সন্তোষ—

প্রভু বলে,—"কাহারো যে কিছু না লইলা।
ইহাতে আমার বড় সন্তোষ করিলা ॥৪০॥

শরণাগতি-শিক্ষা-দান—'রাখে কৃষ্ণ মারে কে ? মারে কৃষ্ণ রাখে কে ?'—

ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে-দিনে লিখন।
অরণ্যেও আসি' মিলে অবশ্য তখন ॥৪১॥
প্রভু যা'রে যে-দিবস না লিখে আহার।
রাজ-পুত্র হউ তবু উপবাস তা'র ॥৪২॥
থাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা-বিনে।
অকস্মাৎ কলহ করয়ে কারো সনে ॥৪৩॥
ক্রোধ করি' বলে—'মুঞি না খাইমু ভাত।'
দিব্য করি' রহে নিজ শিরে দিয়ে হাত ॥৪৪॥
অথবা সকল দ্রব্য হৈলে বিদ্যমান।
আচম্বিতে দেহে জ্বর হৈল অধিষ্ঠান ॥৪৫॥
জ্বর-বেদনায় কোথা থাকিল ভক্ষণ।
অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা সে কারণ ॥৪৬॥
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্ন-ছত্র।
ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে মিলিব সর্ব্বত্র ॥" ৪৭॥
আপনে ঈশ্বর সর্ব্বজনেরে শিখায়।
ইহাতে বিশ্বাস যা'র সে-ই সুখ পায় ॥৪৮॥
যে-তে-মতে কেনে কোটি প্রযত্ন না করে।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে সে ফল ধরে ॥৪৯॥
হেন-মতে প্রভু-তত্ত্ব কহিতে কহিতে।
উত্তরিলা আসি' আটিসারা-নগরেতে ॥৫০॥

আটিসারা-গ্রামে অনন্তপণ্ডিত-গৃহে—

সেই আটিসারা-গ্রামে মহা ভাগ্যবান্।
আছেন পরম সাধু—শ্রীঅনন্ত নাম ॥৫১॥
রহিলেন আসি' প্রভু তাঁহার আলয়।
কি কহিব আর তাঁ'র ভাগ্য-সমুচ্চয় ॥৫২॥
অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার।
পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর ॥৫৩॥

সচ্চিদানন্দ-প্রতীতি জড়ভোগোন্মত্ত জীবের দর্শনে লক্ষিত হয় না। তৎফলে তাহারা হরিগুরু-বিদ্বেষ জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে উভয় প্রকারে করিয়া ফেলে। কেহ বা ভেদবুদ্ধি করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করে, কেহ অন্যাভিলাষী হইয়া বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাকেই নিজপ্রয়োজন মনে করে। কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারে না যে, কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছার অনুকূলে গুরুবৈষ্ণবগণ তাহাদের ক্ষীণবুদ্ধি ধ্বংস করিতে সমর্থ। গুরুবৈষ্ণব—কৃষ্ণশক্তি-সম্পন্ন। শক্তি হইতে শক্তিমান্ অভেদ; আবার শক্তি কখনও [illegible] শক্তিমান্ বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না—ইহাই কেবলাদ্বৈতীর সহিত ভগবদ্ভক্তের পার্থক্য। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াই বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচার, শুদ্ধদ্বৈত-বিচার ও শুদ্ধাদ্বৈতবিচার প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ণতা-বিচারে পরম পূজ্য শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীশ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণন করিতে গিয়া "বন্দে গুরূনীশ"-শ্লোকের বিচারে ও পঞ্চতত্ত্বের বর্ণনে সকল কথা সুষ্ঠুভাবে সেবোন্মুখ জনগণকে জানাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদাসের নিকট অপরাধিগণ ভাগবত-তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া কেহ বা জড়ভেদবাদী, কেহ বা মায়াবাদী। মায়াবাদিগণ অভেদ-বিচারে শক্তি-বৈচিত্র্যের নিত্যত্ব বুঝিতে পারেন না; আবার ভেদবাদী কর্ম্মী বহুদেবের উপাসনা করিতে গিয়া নরকযন্ত্রণায় পতিত হইয়া গুরুবৈষ্ণবকে কৃষ্ণ হইতে ভেদ-জ্ঞানে বিরোধ স্থাপন করেন ॥৩৩॥

তথ্য। রক্ষিতা যস্য ভগবান্ কল্যাণং তস্য সন্তুতম্। স যস্য বিঘ্নকর্ত্তা চ রক্ষিতুং তং চ কঃ ক্ষমঃ॥ (নাঃ পঞ্চরাত্র ১।১৪।৪) ॥ ৩২-৩৩ ॥

বৈকুণ্ঠের পতি আসি' অতিথি হইলা।
সন্তোষে ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা ॥৫৪॥
সর্ব্ব-গণ-সহ প্রভু করিলেন ভিক্ষা।
সন্ন্যাসীরে ভিক্ষা-ধর্ম্ম করায়েন শিক্ষা ॥৫৫॥
সর্ব্বরাত্রি কৃষ্ণ-কথা-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্তপণ্ডিত-গৃহে রঙ্গে ॥৫৬॥

পরদিবস প্রাতে আটিসারা-ত্যাগ—

শুভ-দৃষ্টি অনন্তপণ্ডিত প্রতি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি 'হরি হরি' ॥৫৭॥
দেখি' সর্ব্ব-তাপহর শ্রীচন্দ্রবদন।
'হরি' বলি সর্ব্ব-লোকে ডাকে অনুক্ষণ ॥৫৮॥
যোগীন্দ্র-হৃদয়ে অতি দুর্ল্লভ চরণ।
হেন প্রভু চলি' যায় দেখে সর্ব্বজন ॥৫৯॥

'ছত্রভোগ'-তীর্থে—

এইমত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগ মহা কুতূহলে ॥৬০॥
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হই' শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্ব্বজনে করি' সুখী ॥৬১॥
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
'অম্বুলিঙ্গ ঘাট' করি' বলে সর্ব্বজনে ॥৬২॥

'অম্বুলিঙ্গ'শিবের উপাখ্যান—

অম্বুলিঙ্গ শঙ্কর হইলা যে নিমিত্ত।
সেই কথা কহি শুন হঞা এক চিত্ত ॥৬৩॥
পূর্ব্বে ভগীরথ করি' গঙ্গা-আরাধন।
গঙ্গা আনিলেন বংশ-উদ্ধার-কারণ ॥৬৪॥
গঙ্গার বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া।
শিব আইলেন শেষে গঙ্গা স্মঙরিয়া ॥৬৫॥
গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভোগে।
বিহ্বল হইলা অতি গঙ্গা-অনুরাগে ॥৬৬॥
গঙ্গা দেখি' মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িলা।
জল-রূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইলা ॥৬৭॥
জগন্মাতা জাহ্নবীও দেখিয়া শঙ্কর।
পূজা করিলেন ভক্তি করিয়া বিস্তর ॥৬৮॥
শিব সে জানেন গঙ্গা-ভক্তির মহিমা।
গঙ্গাও জানেন শিব-ভক্তির যে সীমা ॥৬৯॥
গঙ্গাজল-স্পর্শে শিব হৈলা জলময়।
গঙ্গাও পূজিলা অতি করিয়া বিনয় ॥৭০॥

অম্বুলিঙ্গ-ঘাট—

জলরূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে।
'অম্বুলিঙ্গ ঘাট' করি ঘোষে' সর্ব্বজনে ॥৭১॥

নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ ও ব্রহ্মানন্দ, ইঁহাদিগকে গৌরসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের কাহার সহিত কি কি পাথেয় আছে?" তাঁহারা তদুত্তরে বলিলেন,—"আমাদের কাহারও আপনি ব্যতীত কোন সম্বল নাই।" ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের ঐকান্তিকতা জানিয়া গৌরসুন্দর পরম সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ব্যভিচারী মিছাভক্তগণ ঐ সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া গুরুবৈষ্ণব ও ভগবানের মধ্যে বিরোধ-ভাবের কল্পনা করিয়া অভেদ বিচার বুঝিতে পারে না। অচিন্ত্যভেদাভেদ-রসপুষ্টির একমাত্র কারণ; চিদ্রসে যে ভেদ বা বৈচিত্র্য উপলব্ধি হয়, তাহা নিত্য হইলেও সমগ্র-লীলার সহিত অভিন্ন,—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" বাক্যের বিরোধী নহে। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বিচারে বিচিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য-জনিত ভেদ নাই—এ কথা যাঁহারা বলিয়া থাকেন, তাঁহারাই 'মায়াবাদী,' বিষয়াশ্রয়ের বৈশিষ্ট্য লোপ করিতে গেলে 'মায়াবাদ' আসিয়া পড়ে এবং বিষয়াশ্রয়ের পার্থক্য-বিচারে তত্ত্বজ্ঞানাভাবে অতাত্ত্বিক ও জড়রসে পতিত হইয়া বৌদ্ধ সাহজিক বিচারই অবলম্বনের বিষয় হয় ॥ ৪০ ॥

তথ্য। অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্। সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতিরিচ্যতে ॥ (বৃহন্নারদীয়ে ৭।৭৪) ॥৪১॥

তথ্য। ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ। যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে ॥৪৭॥

শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ভগবানে আত্মনিবেদন করিবার নিমিত্ত শিক্ষা দিলেন। তিনি বলিলেন—প্রচুর পরিমাণ খাদ্য অনায়াসলভ্য হইলেও কৃষ্ণেচ্ছা না থাকিলে রাজপুত্রের ভাগ্যেও উপবাস-দুঃখ ঘটে। যাহা ভগবান্ বিধান করেন, সেই বিধান-ক্রমে

শ্রীচৈতন্য-চরণাঙ্কিত হওয়ায় ছত্রভোগের বিশেষ মহিমা—

গঙ্গা-শিব-প্রভাবে সে ছত্রভোগ-গ্রাম।
হইল পরম ধন্য মহা-তীর্থ নাম ॥৭২॥
তথি মধ্যে বিশেষ মহিমা হৈল আর।
পাইয়ে চৈতন্যচন্দ্র-চরণ-বিহার ॥৭৩॥

প্রভুর শতমুখী-গঙ্গাদর্শন ও স্নান—

ছত্রভোগ গেলা প্রভু অম্বুলিঙ্গ-ঘাটে।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে ॥৭৪॥
দেখিয়া হইলা প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
'হরি' বলি' হুঙ্কার করেন কোলাহল ॥৭৫॥
আছাড় খায়েন নিত্যানন্দ কোলে করি'।
সর্ব্ব-গণে 'জয়' দিয়া বলে 'হরি হরি' ॥৭৬॥
আনন্দ-আবেশে প্রভু সর্ব্ব-গণে লৈয়া।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সুখী হঞা ॥৭৭॥
অনেক কৌতুকে প্রভু করিলেন স্নানে।
বেদব্যাস তাহা সব লিখিবে পুরাণে ॥৭৮॥

প্রভুর প্রেমাশ্রু-প্রস্রবণ—

স্নান করি' মহাপ্রভু উঠিলেন কূলে।
যেই বস্ত্র পরে সেই তিতে প্রেমজলে ॥৭৯॥
পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার।
প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর ॥৮০॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে হাসে ভক্তগণ।
হেন মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রের ক্রন্দন ॥৮১॥

গ্রামাধিকারী ভাগ্যবান রামচন্দ্র খাঁন—

সেই গ্রামে অধিকারী রামচন্দ্র খাঁন।
যদ্যপি বিষয়ী তবু মহা ভাগ্যবান্ ॥৮২॥
অন্যথা প্রভুর সঙ্গে তান দেখা কেনে।
দৈবগতি আসিয়া মিলিলা সেই স্থানে ॥৮৩॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ ভয় হৈল মনে।
দোলা হৈতে সত্বরে নামিল সেই ক্ষণে ॥৮৪॥
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পদতলে।
প্রভুর নাহিক বাহ্য প্রেমানন্দ-জলে ॥৮৫॥

জগন্নাথ-দর্শনার্থ প্রভুর অদ্ভুত আর্ত্তি বা বিপ্রলম্ভপ্রেমোন্মাদ—

"হা হা জগন্নাথ", প্রভু বলে ঘনে ঘন।
পৃথিবীতে পড়ি' ঘন করয়ে ক্রন্দন ॥৮৬॥
দেখিয়া প্রভুর আর্ত্তি রামচন্দ্র খাঁন।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল সজ্জনের প্রাণ ॥৮৭॥
"কোন মতে এ আর্ত্তির নহে সম্বরণ।"
কান্দে, আর এই মত চিন্তে, মনে মন ॥৮৮॥
ত্রিভুবনে হেন আছে দেখি সে ক্রন্দন।
বিদীর্ণ না হয় কাষ্ঠ-পাষাণের মন ॥৮৯॥

রামচন্দ্রখাঁনের পরিচয়-জিজ্ঞাসা—

কিছু স্থির হই' বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
জিজ্ঞাসিল রামচন্দ্র খাঁনেরে "কে তুমি?" ৯০॥
সম্ভ্রমে করিয়া দণ্ডবত করযোড়।
বলে,—"প্রভু, দাস-অনুদাস মুঞি তোর ॥" ৯১॥

দুষ্প্রাপ্য বস্তুও অযত্নে অবশ্য আসিয়া জুটে। প্রচুর খাদ্য-দ্রব্য সম্মুখে থাকিলেও কৃষ্ণেচ্ছায় গ্রাহকের জ্বর রোগ উপস্থিত হইলে তাহার আর উহার গ্রহণ করিবার যোগ্যতা থাকে না। আবার, আত্ম-লভ্য ব্যাপারসমূহ ভগবদিচ্ছায় আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা এ সকল কথা বুঝিতে পারে না ॥৪৯॥

তথ্য। আটিসারা নগর,—বারুইপুরের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমানকালের "আটঘরা গ্রাম" অথবা মতান্তরে "কটকী ঘাট" ॥৫০॥

তথ্য। আটিসারা,—২৪ পরগণার বারুইপুরের নিকট "আটঘরা" বা "আটগরা" নামক স্থানই 'আটিসারা' বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে এই স্থানে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। এই স্থান হইতেই শ্রীমন্মহাপ্রভু ছত্রভোগে গমন করেন। ছত্রভোগ আটঘরা গ্রামের নিকট ॥৫১॥

তথ্য। অতিথিদেবো ভব। (তৈঃ ১।১১।২) গোদোহ-মাত্রকালং বৈ প্রতীক্ষেদতিথিং স্বয়ম্। অভ্যাগতান্ যথাশক্তিঃ পূজয়েদতিথিং তথা ॥ (গারুড়ে) ॥৫৪॥

তথ্য। অথ পরিব্রাড্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচির-দ্রোহী "ভৈক্ষাণো" ব্রহ্মভূয়ায় ভবতীতি। (জাবালশ্রুতি ৫) ভিক্ষাং চতুর্ষু বর্ণেষু বিগর্হ্যান্ বর্জ্জয়ংশ্চরেৎ। সত্যাগারীন-

তবে শেষে সর্ব্ব লোক লাগিলা কহিতে।
"এই অধিকারী প্রভু, দক্ষিণ-রাজ্যেতে॥" ৯২॥

গ্রামাধিকারী রামচন্দ্র খাঁনকে শীঘ্র প্রভুর জন্য নীলাচল-গমনের পথের বন্দোবস্ত করিবার আদেশ-প্রদান-ছলে প্রভুর অধিকারীকে কৃপা—

প্রভু বলে,—"তুমি অধিকারী বড় ভাল।
নীলাচলে আমি যাই কেমতে সকাল॥" ৯৩॥
বহয়ে আনন্দধারা কহিতে কহিতে।
'নীলাচল-চন্দ্র', বলি' পড়িলা ভূমিতে॥৯৪॥
রামচন্দ্র খাঁন বলে,—"শুন মহাশয়!
যে আজ্ঞা তোমার সে-ই কর্ত্তব্য নিশ্চয়॥৯৫॥

রামচন্দ্র খাঁনের তৎকালিক রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনামুখে নীলাচল-পথের অবস্থা-জ্ঞাপন—

সবে প্রভু, হইয়াছে বিষম সময়।
সে দেশে এ দেশে কেহ পথ নাহি বয়॥৯৬॥
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে 'জাশু' বলি' লয় প্রাণে॥৯৭॥
কোন্ দিগ দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া।
তাহাতে ডরাঙ প্রভু, শুন মন দিয়া॥৯৮॥
মুঞি সে নস্কর, এথাকার মোর ভার।
নাগালি পাইলে, আগে সংশয় আমার॥৯৯॥
তথাপিও যে-তে কেনে প্রভু মোর নয়।
যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিমু নিশ্চয়॥১০০॥

স্বগৃহে প্রভুকে ভিক্ষা করাইবার জন্য রামচন্দ্র খাঁর অনুরোধ—

যদি মোরে 'ভৃত্য' হেন জ্ঞান থাকে মনে।
তবে এথা ভিক্ষা আজি কর সর্ব্বগণে॥১০১॥
জাতি প্রাণ ধন কেনে মোহোর না যায়।
আজি রাত্রে তোমা' পাঠাইমু সর্ব্বথায়॥" ১০২
শুনিয়া হইলা সুখী বৈকুণ্ঠের নাথ।
হাসি' তানে করিলেন শুভ-দৃষ্টিপাত॥১০৩॥

সেবারবণকারী রামচন্দ্র খাঁনের গৃহে ভক্তগণ-সহ প্রভুর ভিক্ষা-স্বীকার—

দৃষ্টি-মাত্র তাঁ'র সর্ব্ব-বন্ধ-ক্ষয় করি'।
ব্রাহ্মণ-আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি॥১০৪॥
ব্রাহ্মণ-মন্দিরে হৈল পরম মঙ্গল।
প্রত্যক্ষ পাইল সর্ব্ব সুকৃতির ফল॥১০৫॥
নানা যত্নে দৃঢ়-ভক্তিযোগ-চিত্ত হঞা।
প্রভুর রন্ধন বিপ্র করিলেন গিয়া॥১০৬॥
নামে সে ঠাকুর মাত্র করেন ভোজন।
নিজাবেশে অবকাশ নাহি এক ক্ষণ॥১০৭॥

পরমার্থই প্রভুর একমাত্র অনুক্ষণ ভোজ্য—

ভিক্ষা করে প্রভু প্রিয়-বর্গ-সন্তোষার্থ।
নিরবধি প্রভুর ভোজন—পরমার্থ॥১০৮॥
বিশেষে চলিল যে অবধি জগন্নাথে।
নামে সে ভোজন প্রভু করে সেই হৈতে॥১০৯॥

সংকল্পপ্রাংশ্চেল্লব্ধেন তাবতা॥ (ভাঃ ১১।১৮।১৮) সর্ব্বভূত-হিতশান্তস্ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ। সর্ব্বাবাসং পরিব্রজ্য ভিক্ষার্থী গ্রামমাশ্রয়েৎ॥ (গারুড়ে) ভৈক্ষং শ্রুতঞ্চ মৌনিত্বং তপোধ্যানবিশেষতঃ। সম্যক্ চ জ্ঞানবৈরাগ্যং ধর্ম্মোঽয়ং ভিক্ষুকো মতঃ॥ (গারুড়ে)॥৫৫॥

তথ্য। ছত্রভোগ—২৪ পরগণার ৪২নং মৌজা ছত্রভোগ-মথুরাপুর থানার অন্তর্গত—ই, বি, রেলওয়ের মথুরাপুর রোড্ ষ্টেশন হইতে প্রায় ৪৷৷০ মাইল। এখানে ত্রিপুরাসুন্দরী মহামায়ার মন্দির আছে। ত্রিপুরাসুন্দরীর স্থান হইতে অম্বুলিঙ্গের স্থান প্রায় ১৷৷০ মাইল। অম্বুলিঙ্গ-স্থানের বর্ত্তমান নাম 'বড়াসী' গ্রাম। ইহা ৪৩ নং বাড়ুইপাড়া বড়াসী মৌজা, মথুরাপুর থানার অন্তর্গত। বড়াসী গ্রামের পূর্ব্বদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন-কালে গঙ্গা শতমুখী হইয়া প্রবাহিতা ছিলেন॥ এখন শতমুখী গঙ্গা প্রকটিত না থাকিলেও তাঁহার অবশেষ-চিহ্ন খাতাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থানে অম্বুলিঙ্গের মন্দির বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট অনুসন্ধানে জানা গেল, পূর্ব্বে তারকেশ্বরের মহান্ত শ্রীযুক্ত সতীশ গিরির অধীনে এই মন্দির ও দেবোত্তর জমিদারী ছিল, বর্ত্তমানে নানা মামলা-মোকদ্দমার পর তাহা কাশীনগরের জমিদার শ্রীযুক্ত বরদা প্রসাদ রায় চৌধুরীর জমিদারীতে পরিণত

নীলাচল-পথে প্রভুর বিপ্রলম্ভোন্মাদ—

নিরবধি জগন্নাথ-প্রতি আর্ত্তি করি।
আইসেন সব পথ আপনা' পাসরি' ॥১১০॥
কা'রে বলি রাত্রি দিন পথের সঞ্চার।
কিবা জল, কিবা স্থল, কিবা পারাপার ॥১১১॥
কিছু নাহি জানে প্রভু ডুবি' প্রেম-রসে।
প্রিয়বর্গ রাখে নিরবধি রহি' পাশে ॥১১২॥
যে আবেশ মহাপ্রভু করেন প্রকাশ।
তাহা কে কহিতে পারে বিনে বেদব্যাস ॥১১৩॥
ঈশ্বরের চরিত্র বুঝিতে শক্তি কা'র।
কখন কিরূপে কৃষ্ণ করেন বিহার ॥১১৪॥

একমাত্র নিত্যানন্দই ইহার মর্ম্মজ্ঞ—

কা'রে বা করেন আর্ত্তি, কান্দেন বা কারে।
এ মর্ম্ম জানিতে নিত্যানন্দ শক্তি ধরে ॥১১৫॥
নিজ-ভক্তি-রসে ডুবি' বৈকুণ্ঠের রায়।
আপনা' না জানে প্রভু আপন-লীলায় ॥১১৬॥
আপনেই জগন্নাথ ভাবেন আপনে।
আপনে করিয়া আর্ত্তি লওয়ায়েন জনে ॥১১৭॥

প্রভুর কৃপায় অপরের নিকট মর্ম্ম-প্রকাশ—

যদি কৃপা-দৃষ্টি না করেন জীব-প্রতি।
তবে কার্ আছে তানে জানিতে শকতি ॥১১৮॥

নিত্যানন্দাদি-প্রিয়বর্গ-সহ ভোজন—ভোজন-কালেও কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলাতন্ময়তা—

নিত্যানন্দ-আদি সব প্রিয়বর্গ লৈয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া ॥১১৯॥
কিছুমাত্র অন্ন প্রভু পরিগ্রহ করি'।
উঠিলেন হুঙ্কার করিয়া গৌরহরি ॥১২০॥

কতদূর জগন্নাথ ?

আবিষ্ট হইলা প্রভু করি' আচমন।
"কত দূর জগন্নাথ ?" বলে ঘনে ঘন ॥১২১॥

মুকুন্দের কীর্ত্তন, প্রভুর অদ্ভুত নৃত্য, ছত্রভোগবাসীর সৌভাগ্য—

মুকুন্দ লাগিলা মাত্র কীর্ত্তন করিতে।
আরম্ভিলা বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর নাচিতে ॥১২২॥
পুণ্যবন্ত যত যত ছত্রভোগ-বাসী।
সবে দেখে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ-বিলাসী ॥১২৩॥

মন্দিরের মধ্যে অম্বুলিঙ্গ শিব বিরাজিত রহিয়াছেন। গৌরীপট্টাকার একটী পাষাণময় খাতের মধ্যে জল রহিয়াছে; তন্মধ্যেই অম্বুলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। লিঙ্গ-ললাট-মধ্যে রৌপ্যময় অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে। উপরি-ভাগে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্রীগোপাল-বিগ্রহ আছেন। এই অম্বুলিঙ্গ স্থান হইতে প্রায় দশ রশি পূর্ব্বদক্ষিণ-দিকে 'চক্রতীর্থ' নামক স্থান। এই স্থানেই প্রাচীন গঙ্গা প্রবাহিতা ছিল বলিয়া স্থানীয় জনশ্রুতি। এখন গঙ্গার অবশেষরূপে একটী পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। এখানে 'মাধব' বিষ্ণু-মূর্ত্তি আছেন। মেলার সময় লোকে ঐ পুকুরে গঙ্গাস্নান করিয়া থাকে এবং চক্রতীর্থে পূজাদি দেয়। গত (১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭), ২৫শে মে (১৯৩০) বহু বৈষ্ণব[illegible]াহারে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণচিহ্ন স্থাপনের স্থান নির্দ্দেশের উদ্দেশ্যে আমরা ছত্রভোগ দর্শন করি। বিস্তৃত বিবরণ 'গৌড়ীয়' ৮ম বর্ষ ৪৮ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য ॥৬১-৬২॥

অধুনা তথায় শ্রীগৌর-জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের অধ্যক্ষের ও সেবকগণের প্রচেষ্টায় শ্রীগৌরপাদপীঠের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

অম্বুলিঙ্গ—অধুনা এই স্থানটি ভূম্যধিকারী শ্রীযুত বরদাকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের অধিকারে বর্ত্তমান। এই স্থানে অদ্যাপি শৈবালাবৃত গঙ্গাজল অন্তর্নিহিত আছে ॥৬২॥

যেরূপ জলপথে "টর্পেডো-বোট্" দ্বারা বিরোধি-পক্ষের সংহার হয়, তদ্রূপ পথের ভূমির নিম্নে লোকদৃষ্টির অগোচরে ত্রিশূল সমূহ প্রোথিত করিবার প্রথা ছিল। বিরোধিগণ পরস্পরের দেশে যাহাতে আসিতে না পারে, তজ্জন্য সূচ্যগ্র-শাণিত ত্রিশূলসমূহ পথের মধ্যে স্থানে স্থানে প্রোথিত করা হইত। অজ্ঞাত স্থান দিয়া যে-কালে বলপূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষের পদাতিকসমূহ গমন করিবে, তৎকালে ঐ ত্রিশূলসমূহে পদবিদ্ধ হইয়া যাইবে,—আশা করিত ॥৯৭॥

জাশু—[আ—জাসূস্ সং—জাসুদঃ = গোয়েন্দা]. গোয়েন্দা, চর ॥৯৭॥

সাত্ত্বিক-বিকার-সমূহের যুগপৎ প্রকাশ—

অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, পুলক, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম।
কত হয়, কে জানে সে বিকারের মর্ম্ম ॥১২৪॥
কিবা সে অদ্ভুত নয়নের প্রেম-ধার।
ভাদ্রমাসে যে-হেন গঙ্গার অবতার ॥১২৫॥
পাক দিয়া নৃত্য করিতে নয়নে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল ॥১২৬॥

প্রেমময় অবতার গৌরসুন্দর—

ইহারে সে কহি প্রেমময়-অবতার।
এ শক্তি চৈতন্যচন্দ্র বিনে নাহি আর ॥১২৭॥

তৃতীয় প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রভুর ভাবাবেশে যাপন—

এই মতে গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
স্থির হইলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ॥১২৮॥
সকল লোকের চিত্তে 'যেন ক্ষণপ্রায়'।
সবার নিস্তার হৈল চৈতন্য-কৃপায় ॥১২৯॥

রামচন্দ্রখাঁন-কর্ত্তৃক প্রভুর গমনের জন্য নৌকা-আনয়ন—

হেনই সময়ে কহে রামচন্দ্র খাঁন।
"নৌকা আসি' ঘাটে প্রভু, হৈল বিদ্যমান ॥"১৩০॥

প্রভুর নৌকায় আরোহণ ও নীলাচলাভিমুখে যাত্রা—

ততক্ষণে 'হরি বলি' শ্রীগৌরসুন্দর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু নৌকার উপর ॥১৩১॥
শুভদৃষ্ট্যে লোকেরে বিদায় দিয়া ঘরে।
চলিলেন প্রভু নীলাচল—নিজপুরে ॥১৩২॥

নৌকোপরি মুকুন্দের কীর্ত্তন—

প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমুকুন্দ মহাশয়।
কীর্ত্তন করেন প্রভু নৌকায় বিজয় ॥১৩৩॥

নাবিকের ভয়—

অবোধ নাবিক বলে,—"হইল সংশয়।
বুঝিলাঙ আজি আর প্রাণ নাহি রয় ॥১৩৪॥
কূলেতে উঠিলে বাঘে লইয়া পলায়।
জলেতে পড়িলে কুম্ভীরেতে ধরি' খায় ॥১৩৫॥
নিরন্তর এ পানীতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন-প্রাণ দুই নাশ করে ॥১৩৬॥
এতেকে যাবত উড়িয়ার দেশ পাই।
তাবত নীরব হও সকল গোসাঞি!" ১৩৭॥

নাবিকের বাক্যে সকলে সঙ্কুচিত হইলেও প্রভুর প্রেমোন্মাদ ও হুঙ্কার—

সঙ্কোচ হইল সবে নাবিকের বোলে।
প্রভু সে ভাসেন নিরবধি প্রেম-জলে ॥১৩৮॥
ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
সবারে বলেন,—"কেনে ভয় কর কা'র ॥১৩৯

প্রভুর অভয়-বাণী—বৈষ্ণব-রক্ষক 'সুদর্শন' সর্ব্বত্র বিরাজমান—

এই না সম্মুখে সুদর্শনচক্র ফিরে।
বৈষ্ণবজনের নিরবধি বিঘ্ন হরে ॥১৪০॥

রামচন্দ্র খাঁনের বাড়ীতে বহু উপায়ন-সহ গৌরসুন্দরের ভোজ্য আনীত হইলে শ্রীমহাপ্রভু তাহা নাম-মাত্র স্বীকার করিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল গৌরসুন্দর রামচন্দ্র খাঁনের প্রদত্ত ভোজ্যদ্রব্যসমূহ লৌকিকভাবে গ্রহণ করিলেন ॥১০৭॥

বিবৃতি। বাহিরের দিকে ভিক্ষা-গ্রহণ-ছলনায় ভোজ্যগ্রহণ বহির্জ্জগতে লোকবঞ্চনার্থ স্বীকার মাত্র, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ পরমার্থ-বিচারে ভগবৎপ্রসাদ-গ্রহণই তাঁহার একমাত্র ভোজ্যস্বীকার বলিয়া লীলা-প্রদর্শন। ভক্তিবিরোধী কর্ম্মিগণ মনে করেন যে, শৌক্রব্রাহ্মণ-পরিচয়ে ক্ষীত ব্রাহ্মণব্রুবের গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর ভোজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা লৌকিক জড়বুদ্ধিনিরাস মাত্র। যে সকল লোক প্রতারিত হইবার যোগ্য ও পরমার্থে নিত্য বঞ্চিত, সেই সকল কর্ম্মকাণ্ডনিরত বিপ্রব্রুবগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য প্রকাশ্যভাবে ঐ প্রকার মূঢ়াচারের গৌণ অনুমোদন মাত্র। এই প্রকার গৌণ অনুমোদনে কর্ম্মকাণ্ডীয় জনগণের ভাবিমঙ্গল-লাভ ঘটিবে বলিয়া প্রভুর সেই প্রকার পরমার্থ-বিরোধী কর্ম্মিগণের সন্তোষ-বিধানার্থ চেষ্টা-মাত্র। ভাবি-কালে তাঁহারা বৈষ্ণব হইলে নিজ মঙ্গল লাভ করিয়া প্রভুপ্রিয় হইতে পারিবেন; কিন্তু কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত মহাপ্রভু কখনই অন্য কোন বস্তু

প্রভুর সকলকে নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনার্থ আদেশ—

কিছু চিন্তা নাহি, কর কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
তোরা কি না দেখ-হের ফিরে সুদর্শন॥" ১৪১॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব ভক্তগণ।
আনন্দে লাগিলা সবে করিতে কীর্ত্তন॥১৪২॥

ভক্তরক্ষক সুদর্শন নিত্য বিরাজমান থাকায় কাহারও ভক্তলঙ্ঘন-সামর্থ্য নাই—

ব্যপদেশে মহাপ্রভু কহেন সবারে।
"নিরবধি সুদর্শন ভক্তরক্ষা করে॥১৪৩॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসা করে।
সুদর্শন-অগ্নিতে সে পাপী পুড়ি' মরে॥১৪৪॥
বিষ্ণু-চক্র সুদর্শন রক্ষক থাকিতে।
কা'র শক্তি আছে ভক্তজনেরে লঙ্ঘিতে॥" ১৪৫॥
এই মত শ্রীগৌরচন্দ্রের গোপ্যকথা।
তান কৃপা যা'রে সেই বুঝয়ে সর্ব্বথা॥১৪৬॥

সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুর উৎকল-দেশে প্রবেশ ও প্রয়াগ-ঘাটে অবতরণ—

হেনমতে মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন-রসে।
প্রবেশ হইলা আসি' শ্রীউৎকল-দেশে॥১৪৭॥
উত্তরিলা গিয়া নৌকা শ্রীপ্রয়াগ-ঘাটে।
নৌকা হৈতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে॥১৪৮॥

ওড্রদেশে প্রবেশ—

প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র ওড্রদেশে।
ইহা যে শুনয়ে সে ভাসয়ে প্রেম-রসে॥১৪৯॥
আনন্দে ঠাকুর ওড্রদেশ হই' পার।
সর্ব্ব-গণ-সহিত হইলা নমস্কার॥১৫০॥

গঙ্গাঘাটে প্রভুর স্নান—

সেই স্থানে আছে তা'র 'গঙ্গা-ঘাট' নাম।
তহিঁ গৌরচন্দ্র প্রভু করিলেন স্নান॥১৫১॥
যুধিষ্ঠির-স্থাপিত 'মহেশ' তথি আছে।
স্নান করি তাঁরে নমস্করিলেন পাছে॥১৫২॥

গ্রহণের লীলা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি স্বয়ং সর্ব্বক্ষণ লক্ষাধিক কৃষ্ণনাম গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বিপ্রব্রুব-পাচিত অন্ন-সমূহ সমর্পণ করিয়া গ্রহণ করিতেন, পাছে বিপ্রব্রুবসম্প্রদায় তাঁহাকে বিপ্রব্রুবের অনাদরকারী বলিয়া চিরনরকে পতিত হয়, এই অপরাধ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই তিনি তাৎকালিক অবৈষ্ণবোচিত স্মার্ত্তাচার-স্বীকার-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ লক্ষেশ্বরের নৈবেদ্য ব্যতীত কৃষ্ণ কখনও অন্য কিছু গ্রহণ করেন না—এই পারমার্থিক বিচারই মহাপ্রভু প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাভাগবতগণ প্রত্যহই লক্ষনাম গ্রহণ করেন এবং হরি গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদ-ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করেন না; সুতরাং ভক্তমুখে আস্বাদিত মহাপ্রসাদাবশেষই পারমার্থিক ভোজ্য। ইতর ভোজ্য ব[illegible] মলমূত্রের ন্যায় ত্যাজ্য॥ ১০৮॥

বিবৃতি। বিশুদ্ধ-বিষ্ণুসেবা-নিরত ব্রাহ্মণগণই তাঁহার প্রিয়। তাঁহাদের সন্তোষ-বিধানার্থ তদাশ্রিত বিপ্রব্রুব-বর্গের সেবার অধিকার প্রদান তাঁহার দ্বাদশলীলার একটি অপূর্ব্ব প্রকার ভেদ। কিন্তু তাই বলিয়া মূঢ়গণের [illegible]মার্থ ভোজন পরিত্যাগপূর্ব্বক অস্পৃশ্য অনিবেদিত দ্রব্যগ্রহণ বা অশুদ্ধ-জনের নিবেদনাভাসকে 'নৈবেদ্য' বলিয়া গ্রহণকে কখনও অনুমোদন করিতে হইবে না॥১০৯॥

বিবৃতি। অর্ব্বাচীন জনগণ রাঢ় দেশের শৃগাল-বাসুদেবকে ও বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গদেশস্থ নানা কর্ম্মফলবাধ্য জীবগুলিকে 'ঈশ্বর', 'বিশ্বগুরু', 'সমন্বয়াচার্য্য', 'যুগাচার্য্য' প্রভৃতি নামে আরোপিত করিয়া যে মূঢ়তা দেখায়, উহা তাহাদের দুর্ব্বলা শক্তিরই পরিচয়। পঞ্চোপাসনা-মূলে যে নির্ব্বিশেষবিচার, তৎফলেই কলিকালে মানবে দেবারোপবাদ ক্রমশঃ গজিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু স্বয়ংরূপ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় শ্রীচৈতন্যলীলা জীবের কৃষ্ণপ্রেম-বিতরণের জন্য প্রকট করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুকরণে মানবে দেবারোপ-চেষ্টা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণচন্দ্র কলুষিতচিত্ত জনগণকে তাঁহার উপদেশক-লীলাময়ী গৌরলীলার উপলব্ধি করিবার শক্তি দেন না। শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ্রহ-ব্যতীত কাহারও শ্রীগৌরসুন্দরকে সেবা করিবার অধিকার নাই, বুঝিবার অধিকার নাই এবং কৃষ্ণপ্রেম পাইবারও অধিকার নাই॥১১৪॥

ওড্রদেশে প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র।
গণ-সহ হইলেন পরম-আনন্দ ॥১৫৩॥

ভক্তগণকে দেবস্থানে রাখিয়া সন্ন্যাসিরূপী প্রভুর প্রতি-দ্বারে ভিক্ষা-লীলা—

এক দেব-স্থানে প্রভু থুইয়া সবারে।
আপনে চলিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে ॥১৫৪॥
যা'র ঘরে গিয়া প্রভু উপসন্ন হয়।
সে বিগ্রহ দেখিতে কাহার মোহ নয় ॥১৫৫॥
আঁচল পাতেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সবেই তণ্ডুল আনি দেয়েন সত্বর ॥১৫৬॥
ভক্ষ্য দ্রব্য উৎকৃষ্ট যে থাকে যা'র ঘরে।
সবেই সন্তোষে আনি' দেয়েন প্রভুরে ॥১৫৭॥
'জগতের অন্নপূর্ণা' যে লক্ষ্মীর নাম।
সে লক্ষ্মী মাগয়ে যাঁ'র পাদপদ্মে স্থান ॥১৫৮॥
হেন প্রভু আপনে সকল ঘরে ঘরে।
ন্যাসিরূপে ভিক্ষা-ছলে জীব ধন্য করে ॥১৫৯॥

ভক্তগণ-সমীপে ভিক্ষালব্ধদ্রব্যসহ প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তন—

ভিক্ষা করি' প্রভু হই' হরষিত মন।
আইলেন যথা বসি আছে ভক্তগণ ॥১৬০॥
ভিক্ষা-দ্রব্য দেখি' সবে লাগিলা হাসিতে।
সবেই বলেন "প্রভু, পারিবা পোষিতে ॥" ১৬১॥

জগদানন্দের রন্ধন ও সকলের সহিত প্রভুর ভোজন—

সন্তোষে জগদানন্দ করিলা রন্ধন।
সবার সংহতি প্রভু করিলা ভোজন ॥১৬২॥
সর্ব্বরাত্রি সেই গ্রামে করি' সংকীর্ত্তন।
উষঃকালে মহাপ্রভু করিলা গমন ॥১৬৩॥

দানী ও প্রভুর লীলা—

কতদূর গেলে মাত্র দানী দুরাচার।
রাখিলেক, দান চাহে, না দেয় যাইবার ॥১৬৪॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ পাইল বিস্ময়।
জিজ্ঞাসিল—"তোমার কতেক লোক হয় ?"১৬৫॥
প্রভু কহে—"জগতে আমার কেহ নয়।
আমিহ কাহার নহি—কহিল নিশ্চয় ॥১৬৬॥
এক আমি, দুই নহি সকল আমার।"
কহিতে নয়নে বহে অবিরত ধার ॥১৬৭॥
দানী বলে—"গোসাঞি, করহ শুভ তুমি।
এ-সবার দান পাইলে ছাড়ি' দিব আমি ॥" ১৬৮॥

তথ্য। ত্বং বৈ সমস্তপুরুষার্থময়ঃ ফলাত্মা যদ্বাঞ্ছয়া সুমতয়ো বিসৃজন্তি কৃৎস্নম্। (ভাঃ ১০।৬০।৩৮) সত্যাশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্মমাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্ত্তেঃ। (ভাঃ ৪।৯।১৭) বরং বরয় ভদ্রং তে বরেশং মাভিবাঞ্ছিতম্। ব্রহ্মন্ শ্রেয়ঃ পরিশ্রামঃ পুংসাং মদ্দর্শনাবধিঃ॥ (ভাঃ ২।৯।২০) কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্, যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্। ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি, বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।২১) ॥১১৪॥

বিবৃতি। যদি বদ্ধজীবের প্রতি শ্রীগৌরহরি কৃপাদৃষ্টি না করেন, তবে কখনও বদ্ধজীব মুক্ত হইয়া 'বৈষ্ণব' হইতে পারে না। তজ্জন্য মহাপ্রভু স্বয়ংই আর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া ভজনীয় বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংই জগন্নাথদেব—এ কথা তিনি বিস্মৃত হইয়া সর্ব্বক্ষণ সংস্মৃতি থাকিলেও অনধিকারিজনগণকে তাহা বুঝিতে দেন নাই, কেননা তাহা হইলে অনধিকারী অভক্তগণ তাঁহাকে 'মায়াবাদী' মাত্র জানিয়া নিজেরাও মায়াবাদ-পথে নিমগ্ন হইবে। এজন্য ভক্ত-ভাবাঙ্গীকার-ব্যতীত অপর প্রকাশ-সমূহও যে, স্বয়ং তাঁহারই অন্তর্ভুক্ত—এ কথা জানিতে দেন নাই ॥ ১২১ ॥

বিবৃতি। রামচন্দ্র খাঁনের নৌকায় শ্রীগৌরসুন্দর আরোহন করিলে মুকুন্দ কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন মূঢ় নৌকা-চালক নিজের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া মহাত্রাসান্বিত হইল। দুর্গম সুন্দরবনের ভিতর দিয়া যাইতে গেলে স্থলপথে ব্যাঘ্র ও জলে বহু কুম্ভীরের সমাবেশ দেখা যাইত। এতদ্ব্যতীত ঐ জলপথে বহু জলদস্যু লুট ও রাহাজানি করিয়া বেড়াইত। তজ্জন্য নাবিক সকলকে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়াছিল। নাবিকের ত্রাসের অন্য কারণ এই যে,

শুভ করিলেন প্রভু 'গোবিন্দ' বলিয়া।
কতদূরে সবা ছাড়ি' বসিলেন গিয়া ॥১৬৯॥
সবা পরিহরি' প্রভু করিলা গমন।
হরিষে-বিষাদ হইলেন ভক্তগণ ॥১৭০॥

প্রভুর নিরপেক্ষতা-লীলা—

দেখিয়া প্রভুর অতি নিরপেক্ষ খেলা।
অন্যোঽন্যে সর্ব্ব-গণে হাসিতে লাগিলা ॥১৭১॥

ভক্তগণের বিষাদের কারণ ও নিত্যানন্দ-কর্ত্তৃক প্রবোধ-দান—

পাছে প্রভু সবা ছাড়ি' করেন গমন।
এতেকে বিষাদ আসি' ধরিলেক মন ॥১৭২॥
নিত্যানন্দ সবা প্রবোধেন—"চিন্তা নাই।
আমা সবা ছাড়িয়া না যাবেন গোসাঞি ॥" ১৭৩॥

দানী বলে—"তোমরা ত' সন্ন্যাসী নহ।
এতেকে আমারে সে উচিত দান দেহ ॥" ১৭৪॥

মহাপ্রভুর ক্রন্দন-লীলা—

কতদূরে প্রভু সব পার্ষদ ছাড়িয়া।
হেট মাথা করি' মাত্র কান্দেন বসিয়া ॥১৭৫॥
কাষ্ঠ-পাষাণাদি দ্রবে শুনি' সে ক্রন্দন।
অদ্ভুত দেখিয়া দানী ভাবে মনে মন ॥১৭৬॥

দানীর বিস্ময় ও প্রভুর পরিচয়-জিজ্ঞাসা—

দানী বলে—"এ পুরুষ নর কভু নহে।
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে ॥" ১৭৭॥
সবারে জিজ্ঞাসে দানী প্রণতি করিয়া।
"কে তোমরা, কার্ লোক, কহ ত' ভাঙ্গিয়া?" ১৭৮॥

রামচন্দ্র খাঁনের আদেশ প্রতিপালন না করিলে অর্থাৎ মহাপ্রভুকে উৎকলদেশে পৌছাইয়া না দিলে রামচন্দ্রখাঁন নাবিকের প্রাণ বিনাশ করিবেন; আবার উৎকলদেশে যাইবার পথে বিরোধিপক্ষের দৃষ্টিপথে পতিত হইবার আশঙ্কাও প্রচুর। কীর্ত্তন করিতে করিতে নৌকায় গেলে বিরোধিদল কীর্ত্তনধ্বনির অনুসরণে আক্রমণ করিবে। জলে নৌকার ভিতরে থাকিলেও ভয়, স্থলে উঠিলেও ভয় এবং ডুবিলেও ভয়। রামচন্দ্র খাঁনের ভয় ও বিরোধী রাজার ভয় এবং এতদ্ব্যতীত রামচন্দ্রের অনুগত জনগণের বিচার-ভয়। ইহাদের কীর্ত্তন-কোলাহল শুনিয়া বিরোধী দল ও দস্যুসম্প্রদায় ইহাদের উপর আক্রমণ করিবে॥১৩৫-৩৬

তথ্য। তস্মা অদাদ্ধরিশ্চক্রং প্রত্যনীকভয়াবহম্। একান্তভক্তিভাবেন প্রীতো ভক্তাভিরক্ষণম্ ॥ (ভাঃ ৯।৪।২৮) ॥ ১৪০ ॥

তথ্য। প্রাগ্‌দিষ্টং ভৃত্যরক্ষায়াং [illegible]ষেণ মহাত্মনা।
দদাহ কৃত্যাং তাং চক্রং ক্রুদ্ধাহিমিব পাবকঃ ॥
—(ভাঃ ৯।৪।৪৮);

পৃথক্ চকার তত্তেজশ্চক্রং বিষ্ণোরকল্পয়ৎ। ত্রিশূলঞ্চাপি রুদ্রস্য বজ্রমিন্দ্রস্য চাধিকম্ ॥ দৈত্যদানব সংহর্ত্তুঃ সহস্রকিরণাত্মকম্ ॥ (ইতি মাৎস্যে ১১[illegible] অধ্যায়ঃ।)

বরায়ুধোঽয়ং দেবেশ সর্ব্বায়ুধনিবর্হণঃ। সুদর্শনো দ্বাদশারো যো মনঃসদৃশো জবী ॥ আরাৎ স্থিতা অমী চাত্র দেবা মাসাশ্চ রাশয়ঃ। শিষ্টানাং রক্ষণার্থায় সংস্থিতা ঋতবশ্চ ষট্ ॥ অগ্নিঃ সোমস্তথা মিত্রো বরুণশ্চ প্রজাপতিঃ। ইন্দ্রাগ্নী চাপ্যথো বিশ্বে প্রজাপতয় এব চ। হনূমাংশ্চাথ বলবান্ দেবো ধন্বন্তরিস্তথা। তপাংস্তেব তাপসশ্চ দ্বাদশৈতে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ চৈত্রাদ্যাঃ ফাল্গুনান্তশ্চ মাসাস্তত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ত্বমেবমাদায় বিভো বরায়ুধং শত্রুং সুরাণাং জহি মা বিশঙ্কিথাঃ। আমোঘ এষোঽমররাজপূজিতো ধৃতো ময়া দেহগতস্তপোবলাৎ ॥ (ইতি বামনে ৭৯ অধ্যায়ঃ) ॥১৪৩॥

শ্রীগৌরসুন্দর এই সকল আশঙ্কা না করিয়া বলিলেন—"সুদর্শন-চক্র সর্ব্বক্ষণই ভক্তগণকে রক্ষা করেন। বৈষ্ণব-হিংসা করিলে সুদর্শনের অগ্নিতে পাপিষ্ঠ জনগণ পুড়িয়া মরিবে ॥" ১৪৪ ॥

তথ্য। দত্ত্বা চক্রং চ রক্ষার্থং ন নিশ্চিন্তো জনার্দ্দনঃ। স্বয়ং তন্নিকটং যাতি তং দ্রষ্টুং রক্ষণায় চ ॥ (নাঃ পঞ্চরাত্র ১।২।৩৪) এবং ভৃত্যান্তররক্ষার্থং কৃষ্ণো দত্ত্বা সুদর্শনম্। তথাপি সুস্থো ন প্রীতস্তুং তাক্তু মক্ষমঃ ॥ ১৪৫ ॥

তথ্য। "ব্রহ্মাদয়ো বহুতিথং যদপাঙ্গমোক্ষকামাস্তপঃ সমচরন্ ভগবৎপ্রপন্নাঃ। সা শ্রীঃ স্ববাসমরবিন্দবনং বিহায়।

ভক্তগণ-কর্ত্তৃক পরিচয়-প্রদান—

সবে বলিলেন—"অই ঠাকুর সবার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম শুনিয়াছ যাঁ'র ॥১৭৯॥
সবেই উহার ভৃত্য আমরা-সকল।
কহিতে সবার আঁখি বাহি পড়ে জল ॥১৮০॥

দানীর নয়নে প্রেমাশ্রু—

দেখিয়া সবার প্রেম মুগ্ধ হইল দানী।
দানীর নয়ন দুই বহি' পড়ে পানী ॥১৮১॥

প্রভুর নিকট শরণাগত দানী—

আথেব্যথে দানী গিয়া প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ হই' বলে বিনয় বচনে ॥১৮২॥
"কোটি কোটি জন্মে যত আছিল মঙ্গল।
তোমা' দেখি' আজি পূর্ণ হইল সকল ॥১৮৩॥
অপরাধ ক্ষমা কর করুণা-সাগর!
চল নীলাচল গিয়া দেখহ সত্বর॥" ১৮৪॥

দানীর প্রতি প্রভুর কৃপা ও স্থান ত্যাগ—

দানী প্রতি করি' প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত।
'হরি' বলি' চলিলেন সর্ব্বজীব-নাথ ॥১৮৫॥
সবার করিবে গৌরসুন্দর উদ্ধার।
বিনা পাপী বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার ॥১৮৬॥
অসুর দ্রবিল চৈতন্যের গুণ-নামে।
অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপী সে-ই নাহি মানে ॥১৮৭॥

অহর্নিশ প্রেমবিহ্বল গৌরহরি—

হেনমতে নীলাচলে বৈকুণ্ঠের নাথ।
আইসেন সবারে করিয়া দৃষ্টিপাত ॥১৮৮॥
নিজ প্রেমানন্দে প্রভু পথ নাহি জানে।
অহর্নিশ সুবিহ্বল প্রেমরস-পানে ॥১৮৯॥

সুবর্ণরেখায় আগমন ও তথায় স্নান-লীলা—

এই মতে মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে।
কত-দিনে উত্তরিলা সুবর্ণরেখাতে ॥১৯০॥
সুবর্ণরেখার জল পরম-নির্ম্মল।
স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব-সকল ॥১৯১॥
স্নান করি' স্বর্ণরেখা-নদী ধন্য করি'।
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি ॥১৯২॥

জগদানন্দের সহিত বহু পশ্চাতে
শ্রীনিত্যানন্দের অবস্থান—

রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দচন্দ্র।
সংহিত তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ ॥১৯৩॥

নিত্যানন্দের জন্য গৌরচন্দ্রের কিছু দূরে অপেক্ষা—

কতদূরে গৌরচন্দ্র বসিলেন গিয়া।
নিত্যানন্দস্বরূপের অপেক্ষা করিয়া ॥১৯৪॥

শ্রীচৈতন্যের আবেশে নিত্যানন্দের অবস্থা—

চৈতন্য-আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
বিহ্বলের মত ব্যবসায় সর্ব্বথায় ॥১৯৫॥
কখন হুঙ্কার করে, কখন রোদন।
ক্ষণে মহা অট্টহাস্য, ক্ষণে বা গর্জ্জন ॥১৯৬॥
ক্ষণে বা নদীর মাঝে এড়েন সাঁতার।
ক্ষণে সর্ব্ব-অঙ্গে ধূলা মাখেন অপার ॥১৯৭॥
ক্ষণে বা যে আছাড় খায়েন প্রেম-রসে।
চূর্ণ হয় অঙ্গ হেন সর্ব্বলোক বাসে ॥১৯৮॥

ৎপাদসৌভগমলং ভজতেঽনুরক্তা ॥" (ভাঃ ১।১৬।৩৩)
রদপঞ্চরাত্রেশ্রুতিবিদ্যা-সংবাদে—ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে
প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্। জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ
র্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা ॥ ১৫৮ ॥

তথ্য। অহো অদ্য বয়ং ব্রহ্মন্ সৎসেব্যাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ।
পয়াতিথিরূপেণ ভবদ্ভিস্তীর্থকাঃ কৃতাঃ ॥ যেষাং সংস্মরণাৎ
সাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ। কিং পুনর্দ্দর্শনস্পর্শ-পাদ-
চাসনাদিভিঃ ॥ (ভাঃ ১।১৯।৩২-৩৩) ॥ ১৫৯ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের মাধুকরী ভিক্ষা-লীলা ॥ ১৫৯ ॥

তথ্য। একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (কঠ ২।২।১২);
একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ—(শ্বেঃ উঃ ১১ ও গোঃ
তাঃ উঃ ১।১৯) ॥ ১৬৬-১৬৭ ॥

বিবৃতি। অধুনা শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাঁহার বিভিন্ন শাখা-
মঠসমূহ নানা ব্যক্তির নিকট হইতে ভিক্ষার দ্রব্য সংগ্রহ
করিয়া বৈষ্ণবসেবা করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর নিজ-
গণের দ্বারা ভিক্ষা সংগ্রহ করাইয়া এবং স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া

আপনা-আপনি নৃত্য করেন কখন।
টলমল করয়ে পৃথিবী ততক্ষণ ॥১৯৯॥
এ সকল কথা তানে কিছু চিত্র নয়।
অবতীর্ণ আপনে অনন্ত মহাশয় ॥২০০॥
নিত্যানন্দ-কৃপায় এ সব শক্তি হয়।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাঁহার হৃদয় ॥২০১॥

নিত্যানন্দের নিকট প্রভুর দণ্ডবাহী জগদানন্দের দণ্ড রাখিয়া ভিক্ষার্থ গমন—

নিত্যানন্দ-স্বরূপে থুইয়া এক-স্থানে।
চলিলা জগদানন্দ ভিক্ষা-অন্বেষণে ॥২০২॥
ঠাকুরের দণ্ড শ্রীজগদানন্দ বহে।
দণ্ড থুই নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে কহে ॥২০৩॥
"ঠাকুরের দণ্ডে মন দিও সাবধানে।
ভিক্ষা করি' আমিহ আসিব এইক্ষণে" ২০৪॥

দণ্ডের প্রতি নিত্যানন্দের উক্তি—

আথেব্যথে নিত্যানন্দ দণ্ড ধরি' করে।
বসিলেন সেই স্থানে বিহ্বল-অন্তরে ॥২০৫॥
দণ্ড হাতে করি হাসে নিত্যানন্দ-রায়।
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায় ॥২০৬॥
"অহে দণ্ড, আমি যাঁ'রে বহিয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এ'ত যুক্ত নহে ॥" ২০৭॥

নিত্যানন্দ-কর্তৃক তিন খণ্ডে মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ—

এত বলি' বলরাম পরম প্রচণ্ড।
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি' করি তিন খণ্ড ॥২০৮॥

নিজগণের পোষণ বা বৈষ্ণব সেবন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভিক্ষুকগণকে অনেকেই ভিক্ষা দেন দেখিয়া মৎসর ঈর্ষান্বিত সম্প্রদায় তাঁহাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিলেও "গৌড়ীয়মঠের দ্বারাই যে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের সংরক্ষণ কার্য্য সর্ব্বক্ষণ সাধিত হইতে পারে"—এ কথা বলিতে পশ্চাৎপদ হয় না। এক নিন্দক পাষণ্ডী ইহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে যে,—"গৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন দেশে প্রচার-প্রণালীই গৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত পথ। গৌড়ীয়মঠই প্রকৃত প্রস্তাবে গৌরসুন্দরের সুষ্ঠু প্রচার-কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন।" পাষণ্ডী নিন্দক সহজিয়াগণের মুখেও এই সকল কথা অস্বীকৃত হইতে পারে না। প্রাকৃত-সহজিয়ার কৃত্রিম বৈষ্ণবাচার ও প্রণালী যদিও গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ অনুমোদন করেন না এবং তাঁহাদের বিরোধ-কার্য্যে সহজিয়াগণের চেষ্টা থাকিলেও উহারা গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণকে সমগ্রজীবের মঙ্গল-কামনা-বিচারে মহাপ্রভুর একমাত্র অনুগত বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। শ্রীগৌরসুন্দর যে প্রকার ভক্তগণ-পালক হইয়া তাঁহাদের পরমার্থ-পোষণ [illegible] বিনাশন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার ভৃত্যগণও তাঁহারই সেবার জন্য বর্ত্তমানে সেই কার্য্যেই নিযুক্ত—এ কথা প্রাকৃত-সাহজিক-মিছাভক্ত-বৈষ্ণবব্রুব-সম্প্রদায় বুঝিয়া উঠিতে পারে না ॥১৬১॥

বিবৃতি। পুরাকালে জমিদারের মহালের মধ্যে পথে চলিতে হইলে দানী-সকল ঘাট-সমাধান-কারীর নিকট হইতে শুল্ক আদায় করিত। শ্রীগৌরসুন্দর যখন ছয়জন ভক্তসহ যাইতেছেন, তখন তাঁহার কোন সম্বল ছিল না। ঘাট-সমাধানেরও অর্থ কাহারও সহিত না থাকায় সকলেই আপনাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিত-জ্ঞানে চলিতেছিলেন। এক দানী হরিশ্চন্দ্রের পুত্রের মৃত্যুতে শ্মশান-শুল্ক আদায় করিবার বিচারের ন্যায় গৌরসুন্দরের নিকটও পথ শুল্ক চাহিয়া বসিল। পথ-শুল্ক না দেওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও জগন্নাথের পথে চলিতে দিবে না বলিয়া দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইল। মহাপ্রভুর অলৌকিক শ্রীবিগ্রহদর্শনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার সঙ্গে আপনি ব্যতীত আর কয়জন আছেন?" প্রভু তদুত্তরে বলিলেন,—"আমি জাগতিক লোকগুলির সম্বন্ধ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং বিশ্ববাসী কেহই আমার লোক নহে, বা আমিও বিশ্ববাসী লোকের অন্যতম নহি; আমি 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' বস্তু; সকল বিশ্বই আমার।" দানী তদুত্তরে তাঁহার অবিরল অশ্রুধারাপাত দর্শন করিয়া বলিল—"কেবল আপনারই শুল্ক দিতে হইবে না, বাকী সকলেরই দিতে হইবে।" ১৬৫-১৬৮ ॥

বিবৃতি। অবৈষ্ণবগণ কেহ কেহ মনে করেন যে, বৈষ্ণবগণ তাহাদের ছায়াই পাপে লিপ্ত হইবার যোগ্য। পাপিগণকে যখন গৌরসুন্দর কোল দিয়াছেন, তখন

দণ্ডভঙ্গ-লীলা জীববুদ্ধির অগম্য—

ঈশ্বরের ইচ্ছা-মাত্র ঈশ্বর সে জানে।
কেন ভাঙ্গিলেন দণ্ড, জানিব কেমনে ॥২০৯॥
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গৌরচন্দ্রের অন্তর।
নিত্যানন্দেরেও জানে শ্রীগৌরসুন্দর ॥২১০॥

নিত্যানন্দই একমাত্র মর্ম্মজ্ঞ—

যুগে যুগে দুই ভাই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
দোঁহার অন্তর দোঁহে জানে অনুক্ষণ ॥২১১॥
এক বস্তু দুই ভাগ, ভক্তি বুঝাইতে।
গৌরচন্দ্র জানি সবে নিত্যানন্দ হৈতে ॥২১২॥
বলরাম বিনা অন্য চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিবারে পারে হেন কে আছে প্রচণ্ড ? ২১৩॥
সকল বুঝায় ছলে শ্রীগৌরসুন্দরে।
যে জানয়ে মর্ম্ম, সেই জন সুখে তরে ॥২১৪॥

জগদানন্দের প্রত্যাগমন ও ভগ্নদণ্ড দর্শনে
বিস্ময়, চিন্তা ও জিজ্ঞাসা—

দণ্ড ভাঙ্গি' নিত্যানন্দ আছেন বসিয়া।
ক্ষণেকে জগদানন্দ মিলিলা আসিয়া ॥২১৫॥
ভগ্ন দণ্ড দেখি' মহা হইলা বিস্মিত।
অন্তরে জগদানন্দ হইলা চিন্তিত ॥২১৬॥

নিত্যানন্দের উত্তর—

বার্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন—"দণ্ড ভাঙ্গিলেক কে ?"
নিত্যানন্দ বলে—"দণ্ড ধরিলেক যে ॥২১৭॥
আপনার দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিলা আপনে।
তাঁ'র দণ্ড ভাঙ্গিতে কি পারে অন্য জনে ॥" ২১৮॥

তাঁহারা সেই পাপ সমর্থন করিবে না কেন ? এবং যাবতীয় পাপসমর্থন-কারী ব্যক্তিই বৈষ্ণব-গুরুর কার্য্য করিবে। এখানে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, গৌরসুন্দর সকলেরই উদ্ধার করিবেন, কিন্তু বৈষ্ণবের নিন্দাকারী ও নামবলে পাপাচারী আচার-ভ্রষ্ট জনগণের উদ্ধার কখনও করিবেন না। পাপের অনুমোদনকারী পাষণ্ডিগণ যতই কেন না আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব', 'গুরু' প্রভৃতি বলিয়া মিছাভক্ত সাজুক, দুরাচার বৈষ্ণবনিন্দক পাষণ্ডিগণের আত্মবঞ্চনা ব্যতীত অন্য কোন সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। শ্রীচৈতন্য-দেবের কৃপায় ভগবদ্বিদ্বেষী অসুরগণও অনুগ্রহ পাইয়াছে, কিন্তু ভক্তদ্বেষী পাষণ্ডী দুষ্কৃত পাপী কখনও গৌরসুন্দরের কৃপার উপর নির্ভর করিবে না, আত্মম্ভরী হইয়া আপনাকে গৌরভক্তরূপে বলিয়া পরিচয় দিবে এবং নরকের পথের পথিক হইবে ॥ ১৮৬ ॥

সুবর্ণরেখা-নদী-তীরে—গ্রাম বিশেষে। জগন্নাথক্ষেত্র যাত্রী পথিকগণ যে স্থলে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে উপস্থিত হন, সেই প্রাচীনপথের পার্শ্বেই গৌরসুন্দর উপস্থিত হইয়া-ছিলেন ॥ ১৯০ ॥

বিবৃতি। শ্রীগৌরসুন্দর দণ্ডগ্রহণ করা অবধি স্বীয় শ্রীমূর্ত্তির সহিত দণ্ড রাখিতেন। সময়ে সময়ে জগদানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর দণ্ড বহন করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জগদানন্দের নিকট হইতে দণ্ড সাবধানে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ পূর্ব্বক দণ্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"চতুর্দ্দশ-ভুবনপতি শ্রীকৃষ্ণকে আমরা সর্ব্বদা হৃদয়ে বহন করি ; আমরা তাঁহার নিত্য ভৃত্য ; তুমি আমাদের সেই নিত্য প্রভুকে বাহকরূপে সাজাইয়া অপরাধ করিতেছ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া যে সকল বিধি-গ্রহণ বা নিষেধ-ত্যাগের চিহ্ন স্বীয়-হস্তে ও স্কন্ধে স্থাপন করিয়াছেন, সেই বহন-কার্য্য আমাদেরই শোভা পায়। হে দণ্ড, তুমি আমার প্রভুর প্রভু হইও না, তুমি আর তোমাকে মহাপ্রভুর দ্বারা বহন করাইও না।" প্রাকৃত-সহজিয়া ভক্তব্রুবগণ কৃষ্ণের নিকট হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি বাঞ্ছা করিয়া তাঁহার দ্বারা সেবা করাইয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ করে। ভক্তগণের ঐরূপ মনের ভাব নহে ॥ ২০৭ ॥

বিবৃতি। কেবলাদ্বৈতী পরমহংসব্রুব একদণ্ডিগণ ত্রিদণ্ডিগণের চিরদিনই অবজ্ঞা করে। শ্রীগৌরসুন্দর একদণ্ড গ্রহণ-ছলনা-লীলা প্রদর্শন করায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেই দণ্ডকে ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়া উহাকে ত্রিদণ্ডরূপে পরিণত করিলেন এবং ঐ দণ্ডবহন-ভার ভগবৎসেবকগণের নিকট ন্যস্ত করিলেন। তজ্জন্যই অতি প্রাচীনকালে মহাভারতে যে হংস-গীতি আছে, তন্মধ্যস্থ "বাচো বেগম" শ্লোকটি

জগদানন্দ-কর্ত্তৃক প্রভুবনিকট ভগ্নদণ্ড আনয়ন—

শুনি' বিপ্র আর না করিলা প্রত্যুত্তর।
ভাঙ্গা দণ্ড লই' মাত্র চলিলা সত্বর ॥২১৯॥

সর্ব্বজ্ঞ প্রভুব দণ্ডভঙ্গেব কাবণ-জিজ্ঞাসা-লীলা—

বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।
ভাঙ্গা দণ্ড ফেলি' দিল প্রভুর গোচর ॥২২০॥
প্রভু বলে,—"কহ দণ্ড ভাঙ্গিল কেমনে।
পথে কিবা কন্দল করিলা কারো সনে?" ২২১॥

জগদানন্দেব নিত্যানন্দ প্রভুব নামোল্লেখ—

কহিলা জগদানন্দ পণ্ডিত সকল।
"ভাঙ্গিলেন দণ্ড নিত্যানন্দ সুবিহ্বল॥" ২২২॥

গৌর-নিতাইব কোন্দল-লীলা—

নিত্যানন্দ-প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে আপনি।
কি লাগি ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি॥" ২২৩॥

নিত্যানন্দ বলে—"ভাঙ্গিয়াছি বাঁশ-খান।
না পার ক্ষমিতে, কর যে শাস্তি প্রমাণ ॥২২৪॥
প্রভু বলে,—"যাহে সর্ব্ব-দেব-অধিষ্ঠান।
সে তোমার মতে কি হইল বাঁশ-খান!" ২২৫॥

শ্রীগৌবসুন্দবের অচিন্ত্য অগম্য লীলা—

কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা।
মনে করে এক, মুখে করে আর খেলা ॥২২৬॥
এতেকে যে বলে বুঝি কৃষ্ণের হৃদয়।
সেই সে অবোধ ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥২২৭॥
মারিবেন হেন যা'রে আছয়ে অন্তরে।
তাহারেও দেখি যেন মহা প্রীতি করে ॥২২৮॥
প্রাণ-সম অধিক যে সব ভক্তগণ।
তাহারেও দেখি যেন নিরপেক্ষ-মন ॥২২৯॥

ত্রিদণ্ডগ্রহণেব নিদর্শন ও যোগ্যতা সূচনা কবে এবং ত্রিদণ্ডিগণেবই যে শ্রীরূপানুগত্ব, ইহা শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু "উপদেশামৃতে" লিপিবদ্ধ কবিযাছেন। অপ্যয়দীক্ষিত প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতাবলম্বী মাযাবাদিগণ ত্রিদণ্ডেব বিরুদ্ধে 'পবিমল' নামক টীকায প্রচুব গালিগালাজ কবিযাছে। ভাবিকালে মাযাবাদী অপ্যযদীক্ষিত 'ন্যায়বক্ষামণি,' 'শিবার্ক মণিদীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থেব অভ্যন্তবে যে সকল ভক্তি-বিবোধী মতবাদ লিখিবেন তাহাব অযোগ্যতা-প্রদর্শন-কল্পে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌবসুন্দবেব একদণ্ডকে ত্রিদণ্ডে পবিণত কবিলেন। অভেদবাদী যেরূপ মাযাবাদ-চিহ্ন একদণ্ড গ্রহণ কবেন এবং শুদ্ধাদ্বৈতমতাবলম্বি-গণেব শিষ্য-পাবম্পর্য্যে যে একদণ্ডগ্রহণপ্রথা প্রচলিত ছিল ও আছে, তাহা শ্রীমাধ্বগৌডীয সম্প্রদাযেব অনুমোদিত নহে—ইহা জানাইবাব জন্যই শ্রীবলদেব প্রভু সন্ন্যাসবেশী শ্রীচৈতন্যদেবেব একদণ্ডকে ত্রিদণ্ডে পবিণত কবিয়াছেন; ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতেব সম্মত ও গৌড়ীয়[illegible]গণেব একমাত্র বিচার। 'ত্রিদণ্ডী' না হইলে কেহই আত্মসংযম কবিতে সমর্থ হন না। কর্ম্মকাণ্ডীয় ত্রিদণ্ডে ইন্দ্রদণ্ড, বজ্রদণ্ড ও ব্রহ্মদণ্ডেব সহিত জীবদণ্ডেব সমাবেশ আছে। শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু ত্রিদণ্ড ব্যাখায় কায়মনোবাক্যে দণ্ডের কথা পাবমার্থিক ত্রিদণ্ডিগণকে জানাইয়াছেন। ত্রিদণ্ডেব সহিত জীবদণ্ডেব সংযোগে ত্রিদণ্ডেব বহিঃপ্রজ্ঞা চালিত বিচাবে পাবমহংস্যধর্ম্মে একদণ্ডই পবিলক্ষিত হয। কিন্তু যে একদণ্ডে জড়গুণত্রযেব সম্মেলনে গুণবিধৌত অবস্থা নামক একদণ্ড, উহা একাযন পদ্ধতিতে কলঙ্ক আবোপ কবে বলিযা ত্রিদণ্ড সম্মেলনে একদণ্ডই একায়ন পদ্ধতিতে স্বীকৃত হইযাছে। ব্রহ্মসম্প্রদায়ে, ব্রহ্ম মাধ্ব সম্প্রদায়ে ও ব্রহ্ম মাধ্ব-গৌড়ীয সার্ব্বজনীন বৈষ্ণব সমাজে সেই প্রথা চিবদিনই ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে অবস্থিত।

সুতবাং শ্রীগৌবনিত্যানন্দেব আম্নায-বিচাবে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয বিচাব হইতে পার্থক্য স্থাপিত হইতে পারে না। এই সময হইতে শ্রীচৈতন্যদেবেব আশ্রিত জনগণ "গৌড়ীয়-ত্রিদণ্ডিস্বামী" বলিযা কথিত শ্রীপ্রবোধানন্দ সবস্বতীপাদেব বৈধ বিচাবে মর্য্যাদাপথে সন্ন্যাসগ্রহণ—শ্রীরূপানুগ-গণেব পাবমহংস্যবিচারে পবস্পব বৈষম্য উৎপাদন কবে নাই। গৌড়ীয়গণ মর্য্যাদা পথে ত্রিদণ্ড গ্রহণ কবিলেও তাঁহাবা শ্রীরূপানুগ বা শ্রীসনাতনানুগ পাবমহংস্যধর্ম্মেব বিবোধী নহেন। পাবমহংস্য-ধর্ম্মে বৈধ চিহ্নসমূহেব বৈষম্য বহিশ্চিহ্ন রূপে গৃহীত হইলেও বহিশ্চিহ্নধারণে পারমহংস্যধর্ম্মের যাজন তদতিরিক্ত নহে। শ্রীসনাতনের অনুগমনে অপর

এই মত অচিন্ত্য অগম্য লীলা মাত্র।
তান অনুগ্রহে বুঝে তান কৃপা-পাত্র ॥২৩০॥

মহাপ্রভুর ক্রোধ-লীলা—

দণ্ড ভাঙ্গিলেন আপনেই ইচ্ছা করি'।
ক্রোধ ব্যঞ্জিবারে লাগিলেন গৌর-হরি ॥২৩১॥
প্রভু বলে,—"সবে দণ্ড মাত্র ছিল সঙ্গ।
তাহো আজি কৃষ্ণের ইচ্ছাতে হৈল ভঙ্গ ॥২৩২॥

প্রভুর নিরপেক্ষতা-লীলা-প্রদর্শন—

এতেকে আমার সঙ্গে কারো সঙ্গ নাই।
তোমরা বা আগে চল, কিবা আমি যাই ॥"২৩৩॥
দ্বিরুক্তি করিতে আজ্ঞা শক্তি আছে কার।
সবেই হইলা শুনি' চিন্তিত অপার ॥২৩৪॥
মুকুন্দ বলেন, তবে "তুমি চল আগে।
আমরা-সবার কিছু পাছে কৃত্য আছে ॥" ২৩৫॥

গৌরচন্দ্রের একাকী অগ্রগমন—

'ভাল', বলি' চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
মত্ত-সিংহ-প্রায় গতি লখিতে দুষ্কর ॥২৩৬॥

জলেশ্বর-শিব-স্থানে—

মুহূর্ত্তেকে গেলা প্রভু জলেশ্বর-গ্রামে।
বরাবর গেলা জলেশ্বর-দেব-স্থানে ॥২৩৭॥
জলেশ্বর পুজিতে আছেন বিপ্র-গণে।
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-মাল্য-বিভূষণে ॥২৩৮॥
বহুবিধ বাদ্য উঠিয়াছে কোলাহল।
চতুর্দ্দিগে নৃত্য-গীত পরম মঙ্গল ॥২৩৯॥
দেখি প্রভু ক্রোধে পাসরিলেন সন্তোষে।
সেই বাদ্যে প্রভু মিশাইলা প্রেম-রসে ॥২৪০॥
নিজ প্রিয় শঙ্করের বিভব দেখিয়া।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র পরানন্দ হঞা ॥২৪১॥

কৃষ্ণ-প্রিয়তম শম্ভুকে লঙ্ঘন শ্রীচৈতন্যপথানুসরণকারী বৈষ্ণবের কৃত্য নহে—

শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র।
এতেকে শঙ্কর প্রিয় সর্ব্বভক্ত-বৃন্দ ॥২৪২॥
না মানে চৈতন্য-পথ বোলায় 'বৈষ্ণব'।
শিবেরে অমান্য করে ব্যর্থ তা'র সব ॥২৪৩॥
করিতে আছেন নৃত্য জগৎ-জীবন।
পর্ব্বত বিদরে হেন হুঙ্কার গর্জ্জন ॥২৪৪॥

শৈবগণের বিস্ময়—

দেখি' শিবদাস সব হইলা বিস্মিত।
সবেই বলেন—"শিব হইলা বিদিত ॥" ২৪৫॥

পাঁচজন ব্রজবাসী গোস্বামী পরমহংসবেশ গ্রহণ করিলেও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী মর্য্যাদাপথে ত্রিদণ্ড সংরক্ষণপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত নামক-গ্রন্থে গৌড়ীয়-বিচার সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন। অধুনা আচারভ্রষ্ট পরমহংস-ব্রুব পতিতজন-গণের আচরণ সংশোধন-কল্পে এবং শিষ্টাচার ও সদাচার-সংরক্ষণ-মানসে অনুরাগ-পথের পথিক-গণের অসদ্বিচার আক্রান্ত হইবার দুর্যোগ-পরিহারার্থ মর্য্যাদা-পথের প্রবর্ত্তনাবরণে শ্রীরূপানুগ বিমলভজন-চেষ্টা অর্ব্বাচীনগণের নিকট অনাদরের ও বিরোধের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। যুগে যুগে ভগবৎ প্রকাশের মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া আকর-বস্তুর উপাসনার ও তদনুষ্ঠানে নানা প্রকার বিপত্তি উপস্থাপিত হইয়াছে। মর্য্যাদাপথের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া লঙ্ঘন-জনিত অমঙ্গলকেই মর্য্যাদা-পথের উন্নত উদ্দেশ্য বলিয়া বিচারিত হয়। আবার, মর্য্যাদাপথের কেবল আবাহনে উন্নত পথ রুদ্ধ হয়। শ্রীল প্রবোধানন্দ ত্রিদণ্ডিপাদ বৃন্দাবনবাসী গোস্বামী ষট্‌কের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু গোস্বামিগণের অনুগত ক্রবস্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন জনগণ শ্রীপ্রবোধানন্দের বিচারকে প্রতিদ্বন্দ্বি-বিচার জানিয়াছিল; তাহাতে তাদৃশ আধুনিকগণের দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে ॥২০৮॥

বিবৃতি। স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ—একই বস্তু; যেরূপ চতুর্ব্যূহ প্রত্যেকেই একই বস্তু, তদ্রূপ। ভজনীয় শ্রীগৌর-সুন্দর স্বয়ংরূপ, ভক্তবস্তু শ্রীনিত্যানন্দ—স্বয়ংপ্রকাশ। কেবল মর্য্যাদাপথে শ্রীগৌরসুন্দরের ভজনের ব্যাঘাত হয়; আবার শ্রীনিত্যানন্দ লঙ্ঘনেও শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার ব্যাঘাত ঘটে। দশরূপে শ্রীনিত্যানন্দ—শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তি-প্রচারের পূর্ণ আদর্শ। শ্রীচৈতন্যের লৌকিক একদণ্ড গ্রহণ ও নির্দ্দণ্ডাবস্থায় ত্রিদণ্ড গ্রহণ-ব্যাপার শ্রীনিত্যানন্দই

আনন্দে অধিক সবে করে গীত বাদ্য।
প্রভুও নাচেন তিলার্দ্ধেক নাহি বাহ্য ॥২৪৬॥

পশ্চাদ্বর্ত্তি-ভক্তগণ-সহ মিলন ও মুকুন্দের কীর্ত্তনে প্রভুর অধিকতর আনন্দ-নৃত্য ও প্রেমাশ্রু প্রবাহ—

কত-ক্ষণে ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
আসিয়াই মুকুন্দাদি গাইতে লাগিলা ॥২৪৭॥
প্রিয়-গণ দেখি' প্রভু অধিক আনন্দে।
নাচিতে লাগিলা, বেড়ি' গায় ভক্তবৃন্দে ॥২৪৮॥
সে বিকার কহিতে বা শক্তি আছে কা'র।
নয়নে বহয়ে সুরধুনী-শত-ধার ॥২৪৯॥

এত দিনে গৌরপদ-ধূলিতে শিবপুরীর সার্থকতা—

এবে সে শিবের পুর হইল সফল।
যাহে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর ॥২৫০॥
কতক্ষণে প্রভু পরানন্দ প্রকাশিয়া।
স্থির হইলেন তবে প্রিয়-গোষ্ঠী লঞা ॥২৫১॥
সবা' প্রতি করিলেন প্রেম-আলিঙ্গন।
সবে হৈলা নির্ভর পরমানন্দ-মন ॥২৫২॥

নিত্যানন্দের প্রতি গৌরহরি—

নিত্যানন্দ দেখি' প্রভু লইলেন কোলে।
বলিতে লাগিলা তাঁ'রে কিছু কুতুহলে ॥২৫৩॥

জগৎকে জানাইতে সমর্থ। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র বিষ্ণু-ভক্তগণের জন্য ত্রিদণ্ডের বিধান লিখিয়াছেন। ত্রিদণ্ডি-গণই স্বরূপতঃ পারমহংস্যাবস্থা লাভ করিতে পারেন; আর একদণ্ডিগণ লৌকিক বিচারে নির্ব্বিশেষবাদ প্রচার করিতে গিয়া নিজের ওজন বুঝিতে পারেন না। সনাতন বৈদিক ধর্ম্মে ত্রিদণ্ডের সহিত জীবদণ্ড সংযোগে যে ত্রকদণ্ড তদন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্য বা ভেদ ও সংখ্যাগত একত্বের সহিত বহুত্বের সমাবেশ প্রভৃতি অনেকগুলি পারমার্থিক বিচারের অনুকূল বিষয় বুঝাইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই সমর্থ ॥২২॥

বিবৃতি। পারমহংস্যাবস্থার প্রাগ্‌ভাগে দণ্ডের অবস্থান; তদ্দ্বারা সকলেই জানিতে পারেন যে, তুর্য্যাশ্রমাশ্রিত ব্যক্তি পরমার্থের শেষ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন। লৌকিক অর্থ তাঁহাকে অশান্ত করিতে পারে না। কিন্তু নির্দ্দণ্ডাবস্থার সহিত সন্ন্যাসচিহ্ন বহির্ভাগে সংস্থিত না হওয়ায় সাধারণ লোক উহা বুঝিতে পারে না। তজ্জন্যই সর্ব্বোত্তম পরমহংস বৈষ্ণবগণকে অর্ব্বাচীনগণ তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা নিম্নস্তরে অবস্থিত বলিয়া জ্ঞান করেন। বংশদণ্ড চিহ্নমাত্রধারীকে আশ্রমাতীত সর্ব্বোত্তম পরমহংসের নিম্নস্তরে অবস্থিত বলিয়া লোকের ভ্রান্তি হইবে, বিচার করিয়া শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের শ্রীচৈতন্য-লীলায় বংশ-দণ্ড-চিহ্ন বিলুপ্ত করিলেন। তাঁহাকে চিহ্নহীন বা চিহ্ন-ধারীমাত্র বলিয়া লোকের তাঁহাকে পরমেশ্বর জানিতে বাধা হইবে এবং তজ্জনিত অপরাধে জীবের অমঙ্গল ঘটিবে জানিয়া সেই একদণ্ডকে ত্রিদণ্ডে পরিণত করিলেন। কায়-মনো-বাক্যের দণ্ড—এই ত্রিদণ্ডের কথা অসংযত জনগণের বহুমাননীয় এবং ত্রিদণ্ডের একসমাবেশে যে একদণ্ড, উহার সহিত সন্ন্যাস গ্রহণ করা পরমহংসের একমাত্র কৃত্য—ইহা বুঝাইবার জন্যই শ্রীনিত্যানন্দের চেষ্টা। ত্রিদণ্ডিগণের চিত্তবৃত্তি এই যে, তাঁহারা কাহারও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন না, বা কাহাকেও লৌকিক আশীর্ব্বাদ দিবার জন্য প্রস্তুত নহেন। যাহারা জাগতিক বিচারে আবদ্ধ, তাহাদের পরমার্থের সন্ধান নিতান্ত অল্প, বিশেষতঃ "দণ্ডেন দণ্ডী" প্রভৃতি আপেক্ষিকতা শ্রীগৌরসুন্দরে দৃষ্ট হইলে লোকের অমঙ্গল ঘটিবে ॥২২৪॥

গুণাবতারত্রয়ের অর্চ্চা-মূর্ত্তিরূপে পরম পবিত্র ত্রিদণ্ডকে 'চিন্ময়বিচারে পূজ্যবুদ্ধি' করিতে হয়; কিন্তু লোকদৃষ্টিতে 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ' নরকপ্রাপক বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ জীবকুলকে ভাবী অপরাধ হইতে বিমুক্ত করিলেন ॥২২৫॥

শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তগণ তাঁহার প্রাণ-সদৃশ। গৌর-হরির বিচারানুসরণ ব্যতীত তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র-বিপথ-গামী হইবার স্পৃহা নাই। গৌরসুন্দরের স্বীয় নিরপেক্ষতা মধ্যে মধ্যে জানাইবার জন্য ভক্তগণের অত্যন্ত বাধ্য নহেন,—ইহা দেখাইয়া থাকেন; নতুবা মৎসর মানবজাতি ভগবানকে তোষামোদ-প্রিয় বলিয়া গর্হণ করিবে। ঐরূপ নির্ব্বোধজনগণের মঙ্গলের জন্য শ্রীচৈতন্য ভক্ত ও অভক্ত, উভয়ের প্রতি সমভাব দেখাইয়া নিরপেক্ষতার ছলনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত সকল কথা বুঝিবার সামর্থ্য অযোগ্য জনগণের নাই ॥২২৯॥

"কোথা তুমি আমারে করিবা সম্বরণ।
যেমতে আমার হয় সন্ন্যাস-রক্ষণ ॥২৫৪॥

আরো আমা' পাগল করিতে তুমি চাও।
আর যদি কর, তবে মোর মাথা খাও ॥২৫৫॥

লৌকিক বিচারে সন্ন্যাসীর সম্বল—দণ্ডমাত্র; দণ্ডের গ্রাহক ভিক্ষা করিয়া আত্মপোষণ করেন এবং দণ্ডধৃক্ বহির্জ্জগতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য দণ্ডগ্রহণ করেন। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীগৌরসুন্দর লৌকিক বিচারে লোক-প্রীতি আকর্ষণ করিবার জন্য আপনাকে "দণ্ডমাত্র-সম্বল" বলিয়া দৈন্য প্রকাশ করিলেন ॥২৩২॥

তথ্য। জলেশ্বর—বর্ত্তমান জলেশ্বর-গ্রাম—বালেশ্বরের উত্তরাংশে অবস্থিত। কিন্তু দণ্ড-ভাঙ্গা-নদী পুরীর নিকট; উভয়ের মধ্যে কটক জেলা। পুরী জেলা হইতে পুনরায় বালেশ্বর জেলায় ফিরিবার কোন উল্লেখ দেখা যায় না, তজ্জন্য জলেশ্বরের উত্তরে কোন স্থানটীতে প্রভুর দণ্ড ভগ্ন হইয়াছিল, তাহা বিচার্য্য। আর যদি 'দণ্ডভাঙ্গা' বা 'ভার্গী'-নদীর তটে প্রভুর দণ্ডভঙ্গলীলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুরী যাইবার পথে জলেশ্বর-নামক শিবস্থান আছে বা পাওয়া আবশ্যক ॥২৩৭॥

তথ্য। একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ (শ্বেঃ ৬।১১ ও গোঃ তাঃ উঃ ১।১৯) একমেবাদ্বিতীয়ম্ (ছান্দোগ্য ৬।২।১)—ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ। (ভাঃ ১০।১০।৩০) একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ। নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ। পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ॥ (ভাঃ ১০।১৪।২৩) কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ। ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন॥ সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ। তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তুরূপ্যতাম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৫৫-৫৭) অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ (ভাঃ ১০।১৪।২৯) ॥২২৯-২৩৩॥

প্রকৃতিভ্যো পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥ (ভারত ভীষ্ম পঃ ৫।১২) নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণামিদং তথা॥ (ভাঃ ১২।১৩।১৬) ॥২৪২॥

বিবৃতি। গুণাবতার মহাদেবকে যাহারা অসম্মান করে, তাহারা শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত প্রস্তাবে অনুসরণ করে না। শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালের প্রায় চতুঃশতাব্দি পূর্ব্বে শ্রীরামানুজ ঐকান্তিক বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন। চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণ গুণাবতারের সহিত বাসুদেব-বিষ্ণুর সমত্ব-স্থাপনের যথেষ্ট যত্ন করেন। তৎফলে তাহারা ভগবচ্চরণে অপরাধী হওয়ায় সেই অপরাধ হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবার বাসনায় শ্রীলক্ষ্মণদেশিক একলা-বিষ্ণুভক্তির কথা প্রবলভাবে স্থাপন করেন। শ্রীআনন্দতীর্থাদি-বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণ বিরিঞ্চি-শিবাদি গুণাবতার-গণকে ভগবদ্ভক্ত-বিচারে পূজা করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তাবতার শিবের আলয়ে গিয়া কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যাশ্রিত জনগণ যদি শ্রীরামানুজীয় ঐকান্তিক বিচারে ভক্তরাজ মহাদেবের অনাদর করেন, তাহা হইলে ভক্তবিদ্বেষ-জন্য গ্রন্থকার-প্রমুখ সকল শুদ্ধভক্তগণের ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধের উদয় হয়। "শিব-বিরিঞ্চিনুতঃ শরণ্যম্," "দাসস্তে হবনাবদ প্রভৃতয়ঃ," "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" স্বয়ম্ভুবাদি দ্বাদশ বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ এবং 'বিষ্ণুস্বামী' নামক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীশিবের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবত্ব-বিচারের অনাদর ঘটে। শৈব বা লিঙ্গায়েৎগণ বৈষ্ণবদিগকে অযথা আক্রমণ করায় তাঁহারা শৈবগণপূজিত শিবমন্দিরে গমন করিয়া শিব-দর্শনে 'সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ' সাধুর সঙ্গবর্জ্জিত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীচৈতন্যের অনুগত জনগণ তাহা করেন না ॥২৪৩॥

তথ্য। যঃ পরং রংহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ। ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে॥ (ভাঃ ৪।২৪।২৮) নাশ্চর্য্যমেতদ্যদসৎসু সর্ব্বদা মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু। সের্ষ্যং মহাপুরুষপাদপাংশুভি র্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্॥ যদ্‌দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃনাং সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ। পবিত্রকীর্ত্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং ভবানহো দ্বেষ্টিশিবঃ শিবেতরঃ॥ (ভাঃ ৪।৪।১৩-১৪) ॥২৪৩॥

যেন কর তুমি আমা তেন আমি হই।
সত্য সত্য এই আমি সবা স্থানে কই॥"২৫৬॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের সকলকে শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি সতর্ক হইবার জন্য শিক্ষা-দান লীলা—

সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবান্।
"নিত্যানন্দ প্রতি সবে হও সাবধান॥২৫৭॥
মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দ দেহ বড়।
সত্য সত্য সবারে কহিনু এই দঢ়॥২৫৮॥
নিত্যানন্দ-স্থানে যা'র হয় অপরাধ।
মোর দোষ নাহি তার প্রেম-ভক্তি বাধ॥২৫৯॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥" ২৬০॥
আত্ম-স্তুতি শুনি' নিত্যানন্দ মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয়॥২৬১॥
পরম-আনন্দ হইলা সর্ব্বভক্তগণ।
হেন লীলা করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥২৬২॥

জলেশ্বরে রাত্রি-যাপন ও উষঃকালে স্থানত্যাগ—

এই মতে জলেশ্বরে সে রাত্রি রহিয়া।
উষঃকালে চলিলা সকল ভক্ত লঞা॥২৬৩॥

বাঁশদহপথে জনৈক শাক্ত ছ্যাসীর সহিত আলাপন-লীলা—

বাঁশদহ-পথে এক শাক্ত ন্যাসি-বেশ।
আসিয়া প্রভুরে পথে করিল আদেশ॥২৬৪॥
'শাক্ত' হেন প্রভু জানিলেন নিজ মনে।
সম্ভাষিতে লাগিলেন মধুর বচনে॥২৬৫॥
প্রভু বলে,—"কহ কহ কোথা তুমি সব!
চির-দিনে আজি সবে দেখিলুঁ বান্ধব॥২৬৬॥

প্রভুর মায়ায় মোহিত শাক্ত-ছ্যাসী—

প্রভুর মায়ায় শাক্ত মোহিত হইলা।
আপনার তত্ত্ব যত কহিতে লাগিলা॥২৬৭॥
যত যত শাক্ত বৈসে যত যত দেশে।
সবে কহে একে একে, শুনি' প্রভু হাসে॥২৬৮॥

শাক্তছ্যাসীর স্বীয় তামস মঠে প্রভুকে 'আনন্দ'-পানার্থ-নিমন্ত্রণ—

শাক্ত বলে,—"চল ঝাট মঠেতে আমার।
সবেই 'আনন্দ' আজি করিব অপার॥" ২৬৯॥
পাপী শাক্ত মদিরারে বলয়ে 'আনন্দ'।
বুঝিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ॥২৭০॥

প্রভুর বঞ্চনা—

প্রভু বলে,—"আসি আমি 'আনন্দ' করিতে।
আগে গিয়া তুমি সজ্জ করহ ত্বরিতে॥" ২৭১॥
শুনিয়া চলিলা শাক্ত হই' হরষিত।
এই মত ঈশ্বরের অগাধ চরিত॥২৭২॥

পতিত-পাবন শ্রীগৌরহরি—

'পতিত-পাবন কৃষ্ণ' সর্ব্ব-বেদে কহে।
অতএব শাক্ত-সনে প্রভু কথা কহে॥২৭৩॥

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরকে যেরূপ বেষে সাজাইতে চাহেন, শ্রীগৌরসুন্দর তাহাই স্বীকার করেন। শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের সহিত অভিন্ন-হৃদয়। উভয়েই ভক্তবেষ ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমার আস্বাদক ও প্রচারক॥২৫৬॥

তথ্য। বাঁশদহ—নামান্তর 'বাঁশদা' বা 'বাঁশধা'—জলেশ্বরের নিকটবর্ত্তী॥২৬৪॥

পাপী শাক্ত—যে সকল শক্তি-উপাসক আসব-পানে জড় সুখে মত্ত হয়, তাহাদের পাপপ্রবৃত্তি প্রবল হওয়ায় পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হওয়াই তাহাদের গতি। পঞ্চ 'ম'-কার তাহাদের জড়শরীরের আনন্দ বিধান করে॥২৭০॥

বিবৃতি। অনেক মূঢ় ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানে অসমর্থ হওয়ায় তাহাদের অজ্ঞানোত্থ ইন্দ্রিয়-তর্পণকে 'পরমার্থ' জ্ঞান করে। শাক্তস্বভাবসম্পন্ন জনগণ নিজেন্দ্রিয়-তর্পণকেই বহুমানন করিয়া নিষ্কাম অধোক্ষজসেবা বুঝিতে পারে না। প্রাকৃত-সহজিয়াগণই 'পাপী শাক্ত'-শব্দ-বাচ্য। জড় সম্ভোগই উহাদের একমাত্র প্রয়োজন। এই প্রকার প্রাকৃত সহজিয়াদিগের সঙ্গ উপস্থিত হইলে শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ উহাদিগের অনুমোদন করিয়া উহাদিগকে বঞ্চনা করিতেন, সেরূপ অধুনা এই পতিতের পাবন-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীচৈতন্যনীতি-অবলম্বনে বহুজড়ানন্দিদিগকে বঞ্চনা করিতেন। জড়ানন্দিগণ জানে যে, বৈষ্ণবগণও তাহাদের

লোকে বলে,—"এ শাক্তের হইল উদ্ধার।
এ-শাক্ত-পরশে অন্য শাক্তের নিস্তার॥" ২৭৪॥
এই মত শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্।
নানা মতে করিলেন সর্ব্ব-জীব-ত্রাণ ॥২৭৫॥

রেমুণায় শ্রীগোপীনাথ-সমীপে প্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলা—

হেন মতে শাক্তের সহিত রস করি'।
আইলা রেমুণা-গ্রামে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥২৭৬॥
রেমুণায় দেখি' নিজ-মূর্ত্তি গোপীনাথ।
বিস্তর করিলা নৃত্য ভক্ত-বর্গ-সাথ ॥২৭৭॥
আপনার প্রেমে প্রভু পাসরি' আপনা।
রোদন করেন অতি করিয়া করুণা ॥২৭৮॥
সে করুণা শুনিতে পাষাণ কাষ্ঠ দ্রবে।
এবে না দ্রবিল ধর্ম্মধ্বজিগণ সবে ॥২৭৯॥

যাজপুরে—

কত দিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন 'যাজপুর'—ব্রাহ্মণনগর ॥২৮০॥
যহি আদিবরাহের অদ্ভুত প্রকাশ।
যাঁ'র দরশনে হয় সর্ব্ব-বন্ধ-নাশ ॥২৮১॥
মহাতীর্থ—বহে যথা নদী বৈতরণী।
যাঁ'র দরশনে পাপ পলায় আপনি ॥২৮২॥

বৈতরণী মহাতীর্থে—তীর্থ-মহিমা—

জন্তুমাত্র যে নদীর হইলেই পার।
দেবগণে দেখে চতুর্ভুজের আকার ॥২৮৩॥

ন্যায় প্রতিষ্ঠাশা-ভিক্ষু এবং আরও জানে যে, গৃহাদির সৌখ্য প্রদান করিবার লোভ দেখাইয়া বৈষ্ণবদিগকে গৃহ-ব্রত করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিবার জাল বিস্তার করিতে গেলে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বৈষ্ণব প্রাকৃতসহজিয়া বা পাপী শাক্তকে ক্রোধবাক্যে ভোগা দিয়া থাকেন। প্রাকৃত সহজিয়াদিগের গৃহে তাঁহারা কোনদিন গমন করেন না। প্রাকৃতসহজিয়া-সম্মেলনে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কখনও যোগদান করেন না। নির্ব্বোধজনগণ মনে করে যে, পরমমুক্ত মহাভাগবত বুঝি তাহাদের দুরাচারেরই পোষণকারী। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া তাহাদের দুঃসঙ্গ হইতে পৃথক্ থাকাই শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় ভক্তগণের উদ্দেশ্য ॥২৭১॥

তথ্য। অহং ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম। আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ॥ আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ। সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্॥ তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি। ব্রহ্মরুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি॥ যথা পুমান্ ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু কচিৎ। পারক্যবুদ্ধিং কুরুতে এবং ভূতেষু মৎপরঃ॥ (ভাঃ ৪।৭।৫০-৫৩) কিরাতহূনান্ধ্র-পুলিন্দপুক্কসা, আভীরশুম্ভা যবনাঃ খশাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥ (ভাঃ ২।৪।১৮) তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ। যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীল-শিক্ষাস্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥ (ভাঃ (২।৭।৪৬) শ্রবণাৎ কীর্ত্তনাদ্ধ্যানাৎ পূয়ন্তেঽন্তেবসায়িনঃ। তব ব্রহ্মময়-স্যেশ কিমুতেক্ষাভিমর্শিনঃ॥ (ভাঃ ১০।৭০।৪৩) ॥২৭৬॥

রস—রহস্য ॥২৭৬॥

তথ্য। রেমুণা—বালেশ্বরের ৫ মাইল পশ্চিমে রেমুণা গ্রাম। তথায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ বর্ত্তমান ॥২৭৬॥

ভক্তবর্গকে ভজনশিক্ষা দিবার জন্য গোপীনাথ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে মহাপ্রভু বিস্তর নৃত্য করিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চা-বিগ্রহ—শ্রীগোপীনাথ, তজ্জন্য "নিজ মূর্ত্তি গোপীনাথ" শব্দের উল্লেখ। শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন গোপীনাথ। গৌড়ীয়া-নাথ ও গোপীনাথ, উভয়েই একই তত্ত্ব, উভয়েই স্বয়ংরূপ—ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য-লীলার মূর্ত্তিদ্বয় হইলেও একতাৎপর্য্যপর। শ্রীগৌরমূর্ত্তিকে শ্রীগোপীনাথ-মূর্ত্তির 'প্রকাশভেদ' বলা হইবে না ॥২৭৭॥

যাজপুর ব্রাহ্মণনগরে 'আদিবরাহ-মন্দিরে' শ্রীগৌর-সুন্দরের পাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বালিয়াটি-গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের মাতৃদেবীর সৌজন্যে উহা স্থাপিত হইয়াছেন ॥২৮০॥

তথ্য। বৈতরণী—বৈতরণী নদীর তীরে বিরজাক্ষেত্রে নাভিগয়ারূপ যাজপুর অবস্থিত ॥২৮২॥

নাভীগয়া—বিরজাদেবীর যথা স্থান।
যথা হৈতে ক্ষেত্র—দশ-যোজন-প্রমাণ ॥২৮৪॥
যাজপুরে যতেক আছয়ে দেব-স্থান।
লক্ষ বৎসরেও নারি লৈতে সব নাম ॥২৮৫॥

তীর্থবহুল যাজপুর—

দেবালয় নাহি হেন নাহি তথি স্থান।
কেবল দেবের বাস—যাজপুরগ্রাম ॥২৮৬॥
প্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে ন্যাসিমণি।
স্নান করিলেন ভক্তসংহতি আপনি ॥২৮৭॥

ভক্তগণ-সহ দশাশ্বমেধ-ঘাটে স্নান—

তবে প্রভু গেলা আদিবরাহ-সন্তাষে।
বিস্তর করিলা নৃত্য গীত প্রেম-রসে ॥২৮৮॥

আদি-বরাহ—

বড় সুখী হৈলা প্রভু দেখি যাজপুর।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আনন্দাবেশ প্রচুর ॥২৮৯॥

কে জানে কি ইচ্ছা তান ধরিলেক মনে।
সবা' ছাড়ি একা পলাইলেন আপনে ॥২৯০॥

প্রভুর অদর্শন-লীলা—

প্রভু না দেখিয়া সবে হইলা বিকল।
দেবালয় চাহি চাহি বুলেন সকল ॥২৯১॥
না পাইয়া কোথাও প্রভু অন্বেষণ।
পরম চিন্তিত হইলেন ভক্তগণ ॥২৯২॥
নিত্যানন্দ বলে,—"সবে স্থির কর চিত্ত।
জানিলাও প্রভু গিয়াছেন যে নিমিত্ত ॥২৯৩॥

শ্রীনিত্যানন্দ-কর্তৃক সকলকে ইহার মর্ম্ম-কথন—

নিভৃতে ঠাকুর সব যাজপুর-গ্রাম।
দেখিবেন দেবালয় যত পুণ্য স্থান ॥২৯৪॥
আমরাও সবে ভিক্ষা করি' এই ঠাঁঞি।
আজি থাকি, কালি প্রভু পাইব এথাই ॥" ২৯৫॥

তথ্য। নাভীগয়া—নামান্তর "বিরজাক্ষেত্র," যাজপুরের অন্তর্গত। এই স্থান হইতে নীলাচল ৮০ মাইল অন্তর ॥২৮৫॥

তথ্য। যাজপুর—কথিত আছে, উড়িষ্যার শৈবরাজ যযাতি কেশরীর নামানুসারে 'যযাতিপুর' নামক স্থান অপভ্রংশ হইয়া ক্রমশঃ 'যাজপুর'-নামে সাধারণ্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মতান্তরে, 'যজ্ঞানুষ্ঠান' বা 'যাজন' শব্দ হইতে 'যাজপুর' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। ১৫১১খৃষ্টাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভ্রমণ করিতে করিতে এই যাজপুর-গ্রামে শুভ-পদার্পণ করিয়াছিলেন। যাজপুরে শ্রীবরাহদেবের শ্রীমন্দির বিরাজিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবরাহদেবের সম্মুখে প্রণাম-নৃত্য-গীতাদি-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ভাষায় এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে,—"চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর-গ্রাম। বরাহ-ঠাকুর দেখি' করিলা প্রণাম॥ নৃত্য-গীত কৈল প্রেমে বহুত [illegible]। যাজপুরে সে রাত্রি করিলা যাপন॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৫ম)।

আর একবার মহাপ্রভু এই যাজপুরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ আভাস পাওয়া যায়। যে-বার শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর 'ক্ষেত্রসন্ন্যাস' পরিত্যাগ-সম্বন্ধে কোন্দল উপস্থিত হইয়াছিল, সে-বার শ্রীল রায় রামানন্দ এবং মহাপাত্র মঙ্গরাজ ও হরিচন্দনের সহিত শ্রীগৌরসুন্দর যাজপুরে আগমন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু মহাপাত্রদ্বয়কে যাজপুর হইতে বিদায় দিলেন। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৬।১৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীবরাহদেবের দুইটী শৈলী শ্রীমূর্ত্তি পরস্পর সংলগ্ন। বড় শ্রীবিগ্রহটির বামপার্শ্বে শৈলী শ্রীলক্ষ্মীমূর্ত্তি, তদীয় বামপার্শ্বে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি। তাঁহাদের সম্মুখে তাঁহাদের বিজয়-বিগ্রহ অপেক্ষাকৃত ছোট ধাতুময়ী লক্ষ্মী-বরাহ-মূর্ত্তি। যাজপুর রোড্‌ষ্টেশন হইতে বরাহদেবের মন্দির প্রায় ১৭ মাইল, তিনবার মোটর বদল ও মধ্যে দুইটী নদী পার হইতে হয়। নদী দুইটীর দুই ধারেই অন্তগামী মোটর বাস প্রস্তুত থাকে। মোটর বাসে প্রথম ৯ মাইল অতিক্রম করিয়া 'যমুনা খাই' নদী পার হইয়া পরবর্ত্তী ৬ মাইল রাস্তা পদব্রজে অতিক্রম পূর্ব্বক তৎপরে 'বুড়া' নদী পাওয়া যায়। নদী পার হইয়া পুনরায় মোটর বাস পাওয়া যায়। এখানে 'রাধাবাই ধর্ম্মশালা' বা 'জগন্নাথ ধর্ম্মশালা' নামে ধর্ম্মশালা আছে। ইহা প্রাচীন জগন্নাথ-মন্দিরের নিকটবর্ত্তী। গত ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৩০ খৃষ্টাব্দ)

সেই মত করিলেন সর্ব্বভক্তগণ।
ভিক্ষা করি' আনি সবে করিল ভোজন ॥২৯৬॥
প্রভুও বুলিয়া সব যাজপুর-গ্রাম।
দেখিয়া যতেক যাজপুর-পুণ্যস্থান ॥২৯৭॥

পুনরায় ভক্তগণকে দর্শন-দান—

সর্ব্বভক্তগণ যথা আছেন বসিয়া।
আর দিনে সেই স্থানে মিলিলা আসিয়া ॥২৯৮॥
আথে-ব্যথে ভক্তগণ 'হরি হরি' বলি'।
উঠিলেন সবেই হইয়া কুতূহলী ॥২৯৯॥
সবা সহ প্রভু যাজপুর ধন্য করি'।
চলিলেন 'হরি' বলি' গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥৩০০॥
হেনমতে মহানন্দে শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন কত দিনে কটক-নগর ॥৩০১॥

কটকনগরে—

ভাগ্যবতী-মহানদী জলে করি' স্নান।
আইলেন প্রভু সাক্ষিগোপালের স্থান ॥৩০২॥

মহানদীতে স্নান-লীলা—

দেখি' সাক্ষিগোপালের লাবণ্য মোহন।
আনন্দে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন ॥৩০৩॥

সাক্ষিগোপাল-স্থানে—

'প্রভু', বলি নমস্কার করেন স্তবন।
অদ্ভুত করেন প্রেম-আনন্দ-ক্রন্দন ॥৩০৪॥
যাঁর মন্ত্রে সকল মূর্ত্তিতে বৈসে প্রাণ।
সেই প্রভু—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র নাম ॥৩০৫॥

লোকশিক্ষক-শ্রীগৌরহরি—

তথাপিহ নিরবধি করে দাস্য-লীলা।
অবতার হৈলে হয় এই মত খেলা ॥৩০৬॥

এই স্থানে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপিত হইয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ 'গৌড়ীয়' ১০ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় দ্রষ্টব্য ॥২৮৯॥

কটক নগর—কাটজুড়ী ও মহানদীর মধ্যবর্ত্তী উড়িষ্যার প্রধান নগর ও রাজকীয় প্রধান সদর। এখানে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। তথায় শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিনোদরমণজীউর নিত্য সেবা আছে এবং উড়িয়া ভাষায় বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাবলী প্রচার, পারমার্থিক পত্রাদি প্রকাশিত হইতেছে ॥৩০২॥

কটক-সহরের উত্তরাংশে মহানদী প্রবাহিতা। শ্রীসাক্ষিগোপাল-দেব শ্রীমহাপ্রভুর প্রকট-কালে কটকেই ছিলেন। এই শ্রীসাক্ষিগোপাল বর্ত্তমান সময়ে সাক্ষি-গোপাল-নামক গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। কটক হইতে শ্রীমহাপ্রভুর প্রকট-কালের পরবর্ত্তি-সময়ে সাক্ষি-গোপাল জগন্নাথ-মন্দিরে নীত হন, পরে স্বতন্ত্র গ্রামে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

এই শ্রীমূর্ত্তি—চতুর্ভুজ ও বৃহদাকৃতি। শ্রীচরিতামৃতে (মধ্য ৫ম পঃ) সাক্ষিগোপালের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে ॥৩০৩॥

তথ্য। সাক্ষিগোপাল—পূর্ব্বে মহানদী তীরস্থ কটক-নগরে সাক্ষিগোপাল বিরাজমান ছিলেন। সাক্ষিগোপাল দক্ষিণ দেশ হইতে আনীত হইলে প্রথমে কিছুদিন কটকে থাকিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে-শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে কিছুদিন রহিলেন। তথায় কোন প্রকার প্রেম-কলহ উপস্থিত হওয়ায় উৎকলপতি মহারাজ পুরুষোত্তম হইতে তিন ক্রোশ দূরে 'সত্যবাদী' নামে একটী গ্রাম স্থাপন পূর্ব্বক তথায় গোপালকে রাখেন। এখন সেই গ্রামে একটী পাকা মন্দিরে শ্রীসাক্ষিগোপাল বিরাজমান। সাক্ষিগোপালের আখ্যায়িকা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য ॥৩০৪॥

বিবৃতি। শ্রীগৌরবিহিত মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই শ্রীবিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রচলিত। শ্রীনামভজন ব্যতিরেকে অর্চ্চা-বিগ্রহের দর্শনে শিলা বুদ্ধি অপসারিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং"-শ্লোকের বিচারালম্বনে যে পূজা বিধান করিয়াছেন, তাহাতে মহামন্ত্রের উচ্চারণ-দ্বারাই সুষ্ঠুভাবে শ্রীবিগ্রহের সজীব পূজা বিহিত হইয়া থাকে। যেখানে পূজকের নিজচেষ্টায় ভগবৎসেবা হয় না, অর্ঘ্যাদি বা কর্ম্মানুষ্ঠান-বোধে পূজা বিহিত হয়, তথায় সেই পূজা প্রাণহীনের পূজা এবং শ্রীমূর্ত্তির প্রাণহীন-দর্শন মাত্র। যাজকসূত্রে, পূজক-সূত্রে শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তিত "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্রই সপ্রাণ পূজা ॥৩০৫॥

তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর।
গুপ্তকাশী বাস যথা করেন শঙ্কর ॥৩০৭॥

শ্রীভুবনেশ্বরে—

সর্ব্বতীর্থ-জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি'।
'বিন্দু-সরোবর' শিব সৃজিলা আপনি ॥৩০৮॥

বিন্দু-সরোবরে—

'শিব-প্রিয় সরোবর' জানি শ্রীচৈতন্য।
স্নান করি' বিশেষে করিলা অতি ধন্য ॥৩০৯॥
দেখিলেন গিয়া প্রভু প্রকট শঙ্কর।
চতুর্দ্দিগে শিব-ধ্বনি করে অনুচর ॥৩১০॥

তথ্য। শ্রীভুবনেশ্বর—'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়', 'একাম্র-পুরাণ', 'স্কন্দপুরাণ' প্রভৃতি সংস্কৃত পুরাণগ্রন্থে শ্রীভুবনেশ্বর তীর্থের বিবিধ বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থে এই স্থানকে 'ভুবনেশ্বর', 'একাম্রকক্ষেত্র', 'হেমাচল', 'স্বর্ণাদ্রিক্ষেত্র' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ঋষিগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া ভগবান্ ব্যাস সমগ্র জগতে দুর্ল্লভ একাম্রকক্ষেত্রের বিবরণ প্রচার করেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই স্থানে একটী বিস্তৃতশাখ আম্রবৃক্ষ বিরাজিত ছিল বলিয়া এই স্থানের নাম 'একাম্রক-ক্ষেত্র' হইয়াছে। এই স্থানে কোটী লিঙ্গমূর্ত্তি ও অষ্টতীর্থ বিরাজমান। এই স্থান বারাণসী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর অধিকতর প্রিয়।

দক্ষিণসমুদ্রের তীরে উৎকল প্রদেশে 'গন্ধবতী' নাম্নী এক পূর্ব্ববাহিনী নদী আছে। সেই নদী সাক্ষাৎ জাহ্নবী-স্বরূপা। সেই পরম পবিত্র নদীর তটদেশেই এই ব্রহ্মক্ষেত্র একাম্রকতীর্থ বিরাজিত। এই স্থান কৈলাস অপেক্ষাও রমণীয়।

এই স্থান ত্রিযোজন-বিস্তৃত। তন্মধ্যে এক যোজন স্থান দেবপূজিত এবং ক্রোশপরিমাণ আম্রচ্ছায়ায় পরিব্যাপ্ত। ধর্ম্মাত্মব্যক্তিগণ প্রাচীনকাল হইতে এই স্থানে স্নান, জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক, পূজা, স্তব, নির্ম্মাল্যসেবন, পুরাণ-শ্রবণ, ভগবদ্ভক্তের চরণাশ্রয় এবং নববিধা ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন।

'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়' বলেন,—শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমই এই ক্ষেত্রের পালক। সনাতন পরব্রহ্ম লিঙ্গরূপে 'ত্রিভুবনেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া এই স্থানে নিত্য বিরাজমান। 'লিঙ্গতে জ্ঞায়তে যস্মাৎ'—এই ব্যুৎপত্তিক্রমে পরব্রহ্মই লিঙ্গরূপে উৎকল-প্রদেশে সর্ব্বতীর্থময় স্বর্ণকূটগিরিতে দেবগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বাস করিতেছেন। স্বয়ং নারায়ণ চক্র ও গদা হস্তে ধারণপূর্ব্বক এই ক্ষেত্র পালন করেন বলিয়া তিনিই 'ক্ষেত্রপাল'।

'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়' আরও বলেন,—এই ক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীঅনন্তবাসুদেব চক্র ও গদা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক ক্ষেত্র রক্ষা করেন। শ্রীঅনন্তবাসুদেব দর্শনের পূর্ব্বে অন্যান্য পুণ্যকর্ম্ম-সমূহ নিষ্ফল হয়। যাঁহাদের শ্রীঅনন্তবাসুদেব ভগবানে বিশুদ্ধা ভক্তি বিরাজমান, তাঁহারাই বাসুদেবপ্রিয় শ্রীভুবনেশ্বরের কৃপা লাভ করিতে পারেন।

ভুবনেশ্বরী ভগবতী শম্ভুর শ্রীমুখে বারাণসী হইতেও শ্রেষ্ঠ একাম্রকতীর্থের কথা শ্রবণ করিয়া সেই স্থান দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিলে শম্ভু ভুবনেশ্বরীকে বলিলেন,—'তুমি অগ্রে একাকিনী সেই স্থানে গমন কর, পশ্চাৎ আমি তোমার সহিত মিলিত হইব।' পতির অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সিংহবাহিনী অবিলম্বে স্বর্ণাদ্রিতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তথায় আসিয়া দেখিলেন, সেই স্থান সত্যসত্যই কৈলাস হইতেও মনোরম। আরও দেখিতে পাইলেন, সেখানে সিতাসিতবর্ণপ্রভ এক মহালিঙ্গ বিরাজমান। ভুবনেশ্বরী মহোপচারে সেই মহালিঙ্গের পূজা করিতে লাগিলেন। ভগবতী পুষ্পচয়নের জন্য একদিন বনান্তরে গমন করিয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, এক হ্রদমধ্য হইতে কুন্দ-কুসুম-শুভ্র সহস্র গাভী নির্গত হইয়া সেই মহালিঙ্গের মস্তকোপরি অজস্র ক্ষীরধারা বর্ষণ করিয়া লিঙ্গ প্রদক্ষিণানন্তর যথাস্থানে চলিয়া গেল। আরও একদিন ঐ প্রকার দর্শন করিয়া ভগবতী গোপালিনীবেশে সেই গাভীগণের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পঞ্চদশ-বর্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল।

একদিন 'কৃত্তি' ও 'বাস' নামক তরুণবয়স্ক অসুর ভ্রাতৃদ্বয় সেই বনে পর্য্যটন করিতে করিতে গোপালিনীর অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া আত্মবিনাশের সূচনাস্বরূপ গোপালিনীর নিকট তাহাদের দুষ্ট অভিসন্ধি ব্যক্ত করিল।

চতুর্দ্দিগে সারি সারি ঘৃত-দীপ জ্বলে।
নিরবধি অভিষেক হইতেছে জলে ॥৩১১॥

নিজ-প্রিয়-শঙ্করের দেখিয়া বিভব।
তুষ্ট হইলেন প্রভু, সকল বৈষ্ণব ॥৩১২॥

তৎক্ষণাৎ সতী অসুরদ্বয়ের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিতা হইয়া শম্ভুর পাদপদ্ম স্মরণ করিলেন। মহাদেব ভগবতীর স্মরণমাত্রেই গোপালবেশে গোপালিনী-বেশধারিণী সতীর সম্মুখীন হইলেন॥ গোপালিনী-বেশধারিণী সতী গোপাল-বেশী শম্ভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। মহাদেব বলিলেন,—"সতি, আমি তোমার স্মরণের কারণ অবগত আছি। তোমার ব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই। ভগবদিচ্ছায় অসুর-দ্বয় উহাদের বধ বরণ করিবার জন্যই তোমার নিকট দুষ্ট প্রস্তাব করিয়াছে। তোমাকে ঐ অসুরদ্বয়ের আনু-পূর্ব্বিক ইতিহাস বলিতেছি। 'দ্রুমিল' নামে এক নরপতি বহু মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতাগণের প্রসন্নতা বিধান পূর্ব্বক এক বর লাভ করেন যে, তাহার 'কৃত্তি, ও 'বাস' নামক পুত্রদ্বয় শস্ত্রের অবধ্য হইবে। অতএব ভগবদিচ্ছাক্রমে তোমাকেই সেই দুর্ব্বৃত্ত অসুরদ্বয়কে বধ করিতে হইবে।"

সতী পতির এইরূপ আদেশ লইয়া গোপালিনীবেশেই বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং অল্পকাল-মধ্যেই সেই দুর্ব্বৃত্ত অসুরদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন। সতী উক্ত অসুরভ্রাতৃদ্বয়কে বঞ্চনাপূর্ব্বক বলিলেন,—"আমি তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ করিতে পারি; কিন্তু আমার একটী প্রতিজ্ঞা আছে। যে আমাকে স্কন্ধে বা মস্তকে বহন করিতে পারিবে, আমি তাহারই পত্নী হইব।"

সতীর এই কথা শুনিয়া বিমুগ্ধ অসুরভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িল। তখন গোপালিনী-বেশধারিণী সতী উভয় ভ্রাতারই স্কন্ধে পদ স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন এবং বিশ্বম্ভরীরূপ ধারণ করিলেন। বিশ্বম্ভরীর গুরুভার বহন করে কাহার সাধ্য? অসুরদ্বয় সতীর গুরুত্বে দলিত হইয়া বিনষ্ট হইল। পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, তদবধি সতী ও সতীনাথ শম্ভু কাশীর সুবর্ণমন্দির পরিত্যাগ করিয়া একাম্রক-কাননে বাস করিতেছেন॥ ৩০৭॥

তথ্য। ভুবনেশ্বরী গোপালিনী-মূর্ত্তিতে 'কৃত্তি, ও 'বাস' নামক অসুরদ্বয়কে পদ-দলনে বিনষ্ট করিয়া অতীব তৃষ্ণার্ত্ত-ভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। ভুবনেশ্বরীর পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য মহাদেব ত্রিশূলাগ্রদ্বারা শৈল বিদারণপূর্ব্বক একটী বাপী প্রকাশ করিলেন। ইহাই "শঙ্কর-বাপী" নামে প্রসিদ্ধ হইল। কিন্তু ভুবনেশ্বরী তথায় একটী নিত্যপ্রতিষ্ঠিত জলাশয় হইতে জল পান করিতে ইচ্ছা করিলেন। শম্ভু চরাচরের নিখিল তীর্থকে আনয়ন এবং জলাশয়-প্রতিষ্ঠার যজ্ঞসমাধানার্থ ব্রহ্মাকে আহ্বান করিবার জন্য নিজ বৃষকে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মা বৃষ দ্বারা আহূত হইয়া দেবতাগণ-সহ এই ক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক ভুবনেশের পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। অনন্তর বৃষও স্বর্গলোক হইতে মন্দাকিনী প্রভৃতি, পৃথিবী হইতে প্রয়াগ, পুষ্কর, গঙ্গা, গঙ্গাদ্বার, নৈমিষ, প্রভাস, পিতৃতীর্থ, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, পয়োষ্ণি, বিপাশা, শতদ্রু, কাবেরী, গোমতী, কৃষ্ণা, যমুনা, সরস্বতী, গণ্ডকী, ঋষিকুল্যা, মহানদী- প্রভৃতি ও পাতাল হইতে ক্ষীরোদাদি সমুদ্রকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। ঐ তীর্থ-সমূহকে সমাগত দেখিয়া ভুবনেশ ত্রিশূলাঘাতে পাষাণ বিদারণপূর্ব্বক বলিলেন,—"আমি এই স্থানে হ্রদ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; তোমরা সকলে বিন্দু বিন্দু করিয়া এই স্থানে গলিত হও।" তীর্থসমূহ শম্ভুর আদেশ পালন করিলে ভগবান্ জনার্দ্দন ও ব্রহ্মা-প্রমুখ দেবগণ তাহাতে স্নান করিলেন। ভুবনেশ্বরও প্রমথগণের সহিত সানন্দে অবগাহন করিলেন এবং বলিলেন,—"এই স্থানে 'শঙ্কর-বাপী' ও 'বিন্দুসরোবর' নামে দুইটী পবিত্র জলাশয় প্রকাশিত হইল। শঙ্করবাপীতে স্নান করিলে মৎস্বারূপ্য এবং বিন্দুহ্রদে স্নান করিলে মৎসালোক্য লাভ হইবে।"

অনন্তর বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভু জনার্দ্দনকে নমস্কার বিধান-পূর্ব্বক বলিলেন,—"হে পুরুষোত্তম, আপনি কৃপাপূর্ব্বক অনন্তের সহিত এই বিন্দু-হ্রদের পূর্ব্বতীরে মূর্ত্তিদ্বয়ে অবস্থান করিয়া আমার নিয়ামকত্ব ও ক্ষেত্রপালকত্ব করুন। তদবধি ভগবান্ অনন্তবাসুদেব নিজপ্রিয় শঙ্করকে উচ্ছিষ্টাদি-দানে কৃপা এবং শম্ভুর নিয়ামক ও ক্ষেত্রপালকরূপে বিন্দুসরোবরের পূর্ব্ব-তটে বাস করিতেছেন। শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রসাদ-নির্ম্মাল্যে ভুবনেশ্বর শম্ভু অর্চ্চিত হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণচরণ-রসোন্মত্ত শিবের অগ্রে নৃত্য—

যে চরণ-রসে শিব বসন না জানে।
হেন প্রভু নৃত্য করে শিব-বিদ্যমানে ॥৩১৩॥

স্বর্ণাদ্রিমহোদয় বলেন,—এই বিন্দুহ্রদ মণিকর্ণী নামেও খ্যাত এবং ইহা সর্ব্বতীর্থের সার। এই তীর্থসার মণিকর্ণীতে স্নানান্তর শ্রীঅনন্তবাসুদেবকে দর্শন করিলে মনুষ্য নিশ্চিত বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে ধনাদি-দানে অন্যতীর্থ অপেক্ষা শতগুণ ফললাভ এবং শ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রসাদ-নির্ম্মাল্য-দ্বারা পিতৃপুরুষগণকে পিণ্ড দান করিলে পিতৃলোকের আত্মার অক্ষয়তৃপ্তি হইয়া থাকে। এই বিন্দুসরোবরে স্নান—সর্ব্বতীর্থে স্নানের তুল্য। স্নানান্তে শ্রীঅনন্তবাসুদেব-দর্শনে অনন্ত ফল লাভ হয়।

এই বিন্দুহ্রদে শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীশ্রীমদনমোহনের চন্দনযাত্রা এবং নৌকাবিহারাদি হইয়া থাকে।

বিন্দুসরোবরের পূর্ব্ব-তটে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের সুপ্রাচীন মন্দির আজও বিরাজমান রহিয়াছে। এই মন্দির বিবিধ-শিল্পকলা-খচিত। সিদ্ধলগ্রাম-নিবাসী শ্রীভবদেব ভট্ট এই শিল্পকলা-বিভূষিত বৃহৎ মন্দিরে শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব-বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সাবর্ণগোত্রীয় শ্রোত্রিয়গণের রাজ-দত্ত বহুসংখ্যক গ্রাম ছিল। উঁহাদের মধ্যে সিদ্ধলগ্রাম সর্ব্বপ্রধান। তথায় মহাদেব, ভবদেব (১ম) ও অট্টহাস নামক মহাত্মত্রয় জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই তিন জনের মধ্যে ভবদেবই প্রধান ও প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে 'হস্তিনী' গ্রাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার 'রথাঙ্গ' প্রমুখ অষ্ট পুত্র ছিল। রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ, অত্যঙ্গের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র আদিদেব গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রীর পদে সমাসীন হইয়াছিলেন। আদি-দেবের পুত্র গোবর্দ্ধন বন্দ্যঘটীয় কুলোৎপন্না এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহারই গর্ভে দ্বিতীয় [illegible] জন্মগ্রহণ করেন। ভবদেব তন্ত্র, গণিত, নবীন জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত জ্যোতিষশাস্ত্র, ন্যায়গ্রন্থ ও মীমাংসাগ্রন্থ পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই ভবদেবের মন্ত্রণাবলে হরিবর্ম্মদেব ও তৎপুত্র দীর্ঘকাল সাম্রাজ্য-সিংহাসন ভোগ করিয়াছিলেন।

তৎপুরীতে রাত্রি যাপন—

নৃত্য গীত শিব-অগ্রে করিয়া আনন্দ।
সে রাত্রি রহিলা সেই গ্রামে গৌরচন্দ্র ॥৩১৪॥

এই ভবদেব ভট্টই রাঢ়দেশের বিভিন্ন জলহীন স্থানে বহু জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইনিই নবনির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব বিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তি-সংস্থাপন এবং বিন্দুহ্রদের পঙ্কোদ্ধার করাইয়াছিলেন। ইনি "বালবল্লভী-ভুজঙ্গ" আখ্যায় বিভূষিত হইয়াছিলেন। শ্রীঅনন্তবাসুদেব-শিলালিপি-মধ্যে ভবদেবভট্টের যে কুল-প্রশস্তি-গাথা রহিয়াছে, তাহা হইতে ঐ সকল কথা জানা যায়। ভবদেবের প্রিয়সুহৃৎ শ্রীবাচস্পতি নামক কবি এই প্রশস্তি রচনা করেন। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত হইতেছিল। কর্ণেল কিটো সাহেব মেঘেশ্বরলিপির সহিত ঐ শিলালিপি শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন করিয়া দেন। এই শিলাফলকের আয়তন—দৈর্ঘ্যে দুই হস্ত চারি অঙ্গুলি এবং প্রস্থে এক হস্ত দুই অঙ্গুলি। ইহার মধ্যে ২৫টী পংক্তি উৎকীর্ণ আছে। অক্ষরসমূহ প্রায় এক অঙ্গুলি পরিমিত। ॥ ৩০৮ ॥

'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়ে' ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে মহাদেব বলিতে-ছেন ;—"হে ব্রহ্মন্, একাম্রক-কাননে দেবতাগণের সহিত উপস্থিত হইয়া দিব্যবস্তুসমূহের দ্বারা সযত্নে সেই পুরাণ লিঙ্গের অর্চ্চন করিবে এবং অর্চ্চনান্তে শ্রদ্ধার সহিত সেই প্রসাদ-নির্ম্মাল্য ভোজন করিবে।"

মহাদেবের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে মহেশ্বর, আমরা তোমার মাহাত্ম্য জানি না। মুনিগণ কিন্তু লিঙ্গ-নির্ম্মাল্য 'অভক্ষ' বলিয়া থাকেন, অতএব সেই নৈবেদ্য কিরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে ?"

ব্যাস বলিলেন,—"লিঙ্গ-নির্ম্মাল্য অভক্ষ্য বটে ; কিন্তু শ্রীভুবনেশ্বর লিঙ্গ নহেন ; ইনি সনাতন ব্রহ্ম। শিব-নির্ম্মাল্য-দূষণ বাক্যগুলি ভুবনেশ্বরে প্রযোজ্য নহে। দেবগণ ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য এই ভুবনেশ্বর-নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। ভুবনেশ্বরে অর্পিত অন্ন ব্রহ্মবুদ্ধিতে সেবন করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অধম

সেই স্থান শিব পাইলেন যেনমতে।
সেই কথা কহি স্কন্দপুরাণের মতে ॥৩১৫॥

স্কন্দপুরাণোক্ত ভুবনেশ্বর শিবের কথা—

কাশীমধ্যে পূর্ব্বে শিব পার্ব্বতী-সহিতে।
আছিলা অনেক কাল পরম-নিভৃতে ॥৩১৬॥
তবে গৌরী-সহ শিব গেলেন কৈলাস।
নর-রাজ-গণে কাশী করয়ে বিলাস ॥৩১৭॥

তবে কাশীরাজ-নামে হৈলা এক রাজা।
কাশীপুর ভোগ করে করি' শিবপূজা ॥৩১৮॥

কাশীরাজের কৃষ্ণকে যুদ্ধে পরাজয় করিবার কামনায় শিব-পূজা—

দৈবে আসি কালপাশ লাগিল তাহারে।
উগ্র-তপে শিব পূজে কৃষ্ণে জিনিবারে ॥৩১৯॥

জাতি ও ভুবনেশ্বরের প্রসাদে পংক্তিভেদ করিবে না, অন্যথা নিশ্চয়ই নরকে যাইবে। ভুবনেশ্বরের প্রসাদ প্রাপ্তিমাত্রেই ভোজন করিবে; ইহাতে কোনও স্পর্শদোষ হয় না। দেবতা, পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণকে এই প্রসাদ দান করিবে। কুরুক্ষেত্রে চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে মহাদানে যে ফল লাভ হয়, ভুবনেশ্বরের উচ্ছিষ্ট অন্নদানে সেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে। শুষ্ক, পর্য্যুসিত দূরদেশাহৃত ভুবনেশ্বর-প্রসাদ-সেবনেও অনর্থমুক্তি ঘটে। ভুবনেশ্বর-প্রসাদ সেবনে বিষ্ণুর দর্শন, পূজন, ধ্যান, শ্রবণাদির ফল উৎপন্ন হয়। অমৃতভক্ষণে বরং পুনর্জন্ম সম্ভব, কিন্তু ভুবনেশ্বর-নির্ম্মাল্য সেবনে পুনর্জন্ম হয় না। ভুবনেশ্বরের নির্ম্মাল্য-দর্শনে কামদ, শিরে ধারণে পাপঘ্ন, ভক্ষণে অমেধ্য ভোজনদোষের নিবারক, আঘ্রাণে মানসপাপনিষেধক, দর্শনে দৃষ্টিজ পাপনাশক, গাত্রলেপে শারীরপাপবিনাশক, আকণ্ঠ-ভোজনে নিরম্বু-একাদশীব্রতপালনের ফলদায়ক এবং সর্ব্বতোভাবে সেবায় বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়ক।

পুনর্ব্বার ঋষিগণের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যাস বলিলেন,—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছিলেন,— মানুষের কথা কি, ব্রহ্মাদি-দেবতাগণ নরদেহ ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষুরূপে ভুবনেশ-নির্ম্মাল্য যাচ্ঞা করেন। ভুবনেশ-নির্ম্মাল্য-ভক্ষণে শৌচাশৌচবিচার, কালনিয়মাদি বিচার কিছুই নাই। অত্যন্ত নীচ ব্যক্তির দ্বারাও ভুবনেশের প্রসাদ স্পৃষ্ট হইলে সেই প্রসাদগ্রহণে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি ঘটে। যাহারা ভুবনেশ্বরের প্রসাদনির্ম্মাল্যকে লিঙ্গনির্ম্মাল্য-সামান্যে বিচার করিয়া তাহার নিন্দা করে, তাহারা নরকগামী হয়। ভুবনেশ্বরের নৈবেদ্যের পাচিকা—স্বয়ং বৈষ্ণবীশ্রেষ্ঠা গৌরী এবং ভোক্তা—সনাতন ব্রহ্ম; সুতরাং ইহাতে স্পর্শদোষের বিচার নাই। ইহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবৎ জানিবে। শ্রীঅনন্তবাসুদেবের উচ্ছিষ্ট—ভুবনেশ-মহামহা-প্রসাদ-নির্ম্মাল্য কুক্কুরের মুখভ্রষ্ট এবং অমেধ্যস্থানগত হইলেও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণেরও ভোজনীয়। বৈকুণ্ঠ-লিঙ্গরাজান্ন-ভোজনে ব্রহ্মেন্দ্রাদির অপ্রাপ্য শ্রীবিষ্ণুর অনাময়পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই অন্নভোজনকারীকে যাহারা নিন্দা করে, তাহারা যতকাল চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, ততকাল নরকবাস করিবে। স্নাত বা অস্নাত অবস্থায় প্রাপ্তিমাত্র ভুবনেশ্বরের মহাপ্রসাদ-সেবনে বাহ্যাভ্যন্তর পবিত্র হয়। শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের উচ্ছিষ্টের উচ্ছিষ্টস্বরূপ এই মহামহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য অনন্তদেবও সহস্রবদনে বর্ণন করিতে পারেন না। এই প্রসাদ-মাহাত্ম্য-শ্রবণে ভুবনেশ প্রসন্ন হন; ভুবনেশ প্রসন্ন হইলে গোবিন্দও প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

প্রত্যহ শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেবের পূজা ও ভোগ সমাপ্ত হইলে শ্রীভুবনেশ্বর স্বীয় পূজা ও ভোগাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই বিধি এখনও শ্রীভুবনেশ্বরে প্রচলিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি নিজে রথাদিতে আরোহণ না করিয়া এবং চন্দনযাত্রা, নৌকাবিলাস প্রভৃতিতে বহির্গত না হইয়া তাঁহার নিত্যপ্রভু শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীশ্রীমদনমোহনকে ঐ সকল যান ও নানাবিধ বিলাস-পরিচর্য্যাদি প্রদান করিয়া স্বীয় আচরণের দ্বারা কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগের আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক জগদ্বাসীকে বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা প্রদান করেন। পূর্ব্বে যে যে স্থানে শ্রীভুবনেশ্বরের বিমান ও রথাদিতে আরোহণ প্রভৃতির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তত্তৎস্থানেও শ্রীশ্রীমদনমোহন ও শ্রীঅনন্তবাসু-দেবের বিজয়বিলাসই বুঝিতে হইবে।

ভুবনেশ্বরের পাণ্ডাগণ শ্রীশ্রীমদনমোহনকে 'ভুবনেশ্বরের

প্রত্যক্ষ হইলা শিব তপের প্রভাবে।
'বর মাগ' বলিলে, সে রাজা বর মাগে ॥৩২০॥

"এক বর মাগোঁ প্রভু, তোমার চরণে।
যেন মুঞি কৃষ্ণ জিনিবারে পারোঁ রণে ॥"৩২১॥

'প্রতিনিধি' বলিয়া থাকেন। এখানে 'প্রতিনিধি' শব্দের অর্থ অধীন পুরুষ নহে; যেমন সাধারণতঃ 'রাজা' ও 'রাজপ্রতিনিধি' প্রভৃতি শব্দে অর্থপ্রতীতি হয়। শ্রীভুবনেশ্বর ভৃত্য বা শক্তিতত্ত্ব বিচারে যাবতীয় ভোগ-বিলাস নিজে গ্রহণ না করিয়া একমাত্র প্রভু, শক্তিমত্তত্ত্ব, সকল ভোগের মালিক, স্বরাট্ পুরুষ মদনমোহনকেই ভোগ করাইয়া থাকেন অর্থাৎ নিজে ভোগ না করিয়া প্রভুকে ভোগ করান বলিয়া 'প্রতিনিধি' অর্থাৎ 'বদলী' বলা হইযাছে। ভুবনেশ্বর নিজ পূজার পরিবর্ত্তে তৎপ্রভু শ্রীমদনমোহন ও শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের পূজাই বরণ করেন। তিনি যখন নিজেও কোন পূজা গ্রহণ করেন, তাহাও শ্রীমদনমোহন বা শ্রীঅনন্তবাসুদেবের ভৃত্য-বিচারে; স্বতন্ত্রবুদ্ধিতে তিনি কখনও কোন সেবা গ্রহণ করেন না।

শ্রীমদনমোহন-মূর্ত্তি—যাহা শ্রীভুবনেশ্বরে বিরাজিত রহিয়াছেন, তাহা দ্বিভুজ নহেন, পরন্তু চতুর্ভুজ। শ্রীমদন-মোহনের বামহস্তের উপরিভাগে 'মৃগ', দক্ষিণ হস্তের উপরিভাগে 'পরশু', বামহস্তের নিম্নভাগে 'অভয়' এবং দক্ষিণ হস্তের নিম্নভাগে 'বর' সূচক চিহ্ন শোভিত রহিয়াছে। ভুবনেশ্বরের মূল মন্দিরের দক্ষিণে একটী মন্দিরে শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ, পঞ্চবক্ত্র মহাদেব, শ্রীঅনন্তবাসুদেবের বিজয়মূর্ত্তি, চতুর্ভুজ হরিহরমূর্ত্তি, শ্রীশালগ্রাম প্রভৃতি বিরাজিত রহিয়াছেন।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সেবাদি পরিচালনার তত্ত্বাবধায়ক-স্বরূপ কমিটীর সভ্যমধ্যে কটকের উকীল শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, পুরী-জেলাস্থ ঢেঙ্গার জমিদার শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর চৌধুরী এবং কটকের উকীল শ্রীযুক্ত গোপাল প্রহরবাজ আছেন। কমিটী একজন ম্যানেজার [illegible] করিয়াছেন। বর্ত্তমান ম্যানেজারের নাম—শ্রীযুক্ত লছমন রামানুজদাস। ম্যানেজার পাণ্ডাগণের তরফের নিম্নলিখিত চারিজন পাণ্ডার নিকট হইতে ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন সেবার খরচাদি এবং আয়-ব্যয় প্রভৃতি বুঝা-পড়া করিয়া থাকেন। এই চারি জনের নাম—(১) জগন্নাথ মহাপাত্র, (২) নারায়ণ মকদম, (৩) দামোদর সান্তরা এবং (৪) সদয় মহাপাত্র।

শ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদরজার অভ্যন্তরে যেরূপ বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত পতিত ব্যক্তিগণের দর্শনার্থ পতিতপাবন-মূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছেন, সেইরূপ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সিংহদরজার অভ্যন্তরেও পতিতপাবন মূর্ত্তি বিরাজমান। সিংহদ্বারের মধ্যেই আনন্দবাজার; পুরীর আনন্দবাজারের মত এখানেও প্রসাদাদি ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে, জগন্নাথের প্রসাদের মত এখানেও প্রসাদে স্পর্শদোষ ও উচ্ছিষ্টাদি বিচার নাই। সিংহদরজা অতিক্রম করিবার পর মন্দিরের সম্মুখে যে গরুড়স্তম্ভ আছে, সেই স্তম্ভের উপরে বৃষ ও গরুড় বিরাজিত আছেন এবং জগন্নাথের মন্দিরের ন্যায় এখানেও প্রবেশপথে নৃসিংহ-মূর্ত্তি বিরাজমান। তিনি চতুর্ভুজ শান্তমূর্ত্তি, উপরিভাগের দক্ষিণ হস্তে চক্র, উপরিভাগের বামহস্তে শঙ্খ, নিম্নের দুই হস্তে বেদপুস্তক এবং অঙ্কে শ্রীলক্ষ্মীদেবী। মূল মন্দিরের দক্ষিণ দিকে ভুবনেশ্বরের ভোগশালা, এখানে চন্দ্র-সূর্য্যের কিরণ পতিত হইতে পারিবে না—এইরূপ আদেশ আছে। এখানে ৩৬০ ঘরের ব্রাহ্মণপাণ্ডাগণ রন্ধন করেন। মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে হরিহর মিলিত-তনু শ্রীভুবনেশ্বর। পাণ্ডাগণ কৃষ্ণ ও শ্বেত-অঙ্গ মিলিত শ্রীভুবনেশ্বর দেখাইয়া থাকেন। শ্রীভুবনেশ্বরের অঙ্গ—চক্রাকারে, তাহাতে গঙ্গা-যমুনা সরস্বতীর চিহ্ন এবং মৎস্য-কূর্ম্মাদি দশাবতার রহিযাছেন।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্য সাধারণ দর্শকগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভুবনেশ্বরের মন্দির, শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির এবং ভুবনেশ্বরের আরও বহু বহু মন্দিরের ভাস্কর্য্য নৈপুণ্য দর্শন করিলে একদিন ভারতীয় শিল্পের কিরূপ অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভুবনেশ্বরের মন্দির উচ্চে প্রায় ১৬৫ ফুট। বিন্দুসাগরের দক্ষিণে প্রায় ৩০০ গজ দূরে উচ্চ প্রাকার পরিবেষ্টিত সুবৃহৎ পাষাণময় চত্বর মধ্যে এই মন্দির অবস্থিত। মন্দির-ভূমি দৈর্ঘ্যে ৫২০ এবং প্রস্থে ৪৬৫ ফুট।

ভোলানাথ শঙ্করের চরিত্র অগাধ।
কে বুঝে কিরূপে কারে' করেন প্রসাদ ॥৩২২॥

আত্মবঞ্চনাকারী রাজার আসুরিক তপস্যার
ফলরূপে শিবের বঞ্চনাময় বর দান—

তা'রে বলিলেন,—"রাজা, চল যুদ্ধে তুমি।
তোর পাছে সর্ব্ব-গণ-সহ আছি আমি ॥৩২৩॥

তোরে জিনিবেক্ হেন কার্ শক্তি আছে।
পাশুপত-অস্ত্র লই' মুঞি তোর পাছে ॥" ৩২৪॥

মূঢ় রাজার কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান—

পাইয়া শিবের বল সেই মূঢ় মতি।
চলিলা হরিষে যুদ্ধে কৃষ্ণের সংহতি ॥৩২৫॥

তদ্ব্যতীত উত্তরমুখে ২৮ ফুট বাহিরশালা রহিয়াছে। মুখশালীর পরিমাণ ২৩৫ ফুট। প্রাকারের স্থূলতা ৭ ফুট ৫ ইঞ্চি। প্রাকারের চতুর্দ্দিকে বৃহৎ প্রবেশদ্বার আছে। পূর্ব্ব দ্বারই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহা 'সিংহদ্বার' নামে কথিত। দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী বৃহৎ সিংহমূর্ত্তি বিরাজিত আছে। প্রাকারের ভিতর বরাবর ২০ ফুট বিস্তৃত ও ৪ ফুট উচ্চ পাথরের গাঁথুনি আছে। বহিঃশত্রুগণের হস্ত হইতে মন্দির-রক্ষার নিমিত্ত এই দুর্ভেদ্য প্রস্তরায়তন নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহারই এক পার্শ্বে শ্রীনৃসিংহ-মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। পশ্চিমদিকে চত্বরের মধ্যে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবালয় রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটী ২০ ফুট উচ্চ মন্দির আছে। উহা মূল মন্দির অপেক্ষাও অধিকতর প্রাচীন। ইহার গর্ভগৃহ চত্বরের সমতল হইতে প্রায় ৫৷৷০ ফুট নিম্নে। কথিত হয়, এই স্থানেই আদিলিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত। মূল মন্দির নির্ম্মিত হইবার পরও এস্থান হইতে আদিলিঙ্গ স্থানচ্যুত করা হয় নাই। পশ্চিমদিগের এক কোণে ভুবনেশ্বরীর মন্দির আছে। সিংহদ্বার-পথে প্রবেশ করিয়া যে সুবিস্তৃত পাষাণ চত্বর দৃষ্ট হয়, সেই চত্বরের একপার্শ্বে সমতল ছাদবিশিষ্ট গোপালিনীর মন্দির। গোপালিনীর মন্দিরের ভূমি মূল মন্দিরের চত্বর অপেক্ষা নিম্ন হইলেও উপরি-উক্ত আদিলিঙ্গ-মূর্ত্তির সহিত সমতলে অবস্থিত। গোপালিনী মন্দিরের পশ্চিমে ছয়টী প্রস্তর সোপান আছে। ঐ প্রস্তর-সোপানের উপরে ও ভুবনেশ্বরের ভোগমণ্ডপের তলদেশে মধ্যস্থলে প্রবেশদ্বারের দক্ষিণভাগে বৃষভমূর্ত্তি উপবিষ্ট।

শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখভাগে ভোগমণ্ডপ; তৎপশ্চাতে নাট্যমন্দির, তৎপরে জগমোহন এবং জগমোহনের পশ্চাতে মূলমন্দির ও তন্মধ্যে গর্ভগৃহ অবস্থিত। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সিদ্ধান্তানুসারে উক্ত ভোগমণ্ডপ কমলকেশরীর রাজত্বকালে ৭৯২ হইতে ৮১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হয়। কিন্তু আবার অপরাপর প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, যিনি কোণার্কের সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই গঙ্গাবংশীয় নরপতি নরসিংহদেব তাঁহার রাজ্যের ২৪ অঙ্কে উক্ত ভোগমণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। নাট্যমন্দিরের কপাটে যে উৎকীর্ণ লিপি আছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কর্ণাটবিজেতা মহারাজ কপিলেন্দ্রদেব ভুবনেশ্বরের সেবার জন্য বহু জমিজমার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌এর মতে এই নাটমন্দির কপিলেন্দ্রদেবের বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন,—১০৯৯ হইতে ১১০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শালিনীকেশরীর রাণী এই নাটমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; কিন্তু অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এই উক্তির ভ্রম প্রদর্শন করেন। দেউলের অভ্যন্তরস্থ প্রবেশ দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে যে উৎকীর্ণ-শিলালিপি আছে, তাহা হইতে জানা যায়, রাজা নরসিংহদেব কোণার্কের সূর্য্যমন্দিরও তাহার দ্বারা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের নাটমন্দির ও উহার দ্বার সেই বীর গঙ্গ-রাজেরই কীর্ত্তি। ঐ শিলালিপির উপরে 'রাজরাজতনুজা'র নাম থাকায় অনেকে মনে করেন, সেই গঙ্গরাজকন্যাই উহার সূত্রপাত করিয়া যান। কেহ কেহ অনুমান করেন, উক্ত রাজকন্যাই মাদলাপঞ্জিতে শালিনীকেশরীর মহিষী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

জগমোহনের নির্ম্মাণকৌশল, ভাস্করকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য অতীব অপূর্ব্ব। জগমোহনের ছাদ ভোগমণ্ডপের ছাদেরই ন্যায় চূড়াকার। ৩০ ফুট করিয়া উচ্চ চারিটী সুবৃহৎ পাষাণস্তম্ভ ছাদের অবলম্বনস্বরূপ বিরাজিত রহিয়াছে।

অনুচর-সহ শিবের রাজার পক্ষাবলম্বন—
শিব চলিলেন তা'র পাছে সর্ব্ব-গণে।
তা'র পক্ষ হই' যুদ্ধ করিবার মনে ॥৩২৬॥

বিষ্ণুর সুদর্শন-নিক্ষেপ—
সর্ব্বভূত-অন্তর্য্যামী দেবকী-নন্দন।
সকল বৃত্তান্ত জানিলেন সেইক্ষণ ॥৩২৭॥

ইহার দক্ষিণ প্রবেশ-দ্বারের নিকট বামভাগে একটী চতুরস্র গৃহ রহিয়াছে, তাহা যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য-বিভূষিত; কিন্তু নির্ম্মাতা উহার কারুকার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই ঘরে কয়েকটী পিত্তলময়ী অর্চ্চা বিরাজিত রহিয়াছে। ইঁহারা ভুবনেশ্বরের উৎসবকালীন বিজয়মূর্ত্তি। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের উচ্চতা চত্বর হইতে কলস পর্য্যন্ত ১৬০ ফুট; কিন্তু মন্দিরের গর্ভগৃহ চত্বর হইতে ২ ফুট নিম্ন হওয়ায় পূর্ব্বের চত্বর গৃহ-ভূমিকা হইতে আরও ২।৩ ফুট নিম্নে অবস্থিত ছিল। কাজেই সেই সময়ের দেউলের উচ্চতা প্রায় ১৬৫ ফুট হইবে।

ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দির, শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের মন্দির ব্যতীত চতুর্দ্দিকে আরও বহু মন্দির বিস্তৃত রহিয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের উচ্চতা বর্ত্তমানে চত্বর হইতে কলস পর্য্যন্ত ১৬০ ফুট। অনন্তবাসুদেবের মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফুট। এতদ্ব্যতীত রামেশ্বরের মন্দির উচ্চে ৭৮ ফুট, যমেশ্বর ৬৭ ফুট, রাজারাণী দেউল ৬৩ ফুট, ভগবতীর মন্দির ৫৪ ফুট, সারী-দেউল ৫৩ ফুট, নাগেশ্বর ৫২ ফুট, সিদ্ধেশ্বর ৪৭ ফুট, কপিলেশ্বর ৬৪ ফুট, কেদারেশ্বর ৪৬ ফুট, পরশুরামেশ্বর ৩৮ ফুট, মুক্তেশ্বর ৩৫ ফুট এবং কোপারি ৩৫ ফুট।

অনেকে মনে করেন, পুরীর মন্দির অপেক্ষা ভুবনেশ্বরের মন্দির অধিকতর প্রাচীন এবং পুরীর মন্দিরের শিল্প ভুবনেশ্বরেরই অনুকরণ।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছেন, রাজা যযাতি কেশরী মগধ হইতে আগমন করিয়া যবনদিগকে বিতাড়িত করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংসাবশেষের উপর পুনরায় হিন্দু-ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যযাতিকেশরীর রাজত্বকাল ৪৭৪ হইতে ৫২৬ খৃষ্টাব্দে। যযাতিকেশরীর রাজ্যাবসান-কালে ভুবনেশ্বরের মন্দির ও জগমোহনের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। যযাতিকেশরী নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার বংশধর সূর্য্যকেশরী বহুকাল রাজত্ব করিলেও মন্দিরের জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই; কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী অনন্তকেশরী মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করেন। অবশেষে ললাটেন্দুকেশরীর রাজত্বকালে ৫৮৮ শকে (৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে) ভুবনেশ্বরমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হয়। এ সম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"গজাষ্টেষুমিতে জাতে শকাব্দে কীর্ত্তিবাসসঃ।
প্রাসাদমকরোদ্রাজা ললাটেন্দুশ্চ কেশরী॥"

কিন্তু কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিত্র মহাশয়ের এই মতের অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন, জগন্নাথের মন্দির-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যেরূপ হাতগড়া শ্লোক প্রচলিত হইয়াছে, এটীও সেইরূপ কল্পিত শ্লোক, ইহার মূলে কোনরূপ ঐতিহাসিক সত্য নাই। তাঁহারা আরও বলেন, জগন্নাথের মাদলাপঞ্জি হইতে রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র যে বিবরণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসানভিজ্ঞ পাণ্ডা-গণের দ্বারা তীর্থের প্রাচীনতা-প্রদর্শনের কাল্পনিক চেষ্টা মাত্র। ভুবনেশ্বরের মন্দির ও জগমোহন হইতে মন্দির-নির্ম্মাণ-কালের সমসাময়িক যে শিলালিপি বহির্গত হইয়াছে, তাহার সাহায্যেই ভুবনেশ্বরের মন্দির-নির্ম্মাণকাল জানা যায়। যে অনঙ্গভীম পুরুষোত্তমের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাতা বলিয়া বিখ্যাত, সেই অনিয়ঙ্কভীমই শিলালিপিতে ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। শিলা-লিপিতে অনিয়ঙ্কভীমের ৩৪ অঙ্ক ও প্রবহতি সংবৎসর পাওয়া গিয়াছে। চাটেশ্বরের শিলালিপি ও দ্বিতীয় নরসিংহদেবের তাম্রশাসনে অনঙ্গভীম বা অনিয়ঙ্কভীম বলিয়া দুই জনের নাম পাওয়া যায়। প্রথম অনঙ্গভীম চোড়গঙ্গের চতুর্থ পুত্র। ইনি ১০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ইনি উৎকলবিজয় করিয়া পুরুষোত্তমের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন। দ্বিতীয় অনঙ্গভীম প্রথম অনঙ্গভীমের পৌত্র ও রাজরাজের পুত্র। ইনি প্রায় ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৪ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ভুবনেশ্বরের শিলালিপিতে

জানিয়া বৃত্তান্ত নিজচক্র-সুদর্শন।
এড়িলেন কৃষ্ণচন্দ্র সবার দলন ॥৩২৮॥

সুদর্শন-চক্রে কাশীরাজের মুণ্ডপাত ও কাশীদগ্ধ—

কারো অব্যাহতি নাহি সুদর্শন-স্থানে।
কাশীরাজ-মুণ্ড গিয়া কাটিল প্রথমে ॥৩২৯॥

শেষে তা'র সম্বন্ধে সকল বারাণসী।
পোড়াইয়া সকল করিল ভস্ম-রাশি ॥৩৩০॥

শিবের ক্রোধ ও পাশুপত-অস্ত্রনিক্ষেপ—

বারাণসী দাহ দেখি' ক্রুদ্ধ মহেশ্বর।
পাশুপত-অস্ত্র এড়িলেন ভয়ঙ্কর ॥৩৩১॥

'রাজরাজতমুদ্ধ' ও অনিয়ঙ্কভীমের ৩৪ রাজ্যাঙ্ক থাকায় কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ দ্বিতীয় অনিয়ঙ্ক বা অনঙ্গভীমকেই ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই দ্বিতীয় অনিয়ঙ্কভীম কটক, পুরী ও গঞ্জাম জেলার বহু স্থানে সুবৃহৎ শিবমন্দির-সমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

আমরা বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বতটে মধ্যঘাটের সম্মুখে অনন্তবাসুদেবের মন্দিরের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই মন্দির দৈর্ঘ্যে ১৩১ ফুট ও প্রস্থে ১১৭ ফুট। ইহার মুখশালীর দৈর্ঘ্য ৯৬ ফুট ও বিস্তৃতি ২৫ ফুট। মূল মন্দিরের সঙ্গে প্রথমে জগমোহন, তৎপরে নাট্যমন্দির ও তৎপশ্চাতে ভোগমণ্ডপ। কলস পর্য্যন্ত মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফুট। নাটমন্দিরের অভ্যন্তর প্রদেশে কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী একটি গরুড়মূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন। মূলমন্দিরে শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিষ্ণু বিরাজমান। এই অনন্তবাসুদেবের শ্রীমন্দিরই ভুবনেশ্বরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির; ইহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণও একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বেশ্বরের অনন্তবাসুদেব বিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন না করিয়া তীর্থযাত্রিগণ শ্রীবাসুদেব-ব্যতীত অন্য কোন দেবতার দর্শনে গমন করিতে পারেন না। এখনও এই বিধি ভুবনেশ্বর তীর্থে প্রচলিত রহিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের শ্রীমন্দিরের প্রাচীর গাত্রে শিলাফল-কোস্কৃত ভবদেবমিত্র কবি-বাচস্পতিমিশ্র-রচিত শ্লোকাবলী হইতে জানা গিয়াছে, অনন্তবাসুদেবের মন্দির ও তৎসম্মুখস্থ বিন্দুসরোবর ভবদেব ভট্ট নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। বাচস্পতি-মিশ্র ৮৯৮ শকে অর্থাৎ ৯৭৬ খৃষ্টাব্দে ন্যায়সূচীনিবন্ধ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রিয় মিত্র ভবদেব ভট্টের অভ্যুদয়কালে তৎসমসাময়িক বিচার করা অনুচিত নহে; কাজেই কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া বিচার করেন।

বিন্দুসরোবর দৈর্ঘ্যে ১৩০০ ফুট, প্রস্থে ৭০০ ফুট এবং গভীরতায় ১৬ ফুট। এই সুবৃহৎ সরোবরের চতুর্দ্দিকই পাথর দিয়া বাধান। বিন্দুসরোবরের মধ্যস্থলে পাথরের আলি দ্বারা গাঁথা একটী দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের পরিমাণ ১০০ × ১০০ ফুট। উক্ত দ্বীপের উত্তরপূর্ব্বকোণে একটী ক্ষুদ্র মন্দির বিরাজিত। স্নানযাত্রার সময় এখানে শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের বিজয়মূর্ত্তি আগমন করেন। মন্দির পার্শ্বস্থ ফোয়ারা হইতে নির্গত জল দ্বারা ভগবানের অভিষেকোৎসব হয়। এই বিন্দুসরোবর স্নানযাত্রার সময়ে অর্থাৎ বর্ষাকালে বড় বড় কুম্ভীরের বাসভূমি হয়।

ষ্টার্লিং হাণ্টার কনিংহাম প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক এবং রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র প্রভৃতি প্রাচ্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ভুবনেশ্বরকে বৌদ্ধগণের একটী প্রধান স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য প্রাচ্য প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ নানাপ্রকার যুক্তি, প্রমাণ ভুবনেশ্বরের নানা স্থানে উৎকীর্ণ শিলালিপি এবং মহাভারতাদি প্রাচীন পুরাণ গ্রন্থের প্রমাণ হইতে দেখাইয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের সময়ে এই ভুবনেশ্বর যে বৌদ্ধদিগের প্রধান স্থান ছিল বলিয়া অনুমান, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরিতে বৌদ্ধ-কীর্ত্তির যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা বুদ্ধদেবের অনেক পরবর্ত্তী। যে সকল পুরাবিদ্‌গণ হাথিগোফাকে বৌদ্ধ কীর্ত্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই উক্তি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। কারণ এখন উহা জৈন-কীর্ত্তি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। হাথিগোফার উৎকীর্ণ শিলালিপিতে জৈনধর্ম্মাবলম্বী কলিঙ্গরাজ খারবেল ভূপতির প্রশস্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এই জৈনরাজ খারবেল কোন্ সময়ে ভুবনেশ্বরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মহাভারত বনপর্ব্ব ১১৪ অধ্যায়ে যে

পাশুপত-অস্ত্র কি করিব চক্র-স্থানে।
চক্রতেজ দেখি' পলাইল সেইক্ষণে ॥৩৩২॥

শেষে মহেশ্বর প্রভৃতি যায়েন ধাইয়া।
চক্র-ভয়ে শঙ্কর যায়েন পলাইয়া ॥৩৩৩॥

বিবরণ আছে, তাহাতে জানা যায়, গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের পরে কলিঙ্গদেশের অন্তর্গত বৈতরণী তীর্থ এবং তাহার তীরে ব্রহ্মার যজ্ঞস্থান যাজপুর, তৎপর স্বয়ম্ভু বন, তৎপরে লবণসমুদ্রের সমীপস্থ মহাবেদী—যাহা 'পুরুষোত্তমক্ষেত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ। তৎপরে মহেন্দ্রাচল; এই পর্ব্বত গঞ্জাম-প্রদেশে অবস্থিত এবং পরশুরামের স্থান বলিয়া খ্যাত। উপরে যে স্বয়ম্ভু-বনের কথা উক্ত হইয়াছে, সে স্বয়ম্ভু শব্দের অর্থ—শম্ভু বা মহাদেব ইহাই 'দুর্ঘটার্থপ্রকাশিনী' প্রভৃতি প্রাচীন মহাভারতের টীকার অভিমত। বহু পূর্ব্ব-কাল হইতে এই স্বয়ম্ভু-বন তপস্বিগণের তপস্যার স্থান ছিল।' উৎকলখণ্ডে (১৩শ অঃ) বর্ণিত আছে—

ইত্থমেতৎ পুরা ক্ষেত্রং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্।
তত্র সাক্ষাদুমাকান্তঃ স্থাপিতঃ পরমেষ্ঠিনা।
যদেতচ্ছান্তবং ক্ষেত্রং তমসো নাশনং পরম্॥

প্রাচীনকালে মহাদেবের দ্বারা এই ক্ষেত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। তথায় ব্রহ্মা সাক্ষাৎ পার্ব্বতী-পতিকে স্থাপন করিয়াছেন। সেই সময় হইতেই এই স্থান তমোবিনাশক শ্রেষ্ঠ শাম্ভবক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই শাম্ভবক্ষেত্র 'একাম্রবন' 'একাম্রক্ষেত্র' বলিয়াও পরিচিত।

স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে বর্ণিত আছে—

স বর্ত্ততে নীলগিরির্যোজনেঽত্র তৃতীয়কে।
ইদম্বেকাম্রকবনং ক্ষেত্রং গৌরীপতের্বিদুঃ॥
চতুর্দেহস্থিতোঽহং বৈ যত্র নীলমণিময়ঃ।
তস্যোত্তরস্যাং বিখ্যাতং বনমেকাম্রকাহ্বয়ম্॥

উৎকল দেশে নীলাচলের দুই যোজন উত্তরে পার্ব্বতী-পতির ক্ষেত্র একাম্রকানন বিরাজিত। মহাভারত বনপর্ব্বে কথিত স্বয়ম্ভু বনই এ[illegible]ক্ষেত্র এবং উহা বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনেক মনীষী বিচার করিয়াছেন।

কপিলসংহিতায় শ্রীভুবনেশ্বরদেবের একটি বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে কাশীধামস্থ বিশ্বেশ্বর দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আর কাশীতে থাকিবেন না, এই কাশী শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে, যেহেতু এই স্থানে অতিজ্ঞানবিহ্বল নাস্তিকগণ উপদ্রব করিতেছে; যথার্থ ধর্ম্ম আর এখানে থাকিবে না, সকলেই অধর্ম্মাচারী হইয়া পড়িবে। আর এই স্থান ক্রমশঃই জনাকীর্ণ ও তপোবিঘ্নকর হইয়া উঠিতেছে। মহাদেব পার্ব্বতীর জন্য যত্নসহকারে এই পুরী স্থাপন করিয়াছিলেন, বটে কিন্তু জ্ঞানবিহ্বল নাস্তিক-গণের উপদ্রবে তাঁহার কিছুতেই এই স্থানে থাকিবার অভিলাষ হইতেছে না। এমন পরম স্থান কোথায়—যেস্থানে অবস্থিত হইয়া ভগবান্ পুরুষোত্তমের নিত্য আরাধনা করা যায়? বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর এই উক্তি শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, লবণজলধির তীরে নীলশৈল নামে একটী প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে; তাহারই উত্তরে পরমরম্য একাম্রকানন। সেই বিজন বনে অনন্তের সহিত সর্ব্বেশ্বরেশ্বর রমানাথ 'বাসুদেব' নামে বিঘোষিত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। সেই স্থান পরম গুহ্য। মহাদেব নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কাশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্ব্বতীর সহিত একাম্রকাননে গমন করিলেন এবং সেই পুণ্যক্ষেত্রে আগমন করিয়া শ্রীহরিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—'আমি তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি, তোমার এই প্রিয় স্থানে তোমার এই পাদপদ্ম সন্নিধানে আমায় বাস প্রদান কর।' শ্রীবাসুদেব বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর এই আর্ত্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—'হে শম্ভো, আমি সানন্দচিত্তে তোমাকে এই স্থানে থাকিতে দিব, কিন্তু তুমি শপথ করিয়া বল যে, আর কখনও কাশী যাইবে না।' তখন শঙ্কর বলিলেন,—'আমি কিরূপে কাশীধাম একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারি? সেখানে যে আমার প্রিয় জাহ্নবী ও সর্ব্বতীর্থময়ী মণিকর্ণিকা রহিয়াছে।' বাসুদেব কহিলেন,— 'হে শম্ভো, আমার সম্মুখে এই স্থানে 'পাপনাশিনী'-নামে মণিকর্ণিকা বর্ত্তমান আছে; আমার অগ্নিকোণে আমারই পদনিঃসৃতা গঙ্গা-যমুনা নাম্নী জাহ্নবী নদী প্রবাহিতা হইতেছে। এখানে আরও অনেক গুপ্ত তীর্থ রহিয়াছে।' তখন শঙ্কর বলিলেন,—'আমি ত্রিসত্য

সুদর্শন-চক্রস্থানে পাশুপত-অস্ত্রের তেজ নিরস্ত ও ভয়ে শঙ্করের পলায়ন—

চক্র-তেজে ব্যাপিলেক সকল ভুবন।
পলাইতে দিক না পায়েন ত্রিলোচন ॥৩৩৪॥

দুর্ব্বাসার ন্যায় শঙ্করের গতি—

পূর্ব্বে যেন চক্র-তেজে দুর্ব্বাসা পীড়িত।
শিবের হইল এবে, সেই সব রীত ॥৩৩৫॥

গোবিন্দ-শরণাপন্ন শিব—

শেষে শিব বুঝিলেন,—"সুদর্শন-স্থানে।
রক্ষা করিবেক হেন নাহি কৃষ্ণ বিনে॥" ৩৩৬॥

এতেক চিন্তিয়া বৈষ্ণবাগ্র ত্রিলোচন।
ভয়ে ত্রস্ত হই' গেল গোবিন্দ-শরণ ॥৩৩৭॥

শরণাগত শিবের কৃষ্ণস্তুতি ও অপরাধ-ক্ষমা-প্রার্থনা—

"জয় জয় মহাপ্রভু দেবকীনন্দন।
জয় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব জীবের শরণ ॥৩৩৮॥
জয় জয় সু-বুদ্ধি কু-বুদ্ধি সর্ব্বদাতা।
জয় জয় স্রষ্টা, হর্ত্তা, সবার রক্ষিতা ॥৩৩৯॥
জয় জয় অদোষ-দরশি কৃপা-সিন্ধু।
জয় জয় সন্তপ্ত-জনের এক বন্ধু ॥৩৪০॥

করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী অথবা অন্য কোন ক্ষেত্রেই যাইব না।" ইহা বলিয়া শম্ভু বিষ্ণুর দক্ষিণ পার্শ্বে লিঙ্গরূপে অবস্থান করিলেন। এই লিঙ্গ স্ফটিকসঙ্কাশ মাণিক্যাভ মহানীল-মূর্ত্তি 'ত্রিভুবনেশ্বর' বা 'ভুবনেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ।

কার্ত্তিক মাসে পঞ্চক্রোশী ভুবনেশ্বর পরিক্রমা হয়। বরাহদেবী হইতে ধবলগিরি ধরিয়া খণ্ডগিরি, উদয়গিরি ও ভুবনেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেশনের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া পুনরায় বরাহ-দেবীতে পরিক্রমাকারিগণ উপস্থিত হন।

হাওড়া হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে লাইনে ভুবনেশ্বর ২৭২ মাইল। ভুবনেশ্বর ষ্টেশন হইতে ভুবনেশ্বরের মন্দির এক ক্রোশ। রাস্তা অতি সুন্দর, দুই ধারে পার্ব্বত্য ভূমি জাত বৃক্ষ, বিশেষতঃ কুচিলা ফলের গাছ অত্যধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। গো-যান ব্যতীত অন্য কোনরূপ যানের ব্যবস্থা সর্ব্বদা থাকে না, তবে মোটরবাস বা মোটরগাড়ী চলিতে পারে। ভুবনেশ্বরে দুইটী ধর্ম্মশালা আছে। বিন্দুসরোবরের তীরে কলিকাতার মাড়োয়ারী হাজারিমলের একটী নূতন বৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বের ধর্ম্মশালাটী রায়বাহাদুর হরগোবিন্দ বিশ্বেশ্বর লালের ধর্ম্মশালা। ধর্ম্মশালাতে যাত্রিগণ তিন দিন থাকিতে পারেন। এখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং টেলিগ্রাফ ও পোষ্টাফিস আছে। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে হাট হয়। জগন্নাথের প্রসাদের মত এই স্থানেও শ্রীঅনন্তবাসুদেব এবং ভুবনেশ্বরের প্রসাদ বিক্রয় হইয়া থাকে॥ ৩০৮॥

তথ্য। শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৬৬ অধ্যায়ে) কাশীরাজ সুদক্ষিণের উপাখ্যান এইরূপ—

ভগবান্ বলদেব নন্দব্রজে গমন করিলে অজ্ঞব্যক্তিগণের প্ররোচনায় করূষাধিপতি পৌণ্ড্রক নিজেকে 'বাসুদেব' বলিয়া নির্ণয়পূর্ব্বক স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেবের নিকট জানাইয়াছিল যে, সে নিজেই বাসুদেব, তদ্ভিন্ন অন্য কেহই নহে, অতএব শ্রীকৃষ্ণ যেন 'বাসুদেব' নাম এবং বাসুদেব-চিহ্ন সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক পৌণ্ড্রকের শরণ গ্রহণ করেন, নতুবা তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করেন! উগ্রসেন প্রভৃতি সভ্যগণ পৌণ্ড্রকের এই আত্মশ্লাঘাসূচক বাক্যশ্রবণে উচ্চহাস্য করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রক-দূতকে বলিয়াছিলেন যে, সেই মূর্খ নৃপতি মূঢ়তা বশতঃ সুদর্শন প্রভৃতি যে সকল কৃত্রিম চিহ্ন ধারণ করিতেছে, তিনি অচিরেই তাহাকে তৎসমস্ত পরিত্যাগ করাইবেন এবং যখন সে রণক্ষেত্রে শয়ন করিবে, তখন কুকুরগণের ভক্ষ্য হইবে। তৎপরে তিনি কাশীর সমীপে উপস্থিত হইলে তাঁহার যুদ্ধোদ্যম দর্শন করিয়া পৌণ্ড্রকও সৈন্যসঙ্গে সত্বর নির্গত হইল এবং তন্মিত্র কাশীরাজ তদীয় পৃষ্ঠপোষকরূপে অনুগমন করিল। প্রলয়কালীন অগ্নি যেরূপ চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম বিনষ্ট করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও অস্ত্র দ্বারা পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের চতুরঙ্গ-সৈন্য-মণ্ডলীকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তৎপরে পৌণ্ড্রককে বলিলেন, সে যে মিথ্যা 'বাসুদেব'-নাম ধারণ করিতেছে, তাহা তিনি পরিত্যাগ করাইবেন, নতুবা সংগ্রামেচ্ছা না করিলে

জয় জয় অপরাধ-ভঞ্জন-শরণ।
দোষ ক্ষম প্রভু, তোর লইনু শরণ॥" ৩৪১॥

শঙ্করের স্তবে হরির প্রসন্নতা, চক্রতেজ-সংবরণ ও দর্শন-দান—

শুনি' শঙ্করের স্তব সর্ব্বজীব-নাথ।
চক্রতেজ নিবারিয়া হইলা সাক্ষাৎ॥৩৪২॥
চতুর্দ্দিকে শোভা করে গোপগোপীগণ।
কিছু ক্রোধ-হাস্য-মুখে বলেন বচন॥৩৪৩॥

শঙ্করের প্রতি হরির অনুযোগ ও উপদেশ—

"কেনে শিব, তুমি ত' জানহ মোর শুদ্ধি।
এতকালে তোমার এমত কেনে বুদ্ধি॥৩৪৪॥
কোন্ কীট কাশীরাজ অধম নৃপতি।
তার লাগি' যুদ্ধ কর আমার সংহতি॥৩৪৫॥
এই যে দেখহ মোর চক্র সুদর্শন।
তোমারেও না সহে যাহার পরাক্রম॥৩৪৬॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র পাশুপত-অস্ত্র আদি যত।
পরম অব্যর্থ মহা-অস্ত্র আর কত॥৩৪৭॥
সুদর্শন-স্থানে কারো নাহি প্রতিকার।
যা'র অস্ত্র তা'রে চাহে করিতে সংহার॥৩৪৮॥
হেন ত' না দেখি আমি সংসার-ভিতর।
তোমা' বই যে আমারে করে অনাদর॥" ৩৪৯॥
শুনিয়া প্রভুর কিছু সক্রোধ-উত্তর।
অন্তরে কম্পিত বড় হইলা শঙ্কর॥৩৫০॥

শিবের আত্ম-নিবেদন ও নিজ অস্বতন্ত্রতা-জ্ঞাপন—

তবে শেষে ধরিয়া প্রভুর শ্রীচরণ।
করিতে লাগিল শিব আত্মনিবেদন॥৩৫১॥
"তোমার অধীন প্রভু, সকল সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার॥৩৫২॥
পবনে চালায় যেন সূক্ষ্ম তৃণ-গণ।
এই মত অ-স্বতন্ত্র সকল ভুবন॥৩৫৩॥

পৌণ্ড্রকের শরণাগত হইবেন,—এই বলিয়া তীক্ষ্ণ শর দ্বারা তদীয় রথ বিনষ্ট করিয়া সুদর্শনচক্র-দ্বারা পৌণ্ড্রকের মস্তকচ্ছেদন করিলেন এবং কাশীরাজের মস্তক দেহচ্যুত করিয়া কাশীপুরী মধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বদা শ্রীহরির অনুরূপ বেশ ধারণ এবং কৃষ্ণ-চিন্তা-হেতু পৌণ্ড্রকের মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়াছিল।

কাশীরাজের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া তাহার মহিষী, পুত্র এবং বান্ধবাদি সকলে রোদন করিতে লাগিল। অতঃপর তৎপুত্র সুদক্ষিণ পিতৃঘাতীর বিনাশ কামনায় কঠোরভাবে মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিল। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিতে ইচ্ছা করিলে সে পিতৃঘাতীর বধোপায় প্রার্থনা করিল। মহাদেব তাহাকে অভিচার বিধানানুসারে দক্ষিণাগ্নির পরিচর্য্যা করিতে আদেশ করিলেন। তৎকার্য্য সমাপনান্তে অতি ভয়ঙ্কর অগ্নি-মূর্ত্তি প্রদীপ্তশূলহস্তে যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া দ্বারকাভিমুখে গমন করিতে থাকিলে দ্বারকাবাসিগণ ভীত হইয়া অক্ষক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক মাহেশ্বরী কৃত্যাকে বিনাশ করিতে সুদর্শনচক্রকে আদেশ করিলেন। সুদর্শন-প্রভাবে আভিচারিক কৃত্যাগ্নি প্রতিহত হইয়া বারাণসী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পুরোহিতগণের সহিত সুদক্ষিণকে দগ্ধ করিলে তৎপশ্চাৎ সুদর্শনও বারাণসীপুরী-প্রবিষ্ট হইয়া সমগ্র পুরী দগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণসমীপে প্রত্যাগমন করিল॥ ৩১৯॥

তথ্য। দগ্ধা বারাণসীং সর্ব্বাং বিষ্ণোশ্চক্রং সুদর্শনম্। ভূয়ঃ পার্শ্বমুপাতিষ্ঠৎ কৃষ্ণস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ॥ (ভাঃ ১০।৬৬।৪২)॥ ৩৩০-৩৩॥

তথ্য। পূর্ব্বে যেন চক্রতেজে—ভাঃ ৯।৪ অঃ দ্রষ্টব্য॥৩৩৫॥

তথ্য। তং ত্বা জগৎস্থিত্যুদয়ান্তহেতুং সমং প্রশান্তং সুহৃদাত্মদৈবম্। অনন্যমেকং জগদাত্মকেতং ভবাপবর্গায় ভজাম দেবম্॥ (ভাঃ ১০।৬৩।৪৪, ভারত, শান্তি ৪৩।১৬, অনুশাসন পর্ব্ব ১৪৭-১৪৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদনুত্যেতি কশ্চন॥ কঠ ২।২।৮ ঐ ২।৩।১ ॥৩৫২-৫৩॥

যে করাহ প্রভু, তুমি সেই জীবে করে।
হেন কে বা আছে যে তোমার মায়া তরে ॥৩৫৪॥
বিশেষে দিয়াছ প্রভু, মোরে অহঙ্কার।
আপনারে বড় বই নাহি দেখো আর ॥৩৫৫॥
তোমার মায়ায় মোরে করায় দুর্গতি।
কি করিমু প্রভু, মুঞি অ-স্বতন্ত্র মতি ॥৩৫৬॥
তোর পাদপদ্ম মোর একান্ত জীবন।
অরণ্যে থাকিব চিন্তি' তোমার চরণ ॥৩৫৭॥
তথাপিহ মোরে সে লওয়াও অহঙ্কার।
মুঞি কি করিব প্রভু, যে ইচ্ছা তোমার ॥৩৫৮॥

ক্ষমা ভিক্ষা—

তথাপিহ প্রভু, মুঞি কৈলু অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ॥৩৫৯॥
এমত কু-বুদ্ধি মোর যেন আর নহে।
এই বর দেহ' প্রভু হইয়া সদয়ে ॥৩৬০॥
যেন অপরাধ কৈলু করি' অহঙ্কার।
হইল তাহার শাস্তি, শেষ নাহি আর ॥৩৬১॥

নিবেদিতাত্মা শিবের প্রভুর আজ্ঞানুসারী বসতি-প্রার্থনা—

এবে আজ্ঞা কর প্রভু, থাকিমু কোথায়।
তোমা' বই আর বা বলিব কার্ পা'য় ॥"৩৬২॥

শুনি' শঙ্করের বাক্য ঈষৎ হাসিয়া।
বলিতে লাগিলা প্রভু কৃপাযুক্ত হৈয়া ॥৩৬৩॥

শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক 'একাম্রক' নামক স্থান প্রদান—

"শুন শিব, তোমারে দিলাঙ দিব্যস্থান।
সর্ব্বগোষ্ঠি সহ তথা করহ পয়ান ॥৩৬৪॥

কোটিলিঙ্গেশ্বর—

একাম্রকবন-নাম—স্থান মনোহর।
তথায় হইবা তুমি কোটিলিঙ্গেশ্বর ॥৩৬৫॥

গুপ্ত বারাণসী—

সেহ বারাণসী-প্রায় সুরম্য নগরী।
সেইস্থানে আমার পরম গোপ্যপুরী ॥৩৬৬॥
সেই স্থান শিব, আজি কহি তোমা' স্থানে।
সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে ॥৩৬৭॥

পুরীর মাহাত্ম্য—

সিন্ধু-তীরে বট-মূলে 'নীলাচল'-নাম।
ক্ষেত্র-শ্রীপুরুষোত্তম—অতি রম্যস্থান ॥৩৬৮॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে ॥৩৬৯॥
সর্ব্ব-কাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি ॥৩৭০॥

বিবৃতি। তমোগুণ হইতেই অহঙ্কারের সৃষ্টি। ভগবদিচ্ছায় গুণাবতার মহাদেবে সর্ব্বসংহার-শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং নির্ব্বিশেষ-বিচার-পরায়ণ কাশীবাজ অথবা শৈববিশিষ্টাদ্বৈত ভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠ ও তদনুগ অপ্যয়দীক্ষিত প্রভৃতি নির্ব্বিশেষবাদী শৈবগণের কুমত ও অপমতসমূহ শ্রীরামানুজের ভৃত্য শ্রীদর্শনাচার্য্য প্রভৃতির শ্রুতি প্রকাশিকা নাম্নী শ্রীভাষ্য টীকায় সর্ব্বতোভাবে বিমর্দ্দিত হইয়াছে। তথাপি শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদ পরবর্ত্তিকালে মস্তক উত্তোলন করিতে গিয়া নিজ নিজ দুর্দ্দৈব-বশে সুদর্শনাস্ত্র কর্ত্তৃক শুদ্ধবিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারে খণ্ডিত ও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে। "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতা দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা।"—প্রভৃতি ব্যাপার উক্ত অহঙ্কারাধিষ্ঠাতারই ক্রিয়া-কলাপ-বিশেষ। কিন্তু ভগবদ্দাস্য-নিরত শ্রীবিষ্ণুস্বামী যে গুরুপাদপদ্ম-শ্রীরুদ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে চিন্ময় অহঙ্কার সর্ব্বজড়সংহারের পরিবর্ত্তে নিত্যাধিষ্ঠানেরই সহায় ॥৩৫৫॥

"মায়াধীশ-মায়াবশ—ঈশ্বরে-জীবে ভেদ"—তজ্জন্যই শ্রীশিব ভগবান্ নামে অভিহিত হইয়াও নিত্য ভগবদ্বিষ্ণুর অধীন তদীয় ভক্ত ॥৩৫৬॥

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ। যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ॥ (ভাঃ ২।১০।১২) শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ। বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥ (ভাঃ ১০।৮৮।৩) ॥৩৫৫-৩৫৮॥

তথ্য। পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য—লবণাম্ভোনিধেস্তীরে পুরুষোত্তম-সংজ্ঞকম্। পুরং তদ্ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ স্বর্গাদপি সুদুর্লভম্ ॥ স্বয়মস্তি পুরে তস্মিন্ যতঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ।

সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু, কীট, কৃমি ॥৩৭১॥
সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণে।
'ভুবনমঙ্গল' করি কহিয়ে যে স্থানে ॥৩৭২॥
নিদ্রাতেও যে-স্থানে সমাধিফল হয়।
শয়নে প্রণাম-ফল যথা বেদে কয় ॥৩৭৩॥
প্রদক্ষিণ-ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথা মাত্র যথা হয় আমার স্তবন ॥৩৭৪॥
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্ম্মল।
মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল ॥৩৭৫॥
নিজ-নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে, সে আমার সম ॥৩৭৬॥
সে স্থানে নাহিক যম-দণ্ড-অধিকার।
আমি করি ভালমন্দ বিচার সবার ॥৩৭৭॥

পুরীর উত্তরে শ্রীভুবনেশ্বর—

হেন সে আমার পুরী, তাহার উত্তরে।
তোমারে দিলাঙ স্থান রহিবার তরে ॥৩৭৮॥
ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ সেই স্থান মনোহর।
তথা তুমি খ্যাত হৈবা 'শ্রীভুবনেশ্বর'।"৩৭৯॥

শিবের শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সমীপে ক্ষেত্র-বাস-প্রার্থনা—

শুনিয়া অদ্ভুত পুরী-মহিমা শঙ্কর।
পুনঃ শ্রীচরণ ধরি' করিলা উত্তর ॥ ৩৮০॥
"শুন প্রাণ-নাথ, মোর এক নিবেদন।
মুক্তি সে পরম অহঙ্কৃত সর্ব্বক্ষণ ॥৩৮১॥
এতেকে তোমারে ছাড়ি' আমি অন্য স্থানে।
থাকিলে কুশল মোর নাহিক কখনে ॥৩৮২॥
তোমার নিকটে থাকি সবে মোর মন।
দুষ্টসঙ্গ-দোষে ভাল নাহিক কখন ॥৩৮৩॥

পুরুষোত্তমমিত্যুক্তং তস্মাত্তন্নামকোবিদৈঃ॥ ক্ষেত্রং তদ্দুর্লভং বিপ্র সমন্তাদ্দশযোজনম্। তত্রস্থা দেহিনো দেবৈদৃ শ্যন্তে চ চতুর্ভুজাঃ॥ প্রবিশন্তস্ত তৎক্ষেত্রং সর্ব্বে স্যুর্বিষ্ণুমূর্ত্তয়ঃ। তস্মাদ্বিচারণা তত্র ন কর্ত্তব্যা বিচক্ষণৈঃ॥ চণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং গ্রাহ্যং তত্রান্নমগ্রজৈঃ। সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্যতস্তত্র চণ্ডালোঽপি দ্বিজোত্তমঃ॥ তত্রান্নপাচিকা লক্ষ্মীঃ স্বয়ং ভোক্তা জনার্দ্দনঃ। তস্মাত্তদন্নং বিপ্রর্ষে দৈবতৈরপি দুর্লভম্॥ হবির্ভুক্তাবশিষ্টং তৎ পবিত্রং ভুবি দুর্লভম্। অন্নং যে ভুঞ্জতে মর্ত্ত্যাস্তেষাং মুক্তির্নদুর্লভা॥ ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে তদন্নমতিদুর্লভম্। ভুঞ্জতে নিত্যমাদত্য মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা॥ ন যস্য রমতে চিত্তং তস্মিন্নন্নে সুদুর্লভে। তমেব বিষ্ণুদ্বেষ্টারং প্রাহুঃ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ॥ পবিত্রং ভুবি সর্ব্বত্র যথা গঙ্গাজলং দ্বিজ। তথা পবিত্রং সর্ব্বত্র তদন্নং পাপনাশনম্। তদন্নং কোমলং দিব্যং যদ্যপি দ্বিজসত্তম। তথাপি বজ্রতুল্যং স্যাৎ পাপপর্ব্বতদারণে। পূর্ব্বার্জ্জিতানি পাপানি ক্ষয়ং যান্তি যস্য বৈ। ভক্তিঃ প্রবর্ত্ততে ত[illegible]ন্নে তস্য সুদুর্লভে॥ বহু জন্মার্জ্জিতং পুণ্যং যস্য যাস্যতি সংক্ষয়ম্। তস্মিন্নন্নে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তস্য ভক্তিঃ প্রবর্ত্ততে॥ (পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, ১১শ অঃ) ॥৩৬৮॥

বিবৃতি। "মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥" এই স্মৃতিবাক্য বিচার করিলে মৎস্যভোজনে সর্ব্ববিধ জীবজন্তু ভোজনের পাপ-স্পর্শ হয়। সুতরাং মৎস্য সর্ব্বাপেক্ষা অপবিত্র বলিয়া কখনও ভোজ্য হইতে পারে না।

হবিষ্যান্ন—পরম পবিত্র, তাহা কোন প্রকারে নিন্দনীয় খাদ্য নহে। নিতান্ত অপবিত্র খাদ্যগ্রহণ করিলেও শ্রীক্ষেত্রবাসে সর্ব্বদা মুকুন্দ-চিন্তা প্রবল থাকে, তখন আর জীবের মৎস্যাদি ভোজনের দুরভিসন্ধি থাকে না বলিয়া বিষ্ণুনৈবেদ্য হবিষ্যান্ন অপেক্ষা পরম উপাদেয় ও পবিত্র বোধ হয়। পুরাণ বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া দশযোজনাধিষ্ঠিত ভগবৎক্ষেত্রের বিপথগামী অধিবাসিগণ শুষ্কমৎস্যাদি-ভোজন-ব্যবহার-প্রথা অবাধে চালাইয়াছে। মৎস্যাদির গ্রহণ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাহাদের মুখে হরিনাম উচ্চারিত হইতে পারিবে। হবিষ্যান্ন সাত্ত্বিক গুণযুক্ত হইলেও নির্গুণ মহাপ্রসাদের সমান নহে। নির্গুণ মহাপ্রসাদ ও মহাপ্রসাদ সেবনে অমলা কৃষ্ণভক্তি হয় ॥৩৭৫॥

নীলাচলের উত্তরাংশে দশযোজনান্তর্গত ক্ষেত্রই—ভুবনেশ্বর ॥৩৭৮॥

ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ—ভুক্তি ও মুক্তি প্রদত্ত হইলে লব্ধভোগ ও প্রাপ্তমোক্ষ জনগণ ভজনে অধিকার লাভ করেন॥

এতেকে আমারে যদি থাকে ভৃত্য-জ্ঞান।
তবে নিজ-ক্ষেত্রে মোরে দেহ এক স্থান ॥৩৮৪॥
ক্ষেত্রের মহিমা শুনি' শ্রীমুখে তোমার।
বড় ইচ্ছা হৈল তথা থাকিতে আমার ॥৩৮৫॥
নিকৃষ্ট হইয়া প্রভু, সেবিমু তোমারে।
তথায় তিলেক স্থান দেহ প্রভু, মোরে ॥৩৮৬॥
ক্ষেত্রবাস প্রতি মোর বড় লয় মন।"
এত বলি' মহেশ্বর করেন ক্রন্দন ॥৩৮৭॥

প্রিয়তম শিবের প্রতি হরির প্রত্যুত্তর—

শিব-বাক্যে তুষ্ট হই' শ্রীচন্দ্রবদন।
বলিতে লাগিয়া তাঁ'রে করি' আলিঙ্গন ॥৩৮৮॥
"শুন শিব, তুমি মোর নিজ-দেহ সম।
যে তোমার প্রিয়, সে মোহার প্রিয়তম ॥৩৮৯॥
যথা তুমি, তথা আমি, ইথে নাহি আন।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাও আমি স্থান ॥৩৯০॥

ক্ষেত্র-পাল শিব—

ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বথা আমার।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার ॥৩৯১॥
একাম্রক-বন যেন তোমারে দিল আমি।
তাহাতেও পরিপূর্ণ রূপে থাক তুমি ॥৩৯২॥
সেই ক্ষেত্র আমার পরম প্রিয় স্থান।
মোর প্রীতে তথায় থাকিবে সর্ব্বক্ষণ ॥৩৯৩॥

কৃষ্ণ-ভক্ত-নাম-গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রিয়তম শিবের অনাদর বিড়ম্বনা-মাত্র—

যে আমার ভক্ত হই তোমা' অনাদরে।
সে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে ॥" ৩৯৪॥

'ভুবনেশ্বর' নামের কারণ—

হেন মতে শিব পাইলেন সেই স্থান।
অদ্যাপিহ বিখ্যাত—ভুবনেশ্বর-নাম ॥৩৯৫॥

কৃষ্ণ প্রিয়-শিব-স্থানে মহাপ্রভুর নৃত্য—

শিব-প্রিয় বড় কৃষ্ণ তাহা বুঝাইতে।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের সাক্ষাতে ॥৩৯৬॥
যত কিছু কৃষ্ণ কহিয়াছেন পুরাণে।
এবে তাহা দেখায়েন সাক্ষাতে আপনে ॥৩৯৭॥
'শিব রাম গোবিন্দ' বলিয়া গৌর-রায়।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায় ॥৩৯৮॥

প্রভুর ভক্তগণ-সহ নিজভক্ত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শিবের পূজা-লীলা—

আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিবপূজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ ॥৩৯৯॥

পাঠান্তরে—ভক্তিমুক্তিপ্রদ; তাহা হইলে ভক্তিই জীবের প্রকৃত মুক্তি—এই কর্ম্মধারয় বিচার গ্রহণ করিতে হইবে ॥৩৭৯॥

তথ্য। মোহার প্রিয়তম—শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদ-দৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে॥ (শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু, ভক্তিসন্দর্ভে ২১৬ সংখ্যা) ॥৩৮৯॥

মহাদেব একাম্রকক্ষেত্রে স্থান লাভ করিয়া ভগবৎসমীপে সর্ব্বত্র থাকিবার প্রার্থনা করায় সকল বিষ্ণুক্ষেত্রে ক্ষেত্র-পালরূপে মহাদেবের স্থান নিরূপিত হইয়াছে ॥৩৯১॥

ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রে মহাদেব পরিপূর্ণরূপে থাকিবার আদেশ পাইলেন। বিষ্ণুভক্ত-মাত্রেই তাঁহাকে অনাদর করিবেন না এবং যিনি তাঁহাকে অনাদর করিবেন, তিনিই ভগবদ্ভক্তিবিচ্যুত হইবেন—এরূপ বর দিলেন ॥৩৯৪॥

শ্রীশুকদেব ও মহাদেব, উভয়েই ভগবানের অত্যন্ত-প্রিয়। শিবভক্তগণ অষ্টভুজ ভগবানের সেবা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করে, তাহাদের ভগবচ্চরণে অপরাধ ঘটে ॥৩৯৬॥

তথ্য। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর "সঙ্কল্পকল্পদ্রুম"-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"বৃন্দাবনাবনীপতে জয় সোম সোমমৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য। গোপেশ্বর-ব্রজবিলাসি যুগাঙ্ঘ্রি পদ্মে প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥"

অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিসকল মহাদেবের কৃষ্ণসেবাময় মাহাত্ম্য এবং কোন কোন পৌরাণিক আখ্যায়িকার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া মনে করেন, শিব—রামাদি বিষ্ণুতত্ত্ব এবং সীতাদি লক্ষ্মীরও পূজিত ঈশ্বর। সুতরাং রুদ্রই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর, বিষ্ণুদেবতা পরমেশ্বর রুদ্রের অধীন। কেহ কেহ বা বিষ্ণুকে রুদ্রের সহিত সমান বা রুদ্রেরই নামান্তর

লোকশিক্ষক-লীল-মহাপ্রভুর শিক্ষা-স্বীকার-বিমুখ ব্যক্তির অশেষ দুঃখ—

শিক্ষা-গুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে।
নিজ-দোষে-দুঃখ পায় সেই সব জনে ॥৪০০॥

প্রভুর ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন স্থানে শিবলিঙ্গ দর্শন-পূর্ব্বক ভ্রমণ—

সেই শিব-গ্রামে প্রভু ভক্ত-বৃন্দ সঙ্গে।
শিব-লিঙ্গ দেখি দেখি ভ্রমিলেন রঙ্গে ॥৪০১॥

বিবেচনা করিয়া অতাত্ত্বিক সমন্বয়বাদের আবাহন করেন। কিন্তু নিখিল শ্রৌতশাস্ত্র ও যুক্তি তাহা নিরাস করিয়াছেন।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনাভিজানাতি স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ পদ্মপুরাণ।

যে ব্যক্তি শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মা-রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সহিত সমান মনে করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

মহাভারতের অন্তর্গত ঔপমন্যব্যাখ্যানে যে লিখিত আছে,—শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববতীর পুত্রের জন্য তপস্যাদ্বারা রুদ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন এবং রুদ্রের অঙ্গ হইতেই বিষ্ণুর সহিত সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্তের সঙ্গতি কোথায়?

যাঁহারা শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের বিচার অতীব স্থূল। কেন না, শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, রুদ্র বাণরাজার যুদ্ধে ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াই তাঁহাকে মূলদেবতা ও পরমেশ্বর বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন এবং মোহিনীমূর্ত্তি দর্শনে মোহিত, বৃকাসুরের হস্ত হইতে রক্ষিত ও ব্রহ্মহত্যার পাতক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তবে যে বিষ্ণু কোন কোন স্থলে রুদ্রের পূজাদি-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, শাস্ত্রে তাহার তাৎপর্য্য লিখিত আছে—

তস্মাৎ শ্বেতরেষু সর্ব্বেষু সকামেষু রুদ্রোপাসনাস্থেয়ে স্বকীয়স্য তস্য তথারাধনখ্যাপয়ংস্তদন্তর্যামিনমাত্মানমসৌ সৎকরোতীতি মন্তব্যম্। 'অহমাত্মা হি লোকানাং বিশ্বেষাং পাণ্ডুনন্দন। তস্মাদাত্মানমেবাগ্রে রুদ্রং সংপূজয়াম্যহম্ ॥ ময়া কৃতং প্রমাণং হি লোকঃ সমনুবর্ত্ততে। প্রমাণানি হি পূজ্যানি ততস্তং পূজয়াম্যহম্ ॥ ন[illegible] বিষ্ণুঃ প্রণমতি কস্মৈচিদ্বিবুধায় চ। অত আত্মানমেবেতি ততো রুদ্রং ভজাম্যহম্ ॥ ইতি নারায়ণীয়ে ভগবদ্বাক্যাদেব। অত্র বিশ্বেষামন্তর্য্যাম্যহমতস্তপ্তায়ঃ পিণ্ডবদবিবিক্তং রুদ্রাবেশিনং মদংশমহং পূজয়ামি। 'রুদ্রাদয়ো দেবাঃ পূজ্যাঃ' ইতি প্রমাণং ময়া কৃতং, তদন্যথা ব্যাকুপ্যেত্তদর্থমহং তান্ পূজয়ামি, স্বোৎকৃষ্টস্যাভাবাদেব তদবুদ্ধ্যাহং ন কিঞ্চিদ্ভজামি, কিন্তু তাদৃশং মদংশমহং ভজামীতি বিস্ফুটম্। ব্রহ্মরুদ্রাদি-সর্ব্বান্তর্যামী বিষ্ণুরিতি তত্রৈব রুদ্রং প্রত্যুক্তং ব্রহ্মণা—

"তবান্তরাত্মা মম চ যে চান্যে দেহিসংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ ॥"

ঔপমন্যব্যাখ্যানে তু বিশেষেণৈব প্রশ্নোত্তরয়োঃ সত্ত্বাত্তত্র তাৎপর্য্যান্তরং কল্পনীয়ম্। তচ্চ দর্শিতমেব। ইতরথা সমুদ্রস্যাপীশ্বরতাপত্তিঃ। শ্রীরামেন তৎপূজায়া বিধানাৎ। এবং ক্বচিদ্ভগবৎপার্ষদানাং দৈবতান্তরারাধনমপি তদারাধ্যতা-ব্যাখ্যাপনার্থং লীলারূপমেব, ন হি তৎসিদ্ধান্তকক্ষামারো-ক্ষ্যতি। সর্ব্বেশ্বরো-বিষ্ণুশ্চৈবেষু মিলিতো রাজের জগৎ-কার্য্যায় দেবেষু প্রবিষ্টস্তস্য স্বেচ্ছাভিব্যক্তির্জন্মেত্যভিধীয়তে। (সিদ্ধান্তরত্নম্, ৩য় পাদ ২২, ২৩, ২৬, ২৭)

নিজ নিষ্কপট ভক্ত ব্যতীত ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকামী কৈতবযুক্ত জীবসকলের পক্ষে রুদ্রোপাসনা-প্রচারার্থ ভগবান্ বিষ্ণু স্বকীয় রুদ্রের তদ্রূপ আরাধনার অভিনয় প্রদর্শন করেন। নারায়ণীয়ে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে এই বিষয়টী পরিস্ফুট রহিয়াছে—হে অর্জ্জুন, আমি বিশ্বের আত্মা। আমি যে রুদ্রের পূজা করি, তাহা আত্মারই পূজা। আমি যাহার অনুষ্ঠান করি, লোকসমূহ তাহার অনুবর্ত্তন করে। প্রমাণই—পূজ্য। এই উদ্দেশ্যেই আমি রুদ্রের পূজা করিয়া থাকি। বিষ্ণু কোন দেবতাকেই প্রণাম করেন না। আমি আত্মাকেই রুদ্র বলিয়া পূজা করি। আমি বিশ্বের অন্তর্য্যামী। তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় অবিবিক্ত রুদ্ররূপী আমার অংশকেই পূজা করি। "রুদ্রাদি-দেবতাসমূহ পূজ্য"—এই প্রমাণ আমিই করিয়াছি। আমি যদি রুদ্র-পূজার আদর্শ প্রদর্শন না করি, তাহা হইলে ঐ প্রমাণ লোকে গ্রহণ করিবে না; এই জন্যই আমি নিজে আচরণ করিয়া আমার ভৃত্যের পূজা আমিই শিক্ষা দিয়া থাকি। আমার সমান বা আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই।

পরম নিভৃত এক শিব-স্থান-দর্শনে প্রভুর সন্তোষ ও যাবতীয় দেবালয়-দর্শন—

পরম নিভৃত এক দেখি' শিব-স্থান।
সুখী হৈলা শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্ ॥৪০২॥
সেই গ্রামে যতেক আছয়ে দেবালয়।
সব দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয় ॥৪০৩॥

কমলপুরে—

এই মতে সর্ব্ব-পথে সন্তোষে আসিতে।
উত্তরিলা আসি' প্রভু কমলপুরেতে ॥৪০৪॥

মন্দির-চূড়া-দর্শনে ভাবাবেশ ও শ্লোকোচ্চারণ—

দেউলের ধ্বজ-মাত্র দেখিলেন দূরে।
প্রবেশিলা প্রভু নিজ-আনন্দ-সাগরে ॥৪০৫॥
অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার।
বিশাল গর্জ্জন কম্প সর্ব্ব-দেহ-ভার ॥৪০৬॥
প্রাসাদের দিকে মাত্র চাহিতে চাহিতে।
চলিলেন প্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে ॥৪০৭॥
শ্রীমুখের অর্দ্ধ শ্লোক শুন সাবধানে।
যে লীলা করিলা গৌরচন্দ্র ভগবানে ॥৪০৮॥

সুতরাং 'শ্রেষ্ঠ' বুদ্ধিতে আমি কাহারও পূজা করি না। আমার 'অংশ' বলিয়াই লোকশিক্ষার্থ আমি রুদ্রাদি-দেবতার পূজার আদর্শ প্রদর্শন করি। ব্রহ্মা এই স্থলেই রুদ্রকে বলিয়াছিলেন,—বিষ্ণুই ব্রহ্মা ও রুদ্র—সকলের অন্তর্য্যামী। যথা ;—"বিষ্ণু তোমার, আমার ও অপর দেহিসমূহের অন্তর্য্যামী। তাঁহাকে কেহই কোনরূপে অক্ষজ জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারে না।"

শ্রীরামচন্দ্র জগতে বৈষ্ণববর শিবের পূজা-প্রচারার্থ শিবপূজার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া যদি শিবই পরমেশ্বর হন, আর শ্রীরামচন্দ্র তদধীন হন, তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া সমুদ্রকেও 'পরমেশ্বর' বলিতে হয়। এইরূপ কোথাও কোথাও ভগবৎপার্ষদগণ যে দেবতান্তরের পূজার অভিনয় করিয়াছেন, তত্তৎস্থলেও বিষ্ণ্বধীন তত্তদ্ দেবতার পূজা-প্রচারার্থ জানিতে হইবে। ইহা শ্রীভগবৎপার্ষদবর্গের "বিষ্ণুর অধীন সমস্ত দেবতা"—ইহা প্রচারার্থ লীলামাত্র। উহা কখনই সিদ্ধান্তকক্ষায় আরূঢ় হইতে পারে না। ভগবান্ বিষ্ণুই—সর্ব্বেশ্বর। তিনি যে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, প্রলয়কর্ত্তা রুদ্রের ন্যায় জগতের স্থিতি বিধান করেন তাহা চৌরমধ্যে প্রবিষ্ট রাজার ন্যায় জগতের কার্য্যের জন্য তাঁহার দেবতাগণের মধ্যে প্রবেশ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মা ও রুদ্র বিষ্ণুরই শক্তিতে সৃষ্টি ও প্রলয়কার্য্যে সামর্থ্য লাভ করেন। সুতরাং বিষ্ণুই ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দেবতার নিত্য আরাধ্য।

নারায়ণাদীনি নামানি বিনান্যানি স্বনামানি রুদ্রাদিভ্যো দদাবিতি চোক্তং স্কান্দে ;—

"ঋতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ।
প্রাদাদন্যত্র ভগবান্ রাজেবার্ত্তে স্বকং পুরম্ ॥"
কপালিনস্তু শিবস্য ঘোররূপতা মুমুক্ষুহেয়তা চ স্মৃতা—
"মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥"

(সিদ্ধান্তরত্নম্, ৩য় পাদ ১৩।১৪)

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ বিষ্ণু 'নারায়ণ' প্রভৃতি কয়েকটী নাম ভিন্ন স্বকীয় নামসমূহ ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণকে প্রদান করিয়াছেন। যেমন, রাজা নিজ রাজধানী ব্যতীত অন্যান্য নগরসমূহ অমাত্য-ভৃত্য-প্রভৃতিকে বাসার্থ প্রদান করেন, তদ্রূপ স্বরাট্ পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণুও স্বকীয় বিশেষ কয়েকটী নাম ভিন্ন অপরাপর নামগুলি অন্যান্য দেবতাকে ব্যবহারার্থ প্রদান করিয়াছেন।

রুদ্রের ঘোররূপত্ব ও মুমুক্ষুহেয়ত্বই প্রসিদ্ধ আছে। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—অসূয়ারহিত মুমুক্ষুগণ অর্থাৎ নির্ম্মৎসর সাধুগণ ঘোররূপ ভূতপতিসকলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীনারায়ণের শান্তকলাসমূহের ভজন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই ব্যাসদেবের বাক্য উদ্ধার করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতধৃত পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্রীভুবনেশ্বর ঘোররূপ রুদ্রমূর্ত্তি বা লিঙ্গসামান্যে দ্রষ্টব্য নহেন। শ্রীভুবনেশ্বর শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের বিচারে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তম ও শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণ শ্রীভুবনেশ্বরকে শ্রীগোপালিনী শক্তিরূপে বিচার করিয়া তাঁহার নিকট শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলসেবা প্রার্থনা করেন ॥৩৯৯॥

তথা হি—

"প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো
মামালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ ॥৪০৯॥

প্রভু বলে,—"দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে।
হাসেন আমারে দেখি শ্রীবাল-গোপালে ॥"৪১০॥
এই শ্লোক পুনঃ পুনঃ পড়িয়া পড়িয়া।
আছাড় খায়েন প্রভু বিবশ হইয়া ॥৪১১॥
সে দিনের যে আছাড়, যে আর্ত্তি-ক্রন্দন।
অনন্তের জিহ্বায় সে না যায় বর্ণন ॥৪১২॥

দণ্ডবতের সহিত পথ-অতিক্রম—

চক্র প্রতি দৃষ্টিমাত্র করেন সকলে।
সেই শ্লোক পড়িয়া পড়েন ভূমি-তলে ॥৪১৩॥
এই মত দণ্ডবৎ হইতে হইতে।
সর্ব্বপথ আইলেন প্রেম প্রকাশিতে ॥৪১৪॥
ইহারে সে বলি প্রেমময় অবতার।
এ শক্তি চৈতন্য বহি অন্যে নাহি আর ॥৪১৫॥
পথে যত দেখয়ে সুকৃতি নরগণ।
তা'রা বলে,—"এই ত সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥" ৪১৬॥

তথ্য। প্রকারাভ্যন্তর্গত দেবগণ—আম্রমূলস্থ পশ্চিমাভিমুখে 'একাম্রক'-নামক শিব বিরাজমান। উত্তরদিকে একাদশলক্ষলিঙ্গাধিপ 'উগ্রেশ্বর' শিবলিঙ্গ, তৎপরে অগ্রভাগে 'বিশ্বেশ্বর' লিঙ্গ। গণনাথের পশ্চিমে নন্দী ও মহাকাল। ইঁহারা দুইজন চিত্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন; এইজন্য 'চিত্রগুপ্তেশ' নামে বিখ্যাত। তন্নিকটে 'শবরেশ্বর' লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। নৈর্ঋত কোণে নবলক্ষাধিপ 'লড্ডুকেশ্বর' শিব, তৎসমীপেই 'শক্রেশ্বর' শিব বিরাজিত।

অষ্টায়তন প্রথমায়তনে বিন্দুসরোবর, শ্রীঅনন্তবাসুদেব, পুরুষোত্তম, পদহরা, তীর্থেশ্বর ও অষ্টমূর্ত্তিযুক্ত ভুবনেশ্বর। দ্বিতীয় আয়তনে কপিলকুণ্ড, পাপনাশন-কুণ্ড, মৈত্রেশ ও বারুণেশ। তদনন্তর পাপনাশন তীর্থ।

ঐ পাপনাশন কুণ্ডের দক্ষিণভাগে ঈশানেশ্বর নামক শিব বিরাজিত। তাহার বায়ুকোণে 'যমেশ্বর' লিঙ্গ অবস্থিত। তৃতীয় আয়তনে 'গঙ্গেশ্বর' লিঙ্গ বিরাজমান। পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ ঈশান কোণে শতধনু দূরে গঙ্গা-যমুনা প্রবাহিত। সত্যযুগে গঙ্গা ও যমুনা ভুবনেশ্বরকে দেখিতে অভিলাষ করিয়া ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হন এবং চতুর্ব্বেদ-মন্ত্র দ্বারা ভুবনেশ্বরের স্তব করিয়া থাকেন। ভুবনেশ্বর তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা একাম্রক ক্ষেত্রে নিত্য বাসের অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। শ্রীভুবনেশ্বর গঙ্গা ও যমুনাকে অগ্নিকোণে পৃষ্ঠভাগে স্থান প্রদান করিলেন। ঐ দুই তীর্থে স্নান দ্বারা গঙ্গা ও যমুনা-স্নানের ফলস্বরূপ বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। এই তৃতীয় আয়তনে 'দেবীপদতীর্থ'ও বিরাজিত। দেবীপদ-তীর্থ সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যায়িকা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পার্ব্বতীদেবী 'কৃত্তি' ও 'বাস' নামক অসুরদ্বয়কে বধ করিয়া যে উত্তম হ্রদ নির্ম্মাণ করেন, তাহাই 'দেবীপদ'-তীর্থ নামে বিখ্যাত হয়। ফাল্গুনের শুক্লাষ্টমীতে ঐ দেবীপদতীর্থে স্নান করিয়া গোপালিনীর অর্চ্চনা করিলে অভীষ্ট লাভ হয়। ঐ তীর্থের অগ্নিকোণে বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীলক্ষ্মীদেবী যে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা 'লক্ষ্মীশ্বর' নামে বিখ্যাত। চতুর্থায়তনে 'কোটীতীর্থ' ও 'কোটীশ্বর' বিরাজিত। দেবতাগণ ভুবনেশ্বরে আসিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিতে উদ্যোগ করিলে শ্রীভুবনেশ্বর আকাশবাণী মধ্যে তাঁহাদিগকে ঈশান কোণে যজ্ঞ করিতে আদেশ দিলেন। দেবতাগণ তদনুসারে সেই স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া যথাবিধি প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞ, হোম, স্তব প্রভৃতি করিলে ভুবনেশ প্রসন্ন হইয়া বরদানে উদ্যত হইলেন। তখন দেবগণ 'যজ্ঞকুণ্ড তীর্থে পরিণত হউক'—এইরূপ প্রার্থনা করিয়া অভীষ্ট লাভ করিলেন। ইহাই 'কোটীতীর্থ' নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই কোটীতীর্থে স্নানাদি করিলে পরমা গতি লাভ হয়। চতুর্থায়তনে 'স্বর্ণজলেশ্বর' নামক শিবলিঙ্গ বিরাজিত। বিন্দুতীর্থের ঈশানকোণে ৭০ ধনু অন্তরে স্বর্ণজলেশ্বরলিঙ্গ। সেই লিঙ্গের নিকটে মহেশের স্নানার্থ জলাধার কুণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। সেই কুণ্ডে 'সুবর্ণেশ্বর' বিরাজিত।

ভুবনেশ্বরের ঈশানকোণে শতধনু দূরে পঞ্চাশৎ ধনু বিস্তৃত সুরেশ্বর তীর্থ। তথায় 'সুরেশ্বর' মহাদেব বিরাজ-

চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া আইসে ভক্তগণ।
আনন্দ ধারায় পূর্ণ সবার নয়ন ॥৪১৭॥
সবে চারিদণ্ড পথ প্রেমের আবেশে।
প্রহর-তিনেতে আসি' হইল প্রবেশে ॥৪১৮॥

আঠারনালায় আগমনমাত্র ভাবসম্বরণ—

আইলেন মাত্র প্রভু আঠার নালায়।
সর্ব্ব ভাব সম্বরণ কৈলা গৌর-রায় ॥৪১৯॥
স্থির হই' বসিলেন প্রভু সবা' ল'য়া।
সবারে বলেন অতি বিনয় করিয়া ॥৪২০॥

ভক্তগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন-লীলা—

"তোমরা ত' আমার করিলা বন্ধু-কাজ।
দেখাইলা আনি জগন্নাথ মহারাজ ॥৪২১॥

প্রভুর একাকী পুরী-প্রবেশে অভিলাষ—

এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে।
আমি বা যাইব আগে, তাহা বল মোরে ॥" ৪২২॥
মুকুন্দ বলেন, তবে "তুমি আগে যাও।"
'ভাল', বলি চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-রাও ॥৪২৩॥

পুরীর ভিতরে—

মত্তসিংহ গতি জিনি চলিলা সত্বর।
প্রবিষ্ট হইল আসি পুরীর ভিতর ॥৪২৪॥
প্রবেশ হইলা গৌরচন্দ্র নীলাচলে।
ইহা যে শুনয়ে সেই ভাসে প্রেম-জলে ॥৪২৫॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জগন্নাথ-দর্শন—

ঈশ্বর-ইচ্ছায় সার্ব্বভৌম সেইকালে।
জগন্নাথ দেখিতে আছেন কুতূহলে ॥৪২৬॥

মন্দিরে জগন্নাথ-সন্দর্শনে—

হেনকালে গৌরচন্দ্র জগত-জীবন।
দেখিলেন জগন্নাথ, সুভদ্রা, সঙ্কর্ষণ ॥৪২৭॥
দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কারে।
ইচ্ছা হৈলা জগন্নাথ কোলে করিবারে ॥৪২৮॥

মান। ইঁহার নিকটেই 'সিদ্ধেশ্বর', 'মুক্তেশ্বর', 'স্বর্ণজলেশ্বর', 'পবনেশ্বর', 'আম্রাতকেশ্বর', 'ব্রহ্মেশ্বর', 'মেঘেশ্বর', 'কেদারেশ্বর', 'চক্রেশ্বর', 'বিশ্বেশ্বর' ও 'কপিলেশ্বর'। ইঁহাদের অর্চ্চন করিলে বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। সিদ্ধেশ্বরের অগ্নিকোণে দক্ষিণমুখ শিব 'কেদারেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ। সিদ্ধেশ্বরের পূর্ব্বদিকে 'চক্রেশ্বর' নামক শিব, তদনন্তর 'যজ্ঞেশ্বর' বা 'ইন্দ্রেশ্বর' শিব।

দেবতাগণ বিষ্ণুভক্তিসহকারে লিঙ্গপূজা করিয়া বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন। তাহাতে ভুবনেশ প্রসন্ন হইয়া ঐ লিঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়তম শিবের সান্নিধ্য ও বিষ্ণুসেবায় সিদ্ধিদান-হেতু লিঙ্গের নাম 'সিদ্ধেশ্বর' হইবে, এই বর প্রদান করেন। এই 'সিদ্ধেশ্বর' লিঙ্গের ২০০ ধনু দূরে সিদ্ধিদায়ক 'সিদ্ধাশ্রম' রহিয়াছে। তন্নিকটে 'মুক্তেশ্বর' শিব প্রতিষ্ঠিত। মুক্তেশ্বরের সমীপে 'সিদ্ধকুণ্ড' দক্ষিণে 'পুণ্যকুণ্ড'। সিদ্ধেশ্বরের দক্ষিণে কেদারদেব। তৎপার্শ্বে গৌরী দেবী। নিকটে 'গৌরীকুণ্ড' বিরাজিত। হিমালয় ঐ লিঙ্গের পূজা করায় উহার নাম 'হেমকেদার' হইয়াছে। ঐ লিঙ্গের পশ্চিমে, দক্ষিণে ও উত্তরে তেজোময় জলধারা নির্গত হইয়া থাকে। উক্ত স্বয়ম্ভু লিঙ্গের সম্মুখে ভবপীঠ। ইহার নিকটে 'শান্তিশিব', 'শান্তশিব' এবং 'দৈত্যেশ্বর' নামে তিনটী রুদ্রলিঙ্গ মরুদ্‌গণের দ্বারা পূজিত হন। হিরণ্যকশিপুর নিকট আকাশবাণী হইয়াছিল,—'সিদ্ধেশ্বরের নিকটে পশ্চিমভাগে দৈত্যপূজিত 'দৈত্যেশ্বর' শিবের পূজা কর।' সিদ্ধেশ্বরের পূর্ব্বভাগে ইন্দ্র-পূজিত ইন্দ্রেশ্বর। পঞ্চমায়তনে ব্রহ্মযজ্ঞ হইতে আবির্ভূত 'ব্রহ্মেশ্বর' লিঙ্গ ও 'ব্রহ্মকুণ্ড'। কৃত্তিবাসের ১১০ ধনু অন্তরে ঈশানকোণে (কিছু অগ্নিকোণে) 'গোকর্ণেশ্বর'। 'সুষেণ' ও 'গোকর্ণাসুর' এই লিঙ্গের পূজা করিতেন। তৎসমীপেই 'উৎপলেশ্বর' ও 'আম্রাতকেশ্বর' লিঙ্গ। ষষ্ঠায়তনে 'মেঘেশ্বর' লিঙ্গ বিরাজিত। কল্পবৃক্ষের ঈশানভাগে ১৭০০ ধনু দূরে লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক মেঘগণ শিবপূজা করিয়াছিল বলিয়া এই লিঙ্গ "মেঘেশ্বর" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইহার পশ্চিমে কিছু বায়ুকোণে ভাস্করপূজিত 'ভাস্করেশ্বর' লিঙ্গ। ১৫০০ ধনু দূরে মহাদেব ও সূর্য্য নিত্য সন্নিহিত আছেন। ইহার পশ্চিমে ৮০০ ধনু অন্তরে 'কপালমোচন' শিব। সপ্তমায়তনে অলাবুতীর্থ। ইন্দ্রের সখা জনৈক বিপ্র সহস্র দৈববর্ষব্যাপী তপশ্চাচরণ করিলে ভুবনেশ প্রসন্ন হইয়া 'উক্ত বিপ্রের ভিক্ষাপাত্র ও জলাধার (অলাবু) তীর্থে পরিণত হউক',—

লম্ফ দেন বিশ্বম্ভর আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে ছুটে সব নয়নের জল ॥৪২৯॥

প্রভুর আনন্দ-মূর্চ্ছা—

ক্ষণেকে পড়িলা হই' আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কে বুঝে এ ঈশ্বরের অগাধ চরিত ॥৪৩০॥

অজ্ঞ পড়িছারী প্রভুকে মারিতে উদ্যত হইলে সার্ব্বভৌমের নিবারণ—

অজ্ঞ পড়িছারী সব উঠিল মারিতে।
আথে-ব্যথে সার্ব্বভৌম পড়িলা পৃষ্ঠেতে ॥৪৩১॥

সার্ব্বভৌমের বিস্ময় ও বিচার—

হৃদয়ে চিন্তেন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
"এত শক্তি মানুষের কোন কালে নয় ॥৪৩২॥
এ হুঙ্কার এ গর্জ্জন এ প্রেমের ধার।
যত কিছু অলৌকিক শক্তির প্রচার ॥৪৩৩॥
এই জন হেন বুঝি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"
এই মত চিন্তে' সার্ব্বভৌম অতি ধন্য ॥৪৩৪॥
সার্ব্বভৌম-নিবারণে সর্ব্ব পড়িছারী।
রহিলেন দূরে সবে মহা ভয় করি ॥৪৩৫॥

প্রভু সে হইয়া আছেন অচেতন-প্রায়।
দেখি' মাত্র জগন্নাথ-নিজপ্রিয়-কায় ॥৪৩৬॥
কি আনন্দে মগ্ন হৈলা বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
বেদেও এ সব তত্ত্ব জানিতে দুষ্কর ॥৪৩৭॥

শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীগৌরচন্দ্র অভিন্ন-স্বরূপ—

সেই প্রভু গৌরচন্দ্র চতুর্ব্ব্যূহ-রূপে।
আপনে বসিয়া আছে সিংহাসনে সুখে ॥৪৩৮॥

ঈশ্বরের অচিন্ত্যলীলা—

আপনেই উপাসক হই' করে ভক্তি।
অতএব কে বুঝয়ে ঈশ্বরের শক্তি ॥৪৩৯॥

প্রভুই নিজতত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ—

আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে সে জানে।
বেদে, ভাগবতে এই মত সে বাখানে ॥৪৪০॥

জীবের উদ্ধারার্থ বেদের লীলা-গান—

তথাপি যে লীলা প্রভু করেন যখনে।
তাহা কহে বেদে জীব-উদ্ধার কারণে ॥৪৪১॥

প্রভুর বৈষ্ণবাবেশ-লীলা—

মগ্ন হইলেন প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে।
বাহ্য দূরে গেল প্রেমসিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥৪৪২॥

এইরূপ বর প্রদান করিলেন। অলাবু হস্তদ্বারা স্পর্শ করায় তাহা দিব্য হ্রদে পরিণত হইল। তাহার দক্ষিণ ভাগে 'উত্তরেশ'। কেদারের পশ্চিমে উত্তরেশ্বর—ভাস্কর মূর্ত্তি, কপালে চন্দ্রলেখা, ত্রিলোচন, গ্রহনক্ষত্রমালাযুক্ত, চিতাভস্ম-ভূষণ, সর্পশোভিত গাত্র, বিকট বদন, দিগ্বসন। সন্নিকটে মাংসশোণিতপ্রিয়া মদোন্মত্তা কোটরাক্ষা, বিরূপলোচনা, তূর্য্যগীতপ্রদায়কা তিনটী যোগিনী অবস্থিত। বশিষ্ঠ ও বামদেব এই স্থানে বাস করেন, এইরূপ শ্রুত হয়। ইহার নিকটে 'ভীমেশ' নামক লিঙ্গ বিরাজিত আছেন, তিনি সকলের ভয় হরণ করেন। [illegible]য়তনে "অশোক 'শিব" নামক রামকুণ্ড অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে উদ্ভূত। 'বামেশ্বর', 'সীতেশ্বর', 'হনুমদীশ্বর', 'লক্ষ্মণেশ্বর', 'ভরতেশ্বর', 'শত্রুঘ্নেশ্বর', লবেশ্বর, 'গোসহস্রেশ্বর' প্রভৃতি লিঙ্গ বিরাজিত ॥ ৪০১ ॥

কমলপুর—(চৈঃ চঃ মধ্য ৫।১৪১ সংখ্যা) "কমলপুরে আসি' ভার্গী নদী স্নান কৈল।" এই গ্রাম হইতে শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দর্শন হয়। পুরী জিলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম ॥ ৪০৪ ॥

অন্বয়। প্রাসাদাগ্রে (প্রাসাদস্যাগ্রভাগে উপরীত্যর্থঃ) পুরঃ (মম সম্মুখে) মাম্ আলোক্য (দৃষ্ট্বা) স্মিতসুবদনঃ (স্মিতেন মন্দহাসেন সুবদনঃ সুন্দরবদনঃ) স্মেরবক্ত্রারবিন্দঃ (স্মেরং বিকসিতং বক্ত্রারবিন্দং মুখকমলং যস্য তাদৃশঃ) বালগোপালমূর্ত্তিঃ (বালগোপালরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) নিবসতি (তিষ্ঠতি) ॥ ৪০৯ ॥

অনুবাদ। ঐ দেখ, প্রাসাদের উপরিভাগে বিকসিত কমলবদন বালগোপালরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দেখিয়া মন্দমধুর হাস্যদ্বারা শ্রীমুখের শোভা বিস্তার করিতে করিতে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪০৯ ॥

*প্রাসাদের অগ্রমূলে—হঃ ভঃ বিঃ ১৯-২০ বিলাস দ্রষ্টব্য) ॥ ৪১০ ॥

কমলপুর হইতে জগন্নাথ মন্দির চারিদণ্ডকালের ভ্রমণ-

সার্ব্বভৌম-কর্ত্তৃক পাণ্ডুবিজয়ের ভৃত্যগণের সাহায্যে মূর্চ্ছিত প্রভুকে হরিধ্বনি-মুখে নিজগৃহে আনয়ন—

আবরিয়া সার্ব্বভৌম আছেন আপনে।
প্রভুর আনন্দমূর্চ্ছা না হয় খণ্ডনে ॥৪৪৩॥
শেষে সার্ব্বভৌম যুক্তি করিলেন মনে।
প্রভু লই' যাইবারে আপন ভবনে ॥৪৪৪॥
সার্ব্বভৌম বলে,—"ভাই পড়িহারিগণ!
সবে তুলি লহ এই পুরুষ-রতন ॥" ৪৪৫॥
পাণ্ডু-বিজয়ের যত নিজ ভৃত্যগণ।
সবে প্রভু কোলে করি' করিলা গমন ॥৪৪৬॥
কে বুঝিবে ঈশ্বরের চরিত্র গহন।
হেনরূপে সার্ব্বভৌম-মন্দিরে গমন ॥৪৪৭॥

নিত্যানন্দাদি ভক্তগণের সিংহদ্বারে আগমন এবং প্রভুর পশ্চাতে গমন—

চতুর্দ্দিকে হরি-ধ্বনি করিয়া করিয়া।
বহিয়া আনেন সবে হরিষ হইয়া ॥৪৪৮॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব ভক্ত সিংহ-দ্বারে।
আসিয়া মিলিলা সবে হরিষ-অন্তরে ॥৪৪৯॥
পরম অদ্ভুত সবে দেখেন আসিয়া।
পিপীলিকা-গণ যেন অন্ন যায় ল'য়া ॥৪৫০॥
এই মত প্রভুরে অনেক লোক ধরি'।
লইয়া যায়েন সবে মহানন্দ করি' ॥৪৫১॥
সিংহদ্বারে নমস্করি' সর্ব্বভক্তগণ।
হরিষে প্রভুর পাছে করিলা গমন ॥৪৫২॥

লোকসঙ্ঘ-নিবারণার্থ সার্ব্বভৌম-গৃহের দ্বাররুদ্ধ—

সর্ব্ব-লোকে ধরি' সার্ব্বভৌমের মন্দিরে।
আনিলেন, কপাট পড়িল তাঁ'র দ্বারে ॥৪৫৩॥

ভক্তগণের সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভু-সহ-মিলন—

প্রভুরে আসিয়া যে মিলিলা ভক্তগণ।
দেখি' হইলা সার্ব্বভৌম হরষিত-মন ॥৪৫৪॥
যথাযোগ্য সম্ভাষা করিয়া সবা' সনে।
বসিলেন, সন্দেহ ভাঙ্গিল ততক্ষণে ॥৪৫৫॥
বড় সুখী হৈলা সার্ব্বভৌম মহাশয়।
আর তাঁর কিবা ভাগ্যফলের উদয় ॥৪৫৬॥
যা'র কীর্ত্তি-মাত্র সর্ব্ব বেদে ব্যাখ্যা করে।
অনায়াসে সে ঈশ্বর আইলা মন্দিরে ॥৪৫৭॥

পথ মাত্র। কিন্তু প্রভু প্রেমাবেশে দণ্ডবৎ করিতে করিতে তথায় আসিয়া পৌছিতে তিনপ্রহর অর্থাৎ ২২॥০ দণ্ডকাল যাপন করিলেন ॥৪১৮॥

তথ্য। আঠার নালা—পুরী নগরের প্রবেশের যে সেতু আছে, তাহার নাম আঠার নালা। পুরীতে প্রবাহিত ক্ষুদ্র নদী বা বিলের উপর সাঁকটীর আঠারটি খিলান আছে বলিয়া উহার ঐরূপ নাম হইয়াছে ॥৪১৯॥

পড়িহারিগণ—শ্রীমন্দিরের যাত্রিগণের সেবাপরাধের শাসনকর্ত্তা। নিতান্ত মূঢ় পড়িহারিগণ মন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীগৌরসুন্দরের আনন্দমূর্চ্ছাবেশগমনকে অপরাধ বিচার করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে সার্ব্বভৌম উহাদিগকে নিষেধ করিলেন ॥৪৩১॥

পড়িহারী—[সং প্রতিহারীর অপভ্রংশ] প্রতিহারী অন্তঃপুর-রক্ষক ॥৪৩৩॥

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নঃ পুরুষঃ স্বয়ম্। অনিরুদ্ধ ইতি ব্রহ্মন্ মূর্ত্তিব্যূহোঽভিধীয়তে ॥ (ভাঃ ১২।১১।২১) ॥৪৩৮॥

তিনটী শ্রীবিগ্রহের সহিত শ্রীগৌরসুন্দর লম্ফ দিয়া রত্ন-বেদীতে উঠিয়া পড়ায় চতুর্ব্যূহ বিচার উপস্থিত হইল। এস্থলে শ্রীগৌরসুন্দর আপনাকে উপাসক বিচার করিয়াছিলেন, পরন্তু মায়াবাদীর ন্যায় আপনাকে উপাস্য বিচার করেন নাই ॥৪৩৯-৪০॥

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ। (ভাঃ ১০।৮৭।৪১) ॥৪৪০॥

জগন্নাথদেবের রথারোহণ-কালে যেরূপ পাণ্ডু-বিজয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ মূর্চ্ছিত শ্রীগৌরসুন্দরকে জগন্নাথ-সেবকগণ তোলাতুলি করিয়া সার্ব্বভৌমের আবাসে রাখিয়া আসিলেন ॥৪৪৬॥

সর্ব্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো ন বেদ সর্ব্বজ্ঞমনন্তমীড়ে ॥ (ভাঃ ৬।৪।২৫) বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥ মহাভারত স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ৬।৯৩ (হরিবংশ ভবিষ্যৎপর্ব্ব ১৩২।৯৫) ॥৪৫৭॥

সার্ব্বভৌমের নিত্যানন্দ-পদধূলি-গ্রহণ—

নিত্যানন্দ দেখি' সার্ব্বভৌম মহাশয়।
লইলা চরণ-ধূলি করিয়া বিনয় ॥৪৫৮॥

সার্ব্বভৌমের লোকের সহিত ভক্তগণের জগন্নাথ-দর্শনে গমন—

মনুষ্য দিলেন সার্ব্বভৌম সবা' সনে।
চলিলেন সবে জগন্নাথ-দরশনে ॥৪৫৯॥

প্রদর্শকের উক্তি—

যে মনুষ্য যায় দেখাইতে জগন্নাথ।
নিবেদন করে সে করিয়া যোড়-হাত ॥৪৬০॥
'স্থির হই' জগন্নাথ সবেই দেখিবা।
পূর্ব্ব-গোসাঞির মত কেহ না করিবা ॥৪৬১॥
কিরূপ তোমরা, কিছু না পারি বুঝিতে।
স্থির হই' দেখ, তবে যাই দেখাইতে ॥৪৬২॥
যেরূপ তোমার করিলেন এক জনে।
জগন্নাথ দৈবে রহিলেন সিংহাসনে ॥৪৬৩॥
বিশেষে বা কি কহিব যে দেখিল তান।
সে আছাড়ে অন্যের কি দেহে রহে প্রাণ ॥৪৬৪॥
এতেকে তোমরা সব—অচিন্ত্যকথন।
সম্বরিয়া দেখিবা, করিলুঁ নিবেদন ॥" ৪৬৫॥

ভক্তগণের প্রত্যুত্তর—

শুনি' সবে হাসিতে লাগিলা ভক্তগণ।
'চিন্তা নাহি' বলি, সবে করিলা গমন ॥৪৬৬॥

ভক্তগণের চতুর্ব্ব্যূহ জগন্নাথ-দর্শন, বন্দন, প্রদক্ষিণাদি—

আসি' দেখিলেন চতুর্ব্ব্যূহ জগন্নাথ।
প্রকট-পরমানন্দ ভক্ত-বর্গ-সাথ ॥৪৬৭॥
দেখি, সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।
দণ্ডবত প্রদক্ষিণ করেন [illegible] ॥৪৬৮॥

পূজারী ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক ভক্তগণের কণ্ঠে প্রসাদ-মালা-প্রদান—

প্রভুর গলার মালা ব্রাহ্মণ আনিয়া।
দিলেন সবার গলে সন্তোষিত হৈয়া ॥৪৬৯॥

ভক্তগণের সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন—

আজ্ঞা-মালা পাইয়া সবে সন্তোষিত-মনে।
আইলা সত্বরে সার্ব্বভৌমের ভবনে ॥৪৭০॥

প্রভু তখনও অন্তর্দশায় নিমগ্ন—

প্রভুর আনন্দ-মূর্চ্ছা হইল যেমতে।
বাহ্য নাহি তিলেক, আছেন সেই মতে ॥৪৭১॥

প্রভুপদতলে উপবিষ্ট সার্ব্বভৌম ও ভক্তগণ-কর্ত্তৃক নাম-কীর্ত্তন—

বসিয়া আছেন সার্ব্বভৌম পদ-তলে।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ 'রামকৃষ্ণ' বলে ॥৪৭২॥

তিন প্রহরেও প্রভুর বাহ্যদশা প্রকাশিত নহে—

অচিন্ত্য অগম্য গৌরচন্দ্রের চরিত।
তিন-প্রহরেও বাহ্য নহে কদাচিত ॥৪৭৩॥

প্রভুর বাহ্যপ্রকাশ—

ক্ষণেকে উঠিলা সর্ব্ব-জগত-জীবন।
হরি-ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ ॥৪৭৪॥

প্রভুর নিজ-বৃত্তান্ত ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা—

স্থির হই' প্রভু জিজ্ঞাসেন সবা' স্থানে।
"কহ দেখি আজি মোর কোন্ বিবরণে" ॥৪৭৫॥

নিত্যানন্দের আনুপূর্ব্বিক সকল কথা বর্ণন—

শেষে নিত্যানন্দ প্রভু কহিতে লাগিলা।
"জগন্নাথ দেখি মাত্র তুমি মূর্চ্ছা গেলা ॥৪৭৬॥
দৈবে সার্ব্বভৌম আছিলেন সেই স্থানে।
ধরি' তোমা' আনিলেন আপন-ভবনে ॥৪৭৭॥
আনন্দ-আবেশে তুমি হই' পরবশ।
বাহ্য না জানিলা তিন-প্রহর দিবস ॥৪৭৮॥

প্রভুর নিকট সার্ব্বভৌমের পরিচয়-দান—

এই সার্ব্বভৌম নমস্করেন তোমারে।"
আথেব্যথে প্রভু সার্ব্বভৌমে কোলে করে ॥৪৭৯॥

সার্ব্বভৌমের প্রতি প্রভুর উক্তি—

প্রভু বলে,—"জগন্নাথ বড় কৃপাময়।
আনিলেন মোরে সার্ব্বভৌমের আলয় ॥৪৮০॥
পরম সন্দেহ চিত্তে আছিল আমার।
কিরূপে পাইব আমি সংহতি তোমার ॥৪৮১॥

কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ করিলেন অনায়াসে।
এত বলি' সার্ব্বভৌমে চাহি প্রভু হাসে ॥৪৮২॥

অন্তর্দ্দশায় উপনীত হইবার পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌমের নিকট নিজ আখ্যান-কথন—

প্রভু বলে,—"শুন আজি আমার আখ্যান।
জগন্নাথ আসি' দেখিলাঙ বিদ্যমান ॥৪৮৩॥
জগন্নাথ দেখি' চিত্তে হইল আমার।
ধরি' আনি' বক্ষ-মাঝে থুই আপনার ॥৪৮৪॥
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি ॥৪৮৫॥
দৈবে সার্ব্বভৌম আজি আছিলা নিকটে।
অতএব রক্ষা হৈল এ মহাসঙ্কটে ॥৪৮৬॥

প্রভুর গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া জগন্নাথ দর্শনে প্রতিজ্ঞা—

আজি হৈতে আমি এই বলি দড়াইয়া।
জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া ॥৪৮৭॥
অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব।
গরুড়ের পাছে রহি' ঈশ্বর দেখিব ॥৪৮৮॥
ভাগ্যে আমি আজি না ধরিনু জগন্নাথ।
তবে ত সঙ্কট আজি হইত আমা'ত ॥" ৪৮৯॥

নিত্যানন্দের প্রভুকে স্নানার্থ অনুরোধ—

নিত্যানন্দ বলে,—"বড় এড়াইলে ভাল।
বেলা নাহি এবে, স্নান করহ সকাল ॥"৪৯০॥

নিত্যানন্দ-প্রাণ গৌরচন্দ্র—

প্রভু বলে,—"নিত্যানন্দ, সম্বরিবা মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে ॥"৪৯১॥

স্নানান্তে প্রভুর সকলের সহিত উপবেশন—

তবে কত-ক্ষণে স্নান করি' প্রেমসুখে।
বসিলেন সবার সহিত হাস্য-মুখে ॥৪৯২॥

সার্ব্বভৌম-কর্তৃক প্রভুর নিকট বিচিত্র মহাপ্রসাদ আনয়ন—

বহুবিধ মহাপ্রসাদ আনিয়া সত্বরে।
সার্ব্বভৌম থুইলেন প্রভুর গোচরে ॥৪৯৩॥

মহাপ্রসাদ নমস্কার ও ভক্তগণসহ প্রভুর প্রসাদ-সেবন—

মহাপ্রসাদেরে প্রভু করি' নমস্কার।
বসিলা ভুঞ্জিতে লই' সর্ব্ব পরিবার ॥৪৯৪॥

লোকশিক্ষক মহাপ্রভুর বৈষ্ণবগণকে চর্ব্ব্যচূষ্যাদি মহাপ্রসাদ-দানে অনুরোধ এবং স্বয়ং সাধারণ প্রসাদ-স্বীকার—

প্রভু বলে,—"বিস্তর লাফরা মোরে দেহ।
পীঠাপানা ছেনাবড়া তোমরা সবে লহ ॥"৪৯৫॥
এই মত বলি' প্রভু মহা-প্রেম-রসে।
লাফরা খায়েন প্রভু, ভক্ত-গণ হাসে ॥৪৯৬॥
জয় জয় সার্ব্বভৌম প্রভুর পার্ষদ।
অন্যথা অন্যের নাহি হয় এ সম্পদ ॥৪৯৭॥

সার্ব্বভৌম কর্তৃক সুবর্ণ থালিতে প্রভুকে প্রসাদ-দান—

সুবর্ণ-থালিতে অন্ন আনিয়া আপনে।
সার্ব্বভৌম দেন, প্রভু করেন ভোজনে ॥৪৯৮॥

প্রভুর ভোজন-বিলাস—

সে ভোজনে যতেক হইল প্রেম-রঙ্গ।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সব প্রসঙ্গ ॥৪৯৯॥
অশেষ কৌতুকে করি' ভোজন-বিলাস।
বসিলেন প্রভু, ভক্ত-বর্গ চারিপাশ ॥৫০০॥

মাধ্বভাষ্য (ব্রঃ সূঃ) ১।১।১০ দ্রষ্টব্য; এবমেষ মহাবাহুঃ কেশব সত্যবিক্রমঃ। অচিন্ত্যপুণ্ডরীকাক্ষো নৈষ কেবলমানুষঃ॥ ভারত শাঃ ২০৭।৪৯।৪৭৩॥

চতুর্ব্ব্যূহ—শ্রীজগন্নাথ চতুর্ব্ব্যূহাত্মক বাসুদেব তত্ত্ব; প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ তাঁহাতেই সংগুপ্ত ॥ ৪৬৭॥

তথ্য। প্রভু কহে,—"মোরে দেহ লাফ্‌রা ব্যঞ্জনে। পীঠাপানা দেহ তুমি ইঁহা সবাকারে॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।৪৩-৪৪) প্রভু কহে,—"মোরে দেহ লাফ্‌রা ব্যঞ্জনে। পীঠাপানা অমৃতগুটিকা দেহ ভক্তগণে॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১২।১৬৭) ॥৪৯৫॥

বিবৃতি। সার্ব্বভৌম সুবর্ণপাত্রে মহাপ্রভুকে ভোজন

নীলাচলে প্রভুর ভোজন মহারঙ্গ।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যের সঙ্গ ॥৫০১॥
শেষখণ্ডে চৈতন্য আইলা নীলাচলে।
এ আখ্যান শুনিলে ভাসয়ে প্রেম-জলে ॥৫০২॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ-যুগে গান ॥৫০৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ভুবনেশ্বর-পুরুষোত্তমাখ্যা-গমনবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

করাইলেন। অর্ব্বাচীন ব্যক্তিগণ মনে করিবে যে, সন্ন্যাসী হইয়া ধাতুপাত্র তিনি কেন গ্রহণ করিলেন? মূঢ় জনগণ সেব্যবস্তুকে নিজের স্তরে সমান জ্ঞান করে বলিয়া তাহাদের বিচার তাহাদিগকে নরকে গমন করায় ॥৪৯৮॥

ইতি "গৌড়ীয়-ভাষ্যে" দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মহাপ্রভুর মায়ায় বিমোহিত হইয়া মহাপ্রভুকে প্রথমে উপদেশদান, পরে মহাপ্রভুর কৃপাপূর্ব্বক সার্ব্বভৌমের নিকট ষড়্‌ভুজ-মূর্ত্তিতে প্রকাশ ও সার্ব্বভৌমের স্তব এবং মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ পুরাণ পুরুষোত্তমরূপে অবধারণ, প্রভুর শ্রীপরমানন্দপুরীর সহিত মিলন, ভক্তবৃন্দের সমাগম, শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীবলরাম আলিঙ্গন-চেষ্টা, প্রভুর শ্রীপরমানন্দপুরী-কূপে ভোগবতী গঙ্গা-আনয়ন, প্রভুর গৌড়দেশে বিজয়পূর্ব্বক বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতি-গৃহে অবস্থান, কুলিয়া-গমন ও তথায় অপরাধিগণের অপরাধ-ভঞ্জন, দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত-ব্যাখ্যার প্রণালী-বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু ভাগবত-পাঠের প্রণালী ও ভাগবত-মহিমা-কীর্ত্তন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন নীলাচলে মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট আত্মগোপন করিয়া দীনতা-চ্ছলে স্বীয় কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে সার্ব্বভৌম প্রভুর মায়ায় বিমোহিত হইয়া মহাপ্রভুকে জীব ও সন্ন্যাসী মাত্র মনে করিয়া নানা উপদেশ প্রদান ও বৈষ্ণবধর্ম্মে মায়াবাদ-সন্ন্যাস গ্রহণের নিষ্প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে জীব ও ঈশ্বরে ঐক্যবাদ আচার্য্য শঙ্করের অন্তরের উদ্দিষ্ট বিষয় নহে, তাহাও শ্রীশঙ্করবাক্য হইতে প্রমাণিত করিলেন। মহাপ্রভু দৈন্যচ্ছলে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা-প্রদর্শনই তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের তাৎপর্য্য, তাহা জানাইলেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে আশ্রমে শ্রেষ্ঠমাত্র মনে করিলেন। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম-সন্নিধানে শ্রীমদ্ভাগবতের 'আত্মারাম' শ্লোকের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, সার্ব্বভৌম তাহার ত্রয়োদশ প্রকার অর্থ করিলেন। মহাপ্রভু সেই অর্থ স্পর্শ না করিয়া বহুপ্রকার অভিনব অর্থ করিয়া সার্ব্বভৌমের বিস্ময়োৎপাদনপূর্ব্বক সার্ব্বভৌমের নিকট নিজ ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি প্রকট করিলেন। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের গাত্রে শ্রীহস্তপ্রদান করিলে সার্ব্বভৌমের চৈতন্য লাভ হইল এবং মহাপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক সার্ব্বভৌমবক্ষে পাদপদ্ম স্থাপন করিলে প্রভুর কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া সার্ব্বভৌম ইতঃপূর্ব্বে মহাপ্রভুকে উপদেশ প্রদানের ধৃষ্টতার জন্য অনুশোচনা করিয়া প্রভুর চরণে প্রেমভক্তি প্রার্থনা এবং শত শ্লোক রচনা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন; মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে বলিলেন যে, যাহারা এই সার্ব্বভৌম-শতক-পাঠ করিবেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই মহাপ্রভুতে ভক্তি হইবে এবং তৎসঙ্গে আরও বলিলেন যে প্রভুর প্রকটকালে প্রভু-কর্ত্তৃক ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি প্রকাশের কথা যেন কোনও প্রকারে সাধারণ্যে প্রকাশিত না হয়। সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিয়া প্রভু নীলাচলবাসীকে নাম-রস-বিতরণের দ্বারা কৃতকৃতার্থ করিলেন। কিছুকাল-মধ্যে শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীল স্বরূপ-দামোদর, প্রদ্যুম্নমিশ্র, রায় রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ প্রভু-

সমীপে আসিয়া সমাগত হইলেন এবং প্রভুর সহিত কীর্ত্তন-বিলাস আরম্ভ করিলেন। শ্রীচৈতন্যরসোন্মত্ত অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-কালে কখনও শ্রীজগন্নাথকে ধরিতে উদ্যত হইতেন। একদিন স্বর্ণসিংহাসনে উঠিয়া শ্রীবলরামকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং বলরামের গলার মালা নিজ গলদেশে ধারণ করিলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণসহ সমুদ্রতীরে বাস করিয়া সারারাত্রি সমুদ্রতটে কীর্ত্তন-বিলাস ও প্রেমোন্মাদ প্রকট করিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া প্রভুর অত্যদ্ভুত প্রেমোন্মাদ হইত। একদিন মহাপ্রভু শ্রীল পুরী গোস্বামীর মঠে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার কূপের জল অব্যবহার্য্য। প্রভুর বরে তৎপর দিবসই কূপে ভোগবতী গঙ্গা প্রবিষ্ট হইলেন এবং কূপ সুনির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ হইল। মহাপ্রভু কূপের জল দর্শন করিতে আসিয়া ভক্তগণকে শ্রবণ করাইয়া বলিলেন যে, এই কূপের জলে স্নানকারীব্যক্তির গঙ্গাস্নানের ফল বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। মহাপ্রভু এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল পুরীগোস্বামীর অশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। মহাপ্রভু যে সময়ে নীলাচলে বিজয় করিয়াছিলেন, সেই সময় উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্র যুদ্ধাভিযান উপলক্ষে অন্যত্র থাকায় প্রভুর দর্শন পান নাই। নীলাচলে কিছুকাল বাসের পর মহাপ্রভু গৌড়দেশে বিজয়পূর্ব্বক বিদ্যানগরে সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যা-বাচস্পতির ভবনে নিভৃতে অবস্থান করিবার চেষ্টা করিলেও প্রভুর আগমন-বার্ত্তা প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং বাচস্পতি-স্থান লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। লোকমুখে উচ্চ হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু সকলকে দর্শন প্রদান করিলেন। প্রভু সকলকে "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন ও কৃষ্ণভজনের উপদেশ দিলেন। লোকসঙ্ঘট্ট এড়াইবার জন্য মহাপ্রভু বাচস্পতিকে না বলিয়াই গোপনে কুলিয়া গমন করিলেন। এদিকে বাচস্পতি প্রভুর বিরহে ব্যথিত হইলেন, অপরদিকে লোকসঙ্ঘ বাচস্পতিই মহাপ্রভুকে নিজ গৃহে লুকাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া বাচস্পতির প্রতি নানা অনুযোগ দিতে লাগিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণের মুখে প্রভুর কুলিয়া গমনের সংবাদ পাইয়া বাচস্পতি তাহা লোকসঙ্ঘকে জানাইলেন এবং তাহাদিগকে লইয়া কুলিয়া যাত্রা করিলেন। বাচস্পতির প্রতি লোকের অযথা দোষ স্খালনের জন্য বাচস্পতির অনুরোধে মহাপ্রভু লোকসঙ্ঘকে দর্শনদান এবং ব্রহ্মাদির দুর্লভ ও যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র-বাঞ্ছিত সংকীর্ত্তনরসে সকলকে কৃতার্থ করিলেন। এক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করায় তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন যে, যে মুখে বিষপান করা যায়, সেই মুখেই অমৃতপান যেরূপ বিষের প্রতিষেধক, তদ্রূপ বৈষ্ণব-গুণকীর্ত্তনই বৈষ্ণবনিন্দার প্রায়শ্চিত্ত। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গপ্রভাবে পণ্ডিত দেবানন্দের শ্রদ্ধার উদয় ও মহাপ্রভুর কৃপা লাভ হইল; মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকট বক্রেশ্বর পণ্ডিতের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। অপরাধ স্খালনের পর দেবানন্দ পণ্ডিতের দৈন্যোদ্রেক হইলে পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যাপ্রণালীর উপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু ভাগবতের প্রতিপাদ্য একমাত্র শুদ্ধভক্তি ভাগবতের নিত্যত্ব, ভাগবতের অসমোর্দ্ধত্ব বিষয়ই ভাগবতব্যাখ্যামুখে আচার করিতে বলিলেন। ভাগবতকে যাহারা অন্যান্য গ্রন্থের সহিত সমন্বয় করে বা ভাগবতের প্রতিপাদ্য শুদ্ধ ভক্তিকে অন্যান্য মত, পথ বা মনোধর্ম্মের সহিত সমান করিবার প্রয়াস করে, তাহারা ভাগবতের কোন মর্ম্মই জানে না। গ্রন্থভাগবতকে ভক্তভাগবতের সহিত অভিন্ন জানিয়া কীর্ত্তনমুখে তাঁহার নিত্য-সেবাই মঙ্গলজনক। শ্রীনিত্যানন্দ সাক্ষাৎ মূর্ত্ত ভাগবতরস। অধোক্ষজ ভাগবত অক্ষজ ধারণার অন্তর্গত নহে। (গৌঃ ভাঃ)

জয়-কীর্ত্তন-মুখে মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণধাম।
জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ ॥১॥

পাঠকাকর্ষণ—

জয় জয় বৈকুণ্ঠ-নায়ক কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় ন্যাসী-চূড়ামণি দীনবন্ধু ॥২॥

শেষখণ্ড কথা ভাই-শুন এক চিতে।
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র বিহরিল যেন মতে ॥৩॥
অমৃতের অমৃত শ্রীগৌরাঙ্গের কথা।
ব্রহ্মা, শিব যে অমৃত বাঞ্ছেন সর্ব্বথা ॥৪॥
অতএব শ্রীচৈতন্য-কথার শ্রবণে।
সবার সন্তোষ হয়, দুষ্ট-গণ বিনে ॥৫॥
শুন শেষখণ্ড কথা চৈতন্যরহস্য।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইবা অবশ্য ॥৬॥
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
আত্ম-সংগোপন করি' আছে কুতূহলে ॥৭॥
যদি তিঁহো ব্যক্ত না করেন আপনারে।
তবে কার্ শক্তি আছে তাঁরে জানিবারে ॥৮॥

নিভৃতে সার্ব্বভৌমের সহিত প্রভুর দৈন্যময় আলাপচ্ছলে সার্ব্বভৌমকে কৃপা—

দৈবে এক দিন সার্ব্বভৌমের সহিতে।
বসিলেন প্রভু তানে লইয়া নিভৃতে ॥৯॥
প্রভু বলে,—"শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়!
তোমারে কহি যে আমি আপন-হৃদয় ॥১০॥
জগন্নাথ দেখিতে যে আইলাম আমি।
উদ্দেশ্য আমার মূল—এথা আছ তুমি ॥১১॥
জগন্নাথ আমারে কি কহিবেন কথা?
তুমি সে আমার বন্ধ ছিণ্ডিবে সর্ব্বথা ॥১২॥
তোমাতে সে বৈসে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি।
তুমি সে দিবারে পার' কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তি ॥১৩॥
এতেকে তোমার আমি লইনু আশ্রয়।
তাহা কর' যেরূপে আমার ভাল হয় ॥১৪॥
কি বিধি করিব মুঞি, থাকিব কিরূপে?
যেমতে না পড়োঁ মুঞি এ সংসারকূপে ॥১৫॥
সব উপদেশ মোরে কহ অমায়ায়।
"আমি সে তোমার হই জান সর্ব্বথায় ॥" ১৬॥
এই মতে অনেক-প্রকারে মায়া করি।
সার্ব্বভৌম-প্রতি কহিলেন গৌরহরি ॥১৭॥

প্রভুর মায়ায় বিমোহিত সার্ব্বভৌমের প্রভুর প্রতি উপদেশ—

না জানিয়া সার্ব্বভৌম ঈশ্বরের মর্ম্ম।
কহিতে লাগিলা যে জীবের যত ধর্ম্ম ॥১৮॥
সার্ব্বভৌম বলেন,—"কহিলা যত তুমি।
সকল তোমার ভাল বাসিলাম আমি ॥১৯॥
যে তোমার হইয়াছে ভক্তির উদয়।
অত্যন্ত অপূর্ব্ব সে কহিলে কভু নয় ॥২০॥
কৃষ্ণ-কৃপা হইয়াছে তোমার উপরে।
সবে এক করিয়াছ নহে ব্যবহারে ॥২১॥
পরম সুবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে।
তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে ॥২২॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীগৌরকথা অমৃতেরও অমৃত। জন্মমরণাদি কাল-ক্ষোভ্য ব্যাপারে আবদ্ধ না থাকায় সেই নিত্যকথা ব্রহ্ম-শিবাদিরও সেব্য ও প্রার্থনীয় ॥৪॥

তথ্য। তমেবৈকং জ[illegible]আনমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ মুণ্ডক ২।২।৫; ভাঃ ১০।৩১।৯ ॥৪॥

শ্রীচৈতন্যকথা ভাগ্যহীন দুষ্ট জনগণ ব্যতীত অন্য সকলেরই সন্তোষ বিধান করে; যেহেতু শ্রীচৈতন্য-কথার দ্বারা জীবের কৃষ্ণজ্ঞান, কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণপ্রেমার প্রাপ্তি ঘটে ॥৫॥

তথ্য। (ভাঃ ১০।৬০।৪৪); (ভাঃ ৩।১৩।৫০); ভাঃ ১০।১।৪) দ্রষ্টব্য ॥৫॥

পাঠান্তর 'বন্ধ ছিড়িবা' বা 'বন্ধু আছহ' ॥১২॥

তথ্য। ভাঃ ৫।১৮।১২ ॥১৩॥

শ্রীগৌরসুন্দর সার্ব্বভৌমের চতুর্ব্বর্গাভিলাষ প্রভৃতিকে কপট জানিয়া তাঁহাকেও কপটভাবে বলিলেন যে তাঁহার উপদেশের জন্যই তিনি নীলাচলে আসিয়াছেন এবং তিনি কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দিবার পূর্ণশক্তি ধারণ করে ॥১২-১৩॥

পাঠান্তর—'তোমারি সে আমি ইহা জানিহ নিশ্চয়' ॥১৬॥

সার্ব্বভৌমকর্ত্তৃক বৈষ্ণবের সন্ন্যাসগ্রহণের নিষ্প্রয়োজনীয়তা-প্রতিপাদন—

বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে সন্ন্যাসে।
প্রথমেই বদ্ধ হয় অহঙ্কার-পাশে ॥২৩॥
দণ্ড ধরি' মহা জ্ঞান হয় আপনারে।
কাহারেও বল যোড় হস্ত নাহি করে ॥২৪॥
যার পদধূলি লৈতে বেদের বিহিত।
হেন জনে নমস্করে, তবু নহে ভীত ॥২৫॥
অহঙ্কার ধর্ম্ম এই কভু ভাল নহে।
বুঝ এই ভাগবতে যেন মত কহে ॥২৬॥

বৈষ্ণবধর্ম্ম কি ?—

তথাহি ভাঃ ১১।২৯।১৬

"প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্।
প্রবিষ্টো জীবকলয়া তত্রৈব ভগবানিতি ॥" ২৭॥

"ব্রাহ্মণাদি-কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি ॥২৮॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম—সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্ম ধ্বজী, যার ইথে নাহি রতি ॥২৯॥

মায়াবাদসন্ন্যাসে দাম্ভিকতা মাত্র লাভ—

শিখা-সূত্র ঘুচাইয়া সবে এই লাভ।
নমস্কার করে আসি মহা মহা ভাগ ॥৩০॥
প্রথমে শুনিয়ে এই এক অপচয়।
এবে আর শুন সর্ব্বনাশ বুদ্ধিক্ষয় ॥৩১॥

জীবের স্বভাবধর্ম্মই নিত্য কৃষ্ণদাস্য, তদ্ব্যতীত অপর ধর্ম্ম অপরাধবহুল—

জীবের-স্বভাব-ধর্ম্ম ঈশ্বরভজন।
তাহা ছাড়ি আপনারে বলে 'নারায়ণ' ॥৩২॥

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"কৃষ্ণচৈতন্য, তোমাতে কৃষ্ণকৃপা হইয়াছে। তুমি পরম বুদ্ধিমান্—এরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া তুমি কি জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ? সন্ন্যাসগ্রহণে তোমার কি অধিকার আছে ?—যেহেতু তোমার বয়স অল্প ; মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা প্রবীণ হইয়া সংসারভোগান্তে তদ্রূপ বিচার করিয়াছেন। বিশেষতঃ তোমার সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, সন্ন্যাসীকে সকলেই চতুর্থাশ্রমী বলিয়া সম্মান করে। তুমি যখন তৃণাদপি সুনীচভাবময় বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার মর্য্যাদা-পথে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সকলের সম্মানভাজন হইবার প্রয়োজন কি ? শিখা-সূত্রত্যাগ অতি দাম্ভিকতার পরিচয়। প্রতিষ্ঠাশার উন্নতসোপানে আরোহণাভিলাষমাত্র। বৈষ্ণব-ধর্ম্মযাজী ব্যক্তি কুক্কুর, চণ্ডাল, গো ও গর্দ্দভ সকলকেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন, কাহারও প্রণাম লইবেন না। বিশেষতঃ মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী জনগণ যাঁহার দাস, তাঁহার সহিত আপনাদিগকে সমান জ্ঞান করেন। তাঁহারা পিতার কুপুত্র ও নির্ব্বোধ।" ২২ ॥

নমস্করে—নমস্কার করে ॥ ২৫ ॥

যেনমত—যেরূপ, যে প্রকার ॥ ২৬ ॥

অন্বয়। ভগবান্ এব জীবকলয়া (জীবরূপয়া কলয়া নিজাংশেন) তত্র (তস্মিন্ সর্ব্বেষু দেহেষিত্যর্থঃ) প্রবিষ্টঃ (প্রবেশং কৃতবান্) ইতি (এবং বুদ্ধ্যা) আশ্বচাণ্ডাল গোখরং (শ্বচাণ্ডাল গোখরান্ যাবৎ সর্ব্বান্ জীবান্) ভূমৌ দণ্ডবৎ প্রণমেৎ (দণ্ডবদ্ ভূমৌ পতিতঃ সন্ নমস্কুর্য্যা-দিত্যর্থ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। ভগবান্ স্বয়ংই জীবরূপ অংশদ্বারা সকল দেহে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিয়া কুক্কুর, চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভ পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবকে দণ্ডবৎ ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিবে ॥ ২৭ ॥

তথ্য। মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥ (ভাঃ ৩।২৯।৩৪) উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবে সম্মান দিবে জানি 'কৃষ্ণ' অধিষ্ঠান ॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।২৫) ॥ ২৮ ॥

'করি' পাঠান্তরে 'ধরি' ॥ ২৮ ॥

ধর্ম্মধ্বজী—ছল-ধর্ম্মী, ভণ্ড ॥ ২৯ ॥

তথ্য। স্বধর্ম্মমারাধনমচ্যুতস্য যদীহমানো বিজহাত্যঘৌঘম্ ॥ (ভাঃ ৫।১০।২৩) মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্। উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্-বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ ॥ (ভাঃ ১১।২।৩৩) ॥ ৩২ ॥

গর্ভ-বাসে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা।
যাহার প্রসাদে হৈল বুদ্ধিজ্ঞানশিক্ষা ॥৩৩॥
যাঁর দাস্য লাগি' শেষ-অজ-ভব-রমা।
পাইয়াও নিরবধি করেন কামনা ॥৩৪॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যাহার দাসে করে।
লজ্জা নাহি হেন 'প্রভু' বলে আপনারে ॥৩৫॥
নিদ্রা হৈলে 'আপনে কে' ইহাও না জানে।
আপনারে 'নারায়ণ' বলে হেন জনে ॥৩৬॥

কৃষ্ণই জগৎ-পিতা—

'জগতের পিতা কৃষ্ণ' সর্ব্ব বেদে কয়।
পিতারে সে ভক্তি করে যে সু-পুত্র হয় ॥৩৭॥

সন্ন্যাসী ও যোগী কে ?—

তথা হি শ্রীগীতায়াম্ ৯।১৭

"পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।" ৩৮॥
"গীতা শাস্ত্রে অর্জ্জুনের সন্ন্যাস-করণ।
শুন এই যাহা কহিয়াছে নারায়ণ॥" ৩৯॥

তথাহি গীতা ৬।১

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥" ৪০॥
"নিষ্কাম হইয়া করে যে কৃষ্ণ-ভজন।
তাহারে সে বলি 'যোগী' 'সন্ন্যাসী' লক্ষণ ॥৪১॥
বিষ্ণুক্রিয়া না করিলে পরান্ন খাইলে।
কিছু নহে, সাক্ষাতেই এই বেদে বলে॥" ৪২॥

তথ্য। ভাঃ ৩।৩১।১২-২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৩৩ ॥

তথ্য। ভাঃ ১০।৫৮।৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৩৪ ॥

তথ্য। সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী ত্রিভুবনমখিলং হন্ত যস্যেদৃশং তৎ সর্ব্বেসাং সৃষ্টিরক্ষালয়মপি কুরুতে ভ্রূবিভঙ্গেন সদ্যঃ। অজ্ঞঃ সাপেক্ষদর্শী ত্বমসি স ভগবান্ সর্ব্বলোকৈকসাক্ষী নানা ত্বং বৈ স একো জড়মলিনতর ত্বং হি নৈবংবিধঃ সঃ॥ (মায়াবাদ-শতদূষণী, ৭ম শ্লোক)। লক্ষ্মীকান্তঃ প্রকটপরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধিঃ সেব্যো রুদ্রপ্রভৃতিবিবুধৈর্য্যস্য পাদাম্বু গঙ্গা। সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং সৃজতি নিখিলং ভ্রূবিভঙ্গেন সদ্যঃ সোঽহং বাক্যং বদসি বত রে জীব বক্ত্যো ন বাজা॥ (মায়াবাদ-শতদূষণী, ৬৭ শ্লোক) ॥ ৩৪-৩৫ ॥

তথ্য। বয়মাস্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতৃবিশ্ব নঃ॥ (প্রশ্নোপনিষৎ ২।১১); (ভাঃ ১।১১); (ভাঃ ১১।৫। ২-৩); সোঽহং মা বদ সেব্যসেবকতয়া নিত্যং ভজ শ্রীহরিং তেন স্যাৎ তব সদ্গতির্ঞ্চরমধঃপাতোভবেদন্যথা। নানাযোনিষু গর্ভবাসবিষয়ে দুঃখং মহৎ প্রাপ্যতে স্বর্গে বা-নরকে পুনঃ পুনরহো জীব [illegible]ম্যতে॥ (মায়াবাদ-শতদূষণী ৬৯ শ্লোক); যস্যৈব চৈতন্যলবেন জীব জাতোঽসি চৈতন্যবতে বরেণ্যঃ। মা ব্রূহি সোঽহং শঠ কঃ কৃতয়া-দস্যঃ পদং বাঞ্ছতি হন্ত ভর্ত্তুঃ? অন্যঃ শ্রীপরমেশ্বরেণ কৃপয়া-চৈতন্যলেশস্ত্বয়ি ত্বং তস্মাৎ পরমেশ্বরঃ স্বয়মহং নায়াতি বক্তুং শঠ। লব্ধ্বা কশ্চন দুর্জ্জনঃ খলু যথা হস্ত্যশ্বপাদাতকং ভূপাদেব তদীয় রাজপদবীং চক্রে গ্রহীতুং মনঃ॥ (মায়াবাদ শতদূষণী ৭৩-৭৪ শ্লোক) ॥ ৩৪-৩৭ ॥

অন্বয়। অহম্ অস্য (পরিদৃশ্যমানস্য) জগতঃ (সৃষ্টি-প্রপঞ্চস্য) পিতা মাতা ধাতা (ধারণকর্ত্তা পোষণকর্ত্তা চ) পিতামহঃ (চ ভবামীতি শেষঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। হে অর্জ্জুন! আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পালক এবং পিতামহস্বরূপ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়। যঃ কর্ম্মফলম্ অনাশ্রিতঃ (অনাকাঙ্ক্ষ-মানঃ সন্) কার্য্যং (ভগবৎ প্রীত্যর্থং যৎ কর্ত্তব্যং তৎ) কর্ম্ম করোতি সঃ (এব) সন্ন্যাসী চ (যথার্থ্যেন সন্ন্যাস ধর্ম্মযুক্তঃ) যোগী চ (যথার্থ্যেন যোগ-ধর্ম্ম-যুক্তশ্চ ভবতি পরন্তু) নিরগ্নিঃ ন (অগ্নিহোত্রাদিনিয়তকর্ম্মত্যাগী পুমান্ সন্ন্যাসী ন ভবতি) অক্রিয়ঃ ন চ (শারীরকর্ম্মত্যাগী চ যোগী ন ভবতি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। যিনি কর্ম্মজনিত ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া ভগবৎ-প্রীতির জন্য শাস্ত্র বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের আচরণ করেন, তিনিই বস্তুতঃ সন্ন্যাসী এবং তিনিই বস্তুতঃ যোগী। অন্যথা যিনি অগ্নিহোত্রাদি বৈধকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসী নহেন এবং যিনি শারীর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি যোগী নহেন ॥ ৪০ ॥

যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গের

প্রকৃত ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বিদ্যা, সদাচার কি ?—

তথাহি (ভাঃ ৪।২৯।৪৯-৫০)

"তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।
হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ ॥" ৪৩॥

"তাহারে সে বলি ধর্ম্ম, কর্ম্ম সদাচার।
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার ॥৪৪॥
তাহারে সে বলি বিদ্যা, মন্ত্র, অধ্যয়ন।
কৃষ্ণপাদ-পদ্মে যে করয়ে স্থির মন ॥৪৫॥

কৃষ্ণই সর্ব্বমূল সর্ব্ব-প্রাণ—

সবার জীবন কৃষ্ণ, জনক সবার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে, সর্ব্ব ব্যর্থ তার ॥৪৬॥

শঙ্করাচার্য্যের হৃদ্গত উদ্দেশ্য কৃষ্ণদাস্য, অপর উক্তি অসুরমোহনপরা—

যদি বল শঙ্করের মত সেহ নহে।
তাঁর অভিপ্রায় দাস্য, তাঁরি মুখে কহে ॥" ৪৭॥

তথাহি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবাক্যম্

"সত্যপি ভেদাপগমে
নাথ! তবাহং ন মামকীয়স্তম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ
কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥"৪৮॥

"যদ্যপিহ জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই।
সর্ব্বময় পরিপূর্ণ আছে সর্ব্ব ঠাঞি ॥৪৯॥

ঈশ্বর হইতে জীব, জীব হইতে ঈশ্বর নহেন—

তবু তোমা' হৈতে সে হইয়াছি আমি।
আমা' হৈতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি ॥৫০॥
যেন 'সমুদ্রের সে তরঙ্গ' লোকে বলে।
'তরঙ্গের সমুদ্র' না হয় কোন-কালে ॥৫১॥

কৃষ্ণই মূল জগৎকারণ, কৃষ্ণ-বিমুখ জীব দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে বর্জ্জনীয়—

অতএব জগত তোমার, তুমি পিতা।
ইহলোকে পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা ॥৫২॥

প্রার্থী না হইয়া অহৈতুকী ভক্তি যাজন করেন, তিনিই 'যোগী' বা 'সন্ন্যাসী' ॥৪১॥

বিষ্ণুক্রিয়া—হরিভজন ॥৪২॥

বিষ্ণুভক্তি রহিত হইয়া যে সন্ন্যাস, তাহা পরান্নভোজন মাত্র; উহা নিষ্ফল। ভগবৎপ্রীতিই—কর্ম্মের সাফল্য, "নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপাদ-সেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ" ॥৪২॥

অন্বয়। হরিতোষং (হরিং তোষয়তীতি হরিতোষং তদ্ধেতুকং) যৎ তদেব কর্ম্ম (করণীয়ং তদেব কর্ত্তব্যত্বাদিতি ভাবঃ); যয়া তন্মতিঃ (তস্মিন্ হরৌ মতির্ভবতি) সা এব বিদ্যা (হরিভক্তিপ্রদায়িনীতি ভাবঃ)। কুতঃ ইত্যপেক্ষায়াং শ্রীহরেঃ পরমসেব্যত্বং দর্শয়ন্নাহ হরিঃ (অখিলানামাত্মনামাত্মেতি) দেহভৃতাম্ (দেহধারিণাম্ প্রাণিনাম্) আত্মা (অন্তর্য্যামী পরমাত্মেতি) স্বয়ং (এব) প্রকৃতিঃ (সর্ব্বেষাম্ কারণম্) ঈশ্বরঃ (নিয়ন্তা) চ ॥৪৩॥

অনুবাদ। যাহাদ্বারা শ্রীহরির সন্তোষবিধান হয়, তাহাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং যাহা দ্বারা শ্রীহরিবিষয়িণী মতি হয়, তাহাই বিদ্যা। কেননা শ্রীহরি দেহধারী জীবগণের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা; একমাত্র তিনিই সকলের কারণ ও নিয়ন্তা ॥৪৩॥

'মন্ত্র' পাঠান্তরে 'অস্ত্র' বা 'মস্ত্র' ॥৪৫॥

শঙ্করাচার্য্য সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণভজনই যে জীবের নিত্য ধর্ম্ম—এইরূপ কথা বলেন নাই, তথাপি তিনি আপনাকে সমুদ্রের তরঙ্গ বিচার করিয়াছেন; তরঙ্গ সমুদ্র নহে, ইহাই তাঁহার মত। নর জগতের ভেদ বা মায়াবদ্ধতা শুদ্ধ হইলেই মুক্তি হয় না—অন্যথারূপের পরিহারই স্বরূপে অবস্থান বা মোক্ষ। সুতরাং কোন কোন স্থলে শঙ্করের মতেও ভক্তিবিরোধ দেখা যায় না; শঙ্করের অনুগত জনগণ তাঁহার নিজ অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া বাহিরের বেষ লইয়াই আপনাকে মুক্ত অভিমান করেন। সন্ন্যাসের একমাত্র তাৎপর্য্য তাহাই। প্রকৃতপক্ষে বাহিরের শিখা-সূত্রের ত্যাগও ভক্তির কারণ নহে। একদণ্ডগ্রহণপূর্ব্বক শিখাসূত্র ত্যাগ ভক্তির কারণ নহে। একদণ্ড-গ্রহণপূর্ব্বক ত্যাগ অপেক্ষা ত্রিদণ্ডিভক্তের বিচার গ্রহণ করিলে কৃষ্ণভক্তি উজ্জ্বল হয়। শ্রীগৌরসুন্দর সার্ব্বভৌমের এই সকল কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন ॥৪৭॥

যাহা হৈতে হয় জন্ম, যে করে পালন।
তারে যে না ভজে, বর্জ্জ্য হয় সেই জন ॥৫৩॥

শঙ্করের হৃদ্গত উদ্দেশ্য উপলব্ধি না করিয়া সন্ন্যাসীর বেশ-গ্রহণ দুঃখসেতু-মাত্র—

এই শঙ্করের বাক্য—এই অভিপ্রায়।
ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায় ? ৫৪॥
সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি 'নারায়ণ'।
বলিবেক প্রেম-ভক্তিযোগে অনুক্ষণ ॥৫৫॥
না বুঝিয়া শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়।
ভক্তি ছাড়ি' মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায় ॥৫৬॥
অতএব তোমারে সে কহি এই আমি।
হেন পথে প্রবিষ্ট হইলা কেনে তুমি ॥৫৭॥
যদি কৃষ্ণভক্তি যোগে করিব উদ্ধার।
তবে শিখা-সূত্র-ত্যাগে কোন্ লভ্য আর ॥৫৮॥
যদি বল মাধবেন্দ্র-আদি মহাভাগ।
তাঁহারাও করিয়াছে শিখা-সূত্র-ত্যাগ ॥৫৯॥

সার্ব্বভৌমের মহাপ্রভুকে বাহ্য বেশ দর্শনে মায়াবাদি-সন্ন্যাসী মাত্র জ্ঞান বিচারের অবতারণা—

তথাপিহ তোমার সন্ন্যাস করিবার।
এ সময়ে কেমতে হইবে অধিকার ? ৬০॥
সে সব মহান্ত শেষ ত্রিভাগ-বয়সে।
গ্রাম্য-রস ভুঞ্জিয়া সে করিলা সন্ন্যাসে ॥৬১॥
যৌবন-প্রবেশ মাত্র সকলে তোমার।
কেমতে বা হইব সন্ন্যাসে অধিকার ॥৬২॥

প্রভুর শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার লক্ষ্য করায় সন্ন্যাসের নিষ্প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন—

পরমার্থে সন্ন্যাসে কি করিব তোমারে।
যেই ভক্তি হইয়াছে তোমার শরীরে ॥৬৩॥
যোগীন্দ্রাদি-সবের যে দুর্ল্লভ প্রসাদ।
তবে কেনে করিয়াছে এমত প্রমাদ ॥" ৬৪॥
শুনি ভক্তিযোগ সার্ব্বভৌমের বচন।
বড় সুখী হৈলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥৬৫॥

আত্মদৈন্যচ্ছলে সন্ন্যাস-লীলার তাৎপর্য্যকথন, কৃষ্ণানুসন্ধান-শিক্ষা-প্রচারার্থই প্রভুর সন্ন্যাস-লীলা—সন্ন্যাস নহে, বিপ্রলম্ভ-দিব্যোন্মাদ—

প্রভু বলে,—"শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
'সন্ন্যাসী' আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয় ॥৬৬॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইলুঁ শিখা-সূত্র মুড়াইয়া ॥৬৭॥
'সন্ন্যাসী' করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি ॥" ৬৮॥

প্রভুর মায়ায় বঞ্চিত ব্যক্তি প্রভুকে জানিতে অসমর্থ—

প্রভু হই নিজ-দাসে মোহে হেন মতে।
এ মায়ার দাসে প্রভু জানিবে কেমতে ॥৬৯॥
যদি তিঁহো নাহি জানায়েন আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে জানিতে তাঁহারে ॥৭০॥
না জানিয়া সেবকে যতেক কথা কয়।
তাহাতেও ঈশ্বরের মহাপ্রীত হয় ॥৭১॥

অন্বয়। হে নাথ! ভেদাপগমে সতি অপি (জীব ব্রহ্মণোরভেদেঽপি) অহং [illegible]তব (ত্বদীয়ো ভবামি, ত্বত্তো যে পৃথক্সত্তা নাস্তীত্যর্থঃ পরন্তু) ত্বং (ব্রহ্মস্বরূপো ভবান্) মামকীনঃ ন (মদধীনো ন ভবসি, কিন্তু পৃথক্সত্তা-বিশিষ্টো ভবসীত্যর্থঃ এতদেব দৃষ্টান্তেন সমর্থয়তি) তরঙ্গঃ হি সামুদ্রঃ (সমুদ্রসত্তয়া সত্তাবিশিষ্টো ভবতি, পরন্তু) সমুদ্রঃ ক্বচন (কদাচিদপি) তারঙ্গঃ ন (তরঙ্গসত্তয়া সত্তাবিশিষ্টো ন ভবতি) ॥৪৮॥

অনুবাদ। হে নাথ! যদিও জীব এবং ব্রহ্মে (বস্তুগত) অভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথাপি আমি জীব আপনারই অধীন অর্থাৎ আপনার সত্তায় সত্তাবিশিষ্ট, পরন্তু আপনি কখনও আমার সত্তায় সত্তাবিশিষ্ট নহেন। সমুদ্র এবং তরঙ্গের মধ্য (বস্তুগত) অভেদ থাকিলেও তরঙ্গ সমুদ্রেরই সত্তায় সত্তাশালী, সমুদ্র কখনও তরঙ্গের সত্তায় সত্তাশালী নহে ॥৪৮॥

সর্ব্বকাল ভৃত্য সঙ্গে প্রভু ক্রীড়া করে।
সেবকের নিমিত্তে আপনে অবতরে ॥৭২॥

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—

যেমতে সেবকে ভজে কৃষ্ণের চরণে।
কৃষ্ণ সেই মত দাসে ভজেন আপনে ॥৭৩॥
এই তান স্বভাব যে—শ্রীভক্ত-বৎসল।
ইহা তানে নিবারিতে কার্ আছে বল ॥৭৪॥

প্রভুর মায়ায় মুগ্ধ সার্ব্বভৌম—

হাসে প্রভু সার্ব্বভৌমে চাহিয়া চাহিয়া।
না বুঝেন সার্ব্বভৌম মায়া-মুগ্ধ হৈয়া ॥৭৫॥
সার্ব্বভৌম বলেন,—"আশ্রমে বড় তুমি।
শাস্ত্রমতে তুমি বন্দ্য, উপাসক আমি ॥৭৬॥
তুমি যে আমারে স্তব কর, যুক্তি নয়।
তাহাতে আমার পাছে অপরাধ হয় ॥" ৭৭॥
প্রভু বলে,—"ছাড় মোরে এ সকল মায়া।
সর্ব্বভাবে তোমার লইনু মুই ছায়া ॥" ৭৮॥
হেন মতে প্রভু ভৃত্যসঙ্গে করে খেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা ॥৭৯॥

প্রভুর সার্ব্বভৌম-সন্নিধানে ভাগবত-শ্রবণের অভিলাষলীলা—

প্রভু বলে,—"মোর এক আছে মনোরথ।
তোমার মুখেতে শুনিবাঙ ভাগবত ॥৮০॥
যতেক সংশয় চিত্তে আছয়ে আমার।
তোমা বই ঘুচাইতে হেন নাহি আর ॥" ৮১॥

সার্ব্বভৌমের উক্তি—

সর্ব্বভৌম বলে,—"তুমি সকল বিদ্যায়।
পরম প্রবীণ, আমি জানি সর্ব্বথায় ॥৮২॥
কোন্ ভাগবত-অর্থ না জান' বা তুমি।
তোমারে বা কোন্‌রূপে প্রবোধিব আমি ॥৮৩॥
তথাপিহ অন্যোহন্যে ভক্তির বিচার।
করিবেক,—সুজনের স্বভাব ব্যাভার ॥৮৪॥
বল দেখি সন্দেহ তোমার কোন্ স্থানে।
আছে? তাহা যথা-শক্তি করিব বাখানে ॥" ৮৫॥

'আত্মারাম' শ্লোক সম্বন্ধে প্রভুর প্রশ্ন—

তবে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ঈষৎ হাসিয়া।
বলিলেন এক শ্লোক অষ্ট-আখরিয়া ॥৮৬॥

তথাহি ভাঃ ১।৭।১০

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥"৮৭॥

সরস্বতীপতির সন্নিধানে সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যা—

সরস্বতী-পতি গৌরচন্দ্রের অগ্রেতে।
কৃপায় লাগিলা সার্ব্বভৌম বাখানিতে ॥৮৮॥
সার্ব্বভৌম বলেন,—"শ্লোকার্থ এই সত্য।
কৃষ্ণ-পদে ভক্তি সে সবার মূলতত্ত্ব ॥৮৯॥
সর্ব্বকাল পরিপূর্ণ হয় যে যে জন।
অন্তরে বাহিরে যার নাহিক বন্ধন ॥৯০॥
এবম্বিধ মুক্ত সব করে কৃষ্ণ ভক্তি।
হেন কৃষ্ণগুণের স্বভাব মহা-শক্তি ॥৯১॥
হেন কৃষ্ণ-গুণ-নাম মুক্ত সবে গায়।
ইথে অনাদর যার, সেই নাশ যায় ॥" ৯২॥
এই মত নানা মত পক্ষ তোলাইয়া।
ব্যাখ্যা করে সার্ব্বভৌম আবিষ্ট হইয়া ॥৯৩॥

সার্ব্বভৌমের ত্রয়োদশ প্রকার অর্থ—

ত্রয়োদশ-প্রকার শ্লোকার্থ বাখানিয়া।
রহিলেন "আর শক্তি নাহিক" বলিয়া ॥৯৪॥

তথ্য। অবতারাবতারিত্বাদীশোহপি দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ। ভক্তাভক্তবিভেদেন জীবোহপি ভবতি দ্বিধা ॥ যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গাস্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরিজীবাঃ। ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধিস্তং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব? ([illegible] ১৮, ১৭, শ্লোক) ॥৫৮॥

রক্ষিতা—রক্ষণকর্ত্তা ॥৫০॥

'বাক্য' পাঠান্তরে 'শ্লোক' ॥৫৫॥

'আব' পাঠান্তরে 'ভাব' ॥৫৮॥

গ্রাম্য-রস ভুঞ্জিয়া—বিষয়ভোগ-করণান্তর ॥৬১॥

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—"আমাকে মায়াবাদিসন্ন্যাসি-জ্ঞানে গৃহীভবেষ জানিবেন না। কৃষ্ণেরঅপ্রাপ্তিতে দুঃখিত হইয়াই আমি ব্রাহ্মণের শিখা-সূত্র সকল ছাড়িয়া দিয়াছি।

ঈষৎ হাসিয়া গৌরচন্দ্র প্রভু কয়।
"যত বাখানিলা তুমি, সব সত্য হয় ॥৯৫॥

প্রভুর উক্ত শ্লোকের অসংখ্য প্রকার গূঢ় ব্যাখ্যা—

এবে শুন আমি কিছু করিয়ে ব্যাখ্যান।
বুঝ দেখি বিচারিয়া—হয় কি প্রমাণ ॥" ৯৬॥
তখনে বিস্মিত সার্ব্বভৌম মহাশয়।
"আরো অর্থ নরের শক্তিতে কভু হয়!" ৯৭॥
আপনার অর্থ প্রভু আপনে বাখানে।
যাহা কেহ কোন কল্পে উদ্দেশ না জানে ॥৯৮॥

সার্ব্বভৌমের বিস্ময়—

ব্যাখ্যা শুনি সার্ব্বভৌম পরম বিস্মিত।
মনে ভাবে এই কিবা ঈশ্বর বিদিত ॥৯৯॥

সার্ব্বভৌমের নিকট প্রভুর ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি প্রকাশ ও প্রভুর সন্ন্যাসের গূঢ়-উদ্দেশ্য-কথন-লীলা—

শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
আত্ম-ভাবে হইলা ষড়্-ভুজ-অবতার ॥১০০॥
প্রভু বলে,—"সার্ব্বভৌম, কি তোর বিচার।
সন্ন্যাসে আমার নাহি হয় অধিকার? ১০১॥
'সন্ন্যাসী' কি আমি হেন তোর চিত্তে লয়?
তোর লাগি' এথা আমি হইলুঁ উদয় ॥১০২॥
বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলি জীবন।
অতএব তোরে আমি দিলুঁ দরশন ॥১০৩॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে মুঞি বহি নাহি আর ॥১০৪॥
জন্ম জন্ম তুমি মোর শুদ্ধ-প্রেম-দাস।
অতএব তোরে মুঞি হইলুঁ প্রকাশ ॥১০৫॥
সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব।
চিন্তা কিছু নাহি তোর, পড় মোর স্তব ॥" ১০৬॥

সার্ব্বভৌমের আ[illegible]—

অপূর্ব্ব ষড়্-ভুজ-মূর্ত্তি—কোটি সূর্য্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয় ॥১০৭॥
বিশাল করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
আনন্দে ষড়্-ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥১০৮॥

সার্ব্বভৌম-গাত্রে প্রভুর শ্রীহস্তপ্রদান ও সার্ব্বভৌমের চৈতন্যলাভ—

বড় সুখী প্রভু সার্ব্বভৌমেরে অন্তরে।
উঠ বলি' শ্রীহস্ত দিলেন তান শিরে ॥১০৯॥
শ্রীহস্ত পরশে বিপ্র পাইল চেতন।
তথাপি আনন্দে জড়, না স্ফুরে বচন ॥১১০॥

মহাপ্রভুর সার্ব্বভৌমবক্ষে পাদপদ্মস্থাপন—

করুণা-সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
পাদ-পদ্ম দিলা তাঁর হৃদয়-উপর ॥১১১॥

ভট্টাচার্য্যের প্রেমানন্দে প্রভুপাদপদ্ম দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধারণ, আনন্দক্রন্দন ও স্তুতি—

পাই শ্রীচরণ সার্ব্বভৌম মহাশয়।
হইলা কেবল পরানন্দপ্রেমময় ॥১১২॥
দৃঢ় করি পাদপদ্ম ধরি' প্রেমানন্দে।
"আজি সে পাইনু চিত্ত চোর" বলি' কান্দে ॥১১৩॥
আর্ত্তনাদে সার্ব্বভৌম করেন রোদন।
ধরিয়া অপূর্ব্ব পাদপদ্ম রমা-ধন ॥১১৪॥

প্রভুর কৃপোল্লাসিত সার্ব্বভৌমের বিজ্ঞপ্তি ও স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভুকে উপদেশ প্রদানের ধৃষ্টতা প্রকাশের জন্য অনুশোচনা—

"প্রভু মোর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণ-নাথ।
মুঞি অধমেরে প্রভু, কর দৃষ্টিপাত ॥১১৫॥
তোমারে সে মুঞি পাপী শিখাইনু ধর্ম্ম।
না জানিয়া তোমার অচিন্ত্য শুদ্ধ মর্ম্ম ॥১১৬॥
হেন কে বা আছে প্রভু, তোমার মায়ায়।
মহাযোগেশ্বর-আদি মোহ নাহি পায় ॥১১৭॥
সে তুমি যে আমারে মোহিবে কোন্ শক্তি।
এবে দেহ তোমার চরণে প্রেম-ভক্তি ॥১১৮॥

আপনি আমাকে 'মায়াবাদী সন্ন্যাসী' মনে করিবেন না। সর্ব্বদাই অনুগ্রহ করিবেন—যাহাতে কৃষ্ণে সেবা-বুদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া আমার কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হয় ॥" ৬৮॥

শ্রীগৌরসুন্দর মায়াধীশ হইয়াও মায়াবশ সার্ব্বভৌমকে ছলনা করিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ লইতে লাগিলেন ॥৬৮॥

তিঁহো—তিনি ॥৭০॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণনাথ।
জয় জয় শচী পুণ্যবতী-গর্ভজাত ॥১১৯॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্ব-প্রাণ।
জয় জয় বেদ-বিপ্র-সাধু-ধর্ম্ম-ত্রাণ ॥১২০॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠাদি লোকের ঈশ্বর।
জয় জয় শুদ্ধ সত্ত্ব-রূপ ন্যাসিবর ॥" ১২১॥

সার্ব্বভৌমের গৌরস্তব—

পরম সুবুদ্ধি সার্ব্বভৌম মহামতি।
শ্লোক পড়ি পড়ি পুনঃ পুনঃ করে স্তুতি ॥১২২॥

তথাহি—

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্ত-ভৃঙ্গঃ ॥' ১২৩॥

কাল-বশে ভক্তি লুকাইয়া দিনে দিনে।
পুনর্ব্বার নিজ ভক্তি-প্রকাশ-কারণে ॥১২৪॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম প্রভু অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে চিত্ত রহুক আমার ॥১২৫॥

তথাহি—

"বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥" ১২৬॥

"বৈরাগ্য সহিত নিজ-ভক্তি বুঝাইতে।
যে প্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে ॥১২৭॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তনু—পুরুষ পুরাণ।
ত্রিভুবনে নাহি যার অধিক সমান ॥১২৮॥
হেন কৃপা-সিন্ধুর চরণ-গুণ-নাম।
স্ফুরুক্ আমার হৃদয়েতে অবিরাম ॥" ১২৯॥
এই মত সার্ব্বভৌম শত শ্লোক করি'।
স্তুতি করে চৈতন্যের পাদ-পদ্ম ধরি ॥১৩০॥
"পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
মুঞি-পতিতেরে প্রভু, করহ উদ্ধার ॥১৩১॥
বন্দী করিয়াছ মোরে অশেষ বন্ধনে।
বিদ্যা, ধনে, কুলে ;—তোমা' জানিমু কেমনে ॥১৩২
এবে এই কৃপা কর, সর্ব্বজীব-নাথ।
অহর্নিশ চিত্ত মোর রহুক তোমা'ত ॥১৩৩॥
অচিন্ত্য অগম্য প্রভু, তোমার বিহার।
তুমি না জানা'লে জানিবারে শক্তি কার্ ॥১৩৪॥
আপনেই দারু-ব্রহ্মরূপে নীলাচলে।
বসিয়া আছহ ভোজনের কুতুহলে ॥১৩৫॥
আপন প্রসাদ কর, আপনে ভোজন।
আপনে আপনা দেখি করহ ক্রন্দন ॥১৩৬॥
আপনে আপনা দেখি হও মহা-মত্ত।
এতেকে কে বুঝে প্রভু, তোমার মহত্ত্ব ॥১৩৭॥
আপনে সে আপনারে জান তুমি মাত্র।
আর জানে যে জন তোমার কৃপা-পাত্র ॥১৩৮॥

তথ্য। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা-বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥ (কঠ ১।২।২৩) ; (ভাঃ ১০।৬৩।২৭ ; ভাঃ ১০।৩৮।১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥৭২॥

শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য আশ্রয়বিগ্রহ ও তাঁহাদের বিভিন্নাংশগণ পাঁচ প্রকার রতির কোন এক প্রকারের সহিত ভজন করেন। যে যেরূপ সেবা করেন, তাঁহার সেরূপ সেবাই তিনি স্বীকার করেন, আর রসহীন মায়াবাদী অথবা ভোগিকর্ম্মী প্রভৃতি তাঁহাকে বুঝিতে না পাবায় তাঁহাদিগকে যন্ত্রারূঢ় বস্তুর ন্যায় বিপথে ভ্রমণ করাইয়া থাকেন ॥৭৩॥

তথ্য। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ (গীতা ৪।১১) ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো, ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা। তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা, সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ ॥ (ভাঃ ১০।৩৮।২২) ॥৭৩-৭৪॥

তথ্য। ছায়াসু মৃত্যুং হসিতে চ মায়াং, তনূরুহেষো-ষধিজাতয়শ্চ ॥ (ভাঃ ৮।২০।২৮) ; হাসো জনোন্মাদকরী চ মায়া, দুরন্তসর্গো যদপাঙ্গমোক্ষঃ ॥ (ভাঃ ২।১।৩১) ॥৭৫॥

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"আমি বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত হইলেও

মুঞি ছার তোমারে বা জানিমু কেমনে।
যাতে মোহ মানে অজ-ভব-দেবগণে ॥১৩৯॥
এই মত অনেক করিয়া কাকুর্ব্বাদ।
স্তুতি করে সার্ব্বভৌম পাইয়া প্রসাদ ॥১৪০॥

স্তব শ্রবণে ষড়্ভুজ গৌর-নারায়ণের সার্ব্বভৌমের প্রতি উপদেশ-উক্তি—

শুনিয়া ষড়্ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
হাসি' সার্ব্বভৌম প্রতি বলিলা বচন ॥১৪১॥
"শুন সার্ব্বভৌম, তুমি আমার পার্ষদ।
এতেকে দেখিলা তুমি এ সব সম্পদ ॥১৪২॥
তোমার নিমিত্তে মোর এথা আগমন।
অনেক করিয়া আছ মোর আরাধন ॥১৪৩॥
ভক্তির মহিমা তুমি যতেক কহিলা।
ইহাতে আমারে বড় সন্তোষ করিলা ॥১৪৪॥
যতেক কহিলা তুমি—সব সত্য কথা।
তোমার মুখেতে কেনে আসিবে অন্যথা ॥১৪৫॥

সার্ব্বভৌম শতক—

শত শ্লোক করি তুমি যে কৈলে স্তবন।
যে জন করিব ইহা শ্রবণ পঠন ॥১৪৬॥
আমাতে তাহার ভক্তি হইবে নিশ্চয়।
'সার্ব্বভৌমশতক' যে হেন কীর্ত্তি রয় ॥১৪৭॥

প্রভুর প্রকট-লীলায় ষড়্ভুজ-মূর্ত্তির কথা জগতে প্রকাশ করিতে নিষেধ—

যে কিছু দেখিলা তুমি প্রকাশ আমার।
সংগোপ করিবা পাছে জানে কেহ আর ॥১৪৮॥
যতেক দিবস মুঞি থাকোঁ পৃথিবীতে।
তাবৎ নিষেধ কৈনু কাহারে কহিতে ॥১৪৯॥

নিত্যানন্দের প্রতি ভক্তি আচরণের উপদেশ—

আমার দ্বিতীয় দেহ—নিত্যানন্দ-চন্দ্র।
ভক্তি করি সেবিহ তাঁহার পদ-দ্বন্দ্ব ॥১৫০॥
পরম নিগূঢ় তিঁহো আমার বচনে।
আমি যারে জানাই সেই সে জানে তানে ॥" ১৫১॥

নিজ ঐশ্বর্য্যসম্বরণ—

এই সব তত্ত্ব সার্ব্বভৌমেরে কহিয়া।
রহিলেন আপনে ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া ॥১৫২॥

পরানন্দময় সার্ব্বভৌম—

চিনি নিজ প্রভু সার্ব্বভৌম মহাশয়।
বাহ্য আর নাহি, হৈল পরানন্দময় ॥১৫৩॥

শ্রীচৈতন্যগুণলীলা-শ্রবণের ফল—

যে শুনয়ে এ সব চৈতন্য-গুণ-গ্রাম।
সে যায় সংসার তরি' শ্রীচৈতন্যধাম ॥১৫৪॥
পরম নিগূঢ় এ সকল কৃষ্ণ-কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাই যে সর্ব্বথা ॥১৫৫॥

প্রভুর অহর্নিশ কীর্ত্তন-বিহার ও শ্রীনামরসপানলীলা—

হেন মতে করি সার্ব্বভৌমেরে উদ্ধার।
নীলাচলে করে প্রভু কীর্ত্তন-বিহার ॥১৫৬॥
নিরবধি নৃত্য-গীত-আনন্দ-আবেশে।
রাত্রি-দিন না জানেন কৃষ্ণ-প্রেম-রসে ॥১৫৭॥
নীলাচল-বাসী যত অপূর্ব্ব দেখিয়া।
সর্ব্ব লোক 'হরি' বলে ডাকিয়া ডাকিয়া ॥১৫৮॥

"সচল জগন্নাথ"—

এই ত 'সচল জগন্নাথ' লোকে বলে।
হেন নাহি যে প্রভুরে দেখিয়া না ভোলে ॥১৫৯॥
যে পথে যায়েন চলি শ্রীগৌরসুন্দর।
সেই দিকে হরিধ্বনি শুনি নিরন্তর ॥১৬০॥

প্রভুর পদধূলিলুণ্ঠন—

যেখানে পড়য়ে প্রভুর চরণ-যুগল।
সে স্থানের ধূলি লুট করয়ে সকল ॥১৬১॥

তুমি আশ্রমে শ্রেষ্ঠ হও, তুমি আমার পূজ্য; শাস্ত্রমতে আমি তোমার সেবক। সুতরাং তোমার দৈন্য বিনয় দ্বারা আমি অপরাধী হইতেছি।" ৭৬॥

মায়া—ছলনা ॥৭৮॥

শ্রীগৌরহরি বলিলেন,—"ঐ সকল কথা-দ্বারা আপনার আশ্রিত আমাকে বঞ্চনা করিবেন না।" মহাপ্রভু ভৃত্য সার্ব্বভৌমের সহিত এই প্রকার ক্রীড়া করিয়া তাঁহাকে নিজ স্বরূপ জানিতে দিলেন না, পরন্তু তাঁহার নিকট হইতে

সুকৃতিশালীর গৌরপদধূলি প্রাপ্তি—

ধূলি লুটি পায় মাত্র যে সুকৃতিজন।
তাহার আনন্দ অতি অকথ্য কথন ॥১৬২॥

শ্রীগৌর-বিগ্রহ-সৌন্দর্য্য-মাধুরী—

কিবা সে শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্য অনুপাম।
দেখিতেই সর্ব্ব চিত্ত হরে অবিরাম ॥১৬৩॥
নিরবধি শ্রীআনন্দ-ধারা শ্রীনয়নে।
'হরে কৃষ্ণ' নাম-মাত্র শুনি শ্রীবদনে ॥১৬৪॥
চন্দনমালায় পরিপূর্ণ কলেবর।
মত্তসিংহজিনি গতি মন্থর সুন্দর ॥১৬৫॥

পথে বিচরণকালেও প্রভুর বাহ্যদশালোপ—

পথে চলিতেও ঈশ্বরের বাহ্য নাই।
ভক্তি-রসে বিহরেন চৈতন্য-গোসাঞি ॥১৬৬॥

তীর্থপর্য্যটনান্তে পরমানন্দপুরীর আগমন—

কথো দিন বিলম্বে পরমানন্দ পুরী।
আসিয়া মিলিলা তীর্থ-পর্য্যটন করি ॥১৬৭॥

লোকশিক্ষক প্রভুর শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন—

দূরে প্রভু—দেখিয়া পরমানন্দপুরী।
সম্ভ্রমে উঠিলা প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥১৬৮॥

আনন্দ-নৃত্য-স্তব-প্রেমোদ্গাম—

প্রিয় ভক্ত দেখি প্রভু পরম-হরিষে।
স্তুতি করি নৃত্য করে মহা প্রেম-রসে ॥১৬৯॥
বাহু তুলি বলিতে লাগিলা "হরি হরি।
দেখিলাম নয়নে পরমানন্দপুরী ॥১৭০॥
আজি ধন্য লোচন, সফল ধন্য জন্ম।
সফল আমার আজি হৈল সর্ব্ব ধর্ম্ম ॥" ১৭১॥

গুরুর প্রকাশ-মূর্ত্তি সজাতীয়াশয় বৈষ্ণবের দর্শন লাভেই সন্ন্যাসের সফলতা—

প্রভু বলে,—"আজি মোর সফল সন্ন্যাস।
আজি মাধবেন্দ্র মোরে হইলা প্রকাশ ॥" ১৭২॥
এত বলি' প্রিয়ভক্ত লই' প্রভু কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান পদ্মনেত্রজলে ॥১৭৩॥

পরস্পর নতি-প্রণতি—

পুরীও প্রভুর চন্দ্র শ্রীমুখ দেখিয়া।
আনন্দে আছেন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ॥১৭৪॥
কতক্ষণে অন্যোহন্যে করেন পরণাম।
পরমানন্দপুরী—চৈতন্যের প্রেম-ধাম ॥১৭৫॥

প্রভুর পার্ষদরূপে পুরীর অবস্থান—

পরম-সন্তোষ প্রভু তাঁহারে পাইয়া।
রাখিলেন নিজ সঙ্গে পার্ষদ করিয়া ॥১৭৬॥
নিজ প্রভু পাইয়া পরমানন্দপুরী।
রহিলা আনন্দে পাদপদ্ম সেবা করি ॥১৭৭॥
মাধব-পুরীর প্রিয় শিষ্য মহাশয়।
শ্রীপরমানন্দপুরী—প্রেম-রসময় ॥১৭৮॥

কিছুকাল মধ্যে দামোদর-স্বরূপের আগমন—

দামোদর-স্বরূপ মিলিলা কত দিনে।
রাত্রি দিনে যাহার বিহার প্রভু-সনে ॥১৭৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতের "আত্মারামাশ্চ" শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিবার ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন ॥৭৮॥

শুনিলাও—শুনিব ॥৮০॥

'মনোরথ' পাঠান্তরে 'নিবেদন' ॥৮০॥

'শুনিবাও ভাগবত' পাঠান্তরে 'ভাগবতের শ্রবণ' ॥৮০॥

অন্যোহন্যে—পরস্পর ॥৮৪॥

তথ্য। মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ (গীতা ১০।৯) পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্যশঃ। মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥ (ভাঃ ১১।৩।৩০) ॥৮৪॥

অন্বয়। আত্মারামাঃ (আনন্দময়ে আত্মনি রমণশীলাঃ) মুনয়ঃ চ নির্গ্রন্থাঃ (নির্গতা গ্রন্থিভ্যঃ ইতি নির্গ্রন্থাঃ, বিধিনিষেধশাস্ত্রানধীনাঃ) অপি উরুক্রমে (ভগবতি) অহৈতুকীম্ (অন্যাভিলাষশূন্যাং) ভক্তিং কুর্ব্বন্তি (আচরন্তি, যতঃ) হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ (ইত্থম্ভূতা আত্মারামাণামপি চিত্তাকর্ষকরূপা গুণাঃ যস্য তাদৃশো ভবতি) ॥৮৭॥

অনুবাদ। যাঁহারা নিরন্তর আনন্দময়স্বরূপ আত্মায় রমণশীল, তাদৃশ মুনিগণ বিধিনিষেধশাস্ত্রের অধীন না হইলেও ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যেহেতু শ্রীহরির গুণসমূহ স্বভাবতঃই এরূপ যে,

সঙ্গীত-সম্রাট্ দামোদর—

দামোদরস্বরূপ সঙ্গীত রসময়।
যাঁর ধ্বনি শুনিলে প্রভুর নৃত্য হয় ॥১৮০॥

স্বরূপদামোদর ও পরমানন্দপুরী প্রভুর অন্ত্যলীলার সহচর—

দামোদরস্বরূপ পরমানন্দপুরী।
শেষখণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী ॥১৮১॥

ভক্তবৃন্দের প্রভুর পাদপদ্মে সমাগম—

এই মতে নীলাচলে যে যে ভক্তগণ।
অল্পে অল্পে আসি হইলা সবার মিলন ॥১৮২॥
যে যে পার্ষদের জন্ম উৎকলে হইলা।
তাঁহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা ॥১৮৩॥
মিলিলা প্রদ্যুম্ন মিশ্র—প্রেমের শরীর।
পরমানন্দ, রামানন্দ—দুই মহাধীর ॥১৮৪॥
দামোদর পণ্ডিত, শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত।
কত দিনে আসিয়া হইলা উপনীত ॥১৮৫॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—নৃসিংহের দাস।
যাঁহার শরীরে নৃসিংহের পরকাশ ॥১৮৬॥
'কীর্ত্তনে বিহরে নরসিংহ ন্যাসীরূপে'।
জানিয়া রহিলা আসি' প্রভুর সমীপে ॥১৮৭॥
ভগবান্ আচার্য্য আইলা মহাশয়।
শ্রবণেও যারে নাহি পরশে বিষয় ॥১৮৮॥
এইমত যতেক সেবক যথা ছিলা।
সবেই প্রভুর পার্শ্বে আসিয়া মিলিলা ॥১৮৯॥

প্রভুর সঙ্গে ভক্তবৃন্দের কীর্ত্তন-বিলাস—

প্রভু দেখি সবার হইল দুঃখ নাশ।
সবে করে প্রভু সঙ্গে কীর্ত্তনবিলাস ॥১৯০॥
সন্ন্যাসীর রূপে বৈকুণ্ঠের অধিপতি।
কীর্ত্তন করেন সর্ব্ব ভক্তের সংহতি ॥১৯১॥

শ্রীচৈতন্য-রসোন্মত্ত শ্রীনিত্যানন্দের জগন্নাথ-আলিঙ্গনের চেষ্টা—

চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহাধীর।
পরম উদ্দাম—এক স্থানে নহে স্থির ॥১৯২॥
জগন্নাথ দেখিয়া যায়েন ধরিবারে।
পড়িহারিগণে কেহ রাখিতে না পারে ॥১৯৩॥

সুবর্ণ-সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক বলরাম-আলিঙ্গন—

একদিন উঠিয়া সুবর্ণ সিংহাসনে।
বলরাম ধরিয়া করিলা আলিঙ্গনে ॥১৯৪॥
উঠিতেই পড়িহারী ধরিলেক হাতে।
ধরিতে পড়িলা গিয়া হাত পাঁচ সাতে ॥১৯৫॥

বলরামের গলার মালা গ্রহণ-পূর্ব্বক নিজ গলদেশে ধারণ—

নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের গলার।
মালা লই' পরিলেন গলে আপনার ॥১৯৬॥
মালা পরি' চলিলেন গজেন্দ্রগমনে।
পড়িহারী উঠিয়া চিন্তয়ে মনে মনে ॥১৯৭॥
"এই অবধূতের মনুষ্যশক্তি নহে।
বলরাম-স্পর্শে কি অন্যের দেহ রহে ॥১৯৮॥
মত্তহস্তী ধরি' মুঞি পারোঁ রাখিবারে।
মুঞি ধরিলেও কি মনুষ্য যাইতে পারে ॥১৯৯॥
হেন মুঞি হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিলুঁ।
তৃণপ্রায় হই' গিয়া কোথা বা পড়িলুঁ ॥২০০॥
এই মত চিন্তে পড়িহারী মহাশয়।
নিত্যানন্দ দেখিলেই করেন বিনয় ॥২০১॥

তাহারা তাদৃশ পুরুষগণকেও আকর্ষণ করিতে সমর্থ ॥৮৭॥

তথ্য। "শ্রীশ্চ তে [illegible] পত্নৌ" ইতি বাজসনেয় সংহিতা শ্রীবাগ্‌দেবী গোবিন্দভাষ্য ৩।৩।৪০ দ্রষ্টব্য। সরস্বতী ভারতী চ যোগেন সিদ্ধযোগিনী। ভারতী ব্রহ্মপত্নীচ বিষ্ণুপত্নী সরস্বতী ॥ নাঃ পঞ্চরাত্র (২।৩।৬৪) ॥৮৮॥

"আত্মারামাশ্চ" শ্লোকের প্রকৃতার্থ এই যে, ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণই সকলের মূলতত্ত্ব। যে সকল ব্যক্তি সকল সময়ে সর্ব্বতোভাবে মায়িক বন্ধন হইতে ভিতরে বাহিরে মুক্ত, তাঁহাদেরই কৃষ্ণভক্তি লাভের সম্ভাবনা। কৃষ্ণগুণ মহাশক্তি-সম্পন্ন। যে সকল ব্যক্তি কৃষ্ণেতর বস্তুর ভোগ কামনা করেন, তাহারা বদ্ধজীব ও কৃষ্ণভজনে বিমুখ ॥৮৯॥

শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র; সুতরাং কৃষ্ণকথিত শ্লোকের ব্যাখ্যা তিনি ব্যতীত অপরে জানে না। সার্ব্বভৌম বর্ণিত ১৩ প্রকার অর্থ ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং অন্য বহু

নিত্যানন্দ-স্বরূপ স্বভাব বাল্য-ভাবে।
আলিঙ্গন করেন পরম অনুরাগে ॥২০২॥
তবে কতদিনে গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীপতি।
সমুদ্র-কূলেতে আসি' করিলা বসতি ॥২০৩॥

সিন্ধুতীরে স্থান অতি রম্য মনোহর।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীগৌরসুন্দর ॥২০৪॥
চন্দ্রবতী রাত্রি, বহে দক্ষিণ-পবন।
বৈসেন সমুদ্রকূলে শ্রীশচীনন্দন ॥২০৫॥

প্রকার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সেই সকল ব্যাখ্যার সন্ধান কৃষ্ণেতর কোন ব্যক্তি অনন্তকালেও পায় না ॥৯৮॥

মোহার—আমার ॥১০৪॥

সার্ব্বভৌম বলিয়াছিলেন যে, বয়সের অল্পতা-নিবন্ধন গৌরসুন্দরের সন্ন্যাসে অধিকার নাই। তাঁহার প্রতিবাদ-সূত্রে শ্রীগৌরসুন্দর নিজ ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন যে, তাঁহারই অধিকার আছে। তুমি বহু বহু জন্ম কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া আমার দর্শনার্থ ব্যগ্র হইয়াছিলে বলিয়াই আমি নীলাচলে তোমার জন্য আসিয়াছি। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমারই অন্তর্গত। তুমি জন্মে জন্মে আমার প্রীতির অনুসন্ধানকারী ॥১০০-১০৫॥

১০৯-সংখ্যার পর অতিরিক্ত পাঠ :—

"শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রীহলমুষল।
রত্নমণি পরিপূর্ণ শ্রীঅঙ্গ উজ্জ্বল ॥
শ্রীবৎসকৌস্তুভহার বক্ষে শোভা করে।
বাম-কক্ষে শিঙ্গাবেত্র মুরলী জঠরে।" ॥১০৯॥

ভগবানের মহালোকময় ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম মূর্চ্ছিত হইলেন। সার্ব্বভৌমের হৃদ্দেশে ষড়্‌ভুজ-মূর্ত্তিযুক্ শ্রীগৌরহরি স্বীয় পাদপদ্ম স্থাপন করিলেন ॥ ১০৭-১১১॥

তথ্য। যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ (কেন উঃ ১৫); মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ। (ভাঃ ১।১।১); ভাঃ ১।৩।৩৭, ৬।৩।১৪-১৫; ভাঃ ৭।৫।১৩; ১০।১৪।২১; ৯।৪।৫৬; ১১।৭।১৭ এবং ১১।২৯।৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥১১৭-১৮॥

অন্বয়। যঃ (শ্রীভগবান্) কালাৎ (কালপ্রভাবাৎ) নষ্টং (লোকাগোচরতাং প্রাপ্তং) নিজং (স্বকীয়ং) ভক্তি-যোগং প্রাদুষ্কর্ত্তুং (পুনর্লোকগোচরতাং প্রাপয়িতুং) কৃষ্ণ-চৈতন্যনামা (কৃষ্ণচৈতন্য ইতি নাম যস্য তাদৃশঃ সন্) আবির্ভূতঃ (জগতি প্রকাশং গতঃ) চিত্তভৃঙ্গঃ (মম চিত্তরূপো ভ্রমরঃ) তস্য (ভগবতঃ) পাদারবিন্দে (শ্রীপদ-কমলে) গাঢ়ং গাঢ়ং (অতিশয়েন) লীয়তাং (নিবিষ্টো ভবতু) ॥১২৩॥

অনুবাদ। যে ভগবান্ কালপ্রভাবে তিরোহিত স্বকীয় ভক্তিযোগ পুনরায় প্রকাশিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, আমার চিত্তভ্রমর তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে গাঢ়রূপে আসক্ত হউক ॥১২৩॥

তথ্য। "কালেন নষ্টা প্রলয়েবাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥" (ভাঃ ১১।১৪।৩)

কৃষ্ণবিমুখ জগতে ভাগ্যের অনুপাতানুসারে ভক্তি উদ্দীপ্ত থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে তর্কাদি প্রবল হইলে ভগবানে সেবা-প্রবৃত্তি মিশ্রভাবাপন্ন হয় এবং কখনও কখনও ক্ষেত্র-বিশেষে বিলুপ্ত হয়। সেই শুদ্ধভক্তির প্রকাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ইহজগতে অবতরণ ॥১২৪-১২৫॥

অন্বয়। একঃ (অদ্বিতীয়স্বরূপঃ) পুরাণঃ (সর্ব্বাদিভূতঃ) কৃপাম্বুধিঃ (দয়াসাগরঃ) যঃ পুরুষঃ (ভগবান্ শ্রীহরিঃ) বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থং (কৃষ্ণেতর-বস্তু বিরক্তি-পরেশানুভূতি-নিজনামরূপ-গুণলীলা-সেবনযোগোপদেশার্থং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপেনাবির্ভূতঃ) অহং তং প্রপদ্যে (শরণং গচ্ছামি) ॥ ১২৬ ॥

অনুবাদ। অদ্বিতীয় সর্ব্বাদিস্বরূপ পরম দয়ালু যে পরমপুরুষ লোকমধ্যে বৈরাগ্য, জ্ঞান এবং স্বীয় ভক্তিযোগ প্রচার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ১২৬ ॥

ফল্গুবৈরাগ্যের অপকর্ষ ও যুক্তবৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তা, ভোগপরবিদ্যার নিরর্থকতা, ত্যাগপরবিদ্যার অকর্ম্মণ্যতা ও সেবাপরাবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা স্থাপন করিবার জন্য নিত্য পুরুষোত্তম বস্তু দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ইহজগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই প্রকারে সার্ব্বভৌম "কালান্নষ্টং" শ্লোক-দ্বয় প্রমুখ শতশ্লোক রচনা করিলেন ॥ ১২৭ ॥

সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক শোভিত চন্দনে।
নিরবধি 'হরেকৃষ্ণ' বোলে শ্রীবদনে ॥২০৬॥
মালায় পূর্ণিত বক্ষ—অতি মনোহর।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া আছয়ে অনুচর ॥২০৭॥

সমুদ্রের তরঙ্গ নিশায় শোভে অতি।
হাসি' দৃষ্টি করে প্রভু তরঙ্গের প্রতি ॥২০৮॥
গঙ্গা-যমুনার যত ভাগ্যের উদয়।
এবে তাহা পাইলেন সিন্ধু মহাশয় ॥২০৯॥

'গুণনাম'-পাঠান্তরে 'গুণধাম' ॥ ১২৯ ॥

ভোগতত্ত্ব জাগতিক বিদ্যা, নশ্বর ধনসমূহ ও সৎকুলে জন্ম-প্রভৃতি বিবিধ বন্ধের কারণ; উহাতেই মানবগণ আবদ্ধ থাকে এবং নিত্য সত্যের উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রীগৌরকৃষ্ণের দর্শনে বঞ্চিত হইয়া মিছাভক্ত সম্প্রদায় বা ভক্তিবিরোধী সম্প্রদায় ভগবৎসেবার কোন উপলব্ধি পায় না, তজ্জন্যই "জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিঃ" শ্লোকের বিচার মতে ভগবন্নামগ্রহণের পরিবর্ত্তে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বিদ্রোহিতা আচরণ করে। অসত্যকে সত্য বলিয়া ভ্রান্ত হওয়ায় তাহাদের এই দুর্গতি অনিবার্য্য ॥ ১৩২ ॥

অর্চ্চা-বিগ্রহরূপে নীলাচলে সেই পরতত্ত্ববস্তু ভোজন-ছলনায় আশ্রিত জনগণকে প্রসাদ দিবার জন্য বসিয়া আছেন ॥ ১৩৫ ॥

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবই শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকে জানিতে পারেন। ইতর জনগণ ইঁহাদের সন্ধান পান না, যেহেতু উঁহারা কিছু হরিগুরুবৈষ্ণব নহেন। দেবগণ পর্য্যন্ত ভগবত-স্বরূপনির্ণয়ে বিমূঢ় হইয়া পড়েন ॥ ১৩৮ ॥

কাকুর্ব্বাদ—কাতর প্রার্থনা, দৈন্যোক্তি ॥ ১৪০ ॥

'যে হেন কীর্ত্তি বয' পাঠান্তরে 'বলি লোক যেন কয়' ॥ ১৪৭ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—"আমি যে কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে প্রকট আছি, ততকাল পর্য্যন্ত তুমি এই সকল কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।" মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ভগবৎস্বরূপ বলিয়া জানিবার জন্য সার্ব্বভৌমকে উপদেশ দিলেন ॥ ১৪৯-১৫০ ॥

তানে—তাঁহাকে ॥ ১৫১ ॥

'আমার বচনে' পাঠান্তরে 'কেহো নাহি জানে' ॥১৫২॥

দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ—অচল, শ্রীগৌরসুন্দর—জঙ্গম জগন্নাথ। ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া সকলেই মর জগতের ভোগসমূহ বিস্মৃত হয় ॥১৫৯॥

'লুট' পাঠান্তরে 'গুটি' বা 'লুটি' ॥ ১৬২ ॥

অনুপাম—আর্ষ, 'অনুপম', তুলনা রহিত ॥ ১৬৩ ॥

'কিবা সে বিগ্রহের সৌন্দর্য্য অনুপম', পাঠান্তরে 'কি শোভা শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্যানুপাম' ॥ ১৬৩ ॥

তথ্য। হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত-রসনো নামগণনা-কৃতগ্রন্থিশ্রেণীসুভগকটীসূত্রোজ্জ্বলকরঃ ॥ (শ্রীপাদরূপ-গোস্বামিকৃত শ্রীচৈতন্যাষ্টক ৫) ॥ ১৬৪ ॥

তথ্য। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গোবরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। ভারত—দানধর্ম্ম ১৪৯ অঃ ॥ ১৬৫ ॥

তথ্য। (ভাঃ ১০।৮৪।৯।১০), (ভাঃ ১০।৮৪।২১; অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ দর্শনং হি তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ। জিহ্বা ফলং ত্বাদৃশ-কীর্ত্তনং হি সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥ (হরিভক্তিসুধোদয় ১৩ অঃ ২ শ্লোক)। তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ। সর্ব্বেন্দ্রিয়-ফল,—এই শাস্ত্রের নিরূপণ ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৬০) ॥ ১৭১ ॥

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর অন্তরঙ্গশিষ্য শ্রীপরমানন্দপুরীকে দর্শন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইল ॥ ১৭২ ॥

সিঞ্চিলেন—অভিষিক্ত করিলেন ॥ ১৭৩ ॥

শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য—যিনি পরবর্ত্তিকালে দামোদর-স্বরূপ বলিয়া অভিহিত এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীপরমানন্দপুরী—উভয়েই শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গলাভে অধিকারী। শ্রীপরমানন্দপুরী ও শ্রীস্বরূপের সহিত মহাপ্রভুর দিবারাত্রি অবস্থান ও শ্রীস্বরূপের মুখে শ্রীরাধা-গোবিন্দের গানরূপ সম্প্রদানই তাঁহাদিগকে 'অধিকারী' করিয়াছিল ॥ ১৮১ ॥

শ্রীভগবান্ আচার্য্য কোন দিনই ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে বিষয়-কথা শ্রবণ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণাদিই তাঁহার শ্রবণীয় বিষয় ছিল ॥ ১৮৮ ॥

উদ্দাম—স্বেচ্ছাময় ॥ ১৯২ ॥

হেন মতে সিন্ধুতীরে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
বসতি করেন লই' সর্ব্ব অনুচর ॥২১০॥
সর্ব্ব-রাত্রি সিন্ধু-তীরে পরম-বিরলে।
কীর্ত্তন করেন প্রভু মহা কুতূহলে ॥২১১॥
তাণ্ডব-পণ্ডিত প্রভু নিজ-প্রেম-রসে।
করেন তাণ্ডব ভক্তগণ সুখে ভাসে ॥২১২॥
রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, গর্জ্জন।
স্বেদ, বহুবিধ-বর্ণ হয় ক্ষণে ক্ষণ ॥২১৩॥
যত ভক্তি-বিকার—সকল একেবারে।
পরিপূর্ণ হয় আসি প্রভুর শরীরে ॥২১৪॥
যত ভক্তি-বিকার—সবেই মূর্ত্তিমন্ত।
সবেই ঈশ্বর-কলা—মহাজ্ঞানবন্ত ॥২১৫॥
আপনে ঈশ্বর নাচে বৈষ্ণব-আবেশে।
জানি সবে নিরবধি থাকে প্রভু-পাশে ॥২১৬॥
অতএব তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ প্রেম-সনে।
নাহিক শ্রীগৌরসুন্দরের কোন ক্ষণে ॥২১৭॥

যত শক্তি ঈষৎ লীলায় করে প্রভু।
সেহ আর অন্যে সম্ভাবনা নহে কভু ॥২১৮॥
ইহাতে সে তান শক্তি অসম্ভাব্য নয়।
সর্ব্ব বেদে ঈশ্বরের এই তত্ত্ব কয় ॥২১৯॥
যে প্রেমপ্রকাশে প্রভু চৈতন্য গোসাঞি।
তাঁহা বই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই ॥২২০॥
এতেকে যে শ্রীচৈতন্য প্রভুর উপমা।
তাঁহা বই আর দিতে নাহি কভু সীমা ॥২২১॥
সবে যারে শুভ-দৃষ্টি করেন আপনে।
সে তাহান শক্তি ধরে, তাঁর তত্ত্ব জানে ॥২২২॥
অতএব সর্ব্বভাবে ঈশ্বর-শরণ।
লইলে সে ভক্তি হয়, খণ্ডয়ে বন্ধন ॥২২৩॥
যে প্রভুরে অজ-ভব-আদি ঈশ-গণে।
পূর্ণ হইয়াও নিরবধি ভাবে মনে ॥২২৪॥
হেন প্রভু আপনে সকল-ভক্ত সঙ্গে।
নৃত্য করে আপনার প্রেম-যোগ-রঙ্গে ॥২২৫॥

পড়িছাবিগণের (পড়িছাবী, সংস্কৃত প্রতিহারীর অপভ্রংশ) দ্বাররক্ষকগণ, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবাপরাধিগণের দণ্ডবিধাতৃগণ ॥১৯৩॥

অবধূত—সন্ন্যাসী ॥১৯৮॥

চন্দ্রবতী—জ্যোৎস্নাময়ী, চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিতা ॥২০৫॥

শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় গঙ্গাদেবী ভাগ্যবতী হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন-লীলাকালে যমুনাদেবী সেই সৌভাগ্য লাভ করেন। রত্নাকর স্বীয় তটে শ্রীগৌরসুন্দরের বাসকালে দেবীদ্বয়ের সেই সৌভাগ্য লাভ করিলেন ॥২০৯॥

তাণ্ডব—নৃত্য, উদ্দণ্ডনৃত্য ॥২১২॥

তথ্য। তস্মূর্দ্ধরত্ননিকরস্পরশাতিতাম্র পাদাম্বুজোঽখিল কলাদিগুরুর্ননর্ত্ত ॥ (ভাঃ ১০।১৬।২৬) ॥২১২॥

সেবাবৈচিত্র্য মূর্ত্তিমান্ হইয়া সাক্ষাৎ চৈতন্যময় প্রাকট্যে ভগবানের সেবাবিকাশের পরিচয় দিতে লাগিল। বিকার শব্দের যে অনুপাদেয়তা বা হেয়তা প্রপঞ্চে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবদ্ভক্তির বিচারে ঐ ভক্তিবিকার অনাদরণীয় নহে। অভক্তি-বিকার-বাদ বা বিবর্ত্তবাদ বেদান্তবিচারে গর্হণীয়। ভক্তিবিকার পরম চমৎকার ও প্রপঞ্চাতীত ॥২১৫॥

ভগবানে সর্ব্ববিধ বিরুদ্ধশক্তি নিত্য অবস্থিত; সুতরাং কোন শক্তিরই তাঁহাতে অসম্ভাবনা নাই; সকল বেদশাস্ত্রই পরতত্ত্বসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া থাকেন ॥২১৯॥

তথ্য। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ (শ্বেঃ উঃ ৬।৮)

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্। (শ্বেঃ উঃ ১।৩)। শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জ্জয়া। বিদ্যয়াঽবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্ ॥ (ভাঃ ১০।৩৯।৫৫) ॥২১৯॥

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমপ্রাকট্য ব্যতীত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আর কোন তাৎপর্য্য নাই। ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুই সেই প্রেমপ্রকাশতাৎপর্য্যপর ॥২২০॥

ভগবানের শরণ গ্রহণ করিলে জীব সর্ব্বপ্রকারে ভোগবন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥২২৩॥

তথ্য। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥
(গীতা ১৮।৬৬); (ভাঃ ২।৭।৪১) ॥২২৩॥

কভি—কিয়ৎ পরিমাণে, কদাপি ॥২২৮॥

সে সব ভক্তের পায়ে মোর নমস্কার।
গৌরচন্দ্র সঙ্গে যাঁর কীর্ত্তন-বিহার ॥২২৬॥
হেন মতে সিন্ধু-তীরে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্বরাত্রি নৃত্য করে অতি মনোহর ॥২২৭॥
নিরবধি গদাধর থাকেন সংহতি।
প্রভু-গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কতি ॥২২৮॥
কি ভোজন, কি শয়নে, কিবা পর্য্যটনে।
গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে ॥২২৯॥
গদাধর সম্মুখে পড়েন ভাগবত।
শুনি' প্রভু হন প্রেম-রসে মহামত্ত ॥২৩০॥
গদাধর-বাক্যে মাত্র প্রভু সুখী হয়।
ভ্রমে গদাধর সঙ্গে বৈষ্ণব আলয় ॥২৩১॥
একদিন প্রভু পুরী গোসাঞির মঠে।
বসিলেন গিয়া তান পরম নিকটে ॥২৩২॥
পরমানন্দ পুরীরে প্রভুর বড় প্রীত।
পূর্ব্বে যেন শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন দুই মিত ॥২৩৩॥
কৃষ্ণ-কথা পরস্পর রহস্য-প্রসঙ্গে।
নিরবধি পুরী-সঙ্গে থাকে প্রভু রঙ্গে ॥২৩৪॥
পুরী গোসাঞির কূপে ভাল নহে জল।
অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানি সকল ॥২৩৫॥
পুরী গোসাঞিরে প্রভু পুছিলা আপনি।
"কূপে জল কেমত হইল কহ শুনি ॥" ২৩৬॥
পুরী বলে,—"সেহ বড় অভাগিয়া কূপ।
জল হৈল যেন ঘোর কর্দ্দমের রূপ ॥" ২৩৭॥

পুরী গোস্বামীর কৃষ্ণসেবার কূপে কর্দ্দমাক্ত জলের কথা শ্রবণে মহাপ্রভুর খেদ ও জলের মলিনতার কারণ ব্যাখ্যা—

শুনি' প্রভু হায় হায় করিতে লাগিলা।
প্রভু বলে,—"জগন্নাথ-কৃপণ হইলা ॥২৩৮॥
পুরীর কূপের জল পরশিবে যে।
সর্ব্ব পাপ থাকিলেও তরিবেক সে ॥২৩৯॥
অতএব জগন্নাথ দেবের মায়ায়।
নষ্ট জল হৈল—যেন কেহ নাহি খায় ॥" ২৪০॥

প্রভুর বরপ্রদান—"কূপে ভোগবতী গঙ্গা প্রবিষ্ট হউন"—

এত বলি' মহাপ্রভু আপনে উঠিলা।
তুলিয়া শ্রীভুজ দুই কহিতে লাগিলা ॥২৪১॥
"জগন্নাথ মহাপ্রভু, এই মোর বর।
গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর ॥২৪২॥
ভোগবতী গঙ্গা যে আছেন পাতালেতে।
তাঁরে আজ্ঞা কর এই কূপে প্রবেশিতে ॥" ২৪৩॥
সর্ব্ব ভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি'।
উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরি-ধ্বনি ॥২৪৪॥
তবে কতক্ষণে প্রভু বাসায় চলিলা।
ভক্তগণ সবে গিয়া শয়ন করিলা ॥২৪৫॥

গঙ্গার প্রভুর আজ্ঞা-পালন—

সেইক্ষণে গঙ্গা-দেবী আজ্ঞা করি শিরে।
পূর্ণ হই' প্রবেশিলা কূপের ভিতরে ॥২৪৬॥

প্রভাতেই কূপ নির্ম্মল-জলে পরিপূর্ণ—

প্রভাতে উঠিয়া সবে দেখেন অদ্ভুত।
পরম-নির্ম্মল-জলে পরিপূর্ণ কূপ ॥২৪৭॥

পুরীগোস্বামী ও ভক্তগণের আনন্দ—

আশ্চর্য্য দেখিয়া 'হরি' বলে ভক্তগণ।
পুরী গোসাঞি হইলা আনন্দে অচেতন ॥২৪৮॥

সকলের কূপ প্রদক্ষিণ—

গঙ্গার বিজয় সবে বুঝিয়া কূপেতে।
কূপ প্রদক্ষিণ সবে লাগিলা করিতে ॥২৪৯॥

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী নিরন্তর মহাপ্রভুর নিকট অবস্থান করিয়া সকল রাত্রি সিন্ধুতটে নৃত্যগীতাদির দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের চিত্তবিনোদন করিতেন। কোন সময়েই শ্রীল গদাধর পণ্ডিত প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট হইতে অন্যত্র অবস্থান করিতেন না। ভোজনকালে, শয়নকালে, ভ্রমণ-কালে শ্রীগদাধর পণ্ডিতপ্রভুই ভগবানের সর্ব্বক্ষণ সেবা করিতেন। গদাধর পণ্ডিতই সর্ব্বক্ষণ ভাগবত-শ্লোকসমূহ মহাপ্রভুর নিকট কীর্ত্তন করিতেন। গদাধর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে বৈষ্ণবগণের গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর উপস্থিত হইতেন ॥২২৮-২৩১॥

মহাপ্রভুর আগমন—

মহাপ্রভু শুনিয়া আইলা সেই ক্ষণে।
জল দেখি' পরম-আনন্দ-যুক্ত মনে ॥২৫০॥

প্রভুকর্ত্তৃক পুরীগোস্বামীর কূপের মাহাত্ম্য-প্রচার, কূপজলে স্নান-ফলে গঙ্গা-স্নানের ফল, কৃষ্ণভক্তির লাভ—

প্রভু বলে,—"শুনহ সকল ভক্তগণ।
এ কূপের জলে যে করিবে স্নান পান ॥২৫১॥
সত্য সত্য হৈব তার গঙ্গা-স্নান ফল।
কৃষ্ণ-ভক্তি হৈব তার পরম নির্ম্মল॥" ২৫২॥

প্রভুর বাক্যে ভক্তগণের হরিধ্বনি—

সর্ব্ব ভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি'।
উচ্চ করি' বলিতে লাগিলা হরি ধ্বনি ॥২৫৩॥
পুরী গোসাঞির কূপে সেই দিব্য জলে।
স্নান পান করে প্রভু মহা কুতূহলে ॥২৫৪॥
প্রভু বলে,—"আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে।
জানিহ কেবল পুরী গোসাঞির প্রীতে ॥২৫৫॥
পুরী গোসাঞির আমি—নাহিক অন্যথা।
পুরী বেচিলেও আমি বিকাই সর্ব্বথা ॥২৫৬॥
সকৃৎ যে দেখে পুরী গোসাঞিরে মাত্র।
সেহ হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-পাত্র॥" ২৫৭॥
পুরীর মহিমা তবে কহিয়া সবারে।
কূপ ধন্য করি' প্রভু চলিলা বাসারে ॥২৫৮॥

প্রভুর পুরীগোসাঞি মাহাত্ম্য-বর্ণন—
কৃতঘ্ন কে?—

ঈশ্বর সে জানে ভক্ত-মহিমা বাড়া'তে।
হেন প্রভু না ভজে কৃতঘ্ন কোন মতে ॥২৫৯॥

ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্য—

ভক্তরক্ষা লাগি' প্রভু করে অবতার।
নিরবধি ভক্ত-সঙ্গে করেন বিহার ॥২৬০॥

প্রাকৃত-নীতি-বিগর্হিত-কার্য্য করিয়াও ভক্ত-প্রীতি-নীতির শ্রেষ্ঠতা প্রচারক ভগবান্—

অকর্ত্তব্য করে নিজ সেবক রাখিতে।
তার সাক্ষী বালি বধে সুগ্রীব-নিমিত্তে ॥২৬১॥
সেবকের দাস্য প্রভু করে নিজানন্দে।
অজয় চৈতন্যসিংহ জিনে ভক্ত-বৃন্দে ॥২৬২॥

সপার্ষদ প্রভুর সমুদ্রতীরে কীর্ত্তন-বিহার সমুদ্রের সৌভাগ্য-জনক—

ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু সমুদ্রের তীরে।
সর্ব্ব বৈকুণ্ঠাদি-নাথ কীর্ত্তনে বিহরে ॥২৬৩॥
বাসা করিলেন প্রভু সমুদ্রের তীরে।
বিহরেন প্রভু ভক্তি আনন্দ-সাগরে ॥২৬৪॥
এই অবতারে সিন্ধু কৃতার্থ হইতে।
অতএব লক্ষ্মী জন্মিলেন তাহা হৈতে ॥২৬৫॥

সিন্ধুস্নানে নীলাচলবাসীর শুভোদয়—

নীলাচলবাসীর যে কিছু পাপ হয়।
অতএব সিন্ধুস্নানে সব যায় ক্ষয় ॥২৬৬॥

গঙ্গাদেবীর সিন্ধুসহ মিলন—

অতএব গঙ্গাদেবী বেগবতী হইয়া।
সেই ভাগ্যে সিন্ধু মাঝে মিলিলা আসিয়া ॥২৬৭॥
হেন মতে সিন্ধুতীরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
বৈসেন সকল মতে সিন্ধু করি' ধন্য ॥২৬৮॥

পুরী গোসাঞির কূপ—শ্রীজগন্নাথমন্দিরের পশ্চিমের রাস্তার কিয়দ্দূরে অবস্থিত কূপটী। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই কূপটী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। উহার নিকটেই পুলিশষ্টেশন ॥২৩৫॥

বিজয়—আগমন ॥২৪৯॥ সকৃৎ—একবার ॥২৫৭॥

তথ্য। (ভাঃ ৩।৪।১৭) ; (ভাঃ ১০।৪৮।২৬) ॥২৫৯॥

তথ্য। (ভাঃ ১০।১৪।২০) ; (ভাঃ ৩।২।১৫-১৬) ॥২৬০॥

অকর্ত্তব্য—যাহা প্রাকৃত জগতে অকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় ॥২৬১॥ এই পয়ারের পাঠান্তরে—

ভক্তবাৎসল্য প্রভুর কে পারে কহিতে।
অকর্ত্তব্য করে প্রভু সেবক রাখিতে ॥

তথ্য। (ভাঃ ১০।৮৬।৫৯) ; (ভাঃ ১০।৯।১৯) ॥২৬২॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু সিন্ধুতটে নীলাচলে ভাবীকালে আসিবেন বলিয়াই রত্নাকরের তনয়ারূপে লক্ষ্মীদেবীর জন্ম ॥২৬৫॥

প্রভুর নীলাদ্রিগমনকালে উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধাভিযানোপলক্ষে অন্যত্র অবস্থানহেতু নীলাচলে অনুপস্থিত—

যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে ॥২৬৯॥
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়নগরে।
অতএব প্রভু না দেখিলা সেইবারে ॥২৭০॥

প্রভুর নীলাচলে কিছুকাল বাসের পর পুনঃ গৌড়দেশে বিজয়—

ঠাকুর থাকিয়া কতদিন নীলাচলে।
পুনঃ গৌড়দেশে আইলেন কুতূহলে ॥২৭১॥

গঙ্গার প্রতি কৃপা করিবার জন্য গৌড়দেশে আগমন—

গঙ্গা প্রতি মহা অনুরাগ বাড়াইয়া।
অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আইলা চলিয়া ॥২৭২॥

সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে আগমন—

সার্ব্বভৌমভ্রাতা বিদ্যা-বাচস্পতি নাম।
শান্ত-দান্ত-ধর্ম্মশীল মহাভাগ্যবান্ ॥২৭৩॥
সর্ব্ব-পারিষদ-সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর।
আচম্বিতে আসি' উত্তরিলা তাঁর ঘর ॥২৭৪॥

বাচস্পতির প্রভু-অভ্যর্থনা—

বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৃহে অতিথি পাইয়া।
পড়িলেন বাচস্পতি দণ্ডবৎ হৈয়া ॥২৭৫॥
হেন সে আনন্দ হৈল বিপ্রের শরীরে।
কি বিধি করিব তাহা কিছুই না স্ফুরে ॥২৭৬॥
প্রভুও তাঁহারে করিলেন আলিঙ্গন।
প্রভু বলে,—"শুন কিছু আমার বচন ॥২৭৭॥
চিত্ত মোর হইয়াছে মথুরা যাইতে।
কথো দিন গঙ্গাস্নান ক[illegible]থাতে ॥২৭৮॥

প্রভুর কিছুদিন গঙ্গা-স্নানান্তে মথুরা গমনের অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া বাচস্পতির নিকট হইতে নির্জ্জন স্থান যাচ্ঞা লীলা—

নিভৃতে আমারে একখানি দিবা স্থান।
যেন কথো দিন মুঞি করোঁ গঙ্গাস্নান ॥২৭৯॥
তবে শেষে মোরে মথুরায় চালাইবা।
যদি মোরে চাহ ইহা অবশ্য করিবা ॥" ২৮০॥

বাচস্পতির আনন্দ-প্রকাশ

শুনিয়া প্রভুর বাক্য বিদ্যা-বাচস্পতি।
লাগিলেন কহিতে হইয়া নম্র-মতি ॥২৮১॥
বিপ্র বলে,—"ভাগ্য সব বংশের আমার।
যথায় চরণ-ধূলি আইল তোমার ॥২৮২॥
মোর ঘর দ্বার যত—সকল তোমার।
সুখে থাক তুমি কেহ না জানিব আর ॥" ২৮৩॥
শুনি তাঁর বাক্য প্রভু সন্তোষ হইলা।
তান ভাগ্যে কতদিন তথাই রহিলা ॥২৮৪॥

সূর্য্যোদয় গোপন করা অসম্ভব, বাচস্পতির গৃহে প্রভুর আগমন-বার্ত্তা-বিস্তার—

সূর্য্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয়।
সর্ব্বলোক শুনিলেক প্রভুর-বিজয় ॥২৮৫॥
নবদ্বীপ-আদি সর্ব্বদিকে হৈল ধ্বনি।
"বাচস্পতি ঘরে আইলা ন্যাসি চূড়ামণি ॥" ২৮৬॥
শুনিয়া লোকের হইল চিত্তের উল্লাস।
সশরীরে যেন হৈল বৈকুণ্ঠেতে বাস ॥২৮৭॥

লোকবৃন্দের অপার আনন্দ ও প্রভুকে দর্শনের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা—

আনন্দে সকল লোক বলে 'হরি হরি'।
স্ত্রী-পুত্র-দেহ-গেহ সকল পাসরি ॥২৮৮॥
অন্যোহন্যে সর্ব্ব লোকে করে কোলাহল।
"চল দেখি গিয়া তান চরণ-যুগল ॥" ২৮৯॥

যেকালে মহাপ্রভু নীলাচলে আসিয়া পৌছিলেন, সেই সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্র নীলাচলে ছিলেন না। তিনি দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্যে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন ॥২৭০॥

বিদ্যাবাচস্পতি—বিদ্যানগরবাসী পণ্ডিত বিশারদের পুত্র ও শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা। ইঁহারই গৃহে বিদ্যানগরে মহাপ্রভু কয়েক দিবস বাস করিয়াছিলেন ॥২৭৩॥

গেহ—গৃহ ॥২৮৮॥

এত বলি' সর্ব্ব লোক পরম-উল্লাসে।
আগু পাছু গুরুলোক নাহিক সম্ভাষে ॥২৯০॥

গৌরাঙ্গদর্শনে বাচস্পতি-গৃহাভিমুখে লোকসঙ্ঘের যাত্রা ও তাহাদের উৎকণ্ঠার নিদর্শন—

অনন্ত অর্ব্বুদ লোক বলি 'হরি হরি'।
চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥২৯১॥
পথ নাহি পায় কেহ লোকের গহনে।
বন ডাল ভাঙ্গি যায় প্রভুর দর্শনে ॥২৯২॥
শুন শুন আরে ভাই, চৈতন্য-আখ্যান।
যেরূপে করিলা প্রভু সর্ব্ব-জীবত্রাণ ॥২৯৩॥
বন ডাল কণ্টক ভাঙ্গিয়া লোক ধায়।
তথাপি আনন্দে কেহ দুঃখ নাহি পায় ॥২৯৪॥
লোকের গহনে যত অরণ্য আছিল।
ক্ষণেকে সকল দিব্য পথময় হৈল ॥২৯৫॥
সবদিকে লোক সব 'হরি' বলি যায়।
হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥২৯৬॥
কেহ বলে,—"মুঞি তান ধরিয়া চরণ।
মাগিমু—যেমতে মোর খণ্ডয়ে বন্ধন ॥" ২৯৭॥
কেহ বলে,—"মুঞি তানে দেখিলে নয়নে।
তবেই সকল পাঙ, মাগিমু বা কেনে ॥" ২৯৮॥
কেহ বলে,—"মুঞি তান না জানোঁ মহিমা।
যত নিন্দা করিয়াছোঁ, তার নাহি সীমা ॥২৯৯॥
এবে তান পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে।
মাগিমু কিরূপে মোর সে পাপ ঘুচয়ে ॥" ৩০০॥
কেহ বলে,—"মোর পুত্র পরম জুয়ার।
মোরে এই বর যেন না খেলায় আর ॥" ৩০১॥
কেহ বলে,—"এই মোর বর কায়মনে।
তাঁর পাদপদ্ম যেন না ছাড়োঁ কখনে ॥" ৩০২॥
কেহ বলে,—"ধন্য ধন্য মোর এই বর।
কভু যেন না পাসরোঁ গৌরাঙ্গসুন্দর ॥" ৩০৩॥
এই মত বলিয়া আনন্দে সর্ব্বজন।
চলিয়া যায়েন সবে, পরানন্দ মন ॥৩০৪॥

খেয়াঘাটে বিপুল লোকসঙ্ঘ—

ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়া-ঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে ॥৩০৫॥
সহস্র সহস্র লোক এক-না'য়ে চড়ে।
বড় বড় নৌকা সেইক্ষণে ভাঙ্গি পড়ে ॥৩০৬॥
নানাদিকে লোক খেয়ারিরে বস্ত্র দিয়া।
পার হই যায় সবে আনন্দিত হৈয়া ॥৩০৭॥
নৌকা যে না পায়, তারা নানা বুদ্ধি করে।
ঘট বুকে দিয়া কেহ গঙ্গায় সাঁতারে ॥৩০৮॥
কেহ বা কলার গাছ বান্ধি' করে ভেলা।
কেহ কেহ সাঁতারিয়া যায় করি' খেলা ॥৩০৯॥

চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মাণ্ডভেদী হরিধ্বনি—

চতুর্দ্দিকে সর্ব্বলোক করে হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেন মত শুনি ॥৩১০॥

বাচস্পতির নৌকা সংগ্রহ—

সত্বরে আসিলা বাচস্পতি মহাশয়।
করিলেন অনেক নৌকার সমুচ্চয় ॥৩১১॥

নৌকার অপেক্ষা না করিয়াই বহু লোকের নদী-উত্তরণ—

নৌকার অপেক্ষা আর কেহ নাহি করে।
নানা মতে পার হয় যে যেমতে পারে ॥৩১২॥
হেন আকর্ষণ মন শ্রীচৈতন্যদেবে।
এহো কি ঈশ্বর-বিনে অন্যেরি সম্ভবে ? ৩১৩॥

সকলের বাচস্পতির সৌভাগ্য-প্রশংসা ও বিজ্ঞপ্তি—

হেন মতে গঙ্গা পার হই' সর্ব্বজন।
সবেই ধরেন বাচস্পতির চরণ ॥৩১৪॥
"পরম সুকৃতি তুমি মহা ভাগ্যবান্।
যার ঘরে আইলা চৈতন্য ভগবান্ ॥৩১৫॥
এতেকে তোমার ভাগ্য কে বলিতে পারে।
এখনে নিস্তার কর আমা সবাকারে ॥৩১৬॥
ভবকূপে পতিত পাপিষ্ঠ আমি সব।
এক গ্রামে—না জানিল তান অনুভব ॥৩১৭॥
এখনে দেখাও তান চরণযুগল।
তবে আমি পাপী সব হইব সফল ॥" ৩১৮॥

লোকের গহনে—লোকের ভীড়ে ॥ ২৯২ ॥

সমুচ্চয়—সংগ্রহ ॥ ৩১১ ॥

লোকের আর্ত্তিদর্শনে বাচস্পতির আনন্দ-ক্রন্দন—

দেখিয়া লোকের আর্ত্তি বিদ্যা-বাচস্পতি।
সন্তোষে রোদন করে বিপ্র মহামতি ॥৩১৯॥

লোকসজ্বসহ বাচস্পতির নিজভবনে প্রবেশ—

সবা' লই আইলেন আপন মন্দিরে।
লক্ষ কোটি লোক মহা হরিধ্বনি করে ॥৩২০॥

সর্ব্বত্র কেবল হরিবোল রব—

হরিধ্বনি মাত্র শুনি সবার বদনে।
আর বাক্য কেহ নাহি বোলে নাহি শুনে ॥৩২১॥

হরিধ্বনি শ্রবণে মহাপ্রভুর বাহিরে আগমন—

করুণা সাগর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সবা উদ্ধারিতে হইয়াছেন গোচর ॥ ৩২২॥
হরিধ্বনি শুনি' প্রভু পরম সন্তোষে।
হইলেন বাহির লোকের ভাগ্যবশে ॥৩২৩॥

শ্রীগৌররূপমাধুর্য্য—

কি সে শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্য মনোহর।
সে রূপের উপমা—সেই সে কলেবর ॥৩২৪॥
সর্ব্বদায় প্রসন্ন শ্রীমুখ বিলক্ষণ।
আনন্দ ধারায় পূর্ণ দুই শ্রীনয়ন ॥৩২৫॥
ভক্তগণে লেপিয়াছে শ্রীঅঙ্গে চন্দন।
মালায় পূর্ণিত বক্ষ, গজেন্দ্রগমন ॥৩২৬॥
আজানু-লম্বিত দুই শ্রীভুজ তুলিয়া।
'হরি' বলি' সিংহনাদ করেন গর্জ্জিয়া ॥৩২৭॥

সকলের হরিনাকে নৃত্য, দণ্ডবৎ, স্তব—

দেখিয়া প্রভুরে চতুর্দ্দিকে সর্ব্বলোকে।
'হরি' বলি নৃত্য সবে করেন কৌতুকে ॥৩২৮॥
দণ্ডবৎ হই সবে পড়ে ভূমিতলে।
আনন্দে হইয়া মগ্ন 'হরি হরি' বলে ॥৩২৯॥

দুই বাহু তুলি' সর্ব্বলোক স্তুতি করে।
"উদ্ধারহ প্রভু, আমা সব পাপিষ্ঠেরে ॥" ৩৩০॥

প্রভুর "কৃষ্ণে মতিরস্তু"—এই আশীর্ব্বাদ ও কৃষ্ণভজনে আদেশ—

ঈষৎ হাসিয়া প্রভু সর্ব্ব লোক প্রতি।
আশীর্ব্বাদ করেন "কৃষ্ণেতে হউ মতি ॥৩৩১॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ ॥" ৩৩২॥

আশীর্ব্বাদ-শ্রবণে লোকবৃন্দের স্তুতিবাদ—

সর্ব্বলোকে 'হরি' বলে শুনি আশীর্ব্বাদ।
পুনঃ পুনঃ সবেই করেন কাকুর্ব্বাদ ॥৩৩৩॥
"জগৎ-উদ্ধার লাগি' তুমি গূঢ়রূপে।
অবতীর্ণ হৈলা শচী-গর্ভে নবদ্বীপে ॥৩৩৪॥
আমি সব পাপিষ্ঠ তোমারে না চিনিয়া।
অন্ধকূপে পড়িলাঙ আপনা' খাইয়া ॥৩৩৫॥
করুণা সাগর তুমি পরহিতকারী।
কৃপা কর আর যেন তোমা' না পাসরি ॥" ৩৩৬॥
এইমতে সর্ব্বদিকে লোকে স্তুতি করে।
হেন রঙ্গ করায়েন গৌরাঙ্গসুন্দরে ॥৩৩৭॥

লোকে লোকারণ্য ও লোকের আর্ত্তি—

মনুষ্যে হইল পরিপূর্ণ সর্ব্বগ্রাম।
নগর চত্বর প্রান্তরেও নাহি স্থান ॥৩৩৮॥
দেখিতে সবার পুনঃ পুনঃ আর্ত্তি বাড়ে।
সহস্র সহস্র লোক একে-বৃক্ষে চড়ে ॥৩৩৯॥
গৃহের উপরে বা কত লোক চড়ে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় ঘর ভাঙ্গিয়া না পড়ে ॥৩৪০॥
দেখি মাত্র সর্ব্ব লোক শ্রীচন্দ্রবদন।
'হরি' বলি সিংহনাদ করে ঘনে ঘন ॥৩৪১॥
নানাদিক থাকি লোক আইসে সদায়।
শ্রীমুখ দেখিয়া কেহ ঘরে নাহি যায় ॥৩৪২॥

লোকসঙ্ঘ এড়াইবার জন্য প্রভুর বাচস্পতির অগোচরেই গোপনে কুলিয়ায় গমন—

নানা রঙ্গ জানে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
লুকাইয়া গেলা প্রভু কুলিয়া নগর ॥৩৪৩॥
নিত্যানন্দ আদি জন কত সঙ্গে লৈয়া।
চলিলেন বাচস্পতিরেও না কহিয়া ॥৩৪৪॥
কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
তথা সর্ব্বলোক হইল পরম কাতর ॥৩৪৫॥

প্রভুর অদর্শনে বাচস্পতির ক্রন্দন—

চতুর্দ্দিকে বাচস্পতি লাগিলা চাহিতে।
কোথা গেলা প্রভু, নাহি পায়েন দেখিতে ॥৩৪৬॥
বিচার করিয়া বিপ্র প্রভু না দেখিয়া।
কান্দিতে লাগিলা ঊর্দ্ধ-বদন করিয়া ॥৩৪৭॥

প্রভুর বাহিরে আগমনের অপেক্ষায় ও অনুমানে লোকসঙ্ঘের হরিধ্বনি—

'বিরলে আছেন প্রভু বাড়ীর ভিতরে।'
এই জ্ঞান হইয়াছে সবার অন্তরে ॥৩৪৮॥
বাহির হয়েন প্রভু হরিনাম শুনি।
অতএব সবে বোলে মহা-হরি-ধ্বনি ॥৩৪৯॥
কোটি কোটি লোকে হেন হরিধ্বনি করে।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালাদি সর্ব্বলোক পূরে ॥৩৫০॥

প্রভুর গোপনে স্থানত্যাগের বার্ত্তা লোকসঙ্ঘকে বাচস্পতির বিজ্ঞাপন—

কতক্ষণে বাচস্পতি হইয়া বাহিরে।
প্রভুর বৃত্তান্ত আসি' কহিলা সবারে ॥৩৫১॥
"কত রাত্রি কোন্ দিকে হেন নাহি জানি।
আমা-পাপিষ্ঠেরে বঞ্চি গেলা ন্যাসি-মণি ॥৩৫২॥
সত্য কহি ভাই সব, তোমা সবা' স্থানে।
না জানি চৈতন্য গিয়াছেন কোন্ গ্রামে ॥" ৩৫৩॥

বাচস্পতির বাক্যে লোকের প্রত্যয়াভাব—

যত মতে বাচস্পতি কহেন লোকেরে।
প্রতীত কাহারো নাহি জন্ময়ে অন্তরে ॥৩৫৪॥
'লোকের গহন দেখি আছেন বিরলে।'
এই জ্ঞানে সবাই আছেন কুতূহলে ॥৩৫৫॥

কাহারও কাহারও বিরলে বাচস্পতিকে প্রভুপ্রদর্শনার্থ অনুরোধ—

কেহ কেহ সাধে বাচস্পতিরে বিরলে।
"আমারে দেখাও আমি কেবল একলে ॥" ৩৫৬॥
সর্ব্বলোক ধরে বাচস্পতির চরণে।
"একবার মাত্র তাঁরে দেখিমু নয়নে ॥৩৫৭॥
তবে সবে ঘরে যাই আনন্দিত হৈয়া।
এই বাক্য প্রভু স্থানে জানাইবা গিয়া ॥৩৫৮॥
কভু নাহি লঙ্ঘিবেন তোমার বচন।
যেমতে আমরা পাপী পাই দরশন ॥" ৩৫৯॥
যত মতে বাচস্পতি প্রবোধিয়া কয়।
কাহার চিত্তেতে আর প্রত্যয় না হয় ॥৩৬০॥
কথোক্ষণে সর্ব্ব লোক দেখা না পাইয়া।
বাচস্পতিরেও বোলে মুখর হইয়া ॥৩৬১॥
"ঘরে লুকাইয়া বাচস্পতি ন্যাসি-মণি।
আমা' সবা' ভাণ্ডেন কহিয়া মিথ্যা বাণী ॥৩৬২॥

বাচস্পতির প্রতি অনুযোগমুখে লোকসঙ্ঘের সুজনের ধর্ম্ম কথন—

আমরা তরিলে বা উহার কোন্ দুঃখ।
আপনেই তরি' মাত্র এই কোন্ সুখ ॥" ৩৬৩॥
কেহ বলে,—"সু-জনের এই ধর্ম্ম হয়।
সবার উদ্ধার করে হইয়া সদয় ॥৩৬৪॥
'আপনার ভাল হউ' যে তে জন দেখে।
সুজন আপনা' ছাড়িয়াও পর রাখে ॥" ৩৬৫॥
কেহ বলে,—"ব্যাভারেও মিষ্টদ্রব্য আনি।
একা উপভোগ কৈলে অপরাধ গণি' ॥৩৬৬॥
এত মিষ্ট ত্রিভুবনে অতি অনুপাম।
একেশ্বর ইহা কি করিতে আছে পান ॥" ৩৬৭॥
কেহ বলে,—"বিপ্র কিছু কপট-হৃদয়।
পর উপকারে তত নহেন সদয় ॥" ৩৬৮॥

বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ হইতে প্রভু গোপনে কিয়দ্দূরে অবস্থিত বর্ত্তমান কুলিয়া নগরে নবদ্বীপের অপর পারে চলিয়া গেলেন; কিন্তু লোকেরা মহাপ্রভুর দর্শনার্থী হইয়া বাচস্পতির গৃহে প্রভুকে না পাইয়া ও বাচস্পতির কথা

প্রভুর বিরহদুঃখের উপর আবার লোকের অনুযোগ-বাক্যে বাচস্পতি ব্যথিত—

একে বাচস্পতি দুঃখী প্রভুর বিরহে।
আরো সর্ব্ব লোকেও দুর্জ্জয়-বাণী কহে ॥৩৬৯॥
দুই মতে দুঃখী বিপ্র পরম উদার।
না জানেন কোন্ মতে হয় প্রতীকার ॥৩৭০॥

অনৈক ব্রাহ্মণের বাচস্পতির নিকট প্রভুর কুলিয়া বিজয়ের কথা গোপনে নিবেদন—

হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
বাচস্পতি-কর্ণমূলে কহিলা বচন ॥৩৭১॥
"চৈতন্যগোসাঞি গেলা কুলিয়া নগর।
এবে যে জুয়ায় তাহা করহ সত্বর ॥" ৩৭২॥

বাচস্পতির আনন্দ ও ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন—

শুনি মাত্র বাচস্পতি পরম-সন্তোষে।
ব্রাহ্মণেরে আলিঙ্গন দিলেন হরিষে ॥৩৭৩॥

সকলের নিকট এই গুপ্ত সংবাদ প্রচার ও সকলকে কুলিয়ায় গমনার্থ উপদেশ—

ততক্ষণে আইলেন সর্ব্বলোক যথা।
সবারেই আসি কহিলেন গোপ্য-কথা ॥৩৭৪॥
"তোমরা সকল লোক তত্ত্ব না জানিয়া
দোষ আমা 'আমি থুইয়াছি লুকাইয়া' ॥৩৭৫॥
এবে শুনিলাঙ প্রভু কুলিয়া নগরে।
আছেন; আসিয়া কহিলেন দ্বিজ-বরে ॥৩৭৬॥
সবে চল, যদি সত্য হয় এ বচন।
তবে সে আমারে সবে বলিহ ব্রাহ্মণ ॥" ৩৭৭॥

বাচস্পতির সহিত লোকসঙ্ঘের প্রভু দর্শনার্থে কুলিয়ায় যাত্রা—

সর্ব্ব লোক 'হরি' বলি বাচস্পতি-সঙ্গে।
সেই ক্ষণে সবে চলিলেন মহারঙ্গে ॥৩৭৮॥
"কুলিয়া নগরে আইলেন ন্যাসি-মণি।"
সেই ক্ষণে সর্ব্ব দিকে হৈল মহা ধ্বনি ॥৩৭৯॥

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ ও কুলিয়ার মধ্যে সবে মাত্র গঙ্গা-ব্যবধান—

সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি মাত্র সর্ব্ব লোকে মহানন্দে ধায় ॥৩৮০॥

বাচস্পতির গ্রাম অপেক্ষা কুলিয়ায় অধিকতর লোকসঙ্ঘ—

বাচস্পতি-গ্রামেতে যতেক লোক ছিল।
তার কোটি কোটি গুণে সকল বাড়িল ॥৩৮১॥

কুলিয়ায় মহাপ্রভুর দর্শনার্থ লোকসঙ্ঘের বর্ণন কেবল অনন্তদেবই করিতে সমর্থ—

কুলিয়ার আকর্ষণ না যায় কথন।
তাহা বর্ণিবারে শক্ত সহস্রবদন ॥৩৮২॥

উৎকণ্ঠ লোক-সঙ্ঘের বর্ণন—

লক্ষ লক্ষ লোক বা আইলা কোথা হৈতে।
না জানি কতেক পার হয় কত মতে ॥৩৮৩॥
কত বা ডুবয়ে নৌকা গঙ্গার ভিতরে।
তথাপি সবেই তরে, অনেক না মরে ॥৩৮৪॥
নৌকা ডুবিলেই মাত্র গঙ্গা হয় স্থল।
হেন চৈতন্যের অনুগ্রহ ইচ্ছা-বল ॥৩৮৫॥
যে প্রভুর নাম-গুণ সকৃৎ যে গায়।
সে সংসার-অব্ধি তরে বৎস-পদ-প্রায় ॥৩৮৬॥

বিশ্বাস না করিয়া বাচস্পতিকে সঙ্কীর্ণহৃদয় বলিয়া মনে করিল ॥৩৬২॥

তথ্য। (ভাঃ ৩।৪ [illegible] ৬৪॥

দুর্জ্জয় বাণী—দুঃসহ কথা ॥৩৬৯॥

যে জুয়ায়—যাহা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় ॥৩৭২॥

প্রাচীন নবদ্বীপ ও কুলিয়ার মধ্যে কেবলমাত্র গঙ্গা ব্যবধান ছিল। শ্রীমায়াপুর হইতে কুলিয়ায় যাইতে হইলে একবার গঙ্গা পার হইতে হয়; পুনরায় কুলিয়া হইতে বাচস্পতির গৃহে যাইতে হইলে পুনরায় গঙ্গা পার হইতে হয়। তজ্জন্য শ্রীমায়াপুর হইতে বিদ্যানগর যাইতে বন-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া যাইবার একটী পথ ছিল। দুইবার গঙ্গা পার হইবার পরিবর্ত্তে অন্য রাস্তায় বিশারদের জাঙ্গালের ধার দিয়া বাচস্পতির গৃহে পৌঁছিতে হইত ॥৩৮০॥

তথ্য। গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম ১০৯ শ্লোক ॥৩৮০॥

বৎস-পদ—গো-বৎসের পদকৃত ক্ষুদ্র খাত ॥৩৮৬॥

হেন প্রভু সাক্ষাতে দেখিতে যে আইসে।
তাঁরা গঙ্গা তরিবেক বিচিত্র বা কিসে ॥৩৮৭॥
লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে।
সবে পার হয়েন পরম-কুতুহলে ॥৩৮৮॥
গঙ্গায় হইয়া পার আপনা' আপনি।
কোলা-কুলি করিয়া করেন হরিধ্বনি ॥৩৮৯॥
খেয়ারির কত বা হইল উপার্জ্জন।
কত হাট বাজার বসায় কত জন ॥৩৯০॥
চতুর্দ্দিকে যার যেই ইচ্ছা সেই কিনে।
হেন নাহি জানি ইহা করে কোন্ জনে ॥৩৯১॥
ক্ষণেকের মধ্যে গ্রাম নগর প্রান্তর।
পরিপূর্ণ হৈল, স্থল নাহি অবসর ॥৩৯২॥

প্রভুর গুপ্তভাবে অবস্থান—

অনন্ত অর্ব্বুদ লোক করে হরি-ধ্বনি।
বাহির না হয়, গুপ্তে আছে ন্যাসি-মণি ॥৩৯৩॥
ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি।
তিঁহো নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি ॥৩৯৪॥
কতক্ষণে তথি বাচস্পতি একেশ্বর।
ডাকি আনাইলা প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর ॥৩৯৫॥

বাচস্পতি মহাশয়ের সহিত প্রভুর গোপনে সাক্ষাৎ ও প্রণতির সহিত বাচস্পতির চৈতন্যাবতার বর্ণনসূচক শ্লোক পুনঃ পুনঃ পাঠ—

দেখি মাত্র প্রভু—বিশারদের নন্দন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সেই ক্ষণ ॥৩৯৬॥
চৈতন্যের অবতার বর্ণিয়া বর্ণিয়া।
শ্লোক পড়ে পুনঃ পুনঃ প্রণত হইয়া ॥৩৯৭॥
"সংসার-উদ্ধার-লাগি যে চৈতন্য-রূপে।
তারিলেন যতেক পতিত ভব-কূপে ॥৩৯৮॥
সে গৌরসুন্দর-কৃপা সমুদ্রের প্রায়।
জন্ম জন্ম চিত্তে মোর বসুক সদায় ॥৩৯৯॥
সংসার-সাগরে মগ্ন জগৎ দেখিয়া।
নিরবধি বর্ষে প্রেম কৃপা যুক্ত হৈয়া ॥৪০০॥
হেন যে অতুল কৃপাময় গৌরধাম।
স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম ॥" ৪০১॥
এই মতে শ্লোক পড়ি' করে বিপ্র স্তুতি।
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ হয় বাচস্পতি ॥৪০২॥
বিশারদ-চরণে আমার নমস্কার।
সার্ব্বভৌম বাচস্পতি নন্দন যাঁহার ॥৪০৩॥
বাচস্পতি দেখি প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
কৃপা দৃষ্টি করিবারে বলিলা উত্তর ॥৪০৪॥

লোকসকলকে একবার দর্শনদানপূর্ব্বক বাচস্পতির প্রতি লোকের বৃথা অনুযোগ মোচনের জন্য বাচস্পতি-কর্ত্তৃক প্রভুকে অনুরোধ—

দাণ্ডাইয়া করজুড়ি বলে বাচস্পতি।
"মোর এক নিবেদন শুন মহামতি ॥৪০৫॥
স্বচ্ছন্দ পরমানন্দ তুমি মহাশয়।
সব কর্ম্ম তোমার আপন ইচ্ছাময় ॥৪০৬॥
আপন ইচ্ছায় থাক, চলহ আপনে।
আপনে জানাহ, তেঞি লোকে তোমা' জানে ॥৪০৭॥
এতেকে তোমার কর্ম্ম তুমি সে প্রমাণ।
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিব আন ॥৪০৮॥
সবে তোমা সর্ব্ব লোক তত্ত্ব না জানিয়া।
দোষেন অন্তরে মোরে 'ক্রূর' যে বলিয়া ॥৪০৯॥
তোমারে আপন ঘরে মুঞি লুকাইয়া।
থুইয়াছো লোকে বলে তত্ত্ব না জানিয়া ॥৪১০॥

তথ্য। (ভাঃ ১।৮।৩৬); (ভাঃ ৪।২২।৪০); (ভাঃ ১০।২।৩০); (ভাঃ ১০।১৪।৫৮) ॥৩৮২॥

অব্ধি—সমুদ্র, সাগর ॥৩৮৬॥

তথি—তথায়, সেইখানে ॥৩৯৫॥

স্বচ্ছন্দ—স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাময় ॥৪০৬॥

তথ্য। অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি (ভাঃ ১০।১৪।২), অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্। (ভাঃ ১০।১৪।৩২) ॥৪০৬॥

তেঞি—সেই কারণে ॥৪০৭॥ আন—অন্য, অপর ॥৪০৮॥

তুমি প্রভু, তিলার্দ্ধেক বাহির হইলে।
তবে মোরে 'ব্রাহ্মণ' করিয়া লোকে বলে॥" ৪১১॥

বাচস্পতির বাক্যে প্রভুর লোকসমূহকে দর্শনদান এবং নাম-রসে প্রমত্তকরণ—

হাসিতে লাগিলা প্রভু ব্রাহ্মণ-বচনে।
তাঁর ইচ্ছা পালিয়া চলিলা সেই ক্ষণে॥৪১২॥
যেইমাত্র মহাপ্রভু বাহির হইলা।
দেখি সবে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হৈলা॥৪১৩॥
চতুর্দ্দিকে লোক দণ্ডবৎ হই' পড়ে।
যার যেন মত স্ফুরে, সেই স্তুতি পড়ে॥৪১৪॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হরি-ধ্বনি করে।
ভাসিল সকল লোক আনন্দ-সাগরে॥৪১৫॥
সহস্র সহস্র কীর্ত্তনীয়া-সম্প্রদায়।
স্থানে স্থানে সবেই পরমানন্দে গায়॥৪১৬॥
অহর্নিশ পরানন্দ কৃষ্ণনাম-ধ্বনি।
সকল ভুবন পূর্ণ কৈলা ন্যাসি-মণি॥৪১৭॥

ব্রহ্ম-শিবাদি লোকের সুখের অখণ্ডত্ব কৃষ্ণচৈতন্য-কর্ত্তৃক জগতে প্রকাশিত—

ব্রহ্মলোক-শিবলোক-আদি যত লোক।
যে সুখের কণা লেশে সবেই অশোক॥৪১৮॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মত্ত যে সুখের লেশে।
পৃথিবীতে কৃষ্ণ প্রকাশিলা ন্যাসিবেশে॥৪১৯॥

গৌরসুন্দরের এইরূপ ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও যাহারা তাঁহার ভগবত্তা-স্বীকারে বিমুখ, তাহাদের সকলই বৃথা—

হেন সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত ভগবান্।
যে পাপিষ্ঠ মায়া-বশে বলে অপ্রমাণ॥৪২০॥
তার জন্ম-কর্ম্ম-বিদ্যা-ব্রহ্মণ্য-আচার।
সব মিথ্যা সেই পাপী শোচ্য সবাকার॥৪২১॥
ভজ ভজ আরে ভাই, চৈতন্য-চরণে।
অবিদ্যা-বন্ধন খণ্ডে' যাহার শ্রবণে॥৪২২॥

চৈতন্যচরণভজনে বিশ্ববাসীকে আহ্বান—

যাহার স্মরণে সর্ব্বতাপবিমোচন।
ভজ ভজ হেন ন্যাসি-মণির চরণ॥৪২৩॥

চতুর্দ্দিকে সংকীর্ত্তন-শ্রবণে প্রভুর মহানন্দ—

এই মত চতুর্দ্দিকে দেখি' সংকীর্ত্তন।
আনন্দে ভাসেন প্রভু লই' ভক্তগণ॥৪২৪॥
আনন্দধারায় পূর্ণ শ্রীগৌরসুন্দর।
যেন চতুর্দ্দিকে বহে জাহ্নবীর জল॥ ৪২৫॥

প্রভুর সকল সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায়ে নৃত্য—

বাহ্য নাহি পরানন্দ-সুখে আপনার।
সংকীর্ত্তন-আনন্দ-বিহ্বল-অবতার॥৪২৬॥
যেই সম্প্রদায় প্রভু দেখেন সম্মুখে।
তাহাতেই নৃত্য করে পরানন্দ-সুখে॥৪২৭॥
তাহারা কৃতার্থ হেন মানে' আপনারে।
হেন মতে রঙ্গ করে শ্রীগৌরসুন্দরে॥৪২৮॥

অবধূতাগ্রগণ্য শ্রীনিত্যানন্দ—

বিহ্বলের অগ্রগণ্য নিত্যানন্দ-রায়।
কখনো ধরিয়া তাঁরে আপনে নাচায়॥৪২৯॥
আপনে কখন নৃত্য করে তাঁর সঙ্গে।
আপনে বিহ্বল আপনার প্রেম-রঙ্গে॥৪৩০॥

ব্রাহ্মণগণ সত্যবাদী। দর্শকগণ বাচস্পতির গৃহে মহাপ্রভুকে না দেখিয়া তাঁহাকে অসত্যবাদী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল। সুতরাং [illegible]গিয়া তাহারা মহাপ্রভুকে ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের গৃহের বাহিরে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিল। তাহা হইলেই বাচস্পতিকে সত্যবাদী বলিয়া লোকের বিশ্বাস হইবে এবং বিদ্যা বাচস্পতির গৃহে তিনি নাই বলিয়া প্রমাণিত হইবে॥৪১১॥

ন্যাসী—সন্ন্যাসী॥৪১৭॥

যে ব্যক্তি গৌরসুন্দরকে 'সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান' বলিয়া না জানে, সে পাপিষ্ঠ এবং মায়া তাহাকে অষ্টপাশে বদ্ধ করিয়া গৌরসুন্দরের ভগবত্তা জানিতে দেয় না; মহাপ্রভুকে ভগবান্ বলিয়া না জানিলে ব্রাহ্মণের জন্ম, কর্ম্ম, বিদ্যা ও আচার, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া পড়ে এবং তাহার শোচ্য, মিথ্যাচারী ও পাপিষ্ঠ সংজ্ঞা হয়॥৪২০-২১॥

উৎকলদেশে উন্নত ব্যক্তিকে 'বিহ্বলিয়া' বলে। নিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত ও বিহ্বলগণের অগ্রগণ্য॥৪২৯॥

মহাপ্রভুর প্রেমহুঙ্কার ও নৃত্য—

নৃত্য করে মহাপ্রভু করি' সিংহনাদ।
সে নাদ শ্রবণে খণ্ডে' সকল বিষাদ ॥৪৩১॥
যাঁর রসে মত্ত—বস্ত্র না জানে শঙ্কর।
হেন প্রভু নাচে সর্ব্ব লোকের ভিতর ॥৪৩২॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয় যাঁর শক্তিবশে।
সে প্রভু নাচয়ে পৃথিবীতে প্রেম-রসে ॥৪৩৩॥
যে প্রভু দেখিতে সর্ব্ব দেবে কাম্য করে।
সে প্রভু নাচয়ে সর্ব্বগণের গোচরে ॥৪৩৪॥
এই মত সর্ব্বলোক মহানন্দে ভাসে।
সংসার তরিল চৈতন্যের পরকাশে ॥৪৩৫॥
যতেক আইসে লোক দশ দিক্ হৈতে।
সবেই আসিয়া দেখে প্রভুরে নাচিতে ॥৪৩৬॥
বাহ্য নাহি প্রভুর—বিহ্বল প্রেম-রসে।
দেখি' সর্ব্বলোক সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥৪৩৭॥

কুলিয়ায় পাপিকুলের উদ্ধার—

কুলিয়ার প্রকাশে যতেক পাপী ছিল।
উত্তম মধ্যম নীচ—সবে পার হৈল ॥৪৩৮॥
কুলিয়া গ্রামেতে চৈতন্যের পরকাশ।
ইহার শ্রবণে সর্ব্ব-কর্ম্ম-বন্ধ-নাশ ॥৪৩৯॥
সকল জীবেরে প্রভু দরশন দিয়া।
সুখময়-চিত্তবৃত্তি সবার করিয়া ॥৪৪০॥
তবে সব আপন পার্ষদগণ লৈয়া।
বসিলেন মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া ॥৪৪১॥

বৈষ্ণব-নিন্দুকের অপরাধ-খণ্ডনের একমাত্র উপায়
বৈষ্ণব-বন্দন ও হরিনাম কীর্ত্তন—

হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
দৃঢ় করি ধরিলেন প্রভুর চরণ ॥৪৪২॥
দ্বিজ বলে,—"প্রভু, মোর এক নিবেদন।
আছে, তাহা কহি যদি ক্ষণে দেহ' মন ॥৪৪৩॥
ভক্তির প্রভাব মুঞি পাপী না জানিয়া।
বৈষ্ণব করিনু নিন্দা আপনা' খাইয়া ॥৪৪৪॥
'কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব, কি কীর্ত্তন।'
এই মত অনেক নিন্দিনু অনুক্ষণ ॥৪৪৫॥
এবে প্রভু, সেই পাপকর্ম্ম সঙরিতে।
অনুক্ষণ চিত্ত মোর দহে' সর্ব্বমতে ॥৪৪৬॥
সংসার-উদ্ধার-সিংহ তোমার প্রতাপ।
বল মোর কিরূপে খণ্ডয়ে সেই পাপ ॥" ৪৪৭॥
শুনি প্রভু অকৈতব বিপ্রের বচন।
হাসিয়া উপায় কহে শ্রীশচীনন্দন ॥৪৪৮॥

যে মুখে বিষপান, সেই মুখেই অমৃতসেবন-
প্রভাবে অমরত্ব লাভ—

"শুন দ্বিজ, বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ।
সেই মুখে করি যবে অমৃত-গ্রহণ ॥৪৪৯॥
বিষ হয় জীর্ণ, দেহ হয়ত অমর।
অমৃত-প্রভাবে, এবে শুন সে উত্তর ॥৪৫০॥

অজ্ঞতাক্রমে বৈষ্ণবনিন্দা বিষপান তুল্য—

না জানিয়া তুমি যত করিলা নিন্দন।
সে কেবল বিষ তুমি করিলা ভোজন ॥৪৫১॥

জ্ঞানোদয়ে অমৃতপানতুল্য বৈষ্ণব-বন্দন-
ক্রমে বিষক্রিয়ার বিনাশ—

পরম-অমৃত এবে কৃষ্ণ-গুণ-নাম।
নিরবধি সেই মুখে কর' তুমি পান ॥৪৫২॥
যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন।
সেই মুখে কর' তুমি বৈষ্ণব-বন্দন ॥৪৫৩॥

শ্রীমায়াপুরের অপর পারে কুলিয়া গ্রামে বহুশ্রেণীর পাপিষ্ঠ বাস করিত। উত্তম, মধ্যম ও নীচভেদে ত্রিবিধ পাপিষ্ঠই প্রভুর কৃপায় অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিল ॥৪৩৮॥

কলিযুগে তর্কহত ব্যক্তিগণ 'বৈষ্ণব' হইতে পারে না, যেহেতু তাহাদের ভগবৎকীর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং বৈষ্ণবতা ও কীর্ত্তন কলিযুগে সম্ভব নহে—এই প্রকার নিন্দা পাপিষ্ঠগণ সর্ব্বদা করিত ॥৪৪৫॥

সঙরিতে—স্মরণ করিতে, মনে পড়িলে ॥৪৪৬॥

অকৈতব—কপটবিহীন, সরল ॥৪৪৮॥

তথ্য। যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্। লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং তস্মৈ

সবা' হৈতে ভক্তের মহিমা বাড়াইয়া।
সঙ্গীত কবিত্ব বিপ্র কর' তুমি গিয়া ॥৪৫৪॥

ভক্তের মহিমার অসমোর্দ্ধত্ব স্থাপনপূর্ব্বক সঙ্গীত, কাব্যাদি রচনা বা কীর্ত্তন-প্রভাবে নিন্দাবিষের সংহার—

কৃষ্ণ-যশ-পরানন্দ-অমৃতে তোমার।
নিন্দা-বিষ যত সব করিব সংহার ॥৪৫৫॥
এই সত্য কহি, তোমা সবারে কেবল।
না জানিয়া নিন্দা যেবা করিল সকল ॥৪৫৬॥

নির্ব্বুদ্ধিতাক্রমে বৈষ্ণবনিন্দার প্রায়শ্চিত্ত—সর্ব্বতোভাবে চিরদিনের জন্য বৈষ্ণবনিন্দা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষ্ণুবৈষ্ণবের নিরন্তর গুণকীর্ত্তন—

আর যদি নিন্দ্য-কর্ম্ম কভু না আচরে।
নিরন্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্তুতি করে ॥৪৫৭॥
এ সকল পাপ ঘুচে এই সে উপায়।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায় ॥৪৫৮॥

প্রভুর দ্বিজকে ভক্তমহিমা বর্ণনার্থ আদেশ, তৎফলেই তাঁহার অপরাধ খণ্ডন সম্ভব—

চল দ্বিজ, কর' গিয়া ভক্তের বর্ণন।
তবে সে তোমার সব-পাপ-বিমোচন ॥" ৪৫৯॥

বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি—

সকল বৈষ্ণব শ্রীমুখের বাক্য শুনি।
আনন্দে করয়ে জয় জয় হরি-ধ্বনি ॥৪৬০॥

শ্রীগৌরসুন্দরকর্ত্তৃক নিন্দাপরাধের ব্যবস্থা—

নিন্দা পাতকের এই প্রায়শ্চিত্ত সার।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর অবতার ॥৪৬১॥

উক্ত আজ্ঞা লঙ্ঘনকারীর দুঃখের অবধি নাই—

এই আজ্ঞা যে না মানে,' নিন্দে' সাধুজন।
দুঃখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে সেই পাপিগণ ॥৪৬২॥

বেদসার শ্রীচৈতন্যাজ্ঞাপালনে সুখে ভবসিন্ধু উত্তরণ

চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে বেদসার।
সুখে সেই জন হয় ভবসিন্ধু-পার ॥৪৬৩॥

পণ্ডিত—দেবানন্দ—

বিপ্রেরে করিতে প্রভু তত্ত্ব-উপদেশ।
ক্ষণেকে পণ্ডিত দেবানন্দের প্রবেশ ॥৪৬৪॥
গৃহবাসে যখন আছিলা গৌরচন্দ্র।
তখনে যতেক করিলেন পরানন্দ ॥৪৬৫॥
প্রেমময় দেবানন্দ পণ্ডিতের মনে।
নহিল বিশ্বাস, না দেখিল তে কারণে ॥৪৬৬॥
দেখিবার যোগ্যতা আছয়ে পুনঃ তান।
তবে কেনে না দেখিলা, কৃষ্ণ সে প্রমাণ ॥৪৬৭॥
সন্ন্যাস করিয়া যদি ঠাকুর চলিলা।
তান ভাগ্যে বক্রেশ্বর আসিয়া মিলিলা ॥৪৬৮॥

বক্রেশ্বর পণ্ডিতের গুণ—

বক্রেশ্বর পণ্ডিত—চৈতন্য-প্রিয়-পাত্র।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র যাঁর স্মরণেই মাত্র ॥৪৬৯॥

সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥ (ভাঃ ২।৪।১৫) নোত্তমশ্লোক-বার্ত্তানাং জুষতাং তৎকথামৃতম্। স্যাৎসম্ভ্রমোঽন্ত-কালেঽপি স্মরতাং তৎপদাম্বুজম্। (ভাঃ ১।১৮।৪)। একান্তলাভং বচসো নু পুংসাং সুশ্লোকমৌলেগুণবাদমাহুঃ। শ্রুতেশ্চ বিদ্বদ্ভিরুপাকৃতায়াং [illegible]সুধায়ামুপসং প্রযোগম্॥ (ভাঃ ৩।৬।৩৬) ॥৪৫২॥

অপরাধী ব্যক্তি যে মুখে বৈষ্ণব-নিন্দা করে, সেই মুখে অনুতপ্ত হইয়া নিজাপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক বৈষ্ণব-বন্দনা করিলে তবে তাহার মঙ্গল লাভ ঘটে। যেরূপ বিষভক্ষণ করিলে বিষের ক্রিয়ায় শরীর জরজর হয়, আবার বিষনাশক অমৃত পান করিলে ঐ বিষ নষ্ট হইয়া শরীর পুনরায় সবল হয়, তদ্রূপ। বৈষ্ণবনিন্দা পুনরায় না করিলে কোটি প্রায়শ্চিত্তেও বৈষ্ণবনিন্দা-জনিত যে পাপ দূর হয় না, সেই পাপ বৈষ্ণবের স্তুতির দ্বারাই দূরীভূত হয় ॥৪৫৩॥

তথ্য। তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়ম্। অথবাস্য পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতাম্॥ (ভাঃ ১।১৬।৬)। মাহাত্ম্যং বিষ্ণুভক্তানাং শ্রুত্বা বন্ধাদ্বিমুচ্যতে॥

(ভাঃ ৬।১৭।৪০) ॥৪৫৪॥

যে সকল পাপী শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশ পালন করে এবং তাঁহাকেই ধ্রুবসত্য জানিয়া বৈষ্ণবচরণে স্বীয় অপরাধ

নিরবধি-কৃষ্ণ-প্রেম-বিগ্রহ বিহ্বল।
যাঁর নৃত্যে দেবাসুর—মোহিত সকল ॥৪৭০॥

বক্রেশ্বরের কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ—

অশ্রু, কম্প, স্বেদ, হাস্য, পুলক, হুঙ্কার।
বৈবর্ণ্য আনন্দমূর্চ্ছা-আদি যে বিকার ॥৪৭১॥
চৈতন্যকৃপায় মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকলে আসিয়া বক্রেশ্বর-দেহে মিলে ॥৪৭২॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের উদ্দাম বিকার।
সকল কহিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥৪৭৩॥

দেবানন্দ পণ্ডিতের আশ্রমে বক্রেশ্বর পণ্ডিতের অবস্থান—

দৈবে দেবানন্দ পণ্ডিতের ভক্তি-বশে।
রহিলেন তাঁহার আশ্রমে প্রেম-রসে ॥৪৭৪॥

বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সেবাপ্রভাবে দেবানন্দের শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে বিশ্বাস—

দেখিয়া তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর।
ত্রিভুবনে অতুলিত বিষ্ণু-ভক্তি-ধর ॥৪৭৫॥
দেবানন্দ পণ্ডিত পরম সুখী মনে।
অকৈতবে প্রেম-ভাবে করেন সেবনে ॥৪৭৬॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত নাচেন যতক্ষণ।
বেত্রহস্তে আপনে বুলেন ততক্ষণ ॥৪৭৭॥
আপনে করেন সব লোক এক ভিতে।
পড়িলে আপনে ধরি রাখেন কোলেতে ॥৪৭৮॥
তাঁহার অঙ্গের ধূলা বড় ভক্তি মনে।
আপনার সর্ব্ব অঙ্গে করেন লেপনে ॥৪৭৯॥
তাঁর সঙ্গে থাকি, তান দেখিয়া প্রকাশ।
তখনে জন্মিল প্রভু চৈতন্যে বিশ্বাস ॥৪৮০॥

বৈষ্ণবসেবার ফল কহে যে পুরাণে।
তার সাক্ষী এই সবে দেখ বিদ্যমানে ॥৪৮১॥
আজন্ম ধার্ম্মিক উদাসীন জ্ঞানবান্।
ভাগবত-অধ্যাপনা বিনা নাহি আন ॥৪৮২॥

আজন্ম ধার্ম্মিক, উদাসীন, জ্ঞানবান্, শান্ত, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় ভাগবত অধ্যাপকেরও বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে বিশ্বাস অসম্ভব—

শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, নির্লোভ বিষয়।
প্রায় আর কতেক বা গুণ তানে হয় ॥৪৮৩॥

ভক্তভাগবত বক্রেশ্বরের কৃপায় পণ্ডিতের কুবুদ্ধি বিনাশ—

তথাপিহ গৌরচন্দ্রে নহিল বিশ্বাস।
বক্রেশ্বর-প্রসাদে সে কু-বুদ্ধি-বিনাশ ॥৪৮৪॥

কৃষ্ণসেবা হইতেও বৈষ্ণবের সেবা শ্রেষ্ঠ, ইহাই ভাগবতের সিদ্ধান্ত—

কৃষ্ণ-সেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।'
ভাগবত-আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ় ॥৪৮৫॥

তথাহি—

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্
নিঃসংশয়োস্ত তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্ ॥" ৪৮৬॥

বৈষ্ণবসেবাই কৃষ্ণলাভের একমাত্র পরম উপায়—

এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্ত-সেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায় ॥৪৮৭॥

ক্ষমা করাইয়া লয়, সেই সকল ব্যক্তিই ভবসিন্ধু পার হইয়া শ্রীচৈতন্যের বাক্যে আস্থা স্থাপন এবং নিজমঙ্গল লাভ করে ॥৪৬৩॥

বুলেন—ভ্রমণ করেন ॥৪৭৭॥

বৈষ্ণবসেবার ফলে কুলিয়ার দেবানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর চরণে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত দেবানন্দের গৃহে অবস্থান করায় তাঁহার মঙ্গলের কারণ হইয়াছিলেন। এই দেবানন্দ পণ্ডিত স্মার্ত্তধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলেও মহা-জ্ঞানী ও সংযত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ তাঁহার পাঠ্য ছিল না। তিনি ঈশ্বরনিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়াদির অবশীভূত ছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি বিশ্বাসের অভাব ছিল। শ্রীবক্রেশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহার সেই দুর্ব্বুদ্ধি দূর হইয়া তিনি ভগবানে শ্রদ্ধালু হইলেন ॥৪৮১

কৃষ্ণভক্তি অপেক্ষা কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের প্রতি ভক্তি

বক্রেশ্বরের সঙ্গপ্রভাবে দেবানন্দের গৌরদর্শনে অনুরাগ—

বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গের প্রভাবে।
গৌরচন্দ্র দেখিতে চলিলা অনুরাগে ॥৪৮৮॥

দেবানন্দের মহাপ্রভুর সমীপে গমন—

বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র ভগবান্।
দেবানন্দ পণ্ডিত হইলা বিগুমান ॥৪৮৯॥
দণ্ডবৎ দেবানন্দ পণ্ডিত করিয়া।
রহিলেন এক ভিতে সঙ্কোচিত হৈয়া ॥৪৯০॥

মহাপ্রভুকর্ত্তৃক কুলিয়ায় দেবানন্দের যাবতীয় অপরাধ খণ্ডন—

প্রভুও তাহানে দেখি সন্তোষিত হৈলা।
বিরল হইয়া তানে লইয়া বসিলা ॥৪৯১॥
পূর্ব্বে তান যত কিছু ছিল অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ ॥৪৯২॥

দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকট মহাপ্রভুর বক্রেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণন—

প্রভু বলে,—"তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর।
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর ॥৪৯৩॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত—প্রভুর পূর্ণশক্তি।
সেই কৃষ্ণ পায় যে তাঁহারে করে ভক্তি ॥৪৯৪॥
বক্রেশ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ-ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিতে বক্রেশ্বর ॥৪৯৫॥
যে তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর-সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময় ॥" ৪৯৬॥

মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণে দেবানন্দের করযোড়ে স্তব ও দৈন্যোক্তি—

শুনি বিপ্র-দেবানন্দ প্রভুর বচন।
যোড় হস্তে লাগিলেন করিতে স্তবন ॥৪৯৭॥
"জগৎ উদ্ধার লাগি' তুমিকৃপাময়।
নবদ্বীপ-মাঝে আসি হইলা উদয় ॥৪৯৮॥
মুঞি পাপী দৈবদোষে তোমা' না জানিলুঁ।
তোমার পরমানন্দে বঞ্চিত হইলুঁ ॥৪৯৯॥
সর্ব্ব-ভূত-কৃপালুতা তোমার স্বভাব।
এই মাগোঁ 'তোমাতে হউক অনুরাগ' ॥৫০০॥
এক নিবেদন প্রভু তোমার চরণে।
কি করি উপায় প্রভু, বলহ আপনে ॥৫০১॥

ভাগবত সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ অসর্ব্বজ্ঞের ভাগবত অধ্যাপনার অযোগ্যতা—

মুঞি অ-সর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ লৈয়া।
ভাগবত পড়াও আপনে অজ্ঞ হৈয়া ॥৫০২॥

তারতম্য-বিচারে শ্রেষ্ঠ—শ্রীমদ্ভাগবত এই কথাই দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন ॥৪৮৫॥

অন্বয়। অচ্যুতসেবিনাং (ভগবৎসেবাপরায়ণানাং) সিদ্ধিঃ (যথোচিতফলপ্রাপ্তিঃ) ভবতি ন বা ইতি (এবংরূপঃ) সংশয়ঃ (সন্দেহো বর্ত্ততে যদ্যপাতিশেষঃ) তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাং (তস্য ভক্তানাং পরিচর্য্যায়াং সেবায়াং রতঃ আসক্ত আত্মা যেষাং তেষাং) তু নিঃসংশয়ঃ (সিদ্ধিবিষয়ে সন্দেহো নাস্তীত্যর্থঃ) ॥৪৮৬॥

অনুবাদ। ভগবৎসে[illegible]ণের সিদ্ধিলাভ হয় কি না হয়, এইরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে; কিন্তু যাঁহারা তদীয় ভক্তগণের পরিচর্য্যায় আসক্ত, তাঁহাদের সিদ্ধিবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৪৮৬॥

তথ্য। (ভাঃ ১১।২।৫); (ভাঃ ১১।১১।৪৭-৪৮) ও (ভাঃ ১১।১৯।২১) শ্লোক দ্রষ্টব্য। আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥ পদ্মপুরাণ ॥ সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাঃ পূজ্যাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে। দেবতানাং মনুষ্যাণাং তথৈব যক্ষরক্ষসাম্ ॥৪৮৬॥

তথ্য। ইতিহাস সমুচ্চয় গোবিন্দভাষ্য ৩।৩।৫১ ৮২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য ॥৪৮৬॥

এতেকে—এই নিমিত্তে, এই হেতু ॥৪৮৭॥

কৃষ্ণসেবা করিয়া অনেকে ফল লাভ করেন না, কিন্তু কৃষ্ণ-ভক্তের সেবা করিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি অনিবার্য্য। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের সেবা যিনিই করুন না কেন, তাঁহার চরণে ভক্তি থাকিলে সেই ভক্তের ভক্ত নিশ্চয়ই কৃষ্ণপ্রেমা-লাভে অধিকারী হইবেন। বক্রেশ্বরের দেহে কৃষ্ণ অবস্থান করায় বক্রেশ্বরের নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণেরও সোল্লাসে নৃত্য হইতে থাকে। বক্রেশ্বর যেখানে থাকেন, তাহাই সর্ব্বতীর্থাধিক ও বৈকুণ্ঠ ॥৪৮৭॥

দেবানন্দের মহাপ্রভুর নিকট হইতে ভাগবত অধ্যাপনার উপদেশ গ্রহণ—

কিবা বাখানিমু, পড়াইমু বা কেমনে।
ইহা মোরে আজ্ঞা প্রভু, করহ আপনে ॥" ৫০৩॥
শুনিয়া তান বাক্য গৌরচন্দ্র ভগবান্।
কহিতে লাগিলা ভাগবতের প্রমাণ ॥৫০৪॥

মহাপ্রভুর উত্তর—শুদ্ধা ভক্তিই ভাগবতের সার্ব্বদেশিক সিদ্ধান্ত—

"শুন বিপ্র, ভাগবতে এই বাখানিবা।
'ভক্তি' বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা ॥৫০৫॥
আদি-মধ্য-অন্ত্যে ভাগবতে এই কয়।
বিষ্ণু-ভক্তি নিত্য-সিদ্ধ অক্ষয় অব্যয় ॥৫০৬॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সবে সত্য বিষ্ণু-ভক্তি।
মহাপ্রলয়েও যার থাকে পূর্ণ শক্তি ॥৫০৭॥

ভগবান্ মোক্ষপ্রদানপূর্ব্বক জীবকে বঞ্চনা করিয়া ভক্তিকে গুপ্ত রাখেন—

মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে।
হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে ॥৫০৮॥

একমাত্র ভাগবতশাস্ত্রেই ভক্তির অসমোর্দ্ধত্ব স্থাপিত হওয়ায় ভাগবতের ন্যায় শাস্ত্র আর নাই—

ভাগবতশাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে।
তেঞি ভাগবত সম কোন শাস্ত্র নহে ॥৫০৯॥

ভাগবত অপৌরুষেয়, ভগবদবতার প্রকটাপ্রকট লীলাময় মাত্র—

যেন রূপ মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি অবতার।
আবির্ভাব-তিরোভাব যেন তা' সবার ॥৫১০॥
এই মত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয় ॥৫১১॥

কৃষ্ণকৃপায় ভক্তিযোগে ব্যাসের জিহ্বায় ভাগবতের অবতরণ—

ভক্তি-যোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
স্ফূর্ত্তি সে হইল মাত্র কৃষ্ণের কৃপায় ॥৫১২॥

পরমেশ্বরের তত্ত্বের ন্যায় ভাগবত-তত্ত্ব অচিন্ত্য—

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এই মত ভাগবত—সর্ব্ব শাস্ত্রে গায় ॥৫১৩॥

সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তভাষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। দেবানন্দ পণ্ডিত বলিলেন, আমি সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ লইয়া ভাগবত পড়াইবার অভিমান করি বটে, কিন্তু আমি অজ্ঞ বা অসর্ব্বজ্ঞ; সুতরাং কি প্রকারে ভাগবত পাঠ করিব, তাহা আপনি বলিয়া দিউন ॥৫০২॥

তথ্য। ভাঃ ২।৭।৫১-৫২ ॥৫০৫

তথ্য। ভাঃ ১২।১৩।১১ ॥৫০৬॥

তথ্য। ভাঃ ২।৯।৪-১৮ ও ৩।২৫।৩৮। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥ (১।২২।২০) ঋক্। ন চ্যবন্তি যতো ভক্তা মহতি প্রলয়ে সতি ॥৫০৭॥ বিষ্ণুপুরাণ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন,—"শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়ই ভক্তি; সেই ভক্তি নিত্যসিদ্ধ ও ক্ষয়ধর্ম্মরহিত, তাহার ক্ষয় নাই,—মহাপ্রলয়েও বিষ্ণুভক্তি নষ্ট হয় না। ভগবান্ ভুক্তিমুক্তি প্রভৃতি প্রাপ্য ফল দিয়া জীবকে 'ভক্তি' বুঝিতে দেন না। ভগবৎকৃপা ব্যতীত কাহারও ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই।" ৫০৮॥

তথ্য। ভাঃ ৫।৬।১৮ ॥৫০৮॥

তেঞি—সেই কারণে ॥৫০৯॥

যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিতত্ত্ব বর্ণন করেন, তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের সমান অন্য কোন শাস্ত্রই জগতে নাই॥৫০৯॥

তথ্য। ভাঃ ১২।১৩।১৪-১৫ ও ১।৭।৭ দ্রষ্টব্য ॥৫০৯॥

তথ্য। ভাঃ ১১।১৪।৩ ও ১।৩।৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য। অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসপুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ-শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্বাণি নিঃশ্বসিতানি॥ বৃঃ আঃ উঃ ২।৪।১০ ॥৫১০-৫১১॥

শ্রীমদ্ভাগবত নিত্যকাল অবস্থিত গ্রন্থ; কালে কালে লুপ্ত হইলেও শ্রীব্যাসের জিহ্বায় ও লেখনীতে ভগবৎ-কৃপাবলে তিনি অবতীর্ণ হন। ঈশ্বর যমদণ্ড্য মর্ত্ত্য নরবিচারের বোধগম্য নহেন ॥৫১২॥

তথ্য। ভাঃ ১।৭।২-৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥৫১২॥

তথ্য। ভাঃ ৬।৩।২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥৫১৩॥

দাম্ভিকের নিকট ভাগবত আত্ম প্রকাশ করেন না,
শরণাগতই ভাগবতের অর্থ দর্শনে সমর্থ—

'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সেই না জানয়ে ভাগবতের প্রমাণ ॥৫১৪॥
অজ্ঞ হই' ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত-অর্থ তার হয় দরশন ॥৫১৫॥

ভাগবত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ—

প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ ॥৫১৬॥

সমগ্র বেদশাস্ত্র ও পুরাণকীর্ত্তনের পরও ব্যাসের
চিত্ত অশান্ত—ভাগবত কীর্ত্তনেই ব্যাসের
চিত্ত শান্তি লাভ করে—

বেদ-শাস্ত্র পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস।
তথাপি চিত্তের নাহি পায়েন প্রকাশ ॥৫১৭॥
যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল।
ততক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল ॥৫১৮॥

এরূপ অসমোর্দ্ধ গ্রন্থ পাঠ করিয়াও কোন কোন
ব্যক্তি সঙ্কটে পতিত—

হেন গ্রন্থ পড়ি' কেহ সঙ্কটে পড়িল।
শুন অকপটে দ্বিজ, তোমারে কহিল ॥৫১৯॥

মহাপ্রভুর দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতি ভাগবতে
ভক্তিযোগ-মাত্র ব্যাখ্যা করিতে উপদেশ—

"আদি-মধ্য-অবসানে তুমি ভাগবতে।
ভক্তি-যোগমাত্র বাখানিও সর্ব্বমতে ॥৫২০॥
তবে আর তোমার নহিব অপরাধ।
সেইক্ষণে চিত্তবৃত্ত্যে পাইবা প্রসাদ ॥৫২১॥

সকল শাস্ত্রই কৃষ্ণ-ভক্তির কথা কীর্ত্তন করেন,
ভাগবতে তাহা বিশেষরূপে পরিস্ফুট—

সকল শাস্ত্রেই মাত্র কৃষ্ণ-ভক্তি কয়।
বিশেষে শ্রীভাগবত—কৃষ্ণ-রসময় ॥৫২২॥

পণ্ডিতের প্রতি প্রভুর আজ্ঞা—

চল তুমি যাহ অধ্যাপনা কর গিয়া।
কৃষ্ণ-ভক্তি-অমৃত সবারে বুঝাইয়া ॥" ৫২৩॥

দেবানন্দের দণ্ডবৎ প্রণাম ও স্বস্থানে গমন—

দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভুর বাক্য শুনি।"
দণ্ডবৎ হইলেন ভাগ্য হেন মানি ॥৫২৪॥
প্রভুর চরণ কায়মনে করি ধ্যান।
চলিলেন বিপ্র করি বিস্তর প্রণাম ॥৫২৫॥

প্রভুর সকলকেই ভাগবত-সম্বন্ধে এরূপ বিচার কথন—

সবারেই এই ভাগবতের আখ্যান।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্ ॥৫২৬॥

ভক্তিযোগই ভাগবতের একমাত্র সিদ্ধান্ত—

ভক্তি-যোগ-মাত্র ভাগবতের ব্যাখ্যান।
আদি-মধ্য অন্ত্যে কভু না বুঝায়ে আন্ ॥৫২৭॥

শুদ্ধভক্তি স্বীকার না করিয়া ভাগবতের অধ্যাপনা
বৃথা বাক্যব্যয় ও অপরাধ—

না বাখানে ভক্তি, ভাগবত যে পড়ায়।
ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে, অপরাধ পায় ॥৫২৮॥

ভাগবতে যাঁহার প্রবেশাধিকার আছে, তিনিই জানেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতই সকল প্রমাণ-শিরোমণি, এমন কি, মূর্খ জনও শ্রীমদ্ভাগবতের শরণ গ্রহণ করিলে তাঁহার চিত্তে ভাগবতের স্ফূর্ত্তি হয় ॥৫১৪॥

প্রেমময় ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহরূপে অভিহিত ॥৫১৬॥

প্রকাশ—প্রফুল্ল [illegible] ১৭॥

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্। যয়া-সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎ-কৃতঞ্চাভিপদ্যতে। অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে। লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত সংহিতাম্। যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে। ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা। (ভাঃ ১।৭।৪-৭) শ্রীমদ্ভাগবত মায়াবাদী বা কর্ম্মীর সেব্যগ্রন্থ নহেন। ভক্তিযোগ ব্যতীত সেই গ্রন্থে অন্য কোন ব্যপার নাই। ইহা বুঝিলেই চিত্তে শান্তি লাভ ঘটে ॥৫১৮॥

তথ্য। ভাঃ ১।৭।১১ ; ২।৪।১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥৫১৭-১৮॥

প্রসাদ—প্রসন্নতা, আনন্দ ॥৫২১॥

তথ্য। বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥ হরিবংশ, ভবিষ্যৎপর্ব্ব ১৩২।৯৫ ; ভাঃ ১।১।৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥৫২২॥

ভাগবত ভক্তিরসবিগ্রহ—

মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত—ভক্তিরস মাত্র।
ইহা বুঝে যে হয় কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র ॥৫২৯॥

গৃহস্থের ঘরে ভাগবতের অবস্থানে সর্ব্ব অমঙ্গল বিনাশ—

ভাগবত-পুস্তকো থাকয়ে যা'র ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে ॥৫৩০॥

ভাগবতের পূজায় কৃষ্ণপূজা—

ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময় ॥৫৩১॥

ভক্ত ভাগবত ও গ্রন্থ ভাগবত—

দুই স্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র।
গ্রন্থ ভাগবত, আর কৃষ্ণ কৃপা-পাত্র ॥৫৩২॥

নিত্য ভাগবত শ্রবণ, পঠন ও পূজার ফলে ভক্ত ভাগবতত্ব লাভ অবশ্যম্ভাবী—

নিত্য পূজে পড়ে শুনে চাহে ভাগবত।
সত্য সত্য সেহ হইবেক সেই মত ॥৫৩৩॥

দুষ্কৃতিগণ ভাগবত পাঠের অভিনয় করিয়া জগদ্গুরু নিত্যানন্দের নিন্দক—

হেন ভাগবত কোন দুষ্কৃতি পড়িয়া।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে তত্ত্ব না জানিয়া ॥৫৩৪॥

ভাগ্যবান্ সমীপে নিত্যানন্দ মূর্ত্ত ভাগবতরস—

ভাগবত রস—নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
ইহা জানে যে হয় পরম ভাগ্যবন্ত ॥৫৩৫॥

নিত্যানন্দ অনন্তরূপে অনন্তমুখে অনন্তকাল অবিরাম ভাগবত কীর্ত্তনকারী হইয়াও ভাগবতের অন্ত পান না—

নিরবধি নিত্যানন্দ সহস্রবদনে।
ভাগবত অর্থ সে গায়েন অনুক্ষণে ॥৫৩৬॥
আপনেই নিত্যানন্দ অনন্ত যদ্যপি।
তথাপিও পার নাহি পায়েন অদ্যাপি ॥৫৩৭॥

সান্ত ধারণায় অনন্তাতীত বস্তু সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য—

হেন ভাগবত যেন অনন্তেরো পার।
ইহাতে কহিল সব ভক্তিরস সার ॥৫৩৮॥

দেবানন্দ পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া প্রভুর সকলকে ভাগবতের তাৎপর্য্য শিক্ষাদান—

দেবানন্দ পণ্ডিতের লক্ষ্যে সবাকারে।
ভাগবত-অর্থ বুঝাইলেন ঈশ্বরে ॥৫৩৯॥
এই মত যে যত আইসে জিজ্ঞাসিতে।
সবারেই প্রতিকার কহেন সু-রীতে ॥৫৪০॥

অভক্ত লোক ভাগবত পড়িলে তাহার বৃথা বাক্য ব্যয়িত হয়। অধিকন্তু অপরাধ আসিয়া তাহাকে ডুবাইয়া দেয়। ভক্তির অনাদরক্রমেই এইরূপ অমঙ্গল লাভ ঘটে ॥৫২৮॥

তথ্য। ভাঃ ১২।১২।৫১ ও ভাঃ ১২।১২।৪৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥৫২৮॥

যাঁহারা আদর করিয়া ভক্তপূজ্য ভাগবতকে গৃহে রাখেন, তাঁহাদের কোন অমঙ্গল হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতকে পূজা করিলেই কৃষ্ণপূজা হয়। ভাগবতের শ্রবণ ও পঠন করিলেই ভক্তি-লাভ ঘটে ও তদ্দ্বারা কৃষ্ণপূজা বিহিত হয় ॥৫৩০॥

তথ্য। যত্র যত্র ভবেদ্বিপ্র শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ। তত্র তত্র হরির্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদঃ। তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি নদীনদসরাংসি চ। যত্র ভাগবতং শাস্ত্রং তিষ্ঠতে মুনিসত্তম ॥ তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি সর্ব্বে যজ্ঞাঃ সুদক্ষিণাঃ। যত্র ভাগবতং শাস্ত্রং পূজিতং তিষ্ঠতে গৃহে ॥ স্কান্দে কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ॥৫৩০-৩১॥

ভাগবত—দ্বিবিধ; (১) এক প্রকার—গ্রন্থ-ভাগবত; অপর প্রকার—ভক্ত ভাগবত। যিনি শ্রদ্ধার সহিত ভাগবত পাঠ করেন, নিশ্চয়ই তিনি ভক্ত-ভাগবত ॥৫৩২॥

তথ্য। এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র। আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র ॥ চৈঃ চঃ আঃ ১।৯৯ ॥৫৩২॥

ভাগবত-পাঠক ভাগ্যদোষে যদি শ্রীনিত্যানন্দের নিন্দা করে, তবে তাহার দুষ্কৃতি হয়, ভাগবত পাঠ হয় না। শ্রীনিত্যানন্দই সর্ব্বক্ষণ ভাগবতের অর্থ সহস্র জিহ্বায় ও বদনে গান করেন ॥৫৩৪॥

কুলিয়া গ্রামে সকলকেই কৃতার্থ করিলেন—

কুলিয়া গ্রামেতে আসি' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
হেন নাহি, যারে প্রভু না করিলা ধন্য ॥৫৪১॥

প্রভুর দর্শনে সকলের সন্তোষ ও অতৃপ্ত দর্শনাকাঙ্ক্ষা—

সর্ব্ব লোক সুখী হৈলা প্রভুরে দেখিয়া।
পুনঃ পুনঃ দেখে সবে নয়ন ভরিয়া ॥৫৪২॥
মনোরথ পূর্ণ করি দেখে সর্ব্ব লোক।
আনন্দে ভাসয়ে পাসরিয়া দুঃখ শোক ॥৫৪৩॥

নির্ম্মৎসর হইয়া শ্রীচৈতন্যবিলাস শ্রবণের ফল—

এ সব বিলাস যে শুনয়ে হর্ষ-মনে।
শ্রীচৈতন্য-সঙ্গ পায় সেই সব জনে ॥৫৪৪॥
যথা তথা জন্মুক—সবার শ্রেষ্ঠ হয়।
কৃষ্ণ-যশ শুনিলে কখনো মন্দ নয় ॥৫৪৫॥

উপসংহার—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥৫৪৬॥

শ্রীচৈতন্যদেব কুলিয়া-গ্রামের সকল অধিবাসীর অপরাধ দূর করিয়া সকলকে ধন্য করিলেন। এজন্য শ্রীমায়াপুরের অপর পারে বর্ত্তমান নবদ্বীপসহর অপরাধ-ভঞ্জনের পাট বলিয়া অপরাধিগণের নিত্যমঙ্গলের আকর স্থান। কিন্তু যাহারা প্রাচীন মায়াপুরের বিরুদ্ধে দৌরাত্ম্য আচরণ করিয়া শুদ্ধভক্তগণের চরণে অপরাধ করত কুলিয়া সহরে বাস করিতে থাকে, তাহাদের কোনদিনই মঙ্গল লাভ হয় না ॥৫৪১॥

যে কোন বর্ণে বা স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কৃষ্ণের প্রতি আস্থা স্থাপন পূর্ব্বক কেহ তাঁহার কীর্ত্তি বা যশ গান করেন, তবে তাঁহার কোনদিনই অমঙ্গল ঘটে না ॥৫৪৫॥

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভুর সগোষ্ঠী মথুরাভিমুখে যাত্রা ও পথে রামকেলিতে কয়েকদিবস অবস্থান, গৌড়েশ্বর বিধর্ম্মী হোসেন সাহেরও মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য্য-শ্রবণে মহাপ্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া প্রতীতি, প্রভুর মথুরাভিমুখে অগ্রসর না হইয়া রামকেলি হইতেই দক্ষিণ মুখে প্রত্যাবর্ত্তন এবং নীলাচলাভিমুখে গমনকালে শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে আগমন, বালক শ্রীঅচ্যুতানন্দের শ্রীচৈতন্য-নিষ্ঠা, অদ্বৈত-ভবনে শ্রীশচীমাতার আগমন ও মনের সাধে মহাপ্রভুকে ভোগ-প্রদান, মহাপ্রভুর সমীপে মুরারিগুপ্তের শ্রীরামচন্দ্রের স্তোত্রপাঠ, শ্রীবাস-চরণে অপরাধী জনৈক কুষ্ঠ-রোগীকে তাহার কুষ্ঠ-রোগের কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক তৎপ্রতি ক্রোধ ও শ্রীবাসের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করাইয়া তাহার অপরাধ মোচন, সপার্ষদ মহাপ্রভুকে লইয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর তিথি-পূজাসঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

অপরাধভঞ্জনপাট কুলিয়ায় অপরাধিগণের অপরাধ-মোচন ও জীবোদ্ধার করিয়া মহাপ্রভু ভক্তগোষ্ঠীসহ গঙ্গা-তীরে তীরে মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পথে গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরস্থ রামকেলি গ্রামে চারি পাঁচ দিবস নিভৃতে অবস্থান করিবেন ইচ্ছা করিয়া তথায় আগমন করিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর রামকেলিতে আগমনবার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল; প্রভুর অনুক্ষণ হুঙ্কার, কীর্ত্তন, ক্রন্দন ও সকলকে হরিনামোচ্চারণে আহ্বান বিধর্ম্মিগণকেও আকর্ষণ করিল। কোতোয়াল বাদসাহের নিকট গিয়া এই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসিলীল প্রভুর কথা নিবেদন করিলে বিধর্ম্মী বাদসা হোসেন সাহও মহাপ্রভুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া ধারণা করিলেন, তথাপি বিধর্ম্মিরাজের দুষ্টলোকের মন্ত্রণায় চিত্ত

পরিবর্ত্তন আশ্চর্য্য নহে আশঙ্কা করিয়া সজ্জনগণ প্রভুকে রামকেলি পরিত্যাগের জন্য গোপনে লোক প্রেরণ করিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণ প্রভুর পার্ষদগণের নিকট এ কথা জানাইলে ভক্তগণের হৃদয়ে চিন্তার উদয় হইল। অন্তর্য্যামী প্রভু সকলকে অভয়প্রদানপূর্ব্বক স্বমুখে নিজ-সর্ব্বশক্তিমত্তা ও বেদগুহ্যত্ব প্রকাশ করিলেন এবং বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত এ যুগে সকলকেই দুর্ল্লভ হরিনাম বিতরণের প্রতিজ্ঞা জানাইলেন। মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া আরও বলিলেন যে, পৃথিবীতে যত দেশগ্রাম আছে, সর্ব্বত্র তাঁহার নাম প্রচারিত হইবে। মহাপ্রভু মথুরায় গমন না করিয়া রামকেলি হইতেই দক্ষিণমুখে ফিরিলেন এবং শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে আসিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার শ্রীঅদ্বৈতনন্দন বালক শ্রীঅচ্যুতানন্দের অদ্ভুত শ্রীচৈতন্যনিষ্ঠা ও অপরাপর চৈতন্যবিমুখ অদ্বৈত-পুত্রক্রবগণের আচরণের পার্থক্য প্রদর্শনকল্পে একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একদিন কোনও উত্তম সন্ন্যাসী শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে আসিয়া "কেশব-ভারতী শ্রীচৈতন্যের কি হন?"—এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বিশেষ অনুরোধ করায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ব্যবহারিক বিচারে উত্তরপ্রদানমুখে বলিলেন যে, কেশব-ভারতী শ্রীচৈতন্যের গুরু। পঞ্চবর্ষবয়স্ক দিগম্বর অচ্যুতানন্দ পিতার এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধাবেশে হাসিতে হাসিতে পিতাকে বলিলেন যে, সর্ব্ব জগদ্‌গুরুগণের গুরু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের আবার গুরু আছে, ইহা কিরূপ সিদ্ধান্ত? শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য পঞ্চম বর্ষীয় পুত্রের মুখে এই সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, অচ্যুতই যথার্থ পিতা এবং অদ্বৈতই পুত্র। অচ্যুতানন্দ সত্য সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিবার জন্য পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা বলিয়া আচার্য্য পুত্রের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলে অচ্যুতানন্দ লজ্জায় অধোবদন হইলেন। সন্ন্যাসীও এরূপ যোগ্যতম পিতাপুত্রের ব্যবহার ও সিদ্ধান্তে মুগ্ধ হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে স্থান ত্যাগ করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্য-চরণনিষ্ঠ শ্রীঅচ্যুতানন্দের মহত্ত্ব ও অন্যান্য অদ্বৈত-পুত্রক্রবগণের যমদণ্ডত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। যখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীঅচ্যুতানন্দের এইরূপ আচরণে মুগ্ধ ছিলেন, তখন সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে শুভবিজয় করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অচ্যুতানন্দের প্রতি বিশেষ কৃপা করিলেন এবং সংকীর্ত্তনলীলায় অদ্বৈতগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য বিরহবিধুরা অভিন্না যশোমতী শ্রীশচীমাতাকে শান্তিপুরে আনিবার জন্য দোলা দিয়া লোক পাঠাইলেন। প্রভুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র গঙ্গাদাস পণ্ডিত, মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীশচীমাতা শান্তিপুরে আগমন করিলে মহাপ্রভু মাতাকে 'দেবকী', 'যশোদা, 'দেবহূতি', 'পৃশ্নি,' 'কৌশল্যা', 'অদিতি' প্রভৃতি বলিয়া স্তব করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিলেন। ভক্তগণ শ্রীশচীমাতার অপূর্ব্ব ভক্তিসীমা ও 'আই' নামের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। শচীমাতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইবেন, এইজন্য মহাপ্রভুর নিকট শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য অনুমতি গ্রহণ করিলেন। শ্রীশচীমাতা প্রভুর জন্য বহুপ্রকার ব্যঞ্জন এবং বিংশতিপ্রকার প্রভুপ্রিয় শাক রন্ধনপূর্ব্বক প্রভুকে ভোগদান করিলে মহাপ্রভু শচীমাতার রন্ধন প্রশংসা ও বিভিন্ন কৃষ্ণপ্রিয় শাকের বিভিন্ন সেবা-উদ্দীপনী মহিমা কীর্ত্তনপূর্ব্বক পরমানন্দে ভোজন করিলেন।

মহাপ্রভুর অধরামৃত ভক্তগণ লুণ্ঠন করিলেন। সপার্ষদ মহাপ্রভুর সম্মুখে শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীরামচন্দ্রের স্তোত্রাষ্টক পাঠ করিলেন। মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তের মস্তকে পাদপদ্ম স্থাপনপূর্ব্বক মুরারিকে নিত্য রামদাসত্বের বর প্রদান করিলেন। জনৈক কুষ্ঠরোগী মহাপ্রভুর সম্মুখে আসিয়া নিজ দুর্দ্দশার কথা বলিলে মহাপ্রভু কুষ্ঠরোগীর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে অস্পৃশ্য ও অসম্ভাষ্য বলিয়া স্থানত্যাগের কথা বলিলেন এবং আরও জানাইলেন যে, বর্ত্তমান জন্মে কুষ্ঠরোগের যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছে না, অসংখ্য ভবিষ্যদ্ জন্মে কিরূপে কুম্ভীপাক নরকের যন্ত্রণা সহ্য করিবে? বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসের চরণে অপরাধহেতু তাহার ঐ দুর্দ্দশা হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে প্রভু কৃষ্ণপূজা হইতে বৈষ্ণব-পূজার শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃষ্ণ-চরণে অপরাধ হইতে বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব বর্ণন পূর্ব্বক বৈষ্ণবের অসমোর্দ্ধ মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত অপরাধী নিজকৃত

অপরাধের অনুশোচনা করিয়া প্রভুর শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করিলে প্রভু যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ, সেই বৈষ্ণবের চরণে নিষ্কপটে ক্ষমা ভিক্ষাই বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডনের একমাত্র উপায় জানাইলেন। কুষ্ঠরোগী শ্রীবাসের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলে শ্রীবাস-প্রসাদে অপরাধ মুক্ত হইল। গ্রন্থকার শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর তিথি-পূজা প্রসঙ্গের উপক্রমে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের সংক্ষিপ্ত চরিত্র ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সহিত মিলন-প্রসঙ্গ প্রভৃতি কীর্ত্তন করিয়াছেন। সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু অদ্বৈত-ভবনে অবস্থান কালে শ্রীল পুরীপাদের তিথিপূজাকাল উপস্থিত হইলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু সগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লইয়া মাধব-তিথি আরাধনা ও সঙ্কীর্ত্তন মহামহোৎসব করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং যাবতীয় ভক্তের উৎসবে পরমানন্দ, উৎসাহ, সেবার প্রকার এবং শ্রীশচীমাতার আনুগত্যে বৈষ্ণবশক্তিবর্গের রন্ধন-সেবাকার্য্য, মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব কথন এবং তৎপ্রসঙ্গে কৃষ্ণপ্রিয়তম শিবের আরাধনা-প্রণালী, মহাপ্রভুর ভক্তগণ-সহ শ্রীমাধবেন্দ্র পূজাতিথির মহিমাকীর্ত্তন করিতে করিতে ভোজনলীলা ও প্রভুর শ্রীহস্তে শ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণকে চন্দনমালা প্রদান প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। (গৌঃ ভাঃ)

জয়কীর্ত্তনমুখে মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় কৃপাসিন্ধু জয় গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সকল-মঙ্গল-পদদ্বন্দ্ব ॥১॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ন্যাসি-রাজ।
জয় চৈতন্যের ভকত-সমাজ ॥২॥
হেন মতে প্রভু সর্ব্ব জীব উদ্ধারিয়া।
মথুরায় চলিলেন ভক্তগোষ্ঠি লৈয়া ॥৩॥
গঙ্গাতীরে-তীরে প্রভু লইলেন পথ।
স্নান-পানে পুরান গঙ্গার মনোরথ ॥৪॥

রামকেলিতে ৪।৫ দিবস গুপ্তভাবে স্থিতি—

গৌড়ের নিকটে গঙ্গা-তীরে এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ-সমাজ—তার 'রামকেলি' নাম ॥৫॥
দিন-চারি-পাঁচ প্রভু সেই পুণ্যস্থানে।
আসিয়া রহিলা যেন কেহ নাহি জানে ॥৬॥

প্রভুর আত্মগোপন চেষ্টা সত্ত্বেও সর্ব্বত্র প্রকাশ—

সূর্য্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয়?
সর্ব্ব লোক শুনিলেন চৈতন্য-বিজয় ॥৭॥

সর্ব্বলোকের প্রভু দর্শনার্থ আগমন—

সর্ব্ব লোক দেখিতে আইসে হর্ষ-মনে।
স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ-আদি সজ্জন-দুর্জ্জনে ॥৮॥

প্রভুর প্রেমোন্মাদ—

নিরবধি প্রভুর আবেশময় অঙ্গ।
প্রেম-ভক্তি বিনা আর নাহি কোন রঙ্গ ॥৯॥
হুঙ্কার, গর্জ্জন, কম্প, পুলক, ক্রন্দন।
নিরন্তর আছাড় পড়য়ে ঘনে ঘন ॥১০॥

কীর্ত্তন ব্যতীত ভক্তগণের অন্য কৃত্য নাই—

নিরবধি ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
তিলার্দ্ধেকো অন্য কর্ম্ম নাহি কোন ক্ষণ ॥১১॥

প্রভুর উচ্চ ক্রন্দন—

হেন সে ক্রন্দন প্রভু করেন ডাকিয়া।
লোকে শুনে ক্রোশেকের পথেতে থাকিয়া ॥১২॥

ভক্তিরসে অজ্ঞ হইলেও প্রভুর দর্শনে সকলের আনন্দ—

যদ্যপিহ ভক্তি-রসে অজ্ঞ সর্ব্ব-লোক।
তথাপিহ প্রভু দেখি' সবার সন্তোষ ॥১৩॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

ভক্তগোষ্ঠী—ভক্তগণ ॥ ৩ ॥

তথ্য। রামকেলি—শ্রীরামকেলি বর্ত্তমান মালদহ সহরের ইংরেজবাজার হইতে প্রায় ৮৷৷০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানে একটী পাকা বাঁধান উচ্চ ভিটার উপর মধ্যদেশে একটী বিস্তৃত তমাল বৃক্ষ ও দুই পার্শ্বে দুইটী দুইটী করিয়া একত্রে চারিটী কেলিকদম্ব বৃক্ষ শোভা

সকলের দূর হইতে দণ্ডবৎ ও হরিধ্বনি—

দূরে থাকি সর্ব্বলোক দণ্ডবৎ করি'।
সবে মেলি' উচ্চ করি' বলে 'হরি হরি' ॥১৪॥

প্রভুর লোকমুখে হরিনাম শ্রবণে অধিকতর উল্লাস বৃদ্ধি—

শুনি মাত্র প্রভু 'হরিনাম' লোকমুখে।
বিশেষে উল্লাস বাড়ে প্রেমানন্দ সুখে ॥১৫॥

'বোল বোল বোল' প্রভু বলে বাহু তুলি'।
বিশেষে বোলেন সবে হয়ে কুতুহলী ॥১৬॥

মহাপ্রভুর কৃপায় বিধর্ম্মীর মুখেও হরিনাম ও তাহাদের মহাপ্রভুকে দূর হইতে প্রণতি—

হেন সে আনন্দ প্রকাশেন গৌর-রায়।
যবনেও বলে 'হরি' অন্যের কি দায় ॥১৭॥

পাইতেছে। দক্ষিণের কেলিকদম্ব বৃক্ষদ্বয় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, মধ্যদেশের তমাল বৃক্ষটী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ও বাম প্রদেশের কদম্ব বৃক্ষদ্বয় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরূপে বিরাজিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রবাদ, এই বৃক্ষের তলদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত নিশীথে শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর প্রথম মিলন হয়। এই স্থানে বসিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে তাঁহার নিকট গমন করিবার উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীকেলিকদম্বের অতি সন্নিকটে শ্রীমদনমোহনদেব একটী ক্ষুদ্র শ্রীমন্দিরে বিরাজিত আছেন। শ্রীশ্রীমদনমোহন শ্রীশ্রীরূপসনাতন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ। শ্রীমন্দির মধ্যে চারিটী যুগল বিগ্রহ বিরাজিত, তন্মধ্যে একটীতে শ্রীবলদেব রেবতীর সহিত বিরাজিত। শ্রীবিগ্রহগণের নাম (বামদিক হইতে), (১) ব্রজমোহন (শ্রীমতী সহিত), (২) রেবতীরমণ (রেবতীর সহিত), (৩) মদনমোহন ও (৪) গোপীনাথ (উভয়েই শ্রীমতীর সহিত)। শ্রীশালগ্রামও বিরাজিত আছেন। শ্রীযুগলবিগ্রহের মধ্যদেশে শ্রীগৌরসুন্দরের দুইটী শ্রীমূর্ত্তি, একটী শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ও একটী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি অবস্থিত। সেবার জন্য ১২৫⁄ বিঘা জমির বন্দোবস্ত আছে। প্রজার নিকট হইতে ১২২৲ টাকা খাজানা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ৮০৲ টাকা সরকারে জমা দিতে হয়।

শ্রীমদনমোহনের শ্রীমন্দিরের নিকট হইতে এক রাস্তার ভিতরে উত্তরদিকে শ্রীসনাতন-কুণ্ড। নিকটবর্ত্তী স্থানে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড প্রভৃতি অষ্টকুণ্ড। ঐ স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে শ্রীরূপসাগর, শ্রীল রূপগোস্বামী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটী বৃহৎ সরোবর। শ্রীমদনমোহনের মন্দির ছাড়িয়াই হোসেন সা'র কাছারীর দিকে যাইবার মধ্যরাস্তায় এই রূপসাগরটী দেখিতে পাওয়া যায়। রূপসাগরের ঘাট প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। একটী প্রস্তরের গায়ে এই কথাগুলি খোদিত রহিয়াছে :—"সন ১২৬৮ সাল, জেলা মালদহ বঙ্গবেসিব (বানিয়া) সমূহ বাইসি (দণ্ডের টাকা) হইতে শ্রীরামকেলির রূপসাগরঘাট কৃত হইল, তাং ৩২ জ্যৈষ্ঠ।" জল ১ বিঘা, পাড়সহ কুড়ি বিঘা।

শ্রীরামকেলি হইতে প্রায় তিন রশি দক্ষিণে প্রস্তর নির্ম্মিত বারটী দ্বার বিশিষ্ট 'বার দুয়ারী' নামে একটী বিরাট দরবার গৃহ। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ক্রেন্ট সাহেবের সময় ইহার গম্বুজগুলি সোনার পাত দ্বারা মণ্ডিত ছিল। ইহা হোসেন সাহের কাছারী বাড়ী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রবাদ, এই স্থানেই নাকি শ্রীদবীর খাস কাছারী করিতেন। এই কাছারী বাড়ীর চারিদিকে চারিটী তোরণদ্বার। প্রবাদ এই যে, 'হাওয়াসখানার' ঘাটে বাদসাহ 'হাওয়া' অর্থাৎ বায়ু সেবন করিতেন। কিংবদন্তী, শ্রীসনাতন যখন 'যবন রক্ষককে' সাত হাজার মুদ্রা প্রদান করিয়া কারাগার হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন এবং রাত্রে গঙ্গা পার হইলেন, তখন সনাতন এই স্থানে আসিয়া "শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীগৌরাঙ্গ" বলিয়া ডাকিতে থাকেন, সেই সময়ে একটী কুম্ভীর আসিয়া শ্রীসনাতনকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। শ্রীসনাতন ঐ কুম্ভীরের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গঙ্গা পার হন। শ্রীমদনমোহনের মন্দির হইতে অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে শ্রীগঙ্গাদেবী বর্ত্তমানে প্রবাহিতা। ইহা ব্যতীত হোসেন সা' বাদসাহের অনেক কীর্ত্তি এই স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। দখল দরওয়াজা, পরিখা, ফিরোজ খাঁ (উচ্চ মনুমেণ্ট, ইহার উপর চড়িলে প্রাচীন গৌড় সহরটী দেখিতে পাওয়া যায়।

যবনেও দূরে থাকি করে নমস্কার।
হেন গৌরচন্দ্রের কারুণ্য-অবতার ॥১৮॥

সঙ্কীর্ত্তন প্রচার ব্যতীত প্রভুর অন্য কোনও কৃত্য নাই—

তিলার্দ্ধেকো প্রভুর নাহিক অন্য কর্ম্ম।
নিরন্তর লওয়ায়েন সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম ॥১৯॥

চতুর্দ্দিকাগত লোকের প্রভুর দর্শনোৎকণ্ঠা ও সঙ্গত্যাগে অনিচ্ছা এবং সকলের মুখে হরিধ্বনি—

চতুর্দ্দিক হৈতে লোক আইসে দেখিতে।
দেখিয়া কাহারো চিত্ত না লয় যাইতে ॥২০॥
সবে মেলি' আনন্দে বরেন হরিধ্বনি।
নিরন্তর চতুর্দ্দিকে আর নাহি শুনি ॥২১॥

বিধর্ম্মী রাজার জন্যও হৃদয়ে ভয় নাই—

নিকটে যবনরাজ—পরম দুর্ব্বার।
তথাপিহ চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার ॥২২॥
নির্ভয় হইয়া সর্ব্বলোকে বলে 'হরি'।
দুঃখ-শোক-গৃহ-কর্ম্ম সকল পাসরি' ॥২৩॥

কোতোয়াল-কর্ত্তৃক রাজার স্থানে প্রভুর মহিমা বর্ণন—

কোতোয়াল গিয়া কহিলেক রাজস্থানে।
এক ন্যাসী আসিয়াছে রামকেলি-গ্রামে ॥২৪॥
নিরবধি করয়ে ভূতের সংকীর্ত্তন।
না জানি তাঁহার স্থানে মিলে কত জন ॥২৫॥

রাজাকর্ত্তৃক সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বিস্তৃত জিজ্ঞাসা—

রাজা বলে,—"কহ কহ সন্ন্যাসী কেমন।
কি খায়, কি নাম, কৈছে দেহের গঠন ॥" ২৬॥

কোতোয়াল-কর্ত্তৃক প্রভুর সৌন্দর্য্য বর্ণন—

কোতোয়াল বলে,—"শুন শুনহ গোসাঞি।
এমত অদ্ভুত কভু দেখি শুনি নাই ॥২৭॥
সন্ন্যাসীর শরীরের সৌন্দর্য্য দেখিতে।
কামদেব-সম হেন না পারি বলিতে ॥২৮॥
জিনিয়া কনক-কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত ভুজ, নাভি সুগভীর ॥২৯॥
সিংহ-গ্রীব, গজ-স্কন্ধ, কমল নয়ান।
কোটিচন্দ্র সে মুখের না করি সমান ॥৩০॥
সুরঙ্গ অধর, মুক্তা জিনিয়া দশন।
কাম-শরাসন যেন ভ্রূভঙ্গ-পত্তন ॥৩১॥
সুন্দর সুপীন বক্ষে লেপিত-চন্দন।
মহা কটি-তটে শোভে অরুণ-বসন ॥৩২॥
অরুণ কমল যেন চরণযুগল।
দশ নখ যেন দশ দর্পণ নির্ম্মল ॥৩৩॥
কোন বা রাজ্যের কোন রাজার নন্দন।
জ্ঞান পাই ন্যাসী হই করয়ে ভ্রমণ ॥৩৪॥

ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ভগ্নাবশেষ), টাকশাল, পাঠাগার, লোটন মস্জিদ (একটী শ্রেষ্ঠ ভাস্কর কার্য্যের নিদর্শন) প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্থানে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী মুসলমান অধিকারে পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল, উহার ভগ্নাবশেষ এখনও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

সেনবংশীয়গণের [illegible] জেলাস্থিত রাজধানীকে গৌড়ের রাজধানী বলিত। বর্ত্তমানকালে এস্থানে গঙ্গা দূরে সরিয়া গিয়াছেন। এই গৌড়ের রাজধানী হইতে স্বল্প ব্যবধান মধ্যে 'রামকেলি' নামক গ্রাম। তথায় শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুদ্বয় বাস করিতেন ॥৫॥

অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত ও তপস্যা প্রভৃতিতে অনেকেই অগ্রসর হওয়ায় ভগবদ্ভক্তিরসে তাহারা অর্ব্বাচীন ছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুকে দেখিয়া তাদৃশ অজ্ঞ-জনগণও সন্তুষ্ট হইতেন ॥১৩॥

রামকেলির নিকটেই যবনরাজগণের 'বারদুয়ারী' স্থান এবং পরবর্ত্তিকালে যবনরাজগণই সেনবংশীয়গণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তাহারা বৈদিক ধর্ম্মের প্রতি স্বভাবতঃই আক্রমণ করিবে জানিয়া সাধারণ লোকেরা অতিশয় আশঙ্কা করিত। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় তদীয় ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিয়াও ভীত হইতেন না ॥২২॥

সুরঙ্গ—হিঙ্গুল, সুলোহিত ॥৩১॥

ভ্রূভঙ্গিপত্তন—'ভঙ্গি' শব্দের অর্থ চিত্র। ভ্রূ-দ্বয় ধনুর

নবনীত হৈতেও কোমল সর্ব্ব অঙ্গ।
তাহাতে অদ্ভুত শুন আছাড়ের রঙ্গ ॥৩৫॥

প্রভুর প্রেমোন্মাদবর্ণন—

একদণ্ডে পড়েন আছাড় শত শত।
পাষাণ ভাঙ্গয়ে তবু অঙ্গ নহে ক্ষত ॥৩৬॥
নিরন্তর সন্ন্যাসীর ঊর্দ্ধ রোমাবলী।
পনসের প্রায় অঙ্গে পুলকমণ্ডলী ॥৩৭॥
ক্ষণে ক্ষণে সন্ন্যাসীর হেন কম্প হয়।
সহস্র জনেও ধরিবারে শক্তি নয় ॥৩৮॥
দুই লোচনের জল অদ্ভুত দেখিতে।
কত নদী বহে হেন না পারি কহিতে ॥৩৯॥
কখন বা সন্ন্যাসীর হেন হাস্য হয়।
অট্ট অট্ট দুই প্রহরেও ক্ষমা নয় ॥৪০॥
কখন মূর্চ্ছিত হয় শুনিয়া কীর্ত্তন।
সবে ভয় পায়, কিছু না থাকে চেতন ॥৪১॥
বাহু তুলি' নিরন্তর বলে হরিনাম।
ভোজন, শয়ন আর নাহি কিছু কাম ॥৪২॥

প্রভুর দর্শনার্থ লোকের আর্ত্তি-বর্ণন—

চতুর্দ্দিকে থাকি' লোক আইসে দেখিতে।
কাহার না লয় চিত্ত ঘরেতে যাইতে ॥৪৩॥

অদৃষ্টপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব মহাপুরুষ—

কত দেখিয়াছি আমি ন্যাসী যোগী জ্ঞানী।
এমত অদ্ভুত কভু নাহি দেখি শুনি ॥৪৪॥
কহিলাও এই মহারাজ, তোমা' স্থানে।
দেশ ধন্য হইল এ পুরুষ-আগমনে ॥৪৫॥

অনুক্ষণ কীর্ত্তনৈকরত—

না খায়, না লয় কারো, না করে সম্ভাষ।
সবে নিরবধি এক কীর্ত্তন-বিলাস ॥" ৪৬॥

প্রভুর বর্ণন শ্রবণে বিধর্ম্মী রাজার চিত্তেও চমৎকারিতার উদয়—

যদ্যপি যবন-রাজা পরম দুর্ব্বার।
কথা শুনি' চিত্তে বড় হৈল চমৎকার ॥৪৭॥

কেশব খাঁনকে প্রভুর বিষয়ে রাজার প্রশ্ন—

কেশব-খানেরে রাজা ডাকিয়া আনিয়া।
জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্মিত হইয়া ॥৪৮॥
"কহত কেশব-খাঁন, কি মত তোমার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলি' নাম বল যাঁ'র ॥৪৯॥
কেমত তাঁহার কথা, কেমত মনুষ্য।
কেমত গোসাঞি তিঁহো, কহিবা অবশ্য ॥৫০॥
চতুর্দ্দিকে থাকি' লোক তাঁহারে দেখিতে।
কি নিমিত্তে আইসে—কহিবা ভালমতে ॥" ৫১॥

বাদসাহের নিকট কেশব ছত্রীর প্রভুর মহিমা গোপন—

শুনিয়া কেশব খাঁন—পরম সজ্জন।
ভয় পাই' লুকাইয়া কহেন কথন ॥৫২॥
"কে বলে 'গোসাঞি'?—এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
দেশান্তরী গরীব—বৃক্ষের তলবাসী ॥" ৫৩॥

মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য্যোল্লেখ পূর্ব্বক রাজার প্রভুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া প্রতীতি—

রাজা বলে,—"গরীব না বল কভু তানে।
মহাদোষ ইহা শুনিলে শ্রবণে ॥৫৪॥
হিন্দু যাঁ'রে বলে 'কৃষ্ণ', 'খোদায়' যবনে।
সে-ই তিঁহো, নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে ॥৫৫॥
আপনার রাজ্যে সে আমার আজ্ঞা রহে।
তাঁ'র আজ্ঞা শিরে করি' সর্ব্বদেশে বহে ॥৫৬॥
এই নিজ রাজ্যেই আমারে কত জনে।
মন্দ করিবারে লাগিয়াছে মনে মনে ॥৫৭॥
তাঁহারে সকল দেশে কায়-বাক্য-মনে।
ঈশ্বর নহিলে বিনা-অর্থে ভজে কেনে? ৫৮॥

প্রভুর সহিত বাদসাকর্ত্তৃক আত্মতুলনামূলে প্রভুর পরমেশ্বরত্ব স্থাপন—

ছয় মাস আজি আমি জীবিকা না দিলে।
নানা যুক্তি করিবেক সেবক-সকলে ॥৫৯॥

আকারের ন্যায় এবং নাসা তাহাতে শর-সংযোগের ন্যায়। এরূপভাবে প্রভুর ভ্রূ-চিহ্ন অধিষ্ঠিত ছিল ॥৩১॥

পনস—কাঁঠাল ॥৩৭॥

ক্ষমা নয়—অট্টহাস্যের নিবৃত্তি নাই ॥৪০॥

আপনার খাই' লোক তাহানে সেবিতে।
চাহে, তাহা কেহ নাহি পায় ভাল মতে ॥৬০॥
অতএব তিঁহো সত্য জানিহ 'ঈশ্বর'।
'গরীব' করিয়া তানে না বল উত্তর ॥"৬১॥

শ্রীমহাপ্রভুর যথেচ্ছ বিহার ও সঙ্কীর্ত্তনাদিতে কোনও প্রকার বাধা প্রদত্ত না হয়, তজ্জন্য বাদসাহের সর্ব্বত্র আদেশ প্রদান—

রাজা বলে,—"এই মুঞি বলিলুঁ সবারে।
কেহ যদি উপদ্রব করয়ে তাঁহারে ॥৬২॥
যেখানে তাহান ইচ্ছা, থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে ॥৬৩॥
সর্ব্বলোক লই' সুখে করুন কীর্ত্তন।
বিরলে থাকুন, কিবা যেন লয় মন ॥৬৪॥
কাজি বা কোটাল কিবা হউ কোন জন।
কিছু বলিলেই তা'র লইমু জীবন ॥" ৬৫॥
এই আজ্ঞা করি' রাজা গেলা অভ্যন্তর।
হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ॥৬৬॥

বিধর্ম্মী শ্রীমূর্ত্তি-বিদ্বেষী যবনরাজেরও গৌরচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা—

যে হুসেন সাহ সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল-বিশেষে ॥৬৭॥

তথাপি মায়াবাদী ও উলূক-সম্প্রদায়ের চৈতন্যগুণ-শ্রবণে মৎসরতা—

হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র।
তথাপিহ এবে না মানয়ে যত অন্ধ ॥৬৮॥
মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।
চৈতন্যের গুণ শুনি' পোড়য়ে অন্তরে ॥৬৯॥

শ্রীচৈতন্যযশে মৎসর ব্যক্তি সর্ব্বগুণ-গরিমা সত্বেও সর্ব্বদোষাকর—

যাঁ'র যশে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ।
যাঁ'র যশে অবিদ্যা-সমূহ করে চূর্ণ ॥৭০॥
যাঁ'র যশে শেষ-রমা-অজ-ভব-মত্ত।
যাঁ'র যশ গায় চারি বেদে করি' তত্ত্ব ॥৭১॥
হেন শ্রীচৈতন্য-যশে যা'র অসন্তোষ।
সর্ব্বগুণ থাকিলে তা'র সর্ব্বদোষ ॥৭২॥
সর্ব্ব-গুণ-হীন যদি চৈতন্য-চরণে।
স্মরণ করিলে যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবনে ॥৭৩॥
শুন আরে ভাই, শুন শেষখণ্ডলীলা।
যেরূপে খেলিলা কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন-খেলা ॥৭৪॥

সজ্জনগণের বাদসাহের বাক্যে সন্তোষ—

শুনিয়া রাজার মুখে সুসত্য বচন।
তুষ্ট হইলেন যত সুসজ্জনগণ ॥৭৫॥

তিঁহ—তিনি ॥৫০॥

মহাপ্রভু দর্শনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় যবনরাজ কেশব-খাঁ নামক জনৈক কর্ম্মচারীকে প্রভুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে কেশব বলিলেন,—"মহাপ্রভু একজন বিদেশবাসী ও গরীব।" তদদুত্তরে হোসেন সা বলিলেন,—"আমি যদি কর্ম্মচারিগণকে ছয়মাস বেতন বন্ধ করিয়া দিই, তাহা হইলে তাহারা আমার প্রতি অনুরাগী থাকিবে না। কিন্তু এ [illegible]খিতেছি যে, মহাপ্রভুর আজ্ঞায় তাঁহার সেবকগণ বিনা বেতনে নিজেদের ভোজনাচ্ছাদন সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সেবা ও আজ্ঞা পালন করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে। আমাদের রাজ্যের মধ্যেই আমাদের হুকুম পালিত হয়; কিন্তু তিনি বৈদেশিক হইলেও আমার রাজ্যেই তাঁহার আজ্ঞা সকলে পালন করিতেছে।" ৫৭-৬০॥

দেউল—মন্দির ॥৬৭॥

সমস্ত সংসার ত্যাগ করিয়াও মায়াবাদী সন্ন্যাসী বেষ গ্রহণ করিয়াই মৎসরতা হইতে মুক্ত হয় না; যেহেতু উহাদের হৃদয় শ্রীচৈতন্যদেবের গুণ-শ্রবণে হিংসার আশ্রয় লয়। মায়াবাদী সন্ন্যাসী আপনাকে হিন্দুসমাজের গুরু বলিয়া অভিমান করিলেও ভিতরে ভিতরে তাহারা মহাপ্রভুর বিরোধী। কিন্তু বিধর্ম্মী যবনরাজ মহাপ্রভুর গুণগ্রাহী হইয়া তাঁহাকে অন্য সম্প্রদায়ী জানিয়াও তাঁহার প্রতি স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তি মাৎসর্য্য ও বিরোধাচরণ না করে, এরূপ বিধি দিয়াছিলেন। সুতরাং 'হিন্দু' নামধারী মৎসর মায়াবাদী অপেক্ষা অন্যধর্ম্মাবলম্বী রাজার উদারতা ও প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়াও মৎসর-স্বভাব ধাম্মিক-ব্রুবগণ বিরুদ্ধ আচরণ করে ॥৬৯॥

দুষ্টলোকের মন্ত্রণায় বিধর্ম্মী রাজার চিত্তপরিবর্ত্তন কিছু অসম্ভব নহে বিচার করিয়া প্রভুকে অচিরেই রামকেলি-ত্যাগের অনুরোধ-জ্ঞাপনার্থ সজ্জনগণের নিভৃত আলোচনা ও লোকপ্রেরণ—

সবে মেলি' এক স্থানে বসিয়া নিভৃতে।
লাগিলেন যুক্তিবাদ-মন্ত্রণা করিতে ॥৭৬॥
"স্বভাবেই রাজা মহা-কাল-যবন।
মহাতমো-গুণ বৃদ্ধি হয় ঘনে ঘন ॥৭৭॥
ওড়্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা, প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক, কত কত করিল প্রমাদ ॥৭৮॥
দৈবে আসি' সত্ত্ব-গুণ উপজিল মনে।
তেঞি ভাল কহিলেক আমা' সবা স্থানে ॥৭৯॥
আর কোন পাত্র আসি' কুমন্ত্রণা দিলে।
আর বার কুবুদ্ধি আসিয়া পাছে মিলে ॥৮০॥
জানি কদাচিৎ বলে 'কেমন গোসাঞি।
আন' গিয়া দেখিবারে চাহি এই ঠাঞি ॥' ৮১॥
অতএব গোসাঞিরে পাঠাই কহিয়া।
'রাজার নিকট-গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া' ॥" ৮২॥
এই যুক্তি করি' সবে এক সু-ব্রাহ্মণ।
পাঠাইয়া সঙ্গোপে দিলেন ততক্ষণ ॥৮৩॥

অহর্নিশ কৃষ্ণনামরসে প্রমত্ত মহাপ্রভু—

নিজানন্দে মহাপ্রভু মত্ত সর্ব্বক্ষণ।
প্রেমরসে নিরবধি হুঙ্কার গর্জ্জন ॥৮৪॥
লক্ষকোটি লোক মিলি' করে হরি-ধ্বনি।
আনন্দে নাচয়ে মাঝে প্রভু ন্যাসিমণি ॥৮৫॥
অন্য কথা অন্য কার্য্য নাহি কোন ক্ষণ।
অহর্নিশ বোলেন বোলায়েন সংকীর্ত্তন ॥৮৬॥
দেখিয়া বিস্মিত বড় হইলা ব্রাহ্মণ।
কথা কহিবারে অবসর নাহি ক্ষণ ॥৮৭॥
অন্য-জন-সহিত কথার কোন্ দায় ?
নিজ পারিষদেই সম্ভাষা নাহি পায় ॥৮৮॥
কিবা দিবা, কিবা রাত্রি, কিবা নিজ পর।
কিবা জল, কিবা স্থল, কি গ্রাম প্রান্তর ॥৮৯॥
কিছু নাহি জানে প্রভু নিজ-ভক্তি-রসে।
অহর্নিশ নিজ-প্রেম-সিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥৯০॥

প্রভুর অপরের কোনও কথা শ্রবণের বিন্দুমাত্রও অবসর নাই দেখিয়া ব্রাহ্মণের প্রভুর গণ-সমীপে সজ্জনগণের পরামর্শ জ্ঞাপন—

প্রভু-সঙ্গে কথা কহিবারে নাহি ক্ষণ।
ভক্তবর্গ-স্থানে কথা কহিল ব্রাহ্মণ ॥৯১॥
দ্বিজ বলে,—"তুমি-সব গোসাঞির গণ!
সময় পাইলে এই কহিও কথন ॥৯২॥
'রাজার নিকট-গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া।'
এই কথা সবে পাঠাইলেন কহিয়া ॥" ৯৩॥
কহি' এই কথা দ্বিজ গেলা নিজস্থানে।
প্রভুরে করিয়া কোটি-দণ্ডপরণামে ॥৯৪॥

প্রভুর পার্ষদগণের হৃদয়ে চিন্তার উদ্রেক—

কথা শুনি' ঈশ্বরের পারিষদগণে।
সবে চিন্তাযুক্ত হইলেন মনে মনে ॥৯৫॥

অন্তর্দশায় অনুক্ষণ নিমগ্ন প্রভুর সমীপে ভক্তগণের উক্ত কথা বলিবার অবসরাভাব—

ঈশ্বরের স্থানে সে কহিতে নাহি ক্ষণ।
বাহ্য নাহি প্রকাশেন শ্রীশচীনন্দন ॥৯৬॥
'বোল বোল হরিবোল হরিবোল' বলি'।
এই মাত্র বলে প্রভু দুই বাহু তুলি' ॥৯৭॥

ওড়্রদেশে—উড়িষ্যা-অঞ্চলে ॥৭৮॥

মহাপ্রভুর নিজের অন্তরঙ্গ ব্যক্তি পর্য্যন্ত অনেকেই তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সময় পাইতেন না। শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বক্ষণ স্বয়ং কীর্ত্তনে ও অপরকে কীর্ত্তনে উৎসাহদানে দিবারাত্র যাপন করিতেন। সুতরাং বাহিরে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে পরামর্শ দিবার সময় পাইতেন না ॥৮৮॥

রাজধানীতে সন্ন্যাসী বহু লোকের দ্বারা আদৃত হইয়া বাস করিলে মনোধর্ম্মবশে অপর লোকের পরামর্শমতে রাজার চিত্ত বিরুদ্ধ-বিচার-সম্পন্ন হইয়া কোন সময়ে তাঁহার প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে পারে। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দরের অন্যত্র চলিয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয় বলিয়া সকলে বিবেচনা করিলেন ॥৯৩॥

চতুর্দ্দিকে মহানন্দে কোটি কোটি লোক।
তালি দিয়া 'হরি' বলে পরম-কৌতুক ॥৯৮॥

যাঁহার সেবকের নাম স্মরণমাত্রই সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশ হয়, সেই প্রভুর আবার ভয় কোথায়?—

যাঁ'র সেবকের নাম করিলে স্মরণ।
সর্ব্ববিঘ্ন দূর হয়, খণ্ডয়ে বন্ধন ॥৯৯॥
যাঁহার শক্তিতে জীব বল করি চলে।
'পরংব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধ' যাঁ'রে বেদে বলে ॥১০০॥
যাঁহার মায়ায় জীব পাসরি' আপনা'।
বদ্ধ হই' পাইয়াছে সংসার-বাসনা ॥১০১॥
সে-প্রভু আপনে সর্ব্বজীব উদ্ধারিতে।
অবতরিয়াছে ভক্তি-রসে পৃথিবীতে ॥১০২॥

ভয়মূর্ত্তি যমকালাদি সকলেই শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞাবাহক—

কোন্ বা তাহানে রাজা, কা'রে তাঁ'র ভয়?
'যম-কাল-আদি যাঁ'র ভৃত্য বেদে কয়' ॥১০৩॥
স্বচ্ছন্দে করেন সবা লই' সংকীর্ত্তন।
সর্ব্বলোক-চূড়ামণি শ্রীশচী-নন্দন ॥১০৪॥

চতুর্দ্দিক হইতে আগন্তুক ব্যক্তিগণের পর্য্যন্ত প্রভুর কৃপায় নির্ভয়তা—

আছুক তাহান ভয়, তাহানে দেখিতে।
যতেক আইসে লোক চতুর্দ্দিক হৈতে ॥১০৫॥
তাহারাই কেহো ভয় না করে রাজারে।
হেন সে আনন্দ দিয়াছেন সবাকারে ॥১০৬॥
যদ্যপিহ সর্ব্বলোক পরম-অজ্ঞান।
তথাপিহ দেখিয়া চৈতন্য ভগবান্ ॥১০৭॥
হেন সে আনন্দ জন্মে লোকের শরীরে।
'যম' করি' ভয় নাহি, কি দায় রাজারে? ॥১০৮॥
নিরন্তর সর্ব্বলোক করে হরি-ধ্বনি।
কা'র মুখে আর কোন শব্দ নাহি শুনি ॥১০৯॥
হেনমতে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
সংকীর্ত্তন করে সর্ব্ব-লোকের ভিতর ॥১১০॥

অন্তর্য্যামী প্রভুর উক্তি—

মনে কিছু চিন্তা পাইলেন ভক্তগণ।
জানিলেন অন্তর্য্যামী শ্রীশচী-নন্দন ॥১১১॥
ঈষৎ হাসিয়া কিছু বাহ্য প্রকাশিয়া।
লাগিলা কহিতে প্রভু মায়া ঘুচাইয়া ॥১১২॥

স্বমুখে প্রভুর সর্ব্বশক্তিমত্তা ও বেদগুহ্যত্বপ্রকাশ—

প্রভু বলে,—"তুমি-সব ভয় পাও মনে।
রাজা আমা' দেখিবারে নিবে কি কারণে? ॥১১৩॥
আমা' চাহে হেন জন আমিও তা' চাও।
সবা আমা' চাহে হেন কোথাও না পাও ॥১১৪॥
তোমরা ইহাতে কেনে ভয় পাও মনে?
রাজা আমা' চাহে আমি যাইব আপনে ॥১১৫॥
রাজা বা আমারে কেনে বলিব চাহিতে?
কি শক্তি রাজার এ-বা বোল উচ্চারিতে? ॥১১৬॥
আমি যদি বলাই সে রাজার মুখেতে।
তবে সে বলিবে রাজা আমারে চাহিতে ॥১১৭॥
আমা' দেখিবারে শক্তি কোন্ বা তাহার?
বেদে অন্বেষিয়া দেখা না পায় আমার ॥১১৮॥
দেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণ ভারতে।
আমা' অন্বেষয়ে, কেহ না পায় দেখিতে ॥১১৯॥

তথ্য। স বৈ বলং বলিনাঞ্চ পরেষাম্। (ভাঃ ৭।৮।৭) ॥১০০॥

তথ্য। 'কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ।'—(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ) ॥১০১॥

তথ্য। যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ। দহত্যগ্নির্বর্ষতীন্দ্রো মৃত্যুশ্চরতি পঞ্চমঃ॥ (শ্রুতি)॥ সর্ব্বে বয়ং যন্নিয়মং প্রপন্নাঃ (ভাঃ ৯।৪।৫৪), ব্রহ্মাদয়ো যেন বশং প্রণীতাঃ (ভাঃ ৭।৮।৭) ॥১০৩॥

মায়া—সন্দেহ, সংশয়, আশঙ্কা ॥১১২॥

বিবৃতি। বেদশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু—ভগবান্। বেদশাস্ত্র অন্বেষণ করিয়াও আমার দর্শন পায় না। সুতরাং আমি স্বয়ং শক্তি না দিলে কাহারও এরূপ শক্তি নাই যে, আমাকে বলপূর্ব্বক দর্শন করে। ভগবদ্বস্তু অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত। কোন কারণে রাজা শঙ্কিত হইয়া পড়িলে আমাকে তাহার সমীপে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ করিতে পারে। তজ্জন্য কাহারও ভয় পাইবার

বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত এযুগে সকলকেই দুর্লভ হরিনাম বিতরণের প্রতিজ্ঞা—

সংকীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
উদ্ধার করিমু সর্ব্ব পতিত সংসার ॥১২০॥
যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে।
এ-যুগে তাহারা কান্দিবেক মোর নামে ॥১২১॥
যতেক অস্পৃষ্ট দুষ্ট যবন চণ্ডাল।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত অধম রাখাল ॥১২২॥
হেন ভক্তি-যোগ দিমু এ-যুগে সবারে।
সুর মুনি সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে ॥১২৩॥
বিদ্যা-ধন-কুল জ্ঞান তপস্যার মদে।
যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে ॥১২৪॥
সেই-সব জন হ'বে এ-যুগে বঞ্চিত।
সবে তা'রা না মানিবে আমার চরিত ॥ ১২৫॥

চৈতন্যমুখোদ্গীর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী—পৃথিবীর সর্ব্বদেশ-গ্রামে গৌরনাম প্রচার—

পৃথিবী-পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম ॥১২৬॥
পৃথিবীতে আসিয়া আমিহ ইহা চাও।
খোঁজে হেন জন মোরে কোথাও না পাও ॥১২৭॥
রাজা মোরে কোথা চাহিবেক দেখিবারে?
এ কথা সকল মিথ্যা—কহিল সবারে ॥"১২৮॥

বাহ্য প্রকাশিলা প্রভু এতেক কহিয়া।
ভক্ত সব সন্তোষিত হইলা শুনিয়া ॥১২৯॥
এই মত প্রভু কতদিন সেই গ্রামে।
নির্ভয়ে আছেন নিজ কীর্ত্তন-বিধানে ॥১৩০॥

মথুরায় গমন না করিয়া রামকেলি হইতেই দক্ষিণাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন—

ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কা'র?
না গেলেন মথুরা, ফিরিলা আর বার ॥১৩১॥
ভক্ত-সব-স্থানে কহিলেন এই কথা।
"আমি চলিবাঙ নীলাচল-চন্দ্র যথা ॥"১৩২॥
এত বলি' স্বতন্ত্র পরমানন্দ-রায়।
চলিলা দক্ষিণ-মুখে কীর্ত্তন-লীলায় ॥১৩৩॥

প্রভুর অদ্বৈত-মন্দিরে আগমন—

নিজানন্দে রহিয়া রহিয়া গঙ্গা-তীরে।
কতদিনে আইলেন অদ্বৈত-মন্দিরে ॥১৩৪॥

পুত্র-অচ্যুতানন্দ-মহিমায় মুগ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য—

পুত্রের মহিমা দেখি' অদ্বৈত আচার্য্য।
আবিষ্ট হইয়া আছে ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য ॥১৩৫॥
হেনই সময়ে গৌরচন্দ্র ভগবান্।
অদ্বৈতের গৃহে আসি' হইলা অধিষ্ঠান ॥১৩৬॥
যে নিমিত্ত অদ্বৈত আবিষ্ট পুত্র সঙ্গে।
সে বড় অদ্ভুত কথা, কহি শুন রঙ্গে ॥১৩৭॥

প্রয়োজন নাই। আমি যাহাকে চাই, সেই আমাকে আবাহন বা প্রার্থনা করে। হরিভজনে যাহার প্রয়োজন আছে, সে-ই আমাকে প্রার্থনা করিতে পারে, অন্য নহে ॥১১৮॥

পাপমতি জনগণ নিকৃষ্টকুলে উদ্ভূত হইয়া ভগবদ্বিদ্বেষ করে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের অবতরণে সমস্ত পতিত সংসার উদ্ধার লাভ করে। শ্রীচৈতন্যদর্শনের জন্য তাহার আর্ত্তি প্রকাশ করে ॥১২১॥

সুর ও সিদ্ধ মুনিগণ অনেকেই পবিত্র চরিত্র বলিয়া বিখ্যাত হইলেও ভক্তিহীন, কিন্তু নিজ মঙ্গলপ্রার্থী হইয়া তাঁহারা আমার অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করেন। যাহাদের বিদ্যা, ধন, কুল, জ্ঞান ও তপস্যাদির গর্ব্ব আছে, যাহারা নিষ্কিঞ্চন ভক্তের চরণে অপরাধ করে, তাহাদিগকেই আমি বঞ্চনা করি; তাহারা কখনও আমার পরিচয় জানিতে পারে না ॥১২৫॥

পৃথিবীতে যাবতীয় দেশ ও গ্রামে আমার নাম প্রচারিত হইবে। ভগবদ্-বিমুখ ব্যক্তিগণের নিকট ভগবদ্রূপ, গুণ ও ক্রিয়া প্রভৃতির প্রচার না থাকিলেও ভগবানের নাম পৃথিবীর সকল গ্রামে প্রচারিত হইবে ॥১২৬॥

আমার ইচ্ছা—আমাকে লোকে অনুসন্ধান করুক; কিন্তু কেহই আমার অনুসন্ধান করে না, সুতরাং যবনরাজ আমাকে তাঁহার নিকট বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবে—এ কথা বিশ্বাস্য নহে ॥১২৭॥

একদা শান্তিপুরের অদ্বৈত-ভবনে অনৈক সন্ন্যাসীর আগমন ও কেশবভারতীর সহিত মহাপ্রভুর সম্বন্ধ-জিজ্ঞাসা—

যোগ্য পুত্র অদ্বৈতের—সেই সে উচিত।
'শ্রীঅচ্যুতানন্দ' নাম—জগত-বিদিত ॥১৩৮॥
দৈবে একদিন এক উত্তম সন্ন্যাসী।
অদ্বৈত-আচার্য্য-স্থানে মিলিলেন আসি' ॥১৩৯॥
অদ্বৈত দেখিয়া ন্যাসী সঙ্কোচে রহিল।
অদ্বৈত-ন্যাসীরে নমস্করি' বসাইল ॥১৪০॥
অদ্বৈত বলেন,—"ভিক্ষা করহ গোসাঞি!"
সন্ন্যাসী বলেন,—"ভিক্ষা দেহ' যাহা চাই॥" ১৪১॥
কিছু মোর জিজ্ঞাসা আছয়ে তোমা' স্থানে।
মোর সেই ভিক্ষা—তাহা কহিবা আপনে ॥১৪২॥
আচার্য্য বলেন,—"আগে করহ ভোজন।
শেষে জিজ্ঞাসার তবে হইবে কথন॥"১৪৩॥
ন্যাসী বলে,—"আগে আছে জিজ্ঞাস্য আমার।"
আচার্য্য বলেন,—"বল যে ইচ্ছা তোমার॥"১৪৪॥
সন্ন্যাসী বলেন,—"এই কেশব ভারতী।
চৈতন্যের কে হয়েন, কহ মোর প্রতি॥"১৪৫॥
মনে মনে চিন্তেন অদ্বৈত মহাশয়।
ব্যবহার, পরমার্থ—দুই পক্ষ হয় ॥১৪৬॥
যদ্যপিহ ঈশ্বরের পিতা-মাতা নাই।
তথাপিহ 'দেবকীনন্দন' করি' গাই ॥১৪৭॥
পরমার্থে—গুরু সে তাঁহার কেহ নাই।
তথাপি যে করে প্রভু, তাহা সবে গাই ॥১৪৮॥
প্রথমেই পরমার্থ কি কার্য্য কহিয়া?
ব্যবহার কহিয়াই যাই প্রবোধিয়া॥" ১৪৯॥

'ভারতী লোকশিক্ষা-লীলায় মহাপ্রভুর গুরু' অদ্বৈতাচার্য্যের এই উত্তর—

এত ভাবি' বলিলা অদ্বৈত মহাশয়।
"কেশবভারতী চৈতন্যের গুরু হয় ॥১৫০॥
দেখিতেছ—গুরু তান কেশব ভারতী।
আর কেনে তবে জিজ্ঞাসহ আমা' প্রতি?"১৫১॥
এই মাত্র অদ্বৈত বলিতে সেইক্ষণে।
ধাইয়া অচ্যুতানন্দ আইলা সেই স্থানে ॥১৫২॥

পঞ্চমবর্ষ-বয়স্ক বালক অচ্যুতানন্দের আগমন ও অদ্বৈত-বাক্যে ক্রোধ-প্রকাশ—

পঞ্চ-বর্ষ বয়স—মধুর দিগম্বর।
খেলা খেলি' সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর ॥১৫৩॥
অভিন্ন কার্ত্তিক যেন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর।
সর্ব্বজ্ঞ পরম ভক্ত সর্ব্ব-শক্তিধর ॥১৫৪॥
'চৈতন্যের গুরু আছে' বচন শুনিয়া।
ক্রোধাবেশে কহে কিছু হাসিয়া হাসিয়া ॥১৫৫॥

আচার্য্যবাক্যের প্রতিবাদ—জগদ্গুরুগণের গুরু স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীচৈতন্য—

কি বলিলা বাপ! বল দেখি আর বার।
'চৈতন্যের গুরু আছে' বিচার তোমার ॥১৫৬॥
কোন্ বা সাহসে তুমি এমত বচন।
জিহ্বায় আনিলা, ইহা না বুঝি কারণ ॥১৫৭॥

শ্রীচৈতন্যের মায়ায় ব্রহ্মশঙ্করাদিও মুগ্ধ—

তোমার জিহ্বায় যদি এমত আইল।
হেন বুঝি—এখনে সে কলি-কাল হৈল॥ ৫৮॥
অথবা চৈতন্য-মায়া পরম দুস্তর।
যাহাতে পায়েন মোহ ব্রহ্মাদি শঙ্কর ॥১৫৯॥

অদ্বৈত প্রভু সন্ন্যাসীর প্রশ্নে জানিলেন যে, তিনি চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগুরুর কথা [illegible]তে চাহেন; তদুত্তরে তিনি কি বলিবেন, এই চিন্তা করিয়া ব্যবহারিক রাজ্যে যেরূপ বলিবার প্রচলন আছে, তদনুসারে কেশব ভারতীকেই শ্রীচৈতন্যের 'সন্ন্যাস-গুরু' বলিয়া জানাইলেন ॥১৪৯॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে 'শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু—কেশবভারতী' এই কথা বলিতে শুনিয়া পাঁচ বৎসরের শিশু শ্রীঅচ্যুতানন্দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"সাক্ষাৎ কলিকাল; তাহা না হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু কথনে কেশবভারতীর নামোল্লেখ হয় কি প্রকারে? কলিজনোচিত জিহ্বায় শ্রীভগবান্‌কে এইরূপে অবনত করিবার প্রয়াস—অদ্বৈতপ্রভুর দুঃসাহসজ্ঞাপক। ব্রহ্মশিবাদি যে ভগবন্মায়ায় ভ্রান্ত, সেই মায়ার বশ হইয়াই কি অদ্বৈতপ্রভু ঐরূপ উক্তি করিলেন? মায়াবদ্ধ জীবই এইরূপ প্রলপিত বাক্য বলিয়া থাকে" ॥১৫৭॥

বুঝিলাম—বিষ্ণুমায়া হইল তোমারে।
কেবা চৈতন্যের মায়া তরিবারে পারে? ১৬০॥
'চৈতন্যের গুরু আছে' বলিলা যখনে।
মায়াবশ বিনা ইহা কহিলা কেমনে? ১৬১॥

শ্রীচৈতন্যের মহত্ত্ব-কীর্ত্তন—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই চৈতন্য-ইচ্ছায়।
সব চৈতন্যের লোম-কূপেতে মিশায় ॥১৬২॥
জলক্রীড়া-পরায়ণ চৈতন্য-গোসাঞি।
বিহরেন আত্মক্রীড়—আর দুই নাই ॥১৬৩॥
যত দেখ মহামুনি—মহা অভিমান।
উদ্দেশ না থাকে কারো, কোথা কার নাম ॥১৬৪॥
পুনঃ সেই চৈতন্যের অচিন্ত্য-ইচ্ছায়।
নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা হয়েন লীলায় ॥১৬৫॥
হইয়াও না থাকে দেখিতে কিছু শক্তি।
অবশেষে করেন একান্তভাব ভক্তি ॥১৬৬॥
তবে ভক্তিবশে তুষ্ট হইয়া তাহানে।
তত্ত্ব-উপদেশ কভু কহেন আপনে ॥১৬৭॥
তবে সেই ব্রহ্মা প্রভু আজ্ঞা করি' শিরে।
সৃষ্টি করি' সেই জ্ঞান কহেন সবারে ॥১৬৮॥
সেই জ্ঞান সনকাদি পাই' ব্রহ্মা হইতে।
প্রচার করেন তবে কৃপায় জগতে ॥১৬৯॥
যাহা হইতে হয় আসি জ্ঞানের প্রচার।
তান গুরু কেমতে বোলহ আছে আর ॥১৭০॥

অচ্যুতানন্দের পিতার প্রতি অনুযোগ—

বাপ তুমি,—তোমা' হৈতে শিখিবাঙ কোথা।
শিক্ষাগুরু হই' কেন বোলহ অন্যথা" ১৭১॥

শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মনিষ্ঠ বালক-পুত্রের গুণে পিতার আনন্দ ও স্নেহ—

এত বলি' শ্রীঅচ্যুতানন্দ মৌন হৈলা।
শুনিয়া অদ্বৈত পরানন্দে প্রবেশিলা ॥১৭২॥
'বাপ' 'বাপ' বলি' ধরি' করিলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অচ্যুতের অঙ্গ প্রেমজলে ॥১৭৩॥

পুত্রকে শিক্ষাগুরু বিচার ও ক্ষমা-প্রার্থনা—

"তুমি সে জনক বাপ, মুই সে তনয়।
শিখাইতে পুত্ররূপে হইলে উদয় ॥১৭৪॥
অপরাধ করিলুঁ ক্ষমহ বাপ, মোরে।
আর না বলিমু, এই কহিলুঁ তোমারে ॥"১৭৫॥

আত্মস্তুতি-শ্রবণে শ্রীঅচ্যুতের লজ্জা—

আত্মস্তুতি শুনি' শ্রীঅচ্যুত মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয় ॥১৭৬॥
শুনিয়া সন্ন্যাসী শ্রীঅচ্যুত-বচন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সেইক্ষণ ॥১৭৭॥

সন্ন্যাসীর মুখে পিতা ও পুত্রের প্রশংসা এবং আপনাকে কৃতার্থ-জ্ঞান

সন্ন্যাসী বলেন,—"যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন।
যেন পিতা, তেন পুত্র—অচিন্ত্য-কথন ॥১৭৮॥
এই ত ঈশ্বর-শক্তি বহি অন্য নয়।
বালকের মুখে কি এমত কথা হয়? ১৭৯॥
শুভ লগ্নে আইলাঙ অদ্বৈত দেখিতে।
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাঙ নয়নেতে ॥"১৮০॥
পুত্রের সহিত অদ্বৈতেরে নমস্করি'।
পূর্ণ হই' ন্যাসী চলে বলি' 'হরি হরি' ॥১৮১॥

বিবৃতি। শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব জীবের ঈশ্বর কারণাব্ধি-শায়ি-পুরুষরূপে, সমষ্টি জীবের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদশায়ি-পুরুষরূপে এবং ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামি-আত্মা ক্ষীরোদশায়ি-পুরুষরূপে যথাক্রমে কারণার্ণব, গর্ভোদক এবং ক্ষীরাব্ধিজলে স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া-বিহার করেন ॥১৬৩॥

ভাঃ ২।৯ অঃ দ্রষ্টব্য ॥১৬৫ ৬৬॥

শ্রীঅচ্যুতানন্দ বলিলেন,—"তুমি পিতা,—আমার শিক্ষা গুরু; কোথায় তোমার নিকট হইতে সত্যকথা শিখিব, অথচ তাহা না করিয়া সর্ব্বভুবননাথ ও সর্ব্বাশ্রয় শ্রীচৈতন্যদেবের অপর গুরু আছে—এ কথা কি প্রকারে নিজমুখে আনিলে? ভগবান্‌ই সকলের গুরু—তাঁহার কেহ গুরু নাই।" ১৭১॥

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যে প্রকার মহৎ, তাঁহার পুত্রও তদ্রূপ মহা জ্ঞানী। পুত্রের বাক্যে পিতাও

ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন।
যে চৈতন্য-পাদপদ্মে একান্ত-শরণ ॥১৮২॥

গৌরচন্দ্রবিমুখ অদ্বৈতানুগব্রুবগণের নিধন অনিবার্য্য—

অদ্বৈতেরে ভজে, গৌরচন্দ্র করে হেলা।
পুত্র হউ অদ্বৈতের তবু তিঁহ গেলা ॥১৮৩॥

শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য-কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ স্বীয় শিশু পুত্রের প্রতি আদর—

পুত্রের মহিমা দেখি' অদ্বৈত-আচার্য্য।
পুত্র কোলে করি' কান্দে ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য ॥১৮৪॥
পুত্রের অঙ্গের ধুলা আপনার অঙ্গে।
লেপেন অদ্বৈত অতি পরানন্দ-রঙ্গে ॥১৮৫॥
চৈতন্যের পার্ষদ জন্মিলা মোর ঘরে।
এত বলি' নাচে প্রভু তালি দিয়া করে ॥১৮৬॥
পুত্র কোলে করি' নাচে অদ্বৈত গোসাঞি।
ত্রিভুবনে যাহার ভক্তির সীমা নাই ॥১৮৭॥

অদ্বৈত-গৃহে প্রভুর সপার্ষদে উপস্থিতি—

পুত্রের মহিমা দেখি' অদ্বৈত বিহ্বল।
হেন কালে উপসন্ন সর্ব্ব সুমঙ্গল ॥১৮৮॥
সপার্ষদে শ্রীগৌরসুন্দর সেইক্ষণে।
আসি' আবির্ভাব হৈলা অদ্বৈত-ভবনে ॥১৮৯॥
প্রাণনাথ ইষ্টদেবে অদ্বৈত দেখিয়া।
পড়িলেন পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥১৯০॥
'হরি' বলি' শ্রীঅদ্বৈত করেন হুঙ্কার।
প্রেমানন্দে দেহ পাসরিলা আপনার ॥১৯১॥
জয়-জয়কার ধ্বনি করে নারীগণে।
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত-ভবনে ॥১৯২॥

আচার্য্য ও মহাপ্রভুর পরস্পর প্রেমক্রন্দন—

প্রভুও করিলা অদ্বৈতেরে নিজ কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁ'[illegible]প্রেমানন্দ-জলে ॥১৯৩॥
পাদপদ্ম বক্ষে করি' আচার্য্য গোসাঞি।
রোদন করেন অতি বাহ্য কিছু নাই ॥১৯৪॥

ভক্তগণের প্রেম ক্রন্দন—

চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ করেন ক্রন্দন।
কি অদ্ভুত প্রেম, স্নেহ,—না যায় বর্ণন ॥১৯৫॥

অদ্বৈত কর্ত্তৃক প্রভুকে আসন প্রদান—

স্থির হই' ক্ষণেকে অদ্বৈত মহাশয়।
বসিতে আসন দিলা করিয়া বিনয় ॥১৯৬॥

সপার্ষদ মহাপ্রভুর উপবেশন—

বসিলেন মহাপ্রভু উত্তম আসনে।
চতুর্দ্দিকে শোভা করে পারিষদগণে ॥১৯৭॥

নিত্যানন্দে ও অদ্বৈতে কোলাকুলি—

নিত্যানন্দে অদ্বৈতে হইল কোলাকুলি।
দুহাঁ দেখি অন্তরেতে দোঁহে কুতুহলী ॥১৯৮॥

ভক্তগণের আচার্য্য-নমস্কার ও আচার্য্যের প্রেমালিঙ্গন—

আচার্য্যেরে নমস্করিলেন ভক্তগণ।
আচার্য্য সবারে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন ॥১৯৯॥

অদ্বৈত-গৃহের আনন্দ বেদব্যাসই বর্ণনে সমর্থ—

যে আনন্দ উপজিল অদ্বৈতের ঘরে।
বেদব্যাস বিনা তাহা বর্ণিতে কে পারে ? ২০০॥

অচ্যুতের প্রতি প্রভুর অপার কৃপা—

ক্ষণেকে অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত-কুমার।
প্রভুর চরণে আসি' হৈলা নমস্কার ॥২০১॥
অচ্যুতেরে কোলে করি' শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেমজলে ধুইলেন তাঁ'র কলেবর ॥২০২॥
অচ্যুতেরে প্রভু না ছাড়েন বক্ষ হৈতে।
অচ্যুত প্রবিষ্ট হইলা প্রভুর দেহেতে ॥২০৩॥
অচ্যুতেরে কৃপা দেখি' সর্ব্ব-ভক্তগণ।
প্রেমে সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥২০৪॥

নিজকথা শোধন করিয়া লইলেন। জগতে এইপ্রকার পিতা-পুত্র সচরাচর দেখা যায় না। ভগবচ্ছক্তি-লাভকারী শিশুই এত বড় উচ্চ কথা বলিতে পারিয়াছেন ॥১৮২॥

জগতের দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্বৈতপ্রভুর কতিপয় অসৎপুত্র পিতাকেই সম্মান (?) করিতেন—শ্রীগৌরসুন্দরের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা ব্যতীত উহাদের অন্য কোন কার্য্য ছিল না। অর্ব্বাচীন মূঢ় ব্যক্তিগণই তাদৃশ অসৎপুত্রদিগকে অদ্বৈতের পুত্রজ্ঞানে সম্মান করিয়া থাকে। সেই হরিসেবা-বিমুখ অদ্বৈতপুত্রগণ প্রকাশ্যে অদ্বৈততনয়রূপে আপনাদের পরিচয় দিয়া আত্মবিনাশ সাধন করিয়াছিলেন ॥১৮৩॥

অচ্যুতের মহিমা—

যত চৈতন্যের প্রিয় পারিষদগণ।
অচ্যুতের প্রিয় নহে, হেন নাহি জন ॥২০৫॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণের সমান।
গদাধরপণ্ডিতের শিষ্যের প্রধান ॥২০৬॥

যোগ্যতম পিতার যোগ্যতম পুত্র—

ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন।
যেন পিতা, তেন পুত্র, উচিত মিলন ॥২০৭॥
এইমত শ্রীঅদ্বৈত গোষ্ঠীর সহিতে।
আনন্দে ডুবিলা প্রভু পাইয়া সাক্ষাতে ॥২০৮॥

কীর্ত্তন-লীলায় মহাপ্রভুর কিছুদিন অদ্বৈত-গৃহে অবস্থান—

শ্রীচৈতন্য কতদিন অদ্বৈত-ইচ্ছায়।
রহিলা অদ্বৈত-ঘরে কীর্ত্তন-লীলায় ॥২০৯॥
প্রাণনাথ গৃহে পাই' আচার্য্য-গোসাঞি।
না জানে আনন্দে আছেন কোন্ ঠাঞি ॥২১০॥

আচার্য্য-কর্ত্তৃক শচীমাতার স্থানে দোলাসহ লোকপ্রেরণ—

কিছু স্থির হইয়া অদ্বৈত মহামতি।
আই-স্থানে লোক পাঠাইলা শীঘ্রগতি ॥২১১॥

অভিন্ন-যশোমতি শ্রীশচীমাতার বৃন্দাবন-লীলায় মগ্নাবস্থা—

দোলা লই' নবদ্বীপে আইলা সত্বরে।
আইরে বৃত্তান্ত কহে চলিবার তরে ॥২১২॥
প্রেম-রস-সমুদ্রে ডুবিয়া আছে আই।
কি বলেন, কি শুনেন, বাহ্য কিছু নাই ॥২১৩॥
সম্মুখে যাহারে আই দেখেন, তাহারে।
জিজ্ঞাসেন,—"মথুরার কথা কহ মোরে ॥২১৪॥
রামকৃষ্ণ কেমত আছেন মথুরায়।
পাপী কংস কেমত বা করে ব্যবসায় ॥২১৫॥
চোর অক্রুরের কথা কহ জান' কে।
রামকৃষ্ণ মোর চুরি করি' নিল সে ॥২১৬॥
শুনিলাঙ পাপী কংস মরি' গেল হেন।
মথুরার রাজা কি হইল উগ্রসেন ॥" ২১৭॥
"রাম কৃষ্ণ," বলিয়া কখন ডাকে আই।
"ঝাট গাভী দোহ' দুগ্ধ বেচিবারে যাই ॥" ২১৮॥
হাতে বাড়ি করিয়া কখন আই ধায়।
"ধর ধর সবে, এই ননী-চোরা যায় ॥২১৯॥
কোথা পালাইবা আজি এড়িমু বান্ধিয়া।"
এত বলি' ধায় আই আবিষ্ট হইয়া ॥২২০॥
কখন কাহারে কহে সম্মুখে দেখিয়া।
"চল যাই যমুনায় স্নান করি' গিয়া ॥" ২২১॥
কখন যে উচ্চ করি' করেন ক্রন্দন।
হৃদয় দ্রবয়ে তাহা করিতে শ্রবণ ॥২২২॥
অবিচ্ছিন্ন ধারা দুই নয়নেতে ঝরে।
সে কাকু শুনিয়া কাষ্ঠ পাষাণ বিদরে ॥২২৩॥
কখন বা ধ্যানে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ যে করি।
অট্ট অট্ট হাসে' আই আপনা' পাসরি' ॥২২৪॥
হেন সে অদ্ভুত হাস্য আনন্দ পরম।
দুই-প্রহরেও কভু নহে উপশম ॥২২৫॥
কখন বা আই হয় আনন্দে মূর্চ্ছিত।
প্রহরেও ধাতু নাহি থাকে কদাচিত ॥২২৬॥
কখন বা হেন কম্প উপজে আসিয়া।
পৃথিবীতে কেহো যেন তোলে আছাড়িয়া ॥২২৭॥
আইর যে কৃষ্ণাবেশ কি তা'র উপমা
আই বই অন্যে আর নাহি তা'র সীমা ॥২২৮॥
গৌরচন্দ্র শ্রীবিগ্রহে যত কৃষ্ণভক্তি।
আইরেও প্রভু দিয়াছেন সেই শক্তি ॥২২৯॥
অতএব আইর যে ভক্তির বিকার।
তাহা বর্ণিবেক সব—হেন শক্তি কা'র ॥২৩০॥
হেনমতে প্রেমানন্দ-সমুদ্র-তরঙ্গে।
ভাসেন দিবস নিশি আই মহারঙ্গে ॥২৩১॥
কদাচিত আইর যে কিছু বাহ্য হয়।
সেই বিষ্ণুপূজা লাগি'—জানিহ নিশ্চয় ॥২৩২॥

প্রভু পাইয়া—মহাপ্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া ।২০৮॥
আই—আর্য্যা, মাতা। এখানে শ্রীশচীমাতা ॥২১১॥
ঝাট—ঝটিতি, শীঘ্র, অবিলম্বে ॥২১৮॥
বাড়ি—যষ্টি, লাঠী ॥২১৯॥

কৃষ্ণের প্রসঙ্গে আই আছেন বসিয়া।
হেনই সময়ে শুভবার্ত্তা হৈল গিয়া ॥২৩৩॥

প্রভুর শান্তিপুরে আগমন-বার্ত্তা-শ্রবণে শচীমাতা ও ভক্তগণের উৎকণ্ঠা—

"শান্তিপুরে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
চল আই, ঝাট গিয়া দেখহ সত্বর॥" ২৩৪॥
বার্ত্তা শুনি' সন্তোষিত হইলেন আই।
তাহার অবধি আর কহিবারে নাই ॥২৩৫॥
বার্ত্তা শুনি' প্রভুর যতেক ভক্তগণ।
সবেই হইলা অতি প্রেমানন্দ মন ॥২৩৬॥

গঙ্গাদাস পণ্ডিত, মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীশচীমাতার শান্তিপুরে যাত্রা—

গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুর প্রিয়পাত্র।
আই লই' চলিলেন সেই ক্ষণ মাত্র ॥২৩৭॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত-আদি যত ভক্তগণ।
সবেই আইর সঙ্গে করিলা গমন ॥২৩৮॥

শ্রীশচীমাতার শান্তিপুরে আগমন—

সত্বরে আইলা শচী-আই শান্তিপুরে।
বার্ত্তা শুনিলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরে ॥২৩৯॥

প্রভুর অপূর্ব্ব মাতৃভক্তি-লীলা ও স্তুতি—

শ্রীগৌরসুন্দর প্রভু আইরে দেখিয়া।
সত্বরে পড়িলা দূরে দণ্ডবত হৈয়া ॥২৪০॥
পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ হইয়া হইয়া।
দণ্ডবত হয় শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া ॥২৪১॥
"তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী।
তোমারে সে গুণাতীত সত্ত্বরূপা কহি ॥২৪২॥
তুমি যদি শুভদৃষ্টি কর' জীব-প্রতি।
তবে সে জীবের হয় কৃষ্ণে রতি-মতি ॥২৪৩॥
তুমি সে কেবল মূর্ত্তিমতী বিষ্ণু-ভক্তি।
যাহা হইতে সব হয়, তুমি সেই শক্তি ॥২৪৪॥
তুমি গঙ্গা দেবকী যশোদা দেবহূতি।
তুমি পৃশ্নি, অনসূয়া, কৌশল্যা, অদিতি ॥২৪৫॥
যত দেখি সব তোমা' হৈতে সে উদয়।
পালয়িতা তুমি সে, তোমাতে লীন হয় ॥২৪৬॥
তোমার প্রভাব বলিবার শক্তি কা'র্।
সবার হৃদয়ে পূর্ণ বসতি তোমার॥" ২৪৭॥
শ্লোকবন্ধে এই মত করিয়া স্তবন।
দণ্ডবৎ হয় প্রভু ধর্ম্ম-সনাতন ॥২৪৮॥

কৃষ্ণ-ব্যতীত এরূপ বাৎসল্যরসসৌন্দর্য্য-প্রকাশের শক্তি অপরের দ্বারা সম্ভব নহে—

কৃষ্ণ বই একি পিতৃ-মাতৃ-গুরু-ভক্তি।
করিবারে ধরয়ে এমত কা'র্ শক্তি ॥২৪৯॥
আনন্দাশ্রু ধারা বহে সকল অঙ্গেতে।
শ্লোক পড়ি' নমস্কার হয় বহুমতে ॥২৫০॥

শ্রীগৌরচন্দ্র-মুখচন্দ্র-দর্শনে পরানন্দে জড় শচীমাতা—

আই দেখি' মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-বদন।
পরানন্দে জড় হইলেন সেই ক্ষণ ॥২৫১॥

প্রভুর মুখে শ্রীশচীমাতার স্তুতি—

রহিয়াছে আই যেন কৃত্রিম-পুতলি।
স্তুতি করে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর কুতূহলী ॥২৫২॥
প্রভু বলে,—"কৃষ্ণভক্তি যে কিছু আমার।
কেবল একান্ত সব প্রসাদে তোমার ॥২৫৩॥
কোটি দাস-দাসেরো যে সম্বন্ধে তোমার।
সেই জন প্রাণ হৈতে বল্লভ আমার ॥২৫৪॥
বারেক যে জন তোমা করিবে স্মরণ।
তা'র কভু নহিবেক সংসার-বন্ধন ॥২৫৫॥

কাকু—কাতরোক্তি, আর্ত্ত কণ্ঠধ্বনি ॥২২৩॥
ধাতু—চৈতন্য, জ্ঞান, চেতনা ॥২২৬॥

শ্রীশচীমাতা সর্ব্বক্ষণ শ্রীগৌরের বিরহে কৃষ্ণলীলায় প্রবিষ্ট-বিচারে দিন যাপন করিতেন। শ্রীযশোদার যাবতীয় অপ্রাকৃত চেষ্টা শ্রীশচীর হৃদয়দেশ অধিকার করিয়াছিল। যদি কোন সময় বহির্জ্জগতের প্রতীতি হইত, তাহা ভগবানের মর্য্যাদা-পথে পূজার জন্য ॥২৩২॥

শ্রীগৌরসুন্দর শচীদেবীকে যশোদা, দেবকী, গঙ্গা, কপিলজননী দেবহূতি, পৃশ্নি, দত্তাত্রেয়-জননী অনসূয়া, কৌশল্যা ও অদিতি প্রভৃতি বলিয়া স্তব করিলেন ॥২৪৫॥

ভগবানের অনন্ত কোটি দাসদাসীগণের সহিত ভগবজ্জননীর যে সম্বন্ধ, তাহা বিচার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর বলিতেছেন—"সেই সম্বন্ধ-জন্য তাঁহারাও আমার অত্যন্ত প্রিয়॥" ২৫৪॥

সকল পবিত্র করে যে গঙ্গা তুলসী।
তানাও হয়েন ধন্য তোমারে পরশি' ॥২৫৬॥
তুমি যত করিয়াছ আমার পালন।
আমার শক্তিয়ে তাহা নহিব শোধন ॥২৫৭॥
দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলে আমারে।
তোমার সাদ্গুণ্য সে তাহার প্রতিকারে ॥"২৫৮॥

বৈষ্ণবগণের আনন্দ—

এই মত স্তুতি প্রভু করেন সন্তোষে।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে ॥২৫৯॥

'আই'র কৃষ্ণপ্রপত্তি—

আই জানে অবতীর্ণ প্রভু নারায়ণ।
যখনে যে ইচ্ছা তান কহেন তেমন ॥২৬০॥
কতোক্ষণে আই বলিলেন এই মাত্র।
"তোমার বচন বুঝে কেবা আছে পাত্র ॥২৬১॥
প্রাণহীনজন যেন সিন্ধুমাঝে ভাসে।
স্রোতে যহি লয়ে, তহি চলয়ে অবশে ॥২৬২॥
এই মত সর্ব্বজীব সংসারসাগরে।
তোমার মায়ায় যে করায় তহি করে ॥২৬৩॥
সবে বাপ বলি এই তোমারে উত্তর।
ভাল হয় যেমতে সে তোমার গোচর ॥২৬৪॥
স্তুতি, প্রদক্ষিণ কিবা কর নমস্কার।
মুঞি ত যা বুঝি কিছু যে ইচ্ছা তোমার ॥"২৬৫॥

ভাগবতগণের জয়ধ্বনি—

শুনিয়া আইর বাক্য সর্ব্ব ভাগবতে।
মহা জয় জয় ধ্বনি লাগিলা করিতে ॥২৬৬॥

'আই'র অপূর্ব্ব ভক্তিসীমা—

আইর ভক্তির সীমা কে বলিতে পারে।
গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ যাঁহার উদরে ॥২৬৭॥

'আই'-নামের মহিমা—

প্রাকৃত-শব্দেও যে বা বলিবেক 'আই'।
'আই'-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই ॥২৬৮॥

'আই'র সন্তোষে সকলের সন্তোষ—

প্রভু দেখি' সন্তোষে পূর্ণিত হইলা আই।
ভক্তগণ আনন্দে' কাহারও বাহ্য নাই ॥২৬৯॥
এখানে যে হইল আনন্দ-সমুচ্চয়।
মনুষ্যের শক্তিতে কি তাহা কহা হয় ॥২৭০॥

'আই'র সন্তোষে নিত্যানন্দের আনন্দ—

নিত্যানন্দ মহামত্ত আইর সন্তোষে।
পরানন্দ-সিন্ধু-মাঝে ভাসেন হরিষে ॥২৭১॥

'আই'র প্রতি অদ্বৈতাচার্য্যের দেবকী স্তুতি—

দেবকীর স্তুতি পড়ি' আচার্য্য গোসাঞি।
আইরে করেন দণ্ডবৎ—অন্ত নাঞি ॥২৭২॥
হরিদাস, মুরারি, শ্রীগর্ভ, নারায়ণ।
জগদীশ-গোপীনাথ-আদি ভক্তগণ ॥২৭৩॥
আইর সন্তোষে সবে হেন সে হইলা।
পরানন্দে যেহেন সবেই মিশাইলা ॥২৭৪॥

এই পরানন্দ প্রসঙ্গ পাঠ ও শ্রবণফলে
কৃষ্ণপ্রেম-লাভ অবশ্যম্ভাবী—

এ সব আনন্দ পড়ে, শুনে যেই জন।
অবশ্য মিলয়ে তাঁ'রে কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥২৭৫॥

'আই'র হস্তে প্রভুকে ভিক্ষা করাইবার জন্য
আচার্য্যের প্রভু-সমীপে অনুমতি গ্রহণ—

'প্রভুরে দিবেন ভিক্ষা আই ভাগ্যবতী'।
প্রভু-স্থানে অদ্বৈত লইলা অনুমতি ॥২৭৬॥

অসংখ্য অপূর্ব্ব উপচারে আইর রন্ধনের উদ্যোগ—

সন্তোষে চলিলা আই করিতে রন্ধন।
প্রেমযোগে চিন্তি' 'গৌরচন্দ্র নারায়ণ' ॥২৭৭॥
কতেক প্রকারে আই করিলা রন্ধন।
নাম নাহি জানি হেন রান্ধিলা ব্যঞ্জন ॥২৭৮॥

বিংশতি প্রকার প্রভু-প্রিয়-শাক-রন্ধন—

আই জানে—প্রভুর সন্তোষ বড় শাকে।
বিংশতি প্রকার শাক রান্ধিল এতেকে ॥২৭৯॥

তথ্য। ভাঃ ৬।১৫।৩ দ্রষ্টব্য ॥২৬২॥

শ্রীগৌরজননী আর্য্যা শচীদেবীকে অসংস্কৃত ভাষায় 'আই' বলিয়া সম্বোধন করিলেও সম্বোধনকারীর সকল দুঃখ বিদূরিত হইবে ॥২৬৮॥

বহুপ্রকার ব্যঞ্জন-রন্ধন—

একেক ব্যঞ্জন—প্রকার দশ-বিশে।
রান্ধিলেন আই অতি চিত্তের সন্তোষে ॥২৮০॥
অশেষ প্রকারে তবে রন্ধন করিয়া।
ভোজনের স্থানে পরে থুইলেন লৈয়া ॥২৮১॥

ভোগ-পরিবেশন ও তদুপরি তুলসী-মঞ্জরী-স্থাপন—

শ্রীঅন্ন-ব্যঞ্জন সব উপস্কার করি'।
সবার উপরে দিল তুলসী-মঞ্জরী ॥২৮২॥

উত্তম আসন প্রদান—

চতুর্দ্দিকে সারি করি' শ্রীঅন্ন-ব্যঞ্জন।
মধ্যে পাতিলেন অতি উত্তম আসন ॥২৮৩॥

পার্ষদ-সহ প্রভুর ভোজনার্থ আগমন—

আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
সংহতি লইয়া সব পারিষদগণ ॥২৮৪॥

প্রভুর শ্রীঅন্নব্যঞ্জনের সজ্জাদর্শনে দণ্ডবৎ প্রণাম—

দেখি' প্রভু শ্রীঅন্ন-ব্যঞ্জনের উপস্কার।
দণ্ডবৎ হইয়া করিলা নমস্কার ॥২৮৫॥

প্রভুর মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য-বর্ণনান্তে সপার্ষদে প্রসাদ-সেবন—

প্রভু বলে—"এ অন্নের থাকুক ভোজন।
এ অন্ন দেখিলে হয় বন্ধ-বিমোচন ॥২৮৬॥

শচীমাতার পাচিত অন্নের গন্ধেও কৃষ্ণে ভক্তির উদয় হয়—

কি রন্ধন—ইহা ত' কহিলে কিছু নয়।
এ অন্নের গন্ধেও কৃষ্ণেতে ভক্তি হয় ॥২৮৭॥
বুঝিলাম কৃষ্ণ লই' সব পরিবার।
এ অন্ন করিয়াছেন আপনে স্বীকার ॥" ২৮৮॥

প্রভুর অন্ন-প্রদক্ষিণ ও ভোজনে উপবেশন—

এত বলি' প্রভু অন্ন-প্রদক্ষিণ করি'।
ভোজনে বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ-নরহরি ॥২৮৯॥

পার্ষদগণের ভোজন-দর্শনার্থ চতুর্দ্দিকে উপবেশন—

প্রভুর আজ্ঞায় সব পারিষদগণ।
বসিলেন চতুর্দ্দিকে দেখিতে ভোজন ॥২৯০॥

প্রভুর ভোজন-দর্শনে শচীমাতার নয়ন-পরিতৃপ্তি—

ভোজন করেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে আই ভাগ্যবতী ॥২৯১॥

আনন্দভরে ও পরিতৃপ্তি-সহকারে প্রভুর প্রত্যেক দ্রব্য-ভোজন—

প্রত্যেকে প্রত্যেকে প্রভু সকল ব্যঞ্জন।
মহা আমোদিয়া নাথ করেন ভোজন ॥২৯২॥

শ্রীশাক-ব্যঞ্জনের ভাগ্য—পুনঃ পুনঃ মহাপ্রভুর গ্রহণ—

সবা' হৈতে ভাগ্যবন্ত—শ্রীশাক ব্যঞ্জন।
পুনঃ পুনঃ যাহা প্রভু করেন গ্রহণ ॥২৯৩॥

শাকে প্রীতি-দর্শনে ভক্তগণের আনন্দ—

শাকেতে দেখিয়া বড় প্রভুর আদর।
হাসেন প্রভুর যত সব অনুচর ॥২৯৪॥

ভক্তগণের নিকট প্রভুর বিভিন্ন শাকের মহিমা কথন—

শাকের মহিমা প্রভু সবারে কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥২৯৫॥
প্রভু বলে,—"এই যে 'অচ্যুতা'-নামে শাক।
ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ ॥২৯৬॥
'পটল'-'বাস্তুক'-'কাল'-শাকের ভোজনে।
জন্ম জন্ম বিহরয়ে বৈষ্ণবের সনে ॥২৯৭॥

উপস্কার করি'—(প্রা[illegible]) সুসজ্জিত করিয়া ॥২৮২॥

শ্রীশচীদেবী বিংশতিপ্রকার শাক ও প্রত্যেক দ্রব্যের দ্বারা দশ-বিশ প্রকার ব্যঞ্জন প্রভৃতি রন্ধন করিয়া তুলসী-মঞ্জরীর সহিত বিষ্ণুকে ভোগ দিলে, শ্রীগৌরসুন্দর ঐ নৈবেদ্যকে দণ্ডবৎপ্রণতি করিলেন, আর বলিলেন—এই ভোজ্য গ্রহণ করা দূরে থাকুক, যিনি দেখিবেন, সংসারে ভোগ-প্রবৃত্তিরূপ বন্ধন হইতে তাঁহার বিমুক্তি ঘটিবে। এই অন্নের অপ্রাকৃত সুগন্ধ যাঁহারই নাসায় প্রবিষ্ট হইবে, তিনিই কৃষ্ণ-সেবায় উন্মুখ হইবেন ॥২৮৬॥

অচ্যুতা—শাকের প্রকারবিশেষ। প্রভু ভোজনকালে বিভিন্ন শাকের বিভিন্ন গুণাবলীর সহিত কৃষ্ণ-সম্বন্ধের মহিমা জ্ঞাপন করিলেন ॥২৯৬॥

'সালিঞ্চা'-'হেলাঞ্চা'-শাক ভক্ষণ করিলে।
আরোগ্য থাকয়ে তা'রে কৃষ্ণভক্তি মিলে॥"২৯৮॥
এই মত শাকের মহিমা কহি' কহি'।
ভোজন করেন প্রভু পুলকিত হই'॥২৯৯॥

প্রভুর প্রসাদ-সেবনের পরমানন্দ অনন্ত-দেবের কীর্ত্তনীয় ব্যাপার—

যতেক আনন্দ হৈল এ দিন ভোজনে।
সবে ইহা জানে প্রভু সহস্রবদনে॥৩০০॥
এই যশ সহস্র-জিহ্বায় নিরন্তর।
গায়েন অনন্ত আদিদেব মহীধর॥৩০১॥

অনন্তদেবের মূল অংশীরূপে কলিযুগে শ্রীনিত্যানন্দ প্রকটিত, তাঁহার আজ্ঞায় গ্রন্থকারের সূত্রাকারে গৌরলীলা-বর্ণন—

সেই প্রভু কলিযুগে—অবধূত রায়।
সূত্র মাত্র লিখি আমি তাহান আজ্ঞায়॥৩০২॥
বেদব্যাস-আদি করি' যত মুনিগণ।
এই সব যশ সবে করেন বর্ণন॥৩০৩॥

মহাপ্রভুর কীর্ত্তি শ্রবণে ও পাঠে অবিদ্যা-ধ্বংস—

এ যশের যদি করে শ্রবণ-পঠন।
তবে সে জীবের খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন॥৩০৪॥

প্রভুর ভোজন-সমাপ্তি—

হেন-রঙ্গে মহাপ্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি' আচমন॥৩০৫॥

প্রভুর অধরামৃতের জন্য ভক্তগণের আগ্রহ—

আচমন করি' মাত্র ঈশ্বর বসিলা।
ভক্তগণ অবশেষ লুটিতে লাগিলা॥৩০৬॥
কেহ বলে,—"ব্রাহ্মণের ইহাতে কি দায়।
শূদ্র আমি, আমারে সে উচ্ছিষ্ট যুয়ায়॥"৩০৭॥
আর কেহ বলে,—"আমি নহি রে ব্রাহ্মণ।"
আড়ে থাকি' লই' কেহ করে পলায়ন॥" ৩০৮॥
কেহ বলে,—"শূদ্রের উচ্ছিষ্ট যোগ্য নহে।
'হয়' 'নয়' বিচারিয়া বুঝ—শাস্ত্রে কহে॥"৩০৯॥
কেহ বলে,—"আমি অবশেষ নাহি চাই।
শুধু পাতখানা মাত্র আমি লই' যাই॥"৩১০॥
কেহ বলে,—"আমি পাত ফেলিব সর্ব্ব কাল।
তোমরা যে লও সে কেবল ঠাকুরাল॥" ৩১১॥
এইমত কৌতুকে চপল ভক্তগণ।
ঈশ্বর-অধরামৃত করেন ভোজন॥৩১২॥
আইর রন্ধন—ঈশ্বরের অবশেষ।
কা'র বা ইহাতে লোভ না জন্মে বিশেষ॥৩১৩॥
পরানন্দে ভোজন করিয়া ভক্তগণ।
প্রভুর সম্মুখে সবে করিলা গমন॥৩১৪॥

সপার্ষদ প্রভুর সম্মুখে প্রভুর আদেশে মুরারিগুপ্তের শ্রীরামচন্দ্রের স্তোত্র-পাঠ—

বসিয়া আছেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
চতুর্দ্দিকে বসিলেন সর্ব্ব-অনুচর॥৩১৫॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সম্মুখে দেখিয়া।
বলিলেন তাঁরে কিছু ঈষৎ হাসিয়া॥৩১৬॥

মুরারির অষ্টশ্লোক—

"পড় গুপ্ত, রাঘবেন্দ্র বর্ণিয়াছ তুমি।
অষ্ট-শ্লোক করিয়াছ, শুনিয়াছি আমি॥"৩১৭॥
ঈশ্বরের আজ্ঞা গুপ্ত-মুরারি শুনিয়া।
পড়িতে লাগিলা শ্লোক ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥৩১৮॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতে, ২য় প্রক্রমে, ১ম সর্গে)

অগ্রে ধনুর্দ্ধরবরঃ কনকোজ্জ্বলাঙ্গো
জ্যেষ্ঠানুসেবনরতো বরভূষণাঢ্যঃ
শেষাখ্যধামবরলক্ষ্মণনাম যস্য
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥ ৩১৯॥

সকল শ্রেণীর ভক্তগণই প্রভুর অবশিষ্ট সম্মান করিলেন। যাঁহারা শূদ্র অভিমান করেন, তাঁহারা বলেন—'উচ্ছিষ্টেই তাঁহাদের অধিকার।' কেহ কেহ বা গোপনে ভগবদুচ্ছিষ্ট লইয়া পলাইয়া গেলেন। কেহ বা বলিলেন,—'শূদ্র কখনও ভগবদুচ্ছিষ্ট পাইতে পারে না—ইহাতে ব্রাহ্মণেরই একমাত্র অধিকার।' কেহ বা বলিলেন,—'যে পাত্রে ভগবদুচ্ছিষ্ট আছে, তাহাতে আমারই অধিকার, আমিই প্রসাদের আধার-পাত্র ফেলিয়া দিবার অধিকারী।'৩১২॥

হত্বা খরত্রিশিরসৌ সগণৌ কবন্ধম্
শ্রীদণ্ডকাননমদূষণমেব কৃত্বা।
সুগ্রীবমৈত্রমকরোদ্বিনিহত্য শক্রম্
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥৩২০॥

প্রভুর আজ্ঞায় শ্লোকের ব্যাখ্যা—

এই মত অষ্ট শ্লোক মুরারি পড়িলা।
প্রভুর আজ্ঞায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলা ॥৩২১॥

"দুর্ব্বাদলশ্যামল—কোদণ্ডদীক্ষা-গুরু।
ভক্তগণ-প্রতি বাঞ্ছাতীত কল্পতরু ॥৩২২॥

হাস্যমুখে রত্নময়-রাজ-সিংহাসনে।
বসিয়া আছেন শ্রীজানকীদেবী বামে ॥৩২৩॥

অগ্রে মহা ধনুর্দ্ধর অনুজ লক্ষ্মণ।
কনকের প্রায় জ্যোতি কনক-ভূষণ ॥৩২৪॥

আপনে অনুজ হই' শ্রীঅনন্তধাম।
জ্যেষ্ঠের সেবায় রত 'শ্রীলক্ষ্মণ'-নাম ॥৩২৫॥

সর্ব্ব-মহা-গুরু হেন শ্রীরঘু-নন্দন।
জন্ম জন্ম ভজোঁ মুঞি তাঁহার চরণ ॥৩২৬॥

ভরত শত্রুঘ্ন দুই চামর ঢুলায়।
সম্মুখে কপীন্দ্রগণ পুণ্যকীর্ত্তি গায় ॥৩২৭॥

যে প্রভু করিলা গুহ-চণ্ডালেরে মিত।
জন্ম জন্ম গাও যেন তাঁহার চরিত ॥৩২৮॥

গুরু-আজ্ঞা শিরে ধরি' ছাড়ি নিজ-রাজ্য।
বন ভ্রমিলেন করিবারে সুরকার্য্য ॥৩২৯॥

অন্বয়। যস্য অগ্রে (সম্মুখভাগে) ধনুর্দ্ধরবরঃ (ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠঃ) কনকোজ্জ্বলাঙ্গঃ (তপ্তকাঞ্চনকান্তিঃ) জ্যেষ্ঠানুসেবনরতঃ (জ্যেষ্ঠস্য নিত্যসেবায়ামাসক্তঃ) বরভূষণাঢ্যঃ (উত্তমভূষণভূষিতঃ) শেষাখ্যধামবরলক্ষ্মণনাম্ (শেষাখ্যং তৎসংজ্ঞকং ধাম স্বরূপং যস্য তাদৃশঃ, কিঞ্চ বরং শ্রেষ্ঠং লক্ষ্মণ ইতি নাম যস্য তাদৃশঃ পুরুষো বর্ত্ততে ইতি শেষঃ, তাদৃশং) জগত্রয়গুরুং (ত্রিজগদধীশ্বরং) রামং সততং ভজামি (সেবে) ॥৩১৯॥

অনুবাদ। যাঁহার সম্মুখভাগে ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ তপ্তকাঞ্চন-কান্তি জ্যেষ্ঠসেবানিরত উত্তমভূষণশালী শেষরূপী শ্রীলক্ষ্মণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই ত্রিজগদ্গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে নিরন্তর সেবা করি ॥৩১৯॥

অন্বয়। (যঃ) সগণৌ (সপরিবারৌ) খরত্রিশিরসৌ (খরঞ্চ ত্রিশিরসঞ্চ, তথা) কবন্ধং (তন্নামানং রাক্ষসঞ্চ) হত্বা (বিনাশ্য, তথা) শ্রীদণ্ডকাননং (দণ্ডকাখ্যং বনম্) অদূষণং (দূষণনামকর[াক্ষসহী]নম্) এব কৃত্বা (তং বিনাশ্যেত্যর্থঃ, কিঞ্চ) শক্রং (বালিনামানং) বিনিহত্য (বিনাশ্য) সুগ্রীবমৈত্রং (সুগ্রীবেন সহ মিত্রতাম্) অকরোৎ (কৃতবান্ তাদৃশং) জগত্রয়গুরুং (ত্রিজগদধীশ্বরং) রামং সততং ভজামি ॥৩২০॥

অনুবাদ। যিনি সপরিবারে খর, ত্রিশিরা এবং কবন্ধকে বিনাশপূর্ব্বক দণ্ডকবন দূষণনামক রাক্ষসশূন্য করিয়া বালিকে বধ ও সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া-ছিলেন, সেই ত্রিজগদ্গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে নিরন্তর সেবা করি ॥৩২০॥

তথ্য। শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যের ২য় প্রক্রমে ৭ম সর্গে শ্রীরামাষ্টকের অবশিষ্ট শ্লোক ছয়টী যথা—রাজৎ কিরীটমণিদীধিতিদীপিতাশমুদ্যদ্বৃহস্পতিকবিপ্রতিমে বহন্তম্। দ্বে কুণ্ডলেঽঙ্করহিতেন্দুসমানবক্ত্রং রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥ উদ্যদ্বিভাকরমরীচিবিবোধিতাব্জনেত্রং সুবিম্বদশনচ্ছদচারুনাসম্। শুভ্রাংশুরশ্মিপরিনির্জ্জিতচারু-হাসং রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥ তং কম্বুকণ্ঠমজ-মম্বুজতুল্যরূপং মুক্তাবলীকনকহারধৃতং বিভান্তম্। বিদ্যু-দ্বলাকগণসংযুতমম্বুদং বা রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥ উত্তানহস্ততলসংস্থসহস্রপত্রং পঞ্চচ্ছদাধিকশতং প্রবরাঙ্গুলীভিঃ। কুর্ব্বত্যশীতকনকদ্যুতি যস্য সীতা পার্শ্বেঽস্তি তং রঘুবরং সততং ভজামি॥ যো রাঘবেন্দ্রকুলসিন্ধুসুধাংশু-রূপো মারীচরাক্ষসসুবাহুমুখান্নিহত্য। যজ্ঞং ররক্ষ কুশি-কান্বয়পুণ্যরাশিং রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥ ভংক্তা পিনাকমবোজ্জনকাত্মজায়া বৈবাহিকোৎসববিধিং পথি ভার্গবেন্দ্রম্। জিত্বা পিতুর্মুদমুবাহ ককুৎস্থবর্য্যং রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥৩২১॥

কোদণ্ডদীক্ষা-গুরু—ধনুর্ব্বিদ্যা-শিক্ষক ॥৩২২॥

বালি মারি' সুগ্রীবেরে রাজ্য ভার দিয়া।
মিত্র-পদ দিলা তা'রে করুণা করিয়া ॥৩৩০॥
যে প্রভু করিলা অহল্যার বিমোচন।
ভজোঁ হেন ত্রিভুবন-গুরুর চরণ ॥৩৩১॥
দুস্তর-তরঙ্গ-সিন্ধু—ঈষৎ লীলায়।
কপি-দ্বারে যে বান্ধিল লক্ষ্মণসহায় ॥৩৩২॥
ইন্দ্রাদির অজয় রাবণ-বংশ-গণে।
যে প্রভু মারিল ভজোঁ তাঁহার চরণে ॥৩৩৩॥
যাহার কৃপায় বিভীষণ ধর্ম্ম-পর।
ইচ্ছা নাহি তথাপি হইলা লঙ্কেশ্বর ॥৩৩৪॥
যবনেও যাঁ'র কীর্ত্তি শ্রদ্ধা করি' শুনে।
ভজোঁ হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরণে ॥৩৩৫॥
দুষ্ট ক্ষয় লাগি' নিরন্তর ধনুর্দ্ধর।
পুত্রের সমান প্রজা-পালনে তৎপর ॥৩৩৬॥
যাঁহার কৃপায় সব অযোধ্যা-নিবাসী।
স-শরীরে হইলেন শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী ॥৩৩৭॥
যাঁ'র নাম-রসে মহেশ্বর দিগম্বর।
রমা যাঁ'র পাদপদ্ম সেবে নিরন্তর ॥৩৩৮॥
'পরংব্রহ্ম জগন্নাথ' বেদে যাঁ'রে গায়।
ভজোঁ হেন সর্ব্ব-গুরু-রাঘবেন্দ্র-পায় ॥" ৩৩৯॥
এই মত অষ্ট শ্লোক আপনার কৃত।
পড়িলা মুরারি রাম-মহিমা-অমৃত ॥৩৪০॥

গুপ্তের মস্তকোপরি প্রভুর পাদপদ্ম-স্থাপন, আশীর্ব্বাদ এবং বর-প্রদান—

শুনি' তুষ্ট হই' তবে শ্রীগৌরসুন্দর।
পাদপদ্ম দিলা তাঁ'র মস্তক-উপর ॥৩৪১॥
"শুন গুপ্ত, এই তুমি আমার প্রসাদে।
জন্ম জন্ম রামদাস হও নির্ব্বিরোধে ॥৩৪২॥
ক্ষণেকো যে করিবেক তোমার আশ্রয়।
সেহ রাম-পদাম্বুজ পাইবে নিশ্চয় ॥" ৩৪৩॥

বর-শ্রবণে ভক্তগণের জয়ধ্বনি—

মুরারি গুপ্তেরে চৈতন্যের বর শুনি'।
সবেই করেন মহা-জয়জয়ধ্বনি ॥৩৪৪॥
এই মত কৌতুকে আছেন গৌরসিংহ।
চতুর্দ্দিকে শোভে সব চরণের ভৃঙ্গ ॥৩৪৫॥

কুষ্ঠ-রোগীর আগমন ও প্রভুর নিকট নিজ দুর্দ্দশা-জ্ঞাপন—

হেনই সময়ে কুষ্ঠ-রোগী একজন।
প্রভুর সম্মুখে আসি' দিল দরশন ॥৩৪৬॥
দণ্ডবত হইয়া পড়িল আর্ত্তনাদে।
দুই বাহু তুলি' মহা-আর্ত্তি করি' কান্দে ॥৩৪৭॥
সংসার-উদ্ধার লাগি' তুমি কৃপাময়।
পৃথিবীর মাঝে আসি' হইলা উদয় ॥৩৪৮॥
পর-দুঃখ দেখি' তুমি স্বভাবে কাতর।
এতেকে আইলুঁ মুঞি তোমার গোচর ॥৩৪৯॥
কুষ্ঠ-রোগে পীড়িত, জ্বালায় মুঞি মরি।
বলহ উপায় মোরে কোন মতে তরি ॥৩৫০॥

প্রভুর ক্রোধ—বৈষ্ণবাপরাধ-হেতু কুষ্ঠরোগ; ইহা অপেক্ষাও বৈষ্ণবাপরাধীর অধিকতর যন্ত্রণা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত—

শুনি' মহাপ্রভু কুষ্ঠ-রোগীর বচন।
বলিতে লাগিলা ক্রোধে করিয়া তর্জ্জন ॥৩৫১॥
"ঘুচ ঘুচ মহা-পাপি, বিদ্যমান হৈতে।
তোরে দেখিলেও পাপ জন্মযে লোকেতে ॥৩৫২॥
পরম-ধার্ম্মিক যদি দেখে তোর মুখ।
সে দিবসে তাহার অবশ্য হয় দুঃখ ॥৩৫৩॥
বৈষ্ণব-নিন্দক তুই পাপী দুরাচার।
ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত আছে আর ॥৩৫৪॥
এই জ্বালা সহিতে না পার' দুষ্ট-মতি।
কেমতে করিবা কুম্ভীপাকেতে বসতি ॥৩৫৫॥

তথ্য। ইত্থং নিশম্য রঘুনন্দনরাজসিংহঃ, শ্লোকাষ্টকং স ভগবান্ চরণং মুরারেঃ। বৈদ্যস্য মূর্দ্ধ্নি বিনিধায় লিলেখ ভালে, ত্বং 'রামদাস' ইতি ভো ভব মৎপ্রসাদাৎ ॥—(চৈতন্যচরিত ২য় প্রক্রম, ৭ম সর্গ ও ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ) ॥৩৪২॥

ঘুচ ঘুচ—দূর হও, দূর হও ॥৩৫২॥

অসমোর্দ্ধ-বৈষ্ণব-মহিমা—

যে 'বৈষ্ণব' নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যে বৈষ্ণব-চরিত্র ॥৩৫৬॥
যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।
সে বৈষ্ণব-পূজা হৈতে বড় আর নাই ॥৩৫৭॥
'শেষ রমা অজ ভব নিজ-দেহ হৈতে।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয়' কহে ভাগবতে ॥৩৫৮॥

তথা হি—(ভাঃ ১১।১৪।১৫)

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥৩৫৯॥

সেই বৈষ্ণবের নিন্দাকারীর চিরদুঃখ—

"হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সে-ই পায় দুঃখ—জন্ম জীবন মরণ ॥৩৬০॥
বিদ্যা-কুল-তপ সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে যে পাপী দুরাচার ॥৩৬১॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন ॥৩৬২॥
যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়।
যাঁ'র দৃষ্টিমাত্র দশদিকে পাপ ক্ষয় ॥৩৬৩॥

মহাভাগবতের উর্দ্ধবাহু নৃত্য-প্রভাবে স্বর্গেরও সকল বিঘ্ন-বিনাশ—

যে বৈষ্ণব-জন বাহু তুলিয়া নাচিতে।
স্বর্গেরো সকল বিঘ্ন ঘুচে ভালমতে ॥৩৬৪॥

মহাভাগবত শ্রীবাস-চরণে অপরাধের ফল—

হেন মহাভাগবত শ্রীবাস-পণ্ডিত।
তুই পাপী নিন্দা কৈলি তাহার চরিত ॥৩৬৫॥
এতেকে তোহার কুষ্ঠজ্বালা কোন্ কাজ।
মূল শাস্তা পশ্চাতে আছেন ধর্ম্মরাজ ॥৩৬৬॥
এতেকে আমার দৃশ্য-যোগ্য নহ তুমি।
তোমার নিষ্কৃতি করিবারে নারি আমি॥" ৩৬৭॥

অপরাধীর অনুশোচনা ও প্রভুর শরণ-গ্রহণ—

সেই কুষ্ঠ রোগী শুনি' প্রভুর উত্তর।
দন্তে তৃণ করি' বলে হইয়া কাতর ॥৩৬৮॥
"কিছু না জানিলুঁ মুঞি আপনা' খাইয়া।
বৈষ্ণবের নিন্দা কৈলু প্রমত্ত হইয়া ॥৩৬৯॥

অন্বয়। ভবান্ (উদ্ধবো ভক্ত ইত্যর্থঃ) যথা (মম যদ্বৎ প্রিয়তমঃ) আত্মযোনিঃ (ব্রহ্মা পুত্রোঽপি) মে (মম) তথা (তদ্বৎ) প্রিয়তমঃ ন (ন ভবতি) শঙ্করঃ (মৎস্বরূপ-ভূতোঽপি) ন (তথা প্রিয়তমো ন ভবতি) সঙ্কর্ষণঃ (ভ্রাতাপি) ন চ (তথা প্রিয়তমো ন ভবতি) শ্রীঃ (লক্ষ্মীভার্য্যাপি) ন (তথা প্রিয়তমা ন ভবতি, কিমধিকেন) আত্মা চ (স্বীয়শ্রীমূর্ত্তিরপি) ন এব (তথা প্রিয়তমো নৈব ভবতি) ॥৩৫৯॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! তুমি অর্থাৎ ভক্ত আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা পুত্র হইয়াও, শঙ্কর স্বরূপভূত হইয়াও, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা হইয়াও শ্রীলক্ষ্মী ভার্য্যা হইয়াও সেরূপ প্রিয়তম নহেন। অধিক কি, মদীয় শ্রীবিগ্রহও সেরূপ প্রিয়তম নহে ॥৩৫৯॥

আদি ২য় অঃ ১৮২-৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥৩৬৩-৬৪॥

বৈষ্ণব—সর্ব্বদেব-পূজ্য, সর্ব্বনর-পূজ্য, সর্ব্বতোভাবে সকলের পূজ্য। সেই বৈষ্ণবের নিন্দা-ফলে নিন্দকের কুষ্ঠব্যাধি হয়। শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—"কুষ্ঠরোগের জ্বালা-যন্ত্রণা ও অসুবিধা বৈষ্ণবনিন্দকের অল্প শাস্তি মাত্র; যমরাজ তাহাকে আরও অধিকতর দণ্ড বিধান করেন। তাদৃশ পাপী কখন কাহারও দর্শনীয় হইতে পারে না। ভগবান্ সেই বৈষ্ণবনিন্দক পাষণ্ডীকে দণ্ডভোগ হইতে কখনও মুক্ত করেন না।" ৩৬৭॥

কুষ্ঠরোগী বলিল,—"আমি না বুঝিতে পারিয়া উন্মত্ত হইয়া বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়াছি। আমার কৃতাপরাধের জন্য যে শাস্তি বিহিত হইয়াছে, তাহা আমি ভোগ করিলাম। আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তুমিই একমাত্র অবগত।" প্রভু তদুত্তরে বলিলেন,—"এই সামান্য শাস্তি প্রথমমুখে হইয়াছে, কিন্তু বৈষ্ণবনিন্দকের যমকর্ত্তৃক অশেষ-যাতনা লাভ এখনও বাকী আছে। যম-যাতনার সংখ্যা—চৌরাশি সহস্র শ্রেণীর। যাহার নিকট যে অপরাধ করে, তিনি ক্ষমা করিলেই সেই অপরাধ প্রশমিত হয়—যেরূপ কাঁটা ফুটিলে অপর কাঁটা দিয়া উহা বাহির করিয়া ফেলিতে হয়, তদ্রূপ।" ৩৬৯॥

অতএব তা'র শাস্তি পাইলুঁ উচিত।
এখনে ঈশ্বর তুমি—চিন্ত মোর হিত ॥৩৭০॥
সাধুর স্বভাবধর্ম্ম—দুঃখীরে উদ্ধারে।
কৃত-অপরাধীরেও সাধু কৃপা করে ॥৩৭১॥
এতেকে তোমার মুঞি লইনু শরণ।
তুমি উপেক্ষিলে উদ্ধারিবে কোন্ জন ? ৩৭২॥
যাহার যে প্রায়শ্চিত্ত—সব তুমি জ্ঞাতা।
প্রায়শ্চিত্ত বল' মোরে—তুমি সর্ব্বপিতা ॥৩৭৩॥
বৈষ্ণব-জনের যেন নিন্দন করিলুঁ।
উচিত তাহার এই শাস্তি যে পাইলুঁ ॥৩৭৪॥

প্রভুকর্তৃক বৈষ্ণব-নিন্দকের শাস্তির গুরুত্ব-কথন—

প্রভু বলে,—"বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠ-রোগ কোন্ তা'র শাস্তিয়ে লিখন ॥৩৭৫॥
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যম-যাতনার পাত্র ॥৩৭৬॥
চৌরাশী-সহস্র যম-যাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি' ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে ॥৩৭৭॥

প্রভুর বৈষ্ণবাপরাধ-মোচনের একমাত্র উপায় কথন—

চল কুষ্ঠরোগি, তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
সত্বরে পড়হ গিয়া তাঁহার চরণে ॥৩৭৮॥
তাঁ'র ঠাঞি তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিষ্কৃতি তোমার তিঁহো করিলে প্রসাদ ॥৩৭৯॥
কাঁটা ফুটে যেই মুখে, সে-ই মুখে যায়।
পা'য়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায় ? ৩৮০॥
এই কহিলাঙ তোর নিস্তার-উপায়।
শ্রীবাস-পণ্ডিত ক্ষমিলে সে দুঃখ যায় ॥৩৮১॥
মহা-শুদ্ধবুদ্ধি তিঁহো তাঁ'র ঠাঞি গেলে।
ক্ষমিবেন সব তোরে, নিস্তারিবে হেলে ॥"৩৮২"॥

শুনিয়া প্রভুর অতি সুসত্য বচন।
মহা জয় জয় ধ্বনি কৈলা ভক্তগণ ॥৩৮৩॥

শ্রীবাসের নিকট কৃত-অপরাধের ক্ষমা-ভিক্ষা ও শ্রীবাসের প্রসাদ-ফলে অপরাধীর নিষ্কৃতি

সেই কুষ্ঠ-রোগী শুনি' প্রভুর বচন।
দণ্ডবত হইয়া চলিলা ততক্ষণ ॥৩৮৪॥
সেই কুষ্ঠ-রোগী পাই' শ্রীবাস-প্রসাদ।
মুক্ত হৈল—খণ্ডিল সকল অপরাধ ॥৩৮৫॥

মহাপ্রভুর স্বয়ং বৈষ্ণব-নিন্দার অনর্থ-কথন—

যতেক অনর্থ হয় বৈষ্ণব-নিন্দায়।
আপনে কহিলা এই শ্রীবৈকুণ্ঠরায় ॥৩৮৬॥
তথাপিহ বৈষ্ণবেরে নিন্দে' যেই জন।
তাঁ'র শাস্তা আছে শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ ॥৩৮৭॥

বৈষ্ণবের পরস্পর কোন্দল ও আপাতমতানৈক্য-দর্শনে একপক্ষ গ্রহণপূর্ব্বক অপর পক্ষের নিন্দা বিনাশের হেতু—

বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে যে দেখহ গালাগালি।
পরমার্থে নহে ; ইথে কৃষ্ণ কুতুহলী ॥৩৮৮॥
সত্যভামা-রুক্মিণীয়ে গালাগালি যেন।
পরমার্থে এক তানা, দেখি ভিন্ন হেন ॥৩৮৯॥
এই মত বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে ভিন্ন নাই।
ভিন্ন করায়েন রঙ্গ চৈতন্যগোসাঞি ॥৩৯০॥
ইথে যেই এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে', সে-ই যায় ক্ষয় ॥৩৯১॥

বৈষ্ণবগণ সকলেই কৃষ্ণের বিভিন্ন অঙ্গ ও পরস্পর অভিন্ন—

এক হস্তে ঈশ্বরের সেবয়ে কেবল।
আর হস্তে দুঃখ দিলে তা'র কি কুশল ? ৩৯২॥

মূঢ় ব্যক্তি বৈষ্ণবগণের মধ্যে পরস্পর কলহ দেখিয়া তাহাকে অবৈষ্ণবের কলহের ন্যায় মনে করে, কিন্তু তাহা তদ্রূপ নহে ; পরন্তু তাহাতে কৃষ্ণপ্রীতিই সম্বর্দ্ধিত হয়। রুক্মিণী ও সত্যভামা প্রভৃতি প্রতিযোগিতা-মূলে একে অপরের গর্হণপূর্ব্বক যে কৃষ্ণপ্রীতিসংগ্রহ করেন, সেই কলহে ও প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণপ্রেমার উদয় হয়। সুতরাং বৈষ্ণবের মধ্যে কলহ ও মতভেদ উৎপাদন করাইয়া শ্রীচৈতন্যদেব জগতে বিবদমান ব্যাপার-সমূহের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন ॥৩৮৮॥

এক হস্তে ভগবানের সেবা করিয়া অপর হস্ত দ্বারা ভগবান্‌কে কষ্ট দিলে কাহারও মঙ্গল হয় না। ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সুতরাং তাঁহারা কখনও

এই মত সর্ব্ব ভক্ত—কৃষ্ণের শরীর।
ইহা বুঝে, যে হয় পরম-মহা-ধীর ॥৩৯৩॥
অভেদ-দৃষ্টিতে কৃষ্ণ-বৈষ্ণব ভজিয়া।
যে কৃষ্ণ-চরণ সেবে, সে যায় তরিয়া ॥৩৯৪॥
যে গায়, যে শুনে, এ সকল পুণ্য-কথা।
বৈষ্ণবাপরাধ তা'র না জন্মে সর্ব্বথা ॥৩৯৫॥

শ্রীগৌরহরির শান্তিপুরে অবস্থানকালে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর আরাধনা-তিথি উপস্থিত—

হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
আছেন পরমানন্দে অদ্বৈত-মন্দিরে ॥৩৯৬॥
মাধব-পুরীর আরাধনা পুণ্যতিথি।
দৈব-যোগে উপসন্ন হৈল আসি' তথি ॥৩৯৭॥

অদ্বৈতাচার্য্য ও মাধবেন্দ্র অভিন্ন হইলেও শ্রীঅদ্বৈত মাধবেন্দ্রের শিষ্য-লীলা-স্বীকারকারী—

মাধবেন্দ্র-অদ্বৈতে যদ্যপি ভেদ নাই।
তথাপি তাহান শিষ্য—আচার্য্য-গোসাঞি ॥৩৯৮॥

মাধবেন্দ্রদেহে মহাপ্রভুর বিহার—

মাধবেন্দ্র-পুরীর দেহে শ্রীগৌরসুন্দর।
সত্য সত্য সত্য বিহরয়ে নিরন্তর ॥৩৯৯॥
মাধবেন্দ্রপুরীর অকথ্য বিষ্ণু-ভক্তি।
কৃষ্ণের প্রসাদে সর্ব্ব-কাল পূর্ণশক্তি ॥৪০০॥

শ্রীচৈতন্যের প্রকট-লীলার পূর্ব্বেও মাধবেন্দ্রের চৈতন্য-কৃপায় কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদ-প্রকাশ—

যেমতে অদ্বৈত-শিষ্য হইলেন তান।
চিত্ত দিয়া শুন সেই মঙ্গল-আখ্যান ॥৪০১॥

যে সময়ে না ছিল চৈতন্য-অবতার।
বিষ্ণু ভক্তিশূন্য সব আছিল সংসার ॥৪০২॥
তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্যকৃপায়।
প্রেম-সুখসিন্ধু-মাঝে ভাসেন সদায় ॥৪০৩॥
নিরবধি দেহে রোম-হর্ষ, অশ্রু, কম্প।
হুঙ্কার, গর্জ্জন, মহা-হাস্য, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম ॥৪০৪॥
নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্য।
আপনেও না জানেন—কি করেন কার্য্য ॥৪০৫॥
পথে চলি' যাইতেও আপনা' আপনি।
নাচেন পরমরঙ্গে করি' হরিধ্বনি ॥৪০৬॥
কখনো বা হেন সে আনন্দ-মূর্চ্ছা হয়।
দুই-তিন-প্রহরেও দেহে বাহ্য নয় ॥৪০৭॥
কখনো বা বিরহে যে করেন রোদন।
গঙ্গা-ধারা বহে যেন—অদ্ভুত-কথন ॥৪০৮॥
কখন হাসেন অতি অট্ট অট্ট হাস।
পরানন্দ-রসে ক্ষণে হয় দিগ্‌-বাস ॥৪০৯॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-লীলার পূর্ব্বে দেশে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার ভয়াবহ অবস্থা-দর্শনে শ্রীল মাধবেন্দ্রের কৃষ্ণাবতারণের জন্য প্রবল ইচ্ছা—

এই মত কৃষ্ণ-সুখে মাধবেন্দ্র সুখী।
সবে ভক্তিশূন্য লোক দেখি' বড় দুঃখী ॥৪১০॥
তা'র হিত চিন্তিতে ভাবেন নিতি নিতি।
কৃষ্ণ প্রকট হয়েন এই তাঁ'র মতি ॥৪১১॥

মহাপ্রভুর প্রকটের পূর্ব্বে দেশের অবস্থা-বর্ণন—

কৃষ্ণ-যাত্রা, অহোরাত্রি কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন ॥৪১২॥

ভগবানের সেবা-বিমুখ হন না। যাঁহার সর্ব্বভূতে ভক্তদর্শন ঘটে, তাদৃশ ব্যক্তির অভেদদৃষ্টি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবেরই অভেদ-দর্শনে নিযুক্ত হয়। তাঁহারই কেবল সংসার হইতে মুক্তিলাভ-সম্ভাবনা ॥৩৯২॥

ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে পরস্পর ভেদ দর্শন করিলে অথবা ভক্তকর্ত্তৃক ভগবৎসেবা হয় না—এরূপ বিচার করিলে বৈষ্ণবাপরাধ ঘটে। কিন্তু হরিগুরুবৈষ্ণবের একতাৎপর্য্যপরতার উপলব্ধি থাকিলে অপরাধের সম্ভাবনা নাই। এরূপ ব্যক্তি কোন দিনই বৈষ্ণবাপরাধ করিতে পারেন না ॥৩৯৫॥

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর তিথি—পরবর্ত্তী ৪৪১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥৩৯৭॥

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্যসূত্রে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু লীলাপ্রকট করিলেও আম্নায়-বিচারে তাঁহাদের কোন ভেদ-কল্পনা করিতে হইবে না ॥৩৯৮॥

'ধর্ম্ম কর্ম্ম' লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥৪১৩॥
দেবতা জানেন সবে 'ষষ্ঠী' 'বিষহরি'।
তাহারে সেবেন সবে মহা-দম্ভ করি' ॥৪১৪॥
'ধন-বংশ বাড়ুক' করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য-মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে ॥৪১৫॥
যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্ব্বলোক আনন্দিত ॥৪১৬॥
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ-পুণ্ডরীকাক্ষ'-নাম উচ্চারয় ॥৪১৭॥
কা'রে বা 'বৈষ্ণব' বলি, কিবা সংকীর্ত্তন।
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেনে বা ক্রন্দন ॥৪১৮॥
বিষ্ণু-মায়া-বশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগৎ বদ্ধ মহা তমো-গুণে ॥৪১৯॥

পৃথিবীতে সম্ভাষণ-যোগ্য লোকের অভাব—

লোক দেখি' দুঃখ ভাবে শ্রীমাধবপুরী।
হেন নাহি, তিলার্দ্ধ সম্ভাষা যা'রে করি ॥৪২০॥

সন্ন্যাসিগণও আপনাদিগকে নারায়ণ অভিমান করায় মাধবেন্দ্রের অসন্তোষ—

সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ।
সেহ আপনারে মাত্র বলে 'নারায়ণ' ॥৪২১॥
এ দুঃখে সন্ন্যাসী সঙ্গে না কহেন কথা।
হেন স্থান নাহি, কৃষ্ণ-ভক্তি শুনি যথা ॥৪২২॥

'জ্ঞানী', 'যোগী', 'তপস্বী', 'সন্ন্যাসী'-নামে বিখ্যাত ব্যক্তিগণেরও কৃষ্ণদাস্য-মহিমা ও কৃষ্ণের অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহে আস্থাহীন—

'জ্ঞানী যোগী তপস্বী সন্ন্যাসী' খ্যাতি যা'র।
কা'র মুখে নাহি দাস্য মহিমা প্রচার ॥৪২৩॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
তা'রা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে ॥৪২৪॥

এই দুঃখে পুরীপাদের বনবাসে ইচ্ছা—

দেখিতে শুনিতে দুঃখী শ্রীমাধবপুরী।
মনে মনে চিন্তে বনে বাস গিয়া করি ॥৪২৫॥

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জগতে ভগবৎকথা প্রচার করিবার বাসনায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীতে আবির্ভূত হইয়া শুদ্ধভক্তির প্রচার-কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীতে সর্ব্বকাল ভগবানের পূর্ণ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার অতুলনীয় ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি মানবের ভাষায় অবর্ণনীয়া ॥৩৯৯॥

সংসারপ্রমত্ত জনগণ সংসার-দর্শনে উন্মত্ত হইয়া মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা-দ্বারা ও তাহার গীতে জাগরিত থাকিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মের চরম সীমায় উঠিয়াছে—বিচার করিত। বিষহরি, ষষ্ঠি প্রভৃতির সেবায় অত্যন্ত দম্ভ করিত অর্থাৎ ভগবৎসেবার সহিত সমজ্ঞানে উহারা আপনাদের পাণ্ডিত্য বিস্তার করিত। কেহ কেহ ধনবৃদ্ধি, বংশবিস্তার, কামনা-সিদ্ধির জন্য মদ্যমাংসদ্বারা দৈত্য-দানবের পূজা করিত। কেহ বা যোগীপাল, মহীপাল ও ভোগীপাল প্রভৃতি রাজগণের ক্রিয়াকলাপের গান গাহিয়া নৈমিত্তিক-কাম্য ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানকেই বহুমানন করিত। অতিসুকৃতিশালী জনগণ স্নানকালেই মাত্র 'গোবিন্দ', 'পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারণ করিত। কাহাকে 'কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন' বলে, কাহাকে 'বৈষ্ণব' বলে, কৃষ্ণলীলা বৈচিত্র্যের উদ্দেশ্য কি, ভুবনমস্ত জনগণ তাহা আদৌ আলোচনা করিত না। শ্রীমাধবেন্দ্র জড়বুদ্ধি লোকের এই প্রকার কদর্য্যাচরণ দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তি আপনাকে 'নারায়ণ' বলিয়া অভিমানপূর্ব্বক যতিরাজ হইয়া বসিয়া থাকিতেন, তাহাদের সহিত বাক্যালাপেও মাধবেন্দ্রপুরীর কোন চেষ্টা ছিল না। জগতের সকল লোক ভক্তিশূন্য বলিয়া তিনি দুঃখসাগরে মগ্ন ছিলেন। উহাদিগকে উত্তোলন করিবার মানসে কৃষ্ণলীলা-সঙ্কীর্ত্তনের অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিলেও তাঁহার উদ্দেশ্য কেহই বুঝিতে পারে নাই। ভগবদ্ভক্তির মহিমা জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী ও সন্ন্যাসিব্রুব প্রভৃতি ব্যক্তি কেহই বুঝিতে পারিত না ॥৪১২-৪২৩॥

যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠগণ তার্কিক-চূড়ামণি ছিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-

প্রকৃত বৈষ্ণবের একান্ত দুর্লভত্ব—

"লোক-মধ্যে ভ্রমি' কেনে বৈষ্ণব দেখিতে।
কোথাও 'বৈষ্ণব' নাম না শুনি জগতে ॥৪২৬॥

পুরীপাদ-কর্তৃক অসন্তায্য-লোকালয় হইতে পাষণ্ডজনহীন-বনে গমনের শ্রেষ্ঠতা-বিচার—

অতএব এ সকল লোক মধ্য হৈতে।
বনে যাই, যথা লোক না পাই দেখিতে ॥৪২৭॥
এতেকে সে বন ভাল এ সব হইতে।
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে ॥" ৪২৮॥

এইরূপ দুঃখ-চিন্তা-নিমগ্ন পুরীপাদের অদ্বৈত-প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ—

এই মত মনোদুঃখ ভাবিতে চিন্তিতে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় দেখা অদ্বৈত-সহিতে ॥৪২৯॥
বিষ্ণু-ভক্তিশূন্য দেখি' সকল-সংসার।
অদ্বৈত আচার্য্য দুঃখ ভাবেন অপার ॥৪৩০॥

হরিভক্তিহীন সংসারের দুর্দ্দশা-দর্শনে অদ্বৈতাচার্য্যের হৃদয়েও বিষম দুঃখ ; নিরন্তর গীতা-ভাগবতের পাঠ ও ভক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা—

তথাপি অদ্বৈতসিংহ কৃষ্ণের কৃপায়।
দৃঢ় করি' বিষ্ণু-ভক্তি বাখানে' সদায় ॥৪৩১॥
নিরন্তর পড়ায়েন গীতা-ভাগবত।
ভক্তি বাখানেন মাত্র—গ্রন্থের যে মত ॥৪৩২॥

এরূপ সময়ে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে মাধবেন্দ্রের আগমন—

হেনই সময়ে মাধবেন্দ্র মহাশয়।
অদ্বৈতের গৃহে আসি' হইলা উদয় ॥৪৩৩॥

মাধবেন্দ্রপুরীর প্রতি অদ্বৈত-প্রভুর প্রণতি ও পুরীপাদের আলিঙ্গন—

দেখিয়া অদ্বৈত তান বৈষ্ণব-লক্ষণ।
প্রণাম হইয়া পড়িলেন সেইক্ষণ ॥৪৩৪॥
মাধবেন্দ্রপুরীও অদ্বৈত করি' কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে ॥৪৩৫॥

পরস্পর কৃষ্ণ-কথায় তন্ময়—

অন্যোহন্যে কৃষ্ণ-কথা-রসে দুইজন।
আপনার দেহ কারো না হয় স্মরণ ॥৪৩৬॥

মেঘ-দর্শনে মাধবেন্দ্রের কৃষ্ণোদ্দীপনা ও মূর্চ্ছা—

মাধবপুরীর প্রেম—অকথ্য কথন।
মেঘ-দরশনে মূর্চ্ছা হয় সেইক্ষণ ॥৪৩৭॥

কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-মাত্র ভাবাবেশ ও হুঙ্কার—

'কৃষ্ণ'-নাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার।
ক্ষণেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার ॥৪৩৮॥

বিগ্রহকে জাগতিক বস্তুর অন্যতম জানিয়া সেবাবিমুখ হইতেন এবং তর্কের দ্বারা ভগবদ্ভক্তির অপ্রয়োজনীয়তা বিচার করিতেন ॥৪২৪॥

যখন সংসারে ভগবানের সেবার কথার কোন প্রচার নাই, কাহার সহিত আলাপ করিলে সে ভগবন্মায়ার কথাই আলাপ করে, তখন যেখানে মনুষ্যের বাস নাই বা লোকালয় নাই, সেই স্থানে অবৈষ্ণব না থাকায় সেই বনেই আমাদের বাস করা কর্তব্য—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর এই বিচার প্রবল হইতে লাগিল ॥৪২৪॥

শ্রীমাধবেন্দ্রের কৃষ্ণভক্তসঙ্গাভাবদুঃখের মধ্যে ভগবৎ-কৃপাক্রমে অদ্বৈত প্রভু অতি প্রবল-ভাবে বিষ্ণুভক্তি প্রচার করিতে লাগিলেন ॥৪৩১॥

ভগবৎসেবাবিমুখ মায়াবাদী শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করেন না, বা গীতার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না। সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কর্ম্মী, যোগী ও মায়াবাদিগণের গীতা, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের ভক্তিব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার সুযোগ করিয়া দিলেন। গীতা ও ভাগবত ভক্তি-ব্যতীত অন্য কোন পথের প্রশ্রয় দেন নাই ; ভক্তিরসবিমুখ ভাগ্য-হীন ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিতে না পারিয়াই গীতা ভাগবতকে ভক্তিবিরুদ্ধ গ্রন্থ বলিয়া মনে করে। প্রকৃত প্রস্তাবে গীতা ও ভাগবতের একমাত্র তাৎপর্য্য জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করা ॥৪৬২॥

মাধবেন্দ্রপুরী অদ্বৈত প্রভুর এই প্রচারোৎসাহ-প্রদর্শন-কালে তাঁহার গৃহে শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৪৩৩॥

পুরীপাদের অবস্থা-দর্শনে অদ্বৈতের সন্তোষ—

দেখিয়া তাঁহার বিষ্ণু-ভক্তির উদয়।
বড় সুখী হইলা অদ্বৈত মহাশয় ॥৪৩৯॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের মাধবেন্দ্রপুরীর উপদেশ-গ্রহণ-লীলা—

তাঁ'র ঠাঞি উপদেশ করিলা গ্রহণ।
হেনমতে মাধবেন্দ্র-অদ্বৈত-মিলন ॥৪৪০॥

মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথিতে অদ্বৈতের সানন্দে সর্ব্বস্ব-নিক্ষেপ—

মাধব-পুরীর আরাধনার দিবসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করে অদ্বৈত হরিষে ॥৪৪১॥

অদ্বৈতের পূজোপকরণ-সংগ্রহ—

দৈবে সেই পুণ্য-তিথি আসিয়া মিলিলা।
সন্তোষে অদ্বৈত সজ্জ করিতে লাগিলা ॥৪৪২॥

সেই পুণ্যতিথি-দিবসে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের সুখ—

শ্রীগৌরসুন্দর সব-পারিষদ-সনে।
বড় সুখী হইলেন সেই পুণ্য দিনে ॥৪৪৩॥

আচার্য্যের পূজোপকরণ-সংগ্রহ এবং চতুর্দ্দিক হইতে ভক্তগণের উপায়নসহ আগমন ও এক এক জনের এক এক প্রকার সেবার ভার-গ্রহণ—

সেই তিথি পূজিবারে আচার্য্য গোসাঞি।
যত সজ্জ করিলেন, তা'র অন্ত নাই ॥৪৪৪॥
নানা দিক্ হৈতে সজ্জ লাগিল আসিতে।
হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন্ ভিতে ॥৪৪৫॥
মাধবেন্দ্রপুরী-প্রতি প্রীতি সবাকার।
সবেই লইলেন যথাযোগ্য অধিকার ॥৪৪৬॥

শচীমাতাকে মূল করিয়া বৈষ্ণব-গৃহিণীগণের রন্ধন-সেবার ভার-গ্রহণ—

আই লইলেন যত রন্ধনের ভার।
আই বেড়ি' সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পরিবার ॥৪৪৭॥

নিত্যানন্দের বৈষ্ণব-পূজার ভার-গ্রহণ—

নিত্যানন্দ-প্রভুবর সন্তোষ অপার।
বৈষ্ণব পূজিতে লইলেন অধিকার ॥৪৪৮॥

শ্রীমাধবেন্দ্র ও শ্রীঅদ্বৈত, দুইজনে পরস্পর কৃষ্ণকথা-রসে এরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাদের দেহস্মৃতি রহিল না। সাংসারিক বদ্ধজীবগণ সর্ব্বদাই ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, দেহ-সর্ব্বস্ববাদে প্রমত্ত বলিয়া তাহাদের কৃষ্ণস্মৃতি আদৌ থাকে না ॥৪৩৬॥

শ্রীমাধবেন্দ্রের প্রেম—অলৌকিক। সাধারণ লোক মেঘ দেখিলে বৃষ্টি-পতন-জন্য শস্যের উৎপত্তি ও ধরা স্নিগ্ধ হইবে প্রভৃতি ফলভোগের বিচার করেন। কিন্তু মাধবেন্দ্র-পুরী মেঘমালায় কৃষ্ণের কান্তি সন্দর্শন করিয়া কৃষ্ণস্মৃতি জন্য বহির্জ্জগতের ভোগপ্রবৃত্তি হইতে শান্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন ॥৪৩৭॥

ঠাঞি—নিকট, নিকট হইতে ॥৪৪০॥

ভক্তির পূর্ণমাত্রা প্রকটিত দেখিয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর নিকট শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মন্ত্র ও ভজনোপদেশসমূহ গ্রহণ করিলেন। অদ্বৈত-হৃদয়ে যে আশা মুকুলিত হইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছিল, তাহাই এবার বিকশিত হইবার সুযোগ হইল। অনেকে মনে করেন,—মন্ত্রের উপদেশ কৌলিক গুরু হইতেই লওয়া উচিত, তাঁহার কৃষ্ণভক্তি আছে কিনা সে বিচার করা নিষ্প্রয়োজন অথবা যাহারা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কৃতপ্রযত্ন হইয়া করতালি বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের ছলনা-দ্বারা লোক প্রতারণা করে, তাহাদিগকে ভজনবিজ্ঞ জানিয়া কৃত্রিম-ভক্তি শিক্ষা করিলে তাহাদের মঙ্গল-লাভ ঘটিবে। কিছুদিন পূর্ব্বে রসুন কণ্ঠদেশে রাখিয়া শরীরকে উষ্ণ করিবার প্রক্রিয়াকে বা হস্তে লঙ্কা মাখিয়া চক্ষে ঘষিবার প্রক্রিয়া দ্বারা অশ্রুমোচনকে ভক্তির অঙ্গ এবং তাদৃশ উপদেশ দ্বারা নিরন্তর কপটতা করিয়া পানসে চক্ষু হইতে অশ্রু-নিঃসরণ-পূর্ব্বক জড়ভাবে বিভাবিত কপট ব্যক্তিকে মাধবেন্দ্রপুরীর সমজাতীয় জ্ঞানে যে অপ-উপদেশ-প্রথা ভাগ্যহীন লোকের হৃদয়দেশ অধিকার করিয়াছে, তাহা হইতে উহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্যই অদ্বৈতচরণাশ্রিত জনগণ মাধবেন্দ্রের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জিত সাত্ত্বিক ভাবসমূহের যথার্থ অনুসন্ধান ও অনুসরণ করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কোন প্রকার কপটতার প্রশ্রয় দেন না। সুতরাং তাঁহার নিষ্কপট সেবকগণ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর অনুগত ও প্রতারণা-নিবারণকারী উপদেশক ॥৪৪০॥

বিভিন্ন ভক্তের বিভিন্ন সেবা-প্রাপ্তির অভিলাষ—

কেহ বলে,—"আমি-সব ঘষিব চন্দন ॥"
কেহ বলে,—"মালা আমি করিব গ্রন্থন ॥" ৪৪৯॥
কেহ বলে,—"জল আনিবারে মোর ভার।"
কেহ বলে,—"মোর দায় স্থান-উপস্কার ॥" ৪৫০॥
কেহ বলে,—"মুঞি যত বৈষ্ণবচরণ।
মোর ভার সকল করিব প্রক্ষালন ॥" ৪৫১॥
কেহ বান্ধে পতাকা, চান্দোয়া কেহ টানে।
কেহ ভাণ্ডারের দ্রব্য দেয়, কেহ আনে ॥৪৫২॥
কত জনে লাগিলা করিতে সংকীর্ত্তন।
আনন্দে করেন নৃত্য আর কত জন ॥৪৫৩॥
আর কত জন 'হরি' বলয়ে কীর্ত্তনে।
শঙ্খ-ঘণ্টা বাজায়েন আরো কত জনে ॥৪৫৪॥
কত জন করে তিথি পূজিবার কার্য্য।
কেহ বা হইলা তিথি-পূজার আচার্য্য ॥৪৫৫॥
এই মত পরানন্দ-রসে ভক্তগণ।
সবেই করেন কার্য্য যা'র যেন মন ॥৪৫৬॥

চতুর্দ্দিকে মহামহোৎসবের হরিধ্বনিময় কোলাহল—

খাও পিও লেহ দেহ' আর হরি-ধ্বনি।
ইহা বই চতুর্দ্দিগে আর নাহি শুনি ॥৪৫৭॥
শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, করতাল।
সংকীর্ত্তন-সঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল ॥৪৫৮॥
পরানন্দে কাহারো নাহিক বাহ্যজ্ঞান।
অদ্বৈত-ভবন হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ॥৪৫৯॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের উৎসবদ্রব্যসম্ভারের সজ্জাদর্শনপূর্ব্বক পরমসন্তোষে সর্ব্বত্র বিচরণ—

আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র পরম সন্তোষে।
সম্ভারের সজ্জ দেখি' বুলেন হরিষে ।৪৬০॥
তণ্ডুল দেখয়ে প্রভু ঘর-দুই-চারি।
পর্ব্বতপ্রমাণ দেখে কাষ্ঠ সারি সারি ॥৪৬১॥
ঘর পাঁচ দেখে ঘট রন্ধনের স্থালী।
ঘর-দুই-চারি দেখে মুদ্গের বিয়লি ॥৪৬২॥
নানাবিধ বস্ত্র দেখে ঘর-পাঁচ-সাত।
ঘর-দশ-বার প্রভু দেখে খোলাপাত ।৪৬৩॥
ঘর-দুই-চারি প্রভু দেখে চিপিটক।
সহস্র সহস্র কান্দি দেখে কদলক ॥৪৬৪॥
না জানি কতেক নারিকেল গুয়া পান।
কোথা হৈতে আসিয়া হইল বিদ্যমান ।৪৬৫॥
পটোল বার্ত্তাকু থোড় আলু শাক মান।
কত ঘর ভরিয়াছে—নাহিক প্রমাণ ॥৪৬৬॥

সজ্জা—উদ্যোগ, আয়োজন ॥৪৪২॥

উপস্কার—পরিষ্কার করা, মার্জ্জনা ॥৪৫০॥

বিভিন্ন ভক্তগণ অদ্বৈত-গৌরমিলন-মহোৎসবে শ্রীল মাধবেন্দ্রের আবাহন তিথি পূজায় নিজ নিজ কৃত্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অধুনাতন কৃত্রিম মহোৎসব-কালে যাহারা ভগবৎসেবায় আলস্য করিয়া সেবাভারগ্রহণের পরিবর্ত্তে ভোজনরসাস্বাদনে দিনপাত করেন, তাহারা শ্রীচৈতন্যভাগবতের এই অংশ পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন যে, গৌরসুন্দর, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর মহোৎসব কর্ম্মীর যাত্রা উৎসবের ন্যায় আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র নহে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ অবৈষ্ণবোচিত মহোৎসবের আদৌ প্রশ্রয় দেন না। গৌড়ীয়মঠ প্রাণযুক্ত সজীব ভক্তগণের দ্বারাই সর্ব্বতোভাবে মহোৎসব সম্পাদন করেন। কিন্তু অর্ব্বাচীন সম্প্রদায় বলে যে, মহোৎসবকারী সজীব প্রাণ বিগত আশঙ্কা করিয়া ভাবীকালে প্রাণহীন যজ্ঞের জন্য অর্থ সঞ্চিত রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে কালে গৌড়ীয়মঠের প্রচারক-নামধারিগণ সঞ্চিত অর্থ ভোগ করিবার চেষ্টায় জড়ভোগ-পরায়ণ কর্ম্মীর ন্যায় চেষ্টাবিশিষ্ট হইবেন, তাহাদের সেইকালের জন্য সঞ্চিত অর্থ এখন হইতে সংরক্ষণ করা আবশ্যক। গৌড়ীয়মঠের সজীবপ্রাণযুক্ত জনগণ এইরূপ প্রাণহীন অর্থের সঞ্চয়কারী নহেন। তাঁহারা বলেন, যে কালে প্রচারকসম্প্রদায় প্রাণহীন হইয়া উহার ভার ভাড়াটিয়াগণকে দিবেন, সে কালে ভাড়াটিয়াগণের অর্থের প্রাচুর্য্য থাকিলে তাহারা সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ভোগী হইয়া যাইবেন। সুতরাং নরকে যাইবার জন্য কর্ম্মী ও জ্ঞানীর তাৎপর্য্য উহারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন ॥৪৫৬॥

সম্ভারের সজ্জ—সামগ্রীসমূহের আয়োজন ॥৪৬০॥

মুদ্গের বিয়লি—খোসা ছাড়ান মুগের দাল ॥৪৬২॥

সহস্র সহস্র ঘড়া দেখে দধি দুগ্ধ।
ক্ষীর ইক্ষুদণ্ড অঙ্কুরের সনে মুদ্গ ॥৪৬৭॥
তৈল-লবণ-ঘৃত-কলস দেখে প্রভু যত।
সকল অনন্ত—লিখিবারে পারি কত ॥৪৬৮॥

অদ্বৈত প্রভুর অলৌকিক-আয়োজন-দর্শনে প্রভুর আনন্দ ও শ্রীমুখে অদ্বৈত-তত্ত্ব কথন—

অতি-অমানুষী দেখি' সকল সম্ভার।
চিত্তে যেন প্রভু হইল চমৎকার ॥৪৬৯॥
প্রভু বলে,—"এ সম্পত্তি মনুষ্যের নয়।
আচার্য্য 'মহেশ' হেন মোর চিত্তে লয় ॥৪৭০॥
মনুষ্যেরো এতেক কি সম্পত্তি সম্ভবে!
এ সম্পত্তি সকলে সম্ভবে' মহাদেবে ॥৪৭১॥
বুঝিলাঙ—আচার্য্য মহেশ-অবতার।"
এই মত হাসি' প্রভু বলে বার বার ॥৪৭২॥

পরম সুকৃতিমান ব্যক্তিরই মহাপ্রভুর মুখোদ্গীর্ণ অদ্বৈত-তত্ত্ব সানন্দে গ্রহণ—

ছলে অদ্বৈতের তত্ত্ব মহাপ্রভু কয়।
যে হয় সুকৃতি সে পরমানন্দে লয় ॥৪৭৩॥

অদ্বৈত পাদপদ্ম কোটিচন্দ্রসুশীতল হইলেও চৈতন্যে অবিশ্বাসী বা চৈতন্যবিমুখ ব্যক্তির নিকট অগ্নি-অবতার—

তান বাক্যে অনাদরে অনাস্থা যাহার।
তা'রে শ্রীঅদ্বৈত হয় অগ্নি-অবতার ॥৪৭৪॥
যদ্যপি অদ্বৈত কোটি-চন্দ্র-সুশীতল।
তথাপি চৈতন্য-বিমুখের কালানল ॥৪৭৫॥

এক 'শিব' নাম সদ্য সর্ব্বত্র অমঙ্গলহারী—

সকৃৎ যে জন বলে 'শিব' হেন নাম।
সেহ কোন প্রসঙ্গে না জানে তত্ত্ব তান ॥৪৭৬॥
সেইক্ষণে সর্ব্ব পাপ হৈতে শুদ্ধ হয়।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কয় ॥৪৭৭॥
হেন 'শিব'-নাম শুনি' যা'র দুঃখ হয়।
সেই জন অমঙ্গল-সমুদ্রে ভাসয় ॥৪৭৮॥

তথা হি (ভাঃ ৪।৪।১৪)

যদ্দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং,
সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ।
পবিত্রকীর্ত্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং,
ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ ॥১৭৯॥

কৃষ্ণপ্রিয়তম শিবের পূজা-বিমুখের কৃষ্ণপূজা-ছলনা দাম্ভিকতা মাত্র—

শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বোলেন আপনে।
শিব যে না পূজে, সে বা মোরে পূজে কেনে? ৪৮০॥
মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যা'র।
কেমতে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার ॥৪৮১॥

শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে বহু ঐশ্বর্য্য ও খাদ্যদ্রব্যের সমাবেশ দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং অদ্বৈত প্রভুকে ও তদনুগ আচার্য্য-সম্প্রদায়কে এরূপভাবে পরমৈশ্বর্য্যের সহিত মহোৎসব করিতে উৎসাহ দিলেন। কিন্তু মৎসর প্রকৃতির জনগণ এইরূপ আড়ম্বরের সহিত সেবা করিতে গিয়া তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যপ্রধান বিচারে নিজের নরকবাঞ্ছা করেন। আচার্য্যের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন পূর্ব্বক তাঁহার নিজ মাধুর্য্যান্বেষণে যে বাহ্য ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন, তাহা নির্ব্বিশেষবাদীর বিচারে পুষ্ট হইতে পারে—উহা গৌরসুন্দরের ও ভক্তগণের বিচারসম্মত নহে। ভগবদ্ভক্তগণ—সাক্ষাৎ ভগবদ্বিদ্বেষী ও ভক্তবিদ্বেষী জনগণের অগ্নি ও যম সদৃশ।

যে কালে গৌড়ীয়মঠের উৎসব, শোভাযাত্রা ও নানা প্রকার আড়ম্বর জীবের একমাত্র কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেকালে পাপিষ্ঠ সহজিয়া-সম্প্রদায় কুলিয়াবাসীর অপসম্প্রদায়ের মৎসরধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের কার্য্যে বৈষম্যপূর্ণসমালোচনা করিতে গিয়া নিজ নিজ অমঙ্গল সাধন করিয়াছেন। এই চৈতন্যবিমুখ জনগণ আচার্য্যের ক্রিয়াকে সাক্ষাৎ পাপদহনকারী অগ্নি জানিয়া 'বাবারে মারে' ডাক ছাড়িয়া ছিলেন॥৪৭২ ৪৭৫॥

শিবতত্ত্ব অবগত না হইয়াও যে ব্যক্তি একবার শিব নাম করেন, তিনি সেই নাম-প্রভাবে সকল পাপ হইতে শুদ্ধ হন—এই কথা বেদশাস্ত্রে ও ভাগবতে কথিত আছে। শ্রীহরি, গুরু ও বৈষ্ণব—যে কোন একের অনুগ্রহেই জীব

সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণপূজা ও তৎপরে কৃষ্ণপ্রসাদ-নির্ম্মাল্যে
কৃষ্ণপ্রিয় শিবের পূজা তদনন্তর সর্ব্বদেব-পূজা,
ইহাই বিধিপূর্ব্বক পূজাক্রম ;

প্রমাণ—

তথা হি—

কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতাং পাপপুরুষং।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সম্পূজয়েন্ন হি ॥৪৮২॥

"অতএব সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণ পূজি' তবে।
প্রীতে শিব পূজি' পূজিবেক সর্ব্ব-দেবে ॥৪৮৩॥

অদ্বৈতাচার্য্য সেই শিবতত্ত্ব—কলিকালের
অপরাধিগণ তাহা না বুঝিয়া শিবকে
স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-রূপে স্থাপনপূর্ব্বক
পাষণ্ড-মধ্যে গণিত হয়—

তথা হি স্কন্দপুরাণে—

প্রথমং কেশবং পূজাং কৃত্বা দেবমহেশ্বরম্।
পূজনীয়া মহাভক্ত্যা যে চান্যে সন্তি দেবতাঃ ॥৪৮৪॥

হেন 'শিব' অদ্বৈতেরে বলে সাধুজনে।
সেহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-ইঙ্গিত-কারণে ॥৪৮৫॥

ভোগপ্রবণ সাংসারিক পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। যাঁহারা শ্রীগুরুদেব ও শ্রীশিবকে ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র মনে করে, তাঁহাদের অপরাধ আসিয়া পড়ে। হরিবৈমুখ্য ঘটিলেই পাপ আসিয়া জীবকে গ্রাস করে। ভগবানের পূজাপেক্ষা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পূজা—অধিক প্রয়োজনীয়। এ সকল কথা ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন ॥৪৭৬॥

অন্বয়। যদিতি—দক্ষং প্রতি শ্রীদেব্যা বাক্যং যৎ (যস্য)—দ্ব্যক্ষরং (অক্ষরদ্বয়াত্মকং) তৎ (প্রসিদ্ধং) নাম (শিব ইতি) সকৃৎ (বারমেকং অপি) প্রসঙ্গাৎ (কথাচ্ছলেন সঙ্কেতাৎ অপি) কেবলং (শুদ্ধং) গিরা (বাক্যেন ন তু মনসা) এব ঈরিতং (উচ্চারিতং) নৃণাম্ (মনুষ্যাণাং সর্ব্বেষাং পাপিনাং চ) অঘং (পাপং) আশু (সত্বরং) হন্তি (বিনাশং প্রাপয়তি) ভগবান্ তং পবিত্রকীর্ত্তিং (পূতযশসম্) অলঙ্ঘ্যশাসনং (অপ্রতিহতাজ্ঞং) শিবং (পরমমঙ্গলস্বরূপং শম্ভুং) দ্বেষ্টি (বিদ্বেষং করোতি) অহো শিবেতরঃ (সাক্ষাৎ অমঙ্গলস্বরূপঃ ভবানিতি) ॥৪৭৭॥

অনুবাদ। যাঁহার শিব এই দ্ব্যক্ষরাত্মক নাম কেবল কথাচ্ছলেও বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা একবার মাত্র উচ্চারিত হইলে মনুষ্যের সর্ব্ববিধ পাপ আশু নষ্ট হয়, যাঁহার শাসন অলঙ্ঘ্য ও যাঁহার যশঃ পরম পবিত্র, আপনি সেই মঙ্গলস্বরূপ শিবের দ্বেষ করিতেছেন। অহো! আপনি সাক্ষাৎ অমঙ্গলস্বরূপ ॥৪৭৭॥

অন্বয়। যঃ (জনঃ) মদীয়ং পরম ভক্তং (মম ভক্তানাং অগ্রগণ্যং) শিবং (মদ্ভক্তিরূপ পরমমঙ্গলপ্রদং শঙ্করং) ন সম্পূজয়েৎ (বিধিপূর্ব্বকং মৎপ্রসাদনির্ম্মাল্যাদিনা ন সমর্চ্চয়েৎ) হি সঃ পাপপুরুষঃ (শিবাবজ্ঞাকারী পাপাত্মা) কথং বা (কেন প্রকারেণ বা) ময়ি ভক্তিং (মৎসম্বন্ধিনীং ভক্তিং) লভতাং প্রাপ্নুয়াৎ শিববিদ্বেষিজনঃ মদ্ভজনে নাধিকারবানিতি ভাবঃ) ॥৪৮২॥

অনুবাদ। যে আমার প্রিয়ভক্ত শিবকে যথাবিধি পূজা না করে, সেই বৈষ্ণব-দ্বেষী পাপাত্মা কি প্রকারে আমাতে ভক্তি লাভ করিবে? ৪৮২॥

অন্বয়। প্রথমং (সর্ব্বাদৌ) কেশবং (সর্ব্বকারণ-কারণম্ স্বয়ং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং) পূজাং কৃত্বা (সম্পূজ্য) দেবং মহেশ্বরং (দেবশ্রেষ্ঠং শিবং পূজয়েদিতি) ততঃ তদনন্তরং যে চ অন্যে দেবতাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ) সন্তি তেঽপি দেবাঃ মহাভক্ত্যা (পরমাদরেণ শ্রীবিষ্ণোঃ প্রসাদনির্ম্মাল্যাদিনা) পূজনীয়া (সমর্চ্চনীয়াঃ) ॥৪৮৪॥

অনুবাদ। সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বকারণকারণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া দেবশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের পূজা করিবে। তদনন্তর অন্যান্য যে সকল দেবতা আছেন, পরমভক্তির সহিত তাঁহাদের পূজা করা কর্ত্তব্য ॥৪৮৪॥

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে উপাদনকারণ বিষ্ণুতত্ত্ব বা শুদ্ধমহেশতত্ত্ব বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। তজ্জন্যই ভক্তগণ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে ভবগৎপর্য্যায়ে গণনা করিয়া থাকেন। ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণ রুদ্রের যে দর্শনসম্ভাষণাদি করেন না, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, ভগবান্‌কে বাদ দিয়া রুদ্রকে যে ভগবদ্‌বোধ, উহাই নামাপরাধ। শিবকে কেবল গুণাবতার জানিয়া ভগবদ্ভক্ত না জানিলে বিষম অপরাধ ঘটে ॥৪৮৫॥

ইহাতে অবুধগণ মহা কলি করে।
অদ্বৈতের মায়া না বুঝিয়া ভালে মরে ॥৪৮৬॥

মহোৎসবের উপায়ন দর্শনে সন্তুষ্টচিত্ত
প্রভুর সংকীর্ত্তন-স্থলীতে
প্রত্যাবর্ত্তন—

নব নব বস্তু সব দেখে প্রভু যত।
সকল অনন্ত—লেখিবারে পারি কত ॥৪৮৭॥
সম্ভার দেখিয়া প্রভু মহা-হর্ষ মন।
আচার্য্যের প্রশংসা করেন অনুক্ষণ ॥৪৮৮॥
একে একে দেখি' প্রভু সকল সম্ভার।
সংকীর্ত্তন-স্থানেতে আইলা পুনর্ব্বার ॥৪৮৯॥
প্রভু মাত্র আইলেন সংকীর্ত্তন-স্থানে।
পরানন্দ পাইলেন সর্ব্বভক্তগণে ॥৪৯০॥

ভক্তগণ-সঙ্গে মহানন্দে কীর্ত্তন ও
নর্ত্তন—

না জানি কে কোন্ দিকে নাচে গায় বা'য়।
না জানি কে কোন্ দিকে মহানন্দে ধায় ॥৪৯১॥
সবে করে জয় জয় মহাহরিধ্বনি।
'বল বল হরি-বল' আর নাহি শুনি ॥৪৯২॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের অঙ্গ চন্দনে ভূষিত।
সবার সুন্দর বক্ষ—মালায় পূর্ণিত ॥৪৯৩॥
সবেই প্রভুর পারিষদের প্রধান।
সবে নৃত্য-গীত করে প্রভু-বিদ্যমান ॥৪৯৪॥
মহানন্দে উঠিল শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন।
যে ধ্বনি পবিত্র করে অনন্ত-ভুবন ॥৪৯৫॥

নিত্যানন্দের বাল্যভাবে নৃত্য—

নিত্যানন্দ মহা-মল্ল প্রেম-সুখময়।
বাল্য-ভাবে নৃত্য করিলেন অতিশয় ॥৪৯৬॥

অদ্বৈতাচার্য্যের প্রেমবিহ্বলতা ও নৃত্য—

বিহ্বল হইয়া অতি আচার্য্যগোসাঞি।
যত নৃত্য করিলেন— তা'র অন্ত নাই ॥৪৯৭॥

ঠাকুর হরিদাসের নৃত্য—

নাচিলেন অনেক ঠাকুর হরিদাস।
সবেই নাচেন অতি পাইয়া উল্লাস ॥৪৯৮॥

পার্ষদবর্গকে পূর্ব্বে নৃত্য করাইয়া সর্ব্বশেষে
সপার্ষদ প্রভুর একযোগে নৃত্য—

মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বশেষে।
নৃত্য করিলেন অতি অশেষ বিশেষে ॥৪৯৯॥
সর্ব্বপারিষদ প্রভু আগে নাচাইয়া।
শেষে নৃত্য করেন আপনে সবা' লৈয়া ॥৫০০॥

প্রভুকে মধ্যে রাখিয়া ভক্তগণের নৃত্য—

মণ্ডলী করিয়া নাচে সর্ব্ব ভক্তগণ।
মধ্যে নাচে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥৫০১॥
এই মত সর্ব্বদিন নাচিয়া গাইয়া।
বসিলেন মহাপ্রভু সবারে লইয়া ॥৫০২॥

মহাপ্রভুর আজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক আচার্য্যের মহাপ্রসাদ
বিতরণ-কার্য্যে যোগদান—

তবে শেষে আজ্ঞা মাগি' অদ্বৈত-আচার্য্য।
ভোজনের করিতে লাগিলা সর্ব্বকার্য্য ॥৫০৩॥

মহাপ্রভুর ভক্তগণ-সঙ্গে পরমানন্দে মাধবেন্দ্র-
মহিমা কীর্ত্তনমুখে ভোজন—

বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
মধ্যে প্রভু—চতুর্দ্দিকে সর্ব্ব-ভক্ত-গণ ॥৫০৪॥
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ যেন তারাচয়।
মধ্যে কোটিচন্দ্র যেন প্রভুর উদয় ॥৫০৫॥
দিব্য অন্ন বহুবিধ পিষ্টক ব্যঞ্জন।
মাধবেন্দ্র-আরাধনা আইর রন্ধন ॥৫০৬॥
মাধবপুরীর কথা কহিয়া কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু সর্ব্বভক্ত লৈয়া ॥৫০৭॥

প্রভুর উক্তি—গুরু-বৈষ্ণবের আরাধনা-তিথিতে
মহাপ্রসাদ-সম্মান-প্রভাবে গোবিন্দে
ভক্তিলাভ—

প্রভু বলে,—"মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথি।
ভক্তি হয় গোবিন্দে, ভোজন কৈলে ইথি॥" ৫০৮॥

কলি—তর্ক, বিবাদ ॥ ৪৮৬ ॥ বা'য়—বাদ্য করে ॥৪৯১॥

পাঠান্তরে 'সবার কীর্ত্তন-শ্রম অন্তরে জানিয়া' ॥৫০২॥

এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি' আচমন ॥৫০৯॥

মহাপ্রভুর সম্মুখে আচার্য্য কর্ত্তৃক চন্দনমালা-স্থাপন—

তবে দিব্য সুগন্ধি চন্দন দিব্য-মালা।
প্রভুর সম্মুখে আনি' অদ্বৈত থুইলা ॥৫১০॥

প্রভু-কর্ত্তৃক নিজ শ্রীহস্তে ভক্তগণকে
চন্দন-মালা প্রদান—

তবে প্রভু নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগে।
দিলেন চন্দন-মালা মহা-অনুরাগে ॥৫১১॥

তবে প্রভু সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে জনে জনে।
শ্রীহস্তে চন্দন-মালা দিলেন আপনে ॥৫১২॥

শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ।
সবার হইল পরানন্দময় মন ॥৫১৩॥

ভক্তগণের উচ্চ হরিধ্বনি—

উচ্চ করি' সবেই করেন হরি-ধ্বনি।
কিবা সে আনন্দ হইল কহিতে না জানি ॥৫১৪॥

আচার্য্যের আনন্দ—

অদ্বৈতের যে আনন্দ—অন্ত নাহি তা'র।
আপনে বৈকুণ্ঠ-নাথ গৃহ-মধ্যে যাঁ'র ॥৫১৫॥

মহাপ্রভুর লীলার অগাধত্ব—

এ সকল রঙ্গ প্রভু করিলেন যত।
মনুষ্যের শক্তি ইহা বর্ণিবেক কত ॥৫১৬॥

একোদিবসের যত চৈতন্যবিহার।
কোটি বৎসরেও কেহ নারে বর্ণিবার ॥৫১৭॥

পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি' যায় ॥৫১৮॥

এইমত চৈতন্য-যশের অন্ত নাই।
তিঁহো যত দেন শক্তি তত মাত্র গাই ॥৫১৯॥

কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বলায় ॥৫২০॥

এসব কথার অনুক্রম নাহি জানি।
যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥৫২১॥

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥৫২২॥

এ সকল পুণ্য-কথা যে করে শ্রবণ।
অবশ্য মিলয়ে তা'রে কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥৫২৩॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৫২৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীঅচ্যুতানন্দ-চরিত্র-
শ্রীমাধবেন্দ্র-তিথি-পূজাবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য। নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণস্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ॥ (ভাঃ ১।১৮।২৩) ॥৫১৭॥

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-অনুক্রম বর্ণনে গ্রন্থকারের অধিকার নাই। আরাধনা-তিথিটী কোন্ মাসে কোন্ তিথি হইল, তাহার অনুক্রম বর্ণিত হয় নাই। তিনি শ্রীচৈতন্যের কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা নিজ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসবশে করিয়াছেন মাত্র ॥৫১৯॥

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার

শান্তিপুর হইতে মহাপ্রভুর কুমারহট্টে শ্রীবাস-ভবনে আগমন, শ্রীশিবানন্দ সেন ও শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের সহিত মিলন, শ্রীবাসের প্রতি বর, পানিহাটীতে শ্রীরাঘবপণ্ডিত-গৃহে বিজয়, তথায় ভক্তগণের মিলন, বরাহনগর গমন-পূর্ব্বক জনৈক ভাগবতপাঠক বৈষ্ণব বিপ্রকে 'ভাগবত-আচার্য্য'-পদবী প্রদান, পুনরায় নীলাচলে বিজয়, প্রতাপ-রুদ্রের মহাপ্রভুর দর্শনার্থ আর্ত্তি, রাজার স্বপ্নযোগে

শ্রীজগন্নাথের সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নত্ব-দর্শন ও পুষ্পোদ্যানে সপার্ষদ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে রাজার প্রণতি ও কাকুবাদ; সগণ-নিত্যানন্দকে শ্রীনীলাচল হইতে গৌড়দেশে প্রচারার্থ প্রেরণ, নিত্যানন্দের গৌড়দেশে প্রেম-প্রচারণ ও পতিতপাবন-লীলা এবং শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদগণের তথা গ্রন্থকারের আপনাকে শ্রীনিত্যানন্দের শেষ ভৃত্যরূপে পরিচয়-প্রদানমুখে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

শান্তিপুর অদ্বৈতগৃহ হইতে শ্রীগৌরসুন্দর কুমারহট্টে শ্রীবাস মন্দিরে আগমন করিলেন, শ্রীবাস-ভবনে প্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীল বাসুদেব-দত্ত ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের সহিত মহাপ্রভুর মিলনকালে, শ্রীগৌরহরি বাসুদেবের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীবাস ও তদীয় ভ্রাতা 'রামাই' সংকীর্ত্তন, ভাগবতপাঠ, বিদূষক-লীলাভিনয় এবং অশেষ প্রকারে মহাপ্রভুর পরম প্রীতিভাজন ছিলেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহার বিপুল পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কোনও চেষ্টা করেন না কেন? তাঁহার সংসার-নির্ব্বাহ কিরূপে হইবে? তদুত্তরে শ্রীবাস বলিলেন, তাঁহার অর্থের জন্য কোথায়ও যাইতে ইচ্ছা হয় না, অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই হইবে। মহাপ্রভু তখন বলিলেন,—"শ্রীবাস, তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ কর।" শ্রীবাস বলিলেন,—"আমি তাহা পারিব না।" শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"তবে তোমার কিরূপে পরিবার-বর্গের পোষণ হইবে"? শ্রীবাস হাতে তিন তালি দিয়া 'এক', 'দুই', 'তিন' বলিলেন। প্রভু ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীবাস বলিলেন,—"যদি তিন উপবাসেও আহার না মিলে, তবে গলায় ঘট বান্ধিয়া গঙ্গায় প্রবেশ করিব।" শ্রীবাসের বাক্য শ্রবণমাত্র মহাপ্রভু হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "যদি কখনও লক্ষ্মীকেও ভিক্ষা করিতে হয়, তথাপি তোমার ঘরে দারিদ্র্য হইবে না। তুমি কি আমার গীতার বাক্য জান না যে, যিনি আমাকে 'অনন্যাশ্চিন্ত' হইয়া ভজনা করেন, আমি তাঁহার 'যোগ' ও 'ক্ষেম' বহন করিয়া থাকি। বিশ্বম্ভর স্বয়ং যাহার ভরণ-কর্ত্তা, তাহার আবার গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা কি? আমি তোমাকে বর দিলাম যে, তুমি ঘরে বসিয়া থাকিলেও তোমার দ্বারে কৃষ্ণসেবার সকল সম্ভার আসিয়া উপস্থিত হইবে।' রামাইর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ শ্রীবাসকে নিত্যকাল সেবা করিবার জন্য মহাপ্রভু রামাইকে আদেশ করিলেন। শ্রীবাস-ভবন হইতে মহাপ্রভু পানিহাটি রাঘবপণ্ডিতের গৃহে গমন করেন, তথায় প্রভুকে দর্শনার্থ বহু ভক্তের সমাগম হইল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে নিজের (শ্রীগৌরসুন্দরের) সহিত অভিন্ন দৃষ্টিতে দর্শনার্থ রাঘব-পণ্ডিতের প্রতি গোপনে উপদেশ এবং শ্রীমকরধ্বজ-করকে শ্রীরাঘবানন্দের সেবা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু পানিহাটি হইতে বরাহনগরে জনৈক ভাগবতনিপুণ বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার ভাগবত পাঠ শ্রবণে বিশেষ আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণকে 'ভাগবতাচার্য্য' পদবী প্রদান করিলেন। এইরূপ গৌড়-দেশের গঙ্গাতীরস্থ প্রতি গ্রামে গ্রামে ভক্ত মন্দিরে অবস্থান, কীর্ত্তন-নৃত্য ও সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া পুনরায় নীলাচলে আগমনপূর্ব্বক কাশীমিশ্রের গৃহে অবস্থান করিলেন। মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন শুনিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্র রাজধানী কটক হইতে পুরীতে আসিলেন এবং প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য বিশেষ আর্ত্তি প্রকাশ ও প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবার জন্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিকে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজার আর্ত্তিদর্শনে রাজাকে অন্তরাল হইতে মহাপ্রভুর নৃত্যদর্শনার্থ ভক্তগণ যুক্তি প্রদান করিলেন। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদে নৃত্যকালে প্রভুর শ্রীমুখে লালা ও শ্রীঅঙ্গে ধূলা প্রভৃতি দর্শনে রাজা মহাপ্রভুর শুদ্ধসাত্ত্বিক বিকারসমূহ বুঝিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে শয়ন করিলে স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে, শ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গও লালাধূলায় ব্যাপ্ত। স্বপ্নে রাজা শ্রীজগন্নাথকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে জগন্নাথ রাজাকে অনুযোগ প্রদান করিয়া বলিলেন —'কর্পূর-কস্তুরী-চন্দন-লেপিত তোমার অঙ্গ কখনও আমার ধূলালালাময় শরীর স্পর্শের যোগ্য নহে।' সেই সময় সেই জগন্নাথের সিংহাসনেই শ্রীচৈতন্যদেবকে সেইরূপ ধূলাধূসরিত অঙ্গ দেখিয়া রাজা স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীগৌরহরি প্রতাপরুদ্রকে বলিলেন,—"তুমি যখন আমাকে

মনে মনে ঘৃণা করিয়াছ, তখন আমাকে কি জন্য স্পর্শ করিবে?" নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলে রাজার মনে যৎপরোনাস্তি অনুতাপ হইল, রাজার শ্রীগৌরসুন্দরে শ্রীজগন্নাথ হইতে অভিন্ন-বুদ্ধির উদ্রেক হইল। একদিন সপার্ষদ মহাপ্রভু পুষ্পোদ্যানে বসিয়াছিলেন, এমন সময় প্রতাপরুদ্র সাষ্টাঙ্গে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে ছিন্ন কদলীর ন্যায় পতিত হইলেন, রাজার অঙ্গে সাত্ত্বিক বিকারসমূহ প্রকটিত হইল। রাজা মহাপ্রভুর প্রতি কাকুবাদ করিতে লাগিলেন। প্রভুও প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপাশীর্ব্বাদ বর্ষণ ও উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন যে—প্রভু, রায় রামানন্দ, সার্ব্বভৌম ও প্রতাপরুদ্রের জন্যই নীলাচলে আগমন করিয়াছেন। রাজাকে মহাপ্রভু আরও বলিলেন যে, প্রচ্ছন্নাবতারলীল প্রভুকে যেন রাজা প্রভুর প্রকট-লীলা-কালে কোথায়ও প্রচার না করেন। প্রভু নিজ-গলার মালা রাজাকে প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে নিত্যানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া গৌড়-দেশে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের কথা আলাপ করিলেন এবং নিজ-মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণার্থ সগণ-শ্রীনিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রেরণ করিলেন। গৌড়দেশে-যাত্রাকালে পথে নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকর শ্রীবলদেব-শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদবর্গের স্বতঃসিদ্ধ ব্রজভাবের স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পানি-হাটীতে রাঘবপণ্ডিতের গৃহে আসিলেন, তথায় কীর্ত্তন-বিশারদ মাধব ঘোষের কীর্ত্তন-শ্রবণে নিত্যানন্দের অদ্ভুত ভাবাবেশ হইল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিষ্ণুখট্টার উপরে উপবেশন করিলে রাঘবপণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীনিত্যা-নন্দের অভিষেকোৎসব সম্পন্ন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ অবিলম্বে কদম্বের মালা আনয়নার্থ রাঘবপণ্ডিতকে আদেশ প্রদান করিলে রাঘবপণ্ডিত দেখিলেন যে, তাহার বাড়ীর অভ্যন্তরে নিত্যানন্দেচ্ছায় [illegible] জাম্বীরের বৃক্ষে কদম্বফুল ফুটিয়াছে। পণ্ডিত রাঘব সেই কদম্বের মালা রচনা করিয়া নিত্যানন্দকে পরাইলেন। কিছুক্ষণ পরে দমনক পুষ্পের গন্ধে দশদিক্ আমোদিত হইলে নিত্যানন্দ বলিলেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর দমনক-পুষ্পের মালা পরিধান করিয়া কীর্ত্তন-শ্রবণার্থ নীলাচল হইতে আগমন করিয়াছেন। নিত্যানন্দ পার্ষদগণেরও বিচিত্র প্রেমবিকার প্রকটিত হইল। শ্রীনিত্যানন্দ পানিহাটিগ্রামে তিন মাস অবস্থানপূর্ব্বক ভক্তির বিবিধ বিলাস প্রকাশ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু বিবিধ অলঙ্কারে শ্রীঅঙ্গ ভূষিত করিলেন। সপার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ গঙ্গার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে গ্রামে ভক্তগৃহে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। শিশুগণের প্রতি কৃপাবর্ষণ করিলেন। একদিন শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগদাধরদাসের মন্দিরে আগমন করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকর শ্রীগদাধরদাসের নিত্য গোপীভাবমূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীদাস গদাধর প্রভুর দেবালয়ের শ্রীবালগোপাল মূর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীমাধবানন্দের দান-খণ্ড-লীলা-গান শ্রবণে প্রেমবিকার প্রকটিত হইল। গদাধরদাসের গ্রামে দুর্দ্দান্ত ও কীর্ত্তন-বিদ্বেষী কাজীর বাস ছিল। একদিন প্রেমানন্দ মত্ত দাসগদাধর প্রভু হরিধ্বনি করিতে করিতে নিশাযোগে নির্ভয়ে কাজীগৃহে আসিয়া বলিলেন,—'কাজি বেটা কোথায়? শীঘ্র 'কৃষ্ণ' বলুক, নতুবা তাহার মাথা ভাঙ্গিব।' কাজী গদাধরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার দুর্দ্দান্ত বিধর্ম্মীর গৃহে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দাস গদাধর প্রভু বলিলেন,—'শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দাবতারে জগতের সকল লোক হরিনাম কীর্ত্তন করিল, কেবল তুমি মাত্র বঞ্চিত রহিলে। আমি তোমার মুখে 'হরিনাম' বলাইতে আসিয়াছি।' কাজি বলিলেন,—'গদাধর, আপনি আজ বাড়ী যান, আমি আগামী কল্য 'হরি' বলিব। কাজীর মুখে 'হরি' শব্দ শুনিয়া গদাধর বলিলেন, আর কা'ল কেন? এই ত' তুমি এখনই 'হরি' বলিলে।' এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার নিত্যানন্দ-পার্ষদগণের বিভিন্ন অদ্ভুত কৃষ্ণভাবের পরিচয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। সপার্ষদ নিত্যানন্দ শচীমাতার দর্শনার্থ নবদ্বীপ-যাত্রা করিলেন এবং খড়দহগ্রামে পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়-স্থানে আসিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি-পণ্ডিতের অত্যদ্ভুত প্রেমভক্তির বিকারসমূহ কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যদাসব্রুব স্বতন্ত্র অদ্বৈতানুগাভিমানীর অসচ্চেষ্টা নিরাস করিয়াছেন। কিছুকাল খড়দহে থাকিয়া সপার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সপ্তগ্রামে ত্রিবেণীঘাটে আসিয়া স্নান

করিলেন এবং ত্রিবেণীর তীরে ঠাকুর উদ্ধারণের ভবনে বাস করিয়া সপ্তগ্রামে বণিকের ঘরে ঘরে কীর্ত্তন-প্রচার-পূর্ব্বক সকলকে কৃষ্ণভজনে দীক্ষিত করিলেন। বিষ্ণুদ্রোহী যবনও পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দের চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। কিছুকাল পরে শ্রীনিত্যানন্দ শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে আগমন করিলেন, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দের স্তব করিলেন এবং উভয়ে কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে মহানন্দে দিবস যাপন করিলেন। শান্তিপুর হইতে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীধাম-মায়াপুরে শচীমাতার নিকট গমন করিলেন এবং সপার্ষদে নবদ্বীপে কীর্ত্তন-বিহার ও জীবোদ্ধার-লীলা করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দের পতিতজীবোদ্ধার-লীলা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার নবদ্বীপবাসী দস্যুর আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন। নবদ্বীপবাসী জনৈক ব্রাহ্মণকুমার দস্যুদলের মহাসেনাপতি ছিল। ঐ দস্যুদলপতি নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের মণিমুক্তাযুক্ত বহু অলঙ্কার দেখিয়া তাহা হরণ করিতে ইচ্ছা করিল এবং নিত্যানন্দের সঙ্গে সঙ্গে ধনাপহরণ-আশায় ভ্রমণ করিতে লাগিল; শ্রীনিত্যানন্দ হিরণ্য পণ্ডিতের গৃহে একাকী বাস করিতেছেন অনুসন্ধান পাইয়া উক্ত দস্যু-সেনাপতি অন্যান্য দস্যুগণের সহিত নিশাভাগে হিরণ্যপণ্ডিতের গৃহের নিকট অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের কোন্ অলঙ্কারটী কে গ্রহণ করিবে তদ্বিষয়ে পূর্ব্বেই সঙ্কল্পবিকল্প করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের ইচ্ছায় অচিরে দস্যুগণ নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল, রাত্রি প্রভাত হইলে কাকরবে জাগরিত হইয়া আস্তে-ব্যস্তে কোনও রূপে অস্ত্রশস্ত্র কোথায়ও লুকাইয়া রাখিয়া নিজনিজ স্থানে চলিয়া গেল ও পরস্পর দোষারোপ করিতে লাগিল। দ্বিতীয় দিন দস্যুগণ মদ্যমাংসদ্বারা মহা-আড়ম্বরে চণ্ডীপূজা করিয়া নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র সহিত কবচ পরিধানপূর্ব্বক মহানিশায় নিত্যানন্দ প্রভুর বাসস্থানের চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহারা নিত্যানন্দ-বাস-স্থানের চতুর্দ্দিকে অনুক্ষণ হরিনাম-গ্রহণকারী অসংখ্য অস্ত্রধারী প্রচণ্ডমূর্ত্তি পদাতিকের অবস্থান দেখিয়া মহা আশ্চর্য্যান্বিত হইল ও পরস্পর নানাপ্রকার বিতর্ক করিতে করিতে সেই দিবস তাহাদের কার্য্য সাফল্যের আশা নাই মনে করিয়া স্থান পরিত্যাগ করিল। উক্ত দস্যুগণ তৃতীয় দিবস মহাঘোর নিশাযোগে শ্রীনিত্যানন্দের বাসস্থানে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র সকলেই অন্ধত্বপ্রাপ্ত হইয়া পরস্পর জড়াজড়ি করিতে করিতে গর্ত্তে ও কণ্টকপূর্ণস্থানে পতিত হইল। এমন সময় ইন্দ্রদেব মহা ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ করিলে দস্যুগণের আর দুর্ভোগের সীমা রহিল না। এই ঘটনার পর হঠাৎ দস্যুসেনাপতি ব্রাহ্মণের মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল এবং সে নিত্যানন্দ-চরণে শরণগ্রহণপূর্ব্বক নিত্যানন্দ-স্তব করিতে করিতে নিজ উদ্ধার প্রার্থনা করিল। দস্যুসেনাপতিকে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার দ্বারা পুনরায় অসৎকার্য্যে লিপ্ত হইতে নিষেধ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ দস্যুসেনাপতিকে কৃপা করিলেন এবং তাহার দ্বারা আবার অন্যান্য দস্যুগণের উদ্ধার হইল। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার নিত্যানন্দকৃপার মহত্ত্ব, সপার্ষদ নিত্যানন্দের নবদ্বীপের প্রতি গ্রামে গ্রামে কীর্ত্তন সহিত ভ্রমণ, কখনও শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে গঙ্গার পরপারে কুলিয়ায় গমন, নিত্যানন্দের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের চরিত্র, কতিপয় নিত্যানন্দ-পার্ষদের নামোল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং নিজেকে শ্রীচৈতন্য কৃপা প্রাপ্ত নারায়ণী দেবীর নন্দন ও শ্রীনিত্যানন্দের শেষ ভৃত্য-রূপে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। (গৌঃ ভাঃ)

গৌর-জয়মুখে মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব-গুরু।
জয় জয় ভক্তজনবাঞ্ছা-কল্পতরু ॥১॥
জয় জয় ন্যাসিমণি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
জীব প্রতি কর' প্রভু শুভদৃষ্টি-পাত ॥২॥

সপার্ষদ গৌরহরির জয় ও পাঠবার্ণন—

ভক্ত-গোষ্ঠী-সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
জয় জয় শ্রীকরুণা-সিন্ধু দয়াময় ॥৩॥
শেষখণ্ড কথা ভাই, শুন এক মনে।
শ্রীগৌরসুন্দর বিহরিলেন যেমনে ॥৪॥

শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহ হইতে কুমারহট্ট শ্রীবাস-ভবনে মহাপ্রভুর আগমন—

কত দিন থাকি' প্রভু অদ্বৈতের ঘরে।
আইলা কুমারহট্ট—শ্রীবাস-মন্দিরে ॥৫॥

কৃষ্ণধ্যানানন্দে উপবিষ্ট শ্রীবাসের সম্মুখে ধ্যানের ফল অকস্মাৎ প্রকটিত—

কৃষ্ণ-ধ্যানানন্দে বসি' আছেন শ্রীবাস।
আচম্বিতে ধ্যানফল সম্মুখে প্রকাশ ॥৬॥
নিজ প্রাণ-নাথ দেখি' শ্রীবাস পণ্ডিত।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা পৃথিবীত ॥৭॥

মহাপ্রভুর পদযুগল বক্ষে ধারণপূর্ব্বক শ্রীবাসের প্রেমক্রন্দন—

শ্রীচরণ বক্ষে করি' পণ্ডিত-ঠাকুর।
উচ্চৈঃস্বরে দীর্ঘশ্বাসে কান্দেন প্রচুর ॥৮॥

গৌরহরির শ্রীবাসের প্রতি স্নেহ—

গৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীবাসেরে করি' কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে ॥৯॥

সুকৃতি শ্রীবাস-গোষ্ঠী—

সুকৃতি শ্রীবাস-গোষ্ঠী চৈতন্য-প্রসাদে।
সবে প্রভু দেখি' ঊর্দ্ধ বাহু করি' কান্দে ॥১০॥

শ্রীবাসের আনন্দ ও প্রভু-সম্বর্দ্ধনা—

বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৃহে পাইয়া শ্রীবাস।
হেন নাহি জানেন কি জন্মিল উল্লাস ॥১১॥
আপনে মাথায় করি' উত্তম আসন।
দিলেন, বসিলা তথি কমললোচন ॥১২॥

চতুর্দ্দিকে বসিলেন পারিষদগণ।
সবেই গায়েন কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ ॥১৩॥

পতিব্রতাগণের জয়ধ্বনি—

জয় জয় করে গৃহে পতিব্রতাগণ।
হইল আনন্দময় শ্রীবাস-ভবন ॥১৪॥

আচার্য্য পুরন্দরের আগমন—

প্রভু আইলেন মাত্র পণ্ডিতের ঘর।
বার্ত্তা পাই' আইলা আচার্য্য-পুরন্দর ॥১৫॥
তাহানে দেখিয়া প্রভু 'পিতা' করি' বলে।
প্রেমাবেশে মত্ত তানে করিলেন কোলে ॥১৬॥
পরম সুকৃতি সে আচার্য্য-পুরন্দর।
প্রভু দেখি' কান্দে অতি হই' অসম্বর ॥১৭॥

শ্রীশিবানন্দের সহিত শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের আগমন—

বাসুদেব দত্ত আইলেন সেইক্ষণে।
শিবানন্দসেন-আদি আপ্ত বর্গ-সনে ॥১৮॥

শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের মহিমা—

প্রভুর পরম প্রিয়—বাসুদেব দত্ত।
তাঁহার কৃপায় সে জানেন সর্ব্ব তত্ত্ব ॥১৯॥
জগতের হিতকারী—বাসুদেব দত্ত।
সর্ব্ব-ভূতে কৃপালু—চৈতন্যরসে মত্ত ॥২০॥
গুণগ্রাহী অদোষদরশী সবা' প্রতি।
ঈশ্বরে-বৈষ্ণবে যথাযোগ্য রতি-মতি ॥২১॥
বাসুদেব দত্ত দেখি' শ্রীগৌরসুন্দর।
কোলে করি' কান্দিতে লাগিলা বহুতর ॥২২॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

সর্ব্বগুরু—চিদচিৎ জগদ্দ্বয়ের যাবতীয় বস্তুর একমাত্র গুরু। তিনি স্বয়ংরূপ ও কৃষ্ণস্বরূপ। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের পতিগণের সহিত ত্রিগুণের সংযোগ বর্ত্তমান, কিন্তু তিনি বৈকুণ্ঠপতি ॥১॥

কুমারহট্ট—বর্ত্তমান নাম হালিসহর। ই, বি, আর লাইনে 'কাঁচরাপাড়া' ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। এস্থানে সপরিবারে শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীবাসুদেব ঠাকুর প্রভৃতি গৌরভক্তগণ বাস করিতেন ॥৫॥

বাসুদেব দত্ত ধরি' প্রভুর চরণ।
উচ্চৈঃস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥২৩॥
বাসুদেব কান্দিতে কে আছে হেন জন।
শুষ্ক কাষ্ঠ-পাষাণাদি করয়ে ক্রন্দন ॥২৪॥
বাসুদেব দত্তের যতেক গুণ-সীমা।
বাসুদেব দত্ত বহি নাহিক উপমা ॥২৫॥

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর-সম্বন্ধে মহাপ্রভু—

হেন সে প্রভুর প্রীতি দত্তের বিষয়।
প্রভু বলে,—"আমি বাসুদেবের নিশ্চয় ॥" ২৬॥
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বলে বার বার।
"এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার ॥২৭॥
দত্ত আমা যথা বেচে, তথায় বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই ॥২৮॥
বাসুদেব দত্তের বাতাস যা'র গা'য়।
লাগিয়াছে, তাঁ'রে কৃষ্ণ রক্ষিবে সদায় ॥২৯॥
সত্য আমি কহি—শুন বৈষ্ণব-মণ্ডল!
এ দেহ আমার—বাসুদেবের কেবল ॥" ৩০॥
বাসুদেব দত্তেরে প্রভু কৃপা শুনি'।
আনন্দে বৈষ্ণবগণ করে হরি-ধ্বনি ॥৩১॥
ভক্ত বাড়াইতে গৌরসুন্দর সে জানে।
যেন করে ভক্ত, তেন করেন আপনে ॥৩২॥
এই মত রঙ্গে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
কত দিন রহিলেন শ্রীবাসের ঘর ॥৩৩॥
শ্রীবাস, রামাই—দুই ভাই গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে বৈকুণ্ঠের রায় ॥৩৪॥
চৈতন্যের অতি প্রিয়—শ্রীবাস, রামাই।
দুই চৈতন্যের দেহ, দ্বিধা কিছু নাই ॥৩৫॥
সংকীর্ত্তন-ভাগবতপাঠ-ব্যবহারে।
বিদূষক-লীলায় অশেষ প্রকারে ॥৩৬॥
জন্মায়েন প্রভুর সন্তোষ শ্রীনিবাস।
যাঁর গৃহে প্রভুর সর্ব্বাদ্য পরকাশ ॥৩৭॥

নিভৃতে প্রভু ও শ্রীবাসের ব্যবহার-কথোপকথন-
ছলে শরণাগতলক্ষণ বৈষ্ণবগৃহস্থের
স্বনির্ব্বাহ-শিক্ষা—

একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত।
ব্যবহার-কথা কিছু কহেন নিভৃত ॥৩৮॥
প্রভু বলে,—"তুমি দেখি কোথাও না যাও।
কেমতে বা কুলাইবা, কেমতে কুলাও ॥" ৩৯॥
শ্রীবাস বলেন,—"প্রভু কোথাও যাইতে।
না লয় আমার চিত্ত কহিনু তোমাতে ॥" ৪০॥
প্রভু বলে,—"পরিবার অনেক তোমার।
নির্ব্বাহ কেমতে তবে হইবে সবার?" ৪১॥
শ্রীবাস বলেন,—"যা'র অদৃষ্টে যা' থাকে।
সে-ই হইবেক, মিলিবেক যে-তে-পাকে ॥" ৪২॥
প্রভু বলে,—"তবে তুমি করহ সন্ন্যাস।"
"তাহা না পারিব মুঞি"—বলেন শ্রীবাস ॥৪৩॥
প্রভু বলে,—"সন্ন্যাস গ্রহণ না করিবা।
ভিক্ষা করিতেও কারো দ্বারে না যাইবা ॥৪৪॥
কেমতে করিবা পরিবারের পোষণ।
কিছুই ত না বুঝি মুঞি তোমার বচন ॥৪৫॥

অসম্বর—অধৈর্য্য, অসামাল ॥১৭॥

তথ্য। শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর—চৈঃ চঃ আঃ ১০.৪১-৪২, ১২।৫৭; ম ১০.৮১, ম ১১.৮৭, ম ১১।১৩৭-১৩৯, ম ১১।১৪১-২, ম ১৩.৪০, ১৪.৯৮, ১৫।৯৩, ম ১৫।১৫৮-১৭৯, ম ১৬।২০৬; অ ৩।৭৩, অ ৪.১০৮; ৬.১৬১, ৭।৪৭, অ ১০।৯, ১২১, ১৪০, অ ১২।৯৮ দ্রষ্টব্য ॥১৯॥

শ্রীবাসুদেব দত্তঠাকুর—জগতের প্রত্যেকেরই হিতকারী, সর্ব্বভূতে কৃপালু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কথিত পঞ্চরস মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরসে প্রমত্ত। মহাভাগবত বলিয়া সকলের অদোষদর্শী ও সকলের মঙ্গল বিধানে অতি ব্যগ্র এবং শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি—ইংরেজী ভাষায় যাঁহাকে "Greater Altruist" বলা যায় ॥২০॥

অচেতন পদার্থবৎ অতি কঠিনহৃদয় ব্যক্তিও বাসুদেবের আর্দ্রতা লক্ষ্য করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতে অসমর্থ হইত ॥২৪॥

শ্রীগৌরসুন্দর আপনাকে শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের নিকট বিক্রীত বলিয়া জ্ঞান করিতেন অর্থাৎ আপনাকে বাসুদেবের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচনা করিতেন ॥২৭॥

একালেতে কোথাও না গেলে না আইলে।
বট মাত্র কাহারেও আসিয়া না মিলে ॥৪৬॥
না মিলিল যদি আসি' তোমার দুয়ারে।
তবে তুমি কি করিবা ? বলহ আমারে ॥" ৪৭॥
শ্রীবাস বলেন হাতে তিন তালি দিয়া।
"এক, দুই, তিন এই কহিলুঁ ভাঙ্গিয়া ॥" ৪৮॥
প্রভু বলে,—"এক, দুই, তিন যে করিলা।
কি অর্থ ইহার বল কেন তালি দিলা ?" ৪৯॥
শ্রীবাস বলেন,—"এই দঢ়ান আমার।
তিন উপবাসে যদি না মিলে আহার ॥৫০॥
তবে সত্য কহোঁ—ঘট বান্ধিয়া গলায়।
প্রবেশ করিমু মুঞি সর্ব্বথা গঙ্গায় ॥" ৫১॥
এই মাত্র শ্রীবাসের শুনিয়া বচন।
হুঙ্কার করিয়া উঠে শচীর নন্দন ॥৫২॥
প্রভু বলে,—"কি বলিলি পণ্ডিত-শ্রীবাস !
তোর কি অন্নের হইবে উপাস ! ৫৩॥

কদাচিৎ লক্ষ্মীর ভিক্ষা সম্ভব হইলেও একান্ত শরণাগত শ্রীবাসের অর্থাভাব সম্ভব নহে—

যদি কদাচিৎ লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে।
তথাপিহ দারিদ্র্য নহিব তোর ঘরে ॥৫৪॥
আপনে যে গীতাশাস্ত্রে বলিয়াছোঁ মুঞি।
তাহো কি শ্রীবাস, এবে পাসরিলে তুঞি !৫৫॥

শ্রীগীতায় শ্রীগৌরহরির বাণী—

তথা হি—(গীতা ৯।২২)

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥৫৬॥

যে-যে-জন চিন্তে' মোরে অনন্য হইয়া।
তা'রে ভিক্ষা দেও মুঞি মাথায় বহিয়া ॥৫৭॥

শরণাগতসেবককে অর্থের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না—

যেই মোরে চিন্তে', নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্বসিদ্ধি মিলে তা'রে ॥৫৮॥
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—আপনে আইসে।
তথাপিহ না চায় না লয় মোর দাসে ॥৫৯॥
মোর সুদর্শন-চক্রে রাখে মোর দাস।
মহাপ্রলয়েও যা'র নাহিক বিনাশ ॥৬০॥

শ্রীচৈতন্যের দাসের স্মরণকারি-ব্যক্তিকেও শ্রীচৈতন্য পোষণ ও পালন করেন—

যে মোহার দাসেরেও করয়ে স্মরণ।
তাহারেও করোঁ মুঞি পোষণ-পালন ॥৬১॥

শ্রীচৈতন্য-সেবকের দাস শ্রীচৈতন্যপ্রভুর অধিক প্রিয়—

সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়।
অনায়াসে সে-ই সে মোহারে পায় দঢ় ॥৬২॥

বিশ্বম্ভর স্বয়ং যাঁহার ভরণকর্ত্তা, সেই শরণাগত সেবকের ভক্ষ্য আচ্ছাদনের চিন্তা কি ?—

কোন্ চিন্তা মোর সেবকের ভক্ষ্য করি'।
মুঞি যা'র পোষ্টা আছোঁ সবার উপরি ॥৬৩॥

ঘরে বসিয়া থাকিলেও শরণাগত-দ্বারে সকল সম্ভারের স্বতঃই আগমন—

সুখে শ্রীনিবাস, তুমি বসি' থাক ঘরে।
আপনি আসিবে সব তোমার দুয়ারে ॥৬৪॥

শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীবাসের প্রতি প্রভুর বর—

অদ্বৈতেরে তোমারে আমার এই বর।
'জরাগ্রস্ত নহিবে দোঁহার কলেবর' ॥" ৬৫॥

শ্রীবাস সঙ্কীর্ত্তন ক[illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যবহারিক সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক পরম বিশ্রম্ভময় রহস্যপূর্ণ প্রেমদ্বারা নানাভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন ॥৩৬॥

বটমাত্র—কিঞ্চিন্মাত্র এক কড়ার অংশ বিশেষ ॥৪৬॥

দঢ়ান—দৃঢ়তা ॥৫০॥

অনন্তশক্তি সর্ব্বসমৃদ্ধির মূলাশ্রয় লক্ষ্মীদেবীরও যদি কোন দিন অভাব ঘটে, তথাপি একান্ত ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসপণ্ডিতের কোন দিন দারিদ্র্য-দোষ ঘটিবে না ॥৫৪॥

তথ্য। ভাঃ (৩।২৯।১৩)—সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥—শ্লোক আলোচ্য ॥৫৯॥

আমাকে যিনি স্মরণ করেন, আমি তাঁহার মঙ্গল

রামপণ্ডিতেরে ডাকি' শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রভু বলে,—"শুন রাম, আমার উত্তর ॥৬৬॥
জ্যেষ্ঠভাই শ্রীবাসেরে তুমি সর্ব্বথায়।
সেবিবে ঈশ্বর-বুদ্ধ্যে আমার আজ্ঞায় ॥৬৭॥
প্রাণসম তুমি মোর, শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীবাসের সেবা না ছাড়িবা কদাচিত ॥" ৬৮॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীবাস শ্রীরাম।
অন্ত নাহি আনন্দে, হইলা পূর্ণকাম ॥৬৯॥
অদ্যাপিহ শ্রীবাসেরে চৈতন্য-কৃপায়।
দ্বারে সব উপসন্ন হইতেছে লীলায় ॥৭০॥

শ্রীবাসের উদারচরিত্র অনির্ব্বচনীয়—

কি কহিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
ত্রিভুবন হয় যাঁ'র স্মরণে পবিত্র ॥৭১॥
সত্য সেবিলেন চৈতন্যেরে শ্রীনিবাস।
যাঁ'র ঘরে চৈতন্যের সকল বিলাস ॥৭২॥

কয়েকদিন প্রভুর শ্রীবাস-ভবনে অবস্থান—

হেন রঙ্গে শ্রীবাস-মন্দিরে গৌর-রায়।
রহিলেন কত দিন শ্রীবাস-ইচ্ছায় ॥৭৩॥
ঠাকুর পণ্ডিত সর্ব্ব গোষ্ঠীর সহিতে।
আনন্দে ভাসেন প্রভু দেখিতে দেখিতে ॥৭৪॥

শ্রীবাস-গৃহ হইতে প্রভুর পানিহাটি রাঘবপণ্ডিতের
গৃহে পদার্পণ ও প্রভু-ভৃত্যের মিলন-প্রসঙ্গ—

কতদিন থাকি' প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানিহাটি—রাঘব-মন্দিরে ॥৭৫॥
কৃষ্ণ-কার্য্যে আছেন শ্রীরাঘবপণ্ডিত।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত ॥৭৬॥
প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘবপণ্ডিত।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পৃথিবীত ॥৭৭॥
দৃঢ় করি' ধরি' রমা-বল্লভ-চরণ।
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন ॥৭৮॥
প্রভুও রাঘবপণ্ডিতেরে করি' কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে ॥৭৯॥
হেন সে আনন্দ হৈল রাঘব-শরীরে।
কোন্ বিধি করিবেন, কিছুই না স্ফুরে ॥৮০॥
রাঘবের ভক্তি দেখি' শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
রাঘবেরে করিলেন শুভদৃষ্টিপাত ॥৮১॥
প্রভু বলে,—"রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাসরিলুঁ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া ॥৮২॥

গঙ্গায় অবগাহনের ন্যায় রাঘব-আলয়ে প্রভুর সুখোদয়—

গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাও রাঘব-আলয় ॥" ৮৩॥

প্রভুর স্বয়ং রাঘবপণ্ডিতকে রন্ধনার্থ আদেশ—

হাসি' বলে প্রভু,—"শুন রাঘব পণ্ডিত!
কৃষ্ণের রন্ধন গিয়া করহ ত্বরিত ॥" ৮৪॥

প্রভুর আজ্ঞায় রাঘবের স্বহস্তে বিচিত্র রন্ধন—

আজ্ঞা পাই' শ্রীরাঘব পরমসন্তোষে।
চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেম-রসে ॥৮৫॥
চিত্তবৃত্তি যতেক মানস আপনার।
সেই মত পাক বিপ্র করিলা অপার ॥৮৬॥
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে আর যত আপ্ত-গণ ॥৮৭॥

বিধান করি; আমার দাসকেও যিনি স্মরণ করেন, তাঁহাকেও আমি পোষণ ও পালন করি। 'আমার ভক্তের ভক্তই আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥৬১॥

শ্রীবাস ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অপ্রাকৃত শরীর মধ্যে শারীরিক জরা কোনদিনই প্রবেশ করিবে না—শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাদিগকে এইরূপ বর দিলেন ॥৬৫॥

অনেক কর্ম্মী মনে করেন যে, তাঁহাদের ফলান্বেষণমূলক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার ন্যায় শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণও ফলভোগ-কামী। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের কৃষ্ণকার্য্যব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। কৃষ্ণকার্য্যকেই 'ভক্তি' বলে। কর্ত্তা কর্ত্তৃত্বাভিমানে যে কার্য্য করেন, তিনিই উহার ফল ভোগ করেন। পরন্তু বৈষ্ণব কৃষ্ণ-সেবনোদ্দেশে যে কার্য্য করেন, সেই কৃষ্ণ-কার্য্যই 'ভক্তি'। কর্ম্ম ও ভক্তি—পরস্পর বিভিন্ন ও পরস্পর বহু দূরে অবস্থিত ॥৭৬॥

ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত।
সকল ব্যঞ্জন প্রভু প্রশংসে' একান্ত ॥৮৮॥

প্রভু-কর্তৃক রাঘবপণ্ডিতের রন্ধনের প্রশংসা—

প্রভু বলে,—"রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক ॥৮৯॥
শাকেতে প্রভুর প্রীত রাঘব জানিয়া।
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিয়া ॥৯০॥
এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি' আচমন ॥৯১॥

দাসগদাধরের আগমন—

রাঘব-মন্দিরে শুনি' শ্রীগৌরসুন্দর।
গদাধরদাস ধাই' আইলা সত্বর ॥৯২॥

দাসগদাধরের প্রতি প্রভুর কৃপা—

প্রভুর পরম প্রিয়—গদাধর দাস।
ভক্তিসুখে পূর্ণ যাঁ'র বিগ্রহপ্রকাশ ॥৯৩॥
প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকৃতিরে।
শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তান শিরে ॥৯৪॥

পরমেশ্বরীদাস—

পুরন্দরপণ্ডিত পরমেশ্বরীদাস।
যাঁহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥৯৫॥
সত্বরে ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে।
প্রভু দেখি' প্রেমযোগে কান্দে দুই জনে ॥৯৬॥

রঘুনাথবৈদ্য—

রঘুনাথ বৈদ্য আইলেন ততক্ষণে।
পরম বৈষ্ণব, অন্ত নাহি যাঁ'র গুণে ॥৯৭॥

বৈষ্ণবগণের প্রভুর সন্নিধানে আগমন—

এই মত যথা যত বৈষ্ণব আছিলা।
সবেই প্রভুর স্থানে আসিয়া মিলিলা ॥৯৮॥
পানিহাটী-গ্রামে হৈল পরম-আনন্দ।
আপনে সাক্ষাৎ যথা প্রভু গৌরচন্দ্র ॥৯৯॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত অভিন্ন-দৃষ্টিতে দর্শনার্থ মহাপ্রভুর রাঘবপণ্ডিতের প্রতি গোপনে গুহ্য উপদেশ—

রাঘব পণ্ডিত প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর।
নিভৃতে করিল কিছু রহস্য-উত্তর ॥১০০॥
"রাঘব, তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বই ॥১০১॥
এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমারে।
সে-ই করি আমি এই বলিল তোমারে ॥১০২॥
আমার সকল কর্ম্ম—নিত্যানন্দ-দ্বারে।
অকপটে এই আমি কহিল তোমারে ॥১০৩॥
যেই আমি, সে-ই নিত্যানন্দ—ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই ॥১০৪॥

নিত্যানন্দ-সেবার্থ আদেশ—

মহাযোগেশ্বরে যাহা পাইতে দুর্ল্লভ।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইবা সুলভ ॥১০৫॥
এতেকে হইয়া তুমি মহা সাবধান।
নিত্যানন্দ সেবিহ—যেহেন ভগবান ॥" ১০৬॥

মকরধ্বজের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ—

মকরধ্বজকর প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র।
বলিলেন,—"সেবিহ তুমি শ্রীরাঘবানন্দ ॥১০৭॥
রাঘবপণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার।
সে কেবল সুনিশ্চয় জানিহ আমার ॥" ১০৮॥
হেনমতে পানিহাটী-গ্রাম ধন্য করি'।
আছিলেন কতদিন শ্রীগৌরাঙ্গহরি ॥১০৯॥

প্রভুর বরাহনগরে জনৈক ব্রাহ্মণ-গৃহে আগমন—

তবে প্রভু আইলেন বরাহ-নগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে ॥১১০॥

ভাগবতে সুশিক্ষিত বিপ্রের প্রভু-দর্শনে ভাগবত-পাঠ—

সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি' ভাগবত লাগিলা পড়িতে ॥১১১॥

গঙ্গায় অবগাহন স্নান করিলে যে স্নিগ্ধতা ও তৃপ্তিলাভ ঘটে, শ্রীগৌরসুন্দর রাঘবালয়ে গিয়া তদ্রূপ সন্তোষ লাভ করিলেন ॥৮৩॥

তড়া-আঁটপুর গ্রামে পরমেশ্বরীদাসের সেবিত শ্রীগৌর-বিগ্রহে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনি শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি-পূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥৯৫॥

শুনিয়া তাহান ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥১১২॥

শ্রীগৌরহরির ভাবাবেশে নৃত্য, পুনঃ পুনঃ ভূতলে পতন—

'বল বল' বলে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায় ॥১১৩॥
সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া ॥১১৪॥
ভক্তির মহিমা-শ্লোক শুনিতে শুনিতে।
পুনঃ পুনঃ আছাড় পড়েন পৃথিবীতে ॥১১৫॥
হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ।
আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোকে পায় ত্রাস ॥১১৬॥

রাত্রি তিন প্রহর পর্য্যন্ত ভাগবত-শ্রবণে নৃত্য—

এই মত রাত্রি তিনপ্রহর অবধি।
ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণ-নিধি ॥১১৭॥

বাহ্য পাইয়া বিপ্রকে আলিঙ্গন ও প্রশংসা—

বাহ্য পাই' বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
সন্তোষে দ্বিজেরে করিলেন আলিঙ্গন ॥১১৮॥
প্রভু বলে,—"ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে ॥১১৯॥

প্রভুর বিপ্রকে 'ভাগবতাচার্য্য' পদবী-প্রদান—

এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য'।
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য ॥" ১২০॥
বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি'।
সবে করিলেন মহা-হরি-হরি-ধ্বনি ॥১২১॥
এই মত প্রতি-গ্রামে গ্রামে গঙ্গাতীরে।
রহিয়া রহিয়া প্রভু ভক্তের মন্দিরে ॥১২২॥

পুনর্ব্বার নীলাচলে আগমন—

সবার করিয়া মনোরথ পূর্ণ কাম।
পুনঃ আইলেন প্রভু নীলাচল-ধাম ॥১২৩॥
গৌড়দেশে পুনর্ব্বার প্রভুর বিহার।
ইহা যে শুনয়ে তা'র দুঃখ নহে আর ॥১২৪॥
সর্ব্ব নীলাচল-দেশ উপজিল ধ্বনি।
'পুনঃ আইলেন প্রভু ন্যাসি চূড়ামণি ॥' ১২৫॥
মহানন্দে সর্ব্বলোকে 'জয় জয়' বলে।
"আইলা সচল-জগন্নাথ নীলাচলে ॥" ১২৬॥

প্রভুর আগমনবার্ত্তা-শ্রবণে সার্ব্বভৌমাদির
প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ—

শুনি' সব উৎকলের পারিষদগণ।
সার্ব্বভৌম-আদি আইলেন সেই ক্ষণ ॥১২৭॥

প্রভু ও ভক্ত সম্মেলন—

চিরদিন প্রভুর বিরহে ভক্তগণ।
আনন্দে প্রভুরে দেখি' করেন কীর্ত্তন ॥১২৮॥
প্রভুও সবারে মহা-প্রেমে করি' কোলে।
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে ॥১২৯॥

প্রভুর কাশীমিশ্র গৃহে অবস্থান—

হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কাশীমিশ্র-গৃহে কুতূহলে ॥১৩০॥

প্রভুর নীলাচল-লীলা—

নিরন্তর নৃত্য-গীত আনন্দ-আবেশ।
প্রকাশেন গৌরচন্দ্র, দেখে সর্ব্বদেশ ॥১৩১॥
কখনো নাচেন জগন্নাথের সম্মুখে।
তিলার্দ্ধেকো বাহ্য নাহি প্রেমানন্দসুখে ॥১৩২॥
কখন নাচেন কাশীমিশ্রের মন্দিরে।
কখন নাচেন মহাপ্রভু সিন্ধুতীরে ॥১৩৩॥
এইমত নিরন্তর প্রেমের বিলাস।
তিলার্দ্ধেকো অন্য কর্ম্ম নাহিক প্রকাশ ॥১৩৪॥
পানীশঙ্খ বাজিলে উঠেন সেইক্ষণ।
কপাট খুলিলে জগন্নাথ দরশন ॥১৩৫॥
জগন্নাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম।
অকথ্য অদ্ভুত!—গঙ্গাধারা বহে যেন ॥১৩৬॥
দেখিয়া অদ্ভুত সব উৎকলের লোক।
কারো দেহে আর নাহি রহে দুঃখ-শোক ॥১৩৭॥

তথ্য। মকরধ্বজ কর—চৈঃ চঃ আঃ ১০।২৪ দ্রষ্টব্য গৌঃ গঃ ১৪১ শ্লোক—"মটশ্চন্দ্রমুখঃ প্রাগ্ যঃ স করে মকরধ্বজঃ ॥" ১০৭॥

এক ব্রাহ্মণের ঘরে—এই ব্রাহ্মণের নাম শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য। বিস্তৃত বিবরণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১০।১১৩ সংখ্যার অনুভাষ্যে দ্রষ্টব্য ॥১১০॥

যে দিকে চৈতন্য মহাপ্রভু চলি' যায়।
সেই দিকে সর্ব্বলোক 'হরি হরি' গায় ॥১৩৮॥

প্রভু-সন্দর্শনার্থ স্বীয় রাজধানী কটক হইতে প্রতাপরুদ্রের আগমন—

প্রতাপরুদ্রের স্থানে হইল গোচর।
"নীলাচলে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর ॥১৩৯॥
সেইক্ষণে শুনি' মাত্র নৃপতি প্রতাপ।
কটক ছাড়িয়া আইলেন জগন্নাথ ॥১৪০॥

রাজার প্রভু দর্শনে আর্ত্তি, কিন্তু প্রভুর ঔদাসীন্য—

প্রভুরে দেখিতে সে রাজার বড় প্রীত।
প্রভু সে না দেন দরশন কদাচিত ॥১৪১॥

প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইবার নিমিত্ত রাজার সার্ব্বভৌমাদির নিকট অনুরোধ—

সার্ব্বভৌম আদি সবা' স্থানে রাজা কহে।
তথাপি প্রভুরে কেহ না জানায় ভয়ে ॥১৪২॥
রাজা বলে,—"তুমি সব, যদি কর ভয়।
অগোচরে আমারে দেখাহ মহাশয় ॥" ১৪৩॥

রাজার আর্ত্তি ও ভক্তগণের যুক্তিদান—

দেখিয়া রাজার আর্ত্তি সর্ব্ব-ভক্তগণে।
সবে মেলি' এই যুক্তি করিলেন মনে ॥১৪৪॥
"যে-সময়ে প্রভু নৃত্য করেন কীর্ত্তনে।
বাহ্যজ্ঞান দৈবে নাহি থাকয়ে তখনে ॥১৪৫॥
রাজাও পরম ভক্ত—সেই অবসরে।
দেখিবেন প্রভুরে, থাকিয়া অগোচরে ॥" ১৪৬॥

এই যুক্তি সবে কহিলেন রাজা-স্থানে।
রাজা বলে, "যে-তে-মতে দেখোঁ মাত্র তানে ॥"১৪৭॥
দৈবে একদিন নৃত্য করেন ঈশ্বর।
শুনি' রাজা একেশ্বর আইলেন সত্বর ॥১৪৮॥

অন্তরাল হইতে রাজার প্রভুর নৃত্য ও অদ্ভুত প্রেমোন্মাদ-দর্শন—

আড়ে থাকি' দেখে রাজা নৃত্য করে প্রভু।
পরম অদ্ভুত!—যাহা নাহি দেখি কভু ॥১৪৯॥
অবিচ্ছিন্ন কত ধারা বহে শ্রীনয়নে।
কম্প স্বেদ পুলক বৈবর্ণ্য ক্ষণে ক্ষণে ॥১৫০॥
হেন সে আছাড় প্রভু পড়েন ভূমিতে।
হেন নাহি যে বা ত্রাস না পায় দেখিতে ॥১৫১॥
হেন সে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র ধরেণ শ্রবণ ॥১৫২॥
কখন করেন হেন রোদন বিরহে।
রাজা দেখে শ্রীনয়নে যেন নদী বহে ॥১৫৩॥
এই মত কত হয় অনন্ত বিকার।
কত হয় কত যায় লেখা নাহি তা'র ॥১৫৪॥
নিরবধি দুই মহা-বাহু-দণ্ড তুলি'।
'হরি বল' বলিয়া নাচেন কুতূহলী ॥১৫৫॥
এই মত নৃত্য প্রভু করি' কতক্ষণে।
বাহ্য প্রকাশিয়া বসিলেন সর্ব্বগণে ॥১৫৬॥
রাজাও চলিলা অলক্ষিতে সেইক্ষণে।
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য পরানন্দমনে ॥১৫৭॥
দেখিয়া অদ্ভুত নৃত্য অদ্ভুত বিকার।
রাজার মনেতে হৈল সন্তোষ অপার ॥১৫৮॥

গঙ্গাবংশীয় সম্রাট্ শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীমহাপ্রভুর প্রকট-কালে স্বীয় রাজধানী কটকে বাস করিতেন। শ্রীগৌর-সুন্দরের কথা শুনিয়া তিনি কটক হইতে পুরীতে আসিলেন ॥১৪০॥

সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন, স্ত্রীদর্শন ও তাহাদের সহিত সম্ভাষণ নিষিদ্ধ। রাজানুগ্রহপ্রার্থী স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ-বাসনায় রাজার সহিত মিলন আকাঙ্ক্ষা করেন। শ্রীমহাপ্রভু বৈধবিচার জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভোগযোগ্যা স্ত্রীর দর্শন ও রাজানুগ্রহপ্রার্থনা-মূলে রাজার দর্শন বা তাঁহাদের সহিত আলাপ-পরিচয়াদি করিতেন না। তজ্জন্য কোন ভক্তই উৎকল-সম্রাট্‌কে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট লইয়া যাইতে সাহস করিতেন না, বড়ই আশঙ্কা করিতেন ॥১৪৩॥

আড়ালে থাকিয়া আত্মগোপনপূর্ব্বক প্রভুর নিকট উপস্থিত না হইয়া নর্ত্তনশীল গৌরসুন্দরকে দর্শন করিলেন ॥২৪৯॥

লালাধূলাব্যাপ্ত অঙ্গদর্শনে রাজার সন্দেহ—

সবে একখানি মাত্র ধরিলেন মনে।
সেই তান অনুগ্রহ হইবার কারণে ॥১৫৯॥
প্রভুর নয়নে যত দিব্য ধারা বয়।
নিরবধি নাচিতে শ্রীমুখে লালা হয় ॥১৬০॥
ধূলায় লালায় নাসিকার প্রেম ধারে।
সকল শ্রীঅঙ্গ ব্যাপ্ত কীর্ত্তন-বিকারে ॥১৬১॥
এ সকল কৃষ্ণভাব না বুঝি' নৃপতি।
ঈষৎ সন্দেহ তান ধরিলেক মতি ॥১৬২॥
কারো স্থানে ইহা রাজা না করি' প্রকাশ।
পরম সন্তোষে রাজা গেলা নিজ-বাস ॥১৬৩॥
প্রভুরে দেখিয়া রাজা মহাসুখী হৈয়া।
থাকিলেন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া ॥১৬৪॥
'আপনে শ্রীজগন্নাথ ন্যাসিরূপ ধরি'।
নিজে সংকীর্ত্তন-ক্রীড়া করে অবতরি ॥' ১৬৫॥
ঈশ্বর-মায়ায় রাজা মর্ম্ম নাহি জানে।
সেই প্রভু জানাইতে লাগিলা আপনে ॥১৬৬॥

রাজার স্বপ্নদর্শন—স্বপ্নযোগে শ্রীজগন্নাথকে লালধূলাব্যাপ্তরূপে দর্শন—

সুকৃতি প্রতাপরুদ্র রাত্রে স্বপ্ন দেখে।
স্বপ্নে গিয়াছেন জগন্নাথের সম্মুখে ॥১৬৭॥
রাজা দেখে—জগন্নাথ-অঙ্গ ধূলাময়।
দুই শ্রীনয়নে যেন গঙ্গা-ধারা বয় ॥১৬৮॥
দুই শ্রীনাসায় জল পড়ে নিরন্তর।
শ্রীমুখের লালা পড়ে, তিতে কলেবর ॥১৬৯॥
স্বপ্নে রাজা মনে চিন্তে'—"এ কিরূপ লীলা!
বুঝিতে না পারি জগন্নাথের কি খেলা!" ১৭০॥

স্বপ্নে রাজার জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শনার্থ উদ্যম, জগন্নাথের অনুযোগপূর্ণ উক্তি—

জগন্নাথের চরণ স্পর্শিতে রাজা যায়।
জগন্নাথ বলে,—"রাজা, এ ত না যুয়ায় ॥১৭১॥
কর্পূর, কস্তুরী, গন্ধ, চন্দন, কুঙ্কুমে।
লেপিত তোমার অঙ্গ সকল উত্তমে ॥১৭২॥
আমার শরীর দেখ—ধূলা-লালা-ময়।
আমা' পরশিতে কি তোমার যোগ্য হয় ॥১৭৩॥
আমি যে নাচিতে আজি তুমি গিয়াছিলা।
ঘৃণা কৈলে মোর অঙ্গে দেখি' ধূলা লালা ॥১৭৪॥
সেই ধূলা-লালা দেখ সর্ব্বাঙ্গে আমার।
তুমি মহারাজা—মহারাজার কুমার ॥১৭৫॥
আমারে স্পর্শিতে কি তোমার যোগ্য হয় ?"
এত বলি' ভৃত্যে চাহি' হাসে দয়াময় ॥১৭৬॥

তন্মুহূর্ত্তেই রাজার শ্রীজগন্নাথের সিংহাসনে সমভাবে শ্রীচৈতন্যের অবস্থান দর্শন—

সেইক্ষণে দেখে রাজা সেই সিংহাসনে।
চৈতন্যগোসাঞি বসি' আছেন আপনে ॥১৭৭॥
সেই মত সকল শ্রীঅঙ্গ ধূলাময়।
রাজারে বলেন হাসি'—"এ ত' যোগ্য নয় ॥১৭৮॥

স্বপ্নে রাজার প্রতি শ্রীচৈতন্যের উক্তি—

তুমি যে আমারে ঘৃণা করি' গেলা মনে।
তবে তুমি আমারে স্পর্শিবে কি কারণে ॥" ১৭৯॥
এই মতে প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা করি'।
সিংহাসনে বসি' হাসে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥১৮০॥

রাজার জাগরণ ও ক্রন্দন—

রাজার হইল কতক্ষণে জাগরণ।
চৈতন্য পাইয়া রাজা করেন ক্রন্দন ॥১৮১॥

রাজার অনুতাপ—

"মহা-অপরাধী মুঞি পাপী দুরাচার।
না জানিলুঁ চৈতন্য—ঈশ্বর-অবতার ॥১৮২॥
জীবের বা কোন্ শক্তি তাহানে জানিতে।
ব্রহ্মাদির মোহ হয় যাঁহার মায়াতে ॥১৮৩॥
এতেকে ক্ষমহ প্রভু, মোর অপরাধ।
নিজ দাস করি' মোরে করহ প্রসাদ ॥" ১৮৪॥

প্রতাপরুদ্রের প্রাক্তন কৃষ্ণ-বৈমুখ্যক্রমে যে সকল অপরাধ ছিল, তাহা ভগবদ্দর্শনকালে বিদবিত হইলেও স্বীয় ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের উপর তিনি অধিক নির্ভর করায় তিনি নিজ বিচারে শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া 'কৃষ্ণ' বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই,—'ভক্ত'মাত্র জ্ঞান করিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রতি সন্দিহান হইয়াছিলেন। কৃষ্ণমায়ায় তাঁহার বিচার

রাজার শ্রীচৈতন্য ও শ্রীজগন্নাথে অভেদ-জ্ঞান—

আপনে শ্রীজগন্নাথ—চৈতন্যগোসাঞি।
রাজা জানিলেন, ইথে কিছু ভেদ নাই ॥১৮৫॥

প্রভু-দর্শনে রাজার প্রবল উৎকণ্ঠা—

বিশেষ উৎকণ্ঠা হৈল প্রভুরে দেখিতে।
তথাপি না পারে কেহ দেখা করাইতে ॥১৮৬॥
দৈবে একদিন প্রভু পুষ্পের উদ্যানে।
বসিয়া আছেন কত পারিষদ-সনে ॥১৮৭॥

একদিন পুষ্পোদ্যানে উপবিষ্ট সপার্ষদ প্রভুর চরণে রাজার সাষ্টাঙ্গ-প্রণতি ও সাত্ত্বিক বিকার-সহ আনন্দ-মূর্চ্ছা—

একাকী প্রতাপরুদ্র গিয়া সেই স্থানে।
দীর্ঘ হই' পড়িলেন প্রভুর চরণে ॥১৮৮॥
অশ্রু-কম্প-পুলকে রাজার অন্ত নাঞি।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন সেই-ঠাঁই ॥১৮৯॥

প্রেমভক্তির লক্ষণ-দর্শনে প্রভুর রাজার অঙ্গে শ্রীহস্ত-প্রদান ও উত্থানার্থ আদেশ—

বিষ্ণুভক্তিচিহ্ন প্রভু দেখিয়া রাজার।
'উঠ' বলি শ্রীহস্ত দিলেন অঙ্গে তাঁ'র ॥১৯০॥

রাজার প্রভুর শ্রীচরণ-ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন ও কাকুবাদ—

শ্রীহস্ত-পরশে রাজা পাইল চেতন।
প্রভুর চরণ ধরি' করেন ক্রন্দন ॥১৯১॥
"ত্রাহি ত্রাহি কৃপাসিন্ধু সর্ব্বজীব-নাথ!
মুঞি-পাতকীরে কর' শুভদৃষ্টিপাত ॥১৯২॥
ত্রাহি ত্রাহি স্বতন্ত্রবিহারি কৃপাসিন্ধু!
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু! ১৯৩॥
ত্রাহি ত্রাহি সর্ব্বদেব বন্দ্য রমাকান্ত!
ত্রাহি ত্রাহি ভক্তজন-বল্লভ একান্ত! ১৯৪॥
ত্রাহি ত্রাহি মহাশুদ্ধসত্ত্ব-রূপধারি!
ত্রাহি ত্রাহি সংকীর্ত্তন-লম্পট মুরারি! ১৯৫॥
ত্রাহি ত্রাহি অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব-গুণ-নাম!
ত্রাহি ত্রাহি পরমকোমল গুণধাম! ১৯৬॥
ত্রাহি ত্রাহি অজ-ভব-বন্দ্য-শ্রীচরণ!
ত্রাহি ত্রাহি সন্ন্যাস-ধর্ম্মের বিভূষণ! ১৯৭॥
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রভু!
এই কৃপা কর' নাথ, না ছাড়িবা কভু॥" ১৯৮॥

প্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদ-বর্ষণ ও উপদেশ—

শুনি' প্রভু প্রতাপরুদ্রের কাকুবাদ।
তুষ্ট হই প্রভু তানে করিলা প্রসাদ ॥১৯৯॥
প্রভু বলে,—"কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার।
কৃষ্ণকার্য্য বিনা তুমি না করিবা আর ॥২০০॥
নিরন্তর কর' গিয়া কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
তোমার রক্ষিতা—বিষ্ণু-চক্র-সুদর্শন ॥২০১॥

প্রভুর উক্তি—রায়রামানন্দ, সার্ব্বভৌম ও প্রতাপরুদ্রের জন্যই প্রভুর নীলাচলে আগমন—

তুমি, সার্ব্বভৌম, আর রামানন্দরায়।
তিনের নিমিত্ত মুঞি আইলুঁ এথায় ॥২০২॥

রাজার প্রতি আদেশ :—প্রচ্ছন্নাবতারী আমাকে আমার প্রকটকালে প্রচার করিবে না—

সবে এক বাক্য মাত্র পালিবা আমার।
মোরে না করিবা তুমি কোথাও প্রচার ২০৩॥
এবে যদি আমারে প্রচার কর' তুমি।
তবে এথা ছাড়ি' সত্য চলিবাঙ আমি॥" ২০৪॥

বিবর্ত্তগ্রস্ত হইয়াছিল। তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্য শ্রীজগন্নাথ তাঁহার নিকট স্বপ্নে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে রাজা বিশেষ অনুতপ্ত হইয়া স্বীয় অপরাধ ক্ষমাপণ করাইয়া লন ॥ ১৬৬ ॥

রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রশ্রবনতি ও স্তবাদি শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর রাজাকে 'কৃষ্ণভক্তি হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত জীবের যখন অন্য কোন কৃত্য নাই, তখন সকল কার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্যই কৃষ্ণসেবা এবং কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যেই যাবতীয় কার্য্য করিবার জন্য মহাপ্রভু রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥ ২০০ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর রাজা প্রতাপরুদ্রকে বলিলেন,—'আমার' প্রতি তোমার যে বর্ত্তমান উপলব্ধি, উহা কাহাকেও প্রকাশ করিও না; যদি তুমি প্রকাশ কর, তাহা হইলে আমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাইব॥' ২০৩ ॥

প্রভুর আপন গলার মালা রাজাকে প্রদান ও বিদায়-দান—

এত বলি' আপন গলার মালা দিয়া।
বিদায় দিলেন তানে সন্তোষ হইয়া ॥২০৫
চলিলা প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা করি' শিরে।
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবত করিয়া প্রভুরে ॥২০৬॥
প্রভু দেখি' নৃপতি হইলা পূর্ণকাম।
নিরবধি করেন চৈতন্যপদ ধ্যান ॥২০৭॥
প্রতাপরুদ্রের প্রভু-সহিত দর্শন।
ইহা যে শুনয়ে তা'র মিলে প্রেম-ধন ॥২০৮॥
হেনমতে শ্রীগৌর-সুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কীর্ত্তন-বিহার-কুতুহলে ॥২০৯॥
নীলাচলে জন্মিলা যতেক অনুচর।
সবে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর ॥২১০॥

নীলাচলের ভক্তগণ—

শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র—কৃষ্ণ-প্রেমের সাগর।
আত্ম-পদ যাঁ'রে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর ॥২১১॥
পরমানন্দ-মহাপাত্র মহাশয়।
যাঁ'র তনু শ্রীচৈতন্যভক্তিরস ময় ॥২১২॥
কাশীমিশ্র পরম-বিহ্বল কৃষ্ণ-রসে।
আপনে রহিলা প্রভু যাঁহার আবাসে ॥২১৩॥
এই মত প্রভু সর্ব্ব ভৃত্য করি' সঙ্গে।
নিরবধি গোঙায়েন সংকীর্ত্তন-রঙ্গে ॥২১৪॥

উদাসীন শ্রীচৈতন্যদাসগণের প্রভুর সঙ্গের জন্য ক্ষেত্রবাস—

যত যত উদাসীন শ্রীচৈতন্য-দাস।
সবে করিলেন আসি' নীলাচলে বাস ॥২১৫॥

নীলাচলে নিত্যানন্দ—

নিত্যানন্দ-প্রভুবর—পরম উদ্দাম।
সর্ব্বনীলাচলে ভ্রমে' মহাজ্যোতির্ধাম ॥২১৬॥
নিরবধি পরানন্দ-রসে উনমত্ত।
লখিতে না পারে কেহ—অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব ॥২১৭॥
সদাই জপেন নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
স্বপ্নেও নাহিক নিত্যানন্দ-মুখে অন্য ॥২১৮॥
যেন রামচন্দ্রে লক্ষ্মণের রতি মতি।
সেই মত নিতায়ের শ্রীচৈতন্যে প্রীতি ॥২১৯॥

নিত্যানন্দ-কৃপায়ই সমগ্র বিশ্বে অদ্যাপি শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচার—

নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে সকল সংসার।
অদ্যাপিহ গায় শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥২২০॥
হেনমতে মহাপ্রভু চৈতন্য-নিতাই।
নীলাচলে বসতি করেন দুই ভাই ॥২২১॥

মহাপ্রভুর নিভৃতে নিত্যানন্দ সহ আলাপ ও নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে শুদ্ধভক্তি-প্রচারার্থ গমনে আদেশ—

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি' ॥২২২॥
প্রভু বলে,—"শুন নিত্যানন্দ মহামতি!
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ-প্রতি ॥২২৩॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজমুখে।
'মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম-সুখে ॥' ২২৪॥
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম্ম করি'।
আপন-উদ্দাম-ভাব সব পরিহরি' ॥২২৫॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কে বা করিবে উদ্ধার? ২২৬॥

যাঁহারা গৃহে থাকিয়া শ্রীমহাপ্রভুর সেবা করিতেন, তাঁহারা প্রভুর গৃহস্থ ভক্ত ছিলেন, আর গৃহ-সম্বন্ধ-বিচ্যুত হইয়া নিরন্তর ভগবৎকথায় ভগবদ্ধামে বাস করিবার যাঁহাদের সুযোগ হইয়াছিল, তাঁহারা গৃহ ও আত্মীয়-স্বজন হইতে উদাসীন হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। এজন্য বর্ত্তমান কালে যাঁহাদের সংসার হইতে অবসর হইয়াছে, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা করিবার জন্য মঠ বাসী হ'ন ॥ ২১৫ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সর্ব্বক্ষণ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম জপ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিমুখজনগণের চেতনোৎপাদিকা শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীকৃষ্ণবাণী-প্রচারক। নিত্যানন্দ প্রভু আগ্রহ ও

ভক্তি-রস-দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে? ২২৭॥
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়-দেশে যাও॥২২৮॥
মূর্খ-নীচ-পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর' গিয়া সবারে মোচন॥" ২২৯॥

সগণ-নিত্যানন্দের গৌড়দেশ যাত্রা—

আজ্ঞা পাই' নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে।
চলিলেন গৌড়-দেশে লই' নিজগণে॥২৩০॥
রামদাস, গদাধরদাস মহাশয়।
রঘুনাথ বৈদ্য-ওঝা—ভক্তিরসময়॥২৩১॥
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বরী দাস।
পুরন্দরপণ্ডিতের পরম উল্লাস॥২৩২॥
নিত্যানন্দস্বরূপের যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দসঙ্গে সবে করিলা গমন॥২৩৩॥

নিত্যানন্দ পার্ষদগণের পথে ভাবাবেশ—

পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়।
সর্ব্ব-পারিষদ আগে কৈলা প্রেম-ময়॥২৩৪॥
সবার হইল আত্ম-বিস্মৃতি অত্যন্ত।
'কা'র দেহে কত ভাব নাহি তা'র অন্ত॥২৩৫॥

নিত্যসিদ্ধ ব্রজ-জন রামদাসের দেহে অপ্রাকৃত গোপালভাব-প্রকাশ—

প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস।
তান দেহে হইলেন গোপাল-প্রকাশ॥২৩৬॥
মধ্যপথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া।
আছিলা প্রহর-তিন বাহ্য পাসরিয়া॥২৩৭॥

নিত্যসিদ্ধ অভিন্ন ব্রজ-জন গদাধরদাসের অপ্রাকৃত রাধিকাভাব-প্রকটন—

হইলা রাধিকাভাব—গদাধরদাসে।
'দধি কে কিনিবে?' বলি' অট্ট অট্ট হাসে'॥২৩৮॥

শ্রীরঘুনাথবৈদ্যের রেবতী-ভাব—

রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় মহামতি।
হইলেন মূর্ত্তিমতী যে-হেন রেবতী॥২৩৯॥

কৃষ্ণদাস ও পরমেশ্বরী-দাসের গোপালভাব—

কৃষ্ণদাস পরমেশ্বরীদাস দুইজন।
গোপালভাবে 'হৈ হৈ' করে অনুক্ষণ॥২৪০॥

নিদ্রাকালে 'শ্রীচৈতন্য' ব্যতীত অন্য শব্দ উচ্চারণ করিতেন না॥ ২১৮॥

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে যাইবার আদেশ প্রদান করিলেন। সেই গৌড়দেশে সকল বুদ্ধিমন্ত আভিজাত্যসম্পন্ন পণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠব্যক্তি গৌরসুন্দরের প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মূর্খ নীচ ও পাপাসক্ত জনগণ গৌরসুন্দরের কথিত কৃষ্ণভক্তির কথা বুঝিতে পারে নাই। সেই মূর্খ পতিত নীচ দীন ব্যক্তিগণের মঙ্গল বিধান করিবার জন্য—তাহাদের অভক্তি ছাড়াইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রেরণ করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু ইং[illegible]রিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি যাবতীয় অনভিজ্ঞ, আপাত-দর্শনে অনিপুণ দীনজন সকলকেই উদ্ধার করিবেন। কিন্তু মিছাভক্ত কর্ম্মফলভোগী ইন্দ্রিয়াসক্ত জনগণ অথবা মুমুক্ষু জ্ঞানী মায়াবাদি-সম্প্রদায় সকলেই মূর্খতা, নীচতা ও দৈন্যের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় ইঁহাদিগকে উন্নত বিচারে আনয়ন করিবার জন্য করুণহৃদয় ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে প্রেরণ করিলেন। মায়াবাদিগণের অত্যন্ত অহঙ্কার, কর্ম্মনিপুণ স্মার্ত্তগণের নিজ পটুতার অভিমান প্রভৃতি তাহাদের ভগবদ্ভক্তিলাভের বাধা হওয়ায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পরদুঃখদুঃখী হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার জন্য গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন। এখনও গৌড়দেশবাসী আর্দ্রচিত্ততাদি-দোষে নানাকারে কলুষিত হইলেও রাজপুতানা ও গুর্জ্জরদেশবাসিগণ সকলেই গৌড়দেশবাসীর প্রশংসা করেন॥ ২২৯॥

শ্রীগদাধরদাস গোপীভাবে প্রমত্ত হইয়া "কে দধি কিনিবে?" বলিয়া অট্টঅট্ট হাসিতে লাগিলেন। অর্ব্বাচীন মূঢ় লোকেরা 'ভাব' শব্দের অর্থ স্পষ্টভাবে না জানিয়া শারীরিক বেশভূষাকে লক্ষ্য করিয়া সখীভেকী হইয়া পড়ে। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া জীবের এই প্রকার দুর্গতি ভগবদ্ভক্তির অন্তরায়॥ ২৩৮॥

রেবতীর ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীমদ্ রঘুনাথবৈদ্য চেষ্টা

পুরন্দরপণ্ডিতের অঙ্গদভাব—

পুরন্দরপণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে।
'মুঞিরে অঙ্গদ' বলি' লম্ফ দিয়া পড়ে ॥২৪১॥

নিত্যানন্দ-কৃপায় সকলের পূর্ব্ব ব্রজস্বভাব-উদ্দীপন ও বাহ্যলোপ—

এই মত নিত্যানন্দ—শ্রীঅনন্তধাম।
সবারে দিলেন ভাব পরম-উদ্দাম ॥২৪২॥
দণ্ডে পথ চলে সবে ক্রোশ দুই চারি।
যায়েন দক্ষিণ-বামে 'আপনা' পাসরি' ॥২৪৩॥

গঙ্গাতীরের পথ জিজ্ঞাসা—

কতক্ষণে পথ জিজ্ঞাসেন লোকস্থানে।
"বল ভাই, গঙ্গা-তীরে যাইব কেমনে॥" ২৪৪॥

পথভ্রম, সকলেই জড়ে উদাসীন—

লোক বলে,—"হায় হায় পথ পাসরিলা।
দুই-প্রহরের পথ ফিরিয়া আইলা॥" ২৪৫॥
লোকবাক্যে ফিরিয়া যায়েন যথা পথ।
পুনঃ পথ ছাড়িয়া যায়েন সেইমত ॥২৪৬॥
পুনঃ পথ জিজ্ঞাসা করয়ে লোকস্থানে।
লোক বলে,—"পথ রহে দশ ক্রোশ বামে॥" ২৪৭॥
পুনঃ হাসি' সবেই চলেন পথ যথা।
নিজ দেহ না জানেন, পথের কা কথা ॥২৪৮॥

সকলেই দেহধর্ম্মবিস্মৃত ও পরানন্দসুখে মগ্ন—

যত দেহ-ধর্ম্ম—ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় দুঃখ।
কাহারো নাহিক—পাই পরানন্দসুখ ॥২৪৯॥

নিত্যানন্দের লীলা একমাত্র অনন্তদেবের অধিগম্য—

পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ।
কে বর্ণিবে—কে বা জানে—সকলি অনন্ত ॥২৫০॥

পাণিহাটী রাঘব-গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ—

হেনমতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তধাম।
আইলেন গঙ্গা-তীরে পাণিহাটী-গ্রাম ॥২৫১॥
রাঘবপণ্ডিত-গৃহে সর্ব্বাগ্রে আসিয়া।
রহিলেন সকল পার্ষদ-গণ লৈয়া ॥২৫২॥

সগোষ্ঠী মকরধ্বজকর ও রাঘবপণ্ডিতের পরমানন্দ—

পরম আনন্দ হৈলা রাঘবপণ্ডিত।
শ্রীমকরধ্বজকর গোষ্ঠীর সহিত ॥২৫৩॥
হেনমতে নিত্যানন্দ পাণিহাটী-গ্রামে।
রহিলেন সকল-পার্ষদগণ-সনে ॥২৫৪॥

প্রেমবিহ্বল অবধূত নিত্যানন্দ—

নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার।
বিহ্বলতা বিনা দেহে বাহ্য নাহি আর ॥২৫৫॥
নৃত্য করিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে।
গায়ক সকল আসি' মিলিলা সত্বরে ॥২৫৬॥

পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ-কীর্ত্তনীয়া মাধবঘোষ—

সুকৃতি মাধবঘোষ—কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী-ভিতর ॥২৫৭॥
যাহারে কহেন—বৃন্দাবনের গায়ন।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের মহাপ্রিয়তম ॥২৫৮॥

প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা শ্রীল জীবগোস্বামীর দুর্গমসঙ্গমনী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, আশ্রয়বিগ্রহের সহিত অভিন্ন-বিচার সাধক বা সিদ্ধের করিবার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু অপরের দৃষ্টিতে তাঁহারা ভগবদাশ্রয়বিগ্রহরূপে পরিদৃষ্ট হন। শ্রীরামদাসের গোপালের ভাব লইয়া ত্রিভঙ্গ হওয়া প্রভৃতি বিষয়বিগ্রহোচিত বিচার অনেকস্থলে অর্ব্বাচীনগণকে বিপথগামী করায়। তজ্জন্যই শ্রীরামদাসে বিশেষণসূত্রে 'বৈষ্ণবাগ্রগণ্য' বলিয়া গ্রন্থকার অভিহিত করিয়াছেন, 'বিষ্ণু' বলিয়া লোকের ভ্রান্তি উৎপাদন করান নাই ॥২৩৭॥

শ্রীপরমেশ্বরাদাস ও শ্রীকৃষ্ণদাস—উঁহারাই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর সেবক। সুতরাং তাঁহাদের যে গোপালভাব, তাহা ব্রজের দ্বাদশ-গোপালের ভাব জানিতে হইবে, কৃষ্ণগোপাল-ভাব নহে। হৃদ্গত আত্মীয়-প্রতীতিই—ভাব, বহিঃসজ্ঞা 'ভাব'-শব্দ-বাচ্য নহে; সুতরাং সখীভেকী, গোপাল-ভেকী প্রভৃতি অজ্ঞজনের ক্রিয়াকলাপগুলিকে কেহ যেন ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া মনে না করে। আবার, শ্রীগুরুদেবের চেষ্টাকে সাধারণ মর্ত্ত্য-চেষ্টা জানিয়া অবিবেচনার হাতেও যেন না পড়েন ॥২৪০॥

শ্রীমাধব, বাসুদেব ও গোবিন্দ ঘোষেরা সকলেই কীর্ত্তন-

মাধব, গোবিন্দ ও বাসুদেব ভ্রাতৃত্রয়ের গান ও নিত্যানন্দের নৃত্য—

মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব—তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা, নাচে ঈশ্বর-নিতাই ॥২৫৯॥
হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল।
পদভরে পৃথিবী করয়ে টল-মল ॥২৬০॥
নিরবধি 'হরি' বলি' করয়ে হুঙ্কার।
আছাড় দেখিতে লোক পায় চমৎকার ॥২৬১॥
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে ॥২৬২॥
পরিপূর্ণ প্রেমরসময় নিত্যানন্দ।
সংসার তারিতে করিলেন শুভারম্ভ ॥২৬৩॥
যতেক আছিল প্রেম-ভক্তির বিকার।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করেন অপার ॥২৬৪॥

নিত্যানন্দের খট্টার উপরে উপবেশন—

কতক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে।
আজ্ঞা হইল অভিষেক করিবার তরে ॥২৬৫॥

রাঘবপণ্ডিত-প্রমুখ পার্ষদগণের নিত্যানন্দ-অভিষেক—

রাঘবপণ্ডিত-আদি পারিষদ-গণে।
অভিষেক করিতে লাগিলা সেইক্ষণে ॥২৬৬॥
সহস্রসহস্র ঘট আনি' গঙ্গাজল।
নানা-গন্ধে সু-বাসিত করিয়া সকল ॥২৬৭॥
সন্তোষে সবেই দেন শ্রীমস্তকোপরি।
চতুর্দ্দিকে সবেই বলেন 'হরি হরি' ॥২৬৮॥

অভিষেকমন্ত্র-পাঠ ও গীত—

সবেই পড়েন অভিষেক-মন্ত্র-গীত।
পরম সন্তোষে সবে হৈল পুলকিত ॥২৬৯॥
অভিষেক করাইয়া, নূতন বসন।
পরাইয়া, লেপিলেন শ্রীঅঙ্গে চন্দন ॥২৭০॥
দিব্য বন-মালা তায় তুলসী সহিতে।
পীনবক্ষ পূর্ণ করিলেন নানামতে ॥২৭১॥
তবে দিব্য-খট্টা স্বর্ণে করিয়া ভূষিত।
সম্মুখে আনিয়া করিলেন উপনীত ॥২৭২॥

শ্রীরাঘবানন্দের ছত্রধারণ—

খট্টায় বসিলা প্রভুবর নিত্যানন্দ।
ছত্র ধরিলেন শিরে শ্রীরাঘবানন্দ ॥২৭৩॥

ভক্তগণের জয়ধ্বনি ও মহোৎসব—

জয়ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ।
চতুর্দ্দিকে হৈল মহা-আনন্দ-বাদন ॥২৭৪॥
'ত্রাহি ত্রাহি' সবেই বলেন বাহু তুলি'।
কারো বাহ্য নাহি, সবে মহাকুতূহলী ॥২৭৫॥

নিত্যানন্দের প্রেমদৃষ্টি-বৃষ্টি—

স্বানুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দরায়।
প্রেম-দৃষ্টি-বৃষ্টি করি' চারি দিকে চায় ॥২৭৬॥

নিত্যানন্দের অবিলম্বে কদম্বের মালা আনয়নার্থ রাঘবপণ্ডিতকে আদেশ—

আজ্ঞা করিলেন,—"শুন রাঘবপণ্ডিত!
কদম্বের মালা ঝাট আনহ ত্বরিত ॥২৭৭॥
বড় প্রীত আমার কদম্বপুষ্প-প্রতি।
কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি ॥" ২৭৮॥
কর-যোড় করিয়া রাঘবানন্দ কহে।
"কদম্বপুষ্পের যোগ এ সময়ে নহে ॥" ২৭৯॥

নিত্যানন্দের ইচ্ছায় জম্বীরের বৃক্ষে কদম্বফুল—

প্রভু বলে,—"বাড়ী গিয়া চাহ ভাল-মনে।
কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোনস্থানে ॥" ২৮০॥
বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব।
বিস্মিত হইলা দেখি' মহা-অনুভব ॥২৮১॥

তৎপর ছিলেন। পার্থিব কীর্ত্তনীয়াগণ যেরূপ জড়বিচার-পর হন, ইঁহাদের তদ্রূপ বিচার ছিল না। তজ্জন্যই ইঁহারা "বৃন্দাবনের গায়ক" বলিয়া অভিহিত হইতেন। প্রাকৃত বিচার সম্পূর্ণ নষ্ট হইলে হরিসেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধিলাভ করে। বিশেষতঃ মাধব, বাসুদেব ও গোবিন্দ—ইঁহারা ব্রজের মধুররসের আশ্রয়-বিগ্রহের কায়ব্যূহ ॥২৫৭॥

শ্রীনিত্যানন্দ জাগতিক গণের উদ্ধারের জন্য প্রেম-প্রচাররূপ শুভ আরম্ভে প্রবৃত্ত হইলেন। কি প্রকারে ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলে সেবকের ভক্তির সুষ্ঠুতা হয়, সেই সকল অভিনয় করিবার যোগ্যতা দেখাইলেন ॥২৬৩॥

জম্বীর—জামির লেবু বা গোঁড়ালেবু ॥২৮২॥

জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি-পরম-অতুল ॥২৮২॥
কি অপূর্ব্ব বর্ণ সে বা কি অপূর্ব্ব গন্ধ।
সে পুষ্প দেখিলে ক্ষয় যায় সর্ব্ববন্ধ ॥২৮৩॥
দেখিয়া কদম্বপুষ্প রাঘবপণ্ডিত।
বাহ্য দূর গেল, হৈলা মহা-হরষিত ॥২৮৪॥

রাঘবের কদম্বের ফুলে মালা-রচনা ও নিত্যানন্দ-গলে প্রদান—

আপনা' সম্বরি' মালা গাঁথিয়া সত্বরে।
আনিলেন নিত্যানন্দপ্রভুর গোচরে ॥২৮৫॥
কদম্বের মালা দেখি' নিত্যানন্দরায়।
পরম সন্তোষে মালা দিলেন গলায় ॥২৮৬॥
কদম্বমালার গন্ধে সকল বৈষ্ণব।
বিহ্বল হইলা দেখি' মহা-অনুভব ॥২৮৭॥

আর একটী ঐশ্বর্য্য প্রকাশ—দশদিক্ দমনকপুষ্পের গন্ধে আমোদিত—

আর মহা আশ্চর্য্য হইল কতক্ষণে।
অপূর্ব্ব দনার গন্ধ পায় সর্ব্বজনে ॥২৮৮॥
দমনকপুষ্পের সুগন্ধে মন হরে'।
দশদিক্ ব্যাপ্ত হইল সকল মন্দিরে ॥২৮৯॥
হাসি' নিত্যানন্দ বলে,—"আরে ভাই সব !
বল দেখি কি গন্ধের পাও অনুভব ?" ২৯০॥
করযোড় করি' সবে লাগিলা কহিতে।
"অপূর্ব্ব দনার গন্ধ পাই চারিভিতে ॥" ২৯১॥

নিত্যানন্দের রহস্যোক্তি—

সবার বচন শুনি' নিত্যানন্দরায়।
কহিতে লাগিলা গোপ্য পরমকৃপায় ॥২৯২॥

প্রভু বলে,—"শুন সবে পরম রহস্য।
তোমরা সকলে ইহা জানিবা অবশ্য ॥২৯৩॥

দমনকমালা পরিধানপূর্ব্বক নৃত্যকীর্ত্তন-দর্শনার্থ শ্রীচৈতন্যের নীলাচল হইতে আগমন—

চৈতন্যগোসাঞী আজি শুনিতে কীর্ত্তন।
নীলাচল হইতে করিলেন আগমন ॥২৯৪॥
সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক-মালা।
এক বৃক্ষে অবলম্বন করিয়া রহিলা ॥২৯৫॥
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য-দমনক-গন্ধে।
চতুর্দ্দিকে পূর্ণ হই' আছয়ে আনন্দে ॥২৯৬॥
তোমা' সবাকার নৃত্য-কীর্ত্তন দেখিতে।
আপনে আইলা প্রভু নীলাচল হৈতে ॥২৯৭॥

সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দের সকলকে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে আদেশ ও প্রেমদৃষ্টি—

এতেকে তোমরা সর্ব্ব কার্য্য পরিহরি'।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' গাও আপনা' পাসরি' ॥' ২৯৮॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে।
সবার শরীর পূর্ণ হউ প্রেম-রসে ॥" ২৯৯॥
এত কহি' 'হরি' বলি' করয়ে হুঙ্কার।
সর্ব্বদিকে প্রেম-দৃষ্টি করিলা বিস্তার ॥৩০০॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেম-দৃষ্টি-পাতে।
সবার হইল আত্ম-বিস্মৃতি দেহেতে ॥৩০১॥

নিত্যানন্দের কৃপা-মহিমা ও প্রেমবর্ষণ—

শুন শুন আরে ভাই, নিত্যানন্দ-শক্তি।
যেরূপে দিলেন সর্ব্বজগতেরে ভক্তি ॥৩০২॥

শ্রীনিত্যানন্দের আজ্ঞায় নেবু-গাছে কদম্ব ফুল পাইয়া তদ্দ্বারা মালা গাঁথিয়া নিত্যানন্দপ্রভুকে দিলেন। তৎকালে কদম্বফুলের উদ্গম সম্ভাবনা ছিল না। বর্ষার প্রারম্ভে আষাঢ় মাসে কদম্বফুল ফুটিতে দেখা যায়। কিন্তু উহা সেই সময় নহে। বিশেষতঃ নেবু-গাছে কদম্বের ফুল বাহ্যদর্শনে অসম্ভব হইলেও প্রকৃতির অতীত লীলায় তাহা কোনমতেই অসম্ভব নহে। অপ্রাকৃত রাজ্যে যাঁহাদের অনুভূতি, তাঁহারা বহির্জ্জগতের কুতর্কের মধ্যে প্রবেশ করেন না। সেবোন্মু[illegible] চিত্তই জীবকে ভোগময় জড়রাজ্যের ভোক্তৃ-অভিমান মু[illegible] করিয়া ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করায়। তখন 'অস্মিতা কেবল জাগতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে না ॥২৮৫॥

দনা বা দোনা—দমনকপুষ্প artimisea indica. ॥২৮৮

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রেমদর্শনে সকলে বহির্জ্জগ[illegible] বিস্মৃত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচল হইতে আগমন [illegible] দোনার গন্ধে দিক্‌সমূহ আমোদিত হইয়াছে, উপলব্[illegible]

ভাগবত-বর্ণিত গোপিকাগণের প্রেম নিত্যানন্দের কৃপায় জগতের ভাগ্যে লভ্য—

যে ভক্তি গোপিকা-গণের কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হইতে তাহা পাইল জগতে ॥৩০৩॥

নিত্যানন্দপার্ষদ নিত্যসিদ্ধ সখ্যরসিক ব্রজপবিকরগণের প্রেম-প্রকাশ—

নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে।
সম্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে ॥৩০৪॥
কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর-ডালে চড়ে।
পাতে পাতে বেড়ায়, তথাপি নাহি পড়ে ॥৩০৫॥
কেহ কেহ প্রেম-সুখে হুঙ্কার করিয়া।
বৃক্ষের উপরে থাকি' পড়ে লম্ফ দিয়া ॥৩০৬॥
কেহ বা হুঙ্কার করে বৃক্ষমূল ধরি'।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি' 'হরি হরি' ॥৩০৭॥
কেহ বা গুবাক-বনে যায় রড় দিয়া।
গাছ-পাঁচ-সাত-গুয়া একত্র করিয়া ॥৩০৮॥
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম-বল।
তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল ॥৩০৯॥
অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম, পুলক, হুঙ্কার।
স্বর-ভঙ্গ, বৈবর্ণ্য, গর্জ্জন, সিংহসার ॥৩১০॥
শ্রীআনন্দমূর্চ্ছা-আদি যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ-অনুরাগ ॥৩১১॥
সবার শরীরে পূর্ণ হইল সকল।
হেন নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেম-বল ॥৩১২॥
যেদিকে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয়।
সেই দিকে মহা-প্রেমভক্তিবৃষ্টি হয় ॥৩১৩॥
যাহারে চাহেন, সে-ই প্রেমে মূর্চ্ছা পায়।
বস্ত্র না সম্বরে', ভূমে পড়ি' গড়ি' যায় ॥৩১৪॥

নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে ধরিবারে ধায়।
হাসে' নিত্যানন্দপ্রভু বসিয়া খট্টায় ॥৩১৫॥

সকলের দেহে সর্ব্বশক্তির অধিষ্ঠান—

যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান।
সবারে হইল সর্ব্ব-শক্তি-অধিষ্ঠান ॥৩১৬॥

সকলের সর্ব্বজ্ঞতা ও বাক্‌সিদ্ধি—

সর্ব্বজ্ঞতা বাক্-সিদ্ধি হইল সবার।
সবে হইলেন যেন কন্দর্প-আকার ॥৩১৭॥
সবে যা'রে পরশ করেন হস্ত দিয়া।
সে-ই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া ॥৩১৮॥

পাণিহাটী-গ্রামে তিনমাস নিত্যানন্দের ভক্তিবিকাশ—

এইরূপে পাণিহাটীগ্রামে তিন মাস।
নিত্যানন্দপ্রভু করে ভক্তির বিলাস ॥৩১৯॥
তিন-মাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহ-ধর্ম্ম তিলার্দ্ধেকো কা'রে নাহি স্ফুরে ॥৩২০॥
তিন-মাস কেহ নাহি করিল আহার।
সবে প্রেমসুখে নৃত্য বই নাহি আর ॥৩২১॥

পানীহাটি-গ্রামে নিত্যানন্দের প্রেমবর্ষণ চারিবেদের বর্ণনীয় ব্যাপার—

পাণিহাটীগ্রামে যত হৈল প্রেমসুখ।
চারি বেদে বর্ণিবেক সে সব কৌতুক ॥৩২২॥
একোদণ্ডে নিত্যানন্দ করিলেন যত।
তাহা বর্ণিবার শক্তি আছে কা'র্ কত ॥৩২৩॥
ক্ষণে ক্ষণে আপনে করেন নৃত্যরঙ্গ।
চতুর্দ্দিকে লই' সব পারিষদসঙ্গ ॥৩২৪॥

সপার্ষদ নিত্যানন্দের বিবিধ প্রেমবিলাস—

কখন বা আপনে বসিয়া বীরাসনে।
নাচয়েন সকল ভকত জনে জনে ॥৩২৫॥

করিলেন। দক্ষিণদেশে দমনক-পুষ্প প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধ-লাভের জন্য ব্যবহৃত হয়। উহা দেখিতে ঝাউ-পাতার ন্যায়, কিন্তু অত্যন্ত কোমল। জাগতিক বিস্মৃতি না হইলে অলৌকিক সেবা-সৌন্দর্য্য উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা নাই ॥৩০১॥

শ্রীনিত্যানন্দের প্রধান ভক্তগণ নানাপ্রকার বিভিন্ন শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া নানাপ্রকার লোকাতীত ব্যাপার-সমূহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের লোক-বিরল সর্ব্বজ্ঞতা, বাক্যের সিদ্ধি এবং শারীরিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইল ॥৩১৬-১৭॥

একো সেবকের নৃত্যে হেন রঙ্গ হয়।
চতুর্দ্দিকে দেখি যেন প্রেম-বন্যাময় ॥৩২৬॥
মহাঝড়ে পড়ে যেন কদলক-বন।
এইমত প্রেম-সুখে পড়ে সর্ব্বজন ॥৩২৭॥
আপনে যে কহে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেইমত করিলেন সর্ব্বভক্তবৃন্দ ॥৩২৮॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তন।
করায়েন, করেন লইয়া ভক্তগণ ॥৩২৯॥
হেন সে লাগিলা প্রেম প্রকাশ করিতে।
সে-ই হয় বিহ্বল, যে আইসে দেখিতে ॥৩৩০॥
যে সেবক যখনে যে ইচ্ছা করে মনে।
সে-ই আসি' উপসন্ন হয় ততক্ষণে ॥৩৩১॥
এইমত পরানন্দ প্রেম-সুখ-রসে।
ক্ষণ হেন কেহ না জানিল তিন-মাসে ॥৩৩২॥

নিত্যানন্দের অলঙ্কার-পরিধান—

তবে নিত্যানন্দ প্রভুবর কত দিনে।
অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে ॥৩৩৩॥
ইচ্ছামাত্র সর্ব্ব-অলঙ্কার সেই ক্ষণে।
উপসন্ন আসিয়া হৈল বিদ্যমানে ॥৩৩৪॥
সুবর্ণ রজত মরকত মনোহর।
নানাবিধ বহুমূল্য কতেক প্রস্তর ॥৩৩৫॥
মণি সু-প্রবাল পট্টবাস মুক্তা-হার।
সুকৃতি সকলে দিয়া করে নমস্কার ॥৩৩৬॥
কত বা নির্ম্মিত কত করিয়া নির্ম্মাণ।
পরিলেন অলঙ্কার—যেন ইচ্ছা তান ॥৩৩৭॥
দুই হস্তে সুবর্ণের অঙ্গদ বলয়।
পুষ্ট করি' পরিলেন আত্ম-ইচ্ছাময় ॥৩৩৮॥
সুবর্ণ মুদ্রিকা রত্নে করিয়া খিচন।
দশ-শ্রীঅঙ্গুলে শোভা করে বিভূষণ ॥৩৩৯॥
কণ্ঠে শোভা করে বহুবিধ দিব্য-হার।
মণি-মুক্তা-প্রবালাদি—যত সর্ব্বসার ॥৩৪০॥

রুদ্রাক্ষ, বিড়ালাক্ষ দুই সুবর্ণ রজতে।
বান্ধিয়া পরিলা কণ্ঠে মহেশ্বর প্রীতে ॥৩৪১॥
মুক্তা-কসা-সুবর্ণ করিয়া সুরচন।
দুই শ্রুতিমূলে শোভে পরম শোভন ॥৩৪২॥
পাদ-পদ্মে রজত-নূপুর সুশোভন।
তদুপরি মল শোভে জগত-মোহন ॥৩৪৩॥
শুক্ল-পট্ট-নীল-পীত—বহুবিধ বাস।
অপূর্ব্ব শোভয়ে পরিধানের বিলাস ॥৩৪৪॥
মালতী, মল্লিকা, যূথী, চম্পকের মালা।
শ্রীবক্ষে করয়ে শোভা আন্দোলন-খেলা ॥৩৪৫॥
গোরচনা-সহিত চন্দন দিব্যগন্ধে।
বিচিত্র করিয়া লেপিয়াছেন শ্রীঅঙ্গে ॥৩৪৬॥
শ্রীমস্তকে শোভিত বিবিধ পট্টবাস।
তদুপরি নানাবর্ণ-মাল্যের বিলাস ॥৩৪৭॥
প্রসন্ন শ্রীমুখ—কোটি শশধর জিনি'।
হাসিয়া করেন নিরবধি হরিধ্বনি ॥৩৪৮॥
যে-দিকে চাহেন দুই-কমলনয়নে।
সেই-দিকে প্রেম বর্ষে, ভাসে সর্ব্বজনে ॥৩৪৯॥
রজতের প্রায় লৌহদণ্ড সুশোভন।
দুই-দিকে করি তথি সুবর্ণ বন্ধন ॥৩৫০॥

বলদেবাভিন্নবিগ্রহ নিত্যানন্দের পার্ষদ গোপালগণের শিঙ্গা-বেত্রাদি ধারণ—

নিরবধি সেই লৌহদণ্ড শোভে করে।
মুষল ধরিলা যেন প্রভু হলধরে ॥৩৫১॥
পারিষদ সব ধরিলেন অলঙ্কার।
অঙ্গদ, বলয়, মল্ল, নূপুর, সু-হার ॥৩৫২॥
শিঙ্গা, বেত্র, বংশী, ছাঁদ-দড়ি, গুঞ্জামালা।
সবে ধরিলেন গোপালের অংশ-কলা ॥৩৫৩॥

সপার্ষদ নিত্যানন্দের গঙ্গার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে গ্রামে ভক্তগৃহে পর্য্যটন-লীলা—

এই মত নিত্যানন্দ স্বানুভাব-রঙ্গে।
বিহরেন সকল পার্ষদ করি' সঙ্গে ॥৩৫৪॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সর্ব্বক্ষণ শ্রীচৈতন্যবিহিত হরিসঙ্কীর্ত্তনে ভক্তগণকে নিযুক্ত রাখিতেন, ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যে অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন, এই কথা তিনি গীতিমুখে প্রকাশ করিতেন ॥৩২৯॥

তবে প্রভু সর্ব্বপারিষদগণ মেলি'।
ভক্ত গৃহে-গৃহে করে পর্য্যটন-কেলি ॥৩৫৫॥
জাহ্নবীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম।
সর্ব্বত্র ভ্রমেণ নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম ॥৩৫৬॥
দরশন মাত্র সর্ব্বজীব মুগ্ধ হয়।
নামতত্ত্ব দুই—নিত্যানন্দ-রসময় ॥৩৫৭॥
পাষণ্ডীও দেখিলেই মাত্র করে স্তুতি।
সর্ব্বস্ব দিবারে সেই ক্ষণে হয় মতি ॥৩৫৮॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের শরীর মধুর।
সবারেই কৃপা-দৃষ্টি করেন প্রচুর ॥৩৫৯॥

অনুক্ষণ সংকীর্ত্তন-প্রচারে প্রমত্ত নিত্যানন্দ—

কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সংকীর্ত্তন বিনে ॥৩৬০॥
যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
তথায় বিহ্বল হয় কত কত জন ॥৩৬১॥

বালকজীবন নিত্যানন্দের শিশুগণের প্রতি কৃপাবর্ষণ-লীলা—

গৃহস্থের শিশু কোন কিছুই না জানে।
তাহারাও মহা-মহা বৃক্ষ ধরি' টানে ॥৩৬২॥
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া।
"মুঞিরে গোপাল" বলি' বেড়ায় ধাইয়া ॥৩৬৩॥
হেন সে সামর্থ্য এক শিশুর শরীরে।
শতজনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে ॥৩৬৪॥
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ" বলি'।
সিংহনাদ করে শিশু হই কুতুহলী ॥৩৬৫॥
এইমত নিত্যানন্দ—বালক-জীবন।
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ ॥৩৬৬॥
মাসেকেও এক শিশু না করে আহার।
দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার ॥৩৬৭॥
হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ।
সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ ॥৩৬৮॥
পুত্রপ্রায় করি' প্রভু সবারে ধরিয়া।
করায়েন ভোজন আপনে হস্ত দিয়া ॥৩৬৯॥
কারেও বা বান্ধিয়া রাখেন নিজ-পাশে।
মারেন বান্ধেন—তবু অট্ট অট্ট হাসে' ॥৩৭০॥

শ্রীগদাধরদাসের মন্দিরে—

একদিন গদাধরদাসের মন্দিরে।
আইলেন তানে প্রীতি করিবার তরে ॥৩৭১॥

মুদ্রিকা—মোহর, টাকা, পয়সা প্রভৃতি স্বর্ণাদি-ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রা।

খিচন বা খেঁচন, জড়িত অর্থে ব্যবহৃত ॥৩৩৯॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বহু মূল্যবান্ বিচিত্র ভূষণ ও বেশভূষা পরিধান করায় মূঢ় ব্যক্তি তাঁহাকে অপ্রাকৃত ব্রজভাবে বিভাবিত না দেখিয়া কেবল ঐশ্বর্য্যপর বলিয়া জানিত। সাধারণ দরিদ্রজনগণ—যাহারা দরিদ্রতা-বশে আপনাদিগকে বাহ্য-অভাবজনিত কাঙ্গাল অভিমান করে, তাহারা অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আচারে অলঙ্কারাদি ধারণরূপ ঐশ্বর্য্যময় প্রকাশ দেখিয়া তাঁহার পাদপদ্মে অপরাধী হয় নাই, পরন্তু মুগ্ধ হইয়া সেই সকল ঐশ্বর্য্যমুগ্ধজনগণের নয়নাকর্ষণের জন্য ধৃত হওয়ায় উহাতে মাধুর্য্য-দর্শন ও কৃষ্ণসেবার কথা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—সাক্ষাৎ স্বয়ংপ্রকাশ তত্ত্ব। ভগবানের নাম ও ভগবদ্বস্তু—এই উভয় ব্যাপার মিলিত হইয়া রসময় নিত্যানন্দের স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-নাম—এই দুই অপ্রাকৃত আস্বাদনীয় রসময় বস্তু, ইহা নিত্যানন্দকৃপায় জীবের জানিবার ব্যাঘাত হয় নাই ॥ ৩৫৭ ॥

যাহারা অপ্রাকৃত বিষ্ণু-বৈষ্ণবকে প্রাকৃত বস্তু ও ব্যক্তিগণের সহিত সমজ্ঞান করে, উহারা 'পাষণ্ডী' শব্দ-বাচ্য। এইরূপ হরিসেবা বিমুখ জনগণও নিত্যানন্দ-প্রভুর দর্শনে স্তব করিত। ভগবদ্দর্শনে তাহাদের জড়ভোগময় সংসার-দর্শন নিবৃত্ত হয়, সুতরাং আত্মনিবেদনই তাঁহাদের একমাত্র কৃত্য হইয়া পড়ে। যাঁহাদের আত্মনিবেদন হয়, তাঁহারা পার্থিব দৃশ্যজগতে স্বীয় ভোগপরতা লক্ষ্য করে না অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ হন ॥ ৩৫৮ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ভোজন কালে, শয়নকালে, ভ্রমণ-কালে,

নিত্যসিদ্ধ ব্রজ-জন গদাধরদাসের অকৃত্রিম গোপীভাব
অবৈধ আনুকরণিক কৃত্রিম সখীভেকীর
পাষণ্ডতা নহে—

গোপীভাবে গদাধরদাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরমানন্দময় ॥৩৭২॥
মস্তকে করিয়া গঙ্গা-জলের কলস।
নিরবধি ডাকে,—"কে কিনিবে গো-রস ?" ৩৭৩॥

শ্রীগদাধর-মন্দিরের শ্রীবালগোপাল-মূর্ত্তিকে
শ্রীনিত্যানন্দের বক্ষে স্থাপন—

শ্রীবাল-গোপাল-মূর্ত্তি তান দেবালয়।
আছেন পরমলাবণ্যের সমুচ্চয় ॥৩৭৪॥
দেখি' বাল-গোপালের মূর্ত্তি মনোহর।
প্রীতে নিত্যানন্দ লৈলা বক্ষের উপর ॥৩৭৫॥
অনন্তহৃদয়ে দেখি' শ্রীবাল-গোপাল।
সর্ব্বগণে হরিধ্বনি করেন বিশাল ॥৩৭৬॥
হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দ-মল্ল-রায়।
করিতে লাগিলা নৃত্য গোপাল-লীলায় ॥৩৭৭॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীমাধবানন্দের দানখণ্ড গান-
শ্রবণ ও ভাবাবেশ—

দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দঘোষ।
শুনি' অবধূত-সিংহ পরম সন্তোষ ॥৩৭৮॥
ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন কণ্ঠধ্বনি।
শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূত-মণি ॥৩৭৯॥
এইরূপ লীলা তান নিজ-প্রেম-রঙ্গে।
সুকৃতি শ্রীগদাধর দাস করি' সঙ্গে ॥৩৮০॥

শ্রীগদাধরদাসের অকৃত্রিম নিত্যসিদ্ধ গোপীভাব—

গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধরদাসে।
নিরবধি আপনাকে 'গোপী' হেন বাসে' ॥৩৮১॥

দানখণ্ডলীলা-শ্রবণে শ্রীনিত্যানন্দের নৃত্য ও
প্রেমভক্তির বিকার—

দানখণ্ডলীলা শুনি' নিত্যানন্দরায়।
যে নৃত্য করেন, তাহা বর্ণন না যায় ॥৩৮২॥
প্রেমভক্তি-বিকারের যত আছে নাম।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করে অনুপাম ॥৩৮৩॥
বিদ্যুতের প্রায় নৃত্য গতির ভঙ্গিমা।
কিবা সে অদ্ভুত ভুজ-চালন-মহিমা ॥৩৮৪॥
কি বা সে নয়নভঙ্গী, কি সুন্দর হাস।
কিবা সে অদ্ভুত শির-কম্পন-বিলাস ॥৩৮৫॥
একত্র করিয়া দুই চরণ সুন্দর।
কিবা যোড়ে যোড়ে লম্ফ দেন মনোহর ॥৩৮৬॥
যে-দিকে চাহেন নিত্যানন্দ প্রেমরসে।
সে-ই-দিকে স্ত্রী-পুরুষে কৃষ্ণরসে ভাসে ॥৩৮৭॥
হেন সে করেন কৃপাদৃষ্টি অতিশয়।
পরানন্দে দেহ-স্মৃতি কা'র না থাকয় ॥৩৮৮॥
যে ভক্তি বাঞ্ছেন যোগীন্দ্রাদি-মুনিগণে।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে ভুঞ্জে যে-তে-জনে ॥৩৮৯॥

সকল সময়েই শ্রীগৌরহরির কথা কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার বাক্যাবলীতে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন কথার অধিষ্ঠান ছিল না। প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কৃত্যে হরিকীর্ত্তন সংশ্লিষ্ট ছিল। তজ্জন্যই শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রচার বর্ণন করিতে গিয়া নিত্যানন্দের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধ টীকায় ও ভক্তি-সন্দর্ভে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—'যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যভক্তিসংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা ॥'৩৬০॥

বালকগণের সহিত অবাধভাবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিজস্নেহ বিতরণ করিতেন। কখনও তাহাদিগকে ভোজন করাইতেন, কখনও বা তাহাদিগকে চাপল্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বন্ধন করিবার লীলা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহাদের ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন। বালকগণ তাঁহাকে 'বলদেব' জানিয়া আপনাদিগকে শ্রীদামাদির অনুগত গোপ-বালক বলিয়া বিচার করিতেন ॥৩৭০॥

দানখণ্ড গান—কৃষ্ণের দানলীলা ; 'দানকেলী-কৌমুদী' বর্ণিত ব্যাপার-বিষয়ক গান ॥৩৭৮॥

শ্রীগদাধর দাস আপনার স্বরূপসিদ্ধিতে নিরন্তর বাস করিয়া বাহ্যসখীর বেশ গ্রহণ করেন নাই। তিনিই সর্ব্বদা গোপীর ভাবে মগ্ন ছিলেন, গোপীর বেশে কপটতা দেখান নাই ॥৩৮১॥

অষ্টবিধ 'সাত্ত্বিক' ও তেত্রিশ প্রকার 'সঞ্চারী' ভাব ॥৩৮৩॥

হস্তিসম জন না খাইলে তিন দিন।
চলিতে না পারে, দেহ হয় অতি ক্ষীণ ॥৩৯০॥
একমাস এক শিশু না করে আহার।
তথাপিহ সিংহপ্রায় সব ব্যবহার ॥৩৯১॥
হেন শক্তি প্রকাশেন নিত্যানন্দরায়।
তথাপি না বুঝে কেহ চৈতন্য-মায়ায় ॥৩৯২॥
এইমত কতদিন প্রেমানন্দ-রসে।
গদাধরদাসের মন্দিরে প্রভু বৈসে ॥৩৯৩॥
বাহ্য নাহি গদাধরদাসের শরীরে।
নিরবধি 'হরিবল' বলায় সবারে ॥৩৯৪॥

গদাধরদাসের গ্রামে দুর্দ্দান্ত ও কীর্ত্তন-বিদ্বেষী কাজীর বাস—

সেই গ্রামে কাজি আছে পরম দুর্ব্বার।
কীর্ত্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার ॥৩৯৫॥

প্রেমানন্দে মত্ত গদাধরের নির্ভয়ে নিশাভাগে কাজী-গৃহে গমন—

পরানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয়।
নিশাভাগে গেলা সেই কাজির আলয় ॥৩৯৬॥
যে কাজীর ভয়ে লোক পলায় অন্তরে।
নির্ভয়ে চলিলা নিশাভাগে তা'র ঘরে ॥৩৯৭॥
নিরবধি হরি-ধ্বনি করিতে করিতে।
প্রবিষ্ট হইলা গিয়া কাজির বাড়ীতে ॥৩৯৮॥

সগণ কাজীকে দেখিয়া গদাধরের অবিলম্বে কৃষ্ণ-নামোচ্চারণের জন্য আদেশ—

দেখে মাত্র বসিয়া কাজির সর্ব্বগণে।
বলিবারে কারো কিছু না আইসে বদনে ॥৩৯৯॥
গদাধর বলে,—"আরে, কাজি বেটা কোথা।
ঝাট 'কৃষ্ণ' বল, নহে ছিণ্ডোঁ তোর মাথা ॥৪০০॥

ক্রুদ্ধ কাজীর গদাধরের ভাব-গতি দর্শনে বিস্ময় ও গদাধরের আগমনের কারণ-জিজ্ঞাসা—

অগ্নি-হেন ক্রোধে কাজি হইলা বাহির।
গদাধরদাস দেখি' মাত্র হৈলা স্থির ॥৪০১॥
কাজি বলে,—"গদাধর, তুমি কেনে এথা?"
গদাধর বলেন,—"আছয়ে কিছু কথা ॥৪০২॥

গদাধরের উক্তি—শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দাবতারে একমাত্র কাজীই হরিনামে বঞ্চিত; কাজীর মুখে হরিনাম-কীর্ত্তন করাইবার জন্য গদাধরের কাজী-গৃহে আগমন—

'শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রভু অবতরি'।
জগতের মুখে বলাইলা 'হরি হরি' ॥৪০৩॥
সবে তুমি মাত্র নাহি বল হরিনাম।
তাহা বলাইতে আইলাঙ তোমা' স্থান ॥৪০৪॥
পরম-মঙ্গল হরি-নাম বল তুমি।
তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি ॥" ৪০৫॥

হিংসকচরিত্র কাজীর বিস্ময়—

যদ্যপিহ কাজি মহা হিংসক-চরিত।
তথাপি না বলে কিছু, হইলা স্তম্ভিত ॥৪০৬॥

পরদিবস কাজীর 'হরি' বলিবার প্রতিশ্রুতি—

হাসি বলে কাজি,—"শুন দাস গদাধর!
কালি বলিবাঙ 'হরি', আজি যাহ ঘর ॥" ৪০৭॥

কাজীর মুখে হরিনাম শুনিয়া গদাধরের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ ও আনন্দে নৃত্য—

হরিনাম-মাত্র শুনিলেন তা'র মুখে।
গদাধরদাস পূর্ণ হৈলা প্রেমসুখে ॥৪০৮॥
গদাধরদাস বলে,—"আর কালি কেনে।
এই ত' বলিলা 'হরি' আপন বদনে ॥৪০৯॥

হস্তিসদৃশ বলশালী মা[illegible] তিনদিন উপবাস করিলে চলচ্ছক্তিরহিত হয় এবং তাহার দেহও ক্ষীণ হইয়া পড়ে ॥৩৯০॥

এঁড়িয়াদহ-গ্রামে ধর্ম্মের অত্যন্ত বিরোধী প্রবল পরাক্রান্ত জনৈক কাজী সর্ব্বদা হরিসঙ্কীর্ত্তনের বিদ্বেষ করিতেন ॥৩৯৫॥

ঝাট—ঝাটতি, অবিলম্বে, শীঘ্র ॥৪০০॥

যদিও ধর্ম্মবিরোধী কাজী মহা-হিংস্রক ছিলেন, তথাপি গদাধরের সরলতা দেখিয়া তাঁহার হাস্যের উদয় হইল। তিনি রহস্যমুখে বলিলেন,—"আগামী কল্য আমি তোমার কথামত 'হরি' বলিব, অদ্য তুমি স্বগৃহে গমন কর।" ইহাতে গদাধরদাসের কাজীমুখে হরিনাম শুনিয়া বিশেষ আনন্দ হইল ॥৪০৭॥

আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণ।
যখন করিলা হরিনামের গ্রহণ॥"৪১০॥
এত বলি' পরম-উন্মাদে গদাধর।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর॥৪১১॥

গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক গদাধরদাসের মহিমা-কথন—

কতক্ষণে আইলেন আপন মন্দিরে।
নিত্যানন্দ-অধিষ্ঠান যাঁহার শরীরে॥৪১২॥
হেনমতে গদাধরদাসের মহিমা।
চৈতন্য-পার্ষদ-মধ্যে যাঁহার গণনা॥৪১৩॥
যে কাজির বাতাস না লয় সাধুজনে।
পাইলেই মাত্র জাতি লয় সেইক্ষণে॥৪১৪॥
হেন কাজি দুর্ব্বার দেখিলে জাতি লয়।
হেন জনে কৃপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয়॥৪১৫॥
হেন জন পাসরিল সব হিংসাধর্ম্ম।
ইহারে সে বলি—'কৃষ্ণ'-আবেশের কর্ম্ম॥৪১৬॥

নিত্যানন্দ-পার্ষদগণের নিত্যানন্দ-কৃপায়
অকৃত্রিম কৃষ্ণভাবের পরিচয়—

সত্য কৃষ্ণ-ভাব হয় যাঁহার শরীরে।
অগ্নি-সর্প-ব্যাঘ্র তা'রে লঙ্ঘিতে না পারে॥৪১৭॥
ব্রহ্মাদির অভীষ্ট যে সব কৃষ্ণভাব।
গোপীগণে ব্যক্ত যে-সকল অনুরাগ॥৪১৮॥
ইঙ্গিতে সে-সব ভাব নিত্যানন্দরায়।
দিলেন সকল বিপ্রগণেরে কৃপায়॥৪১৯॥
ভজ ভাই, হেন নিত্যানন্দের চরণ।
যাঁহার প্রসাদে পাই চৈতন্য-শরণ॥৪২০॥

সপার্ষদ নিত্যানন্দের নবদ্বীপ-যাত্রা—

তবে নিত্যানন্দ প্রভুবর কতদিনে।
শচী-আই দেখিবারে ইচ্ছা হৈল মনে॥৪২১॥
শুভযাত্রা করিলেন নবদ্বীপ-প্রতি।
পারিষদগণ সব করিয়া সংহতি॥৪২২॥

খড়দহগ্রামে পুরন্দরপণ্ডিত-দেবালয়ে—

তবে আইলেন প্রভু খড়দহগ্রামে॥
পুরন্দরপণ্ডিতের দেবালয়-স্থানে॥৪২৩॥
খড়দহগ্রামে আসি' নিত্যানন্দরায়।
যত নৃত্য করিলেন—কহনে না যায়॥৪২৪॥
পুরন্দরপণ্ডিতের পরম উন্মাদ।
বৃক্ষের উপরে চড়ি' করে সিংহনাদ॥৪২৫॥

চৈতন্যদাসের অঙ্গে প্রেমভক্তি অভিব্যক্তি—

বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্যদাসের শরীরে।
ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে॥৪২৬॥
কভু লম্ফ দিয়া উঠে ব্যাঘ্রের উপরে।
কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে॥৪২৭॥
মহা অজগরসর্প লই' নিজ কোলে।
নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতুহলে॥৪২৮॥
ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয়।
হেন কৃপা করে অবধূত মহাশয়॥৪২৯॥
সেবক-বৎসল প্রভু নিত্যানন্দ-রায়।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ রস ইঙ্গিতে ভুঞ্জায়॥৪৩০॥
চৈতন্যদাসের আত্মবিস্মৃতি সর্ব্বথা।
নিরন্তর কহেন আনন্দ-মনঃকথা॥৪৩১॥
দুই তিন দিন মজ্জি জলের ভিতরে।
থাকেন, কখনো দুঃখ না হয় শরীরে॥৪৩২॥
জড়-প্রায় অলক্ষিত-সর্ব্ব-ব্যবহার।
পরম উদ্দাম সিংহ-বিক্রম অপার॥৪৩৩॥
চৈতন্যদাসের যত ভক্তির বিকার।
কত বা কহিতে পারি—সকল অপার॥৪৩৪॥

এড়িয়াদহের কাজী বড়ই দুর্দ্দান্ত ছিলেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সম্মান বা সন্ধান না রাখিতেন, কাজী সুবিধা পাইলেই তাঁহাদের জাতিনাশ করিতেন। এইরূপ শ্রেণীর লোকের হিংসাধর্ম্মও শ্রীগদাধর দাস দূরীভূত করাইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি কৃষ্ণাবেশ-লীলাই প্রকাশ করিয়াছিলেন॥৪১৪-১৬॥

সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত জনগণকে আক্রমণ করে না, অগ্নি তাঁহাদিগকে দহন করে না॥৪১৭॥

ব্রহ্মাদি আধিকারিকদেবগণ গোপীগণের কৃষ্ণানুশীলন বুঝিয়া উঠিতে পারে না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ইঙ্গিত-মাত্র নিজ ভৃত্যগণকে অনুগ্রহপূর্ব্বক ব্রহ্মাদি-দুর্লভ গোপীর অনুরাগ প্রদান করিলেন॥৪১৮॥

সুযোগ্য চৈতন্যদাসের মুরারিপণ্ডিত মহিমা—

যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারিপণ্ডিত।
যাঁ'র বাতাসেও কৃষ্ণ পাই যে নিশ্চিত ॥৪৩৫॥

অদ্বৈতের শ্রীচৈতন্যানুগত্যবিচারের বিরোধিগণের 'চৈতন্যদাস' আখ্যার ফল্গুত্ব—

এবে কেহ বলায় 'চৈতন্যদাস' নাম।
স্বপ্নেহ না বলে শ্রীচৈতন্য-গুণ-গ্রাম ॥৪৩৬॥
অদ্বৈতের প্রাণনাথ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁ'র ভক্তি-প্রসাদে অদ্বৈত সত্য ধন্য ॥৪৩৭॥
জয় জয় অদ্বৈতের যে চৈতন্য-ভক্তি।
যাঁহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্বশক্তি ॥৪৩৮॥
সাধুলোকে অদ্বৈতের এ মহিমা ঘোষে'।
কেহ ইহা অদ্বৈতের নিন্দা হেন বাসে' ॥৪৩৯॥
সেহ ছার বলায় 'চৈতন্যদাস' নাম।
পাপী কেমনে যায় অদ্বৈতের স্থান ॥৪৪০॥
এ পাপীরে 'অদ্বৈতের লোক' বলে যে।
অদ্বৈত-হৃদয় কভু নাহি জানে সে ॥৪৪১॥

রাক্ষসের নাম যেন কহে 'পুণ্যজন'।
এই মত এ সব চৈতন্য-দাসগণ ॥৪৪২॥

সপ্তগ্রামে সপার্ষদ নিত্যানন্দ—

কতদিনে থাকি' নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণ-সহে ॥৪৪৩॥

সপ্তগ্রামে সপ্তর্ষি-স্থান ত্রিবেণীঘাট—

সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত-ঋষি-স্থান।
জগতে বিদিত সে 'ত্রিবেণীঘাট' নাম ॥৪৪৪॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্ত ঋষিগণ।
তপ করি' পাইলেন গোবিন্দচরণ ॥৪৪৫॥
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গম ॥৪৪৬॥
প্রসিদ্ধ 'ত্রিবেণীঘাট' সকল ভুবনে।
সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয় যাঁ'র দরশনে ॥৪৪৭॥

ত্রিবেণীঘাটে শ্রীনিত্যানন্দের স্নান—

নিত্যানন্দ প্রভুবর পরম-আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সর্ব্ববৃন্দে ॥৪৪৮॥

জলচর অনুক্ষণ জলে থাকে, স্থলচর জীব তথায় অধিকক্ষণ থাকিতে অসমর্থ, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদাস জলে প্রস্তরাদির ন্যায় অনেক দিন থাকিয়াও কোন অসুবিধা বোধ করিতেন না। তিনি চেতনের বৈলক্ষণ্য প্রকাশ করিতেন না ॥৪৩২॥

অদ্বৈত প্রভুর একজন কপট ভক্ত আপনাকে চৈতন্যদাস নামে অভিহিত করিতেন। তাঁহার বিচার ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—রাধিকা, আর অদ্বৈত প্রভু—কৃষ্ণ, কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যই শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তনু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীচৈতন্যভক্ত [illegible] চৈতন্যদাসক্রব শ্রীচৈতন্য-বিরোধীই ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহেই শ্রীঅদ্বৈত সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। এই কথা বিচার না করিয়া ঐ অতিবাড়ী অদ্বৈতভক্তাভিমানী ঐ প্রকার উক্তিতে শ্রীঅদ্বৈতের নিন্দা হয় বলিয়া বলিত। এই পাপিষ্ঠকে যে অদ্বৈতানুগ বলিয়া মনে করে, সে অদ্বৈতের চিন্তাস্রোত বুঝিতে পারে না বা পারে নাই ॥৪৪০॥

সংস্কৃত-ভাষায় রাক্ষসের পর্য্যায়ে পুণ্যজন শব্দ কথিত হয়। সুতরাং আপনাকে আপনি চৈতন্যদাস বলিলে লোকপ্রতারণামাত্র হয়। যাঁহারা পুণ্যজন শব্দের রূঢ় অর্থ বুঝেন না, তাঁহারা উহাকে ভাল অর্থেই বিচার করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা যেরূপ বিরুদ্ধ অর্থে প্রযুক্ত, তদ্রূপ চৈতন্যদাস প্রভৃতি নাম প্রকৃত অর্থে সংজ্ঞিত না হইয়া শ্রীচৈতন্যের প্রাতিকায়কের নাম ব্যবহৃত হইলে উক্ত নাম-ধারী কখনও প্রকৃত চৈতন্যদাস হইতে পারেন না।৪৪২॥

সপ্তগ্রাম—বিস্তৃত বিবরণ (চৈঃ চঃ আ (১১।৪১) অনুভাষ্যে দ্রষ্টব্য ॥৪৪॥

অদ্যাপি গঙ্গা, সরস্বতী ও যমুনার সম্মিলনের স্থানটি ত্রিবেণী বলিয়া পরিচিত। কাঁচড়াপাড়ার নিকট এখনও যমুনা নদীর প্রাচীন খাত বর্ত্তমান। উহা কিছুদিন পূর্ব্বে ত্রিবেণী-সঙ্গমে পতিত হইয়াছিল। গোবরডাঙ্গার নীচে যমুনা খাতের অবস্থিতির প্রবাদ অদ্যাপি বর্ত্তমান।৪৪৪॥

ত্রিবেণীতীরে উদ্ধারণ-গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ—

উদ্ধারণদত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥৪৪৯॥
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত-উদ্ধারণ ॥৪৫০॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের সেবা-অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা ভাগ্য তাঁ'র ॥৪৫১॥
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্ম জন্ম উদ্ধারণো তাঁহার কিঙ্কর ॥৪৫২॥

নিত্যসিদ্ধ নিত্যানন্দ-ভৃত্য উদ্ধারণের কৃপায় বণিক্‌কুলের উদ্ধার—

যতেক বণিক্-কুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে ॥৪৫৩॥
বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি-অধিকার ॥৪৫৪॥

সপ্তগ্রামস্থ তদানীন্তন বণিক্‌কুলের প্রতি পতিতপাবন নিত্যানন্দের অহৈতুক কৃপা—

সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে নিতাইচাঁদ কীর্ত্তনে বিহরে ॥৪৫৫॥
বণিক্-সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ ॥৪৫৬॥
বণিক্-সবার কৃষ্ণভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে ॥৪৫৭॥

নিত্যানন্দ-প্রভুবর-মহিমা অপার।
বণিক্ অধম মূর্খ যে কৈল নিস্তার ॥৪৫৮॥
সপ্তগ্রামে প্রভুবর নিত্যানন্দ-রায়।
গণ-সহ সংকীর্ত্তন করেন লীলায় ॥৪৫৯॥

সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দের নিশিদিন সংকীর্ত্তন-বিহার—

সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন-বিহার।
শতবৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার ॥৪৬০॥
পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া-নগরে।
সেইমত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে ॥৪৬১॥
রাত্রিদিনে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা-ভয়।
সর্ব্বদিকে হৈল হরিসংকীর্ত্তনময় ॥৪৬২॥
প্রতি ঘরে-ঘরে প্রতি-নগরে-চত্বরে।
নিত্যানন্দ প্রভুবর কীর্ত্তনে বিহরে ॥৪৬৩॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের আবেশ দেখিতে।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে ॥৪৬৪॥

বিষ্ণুদ্রোহী যবনেরও পতিতপাবন-নিত্যানন্দ-চরণে শরণ গ্রহণ—

অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ ॥৪৬৫॥
যবনের নয়নে দেখিয়া প্রেমধার।
ব্রাহ্মণেও আপনাকে করেন ধিক্কার ॥৪৬৬॥
জয় জয় অবধূত-চন্দ্র মহাশয়।
যাঁহার কৃপায় হেন সব রঙ্গ হয় ॥৪৬৭॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—সাক্ষাৎ বলদেব; তাঁহার সেবাধিকার লাভ করা ব্রহ্মাদি দেবগণেরও দুর্লভ, কিন্তু তাঁহার প্রিয় সেবক শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর সেই সৌভাগ্য লাভ করিলেন ॥৪৫১॥

শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর সুবর্ণবণিক্‌কুলে প্রকটিত হইয়াছিলেন। সামাজিক বিচারমতে ঐ কুল অবর-কুল নামে প্রসিদ্ধ। অবর-কুলে আবির্ভূত হইয়া তিনি শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাপাত্র ছিলেন। তাঁহার আদর্শে যাবতীয় অবর-কুলোদ্ভূত জনগণ স্ব-স্ব-বর্ণাভিমানের অধমতা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন—ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কালেয়োর ভাণ্ডারী প্রভৃতি বৈশ্যজাতিগুলিও হরিভজন-পরায়ণ হইয়াছিলেন ॥ ৪৫৩ ॥

সুবর্ণবণিক্‌কুল স্বভাবতঃ অশিক্ষিত মূর্খ ও সর্ব্বদা জড়ীয় কনকচিন্তা-রত থাকায় কলুষিতচিত্ত ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার প্রকটকালের যাবতীয় বণিক-কুলের উদ্ধার করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তি-সময়ে নিত্যানন্দ-বিরোধী ঐ বণিক্‌কুলেই উদ্ভূত কোন কোন ভক্তব্রুব হরিবিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন ও পড়িতেছেন ॥৪৫৮॥

চত্বর—প্রাঙ্গণ, আবাস ॥৪৬৩॥

যবনস্বভাব জনগণ—ভগবদ্বিদ্বেষী অবৈষ্ণব ॥৪৬৫॥

এই মতে সপ্তগ্রামে, আম্বুয়া-মুল্লুকে।
বিহরেন নিত্যানন্দ-স্বরূপ কৌতুকে ॥৪৬৮॥

শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে শ্রীনিত্যানন্দ ও প্রভুদ্বয়ের কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদ—

তবে কতদিনে আইলেন শান্তিপুরে।
আচার্য্যগোসাঞী প্রিয়বিগ্রহের ঘরে ॥৪৬৯॥
দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ।
হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন সুখ ॥৪৭০॥
'হরি' বলি' লাগিলেন করিতে হুঙ্কার।
প্রদক্ষিণ দণ্ডবত করেন অপার ॥৪৭১॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ অদ্বৈত করি' কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে ॥৪৭২॥
দোঁহে দোঁহা দেখি' বড় হইলা বিবশ।
জন্মিল অনন্ত অনির্ব্বচনীয় রস ॥৪৭৩॥
দোঁহে দোঁহা ধরি' গড়ি' যায়েন অঙ্গনে।
দোঁহে চাহে ধরিবারে দোঁহার চরণে ॥৪৭৪॥
কোটি সিংহ জিনি' দোঁহে করে সিংহনাদ।
সম্বরণ নহে দুই-প্রভুর উন্মাদ ॥৪৭৫॥
তবে কতক্ষণে দুই-প্রভু হইলা স্থির।
বসিলেন একস্থানে দুই মহাধীর ॥৪৭৬॥

অদ্বৈতকর্ত্তৃক নিত্যানন্দের স্তুতি—

করযোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি।
সন্তোষে করেন নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি ॥৪৭৭॥
"তুমি নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি নিত্যানন্দ-নাম।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম ॥৪৭৮॥
সর্ব্ব-জীব-পরিত্রাণ তুমি মহাহেতু।
মহা-প্রলয়েতে তুমি সত্য ধর্ম্মসেতু ॥৪৭৯॥
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি।
তুমি সে চৈতন্যবক্ষে ধর পূর্ণশক্তি ॥৪৮০॥
ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি 'ভক্ত' নাম যাঁ'র।
তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবাকার ॥৪৮১॥
বিষ্ণুভক্তি সবেই পায়েন তোমা' হইতে।
তথাপিহ অভিমান না স্পর্শে' তোমাতে ॥৪৮২॥
পতিতপাবন তুমি দোষ-দৃষ্টিশূন্য।
তোমারে সে জানে যা'র আছে বহু পুণ্য ॥৪৮৩॥
সর্ব্বযজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার।
অবিদ্যা-বন্ধন খণ্ডে' স্মরণে যাঁহার ॥৪৮৪॥
যদি তুমি প্রকাশ না কর' আপনারে।
তবে কা'র শক্তি আছে জানিতে তোমারে?৪৮৫॥
অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর।
সহস্র-বদন-আদি দেব মহীধর ॥৪৮৬॥
রক্ষকুল-হন্তা তুমি শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র।
তুমি গোপ-পুত্র হলধর মূর্ত্তিমন্ত ॥৪৮৭॥
মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে।
তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে ॥৪৮৮॥
যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর মুনিগণে।
তোমা' হৈতে তাহা পাইবেক যে-তে-জনে॥" ৪৮৯॥
কহিতে অদ্বৈত নিত্যানন্দের মহিমা।
আনন্দ-আবেশে পাসরিলেন আপনা ॥৪৯০॥

নিত্যানন্দ-প্রভাব ও অদ্বৈত—

অদ্বৈত সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের প্রভাব।
এ মর্ম্ম জানয়ে কোন কোন মহাভাগ ॥৪৯১॥

উভয়ের কোন্দল পরানন্দতাৎপর্য্যময়—

তবে যে কলহ হের অন্যোঽন্যে বাজে।
সে কেবল পরানন্দ, যদি জনে বুঝে ॥৪৯২॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কা'র?
জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি যাঁ'র ॥৪৯৩॥

ব্রাহ্মণ—সর্ব্বোত্তম এবং যবন—সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত অধম ॥৪৬৬॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু স্তব করিবার মুখে বলিলেন,—"তুমি পতিতপাবন—দীন জগতের দোষ দর্শন কর না। অত্যন্ত পুণ্যবান্ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ তোমাকে বুঝিতে পারে না। তুমি—সর্ব্বযজ্ঞ-কলেবর, তোমার স্মরণে অবিদ্যা-বন্ধন খণ্ডিত হয়॥" ৪৮৩-৮৪॥

তথ্য। 'অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎ' (শ্রীস্বরূপকড়চা) ॥৪৯৩॥

উভয়েয কৃষ্ণ-কথা-মঙ্গল-প্রসঙ্গে দিবস-যাপন —

হেন মতে দুই প্রভুবর মহারঙ্গে।
বিহরেন কৃষ্ণকথা-মঙ্গল-প্রসঙ্গে ॥৪৯৪॥
অনেক রহস্য করি' অদ্বৈত-সহিত।
অশেষ প্রকারে তান জন্মাইলা প্রীত ॥৪৯৫॥
তবে অদ্বৈতের স্থানে লই' অনুমতি।
নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ-প্রতি ॥৪৯৬॥

শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপে শচীমাতার সমীপে আগমন ও প্রণতি—

সেইমতে সর্ব্বাদ্যে আইলা আই-স্থানে।
আসি' নমস্করিলেন আইর চরণে ॥৪৯৭॥

'আই'র আনন্দ ও উক্তি—

নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে দেখি' শচী-আই।
কি আনন্দ পাইলেন—তা'র অন্ত নাই ॥৪৯৮॥
আই বলে,—"বাপ, তুমি সত্য অন্তর্য্যামী।
তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিলাঙ আমি ॥৪৯৯॥
মোর চিত্ত জানি' তুমি আইলা সত্বর।
কে তোমা' চিনিতে পারে সংসার ভিতর ॥৫০০॥
কতদিন থাক বাপ, নবদ্বীপ-বাসে।
যেন তোমা' দেখোঁ মুঞি দশে পক্ষে মাসে ॥৫০১॥
মুঞি দুঃখিনীর ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
দৈবে তুমি আসিয়াছ দুঃখিতা তারিতে ॥" ৫০২॥
শুনিয়া আইর বাক্য হাসে' নিত্যানন্দ।
যে জানে আইর প্রভাবের আদি-অন্ত ॥৫০৩॥

নিত্যানন্দের প্রত্যুত্তর—

নিত্যানন্দ বলে,—"শুন আই, সর্ব্বমাতা।
তোমারে দেখিতে মুঞি আসিয়াছোঁ হেথা ॥৫০৪॥
মোর বড় ইচ্ছা তোমা' দেখিতে হেথায়।
রহিলাঙ নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায় ॥"৫০৫॥

নবদ্বীপে সপার্ষদ নিত্যানন্দের কীর্ত্তন-বিহার—

হেনমতে নিত্যানন্দ আই সম্ভাষিয়া।
নবদ্বীপে ভ্রমেণ আনন্দ-যুক্ত হইয়া ॥৫০৬॥
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রতি-ঘরে-ঘরে।
সব-পারিষদ-সঙ্গে কীর্ত্তন বিহরে ॥৫০৭॥
নবদ্বীপে আসি' প্রভুবর নিত্যানন্দ।
হইলেন কীর্ত্তনে আনন্দ মূর্ত্তিমন্ত ॥৫০৮॥
প্রতি ঘরেঘরে সব পারিষদ সঙ্গে।
নিরবধি বিহরেন সংকীর্ত্তন-রঙ্গে ॥৫০৯॥

শ্রীনিত্যানন্দের সংকীর্ত্তন-মল্লবেশ—

পরম মোহন সংকীর্ত্তন-মল্ল বেশ।
দেখিতে সুকৃতি পায় আনন্দ বিশেষ ॥৫১০॥
শ্রীমস্তকে শোভে বহুবিধ পট্ট বাস।
তদুপরি বহুবিধ মাল্যের বিলাস ॥৫১১॥
কণ্ঠে বহুবিধ মণি-মুক্তা-স্বর্ণহার।
শ্রুতিমূলে শোভে মুক্তা কাঞ্চন অপার ॥৫১২॥
সুবর্ণের অঙ্গদ বলয় শোভে করে।
না জানি কতেক মালা শোভে কলেবরে ॥৫১৩॥
গোরোচনা-চন্দনে লেপিত সর্ব্ব-অঙ্গ।
নিরবধি বাল-গোপালের প্রায় রঙ্গ ॥৫১৪॥
কি অপূর্ব্ব লৌহ-দণ্ড ধরেন লীলায়।
পূর্ণ দশ-অঙ্গুলি সুবর্ণমুদ্রিকায় ॥৫১৫॥
শুক্ল, নীল, পীত—বহুবিধ পট্ট বাস।
পরম বিচিত্র পরিধানের বিলাস ॥৫১৬॥
বেত্র, বংশী, পাচনী জঠরপটে শোভে।
যা'র দরশন ধ্যানে জগ মনোলোভে' ॥৫১৭॥
রজত-নূপুর-মল্ল শোভে শ্রীচরণে।
পরম মধুরধ্বনি, গজেন্দ্রগমনে ॥৫১৮॥
যে-দিকে চাহেন প্রভুবর নিত্যানন্দ।
সেই-দিকে হয় কৃষ্ণ-রস মূর্ত্তিমন্ত ॥৫১৯॥

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীনিত্যানন্দের বিলাস—

হেনমতে নিত্যানন্দ পরম-কৌতুকে।
আছেন চৈতন্য-জন্মভূমি নবদ্বীপে ॥৫২০॥

দশে পক্ষে মাসে—দশদিন অন্তর, পনরদিন অন্তর বা একমাস অন্তর ॥৫০১॥

সুকৃতিসম্পন্ন জনগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্কীর্ত্তনে প্রধান উদ্যোগী দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন ॥৫১০॥

মথুরা-রাজধানীর ন্যায় শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ—

নবদ্বীপ—যেহেন মথুরা-রাজধানী।
কত-মত লোক আছে, অন্ত নাহি জানি ॥৫২১॥

তথায় সুজনের বাসের ন্যায় অসংখ্য দুর্জ্জনেরও বাস—

হেন সব সুজন আছেন, যাহা দেখি'।
সর্ব্বমহাপাপ হৈতে মুক্ত হয় পাপী ॥৫২২॥

তথি-মধ্যে দুর্জ্জন যে কত কত বৈসে :
সর্ব্ব-ধর্ম্ম ঘুচে তা'র ছায়ার পরশে ॥৫২৩॥

দুর্জ্জনেরও নিত্যানন্দ-কৃপায় কৃষ্ণে রতিমতি লাভ—

তাহারাও নিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপায়।
কৃষ্ণ-পথে রত হৈল অতি অমায়ায় ॥৫২৪॥

চৈতন্যের স্বয়ং এবং তাঁহার স্বয়ংপ্রকাশ নিত্যানন্দের দ্বারা ত্রিভুবন-উদ্ধার—

আপনে চৈতন্য কত করিলা মোচন।
নিত্যানন্দ-দ্বারে উদ্ধারিলা ত্রিভুবন ॥৫২৫॥

পতিতোদ্ধারে পতিতপাবন নিত্যানন্দ—

চোর-দস্যু-অধম-পতিত-নাম যা'র।
নানামতে নিত্যানন্দ কৈলেন উদ্ধার ॥৫২৬॥

শুন শুন নিত্যানন্দপ্রভুর আখ্যান।
চোর দস্যু যেমতে করিলা পরিত্রাণ ॥৫২৭॥

নবদ্বীপস্থ জনৈক দস্যুদলপতির ব্রাহ্মণপুত্রের আখ্যান—

নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণ-কুমার।
তাহার সমান চোর দস্যু নাহি আর ॥৫২৮॥

যত চোর দস্যু—তা'র মহা সেনাপতি।
নামে সে ব্রাহ্মণ, অতি পরম কুমতি ॥৫২৯॥

পর-বধে দয়ামাত্র নাহিক শরীরে।
নিরন্তর দস্যুগণ-সং[illegible]বিহরে ॥৫৩০॥

নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার-হরণার্থ উক্ত দস্যু দলপতির নিত্যানন্দ-সঙ্গে অনুক্ষণ ভ্রমণ—

নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখি' অলঙ্কার।
সুবর্ণ প্রবালমণি মুক্তা দিব্যহার ॥৫৩১॥

প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি' বহুবিধ ধন।
হরিতে' হইল দস্যু-ব্রাহ্মণের মন ॥৫৩২॥

মায়া করি' নিরবধি নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
ভ্রময়ে তাহান ধন হরিবার রঙ্গে ॥৫৩৩॥

অন্তর্য্যামী-নিত্যানন্দের হিরণ্যপণ্ডিত নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-গৃহে নিভৃতে অবস্থান—

অন্তরে পরম দুষ্ট দ্বিজ ভাল নয়।
জানিলেন নিত্যানন্দ অন্তর-হৃদয় ॥৫৩৪॥

হিরণ্যপণ্ডিত-নামে এক সুব্রাহ্মণ।
সেই নবদ্বীপে বৈসে—মহা-অকিঞ্চন ॥৫৩৫॥

সেই ভাগ্যবন্তের মন্দিরে নিত্যানন্দ।
থাকিলা বিরলে প্রভু হইয়া অসঙ্গ ॥৫৩৬॥

দস্যুদলপতির দস্যুগণসহ যুক্তি—

সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ—পরমদুষ্টমতি।
লইয়া সকল দস্যু করয়ে যুকতি ॥৫৩৭॥

"আরে ভাই, সবে আর কেনে দুঃখ পাই।
চণ্ডী-মায়ে নিধি মিলাইলা এক ঠাঞি ॥৫৩৮॥

এই অবধূতের অঙ্গেতে অলঙ্কার।
সোণা মুক্তা হীরা কসা বই নাহি আর ॥৫৩৯॥

কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি।
চণ্ডী-মায়ে এক ঠাঞি মিলাইলা আনি' ॥৫৪০॥

শূন্য বাড়ী-মাঝে থাকে হিরণ্যের ঘরে।
কাড়িয়া আনিব এক দণ্ডের ভিতরে ॥৫৪১॥

ঢাল খাড়া লই' সবে হও সমবায়।
আজি গিয়া হানা দিব কতক নিশায় ॥৫৪২॥

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমি—নবদ্বীপ ; নবদ্বীপের ঐ অংশটি শ্রীধাম-মায়াপুর-নামে খ্যাত ॥৫২০॥

নামে সে ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণব্রুব ; পদ্মপুরাণ ও মনু ৭।৮৫ শ্লোকে ব্রাহ্মণব্রুবের লক্ষণ ও সংজ্ঞা দ্রষ্টব্য ॥৫২৯॥

সুব্রাহ্মণের লক্ষণ—মহা-অকিঞ্চনতা ॥৫৩৫॥

আমাদের ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত করিতে শ্রীচণ্ডীমাতাই একমাত্র আশ্রয়। তিনি দয়া করিয়া আমাদের দস্যুবৃত্তির উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন ॥৫৩৮॥

এই মত যুক্তি করি' সব দস্যুগণ।
সবে নিশাভাগ জানি' করিল গমন ॥৫৪৩॥

নিশাভাগে দস্যুগণের অস্ত্রশস্ত্রসহ নিত্যানন্দের অবস্থিতি-স্থান-বেষ্টন—

খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল লইয়া জনে জনে।
আসিয়া বেড়িলা নিত্যানন্দ যেই স্থানে ॥৫৪৪॥
এক স্থানে রহিয়া সকল দস্যুগণ।
আগে চর পাঠাইয়া দিল এক জন ॥৫৪৫॥

নিত্যানন্দের ভোজন ও ভক্তগণের চতুর্দ্দিকে হরিনাম-কীর্ত্তন, নিশাশেষেও কৃষ্ণানন্দে সকলেই সম্বিদ্‌গ্রস্ত—

নিত্যানন্দ প্রভুবর করেন ভোজন।
চতুর্দ্দিকে হরিনাম লয় ভক্তগণ ॥৫৪৬॥
কৃষ্ণানন্দে মত্ত নিত্যানন্দ-ভৃত্যগণ।
কেহ করে সিংহনাদ, কেহ বা গর্জ্জন ॥৫৪৭॥
রোদন করয়ে কেহ পরমানন্দ-রসে।
কেহ করতালি দিয়া অট্ট অট্ট হাসে' ॥৫৪৮॥
'হৈ হৈ হায় হায়' করে কোন জন।
কৃষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি সবাই চেতন ॥৫৪৯॥
চর আসি' কহিলেক দস্যুগণ-স্থানে।
"ভাত খায় অবধূত, জাগে সর্ব্বজনে ॥" ৫৫০॥

দস্যুগণের আকাশকুসুম রচনা—

দস্যুগণ বলে,—"সবে শুউক খাইয়া।
আমরাও বসি' সবে হানা দিব গিয়া ॥" ৫৫১॥
বসিলা সকল দস্যু এক-বৃক্ষতলে।
পর ধন লইবেক—এই কুতূহলে ॥৫৫২॥
কেহ বলে,—"মোহার সোণার তাড়-বালা।"
কেহ বলে,—"মুঞি নিমু মুকুতার মালা ॥" ৫৫৩॥
কেহ বলে,—"মুঞি নিমু কর্ণ-আভরণ।"
"স্বর্ণহার নিমু মুঞি" বলে—কোন জন ॥৫৫৪॥
কেহ বলে,—"মুঞি নিমু রজত-নূপুর।"
সবে এই মনকলা খায়েন প্রচুর ॥৫৫৫॥

নিত্যানন্দের ইচ্ছায় দস্যুগণের চক্ষে নিদ্রাবির্ভাব—

হেনই সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছায়।
নিদ্রা ভগবতী আসি' চাপিলা সবায় ॥৫৫৬॥
সেই খানে ঘুমাইলা সব দস্যুগণ।
নিদ্রায় হইলা সবে মহা অচেতন ॥৫৫৭॥
প্রভুর মায়ায় হেন হইল মোহিত।
রাত্রি পোহাইল, তবু নাহিক সম্বিত ॥৫৫৮॥

কাকরবে প্রাতঃকালে দস্যুগণের জাগরণ—

কাক-রবে জাগিলা সকল দস্যুগণ।
রাত্রি নাহি দেখি' সবে হৈল দুঃখ মন ॥৫৫৯॥

সসম্ভ্রমে অস্ত্রশস্ত্র গুপ্তস্থানে রাখিয়া গঙ্গাস্নানে গমন—

আস্তে ব্যস্তে ঢাল খাঁড়া ফেলাইয়া বনে।
সত্বরে চলিলা সব দস্যু গঙ্গা-স্নানে ॥৫৬০॥

পরস্পর দোষারোপ ও চণ্ডীর দোহাই—

শেষে সব দস্যুগণ নিজ-স্থানে গেলা।
সবেই সবারে গালি পাড়িতে লাগিলা ॥৫৬১॥
কেহ বলে,—"তুই আগে ঘুমায়ে পড়িলি।"
কেহ বলে,—"তুই বড় জাগিয়া আছিলি ॥" ৫৬২॥
কেহ বলে,—"কলহ করহ কেনে আর।
লজ্জা-ধর্ম্ম চণ্ডী আজি রাখিল সবার ॥" ৫৬৩॥
দস্যু-সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ দুরাচার।
সে বলয়ে,—"কলহ কর কেনে আর? ৫৬৪॥
যে হইল সে হইল চণ্ডীর ইচ্ছায়।
এক দিন গেলে কি সকল দিন যায় ॥৫৬৫॥
বুঝিলাম চণ্ডী আজি মোহিলা আপনে।
বিনি-চণ্ডী-পূজিয়া গেলাঙ তে-কারণে ॥৫৬৬॥
ভাল করি' আজি সবে মদ্য-মাংস দিয়া।
চল সবে এক ঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া ॥" ৫৬৭॥

দস্যুগণের মদ্যমাংসাদি-দ্বারা চণ্ডীপূজা—

এতেক করিয়া যুক্তি সব দস্যুগণ।
মদ্য-মাংস দিয়া সবে করিলা পূজন ॥৫৬৮॥

হানা—তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া আক্রমণ ॥৫৫১॥
মনকলা—কল্পনায় বাঞ্ছিত ভোগ্য বস্তু ॥৫৫৫॥

'আজি' স্থানে পাঠান্তর 'আসি' ॥৫৬৭॥
চণ্ডীপূজার উপকরণ—মদ্য ও মাংস ॥৫৬৭॥

অন্যদিনে দস্যুগণের নানা অস্ত্রশস্ত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক নিত্যানন্দের বাসস্থান বেষ্টন—

আর দিন দস্যুগণ কাচি' নানা-অস্ত্র।
আইলেন বীর ছাঁদে পরি' নীল-বস্ত্র ॥৫৬৯॥
মহা-নিশা—সর্ব্বলোক আছয়ে শয়নে।
হেনই সময়ে বেড়িলেক দস্যুগণে ॥৫৭০॥

নিত্যানন্দ-বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে অভূতপূর্ব্ব হরিনামকীর্ত্তনকারী দর্শন—

বাড়ীর নিকটে থাকি' দস্যুগণ দেখে।
চতুর্দ্দিকে অনেক পাইকে বাড়ী রাখে ॥৫৭১॥

বহু অস্ত্রধারী পদাতিক-দর্শনে দস্যুগণের বিস্ময় ও পরস্পর নানাপ্রকার অনুমান-উক্তি, তথা নিত্যানন্দ-প্রভাব কীর্ত্তন—

চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারী পদাতিকগণ।
নিরবধি হরিনাম করেন গ্রহণ ॥৫৭২॥
পরম প্রকাণ্ডমূর্ত্তি—সবেই উদ্দণ্ড।
নানা-অস্ত্রধারী সবে—পরম প্রচণ্ড ॥৫৭৩॥
সর্ব্বদস্যুগণ দেখে তা'র একোজনে।
শতজনো মারিতে পারয়ে সেইক্ষণে ॥৫৭৪॥
সবার গলায় মালা, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
নিরবধি করিতেছে নামসংকীর্ত্তন ॥৫৭৫॥
নিত্যানন্দ-প্রভুবর আছেন শয়নে।
চতুর্দ্দিকে 'কৃষ্ণ' গায় সেই-সব-গণে ॥৫৭৬॥
দস্যুগণ দেখি' বড় হইলা বিস্মিত।
বাড়ী ছাড়ি' সবে বসিলেন এক ভিত ॥৫৭৭॥
সর্ব্বদস্যুগণে যুক্তি লাগিলা করিতে।
"কোথাকার পদাতিক আইল এথাতে ॥" ৫৭৮॥
কেহ বলে,—"অবধূত কেমতে জানিয়া।
কাহার পাইক আনি[illegible]য়ে মাগিয়া ॥" ৫৭৯॥
কেহ বলে,—"ভাই, অবধূত বড় 'জ্ঞানী'।
মাঝে মাঝে অনেক লোকের মুখে শুনি ॥৫৮০॥
জ্ঞানবান্ বড় অবধূত মহাশয়।
আপনার রক্ষা কিবা আপনে করয় ॥৫৮১॥
অন্যথা যে সব দেখি পদাতিকগণ।
মনুষ্যের মত নাহি দেখি এক জন ॥৫৮২॥
হেন বুঝি—এই সব শক্তির প্রভাবে।
'গোসাঞী' করিয়া তানে কহে সবে ॥" ৫৮৩॥
আর কেহ বলে,—"তুমি অবুধ যে ভাই!
যে খায় যে পরে সে বা কেমত গোসাঞী ॥" ৫৮৪॥
সকল দস্যুর সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
সে বলয়ে,—"জানিলাঙ সকল কারণ ॥৫৮৫॥
যত বড় বড় লোক চারিদিক্ হৈতে।
সবেই আইসেন অবধূতেরে দেখিতে ॥৫৮৬॥
কোন দিক্ হইতে কোন রাজার লস্কর।
আসিয়াছে, তা'র পদাতিক বহুতর ॥৫৮৭॥
অতএব পদাতিক সকল ভাবক।
এই সে কারণে 'হরি হরি' করে জপ ॥৫৮৮॥

পদাতিকগণকে এড়াইবার উদ্দেশ্যে অন্ততঃ ১০ দিন ঘরের বাহির না হইবার জন্য দস্যুদলপতির যুক্তি—

এবা নহে, কোন পদাতিক আনি থাকে।
তবে কত দিন এড়াইব এই পাকে ॥৫৮৯॥
অতএব চল সবে আজি ঘরে যাই।
চুপে চাপে দিন দশ বসি' থাকি ভাই ॥" ৫৯০॥
এত বলি' দস্যুগণ গেল নিজ ঘরে।
অবধূতচন্দ্র প্রভু স্বচ্ছন্দে বিহরে ॥৫৯১॥

নিত্যানন্দচরণ-ভজনকারীরই যখন অনায়াসে সর্ব্ববিঘ্নের খণ্ডন হয়, তখন নিত্যানন্দ প্রভুর বিঘ্নকারীর অস্তিত্ব কোথায়?—

নিত্যানন্দ-চরণ ভজয়ে যে-যে-জনে।
সর্ব্ববিঘ্ন খণ্ডে' তাহা সবার স্মরণে ॥৫৯২॥
হেন নিত্যানন্দ প্রভু বিহরে আপনে।
তাহানে করিতে বিঘ্ন পারে কোন্ জনে ॥৫৯৩॥

পাইক—পদাতিকগণ; রাখে—রক্ষা করে ॥৫৭১॥

যিনি ভোজন করেন এবং যিনি অলঙ্কারবস্ত্রাদি পরিধান করেন, তিনি কি প্রকার সংযত ব্যক্তি? ॥৫৮৪॥

ভাবক—ভাবুক ॥৫৮৮॥

মৎসরস্বভাব জনগণ সাধুগণের সদুদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করে। তাহারা দুঃস্বভাববশে জগতের সকল প্রকার

নিত্যানন্দদাসের স্মরণে অবিদ্যা-খণ্ডন—

অবিদ্যা খণ্ডয়ে যাঁ'র দাসের স্মরণে।
সে প্রভুরে বিঘ্ন করিবেক কোন্ জনে ॥৫৯৪॥

সর্বগণসহ বিঘ্ননাথ নিত্যানন্দদাস নিত্যানন্দের অংশাংশরুদ্র জগৎ-বিনাশক—

সর্ব্বগণ-সহ বিঘ্ননাথ যাঁ'র দাস।
যাঁ'র অংশ রুদ্র করে জগতবিনাশ ॥৫৯৫॥

নিত্যানন্দ-অংশাংশ শেষের আলোড়নে ভূমিকম্প—

যাঁ'র অংশ নড়িতে ভুবন কম্প হয়।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ; কা'রে তান ভয় ॥৫৯৬॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে করে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন ক্রীড়া ভোজন শয়ন ॥৫৯৭॥
সর্ব্ব-অঙ্গে সকল অমূল্য অলঙ্কার।
যেন দেখি বলদেব—রোহিণী-কুমার ॥৫৯৮॥
কর্পূর, তাম্বূল প্রভু করেন চর্ব্বণ।
ঈষৎ হাসিয়া মোহে' জগজন-মন ॥৫৯৯॥
অভয়-পরমানন্দ বুলে সর্ব্বস্থানে।
অভয়-পরমানন্দ ভক্ত-গোষ্ঠিসনে ॥৬০০॥

তৃতীয়বার দস্যুগণের নিত্যানন্দ বাসস্থানের সমীপে আগমন—

আরবার যুক্তি করি' পাপী দস্যুগণে।
আইলেন নিত্যানন্দচন্দ্রের ভবনে ॥৬০১॥
দৈবে সেই দিনে মহা-মেঘে অন্ধকার।
মহা ঘোর-নিশা—নাহি লোকের সঞ্চার ॥৬০২॥
মহা ভয়ঙ্কর নিশা চোর-দস্যুগণ।
দশ-পাঁচ অস্ত্র একো জনের কাচন ॥৬০৩॥

সকলের অন্ধতা-প্রাপ্তি ও গর্ত্তে পতন—

প্রবিষ্ট হইল মাত্র বাড়ীর ভিতরে।
সবে হৈল অন্ধ, কেহ চাহিতে না পারে ॥৬০৪॥
কিছু নাহি দেখে, অন্ধ হৈল দস্যুগণ।
সবেই হইল হত-প্রাণ-বুদ্ধি-মন ॥৬০৫॥

উপকারের বাধা দেয়। শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণসেবা-কামী হইয়া যে-সকল চেষ্টা করেন, তাহাতে কোন মৎসরস্বভাব ব্যক্তি বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না ॥৫৯৩॥

যে শ্রীনিত্যানন্দের অনুগত ভৃত্যের কথা কোন ব্যক্তির স্মৃতিপথে উদিত হইলে তাহার কোনপ্রকার ভগবদ্-বৈমুখ্যরূপ অবিদ্যার কার্য্য সংরক্ষিত হইতে পারে না, সকল দুর্ব্বুদ্ধি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেই ভগবদ্ভৃত্যগণের প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের বিঘ্ন-সাধনে কেহই সমর্থ হয় না ॥৫৯৪॥

বিশ্বজগৎ ধ্বংস করিতে যে নিত্যানন্দ প্রভুর অংশ-কলা গুণাবতাররূপি-রুদ্রই সমর্থ হন, সকলগণ-সহ গণপতি যাঁহার কৈঙ্কর্য্য করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত, যাঁহার অংশ পৃথিবীর ধারক শ্রীঅনন্ত একটু চঞ্চল হইলেই চতুর্দ্দশ ভুবন কম্পিত হয়, সেই নিত্যানন্দ প্রভু অপরের নিকট হইতে কিরূপে ভীত হইবেন?

তথ্য। যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ। ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা ॥ (ভাঃ ১০।৮৫।৩১) মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ। বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ (ভাঃ ৩।২৫।৪২) যোঽন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি ভূতৈরত্ত্যখিলাশ্রয়ঃ। স বিষ্ণ্বাখ্যোঽধিযজ্ঞোঽসৌ কালঃ কলয়তাং প্রভুঃ ॥ ন চাস্য কশ্চিদ্দয়িতো ন দ্বেষ্যো ন চ বান্ধবঃ। আবিশত্য-প্রমত্তোঽসৌ প্রমত্তং জনমন্তকৃৎ ॥ যদ্ভয়াদ্ বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ। যদ্ভয়াদ্বর্ষতে দেবো ভগণো ভাতি যদ্ভয়াৎ ॥ যদ্বনস্পতয়ো ভীতা লতাশ্চৌষধিভিঃ সহ। স্বে স্বে কালেঽভিগৃহ্ণন্তি পুষ্পাণি চ ফলানি চ ॥ স্রবন্তি সরিতো ভীতা নোৎসর্পত্যুদধির্যতঃ। অগ্নিরিন্ধে সগিরিভির্ভূর্ন মজ্জতি যদ্ভয়াৎ ॥ নভো দদাতি শ্বসতাং পদং যন্নিয়মাদদঃ। লোকং স্বদেহং তনুতে মহান্ সপ্তভিরাবৃতম্ ॥ গুণাভিমানিনো দেবাঃ সর্গাদিষ্বস্য যদ্ভয়াৎ। বর্ত্তন্তেঽনুযুগং যেষাং বশ এতচ্চরাচরম্ ॥ সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালোঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ। জনং জনেন জনয়ন্মারয়ন্ মৃত্যুনান্তকম্ ॥ (ভাঃ ৩।২৯।৩৮-৪৫) যৎপাদ-পল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভদ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ। বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্ত্রয়স্য গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (ব্রহ্মসংহিতা-৫ অধ্যায় ৫০ শ্লোক) ॥৫৯৫॥

কাচন—সজ্জা ॥৬০৩॥

কেহ গিয়া পড়ে গড়-খাইর ভিতরে।
জোঁকে পোকে ডাঁসে তা'রে কামড়াই' মারে ॥৬০৬॥
উচ্ছিষ্টগর্ত্তেতে কেহ কেহ গিয়া পড়ে।
তথায় মরয়ে বিছা-পোকের কামড়ে ॥৬০৭॥
কেহ কেহ পড়ে গিয়া কাঁটার উপরে।
সর্ব্ব-অঙ্গে ফুটে কাঁটা, নড়িতে না পারে ॥৬০৮॥
খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন।
হস্ত-পদ ভাঙ্গি' কেহ করয়ে ক্রন্দন ॥৬০৯॥
সেইখানে কারো কারো গা'য়ে আইল জ্বর।
সর্ব্ব দস্যুগণ চিন্তা পাইল অন্তর ॥৬১০॥

ইন্দ্রের মহাঝড়বৃষ্টিপ্রকাশপূর্ব্বক নিত্যানন্দ সেবা—

হেনই সময়ে ইন্দ্র পরম-কৌতুকী।
করিতে লাগিলা মহা ঝড়-বৃষ্টি তথি ॥৬১১॥
একে মরে দস্যু পোক-জোঁকের কামড়ে।
বিশেষে মরয়ে আরো মহাবৃষ্টি-ঝড়ে ॥৬১২॥
শিলাবৃষ্টি পড়ে সব অঙ্গের উপরে।
প্রাণ নাহি যায়, ভাসে দুঃখের সাগরে ॥৬১৩॥
হেন সে পড়য়ে একো মহাঝনঝনা।
ত্রাসে মূর্চ্ছা যায় সবে পাসরি' 'আপনা' ॥৬১৪॥
মহাবৃষ্টি দস্যুগণ ভিজে নিরন্তর।
মহাশীতে সভার কম্পিত কলেবর ॥৬১৫॥
অন্ধ হইয়াছে—কিছু না পায় দেখিতে।
মরে দস্যুগণ মহা-ঝড়বৃষ্টি-শীতে ॥৬১৬॥
নিত্যানন্দ-দ্রোহে আসিয়াছে এ জানিয়া।
ক্রোধে ইন্দ্র বিশেষে মারেন দুঃখ দিয়া ॥৬১৭॥

দস্যুসেনাপতির নিত্যানন্দ-ঐশ্বর্য্য-স্মরণে জ্ঞানোদয়—

কতোক্ষণে দস্যু- সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
অকস্মাৎ ভাগ্যে ত' [illegible]ইল স্মরণ ॥৬১৮॥
মনে ভাবে' বিপ্র "নিত্যানন্দ নর নহে।
সত্য এহো ঈশ্বর,—মনুষ্য কভু কহে ॥৬১৯॥
একদিন মোহিলেন সবারে নিদ্রায়।
তথাপিহ না বুঝিলুঁ ঈশ্বর-মায়ায় ॥৬২০॥
আরদিন মহা-অদ্ভুত পদাতিকগণ।
দেখাইল, তবু মোর নহিল চেতন ॥৬২১॥
যোগ্য মুঞি-পাপিষ্ঠের এ সব দুর্গতি।
হরিতে প্রভুর ধন যেন কৈলুঁ মতি ॥৬২২॥
এ মহাসঙ্কটে মোরে কে করিবে পার।
নিত্যানন্দ বই মোর গতি নাহি আর ॥" ৬২৩॥

দস্যুসেনাপতির নিত্যানন্দ-চরণে শরণগ্রহণ, অশোক-অভয়-অমৃতের আধার নিতাই-পাদপদ্ম—

এত ভাবি' দ্বিজ নিত্যানন্দের চরণ।
চিন্তিয়া একান্তভাবে লইল শরণ ॥৬২৪॥
সে চরণ চিন্তিলে আপদ নাহি আর।
সেইক্ষণে কোটি অপরাধীরও নিস্তার ॥৬২৫॥

দস্যুসেনাপতির নিত্যানন্দ-স্তব—

রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবাল-গোপাল!
রক্ষা কর' প্রভু, তুমি সর্ব্বজীব-পাল ॥৬২৬॥
যে জন আছাড় প্রভু, পৃথিবীতে খায়।
পুনশ্চ পৃথিবী তা'রে হয়েন সহায় ॥৬২৭॥
এইমত যে তোমাতে অপরাধ করে।
শেষে সেহো তোমার স্মরণে দুঃখ তরে ॥৬২৮॥
তুমি সে জীবের ক্ষম সর্ব্ব অপরাধ।
পতিতজনেরো তুমি করহ প্রসাদ ॥৬২৯॥
তথাপি যদ্যপি আমি ব্রহ্মঘ্ন গোবধী।
মোর বাড়া আর প্রভু নাহি অপরাধী ॥৬৩০॥
সর্ব্ব মহাপাতকীও তোমার শরণ।
লইলে, খণ্ডয়ে তা'র সংসার-বন্ধন ॥৬৩১॥

গড়খাই—রাজা বা ভূম্যধিকারী প্রভৃতির প্রাসাদ বা অট্টালিকার চতুঃপার্শ্বস্থ পরিখা ॥৬০৬॥

মহাঝনঝনা—মহাবজ্র ॥৬১৪॥

মাটিতে পতিত ব্যক্তিকে পৃথিবী অধিক নীচে পড়িতে দেন না, সহায় হইয়া রক্ষা করেন ॥৬২৭॥

তথ্য। ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্। ত্বয়ি জাতাপবাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো ॥৬২৭॥

আপাতদুঃখ বা অভাব দেখিয়া ভগবানের প্রতি ক্ষুব্ধ বা

জন্মাবধি তুমি সে জীবের রাখ প্রাণ।
অন্তেও তুমি সে প্রভু, কর পরিত্রাণ ॥৬৩২॥
এ সঙ্কট হৈতে প্রভু, কর আজি রক্ষা।
যদি জীঙ প্রভু, তবে কৈমু এই শিক্ষা ॥৬৩৩॥
জন্ম জন্ম প্রভু তুমি, মুঞি তোর দাস।
কিবা জীঙ মরোঁ এই হউ মোর আশ ॥" ৬৩৪॥

পতিতপাবন নিত্যানন্দের দস্যুদল-উদ্ধার—

কৃপাময় নিত্যানন্দ-চন্দ্র অবতার।
শুনি করিলেন দস্যুগণের উদ্ধার ॥৬৩৫॥

দস্যুগণের যাবতীয় দণ্ড ও উৎপাত-মোচন,
গৃহে গমন ও গঙ্গাস্নান—

এই মত চিন্তিতে সকল দস্যুগণ।
সবার হইল তুই চক্ষু-বিমোচন ॥৬৩৬॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের শরণ-প্রভাবে।
ঝড়-বৃষ্টি আর কা'র দেহে নাহি লাগে ॥৬৩৭॥
কতক্ষণে পথ দেখি' সব দস্যুগণ।
মৃতপ্রায় হ'য়ে সবে করিলা গমন ॥৬৩৮॥
সবে ঘরে গিয়া সেই মতে দস্যুগণ।
গঙ্গাস্নান করিলেন গিয়া সেইক্ষণ ॥৬৩৯॥

দস্যুসেনাপতি-দ্বিজের নিত্যানন্দ-চরণে উদ্ধারার্থ
প্রার্থনা ও নিত্যানন্দ-কৃপায় প্রেমভক্তি-লাভ—

দস্যু-সেনাপতি দ্বিজ কান্দিতে কান্দিতে।
নিত্যানন্দচরণে আইলা সেই মতে ॥৬৪০॥
বসিয়া আছেন নিত্যানন্দ বিশ্বনাথ।
পতিতজনেরে করি' শুভ দৃষ্টিপাত ॥৬৪১॥
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ করে হরিধ্বনি।
আনন্দে হুঙ্কার করে অবধূত-মণি ॥৬৪২॥
সেই মহাদস্যু দ্বিজ হেনই সময়।
'ত্রাহি' বলি বাহু তুলি' দণ্ডবৎ হয় ॥৬৪৩॥
আপাদমস্তক পুলকিত সব অঙ্গ।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে, মহাকম্প ॥৬৪৪॥
হুঙ্কার গর্জ্জন নিরবধি করে প্রেমে।
বাহ্য নাহি জানে বিপ্র করয়ে ক্রন্দনে ॥৬৪৫॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রভাব দেখিয়া।
আপনা' আপনি নাচে হরষিত হৈয়া ॥৬৪৬॥
"ত্রাহি বাপ নিত্যানন্দ পতিতপাবন!"
বাহু তুলি' এইমত বলে ঘনে ঘন ॥৬৪৭॥
দেখি' হইলেন সবে পরম বিস্মিত।
"এমত দস্যুর কেন এমত চরিত ॥"৬৪৮॥
কেহ বলে,—"মায়া বা করিয়া আসিয়াছে।
কোন পাক করিয়া বা হানা দেয় পাছে ॥"৬৪৯॥
কেহ বলে,—"নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
কৃপায় ইহার বা হইল ভাল মন ॥৬৫০॥

পূর্ব্ব দস্যুবিপ্রের প্রেমবিকার-দর্শনে নিত্যানন্দের বিপ্রকে
আমূলবৃত্তান্ত-জিজ্ঞাসা—

বিপ্রের অত্যন্ত প্রেম-বিকার দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল নিত্যানন্দ ঈষৎ হাসিয়া ॥৬৫১॥
প্রভু বলে,—"কহ দ্বিজ, কি তোমার রীত।
বড় ত তোমার দেখি অদ্ভুত-চরিত ॥৬৫২॥
কি দেখিলা, কি শুনিলা কৃষ্ণ-অনুভব।
কিছু চিন্তা নাহি, অকপটে কহ সব ॥"৬৫৩॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
কহিতে না পারে কিছু, করয়ে ক্রন্দন ॥৬৫৪॥
গড়াগড়ি যায় পড়ি' সকল অঙ্গনে।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায় আপনা-আপনে ॥৬৫৫॥

বিপ্রের নিত্যানন্দপ্রভুর নিকট আমূল ঘটনা বর্ণন—

সুস্থির হইয়া দ্বিজ তবে কতক্ষণে।
কহিতে লাগিলা সব প্রভু-বিদ্যমানে ॥৬৫৬॥
"এই নদীয়ায় প্রভু বসতি আমার।
নাম সে 'ব্রাহ্মণ'—ব্যাধ-চণ্ডাল-আচার ॥৬৫৭॥
নিরন্তর দুষ্টসঙ্গে করি ডাকাচুরি।
পরহিংসা বহি জন্মে আর নাহি করি ॥৬৫৮॥

ক্রুদ্ধ হইলে ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধব্যক্তিগণের অপরাধই সঞ্চিত হয়। কোন প্রকার কষ্ট বা অভাবের হস্তে পতিত হইবার পর তাহারা বুঝিতে পারে যে, তুমিই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা ॥৬২৮॥

কপট ব্যক্তিগণের স্বভাব এই যে, বাহিরে সারল্য ও আনুগত্য দেখাইয়া সুযোগ পাইলেই তাহারা অবৈধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ॥৬৪৯॥

মোরে দেখি' সর্ব্ব নবদ্বীপ কাঁপে ডরে।
কিবা পাপ নাহি হয় আমার শরীরে ॥৬৫৯॥
দেখিয়া তোমার অঙ্গে দিব্য অলঙ্কার।
তাহা হরিবারে চিত্ত হইল আমার ॥৬৬০॥
এক দিন সাজি' বহু লই দস্যুগণ।
হরিতে' আইলুঁ মুঞি শ্রীঅঙ্গের ধন ॥৬৬১॥
সেদিন নিদ্রায় প্রভু, মোহিলা সবারে।
তোমার মায়ার নাহি জানিলুঁ তোমারে ॥৬৬২॥
আরদিন নানামতে চণ্ডিকা পূজিয়া।
আইলাঙ খাঁড়া-ছুরি-ত্রিশূল কাচিয়া ॥৬৬৩॥
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাঙ সেইদিনে।
সর্ব্ব বাড়ী আছে বেড়ি' পদাতিকগণে ॥৬৬৪॥
একেক পদাতিক যেন মত্তহস্তিপ্রায়।
আজানুলম্বিত মালা সবার গলায় ॥৬৬৫॥
নিরবধি হরিধ্বনি সবার বদনে।
তুমি আছ গৃহ-মাঝে আনন্দে শয়নে ॥৬৬৬॥
হেন সে পাপিষ্ঠচিত্ত আমা' সবাকার।
তবু নাহি বুঝিলাঙ মহিমা তোমার ॥৬৬৭॥
'কার পদাতিক আসিয়াছে কোথা হৈতে।'
এত ভাবি' সেদিন গেলাঙ সেইমতে ॥৬৬৮॥
তবে কত দিন ব্যাজে কালি আইলাঙ।
আসিয়াই মাত্র দুই চক্ষু খাইলাঙ ॥৬৬৯॥
বাড়িতে প্রবিষ্ট হই' সব দস্যুগণে।
অন্ধ হই সবে পড়িলাঙ নানাস্থানে ॥৬৭০॥
কাঁটা জোঁক পোক ঝড় বৃষ্টি শিলাঘাতে।
সবে মরি, কারো শক্তি নাহিক যাইতে ॥৬৭১॥
মহা-যমযাতনা হইল যদি রোগ।
তবে শেষে সবার হইল ভক্তিযোগ ॥৬৭২॥
তোমার কৃপায় সবে তোমার চরণ।
করিলুঁ একা[illegible]বে সবেই স্মরণ ॥৬৭৩॥

হইল সবার তবে চক্ষু-বিমোচন।
হেন মহাপ্রভু তুমি পতিতপাবন ॥৬৭৪॥
আমি সব এড়াইলুঁ এ সব যাতনা।
এ তোমার স্মরণের কোন্ বা মহিমা ॥৬৭৫॥
যাঁহার স্মরণে খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন।
অনায়াসে চলি' যায় বৈকুণ্ঠভুবন ॥৬৭৬॥
কহিয়া কহিয়া দ্বিজ কান্দে ঊর্দ্ধরায়।
হেন লীলা করে প্রভু অবধূতরায় ॥৬৭৭॥

সকলের বিস্ময় ও ভক্ত ব্রাহ্মণকে প্রণাম—

শুনিঞা সবার হৈল মহাশ্চর্য্য-জ্ঞান।
ব্রাহ্মণের প্রতি সবে করেন প্রণাম ॥৬৭৮॥

ব্রাহ্মণের গঙ্গায় দেহত্যাগরূপ প্রায়শ্চিত্তে সঙ্কল্প—

দ্বিজ বলে,—"প্রভু, এবে আমার বিদায়।
এ দেহ রাখিতে আর মোরে নাহি ভায় ॥৬৭৯॥
যেন মোর চিত্ত হৈল তোমার হিংসায়।
সেই মোর প্রায়শ্চিত্ত—মরিমু গঙ্গায় ॥"৬৮০॥
শুনি' অতি অকৈতব দ্বিজের বচন।
তুষ্ট হইলেন প্রভু, সর্ব্বভক্তগণ ॥৬৮১॥
প্রভু বলেন,—"দ্বিজ, তুমি ভাগ্যবন্ত বড়।
জন্মজন্ম কৃষ্ণের সেবক তুমি দঢ় ॥৬৮২॥
নহিলে এমত কৃপা করিবেন কেনে।
এ প্রকাশ অন্যে কি দেখয়ে ভৃত্য বিনে ॥৬৮৩॥
পতিত-তারণ-হেতু চৈতন্যগোসাঞি।
অবতরি আছেন, ইহাতে অন্য নাঞি ॥৬৮৪॥

জীব পুনরায় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার না করিলে
পতিতপাবন-নিত্যানন্দের ক্ষমা—

শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস সব নিমু মুঞি ॥৬৮৫॥
পরহিংসা, ডাকা-চুরি, সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি, না করিহ আর ॥৬৮৬॥

অনুষ্ঠিত পাপের বিষয় যোগ্যগুরুর নিকট নিবেদন করিলে পাপিজীবের পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়; তখন আর সে পুনরায় পাপ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। প্রায়শ্চিত্ত-বিধানে যে দণ্ডের ব্যবস্থা, তাদৃশ দণ্ড অঙ্গীকার করিলে মানবের ভাবি শিক্ষা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দণ্ডিত জন দণ্ড সহ্য করিয়া পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত হয়। যেখানে আর পাপ করিবার প্রবৃত্তি থাকে না, সেরূপ স্থানে নিজাহুতি[illegible] পাপের ফল হইতে পরিত্রাণ আকাঙ্ক্ষা করা হয়। উহ[illegible] নিষ্কপটভাবে বিহিত হইলে পুনরায় পাপপ্রবৃত্তির উদয়ের সম্ভাবনা থাকে না। পাপ হইতে মুক্ত না হইলে পাপিজী[illegible]

পাপবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিনামে উপদেশ ; পাপবৃত্তি সংরক্ষণপূর্ব্বক হরিনাম-গ্রহণের অভিনয় নামাপরাধমাত্র—

ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লহ হরি-নাম।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ ॥৬৮৭॥
যত সব দস্যু-চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া ॥" ৬৮৮॥

আপন-গলার মালা-প্রদান—

এত বলি' আপন-গলার মালা আনি।'
তুষ্ট হই' ব্রাহ্মণেরে দিলেন আপনি ॥৬৮৯॥
মহা-জয়জয়-ধ্বনি হইল তখন।
দ্বিজের হইল সর্ব্ববন্ধবিমোচন ॥৬৯০॥

বিপ্রের ক্রন্দন ও কাকুর্ব্বাদ—

কাকু করে দ্বিজ প্রভুচরণে ধরিয়া।
ক্রন্দন করয়ে বহু ডাকিয়া ডাকিয়া ॥৬৯১॥
"অহে প্রভু নিত্যানন্দ পাতকী-পাবন!
মুঞি-পাতকীরে দেহ' চরণে শরণ ॥৬৯২॥
তোমার হিংসায় সে হইল মোর মতি।
মুঞি পাপিষ্ঠের কোন্ লোকে হৈবে গতি ॥" ৬৯৩

বিপ্রের মস্তকে নিত্যানন্দের পদস্থাপন—

নিত্যানন্দ প্রভুবর—করুণাসাগর।
পাদপদ্ম দিলা তা'র মস্তক-উপর ॥৬৯৪॥
চরণারবিন্দ পাই' মস্তকে প্রসাদ।
ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ ॥৬৯৫॥

সেই দ্বিজের চেষ্টায় চোরদস্যুগণের পাপবৃত্তি পরিত্যাগ এবং চৈতন্যপদাশ্রয়—

সেই দ্বিজ-দ্বারে যত চোর-দস্যুগণ ॥
ধর্ম্মপথে আসি' লইল চৈতন্যশরণ ॥৬৯৬॥

পাপবৃত্তি ও অনাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক দস্যুগণের হরিনাম-গ্রহণ—

ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি' অনাচার।
সবে লইলেন অতি সাধু ব্যবহার ॥৬৯৭॥
সবেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ।
সবে হইলেন বিষ্ণুভক্তিযোগে দক্ষ ॥৬৯৮॥
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, কৃষ্ণগান নিরন্তর।
নিত্যানন্দ প্রভু হেন করুণা-সাগর ॥৬৯৯॥

অভূতপূর্ব্ব মহাবদান্যাবতার শ্রীনিত্যানন্দ—

অন্য অবতারে কেহ ঝাট নাহি পায়।
নিরবধি নিত্যানন্দ 'চৈতন্য' লওয়ায় ॥৭০০॥
যে ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দস্বরূপ না মানে'।
তাহারে লওয়ায় সেই চোর-দস্যুগণে ॥৭০১॥

নিত্যানন্দ-কৃপার মহত্ত্ব—

যোগেশ্বর-সবে বাঞ্ছে যে প্রেমবিকার।
যে অশ্রু, যে কম্প, যে বা পুলক হুঙ্কার ॥৭০২॥
চোর ডাকাইতে হইল হেন ভক্তি।
হেন প্রভু-নিত্যানন্দস্বরূপের শক্তি ॥৭০৩॥

নিজ তাৎকালিক স্বভাবক্রমে পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত হয়। দেউলিয়াদিগের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা না থাকিলে ধার্ম্মাধিকরণের সাহায্যে যেরূপ নূতনভাবে অর্জ্জনের শক্তি দেওয়া হয়, তদ্রূপ পরের অনিষ্টাচরণ প্রভৃতি পাপবাসনা বিদূরিত হইয়া সৎপথে জীবন যাপন করিবার প্রবৃত্তি থাকিলে পাপে মন আর ধাবিত হয় না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ঐ পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণের পূর্ব্ববৃত্তিসমূহ ক্ষমা করিয়া তাঁহার নবজীবন সঞ্চার করিলেন ॥ ৬৮৫ ॥

অ-বিষ্ণুভক্তি ও বিষ্ণুভক্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। বিষ্ণুভক্তিতে নিজেন্দ্রিয়তর্পণপরতা নাই; আর বিষ্ণু-ব্যতীত অন্যদেবের প্রতি ভক্তিতে নিজকামনার চরিতার্থতা আছে। বিষ্ণুভক্তিযোগের মধ্যেও ক্ষীণ, মধ্যমও নিপুণ ভেদে তারতম্য আছে। হরিনাম-গ্রহণ ফলে কৃষ্ণপ্রেমার উদয় হয় এবং সর্ব্বোত্তম রসে পর্য্যন্ত অধিকার-লাভ ঘটে ॥৬৯৮॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণও যদি শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের আনুগত্য না করেন, তাহা হইলে চোর-দস্যুগণ সেই নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণকে তাহাদের শ্রেণীভুক্ত করায়; অথবা শ্রীনিত্যানন্দ চোরদস্যুগণের শ্রেণীতে উঁহাকে স্থাপিত করান ॥ ৭০১ ॥

ডাকাইত— (হিন্দি) দস্যু, লুণ্ঠনকারী ॥৭০২॥

ভজ ভজ, ভাই, হেন প্রভু-নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু-গৌরচন্দ্র ॥৭০৪॥
যে শুনয়ে নিত্যানন্দ-প্রভুর আখ্যান।
তাহারে মিলিব গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥৭০৫॥
দস্যুগণমোচন যে চিত্ত দিয়া শুনে।
নিত্যানন্দ-চৈতন্য দেখিবে সেই জনে ॥৭০৬॥
হেনমতে নিত্যানন্দ পরম-কৌতুকে।
বিহরেন অভয়-পরমানন্দ-সুখে ॥৭০৭॥

সপার্ষদ-নিত্যানন্দের নবদ্বীপের প্রতি গ্রামে-গ্রামে কীর্ত্তন-সহিত ভ্রমণ—

তবে নিত্যানন্দ সর্ব্ব পারিষদ-সঙ্গে।
প্রতি গ্রামে-গ্রামে ভ্রমে' কীর্ত্তনের রঙ্গে ॥৭০৮॥

কখনও গঙ্গার পরপার-কুলিয়ায় গমন—

খানচৌড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া ॥৭০৯॥
বিশেষে সুকৃতি অতি বড়গাছিগ্রাম।
নিত্যানন্দস্বরূপের বিহারের স্থান ॥৭১০॥
বড়গাছিগ্রামের যতেক ভাগ্যোদয়।
তাহার করিতে নাহি পারি সমুচ্চয় ॥৭১১॥

নিত্যানন্দের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের চরিত্র—

নিত্যানন্দস্বরূপের পারিষদগণ।
নিরবধি সবেই পরমানন্দ-মন ॥৭১২॥
কারো কোন কর্ম্ম নাই সংকীর্ত্তন-বিনে।
সবার গোপালভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥৭১৩॥
বেত্র বংশী সিঙ্গা ছাঁদ-দড়ি গুঞ্জাহার।
তাড় খাড়ু হাতে, পায়ে নূপুর সবার ॥৭১৪॥
নিরবধি সবার শরীরে কৃষ্ণভাব।
অশ্রু-কম্প-পুলক—যতেক অনুরাগ ॥৭১৫॥
সবার সৌন্দর্য্য যেন অভিন্ন মদন।
নিরবধি সবেই করেন সংকীর্ত্তন ॥৭১৬॥
পাইয়া অভয় স্বামী প্রভু নিত্যানন্দ।
নিরবধি কৌতুকে থাকেন ভক্তবৃন্দ ॥৭১৭॥
নিত্যানন্দস্বরূপের দাসের মহিমা।
শত বৎসরেও করিবারে নাহি সীমা ॥৭১৮॥
তথাপিহ নাম কহি—জানি যাঁ'র যাঁ'র।
নাম মাত্র স্মরণেও তরিয়ে সংসার ॥৭১৯॥
যাঁ'র যাঁ'র সঙ্গে নিত্যানন্দের বিহার।
সবে নন্দ-গোষ্ঠী গোপ-গোপী-অবতার ॥৭২০॥
নিত্যানন্দস্বরূপের নিষেধ লাগিয়া।
পূর্ব্ব-নাম না লিখিল বিদিত করিয়া ॥৭২১॥

কতিপয় নিত্যানন্দপার্ষদের নাম ও চরিত্র,
রামদাস—

পরম পার্ষদ—রামদাস মহাশয়।
নিরবধি ঈশ্বরভাবে সে কথা কয় ॥৭২২॥

খানচৌড়া—পাঠান্তরে, "খালাছাড়া", কেহ কেহ বলেন, খানাজোড়া, খানাচৌতা, একডালাই 'খানাচৌড়া' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। 'খালাছাড়া' বলিতে প্রাচীন নদীর খাদ, ছাড়ি-খাদ ও বুঝান গঙ্গা বা খাল প্রভৃতি বুঝায়। বড়গাছি—এই গ্রাম অদ্যাপি বর্ত্তমান এবং 'কালশির খাল' রুকুনপুর প্রভৃতি গ্রামের নিকটবর্ত্তী। এই গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দের শ্বশুর [illegible] অবস্থিত ছিল।

দোগাছিয়া—কৃষ্ণনগরের নিকট দোগাছিয়া গ্রাম। সেখানে শ্রীনিত্যানন্দের জনৈক সেবকের বাস ছিল।

শ্রীনবদ্বীপ—শ্রীগঙ্গার পূর্ব্বপারে শ্রীমায়াপুরকে বুঝায়। কোলদ্বীপ বা কুলিয়া—গঙ্গার পশ্চিমপারে অবস্থিত। সকল বিজ্ঞগণের মতেই বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ মহাপ্রভুর সময়ে 'কুলিয়া' নামে অভিহিত হইত। কুলিয়া-গ্রামের পূর্ব্বতটে শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ। "সবে মাত্র গঙ্গা নদীয়ায় কুলিয়ায়" —এই শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত বাক্য হইতে নিজ শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুর—গঙ্গার পূর্ব্বপারে চিরকালই বর্ত্তমান এবং কুলিয়ার সংস্থান—পশ্চিমপারে চিরদিনই অবস্থিত ছিল ও আছে। এখনও প্রাচীন কুলিয়ার নিদর্শন স্বরূপ 'কুলিয়ার গঞ্জ', 'আমাদকোল', 'তেঘরির কোল', 'কুলিয়ার দহ' প্রভৃতি সংজ্ঞা ন্যূনাধিক বর্ত্তমান ॥ ৭০৯ ॥

সমুচ্চয়—ইয়ত্তা, গণনা, পরিমাণ ॥ ৭১১ ॥

শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গিগণ—কৃষ্ণলীলায় গোপগোপী এবং নন্দের পরিবারবর্গ ॥ ৭২০ ॥

শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদ-সঙ্গিগণ কৃষ্ণলীলা-কালে যে সকল

যাঁ'র বাক্য কেহ ঝাট না পারে বুঝিতে।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁ'র হৃদয়েতে ॥৭২৩॥
সবার অধিক ভাবগ্রস্ত রামদাস।
যাঁ'র দেহে কৃষ্ণ আছিলেন তিন মাস ॥৭২৪॥

মুরারিপণ্ডিত—

প্রসিদ্ধ চৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত।
যাঁ'র খেলা মহাসর্প-ব্যাঘ্রের সহিত ॥৭২৫॥

রঘুনাথ উপাধ্যায়—

রঘুনাথ-বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি।
যাঁ'র দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতি মতি ॥৭২৬॥

গদাধরদাস—

প্রেমভক্তি-রসময় গদাধরদাস।
যাঁ'র দরশন-মাত্র সর্ব্ব-পাপ-নাশ ॥৭২৭॥

সুন্দরানন্দ—

প্রেমরসসমুদ্র—সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দস্বরূপের পার্ষদপ্রধান ॥৭২৮॥

পণ্ডিত কমলাকান্ত—

পণ্ডিত-কমলাকান্ত—পরম-উদ্দাম।
যাঁহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম ॥৭২৯॥

গৌরীদাসপণ্ডিত—

গৌরীদাসপণ্ডিত—পরমভাগ্যবান্।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁ'র প্রাণ ॥৭৩০॥

পুরন্দরপণ্ডিত—

পুরন্দর-পণ্ডিত—পরম শান্ত-দান্ত।
নিত্যানন্দস্বরূপের বল্লভ একান্ত ॥৭৩১॥

পরমেশ্বরীদাস—

নিত্যানন্দ-জীবন পরমেশ্বরীদাস।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস ॥৭৩২॥

ধনঞ্জয় পণ্ডিত—

ধনঞ্জয়পণ্ডিত—মহান্ত বিলক্ষণ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্ব্বক্ষণ ॥৭৩৩॥

নামে পরিচিত, শ্রীনিত্যানন্দ স্বীয় ভক্তগণকে বর্ত্তমান-কালে তাহা সর্ব্বসাধারণ্যে আলোচনা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভক্তগোষ্ঠীতে গৌরলীলায় শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদগণ কৃষ্ণলীলায় যে যে অভিধানে অভিহিত হইতেন, তাহা শ্রীকবিকর্ণপূর লিখিত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' নামক গ্রন্থে ভক্তগোষ্ঠীর জন্য উল্লিখিত আছে ॥৭২১॥

শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদশ্রেষ্ঠ রামদাস সকল সময়েই স্বীয় বিষয়বিগ্রহোচিত ভাষায় আলাপ করিতেন, তথাপি তিনি শঙ্কর-মতাবলম্বী মায়াবাদী ছিলেন না। অনেকে বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে "অহংগ্রহোপাসক" বলিয়া ভ্রম করিতেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে রামদাস ভগবৎকাম-পরিতর্পণের জন্য সর্ব্বক্ষণ সেবোন্মুখ ছিলেন। মূঢ় মায়াবাদিগণ জীব-ব্রহ্মৈক-বিচারে ভক্তের চেষ্টা বুঝিতে পারে না। শ্রীরামদাস কোন সময়ে তিনমাসকাল স্বীয়-দাস্যভাব গোপন করিয়া অবস্থান করায় কৃষ্ণ রামদাসের শরীরে আবিষ্ট হইয়া তিনমাসকাল বাস করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় ছলনায় যদি কেহ কৃষ্ণের ন্যায় স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করে, তবে তাহার নরকলাভ অবশ্যম্ভাবী। রামানন্দি-সম্প্রদায়ের অনেকেই অহংগ্রহোপাসনার অনুগমন করেন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ন্যূনাধিক মায়াবাদ স্থান লাভ করায় চারি-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সহিত সকল বিষয়ে সমত্ব স্থাপন করেন না ॥৭২৪॥

তথ্য। রামদাস—চৈঃ চঃ আদি ১১।১৩ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥৭২৪॥

মুরারি পণ্ডিত—চৈঃ চঃ আদি ১১।২০ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥৭২৫॥

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায়—চৈঃ চঃ আদি ১১।২২ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥৭২৬॥

গদাধর দাস—চৈঃ চঃ আদি ১০।৫৩ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥৭২৭॥

সুন্দরানন্দ—চৈঃ চঃ আদি ১১।২৩ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥৭২৮॥

গৌরীদাস পণ্ডিত—চৈঃ চঃ আদি ১১।২৬ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥৭৩০॥

পুরন্দর পণ্ডিত—চৈঃ চঃ আদি ১১।২৮ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥৭৩১॥

বলরামদাস—

প্রেমরসে মহামত্ত—বলরামদাস।
যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ ॥৭৩৪॥

যদুনাথ কবিচন্দ্র—

যদুনাথ কবিচন্দ্র—প্রেমরসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহারে সদয় ॥৭৩৫॥

জগদীশ পণ্ডিত—

জগদীশপণ্ডিত—পরমজ্যোতির্ধাম।
স-পার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁ'র ধন প্রাণ ॥৭৩৬॥

পণ্ডিত পুরুষোত্তম—

পণ্ডিত পুরুষোত্তম—নবদ্বীপে জন্ম।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের মহাভৃত্য মর্ম্ম ॥৭৩৭॥
পূর্ব্বে যাঁ'র ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
যাঁহার প্রসাদে হয় নিত্যানন্দে মতি ॥৭৩৮॥

দ্বিজ কৃষ্ণদাস—

রাঢ়ে জন্ম মহাশয় দ্বিজ-কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দ-পারিষদে যাঁহার বিলাস ॥৭৩৯॥

কালিয়া-কৃষ্ণদাস—

প্রসিদ্ধ কালিয়া-কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে ॥৭৪০॥

সদাশিব-কবিরাজ—

সদাশিব-কবিরাজ—মহা-ভাগ্যবান্।
যাঁ'র পুত্র—পুরুষোত্তমদাস-নাম ॥৭৪১॥

পুরুষোত্তমদাস—

বাহ্য নাহি পুরুষোত্তমদাসের শরীরে।
নিত্যানন্দচন্দ্র যাঁ'র হৃদয়ে বিহরে ॥৭৪২॥

উদ্ধারণদত্ত—

উদ্ধারণদত্ত—মহা-বৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দ-সেবায় যাঁহার অধিকার ॥৭৪৩॥

মহেশপণ্ডিত ও পরমানন্দ উপাধ্যায়—

মহেশপণ্ডিত—অতি-পরম মহান্ত।
পরমানন্দ-উপাধ্যায়—বৈষ্ণব একান্ত ॥৭৪৪॥

গঙ্গাদাস—

চতুর্ভুজপণ্ডিত নন্দন গঙ্গাদাস।
পূর্ব্বে যাঁ'র ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥৭৪৫॥

আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ—

আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ—পরম-উদার।
পূর্ব্বে রঘুনাথপুরী নাম খ্যাতি যাঁ'র ॥৭৪৬॥

পরমেশ্বরী দাস—চৈঃ চঃ আদি ১১।২৯ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥৭৩২॥

ধনঞ্জয় পণ্ডিত—চৈঃ চঃ আদি ১১।৩১ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥৭৩৩॥

বলরাম দাস—চৈঃ চঃ আদি ১১।১৪ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥৭৩৪॥

যদুনাথ কবিচন্দ্র—চৈঃ চঃ আদি ১১।৩৫ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥৭৩৫॥

জগদীশ পণ্ডিত—চৈঃ চঃ আদি ১১।৩০ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥৭৩৬॥

পুরুষোত্তম পণ্ডিত—চৈঃ চঃ আদি ১১।৩৩ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥৭৩৭॥

দ্বিজ কৃষ্ণদাস—চৈঃ চঃ আদি ১১।৩৬ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥৭৩৯॥

(কালিয়া কৃষ্ণদাস) কালা-কৃষ্ণ—চৈঃ চঃ আদি ১১।৩৭ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥৭৪০॥

সদাশিব কবিরাজ—চৈঃ চঃ আদি ১১।৩৮ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥৭৪১॥

পুরুষোত্তম দাস—চৈঃ চঃ আদি ১১।৩৮ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥৭৪১॥

উদ্ধারণ দত্ত—চৈঃ চঃ আদি ১১।৪১ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥৭৪৩॥

মহেশ পণ্ডিত—চৈঃ চঃ আদি ১১।১২ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥৭৪৪॥

পরমানন্দ উপাধ্যায়—চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৪ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥৭৪৪॥

গঙ্গাদাস—চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৩ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥৭৪৫॥

পরমানন্দ গুপ্ত—

প্রসিদ্ধ পরমানন্দগুপ্ত মহাশয়।
পূর্ব্বে যাঁ'র ঘরে নিত্যানন্দের আলয় ॥৭৪৭॥

বড়গাছির কৃষ্ণদাস—

বড়গাছি-নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস।
যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥৭৪৮॥

কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ ও আচার্য্যচন্দ্র—

কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ—দুই শুদ্ধমতি।
মহান্ত আচার্য্যচন্দ্র—নিত্যানন্দগতি ॥৭৪৯॥

মাধবানন্দঘোষ—

গায়ন মাধবানন্দঘোষ মহাশয়।
বাসুদেবঘোষ—অতি প্রেম-রসময় ॥৭৫০॥

শ্রীজীবপণ্ডিত—

মহাভাগ্যবন্ত জীব-পণ্ডিত উদার।
যাঁ'র ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহার ॥৭৫১॥

শ্রীমনোহর, নারায়ণ, কৃষ্ণদাস ও দেবানন্দ—

নিত্যানন্দ-প্রিয়—মনোহর, নারায়ণ।
কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ—এই চারিজন ॥৭৫২॥

যত ভৃত্য নিত্যানন্দচন্দ্রের সহিতে।
শত-বৎসরেও তাহা না পারি লিখিতে ॥৭৫৩॥
সহস্রসহস্র একো সেবকের গণ।
সবার চৈতন্য-নিত্যানন্দ ধন-প্রাণ ৭৫৪॥

নিত্যানন্দকৃপায় সকলেই আচার্য্য—

নিত্যানন্দ-প্রসাদে তাঁহারা গুরু-সম।
শ্রীচৈতন্য-রসে সবে পরম উদ্দাম ॥৭৫৫॥
কিছুমাত্র আমি লিখিলাঙ জানি' যাঁ'রে।
সকল বিদিত হৈব বেদব্যাস দ্বারে ॥৭৫৬॥

গ্রন্থকার ঠাকুর বৃন্দাবনের আপনাকে শ্রীনিত্যানন্দের শেষভৃত্যরূপে পরিচয় প্রদান—

সর্ব্বশেষভৃত্য তান—বৃন্দাবনদাস।
অবশেষপাত্র-নারায়ণী-গর্ভজাত ॥৭৫৭॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যাঁ'র ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষপাত্র নারায়ণী' ॥৭৫৮॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৭৫৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ-চরিতবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ—চৈঃ চঃ আদি ১১।৪২ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥ ৭৪৬ ॥

পরমানন্দ গুপ্ত—চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৫ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥ ৭৪৭ ॥

কৃষ্ণদাস (বড়গাছি নিবাসী)—চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৭ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥ ৭৪৮ ॥

কৃষ্ণদাস—চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৬ সংখ্যা ও অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৭৪৯ ॥

মাধব ঘোষ—চৈঃ চঃ আদি ১১।১৫ সংখ্যা ও অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৭৫০ ॥

বাসুদেব ঘোষ—চৈঃ চঃ আদি ১১।১৫ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য ॥ ৭৫০ ॥

জীব-পণ্ডিত—চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৪ সংখ্যা ও অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥৭৫১॥

মনোহর, নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ—চৈঃ চঃ আদি ১১.৪৬ সংখ্যা ও অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৭৫২ ॥

গ্রন্থকার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর পিতৃকুলের পরিচয়ে ভক্তিমানের বংশে উদ্ভূত বলিয়া পরিচিত নহেন, পরন্তু পরম গৌরভক্ত মাতামহের পরিচয়েই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জননী শ্রীনারায়ণী দেবী শ্রীচৈতন্য-দেবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। এই নারায়ণী-নন্দন শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর সর্ব্বশেষ ভৃত্য ॥ ৭৫৭ ॥

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী জনৈক বিপ্রের শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বেষভূষা ও আচরণাদি-দর্শনে সন্দেহযুক্ত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট নিত্যানন্দ সম্বন্ধে প্রশ্ন এবং শ্রীগৌরহরি-কর্তৃক শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা নিত্যানন্দের প্রতি ব্রাহ্মণের সন্দেহ-নিরাস ও বিধিনিষেধাতীত শ্রীনিত্যানন্দ ও অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-মহত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

যখন শ্রীধাম-নবদ্বীপে অভিন্নবলদেব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নানাপ্রকার লীলাবিলাস প্রকটন ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরণে লোকাকর্ষণপূর্ব্বক নানাবিধ অলঙ্কার, বিবিধ বেশভূষা এবং তাম্বূল, কর্পূর, চন্দনমাল্যাদি বিলাসদ্রব্য গ্রহণ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দরের সহাধ্যায়ী নবদ্বীপস্থ জনৈক বিপ্রের নিত্যানন্দের ঐরূপ শাস্ত্রাতীত আচরণ ও বিলাসাদি দর্শনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণের শ্রীচৈতন্যচরণে দৃঢ়া ভক্তি থাকিলেও উক্ত বিপ্র নিত্যানন্দপ্রভুর বিধিনিষেধাতীত আচরণে সন্দেহযুক্ত হইলেন। কোন সময় ব্রাহ্মণ নীলাচলে গমন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে নিভৃতে শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি নিজ সন্দেহের কথা ব্যক্ত করিয়া কহিলেন যে, নিত্যানন্দকে সকলে 'সন্ন্যাসী' বলেন, সন্ন্যাসীর ধাতুদ্রব্য স্পর্শ নিষিদ্ধ, কিন্তু নিত্যানন্দ সর্ব্বদা দেহে সোণা-রূপা মণিমুক্তা জড়িত করিয়া থাকেন, কাষায় কৌপীন ছাড়িয়া দিব্যপট্টবাস পরিধান করেন, দণ্ড ছাড়িয়া লৌহদণ্ড ধারণ করেন, সর্ব্বদা শূদ্রের গৃহে অবস্থান ও ভোজনাদি করেন, তাঁহার আচারের কোনটাই শাস্ত্রের অনুযায়ী বলিয়া দৃষ্ট হয় না। যাঁহাকে সকল লোকে 'বড় লোক' বলিয়া বলেন, তাঁহাতে আশ্রম-বিরুদ্ধাচার কেনই বা লক্ষিত হইবে?

মহাপ্রভু বিপ্রের সন্দেহ নিরাস করিবার জন্য ভাগবতপ্রমাণ উল্লেখপূর্ব্বক বলিলেন যে, যিনি উত্তম অধিকারী, তাঁহাতে প্রাকৃত দৃষ্টিতে যে-সকল দোষ বলিয়া মনে হয়, তাহা দোষ নহে। কৃষ্ণচন্দ্র স্বরাট্ বস্তু, উত্তমাধিকারীর দেহে সেই স্বরাট্ বস্তু অনুক্ষণ অবস্থিত থাকিয়া বিহার করেন। সুতরাং উত্তমাধিকারীর সকল আচারই কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়। ইহা একমাত্র অকৃত্রিম উত্তমাধিকারীতেই সম্ভব। রুদ্রই কালকূট পান করিয়া 'নীল-কণ্ঠ' নাম ধারণ করিতে পারেন, অপরের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। উত্তমাধিকারীর অনুকরণ করিলে বিনাশ অনিবার্য্য। শ্রীগৌরসুন্দর ভাগবতীয় দশম স্কন্ধের দুইটী শ্লোক প্রমাণ-স্বরূপ উল্লেখ করিলেন এবং অকৃত্রিম মহতের বাহ্য দুরাচার-দর্শনে আধ্যক্ষিক-বিচারে কোনও প্রকার কটাক্ষ মাত্র করিলেও কিরূপ ক্লেশ ভোগ ও পাপযোনি ভ্রমণ করিতে হয়, তাহার উদাহরণস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৫ অধ্যায়ের একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। যখন সিদ্ধ ব্যক্তিগণও অপ্রাকৃত মহাভাগবত বৈষ্ণবের ব্যবহারের প্রতি পরিহাস করিয়া অশেষ ক্লেশে ও কর্ম্মপাকে পতিত হন, তখন আর অসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে কা কথা? যে ব্যক্তি বিষ্ণুপূজা করেন, হরিনাম (?) গ্রহণ করেন, কিন্তু হরিভক্তকে নিন্দা করেন, তাঁহার সমস্ত পূজা ও নাম-গ্রহণাদির ছলনা নিরর্থক। আর যে ব্যক্তি ভগবানের ভক্তের প্রতি প্রীতিময়ী সেবায় নিযুক্ত, সেই ব্যক্তিই নিঃসংশয়িতরূপে কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি কেবল বিষ্ণুপূজার ছলনা দেখায়, কিন্তু বৈষ্ণবপূজায় অনাদর করে, সে ব্যক্তি 'দাম্ভিক'। স্বরাট্ অভিন্ন-বলদেব শ্রীনিত্যানন্দচরিত্র জীববুদ্ধির অগম্য, অচিন্ত্য এবং সর্ব্ববিধি-নিষেধাতীত। অজ্ঞতাক্রমেও যদি কেহ সেই নিত্যানন্দের নিন্দা করে, সে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তির সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াও তাহা হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হয়।

শ্রীগৌরসুন্দর এই সকল উপদেশ সকলের নিকট

প্রচার করিবার জন্য বিপ্রকে সত্বরে নবদ্বীপে গমন করিতে বলিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন, নিত্যানন্দের প্রতি যে ব্যক্তি অকৈতব-প্রীতি করে, সে ব্যক্তি সত্য সত্য আমার প্রতিও প্রীতি করিয়া থাকে। অভিন্ন বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ—স্বরাট্ পুরুষ, তিনি কখনও লোক-লোচনে যদি মদিরা পান এবং যবনীগ্রহণ করেন বলিয়াও প্রতিভাত হয়, তথাপি তিনি ব্রহ্মার নিত্য বন্দ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য-শ্রবণে বিপ্রের সংশয়-মোচন হইল এবং শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে বিশ্বাস জন্মিল। বিপ্র নবদ্বীপে গমনপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীচরণে অপরাধের কথা ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিলেন।

উপসংহারে ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন বলিতেছেন যে, বিভিন্ন ভূমিকা হইতে বিভিন্ন প্রকার লোক শ্রীনিত্যানন্দ-সম্বন্ধে যাহাই উক্তি করুক না কেন, যে কোনও প্রকারে জীব যদি নিত্যানন্দ ও গৌরচন্দ্রের আশ্রিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই গুরু-গৌরাঙ্গের আদরকারিসূত্রে ঠাকুরের বন্দ্য। 'নিত্যানন্দই আমার একমাত্র নিত্যপ্রভু, আমি জন্মজন্ম তাঁহার নিত্য কিঙ্কর। এই নিত্যানন্দকৈঙ্কর্য্যই আমি সকলের নিকট প্রার্থনা করি। শ্রীনিত্যানন্দের এরূপ মহিমা-সত্ত্বেও যে পাপী নিত্যানন্দের নিন্দা করে, সেই পাপীর মঙ্গল নিত্যানন্দ-ভৃত্যের পদাঘাত ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারেই সম্ভব নহে।' পরিকরবৈশিষ্ট্যের সহিত শ্রীনিতাই-গৌরের সেবাভিলাষ করিয়া গ্রন্থকার অধ্যায়ের উপসংহার করিয়াছেন। (গৌঃ ভাঃ)

জয়কীর্ত্তনমুখে মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্তবৃন্দ ॥ ১ ॥
হেনমতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দচন্দ্র।
সর্ব্ব-দাস-সহ করে কীর্ত্তন-আনন্দ ॥ ২ ॥

অভিন্ন রোহিণীনন্দন নিত্যানন্দের লীলাবিলাস ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণে লোকাকর্ষণ—

বৃন্দাবনমধ্যে যেন করিলেন লীলা।
সেইমত নিত্যানন্দস্বরূপের খেলা ॥ ৩ ॥
অকৈতবরূপে সর্ব্বজগতের প্রতি।
লওয়ায়েন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতি-মতি ॥ ৪ ॥
সঙ্গে পারিষদগণ—পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে মহাজ্যোতির্দ্ধাম ॥ ৫ ॥

অবধূত-নিত্যানন্দের আচার-প্রচারে কাহারো সুখ, কাহারো অবিশ্বাস—

অলঙ্কার-মালায় পূর্ণিত কলেবর।
কর্পূর-তাম্বূল শোভে সুরঙ্গ অধর ॥ ৬ ॥
দেখি' রাম-নিত্যানন্দ প্রভুর বিলাস।
কেহো সুখ পায়, কারো না জন্মে বিশ্বাস ॥ ৭ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী ও প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত জনৈক ব্রাহ্মণের অক্ষজ নেত্রে শ্রীনিত্যানন্দ-আচরণ-দর্শনে সন্দেহ—

সেই নবদ্বীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ।
চৈতন্যের সঙ্গে তান পূর্ব্ব অধ্যয়ন ॥ ৮ ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের দেখিয়া বিলাস।
চিত্তে কিছু তান জন্মিয়াছে অবিশ্বাস ॥ ৯ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

জগতের অধিকাংশ লোক ভুক্তি-মুক্তির ছলনায় আকৃষ্ট। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জীবগণকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুবর্গের ছলনা প্রদর্শন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিতে অনুরাগী ও মতিমান্ করাইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

সুরঙ্গ—হিঙ্গুলবর্ণ, উত্তম রক্তবর্ণ ॥ ৬ ॥

চৈতন্যচন্দ্রেতে তা'র দৃঢ় ভক্তি।
নিত্যানন্দস্বরূপের না জানেন শক্তি ॥১০॥
দৈবে সেই ব্রাহ্মণ গেলেন নীলাচলে।
তথাই আছেন কতদিন কুতূহলে ॥১১॥
প্রতিদিন যায় বিপ্র শ্রীচৈতন্যের স্থানে।
পরম বিশ্বাস তান প্রভুর চরণে ॥১২॥

বিধিনিষেধাতীত অপ্রাকৃত পরমহংসলীল অভিন্ন-বলদেব
শ্রীমন্ নিত্যানন্দের আশ্রমবিরোধী আচার-দর্শনে
মহাপ্রভুর নিকট ব্রাহ্মণের প্রশ্ন—

দৈবে এক দিন সেই ব্রাহ্মণ নিভৃতে।
চিত্তে ইচ্ছা করিলেন কিছু জিজ্ঞাসিতে ॥১৩॥
বিপ্র বলে,—"প্রভু, মোর এক নিবেদন।
করিমু তোমার স্থানে, যদি দেহ' মন ॥১৪॥
মোরে যদি 'ভৃত্য' হেন জ্ঞান থাকে মনে।
ইহার কারণ প্রভু কহ শ্রীবদনে ॥১৫॥
নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ-অবধূত।
কিছু ত না বুঝোঁ যুক্তি করেন কিরূপ ॥১৬॥
সন্ন্যাস আশ্রম তান বলে সর্ব্বজন।
কর্পূর-তাম্বূল সে ভোজন সর্ব্বক্ষণ ॥১৭॥
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোণা, রূপা, মুক্তা সে তাঁহার কলেবরে ॥১৮॥
কাষায় কৌপীন ছাড়ি' দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দন-মালা সদাই বিলাস ॥১৯॥
দণ্ড ছাড়ি' লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে ॥২০॥
শাস্ত্রমত যুক্তি তান না দেখোঁ আচার।
এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার ॥২১॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জগদ্বাসীকে স্রগ্, গন্ধ, বাস ও অলঙ্কারসমূহ কৃষ্ণপ্রসাদবুদ্ধিতে গ্রহণ করিবার শিক্ষা প্রদান করায় তাঁহাকে মূঢ়জনগণ—'বিলাসপর' বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিল। তাহাতে তাঁহার প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা ছিল না। আবার যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা হরি-সম্বন্ধিবস্তুর পরিত্যাগকে 'ফল্গু-বৈরাগ্য' জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রচার্য্য-বিষয়ে আনন্দ লাভ করিতেন ॥

বিধিশাস্ত্রমতে চতুর্থাশ্রমী স্রগগন্ধতাম্বূলাদি বিলাস-সহচর বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু বর্ত্তমানকালে অকালপক্ব অহঙ্কারী প্রাকৃতসহজিয়াগণ নির্ব্বিবাদে প্রসাদ-গ্রহণের ছলনায় প্রচুর তাম্বূল ব্যবহার করে। এই প্রকার অনধিকারীর পরমহংসাচার গ্রহণ সর্ব্বদা গর্হণীয় বলিয়া সাধারণ মূঢ় লোক পারমহংস্যধর্ম্মের মূল আশ্রয় শ্রীনিত্যানন্দকেও 'বিবিক্ত' ও 'ধীরসন্ন্যাসী'-জ্ঞানে ভ্রমে পড়িয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বলেন,—বর্ত্তমানকালে শ্রীরাম-কৃষ্ণদাস ধাতুদ্রব্য গ্রহণ না করিয়া তুর্য্যাশ্রমীর সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। ভক্ত-সন্ন্যাসীর শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায় স্বর্ণ-রৌপ্য-ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে। বৈধ বিবিক্ত সন্ন্যাসীর আদর্শ উহাতে দোষযুক্ত হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই সত্য, কিন্তু অন্তরে পরমহংসাভিমান রাখিয়া বাহিরে যদি ধাতু-দ্রব্যাদি গৃহীত না হয়, তাহা হইলে অন্তরে প্রতিষ্ঠাশা বিরাজ করে এবং লোক প্রতারণাকল্পে তাদৃশ আচার হীনাধিকার-জ্ঞাপক মাত্র।

লোকে নিন্দা করিবে বলিয়া যাত্রা-মহোৎসব প্রভৃতিতে ধাতুদ্রব্য-গঠিত শোভাযাত্রা প্রভৃতি উঠাইয়া দিয়া ভগবানের সেবা-বিষয়ে দরিদ্রতা দেখাইলে আধ্যক্ষিক পরোপকারি-সম্প্রদায় বিপথগামী হইয়া "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং' শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। আধুনিক-কালে কাষায়-কৌপীন পরিত্যাগপূর্ব্বক রেশমী-বস্ত্র-ব্যবহার ও চন্দন-মালাদি-গ্রহণ যদি কোন ব্যক্তিকে বিপথগামী করিয়া তুলে, তাহা হইলে পরহংসাচারের কপটতায় তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আর যদি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠাশা-রাহিত্য-ক্রমে শ্রীপুণ্ডরীকবিদ্যানিধি, শ্রীরামানন্দরায় ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর আদর্শের কোন অংশ পরমহংসাচারে অবস্থিত ভক্তবরের দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বুঝিয়া লইতে পারেন। ভাগ্যহীন ব্যক্তি বৈষ্ণবে প্রাকৃত দর্শনে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া ফেলে ॥ ১৮ ॥

কৌতুহলাক্রান্ত আপাতদৃষ্টি-সম্পন্ন বিপ্র শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীনিত্যানন্দের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া

'বড়লোক' বলি তাঁ'রে বলে সর্ব্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে ॥২২॥
যদি মোরে 'ভৃত্য' হেন জ্ঞান থাকে মনে।
কি মর্ম্ম ইহার? প্রভু, কহ শ্রীবদনে ॥২৩॥
সুকৃতি ব্রাহ্মণ প্রশ্ন কৈল শুভক্ষণে।
অমায়ায় প্রভু তত্ত্ব কহিলেন তানে ॥২৪॥

মহাপ্রভুর উত্তর—উত্তমাধিকারিজনের আচরণ অক্ষজ-জ্ঞানে বিচার্য্য নহে বা অন্যের অনুকরণীয় নহে—

শুনিঞা বিপ্রের বাক্য শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রের প্রতি করিলা উত্তর ॥২৫॥
"শুন বিপ্র, মহা-অধিকারী যেবা হয়।
তবে তান দোষ-গুণ কিছু না জন্ময় ॥২৬॥

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণ—
(ভাঃ ১১।২০।৩৬)
ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেযুষাম্ ॥২৭॥

পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এইমত নিত্যানন্দস্বরূপ নির্ম্মল ॥২৮॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র, সর্ব্বদা বিহরে ॥২৯॥
অধিকারী বই করে তাহান আচার।
দুঃখ পায় সেইজন, পাপ জন্মে তা'র ॥৩০॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষ-পান।
সর্ব্বথায় মরে, সর্ব্বপুরাণ প্রমাণ ॥৩১॥

(ভাঃ ১০।৩৩।২৯-৩০)
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥৩২॥
ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥৩৩॥

অকৃত্রিম মহতের বাহ্য-দুরাচার-দর্শনে আধ্যক্ষিক-বিচারে কটাক্ষ বিনাশের সেতু—

এতেকে যে না জানিঞা নিন্দে তান কর্ম্ম।
নিজ-দোষে সে-ই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম ॥৩৪॥

বলিতে লাগিলেন যে, 'সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য দণ্ডধারণ, উহা না করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু লৌহদণ্ড ধারণ করিয়াছেন এবং অদর্শনীয় অস্পৃশ্যশূদ্রের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহাদের সহিত অনেক সময় যাপন করিয়া থাকেন।' এই সকল শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচার তাঁহাতে পরিদৃষ্ট হওয়ায় শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব আছে, তজ্জন্য তিনি সন্দেহযুক্ত হইয়াছেন ॥২০॥

তথ্য। তাম্বূলং বিধবা-স্ত্রীণাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্। সন্ন্যাসিনাঞ্চ গোমাংসসুরাতুল্যং শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮৩ অধ্যায়) অনিকেতস্থিতিরেব স ভিক্ষুর্হাটকাদীনাং নৈব পরিগ্রহেৎ ॥ (পরমহংসোপনিষৎ) গ্রামান্তে বৃক্ষমূলে বা বাসং দেবালয়েঽপি বা। ধৌতকাষায়বসনো ভস্মচ্ছন্নতনূরুহঃ ॥ (কূর্ম্মপুরাণ, উপবিভাগ, ২৭ অধ্যায়) বিভৃয়াদ্‌যদ্যসৌ বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্ ॥ (ভাঃ ৭।১৩।২) হিরণ্ময়ানি পাত্রাণি কৃষ্ণায়সময়ানি চ। যতীনাং তান্যপাত্রাণি বর্জ্জয়েৎ জ্ঞানিভিক্ষুকঃ ॥ যস্মাৎ ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন দৃষ্টঞ্চ স ব্রহ্মহা ভবেৎ। যস্মাৎ ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন স্পৃষ্টঞ্চ স পৌল্কশো ভবেৎ। যস্মাৎ ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন গ্রাহ্যঞ্চ স আত্মহা ভবেৎ ॥ (পরমহংসোপনিষদ্-টীকা) দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ কৌপীনঞ্চ পরিগ্রহেৎ শেষং বিসৃজেৎ শেষং বিসৃজেৎ। (আরুণেয়োপনিষৎ) দণ্ডং কমণ্ডলুং রক্তবস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ। নিত্যং প্রবাসী নৈকত্র স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ ॥ শুদ্ধাচার-দ্বিজান্নঞ্চ ভুংক্তে লোভাদিবর্জ্জিতঃ ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড ৩৩ অধ্যায়) ॥২১॥

এই প্রকার আপাতদর্শনে আচারভ্রষ্ট জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মণের শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সম্বন্ধে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, উহা তাঁহার সৌভাগ্যের পরিচায়ক মাত্র ॥২৪॥

শ্রীগৌরসুন্দর সেই সুকৃতিসম্পন্ন সন্দিগ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণকে বলিলেন—আধ্যক্ষিক অধিকার অর্থাৎ আপাতদর্শন এক প্রকার, আর তাৎপর্য্যযুক্ত সূতীক্ষ্ণবুদ্ধিতে প্রবেশ অন্য প্রকার। যাঁহারা অন্যাভিলাষ, কর্ম্মজ্ঞানাদির আবরণ পরিত্যাগ করিয়া অনুকূলভাবে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের অনুশীলন করেন, তাঁহাদের অধিকার ও তদিতর অপর পক্ষের

গর্হিতো করয়ে যদি মহা-অধিকারী।
নিন্দার কি দায়, তাঁ'রে হাসিলেই মরি ॥৩৫॥

ভাগবতোক্ত সেই সকল সিদ্ধান্ত বৈষ্ণব-গুরু
কীর্ত্তন করেন—

ভাগবত হইতে এ সব তত্ত্ব জানি।
তাহো যদি বৈষ্ণব-গুরুর মুখে শুনি ॥৩৬॥

ভাগবতের দশম-স্কন্ধোক্ত দেবকীর গর্ভজাত ষট্-পুত্রের
বিনাশ ও দণ্ডপ্রাপ্তি, ব্রহ্মার বাহ্যদুরাচার-দর্শনে
তৎপ্রতি কটাক্ষের দৃষ্টান্তই প্রমাণ—

মহান্তের আচরণে হাসিলে যে হয়।
চিত্ত দিয়া শুন ভাগবতে যেই কয় ॥৩৭॥

এককালে রাম-কৃষ্ণ গেলেন পড়িতে।
বিদ্যা পূর্ণ করি' চিত্ত করিলা আসিতে ॥৩৮॥
'কি দক্ষিণা দিব'? বলিলেন গুরু-প্রতি।
তবে পত্নীসঙ্গে গুরু করিলা যুকতি ॥৩৯॥
মৃত পুত্র মাগিলেন রাম-কৃষ্ণ-স্থানে।
তবে রাম-কৃষ্ণ গেলা যম-বিদ্যমানে ॥৪০॥
আজ্ঞায় শিশুর সর্ব্ব কর্ম্ম ঘুচাইয়া।
যমালয় হৈতে পুত্র দিলেন আনিয়া ॥৪১॥
পরম অদ্ভুত শুনি' এ সব আখ্যান।
দেবকীও মাগিলেন মৃত-পুত্র-দান ॥৪২॥
দৈবে এক দিন রাম-কৃষ্ণে সম্বোধিয়া।
কহেন দেবকী অতি কাতর হইয়া ॥৪৩॥

অধিকারের মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে। প্রাকৃত জনগণ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের অধীন। অপ্রাকৃত প্রতীতিতে মায়িক দোষ ও গুণ প্রবেশ করিতে পারে না। পদ্মপত্র যেরূপ পারদ ও জলাদিকে আবদ্ধ করে না তদ্রূপ কৃষ্ণভোগতাৎপর্য্যপর চিত্ত কখনই স্বভোগপর অমঙ্গলের আবাহন করে না ॥২৬॥

অন্বয়। সাধূনাং (নিরস্তরাগাদীনাং) সমচিত্তানাং (সমদর্শিনাং) বুদ্ধেঃ (প্রকৃতেঃ) পরম্ (ঈশ্বরম্) উপেযুষাং (প্রাপ্তানাং) ময়ি (ভগবতি) একান্তভক্তানাং (অতি-অনুরক্তানাং) গুণদোষোদ্ভবাঃ (বিহিতনিষিদ্ধকর্ম্মভ্যঃ উদ্ভবঃ উৎপত্তির্যেষাং তে) গুণাঃ (পুণ্যপাপাদয়ঃ) ন (ভবন্তি)।

অনুবাদ। যাঁহাদিগের কৃষ্ণেতর বস্তুতে আসক্তি প্রভৃতি অনর্থ বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহারা স্থূল-লিঙ্গ-দেহদর্শন হইতে অতিক্রান্ত হইয়া প্রত্যেক জীবের আত্মদর্শন করায় সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়াছেন, যাঁহারা প্রকৃতির অতীত অধোক্ষজ-পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমাতে সেই একান্ত আসক্ত-ভক্তগণের বিধিনিষেধজনিত পাপপুণ্যের ফল ভোগ করিতে হয় না ॥২৭॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সর্ব্বক্ষণ অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনে সংরত; সুতরাং কৃষ্ণ তাঁহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া যে সকল ক্রিয়াকলাপ করেন, তাহা কর্ম্মফলবাধ্য জীবের আচরণের ন্যায় বিচারাধীন করা কর্ত্তব্য নহে ॥২৯॥

মৃত্যুঞ্জয় অনায়াসেই বিষভক্ষণ করিয়া নীলকণ্ঠ হইতে পারেন, কিন্তু অযোগ্য অনধিকারী জীবগণ উহা দেখিতে গিয়া তাঁহাকে আত্মতুল্য জ্ঞান করিলে অমঙ্গল-মধ্যে পতিত হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করে। অগ্নি যে কোন বস্তু গ্রহণ করিয়া উহাকে যেরূপ ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ অপ্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ প্রাকৃত ধনাদি ব্যাপারসমূহ স্ব-ভোগে নিযুক্ত না করিয়া তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারেন ॥৩১॥

অন্বয়। (তর্হি 'যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ' ইতি ন্যায়েন অন্যোঽপি কুর্য্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ) অনীশ্বর (দেহাদিপরতন্ত্রঃ) জাতু (কদাচিদপি) এতৎ (শাস্ত্রবিরুদ্ধং) মনসাপি ন সমাচরেৎ (আচরেৎ) হি যতঃ মৌঢ্যাৎ (অজ্ঞত্বাৎ ঈশ্বরাভিমানাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধং) আচরন্ বিনশ্যতি যথা অরুদ্রঃ (রুদ্রব্যতিরিক্তঃ অনীশ্বরঃ) অব্ধিজং বিষং (ভক্ষয়ন্ বিনশ্যতি) ॥৩২॥

অনুবাদ। ঈশ্বর ব্যতীত এইরূপ আচরণ কেহ কখন মনের দ্বারাও করিবেন না। রুদ্র ভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোত্থ বিষ পান করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হ'ন মূঢ়তা-প্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বরলীলার অনুকরণ করে, সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে ॥৩২॥

অন্বয়। (পরমেশ্বরং কৈমুতিকন্যায়েন পরিহর্ত্তুং সামান্যতো মহতাং বৃত্তমাহ) (হে নৃপ) ঈশ্বরাণাং (কর্ম্মপারতন্ত্র্য-রহিতানাং সমর্থানাং) ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ (ধর্ম্মমর্য্যাদো-

'শুন শুন রামকৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর!
তুমি দুই আদি নিত্য শুদ্ধ কলেবর ॥৪৪॥
সর্ব্বজগতের পিতা—তুমি দুই-জন।
মুঞি জানো তুমি-দুই-পরম-কারণ ॥৪৫॥
জগতের উৎপত্তি স্থিতি বা প্রলয়।
তোমার অংশের অংশ হৈতে সব হয় ॥৪৬॥
তথাপিহ পৃথিবীর খণ্ডাইতে ভার।
হইয়াছ মোর পুত্ররূপে অবতার ॥৪৭॥
যম-ঘর হৈতে যেন গুরুর নন্দন।
আনিঞা দক্ষিণা দিলে তুমি দুই জন ॥৪৮॥
মোর ছয়পুত্র যে মরিল কংস হৈতে।
বড় চিন্ত হয় তাহা' সবারে দেখিতে ॥৪৯॥
কত কাল গুরু-পুত্র আছিল মরিয়া।
তাহা যেন আনি দিলা শক্তি প্রকাশিয়া ॥৫০॥
এইমত আমারেও কর পূর্ণকাম।
আনি দেহ মোরে মৃত ছয় পুত্র দান ॥' ৫১॥
শুনি' জননীর বাক্য কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ।
সেই ক্ষণে চলি' গেলা বলির ভবন ॥৫২॥
নিজ ইষ্ট-দেব দেখি' বলি মহারাজ।
মগ্ন হইলেন প্রেমানন্দ-সিন্ধু-মাঝ ॥৫৩॥
গৃহ পুত্র দেহ বিত্ত সকল বান্ধব।
সেইক্ষণে পাদপদ্মে আনি দিলা সব ॥৫৪॥
লোমহর্ষ অশ্রুপাত পুলক আনন্দে।
স্তুতি করে পাদ-পদ্ম ধরি' বলি কান্দে ॥৫৫॥

'জয় জয় অনন্ত প্রকট সঙ্কর্ষণ।
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোকুল-ভূষণ ॥৫৬॥
জয় সখ্য গোপাচার্য্য হলধর রাম।
জয় জয় কৃষ্ণ-ভক্ত-ধন-মন-প্রাণ ॥৫৭॥
যদ্যপিহ শুদ্ধসত্ত্ব দেব-ঋষিগণ।
তা' সবারো দুর্ল্লভ তোমার দরশন ॥৫৮॥
তথাপি হেন সে প্রভু, কারুণ্য তোমার।
তমোগুণ অসুরেও হও সাক্ষাৎকার ॥৫৯॥
অতএব শক্র-মিত্র নাহিক তোমাতে।
বেদেও কহেন, ইহা দেখিও সাক্ষাতে ॥৬০॥
মারিতে যে আইল লইয়া বিষস্তন।
তাহারেও পাঠাইলা বৈকুণ্ঠভুবন ॥৬১॥

ভগবান্ ও ভক্তের মহত্ত্ব অক্ষজ-জ্ঞানের অগম্য—

অতএব তোমার হৃদয় বুঝিবারে।
বেদে-শাস্ত্রে যোগেশ্বর-সবেও না পারে ॥৬২॥
যোগেশ্বর-সব যাঁ'র মায়া নাহি জানে।
মুঞি পাপী অসুর বা জানিব কেমনে ॥৬৩॥
এই কৃপা কর মোরে সর্ব্বলোকনাথ!
গৃহ-অন্ধ-কূপে মোরে না করিহ পাত ॥৬৪॥
তোর দুই পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
শান্ত হই বৃক্ষমূলে পড়ি থাকোঁ গিয়া ॥৬৫॥
তোমার দাসের সঙ্গে মোরে কর দাস।
আর যেন চিত্তে মোর না থাকয়ে আশ ॥' ৬৬॥

লঙ্ঘনং) সাহসং দৃষ্টং (যৎ দৃষ্টং) তৎ তেজীয়সাং (প্রজাপতীন্দ্রসোমবিশ্বামিত্রাদিনাং তচ্চ তেষাং তেজস্বিনাং) সর্ব্বভুজঃ বহ্নেঃ যথা (তথা) দোষায় ন (ভবতি) ॥৩০॥

অনুবাদ। হে রাজন্, অগ্নি সর্ব্বভুক্ হইয়াও যেরূপ দোষভাক্ হ'ন না, সমর্থবান তেজস্বী পুরুষদিগেরও সেইরূপ ধর্ম্ম মর্য্যাদা লঙ্ঘন ও স্ত্রী সন্দর্শনাদি দৃষ্ট হইলেও উহা দোষণীয় নহে ॥৩০॥

মহাভাগবত অধিকারী নিম্নাধিকারীর গর্হণযোগ্য নহেন। যে ব্যক্তি মহাভাগবতের কার্য্যে উপহাসাদি করে, তাহার সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। বৈষ্ণবগুরুর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ॥৩১॥

তথ্য। সাধূনাং সমচিত্তানামুপহাসং করোতি যঃ। দেবো বাপ্যথবা মর্ত্ত্যঃ স বিজ্ঞেয়োঽধমাধমঃ ॥ (স্কান্দে মহেশ্বরখণ্ডে ১৭।১০৬) ॥৩৫॥

তথ্য। ভাঃ ১০।৪৫।৩০—৪১ দ্রষ্টব্য ॥ ৩৮—৪১ ॥
তথ্য। ভাঃ ১০।৮৫।২৭—২৮ দ্রষ্টব্য ॥ ৪২—৪৩ ॥
তথ্য। ভাঃ ১০।৮৫।৩০—৩৩ দ্রষ্টব্য ॥ ৪৪—৫১ ॥
তথ্য। ভাঃ ১০।৮৫।৩৪—৩৮ দ্রষ্টব্য ॥ ৫২—৫৫ ॥

ভগবদ্ভক্তগণের নিকট বাস ও প্রকৃত ভক্তগণের সেবা-ব্যতীত মুক্তপুরুষগণের অন্য কোন আশা-ভরসা নাই। সম্প্রতি শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ এই কথা সুষ্ঠুভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা মঠ-মন্দিরাদিতে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সহিত বাস করিতেছেন ॥৬৬॥

রাম-কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে।
এই মত স্তুতি করে বলি-মহাশয়ে ॥৬৭॥
ব্রহ্ম-লোক, শিব-লোক যে চরণোদকে।
পবিত্র করিতেছেন ভাগীরথীরূপে ॥৬৮॥
হেন পুণ্য-জল বলি গোষ্ঠীর সহিতে।
পান করে শিরে ধরে ভাগ্যোদয় হৈতে ॥৬৯॥
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অলঙ্কার।
পাদ-পদ্মে দিয়া বলি করে নমস্কার ॥৭০॥
আজ্ঞা কর 'প্রভু' মোরে শিখাও আপনে।
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে ॥৭১॥

ভগবদাজ্ঞা-পালনকারীই বিধিনিষেধের পরপারে গমনে সমর্থ—

যে করয়ে প্রভু, আজ্ঞা-পালন তোমার।
সেই জন হয় বিধি-নিষেধের পার ॥৭২॥
শুনিয়া বলির বাক্য প্রভু তুষ্ট হৈলা।
যে নিমিত্ত আগমন কহিতে লাগিলা ॥৭৩॥
প্রভু বলে,—"শুন শুন বলি-মহাশয়!
যে নিমিত্তে আইলাঙ তোমার আলয় ॥৭৪॥
আমার মা'য়ের ছয় পুত্র পাপী কংসে।
মারিলেক, সেই পাপে সেহ মৈল শেষে ॥৭৫॥
নিরবধি সেই পুত্র-শোক সঙরিয়া।
কান্দেন দেবকী-মাতা দুঃখিতা হইয়া ॥৭৬॥
তোমার নিকটে আছে সেই ছয় জন।
তাহা নিব জননীর সন্তোষকারণ ॥৭৭॥

ব্রহ্মার পৌত্রষট্‌কের শাপভ্রষ্ট হইয়া অসুর-যোনিতে জন্মগ্রহণ—

সে সব ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধ দেবগণ।
তা'সবার এত দুঃখ শুন যে-কারণ ॥৭৮॥
প্রজাপতি মরীচি—[illegible] ব্রহ্মার নন্দন।
পূর্ব্বে তান পুত্র ছিল এই ছয়জন ॥৭৯॥

ব্রহ্মার আচরণের প্রতি হাস্যই উহার কারণ—

দৈবে ব্রহ্মা কামশরে হইলা মোহিত।
লজ্জা ছাড়ি' কন্যা প্রতি করিলেন চিত ॥৮০॥

তাহা দেখি হাসিলেন এই ছয় জন।
সেই দোষে অধঃপাত হৈল সেইক্ষণ ॥৮১॥
মহান্তের কর্ম্মেতে করিল উপহাস।
অসুরযোনিতে পাইলেন গর্ব্ভবাস ॥৮২॥

হিরণ্যকশিপুর জগতের দ্রোহ-নিমিত্ত অসুর-যোনিতে জন্মলাভ—

হিরণ্যকশিপু জগতের দ্রোহ করে।
দেব-দেহ ছাড়ি' জন্মিলেন তা'র ঘরে ॥৮৩॥

ইন্দ্র-বজ্রাঘাতে উক্ত ছয়জনের বিবিধ দুঃখ—

তথায় ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছয়জন।
নানা দুঃখ যাতনায় পাইল মরণ ॥৮৪॥

তাহাদিগকে যোগমায়াকর্ত্তৃক দেবকী-গর্ভে স্থাপন—

তবে যোগমায়া ধরি' আনি আরবার।
দেবকীর গর্ভে লৈঞা কৈলেন সঞ্চার ॥৮৫॥

জন্মাবধি উক্ত ছয়জনের অশেষ দুঃখ ও মাতুল কংসের হস্তে নিধন-প্রাপ্তি—

ব্রহ্মারে যে হাসিলেন সেই পাপ হৈতে।
সেই দেহে দুঃখ পাইলেন নানামতে ॥৮৬॥
জন্ম হইতে অশেষপ্রকার যাতনায়।
ভাগিনা—তথাপি মারিলেন কংস-রায় ॥৮৭॥
দেবকী এ-সব গুপ্ত-রহস্য না জানে।
আপনার পুত্র বলি তা-সবারে গণে ॥৮৮॥
সেই ছয় পুত্র জননীরে দিব দান।
সেই কার্য্য লাগি' আইলাঙ তোমা'-স্থান ॥৮৯॥
দেবকীর স্তনপানে সেই ছয়জন।
শাপ হৈতে মুক্ত হইবেন সেইক্ষণ॥" ৯০॥

বৈষ্ণবের ব্যবহারে সিদ্ধব্যক্তিরও পরিহাসে ভীষণ ফল, অসিদ্ধ ব্যক্তির আর কা কথা?—

প্রভু বলে,—"শুন শুন বলি মহাশয়!
বৈষ্ণবের কর্ম্মেতে হাসিলে হেন হয় ॥৯১॥
সিদ্ধ-সবো পাইলেন এতেক যাতনা।
অসিদ্ধ-জনের দুঃখ কি কহিব সীমা ॥৯২॥

তথ্য। ভাঃ ১০।৮৫।৩৯—৪৬ দ্রষ্টব্য ॥৫৬-৭৩॥

তথ্য। ভাঃ ৩।১২।২৮ দ্রষ্টব্য ॥ ৮০ ॥

যে দুষ্কৃতি জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম নিরবধি সে-ই দুঃখে মরে ॥৯৩॥
শুন বলি, এই শিক্ষা করাই তোমারে।
কভু পাছে নিন্দা-হাস্য কর বৈষ্ণবেরে ॥৯৪॥

বৈষ্ণব-আরাধনা-ব্যতীত বিষ্ণুপূজার ছলনা নিষ্ফল—

মোর পূজা, মোর নামগ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে যদি তারো বিঘ্ন ধরে ॥৯৫॥

ভক্ত-সেবায়ই নিশ্চিতরূপে ভগবৎসেবা-প্রাপ্তি—

মোর ভক্তপ্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাঙ মোরে পায় সে ॥৯৬॥

প্রমাণ—

তথা হি বরাহপুরাণে—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্ ॥৯৭॥

বৈষ্ণবপূজায় অনাদরকারী ও কেবল-বিষ্ণুপূজার
ছলনাকারী দাম্ভিক মাত্র—

'মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র ॥' ৯৮॥

প্রমাণ—

তথা হি—(হরিভক্তিসুধোদয়ে ১৩।৭৬)

অভ্যর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ ॥৯৯॥

'তুমি বলি মোর প্রিয় সেবক সর্ব্বথা।
অতএব তোমারে কহিলু গোপ্য-কথা ॥' ১০০॥
"শুনিঞা প্রভুর শিক্ষা বলি-মহাশয়।
অত্যন্ত আনন্দযুক্ত হইলা হৃদয় ॥ ১০১॥

সেই ক্ষণে ছয় পুত্র আজ্ঞা শিরে ধরি'।
সম্মুখে দিলেন আনি' পুরস্কার করি' ॥১০২॥
তবে রাম-কৃষ্ণ প্রভু লই ছয়জন।
জননীরে আনিঞা দিলেন ততক্ষণ ॥১০৩॥
মৃতপুত্র দেখিয়া দেবকী সেইক্ষণে।
স্নেহে স্তন সবারে দিলেন হর্ষমনে ॥১০৪॥

বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট স্তন-পানে উক্ত ছয়পুত্রের
দিব্য-জ্ঞানোদয়—

ঈশ্বরের অবশেষ-স্তন করি' পান।
সেইক্ষণে সবার হইল দিব্যজ্ঞান ॥১০৫॥

বিষ্ণুর চরণে প্রণতি—

দণ্ডবত হই সবে ঈশ্বর চরণে।
পড়িলেন সাক্ষাতে দেখয়ে সর্ব্বজনে ॥১০৬॥

বিষ্ণুর কৃপা দৃষ্টি ও উপদেশ—

তবে প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে সবারে চাহিয়া।
বলিতে লাগিলা প্রভু সদয় হইয়া ॥১০৭॥
'চল চল দেবগণ, যাহ নিজ-বাস।
মহান্তেরে আর নাহি কর উপহাস ॥১০৮॥
ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্মা—ঈশ্বর-সমান।
মন্দ কর্ম্ম করিলেও মন্দ নহে তান ॥১০৯॥
তাহানে হাসিয়া এত পাইলে যাতনা।
হেন বুদ্ধি নাহি আর করিহ কামনা ॥১১০॥
ব্রহ্মাস্থানে গিয়া মাগি' লহ অপরাধ।
তবে সবে চিত্তে পুনঃ পাইবা প্রসাদ ॥' ১১১॥
ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনি' সেই ছয় জন।
পরম-আদরে আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ ॥১১২॥

কামক্রোধাদির দাস হইয়া হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা-রহিত জনগণ বৈষ্ণবের নিন্দা করে, উহারা প্রতিজন্মেই বৈষ্ণবের বিদ্বেষ-ফলে সৌভাগ্যচ্যুত হইয়া পড়ে ॥৯৩॥

অন্ত্য ৩য় অধ্যায়ের ৪৮৬ সংখ্যার অন্বয় ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য ॥৯৭॥

অন্বয়। যে গোবিন্দং অভ্যর্চ্চয়িত্বা (আর্ষঃ অভ্যর্চ্চ্য পূজয়িত্বা) তদীয়ান্(গোবিন্দভক্তান্) ন অর্চ্চয়ন্তি তে দাম্ভিকাঃ (অহঙ্কারিণো জনাঃ ছলিনঃ বা) বিষ্ণোঃ (কৃষ্ণস্য) প্রসাদস্য (অনুগ্রহস্য) ভাজনং (পাত্রং) ন ভবন্তি ॥৯৯॥

অনুবাদ। যাহারা শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়া সেই গোবিন্দের ভক্তগণের পূজা না করে, তাহারা দাম্ভিক—কখনই বিষ্ণুর কৃপার পাত্র নহে ॥৯৯॥

যদিও কৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেবকীর স্তনপানে অধিকার লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তথাপি এক্ষণে কৃষ্ণ

পিতা-মাতা-রাম-কৃষ্ণ-পদে নমস্করি।'
চলিলেন সর্ব্বদেবগণ নিজ-পুরী ॥১১৩॥

বিপ্রের প্রতি মহাপ্রভুর ভাগবত-কথা-কীর্ত্তন-দ্বারা নিত্যানন্দ-প্রতি সন্দেহ-পরিত্যাগে উপদেশ—

"কহিলাঙ এই বিপ্র, ভাগবত-কথা।
নিত্যানন্দ-প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সর্ব্বথা ॥১১৪॥
নিত্যানন্দস্বরূপ—পরম অধিকারী।
অল্প ভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি ॥১১৫॥
অলৌকিক-চেষ্টা যে বা কিছু দেখ তান।
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ ॥১১৬॥
পতিতের ত্রাণ লাগি' তাঁ'র অবতার।
যাঁহা হৈতে সর্ব্বজীব হইবে উদ্ধার ॥১১৭॥

বিধিনিষেধাতীত অচিন্ত্য চরিত্র নিত্যানন্দের নিন্দা অজ্ঞতাক্রমে হইলেও বিষ্ণু-ভক্তিতে অধিকার-প্রাপ্ত ব্যক্তির পর্য্যন্ত তাহা হইতে চিরবঞ্চিত হইতে হয়—

তাঁহার আচার—বিধি-নিষেধের পার।
তাঁহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥১১৮॥
না বুঝিয়া নিন্দে' তাঁ'র চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তা'র বাধ ॥১১৯॥

বিপ্রকে নবদ্বীপে গমনপূর্ব্বক এই সকল উপদেশ সকলের নিকট কীর্ত্তনার্থ আদেশ-দ্বারা প্রভুর লোকসমূহকে নিত্যানন্দ-চরণে মহা-অপরাধ হইতে রক্ষা—

চল বিপ্র, তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও।
এই কথা কহি' তুমি সবারে বুঝাও ॥১২০॥
পাছে তাঁ'রে কেহ কোনরূপে নিন্দা করে।
তবে আর রক্ষা তা'র নাহি যম-ঘরে ॥১২১॥

নিত্যানন্দ-প্রীতিতেই গৌরপ্রীতি—

যে তাঁহারে প্রীতি করে, সে করে আমারে।
সত্য সত্য সত্য বিপ্র, কহিল তোমারে ॥১২২॥

সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বলদেব-নিত্যানন্দ—

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে ॥" ১২৩॥

তথা হি শ্রীমুখকৃত-শিক্ষাশ্লোকঃ—

গৃহ্ণীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্ বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্ ॥১২৪॥

যে স্তনপান করিয়াছেন, সেই স্তনপানহেতু কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট-সেবন-ফলে ব্রহ্মার তনয়গণ দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। তখনই তাঁহারা ভগবৎপ্রপন্ন হইলেন। বৈষ্ণবগুরুকে উপহাস করায় তাঁহাদের যে দুর্গতি লাভ হইয়াছিল, ভগবদুচ্ছিষ্টপান-ফলে তাঁহারা সেই দুর্গতি হইতে মুক্ত হইলেন। আপাত-দর্শনে যে দুরাচার দৃষ্ট হয়, উহার তাৎপর্য্য অবগত না হইলে ভগবদ্ভক্তের চরণে অপরাধী হইতে হয়। আপাত দর্শনের অমঙ্গলসমূহের কি উদ্দেশ্য, তাহা জানিলে ঐরূপ অপরাধের যোগ্যতা অপসারিত হইয়া জীব বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার লাভ করেন ॥১০১॥

তথ্য—ভাঃ ১০।৮৫ [illegible]—৫৮ দ্রষ্টব্য ॥১৪-১[illegible]৩॥

মূঢ় জনগণ আকর বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দকে বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের ন্যায় কর্ম্মফলবাধ্য জীব-জ্ঞানে বিচার করিতে গিয়া নরকের পথে অগ্রসর হয়। "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ-শিলাধীঃ" প্রভৃতি শ্লোক-কথিত অপরাধসমূহের ফলে বিষ্ণুবস্তুকে অপর সমজাতীয় বস্তুর সহিত সম-দর্শনে প্রতীত হইলে দ্রষ্টার নরক গমন অবশ্যম্ভাবী। অহঙ্কারবিমূঢ় ব্যক্তি আধ্যক্ষিক জ্ঞানে প্রতারিত হইয়া আপাত সমদর্শনাবলম্বনে নিজের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। তৎফলে গোপীনাথের পাদপদ্ম বিচ্যুত হইয়া আলোয়ারনাথের পাদপদ্ম-সেবা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে। আলোয়ারনাথের সেবা-সৌভাগ্য নষ্ট হইলে জীবের পঞ্চোপাসকের জগন্নাথোপাসনা আরম্ভ হয় এবং জগন্নাথের উপাসনা করিতে করিতে ভুবনেশ্বরের উপাসনায় মনোনিবেশ করে, পরে ভক্তাধিরাজ ভুবনেশ্বরের শ্রীচরণে অপরাধী হইয়া জীবের পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি লাভ ঘটে। তৎফলে যাজপুর বৈতরণী স্নানে কর্ম্মকাণ্ডানুষ্ঠান-স্পৃহা সম্বর্দ্ধিত হয়। পুণ্যকর্ম্মচ্যুত হইয়া কুকর্ম্মকারী হইলেই জীব অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হয় এবং কর্তৃত্বাভিমান তাহাকে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত করায়। অপরাধ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া শ্রীগোপীনাথের পাদপদ্ম-শোভার দর্শনে বৈমুখ্য জন্মে। সুতরাং "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এই শ্রুতির ব্যাখ্যা যাহারা আলোচনা করেন নাই,

বিপ্রের সংশয়-মোচন ও নিত্যানন্দ-চরণে বিশ্বাস—

শুনিঞা প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
পরম আনন্দযুক্ত হইল তখন ॥ ১২৫ ॥
নিত্যানন্দ-প্রতি বড় জন্মিল বিশ্বাস।
তবে আইলেন বিপ্র নবদ্বীপ-বাস ॥১২৬॥

বিপ্রের নবদ্বীপে আগমন ও নিত্যানন্দ চরণে ক্ষমা-ভিক্ষা ও নিত্যানন্দের প্রসন্নতা—

সেই ভাগ্যবন্ত বিপ্র আসি' নবদ্বীপে।
সর্ব্বাগ্রে আইলা নিত্যানন্দের সমীপে ॥১২৭॥
অকৈতবে কহিলেন নিজ অপরাধ।
প্রভুও শুনিঞা তাঁ'রে করিলা প্রসাদ ॥১২৮॥

বেদগুহ্য ও লোকবাহ্য অভিন্ন বলদেব-নিত্যানন্দের চরিত্র চৈতন্যকৃপা-ব্যতীত দুরবগাহ—

হেন নিত্যানন্দস্বরূপের ব্যবহার।
বেদ-গুহ্য লোকবাহ্য যাঁহার আচার ॥১২৯॥
পরমার্থে নিত্যানন্দ—পরম যোগেন্দ্র।
যাঁ'রে কহি—আদিদেব ধরণীধরেন্দ্র ॥১৩০॥
সহস্র বদন নিত্য-শুদ্ধ কলেবর।
চৈতন্যের কৃপা বিনা জানিতে দুষ্কর ॥১৩১॥

বিভিন্ন ভূমিকা হইতে নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে বিভিন্ন উক্তি—

কেহ বলে,—"নিত্যানন্দ যেন বলরাম।"
কেহ বলে,—"চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম ॥"১৩২॥
কেহ বলে,—"মহাতেজী অংশ অধিকারী।"
কেহ বলে,—"কোনরূপ বুঝিতে না পারি ॥"১৩৩॥
কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্তজ্ঞানী।
যাঁ'র যেন মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি ॥১৩৪॥

কিন্তু নিত্যানন্দই নিত্য জগদ্গুরু—

যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তান পাদপদ্ম মোর রহুক হৃদয়ে ॥১৩৫॥
'সে আমার প্রভু, আমি জন্ম জন্ম দাস।'
সবার চরণে মোর এই অভিলাষ ॥১৩৬॥

নিত্যানন্দ-নিন্দকের প্রতি নিত্যানন্দ-ভৃত্যের অহৈতুক-কৃপা—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে ॥১৩৭॥

তাহাদিগেরই দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা ব্যতীত জীবের কোন মঙ্গলই হইতে পারে না। নিজ চেষ্টা দ্বারা আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে বলী হইয়া বলদেবের সেবা-রহিত হইলে জীব কৃষ্ণ সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না ॥ ১১৮ ॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণব চরণে যাঁহার প্রেমাধিক্য, তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চরণে প্রীতিরহিত ব্যক্তির কৃষ্ণপ্রসাদ লাভ করা সম্ভবপর নহে। মানবপ্রেম ও বদ্ধজীব-সেবা কখনও ভগবানের প্রেম আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা-প্রভাবেই জীবের বদ্ধজ্ঞান অপসারিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম মন্ত্র দিয়া যে কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞান বদ্ধজীবগণের কর্ণে প্রদান করেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে প্রীতিসম্পন্ন হইয়া নিত্য সেবা বিধান করেন। জড়ের ভোগময় আপেক্ষিকতা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। গুরুব্রুবের সম্বন্ধে বা ভগবানের সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণাকে মূল আশ্রয় জ্ঞান করিয়া দুষ্কৃতিসম্পন্নের যে রুচি উৎপন্ন হয়, সেই রুচি নিত্য সত্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও বিবর্ত্তমাত্র। তজ্জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের ত্রিসত্য বাক্য। কপট গুরুব্রুব যদি ভগবানের এই শিক্ষা বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়া নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের উপায় নির্দ্ধারণ করে, তাহা হইলে সেই গুরুব্রুব শিষ্যগণ-সহ অনন্ত নরকে পতিত হয় এবং উহা হইতে উৎযেই আর ফিরিয়া আসে না ॥ ১২২-২৩ ॥

অন্বয়। নিত্যানন্দঃ যবনীপাণিং (যবনীকরং) যদি গৃহ্ণীয়াৎ (যদি যবনীম্ উদ্বাহয়েৎ) শৌণ্ডিকালয়ং (মদ্যবিক্রয়িনঃ গৃহং) যদি বা বিশেৎ (প্রবিশেৎ) তথাপি নিত্যানন্দপদাম্বুজং (নিত্যানন্দস্য পদ-কমলং) ব্রহ্মণঃ (জগৎস্রষ্টুঃ) বন্দ্যম্ (সেব্যম্) ॥ ১২৪ ॥

অনুবাদ। শ্রীনিত্যানন্দ যবনীর পাণিই গ্রহণ করুন,

গুরু-সেবকের ভরসা ও অভিলাষ—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর ॥১৩৮॥
হেন দিন হইবে কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিগে ভক্তবৃন্দ ॥১৩৯॥
জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও মিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ ॥১৪০॥
তথাপিহ এই কৃপা কর গৌরহরি।
নিত্যানন্দসঙ্গে যেন তোমা' না পাসরি ॥১৪১॥

নিত্যসেবা বা দাস্য প্রার্থনা—

যথা যথা তুমি দুই কর' অবতার।
তথা তথা দাস্যে মোর হউ অধিকার ॥১৪২॥

উপসংহার—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৪৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে নিত্যানন্দ মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথবা শৌণ্ডিকালয়েই প্রবেশ করুন, তথাপি তাঁহার শ্রীচরণকমল ব্রহ্মার বন্দনীয় ॥১২৪॥

তথ্য। ন সহন্তে সতাং নিন্দামপি সর্ব্বসহিষ্ণবঃ। কামযন্তে ন কিমপি সদা দাস্যাভিলাষিণঃ॥ (হরিভক্তি-কল্পলতিকা ২।৪৬) ভবদ্দাস্যে কামঃ ক্রুধপি তব নিন্দাকৃতিজনেষ্বহঙ্কৃচ্ছি'ষ্ট লোভো যদি ভবতি মোহো ভবতি চ। ত্বদীয়ত্বে মানস্তব চরণপাথোজমধুনা মদশ্চেদস্মাভি-র্নিয়তষড়মিত্রৈরপি জিতম্॥ (হরিভক্তিকল্পলতিকা ৩।১৫) ॥১৩৭॥

শ্রীগুরুতত্ত্ব—নিত্যানন্দ, সেই কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহকে যে পাষণ্ডী বিদ্বেষবুদ্ধিতে গ্রহণ করে, সেই পাষণ্ডীর সঙ্গিগণের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখা ভগবদ্ভক্তের কর্ত্তব্য নহে। অসৎ-সঙ্গ-প্রভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেবাধিকার শ্লথ হইয়া পড়ে, সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দরের ঐকান্তিক নিত্যসেবক ও শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন কলেবর শ্রীগুরুদেবের স্মৃতি যাহাতে বিপর্য্যস্ত না হয়, তদ্রূপ বিচারে ইহকালে ও পরকালে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক। যাহারা পরমার্থকে প্রাকৃত প্রয়োজনে পরিণত করে, তাহারা ভোগের দাস, ভক্ত নহে। ভক্তব্রুব ও ভক্ত—সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্ম্মবিশিষ্ট। তজ্জন্য অসৎসঙ্গিগণকে পরমার্থ সম্মিলনের সদস্য জ্ঞান করা—ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা। সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে জীব পরমার্থ বঞ্চিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীনিত্যা-নন্দকে ও তদভিন্নপ্রকাশ শ্রীগুরুদেবকে পৃথক্ জ্ঞান করে। তাহাদের গৌরসুন্দরের সেবা লাভ কখনও হয় না, তাহারা নিত্যকাল গুরুদ্রোহী হইয়া দুর্ভোগী হইয়া পড়ে।

অধুনাতন শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিরোধী কৈতবপূর্ণ ভক্তব্রুবসম্প্রদায় যে পথে চলিতেছেন, তদ্দ্বারা তাহারা অমঙ্গল আবাহন করিবেন। তজ্জন্য ভক্তগণ তাহাদের ভাবী অমঙ্গল দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত ॥১৪১॥

ইতি 'গৌড়ীয় ভাষ্যে' ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপ হইতে পুনঃ নীলাচলে আগমন, শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কারকে নবধাভক্তিরূপে বর্ণন, শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-লীলা, টোটাগোপীনাথ-মন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দের আনন্দ-ভোজন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপে শচীমাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সপার্ষদে নীলাচলে

আগমনপূর্ব্বক একটি পুষ্পোদ্যানে অবস্থান করিলেন, তথায় শ্রীগৌরসুন্দর একাকী শ্রীনিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া "গৃহ্ণীয়াদ্ যবনীপাণিং" শ্লোকের দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণাদি করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দও শ্রীগৌরমুখচন্দ্র-দর্শনে প্রেমানন্দ প্রকটিত করিলেন। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের পরস্পর প্রেম-সম্ভাষণে মহা-আনন্দ-প্রস্রবণ উচ্ছলিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দের স্তুতি করিয়া বলিলেন যে, নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে যে সকল স্বর্ণ, মুক্তা, হীরক, রৌপ্য, রুদ্রাক্ষাদি বিরাজিত, তাহা নবধা ভক্তিস্বরূপ। শ্রীনিত্যানন্দ অবর-কুলকেও মুনিযোগেশ্বরাদিবাঞ্ছিত সুদুর্লভ প্রেমভক্তি দান করিয়াছেন, নিত্যানন্দ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র কৃষ্ণকেও বিক্রয় করিতে সমর্থ। নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমান্ কৃষ্ণরসাবতার, নিত্যানন্দ-বিগ্রহ—কৃষ্ণবিলাস-সদন। শ্রীনিত্যানন্দও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি নিজ-প্রপত্তি জানাইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন—নবধা ভক্তিই শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার-রূপে বিদ্যমান। যেমন সাধারণ লোকসমূহ শ্রীশঙ্করের নিজ-মস্তকে সর্পভূষণ ধারণ করিবার কারণ না জানিয়া তাঁহাকে অন্যরূপ কল্পনা বা ধারণা করে, তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কারাদি-ধারণ দেখিয়াও অক্ষজ-জ্ঞানদৃপ্ত ব্যক্তিসকল নিত্যানন্দ-চরণে অপরাধী হয়। 'শ্রীশঙ্কর—শ্রীসঙ্কর্ষণ বা শ্রীঅনন্তের ভৃত্য; নিজাভীষ্টের প্রতি প্রীতিনিবন্ধন সেই শ্রীঅনন্ত-দেবকে শঙ্কর সর্ব্বদা মস্তকে ধারণ করেন, শ্রীনিত্যানন্দও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতির জন্য নবধা ভক্তিকে অলঙ্কাররূপে শ্রীঅঙ্গে ধারণ করিয়া থাকেন। সুকৃতি ব্যক্তি এই সকল মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হন এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে সেবা-বৃত্তি লাভ করেন, দুষ্কৃতি ব্যক্তি অক্ষজ-জ্ঞানে প্রতারিত হইয়া বিনষ্ট হয়। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীনিত্যানন্দগোষ্ঠী—শ্রীব্রজের শ্রীবলদেব ও বলদেবসপার্ষদ। শ্রীনিত্যানন্দের সর্ব্বাঙ্গে নর্ম্মগোষ্ঠী-ভক্তি অলঙ্কারাদিরূপে বিরাজিত। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের নিভৃতে পুষ্পোদ্যানে উপবেশন করিয়া পরস্পর রহঃকথা-আলাপ এবং শ্রীউদ্ধবাদিবাঞ্ছিত-গোকুলভাবের সুদুর্লভত্ব কথন। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরচন্দ্রের আনন্দ-কন্দলের মর্ম্ম না বুঝিয়া এক ঈশ্বরের পক্ষ গ্রহণপূর্ব্বক অপর ঈশ্বরের নিন্দায় ভীষণ অপরাধ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরই সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক নিজ-স্থানে আগমন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ জগন্নাথদর্শনে গমন-পূর্ব্বক মহাভাবলীলা প্রকট করিলেন এবং তথা হইতে টোটায় শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গদাধরভবনে গোপীনাথবিগ্রহ বিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহার এমন মোহনমূর্ত্তি যে, তাহা দেখিয়া পাষণ্ডের হৃদয়ও বিগলিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং সেই বিগ্রহকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলেন। স্বভবনে শ্রীনিত্যানন্দের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীগদাধর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দসমীপে গমন করিলেন। উভয়ের সাক্ষাতে পরস্পর সম্ভাষণ ও পরস্পরের প্রশস্তি-প্রবাহ উদ্বেলিত হইল। পরস্পরই পরস্পরের অপ্রিয়কে সম্ভাষণ করেন না। গদাধরের সঙ্কল্প এই যে, তিনি নিত্যানন্দ নিন্দকের মুখ কখনও দর্শন করেন না। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে শ্রীগদাধরপণ্ডিত নিজগৃহে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়দেশ হইতে দেবভোগ্য যে সূক্ষ্ম তণ্ডুল আনিয়াছেন, তাহা গোপীনাথের ভোগার্থ গদাধরপণ্ডিতের সম্মুখে প্রদান করিলেন এবং তৎসঙ্গে গোপীনাথের জন্য একখানি সুন্দর রঙ্গীন্ বস্ত্রও প্রদান করিলেন। গদাধর শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে সেই রঙ্গীন বস্ত্র পরাইয়া দিলেন, নিত্যানন্দ-প্রভুদত্ত তণ্ডুলের দ্বারা অন্ন এবং টোটা হইতে শাকাদি চয়নপূর্ব্বক শাক-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া গোপীনাথকে ভোগ লাগাইলেন। এমন সময় শ্রীগৌরসুন্দরও গদাধর-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গদাধরকে বলিলেন যে, নিত্যানন্দের দ্রব্য, গদাধরের রন্ধন ও গোপীনাথের প্রসাদে মহাপ্রভুর অবশ্যই ভাগ আছে। মহাপ্রভুর কৃপাবাক্য-শ্রবণে গদাধর অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং গোপীনাথের প্রসাদ-পাত্র মহাপ্রভুর অগ্রে ধরিলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের প্রদত্ত তণ্ডুলে প্রীতিতে ভোজন করিতে বসিয়া গদাধরের পাকের প্রশংসা করিতে করিতে গোপীনাথের প্রসাদ-ভোজন লীলা প্রকাশ করিলেন, নানাপ্রকার হাস্য পরিহাস করিতে করিতে

শ্রীগৌরসুন্দর, নিত্যানন্দ ও গদাধর প্রসাদ-সেবন-লীলা সমাপন করিলেন। ভক্তগণ প্রভুত্রয়ের অবশেষপাত্র লুণ্ঠন করিলেন। উপসংহারে ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন গদাধরমন্দিরে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভোজনলীলা শ্রবণ ও পাঠের ফলে ভক্তিলাভ এবং নীলাচলে গৌর, গদাধর ও নিত্যানন্দের একত্র অবস্থানের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। (গৌঃ ভাঃ)

মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেবা-বিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥১॥
জয় জয় অদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রিয়ধাম।
জয় গদাধর-শ্রীজগদানন্দ-প্রাণ ॥২॥
জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন।
জয় শ্রীদামোদরস্বরূপের প্রাণধন ॥৩॥
জয় বক্রেশ্বরপণ্ডিতের প্রিয়কারী।
জয় পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি-মনোহারী ॥৪॥
জয় জয় দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু, শুভদৃষ্টিপাত ॥৫॥

নিত্যানন্দ-সঙ্গিগণের কৃষ্ণ-নৃত্য-গীতই ভজন—

হেনমতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপ-পুরে।
বিহরেন প্রেমভক্তি-আনন্দসাগরে ॥৬॥
নিরবধি ভক্তসঙ্গে করেন কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-নৃত্য-গীত হৈল সবার ভজন ॥৭॥
গোপশিশুগণ-সঙ্গে প্রতি-ঘরে ঘরে।
যেন ক্রীড়া করিলেন গোকুলনগরে ॥৮॥
সেইমত গোকুলের আনন্দ প্রকাশি'।
কীর্ত্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাসী ॥৯॥
ইচ্ছাময় নিত্যানন্দচন্দ্র ভগবান্।
গৌরচন্দ্র দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥১০॥

শচীমাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ—

আই-স্থানে হইলেন সন্তোষে বিদায়।
নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য-[illegible]ায় ॥১১॥
পরম-বিহ্বল পারিষদ-সব-সঙ্গে।
আইলেন শ্রীচৈতন্য-নাম-গুণ রঙ্গে ॥১২॥
হুঙ্কার, গর্জ্জন, নৃত্য, আনন্দ-ক্রন্দন।
নিরবধি করে সব পারিষদগণ ॥১৩॥

সপার্ষদ নিত্যানন্দের নীলাচলে আগমন, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামে হুঙ্কার, ভাবাবেশ এবং পুষ্পোদ্যানে অবস্থিতি—

এইমত সর্ব্বপথ প্রেমানন্দ-রসে।
আইলেন নীলাচলে কতেক দিবসে ॥১৪॥
কমলপুরেতে আসি' প্রসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া ॥১৫॥
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলি' করেন হুঙ্কার ॥১৬॥
আসিয়া রহিলা এক পুষ্পের উদ্যানে।
কে বুঝে তাঁহার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্য বিনে ॥১৭॥

একেশ্বর গৌরচন্দ্রের নিত্যানন্দ সমীপে আগমন—

নিত্যানন্দ-বিজয় জানিয়া গৌরচন্দ্র।
একেশ্বর আইলেন ছাড়ি' ভক্তবৃন্দ ॥১৮॥
ধ্যানানন্দে যেখানে আছেন নিত্যানন্দ।
সেই স্থানে বিজয় করিলা গৌরচন্দ্র ॥১৯॥

প্রভুর নিত্যানন্দ-প্রদক্ষিণ ও নিজকৃত শ্লোকে স্তুতি—

প্রভু আসি' দেখে—নিত্যানন্দ ধ্যানপর।
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলা বহুতর ॥২০॥
শ্লোকবন্ধে নিত্যানন্দ-মহিমা বর্ণিয়া।
প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেমপূর্ণ হৈয়া ॥২১॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীসেবা বিগ্রহ—**শ্রীবলদেবপ্রভু দশপ্রকার** বিগ্রহধারণপূর্ব্বক সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সর্ব্বতোভাবে ভগবান্ গৌরসুন্দরের প্রেমপ্রচার-লীলার সেবা করেন; **তজ্জন্য তিনি—শ্রীগৌরসেবাবিগ্রহ ॥১॥**

শ্রীমুখের শ্লোক শুন—নিত্যানন্দ-স্তুতি।
যে শ্লোক শুনিলে হয় নিত্যানন্দে মতি ॥২২॥

তথা হি—

গৃহ্ণীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্ বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্ ॥২৩॥

"মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য,"—বলে গৌরচন্দ্র ॥২৪॥
এই শ্লোক পড়ি' প্রভু প্রেমবৃষ্টি করি'।
নিত্যানন্দ প্রদক্ষিণ করে গৌরহরি ॥২৫॥

মহাপ্রভুর সন্দর্শনে নিত্যানন্দের প্রেমানন্দ ও ভাবাবেশ—

নিত্যানন্দস্বরূপো জানিঞা সেইক্ষণে।
উঠিলেন 'হরি' বলি' পরম সম্ভ্রমে ॥২৬॥
দেখি' নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের বদন।
কি আনন্দ হৈল, তাহা না যায় বর্ণন ॥২৭॥
'হরি' বলি' সিংহনাদ লাগিলা করিতে।
প্রেমানন্দে আছাড় পড়েন পৃথিবীতে ॥২৮॥

চৈতন্য ও নিত্যানন্দের পরস্পর প্রেম সম্ভাষণ—

দুইজন প্রদক্ষিণ করে দুহাঁকারে।
দুহেঁ দণ্ডবৎ হই পড়েন দুহাঁরে ॥২৯॥
ক্ষণে দুই প্রভু করে প্রেম-আলিঙ্গন।
ক্ষণে গলা ধরি' করে আনন্দ-ক্রন্দন ॥৩০॥
ক্ষণে পরানন্দে গড়ি' যায় দুই জন।
মহামত্ত সিংহ জিনি দুহাঁর গর্জ্জন ॥৩১॥
কি অদ্ভুত প্রীতি সে করেন দুইজনে।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥৩২॥
দুই জনে শ্লোক পড়ি' বর্ণেন দুহাঁরে।
দুহাঁরেই দুহেঁ যোড়হস্তে নমস্করে ॥৩৩॥
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক, বৈবর্ণ্য।
কৃষ্ণভক্তি-বিকারের যত আছে মর্ম্ম ॥৩৪॥
ইহা বই দুই শ্রীবিগ্রহে আর নাই।
সব করে করায়েন চৈতন্যগোসাঞি ॥৩৫॥
কি অদ্ভুত প্রেমভক্তি হইল প্রকাশ।
নয়ন ভরিয়া দেখে যে একান্তদাস ॥৩৬॥

গৌরহরির নিত্যানন্দ স্তুতি—

তবে কতক্ষণে প্রভু যোড়হস্ত করি'।
নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে গৌরহরি ॥৩৭॥
"নাম-রূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
শ্রীবৈষ্ণবধাম তুমি - ঈশ্বর অনন্ত ॥৩৮॥

গোবিন্দ—ভগবান্ গৌরসুন্দরের বক্ষণাবেক্ষণ-সেবা করিতেন। তজ্জন্য তিনি দ্বারপাল ॥২১॥

অন্বয় ও অনুবাদ অন্ত্য ষষ্ঠ অধ্যায় ১২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥২৩॥

মদ্যপান করিলে মানবের হিতাহিত-বুদ্ধি লোপ পায়। পাপপ্রসক্ত জনগণ মাদকদ্রব্য সেবা করিয়া আত্মগ্লানি আনয়ন করে। আচার-রহিত যবনীর সঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা পাপজনক। ব্রহ্মা সকল দেবতার আদি পুরুষ ও পূজ্য। অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তি যেমন একদিকে অত্যন্ত অধোগত, অপরদিকে বিরিঞ্চিও তদ্রূপ সর্ব্বপূজ্য। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরু-বৈষ্ণব এতাদৃশ সর্ব্বজনপূজ্য যে, তাঁহারা মায়া-প্রতারিত লৌকিক-বাহ্যদর্শনে অত্যন্ত প্রায়শ্চিত্তার্হ কার্য্যে রত দৃষ্ট হইলেও তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বলোকমান্যত্ব নিত্য বর্ত্তমান। আপাত-লোকদর্শনে তাঁহাদিগকে পাপ-কলুষিত জ্ঞান করা মহাপরাধজনক ॥২৪॥

একান্তদাস—যাঁহাদের অন্য বুদ্ধি নাই এবং কখনও হয়ও না, তাঁহারাই একান্তদাস। আংশিক-দর্শনে বণিগ্-বৃত্তির আশ্রয়ে অনেকে নিত্য-প্রভুদাস সম্বন্ধের বিরোধ আচরণ করে; তাহাদের ঐকান্তিকদাস্য অল্পই। ঐ তাৎকালিক দাসত্ব ছলনা বা কপটতার লক্ষণ, কেবলা ভক্তির লক্ষণ নহে। সেবা বিমুখ জীবের নিজ কামনা যেকাল পর্য্যন্ত থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত অনৈকান্তিকদিগের নিত্য দাস্যভাবের নমুনা দেখা যায়। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যাঘাত হয়, তাহারা তৎক্ষণাৎ দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রভু সাজিয়া স্বীয় প্রভুর প্রতি অত্যাচার অবিচার করে ॥৩৬॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—অনন্ত, ঈশ্বর ও সর্ব্ব-বৈষ্ণবের আকর। তাঁহার নাম, রূপ—সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্। অল্পকালস্থায়ী মায়িক নাম, রূপ বস্তু বস্তুতে অবস্থিত ॥৩৮॥

নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার ভক্তি-যোগাবতার-স্বরূপ—

যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ-অবতার ॥৩৯॥

নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের স্বর্ণ মুক্তাদি নববিধা সামগ্রী নবধাভক্তি-স্বরূপ—

স্বর্ণ-মুক্তা-হীরা-কসা-রুদ্রাক্ষাদি রূপে।
নববিধা ভক্তি ধরিয়াছ নিজ-সুখে ॥৪০॥
নীচজাতি পতিত অধম যত জন।
তোমা' হৈতে হৈল এবে সবার মোচন ॥৪১॥

অবরকুলেও নিত্যানন্দ-কর্তৃক মুনিযোগেশ্বরাদি বাঞ্ছিত ভক্তি-বিতরণ—

যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক্-সবারে।
তাহা বাঞ্ছে সুর-সিদ্ধ-মুনি-যোগেশ্বরে ॥৪২॥

নিত্যানন্দ স্বতন্ত্র কৃষ্ণকেও বিক্রয় করিতে সমর্থ—

'স্বতন্ত্র' করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়।
হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয় ॥৪৩॥

মূর্ত্তিমন্ত কৃষ্ণরসাবতার নিত্যানন্দ—

তোমার মহিমা জানিবারে শক্তি কার।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস-অবতার ॥৪৪॥
বাহ্য নাহি জান তুমি সংকীর্ত্তন-সুখে।
অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে ॥৪৫॥

নিত্যানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণবিলাস-সদন—

কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর।
তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণ-বিলাসের ঘর ॥৪৬॥
অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ কভু না ছাড়িবে তারে ॥" ৪৭॥
তবে কতক্ষণে নিত্যানন্দ মহাশয়।
বলিতে লাগিলা অতি করিয়া বিনয় ॥৪৮॥

নিত্যানন্দের গৌর-প্রপত্তি, মহাপ্রভুর প্রতি নিত্যানন্দ—

"প্রভু হই' তুমি যে আমারে কর' স্তুতি।
এ তোমার বাৎসল্য ভক্তের প্রতি অতি ॥৪৯॥
প্রদক্ষিণ কর, কিবা কর নমস্কার।
কিবা মার, কিবা রাখ, যে ইচ্ছা তোমার ॥৫০॥

তথ্য। (১) পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণাত্মকো নিত্যানন্দৈকরূপঃ ॥ (গোপাল তাঃ উঃ ১।৪৪)। (২) নিত্যানন্দমথৈণ্ডেকরসং অদ্বিতীয়ং ॥ নিরালম্ব (শ্রুতি) ॥ ১ ॥ (৩) স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্। (মুণ্ডক ৩.২।১) (অস্যার্থঃ) 'স'—বেদজ্ঞপুরুষঃ, 'এতৎ'—অনন্তদেবং, পরমং ব্রহ্মধাম—শ্রীগোলোকপরব্যোমাদিনাম্ আশ্রয়ভূতং, সন্ধিনীশক্তিমত্তত্ত্ববিগ্রহং; 'বেদ' জানাতি। 'যত্র'—অনন্তে 'বিশ্বং'—চিদচিৎব্রহ্মাণ্ডনিচয়ং 'নিহিতং' সুপ্রতিষ্ঠিতম্। কিঞ্চ যঃ 'শুভ্রং'—বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকং, 'ভাতি'—শোভতে। (৪) সহস্রপত্র-কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্। তৎকর্ণিকারং-তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥ ব্রঃ সং ৫।২ ॥৩৮॥

কসা—কসিত বা খচিত ॥৪০॥

শ্রীগুরুদেব শিষ্যের বর্ণ্মফলবাস নীচযোনির কলঙ্ক বিদূরিত করেন। তাহার কুপাণ্ডিত্য ও অধমত্ব হইতে মুক্ত করেন; তাহাকে পতিত, অধম ও নীচজাতি রাখিয়া নিজে পবিত্র ও উত্তম শ্রেষ্ঠ জাতি হইয়া বসিয়া থাকেন না। নিত্যানন্দপ্রভু জীবকুলকে জাতিগত উচ্চাবচত্ব ও পাপপুণ্য হইতে আত্মজ্ঞানদানপূর্ব্বক মুক্ত করেন ॥৪১॥

সামাজিক-দৃষ্টিতে হীন বলিয়া পরিগণিত অবর-বৈশ্য সৌভাগ্যবন্ত সুবর্ণবণিক্‌কুলে উৎপন্ন ব্যক্তিকে যে সেবা-প্রবৃত্তি দিযাছ, তাহা বহির্জ্জগতের ভোগমুক্ত দেবতা, সিদ্ধ ও ঋষিসকলও প্রার্থনা করেন। কিন্তু যাহারা উক্ত বণিক্-কুলে উৎপন্ন হইয়া ভগবদ্‌ভক্ত ও ভগবদ্ভক্তির বিদ্বেষপূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে অপরাধ করিয়া তাহাদের ভক্তি হইল বলিয়া মনে করে, তাহাদের ভক্তির অভাব জানিতে হইবে। তাহারা নিত্যানন্দাভিন্ন গুরুদেবের কৃপা-লাভে অনধিকারী ॥৪২॥

পরমেশ্বর বস্তু পরতন্ত্র নহেন; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কৃষ্ণসেবা করিয়া তাঁহার অধিকার লাভ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনিত্যানন্দেরই সম্পত্তিবিশেষ ॥৪৩॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—মূর্ত্তিমান্ কৃষ্ণরসের অবতার। আশ্রয়-বিগ্রহরূপে তিনি পাঁচপ্রকার কৃষ্ণরস সম্বর্দ্ধন করেন ॥৪৪॥

শ্রীনিত্যানন্দের কলেবর কৃষ্ণবিলাসের আধার ॥৪৬॥

কোন্ বা বক্তব্য প্রভু, আছে তোমা-স্থানে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য-দরশনে ॥৫১॥
মন-প্রাণ সবার ঈশ্বর প্রভু, তুমি।
তুমি যে করাহ, সেইরূপ করি আমি ॥৫২॥
আপনেই মোরে তুমি দণ্ড ধরাইলা।
আপনেই ঘুচাইয়া এরূপ করিলা ॥৫৩॥
তাড়, খাড়ু, বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, ছান্দ-দড়ি।
ইহা ধরিলাঙ আমি মুনিধর্ম্ম ছাড়ি' ॥৫৪॥
আচার্য্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ।
সবারেই দিলা তপ-ভক্তি-আচরণ ॥৫৫॥
মুনিধর্ম্ম ছাড়াইয়া যে কৈলে আমারে।
ব্যবহারি-জনে সে সকলে হাস্য করে ॥৫৬॥
তোমার নর্ত্তক আমি, নাচাও যেরূপে।
সেইরূপ নাচি আমি তোমার কৌতুকে ॥৫৭॥
নিগ্রহ কি অনুগ্রহ—তুমি সে প্রমাণ।
বৃক্ষদ্বারে কর তুমি তোমার সে নাম ॥"৫৮॥

নবধা ভক্তিই নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার-স্বরূপ—

প্রভু বলে,—"তোমার যে দেহে অলঙ্কার।
নববিধা ভক্তি বই কিছু নহে আর ॥৫৯॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি নমস্কার।
এই সে তোমার সর্ব্বকাল অলঙ্কার ॥৬০॥

শ্রীসঙ্কর্ষণ-ভৃত্য শ্রীশঙ্করের মস্তকে সর্পভূষণ ধারণ করিবার কারণ যেরূপ ব্যবহারিক লোকের অগম্য, তদ্রূপ নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কারধারণের মর্ম্মও অক্ষজ-জ্ঞানদৃপ্ত লোকের দুরধিগম্য—

নাগ-বিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করে।
তাহা নাহি সর্ব্বজনে বুঝিবারে পারে ॥৬১॥
পরমার্থে মহাদেব—অনন্ত-জীবন।
নাগ-ছলে অনন্ত ধরেন সর্ব্বক্ষণ ॥৬২॥
না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
যতেক নিন্দয়ে তা'র হয় কার্য্য-বাধ ॥৬৩॥
মুঞি ত তোমার অঙ্গে ভক্তি-রস বিনে।
অন্য নাহি দেখোঁ কভু কায়-বাক্য-মনে ॥৬৪॥
নন্দগোষ্ঠী-রসে তুমি বৃন্দাবন সুখে।
ধরিয়াছ অলঙ্কার আপন কৌতুকে ॥৬৫॥

সুকৃতি-ব্যক্তির দর্শন ও লাভ—

ইহা দেখি' যে সুকৃতি চিত্তে পায় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবে কৃষ্ণের শ্রীমুখ ॥৬৬॥

নিত্যানন্দ ও নিত্যানন্দ-ভৃত্যগণ ব্রজের নিত্যসিদ্ধ পরিকর—

বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, গুঞ্জাহার, মাল্য, গন্ধ।
সর্ব্বকাল এইরূপ তোমার শ্রীঅঙ্গ ॥৬৭॥
যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি।
শ্রীদাম-সুদাম-প্রায় লয় মোর মতি ॥৬৮॥
বৃন্দাবন ক্রীড়ার যতেক শিশুগণ।
সকল তোমার সঙ্গে—লয় মোর মন ॥৬৯॥

নিত্যানন্দের সর্ব্বাঙ্গে নন্দগোষ্ঠি-ভক্তি—

সেই ভাব, সেই কান্তি, সেই সব শক্তি।
সর্ব্ব দেহে দেখি সেই নন্দ-গোষ্ঠি-ভক্তি ॥৭০॥
এতেকে যে তোমারে, তোমার সেবকেরে।
প্রীতি করে, সত্য সত্য সে করে আমারে ॥" ৭১॥
স্বানুভাবানন্দে দুই—মুকুন্দ, অনন্ত।
কিরূপে কি কহে কে জানিব তা'র অন্ত ॥৭২॥

ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্যের সেবা করিতে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু দণ্ডধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে সেই দণ্ড পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন। কৃষ্ণসেবা করিতে গিয়া যে সকল উপকরণ আবশ্যক, তাহা গ্রহণ করিয়া তাপসের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥৫৪॥

নিত্যানন্দ বলিলেন—তুমিই কেবল নিগ্রহ-অনুগ্রহ করিবার অধিকারী। কেবল মনুষ্য নহে, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি অবর-সর্গসমূহও ভগবৎসেবা-লাভে তোমার কৃপায় যোগ্যতা লাভ করে। কৃষ্ণনাম কীর্ত্তিত হইলে সঙ্কুচিতচেতন আধারসমূহও ফললাভ করে ॥৫৮॥

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন—তিনি নিত্যানন্দের অঙ্গে ভক্তিরস ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পান না। নববিধা ভক্তিই তাঁহার অলঙ্কারস্বরূপ। শ্রীনিত্যানন্দের কায়মনোবাক্য সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত। তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই গৌরসুন্দরের দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হয় না ॥ ৬৪ ॥

পুষ্পোপবনে উপবেশন, পরস্পর গুহ্যালাপ—

কতক্ষণে দুই প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
বসিলেন নিভৃতে পুষ্পের বনে গিয়া ॥৭৩॥
ঈশ্বরে-পরমেশ্বরে হইল কি কথা।
বেদে সে ইহার তত্ত্ব জানেন সর্ব্বথা ॥৭৪॥
নিত্যানন্দে-চৈতন্যে যখনে দেখা হয়।
প্রায় আর কেহ নাহি থাকে সে সময় ॥৭৫॥
কি করেন আনন্দ-বিগ্রহ দুইজন।
চৈতন্য-ইচ্ছায় কেহ না থাকে তখন ॥৭৬॥
নিত্যানন্দস্বরূপও প্রভু-ইচ্ছা জানি'।
একান্তে সে আসিয়া দেখেন ন্যাসিমণি ॥৭৭॥
আপনারে যেন প্রভু না করেন ব্যক্ত।
এইমত লুকায়েন নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ॥৭৮॥
সুকোমল দুর্ব্বিজ্ঞেয় ঈশ্বর-হৃদয়।
বেদশাস্ত্রে ব্রহ্মা, শিব সব এই কয় ॥৭৯॥
না বুঝি', না জানি' মাত্র সবে গায় গাথা।
লক্ষ্মীরো এই সে বাক্য, অন্যের কি কথা ॥৮০॥
এই মত ভাবরঙ্গে চৈতন্যগোসাঞি।
এই কথা না কহেন একজন-ঠাঞি ॥৮১॥
হেন সে তাঁহার রঙ্গ—সবেই মানেন।
"আমার অধিক প্রীত কারো না বাসেন ॥৮২॥
আমারে সে কহেন সকল গোপ্য কথা।
'মুনিধর্ম্ম করি' কৃষ্ণ ভজিবে সর্ব্বথা ॥৮৩॥
বেত্র, বংশী, বর্হা, গুঞ্জামালা, ছাদ-দড়ি।
ইহা বা ধরেন কেনে মুনিধর্ম্ম ছাড়ি' ॥"৮৪॥
কেহ বলে,—"ভক্তনাম যতেক প্রকার।
বৃন্দাবনে গোপ-ক্রীড়া—অধিক সবার ॥৮৫॥
গোপ-গোপী-ভক্তি—সব তপস্যার ফল।
যাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা, শিব ঈশ্বর-সকল ॥৮৬॥

শ্রীউদ্ধবাদি-বাঞ্ছিত গোকুল-ভাবের সুদুর্ল্লভত্ব—

অতি কৃপা-পাত্র সে গোকুলভাব পায়।
যে ভক্তি বাঞ্ছেন প্রভু শ্রীউদ্ধবরায় ॥৮৭॥

তথা হি (ভাঃ ১০।৪৭।৬৩)

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥৮৮॥

এইমত যে বৈষ্ণব করেন বিচার।
সর্ব্বত্র শ্রীগৌরচন্দ্র করেন স্বীকার ॥৮৯॥
অন্যোঽন্যে বাজায়েন ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
হেন রঙ্গী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥৯০॥

নিত্যানন্দ ও গৌরচন্দ্রের আনন্দ-কন্দলের মর্ম্ম না বুঝিয়া কাহারও পক্ষ গ্রহণপূর্ব্বক অপর-ঈশ্বরের নিন্দায় ভীষণ অপরাধ—

কৃষ্ণের কৃপায় সবে আনন্দে বিহ্বল।
কখনো কখনো বাজে আনন্দ-কন্দল ॥৯১॥
ইহাতে যে এক ঈশ্বরের পক্ষ হৈয়া।
অন্য ঈশ্বরেরে নিন্দে, সে-ই অভাগিয়া ॥৯২॥

শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের আত্মীয়স্বজন সূত্রে যে রস বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান, নিত্যানন্দ সেই সকল রস অলঙ্কার-স্বরূপে ধারণ করিয়াছেন। 'নন্দগোষ্ঠী'-শব্দে —বিভিন্নরসের ব্রজবাসিগণ ॥ ৬৫ ॥

তথ্য। বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ ॥ (উত্তর-রামচরিত ৩।২৩) ॥ ৭৯ ॥

বর্হা—ময়ূরপুচ্ছ।

ছাঁদ-দড়ি—বা ছাঁদন দড়ি, দুগ্ধ দোহনকালে গাভীর পদবন্ধন-রজ্জু ॥ ৮৪ ॥

যতপ্রকার ভক্ত ও ভক্তির সম্ভাবনা আছে, অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত অধিবাসিগণের কার্য্য-কলাপে সেই সকল বিষয়ের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয় ॥৮৫॥

তথ্য। ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন। মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ (ভাঃ ১০।১২।১১) হঃ ভঃ কল্পলতিকা ২।১৬-১৮ দ্রষ্টব্য ॥ ৮৬ ॥

তথ্য। ভাঃ ১০।৪৭।৬১ ॥ ৮৭ ॥

অন্বয়। (অহং) নন্দব্রজ-স্ত্রীণাং (নন্দব্রজস্থানাং গোপীনাং) পাদরেণুং (চরণরজঃ) অভীক্ষ্ণশঃ (নিরন্তরং) বন্দে (প্রণমামি) যাসাং (নন্দব্রজস্ত্রীণাং) হরিকথোদ্গীতং (শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক-গানং) ভুবনত্রয়ং পুনাতি (পবিত্রীকরোতি) ॥৮৮॥

ভক্তগণ ঈশ্বরের অভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—

ঈশ্বরের অভিন্ন—সকল ভক্তগণ।
দেহের যে-হেন বাহু, অঙ্গুলি, চরণ ॥৯৩॥

তথা হি (ভাঃ ৪।৭।৫৩)

যথা পুমান্ ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু কচিৎ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুতে এবং ভূতেষু মৎপরঃ ॥৯৪॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর—

তথাপিহ সর্ব্ব-বৈষ্ণবের এই কথা।
সবার ঈশ্বর—কৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বথা।৯৫॥
নিয়ন্তা, পালক, স্রষ্টা দুর্ব্বিজ্ঞেয় তত্ত্ব।
সবে মিলি' এই মাত্র গায়েন মহত্ত্ব।৯৬॥
আবির্ভাব হইতেছে যে-সব শরীরে।
তাঁ'-সবার অনুগ্রহে ভক্তি-ফল ধরে ॥৯৭॥
সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তি দিয়াও আপনে।
অপরাধে শাস্তিও করেন ভাল-মনে।৯৮॥
ইতিমধ্যে বিশেষ আছয়ে দুই প্রতি।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতেরে না ছাড়েন স্তুতি।৯৯॥
কোটি অলৌকিকো যদি এ দুই করেন।
তথাপিহ গৌরচন্দ্র কিছু না বলেন ॥১০০॥
এইমত কতক্ষণ পরানন্দ করি'।
অবধূতচন্দ্র-সঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥১০১॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজবাস-স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন—

তবে নিত্যানন্দ-স্থানে হইয়া বিদায়।
বাসায় আইলা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায় ॥১০২॥

নিত্যানন্দের জগন্নাথ-দর্শন ও মহাভাব-লীলা—

নিত্যানন্দস্বরূপো পরম-হর্ষ-মনে।
আনন্দে চলিলা জগন্নাথ-দরশনে ॥১০৩॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে যে হৈল দরশন।
ইহার শ্রবণে সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন ॥১০৪॥
জগন্নাথ দেখি' মাত্র নিত্যানন্দরায়।
আনন্দে বিহ্বল হই' গড়াগড়ি যায় ॥১০৫॥
আছাড় পড়েন প্রভু প্রস্তর-উপরে।
শত জনে ধরিলেও ধরিতে না পারে ॥১০৬॥
জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, সুদর্শন।
সবা' দেখি' নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন ॥১০৭॥
সবার গলার মালা ব্রাহ্মণে আনিঞা।
পুনঃ পুনঃ দেন সবে প্রভাব জানিঞা ॥১০৮॥
নিত্যানন্দ দেখি', যত জগন্নাথ-দাস।
সবার জন্মিল অতি-পরম-উল্লাস ॥১০৯॥
যে জন না চিনে, সে জিজ্ঞাসে কারো ঠাঞি।
সবে কহে,—"এই কৃষ্ণচৈতন্যের ভাই॥" ১১০॥
নিত্যানন্দস্বরূপো সবারে করি' কোলে।
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে ॥১১১॥

অনুবাদ। আমি নন্দব্রজস্থিত তাদৃশ গোপীগণের চরণরেণুর নিরন্তর বন্দনা করি, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গানদ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

ভগবানের একত্বনিবন্ধন অপর ভক্তপ্রমুখ অধিষ্ঠানসমূহ সকলেই তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশেষ; কেহই স্বতন্ত্র নহেন। পরন্তু ভগবানের মায়াশক্তিপ্রভাবে-বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হইয়া যে পৃথগ্‌বুদ্ধি, তাহা সুষ্ঠুদর্শনে অপসারিত হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য অঙ্গীর সহিত একতাৎপর্য্যপর হইলেই পৃথগ্‌বুদ্ধি থাকে না—কিন্তু বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যপ্রসূত বিভিন্ন কার্য্য-কলাপ একই বস্তুতে সম্পাদিত হয়। ভগবদ্ভক্তগণ ভগবৎসেবোন্মুখ। তাঁহাদের ভগবদিতর প্রতীতির অভাববশতঃ ভোগপ্রবৃত্তি নাই। ৯৩।

অন্বয়। যথা (কশ্চিৎ অপি) পুমান্ শিরঃপাণ্যাদিষু স্বাঙ্গেষু কচিৎ পারক্যবুদ্ধিং (স্বভেদবুদ্ধিং) ন কুরুতে, এবং মৎপরঃ (বিদ্বান্) ভূতেষু (সর্ব্বভূতেষু) (ভেদবুদ্ধিং ন কুরুতে) ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ। যেরূপ কোনও পুরুষ মস্তক ও হস্তাদি নিজ অঙ্গসকলকে কখনও পরকীয় বলিয়া বুদ্ধি করে না, তদ্রূপ আমার অনুরক্ত ব্যক্তিও ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতা ও জীবনিচয়কে আমা হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন না অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ আমাতেই ভেদাভেদ সম্বন্ধযুক্ত হইয়া সকল দেবতা ও জীবনিচয় অবস্থান করিতেছেন ॥ ৯৪ ॥

তথ্য। উৎপত্তিস্থিতি সংহারা নিয়তিজ্ঞানমাকৃতিঃ!

তবে জগন্নাথ হেরি' হর্ষ সর্ব্ব-গণে।
আনন্দে চলিলা গদাধর-দরশনে ॥১১২॥

গদাধর-গৃহে নিত্যানন্দ—

নিত্যানন্দ-গদাধরে যে প্রীতি অন্তরে।
তাহা কহিবারে শক্তি ঈশ্বরে সে ধরে ॥১১৩॥

গদাধর-ভবনস্থ পরম মোহন শ্রীগোপীনাথবিগ্রহকে শ্রীচৈতন্যদেবের ক্রোড়ে ধারণ—

গদাধর-ভবনে মোহন গোপীনাথ।
আছেন, যে হেন নন্দ-কুমার সাক্ষাত ॥১১৪॥
আপনে চৈতন্য তানে করিয়াছেন কোলে।
অতি পাষণ্ডীও সে বিগ্রহ দেখি' ভুলে ॥১১৫॥
দেখি' শ্রীমুরলী-মুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা।
নিত্যানন্দ-আনন্দ-অশ্রুর নাহি সীমা ॥১১৬॥

স্বীয় ভবনে নিত্যানন্দের বিজয়-শ্রবণে গদাধরের ভাগবত-পাঠ-পরিত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দ-সমীপে আগমন—

নিত্যানন্দ-বিজয় জানিঞা গদাধর।
ভাগবত-পাঠ ছাড়ি' আইলা সত্বর ॥১১৭॥
দুহেঁ মাত্র দেখিয়া দুহাঁর শ্রীবদন।
গলা ধরি' লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥১১৮॥

সাক্ষাতে পরস্পর সম্ভাষণ—

অন্যোঽন্যে দুই প্রভু করে নমস্কার।
অন্যোঽন্যে দোঁহে বলে মহিমা দুহাঁর ॥১১৯॥
দোঁহে বলে,—"আজি হৈল লোচন নির্ম্মল"।
দোঁহে বলে,—"আজি হইল জীবন সফল" ॥১২০॥
বাহ্য জ্ঞান নাহি দুই প্রভুর শরীরে।
দুই প্রভু ভাসে ভক্তি-আনন্দ-সাগরে ॥১২১॥
হেন সে হইল প্রেম-ভক্তির প্রকাশ।
দেখি' চতুর্দ্দিকে পড়ি' কান্দে সর্ব্ব দাস ॥১২২॥
কি অদ্ভুত প্রীতি নিত্যানন্দ-গদাধরে।
একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে ॥১২৩॥

গদাধরের সঙ্কল্প—নিত্যানন্দ-নিন্দকের মুখ অদৃশ্য—

গদাধরদেবের সংকল্প এইরূপ।
নিত্যানন্দ-নিন্দকের না দেখেন মুখ ॥১২৪॥
নিত্যানন্দস্বরূপেরে প্রীতি যা'র নাঞি।
দেখাও না দেন তা'রে পণ্ডিতগোসাঞি ॥১২৫॥
তবে দুই-প্রভু স্থির হই' একস্থানে।
বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল-সংকীর্ত্তনে ॥১২৬॥

গদাধরগৃহে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের আনন্দ-ভোজন—

তবে গদাধরদেব নিত্যানন্দ-প্রতি।
নিমন্ত্রণ করিলেন—"আজি ভিক্ষা ইথি।" ১২৭॥

নিত্যানন্দের গৌড়দেশ হইতে আনিত তণ্ডুল গোপীনাথের ভোগার্থে প্রদান—

নিত্যানন্দ গদাধর-ভিক্ষার কারণে।
এক মান চাউল আনিঞাছেন যতনে ॥১২৮॥
অতি সূক্ষ্ম শুক্ল দেবযোগ্য সর্ব্বমতে।
গোপীনাথ লাগি' আনিঞাছে গৌড় হৈতে ॥১২৯॥
আর একখানি বস্ত্র—রঞ্জিম সুন্দর।
দুই আনি' দিলা গদাধরের গোচর ॥১৩০॥
"গদাধর, এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন।
শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন।" ১৩১॥
তণ্ডুল দেখিয়া হাসে' পণ্ডিতগোসাঞি।
"নয়নে ত এমত তণ্ডুল দেখি' নাঞি ॥১৩২॥
এ তণ্ডুল গোসাঞি, কি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
যত্নে আনিঞাছেন গোপীনাথের লাগিয়া ॥১৩৩॥
লক্ষ্মীমাত্র এ তণ্ডুল করেন রন্ধন।
কৃষ্ণ সে ইহার ভোক্তা, তবে ভক্তগণ ॥১৩৪॥
আনন্দে তণ্ডুল প্রশংসেন গদাধর।
বস্ত্র লই' গেলা গোপীনাথের গোচর ॥১৩৫॥
দিব্য-রঙ্গ-বস্ত্র গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে।
দিলেন, দেখিয়া শোভা ভাসেন আনন্দে ॥১৩৬॥

বন্ধমোক্ষৌ চ পুরুষাদ্ যস্মাৎ স হরিরেকরাট্। মাধ্বভাষ্য ১।১।২ ধৃতস্কন্দবাক্য এবং মাধ্বভাষ্য ২।৩।১—৩; ২।৪।২১, ৩।২।২২ দ্রষ্টব্য এবং ভাঃ ১০।১৬।৪৯; ১০।৫৭।১৫; ১০,৬৩,৪৪ দ্রষ্টব্য। ৭৬।

গদাধরের রন্ধন-কার্য্য ও টোটা হইতে শাক-চয়ন—

তবে রন্ধনের কার্য্য করিতে লাগিলা।
আপনে টোটার শাক তুলিতে লাগিলা ॥১৩৭॥
কেহ বোনে নাহি—দৈবে হইয়াছে শাক।
তাহা তুলি' আনিয়া করিলা এক পাক ॥১৩৮॥
তেঁতুল বৃক্ষের যত পত্র সুকোমল।
তাহা আনি' বাটি তায় দিলা লোণজল ॥১৩৯॥
তা'র এক ব্যঞ্জন করিলা অম্ল-নাম।
রন্ধন করিলা গদাধর ভাগ্যবান্ ॥১৪০॥

গদাধর-কর্ত্তৃক গোপীনাথের অগ্রে ভোগ-প্রদান—

গোপীনাথ-অগ্রে নিঞা ভোগ লাগাইলা।
হেনকালে গৌরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা ॥১৪১॥

গৌরচন্দ্রের আগমন ও ভক্তের নিমন্ত্রণে প্রীতি-জ্ঞাপন—

প্রসন্ন শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি'।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতুহলী ॥১৪২॥
'গদাধর, গদাধর', ডাকে গৌরচন্দ্র।
সম্ভ্রমে গদাধর বন্দে পদদ্বন্দ্ব ॥১৪৩॥
হাসিয়া বলেন প্রভু,—"কেন গদাধর!
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর? ১৪৪॥
আমি ত তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নই।
না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি লই ॥১৪৫॥
নিত্যানন্দ-দ্রব্য, গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন—মোর ইথে আছে ভাগ ॥"১৪৬॥
কৃপা-বাক্য শুনি' নিত্যানন্দ, গদাধর।
মগ্ন হইলেন সুখ-সাগর-ভিতর ॥১৪৭॥

গৌরচন্দ্রের অগ্রে প্রসাদ-স্থাপন—

সন্তোষে প্রসাদ আনি' দেব-গদাধর।
থুইলেন গৌরচন্দ্রপ্রভুর গোচর ॥১৪৮॥

মহাপ্রভুর প্রসাদান্ন-বন্দনা—

সর্ব্বটোটা ব্যাপিলেক অন্নের সৌগন্ধে।
ভক্তি করি প্রভু পুনঃ পুনঃ অন্ন বন্দে ॥১৪৯॥
প্রভু বলে,—"তিন ভাগ সমান করিয়া।
ভুঞ্জিব প্রসাদ-অন্ন একত্র বসিয়া ॥"১৫০॥
নিত্যানন্দস্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতে।
বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে ॥১৫১॥
দুই প্রভু ভোজন করেন দুই পাশে।
সন্তোষে ঈশ্বর অন্ন-ব্যঞ্জন প্রশংসে ॥১৫২॥
প্রভু বলে,—"এ অন্নের গন্ধেও সর্ব্বথা।
কৃষ্ণভক্তি হয়, ইথে নাহিক অন্যথা ॥১৫৩॥

গদাধরের পাক-প্রশংসা—

গদাধর, কি তোমার মনোহর পাক।
আমি ত এমত কভু নাহি খাই শাক ॥১৫৪॥
গদাধর, কি তোমার বিচিত্র রন্ধন।
তেঁতুলপত্রের কর এমত ব্যঞ্জন ॥১৫৫॥
বুঝিলাও বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি।
তবে আর আপনাকে লুকাও বা কেনি ॥" ১৫৬॥
এই মত সন্তোষেতে হাস্য-পরিহাসে।
ভোজন করেন তিন প্রভু প্রেমরসে ॥১৫৭॥
এ-তিন জনের প্রীতি এ-তিনে সে জানে।
গৌরচন্দ্র ঝাট না কহেন কারো স্থানে ॥১৫৮॥

ভক্তগণের অবশেষ-পাত্র লুণ্ঠন—

কতক্ষণে প্রভু সব করিয়া ভোজন।
চলিলেন, পাত্র লুট কৈল ভক্তগণ ॥১৫৯॥

গদাধরভবনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের আনন্দ-ভোজন-সংবাদ শ্রবণ ও পাঠের ফলে কৃষ্ণ-ভক্তিলাভ—

এ আনন্দ-ভোজন যে পড়ে বা শুনে।
কৃষ্ণভক্তি হয়, কৃষ্ণ পায় সেই জনে ॥১৬০॥
গদাধর শুভদৃষ্টি করেন যাহারে।
সে-জানিতে পারে নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে ॥১৬১॥

শ্রীগদাধরপণ্ডিতের সেবিত শ্রীগোপীনাথবিগ্রহ আজও শ্রীক্ষেত্রে টোটায় বর্ত্তমান। পুরুষোত্তম শ্রীমন্দিরের দক্ষিণপশ্চিম কোণে সমুদ্র বালুকোপরি যমেশ্বরটোটা বা বাগান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৫শ পঃ ১৮৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১১৪ ॥

টোটা—উদ্যান, উপবন ॥ ১৩৭ ॥

নিত্যানন্দ-স্বরূপো যাহারে প্রীত মনে।
লওয়ায়েন গদাধর জানে সে-ই জনে ॥১৬২॥
হেনমতে নিত্যানন্দপ্রভু নীলাচলে।
বিহরেন গৌরচন্দ্র-সঙ্গে কুতুহলে ॥১৬৩॥

নীলাচলে গৌরগদাধর ও নিত্যানন্দের একত্র বসতি—

তিনজন একত্র থাকেন নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ, গদাধর ॥১৬৪॥
জগন্নাথো একত্র দেখেন তিন জনে।
আনন্দে বিহ্বল সবে মাত্র সংকীর্ত্তনে ॥১৬৫॥

উপসংহার—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তুছু পদযুগে গান ॥১৬৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে গদাধর-কাননবিলাস-বর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

লোণজল—লবণাক্তজল ॥ ১৩৯ ॥

শ্রীবার্ষভানবী কৃষ্ণের জন্য পাক করিয়া থাকেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীগোপীনাথের নৈবেদ্যপাকে নৈপুণ্য প্রদর্শন করায় শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার স্বরূপ বুঝিয়া বৈকুণ্ঠের রন্ধনকারী বলিয়া তাঁহাকে স্থিরনির্ণয় করিলেন ॥ ১৫৬ ॥

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রথযাত্রার পূর্ব্বে নীলাচলে গৌড়দেশ হইতে বিভিন্ন ভক্তগণের আগমনবর্ণনমুখে গ্রন্থকারের বিভিন্ন ভক্তের পরিচয়-প্রদান ও গুণবর্ণনা, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পত্নী-পুত্র-দাসদাসী-সহ নীলাচলে আগমন, আঠারনালায় অগ্রসর হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎকার, নরেন্দ্র-সরোবরে রামকৃষ্ণ-গোবিন্দের শ্রীচন্দন-যাত্রা-উপলক্ষে আগমন, গৌড়দেশাগত ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রভুর চন্দন-যাত্রা-দর্শন ও নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলি-লীলা-তৎপরে শ্রীজগন্নাথ-দর্শন, মহাপ্রভুর তুলসী-সেবা-লীলার আদর্শ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকর্ত্তৃক মহাপ্রভুর-পার্ষদ বৈষ্ণবগণের সুদুর্ল্লভত্ব-কীর্ত্তন এবং তৎপ্রসঙ্গে বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-কাল নিকটবর্ত্তী হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে রথযাত্রা-দর্শনার্থ গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পণ্ডিত শ্রীবাস, শ্রীচন্দ্রশেখর, পণ্ডিত গদাধরদাস, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, পণ্ডিত বক্রেশ্বর, প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, ঠাকুর হরিদাস, বাসুদেবদত্ত ঠাকুর শ্রীমুকুন্দদত্ত ঠাকুর, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দানন্দ, আঁখরিয়া বিজয়দাস, সদাশিব পণ্ডিত, পুরুষোত্তমসঞ্জয়, নন্দন-আচার্য্য, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীধর, ভগবান্ পণ্ডিত, গোপীনাথ পণ্ডিত, শ্রীগর্ভ পণ্ডিত, বনমালি পণ্ডিত, জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্তখান, আচার্য্যপুরন্দর, মুরারিগুপ্ত, গরুড় পণ্ডিত, গোপীনাথ সিংহ, শ্রীরাম পণ্ডিত, নারায়ণ পণ্ডিত, শচীদেবীর দর্শনার্থ গৌড়দেশ হইতে আগত পণ্ডিত দামোদর এবং শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু মহাপ্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত প্রভুপ্রিয় বিভিন্ন সামগ্রী এবং পত্নী, পুত্র, দাস-দাসী ও পরিজনগণের সহিত সর্ব্বপথে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিতে করিতে নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কমলপুরে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের ধ্বজা দেখিয়া ভক্তগণ সকলেই প্রণত হইলেন। এদিকে শ্রীঅদ্বৈত-প্রমুখ গৌড়দেশের ভক্তগোষ্ঠীর বিজয় জানিতে পারিয়া মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কটক পর্য্যন্ত মহা-প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং নীলাচলস্থিত ভক্তবৃন্দের সহিত আঠারনালা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গোষ্ঠীর অভ্যর্থনা করিলেন। আঠারনালায় শ্রীঅদ্বৈত-প্রমুখ গৌড়ীয়গোষ্ঠীর এবং শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত আগত নীলাচল-গোষ্ঠীর পরস্পর মিলনে মহানন্দ-গঙ্গা সাগর-সঙ্গমপ্লাবন উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। নৃত্যগীতসঙ্কীর্ত্তন-সহকারে

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগোষ্ঠী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অগ্রণী করিয়া নরেন্দ্রের কূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দৈবক্রমে সেইদিন নরেন্দ্রসরোবরে শ্রীরামকৃষ্ণ-গোবিন্দের চন্দনযাত্রা বা নৌকা-বিহার-লীলা উপস্থিত হওয়ায় শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠী ও শ্রীজগন্নাথ-গোষ্ঠী একত্রে মিলিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-গোবিন্দের নৌকাবিজয়-দর্শনে মহাপ্রভুর ভক্তগণসহ নরেন্দ্র-সরোবরের জলে ঝম্পপ্রদান ও নানাপ্রকার জলকেলি-লীলা সংঘটিত হইল। শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের নৌকা-বিহার-কালে বিষয়ী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের লোক নরেন্দ্রের জলে সন্তরণাদিক্রীড়া করিলেও শ্রীচৈতন্য-মায়ায় শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভক্তগণের সীমায় আসিতে পারিল না। একমাত্র অহৈতুকী সেবাপ্রবৃত্তি দ্বারাই শ্রীচৈতন্যকৃপা লভ্য—বিদ্যা, ধন, তপস্যাদির দ্বারা শ্রীচৈতন্য ও তদ্ভক্তগণের সঙ্গে বিহার বা তাঁহাদের লীলাদর্শন অসম্ভব। মায়াবাদি দাম্ভিক সন্ন্যাসিগণ অধিকাংশ সময় অপ্রাকৃত অকৃত্রিম হরিকীর্ত্তন মহিমা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে বেদান্তপাঠ, প্রাণায়ামাদি যতিধর্ম্ম পরিত্যাগের জন্য নিন্দা করিয়া অধঃপতিত হয়। একমাত্র উত্তম ন্যাসিগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে 'মহাজন' বলিয়া কীর্ত্তন করেন, কেহ তাঁহাকে মহাজ্ঞানী, মহাজন, কেহ বা মহাভক্ত বলিয়া প্রশংসা করিলেও শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত-স্বরূপ বুঝিতে পারে না। অভিন্ন-শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর ও অভিন্ন-ব্রজপরিকর গৌরভক্তগণের জলকেলিতে নরেন্দ্রসরোবর যমুনা ও গঙ্গার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। 'নরেন্দ্রে' জলকেলি-লীলা করিবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণ সহ শ্রীজগন্নাথদর্শনে শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। সচল ও নিশ্চল জগন্নাথকে যুগপৎ দর্শন করিয়া ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎপ্রণত হইলেন। কাশীমিশ্র জগন্নাথের গলার মালা আনিয়া সকলের অঙ্গ ভূষিত করিলেন। শিক্ষাগুরুশীল ভগবান্ মহাভক্তিসহকারে প্রসাদমাল্য-বরণলীলা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুই তদীয় সেবক বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা ও প্রসাদের ভক্তি অবগত আছেন। বৈষ্ণবে ভক্তি-শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু পরমহংস বৈষ্ণবের প্রতি দণ্ডবৎপ্রণাম লীলা প্রদর্শন করেন। সন্ন্যাস আশ্রম যাবতীয় আশ্রমের মধ্যে সর্ব্বোপরি অবস্থিত। পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ব্যবহারতঃ পূজ্য পিতাও আসিয়া পূর্ব্বাশ্রমের পুত্রকেও প্রণাম করিয়া থাকেন, সেইরূপ সর্ব্বনমস্কৃত স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু সন্ন্যাসীলীল হইয়াও পরমহংস বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপনার্থ বৈষ্ণবের প্রতি নমস্কার-লীলা প্রদর্শন করিতেন।

মহাপ্রভুর তুলসীভক্তি-লীলাও অপূর্ব্ব। প্রভু একটী ক্ষুদ্রভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পূর্ণ করিয়া তাহাতে তুলসী রোপণ করিতেন এবং যখন প্রভু সংখ্যা-নাম করিতে করিতে পথে চলিতেন, তখন একজন সেই তুলসীভাণ্ডটীকে লইয়া প্রভুর অগ্রে অগ্রে যাইতেন। প্রভু শ্রীতুলসীদর্শন ও তুলসীর অনুগমন করিতে করিতে শ্রীনামকীর্ত্তন করিতেন। যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু উপবেশন করিতেন, তখনও নিজ পার্শ্বে শ্রীতুলসীকে স্থাপন করিয়া তুলসীদর্শন করিতে করিতে সংখ্যা-নাম জপ করিতেন। পুনরায় সেই সংখ্যানাম সম্পূর্ণ করিয়া শ্রীতুলসীকে লইয়া চলিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেন, যেরূপ জলব্যতীত মৎস্য জীবন ধারণ করিতে পারে না, সেরূপ তুলসীদর্শন না করিলেও তিনি বাঁচিয়া থাকিতে পারেন না। শিক্ষাগুরু নারায়ণের শিক্ষা যাঁহারা আনুকরণিক না হইয়া অকৃত্রিমভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে অনুসরণ করেন, তাঁহারাই অমঙ্গলের হস্ত হইতে রক্ষা পান।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করিয়া ভক্তগোষ্ঠীর সহিত নিজ-বাসস্থানে চলিলেন। যে ভক্তের যেরূপ বাসনা, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ সেইরূপ ভাবেই পূর্ণ করিতেন। ভক্তগণকে মহাপ্রভু নিজ-পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিয়া সর্ব্বদা নিজ সন্নিধানে রাখিতেন, ভক্তগণও নিরন্তর প্রভুর সঙ্গেই সেবানন্দে মগ্ন থাকিতেন। গৌড়দেশ ও নীলাচলবাসি-বৈষ্ণবসকল কোনপ্রকার জাতীয়তা বা প্রাদেশিকতার বিচার না করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন-তৎপর হইয়া একত্র বাস করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসাদে সকল লোকই শ্বেতদ্বীপ-নিবাসী বৈষ্ণবগণকেও দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য স্বমুখে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—যে সকল বৈষ্ণবকে দেবতাগণও দেখিতে সমর্থ নহে,

একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় তিনিও (অদ্বৈতাচার্য্যও) সেইরূপ প্রকৃত বৈষ্ণবগণের দর্শন পাইয়াছেন। বৈষ্ণবগণ বস্তুতঃ ভগবৎপার্ষদ; ইঁহাদিগকে লইয়া ভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হন। যেরূপ প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ এবং যেরূপ লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবাসুদেব ও শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হন, সেইরূপ মহাপ্রভুর আজ্ঞায় এই সকল বৈষ্ণবগণও প্রভুর লীলাসহায়ক-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সুতরাং বৈষ্ণবের জন্মাদিলীলা কর্ম্মফলভোগ নহে। বৈষ্ণবগণ ভগবানের ইচ্ছায় ভগবানের লীলার সহায়তার জন্য আবির্ভূত হন এবং ভগবানেরই ইচ্ছায় ইহজগৎ হইতে লীলা-সংগোপন করেন। (গৌঃ ভাঃ)

মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ ত্রিভুবনধন্য ॥১॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥২॥

নীলাচলে বৈষ্ণবগণের আগমন—

এবে শুন বৈষ্ণব-সবার আগমন।
আচার্য্যগোসাঞি আদি যত ভক্তগণ ॥৩॥

রথ-যাত্রা-দর্শনার্থ নীলাচলে ভক্তগোষ্ঠীর বিজয়;
গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক ভক্তগণের পরিচয়—

শ্রীরথযাত্রার আসি' হইল সময়।
নীলাচলে ভক্ত-গোষ্ঠী হইল বিজয় ॥৪॥
ঈশ্বর-আজ্ঞায় প্রতি বৎসরে বৎসরে।
সবে আইসেন রথযাত্রা দেখিবারে ॥৫॥
আচার্য্য গোসাঞি অগ্রে করি' ভক্তগণ।
সবে নীলাচল-প্রতি করিলা গমন ॥৬॥
চলিলেন ঠাকুরপণ্ডিত শ্রীনিবাস।
যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য-বিলাস ॥৭॥
চলিল আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর।
দেবীভাবে যাঁ'র গৃহে নাচিলা ঈশ্বর ॥৮॥
চলিলেন হরিষে পণ্ডিত-গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় কর্ম্মবন্ধনাশ ॥৯॥
পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি চলিলা আনন্দে।
উচ্চৈঃস্বরে যাঁ'রে স্মরি' গৌরচন্দ্র কান্দে ॥১০॥
চলিলেন হরিষে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
যে নাচিতে কীর্ত্তনীয়া শ্রীগৌরসুন্দর ॥১১॥
চলিল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী মহাশয়।
সাক্ষাৎ নৃসিংহ যাঁ'র সঙ্গে কথা কয় ॥১২॥
চলিলেন উল্লাসে ঠাকুর হরিদাস।
আর হরিদাস যা'র সিন্ধুকূলে বাস ॥১৩॥
চলিলেন বাসুদেবদত্ত মহাশয়।
যা'র স্থানে কৃষ্ণ হয় আপনে বিক্রয় ॥১৪॥
চলিলা মুকুন্দদত্ত কৃষ্ণের গায়ন।
শিবানন্দসেন-আদি লৈয়া আপ্তগণ ॥১৫॥
চলিলা গোবিন্দানন্দ প্রেমেতে বিহ্বল।
দশদিক্ হয় যা'র স্মরণে নির্ম্মল ॥১৬॥
চলিল গোবিন্দদত্ত মহাহর্ষ মনে।
মূল হৈয়া যে কীর্ত্তন করে প্রভুসনে ॥১৭॥
চলিলেন আঁখরিয়া—শ্রীবিজয়দাস।
'রত্নবাহু' যা'রে প্রভু করিল প্রকাশ ॥১৮॥
সদাশিবপণ্ডিত চলিল শুদ্ধমতি।
যা'র ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের বসতি ॥১৯॥
পুরুষোত্তমসঞ্জয় চলিলা হর্ষমনে।
যে প্রভুর মুখ্য শিষ্য পূর্ব্ব অধ্যয়নে ॥২০॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

তথ্য। চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫শ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৭ ॥
চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮শ অঃ ৩১শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৮ ॥
চৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ ও চৈঃ ভাঃ আদি ২।১৯ ॥ ৯ ॥
চৈঃ ভাঃ মধ্য ৭।১১-১৩, ১৫ সংখ্যা ॥ ১০ ॥
চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩,৪৬৯-৭৩ ॥ ১১ ॥
চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।১৮৫-১৮৭ ॥ ১২ ॥
চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।২৬-২৮ ॥ ১৪ ॥
চৈঃ ভাঃ মঃ ২৬।১৫৮-১৫৯; অঃ ১।৮৪-৮৫, ২।১২২ ॥ ১৫ ॥

'হরি' বলি' চলিলেন পণ্ডিত শ্রীমান।
প্রভু-নৃত্যে যে দেউটী ধরেন সাবধান ॥২১॥
নন্দন-আচার্য্য চলিলেন প্রীতমনে।
নিত্যানন্দ যাঁ'র গৃহে আইলা প্রথমে ॥২২॥
হরিষে চলিলা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
যাঁ'র অন্ন মাগি' খাইলেন গৌরহরি ॥২৩॥
অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চলিলা শ্রীধর।
যাঁ'র জল পান কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর ॥২৪॥
চলিলেন লেখক—পণ্ডিত ভগবান্।
যাঁ'র দেহে কৃষ্ণ হৈয়াছিল অধিষ্ঠান ॥২৫॥
গোপীনাথ পণ্ডিত আর শ্রীগর্ভপণ্ডিত।
চলিল দুই কৃষ্ণ-বিগ্রহ নিশ্চিত ॥২৬॥
চলিলেন বনমালী পণ্ডিত মঙ্গল।
যে দেখিল সুবর্ণের শ্রীহল-মুষল ॥২৭॥
জগদীশপণ্ডিত হিরণ্যভাগবত।
হরিষে চলিলা দুই কৃষ্ণরসে মত্ত ॥২৮॥
পূর্ব্বে শিশুরূপে প্রভু যে দুইর ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা আনি' শ্রীহরিবাসরে ॥২৯॥
চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান মহাশয়।
আজন্ম চৈতন্য-আজ্ঞা যাঁহার বিষয় ॥৩০॥
হরিষে চলিলা শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।
'বাপ' বলি' যাঁ'রে ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর॥৩১॥
চলিলেন শ্রীরাঘবপণ্ডিত উদার।
গুপ্তে যাঁ'র ঘরে হৈল চৈতন্যবিহার ॥৩২॥
ভবরোগ-বৈদ্যসিংহ চলিলা মুরারি।
গুপ্তে যাঁ'র দেহে বৈসে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥৩৩

চলিলেন শ্রীগরুড়-পণ্ডিত হরিষে।
নাম-বলে যাঁ'রে না লঙ্ঘিল সর্প-বিষে ॥৩৪॥
চলিলেন গোপীনাথসিংহ মহাশয়।
অক্রূর করিয়া যাঁ'রে গৌরচন্দ্র কয় ॥৩৫॥
প্রভুর পরমপ্রিয় শ্রীরামপণ্ডিত।
চলিলেন নারায়ণপণ্ডিত-সহিত ॥৩৬॥

পণ্ডিতদামোদরের শচীমাতাকে দর্শন করিয়া পুনঃ নীলাচলে গমন—

আই-দরশনে শ্রীপণ্ডিত-দামোদর।
আসিছিলা আই দেখি' চলিলা সত্বর ॥৩৭॥
অনন্ত চৈতন্যভক্ত—কত জানি নাম।
চলিলেন সবে আনন্দের ধাম ॥৩৮॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রভুপ্রিয়-দ্রব্যাদি ও পত্নী-পুত্র-দাস-দাসী-সহ শ্রীচৈতন্য-চরণ-দর্শনার্থ শ্রীক্ষেত্রে আগমন—

আই-স্থানে ভক্তি করি' বিদায় হইয়া।
চলিলা অদ্বৈতসিংহ ভক্তগোষ্ঠি লৈয়া ॥৩৯॥
যে যে দ্রব্যে জানেন প্রভুর পূর্ব্ব প্রীত।
সব লৈলা সবে প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত ॥৪০॥
সর্ব্বপথে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে।
আইলেন পবিত্র করিয়া সর্ব্বপথে ॥৪১॥
উল্লাসে যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হইল ত্রিভুবন-জন ॥৪২॥
পত্নী-পুত্র দাস-দাসীগণের সহিতে।
আইলেন পরানন্দে চৈতন্য দেখিতে ॥৪৩॥

তথ্য। চৈঃ ভাঃ মধ্য ৮।১১৩, ১৩।৩৩৭ দ্রষ্টব্য ॥১৬॥
চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।২০ ॥১৭॥
চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৬।৩৭-৫৫ ॥১৮॥
চৈঃ চঃ আদি ১০।৩৪ ॥১৯॥
চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।১২৯ ॥২০॥
চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮।১৫৭ ॥২১॥
চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩।১২৩ ॥২২॥
চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৬।১০৮-১৪৮ ॥২৩॥
চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৪৩২-৪৭০ ॥২৪॥
চৈঃ চঃ আদি ১০।৬৯ ॥২৫॥
চৈঃ ভাঃ আদি ৬।২০-৩১ ॥২৮-২৯॥
চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮।৭-১০, ১৮।১৩-১৭ ॥৩০॥
চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।১৫-১৭ ॥৩১॥
চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৭৫-১০৮ ॥৩২॥
চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।৭-৩৪ ॥৩৩॥
চৈঃ চঃ আদি ১০।৮৫ ॥৩৪॥
চৈ চঃ আদি ১০।৭৬ ॥৩৫॥
চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৩৪-৩৫ ॥৩৬॥

যে-স্থানে রহেন আসি' সবে বাসা করি'।
সেই স্থান হয় যেন শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ॥৪৪॥
শুন শুন আরে ভাই, মঙ্গল-আখ্যান।
যাহা গায় আদিদেব শেষ ভগবান্ ॥৪৫॥
এই মত রঙ্গে মহাপুরুষ-সকল।
সকল-মঙ্গলে আইলেন নীলাচল ॥৪৬॥

কমলপুরে ধ্বজ-প্রাসাদ-দর্শন—

কমলপুরেতে ধ্বজ-প্রাসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন কান্দি' সবে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥৪৭॥
প্রভুও জানিয়া ভক্তগোষ্ঠীর বিজয়।
আগু বাড়িবারে চিত্ত কৈলা ইচ্ছাময় ॥৪৮॥

মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক অগ্রে কটকে অদ্বৈতের প্রতি মহাপ্রসাদ-প্রেরণ—

অদ্বৈতের প্রতি অতি প্রীতিযুক্ত হৈয়া।
অগ্রে মহাপ্রসাদ দিলেন পাঠাইয়া ॥৪৯॥
কি অদ্ভুত প্রীতি সে তাহার নাহি অন্ত।
প্রসাদ পাঠায়ে যাঁ'রে কটক পর্য্যন্ত ॥৫০॥

শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি মহাপ্রভু—

"শয়নে আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর নাড়ার হুঙ্কারে ॥৫১॥
অদ্বৈত নিমিত্ত মোর এই অবতার।"
এই মত মহাপ্রভু বলে বারবার ॥৫২॥
এতেকে ঈশ্বরতুল্য যতেক মহান্ত।
অদ্বৈতসিংহেরে ভক্তি করেন একান্ত ॥৫৩॥

নীলাচলে সগোষ্ঠী অদ্বৈতের আগমনবার্ত্তা-শ্রবণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ-গদাধরাদির শ্রীঅদ্বৈতকে অভ্যর্থনার্থ অগ্র-গমন—

"আইলা অদ্বৈত" শুনি' শ্রীবৈকুণ্ঠপতি।
আগু বাড়িলেন প্রিয়গোষ্ঠীর সংহতি ॥৫৪॥
নিত্যানন্দ, গদাধর, শ্রীপু[illegible]গোসাঞি।
চলিলেন হরিষে কাহারো বাহ্য নাই ॥৫৫॥
সার্ব্বভৌম, জগদানন্দ, কাশীমিশ্রবর।
দামোদরস্বরূপ, শ্রীপণ্ডিত-শঙ্কর ॥৫৬॥
কাশীশ্বর-পণ্ডিত, আচার্য্য-ভগবান্।
শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র—প্রেমভক্তির প্রধান ॥৫৭॥
পাত্র শ্রীপরমানন্দ, রায়-রামানন্দ।
চৈতন্যের দ্বারপাল—সুকৃতি গোবিন্দ ॥৫৮॥
ব্রহ্মানন্দভারতী, শ্রীরূপ-সনাতন।
রঘুনাথবৈদ্য, শিবানন্দ, নারায়ণ ॥৫৯॥
অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র—শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
বাণীনাথ, শিখিমাহাতি আদি ভক্তবৃন্দ ॥৬০॥
অনন্ত চৈতন্যভৃত্য কত জানি নাম।
কি ছোট, কি বড় সবে করিলা পয়ান ॥৬১॥
পরমানন্দে সবে চলিলেন প্রভু-সঙ্গে।
বাহ্য-দৃষ্টি, বাহ্য-জ্ঞান নাহি কারো অঙ্গে ॥৬২॥

আঠারনালাতে অদ্বৈত-প্রমুখ বৈষ্ণব-গোষ্ঠীর মহাপ্রভুর গোষ্ঠীর সহিত মিলন ও পরস্পর প্রেম-সম্ভাষণ—

শ্রীঅদ্বৈতসিংহ সর্ব্ব-বৈষ্ণব-সহিতে।
আসিয়া মিলিলা প্রভু আঠারনালাতে ॥৬৩॥
প্রভুও আইলা নরেন্দ্রেরে আগুয়ান।
দুই গোষ্ঠী দেখাদেখি হৈল বিদ্যমান ॥৬৪॥
দূরে দেখি' দুই গোষ্ঠী অন্যোহন্যে সব।
দণ্ডবত হই' সব পড়িলা বৈষ্ণব ॥৬৫॥
দূরে অদ্বৈতেরে দেখি' শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
অশ্রুমুখে করিতে লাগিলা দণ্ডপাত ॥৬৬॥
শ্রীঅদ্বৈত দূরে দেখি' নিজ প্রাণনাথ।
পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিলা প্রণিপাত ॥৬৭॥
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
দণ্ডবত বই কিছু নাহি দেখি আর ॥৬৮॥
দুই গোষ্ঠী দণ্ডবত কে বা কা'রে করে।
সবেই চৈতন্যরসে বিহ্বল অন্তরে ॥৬৯॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯।৯১-১১১, চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।২১-৪৫ দ্রষ্টব্য ॥৩৭॥

তথ্য। ভাঃ ৩।৮।২-৭ দ্রষ্টব্য ॥৭৫॥

কমলপুর—আঠারনালা হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী গ্রাম। তথা হইতে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের ধ্বজা দৃষ্ট হয় ॥৪৭॥

শ্রীঅচ্যুতানন্দ বিষ্ণুভক্তিতে শ্রীঅদ্বৈতের অন্যান্য পুত্র-

কিবা ছোট, কিবা বড় জ্ঞানী বা অজ্ঞানী।
দণ্ডবত করি' সবে করে হরিধ্বনি ॥৭০॥
ঈশ্বরো করেন ভক্তসঙ্গে দণ্ডবত।
অদ্বৈতাদি-প্রভুও করেন সেইমত ॥৭১॥
এইমত দণ্ডবত করিতে করিতে।
দুই গোষ্ঠী একত্র মিলিলা ভালমতে ॥৭২॥
এখানে যে হইল আনন্দ-দরশন।
উচ্চ হরিধ্বনি, উচ্চ আনন্দ-ক্রন্দন ॥৭৩॥

এই মিলনানন্দ একমাত্র বেদব্যাস ও অনন্তদেব বর্ণনে সমর্থ—

মনুষ্যে কি পারে ইহা করিতে বর্ণন।
সবে বেদব্যাস, আর সহস্রবদন ॥৭৪॥

শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীগৌরসুন্দরের পরস্পর প্রেম-সম্ভাষণ—

অদ্বৈত দেখিয়া প্রভু লইলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দজলে ॥৭৫॥
শ্লোক পড়ি' অদ্বৈত করেন নমস্কার।
হইলেন অদ্বৈত আনন্দ-অবতার ॥৭৬॥
যত সজ্জ আনিছিলা প্রভু পূজিবারে।
সব দ্রব্য পাসরিলা কিছু নাহি স্ফুরে ॥৭৭॥
আনন্দে অদ্বৈতসিংহ করেন হুঙ্কার।
"আনিলু আনিলু" বলি' ডাকে বারবার ॥৭৮॥
হেন সে হইল অতি-উচ্চ-হরিধ্বনি।
লোকালোক পূর্ণ হৈল হেন অনুমানি ॥৭৯॥
বৈষ্ণবের কি দায়, অজ্ঞান যত জন।
তাহারাও 'হরি' বলে' করয়ে ক্রন্দন ॥৮০॥

সর্ব্বভক্তগোষ্ঠীর পরস্পরের কণ্ঠদেশধারণপূর্ব্বক আনন্দ-ক্রন্দন—

সর্ব্বভক্তগোষ্ঠী অন্যোঽন্যে গলা ধরি'।
আনন্দে রোদন করে বলে 'হরি হরি' ॥৮১॥

সকলের অদ্বৈত-চরণে নমস্কার—

অদ্বৈতেরে সবে করিলেন নমস্কার।
যাঁহার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥৮২॥

দুই গোষ্ঠীর মহা উচ্চধ্বনি, মহাসঙ্কীর্ত্তন ও প্রেম-বিকার—

মহা উচ্চধ্বনি মহা করি' সংকীর্ত্তন।
দুই গোষ্ঠী করিতে লাগিলা ততক্ষণ ॥৮৩॥
কোথা কে বা নাচে কে বা কোন্ দিকে গায়।
কে বা কোন্ দিকে পড়ি' গড়াগড়ি যায় ॥৮৪॥
প্রভু দেখি' সবে হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
প্রভুও নাচেন মাঝে পরম-মঙ্গল ॥৮৫॥

নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পরস্পর কোলাকোলি ও মহানৃত্য—

নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে করিয়া কোলাকোলি।
নাচে দুই মত্তসিংহ হই' কুতুহলী ॥৮৬॥

প্রতি বৈষ্ণবকে ধরিয়া ধরিয়া মহাপ্রভুর নৃত্য—

সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে প্রভু ধরি' জনে জনে।
আলিঙ্গন করেন পরম-প্রীতি-মনে ॥৮৭॥

ভক্তের গলা ধরিয়া ক্রন্দন—

ভক্তনাথ, ভক্তবশ, ভক্তের জীবন।
ভক্ত-গলা ধরি' প্রভু করেন রোদন ॥৮৮॥

অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ। অন্যান্য পুত্রগণের ভক্তিবিষয়ে জ্যেষ্ঠতা ছিল না ॥৬০॥

মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভু, সকলেই পরস্পর ভক্তগণের সঙ্গে তাঁহাদের দণ্ডবৎপ্রণামের প্রতিদণ্ডবৎ দিতেছেন। অবৈষ্ণব স্মার্ত্তসমাজে এইরূপ সংশাস্ত্রোচিত নির্ম্মল ব্যবহার দৃষ্ট হয় না ॥৭১॥

বৈষ্ণব ও অজ্ঞান—এই দুই শ্রেণীর লোক পৃথিবীতে বর্ত্তমান। যাহারা হরিভক্তিতে বিমুখ, তাহারাই' অজ্ঞান', আর বিষয়ভোগবিমুখ হরিসেবককেই 'বৈষ্ণব' বলা হয়। জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ 'বৈষ্ণব' হইলেও তাঁহাদের মধ্যে ভগবানে উন্মুখ ও বিমুখভেদে আচরণ ভেদ আছে ॥৮০॥

তথ্য। প্রপন্নপালায় দুরন্তশক্তয়ে কদিন্দ্রিয়াণামনবাপ্য-বর্ত্মনে ॥ (ভাঃ ৮।৩।২৮) এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভৃত্যবশ্যতা। স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে। (ভাঃ ১০।৯।১৯) ॥৮৮॥

জগন্নাথের প্রসাদমাল্যচন্দনাদি আগমন, মহাপ্রভু-কর্তৃক সর্ব্বাগ্রে অদ্বৈত-গলে মাল্যদান—

জগন্নাথদেবের আজ্ঞায় সেইক্ষণ।
সহস্র সহস্র মালা আইল চন্দন ॥৮৯॥
আজ্ঞামালা দেখি' হর্ষে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
অগ্রে দিলা শ্রীঅদ্বৈতসিংহের গলায় ॥৯০॥

স্বহস্তে মহাপ্রভুর সর্ব্ববৈষ্ণবের অঙ্গে মালা-চন্দন প্রদান—

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের অঙ্গ শ্রীহস্তে আপনে।
পরিপূর্ণ করিলেন মালায়-চন্দনে ॥৯১॥
দেখিয়া প্রভুর কৃপা সর্ব্বভক্তগণ।
বাহু তুলি' উচ্চৈঃস্বরে করেন ক্রন্দন ॥৯২॥

ভক্তগণের শ্রীগৌরচরণ ধারণপূর্ব্বক নিত্য শ্রীগৌরসেবা-বর-প্রার্থনা—

সবেই মাগেন বর শ্রীচরণ ধরি'।
"জন্ম জন্ম যেন প্রভু, তোমা না পাসরি ॥৯৩॥
কি মনুষ্য, পশু, পক্ষী হই' যথা তথা।
তোমার চরণ যেন দেখিয়ে সর্ব্বথা ॥৯৪॥
এই বর দেহ প্রভু করুণাসাগর!"
পাদপদ্ম ধরি' কান্দে সব অনুচর ॥৯৫॥

পতিব্রতা বৈষ্ণবগৃহিণীগণের দূর হইতে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া ক্রন্দন—

বৈষ্ণব-গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ।
দূরে থাকি' প্রভু দেখি' করয়ে ক্রন্দন ॥৯৬॥

বৈষ্ণবগৃহিণীগণের অকৃত্রিম প্রেম—সকলেই বৈষ্ণবী-শক্তি-স্বরূপিনী—

তাঁ' সবার প্রেমাধারে অন্ত নাহি পাই।
সবেই বৈষ্ণবী-শক্তি ভেদ কিছু নাই ॥৯৭॥

বৈষ্ণবসহধর্ম্মিণীগণ জ্ঞানভক্তিযোগে সকলেই পতির সদৃশ; ইহা প্রভুর স্বমুখের উক্তি—

'জ্ঞান-ভক্তিযোগে সবে পতির সমান।'
কহিয়া আছেন শ্রীচৈতন্য-ভগবান্ ॥৯৮॥

বাদ্যগীতনৃত্য-সংকীর্ত্তন-সহ সকলের মহাপ্রভুর সহিত শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশ—

এইমত বাদ্য-গীত-নৃত্য-সংকীর্ত্তনে।
আইলেন সবাই চলিয়া প্রভুর সনে ॥৯৯॥
হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ।
হেন নাহি দেখি যা'র না হয় উল্লাস ॥১০০॥

আঠারনালা হইতে নরেন্দ্রসরোবরকূলে আগমন—

আঠারনালা হইতে দশদণ্ড হইলে।
মহাপ্রভু আইলেন নরেন্দ্রের কূলে ॥১০১॥

সেই সময় শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরামের চন্দন-যাত্রা-উপলক্ষে নরেন্দ্রে বিহারার্থ আগমন—

হেনকালে রামকৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ।
জলকেলি করিবারে আইলা নরেন্দ্র ॥১০২॥

হরিধ্বনি ও বাদ্যধ্বনির সম্মেলন—

হরিধ্বনি কোলাহল মৃদঙ্গ-কাহাল।
শঙ্খ, ভেরী, জয়ঢাক বাজয়ে বিশাল ॥১০৩॥

শ্রীজগন্নাথ চৈত্ত্যগুরু-রূপে নীলাচলবাসী স্বীয়-সেবকগণকে অভ্যাগত-ভক্তগণের সম্মানের জন্য মালা দিতে আজ্ঞা দিলেন। ইহাই ভগবদাজ্ঞা-মালা ॥৮৯॥

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি। সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্।" (ভাঃ ১২।১২।৫৫)—শ্লোক আলোচ্য ॥৯৮॥

বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিকা, তত্র মাং লেপয়েদ্ গন্ধলেপনৈরতিশোভনম্ ॥ (স্কন্দ পুঃ উৎকলখণ্ড ২৯শ অঃ) অর্থাৎ বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয় তৃতীয়া নাম্নী তিথিতে সুগন্ধী চন্দনের দ্বারা আমার অঙ্গ লেপন করিবে। শ্রীপুরুষোত্তমদেব তৎসেবক বৈষ্ণবরাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন দেবকে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের অক্ষয় তৃতীয়া নাম্নী তিথিতে নিজ শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি চন্দনলেপনের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন; আজও তদনুসারে অক্ষয় তৃতীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা অষ্টমী তিথি পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথ দেবের বিজয়বিগ্রহস্বরূপ শ্রীমদনমোহনকে শ্রীমন্দির হইতে বিমানে আরোহণ করাইয়া শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরকূলে আনয়ন করা হয়। শ্রীমদনমোহনদেব স্বীয়

ছত্রপতাকা-চামরাদির শোভা—

সহস্র সহস্র ছত্র পতাকা চামর।
চতুর্দ্দিকে শোভা করে পরম সুন্দর ॥১০৪॥

কেবল মহা জয়জয় শব্দ ও মহা হরিধ্বনি—

মহা জয়জয়শব্দ, মহা হরিধ্বনি।
ইহা বই আর কোন শব্দ নাহি শুনি ॥১০৫॥
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহা-কুতূহলে।
উত্তরিলা আসি' সবে নরেন্দ্রের কূলে ॥১০৬॥

শ্রীজগন্নাথগোষ্ঠী ও শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠীর একত্র সম্মেলন—

জগন্নাথ-গোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠী-সনে।
মিশাইলা তানাও ভুলিলা-সংকীর্ত্তনে ॥১০৭॥

দুই গোষ্ঠীর মিলনে মূর্ত্তিমান বৈকুণ্ঠানন্দ—

দুই গোষ্ঠি এক হই' কি হৈল আনন্দ।
কি বৈকুণ্ঠ-সুখ আসি' হৈল মূর্ত্তিমন্ত ॥১০৮॥
চতুর্দ্দিকে লোকের আনন্দ-অন্ত নাই।
সব করেন করায়েন চৈতন্যগোসাঞি ॥১০৯॥

রামকৃষ্ণ-শ্রীগোবিন্দের জলবিহারার্থ নৌকায়
বিজয় ও ভক্তগণের চামরব্যজন—

রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায়।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায় ॥১১০॥
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকায় বিজয়।
দেখিয়া সন্তোষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয় ॥১১১॥

মহাপ্রভুর ভক্তগণসহ 'নরেন্দ্রের'-জলে ঝম্পপ্রদান—

প্রভুও সকল ভক্ত লই' কুতূহলে।
ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে ॥১১২॥

মহাপ্রভুর ও ভক্তগণের 'নরেন্দ্র'-জলে বিভিন্ন
জলকেলি—

শুন ভাই, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অবতার।
যেরূপে নরেন্দ্রজলে করিলা বিহার ॥১১৩॥
পূর্ব্বে যমুনায় যেন শিশুগণ মেলি'।
মণ্ডলী হইয়া করিলেন জলকেলি ॥১১৪॥
সেইরূপে সকল বৈষ্ণবগণ মেলি'।
পরস্পর করে ধরি' হইলা মণ্ডলী ॥১১৫॥
গৌড়দেশে জলকেলি আছে 'কয়া' নামে।
সেই জলক্রীড়া আরম্ভিলেন প্রথমে ॥১১৬॥
'কয়া কয়া' বলি' করতালি দেন জলে।
জলে বাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণব সকলে ॥১১৭॥

সকলের গোকুলশিশুর ভাবোদয়—

গোকুলের শিশুভাব হইল সবার।
প্রভুও হইলা গোকুলেন্দ্র-অবতার ॥১১৮॥
বাহ্য নাহি কারো, সবে আনন্দে বিহ্বল।
নির্ভয়ে ঈশ্বর-দেহে সবে দেন জল ॥১১৯॥
অদ্বৈত, চৈতন্য দুঁহে জল-ফেলাফেলি।
প্রথমে লাগিলা দুঁহে মহা কুতূহলী ॥১২০॥
অদ্বৈত হারেন ক্ষণে, ক্ষণে বা ঈশ্বর।
নির্ঘাত নয়নে জল দেন পরস্পর ॥১২১॥

নিত্যানন্দ, গদাধর ও পুরীগোস্বামীর জলযুদ্ধ—

নিত্যানন্দ, গদাধর, শ্রীপুরীগোসাঞি।
তিনজনে জলযুদ্ধ কারো হারি নাই ॥১২২॥

মুকুন্দদত্ত ও মুরারিগুপ্তের পুনঃ পুনঃ জলযুদ্ধ—

দত্তে গুপ্তে জলযুদ্ধ লাগে বার বার।
পরানন্দে দুই জনে করেন হুঙ্কার ॥১২৩॥

বিদ্যানিধি ও স্বরূপদামোদরের পরস্পর
জলক্ষেপন—

দুই সখা—বিদ্যানিধি, স্বরূপদামোদর।
হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর ॥১২৪॥

শ্রীবাস, শ্রীরাম ও হরিদাসাদির
জলক্রীড়া—

শ্রীবাস, শ্রীরাম, হরিদাস, বক্রেশ্বর।
গঙ্গাদাস, গোপীনাথ, শ্রীচন্দ্রশেখর ॥১২৫॥
এই মত অন্যোঽন্যে দেন সবে জল।
চৈতন্য-উল্লাসে সবে হইলা বিহ্বল ॥১২৬॥

মন্ত্রী লোকনাথমহাদেবাদির সহিত সরোবরে নৌকাবিলাস করেন। শ্রীমদনমোহনের শ্রীচন্দনযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া শ্রীনরেন্দ্রসরোবরকে 'চন্দনপুকুর'ও বলা হয় ॥১০২॥

শ্রীযাত্রা—চন্দনযাত্রা ॥১০২॥

নরেন্দ্র—শ্রীনরেন্দ্রসরোবর ॥১০৬॥

নির্ঘাত—প্রবল, প্রচণ্ড ॥১২১॥

শ্রীগোবিন্দ-রামকৃষ্ণের নৌকাবিহার ও লক্ষ লক্ষ লোকের জলক্রীড়া—

শ্রীগোবিন্দ-রামকৃষ্ণ-বিজয় নৌকায়।
লক্ষ লক্ষ লোক জলে হরিষে বেড়ায় ॥১২৭॥

বিষয়ী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী সকলেরই জল-ক্রীড়া ও আনন্দ—

সেই জলে বিষয়ী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী।
সবেই আনন্দে ভাসে জলক্রীড়া করি' ॥১২৮॥

চৈতন্যমায়ায় কাহারও সেস্থানে আগমন-শক্তি নাই—

হেন সে চৈতন্য-মায়া সে-স্থানে আসিতে।
কারো শক্তি নাহি, কেহ না পায় দেখিতে ॥১২৯॥
অল্পভাগ্যে শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠী নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগোসাঞি ॥১৩০॥

ভক্তিই সারাৎসার তত্ত্ব—

ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায়, তপস্যায়।
কিছু নাহি হয়, সবে দুঃখমাত্র পায় ॥১৩১॥
সাক্ষাতে দেখহ এই সেই নীলাচলে।
এতেক চৈতন্য-সংকীর্ত্তন-কুতূহলে ॥১৩২॥

সন্ন্যাসিগণেরও ভক্তি-অভাবে দর্শন-বাধ—

যত 'মহাজন',—নাম সন্ন্যাসিসকল।
দেখিতেও ভাগ্য কারো নহিল বিরল ॥ ১৩৩॥

মায়াবাদি ফল্গুসন্ন্যাসিগণের উক্তি—

আরো বলে,—"চৈতন্য বেদান্ত পাঠ ছাড়ি'।
কি কার্য্যে বা করেন কীর্ত্তন-হুড়াহুড়ি ॥১৩৪॥
সর্ব্বদাই প্রাণায়াম—এই সে যতিধর্ম্ম।
নাচিবে, কাঁদিবে একি সন্ন্যাসীর কর্ম্ম ॥" ১৩৫॥
তাহাতেই যে-সব উত্তম ন্যাসিগণ।
তাঁ'রা বলে,—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাজন ॥" ১৩৬॥
কেহ বলে,—'জ্ঞানী', কেহ বলে,—'বড় ভক্ত'।
প্রশংসেন সবে, কেহ না জানেন তত্ত্ব ॥১৩৭॥
এইমত জলক্রীড়া-রঙ্গ কুতূহলে।
করেন ঈশ্বর-সঙ্গে বৈষ্ণবসকলে ॥১৩৮॥

'বিষয়ী' শব্দে গৃহস্থাশ্রমে স্থিত বিষয়বৃত্তিসম্পন্ন ॥১২৮॥

সাধারণ সুকৃতি থাকিলে বা সমুন্নত নৈতিক জীবন হইলেই শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্যতা জীবের হয় না। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির লাভ—অল্পভাগ্যেরই পরিচায়ক। কেবলা ভক্তিই ঐ সকল কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানকে ক্ষীণপ্রভ করিতে সমর্থ। তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের দয়া লাভ হয় ॥১৩০॥

তথ্য। ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি। (মাঠরশ্রুতৌ ব্রহ্মসূত্র মধ্বভাষ্য ৩।৩।৫০) ভক্তিস্থঃ পরমো বিষ্ণুস্তয়ৈবৈনাং বশে নয়েৎ। তয়ৈব দর্শনং যাতঃ প্রদদ্যান্মুক্তিমেতয়া ॥ (মায়াবৈভবে ঐ ৩।৩।৫৪) ॥১৩০॥

ভগবৎসেবা-বিমুখী বি[illegible] তপস্যার বাহাদুরি দুঃখেই পর্য্যবসিত হয়। ভগবদ্ভক্তিমান্ জনই প্রকৃত বিদ্যা ও তপস্যার অধিকারী ॥১৩১॥

তথ্য। যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ। ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়-সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্যত্নবানপি ॥ (ভাঃ ১১।১২।৯) ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা। ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ (ভাঃ ১১।১৪।২০-২১) ॥১৩১॥

কেবলাদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকব্রুবগণ বেদান্তের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত হইবার পরিবর্ত্তে অহঙ্কার-পুষ্ট বিদ্যা-গর্ব্বে স্ফীত হন। তাঁহারা—তার্কিক, পণ্ডিতা-ভিমানী, সেবা-বিমুখ, অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা জীব-বিশেষ ॥১৩৪॥

তথ্য। ঋগ্বেদো হি যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ। অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন। গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৮১-৮২ ধৃত স্কন্দ-বাক্য) বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতম্। তাদৃঙ্নাম-সহস্রেণ রামনাম সমং স্মৃতম্ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৮৭ সংখ্যাধৃত পাদ্মবাক্য) ভাঃ ৩।৩৩।৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য। বেদান্তা-ভ্যাস-নিরতঃ শান্তদান্ত-জিতেন্দ্রিয়ঃ। নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারো নির্ম্মমঃ সর্ব্বদা ভবেৎ ॥ বৃহন্নারদীয়ে ২৫।৫৪ ॥১৩৪॥

নরেন্দ্রসরোবরের জাহ্নবী-যমুনার সৌভাগ্য-প্রাপ্তি—

পূর্ব্বে যেন জলক্রীড়া হৈল যমুনায়।
সেই সব ভক্ত লই' শ্রীচৈতন্যরায় ॥১৩৯॥
যে প্রসাদ পাইলেন জাহ্নবী-যমুনা।
নরেন্দ্রজলেরো হৈল সেই ভাগ্যসীমা ॥১৪০॥
এ সকল লীলা, জীব উদ্ধার-কারণে।
কর্ম্মবন্ধ ছিণ্ডে ইহা শ্রবণে-পঠনে ॥১৪১॥

ভক্তগণকে লইয়া শ্রীজগন্নাথসন্দর্শনার্থ মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে গমন—

তবে প্রভু জলক্রীড়া সম্পন্ন করিয়া।
জগন্নাথ দেখিতে চলিলা সবা' লৈয়া ॥১৪২॥

জগন্নাথ-দর্শনে প্রভু ও ভক্তগণের আনন্দ-ক্রন্দন—

জগন্নাথ দেখি' প্রভু সর্ব্বভক্তগণ।
লাগিলা করিতে সবে আনন্দে রোদন ॥১৪৩॥
জগন্নাথ দেখি' প্রভু হয়েন বিহ্বল।
আনন্দ-ধারায় অঙ্গ তিতিল সকল ॥১৪৪॥
অদ্বৈতাদি-ভক্তগোষ্ঠী দেখেন সন্তোষে।
কেবল আনন্দসিন্ধু-মধ্যে সবে ভাসে ॥১৪৫॥

ভক্তগোষ্ঠীর সচল ও নিশ্চল-জগন্নাথ-দর্শনে প্রণতি—

দুইদিকে সচল নিশ্চল জগন্নাথ।
দেখি' দেখি' ভক্তগোষ্ঠী হয় দণ্ডপাত ॥১৪৬॥

কাশীমিশ্র-কর্ত্তৃক জগন্নাথের গলার মালা-দ্বারা সকলের অঙ্গভূষা-সাধন—

কাশীমিশ্র আনি' জগন্নাথের গলার।
মালা আনি' অঙ্গভূষা কৈলেন সবার ॥১৪৭॥

শিক্ষাগুরু মহাপ্রভুর মহা ভক্তি সহকারে প্রসাদ-নির্ম্মাল্য-গ্রহণ-লীলা-দ্বারা লোকশিক্ষা—

মালা লয় প্রভু মহাভয়-ভক্তি করি।
শিক্ষাগুরু নারায়ণ ন্যাসিবেশধারী ॥১৪৮॥

বৈষ্ণব-তুলসী-গঙ্গা-প্রসাদের ভক্তিশিক্ষাদান—

বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা, প্রসাদের ভক্তি।
তিহোঁ সে জানেন, অন্যে না ধরে সে শক্তি ॥১৪৯॥

বৈষ্ণবে ভক্তিপ্রদর্শন-লীলা দ্বারা লোকশিক্ষা—

বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখান সাক্ষাত।
মহাশ্রমী বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডপাত ॥১৫০॥

সন্ন্যাসীর সম্মান—পিতারও সন্ন্যাসাশ্রমী পুত্রকে নমস্কার—

সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম্ম তাঁ'র।
পিতা আসি' পুত্রেরে করেন নমস্কার ॥১৫১॥

সন্ন্যাসী সকলেরই পূজিত, বন্দিত ও নমস্য—

অতএব সন্ন্যাসাশ্রম সবার বন্দিত।
সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নমস্কার সে বিহিত ॥১৫২॥

পূরক, কুম্ভক ও রেচক-ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা অবস্থান করা অবৈষ্ণব সন্ন্যাসিব্রুবগণের ধর্ম্ম, কিন্তু ত্রিবেগ-দমনই ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর বিচার। কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইয়া মৌনের পরিবর্ত্তে কীর্ত্তন, ভক্তবিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ ও ভক্তের প্রতি মৈত্রী, আর কায়মনোবাক্যে ইন্দ্রিয়তর্পণপর না হইয়া কৃষ্ণসেবা-পর হওয়াই প্রকৃত ত্রিদণ্ডী যতির ধর্ম্ম। কিন্তু মূঢ় অহঙ্কারী জনগণ কৃষ্ণপ্রেমবশে নৃত্যগীতাদিকে ভোগপর বৈষয়িক নৃত্যগীতাদির সমপর্য্যায়ে জ্ঞান করেন। উহাই চিজ্জড়সমন্বয়বাদীর মূর্খতা-মাত্র ॥১৩৫॥

যতিধর্ম্মে বিলাস-সহচর স্রগ্, গন্ধাদির ধারণ-বিধি নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"—এই বিচার জগতে প্রচার করিবার জন্য শ্রীজগন্নাথের মালিকা পরম সম্ভ্রম ও সেবা-বুদ্ধি-প্রদর্শনকল্পে গ্রহণ করিলেন ॥১৪৮॥

শ্রীমহাপ্রভুই স্বীয় ভক্তবৈষ্ণবস্বরূপ তুলসী, গঙ্গা ও ভগবৎপ্রসাদের কিরূপ সম্মান করিতে হয়, তাহা জানেন। মহাপ্রভু ব্যতীত অপরে ঐ সকল বস্তুকে সাধারণ অপর বস্তুর সহিত সমজ্ঞান করে ॥১৪৯॥

আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে সন্ন্যাসাশ্রমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, শ্রীগৌরসুন্দর যতিধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া অপর প্রকার আশ্রমস্থিত বৈষ্ণবদিগকে দণ্ডবৎলীলা প্রদর্শন করিতেন। যতিধর্ম্মে অবস্থিত বালকও স্বীয় পিতামাতার নিকট হইতে নমস্কার পাইয়া থাকেন। পিতা পুত্রের নিত্যনমস্য হইলেও পুত্রের সন্ন্যাসের পর যতিপুত্রের সম্মান করিবেন ॥১৫০॥

সর্ব্বমনস্কৃত সন্ন্যাস-আশ্রমের ব্যবহার উল্লঙ্ঘন করিয়াও শিক্ষাগুরু ভগবানের বৈষ্ণবের প্রতি প্রণতি-লীলা—

তথাপি আশ্রমধর্ম্ম ছাড়ি' বৈষ্ণবেরে।
শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে নমস্করে ॥১৫৩॥

শ্রীগৌরসুন্দরের অকৃত্রিম তুলসী-সেবন-লীলা—

তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যেরূপে কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া ॥১৫৪॥
এক ক্ষুদ্র-ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পুরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া ॥১৫৫॥
প্রভু বলে,—"আমি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসো যেন মৎস্য বিনে জলে ॥"১৫৬॥

পথে চলিতে চলিতে সংখ্যা-নাম-গ্রহণ-কালে তুলসী-দর্শন ও তুলসীর অনুগমন—

যবে চলে সংখ্যা-নাম করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন ॥১৫৭॥
পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া ॥১৫৮॥

সংখ্যা-নাম-কালে তুলসীর পার্শ্বে বসিয়া নাম-গ্রহণ—

সংখ্যা-নাম লইতে যে-স্থানে প্রভু বৈসে।
তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু-পাশে ॥১৫৯॥
তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যা-নাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন ॥১৬০॥
পুনঃ সেই সংখ্যা-নাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া ॥১৬১॥

শিক্ষাগুরুর শিক্ষা অকৃত্রিমভাবে অনুসরণকারী ব্যক্তিরই মঙ্গল—

শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
তাহা যে মানয়ে, সে-ই জন পায় রক্ষা ॥১৬২॥

জগন্নাথ-দর্শনপূর্ব্বক নিজবাসস্থানে গমন—

জগন্নাথ দেখি, জগন্নাথ নমস্করি'।
বাসায় চলিলা গোষ্ঠী সঙ্গে গৌরহরি ॥১৬৩॥

ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু গৌরহরি—

যে ভক্তের যেন-রূপ চিত্তের বাসনা।
সেইরূপ সিদ্ধ করে সবার কামনা ॥১৬৪॥

ভক্তবৎসল ও ভক্তসঙ্গী মহাপ্রভু—

পুত্রপ্রায় করি' সবে রাখিলেন কাছে।
নিরবধি ভক্ত-সব থাকে প্রভু-পাছে ॥১৬৫॥
যতেক বৈষ্ণব—গৌড়দেশে নীলাচলে।
একত্রে থাকেন সবে কৃষ্ণ-কুতূহলে ॥১৬৬॥
শ্বেতদ্বীপনিবাসীও যতেক বৈষ্ণব।
চৈতন্য-প্রসাদে দেখিলেক লোক সব ॥১৬৭॥

যিনি সন্ন্যাসীকে নমস্কার করেন না, স্মৃতিশাস্ত্র তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, "দেবতাং প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিঞ্চৈব ত্রিদণ্ডিনম্। নমস্কারং ন কুর্য্যাচ্চেদুপবাসেন শুধ্যতি ॥" ১৫২॥

তথ্য। সন্ন্যাসস্তু তুরীয়ো যো নিষ্ক্রিয়াখ্যঃ সধর্ম্মকঃ। ন তস্মাদুত্তমো ধর্ম্মো লোকে কশ্চন বিদ্যতে ॥ নারদীয়ে মধ্বগীতা ৫।২।১৫২॥

শ্রেষ্ঠ আশ্রমে অবস্থিত জনগণ নিম্নাশ্রমস্থিত ব্যক্তিকে আদর করিয়া থাকেন, নমস্কার করেন না। কিন্তু বৈষ্ণবকে শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নমস্কার করিয়া থাকেন ॥১৫৩॥

সংখ্যা-নাম—নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নামগ্রহণ তুলসী-মালিকা অবলম্বনপূর্ব্বক বিধেয়। এস্থলে তুলসীবৃক্ষের নিকট বসিয়া নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নাম-গ্রহণ বুঝাইতেছে। যাহারা বৃক্ষমাত্র-জ্ঞানে কৃষ্ণপ্রিয়া তুলসীকে ভক্তির অনুকূল সঙ্গ জ্ঞান করে না, তাহাদের শিক্ষার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর কেশবপ্রিয়া তুলসীর সঙ্গ করিবার লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। তুলসী—তদীয় বস্তু; কৃষ্ণপ্রিয় সেবককে লঙ্ঘন করিয়া যাহারা কৃষ্ণসেবার জন্য উদ্‌গ্রীব, তাহাদের চেষ্টা বিফল হয়। "অভ্যর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে। ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ ॥"—শ্লোকটি বিচার্য্য ॥১৫৯॥

গৌরসুন্দর ভক্তগণকে পুত্রবাৎসল্যে নিকটে রাখিয়া সঙ্গসুখ প্রদান করেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—শ্লোকের তাৎপর্য্যানুসারে সকল শ্রেণীর ভক্তগণই প্রভুকে নিজ নিজ চিত্তবৃত্তির দ্বারা সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন ॥১৬৫॥

অদ্বৈতাচার্য্যের উক্তি—মহাপ্রভুর কৃপায় এরূপ গোলোকাবতীর্ণ অকৃত্রিম কৃষ্ণপার্ষদ বৈষ্ণব-দর্শন—

শ্রীমুখে অদ্বৈত-চন্দ্র বার বার কহে।
"এ সব বৈষ্ণব—দেবতারো দৃশ্য নহে॥" ১৬৮॥
রোদন করিয়া কহে চৈতন্য-চরণে।
"বৈষ্ণব দেখিল প্রভু,—তোমার কারণে॥১৬৯॥
এ সব-বৈষ্ণব-অবতারে অবতারি।
প্রভু অবতরে ইহা-সবে অগ্রে করি'॥১৭০॥

কৃষ্ণের আজ্ঞায় পার্ষদভক্তগণের অবতার—

যেরূপে প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ।
সেইরূপ লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘন॥১৭১॥
তাঁহারা যেরূপ প্রভু-সঙ্গে অবতরে।
বৈষ্ণবেরে সেইরূপ প্রভু আজ্ঞা করে॥১৭২॥

বৈষ্ণবের কর্ম্মবন্ধন-জনিত জন্ম-মৃত্যু নাই, বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁহাদের প্রকট ও অপ্রকট-লীলা—

অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই॥১৭৩॥
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্ম-পুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি' কহে॥১৭৪॥

প্রমাণ—

তথা হি (পাদ্মোত্তরখণ্ডে ২৫৭।৫৭, ৫৮)

যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া॥১৭৫॥
পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তদ্বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥১৭৬॥

হেনমতে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তগণ।
প্রেমে পূর্ণ হইয়া থাকেন সর্ব্বক্ষণ॥১৭৭॥

ফলশ্রুতি—

ভক্তি করি' যে শুনয়ে এ-সব আখ্যান।
ভক্ত-সঙ্গে তা'রে মিলে গৌর-ভগবান্॥১৭৮॥

উপসংহার—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥১৭৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে জলক্রীড়াদি-বর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য। তত্র যে পুরুষাঃ শ্বেতাঃ পঞ্চেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতাঃ। প্রতিবুদ্ধাশ্চ তে সর্ব্বে ভক্তাশ্চ পুরুষোত্তমে॥ (মহাভারত ৩৪৪।৫৩) অনিন্দ্রিয়াঃ নিরাহারাঃ অনিস্পন্দাঃ সুগন্ধিনঃ। একান্তিন স্তেপুরুষাঃ শ্বেতদ্বীপনিবাসিনঃ॥ (মহাভারত শান্তিঃ ৩৩৬।৩০)॥ ১৬৭॥

পুণ্যপ্রভাবে জীবগণ দেবত্ব লাভ করে এবং পাপফলে অসুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দুষ্ক্রিয়াসক্ত হয়। পুণ্য-প্রভাবে যাঁহারা দেবতা হইয়াছেন, ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাদেরও বরণীয় দর্শনের পাত্র—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বারংবার এই কথা বলিতেছেন॥ ১৬৮॥

অন্বয়। যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ (ভরত-লক্ষ্মণৌ), যথা চ সঙ্কর্ষণাদয়ঃ (মহাসঙ্কর্ষণস্য অংশকলাস্ত্ববতারা ইত্যর্থঃ) যদৃচ্ছয়া (স্বাতন্ত্র্যেণ) মর্ত্ত্যলোকং জায়ন্তে (লীলাবিশেষ-সম্পাদনার্থং আবির্ভবন্তি—তেষাং শৌক্রজন্মনোঽভাবাৎ আবির্ভাব এব জন্ম ইত্যর্থঃ), তথা বৈষ্ণবাঃ (নিত্যমুক্তা ভগবৎপার্ষদাঃ) তেনৈব (ভগবতা সহৈব) আবির্ভবন্তি। পুনশ্চ তেনৈব (ভগবতা সহৈব) বিষ্ণোঃ তদ্ শাশ্বতং (নিত্যং) পদং (ধাম, স্বধাম ইত্যর্থঃ) যাস্যন্তি (তিরোভবিষ্যন্তি, তেষাং প্রাকৃতবৎ দেহত্যাগাভাবাৎ) বৈষ্ণবানাঞ্চ (বিষ্ণুভক্তানামপি) কর্ম্মবন্ধনং (কর্ম্মফলহেতুকং) জন্ম (প্রাকৃতশরীর গ্রহণং) ন বিদ্যতে। যদ্বা বৈষ্ণবানাং কর্ম্মবন্ধনং (কর্ম্মফলেন সংসারবন্ধনং) জন্ম চ ন বিদ্যতে॥ ১৭৫—১৭৬॥

অনুবাদ। যেরূপ সুমিত্রা-নন্দন ভরত ও লক্ষ্মণ, আর যেরূপ সঙ্কর্ষণাদি ভগবদ্বিগ্রহসকল স্বতন্ত্রেচ্ছাবশতঃ প্রপঞ্চে প্রাদুর্ভূত হন তদ্রূপ ভগবৎপার্ষদ বৈষ্ণবগণও ভগবানেরই সহিত আবির্ভূত হন এবং পুনরায় সেই ভগবানের সঙ্গেই বিষ্ণুর সেই নিত্যধামে গমন করেন। বৈষ্ণবগণেরও বিষ্ণুর ন্যায় কর্ম্মবন্ধনজনিত জন্ম নাই॥ ১৭৫—১৭৬॥

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়

নবম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নীলাচলে অদ্বৈতাচার্য্যের বাসভবনে একেশ্বর মহাপ্রভুর ভিক্ষা, নবদ্বীপাগত পণ্ডিত দামোদরের নিকট মহাপ্রভুর শচীমাতার বিষ্ণুভক্তি-সম্বন্ধে প্রশ্ন, লক্ষেশ্বর অর্থাৎ লক্ষনামগ্রহণকারী ব্যতীত মহাপ্রভুর অপরের গৃহে ভিক্ষাত্যাগ, শ্রীকেশবভারতীর নিকট জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, তদ্‌বিষয়ের প্রশ্নমুখে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বের বিচার-শ্রবণে আনন্দ; অদ্বৈতাচার্য্যের আজ্ঞায় নিখিল ভক্তের চৈতন্যাবতার-সম্বন্ধে সংকীর্ত্তন, শ্রীরূপ-সনাতন-মিলন শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক শাকরমল্লিককে তৃতীয় সংস্কারস্বরূপ 'সনাতন'-নাম-প্রদান, মহাপ্রভুর শ্রীবাসের নিকট অদ্বৈত-তত্ত্ব-প্রশ্নমুখে অদ্বৈতের উপাদান-কারণান্তর্য্যামিত্ব-পতিপাদন, ভাগবতীয় ভৃগুর উপাখ্যান-দ্বারা কৃষ্ণের পরাৎপরত্ব ও মহাভাগবত বৈষ্ণবের আচরণের অচিন্ত্যত্ব ও দুরবগাহত্ব-নির্ণয় প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু বাল্যকালে যে-সকল দ্রব্য ভোজন করিতে ভালবাসিতেন, সেই সকল দ্রব্যসম্ভার লইয়া বৈষ্ণববৃন্দ নীলাচলে আসিয়াছেন এবং পাক-নিপুণা বৈষ্ণবগৃহিণীগণ ঐ সকল দ্রব্য-সহযোগে নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিলে ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তবৃন্দের ভিক্ষা স্বীকার করিতেছেন। একদিন অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া স্বহস্তেই প্রভুর জন্য রন্ধন করিলেন এবং অদ্বৈত-গৃহিণী পাক-কার্য্যের দ্রব্যাদির সজ্জা করিয়া আচার্য্যের সাহায্য কবিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অভিলাষ, তিনি মহাপ্রভুকে একাকী মনের সাধে খাওয়া[illegible], হঠাৎ দৈবদুর্য্যোগ উপস্থিত হওয়ায় যে সকল সন্ন্যাসী সচরাচর মহাপ্রভুর সহিত ভিক্ষা করেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর সঙ্গবিচ্যুত হইলেন এবং মহাপ্রভু একাকীই অদ্বৈতেব বাসায় ভিক্ষার্থ আগমন করিয়া অদ্বৈতের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। ইন্দ্র ঝড়বৃষ্টি প্রদান করিয়া আচার্য্যের কৃষ্ণসেবার আনুকূল্য বিধান করিয়াছেন বলিয়া অদ্বৈতাচার্য্য ইন্দ্রকে কৃষ্ণসেবকরূপে স্তব করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুও অদ্বৈতাচার্য্যের হৃদয় জানিয়া অদ্বৈতের মহিমা কীর্ত্তনমুখে বলিলেন যে, যাঁহার সঙ্কল্প স্বয়ং কৃষ্ণ পরিপূর্ণ করিতে বাধ্য, ইন্দ্র তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি? যে সকল অদ্বৈতানুগব্রুব শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শ্রীচৈতন্যানুগত্য স্বীকারের পরিবর্ত্তে অন্য বিচার আবাহন করেন, তাহারা আচার্য্যের অদৃশ্য। নবদ্বীপ হইতে প্রত্যাগত পণ্ডিত দামোদরকে মহা-প্রভু শচীমাতার বিষ্ণুভক্তিবিষয়ে প্রশ্ন করিলে নিরপেক্ষ দামোদর শচীমাতাকে 'মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি' বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং 'আই' শব্দের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন। লোক-শিক্ষার্থই লোকশিক্ষক-লীল মহাপ্রভু ঐরূপ প্রশ্নভঙ্গী করিয়াছিলেন। কৃষ্ণে সেবা-প্রবৃত্তির বিষয় জিজ্ঞাসাই প্রকৃত কুশল-জিজ্ঞাসা; বিষ্ণুভক্তই প্রকৃত সম্পত্তিশালী। মহাপ্রভু একমাত্র লক্ষনামগ্রহণকারী লক্ষেশ্বরের গৃহ ব্যতীত অপর কাহারও গৃহে ভিক্ষা স্বীকার করেন না, ইহাই তিনি নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তিগণকে জানাইতেন। এজন্য মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইবার অনুরোধে অনেকেই লক্ষ নাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকেশব-ভারতীর নিকট 'জ্ঞান' ও 'ভক্তির' মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্ন করিলে শ্রীভারতীপাদ বলিলেন—'ভক্তি'ই—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; যেহেতু, ব্রহ্মা, শিব, নারদ, প্রহ্লাদ, শুক, ব্যাস, সনকাদি, যুধিষ্ঠিরাদি, প্রিয়ব্রত, পৃথু, ধ্রুব, অক্রূর, উদ্ধবাদি যাবতীয় শ্রেষ্ঠ মহাজনই পরমেশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিপ্রার্থনা করিয়াছেন, ইহাদের কেহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানানুরাগ-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়াও ভক্তি যাচ্ঞা করিয়াছেন, সুতরাং তর্কপথ পরিত্যাগ করিয়া মহাজনানুমোদিত ভক্তিপথই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজীবের একমাত্র বরণীয় বস্তু। মহাপ্রভু ভারতীর বাক্য শুনিয়া আনন্দপ্রকাশ ও নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। একদিন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আজ্ঞায় যাবতীয় ভক্ত মিলিয়া শ্রীচৈতন্যাবতারের নাম-গুণ-লীলাদি কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে

আচার্য্য নৃত্য ও হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। আচার্য্য নিজে শ্রীচৈতন্যাবতারের গান রচনা করিয়া তাহা ভক্তগণ-সহ কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিলেন। কীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু কীর্ত্তনস্থানে আগমন করিলে অদ্বৈতাচার্য্যের নেতৃত্বে ভক্তগণ আরও অধিকতর উল্লাসের সহিত শ্রীচৈতন্যাবতারের নাম-গুণ-লীলা-কীর্ত্তন করিতেলাগিলেন। লোকশিক্ষক মহাপ্রভু নিজ ভক্তভাব স্বীকারকারী প্রচ্ছন্ন অবতারের তাৎপর্য্য-সংরক্ষণার্থ স্থানত্যাগ করিলেন এবং বাসায় গমনপূর্ব্বক কোপলীলায় শয়ন করিলেন। শ্রীবাস-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ প্রভুর বাসায় উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু তাঁহার প্রচ্ছন্ন অবতারে আত্মগোপনের কথা ইঙ্গিতে জানাইলে শ্রীবাস 'হস্তের দ্বারা সূর্য্যাচ্ছাদনে'র সংকেত করিয়া জানাইলেন যে, স্বপ্রকাশ বস্তুকে কখনও আচ্ছাদন করিয়া লুকাইয়া রাখা যায় না। বরং হস্তদ্বারা সূর্য্যাচ্ছাদন সম্ভব, তথাপি যে শ্রীচৈতন্যাবতারের জয়-ঘোষণা আসমুদ্রহিমাচলপরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে গোপন করা অসম্ভব; এমন সময় অকস্মাৎ শ্রীচৈতন্যাবতারের নাম রূপ গুণ-লীলা কীর্ত্তন করিতে করিতে বিভিন্ন দেশবাসী অসংখ্য ভক্তবৃন্দ তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীবাসকর্ত্তৃক বৈষ্ণবগণের আচরণ সমর্থন করিবার আরও সুযোগ হইল। তাহাতে মহাপ্রভু নিজ পরাজয় স্বীকার-পূর্ব্বক ভক্তমহিমা বাড়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতারিত্ব শ্রৌতপ্রণালীতে গ্রাহ্য। শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি যাঁহাকে পরতত্ত্ব অবতারী বলিয়া স্বীকার করেন, যাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত, তাঁহাকে পরতত্ত্ব না বলিয়া অন্য বিচারের আবাহন পাষণ্ডতামাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্নিধানে শ্রীরূপ-সনাতন আগমন করিয়া আত্মদৈন্য প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের বৈরাগ্যের প্রশংসা করিলেন এবং প্রেমভক্তিলাভের জন্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর চরণে প্রণত হইতে বলিলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে 'ভক্তির ভাণ্ডারী' বলিলে আচার্য্য মহাপ্রভুকে ভাণ্ডারের মালিক এবং মালিকের আদেশেই ভাণ্ডারীর ভাণ্ডারের দ্রব্য-প্রদানের ক্ষমতা বা মহাপ্রভুর অধীনত্ব জ্ঞাপন করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনকে মথুরামণ্ডলে গমনপূর্ব্বক পশ্চিমদেশীয় ব্যক্তিগণকে অনাচার ও দুরাচারের হস্ত হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক তথায় শুদ্ধভক্তি প্রচারার্থ আদেশ করিলেন। মহাপ্রভু শাকরমল্লিককে তৃতীয় সংস্কারসূচক 'সনাতন'-নাম প্রদান করিলেন। শ্রীবাসের নিকট মহাপ্রভু অদ্বৈতের বৈষ্ণবতা-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাস শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে শুক-প্রহ্লাদাদির সমান বৈষ্ণব বলিলে মহাপ্রভু ক্রোধলীলা প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীবাসকে ছিপযষ্টি লইয়া মারিতে গেলেন এবং পুরাণপুরুষ উপাদানকারণ-অন্তর্য্যামী মহাবিষ্ণু-অবতার শ্রীঅদ্বৈতের নিকট শুকপ্রহ্লাদাদি বালকমাত্র জানাইলেন। মহাগ্রন্থকার সিদ্ধবৈষ্ণবের বিষম ব্যবহারের অচিন্ত্যত্ব ও অসমত্বের কথা ভাগবতের দশমস্কন্ধীয় ভৃগুর উপাখ্যানের দ্বারা সমাধান এবং কেবলমাত্র কৃষ্ণকৃপা ও কৃষ্ণচরণে শরণ-গ্রহণ ফলেই দুরবগাহ চরিত্র উপলব্ধির বিষয় হয়, ইহা জানাইয়া অধ্যায়ের উপসংহার করিয়াছেন। (গৌঃ ভাঃ)

জয়-কীর্ত্তন-মুখে মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রমাকান্ত।
জয় সর্ব্ব-বৈষ্ণবের বল্লভ একান্ত ॥১॥

গৌরনারায়ণ-চরণে কৃপা প্রার্থনা—

জয় জয় কৃপাময় শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু, শুভদৃষ্টিপাত ॥২॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব—অবতারী কৃষ্ণ, সুতরাং রমেশ বিষ্ণুর মূল আকর; তজ্জন্য তিনি রমাকান্ত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই সর্ব্বরসাশ্রিত ভক্তেরই উপাস্য কৃষ্ণচন্দ্র। ১।

ভক্তগোষ্ঠীর প্রভুর সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে অবস্থিতি—

হেনমতে ভক্তগোষ্ঠী ঈশ্বরের সঙ্গে।
থাকিলা পরমানন্দে সংকীর্ত্তন-রঙ্গে ॥৩॥

প্রভুপ্রেমবদ্ধ ভক্তগণের প্রভুর জন্য প্রভুর শিশুকালের প্রিয়-সামগ্রী সঙ্গে আনয়ন—

যে-দ্রব্যে প্রভুর প্রীত পূর্ব্বে শিশুকালে।
সকল জানেন তাহা বৈষ্ণবমণ্ডলে ॥৪॥
সেই সব দ্রব্য সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া।
আনিয়াছে যত সব প্রভুর লাগিয়া ॥৫॥

প্রভুপ্রিয়দ্রব্য-রন্ধন ও প্রভুকে নিমন্ত্রণ—

সেই সব দ্রব্য প্রীতে করিয়া রন্ধন।
ঈশ্বরেরে আসিয়া করেন নিমন্ত্রণ ॥৬॥

ভক্তদ্রব্য-গ্রহণে প্রভুর প্রীতি—

যে দিনে যে ভক্তগৃহে হয় নিমন্ত্রণ।
তাহাই পরম প্রীতে করেন ভোজন ॥৭॥

বৈষ্ণবগৃহিণীগণ লক্ষ্মীর অংশ ; রন্ধন-সেবায় পরম-নিপুণা—

শ্রীলক্ষ্মীর অংশ—যত বৈষ্ণব-গৃহিণী।
কি বিচিত্র রন্ধন করেন নাহি জানি ॥৮॥

তাঁহাদের মুখে অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম—

নিরবধি সবার নয়নে প্রেমধার।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ বদন সবার ॥৯॥

প্রভুর পূর্ব্বপ্রিয় ব্যঞ্জনাদি-রন্ধন-দ্বারা বৈষ্ণবীগণের মহাপ্রভুর সেবা—

পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রীতি যে-সব ব্যঞ্জনে।
নবদ্বীপে শ্রীবৈষ্ণবী সবে তাহা জানে ॥১০॥
প্রেমযোগে সেইমত করেন রন্ধন।
প্রভুও পরম-প্রেমে করেন ভোজন ॥১১॥

ভিক্ষার জন্য অদ্বৈতের প্রভুকে অনুরোধ—

একদিন শ্রীঅদ্বৈতসিংহ মহামতি।
প্রভুরে বলিলা,—"আ[illegible]ক্ষা কর ইথি ॥১২॥
মুষ্ট্যেক তণ্ডুল প্রভু, রান্ধিব আপনে।
হস্ত মোর ধন্য হউ তোমার ভক্ষণে ॥" ১৩॥

প্রভুর উক্তি :—আচার্য্যপ্রদত্ত অন্ন কৃষ্ণভক্তি-সাধক ও প্রভুর পরমপ্রিয় বস্তু—

প্রভু বলে,—"যে জন তোমার অন্ন খায়।
'কৃষ্ণ-ভক্তি', 'কৃষ্ণ' সে-ই পায় সর্ব্বথায় ॥১৪॥
আচার্য্য, তোমার অন্ন আমার জীবন
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন ॥১৫॥
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মাগিয়াও খাইতে আমার তথি মন ॥১৬॥

অদ্বৈত-আচার্য্যের আনন্দ—

শুনিঞা প্রভুর ভক্তবৎসলতা-বাণী।
কি আনন্দে অদ্বৈত ভাসেন নাহি জানি ॥১৭॥

অদ্বৈতের বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন ; মহাপ্রভুর ভিক্ষার সজ্জা

অদ্বৈতগৃহিণীর রন্ধনাদি-কার্য্য—

পরম সন্তোষে তবে বাসায় আইলা।
প্রভুর ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা ॥১৮॥
লক্ষ্মী-অংশে জন্ম—অদ্বৈতের পতিব্রতা।
লাগিলা করিতে কার্য্য হই' হরষিতা ॥১৯॥

অদ্বৈতপত্নী-কর্ত্তৃক গৌড়দেশানীত প্রভুপ্রিয়-দ্রব্যাদি-প্রদান—

প্রভুর প্রীতের দ্রব্য গৌড়দেশ হৈতে।
যত আনিয়াছেন সব লাগিলেন দিতে ॥২০॥

অদ্বৈতের স্বহস্তে রন্ধন—

রন্ধনে বসিলা শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
চৈতন্যচন্দ্রেরে করি' হৃদয়ে বিজয় ॥২১॥
পতিব্রতা ব্যঞ্জনের পরিপাটী করে।
যতেক প্রকার করে যেন চিত্তে স্ফুরে ॥২২॥

বিবিধ প্রভুপ্রিয়-শাক-রন্ধন—

'শাকে ঈশ্বরের বড় প্রীতি' ইহা জানি'।
নানা শাক দিলেন—প্রকার দশ আনি' ॥২৩॥
আচার্য্য রান্ধেন, পতিব্রতা কার্য্য করে।
দুই জনা ভাসে যেন আনন্দসাগরে ॥২৪॥

বৈষ্ণবগৃহিণীগণ—শ্রীলক্ষ্মীরই অংশ। ভগবানের দাস-দাসী জীবগণ—ভগবচ্ছক্তির বিভিন্নাংশ হইলেও স্বরূপতঃ তটস্থা-শক্তির পরিণতি, সুতরাং শক্ত্যংশ। স্বরূপ-বোধের অভাবে তাঁহাদের অন্যথা-রূপে স্বরূপভ্রান্তি, কিন্তু বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ নিজ অন্যথা-রূপের পরিবর্ত্তে মুক্তাবস্থায় হরি-সেবা-পরা। ৮।

অদ্বৈতের চিন্তা :—সন্ন্যাসীগোষ্ঠীসহ প্রভুর আগমনে প্রভুর ভিক্ষা-সঙ্কোচ-সম্ভাবনা—

অদ্বৈত বলেন,—"শুন কৃষ্ণদাসের মাতা!
তোমারে কহি যে আমি এক মনঃকথা ॥২৫॥
যত কিছু এই মোরা করিলুঁ সম্ভার।
কোন্‌রূপে প্রভু সব করেন স্বীকার ॥২৬॥
যদি আসিবেন সন্ন্যাসীর গোষ্ঠী লৈয়া।
কিছু না খাইব তবে, জানি আমি ইহা ॥২৭॥
অপেক্ষিত যত যত মহান্ত সন্ন্যাসী।
সবেই প্রভুর সঙ্গে ভিক্ষা করেন আসি' ॥২৮॥
সবেই প্রভুরে করেন পরম অপেক্ষা।
প্রভু-সঙ্গে সবে আসি' প্রীতে করেন ভিক্ষা ॥"২৯॥

অন্তরে প্রভুর একাকী ভিক্ষার্থ আগমন-কামনা—

অদ্বৈত চিন্তেন মনে, "হেন পাক হয়।
একেশ্বর প্রভু আসি' করেন বিজয় ॥৩০॥
তবে আমি ইহা সব পারি খাওয়াইতে।
এ কামনা মোর সিদ্ধ হয় কোন্ মতে ॥" ৩১॥
এইমত মনে চিন্তে অদ্বৈত-আচার্য্য।
রন্ধন করেন মনে ভাবি' সেই কার্য্য ॥৩২॥

প্রভু ও সন্ন্যাসিগণের মধ্যাহ্নাদি ক্রিয়ার সঙ্কল্প করিয়া বহির্গমন—

ঈশ্বরও করিয়া সংখ্যা-নামের গ্রহণ।
মধ্যাহ্নাদি ক্রিয়া করিবারে হৈল মন ॥৩৩॥
যে-সব সন্ন্যাসী প্রভুসঙ্গে ভিক্ষা করে।
তাঁ'রা-সব চলিলা মধ্যাহ্ন করিবারে ॥৩৪॥

অদ্বৈতের অভিলাষানুকূল দৈব-দুর্য্যোগ—

হেনকালে মহা ঝড়-বৃষ্টি আচম্বিতে।
আরম্ভিলা দেবরাজ অদ্বৈতের হিতে ॥৩৫॥
শিলাবৃষ্টি চতুর্দ্দিগে বাজে ঝন্‌ঝনা।
অসম্ভব বাতাস, বৃষ্টির নাহি সীমা ॥৩৬॥
সর্ব্বদিগ অন্ধকার হইল ধূলায়।
বাসায় যাইতে কেহ পথ নাহি পায় ॥৩৭॥
হেন ঝড় বহে, কেহ স্থির হৈতে নারে।
কেহ নাহি জানে কোথা লৈয়া যায় কারে ॥৩৮॥

অদ্বৈতের রন্ধন-কার্য্যের স্থানে ঝড়বর্ষাদির স্বল্প প্রকাশ—

সবে যথা শ্রীঅদ্বৈত করেন রন্ধন।
তথা মাত্র হয় অল্প ঝড় বরিষণ ॥৩৯॥

দুর্য্যোগে প্রভুর ভিক্ষার সঙ্গী সন্ন্যাসিগণের পরস্পর সঙ্গ-বিচ্ছেদ—

যত ন্যাসী ভিক্ষা করে প্রভুর সংহতি।
নাহিক উদ্দেশ কারো কেবা গেলা কতি ॥৪০॥

অদ্বৈতের ভোগসজ্জা—

এথা শ্রীঅদ্বৈতসিংহ করিয়া রন্ধন।
উপস্করি' থুইলেন শ্রীঅন্নব্যঞ্জন ॥৪১॥
ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, সর, নবনী, পিষ্টক।
নানাবিধ শর্করা, সন্দেশ, কদলক ॥৪২॥

একেশ্বর মহাপ্রভুর আগমনের জন্য অদ্বৈতের ধ্যান—

সবার উপরে দিয়া তুলসী-মঞ্জরী।
ধ্যানে বসিলেন আনিবারে গৌরহরি ॥৪৩॥
একেশ্বর প্রভু আইসেন যেন-মতে।
এইমত মনে ধ্যান করেন অদ্বৈতে ॥৪৪॥

একেশ্বর মহাপ্রভুর অদ্বৈত-গৃহে আগমন—

সত্য গৌরচন্দ্র অদ্বৈতের ইচ্ছাময়।
একেশ্বর মহাপ্রভু করিলা বিজয় ॥৪৫॥
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" বলি' প্রেমসুখে।
প্রত্যক্ষ হইলা আসি' অদ্বৈত-সম্মুখে ॥৪৬॥

অদ্বৈতের প্রভুকে নমস্কার ও আসন-প্রদান—

সম্ভ্রমে অদ্বৈত পাদপদ্মে নমস্করি'।
আসন দিলেন, বসিলেন গৌরহরি ॥৪৭॥

সপত্নীক অদ্বৈতের মনের সাধে সেবা—

ভিন্ন সঙ্গ কেহ নাহি, ঈশ্বর কেবল।
দেখিয়া অদ্বৈত হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥৪৮॥
হরিষে করেন পত্নীসহিতে সেবন।
পাদপ্রক্ষালিয়া দেন চন্দন-ব্যজন ॥৪৯॥

কৃষ্ণদাস—অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র কৃষ্ণমিশ্র ॥২৫॥

সংখ্যা-নাম—নির্ব্বন্ধ করিয়া নিরূপিত সংখ্যায় শ্রীভগ-বন্নামোচ্চারণ, ইহার বিপরীত অসংখ্যাত নামগ্রহণ। 'গ্রহণ'—শব্দে 'কীর্ত্তন' বুঝায় ॥৩৩॥

বসিলেন গৌরচন্দ্র আনন্দ-ভোজনে।
অদ্বৈত করেন পরিবেশন আপনে ॥৫০॥
যতেক ব্যঞ্জন দেন অদ্বৈত হরিষে।
প্রভুও করেন পরিগ্রহ প্রেমরসে ॥৫১॥
যতেক ব্যঞ্জন প্রভু ভোজন করেন।
সকলের কিছু কিছু অবশ্য এড়েন ॥৫২॥
অদ্বৈতেরে গৌরচন্দ্র বলেন হাসিয়া।
"কেনে এড়ি ব্যঞ্জন, জানহ তুমি ইহা ? ৫৩॥
যতেক ব্যঞ্জন খাই, চাহি জানিবার।
অতএব কিছু কিছু এড়িয়ে সবার ॥" ৫৪॥

মহাপ্রভুর অদ্বৈতের রন্ধন-প্রশংসা—

হাসিয়া বলেন প্রভু,—"শুনহ আচার্য্য !
কোথায় শিখিলা এত রন্ধনের কার্য্য ? ৫৫॥
আমি ত এমত কভু নাহি খাই শাক।
সকলি বিচিত্র—যত করিয়াছ পাক ॥" ৫৬॥

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ—

যত দেন শ্রীঅদ্বৈত, প্রভু সব খায়।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গরায় ॥৫৭॥
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, সর, সন্দেশ অপার।
যত দেন, প্রভু সব করেন স্বীকার ॥৫৮॥
ভোজন করেন শ্রীচৈতন্য-ভগবান্।
অদ্বৈতসিংহের করি' পূর্ণ মনস্কাম ॥৫৯॥

অদ্বৈতের ইন্দ্রস্তব—

পরিপূর্ণ হৈল যদি প্রভুর ভোজন।
তখনে অদ্বৈত করে ইন্দ্রের স্তবন ॥৬০॥

কৃষ্ণসেবার আনুকূল্য করায় ইন্দ্রের বৈষ্ণবত্ব ও পূজ্যত্ব—

"আজি ইন্দ্র, জানিলুঁ তোমার অনুভব।
আজি জানিলাও তুমি নিশ্চয় 'বৈষ্ণব' ॥৬১॥
আজি হৈতে তোমারে দিবাও পুষ্পজল।
আজি ইন্দ্র, তুমি মোরে কিনিলা কেবল ॥" ৬২॥

প্রভু-কর্ত্তৃক অদ্বৈতের ইন্দ্রস্তবের কারণ-জিজ্ঞাসা—

প্রভু বলে,—"আজি যে ইন্দ্রের বড় স্তুতি।
কি হেতু ইহা ? কহ দেখি মোর প্রতি ॥" ৬৩॥

অদ্বৈতাচার্য্যের গোপন করিবার চেষ্টা—

অদ্বৈত বলেন,—"তুমি করহ ভোজন।
কি কার্য্য তোমার ইহা করিয়া শ্রবণ ॥" ৬৪॥

অন্তর্য্যামী গৌরসুন্দরের উক্তি—দৈব-দুর্য্যোগ অদ্বৈতাচার্য্যের ইচ্ছায়ই সঙ্ঘটিত—

প্রভু বলে,—"আর কেনে লুকাও আচার্য্য !
যত ঝড়-বৃষ্টি—সব তোমারি সে কার্য্য ॥৬৫॥
ঝড়ের সময় নহে, তবে অকস্মাত।
মহাঝড়, মহাবৃষ্টি, মহাশীলাপাত ॥৬৬॥
তুমি ইচ্ছা করিয়া সে এ সব উৎপাত।
করাইয়া আছ, তাহা বুঝিল সাক্ষাত ॥৬৭॥
যে লাগি' ইন্দ্রের দ্বারা করাইলা ইহা।
তাহা কহি এই আমি বিদিত করিয়া ॥৬৮॥
'সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমি করিলে ভোজন।
কিছু না খাইব আমি এই তোমার মন ॥৬৯॥
একেশ্বর আইলে সে আমারে সকল।
খাওয়াইয়া নিজ ইচ্ছা করিবা সফল ॥৭০॥
অতএব এ সকল উৎপাত স্বজিয়া।
নিষেধিলে ন্যাসিগণ মনে আজ্ঞা দিয়া ॥' ৭১॥

অদ্বৈতাচার্য্যের সেবা করায় ইন্দ্রের সৌভাগ্য—

ইন্দ্র আজ্ঞাকারী এ তোমার কোন্ শক্তি।
ভাগ্য সে ইন্দ্রের, যে তোমারে করে ভক্তি ॥৭২॥

স্বয়ং কৃষ্ণ যাঁহার বাক্যপালনকারী, তাঁহার আজ্ঞায় ঝড়বর্ষার আবির্ভাব নগণ্য—

কৃষ্ণ না করেন যাঁ'র সঙ্কল্প অন্যথা।
যে করিতে পারে কৃষ্ণ-সাক্ষাৎ সর্ব্বথা ॥৭৩॥

এড়েন—অবশিষ্ট রাখেন, পরিত্যাগ করেন ॥ ৫২ ॥

অনুভব—প্রভাব, মহিমা ॥ ৬১ ॥

কৃষ্ণচন্দ্র যাঁ'র বাক্য করেন পালন।
কি অদ্ভুত তা'রে এই ঝড় বরিষণ ॥৭৪॥
যম, কাল, মৃত্যু যাঁ'র আজ্ঞা শিরে ধরে।
যাঁ'র পদ বাঞ্ছে যোগেশ্বর মুনীশ্বরে ॥৭৫॥
যে-তোমা'-স্মরণে সর্ব্ববন্ধবিমোচন।
কি বিচিত্র তা'রে এই ঝড় বরিষণ ॥৭৬॥
তোমা' জানে হেন জন কে আছে সংসারে।
তুমি কৃপা করিলে সে ভক্তিফল ধরে॥" ৭৭॥

অদ্বৈতাচার্য্যের বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা-বরণ, প্রভুর সেবক-সূত্রে এইরূপ বল নিত্যকাম্য—

অদ্বৈত বলেন,—"তুমি সেবকবৎসল।
কায়মনোবাক্যে আমি ধরি এই বল ॥৭৮॥
সর্ব্বকাল-সিংহ আমি তোর ভক্তিবলে।
এই বর—'মোরে না ছাড়িবা কোন কালে'॥" ৭৯॥

এইরূপ পরস্পরের কথা-প্রসঙ্গে প্রভুর ভোজন-সমাপ্তি—

এইমত দুই প্রভু বাকোবাক্য-রসে।
ভোজন সম্পূর্ণ হৈল আনন্দবিশেষে ॥৮০॥

অদ্বৈতাচার্যের শ্রীমুখের কথা-অবিশ্বাসকারী অদ্বৈতানুগ নামের কলঙ্ক ও অদ্বৈতের অদৃশ্য—

অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা
সত্য সত্য সত্য ইথে নাহিক অন্যথা ॥৮১॥
শুনিতে এ সব কথা যা'র প্রীত নয়।
সে অধম অদ্বৈতের অদৃশ্য নিশ্চয় ॥৮২॥
হরি-শঙ্করের যেন প্রীত সত্য কথা।
অবুধ প্রাকৃত জনে না বুঝে সর্ব্বথা ॥৮৩॥
একের অপ্রীতে হয় দোঁহার অপ্রীত।
হরি-হরে যেন তেন—চৈতন্য-অদ্বৈত ॥৮৪॥
নিরবধি অদ্বৈত এ সব কথা কয়।
জগতের ত্রাণ লাগি' কৃপালু হৃদয় ॥৮৫॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি যাঁ'র।
জানিহ ঈশ্বর সঙ্গে ভেদ নাহি তাঁ'র ॥৮৬॥

শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈত-লীলাপ্রসঙ্গ-শ্রবণে কল্যাণ-ফল-লাভ—

ভক্তি করি' যে শুনয়ে এ-সব আখ্যান।
কৃষ্ণে ভক্তি হয় তা'র সর্ব্বত্র কল্যাণ ॥৮৭॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন—

অদ্বৈতসিংহের করি' পূর্ণ মনস্কাম।
বাসায় চলিলা শ্রীচৈতন্য-ভগবান্ ॥৮৮॥

ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী—ভগবান্ গৌরহরি—

এই মত শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ-ঘরে।
ভিক্ষা করি' সবারেই পূর্ণ কাম করে।৮৯॥

অনুক্ষণ ভক্তগোষ্ঠীসহ সংকীর্ত্তন-নৃত্য—

সর্ব্বগোষ্ঠী লই' নিরবধি সঙ্কীর্ত্তন।
নাচায়েন নাচেন আপনে অনুক্ষণ ॥৯০॥

নবদ্বীপাগত দামোদরপণ্ডিতের নিকট শচীমাতার বিষ্ণুভক্তি-সম্বন্ধে প্রভুর প্রশ্ন—

দামোদর পণ্ডিত আইরে দেখিবারে।
গিয়াছিলা, আই দেখি' আইলা সত্বরে ॥৯১॥
দামোদর দেখি' প্রভু আনিয়া নিভৃতে।
আইর বৃত্তান্ত লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে ॥৯২॥
প্রভু বলে,—"তুমি যে আছিলা তান কাছে।
সত্য কহ, আইর কি বিষ্ণুভক্তি আছে?" ৯৩॥

নিরপেক্ষ দামোদরের উত্তর—

পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর।
শুনি' ক্রোধে লাগিলেন করিতে উত্তর ॥৯৪॥
"কি বলিলা গোসাঞি, আইর ভক্তি আছে?
ইহাও জিজ্ঞাস প্রভু, তুমি কোন্ কাজে ॥৯৫॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কেবলমাত্র শ্রীমহাপ্রভুকে ভোজন করাইয়া প্রীতিলাভ করিবেন, বাসনা করায়, দেবরাজ ইন্দ্র দৈবদুর্ব্বিপাক ঘটাইয়া তাঁহার সহিত অপর যতিগণের আসিবার সুযোগ দেন নাই, তৎফলে মহাপ্রভু একাকী আসায়, অদ্বৈতপ্রভু সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করাইয়াছিলেন। এই কথা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু স্বীয় দাসগণের নিকট প্রকাশ করেন। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি অদ্বৈতপ্রভুকে মহাপ্রভুর ঐকান্তিক ভৃত্য বিবেচনা না করিয়া ঐ সকল সত্যঘটনার অনুমোদন করে না,—শ্রীগৌরসুন্দরকে অদ্বৈতের অনুগত বিবেচনা করিয়া অদ্বৈতপ্রভুর সেবা-বিচার পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পায়। সেই সকল নির্ব্বুদ্ধি প্রাকৃতবিচারপর ব্যক্তি আপনাদিগকে

আইর প্রসাদে সে তোমার বিষ্ণুভক্তি।
যত কিছু তোমার, সকল তাঁ'র শক্তি ॥৯৬॥
যতেক তোমার, বিষ্ণুভক্তির উদয়।
আইর প্রসাদে সব জানিহ নিশ্চয় ॥৯৭॥

শচীমাতার মুখে অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম ও অঙ্গে অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার—

অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
যতেক আছয়ে বিষ্ণুভক্তির বিকার ॥৯৮॥
ক্ষণেক আইর দেহে নাহিক বিরাম।
নিরবধি শ্রীবদনে স্ফুরে কৃষ্ণনাম ॥৯৯॥

শচীমাতা—মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি—

আইর ভক্তির কথা জিজ্ঞাস গোসাঞী।
'বিষ্ণুভক্তি' যাঁ'রে বলে, সে-ই দেখ আই ॥১০০॥

দামোদরের পরীক্ষার জন্য প্রভুর এইরূপ প্রশ্ন-লীলা—

মূর্ত্তিমতী ভক্তি আই—কহিল তোমারে।
জানিয়াও মায়া করি' জিজ্ঞাস আমারে ॥১০১॥

'আই' শব্দের মাহাত্ম্য—

প্রাকৃত শব্দেও যে বা বলিবেক 'আই'।
'আই'-শব্দপ্রভাবে তাহার দুঃখ নাই ॥" ১০২॥

প্রভুর আনন্দ—

দামোদর-মুখে শুনি' আইর মহিমা।
গৌরচন্দ্রপ্রভুর আনন্দের নাহি সীমা ॥১০৩॥

দামোদরকে আলিঙ্গন ও প্রশংসা—

দামোদর পণ্ডিতেরে ধরি' প্রেমরসে।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করেন সন্তোষে ॥১০৪॥
"আজি দামোদর, তুমি আমারে কিনিলা।
মনের বৃত্তান্ত যত আমারে কহিলা ॥১০৫॥

ভক্তবৎসল ভগবান্—অপ্রাকৃত-বাৎসল্য-রস-মহিমা—

যত কিছু বিষ্ণুভক্তিসম্পত্তি আমার।
আইর প্রসাদে সব—দ্বিধা নাহি তা'র ॥১০৬॥
তাহান ইচ্ছায় আমি আছোঁ পৃথিবীতে।
তান ঋণ আমি কভু নারিব শুধিতে ॥১০৭॥
আই-স্থানে বদ্ধ আমি, শুন দামোদর!
আইরে দেখিতে আমি আছি নিরন্তর ॥" ১০৮॥
দামোদরপণ্ডিতেরে প্রভু কৃপা করি'
ভক্তগোষ্ঠীসঙ্গে বসিলেন গৌরহরি ॥১০৯॥

লোকশিক্ষার্থ প্রভুর ঐরূপ প্রশ্ন-ভঙ্গী—

আইর যে ভক্তি আছে জিজ্ঞাসে ঈশ্বরে।
সে কেবল শিক্ষা করায়েন জগতেরে ॥১১০॥
বান্ধবের বার্ত্তা যেন জিজ্ঞাসে বান্ধবে।
'কহ বন্ধুসব, কি কুশলে আছে সবে?' ১১১॥

বন্ধুবর্গের কিরূপ কুশল জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য—
'কুশল' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ?—

'কুশল'-শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিবারে।
'ভক্তি আছে' করি' বার্ত্তা লয়েন সবারে ॥১১২॥

অদ্বৈতানুগত বলিয়া পরিচয় দিলেও উহারা অদর্শনীয়-অর্থাৎ উহাদের মুখদর্শন করিলে দুঃসঙ্গ-জন্য গঙ্গাস্নানাদি-দ্বারা পাপ-মুক্ত হইতে হইবে ॥ ৮২ ॥

তথ্য। অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ। ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ৮৬ ॥

পুত্র-সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া [illegible] ভগবানের জননীর কৃষ্ণভক্তি কিরূপ আছে, জিজ্ঞাসার উত্তরে দামোদরপণ্ডিত শচীদেবীর ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহ কীর্ত্তন করায় তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইল ॥ ১০৩ ॥

মহাপ্রভুর দামোদরের নিকট শচীদেবীর কৃষ্ণভক্তির কথা জিজ্ঞাসা-লীলা লোকশিক্ষার জন্য জানিতে হইবে।

ভগবৎসেবকগণ বাৎসল্য রসে কি প্রকার ঐকান্তিকতার সহিত ভগবৎসেবা করেন, এবং উহাতে ভগবান্ তাঁহাদের কিরূপ প্রেম-বাধ্য হন, তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যেই ঐ শিক্ষা-লীলা ॥ ১১০ ॥

তথ্য। ভবৎসু কুশলপ্রশ্ন আত্মারামেষু নেষ্যতে। কুশলাকুশলা যত্র ন সন্তি মতিবৃত্তয়ঃ ॥ (ভাঃ ৪।২২।১৪) অত্যুত্তমানাং কুশলপ্রশ্নো লোকসুখেচ্ছয়া। নিত্যদাপ্ত-সুখত্বাত্তু ন তেষাং যুজ্যতে কচিৎ ॥ (নারদীয়ে, ভাগবত তাৎপর্য্য ১।১৪।৩৪) লোকানাং সুখকর্ত্তৃত্বমপেক্ষ্য কুশলং বিভোঃ। পৃচ্ছ্যতে সততানন্দাৎ কথং তস্যৈব পৃচ্ছ্যতে ॥ (পাদ্মে ভাগবততাৎপর্য্য ২।১।২৬) নবন্ধা ময়ি কুর্ব্বন্তি

ভক্তিযোগ থাকে, তবে সকল কুশল।
ভক্তি বিনা রাজা হইলেও অমঙ্গল ॥১১৩॥
ধন-যশ ভোর যা'র আছয়ে সকল।
ভক্তি যা'র নাই, তার সব অমঙ্গল ॥১১৪॥

বিষ্ণুভক্তই ধনবান্—

অন্ন-খাদ্য নাহি যা'র—দরিদ্রের অন্ত।
বিষ্ণুভক্তি থাকিলে, সে-ই সে ধনবন্ত ॥১১৫॥

প্রভুর ভিক্ষার্থ-নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তিগণকে প্রভুর লক্ষেশ্বর হইবার জন্য আদেশ—

ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ-ছলে প্রভু সবা' স্থানে।
ব্যক্ত করি' ইহা কহিয়াছেন আপনে ॥১১৬॥
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণে প্রভু বলেন হাসিয়া।
"চল তুমি আগে লক্ষেশ্বর হও গিয়া ॥১১৭॥

একমাত্র লক্ষেশ্বরের গৃহেই প্রভুর ভিক্ষা—

তথা ভিক্ষা আমার, যে হয় লক্ষেশ্বর।"
শুনিয়া ব্রাহ্মণ সব চিন্তিত-অন্তর ॥১১৮॥

বিপ্রগণের উক্তি—

বিপ্রগণ স্তুতি করি' বলেন, "গোসাঞি!
লক্ষের কি দায়, সহস্রেকো কারো নাই ॥১১৯॥

যে-গৃহে প্রভু ভিক্ষা স্বীকার করেন না, সেই গৃহ এখনই দগ্ধ হউক—

তুমি না করিলে ভিক্ষা, গার্হস্থ্য আমার।
এখনেই পুড়িয়া হউক্ ছারখার ॥" ১২০॥

প্রতিদিন লক্ষনাম-গ্রহণকারীই লক্ষেশ্বর—

প্রভু বলে,—"জান, 'লক্ষেশ্বর' বলি কারে?
প্রতিদিন লক্ষ-নাম যে গ্রহণ করে ॥১২১॥

কুশলাঃ স্বার্থদর্শনাঃ। অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা ॥ (ভাঃ ১০।২৩।২৬) যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ (ভাঃ ৫।১৮।১২) ॥১১২॥

মানবের যতপ্রকার মঙ্গল হইতে পারে, সকলমঙ্গল অপেক্ষা হৃদয়ে ভগবৎসেবা প্রবল থাকিলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গল লাভ হয়। পার্থিব যাবতীয় মঙ্গলে বিভূষিত নরনাথগণও ভক্তের ন্যায় মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। পার্থিব শ্রেষ্ঠত্ব—ভগবৎসেবার তারতম্য-বিচারে অতি ক্ষুদ্র ॥১১৩॥

তথ্য। অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ, ক্ষিণোত্যভদ্রাণি শমং তনোতি চ। সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্ ॥ (ভাঃ ১২।১২।৫৫) যস্তূত্তমঃশ্লোক-গুণানুবাদঃ, সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ। তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং, কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ ॥ (ভাঃ ১২।৩।১৫) কুতোঽশিবং ত্বচ্চরণাম্বুজাসবং, মহন্মনস্তো মুখনিঃসৃতং ক্বচিৎ। পিবন্তি যে কর্ণপুটৈরলং প্রভো, দেহং ভৃতাং দেহকৃদ-স্মৃতিচ্ছিদম্ ॥ (ভাঃ ১০।৮৩।৩) একঃ প্রপদ্যতে ধ্বান্তং হিত্বেহ স্বং কলেবরম্। কুশলেতরপাথেয়ো ভূতদ্রোহেণ যদ্ভৃতম্ ॥ (ভাঃ ৩।৩০।৩১) রাজ্ঞোঽপুর্ণ্যামদোন্নদ্ধো ন শ্রেয়ো বিন্দতে নৃপঃ। তন্মায়ামোহিতোঽনিত্যা মন্যতে সম্পদোঽচলাঃ (ভাঃ ১০।৭৩।১০); ভাঃ ১০।৭।১১-২৩) দ্রষ্টব্য ॥১১৩॥

ধন, কীর্ত্তি, ভোগ প্রভৃতি লোভনীয় পদবী দ্বারা কৃষ্ণবিস্মৃতি ঘটে। তদ্দ্বারা অভদ্র ও অকল্যাণ উপস্থিত হয়। ভক্তিই সকল-মঙ্গলের আকর ॥১১৪॥

তথ্য। সুখায় কর্ম্মাণি করোতি লোকো, ন তৈঃ সুখং বান্যদুপারমং বা। বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং, যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ ॥ (ভাঃ ৩।৫।২) সর্ব্বে বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপো দানানি চানঘ। জীবাভয়প্রদানস্য ন কুর্ব্বীরন্ কলামপি ॥ (ভাঃ ৩।৭।৪১), (ভাঃ ৩।৯।৭-১০), (ভাঃ ১০।৫১।৪৫-৫৭), (ভাঃ ৪।৩।৯-১৩) দ্রষ্টব্য। যদৈহিকামুষ্মিককাম-লম্পটঃ, সুতেষু দারেষু ধনেষু চিন্তয়ন্। শঙ্কেত বিদ্বান্ কুকলেবরাত্যয়াদ্,-যস্তস্য যত্নঃ শ্রম এব কেবলম্ ॥ (ভাঃ ৫।১৯।১৪) ॥১১৪॥

ভোজ্যদ্রব্য-সংগ্রহে অসমর্থ দরিদ্র ব্যক্তিও ভগবৎ-সেবাপর-চিত্ত হইলে সমগ্র ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবান্ তাঁহার নিজপ্রভু হওয়ায় ঐরূপ ব্যক্তির তুল্য ধনৈশ্বর্য্যবান্ আর কেহ হইতে পারে না ॥১১৫॥

তথ্য। নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে। আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ ॥ (ভাঃ ১।৮।২৭) ॥১১৫॥

সে জনের নাম আমি বলি 'লক্ষেশ্বর'।
তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর ॥" ১২২॥

বিপ্রগণের লক্ষনাম-গ্রহণে স্বীকারোক্তি—

শুনিয়া প্রভুর কৃপাবাক্য বিপ্রগণে।
চিন্তা ছাড়ি' মহানন্দ হৈলা মনে মনে ॥১২৩॥

প্রভুকে ভিক্ষা করাইবার অনুরোধে বিপ্রগণের লক্ষনাম-গ্রহণ—

"লক্ষ নাম লইব প্রভু, তুমি কর ভিক্ষা।
মহাভাগ্য,—এমত করাও তুমি শিক্ষা ॥" ১২৪॥
প্রতিদিন লক্ষ নাম সর্ব্বদ্বিজগণে।
লয়েন চৈতন্যচন্দ্র ভিক্ষার কারণে ॥১২৫॥
হেনমতে ভক্তিযোগ লওয়ায় ঈশ্বরে।
বৈকুণ্ঠনায়ক ভক্তিসাগরে বিহরে ॥১২৬॥

ভক্তি-শিক্ষাদানের জন্যই শ্রীচৈতন্যাবতার—

ভক্তি লওয়াইতে শ্রীচৈতন্য অবতার।
ভক্তি বিনা জিজ্ঞাসা না করে প্রভু আর ॥১২৭॥

ভক্তি-ব্যতীত মহাপ্রভুর অন্য-জিজ্ঞাসা নাই—

প্রভু বলে,—"যে-জনের কৃষ্ণ-ভক্তি আছে।
কুশল মঙ্গল তা'র নিত্য থাকে পাছে ॥" ১২৮॥

ভক্তির অসমোর্দ্ধত্ব কীর্ত্তনকারী-ব্যতীত অন্যের মুখ গৌরচন্দ্রের অদৃশ্য—

যা'র মুখে ভক্তির মহত্ত্ব নাহি কথা।
তা'র মুখ গৌরচন্দ্র না দেখে সর্ব্বথা ॥১২৯॥

শ্রীকেশবভারতীর নিকট প্রভুর জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ তদ্‌বিষয়ে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা—

নিজ-গুরু শ্রীকেশবভারতীর স্থানে।
'ভক্তি, জ্ঞান' দুই জিজ্ঞাসিলা এক দিনে ॥১৩০॥
প্রভু বলে,—"জ্ঞান, ভক্তি দুইতে কে বড়।
বিচারিয়া গোসাঞি, কহ ত করি দঢ় ॥" ১৩১॥

বিচারের পর ভারতীকর্তৃক ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব কথন—

কতক্ষণে ভারতী বিচার করি' মনে।
কহিতে লাগিল, গৌরসুন্দরের স্থানে ॥১৩২॥
ভারতী বলেন,—"মনে বিচারিল তত্ত্ব।
সবা' হৈতে দেখি বড় ভক্তির মহত্ত্ব ॥" ১৩৩॥

ন্যাসিগণ যখন জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বলেন, তখন জ্ঞান হইতে ভক্তি বড় কেন?—

প্রভু বলে,—"জ্ঞান হৈতে ভক্তি বড় কেনে?
'জ্ঞান বড়' করিয়া সে কহে ন্যাসিগণে ॥" ১৩৪॥

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—যিনি প্রতিদিন লক্ষনাম গ্রহণ করেন, তাঁহারই গৃহে ভগবান্ সেবিত হন। ভগবান্ তাঁহারই নিকট ভোজ্যদ্রব্যাদি গ্রহণ করেন। যিনি লক্ষনাম গ্রহণ করেন না, তাঁহার নিকট হইতে ভগবান্ নৈবেদ্য স্বীকার-দ্বারা সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করেন না। ভগবদ্ভক্তমাত্রেই প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণ করিবেন; নতুবা বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবৎসেবা করিতে অসমর্থ হইবেন। তজ্জন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত সকলেই ন্যূনকল্পে লক্ষনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। নতুবা গৌরসুন্দরের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নৈবেদ্য তিনি গ্রহণ করিবেন না ॥১২১॥

শ্রীচৈতন্যভক্তগণ অভক্তের সহিত সম্ভাষণ করেন না। যিনি ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষের কথায় প্রমত্ত, তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে নাই। প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ না করিলে পতিত ব্যক্তিগণের বিষয়ভোগ-প্রবৃত্তিবৃদ্ধি পায়; তখন আর তাহারা শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিতে পারে না। লক্ষেশ্বর ব্যতীত গৌরভক্তির আদর্শ গৌড়ীয়গণ কেহই স্বীকার করেন না। অধঃপতিত বা 'অধঃ-পেতে' গণ একমাত্র ভজন-শব্দ-বাচ্য শ্রীনাম-ভজনে বিমুখতা-বশতঃ লক্ষনাম গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে অন্যভজনের ছলনা করেন, তদ্দ্বারা উহাদের কোন মঙ্গল হয় না ॥১২৭॥

তথ্য। সর্ব্বমঙ্গলমূর্দ্ধন্যা পূর্ণানন্দময়ী সদা। দ্বিজেন্দ্র তব মহ্যস্তু ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥ (ভঃ রঃ সিন্ধু ১।৩।৯)

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদিস্যাদ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্য-কিশোরমূর্ত্তিঃ। মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময় প্রতীক্ষাঃ ॥ (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক) ॥১২৮॥

অভিধেয়-বিচারে 'ভক্তি'ই যে একমাত্র অবলম্বনীয়া, ইহা যিনি স্বীকার করেন না, তাঁহাকে শ্রীগৌরসুন্দর 'গৌড়ীয়' বলিয়া স্বীকার করেন না। স্বীকার করা দূরে থাকুক, উহার মুখ-দর্শনকেও ভক্ত্যনুকূল বলিয়া বিবেচনা করেন না ॥১২৯॥

ভারতীর উত্তর—

ভারতী বলেন,—"তারা না বুঝে বিচার।
মহাজন-পথে সে গমন সবাকার॥" ১৩৫॥
বেদশাস্ত্রে মহাজন-পথ সে লওয়ায়।
তাহা ছাড়ি' অবোধে সে অন্য পথে যায়॥১৩৬॥

শ্রেষ্ঠমহাজনগণ সকলেই ভক্তির উপদেশক—

ব্রহ্মা, শিব, নারদ, প্রহ্লাদ, শুক, ব্যাস।
সনকাদি করি, যুধিষ্ঠির পঞ্চদাস॥১৩৭॥
প্রিয়ব্রত, পৃথু, ধ্রুব, অক্রূর, উদ্ধব।
'মহাজন' হেন নাম যত আছে সব॥১৩৮॥
'ভক্তি' সে মাগেন সবে ঈশ্বর-চরণে।
'জ্ঞান' বড় হৈলে 'ভক্তি' মাগে কি কারণে?১৩৯॥
বিনি বিচারিয়া কি সে সব মহাজন।
মুক্তি ছাড়ি' ভক্তি কেনে মাগে অনুক্ষণ॥১৪০॥

ব্রহ্মার বিষ্ণুর নিকট ভক্তিবর-প্রার্থনা—

সবার বচন এই পুরাণে প্রমাণ।
কি বর মাগিলা ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্থান॥১৪১॥

তথা হি (ভাঃ ১০।১৪।৩০)

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো,
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং,
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥১৪২॥

"কিবা ব্রহ্মজন্ম, কিবা হউ যথা তথা।
দাস হই' যেন তোমা সেবিয়ে সর্ব্বথা॥১৪৩॥

তথ্য। জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ। সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥ (তন্ত্রবচন,—চৈঃ চঃ আঃ৮।১৭) স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। (ভাঃ ১।২।৬) অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা। বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্ম-প্রসাদনীম্॥ (ভাঃ ১।২।২২) নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপীকাসুতঃ। জ্ঞানিনাঞ্চা-আত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ (ভাঃ ১০।৯।২১)॥১৩৩॥

তথ্য। তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ (মহাভারত বনপর্ব্ব ৩১৩।১১৭) ভাঃ ১১।২৩।৫৭ দ্রষ্টব্য॥১৩৫॥

তথ্য। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তৎ পুমানাত্মহিতায় প্রেম্না হরিম্ভজেৎ॥ (ছন্দোগপরিশিষ্টে শাতাতপী শ্রুতিঃ হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৩৫) ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ। বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ॥ ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া। তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ॥ (ভাঃ ২।২।৩৩-৩৪) তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্ব্বদর্শিতান্। অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা॥ তাননাদৃত্য যোঽবিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্। তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃ পুনঃ। (ভাঃ ৪।১৮।৪-৫)॥১৩৬॥

তথ্য। সমগ্র ভাগবত দ্রষ্টব্য। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা ২।৪ দ্রষ্টব্য। লঘুভাগবতামৃত—ভক্তামৃত ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥১৩৭-৩৮॥

মহাজনের পথ ও বেদশাস্ত্রের তাৎপর্য্য—কেবলা ভক্তি। যে সকল ভাগ্যহীন জন তাহা বুঝিতে পারে না, তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া অবৈদিক হইয়া পড়ে। ব্রহ্মা ও শিবাদি সকলেই ভগবানের ভক্ত। যদি ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের উৎকর্ষ বিচার থাকিত, তাহা হইলে ঐ সকল মহাজন কখনও ভক্তিপথ আশ্রয় করিতেন না, তাঁহারা জ্ঞানিমাত্র থাকিতেন। কেশব-ভারতী বিচার-দ্বারা প্রদর্শন করিলেন যে, মহাজনের বিচারে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বই লক্ষিত হয়। জ্ঞানিগণের প্রাপ্য মুক্তি পরিহার করিয়া সকল মহাজনই ভক্তিপথ গ্রহণ করিয়াছেন॥১৪০॥

অন্বয়। (হে) নাথ, তৎ (তস্মাৎ) ভবে (অত্র ব্রহ্ম-জন্মনি) অন্যত্র তিরশ্চাং বা (পশুপক্ষ্যাদীনামপি মধ্যে বা যজ্জন্ম তস্মিন্ বা) যেন (ভাগ্যেন) অহং ভবজ্জনানাং (ভক্তানাং মধ্যে) একঃ (অন্যতমঃ) অপি ভূত্বা তব পাদ-পল্লবং নিষেবে (আরাধয়িষ্যামি) সঃ ভূরিভাগঃ (মহদ্ ভাগ্যং অস্তু)॥১৪২॥

অনুবাদ। হে নাথ, অতএব এই ব্রহ্মজন্মেই হউক, কিম্বা পশুপক্ষী প্রভৃতি জন্মেই হউক, যাহাতে আমি ভবদীয় ভক্তগণের অন্যতমরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার পাদপল্লব-সেবা করিতে পারি, আমার তাদৃশ মহাভাগ্য লাভ হউক॥১৪২॥

মহাজনসম্প্রদায় সর্ব্বত্যাগ করিয়া ভক্তিরই প্রার্থী—

এইমত যত মহাজন-সম্প্রদায়।
সবেই সকল ছাড়ি' ভক্তিমাত্র চায় ॥১৪৪॥

তথা হি (বিষ্ণুপুরাণ ১।২০।১৮)

প্রমাণ-বাক্য—

নাথ, যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥১৪৫॥
স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ, ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে ॥১৪৬॥

তথা হি (ভাঃ ১০।৪৭।৬৭)

কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমানানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥১৪৭॥

"অতএব সর্ব্বমতে ভক্তি সে প্রধান।
মহাজন-পথ সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণ ॥" ১৪৮॥

তথা হি (মহাভারত বনপর্ব্ব ৩১৩।১১৭)

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥১৪৯॥

ভারতীর মুখে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব শ্রবণে প্রভুর আনন্দ-হুঙ্কারগর্জ্জন ও প্রপঞ্চে প্রকটলীলা-সংরক্ষণের কারণ নির্দ্দেশ—

'ভক্তি বড়' শুনি' প্রভু ভারতীর মুখে।
'হরি' বলি' গর্জ্জিতে লাগিলা প্রেমসুখে ॥১৫০॥
প্রভু বলে,—"আমি কতদিন পৃথিবীতে।
থাকিলাঙ, এই সত্য কহিল তোমাতে ॥১৫১॥
যদি তুমি 'জ্ঞান বড়' বলিতে আমারে।
প্রবেশিতাম আজি তবে সমুদ্রভিতরে ॥" ১৫২॥

গুরু ও শিষ্য পরস্পর-নতিপ্রিয়—

সন্তোষে ধরেন প্রভু গুরুর চরণে।
গুরুও প্রভুরে নমস্করে প্রীতমনে ॥১৫৩॥

ভক্তিকথাবিমুখ ব্যক্তির তপস্যা, শিখাসূত্র-ত্যাগ সকলই পণ্ড পরিশ্রম—

প্রভু বলে,—"যা'র মুখে নাহি ভক্তিকথা।
তপ, শিখা-সূত্র-ত্যাগ তা'র সব বৃথা ॥" ১৫৪॥

প্রভুর ভক্তি-ব্যতীত অন্যশিক্ষা-প্রচার নাই—

ভক্তি বিনা প্রভুর জিজ্ঞাসা নাহি আর।
ভক্তিরসময় শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥১৫৫॥

দেব ব্রাহ্মণাদি উন্নত জন্ম হউক বা না হউক, যেন ভগবানের দাস্য কোন দিনই বিস্মৃত না হই ॥১৪৩॥

অন্বয়। হে নাথ (প্রভো) অচ্যুত! যেষু যেষু (বিবিধেষু ভাবিষু) যোনিসহস্রেষু (অসংখ্যাসু যোনিষু) ব্রজামি (জনিষ্যে ইত্যর্থঃ) তেষু তেষু (সর্ব্বেষু বিবিধেষু জন্মসু) ত্বয়ি [মম] সদা (নিত্যকালং) অচ্যুতা (অস্খলিতা অবিচ্ছিন্নেত্যর্থঃ) ভক্তিঃ অস্তু ॥১৪৫॥

অনুবাদ। হে প্রভো অচ্যুত, আমি সহস্র সহস্র যোনির মধ্যে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেই সেই যোনিতেই যেন তোমাতে আমার নিরন্তর অস্খলিতা ভক্তি বিরাজিত থাকে ॥১৪৫॥

অন্বয়। স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং (স্বীয়কর্ম্মফলনিরূপিতাং) যাং যাং যোনিং (জন্মস্থানং ক্ষেত্রমিত্যর্থঃ) অহং ব্রজামি (প্রাপ্নোমি) হে হৃষীকেশ তস্যাং তস্যাং ত্বয়ি (ভগবতি) মে (মম) দৃঢ়াঃ (অচলাঃ) ভক্তিরস্তু (ভবতু) ॥১৪৬॥

অনুবাদ। আমি নিজকর্ম্মফলানুসারে যে যে যোনিতেই গমন করিনা কেন, হে হৃষীকেশ, সেই সেই যোনিতেই আমার তোমাতে অচলা ভক্তি হউক ॥১৪৬॥

অন্বয়। ঈশ্বরেচ্ছয়া (শ্রীকৃষ্ণস্য ইচ্ছাবশাৎ) কর্ম্মভিঃ (স্বোপার্জ্জিতৈঃ পুণ্যাপুণ্যৈঃ হেতুভিঃ) যত্র ক্ব অপি (উচ্চ যোনিষু নিম্ন যোনিষু বা যত্র কুত্রাপি) ভ্রাম্যমানানাং (ভ্রমণশীলানাং) নঃ (অস্মাকং ইত্যর্থঃ) মঙ্গলাচরিতৈঃ (মঙ্গলানুষ্ঠানৈঃ) দানৈঃ (চ) ঈশ্বরে কৃষ্ণে রতিঃ (আসক্তিঃ প্রেম) স্যাৎ ॥১৪৭॥

অনুবাদ। আমরা তদীয় ইচ্ছাক্রমে কর্ম্মবশতঃ যে স্থানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সর্ব্বত্রই যেন মঙ্গলানুষ্ঠান-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী আসক্তি লাভ হয় ॥১৪৭॥

অন্বয়। (বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ ইতি পাঠান্তরঞ্চ দৃশ্যতে)। তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠ (অস্থিরঃ নাচলঃ) শ্রুতয়ঃ অপি (বিভিন্নাঃ অধিকারভেদেন বিরোধ-

রাত্রি দিন একো না জানেন ভক্তগণ।
সর্ব্বদা করেন নৃত্য কীর্ত্তন-গর্জ্জন ॥১৫৬॥

একদিন অদ্বৈতের অনুরোধে ভক্তগণের চৈতন্য-নাম-গুণ-লীলাগান—

একদিন অদ্বৈত সকল ভক্ত-প্রতি।
বলিলা পরমানন্দে মত্ত হই' অতি ॥১৫৭॥
"শুন ভাই-সব, এক কর সমবায়।
মুখ ভরি' গাই' আজি শ্রীচৈতন্যরায় ॥১৫৮॥

সর্ব্বাবতারী শ্রীচৈতন্য—

আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই।
সর্ব্ব-অবতারময়—চৈতন্যগোসাঞি ॥১৫৯॥
যে প্রভু করিল সর্ব্বজগত-উদ্ধার।
আমা' সবা' লাগি' যে গৌরাঙ্গ-অবতার ॥১৬০॥
সর্ব্বত্র আমরা যাঁ'র প্রসাদে পূজিত।
সংকীর্ত্তন হেন ধন যে কৈল বিদিত ॥১৬১॥

অদ্বৈতের নৃত্যবাসনা ও অপর ভক্তগণকে সর্ব্বাবতারী শ্রীচৈতন্যের যশঃকীর্ত্তনে অনুরোধ—

নাচি আমি, তোমরা চৈতন্যযশ গাও।
সিংহ হই' গাহি, পাছে মনে ভয় পাও ॥" ১৬২॥

মহাপ্রভুর ক্রোধাশঙ্কাসত্ত্বেও অদ্বৈতাদেশ অলঙ্ঘ্য-বিচারে সকলের শ্রীচৈতন্যাবতার-সংকীর্ত্তন ও অদ্বৈতের হর্ষ—

প্রভু সে আপনা' লুকায়েন নিরন্তর।
'ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন' সবার এই ডর ॥১৬৩॥
অথাপি অদ্বৈত-বাক্য অলঙ্ঘ্য সবার।
গাইতে লাগিল শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥১৬৪॥
নাচেন অদ্বৈতসিংহ পরম বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে গায় সবে চৈতন্যমঙ্গল ॥১৬৫॥

নিত্য পুরাতন নব-অবতারের যশোগানে সকল বৈষ্ণবের আনন্দ—

নব-অবতারের শুনিয়া নাম যশ।
সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিবশ ॥১৬৬॥

অদ্বৈতের চৈতন্যগীত ও সঙ্কীর্ত্তন-মুখে নৃত্য—

আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি'।
বলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি' ॥১৬৭॥

অদ্বৈতের শ্রীমুখের পদ—

"শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ করুণা-সাগর!
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু, মোরে দয়া কর ॥" ১৬৮॥
অদ্বৈতসিংহের শ্রীমুখের এই পদ।
ইহার কীর্ত্তনে বাড়ে সকল সম্পদ ॥১৬৯॥

বিভিন্ন ভক্তগণের বিভিন্ন গৌরনাম-কীর্ত্তন—

কেহ বলে,—"জয় জয় শ্রীশচীনন্দন ॥"
কেহ বলে,—"জয় গৌরচন্দ্র-নারায়ণ ॥১৭০॥
জয় সংকীর্ত্তনপ্রিয় শ্রীগৌরগোপাল।
জয় ভক্তজনপ্রিয় পাষণ্ডীর কাল ॥" ১৭১॥

অদ্বৈতের নৃত্য ও সকলের চৈতন্যের গুণলীলা ও নামকীর্ত্তন—

নাচেন অদ্বৈতসিংহ—পরম উদ্দাম।
গায় সবে চৈতন্যের গুণ-কর্ম্ম-নাম ॥১৭২॥

প্রদর্শনপরাঃ); অসৌ ঋষিঃ ন (বাচ্যঃ), যস্য মতং (সিদ্ধান্তঃ) ভিন্নং ন (আসীৎ); (এবম্বিধে তর্কপ্রধান-যুগে) ধর্ম্মস্য (সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মস্য) তত্ত্বং গুহায়াং (সাধারণ-লোকলোচনাগোচর-শুদ্ধসজ্জনসম্প্রদায়ৈক-হৃদ্‌গহ্বরে) নিহিতং (পিহিতং লুক্কায়িতম্; অতঃ) যেন (সৎপথা) মহাজনঃ (পূর্ব্বতমঃ অধোক্ষজাচ্যুত-সেবকঃ সজ্জনঃ) গতঃ (প্রাপ্তঃ), স (এব) পন্থাঃ (শুদ্ধমার্গঃ) ॥১৪৭॥

অনুবাদ। তর্ক সহজেই প্রতিষ্ঠাশূন্য, শ্রুতিসকলও ভিন্ন ভিন্ন, যাঁহার মত ভিন্ন নয়, তিনি 'ঋষি'ই হইতে পারেন না; এতন্নিবন্ধন ধর্ম্মতত্ত্ব গূঢ়রূপে আচ্ছাদিত আছে অর্থাৎ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব পাওয়া কঠিন। সুতরাং যাঁহাকে মহাজন বলিয়া সাধুগণ স্থির করিয়াছেন, তিনি যে পথকে শাস্ত্রপথ বলিয়াছেন, সেই পথেই অপর সকল ব্যক্তির গমন করা উচিত ॥১৪৭॥

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—শুধু ভক্তির শ্রেষ্ঠতা-স্থাপন করিবার জন্যই আমি জগতে এতদিন বাস করিলাম। গুরুর আসন গ্রহণ করিয়া যদি কেশবভারতী ভক্তির অবমাননা করিতেন, তাহা হইলে শ্রীগৌরসুন্দর সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া লীলাসম্বরণ করিতেন ॥১৫১॥

শ্রীরাগ

"পুলকে চরিত গা'য়, সুখে গড়াগড়ি যায়,
দেখরে চৈতন্য-অবতারা।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক হরি, দ্বিজরূপে অবতরি',
সংকীর্ত্তনে করেন বিহারা ॥১৭৩॥
কনক জিনিয়া কান্তি, শ্রীবিগ্রহ শোভে অতি,
আজানুলম্বিতভুজ সাজে রে।
ন্যাসিবর-রূপ-ধর, আপনা রসে বিহ্বল,
না জানি কেমন সুখে নাচে রে ॥ ধ্রু ॥১৭৪॥

অদ্বৈত-রচিত-চৈতন্য-গীত—

জয় শ্রীগৌরসুন্দর, করুণাসিন্ধু,
জয় জয় বৃন্দাবনরায়া।
জয় জয় সম্প্রতি জয়, নবদ্বীপ-পুরন্দর,
চরণকমল দেহ' ছায়া ॥১৭৫॥"

ভক্তগণের উপরি-উক্ত পদাবলী-কীর্ত্তন ও অদ্বৈতের নৃত্য—

এই সব কীর্ত্তন করেন ভক্তগণ।
নাচেন অদ্বৈত ভাবি' শ্রীগৌর-চরণ ॥১৭৬॥
নব-অবতারের নূতন পদ শুনি'।
উল্লাসে বৈষ্ণব সব করে হরিধ্বনি ॥১৭৭॥
কি অদ্ভুত হইল সে কীর্ত্তন-আনন্দ।
সবে তাহা বর্ণিতে পারেন নিত্যানন্দ ॥১৭৮॥

উচ্চকীর্ত্তনধ্বনি-শ্রবণে মহাপ্রভুর আগমন—

পরম-উদ্দাম শুনি' কীর্ত্তনের ধ্বনি।
শ্রীবিজয় আসিয়া হইলা ন্যাসিমণি ॥১৭৯॥

প্রভুর দর্শনে ভক্তগণের অধিকতর উল্লাসে প্রভুর নাম-গুণ-কীর্ত্তন ও অদ্বৈতের নৃত্যোল্লাস—

প্রভু দেখি' ভক্ত সব অধিক হরিষে।
গায়েন, অদ্বৈত নৃত্য করেন উল্লাসে ॥১৮০॥
আনন্দে প্রভুরে কেহ নাহি করে ভয়।
সাক্ষাতে গায়েন সবে চৈতন্য-বিজয় ॥১৮১॥

লোক-শিক্ষক মহাপ্রভুর নিরন্তর কৃষ্ণদাসাভিমান—

নিরবধি দাস্যভাবে প্রভুর বিহার।
'মুঞি কৃষ্ণদাস' বই না বলয়ে আর ॥১৮২॥
হেন কারো শক্তি নাহি সম্মুখে তাহানে।
'ঈশ্বর' করিয়া বলিবেক 'দাস'-বিনে ॥১৮৩॥
তথাপিহ সবে অদ্বৈতের বল ধরি'।
গায়েন নির্ভয় হৈয়া চৈতন্য শ্রীহরি ॥১৮৪॥
ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আত্মস্তুতি শুনি'।
লজ্জা যেন পাইতে লাগিলা ন্যাসিমণি ॥১৮৫॥

শিক্ষাগুরুশীল ভগবানের আত্মস্তুতিশ্রবণে স্থান-পরিত্যাগ—

সবা' শিক্ষাইতে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
বাসায় চলিলা শুনি' আপন কীর্ত্তন ॥১৮৬॥

সকলেই বাস্তবসত্য-প্রচারে নির্ভয়—

তথাপি কাহারো চিত্তে না জন্মিল ভয়।
বিশেষে গায়েন আরো চৈতন্য-বিজয় ॥১৮৭॥
আনন্দে কাহারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
সবে দেখে—প্রভু আছে কীর্ত্তন-ভিতরে ॥১৮৮॥
মত্তপ্রায় সবেই চৈতন্য-যশ গায়।
সুখে শুনে সুকৃতি, দুষ্কৃতি দুঃখ পায় ॥১৮৯॥

শ্রীচৈতন্যযশের প্রতি মৎসর ব্যক্তির সকলই নিষ্ফল—

শ্রীচৈতন্য-যশে প্রীত না হয় যাহার।
ব্রহ্মচর্য্য-সন্ন্যাসে বা কি কার্য্য তাহার ॥১৯০॥

ভক্তগণের পরানন্দ-সুখ ও তৎসঙ্গ-প্রভাব—

এই মত পরানন্দ-সুখে ভক্তগণ।
সর্ব্বকাল করেন শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন ॥১৯১॥
এ সব আনন্দক্রীড়া পড়িলে শুনিলে।
এ সব গোষ্ঠীতে আসিয়াও সেহ মিলে ॥১৯২॥

যদি কৃষ্ণানুশীলনরত জনগণের মুখে ভক্তিকথা শুনিতে না পাওয়া যায়, তবে যাবতীয় কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত, তপস্যা, শিখা-সূত্র-ত্যাগপূর্ব্বক একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণাদি সমস্তই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে ॥১৫৪॥

শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তি-ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার অবান্তর অনুষ্ঠান কখনও স্বীকার করেন না ॥১৫৬॥

সমবায়—একত্র সম্মেলন ॥১৫৮॥

শ্রীগৌরসুন্দর সঙ্কীর্ত্তনপ্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন—

নৃত্য গীত করি' সবে মহা-ভক্তগণ।
আইলেন প্রভুরে করিতে দরশন ॥১৯৩॥

কোপলীলা প্রকাশপূর্ব্বক প্রভুর শয়ন—

শ্রীচৈতন্যপ্রভু নিজ-কীর্ত্তন শুনিয়া।
সবারে দেখাই ভয় আছেন শুইয়া ॥১৯৪॥

প্রভুর নিকট ভক্তগণের আগমন-বার্ত্তা গোবিন্দ-কর্ত্তৃক জ্ঞাপন—

সুকৃতি গোবিন্দ জানাইলেন প্রভুরে।
"বৈষ্ণব সকল আসিয়াছেন দুয়ারে ॥" ১৯৫॥

সকলের প্রভুসমীপে গমন—

গোবিন্দেরে আজ্ঞা হইল সবারে আনিতে।
শয়নে আছেন, না চা'হেন কারো ভিতে ॥১৯৬॥
ভয়-যুক্ত হইয়া সকল ভক্তগণ।
চিন্তিতে লাগিলা গৌরচন্দ্রের চরণ ॥১৯৭॥

স্বয়ং পরতত্ত্ব লোকশিক্ষকলীল মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক জীবের অবতার সাজিবার আনুকরণিক পাষণ্ডতা-নিরাসের আদর্শ স্থাপনার্থ ভক্তগণের কার্য্যের যুক্তিযুক্ততার প্রশ্ন—

ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু শ্রীভক্তবৎসল।
বলিতে লাগিল,—"অয়ে বৈষ্ণব-সকল !১৯৮॥
অহে অহে শ্রীনিবাসপণ্ডিত উদার !
আজি তুমি সব কি করিলা অবতার ॥১৯৯॥
ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
কি গাইলা আমারে তা' বুঝাহ এখন ॥" ২০০॥

মহাবক্তা শ্রীবাসের উত্তর—

মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলেন,—"গোসাঞি !
জীবের স্বতন্ত্র শক্তি মূলে কিছু নাই ॥২০১॥
যেন করায়েন যেন, বলায়েন ঈশ্বরে।
সে-ই আজি বলিলাঙ কহিল তোমারে ॥" ২০২॥
প্রভু বলে,—"তুমি সব হইয়া পণ্ডিত।
লুকায় যে, কেনে তা'রে করহ বিদিত ॥" ২০৩॥

শ্রীবাসের হস্তদ্বারা সূর্য্য-আচ্ছাদন ও প্রভুর জিজ্ঞাসায় তৎসঙ্কেতের ব্যাখ্যা—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য পণ্ডিত-শ্রীবাসে।
হস্তে সূর্য্য আচ্ছাদিয়া মনে মনে হাসে ॥২০৪॥
প্রভু বলে,—"কি সঙ্কেত কৈল হস্ত দিয়া।
তোমার সঙ্কেত তুমি কহত ভাঙ্গিয়া ॥" ২০৫॥
শ্রীবাস বলেন,—"হস্তে সূর্য্য ঢাকিলাঙ।
তোমারে বিদিত করি' এই কহিলাঙ ॥২০৬॥
হস্তে কি কখন পারি সূর্য্য আচ্ছাদিতে।
সেই মত অসম্ভব তোমা' লুকাইতে ॥২০৭॥
সূর্য্য যদি হস্তে বা হয়েন আচ্ছাদিত।
তবু তুমি লুকাইতে নার' কদাচিত ॥২০৮॥

হস্তদ্বারা সূর্য্যাচ্ছাদন সম্ভব হইলেও আসমুদ্রহিমাচলে পরিব্যাপ্ত গৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত যশঃ গোপন অসম্ভব—

যে নারিল লুকাইতে ক্ষীরোদসাগরে।
লোকালয়ে আচ্ছাদন কিসে করি' তাঁ'রে ॥২০৯॥
হেমগিরি সেতুবন্ধ পৃথিবী পর্য্যন্ত।
তোমার নির্ম্মল যশে পূরিল দিগন্ত ॥২১০॥

গৌরকীর্ত্তনে আব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ—

আ-ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইল তোমার কীর্ত্তনে।
কত জন দণ্ড তুমি করিবা কেমনে ॥"২১১॥
সর্ব্বকাল ভক্তজয় বাড়ান ঈশ্বরে।
হেনকালে অদ্ভুত হইল আসি' দ্বারে ॥২১২॥

এ কথা জগতে প্রসিদ্ধ। "সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্"—শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখবাণী ॥১৬১॥

ব্রহ্মচর্য্য ও তুর্য্যাশ্রম—গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তত্তৎ আশ্রমস্থ হইয়াও শ্রীচৈতন্যের বিজয়ে যাঁহাদের প্রীতি নাই, তাঁহাদের আশ্রম ধর্ম্মপালন ব্যর্থ হয় ॥১৯০॥

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে বলিলেন—তোমরা পণ্ডিত হইয়া কৃষ্ণনাম গানের পরিবর্ত্তে গৌরকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন আত্ম-পরিচয় গোপন করিয়া আপনাকে লুকাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তখন সেই কথা উদ্ঘাটিত করিয়া তোমাদের কি ফল লাভ হইবে ? ॥২০৩॥

বিভিন্ন দেশের অসংখ্য লোকের চৈতন্য-নাম-গুণ-লীলা সংকীর্ত্তন করিতে করিতে অকস্মাৎ আগমন—

সহস্র সহস্র জন না জানি কোথার।
জগন্নাথ দেখি' আইল প্রভু দেখিবার ॥২১৩॥
কেহ বা ত্রিপুরা, কেহ চাটিগ্রামবাসী।
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহ কেহ বঙ্গদেশী ॥২১৪॥
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া বর্ণন ॥২১৫॥
"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনমালী।
জয় জয় নিজ-ভক্তি-রসকুতুহলী ॥২১৬॥
জয় জয় পরমসন্ন্যাসিরূপধারী।
জয় জয় সংকীর্ত্তন-লম্পট-মুরারি ॥২১৭॥
জয় জয় দ্বিজরাজ বৈকুণ্ঠ-বিহারী।
জয় জয় সর্ব্বজগতের উপকারী ॥২১৮॥
জয় কৃষ্ণচৈতন্য শ্রীশচীর নন্দন।
এইমত গাই নাচে শত-সংখ্য জন ॥২১৯॥

এই সুযোগে শ্রীবাসের উক্তি—

শ্রীবাস বলেন,—"প্রভু, এবে কি করিবা।
সকল সংসার গায়, কোথা লুকাইবা ॥২২০॥

ভগবৎপ্রেরণায়ই লোকের হৃদয়ে ভগবন্নাম-গুণ-লীলা-কীর্ত্তন স্ফূর্ত্তি—

মুঞি কি শিখাই প্রভু এ সব লোকেরে।
এইমত গায় প্রভু, সকল সংসারে ॥২২১॥
অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ!
করুণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাত ॥২২২॥
লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ আপনে।
যা'রে অনুগ্রহ কর' জানে সে-ই জনে ॥২২৩॥

শ্রীবাসের প্রতি প্রভুর উক্তি—

প্রভু বলে,—"তুমি নিজশক্তি প্রকাশিয়া।
বলাও লোকের মুখে জানিলাঙ ইহা ॥২২৪॥
তোমারে হারিল মুঞি শুনহ পণ্ডিত!
জানিলাঙ—তুমি সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ॥" ২২৫॥

ভক্তজয়বৃদ্ধিকারী ভগবান্—

সর্ব্বকাল প্রভু বাড়ায়েন ভক্তজয়।
এ তা'ন স্বভাব—বেদে ভাগবতে কয় ॥২২৬॥

ভক্তগণকে বিদায় দান—

হাস্যমুখে সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে গৌররায়।
বিদায় দিলেন, সবে চলিলা বাসায় ॥২২৭॥
হেন সে চৈতন্যদেব শ্রীভক্তবৎসল।
ইহানে সে 'কৃষ্ণ' করি' গায়েন সকল ॥২২৮॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভগবত্তাব শ্রৌতপ্রণালীতে গ্রাহ্য; শ্রৌত-বাক্য লঙ্ঘনপূর্ব্বক অশ্রৌত অনুকরণিকগণের ক্ষুদ্র জীবকে অবতার সাজাইবার চেষ্টা পাষণ্ডতা—

নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাদি যতেক প্রধান।
সবে বলে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ ॥" ২২৯॥
এ সকল ঈশ্বরের বচন লঙ্ঘিয়া।
অন্যেরে বলয়ে 'কৃষ্ণ' সে-ই অভাগিয়া ॥২৩০॥

ভগবত্তার বিশেষ চিহ্ন ও লক্ষণ—

শেষশায়ী লক্ষ্মীকান্ত শ্রীবৎস-লাঞ্ছন।
কৌস্তুভ-ভূষণ আর গরুড়-বাহন ॥২৩১॥

সঙ্কীর্ত্তন-লম্পট—সকলপ্রকার সাধনভজনাদি অপেক্ষা কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে অত্যাগ্রহবিশিষ্ট ॥২১৭॥

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর—সাক্ষাৎ অবতারী কৃষ্ণ; কিন্তু শ্রীগৌরমূর্ত্তিতে ভক্তবেষ প্রকাশ করিয়া আপনাকে আবৃত করিয়াছিলেন। আর সাক্ষাৎ সঙ্কীর্ত্তন-মূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দর ভাগবত কথিত 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥'—এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য উপাস্যরূপে প্রকাশিত। যিনি কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন করেন, তিনিই গৌরসুন্দরকে জানিতে পারেন। কীর্ত্তন-ব্যতীত অন্যপ্রকার অনুষ্ঠানরত জনগণ গৌরসুন্দরকে সুষ্ঠুভাবে জানিতে পারেন না ॥২২৩॥

তথ্য। যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং, বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ। (মুণ্ডক ১।১।৬) যদেকমব্যক্তমনন্তরূপং বিশ্বং পুরাণং তমসঃ পরস্তাৎ। তদেবর্ত্তং তদুসত্যমাহু স্তদেব ব্রহ্মপরং কবীনাম্॥ (নারায়ণোপনিষৎ)

এ সব কৃষ্ণের চিহ্ন জানিহ নিশ্চয়।
গঙ্গা আর কারো পাদপদ্মে না জন্ময় ॥২৩২॥
শ্রীচৈতন্য বিনা ইহা অন্যে না সম্ভবে'।
এই কহে বেদে, শাস্ত্রে, সকল-বৈষ্ণবে ॥২৩৩॥

সর্ব্ব বৈষ্ণবের শ্রৌতবাক্যের আদরে বরণই সর্ব্বত্র বিজয়লাভের সেতু—

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের বাক্য যে আদরে লয়।
সেই সব জন পায় সর্ব্বত্র বিজয় ॥২৩৪॥

ভক্তগণ-বেষ্টিত শ্রীগৌরসুন্দরের অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন—

হেনমতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
ভক্তগোষ্ঠী-সঙ্গে বিহরেন নিরন্তর ॥২৩৫॥

প্রভু বেড়ি' ভক্তগণ বসেন সকল।
চৌদিগে শোভয়ে যেন চন্দ্রের মণ্ডল ॥২৩৬॥
মধ্যে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যাসি-চূড়ামণি।
নিরবধি কৃষ্ণ-কথা করি' হরিধ্বনি ॥২৩৭॥

দুই মহাভাগ্যবান্ পুরুষের প্রভু-সন্নিধানে আগমন—

হেনই সময়ে দুই মহাভাগ্যবান্।
হইলেন আসিয়া প্রভুর বিদ্যমান্।২৩৮॥

রূপ-সনাতনের প্রভুপদে নতি ও কাকুর্ব্বাদ—

শাকর-মল্লিক, আর রূপ—দুই ভাই।
দুই-প্রতি কৃপাদৃষ্টে চাহিলা গোসাঞি ॥২৩৯॥

এতৎ ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে। ইচ্ছন্ মুহূর্ত্তাৎ নশ্যেয়ম্ ঈশোঽহং জগতাং গুরুঃ॥ মায়াহ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি। (মহাভারত শান্তি ৩৪১।৪৩-৪৫ লঘুভাগবতামৃত ১৪৫ সংখ্যাধৃত)। ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে। যস্য প্রাসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি॥ (মহাভারত শান্তি ৩৩৮।২০ লঘুভাগবতামৃত ১৪৯ সংখ্যাধৃত) সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোঽধোক্ষজোঽপ্যসৌ। নিজশক্তেঃ প্রভাবেন স্বং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ॥ (পাদ্মে লঘুভাগবতামৃত ১৫০ সংখ্যাধৃত)॥ ২২২-২৩॥

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত—বিষ্ণুতত্ত্ব ও অন্যান্য গৌর-ভক্তগণ—অতিপ্রধান ব্যক্তি সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জানিতেন। কিন্তু ভাগ্যহীন জনগণ নিজবুদ্ধিদোষে ত্রিবিধ দুর্দ্দশাপন্ন জীবকে কৃষ্ণ বলিয়া স্থাপন করে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীবগণকে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যফল কৃষ্ণপ্রেমলাভ শিক্ষা দিয়াছেন। আর মনুষ্যে দেবত্বারোপবাদী জনগণ অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রচারকগণকে কর্ম্মফলবাধ্য জড়পিণ্ডাশ্রিত জ্ঞান না করিয়া তাহাদের প্রতি ভগবত্তার আরোপ করে, উহা তাহাদের বিষম দুর্ভাগ্যেরই লক্ষণ ॥২৩০॥

সর্ব্বকারণকারণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার উদ্ভব। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য দেবতা সেই গঙ্গার উদক শিরে ধারণ করেন। অন্য দেবতার পদ হইতে গঙ্গা উদ্ভূত হইতে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মলাভের জন্য গঙ্গাদেবী রামানুজীয় শ্রীবৈষ্ণবগণের বিচারপদ্ধতি পরিত্যাগ করাইয়া সাধারণকে গঙ্গায় নিমজ্জিত হইবার ধারণা করাইয়াছেন, কেননা, শ্রীগৌরসুন্দর এতদ্দেশীয় প্রথানুসারে স্বীয় পাদোদ্ভবা জাহ্নবী দেবীকে স্বীয় পাদপদ্মে স্থান দিয়াছিলেন ॥২৩২॥

তথ্য। ভাঃ ৯।৪।৬৩—৬৮, ভাঃ ১।৯।৩৭ দ্রষ্টব্য। ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥ (ভাঃ ১১।১৪।১৫) দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ। আবিরাসীদ্যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥ তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং, চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্য্যুদায়ুধম্। শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং, পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্॥ (ভাঃ ১০।৩।৮-৯) বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ (ভাঃ ১০।৩।১৩) শঙ্খার্য্যসিগদাশার্ঙ্গ-শ্রীবৎসাদ্যুপলক্ষিতম্। বিভ্রাণং কৌস্তুভমণিং বনমালাবিভূষিতম্॥ কৌশয়বাসসী পীতে বসানং গরুড়ধ্বজম্। অমূল্যমৌল্যাভরণং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্॥ (ভাঃ ১০।৬৬।১৩,১৪) অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ। সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ, কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ॥ (ভাঃ ১।১৮।২১॥) যস্যামলং দিবি যশঃ প্রথিতং রসায়াং ভূমৌ চ তে ভুবনমঙ্গল দিগ্বিতানম্।

দূরে থাকি' দুই ভাই দণ্ডবত করি'।
কাকুর্ব্বাদ করেন দশনে তৃণ ধরি' ॥২৪০॥
"জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁহার কৃপায় হৈল সর্ব্বলোক ধন্য ॥২৪১॥
জয় দীন-বৎসল জগত-হিতকারী।
জয় জয় পরম-সন্ন্যাসি-রূপধারী ॥২৪২॥
জয় জয় সংকীর্ত্তন-বিনোদ অনন্ত।
জয় জয় জয় সর্ব্ব-আদি-মধ্য-অন্ত ॥২৪৩॥
আপনে হইয়া শ্রীবৈষ্ণব অবতার।
ভক্তি দিয়া উদ্ধারিলা সকল সংসার ॥২৪৪॥
তবে প্রভু, মোরে না উদ্ধার কোন্ কাজে।
মুঞি কি না হও প্রভু, সংসারের মাঝে ॥২৪৫॥
আজন্ম বিষয়ভোগে হইয়া মোহিত।
না ভজিলুঁ তোমার চরণ—নিজ-হিত ॥২৪৬॥
তোমার ভক্তের সঙ্গে গোষ্ঠী না করিলুঁ।
তোমার কীর্ত্তন না করিলুঁ না শুনিলুঁ ॥২৪৭॥
রাজপাত্র করি' মোরে বঞ্চনা করিলা।
তবে মোরে মনুষ্য জনম কেনে দিলা ॥২৪৮॥
যে মনুষ্যজন্ম লাগি' দেবে কাম্য করে।
হেন জন্ম দিয়াও বঞ্চিলা প্রভু, মোরে ॥২৪৯॥
এবে এই কৃপা কর অমায়া হইয়া।
বৃক্ষমূলে পড়ি' থাকোঁ তোর নাম লৈয়া ॥২৫০॥
যে তোমার প্রিয়পাত্র লওয়ায় তোমারে।
অবশেষপাত্র যেন হও তা'র দ্বারে ॥" ২৫১॥
এইমত রূপ-সনাতন—দুই ভাই।
স্তুতি করে, শুনে প্রভু চৈতন্যগোসাঞি ॥২৫২॥

প্রভুর উত্তর—

কৃপাদৃষ্ট্যে প্রভু দুই-ভাইরে চাহিয়া।
বলিতে লাগিলা অতি সদয় হইয়া ॥২৫৩॥

প্রভু বলে,—"ভাগ্যবন্ত তুমি দুই জন।
বাহির হইলা ছিণ্ডি' সংসার-বন্ধন ॥২৫৪॥

সমগ্র সংসারই বিষয়-বন্ধনে বদ্ধ, তাহা হইতে উদ্ধার-লাভের ন্যায় সৌভাগ্য আর নাই ; অদ্বৈতাচার্য্য প্রেম-ভক্তিদানে সমর্থ—

বিষয়-বন্ধনে বদ্ধ সকল সংসার।
সে বন্ধন হৈতে তুমি দুই হৈলা পার ॥২৫৫॥
প্রেম-ভক্তি-বাঞ্ছা যদি করহ এখনে।
তবে ধরি' পড় এই অদ্বৈত-চরণে ॥২৫৬॥
ভক্তির ভাণ্ডারী—শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
অদ্বৈতের কৃপায় সে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥" ২৫৭॥

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীঅদ্বৈতচরণে ভক্তি-প্রার্থনা—

শুনিঞা প্রভুর আজ্ঞা দুই মহাজনে।
দণ্ডবত পড়িলেন অদ্বৈত-চরণে ॥২৫৮॥
"জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত পতিতপাবন।
মুই-দুই-পতিতেরে করহ মোচন ॥২৫৯॥

অদ্বৈতাচার্য্যসমীপে মহাপ্রভু-কর্তৃক শ্রীরূপ-সনাতনের অদ্ভুত বৈরাগ্য-কথন ও শ্রীরূপ-সনাতনকে অমায়ায় কৃপা করিবার জন্য অনুরোধ—

প্রভু বলে,—"শুন শুন আচার্য্য-গোসাঞি।
কলিযুগে এমন বিরক্ত ঝাট নাই ॥২৬০॥
রাজ্যসুখ ছাড়ি', কাঁথা, করঙ্গ লইয়া।
মথুরায় থাকেন কৃষ্ণের নাম লইয়া ॥২৬১॥
অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ' এ-দোঁহেরে।
জন্মজন্ম আর যেন কৃষ্ণ না পাসরে ॥২৬২॥
ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি, বিনে ভক্তি দিলে।
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণ কা'রে মিলে ?" ২৬৩॥

মন্দাকিনীতি দিবি ভোগবতীতি চাধো গঙ্গেতি চেহ চরণাম্বু পুনাতি বিশ্বম্ ॥ (ভাঃ ১০।৭০।৪৪) ॥২৩২-২৩৩॥

শ্রীভগবদ্ভক্তগণের উপদেশ ও বিচার যাঁহারা আদরের সহিত গ্রহণ করেন, তাদৃশ সিদ্ধান্তপরায়ণ জনগণই সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করেন ॥২৩৪॥

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনপ্রভুদ্বয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে বলিলেন,—"তুমি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাতা ও মহাবদান্য,—জগতের সকলের মঙ্গলের জন্য ভক্তবেষ ধারণপূর্ব্বক তুমি জীবের একমাত্র উপাস্য স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ। তোমার ভক্তগণই তোমার পাদপদ্ম লাভ করাইবার জন্য সমগ্র জগৎকে নিয়োগ

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের উক্তি—

অদ্বৈত বলেন,—"প্রভু, সর্ব্বদাতা তুমি।
তুমি আজ্ঞা দিলে সে দিবারে পারি আমি ॥২৬৪॥

ভাণ্ডারের মালিকের আজ্ঞায় ভাণ্ডারীর দানের ক্ষমতা—

প্রভু আজ্ঞা দিলে সে ভাণ্ডারী দিতে পারে।
এই মত যা'রে কৃপা কর' যা'র দ্বারে ॥২৬৫॥

আচার্য্যের আশীর্ব্বাদ—

কায়মনোবচনে মোহার এই কথা।
এ-দুইর প্রেমভক্তি হউক সর্ব্বথা ॥" ২৬৬॥

প্রভুর উচ্চ হরিধ্বনি—

শুনি' প্রভু অদ্বৈতের কৃপাযুক্ত-বাণী।
উচ্চ করি' বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি ॥২৬৭॥

শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর উক্তি—

দবিরখাসেরে প্রভু বলিতে লাগিলা।
"এখনে তোমার কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি হৈলা ॥২৬৮॥
অদ্বৈতের প্রসাদে যে হয় কৃষ্ণভক্তি।
জানিহ অদ্বৈতে কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি ॥২৬৯॥

শ্রীরূপ-সনাতনকে প্রভুর মথুরায় গমনপূর্ব্বক মূঢ় ও অনাচারী পশ্চিমাদিগকে ভক্তিরস-প্রদান ও প্রভুর জন্য মথুরামণ্ডলে নির্জ্জনস্থান সংগ্রহার্থ আদেশ—

কতদিন জগন্নাথ-শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে দুই ভাই মথুরায় থাক গিয়া ॥২৭০॥
তোমা' সবা' হৈতে যত রাজস-তামস।
পশ্চিমা সবারে গিয়া দেহ ভক্তিরস ॥২৭১॥
আমিহ দেখিব গিয়া মথুরা-মণ্ডল।
আমা থাকিবারে স্থল করিহ বিরল ॥" ২৭২॥

শাকরমল্লিককে মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক তৃতীয় সংস্কার-স্বরূপ 'সনাতন' নাম প্রদান—

শাকরমল্লিক নাম ঘুচাইয়া তান।
সনাতন অবধূত থুইলেন নাম ॥২৭৩॥

শ্রীরূপ-সনাতন-নামে প্রসিদ্ধি—

অদ্যাপিহ দুই ভাই—রূপ-সনাতন।
চৈতন্যকৃপায় হৈলা বিখ্যাত-ভুবন ॥২৭৪॥

মহাপ্রভু ভক্তের কীর্ত্তি ও মহিমা-প্রকাশক—

যা'র যত কীর্ত্তি ভক্তি-মহিমা উদার।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সে সব করয়ে প্রচার ॥২৭৫॥
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কিবা অদ্বৈতের তত্ত্ব।
যত মহাপ্রিয়-ভক্তগোষ্ঠীর মহত্ত্ব ॥২৭৬॥
চৈতন্যপ্রভু সে সব করিলা প্রকাশে।
সেই প্রভু সব ইহা কহেন সন্তোষে ॥২৭৭॥
যে ভক্ত যে বস্তু—যাঁ'র যেন অবতার।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী যাঁ'র অংশে জন্ম যাঁ'র ॥২৭৮॥
যাঁ'র যেন-মত পূজা যাঁ'র যে মহত্ত্ব।
চৈতন্যপ্রভু সে সব করিলেন ব্যক্ত ॥২৭৯॥

শ্রীবাস-সমীপে প্রভুর অদ্বৈতের বৈষ্ণবতা-সম্বন্ধে প্রশ্ন—

একদিন প্রভু বসিয়াছে সুপ্রকাশে।
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি-ভক্ত চারি-পাশে ॥২৮০॥
শ্রীবাসপণ্ডিতে তবে ঈশ্বর আপনে।
আচার্য্যের বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন তান স্থানে ॥২৮১॥
প্রভু বলে,—"শ্রীনিবাস, কহ ত আমারে।
কিরূপ বৈষ্ণব তুমি বাস' অদ্বৈতেরে ॥" ২৮২॥
মনে ভাবি' বলিলা শ্রীবাস মহাশয়।
"শুক বা প্রহ্লাদ যেন মোর মনে লয় ॥" ২৮৩॥

শুক বা প্রহ্লাদের সমান অদ্বৈত-মহত্ত্ব, এই উত্তর শ্রবণে প্রভুর শ্রীবাসের প্রতি স্নেহকোপ ও প্রহার—

অদ্বৈতের উপমা প্রহ্লাদ, শুক যেন।
শুনি' প্রভু ক্রোধে শ্রীবাসেরে মারিলেন ॥২৮৪॥
পিতা যেন পুত্রে শিখাইতে স্নেহে মারে।
এই মত এক চড় হৈল শ্রীবাসেরে ॥২৮৫॥
"কি বলিলি কি বলিলি পণ্ডিত-শ্রীবাস!
মোহার নাড়ারে কহ শুক বা প্রহ্লাদ!!২৮৬॥

করেন। তাঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর হইয়া আমি পড়িয়া থাকিব। মনুষ্যজন্মের সার্থকতাই—গৌরভক্তের ভৃত্য হওয়া। রাজার বিশিষ্ট-কর্ম্মচারী হওয়ায় বৈষ্ণবের দাস্যে আমরা বঞ্চিত ছিলাম। মনুষ্যজন্মের একমাত্র প্রয়োজনই—

যে শুকেরে 'মুক্ত' তুমি বল সর্ব্বমতে।
কালিকার বালক শুক নাড়ার আগেতে ॥২৮৭॥
এতবড় বাক্য মোর নাড়ারে বলিলি।
আজি বড় শ্রীবাসিয়া মোরে দুঃখ দিলি ॥২৮৮॥
এত বলি' ক্রোধে হাতে ছিপযষ্টি লৈয়া।
শ্রীবাসেরে মারিবারে যান খেদাড়িয়া ॥২৮৯॥

অদ্বৈতের নিবারণ—

সম্ভ্রমে উঠিয়া শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
ধরিলা প্রভুর হস্ত করিয়া বিনয় ॥২৯০॥
"বালকেরে বাপ, শিখাইবা কৃপা-মনে।
কে আছে তোমার ক্রোধপাত্র ত্রিভুবনে॥" ২৯১॥

আচার্য্যের বাক্যে প্রভুর ক্রোধলীলা-সংগোপন ও আবেশে অদ্বৈত-মহিমা কীর্ত্তন—

আচার্য্যের বাক্যে প্রভু ক্রোধ করি' দূর।
আবেশে কহেন তান মহিমা প্রচুর ॥২৯২॥
প্রভু বলে,—"তোহারা বালক শিশু মোর।
এতেকে সকল ক্রোধ দূর গেল মোর ॥২৯৩॥

মহাপ্রভুর অদ্বৈত-তত্ত্ব-কথন ও তৎসহ আত্মতত্ত্ব-প্রকাশ—

মোর নাড়া জানিবারে আছে হেন জন।
যে মোহারে আনিলেক ভাঙ্গিয়া শয়ন ॥" ২৯৪॥
প্রভু বলে,—"অহে শ্রীনিবাস মহাশয়!
মোহার নাড়ারে এই তোমার বিনয় ॥২৯৫॥
শুক-আদি করি' সব বালক উহার।
নাড়ার পাছে সে জন্ম জানিহ সবার ॥২৯৬॥
অদ্বৈতের লাগি' মোর এই অবতার।
মোর কর্ণে বাজে আসি' নাড়ার হুঙ্কার ॥২৯৭॥
শয়নে আছিনু মুঞি ক্ষীরোদ-সাগরে।
জাগাই' আনিল মোরে নাড়ার হুঙ্কারে॥" ২৯৮॥

শ্রীবাসের ক্ষমা-ভিক্ষা—

শ্রীবাসের অদ্বৈতের প্রতি বড় প্রীত।
প্রভু-বাক্য শুনি' হৈল অতি হরষিত ॥২৯৯॥
মহাভয়ে কম্প হই' বলেন শ্রীবাস।
"অপরাধ করিলুঁ ক্ষমহ মোরে নাথ ॥৩০০॥

প্রভুর বাক্যে শ্রীবাসের অদ্বৈত-পদে দৃঢ়তরা নিষ্ঠা—

তোমার অদ্বৈত-তত্ত্ব জানহ তুমি সে।
তুমি জানাইলে সে জানয়ে অন্য দাসে ॥৩০১॥
আজি মোর মহাভাগ্য সকল মঙ্গল।
শিখাইয়া আমারে আপনে কৈলা ফল ॥৩০২॥
এখনে সে ঠাকুরালী বলিয়ে যে তোমার।
আজি বড় মনে বল বাড়িল আমার ॥৩০৩॥
এই মোর মনের সঙ্কল্প আজি হৈতে।
মদিরা যবনী যদি ধরেন অদ্বৈতে ॥৩০৪॥
তথাপি করিব ভক্তি অদ্বৈতের প্রতি।
কহিলুঁ তোমারে প্রভু সত্য করি' অতি ॥" ৩০৫॥

প্রভুর সন্তোষ—

তুষ্ট হইলেন প্রভু শ্রীবাস-বচনে।
পূর্ব্বপ্রায় আনন্দে বসিল তিন জনে ॥৩০৬॥

এ সকল কথা পরমরহস্যময়ী—

পরম-রহস্য এ সকল পুণ্যকথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা ॥৩০৭॥
যা'র যেন প্রভাব, যাহার যেন ভক্তি।
যে বা আগে, যে বা পাছে যা'র যেন শক্তি ॥৩০৮॥
সবার সর্ব্বজ্ঞ এক প্রভু গৌর-রায়।
আর জানে—যে তাহানে ভজে অমায়ায় ॥৩০৯॥

বৈষ্ণব-তত্ত্ব জীবের অগম্য—

বিষ্ণুতত্ত্ব যেন অভিজ্ঞাত বেদবাণী।
এই মত বৈষ্ণবেরো তত্ত্ব নাহি জানি ॥৩১০॥

গৌরানুগত্যে কৃষ্ণসেবা। যাহারা ইহা বুঝিতে পারে না, তাহারাই কৃষ্ণবিমুখ হইয়া নিজ অমঙ্গল আনয়ন করে ॥২৫১॥

শ্রীগৌরহরি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে বলিলেন,—"তুমিই ভক্তি-ভাণ্ডারের অধিকারী, তোমার অনুগ্রহ-ব্যতীত কৃষ্ণসেবক হইয়াও কাহারও কৃষ্ণসেবা লাভ ঘটে না।" তদুত্তরে শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন,—"ভক্তিভাণ্ডার তোমারই, তুমিই মালিক, তোমার আজ্ঞাক্রমে আমি ভক্তিরক্ষক হইলেও তোমার অনুমতি ব্যতীত উহা কাহাকেও দিতে পারি না।" ২৬৫।

অক্ষজজ্ঞানে সিদ্ধ বৈষ্ণবের বিষম ব্যবহারের নিন্দা মৃত্যুর সেতু—

সিদ্ধবৈষ্ণবের অতি বিষম ব্যবহার।
না বুঝি' নিন্দিয়া মরে সকল সংসার ॥৩১১॥
সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যবহার।
সাক্ষাতে দেখহ ভাগবত-কথা-সার ॥৩১২॥

ভাগবতীয় ভৃগুর উদাহরণ—

বৈষ্ণবপ্রধান ভৃগু—ব্রহ্মার নন্দন।
অহর্নিশ মনে ভাবে যাঁহার চরণ ॥৩১৩॥
সে প্রভুর বক্ষে করিলেন পদাঘাত।
তথাপি বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ দেখহ সাক্ষাত ॥৩১৪॥

ভৃগু-উপাখ্যান—

প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান।
যে নিমিত্ত ভৃগু করিলেন হেন কাম ॥৩১৫॥

সরস্বতী-তীরে মহাযজ্ঞ ও পুরাণ-শ্রবণ—

পূর্ব্বে সরস্বতী-তীরে মহাঋষিগণ।
আরম্ভিলা মহাযজ্ঞ পুরাণ-শ্রবণ ॥৩১৬॥

ঋষিগণের পরস্পর শাস্ত্র-বিচার—

সবে শাস্ত্র-কর্ত্তা সবে মহাতপোধন।
অন্যোঽন্যে লাগিল ব্রহ্ম-বিচার-কথন ॥৩১৭॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—তিনজন-মাঝে।
কে প্রধান? বিচারেন মুনির সমাজে ॥৩১৮॥

মতভেদ—

কেহ বলে,—'ব্রহ্মা বড়', কেহ, 'মহেশ্বর'।
কেহ বলে,—'বিষ্ণু বড় সবার উপর' ॥৩১৯॥
পুরাণেই নানা মত করেন কথন।
'শিব বড়' কোথাও, কোথাও 'নারায়ণ' ॥৩২০॥

ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগুকে ঋষিগণ-কর্ত্তৃক সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ ভার-প্রদান—

তবে সব ঋষিগণ মিলিয়া ভৃগুরে।
আদেশিলা এ প্রমাণ তত্ত্ব জানিবারে ॥৩২১॥
ব্রহ্মার মানস-পুত্র তুমি মহাশয়!
সর্ব্বমতে তুমি জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ তত্ত্বময় ॥৩২২॥
তুমি ইহা জান গিয়া করিয়া বিচার।
সন্দেহ ভঞ্জহ আসি' আমা' সবাকার ॥৩২৩॥
তুমি যে কহিবা' সে-ই সবার প্রমাণ।
শুনি' ভৃগু চলিলেন আগে ব্রহ্মা-স্থান ॥৩২৪॥

ভৃগুর ব্রহ্মার সভায় গমন—

ব্রহ্মার সভায় গিয়া ভৃগু মুনিবর।
দম্ভ করি' রহিলেন ব্রহ্মার গোচর ॥৩২৫॥
পুত্র দেখি' ব্রহ্মা বড় সন্তোষ হইলা।
সকল কুশল জিজ্ঞাসিবারে লাগিলা ॥৩২৬॥

ভৃগুর ব্রহ্মার প্রতি শ্রদ্ধার অভাব-প্রদর্শন—

সত্য পরীক্ষিতে ভৃগু ব্রহ্মার নন্দন।
শ্রদ্ধা করি' না শুনেন বাপের বচন ॥৩২৭॥
স্তুতি কি বা বিনয় গৌরব নমস্কার।
কিছু না করেন পিতা-পুত্র-ব্যবহার ॥৩২৮॥

শ্রীমথুরা-মণ্ডলে বিরোধিগণের প্রচুর পরিমাণে অত্যাচার বর্ত্তমান। গোকুল ও নন্দালয় প্রভৃতি উহার নিদর্শন। পশ্চিমদেশের অধিবাসিগণের অনেকেই গুণজাত প্রবৃত্তিক্রমে ভক্তবিদ্বেষী ও তমোভাবাপন্ন। শ্রীগৌর-সেনাপতি শ্রীরূপসনাতন ভক্তিরসের প্লাবন আনিয়া পশ্চিমদেশীয় জনগণের কঠিনহৃদয় ভক্তিরসে আর্দ্র করিয়া শক্তিসঞ্চার করেন ॥২১১॥

মালদহে বিধর্ম্মিগণের সেবা-সূত্রে কর্ণাটব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ভ্রাতৃদ্বয় 'দবিরখাস' ও 'শাকর-মল্লিক'-নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর 'তৃতীয়' নাম-সংস্কার দিতে গিয়া শাকর-মল্লিকের নাম অবধূত 'সনাতন' ও দবিরখাসের নাম 'শ্রীরূপ' দিয়াছিলেন। 'শ্রীরূপ' ও 'শ্রীসনাতন'-নামদ্বয়ের পরিবর্ত্তে তাঁহারা খয়েরাষ্ট্র ভাষার আর পরিচিত ছিলেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনে গিয়া নির্জ্জনস্থানে বাস করিবার অভিপ্রায় করিলেন। তিনি স্বয়ং প্রচার করিবার যত্ন করিবেন না; পরন্তু শ্রীরূপ-সনাতনের দ্বারাই প্রচার করাইবেন—ইহাই স্থির করিলেন ॥২১২-২১৩॥

শ্রীবাস-পণ্ডিতকে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈতের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহাকে ভক্তকোটির অন্তর্গত বলিলেন,

ব্রহ্মার ভৃগুর প্রতি ভীষণ ক্রোধ—

দেখিয়া পুত্রের অনাদর-ব্যবহার।
ক্রোধে ব্রহ্মা হইলেন অগ্নি-অবতার ॥৩২৯॥

ভৃগুর পলায়ন—

ভস্ম করিবেন হেন ক্রোধে মন হৈলা।
দেখিয়া পিতার মূর্ত্তি ভৃগু পলাইলা ॥৩৩০॥

সকলের বাক্যে ব্রহ্মার ক্রোধ-নিবৃত্তি—

সবে বুঝাইলেন ব্রহ্মার পা'য়ে ধরি'।
"পুত্রেরে কি গোসাঞি, এমত ক্রোধ করি ?"৩৩১॥
তবে পুত্রস্নেহে ব্রহ্মা ক্রোধ পাসরিলা।
জল পাই' যেন অগ্নি সুসাম্য হৈলা ॥৩৩২॥

ভৃগুর কৈলাসে শিবস্থানে গমন ও শিব-পরীক্ষা—

তবে ভৃগু ব্রহ্মারে বুঝিয়া ভালমতে।
কৈলাসে আইলা মহেশ্বর পরীক্ষিতে' ॥৩৩৩॥

ভৃগু দেখি' মহেশ্বর আনন্দিত হৈয়া।
উঠিলা পার্ব্বতী-সঙ্গে আদর করিয়া ॥৩৩৪॥
জ্যেষ্ঠ-ভাই-গৌরবে আপনে ত্রিলোচন।
প্রেম-যোগে উঠিলা করিতে আলিঙ্গন ॥৩৩৫॥

ভৃগুর কৌতুকমুখে শিব-পরীক্ষা—

ভৃগু বলে,—"মহেশ, পরশ নাহি কর।
যতেক পাষণ্ডবেশ সব তুমি ধর ॥৩৩৬॥
ভূত, প্রেত, পিশাচ—অস্পৃশ্য যত আছে।
হেন সব পাষণ্ড রাখহ তুমি কাছে ॥৩৩৭॥
যতেক উৎপথ সে তোমার ব্যবহার।
ভস্মাস্থি ধারণ কোন্ শাস্ত্রের আচার ॥৩৩৮॥
তোমার পরশে স্নান করিতে জুয়ায়।
দূরে থাক দূরে থাক অয়ে ভূতরায়! ৩৩৯॥
পরীক্ষা-নিমিত্তে ভৃগু বলেন কৌতুকে।
কভু শিবনিন্দা নাহি ভৃগুর শ্রীমুখে ॥৩৪০॥

অদ্বৈতপ্রভু শ্রীশুক-প্রহ্লাদের ন্যায়—শ্রীবাসের এই ধারণা জানিয়া গৌরসুন্দর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—অদ্বৈতপ্রভুই তাঁহার অবতারের মূল কারণ; তাঁহা হইতেই ভক্তগণ উদিত হইয়াছেন। তিনিই ভগবান্ বিষ্ণুর উপাদান-কারণ-প্রকাশ; সুতরাং বিষ্ণুর সহিত অদ্বয়জ্ঞানে অবস্থিত, ভক্তপর্য্যায়ের কেহ নহেন। বহির্জ্জগতের বিচারে অদ্বৈত-প্রভুকে ভক্তকোটিতে গণনা করিতে হইবে না—ইহা শ্রীবাস শ্রীগৌরসুন্দরের বাক্যে বুঝিয়া বলিলেন—আজ হইতে আমি অদ্বৈতপ্রভুকে বিষ্ণুতত্ত্ব মনে করিব। সুতরাং মাদকদ্রব্য ও ইন্দ্রিয়তর্পণাদিতে আসক্ত জনগণের সম-দৃষ্টিতে অদ্বৈতপ্রভুকে কখনও জীবপর্য্যায়ে গণনা করিব না। "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ"—এই বিচারে বিষ্ণুতত্ত্বে বিকারের সম্ভাবনা নাই, জানিব ॥৩০৪॥

ভগবত্তত্ত্ব—সাধারণের নিকট অবিজ্ঞাত। বেদশাস্ত্র—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্' প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করেন। গৌরসুন্দরের নিষ্কপট ভজন-প্রভাবে বিষ্ণুতত্ত্বের ধারণা হয়; গৌরসুন্দরের কথাই বেদবাক্য; স্বতন্ত্র বেদবাক্যের বিবর্ত্ত সসীম মানবজ্ঞানকে বিচলিত ও বিপর্য্যস্ত করে। যেরূপ ভগবানের তত্ত্ব অবিজ্ঞাত, তদ্রূপ বৈষ্ণবের তত্ত্বও সাধারণের বোধগম্য নহে ॥৩১০॥

তথ্য। বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ তৎ-সূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈবনিহিতং গুহায়াম্। (মুণ্ডক ৩।১।৭) তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখম্। (কঠ ২।২।১৪) নাহং ন যূয়ং যদৃতাং গতিং বিদুর্ন বামদেবঃ; কিমুতাপরে সুরাঃ। তন্মায়য়া মোহিতবুদ্ধয়স্ত্বিদং, বিনির্ম্মিতঞ্চাত্মসমং বিচক্ষ্মহে॥ (ভাঃ ২।৬।৩৭) নাহং বিরিঞ্চো ন কুমারনারদৌ, ন ব্রহ্মপুত্রা মুনয়ঃ সুরেশাঃ। বিদাম যস্যেহিতমংশকাংশকা, ন তৎস্বরূপং পৃথগীশমানিনঃ॥ তস্মান্ন বিস্ময়ঃ কার্য্যঃ পুরুষেষু মহাত্মসু। মহাপুরুষভক্তেষু শান্তেষু সমদর্শিষু॥ (ভাঃ ৬।১৭।৩২ ও ৩৫) ॥৩১০॥

ভগবৎসেবাপর ভক্ত ভগবানের বিশ্রব্ধ সেবক। সাধারণ লোক বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের ভৃগুচরিত্র বর্ণনে (ভাঃ ১০ম স্কন্ধ ৮৯ অঃ) কৃষ্ণভক্তের লোকাতীত মর্য্যাদা-লঙ্ঘনের

ভৃগুর প্রতি শিবের মহাক্রোধ ও ত্রিশূল-উত্তোলন—

ভৃগুবাক্যে মহাক্রোধে দেব ত্রিলোচন।
ত্রিশূল তুলিয়া লইলেন সেইক্ষণ ॥৩৪১॥
জ্যেষ্ঠ-ভাই-ধর্ম্ম পাসরিলেন শঙ্কর।
হইলেন যেহেন সংহারমূর্ত্তিধর ॥৩৪২॥

পার্ব্বতীর নিবারণ—

শূল তুলিলেন শিব ভৃগুরে মারিতে।
আথেব্যথে দেবী আসি' ধরিলেন হাতে ॥৩৪৩॥
চরণে ধরিয়া বুঝায়েন মহেশ্বরী।
"জ্যেষ্ঠ ভাইরে কি প্রভু, এত ক্রোধ করি?" ৩৪৪॥

ভৃগুর বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকট গমন—

দেবীবাক্যে লজ্জা পাই' রহিলা শঙ্কর।
ভৃগুও চলিলা শ্রীবৈকুণ্ঠ—কৃষ্ণঘর ॥৩৪৫॥
শ্রীরত্নখট্টায় প্রভু আছেন শয়নে।
লক্ষ্মী সেবা করিতে আছেন শ্রীচরণে ॥৩৪৬॥

ভৃগুর বিষ্ণুবক্ষে পদাঘাত—

হেনই সময়ে ভৃগু আসি' অলক্ষিতে।
পদাঘাত করিলেন প্রভুর বক্ষেতে ॥৩৪৭॥

বিষ্ণুকর্ত্তৃক লক্ষ্মীসহ নিজভক্তরাজ ভৃগুর সেবা ও ক্ষমাপ্রার্থনা—

ভৃগু দেখি' মহাপ্রভু সম্ভ্রমে উঠিয়া।
নমস্করিলেন প্রভু মহা প্রীত হৈয়া ॥৩৪৮॥
লক্ষ্মীর সহিতে প্রভু ভৃগুর চরণ।
সন্তোষে করিতে লাগিলেন প্রক্ষালন ॥৩৪৯॥
বসিতে দিলেন আনি' উত্তম আসন।
শ্রীহস্তে তাহান অঙ্গে লেপেন চন্দন ॥৩৫০॥
অপরাধিপ্রায় যেন হইয়া আপনে।
অপরাধ মাগিয়া লয়েন তাঁ'র স্থানে ॥৩৫১॥
"তোমার শুভ-বিজয় আমি না জানিঞা।
অপরাধ করিয়াছি, ক্ষম মোরে ইহা ॥৩৫২॥

কথা বর্ণিত হইয়াছে। ভৃগু ভগবানের বক্ষে পদনিবিষ্ট করিতে শঙ্কিত হন নাই। ভক্তবৎসল ভগবান্ সাধারণ বিচারে ভৃগুকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইলেও তদ্দ্বারা ভৃগুর ভগবৎ-সেবার অতি বিশ্রম্ভ-ভাব ও অত্যাসক্তি প্রকটিত হইয়াছে। মূঢ় জনগণ তাৎপর্য্য না বুঝিয়া বিপরীত বুঝিয়া ভৃগুর অনুকরণে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিতে ব্যস্ত হয় ॥৩১১॥

ভৃগু—ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ তনয় হইয়া বিরিঞ্চির স্তব, গৌরব-বাক্য বা পাদসম্বাহনাদি কিছুই করিলেন না। পুত্র হইয়া পিতার গৌরব হানি করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, তথাপি ব্রহ্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য ভৃগু ঐরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করিলেন। উহাতে ব্রহ্মা অসন্তুষ্ট হইয়া ভৃগুকে ভস্মসাৎ করিতে গেলেন। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইলে যে, পরম স্বজন ভক্ত ভৃগুর মহিমা বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং গুণাবতারের মধ্যে ব্রহ্মার প্রাধান্য স্বীকৃত হইল না। ভৃগু স্বয়ংই বুঝিতে পারিলেন—ব্রহ্মা সর্ব্বকারণকারণ নহেন, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা মাত্র। পরে ঋষিগণের অনুনয় বিনয়ে ব্রহ্মার ক্রোধ উপশান্ত হইল। অতঃপর ভৃগু রুদ্রের নিকট গমন করিলে রুদ্র আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে ভৃগুকে কনিষ্ঠ জানিয়া ভৃগুকে প্রেমালিঙ্গন দিতে গেলেন। ভৃগু রুদ্রকে ভর্ৎসনা করিলেন। কনিষ্ঠ ভৃগু জ্যেষ্ঠ ত্রিলোচনকে ঐ দুর্বিনীত ব্যবহার দেখাইতে গিয়া রুদ্রের ক্রোধ উদ্রেক করাইলেন। রুদ্র সংহার-মূর্ত্তিতে ভৃগুবধে যত্নবান্ হওয়ায় রুদ্রতত্ত্ব বুঝিতে ভৃগুর বিলম্ব হইল না। তদনন্তর ভৃগু ক্ষীরসাগরে গিয়া লক্ষ্মী-সেবিত চরণ শ্রীবিষ্ণুর দর্শন পাওয়া মাত্রই ভগবান্ বিষ্ণুকে পদাঘাত করিলেন। ভগবান্ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ব্রহ্মার ও রুদ্রের বিচারের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেনই না বরং তৎপরিবর্ত্তে অত্যন্ত প্রসন্নভাবে ভৃগুকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিলেন এবং আত্মদোষক্ষালন করাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। ভগবান্ ভৃগুকে আরও বলিলেন—তাঁহার সেবিকা লক্ষ্মী যে বক্ষে স্থান পাইয়াছেন, সেই বক্ষেই তিনি ভক্তবরের পদ ধারণ করিলেন। বিশ্রম্ভ-বিচারে অনুরাগপথের নৈপুণ্য প্রদর্শন লীলা মূঢ়সমাজে বিভিন্নভাবে চিত্রিত হয়। কিন্তু সুচতুর ভক্তগণ আত্মদৈন্য জ্ঞাপন করিয়া ভগবৎপ্রীতি ও ভক্তগণের পরম চাতুর্য্য

ভক্তের পাদোদক মলিনতীর্থের তীর্থতা-
সম্পাদক—

এই যে তোমার পাদোদক পুণ্যজল।
তীর্থেরে করয়ে তীর্থ হেন সুনির্ম্মল ॥৩৫৩॥
যতেক ব্রহ্মাণ্ড বৈসে আমার দেহেতে।
যত লোকপাল সব আমার সহিতে ॥৩৫৪॥
পাদোদক দিয়া আজি করিলা পবিত্র।
অক্ষয় হইয়া রহু তোমার চরিত্র ॥৩৫৫॥

বৈষ্ণব-মহিমা-প্রচারার্থ ভগবানের নিজবক্ষে
বৈষ্ণব-চরণ-চিহ্নধারণ—

এই যে তোমার শ্রীচরণ-চিহ্নধূলি।
বক্ষে রাখিলাঙ আমি হই কুতূহলী ॥৩৫৬॥
লক্ষ্মী-সঙ্গে নিজ-বক্ষে দিল আমি স্থান ॥
বেদে যেন 'শ্রীবৎস-লাঞ্ছন' বলে নাম ॥" ৩৫৭॥

ভৃগুর বিস্ময়—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য, বিনয়-ব্যবহার।
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ—সকলের পার ॥৩৫৮॥
দেখি' মহা-ঋষি পাইলেন চমৎকার।
লজ্জিত হইয়া মাথা না তোলেন আর ॥৩৫৯॥

ভৃগু কৃষ্ণপ্রেরণায়ই এই কার্য্য করিতে
সমর্থ হইয়াছিলেন—

যাহা' করিলেন সে তাহান কর্ম্ম নয়।
আবেশের কর্ম্ম ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥৩৬০॥
বাহ্য পাই' প্রীতি শ্রদ্ধা দেখিতে দেখিতে।
ভক্তিরসে পূর্ণ হই' লাগিলা নাচিতে ॥৩৬১॥

ভৃগুর অঙ্গে সাত্ত্বিকবিকার প্রকাশ—

হাস্য, কম্প, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
ভক্তিরসে মগ্ন হইলা ব্রহ্মার কুমার ॥৩৬২॥

কৃষ্ণই পরমেশ্বর ও সর্ব্বকারণ-কারণ—

"সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ, সবার জীবন।"
এই সত্য বলি' নাচে ব্রহ্মার নন্দন ॥৩৬৩॥
দেখিয়া কৃষ্ণের শান্ত-বিনয়-ব্যবহার।
প্রেমভক্তি যে কোথাও না সম্ভবে' আর ॥৩৬৪॥
ভক্তিজড় হৈলা, বাক্য না আইসে বদনে।
আনন্দাশ্রুধারা মাত্র বহে শ্রীনয়নে ॥৩৬৫॥

ভৃগুর ঋষি-সভায় প্রত্যাগমন ও
সর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন—

সর্ব্বভাবে ঈশ্বরেরে দেহ সমর্পিয়া।
পুন মুনি সভামধ্যে মিলিলা আসিয়া ॥৩৬৬॥

প্রকাশ করেন। এজন্যই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ—যিনি ভক্তি-কল্পবৃক্ষের প্রেমাঙ্কুর বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহার রচিত শ্লোকে জানিতে পারি, কামক্রোধাদির বশ থাকা-কালে সেবা-বিমুখতা বর্ত্তমান থাকে। কৃষ্ণসেবা লাভ করিলেই মানব-গণের কামক্রোধাদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ ঘটে ॥৩২৮॥

ব্রহ্মার নন্দন ভৃগু ক্ষুদ্র জীব হইয়াও লোকচক্ষে যে সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত কার্য্য করিলেন, উহা ভক্তজনোচিত নহে; পরন্তু যাহারা জাগতিক মূঢ়তা বশে হরি-হর-বিরিঞ্চির মধ্যে বিষ্ণুর পরমপদের উত্তমত্ব বুঝিতে পারে না, তাহাদের মঙ্গলের জন্যই আবেশাবতার-সূত্রে ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মায়াবাদাচার্য্য শ্রীশঙ্করও আবেশাবতারের অভিনয় করিয়া স্বীয় নিত্য দাস্যভাব গোপন করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য—রুদ্রের আবেশাবতার; শ্রীভৃগু-শ্রীব্যাসদেবও বিষ্ণুর আবেশাবতার। অধস্তন ঋষিগণও ব্রহ্মার আবেশাবতার। সুতরাং ভগবান্‌ই আবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন লীলা-প্রদর্শনকল্পে প্রয়োজক-কর্ত্তৃরূপে জীব-হৃদয়ে প্রবিষ্ট আছেন। ক্ষুদ্রজীব কর্ম্মী স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণ ব্রুবগণ ভৃগুকে যেরূপ শ্রেষ্ঠ আসন দান করেন, ভক্তগণ তাঁহাকে সেরূপ দর্শন করেন না। অনুরাগপথে তদনুকরণকারী বল্লভীয়-সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত মধুর-রসে ভগবানের বিশ্রম্ভ-সেবা যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই ভৃগুচরিত্র বুঝিতে পারেন ॥৩৬০॥

ভৃগুমুনির সাত্ত্বিক বিকারই ভক্তিরসের জ্ঞাপক। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি-র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্" ॥—এই পরমসত্যবাণী গান করিতে করিতে ভৃগু ঋষিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিলেন ॥৩৬২-৬৩॥

ভৃগু দেখি' সবে হৈলা আনন্দ অপার।
"কহ ভৃগু কা'র কোন্ দেখিলে ব্যবহার ॥৩৬৭॥
তুমি যে-ই কহ, সে-ই সবার প্রমাণ।"
তবে সব কহিলেন ভৃগু ভগবান্ ॥৩৬৮॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনের ব্যবহার।
সকল কহিয়া এই কহিলেন সার ॥৩৬৯॥

ত্রিসত্য করিয়া ভৃগুর ব্রহ্মশিবাদির কৃষ্ণের নিত্য অধীনত্ব স্থাপন—

"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ।
সত্য সত্য সত্য এই বলিল বচন ॥৩৭০॥
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ—জনক সবার।
ব্রহ্মা, শিব করেন যাঁহার অধিকার ॥৩৭১॥

সর্ব্বকারণ-কারণ কৃষ্ণের ভজনই নিঃসংশয়িত শ্রৌত সিদ্ধান্ত—

কর্ত্তা-হর্ত্তা-রক্ষিতা সবার নারায়ণ।
নিঃসন্দেহ ভজ গিয়া তাঁহার চরণ ॥৩৭২॥
ধর্ম্ম, জ্ঞান, পুণ্যকীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, বিরক্তি।
আদ্য-শ্রেষ্ঠ-মধ্যম যাহার যত শক্তি ॥৩৭৩॥
সকল কৃষ্ণের, ইহা জানিহ নিশ্চয়।
অতএব গাও ভজ কৃষ্ণের বিজয় ॥" ৩৭৪॥

সেই কৃষ্ণই সাক্ষাৎ চৈতন্য ভগবান্

সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ—চৈতন্য ভগবান্।
কীর্ত্তনবিহারে হইয়াছেন বিদ্যমান ॥৩৭৫॥

ভৃগুর বাক্যে ঋষিগণের সংশয়-ছেদন—

ভৃগুর বচন শুনি' সব ঋষিগণ।
নিঃসন্দেহ হৈলা, 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণ' ॥৩৭৬॥
ভৃগুরে পূজিয়া বলে সব ঋষিগণ।
"সংশয় ছিণ্ডিলা তুমি ভাল কৈলা মন ॥" ৩৭৭॥

স্বতন্ত্র পরমেশ্বর কৃষ্ণের ভজন ও ব্রহ্ম-শিবাদি দেবকে সম্মান-দান—

কৃষ্ণভক্তি সবে লইলেন দৃঢ়-মনে।
ভক্ত-রূপে ব্রহ্মা-শিব পূজেন যতনে ॥৩৭৮॥

সিদ্ধ বৈষ্ণবের বিষম ব্যবহার অবোধ ও অগম্য—

সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যবহার।
কহিলাঙ, ইহা বুঝিবারে শক্তি কা'র ॥৩৭৯॥
পরীক্ষিতে' কর্ম্ম কি না ছিল কিছু আর।
তা'র লাগি করিলেন চরণ-প্রহার ॥৩৮০॥
সৃষ্টিকর্ত্তা ভৃগুদেব যাঁ'র অনুগ্রহে।
কি সাহসে চরণ দিলেন সে হৃদয়ে ॥৩৮১॥
'অবোধ অগম্য অধিকারীর ব্যবহার।'
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর ॥৩৮২॥

কৃষ্ণ নিজ-মহিমা ও ভক্ত-মহিমা প্রকাশার্থে ভৃগুর হৃদয়ে প্রেরণাদ্বারা নিজবক্ষে পদাঘাত করাইয়াছেন—

মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুর দেহেতে।
করাইলা, ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে ॥৩৮৩॥
জ্ঞানপূর্ব্ব ভৃগুর এ কর্ম্ম কভু নয়।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারি-ভক্ত-জয় ॥৩৮৪॥

ব্রহ্মা ও শিবের স্ব-স্ব প্রভু পরমেশ্বর কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রবণার্থে ভৃগুর প্রতি ক্রোধ-লীলা—

বিরিঞ্চি-শঙ্কর বাড়াইতে কৃষ্ণজয়।
ভৃগুরে হইলা ক্রুদ্ধ দেখাইয়া ভয় ॥৩৮৫॥

কৃষ্ণের ভক্ত-জয়বর্দ্ধন-লীলা—

ভক্ত সব যেন গায় নিত্য কৃষ্ণজয়।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন ভক্তজয় অতিশয় ॥৩৮৬॥

তথ্য। ভাঃ ১০।৮৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ॥ ৩৭৩-৩৭৭ ॥

তথ্য। ইত্থং সারস্বতা বিপ্রা নৃণাং সংশয়নুত্তয়ে। পুরুষস্য পদাম্ভোজ-সেবয়া তদ্গতিং গতাঃ ॥ (ভাঃ ১০।৮৯।১৯)॥ যদর্চ্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ, শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ। গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্বনে, যদ্গোপিকানাং কুচ-কুঙ্কুমাঙ্কিতম্ ॥ (ভাঃ ১০।৩৮।৮) ॥ ৩৭৮ ॥

ভৃগুর শরীরে ভগবান্ প্রবেশ করিয়া ভক্তিমহিমা প্রকাশ করিবার জন্য ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভৃগুর মর্য্যাদা-জ্ঞান থাকাকালে কখনও ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতে সাহস হইত না। ভক্তগণের জয় বিঘোষিত করিবার জন্যই ভগবান্ ঐরূপ লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮৩ ॥

মহাভাগবত বৈষ্ণবের দুরাচারের ন্যায় আচরণ ও বিষম ব্যবহার দর্শনে অক্ষজ বিচারে নিন্দা অমার্জ্জনীয় অপরাধ—

অধিকারি-বৈষ্ণবের না বুঝি' ব্যবহার।
যে-জন নিন্দয়ে, তা'র নাহিক নিস্তার ॥৩৮৭॥
অধমজনের যে আচার, যেন ধর্ম্ম।
অধিকারি-বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম ॥৩৮৮॥

কেবল কৃষ্ণকৃপায় মহাভাগবতের আচরণের মর্ম্ম অধিগম্য হয়—

কৃষ্ণ কৃপায়ে সে ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে ॥৩৮৯॥

ইহা হইতে আত্মরক্ষার উপায় কি?

সবে ইথে দেখি এক মহাপ্রতিকার।
সবারে করিব স্তুতি বিনয়-ব্যবহার ॥৩৯০॥
অজ্ঞ হই' লইবেক কৃষ্ণের শরণ।
সাবধানে শুনিবেক মহান্ত-বচন ॥৩৯১॥
তবে কৃষ্ণ তা'রে দেন হেন-দিব্যমতি।
সর্ব্বত্র নিস্তার পায়, না ঠেকয়ে কতি ॥৩৯২॥

শ্রদ্ধায় চৈতন্যচরিত্র শ্রবণই নিস্তারের উপায়—

ভক্তি করি' যে শুনে চৈতন্য-অবতার।
সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার ॥৩৯৩॥

উপসংহার—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৩৯৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে অদ্বৈতমহিমা-বর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য। অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ (গীতা ৯।৩০) দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ। গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদবুদফেনপঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥ (শ্রীউপদেশামৃত ৬ সংখ্যা) ॥৩৮৭॥

মূর্খ অনধিকারী ব্যক্তি বৈষ্ণবের সহিত অবৈষ্ণবের সমদৃষ্টিফলে নরকে গমন করে। তাহারা বৈষ্ণবের মধ্যেও অসতের দুরাচারী দর্শন করে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব কখনও দুরাচারী নহেন। বর্ত্তমানকালে কোলদ্বীপে শ্রীবংশী-দাস বাবাজীর আলৌকিক চরিত্র অনেকেই বুঝিতে পারে না॥ ৩৮৮॥

ভগবৎকৃপা না হইলে ভক্তচরিত্রের আপাতদর্শনে কাহারও সর্ব্বনাশ হয় এবং কেহ বা অপরাধ না করিয়া অপরাধ হইতে দূরে থাকেন॥ ৩৮৯॥

তথ্য। সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়স্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ (ভাঃ ৯।৪।৬৮) ॥৩৮৯॥

তথ্য। বিষ্ণুভক্তমথায়াতং যো দৃষ্ট্বা সুমুখঃ প্রিয়ঃ। প্রণামাদি করোত্যেব বাসুদেবে যথা তথা। স বৈ ভক্ত ইতি জ্ঞেয়ঃ স পুনাতি জগত্রয়ম্। রুক্ষাক্ষরা গিরঃ শৃণ্বন্ তথা ভাগবতেরিতাঃ। প্রণাম পূর্ব্বকং ক্ষান্ত্যা যো বদেদ্বৈষ্ণবো হি সঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১০।৩৪—৩৫)॥ ৩৯০॥

যাহারা সাবধানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে না ও ভক্তগণের অলৌকিক চরিত্র বুঝিতে পারে না, তাহাদের অমঙ্গল লাভ ঘটে। কিন্তু প্রকৃত ভগবদ্ভক্তকে ভগবান্ দিব্যবুদ্ধি প্রদান করেন, তাঁহাদের কোন অমঙ্গল লাভ ঘটে না। বিপৎপ্রতিম ব্যাপারসমূহ উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের অমঙ্গল-লাভ ঘটে না।

ন্যূনাধিক ষষ্ঠ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী মহাশয়ের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণ এরূপ কৃপা-পরীক্ষা-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন॥ ৩৯২॥

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়

দশম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীপরমানন্দপুরীর মহিমা, গদাধর পণ্ডিতের পুনর্ব্বার পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট মন্ত্রগ্রহণ, মহাপ্রভুর গদাধরের নিকট ভাগবতশ্রবণ এবং ওড়নষষ্ঠীতে শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ জগন্নাথ-বলরামকে মাড়যুক্ত বস্ত্র পরিধান করান বলিয়া বিদ্যানিধি-কর্ত্তৃক জগন্নাথ-সেবকগণের আচারনিন্দা ও স্বপ্নে জগন্নাথ-বলরামের বিদ্যানিধির গণ্ডে চপেটাঘাত প্রভৃতি প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে শ্রীমহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তিনি শ্রীজগন্নাথের শ্রীমুখ দর্শন করিবার পর পাঁচ সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু রহস্য করিয়া বলিলেন যে, অদ্বৈতাচার্য্য এখানে পরাজিত; কারণ, প্রদক্ষিণকালে যতক্ষণ ভগবানের পৃষ্ঠদেশের দিকে যাওয়া যায়, ততক্ষণ শ্রীমুখদর্শনে বাধা হয়, কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু যতক্ষণ ধরিয়া জগন্নাথ দর্শন করেন, ততক্ষণ তাঁহার চক্ষু নিমেষকালের জন্যও আর কোন দিকে পতিত হয় না, সর্ব্বত্র শ্রীজগন্নাথের শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করেন। মহাপ্রভুর নিকট অদ্বৈতাচার্য্য পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন যে, একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুই এরূপ কথার মর্ম্মজ্ঞ। একদিন পুণ্ডরীক-শিষ্য গদাধরপণ্ডিত দীক্ষামন্ত্র বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া মহাপ্রভুর নিকট জানাইলেন এবং প্রভুর নিকট দীক্ষামন্ত্র শ্রবণ করিতে চাহিলেন। মহাপ্রভু পণ্ডিতকে শ্রীপুণ্ডরীকবিদ্যানিধির নীলাচলাগমন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। মহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিতের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং প্রহ্লাদচরিত্র ও ধ্রুবচরিত্র শতাবৃত্তি করিয়া শ্রবণ করিলেন। এদিকে গদাধরের ভাগবতপাঠ ও স্বরূপদামোদরের কীর্ত্তনশ্রবণে প্রভুর যুগপৎ অষ্টসাত্ত্বিক বিকার উদিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীপরমানন্দপুরীই প্রধান ও প্রভুর নিত্যসঙ্গী। একদিন মহাপ্রভু প্রেমাবেশে কূপমধ্যে পতিত হইলে অদ্বৈতাচার্য্যাদি ভক্তগণ প্রভুকে উত্তোলন করিলেন। নীলাচলে পুণ্ডরীকের আগমন হইলে মহাপ্রভুর প্রেমক্রন্দন উত্থিত হইল, গদাধর পুনরায় বিদ্যানিধির নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিলেন। ওড়নষষ্ঠী-যাত্রা-উপলক্ষে জগন্নাথের সেবকগণ শ্রীজগন্নাথ-বলরামকে মাড়যুক্ত কাপড় পরিধান করাইতেন; পুণ্ডরীক জগন্নাথের সেবকগণের ঐরূপ আচারের নিন্দা করিলে স্বরূপদামোদর ঈশ্বরের আচার লৌকিক স্মৃতির শাসনাতীত জানাইলেন, তথাপি বিদ্যানিধির তাহাতে সন্তোষ না হওয়ায় জগন্নাথ-বলরাম স্বপ্নে বিদ্যানিধির গণ্ডে চপেটাঘাত প্রদান-লীলার দ্বারা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদিগণকর্ত্তৃক হরিসেবকগণের আচার-নিন্দার দুর্ব্বুদ্ধি নিরাস করিলেন। ভগবান্ তাঁহার চিহ্নিত প্রিয়বর্গকেই স্বপ্নে প্রসাদ বিতরণ করেন। বিদ্যানিধি দামোদরের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে উভয়ের মধ্যে রহস্য হইল। বিদ্যানিধিকে মহাপ্রভু 'বাপ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, বিদ্যানিধির গঙ্গাভক্তি অকৃত্রিম ও অতুলনীয়। (গৌঃ ভাঃ)

জয়কীর্ত্তন-মুখে মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
জয় শচীগর্ব্ভরত্ন ধর্ম্মসনাতন ॥১॥

শিষ্টজনপ্রিয় ও দুষ্টজনকাল গৌরগোপাল

জয় সংকীর্ত্তনপ্রিয় গৌরাঙ্গগোপাল।
জয় শিষ্টজনপ্রিয় জয় দুষ্টকাল ॥২॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীবৎসলাঞ্ছন,—শ্রীনারায়ণ শ্রীগৌরাভিন্ন তত্ত্ব; তিনি নিত্যধর্ম্মের একমাত্র ভোক্তা বলিয়া মূর্ত্ত সনাতন ॥১॥

শ্রীগৌরসুন্দরই কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়া তাঁহাকে 'গৌরাঙ্গ-গোপাল' বলা হয়। কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করাই শ্রীগৌরসুন্দরের

ভক্তগোষ্ঠীসহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥৩॥

ন্যাসিরূপে বৈকুণ্ঠ-নায়কের বিলাস—

হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক ন্যাসিরূপে।
বিহরেন ভক্তগোষ্ঠী লইয়া কৌতুকে ॥৪॥

জগন্নাথ-প্রদক্ষিণ-প্রসঙ্গে শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীগৌরসুন্দরের রহস্য-লীলা-মুখে অনুক্ষণ কৃষ্ণানুসন্ধান-চেষ্টা-শিক্ষাদান—

একদিন বসিয়া আছেন প্রভু সুখে।
হেনকালে শ্রীঅদ্বৈত আইল সম্মুখে ॥৫॥

বসিলেন অদ্বৈত প্রভুরে নমস্করি'।
হাসি অদ্বৈতেরে জিজ্ঞাসেন গৌরহরি ॥৬॥
সন্তোষে বলেন প্রভু কহত আচার্য্য।
কোথা হৈতে আইলা, করিয়া কোন্ কার্য্য ? ৭॥
অদ্বৈত বলেন,—"দেখিলাঙ জগন্নাথ।
তবে আইলাঙ এই তোমার সাক্ষাত ॥" ৮॥
প্রভু বলে,—"জগন্নাথ-শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে আর কি করিলা, কহ দেখি তাহা ॥" ৯॥
অদ্বৈত বলেন,—"আগে দেখি' জগন্নাথ।
তবে করিলাঙ প্রদক্ষিণ পাঁচ সাত ॥" ১০॥

লীলা-বৈশিষ্ট্য। অর্চ্চন ও ধ্যানাদি ক্রিয়া ভগবত্তাকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে অসমর্থ বলিয়া সঙ্কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা। সেই সঙ্কীর্ত্তনই অভিধেয়-পর্য্যায়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এজন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার শ্রীগৌরলীলায় "সঙ্কীর্ত্তন-প্রিয়" বলিয়া সংজ্ঞিত। তিনি যাবতীয় শিষ্টজনের পরমারাধ্য। তাঁহাকে যাহাদের প্রিয় বোধ নাই, তাহারাই অশিষ্ট। দুষ্ট ভোগী ও দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগী, উভয়েরই তিনি যমসদৃশ ॥ ২ ॥

তথ্য। অথ প্রদক্ষিণা—ততঃ প্রদক্ষিণাং কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা ভগবতো হরেঃ। নামানি কীর্ত্তয়ন্ শক্তৌ তাঞ্চ সাষ্টাঙ্গবন্দনাম্॥ প্রদক্ষিণাসংখ্যা—নারসিংহে—একাং চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত তিস্রো দদ্যাদ্বিনায়কে। চতস্রঃ কেশবে দদ্যাৎ শিবে ত্বৰ্দ্ধ-প্রদক্ষিণাম্॥ অথ প্রদক্ষিণমাহাত্ম্যম্—বারাহে—প্রদক্ষিণাং যে কুর্ব্বন্তি ভক্তিযুক্তেন চেতসা। ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিম্॥ তত্রৈব চাতুর্মাস্যমাহাত্ম্যে—চতুর্ব্বারং ভ্রমীভিস্তু জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্। ক্রান্তং ভবতি বিপ্রাগ্র্য তত্তীর্থগমনাধিকম্॥ তত্রৈবান্যত্র—প্রদক্ষিণন্তু যঃ কুর্য্যাৎ হরিং ভক্ত্যা সমন্বিতঃ। হংসযুক্তবিমানেন বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ নারসিংহে—প্রদক্ষিণেন চৈকেন দেবদেবস্য মন্দিরে। কৃতেন যৎ ফলং নৃণাং তচ্ছৃণুষ্ব নৃপাত্মজ। পৃথ্বীপ্রদক্ষিণফলং যত্তৎ প্রাপ্য হরিং ব্রজেৎ॥ অন্যত্র চ—এবং কৃত্বা তু কৃষ্ণস্য যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিঃ প্রদক্ষিণম্। সপ্তদ্বীপবতীপুণ্যং লভতে তু পদে পদে। পঠন্নামসহস্রন্তু নামান্যেবাথ কেবলম্। হরিভক্তি-সুধোদয়ে—বিষ্ণুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্ যস্তত্রাবর্ত্ততে পুনঃ। তদেবাবর্ত্তনং তস্য পুনর্নাবর্ত্ততে ভবে॥ বৃহন্নারদীয়ে যমভগীরথসম্বাদে—প্রদক্ষিণত্রয়ং কুর্য্যাদ্যো বিষ্ণোর্মনুজেশ্বর। সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তো দেবেন্দ্রত্বং সমশ্নুতে॥ তত্রৈব প্রদক্ষিণমাহাত্ম্যে সুধর্ম্মোপাখ্যানারম্ভে—ভক্ত্যা কুর্ব্বন্তি যে বিষ্ণোঃ প্রদক্ষিণচতুষ্টয়ম্॥ তেঽপি যান্তি পরং স্থানং সর্ব্বলোকোত্তমোত্তমিতি॥ তৎ পশ্যাতং যৎ সুধর্ম্মস্য পূর্ব্বস্মিন্ গৃধ্রজন্মনি কৃষ্ণপ্রদক্ষিণাভাসান্মহাসিদ্ধিরভূদিতি॥ অথ প্রদক্ষিণায়াং নিষিদ্ধং—বিষ্ণুস্মৃতৌ—একহস্তপ্রণামশ্চ একা চৈব প্রদক্ষিণা। অকালে দর্শনং বিষ্ণোর্হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥ কিঞ্চ—কৃষ্ণস্য পুরতো নৈব স্বর্য্যাস্যৈব প্রদক্ষিণাম্। কুর্য্যাত্তু মরিকারূপাং বৈমুখ্যাপাদনীং প্রভো॥ তথাচোক্তং—প্রদক্ষিণং ন কর্ত্তব্যং বিমুখত্বাচ্চ কারণাৎ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৮।৩৯৩—৩৯৫, ৩৯৮-৪০৮) ॥১৮৯॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর প্রদক্ষিণ-বিধি-সম্বন্ধে আলোচ্য—ভক্তিসহকারে ভগবান্ শ্রীহরিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাঁহার নামকীর্ত্তন ও সামর্থ্যানুযায়ী সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবন্নতি করিবে। নৃসিংহপুরাণোক্ত প্রদক্ষিণ-সংখ্যায় কথিত হইয়াছে, চণ্ডীকে একবার মাত্র, প্রভাকরকে সপ্তবার, গজাননকে বারত্রয়, কেশবকে বারচতুষ্টয় ও মহেশকে অৰ্দ্ধবার প্রদক্ষিণ করিবে। বরাহপুরাণে প্রদক্ষিণ-মাহাত্ম্যে উক্ত আছে, ভক্তিপূত-চিত্তে শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে-প্রদক্ষিণকারী ব্যক্তিগণের গতি শ্রীবিষ্ণুভক্তোচিত, তাঁহাদের গতি যমালয়ে হয় না। ঐ স্থানে চাতুর্মাস্যমাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে,—হে বিপ্রাগ্রগণ্য! চারিবার শ্রীবিষ্ণুমন্দির-প্রদক্ষিণ দ্বারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই প্রদক্ষিণ হইয়া থাকে। সুতরাং

'প্রদক্ষিণ' শব্দে প্রভুর গূঢ়হাস্য-লীলা ও অদ্বৈতের পরাজয়-বর্ণন—

'প্রদক্ষিণ' শুনি' প্রভু হাসিতে লাগিলা।
হাসি' বলেন প্রভু "তুমি হারিলা হারিলা॥" ১১॥

আচার্য্যের কৌতূহল-লীলা—

আচার্য্য বলেন,—"কি সামগ্রী হারিবারে।
লক্ষণ দেখাও, তবে জিনিহ আমারে॥" ১২॥

প্রভু-কর্ত্তৃক আচার্য্যের পরাজয়ের কারণ-ব্যাখ্যা—

প্রভু বলে,—"সামগ্রী শুনহ হারিবার।
তুমি যে করিলা প্রদক্ষিণ-ব্যবহার॥১৩॥

প্রদক্ষিণকালে ভগবানের পৃষ্ঠদেশের দিকে চলায় ভগবদ্দর্শনে বাধা—

যত-ক্ষণ তুমি পৃষ্ঠদিগেরে চলিলা।
তত-ক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিলা॥১৪॥

মহাভাগবত-লীল প্রভুর অবিরাম অবিচ্ছিন্নভাবে সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-দর্শন—

আমি যত-ক্ষণ ধরি' দেখি জগন্নাথ।
আমার লোচন আর না যায় কোথাত॥১৫॥
কি দক্ষিণে, কিবা বামে, কিবা প্রদক্ষিণে।
আর নাহি দেখি জগন্নাথ-মুখ বিনে॥" ১৬॥

এইরূপ বিষ্ণুমন্দির-প্রদক্ষিণ ফল তীর্থগমনাপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। ঐ গ্রন্থের অপর স্থানের উক্তিতে আছে, ভক্তিভারাক্রান্ত-হৃদয়ে শ্রীহরিমন্দির-প্রদক্ষিণদ্বারা মানবগণ হংস-বাহিত রথারোহণে বৈকুণ্ঠলোক গমনে সমর্থ হন। নৃসিংহপুরাণোক্ত শ্লোকে লিখিত আছে, হে নৃপাত্মজ! দেবদেব শ্রীবিষ্ণুমন্দির বারমাত্র প্রদক্ষিণ-মাহাত্ম্য শ্রবণদ্বারা অবগত হউন, মানবগণ অনায়াসে পৃথ্বী-প্রদক্ষিণ-ফল লাভ করিয়া শ্রীহরি-পাদপদ্মে অবস্থান করেন। এবিষয়ে আরও বর্ণিত হইয়াছে,—এবম্বিধভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহস্রনাম অথবা নামমাত্র-কীর্ত্তন-সহকারে শ্রীহরিমন্দির-পরিক্রমাকারী সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী-প্রদক্ষিণ বা দানের ফল প্রতিমুহূর্ত্তে লাভ করেন। এ সম্বন্ধে হরিভক্তিসুধোদয়ে উক্ত আছে,—প্রথমবার প্রদক্ষিণের পর শ্রীহরিমন্দির দ্বিতীয়বার প্রদক্ষিণ করিলে মানব পুনঃ পুনঃ সংসারাগমন হইতে পরিত্রাণ পান। বৃহন্নারদীয়পুরাণের যম ও ভগীরথের প্রসঙ্গ-বর্ণনায় আছে,—বারত্রয় শ্রীহরিমন্দির-প্রদক্ষিণদ্বারা পুরুষ সর্ব্বপাপ-মুক্তাবস্থায় অনায়াসে দেবেন্দ্রত্বাদি-পদ লাভ করিয়া থাকেন। প্রদক্ষিণ-মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে উক্ত পুরাণের সুধর্ম্মোপাখ্যানের প্রারম্ভেই বর্ণিত হইয়াছে,—শ্রীবিষ্ণুমন্দির ভক্তিভরে চারিবারমাত্র প্রদক্ষিণদ্বারা মানবসকল সর্ব্বলোকোত্তমোত্তম-গতি প্রাপ্ত হইয়া পরম-স্থান লাভ করেন। সুধর্ম্মার পূর্ব্বতন গৃধ্রজন্মে শ্রীকৃষ্ণমন্দির প্রদক্ষিণাভাসদ্বারা মহাসিদ্ধি-লাভের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইয়াছে। আবার প্রদক্ষিণের নিষিদ্ধ বিধিতে বিষ্ণুস্মৃত্যুক্ত বাক্যে আছে,—এক হস্তদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর-প্রণাম, একবারমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির-প্রদক্ষিণ এবং নিষিদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে প্রাক্তন সুকৃতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায়। আরও বলা যায়, শ্রীহরি-মন্দিরের সম্মুখে ভ্রমরিকার পরিভ্রমণের ন্যায় মণ্ডলাকারে প্রভাকরকে প্রদক্ষিণ করিবে না;—কারণ, তাহাতে শ্রীভগবানকে পশ্চাদ্ভাগ পরিদর্শন করান হয়। বৈমুখকারণ-হেতু ঐরূপভাবে শ্রীহরিমন্দির প্রদক্ষিণ নিষিদ্ধ হইয়াছে॥ ১০॥

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথের অনুশীলন-কালে ভগবানের বদন নিরীক্ষণ করিতেন। শ্রীবিল্বমঙ্গল কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থে মাধুর্য্য-বর্ণনে বদন-শোভার মধুরিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সমগ্র বিগ্রহ-মাধুরী অপেক্ষা সমগ্র বদন-মাধুরী অধিকতর এবং সমগ্র বদন মাধুরী অপেক্ষা তাঁহার মৃদুহাস্য অধিকতম মধুর।

শ্রীগৌরসুন্দর ভগবানের অন্যান্য অঙ্গাদি দর্শনাপেক্ষা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-সমাবিষ্ট মুখমণ্ডলের আকর্ষকত্ব বলিয়াছেন এবং ভগবৎপ্রসন্নতা-জ্ঞাপক তাঁহার মন্দহাস্য প্রবলতম সেবার বিজ্ঞাপক ও উদ্দীপক।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের চতুঃপার্শ্বে পাঁচ সাতবার প্রদক্ষিণ করিলেন। তাঁহার লক্ষ্য বস্তু—শ্রীভগবৎ-কলেবর, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের অনুশীলনীয় বস্তু—শ্রীজগন্নাথদেবের মুখমণ্ডল। সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দর অদ্বৈতপ্রভুকে প্রতিযোগিতায় হারাইয়া দিলেন। জগন্নাথের পশ্চাদ্ভাগে পরিক্রমা কালীন অর্দ্ধাংশ দর্শন—পৃষ্ঠদর্শন মাত্র; কিন্তু সম্মুখ-দর্শনে পরস্পর দর্শন-বিনিময়॥ ১৫॥

আচার্য্যের পরাজয় স্বীকার-লীলা-মুখে-অর্চ্চন ও কীর্ত্তনের (ভজনের) গূঢ়মর্ম্ম শিক্ষাদান—

করযোড় করি' বলে আচার্য্য গোসাঞি।
"এ-রূপে সকল হারি তোমার সে ঠাঞি॥১৭॥

গৌরসুন্দরই ইহার একমাত্র মর্ম্মজ্ঞ—

এ কথার অধিকারী আর ত্রিভুবনে।
সত্য কহিলাঙ এই নাহি তোমা' বিনে॥১৮॥
তুমি সে ইহার প্রভু, এক অধিকারী।
এ কথায় তোমারে সে মাত্র আমি হারি॥" ১৯॥

বৈষ্ণব-বর্গের সন্তোষ ও মঙ্গল কোলাহল—

শুনিঞা হাসেন সর্ব্ব বৈষ্ণবমণ্ডল।
'হরি' বলি' উঠিল মঙ্গল-কোলাহল॥২০॥
এইমত প্রভুর বিচিত্র সর্ব্বকথা।
অদ্বৈতেরে অতি প্রীত করেন সর্ব্বথা॥২১॥

প্রভুর নিকট পণ্ডিত গদাধরের পুনর্দীক্ষা-গ্রহণ-প্রসঙ্গ—

একদিন গদাধরদেব প্রভুস্থানে।
কহিলেন পূর্ব্ব-মন্ত্রদীক্ষার কারণে॥২২॥
"ইষ্টমন্ত্র আমি যে কহিলুঁ কারো প্রতি।
সেই হৈতে আমার না স্ফুরে ভাল মতি॥২৩॥
সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্ব্বার।
তবে মন-প্রসন্নতা হইবে আমার॥" ২৪॥
প্রভু বলে,—"তোমার যে উপদেষ্টা আছে।
সাবধান—তথা অপরাধী হও পাছে॥২৫॥
মন্ত্রের কি দায়, প্রাণো আমার তোমার।
উপদেষ্টা থাকিতে না হয় ব্যবহার॥" ২৬॥
গদাধর বলে,—"তিঁহো না আছেন এথা।
তান পরিবর্ত্তে তুমি করাহ সর্ব্বথা॥" ২৭॥

গদাধর-গুরু বিদ্যানিধির অচিরেই নীলচলাগমন-বার্ত্তা অন্তর্য্যামি-প্রভু-কর্ত্তৃক গদাধরের নিকট জ্ঞাপন—

প্রভু বলে,—"তোমার যে গুরু বিদ্যানিধি।
অনায়াসে তোমারে মিলিয়া দিবে বিধি॥" ২৮॥
সর্ব্বজ্ঞচূড়ামণি—জানেন সকল।
"বিদ্যানিধি শীঘ্রগতি আসিবে উৎকল॥২৯॥
এথাই দেখিবা দিন-দশের ভিতরে।
আইসেন কেবল আমারে দেখিবারে॥৩০॥
নিরবধি বিদ্যানিধি হয় মোর মনে।
বুঝিলাঙ তুমি আকর্ষিয়া আন তানে॥" ৩১॥

প্রভু-সমীপে গদাধরের ভাগবত পাঠ ও প্রভুর প্রেমভাব—

এইমত প্রভু প্রিয় গদাধর-সঙ্গে।
তান মুখে ভাগবত শুনি' থাকে রঙ্গে॥৩২॥
গদাধর পড়েন সম্মুখে ভাগবত।
শুনিঞা প্রকাশে প্রভু প্রেমভাব যত॥৩৩॥

প্রহ্লাদচরিত্র, ধ্রুবের চরিত্র পুনঃ পুনঃ সমনোযোগে শ্রবণ—

প্রহ্লাদ-চরিত্র, আর ধ্রুবের চরিত্র।
শতাবৃত্তি করিয়া শুনেন সাবহিত॥৩৪॥
আর কার্য্যে প্রভুর নাহিক অবসর।
নাম-গুণ বলেন শুনেন নিরন্তর॥৩৫॥

ভোগময়ী চিন্তা পরিহার করিবার জন্য যে শব্দব্রহ্মের প্রাপ্তি ঘটে, উহাই 'মন্ত্র'। অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে সেই মন্ত্রের উপদেশ করিলে উপদেশকের চিত্তে মালিন্য প্রবেশ করে। দিব্যজ্ঞান সঙ্গদোষে নষ্ট হইলে পুনরায় দিব্যজ্ঞান সংগ্রহ করা আবশ্যক—ইহা জানিয়া শ্রীগদাধরপণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট তাঁহাকে পুনরায় দীক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার পূর্ব্বগুরুর নিকট হইতে পুনরায় মন্ত্রোপদেশ শুনিবার বিচার বলিলেন।

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গুরু—শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি॥২৪॥

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের ১ম স্কন্ধ প্রহ্লাদ-চরিত্র ও ৪র্থ স্কন্ধে ধ্রুবোপাখ্যান বর্ণিত আছে। শ্রীগদাধরপণ্ডিত-গোস্বামী— শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠক এবং শ্রীগৌরসুন্দর—সেই পাঠের শ্রোতা। তিনি শ্রীগদাধরের মুখে প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের ভক্ত্যনুশীলন-কথা বিশেষ সাবধানে শত শতবার আবৃত্তি করিতে করিতে শুনিলেন॥ ৩৪॥

শ্রীগৌরসুন্দর অন্য কথা বলিবার পরিবর্ত্তে সর্ব্বদা ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রভৃতির প্রসঙ্গ শতমুখে

স্বরূপ-দামোদরের উচ্চ-কীর্ত্তন-শ্রবণে মূর্ত্তিমন্ত সাত্ত্বিক বিকারের সহিত প্রভুর নৃত্য ও ভাবাবেশ—

ভাগবত-পাঠে গদাধর মহাশয়।
দামোদরস্বরূপের কীর্ত্তন বিষয় ॥৩৬॥
একেশ্বর দামোদরস্বরূপ গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীগৌরাঙ্গরায় ॥৩৭॥
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক হুঙ্কার।
যত কিছু আছে প্রেমভক্তির বিকার ॥৩৮॥
মূর্ত্তিমন্ত সবে থাকে ঈশ্বরের স্থানে।
নাচেন চৈতন্যচন্দ্র ই হা-সবা'-সনে ॥৩৯॥
দামোদরস্বরূপের উচ্চ সংকীর্ত্তন।
শুনিলে না থাকে বাহ্য, পড়ে সেইক্ষণ ॥৪০॥

সন্ন্যাসি-পার্ষদাগ্রগণ্য দামোদরস্বরূপ ও পরমানন্দপুরী—

সন্ন্যাসি-পার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়।
দামোদরস্বরূপ-সমান কেহো নয় ॥৪১॥
যত প্রীতি ঈশ্বরের পুরীগোসাঞিরে।
দামোদরস্বরূপেরে তত প্রীতি করে ॥৪২॥

কৃষ্ণসঙ্গীত-সম্রাট্ স্বরূপদামোদর—

দামোদরস্বরূপ—সঙ্গীত-রসময়।
যাঁ'র ধ্বনি শ্রবণে প্রভুর নৃত্য হয় ॥৪৩॥

স্বরূপের আত্মগোপন ও বহির্ম্মুখ-বঞ্চনা—

অলক্ষিতরূপ—কেহো চিনিতে না পারে।
কপটির রূপে যেন বুলেন নগরে ॥৪৪॥
কীর্ত্তন করিতে যেন তুম্বুরু নারদ।
একা প্রভু নাচায়েন—কি আর সম্পদ ॥৪৫॥
সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র।
আর নাহি, এক পুরীগোসাঞি সে মাত্র ॥৪৬॥
দামোদরস্বরূপ, পরমানন্দপুরী।
সন্ন্যাসি-পার্ষদে এই দুই অধিকারী ॥৪৭॥

বলিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার সর্ব্বদা কথোপকথন ব্যতীত অন্য বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ দিবার অবকাশ ছিল না ॥৩৫॥

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যানে পরম নিপুণ ছিলেন। যে সকল ব্যক্তি অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ভোজ্যাচ্ছাদন, গৃহ-পালন প্রভৃতি কার্য্যের উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পঠন-পাঠন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের প্রয়োজন-লাভ-মুখেই সকল চেষ্টা। কিন্তু শ্রীগদাধরপণ্ডিতের শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তন—চতুর্ব্বর্গ লাভের প্রয়াসমূলক ছিল না।

শ্রীদামোদরস্বরূপ সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেন। হরিগুণ-কীর্ত্তন ব্যতীত তাঁহার আর কোন প্রকার চেষ্টা ছিল না। ভক্তিসিদ্ধান্তের একমাত্র মালিক শ্রীদামোদর স্বরূপ কাহারও অনুরোধ উপরোধ বা কোন মিশ্র বিচারের প্রশ্রয় না দিয়া শুদ্ধ কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতেন। মায়াবাদিগণের মুমুক্ষা বা গৃহব্রতগণের বুভুক্ষা শ্রীদামোদরস্বরূপকে ইতর জনসঙ্গে প্রবৃত্ত করায় নাই। তিনি একাই শ্রীগৌরসুন্দরের চিত্ত বিনোদন করিতেন ॥৩৬॥

শ্রীদামোদরস্বরূপের উচ্চ কীর্ত্তন শ্রবণে শ্রীগৌরসুন্দরের বহির্জ্জগৎপ্রতীতি বিলুপ্ত হইয়া কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই অভিব্যক্ত হইত ॥৪০॥

অনেকে মনে করেন,—তুর্য্যাশ্রমি-যতিগণ কৃষ্ণ প্রেমনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী অপেক্ষা মর্য্যাদা-মার্গে উন্নত বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তর। পরমানন্দপুরী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণের কেহই দামোদরস্বরূপের ন্যায় ভগবৎপ্রিয় ছিলেন না ॥৪১॥

শ্রীদামোদরস্বরূপ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের "দ্বিতীয়-স্বরূপ" বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীপরমানন্দপুরীর প্রতি ভগবান্ গৌরসুন্দরের যেরূপ মর্য্যাদাভাব, দামোদরস্বরূপের প্রতিও তাহা কোন'প্রকারে ন্যূন নহে ॥৪২॥

স্বরূপের রসময় সঙ্গীতে মহাপ্রভুর নৃত্যের উদয় হইত।

বিভিন্ন সজ্জা পরিধান করিয়া ভ্রমণ করিলে যেরূপ সজ্জাধারীর প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না, তদ্রূপ মহাপ্রভু স্বীয় ভগবত্তা গোপনার্থ ভক্তের কপটবেশে নগরে ভ্রমণ করিয়া আত্ম-পরিচয় গোপন করিয়াছিলেন ॥৪৪॥

তথ্য। চৈঃ ভাঃ আদি ১ম ৫২ সংখ্যায় গৌড়ীয়-ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥৪৫॥

দামোদরস্বরূপ—সন্ন্যাসি-পার্ষদবর্গেরই অন্যতম ॥৪৭॥

প্রভুর অন্তরঙ্গ ও প্রভুর পদাঙ্কানুসরণকারী বিপ্রলম্ভ চেষ্টাময় স্বরূপদামোদর ও পরমানন্দপুরী—

নিরবধি নিকটে থাকেন দুই জন।
প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ ॥৪৮॥
পুরী ধ্যানপর, দামোদরের কীর্ত্তন।
ন্যাসি-রূপে ন্যাসি-দেহে বাহু দুই জন ॥৪৯॥
অহর্নিশ গৌরচন্দ্র সংকীর্ত্তনরঙ্গে।
বিহরেন দামোদরস্বরূপের সঙ্গে ॥৫০॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা পর্য্যটনে।
দামোদরে প্রভু না ছাড়েন কোনক্ষণে ॥৫১॥

পূর্ব্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য—

পূর্ব্বাশ্রমে পুরুষোত্তমাচার্য্য নাম তান।
প্রিয়সখা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-নাম ॥৫২॥

পথে বিচরণ-কালেও দামোদরের সঙ্গপ্রার্থী শ্রীগৌরসুন্দর—

পথে চলিতেও প্রভু দামোদর-গানে।
নাচেন বিহ্বল হৈয়া, পথ নাহি জানে ॥৫৩॥
একেশ্বর দামোদরস্বরূপ-সংহতি।
প্রভু সে আনন্দে পড়ে, না জানেন কতি ॥৫৪॥
কিবা জল, কিবা স্থল, কিবা বন, ডাল।
কিছু না জানেন প্রভু, গর্জ্জেন বিশাল ॥৫৫॥
একেশ্বর দামোদর কীর্ত্তন করেন।
প্রভুরেও বনে ডালে পড়িতে ধরেন ॥৫৬॥
দামোদরস্বরূপের ভাগ্যের যে সীমা।
দামোদরস্বরূপ সে তাহার উপমা ॥৫৭॥

প্রভুর প্রেমাবেশে কূপমধ্যে পতন—

একদিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া।
পড়িলা কূপের মাঝে আছাড় খাইয়া ॥৫৮॥
দেখিয়া অদ্বৈত-আদি সম্মোহ পাইয়া।
ক্রন্দন করেন সবে শিরে হাত দিয়া ॥৫৯॥
কিছু না জানেন প্রভু প্রেমভক্তিরসে।
বালকের প্রায় যেন কূপে পড়ি' ভাসে ॥৬০॥

প্রভু-স্পর্শে কূপ নবনীতময়—

সেই ক্ষণে কূপ হৈল নবনীতময়।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয় ॥৬১॥
এ কোন্ অদ্ভুত, যাঁ'র ভক্তির প্রভাবে।
বৈষ্ণব নাচিতে অঙ্গে কণ্টক না লাগে ॥৬২॥

অদ্বৈতাদি-ভক্তগণের প্রভুকে কূপ হইতে উত্তোলন—

তবে অদ্বৈতাদি মিলি' সর্ব্বভক্তগণে।
তুলিলেন প্রভুরে ধরিয়া কতক্ষণে ॥৬৩॥
পড়িলা কূপেতে প্রভু তাহা নাহি জানে।
"কি বল, কি কথা" প্রভু জিজ্ঞাসে' আপনে ॥৬৪॥

অর্দ্ধবাহ্যদশায় প্রভুর অসর্ব্বজ্ঞের ন্যায় ভক্তগণকে নানা কথা জিজ্ঞাসা—

বাহ্য না জানেন প্রভু প্রেমভক্তিরসে।
অসর্ব্বজ্ঞপ্রায় প্রভু সবারে জিজ্ঞাসে' ॥৬৫॥
শ্রীমুখের শুনি' অতি-অমৃত-বচন।
আনন্দে ভাসেন অদ্বৈতাদি ভক্তগণ ॥৬৬॥

বিদ্যানিধির আগমন—

এই মতে ভক্তিরসে ঈশ্বর বিহরে।
বিদ্যানিধি আইলেন জানিঞা অন্তরে ॥৬৭॥

দামোদরস্বরূপ—কীর্ত্তনানন্দী, পরমানন্দপুরী—বিবিক্ত ধ্যানপর ভজনানুরত। ভগবান্ গৌরসুন্দরের যতিকলেবরের ইঁহারা দুইজন দুইটী বাহু সদৃশ ॥৪৯॥

শয়নে, ভোজনে, ভ্রমণে সর্ব্বসময়ে শ্রীদামোদর ভগবানের সহায় ছিলেন, কোন সময়েই শ্রীস্বরূপ মহাপ্রভুর সঙ্গচ্যুত হইয়া থাকেন না ॥৫১॥

শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় যিনি পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য, তিনিই নীলাচলে মহাপ্রভুর অবস্থানকালে শ্রীদামোদরস্বরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহারই প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন—বর্ষীয়ান্ শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ॥৫২॥

শ্রীগৌরসুন্দরের সর্ব্বক্ষণ সঙ্গিরূপে শ্রীদামোদরস্বরূপ অন্যান্য গৌরভক্তের সৌভাগ্য অতিক্রম করিয়াছিলেন। অনেক সময়ে বনে, বৃক্ষের শাখায় মহাপ্রভু প্রেমাবেশে পড়িয়া গেলে যাহাতে উহা হইতে মহাপ্রভুর চিন্ময় কলেবর কোনরূপে আঘাতপ্রাপ্ত না হয়, তজ্জন্য শ্রীদামোদরস্বরূপ সর্ব্বতো-ভাবে যত্ন করিয়া তাঁহার অনুপমা সেবা-প্রবৃত্তি প্রকট

চিত্তে মাত্র করিতে ঈশ্বর সেই ক্ষণে।
বিদ্যানিধি আসিয়া দিলেন দরশনে ॥৬৮॥

বিদ্যানিধি-দর্শনে 'বাপ', 'বাপ' বলিয়া সম্বোধন—

বিদ্যানিধি দেখি' প্রভু হাসিতে লাগিলা।
"বাপ আইলা, বাপ আইলা" বলিতে লাগিলা॥৬৯॥

বিদ্যানিধিই প্রেমবিহ্বল প্রেমনিধি—

প্রেমনিধি প্রেমানন্দে হৈলা বিহ্বল।
পূর্ণ হৈল হৃদয়ের সকল মঙ্গল ॥৭০॥

ভক্তবৎসল গৌরাঙ্গের প্রেমনিধিকে বক্ষে ধরিয়া ক্রন্দন—

শ্রীভক্তবৎসল গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
প্রেমনিধি বক্ষে করি' করেন ক্রন্দন ॥৭১॥

বৈষ্ণববৃন্দের ক্রন্দন—বৈকুণ্ঠ-ক্রন্দনে সুখোদয়—

সকল বৈষ্ণববৃন্দ কান্দে চারিদিগে।
বৈকুণ্ঠস্বরূপ সুখ মিলিলা সাক্ষাতে ॥৭২॥
ঈশ্বর-সহিত যত আছে ভক্তগণ।
প্রেমনিধি প্রীতে প্রেম বাড়ে অনুক্ষণ ॥৭৩॥

বিদ্যানিধির পূর্ব্বসখা দামোদরস্বরূপ—পরস্পর মিলন ও পরস্পর বৈষ্ণবোচিত সম্ভাষণ—

দামোদরস্বরূপ তাহান পূর্ব্বসখা।
চৈতন্যের অগ্রে দুইজনে হৈল দেখা ॥৭৪॥
দুইজনে চাহেন দুঁহার পদধূলি।
দুঁহে ধরাধরি, ঠেলাঠেলি, ফেলাফেলি ॥৭৫॥
কেহো কারে না পারেন, দুঁহে মহাবলী।
করায়েন, হাসেন, গৌরাঙ্গ কুতূহলী ॥৭৬॥

বাহ্যদশা-প্রাপ্তির পর প্রভুর বিদ্যানিধিকে নীলাচলে অবস্থানার্থ অনুরোধ—

তবে বাহ্য পাই প্রভু বিদ্যানিধি-প্রতি।
"কতোদিন নীলাচলে তুমি কর স্থিতি॥" ৭৭॥

মহাপ্রভুর নিকট বিদ্যানিধির অবস্থান—

শুনি' প্রেমনিধি মহা সন্তোষ হইলা।
ভাগ্য হেন মানি' প্রভু-নিকটে রহিলা ॥৭৮॥

গদাধরের বিদ্যানিধির নিকট পুনর্মন্ত্র-গ্রহণ—

গদাধরদেবো ইষ্টমন্ত্র পুনর্ব্বার।
প্রেমনিধিস্থানে প্রেমে কৈলেন স্বীকার ॥৭৯॥

বিদ্যানিধির মহিমা—

আর কি কহিব প্রেমনিধির মহিমা।
যাঁ'র শিষ্য গদাধর এই প্রেম-সীমা ॥৮০॥
যাঁ'র কীর্ত্তি বাখানে অদ্বৈত, শ্রীনিবাস।
যাঁ'র কীর্ত্তি বলেন মুরারি, হরিদাস ॥৮১॥
হেন নাহি বৈষ্ণব যে তানে না বাখানে।
পুণ্ডরীকো সর্ব্বভক্ত কায়-বাক্য-মনে ॥৮২॥

'অমানী' 'মানদের' আদর্শ বিদ্যানিধি—

অহঙ্কার তান দেহে নাহি তিলমাত্র।
না বুঝি কি অদ্ভুত চৈতন্য-কৃপা-পাত্র ॥৮৩॥
যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
গদাধর-শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি ॥৮৪॥

সমুদ্রতীরে যমেশ্বরে বিদ্যানিধিকে বাসা-প্রদান—

বিদ্যানিধি রাখি' প্রভু আপন নিকটে।
বাসা দিলা যমেশ্বরে—সমুদ্রের তটে ॥৮৫॥

বিদ্যানিধির সঙ্গে একত্র জগন্নাথ দর্শন—

নীলাচলে রহিয়া দেখেন জগন্নাথ।
দামোদরস্বরূপের বড় প্রেমপাত্র ॥৮৬॥
দুইজনে জগন্নাথ দেখে একসঙ্গে।
অন্যোহন্যে থাকেন শ্রীকৃষ্ণরসকথারঙ্গে ॥৮৭॥

ওড়নষষ্ঠী-যাত্রায় শ্রীজগন্নাথের মাণ্ডুয়াবসন-পরিধান—

যাত্রা আসি' বাজিল 'ওড়ন-ষষ্ঠী' নাম।
নয়া-বস্ত্র পরে জগন্নাথ ভগবান্ ॥৮৮॥

করিতেন। মহাপ্রভু সর্ব্বক্ষণ প্রেমোন্মাদে উন্মত্ত থাকায়, প্রাপঞ্চিকজ্ঞানমাত্রে থাকিতেন না। তৎকালে দামোদর সর্ব্বতোভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা বিধান করিতেন ॥৫৭॥

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমভক্তিরসে এরূপ পরিপ্লুত ছিলেন যে, কোন বহির্জ্জগতের স্মৃতি আসিয়া তাঁহার কৃষ্ণানুশীলনের বাধা দেয় নাই। আবার, সময়ে সময়ে তিনি বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া যেন কিছুই বুঝেন না,—এরূপ অভিনয় করিয়া স্বীয় ভগবত্তা ও সর্ব্বজ্ঞতা আবরণ করিতেন ॥৬৫॥

বিদ্যানিধির অপর সংজ্ঞা 'প্রেমনিধি' ছিল ॥৭০॥

সে দিন মাণ্ডুয়া-বস্ত্র পরেন ঈশ্বরে।
তান যেই ইচ্ছা সেই মত দাসে করে ॥৮৯॥

ভক্তগণসহ গৌরসুন্দরের ওড়নষষ্ঠী-যাত্রা-দর্শন—

শ্রীগৌরসুন্দরো লই' সর্ব্বভক্তগণ।
আইলা দেখিতে যাত্রা শ্রীবস্ত্র-ওড়ন ॥৯০॥

ষষ্ঠী হইতে মকর পর্য্যন্ত উৎসব—

মৃদঙ্গ, মুহরী, শঙ্খ, দুন্দুভি, কাহাল।
ঢাক, দগড়, কাড়া বাজায়ে বিশাল ॥৯১॥
সেই দিনে নানা বস্ত্র পরেন অনন্ত।
ষষ্ঠী হৈতে 'লাগি' রহে মকর-পর্য্যন্ত ॥৯২॥

স্বয়ং উপাস্য হইয়াও উপাসনা শিক্ষা দিবার জন্য প্রভুর উপাসক-লীলা—

'বস্ত্র-লাগি' হইতে লাগিল রাত্রিশেষে।
ভক্তগোষ্ঠীসহ প্রভু দেখি' প্রেমে ভাসে ॥৯৩॥
আপনেই উপাসক, উপাস্য আপনে।
কে বুঝে তাহান মন, তা'ন কৃপা বিনে ॥৯৪॥
এই প্রভু দারুরূপে বৈসে যোগাসনে।
ন্যাসিরূপে ভক্তিযোগ করেন আপনে ॥৯৫॥

ওড়নষষ্ঠী যাত্রার বর্ণনা—

পট্ট-নেত—শুক্ল, পীত, নীল নানা বর্ণে।
দিব্য বস্ত্র দেন, মুক্তা রচিত সুবর্ণে ॥৯৬॥
বস্ত্র লাগি হৈলে দেন পুষ্প-অলঙ্কার।
পুষ্পের কঙ্কণ, শ্রীকিরীট পুষ্পহার ॥৯৭॥
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ ষোড়শোপচারে।
পূজা করি' ভোগ দিলা বিবিধপ্রকারে ॥৯৮॥

প্রভুর ভক্তগোষ্ঠীসহ বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন—

তবে প্রভু যাত্রা দেখি' সর্ব্বগোষ্ঠীসঙ্গে।
আইলা বাসায় প্রেমানন্দ সুখ-রঙ্গে ॥৯৯॥

বৈষ্ণবগণকে বিদায় দিয়া বিরহে অবস্থান—

বাসায় বিদায় কৈলা বৈষ্ণব-সবারে।
বিরলে রহিলা নিজানন্দে একেশ্বরে ॥১০০॥

বিদ্যানিধি ও স্বরূপদামোদরের একত্র অবস্থান ও পরস্পর মনোভাব বিনিময়—

যাঁ'র যে বাসায় সবে করিলা গমন।
বিদ্যানিধি দামোদরসঙ্গে অনুক্ষণ ॥১০১॥
অন্যোহন্যে দুহাঁর যতেক মনঃকথা।
নিষ্কপটে দুঁহে কহে দুঁহারে সর্ব্বথা ॥১০২॥

জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে 'মাড়যুক্তবস্ত্র'-দর্শনে বিদ্যানিধির সন্দেহ—

মাণ্ডুয়া-বসন যে ধরিলা জগন্নাথে।
সন্দেহ জন্মিল বিদ্যানিধির ইহাতে ॥১০৩॥
জিজ্ঞাসিলা দামোদরস্বরূপের স্থানে।
"মাণ্ডুয়া বসন ঈশ্বরেরে দেন কেনে ॥১০৪॥
এ দেশে ত শ্রুতি-স্মৃতি সকল প্রচুরে।
তবে কেনে বিনা ধৌতে মণ্ডবস্ত্র পরে?" ১০৫॥

দামোদরের উত্তর—

দামোদরস্বরূপ কহেন,—"শুন কথা।
দেশাচারে ইথে দোষ না লয়েন এথা ॥১০৬॥
শ্রুতি-স্মৃতি যে জানে, সে না করে সর্ব্বথা।
এ যাত্রার এইমত সর্ব্বকাল এথা ॥১০৭॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি না থাকে অন্তরে।
তবে দেখ রাজা কেনে নিষেধ না করে॥" ১০৮॥

বিদ্যানিধির পুনঃ প্রশ্ন—

বিদ্যানিধি বলে,—"ভাল, করুক ঈশ্বরে।
ঈশ্বরের যে কর্ম্ম, সেবকে কেনে করে ॥১০৯॥
পূজা-পাণ্ডা, পশুপাল, পড়িছা, বেহারা।
অপবিত্র-বস্ত্র কেনে ধরে বা ইহারা ॥১১০॥

গদাধর-শ্রীমুখের কথা—গদাধরের শ্রীমুখ হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা ॥৮৪॥

যমেশ্বর-টোটা-বাগানে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির থাকিবার স্থান নিরূপিত হইল। সেখানে থাকিয়া তিনি অনেক সময় শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট অবস্থান করিতেন ॥৮৫॥

ওড়ন ষষ্ঠী—দ্বিতীয়বার গুণ্ডিচা-যাত্রার চতুর্থ দিবসে হইয়া থাকে ॥৮৮॥

মাণ্ডুয়া বস্ত্র—মাড় সংযুক্ত অধৌত 'কোরা' বস্ত্র ॥৮৯॥

মকর পর্য্যন্ত—মাঘমাসের শেষ পর্য্যন্ত ॥৯২॥

লাগি হইতে লাগিল—শ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে বস্ত্রাদি

জগন্নাথ—ঈশ্বর ; সম্ভবে সব তানে।
তান আচরণ কি করিব সর্ব্বজনে ॥১১১॥
মণ্ডবস্ত্র-স্পর্শে হস্ত ধুইলে সে শুদ্ধি।
ইহা বা না করে কেনে হইয়া সুবুদ্ধি ॥১১২॥
রাজপাত্র অবুধ যে ইহা না বিচারে।
রাজাও মাণ্ডুয়া-বস্ত্র দেন নিজ শিরে॥" ১১৩॥

দামোদরের পুনরুত্তর—

দামোদরস্বরূপ বলেন,—"শুন ভাই !
হেন বুঝি, ওড়ন-যাত্রায় দোষ নাই ॥১১৪॥
পরং ব্রহ্ম—জগন্নাথরূপ-অবতার।
বিধি বা নিষেধ এথা না করে বিচার॥" ১১৫॥

বিদ্যানিধির পুনঃপ্রতিবাদ-লীলা—

বিদ্যানিধি বলে,—"ভাই, শুন এক কথা।
পরং ব্রহ্ম—জগন্নাথবিগ্রহ সর্ব্বথা ॥১১৬॥
তানে দোষ নাহি বিধি-নিষেধ লঙ্ঘিলে।
এ-গুলাও ব্রহ্ম হৈল থাকি' নীলাচলে ॥১১৭॥
ইহারাও ছাড়িলেক লোকব্যবহার।
সবেই হইল ব্রহ্মরূপ-অবতার !!" ১১৮॥
এত বলি' সর্ব্বপথে হাসিয়া হাসিয়া।
যায়েন যেহেন হাস্যাবেশযুক্ত হৈয়া ॥১১৯॥
দুই সখা হাতাহাতি করিয়া হাসেন।
জগন্নাথদাসেরেও আচার দোষেন ॥১২০॥
সবে না জানেন সর্ব্বদাসের প্রভাব।
কৃষ্ণ সে জানেন যাঁ'র যত অনুরাগ ॥১২১॥

বহির্ম্মুখ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তমত-নিরাসের কৌশল-বিস্তারার্থ কৃষ্ণের নিজদাসের হৃদয়ে ভ্রমোৎপাদন ও পশ্চাতে ভ্রমচ্ছেদনের আদর্শ—

ভ্রমো করায়েন কৃষ্ণ আপন-দাসেরে।
ভ্রমচ্ছেদো করে পাছে সদয়-অন্তরে ॥১২২॥

নিয়ে ভ্রমচ্ছেদ-প্রসঙ্গ বর্ণন—

ভ্রম করাইলা বিদ্যানিধিরে আপনে।
ভ্রমচ্ছেদ-কৃপাও শুনিবা এইক্ষণে ॥১২৩॥

স্বরূপ ও বিদ্যানিধির স্ব-স্বস্থানে গমন—

এইমত রঙ্গে-ঢঙ্গে দুই প্রিয়সখা।
চলিলেন কৃষ্ণকার্য্যে যাঁ'র যথা বাসা ॥১২৪॥
ভিক্ষা করি' আইলেন গৌরাঙ্গের স্থানে।
প্রভুস্থানে আসি' সবে থাকিলা শয়নে ॥১২৫॥

বিদ্যানিধির স্বপ্নদর্শন—

সকল জানেন প্রভু চৈতন্যগোসাঞি।
জগন্নাথরূপে স্বপ্নে গেলা তান ঠাঞি ॥১২৬॥
স্বপনে দেখেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
জগন্নাথ-বলাই আসি' হৈলা বিজয় ॥১২৭॥

স্বপ্নে জগন্নাথ কর্ত্তৃক চপেটাঘাত—

ক্রোধরূপ জগন্নাথ—বিদ্যানিধি দেখে।
আপনে ধরিয়া তাঁ'রে চড়ায়েন মুখে ॥১২৮॥
দুই ভাই মিলি' চড় মারে দুই গালে।
হেন দঢ় চড় যে অঙ্গুলি গালে ফুলে ॥১২৯॥

বিদ্যানিধির ক্ষমা-ভিক্ষা-লীলা ও অপরাধের কারণ-জিজ্ঞাসা—

দুঃখ পাই বিদ্যানিধি 'কৃষ্ণ রক্ষ' বলে।
'অপরাধ ক্ষম' বলি' পড়ে পদতলে ॥১৩০॥
"কোন্ অপরাধে মোরে মারহ গোসাঞি !"
প্রভু বলে,—"তোর অপরাধের অন্ত নাঞি ॥১৩১॥

বিদ্যানিধিকে শাসন-ছলে কর্ম্মজড়গণের দুর্ব্বুদ্ধি-নিরাস—

মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাঞি।
সকল জানিলা তুমি রহি' এই ঠাঞি ॥১৩২॥

সংলগ্ন হইতে লাগিল। নীলাচলে 'লাগি হওয়া' কথাটি প্রচলিত আছে। 'চন্দনের লাগি হওয়া', 'পুষ্পের লাগি হওয়া'—'পুষ্প চড়ান' চন্দন লাগান অর্থে ব্যবহৃত ॥৯৩॥

শ্রীগৌরসুন্দর অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে শ্রীজগন্নাথরূপে অবস্থান করেন, আবার সন্ন্যাসি মূর্ত্তিতে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া লোকশিক্ষা প্রদান করেন ॥৯৫॥

পট্টনেত—সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র, (পট্ট—পাট, রেশমাদি ; নেত—সূক্ষ্মবস্ত্র-বিশেষ) ॥৯৬॥

তবে কেনে রহিয়াছ জাতিনাশা-স্থানে।
জাতি রাখি' চল তুমি আপন-ভবনে ॥১৩৩॥

পরমেশ্বরের স্বতন্ত্রতা লৌকিক স্মৃতি-শাসনের অধীন নহে—

আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নির্ব্বন্ধ।
তাহাতেও ভাব অনাচারের সম্বন্ধ ॥১৩৪॥
আমারে করিয়া ব্রহ্ম, সেবক নিন্দিয়া।
মাণ্ডুয়া-কাপড়-স্থানে দোষদৃষ্টি দিয়া ॥" ১৩৫॥

বিদ্যানিধির-ভয়লীলা ও ক্ষমা-ভিক্ষা—

স্বপ্নে বিদ্যানিধি মহাভয় পাই মনে।
ক্রন্দন করেন মাথা ধরি' শ্রীচরণে ॥১৩৬॥
'সব অপরাধ প্রভু, ক্ষম' পাপিষ্ঠেরে।
ঘাটিলুঁ ঘাটিলুঁ, প্রভু বলিলুঁ তোমারে ॥১৩৭॥

বিদ্যানিধি-কর্তৃক জগন্নাথ ও বলরামের শাসন অনুগ্রহ-রূপে বরণ—

যে মুখে হাসিলুঁ প্রভু, তোর সেবকেরে।
সে মুখের শাস্তি প্রভু, ভাল কৈলা মোরে ॥১৩৮॥
ভালদিন হৈল মোর আজি সুপ্রভাত।
মুখ-কপোলের ভাগ্যে বাজিল শ্রীহাত ॥" ১৩৯॥

ভক্তের প্রতি প্রভুর প্রেমদৃষ্টি—

প্রভু বলে,—"তোরে অনুগ্রহের লাগিয়া।
তোমারে করিলুঁ শাস্তি সেবক দেখিয়া ॥" ১৪০॥
স্বপ্নে প্রেমনিধি-প্রতি প্রেমদৃষ্টি করি'।
দেউলে আইলা দুই ভাই—রাম-হরি ॥১৪১॥

বিদ্যানিধির জাগরণ ও গণ্ডদেশে চপেটাঘাতের চিহ্ন—

স্বপ্ন দেখি' বিদ্যানিধি জাগিয়া উঠিলা।
গালে চড় দেখি' সব হাসিতে লাগিলা ॥১৪২॥

বিদ্যানিধির গণ্ডস্ফীতি—

শ্রীহস্তের চড়ে সব ফুলিয়াছে গাল।
দেখি' প্রেমনিধি বলে, "বড় ভাল ভাল ॥১৪৩॥
যেন কৈলুঁ অপরাধ, তা'র শাস্তি পাইলুঁ।
ভালই কৈলেন প্রভু, অল্পে এড়াইলুঁ ॥" ১৪৪॥

বিদ্যানিধির মহিমা—

দেখ দেখ এই বিদ্যানিধির মহিমা।
সেবকেরে দয়া যত, তার এই সীমা ॥১৪৫॥

প্রদ্যুম্ন, জানকী, রুক্মিণ্যাদি আপ্তবর্গের প্রতিও প্রভুর এতাদৃশ করুণার নিদর্শন প্রকাশিত হয় নাই—

পুত্র যে প্রদ্যুম্ন—তাহানেও হেনমতে।
চড় না মারেন প্রভু শিক্ষার নিমিত্তে ॥১৪৬॥
জানকী-রুক্মিণী-সত্যভামা-আদি যত।
ঈশ্বর-ঈশ্বরী আর আছে কত কত ॥১৪৭॥

স্বপ্নপ্রসাদ দুর্ল্লভ—

সাক্ষাতেই মারে যা'র অপরাধ হয়।
স্বপ্নের প্রসাদ-শাস্তি দৃশ্য কভু নয় ॥১৪৮॥
স্বপ্নে দণ্ড পায়, কিবা অর্থলাভ হয়।
জাগিলে পুরুষ সে সকল কিছু নয় ॥১৪৯॥
শাস্তি বা প্রসাদ প্রভু স্বপ্নে যারে করে।
সে যদি সাক্ষাত লোকে দেখে ফল ধরে ॥১৫০॥
তাঁ'রে বড় ভাগ্যবান্ নাহিক সংসারে।
স্বপ্নেহো না কহে কিছু অভক্তজনেরে ॥১৫১॥
সাক্ষাতে সে এই সব বুঝহ বিচারে।
এই যে যবনগণে নিন্দা-হিংসা করে ॥১৫২॥
তাহারাও স্বপ্নে অনুভব মাত্র চাহে।
নিন্দা-হিংসা করে দেখি' স্বপ্ন নাহি পায়ে ॥১৫৩॥

পূজা-পাণ্ডা—পূজারী পাণ্ডা।

পশুপাল—শ্রীজগন্নাথদেবের শৃঙ্গার-বিধানকারী পাণ্ডা-বিশেষ, (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ॥১১০॥

দেশাচারের বিচারে রাজা শিরোবস্ত্র অধৌত মণ্ডযুক্ত অবস্থায় পরিধান করিতেন। মণ্ডযুক্ত বস্ত্র—অশুদ্ধ, ইহাই স্মৃতিবিচার। ভগবানের সম্বন্ধে ইহা সিদ্ধ হইলেও ভগবদ্দাসগণের শুদ্ধাচারে থাকাই সঙ্গত। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বস্তু, সেখানে গুণসমূহের পরিচয় নাই। শ্রীবিগ্রহ নির্গুণ—সেখানে না হয় ঐ বিচার হইল, কিন্তু সেবকগণ ত' আর নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন, সুতরাং তাঁহাদের গুণদোষ-বিচার আবশ্যক। সেবকগণ কিছু অর্চ্চাবতার নহেন। শ্রীজগন্নাথের সেবকগণের আচার দোষযুক্ত—ইহাই বিচার করিলেন ॥১১৭॥

যবনের কি দায়, যে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
তা'রা যত অপরাধ করে অনুক্ষণ ॥১৫৪॥
অপরাধ হৈলে দুই লোকে দুঃখ পায়।
স্বপ্নেহো অভক্ত পাপিষ্ঠেরে না শিখায় ॥১৫৫॥
স্বপ্নে প্রত্যাদেশ প্রভু করেন যাহারে।
সে-ই মহাভাগ্য হেন মানে আপনারে ॥১৫৬॥
সাক্ষাতে আপনে স্বপ্নে মারিল তাহারে।
এ প্রসাদ সবে দেখে শ্রীপ্রেমনিধিরে ॥১৫৭॥
তবে পুণ্ডরীকদেব উঠিলা প্রভাতে।
চড়ে গাল ফুলিয়াছে দেখে দুই-হাতে ॥১৫৮॥

প্রত্যহ দামোদর ও বিদ্যানিধির একসঙ্গে জগন্নাথ দর্শনার্থ গমন—

প্রতিদিন দামোদরস্বরূপ আসিয়া।
জগন্নাথ দেখে দোঁহে একসঙ্গ হৈয়া ॥১৫৯॥

স্বরূপদামোদরের বিদ্যানিধির গণ্ডদেশে চপেটাঘাত-চিহ্ন-দর্শন—

প্রত্যহ আইসে স্বরূপ সে দিন আইলা।
আসিয়া তাঁহাকে কিছু কহিতে লাগিলা ॥১৬০॥
"সকালে আইস জগন্নাথ-দরশনে।
আজি শয্যা হৈতে নাহি উঠ কি কারণে?" ১৬১॥
বিদ্যানিধি বলে,—"ভাই, হেথায় আইস।
সব কথা কব মোর এথা আসি বৈস ॥" ১৬২॥
দামোদর আসি' দেখে—তান দুই গাল।
ফুলিয়াছে, চড়চিহ্ন দেখেন বিশাল ॥১৬৩॥

দামোদর-সকাশে পুণ্ডরীকের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কথন—

দামোদরস্বরূপ জিজ্ঞাসে,—"একি কথা।
কেনে গাল ফুলিয়াছে, কিবা পাইলে ব্যথা ॥"১৬৪
হাসিয়া বলেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
"শুন ভাই, কালি গেল যতেক সংশয় ॥১৬৫॥
মাণ্ডুয়া বস্ত্রেরে যে করিলুঁ অবজ্ঞান।
তা'র শাস্তি গালে এই দেখ বিদ্যমান ॥১৬৬॥
আজি স্বপ্নে আসি' জগন্নাথ-বলরাম।
দুই-দণ্ড চড়ায়েন নাহিক বিশ্রাম ॥১৬৭॥
'মোর পরিধানবস্ত্র করিলি নিন্দন।'
এত বলি' গালে চড়ায়েন দুই জন ॥১৬৮॥
গালে বাজিয়াছে যত অঙ্গুলের অঙ্গুরী।
ভালমতে উত্তরো করিতে নাহি পারি ॥১৬৯॥

বিদ্যানিধির লজ্জা-লীলা—

এ লজ্জায় কাহারে সম্ভাষা নাহি করি।
গাল ভাল হৈলে সে বাহির হইতে পারি ॥১৭০॥
এত কথা অন্যত্র কহিতে যোগ্য নহে।
বড় ভাগ্য হেন ভাই, মানিল হৃদয়ে ॥১৭১॥

অপরাধ-অনুরূপ-শাস্তিবরণ-লীলা—

ভাল শাস্তি পাইলুঁ অপরাধ-অনুরূপে।
এ নহিলে পড়িতাম মহা-অন্ধকূপে ॥" ১৭২॥

স্বরূপের বিদ্যানিধি-সহ সখ্যরস—

বিদ্যানিধিপ্রতি দেখি' স্নেহের উদয়।
আনন্দে ভাসেন দামোদর মহাশয় ॥১৭৩॥
সখার সম্পদে হয় সখার উল্লাস।
দুই জনে হাসেন পরমানন্দহাস ॥১৭৪॥
দামোদরস্বরূপ বলেন,—"শুন ভাই!
এমত অদ্ভুত দণ্ড দেখি শুনি নাই ॥১৭৫॥

দামোদরের বিস্ময়, উভয়ের কৃষ্ণপ্রসঙ্গ—

স্বপ্নে আসি' শাস্তি করে আপনে সাক্ষাতে।
আর শুনি নাই, সবে দেখিলুঁ তোমাতে ॥" ১৭৬॥

পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি পরমভক্ত হইলেও তাঁহার শ্রীজগন্নাথদেবের ভক্তগণের আচরণ দোষ-দর্শনাভিনয় হওয়ায় তাঁহার অভিনীত ভ্রান্তির নিরাস-কল্পে ভক্তবৎসল ভগবানের লীলা ॥১২২॥

মাড়ুয়া কাপড় ব্যবহারে বিদ্যানিধি যে দোষ কীর্তন করিলেন, তৎফলে বিদ্যানিধিকে স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরাম আসিয়া দুই গালে প্রচুর চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধি কানাই-বলাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁহারা বিদ্যানিধিকে অনর্থক দণ্ডবিধান করিতেছেন কেন? তাঁহার কি অপরাধ? যখন অপরাধ সাব্যস্ত হইল তখন তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ॥১৩০॥

হেনমতে দুই সখা ভাসেন সন্তোষে।
রাত্রি-দিন না জানেন কৃষ্ণকথারসে ॥১৭৭॥

বিদ্যানিধির প্রভাব—গৌরচন্দ্রের বিদ্যানিধিকে "বাপ" সম্বোধন—

হেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রভাব।
ইহানে সে গৌরচন্দ্র প্রভু বলে 'বাপ' ॥১৭৮॥

বিদ্যানিধির গঙ্গাভক্তি—

পাদস্পর্শভয়ে না করেন গঙ্গাস্নান।
সবে গঙ্গা দেখেন, করেন জলপান ॥১৭৯॥

প্রভুর ভক্তের জন্য ক্রন্দন—

এ ভক্তের নাম লৈঞা গৌরাঙ্গ ঈশ্বর।
'পুণ্ডরীক বাপ' বলি' কান্দেন বিস্তর ॥১৮০॥

তাঁহার অপরাধ কি, এই জিজ্ঞাসার উত্তরে জগন্নাথ বলিলেন—তাঁহাকে ও তাঁহার সেবকগণের মাড়যুক্ত কাপড় পরিধান করার সমালোচনায় তাঁহার যে দোষদর্শন হইয়াছে, তাহাই অপরাধ। যদি তিনি ধর্ম্মাচরণ ও জাতীয় আচরণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার শ্রীক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজগৃহে থাকিয়া ঐরূপ আচরণ করাই ভাল। এই সকল আপাতদর্শনে দোষ হয় ॥১৩৫॥

ঘাঁটিলুঁ—ঘাট মানিলাম, হার মানিলাম ॥১৩৭॥

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নিজের শারীরিক ক্লেশ স্মরণ করিয়া বুঝিলেন যে, শ্রীভগবানের শ্রীহস্তসংস্পর্শে তাঁহার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। ভগবান্ তাঁহাকে শাসন করিয়াছেন—ইহাতেই তাঁহার পরমানন্দ;—ইহাই সেবকের প্রতি প্রভুর প্রকৃত দয়া ॥১৩৯॥

ভগবান্ অভক্তের প্রতি সর্ব্বদা পুরস্কার ও দণ্ডবিধান হইতে পৃথক্ থাকেন। তিনি ভক্তের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ায় প্রিয়ভক্তকে স্বপ্নাদি ব্যাপার-মধ্যে দণ্ডদ্বারা শোধন করিয়া থাকেন ॥১৫৫॥

তথ্য। বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে। যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥—(ভাঃ ১।১।১৯) নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং, শুকমুখাদমৃত-দ্রবসংযুতম্। পিবত ভাগবতং রসমালয়ং, মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥—(ভাঃ ১।১।৩); কো নাম তৃপ্যেদ্রসবিৎ কথায়াং, মহত্তমৈকান্ত পরায়ণস্য। নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মু,-র্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ ॥—(ভাঃ ১।১৮।১৪); ব্রহ্মন্ কৃষ্ণকথাঃ পুণ্যা মাধ্বীর্লোকমলাপহাঃ। কো নু তৃপ্যেত শৃণ্বনঃ শ্রুতজ্ঞো নিত্যনূতনাঃ ॥—(ভাঃ১০।৫২।২০); ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ। মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ॥—(ভাঃ ৪।২০।২৪); যশঃ শিবং সুশ্রব আর্য্যসঙ্গমে, যদৃচ্ছয়া চোপশৃণোতি তে সকৃৎ। কথং গুণজ্ঞো বিরমেদ্বিনা পশুং, শ্রীর্যৎ প্রবব্রে গুণসংগ্রহেচ্ছয়া ॥—(ভাঃ ৪।২০।২৬); নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানা,-দ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ। ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ, পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥—(ভাঃ ১০।১।৪); সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো, যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসামপি। প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ, স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধুবার্ত্তা ॥—(ভাঃ ১০।১৩।২); তুল্যশ্রুততপঃশীলাস্তুল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ। অপি চক্রুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রূষবোঽপরে ॥—(ভাঃ ১০।৮৭।১১) তথা বৈষ্ণবধর্ম্মাংশ্চ ক্রিয়মাণানপি স্বয়ম্। সংপৃচ্ছেত্তদ্বিদঃ সাধূনন্যোন্যপ্রীতিবৃদ্ধয়ে ॥ তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্। শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥—(ভাঃ ১০।৩১।৯) ॥১৭৭॥

অর্থাৎ যাঁহার লীলা শ্রবণ করিতে রসিকগণের আস্বাদন প্রতিপদে উত্তরোত্তর স্বাদু হইতেও স্বাদু হয়, সেই উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণের গুণ-লীলা-কথাদিতে অধিক আস্বাদন পাইবার আশায় আমরা বিশেষভাবে তৃপ্ত হইতেছি না, অর্থাৎ হরিকথা শুনিয়া যথেষ্ট বা পর্য্যাপ্ত বোধ করিতেছি না, বরং উত্তরোত্তর আমাদের কৌতূহল ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছে। হে ভগবৎপ্রীতিরসজ্ঞ অপ্রাকৃত রসবিশেষ-ভাবনা-চতুর ভক্তবৃন্দ! শ্রীশুকমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া শিষ্যপ্রশিষ্যাদি-পরম্পরাক্রমে স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে অখণ্ডরূপে অবতীর্ণ, পরমানন্দরসময়, ত্বক্-অস্থি প্রভৃতি কঠিন হেয়াংশ-রহিত তরলপানযোগ্য এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক বেদকল্প-তরুর প্রপক্ব ফল আপনারা মুক্ত অবস্থায়ও পুনঃ পুনঃ পান করিতে থাকুন। পরমমুক্ত পুরুষগণও স্বর্গাদি সুখের ন্যায় ইহাকে উপেক্ষা না করিয়া নিত্যকাল সেবা করিয়া থাকেন। পরম-শ্রেষ্ঠ মহাত্মগণের একমাত্র আশ্রয়স্থান প্রাকৃতগুণ-

বিদ্যানিধি-চরিত্র-শ্রবণের ফল—

পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি-চরিত্র শুনিলে।
অবশ্য তাঁহারে কৃষ্ণপাদপদ্ম মিলে ॥১৮১॥

উপসংহার—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৮২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীপুণ্ডরীকবিদ্যানিধি-লীলাবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অন্ত্যখণ্ড সমাপ্ত।

ইতি শ্রীশ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস-ঠক্কুর-বিরচিতং শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতং সম্পূর্ণম্ ॥

রহিত। যে ভগবানের গুণসমূহের শিব-ব্রহ্মাদি যোগেশ্বর-গণও ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই, সেই ভগবানের কথায় কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তি তৃপ্তির শেষ লাভ করিতে পারেন! হে ব্রহ্মন্! কৃষ্ণকথা মহাফলদায়িনী, শ্রুতিসুখকরী, লোক-দিগের অনর্থনাশিনী এবং নিত্যনূতন নূতনরূপে প্রতীয়মানা; অতএব কোন্ শ্রুতসারজ্ঞ ব্যক্তি উহা শ্রবণপূর্ব্বক তৃপ্তির শেষ করিতে পারেন? হে নাথ, যে মোক্ষপদে মহত্তম ভাগবতগণের অন্তর্হৃদয় হইতে মুখমার্গদ্বারা বিনিঃসৃত ভবদীয় পাদপদ্ম-সুধার যশোগান শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা না থাকে, আমি সেই মোক্ষপদও প্রার্থনা করি না। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার গুণ কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিবার জন্য আমাকে অযুত কর্ণ প্রদান করুন,—ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয় বর, আমি অন্য কিছুই চাই না। হে মঙ্গলকীর্ত্তে, যে ব্যক্তি মহাজনগণের সাহচর্য্যে আপনার মঙ্গলপ্রদ যশ একবারও কোনপ্রকারে শ্রবণ করেন, তিনি যদি একেবারে পশু না হইয়া একটুও সারগ্রাহী হন, তাহা হইলে তিনি আর তাহা হইতে বিরত হইতে পারেন না; কারণ, লক্ষ্মীদেবীও নিখিলগুণ সংগ্রহ করিবার ইচ্ছায় আপনার যশোশ্রবণকেই প্রকৃষ্টরূপে আশ্রয় করিয়াছেন। উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তন শ্রৌতপারম্পর্য্যে সাধিত হয় অর্থাৎ শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রুত হইয়া পশ্চাতে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন কৃষ্ণেতর-বিষয়-তৃষ্ণারহিত মুক্তকুলের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তিত হয়। এই সঙ্কীর্ত্তন (মুমুক্ষুগণের) ভবরোগের ঔষধস্বরূপ, ইহা (রুচিপর ভক্তের) হৃৎকর্ণ-রসায়ন। পশুঘাতী ব্যাধ অথবা আত্মঘাতী অপরাধী ব্যতীত আর কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বা এই হরিকীর্ত্তন হইতে বিরত হন্? একমাত্র হরিকথাই সারগ্রাহী সজ্জনগণের বাক্যের, শ্রবণেন্দ্রিয়ের ও মনের বিষয়। স্ত্রৈণ ব্যক্তিরা যেমন রমণীবার্ত্তায় নব নব জ্ঞানে আনন্দবোধ করে, তদ্রূপ দেবদেব হরির কথাই সারগ্রাহি-গণের নিকট মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন বলিয়া জ্ঞান হয়। তত্রত্য মুনিগণ তুল্য-শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা ও সংস্বভাবসম্পন্ন এবং শত্রু-মিত্রে উদাসীন—সকলের প্রতি সমভাবযুক্ত বলিয়া প্রত্যেকেই প্রবচন-সমর্থ হইলেও এক সনন্দনকেই প্রবক্তা অর্থাৎ ব্যাখ্যাকর্তৃরূপে নির্ণয় করিয়া অপর সকলে শ্রবণাভি-লাষী হইলেন। স্বয়ং বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও পরস্পর প্রীতিবর্দ্ধনার্থ তত্ত্বধর্ম্মবিদ্ সাধুদিগের নিকট প্রশ্ন করিবে। তোমার কথামৃত তদীয় বিরহকাতর জনগণের জীবন-স্বরূপ, প্রহ্লাদাদি ভক্তগণও তাঁহার স্তব করেন। উহা প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপবিনাশক, শ্রবণমাত্রে মঙ্গলপ্রদ, প্রেমসম্পত্তিদায়ক এবং কীর্ত্তনকারিগণ-কর্ত্তৃক বিস্তৃত। সুতরাং হরিকথাকীর্ত্তনকারীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা ॥১৭৭॥

মর্য্যাদা-পথে শ্রীকৃষ্ণচরণামৃত-বোধে কতিপয় ভক্ত গঙ্গায় অবগাহন করেন না, গঙ্গাজলে পদবিক্ষেপ না করিয়া গঙ্গাজল পান ও দর্শন করেন মাত্র ॥১৭৯॥

শ্রীগৌরসুন্দর-বর লীলা তাঁ'র মনোহর
নিত্যানন্দস্বরূপ প্রকাশ।
আচার্য্য অদ্বৈত আর গদাধর শক্তি তাঁ'র
পঞ্চতত্ত্ব ভক্ত শ্রীনিবাস॥

পতিতপাবন শ্রেষ্ঠ শ্রীগৌরকিশোরশ্রেষ্ঠ
পতিতজনের তাঁ'রা গতি।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণী-নামে মাতা
বিশ্বম্ভরপদে যাঁ'র মতি॥

বৃন্দাবন সুত তাঁ'র করুণার পারাবার
'শ্রীচৈতন্যভাগবত' যাঁ'র।
নিত্যানন্দ-শেষভৃত্য হরিজনসেবা-কৃত্য
বুঝা'ল যে সর্ব্বসার-সার॥
বৈষ্ণব-মহিমা যত বর্ণিলেন সুসঙ্গত
তাহার তুলনা কোথা' নাই।
বৈষ্ণব-বিরোধি-জন সতত তাপিত মন
মূল্যহীন সেই ভস্ম ছাই॥
নিতাই-বিমুখজনে দয়া-পাত্র তা'রে গণে'
পদাঘাত করে তা'র শিরে।
এহেন দয়াল বীর নাহি ত্রিভুবনে ধীর
লয়ে যায় বিরজার তীরে॥
মূঢ়জন না বুঝিয়া অহঙ্কারে মত্ত হিয়া
'ক্রোধী' বলি' করয়ে স্থাপন।
বৈষ্ণবের দয়া-দণ্ড কভু না বুঝয়ে ভণ্ড
নীচচিত্ত করিয়া গোপন॥
'শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্য' নাম ভক্তজন-সেবা-কাম
লিখি, ছাড়ি' কপটাদি ছল।
ভাগবত-ব্যাখ্যা-কালে প্রভু মোরে সদা পালে'
চিত্তে দেয় যথোচিত বল॥
শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ শুদ্ধভক্তিমত
কহে সদা শ্রীভক্তিবিনোদ।
নিরন্তর পাঠফলে কুবুদ্ধি যাইবে চ'লে
কৃষ্ণপ্রেমে লভিবে প্রমোদ॥

নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিকাম নহে কভু ভক্তিধাম
বৈষ্ণব-সেবায় নাহি ভোগ।
ভক্তসেবা-ফলে প্রেম সেই মূল্যবান্ ক্ষেম
বিগত হইবে সর্ব্বরোগ॥
লীন হইবার আশা চালিলে কপটপাশা,
দূরে যা'বে সকল মঙ্গল।
স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয় ভক্তি-বলে হয় ক্ষয়
ভাগবত-ভজন-কৌশল॥
শ্রীবার্ষভানবী আশ তাঁহার দয়িতদাস
ভাষ্য-লেখকের পরিচয়।
ভকতিবিমুখ জন বিষয়েতে ক্লিষ্টমন
তবু যাচে প্রভু পদাশ্রয়॥
শ্রীগৌড়মণ্ডল-মাঝ নবদ্বীপ তীর্থরাজ
মায়াপুর গৌরজন্মস্থল।
তথায় চৈতন্যমঠ নাহি বসে যথা শঠ
গৌরজনে করিয়া সম্বল॥
ভকতিবিনোদ-দাস সঙ্গে মোর সদা বাস
তাঁ'দের অনুজ্ঞা শিরে ধরি'॥
চারিশত-ছ'চল্লিশে সমাপিনু জ্যৈষ্ঠশেষে
উটকামণ্ডের শৈলোপরি॥
ভাষ্যরচনার কালে ভক্তগণ মোরে পালে
গৌরব-সম্ভ্রমে মোরে ছলে।
অবকাশ সদা দিয়া ভক্তিপথে চালাইয়া
স্নেহের ডোরিকা দিয়া গলে॥

শ্রীগৌরাঙ্গভক্তগণ শ্রীভক্তিবিনোদ-জন
তাঁ'দের চরণে মোর গতি।
ভাষ্যলিখনের ব্যাজে ত্রিদণ্ডিসেবক সাজে
রহু যেন নিষ্কপটসেবা-মতি॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতগ্রন্থের **"গৌড়ীয়-ভাষ্য"** সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সূচীপত্র

মাতৃকা-ক্রমে প্রথম ও তৃতীয় চরণের শ্লোকসূচী

[প্রথম অক্ষরটী 'খণ্ড', দ্বিতীয় সংখ্যাটী 'অধ্যায়' এবং তৃতীয় সংখ্যাটী শ্লোক-সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতেছে]

প্রয়োজনীয় অংশের পত্ত-সূচী

ঈ

উ

ঊ

এ

ষ

স

শব্দ-সূচী

অ

ই

ঈ

ঊ

ঋ

এ

ঐ

ও

ঔ

ক

ধ

ন

প

ভ

ম

য

ল

ষ

স

হ

পাত্র-সূচী

অ

উ

ক

বধ-লীলান্তে নিত্যানন্দ-প্রভুর সঙ্গি-বালকগণসহ নৃত্য) আ ৯।৪১, (ভক্তি-প্রাধান্য অস্বীকার-হেতু মুকুন্দের আত্ম-ধিকার-প্রসঙ্গে ভক্তিযোগ-প্রশংসা-মুখে কৃষ্ণপ্রিয় ভক্তগণ ও কৃষ্ণদ্বেষী কংসের পরিণাম বর্ণন) ম ১০।২৩০; (কংসাদির প্রতিকূল অনুশীলন-দ্বারা মোচন সম্ভব হইলেও কৃষ্ণদ্রোহ-জনিত পাপ-ফল-ভোগ অনিবার্য্য) ম ১৩। ২৭৩ ; (কংসের সংহারক কৃষ্ণই মহা-প্রভু) ম ১৯।১৪৫; অ ১।২৬০; ৪।২১৫, ২১৭; (দেবকীর কংসহস্তে নিহত পুত্র-ষট্‌কের দর্শন-লালসা অ ৬।৪৯, (কংসের দেবকীপুত্র-বিনাশ-জন্য পাপ-হেতু নিজেরও বিনাশ-লাভ) অ ৬।৭৫; (ভাগিনেয় হইলেও কংসের দেবকী-পুত্র বিনাশ) অ ৬।৮৭

কংসাসুর—ম২৩।২৮৬ ; ২৭।৪৫

কংসারি—(প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনকালে স্বভাব-জ্ঞাপন) ম ২৩।২৮৬

কপিল (জ্ঞান-প্রদর্শক অবতার)—(নিত্যানন্দ প্রভুর তীর্থ-ভ্রমণ-লীলায় সিদ্ধপুরে কপিলের স্থানে গমন) আ ৯।১১৭ ; (কপিলের ভাবে মহাপ্রভুর জননীকে শিক্ষাদান লীলা) ম ১।২৪১; (জীবোদ্ধার-কারণ স্বামিহীনা জননী-ত্যাগ-লীলা) ম ৩।১০১ ; (মহাপ্রভুর কপিল-জননী-সহ স্বীয় জননীর অভিন্নত্ব কথন) ম ২৭।৪৩ ; (অভিন্ন গৌরচন্দ্র) অ ১।২৫৩

কমললোচন (রুক্মিণীশ) ম ১৮।৯৬

কমললোচন (গৌরহরি) আ ৪।৮; ১০।৪; ম ১৩।১১৪ ; ২৭।২১ ; অ৫।১২

কমলা (লক্ষ্মী)—আ ১০।৭৩, ১২৫ ; ১৫। ২০৫, ২০৬ ; ম ২।২৮৩; ৫।১২২ ; ৯।১৯২ ; ১০।২২৬; ১৩।১২৪; ১৮। ১২৬, ২০৪ ; ১৯।১১৬ ; ২৩।১৫৮ ; (গৌরপদ-প্রার্থিনী) ম ২৩।২৮১

কমলাকান্ত —(মহাপ্রভুর নবদ্বীপে বিদ্যাবিলাস-লীলায় কতিপয় মুখ্য সহাধ্যায়ীর অন্যতম) আ ৮।৩৮

কমলাকান্ত পণ্ডিত (নিত্যানন্দ পার্ষদ) অ ৫।৭২৯ [চৈঃ চঃ পাত্রসূচী ও চৈঃ চঃ আ ১২।২৮ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য] সম্ভবতঃ 'কমলাকান্ত' ও 'পণ্ডিত কমলাকান্ত' একই ব্যক্তি।

কমলানাথ—ম ১৬।১৩৯; **কমলার কান্ত** ম ২৩।১০৮ ; **কমলার নাথ** ম ২০।৮৮ ; **কমলা-শ্রীহরি** আ ১৫। ২০৬

কর্দ্দম (প্রজাপতি)—(কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য)) ম ১৪।৪২

কল্কী—(ব্রহ্মাদির শচীগর্ভস্তুতিকালে অবতারী গৌর-ভগবানের কল্ক্যবতার-লীলা কথন) আ ২।১৭৪; (অবতারী মহাপ্রভুর অবতার-লীলা-ভাব-প্রদর্শন) ম ২৬।৬৩; অভিন্ন শ্রীগৌরহরি অ ১। ২৫২

কশ্যপ (প্রজাপতি)—(জগন্নাথ মিশ্রে সর্ব্ব বাসুদেব-তত্ত্বের জনকবর্গের সম্মিলন) আ ২।১৩৮ ; (কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য) ম ১৪।৪২

কাজি-(মৌলানা সিরাজুদ্দিন, নামান্তর চাঁদকাজি)—(প্রথমে নদীয়ায় কীর্ত্তন-বিরোধ, পরে মহাপ্রভুর কৃপালাভ) আ ১।১৩০-১৩১ (সূত্র) ; (কীর্ত্তনকারী নগরিয়াগণের প্রতি নির্য্যাতন) ম ২৩। ১০১-১১১ ; (মহাপ্রভুর প্রতি কাজির ক্রোধোক্তি) ম ২৩।১১২; (প্রভুসমীপে নগরিয়াগণের কাজির অত্যাচার-বর্ণন) ম ২৩।১১৬; (মহাপ্রভুর কাজির প্রতি ক্রোধোক্তি) ম ২৩।১২২, ১২৬; (নগর-কীর্ত্তনীয়াগণের কাজির প্রতি রোষ) ম ২৩।২৩২, ৩১৮, ৩৩২ ; (নগরিয়াগণের আনন্দে পাষণ্ডিগণের গাত্র-দাহ) ম ২৩।৩৩৭, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৫; (কাজির বাড়ীর দিকে প্রভুর আগমন) ম ২৩।৩৫৯ ; (বাদ্য কোলাহল-শ্রবণে অনুসন্ধানার্থ কাজির অনুচর-প্রেরণ) ম ২৩।৩৬০, ৩৬২ ; (অনুচরগণের ভীতি) ম ২৩।৩৬৩-৩৬৪, ৩৭১, ৩৭৬ ; (কীর্ত্তন-কোলাহল-শ্রবণে কাজির পরামর্শ) ম ২৩।৩৭৮, ৩৭৯ ; (কীর্ত্তন-কোলাহলে কাজির ভয়ে পলায়ন) ম ২৩।৩৮১, ৩৮৭-৩৮৮, ৩৯০ ; (কাজির বাড়ীতে অত্যাচার) ম ২৩।৩৯৭, ৪১৪, ৪১৮, ৪২০

কাজি (আঁড়িয়াদহ গ্রামবাসী কীর্ত্তন-বিদ্বেষী)—(শ্রীদাসগদাধরের কৃপায় মহা হিংস্রক ধর্ম্মবিরোধী কাজির সদ্বুদ্ধি, 'হরি' বলিবার প্রতিশ্রুতিদান ও হিংসাধর্ম্মত্যাগ) অ ৫।৩৯৫-৪০২, ৪০৬, ৪১৪, ৪১৫

কাজি (ঠাকুর হরিদাস-বিরোধী) (মুলুক-পতি-সমীপে যবনকুলোদ্ভূত হইয়াও হিন্দুর আচার গ্রহণের জন্য হরিদাস-বিরুদ্ধে অভিযোগ) আ ১৬।৩৬ ৩৭ ; (হরিদাস ঠাকুরের অদ্বয়জ্ঞান-বিচার-শ্রবণে মুলুকপতি-প্রমুখ সকলেরই সন্তোষ, একমাত্র কাজীরই অসন্তোষ ও ঠাকুরকে দণ্ডদানার্থ মুলুকপতিকে অনুরোধ) আ ১৬।৮৭-৮৯, ৯১; (হরি-দাসের নামনিষ্ঠা-শ্রবণে ২২ বাজারে বেত্রাঘাত-দ্বারা প্রাণ-গ্রহণ-রূপ শাস্তির ব্যবস্থা প্রদান) আ ১৬।৯৬, ১২০ ; (ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যান-সমাধি-প্রস্তু দেহকে শববুদ্ধিতে মুলুকপতির সমাধি প্রদানের আদেশ, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি কাজীর

খ

গ

সগৌরবে পুরী-ব্যবহৃত আত্মনেপদ-প্রয়োগে দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক গৃহগমন, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পুরীর চিন্তা ও আত্মনেপদী বলিয়াই সিদ্ধান্ত, পরদিন পুরীর তদ্বিষয় প্রভুকে নিবেদন, ভক্তবাক্য-সত্যকারী প্রভুবিশ্বম্ভরের ভৃত্য-জয়-নিমিত্ত তদনুমোদন, ভক্ত-গৌরব-বর্দ্ধনই ভক্তভক্তিমান্ প্রভুর কার্য্য, পুরী-সঙ্গে বিদ্যারসাস্বাদন, পুরীর কিয়ন্মাস নবদ্বীপ-অবস্থানান্তে তীর্থপর্য্যটনে গমন, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-কৃপায় ঈশ্বরপুরীর প্রেম-সম্পত্তিলাভ) আ ১১।৯৬-১২৬, (প্রভুর নিত্যগ্রন্থানুশীলন-লীলা, নবদ্বীপের অধ্যাপকবর্গকে তর্কোত্থাপন-পূর্ব্বক পরাজয়, ব্যাকরণশাস্ত্রে মাত্র পারঙ্গত হইয়া বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞকেও তৃণজ্ঞান) আ ১২।২-৪, (শিষ্য-সহ নগর-ভ্রমণ) আ ১২।৫, (দৈবাৎ একদিন মুকুন্দ-সহ সাক্ষাৎ,প্রভুর মুকুন্দকে প্রশ্ন ও তাহার সদুত্তর প্রদানার্থ নির্ব্বন্ধ-প্রকাশ, মুকুন্দের বৈয়াকরণ নিমাইকে অলঙ্কার-শাস্ত্র-দ্বারা জিগীষা, প্রভু ও মুকুন্দের বিচারারম্ভ, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ প্রভুর মুকুন্দকে পরাজয়, মুকুন্দের প্রভু-পদধূলি লইয়া গৃহাগমন-পথে, প্রভুর অলৌকিক পাণ্ডিত্যের প্রশংসা, পাণ্ডিত্য-সহ কৃষ্ণভক্তি-মিশ্রণে মুকুন্দের নিরন্তর প্রভু-সঙ্গ-সুখ প্রার্থনা) আ ১২।৬-১৯, 'বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর' আ ১২।২০, (অন্য একদিন গদাধর-সহ মিলন প্রভুর ন্যায়-পাঠী গদাধরকে মুক্তিলক্ষণ জিজ্ঞাসা, গদাধরকৃত আত্যন্তিক দুঃখ-নাশাদি ব্যাখ্যায় দোষ-প্রদর্শন) আ ১২।২০-২৫, (নিমাই-সহ বিচারে সকলেরই অসামর্থ্য, গদাধরেরও ভীতি) আ ১২।২৩, 'সরস্বতীপতি' আ ১২।২৫, (প্রভুর গদাধরকে গৃহগমনে অনুমতিদান ও পরদিবস শীঘ্র আসিবার অনুরোধ) আ ১২।২৭, (গদাধরের প্রভুপদে নমস্কার পূর্ব্বক গৃহগমন) আ ১২।২৮, (জিগীষু নিমাইর নগর-ভ্রমণ, সকলেরই নিমাইকে মহাপণ্ডিত জ্ঞানে সম্মান দান, অপরাহ্নে সশিষ্য প্রভুর গঙ্গাতটে উপবেশন-পূর্ব্বক শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, বৈষ্ণবগণেরও দূরে থাকিয়া প্রভুর বিচার-শ্রবণ এবং অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও রূপলাবণ্যসত্ত্বেও প্রভুর স্বভজন-বিভজনের সঙ্গোপন-হেতু দুঃখপ্রকাশ) আ ১২।২৮-৪০, (প্রভুর কৃষ্ণভক্তি-প্রকটন-জন্য আশীর্ব্বাদচ্ছলে ভক্তগণের প্রভুপাদ-পদ্মে সকাতর নিবেদন ও কৃষ্ণসমীপে প্রার্থনা) আ ১২।৪১-৪৪, (সর্ব্বান্তর্যামী লোকশিক্ষক প্রভুর শ্রীবাসাদি ভক্ত-প্রতি মর্য্যাদাপ্রদর্শন এবং ভক্ত-আশীর্ব্বাদ স্বীকার ; ভক্ত-আশীর্ব্বাদেই কৃষ্ণভক্তির উদয়) আ ১২।৪৫-৪৬, (প্রভুর কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলাদর্শন-জন্য ভক্তগণের ব্যাকুলতা এবং তজ্জন্য প্রভু-সাক্ষাতেই কৃষ্ণমতি ব্যতীত শাস্ত্রাধ্যয়ন বা বিদ্যার নিষ্ফলত্ব জ্ঞাপন) আ ১২।৪৭-৪৯, (মানদধর্ম্মশিক্ষক প্রভুর নিজ-জন-সমীপে কৃষ্ণভক্তির উপদেশ-প্রার্থনা) আ ১২।৫০, (জীব-প্রতি বৈষ্ণবের শুভকামনা হইতেই জীবের ভাগ্যোদয়) আ ১২।৫১, (কিয়দ্দিন অধ্যাপনানন্তর প্রভুর শুদ্ধবৈষ্ণব-সমীপে গমনেচ্ছা-জ্ঞাপন) আ ১২।৫২, (প্রভু-ইচ্ছাবশতঃই ভক্তগণের প্রভুকে ভগবান্ বলিয়া অনুপলব্ধি) আ ১২।৫৩, (সর্ব্বচিত্তহর ঠাকুর) আ ১২।৫৪, (কখনও গঙ্গাতটে, কখনও নগর-ভ্রমণে) আ ১২।৫৫, (পৌরজন, নারী, পণ্ডিত, বৃদ্ধ, যোগী ও দুষ্টগণের প্রভু-দর্শনে বিভিন্নপ্রতীতি) আ ১২।৫৬-৫৯, (প্রভুর সম্ভাষণকালে আকৃষ্টের তদ্বশ্যতা-স্বীকার) আ ১২।৬০, (নিমাইর বিদ্যাবিলাস-গর্ব্বোক্তিতেও সকলের সন্তোষ) আ ১২।৬১, (যবনেরও প্রভুপ্রীতি, জাতিনির্ব্বিশেষে সর্ব্বভূত-কৃপালু প্রভু) আ ১২।৬২, (মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহে প্রভুর চতুষ্পাঠী, পঞ্চাঙ্গ-ন্যায়-ক্রমে প্রভুর অধ্যাপন, মুকুন্দ-সঞ্জয়ের তাহাতে আনন্দ) আ ১২।৬৩-৬৫, (বিদ্যাবিলাসলীলাময় প্রভু) আ ১২।৬৬, (একদিন বায়ুরোগচ্ছলে প্রভুর প্রেম-বিকার-প্রকাশ, আত্মীয়-স্বজনের তৎপ্রতিকারার্থ আগমন) আ ১২।৬৭-৭১, (সগোষ্ঠী বুদ্ধিমন্তখান ও মুকুন্দসঞ্জয়ের প্রভুগৃহে আগমন) আ ১২।৭২, (প্রভুর প্রেমবিকার না বুঝিয়া সকলের সাধারণ বায়ুরোগ-জ্ঞানে প্রতিকার-চেষ্টা, (প্রভুর স্বমুখে নিজ ঈশ্বরত্ব ও বিশ্বম্ভরত্ব কথন, প্রভু-ইচ্ছায় তদনুপলব্ধি, প্রভুর প্রেম-চেষ্টাদর্শনে নানালোকের নানামত, প্রভুর দেহে ও শিরে বায়ুতৈল ম্রক্ষণ ও অভ্যঞ্জন, অতঃপর স্বেচ্ছায় প্রভুর বহির্দ্দশাপ্রকটন) আ ১২।৭৩-৮৪, (তদ্দর্শনে চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি ও নিমাইর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা) আ ১২।৮৫-৮৬, (প্রভুকৃপা ব্যতীত তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়) আ ১২।৮৭, (বৈষ্ণবগণের প্রভুকে কৃষ্ণভজনে উপদেশ-দান) আ ১২।৮৮-৮৯, (বৈষ্ণববাক্যানুমোদনাভিবাদনান্তে প্রভুর অধ্যাপনা-রম্ভ) আ ১২।৯০, (মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে প্রভুর বায়ুতৈলাক্ত-শিরে

সৌভাগ্য-লাভ) আ ১৪।৩০-৩৩, (কাহারও বা মহাপ্রভুর দীন জীব-উদ্ধারণ-লীলা-মহিমা বর্ণন) আ১৪।৩৪, (প্রভুর নিজজন ব্রহ্মাদি-দুর্লভ কৃপা-প্রসাদ আপামরে বিতরণ-প্রতিজ্ঞা) আ ১৪।৩৫-৩৬, (প্রসাদ-বঞ্চিত দীন জীবকে প্রভুর স্বয়ং প্রসাদান্ন-বিতরণ-লীলা) আ ১৪।৩৭, (লক্ষ্মীদেবীর সেবা-দর্শনে গৌর-নারায়ণের সন্তোষ) আ ১৪।৩৮, (লক্ষ্মীর প্রভুপাদ-সম্বাহন) আ ১৪।৪৫, (প্রভুর পদতলে শচীদেবীর কথন ও দিব্যজ্যোতির্দর্শন) আ ১৪।৪৬, (নবদ্বীপে গৌরনারায়ণ ও লক্ষ্মী-দেবীর গূঢ়রূপে অবস্থান) আ ১৪।৪৮, (স্বতন্ত্র প্রভুর পূর্ব্ববঙ্গোদ্ধারণেচ্ছা; মাতৃ-সমীপে স্বাভিপ্রায় জ্ঞাপন, লক্ষ্মী-দেবীকে মাতৃসেবার্থ উপদেশ-দান ও সশিষ্য প্রভুর পূর্ব্ববঙ্গ-যাত্রা) আ ১৪। ৪৯-৫২, (পথিমধ্যে যাবতীয় নর-নারীর প্রভুর রূপ-গুণ-প্রশংসা) আ ১৪।৫৩-৫৭, (পদ্মাতীরে প্রভুর আগমন) আ ১৪।৫৮, (পদ্মার তরঙ্গ ও পুলিন-শোভা বর্ণন) আ ১৪।৫৯ ও ৬২, (সশিষ্য প্রভুর পদ্মাজলে স্নান, প্রভুপাদপদ্ম-স্পর্শে পদ্মার তীর্থ-খ্যাতি-লাভ, পদ্মাতীরে প্রভুর কিয়দ্দিন বাস) আ ১৪।৬০-৬১ ও ৬৩, (নবদ্বীপে গঙ্গায় স্নানলীলার ন্যায় সশিষ্য প্রভুর প্রত্যহ পদ্মায় স্নানলীলা) আ ১৪।৬৪-৬৫, (প্রভুর পদস্পর্শে অদ্যাপি পূর্ব্ব-বঙ্গের সৌভাগ্য বর্ণন) আ ১৪।৬৬, (প্রভুর পদ্মাতটে অবস্থান-জন্য সকলের আনন্দ, চতুর্দ্দিকে অধ্যাপকশিরোমণি নিমাই-পণ্ডিতের শুভাগমন-খ্যাতি, বিপ্রগণের উপায়ন-হস্তে প্রভু-সমীপে আগমন ও প্রভুর শুভবিজয়-হেতু আপনাদিগকে ভাগ্যবন্ত বলিয়া জ্ঞাপন, অনায়াসে অসাধনে গৃহে বসিয়া প্রভুর দর্শন-লাভ অত্যন্ত সৌভাগ্যের পরি-চায়ক বলিয়া জ্ঞান) আ ১৪।৬৭-৭৩, (আদৌ অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তিতে প্রভুকে বৃহস্পতিসহ তুলনা ও প্রভুর পাণ্ডিত্য-প্রশংসা, পরে বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে তাঁহাকে ঈশ্বর-জ্ঞান) আ ১৪।৭৪-৭৬, (প্রভুসমীপে বিদ্যাদানার্থ সকলের প্রার্থনা) আ ১৪।৭৭, (অধ্যাপক-সম্প্রদায়ে সর্ব্বত্র প্রভু-কৃত কলাপ-ব্যাকরণের টিপ্পনীর আদর) আ১৪।৭৮, (সাক্ষাতেও সকলকে ছাত্র-জ্ঞানে অধ্যাপনার্থ প্রভু-সমীপে প্রার্থনা) আ ১৪।৭৯, (প্রভুর আশ্বাস-প্রদান ও কিয়দ্দিন তদ্দেশে অবস্থান) আ ১৪। ৮০, (প্রভুপাদ-স্পর্শ-জন্য সৌভাগ্য-বলে অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের গৌরকীর্ত্তনরীতি) আ ১৪।৮১, (মধ্যে মধ্যে পাপিষ্ঠগণের পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া অহংগ্রহোপাসনা প্রবর্ত্তন ও কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-বিরোধ) আ ১৪।৮২-৮৪, (ত্রিগুণ-তাড়িত জীবের আপনাকে 'মায়াধীশ বিষ্ণু' বলিয়া প্রচার অত্যন্ত পাষণ্ডতার পরিচয়) আ১৪।৮৫, (রাঢ়-দেশের 'গোপাল'-অভিমানী বিপ্রা-ধমকে গ্রন্থকারের 'ব্রহ্মদৈত্য,' 'রাক্ষস' ও 'শৃগাল' বলিয়া উক্তি) আ ১৪।৮৬-৮৭, (শ্রীগৌরকৃষ্ণ-ব্যতীত প্রাকৃত জীবে বা জড়ে ঈশ্বর-বুদ্ধি-কারীর নারকিত্ব) আ ১৪।৮৮, (গ্রন্থকারের গৌরকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব-সম্বন্ধে সনির্ব্বন্ধ প্রতিজ্ঞা) আ ১৪।৮৯, অনন্তব্রহ্মাণ্ড-নাথ গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি আ ১৪।৮৯, (গৌরনামাভাস ও গৌরভক্তের মহিমা, দুর্জ্জন বর্জ্জন পূর্ব্বক গৌর-শুভাগমনার্থ গ্রন্থকারের সকলকে উপদেশ দান) আ ১৪।৯০-৯১, (পূর্ব্ববঙ্গে প্রভুর বিদ্যা-বিলাস-লীলা) আ ১৪।৯২ ও ৯৮, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র আ ১৪ ৯২, বৈকুণ্ঠের পতি আ ১৪। ৯৮, (পদ্মাতটে প্রভুর অধ্যাপন ও ভ্রমণ, অগণিত ছাত্র-সংখ্যা, পূর্ব্ববঙ্গবাসীর অধ্যয়নার্থ প্রভু-সমীপে আগমন, প্রভু-কৃপায় দুইমাসের মধ্যেই বিদ্যায় অধিকার লাভ, পদবী-লাভানন্তর বহু-ছাত্রের গৃহে গমন ও অন্যান্য অসংখ্য ছাত্রের আগমন) আ১৪।৯৩-৯৭, (ঈশ্বর-বিরহে লক্ষ্মীদেবীর মনোদুঃখ, শ্বশ্রূ-দেবীর শুশ্রূষা ও আহার-হ্রাস, সর্ব্বরাত্রি ক্রন্দন, সর্ব্বক্ষণ অধৈর্য্য, ভগবদ্বিরহ-সহনে অসামর্থ্য হেতু তচ্চরণে গমনেচ্ছা ও স্বধামবিজয়) আ ১৪।৯৯-১০৫, (একাকিনী শচীমাতার পাষাণ-বিদ্রাবি ক্রন্দন) আ ১৪।১০৬, (মহাপ্রভুর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে স্বভবনে আগমনেচ্ছা, পূর্ব্ববঙ্গবাসীর প্রভুকে যথাসাধ্য উপায়ন-প্রদান, শ্রদ্ধান উপায়নদাতৃ-গণের প্রতি কৃপা পূর্ব্বক প্রভুর তৎ-সমুদয় প্রতিগ্রহ ও সকলের নিকট বিদায় লইয়া স্ব-ভবনে যাত্রা) আ ১৪।১০৯-১১৪, (প্রভু-সঙ্গে বহুছাত্রের নবদ্বীপযাত্রা) আ ১৪।১১৫, (সারগ্রাহী তপনমিশ্রের বৃত্তান্ত :— সাধ্যসাধন-তত্ত্ববিৎ আচার্য্যের সাক্ষাৎকারাভাব-হেতু মিশ্রের সংশয়, নিজইষ্টমন্ত্র জপিয়াও সাধনাঙ্গ-ব্যতীত স্বস্ত্যভাব, একদিন নিশান্তে স্বপ্নদর্শন, স্বপ্নদৃষ্ট দেবতার নিমাই-পণ্ডিতস্থানে গমনার্থ আদেশ ও নিমাইর তত্ত্ব-কথন এবং অন্তর্দ্ধান, মিশ্রের প্রভুসহ মিলনার্থ প্রস্থান,

পদ্মাতটে শিষ্যবেষ্টিত প্রভুসমীপে আগমন, প্রণাম, করযোড়ে অবস্থিতি, সদৈন্যে কাকুক্তি, কৃপা-ভিক্ষা ও সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা) আ ১৪।১১৬-১৩০, **নর-নারায়ণ** আ ১৪।১২৩, (বিপ্রের বিষয়সুখে অনিচ্ছা ও চিত্ত-প্রসাদ-প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া মহাপ্রভুর বিপ্রের কৃষ্ণভজনেচ্ছা মূলক ভাগ্যের প্রশংসা, বিপ্রকে "শ্রীভগবানের স্বভজন-বিভজনার্থ যুগে যুগে অবতরণ ও যুগধর্ম্ম-সংস্থাপন, কলিযুগধর্ম্ম নাম-সংকীর্ত্তন, নামকীর্ত্তন ব্যতীত অন্যবিধ অভিধেয়ের অকর্ম্মণ্যতা, **সংখ্যাতঃ ও অসংখ্যাতঃ নামকীর্ত্তনকারীর মাহাত্ম্য বেদগুহ্য**, নিষ্কপটে কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিসংযোগে কৃষ্ণারাধকের মহাভাগ্য, কৃষ্ণনামই যুগপৎ সাধন ও সাধ্য, নাম ব্যতীত গত্যন্তরাভাব, মহামন্ত্র কি, 'নাম' বলিতে মহামন্ত্রই উদ্দিষ্ট, নাম-সাধন-দ্বারাই ভাব ও প্রেমরূপ সিদ্ধিলাভ" ইত্যাদি উপদেশ-প্রদান) আ ১৪।১৩১-১৪৭, (প্রভুর শিক্ষামৃতপানে বিপ্রের প্রভুসঙ্গে অবস্থান-প্রার্থনা, প্রভুর বিপ্রকে কাশী-গমনাদেশ এবং তথায় সাক্ষাৎকার ও তত্ত্বোপদেশ-প্রদানাঙ্গীকার, বিপ্রকে আলিঙ্গন, বিপ্রের পুলক ও পরমানন্দ-লাভ, বিদায়-সময়ে বিপ্রের প্রভুকে স্বপ্নবৃত্তান্ত-কথন, প্রভুর নিজচ্ছন্নাবতার-রহস্য সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে বিপ্র-প্রতি নিষেধাজ্ঞা) আ ১৪।১৪৮-১৫৫, **বৈকুণ্ঠ-নায়ক** আ ১৪।১৫২, (প্রভুর শুভক্ষণ-লগ্নে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন) আ ১৪।১৫৬, (পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রচুর অর্থ-বৃত্তি-সহ প্রভুর সন্ধ্যায় স্বগৃহে আগমন) আ ১৪।১৫৭, (প্রভুর জননীকে দণ্ডবৎ প্রণাম ও অর্থবৃত্তি-সমূহ তৎ-সমীপে প্রদান পূর্ব্বক শিষ্য-গণ-সহ গঙ্গাস্নানে গমন) আ ১৪।১৫৮-১৫৯, (শচী-মাতার লক্ষ্মীবিরহজন্য কাতরতাসত্ত্বেও রন্ধনোদ্যোগ) আ ১৪।১৬০, (সশিষ্য প্রভুর লোকশিক্ষার্থ গঙ্গা-প্রণাম, স্নান ও গঙ্গা-দর্শনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন, সায়ংকৃত্য-সমাপনান্তে প্রভুর ভোজন ও ভোজনান্তে বিষ্ণু-মন্দিরে উপবেশন, আপ্তবর্গের প্রভুকে পরিবেষ্টন, তাঁহাদের সহিত পূর্ব্ববঙ্গে স্ফূর্ত্তিলীলার ন্যায় সহর্ষে আলাপ, পূর্ব্ব-বঙ্গবাসীর কথা ও সুরের রহস্য-পূর্ব্বক অনুকরণ) আ ১৪।১৬১-১৬৭, **বৈকুণ্ঠ-নাথ** আ ১৪।১৬৪, (আনন্দ-মধ্যে নিরানন্দোদয়-সম্ভাবনায় প্রভু-সকাশে সকলের লক্ষ্মীবিজয়-সংবাদ গোপন ও স্ব-স্ব-গৃহে গমন) আ ১৪।১৬৮-১৬৯,(প্রভুর তাম্বূল-চর্ব্বণ-মুখে কৌতুক-রহস্যালাপ) আ ১৪।১৭০, (পুত্রের মনঃকষ্ট-ভয়ে শচীদেবীর দূরে অবস্থান, প্রভুর মাতৃসমীপে গমন, মাতার দুঃখের ও ঔদাসীন্যের কারণ জিজ্ঞাসা) আ ১৪।১৭১-১৭৫, (প্রভুর কথা-শ্রবণে শচীমাতার মৌনভাবে অবনত মুখে ক্রন্দন) আ ১৪।১৭৬, (প্রভুর মাতৃ-সমীপে লক্ষ্মীদেবীর-তিরোভাব-বার্ত্তা-শ্রবণোল্লেখ) আ ১৪।১৭৭, (লক্ষ্মী-বিজয়-শ্রবণ, অনুবিরহে গৌরনারায়ণের মৌনভাব, প্রথমতঃ লোকানুকরণে কিছু দুঃখ-প্রকাশ, পরে জীবের মোহ-বশতঃ পতিপুত্রাদিতে 'অহং' বুদ্ধি, ভবিতব্যের অখণ্ডনীয়ত্ব, কালের অপ্রতিহত বেগ, সংসারের অনিত্যতা, সংযোগ ও বিয়োগাদির ঈশ্বরেচ্ছা-ধীনত্ব, ঈশ্বরেচ্ছার অনুবর্ত্তনেই দুঃখ-নিবৃত্তি, পতি বর্ত্তমানে পত্নীর গঙ্গা-প্রাপ্তি সৌভাগ্য-পরিচয়াদি তত্ত্বকথা বর্ণন পূর্ব্বক মাতাকে সান্ত্বনা প্রদান) আ ১৪।১৭৮-১৮৭, (মাতাকে প্রবোধ-নান্তে প্রভুর স্বকার্য্যে আত্মনিয়োগ) আ ১৪।১৮৮, (প্রভুর অমৃতময় বচনে সকলের সর্ব্বদুঃখ-বিমোচন) আ ১৪।১৮৯, (গৌরহরির নবদ্বীপে বিদ্যা-বিলাস) আ ১৪।১৯০ **বৈকুণ্ঠনায়ক গৌর-হরি** আ ১৪।১৯০; (গৌরকথা-শ্রবণে ভক্ত্যুদয়) আ ১৫।২, (প্রভুর গূঢ় বিদ্যাবিলাস-লীলা) আ ১৫।৩, **মহাপ্রভু** আ ১৫।৩, (লোকশিক্ষক প্রভুর উষঃকালে সন্ধ্যা-বন্দনাদি ও জননীকে প্রণামান্তে অধ্যাপনলীলা) আ ১৫।৪, (মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে প্রভুর অধ্যাপনা) আ ১৫।৬-৭, (সনা-তনধর্ম্মসংস্থাপক প্রভুর তিলকশূন্য ললাট দর্শনে শিষ্যগণকে তিরস্কার ও তিলক ব্যতীত ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্যকৃত্যের ব্যর্থতা বর্ণন এবং শিষ্য-গণকে যথাবিধি তিলক ধারণ পূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে অধ্যয়নার্থ আগমনোপদেশ) আ ১৫।৮-১৪,(প্রভুর ব্রাহ্মণ ছাত্রগণের স্বধর্ম্ম-পরায়ণতা) আ ১৫।১৫, (প্রভুর নানা ভাবে সকলের দোষোদ্ঘাটন) আ ১৫।১৬, (**নদীয়া-নাগরীবাদ নিরসন**; পরস্ত্রীর প্রতি প্রভুর ব্যবহার) আ ১৫।১৭, (শ্রীহট্টবাসী ও পূর্ব্ববঙ্গবাসি-সহ প্রভুর নানা কৌতুক) আ ১৫।১৮-২৭, (**গৌর-(নদীয়া)-নাগরীবাদ-নিরসন**—বিপ্রলম্ভময়ী গৌরলীলায় গৌরসুন্দরকে 'নাগর' বলিয়া স্তব তত্ত্ব-বিরুদ্ধ) আ ১৫।২৮-৩১, (মুকুন্দসঞ্জয়-মন্দিরে শিষ্যগণ-বেষ্টিত প্রভুর বিদ্যা-

১৬২, (শ্রীসনাতন মিশ্রের বরকে অভ্যর্থনা, বররূপ দর্শনে মিশ্রের বহিঃ-স্মৃতি-লোপ, বরণদ্রব্যদ্বারা জামাতৃ-বরণ, শ্বশ্রূদেবীরও জামাতৃবরণ, জামাতার মস্তকে ধান্যদূর্ব্বাদান ও সপ্তঘৃতপ্রদীপে আরতি এবং খই, কড়ি ফেলিয়া হুলুধ্বনি প্রভৃতি যাবতীয় লোকাচার-সম্পাদন) আ ১৫।১৬৩-১৬৯, (নানা ভূষণে ভূষিতা আসনারূঢ়া মহালক্ষ্মীকে বিবাহস্থলে আনয়ন, প্রভুর আপ্তগণের আসনারূঢ় প্রভুকেও উত্তোলন, লোকাচারানুসারে অন্তঃ-পটের বাহিরে মহালক্ষ্মীর প্রভুকে সপ্তবার প্রদক্ষিণান্তে প্রণাম, স্ত্রী-আচার ও বাদন, নরনারীর মঙ্গলধ্বনি, সর্ব্বত্র আনন্দ-সমাবেশ) আ ১৫।১৭০-১৭৫, (জগন্মাতা লক্ষ্মীর প্রভুকে পুষ্পমালা-প্রদান ও আত্মনিবেদন, গৌরনারায়ণেরও মহালক্ষ্মীর গলদেশে মাল্য-প্রত্যর্পণ) আ ১৫।১৭৬-১৭৭, (ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর পরস্পরের প্রতি পুষ্পনিক্ষেপ) আ ১৫।১৭৮, (ব্রহ্মাদি দেবগণের অলক্ষিতরূপে পুষ্পবৃষ্টি, লক্ষ্মীগণ ও প্রভুগণের পরস্পর প্রণয়-জিগীষা, জয়-পরাজয়রূপ প্রণয়-বৈচিত্র্য, তদ্দর্শনে প্রভুর হাস্য, তাহাতে সকলের মহাসুখ) আ ১৫।১৭৯-১৮২, (শ্রীমুখ-চন্দ্রিকা বা শুভদৃষ্টিকালে মশালাদি প্রজ্জ্বালন ও তুমুলবাদ্যধ্বনি, শ্রীমুখ-চন্দ্রিকান্তে ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর উপবেশন) আ ১৫।১৮৩-১৮৫, (সনাতন মিশ্রের কন্যাসম্প্রদানারম্ভ, যথাবিধি সম্বন্ধমন্ত্র-পাঠ, শ্রীগৌর-প্রীত্যর্থে মহালক্ষ্মী-সম্প্রদান, কন্যা-জামাতাকে যৌতুকদান, প্রভুর বামপার্শ্বে লক্ষ্মীকে বসাইয়া কুশণ্ডিকা ও লাজ-হোমাদি বৈদিক ও লৌকিকাচার সম্পাদন; গৌর-বিষ্ণু-প্রিয়ার অবস্থান-হেতু বৈকুণ্ঠধাম সনাতন-ভবনে ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর ভোজন লীলা, ঈশ্বর-দম্পতির বাসর-গৃহে পুষ্পশয্যা, সগোষ্ঠী রাজপণ্ডিতের আনন্দ, রাজপণ্ডিতের নগ্নজিৎ, জনক, ভীষ্মক ও জাম্ববানের সৌভাগ্য-লাভ, রাত্রি-প্রভাতে অন্যান্য লোকাচার-সম্পাদন) আ ১৫।১৮৬-১৯৭, (অপরাহ্নে ঈশ্বর-দম্পতির শচী-গৃহে যাত্রা, বাদ্য-গীত-জয়ধ্বনি, বিপ্র-গণের আশীর্ব্বচন, যাত্রামঙ্গল পাঠ, পরস্পর জিগীষু বাদ্যকারগণের বিবিধ বাদ্যবাদন, যথোচিত অভিবাদনান্তে বিষ্ণুপ্রিয়া-সহ প্রভুর শিবিকারোহণ, হরিধ্বনি পূর্ব্বক সকলের গৌরসঙ্গে গৌরগৃহে যাত্রা, পথিমধ্যে বর-কন্যা-দর্শনে নর-নারী সকলেরই ধন্যবাদ জ্ঞাপন, ভাগ্যবতীনারীগণের বিবিধ উপমা-বর্ণন) আ ১৫।১৯৮-২০৮, (গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক অপ্রাকৃত ঈশ্বর-দম্পতির সৌভাগ্য-প্রশংসা, লক্ষ্মী-নারায়ণের মঙ্গল দৃষ্টিপাতে নবদ্বীপের সর্ব্বত্র শুভোদয়) আ ১৫।২০৯-২১০, (গীত-বাদ্যাদি সহ মহানন্দে সকলের পদাতি-ক্রম, অতঃপর শুভক্ষণে শুভলগ্নে বর-বধূর গৃহ-প্রবেশ, শচীমাতার সাধ্বীগণ-সঙ্গে নববধূ বরণ, গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার আগমনে সর্ব্বত্র জয়ধ্বনিময়, গৌরগৃহে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-কোলাহল) আ ১৫।২১১-২১৩, (গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-মিলন দর্শনকারীর সংসার-মুক্তি লাভ ও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি, 'দয়াময়' 'দীননাথ' প্রভুর জীবপ্রতি কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় উদ্বাহলীলাদর্শন-সুখ প্রদান) আ ১৫।২১৬-২১৭, (শ্রীনটনকে বস্ত্র-ধন-বচন-দ্বারা প্রভুর দয়া-বিতরণ, আত্মীয়-স্বজন ও বিপ্রগণকে বস্ত্রদান, বুদ্ধিমন্ত খানকে আলিঙ্গন দান ও তাঁহার আনন্দ) আ ১৫।২১৮-২২০, (বিষ্ণু-তত্ত্বের যাবতীয় লীলারই শ্রুতি-কীর্ত্তিত নিত্যত্ব ও অনন্তকালে অবর্ণনীয়ত্ব) আ ১৫।২২১-২২২, (শ্রীগুরু-নিত্যা-নন্দের আজ্ঞা-কৃপা-ফলেই গ্রন্থকারের ভগবল্লীলার দিগ্দর্শন, ভগবল্লীলা-শ্রবণ ও পঠনের ফল গৌরকৃষ্ণদাস্য-লাভ) আ ১৫।২২৩-২২৪; **লক্ষ্মীকান্ত** আ ১৬।১, (ভক্ত-গোষ্ঠী-সহিত গৌর-জয়গান, শ্রীচৈতন্য-কথা-শ্রবণেই শুদ্ধা ভক্তির উদয়) আ ১৬।৩, (আদিখণ্ডে গৌরের প্রচ্ছন্নবিহারলীলা) আ ১৬।৪, **বৈকুণ্ঠনায়ক** আ ১৬।৫, (বৈধ গৃহস্থগণের আদর্শ-রূপে প্রভুর নবদ্বীপে বিদ্যাবিলাস-লীলা) আ ১৬।৫, (প্রেম-ভক্তিপ্রকাশরূপ স্বীয় অবতার-হেতু তখনও সঙ্গোপন) আ ১৬।৬, (তৎ-কালীন জগতের দুর্দ্দশা,—"স্বমার্থ-শূন্য, জড়বিষয়াসক্ত, গীতা-ভাগবতাদির অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-সত্ত্বেও গ্রন্থবাস্ত-কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-বিমুখতা, ভক্তগণের সংকীর্ত্তন-বিরোধ ও নানা বিদ্রূপোক্তি, স্ব-স্ব মায়াবাদমূলা ধারণায় আস্ফালন) আ ১৬।৭-১৩, (ভক্তগণের মনোদুঃখ, বাক্যালাপ করিবারও লোকাভাব) আ ১৬।১৪, (ভক্তিহীন জগদ্দর্শনে ভক্তগণের কৃষ্ণসমীপে দুঃখনিবেদন) আ ১৬।১৫, (শুদ্ধভক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ ঠাকুরহরিদাসের নবদ্বীপে আগমন, হরিদাস ঠাকুরের মহিমা বর্ণন:— বূঢ়ন হইতে ফুলিয়া, ফুলিয়া হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্য-সহ মিলন, কাজীর অবিচার, বাইশবাজারে বেত্রা-

অভিধেয়ের অকর্ম্মণ্যতা, কাপট্য বর্জ্জন পূর্ব্বক নামগ্রহণ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতেই সাধ্য-সাধনতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি-সম্ভাবনা, 'নাম' ব্যতীত গত্যন্তরাভাব, মহামন্ত্র কি, 'নাম' বলিতে ষোলনাম বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্রই উদ্দিষ্ট, সংখ্যাতঃ অসংখ্যাতঃ উভয়রূপেই নিরন্তর গ্রাহ্য, নাম-সাধন-দ্বারাই ভাব ও প্রেমরূপ প্রয়োজন-সিদ্ধির উদয়" প্রভৃতি শিক্ষা-প্রদান) আ ১৪।১১৩-১৪৭, (প্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপদেশামৃতপানে বিপ্রের বারংবার প্রণাম, প্রভুসঙ্গে অবস্থান-প্রার্থনাফলে প্রভুর মিশ্রকে কাশীতে প্রেরণ, তথায় সাক্ষাৎকার ও তত্ত্বোপদেশ প্রদানাঙ্গীকার পূর্ব্বক মিশ্রকে আলিঙ্গন, মিশ্রের পুলক ও পরমানন্দ লাভ, বিদায়কালে প্রভুকে স্বপ্নবৃত্তান্ত কথন, প্রভুর চ্ছন্নাবতার-রহস্য ব্যক্ত করিতে মিশ্র-প্রবৃত্তি পুনঃ পুনঃ নিষেধাজ্ঞা) আ ১৪।১৪৮-১৫৫

তপস্বী, কুম্ভীর, অনেকরাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণ (নিত্যানন্দ প্রভুর রাস-লীলার পুষ্টিকারক) আ ৯।৭২-৮৮

তাম্বুলী (নদীয়াবাসী) (মহাপ্রভুর তাম্বুলী-গৃহে গমন ও তাম্বুলগ্রহণলীলা) আ ১২।১৩৫-১৪২

তুলসী (বিষ্ণুশক্তি) (মহাপ্রভুর লোক-শিক্ষার্থ শ্রীবিষ্ণু ও তদীয় তুলসী-পূজনান্তে ভোজনলীলা) আ ৮।৭৩, (ঐ) ১৬৬ ; (মহাপ্রভুর তুলসীকে জল-দান ও প্রদক্ষিণলীলান্তে ভোজনলীলা) আ ১২।১০১ ; (লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর তুলসী-সেবা) আ ১৪।৪০ ; (মহা-প্রভুর তুলসীরার্চ্চনলীলা) ম ১।১৮৭ ; (মহাপ্রভুর তুলসী-প্রদক্ষিণলীলা) ম ২।১০৮ ; (শ্রীবাস-গৃহে মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশলীলায় ভক্তগণের তুলসী প্রভৃতিদ্বারা তাঁহার শ্রীচরণ-পূজা) ম ৯।৭০ ; (মহাপ্রভুর তুলসী-চরণ-বন্দন লীলা) ম ১৩।৩৬৮ ; (মহাপ্রভুপাদ-পদ্মে রমা ও তুলসীর স্থান) ম ২৩।১৮৩ , (মহাপ্রভুর তুলসীপ্রদক্ষিণ ও জলদানলীলা) অ ১।২৭৯ ; ৪।২৫৬ ; (মহাপ্রভুর তুলসীভক্তি শিক্ষা-দান) অ ৮।১৪৯, (শ্রীগৌরসুন্দরের তুলসীসেবন লীলা) অ ৮।১৫৪-১৫৬, (মহাপ্রভুর সংখ্যানাম-গ্রহণ-কালে তুলসীদর্শন লীলা) অ ৮।১৫৭-১৬১ ;

তুলসীকমল (শ্রীবাসগৃহে মহাপ্রভুর সাতপ্রহরিয়া ভাব-প্রকাশকালে ভক্ত-গণের তুলসীকমলে প্রভুপাদপদ্ম পূজা) ম ৯।৬৪; **তুলসীমঞ্জরী** (শ্রীঅদ্বৈতের তুলসীমঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে কৃষ্ণার্চ্চন-লীলা) আ ২।৮১, (শচীমাতার তুলসী-মঞ্জরী-সহিত অন্ন মহাপ্রভুর সমীপে আনয়ন) ম ১।১৮৯ , (শ্রীঅদ্বৈতের চন্দনাক্ত তুলসীমঞ্জরী-দ্বারা শ্রীচৈতন্য-চরণ-পূজা) ম ৬।১০৭, (মহাপ্রভুর শ্রীবাস পণ্ডিতগৃহে মহাপ্রকাশলীলা-কালে ভক্তগণের প্রভুপাদপদ্মে পুনঃপুনঃ চন্দনলিপ্ত তুলসীমঞ্জরী অর্পণ) ম ৯।৪৯ ; (শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে শচী-মাতার রন্ধন ও অন্নব্যঞ্জন উপস্কার পূর্ব্বক তদুপরি তুলসীমঞ্জরী স্থাপন) অ ৪।২৮২

তৈর্থিক ব্রাহ্মণ (শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-গৃহে আতিথ্য গ্রহণ এবং শ্রীগৌরসুন্দরের প্রসাদ ও অষ্টভুজ রূপ-দর্শন-লাভ) আ ৫।১৭—১৩৫, (নিজ নিত্যধ্যেয় বিগ্রহের ধ্যানানুরূপ প্রত্যক্ষদর্শনলাভে বিপ্রের আনন্দ-মূর্চ্ছা, প্রভুর শ্রীকরস্পর্শে নির্ব্বেদ ক্রন্দন, প্রভুমুখে প্রভুর নিজ-তত্ত্ব ও বিপ্রের স্বীয় পূর্ব্বযুগীয় ইতিহাস শ্রবণ এবং গৌরাবতার-রহস্য প্রকাশ-বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা লাভ) আ ৫।১৩৫-১৫৩, (মহাপ্রভুর অপূর্ব্বপ্রকাশ-দর্শনে বিপ্রের প্রেমানন্দ, সর্ব্বাঙ্গে মহা-প্রসাদান্ন লেপন ও ভোজন, নৃত্য-কীর্ত্তনাদি, বিপ্রের "জয় বালগোপাল" হুঙ্কারে মিশ্রাদির নিদ্রাভঙ্গ, বিপ্রের আত্মসম্বরণ ও আচমন, ভোজন-দর্শনে সকলের আনন্দ, গৌরাবতারের গূঢ় রহস্য প্রকাশের ইচ্ছা সত্ত্বেও প্রভুর নিষেধাজ্ঞা-ভয়ে বিপ্রের মৌনাবলম্বন, অন্যের অজ্ঞাতভাবে নবদ্বীপে বাস, দৈনিক ভিক্ষা-সমাপনানন্তর প্রত্যহ প্রভুদর্শন) আ ৫।১৫৩-১৬৬

ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন (নদীয়াবাসী সর্ব্বজ্ঞের মহাপ্রভুকে গোপীজনবল্লভ-রূপে দর্শন) আ ১২।১৬২

ত্রিলোচন (মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রকাশ) ম ২০।১৩৪ ; (সুদর্শনস্থানে পাশুপতভক্তেঃ নিরস্ত, ভয়ে শঙ্করের পলায়ন) অ ২।৩৩৪, (বৈষ্ণবাগ্র ত্রিলোচনের গোবিন্দশরণাপত্তি) অ ২।৩৩৭ ; (ভৃগুকে নিজস্থানে দর্শন করিয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত) অ ৯।১৩৫, (ভৃগুর অবজ্ঞায় ক্রোধ) অ ৯।১৪১

দ

দক্ষ (কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য) ম ১৩।৪২

দত্তাত্রেয় (বর্জ্জাহাতীর উপর উপবেশন-লীলায় মহাপ্রভুর দত্তাত্রেয়-ভাবাবেশে জননীকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে শুচি ও অশুচি-রহস্যোপদেশ) আ ৭।১৭৭, ১৯১

দবিরখাস (মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ও কৃপা-

নন্দ-নিন্দক) আ ৯।১০২-১০৩, (নিত্যানন্দ-কৃপায়ই চৈতন্য-তত্ত্ব-উপলব্ধি) আ ৯।১০৪, [শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তীর্থভ্রমণচ্ছলে তীর্থোদ্ধার :—আর্য্যাবর্ত্তে—বক্রেশ্বর, বৈদ্যনাথ, গয়া, শিবরাজধানী কাশী (উত্তরবাহিনী-গঙ্গাদর্শন, স্নান-পানাদি সুখ-লাভ), প্রয়াগ (মাঘমাসে প্রাতঃস্নান), মথুরা (পূর্ব্বজন্মস্থান), যমুনা-বিশ্রাম-ঘাট (জলকেলি), গোবর্দ্ধনপর্ব্বত, শ্রীবৃন্দাবনাদি দ্বাদশবন, গোকুল (শ্রীনন্দগৃহ-দর্শনে ক্রন্দন, শ্রীমদন-গোপাল দর্শন ও নমস্কার), হস্তিনা-পুর (পাণ্ডব-পুরী দর্শন, ভক্তস্থান-দর্শনে ক্রন্দন, অভক্ত তীর্থবাসিগণের তদ্বোধে অসামর্থ্য, বলদেবকীর্ত্তি-দর্শনে 'ত্রাহি হলধর' বলিয়া নিজেকেই নিজের প্রণাম), দ্বারকা (সমুদ্র-স্নানে আনন্দ-লাভ), সিদ্ধপুর (কপিল-স্থান), মৎস্যতীর্থ (অন্নদান-লীলা), শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী (দুই গণের দ্বন্দ্ব-দর্শনে হাস্য), কুরুক্ষেত্র, পৃথূদক, বিন্দুসরোবর, প্রভাস, সুদর্শন-তীর্থ, ত্রিতকূপ, বিশালা, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ, প্রতিস্রোতা, প্রাচীসরস্বতী, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা (রামজন্মভূমি-দর্শনে ক্রন্দন), শৃঙ্গবের পুর (গুহক-চণ্ডালরাজ্য ; গুহকের সৌখ্য-স্মরণে তিন দিবস আনন্দ-মূর্চ্ছা), (শ্রীরাম-বিরহে লক্ষ্মণাবেশে প্রভুর ক্রন্দন-লুণ্ঠন-লীলা), সরযূ (দর্শন ও স্নান), কৌশিকী (দর্শন ও স্নান), পুলস্ত্যাশ্রম ; গোমতী, গণ্ডকী ও শোণতীর্থ (দর্শন ও স্নান), মহেন্দ্রপর্ব্বত (পরশুরামকে নমস্কার), হরিদ্বার (গঙ্গা-জন্মভূমি), পম্পা, ভীমা, গোদাবরী, বেণা ও বিপাশা (স্নানলীলা), মাদুরা (কার্ত্তিক-দর্শন), শ্রীশৈল (মহেশ-পার্ব্বতী-দর্শন; মহেশ-পার্ব্বতীর সাদরে নিজ-ইষ্টদেব নিত্যানন্দ-সেবা) প্রভৃতি তীর্থ-ভ্রমণ ; তথা হইতে দাক্ষিণাত্যে বা দ্রাবিড়ে—বেঙ্কটনাথ-স্থান (বেঙ্কটনাথ-দর্শন), কামকোষ্ঠীপুরী, কাঞ্চী, কাবেরী, শ্রীরঙ্গম (শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন), হরিক্ষেত্র, ঋষভপর্ব্বত, দক্ষিণ মথুরা বা মাদুরা, কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, উত্তরা-যমুনা (?), মলয়-পর্ব্বতে অগস্ত্য-আশ্রম, বদরিকাশ্রম (শ্রীনর-নারায়ণের আশ্রমে অবস্থান), ব্যাসাশ্রম শম্যাপ্রাস (শ্রীব্যাসের সাক্ষাৎ হইয়া শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ প্রভুর বন্দন, শ্রীনিত্যানন্দেরও ব্যাস-বন্দন ও ব্যাসাশ্রমে ভিক্ষা-গ্রহণ), বৌদ্ধালয় (বৌদ্ধদলন), কন্যকা-নগর বা কন্যা-কুমারী (দুর্গাদেবী দর্শন), দক্ষিণ-সাগর, শ্রীঅনন্তপুর, পঞ্চাপ্সরা-সরোবর, গোকর্ণ (গোকর্ণাখ্য শিব-দর্শন), কেরল, ত্রিগর্ত্তক (দ্বৈপায়নী-আর্য্যা-দর্শন), নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপ্তী, রেবা, মাহিষ্মতীপুরী, মল্লতীর্থ, সূর্পারক প্রভৃতি তীর্থোদ্ধার পূর্ব্বক প্রভুর পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা, (কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে পশ্চিমভারতে দৈবাৎ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-সহ মিলন, উভয়ের প্রেমমূর্চ্ছা, শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতির সে দৃশ্য-দর্শনে প্রেম-ক্রন্দন, শ্রীপুরী ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অত্যদ্ভুত প্রেম-বিকার, এই দুই দেহে প্রেম-নিধি শ্রীচৈতন্যের বিহার, শ্রীনিত্যানন্দের পুরী-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, প্রভু-প্রতি পুরীরও গাঢ় প্রেম, শ্রীঈশ্বর, ব্রহ্মানন্দ পুরী প্রভৃতিরও নিত্যানন্দে রতি, প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেমিকের দর্শনাভাব-জনিত দুঃখ-বিহ্বল পুরীগণের প্রেমসমুদ্র নিতাই-দর্শনে মহোল্লাস, পুরী-সহ নিতাইর কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গানন্দে কৃষ্ণ-অন্বেষণ, হরিরসমদিরামদাতিমত্ত প্রভু-নিত্যানন্দ ও সগণ পুরীপাদ, প্রভু ও পুরীপাদের অতিগূঢ় দুজ্ঞের্য় কৃষ্ণকথা-লাপ, পরস্পরের বিরহ-সহনে অসামর্থ্য, শ্রীপুরীপাদের নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, শ্রীপুরীপাদের নিত্যানন্দে নিরন্তর প্রীতি, নিত্যানন্দের পুরী-প্রতি গুরু-বুদ্ধি, পরস্পরের কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে বহিঃপ্রতীতিশূন্যতা, অতঃপর শ্রীমন্-মাধবেন্দ্রের সরযূদর্শনে ও শ্রীনিতাইর সেতুবন্ধ-যাত্রা ; উভয়েরই কৃষ্ণপ্রেমাবেশে বাহ্যবিস্মরণ, শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রীত্যর্থই মহাভাগবতের স্বপ্রাণ রক্ষণ, নতুবা বহিঃসংজ্ঞায় কৃষ্ণবিরহের তীব্রতানুভূতিমাত্র প্রাণত্যাগেচ্ছা, নিত্যানন্দ-মাধবেন্দ্র-মিলন-শ্রবণে শুশ্রুষুর প্রেম) শ্রীনিতাইর সেতুবন্ধে আগমন, তথায় ধনুস্তীর্থে স্নানান্তে রামেশ্বর গমন, তৎপর বিজয়নগর, মায়াপুরী, অবন্তী, গোদাবরী, জিওড়-নৃসিংহদেবপুরী (সিংহাচলম্), ত্রিমল্ল (তিরুমলয়) কূর্ম্মক্ষেত্র (কূর্ম্মনাথ দর্শন) প্রভৃতি দর্শনান্তে নীলাচলে আগমনপূর্ব্বক সাবরণ শ্রীজগন্নাথদেব দর্শন ও প্রেমানন্দ, তথা হইতে নানাস্থান শ্রীপদাঙ্ক-পূত করিয়া গঙ্গা-সাগরে আগমন, তথা হইতে পুনরায় মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন, নিরন্তর বৃন্দাবনে বসতি ও কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে বাহ্যবিস্মৃতি] আ ৯। ১০৫-২০৫ ; (শ্রীনিত্যানন্দের অবাচক বৃত্তি) আ ৯।২০৬, (বীর প্রভু শ্রীগৌর-সুন্দরের গুপ্ত-নবদ্বীপ-লীলা-অবগতি)

য

হ

স্থান-নদী-পর্ব্বতাদির সূচী

স্থানসূচী

শব্দ-সূচী (পরিশিষ্ট)

নদ ও নদী

শ্রীচৈতন্যভাগবতধৃত প্রমাণ-গ্রন্থ-তালিকা

শ্রীচৈতন্যভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্যধৃত প্রমাণ-গ্রন্থ তালিকা

অত্রিসংহিতা ম ১।২০১; ম ২৩।৯১; অথর্ব্ববেদ আ ১৫।৯, অ ১২৬২-২৬৫; অমরকোষ অ ১।১৫৮; অমৃতবিন্দুপনিষৎ ম ১৭।৯৪, আচারভেদতন্ত্র ম ১৯।৮৬, আদিত্য পুরাণ আ ১৫।৯; আদিপুরাণ ম ২.৪১, ৪৩, ৭৯, ম ৫।১২১; আরুণেয়োপনিষৎ অ ৬।২১; আলবন্দারু-স্তোত্র ম ২।১২৫; ইতিহাস-সমুচ্চয় ম ২.৪১, ৪৩ ঈশোপনিষৎ, আ ২।৮৭; উৎকলখণ্ড অ ২।৩০৮; উত্তররামচরিত ম ৭।৭৯; উপদেশামৃত আ ৭।১০৭, আ ১১।৪৭; ম ১০।৩৬, অ ৯।৩০৭, ঋগ্বেদ আ ৩।৫২, ম ১১।৯৬, ম ৩।৫০৭, কঠোপনিষৎ আ ২।১০, আ ১৩।১৪১, আ ১৬।১১, ম ১।১৫৭, অ ১।২৪৫, ২৬৭, অ ২।১৬৬-৬৭, অ ৩।৭২, অ ৯।১১০; কল্যাণকল্পতরু আ ৯।২১২-১৩, আ ১২।৪৯; কাশীখণ্ড আ ১৫।১৬৬, ম ২।৪২, ৭৯, ম ১০।১০০; কূর্ম্মপুরাণ আ ১৪।১০৪, আ ১৫।৪, অ ১।২১৩, অ ৬।২১, কৃষ্ণপদ-দীপিকা ম ৮।১২০; কৃষ্ণকর্ণামৃত আ ১৭।১০৭, অ ৯।১২৮; কৃষ্ণলীলামৃত আ ১১।১০০; কৃষ্ণসন্দর্ভ আ ১।৪৭, আ ১৪।১০৪, অ ১।১১৩।১২১; কেনোপনিষৎ অ ৩।১১৭-১৮, কৈবল্যোপনিষৎ ম ১০।২৫০, অ ১।৫৬; ক্রমসন্দর্ভ (টিকা) আ ১।৫৪, ৫৮, ৭২, আ ২।২৫, ২৬; গরুড় পুরাণ আ ২।৭২, আ ৮।৮৬, অ ২।৫৪-৫৫, গীতগোবিন্দ ম ২৬।৬৪; গীতা আ ১।১২২, আ ২।৬৭, আ ৪।১৪০, আ ৮।২০৫, আ ১৭।২৩, ২৫, আ ১৬।৭৯, ৮২, ম ১।২৪০, ২৫৫, ম ৯।২৩১, ম ১০।২৫০, ম ১০।২৮৬, ম ১৭।১০৭, ম ২৪।২৪, অ ১।২৫৪, অ ৩।৭৩-৭৪, ৮৪, ২২৩, অ ৯।৩৮৭; গীতাভূষণ আ ২।১৯; গোপাল-তাপনী আ ৩।৫২, ম ১০।২৫০, অ ১।২১৮, অ ১।২৬৭, অ ২।১৬৬-১৬৭, ২২৯-২৩৩, অ ৭।৩৮; গোপালোত্তরতাপনী ম ১০।২৮৩, অ ১।২১৮; গৌতমীয় তন্ত্র অ ২।৮১, ম ২।১২-১৪; গৌরগণচন্দ্রিকা আ ১৪।৮৭; গৌরগণোদ্দেশদীপিকা আ ২।৩৪, ৩৬, ৯৯, আ ১০।৪৮, ৫৫, আ ১১।৯৬, আ ১৪।২, ১৪, আ ১৫।৫১; ঘেরণ্ডসংহিতা ম ২৩।২৮৫; চতুর্ব্বেদশিখা-শ্রুতি আ ৬।১৩২, অ ১।২৫১-২৫৩; চৈতন্যচন্দ্রামৃত আ ১।১৫১, আ ২।৬২, ৬৯, ৭২, ৮৭, ১৮১, আ ৩।১৮, ২০, আ ৭।১০৭, আ ৮।১৯৭, আ ১৪।৮৮, ৮৯-৯১, ম ১।১৬৫, ৩৪৩, ৪১৪-৪১৮, ম ১০।২৮২, চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক আ ১৪।২, আ ১৬।৩০৮, ম ১৮।১০; চৈতন্যচরিতমহাকাব্য আ ১৪।১০৪, অ ৪।৩২১, ৩৪২, চৈতন্যচরিতামৃত আ ১।৫৮, ৬০, ৮৬, ১১৯, আ ২।৫০-৬, ৩৫-৩৬, ৯৯, আ ৩।৫২, আ ৪।৯, আ ৭।১৭৫, আ ৮।১৪, ৩৮, ৭৮-৭৯, আ ৯।১৫৪, ১৬১, ১৭০, ১৯২, আ ১৩।৯৩, ৯৫, ১৩৬, ১৯২, আ ১৪।২, ১০৪, আ ১৫।৬৯, আ ১৭।১২০, ১৪৮, ম ১।১৬০, ম ১।২০৪ ২৩৩, ২৪৮, ২৭৬, ২৯৭, ৪০৭, ম ২।৫-৬, ১২-১৪, ২০, ১২৫, ১৭৪-১৭৫, ম ৫।৬০, ১০৮, ১১৭, ১১৯, ১২৩, ১২৮ ম ১০।৬, ৩৬, ৮৬, ১০।১০০, ১০৯, ১৪৭, ২৫০, ২৮৬, ম ১২।১৮, ২৮, ২৯, ৩১, ম ১৩।৩১৮, ম ১৭।৯৪, ১০৭, ম ২৭।৪৭, অ ২।২৮৯, ৪৯৫, অ ৩.৫৭২, অ ৪।১০১; চৈতন্যমঙ্গল ম ১০।২৮০; চৈতন্যাষ্টক অ ৩।১৬৪, ছান্দোগ্যোপনিষৎ আ ৩।৫২, আ ১৬।১১, ম ১।১৫৭, ২০১, ম ৭।৯, অ ২।১০, ২২৯ ২৩৩; তত্ত্বসন্দর্ভ আ ২।৭২, ম ১।১৯৫; তন্ত্রবচন অ ৯।১৩৩; তন্ত্রসার ম ১০।২৮৬ তৈত্তিরীয় উপনিষৎ আ ১৬।১১, অ ২।৫৪, তৈত্তিরীয় সংহিতা ম ১৪।৪২; দামোদর-স্বরূপ-কৃত কড়চা আ ২।১৮৫, ১৮৬; দ্বারকামাহাত্ম্য ম ৫।১৪৫, ম ১০।২৯-৩০, ১০০; নরোত্তমঠাকুরের প্রার্থনা আ ২।৭৫, নামাষ্টক আ ১৬।১৬৬; নারদপঞ্চরাত্র আ ২।৭০, আ ১৭।২৩, ম ৬।১৭৩, ম ৮।১৯০, ২০৮, ম ৯।১৮৯, ম ১০।২৩-২৪, অ ১।১৯, ২০, ২৬৭, অ ২।১০, ৩২-৩৩, ১৪৫, অ ৩।৮৮, নারদীয় পুরাণ আ ২।৬৭, আ ১৪।৪১, আ ১৫।৮, ৯, ম ১০।১০০, অ ৮।১৫২, অ ৯।১১২; নারায়ণ-উপনিষৎ অ ৯।২২২-২২৩, নারায়ণ-সংহিতা আ ২।২৬, ৬৯, নারায়ণাধ্যাত্ম আ ৩।৫২; নৃসিংহপুরাণ আ ১।৩৯, আ ১৪।৪১, ম ১।৩৩৭, অ ১০।১০; পদ্মপুরাণ আ ১।৩৯, ১২৩, আ ২।৩৮, ৬৭, আ ৩।৫২, আ ৭।১৭৮, আ ৮।১০৯, আ ১০।১২, আ ১৫।৪, ৯, ম ১।২০১, ম ২।৪১, ৪৩, ৭৯, ম ৫।৪২, ম ৬।১৭২, ম ৭।৮, ম ৮।৬৬, ২১০-২১১, ম ১০।১০০, ১০২, ২৪৬, ২৫০, ম ১৩।২৬৩, ম ১৬।১৪৪-১৪৫, ম ১৭।১৯, ম ২৩।৫৩, অ ১।১৫৩, ২৭৫, অ ২।৩৬৮, ৩৯৯, অ ৩।৪৮৫, অ ৯।২২২-২২৩; পদ্যাবলী ম ১০।৯৯, ম ২৩।৪৫-৪৬; পরমহংসোপনিষৎ অ ৬।২১; পাণিনি আ ১।১১৯, পাত্রক্রিয়া-যোগ ম ১৭।১৯; পুরুষসূক্ত ম ৯।৩০; প্রশ্নোপনিষৎ অ ৩।৩৪-৩৭; প্রায়শ্চিত্তবিবেক ম ১৩।৫৪; প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা ম ৯।২৩১; বরাহপুরাণ আ ১৪।১০৪, অ ১০।১০; বামনপুরাণ ম ১৭।৯৫, অ ২।১৪৩; বায়ুপুরাণ আ ১৩।৪৬; বাসুদেবাধ্যাত্ম আ ৩।৫২; বিজয়ধ্বজ (টীকা) আ ১৪।১০৪; বিদ্বদ্রঞ্জনভাষ্য আ ২।১৭; বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি আ ১১।৩৭; বিশ্বকোষ অ ১।২৮৬; বিষ্ণুধর্মোত্তর আ ৫।১১, আ ১৪।৪১, ১০৪; বিষ্ণুপুরাণ আ ১।৭৬, আ ১৪।৮৭, ১০৪, আ ১৫।১৯৫, আ ১৭।৭৭, ম ১৩।

অন্ত্যখণ্ড

	শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর-কৃত শ্লোক সংখ্যা	উদ্ধৃত শ্লোক সংখ্যা	পয়ার সংখ্যা	মোট সংখ্যা
থম অধ্যায়	১	১	২৮৯	২৯১
তীয় ,,	...	১	৫০২	৫০৩
তীয় ,,	...	৮	৫৩৮	৫৪৬
র্থ ,,	....	৬	৫১৮	৫২৪
ম ,,	...	১	৭৫৮	৭৫৯
,,	...	৫	১৩৮	১৪৩
প্তম ,,	...	৩	১৬৩	১৬৬
ষ্টম ,,	...	২	১৭৭	১৭৯
মোট	১	২১	৩০৮৩	৩১১১
	১	২৭	৩০৮৩	৩[illegible]
নবম ,,	...	৫	৩৮৯	
দশম ,,	...	...	১৮২	
মোট	১	৩২	৩৬৫৪	৩[illegible]

সর্ব্বমোট সংখ্যা

	শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর-কৃত শ্লোক সংখ্যা	উদ্ধৃত শ্লোক সংখ্যা	পয়ার সংখ্যা	[illegible]
আদিখণ্ড	২	৪৫	৩১৮১	৩[illegible]
মধ্যখণ্ড	৫	৩১	৫৪৬৭	৫[illegible]
অন্ত্যখণ্ড	১	৩২	৩৬৫৪	৩[illegible]
সর্ব্বমোট	৮	১০৮	১২৩০২	১২[illegible]

মোট শ্লোক ও পয়ার সংখ্যা—,২৪১৮

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস—বৃন্দাবনদাস॥
বৃন্দাবনদাস কৈল ‘চৈতন্যমঙ্গল’।
যাঁহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য-নিতাইর যা’তে জানিয়ে মহিমা।
যা’তে জানি কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥